দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১ম বর্ষের সূচীপত্র ১৩৩৮

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
অ	
অকিঞ্চনের সর্বদাই সুখ	১৬
অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত	৪০
অজের জন্মরহস্য	১৪৬-১৪৭
অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মর্মকথা	৫২
অতিশয় মন্দ নাথ তার হারাইয়া	৫২
অতিভক্তি চোরের লক্ষণ	৬০
অনর্থযুক্তের ভগবৎপূজা কিরূপ ?	৩৫
অনর্থগ্রস্তের আত্মপরীক্ষা	৫০
অ-সমালোচনাকারী মূর্খদিগের নীতি	৪৮
অনন্তবাসুদেব কথামৃত	৫৯
অনুকরণ ও অনুসরণ	৯৩
অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা	৯
অপরাধ	৪৮
অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা	২৮,৩৯
অভক্ত কে ?	১০৬
অভক্তের কুবিচার	১১৩
অভিভাষণ (আচার্যদেবের)	৩৫
অভ্যর্থনা	৮
অভিনন্দন আবৃত্তি	৪৩
অমায়া	২৩,৭৬
অর্থপঞ্চক	১৩৭
অর্থ অনুকরণে নাম	১৭৭
অন্ধের বিলাপ ও সংলাপ	১৯০
অমৃতনীলাভিনয়	১৯৬
অনর্থ নিবৃত্তির উপায় কি ?	২১০
অভাব-বোধ	২১৪
অজীবন কখনও সুখী হইতে পারে না	২১৭
অর্থ	২১৮
অপূর্ব স্বার্থত্যাগ	২২২
অভক্তিমার্গ	২৩৫
অত্যাহার	২৪৯
অভাভিমান	২৫৭
আ	
আইন ও পদার্থ	৬৮
আইনের গতি	৮৯
আচার্যদেব রেঙ্গুনে (তাং ২৬।২।৩৮)	২
আচার্যদেব	৪,১০,১২
আচার্যদেবের অভিভাষণ	৫
আচার্যদেব (শ্রীগৌড়ীয়মঠে)	৮
আচার্যদেব (শ্রীধামে তাং ৮।৩।৩৮)	৯
আচার্যদেবের হরিকথার কথা	১৩
আচার্যদেব (কলিকাতায়)	১৮
আচার্যদেবের অভিভাষণ	৩৪
আচার্যদেব হরিদ্বারাভিমুখে	৩৫
আচার্যদেবের প্রত্যাবর্তন	৩৬
আচার্যদেব (সারস্বত-গৌড়ীয়মঠে তাং ৮।৪।৩৮)	৩৭
আচার্যদেবের হরিকথা	ঐ
আচার্যদেবের হরিদ্বারে শুভবিজয়	৩৮
আচার্যদেব (দিল্লী অভিমুখে)	৩৯
আচার্যদেব (বম্বে অভিমুখে)	৪০
আচার্যদেব (বোম্বাইএ)	৪২
আচার্য-প্রসঙ্গ (বম্বে, কাশী ও গয়া)	৪৫
আচার্যদেব (গয়ায়)	৪৮
আচার্য-প্রসঙ্গ	৫০
আচার্যদেবের সম্বর্ধনা (হাওড়া ষ্টেশনে তাং ২৮।৪।৩৮)	৫১
আচার্যবাণী	৫৩,৯৪,১০৪,১১০,১১৬, ১২১,১২৬,১৩৪,১৪০, ১৫১, ১৫৫-৫৬,১৬৩, ১৯৮, ২০৪, ২০৯, ২১৫, ২১৭, ২৮২
আচার্যদেব (শ্রীধামে)	৬৩,৬৪
আচার্যদেব (কলিকাতাভিমুখে)	৬৫
আচার্যদেবের দয়া	৮৭
আচার ও প্রচার	৬১
আচার্যদেবের উপদেশ	১০০
আর্তি-প্রশ্নাঞ্জলি	২
আদর্শ অপণ্ডিত হওয়া চাই	২৭
আনন্দ কোথায় ?	১৩
আমার দুর্দৈব	১২
আমার ভুল	২৫
আমার মত পতিতের কি কোন আশা নাই ?	৬৮
আমার প্রভুভক্তি	৭৫
আমার কাহিনী	৯৮
আমার মুখোস উন্মোচন	১৪০
আমার সবই ভুল	১৪৮
আমি কে ?	৫৫
আমি কি বাঁচিব না ?	৮১
আশাতীতিকা	৭৭
আমরা কি চাই	১৫২
শ্রীশ্রীআচার্যাষ্টকম্	১৫৪ ৫৭
শ্রীশ্রীআচার্যপূজা	১৫৮
শ্রীশ্রীআচার্য-প্রকট-তিথিপূজা	১৫৯
আশুতোষ কলেজ হলে বক্তৃতা	১৬০
আর্তি প্রশ্নাঞ্জলি	ঐ
আর্তি পুষ্পাঞ্জলি	১৬১
আমার স্বভাব	ঐ
আত্মিতর্ক	১৬২
আবার সে দিন	১৬৬
আত্মাঞ্জলি	ঐ
আচার্য আরতি	১৬৮
আমাদের রক্ষক কে ?	১৬৯
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাবদান	১৭০
আমার গুরুপাদাশ্রয়	১৮৫
আচার্যদেবের উপদেশামৃতব্যাখ্যা	২০৬, ২০৯, ২১২, ২৮০
আচার্যদেবই বলদেব	২১১
আচার্যচরণে দীনের বিজ্ঞপ্তি	২১১
শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও মদনগোপাল সার্দানা সাহেব	২১৪, ২২১, ২৫৫
শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও মিঃ হরিশচন্দ্র মাথুর	২১৭
শ্রীশ্রীল আচার্যদেব এবং রায়বাহাদুর অমিয়লোভী ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দানা	২২৩
শ্রীশ্রীল আচার্যদেব	২৩৫, ২৩৮, ২৪০, ২৫২, ২৫৫, ২৫৩, ২৬২, ২৩৪, ২৮৮
আমার পরিণাম নিরাশা	২৪৬
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণ	২৫১
শ্রীশ্রীআচার্য-সংলাপ	২৬০, ২৬৭, ২৯১
আশ্রয়	২৬৪
আমি বিষয়ী	২৮২
আমি শ্রবণ করিয়াছি কি ?	২৯০
আশীর্বাদ প্রার্থনা	২৯৪
আমার নিবেদন	২৯৫
ই	
ইহাই কি আমার মঠবাস ?	৭৬
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর সেবাকৌশল	২৪৬
ঈ	
ঈশ্বর বিশ্বাস	৩৬
উ	
উদ্ধব ও শীকজের প্রশ্নোত্তর মালা	১০২
উৎসবে হট্টগোল	১৪০
উর্জাব্রত	১৭৩
উত্তরাধিকারী	১৮৮
উপাসনা	২০৬
এ	
এক মতে দুই চোরে খায় মনকলা	৫৬
একাদশীব্রত	৭৭
এলবার্ট হলে বক্তৃতা	১৫৩
শ্রীএকাদশী	২৩০
ঐ	
ঐকান্তিক ভক্ত শ্রাদ্ধাদি করেন কি ?	২৯০
ক	
কপির দোষ ও গুণ	১১
কর্পুর চোর বিচার	২৭
কপটতা ও ভক্তি	৩১
কর্ম	৬৭
কপটতা	১০৪
কর্তৃত্বাভিমান	১২৪
কি কাজ অপরে বলে ?	৯৩
কি ভাবে চলিতে হইবে	১১৫
কি চাই এবং কলে তা পাই	৮৫
কীর্তন-প্রণালী	১১
কীর্তন-বিরোধ	৬৭
কীর্তনের অধিকারী কে ?	১০৫
কীর্তি	১০৮
কুম্ভ স্নান	৬২
কুম্ভমেলায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান	২৫
কৃষ্ণের সংসার কাহাকে বলে ?	৯
কৃষ্ণের সর্বতোভাবে আনন্দবিধান কিসে হয় ?	২৮
কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব	৩০
কৃষ্ণকৃপা	৪৫
কৃষ্ণ, তদ্ভক্ত ও অনুকূল	৯৯
কৃষ্ণজন্ম	১৪৬-১৪৭
কৃষ্ণ	ঐ
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী	ঐ
কোলদ্বীপ-পরিক্রমা	১৩
কাবেরে গরুড় কর ঐছে বরাবর	১১৫
কীর্তন সম্প্রতি শ্রীশ্রীল আচার্যদেব	১১৬
কৃপাপ্রাপ্তের উপায়	ঐ
কেশীঘাট, ও বোম্বাপুর	২০২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীকাম্যচৈতন্য	২১৬
শ্রীকৃষ্ণই মূল-নারায়ণ	২৫৩
কৃপাভিক্ষা	২৯০
কাৰ্যাধিকারী	১৮৩
শ্রীকৃষ্ণ	২১৬
খ	
খুড়োর সমাদার	১০১
খোলাখেলা শ্রীধর	২৫৫
গ	
গয়ায় শ্রীগুরুর পাণ্ডা	৪৯
গানের অধিকারী কে ?	৮৫
গুরু-বাক্য	৩
গুণ ও দোষ	২৯
গুরুসেবা	১০৭
গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছি কি ?	৮৩
গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা	১১
গোরাকালোবোলা	১,৪৯,৬৬,৭১
গৌরজন্মোৎসব অধিবাস	১৬
গৌরাঙ্গজন্ম উপলক্ষে উপবাস কর্তব্য কিনা ?	১৯
গৌরজন্মোৎসব	১৬,১৫
গৌরাব্দের আরম্ভ	ঐ
গৌরজন্মের মধ্যস্থ মায়াপুর	ঐ
গৌর সপ্তক পূর্ণিমা	ঐ
গৌরপূর্ণিমা মহামহোৎসব	১৭
গৌরাশিষ্টকম্	১৭
গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ	১৯
গৌর কি নয় ?	২১
গৌড়ীয়মঠ কাহাকে বলে ?	৫৭
গৌড়ীয়মঠবাসী কে ?	৫০
গৌড়	৬৬
গৌড়ীয়মঠের ভিতরের আসল কথা	৭৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
গৌড়ীয়… শিক্ষণীয় বিষয়—	
…বয়স্থানকৃষ্ণ	৮৩
গৌড়ীয়ম… উৎসবপঞ্জী	১১৫
গৌড়ীয়েরবাণী	১১৪,১১৪,২৩১,২৭১,২৭৭
গৌর ও গদাধর	১২৫
গৌড়ীয়মঠই একমাত্র বিশ্বের বন্ধু	১২৯
গৌড়ীয়মঠ ও জনমত	১৩৪
শ্রীশ্রীগুরুপূজা	১৫৫ ৫৬
গুরুবন্দনা	ঐ
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আরতি	ঐ
শ্রীশ্রীগুরুপূজার অধিকারী কে ?	ঐ
শ্রীশ্রীগুরুপূজায় অঞ্জলি	১৬৫
শ্রীশ্রীগুরুপূজোৎসবে গঙ্গাজলে	
…পূজা	১৬৫
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ ও আনুষঙ্গিক …	১৬৭
শ্রীশ্রীগুরুপূজোৎসব	১৬৮
শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসরে দীনের …	ঐ
শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রবণ সদনে বক্তৃতা	১৭৩
গুরুপূজা-বাসরে আচার্য্যদেবের	
অভিভাষণ	১৭০
গৌড়ীয়মঠের মামলা	১৮৩
শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা	১৮৪
গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা	১৯৫
শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভরসা	ঐ
শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস	
গদাধর	১৯৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব	১৯৮, ২৪৫, ২৭৩
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	২০১
গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে	
সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	২০৩
শ্রীল গৌরকিশোর বিরহ-মহোৎসব	২০৪
শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহিমা	২০৭
শ্রীগৌড়ীয় মিশনের উপর অত্যাচারের	
অভিযোগ	২০৮
শ্রীগোবর্দ্ধনে উর্জ্জাব্রত	২১০
গুরুবরণ	২১৩
গুরুসেবা	২২১
গৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতা	২২৪,২৫৩
শ্রীশ্রীগৌরবাণীর কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা	২৩৩-৩৪
গৌড়ীয়ের প্রভুপাদ-বিরহসংখ্যা	২৪৮
শ্রীগুরুপূজায় রুদ্রের উপাধন	২৮৫
গুরুপূজা	২৯২

ঘ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
ঘরপোড়া গরু	১৮২

চ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
চয়ন	৪,২০,২২,২৯,৪১,৪৮, ২২৯,২৬৭,২৭৬
চাতে গুরুর মতে শিষ্য	৯৫
চাহ না তাই পাই না	৮৮
চাতুর্ম্মাস্য	১০৫
'চরদরিদ্রের দীনতম অর্ঘ্য	৪
চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	১৪-১৫
চৈতন্যমনস্বতী	”
চৈতন্যলীলা	২২
শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-	
মহোৎসব	১৫৮
চূড়ামণি-যোগ ও ভক্তিযোগ	২০৩
শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন	৭২,২২২
শ্রীচৈতন্যের দয়া	২৬৯
শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা	১৮০

জ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ	৩
জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব	,,
জনসঙ্গ	২৫,৯১
জন্মাষ্টমী	১৪৬-১৪৭
জীবগতি	১৬
জীবন-প্রগতি	১২৯
জগৎ কি চায় ?	১৬২
জন্ম	১৭২
জেগে উঠ ভাই !	১৭৯
জীবসেবা ও জীবে দয়া	১৯৪
জীবের কর্ত্তব্য কি ?	২০৩
শ্রীজয় তীর্থপাদ	২৪২
জীব স্বরূপ	২৫৯
জ্ঞান ও ভক্তি	ঐ
জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম	২৭৯
জগতে কি সুখ আছে ?	ঐ
জ্ঞান	২৮৭

ঠ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সম্বন্ধজ্ঞান	১৫২
ঠাকুরভক্তিবিনোদাবির্ভাব আরতি	১৬৪

ঢ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব	২৫০, ২৬৩, ২৬৬

ত

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
তিথি-বন্দনা	১১
তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা	১২২,১৩০
ত্রিদণ্ডির সঙ্কল্প	১৩৯
শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের অভিভাষণ	১৮০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
দাসত্ব	৫৯
দাস ও প্রভু	১২০
দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর	
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	৪৪
দীনের অর্ঘ্য	৭,২৩
দীনের প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি	৯
দীনের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য	১০
দীনের নিবেদন	২২
দীনতা জাগে না কেন ?	১১০
দীক্ষাগ্রহণ মাত্রই কি শুদ্ধভক্তি	
লাভ হয়	১২৮
দুই একটী কথা	৮,৩৪,৪৮,৫৯,৬৫, ৭২,৭৯,৮৪,৯১,৯৫,১০১, ১১১,১২৭,১৩৫, ১৪১,৪৪১,১৫২,১৭৭,১৮৫,১৯১,২২৩,২২৮, ২৩৯,২৪১,২৬০,২৬৫,২৭২,২৭৮,
দুর্ব্বুদ্ধি কি যাইবে না ?	২৯
দেবতারও পতন আছে	৩২
দৈন্য	১১৫
দুঃসঙ্গ	৭৫
দীনের প্রার্থনা	১৫৫-৫৬
দীনের অর্ঘ্য	১৬১,২৩৩-৩৪,২৯২,২৯৮
"দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব"	১৭০
দীনের ক্ষুদ্রাঞ্জলি	১৭২
দুঃসঙ্গে আসক্তি	১৭৬
শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্	১৭৮
দীনের বিজ্ঞপ্তি	২৩৩,২৩৪
দীনের অঞ্জলি	ঐ
দয়া না সেবা	২৬২
দীনের আরতি প্রদীপ	২৮৩-৮৪
দীনের পুষ্পাঞ্জলি	২৯০,২৯৩

ধ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
ধাম-দর্শনে	৮৩
ধাম-মাহাত্ম্য	৬
ধামপ্রচারিণী সভা (২য় দিন)	১৮
শ্রীধামে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর	৯৯
ধেনুকাসুর	১১৯
ধৈর্য্য	৫
শ্রীধামে উর্জ্জাব্রত	১৮৩
শ্রীধামে কীর্ত্তন-বন্যা	২০৯
শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রভুপাদের	
বিরহ-তিথি পূজা	২৩৬
শ্রীধামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর	
আবির্ভাব মহোৎসব	২৮১
শ্রীধামপরিক্রমা	২৮৫,২৯৮,২৯৯,৩০০
শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব	২৩২,২৮২,২৮৮
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা-	
মহামহোৎসব	২৮৩-৮৪

ন

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
নদীয়াপ্রকাশ আমার ভাল	
লাগে না কেন ?	৪৯
নদীয়াপ্রকাশ	১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা	৬
নব-দুর্ব্বাদল	১২
নবাম্বত	৪০
নববর্ষ	৪৫
নববর্ষের সম্ভাষণ	৪৫
নব্য ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে	
শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি"	১৩৯
নরহরি প্রভুর হরিকথা	৯৫
নম্র নিবেদন	১২০
নাম-মাহাত্ম্য	১৪৩
নিত্যসনাতন পথ কি ?	৪১
নির্ব্বাণ (শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারী)	৭২
ঐ (শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসাধিকারী)	৭৬
ঐ (শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ	
দাসাধিকারী)	১২২
ঐ শ্রীযুক্ত ভবমোচন দাসাধিকারী)	১৪১
ঐ (শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়)	১৯৫
নিয়মাগ্রহ	৮৪
নীলবর্ণ শৃগাল	১১৭
নৃসিংহদেব	৬২
নৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব বিবরণ	৬৬
নৈষ্ঠিকী ভক্তি কিরূপে হয় ?	৪৬
নাস্তিক	১৬৫
নির্ব্বাণ সংবাদ	১৮৪
নির্ভীক কে ?	১৮৯
নামাভাস	১৯৯
নৈমিষারণ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও	
অন্নকূট-মহামহোৎসব	২২৫
শ্রীনামযজ্ঞ	২৪৩
নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি	২৭৩
নিতাই মহিমা	২৮১

প

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
পঞ্চসংস্কার	১০৪
পতিতজনের বন্ধু কাহারা ?	১৪৬-১৪৭
পরমার্থ-প্রকাশ-ভূমিকা	৮৫
পরমার্থ তত্ত্ব ও তাহার স্বরূপ	৭৮
পরিক্রমায় আহ্বান	৪
পরিক্রমা কাহাকে বলে ?	৭
পরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব	৮
পরীক্ষা	১১
পরোপকার	৪২
পারমার্থিক কে ?	৯৯
পারমার্থিক সাময়িকপত্রের	
আদর্শ ও নীতি	১১৮
পুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব	১০১
প্রচার	১০৮
প্রজল্প	৭২
প্রতিষ্ঠা	১৩৪
প্রতিবন্ধক	৭০
প্রগল্ভ	৩৮
প্রভুপাদপদ্ম-স্তবকম্	১
প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব-স্মৃতি	১৪-১৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
প্রভু	২৬
প্রভু ও দাস	৩২
প্রভু, চাহ একবার	১১৪
প্রভুপাদের বাণী	১০০
প্রয়াস	৬৫
প্রাকৃত ধন ও প্রকৃতধন	১২১
প্রাকৃতনীতি ও শ্রীগুরুপ্রীতি	৪৫
প্রার্থনা	৮
প্রার্থনাষ্টক	১৫১
প্রতিষ্ঠা পরিবর্জ্জন	১৬১
প্রকৃতিই ভজনের মূল প্রতিবন্ধক	১৬৩
পুষ্পাঞ্জলি	১৬৪
পরমার্থ	১৭১,২৬১
প্রসাদ	১৮৬
প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ	১৯৭
প্রার্থনা	১৯৮
শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি	২০৫
পরিচয়	২৫২
Petition against acquital	২০৯
প্রীতি বন্ধনসূত্র	২২৪
প্রভুপাদ ও আচার্য্যদেব	২৩৩,৩।
শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজা	ঐ
শ্রীল প্রভুপাদের এক'বক্রমানুসন্ধান	২৩৬
প্রকৃত স্বাস্থ্য কি?	২৪০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজা	২৪২, ২৫০,২৫৭
পদ্যপ্রসূনমালা	২৪৮
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	২৫৮
শ্রীল প্রভুপাদের করুণা	২৭০
পরচর্চ্চা	২৭৯
প্রভুত্বকামী ও পরদুঃখী	২৭৭
প্রীতি	২৭৮
পরিক্রমায় আহ্বান	২৯২
প্রভুপাদ বন্দনা	২৮৯
প্রণতি কুসুমাঞ্জলি	২৮৮
শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত পত্র	২৯১
ফ	
ফাঁকা আওয়াজ	২৪৭
ব	
বর্ত্ম প্রদর্শক	৬৬
বলদেব প্রভু	১৩৯
বর্ষারম্ভে আশীর্ব্বাদভিক্ষা	১
বর্ষারম্ভে	২৪
বদ্ধজীবের রোগ, নিদান ও চিকিৎসা	৯০
বন্ধ্যার পুত্রশোক	৮৮
বালক ও কোলাহল	৪৭
বাসুদেবাবির্ভাব	১২৫
বাসুদেব-বন্দনা	১৪৬,১৪৭
বিগ্রহ কি সাক্ষাৎ ভগবান্?	৪১
বিদ্যা ও পরোপকার	২১
বিভিন্ন সংবাদ ৩৩,৩৬,৪১,৪৯,৫৩,৫৪,৫৫ ৫৮,৫৯,৬১,৬৭,৬৬,৬৭,৭১,৭২,৭৪,৭৬,৭৭	
বিরহাতিথি-বন্দনা-গীতি	১০২
বিরাগ	৯৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য	১৪৯
বিশ্ব ও ভগবদাবির্ভাব	১৪৬
বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহ	৩১
বিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব	২৭
বৃকাসুর	১০৩
বৃথা বৈষ্ণব হ'য়ে আত্মভোর	১২৮
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর	৫৬
বেদে বিষ্ণুভক্তি	১৩১
বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ	৬
বৈষ্ণব-নিন্দা	২২
বৈষ্ণবচিহ্ন	৬৩
বৈষ্ণব-সেবা	৯০,৯৯
বৈষ্ণব অন্তর্যামী	১০২
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট	১০৫
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কি ত্যাগ করিতে হইবে?	১১৪
ব্রহ্মণ্যদেব	৩৩
ব্রহ্মচর্য্যই স্বরূপসিদ্ধি	৯২
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব	৯৯
ব্যভিচার ও ঐ নাস্তিকতা	১২০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব	১৩৮
বৈষ্ণবসেবা	৯৯
বৈষ্ণবসেবা শ্রেষ্ঠ কেন?	১২৫
বৈষ্ণববিদ্বেষীর পরিণাম কি ভয়াবহ	১৪৭
শ্রীব্যাসপূজার যোগ্যতা	১৪৮
বক্তৃতা	১৬৯
বাচক-স্বরূপ ও হরিগুরুবৈষ্ণব নাম সেবনোৎকর্ষ	১৭১
বান্ধব-বিরহ	১৭৫
বিজয়ার সম্ভাষণ	১৮০
বদ্ধজীবের দৃষ্টিগোচর হন না বলিয়া কি ভগবানের অস্তিত্ব নাই?	১৮৩
বিশ্বাস	১৮৭
বৈষ্ণবসেবা	১৮৯,২০৮
বারাণসীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী	১৯৬
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপরাধ	২০১
বাসুদেব স্মরণ	২১০
বিষয়ী, ব্যবসায় ও বিষয়	২৩৭
বৈষ্ণবতা	২৪৫
ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্	২৫৪
বৈরাগ্য	২৬১
বৈষ্ণবানুগত্যে গুরুসেবা	২৭১
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী	২৭২
বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৭৪
ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাক্যবেগ	২৮১
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	২৮৩-৮৪,২৮৮
শ্রীশ্রীব্যাসকৃত পূজা	ঐ
বনফুলে দীন অঞ্জলি	২৮৬
শ্রীশ্রীব্যাসপূজারতি	২৮৯
বন্দনগীতি	২৯৬
বৈষ্ণব দেশ, কাল, পাত্রাধীন নহেন	২৯৭
বর্ষশেষে নিবেদন	৩০০
ভ	
ভক্তহৃদয় ভগবন্মন্দির	২৪
ভক্ত ও অভক্তের প্রার্থনা	২৯
ভবঘুরে ও গুরুদাস	১২৫
ভরসা কোথায়?	৮৯
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি	৯৬
ভক্তিপথে বহু বাধা	১৫৩
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	৬৬
ভক্তিপথ	৫
ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন	৫০
ভগবদ্দর্শন	৪৭,১১৫
ভক্তিবিনোদবাণী ৭,৩১,৭৭,৮৪,১৪৬,১৭০,১৫০,১৫৫-৫৬	
ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব মহোৎসব	৮০
ভক্তিবিনোদ-ধারা	৯৪
ভক্তিবিনোদ-বিরহ মহামহোৎসব	১০০
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	ঐ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব	১০৩
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি	
[illegible]-মহোৎসব	১২৮
ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিমতবাদ খণ্ডন	১৬২
ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ	২৪০
ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষা	২৪৫
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা (প্রশ্ন)	২০
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ২,১০,১৪,১৫,২০,২৬,২৭, ৩৮,৪৩,৫০,৫৫,৬১,৬৭,৭৩,৭৮,৮২,৮৮,৯৭, ১০৯,১১২,১২৩,১৩০,১৩৭,১৪২,১৪৬-১৪৭, ১৩৮,১২৪ ১৫৫,৫৬,১৫৯,১৬১,১৬৪, ১৬৩, ১৭১ ১৭৬,১৮২,১৮৬,১৯২ ২০০,২০৩,২০৮, ২১২,২১১,২২৪,২২৯,২৩৮,২৪৪,২৫১,২৫২, ২৫৮,২৭০ ২৭৫,২৮১,২৮৮,২৯৩,২৯৯,	
ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথার মর্ম্ম	৯
ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা	৬৯
ভক্তজীবের দুর্গতি	৬৯
ভাবের লক্ষণ কি?	৪৩
ভক্তি কয় প্রকার	১২৯
ভক্তগীতা	১৩৮
ভূকম্পন	৪৮
ভোক্তা	৭৪
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব	ঐ
ভাবিবার বিষয়	১৬০
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	১৬০,১৬২,১৬৩,২৯৭
শ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ	১৬১
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব	ঐ
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব মহোৎসব	১৬১
শ্রীল ভক্তিবিনোদ শতবার্ষিকী মহামহোৎসব	১৬৩
শ্রীভক্তিবিনোদ আরতি	১৬৫
শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভুর বক্তৃতা	১৮৪
ভোগী, ত্যাগী ও ভক্ত	১৯৭
শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র	২০০,২৩২,২৬৫,২৭০,২৭১,২৭৯
ভক্তের নৈষ্ঠিকতা	২০১
ভক্তি-অধিকারী	২১৫
ভক্তিমার্গ	২৩৭
ভক্তি সাধকের অসীম ভরসা	২৩৭
শ্রীভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি	২৪৯
ভক্ত জীবনী	২৪৯
[illegible]গুরু	২৫৫
[illegible]সেবা	২৫৬
[illegible]অধিষ্ঠান	২৫৭
ভাকা-অভিমান	২৭১
ভজন শক্ত হওয়া চাই	২৯৪
ম	
মঙ্গলসরণি	৭৯
মঙ্গলবরণ	৬৪
মঙ্গল কিরূপে হয়?	৩০,
মঠ কি?	৫৮
মঠকে পিছনে রাখে কে?	১১৯
মহাদ্বীপ-পরিক্রমা	১২
মধ্বাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ	৯৬
মহাপ্রসাদ	১১৭
মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দ	১৪-১৫
মনের প্রতি	১০৭
মনের কথা	৫৭
মনোদশা	৪২
মনোনিগ্রহ	৪৭
মৎসরতা	৭৫
মৎস্যাবতার	৬০
মহোৎসবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ	১১৭
মধ্যগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন	৭২
মায়া ও অর্থ	৬৯
মাৎসর্য্য-ত্যাগ	৩৭
মাৎসর্য্য	১৩৩
মায়ার কুহক	৯৫
মেদিনীপুর মঠে মহোৎসব	৫১
মনের গতি	১১৯
শ্রীমধ্বাচার্য্য	১৮১
মর্য্যাদাধিকারী	১৮৭
মঠ ও গৃহ	২২৭
মহাভাগবতের দর্শন	২৪১
শ্রীমদ্ভাগবত সেবা	২৭৩
মানহানি মোকদ্দমা	২৮৭
মহাপ্রসাদ বিক্রয়	২০১
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছু কে?	ঐ

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
য	
যৎকিঞ্চিৎ	৩৯,৫১,৫৬,৭৪,১৪৫,১৩২, ১১৭,১০২,৮৬,১৪৬-১৪৭,১৫০, ১৫৫-৫৬,১৬৮,১৭৪,১৮-১৯৯০, ২১৪,২২৬,২৩১,২৪৩,২৪৮,২৫৯ ২৬৭,২৭৬,২৮৬
যুক্ত	৪৩
যে,চায় সে পায়	৫৭
শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা	২৪৪
শ্রীযোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব তিথিপূজা	২৭৪
শ্রীযামুনাচার্য্য	২৯৬
র	৯-
রাধাকৃষ্ণ স্তোত্ররত্নম্ ১৪৮	১৬৭
রামচন্দ্রের বিজয় উৎসব	৩৫
রামনবমী উৎসব (চাঁপাহাটিতে)	৩৯
রায়রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-তিথিপূজা	৭৭
শ্রীরাধাষ্টমী	১৫৭
শ্রীরন্তিদেব	২১৩
ল	
লক্ষ্ণৌএ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা	২০৭
লীলা, পূজা ও প্রতিষ্ঠা	২৬৪
শ	
শব্দার্থ	৫৩
শান্তিলাভের উপায়	৩৬
শিষ্য কে ?	৮৯
শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ	১০৯
শ্রদ্ধাভিনন্দন	৬
শ্রদ্ধা ও শরণাগতি	১৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্র...	১১৬
শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা	১৩৫
শ্রীনাম	১০৯
শ্রৌতপথে হতাশা নাই	৫৯
শ্যামরাখি না কুল রাখি	১৫৩,১৫৪
শ্রৌতবাণী	১৫৫-১৫৬
শারদীয়োৎসব	১৭৫
শম্ভু	২৩১
শিক্ষক ও শিক্ষিত	২৪২
শুভদিন	২৪৫
শ্রবণ-সিদ্ধি	২৫০
শুদ্ধভক্তি	২৬৩,২৯৬
শরণাগতি	২৭৫
শ্রবণ কীর্ত্তন	২৯৫
স	
সঙ্কর্ষণের চাষের কার্য্য	১২৬
সচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব	১২২
সজ্জন—করুণ	১২
সজ্জন—মৈত্র	১৮
সত্যপ্রচারে বাধা আছেই	৭৯
সদা খেদ উঠে মনে	১০৬
সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি-পূজা	১১৯
সমালোচনা	৮৯
সমাজের বন্ধু কে ?	১১১
সংখ্যা না রাখিয়াও মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়	১৪৯
সংসার-সমুদ্র	১২৪
সংসার ভয় কাহার	৭০
সম্প্রদায়-প্রণালী	৯৭
সম্মান	৭৩
সশ্রদ্ধ অভিনন্দন	৫৪
স্বদেশীয় যুগ	৯৭
স্বজন-বিয়োগ	১১০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
সাত্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীবিপিনবিহারী দাস)	১৩০
সাত্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী)	১২৯
সাত্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্তা সত্যবালা দেবীর স্বামীর শ্রাদ্ধ)	৬৭
সাধু ও শাস্ত্র	৬০
সাধু কি তোষামুদে ?	৩৭
সাধু পাওয়া কষ্ট বড়	৬৪
সাধুসঙ্গ	৭৩
সাধুরা মামলা করিবেন কেন ?	৯২
সাধুসঙ্গ	১০৩
সাধুবর্গ্যানুবর্ত্তন	১৪০
সাধুর স্বভাব	১৫০
সাময়িক সন্দেশ	৪৫
সারকথা	৩৩,৫৩,৮২
সাংখ্যবাণী	৮৭,৯৮
স্থান-পরিবর্ত্তন	৮৪
স্মারক-লিপি	৯১৭
সীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা	৯০
সুখ ও দুঃখ	১০৭
শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভুর বক্তৃতা	৮০
সৌভাগ্য	৬৪
সমালোচনা	১৬৪
সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ	১৭৮,১৮২,২২৫,২৩৯ ২৬৪
সেবারহস্য	১৮৮
স্মার্ত্তরহস্যের স্বরূপ	১৯১
স্বতন্ত্রতাই ভোগন্মুখতা	১৯৫
সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন	২০০
সাধুনিন্দা	২০১
সুখ ও দুঃখ	২০২
সেবা ও দম্ভ	২০৮

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
স... চাবুক	২১২
স্বতন্ত্র ও আনুগত্য	২১৯
সৃষ্টি কিরূপে হইল	২২০
সঙ্গ	২৩২
সম্বন্ধ	২৩৮
সেবাগতি	২৩৯
সেবক ও কর্ম্মীর বিচার	২৪০
সেবা	২৪৩,২৮০
সত্য ও অসত্য	২৪৯
সেবার স্বরূপ-লক্ষণ কি ?	২৬৮
স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব	২৭৩
সাধুসঙ্গে হরিকথা	২৭৯
সাময়িকী	২৮৯
হ	
হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা	২৫
হরিদ্বারে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	৩২
হরিদ্বারে ভাগবত-প্রদর্শনী	৪১
হরিদ্বারে হরকোপানল	৪৬
হরিকথার দুর্ভিক্ষ	৮৬
হরিস্মরণ-মহোৎসবে কীর্ত্তন-বন্যা	১১৬
হরিভজন	১২০
হিন্দী মাসিক ভাগবত-পত্রিকা	৩২
হিংসা	৮৯
হারানিধি পুনঃ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় পন্থা	১৫১
হৃষিকেশ সেবা	২৯১

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1541

• শ্রী[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- ধর্ম্ম-
প্রবর্ত্তক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের মুখ্যাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] [illegible]র—১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১লা মার্চ্চ, ১৯৩৮, [illegible]বার [১ম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক যথারীতি কাজকর্ম্ম আরম্ভ

গবর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী এই বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

'আমরা বর্ত্তমান অবস্থা এবং সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়াছি। আমরা একমত হইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সুতরাং মন্ত্রিগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম্ম আরম্ভ করিতেছেন। রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া বলিতে কতিপয় বন্দীর সম্পর্কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে; মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া গবর্ণর শীঘ্রই ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪০১ ধারা টেলি-ফোনযোগে জানাইয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর ও তাঁহার মধ্যে একটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং সেই নিষ্পত্তির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতেছেন। ইহার ফলে একটা কঠিন রাষ্ট্র-সঙ্কটের অবসান হইল বলিয়া মনে করা হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে পাটনা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—সকলেই বিশেষ ব্যগ্রভাবে ইঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত সিংহ ষ্টেশনে সমাগত কংগ্রেসকর্ম্মিগণ ও অপরাপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। জয়ধ্বনির মধ্যে সহাস্যবদনে ইনি ট্রেণ হইতে অবতরণ করত মোটরযোগে নিজ গৃহে গমন করেন,—নিজ গৃহে পৌঁছিবার কিছুকাল পর গবর্ণরের নিকট হইতে এক বিশেষ বার্ত্তাবহ একখানা চিঠি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। উক্ত পত্রে গবর্ণর তাঁহাকে তৎপর দিন বেলা সাড়ে এগারটায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সিংহ ঐ অনুরোধ রক্ষার সম্মতি জানাইয়াছেন।

———

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ সভার অধিবেশন

গত শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কোয়ালিশন পার্টির মিসেস্ হাসিনা মুরশেদ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল আনিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কেবল মনোনীত সদস্য মিঃ সাদ-তুল্লা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া-ছিলেন।

মিসেস্ হাসিনা মুরশেদের বিলের কতকগুলি ধারা এই :—কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন; মুসলমান সদস্যগণের সংখ্যাবৃদ্ধি; কর্পো-রেশনের শতকরা ৪০টি চাকুরী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ, সমস্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে অন্ততঃ পাঁচজন মুসলমান সদস্য গ্রহণ, চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও সেক্রেটারী পদে হিন্দু ও মুসলমানকে পর্য্যায়ক্রমে নিয়োগ ইত্যাদি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিবেচনার জন্য এই বিল কর্পোরেশনের নিকট পাঠান হইয়াছিল। কর্পোরেশন এইজন্য একটি স্পেশ্যাল কমিটি গঠন করিয়াছিলেন; কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার সমরায়োজন

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সুদূর প্রাচ্যে বিমানশক্তি বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভ্লাডিভষ্টক বন্দরের বিভিন্ন স্থানে বিমান-পোত রক্ষার জন্য ভূগর্ভে ১৪টা চালা নির্ম্মাণ করা হইতেছে; এই নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে বিমানঘাঁটিতে সোভিয়েট বিমান-পোতের পক্ষে বোমাবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

এখন হইতে অস্ত্রশস্ত্রের সমস্ত কারখানা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সমস্ত মজুরকেও এখন হইতে এক জটিল পদ্ধতিতে নাম রেজিষ্ট্রী করাইতে হইবে। খুব সম্ভব ভবিষ্যতে এই সব কারখানায় কোন বিদেশী মজুরকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না।

বহু সংখ্যক চীনা বিমানপোত হোনান-রেডি এলাকায় জাপ অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাপক বিমান আক্রমণ চালাইবার জন্য হোনান-রেডির দক্ষিণপূর্ব্বে একত্রিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিদেশী স্বেচ্ছাসৈন্য পরিচালিত চীনা বিমানপোত সমূহ সুয়াইহোর দক্ষিণে প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে।

———

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের প্রশ্নোত্তরের পর রাজস্ব সচিব শ্রীযুত নিত্যানন্দ কানুনগো প্রস্তাব করেন, সিলেক্ট কমিটি উড়িষ্যা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলের যে রদ বদল করিয়াছেন, সেই আকারে বিলটির আলোচনা করা হউক।

এই বিলে, হস্তান্তর ফি রদ, প্রজাদিগকে গাছ কাটিবার অধিকার দান, বাকী খাজনার সুদ শতকরা সাড়ে বার টাকা স্থলে ছয় টাকা নির্দ্ধারণ, সমস্ত আবওয়াব বাতিল প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীযুত ব্রজসুন্দর দাস প্রস্তাব করেন, জনমত সংগ্রহের জন্য পুনরায় বিলটি প্রচার করা হউক।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর দাসের সংশোধন প্রস্তাবের আলোচনা শেষ না হইতেই পরিষদের কার্য্য স্থগিত থাকে।

শ্রীযুক্ত দাস বিলের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিবার জন্য আলোচনার প্রথমদিকে আর একটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। উহা বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হয়। ঐ দিন পরিষদে উপস্থিত সংখ্যা খুব কম ছিল।

———

পরলোকে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্

বিখ্যাত পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারক ডক্টর টমাস গ্যানের মৃত্যু হইয়াছে।

সুবিখ্যাত বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ টমাস উইলিয়ম গ্যান ফ্রান্সিস বহুদিন পুরাতত্ত্বের গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় য়ুকাটানের অন্তর্গত প্রাচীন সহর 'মায়া' আবিষ্কৃত হয়। এই সহরের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ফলে একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি কিছুদিন বৃটিশ হণ্ডুরাসের চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার ও আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি একখানি বিশেষ মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে 'মায়ার' ইতিহাস ও বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমাল (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১·০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে লিপিবদ্ধ করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

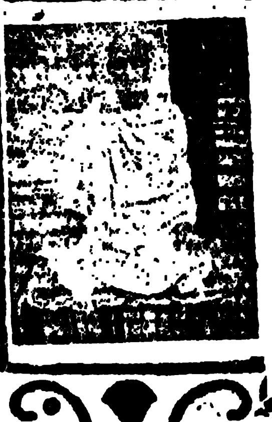

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৯ম সংখ্যা

শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধরস্বামিপাদ-রচিতম্]

(১)

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং,
যুগধর্ম্মধুরন্ধরপাত্রবরম্।
বরদাভয়দায়কপূজ্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(২)

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং,
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৩)

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং,
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৪)

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং,
বিধুতাহিতহুঙ্কৃতসিংহবরম্।
বরণাগতবালিশশন্দপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৫)

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং,
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিতগৌরদয়ম্।
দয়নীয়গণার্পিতগৌরপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৬)

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং,
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৭)

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং,
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্।
কবিরাজনরোত্তমসখ্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৮)

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং,
ধরণীভরহারকগৌরজনম্।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(৯)

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং,
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(১০)

পরহংসবরং পরমার্থপতিং,
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(১১)

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং,
চরণাশ্রিতরেণুধরস্তমহম্।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং,
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

(১২)

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

— —::•::— —

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীল শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের সম্পূর্ণ [illegible] মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে মহামন্ত্রকীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। স্বামীজী মহারাজ প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীসরস্বতীজয়শ্রী' পাঠ করেন। তৎপরে উচ্চ বেদীতে সুসজ্জিত পুষ্পমাল্যে শোভমান শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্যার্চ্চার আরাত্রিকের পর তদীয় প্রণামমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন পূর্ব্বক মঠস্থ ও কাশীবাসী গুরুভ্রাতা ও শ্রদ্ধালু জনগণ সকলেই আচার্য্যানুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। সমাগত দুই শতাধিক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে একটী সভার আয়োজন হয়। সভায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা উল্লেখে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমারাধ্যতম পরমহংস চূড়ামণি আচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি শ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্য নানা সুসজ্জিত বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া উচ্চ সিংহাসনোপরি স্থাপন করা হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় মঠবাসী সেবকগণ এবং স্থানীয় সজ্জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে একটী বিরাট সভায় প্রায় চারিশত ভদ্রমহোদয় ও মহিলার সমক্ষে পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী [illegible], ব্যাসপূজাতত্ত্ব ও [illegible] নিত্যকাল ব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

তদনন্তর সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

পরদিন বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত প্রায় [illegible] শতাধিক দরিদ্রকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ গোবিন্দ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

বর্ষারম্ভে আশীর্বাদভিক্ষা

গোলোকের বস্তু বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশকে ভূলোকে কৃপাপূর্ব্বক প্রকট করিয়াছেন আমাদের নিত্যারাধ্য, আমাদের সর্ব্বস্ব, গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। এই গোলোকাগত নিত্যসিদ্ধ মহাজন আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে নিজগুণে কৃপা করিয়া এই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবা করিবার-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীভগবানের সেবা করিবার সুবর্ণ সুযোগ ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা তাঁহার সেই অযাচিত অহৈতুকী অমন্দোদয়দয়া বরণ করিতে পারিলাম না। সেই গৌরকরুণাবতার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-বন্যায় নিজেকে স্নাত বা তাঁহার শ্রীচরণরজে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারিলাম না। নিজের দোষেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিল। করুণাময় প্রভু আমাদের হরিবিমুখতা দেখিয়া আমাদের সংশোধনার্থ আত্মগোপন করিলেন। দয়াময় প্রভুর আমার এত করুণা যে, আমাদিগকে একাকী রাখিয়া গিয়াও তাঁহার সোয়াস্তি নাই। আমাদের জন্য তাঁহার এত গভীর হৃদয়-বেদনা যে, তিনি এ জগৎ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই রাখিয়া গেলেন আমাদের নিত্য গুরুরূপে তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, গৌর-রাধা-নিত্যানন্দ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকে। মাদৃশ পতিতজনগণকে পাবন করি-বার সমস্ত ভার কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন আমাদের নিত্যারাধ্য জগদ্গুরু কৃপাম্বুনিধি পরমকরুণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। এই জগদ্-গুরুদেবের কৃপায় আমরা অসহায় হই নাই। এই বিশ্বে দুর্ব্বল আমাদের তিনিই একমাত্র বল, অসহায় আমাদের তিনিই একমাত্র সহায়, নির্ধন আমাদের তিনিই একমাত্র ধন, পতিত আমাদের তিনিই একমাত্র রক্ষক ও পালক। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য সেবক আমরা তাঁহারই শ্রীচরণপদ্মে তৎকৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবা-লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা লাভ হইলে, পরদুঃখদুঃখী তিনি আমাদিগকে সেবা দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই অতি ক্ষুদ্র বা অযোগ্য হইয়াও কোন না কোন দিন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা-লাভের সৌভাগ্য পাইব—এই ভরসা আমাদের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছে। তাই আমরা আজ করজোড়ে নতজানু হইয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পদধূলি শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ প্রণতিমুখে কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ দ্বাদশবর্ষকাল শ্রীগুরু-গৌর-বাণী জগতে অকাতরে বিতরণমুখে গৌর ও গৌরভক্তজনগণের প্রীতিবিধান করিয়া আজ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ইনি নিরন্তর কীর্ত্তনময়ী সেবা করিতে করিতে অপ্রতিহত গতিতে প্রেমের পথে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা যাহাতে প্রেমপথের পথিক হইতে পারি সেই সকল কথা মন্দ্র-গম্ভীরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শ্রেয়-পথের সন্ধান দিতেছেন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের দয়ার কথা যদি আমাদের কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় তবে আমাদের আর সংসার থাকিবে না, বৈকুণ্ঠ-কথা ছাড়িয়া অন্য কথা তখন আর আমাদের ভাল লাগিবে না। বৈকুণ্ঠপথের যাত্রিগণের সঙ্গ ছাড়িয়া নরকপথের পথিকগণের সঙ্গ তখন আর আমাদের রুচিকর হইবে না, তখন অসৎসঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং সৎসঙ্গের জন্য অদম্য পিপাসা আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে ভগবদুন্মুখী করাইবে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ এমনই পরম-বান্ধব, এমনই নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের। কিন্তু হতভাগ্য আমরা আমাদের মঙ্গল চাই না বলিয়া তাঁহার এত মধুর সঙ্গও ভীতিপ্রদ মনে হয়। তাই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য সেবাকাঙ্ক্ষী আমরা আমাদের বন্ধুবর্গের নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পরমসত্য কথাগুলি শুনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছি। জানি না, আমাদের এই কাতর প্রার্থনা তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিবে কি না।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বৈকুণ্ঠদূত। আমরা কেহ যেন তাঁহাকে পার্থিব গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সহিত সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ না করি। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের কথাই কীর্ত্তন করেন, যাহা জীবাত্মার নিত্য খাদ্য ও পরমশ্রেয়ঃ; তাঁহাতে প্রেয়ের কোন কথা নাই। তাঁহার আপাদ-মস্তক শ্রেয়োরঞ্জিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধায়ক। জীবগণকে শ্রেয়ঃপথে আকর্ষণই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইঁহার কথা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে ইঁহার কৃপায়ই ইঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গোলোকবাসীর নিকট জগদীশের বার্ত্তা-আনয়নকারী শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সমস্ত অপরাধ ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসেবায় নিযুক্ত করুন, কৃপাপূর্ব্বক নিজ স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করুন, ইহাই আজ তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমরা প্রত্যেকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণু, ইহাই আমাদের স্বরূপ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ছাড়া আর আমাদের কেউ নাই। তাঁহাদের অযাচিত কৃপা ছাড়া আর আমাদের গতি নাই। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেবা না দিলে আর আমাদের নিস্তার নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিত্য স্নেহকৃপাপ্রার্থী আমাদের তাঁহাদের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কৃপাবল ভিক্ষা ছাড়া আজকার দিনে আর কি কৃত্য আছে? তাই বলিতেছি, আজ বর্ষারম্ভে তাঁহাদের পাদপদ্মধূলিই আমাদের সম্বল হউক। আশ্রয়-বিগ্রহগণের আনুগত্যে—তাঁহাদের প্রীতি-বিধানমুখে শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান করিবার সতী পিপাসা হৃদয়ে উদ্দীপিত হউক। শ্রীগুরুর আমি—শ্রীল আচার্য্যদেবের ভৃত্যানুভৃত্য আমি' এই বিচার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। আচার্য্যদাসানুদাস অভিমান হৃদয়ে নিরন্তর জাগ্রত থাকিয়া উচ্চরণধূলিতে আমা-দিগকে অভিষিক্ত করুক।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবাভিলাষী আমরা যে কিরূপ অযোগ্য তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদ্ভজনজনগণের কৃপা সম্বল করিয়া আমাদের যা' কিছু ক্ষুদ্র প্রয়াস। তাই আজ আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠক, গ্রাহক, সেবক, সহায়ক,—সকলের শুভাশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা, শুভানুধ্যান ও শুভসংকল্প যাচ্ঞা করিয়া যাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি তজ্জন্য গুরুবর্গের নিকট—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে বর্ষারম্ভে পুনঃ পুনঃ কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীগৌরকিশোর-বাণী

মাধুকরী ভিক্ষার দ্রব্য নির্গুণ, তাহা হরিভজনময় জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যথাযোগ্য গ্রহণ ব্যতীত অপরের দান গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন এবং হরিভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

মাধুকরী নির্গুণ বৃত্তি। যাঁহারা প্রকৃত মাধুকরী গ্রহণ করেন তাঁহাদের কৃষ্ণে শরণাগতি প্রবল হয় দেহস্মৃতি বিনষ্ট হয়, সংসারী বিষয়িগণের ন্যায় জিহ্বালাম্পট্য, উপস্থলাম্পট্য ও চিরকাল সংসারে বদ্ধ থাকিবার পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

জীব স্বতন্ত্র ও স্বকর্ম্মফলভুক্। কোন কোন লোক কৃষ্ণের প্রেরণায় আমার নিকটে আসিয়াছিল কিন্তু অন্য সঙ্গ করিয়া অধিক বিপদের মধ্যে পড়িয়া গেল। একবার লোক দুঃসঙ্গে মিশিলে—বৈষ্ণবের নাম করিয়া অবৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে সে আর কোন কথাই মানিবে না, কেবল কপটতা শিক্ষা করিবে। যত কপট লোক প্রণাম গ্রহণ, নানাপ্রকার উত্তম দ্রব্য ভোজন করিবার লোভে ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সাজিতেছে। জগতের অনিষ্টকারী গোস্বামিব্রুবগণ যাহাকে তাহাকে ভেক দিয়া ব্যাঙ্ করিয়া দিতেছে। ইহারা যে সমস্ত হরিনামকীর্ত্তনের ছলনা করে তাহা ভেকের কোলাহলমাত্র। ইহারা যত কোলা-হল করিতে থাকে ততই বিষয়-সর্প ইহাদিগকে গ্রাস করে। বেঙের পোষাক পরিলেই কি বৈষ্ণব হওয়া যায়। বেঙের যে কলরব তাহা হরিনাম বা হরি ভজন নহে। বেঙের যে অনুরাগ তাহা কেবল সুখভোগ লাভের জন্য, কিন্তু সে সুখভোগ করিতে পারে না, বিষয়-কালসর্প তাহাকে গ্রাস করে।

হায় হায়! এই নবদ্বীপের কমলভাগমুককে ঐ পাষণ্ড নিষ্ঠুরভাবে ছেদন করিয়াছে। এই নবদ্বীপের একটি শুষ্ক বৃক্ষ ছেদন করিতেও প্রাণে ব্যথা লাগে। এই সকল বৃক্ষলতা আমাদের নিত্য বন্ধুবান্ধব। তাঁহারা গৌরলীলার উপকরণ। বন্ধুবান্ধব মরিয়া গেলেও কি তাহাদের মৃতদেহে কেহ অস্ত্রাঘাত করিতে পারে? এই সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তির কখনও হরিভজনে অধিকার হইতে পারে না, কেবল বাহিরে বৈষ্ণবতার ভাব মাত্র প্রদর্শন করিয়া নিজের ও অপরের অমঙ্গল করিয়া থাকে।

যাহার হরিভজনের ইচ্ছা আছে, সে যেন অসৎসঙ্গ না করে। অসৎসঙ্গও ত্যাগির

সংস্বরূপ। বিনা কোন ধর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীরাধাধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১০ গোবিন্দ, ৪৫১ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহামহোৎসবাদি হইবে। ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় শ্রীনাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সন্দর্শনে পরমানন্দিত হইবেন। ২৬শে ফাল্গুন সোমবার হইতে ১লা চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীমণীমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
কার্য্যকরী সমিতি

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়
(রাজর্ষি কুমার মোহনভূষণ এম্ এ, পাণ্ডু,
সম্পাদক, সাধারণ-সমিতি)

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সংসঙ্গের অভিনয়ও করিব, কিংবা গোপনে গোপনে দম্ভব্যক্তিগণের দুঃসঙ্গ করিব, যাহারা ঐরূপ বিচার পোষণ করে, তাহাদের অনর্থ আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপ কপটতা করিয়া আমারই চক্ষের সম্মুখে সহস্র সহস্র লোকের অমঙ্গল হইতে আমি দেখিয়াছি। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া—নিরন্তর সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে তবে হরিনামের সেবা রক্ষা করা যায়।

যখন আমাদের নিজের বিষয়ে লোভ হয় তখন নিজের অনর্থ বৈষ্ণবের কান্ধে চাপাইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করি। বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণবিষয়ে সেবার আসক্তি ব্যতীত জড়বিষয়ে লোভ করেন না। যাহার বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও আসক্তি থাকে তাঁহার হৃদয়ে কখনও প্রেমভক্তি হইতে পারে না। হরি-সম্বন্ধী বিষয়ে প্রচুর আসক্তি ব্যতীত অকৃত্রিম প্রেমভক্তির লক্ষণ বিশুদ্ধভাবে বুঝা যায় না। শ্রীরাধারাণীতে ও শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার প্রগাঢ় প্রেমভক্তি উদিত হইয়াছে, তাঁহার হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবার অনুকূল বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের বিষয় হরিভক্তের সেবার আনুকূল্য ব্যতীত কখন নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের ভোগের নিমিত্ত নির্ব্বন্ধযুক্ত হয় না। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়ে বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর আসক্তি দেখিয়া ভোগী ও ত্যাগী লোক মনে করিয়া থাকে যে, প্রেমিক ভক্তের জড়বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে। বস্তুতঃ যাহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধী বিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি উদিত হয় নাই, তাহাদের কৃষ্ণে আসক্তির অভিনয় কেবল কপটতা। যে ব্যক্তি একান্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করে, প্রিয়জন হইলেও তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিত।

(শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া, আপনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। লোকের হরিভক্তি যাহাতে হয় সেইজন্য আপনি যথার্থ যত্ন করিতেছেন। তবে দুর্ভাগ্য লোক নিজের মঙ্গল গ্রহণ করিবে না। যে যাহা বলে বলুক তাহাতে সায় দিয়া নিজের হরিভজন করাই পাষণ্ড লোকের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র কৌশল।

যাঁহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহাতে কোন প্রকার কামনা বা অন্যাভিলাষ নাই, যিনি কেবল গুরুবৈষ্ণব সেবায় সতত নিযুক্ত, সেইরূপ অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হরিনাম-কীর্ত্তনমুখে লীলা-শ্রবণের দ্বারা প্রেমাঙ্কুরের উদ্গম হয়; কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কামের বীজ ছড়ান আছে তাহারা রাধাকৃষ্ণের বিলাস-লীলা (?) শ্রবণে (?) তৎক্ষণাৎ কামের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা-শ্রবণের অভিনয় করিয়া তাহাদের কামের আগাছাগুলি আরও অধিক বাড়িতে থাকে।

যখন প্রকৃত বৈষ্ণব স্বেচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা—এই দুইটী বৃত্তির অভূতপূর্ব্ব যুগপৎ সমন্বয়ে জগতে আবির্ভূত হন, তখন সেই পরমকারুণিক ভাগবত অত্যন্ত পতিত ও বহির্ম্মুখ জীবসকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে-কোন কুলে, যে কোন স্থানে, যে-কোন কালে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন সেই ভাগবতবর জীবসমূহে কৃষ্ণভক্তির সন্ধান দিবার জন্য নিজের প্রেমভক্তি-সম্পত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকেন তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে আশঙ্কা করেন,—আমার প্রিয়তম প্রাণসদৃশ বৈষ্ণবে যে সকল জীব আত্মসমর্পণ করে সেই সকল ব্যক্তিগণের ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। আমার চিত্ত বৈষ্ণবের শরণাগত ব্যক্তিগণের অধীন হইয়া পড়িবে ও তাহারা ইচ্ছামাত্রই আমাকে তাহাদের কবলে কবলিত করিতে পারিবে। এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহতের লক্ষণ সমূহকে সাধারণ লোক-চক্ষুর সম্মুখে কখন কখন আবৃত করেন। কৃষ্ণ এইভাবে জীবের বাস্তব সত্যের প্রতি অনুরাগকে পরীক্ষা ও অধিকতর প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের মায়াশক্তি-প্রভাবে অন্যাভিলাষী জীবসমূহ প্রকৃত বৈষ্ণবে মহত্ত্বের লক্ষণ নাই, তদ্বিপরীত লক্ষণ আছে—এরূপও মনে করিয়া থাকে। অতএব পরমকরুণাময় বৈষ্ণবের নিজ স্বতন্ত্রেচ্ছা ব্যতীত কেহ বৈষ্ণবের কোন লক্ষণ দর্শন করিবার বা শাস্ত্রীক লক্ষণ দেখিয়াও বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। অনেক সময় প্রকৃত বৈষ্ণব বহির্ম্মুখ ব্যক্তি-গণকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। উহা-দিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়া উহাদের সঙ্গ হইতে যত্ন পূর্ব্বক দূরে থাকেন। কখন বা জনসঙ্গ-ভয়ে নিজ স্বাভাবিক লক্ষণ সমূহ গোপন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ যখন করুণা-বশতঃ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শরণাগত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে এবং গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন ও দৈন্যপূর্ণ হইলে নিতাই-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিতাই-গৌরকে জানাইয়া দেন, আবার নিতাইগৌরও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

প্রকাশি করুণা জীবে অতুল উদার
নিত্য প্রকাশ তুমি জড়বিশ্ব মাঝে,
অমায়ার গোরা-কৃপা দিতে অনিবার
শুভ্রতুল্য ধরি বিশ্বে মূর্ত্তি তব রাজে।
নদীয়া-প্রকাশে যাঁরে আরাধ্য বলিয়া
নদীয়া-প্রকাশ তিনি শচীর কুমার;
নদীয়ায় অবতরি' জগৎ ভরিয়া
আঁধার হরিয়া দেন প্রেমালোক যার।
নদীয়া-বিহারী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর,
দয়াল নিতাইচাঁদ প্রকাশে তাঁহারে,
নদীয়া-প্রকাশ তিনি সতত সুন্দর
প্রকাশিতে গোরাচাঁদ জগৎ-মাঝারে।
নদীয়ার প্রাণনাথ শ্রীশচীনন্দন,
অমন্দ-উদয়া দয়া বিতরে অপার
এ বারতা গাহে যেই গৌরনিজজন,
নদীয়া-প্রকাশ তিনি দয়া-পারাবার।
মহতী বদান্যলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতর,
নদীয়া ঠাকুর দান অপার মধুর,
জানালেন যিনি তাহা অনর্পিতচর
নদীয়াপ্রকাশ তিনি দাতা মহাশূর।
কালক্রমে লুপ্ত তীর্থকে মায়াপুর,
নদীয়ার প্রকটিত দাতা-শিরোমণি,
নদীয়া-বিহারীস্থল প্রকাশে ঠাকুর
নদীয়া-প্রকাশ তিনি দয়ালের খনি।
শুদ্ধভক্তি-আলোধারা আনি' পুনরায়,
আঁধার নাশেন তিনি ছলধর্ম্ম যত,
বাণীস্রোতে অবগাহি জীবেরে ধরায়
প্রকাশেন গৌরধনে গাহি গান শত।
জীবহৃদে প্রকাশিতে নদীয়াবিহারী,
নদীয়াপ্রকাশ-মূর্ত্তি—জীবের লাগিয়া;
নদীয়াপ্রকাশে মোরা চিনিতে না পারি
(তাই) গৌরজনে প্রকাশেন করুণা করিয়া।
যাঁহার কৃপায় জানি নদীয়াপ্রকাশ
আঁধার বিনাশি' দেন পূর্ণ জ্ঞানালোক,
সিদ্ধান্তবিরোধ সদা করিয়া বিনাশ
নদীয়া-প্রকাশরূপে রহিছেন শোক।
স্বরূপ-সনাতন-রূপ জীব-রঘুনাথ
বাণীধারে প্রকাশেন নদীয়ার ধন;
কৃপাযুগ ধারাবাহী জনে প্রাণপাত
নদীয়াপ্রকাশ সবে গৌরনিজজন।
ভক্তিবিনোদজন রূপানুগবর
গৌরবাণী প্রকাশেন জীবহৃদয়েতে;
নদীয়াপ্রকাশ তাঁরে জানে বিজ্ঞবর,
মতি রহু অধমের তাঁর চরণেতে।
গৌরবাণী-মূর্ত্তি তুমি নদীয়াপ্রকাশ,
পত্রিকারূপেতে অর্চ্চ্য মূঢ় জীব মাঝে,
প্রকাশি' সতত গৌরবাণীর বিলাস
পতিতপাবন-রূপে সতত বিরাজ।
অধম পামর মর জড়ের বিলাসে,
দিবা আলোকের মালা অসত নয়নে,
দুটি হাত আঁধারেতে আপনা বিনাশে
তুমি রক্ষা কর মোরে আবরি চরণে।

সংসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি প্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক —শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণির পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক -শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক -শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীগৌরগণদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীসঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক —শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক —শ্রীমধুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবঙ্কবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুড্রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি৹

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীনন্দকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২৭নং দারিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক —শ্রীবাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক —শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক —শ্রীগদাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ —শেখপাড়া,

পোঃ হোড়োল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিকপালী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী —স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক —শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক —শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহ্ (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দুপরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাশিরাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৴০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
ধলুয়াকোরা সাদা	৯৷০
কাশীপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কাশীপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোণার বার	৩৪৷০
গিনি	১২৲
চাঁদির বার	৫৲১৷০

পাটের দর

সাধুরে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১৷০
কাটার মধ্যে সবর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০-৬৷৶০
ডুপ্লা কাটন ঐ	৬৲—৬৶০
ক্রিসেন্ট ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৷৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পোলার্ড	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

কলিকাতা	৫৭৲
	৫৭৲
মথুরী	৫০৲
	৪৫৲
ফরিদপুর	৩৩৷০

তার	৫৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা পাতলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
সাধা	৮৲—৮৸০
ঐ যে মাকা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	১২৸০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
শীস	৷৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাটী, বোলটু, পেরেক	৩৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
জন্য	৬৸০—৮৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ১৫৲	নকল ২৩৷০
৫টকলের চালমণ ৫৶০, গাটের চালমণ ৬৷০	
তুলার হালমণ ৪৷০	

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আরেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আরেন এরকচ	৪০৲
অ্যাদি গুরুসিন কাটন	৪৩৲
চাবাগী ছাপা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খদিরমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সংবাদক খেলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ মাসে মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——:(:০:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের “ফেভ্‌রোল” অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, “ফেভ্‌রোল” ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ১ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরাবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০		৷৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১৷০		১৷০	[illegible]
সিকিকলম ৫	৪৲			[illegible]
অৰ্দ্ধকলম ৮	৬৲			[illegible]
এক কলম ১২	১০৲		১০৲	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১২৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	[illegible]
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ প্রেমবৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষার “পরমার্থী” নামক [illegible] এ একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]
[illegible]—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ও বিষ্ণুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের হৃদাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য কর্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২রা মার্চ্চ, ১৯৩৮, বুধবার [২য় সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

বি-টি পরীক্ষার নূতন নিয়ম

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টি পরীক্ষার রেগুলেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই নূতন রেগুলেশন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়কে টিচার্স ট্রেণিং সার্টিফিকেট পরীক্ষা চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

উহা ছাড়া এই রেগুলেশন অনুযায়ী কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণকে বি-টি পরীক্ষা দিবার জন্তও আর ট্রেণিং কলেজের বাহির হইতে হইবে না। নিম্নলিখিত কতকগুলি সর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্যালয় হইতেই বি-টি পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইবে:—

(ক) এই পরীক্ষার্থিগণকে গ্রাজুয়েট হইতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত টিচার্স ট্রেণিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; তৎপর তাঁহাদিগকে অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসর কাল নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলির যে কোনটীতে নিয়মিতভাবে শিক্ষকতা করিতে হইবে। যে সমস্ত পরীক্ষার্থী অনার্স লইয়া অথবা ডিষ্টিংসনে গ্রাজুয়েট হইয়াছেন অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে এম, এ, বা এম এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন অথবা টিচার্স ট্রেণিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ডিষ্টিংসনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদিগের বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করার প্রয়োজন হইবে না। এই সম্পর্কে রেগুলেশনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা আছে।

(খ) ইহার জন্ত যে সমস্ত বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইবে ঐগুলিতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষক, লাইব্রেরী, স্থান প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে।

(গ) একটী বিশেষ কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট উক্ত বিদ্যালয়গুলি ঠিক করিবেন।

(ঘ) যে সমস্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক পূর্ব্বেই টিচার্স ট্রেণিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্ত সাময়িকভাবে ব্যবস্থা করা হইবে।

———

নিখিল বঙ্গ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলা ৩ ঘটিকার সময় মুর্শিদাবাদ হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্মেলনের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন:—শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, ময়মনসিংহের মহারাজা, জে, সি, গুপ্ত, ধীরেন দত্ত, ডাঃ প্রতাপ গুহ রায়, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অতুল কুমার, হরিপদ চ্যাটার্জ্জী, ডাঃ জে, এন, দাসগুপ্ত, ঈশ্বর মল, শ্রীশ চ্যাটার্জ্জী, জালালুদ্দিন হাসেমী, হাসান আলি, গিয়াসুদ্দীন চৌধুরী, আবুল হাকিম, মহম্মদ হাফিজ, ডাঃ আর আহম্মদ, সামসুল হুদা, এ, ই, বোকাই নগরী, হাজিস আহম্মদ ও কৃষক প্রজা দলের অন্যান্য সভ্যগণ।

বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জেলা হইতেই উভয় সম্প্রদায়েরই দর্শক ও প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ৭ শত। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সমুদয় অংশ হইতেও হাজার হাজার দর্শক এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সংখ্যায় প্রায় সমান সমান।

ভাওয়াল মামলার অনুরূপ মামলা

পাটনা হাইকোর্টে এক অদ্ভুত মামলার আপীল দায়ের হইয়াছে।

আপীলকারীর নাম বলভদ্র মিশ্র। সে বলে যে, সে গত বিশ বৎসর যাবৎ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে ছিল। সে সৈন্ত বিভাগে পাচকের কাজ লইয়া বসরা, বোগদাদ এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিত। তারপর ভারতবর্ষে ফিরিয়া সে সীতাপুর "লেবার কোরে" চাকরি গ্রহণ করে এবং তাহাকে ডেরা ইসমাইল খাঁ, বান্নু প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। এই চাকরি ত্যাগ করিয়া যখন সে দেশে ফিরিতেছিল, তখন সে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর কবলে পড়ে এবং তাহাদের সহিত দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে যখন সর্ব্বপ্রথম দেশত্যাগ করে, তখন তাহার ঘরে তাহার স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। দেশে ফিরিয়া সে যখন তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যায়, তখন তাহার কয়েকজন আত্মীয় তাহাকে প্রতারক বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। যে ব্যক্তি এখন তাহার স্ত্রীর স্বামী বলিয়া নিজকে পরিচয় দিতেছে, সে আপীলকারীরই নাম ধারণ করিয়াছে এবং আপীলকারীর উক্ত আত্মীয় স্বজনের সহায়তায় যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে। আপীলকারীর এই অভিযোগ নিম্ন আদালতে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। তাই সে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। এই মামলায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ কর্ডেল হালও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

সমগ্র গ্রাম ভস্মীভূত

মেদিনী হইতে তের মাইল দূরবর্ত্তী ফিতোয়া নামক গ্রামটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রায় ৫০ খানা বাড়ী এবং বহু গবাদি পশু পুড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের আড়াই শত লোক গৃহহীন হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলেও গ্রামখানি এবং ফসলের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে।

———

চীনা বিমান বহরের আক্রমণ

চীনা বিমান বহর ইয়াংসী নদীতে একটি জাপানী গানবোট ও একটী ডেষ্ট্রয়ার ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত নোটের উত্তর দিয়াছেন। জাপানের নোটে ইয়াংসী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী বিস্তৃত অঞ্চলে বিদেশীয়দিগকে তাহাদের সম্পত্তি পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উত্তরে ব্রিটিশ সরকার জানাইয়াছেন যে, ইংরাজরা স্বেচ্ছায় এইরূপ করিতে পারে কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই মত পোষণ করেন যে, কোন ইংরাজ অথবা তাহাদের কোন ধনসম্পত্তি যাহাতে জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত না হয় জাপ-গবর্ণমেণ্টকে তাহার দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড —৷৵০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
৩০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৩১। গৌড়ীয়-সংস্কৃতা ।৵০
৩২ ভজন রহস্য ॥০
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুকুন্দমালা প্রপন্নামৃতঃ (সানুবাদ) ১.
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৵০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্য৷ পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১.০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

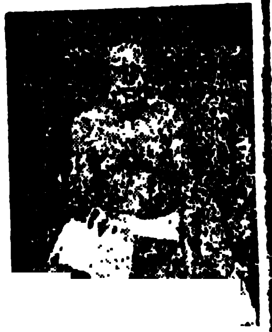

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ } ১৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, বুধবার } ১ম সংখ্যা

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ৭ই ফাল্গুন শনিবার কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে গৌড়ীয়াচার্য্য ভাস্কর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গলময়ী প্রকট-তিথিপূজা বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে যথাবিধি পালিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সেবকগণ গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টকাদি কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময় আবির্ভাবে জীবের মঙ্গলের বিষয় আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে নবনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত করিয়া মঠসেবকগণ আচার্য্যানুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অর্চ্চন ও তচ্চরণে অঞ্জলি প্রদান করেন। পরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ উপস্থিত সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে বিতরণ করা হয়। পরে বেলা ২টা হইতে শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আত্মমর্ত্ত্য ভুবনমঙ্গলময় পূতচরিত্রের কথা বহুক্ষণ যাবৎ 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' হইতে পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকের পর আয়োয় বন্দনা, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। পরে ৭ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের আনুগত্যে 'শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী' ও 'শ্রীসরস্বতী-সংলাপ' পারায়ণ, শ্রীব্যাসগুরুর আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। উদ্বোধনসঙ্গীত কীর্ত্তনান্তে মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের দয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

মুরাদাবাদে প্রচার

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুরাদাবাদের সনাতন ধর্ম্মসভা আগরওয়ালা পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। প্রথম দিবসে স্বামীজী গীতা পাঠের অধিকারী কে, গীতার মাহাত্ম্য এবং গীতা কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে একটী বিশদ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

রেঙ্গুনের তার

PRESS TELEGRAM

T rain No. 00075

Rangoon, 26. 2. 38.

Cordial reception to Srila Acharyadeva and party at Jetty by president and members reception committee. Solemn and grand procession with Band Party, cars flags, silver umbrellas and many Kirtan Parties passed through many streets, reaching Bengal Academy Hall where verbal addresses given at 6 evening. Mayor spoke highly of Acharyadeva and presented address on behalf citizens. Aprakrita Prabhu's inspiring lecture followed same meeting. Audience charmed. Installation today; Tirtha Maharaj's lecture to-night; Mahotsab tomorrow.

বঙ্গানুবাদ

রেঙ্গুন, ২৬।২।৩৮

সপার্ষদ গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যদেব জাহাজ হইতে রেঙ্গুনে অবতরণ করিলে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ জেটিতে তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তথা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ব্যাণ্ডপার্টি, বহু মোটর বিচিত্র বর্ণের পতাকা, রৌপ্যছত্র ও বহু সংকীর্ত্তন-দল সহ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া 'বেঙ্গল একাডেমি হলে' লইয়া আসা হয়। এই স্থানে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। রেঙ্গুনের মেয়র মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নগরবাসীর পক্ষ হইতে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন।

অদ্য শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইবে। রাত্রে শ্রীল তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। আগামীকল্য মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

(বহু পূর্ব্বের পর)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবরের শ্রীপাদপদ্মের ঐকান্তিক আনুগত্যে থাকিয়া আপনার শুদ্ধ-ভজনবাণীর আশ্রয় আপনার শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য অধিকার প্রদান করুন, ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

আপনার দাসানুদাস—

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ, কাশী
কৃষ্ণপঞ্চমী, ৭ই ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ গোবিন্দ ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

— -::।•(::——

যা'রা বলে, ব'সে ব'সে মালা টান্‌বো, হরিকথা কীর্ত্তন ক'রবো না, কীর্ত্তন ক'রতে গেলে লোকে ব'লবে—ব'লো লোক, সুতরাং ভগবৎ-কথা প্রচার না ক'রে অপ্রয়োজনীয় কথা প্রচার হ'তে দেব, তা'রা বাস্তবিকই সয়তান। নিজে ভোগ ক'রবো, অপরে দাবো নরকে যাব—এই বিচার তা'দের। অ'কপট হ'য়ে যে সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি আলোচনার কথা, সে সব ঘুচে যাবে বলদেবের বুদ্ধির আঘাতে। নিষ্কিঞ্চন একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাতেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া দরকার।

নামের ভজন ও অর্চ্চার অর্চ্চন এক নহে, কিন্তু একতাৎপর্যপর। অর্চ্চনকারী অর্চ্চন ক'রতে ক'রতে নামভজনের অধিকার লাভ ক'রবে।

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ ও ন্যাস প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে একাগ্রতা-সাধনের চেষ্টা করে, তা'তে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিলীলা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। আমরা কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির ক'রবার পক্ষপাতী নই। হোক্ না কেন চিত্ত শতভাবে আবৃত, যদি হরিপাদপদ্ম-সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তা'হ'লে চিত্ত কোথায় যা'বে? হরিসেবার জন্য সর্ব্বদা কামনা অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লোলুপতাই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

যিনি নিবৃত্ত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁ'র, তাঁ'র হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সর্ব্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রত্কালে আরও হরিকথা। এমন কোন্ মুক্ত আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতর কথায় নিবিষ্ট থাক্‌বেন।

আমাদের চিত্তদর্পণে ভোগ ও ত্যাগ ভোগরূপ অনাদি-অভাব, কল্পনাপ্রসূতা ও ভাগ্যপ্রতিভার ধূলিরাশি অনন্ত আস্তর ধ'রে সঞ্চিত হ'য়েছে। বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণে সেই সকল ধূলি দূরীভূত হ'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি চেষ্টাদ্বারা চিত্তদর্পণের ধূলি পরিমার্জ্জিত হয় না।

অধোক্ষজ ভগবান্ আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নন। অক্ষজ প্রবৃত্তি হ'তে পৃথক্ হ'তে পারা যায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণের দ্বারা। গুরুপাদপদ্ম ও শ্রৌত পথ লঙ্ঘন ক'রে জগতে যে যেরূপ ব'লছে, সেরূপভাবে কখনও হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। হরিনাম কেহ-কীব দ্বারা কীর্ত্তনীয় নহেন। মুক্তকুলের বাণী-শ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হ'লে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন।

দশাপরাধ শূন্য হইয়া নামগ্রহণ করুন; তাহা হইলেই শুদ্ধবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। যাহাদের আত্মবর্গের প্রতি ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে বৈমুখ্য না থাকিলে ভোগ্য বিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে। আমরা প্রকৃতে মসগুল হইয়া ধাম বাসের বিচার হারাইব, গ্রামবাস ক'রয়া বসিব, নানা অসুবিধায় ডুবিব। হরিকথার শ্রবণকীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যফলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। কত ভাগ্যফলে গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়। প্রজল্পে সময় কাটাইলে ঐ সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য; ভগবৎপদসেবার অনুশীলনেই শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হ'লে ভগবদ্‌বৈমুখ্য গর্ব্বের খর্ব্ব হয়, তৃণাদপি সুনীচ ভাব আসে। সম্যক্ কীর্ত্তন উপাধিযুক্ত নহে। সম্যক্ কীর্ত্তনদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়।

বদ্ধজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবা। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থাক্‌তে হ'বে। যা'র অবৈষ্ণবতা বৃদ্ধি হ'য়েছে, সে ইহা বুঝতে পারবে না। হরিভক্তের সঙ্গ না ক'রলে হরিভক্তি হ'বার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনাম কীর্ত্তন সম্ভব হ'বে।

কুকুরে শিয়ালে খেয়ে ফেলে যে দেহটা, তা'তে যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থাক্‌বে, সে-কাল পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূরপরাহত। বদ্ধজীবের দু'টা দেহ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। তা'দের স্থূলদেহ কুকুর শিয়ালে খে'য়ে ফে'লতে পারে আর সূক্ষ্ম-দেহটা অসুরে খে'য়ে ফে'লতে পারে। বহির্ম্মুখ জীবকে যখন অপরাধ ও পাষণ্ডতা আক্রমণ করে, তখন তা'দের সূক্ষ্মদেহটা অসুরে খে'য়ে ফেলে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত নিষ্কপট ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবানের দয়া প্রদত্ত হয়। অহং-মম ভাবের বর্ত্তমানে কখনই ভগবানের কৃপা লাভের সম্ভাবনা নাই।

নরক-গমনের জন্য যদি কারো ইচ্ছা থাকে, তা'হ'লে সে বৈষ্ণববিদ্বেষ করুক। বর্ত্তমান কালের কদর্থিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারণার হস্ত হ'তে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষীদিগকে—অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য প'ড়ে গে'ছে—নিজের ভজন ছে'ড়ে দিয়েও এ কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হ'বে। কেউ গৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য ক'রছেন না, শ্রীরূপের কথা শুনছেন না; কেউ ব'লছেন থিওসফিষ্ট থাকুন, কেউ ব'লছেন—শাক্ত পঞ্চোপাসক থাকুন, কেউ কেউ ব'লছেন—'চক্ষড়-সমন্বয়বাদ থা'কব, তা'হ'লে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়োৎসবে যোগদান করা যা'বে। কেউ ব'লছেন,—ঐকান্তিকতা একঘেয়ে ব্যাপার, তা'তে ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি বৈবর্ণী বৃত্তি রক্ষা ক'রতে পারে না; কেউ ব'লছেন,—ভাগবত-ব্যবসায়ী থাকব—মন্ত্র-ব্যবসায়ী থাকব, নির্জ্জন ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ ক'রব—ইত্যাদি ইত্যাদি গৃহী বাউল-সম্প্রদায় জগতের যে কি ক্ষতি ক'রেছে, বলা যায় না। কৃষ্ণভক্তি ও যোষিৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যে অভিযান, তা'তে ও'দের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হ'য়েছে; এরা মনে ক'রছে—মহাপ্রভুর ঐ সকল কথা থামিয়ে দিয়ে যাব দাব, "তুমি ভি চুপ, হাম ভি চুপ" নীতি অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণটাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব'লে চালা'ব। যা'রা আচার্য্যের কার্য্যের অভিনয় ক'রছেন, তাঁ'রাও পঞ্চোপাসকের দলে মিশে গিয়েছেন। তাঁ'রা পঞ্চোপাসকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়েছেন, তাই ভাগবতের তাৎপর্য্য জানতে পারছেন না। অসুর-বল পূতনা যেরূপ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল, গৌড়ীয়মঠের প্রচারে সেরূপ সব অগৌড়ীয় ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

যদি আমরা দাম্ভিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরেই বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবান্‌কে যে প্রকার ভক্তি করিতে চাই, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপদার্থই হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা ক'রয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—ভক্তিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া সমস্ত অমঙ্গল বরণ করতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ; তাঁহার সকল ব্যবস্থাই আদরের। আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগপদ্ধতির অনুগমন করিতে পারি। আমি অযোগ্য এই বিচার যদি পরস্পর যদি আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব। এখানে আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন।

নিজকে 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি করিয়া লোক নরকগামী হয়। সহজিয়াগণ নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায় বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিলেও সহজিয়া মাত্র। বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরে অনেকগুলি ভেকধারী বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিত। তাহারা বাবাজী মহারাজের উপদেশ না শুনিয়া আত্মপরায়ণ হইয়া লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিবার ছলনায় হরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবারূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষনাম গ্রহণের পূর্ব্বে সাধক-জীবের গুরুবৈষ্ণবসেবৈকলক্ষ্য হওয়া দরকার। যাহারা মিথ্যা কথা ও পাপাচরণ বজায় রাখিতে চায়, যাহারা গোপনে পরস্ত্রী সম্ভাষণ করে, যাহারা ঠাকুরসেবার ছলনায় বিষয়ীয় বিষয়নিষ্ঠা সংগ্রহ করে, যাহারা সামান্য ethical principle পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারে না, শ্রীচৈতন্যের কৃপা দ্বার তাহাদের জন্য চিরতরে 'মানা' হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হরিভজনেচ্ছু তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী এবং যোষিতের দর্শন অপেক্ষা বিষ ভক্ষণ ক'রয়া মরিয়া যাওয়া ভাল। সচ্চরিত্র হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধিকার পর্য্যন্তও পৌঁছান যায় না।

বৈষ্ণবের সেবা ক'রতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠের সেবা ক'রতে হইবে। মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না।

কুলীন গ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—যাঁহার মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব। এই কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেকে আউল বাউল কর্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধভাবে নামগ্রহণের সহিত সমান মনে করেন; ইহাও একটি সাধারণ ভ্রম। মহাপ্রভু ভাগবতের বাণীই প্রচার করিয়াছেন। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য" শ্লোকটি ভাগবতের। কৃষ্ণকীর্তনীয়া ছোট হরিদাসকে পর্যন্ত বর্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে চরিত্রহীন লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। বৈষ্ণব-সেবা শিক্ষা-প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাবদান্যলীলা। নামাপরাধকে শ্রীনামকীর্তনের সহিত এক করিতে হইবে না। দশটী নামাপরাধ বর্জন করিয়া শ্রীনাম করিবার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়াছেন। সাধুর নিন্দা প্রথম নামাপরাধ। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা হয়, ফলে নামাপরাধ হইয়া যায়। একবার যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁহার চরিত্র-হীনতা থাকিতে পারে না। নামের আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটির কোনটি অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই জানিবে।

যাঁহারা বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু।

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন। এরূপ অবস্থায় নির্জন বাসের ছলনায় মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। বদ্ধদশায় নির্জন-ভজনের ছলনায় কৃত্রিম-লীলা-স্মরণে লোক অসুবিধায় পড়ে—ব্যভিচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই।

হরিকীর্তন করাই অর্থাৎ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। নির্জন-ভজনের ছলনায় সর্বদা অলস জীবন যাপন করা, 'নিষ্কিঞ্চনতা'র ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্মজন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাশ্রয়বর শ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্যপালক

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িক সংরক্ষক

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংস

অষ্টোত্তরশতশ্রী [illegible]

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের

চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে

আর্ত্তি প্রসূনাঞ্জলি

হে পরমারাধ্যতম শ্রীরূপানুগ মহাজন! অদ্য আপনার এই শুভ প্রকটবাসরে আপনার শ্রীশ্রীচরণপদ্মে কি দিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিব, কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না! হৃদয় শুষ্ক মরুভূমিপ্রায়! আপনি নিত্যলীলায় প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সকলকে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা প্রচার করিতে বলিয়াছেন। আপনার ও আপনার নিজজন বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত অপরাধ করিয়া আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত আছি। তাই আমাদের এই দুর্দশা! আপনি এবং আপনার নিজজন বৈষ্ণবগণ অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া এই অপরাধপূর্ণ মরুতুল্য কঠিন হৃদয়কে সিক্ত করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিবার অধিকার প্রদান করুন।

প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিলেও আপনি বাণী ও সিদ্ধান্তরূপে নিত্য বিরাজিত। আপনি শ্রীচৈতন্য সরস্বতী। আজ সুদূর পাশ্চাত্যেও আপনার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া জীবের পরমমঙ্গল সাধন করিতেছেন।

হে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকবর চেতনভাস্কর! আপনার কৃপাপ্রভাবে আজ ভারতাকাশে শ্রীচৈতন্যসূর্য উদিত হইয়া অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করিতেছেন। কলিযুগে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনেই ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন ইত্যাদি সর্বপ্রকার সাধনফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়—মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী আপনি বর্তমান যুগে আচার ও প্রচার-দ্বারা জগতে মহানন্দ করিয়া, মহামহোদার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। আপনি শ্রীহরিসঙ্কীর্তন-যজ্ঞের হোতারূপে জীববৃন্দকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং শ্রীহরিসঙ্কীর্তনের দ্বারাই তাহাদিগকে পরম প্রয়োজন লাভের সন্ধান প্রদান করিয়া আপনার 'ভূরিদা'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

আজ চতুর্দিকে শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠান-সমূহের শ্রীমন্দিরাদি, 'পরবিদ্যাপীঠ', 'অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির', 'শ্রী[illegible]-শ্রবণসদন', 'শ্রীব্রজলীলার পরনাট্যমঞ্চ' 'অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার', ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট' প্রভৃতি দুন্দুভি-নিনাদে আপনারই অক্ষয় গোলোককীর্তি ঘোষণা করিতেছেন।

নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে আপনি স্বয়ং শুভবিজয় করিয়া এবং আদর্শ প্রচারকগণ প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী প্রচার, ছায়াচিত্র-সংযোগে শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রদর্শন এবং পাঠ, কীর্তন ও বক্তৃতা-দ্বারা নিত্য নবনবায়মান ভাবে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া জীবগণকে অষ্টপ্রহর দিবস নিশি শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং অর্চনাদির অধিকার প্রদান করিয়া এবং শ্রীপঞ্চরাত্র ও শ্রীভাগবতের একত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তাহাদের মহোপকার ও পরমমঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা অনন্ত অনন্তমুখে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না।

হে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী! জড়বৈজ্ঞানিকগণ জগতের বস্তুসমূহ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিমূলে নিজ নিজ বিলাসোপকরণরূপে নিযুক্ত করিলেও আপনি ঐ সমস্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে জানাইয়া উহাদের ঐ প্রকার ভোগ এবং তদ্বিপরীত ত্যাগশীলগণের ত্যাগবিচারকে ধিক্কার প্রদান করত শ্রীরূপানুগসেবার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য প্রদর্শনপূর্বক বৈদ্যুতিক আলোক, মোটরযান, প্রেস, ষ্টিমবোট, ছায়াচিত্র ইত্যাদি আধুনিক ভোগ্য লীলা-পুরুষোত্তম চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীরূপদেবের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়াছেন। আপনার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম জয়যুক্ত হউন।

হে চেতনানন্দদায়িনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী! আপনি প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিলে, আজ আপনার বিরহে ভক্তগণের "শূন্যায়িত, মহাগোষ্ঠ"—এই মহাগোষ্ঠ শূন্য বোধ হইতেছে। আপনার ভক্তমধুকর বৃন্দ আপনার শ্রীশ্রীপাদপদ্মের মধুপান উদ্দেশে সর্বক্ষণ আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণপূর্বক, হা প্রভুপাদ! হা প্রভুপাদ!! হা প্রভুপাদ!!! —বলিয়া জল-স্থল-স্থাবর জঙ্গম কম্পিত করিয়া মর্মভেদী স্বরে, বিপ্রলম্ভভাবে আপনার স্মৃতিতে অনুক্ষণ তন্ময় থাকিয়া—আপনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীরূপে ভক্তহৃদয়ে নিত্য জাগরিত থাকিলেও যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। সবই যেন শুষ্ক—বৃক্ষ, পত্র, লতা, গুল্ম, পর্বত, সাগর, নদ, নদী সবই যেন শুষ্ক ও শূন্যময় বোধ হইতেছে। হা প্রভুপাদ, আপনি কোথায়! আপনি যে ভক্তের হৃদয়ের ধন! ভক্ত বজ্রাঙ্গজী একদিন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া "রাম" নাম দেখাইয়াছিলেন; আপনিও সেইরূপ ভক্তহৃদয়ে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

হে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট পূর্তিকারিন্! আপনার প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাই নিত্য। আপনি আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ। আপনি নিত্য নবনবায়মানভাবে নানাবৈচিত্র্যপূর্ণ সেবোপকরণযুক্ত সংগ্রহপূর্বক অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্পণ-সেবায় নিয়োগ করিয়া জীবগণকে শ্রীভগবৎ-সেবার প্রণালী এবং নানা স্থানে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী সংযোজন করিয়া ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শিক্ষা-সম্মত শুদ্ধভক্তিগ্রন্থের প্রচার, লুপ্ততীর্থোদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মপূত ক্ষেত্রসমূহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপীঠ সংস্থাপনপূর্বক আপনি সর্বসাধারণকে তাঁহার অমল-শিক্ষা বুঝিবার অবসর প্রদান করিয়া জীবলোকের নিত্য ও পরম কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। নিতান্ত অযোগ্যকেও শ্রীহরিসঙ্কীর্তন যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আপনার অমন্দোদয় মহাদান পারমার্থিকগণের নিত্য মহোপকার সাধন করিবে।

হে পরমদয়াল অদোষদরশিন্ প্রভো! 'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥' শ্রীগৌর-নাম, শ্রীগৌর-রূপ, শ্রীগৌর-গুণ, শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীগৌর-ধাম নিত্য। আপনি তাঁহার নিত্য দাস—আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও নিত্য।

আপনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তরূপে, শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীরূপে, শ্রীগুরুসরস্বতীরূপে, শ্রীগৌরশক্তিরূপে ভক্তজন-হৃদয়ে নিত্য স্ফূর্তি পাইতেছেন। অদ্য আপনার এই শুভ প্রকট বাসরে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়, আপনার কৃপালব্ধ আপনার বাণী সম্বল করিয়া আপনার শ্রীশ্রীচরণকমলে এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে সাহসী হইতেছি। এই দীনজনের অশেষ অযোগ্যতা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আপনার যোগ্যতম অধস্তন [illegible] গৌড়ীয়াচার্য্য

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি-পাদাবলী 'নদীয়া প্রকাশ' পত্রিকালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৮ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদির তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারিখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমৃতকুণ্ডকাণ্ডশীলপাঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ঠাকুরপুর

১৫) সুবর্ণনগর গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া (শ্রীমাধব ভবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলেকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) হালিশহর গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—ধর্ম্মোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীগৌরেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনগা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীদেবেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) দক্ষেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বর্দ্ধমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং (বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) বালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিজীবন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাসসঙ্গ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পো. অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম।

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।৹
ঢাকা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।৷৹
বাঁকতুলসী	৫।৹
দাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোয়ালিটি	৩৲
সিদ্ধ বেতুণ	৩।৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।৹
দেশোয়ারী	১০৲-১০।৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫।৹-৫।৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুণ	৩৶৹

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৶৹
মতিপুর ১০০০ নং	১০/৹
বারকোয়া সাদা	৯।৹
কানপুর সাদা	৮।৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷৶৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৹
নতরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৲।৹

পাটের দর

আয়ন্তে—	৪০৸৹
নিরত্তর—	৪০৸৹
উচ্চতর—	৪১।৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

প্লেটেড ময়দা প্রতি মণ	৬।৹—৬।৶৹
প্লাওকাহন ঐ	৬৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫।৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫/৹—৫।/৹
আটা (এস)	৫৲—৫।৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২।৹—২৷৶৹
... লাই	১৷৶৹—১৸৹
ভুষি	১৷৶৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

কলিকাতা	৫৭৲
... নং	৫৭৲
... রঙী	৫০৲
...	৪৫৲
...	৬৩।৹

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা পাতরা	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
প্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কাব (গোল বা বীম)

মার্কা	৮৲--৮৸৹
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲ ৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড করেক বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ তৈরী (বীম	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৷৹

টাটা প্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১০।৹
২৬ গেজ—	১১৸৶৹
২৮ গেজ—	১২৸৹
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৶৹
পীস	।৶৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫৷৹—৬।৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।৹—১০।৹
হিপ পাটী, গোলটু, গরাদে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।৹
হন্দ	৬৸৹—৮।

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹

ঢেকলের চালনণ ৫৶৹, পাটের চালমণ ৬৷৹

তুলার চালমণ ৪।৹

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন ওরগচ	৪০৲
করাচি পুরনির কাইন	৪০৲
চাহার্গ পাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাবল সাগু	৮।৹
সুপারী দেশী	১৬।৹—১৭
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খয়িরমণ	১৫।৹—১৭।৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম ... —গঙ্গার সান্নিধ্যে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং ... । ... শিক্ষক ... আদর্শচরিত্র । বিদেশী ... সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ... ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ... এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ... বায়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রদের জন্য ... সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ ... ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোল

—::০::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভরোল" অব্যর্থ মহৌষধ। এমন মহৌষধের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামা, বর্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের ৬ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৫০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নিটি বেঙ্গল)

৬২-২৭১নং গাপ পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশোরার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:●:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৷৷০
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশ্যভাবে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(●):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] এবং [illegible] হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1644

শ্রীরূপানুগবর্ষপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ৩রা মার্চ্চ, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৩য় সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(●(:●:)●)——

পরলোকে রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতে ময়মনসিংহের স্বনামধন্য জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চাকলাদার অকস্মাৎ কলিকাতায় হৃদ্‌রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও পরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ময়মনসিংহ জেলার আরও বহু বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যখন তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কমিটীর সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ময়মনসিংহ হাসপাতালে দান করেন। যখন হসপিটাল ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটীর সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি ৬০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া এস্. কে. হাসপাতালে দান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অন্যান্য ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের জন্য অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া দেন। সম্প্রতিও (মৃত্যুর কিছুপূর্ব্বে) তিনি লোড লিনলিথগো কর্ত্তৃক আহূত এণ্টি-টি-বি ফাণ্ডের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে ই, বি, রেলওয়ের এডভাইসরি বোর্ডের একজন প্রধান মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি ১৯২৩ সালে রায় সাহেব ও ১৯২৮ সালে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার অমায়িক, সরল আলাপ ব্যবহারে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার মত পরোপকারী লোক খুবই বিরল। তিনি গৌড়ীয়মিশনের সহিতও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কয়েকবার তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছেন। শ্রীধামে যাত্রীদের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া তিনি যাহাতে রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত সম্প্রতি মুক্ত রাজবন্দিগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত বিভিন্ন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন বলিয়া অনুমতি দিয়াছেন—

(১) শ্রীযুত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা; (২) বিনয়কুমার দে—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা; (৩) নারায়ণচন্দ্র সরকার—১৯৩৮ সালের বি, এস-সি; (৪) বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা; (৫) ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা; (৬) জিতেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা; (৭) দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা; (৮) রাধা-গোবিন্দ গুপ্ত—১৯৩৮ সালের জুন মাসের শেষ আইন পরীক্ষা।

নিম্নলিখিত রাজবন্দিগণকেও (এখন আটক) বিভিন্ন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে সিনেট অনুমতি দিয়াছেন:-

(১) শ্রীযুত অমৃতারঞ্জন দাশগুপ্ত—১৯৩৮ সালে অর্থনীতি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা; (২) বিধুভূষণ সেন—১৯৩৮ সালে দর্শন বিষয়ে এম, এ; (৩) রবীন্দ্র-নাথ দত্ত—১৯৩৮ সালে অর্থনীতি বিষয়ে (গ্রুপ এ) এম এ; (৪) সুনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১৯৩৮ সালে অর্থনীতি বিষয়ে (গ্রুপ এ) এম-এ; (৫) মনোরঞ্জন রায়—১৯৩৮ সালে ইতিহাসে এম এ পরীক্ষা।

বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় বি-এ পরীক্ষার (পাশ ও অনার্স) মেণ্ট্যাল ও মরাল ফিলোজফির পাঠ্যতালিকার মধ্যে ভারতীয় দর্শন পড়াইবার এবং আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব (এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সাইকোলজি) প্রবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

———

আত্মরক্ষার অপূর্ব্ব কৌশল

এবার 'সুরমাভেলী লাইটস্' ট্রেনিং ক্যাম্প সাড়ম্বরে শিলচরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—স্বয়ং আসাম লাট এবার্ট রিড্ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পের সময় সভায় যে বিষয় হইয়া গিয়াছে তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

'ডার্ব্বি চা বাগানের ম্যানেজার মিঃ আর্চিবল্ড মোটরে রাস্তা অতিক্রম করার ফলে একটি লোক মোটরের ধাক্কা খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া যান; ছাত্ররা তখন স্কুলে যাইতেছিল, সাহেবকে মোটর সহ প্রায় শতাধিক ছাত্র ঘিরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেন তুমি লোকটিকে সামনে দেখিয়াও মোটর থামাইলে না? সাহেব গরম মেজাজে হিন্দিতে ধমক দিবার চেষ্টা করিলে ছাত্রেরা বলে, আমরা তোমার বাগানের কুলি নই। আমরা ইংরাজী জানি, ইংরাজী বল। সাহেব সম্ভবতঃ ছাত্রদের 'স্পিরিট' দেখিয়াই ইংরেজীতে বলিলেন—"সম্ভবতঃ তোমরা কংগ্রেস ম্যান আমিও কংগ্রেসম্যান। আমি তোমাদের কংগ্রেসকে লক্ষ্য করি এই সেদিন জওহরলালকে দেখিতে আমিও আসিয়াছিলাম—আমাকে ছাড়িয়া দাও। অনেক ঝগড়ের পর ছাত্রেরা অবশেষে আহত লোকটির চিকিৎসা খরচ বাবদ ৫০ টাকা আদায় করিয়া সাহেবকে ছাড়িয়া দেয়।

বাঘে মানুষে লড়াই

কয়েকদিন হইল মনাছড়া (শ্রীহট্ট) চা-বাগানে কাটাকোদাল, লাঠি দ্বারা একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে। চা বাগানের কুলীরা কাজ করা কালীন একটা বাঘের সাড়া পায়। এই সংবাদ ম্যানেজার সাহেবকে টিলাবাবু জানান। ম্যানেজার বাঘের কোথায়ও সন্ধান না পাইয়া অলক্ষ্যে ভাগ গুলি করিয়া চলিয়া যান। সহসা বাঘটি বাহির হইয়া টিলাবাবুকে আক্রমণ করে। টিলাবাবু খালি হাতে ছিলেন। বাঘ তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িলে তিনি বাঘের দুইহাত ধরিয়াছিলেন। বাঘ তাহাকে গুরুতর আহত অবস্থায় কামড়াইয়া ফেলে। ইতঃমধ্যে কাটা কোদাল সহ অনেক দেশওয়ালী মুসলমান দৌড়িয়া আসিয়া বাঘের বুকে ভীষণভাবে আঘাত করায় হিংস্র প্রাণী বাবুকে ছাড়ে। ইহার পর চাৎকারে সব কুলী আসিয়া বাঘকে ঘেরাও করিয়া নিহত করে। বর্ত্তমানে টিলাবাবু আরোগ্যের দিকে চলিয়াছেন

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুকুন্দমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তুপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গ্রথিত করা হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ১৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা মার্চ্চ ইং ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার | ৩য় সংখ্যা

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

পাটনা গৌড়ীয়মঠে

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীব্যাস-পূজার অধিবাস দিবস সন্ধ্যায় মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক গুরুপরম্পরা, গুরুমহিমা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও উচ্চঃ-কীর্ত্তনাদি হওয়ার পর শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনসদনে একটী উচ্চমঞ্চে নানাবিধ পত্র পুষ্প ও বিবিধ প্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্য স্থাপিত হন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও গুরুমহিমাত্মক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হওয়ার পর মঠসেবকগণ ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ বিভিন্ন স্থান হইতে প্রদত্ত অভি-নন্দনাদি পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দোদয়দয়া ও তাঁহার প্রচারবৈশিষ্ট্যের কথা এক ঘণ্টাকাল সমাগত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দকে বক্তৃতাদ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বক্রেশ্বরী প্রসাদজী নবপ্রকটিত হিন্দি "ভাগবত" পত্রিকা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দকে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত উৎসবে যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত রামজনম সিং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পাটনা; রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত শিবকুমার মুখোপাধ্যায় অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রিটায়ার্ড ষ্টেসন মাষ্টার; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উকিল); শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বদ্রীনারায়ণ সিং গভর্ণমেণ্ট অডিটর; শ্রীযুক্ত শিবনন্দন কুমার সিং (উকিল)। কবিরাজ হরিনাথ সেন; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র, অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট; শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট অডিটর; শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ অ্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল সাহাই (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, ডব্লিউ, ডি); শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ পাণ্ডে ইত্যাদি।

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার কভুরস্থ শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নিয়ামকত্বে শ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে কীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির পরি-ক্রমণ ও শ্রীল প্রভুপাদের গুণগাথা কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভু কিয়ৎকাল সরস্বতী-জয়শ্রী পাঠ করেন। প্রহরে সুগন্ধি পুষ্পবল্লীদ্বারা শোভিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে মঠসেবকগণ ও তদাশ্রিত গৃহস্থ সজ্জনগণ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমঠে আহূত একটি মহতী সভায় আচার্য্যকুলশিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদের গুণগাথা কীর্ত্তন ও অভি-নন্দনাদি পাঠ হয়। মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফ মহোদয় ও অনেক রামানুজীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রবরের বৈদগ্ধপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। সভায় শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল। উক্ত দিবস শত শত ভদ্রলোক ও মহিলাবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপর দিবস নৃকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় এই দিবসও অগণিত দরিদ্রকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের মাত্র নাম প্রদত্ত হইল—

পি, বি, রঙ্গরাজন্ এম-এ, বি-এল, ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফ ওয়েষ্ট গোদাবরী ডিষ্ট্রিক্ট; ইউ, এন্ বেঙ্কটেশ্বরাবতারম্ গারু বি-এ, বি-এল, ডি সত্যনারায়ণ রাও পান্তলু গারু বি-এ, বি-এল; কে, রঙ্গবাবু, (হোমিও ডাক্তার); ডি, কামেশ্বর রাও গারু বি-এল টি; এল, বাপিরাজু গারু জমিদার পাণ্ডিপক্ক; কে, গঙ্গাধরম্ গারু—মার্চেণ্ট রাজমহেন্দ্রী; কে বীররাজু গারু মার্চেণ্ট; সাক্ষী: এন. বেঙ্কটেশ্বরলু, এন. ... ভূপতিরাজু জগন্নাথ রাজু গারু (টিম্বার মার্চেন্ট); বি, চেলাপতি রাও গারু; বি, সুন্দররামায়া গারু; শ্রীযুক্ত হিমাংশু মজুমদার (ইঞ্জিনীয়ার ডিউক পাইপ কোং), এম. সর্ব্বারাও নাইডু গারু বি-এ, এল এল বি প্রভৃতি।

— —

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছেন। আমি আশা করি, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ আজ যে সকল কথা আমাদের নিকট বলিলেন, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে নিশ্চয় উপকৃত হইতে পারিব। তজ্জন্য আমি শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে বার বার হৃদয়ের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। স্বামীজী মহা ... 'বক্তার না' তাঁহাদের সংসঙ্গে যোগদান করিয়া এই সমস্ত বিষয় আরও আলোচনার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতে আমি আশা করি, আপ-নারা তাঁহাদের উৎসবে উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত বিষয় আলোচনা ও উৎসবের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনাদি করিবেন।"

সন্ধ্যার পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্দের ২য় অধ্যায় হইতে গর্ভস্তুতির সাতটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজের পাঠ, ব্যাখ্যা ও স্বভাবসুলভ সুমধুর কীর্ত্তন-শ্রবণে শ্রোতৃ-বর্গের আনন্দ ও শ্রবণপিপাসা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি রত্ন আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন.

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ গোবিন্দ আদ্য কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

ল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ

——::)•(::——

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

আজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমৌলি গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক সেবাসুযোগ প্রদান করিবার জন্য সমাগতা হইয়াছেন। আমরা সেই সুমেধান্বিতিথিবরাকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি এবং আমাদের জীবনধ্রুবতারা শ্রীরূপানুগ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পরমপূজ্য শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য পূত চরিত্র আলোচনামুখে আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ নিজগুণে কৃপা করিয়া মাদৃশ পতিত জীবগণের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, ইহাই তাঁহাদের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণকমলে একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই বিশ্বে একমাত্র গৌরবংশধর বা গৌরনিত্যানন্দবংশ্য। ইনি শ্রীভক্তিবিনোদধারার একমাত্র সংরক্ষক—শ্যামস্বসমাশ্লিষ্ট-বিশ্বরবিগ্রহের সেবাদাতা—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনশিক্ষাপ্রদাতা। ইনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের পরম-প্রিয়তম। আমরা যদি এই নিত্যানন্দ গৌরজনের কৃপা লাভ করিতে পারি, আমরা যদি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারি, নিষ্কপট সেবামুখে তাঁহার শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি, তাঁহার অলৌকিক সেবাময়ী পদনখশোভা দর্শনের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখন হয়, মহামহাবদান্য তিনি যদি নিজগুণে কৃপা করিয়া কখন আমাদিগকে শ্রীচরণ-সেবা দেন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আচার্য্যবর্গ, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরি এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের কৃপা—সেবা আমরা নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিব। সকলেই আমাদের আচার্য্যানুগত্য-ময়ী বা আচার্য্যনিষ্ঠাময়ী সেবা দেখিয়া আমাদের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইবেন। আর আমরা যদি বিশ্বে একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদাতা পতিতপাবন জগদ্গুরুদেবের পাদপদ্ম অবহেলা করি, সেই নিত্যানন্দ ব্রজবাসীর একান্তিক অনুসরণ না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ চিরকণ্টকিতই হইয়া পড়িল, আমাদের জীবন বৃথাই গেল। প্রাণহীন শবের যেমন কোন মূল্য নাই, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত সেইরূপ জীবনেরও কোন মূল্য নাই। সুতরাং আমরা যেন কেহ অসদ্-বঞ্চকের কুহকে পড়িয়া শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য পরিহার না করি, তাঁহার সেবায় উদাসীন না হই, তাঁহার সুখবিধানে আলস্য না দেখাই এবং ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ন্যায় তাঁহাকে বাদ দিয়া মনোধর্ম্ম-বশে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত না করি—ইহাই আমার বন্ধুবর্গের চরণে মাদৃশ শ্রীআচার্য্যকিঙ্করানুকিঙ্করাভাসগণের করযোড়ে প্রার্থনা ও নিবেদন।

শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম বা বৈষ্ণবসম্রাট বলিয়া সকলেরই নিকট পরিচিত। তিনি গৌর-কৃষ্ণের বড় আদরের বস্তু। সেই অপ্রাকৃত অনন্তগুণসমন্বিত মহাজনের গুণাবলীর এক কণ স্পর্শ করিবার যোগ্যতাও আমাদের নাই। তাই অযোগ্য আমরা আজ বিশ্বে কৃষ্ণবিতরণকারী পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাবাণী স্মরণ করিয়া দুএকটী কথা আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ডগ্রামে ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সদ্বংশকুলে আবির্ভূত হন। কিছুদিন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পরে পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের শোভাবর্দ্ধন করেন। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসরকাল এ প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তন ও অপরকে হরিনাম-কীর্ত্তনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতট আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ ভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। কখনও বা তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডলকে অভিন্ন ব্রজমণ্ডলজ্ঞানে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিভজন করিতেন। তিনি কখনও ভাগবতব্যবসায়ীর কীর্ত্তনাপরাধের প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার এই আদর্শ আচরণ হইতে জানা যায় যে, যাঁহারা ভাগবত ব্যবসায় করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তিত হন না। এইরূপ ভাগবতাদি কীর্ত্তন-ব্যবসায় জিহ্বার কসরত মাত্র। তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা না থাকায় তাহা মায়ার কীর্ত্তন। তদ্দ্বারা জীবের কোন মঙ্গল হইতে পারে না। পরন্তু ঐ সকল অপরাধী ব্যক্তির মুখে নামাপরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীব অধঃপতিত হন—কৃষ্ণনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয়নিষ্ঠা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্ত্তে কপটতা মিছাভক্তি—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা উদিত হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

শ্রীল বাবাজী মহারাজ সর্ব্বক্ষণ সকলকে নিরন্তর কায়মনোবাক্যে হরিভজনের কথাই উপদেশ করিতেন। তাঁহার কোন কোন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন যে, তাঁহাদিগকে আর গৃহস্থ-দিগের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা হরি-ভজন করিতে হইবে না। কেন না, তাঁহারা ভেকধারী। সুতরাং কেবল মালা টানিয়া সংখ্যা রাখাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ অহৈতুকী কৃপা করিয়া ঐ সকল নামাপরাধিগণকে সর্ব্বক্ষণ ভজন-কুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কার পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজরোপণাদি করাইয়া দেহের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে বলিতেন। আমরা মূঢ় জীব, কিসে মঙ্গল হয় তাহা আমরা জানি না। আমরা যাহাতে কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়তর্পণের দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার না করিয়া, কায়ের দ্বারাও হরিভজন করিতে পারি এবং সাধুসেবা করিতে করিতে যাহাতে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণানুশীলনযোগ্য হইতে পারে তজ্জন্যই বাবাজী মহারাজের এই অমূল্য উপদেশ। বদ্ধজীব আমাদিগকে গুরুসেবা শ্রম স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাই উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগের প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাদণ্ড। এই দণ্ডকে যদি আমরা কৃপা বলিয়া বরণ করিতে পারি অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আমরা আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদের কৃপায় ত্রিদণ্ডী হইতে পারিব—আমাদের কায়, মন ও বাক্য সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। সাধুর সেবা করিতে করিতে সাধুর কৃপায় আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তির পর শ্রীনামসেবায় অধিকার হইবে। বদ্ধজীব হরিনাম করিতে পারে না। শ্রীনাম মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সেবোন্মুখ হইলেই জীবের নামসেবায় অধিকার হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

নামাপরাধ করিতে করিতে নামোদয় হয় না। সাধুর আনুগত্যে শুদ্ধভাবে হরিনাম করিতে করিতেই শ্রীনাম কৃপা পূর্ব্বক তদ্গত-চিত্তে—গুরুদেবতাত্মার শুদ্ধহৃদয়ে উদিত হন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন-ধামে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১২৯২ সাল হইতে অনেক সময়েই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই মহাত্মার উপদেশ ও সঙ্গসুখ লাভ করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সপরিকরে শ্রীমায়াপুর দর্শনার্থ সমাগত হইয়া শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীমায়াপুরের বিভিন্ন স্থানগুলি নির্দ্দেশ করেন এবং এইটীই যে প্রাচীন শ্রীমায়াপুর—শ্রীগৌরজন্মস্থান তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে যেস্থানে অত্যুচ্চ শ্রীমন্দির প্রকাশিত হইয়াছেন সেই স্থানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ অনেক সময়ে কুলিয়া নবদ্বীপে (সহর নবদ্বীপ) ভজন-কুটী নামক স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দ্বাদশ বৎসর বয়সে জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে পারেন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট তাঁহার এই অদ্ভুত প্রতিভার কথা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের দ্বারা বৈষ্ণবসদাচারসম্মত পঞ্জিকা, শ্রীচৈতন্যাব্দ, মাস, বার ও পর্ব্ব-তিথি আদি প্রচলন করান।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের হরিকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ উৎসাহ ছিল। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই মহাপুরুষের গুণ-কীর্ত্তনে শতমুখ ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায়ই আমরা সেই মহাত্মার অভিজ্ঞ

চরিত ও অমর্ত্তোচিত মহিমার কথা কিঞ্চিৎ জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শিষ্য—শ্রীউদ্ধব দাস। তাঁহার শিষ্য—শ্রীশ্রীমধুসূদন দাস। এই শ্রীশ্রীমধুসূদন দাসের শিষ্যই—জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রী শ্রী ল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে পরিচিত ছিলেন।

গৌর ও গৌরজন-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার কারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীল বাবাজী মহারাজের নামানুসারে ময়মনসিংহে শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজ তথায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। আজকার শুভদিনে আমরা শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কৃপা ও সেবাবল ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব

৮ই ফাল্গুন রবিবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবিনোদবল্লভজীউর মঙ্গলারাত্রিক, তৎপরে ঊষঃকীর্ত্তন, যথাসময়ে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ-ভোগারাত্রিক ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি উৎসবকালীন দৈনন্দিন সেবা-কার্য্য যথা বিধি সম্পাদিত হয়। অপরাহ্ণ ৩টার সময় ঢাকা হইতে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ শ্রীযুক্ত মদনমোহন গাঙ্গুলী মাষ্টার, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত যতীশ্বর দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমঠে উপস্থিত হন।

ঐ দিবস শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার কথা পূর্ব্বেই সহরের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তদনুসারে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে পর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "ধর্ম্মের সমন্বয়" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল একটি গবেষণাপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তিমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। ময়মনসিংহ সহরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু সজ্জন ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ প্রীতিলাভ করত ক্রমান্বয়ে আরও একদিন ঐরূপ বক্তৃতা-শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সমধিক নদীয়াপ্রকাশে ঐ বক্তৃতার সারমর্ম আমরা প্রকাশ করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিষয়টী সকলকে আরও সহজবোধ্য করিয়া দেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় উপস্থিত বহু সজ্জন ব্যক্তির মধ্যে নিম্নে কএকটি নাম প্রকাশিত হইল—

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল-জমিদার; শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বি-এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিরত্ন; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জী মোক্তার; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার; শ্রীযুক্ত রেবতীচন্দ্র মজুমদার, রিটায়ার্ড পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস হেড-পণ্ডিত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ. ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপ্রিয়রঞ্জন নাগ এম্-এ. বি-এল; অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী; মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী; ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মোদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত নিয়মানন্দ দাসাধিকারী. শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, ঢক ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ; শ্রীযুক্ত মদনমোহন গাঙ্গুলী মাষ্টার; শ্রীযুক্ত দেবকীরমণ দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত যতীশ্বর দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সোম এম্-এ, বি-এল; কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র আচার্য্য; কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দাস প্রভৃতি বহু ব্যক্তি।

৯ই ফাল্গুন সোমবার—যথাকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ঊষঃকীর্ত্তন, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি দৈনন্দিন সেবা-কার্য্য সম্পাদিত হয়। ঐ দিবস প্রাতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ ও মাষ্টার শ্রীযুক্ত মদনমোহন গাঙ্গুলী ঢাকা জগন্নাথ-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপ্রিয়রঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহোদয় বেলা প্রায় ৯টার সময় ঢাকা যাত্রা করেন। পূর্ব্ব হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নিয়মানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি প্রচারকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ বহির্গত হন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় শ্রীযুক্ত নিয়মানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীত্রিভুবনমোহন ব্রহ্মচারীজী ময়মনসিংহ সহরের নিকটবর্ত্তী ...হাল, নয়াবাজার প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীবিনোদবল্লভজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে গর্ভস্তোত্রের "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং" শ্লোকটী পাঠ করিয়া প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। সমবেত বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সকলেই স্বামীজী মহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়া শ্রবণোৎসাহ প্রদর্শন করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১০ই ফাল্গুন মঙ্গলবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবিনোদবল্লভজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও তৎপরে ঊষঃকীর্ত্তন সম্পাদিত হইলে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় ঢাকা মাণিকগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত গৌরীপুর গ্রামনিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত কেশবলাল সাহা মহাশয় শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর নিকট "শ্রীচৈতন্যদেব কি তত্ত্ব?" "শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণ বলিলে দোষ কি?" প্রভৃতি কয়েকটী প্রশ্ন করিলে বিদ্যালঙ্কার প্রভু শাস্ত্রযুক্তিমূলে উত্তরপ্রদানমুখে অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনা করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ বারলাইব্রেরীর উকিল মহোদয়গণের আহ্বানে ও আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ঐ দিবস অ... ঘটিকার সময় মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সহ বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হন। শতাধিক উকিল তখন বারলাইব্রেরীতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ উকিল মহোদয়গণ কর্ত্তৃক যথোচিত অভ্যর্থিত হইয়া আসন-গ্রহণ করিলে উকিলগণের পক্ষ হইতে দুই জন উকিল দণ্ডায়মান হইয়া (১) "গৌড়ীয়মঠের আদর্শ, কার্য্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য কি? (২) দণ্ড, তিলক, মালা, শিখা—এই সমস্ত কি এবং এগুলি ধারণের সার্থকতা কি আছে?"—এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করেন।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ উক্ত প্রশ্ন দুইটীর উত্তরে তথাকথিত বৈষ্ণবনামধারিগণের আচার-ব্যবহার-দর্শনে শিক্ষিত-সমাজের বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ধারণা; বুদ্ধ-শঙ্কর-রামানুজ মধ্বাচার্য্যের প্রচার্য্য-বিষয়; বেদান্ত-শব্দের অর্থ; শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ-অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত-শব্দের তাৎপর্য্য; জীবের মূলব্যাধি, তজ্জন্য জন্মমৃত্যু দুঃখ যাতনা-ভোগ ও তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়; সংসার-সুখের হেয়তা ও অনিত্যতা; স্বার্থ, পরার্থ ও নিঃস্বার্থপরতা; কাম ও প্রেম; শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার, দণ্ড-তিলক মালা-শিখা-ধারণের সার্থকতা প্রভৃতি বহু বিষয় একঘণ্টার অধিককাল শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ "অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ" "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে" "আত্মারামশ্চ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বার-লাইব্রেরীতে সমবেত শতাধিক উকিল স্বামীজী মহারাজের এই বক্তৃতা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে স্বামীজী মহারাজ উকিল মহোদয়গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারও আর কোন প্রশ্ন থাকিলে নিঃসঙ্কোচে অবাধে প্রশ্ন করিতে পারেন, স্বামীজী মহারাজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে উহার উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন—এরূপ জানাইলে একজন উকিল দাঁড়াইয়া বলিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও আর কোন জিজ্ঞাসা থাকিলে তিনি শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে গিয়া স্বামীজী মহারাজের সহিত আলোচনা করিবেন।

অনন্তর উকিলগণের পক্ষ হইতে বার-লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"আজ কয়েকদিন যাবৎ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ এখানে আসিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন. নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমি মঠে যাইতে পারিতেছি না; আমরা নিজে উপস্থিত হইবার এমন সুযোগ আর পাইব না। ইঁহাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু (অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর প্রভু) গতকল্য আমার নিকট আসিয়া আপনাদের ন্যায় শিক্ষিতগণের (উকিলগণকে লক্ষ্য করিয়া) কাছে কিছু হরিকথা আলোচনা করিতে পারেন কিনা, এ বিষয়ে আমাদের অভিমত জানিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি গতকল্য আপনাদের কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করায় আপনারা সকলে আগ্রহের সহিত অনুমতি

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৮র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

[illegible]-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন শ্রীচৈতন্য [illegible] ঠ, শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রী [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ [illegible]। [illegible] শ্রী[illegible] প্রকাশিত [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] কৃপাসিন্ধু

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭২১৫ কলিকাতায় [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পাঠ, [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] রায় ভক্তিবান্ধব।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক- শ্রীমদ্‌ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীচৈতন্যবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—[illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] আচার্য্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীতারকিশোর [illegible]।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীগজনর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible]পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅনুপমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশাহী,

পোঃ ভোদোল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible]গৌরাঙ্গ[illegible]গান্ধর্ব্বিকা[illegible]বিহারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমানি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমানি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

:৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

ভিক্টোরিয়া রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
বাজরা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানি	৫৷৹
বাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানি আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৶৹
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৶৹
বারহোয়া সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷
কানপুর লাল	৭৷৶৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	২২৲
চাদিরবার	৫২৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸৹
মিরত্তব—	৪০৸৹
উত্তব—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

প্লেটেড ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶৹
কুপারকাইন ঐ	৬৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫৶৹—৫৷৶৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৶৹
পোলাড	১৷৶৹—১৸৹
ভূষি	১৷৶৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

	৫৭৲
ছাকনীঘী	৫৭৲
কৃষ্ণনেবারী	৫০৲
দানী	৪৫৲
গাজিয়াল	৩৫৷৹

ভার	৩৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ বটকা ২৪- গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট-বা-বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷৹

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১০৷৹
২৬ গেজ—	১১৸৶৹
২৮ গেজ—	১২৸৹
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮´	১৷৶৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৶৹
পীস	৷৶৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫৷৹—৬৷৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷৹—১০৷৹

চিল পাটী, বোল্টু, পরাদে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷৹
রড	৬৸৹—৮৷৹

খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹

চটকলের হালমণ ৫৶৹, পাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৷৹

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাবাগ তাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷৹
সুপারী বেনী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি থয়ের মণ	১৪৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(ঃ০ঃ)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——ঃঃ০ঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোল

-ঃ(ঃ*ঃ)ঃ

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, মামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।৵০	।৵০	
” ” ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৪৲
” অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	৬৲
” এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৯৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
” সিকি কলম ১৫৲	১২৲
” অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
” এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ”	৫৲
ত্রৈমাসিক ”	২৸০
মাসিক ”	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible]
[illegible]—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

REG NO C

[illegible]
[illegible]
[illegible] বিভু
[illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের মূলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য কর্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার [৪র্থ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

পররাষ্ট্র-সচিবের পদে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের নিয়োগ

কমন্স সভায় বিতর্ক প্রসঙ্গে মেজর এট্‌লী এই মত ব্যক্ত করেন যে, লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে পররাষ্ট্র-সচিব নিয়োগ করায় পররাষ্ট্র-সচিব নিয়োগ সম্বন্ধে যে শাসনতান্ত্রিক প্রথা আছে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি জোর দিয়া বলেন যে, পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে দেশে যে বিরোধ ও মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের মূলনীতি আজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় কমন্স সভার অধিকতর প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে বিতর্কের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন; ঐ বিতর্কে মেজর এট্‌লী উপরোক্ত কথা বলেন। মেজর এট্‌লী আরও বলেন যে, কমন্স সভায় জরুরী বৈদেশিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিবেন বলিয়া যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় দ্বৈত শাসনের বিপদ্ আছে।

কার্সিয়াং-এর ইউরোপীয়ান স্কুল

বাঙ্গলা সরকারের প্রেস অফিসার ১লা মার্চ্চ তারিখে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, কার্সিয়াং ভিক্টোরিয়া স্কুল ও ডাউহিল নামে সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য যে স্কুল আছে সেই স্কুলে কয়েকজন ভারতীয় ছেলেমেয়ে পড়িতে পারিবে। স্কুলে মোট যতজন ইউরোপীয়ান ছাত্র থাকিবে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ভারতীয় ছাত্র স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে এবং যতজন বিলাতি ছাত্র থাকিবে তাহার প্রতি শতে ১৫ জন ভারতীয় বোর্ডিং-এ থাকিতে পারিবে। এই ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদিগকে খাওয়া পরা সম্বন্ধে স্কুলের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। তবে স্কুলে ছাত্র-সংখ্যা যদি খাস বিলাতি সাহেব বা দেশী সাহেবের (এংলোইণ্ডিয়ান) ছেলেমেয়েদের দ্বারা পূর্ণ না হয় তাহা হইলেই ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী লওয়া হইবে।

বিলাতি সাহেব এবং দেশী সাহেবদের বেলায় যেমন নিয়ম আছে ভারতীয়দের বেলায়ও সেই নিয়ম খাটিবে যে, সরকারী চাকুরিয়ার ছেলেমেয়েরা প্রথমে ভর্ত্তি হইবার সুবিধা পাইবে।

মন্ত্রিগণকে বেতন দিতে ট্রেজারি অফিসারের অস্বীকৃতি

আসামের মন্ত্রীরা ১লা মার্চ্চ ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন লইতে পারেন নাই। ফলে চমকপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। কারণ শিলংএর ট্রেজারী অফিসার মন্ত্রীদের প্রেরিত বিল অনুসারে টাকা দিতে অস্বীকৃত হন। প্রকাশ, আসামের কণ্ট্রোলার মন্ত্রিবেতন আইনানুসারে প্রধান মন্ত্রীকে আড়াই হাজার টাকা বেতন দিতে এবং অপর মন্ত্রিগণকে দেড় হাজার টাকা করিয়া বেতন দিতে আদেশপত্র দেন। কিন্তু মন্ত্রিসভায় পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে পাঁচজন মন্ত্রীর জন্য বাজেটে প্রথমে যে বরাদ্দ করা হইয়াছে বর্ত্তমানে ছয় জন মন্ত্রীর মোট বেতন যাহাতে তদপেক্ষা অধিক না হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের বেতন ঐ প্রকার ধার্য্য করিয়া তদনুসারে বিল করা হয়।

জার্ম্মাণীর অজেয় বিমানবহর

সরকারীভাবে জার্ম্মাণীর বিমানবহরের প্রতিষ্ঠা-দিবসের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলনে বক্তৃতা করিতে গিয়া ফিল্ড মার্শাল জেনারেল গোয়েরিং জার্ম্মাণ বিমানবহর গঠনের সময় প্রথমে কিরূপ বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিমানবাহিনী সম্পর্কে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব উত্থাপন না করা পর্য্যন্ত কিরূপে গোপনে গোপনে কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করেন। জেনারেল গোয়েরিং বলেন যে, ঐ সময় জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রস্তাব সর্ত্ত-সাপেক্ষ ভাবে মানিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং জার্ম্মাণী নিজ বিমানবহর গঠনের স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রকাশ্যভাবে ও দ্রুতগতিতে বিমানবহর গঠনে মনোনিবেশ করে। উপসংহারে জেনারেল গোয়েরিং বলেন যে, "যখন সময় আসিবে আমাদের বিমানবহর শত্রুপক্ষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে। আমরা জার্ম্মাণেরা মানুষ হিসাবে যেমন মনে প্রাণে শান্তি কামনা করিয়া থাকি তেমন তেমন সৈনিক হিসাবেও আমরা সব সময়ই আমাদের অজেয় বিমানবহরের সাহায্যে শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

সন্দ্যোজাত ভূ-প্রোথিত শিশু

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] একটি শিশুকে ভূ-প্রোথিত করা হয় [illegible] ঘণ্টা পরেও তাহাকে জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার [illegible] জন্য এই কাজ করা হয় [illegible] বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

প্রকাশ [illegible] একজন [illegible] হয়। সে [illegible] পরিত্যাগ [illegible] কৃষ্ণাঙ্গীরে [illegible] করা হয় [illegible] পাইয়া পুলিশ [illegible] করিয়া শিশুটিকে জীবিতাবস্থায় পাইয়া [illegible] হয়।

[illegible] বিলাসন কারাদণ্ড

৬৬

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!

ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের আনন্দ সংবাদ!

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা

ইংরাজী ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুর চিরবাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে আবার সেই মহাপুণ্য যোগ উপস্থিত। এই উপলক্ষে হরিদ্বারে সাধু সন্দর্শন করিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, এই দুর্লভ সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আবার না-ও আসিতে পারে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত

(অবাঁধা) ৭৲

ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৷৶০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৶০

৪র্থ খণ্ড—৷৶০

৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৷৶০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৶০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৶০

১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৶০

১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮ দ্বাদশ-আলবর ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ।৵০

২২ ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲

(অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০

২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (?) দ্বাদশস্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৶০

৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৶০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৶০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৶০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০

৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। দৌলতাবাদস্থ (?) শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে ভক্তীত (?) করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

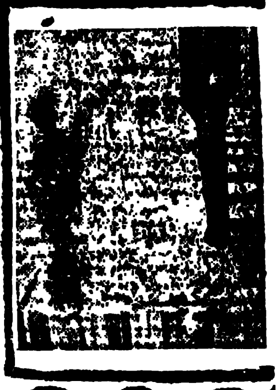

১৩শ বর্ষ { ১৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ৪৭ সংখ্যা

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার গোবিন্দ পঞ্চমী-তিথিতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ণানুগত্যে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময়ী চতুঃষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি পূজা বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

অতি প্রত্যুষ হইতে মঙ্গলারাত্রিক এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। পূর্ব্বাহ্ণে লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী সহ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

বেলা ১০ ঘটিকার পর হইতে কীর্ত্তন-মুখে সকলে একে একে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্-গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অবশেষে কীর্ত্তনমুখে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ভুবনেশ্বর শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ণানুগত্যে ও মেদিনীপুর মীরগোদানিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ অধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভোরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। দশ ঘটিকার সময় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যর সম্মুখে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত অভিনন্দনাদি পাঠ হয়। ১টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত আগন্তুক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা-বৃন্দ ও কাঙ্গালী প্রভৃতি প্রায় ১০০০ লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে সমাগত বহু সজ্জনের নিকট শ্রীপাদ ফেনপানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'প্রভুপাদের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ অফিসে

পরমপূজ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের পূর্ণানুগত্যে গত ১৯।২।৩৮ তারিখে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সেবক-গণ প্রত্যুষে উষঃকীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য নানাপ্রকার বস্ত্র ও সুগন্ধি পুষ্পাদিদ্বারা সজ্জিত করিয়া আসনের উপর স্থাপন করেন। বেলা ১০টার সময় শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভুর মূল-গায়কত্বে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রমুখ মঠসেবকগণ ও বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

সিদৌলি হইতে আগত ভেটারিনারী য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নরক উৎসবে যোগদান করিয়া অঞ্জলিপ্রদান করেন এবং উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

পরদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনান্তে এলাহাবাদ হইতে আগত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় 'আচার্য্যের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত যে কৃষ্ণভক্তি সুদুর্ল্লভ, তৎসম্বন্ধে এবং শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী হিন্দিভাষায় 'আচার্য্য কি তত্ত্ব' তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নে কয়েকটী নাম প্রদত্ত হইল। শ্রীযুত গণেশ-প্রসাদ, বাবু এস্ ভট্টনাগর, পণ্ডিত হংসরাজ নাগর, বাবু রাজারাম, বাবু বিজনবিহারী ব্যানার্জ্জী, পণ্ডিত বাবুরাম বাজধর পাঠক, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ, বাবু মুরলীধর, বাবু নগেন্দ্র-নাথ মুখার্জ্জী ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনীয়ার। বাবু ললিতমোহন মুখার্জ্জী বি, ই অবসর-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার।

চয়ন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ও পেচারবৈশিষ্ট্য পাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন, মহাপ্রসাদ প্রদান প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পরমহংস শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ (শ্রীল আচার্য্যদেব) মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী (পণ্ডিত এ. বি গোস্বামী, পাশ্চাত্যে প্রচারের ভারপ্রাপ্ত), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রেঙ্গুনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। রেঙ্গুনবাসী সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এবং স্থানীয় বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বর্দ্ধনা, অভিনন্দনাদি প্রদান এবং সমাগত ব্যক্তিগণের সাদর অভ্যর্থনা ও বন্দ্যাদি করিবেন।

(বন্দেমাতরম্, ১৪ই ফাল্গুন ১৩৪৪)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"চেতন ও অচেতনের মালিক — ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি রত্ন আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ গোবিন্দ নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

পরিক্রমায় আহ্বান

——::)•(::——

শ্রীধাম নবদ্বীপপরিক্রমা আগতপ্রায়। তাই গৌড়ীয়মঠাশ্রিত মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুগৌরমনোহভীষ্টসংস্থাপক সংকীর্ত্তনসম্রাট্ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছেন। আগামী ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে প্রভুপাদাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে।

আগামী ২২শে ফাল্গুন ১৬ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অধিবাস-দিবস; ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে গৌরজনানুগত্যে পরিক্রমার উদ্বোধন হইবে। ঐ দিবস অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা। তৎপরে ক্রমান্বয়ে সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ পুনরায় আত্মনিবেদনের পীঠ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভক্তগণ কোন সময়েই আত্মনিবেদনকে পরিত্যাগ করেন না। আত্মনিবেদন না হইলে সেবাও হয় না। তাই শরণাগত ভক্তবৃন্দ প্রথমে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে করিতে পুনরায় শ্রীমায়াপুরে আসিয়া গৌরপূর্ণিমা-দিবসে সেবাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন।

আগামী ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইবে। আগামী ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। আমাদের বন্ধুবর্গ মহোৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলে পরমানন্দিত হইব।

বদ্ধজীব আমরা নিরন্তর দেহ-গেহ-পরিক্রমায় ব্যস্ত। তাই গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য বঙ্গাব্দ ১৩২৬ সালে এই শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন এবং এই সেবাকার্য্যের ভার দিয়া যান—তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে। জীবগণকে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌর-কামের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য এই শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার আবির্ভাব। এই শ্রীধাম পরিক্রমায় জীবের নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনে সুযোগ লাভ ত' হয়ই উপরন্তু সাধুমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন-ফলে সুকৃতিমান্ জীব স্বতঃই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আকৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গের ন্যায় দুর্ল্লভ ও মঙ্গলপ্রদ কার্য্য এ জগতে আর নাই। এই সাধু পাওয়া বড়ই কষ্টকর। কিন্তু গৌর ও গৌরজনের কৃপায় পরিক্রমার সময় জীবের ভাগ্যে সেই দুর্ল্লভ বস্তুও সুলভ হয়। এত তাঁহাদের অপার করুণা!

সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বই সাধুগুরু আছে কেবা আন॥
গৌরজনসঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥

জীবন অনিত্য, কখন কি হয় বলা যায় না। কোন্ মুহূর্ত্তে যে আমাদিগকে এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাঁহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। সুতরাং হরিভজন ছাড়িয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীমদে মত্ত হইয়া ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণে বৃথা কাল কাটাইয়া লাভ কি? আমাদের দুঃখের আর শেষ নাই। আমরা নিরন্তর ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতেছি। এই ভবরোগের মূল কারণ যে হরি-বিমুখতা, এ কথা শাস্ত্র ও সাধু-গুরুমুখে করুণাময় ভগবান্ নিয়তই ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা দয়াময়ের সেই করুণবাণী শ্রবণ করিতেছি কৈ? আমরা এত বহির্ম্মুখ। এত অকৃতজ্ঞ!! আমরা যাহাই বলি বা যাহাই করি, শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-সেবা ব্যতীত আমাদের নিত্য মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। ইহাই ভবরোগ-নিবৃত্তির একমাত্র মহৌষধ। নিষ্কপটে এই সেবা করিতে করিতে সেবার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য [illegible] কামনা-বাসনা—ধর্ম্মার্থ কাম- মোক্ষাদি-বাঞ্ছা আর থাকে না; এবং সেবার সাক্ষাৎ ফলে কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-সেবায় উৎসাহ ও প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেবাই শান্তি। আর সেবার পরিবর্ত্তে যেখানে নিজসুখ-চেষ্টা বা অভক্তি, সেই স্থানেই যত অশান্তি, যত দুঃখ। তাই পরদুঃখদুঃখী গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ প্রদানার্থ শ্রীধাম-পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন করিতেছেন এবং তাহাতে যোগদান করিবার জন্য বিশ্ববাসী সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

গৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া মহাবদান্য; তাঁহার নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ সেই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য গৌর-হরিকে বিতরণ করিয়া মহামহাবদান্য; আর গুরু গৌর-নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরি ও গৌরকৃষ্ণ-সেবাপ্রদাতা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মকে জগতে বিতরণ করিয়া—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা জগতে প্রচার করিয়া মহা-মহা-মহাবদান্য-লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় বিশ্ব আজ গুরুগৌর-মহিমা-কীর্ত্তনে মুখরিত হইতেছে।

আজ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিশ্বের সকলকেই জীবের নিত্যবসতিস্থল আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে আহ্বান করিতেছেন—হরিকীর্ত্তন-মহোৎসবে—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য। ভাগ্যবান্ জীব সেবোন্মুখ কর্ণেই আচার্য্যের এই আহ্বান শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইবে। ভাগ্যহীনের কর্ণে দরদীর এই বাণী পৌঁছায় না। তথাপি বিশ্ববাসী এই সকল কথা একটু মন দিয়া শ্রবণ করুন, গৌরজনের অমন্দোদয়দয়ার কথা একটু উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন—কৃপা করিয়া তাঁহারা আত্ম-মঙ্গলের সন্ধান লউন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

গৌরভজন ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সেই শুভদিন আগতপ্রায়, আমরা যদি গৌরধামে গৌরজনানুগত্যে শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। যাহারা হরিভজন করে না, তাহাদের জীবন নাই—তাহারা জীবন্মৃত—শবসদৃশ; সুতরাং তাহাদের জীবনের আর মূল্য কি? যাঁহার জীবন আছে, যিনি হরিভজন করেন, তাঁহার কিন্তু জীবনের মূল্যও আছে। সেই সেবাময় জীবন অমূল্য। জানি না, আমরা বাস্তব জীবন—সেবাময় জীবন কবে পাইব—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণের সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে।

গুরুদেবতাত্মা সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে—শ্রীগুরুদেবের অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত গুণ-মহিমামৃত কর্ণপুটে সাদরে নিরন্তর পান করিতে করিতেই জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের স্পৃহা বলবতী হয়। নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে ভগবদ্ভজনই জীবের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। তাই শ্রীগুরু গৌর-কৃষ্ণ-সেবা-শিক্ষা-প্রদাতা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌর-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন। এই সুবর্ণ সুযোগ সকল সময়ে পাওয়া যায় না। আমাদের বন্ধুবর্গ সকলে এই সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন, আমাদের প্রতি কৃপা করুন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

———

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

পাঠকগণ অবগত আছেন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার্থ সজ্জনবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনায় রেঙ্গুণে শুভবিজয় করিয়াছেন ও তথায় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভিনন্দিত হইয়াছেন। তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আগামী রবিবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও তৎপরে শ্রীধামে শুভবিজয়ের কথা আছে।

কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

চিরদরিদ্রের দীনতম অর্ঘ্য

——::(•)::——

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে

আরাধ্যতম অভীষ্টদেব !

শ্রীনাম-যজ্ঞে মহা-ঋত্বিক ধরায় করুণা করি'
বিরাট্ যজ্ঞ অনল জ্বালাতে আসিয়াছ
অবতরি' ।
নররূপ ধরি' নরোত্তম ওগো !
বিশ্বের মাঝে আজ,
পতিতের দেশে তব আগমন
পতিতপাবনরাজ
"প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শুনিয়া গৌর
যেথায় নাচিয়া যায়—
বিনোদবাণীর সিন্ধু হরষে জীমূত মন্দ্রে গায় ।

নিত্যারাধ্য প্রভু !

ভকতিবিনোদ করুণাসিন্ধু
বেলাভূমি পরে তব,
বিরাট্ যজ্ঞ-বিতান বেদীতে
আগমন অভিনব ।
জড় ভারতীর আবাহন দিন
পশ্চাতে রাখি' তারে,
আসিয়াছ প্রভু চেতন বাণীর
মহাদান করিবারে
ভকতিসিদ্ধান্তসরস্বতী সে রূপানুগ ধন সার,
বৈষ্ণব-মণি মঞ্জুষামাঝে গুপ্ত মহিমা তাঁর ।
মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তিথি দূর আবরণ যাঁর,
পূজ্যা কৃষ্ণা পঞ্চমী সেই চরণে নমস্কার ।
আবির্ভাবভূমি শুভ তিথিবরা
সেবিতে মহান্ দান,
গোলোক হইতে আসিয়া হেথায়
গাহে আগমনী গান ।
শ্রীগুরুদেবের ভূরিদানলীলা
নিত্য সঙ্গিরূপে,
উজলি' বিশ্ব কৃপায় জীবেরে
দেখেন অন্ধকূপে ।
বরণীয়া ওগো আবির্ভাব-ভূমি !
স্মরণীয়া তিথিরাণী !
অমায়ায় কৃপা কর আজি হীনে
পূজিতে গৌরবাণী ।
ভকতিসিদ্ধান্ত মূরতি যাঁহার,
ভকতিসিদ্ধান্ত নাম ।
ভকতিসিদ্ধান্ত প্রচার বিশ্বে
কেবল যাঁহার কাম ।
আচার্য্য-কেশরী-মুখাত প্রভুর
পতিত-পাবন নাম,
শ্রীরূপসিদ্ধান্ত-বিরোধদ্বিরদ
নাশিতেছে অবিরাম ।
পরম উদার এগুণ তাঁহার ঘোষিছে
বিশ্বমাঝে,
সিদ্ধান্ত-বাণীর সেবক সকলে
পরিকররূপে রাজে ।
প্রেমপ্রচারণ পাষণ্ড-দলন
নিতাইচাঁদের কাজ,
সিদ্ধান্তপ্রচার, বিরোধবিনাশে
সে লীলা প্রকট আজ ।
ভকতিসিদ্ধান্ত ছাড়িয়া হেলায়
যে চাহে সেবিতে বাণী,
দাম্ভিক জন কপট অধম
জড় সুখ অভিমানী ।
কর্ম্মের তার বিপুল আয়াস,
ধর্ম্মের তার ছল,
পল্লানীতির বাণিয়া স্বার্থ দু'ষিছে হৃদয়তল ।
ভকতিসিদ্ধান্ত-মূরতি উলূকে
দেখে না মেলিয়া আঁখি,
ভকতিসিদ্ধান্ত লীলা, নাম, গুণ
দেখিছে সকলই ফাঁকি ।
জড় ভারতীর দাসত্বে মাগিছে
চেতন-বাণীর সেবা,
সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া বাণীর সেবায় অধিকার
পায় কেবা ?
ভকতিসিদ্ধান্ত শব্দ মাত্র
নাম ব'ল সবে জানে ।
ভকতিসিদ্ধান্ত লীলা পরিকর
কভু ত নাহিক মানে ।
স্বীয় রসনার ভেক কোলাহল
নহে ত' সিদ্ধান্তবাণী,
জড়েতে চেতন প্রকাশিতে চায়
যত জড় অভিমানী ।
নাম কীর্ত্তন, শব্দব্রহ্ম নহে অচেতন গান,
অভাগিয়া মোরা জড় কর্ণেতে
মাপিতে চাহি সে দান ।
জগৎজীবের সৌভাগ্য-শিখরে
কীর্ত্তন-বাণীধারা,
বহাতে যাঁহার দৃঢ়তা কঠিন
পাষাণ-প্রাকার পারা
গিরিরাজবরে প্রকট করিয়া
জ্বালেন যজ্ঞানল ;
কৃষ্ণহৃষীক-তৃপ্তি-সাধনে সুমহান কৌশল ।
গোবর্দ্ধনের আশ্রয় বিনা কৃষ্ণতৃপ্তি নহে,
গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে
কীর্ত্তন-ধারা বহে ।
শ্রীনামযজ্ঞপীঠরূপে তাই এজড় জগৎ মাঝে,
গৌরসেবায় তোমার সহায়
প্রকাশিছ গিরিরাজে ।
গৌরকামের তুষ্টিবিধানে সপ্ত অগ্নি-শিখা,
গিরিরাজ বিনা ধরিতে শকতি নাহিক
প্রভুর লিখা ।
গোবর্দ্ধনের উচ্চ শিখরে শ্রীনাম যজ্ঞানল ।
অবিদ্যা-আঁধার হরিয়া বিকাশে
ভকতি-কমল দল ।
পতিতপাবন গুরুদেব !
তুচ্ছ সমিদরূপেতে আপনা
সঁপিব চরণ-তলে,
তুষ্ট এ মন শোধিত হইবে
তোমার করুণা-বলে ।
শ্রীনাম-যজ্ঞে দীনতম জীবে আহুতি
করিবে দান,—
বিশ্বের পতি গৌর-সেবার তরে ত'
গাহিব গান ।
(সদা) বিনোদবাণীর কুঞ্জে গাহন
এ আশায় প্রাণ রবে,
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা সরস্বতীর করুণা লভিব তবে ।
বাণিয়া স্বার্থ-ধূলিতে মলিন
সেবার যোগ্য নহি,
সরস্বতীর ধারা বহে যেথা সেথায়
যেন গো রহি ।
সেবা-উদাসীন জড়াধম আমি
চির দরিদ্র জন,
আজ গুরুদেব তব পাদমূলে
যাচি হে কৃপার কণ ।

— — —

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

২রা ফাল্গুন, ১৩৪৪ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ), শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)
—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার ।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার ।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া —২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বুধবার ।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ কোলের দহ)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, শুক্রবার ।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শনিবার ।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস) ।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ, সোমবার ।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার ।

২রা চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় যোগপাঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে ।

চয়ন

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব

সত্যানুরাগী ভক্তবৃন্দের আন্তরিক প্রার্থনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ-গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে এবং সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ও সঙ্কীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই মার্চ্চ (বাং ১০ই ফাল্গুন হইতে ২২শে ফাল্গুন) পর্য্যন্ত ১৮০।৫০ নং রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দ) শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে তথায় শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অভিষেক, মনোরম শৃঙ্গার, অর্চ্চন, ভোগরাগ, আরাত্রিক, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রেস; 'নদীয়া-প্রকাশ'

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন ... ৪১১৫

কলিকাতায় ... ভবন

শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ ভুক্তি শোধন শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবতিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদাচার্য্য প্রসাদ সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিপুর

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলদেব ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বমপ্পা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীক্রমবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীভবরোগ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীবংশীধর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী – স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) সাক্ষিগোপাল গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমর্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (চান্দা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকোটা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীদয়াগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

, বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁশফুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁশফুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷/০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	৯৷০
মায়রোরা দানা	
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
[illegible]নপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গভর্ণে	১২৲
চাঁদিরবার	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
[illegible]কাইন ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৷৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৷৶০
[illegible]	১৷৷/০—১৸০
[illegible]	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
হাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট না বাদ)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	১২৸০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
শীস	।৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১৮—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটী, বোল্টু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
জন্য	৬৸০—৮৷০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

৫টকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৷০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার কাইন	৫৪
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসির কাইন	৪৩৲
তাবার্গ তাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়িরমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই,	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা।

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

—::০::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যালস ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুৎকৃষ্ট জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::(*)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	৸৵
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম		৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-দায়ৈক-সংরক্ষক বিশ্ব-লীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C 1641

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, শনিবার [৫ম সংখ্যা]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯।৩।৩৮

(১)

১২১৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪৮০৸৵৯

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ হরিদাসী দেবী সাং বোয়ালিয়া পোঃ বোয়ালিয়া

থানা কোতয়ালী মৌজে বোয়ালিয়া ডিঃ সং ৩নং খং ২০৬—৮, ২১৮-০৫ শঃ জমির ২৫৮।/৫টাকার জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৪৬৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪৭।৶৩

ডিঃ যতীন চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ অন্নদা লাল মল্লিক দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে ধুবুলিয়া ডিঃ সং ১১নং খং ৬-৯৩ শতক জমির ১০।৶৪৸ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

১৪২১ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪২৻৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ সাহাতুল্যা সেখ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী ডিঃ সং ২১৯নং খং ৭-০৩শতক জমির ১২৸৶ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১৪২৩ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৯৶৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ লাবণ্যপ্রভা দেবী দিং সাং টাদাই পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাধিকাপুর ডিঃ সং ১৬৫, ১৮৮নং খং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৮৲

(৫)

১৪২ খাংজারী ৩৭ দাবী ২১।/৬

ডিঃ যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

দেঃ রহমতুল্যা সেখ সাং ঝিটকিপোতা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঝিটকিপোতা গ্রামে ডিঃ সং ১৩৬নং খং ১-৬০ শতক জমির ১৬।৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ১৫৲

(৬)

১৪১৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৭৶৩

ডিঃ অনাথ নাথ মুখার্জ্জি

দেঃ উজল সেখ দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম ডিঃ সং ২৪২নং খং ০-২৭শতক জমির ৫৷৴১০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৯১৩ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩৮৶০

ডিঃ সুধাংশু প্রসাদ ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ পটেশ্বরী দাসী দিং সাং সাহেব-নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে বারবোয়ারী ডিঃ সং ১৫নং খং ২-৩১ শতক জমির ১২৸৮ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৭১নং খং ৫-৯৭ শতক জমির ১৫৻৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

১৫৮০ খাংজারী ৩৭ দাবী ২০৮২৶৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং

দেঃ প্রমথ নাথ পাল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী ডিঃ সং ৫৫৭নং খং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ২১৬৷৶৮ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ১০০৲

(৯)

১৫৮২ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৮৸১

ডিঃ অপর্ণা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং খোড়াই ক্ষেত্র পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে খোড়াইক্ষেত্র গ্রামে ডিঃ সং ৩৪০নং খং ০-৭৯ শতক উত্তরদী ক্ষেত রকম হইতে দেনাদারের ষোলআনা রকম সত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত জায়গা জমি আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৪৩৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৬৻৬

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ অধর ঘোষ সাং মহেশগঞ্জ পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ ৫৩নং খং ১৭২৷৴ নিষ্কর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

১৫ ৯ খাংজারী ৩৭ দাবী ৮০৸৶৬

ডিঃ রাস বালা দেবী

দেঃ যোগীন্দ্র বুনা সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী ডিঃ সং ৩৮৮নং খং ৩-১৪ শতক জমির ১৩৸৶০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

১৬১৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ৯০০/৯

ডিঃ হরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং

দেঃ সুরপতি ভৌমিক দিং সাং ক্ষোদরাদিয়াড় পোঃ বামন্দী

থানা গাংনী মৌজে বামন্দী ডিঃ সং ১০৮।১৯৭।১৯৯।২০১-২০৪নং খং ৫৩-৩৬ শতক জমির ৫৩৶৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

(১৩)

১৬১৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ৯২০/৬

ডিঃ হরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং

দেঃ সুরপতি ভৌমিক দিং সাং ক্ষোদরাদিয়াড় পোঃ বামন্দী

থানা গাংনী মৌজে বামন্দী ডিঃ সং ২০৪।২০৬।২০৯।২১১।২১২।২১৪-২২২।২২৩-২৫১নং খং ৮৩-০৫ শতক জমির ৮৩৷৬ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৪)

১৬০২ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪৫৻৬

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায়

দেঃ মহিউদ্দিন মণ্ডল দিং সাং মাজদিয়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে পঞ্চপালি ডিঃ সং ৯২নং খং ১-৮৩ শতক জমির ৭/০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

১৫)

১৬৮৩ থাংজারী ৩৭ দাবী ৩৩।৶৬

ডিঃ সুনীতি বালা দেবী

দেঃ ম'ফজদ্দিন মণ্ডল দিং সাং মহিষুরা পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গন্ধখালি ডিঃ সং ১২৯নং থং ১.৩৭ শতক জমির ৫৶০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

১৬৫৮ থাংজারী ৩৭ দাবী ৩১৫০৷৹

ডিঃ সুশীলা বালা সিংহ রায়

দেঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং ও পোঃ নাকাশীপাড়া ·

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে ঐ ডিঃ সং ৩নং থং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ৫৮৭৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০০৲

(১৭)

১৬৯৩ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৩৬৶

ডিঃ অমূল্য চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ কেদার নাথ পাল দিং সাং দিগনগর পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজে পানশীলা ডিঃ সং ৫০০।২নং থং .৫৬ শতক ৬২ শতক জমির ৬৩৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৮)

১৭০০ থাংজারী ৩৭ দাবী ১০।৶

ডিঃ বিভূতি ভূষণ দে দিং

দেঃ বলাই ঘোষ সাং বলাডাঙ্গী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুজনপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৫নং থং ৪৪ শতক জমির ১।৶৬ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

৪৫ থাংজারী ৩৮ দাবী ১১৷৷/৩

ডিঃ কালিকা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ রমজান সেখ দিং সাং ডিঙ্গেল পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জের অধীন মৌজে ডিঙ্গেল ডিঃ সং ৬৩নং থং .১১ শতক জমির ১।০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২০)

৪৬থাংজারী ৩৮ দাবী ৩২৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আয়মাদার সেখ সাং ডিঙ্গেল পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জের অধীন মৌজে ডিঙ্গেল ডিঃ সং ৬২নং থং .২০ শতক জমির ৩৸০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৪৮ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৬৷৷/৩

ডিঃ রাসবালা দেবী

দেঃ মহাদেব মহলদার দিং সাং আকন্দবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া ডিঃ সং ৩৫৩ নং থং ৯.৫১ শতক জমির ২৫৸৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(২২)

৪৯ থাংজারী ৩৮ দাবী ১১১।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাণী বিবি দিং সাং ছুটীপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া ডিঃ সং ৩০৯ নং থং ৩-১৮ শঃ জমির ১৫৷৷৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

১৬৯০ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৭৶৯

ডিঃ বীরেন্দ্রলাল রায়

দেঃ মণীন্দ্র সর্দ্দার দিং সাং গাদিগাছা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা ডিঃ সং ১৪৬ নং থং .৮১ শতক জমির ২৸০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

১৩৭৭ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৪৬০৸৶০

ডিঃ সুশীলা বালা দাসী

দেঃ জ্যোতিশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা চাপড়ার সামিল মৌজে শিকড়া ডিঃ সং ৩৫৬-৩৫৯ নং থং ৪২-৫৩ শঃ জমির ১৭৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩৬৯-৩৭৪, ৩৭৪।১, ৩৭৫-৪১৪ নং থং .৬৯ শতক জমির ৪০৷৷৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১২০৲

৩। থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ সং ১৮-০২ শতক জমির ১১৷৷৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

নীলামের দিন ১০।৩।৩৮

(২৫)

১৪১৮ থাংজারী ৩৭ দাবী ২২।৶৬

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের অধীন মৌজে মাদিয়া বনগ্রাম ডিঃ সং ৮৯ নং থং ৩-২৯ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১৪৫০ থাংজারী ৩৭ দাবী ৯১৸/০

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ এবাদৎ সেখ দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল মৌজে হাজরাপোতা ডিঃ সং ২৪৩ নং থং ১৩ ৫৬ শঃ জমির ৩১।৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

১৪৩১ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৬৫৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল মৌজে সোণাতলা ডিঃ সং ৬৭৭ নং থং ৩৮-৬৯ শতক জমির ৭৭৸৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৪৩২ থাংজারী ৩৭ দাবী ৫০৷৷/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কৃষ্ণদাস বিশ্বাস দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে হেজুয়া গ্রামে ডিঃ সং ২২৮ নং থং ৮-৭৬ শঃ জমির ১৬।৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১৪৩৭ থাংজারী ৩৭ দাবী ২১।৶৩

ডিঃ রামপ্রসন্ন ব্যানার্জ্জী

দেঃ দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল সাং মাটিয়ারী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী ডিঃ সং ১৩৪৮ নং থং .৮৪ শতক জমির ২৷৷/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

১৪৮৯ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৭৷৷০

ডিঃ বীরেন্দ্রলাল রায়

দেঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দিং সাং জোতমহেশ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চাপাই গ্রামে ডিঃ সং ১২১, ১০৪ নং থং ১-৩৩ শতক জমির ২।৬ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

(৩১)

১৫৭০ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৯।৶৬

ডিঃ সেখ আপছারদ্দিন

দেঃ পঞ্চু দাসী দিং সাং হরিশপুর পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুবর্ণবিহার ডিঃ সং ২৯৮ নং থং ৩-৩৮ শঃ জমির ৪৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

১৬০২ থাংজারী ৩৭ দাবী ৫৫৸/০

ডিঃ কালীকাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নলিন চন্দ্র ঢালসানা দিং সাং হাটগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছা ডিঃ সং ৩২৭ নং থং ৩-৫৮ শঃ জমির ১২৸/১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

১৬০৪ থাংজারী ৩৭ দাবী ৩১।৩

ডিঃ কালীকাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ সত্যপদ মণ্ডল দিং সাং হাটগাছা. পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভরতপুর ডিঃ সং ৩১৮ নং থং ৩.৬৪ শতক জমি ৬৷৷৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৬০৫ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৬।০/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষিতিভূষণ মণ্ডল দিং সাং হাটগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভরতপুর ডিঃ সং ৪০০ নং থং ২ ৭৪ শঃ জমির ৫৲৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১৬০৮ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৫৸/০

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ মঙ্গলা সর্দ্দার সাং মিয়াপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বামনপুরা গ্রামে ডিঃ সং ৬৮ নং থং ৪/২।/ জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

১৬০৯ থাংজারী ৩৭ দাবী ৪৩।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ শশী কর্ম্মকার সাং মিয়াপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বামনপুরা ডিঃ সং ৬৩, ৬৮, ৬৬ নং থং ২৷৷৪।৶ জমি উটবন্দিহত্রে চাষাবাদের দ্বারা দখলিকার আছে. উক্ত বাকী পড়া জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২০৲

(৩৭)

১৬১০ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৮।৩

ডিঃ ঐ

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১৩শ বর্ষ ১৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২১শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৫ম সংখ্যা

রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

(তারযোগে প্রাপ্ত)

গৌড়ীয়মঠ ও মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ ১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীটস্থ রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু) শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব উচ্চসংকীর্ত্তন এবং সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর জয়োল্লাসের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব একটী বৃহৎ সভায় অর্চ্চনপ্রণালী, অর্চ্চনের প্রয়োজনীয়তা এবং মনুষ্যজীবনে পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ-বিধানে উহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল এবং পরিশেষে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী মহোদয় 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত গোস্বামীজীর বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

বক্তৃতান্তে সমবেত প্রায় ছয় সহস্রেরও অধিক বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও স্থান হইতে অভ্যাগত ও সমাহূত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই প্রকার বিরাট মহোৎসবে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের আন্তরিক সেবাচেষ্টা ও সহানুভূতি প্রশংসনীয়।

ডিঙ্গলে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ৭ই ফাল্গুন (১৩৪৭) শনিবার ডিঙ্গলের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত সেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাকণা শিরোধারণ পূর্ব্বক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতীমহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

অধিবাস দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-দিবস উষাকীর্ত্তনান্তে স্বামীজী পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিতামৃত "শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী"-গ্রন্থ হইতে পরমারাধ্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রদত্ত বিষয়ের কিয়দংশ পাঠ করেন। তৎপরে একটি নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া অধিবাসিগণের দ্বারে দ্বারে শ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসবের বৈশিষ্ট্য বিঘোষিত করেন।

মধ্যাহ্নে বিচিত্র বস্ত্রাদিদ্বারা সুরচিত উচ্চ সুরম্য সিংহাসনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্যার্চ্চা স্থাপন করিয়া যথারীতি অর্চ্চন, ভোগরাগ, আরতি কীর্ত্তনের পর আচার্য্যানুগত্যে স্বামীজীর অনুসরণে সম্মিলিত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জনগণ সকলেই অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীশ্রীব্যাসগুরুপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সেবকগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দনাদি পাঠ হইবার পর স্বামীজী মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীব্যাসপূজার অর্থ, শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক যুগকে শ্রীল প্রভুপাদ কিরূপে শ্রীহরিসেবার অনুকূল-সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয় যুক্তিদ্বারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত প্রায় চারিশত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখামঠ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মঠসেবকবৃন্দ আরতি, অর্চ্চন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তর "শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা কাহাকে বলে" এ বিষয় আলোচনা হয়। দ্বিপ্রহরে কীর্ত্তনমুখে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমাসূচক স্তবাবলী ও স্তোত্রাবলী পাঠ করত তাঁহার চরণকমলে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে মঠসেবকগণ অঞ্জলিপ্রদান করেন। অপরাহ্ণে উক্ত মঠের নাটমন্দিরে (সাধু-নিবাসে) একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাসূচক পদাবলী কীর্ত্তনের পর উক্ত মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি" পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পূজা বা ব্যাসপূজা সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। কীর্ত্তনান্তে শতাধিক বিশিষ্ট সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুরীর সাবজজ, ও মুন্সেফ মহোদয় প্রভৃতি এই উৎসবের আনুকূল্য করিয়া সজ্জনের পাত্র হইয়াছেন।

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুর ভগবৎসন্দর্ভের বিচার-ধারা ও শ্রীভক্তিবিনোদ- গৌর- সরস্বতী- কৈঙ্কর্য্যের প্রকৃত আদর্শ সংরক্ষণ করিলেন।

আপনার অনুগমনে নিখিলের অপ্রাকৃত রাজ্যবেত্তা সেসকল আদর্শ বৈষ্ণব এই স্থানে সমাগত হইয়া আজ ভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী বাক্যদেবের সম্যক্ অর্চ্চন আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন, আমরা তাঁহাদের আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে আরতি করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক সপার্ষদে আমাদের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে আশ্বাসিত করুন। ইতি—

আপনার আনুগত্যে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-
গৌর-সরস্বতী-কৈঙ্কর্য্যাভিলাষী
রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫

ধৈর্য্য

——::•::——

একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ, ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না, এরূপ স্থির বিশ্বাস বা নিত্যাভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করার নামই ধৈর্য্য। আমরা উপদেশামৃতের 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' শ্লোকে ভক্তির অনুকূল এই 'ধৈর্য্য' শব্দটী দেখিতে পাই। আদরের সহিত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উৎসাহ এবং ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র পরমার্থ, আমি যত পতিতই হই না কেন, করুণাময় গুরু-কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের নামই নিশ্চয়তা। সাধুসঙ্গে যাঁহার উৎসাহ নাই, সাধুর প্রতি যাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভরতার অভাব, তিনি কখনও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন না। সেবোৎসাহী, দৃঢ়নিশ্চয়, নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ধীর সাধুর সঙ্গ ব্যতীত আমাদের হৃদয়ে ভক্তির অনুকূল বিচার স্থান পায় না, নিত্যকালের আশা ভরসা আমাদের প্রাণে জাগে না। তদ্ধেতু আমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য বা মানসিক অস্থিরতাও যায় না। সুতরাং চিত্ত স্থির করিতে হইলে, হরিভজনে মনোনিবেশ করিতে হইলে ভক্তসঙ্গ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধৈর্য্য অবলম্বন সেবালিপ্সু ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকিলে, স্বকর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে করিতে পরমস্বতন্ত্র সাধু-গুরুর কৃপা-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে বসিয়া থাকিতে না পারিলে জীবচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। যাহারা অধৈর্য্যশালী বা অস্থির, তাহারা কোন কার্য্যেই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সাধুগুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল বুদ্ধিমান্ সাধক ধীর সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেবা করিতে করিতে মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন।

আমরা হরিভক্তির প্রতিকূল কায়-মনো-বাক্য-বেগাদির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। এই বাক্যবেগই যত অনর্থের মূল। ইহা জীবকে অস্থির করিয়া তুলে। সাধুগুরু-কৃপায় বাক্যবেগ দমিত হইলে অর্থাৎ নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিকথা-কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য উদিত হইলে জীবের আর কোন অসুবিধাই থাকে না। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রভাবে কৃষ্ণ সর্ব্বদা স্মৃতিপটে উদিত থাকায় কায় মনো-বেগাদি আপনা হইতেই নিয়মিত হইয়া যায়। তখন মন কৃষ্ণচিন্তা করে, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। তখনই চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া চিত্ত ধীর ও স্থির হয়। তখন আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণেতর কামনা-বাসনার আশা-বেগ আর থাকে না। সুতরাং কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির করিতে গিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে পারে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বস্তু বিষয়ে বেগবান্ করিতে পারিলে সে আর তুচ্ছ বিষয়ে ধাবিত হইবে না। মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে নিয়মিত করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। মনোযোগ সহকারে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ, সাধুর আনুগত্যে শাস্ত্রালোচনা এবং তাহা বন্ধুবর্গের নিকট কপটতা পরিহার করিয়া কীর্ত্তন করা ব্যতীত—শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল করা ব্যতীত মনোনিগ্রহের অন্য কোন উপায় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহাজনও গাহিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

যদি কেহ ধীর হইতে না পারেন, সহ্য-গুণসম্পন্ন হইতে না পারেন, ভগবানের জন্য সকল দুঃখকষ্ট, বাধাবিপত্তি অকাতরে সহ্য করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ কোনকালেই হইবে না। ফলের জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। 'ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল', 'সবুরে মেওয়া ফলে'—এই সকল কথা সতত মনে রাখিতে হইবে। কোন কার্য্য করিতে হইলে ক্রমোন্নতির জন্য ব্যগ্র না হইয়া ফললাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে অধিকাংশ স্থলেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ। অনাদিকাল হইতে আমরা হরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া আসিতেছি। আবার কখন বা নিরপেক্ষ থাকিয়া স্বসুখ বা ভোগে দিন কাটাইতেছি। আমরা এত অকৃতজ্ঞ! এত অপরাধী! এত পাপী! আমাদের পাপ বা অন্যায় কার্য্যের ইয়ত্তা নাই। সুতরাং সেবাসাধন-সময়ে অপরাধী আমাদের ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? যাঁহারা এই সেবার সন্ধান দিয়াছেন, তাঁহারা ত' নিশ্চয়ই একদিন সেবা দিবেনই। যাঁহার নিজের ধন নাই, তিনি কি কখন কাহাকেও প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ধনের সন্ধান দিতে পারেন বা ধনহীন দরিদ্র কি কখনও ধনলাভের নিঃসন্দিগ্ধ আশা-ভরসা কাহারও হৃদয়ে জাগাইতে পারে? যদি কাহারও ভাগ্যক্রমে এইরূপ পিপাসা জাগিয়া থাকে তাহা হইলে ত' তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী সাধুগুরুর সঙ্গ পাইয়াছেন। তবে তাঁহার হতাশ হইবার আর কি আছে? অনন্ত জীবন ত' অসৎসঙ্গে বৃথায় কাটিয়া গেল। কই তাহার জন্য তখন ত' কোন চিন্তা হয় নি? এখন গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি বিচার গ্রহণ করিলে চলিবে কেন? এসব কথা বুঝিতে না পারিয়া, গুরুবৈষ্ণবের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া সাধন-সময়ে অভীষ্টলাভের কাল বিলম্ব দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া অনেকেই পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন, নাস্তিক হইয়া যান। আর শুদ্ধ সেবালাভের আশায় যে সাধক সেবামুখে কৃপার প্রতীক্ষা করেন—ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, তিনি শুদ্ধসেবাফললাভে কৃতকৃতার্থ হন। সুতরাং গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্যই অযোগ্য পতিত আমাকে কৃপা করিবেন, আমি অনর্থযুক্তই থাকি বা অনর্থমুক্তই হই, সর্ব্বাবস্থাতেই হরি-গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া নিষ্কপটে তাঁহাদের সেবাই ক'রব, তাঁহাদের সেবার জন্য—সুখ-বিধানের জন্য যদি আমাকে জন্মজন্মান্তর নরকভোগও করিতে হয় তথাপি আমি তাঁহাদের পাদপদ্ম ছাড়িব না—এইরূপ ধৈর্য্য সাধকমাত্রেরই বরণীয় ও বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে আর কোন বাধাবিপত্তি আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে আমাদের পতিতা, নিতান্ত অযোগ্যতা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের পতিতপাবনত্ব—অসীম শক্তি ও অপার করুণার কথা আমাদের উপলব্ধি হইবে। জানি না, কবে আমরা পূর্ব্বগুরু নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে গাহিতে পারিব—

খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

ইহারই নাম ধৈর্য্য। ইহারই নাম সেবা। হরিসেবার জন্য অনন্ত কামনা বাসনা—হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য নিরন্তর উৎকণ্ঠা বা ব্যস্ততাই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

১১ই ফাল্গুন বুধবার—শ্রীশ্রীবিনোদ-মাধবজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন সম্পাদিত হইলে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১ম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে ভগবৎপূজা অপেক্ষা ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা, মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দের স্বীয় সঙ্কর্ষণ বা অনন্তরূপ দশদেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা এবং ভূধারী 'শেষ'রূপে সহস্রমুখে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণকীর্ত্তন, তিনি দেবদেব মহাদেবেরও উপাস্য—জগদ্গুরু। তাঁহারই কৃপা-বলে জীব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্যসেবা লাভ করিতে সমর্থ, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলরামের রাসলীলাও নিত্য৷ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষীয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুষ্ট-মত নিরসন, শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত জীবের সংসার-মোচন ও গৌর-কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই, মায়াবশ জীবের নিজ নিজ চেষ্টায় মায়াধীশ ভগবত্তত্ত্ব বর্ণনে অসমর্থতা, শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্ত জীব-হৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী হইতে শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী এবং খেরজানি হইতে শ্রীযুক্ত সুরগণেশ্বর দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ, বি-এল উকিল মহোদয় অপরাহ্ণ প্রায় ৪॥০টার সময় হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীমঠে উপস্থিত হন। উকিল মহোদয় শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের নিকট প্রশ্ন করেন,—"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে ত' শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন,—তুমি যে ব্রহ্ম, এটা তুমি ভাবনা কর; সুতরাং জীবই ত' ব্রহ্ম; কিন্তু আপনারা ইহা স্বীকার করেন না কেন?" শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং অন্যান্য বহু শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যবাদ নিরাস করিয়া উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্মের কথা উকিল মহাশয়কে বুঝাইয়া দেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনঃ" ও "তথা ন তে মাধবঃ"—এই দুইটী শ্লোক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের

কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শ্রীধাম পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মবিনাশের অপরিহার্য্যতা ও শ্রীহরিভক্তের কখনও বিনাশ নাই—ইহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করেন। বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা প্রত্যহ পাঠে যোগদান করেন। স্বামীজী মহারাজের পাঠে ও স্বভাবসুলভ সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা ও শ্রবণাগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

— —

১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১ম অধ্যায়শেষে সূত্ররূপে আদি মধ্য-অন্ত্য তিন খণ্ডের বর্ণিত বিষয়সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়।

বেলা প্রায় ২টার সময় শ্রীমঠ হইতে শ্রীযুত হৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযোগেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত সুরগণেশ্বর দাসাধিকারী এই চারি মূর্ত্তি ময়মনসিংহ সহরের নিকটবর্ত্তী পিয়ারপুর নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে (ব্যাংলার); শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র-চন্দ্র গুহ এম্-এ, বি-এল (উকিল); শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী (উকিল), শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিরত্ন (কবিরাজ); শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায় (মাষ্টার) প্রভৃতি কএকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট প্রশ্নোত্তরমুখে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গর্ভস্তোত্রের "সত্যং ন চেদ্ধাতারিদং", "ন নামরূপে" ও "শৃণ্বন্ গৃণন্" (ভাঃ ১০।২।৩৫-৩৭) —এই তিনটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

এবৎসরও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবসে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধ ও শ্রীমায়াপুরের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-অধস্তন আচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীরূপানুগভক্তিসিদ্ধান্ত-পালক-প্রচারকবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী প্রভুর রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে সপার্ষদে শুভ-বিজয়োপলক্ষে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

হে ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সমগ্র বেদমন্ত্রের একমাত্র উদ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন-সেনাপতি! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীচৈতন্যবাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥"

—সার্থক করিবার শক্ত্যাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সুদূর ব্রহ্মদেশে যে শুদ্ধভক্তি-সঙ্কীর্ত্তনের অভিযান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রমুখ প্রচারকসেনানীর দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি সেই অভিযানকে সম্পূর্ণ ও সংরক্ষণ করিবার জন্য আজ সপার্ষদে এই স্থানে শুভবিজয় করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত, উৎসাহিত, সঞ্জীবিত ও আপনার কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়াছি। আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

হে ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর মনোহভীষ্ট-পরিপূরক! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে ৪৪৯ গৌরাব্দে গৌরপ্রকট-পূর্ণিমা তিথিতে (৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৬) রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এ প্রদেশে পদার্পণ করিয়া এই স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীমন্দির সংস্থাপনের জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বে (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়) তাঁহার অন্তরঙ্গ-লীলা-ভিনয়নের মধ্যেও রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও এ প্রদেশে হরিকথা-কীর্ত্তনার্থ অভিযান করিবেন, এজন্য পরম ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী কীর্ত্তনের অধ্যক্ষ ও সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্যের সংরক্ষক আচার্য্যরূপে আপনাকে সংস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার অদ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীচৈতন্যবাণী সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের আদি-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রকাশ-বিগ্রহ ও প্রধানতম ঋত্বিক্, শ্রীরূপের অধস্তন ও প্রতিনিধি-স্বরূপে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার (গৌড়ীয়মিশনের) পাত্ররাজ বা সভাপতি, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, শ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-খণ্ডনবিখণ্ডকারী পাষণ্ডদলন-বানা আচার্য্যকেশরী ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নস্বরূপ আপনি রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রকটন ও রূপানুগ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া একদিকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ, অন্যদিকে বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ও নানা অবৈদিকমতান্ধকারে আচ্ছন্ন দেশে অপ্রাকৃত আলোক-স্তম্ভ সংরোপণের জন্য শ্রীশ্রীবাস-পূজাবাসরদেশে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-পূজার অব্যবহিত পরেই শুভাগমন করিয়া এই প্রদেশকে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মহাতীর্থ-রূপে পরিণত করিলেন।

হে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বরপুত্র আচার্য্য-কুলভূষণ! আপনার আচার্য্যলীলা প্রকাশের ইতিহাস পারমার্থিক জগতে একটি বৈশিষ্ট্যরূপে অনন্তকাল স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশিত থাকিবে। শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব গণপতি-রূপে আপনি যে তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানী ও মানদ ধর্ম্মের আদর্শ প্রকাশিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পরমুহূর্ত্ত হইতেই শ্রোতধারাবিরোধিগণের তাণ্ডব-নৃত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হইয়া পরাবস্থাবধূর জীবন-মহোৎসব শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাহা সমগ্র জগতের পক্ষে এক মহতী শিক্ষা। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই স্থান বহির্ম্মুখ জগদ্-বৈচিত্র্যের স্রোতে শ্রীবুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত শ্রৌত পন্থা এবং অহিংস নীতির প্রতি প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া—যে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ অধোক্ষজ বাসুদেবের নাম-শ্রবণ ও তদনু-কীর্ত্তনেই শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা প্রকাশিত হয়, সেই আশ্রয়-বিগ্রহেরই [illegible] অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ-শ্রৌত-পন্থায় অভিধেয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আপনার শ্রীচরণে আমরা কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। আপনি আপনার অহৈতুকী করুণা বিতরণ করিয়া এই প্রদেশকে ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শুদ্ধ-কীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত করুন।

আপনার শ্রীমুখেই শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী শুনিয়াছি:—

কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দপুল্কশা আভীরশুম্ভা
যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি
তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥
(ভাঃ ২।৪।১৮, ২২)

—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল আত্ম-বিবাদ দ্বারা এই পৃথিবী বিজিত, এবম্বিধ অবস্থাযুক্ত জাতিসমূহ—যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত স্বরূপ সদ্গুরু-চরণাশ্রয়মাত্রেই সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়, সেই স্বাভাবিকী প্রভুতা-সম্পন্ন ভগবানকে নমস্কার।

কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়-স্মৃতি প্রকাশ করত যাঁহা-কর্ত্তৃক প্রেরিতা বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন; সেই জ্ঞানপ্রদাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন!

হে শ্রীচৈতন্যবাণী-সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের ব্রহ্মন্! আপনার শ্রীমুখ হইতে প্রকটিতা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী—"অচিরেই পঞ্চাশ লক্ষ সজ্জনসঙ্ঘ বেদানুগ ভক্তি-বিনোদ গৌরবাণী-বন্যায় প্লাত হইবেন, ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না"—সার্থকতা-মণ্ডিতা হউক।

আপনি উরুক্রম বিস্তার করিয়া এই প্রদেশে সমগ্র সাত্ত্বত শাস্ত্রের সার গোকুল-মহোৎসব অপ্রাকৃত শ্রীনামের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করুন। আমরা 'সাধুসেবানন্দবাস্তে থাকিয়া নাম'—শ্রীল প্রভুপাদের এই

সঙ্কীর্ত্তন বাণী-মন্ত্রের এক একটি সাধনরূপে যেন আপনার নিত্য সুখদে থাকিতে পারি।

হে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বাণী-সেবা-সংরক্ষণা-চার্য্য! ব্রহ্মদেশে গোকুল-মহোৎসব শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর নামবন্যা প্রবাহিত করিয়া আজ স্থানকে নির্ব্বিশেষ-বিচার-পর আধ্যাত্মিক মতবাদ হইতে উদ্ধার এবং বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধ প্রদেশ গোলোকের বার্ত্তায় পুনঃ উদ্ভাসিত করিলেন। ব্রহ্মলোক গোলোকপতি ব্রজ শ্রীকৃষ্ণের কাম্যমান; সেই গোলোকবাসী গৌরকৃষ্ণের অবতার ও অংশাবতারকে ব্রহ্মদেশে প্রকট করিয়া আপনি রূপানুগবর শ্রীল জীব-গোস্বামী

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রদর্শনকালে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ বহাল আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক চতুষ্টয় বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্রী শ্রীপাদ অনন্তচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅদ্বিতীয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিত্তানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জামগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটিপাবা - (শ্রীনসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুরভিকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচারুকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) সারঙ্গগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ... শ্রীসজ্জর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুণ্ডুরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেত্রপালানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্সি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্সি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেবর্ত্ত্য অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দেঃ সৌরেন্দ্র নাথ মণ্ডল সাং মধ্যাই শ্রীরামপুর পোঃ শান্তিপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে বোয়ালিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৫৭০ নং দাগে ২॥১ জমি উটবন্দিস্বত্বে চাষাবাদ দ্বারা দখলিকারস্থ আছে উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

১৬১১ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৩৷৶৩

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ ওয়াজ লাল সাং হাটডেঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বোয়ালিয়া গ্রামে ডিঃ সং ২৭নং দাগে ১৶ জমি উটবন্দিস্বত্বে চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৫৲

(৩৯)

১৬১২ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ এয়াছিন সেখ সাং হাটডেঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চকপালসিমা গ্রামে ডিঃ সং ৯ নং দাগ ২/৪৮৶ জমি উটবন্দিস্বত্বে দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১৬১৯ থাংজারী ৩৭ দাবী ৩১॥৶৩

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ ছমছুদ্দিন মণ্ডল দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল মৌজে গোবিন্দপুর ডিঃ সং ৫১৮ নং খং ১-০৪ শঃ জমির ৷৶১৭৷৷ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১৫৲

(৪১)

১৬৪১ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৯৯৭॥৶৬

ডিঃ সুশীলা বালা সিংহ রায় দিং

দেঃ বীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সোনাডাঙ্গা ডিঃ সং ২১৭।৪।১৪ নং খং স্ব-গ্রাম, বিল, খাল, খামার, পুকুর বাগবাগিচা ইত্যাদি ৬৮৯৶৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৪২)

৩ থাংজারী ৩৮ দাবী ৫৩৮৭

ডিঃ সীতানাথ গড়াই দিং

দেঃ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় দিং সাং বেলপুকুর পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল মৌজে সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১২ নং ১৩-১৫ নং খং ২-১৩ শতক জমির ৮৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫

(৪৩)

৭ থাংজারী ৩৮ দাবী ২১৲

ডিঃ সীতানাথ গড়াই দিং

দেঃ [illegible]নকড়ি মণ্ডল দিং সাং বেলপুকুর পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১৮ নং খং ১৮ শতক জমির ২॥৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫

(৪৪)

৫ থাংজারী ৩৮ দাবী ২৪৶৬

ডিঃ সীতানাথ গড়াই

দেঃ বেছের সেখ দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে সোনডাঙ্গা ডিঃ সং ২৬নং খং ০-৯১শঃ জমির ৩৲৭ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

৬ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৯।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূতো মল্লিক দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কোতয়ালী সামীল মৌজে সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ৭নং খং ০-৯৬ শঃ জমির ২৶৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৬)

৩২ থাংজারী ৩৮ দাবী ২০১৩৲

ডিঃ নরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর ষ্টেট লিমিটেড

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং সাপুর পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে সাপুর ডিঃ সং ৪২৫ নং খং ৩১২-১৪ শঃ জমির ২২৭৮/৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০০৲

(৪৭)

৫৭ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৭৮৶৮

ডিঃ ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ সম্পদ মণ্ডল দিং সাং ভরতপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে ভরতপুর ডিঃ সং ৩৮৮ নং খং ৩—৬৪ শতক জমির ৩৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

৫৮ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৮৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষিতিভূষণ মণ্ডল দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের সামিল ৪০০নং খং ২—১৪ শতক জমি ৫৲৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

৭৩ থাংজারী ৩৮ দাবী ৪৫॥৶৬

ডিঃ [illegible] ভাদুড়ী দিং

দেঃ [illegible] সাং মাধবপুর পোঃ [illegible]

থানা চাপড়া মৌজে মাধবপুর ডিঃ সং ৫৭১ নং খং [illegible]—১৮ শতক জমির ৫ ০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১২৲

(৫০)

৮৯ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৭৯।০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড

দেঃ মণীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী সদর কাছারী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে হাতীশালা ডিঃ সং ১৩১০ নং খং লিখিত বাদী ডিঃ অধীন ১১১৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

(৫১)

৯০ থাংজারী ৩৮ দাবী ৩১৪৩৮/১

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী সদর ডিঃ সং ৯১ নং খং ১১৩১ নং খং নিষ্কর এক্তবর জমির ২১১০৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০০৲

(৫২)

৯৮ থাংজারী ৩৮ দাবী ২৭॥/৯

ডিঃ রাসবালা দেবী দিং

দেঃ মুকুন্দমুরারী দাস দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী ডিঃ সং ৫৮২ নং খং ৪—১৮ শঃ জমির ১।/১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৩)

৯৯ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৮৶৯

রাসবালা দেবী দিং

দেঃ হরপদ বিশ্বাস দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী ডিঃ সং ৫২১ নং খং ০ ১৩ শতক জমির ১৲৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫৪)

১১০ থাংজারী ৩৮ দাবী ৩৬৸৶

ডিঃ মন্মথনাথ ব্যানার্জি

দেঃ রেবতীপদ দে সাং চকবেগে পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চকবেগে ডিঃ সং ২০০নং খং ২—১৪ শঃ নিষ্কর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

১১৭ থাংজারী ৩৮ দাবী ১১২৬৸৶৬

ডিঃ [illegible] চট্টোপাধ্যায়

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী ডিঃ সং ৪নং খং ২৯৭-০৩ শতক জমির ১৮৩/৫ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫৬)

১২৩ থাংজারী ৩৮ দাবী ২৫৮/০

ডিঃ গণেশ সিংহ

দেঃ ১নং কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে বসরখোলা ডিঃ সং ১৭,নং খং ১-১৬ শতক জমির বিদাপ্রাপ্ত ১২৯ টাকা খাজনা উক্ত ১ ১৬ শতক উটবন্দি জমির কাত বার্ষিক ৩৮৭ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫৭)

২৪ থাংজারী ৩৮ দাবী ৭৪।৶

ডিঃ ঐ

দেঃ অটল বালা দাসী সাং আশাচিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে আশাচিয়া ডিঃ সং ৫৮,১নং খং ৬-৮১ শতক জমির ১৬৭/৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫

(৫৮)

১৩১ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৫৭২।৯

ডিঃ বিভূতি ভূষণ সরকার দিং

দেঃ ফ্রয়াল টিমার কোম্পানী সাং সাইন ষ্ট্রীট দোকান কাছারী প্রিয়নগর পোঃ চাকদহ

থানা চাকদহের অধীন মৌজে শীকারপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫৮৭নং খং ২৯৯-১২ শতক জমির ৪২৫./৪ টাকা খাজনা ও ৮২।৶৯ টাকা সেসমাদো সমস্ত ও দখলিকার আছে উক্ত সম্পত্ত বাকীসহ মূল্য আঃ ৪০০৲

(৫৯)

১৩২ থাংজারী ৩৮ দাবী ২৪৪৪৶৬

ডিঃ রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেলেডাঙ্গা পোঃ শান্তিপুর

থানা শান্তিপুর মৌজে সিংহপুর ডিঃ সং ২নং থং, অধীন ৬নং ও ৪৮নং, ৫০নং থং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ৩১১৶২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

নীলামের দিন ১১'৩.৩৮

(৬০)

১১০ মণিজারী ৩৭ দাবী ১১৫৵০

ডিঃ সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেঃ নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং উলাবীরনগর পোঃ বীরনগর

থানা রাণাঘাট মৌজে বীরনগর ডিঃ সং ৬১০নং থং ৩-৫০ শতক জমির দেন্দারগণের সত্ত্ব দখলী, ইমারত নীচের ঘর বারান্দা পুষ্করিণী সমেত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০০৲

(৬১)

১৬৩২ মণিজারী ৩৭ দাবী ৩৭৮৴৩

ডিঃ করালি দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজার ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক ডিঃ সং ১০৩নং থং ১৪শতক জমি ও তদুপরিস্থিত উপর নিচে ছোট বড় ১০ কুঠারী পাকা ইমারত ও রান্নাঘর দালান কুয়া পায়খানা পাকা প্রাচীর দুয়ার জানালা কাড় বরগা ইত্যাদি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৬২)

১৬৫৬ মণিজারি ৩৭ দাবী ২২৩৪৲

ডিঃ সুরেন্দ্র নাথ নন্দি

দেঃ মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিং সাং কাটালপুলি পোঃ চাকদহ

১। থানা চাকদহ মৌজে নানাপুর ডিঃ সং ২৪৯।২৫০।২৮৫নং থং -৫.৫৮ শঃ জমির ২৯৷৶ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৩৫ ৫৩৬নং থং -৮৫ শতক জমির উপরিস্থিত পাকা দোতালাবাড়ী আদি তাহাতে ৫নং বিবাদি ⅓ অংশ বাদে ১২নং দেন্দারগণের ⅔ অংশে ৫৭শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৬৫০৲

(৬৩)

১৪৫৭ মণিজারী ৩৭ দাবী ৪১৭৵০

ডিঃ কানাই নাথ কুণ্ডু

দেঃ শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং মেহেরপুর পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জের সামিল মৌজে কালীগঞ্জের অধীন ডিঃ সং ৩, ১৫, ২০নং থং অধিনে ৫৪৷০ টাকা যে পত্তনী জমা দেখা যায় তাহাতে দেন্দারগণ কয়দায় যথাদি ও দখলিকার আছেন মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৫০৲

(৬৪)

১৫৫২ মণিজারী ৩৭ দাবী ২০৯৸৵৯

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ গণপতি ঘোষ সাং দেবগ্রাম পোঃ দেবগ্রাম

১। থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে দেবগ্রাম ডিঃ সং ৫৮১নং থং ৬-৩৯ শতক জমি বিবাপ্রাপ্ত ৷৶৭ আনা যোলআনা রকমে দেন্দারগণ দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৬০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৭৮ নং থং -.২ শতক জমির ১৷৵ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৭৯ নং থং -শঃ জমির ১৷৵০ টাকা বাকী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬৫)

১৫৯৭ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৬৮৷৶৯

ডিঃ বিজলী বালা দাসী

দেঃ হরিদাস চৌধুরী সাং স্বরূপগঞ্জ পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপের অধীন মৌজে গাদিগাছার সামিল ডিঃ সং ৬৫২নং থং -৭শঃ মধ্যে ৷০ আনা রকম অংশ ২৳শঃ জমির ১৵০ টাকা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬০৲

(৬৬)

১৬২৪ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৭০৶৯

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং জানকীনগর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের সামিল পলাশী ডিঃ সং ৮৬২নং থং ১-৭৯শঃ জমি নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমিতে দেঃগণ ।৴৬৷ — ক্রান্তি অংশ দখলিকার আছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৮৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৯৫৩ নং থং ১-৬৫শঃ জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিতে দেন্দারগণ ।৴৬৷ — ক্রান্তি অংশে দখলিকার আছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৯৭১ নং থং ২.৯৫শঃ জমিতে দেন্দারগণ ।৴৬৷ — ক্রান্তি অংশে দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১২৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৯৮৮ নং থং ১-৬০শঃ জমি ৷৴০ আনা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৯৯৬ নং থং ১-১২শঃ জমির ৩৸৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৬২ নং থং ১১-৭৯শঃ জমির দেন্দারগণ ।৴৬ — ক্রান্তি অংশে দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৬৭)

১৬৭০ মণিজারী ৩৭ দাবী ৯০৷৶৬

ডিঃ শিশুবালা দাসী

দেঃ হাজারীলাল চট্টোপাধ্যায় সাং দীগনগর পোঃ ঐ

১। থানা কোতয়ালী মৌজে চাপড়া ডিঃ সং ১০৬নং থং ০-৯২শঃ ব্রহ্মত্তর জমি আছে তাহা দেন্দারের ।৴৬৷ — ক্রান্তি অংশ, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪৬৮ নং থং ১-০২শঃ ব্রহ্মত্তর জমি আছে তাহাতে দেন্দারের ৵১৩। — আনা রকম অংশ ও তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ীর এক কুঠারী কোঠা তৎসংলগ্ন দালান ও প্রাচীর ইত্যাদি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৬৮)

১৪১৯ দেংজারী ৩৭ দাবী ১৬৫৭৸৵৯

ডিঃ গঙ্গাধর সিংহ রায়

দেঃ শরৎকুমারী বর্ম্মজা সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে লক্ষ্মীগাছা ডিঃ সং ২৪নং থং যাহার সদর রাজস্ব ১৪০২৲ টাকা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০০৲

(৬৯)

১৬৩৭ দেংজারী ৩৭ দাবী ২৯৩৮৷০

ডিঃ নিমাইচন্দ্র গড়াই

দেঃ নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী গোলাপটী মধ্যে ডিঃ সং ১৪২নং থং -০শঃ জমি ১৷৵৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৫১ নং থং -০২শঃ জমি ৬৷৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৭০)

৯৮৫ দেংজারী ৩৭ দাবী ২১১৶৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ মহিমোহন সরকার দিং সাং নতিদোতা পোঃ মেহেরপুর

থানা দামুড়হুদা অন্তর্গত মৌজে নতিদোতা ডিঃ সং ৭৪৪নং থং ১-৩০শঃ জমি ২.৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭১১ নং থং -৮০শঃ জমি ২৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭১৫ নং থং ৯-২৪শঃ জমির ১২।৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৭১)

১৫৮৭ দেংজারী ৩৭ দাবী ৩৩৩৲৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

দেঃ চরণবালা দাসী সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে ৯২নং কৃষ্ণনগর ডিঃ সং ২৪৩৯নং থং ০৫শঃ জমি ১৷০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৭২)

১৫২৪ দেংজারী ৩৭ দাবী ৭১২৷৶৩

ডিঃ জগদীশ্বর ব্রহ্ম

দেঃ অবনিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সাং হরিহরপুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে কৃষ্ণনগরের অধীন কালীগঞ্জ ডিঃ সং ১১৬০নং থং ১১-৫১শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৮নং থং -৯৫শঃ জমি ২৷০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৭২ নং থং ৪-৬১ শতক জমি ৫৲৫ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৭৩ নং থং ৭-৬৬ শতক ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৩)

১৬২৫ দেংজারী ৩৭ দাবী ১৬০৷৵০

ডিঃ পঞ্চানন সাধুখাঁ

দেঃ খুটুবিহারী পাল সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দ সড়ক কাঠুরিয়া পাড়া ডিঃ সং ৮৮৯নং থং ৴২ কাঠা জমি ৩৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮৮৭নং থং ১৫ শতক জমি ১৷০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৪)

২০ দেংজারী ৩৮ দাবী ১২৮৷৴৬

ডিঃ মাধবচন্দ্র মিত্র

দেঃ সুধীরচন্দ্র দে পোদ্দার সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে কালীগঞ্জ ডিঃ সং ৫৯৩নং থং -০৩শঃ জমি ।৶০ আনা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

গৌড় শ্রীমায়াপুর
গৌরধাম— শ্রীধাম— শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধর্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REGD. NO C 1846

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বপ্নাভিষিক্ত আচার্য্যরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, সোমবার [৬ষ্ঠ সংখ্যা]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৫।৩।৩৮

(১)

১৪৯ খাংজারি ৩৮ দাবী ১২৭৶৬

ডিঃ সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেঃ পুটু সেখ দিং সাং রাজাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে কাচকুলিগ্রামে ডিঃ সং ৫৫৫নং খং ১-৩৭ শতক জমির ৫৫৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৫০ খাংজারি ৩৮ দাবী ১০১৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ সং ৫৫৬নং খং ১৪০ শতক জমির ১১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

১৩২৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩৬৸৶১৭।

ডিঃ প্রতিভা সুন্দরী দাসী

দেঃ হকু মণ্ডল হালদার সাং আড়ংশরিফ পোঃ বাগাদাঁড়

থানা চাপড়া মৌজে আড়ংশরিফ ডিঃ সং ৭০০২ খং ৩-১৪ শতক জমির ১০।৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১২৪৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ৬২।/০

ডিঃ কৈলাশ কামিনী দেবী

দেঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাগাদাঁড়

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ১১৯নং খং ৩-৭৫ শতক জমির ৮৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১২৫৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৮৬৶৯

ডিঃ ফকির মহাম্মদ মল্লাগার দিং

দেঃ গোপাল মুখোপাধ্যায় দিং সাং আড়বান্দি পোঃ শান্তিপুর

থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজে নাহ্রিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৫৯নং খং ৩ ৫৮ শতক জমির ২৪॥৶৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫।

(৬)

১০ খাংজারী ৩৮ দাবী ১৬১৸/৯

ডিঃ মঙ্গলকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ উপেন ঘোষ দিং সাং পাথুরী পোঃ বাগাদাঁড়

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে পাথুরী ডিঃ সং ২২৩নং খং ১১২ শতক জমির ২৸৶৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

২ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩২১॥/৬

ডিঃ তামজাদ্দিন বিশ্বাস

দেঃ আস্লাপ হোসেন বিশ্বাস সাং শাকদহ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে জুগানীদহ ডিঃ সং ১৮৬নং খং ০৫১৮ শতক জমির ৬৭॥৶১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৬০৲

(৮)

১৪২৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৯॥/

ডিঃ রমণী মোহন মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ রাধারাণী দাসী সাং চাকদহ পোঃ ঐ

থানা চাকদহের সামিলে মৌজে ঐ ডিঃ সং ১৩২১।১নং খং ৫-৯১ শতক জমির ৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১২৮৯ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৭৭॥৯

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ

দেঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পাটুরাজলা মধ্যে ডিঃ সং ৫৪৯নং খং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ২৭৸৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(১০)

১২৬৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫৪৸৶০

ডিঃ শিব নারায়ণ ঘোষ দিং

দেঃ আছদ্দি মণ্ডল দিং সাং মথুরাপুর পোঃ বাগাদাঁড়

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে মথুরাপুর ডিঃ সং ২০২।২০৩।২০৪নং খং ১০৪-১২ শঃ জমির ৮॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

১১৮৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩৮৶০

ডিঃ শরচ্চন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ দেদার সেখ সরদে দিং সাং আড়বেতাই পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেতাই ডিঃ সং ৯৯, ৯৯।১, ১০০নং খং ৯-৭৪ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১২)

১০৫০ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৬৸৶৯

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ মোকারিম বিশ্বাস দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিলকুমারী ডিঃ সং ২৮৯ নং খং ১-২৯ শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১০.৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৫৸৶৩

ডিঃ হরিদাস বক্সী দিং

দেঃ নলিনমোহন বিশ্বাস দিং সাং মাধবপুর পোঃ বাগাদাঁড়

থানা চাপড়ার সামিল ১৬নং খং ২৭-৬০ শতক জমির ॥০ আনা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১৩৪৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ৫৩৸৶৯

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ দৌলত সেখ মল্লিক সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাঙ্গালঝোলা গ্রামে ডিঃ সং ৮৭ নং খং ১০-২৯ শঃ জমির ১৫৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

১৩৯৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৭৶৩

ডিঃ দীননাথ বাগচী

দেঃ মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং জগদানন্দপুর পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাটালবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ২৭৩ নং খং ০৮১ শতক জমির ৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

১৬ বাংলারী ৩৮ দাবী ৫৩১৵৩

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড

দেঃ উপেন্দ্র মণ্ডল সাং চাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১৫১ নং খং ২০-৬৯ শঃ জমির ৬২৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৬০৲

(১৭)

১৪০১ বাংলারী ৩৭ দাবী ৫৫৩৷৶৩

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ বসন্ত পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী ডিঃ সং ৯।১০।১১।১২ নং বিল, নদী, নালা, ডোবা, পুষ্করিণী ইত্যাদি ৬১৫৲ মধ্যে ৫৮৭৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(১৮)

১৫২২ বাংলারী ৩৭ দাবী ৫৪৭৷৹

ডিঃ সুশীলাবালা সিংহ রায়

দেঃ প্রাণবল্লভ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মিড়াইপুর গ্রামে ডিঃ সং ৪ নং খং পুকুর, বাগবাগিচা ইত্যাদি ৯০৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৯)

১২৬৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩১৩৷৶৬

ডিঃ প্রভাতসুন্দরী দাসী দিং

দেঃ মনমোহন হালদার দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে কল্যাণদহ গ্রামে ডিঃ সং ১৮০ নং খং ৩৪-৪৩ শতক জমির ৬৩৷৶৹ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(২০)

১১১৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ১০৷৶৩

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বক্সী

দেঃ সর্বসুন্দরী দাসী সাং মহিষপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে মহিষপুর ডিঃ সং ১৬৪ নং খং ২৭ ৬০ শঃ জমির ১০/৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

১৩৬১ বাংলারী ৩৭ দাবী ৯৯৶৹

ডিঃ মিটু মণ্ডল দিং

দেঃ হকু মণ্ডল দিং সাং শালিগ্রাম ভালাপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শালিগ্রাম ডিঃ সং ৮৬১।৭৮৮।৭৬৩১ নং খং ১-২৮ শঃ জমির ১৮৷/ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১১৬৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৮৮৶১১

ডিঃ হরিদাসী চক্রবর্তী

দেঃ বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৮৩৩নং খং ২৫ শঃ জমি উমাবস্ত, পাকাবাটী কুয়া ইত্যাদি মায় তদুপরিস্থিত আকর আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৬১১ নং খং ৬৭ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১৭।৩।৩৫

(২৩)

১৩৬৮ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪৬৶।

ডিঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য

দেঃ আশিকচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং ইটবা, পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ইটবা গ্রামে ডিঃ সং ৪৮৬ নং খং ৬-৫৭ শঃ জমির ২২৷৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১১৪ বাংলারী ৩৮ দাবী ১৪৷/৩

ডিঃ বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায়

দেঃ ফণিভূষণ পাল দিং সাং জুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জুগপুর ডিঃ সং ১৫৬ নং খং ৩০৯২ শঃ জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

১০৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৫৯৷/৯

ডিঃ মৃণালকান্তি ত্রিবেণী

দেঃ আমোদালি সেখ দিং সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়গাছি গ্রামে ডিঃ সং ২২২ নং খং ৮-৪৭ শঃ জমির ১৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(২৬)

১০৮ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩৮৷/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হজরৎ সেখ দিং সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৮৮৮ নং খং ২-৭৮ শঃ জমির ৫৮/৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

১০৯ বাংলারী ৩৮ দাবী ৮৫৷৶

ডিঃ ঐ

দেঃ মাখন মণ্ডল দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘড়ি গ্রামে ডিঃ সং ৮৬৩ নং খং ৪-৫৭ শঃ জমির ১৩৷৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১১০ বাংলারী ৩৮ দাবী ৯৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ সং ১০৫০ নং খং ৫-০৪ শঃ জমির ১৪৷৹ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

১১১ বাংলারী ৩৮ দাবী ২৭/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সুবল সেখ সাং মোটা, পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সড়গাছি ডিঃ সং ৩৪২ নং খং—০১ শঃ জমির ৭৶৩ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৲

(৩০)

১১২ বাংলারী ৩৮ দাবী ২২৸৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ আলি মহম্মদ খাঁ সাং নাংলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দেউলগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১৯ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমির ৩৷৶১৫ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

১১৩ বাংলারী ৩৮ দাবী ৬৫৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তারাকিনাথ মণ্ডল দিং সাং তেঘড়ি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি ডিঃ সং ৮৮৫ নং খং ৩-৭২ শতক জমির ১০৷৶৪ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০

(৩২)

১২৭৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ১০০৷৶৹

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ এলাহী বিশ্বাস দিং সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পিতাম্বরপুর ডিঃ সং ১৭১ নং খং ২২;১৬,১৭ ২৭,৩৮,২৭০০৮ শতক জমির ৪০৸/১৫ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

১১৬৬ বাংলারী ৩৭ দাবী ৬১/৩

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ খটু মণ্ডল দিং সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে পিতাম্বরপুর ডিঃ সং ৯৩ নং খং ৬-৮১ শতক জমির ১৩৶১৬৷ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১১৬৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩০৭/+৯৶৹ =৩১৯৸৹

ডিঃ ঐ

দেঃ একছের বিশ্বাস দিং সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পিতাম্বরপুর ডিঃ সং ১৫৩ নং খং ২ ৯১ শতক জমির ৭৸/ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭৲

(৩৫)

১২৫২ বাংলারী ৩৭ দাবী ৭৫৲৬।৭০৷৶৬ =১৪৫৸৵

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং

দেঃ চাঁদের সেখ সাং বেত্তবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেত্তবেড়িয়া ডিঃ সং ১৭৭ নং খং ৯-২ শতক জমির ২৩৷৶১০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

১২৫১ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪৬৸/৬+ ২৩৸৩=৭০৷/৯

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং

দেঃ কুরাস্তন বিবি দিং সাং বেত্তবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেত্তবেড়িয়া ডিঃ সং ৪৩৯ নং খং অধীনস্থ খং ৪৪০-৪৪৩ নং খং ১১-১৯শতক জমির ১৪৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

৪৬ বাংলারী ৩৮ দাবী ৪২/৯ টাকা

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ মুরারি ঘোষ দিং সাং ছোট বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ছোট-বালিডাঙ্গা ডিঃ সং ২৪১ নং খং ৫-৫৫ শতক জমির ১১৷/৫ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১৩শ বর্ষ ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৩শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, সোমবার ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতকাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করা হয়। অপরাহ্ণে প্রায় ৫টার সময় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উকিল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় মাষ্টার মহাশয় হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীমঠে উপস্থিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের সহিত তাঁহাদের অনেকক্ষণ যাবৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, এবং কালী ও কৃষ্ণ এক নহেন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে গর্ভস্তোত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধাকর্ষণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

গত ১৪ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীহরিবাসর-তিথি দিবস শ্রীশ্রীবিনোদবল্লভজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ ও আরও একজন ভদ্রলোকের সহিত প্রশ্নোত্তর-মুখে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজও ইঁহাদের অনেক প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিমূলক উত্তর প্রদান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ প্রথমে শ্রীহরিবাসর-তিথি-মাহাত্ম্যের কথা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় হইতে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিবস এত জনতা হইয়াছিল যে, শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণ, অলিন্দ প্রভৃতি স্থান পুরুষ ও মহিলায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার—মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ২য় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর প্রাতঃ ৭টার সময় পতাকা ও খোল-করতাল-কাঁসর-শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজের নেতৃত্বে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে বড়বাজার রোড্ দিয়া নদীরপার, গোলপুকুর রোড, দুর্গাবাড়ী রোড্, ষ্টেশন রোড্, পচাপুকুর রোড্, সেওড়া রোড, স্বদেশীবাজার, মেছুয়াবাজার, ছোটবাজার ও তেঁতুলবাজার দিয়া পুনরায় বড়বাজার রোড্ হইয়া বেলা প্রায় ৮॥টার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের ইচ্ছানুসারে প্রথমে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয়মঠ" সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে পর শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ দানের কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া সাংখ্যবাদ, প্রকৃতিবাদ, বৌদ্ধবাদ ও নির্বিশেষবাদের আলোচনামুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদের বিষয় দেড়ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কর্ত্তৃক মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১৬ই ফাল্গুন সোমবার মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ২য় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রথমে শিবরাত্রির বিষয় কিছু আলোচনা করিয়া তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধোক্ত প্রচেতোগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেবের যথার্থ আরাধনা, স্তব ও মহাদেব কর্ত্তৃক প্রচেতোগণকে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে পরা ভক্তিলাভ বিষয়ে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ২য় অধ্যায় হইতে স্কন্দপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের উপাখ্যান, একাম্রক স্থানের মাহাত্ম্য ও 'ভুবনেশ্বর' নাম হইবার কারণ, পুরীর সাক্ষ্য, শিবের ক্ষেত্রপালকত্ব প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

খুলনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বরিশালে বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ২৫শে মাঘ খুলনা জেলায় গমন করেন। তথায় ঐ দিবস খুলনা জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ "[illegible]" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন।

শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী শ্রীপরমহংসমঠের সেবকবৃন্দ ও ভাগবত পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক বর্তমান শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'শ্রীপরমহংস মঠ' গৃহ, সুসজ্জিত বস্ত্রাদি উচ্চ কাষ্ঠাসনে স্থাপিত ও পুষ্পাদির দ্বারা বিভূষিত শ্রীশ্রী প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে মঠের সেবকবৃন্দ ও ভাগবত পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক কীর্ত্তনমুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে উৎসবটী সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ গোবিন্দ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫

বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীকৃষ্ণের গানে আমরা শুনিতে পাই যে, প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারাই ক্ষণভঙ্গুর কার্য্য সকল পরিদৃষ্ট হয় এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষ হইবার বাসনাই বদ্ধজীবের অজ্ঞানোত্থ অহঙ্কার। অহঙ্কারবিমুক্ত জনগণ বৈকুণ্ঠের উপলব্ধি করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইলেই গৌণের পরিবর্ত্তে মুখ্য সেবোন্মুখতা লাভ করেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাই কৃষ্ণনাম গান করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণনামগানকারী ব্যক্তি নামপ্রভাবে কৃষ্ণরূপ গান করিতে, কৃষ্ণগুণ গান করিতে, কৃষ্ণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত কৃষ্ণলীলা স্মৃতিপথে উদয় করাইয়া নাম গান করিতে থাকেন। এই স্বরূপাবস্থায় অবস্থানই তাঁহার গৌণ প্রতীতি হইতে ন্যূনাধিক অবসর প্রদান করে।

কনিষ্ঠ ভাগবত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দ্বিগুণিত তৃতীয়াংশে গৌণদৃষ্টি করিয়া থাকেন। আবার মধ্যম অধিকার লাভ করিয়া এক তৃতীয়াংশে দৃশ্য জগৎকে তৃতীয়াংশ গুণজাত জগৎ জানিতে থাকেন। আর মহাভাগবত বিচারে উন্নতি লাভ করিয়া গুণজাত জগতের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণজনিত প্রেমবিবশ হন। সেইকালে তাঁহার বাহ্য প্রতীতি বা বহিঃপ্রজ্ঞা ভোগের বিচার আদৌ থাকে না। কর্ম্মফল ভোগবাসনা একেবারে নির্ম্মূলিত হইলেই স্বরূপাবস্থিতির কোন ব্যাঘাত হয়না। আত্মনিবেদনপ্রভাবে শরণাগত ব্যক্তির কৃষ্ণশ্রবণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণস্মরণ নিজস্বভাবের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়; গুণজাত জগতের অহঙ্কারে অভিনিবিষ্ট না হইয়া অনাত্মপ্রতীতির হস্ত হইতে অবসর লাভ করেন। ইহাই সাধনের সিদ্ধি।

ভাবরাজ্যে অবস্থিতিকালে সেবোন্মুখ জনগণের ষড়্‌রিপুর দাস্য করিতে হয় না বলিয়া তাঁহাতে ক্ষান্তি-নামক চিদ্গুণ দেখা যায়। তিনি জড়ভোগের বিষয়ে বদ্ধজীবের সেবাকার্য্যে কালক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণসেবার উপযোগী বিষয় সমূহই তাঁহার অভ্যর্থনার বিষয় হয়। ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকৃপালাভের চেষ্টাই বলবতী হয়। ইতরঅভিলাষ ত্যক্ত হইয়া নবনবায়মান উৎসাহ তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। ভগবানের নাম রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাগানে তাঁহার রুচি পরিলক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক ত্রিগুণের অতীত নিত্যানন্দের চিন্ময় গুণ কীর্ত্তন করিতে, স্মৃতিপথে আনিতে ও শ্রবণ করিতে সমধিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবৎ-সংসারের অন্তরঙ্গ সেবক হইয়া নিত্যকালে স্বরূপে অবস্থানহেতু অজ্ঞাতরুচি সাধারণের সহিত তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে। গুণজাত জগতে অবস্থিতি-কালে গুণের বিচারে সদসদ্ বিবেক অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদাচিদ্ বিবেক অর্থাৎ মিশ্রামিশ্র চেতন বিবেক ও আনন্দবিবেকের পরিবর্ত্তে সুখদুঃখ বিবেকের ধূমসমূহ তাঁহাকে অশ্রুবিসর্জ্জন করায়। তমোগুণতাড়িত বিকৃত চেতন তাঁহাকে অনেক সময় প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী করিয়া তুলে। রজোগুণতাড়িত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্ন মনোরথের রচিত রাজ্যে ভ্রমণ করায়। ভগবদ্বিস্মৃতিজন্য অমঙ্গলরাশি আসিয়া গুণান্তর্গত বদ্ধজীবকে অভিভূত করায়। রজোগুণদ্বারা তমঃ পরিহারাকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে সত্ত্বের আবাহন স্বভাব হইতে আবির্ভূত হয়।

সেই সত্ত্বাবির্ভাব প্রবৃত্তি-রাজ্য হইতে ক্রমশঃ বদ্ধজীবকে অবসর দেয়। ইহারই চিত্রে 'বৈরাগ্য' শব্দটির আবাহন।

তাদৃশ বৈরাগ্য যদি ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি না দেয়, তাহা হইলে ইতর প্রজল্প ও বিতণ্ডা আসিয়া বদ্ধজীবকে পুনরায় দুরন্তপার তমোরাজ্যে ডুবাইয়া দেয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব রজস্তমোগুণদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে অবিমিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব জড়ভোগ রাজ্য হইতে অবসর দিয়া নির্গুণভাব অর্থাৎ আপেক্ষিকতা-বর্জ্জিত বিচিত্রতার আবাহন করায়। তখনই তিনি গুণজাত জগদ্দর্শন না করিয়া বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাকেন।

বৈকুণ্ঠের তুলসীর আঘ্রাণ লাভ করেন। বৈকুণ্ঠের স্রগ্‌গন্ধ তাঁহাকে কলুষপর্য্যায়ে অবনামিত করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠ-স্পর্শ ঘটিলে শীতোষ্ণাদিশর্য্যে অপ্রাপিত অমঙ্গল তাঁহাকে গ্রাস করে না। অভাবরাজ্যের স্বভাব, অনুপাদেয় রাজ্যের প্রলোভন, কুণ্ঠরাজ্যের আবদ্ধতা বৈকুণ্ঠে টানিয়া লইবার দুষ্পিপাসা তাঁহার মস্তিষ্কের উষ্ণতা সাধন করে না। তখন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বাত্মস্নপিত ভাবের উদয় হয়। কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার যোগ্যতা-কাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রুতিগত হয়। সেই শ্রুতির পরিচালনাক্রমে জড়রূপমোহ, জড়গুণাকর্ষণ, জড়সঙ্গলাভস্পৃহা, জড়চিন্তা এবং ভোক্তৃত্বের অভিমান থাকে না।

গুণজাত জগতে অবস্থানকালে জীবের বৈকুণ্ঠের শব্দ, রূপ, গুণ, পরিকর ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনার বিষয় হয় না, অনুপাদেয় ব্যাপারে চিত্ত ধাবিত হইতে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মধুরিমা বদ্ধজীবের চিত্তবিনোদনের বিরোধী হইয়া পড়ে। নিখিল সদ্গুণ, নিখিল চিদ্গুণ ও নিখিল আনন্দগুণের ধারণা দুঃখাবরোধক পরিচ্ছিন্ন সুখ, অসম্পূর্ণ জ্ঞানাভাসের অজ্ঞান এবং কালক্ষোভ্য বিচারে বৈকুণ্ঠানুরাগ বা মুক্তাবস্থার প্রতীতি নহে। সুতরাং গুণজাত জগতের প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিপরীত দিকে বৈকুণ্ঠ-সেবক হইবার চেষ্টাই উভয়ের তারতম্য-বিচারে জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ—এই কথা তিনি বুঝাইয়া দেন, তিনি জড়নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবদ্ধ মায়িক ভোগরত জনগণের গুণজাত কুণ্ঠার ধ্বংস সাধন করায় তাঁহাকে মহৎ বা 'গুরু' বলা হয়।

আর যিনি জড়াতীত বৃহদভিমানে সেবাবৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠভক্ত হইতে পৃথক্ গুণতাড়িত অহঙ্কারী ভোগী কোন মতেই উপাদেয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

——::(০)::——

প্রথম দিবস—অন্তর্দ্বীপ

শ্রীধামনবদ্বীপ অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন। এই ঔদার্য্যময় ধাম বিপ্রলম্ভবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাক্ষেত্র। গৌর-ব্রজধামে কোন ভেদ নাই। তবে গৌরধাম ব্রজধাম অপেক্ষা অধিক কৃপাময়। শ্রীধাম নবদ্বীপে ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভিন্ন বুদ্ধি হইলেই ধামের স্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীধামদর্শনের দিব্যচক্ষু লাভ হয়। গৌরজনের কৃপা ব্যতীত গৌরধামে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তাই আমাদের প্রার্থনা—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

কলিহত জীবের প্রতি অতি করুণ হইয়া শ্রীধামনবদ্বীপ এজগতে কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন। জীবের চরমপ্রাপ্য যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, তাহাও একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময় অবতার শ্রীধাম নবদ্বীপের নিষ্কপট সেবাফলে লাভ হয়। শ্রীধামনবদ্বীপের কৃপায়ই জীব ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যদর্শনের সৌভাগ্য পান। প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা এই শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তৎকৃপালাভে বঞ্চিত হই বলিয়া শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব এজগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়া শ্রীধাম-মহিমা জগতে প্রচার করেন। এই গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম বিশ্বে প্রচারার্থ,—জগজ্জীবকে হৃদয়-কল্মষ-বিনাশী গৌরধামমহিমা শ্রবণসুযোগ প্রদানের জন্যই গৌরজনের শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন। শ্রীধামপরিক্রমার এমন সুবর্ণ সুযোগ, এত সুবিধা কেহ কোন কালে কোন যুগে দেন নাই এবং দিবেন বলিয়া মনে হয় না। এই শ্রীধামনবদ্বীপের স্বরূপ, শ্রীধামের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই জগতে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই শ্রীধামমহিমা বিপুলভাবে সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক তদভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীধামে নিত্যসিদ্ধভাবে সমস্ত বৈভবই পূর্ণমাত্রায় আছে। গৌরনিজজন সেই সমস্ত বৈভবকে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদানার্থ প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। এই শ্রীযোগমায়াপুরের মহিমা যখন নিতান্ত আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে আমরা তাঁহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ মহামায়াপুরের—বিশ্বের বস্তুসমূহের নশ্বরতা ও হেয়তা বুঝিতে পারিব, আমাদের ভোগত্যাগস্পৃহা দূরীভূত হইবে, সেবাস্পৃহা হৃদয়ে স্থান পাইবে--আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে। সেইজন্যই পরদুঃখদুঃখী গৌরজন কি গৃহবাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সবল কি দুর্ব্বল, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলকেই শ্রীধামপরিক্রমায় আহ্বান করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজীবন গৃহ-পরিক্রমার ফলে আমাদের গৃহাসক্তি যাইতেছে না, কৃষ্ণে মতি হইতেছে না। কিন্তু আমরা যদি এই করুণাময় আচার্য্যের আহ্বানে শ্রীধামপরিক্রমায় যোগদান পূর্ব্বক জীবের নিত্যকৃত্য সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন অন্ততঃ কিছুদিনও করি তাহা হইলে নিত্যমঙ্গলের পথ ক্রমশঃ আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। তাই আজ বহু দেশদেশান্তর হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থানের ধূলি শিরে ধারণ করিবার জন্য, শ্রীধাম-সেবার দ্বারা আত্মশোধন করিবার জন্য, নিত্য শ্রীধামবাসী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ আদর্শচরিত্র সাধুগণের শ্রীমুখে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য,

কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শ্রীধামপরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন করিবার মানসে শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গতকল্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার অধিবাস উৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে তদানুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। আজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশ অনুসারে ও সংকীর্ত্তন-সেবা-অধ্যক্ষতা আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা হইবে। ভক্তবৃন্দ আজ ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ সোমবার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীগৌর-জন্মভিটা, মাধাইয়ের ঘাট, শ্রী[illegible]দেবের পাট, চাঁদকাজির সমাধি, শ্রীধরের অঙ্গনাদি পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আগামী কল্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' শ্লোকে আত্মনিবেদন এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নবধা ভক্তির কথা শুনিতে পাই। এই শ্রীনবদ্বীপ নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ। সীমন্তদ্বীপ শ্রবণ, গোদ্রুমদ্বীপ কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ স্মরণ, কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ (চাঁপাহাটী) অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ বন্দন, মোদদ্রুমদ্বীপ দাস্য, রুদ্রদ্বীপ সখ্য এবং অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান। ভক্তবৃন্দ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুগৌরপাদপদ্মে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাখ্য দ্বীপাদি পরিক্রমা করিবেন এবং তৎপরে পুনরায় এই আত্মনিবেদন ক্ষেত্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আত্মনিবেদন না করিলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কিছুই হয় না। সেইজন্য আজ সর্ব্বপ্রথমেই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার আয়োজন। বিশ্ববাসী সকলেই এই শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য

কৃপাময় কৃষ্ণের বৃন্দাবনধামের ন্যায় এই নবদ্বীপধামেরও মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। ভক্তমনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত রমণীয় বৃন্দাবন ধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ ধামেও নিরন্তর লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরবন হইতে শ্রীব্রজবনের কোন তফাৎ নাই, কেবল শ্রীগৌরবন অধিকতর কৃপাময়। মহাযুক্ত পুরুষগণেরই নিকট শ্রীব্রজবন আত্মপ্রকাশ করেন কিন্তু শ্রীগৌরবন অত্যন্ত করুণাময় হইয়া অনর্থযুক্তগণেরও অনর্থ মুক্ত করাইয়া শ্রীব্রজবনের শোভা প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরবনের মধ্যে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা হয়। গৌরবনের পরিক্রমার পর ব্রজবনের পরিক্রমা, আবার ব্রজবনের পর শ্রীগৌর-বনের পরিক্রমা—এইরূপ ভাবে পরিক্রমা নিত্যকালই চলিতে থাকে। গৌরধাম অনর্থযুক্তের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। আর ব্রজধাম কেবল সিদ্ধের প্রতি আত্ম-প্রকাশক। এখানে ধামের ছোট বড় বিচার নাই।

এই ধামের স্মরণ মাত্রেই মানবের রাধা-কৃষ্ণবিষয়ে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এই নবদ্বীপের একদেশে সমস্ত তীর্থ ও ঋষিগণ মুনিগণ, দেবগণ, বেদ, সমস্ত শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। মানবগণ ভক্তিসহকারে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ, নানাবিধ কর্ম্ম এবং যোগ ধ্যানদ্বারা যে ফল লাভ করেন, নবদ্বীপধামের স্মরণ দ্বারা তাহা অপেক্ষা কোটী গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। নিতান্ত পাষণ্ডগণও যদি একবার মাত্র শ্রীনবদ্বীপধামের স্মরণ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাধুত্ব লাভ করে। মানবগণ যদি পৃথিবীতে সহস্র তীর্থও পর্য্যটন করে তথাপি নবদ্বীপদর্শন না করিলে রাধাকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারে না। এই শ্রীধামের অপার মহিমা। এই শ্রীধাম-আশ্রয় ব্যতীত, এই শ্রীধামের কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং যদি কাহারও সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে তিনি শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত গোকুলাভিন্ন অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আশ্রয় করুন।

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুষ্ব॥
আচার্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য বেদান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি।

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম-পরিপালন, রাম, নারায়ণ নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসতি (সেবা) ব্যতীত কেহই বেদাদি দুর্লভ পদের (শ্রীরাধা-গোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের) সন্ধান পাইতে পারেন না।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।

গৌড়ীয়মঠের সভাপতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমপূজনীয় পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে রেঙ্গুণ প্রবাসী বঙ্গমাতার সন্তানগণের

শ্রদ্ধাভিনন্দন

পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্যবর! আপনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর হইতে এত সুদূর ব্রহ্মদেশে বহু ক্লেশ স্বীকার ও আপনার অসংখ্য প্রকার সেবাকার্য্যে ব্যস্ততা সত্ত্বেও যে শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত ও আনন্দিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনার অভয় পাদপদ্মে কি ভাষায় হৃদয়ের সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছি।

এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর হইতে বৃহত্তর ভারতরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আজ আমরা বঙ্গ ও ভারতের বাস্তব সভ্যতার সহিত যে যোগসূত্র হারাইয়াছি বা অনিত্যসূত্রে গ্রথিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে পুনরায় সেই প্রাচীনতম সার্ব্বজনীন যোগসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য এই স্থানে তাঁহার সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রচেষ্টায় ও তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও আদেশে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে ব্রহ্মদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ বামো, শেঠ ভিখিরাম, শেঠ জয়কিষণ দাস গান্ধী, শেঠ হরিলাল, শেঠ নারায়ণ দাস, রায়বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু ও বহু প্রবাসী বাঙ্গালী সজ্জনের সহায়তায় রেঙ্গুণে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়।

দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গপীঠ! মম দেহি কৃপাবলম্বন্॥

আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন; কামক্রোধাদি-নক্র-মকর সমূহ আমাকে গ্রাস করিতেছে, (আমার এরূপ সঙ্কটে) হে গৌরধাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

আপনার শ্রীগুরুদেব গত বৎসর পূজনীয় গিরি মহারাজের আগ্রহে ও প্রবাসী বাঙ্গালী-গণের প্রার্থনায় এ প্রদেশে শুভাগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিবেন, এ আশা পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার তিরোধানবার্ত্তা-শ্রবণে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অধুনা আমাদের বহুভাগ্যফলে সেই মহা-পুরুষের যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে আপনার নির্দ্দেশে এই ব্রহ্মদেশে অতি সুন্দর-ভাবে প্রচারকার্য্য-পরিচালনার প্রচেষ্টা অনুভব করিয়া আমরা আশার আলোকে আলোকান্বিত হইয়াছি। আজ সপারিষদ আপনার শুভাগমনে আমরা সত্য সত্যই আমাদের প্রতি আপনার অহৈতুক স্নেহের পরিচয় পাইলাম। আপনি যোগ্যতম প্রভুর যোগ্যতম শিষ্য, এবং সেবা-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক। আজ আপনি রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রমবন্ধ নাম প্রকাশ করিয়াই সত্য সত্যই 'ব্রহ্মদেশ' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন; ব্রহ্মদেশ আজ সত্য-সত্যই বৈকুণ্ঠে পরিণত হইল।

আমরা নিতান্ত অযোগ্য, ধর্ম্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, আমরা আপনাকে কি দিয়া আমাদের হৃদয়ের আর্ত্তি জানাইব? আমরা সপারিষদ আপনাকে এই সামান্য অভিনন্দনের দ্বারা আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

পরিশেষে আমরা আপনার প্রেরিত প্রচারকবৃন্দ, বিশেষতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছি। তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ব্রহ্মদেশে আপনার অভিলষিত প্রচারকার্য্য করিতেছেন ও [illegible] স্নেহ [illegible] বন্ধনে [illegible] করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী। [illegible] আমাদের সশ্রদ্ধ প্র[illegible] গ্রহণ করুন।

আপনার [illegible]

রেঙ্গুণপ্রবাসী বঙ্গমাতার সন্তানবৃন্দ

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি প্রচারিকলে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅবদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োধা শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী নকিসিঞ্চয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(১৯) প্রপন্নাশ্রম

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

টাঙ্গাইর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিতাইদাস দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদক

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

(৩৮)

১২৫৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ৭৩৫১+
৬০৶৬ = ১৩৬৶১১১

ডিঃ কৈলাস কামিনী দেবী দিং

দেঃ ভোলাই মোল্লা দিং সাং বেত-বেড়িয়া পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া ডিঃ নং ৩৬৫ নং ৩৬৪ নং ২০৭ নং খং ৭ ৯৩ শঃ জমি ২০৮৶১৭ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৯)

১৩৪৮ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪৭৶০

ডিঃ যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ দৌলত সেখ মল্লিক দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বান্দাখোলা ডিঃ নং ১৩১ নং খং ৫-৫৯ শঃ জমির ৭৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪০)

১৫২০ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৩৫৷/৯

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস

দেঃ সরলাবালা দাসী দিং সাং নওপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নওপাড়া ডিঃ নং ৪৭২ নং খং ৫-১৭ জমির ৩৫/৬ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪১)

১৩৫২ বাংলারী ৩৭ দাবী ৫৫৸৶০

ডিঃ প্রতিভা সুন্দরী দাসী দিং

দেঃ কালীকুমারী দাসী সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামীল বাদলাজি গ্রামে ডিঃ নং ৫৩২ নং খং ৬৩-৪৫ শতক জমির ১৩২৲১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

১২৪৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ১২৮৷৯

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং

দেঃ ছিরন মোল্লা দিং সাং বেত-বাড়িয়া পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামীল মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ২০৭।৫৪।২১০ নং খং ৮-৩৭ শঃ জমির ২১৷৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৩)

১৩০৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৬৫৷৶৯

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ মুকুন্দ আলী সেখ চৌকীদার দিং সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামীল মৌজে পিতাম্বর-পুর ডিঃ নং ৮৫ নং খং ৯-৯৪ শঃ জমির ২১৬৸৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৪)

১২৪৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ১১২৸৶৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং

দেঃ কেশব সেখ বলদে দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে বেত-বাড়িয়া ডিঃ নং ৩০।১২৮ নং খং ৭-৮৭ শঃ জমির ২০৷৶১০ জমা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

১২৫৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ১২৮৩

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেংলাদিয়ার পক্ষে বীরচন্দ্র পাল রায়

দেঃ হুরমত সেখ সাং ডাংগা পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়া সামিল মৌজে ডাংগা ডিঃ নং ৯০নং খং ৪-৭৩ শতক জমির ৯৩৷৲১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল আঃ ২৫৲

নীলামের দিন ১৫।৩।৩৮

(৪৬)

১২৮৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ৮৪।/৯
+২৪॥/৩

ডিঃ প্রফুল্ল কুমার হালদার দিং

দেঃ ললিত মোহন বিশ্বাস দিং সাং মাটীপুর পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে মাটীপুর ডিঃ নং ৩০৭০নং তদধীনস্থ ৩০৭৫-৩০৮৪নং খং ১১-৮৪ শতক জমির ১৫৷৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

নীলামের দিন ১৮।৩।৩৮

(৪৭)

১২৯৭ মনিজারী ৩৭ দাবী ১৪৯/৬

ডিঃ আকাছআলী মল্লিক দিং

দেঃ মানিক মণ্ডল (কাঁটালে) দিং সাং চাঁদপুর পোঃ বাটুনারি

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে চাঁদ-পুর ডিঃ নং ৩১৩নং খং ১-৮৩ শতক নিকর জমির জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ নং ১৮২ নং খং ৪-৬১ শতক জমির ৪৸৶১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৮)

১১১২ মণিজারী ৩৭ দাবী ৯৬৸৯

ডিঃ মকবেল হোসেন বিশ্বাস

দেঃ ওকেল মণ্ডল দিং সাং মুক্তাগাছা পোঃ বাদালছি

থানা চাপড়া মৌজে মুক্তাগাছা ডিঃ নং ৭১নং খং ৩-৩৩৩ শতক জমির ২১৶১০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

১১৪৫ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৩৮।/৯

ডিঃ শশধর নাগ

দেঃ পূর্ণচন্দ্র দত্ত দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী ডিঃ নং ২২১ নং ও ১১৯ নং খং ৫৭-৪৪শঃ জমির ৭১।৶ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ১০০৲

(৫০)

১১৪৭ মণিজারী ৩৭ দাবী ১১৩৷৶০

ডিঃ দেববাণী দাসী

দেঃ ভূষণ মণ্ডল দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ নং ৩১৫ নং খং ৬৩-৯ শঃ জমির ৩৩।/১৭॥ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(৫১)

১৩৫৪ মনিজারী ৩৭ দাবী ২৮৭৲৩

ডিঃ প্রফুল্লকুমার ভট্ট

দেঃ আব্বাচ সেখ দিং সাং শরবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শরবাড়ী গ্রামে ডিঃ নং ১৫০ নং খং ৫৯০ শঃ জমির ৮।১১ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

২। থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ নং ২৫১ নং খং ২৫২ নং খং ৪-৩৮ শতক জমির ১৯/৯ টাকা খাজনায় যে একটী রায়তি জমা লেখা যায় ও ১১২নং দেনদারগণের ॥৶৬॥ = ক্রান্তি রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ নং ২৫৩ নং খং -২৪ শতক জমির ৪।/৪ টাকা খাজনায় যে একটী রায়তি জমা লেখা যায় উক্ত জমায় ১১২ নং দেনদারগণের ॥৶৬॥ = ক্রান্তি রকম অংশে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

১২৭২ দেংজারী ৩৭ দাবী ১১১৸৯

ডিঃ নিমাই মল্লিক

দেঃ যমালদ্দি মণ্ডল দিং সাং আতগাছি পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়া মৌজে আতগাছি গ্রামে ডিঃ নং ২৪৩ নং ১৩৪-১৭ শতক জমি ৩৪।০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৫৩)

১১০২ দেংজারী ৩৭ দাবী ৫১৫।৩

ডিঃ নিত্রা বিবি

দেঃ রেয়েছ নিকারি হালসানা দিং সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া ধনঞ্জয়পুর ডিঃ নং ৮০৩ নং খং নিকর ব্রহ্মত্র জমির ২৩৷০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫

(৫৪)

১৩২৪ দেংজারী ৩৭ দাবী ১৮০৲৩

ডিঃ বিধুবালা ঘোষ

দেঃ ফাকরচাঁদ মণ্ডল সাং পলিয়ানপুর পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে পলিয়ান-পুর ডিঃ নং জমিদার সং মন্মথনাথ চৌধুরীর তপশীলের জমির ১২৮ টাকা জমা ছিল যাহা সেটেলমেণ্টে ৮॥ টাকা জমা ধার্য্য হওয়া, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থারম্ভে বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাধা)
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও
দীপিকা
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষা
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য, শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৭ম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বাঙ্গালার লবণ শিল্প

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মিঃ বি, সি, খাসনবিশের সভাপতিত্বে বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের এক সভা হয়। ঐ সভায় বাঙ্গলার লবণ শিল্পকে বৈদেশিক ও এডেনের অবৈধ প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার যাহাতে যথোচিত ব্যবস্থা করেন তজ্জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ঐ মর্ম্মে ভারত সরকারের নিকট তার পাঠান হয়।

বর্দ্ধমান জেলায় খুন

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন মালগড়িয়া গ্রামের অশ্বিনীকুমার মণ্ডলকে গত ১১ই ফাল্গুন রাত্রিতে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের পুষ্করিণীর নিকট ফেলিয়া গিয়াছে। পরদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া মৃতদেহ কালনায় পাঠাইয়াছে এবং সন্দেহক্রমে উক্ত গ্রামের প্রবোধচন্দ্র কেওড়া এবং মালবাড়িয়ার নগর কোটাল, সত্য কোটাল ও পানী কোটালনীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে এইরূপ প্রায় ৬।৭টী খুন হইয়াছে; কিন্তু পুলিশ একটীরও হত্যাকারীকে ধরিতে পারে নাই।

ব্রহ্মদেশে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার সন্ধ্যায় ইয়েন আঙ্গিয়ানের তৈলখনি অঞ্চলে অবস্থিত থানগানগো অঞ্চলে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে চারিশত পর্ণকুটির ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পর ভস্মস্তূপের নীচ হইতে একটি স্ত্রীলোকের দগ্ধ দেহ ও বহু গবাদি পশু এবং কুকুরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত কর্ম্মচারীদের একমাসের বেতন এবং তথাকার প্রত্যেক পরিবারবর্গকে এক বস্তা করিয়া চাউল দিয়াছেন।

কাশীতে ৫৬ জন গ্রেপ্তার

স্থানীয় লোহার কারখানার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। যে সমস্ত শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, ইহাই ধর্ম্মঘটকারীদের দাবী। আপোষ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। এই অবস্থায় ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকেরা পিকেটিং সুরু করিয়াছে। যে সকল শ্রমিক কার্য্যে যোগদান করিতে চায়, তাহাদিগকে বাধা দেওয়াই পিকেটিংএর উদ্দেশ্য। অবস্থা গুরুতর মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ পুলিশ মোতায়েন করেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ কালে ৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহারা পিকেটিং করিতে গিয়াছিলেন। অভিযোগ এই যে, তাহারা কর্ম্মে যোগদান করিতে ইচ্ছুক শ্রমিকদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন।

ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কয়েকজন যুবক আছেন, যাঁহারা অনেকটা কংগ্রেস পন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদী। কয়েকজন ছাত্রও ইহাদের মধ্যে আছেন। ধৃত ব্যক্তিগণকে জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, স্থানীয় কংগ্রেস শ্রমিক সাব কমিটি নাকি ধর্ম্মঘট সমর্থন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্ম্মঘটকারীদের দাবী অযৌক্তিক।

জাপানী কন্সালের আবাসে পুতুল উৎসব

গত ৩রা মার্চ্চ সন্ধ্যায় কলিকাতায় জাপানের কন্সাল জেনারেল মিঃ যোসিদার পত্নী মিসেস্ টি, যোসিদা তাঁহার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থিত বাসভবনে "হীনা মৎসুরী" উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। "হীনা মৎসুরী" অথবা পুতুল উৎসব জাপানী মেয়েদের একটি উৎসব। ইহা ইংরেজী সনের তৃতীয় মাসের তৃতীয় তারিখে সম্পন্ন হয়। সপত্নীক মিঃ জে, পি, হগ্ ও মিঃ রথবার্গ, শ্রীযুত সত্যেন্দ্র মিত্র, মিঃ আজিজুল হক্, শ্রীযুত সনৎ রায়, শ্রীযুত সত্যেন মজুমদার, শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ, শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে কেহ কেহ এবং কলিকাতাস্থ বিদেশী কন্সালদের মধ্যে অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন

ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচনা

রোমের বৃটিশ রাজদূত লর্ড পার্থ বর্ত্তমানে লণ্ডনে আছেন; তিনি রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাউণ্ট সিয়ানোর সহিত যে ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচনা আরম্ভ করিবেন সে সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। ১লা মার্চ্চ প্রাতে তিনি ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করেন; লর্ড পার্থ যে সময় ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে ছিলেন তখন মন্ত্রিমণ্ডলীর এক সভা হয়; সভায় লর্ড হালিফাক্স, স্যার স্যামুয়েল হোর, লর্ড জেটল্যাণ্ড, স্যার টমাস ইন্সকিপ, স্যার জন সাইমন, মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ হোর বেলিশা, মিঃ অর্ম্মসবি গোর এবং মিঃ ডাফ কুপার উপস্থিত ছিলেন।

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, রোমের বৃটিশ রাজদূত অথবা তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কোন সময় সরকারী বা বেসরকারী ভাবে ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

রাজদ্রোহে দণ্ডিত কংগ্রেস নেতা

কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কে টি ব্যাসের প্রতি রাজদ্রোহের অপরাধে ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বিধান অনুসারে তিনি আর বাঙ্গালোর সিটি মিউনিসপ্যালিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার সদস্যপদ খারিজ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে বিশেষ অনুমতি না দেন, তাহা হইলে তিনি আর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

ইঞ্জিনের তলায় পড়িয়া মৃত্যু

একজন মধ্যবয়সী লোক গত ২রা মার্চ্চ ই, বি, রেলওয়ের খুলি ষ্টেশনের নিকটে রেললাইন পার হইতেছিল। ইঞ্জিনের ধাক্কা লাগিয়া লোকটির মৃত্যু হইয়াছে। লোকটীর পরিচয় জানা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ের-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৷৵০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। আর্ত্তপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আরতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

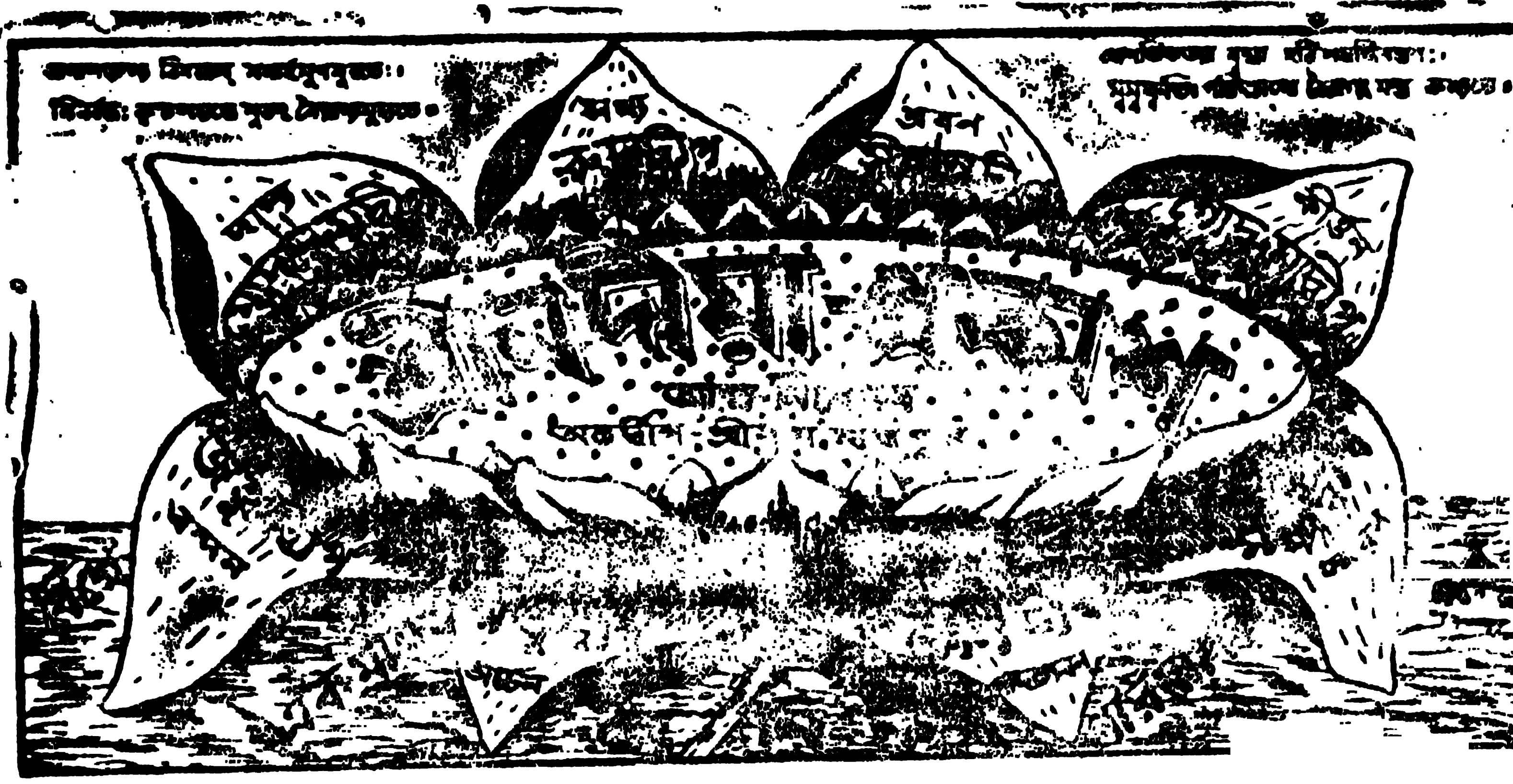

১৩শ বর্ষ { ২২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৪শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১' মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৭ম সংখ্যা

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ১৩।২।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বালিসীতা নামক গ্রামে শ্রীযুত নবদ্বীপ চন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আদি ও অন্তে শ্রীভুবন মোহন দাসাধিকারী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৪।২।৩৮ তারিখে স্বামীজী বড়-সাহড়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত তারক নাথ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৫।২।৩৮ স্বামীজী মালপাড় নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৬।২।৩৮ তারিখে সিংপুর নামক গ্রামে স্বামীজীর আদেশে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আদি ও অন্তে শ্রীভুবন মোহন দাসাধিকারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

১৭।২।৩৮ তারিখে ডিকনি নামক গ্রামে স্বামীজীর আদেশে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২০।২।৩৮ তারিখে ডিঙ্গলে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র জুই মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে স্বামীজীর আদেশক্রমে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীগুরুকৃপা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত মোহিনী বাবু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ২১।২।৩৮ তারিখে উক্ত জুই মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সুদামা বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আদি ও অন্তে শ্রীযুত মোহিনী বাবু কীর্ত্তন করেন।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় হরিকথা প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বল্লুক-গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত চিন্তামণি বাবুর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করেন। পণ্ডিতজী তথায় তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

১২।২।৩৮ তারিখে বল্লুকগ্রামনিবাসী শ্রীযুত অমর নাথ হাজরা মহাশয়ের বাসভবনে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৩।২।৩৮ তারিখে উক্ত হাজরা মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীরামলীলাপাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১৬।২।৩৮ তারিখে পাতন্দা-গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মাধব চন্দ্র দলুই মহাশয়ের বাড়ীতে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

পণ্ডিতজী ১৬।২।৩৮ তারিখে পাতন্দা গ্রামে স্থানীয় হরিসভার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্র-যোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

১৭।২।৩৮ তারিখে চিত্রা গ্রামে শিব-বাড়ী নাটমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

১৮।২।৩৮ তারিখে ভক্তিশাস্ত্রীজী চিত্রা গ্রামের উক্ত নাটমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ২৪শে জানুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধি-কারী মহোদয় অন্যান্য সেবকবৃন্দসহ মেদিনী-পুর জেলার শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ পানাগ্রামনিবাসী শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। তথায় তৎপর দিবস শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী উক্ত প্রচারকগণ চন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীযুত ভূধর দাস মহোদয়ের বাড়ীতে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যহই পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীযুত ভূধর দাস মহাশয় এ অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

গত ৩০শে জানুয়ারী প্রচারকগণ গোলাপচক নিবাসী শ্রীযুত গণেশচন্দ্র পাত্র মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় দিবসদ্বয় শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। গত ২রা ফেব্রুয়ারী প্রচারকগণ আনন্দপুর গ্রামে শ্রীযুত [illegible] দাসাধি-কারী মহোদয়ের ভবনে গমন করেন। তথায় ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে রঘুনাথপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী তৎপর দিবস শ্রীযুত বঙ্কিম বাবুর ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"চেতন ও অচেতনের মালিক— ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ গোবিন্দ স্বাণু প্রত্যূম গৌরাব্দ ৪৫

পরিক্রমা কাহাকে বলে ?

——::(•)::——

যে কোন বস্তু বা স্থানের চারিদিক্ ঘুরিয়া বেড়ানকে পরিক্রমা বলে। চেতনের ধর্ম্ম পরিক্রমা করা। হয় সে এ জগতের কোন কিছু পরিক্রমা করিবে অথবা পরবস্তুকে কেন্দ্র করিয়া বিচরণ করিবে। বদ্ধজীব আমরা ঘুরপাকের মধ্যে পড়িয়া এজগতে কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এত ঘুরিয়াও শান্তি পাইতেছি না। আমাদের যে এত ঘুরা-ফেরা বা এত পরিশ্রম ইহার মূলে আছে কেবল স্বসুখবাসনা। তাহাতে ভগবানের সুখানুসন্ধান না থাকায় দুঃখই প্রাপ্য ফল হইয়া দাঁড়াইতেছে। এজগৎ-পরিক্রমার আর শেষ নাই। কখনও পাখী হইয়া আকাশে ঘুরিতেছি। কখনও জলজন্তু হইয়া সমুদ্রে ঘুরিতেছি আবার কখনও বা মনুষ্যাদি হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি। আমরা এইরূপভাবে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি। শাস্ত্রে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা এইরূপ লিখিত আছে,—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

আমরা ৯ লক্ষ মৎস্যাদি জন্ম, কুড়িলক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবরজন্ম, এগার লক্ষ কৃমিজন্ম, দশ লক্ষ পক্ষিজন্ম, ত্রিশ লক্ষ পশুজন্ম এবং চারি লক্ষ মানবজন্ম—একুনে চৌরাশি লক্ষ যোনি কেবল ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি। এই বিশ্বভ্রমণের আর সমাপ্তি হইতেছে না; ফলে কেবল দুঃখের পর দুঃখ, অশান্তির পর অশান্তিই ভোগ করিতেছি। এ বিশ্বপরিক্রমার পরিসমাপ্তি হইতে পারে একমাত্র শ্রীধামপরিক্রমার দ্বারা—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম অনুসরণ দ্বারা। বিশ্ববাসী আমরা প্রত্যেকেই 'নিজ নিজ সুখের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু যেদিন এই নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনা ছাড়িয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আমাদিগকে ঘুরাইতে পারিব, অপরকে নিজের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া অকপটভাবে নিজে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের গোলাম থাকিয়া সকলকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিব, নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যখন তাঁহাদের সুখের জন্য অনুক্ষণ—অবিরাম এমন কি, জন্মজন্মান্তর ঘুরিতে প্রস্তুত হইব, যেদিন প্রেয়ঃই আমার শ্রেয়ঃ হইবে, তাঁহাদের সুখে সুখী হইবার বাসনা আমার হৃদয়ে জাগিবে, সেই দিনই বিশ্বপরিক্রমা, এবং বিশ্বনাথ-পরিক্রমা, গ্রাম-পরিক্রমা ও ধাম-পরিক্রমার তফাৎ বুঝিতে পারিব। তখন আর এজগতের কোন কাজ ভাল লাগিবে না, কামদেবের কামপূরণের জন্য আমাদের স্পৃহা বলবতী হইবে। তখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণ-রেণু হইবার মহতী আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে স্থান পাইবে। তখনই আমাদের স্বরূপের স্বাভাবিকী বৃত্তি উদিত হইবে। তখনই আমরা বুঝিতে পারিব যে, শ্রীধামপরিক্রমা করা ব্যতীত—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখবিধান করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই।

আমরা সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজন-পরিক্রমা বা গৃহ-পরিক্রমায় ব্যস্ত আছি। কিন্তু এই গৃহ বা স্বজন ত' নিত্য নয়। ইহাতে ত' হরিসেবার কোন কথা নাই। সুতরাং এতাদৃশ হরিবিমুখ গৃহ ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ কেবল অধোগতির কারণ। সেইজন্যই ভগবানের ভক্তগণ শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভগবানের প্রিয় তুলসীমঞ্চ, শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র—শ্রীধাম প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন। আমরা যাহার চারিদিকে ঘুরিয়া থাকি তাহার প্রতিই আমাদের স্বভাবতঃই আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য বস্তু দেহ-গেহাদির চারিদিকে ভ্রমণ করিলে অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি হয় আর ভগবদ্ধামের চতুর্দ্দিকে ঘুরিলে তাঁহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য পরিক্রমা একটি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

চতুর্ব্বারং ভ্রমন্তিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তো ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থ-
গমনাধিকমিতি॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে জগৎ পরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গা-তীর্থাদিতে গমনাপেক্ষা অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেননা, তাহার দ্বারা অতি সত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহারা পদদ্বারা শ্রীধামাদিতে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মহাভাগ্যবান্। তদ্দ্বারা সংসাররূপ মরুভূমিতে দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।

যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া পদদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ না করেন, তাঁহাদের পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য অর্থাৎ সেইসকল লোক দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষের ন্যায়। সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থানসমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে দর্শন ও পরিক্রমা করি তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্যদেহ ধারণের সার্থকতা হইবে; নতুবা আমাদিগের মধ্যে ও পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ নাই।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থ-মুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্জনতা। অনর্থ থাকাকালে আমাদের নিরন্তর সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করা উচিত। নতুবা অনর্থবিমুক্তির পরিবর্ত্তে অনর্থ বা অসৎ পিপাসা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা বহির্ম্মুখ। তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ইতর কার্য্যে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় ইন্দ্রিয়-গুলিকে ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের কোন উপায় নাই। অম্বরীষ মহারাজ একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিতেন। তিনি তাঁহার পদযুগলকে শ্রীধাম-পরিক্রমা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন।

ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত ভগবানের সেবা—শ্রীধাম-পরিক্রমাদি সেবা হয় না। ভক্তানুগত্য বাদ দিয়া যে শ্রীধাম-পরিক্রমার অভিনয় তাহা শ্রীধামের চরণে অপরাধ মাত্র। সেবায় আনুগত্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সুতরাং বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রবণমুখে আনুগত্য সঙ্গ ব্যতীত যে তীর্থ-পর্য্যটনাদি তাহা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া যেমন, গৌর-ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত গৌরধাম দর্শন বা পরিক্রমার চেষ্টাও তদ্রূপ। তাহাতে শ্রীধামের স্বরূপ দর্শন হয় না—কাঠ, পাথর, মাটি, বৃক্ষ, লতা—জড়বস্তু বা জড়দেশ দেখা হয়।

শ্রীধামের স্বরূপ ভোগচক্ষে দেখা যায় না। যিনি সেবাতে উন্মুখ হইয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপা-বলে দিব্য-চক্ষে শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ভোগপর চক্ষে এই চিন্ময় শ্রীধাম প্রপঞ্চের অন্যান্য স্থানের ন্যায়ই প্রতীত হয়।

আজ আমাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। গৌরজন কৃপাপূর্ব্বক গৃহ-পরিক্রমা বা বিশ্ব-পরিক্রমা হইতে নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমায় আহ্বান করত সাধুসঙ্গে ভগবানের লীলাস্থলী দর্শন ও সাধুমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি পরদুঃখদুঃখী। তাই আমাদের জন্য তাঁহার এত দরদ! এত কষ্ট স্বীকার!

এই শ্রীধামপরিক্রমাই শ্রীধাম-সেবা—

দ্বারা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের আর সংসারচক্রে ঘুরিতে হইবে না, বিশ্বপরিক্রমার যাত্রিগণের সঙ্গ আমাদের রুচিপ্রদ হইবে না। আমাদের যাহার যাহা আছে, তাহা দিয়াই শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর সেবা করিতে হইবে। সেবা-শৈথিল্য আসিলে আমাদিগকে জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বপরিক্রমা করিতে হইবে। তাই বলি, সাধু সাবধান!

———

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

——::•::——

দ্বিতীয় দিবস—সীমন্তদ্বীপ

নানাস্থান হইতে আগত মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত, সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণ এবং মঠবাসী সেবকবৃন্দ গতকল্য ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ সোমবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সাধুসঙ্গে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমা করিয়াছেন। গতকল্য আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরে স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে আত্ম-নিবেদন করিয়া ভক্তবৃন্দ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অদ্য শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন।

এই প্রাচীন শ্রীসীমন্তদ্বীপ বর্ত্তমান সীমুলিয়া, শোনডাঙ্গা, বামুনপুকুরের কিয়দংশ, রাজাপুর, মোল্লাপাড়া, শঙ্খডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান সমূহে ব্যাপ্ত ছিল। পরিক্রমা সীমুলিয়া

হইতে বর্ত্তমান বেলপুকুর হইয়া শোনডাঙ্গায় যাইবে। তথা হইতে শরডাঙ্গা হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই শ্রীসীমন্তদ্বীপের মহিমা শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সঙ্কর্ষনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং
বৈরাগ্যসীমস্পৃশাম্।
হস্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দুর্লভ-
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্দত্তে
সীমন্তকে ॥

(শ্রীনবদ্বীপশতকম্)

শ্রীরাধাবল্লভপাদপল্লব-সেবা-রত থাকিয়া আজীবন শুদ্ধনামের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণ-রজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরমসীমা প্রাপ্ত) হইয়া এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও হায়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপান্তর্গত সীমন্তদ্বীপের সেবা করিয়া সৌভাগ্যবান্ জীবের সেই সুদুর্লভ রাধা-কৃপা-কটাক্ষ সত্বর লাভ হউক।

শরডাঙ্গা

শূররাজগণের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্ত্তমানে শরডাঙ্গা নামে কথিত। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর শবরক্ষেত্র। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি আনিত হইয়া শবরক্ষেত্রে স্থাপিত হন। পরে কালপ্রভাবে গঙ্গাতটবাসী উপাধ্যায়-বংশ স্বপ্নাদেশক্রমে জগন্নাথের সেবা করিতে থাকেন। এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেব শবর-গণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজমান। এই স্থান—অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। এই স্থানে একটী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দেব শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার সহিত বিরাজমান আছেন।

শোনডাঙ্গা মেঘার চর

একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে এই গঙ্গাচর-ভূমি মেঘের চর বা মেঘার চর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বেলপুকুর

বর্ত্তমান বামুনপুকুর পল্লীর নাম পূর্ব্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীমায়াপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। মেঘার চরায় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান বামুনপুকুর নাম লাভ করিয়াছে।

ভক্তিবিনোদ বাণী

——::)•(::——

শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর যোগাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব, ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেমসূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই, ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়; অন্যপ্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃত। সোপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে; বিকৃতিস্থলে অসূয়ারহিত হইয়া নিজে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে. অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না; যাহার যখন শুভোদয় হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

দ্বারে দ্বারে মহাপ্রভুর শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদ্গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখী করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য।

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়োসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্রসাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকে ভজনলিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গ সকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণবাচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তিহীন। প্রতি অবসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকে কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবানই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরমচৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যরূপ ভগবানই জীবের আশ্রয়। এই জড় জগৎ মায়ানির্ম্মিত। জড় জগতে জীবের অবস্থিতি দণ্ডাজনের কারাবাস। ভগবদ্-বৈমুখ্য বশতঃ জীবের মায়াসংশ্রব। ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত।

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য-গতি নাই। ভগবানের সেবানন্দ লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সাধনভক্তি—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নব-বিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তন প্রধান। সাধুসঙ্গে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই চারিটী বিষয়ের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ববীজস্বরূপ। অত-এব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হন, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি মাত্র। ভক্ত যে সময় অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন।

আনন্দ দ্বারা হাস্য, স্নেহ দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতিদ্বারা নৃত্য যেরূপ প্রাকৃত রসে ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রসে জিহ্বা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনামরসের ব্যাপ্তি হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধনকালের যে নামের অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়। তাহা কখনও নামাপরাধ ও কখন নামাভাস।

মনকে স্থির করিলে ভক্তি দৃঢ় হয়। ধাবমান মন আশু ভ্রামিত হইয়া স্থির হয় না। সাবধানে অনুরোধ-মার্গে তাহাকে আয়ত্ত করিবে। অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্বের ইচ্ছানুরোধে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যেরূপ তাহাকে কৌশলে ফিরাইয়া লয়, সেইরূপ কামধাবিত মনকে একটু ধর্ম্মসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়।

দীনের অর্ঘ্য

গুরুদেব !

তব সর্ব্বজ্ঞতা প্রকট তিথি
আগত আজিকে জীবের দ্বারে।
তিথি আরাধনা করিতে শকতি
তুমি কৃপা করি' দেহ' গো মোরে ॥
না জানি ভজন, না জানি পূজন
বিষয়েতে সদা রয়েছি মত্ত।
তব কৃপাকণ করিয়া সম্বল
গাহিব আজিকে তোমার তত্ত্ব ॥
এসেছিলে বিশ্বে তারিতে পামরে
শ্রীচৈতন্যবাণী করিয়া দান।
স্বকার্য্য সাধিয়া গেছ তুমি চলে
যথা তব সেই কৃষ্ণ প্রাণারাম ॥
প্রকটাপ্রকট তব নিত্যলীলা
জন্ম-মৃত্যু-সম জানিত নয়।
প্রকট-অপ্রকট এই দুই লীলা
আমাদের প্রতি অতীব সদয় ॥
শ্রীপুরীধামেতে প্রকটিত হ'য়ে
দেখাইলা জীবে গুরাজ-চরণ।
শ্রীচরণালোকে হ'য়ে উদ্ভাসিত
বিশ্ববাসী তব গায় জয় গান ॥
শ্রীচৈতন্যবাণী সারা বিশ্বমাঝে
প্রচার করিয়া হহে দয়াময়।
শ্রীহরিভজন করিবারে জীবে
তব শ্রীচরণে দিলে গো আশ্রয় ॥
'গৌড়ীয়ে'র দ্বারে গোলোকের বাণী
'নদীয়াপ্রকাশে' প্রকাশিয়া হরি।
সজ্জন তোষিতে 'সজ্জনতোষণী'
প্রকাশিলে আর ভাগবতভেরী ॥
শত শত গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ
জানাইলে জীবে সিদ্ধান্তের সার।
প্রদর্শনীদ্বারে শিক্ষা দিলে জীবে
নিত্যারাধ্য কৃষ্ণচন্দ্র সবাকার ॥
প্রতি তীর্থস্থলে স্থাপিবারে মঠ
শ্রীচৈতন্যমঠ করিলে প্রকাশ।
অচৈতন্য জীবে করিতে চৈতন্য
গাহিতে সর্ব্বদা চৈতন্যের যশ ॥
তব গুণগাথা না যায় বর্ণন
আমি ক্ষুদ্র অতি দীন হীন ছার।
তব গুণগান করিব কিরূপে
বিষয়মদান্ধ অতি দুরাচার ॥
দাতাশিরোমণি ওহে প্রভুপাদ
আবির্ভাবলীলা করি সঙ্গোপন।
শ্রীমদ্ অনন্ত প্রভু বাসুদেবে
বিতরিত লাগি ক'রে গেছ দান ॥
বাসুদেবাশ্রয়ে থাকিয়া সতত
সেবি যেন নিত্য তব শ্রীচরণ।
এই আশীর্ব্বাদ মাগে অভাজন
বন্দিয়া আজিকে তব শ্রীচরণ ॥

আপনার অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর

শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য [illegible] পরিক্রমা-১, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর,গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন [illegible] ভক্তিপ্রচারক [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী [illegible] ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১২৫ কলিকাতায় শ্রী [illegible] আছেন শ্রীমঠ [illegible]। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধ গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবতাদি [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ অনীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅভিরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিভূষণ

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটিঘারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সত্যেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডবোড় দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

সঙ্কেত মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা,

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীকনকানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস [illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবত-জনানন্দ মঠ

চিক্লিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকড় (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী.

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বগ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানি	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৷৴৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সপোর্ট কোয়ালিটি	৲
সিদ্ধ বেগুণ	৩৷৴৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানি আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাখারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুণ	৩৵৹

চিনির দর

কাশীপুর, টাউপ	১০৷৴৹
...পুর ১০০০ নং	১০৴৹
বারবোয়া সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৹
লণ্ডরেণ	১২৲
চাঁদির বার	৫৩৷৹

পাটের দর

আবরে—	৪০৸৹
নিম্নতর—	৪০৸৹
উচ্চতর—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৴৹
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৴৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৪৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৴৹—৫৷৴৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
পালাউ	১৷৴৹—১৸৹
ভুসি	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
খাঁটিঘাব	৩৪৷৹

তার	১৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৲—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷৹
২৬ গেজ—	১১৸৵৹
২৮ গেজ—	১২৸৹
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵৹
সীস	৷৵৫—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (সাদিস)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৫৸৹
পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
ষ্টিল পাটী, বোল্টু. গরাদে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷৹
রড	৬৸৹—৮৷৹
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹

চটকলের হালমণ ৫৵৹, পাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৷৹

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
কবাডি গুরশিদ ফাইন	৪০৲
হামার্গ সাদা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পার্ল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
শুটি খদিরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

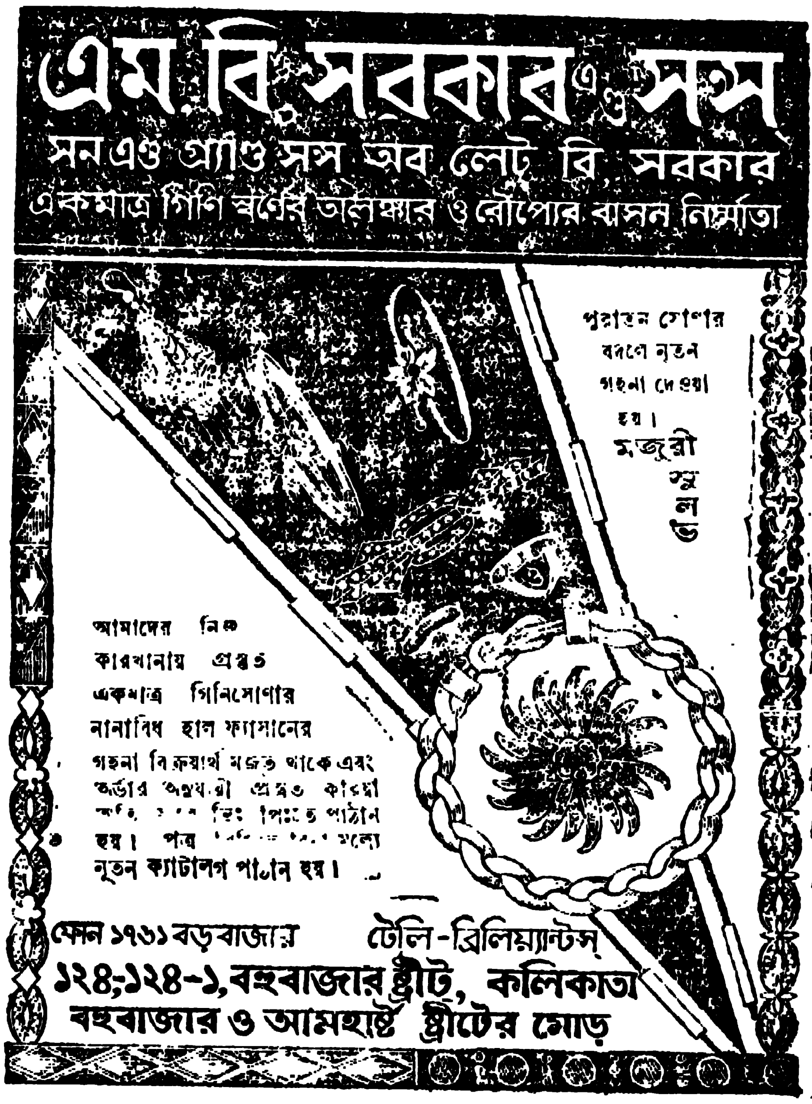

ফেভ্‌রোল

——ঃঃ৹ঃঃ

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাজমধ্যে স্বায় ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বম্বা-পাপুরা, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধিঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা দুই চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অর্থাৎ ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা দাম ৸৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৩২ ২৪১নং গলি গোঃ অঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ মহাশয়ের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী. চৈতন্য[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।২নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ-বৈষ্ণব-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1644

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ৯ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, বুধবার [৮ম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

ভাওয়ালের মেজ কুমার

৬ই মার্চ্চ ভাওয়ালের কুমার শ্রীযুক্ত [রমেন্দ্র]নারায়ণ রায় জয়দেবপুরে স্বীয় পৈতৃক [ভবনে] প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই [উপলক্ষে] কুমারের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও [হিন্দু] মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিশ সহস্র [নরনারী] তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। [কুমার] রমেন্দ্রনারায়ণ বন্ধু-বান্ধবসহ বেলা [দশটার] সময় ঢাকা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেণে [রওনা] হন। দূর গ্রামের শত শত লোকে [স্টেশন] পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ট্রেণখানি এই সমস্ত ষ্টেশন অতিক্রম করে তখন "কুমার কী জয়" এই ধ্বনিতে কর্ণ [বধির] প্রায় হইয়াছিল। কুমার ট্রেণ হইতে [অবতর]ণ করার সময় অধীর আনন্দ ও [উৎসা]হপূর্ণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সঙ্কীর্ত্তনের [দল] নাচিয়া, লাঠি-খেলা দেখাইয়া আরও নানা উপায়ে জনসাধারণ [কুমারে]র প্রতি তাহাদের স্বতঃ উৎসাহিত [প্রেমে]র প্রকাশ করে। রেলপথের পার্শ্বে [ষ্টে]শনেই কুমার জনসাধারণ কর্ত্তৃক [অভিনন্দ]িত ও মাল্যভূষিত হন। তেজগাঁও [ষ্টেশনে] কয়েকজন ইউরোপীয় ও মণিপুরী [মহিলাকে] অশ্রুপাত করিতে দেখা [যায়।]

[বেলা] তিনটার সময় বিপুল জয়ধ্বনির [মধ্যে মেজ]কুমারের ট্রেণখানি জয়দেবপুর [পৌঁছে]। জনতা এত অধিক হইয়াছিল [যে, যাত্রী]দের ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে কয়েক [মিনি]ট লাগিয়াছিল। বহু কষ্টে কুমারের [জন্য] পথ করা হয়। তিনি [ষ্টেশনে] আসিবামাত্র মহিলাগণ তাঁহাকে বরণ ও সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর সুসজ্জিত হস্তী-পৃষ্ঠে শোভাযাত্রা সহকারে কুমারকে লইয়া যাওয়া হয়। বিপুল জনতা জয়ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রার অনুগমন করে। কুমার প্রথমে ভাওয়াল রাজের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিববাড়ী ও বাড়ী নামক দুই কালী মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করেন।

অতঃপর শোভাযাত্রা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর চত্বরে উপস্থিত হয়। এইখানে ১৯২১ সালে কুমার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। জয়দেবপুরের প্রধান পথগুলি পরিভ্রমণ করিয়া রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকের পথে শোভাযাত্রা শেষ হয়। এইখান হইতে কুমারকে রাজপুরীর প্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় কিন্তু কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দারোয়ানেরা কুমারের অনুগামী লোকগণকে ভিতরে যাইতে দেয় নাই। একটি দুঃখের কথা এই যে, ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার কুমারকে গৃহ দেবতার মন্দির মাধববাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ম্যানেজার ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সমস্ত কর্ম্মচারী কুমারের অভ্যর্থনার সময় অনুপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণ এই ব্যাপারে বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। কুমার যখন প্রাসাদে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে প্রবেশ করিয়া আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন অত্যন্ত করুণ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। কুমার ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে এবং কয়েক মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়। পুরাতন প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে কুমারের ব্যবহারের জন্য ১৩টি কক্ষ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব কক্ষ হইতে নূতন প্রাসাদ রাজবিলাসের প্রবেশের সমস্ত পথ সম্প্রতি রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুমারের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে বৈদ্যুতিক শক্তির কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু প্রাসাদের অন্যান্য অংশে আছে।

প্রাসাদের এই অংশটি জীর্ণ অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি ইহার সংস্কার করা হইয়াছে।

পরলোকে জর্জ্জ জোসেফ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ জর্জ্জ জোসেফ কিছু দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। ৬ই মার্চ্চ বেলা ২টা ৪০ মিনিটের সময় তিনি মাদুরার উইলিস পিয়ার্স মেমোরিয়াল হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। গত বৎসর তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মিঃ জর্জ্জ জোসেফ কয়েক বৎসর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ও নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি ভাইকম সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

———

হিন্দু তাঁতিদিগের প্রশংসনীয় সঙ্কল্প

সাগর হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সাগরের হিন্দু তাঁতিগণ নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকের হাতে কাটা এবং তাঁতে বুনা কাপড় ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সমাজের এই সিদ্ধান্ত যাহাতে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত অমান্য করিলে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং ভোজ খাওয়ানের সিদ্ধান্তও করিয়াছেন।

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন

যুক্ত-প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে, ঔষধালয় ও দাওয়াই-খানা স্থাপন এবং উপযুক্ত স্থানে বৈদ্য ও হেকিম নিযুক্ত করার একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এইসব প্রতিষ্ঠান এবং ঐসব বৈদ্য ও হেকিম দিগকে কিছু আর্থিক সাহায্য করিবেন। এলোপ্যাথিক ঔষধালয়ের সহিত যেসব অঞ্চলে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না সেইসব অঞ্চলেই শুধু ঐসব ঔষধালয় ও দাওয়াইখানা স্থাপন করা হইবে এবং বৈদ্য ও হেকিম নিযুক্ত করা হইবে। এই সব চিকিৎসালয় নিয়ন্ত্রণের ভার লোকাল বোর্ড অথবা লোকের দানে যে সব চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে সেই সব চিকিৎসালয়ের ম্যানেজিং কমিটীর উপরও থাকিতে পারে। যে সব বৈদ্য ও হেকিমদিগকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে তাহাদের সাহায্যের হার 'এ' ক্লাসের জন্য তিন শত টাকা এবং 'বি' ক্লাসের জন্য ২৪০৲ টাকা হইবে। তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ১২০৲ টাকা হইতে ১৮০৲ মূল্যের ঔষধের টাকা দেওয়া হইবে। ঔষধালয় ও দাওয়াইখানার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৬০০৲ ধার্য্য করা হইয়াছে।

উভয় ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের এক চতুর্থাংশ টাকা যে প্রতিষ্ঠান ঐ সব ঔষধালয় ও দাওয়াইখানা স্থাপন করিবে তাহাকে বহন করিতে হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে এই পরিকল্পনার জন্য ৩৭,৫০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। শ্রীতত্ত্বোপনিষদ ।০
১৮। প্রাদেশ-আগবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী-শ্রীমহাগৌরসুন্দর (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা, সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৭৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র দ্বারা সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

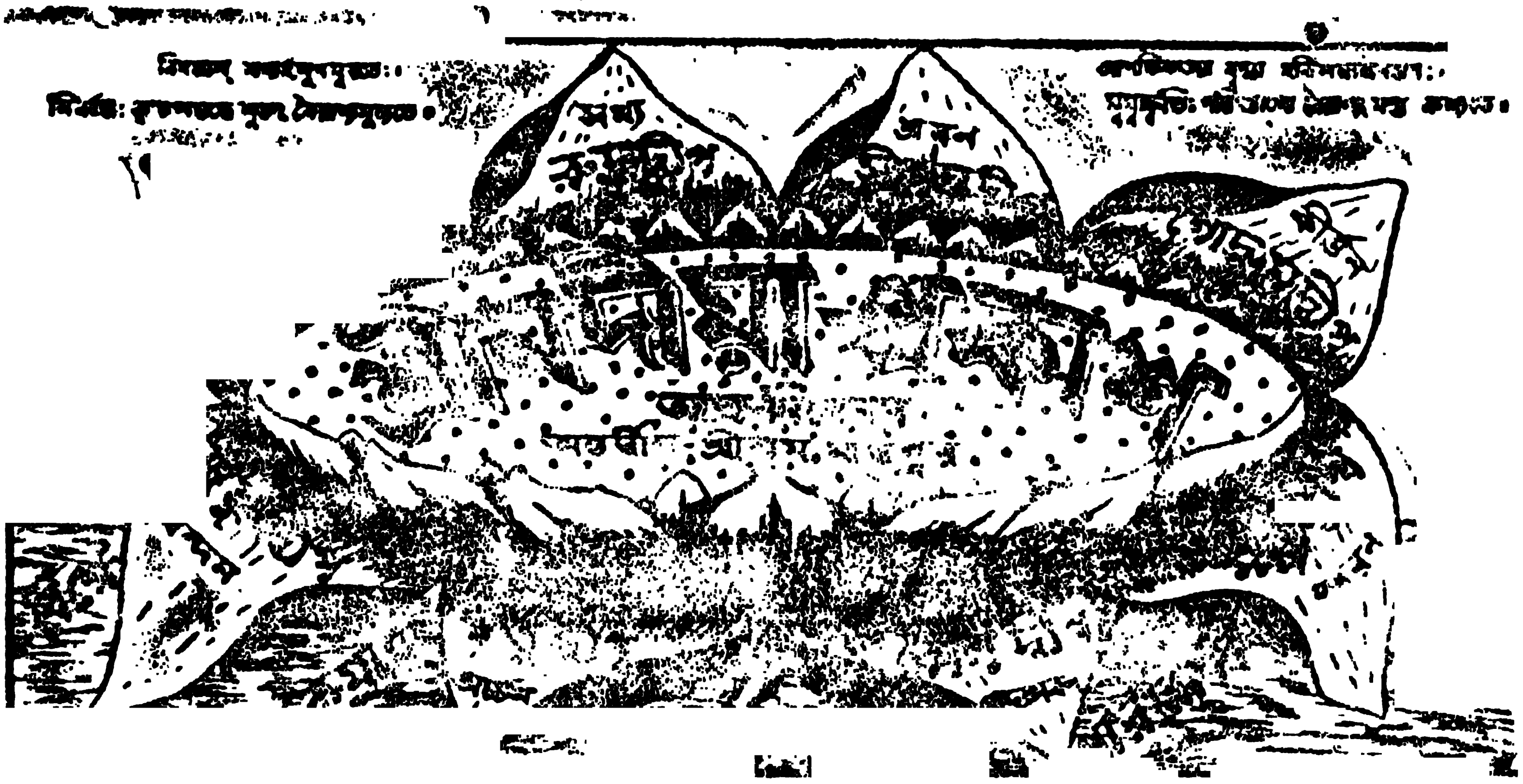

১০ম বর্ষ | ২৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই মার্চ্চ খৃঃ ১৯৩৮, বুধবার } ৮ম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

——::·::——

রেঙ্গুণ হইতে সপার্ষদে কলিকাতায় শুভবিজয়

গত ৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) ২২শে ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া ও তথায় কিছুদিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া সপার্ষদে কলিকাতায় শুভবিজয় করিয়াছেন। সঙ্গে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী, শ্রীউপানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু (ইঞ্জিনীয়ার) প্রভৃতি আসিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও কলিকাতাবাসী বহু ভক্ত ও সজ্জন সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদিসহ কলিকাতা আউটরামঘাটে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব জাহাজ হইতে অবতরণ করিবামাত্রই ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহার গলদেশ সুগন্ধি পুষ্পমালা-দ্বারা ভূষিত করেন। আউটরামঘাট-ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ জগদ্‌গুরুকারণ ভক্তি-বান্ধব বি-এ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী, শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ দাসাধি-কারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত রাখালচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সৌরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভড়, শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত ত্রিগুণানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রীল আচার্য্যদেবের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধামে প্রচারকবৃন্দ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া পরিক্রমার পূর্ব্বেই শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন।

পরিক্রমার অধিবাস মহোৎসব

গত ৬ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অধিবাস উৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্য ও সংকীর্ত্তন-সমাধান্তরায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে পাঠমুখে হরিকথা আলোচনা হয়। অপরাহ্ণ হইতে গুরুবৈষ্ণব বন্দনান্তে সংকীর্ত্তন হইতে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরপরিক্রমা করিয়া গুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে ভক্তগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় দৈন্যবিজড়িত আবেগময়ী ভাষায় প্রভুপাদ-মহিমা ও আচার্য্য মহিমা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ, শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগতি, শ্রীধাম মাহাত্ম্য, পরিক্রমা কাহাকে বলে, পরিক্রমার উদ্দেশ্য কি প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণ রাধারমণ মহোদয় সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

—

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দেউলপোতা নিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দ জানা ও ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুত চৈতন্যদাস মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ অধিকারী মহোদয় গত ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী গোবিন্দপুর গ্রামে শ্রীযুত গোপাল জানা মহাশয়ের ভবনেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী ভাবকবেড়া গ্রামে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ সেবা আশ্রমে শ্রীগৌরবন্দিয়ায় [illegible] সহিত আলোচনা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল প্রভুপাদের শতাব্দী গ্রন্থ হইতে গৌর-কৃষ্ণের লীলাবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে অপসম্প্রদায়ের অন্যতম গৌরাঙ্গনাগরীমতবাদ নিরাস করেন এবং প্রকৃত আশ্রম ও নিষ্কপট আশ্রমবাসীর স্বরূপ বর্ণন করেন। উক্ত আশ্রমে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারীজী বিবসচতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যহই স্থানীয় বহু লোক পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা

(৪ম প্রচার পর

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-
বাণী করি' গান,
সার্থক কর মানবজন্ম
দীনে গৌরদান।
বাণীর নিশান করে ধর
অবসাদে চল,
জগদ্গুরু আচার্য্যের জয়
উচ্চকণ্ঠে বল
কিছু করতে পারবে না তোর
[illegible] পরে,
[illegible]
[illegible]।
কৃপা কর অধমের
[illegible],
[illegible]
[illegible]!
ধামবিরোধী [illegible] পড়ে
[illegible] খেউ খেউ,
ধামের ঠাকুর তুমি বিনা
নাই যে আমার কেউ।
—শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়

"চেতন ও অচেতনের মালিক — ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা পরতন্ত্র। জীব সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ বৃঃ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

দুই একটী কথা

আমরা সকলেই ভাল হইতে চাই—উন্নত হইতে চাই। ইহা আমাদের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু ভাল কি করিয়া হইতে হয়, উন্নতি কাহাকে বলে, এ বিষয়ে দেশে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত থাকায় আমরা কোনটি ঠিক, তাহা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা কেহ দেহোন্নতি, কেহ মানসিক উন্নতি, কেহ স্বদেশের উন্নতি, কেহ জাগতিক [illegible]। নূতন ধরণের উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতেছি, কিন্তু আত্মোন্নতির দিকে কাহারও নজর দেখা যায় না। ইহাই দুঃখ।

আমরা মানুষ—পশু নহি। মানুষ ভগবানের সন্ধান করিতে পারে কিন্তু পশু তাহা পারে না। এইখানেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য। পশুর স্বভাব আহার, নিদ্রা, অপর পশু হইতে আত্মরক্ষা, ইন্দ্রিয়-তর্পণ এই সব। কিন্তু আমরা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যদি এই সকল কার্য্যেই ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে এমন দুর্লভ জন্ম পাইয়া আমাদের কি লাভ হইল? আমরা ত' শাস্ত্রে শুনিয়াছি, ভগবদুপাসনা ছাড়া আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। এই হরিসেবা-ধর্ম্মই ত' আমাদের মুখ্য ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম ত' ইতরপ্রাণিধর্ম্মের সহিত সমান। [illegible] যে হরিভজনের মূল। সাধুসঙ্গেই হরিভজন সম্ভবপর। কারণ, সাধুর ভাব আর অপর [illegible] দোষ দুষ্ট। সুতরাং বুদ্ধিমান জীব সাধুর সঙ্গে হরিভজন করিবেন। ইহা ছাড়া আর কি কর্ত্তব্য আছে?

জগতের লোক ভগবদ্বিমুখ। এই বিমুখতাই পশুত্ব। বিমুখ আমরা সতত নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই ব্যস্ত। এই ইন্দ্রিয়প্রীতি দুই রকম—একটি নিজের জন্য, অপরটি আমার সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ আছে তাহাদের সুখের জন্য। স্ব-সুখ-বাসনা প্রবল হওয়ার দরুণই আমাদের এই দুরবস্থা। তাই ভগবদারাধনার দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই। আমাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে—দেশের বা দশের উপকারের দিকে—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিধানের দিকে। জগতের শতকরা প্রায় শতজনেরই এইরূপ বিচার। প্রকৃত সাধুর বিচার কিন্তু জগতের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন, জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভগবানের নিত্য সেবা ছাড়া জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—থাকিতে পারে না, কোন দিন হইতে পারে না। যাহা কিছু আপাত-কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের বোধ হয় তাহা বহির্ম্মুখ অবস্থার ভ্রান্ত বিচার মাত্র। দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আসে—অনিত্য কর্ত্তব্যকে নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। যে উপাসনায় একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা কপটতা বা কাম। অন্যের কা কথা, জগতের নিকট যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, সেই জৈমিন্যাদি ঋষিগণও দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভগবৎ-সেবার কথা বুঝিতে পারেন নাই। কপাল খুব ভাল না হইলে শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্যজন্ম পায়, আবার হাজার হাজার মানুষের ভিতর কেহ মঙ্গললাভের জন্য যত্নপর হয়, আবার হাজার হাজার সংসিদ্ধ-সিদ্ধপুরুষের ভিতর কেহ ঠিক ভগবান্কে জানিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধ সেবা-লাভের সৌভাগ্য পান। ভগবানের মায়া অলৌকিকী ও দুরতিক্রমণীয়া। ভগবানের এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়ার হাত হইতে সহজে কেহ পার পাইতে পারে না। কেবলমাত্র যাঁহারা ভগবানেরই সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হন, সেই গুরুদেবৈকপ্রাণ ভাগ্যবান্ জনগণই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান।

আমরা সকলেই অভাবগ্রস্ত। কিন্তু এই অভাবের মূলে যে কি আছে, তাহা কেহ চিন্তা করি না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর অভাব থাকে না। সেই স্বভাব আর কিছুই নহে, তাহা ভগবদুন্মুখতা। সুতরাং ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই যে অভাবের মূল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ ই হ রি বি মু খ তা থাকাকালে আমাদের অভাব যাইবে না।

আবার ভক্তসঙ্গ ব্যতীত এই বিমুখতা যাইবারও অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে সাধুসঙ্গ করি তবেই আমরা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব—ভগবানের নিত্যদাস্য আমাদের লাভ হইবে। জীবের স্বভাবে এই ভগবদ্দাস্য নিত্যকালই আছে। এই ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া জীব অন্যের প্রভু সাজিতে গেলেও প্রভু হইতে পারে না। প্রভু হইতে গিয়া দাস হইয়া পড়ে। আমরা স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু এবং আরও কত কিছুর প্রভু হইতে ইচ্ছা করি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়া পড়ি তাহাদেরই দাস, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই তাহাদের সেবার জন্য। কিন্তু যেদিন আমাদের এই বিকৃত দাস্যবৃত্তি একমাত্র নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইবে সেইদিনই আমরা অভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্ব স্বভাব ফিরিয়া পাইব তখনই বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের সেবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম এবং ইহাই জীবের চরম ও পরমোন্নতি—আত্মোন্নতি, প্রকৃত ভাল হওয়া।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

—::(•)::—

তৃতীয়দিবস—গোদ্রুমদ্বীপ

আজ পরিক্রমার তৃতীয় দিবস। গত সোমবার ও মঙ্গলবার অন্তর্দ্বীপ ও সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া আজ কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন। প্রথমে শ্রীধামে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণগ্রহণ, তৎপরে আত্মনিবেদন করিয়া গৌরজনের শ্রীমুখে গৌরকৃষ্ণকথা শ্রবণ শুদ্ধ হইলেই জীবের কীর্ত্তনে অধিকার হয়। এই কীর্ত্তন—আচারময় প্রচার। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ কীর্ত্তনস্থলী।

সুরভিকুঞ্জ

এই শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ গাদিগাছা, বালিচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, দেপাড়া, হরিশপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। এই দ্বীপে সুরভিকুঞ্জ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, মহাবারাণসী ও দেবপল্লী প্রভৃতি স্থান বর্ত্তমান থাকিয়া গৌর ও গৌরজন-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

সুরভিকুঞ্জ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছেন। এই স্থানে সুরভিগাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌর-ভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনিই কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই স্থানে একটী বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল। সুরভিগাভী এই বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম গোদ্রুম।

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থান ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। এখানে ঠাকুরের অভিন্ন সুহৃদ্ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর একটী ভজনকুটীর বিরাজমান। কুঞ্জের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপাল শিব, মধ্যস্থানে ঠাকুরের ভজনগৃহ এবং একপার্শ্বে তাঁহার সমাধিমন্দির। এই সমাধিমন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌর-গদাধর এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা বিরাজমান। এখানে ঠাকুরের প্রিয় সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিও আছে।

সুবর্ণবিহার

সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী রাজা ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁহার প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতীব সমাদরের সহিত পূজা করিলেন। নারদমুনির শ্রীমুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, কলিকালে এই স্থানে গৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় লীলা প্রকাশ করিবেন। নারদের নিকট গৌরনাম শ্রবণ করিয়া মহারাজা প্রেমে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। একদিন মহারাজ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, গৌরগদাধর সপার্ষদে মহারাজের অঙ্গনে 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া 'গৌর গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল, হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খান নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণসেবার অধিকার পাইবেন। দৈববাণী শুনিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্ত-ভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন।

হরিহরক্ষেত্র

গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পূর্ব্ব-পারে শ্রীহরিহরক্ষেত্র। এই স্থানে ভগবান্ শ্রীহরির নিজ প্রিয়তম সখা মহাদেবের ভক্ত

…না কোন ধর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবের ভেদ-দৃষ্টি অপরাধজনক যাঁহারা হরকে শ্রীহরির প্রিয়তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরি ও হরে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন।

মহাবারাণসী

এই স্থানে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্ত্তন করিতেছেন। মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া জীব অনায়াসে এইখানে গৌরনাম-কীর্ত্তন-পরায়ণ বৈষ্ণব শম্ভুর কৃপায় গৌরনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন। এই স্থানে শম্ভু নির্ব্বাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন।

দেবপল্লী

এই স্থানে সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে টিলার উপরে স্ব-স্ব ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীনৃসিংহ কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্ত এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

———

PRESIDENT GAUDIYA MATH RECEPTION IN RANGOON

A correspondent writes—

His Divine Grace Paramahansa Srimad Ananta Vasudeb Paravidyabhusan Goswami President Acharyya of Gaudiya Math arrived in Rangoon last Friday. His Divine Grace is accompanied by Mahamahopadeshak Pandit A. B Goswami, His Holiness Tridandiswami Srimad Tirtha Maharaj and several other famous preachers of the Mission. The party was received at the Jetty by leading citizens and conducted to the Gaudiya Math by Samkirtan procession through the main streets.

In the evening the citizens presented an address of welcome to His Divine Grace at the Bengal Academy, which was read by the Mayor. U. Ba Glay. In the course of his reply to the address the Head of the Gaudiya Mission referred to the universality and absolutely unworldly character of the purpose and activities of the Gaudiya Mission, U Ba Glay as President of the Reception gathering, expressed his unreserved sympathy and interest for the Gaudiya Mission and welcomed His Divine Grace on behalf of the people.

Mahamahopadeshak Pandit A. B. Goswami, who is in charge of the activities of the Mission in Europe and America, was then called upon by the Mayor to give his address on "The World crisis and the Gaudiya Math." Panditji spoke for about an hour explaining how real spiritual enlightenment which could be very easily imparted to all by the method taught by Lord Chaitanya, would solve the problems that faced the world today.

Acharyyadeva installed Sree Murties of Radha Gobinda and Mahaprabhu on the 26th. which was followed by discourses delivered by Himself. Srimad Teerthaswami and Giriswami. On the 27th Mahaprasad was distributed throughout day to (14) fourteen thousand guests of all communities. Pandit Goswami and Teerthaswami lectured on Bhagabat Dharma in the evening to a very large gathering for over three hours.

The gist of these lectures consists in their exclusive appeal to the transcendental character of the teaching of all revealed Scriptures. They also claim to prove the truth of their conclusions by means of their effect on the lives of those who act up to them in practice. Such an appeal should arouse the spirit of impartial enquiry in all unprejudiced persons about the real scientific value of revealed religion.

(Rangoon Daily News 2.3.38)

রেঙ্গুণে গৌড়ীয়মঠের প্রেসিডেণ্টকে অভ্যর্থনা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ গত শুক্রবার রেঙ্গুণে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে মহামহোপদেশক পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রূপপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও কয়েকজন বিখ্যাত প্রচারকও আসিয়াছেন। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ তাঁহাদিগকে ষ্টীমারঘাটে অভ্যর্থনা করেন এবং সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে গৌড়ীয়মঠে আনয়ন করেন।

সন্ধ্যাকালে 'বেঙ্গল একাডেমি'তে রেঙ্গুণ-সহরবাসিগণ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যকে একটি স্বাগত অভিভাষণ প্রদান করেন। মেয়র উ, বা, গ্লে অভিভাষণটি পাঠ করেন। অভিভাষণের উত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচারবিষয়ের বিশ্বের সকল জীবের পক্ষেই প্রয়োজনীয়তা ও সম্পূর্ণ জাগতিক স্বার্থশূন্যতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউ, বা গ্লে সহরবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন ও গৌড়ীয়মিশনের প্রতি তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

পাশ্চাত্ত্যে প্রচারকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক এ, বি, গোস্বামী প্রভু সভাপতি মিঃ ইউ, বা গ্লের আদেশমত "বর্ত্তমান জগতের সমস্যা ও গৌড়ীয়মঠ" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন যে, একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার আচার ও প্রচারের দ্বারাই অতি সহজভাবে সকলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং ইহা দ্বারাই বর্ত্তমান জগতের সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীপাদ গিরি মহারাজ হরিকথা বলেন। তৎপর দিবস প্রায় ১৪ হাজার ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহারা শ্রৌত শাস্ত্রসমূহের অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হইতে প্রার্থনা করেন। আচার-পরায়ণ জীবনেই এই সকল শাস্ত্রসমূহের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধ হয়। তাঁহাদের এই প্রার্থনা সকল সজ্জন ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রৌত শাস্ত্রসমূহের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনুসন্ধানের স্পৃহা উদয় করাইবে, সন্দেহ নাই।

প্রার্থনা

মায়াতীত নিত্যাতীত
    আমার প্রভুর ধাম,
জগৎ মাঝে উদয় আজি
    মায়াপুর তাঁর নাম।

গুরুগৌরের ভক্তগণে
    নিত্য হেথায় বাস,
সবাই রত দন্ত নিতে
    মোহ মায়ার ফাঁস।

করলে হেথা সাধুসঙ্গ
    কর্ম্মবন্ধ টুটে,
সকল অনর্থ যায় গো কেটে
    প্রেমভাণ্ডার লুটে।

ক'রলে হেথা যোগপীঠেতে
    আত্মনিবেদন,
বাসুদেবানন্দ-দাসে
    পাবে সেবাধন।

প্রেম সায়রে বিচরণে
    যদি থাকে মন,
মায়াপুরে গুরুপদে
    এস জগৎ জন।

বিরজার বারিকণা
    সুরধুনী নীরে,
কর্ম্মজ্ঞান দূরে এস
    গৌরকুণ্ড-তীরে।

গোলোকালোক জগৎমাঝে
    হয়েছে উদয়,
মায়াপুরের শ্রীমন্দিরে
    দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।

সর্ব্বাবাধ্য ধাম হতে
    নাম বিলাতে হেথা,
বিলাইল ভুবন ভরি'
    গৌর-কৃষ্ণের কথা।

বৃন্দাবনে লুকিয়েছিল
    যে গোবিন্দের আলো।
মায়াপুরে প্রকাশ হ'ল
    আলোয় কালোয় আলো।

বৃন্দাবনের আলো-কালোয়
    জানাইতে হেথায়,
জগদ্গুরু ডাক্‌ছে সবাই
    আয়রে ছুটে আয়।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকরূপে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রসূন

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদির তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং ‘গৌড়ীয়’ পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেবাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণস্বরূপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅভিরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দ ... ও ... কাপুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, বর্দ্ধমান—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীপ্রদ্যুম্ন গৌড়ীয় মঠ

রাটিগ্রাম (শ্রীপ্রদ্যুম্ন ... নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাতি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) নারায়ণগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীবয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীতত্ত্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ... রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীতত্ত্বধাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনকুলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) গন্ধেশ্বর বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া-ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষীকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রমোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাস ... দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাই, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ নাড় (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ... অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজগৎগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
বাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রঙ্গিন বোয়ালিয়া	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৶০
ঐ বাখারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৶০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৵০
খাঁড়াচোরা সাদা	৯।০
জামপুর সাদা	৮।০—৯৶০
জামপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

আয়ত্ত—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৵০—৫।৵০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৷৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

আগ্রা	৪৭৲
রামনগর	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
গব্য	৪৫৲
সাহারাণপুর	৩৬।০

তার	৭৫৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা পাহাড়ী	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	১২
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৶০
সীস	।৵৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, গোলচুঁ. গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৮।০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ১৩।০

১৪টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৩।০

তুলার হালমণ ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আবেন কর্ড	৪০৲
কবাটি সুরলিম ফাইন	৪০৲
চাম্বার্গ ভাবা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৬।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গুটি ঐ রিসমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোডপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

-:::০:::-

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সুদর্শন পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথ

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অপ্রমেয় জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারিতোষক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক বক্তামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

-প্রকা

-:(:●:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
		১৷০	১৷০	৯৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	২॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৯৲
" এক কলম	৩৯৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যভামা:গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1661

শ্রীরূপানুগবর্গপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার. [৯ম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

সাপ ও চামচিকায় যুদ্ধ

মেদিনীপুর জিলার অন্তঃপাতী মির্জ্জাপুর নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র জানা মহাশয়ের বাড়ীতে একটি সাপ ও একটি চামচিকায় তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রায় ৪।৬ হাতলম্বা একটি দাড়াস সাপ শুষ্ক তালপত্র আচ্ছাদিত তাল বৃক্ষের উপরিস্থিত ঐ চামচিকাকে আক্রমণ করিলে প্রথমে তালবৃক্ষের উপরেই তাহাদের যুদ্ধ বাধে। তাহার ফলে বৃক্ষের শুষ্ক তালপত্রগুলি কম্পিত হইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে থাকে। প্রথমে দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া উহার কারণ নির্দ্দেশে অপারগ হয়। অবশেষে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে উহারা বৃক্ষতলে পতিত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। বৃক্ষের তলে পড়িয়াও উহাদের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যুদ্ধ চলিতে থাকে। সাপটী চামচিকার প্রায় অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়াছে আর চামচিকাও প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখ দ্বারা সাপটীর মাথা কাটিয়া, চিরিয়া সাপকে প্রায় কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে সাপ অত্যন্ত ভীত ও ক্লান্ত হইয়া চামচিকাটীকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিল আর চামচিকাও সাপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পলায়ন করিল। রাখে কৃষ্ণ মারে কে—দর্শকবৃন্দ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্মিত হইল।

উড়িষ্যায় বায়সকোচ কমিটী

গত ৪ঠা মার্চ্চ বায়সকোচ কমিটীর সাময়িক রিপোর্ট উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। প্রকাশ, কমিটী শুধু বিভিন্ন বিভাগের বেতনের হার ও রাহা খরচ বাবদ এলাউন্সের হার সংশোধন সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রণয়ন করিতে কমিটীর আরও প্রায় এক শত বৈঠকের প্রয়োজন হইবে। বায়সকোচ কমিটীর সভাপতি পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র সরকারী দপ্তরখানা পুনর্গঠন কমিটী যাহাতে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতায় কাজ করেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ ম্যাক্‌ফার্লেন্ড ৭ মাসের ছুটী লইয়া ১৭ই মার্চ্চ তারিখে বিলাত রওনা হইতেছেন। তিনিও বায়সকোচ কমিটীর অন্যতম সদস্য। তাঁহার স্থলে বায়সকোচ কমিটীতে কে কাজ করিবেন জানা যায় নাই।

মিঃ ম্যাক্‌ফার্লেন্ডের স্থানে মিঃ ই-দার-উড চীফ্ সেক্রেটারীর কাজ করিবেন.

আগামী ৪ঠা এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাটনা হাইকোর্টের [illegible] পতি স্যার খাজা মহম্মদ নূর কটক সার্কিট কোর্টে এজলাস করিয়া মামলার বিচার করিবেন।

হিন্দু মুসলমানের একতা স্থাপনের চেষ্টা

আসাম পরিষদের সদস্য খাঁ বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী ও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ আলী হায়দর খাঁ—সুরমা উপত্যকার এই দুইজন প্রধান ও বিশিষ্ট জমিদারের নেতৃত্বে বাঙ্গলা দেশের অনুকরণে আসাম প্রদেশেও একটী হিন্দু মুসলমান ঐক্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। উপরোক্ত জমিদারদ্বয় পরিষদের সেসন হইতে ফিরিয়া আসিয়াই এই কার্য্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ করিবেন। বাঙ্গলাদেশে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাঁহারাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন এবং বাঙ্গলাদেশের সহিত সম্পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া সেই আদর্শেতে আসামবাসী হিন্দু-মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে হিন্দু নেতাগণও যোগ দিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্যালেষ্টাইন ও বৃটিশ

গত ৫ই মার্চ্চ প্যালেষ্টাইনের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার স্যার হারল্ড ম্যাকমাইকেল অদ্য সর্ব্বপ্রথম বেতারে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের নিকট তাঁহার বাণী প্রচার করেন। এই সময় তিনি বলেন যে, ইংরেজ জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে প্যালেষ্টাইন-বাসীদের কামনা সিদ্ধ হইবে না। তিনি সকলকে যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে ও স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করেন।

উপসংহারে স্যার হারল্ড ম্যাকমাইকেল বলেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিজের আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা আছে এবং যাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থী হয় তাহাদিগকে রক্ষা করিবার শক্তিও বৃটিশ সাম্রাজ্যের আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের সহিত প্যালেষ্টাইনের স্বার্থের যোগাযোগ রহিয়াছে।"

ইউরোপে হিন্দু সঙ্ঘ

ইউরোপে হিন্দু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা [illegible] লণ্ডনের মিঃ [illegible] আর [illegible] উক্ত সঙ্ঘের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি বলেন, যে, ভারতের উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সঙ্ঘে বহু অর্থদান করিয়াছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উক্ত সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে তাহা সফল করিতে হইলে আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। সঙ্ঘের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইতে আরও অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকার [illegible] প্রয়োজন। মিঃ [illegible] [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইউরোপে হিন্দুদের মধ্যে [illegible] আদর্শ [illegible] করা [illegible] সঙ্ঘ গত ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান ঠিকানা:—"[illegible]" [illegible] বেলসাইজ পার্ক, লণ্ডন।

আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা

[illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] [illegible] চেষ্টা সম্পর্কে [illegible]—[illegible] তিন বৎসর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতীয় [illegible] আরম্ভ করিতে [illegible] ভারতবাসীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আইন [illegible] [illegible] [illegible] পার্লিয়েমেণ্ট [illegible] ভারতবাসী সংখ্যার [illegible]।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
প্রথম স্কন্ধ— ২৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকল্প ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভাগবতকল ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আন্‌অ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১০ম বর্ষ { ২৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৬শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ৯ম সংখ্যা

ধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ অলোয়ার জমিদার শ্রীযুত শচীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস অধিকারী ও শ্রীউপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে রওনা হইয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে শান্তিপুর লোক্যাল ট্রেণে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলে শ্রীকৃষ্ণকুটীরের ভক্তবৃন্দ তাঁহার গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে শুভাগমন করিলে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে ষ্টেশনটী মুখরিত করিয়া তাঁহার গলদেশ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিভূষিত করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম অভিমুখে আসিবার সময় মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয়, মঠবাসী, শ্রীধামবাসী এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ নানা বিচিত্রবর্ণের পতাকা, খোল, করতাল, শঙ্খ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য ও উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে লইয়া আসেন শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযোগ-পীঠ শ্রীমন্দিরে শুভাগমন করিলে যোগ-পীঠের ভক্তবৃন্দ তাঁহার গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবনে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। অনন্তর পরমগুরুদেবের সমাধি-মন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া সমাগত ভক্তগণকে সাদর সম্ভাষণ করেন। শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির সকল স্থানেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান করা হইয়াছিল।

অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সমাগত শুশ্রূষু ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রবণ-সিদ্ধি ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পাইয়া মঠবাসী, শ্রীধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনে সকলেই উচ্চ সংকীর্ত্তনরোলে শ্রীধামের দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিলেন

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা

-::)•(::——

গত ৭ই মার্চ্চ সোমবার মঠবাসী, শ্রীধামবাসী ও বিভিন্নস্থান হইতে আগত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে আচার্য্যানুগ সাধুগণের সঙ্গে খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহকারে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন।

মঙ্গল আরাত্রিকের পর হইতে ভক্তবৃন্দ অভিজ্ঞাহরণ নাটমন্দিরে গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা করিয়া মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বপ্রথম শ্রীআচার্য্যমন্দিরে প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরাদি পরিক্রমা করেন। শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ প্রভু শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মাধাইয়ের ঘাট, শ্রীজগদেব গোস্বামীর শ্রীপাট আদি, কাজীর সমাধি, শ্রীধর অঙ্গনাদি এবং তৎপরে শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। মাধাইয়ের ঘাট, শ্রীজগদেবের শ্রীপাট, কাজীর সমাধি ও শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে—শ্রীরামসীতার মন্দিরে শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধর অঙ্গনে শ্রীধর-মহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রথম দিনই প্রায় ৫০০ শত ব্যক্তি পরিক্রমা করিয়াছেন। যাত্রিসংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি হইতেছে।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ভক্তবৃন্দ গুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীধামপরিক্রমা, শ্রীধামমাহাত্ম্য, আত্মনিবেদন প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। অনন্তর শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি" এই গীতিটী কীর্ত্তন করিয়া গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ও সজ্জনবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

গঞ্জামে প্রচার

গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ কোকলা নামক গ্রামে মঠাশ্রিত শ্রীযুত বাঞ্ছানিধি পট্টনায়কের পিতা শ্রীযুত দাশরথি পট্টনায়ক মহাশয়ের আহ্বানে উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসিগণ সাদরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান। স্বামীজী পট্টনায়ক মহাশয়ের বাসভবনের সম্মুখে ছত্রিশ দেশাগে শ্রীভাগবত-শিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রায় দুইঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

—

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

কৃষ্ণের সংসার কাহাকে বলে ?

সংসার ভোগের স্থান। ভোগ একমাত্র পরম ভোক্তা কৃষ্ণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। ভোগে আর কাহারও অধিকার নাই। "কেহ মানে না মানে সবে কৃষ্ণদাস। যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥" সুতরাং সংসার একমাত্র কৃষ্ণেরই—তিনিই একমাত্র সংসারী। সংসারে বা ভোগে একমাত্র কৃষ্ণেরই সুখ। অন্যের পক্ষে এই সংসার বন্ধনস্বরূপ। তাই বুদ্ধিমান্ জনগণ সংসার না করিয়া—মায়ার সংসার অর্থাৎ বিশ্ব-কারাগারে প্রবেশ না করিয়া কৃষ্ণের সংসারেই বাস করেন—কৃষ্ণের সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণসুখের জন্য যত্নবান্ হন।

কৃষ্ণসেবক জীবের পক্ষে ভোগবাসনা-কৃষ্ণানুকরণচেষ্টা আপাতপ্রিয় বলিয়া মনে হইলেও উহা মহাদুঃখজনক। এই ভোগ-বাসনাই সংসার। স্বসুখকামী ব্যক্তি-গণই মায়ার পরিবারভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ, সমস্ত হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মালিক তিনিই। তিনি সকলের একমাত্র প্রভু আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার দাস। দাস প্রভুর অধীন-বিক্রীত পশু। তিনি নিজের জন্য চিন্তা না করিয়া সতত প্রভুর সুখের জন্যই ব্যস্ত। দাসের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, ধন, জন ও যথাসর্ব্বস্ব সবই প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে—প্রভুর সুখের জন্য। প্রভুর [illegible] সুখ। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র স্বসুখবাসনা তাঁহার নাই। এই সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্য-জ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠিত। আমরা বদ্ধজীব। ভগবন্নিজজন করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় অনাদি কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকে এই দিব্য-জ্ঞান বা দীক্ষা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করেন। অনাদি-বহির্ম্মুখ আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে কৃষ্ণের অধীনতা বা নিত্য-দাস্যরূপ আমাদের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজদেহ এবং দেহের বিস্তৃতিস্বরূপ স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, প্রভৃতির সুখ বিধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাই এখন আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইতেছে। এই বিশ্ব বা সংসারের শতকরা প্রায় শতজনই আমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত—বদ্ধ। আর সেই অসৎ হরিবিমুখগণই হইয়াছেন আমার একমাত্র হৃদয়ের বন্ধু বা সহায়। তাই আমি দিন দিন অধঃপতিতই হইতেছি। বিষয়ীর সঙ্গফলে মহাদুঃখ-জননী ভোগবাসনা নানাভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে মায়ার নফর করিয়া তুলিতেছে। সেবক জীব সেবাতেই সুখ পায়, ভোগে সে সুখ পাইবে কি করিয়া? সুতরাং এই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যত্ন করা আবশ্যক। এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বরূপ, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জন, জীবদুঃখে দুঃখী পরম করুণাময় শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম।

আমরা চেতন-ভগবৎসেবক। ইন্দ্রিয়-চালনা আমাদের ধর্ম্ম। কৃত্রিমভাবে এই ইন্দ্রিয়চালনা নিরোধ বা নিজভোগপর দেহ-মনের সেবায় ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করা আমাদের অনুচিত। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মালিক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিলেই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা। হৃষীকদ্বারে এই যে হৃষীকেশ জনানুগত্যে হৃষীকেশের সেবা, তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম বা স্বাভাবিক বৃত্তি। নিষ্কপটে সাধুসঙ্গ করিতে করিতে আমাদের সেবা-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে এবং তখনই স্ব-স্বরূপোপলব্ধি করিয়া আমরা কৃষ্ণের সংসারে একজন নগণ্য সেবকরূপে নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য পাইব।

ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ। তিনি পুরু-ষোত্তম। আমরা মায়ার সংসারে সংসারী সাজি মাত্র। নিজেকে কৃষ্ণপাল্য জানিবার পরিবর্ত্তে অপরের পালক বা ভোক্তা-জ্ঞান, এক কথায় নিজকে ছোটখাট কৃষ্ণজ্ঞানই মায়ার সংসারভুক্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্নিহিত চিত্তবৃত্তি। ইহা গর্হণীয় ব্যাপার। কৃষ্ণের সংসার কাহাকে বলে, ইহা জানিবার সৌভাগ্য হইলে আমাদের আর মায়ার দাসা করিতে হয় না—সংসারী সাজিয়া কষ্ট পাইতে হয় না।

যে সংসারের মালিক কৃষ্ণ অর্থাৎ যেখানে সকল কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য বা কৃষ্ণসেবা-পিপাসা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কৃষ্ণের সংসার। কৃষ্ণসুখানু-সন্ধান, কৃষ্ণসুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন স্পৃহা সেই সংসারে স্থান পায় না। মায়ার সংসারে যেমন আহার, বিহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি নিজ সুখের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, কৃষ্ণের সংসারে সেইরূপ সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণভক্তিবৃদ্ধির জন্য, কৃষ্ণসেবা-বিকাশের জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সংসাধিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ হয় নাই, 'নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্পৃহা যাহাদের বলবতী হয় নাই, কায়মনোবাক্যবেগ যাহাদের দমিত হয় নাই, সংসার-চিন্তা বা ভোগস্পৃহা যাহাদের যায় নাই, এইরূপ অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তি কৃষ্ণের সংসার করিতে পারে না। মুক্ত পুরুষের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণসংসার করা ত' দূরের কথা, কেহ কৃষ্ণের সংসারে বাস করিতেও পারে না; অধিক কি তাহা বুঝিতেও পারে না। মুক্ত পুরুষগণই একমাত্র কৃষ্ণের সংসার করিতে পারেন। সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারাই একমাত্র কামদেবের কাম-পরিপূরণে বা ইন্দ্রিয়তর্পণে দক্ষ। এই কৃষ্ণের সংসারের পূর্ণ আদর্শ —শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। অনেক সময় মায়ার অধীন আমরা কৃষ্ণের সংসারের কথা কৃষ্ণের লোকের নিকট হইতে ভাল-ভাবে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মায়ার সংসারকেই কৃষ্ণের সংসার মনে করি, কামকে প্রেম মনে করিয়া বঞ্চিত হই। মনে মনে কৃষ্ণের সংসার ঠিক করিয়া আমি কৃষ্ণের সংসারে কাজ করিতেছি মনে করিয়া সেবার ছলনায় যে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, কৃষ্ণানু-করণ বা কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, তাহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেন না, আমরা এখনও ত' মুক্ত হই নাই, স্ব-সুখ-বাসনা এখনও ত' আমাদের সর্ব্বতোভাবে যায় নাই, মায়াদেবীর আধিপত্য হইতে এখনও ত' আমরা নিষ্কৃতি পাই নাই, সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সম্বন্ধ-দর্শন ত' আমাদের হয় নাই। সুতরাং অশরণা-গত, অনর্থযুক্ত আমরা কি করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিব? কৃষ্ণের ইচ্ছা কি করিয়া বুঝিব? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই এই কথাটী ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝা উচিত। নচেৎ হিতে বিপরীত হইবে, হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবে না।

কৃষ্ণের সংসারের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই নিজ সুখে পর্য্যবসিত। স্বতন্ত্রভাবে নিজসুখচেষ্টার লেশ-মাত্র সেখানে নাই। সেইজন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে ব্যাপৃত, কৃষ্ণসেবারত মুক্তগণই কৃষ্ণের সংসার করিতে পারেন, অপরের ইহাতে অধিকার নাই। এই কৃষ্ণের সংসারের আদর্শ দেখাইয়াছেন ব্রজজনগণ—গৌরজনগণ। এবং বর্ত্তমানেও এই সংসারের আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে-ছেন—আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। দুগ্ধ জলের সহিত মিশিয়া যায় কিন্তু মাখন জলে ভাসে। বদ্ধ ও মুক্তের অবস্থা কতকটা সেইরূপ।

আমরা বর্ত্তমানে মায়ার সংসারভুক্ত হইয়া নিরন্তর কষ্ট পাইতেছি। এই অনিত্য সংসার-বন্ধন হইতে গুরুবৈষ্ণবকৃপায় মুক্তি লাভ করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণের নিত্য সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপ নিত্যসংসারবন্ধনই আমাদের কাম্য। কাজেই মুক্ত পুরুষগণের—মুক্তকুলশিরোমণি অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। এই কৃষ্ণের সংসারের কথা কেবল সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া বুঝা যায় না। 'কৃষ্ণের সংসার' বুঝিতে হইলে পরমমুক্ত শ্রীগুরুদেবের সংসারে অর্থাৎ গুরুগৃহে সাধুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে নিষ্কপট সেবোন্মুখতার সহিত অবস্থান করিয়া হাতে কলমে আজীবন কৃষ্ণের সংসার করিতে হইবে। কৃষ্ণের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরি-ত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই প্রথম আদেশ পালনপূর্ব্বক গুরুগৃহে আসিতে না পারিলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন না করিলে কৃষ্ণের সংসার বা ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। আবার শুধু মঠে আসিলেই হয় না; নিষ্কপট ও সেবোন্মুখ হইয়া মনোযোগসহকারে সাধুগুরুর আদেশ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া আনুগত্যময় জীবন যাপন করিতে পারিলেই গুরুবৈষ্ণবকৃপায় আমাদের অনর্থনিবৃত্ত হইয়া সেবোন্মুখ লাভ হয়। কপটতা বা সেবাশৈথিল্য থাকিলে আমরা সাধুর আচার, ব্যবহার ও উপদেশ এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলিব। তখন সাধুর সেবাময় কার্য্যকলাপকে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকার্য্যের ন্যায় সমান মনে করিয়া অপরাধে অধঃপতিত হইব। সতর্ক থাকিয়া সেবোন্মুখ হইলে সাধুর আচার ব্যবহার এবং সকল কথাই আমার চিত্তে অতি সহজে প্রতিভাত হইবে এবং তখনই আমরা কৃষ্ণের সংসারে—হরিগুরু-বৈষ্ণবের আজীবন সেবায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারিব।

যাঁহারা হরিভজনের অনুকূল গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করেন, তাঁহারাও যদি মুক্তপুরুষের সেবা ও আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণের সংসারের ছলনা করিতে যান তাহা হইলে তাঁহারাও

মায়ার সংসার বা ভোগের সংসার পাতিয়া ফেলিবেন। ভক্তের সংসার বড় কঠিন জিনিষ কিন্তু সদগুরু শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ইহা অতি সহজ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তের সংসার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন তুয়াপদে ক'রি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি।
অশোক অভয় অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥
ভক্তিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

চতুর্থ দিবস—মধ্যদ্বীপ

আজ মধ্যাহ্নে শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আত্মনিবেদন ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আজ মধ্যদ্বীপ—মাজিদা হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর প্রভৃতি স্থান সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিবেন। এখানে সপ্তর্ষি ভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুকুর ও উচ্চহট্ট প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান আছে।

সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী

এই স্থানে সপ্তর্ষি গৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছিলেন। সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্তর্ষি শ্রীগৌরের কথা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক গৌরকীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন এবং ধামকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌর-প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইবে, একথা জানান। নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই ব্রজবাসের সৌভাগ্য পান—পিতৃদেবের শ্রীমুখে শ্রীনবদ্বীপের এতাদৃশ মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং দৈন্যভরে গৌরসুন্দরের কৃপা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা অনাহারে অনিদ্রায় নিরন্তর গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরি সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি সপ্তটীলার উপর অবস্থান করিয়া গৌরহরির আদেশে তাঁহারা এই স্থানে গৌরকৃষ্ণভজনে রত হন।

নৈমিষারণ্য

সপ্তটীলার দক্ষিণে গোমতী নদীর পার্শ্বস্থ কাননগুলি নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌর-ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ করিয়া হংসবাহন হইয়া এই স্থানে সগণ সহিত গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন।

ব্রাহ্মণপুষ্কর

এই স্থানে সত্যযুগে দিবোদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভজন করিতে করিতে উপস্থিত হন। তাঁহার পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে বড়ই আগ্রহ হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীধামকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করেন। এই স্থানে পুষ্করতীর্থরাজের দর্শন পান। তখন তিনি অন্য তীর্থভ্রমণের বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

উচ্চহট্ট

এই উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা গ্রাম সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এই স্থানে দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরগাথা কীর্ত্তন করিতেন। এইজন্যই ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথার মর্ম্ম

পাঠ মন দিয়া শুনিতে হইবে। পাঠে অন্যমনস্ক হইলে শ্রবণ-ফল লাভ হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি সহকারে হরিকথা-শ্রবণের উপদেশ আছে। সাধুর কথায় অন্যমনস্ক হইলে নিদ্রালস্য প্রভৃতি আসিয়া আমাদের শ্রবণে বাধা প্রদান করে। তাহাতে মঙ্গল হয় না। সেইজন্য শ্রোতার একাগ্রতার আবশ্যক। এই শ্রবণ সাধুমুখে হওয়া চাই। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না, আবার কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। সুতরাং শ্রবণকীর্ত্তনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। নচেৎ মঙ্গলের আশা নাই।

সেবাই প্রকৃত নীতি। সেবাহীন নীতির কোন মূল্য নাই। নীতিকে ভোগের অনুকূল করিতে গেলে অশান্তি হয়। নীতি প্রত্যেকেরই পালনীয়। অনৈতিক হওয়া উচিত নয়। উহা মহাপাপ। ধার্ম্মিক হওয়া ভাল; তবে এই ধর্ম্ম বা নীতিই চরমসীমা নয়। হরিভজনই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নচেৎ সবই বৃথা হ'বে যাবে। যাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল তাহাই সুনীতি। এতদ্ব্যতীত সবই অন্যাভিলাষ দোষদুষ্ট। ঈশ্বর-চিন্তা বাদ দিয়া জাগতিক নীতি পালন বা নীতিশিক্ষার কোন সার্থকতা নাই। ভগবদ্ভক্ত পরম নৈতিক। তাঁহারা পাপ-পুণ্যের অতীত রাজ্যে অবস্থিত। তাঁহারা পাপ ত' করেনই না এমন কি নিজসুখপর পুণ্যের প্রতিও তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। ভগবানের জন্য যাহা করা যায় বা বলা যায় তাহাই প্রকৃত সত্য; অন্যান্য ব্যাপার অনিত্যের মিথ্যা বিড়ম্বনা। আধ্যাত্মিকের চক্ষে পতিত ভগবানের জন্য কৃত পাপও মহাধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। আর ভগবানকে বাদ দিলে ধর্ম্মও পাপে পর্য্যবসিত। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎ-
প্রভাবতঃ॥"

দীনের প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি

জগদ্গুরো! অহৈতুক-করুণামূর্ত্তে।
কৃপাময় প্রভুপাদ অশেষ গতি॥
মঙ্গলনিলয় এই মহাতিথি দিনে
আবির্ভাব-লীলা তব অতি শুভক্ষণে।
প্রকটাপ্রকট দুই সুগম্ভীর লীলা।
জীবের উদ্ধার হেতু তুমি প্রকাশিলা॥
তোমার-আবির্ভাব-লীলার রহস্য।
বুঝে যেই ধন্য সেই সুকৃতী অবশ্য॥
তিরোভাবলীলা তব পরমপাবনী।
পরোক্ষে প্রচুর কৃপা-কল্যাণের খনি॥
তব অন্তর্দ্ধানে তব পারিষদগণে।
বিরহেতে বিকল হ'য়ে দিবারাত্রি মনে॥
সেই সব মহাধীর বৈষ্ণব সুজনে।
পরণমি বার বার অতি সাবধানে॥
আমি ভাগ্যহীন মন্দমতি অতিশয়।
বৈষ্ণবচরণ বিনা না দেখি আশ্রয়।
ভক্তিবিনোদ-ধারা করিতে রক্ষণ।
পাষণ্ডদলন আর প্রেমপ্রচারণ॥
তব শুভ ইচ্ছামতে তব শ্রেষ্ঠজন।
উদিত গৌড়ীয়াকাশে আচার্য্যতপন॥
নির্ব্বিশেষ ধ্বংস-ধ্বংস করিছে বিধ্বংস।
নিষ্কপট [illegible] তিনি তব পরমহংস॥
আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেব নাম।
অনন্তসদ্গুণখনি প্রণাম [illegible]॥
আচরি' প্রচারে [illegible] বাসুদেব দাস।
সজ্জন-বিজ্ঞাত নিত্যানন্দ [illegible] প্রাণ॥
পতিতপাবন প্রভো! [illegible]।
কবে তব কৃপা পাব আমি মায়া অন্ধ॥
আর শুদ্ধভক্তি [illegible] কৃষ্ণাম্বরীতে।
কি দিয়ে পূজিব এই অতি মূঢ়চিতে॥
তব শ্রেষ্ঠজনপদে মম নিবেদন।
যাঁহার কৃপায় পাই তব শ্রীচরণ॥
[illegible] যেন তব শ্রীচরণ।
পূজিতে শক্তি পায় এই অভাজন॥

শ্রীচরণসেবাভিলাষী
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়ায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখা গয়া শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সহ কতিপয় সেবকসহ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী গয়া সহরের ১১ মাইল পশ্চিমে গুরারু নামক স্থানে হরিকথা প্রচার জন্য গমন করেন। ব্রহ্মচারীজী চিনির কলের ম্যানেজার শ্রীযুত রামেশ্বর প্রসাদ মহোদয়ের বাসভবনে অবস্থান করত মিলের সেক্রেটারী এবং অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরিকথা আলোচনা করেন। মিলের কর্ত্তৃপক্ষের আগ্রহে ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী দিবসদ্বয় রাত্রিতে শ্রীযুত রামেশ্বর প্রসাদ মহোদয়ের বৈঠকখানায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। ব্রহ্মচারীজী প্রথম দিবস উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হিন্দি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার ও কারণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। দ্বিতীয় দিবস অজামিল উপাখ্যান অবলম্বনে বৈষ্ণবগণের প্রতি যম-রাজের শ্রীভগবান, ভগবদ্ভক্ত ও ভাগবত-ধর্ম্মের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শুদ্ধভক্তি [illegible] বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] নামাধিকারী ও শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারীজীর মৃদঙ্গবাদকত্বে [illegible]-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মিলের ম্যানেজার ও প্রধান রাসায়নিক শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর [illegible], সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মোহনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, ডাক্তার এ, আলম প্রমুখ বিশিষ্ট কর্ম্মচারীবৃন্দ পাঠে উপস্থিত ছিলেন।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশক নদীয়া-প্রকাশ প্রেস আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীপাদ অনীচন্দ্র রায় ভক্তিবান্ধব।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রিয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাবলারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) সারঙ্গগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীপালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গিরা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপন্থা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বাঁকতুলসী	৫।০
আড়া চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাবেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাশীন, টাইপ	১০॥৵০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাবতোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫॥০
গিনি	১২৲
চাদিবার	৫২।০

পাটের দর

আগামে—	৪০৸০
নিম্নতর—	৪০৸০
উচ্চতর—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
কুপাংকাঠন ঐ	৬৲-৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫।৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস্)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পালাই	১॥৵০—১৸০
জব	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
কৃষ্ণমোহিনী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
গাভিরাম	৬৩।০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ১১৵০

২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১৩।৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৵০
পীস	১৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫॥০—৬। হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, বোলটু, নয়াদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭.০
রড	৬৸০—৮।০
স্বঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

5টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন গোলার কাইন	৫৪৲
লিটল আমেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাবাগ সাদা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাবন সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
শুটি খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার।

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যান্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ লওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশনে উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোল

-:::০:::

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর শক্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (নিটি বেঙ্গল)

৬২-২৭১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমহৎ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৬৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাংবৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারিত সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী সচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাড়া মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব।

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শিক্ষক
শ্রী[illegible]-সম্প্র-
[illegible]ক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১১ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার [১০ম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

প্রশান্ত মহাসাগরের দুইটি দ্বীপের স্বত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক দাবী

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জের ক্যান্টন ও এণ্ডারবেরী নামক দ্বীপ দুইটিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বত্ব দাবী করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, তিন মাস্তুল ধরা মার্কিণ জাহাজ কর্ত্তৃক এই দুইটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বীপ দুইটি অসামরিক বিমানঘাঁটি স্থাপনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বৃটেন সমগ্র ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জ দাবী করে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বহু দ্বীপের স্বত্ব লইয়া গোলযোগ আছে। মিঃ রুজভেল্টের এই দাবী ঐ সকল দ্বীপের স্বত্ব সম্বন্ধে বৃটেন ও অন্যান্য দেশের সহিত আপোষ আলোচনার প্রথম সোপান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। দক্ষিণ মেরুতে কতকগুলি জায়গাও মিঃ রুজভেল্ট দাবী করিয়াছেন। আমেরিকানরা নাকি ঐ সব জায়গা প্রথম পরিদর্শন করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরে চীনা ও ভারতীয়দের বিমান চালনা শিক্ষা

সিঙ্গাপুরে চীনা, ভারতীয় এবং এশিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহ বিমান পরিচালনা শিক্ষা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি নূতন আন্তর্জ্জাতিক বিমান উড্ডয়ন প্রতিষ্ঠান খোলা হইবে। অবস্থাপন্ন চীনারা বিমান-পোত দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিভিন্ন জাতির পঞ্চাশ জনের অধিক উৎসাহী ব্যক্তি এই নব প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন; সিঙ্গাপুরের রয়াল বিমান উড্ডয়ন ক্লাবের সহিত ইহার কোন সংস্রব থাকিবে না; শেষোক্ত ক্লাবের সমস্ত সদস্যই ইউরোপীয়।

———

বহরমপুর বন্দিনিবাস বন্ধ

গত ৭ই মার্চ্চ বহরমপুরের বন্দিনিবাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে প্রায় ৪০জন রাজবন্দীকে রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের কয়েকজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট বন্দীদের কাহাকেও গ্রামে, কাহাকেও বা স্বগৃহে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

গৌরীশৃঙ্গ অভিযানকারী দল

১৯৩৮ সালের গৌরীশৃঙ্গ অভিযানকারী দলের নেতা মিঃ টিলম্যান তাঁহার দলবল সহ প্রায় পনর দিন যাবৎ কালিম্পংয়ে তাঁবু ফেলিয়াছেন। এখান হইতে গৌরীশৃঙ্গ অভিমুখে রওনা হইবার সমস্ত আয়োজন করিতেছেন। শ্রীযুত কাম্পাল উক্ত দলের তাঁবু বহনকারী ও কুলিদের দেখা শুনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দলের দোভাষীর কাজও করিবেন। গত সপ্তাহের প্রথম ভাগেই তিনি গণ্টক রওনা হইয়াছেন। সেখান হইতে খচ্চর বাহিনী অভিযানের সমুদায় দ্রব্যাদি লইয়া তিব্বত অভিমুখে রওনা হইবেন। তাঁহারা নাথুলা (গিরিপথ) ও কারিঝঙ্গ হইয়া তিব্বত যাইবেন। মিঃ টিলম্যান, মিঃ শিপটন, মিঃ আগল'ভ প্রভৃতি ছয়জন পর্ব্বত আরোহণকারী গতকল্য মোটর যোগে গণ্টক অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। দলের অবশিষ্ট পর্ব্বত আরোহণকারী মিঃ স্মাইথ ১৩ই মার্চ্চ গণ্টকে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। অভিযানকারীরা আশা করেন যে, দলবল সহ এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই তাঁহারা "বেস ক্যাম্পে" পৌঁছিবেন। সেখানকার জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইলে তাঁহারা অজেয় ও দুরারোহ গৌরীশৃঙ্গ আরোহণে যাত্রা করিবেন।

———

চীন জাপান সংবাদ

গত ৪ঠা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ জাপানীরা শানসী প্রদেশের মধ্য দিয়া টাংপু রেলপথ ধরিয়া অব্যাহতগতিতে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা লিনফেন অতিক্রম করিয়া হোনার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। চীনারা পশ্চাদপসরণ করিতেছে বটে, কিন্তু বিনা যুদ্ধে নহে। এই অঞ্চলে সম্প্রতি যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উভয় পক্ষেই বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

এদিকে শানসী প্রদেশে চীনাদের সাহায্যার্থ আরও বহু নূতন সৈন্য আসিতেছে। তাহারা টুংকোয়ানের উপকণ্ঠে ব্যূহ রচনা করিতেছে এবং জাপানীরা এই দিকে আসিলে তাহাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পিপিং-হ্যাঙ্কো রেলওয়ে ছাড়িয়া জাপানীরা শানসী প্রদেশে অভিযান করিয়াছে, এবং এই সুযোগে চীনা সৈন্যদল পিপিং-হ্যাঙ্কো ও লুনহাই রেলওয়ের সংযোগ স্থলে চেংচৌতে পীতনদী অতিক্রম করিয়া হ্যাংকো-পিপিং রেল-লাইন ধরিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা সিনসিয়াং ও উইহুই দখল করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব

গত ৭ই মার্চ্চ কমন্স সভায় মিঃ টমাস উইলিয়ামসের প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত-সচিব লর্ড ষ্টানলী বলেন যে, কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনার সম্পূর্ণ নিন্দাবাদ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে হিন্দু মহাসভার গৃহীত প্রস্তাব সমূহের একখণ্ড প্রতিলিপি ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের হস্তগত হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবাবলী দ্বারা সত্বর যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তদুপরি লর্ড ষ্ট্যানলী বলেন যে, জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘও (ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশন) অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ উইলিয়ামস কংগ্রেসের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে কতজন ভোট দিয়াছিল তাহা জানিতে অনুরোধ করিলে লর্ড ষ্ট্যানলী সময় চাহেন।

———

বিহারের সরকারী চাকুরীতে বাঙ্গালী নিয়োগ বন্ধ

গত ৭ই মার্চ্চ বিহার ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত বকুনাকরজীর প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত রঘুনন্দন সহায় বলেন, বিহারের কন্জারভেটর অব ফরেষ্টের অফিসের আমলা সংখ্যা [illegible]জন, তন্মধ্যে [illegible]জন, বিহারী ও [illegible]জন, বাঙ্গালী; বাঙ্গালীদের মধ্যে [illegible]জন, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মর্ম্মে একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, রাজস্ব বিভাগ হইতে সার্কুলার জারি করা হইয়াছে কি না যে, বিহারী হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদের অনুপাত বিশেষ ভাবে ঠিক না করিয়া আর বাঙ্গালীদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না?

প্রধান মন্ত্রী উত্তর দেন যে, সরকারী চাকুরীতে কোনও সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী সংখ্যা অত্যধিক হইতে পারিবে না; সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারীদের অনুপাত পূরণের উদ্দেশে কিছু কালের জন্য বাঙ্গালী নিয়োগ বন্ধ রাখা হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ : ২য় খণ্ড ১৲: ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৵
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্গপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজী
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

[illegible] অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১৬শ বর্ষ ২৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শুক্রবার ১০ম সংখ্যা

শ্রীল আচার্য্যদেব

— · ::(০):——

গত ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, রায় বাহাদুর শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন প্রভৃতি বহু ভক্ত শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অসৎসঙ্গ ত্যাগ, সাধুসঙ্গের মহিমা ও নিরন্তর চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হন।

———

শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা

গত ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহির্গত হইয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া সীমন্তদ্বীপান্তর্গত বেলপুকুর, শোনডাঙ্গা, শরডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বেলপুকুরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে সীমন্তদ্বীপের মহিমা পাঠ করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অন্যান্য স্থানেও ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ভক্তবৃন্দ গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শুদ্ধভাষী ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লীতে শ্রীব্যাসপূজা

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীল ব্যাসপূজা-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

অধিবাস-দিবস অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্য সুসজ্জিত উচ্চ বেদীর উপর সংস্থাপিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্ররাজি ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষাদির দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। এই দিবস শ্রীবিগ্রহেরও শৃঙ্গার অতীব মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্যের শৃঙ্গারাদি কার্য্যে শ্রীপাদ ক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত কৃষ্ণদাসের যত্ন ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। অতঃপর আবির্ভাব তিথি দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর অর্চ্চনান্তে মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ যথাক্রমে গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও জয় জয়রে জয় পরমহংস মহাশয় প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই মর্ত্ত্যধামে অবতরণ, দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপন, বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও তৎপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিতরণ প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপর ষষ্ঠ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে চতুঃপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আচার্য্য-আরতি পাঠ করা হয়। অতঃপর বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীজীউর ভোগ আরাত্রিক কীর্ত্তন হয়। ভোগারাত্রিকান্তে মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের রন্ধনাদি-কার্য্যে শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ শম্ভুনাথ প্রভুর সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়া। অতঃপর বেলা ২॥০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পরমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পারায়ণ হইয়া থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাসপূজা-আখ্যান পাঠ করা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে প্রভুপাদ-প্রিয় কীর্ত্তনাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

রসুলকুণ্ডায় প্রচার

রসুলকুণ্ডা-নিবাসী রেভিনিউ ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন পাড়ী মহাশয়ের আহ্বানে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ কাঁথায় ভক্তবৃন্দ সহ তাঁর ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাঠ ও ব্যাখ্যায় উপস্থিত বহু শিক্ষিত সজ্জন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী রসুলকুণ্ডা পাবলিক লাইব্রেরীতে সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার বৈশিষ্ট্য ও অপ্রাকৃত বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। স্বামীজীর নিকট নিত্যধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া সজ্জনগণ স্বামীজীকে পুনঃ পুনঃ শুভাগমন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

—

শ্রীধামে কীর্ত্তন-সেবা

শ্রীধাম মায়াপুরে হরিকীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে হইতেছে। ভক্তবৃন্দ সর্ব্বক্ষণ পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সকল সময়েই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিগণও হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছেন। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণের এমন সুবর্ণ সুযোগ সকল সময় হয় না।

—

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ গোবিন্দ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

হরিস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়।

'আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি'—এই বিবেক অনেক সময় আমাদিগকে হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চাঞ্চল্য আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ। যখন আমরা বুঝিব—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

অর্থাৎ সকল engagement হইতেও বিষ্ণুর সেবা best engagement আর যাঁহারা বিষ্ণুকে সেবা করেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা আরও শ্রেষ্ঠ engagement, তখন আমাদের জীবন 'সমর্পিত জীবন' হইবে। ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন তবেই কেবল অনাবিল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গ ঘটে।

Public service ত' আমরা জন্ম জন্মান্তর করিয়াছি, পশুরাও তাহাদের সন্তানের জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ হইয়া কি আমরা higher promotion পাইব না? এখানে সব সাময়িক ও নশ্বর বস্তু; যাহা চিরদিন থাকে তৎসম্বন্ধে কি আলোচনা করিলাম? এই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে পরজীবন ও নিত্যজীবনের কথা আলোচনা করা যায়। এ জীবনে হরিকথা শুনা ও হরিকথা বলা যায় এবং তাহাই হরিস্মৃতি লাভের একমাত্র উপায়। আমাদের এখানে আর কোন কাজ নাই, কেবল হরিকথা ছাড়া। পরীক্ষিৎ রাজা ত' সাতদিন সময় পাইয়াছিলেন, আমাদের সাতদিনেরও নিশ্চয়তা নাই। আমাদের প্রয়োজন শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন—খাওয়া দাওয়া চালাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা নহে।

হরিকথা উচ্চারণ করিও না, মনে মনে জপ কর,—এই উপদেশ প্রদান করায় লোকে কেবল বাজে কথা বলিবে, কারণ বাজে কথা বলিবার জন্যই লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভু ইহা নিষেধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর উক্তি—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', 'নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'। যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন তিনি দানবীর। তিনি পরহিংসা করেন না। যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত বাগ্‌বেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয় চিন্তা করেন; তিনি আত্মহিংসক ও পরহিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। যাঁহারা সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা যদি তোমার বন্ধু হন, তাহা হইলে তোমার ভুল কীর্ত্তন সংশোধন করিয়া দিবেন। আবার অকপটভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈত্ত্যগুরুও তোমার কীর্ত্তনে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত করিবেন।

ভোক্তৃবিচারে বদ্ধ জীবের জানা দরকার যে, সে যখনই ভোক্তা অভিমান করিতেছে, তখন সে গুণময় জগতে আবদ্ধ। অচেতন রাজ্যে মায়ার প্রভু হইতে যাইয়া উহার দাসত্বই তাহাকে বরণ করিতে হয়। চেতনরাজ্যের সহিত অচেতন রাজ্যের যে পার্থক্য, তাহা বিচার না করায় ভোক্তাভিমানী বদ্ধজীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।

জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, তাহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে।

জীব যথার্থ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজনরাজ্যে চরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবাফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে।

যাঁহারা মনে করেন, 'আমাদের প্রচুর অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি আছে, আমরা কৃষ্ণের জন্য কতই না করিলাম, আমাদের বৈষ্ণবতা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে,' তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন।

যাহারা ঠাকুর-সেবার ছলনায় বিবর্ত্তীর অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিবর্ত্তীর প্রদত্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

স্মার্ত্ত ও আধ্যক্ষিকের বিচার কখনই গ্রাহ্য নহে। কিছু মন্ত্র আওড়াইয়া অচিৎ পদার্থকে কপটতা করিয়া পবিত্র বিচার করা, অচেতনকে চেতন কল্পনা করা, কাঠ-পাথরকে পূজ্য বুদ্ধি করা প্রভৃতি অচিৎএর কথা। খাব-দাব, বাঁচিয়া থাকিব, দাস-বাসের ও নাম গ্রহণের ছলনা করিব—ইহা ধর্ম্মজগতের কথা নহে। ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরি চালান উচিত নয়।

মহাপ্রভুর বাড়ীতে যে-সকল লোক মহাপ্রভুর সেবায় কোনও প্রকার ছলনা করিয়াছে এবং গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উদ্বেগ প্রদান করিয়াছে, তাহাদের পতন হইয়াছে। তাহারা যমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মহাপ্রভু সদ্যঃ সদ্যঃ বৈষ্ণবাপরাধীদিগের শাস্তি বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধারণ মানুষ নহেন। বৈষ্ণব বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। দুর্নামদারীর লোকের সঙ্গে ও নিষ্কুঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করিলে চলিবে না। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ করেন না।

যথার্থ সাধু ও ভণ্ড এক নহে। নারদের সাজ নেওয়া আর যথার্থ নারদের অনুসরণ করা এক কথা নহে। পুতনাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ দেখাইয়া স্তন্যপান করাইতে গিয়াছিল। কৃষ্ণ তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

ইহজগতে আমরা কি ভাবে সেবা করি? চারি প্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সেবার কার্য্য। পত্নী পতির, জনক-জননী সন্তানের, বন্ধু বন্ধুর এবং ভৃত্যসমূহ প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই ইহজগতে অনিত্য সম্বন্ধে কার্য্য। স্বরূপে এই সকল সম্বন্ধই কৃষ্ণের সহিত। কৃষ্ণ আমাদের নিত্যসেব্য, আমরা কৃষ্ণ নহি—কৃষ্ণের সেবক। 'কে আমি' প্রশ্নের উত্তর—তুমি কৃষ্ণের, তুমি তদীয়। কৃষ্ণ প্রভু—নিত্যপ্রভু; আমরা তাঁহার eternal slaves—নিত্য কেনা গোলাম। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান জন্যই আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার যাবতীয় ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। বৈকুণ্ঠ-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহজগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

সাধুগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। গুণজড়িত ব্যক্তিদিগের সংক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গফলে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গের অভাবে জগতের শাক্তদ্বারা প্রতারিত হই।

মেপে নেওয়া ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের জ্ঞেয় খণ্ডিত বস্তুর সন্ধান হইতে পারে, অধোক্ষজ বস্তুর তাঁহার অনুসন্ধান হইবে না। তাঁহার সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার সন্ধানদাতা—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

:०::——

পঞ্চম দিবস—কোলদ্বীপ

আজ পাদসেবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ গত চারি দিবস গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ গৌরজন্মস্থান অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আদি চারিটী দ্বীপ গৌরজনানুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিয়া আজ কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন। এই কোলদ্বীপকেই লোকে সহরনবদ্বীপ বলিয়া থাকে।

এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, সত্যযুগে এক জন ব্রাহ্মণকুমার ভগবানের দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে ঐ ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন।

এই স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর আছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ছিলেন। এই মহাপুরুষ ১৩০০ সালে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিত্য প্রকটলীলা সংগোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে জীবোদ্ধারকল্পে এই প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া স্বীয় জন্মস্থান নির্দ্দেশ

করিয়া দিয়াছেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের ও বৈষ্ণব-পর্য্যায় প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীধাম-ভজনের একনিষ্ঠা-প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক।

নবদ্বীপ সহরে—কুলিয়ায় নূতন চড়ায় বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ একটী কুটীরে নিজ ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইঁহার পারমহংস্য আচার-বিচার সাধারণের বোধগম্য নয়। ইনি বিবিক্তানন্দী সিদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন নিত্যমঙ্গলজনক।

সাধু ও শাস্ত্র

সাধুর নিকট হইতে আমরা শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করিতে পাই। আবার শাস্ত্র হইতে সাধুর পরিচয় পাইয়া থাকি। সাধুমুখেই শাস্ত্র স্বস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অসাধুর নিকট শাস্ত্র কখনই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। মহাজনবাক্যেও শুনা যায়, সাধুর নিকটই শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে বলিয়া। অনেক সময় আমরা সাধু না চিনিয়া সাধুব্রুব যাহারা, তাহাদের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়া অসুবিধায় পতিত হই। শাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। প্রথম সারগ্রাহী, দ্বিতীয় ভারবাহী বলিয়া সজ্জন-সমাজে পরিচিত। সাধুর সজ্জায় জগতে শাস্ত্রব্যবসায়ী বা ভাড়াটীয়া যাহারা, তাহারা নিজেরাই শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য অবধারণে অসমর্থ। কাজেই আমাদের ন্যায় শাস্ত্র-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোককে বিপথে চালিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সকল ভাড়াটীয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সকল অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, মৎস্য, মাংসাদি ভক্ষণের বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে। আর বিশেষতঃ স্বয়ং গুরু গোঁসাই-অভিমানী ব্যক্তিগণের আচরণেও যখন আমরা এই সকল দেখিতে পাই, তখন উহাকে দোষের কি করিয়া বলিব? তদুত্তর এই যে—

স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখবাক্যে আমরা শুনিতে পাই—'উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্'॥

তে যে মত্তমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিশ্রব্ধাঃ খলাঃ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন
চোদনা॥
হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ
স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্
খলাঃ॥

মাংস ভক্ষণার্থ যদি হিংসার প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র যজ্ঞেই হিংসা করিবে—এইরূপ বেদে পরিসংখ্যা বিধানই করা হইয়াছে, বিধি করা হয় নাই। হিংসা-রত খল কর্ম্মিগণ আমার এতাদৃশ অস্ফুট মতের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া নিহত পশুগণ-সাধিত যজ্ঞদ্বারা স্বর্গাদি-সুখ-কামনায় দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিগণের আরাধনা করিয়া থাকে।

বলিতেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য-
বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়া-বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং
প্রতি॥

সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, সর্ব্বদা বেদবাদে রত, (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত), সামান্য ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গার্থী ও জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-প্রদানের সাধনীভূত আপাত-মনোরম, শ্রবণ-রমণীয় (পরিণামে বিষময়) পুষ্পিত-বাক্যে অনুরক্ত।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, জিহ্বা-লাম্পট্য যাঁহাদের অত্যন্ত বেশী, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগই যাঁহাদের একমাত্র কৃত্য, সাধুতা যাঁহাদের আদৌ নাই, তাঁহারাই সাধুর সাজে শাস্ত্রের সারার্থ বিকৃত করিয়া নিজ আচরণ ও উপদেশের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাঁহারা মৎস্যাদি ভক্ষণ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে শাস্ত্র কেন বলিতেছেন—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ
উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্
বিবর্জ্জয়েৎ॥

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়। কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্য গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণি-মাংসই ভোজন করে; সুতরাং এক মৎস্য-ভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব মৎস্য-ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অনেকে স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া মৎস্যাদি-ভক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু জাগতিক উদাহরণেও দেখা যায়, বিধবা যাঁহারা, মৎস্য-ভোজন তাঁহাদের পক্ষে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এস্থলে শিক্ষার বিষয় এই যে, বিধবাদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধাচার বলিয়া তাঁহারা যে কোনও কারণ উপস্থিত হইলেও যেরূপ উহা নিষিদ্ধাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ ভক্তিপথানুসরণ-কারী ব্যক্তিমাত্রেরই নিষিদ্ধাচার জ্ঞানে উহা কখনই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যথেচ্ছাচার বা ব্যভিচার অসাধু চতুর্ব্বিধাশিষ্ট ব্যক্তির আচরণেই দৃষ্ট হয়। সাধু ও শাস্ত্র তাহা কখনও অনুমোদন করেন না। বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'নামাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসা' প্রভৃতি হইতে সতত সতর্ক থাকিতে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণবগুরুর পারম্পর্য অবহেলা করিয়া যাহারা নিজেরাই গুরু গোস্বামী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সাধু ও শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বহু সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করেন। শাস্ত্র কাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা শাস্ত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবে পরা ভক্তি আছে, তাঁহার নিকটই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সাধু ও শাস্ত্রের শাসন না মানিলে কখনও তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করেন না। অসৎসঙ্গজনিতই আমাদের অনেক সময় ভ্রম উপস্থিত হয়, সাধু ও শাস্ত্রের বাণীর সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সংশয়ে পতিত হই। তখনই আমরা সাধু একটা বলিতেছেন, শাস্ত্র আর একটা বলিতেছেন এরূপ মনে করিয়া সাধু ও শাস্ত্রের চরণে অপরাধী হই। তাই শাস্ত্র আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বিবেকী পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণই উপদেশ বচন দ্বারা তাহার মানসিকী অসদা-সক্তি ছেদন করিবেন।

বদ্ধজীব আমরা এই জগতে জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই গুণত্রয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকি। সাধু ও শাস্ত্রের ত্রিগুণের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিতে পারে না। তাঁহারা উহা হইতে সতত্‌ই স্বতন্ত্র। শ্রীভগবান নির্গুণ বস্তু। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বাণী যাহা শাস্ত্ররূপে আমাদের নিকট প্রকটিত তাহা নির্গুণ বস্তু। যাঁহারা, সাধু ভগবানের একান্ত নিজজন বা প্রিয়জন, তাঁহারা নির্গুণ বস্তু। কাজেই বদ্ধজীব আমরা গুণত্রয় দ্বারা শৃঙ্খলিত থাকাকালে সাধু ও শাস্ত্রের নির্গুণত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। সম্যগ্‌রূপে সাধুর শরণাপন্ন হইলেই আমরা শাস্ত্রের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। তদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই। তাই এ মহাসঙ্কটে সাধুকৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

দীনের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য

(১)

জয় জয় জয়, সর্ব্ব দেবময়,
শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
পতিতপাবন ভক্ত প্রাণধন,
তব পদে করি নতি॥

(২)

(আজি) প্রকট বাসরে তোমা পূজিবারে
সকলে হয়েছে মত্ত।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালকে, গাহিছে পুলকে,
তোমার মহিমা তত্ত্ব॥

(৩)

ও-রাঙ্গা চরণ পূজিবারে মন
ধাইতেছে সর্ব্বক্ষণ।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
আমি অতি মূঢ় জন॥

(৪)

তব কৃপাবল করিয়া সম্বল,
পূজিবারে শ্রীচরণ।
দেহ গো শকতি প্রভু সরস্বতী
এই মোর নিবেদন॥

(৫)

তুমি গৌরজন গৌরপ্রাণধন
গোরাচাঁদে বিলাইতে।
জীবে কৃপা করি ভক্তসঙ্গ করি
এসেছিলে অবনীতে॥

(৬)

নবদ্বীপ মাঝে প্রচারিয়া ভবে
রূপরঘুনাথবাণী।
নাশিয়া কুরূপ জানাইয়া স্বরূপে
বিলালে "সর্ব্বার্থবাণী"॥

(৭)

এই মূঢ় জনে উদ্ধার কারণে
শ্রীঅনন্তবাসুদেবে।
করিয়া প্রদান করিলে অন্তর্দ্ধান
(তাই) বিশ্ব সদা কাঁদে।

(৮)

এ পূজা বাসরে আমি জোড়করে
যাচি তব শ্রীচরণ।
ক্ষম অপরাধ করহ প্রসাদ
(দেও) নিত্য তোমার ও-চরণ॥

চিরকিঙ্করাধম—
শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে প্রিন্টিং প্রকাশমুদ্রণালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ নন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট মাসিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক---প্রেমাস্পদ শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীনরস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীরামমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপ্রানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াপাটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাই, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরডাঙ্গা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩২ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খানি	৬৷০
বাঙ্গা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
ওভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
	৯৷০
মারকোয়া সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর সাদা	৭৷/০—৮৲
কানপুর লাল	

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
	২২৲
গিনি	
চাঁদিরবার	৫৩৷০

পাটের দর

	৪০৸০
আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪১৷০
উচ্চতম—	৪১৲
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
	৫৷৶০—৫৸০
হাউসহোল্ড ঐ	৯৲—৬৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫/০—৫৷/০
আটা নং (২	৫৲—৫৷০
আটা (এস)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (কে)	২৷০—২৷৶০
আটা নং (৩)	১৷৶০—১৸০
পালাউ	১৷৶০—১৷৶০
ভূষি	

ঘৃতের দর

	৫৭৲
আবরা	৫৭৲
রামসীতা	৫০৲
ভুবনেশ্বরী	৪৫৲
লক্ষ্মী	৬৩৷০
প্রাতিয়াব	

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঙ্গা পাগুয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
পীস	৷৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৷
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
স্ক্রু পাটী, বোলটু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৮৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
টকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷০	
তুলার হালমণ ৪৷০	

মুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরদিন ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ ডাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুট খরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(::)—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

—::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোপ

—::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্ক্সের "ফেভরোপ" ব্যবহার করিবেন। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ অদ্য পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-পাপুডা, নাগাডু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভরোপ" একমাত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কার্য্যক্ষম করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি—১ মাত্রা কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অর্থাৎ ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় মাছ, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা মূল্য বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৬১-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, আবালবৃদ্ধ জনসাধারণের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যমূল্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
	১

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

নিরপায়সর্বপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-মাসিক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের স্বলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, শনিবার [১১শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

হিন্দু বাঙ্গালীর চাকরীর অবস্থা

বাঙ্গালার সরকারী চাকুরীতে বাঙ্গালী হিন্দুর স্থান নাই। এতদিন আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের শ্রম স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই, সে অপরাধ নাকি হিন্দুদেরই এবং তাহাদেরই ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের সরকারী কর্ম্মচারীর শতকরা হার যতদিন লোকসংখ্যার শতকরা হারের সমান না হইতেছে, ততদিন শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণকে সরকারী চাকুরীর প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু বাঙ্গলাতেই নয়, বিহারেও বাঙ্গালীর অবস্থা বাঙ্গালারই মতন, কিম্বা হয়তো তাহারও চেয়ে বেশী শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভরসার কথা এই যে, বিহারে কংগ্রেসী সদস্যগণ এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না।

ইঙ্গ ইতালীয় আলোচনা

৮ই মার্চ্চ

আগামীকল্য ইতালীয় গবর্ণমেন্টের পররাষ্ট্র দপ্তরে বৃটিশ প্রতিনিধি আর্ল পার্থ ও ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউন্ট সিয়ানোর মধ্যে এক বৈঠকে ইঙ্গ-ইতালীয় মিত্রতার আলোচনা আরম্ভ হইবে। আগামীকল্যকার বৈঠকে খুব সম্ভব আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। অতঃপর বিভিন্ন বৈঠকে কি কি বিষয় উত্থাপিত হইবে, তাহা তালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইবে।

আগামী ১০ই মার্চ্চ তারিখে ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের বৈঠক হইবে। তৎপূর্ব্বে কাউন্ট সিয়ানো সম্ভবতঃ গুরুতর কোন প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

ইতঃমধ্যে পোলাণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব কর্ণেল বেক ইতালী পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহাকে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিবার কার্য্যেও কাউন্ট সিয়ানোকে একটু ব্যস্ত দেখা যাইতেছে।

ইতালীর সংবাদপত্রগুলি এখন আর বৃটেনকে আক্রমণ করিতেছে না। ইঙ্গ-ইতালীয় মিত্রতার আলোচনা সম্পর্কেও তাঁহারা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে না। ইতালীর সংবাদপত্রের যে সকল সংবাদদাতা লণ্ডনে আছেন, তাঁহারা এখন বিশেষ তৎপরতার সহিত ইঙ্গ-ইতালীর সৌহার্দ্দ্যের সংবাদগুলি সরবরাহ করিতেছেন।

গত ৭ই মার্চ্চ কর্ণেল বেকের সহিত সিনর মুসোলিনীর এবং কাউন্ট সিয়ানোর কথাবার্ত্তা হইয়াছে। গুজব এই যে, পাঁচ শক্তির মধ্যে বোঝাপড়ার কথা হইয়াছে এবং পশ্চিম ইউরোপের চারিটি শক্তির সহিত পোলাণ্ডকে মিলিত করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে

ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি

মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলীর অসুখের জন্য ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা শেষ হইতে আরও কিছুদিনের জন্য বিলম্ব হইয়া গেল। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁর গত ১০ই মার্চ্চ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল। এখন উহা ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। তবে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, এই বিলম্ব সত্ত্বেও ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রধান প্রধান বিষয়ে এইরূপ এক চুক্তিতে আনা যাইবে যাহাতে স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঐ দেশ হইতে উক্ত চুক্তি সম্পর্কিত পরবর্ত্তী কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিবেন।

ব্রিটেনের মাদুর শিল্প ধ্বংসের আশঙ্কা

ব্রিটেনের মাদুর শিল্পের অস্তিত্ব যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য ভারতীয় মাদুর আমদানী বন্ধ করার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে কি না, কমন্স সভায় স্যার আলফ্রেড নক্সের এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ইভান ওয়ালেস বলেন যে, ভারত হইতে মাদুর আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া তিনি অবগত আছেন এবং ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য আলোচনার সময় এই বিষয় স্মরণ রাখা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়ন করিতে রাজী নহে

সুদূর প্রাচ্যে বৃটেনের নব বিমান ঘাটি

সিঙ্গাপুর (বিমান ডাকে) সারওয়াকের রাজা 'রয়টারের' প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বৃটিশ বিমানবাহিনী কুচিং, বিনটালু, সারওয়াক এবং উত্তর বোর্ণিওতে যে বিমানঘাটি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন বর্ত্তমানে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে।

গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিলের মধ্যে যখন বিমানপোতবাহী জাহাজ 'ঈগল' জেসেলটনে আসিবে তখন এই সব ঘাটি প্রথম ব্যবহার করা হইবে।

হিন্দু মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন

হিন্দু মহাসভার নয়াদিল্লীস্থ প্রধান কার্য্যালয় হইতে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে যে, আগামী বড়দিনের ছুটিতে নাগপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয় আলোচনা

গত ৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নাগপুর হইতে মোটরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেবাগ্রামে আসেন। তিনি গান্ধীজীর সহিত রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ৯ই মার্চ্চ প্রাতে সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ যথাক্রমে কলিকাতা ও রাঁচী রওনা হইয়াছেন। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত বসু নব ভারত বিদ্যালয়, মহিলা আশ্রম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

———

ইঙ্গ আইরিশ আলোচনা

গত ৭ই মার্চ্চ অপরাহ্নে বৃটিশ ও আইরিশ গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থ ও কৃষি সম্বন্ধে একটা চুক্তির কথা আলোচিত হইয়াছিল। তবে ঐ দিন মন্ত্রীদের কোন বৈঠক হয় নাই। আলোচনার যোগাযোগের জন্য নিযুক্ত উভয় পক্ষের সমস্ত প্রতিনিধিগণের পূর্ণ বৈঠকের কোন আয়োজন হয় নাই।

আইরিশ মহলের ধারণা এই যে, ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ এবং কৃষি সম্পর্কে এবং খুব সম্ভব আইরিশ বন্দরগুলি হইতে বৃটিশ কর্তৃত্ব রহিত করা সম্পর্কে একটা চুক্তি সম্পন্ন হইবে।

——

ভারত সরকারের দপ্তরখানা

গত ১২শে [illegible] ভারত [illegible] অফিসসমূহ দিল্লীতে বন্ধ [illegible] হইতে উহা সিমলায় খোলা হইবে বলিয়া গত ৮ই মার্চ্চ স্বরাষ্ট্র বিভাগের [illegible] দ্বারা প্রকাশ।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদ্বর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পান্থা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্‌ফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

——:০:——

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১৩শ বর্ষ } গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই মার্চ ইং ১৯৩৮, শনিবার } ১১শ সংখ্যা

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা

গত ৯ই মার্চ বুধবার পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া তৎপদাঙ্কানুসরণে কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিয়াছেন।

ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগত্যে সুবর্ণবিহার, হরিহর-ক্ষেত্র প্রভৃতি গৌরলীলা-স্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোদ্রুমপরিক্রমামধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে গমন করেন। সুবর্ণবিহার ও হরিহর-ক্ষেত্রাদিতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারীজী উড়িয়া ভাষায় প্রত্যেক স্থানেই শ্রীধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অনন্তর অপরাহ্নে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তথায় সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভক্তবৃন্দ সন্ধ্যার পর উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অবিশ্রান্ত নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ভক্তবৃন্দ গুরু বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কীর্ত্তন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরম আনন্দিত হন। অনন্তর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, অন্যান্য আচার্য্যবৃন্দ এবং গৌরকৃষ্ণের জয়গান করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গঞ্জামে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত কোকলবাড় গ্রামনিবাসী শ্রীযুত বাঞ্ছানিধি পট্টনায়ক মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে ১।২।৩৮ তারিখে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৩।২।৩৮ তারিখে তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আহ্বানে স্বামীজী তথায় ১০।২।৩৮ তারিখ পর্য্যন্ত হরিকথা প্রচার করেন। উক্ত স্থানের ভদ্রমহোদয়গণ পূজনীয় মহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন। অনন্তর ১১।২।৩৮ তারিখে রসুলকুণ্ডার ভক্তবৃন্দের আহ্বানে তথায় গমন করিয়া স্বামীজী সন্ধ্যার সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী শাস্ত্রীজীর সুগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ১২ই'র দিবস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর উৎসবও পাঠকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়।

উক্ত উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীযুত অনন্তরাম পট্টনায়ক ও শ্রীযুত রাজগোপাল সুবুদ্ধি মহোদয় বহন করেন। শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজী বিপুল উদ্যমের সহিত সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ২৫।২।৩৮ তারিখে দুলিয়া-পুর নামক গ্রামে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

২৬।২।৩৮ তারিখে উক্ত গ্রামে ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করত একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১লা মার্চ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কোলাঘাট হইতে কামিট্যা গ্রামবাসীদের আহ্বানে তথায় গমন করেন। গ্রামবাসিগণ প্রচারকগণকে সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা সহকারে সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬টার সময় স্থানীয় বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি মহতী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ বেদানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীহরিনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ভোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জল ভাষায় একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

২।২।৩৮ তারিখে কামিট্যা গ্রামের বিদ্যালয়ের সম্মুখে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা দেখান হয়।

৪।২।৩৮ তারিখে মুক্তাপুর গ্রামে শ্রীপাদ গোপালচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ঐ গ্রামের শিববাড়ী নাট্য-মন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের ব্রহ্মশাপ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৫।২।৩৮ তারিখে কাপুন্দা গ্রামে এম-ই স্কুলে শ্রীযুত বাবু তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় এবং শ্রীযুত বৃন্দাবনচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে পণ্ডিতজী বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানমুখে বহু শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক শাস্ত্র-প্রমাণমূলে ভক্তিবিদ্যা হইতে পরাবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

৭।২।৩৮ তারিখে শিড়াই গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের আহ্বানে তদীয় বাস-ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জীবের দুর্গতি ও নরক-বর্ণনা সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

পরীক্ষা

যেখানে শিক্ষার কথা সেইখানেই পরীক্ষা। আমরা কোন বিষয়ে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহা জানিবার জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা। সেইজন্য উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন, পরীক্ষার নাম শুনিয়া পলায়ন করেন না বা ভীত হন না। শিক্ষার্থী-মহলেই এই পরীক্ষার হাঙ্গাম দেখা যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা সেবাশিক্ষার্থী হইয়া সাধুগুরুর শ্রীপাদপদ্মে গমন করিয়াছি কি। তাই আমাদিগকে নানাভাবে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষা ব্যাপারটী খারাপ নয়। ইহা উন্নতিলাভের সোপান বা প্রাগবস্থা। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সোৎসাহের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সফলকাম হন। এই পরীক্ষায় যত ভয়, যত চিন্তা অলসপরায়ণ ব্যক্তিগণের—অমনস্ক ফাঁকিবাজগণের। শিক্ষকের নিকট মনোযোগসহকারে শ্রবণকারী ব্যক্তির এ সব বালাই নাই। অশরণাগত বদ্ধজীব আমার অবস্থা বিদ্যালয়ের খারাপ ছাত্রের মতই হইয়াছে। তাই আমি ভক্তিপথে উন্নতি করিতে পারিতেছি না। পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষকের আজ্ঞাপালন ও তদুপদেশ অনুসারে পাঠে মনোনিবেশ করা বিশেষ প্রয়োজন, ভক্তিপথে উন্নতি করিতে—মায়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলেও সেইরূপ সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে তাহা হইলে অনায়াসে যে-কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিপথের আলোক দেখা যাইবে।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। সুতরাং এ জগতে থাকাকালে আমাদিগকে নিত্য নূতন পরীক্ষা দিতেই হইবে। এই পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্যক্‌রূপে জানেন একমাত্র ভাগবতগণ। সেবাশিক্ষার্থী আমাদের পক্ষে তাঁদের সঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন তাহা বাহুল্য। এ প্রসঙ্গ গল্পনাময় স্থান। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পর প্রশংসা প্রভৃতি এখানে বিশেষভাবে সহায়। এই গুণগুলি না থাকিলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সেবা করা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ লাভ করিতে হইলেও আমাদের কত কি পরীক্ষা দিতে হয়। জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। ইহা অপেক্ষা বড় জিনিষ এ পরজগতে নাই। সুতরাং ভগবচ্চরণ লাভ করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগিলে যে নানাভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণ বড় চতুর। নিষ্কপট সেবা কৃপাপ্রার্থী ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি শ্রীচরণসেবা প্রদান করেন না। অপরকে তিনি ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই বঞ্চনা করেন। যখন ভগবৎ চরণ-সেবা আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হয়, তখন সময় সময় দৈহিক ও মানসিক ত্রিতাপ, আবার কখনও বা নানা প্রকার প্রলোভন আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করে। আমরা ভগবানের সেবক আর জগতের সবই ভগবানের সেবার উপকরণ। সুতরাং সুখে-দুঃখে বিচলিত না হইয়া নিজে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করা এবং সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এই বিচার যাঁহারা দৃঢ়ভাবে বরণ করিয়াছেন তাঁহারা সেবা-দুঃখ অবিদ্যানাশক বলিয়া তাহাকে পরম সুখ বলিয়া মনে করেন এবং সুহৃদ্‌গণাদি সকলকেই ভগবানের কৃপা জানিয়া অবিচলিতচিত্তে উৎসাহের সহিত ভগবানের সেবাই করেন। ভগবৎসেবার কোন বস্তু নিকটে আসিলে সানন্দে তাহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুদেবই সকল বিষয়কে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে দক্ষ। তাঁহার আনুগত্যলাভের সৌভাগ্য হইলেই 'কখন ভোগের কখন ত্যাগের ছলনায় মন নাচে' এই বিপদে আর পড়িতে হয় না।

সেবায় যে পরীক্ষা দেখা যায় তাহা আর অন্য কিছুই নয়—আমরা কপটতা করিয়া ভগবানকে ডাকিতেছি, না সত্য সত্যই অন্তর হইতে ডাকিতেছি, ইহা দেখিবার জন্যই শ্রীভগবানের মায়া স্বয়ং আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা যদি বাস্তবিকই ভগবানকে চাই তাহা হইলে আমরা যাহা চাই না এইরূপ কোন জিনিস পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিকট যতই আসুক না কেন, তাহাতে আমাদের কি করিতে পারিবে?

ভগবান্ পরম দয়াল। তিনি কি কাহার ক্ষতি করিবার জন্য কাহাকেও পরীক্ষা করেন? পরীক্ষা ত' ক্ষতির জন্য নয়, কষ্ট দিবার জন্য নয়। এ যে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষকের অসীম কৃপা। একথা আমরা প্রথমমুখে বুঝিতে পারি না, তাই ভয় হয়। কিন্তু অনুগত ভাল ছাত্রের নিকট ইহা পরমানন্দপ্রদ তাই বলিতেছি—যখন আমরা বাহাদুর হইয়া যাই, নিজের অসুবিধাটী নিজে ধরিতে পারি না, অনর্থযুক্ত থাকাকালে নিজেকে অনর্থমুক্ত মনে সেই দুঃসময়েই ভগবান্ করুণা করিয়া পরীক্ষার ছলে আমাদের দুর্ব্বলতাটী দেখাইয়া দিয়া আমাদিগকে সাবধান করেন মাত্র। করুণাময়ের করুণার কথা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? অন্বয়ব্যতিরেকভাবে কৃপা করাই তাঁহার কাজ।

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥

মায়া যে আমাদের পরীক্ষা করেন এবং সাধুগুরুনামাশ্রয়েই যে সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, একথা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের লীলাভিনয়ের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং যে কোন পরীক্ষার দিনে ঠাকুরের বাণীই আমাদের একমাত্র আশ্রয় হউক।

খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় মোর প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

আমরা পতিত জীব, আমাদের কোন যোগ্যতা নাই। পরম-বলবান্ ভক্তশিক্ষক গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও আশাভরসা। আমরা যেন শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের চরণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং নিরন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ-সেবা করিতে পারি,—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

ষষ্ঠদিবস—ঋতুদ্বীপ

আজ শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা। গঙ্গার পশ্চিম পারে শ্রীনবদ্বীপের যে পাঁচটী দ্বীপ আছে তন্মধ্যে এইটী অর্চ্চনাখ্য। এই ঋতুদ্বীপ চাঁপাহাটী, রাতুপুর, কোবলা প্রভৃতি স্থান সমূহে ব্যাপ্ত। এই স্থানে ছয়ঋতু সবসময়ে বিরাজমান আছে বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ।

চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটী গ্রামে গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর বিরাজমান। এই স্থান সমুদ্রগড় বা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগ শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ এই শ্রীগৌরগদাধরের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

চম্পহট্ট

সত্যযুগে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন। তৎকালে তথায় প্রচুর পরিমাণে চাঁপাফুলের আমদানী হইত। এইজন্য এই গ্রাম চাঁপাহাটী নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ চম্পক পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করিলেন। বিপ্র একদিন পূজায় বসিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতেছেন এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চম্পকগুচ্ছ হইতে দর্শন দান করেন। বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের এই গৌররূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং শ্রীকৃষ্ণের এই রূপের কথা বুঝিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার নিগূঢ় গৌরাবতার-লীলা রহস্য সম্বন্ধে বলেন যে, এইরূপে তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইবেন। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতার-কথা জানিতে পারিয়া বিপ্র আরও ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

শ্রীগৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"ওহে বিপ্র, তুমি ব্যাকুল হইও না। আমি কলিযুগে শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে তুমিও চম্পকহট্ট গ্রামে আবির্ভূত হইবে এবং আমার এই রূপ নিরন্তর দর্শন করিতে পারিবে।" এই বিপ্রই গৌরলীলায় দ্বিজবাণীনাথ। আবার ইনিই ব্রজলীলায় কামলেখা।

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব ঠাকুর লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-

কালে এই স্থানে পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান ক'রয়া রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে ক'রতে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই স্থানকে বৃন্দাবনের অন্যতম খদিরবনরূপে দর্শন ক'রয়া থাকেন।

সমুদ্রগড়

এই স্থান খণ্ডদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে দ্বাপরযুগে সমুদ্রসেন নামে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণ মধ্যম পাণ্ডব ভীম বঙ্গদিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অত্যন্ত প্রিয়। পাণ্ডবগণ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। আমি যদি ভীমকে ভয় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষ্ণদর্শন করিতে পারিব। এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাজার বাণে ভীম অত্যন্ত ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন প্রদান করেন। সমুদ্রসেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ বাষ্পাকুল হইল।

কলির দোষ ও গুণ

(শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী)

মহাজনগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের মধ্যে সত্য যুগকে কৃতযুগ ও কলিযুগকে বিবাদের যুগ বলিয়াছেন। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের, ত্রেতায় রজো গুণের, দ্বাপরে রজস্তমোগুণের এবং কলিতে তমোগুণের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগ আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০৩৭ বৎসর হইয়াছে। চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলির পরমায়ুঃ বা পরিমাণ। পুরাণে ভবিষ্য বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিকালে নরগণ দৈববর্ণাশ্রম অস্বীকার করত অদৈব বা আসুর-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনে যত্নবান্ হইবে। শিষ্যগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য পরিহারপূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইবে। এইকালে ধর্ম্মবিবাহ উঠিয়া যাইবে। কাহারও ধার্ম্মিক পুত্র লাভ হইবে না। যজ্ঞাদি কার্য্য অর্থাৎ বিষ্ণুকর্ম্ম উঠিয়া যাইবে। যে কোন কুলে বলবান্ ব্যক্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। কুলাকুল বিচার না করিয়া কন্যা সংগ্রহ করিবে। দ্বিজগণ বরং মদ্যপের নিকট দীক্ষিত হইবেন তথাপি সৎসম্প্রদায়ের কোন কথা শুনিবেন না। কলির বিপ্রগণ যে কোন শাস্ত্রমতের বিধান নির্দ্ধারণে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কলিকালে কামুকগণের কথাই শাস্ত্রবাক্য-স্বরূপ বলিয়া নিরূপিত হইবে। শাস্ত্রকথা সেকেলে কথা বা ছেলেভুলান কথা। সুতরাং সাত্ত্বিক পুরাণগুলি কেবল [illegible] ও অকথ্য লোকগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। কলিকালে রাজসিক ও তামসিক পুরাণগুলির মহিমা বর্দ্ধিত হইবে। মানবগণ সকল দেবতার উপাসনা ও সকল আশ্রমে প্রবেশ করিবে। উপবাস, দানাদি ধর্ম, কর্ম্ম স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। লোক সামান্য ধনেই [illegible] [illegible] হইয়া উঠিবে। সুবর্ণ মণিরত্নের অভাবে নারীগণ কেশবিন্যাস দ্বারাই অলঙ্কৃতা হইবে। রমণীরা বিত্তহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। বিত্তশালী বা দুষ্ট নারীগণের ভর্ত্তা হইবে। যাহারা বহু অর্থ বা ধন দান করিতে পারিবে, তাহারাই স্বামী বা গোস্বামী নামে খ্যাত হইবে। স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও বিলাসিনী হইবে। অন্যায়লব্ধ বিত্তে জীবনধারণ করিবে, পরপুরুষসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করিবে। মানবগণ অকিঞ্চনমাত্র সময় ও স্বার্থ ত্যাগ করিবে না, স্নান পরিত্যাগ করিয়া আহার করিবে। ভুক্তাবশেষ পদার্থ যেমন গাভী গণ খাইয়া থাকে, বৃদ্ধ মাতাপিতার অবস্থাও [illegible] হইবে। [illegible] ও ভক্ষ ঘটিবে। রক্ষক থাকিবে না, দেবতা, অতিথি ও সাধুর পূজা করিবে না। প্রাচীন বর্ণবৈষম্যের [illegible] বাড়িতে থাকিবে। গৃহস্থেরা [illegible] অর্থ ব্যয় না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। রক্ষকগণ ভক্ষক হইবে। [illegible] প্রজাপীড়ন করিবে।

কলিকালে বর্ণধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে। সকলেই কৃষি, বাণিজ্যাদি স্ব-স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। অনেকে দয়াহীন, বেদমার্গ পাষণ্ড মত, রাজগণ প্রজাপীড়ক এবং বিপ্রগণ শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে। ব্রহ্মচারিগণ অনাচারী, গৃহস্থগণ ভিক্ষাপরায়ণ, বানপ্রস্থীগণ গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইয়া কপট সাধুর বেশ ধারণ করত দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিবে। অধমেরা প্রব্রজ্যাদিচিহ্ন ধারণ করিবে। অধর্ম্মের আধিক্যে লোক অল্পায়ুঃ হইবে। নরগণ অশাস্ত্রীয় তপস্যা করিবে। স্ত্রীগণ হ্রস্বদেহা, প্রভূতভোজনশীলা, বহু সন্তানপ্রসবা, নির্লজ্জা, কটুভাষিণী, ক্রোধী ও মহা সাহসযুক্তা এবং আত্মপোষণে যত্নবতী হইবে। পাঁচ সাত বৎসর বয়সেই রমণীরা সন্তান প্রসব করিবে। আট দশ বৎসর বয়সেই পুরুষেরা সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে। দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মানবগণ বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হইবে। বিংশ বর্ষের অধিককাল কেহই জীবিত থাকিবে না।

কলিকালে মানবগণ পিতা, মাতা, গুরু ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া শালক-শালিকাগণের সহিত সুখে বাস করিবে। শ্বশুর ও শ্বশ্রূই পরম বন্ধু; কদাচিৎ তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘিত হইবে না, সর্ব্বদা তাঁহাদের অনুগত থাকিবে। পুরুষ কন্যাদের [illegible] থাকে। সুতরাং কে কাহার মাতা, পিতা এইরূপ উক্তি করিবে।

কলিকালে মানবগণ সত্যহীন, অশুচি ও নির্লজ্জ হইবে। যাহা আপাততঃ সুখকর ও পরিণামে দুঃখদায়ক সেই সকল কার্য্য করিবে। কলিকালে [illegible] অনাবৃষ্টি বর্ষণ করিবে। শস্য অল্প পরিমাণে জন্মিবে, এবং [illegible] সারযুক্ত হইবে। অন্নাভাবই প্রধান হইবে। যখন পাষণ্ড বুদ্ধির [illegible] [illegible] হইবে তখনই বিদ্বান কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। যখন লোক যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবে তখনই কলির প্রভাব লক্ষ্য করিবেন।

শ্রীগুরুদেবে নরবুদ্ধি আরোপিত হইবে, তখনই কলির প্রভাব [illegible] জানিবেন। কলি সর্ব্ববিধ দোষের সমুদ্র হইলেও তাহার একটী মহাগুণ এই যে, কলিকালে জীব মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমধনে ধনী হইতে পারেন। সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, কলিতে কেবল শ্রীহরিকীর্ত্তন দ্বারাই সেই যুগের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্যযুগের প্রজাগণ এবং দেবতাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কলিকালে [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] হওয়া ভূলোকে গোলোক-বৈভব প্রকাশ করিলে কলির মাহাত্ম্য [illegible] [illegible] হইয়াছে। বর্ত্তমানে [illegible] পারলৌকিকাদিগণ [illegible] সুতরাং তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধু সাবধান!

ত্রিশিবন্দনা

(১)

জয় জয় পুণ্যা,　　[illegible] সুপবিত্রা,
ওগো! কৃষ্ণ শ্রীলক্ষ্মী।
সর্ব্বজনমান্যা,　　জগদ্বরেণ্যা,
তব পদে আমি নমি॥

(২)

[illegible],　　জগদ্বন্দিতা,
ওগো! ওগো! [illegible]।
তোমার রাতুল　　চরণযুগলে,
বারে বারে আমি নমি॥

(৩)

পরম করুণ,　　পতিতপাবন,
[illegible] জনার বন্ধু।
ভক্তিসিদ্ধান্ত,　　সরস্বতী শ্রীল,
অহৈতুক কৃপাসিন্ধু॥

(৪)

আজি —
তোমা হেন [illegible],　　আশ্রয় করিয়া
[illegible] রাখিবারে।
নীলাচল ক্ষেত্রে,　　হইলা উদয়,
ভবপথ নাশিবারে॥

(৫)

ভক্তমনোহারী,　　গৌরাঙ্গ শ্রীহরি,
নবদ্বীপে অবতরি।
নীলাচল-ক্ষেত্রে　　হ'ন সংগোপন,
নাম প্রেম প্রচারি॥

(৬)

জগদ্গুরু শ্রীল　　ভক্তিসিদ্ধান্ত,
নীলাচলে অবতরি।
নবদ্বীপ ধামে,　　[illegible] বলয়,
নাম প্রেম [illegible]॥

(৭)

[illegible],　　সরস্বতীপাদ,
তোমারে আশ্রয় ক'র।
[illegible],　　হইলা মগন,
[illegible] প্রচারি॥

(৮)

নাহি ভক্তিধন,　　নাহি জ্ঞানধ্যান,
কি দিয়ে পূজিব আজ।
[illegible],　　[illegible] দিবে আজি,
[illegible] শ্রী [illegible]॥

[illegible]
[illegible] দাস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধা[illegible] আদি চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible]।
রক্ষক – শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩
কলিকাতায় শ্রী[illegible]-আসন
[illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তারমণির [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক - শ্রেয়োমার্গ [illegible] [illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তকুলক্ষানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]গাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক – শ্রী[illegible]গোপাল [illegible]

(১৫) প্রদ্যুম্নপুর-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক – শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

রাজাপুর ([illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক – [illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক— [illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮ [illegible] আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]-মঠ

[illegible]পুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক —শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রী[illegible] বনচারী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।
রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীব্রজবাসী ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible]মোহন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৩নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৩৫) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible]পুর ইউ, পি)
রক্ষক – শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক –শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক —শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক— শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) শিরিশিলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া
রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক –শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক –শ্রীরমানাথ সেবকশ্রী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীশুদ্ধগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

যদু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
বাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাকতুলসী	৫৷৹
বাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶৹

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷/৹
মতিপুর ১০০০ নং	১০/৹
মায়হোরা সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গভরেণ	২২৲
চাদিরবার	৫২৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸৹
নিরত্তর—	৪০৸৹
উচ্চতর—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶৹
ক্লপারকাইন ঐ	৯৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶৹—৫৸৹
সুজী	৯৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৷/৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৶৹
পালাউ	১৷৶৹—১৸৹
ভূষি	১৷৶৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
আফিজান	

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১০৷৹
২৬ গেজ—	১১৸৶৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১১৶৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶৹
সীস	৷৶৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৷৹—৩৸৹
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷৹
বরু	৬৸৹—৮৷৹
মু: ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹

চটকলের হালমণ ৫৶৹, পাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৷৹

ঘুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরাসর কাইন	৪৩৲
কামার্গ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৷৹
গুটি খরিদমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোয়ার, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——:(:০:): – —

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বগ্না-লাপ্‌চা, লাম্বটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸৹ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৩২ ২৭১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় ন্যায়বিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথখান প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পাহা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন"
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(∘):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হওয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবরাপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের স্বধামাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, সোমবার [১২শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বাধ্যতামূলক হিন্দী শিক্ষা

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীতে হিন্দী বাধ্যতামূলক করায় ডক্টর জাকির হোসেন হিন্দী ও উর্দ্দু পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচারিণী সভা উহা মুদ্রিত করিতেছেন। আপাততঃ সমস্ত সরকারী স্কুলে ও প্রত্যেক জেলার স্কুল বোর্ডের অধীন দুইটি স্কুলে হিন্দী বাধ্যতামূলক করা হইবে।

প্রকাশ, যে সকল স্কুলে হিন্দী বাধ্যতা-মূলক করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল স্কুলের প্রত্যেক হিন্দী শিক্ষককে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন।

ফ্রান্সে মন্ত্রিসভার পতন

মিঃ সেঁতার মন্ত্রিসভা যেরূপভাবে পদ-ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যেরা বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছেন। পদত্যাগ করার পূর্ব্বে মিঃ সেঁতা একটী বক্তৃতা করিয়া প্রতিনিধি পরিষদের সমর্থন লাভের জন্য শেষ চেষ্টা করেন। মিঃ সেঁতা বলেন যে সরকারী তহবিলের উপর কোনরূপ চাপ দেওয়া হয় নাই এবং দেশরক্ষা ঋণের খাতেও যে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদুপরি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তদ্দ্বারা কোন দলেরই মনঃক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর মিঃ সেঁতা বলেন যে, একটা সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্টকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধতা করিতে চাহেন না। বক্তৃতা শেষ হইলে মিঃ সেঁতা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ পরিষদ ভবন হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই সময় প্রতিনিধি পরিষদের কতিপয় সদস্য ব্যাপার কি জানিবার জন্য প্রেসিডেণ্টকে উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

মিঃ ব্লুম বলেন যে, অনুরুদ্ধ হইলে তিনি মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হইবেন।

———

নূতন জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিবের লণ্ডন আগমন

নব-নিযুক্ত জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিব হের ভন রিবেনট্রপ গত ৯ই মার্চ্চ অপরাহ্নে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি লণ্ডনে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিবেন এবং এই সময়ে তিনি সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে গিয়া লণ্ডনস্থ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত হিসাবে তাঁহাকে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যে নির্দ্দেশ লিপি দেওয়া হইয়াছিল তাহা পেশ করিবেন। তদুপরি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা করার সুযোগও তাঁহার ঘটিবে।

গত ১০ই মার্চ্চ হের ভন রিবেনট্রপ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত সমভিব্যাহারে পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়া পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুমান ২॥০ ঘণ্টাকাল ধরিয়া আলোচনা চলে।

———

ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জের অধিকার

গত ৯ই মার্চ্চ কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, ওয়াশিংটনস্থিত ব্রিটীশ রাজদূতকে মার্কিন সরকারকে ইহা জানাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জের উপর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন এবং সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এবং উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ক্যাণ্টন দ্বীপে ঘাটি করার অনধিকার চর্চ্চার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ১৯৩৭ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্যাণ্টন দ্বীপে অধিকার প্রতিষ্ঠা শাসন কার্য্য পরি-চালনার জন্য তথায় একজন অফিসার নিয়োগ করেন। এই বিষয় লইয়া যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হইবে

হাজারীবাগ জেলের কতিপয় রাজনৈতিক বন্দী

হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল হইতে রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুত শিবকান্ত মিশ্র, শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত মিশ্র ও শ্রীযুত শঙ্খদেব ঠাকুরকে দ্বারভাঙ্গা জেলে, শ্রীযুত দয়ানন্দ বর্ণকে ভাগলপুর জেলে, শ্রীযুত শ্যামদেও নারায়ণকে ছাপরা জেলে ও শ্রীযুত কেদার-মণি শুক্লকে মতিহারী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহাদিগকে ঐ সকল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।

রাশিয়া ও ইরাণের চুক্তি

রাশিয়া ও ইরাণের (পারস্য) মধ্যে একটি চুক্তি হওয়ার ফলে একমাত্র বাকু-ব্যতীত রাশিয়াস্থিত সমস্ত ইরাণী দূতাবাস এবং একমাত্র পেলভি ব্যতীত ইরাণস্থিত সমস্ত সোভিয়েট দূতাবাস শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে।

চুঁচুড়ায় কৃষি স্কুল

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট চুঁচুড়ায় একটি কৃষি-স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রদেশের রাজস্ব হইতেই উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে।

শ্রীরামপুরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

সম্প্রতি শ্রীরামপুরের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীরামপুরে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কংগ্রেস সম্পর্কীয় বহু সভা-সমিতি প্রতিদিনই সহরে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য জনসভা

গত ৬ই মার্চ্চ কুমারকল পার্কে মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কমরেড [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড [illegible] চৌধুরী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীর প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বন্দী মুক্তির দাবী গৃহীত হয়। কমরেড [illegible] জনসাধারণের নিকট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ জানান। কমরেড [illegible] শ্রমিকের উপর পুলিশের জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কমরেড [illegible] ঘোষ, যুবক, ছাত্র ও শ্রমিকদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। রাইক য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। **শ্রীগৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:o:———

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১৩শ বর্ষ | ২৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, সোমবার | ১২শ সংখ্যা

শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহই সমাগত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী চেতনবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকীর্ত্তনের বিরাম নাই। তাঁহার কৃপায় শ্রীধামে সংকীর্ত্তনবন্যা প্রবাহিত হইতে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

শ্রীমধ্যদ্বীপ-পরিক্রমা

পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ গত ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহির্গত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃসিংহপল্লী আদি পরিক্রমা করিয়া রাউতারা শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু নৃসিংহপল্লীতে পাঠ ও বক্তৃতামুখে নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা বলেন। ভক্তবৃন্দ মধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। অনন্তর অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু পাঠ ও বক্তৃতা মুখে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন।

অনন্তর ভক্তবৃন্দ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে আহূত একটি মহতী সভায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ আত্মনিবেদন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর সদুপদেশপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ সুমধুরস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

আগামী ১৬ই মার্চ্চ ২রা চৈত্র বুধবার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবির্ভাব-দিবসে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষাও গৃহীত হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই কৃপাশীর্ব্বাদ বরণের জন্য সকলেই যত্নবান্ হউন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধামে ত্রিদণ্ডিপাদগণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১০ই মার্চ্চ শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক গত ১২ই মার্চ্চ শ্রীধামে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন।

নব-দুর্ব্বাদলে

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এস বিশ্ববাসি! আছ যে যথায়,
জন্ম মৃত্যু জরা নাহিক হেথায়,
দেখিয়া শমন লাজ ভয় পায়
তরাসে কপাট হানিছে
প্রভুর মহিমা গাহিছে॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বর্ণাশ্রম
নীতি-গ্রন্থ-কাব্য-শিল্প একায়ন
সাহিত্য বিজ্ঞান ঐতিহ্য-দর্শন
কৃষ্ণৈকসম্বন্ধ খোঁজিছে,
জড়ের গরিমা ছেড়েছে॥
শ্রুতি স্মৃতি ন্যায়-মীমাংসা-পুরাণ,
অর্থশাস্ত্র শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ,
সবে ভাগবত গানে নিমগন
(আজ) পরমানন্দ সুখে ভাসিছে
ব্যাসমুখ বাণী শোভিছে।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ পরম
সাধ্যাশ্রয়-দ্বারে কৃষ্ণানুশীলন
প্রকট প্রভাব অলৌকিক কর্ম্ম
ভকত হৃদয়ে এঁকেছে।
(মোর) অপেক্ষিত পথে জেগেছে

পীঠীভূত করি তীর্থগণ যত
সুপ্ততীর্থ মঠ করি প্রকটিত
গৌরপাদপীঠ করিয়া স্থাপিত
(সদা) শিক্ষা প্রদর্শনী খুলেছ
(বিশ্ব) আনন্দনাকার হ'য়েছে।
ধন্য হে ঠাকুর! ধন্য ভাগ্য তব
তোমার অমিয় গৌরের গৌরব,
"গৌরবাণী" রূপে গোলোক বৈভব
যাচিয়া ফেলিয়া দিতেছে।
কাঙ্গালে কণ্ঠারে নিতেছে।
জগতে এ হেন কৃপা অবতার
ভয় না হবে না করহ বিচার
বাসুদেব প্রভু হ'য়ে মালাকার
(কত) সুভক্তি-প্রসূন ফুটেছে।
(তুমি) আনন্দবল্লী জেলেছ
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ তব দরশন
অজ্ঞ ভব দশা যাহে অনুক্ষণ
আজ [illegible] শিরে দিবে চরণ,
আশাবন্ধ হৃদে র'য়েছে।
নিতাই আমার এসেছে॥
[illegible] মোহ বাঁধা [illegible]
[illegible] অন্তে [illegible]
র'য়ে [illegible] হায়।

[illegible] র'য়েছে।
[illegible] গৌরকৃষ্ণমী
[illegible]
[illegible]
[illegible]
([illegible]) পুঁছেছে।
[illegible]
শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ গোবিন্দ সর্বাশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫১

সজ্জন—করুণ*

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

পরদুঃখ ধ্বংস করিবার ইচ্ছাকে করুণা বলে। করুণাবিশিষ্ট ব্যক্তি করুণ। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের মধ্যে করুণ একটি গুণ। বৈষ্ণব-সজ্জন ব্যতীত এই গুণগুলি অন্য স্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে পূর্ণতা নাই ও নিত্যতার অভাব। সজ্জনে এই গুণটী সর্বদা বিরাজমান ও পূর্ণভাবে অবস্থিত।

"পর" বলিতে সজ্জন হইতে অন্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সজ্জন নিত্য বলিয়া এবং আনন্দময় বলিয়া তাঁহাতে কোন দুঃখের সম্ভাবনা নাই যাঁহারা সজ্জন নহেন তাঁহারাই দুঃখভারাক্রান্ত। সুতরাং সজ্জনের করুণ [illegible]জনের প্রতিই সর্বদা নিযুক্ত। আনন্দ বা প্রেমরাহিত্য নিত্য বস্তুতে কখনই সম্ভবপর হয় না। বৈকুণ্ঠবস্তু কোন কালেই দুঃখ[illegible] না হওয়ায় তাহার দুঃখাপনোদন প্র[illegible] সজ্জনের নাই। আনন্দাভাব বা বিষ্ণুভক্তিহীন অসজ্জনের নিত্য সহচর। এই [illegible] নামাহবার তিনি স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করেন; তথাপি তাঁহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সজ্জনই কেবল তাঁহার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ।

'অসজ্জন' বলিতে মনোধর্মজীবি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদীকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত দেহারামী জড়চিন্তাকুশল স্বার্থপর কর্মফলানুসন্ধিৎসুকেও অসজ্জন বলা হয়। পূর্বকথিত উভয় দলই অনিত্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সুতরাং নিত্য বা সৎশব্দবাচ্য নহে। কর্ম বা জ্ঞানের আবরণ ভাঙ্গ হইলেই যে বিষ্ণুভক্তি হইবে এরূপ নহে। অন্যাভিলাষী বা মিছাভক্ত আপনাদিগকে বিষ্ণুভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তিনি সজ্জন শব্দবাচ্য নহেন। সজ্জনগণ সর্বদাই বিষ্ণুভক্তিরহিত মায়াবাদী, কর্মী ও অন্যাভিলাষীর দুঃখ বিনাশ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট। বিষ্ণুভক্তিরাহিত্যই দুঃখের আকর। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া জীব মায়াবদ্ধ হন এবং মায়াবদ্ধ হইয়াই বৈকুণ্ঠবিমুখ হইয়া দুঃখ-সমুদ্র, মায়াবাদ, কর্মফলবাদ ও যথেচ্ছাচারিতার আবাহন করিয়া বসেন। সজ্জনগণ করুণ; সুতরাং তাঁহারা মিত্রবর্গের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। অসজ্জন সজ্জনের করুণা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও সজ্জনগণ কীর্ত্তনমুখে তাহাদিগকে করুণা করিতে সর্বদা রত। "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, সজ্জনগণ অসতের প্রীতিবিগলিতপূর্ণ অপরের অজ্ঞাত, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত আসক্তিরূপ দুঃখ তারকাঠিন দ্বারাই ছেদন করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ ছেদনকার্য্য তাঁহার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক করুণার পরিচয়। বৈষ্ণবের নিকট করুণাপ্রার্থী হইলেই তাহা তিনি অবশ্যই পাইবেন। করুণাপ্রার্থনাই তাঁহার মঙ্গলের হেতু। জীব সজ্জনপ্রায় না হইলে সজ্জনের নিকট করুণাপ্রার্থী হন না। অসজ্জন যে-সকল করুণা প্রদর্শন করেন সেগুলি প্রকৃত করুণা নহে পরন্তু ছলনার প্রচ্ছন্ন তাণ্ডবনৃত্য। যে-কাল পর্যন্ত সজ্জন হইবার প্রবৃত্তি জীব-হৃদয়ে উদিত না হয় তৎকালাবধি নিষ্কপটভাব ছলনায় সমস্ত বোধ হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ-পিপাসাই দুঃখের আকর স্থান। দেহ ও মনকে নশ্বরতার আধারদ্বয়-জ্ঞানে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকল্পে কৃপণগণ বিষ্ণুভক্তিরহিত হইয়া স্ব স্ব [illegible]মাদ-করণপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্ট্য় স্বীকার করিয়া আপনাদিগকে জ্ঞানী, অজ্ঞ, অসিদ্ধকাম ও বহুজ্ঞানে ধর্মার্থকামমোক্ষের ভিক্ষু হন। প্রকৃত বিচারে পারঙ্গত হইলে অসজ্জন বুঝিতে পারিবেন যে সজ্জনের করুণাই তাঁহার প্রয়োজন-বিচারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষ্ণুর সেবাই দেহ ও মনের দুঃখনিবৃত্তির মহৌষধ। উহাই সজ্জনের করুণা। নিবাস্তজ্ঞানরত সজ্জনের করুণার প্রারম্ভ ও হরিসেবন-প্রাপ্তিই তাঁহার করুণার পূর্ণ বিকাশ

* (সঃ তোঃ ২২ খণ্ড ৭ম, ৮ম সংখ্যা)

-ধাম-পরিক্রমা

সপ্তম দিবস—জহ্নুদ্বীপ

এই বন্দনাখ্য জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর মল্লপপুর, রাজাধরপুর, রামচন্দ্রপুর, শ্রীরামপুর এবং জাহ্নগর প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ গতকল্য ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ রবিবার দিবস জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। আজ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

জান্নগর

জহ্নুদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় জান্নগর বলে। এই স্থান বৃন্দাবনলীলার দ্বাদশবনের অন্যতম ভদ্রবন। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া জহ্নুমুনি তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশাকুশি প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থে বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তিনি উহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটি নাম জাহ্নবী হইয়াছে। কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম গঙ্গাতনয় শ্রীভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এই ধর্ম্ম তত্ত্ব আবার তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে বর্ণিত আছে,—ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই শ্রীভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগর

এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠ। ইহা সারদা পীঠ নামে কথিত হয়। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্ব্বযুগের সর্ব্ব ঋষি এই স্থান হইতেই বিবিধ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি—কাব্যরস, ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্গান করেন, দেবাদিদেব মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। এই স্থানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ঋষিগণের প্রার্থনায় বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। এই স্থানেই কপিল— সাংখ্যশাস্ত্র, পাতঞ্জল—যোগশাস্ত্র, গৌতম—তর্কশাস্ত্র, কণাদ—বৈশেষিক শাস্ত্র, জৈমিনী—মীমাংসা-শাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাস পুরাণাদি শাস্ত্র, নারদাদি ঋষিগণ—পঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জীবগণকে উপদেশ করেন। এই উপবনেই উপনিষদ্গণ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অলক্ষ্যে শ্রুতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, যেহেতু নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে, সেইহেতু তাঁহারা শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিবেন না; তবে তিনি যখন কলিকালে এই নবদ্বীপমণ্ডলে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিবেন, তখন তাঁহারা প্রভুর পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চগীরকীর্ত্তনে অধিকার পাইবেন এবং গৌরসুন্দরের নিত্য চিদ্বিলাস-লীলা দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজগণ সঙ্গে শ্রীগৌর-সেবার্থ শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাছে বিদ্যাকালে পতিত হইয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের সেবা হইতে বিচ্যুত হন, এই আশঙ্কায় গৌর-আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে গমন করেন এবং মনে মনে বিচার করেন, যদি আমি প্রকৃত গৌরাঙ্গদাস হইতে পারি, তাহা হইলে প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সন্নিধানে আকর্ষণ করিবেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু ও অধ্যাপকরূপে মায়াবাদ শাস্ত্র প্রচার করেন। এই বিদ্যানগরে বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দর ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণকে হাস্য-পরিহাসে পরাজিত করেন। এই স্থান বিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের পাদ-পঙ্কজ-পরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ কেহ 'বেদনগর' বা 'ব্যাসপীঠ' বলিয়া বন্দনা করেন। গৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলা-কালে শ্রীবাসুদেব-সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যা-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরাবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাংখ্য, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি অন্যত্র জগতে অমঙ্গল প্রসব করে; কিন্তু নবদ্বীপ মণ্ডলের সারস্বত তীর্থে এই সকল বিদ্যাই পরমমঙ্গলের প্রসূতিরূপা হইয়া

বিরাজ করেন। এই স্থানেই তর্ক সাংখ্যাদি-শাস্ত্র, কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনভক্তির অধীন হইয়া ভক্তিদাস্য করিয়া থাকে। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গৌরদাসী প্রৌঢ়মায়া সর্ব্ব যুগে বিরাজিতা রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়-মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টম দিবস—গোদ্রুমদ্বীপ

অদ্য ভক্তবৃন্দ শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা করিবেন। এই মোদদ্রুম দ্বীপ মামগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি, দেওয়ানগঞ্জ ও গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। এই স্থান দ্বাদশ বনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীর বন। এই স্থান দর্শনে ভক্তবৃন্দের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুম দ্বীপ বলেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন তখন তিনি এই স্থানে একটী মহা বটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন।

মামগাছি গ্রামে এক রামোপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেই দিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌরপ্রকটোৎসব দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন, নিশ্চয় আমার প্রভু রামচন্দ্র দূর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শিশু কখনই প্রাকৃত নহেন। প্রাকৃত শিশুর অঙ্গে এইরূপ অলৌকিক লক্ষণ সমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য জীবমাত্র নহেন। ইঁহারাও দশরথ-কৌশল্যার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মিশ্রতনয়কে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া নিজভবন মামগাছিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু স্বীয় প্রভুর এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যাম মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে নবদূর্ব্বাদল-শ্যামরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গৌরচরণে নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজতত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক অন্যের নিকট এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই মোদদ্রুম দ্বীপে বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব ও লীলাভূমি। ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-ভূমি কেবল বাংলার নহে, সমস্ত বিশ্বের অধিবাসীর গুরুপাঠ বা ব্যাসপীঠ। এই ভক্তিপীঠ হইতেই সমগ্রজগতে গৌরকৃষ্ণ ভক্তি-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এই স্থান গৌড়ের নৈমিষ। জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থাপিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ তথায় একটি নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে আচার্য্যানুগ শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন।

আমার দুর্দ্দৈব

(ডাঃ শ্রীযুত সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী)

পরম কারুণিক বৈষ্ণবগণ এ জগতে বিচরণ করিতে করিতে কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবের দ্বারে অতিথি হন। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, আমি কিছুতেই আমার অনাদিকালের বহির্ম্মুখতা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের কথায় মনোনিবেশ করি না। আমি কখনও আমার সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে একজন ভিখারী দেখি, কখনও দেখি একজন পাপক, আবার কখনও মনে করি তাঁহারা বুঝি ভবঘুরে ইত্যাদি। হায়! কপাল মন্দ না হইলে কি এইরূপ ইন্দ্রিয়দৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বা অপ্রাকৃত হরিজনগণকে মাপকাঠির দ্বারা মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতাম? আমি এমনই গর্ব্বিত যে, মহামূর্খ হইয়াও সেই পরমবিদ্বান্‌গণের ভ্রম প্রদর্শনের ধৃষ্টতা করিতেও পশ্চাৎপদ হই না। কিন্তু শাস্ত্রবাণী আমায় সতর্ক-বাণীর দ্বারা জানাইতেছেন—

মহত্ত্বের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান পরের ঘর॥

*   *   *   *   *

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

সাধুগণের কাহারও দ্বারে যাইবার কোন দরকার নাই। তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর মুকুন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সর্ব্বদাই চিন্ময় আনন্দে ভরপুর রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে পরদুঃখ দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে যে তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের কোমলহৃদয় কাঁদিয়া উঠে; সেইজন্য তাঁহারা মাদৃশ সংসারাবদ্ধ গৃহমেধীর অবস্থা দেখিয়া আমার কাছে সর্ব্বেশ্বরের বার্ত্তা লইয়া আসেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! আমি তুচ্ছ বিষয়োপভোগাসক্ত হইয়া সাধুগণের পরমমঙ্গলময়ী কথায় কর্ণপাত করিলাম না।

তিনি বলিলেন, জগৎপতি শ্রীহরির সেবা কর, হরিসেবায় নিষ্কপটে আত্মাহুতি দাও, তিনি তোমার সমস্ত সুবিধা করিয়া দিবেন। তোমায় নিত্যধাম স্বর দেশে লইয়া যাইবেন। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ কিছুতেই বৈষ্ণববৃন্দের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। অনিত্য সংসারকে বহুমানন করিয়া, প্রাকৃত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, নিত্যমঙ্গলের কথা পরিত্যাগ করিয়া এক অজানা দেশে অভিযান করিয়াছি। এমনই আমার দুর্দ্দৈব!

তাঁহারা আমায় জানান, তুমি অমৃতের সন্তান, তুমি কেন প্রতিনিয়ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছ, ভগবদাশ্রিত হইয়া নিজেকে রক্ষা কর। ঐ সংসাররূপ মরীচিকা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার পিছনে লক্ষ্য কর, বিপুল সেবা-সুধারাশি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা একবার লাভ করিলে ঐ সংসারের অনিত্য সুখ ও অনিত্য সৌন্দর্য্যের নেশা সহজেই কাটিয়া যায়। কিন্তু হায়! বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। অনাদি কালের কর্ম্মফল আমায় কুমতি দিয়ে কালের অকূল গুহায় নিক্ষেপ করিতেছে। তথাপি মনে করিতেছি, ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ পথ। এমনই মোহান্ধ আমি।

তিনি বলেন, তুমি যে শান্তির আশায় যাবতীয় চেষ্টা নিয়োগ করিতেছ বা করিবে, তাহাতে শান্তি লভ্য হইবে না, অনন্ত দুঃখে আবদ্ধ হইতে হইবে; কিন্তু ঐ চেষ্টা একমাত্র বিশ্বনাথ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত হইলে প্রকৃত শান্তির উন্মুক্ত হইবে। এই কথা শুনিয়া মনে ভয় হইতেছে যে, বৈষ্ণবগণ বুঝি আমার সব লইয়া আমাকে শেষে পথের ভিখারী করিয়া দিবেন, আমি আর সুখ পাইব না। অন্ধকারে আজন্ম বাস করিলে যেমন আলোর উপলব্ধি হয় না বা আলো বলিয়া একটা কিছু বস্তু আছে বিশ্বাস হয় না, নিত্য-চিত্তের পাতিত হইয়া, ইহা ত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তুতে নিষ্ঠা করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে না। এমনই আমার পোড়া কপাল!

সাধুরা নিরন্তর ভক্তিপথে বাস থাকিয়া বিষয়মদে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্য-লাভের দর্শন সৌভাগ্য আমার হইতেছে না। বৈষ্ণবগণের তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্য ও বৈভবের অভাব দেখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু উপদেশ গ্রহণ না বা উপহাস করিয়া তাঁহাদের লাঞ্ছিত করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমায় অতিশয় আত্মীয়জ্ঞান করিয়া প্রকৃত বন্ধুর মত নিকটে আসিলেন, তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগকে নিতান্তই হীন মনে করিয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিলাম। আর যত আত্মীয়তা বা ভালবাসা দেখাইলাম—যাহারা সর্ব্বদাই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে তাহাদিগকে। ধিক্ আমার সত্য-নিরূপণে।

কখন বা নিজে সবজান্তা সাজিয়া রহিয়াছি, আমি ধনী, আমি মানী, আমি রূপবান্, আমি কুলীন, আমি পণ্ডিত বা আমি যা বুঝিয়াছি ও করিতেছি, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং আর কাহারও কথা শুনিবার দরকার আমার নাই, কখন বা বৈষ্ণবের বেষ লইয়া নিজে পাকা বৈষ্ণব সাজিয়াছি, আমি কৃষ্ণের সেবা করিতেছি, আমার আর কাহারও সেবা করিতে হইবে না ইত্যাদি। "আমি বড়" এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরমদয়াল বৈষ্ণবগণের শুভাগমনকে সাদরে অভ্যর্থনা না করিয়া অনন্ত রৌরব লাভ করিতেছি। এমনই আমার মূর্খতা।

কবে বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত বাণী কর্ণেন্দ্রিয়ে পান করিয়া আমার সমস্ত সন্দেহের মূলে কুঠারাঘাত করিব, কবে নিষ্কপটে তাঁহাদের নিকট আমার যাবতীয় দুঃখরাজির কথা জানাইব, কবে করযোড়ে জানাইতে পারিব, হে পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুর, আমায় শক্তি প্রদান করুন, যেন আমি আমার হীনতা ও কপটতাকে দূর করিয়া আপনার অহৈতুকী কৃপার জন্য সাগ্রহে পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেবা যাচ্‌ঞা করিতে পারি। জানি না সেদিন আমার কবে হইবে। কৃপাই সম্বল ও ভরসা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

নব-দুর্ব্বাদল

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীং
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

আ মরি কি হেরি, শ্রীরূপমাধুরী,
(বড়) আনন্দলহরী খেলিছে;
গৌর প্রেমতনু দীনজন সখা
(কৃষ্ণ) নামের পসরা এনেছে।
প্রেমের পসরা এনেছে॥
স্বরূপমূর্ত্তি শ্রীগৌরকিশোর
সচ্চিদানন্দ বিনোদ ঠাকুর
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু
(মোর) অন্তরে মূর্ত্তি ধরেছে,
আনন্দে হৃদয় নাচিছে॥
কীর্ত্তনীয় হরি অন্তরে-বাহির
(এই) গৌর নিত্য ধরিয়া আকার
মাঝে মাঝে এসে আসিয়া সংসার
ভূলোকে গোলোক রচিছে।
দশদিক্ সুখে হাসিছে॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ও ভক্তিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ মুদ্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব বঙ্গবাসী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭২১৮

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেবাব্রত শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বৰ্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনরহরিপাদ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনরহরির পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) সুখকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বঙ্গবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাপদদাস বঙ্গবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম্‌-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবৈরাগ্য ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীনন্দমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ ডোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং, বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীনন্দগোবাজগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী,

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস বঙ্গবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমার্দ্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দ্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বঙ্গবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১৫ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবৰ্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রম্পটন, লণ্ডন, ড ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
বাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
বালাম নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶৹

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷৵৹
রশিদপুর ১০০০ নং	১০৵৹
বারকোয়া সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	১২৲
চাদিরবার	৫৭৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪৹৸৹
নিম্নতম—	৪৹৸৹
উচ্চতম—	৪৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶৹
কুপারকাটন ঐ	৬৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৶৹
পালাউ	১৷৶৹—১৸৹
ভাব	১৷৶৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

গব্যা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পাতিজল	৬৷৹

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাতরা	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷৹
২৬ গেজ—	১১৸৶৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶৹
শীস	১৶৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাটী, বোলটু. পরাকে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের হন্দর	৭৷৹ / ৬৸৹—৮৷৹

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹

চটকলের চালমণ ৫৶৹, গাটের চালমণ ৬৷৹

তুলার চালমণ ৪৷৹

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ কাটন	৪৩৲
তাবাগী সাদা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা সাল	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খয়িরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার কলিকাতা

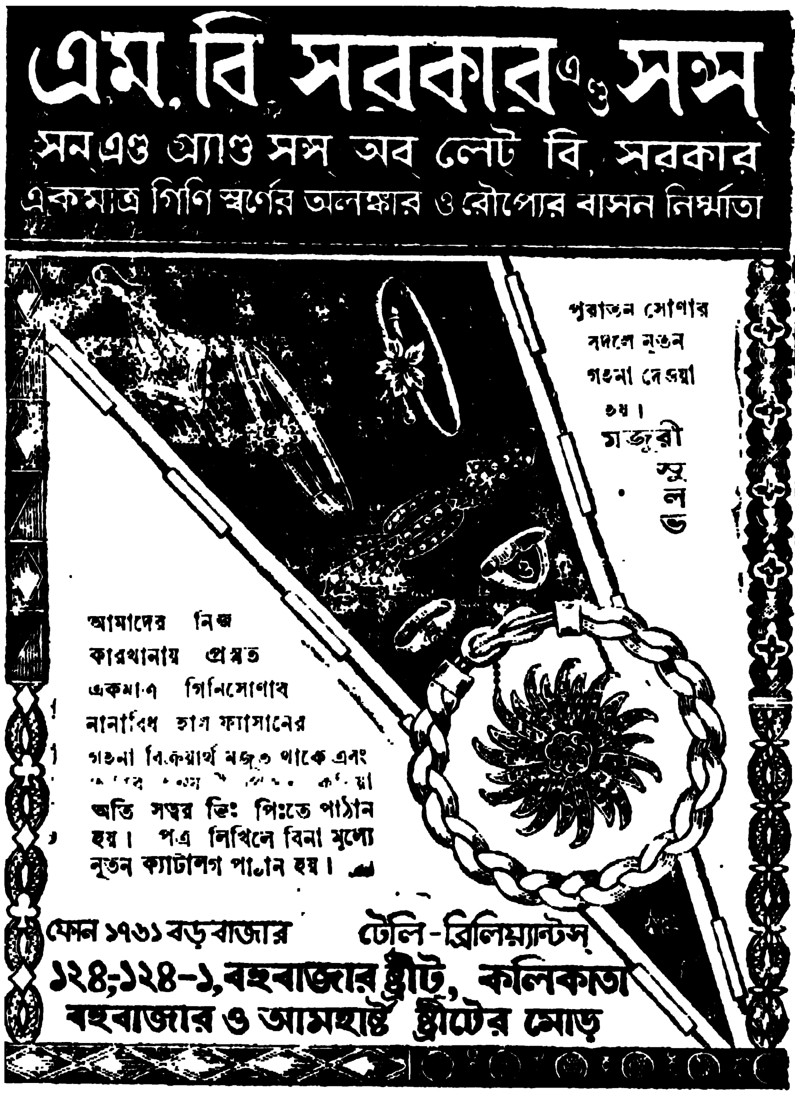

ফেভ্‌রোল

——:(:●:):——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাতমজ্বের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বম্বা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ -জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ১ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত দিবে। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং ... পোঃ আঃ টীনহুয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—৯৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম		৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

———

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বপার্ষদ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা চৈত্র, ১৩৪৪, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১৩শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

———(*(:*:)*)———

পুরাতত্ত্ববিদের আবিষ্কার

বর্ত্তমানে যেস্থানে উজ্জয়িনী দুর্গ আছে উক্ত স্থানকে স্যার আলেকজান্দার কানিংহাম ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ভিউয়েন সাং বর্ণিত গো-বিষাণ নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে গরুর শৃঙ্গের আকারে এক বিস্তৃত মাটির ঢিপী আছে। গরুর শৃঙ্গের মত উহার আকৃতি বলিয়াই সম্ভবতঃ উহার নাম গো-বিষাণ রাখা হয়। ইহা এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়।

উক্ত স্থান গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ। কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুত মাধো স্বরূপ ভাট উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন এবং দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ের কয়েকটি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন তিনি সেখানে পুরা কালের একটি মৃৎপাত্রও পাইয়াছেন। প্রায় ১৬ইঞ্চি লম্বা ইষ্টকও সেখানে পাওয়া গিয়াছে। ইহা গুপ্তরাজাদের আমলের বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষামূলক খনন কার্য্যে যে ফল দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই অঞ্চলে খননকার্য্য চালাইলে বহু তথ্যের সন্ধান মিলিবে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ

গত ৩রা ফাল্গুন বঙ্গীয় বিদ্বৎ সম্মেলন কার্য্যালয়ে ফরিদপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দ্বিতীয় সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনার পর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উহার কার্য্যকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন—

সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিদাস তর্কসিদ্ধান্ত (সেক্রেটারী বঙ্গীয় বিদ্বৎ সম্মেলন), সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন শরণ, সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় ও মহম্মদ আলতা হোসেন মির্জ্জা।

———

সীমান্তে শ্বেতমর্ম্মর

ভারতের ভূতত্ত্ব গবেষণায় ডাঃ কলসন আবিষ্কার করিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণ মূর্ত্তি প্রস্তুতের উপযোগী শ্বেতমর্ম্মর এবং বাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী নিকৃষ্টতর মর্ম্মর আছে। তিনি বলেন যে, মর্দ্দান জেলার অন্তর্গত সোয়াট তহশীল এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত সোয়াটের বুনার অঞ্চল জুড়িয়া ঘাণ্ডাই ডারাকো নামক যে পাহাড় আছে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে মর্ম্মর এবং চূণা পাথর বর্ত্তমান দেখা যায়। তাঁহার মতে উক্ত পাহাড়ে যে পরিমাণ মূর্ত্তি প্রস্তুতের উপযোগী মর্ম্মর পাওয়া যাইবে, ভারতে আর কোথাও সেই পরিমাণে মর্ম্মর পাওয়া সম্ভব নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্য

গত ১০ই মার্চ্চ বোম্বাইর মেয়র ডাঃ ই মসেসের সভাপতিত্বে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে এক বিরাট জনসভা হয়। উহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট স্যার রেজা আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাহাতে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের অযোগ্যতা দূরীকরণের জন্য কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি না। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবৈষম্য চালাইতে চাহে চালাক; কিন্তু আমরা তাহা পারি না। পারস্পরিক আদান প্রদানের ভাব দ্বারাই ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সম্পর্ক মধুর হইতে পারে।"

উপসংহারে স্যার রেজা আলী বলেন যে, ভারতবাসীরা বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিয়া জগতে সমান নাগরিক অধিকার পাইতে পারে—শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এরূপ মনে করেন না।

———

পুলিশ ও আরবে সংঘর্ষ

গত ১০ই মার্চ্চ সাফাদের নিকট পুলিশ ও সৈন্যদলের সহিত একশতাধিক সশস্ত্র আরবের লড়াই হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বোমায় ৩২জন আরব নিহত হইয়াছে।

উত্তর প্যালেষ্টাইনে উক্ত সংঘর্ষের সময় একজন ব্রিটিশ সৈনিক নিহত হয়। তৎপরদিন লড়াই চলিতে থাকে। প্যালেষ্টাইনের উত্তর সীমান্তবর্ত্তী ভুকেইয়া নামক স্থানে তিনশত আরব বিদ্রোহীর একটি বাহিনী ব্রিটীশ সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

———

দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা

মিঃ টি, এস, আবনাশিলিঙ্গম চেট্টিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন তুলিতে চাহেন যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন দেশীয় নৃপতি যদি তাঁহার রাজ্যে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন বা কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী হন তবে সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন হইবে কি না? বড়লাট প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপনে সম্মতি দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

———

শ্বেতাঙ্গ চোরের দণ্ড

গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, গুপ্ত এইচ, সি, টমাস নামক জনৈক [illegible] চোরকে চুরি করিবার উদ্দেশ্যে থিয়েটার রোডের জনৈক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রিতে প্রবেশ করিবার অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তদুপরি তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর চার বৎসরকাল পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিবার আদেশও দেওয়া হইয়াছে। আসামী অপরাধ স্বীকার করে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কার

পবিত্র গঙ্গানদীর উৎসস্থল গঙ্গোত্রী আর পূর্ব্বের স্থানে নাই বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মন্তব্য করিয়াছেন।

মিঃ জে, বি, [illegible] জিওলজিক্যাল [illegible] সম্পর্কে [illegible] করিয়াছেন যে, [illegible] মত [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] নদীগুলি [illegible] হইয়াছে। মনে হয়, [illegible] আছে বলিয়া প্রমাণিত

শ্রীভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—।
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব
২১। গৌড়ীয়-গীতা
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। বঙ্গসংস্কৃতিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। প্রমেয় নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। নিমাই (অমাদিগের)
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৬০। সংস্কারবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। লোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে গ্রন্থিত করা হইয়াছে।

:০:——

নিঃসংসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

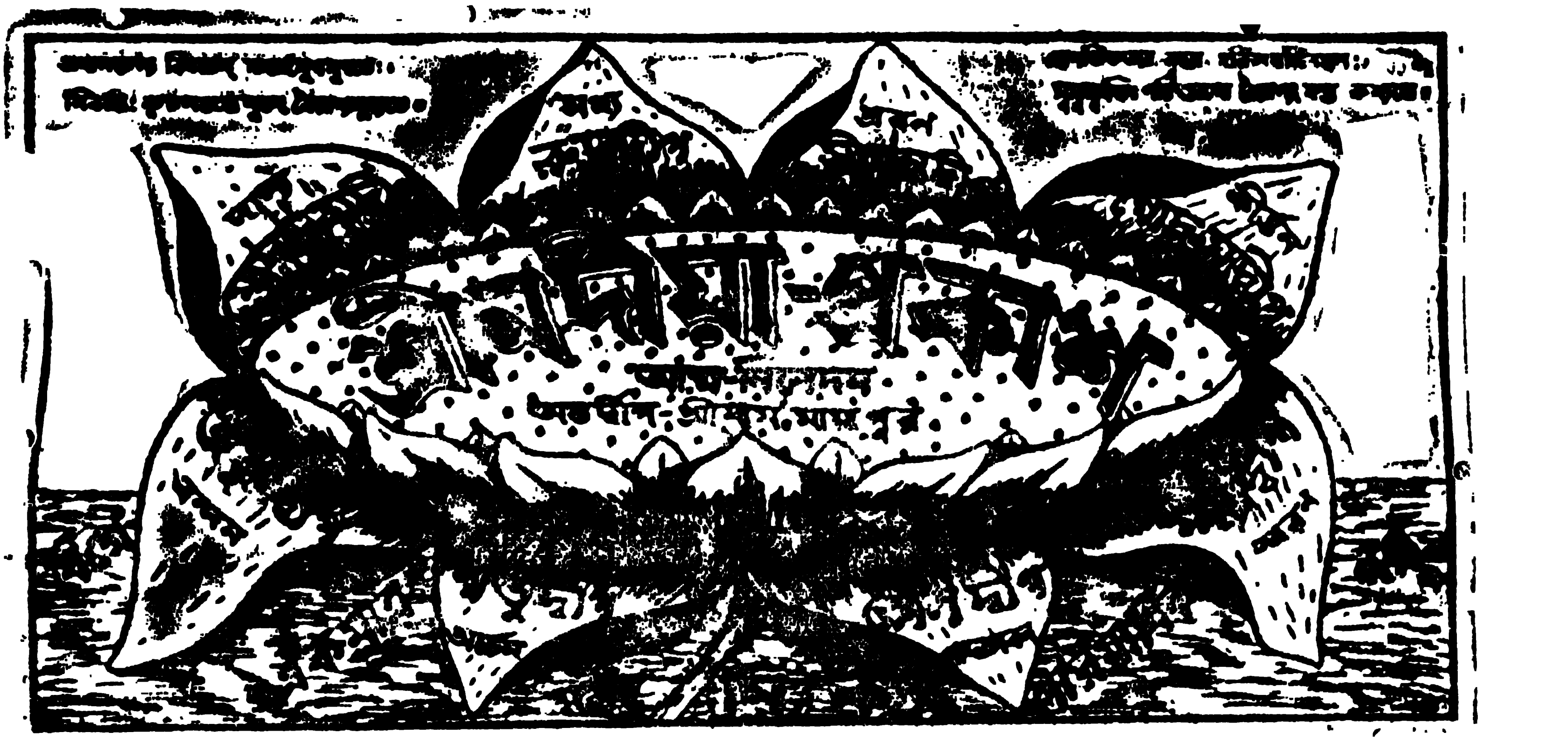

১৩শ বর্ষ { ২৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ১৩শ সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রিগণ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে নয়দিন যাবৎ নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আজ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস দিবস।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবা-ধ্যক্ষতায় আগামী কল্য ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শ্রীগৌর-প্রকটপূর্ণিমা হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে মহামহোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনাদি হইবে।

ভক্তবৃন্দ আগামীকল্য দিবারাত্র উপবাস ও সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে এই তিথিবরার আরাধনা করিবেন।

নর ———

শ্রীহরিদাস-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীল [illegible] ও শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের [illegible] বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সেবা। রূপ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল [illegible] স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেবকগণের [illegible]প্রদান ও নিরন্তর হরিকথা [illegible] পরমোৎসাহের স[illegible] —— করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরিক্রমাকালে মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ও অন্যান্য সেবকগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুবোধ ছাত্রগণও পরিক্রমায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

— - ---

শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা

গত ১১ই মার্চ্চ শুক্রবার পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ব্যাণ্ড পার্টী ও বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে মহাসমারোহের সহিত অপরাধভঞ্জনের পাট শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন।

ভক্তবৃন্দ গৌরবিজয়বিগ্রহ একটী সুসজ্জিত শিবিকায় স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে বহির্গত হইয়া স্বরূপ-ঘাট পার হইয়া নবদ্বীপ সহরে যান। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে সাত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন হইতে থাকে। এই অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তনের রোল নবদ্বীপ সহরটীকে মুখরিত করিয়াছিল। এই বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও সাত সম্প্রদায়ে নর্ত্তন কীর্ত্তন সজ্জনবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

পরিক্রমা পোড়া মা তলায় উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু প্রৌঢ়া মায়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ভক্তবৃন্দ রেলষ্টেশনের সম্মুখবর্ত্তী আম্রবাগানে উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু ও শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, মহোদয় কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সকলেই কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ সম্মান করিয়া উচ্চসংকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে শ্রীঋতু-দ্বীপে পৌঁছেন।

———

আনন্দ কোথায়?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আবিষ্কৃত হইবে না। তবে আনন্দ কোথায় পাওয়া যাইবে? আনন্দের সন্ধান কে দিবে?

নিত্যসুখবোধতনু শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবা বরণ না করা পর্য্যন্ত বাস্তব সুখ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। নিত্য নবনবায়মান আনন্দামৃত-লহরীতে ভাসমান হইতে চাহিলে শুদ্ধজীব কৃষ্ণসেবা বরণ করিবেন; নতুবা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য আনন্দের বিকৃত প্রতিফলনের মোহে প্রবঞ্চিতই হইতে হইবে।

আমরা নিজ চেষ্টায়,—নিজের বলে কখনই ভগবৎ সেবা-রাজ্যের সন্ধান পাইতে পারি না। গোলোক-শুভের বার্ত্তা-পরম্পরা কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকপট শরণা-গতি ব্যতীত অপ্রাকৃত ধামের সেবা-সুখ-সঙ্গীত কর্ণে প্রবিষ্টই হয় না,—চেতনের কর্ণ-বেধসংস্কারই হয় না।

সেবালোকময় ব্রজধামের নিত্যসেবাধন বিতরণের জন্যই পরমকৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত নরোত্তমরূপে গোলোক হইতে ভূলোকে আগমন করিয়া থাকেন।

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের কৃপা-বলেই পতিত জীব নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হয়।

আমরা স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ-ময় শ্রীকৃষ্ণদাস্যই আমাদের শুদ্ধ ভাব। কেননা, চেতনের ভূমিকায় নিরানন্দের অবস্থান নাই। ভগবদ্ বিস্মৃতি-ফলেই আজ আমাদের এই অসুখকর দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

অসুখান্বেষণে প্রমত্ত হইয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর করিলে আমরা বঞ্চিতই হইব? শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সুখান্বেষণই নিত্যানন্দ লাভের প্রকৃত উপায়। নিজ সুখ চিন্তা উদাসীন হইয়া তাঁহাদের সেবা বরণ করিতে পারিলেই আনন্দের মূল প্রস্রবণের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভ্রম সংশোধন

গত [illegible] মার্চ্চের শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ১২শ সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠায় ২য় কলমে [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল না হইয়া ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা হইবে।

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ গোবিন্দ স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীগৌরাঙ্গজন্মতিথিতে উপবাস কর্ত্তব্য কি না?

——::•::——

শ্রীভগবানের জন্মদিনে বা জয়ন্তীমাত্রেই উপবাস করার কথা শাস্ত্রে আছে। বেদ ও বেদানুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি সমস্ত সাত্বতশাস্ত্র এবং গোস্বামিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হয়, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায়ও সেইরূপভাবেই উপবাসাদি পালন করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অনেকে বলেন, যদি গৌরজন্মদিবসে উপবাস করাই বিধি তবে তাহা শাস্ত্রাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই কেন? ইহার কারণ এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালে ছন্নাবতার, কিন্তু শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্ম আদি এ তিথির করে আরাধনা॥

(চৈঃ ভাঃ)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণও এই চৈতন্যের জন্মতিথি উপবাসাদি ব্রতবিধির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহারা ইহার প্রাতিকূল্যাচরণ করে অর্থাৎ গৌরজন্মতিথি উপবাসমুখে পালন না করিয়া অন্নাদি গ্রহণ করে, তাহারা বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে অবৈষ্ণবগণে গণিত হয়। শ্রীগৌরাবতার ছন্ন বলিয়া তাঁহার জন্মতিথি-পালনাদি ব্রত যে অন্যভাবে বা গোপনে করিতে হইবে, তাহা নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রকট থাকাকালেই মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু একদিন নীলাচলে সকলকে আহ্বান করিয়া এই ছন্নাবতারের কথা—শ্রীচৈতন্যের মহিমা সাধারণের নিকট সংকীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণপূজা করিলেই গৌরপূজা হইবে এইরূপ মনে করত শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিতে হইবে না, শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা ও শ্রীগৌরজন্মলীলা-বৈশিষ্ট্যের আরাধনা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। যাঁহারা কৃষ্ণকে মানেন গৌরকে মানেন না, গৌরকে মানেন কৃষ্ণকে মানেন না, তাঁহারা উভয়েই গৌর কৃষ্ণ-বিমুখ। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পূজা যেরূপ জগতে প্রচারিত, শ্রীগৌরের অর্চ্চার আরাধনাও তেমনি জগতে প্রচারিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণসেবায় অনর্থনির্ম্মুক্ত যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি আরাধনা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি আরাধনার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগৌরজন্মদিনে ভোগবিলাস বা অন্য বিষয়ে প্রমত্ত থাকিয়া উপবাসাদি পরিত্যাগের প্রয়াস সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রতিকূলাচরণ বা কৃষ্ণবিদ্বেষ মাত্র।

প্রত্যেকেরই উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা—দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস ও সাধুসঙ্গে মহা-অর্চ্চন অর্থাৎ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরজন্মতিথির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ, শুদ্ধভক্তগণ—সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে উপবাসাদি পালন করিয়াছেন ও করেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন, যদি গৌরজন্মদিবসে উপবাসই বিধি হয়, তবে গৌরজন্মোৎসবে এত বিরাট্ আয়োজন কেন? কিন্তু আমরা বলি, জন্মদিনের দিন কৃষ্ণের ভোগ দেওয়া হয় বলিয়া কি তাহা গ্রহণ করিতে হইবে? কৃষ্ণজন্মদিনে নন্দের গৃহে নন্দোৎসব ... গৌরজন্মদিনে মিশ্রগৃহে মহা-মহোৎসব কি বন্ধ থাকিবে? ঐ দিনে—এই মাধবী তিথিতে প্রসাদাদি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদের সম্মান করাই ত' আমাদের উচিত।

গৌরারাধনা সংকীর্ত্তনমুখেই সাধিত হয়। কলিতে ধ্যান, অর্চ্চন ও যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় মহাধ্যান, মহা-অর্চ্চন ও মহাযজ্ঞের দ্বারাই ভগবদারাধনার কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহা-অর্চ্চন ও মহাযজ্ঞ। ইহার অপর নাম শ্রীনামভজন বা শ্রীনামকীর্ত্তন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহা-অর্চ্চনেই তত্তদ্ বিষয়ের পরিপূর্ণতা। কলির জীব আমরা বড়ই দুর্ব্বল ও নানা অনর্থগ্রস্ত। বিষবড়িতে অধিক শক্তি আছে বলিয়া সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হইয়া অন্তিম কালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু বা রোগীকে বিষবড়ি খাওয়ান হয়, সেইরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখিয়া শ্রীনামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা।

এই গৌর-জন্মতিথি পালনের কথা শ্রীনদীয়াপ্রকাশে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কোন কোন বন্ধু আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় আমরা তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

——::•

নবমদিবস—শ্রীরুদ্রদ্বীপ

আজ শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। এই রুদ্রদ্বীপ ইন্দ্রাকপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া এবং টোটা প্রভৃতি স্থান সমূহে ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীরুদ্রদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় রাহুপুরও বলিয়া থাকে। গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তথায় শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই রুদ্র দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—কৃষ্ণবর্ণ গৌরহরি নদীয়ায় প্রকটিত হইবেন জানিয়া শ্রীরুদ্রদেব মহা উল্লসিতচিত্তে পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে নিজগণ সঙ্গে আগমন করিয়া নানাবিধ বাদ্য সংযোগে গৌরচরিত্র কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিতে থাকেন। তাঁহার এই নর্ত্তন-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকেন। রুদ্রদেব গৌরগুণগানে আত্মবিস্মৃত হইয়া যখন হুঙ্কার করিলেন, তখন পাষণ্ডগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের এই প্রকার আর্ত্তি ও মনোবৃত্তি দর্শন করিয়া অন্যের অলক্ষিতে রুদ্রদেবকে দর্শন প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে এই নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া রুদ্রদেবের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন জানাইলেন। শ্রীরুদ্রদেব শ্রীগৌরসুন্দরকে বিবিধ বিচিত্র স্তবে আরতি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিজ্ঞগণ বলেন, এই দ্বীপে নীল লোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভা মাত্র। অষ্টাবক্র দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরা... বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ... পাদপদ্মধ্যানে রত হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈতমতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠার পর যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীং
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের রেঙ্গুণ শাখায় শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হ'ল। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়, শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ প্রভু, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ নিষ্কপট বৈষ্ণবগণের সেবাপ্রাণতায় এই জীবকল্যাণকর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'য়েছে। কিন্তু এই শ্রীবিগ্রহ কি, তাঁহার প্রতিষ্ঠাই বা কি, প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, শ্রীবিগ্রহসেবা এবং পৌত্তলিকতায় পার্থক্য কোথায়? প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন হ'তে পারে। সেই প্রশ্নগুলির সুমীমাংসা আমরা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রাদি হইতে আলোচনা ক'রব। শ্রদ্ধানুসারেই সকলের তাহা গ্রহণের সুযোগ হ'বে

ভগবান্ নিত্যসুখবোধতনু। তাঁ'র শরীর আছে। তাঁ'র শ্রীমূর্ত্তি ও তিনি আলাদা নহেন। তাঁর দেহদেহী অভিন্ন। তাঁর নাম-নামীতেও ভেদাভাব। তিনি চেতন। তাঁকে অজ্ঞান—অবিদ্যা আবরণ করতে পারে না। তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি সুখের ভোক্তা, অন্যের ভোগের যোগানদার নহেন। তিনি নিত্যদৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে ... যা সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বদা ... আকর্ষণ ক'রে নিজের সেবা করি... তাঁর বিভিন্নাংশ জীব দুই ... মায়াবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। ... কৃষ্ণসেবায় ...য়া। যারা ...নী হ'য়ে ...ক মায়ার ...মান-বিশিষ্ট,

মৎস্বরূপ. ি না কোন ·দে ভক্তি নয়। কৃ ভাত দূরে মন্ত সংসা.

তাঁ'রা নিত্যবদ্ধ। এরা ইন্দ্রিয়চালনা ক'রে ভোগী বা ত্যাগী হয়। এই ত্যাগ ও ভোগ জীবের স্বরূপে নাই। স্বরূপের ধর্ম্ম আবৃত হ'লে ভোগ বা ত্যাগে রুচি হয়। এইটাই অসাধুতা—অভক্ত-অবস্থা। অভক্ত প্রত্যক্ষ-বাদী। তাঁর কাছে অধোক্ষজ ভগবান্ সুতরাং প্রকটিত হন না। তিনি অকারণে অর্থাৎ কোন কারণের বশবর্ত্তী না হ'য়ে অপার করুণাবশে আবির্ভূত হন। তিনি সাক্ষী—তিনি দ্রষ্টা। তাঁর ইন্দ্রিয়পরিচালনার ক্ষমতা আছে। দ্রষ্টাভিমানে দর্শনই পৌত্ত-লিকের দর্শন। বৈষ্ণবের অর্চ্চা দৃশ্য নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়পরিচালনা ক'রলে কাঠপাথর ইত্যাদি দেখা যায়, কুম্ভকার, স্থপতি, ভাস্কর এদের গড়া দেখা যায়। আবার যেখানে গড়া সেখানেই ভাঙ্গা। কিন্তু ভাঙ্গা-গড়া বিষ্ণুবিগ্রহে নাই। তিনি নিত্য স্থিতিবান্।

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ—অপার করুণা-ময়। তিনি অহৈতুক কৃপাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রকটলীলা করেন। পাঁচ প্রকারে তাঁ'র প্রকটলীলা—পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা। অর্চ্চা, পূজা, আরাধ্য, সেব্য, প্রভু এক পর্য্যায়ের শব্দ। অর্চ্চা সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং শুদ্ধ অর্চ্চনকারী বৈষ্ণবের আরাধ্য। ইনি পুতুল নহেন। অর্চ্চালীলায় শ্রীভগবানের যে শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবানের কোন পার্থক্য নাই। ভক্ত যে অর্চ্চন করেন, তাহা ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। সেবক—যিনি সকল ইন্দ্রিয়কে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেখানে ভগবানের সেবা সেখানে মাংসদর্শনজনিত পৌত্তলিকতা নাই। সেখানে ভগবান্ অর্চ্চা বা দ্রষ্টা, জীব দৃশ্য। জীব দেখ্‌তে গেলে—দ্রষ্টা সাজ্‌লে, সেখানে অধোক্ষজ ভগবান্ নাই। জীবের দ্রষ্টৃত্বে কুম্ভকারের সৃষ্ট বস্তুই দর্শন হ'বে। ইহাই পৌত্তলিকের দর্শন।

যেখানে কুম্ভকারের সৃষ্টবস্তু নাই বা সৃষ্টি বলিয়া কোন জড়ধর্ম্ম নাই, তিনিই অর্চ্চা। দেখুন, অর্চ্চা, অর্চ্চক ও অর্চ্চনের প্রাকৃততত্ত্বের সহিত প্রচলিত ধারণাগুলির কত পার্থক্য? অনেক বড় বড় ধার্ম্মিক, কর্ম্মী প্রভৃতি আছেন, যাঁরা শ্রীবিগ্রহতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ পুতুল কল্পনা করিয়া ভ্রান্ত হন। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পুতুল নহেন, এই কথাটা বল্‌বার জন্যই এত কথা বল্‌ছি। যেখানে সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই—এই প্রকারের কোন চিন্তাই নাই, সেখানেই শ্রীবিগ্রহ-সেবা। কুম্ভকারের গড়া-কাঠামো ভক্তের চিন্তাস্রোতে স্থান পায় না। ছত্র প্রত্যক্ষবাদীর [illegible]। মায়ের সন্তান মায়ের নগ্নাবস্থার চিন্তা করিতে পারে না, করে না। সে অপরাধ তাহার নাই। নগ্নমাতৃক-ন্যায় গুরুসম্বন্ধে অপ্রযোজ্য। জড়ীয় দৃষ্টান্ত দিলাম। ভক্ত ভগবান্‌কে মাতা, পিতা, জনক, জননী, দয়িত, তনয়—সর্ব্বময়রূপে দেখেন। তথায় ভাঙ্গা-গড়া নাই। এটা কালের মধ্যেই নয়। যেখানে দ্রষ্টা ভগবান্, ভক্তেন্দ্রিয়ের পরিচালনকারী, এটা সেই ভূমিকার কথা। সেখানে ভোক্তা-হিসাবে বা স্বাধীনভাবে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অর্থাৎ জড়ীয় দর্শনাদি কি কিরূপে সম্ভব?

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদিতা দূর হইলে শ্রীবিগ্রহসেবা আরম্ভ হয়। এই পূজার প্রণালী আছে। গুরুদেব,—যিনি চক্ষুষ্মান্, যিনি ভগবান্‌কে পূর্ণরূপে দিয়ে দেন। মানস, দেহ, গেহ ইত্যাদি অর্পণকারীকে গুরুদেব যে কৃপা করেন, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-সেবায় অধিকার লাভ হয়। ইহাই দীক্ষা।

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।

শিষ্যের সমস্ত পাপের ক্ষয় ক'রে শ্রীগুরুদেব যে দিব্যজ্ঞান দান করেন, তাহাই দীক্ষা। কাণে ফুঁ দেওয়া দীক্ষা নয়। তুরীয় বস্তুর সন্ধান দেন গুরুদেব। তাহা বীজপুটিত, নমঃ ও স্বাহা শব্দ-সমন্বিত। 'নমঃ' শব্দের দ্বারা অহঙ্কার চূর্ণ করেন। দীক্ষায় পাপের বীজ ধ্বংস হয়। দীক্ষার এই সব অনিবার্য্য ব্যাপারগুলি যেখানে নাই, সেখানে নিশ্চয়ই উভয় দিকের কাহারও দোষ আছে। সদ্বৈদ্যের সুব্যবস্থায় রোগ নিরাময় না হইলে ঔষধ-সেবনের কোনও ত্রুটী নিশ্চয়ই আছে।

এই দীক্ষার পর ভূতশুদ্ধি বলিয়া একটা কথা আছে। ভূতশুদ্ধি না হ'লে অর্চ্চন হইতে পারে না। 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'। দেবের ভূমিকায় না গেলে অর্চ্চাদেবতার অর্চ্চন কিরূপে সম্ভব হইবে? আপনাদের কাছে আছি ব'লে আপনাদের সঙ্গে ও সমক্ষে আলোচনা সম্ভব হ'চ্ছে। সুতরাং দেবতার সমভূমিকায় অবস্থান পূজকের আবশ্যক। দেশ, কাল, পাত্রের ভেদ ইহার মধ্যে স্থান পায় না। মায়ের কোলে না গিয়ে স্তন্যপান করা যায় না। এই দেবতার অর্চ্চনে মন্ত্রের আবশ্যকতা আছে। কারণ, মন্ত্র মনন-ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে। মনন-ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ লাভ ক'রলেই শ্রীবিগ্রহের ভগবত্তা বুঝা যায়; নচেৎ অপ্রাকৃত পুতুলচিন্তা অনিবার্য্য। সংকল্পবিকল্পই মনের ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা পূজার পারিপাট্যতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। নিরন্তর সেবা একমাত্র আত্মার স্বভাব। মন্ত্র প্রদান ক'রে এই মননধর্ম্ম হ'তে যিনি রক্ষা ক'রতে পারেন, তিনিই গুরু। এই মন্ত্র-মধ্যে আবার বিষ্ণুমন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্' অর্থাৎ সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আপনারা জানেন, শালগ্রামের সান্নিধ্যব্যতীত কোন দেবতারই অর্চ্চন হয় না। কারণ তিনিই স্থিতির পালক। আমাদের ধ্বংস ও জন্ম ব্যাপারে ছুটীর দরকার নাই। স্থিতিই আমরা চাই এবং স্থিতির বড় প্রয়োজন সেই স্থিতি বিষ্ণুর দেওয়া। সেই বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ আবার তদপেক্ষাও বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। 'তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।' যেখানে বৈষ্ণবের আরাধনা নাই, সেখানে বিষ্ণুর সম্যক্ সেবা হয় না। যাঁদের দ্বারা বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব প্রচারিত, প্রকাশিত, তাঁদের সেবা ব্যতীত বিষ্ণুতত্ত্বের সন্ধানও লাভ করা যায় না। বিগ্রহবিহীন ব্রহ্মের আরাধনা বা কামনাবশে পঞ্চদেবতার আরাধনা—অর্চ্চার অর্চ্চন নহে। অর্চ্চনে কদর্য্যশীলতা ও চিত্ত-বিক্ষিপ্ততা দূর হয়; অর্চ্চন দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ দূর হ'য়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শিথিল হয়। এইরূপ শত জন্ম শুদ্ধভাবে বাস্তবের অর্চ্চনে হরিনাম গ্রহণের অধিকার জন্মে। শত জন্ম অর্চ্চন ক'রলে মন্ত্রদেবতার সাক্ষাৎ হয় ও তৎকালে সেই সেবোন্মুখজিহ্বায় নাম উদিত হন।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

এই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দান ক'রেছেন। আবার তাঁ'র পরমপ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি সকলে নিজ নিজ জিহ্বায় নাম অবতীর্ণ করাইয়া আপামরে বিতরণ ক'রেছেন। এমন দয়া কেউ কোন যুগে কোন দিন ক'রতে পারে নাই।

আনন্দ কোথায়?

আনন্দ কে না চায়? সমগ্র পৃথিবীর অন্তরাত্মা মথিত করিয়া দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছে একটি কাতর নিবেদন—চাই, চাই, আনন্দ চাই। ধনি-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, সবল-দুর্ব্বল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কি নর, কি নারী, আবাল-বৃদ্ধ সকলেই করে আনন্দের সন্ধান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই প্রার্থিত বস্তুর জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। চায় ত সকলেই; কিন্তু প্রার্থিত নিধি সত্য সত্যই পায় কি? যে বলে, আমি চিরবাঞ্ছিতকে পাইয়াছি, সে কি সত্যই তাঁকে পাইয়াছে? ভ্রমে পড়ে নাই কি?

জগৎ যে আনন্দের জন্য ভিখারী সাজিয়াছে, সেই আনন্দ যে বড় চঞ্চল, সে যে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। তাঁকে চাওয়াতেও জ্বালা,—পাওয়াতেও জ্বালা; হারানোতে তো জ্বালা আছেই। কেননা, তাহা বাস্তব নয়। যাহা অবাস্তব তাহাই অস্থির—তাহাই যন্ত্রণা-ময়। সে যে নিত্যানন্দের ছায়া। অপ্রাকৃত জগৎ গোলোকবৃন্দাবনের যে সেবানন্দ বা কৃষ্ণানন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ অজস্র ধারায় নিত্য নব নবায়মান রূপে ঝরিতেছে,—অনন্ত বিচিত্রতা ও অনন্ত বিলাস-সুষমা-পূর্ণ সেই নিত্য বস্তুর বিকৃত প্রতিফলনই এই অনিত্য জগতে আনন্দ নামে পরিচিত। ব্রজের সেই সেবানন্দ কায়াস্বরূপ, আর বিশ্বের এই জড়ানন্দ তারই ছায়া। তাই তাঁকে ধরিতে পারি না। ধরিতে গেলে সে সরিয়া পড়ে। শুধু হৃদয়ে সে জ্বালাইয়া যায় অতৃপ্ত বাসনার লেলিহান অগ্নিশিখা।

জগৎ কিন্তু ছায়ার বিচিত্র বিলাসে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই জ্বালাকর [illegible] তৃপ্তি নাই জানিয়াও তারই জন্য [illegible] ক'রেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—[illegible] বা বলি কেন, কত শত সহস্র জন্ম-জন্মান্তর যাবৎ জগজ্জীবগণ এই ছায়াময়ীর কৃপাকটাক্ষ-লাভের জন্য অনন্ত ক্লেশদ জন্মমরণের ফাঁসি গলায় তুলিয়া লয়। হায়রে! সে ত জানে না, 'নিষ্ঠুরা মায়াবিনী তাঁকে মরু মরীচিকায় শ্রান্ত করিয়া অবশেষে প্রাণে বধ করিবে।

আনন্দ-লাভের জন্য আমাদের এই কামনার মূলে কি আছে তা' যদি একটুকু অন্বেষণ ক'রি, তবে কাহাকে দোষতে পাই? —দোষ, ঐ ভোগরাক্ষসীর বহুরূপিণী মূর্ত্তি। ভোগ—কেবল ভোগ, আনন্দের প্রতিনিধি ভোগ, আবার এই ভোগ [illegible] বিপরীত [illegible] গ্রহণের ভোগ। [illegible] আমাদিগকে [illegible] বহু মূর্ত্তিতে ভোগ দিতেছে।

এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন সমস্যার উদয় হইতেছে, আবার সেই সমুদয় সমস্যা সমাধানের জন্য [illegible] বিরাম নাই; [illegible] অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না কেন? [illegible] সমস্যা ক্রমবর্দ্ধ[illegible] [illegible] হইতেছে কেন? [illegible] কোটি মনীষী শতকোটী বৎসর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না ক'রবেন না। আধুনিক সুসভ্য [illegible] গবেষণাগারে কোন [illegible] সুশৃঙ্খল [illegible]

(পর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সংসার ছাড়ি কৈনু অসাত বিলাস। তেঁ কারণে লাগিল মোর কণ্ঠবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক---শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়াঘ্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ... কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ — শ্রীপাদ নরহরিচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক —শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক -- শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসপালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীশ্রীধরবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুরুরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমদাস দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ,

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক -শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীফেলুপ্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৴০
খড়িপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোয়া সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গভরেণ	১২৲
চাদিরবার	৫৩।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
মিশ্রণ—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬।৵০
স্প্যাংকাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫।৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
পালাউ	১৷৵০—১৸০
ভূষি	১৷৵০—১৷৴০

ঘৃতের দর

ঋতুমা	৫৭৲
বাঘসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
[illegible]	৬৩৷০

তার	৭৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কাড (কয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা লিমিটেড ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
শীস	১৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটী কাটিং -৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ষ্টিল পাটি, গোলটু গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৮৷০
স্নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের চালমণ ৫৵০, পাটের চালমণ ৬৷০

তুলার চালমণ ৪৷০

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ খাগা	৫৩
ঐ কাইন	৫১

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
লাবল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খরিমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌ লিঃ

১ড-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

ধাম—মায়াপুরে

—।:o:।—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী—শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল

—::*::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মহৌষধের ন্যায় উষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপড়া, দামড়ি এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ১ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ১০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১২ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ন ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ সওয়ার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আলেখ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

-প্রকা

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।/০	।/০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৯.	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যা।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহো পাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিন্যস্ত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
।গৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা Regd No. C 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

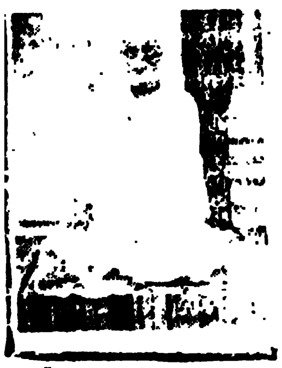

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ৩০শে গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫১; ২রা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪; ১৬ই মার্চ্চ, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৮; বুধবার } ১৪-১৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্তবামৃতম্

(১)

কনকরুচিরবর্ণো রাধিকাভাবপূর্ণঃ
স্ফুটিতকমলনেত্রঃ স্বেদকম্পাশ্রুগাত্রঃ।
মৃদুলমধুরহাস্যশ্চন্দ্রকোটিস্মিতাস্যো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(২)

মদননিযুতরূপঃ প্রেমপীযূষকূপো
নিখিলনিগমসারো নামমন্ত্রাবতারঃ।
সুজনসকলপালো দুষ্টদুর্দ্দান্তকালো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৩)

মধুর মধুবমৃদ্বিবিধবিস্তীর্ণকীর্ত্তি-
বিধিশিবনতপাদঃ কল্পবৃক্ষপ্রসাদঃ।
চরিতরঙ্গিতচণ্ডো বাহুদণ্ডপ্রকাণ্ডো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৪)

দ্বিজকবিকুলরত্নো জীবনিস্তারযত্নঃ
কৃতযতিবরবেশঃ কৃত্তশীর্ষণ্যকেশঃ।
করধৃতজপমালো নামগানাভিলোলো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৫)

স্বগণগণপরিবৃতো বেষ্টিতাশেষভৃত্যো
মধুরিপুকৃতদৃষ্টিবর্দ্ধিতপ্রেমবৃষ্টিঃ।
গজপতিগতিলীলো লোকভুক্তেরশীলো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৬)

কৃতনিজজনরক্ষো দত্তরূপপ্রশিক্ষঃ
পররসমধুমত্তো ভক্তরায়প্রসক্তঃ।
দলিতকুমতবাদশ্ছিত্তযোগিপ্রমাদো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৭)

বিবিধ-হরিনামা পামরোদ্ধারধামা
মধুরিম-পরিসীমা খ্যাতচৈতন্যনামা।
ব্রজপুরগুরুকামো বকচিবাভিরামো
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৮)

প্রিয়জনসুবিলাসো নীলশৈলপ্রকাশঃ
প্রণতপতিতবন্ধুদীনকারুণ্যসিন্ধুঃ।
কলিকলুষবিনাশী শুদ্ধিদাশুদ্ধিকারী
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(৯)

কলি[illegible] [illegible]
সলিলপতি[illegible] [illegible]।
বহুবিধবর[illegible] [illegible]
নটতু হৃদি নটেন্দ্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(১০)

অধমপতিতপাপং প্রাপ্তসংসারতাপং
অকৃতভজনসঙ্গং কালিতঃসঙ্গবঙ্গম্।
প্রভু বহুবিধতুষ্টং লোককোটিপ্রভৃষ্টং
বিষয়বিষনিমগ্নং সং[illegible] [illegible]॥

(১১)

শ্রবণ[illegible] [illegible]
স[illegible] [illegible]।
বৃজিন[illegible] [illegible]
স্বয়মবতু [illegible]॥

(১২)

অয়ি দয়ম! কৃপালো! কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র!
তব চ[illegible] যাচতে গৌরদাসঃ।
[illegible] তুষ্টা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু
[illegible] দেহি মে গৌরচন্দ্র॥

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজিউ

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা। সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥

শ্রীশ্রীগৌরবিজয়-আরতি

কৃষ্ণগাথা-বন্যাধারা জগৎ মাঝে উচ্ছলি'
বিশ্বময় শীকরকণা বিতরে।
ভক্তচিত্তে পূর্ণলোক আপনি লয়ে উজলি'
কৃষ্ণনাম গাহিয়া রূপে বিহরে॥
"গৌর আনা ঠাকুর" নাচে ভক্তহৃদয়-বিতানে,
প্রভু সনে নাচে সে ভুবনে।
কৃষ্ণনাম গাহে ভক্ত শঙ্খ নিনাদে
পুলকে ...
অন্ধ-রাহু-গ্রস্ত চাঁদে শোভে নিজ কলাতে,
বালিয়া হরি উচ্চরবে গাহিয়া।
সকল দিক্ মুখর করি' হরিনাম গুঞ্জনে,
গঙ্গা তীরে নাচিছে সবে নাচিয়া।
কৃষ্ণনাম উচ্চরবে উঠিছে শচী-অঙ্গনে,
বিপুল ... বহে ভূলোকে।
আসিল প্রভু গৌরতত্ত্ব প্রেমের আলোকরঞ্জনে,
বিজয়গীতি দেবগণ গাহে দ্যুলোকে।
আলোয় ঢাকা ঠাকুর কালো ... ঘন অন্ধ
আলোর পারে উদিত আজি হলো।
ফুটাতে হাসি শিশুর মুখে, গাহে পাষাণকন্দরে
কৃষ্ণগাথা জ্যোৎস্নাধারা উজলে।
বিদ্যাবন্ধু-সেবিতপদ গৌরবাণী বিজ্ঞানে,
রচিয়া তোলে সৌধ নবজগতে।
বিদ্যাবিলাস মূর্খজীবে থাকিতে বিবাদে,
শব্দমালার ... ফিরে মরতে।
সৌধমাঝে কৃষ্ণগাথা-মঞ্জুগীতি ঝঙ্কারি'
আপনজনে চাহেন আপন স্বরূপে।
ছাড়িয়া মায়া শুদ্ধজীবে অপার দয়া সঞ্চারি'
বিলান নাম কেবল সেবালোলুপে॥
পামর যত পাপিতজন কাননেতে থাকিত,
দয়াল প্রভু গাহেন তরে ভাবিয়া।
জগজ্জীবের বিমুখভাব অনাদিকাল সঞ্চিত,
হরিতে প্রভু মন্দ জীবে চাহিয়া।
শিক্ষা দিতে জগৎজনে করেন লীলা সন্ন্যাসী,
মূঢ় মানব পতিত মায়ার কবলে।
অধম প্রাণী, ... , ... , পাষাণ, ... আসি'
কৃষ্ণনাম বলান সবে পুলকে
নীলাচলের সিন্ধুতীরে কৃষ্ণনাম ঝঙ্কারে,
বিরহ-মাঝে নামের ... উদ্ধারে।
কৃপায় তাঁর ভাগ্যবানে ... ভাব সঞ্চারে,
কৃষ্ণ-নামের আলোক-ধারা উজলে।
পাষাণ হ'তে কঠিন আমি অপরাধের পঙ্কেতে
পড়িয়া আছি বাঁধিয়া ঘোর মরণে।
গৌরবাণী-সেবন ছাড়ি' অভিমানই অঙ্গেতে,
বাঁধ মম গৌরজন-চরণে॥
অভয় যাঁর রাতুলপদ ব্রহ্ম-শিব বন্দিত,
শক্তি নাই নমিতে তাঁর চরণে।
দয়াল ঠাকুর ব্যাকুল আজি কীর্ত্তনেতে নন্দিত
ভরসা তাই চরণ-রেণু বরণে।
চিত্ত জড় বিষয়-ঘোরে রয়েছে মোর ...
চরণ ধরি' জানাই আজি কাকুতি।
মর্ম্ম ভেদি' ... পুস্তক মেঘ-মন্দ্রিত
জীবন হোক যজ্ঞ নামে আহুতি॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

কৃষ্ণপ্রেমরস-লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণপ্রেমদানের শক্তি একমাত্র রসিকশেখরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই রসিকেন্দ্র আনন্দলীলাময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই স্বর্ণকান্তি বদ্ধজীবের অন্তরের ভোগতিমির বিনাশ-কল্পে কিরণ বিস্তার করিয়াছেন।

স্বরূপ অনর্পিতচর কখনও সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বরূপেই নিজরূপের সঙ্গত অবস্থান আছে। সেবাপরায়ণের সেবার নয়ন-মনোহর রূপ-প্রদর্শনকল্পে সেবারস আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃ ভাবের সেবায় ভোগ্য ভাব-সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ দয়া মানবজাতি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রয়োজন-তত্ত্ব বিজ্ঞান যাঁহার লীলায় পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হইয়া জীবের চরম-কল্যাণ বিধান করিয়াছে, তাঁহার অনুশীলনে—তাঁহার সেবায় জীবের পূর্ণচেতন-বৃত্তি নিযুক্ত হইলেই গুণজাত ভোক্তৃভাবের অহঙ্কার চিরতরে বিদূরিত হইবে।

যাঁহারা জগতের মোহনিদ্রায় অভিভূত, তাঁহারা পূর্ণচেতন-দর্শনে অনবস্থিত তাঁহাদের অস্মিতা জাগ্রত হইয়া দিব্যালোকে বিভাবিত হউক, সর্ব্বোত্তমতার শোভনীয় কান্তির রূপদর্শনে সমৃদ্ধ নিজ-সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার যোগ্যতা লাভ করুক। সেই সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশেই চৈতন্যচন্দ্রের আনুগত্য আমাদের জড়াহঙ্কার বিদূরিত করিয়া সেবারসের পরিচয় ও সান্নিধ্য-সেবাধিকার লাভ করুক।

গুণত্রয়ের অধীনতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। ঐ বদ্ধাবস্থা দূর হইলে জীব নিজ নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি একেবারে রহিত হওয়ায় চৈতন্যহীন হন। চৈতন্যহীন জীব 'প্রবুদ্ধ' ও 'নিদ্রিত' ভেদে দ্বিবিধ, চৈতন্যের অপব্যবহার-বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে গুণপরিচিত বস্তুবিশেষ হওয়ায় অপর বদ্ধজীবের ভোগ্য হইয়া পড়েন। নিরভিমান না হইলে তিনি বাচক নামের সেবা করিতে সমর্থ হন না। বাচক-নামের সেবা না করিলে তাঁহার বাচ্য-নামীর সহিত সান্নিধ্য লাভ ঘটে না।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী কৃপা কর মোরে।
তুমি বিনা কে দয়ালু এ বিপদ-ঘোরে॥
সংসার-সমুদ্রে কাম-তরঙ্গে পড়িয়া।
অকালেতে দেহতরী যেতেছে ভাসিয়া॥
'কু'-চৈতন্য মায়াঘোরে আমি নিরাশ্রয়।
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

অনন্ত বিপদ-পূর্ণ সংসার-কাননে।
'কু' পথে ভ্রমায়ে লয় সতত 'কু'জনে॥
শ্রীমদনন্ত-বাসুদেব বান্ধব বিহনে।
আর যে রক্ষক নাই দুর্গম গহনে॥
'কু'-চৈতন্যে পথহারা পথিক নিচয়।
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

আলো বলি' ছুটে যাই গভীর আঁধারে।
কণ্ঠহার ভেবে যাই অকূল পাথারে॥
ফুল ব'লে ধ'রেছি গো কাল-ফণী-হারে।
সুধা ব'লে তুলেছি গো গরল আধারে॥
'কু'-চৈতন্য মোহে পড়ি' সব ভ্রমময়।
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

জ্বেলেছি জগৎ মাঝে বৈরদাবানল।
গ্রাসিল করাল শিখা সব বিশ্বতল॥
'কু' ভোগেতে ধাই আমি পতঙ্গের প্রায়।
কারো বাধা কর্ণে মোর নাহি পশে হায়॥
'কু'-চৈতন্য কপটের সঙ্গ জ্বালাময়।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

গণশান্তি-অশনিপূর্ণ বিদ্রোহী ভীষণ।
শান্তি-স্বাধীনতা-দাতা-সনে করে রণ॥
বিশ্বগ্রাসী ছলময়ী কাপট্যের ঘোর।
আবরিতে সত্যপথ হ'য়েছে বিভোর॥
'কু'-চৈতন্য মোহে হ'ল দৃষ্টিশক্তি ক্ষয়।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্থাপক বৈষ্ণব।
বর্ণাশ্রমগুরু তিনি কহে শাস্ত্র সব॥
সে বৈষ্ণবে শূদ্র-বুদ্ধি পাষণ্ডতা অতি।
কোটী কল্পে নারকীর নাহি শ্রেয়ো গতি॥
'কু'-চৈতন্য-সঙ্গে হেন অপরাধ হয়।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-সঙ্গে ভক্তি-বাস।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কর মোরে দাস॥
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী গুরু গৌর জয়।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী সদ্গুরুনিচয়।
'কু'-চৈতন্যে অন্ধজন হেরে জড়ময়।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী সেবে গুণবান্।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী বাসুদেবপ্রাণ॥
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী বিনোদ-জীবন।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কিশোরের ধন॥
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী সিদ্ধান্ত-আলয়।
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী দেহ গো আশ্রয়॥

শ্রীভক্তিগৌরব দাস

সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপধামে। কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অন্য স্থানে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ গোবিন্দ ভৃত অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীগৌরপ্রকট-পৌর্ণমাসী জীবহৃদয়ে গৌরপাদপদ্মের আবির্ভাবস্মৃতি জাগরূক করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক সমুদিতা হইয়াছেন। আমরা এই সর্ব্বসুমঙ্গলময়ী তিথিবরার আবির্ভাবকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি নিত্যকাল আমাদের প্রতি প্রসন্না থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের আবির্ভাবস্মৃতি নিত্যকাল দেদীপ্যমান রাখুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের নিরন্তর কাতর প্রার্থনা।

প্রাপঞ্চিক কালগণনানুসারে আজ ৪৫১তম গৌরপ্রকটাতীতাব্দ সমাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাপ্ত ৪৫২ গৌরাব্দ আরম্ভ হইতেছে। শ্রীগৌরপাদাশ্রিত গৌড়ীয়গণের আজ নববর্ষ-প্রবেশ। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রত্যব্দ এই সময়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশনে সম্বৎসর-ব্যাপী শ্রীগুরু-গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সেবাকার্য্যসমূহ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে ও তাঁহার চরণাশ্রিত সেবকগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ও বৈষ্ণবগণকে শুনাইতেন এবং সেই গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গকে তাঁহাদের সেবাকার্য্য যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন, তন্নির্দ্দেশসূচক সেবাকার্য্যে আরও অধিক উৎসাহ প্রদানার্থ শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেন। মোট কথা, এই সময়ে সম্বৎসরের সেবার খতিয়ান পরীক্ষা হইত। কেবল সেবাকার্য্য নহে, তৎসহ কে কতটুকু সেবাসিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারঙ্গতি লাভ করিয়াছেন, তাহারও নিদর্শন-স্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, সাত্বত পঞ্চরাত্রাচার্য্যাদি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। বলা বাহুল্য, ভক্তবৃন্দের সেবাকার্য্য বিচার ও তৎসম্পর্কে উপাধি ধন্যবাদাদি বিতরণ, সেবাসিদ্ধান্ত-পরীক্ষাদি—এই সকল যাবতীয় ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন—আমাদের বর্ত্তমান আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ। তিনি সভার আলোচ্য ও অনুষ্ঠেয় বিষয় সমূহের যে খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিতেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতেন। তিনি যাহার যে বৈষ্ণবতা ও সেবাপ্রাণতার আদর করিয়াছেন, তাহা প্রভুপাদের পরম আদর ও অনুমোদনের বিষয় হইয়াছে। তাই আজ আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যফলে যদিও আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, তথাপি আমাদের বড় আশার ও বড় ভরসার বিষয় এই হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন আজ তাঁহার মনোঽভীষ্ট সংস্থাপনের যাবতীয় গুরুভার সাদরে বরণ পূর্ব্বক জগদাচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অমন্দোদয়া ভূরিকৃপা-ফলে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলায়ও আজ প্রভুপাদের প্রকট-লীলারই অভিব্যক্তি পরমোল্লাসে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা শ্রীল প্রভুপাদের একটী বিশেষ মনোঽভীষ্ট ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেই অভীপ্সিত কার্য্যটী স্বয়ং রেঙ্গুণে শুভবিজয় করিয়া অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কতিপয় গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাবিরোধী ব্যক্তির আপ্রাণ বিরোধচেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সহকারী সেবকবৃন্দকে লইয়া অদম্য উৎসাহে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। গত গৌরপ্রকট-পূর্ণিমা হইতে আজ পর্য্যন্ত 'অণুভাষ্য', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ,' পরমগুরু 'শ্রীগৌরকিশোর,' শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, 'শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক 'গৌড়ীয়', দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'পরমার্থী' পাক্ষিক পত্রের কয়েকটী বিশেষ সংখ্যা, ইংরাজী পাক্ষিক 'হারমনিষ্ট' ও হিন্দি পাক্ষিক 'ভাগবত' পত্রের নবপর্য্যায়ে প্রকাশ, গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতা অধ্যাপনা, বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য এবং এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত যাবতীয় মঠে যাবতীয় উৎসব অতি সুচারুরূপেই সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রত্যেক মঠেই এক অপূর্ব্ব প্রাণময়ী সেবা অনুষ্ঠিত হইতেছে। — সকলেরই হৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-সেবার এক অপূর্ব্ব রাগ-ময়তা জাগিয়া উঠিয়াছে—জাড্য চলিয়া গিয়াছে। নিষ্কপট গুরুসেবকমাত্রেরই হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃই শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যবর্য্যের জয়গান উত্থিত হইতেছে, সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার এক অভূতপূর্ব্ব বল ও উদ্যম লাভ করিয়াছেন। সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব জয়যুক্ত হউন—শ্রীশ্রীল-আচার্য্যদেবের কৃপায় আমাদের হৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। তাঁহার আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ অষ্টোত্তরশতশ্রীবিমণ্ডিত হউন— আমাদের জিহ্বাপ্রাঙ্গণে তাঁহার বিজয়গান তাণ্ডবিনী-রতি বিস্তার করুক, তাহা হইলেই আজ আমাদের হৃদয়ে শ্রীগৌর-প্রকট-পৌর্ণমাসীর আবির্ভাব হইবে। তাঁহার জয়গানেই শ্রীল প্রভুপাদ তুষ্ট হইবেন; শ্রীল প্রভুপাদ তুষ্ট হইলেই শ্রীগৌরসুন্দর তুষ্ট হইবেন। শ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে প্রসন্ন হউন।

ভক্তের হৃদয়ই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আবির্ভাবক্ষেত্র—সেস্থান নিত্য গোকুল-মহোৎসবময়। ভক্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবদাবির্ভাব কখনই উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভক্তের হৃদয়ই—শ্রীরাধাবন বা গোলোকবৃন্দাবন। সেই শ্রীরাধাবনেই মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠদ্বয় নিত্যবিরাজিত থাকিয়া নিত্যকাল (প্রকটাপ্রকট উভয়কালেই) শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং রাধাগোবিন্দমিলিত-তনু গৌরসুন্দরের লীলাবিলাস সম্পাদিত করাইতেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলারস-আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদানের জন্যই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরির আশ্রয়ের ভাবকান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীরাধাটোটাতে কৃষ্ণাম্বেষণলীলা। শ্রীরাধাবনই গৌরবন। যদিও ঐতিহ্যপ্রতীতিতে শ্রীগৌরহরির নীলাচলাদি ক্ষেত্রে লীলাবিলাসাদিহেতু নবদ্বীপ-লীলায় প্রাপঞ্চিক কাল গণনার চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষাধিককালীয় লীলার কোন প্রাকট্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি শ্রীরাধাবনে শ্রীগৌরহরির নিত্য বিহার তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে নিরন্তর সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত দিব্যদর্শন লাভ হয় না। চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম ও ধামবাসী বৈষ্ণবকে প্রপঞ্চের সমান দেখিতে গিয়া মৎসরতা-চণ্ডালিনীর কুহকে পড়িতে হয়। তাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে সেবাবুদ্ধি অস্তমিত হইয়া গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষই অতঃপর কাম্য হইয়া পড়ে, ইহা অপেক্ষা জীবের চরম দুর্গতি আর কি হইতে পারে? এই সকল ব্যক্তি ধামবাসের ছলনা করিতে যায় বটে, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে শ্রীধামের পরিবর্ত্তে মায়াশক্তির আবরণই লাভ হইয়া থাকে। আজ গৌরপ্রকট-বাসরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ গুরুগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও তৎপ্রিয় বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণপদ্মে কাতর প্রার্থনা তাঁহারা সকলে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন গৌরধাম গৌরকাম ও গৌরনামের সেবাবিমুখ ও বিরোধী যাবতীয় অসৎসঙ্গ ও তাহাদের প্রভাব পরিমুক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ধামসহ সপরিকর মায়াপুর শশধর শ্রীগৌরহরির জয়গান করিতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-স্মৃতি

(মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ,)

নিত্যারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরজন্মোৎসব দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। ঢাকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকমাসে শ্রীল প্রভুপাদ একমাস ধরিয়া 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোক ব্যাখ্যা করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিয়া রাখেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার "ঝুলনবাড়ী"তে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের গায়ত্রীপর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। (সরস্বতী-জয়শ্রী বৈভবপর্ব্ব ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তখন ঢাকায় সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও অন্যান্য কৃতবিদ্য বহু প্রচারক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ব্যাখ্যার পরিপূরণ-কার্য্য, বিশেষতঃ ঐ শ্লোকের গায়ত্রীপর ব্যাখ্যায় একমাত্র যোগ্যতম প্রতিনিধি-বিচারে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই ব্যাসগদিতে বসাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী সকলেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ব্যাখ্যা-শ্রবণে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ, অনুকীর্ত্তন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যের কার্য্য করিতে এই মহাপুরুষই একমাত্র যোগ্যতম।

সেইবারই কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেসে গমন করিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীচরণে প্রথম উপনীত হই এবং তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীধাম মায়াপুরে প্রথম উপস্থিত হই। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে আমাকে যথাশাস্ত্র সাবিত্র-সংস্কারে সংস্কৃত করেন (সরস্বতী-জয়শ্রী—বৈভবপর্ব্ব, ১২০ পৃষ্ঠা)। সেই বৎসর আচার্য্যদেবকে প্রভুপাদের সভাপতিত্বে 'পংক্তি-ভোজন' সম্বন্ধে একটী ভজনবিজ্ঞানপর বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম (১৩২৮ বঙ্গাব্দ ৩০শে ফাল্গুন)।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বস্মৃতি ও সুপ্রাচীন ইতিহাস সরস্বতী-জয়শ্রীর উপকরণ সংগ্রহ কালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে"র সুধী পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিব।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে প্রায় পাঁচশত ভক্ত, কএকজন 'আচার্য্য-সন্তান' ও কৃতবিদ্য সরকারী কর্ম্মচারী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই (১২৯৯ সন) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসে নিরাশ্রয়ের বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপের বহু ব্যক্তি লইয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভা-যাত্রার সহিত শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হন। "সেই স্থান স্পর্শ করিবা-মাত্র বাবাজী মহাশয় এ স্থানকে জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ বলিয়া উক্তি করিলেন। আবার পূর্ব্বানন্দিষ্ট খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তন-দল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের বড় খোল-খানা ভাঙ্গিয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সিদ্ধবাবাজী মহাশয় ঐ স্থানটী যে শ্রীবাসঅঙ্গন তাহা নিশ্চয় করিলেন। তথায় শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা প্রকাশ হওয়া উচিত তাহাও বলিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন যে, শ্রীশচীপ্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকাশ হওয়া আবশ্যক।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

১৩০০ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ কৃষ্ণনগরে একটি মহাসভা আহূত হইয়া "শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা" স্থাপিত হয়। সেই শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সাধারণসভা ও তদন্তর্গত তিনটী সমিতি আছে। সাধারণ সভার কার্য্য— শ্রীগৌরজন্মভূমিতে শ্রীবিগ্রহ-সেবন, আর্য্য-শাস্ত্রের গ্রন্থ সংরক্ষণ, শাস্ত্র-ধর্ম্ম-প্রচার ও শাস্ত্রীয় চতুষ্পাঠী স্থাপন। ইহার অন্তর্গত তিনটী সমিতি: (১) কার্য্য-সমিতি, (২) 'সেবা-সমিতি' (৩) গ্রন্থ সমিতি নামে পরিচিত। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরগণ সাধারণ সভার সভাপতি, উহার সম্পাদকও আছেন। কার্য্য-সমিতিরও একজন সভাপতি, কএকজন সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক, সহকারি-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও কার্য্য-পতি এবং কার্য্যকারী সদস্যগণ আছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই কার্য্য-পতির আসনে সমাসীন ছিলেন। সেবা-সমিতির সভাপণ্ডিত ও সভ্যগণ আছেন। পূর্ব্বে সভাপণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিতবর অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়। গ্রন্থসমিতিরও সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্যগণ আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালে গ্রন্থসমিতির সম্পাদক ছিলেন। টাকীর জমিদার যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ভক্তি-ভূষণ এম্-এ, বি, এল মহোদয় গ্রন্থ-সমিতির সভাপতি ছিলেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশিত হন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণীতে (সঃ তোঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১১-১৪পৃঃ) সেই প্রথম গৌর জন্মোৎসবের দৃশ্য এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"হে ভক্তবৃন্দ! শ্রবণ করুন, কলিযুগপাবন গৌরাঙ্গদেব শ্রীশচীগৃহে আবার বিগত ৮ই চৈত্র ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

৭ই চৈত্র মঙ্গলবার—সন্ধ্যাকালে শ্রীমূর্ত্তি-যুগলদ্বয় শ্রীযোগপীঠে সিংহাসনস্থ হইলে শ্রীযুত হরিদাস গায়ক ভক্তবৃন্দ লইয়া অধিবাস গান করিয়াছিলেন।

৮ই চৈত্র বুধবার—সে দিবস যে প্রকার আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অতি প্রত্যূষে শ্রীযোগপীঠের উপর শ্রীমন্দিরে যখন শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া এক সিংহাসনে এবং শ্রীরাধামাধব অপর সিংহাসনে সজ্জীভূত হইয়া বিরাজমান হইলেন, তখন সহস্র সহস্র যাত্রি ও ভক্ত প্রবল আনন্দ উচ্ছ্বাসের সহিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে দর্শনসুখে নিমগ্ন হই-লেন। এদিকে প্রভুর কর্ম্মচারিগণ সেবাসুখে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন:—আবার শ্রীহট্ট, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ মেদিনীপুর, হুগলী, চব্বিশপরগণা ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থান নিবাসী অসংখ্য ভক্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীমূর্ত্তিযুগলদর্শনাভিলাষী মহা জনতার সহিত প্রবেশ করিতে লাগিলেন; শান্তিরক্ষাকারী রাজপ্রতিনিধিগণ—যাহাতে সকলের সুন্দররূপে দর্শন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ পঁচিশ-ত্রিশ হাজার যাত্রীর দর্শন হইতে হইতে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতিষ্ঠাপূজা ভোগাদি সমাপ্ত হইতে তিন প্রহর অতিবাহিত হইল। নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকেই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে ফাগুখেলায় যাত্রিগণে পরমানন্দ লাভ হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক হইলে গ্রহণসময়ে শ্রীযুত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌরজন্ম-লীলা পাঠ করিলেন। সেই সময় কএকটি অদ্ভুত লীলা দেখা গেল। মহাসঙ্কীর্ত্তনে অনেক সহস্র লোক উন্মত্ত হইয়া শ্রীমায়াপুরের সম্মুখে শ্রীগঙ্গানগরস্থ জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতে লাগিলেন; পরে নাট্যমন্দিরে শ্রীবনওয়ারী দাস ও শ্রীহরিদাসের মনোহর সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর প্রকটসময়ে শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীর মধ্যস্থলে ছিলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর দ্বারা অনেক ভূমি লণ্ড-ভণ্ড হওয়ায় তত্রস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধনীবৃন্দ শ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিম পারে গিয়া প্রথমে বাবলা-আড়ি গ্রামে ও পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ যেখানে আছে, সেই তাৎকালিক কুলিয়া গ্রামে সমাজ ও দেবতাদি উঠাইয়া লইয়া যান। সেইকাল হইতে শ্রীমায়াপুর সামান্য সামান্য লোকের আবাসস্থান মাত্র হইয়াছিলেন। এ বৎসর ১৪০৭ শকাব্দার ন্যায় আবার প্রভুর প্রকট-যোগ হওয়ায় সেই মায়াপুর ভূমিতে পুনরায় নগর পত্তন হইতেছে। পাকা ঘর বা রাত্রে রহিবার অনেক স্থান না থাকায় অনেকের দুঃখ বোধ হইয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আগামী বৎসর হইতে সে দুঃখ অনেক নিবৃত্ত হইবে। শ্রীযোগপীঠের নিকট উত্তম জলা-শয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

৯ই চৈত্রের প্রত্যূষেই মহা-মহোৎসবের উদ্যোগ হইতে লাগিল। প্রায় সহস্র লোকের অন্নব্যঞ্জনাদি পাক ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ হইতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া পড়িল। সহস্র-লোচন ইন্দ্র মহাপ্রভুর লীলা পোষণ করিবার জন্য কিরীটিমালির উগ্র তেজকে ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সমাগত যাত্রি-গণের বিশেষ সুখ-প্রদান করিলেন। মহোৎ-সবের সুবিধার জন্য সেই সময় শ্রীবাসাঙ্গনের আভ্যোদ্যানে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাত্রা শুনিয়া যাত্রিগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। আরাত্রিকের পরেই মহাপ্রভুর নাটমন্দিরে অপূর্ব্ব মনোহরসাহী গান হইয়াছিল।

১০ই চৈত্র—যাত্রিদিগের বিপুল আনন্দের সহিত সমারোহ, সমাগত মেলায় ক্রয়-বিক্রয়াদি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূজা ভোগাদি ও বহুকালব্যাপী কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রত্যূষে চিরস্মরণীয় চাঁদকাজী মহাশয়ের সমাধিস্থলে মাথুরযাত্রা হইয়াছিল। তাহাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই একমনে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটী হইতে একদল চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন আশা শাটা-নিশান-ডঙ্কা লইয়া কাজী মহা-শয়ের সমাধি পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ভক্তবৃন্দ সেই সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি ও ব্রাহ্মণপুষ্করিণী প্রভৃতি মহাপ্রভুর লীলাস্থান ব্যাপিয়া নৃত্য করিতে করিতে, নানানন্দ

বিতরণ করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রধান শ্রীযুক্ত নুরুকচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় বহুবিধ ভক্তের সহিত এই সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১ই চৈত্র শনিবার পূর্ব্ববৎ সমস্ত উৎসব হইয়াছিল। সেই দিবস রাত্রে রামলীলা-গান হইয়া উৎসব শেষ হইল।

শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব **শ্রীপাট খেতরীর মহোৎসবের পর বোধ হয় কুত্রাপি আর হয় নাই।** অনেক স্থানে ধনী ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে বিপুল অর্থব্যয়ে মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেরণামতে সর্ব্বসাধারণ ভক্তবৃন্দের **নিজ নিজ ব্যয়ে ও নিজ নিজ যত্নে** এরূপ জগদ্ব্যাপী ব্যাপার আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় নাই। সুবৃহৎ মেলা বসিয়াছিল, তোরণের উপর নহবতাদি বাদ্য হইতেছিল। নানা প্রকার ভেকধারী চিহ্নধারী বৈষ্ণবসকল স্থানে স্থানে বসিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যার বলে স্বদেশ গৌরব অনেক অংশে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দলে দলে বৈষ্ণব-বেষ ধারণপূর্ব্বক সহৃদয়তার সহিত এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধলক্ষ **লোক** এই মহোৎসব সন্দর্শনার্থে বহুদূর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের উন্নতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাহাদের প্রদত্ত বাধা সকল তিরস্কার করতঃ শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই সময়ের দৃশ্য আমাকে এইরূপভাবে লেখাইয়া দিয়াছেন—

“শ্রীল চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম্, এ বি, এল মহাশয়ের নামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যশোহর জেলার হরিনদী গ্রামনিবাসী শ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা-বংশোৎপন্ন তারকব্রহ্ম গোস্বামী দৈনন্দিন ঠাকুরসেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্তিপুর-নিবাসী জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অধিবাসের দিনে শ্রীগোদ্রুমে উপস্থিত হন; তিনি শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের ভুবণকুঞ্জে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রাতে অর্থাৎ উৎসবের দিবস শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কুলিয়া নবদ্বীপবাসী অদ্বৈতবংশীয় ব্রজানন্দ গোস্বামী মহাশয় এবং কুলিয়ার যাবতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতই ঐসময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধান করেন। নফর বাবুর সহর-নায়েব পরলোকগত হরিনাথ চক্রবর্ত্তী এবং জয়রামপুর নিবাসী পঞ্চানন রায়ের পিতা নীলকণ্ঠ রায় প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসী অক্ষয়কুমার বন্ধ, বিহারীলাল সরকার, সুধাময় সরকার প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ অনেকেই সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠাশালী মুসলমান জমিদার মোল্লা খোদাদারও তখন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরূপে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেছিলেন। বৃদ্ধ খোন্দকার এবং কাজিগণ সকলেই এই বিরাট্ ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন স্মৃতিতে উল্লসিত হইয়াছিলেন। হুগলীর মোক্তার কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রভৃতি কুলিয়া নবদ্বীপবাসিগণ তখনও অবৈধ প্ররোচনায় পতিত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকাদির মধ্যে এই শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য তাঁহার যাত্রাভিনয় প্রদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমলাজোড়ানিবাসী শ্রীযুত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয় নীলকণ্ঠ বাবুর বন্ধু ছিলেন। গায়ক নীলকণ্ঠ বাবু আমলাজোড়ার প্রসিদ্ধ গোবিন্দাভিনয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গঙ্গা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে দুই ফার্লং এর মধ্যেই প্রবাহিতা ছিলেন। গোয়াড়ী হইতে বহু ব্যক্তি আসিয়া শ্রীমায়াপুরের গঙ্গার ঘাটে নৌকায় অবস্থানপূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। একদিন গণেশ-কীর্ত্তনীয়া যখন পদাবলী গান করিতেছিলেন, তখন গোয়াড়ী হইতে আগত * * * লাহিড়ী মহাশয় খুব সমঝদার হইয়া সেই পদাবলী কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন এবং কীর্ত্তনের ভাব গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে প্রেমিক ভাবুকের ন্যায় অঙ্গ-বিকৃতি প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার সন্নিকটেই আমি (শ্রীল প্রভুপাদ) কীর্ত্তনের আসরে বসিয়াছিলাম। উক্ত ভাবুক লাহিড়ী মহাশয় যখন ভাবে গদগদ হইয়া নানা প্রকার মুদ্রা প্রদর্শন ও আনন্দধ্বনি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে মদ্যের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবুক প্রেমিকের অভিনয়কারী ব্যক্তি মদ্যপায়ী হইবে—আমি ইহা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। আমি বিচার করিতেছিলাম, বোধ হয় অন্য কোন স্থান হইতে ঐরূপ দুর্গন্ধ আসিতেছে, না আমার নিজেরই ভ্রম হইতেছে। কীর্ত্তন সমাপ্ত হওয়ার পর উক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের ভাব ধীরে ধীরে কমিতে থাকিলে তিনি শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা নিজ নৌকায় চলিয়া গেলেন। পরে তাঁহার জন্য মহাপ্রভুর বাটী হইতে কিছু প্রসাদ নৌকায় পাঠান হইল। কিন্তু নৌকায় প্রসাদ পৌঁছাইতে গিয়া নৌকার অভ্যন্তরে যে চিত্র প্রসাদবাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহাতে প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের রঙ্গমঞ্চের একটা যবনিকা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। ঐ চিত্রের বর্ণনা শুনিয়া আমি আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া, চরিত্রহীন, অনর্থযুক্ত, অপক্ক, এঁচড়ে পাকা প্রাকৃত-রসিকের রসগান-শ্রোতা ও রসিক-ভাবক অভিমানকারী ব্যক্তিগণের পরিণাম তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই সময়ে নৌকার অভ্যন্তরে রসকীর্ত্তনের মহাসমঝদার লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাকৃত রসবৃদ্ধির সহায়কারিণীরূপে একটী বারবনিতা বিরাজ করিতেছিল। যিনি এতক্ষণ রসকীর্ত্তনের একজন প্রধান সমঝদার ছিলেন—যাঁহার অঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে কত না ভাব, পুলক এবং নেত্রে দরদর-ধারায় অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যিনি কীর্ত্তনের আসরে একজন মহারসিক ভাবুক বলিয়া সমজাতীয় অজ্ঞ সাধারণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত হইতেছিলেন, সেই ভাবুক মহাশয় পরমুহূর্ত্তেই মদিরা-রসে বিভোর হইয়া বারবিলাসিনীর বাসনের অধীন হইলেন!

এরূপ সংবাদে আমাদের চিত্ত বিশেষ অবসাদগ্রস্ত হইল। কীর্ত্তনশ্রবণকারিগণের চরিত্রের অন্তঃপুরের ঐরূপ দৃশ্য আমাদের বিশ্বাস-রাজ্যে তুমুল ঝটিকা উৎপন্ন করিল এবং তাহাতে শ্রদ্ধা তরুর মূলোৎপাটন হইবার উপক্রম হইল। রসকীর্ত্তন-শ্রোতার অভিনয়কারিগণের সম্বন্ধে আমার আর শ্রদ্ধা রহিল না। আমি সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যাহারা পেশাদার গায়ক, জীবনে আর তাহাদের গান শুনিব না; আর যাহারা অপক্ক অবস্থায় কেবল কাব্য ও সুর-তাল-লয় মান ভোগ করিবার জন্য ঐ সকল গান শুনিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসংগ্রহ করে এবং কপটতা করিয়া নিজের চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপের উপর পরম সাধুভাব অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়, সেই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গও আমি আর জীবনে করিব না। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিলাম যাহারা আমার বন্ধু, **যাঁহাদিগকে আমি অকৃত্রিমভাবে ভালবাসি, তাঁহাদিগের নিকটও ইহাদিগের কপটতার কথা জানাইয়া** দিব, যেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদর্শ দেখিয়া [illegible] আদর করিতে শিখিয়াছি। [illegible] কোন দিন [illegible] অভিনন্দন করিতে পারি [illegible] কোনদিনই আদর করিতে পারি নাই। পান, তামাক প্রভৃতি নেশায় আসক্ত ব্যক্তিগণকে কোনদিনই কৃষ্ণসেবায় অনুরাগী বলিয়া বরণ করিতে পারি নাই। তাই যাহারা কপটতার প্রশ্রয় দেন, তাহাদের সঙ্গ কিছুতেই করি না, আমি সেরূপ এক নীতি-পত্রিকা করিলাম। যাহারা রাধা-গোবিন্দের লীলাকীর্ত্তনের ছলনায় অপ্রাকৃত রসের নামে জড়রসের প্রশ্রয় দেন এবং জড়রস আস্বাদন করিতে ও করাইতে সমর্থ হন, আমি তাদৃশ লোকের সঙ্গের প্রতি এই সময় হইতে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ি এবং বিষয় নির্লিপ্ত ও বিরাগ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করি।”

শ্রীযোগপীঠের প্রথম গৌরজন্মোৎসবের বা তদানীন্তন উৎসবাদির এই সকল চিত্র পাঠ করিয়া যাঁহারা কোন শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মনে বোধ হয় সন্দেহের উদ্রেক হইবে যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গ্রন্থ ও লেখনাতে (সঃ তোঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ২য় সং [illegible]) [illegible] পেশাদারী রসকীর্ত্তনকে, বিদ্ধভক্তিকে বা প্রাকৃত সহজিয়া ও বিষয়ীগণকে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ [illegible] বা তাহাদিগকে কি তিনি কখনও প্রশ্রয় দিয়াছেন? তিনি কেনই বা তাহাদিগের মুখে কীর্ত্তন শ্রবণের আদর্শ প্রদর্শন বা তাহাদের ক্রিয়াকলাপ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? যে সকল [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] ধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়াছিলেন, এমন কি, যাঁহার বা যাঁহাদের দল [illegible] একদিন শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা উৎসাদনের [illegible] চেষ্টা হইয়াছিল, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে কেনই বা কার্য্যকরী সমিতির সহকারী [illegible] সেবা-সমিতির [illegible] বিশিষ্ট কার্য্যকারক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল? অধিক কি [illegible] সজ্জনতোষণী পাঠে জানা যায় যে, কুলিয়া নবদ্বীপের [illegible] আউলবাউলাদি মোহান্ত এবং নানা অপসম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ের ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিমান [illegible]

সার্বভৌম সম্রাট্ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত ... শ্রীগোদ্রুমের সুরভিকুঞ্জে আসিয়া "নৃত্য-কীর্ত্তন কোলাহল" করিয়াছিলেন। গোষ্ঠানন্দী বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, বা শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পেশাদার বহিরঙ্গ লোকাকর্ষণের জন্য শো বটলের (Show bottle) প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া স্ব স্ব অপূর্ব্ব গৌরভজনচাতুর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই যে, তাঁহারা সেই সকল সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা বা সমর্থক, তাহা নহে। এখানেই আচার্য্যগণের বঞ্চনালীলা ও অকপট নিজজনের প্রতি অমায়ায় কৃপার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কোন মঠ-প্রতিষ্ঠানের 'কর্ম্ম-সচিব', 'ম্যানেজার', 'কোষাধ্যক্ষ' ছিলেন বলিয়াই বা তিনি তাঁহার কাছে নানা প্রকার উৎসাহ, প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন বলিয়াই যে তিনি পরবর্ত্তিকালে শুদ্ধভক্তির আচারপ্রচার রহিত হইয়াও 'শ্রেষ্ঠ ভক্ত' বলিয়া রাজ্য শাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব ইতিহাস প্রমাণ করে না।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় চাঁপাহাটীতে শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্রাম-ভবনে ১৬ই ফাল্গুন প্রাতে ৭ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ এসম্বন্ধে বহুক্ষণব্যাপী অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সময়ান্তরে আমার দিনপঞ্জী হইতে প্রকাশ করিব। একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যদি উভয়কেই খুব ভালবাসেন, উভয়েরই খুব প্রশংসা করেন অথচ উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় বা কাহারও মধ্যে অসদাচার দেখা যায়, তবে অজ্ঞ ভক্তগণ কাহার মতে চলিবেন—কাহাকে বৈষ্ণব বলিবেন?

এই কথার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী কথা আমার দিনপঞ্জী হইতে "নবত" উদ্ধৃত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—

"আমি আমার গুরুদেবের কথা বলি, মহাভাগবতের দর্শনে সকলেই হরিভজন করেন, কেহ শত্রুভাবে হরিভজন করেন, কেহ মিত্রভাবে হরিভজন করেন। ব * * আদি কংস-জরাসন্ধের ন্যায় শত্রুভাবে হরিভজন করেন। ব * * র দল, গী * * র দল, ম * * র দল, প * * র দল, ন * * র দল আর এক প্রকার শত্রুভাবে হরিভজন করেন। তাঁহারা কিন্তু মনে করেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাদের প্রত্যেককে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছেন, কত আদর যত্ন করিয়াছেন, নিজের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও উচ্চ প্রশংসা নিজ আত্মচরিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন! কেহ কেহ মনে করেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাদিগকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না; আমাদের গুরুদেবের চতুর্দ্দিকে অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, পরমহংস বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে দেখিতেও পান নাই; সকলেই তাঁহাকে ঠকাইতে আসিয়াছিলেন, ঠকিয়া গিয়াছেন। আমাদেরকে ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ঠকিতে হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অপ্রকটলীলাভিনয়ের মধ্যে কেবল তাঁহার 'অপিচেৎ সুদুরাচারো' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও একজন বৈষ্ণব করিতে পারেন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, এই কয়টি বিরোধীদলকে উচ্ছেদ করা ছাড়া তোমার আর কর্ত্তব্য নাই, তাঁহারা আমার দোহাই দিয়া ভবিষ্যতে আমার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে বিলুপ্ত করিবে। যদি প্রেমের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার জন্য পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ আপাত মতভেদ মতভেদ নহে উহা ভাল। উহাতে পরস্পরের প্রতি হিংসা, মৎসরতা, বিদ্বেষ নাই। * * * এবার অন্যপ্রাপ্তদের মন্দিরে যেরূপ অগ্নিকুণ্ড দর্শন করিয়া আসিয়াছি, শ্রীধাম মায়াপুরে আবিষ্কৃত নাট্যমন্দিরে সেইরূপ যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হউক। লৌকিক ব্রাহ্মণতা জগতে থাকে থাকুক, পরন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণতা জগতে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্" শ্লোকের সম্প্রদায়ের জন্য নির্ম্মিত হউক। ... চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইলে আর মলামাল কিছু থাকিবে না। ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ হইবার সংসার বিজয় হইবে। যেখানে শুদ্ধহরিকীর্ত্তন, অন্য কোন Commercial interest নাই, সেখানে আমার কথা আছে। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন হউক। শ্রীচৈতন্যদেব যেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনবর্জ্জিত না হয় সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞবেদীর সপ্তলোলজিহ্বাবিশিষ্ট হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়া সারস্বততীর্থ নিরন্তর কীর্ত্তন-অগ্নিময় থাকুক এবং সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে বৈদিক সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে থাকুক, তাহা হইলে দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনরায় সম্প্রতিষ্ঠিত হইবে; আর সেই সারস্বত মন্দিরে দশপ্রকার অধ্যয়ন হউক। আমরা হরিভজন করিতে গিয়া ফার্ষ্ট রিডিং পাই গীতায়; দ্বিতীয় রিডিং পাই শ্রীমদ্ভাগবতে; তৃতীয় রিডিং পাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে।"

* * *

"Autocracy না থাকিলে Transcendental (spiritual) বস্তুটি জিনিসটি টিকিবে না, জড় republicanism এর বান্দরে কাজ হইয়া যাইবে। ঐরূপ Autocracy হওয়া চাই, নতুবা India'র বাহিরে কাজ চলিবে না। Succession জিনিষটা শ্রৌতপন্থা আর election বা nomination তর্ক-পন্থা। যিনি যোগ্য, তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন। আমাকে অনেকে বলেন, আপনার শিষ্যদের মধ্যে কে কে সিদ্ধপ্রণালী পাইবার যোগ্য, তাহা আপনি বলিয়া দেন না কেন? আমি তাঁহাদিগকে বলি, আমার গুরুবর্গ আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজদিগের স্বরূপ নিজেরা বলিয়া দিলেই ত' হয়। যিনি যোগ্য হইবেন, তিনি স্বয়ংই আত্মপ্রকাশ করিবেন, ইহাই শৌক্রপন্থার উত্তরাধিকার। Induction will fail. Inductive Process এ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিতে গেলে তাহা ব্যর্থ হয়। Lifeless এর management ও Lifeful এর management দুইটী পৃথক্। Lifeless management এর জন্য প * * র মাথাব্যথা। কতকগুলি লোককে যোগ্য দিবার জন্য প * * র মত লোকের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাদের উপর একটা Lifeless management এর ভার দেওয়া হইয়াছে। 'গোবিন্দজী এক অসাধু রক্ষাভক্ত আর' ইহাই হইল disqualification of trustship. তবে বাহিরের কার্য্যদক্ষ লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য Lifeless management এরও lifeless ম্যানেজার রাখিতে হয়। আমার নিজস্ব কথা হরিকীর্ত্তন। এই হরিকীর্ত্তনের প্রভাবে শ্রৌতপথে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকাশিত হইবে, তিনিই শ্রৌতপন্থার Succession এর হাল ধরিতে পারিবেন।"

* * *

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বুঝিতে অনেক বাকী। তাঁহারা মনে করেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বুঝি তাঁহাদেরই মতের অনুমোদনকারী ছিলেন। * * যাহারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত সম্প্রদায় অভিমান করিয়া -- বাহিরের দিকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথার অনুমোদন—বাহিরের দিকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আসিবার অভিনয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্নেহ-প্রীতি প্রশংসার উত্তরাধিকারীর অভিনয় করিয়া মালাতিলক ধারণের কাচ কাচিয়া অঘ বক পুতনার ন্যায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে বা হইবে, সেই-সকল পাষণ্ডগণের নিস্তার নাই—নিস্তার নাই—নিস্তার নাই। তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ড—পাষণ্ড—পাষণ্ড—পাষণ্ড! ঐসকল পাষণ্ডগণকে জানাইয়া দিবার জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈতন্যশিক্ষামৃতে কৃষ্ণভজনে বিঘ্নকারী অঘ, বক, পুতনাগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অঘ, বক, পুতনা কৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিল; কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে অপরাধী—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধ-প্রচার-চেষ্টার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে দণ্ডায়মানকারী ব্যক্তিগণ পশুদ্বারা নিহত হইবে—অনন্তকাল নরকে পচিবে।

* * *

"তাহারা আমাকে জগৎ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাদের সমবেত কোটি কোটি চেষ্টা আমার কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি নিষ্কপটে হরিসেবা করিতেছি—আমি ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছি—এ যাবৎ এই সহজিয়াকুলের—যত পাষণ্ডকুলের পাষণ্ডতার উন্মূলনের জন্যই আমার আগমন। সহজিয়ামত দূর নির্মূলিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। যারা ভক্তিবিনোদানুগত বলিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরুদ্ধ মত পোষণ করে শ্রীধাম মায়াপুর আগমনের ছল—ভক্তিবিনোদ প্রভুর গ্রন্থাদি অনুমোদনের ছল করিয়া কার্য্যতঃ ভক্তিবিনোদ প্রভুর উল্টা পথে চলে, তাহারা স * * ব * * * প্র * প্রভৃতি হইতেও অধিকতর পাষণ্ড।"

১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পাদন ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতিত্বে প্রকটলীলার সর্ব্বশেষ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম ভজনক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রকটলীলাকালে এই শেষ হরিকীর্ত্তনলীলা প্রকাশ করিবেন বলিয়াই বোধ হয় নিজজন শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর সহিত ১১ই জানুয়ারী (১৯৩৬) শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া পূর্ণ দুই মাসকাল শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করেন। ১১ই মার্চ্চ (১৯৩৬) শ্রীশ্রীনন্দনগুপ্তকুঞ্জ ও গুপ্তবিহার দর্শন করিয়া কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক পরদিন কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। ২৪শে ফাল্গুন (১৩৪২) ৮ই মার্চ্চ (১৯৩৬) রবিবার গোষ্ঠানন্দী শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীগৌরজন্মোৎসবের উপবাসাদি ব্রত উদ্‌যাপনলীলা প্রকাশ করেন এবং অপরাহ্নে শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই অভিভাষণে আমাদের জন্য কতকটি বিশেষ উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা সেগুলি ভুলিয়া গিয়াছি। সেই অমূল্য উপদেশাবলী আমাদিগের পুনঃ পুনঃ আলোচনার বিষয় হউক।

শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমার পরিচালকরূপে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব (গৌঃ অঃ ৪৫০)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান

মঙ্গলাচরণ

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ ॥

কলিযুগপাবনাবতারী স্ব-ভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার অমন্দোদয়দয়া-মহোদধি বিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলাসিন্ধুর বিন্দু এবং তদ্রূপ বৈভব শ্রীনবদ্বীপমাহাত্ম্য সুমেরুর ভাস্বর চিন্ময় রেণু শিরে ধারণ করিবার যোগ্যতা যেন কোন জন্মান্তরেও সম্ভবপর হয়—ইহাই পতিতপাবন অহৈতুককৃপাময় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে এই ক্ষুদ্র বিষয়দাবদগ্ধ জীবের একমাত্র প্রার্থনা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় জীবের অনর্থপঙ্গুতা এবং অজ্ঞানরূপ তিমিরান্ধকার দূর হইয়া থাকে। পতিতপাবন দীনবৎসল শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপা হইলে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গকৃপালাভ হয়। ভক্তভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপাবলেই দুর্গত জীবের অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন গ্রন্থভাগবতের সেবাধিকার লাভ হয়। আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপা ব্যতীত কোন দিন বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। বিষয়বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাচমৎকারিতাকে অধিকতর-ভাবে বরণ করিতে না পারিলে গৌড়ীয়-গণের শুদ্ধসংকীর্ত্তনস্থলার চতুঃসামানায়

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীধাম মায়াপুর

প্রবেশের কোন অধিকার নাই। যাহারা ভক্তভাগবতের কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাহারা কোনও দিন গ্রন্থভাগবতের কৃপা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্যলীলাময় স্বয়ং ভগবান্। তিনি কলিজীবের উদ্ধারের [illegible] উপায়, [illegible] এবং শ্রীবাসাদি [illegible] নবদ্বীপে [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন। [illegible] কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্ব-জীবকে [illegible] তাঁহার এজগতে কৃপাপূর্ব্বক আগমন। তাঁহার ভগবত্তা অক্ষজ কোন জ্ঞান বা মেধার দ্বারা কখনও প্রমাণিত বা অস্বীকৃত হইতে পারে না। সূর্য্য যে প্রকার স্বতঃপ্রকাশমান, চিন্ময় [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরও [illegible] এবং [illegible] নিত্য প্রকাশিত আছেন। [illegible] এবং নিরাকাঙ্ক্ষ [illegible] বিশিষ্ট পাপমোহিত, তাহারা [illegible] অলৌকিক চরিত্র [illegible] এবং মাহাত্ম্য [illegible] দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গ্রহণ [illegible] পারে না। অজ্ঞানান্ধ [illegible] প্রতিম জনগণ শ্রীগৌরসুন্দর, গৌরধাম ও গৌরজনের অবিদ্যান্ধকার-বিনাশিনী চিন্ময়প্রভা সহ্য করিতে পারে না। তাই তাহারা [illegible] ভাবে দলবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরধামের

সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥

প্রভাকে লোকলোচনে আবরণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইয়া থাকে। অন্ধকার যেমন আলোর নিকটে আসিতে পারে না, সেইপ্রকার অসুরসদৃশ ধাম-বিরোধিগণের কোন চেষ্টাই শ্রীধামগৌরব বিন্দুমাত্রও খর্ব করিতে পারে না। বরং বিরোধফলে শ্রীধামমাহাত্ম্য অতিরেক ভাবে প্রচারিতই হইতে থাকে। শ্রীধামের প্রভা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, এ কথা শ্রী'নদীয়াপ্রকাশ' ও 'শ্রীগৌড়ীয়ে' বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ
যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা
পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥
(শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি
জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধ-জীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্য বস্তু।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে এই দশটি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা দশটি শ্লোকে স্বকৃত দশমূলে বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি প্রমাণতত্ত্ব ও শেষ নয়টি প্রমেয় তত্ত্ব। নয়টি প্রমেয় তত্ত্বের মধ্যে প্রথম সাতটি সম্বন্ধতত্ত্ববিষয়ক; অষ্টমটি অভিধেয়-তত্ত্ব এবং নবমটি প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ক। দশমূলের বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত ক্রম প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) আম্নায়-বাক্যই মূল প্রমাণ।

প্রমেয়ান্তর্গত সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার

(১) শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, (২) শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, (৩) শ্রীকৃষ্ণই অখিল-রসামৃতসিন্ধু, (৪) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশতত্ত্ব, (৫) তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধাবস্থায় মায়াকবলিত, (৬) তটস্থ গঠনবশতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত, (৭) জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় তত্ত্ব

(১) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

প্রমেয়ান্তর্গত প্রয়োজন-বিচার

(১) শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহা-দাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্ব-স্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

ঐ শ্লোকের অনুবাদে শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥"

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত শিক্ষাষ্টকের বিবৃতি হইতে আমরা জানিতে পারি—

"জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও স্বধামে অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরি-কীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার অন্য কোন উপায় বা উপেয়ের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। কীর্ত্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্ব্বশুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাঁহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ

ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই। শুদ্ধভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরু জ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য বা সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। নাম উচ্চারণ-কারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। শ্রীগুরুদেবের অনুগমনে শ্রীনামের মহিমাকীর্ত্তনাদি প্রচারমুখে গ্রন্থ রচনা ও কীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশে লোকপ্রতারণার জন্য নিজের সরলতার অভাব-বশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে।"

শ্রীমন্নবদ্বীপ-গ্রামের পরিচয়

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং
ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল
যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥
(শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-ভূমি বলিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম সর্ব্ব-তীর্থরাজ। গৌর-ব্রজবনে কোন ভেদ নাই। তবে মাধুর্য্যলীলা-ভূমি বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্য-লীলার স্থান শ্রীমন্নবদ্বীপ কলিহত জীবের প্রতি অধিক কৃপাময়। যাহারা ধামাপরাধী হইয়া পাপময় কলঙ্কিত জীবন যাপনের জন্য নবদ্বীপে আসে, তাহারা কখনও শুদ্ধভক্ত ও চিন্ময়ধামের কৃপা পায় না। তাহারা ধামবাসী বলিয়া অভিমান করিলেও গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী বলিয়া কোনও জন্মে শ্রীধামের দর্শন লাভ করিতে পারে না,—ধামবাস ত' দূরের কথা। 'নবদ্বীপ' এই শব্দটির অর্থ লইয়া ঐতিহাসিক এবং অতত্ত্বজ্ঞগণ জন-সাধারণ যতই বাগ্‌বিতণ্ডা করুন না কেন, সত্যসূর্য্য কখনও আবৃত হয় না। অপ্রাকৃত গৌরধাম নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ-গণের হৃদয়ে যে প্রকারে উদিত হইয়াছেন, সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ নিখিল-ধাম-বৈভব-প্রকটকারী শ্রীমদ্বলদেবাভিন্ন শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া এবং মহাপ্রভুর সেবক বৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভু প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া যে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য এবং শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-লিখিত শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে সুষ্ঠুভাবে অবগত হওয়া যায়। 'শ্রীনবদ্বীপ' বলিতে মহা-প্রভুর সময়েও যে একটি পল্লীমাত্র বুঝাইত না, পরন্তু উহা বহু পল্লী বা নয়টি প্রধান দ্বীপের সমষ্টি হইয়া পরিচিত ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি চরিত-গ্রন্থ সমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এবং আচার-প্রচারের কথাই বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত না হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের রচয়িতা 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা' ও শ্রী'নবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমা'র বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্ব মহাজনগণের বিবরণের দোষোদ্ঘাটন কিম্বা পরবর্ত্তী সিদ্ধমহাজনগণের গ্রন্থের প্রমাণকে আধুনিক মনে করা অজ্ঞতা ও পাষণ্ডতা মাত্র। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের অসামর্থ্য বা অজ্ঞতা প্রমাণিত হয় না। মহাজন বৈষ্ণব-কবিগণের লোকাতীত রীতি এবং অসামান্য অকপট দৈন্যের মাহাত্ম্য না বুঝিতে পারিয়া যাহারা মহা-জনগণের আচরণে দোষ দর্শন করে, তাহারা অনন্তকাল রৌরব-নরকে অবস্থান করে। তজ্জন্য শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

পরম রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
(ভক্তিরত্নাকর)

মূল নবদ্বীপ এবং তদন্তর্গত গৌরজন্মস্থান দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত, তাহা 'ঊর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে' এইরূপ কথিত আছে,—

বর্ত্ততে হ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্॥

শ্রীগৌড়মণ্ডলের মধ্যভাগে ষোলক্রোশ পরিমিত অষ্টদল-পদ্মসদৃশ শ্রীনবদ্বীপধাম বিরাজিত। অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ এবং মধ্যস্থলে কর্ণিকায় অবস্থিত শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে এই নবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। উহাতে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে চারিটি দ্বীপ; যথা—(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীধাম মায়াপুর), (২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া), (৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), (৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা)। গঙ্গার পশ্চিম পারের পাঁচটি দ্বীপের নাম,—যথা—(১) কোলদ্বীপ (কুলিয়া, সহর নবদ্বীপ), (২) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর), (৩) জহ্নুদ্বীপ (জাহ্নগর), (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ (মাউগাছী), (৫) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া)।

'নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে॥
অথবা শ্রীনবদ্বীপে নব-দ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভেতে।
নহিল যে নামের ব্যত্যয় কোন মতে॥
যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয়॥
কখো কাল পরে কখো গ্রাম লুপ্ত হইল।
কখো গ্রাম-নাম লোকে অর্থব্যস্ত কৈল॥
তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত যত গ্রাম।
প্রভু-ভক্ত-লীলামতে ব্যক্ত হৈল নাম॥
(ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)

শ্রীগৌরজন্মস্থলী অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনক্ষেত্র। এই শ্রীমায়াপুর অভিন্ন শ্রীগোকুল। শ্রীগুরুগৌর-শ্রীধাম-চরণে আত্ম-সমর্পণ না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয় না। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে আত্ম নিবেদনের কথা। তৎপরে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি। সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্য, ও রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনস্থলী। এই শ্রীনবদ্বীপ আশ্রয় ব্যতীত—গুরু-গৌরাঙ্গের চরণে শরণাগতি ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই।

অন্তর্দ্বীপ

শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্' গ্রন্থে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর সম্বন্ধে বহু শ্লোক আছে, তন্মধ্যে কএকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সংসার-সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্য-নগরে বসতিং কুরুষ্ব॥

যদি তোমার সংসারসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সংকীর্ত্তনা-মৃতরস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে **শ্রীমায়াপুর** নামক নগরে গিয়া বসতি কর।

শ্রীভক্তিরত্নাকরধৃত প্রাচীন উক্তি—
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শম্।
মায়াপুরন্তু তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্॥

সেই অন্তর্দ্দ্বীপাদি নবদ্বীপাত্মক নবদ্বীপ ধামকে কেহ কেহ পঞ্চ যোজন অথবা ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই নবদ্বীপমণ্ডলের-মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, তথায় ভগবদ্গৃহ (শ্রীজগন্নাথ মিশ্রালয়) বিরাজিত।

এই মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহা-যোগপীঠ নিত্যবিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্না-করের উক্তি—

নবদ্বীপ-মধ্যে **মায়াপুর** নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর।

এই গৌরজন্মস্থান অভিন্ন মথুরাপুরী এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌর-নারায়ণ স্বয়ং হইয়া মহাবৈকুণ্ঠে যে জন্মলীলা প্রকাশ করেন না, নবদ্বীপে ভক্তবাৎসল্য অর্থাৎ শ্রীশচীজগন্নাথকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য নিত্যপুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং মহা-ঔদার্য্যলীলা আবিষ্কার করেন।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ
তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

এই অন্তর্দ্বীপে নিম্ন-লিখিত দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ বর্ত্তমান—

১। শ্রীশ্রীযোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী

(ক) গৌরজন্মস্থলীতে নির্ম্মিত শত শত তড়িদালোকোদ্ভাসিত বক্ষের মধ্যে মন্দির। তথায় শ্রীশ্রীগৌরমাধাসবিব, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র পণ্ডিত অধোক্ষজ বিষ্ণু-বিগ্রহ (তিনি ভূগর্ভে ছিলেন, ১৩৪১ সাং যোগপীঠের ভিত্তিতে স্বয়ং আবির্ভূত), লক্ষ্মীপ্রিয়া ও পঞ্চতত্ত্ব আছেন। (খ) নিম্ববৃক্ষতলে সূতিকাগৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে মাতা শচীদেবী ও পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট। (গ) শ্রীশ্রীক্ষেত্রপাল শিব। (ঘ) শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর। (ঙ) শ্রীগৌরকুণ্ড। (চ) শ্রীনিতাইকুণ্ড। (ছ) ভক্তি-সুহৃৎ তোরণ। (জ) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট (পারমার্থিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়)।

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড

২। শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন—(ক) ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগৌরনিতাই। (খ) শ্রীপঞ্চ-তত্ত্ব। (গ) শ্রীশ্রীরাধামাধব। (ঘ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি। (ঙ) শ্রীল ভক্তিশ্রী... পুরী মহারাজের সমাধি।

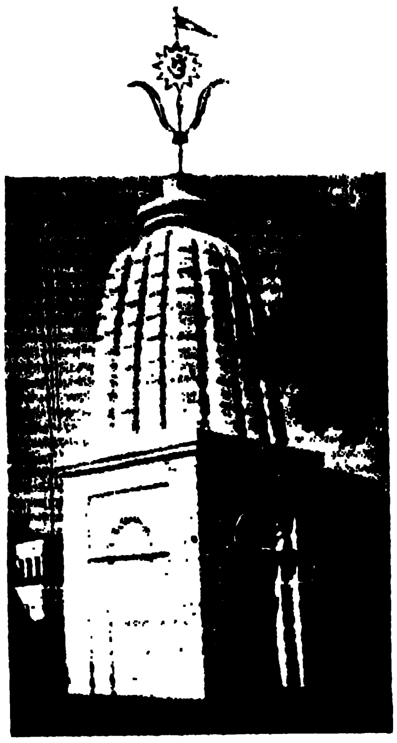

শ্রীযোগপীঠের ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির

৩। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার (Thakur Bhakti Vinode Research Institute) বৈষ্ণবসাহিত্য ও বৈষ্ণব-দর্শনাদি আলোচনার স্থান।

৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তদ্দেবারত শ্রীমদ অদ্বৈত প্রভু।

৫। শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন, ব্রজপত্তন)

(ক) শ্রীশ্রীগৌররাধাবিনোদপ্রাণজিউ, (খ) ব্রহ্ম, (গ) রুদ্র, (ঘ) সনক ও (ঙ) 'শ্রী' সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ (যথাক্রমে মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজ), (চ) শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, (ছ) জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিবিজয়ভবন, ও (জ) সমাধিমন্দির, (ঝ) শ্রীরাধাকুণ্ড, (ঞ) পরবিদ্যাপীঠ, (ট) অধ্যায়োহরণ-শ্রবণসদন, (ঠ) দরনাটি-মঞ্চ, (ড) দোলক পারমার্থিক নদীয়াপ্রকাশ-কার্য্যালয়, (ঢ) অতিথিনিবাস (ণ) শ্রীপাদ ললিতাপ্রিয়দাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির (এখানে শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তৎপত্নী বিরাজিত আছেন), (ত) শ্রীচৈতন্যমঠ ডিসপেন্সারি, (থ) শ্রীমায়াপুর ডাকঘর (সব্‌ অফিস) ও টেলিগ্রাফ অফিস।

৬। শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন—শ্রীশ্রী... । ... পৃথুকুণ্ড, ... বল্লালদীঘি ... **চাঁদকাজির সমাধি**—এখানে সমাধির উপর ৪৫০ ... গোলোকচাঁপা বৃক্ষ বিরাজিত), ১০। **বল্লালঢিবি**। ১১। **শ্রীধর-অঙ্গন**। ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... ১৩। মাবাইএর ঘাট, ১৪। ...

অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ। খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজীউর শ্রীমন্দির ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির

১৫। নগরিয়াঘাট, ১৬। গঙ্গানগর, ১৭। **শ্রীজয়দেবের পাট,** ১৮। শিবের-ডোবা, ১৯। ভক্তিমন্দবতোরণ।

—০—

সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজন দ্বীপ। এই স্থানে শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজ মহাভাগবত পরমহংসকুলচূড়ামণি শুকদেব গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতবাণী শ্রবণ করেন। নববিধা ভক্তির প্রথমেই শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন।

সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীপার্ব্বতীদেবী শ্রীগৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সীমন্তদ্বীপ হইয়াছে। সেই হইতে পার্ব্বতীদেবী সীমন্তিনীদেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন।

শরডাঙ্গা—শূররাজগণের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা নামে অভিহিত হয়; আবার শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য এই স্থানে বিরাজিত আছেন। এই স্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র।

শোনডাঙ্গা মেঘারচর—এক সময় মহাপ্রভু দূরবর্ত্তী ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে অপসারিত হইল। সেইজন্য সেই গঙ্গাচরভূমি 'মেঘের চর' বা 'মেঘার চর' নামে কথিত।

বেলপুকুর — বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামের নাম পূর্ব্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। 'মেঘার চরায়' প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার নাম বামনপুকুর হয়। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বামনপুকুর গ্রাম বেলপুকুর গ্রাম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে।

—০—

গোদ্রুম দ্বীপ

নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্না
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে॥

(শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্)

এই শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ গাদিগাছা, বালির চর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, দেপাড়া (দেবপল্লী), হরিশপুর সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান—সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, মহাবারাণসী, দেবপল্লী প্রভৃতি। ইহা কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজন-দ্বীপ। এস্থানে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী কীর্ত্তন করেন। শুদ্ধভক্তি-স্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই দ্বীপে শুশ্রূষুগণের নিকট গৌর ভাগবত কীর্ত্তন করেন এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগন্মঙ্গলার্থ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

সুরভিকুঞ্জ—এই স্থানে সুরভিগাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন। এই মার্কণ্ডেয়মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটি বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সেই দ্রুমতলে সুরভি অবস্থান করিতেন। তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত শ্রীসুরভিকুঞ্জ অদ্যাপি বিরাজিত।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—এই শ্রীকুঞ্জ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। এই স্থানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দির বিরাজমান। ঠাকুরের ভজনগৃহে তাঁহার ভক্তিগ্রন্থাগার সুরক্ষিত আছে। শ্রীকুঞ্জের শোভা অতি মনোরম। ইহা পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তীরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুহৃদ্ আমাদের পরমগুরুদেব অবধূতকুল-চূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের একটি ভজনকুটীরও এই কুঞ্জে বিরাজিত আছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সুবর্ণবিহার—সুবর্ণবিহার গৌড়-দেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কিছুকাল বঙ্গের পালরাজগণের রাজধানী ছিল। ইহা আমঘাটা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে সত্যযুগে সুবর্ণসেন নামক এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবপ্রবর দেবর্ষি নারদের কৃপায় হরিভক্তি লাভ করেন এবং স্বপ্নযোগে কলিযুগাবতারী কৃষ্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তনরত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হন। তিনি গৌরাবতারে নবদ্বীপবাসী শ্রীবুদ্ধিমন্তখান।

মধ্যদ্বীপ

ইহা স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজন-দ্বীপ। এই স্থানে প্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণাখ্য ভক্তি দ্বারা শ্রীনৃসিংহ দেবের কৃপা লাভ করিয়াছেন। এই মধ্যদ্বীপ মাজিদা, ওয়াসিদপুর, বামনপাড়া, সিমুলগাছী, ব্রহ্মনগরবৃত্তি প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত। এই দ্বীপে সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুষ্কর ও উচ্চহট্ট বর্ত্তমান আছে। মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'মাজিদা' বলে।

সপ্তর্ষি ভজনস্থলী—সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট গৌর-ভজনের উপদেশ লাভ করেন। তাঁহারা এই স্থানে আগমন করিয়া দেহস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্যপ্রভা-সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি গৌরসুন্দরের রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত তনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক অকৈতব প্রেম প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ দান করেন। তাঁহারা সপ্তটীলায় অবস্থিত হইয়া একান্তভাবে গৌরকৃষ্ণ-ভজনে রত হন।

নৈমিষারণ্য — সপ্তটীলার দক্ষিণে একটি সুপবিত্র জলধারা গোমতী নদী

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুর মুখে গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

—•—

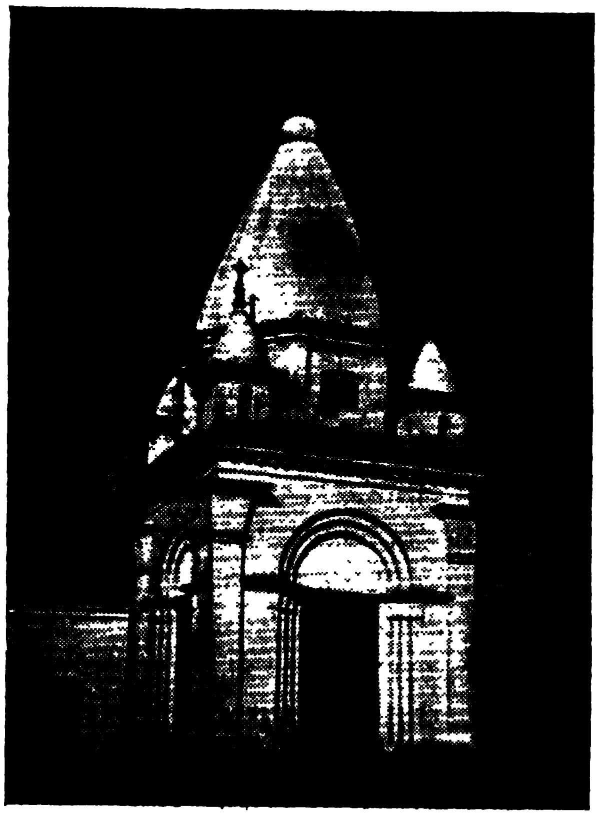

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবন

কোলদ্বীপ

ইহা পাদসেবনাখ্যভক্ত্যঙ্গভজন দ্বীপ। এই স্থানে লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পাদসেবা-দ্বারা পাদসেবনাখ্য ভক্তি শিক্ষা দান করেন। কোলদ্বীপের অপর নাম 'কুলিয়ার পাট', 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দপণ্ডিতের পাট'। এই দ্বীপ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, চরগদখালি বা গদখালির চর ও গদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পারমেদিয়া বা নূতন গ্রাম, তেঘরিয়া, তেঘরির কোল প্রভৃতি স্থান-সমূহে ব্যাপ্ত ছিল। কুলিয়াপাহাড়পুর, ভজনকুটীর, শ্রীবংশীদাসবাবাজী মহারাজের ভজনস্থান প্রভৃতি এই দ্বীপে দর্শনীয়।

কুলিয়াপাহাড়পুর—এই স্থানের সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে—বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমার সত্য-যুগে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বত-সমান উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ।

এই স্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র-দ্বারা দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

ভজনকুটীর—শ্রীব্রজ-নবদ্বীপ-ক্ষেত্র-মণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম গৌর-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-স্থান। এই মহাপুরুষ শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। ইনি বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজের প্রকট-লীলা সংগোপন করেন; বাঙ্গালা ১৩০২ সাল শিবরাত্রের পর-দিবস ইনি অপ্রকট হন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ ও বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি প্রচারের পৃষ্ঠ-পোষক, শ্রীনামভজনে একনিষ্ঠার প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি কখনও হরি-ভজনের নামে ফল্গু-বৈরাগ্য ও কপটতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইঁহারই আদেশক্রমে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনাম প্রচারে বিপুল যত্ন করেন। তিনি সময় সময় গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়া কীর্ত্তনোৎসাহ প্রদান করিতেন।

শ্রীল বংশীদাসবাবাজী মহারাজের ভজনস্থলী—এই বৈষ্ণব মহাত্মা কুলি-য়ার নূতন চড়ায় একটি কুটীরে নিজ ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইহার পারম-হংস্য আচার বিচার সাধারণ বিচারের অবিতর্ক্য। নবদ্বীপ পারঘাট উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহার ভজনস্থান দৃষ্ট হয়।

—•—

ঋতুদ্বীপ

ইহা অর্চ্চনাখ্যদ্বীপ। সত্যযুগে পৃথু মহারাজ অর্চ্চনের দ্বারা বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। ঋতুদ্বীপ বর্ত্তমান চাঁপা-হাটী, রাতুপুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটী প্রভৃতি স্থান সমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয় ঋতু সর্ব্বসময়ে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীগৌরগদাধরের সেবা করে বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। ইহা ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম খদির বন বলিয়া কথিত হয়।

চম্পহট্ট—চম্পহট্ট সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটী। ইহা বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত। এইস্থানে গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথের গৃহে তৎ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সুপ্রাচীন বিগ্রহ বিরাজমান আছেন। এই বিগ্রহ প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। [illegible] মানে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এই [illegible] [illegible] সংস্কার সাধন পূর্ব্বক একটি [illegible] মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। [illegible] শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত [illegible] বিগ্রহদ্বয় [illegible] এই স্থানে [illegible] জয়দেবগোস্বামী [illegible] শ্রীপদ্মাদেবীর সহিত অবস্থানকালে চম্পক পুষ্পের দ্বারা রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগড়—এই স্থান সাক্ষাৎ গঙ্গা-সাগর তীর্থ। দ্বাপরযুগে সমুদ্রসেন নামক এক কৃষ্ণভক্ত রাজা কৃষ্ণদর্শনলালসায় বঙ্গদিগ্‌বিজয়ে বহির্গত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। রাজার বাণে ভীম অত্যন্ত ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মরক্ষার নিমিত্ত কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এই স্থলে আগমনপূর্ব্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন প্রদান করেন।

—•—

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবন

জহ্নুদ্বীপ

ইহা বন্দনাখ্যভক্ত্যঙ্গভজন-দ্বীপ। শ্রীল জহ্নু ঋষি অভিবন্দনে দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিদ্যা-নগর, মঙ্গলপুর রাজাধরপুর, রামচাঁদপুর, শ্রীরামপুর, জান্নগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] দর্শন করিয়াছিলেন। [illegible]

জান্নগর [illegible]

[illegible] পান করিয়া [illegible] দর্শনে ভীষ্মদেবের [illegible]

[illegible] পরে [illegible] নিকট অবস্থান করিয়া [illegible] [illegible] কাটাইয়াছিলেন।

বিদ্যানগর—এই স্থান [illegible] পীঠস্বরূপ। [illegible] ঋষিগণ এই স্থানের অধিষ্ঠান [illegible] করেন। [illegible] উপনিষদ্‌গণ [illegible] শ্রীগৌর-সুন্দরের [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] নিজগণ সঙ্গে শ্রীগৌর-সেবার্থ নবদ্বীপ-মণ্ডলের [illegible] বিদ্যানগরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্থান বিদ্যাপতি শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্ম-পরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ কেহ 'বেদনগর' বা 'ব্যাসপীঠ' বলিয়া বন্দনা করেন। এই স্থানে শ্রীসার্ব্বভৌমের পূজিত [illegible] [illegible] বিদ্যানগরে শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছেন।

—•—

মোদদ্রুম দ্বীপ

ইহা দাস্যাখ্য [illegible] [illegible] ভজনের [illegible] স্থান। [illegible] মান নিকটে [illegible] [illegible] আবির্ভাব [illegible] [illegible] [illegible] হয়। এই স্থান [illegible] সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া [illegible] ইহাকে মোদদ্রুমদ্বীপ [illegible] শ্রীরামলীলায় ভগবান [illegible] বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন

ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ   শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ

শ্রী [illegible] বটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়া- [illegible] মামগাছি গ্রামনিবাসী এক রাম-উপাসক বিপ্র [illegible] সুন্দরের প্রকটকালে স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার [illegible] দেবতা শ্রীশচীগৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। [illegible] মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে ঐ ব্রাহ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র-রূপে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

[illegible]উগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি প্রভৃতি স্থান মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। মামগাছি গ্রামে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমিতে শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূজিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ যথারীতি পূজিত হইতেছেন। শ্রীমালিনীদেবীর পিত্রালয় ও শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের পূজিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ এবং শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শেষোক্ত বিগ্রহ এখন স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমহৎপুরে 'পঞ্চবটবৃক্ষ' এবং 'যুধিষ্ঠির-বেদী'নামে এক উচ্চটীলা বিরাজিত ছিল। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে যুধিষ্ঠির মহারাজকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।

রুদ্রদ্বীপ

ইহা সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজন-দ্বীপ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন সখ্যভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বশীভূত করিয়াছিলেন। নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র এই স্থানে গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম রুদ্রদ্বীপ হইয়াছে।

এই রুদ্রদ্বীপ ইন্দ্রাকপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া এবং টোটা প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যপ্ত ছিল। এই দ্বীপে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর-সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার একটী অহৈতুকী চেষ্টার উদয় হইলে সর্ব্ববিষয়ে কুশল মহাপুরুষগণ শাস্ত্র, প্রত্যাদেশ, মহাজন-বাক্য, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য এবং তদানীন্তন শ্রেষ্ঠজনমণ্ডলীর সমর্থন প্রভৃতি সুদৃঢ় প্রমাণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ১৩০০ সালের ২রা মাঘ তারিখে কৃষ্ণনগরে একটী মহাসভায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয় করেন এবং তৎপরে তদানীন্তন বিদ্বন্মণ্ডলী অসংখ্যবার বহু প্রকাশ্যসভায় সেই সুদৃঢ় প্রমাণভিত্তিমূলে সুনির্দ্দিষ্ট মায়াপুর নামক স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সম্মান করেন। প্রকাশ্য-সভায় সর্ব্ব সুযুক্তিমূলে সুনির্ণীত মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধ শ্রী [illegible] বাবাজী-মহারাজ প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ যে [illegible] জন্মভূমি শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, [illegible] 'নূতন' করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের [illegible] সুনির্ণীত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরস্থিত [illegible] জন্মভিটাকে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিতেছে। মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতনের নির্ণীত শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থসমূহ যেমন পরবর্ত্তিকালে জাগতিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান অপস্বার্থপর হৈতুক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের পুনরায় 'নূতন' করিয়া সেই সকল লুপ্ত-তীর্থস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবে না, শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনের ন্যায় নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তের উপর লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের ভার না দিয়া অন্য কোন প্রত্নতত্ত্ব-বিদের উপর এ বিষয়ের ভার প্রদান করিতে পারিতেন। অতএব শ্রীমায়াপুরের অবস্থান-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে আমাদিগকে তিনটী প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে, (১) আপ্তবাক্য (২) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য (৩) নিষ্কপট, নিঃস্বার্থপর পুরুষগণের অভিমত। শেষোক্ত প্রমাণটীর মধ্যে যদি কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন কপটতা থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যভিচারদুষ্ট বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। আপ্তবাক্যের অনুকূল ইতিহাসই স্বীকার্য্য, আপ্তবাক্যের সংস্রবহীন কেবল ইতিহাসের কোন প্রামাণিকতা নাই। আমরা বলি—আপ্তবাক্যের অনুকূল ইতিহাস গ্রহণ করিব—আপ্তবাক্যের পশ্চাৎ ঐতিহ্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিব।

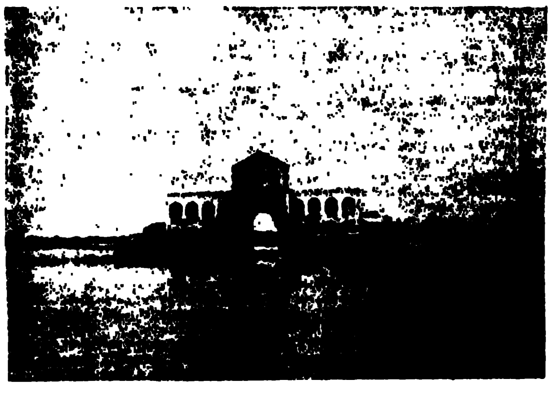

শ্রীযোগপীঠের প্রবেশদ্বার—ভক্তিসুহৃৎ তোরণ

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থানকে আমরা কালিদাস ভবভূতির জন্মস্থানের সহিত বা সেক্ষপিয়র-মিল্টনাদি মর্ত্ত্যজীবের জন্মস্থান জড়ভূমির সহিত সমান মনে করি না; সুতরাং তাহার নির্ণয়-কার্য্যও সমান নহে। গৌরজন্মস্থান-নির্ণয়-কার্য্য প্রাকৃত স্বদেশ-প্রেমিকতা বা ইতিহাস-নিপুণতা কিংবা প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতার কার্য্য নহে। ইহা একমাত্র গৌর ও গৌরজনের কৃপায়ই প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ গৌরজনানুগত্যে এই শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীধাম-প্রচারে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত আছেন।

শাস্ত্র-প্রমাণ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম শাস্ত্র হইতে "শ্রীমায়াপুর" শব্দটী জগতে প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত "নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ-খণ্ডে" ইহার সবিস্তার শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্পৎ উদ্ধৃত আছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের 'শ্রীনবদ্বীপশতক,' শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর', 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াপুরের নামোল্লেখ আছে। যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান 'শ্রীমায়াপুর' এই কথাটি জানাই-লেন, তখন আধুনিক নব্য গৌরাঙ্গ-জন্মস্থান-নির্ণয়-সমিতির কোন কোন উদ্যোগী এই শব্দটিকে রূপকমাত্র (বস্তুতঃ এইরূপ কোন স্থানই নাই) বলিয়া অস্বীকার করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রামাণিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যে আমরা আরও কতিপয় শাস্ত্রের নামোল্লেখ করিতেছি,—

'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', শ্রীল পরমানন্দদাসের 'নবদ্বীপ বিবরণ', গোবিন্দ দাসের 'কড়চা', 'শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', প্রেমদাসকৃত 'চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদ', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'মহা-ভারত', 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ', 'চৈতন্যোপনিষৎ', 'অনন্ত-সংহিতা', 'ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র', 'ব্রহ্মযামল', 'বিষ্ণুযামল', 'ভবিষ্যপুরাণ', 'গর্গসংহিতা', 'কপিলতন্ত্র', . 'কৃষ্ণযামল', 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা', 'শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকম্', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-অনুভাষ্য', 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত', 'প্রাচীন বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের 'প্রেমবিবর্ত্ত' ইত্যাদি।

লৌকিক শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রমাণ

পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামি-প্রণীত 'শ্রীগৌরসুন্দর', কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের 'তীর্থমঙ্গল', 'নদীয়া-কাহিনী', 'বৈষ্ণবাচার দর্পণ,' 'কায়স্থ কৌস্তুভ',—রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত, 'সোণার গৌরাঙ্গ',—২য় বর্ষ, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ, 'নবদ্বীপ মহিমা' —১২৯৮ সালে প্রকাশিত, 'শ্রীবংশীলীলামৃত', 'অন্নদামঙ্গল' 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', 'বঙ্গলক্ষ্মী',—মাসিক পত্রিকা, 'বৃহদ্বঙ্গ'—ডাঃ দীনেশ সেন কৃত, 'নদীয়ার কথা', 'নবদ্বীপ দর্শন', মীনহাজ প্রণীত 'তাব্‌কাত-ই-নাসিরি' ও 'ছায়ারল্ মোতাক্ষ-রীণ', মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের উক্ত সামরিক কর্ম্মচারী মীনহাজ্ কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণের ৪০ বৎসর পরে লিখিত নদীয়া-বিজয়ের বিবরণ, History of Nadia Rivers, নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', 'পৃথিবীর ইতিহাস' (ভারতবর্ষ খণ্ড), 'History of Bengal Subahs', 'Bengal of Sixteenth Century, Dr. Hunter's 'Statistical Accounts of Bengal', Vol, I, P. 367, (1494—1522 A. D.), 'Rennell's Map of Bengal Survey' (1763), 'J. Z. Holwell's Map' (printed in 1765), 'Nadia Gazetteer', 'Quinquineal Settlement's Record', 'Dutch East India Company's Map' (1676) found in British Admiralty London, 'British East India Company's map, (1676) found in British Museum, 'Cossimbazar Peninsula map', 'Krishnagar Jurisdiction list', 'Boundary Commissioner's list, No, 54', 'Calcutta Review' (1846), 'এসিয়াটিক সোসাইটীর পুরাতন রেকর্ড', 'Indian Antiquiry, 1891, etc. etc.

প্রত্যাদেশ

সাধারণ সমাজে মহাপুরুষগণের প্রত্যাদেশের কথা প্রকাশ করিলে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত ফল হয়। কেহ কেহ ঐ গুলিকে ভিত্তিহীন, অমূলক কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ বা তদনুকরণে অমূলক কল্পনাকে 'প্রত্যাদেশ' বলিয়া প্রচার করেন, কেহ বা ঐরূপ অনুকরণ-কারিগণের অমূলক চিন্তা ও প্রকৃত প্রস্তাবে মহাজনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট সত্যকে 'সমান' জ্ঞান করিয়া সত্যে 'অসত্য'-ভ্রম ও অসত্যে 'সত্য-ভ্রম করেন। যাঁহারা এবিষয়ে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের স্ব-লিখিত জীবনীর ১৮০ পৃষ্ঠা হইতে এ সকল কথা দেখিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কিরূপ অকপটতা, সরলতা

ভগবদ্ধাম-সেবৈকস্পৃহার পরিচয় রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া একান্তভাবে হরিভজন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা **"গৌড়মণ্ডলের বহুবিধ কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে"** এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশেই গৌরজন্মভূমি নির্ণয় করিয়াছিলেন। গৌরজন্মভূমি নির্ণীত হইলে সেই স্থান হইতে অধিক অর্থাদি সংগৃহীত হইবে বা অন্য কোন প্রকার লাভ হইবে, এরূপ দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গৌরজন্মভূমি নির্ণয় করিতে যান নাই। কিন্তু ভেকধারী * * দাসের স্বার্থান্ধতা ও অন্যাভিলাষ স্ব-বাক্যেই প্রমাণিত।

মহাজন-বাক্য

নানা মুনির নানা মত এবং তর্কের অপ্রতিষ্ঠান হেতু মহাজন-বাক্যই যে স্বীকার্য্য,—ইহাই বেদ - ভারত-ভাগবতাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ

বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধ মহাজন বলিয়া স্বীকৃত, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে পরমারাধ্য গুরুদেব বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ জগদ্গুরু নিত্যসিদ্ধ মহাজন স্বয়ং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশার্থ শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত সুপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। এই জগদ্গুরু মহাজনের বাক্যের সহিত শাস্ত্র ও সাধুবাক্যের ঐক্য করিয়াই বহু প্রকাণ্ড সভায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর জন্মস্থাননির্ণয় করিয়াছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ এবং যাবতীয় মহাজন সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদীঘির নিকটবর্ত্তী স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া জন্মস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা যে অন্তর্নিহিত দুরভিসন্ধিমূলা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা আপ্তবাক্য স্বীকার করিবেন না, তাঁহারা কোনদিনই মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার অধিকারী নহেন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য

বর্ত্তমানকালে শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধপক্ষ নানাপ্রকার কল্পনার তূলিকাদ্বারা নবদ্বীপের মানচিত্র অঙ্কন করিয়া প্রভুর প্রকটকালীন নবদ্বীপের প্রকৃত সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। মেজর রেণেল সাহেবের ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র প্রভৃতি অস্বীকার করিয়া কল্পিত মানচিত্রদ্বারা সাধারণ লোককে ভুলাইতেছেন। প্রাচীন মানচিত্রে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারাদ্বয় প্রাচীন নবদ্বীপের দুই পার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন নদীয়াকে দ্বীপরূপে পরিণত করিয়াছিল। গঙ্গা জলঙ্গীর সঙ্গমের স্থানটী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, বর্ত্তমান কালের খড়ে আব্‌ড়া এবং জলকর দম্‌দমা বাঙ্গোড়।

এই কথা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে রোবকারীতে কমিশনর মিঃ **ড্যাম্পিয়ার** সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপে নদীয়ার জজ মিঃ মুর সাহেবের ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের রায় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মিঃ মুরসাহেব লিখিয়াছেন "যে স্থলে পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গত হইয়াছিলেন, উহাই কাশিমপুর জলকরের দক্ষিণ সীমা"। **প্রাচীন নবদ্বীপ বর্ত্তমান দেড়শত বর্ষের নবদ্বীপের উত্তরাংশে অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ। জলঙ্গী কোনদিনই রামচন্দ্রপুর বা কাঁকড়ের মাঠে প্রবাহিত হয় নাই; পরন্তু নবীন নবদ্বীপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-দক্ষিণে এবং উত্তরাংশে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল** এই কথাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে চিফ্ জষ্টিস **স্যার পেথারাম** ও জজ **স্যর র‍্যাম্পিনী** মহোদয় দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এই দুই জন মহামান্য জজ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন, "১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মেজার রেণেল সাহেবের মানচিত্রে বিশ্বপুষ্করিণীর নিম্নে গঙ্গা ও খড়িয়া দুইটী নদী তিন স্থানে মিলিত হইয়াছে দেখা যায়।

(১) বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশ অর্থাৎ প্রাচীন নদীয়া শ্রীমায়াপুরে জলকর দম্‌দমা ও বাঙ্গোড় (বর্ত্তমান), (২) প্রাচীন নদীয়ার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ গাদিগাছার উত্তরে (৩) মহীশোড়া-দ্বীপের নিম্নভাগে। প্রাচীন নদীয়াকে রামচন্দ্রপুর বলিয়া মনে করিলে, তথায় ঐ দুই নদীর মিলন স্থান রেণেলের ম্যাপে অঙ্কিত নাই, পরন্তু শ্রীমায়াপুরেই অঙ্কিত আছে।

শ্রীগৌরজন্মভিটা মহাযোগপীঠ কখনও গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই বা হইতে পারে না, ইহা যেমন একদিকে "বস্তুসিদ্ধা শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্" বিচার অনুসারে ভাগবতীয় বাস্তব সত্য, অপর দিকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সত্য। সেনরাজের ভগ্ন প্রাসাদস্তূপ কোন দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, ৪০০শত বৎসরের কাজির সমাধি ভাগীরথীর খাদের অন্তর্গত হয় নাই। ভাগীরথী ও জলঙ্গীর প্রবল বিক্রমে আক্রান্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধামমায়াপুরের যোগপীঠাংশ কোনদিন কোন নদীকবলে কবলিত হয় নাই। প্রাচীন গ্রামগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে সুদূরে গিয়াছেন, স্থানের সীমাসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত নিদর্শনসমূহ আজও [illegible] সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিতেছেন।

ডুইনক্‌ইনিয়াস রিপোর্টে [illegible] মায়াপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৯১ সনের [illegible] এই স্থানেই শ্রীমায়াপুর নামে উল্লিখিত [illegible] নগরের বহু উল্লেখ, জমিদার [illegible] দেখিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী স্থানে [illegible] নামের উল্লেখ আছে। ঐ তথাবলী কাগজে [illegible] বাদীর মায়াপুরের প্রাচীন [illegible] 'মিশ্রভিটা' অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটীর [illegible] যায়।

শ্রীমায়াপুর সাব্ পোষ্ট-অফিস

বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল [illegible] জন্মস্থলী 'শ্রীমায়াপুরে' ডাকঘর স্থাপন করিলে শ্রীধাম-বিরোধী [illegible] স্বার্থপর [illegible] বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল বাহাদুর [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট [illegible] নিমিত্ত লিখিলে [illegible] কৃষ্ণনগর আদালতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীমায়াপুরের পক্ষপাতী ও বিরোধী উভয় সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন। [illegible] উপর [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সরকারী [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া বিরোধিপক্ষের [illegible] কথাগুলিকে অগ্রাহ্য করেন এবং গৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরে "শ্রীমায়াপুর ডাকঘর" স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট রায় প্রদান করেন। এতদ্বিষয়ে বাঙ্গালা ২ই আশ্বিন ১৩৩৬ শনিবার তারিখের 'বঙ্গবাণী' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকা ৩১শে আগষ্ট ও ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখের 'ইংলিশ-ম্যান' পত্রিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠ জনমণ্ডলীর সমর্থন

তদানীন্তন সমস্ত শ্রেষ্ঠজনমণ্ডলী এইরূপ শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন। এই মায়াপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সর্ব্বসাধারণে [illegible] ১৩০০ সালে যে 'শ্রীধামপ্রচারিণী সভা' নামে একটী মহাসভা সংগঠিত হইয়াছিল, সেই ধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সভাপতি [illegible] ছিলেন—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বদান্যবর স্বনামপ্রসিদ্ধ ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর। তৎপরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ [illegible] রাধাকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর এবং তৎপরে তদীয় পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর [illegible] অনারেবল গিরিজানাথ রায়, [illegible] সাহিত্য-পরিষদের প্রধান [illegible] স্বভাব বিচক্ষণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল। শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই [illegible] সম্পাদক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় [illegible] ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু প্রকাণ্ড [illegible] এই মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বহু গ্রন্থলেখক নিত্যানন্দবংশাবতংস আদর্শ চরিত্র পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী মহোদয় তাঁহার রচিত "শ্রীগৌরসুন্দর" [illegible]

একটী বহং গ্রন্থে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীমায়াপুর গ্রামকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবংশাবতংস স্বধামগত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল্, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পিএইচ-ডি; বৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম-এ, বি-এল, পি, সি, এস্ এবং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্, এবং শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এবং তদানীন্তন গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীহট্টের প্রধান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে আগমন করিয়া স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"মুসলমানগণ বলিতে লাগিল যে, এই উঁচু স্থানটি শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে তথায় যে তুলসী-কানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল। এইরূপে তাহাদের বহু ব্যয়ের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসী-গাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতেই আবার তুলসী বৃক্ষ!! আবার উৎপাটন—পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব!!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল, ভাবিল পতিতাবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়া উক্ত স্থানটীকে গোরস্থান করিবে মনস্থ করিল। যখনই গোর দিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করা হয়, তখনই মৃত্তিকা ধসিয়া যায়, গর্ত্তটী ভরিয়া যায়। তারপর ঐস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকিলে কেহ কেহ ঐ স্থানটীতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল; তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল—"ওখানে কিছু করা ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন। ও স্থান আমাদেরও পীঠস্থান, ওখানে কিছু করিবে না।" তাহারা আরও বলিল যে, "ঐস্থানে তাহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আমাদিগকে একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ গুঁড়ি দেখাইয়া বলিল, এই গুঁড়িও অমর, অতি প্রাচীনগণ শিশুকাল হইতে ইহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে। কাটা গাছটীর গুঁড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে দেখিলাম। তাহারা বলিল এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এই রকমই নূতন মুকুল ফুটিয়া উঠে। নিমাই সে নিমের নীচে জন্ম গ্রহণ করেন।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যা)

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের অভিমত

বঙ্গের মাননীয় মহামান্য ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর বাহাদুর স্যার জন্ এণ্ডারসন্ মহোদয় সপরিকরে শ্রীধাম মায়াপুরে গত ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ ইং মঙ্গলবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে বিরাট্ অভিনন্দন সভায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

Guru Maharaj, Pandits and gentlemen !

I can assure you that it gives me the greatest pleasure to visit this **holy place of Birth of Sree Chaitanya** and to see for myself the place from where you carry on your activities and beneficent works............you have told me that the Mission exists for the propagation of the universal Gospel of Divine Love, for which there is room in every corner on the earth and they can expect intellectual and spiritual sympathy in all countries and races from all genuine followers of the Gospel. Your words testify to your loyalty to the crown. I thank you for the opportunity you have granted me today for visiting the place of Birth of Sree Chaitanya and it has been a refreshing experience.

শ্রীমায়াপুর ধাম দর্শনে কমিশনার বাহাদুর

প্রেসিডেন্সী বিভাগের মাননীয় কমিশনার বাহাদুর মিঃ ফ্রেডারিক ওয়াইন্ রবার্টসন আই, সি, এস, মহোদয় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ ইং তারিখে বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

Gentlemen,............I had a long desire to visit Mayapur this ancient seat of learning, the **birth place of Chaitanya** and am very pleased to see it. I have heard much of your mission and missionary activities. I hope the mission every success in its above propagation.

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘোচন উপলক্ষে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ রবিবার যে অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আজ আমার বড় সৌভাগ্য, আমি এমন একটা পবিত্র স্থানে এসেছি, যেখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর সহিত স্মৃতি বিজড়িত—যেখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক একটা মহান্ ইতিহাস আছে, যেখানকার আব্‌হাওয়া পবিত্রতায় ভরা। এখানে আমাদের এই কথাটি মেনে চলা উচিত,—"Tread lightly here, this spot is holy ground." আমি বড়ই আনন্দিত হ'য়েছি যে, এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে একটা বিরাট্ সাধনাময় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। এটা বাস্তবিক আমাদের দেশের একটা বড় গৌরবের কথা। এই প্রতিষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার সকলেই সুশিক্ষিত ত্যাগী। ইহারা ইংরাজী জানেন, সংস্কৃত জানেন, এঁদের প্রচার-কার্য্য আছে, আর তার সঙ্গে আছে এঁদের সাধনাময় জলন্ত জীবন, যেটা আমাদের দেশে দুর্ল্লভ।"

সাহিত্যিকবর রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া ইং ১৪।১২।৩৬ তারিখে যে বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয়ের অবগতির জন্য ২।১টি কথা জানাইতে চাই। এদেশে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব সাধনার ফল। তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অসামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, **আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানই ঠিক,—রামচন্দ্রপুর কখনও মায়াপুর নহে,** সেখানে পূর্ব্বকালে খুব ধুমধামের সহিত রাম-যাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা রামচন্দ্রের মন্দির।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক নবদ্বীপনিবাসী মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ্ ডি মহোদয় সহর নবদ্বীপ-বাসিগণের গৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-বিরোধের যে সকল কারণ থিওসফিক্যাল হলে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ ইং তারিখে বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইল—

"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। নবদ্বীপ-সহরবাসী ও তৎস্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেকে এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কারণ, যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্ত্তমানে নবদ্বীপে জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। এখন পর্য্যন্তও কোন কোন অসদ্ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু ফলতঃ মহদ্ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপনার নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র, তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।"

গত ৬ই মে, ১৯৩৪ ইং তারিখে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে প্রথিতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর একটি সন্দর্ভ পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতায় শ্রীমায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটিত মহাপ্রভুর জন্মস্থানই যে নির্ভুল, তাহা প্রমাণিত করিলে কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত advocate শ্রীযুক্ত শশধরচন্দ্র বসু মহোদয় বলেন—

"শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি-বিষয়ে আমরা আজ firmly convinced হ'লাম যে, মায়াপুরই ঠিক স্থান।"

নবদ্বীপনিবাসী পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধামমায়াপুরে বহুবার আগমন করিয়া এই স্থানের পুণ্যতম ধূলি সর্ব্বাঙ্গে ভ্রক্ষণ করিতে করিতে বলিতেন—

"এই স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন নিমাই পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন—এই স্থানে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদধূলি রহিয়াছে, সেই পবিত্র পদধূলি আমি গায় মাখিয়া পবিত্র হইতেছি।"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের, ২৩শে নভেম্বর তারিখে দেওঘর হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট দেশমান্য সজ্জনবর শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

—:০:—

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও শ্রীমহানন্দ-ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ]

সপরিকর চৈতন্যের লীলা ও শিক্ষা

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র কলির প্রথম সন্ধ্যায় শচীনন্দন রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিচিত্র লীলা দ্বারা জগতের বিভিন্ন জীবকে নিজ চরণপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন, তাঁহার এবং তৎপরিকরগণের লীলাবৈচিত্র্য অতুলনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ বিচিত্র লীলা ভিতরে বিচিত্র শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব নিজের আচরণে ও প্রচারে যেরূপ বহু ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমামৃত পান করাইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণও অলৌকিক লীলাদ্বারা বিচিত্র শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। যথা।

রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষতা প্রকাশে॥
হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা প্রকাশিল।
রূপ-সনাতন দ্বারে দৈন্য শিখাইল॥
(ভক্তিরত্নাকর)

প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন কাশীবাসী মায়াবাদিগুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীতে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়া মায়াবাদকেই সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই প্রকাশানন্দকে অনেকে ভ্রমবশতঃ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী (পরে কাম্যবনবাসী) রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সহিত 'এক'ই বিচার করেন অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, গৌরসুন্দর প্রকাশানন্দকে কৃপা করিয়া তাঁহার নাম 'প্রবোধানন্দ' রাখেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীল প্রবোধানন্দকে 'শ্রী'সম্প্রদায়ে দেখিয়াছেন। আর ১৪৩৫ শকাব্দায় কাশীতে প্রকাশানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সুতরাং প্রথমে 'শ্রী'সম্প্রদায়ের যতিরূপে দুই বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়া পরে পুনরায় মায়াবাদী সন্ন্যাসিরূপে দর্শন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। মায়াজীব ও মায়াধীশ ভগবানে, তন্নামে, তদ্ভক্তে ও ভক্তিতে 'মায়া' আছে, এরূপ বিচারই 'মায়াবাদ'। মায়াবাদী পরমাত্মা ও জীবাত্মায় ঐক্য স্থাপন করেন, মায়াবশ ও মায়াধীশকে এক করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাবৈশিষ্ট্য

মায়াবাদিগণ নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক বেদান্ত অধ্যয়ন, কৌপীন ধারণ ও ভিক্ষান্ন মাত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া বিচরণ করাকেই ধর্ম্ম বলিতেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যে কৃষ্ণগুণগানে প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন নর্ত্তনাদি করিতেন, তাহা মায়াবাদীর দল বুঝিতে না পারিয়া উহাকেই তৌর্য্যত্রিক মনে করিয়া তাহা সন্ন্যাসীর পক্ষে অকর্ত্তব্য বিচারে মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার এক বিচিত্র কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। কোনও ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি সকল সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা প্রদান করিবার বাসনায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু যদি তাঁহার গৃহে শুভাগমন করেন, তবে সেই বিপ্রের পরম সন্তোষ হয় ও তিনি নিজকে ধন্য মনে করেন। যদিও মহাপ্রভু কাশীতে [illegible] তথাপি প্রকাশানন্দ ও তৎশিষ্যগণের [illegible] এই জন্য [illegible] তিনি সেই বিপ্রের [illegible] আসনে উপবেশন [illegible] কোটিসূর্য্যপ্রভ [illegible] প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্য [illegible] সম্মানে [illegible] নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদিলীলার [illegible]

শুনিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কেশব ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ॥

শ্রীচৈতন্যদেব উত্তরে বলেন,—

প্রভু কহে,—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা, এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

এস্থলে শ্রীচৈতন্যদেব নিরভিমান হইয়া বেদান্তের সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত পাঠ করিয়া প্রভু [illegible] সম্বন্ধ বোধ করিতে দিয়া 'বদ্ধ' হইবার কথা।

[illegible] বদ্ধ কি, ভগবান কি

জীব ও ভগবানে কি সম্বন্ধ—তাহাই সম্বন্ধ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহাই অভিধেয় এবং সেই অভিধেয়ের অনুষ্ঠানে যে ফল প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই প্রয়োজন। এস্থলে গৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করাই বেদান্তের চরম উপদেশ বলিয়াছেন। নাম-ভজনে অনধিকারী ব্যক্তি নিষ্কপটে [illegible] পাদ-পদ্মাশ্রয় [illegible] অবগত না থাকায় 'প্রভু' সাজিবার জন্য ধায়। পাণ্ডিত্যা-ভিমানী জনগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হয় না। শ্রীগুরুচরণে প্রপত্তি ব্যতীত বেদান্তের উদ্দেশ্য বা শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। গুরুই বিধান। সুতরাং সকল-জগদ্গুরু-কর্ত্তৃক [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবই প্রকৃত বিধান। তাঁহার উপদেশই সকল জীবের একমাত্র গ্রহণীয় কর্ত্তব্য তাহাই শাস্ত্রসার।

নাম ও মন্ত্রে পার্থক্য

মন্ত্র [illegible] নামগ্রহণেই [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমা

[শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ]

মঙ্গলাচরণ

যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, যাঁহাদের কান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ, যাঁহারা সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা — জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্ম-সংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।

পূর্ণিমা-প্রশস্তি

আজ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী প্রিয়সখী বসন্ত লক্ষ্মীর সহিত মিলিতা হইয়া লক্ষ্মীপতি বিশ্বম্ভরের আগমন-গীতি গান করিবার নিমিত্ত শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীতা। শুধু তাহাই নহে; বিশ্বম্ভরের পূজার উপায়নরূপে উক্ত পৌর্ণমাসী দেবী কোকিলকূজন, মধুপগুঞ্জন, মকরন্দপূর্ণ নবপ্রসূনাবলীর মাধুরী ও গন্ধবহের মন্দ মন্দ প্রবাহ প্রভৃতি ধরা-অর্ঘ্য স্থালীতে পূর্ণ করিয়া সুরধুনীর তীরে দণ্ডায়মানা। বীচি-প্রকম্পিতা সুরধুনী সোল্লাস-কুলুকুলু-সঙ্গীত ও নর্ত্তন দ্বারা এবং দিগ্‌বধূগণ স্ব স্ব হাস্য-সুষমা-দ্বারা আজ যেন সমাগতা পৌর্ণমাসী দেবীর অভিনন্দনকার্য্য সমাধান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব এই তিথিবরার মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে গাহিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা
পরম-পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥

প্রাপঞ্চিক কাল-গণনার চৌদ্দশত সাত শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসের যেক্ষণে সন্ধ্যাদেবী স্বীয় সীমন্তে পূর্ণেন্দু-ভূষণ পরিধান করিয়া লোক-লোচনের সম্মুখে সমুপস্থিতা হইয়াছিলেন, সেইক্ষণেই—

"অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥"

অর্থাৎ ... জগতের চন্দ্র স্বীয় কুধর্ম্ম ও ক্ষুদ্রত্ব এবং গোলোকেন্দ্র ... ঐশ্বর্য্য ও অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার নিমিত্ত ... রাহুগ্রস্ত ও ম্লান দেখাইল অতএব যে অপ্রাকৃত ... ন্দুর উদয়ে প্রাকৃত ইন্দুর গর্ব্ব নাশ ও ফাল্গুনী ... শিব-শুক-ব্রহ্মা-নারদ-বন্দিতা হইয়াছেন; যে অভূতপূর্ব্ব চন্দ্রের উদয়ে কলিজীবের পাপ-তমো-বিনাশ, ত্রিজগতের উল্লাস ও বিশ্বের প্রেমপীযূষ প্রবাহিনী প্রবাহিতা হইয়াছেন; তাঁহার অনন্ত মহিমা-বৈভবসিন্ধুর এক বিন্দু আস্বাদন করিবার যোগ্যতা লাভাশায় শুদ্ধগৌরজনানুগত্যে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরশশীর পরিচয়

জাগতিক বিধানানুসারে জনক-জননী হইতে পুত্রের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরবর্ত্তী অধস্তনের পরিচয়-লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, তাঁহার পরিচয়াদি লৌকিক দৃষ্টান্তানুযায়ী প্রদত্ত হইতে পারে না। তিনি কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতীর্ণ হন এবং সৌভাগ্যবান জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন; তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ফলতঃ সেই পরতত্ত্ব, বিভুচৈতন্য বস্তুর পরিচয় পাইলে জীবেরও ... সঙ্গে আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুভূতি হইয়া যায়। স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ ও ভক্তিসিদ্ধান্তের পরীক্ষক শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু পরম-ঔদার্য্যময় অবতারী শ্রীগৌরশশীর যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আম্নায় সিদ্ধান্ত বলিয়া অবনতশিরে গ্রহণ করিলেই আত্মমঙ্গল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা, নতুবা শ্রীভগবানের কৃপা মাধুরী হইতে লক্ষ কোটী যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। ক্রমে আত্মপরিচয়রূপ সম্বন্ধজ্ঞান হারাইয়া শ্রীগৌরসেবারূপ অভিধেয় ও স্বজন-বিজন-প্রয়োজনা-বতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত অনর্পিতচর প্রেমরূপ প্রয়োজন-লাভে চির বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি-রূপ হ্লাদিনী-শক্তিক্রমে রাধা-কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্ব-প্রযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি এক স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতির দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

অবতারীর অবতরণের হেতু

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে পরিকর ও ধামসহ প্রকটিত হইয়া দেখিলেন,—জগৎ অতিশয় হরিবিমুখ।

এমতাবস্থায় স্বয়ং কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগন্মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, এই ভাবিয়া শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে জল-তুলসী অর্পণ করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং সদৈন্য নিবেদন, জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরল ভক্তের প্রার্থনায় অর্থাৎ—শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারে বাধ্য হইয়া জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং গোলোকনাথ ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন।

কলিযুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনাদি যুগাবতারাদির দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে; কিন্তু স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অপর অংশ বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা অনর্পিতচর কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান বা প্রচারণ একেবারেই অসম্ভব। তজ্জন্যই লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

ভগবান্ পদ্মনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন না কেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য ... অর্থাৎ ... প্রেমদাতা আর কে আছেন?

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের শেষ কলিতে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় তিনটি গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য গৌরাঙ্গী রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" এই—আপ্তবাক্যে প্রকাশিত।

ফলতঃ যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি, পারদর্শিতা, অবস্থানের ভূমিকা ও যোগ্যতা তিনি বাস্তব তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে সেইরূপভাবে সংজ্ঞা প্রদান ও সেবা করিয়া থাকেন। তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ধাম-নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্যান্য বিবদমান লক্ষ কোটী মনোধর্ম্মপরায়ণ কুদার্শনিকগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গজনগণের অব্যবহিত চিৎসমাধিলব্ধ অব্যভিচারী প্রমাণের উপর আস্থা স্থাপন করাই মঙ্গলজনক। এই শ্রৌতপন্থিগণই গৌরজনানুগত্যে ক্রমশঃ অধোক্ষজ তত্ত্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের স্বলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা চৈত্র, ১৩৪৪, ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার [১৬শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—(*(:*:)*)—

বৃন্দাবনে কুম্ভমেলায় ৫জন সাধু নিহত

গত ১১ই মার্চ্চ একটী হাতী ক্ষেপিয়া কুম্ভমেলা উপলক্ষে বৃন্দাবনে সমাগত বিরাট্ জন-সঙ্ঘকে দলিত ও মথিত করিতে থাকে। এই পাগলা হাতীটা ৫ জন সাধুকে নিহত করিয়া অবশেষে উহার মাহুতকে মারিয়া ফেলে। আপাতদৃষ্টিতে কি কারণে হাতীটি ক্ষেপিয়া উঠে তাহার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মত্ত হস্তীর এই আক্রমণে মেলায় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং সকলে চারিদিকে প্রাণভয়ে হন্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। অনেকে প্রাণরক্ষার জন্য যমুনার জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সংবাদ পাইবা মাত্র সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং হাতীটিকে লক্ষ্য করিয়া ১৫টি গুলী করে। তন্মধ্যে ৫টি গুলী ঐ মত্ত হস্তীটির গায়ে বিদ্ধ হয়। গুলীতে আহত হইয়া হস্তীটি ছুটিয়া পলায়ন করিতে থাকে এবং নিকটবর্ত্তী একটী বনে প্রবেশ করে।

এস্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে গত ১৯২৭ সালেও বৃন্দাবনে কুম্ভমেলার সময় একটী মত্ত হস্তীর আক্রমণে ২ জন সাধু নিহত হয় এবং উহার মাহুত একেবারে পঙ্গু হয়। উক্ত হাতীটার খাবার জন্য যে গুড় দেওয়া হইত তাহা মাহুত চুরি করার জন্যই নাকি সেবার হাতীটি ক্ষেপিয়াছিল।

আসামে ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা

গত ৭ই মার্চ্চ বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় লাখমপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হয় এবং টিংখং, সাসোনি, খেরেমিয়া ও টিপলিং মৌজায় প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ঐ বাত্যা পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং বাম দিকে পাক খাইতেছিল। টিপলিং চা বাগানের ম্যানেজার মিঃ হারপার বলেন যে, উক্ত ঘূর্ণিবাত্যার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ মাইলের অধিক ছিল। শিবসাগর মহকুমার নামতিয়ালী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট হইতে এই বাত্যা উদ্ভূত হইয়া নাজিরা, শিমুলগুড়ী এবং লাখোয়া ষ্টেশনের উত্তর দিয়া এবং সেপন ও মোরান রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং টিপলিং মৌজায় প্রবেশ করে। তেইশখানি গ্রাম এবং রাজমালী ও টিপলিং চা বাগান ঝড়ের ফলে বিধ্বস্ত হইয়াছে। উত্তর ডিহিং সংরক্ষিত বন সমূহের পশ্চিম ব্লকে সম্ভবতঃ বাত্যা মন্দীভূত হয়।

দুইটি মৌজার বিধ্বস্ত অঞ্চলের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে প্রায় চৌদ্দ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় এক মাইল। বিধ্বস্ত গ্রামসমূহে যাতায়াত অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়াছিল। ঝঞ্ঝাবাত্যায় বহু বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হইয়া স্বল্প পরিসর পথগুলি বন্ধ করিয়া দেয়।

এই ঝঞ্ঝাবাত্যার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কল্পনাতীত। কোন কোন গ্রামে বাঁশঝাড়গুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়া প্রায় পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গাছের উপরিভাগ ঝড়ের বেগে প্রায় দুই তিন মাইল দূরে যাইয়া পড়িয়াছে। গাছের গুড়িগুলি খুঁটির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কতিপয় বয়স্ক ব্যক্তিকেও ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে নগ্ন ও অচেতন অবস্থায় ফেলিয়া যায়। শ্রীযুক্ত পূর্ণেশ্বর বড়ুয়া নামক চা-বাগানের জনৈক কেরাণী এবং রঙ্গজান গ্রামের কয়েকজন গ্রামবাসীকে ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। দৈবানুকম্পায় অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

অ[illegible]র প্রেসিডেণ্ট মিকলাসের পদত্যাগ

হের হিটলার ভিয়েনায় পৌঁছিয়াছেন। জার্ম্মাণীর প্রচার-সচিবের দপ্তরের জনৈক কর্ম্মচারী রয়টারের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, ডাঃ শুসনিগকে সীমান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ও বিদেশে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তর জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পররাষ্ট্র সচিব হের ভন রিবেনট্রপ বিমানযোগে ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন। হের হিটলার তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। হের ভন প্যাপেনও ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন। হের হিটলারের পত্রের উত্তরে সিনর মুসোলিনী তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন:—"রোম বার্লিন চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের মধ্যে যে পবিত্র মৈত্রী বন্ধনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাই আমার মনোভাবের পরিচায়ক। আমি কখনও উহা বিস্মৃত হইব না।"

প্রেসিডেণ্ট মিকলাস পদত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটী সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ডাঃ সাইস্-ইন-কোয়ার্টের অনুরোধে প্রেসিডেণ্ট মিকলাস পদত্যাগ করিতে সম্মত হন। ইহার পর বিগত ১৯৩৪ সালের মে মাসের অষ্ট্রীয়ান শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্যভার চ্যান্সেলার ডাঃ সাইস্-ইন-কোয়ার্টের উপর বর্ত্তিয়াছে। তদনুসারে তিনি কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ১৩ই মার্চ্চ ভিয়েনায় অপেক্ষাকৃত কম উত্তেজনা দেখা যাইতেছিল। তবে হিটলারপন্থী যুবকেরা বহু মিছিল বাহির করিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড মামলায় আপীল

গত ৭ই মার্চ্চ প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজদ্রোহের অপরাধে "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন এবং মুদ্রাকর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা করিয়া জরিমানা করেন। আসামী-দিগের পক্ষে গত সোমবার হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করা হইয়াছিল। বিচারপতি এম সি ঘোষ ও বিচারপতি বার্টলি দরখাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং জরিমানা আদায়ের আদেশ স্থগিত রাখিয়াছেন। আপীলের শুনানী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীগণ পূর্ব্ব জামিনে মুক্ত থাকিবেন।

গত ২৯শে নভেম্বর 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'বাঙ্গলা আজ কোথায়?' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে দণ্ডিত করা হয়।

সম্পাদক ও মুদ্রাকরের পক্ষে মিঃ এন, কে বসু বলেন, আপিল দায়েরের দরখাস্ত এক্ষণে প্রস্তুত আছে।

—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৯৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার
দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাদ্যতত্ত্ব ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৷৵০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংবাটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১১শ বর্ষ | ২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ৪ঠা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শুক্রবার | ১৬শ সংখ্যা

ধামে মহামহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন।

উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

গয়ায় প্রচার

গত ৩রা মার্চ্চ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠস্থ সেবক সহ গয়া জেলার বিশিষ্ট ভদ্র পল্লী কাসুয়া নামক স্থানে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাল মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রবণকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা, শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকারী কে, কোন্ ভূমিকায় শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় ইত্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে হিন্দিভাষায় প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাল মহাশয় ব্রহ্মচারীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ চমৎকৃত হন এবং পরদিন প্রাতে ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় জমিদার বাবুর বিস্তীর্ণ বৈঠকখানাতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনাম সম্বন্ধে যমদূতগণের প্রতি যমরাজের উক্তি প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

পরদিন ৫ই মার্চ্চ তারিখে ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ যে কয়দিন কাসুয়াতে অবস্থান করিয়াছিলেন জমিদার বাবু প্রায় সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গ লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, বলিয়া জানাইয়াছেন।

'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি'

জয় জয় গুরুদেব, অভিন্ন শ্রীবলদেব,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
জয় জয় প্রভুপাদ, শ্রীচৈতন্য-পারিষদ,
নিত্যানন্দ-অভিন্নমূরতি ॥
এসংসারদাবানলে, দগ্ধীভূত জীবকুলে,
উদ্ধারের তরে সেই জন।
কৃপা-বারি বরিষণে, রক্ষা করেন জীবগণে,
বন্দি সেই শ্রীগুরুচরণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সাধুগণ, সাক্ষাৎ শ্রীহরি ভণে,
কিন্তু যিঁহ হরিপ্রিয় জন।
বন্দি সেই গুরুপাদ মোর ধন সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন ॥
যাঁহার করুণাবলে, কৃষ্ণ-প্রেম সেবা মিলে
গতি নাহি যার কৃপা বিনা।
সেই প্রভু-শ্রীচরণ, শিরে ধরি অনুক্ষণ,
ভক্তিভরে করি যে বন্দনা ॥
বার বার করি নতি, গোবিন্দদয়িতাপতি,
বন্দনীয় ভক্ত শিরোবর।
ধন্য করি যেই তিথি, শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী,
অবতীর্ণ ধরণী ভিতর ॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে ভব-কারাগারে।
জনম মরণ জরা, ত্রিতাপ-জ্বালায় তা'রা,
বহু দুঃখ পায় বারে বারে ॥
তা' সবারে উদ্ধারিতে, তুমি প্রভু এজগতে,
জগদ্গুরুরূপে অবতরি।
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
বিতরণ কৈলা বিশ্ব ভরি ॥
সকল জনমে সবে, পিতামাতা আদি লভে,
গুরুকৃষ্ণকৃপা নাহি পায়।
বহু জন্ম ভাগ্যফলে, অনেক সুকৃতিবলে,
সাধুগুরুকৃপা লাভ হয় ॥
সংসারের পার হৈয়া, ভক্তির সাগরে গিয়া,
ডুবিবারে চাহে যেই জন।
ছাড়' অন্য অভিলাষ, ভুক্তি-মুক্তির প্রয়াস,
ভজে সেই তব শ্রীচরণ ॥
তব পদাশ্রিত জন, নির্ম্মৎসর সাধু জন,
মৎসরতা নাহিক তাঁহার।
সেই শুদ্ধ ভক্তগণে, হিংসা করে যেই জনে,
অসদ্ধর্ম্মা সেই দুরাচার ॥
পৃথিবীতে বহু কথা, [illegible]
[illegible] চলিতেছে যত।
সেই সব ভক্ত সঙ্গ, [illegible]
উপদেশ আর আছে কত ॥
চিৎ-জড়-সমন্বয়, কেহ মনোধর্ম্মচয়,
বিষয় বা পর ধর্ম্ম জ্ঞান।
ভাগবত শাস্ত্র ভণে, এসব অধর্ম্মজ্ঞানে,
ধর্ম্মবিৎ করে পরিহার ॥
সত্যযুগে ধ্যান ক'রি, জীবগণে পায় হরি,
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ যার সার।
দ্বাপর যুগেতে ভবে, অর্চ্চন মার্গেতে সবে,
'বিষ্ণু সেবা' [illegible] নর ॥
কলিযুগে একমাত্র, [illegible]
রাধাকৃষ্ণ-সেবা [illegible]।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে তাই, [illegible] ধর্ম্ম নাই,
[illegible]
নামেতে [illegible], [illegible] এ সংসার,
সাধু সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
দয়ানিধি গৌরহরি, কলিজীবে কৃপা করি,
[illegible] করায় শিক্ষণ।
গোলোক-[illegible], [illegible] অভিন্ন,
[illegible]
কেন [illegible], [illegible]
[illegible]
এই [illegible]
[illegible]
নিজ [illegible]
[illegible] ॥
গুরুদেব
[illegible], [illegible] বাক্য-তত্ত্ব মন,
হবে যেন তাঁহার চরণে।
যাঁ'রা তব [illegible], তাঁ'দের চরণ [illegible],
থাকি' যেন মোর [illegible],
[illegible] দাস
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

"চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনে স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি রত্ন আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিষ্ণু নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রদ্ধা ও শরণাগতি

আমরা অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে এক মনে করি। কিন্তু তাহা নয়। শ্রদ্ধা জ্ঞানমটী ভক্তি বা ভক্তির অঙ্গ নয়। ইহা ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ মাত্র। শ্রদ্ধার অপর নাম বিশ্বাস, আর ভক্তির অপর নাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিই ভক্তি। উহা দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতিবিধান হয়। ভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যখন শ্রদ্ধা হয় তখনই জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে, সেই সময় হইতে কর্ম্মাধিকার নিবৃত্ত হয়। কর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, ভক্তিই ভগবল্লাভের একমাত্র উপায়—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত অনন্য ভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাগতিকে এক বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু ভক্তি বা সেবা শ্রদ্ধা বা শরণাগতির পরের কথা। ভক্তি চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমার মঙ্গল নাই, অতএব আমি সেই অভয় পদে শরণাপন্ন হইলাম—এই দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। চিন্ময় রাজ্যের নিবাসী জীব আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ সংসারের ধূলায় মলিন। যখন শ্রীভগবানে শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল বারিধারা বিষয়-রূপ ধূলা-কাদা বিধৌত হয় তখনই বস্তুর জ্যোতিঃ - কৃষ্ণ-ভক্তি আপনি বাহির হয়। তখনই চিন্ময় বস্তু চিন্ময় ধামে যাইবার সৌভাগ্য পায়। কিন্তু মঙ্গললাভের প্রথম সোপানস্বরূপ সেই শ্রদ্ধা আমাদের কোথায়? আমাদের সুকৃতি নাই তাই আজ আমাদের এই অবস্থা।

সংসারের অশেষ ক্লেশে বাধিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই হউক, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বশতঃই হউক, অথবা সাধুসঙ্গক্রমে সাধুর উপদেশ লাভ করিয়াই হউক, কিম্বা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্ আর জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন; ঈশ্বর স্বাধীন আর জীব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন; ঈশ্বর প্রভু, জীব দীন-হীন দাস, তখন আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত যাতনা জুড়াইবার অথবা সর্ব্বাশ্রয় হরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃই উদিত হয় এবং তাহাকে পাইবার চেষ্টা অল্প অল্প হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা। সাধুসঙ্গের অভাবে বা কুসঙ্গফলে এই কোমল শ্রদ্ধা একেবারে লুক্কায়িত হইতে পারে। সুতরাং প্রথম হইতেই সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িতে থাকে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবে, তাহার জন্য যত্নবান্ হন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগতানর্থ জাগ্রত সাধুর আশ্রিত থাকিয়া একনিষ্ঠ হইয়া ভজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতাবীজ। এই শ্রদ্ধা জীবের বড় আদরের ধন। শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনক্রমে অবস্থানুসারে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি আদি নাম ধারণ করে। ক্রমে যখন ভাব উদয় হয় তখনই এই শ্রদ্ধা নির্গুণ শ্রদ্ধা, রাগ বা রতি নাম প্রাপ্ত হয়। সেই রতিই প্রেমমন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

এই শ্রদ্ধা কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ হইয়া যে দৃঢ়নিশ্চয়তা তাহাই উত্তম বা প্রৌঢ় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ না হইয়া যে দৃঢ় শ্রদ্ধা তাহাই মধ্যম, আর পরম্পরাগতিতে যে শ্রদ্ধা তাহাই কোমল শ্রদ্ধা বা কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গ হইলে কনিষ্ঠ ও মধ্যম শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমে পর্য্যবসিত হয়।

শ্রদ্ধার তিন অবস্থাক্রমে শরণাপত্তিরও তিনটী অবস্থা। যেহেতু শরণাপত্তি কেবল হৃদয়স্থিত শ্রদ্ধার পরিচয়-লিঙ্গ মাত্র। আনুকূল্য সংকল্প, প্রাতিকূল্য বর্জ্জন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, কৃষ্ণই আমার পালয়িতা, এই বুদ্ধি, আত্মনিবেদন এবং কার্পণ্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতিও কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিন তিন প্রকার।

শ্রদ্ধাবান্ জীব একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। যদি স্বল্পভাবেও তাঁহাদের মনে অন্য বাঞ্ছা থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় বা নির্গুণ হয় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে যতদিন তাঁহারা ঐ কামনা ত্যাগ করিতে না পারিবেন ততদিন তাঁহাদের ভক্তিলাভের আশাও কম। শুদ্ধভক্তিই জীবের সম্পত্তি। সেই ভক্তি পাইতে হইলে—চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা লাভ হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারি॥

(চৈঃ চঃ)

কনিষ্ঠাধিকারী অভক্তগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মের কোমল শ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন। কিন্তু মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যদ্বারা অভক্তসঙ্গের কুফল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজনসঙ্গপ্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। অভক্তসঙ্গ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না। শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধিকার উন্নত হয়।

শরণাগতিতে যে আনুকূল্য গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের কথা আছে, তাহা চক্ষু-কর্ণ নাসিকাদি কায়মনোবাক্যের দ্বারা করিতে হইবে। কায়, মন ও বাক্যকে অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য-ত্যাগে নিযুক্ত না করিলে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গগ্রহণে যত্নবিশিষ্ট না হইলে মঙ্গলের আশা নাই। শরীরের দ্বারা হরি গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, মনের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চিন্তা এবং বাক্যের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন করিলেই সকল সুবিধা হয়

কৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসই শরণাপত্তির তৃতীয়াঙ্গ। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

হে কৌন্তেয়, তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ আপন ধর্ম্মবলে আপনাকে রক্ষা করিবে, কিন্তু আমার ভক্তের পদস্খলিত হইলেও আমি তাহার রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত লোক এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করেন।

শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালয়িতা, এইরূপ বুদ্ধি শরণাগতির চতুর্থ অঙ্গ। অন্য মনুষ্য আমাকে পালন করেন বা আমি অর্জ্জন করিয়া আপনাকে পালন করি, এই বুদ্ধি অতি নিকৃষ্ট। কৃষ্ণ অনুকূল না হইলে কেহই আমাকে পালন করিতে পারেন না এবং আমিও স্বয়ং অর্জ্জন করিয়া নিজেকে পালন করিতে পারি না। অতএব কৃষ্ণব্যতীত আমার কোন পালনকর্ত্তা নাই।

আত্মনিবেদনই শরণাগতির পঞ্চম কথা। আমি কেহই নই। আমি যত কিছু আমার বলিয়া বলি, সবই কৃষ্ণের। আমি কৃষ্ণের সংসারে দাস মাত্র। কৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল। আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নিরর্থক। কৃষ্ণের অনুগত থাকাই আমার স্বভাব। মূর্খতা বশতঃ এ পর্য্যন্ত যে সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আমি ও আমার বলিয়া বুদ্ধি ছিল, তাহা আমি কৃষ্ণে অর্পণ করিলাম। আজ হইতে আমি আমার নহি—কৃষ্ণের, এই বুদ্ধির নাম আত্মনিবেদন।

নিজকর্ম্মদোষে আমি সংসারে ক্লেশ পাইতেছি। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই আমার কর্ম্ম-চক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ। কৃপাময় কৃষ্ণের দাস হইয়া আমি কৃষ্ণের সেবালাভ করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমার ন্যায় হতভাগ্য, অপরাধী এবং দণ্ডনীয় আর কে আছে? আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, হীন ও অযোগ্য। ইহারই নাম কার্পণ্য বা দৈন্য।

এই শরণাগতির দ্বারা যাহার চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র হয় তিনিই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র অধিকারী।

জীবগতি

দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর যায়। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, তারপর শীত, শীতের পর বসন্ত; আবার গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতুচক্র;—এই প্রকারে সময়ের স্রোত তূর্ণ গতিতে চলিয়াছে। বিশ্ব-ধারা চলমান; কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া তাঁর গতি রুদ্ধ করিতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়। এই চলিষ্ণু বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া না চলিতে পারিলে যে মায়া-গ্রস্ত আমার কিছুতেই চলিতেছে না, তাই আমিও চলমান।

সাধুমুখে শুনিয়াছি,—গতি দুইপ্রকার। প্রথমতঃ সেবারাজ্যের দিকে গতি বা গোলোক-গতি; আরোহ-মার্গের গতি

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

এ' গতির মর্ম্ম বুঝিবে না। শ্রীগুরুকৃপার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবরোহ-পন্থার যে প্রগতি তাহাই সেবাগতি। শ্রীগুরুকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষই ইহার একমাত্র লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ ভোগরাজ্যের দিকে গতি বা ব্রহ্মাণ্ডগতি। তৎফলে চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ। আবার অত্যধিক ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া গতির বিপরীত ভাব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম-প্রাপ্তি। ব্রহ্মাণ্ডগতিতে পরিশ্রান্ত হইয়া জীব যখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সুসূক্ষ্মতম প্রচ্ছন্ন ভোগপিপাসার দ্বারা চালিত হয়, তখনই নিরাকার, নির্ব্বিলাস, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু ইহা অপরোক্ষবাদীদের ধারণায় যত উচ্চতম বলিয়া অভ্যর্থিত হউক না কেন, শ্রীহরির প্রেষ্ঠজনগণ ইহার কু-অভিসন্ধিকে সর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্হণ করিয়া আসিতেছেন।

আমার এখন চিন্তার বিষয় হইয়াছে, আমি এই দুই প্রকার গতির কোন্‌টী আশ্রয় করিয়াছি?

সাধু ও শাস্ত্রবাণীর কষ্টিপাথরে আমি যদি আমাকে 'যাচাই' করিবার মত সুমেধা-যুক্ত হই, তবে নিশ্চয় জানিতে পারিব, আমি ব্রহ্মাণ্ডগতির অধীন, বিশ্বপথের পথিক—"ভবঘুরে"। তাই আমার চলা ব্রজের পথে চলা নয়; আমি সেবা-পথের বিকৃত প্রতিফলন ভোগের পথেই চলিয়াছি। তা' বাহিরে যত বড় ত্যাগীই হই না কেন। আমার বঞ্চনারাশি স্তূপীকৃত হইয়া আমাকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্তির পথ হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া দিতেছে। হায়রে মায়া-মোহিত মনের কৌশল! বিশ্বের সর্ব্বত্র তোমার আধিপত্য আছে বটে, কিন্তু তুমি ঠিক জানিও, আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহের সুখ যাঁহারা অন্বেষণ করেন, সেই অকিঞ্চন গুরুদাসগণকে তুমি ঠকাইতে পারিবে না।

পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া আমি কখনও চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বর্গাদি হরিবিমুখ উর্দ্ধলোকাদিতে, আবার কখনও বা অধর লোকে চলিয়া যাইতেছি। আমার গতি সম্বন্ধে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, সহজ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ প্রভু গাহিতেছেন,—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য, কভু দাস-প্রভু॥"

আমার এই অশান্ত, অস্থির,—এই অবিরাম-চলন্ত অবস্থালাভের কারণটী কি? এ প্রশ্ন ত' সহজেই মনে জাগে। ইহার উত্তরও আমরা সহজ-কবি গৌরপার্ষদ-প্রবরের নিকটেই পাইতেছি। যথা:—

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

চিন্ময়ভাস্কর কৃষ্ণের চিৎকণস্বরূপ শুদ্ধজীব আমি যে কুক্ষণে তাঁহার সেবা-বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া আত্মভোগবাঞ্ছা করিলাম, কৃষ্ণ-ভোগবর্দ্ধনের সহায়তা বাদ দিয়া নিজেই কৃষ্ণ হইবার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলাম, সেই পরম অশুভ মুহূর্ত্তেই আমি মায়া পিশাচীর কবলাক্রান্ত অবস্থায় "বেহায়া ভবঘুরে" সাজিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন আমার আশ্রয় নাই, বৃথা আশার মরু-মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া কেবলই চলিতেছি। সত্যই কি নিরাশা ও তিক্ততার রাজ্যে আমার এই পরিভ্রমণের আর শেষ নাই? বারবার প্রবঞ্চিত হইয়াও কি এই ব্রহ্মাণ্ডের বঞ্চনা-রাশিকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে?

না, না। হতাশ হইবার কারণ নাই; পরমকৃপাময় কৃষ্ণ তাঁহার আত্মবিস্মৃত কৃতন্ত্র ভৃত্যবর্গকে কখনই চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন নাই। ঐ যে পতিতাধম দাসগণের উদ্ধারের জন্য তিনি তাঁহার নিজজনগণকে জগতের দ্বারে প্রেরণ করিয়াছেন। আর ভয় নাই। আমার মত জীবাধমের জন্যও পরম আশার মৃতসঞ্জীবনী বাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমকরুণ শ্রীভগবান্ সাধু ও শাস্ত্ররূপে জগতে উদিত হইয়া 'ভবঘুরে' জীবদের পরম কল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাই জানিতে পারিতেছি,—

"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।"

শ্রীশ্রী গুরুপূজাবাসরে
"কীর্ত্তন-প্রপত্তি"

(১)

অশোক অভয় অসমোর্দ্ধ অতি
অখিলরসের আকর মূরতি
নিখিল জীবের চির গতি, পতি
গুণগীতি যাঁর গায় মতিমান্।
পতিতপাবন প্রভু পরমেশ
পর পালয়িতা ধাতা হৃষীকেশ
নবীন কিশোর শ্যামলসুবেশ
ভকত-নয়ন-আনন্দবিধান॥

(২)

ব্রজবিহরণ, দ্বারকা বিলাস
মথুরা-বিজয় অসুর-বিনাশ
কুরুরণভূমে বিভূতি-প্রকাশ
কবে শ্রীনিবাস লীলানিকেতন
ঋষিশিরোমণি শুক সনাতনে
নারদ, শ্রীব্যাস হরিজনগণে,
প্রণাম-বন্দনে পরানন্দমনে
সদা সেবে প্রেমে পুলকিত মন

(৩)

সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী-নামিকা
শক্তিসারত্রয় যাঁহার সেবিকা,
মধুর মধুর মধুরিমামাখা
মুকুন্দমাধব মদনমোহন।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুরে
নিতি নিয়মিত যাঁর সেবা করে
বেণু, রূপ, লীলা, প্রেমগুণাকরে
বেদ-বিচারিত ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

(৪)

নিত্য নব লীলা ললিত বিধানে
সাধিয়া সতত সাধুজনমনে
যিনি লীলাময় খ্যাত ত্রিভুবনে
হেন দেবতার দয়িতপ্রধান।
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-বপুধারা
ভবজনের ভ্রান্তি-বাধাহারা
বিশ্ব-বিশোধনে স্বরূপ ধরি
এসে বিতরিলা শ্রেষ্ঠ অবদান॥

(৫)

সুমেধা শুভদা স্মরণীয়া তিথি
অতি সুসদয়া সেবকের প্রতি
বরা তিথিবরা হারতে দুর্গতি
অমিত শকতি করে সে ধারণ।
গোবিন্দপক্ষীয় মুকুন্দ দয়িতে
প্রকটিল সাদরে জগতের হিতে
শুদ্ধসত্ত্বময় সেবকের চিতে
আজ প্রাণে তাঁর স্মৃতি অনুক্ষণ।

(৬)

হেন তিথিশোভা কবির ভাষায়
নহে বর্ণনীয় কোন উপমায়
এ তিথির সেবা জড় প্রতিভায়
নয় নয় নয় সুলভ কখন।
কল্পনার বলে লিখিয়া কবিতা
পা'থি না হয় কভু আরাধিতা
পরমপবিত্রা পূজনীয়া পূতা
অন্তর আবেগে তাঁর আরাধন॥

(৭)

বিরহের ব্যথা আজি আবির্ভাবে
জাগিছে হৃদয়ে অভাবিত ভাবে
সেবক সুজন কীর্ত্তনপ্রভাবে
স্মরিছে সতত শ্রীগুরুচরণ।
কৃপা ক'রে আজি আপনার গুণে
গুরুপ্রিয় প্রভু পরম যতনে
সেবা উদাসীন বিরোধী 'ক' জনে
শোধিছে গাহিয়া গুরুগুণগণ॥

(৮)

রূপরঘুনাথ প্রচারিত-বাণী
প্রচারণে ব্রতী আচরিয়া যিনি
শ্রীগুরুকৃপার পাত্র-শিরোমণি
তাঁর বিরোধিতা সাধিছে দুর্জ্জন
কত ফল জীব কর্ম্ম অনুসারে
নিযুক্ত হ'তে বিফল করে
শ্রীগুরুবিরোধী দুষ্ট কলিতরে
স্বকর্ম্মের ফল লভিবে তেমন॥

(৯)

আমি দীনাধম অনুগত মনে
গুরুগুণগাথা শুদ্ধ সেবা-তানে
কবে বা [illegible]
কবে বা আসিবে সে শুভ লগন
শ্রীগুরুচরণ-রাজীব-পরাগে
কবে কোন শুভ সুবর্ণ সুযোগে
লুটাইব শির গাঢ় অনুরাগে
কবে হব তাঁর পদ-ধূলি-কণ॥

(১০)

শ্রীগুরুচরণে অবিচলা রতি
মুকুন্দানন্দের সেই পরা গতি
শ্রীগুরুচরণ-মাহাত্ম্য-আরতি
তাহাতে জীবনে সার প্রয়োজন।
মন-মধুকর মোহের মদিরে
মত্ত হয়ে রয় ভোগের আগারে
বঞ্চিয়া পারবে সেবা অধিকারে
টেনে লয় মোরে নিজনিকেতন॥

(১১)

করম কুফলে করুণা বঞ্চিত
নাহি কিছু মোর সুকৃতি সঞ্চিত
শ্রীগুরু-করুণা-সলিল-সিঞ্চিত
[illegible] করিয়া বরণ।
শ্রীগুরু সেবায় স্বীয় অধিকারে
[illegible] সরল অন্তরে
আমি নরাধম চাই [illegible]
[illegible] জীবন॥

(১২)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অর্পণ॥
[illegible]—

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, সোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তি-প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রী মদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়াগ্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাম্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাম্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুপ

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমধুপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীতারকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীভবেশ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (খাতড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
দাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাবেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৭৲—৭॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ফাইন, টাইপ	১০॥৶০
মরিপুর ১০০০ নং	১০৶০
মারহোয়া সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৶০ ৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি সোনা	২২৲
চাদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পালাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

ভয়া	৫৭
সীতা	৫৭
ভুবনেশ্বরী	৫০
লক্ষ্মী	৪৫৲
জৈমিনী	৬৪।০

তাম্র	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা পাতলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—৯৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০॥
২৬ গেজ—	১১৸৶
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১॥৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩।৶
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
শীস	।৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫॥০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, বোল্টু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৮।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০
চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬॥০	
তুলার হালমণ ৪।০	

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আডেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট ল আডেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরনিয় ফাইন	৪৩৲
চাষাগি খাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
শুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্ লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

ধাম—মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(:০:): — –

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন ধন্বন্তরির ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, নামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভুষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(●)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পাট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:●:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

———:(●):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের স্বধামিতিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই চৈত্র, ১৩৪৪, ১৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, শনিবার [১৭শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

খনি-দুর্ঘটনায় অনুমান ৫০ জনের মৃত্যু

গত ১২ই মার্চ্চ সিঙ্গারেণী কয়লা খনির অভ্যন্তর ধ্বসিয়া পড়ায় এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ফলে অনুমান ৫০ জন লোক মারা গিয়াছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তাও আছেন। আরও বহু লোক আহত হইয়াছে। খনিপরিচালক কোম্পানীর ইউরোপীয় ম্যানেজারও নাকি মারা গিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

ধ্বংসস্তূপ অপসারিত করা হইতেছে এবং তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই কয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ হইবার পর হইতে এরূপ সাংঘাতিক দুর্ঘটনা আর ঘটে নাই।

এই খনিটি হায়দারাবাদ হইতে ১৬২ মাইল এবং বেজোয়াদা হইতে ৯৩ মাইল দূরে অবস্থিত। খাদতে ৭৫০ ফুট গহ্বর পর্য্যন্ত কয়লা কাটা হইয়াছে। যাহাতে কোনও দুর্ঘটনা সহজে না ঘটিতে পারে তজ্জন্য সম্প্রতি যন্ত্রযোগে কয়লা কাটার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই কয়লার খনি নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, খনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কালে গ্যাস বাহির হইয়াই এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া ওঠে এবং খনি অভ্যন্তরে যাহারা নামিয়াছিল তাহাদের পক্ষে উপরে উঠিয়া আসা অসম্ভব হয়। উদ্ধারের জন্য লোক নীচে নামিতে পারিতেছিল না। সারারাত্রি চেষ্টার পর সকাল বেলা আগুন নিভান সম্ভব হয় এবং তখন উদ্ধারের জন্য লোকজন খনি অভ্যন্তরে যাইয়া নামে। ৩ জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীসহ ৪৭ জন লোককে মৃত অবস্থায় খনি হইতে উপরে উঠান হয়। নিহত ৩জন ইউরোপীয়ের মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এণ্ড্রুজ অন্যতম। আহত অবস্থায় ৪০ জনকে উদ্ধার করা হয়, তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

যে তিনজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী মারা গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ রবার্ট এণ্ড্রুজের বয়স ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। ১৬ বৎসর যাবৎ তিনি চাকরী করিতেছিলেন। গ্লাসগোতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি খাদের ম্যানেজার মিঃ ইলেক্স হাউ ইয়েসন, বয়স অনুমান চল্লিশ। তিনিও গ্লাসগোতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চাকুরীর দশবৎসর হইয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি হইলেন মিঃ হোহন ইয়ং, বয়স ২৮ বৎসর তাঁহার বাড়ী ছিল এডিনবরায়। তিনি সম্প্রতি খাদের জুনিয়র ম্যানেজাররূপে কাজে যোগ দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় শিলাবৃষ্টি

গত সোমবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় কলিকাতায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি যে খুব প্রবলভাবে হইয়াছে তাহা নহে, তবে বড় বড় ফোঁটা অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরে কলিকাতার নানাস্থানে বড় বড় শিলাও পড়িয়াছে।

শালকিয়া, বেলুড় ও বালিতে খুব বড় বড় শিলাপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শালকিয়া ও বেলুড়ে ৫ ছটাকেরও উপর শিলা পড়িয়াছে। বালিতে তাহার চেয়ে ওজনে বেশী শিলা পড়িয়াছে। বালি খাল শিলাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শিলাঘাতে কেহ জখম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এবার কলিকাতায় বসন্তের ও কলেরার প্রকোপ কিছু বেশী; আশা করা যায় যে, বৃষ্টির পর তাপ আরও হ্রাস পাইবে এবং বসন্তের ও কলেরার প্রকোপও কিছু কমিবে।

স্বামী শোকে পতিব্রতার মৃত্যু

ময়মনসিংহে এক উকিলের পুত্রবধূ তাঁহার স্বামীর মৃত্যুতে একান্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পর তাঁহার সংজ্ঞালোপ হয় এবং অল্প সময় পরেই তিনি মারা যান। স্বামী স্ত্রী উভয়কে একই চিতায় দাহ করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে স্থানীয় উকিল বাবু অন্নদাপ্রসাদ গাঙ্গুলীর পুত্র মাত্র দুই দিবস অসুখে ভুগিয়া মারা যান। তাঁহার শবদেহ লইয়া যাওয়ার পরই তাঁহার পত্নী সংজ্ঞাহীন হন এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে মারা যান।

দার্জ্জিলিং গমনে বিধিনিষেধ

শোনা যাইতেছে যে, দার্জ্জিলিং গমন সম্বন্ধে হিন্দু যুবক যুবতীদের উপর যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হইয়া আসিতেছিল, বাঙ্গালার বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের অভিপ্রায়ক্রমে সেই বিধি-নিষেধ আর আরোপিত হইবে না

১৯৩৪ সালের ৮ই মে তারিখ লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে স্যার জন এণ্ডারসনের উপর গুলী চলিবার পর দার্জ্জিলিং-এ বহিরাগত প্রায় সমস্ত হিন্দু যুবক যুবতীকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ১৪ হইতে ৩৫ বয়স্ক হিন্দু যুবক যুবতীর দার্জ্জিলিং প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা অতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইত। অনেকে ছাড়পত্র না লইয়া দার্জ্জিলিং যাইবার চেষ্টা করায় দাণ্ডিতও হইয়াছে।

বহু লোক গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্য লাভের জন্য বা বিশ্রামের জন্য দার্জ্জিলিং যাইত। বয়স্ক ব্যক্তিরা পুত্র কন্যা সহ যাইতে না পারায় দার্জ্জিলিং যাওয়া এক প্রকার ছাড়িয়া দেন।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দার্জ্জিলিং-এর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ব্যবসায়িগণ বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও কোনও ফল পান নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী দপ্তরের শৈল বিহারের খরচা মঞ্জুর হইয়াছে এবং এক্ষণে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কথা শোনা যাইতেছে।

লণ্ডনে বিরাট সভা

সেদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে যখন বিশ সহস্র লোক একত্রিত হইয়া হের হিটলারের অষ্ট্রিয়া অধিকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তখন এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীকে অষ্ট্রিয়া হইতে সরাইয়া না লওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণী বা ইতালীর সহিত কোন প্রকার আলোচনা চালাইতে পারিবেন না এবং এই বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৭৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। তাৎপর্য্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৭৲
তাৎপর্য্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার
দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৴০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৭৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অঞ্জনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্য [illegible] মতমিদং
[illegible]॥

১৩শ বর্ষ ৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শনিবার } ১৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন

পরমকরুণাময় পতিতপাবন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় ও নিয়ামকত্বে এবং পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে গত ২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে, সুশৃঙ্খলায় ও বিপুল উৎসাহে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, নিরন্তর পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনামুখে অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার অধিবাস দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রথম দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে সভার অধিবেশন উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী, দর্শক, সভ্যবৃন্দ, সজ্জনমণ্ডলী, মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি বহু ভক্ত সমবেত হন। সভার পূর্ব্বে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনাদির পর পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে উক্ত সভাস্থলে প্রবেশ করিলে সমাগত সকলেই প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। বৈষ্ণববৃন্দ ও সভ্যবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সভাপতিরূপের আসন গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি শ্রীমূর্ত্তিগত অমানিমানদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ না করিয়া বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং প্রস্তাব করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত প্রস্তাবনা সমর্থন করিয়া বলেন —পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবই এই সভার যোগ্যতম পাত্র হইলেও বৈষ্ণবগণ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুই সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

তৎপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও সভাপতি মহোদয়ের আদেশে নির্দিষ্ট কার্য্যতালিকা অনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ১৫শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' পত্র হইতে গত বৎসরের শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বিবরণী পাঠ করেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উক্ত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু উহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবিত সভ্যগণের নাম :—

সভ্যনির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী ঢাকা, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সরকার শ্যামনগর, শ্রীযুক্ত লালমোহন সরকার দেরাদুন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভেটারীনারী ইন্‌স্পেক্টর গয়া, ডাঃ রাধাশ্যাম সিংহ গয়া, মিঃ যমুনাপ্রসাদ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণিয়া, শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুণ, ডাঃ নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (রেঙ্গুন), শ্রীযুক্ত [illegible] রায় (কলিকাতা [illegible]), [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বেল্লাগুল্লা (মাদ্রাজ), শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুনসী লক্ষ্মণপুর, (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র নিয়োগী পাটিকলকর (ময়মনসিংহ)।

মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ভক্তি-ময়ূখ প্রভু শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিগত বর্ষে ধামপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের নামোল্লেখপূর্ব্বক বিরহ প্রকাশ করেন। ধামাগত বৈষ্ণব ও সজ্জনগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীপাদ শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী গোপালজীউর মঠ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগোপালপাঠ শ্রীমন্দির, বাঁকুড়ার উকিল শ্রীপাদ অনুপম নয়কোবিদ, ময়মনসিংহের রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার, রায় বাহাদুর ডাঃ সুধাকুমার মুখার্জ্জি পলাশপুর, পুরুষোত্তমমঠের সেবক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বারিক, শ্রীচৈতন্যমঠ সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ দাসাধিকারী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় যোগ্যতা-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণকে ভক্তিসূচক উপাধি ও শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ প্রদানের প্রাক্কালে শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভু বলেন—"আমি এই গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রের বাহকমাত্র। বাস্তবিক ইহা জগদ্গুরু আচার্য্যদেবই দিতেছেন। আমি অতি দীনহীন, আমার অন্যকে আশীর্ব্বাদ করিবার ক্ষমতা নাই। আমি নিজেই বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রার্থী; তবে কর্ত্তা করে গরুড় করে তাঁহারা দয়াময়।' আমাকে এই কার্য্যের ভার দেওয়ার মধ্যে শ্রীভাগবতের তৃণাদপি সুনীচতা প্রকাশ পাইতেছে। বৈষ্ণবের প্রদত্ত সম্মানে জীবের 'নাক কাটা' অবস্থাও হইতে পারে, আবার উক্ত সম্মান হইতে পারে—তাঁহাদের সেবা না পাইলে।" নিম্নলিখিত গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদত্ত হয় [illegible] [illegible] উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।

১। রায়বাহাদুর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ—ভক্তিবিনোদ
২। শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাসাধিকারী—ভক্তিপ্রমোদ
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী এম, এ, বি-এল—ভক্তিশেখর, উপদেশক
৪। শ্রীযুক্ত মুরলীধর সাহা—ভক্তিকমল
৫। শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার—মহোপদেশক
৬। শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী—ভক্তিকোবিদ
৭। শ্রীপাদ [illegible] [illegible]—[illegible]
৮। শ্রীযুক্ত নন্দগোবিন্দ সাহা—উপদেশক।
৯। শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী ঐ
১০। শ্রীযুক্ত রাজগোপাল বসু—ভক্তিভূষণ
১১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল—সেবাভূষণ
১২। শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী [illegible]—সেবাভূষণ
১৩। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—কীর্ত্তিভূষণ
১৪। শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায়—সেবাবারিধি
১৫। শ্রীযুক্ত সদানন্দ দাসাধিকারী—ভক্তিরঞ্জন, উপদেশক
১৬। শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী—[illegible]
১৭। শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী [illegible]—[illegible], উপদেশক
১৮। শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী—ভক্তিভূষণ
১৯। শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী বি, এ—ভক্তিসম্রাট, উপদেশক
২০। শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—উপদেশক

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বিষ্ণু, বুধবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

অধোক্ষজ-সেবাহীন ব্যক্তি জগতের বিচারে যতই না কেন বড় বলিয়া বিচারিত হউন, তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠতার মূল্য অকিঞ্চিৎকর তুল্য। তিনি প্রকৃতিজন বলিয়া সর্ব্বদা বিগর্হণযোগ্য।

'সাধুসঙ্গ'—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন প্রকারে হইয়া থাকে। কর্ণদ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ, শরীর দ্বারা সাধুসেবা, মনোদ্বারা তাঁহাদের কথা মনন ও চরণ চিন্তন এবং বচন দ্বারা সাধুর গুণ কীর্ত্তন ও সাধু-মুখশ্রুত বাণীর কীর্ত্তন করিতে হইবে।

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—এই বিধিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা গর্হণ করা কর্ত্তব্য। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি; ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—গুরুপাদপদ্ম-সেবা। তাঁহার কাজ ৬০ দণ্ড-কাল কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করা।

ভাগবতোত্তমের কি কৃত্য, পরম মুক্তের কি কৃত্য, বিচার করিলে আমরা জানিতে পারিব যে তিনি বাধা পান না। তিনি বিশ্ব দর্শন করেন না। তাঁহার সম্বন্ধেই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিচার। মহাভাগবতের নিজানুভূতিতে সদা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়া আর কোন কৃত্য নাই। কেবল অর্চ্চা পদার্থেই ভগবৎস্ফূর্ত্তি, আর অন্য বস্তুতে তাহা নাই—এরূপ বিচার মহাভাগবতের নাই।

বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিলে পাপ-হরণ হইবে, অপরাধযুক্ত হইলে হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কিছু হইবে না। অনর্থ থাকা-কালে কৃষ্ণসেবা উন্মোষিত হয় না—চেতন-বৃত্তির উন্মেষ হয় না, ভোগাধারণাকে কৃষ্ণজ্ঞান হয়। মায়াবাদী কৃষ্ণত্যাগী—আর মিছাভক্ত কৃষ্ণভোগী।

জ্ঞান ও কর্ম্ম—ঠগের ধর্ম্ম। কর্ম্মে নশ্বর ফলভোগবাদ, আর জ্ঞানে—ত্যাগের বাহাদুরী দেখাইয়া কেবলাদ্বৈতবাদাশ্রয়ে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানু-সন্ধান-চেষ্টায় আত্মবিনাশ বরণ। মহাপ্রভুর follower নাম করিয়া যাহারা কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রভাবের আবাহন করে, তাহারা কোন দিনই মহাপ্রভুর কোন কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত কোন মনুষ্যসৃষ্ট পুঁথি নহেন, উহা মানবজাতির দুর্মেধার উপর লগুড় নিক্ষেপ করিবার জন্য নিত্যকাল বিরাজমান, প্রকটাপ্রকটলীলা ভেদমাত্র। নৃসিংহদেব স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন বলিয়া স্তম্ভটিকেই তাঁহার উৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিতে হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রাগ্‌বৈদিক যুগের হইয়াও বৈদিকযুগের পরবর্ত্তিসময়ের ভাষায় তাঁহার প্রাকট্য হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে আধুনিক বলিয়া অপ্রামাণিক বলিতে হইবে, ইহা অত্যন্ত মাৎসর্য্যের কথা। নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই নিকট শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিতকৈতব পরধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভজনবিজ্ঞ ভগবৎপ্রিয়জনে মমতা-রাহিত্যই গোথরত্ব। ভগবজ্জনকে আত্মীয় বোধ না করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ জনে আত্মীয়তা-প্রদর্শন-দ্বারা উদারতা দেখাইতে গেলে গো-গর্দ্দভত্বই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হয় না।

অনর্থ থাকতেছে, ভক্তিও হইতেছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি এই তিনটিই একসঙ্গে থাকা চাই। একটি ছাড়িয়া আর একটির বর্ত্তমানতায় কাপট্য অবশ্যম্ভাবী। যিনি ভজন করেন না, তাঁর জীবন নাই। তীর্থপাদসেবীর জীবন আছে। অন্যান্য সব রাবণের অনু-গমনে ভোগে ব্যস্ত।

আলেয়ার পেছনে যারা দৌড়াচ্ছে, তা'দের মানুষ বলা যাবে না। তারা সয়তানের সেবার জন্য 'মানুষ' নাম নিয়েছে। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণই সয়তানী।

'পূর্ব্বে ভক্তি ছিল, এখন নাই'—এ সকল কথার কোন অর্থ নাই। যাঁহার জাগতিক স্বার্থের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই ভক্তি ছুটিয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বের ভক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভগবান্ যখন 'হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ' রূপ কৃপা বিস্তার করেন, যখন প্রকৃতপক্ষে ভজন আরম্ভ হইবার কথা, তখন যদি ভক্তি ছুটিয়া যায়, তবে জানিতে হইবে যে—সেই ভক্তি জাগতিক সুবিধাবাদোত্থ কপট ভক্তি. সুখে-দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের বিচারের উপর আত্মনির্ভর করাই প্রকৃত ভক্তের বিচার।

ভাগবতের কোন কথাই সে-পর্য্যন্ত প্রচার হইবে না,—যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বিশেষ মতবাদকে ধ্বংস করা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ না করিলে পূর্ণতম জগন্নাথ দর্শন হয় না। এই চক্ষুদ্বারা জগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব, শ্রীচৈতন্য-বাণী সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্ভব। শব্দ-শব্দীতে ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ দর্শন হইবে না।

যদি প্রকৃত সেবোন্মুখ প্রাণ থাকে, তাহা হইলে নির্ভীক সত্য-প্রচার থাকিবে, নতুবা সব জাহান্নামে যাউক। আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা।

যে জিনিষটা বিষয় হ'তে—ভোগ্যদর্শন হ'তে আমাদিগকে উদ্ধার ক'রতে পারে, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ হয়। দম্ভ পরিত্যাগ ক'রতে না পা'রলে গুরু, গোষ্ঠ প্রভৃতির সেবা করা দূরে থাকুক, তত্তদ্দেশ্বর প্রভু সেজে ডিক্রী ডিস্‌মিস ক'রে ফেল্‌ব।

শ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

২১। শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—উপদেশক
২২। শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী—ঐ
২৩। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী—ঐ
২৪। শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী—ঐ
২৫। শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ঐ
২৬। শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ঐ
২৭। শ্রীযুত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ, ম্যাড্‌ভোকেট ঐ
২৮। শ্রীযুত আউধবিহারী লাল কপূর ঐ
২৯। শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী ঐ
৩০। শ্রীযুত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী—ঐ
৩১। শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী ঐ
৩২। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল্ ঐ
৩৩। শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী—কারুকুশল
৩৪। শ্রীপাদ সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী—ভক্তিকৈরব

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসপ্রভু সেবা-কার্য্যের বিভিন্নভাবে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে বিগতবর্ষে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করা হইলে সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা, নবদ্বীপপরিক্রমা কাহাকে বলে? বৈকুণ্ঠ নাম ও জড়নামের পার্থক্য, গৌড়ীয়মঠ শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করেন না, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত তনু কখনও ধ্বংসশীল নহেন, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহাশয় শ্রীধাম-পরিক্রমার যাত্রিগণের সহিষ্ণুতা, ধামসেবা ও ধামভোগ, চেতনের উদ্বোধনের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন, জড়শব্দশক্তি-মাহাত্ম্য, বৈকুণ্ঠশব্দের শক্তি, নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলে শ্রবণকীর্ত্তনাদি হইবে, আচার্য্যদেব আমাদের দৃষ্টিতে অল্পবয়স্ক লক্ষিত হইলেও অসীমশক্তিবিশিষ্ট, তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তিনি আমাদের জন্য কত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন ইত্যাদি বিষয়ে বহুক্ষণ যাবৎ একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের অভিমর্ত্ত্য অভ্যুদয়, মায়াশক্তির উপর চিচ্ছক্তির প্রভুত্ব বা জয়লাভ কিরূপে হয়, আচার্য্যলীলার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য, হৃদয়ের অনর্থ সকলের পরীক্ষা ও তাহার দূরীকরণের জন্য বাহিরে অনর্থের প্রতীক অসুরগণের উদয় ও আক্রমণ, সত্যধর্ম্মগ্রহণে নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তার আবশ্যকতা, Opaque ও Transparent বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণ ফলের পার্থক্য, হরিভজন সখের ব্যাপার নহে, এখন আমাদের ভজনের কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন।

অলোয়ার জমিদার শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী মহাশয় নিরপেক্ষ বৈষ্ণব-মহাত্মা পরমহংস শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহা-রাজের নিকট কতিপয় সজ্জনসহ গমন করিলে বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে কয়েকটী ভবিষ্যদ্-বাণী ও কৃপাশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন। বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন,—"যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধ বেধেছে। একটী দুর্য্যোধন পক্ষ, আর একটী কৃষ্ণের পক্ষ। দুর্য্যোধন দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনেক কিছু জয় করে। কৃষ্ণের পক্ষের ভরসা কি জান? পঞ্চতত্ত্ব—পঞ্চ-তত্ত্ব। এখন বুঝ গা। * * * বংশী যা' জানে তাই বলে। তা'ছাড়া বেশী কিছু বলে না।"

সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু—ধামযাত্রী, ধামপ্রচারিণী সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে ধন্যবাদপ্রদান করত "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার" প্রতিকূলবিষয়বর্জ্জন ও অনুকূল বিষয় গ্রহণ, দুর্য্যোধন-পক্ষীয়গণের পক্ষে পাসনা বা Publicএর আশ্রয় এবং অর্জ্জুনাদির একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সংকীর্ত্তনান্তে সেদিনকার মত সভা স্থগিত থাকে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(১)

পূর্ত্তবিদ্যাসুদক্ষায় রাজকার্য্যে যশস্বিনে।
শ্রীমৎক্ষীরোদশায়ীতি দাসাধিকারিণে সতে॥

রায়বাহাদুরাহ্বায় সত্যনিষ্ঠায় ধীমতে।
বিনয়শ্রীসুযুক্তায় বৈষ্ণবপ্রীতিদায়িনে॥

কায়েন মনসা বাচা গুরুসেবাবিধায়িনে।
বিদ্যোৎসাহবিশিষ্টায় বর্ষীয়সে মহাত্মনে॥

ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিবিশারদো'পাধি-ভূষণমত্র সাদরম্॥

গ্রহেষুবসুশুভ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

"   "   "

(২)

যো ময়মনসিংহেষু অলোয়াভূপতির্মহান্।
শৌর্য্যবীর্য্যবলৈশ্বর্য্যশোভিতঃ সংকুলোদিতঃ॥

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা মঠসেবাবিধায়কঃ।
বৈষ্ণবসঙ্গরক্তশ্চ গুরুদেবাশ্রয়ঃ সুধীঃ॥

সরলোদারসুস্নিগ্ধঃ সেবোৎসাহসমন্বিতঃ।
শ্রীশচীনন্দনো দাসোঽধিকারী সদ্গুণালয়ঃ॥

বৈষ্ণবাদর্শগার্হস্থ্যাশ্রমসেবকসত্তমঃ।
পতিব্রত-হরিপ্রাণ-সৎসহধর্ম্মিণীযুতঃ॥

ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিপ্রমোদ' ইত্যাখ্যোপাধিরত্যো মুদান্বিতৈঃ

গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

ঢাকাস্থবারদিগ্রামবিখ্যাতনাগবংশজঃ।
বিদ্যাবুদ্ধিযশঃশ্রীমান্ নয়শিল্পবিশারদঃ॥

সুবার্ণনিকসশ্রদ্ধঃ সাধুসজ্জনমণ্ডিতঃ।
পুরাণপল্টনাবাসো মঠসেবানিকেতনম্॥

সুস্নিগ্ধমৃদুগম্ভীরো বহুসদ্গুণসেবিতঃ।
মাধবগৌড়ীয়নামস্থ মঠস্য সেবনে রতঃ॥

শ্রীসজ্জনসুজন্নামা সর্ব্বসজ্জনমানিতঃ।
শুদ্ধভক্তিশিতাংশুস্থ সেবোৎসাহসমন্বিতঃ॥

'ভক্তবান্ধব' ইত্যাখ্যাযুক্তোপদেশকাখ্যয়া।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈরসৌ বিমণ্ডিতঃ॥

গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(৪)

ভক্তিভাস্কর ইত্যাহ্বো ধীরো বিহারদেশজঃ।
ব্রজেশ্বরীপ্রসাদাখ্যঃ শ্রীমান্ বহুগুণান্বিতঃ॥
ব্যবহারবিদাং শ্রেষ্ঠো বাগ্মী শ্রীমঠসেবকঃ।
গৃহাশ্রম্যপি নিত্যঞ্চ সাধুব্রাহ্মণরক্ষকঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেতদুপনামাত্র সাদরম্॥
গ্রহেষুবসুচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতি

"   "   "

(৫)

'রাগকুমুদ' ইত্যাখ্যো ব্রহ্মচারী সুগায়কঃ।
সুলেখকো সুবাগ্মী চ সাধুসংসেবনব্রতঃ॥
শ্রীরাধারমণো নাম কৃতিনৈপুণ্যশোভিতঃ।
গুরোর্নির্দেশবর্ত্তী চ কুতর্কভেদনে পটুঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ বিতীর্য্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতি

"   "   "

(৬)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থশ্রীনদিয়াপতিনামিনে।
বৈষ্ণবসেবকায় শ্রীচৈতন্যমঠবাসিনে॥
কীর্ত্তনাচ্চনমোদায় হরিকথানুরাগিণে।
কবিত্বশক্তিযুক্তায় বিনীতায় সুবুদ্ধয়ে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে॥
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ॥
বাণেষুগজশশাঙ্কাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

"   "   "

(৭)

বি-এ ইত্যুপনাম শ্রীসনৎকুমারায় ধীমতে।
দুঃসঙ্গত্যাগদক্ষায় দাসাধিকারিণে সতে॥
দর্শয়িত্রে মহানিষ্ঠাং যোগপীঠসুসেবনে।
তথা ভক্তিবিনোদাখ্য বিদ্যাগারনিষেবনে॥
বিনম্রায় গুণাঢ্যায় শুদ্ধকীর্ত্তনরাগিণে।
সৎসঙ্গাঃ কৃতিত্বায় মাননায় সহিষ্ণবে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ সমর্পিতে।
'ভক্তিসরোজ'-সুখ্যাতি'রুপদেশক'নাম চ॥
বাণেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(৮)

মহাপুরুষদাসাধিকারীতি শ্রীমতে সতে।
প্রচারাচারযুক্তায় সৌম্যহৃদারচেতসে॥
সজ্জনসঙ্গসক্তায় দুঃসঙ্গপরিবর্জ্জিনে।
ভক্তিকাব্যপ্রমোদায় ধামসেবাবিধায়িনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ সমর্প্যতে।
'উপদেশক' ইত্যাখ্যোপনামবহু শোভনম্॥
গ্রহেষুবসুরামাব্দে শাকে মায়াপুরপীঠকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

"   "   "

(৯)

উৎকলবিপ্রবংশ্যায় গঙ্গাম্বজনিতায় চ।
দাসাধিকারিবর্য্যশ্রীবনমালীতিনামিনে॥
কারুকৃতিসুদক্ষায় সাধুসেবানুরাগিণে।
শুদ্ধাচারনিষ্ঠায় সেবোৎসাহবতে সতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ সমর্প্যতে।
'কারুকুশল' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

রাধারমণনামা যঃ গোস্বামী সুগায়কঃ।
পণ্ডিতশ্চ সুবক্তা চ ভক্তিরত্নোপনামকঃ॥
সুধীশ্চ গুণগ্রাহী কুতর্কখণ্ডনে পটুঃ।
গৌরধামরূপাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবধর্ম্মোপাসকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ বিতীর্য্যতে।
'উপদেশক' ইত্যাখ্যোপনামাত্র সত্তমম্॥
গ্রহেষুবসুশশাঙ্কাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

"   "   "

(১১)

বিলাস [illegible] শ্রীমান্ দাসাধিকারিসত্তমঃ।
ভক্তিকলা [illegible] সুধী [illegible]॥
কায়েন মনসা বাচা মঠসেবাবিধায়কঃ।
শ্রীহরিকথনে বাগ্মী [illegible]॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ সমর্প্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি চতুর্দশ বিগ্রহ আছেন। [illegible] শ্রীভক্তিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ-বেলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রিকা ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। [illegible] শ্রীপ্রভাস [illegible] শ্রীকিরণ রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান মহাপ্রভুর নিজের জন্ম বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

[illegible] ভবন এবং [illegible]সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারি গুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি; রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুত-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]চারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—[illegible]গোপাল [illegible] ভাকমপুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

বাটিগ্রাম ([illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] ([illegible])

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

১৭ সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাকুরাণি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

মেছুয়াবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীআনন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌর্দ্ধনপীঠ

রক্ষক—শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ কোশীকলান, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ বড়শিখরি, (পুরী)

শ্রীগৌর[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিজীবন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমানি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমানি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরডিহা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক শ্রীরমানাথ সেবাশরণ অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৭।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীঅভয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
ঝাড়খানি	৬।০
কাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
বাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
ধানতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০॥৴০
খড়িপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারকোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
সভারেণ	১২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আবছে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উৎকৃষ্ট—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
ফ্লাওয়ার কাটন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫।৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পালাই	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
সখী	৪৫৲
পার্বতীভোগ	৩৪।০

তার	৭৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৭৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১॥৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩॥৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
শীস	।৵৫—৸৴০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ছিল পাতি, গোলটু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭।০
বড়	৬৸০—৮।
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০
5টকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬॥০	
তুলার হালমণ ৪।০	

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেদ সোলার কাটন	৫৪
লিট্‌ল আমেদ করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাটন	৪৩৲
ডাবার্গ শাখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেমেন্তি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
শুটি খদিরমণ	২৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রাং মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——:(:০:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন দ্রুতগুণের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসাম, বগুড়া-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ১ ড্রাম বা চা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ১০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, কল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় বোতল ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভুষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ পাঁচ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৵০	।০
” ” ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
” অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
” এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
” সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ”	৫৲
ত্রৈমাসিক ”	২৸০
মাসিক ”	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ : গৌড়ীয়মঠ, রায়পাড়া মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

“শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যগণের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২১শে মার্চ, ১৯৩৮, সোমবার [১৮শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কাণ্ড

প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিনেই কলিকাতা টাউন স্কুল কেন্দ্রে এক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। এই স্কুলে শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রদের পরীক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পরীক্ষা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার তাঁহার ছাত্রদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য টাউন স্কুলে উপস্থিত হন। কানাইলাল মিত্র নামে যে যুবকটি শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউশন হইতে পরীক্ষা দিতে আসে, তিনি নাকি তাহাকে সনাক্ত করিতে পারেন না। সেই যুবকটীকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয় এবং এই সন্দেহের নিরসনকল্পে তিনি শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউশনে যান এবং সেখান হইতে কানাই মিত্রের স্বাক্ষর লইয়া আসেন। ইত্যবসরে টাউন স্কুলের হেড মাষ্টারও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা জানান। ঘটনা শুনিয়া ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুবকটির একটি ফটো তুলিয়া রাখিতে বলেন।

অতঃপর শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার ফিরিয়া আসিয়া কানাইলাল মিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া যে যুবকটি পরীক্ষা দিতেছিল, তাহার স্বাক্ষর নেন। নামসহ মিলাইতে গিয়া নাকি দেখা যায় যে, স্কুলে কানাই মিত্রের যে নামসহি আছে, উহার সহিত এই যুবকের স্বাক্ষরের মিল নাই। এই সময়ে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হয়। এই সময় পর্য্যন্ত পরীক্ষা আরম্ভের মাত্র ১ ঘণ্টা সময় কাটিয়া যায় এবং উক্ত যুবকটি নাকি প্রশ্নপত্রের তিন চতুর্থাংশের উত্তর ইহার মধ্যেই দেয়। এই সময় টাউন স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং যুবকটির একটি ফটো তুলিয়া রাখিয়া তাহাকে পরীক্ষার হল হইতে বাহির করিয়া দেন।

প্রকাশ, যুবকটি বাহির হইয়া যাইবার সময় বলে যে, তাহার নাম শ্রীসমর ঘোষ এবং সে রিপণ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। যুবকটি নাকি টাউন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করিবার জন্য অনুরোধ করে।

যুবকটির নাম সত্যই সমর ঘোষ কি না এবং সে রিপণ কলেজের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কি না, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান চলিতেছে।

———

কলিকাতায় গান্ধীজী

গত বুধবার প্রাতে গান্ধীজী বোম্বাই মেলযোগে সেবাগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু কংগ্রেস নেতা ও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া গান্ধীজীকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

গান্ধীজীকে বেশ প্রফুল্ল ও সুস্থ দেখাইতেছিল। ষ্টেশন হইতে গান্ধীজী ১নং উডবার্ণ পার্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

———

ডাঃ রায়ের সহিত আলাপ

জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বাঙ্গলার গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বুধবার অপরাহ্ণে গান্ধীজীর সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলাপ করেন। প্রকাশ, ডাঃ রায়ের সঙ্গে গান্ধীজীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হয়।

ডাঃ রায় ও ডাঃ সুনীল বসু গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা থাকার সময় গান্ধীজীর স্বাস্থ্য যেরূপ ছিল বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য তদপেক্ষা অনেক ভাল।

বাঙ্গলা সরকারের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও গান্ধীজীর সহিত অপরাহ্ণে দেখা করেন। শ্রীযুক্ত সরকার আধ ঘণ্টার উপর তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন।

দীনবন্ধু, সি, এফ, এণ্ড্রুজ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদও বুধবার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক ও রাজবন্দী মুক্তি কমিটির কতিপয় সভ্য ও শ্রীযুত সতীন সেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

———

হিটলারের নয়া আদেশ

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, হের বুর্কেল অষ্ট্রিয়ার গণভোট গ্রহণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা ও নাৎসী দল সংগঠন করিতেছেন। খরচের জন্য তাঁহার হস্তে দশলক্ষ মার্ক অর্পণ করা হইয়াছে। এই অর্থ অষ্ট্রিয়ার নাৎসী-দলের সভ্যদের জরুরী কাজের জন্য ব্যয় করা হইবে। এই তহবিলের নাম হিটলার ফণ্ড রাখা হইয়াছে। হের হিটলার এক আদেশ জারী করিয়া অষ্ট্রিয়ার সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে অথবা কর্ম্মত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহুদী কর্ম্মচারীদিগকে আনু-গত্যের শপথ লইবার কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না; সুতরাং স্বতঃই তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হইবেন।

মেজর ফে'র আত্মহত্যা

ভিয়েনা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, মেজর ফে, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছেন। মেজর ফে, পূর্ব্বে হাইমভার বাহিনীর নেতা প্রিন্স ষ্টারহেমবুর্গের সহকারী ছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার ভাইস-চ্যান্সেলারও ছিলেন।

———

কাঁকিনাড়া ও রিষড়ায় ভীষণ দাঙ্গা

গত বুধবার হোলী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাঁকিনাড়ার মিল-অঞ্চলে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ২জন নিহত হইয়াছে এবং ১৫ জন আহত হইয়াছে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে সঙ্গেই একজন হিন্দু ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। তাহাকে সনাক্ত করা যায় নাই। আহতদের মধ্যে একজন মুসলমান, লালেম মিঞা বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে মারা যায়।

অবস্থা এখন শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গলহস্ত ।৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অচ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিদিধ্যাসঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০॥ নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
দৈনন্দ-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

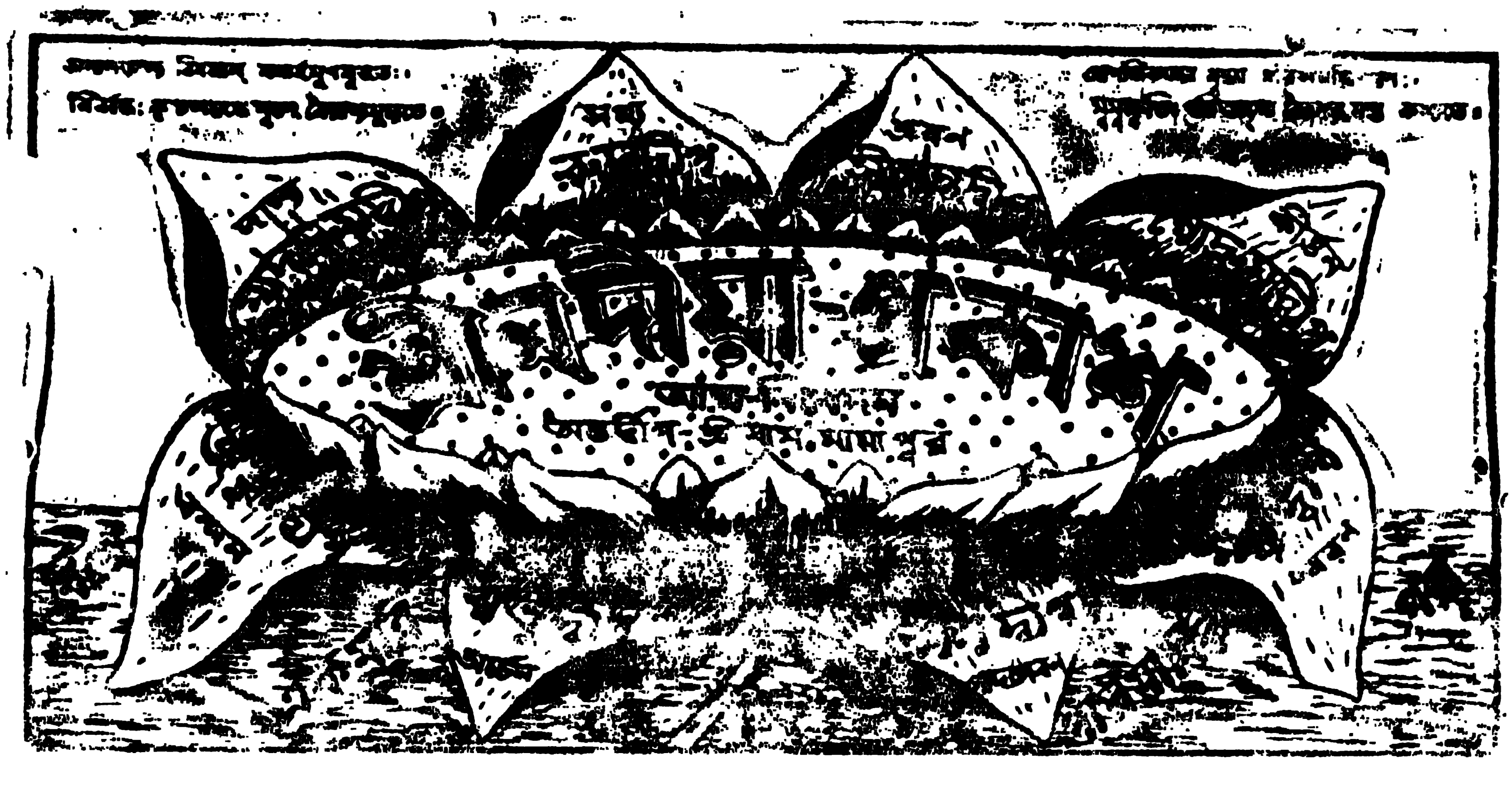

১৩শ বর্ষ   ৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫, ৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে ১৯৩৮, সোমবার   ১৮শ সংখ্যা

কলিকাতায় আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদে প্রায় দুই সপ্তাহকাল শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা মহামহোৎসব ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গত ১৮ই মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবৃতি, শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান, শ্রীপাদ নরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন।

এ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় যোগদান করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সুদূর গঞ্জাম প্রদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এ বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্য-

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা

২য় দিনের অধিবেশন

গত ১৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) বুধবার গৌরাবির্ভাব-তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযোগপীঠে আহূত একটী মহতী সভায় সভাপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,--শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উপাধিদান, ধন্যবাদ প্রদান, বৈষ্ণব-গুণকীর্ত্তন কার্য্যগুলি বৃথাকার্য্য বা মামুলী ব্যাপার নহে। বৈষ্ণবগণের অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদের হৃদয়েও সেবাপিপাসা উদিত হইবে। কলিযুগের গাঢ় অন্ধকার নষ্ট করিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌররূপে পুনঃ উদয়। কলিকালে বহু কণ্টকাকীর্ণ ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদ", "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা-প্রসঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের কৃপাই আমাদের ভরসা। শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ। তিনি সব দিক্ দিয়াই

দেবের অতিমর্ত্ত্য মহিমা ও বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন। বিহার প্রদেশ হইতে উচ্চবংশ-সম্ভূত শ্রীযুত যমুনাপ্রসাদ নামক জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উৎসবোপলক্ষে শ্রীধামে আগমন করিয়া পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সস্ত্রীক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরণাশ্রয় করত কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

অজিত। তিনি অসমোর্দ্ধভাবে সেবাগ্রহণ করেন, আবার অদ্বিতীয় সেবকের লীলা করেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে প্রেমের ছড়াছড়ি, সেই অনন্ত নিত্য মধুর লীলাকে গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করাইয়াছেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভু। আজ শ্রীগৌরাবির্ভাবদিনে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হউক। অধোক্ষজ বৈষ্ণবের উপর বিদ্যা, বয়স, বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যূনতাধিক্যের মাপকাঠি ফেলিতে হইবে না। বৈষ্ণবগণের দ্বারাই সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে। "যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্য সর্ব্বদা আলোচ্য।

অতঃপর শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু জীবে দয়া করি" গীতটি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিলে পর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু বৈষ্ণবগণের গুণ বর্ণনামুখে বলেন—গুণকীর্ত্তনের দ্বারা কীর্ত্তনীয় বৈষ্ণবগণ কৃতার্থ হন না। গুণসকল বৈষ্ণবকে পাইয়া ধন্য হয়, কীর্ত্তনকারীর জিহ্বার সার্থকতা হয়। আমি যাঁহার কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়াছি, তিনি অতীব শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি। ইনি বর্ত্তমান আদর্শ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অন্যতম। ইনি কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রফেসর ও ফার্ষ্ট ক্লাস অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার সুবিচারক বলিয়াও জনসাধারণের মধ্যে সুখ্যাতি আছে। ইনি মহাপ্রভুর নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে বিপুল উৎসাহবিশিষ্ট। ইনি বিশেষভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহায়তা করিয়া থাকেন। আমরা আজ তাঁহাকে গৌরসম্বন্ধ-বাঙ্ময়ভূষণরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু অত্যন্ত দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত বলেন, করুণাময় বৈষ্ণবের স্বভাব—তাঁহারা সকলকেই কৃপা করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁহারা এই বৈষ্ণব-সভায় আমার প্রশংসা করিয়া আমার ক্ষুদ্রতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনাদের শরণাগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারি।

অতঃপর পাটনার এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ও ভক্তিমান মহাশয় ইংরেজী ভাষায় আত্মনৈবেদ্যজ্ঞাপনমুখে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তনের পর সভাপতির মহারাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, মঃ মঃ শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণপ্রমুখ সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] প্রদানের জন্য কলিকাতার সাব জজ শ্রীযুত হরিশঙ্কর পাল, ভূকম্প মেম্বর, শ্রীযুত [illegible] ভড়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহা ও [illegible] শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সিংহ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ কলিকাতাবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু, কাপ্তেন সুবোধচন্দ্র দত্ত, ডাঃ এস, কে ঘোষ ডাঃ মাখনলাল দে, ডাঃ কে, হাজারী, ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ,

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ বিষ্ণু সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫২

সজ্জন—মৈত্র

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত)

জগতের বন্ধুকে মিত্রধর্ম্মপর বা মৈত্র বলে। সজ্জন প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত মিত্রতা-বিশিষ্ট।

সজ্জন ত্রিবিধ অধিকারে দৃষ্ট হন: যেখানে ভগবদ্ভক্তের সহিত ঔদাসীন্য অবস্থান করিয়া একমাত্র ভগবান্ পূজিত হন তাহাই কনিষ্ঠাধিকার। যেখানে ভক্তের সহিত মিত্রতা বর্ত্তমান থাকে, সেস্থলে ভক্তকে মধ্যমাধিকারী বলা হয়। মধ্যমাধিকারে বিদ্বেষী অভক্তকে বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন, কিন্তু উত্তমাধিকারে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-ধর্ম্ম নাই। কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্তবিবেক নাই; মধ্যমাধিকারে ভক্তাভক্ত বিচার আছে এবং উত্তমাধিকারে অভক্তকেও ভক্ত বলিয়া ধারণা হয়। সজ্জন কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্তের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যের সহিত বিরোধ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারে অভক্তের সহিত বিরোধ না করিয়া উদাসীন হইয়া ভক্তের প্রতি মিত্রতাই করিয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারে মিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী, কর্ম্মী এবং অন্যাভিলাষী ভক্তের মিত্রতার প্রতি সন্দেহ স্থাপন করেন, কিন্তু বাস্তবিক মধ্যমাধিকারে অভক্তের প্রতি উপেক্ষাচরণ অভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবিশেষ। সুতরাং তাহাও প্রকৃত মিত্রতা। যেরূপ কোন অস্ত্রচিকিৎসক ব্রণ উদ্ঘাটিত করিয়া রোগীর মঙ্গল কামনা করেন, সেরূপ ভক্ত অসদাচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাই করেন! জড়জ্ঞানমত্ত স্মার্ত্তের বিহিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করিয়া ভক্তগণ সমাজের কল্যাণ-বিধান করেন। সজ্জন সকল অধিকারেই সমগ্র জগতের একমাত্র কল্যাণবিধাতা, তজ্জন্য সজ্জন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মৈত্রগুণ সম্ভবপর নহে।

শিক্ষক বালকের হিতের জন্য, সংশিক্ষা-প্রদানের জন্য যে তাড়না ভর্ৎসনা করেন তাহাতে বৈরধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। পরন্তু বৈরীভাব-ছলনায় মিত্রতাই অন্তর্নিহিত থাকে। সজ্জনের হৃদয়ের ভাব সাধারণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব বুঝিতে পারে না বলিয়াই তিনি যে জগতের একমাত্র বন্ধু, এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু সজ্জনই জীবের একমাত্র সর্ব্বকাল বন্ধু। সজ্জনগণই জগদ্বন্ধু, আর তাৎকালিক মিত্রগণ নিত্যবন্ধুশব্দবাচ্য নহে। সজ্জনগণই জীবের প্রতি মিত্রতাবিশিষ্ট হইয়া জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন। জীবের স্বরূপলাভের জন্য যাঁহারা দেহ ও মনের বিরূপবৃত্তি অপসারিত করেন, সেই সজ্জন গুরুগণই জীবগণকে উদ্ধার করেন। উঁহাই মিত্র-স্বভাবের চরমোৎকর্ষ।

(সঃ তোঃ ২২ খণ্ড ১১শ ১২শঃ সংখ্যা)

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক ও কবিরাজ লোচনানন্দ ঠাকুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধবপ্রভু বিলাত হইতে শ্রীবাসুদেববিগ্রহ সহ প্রত্যাগত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অভ্যর্থনাকালে শ্রীবিগ্রহের শোভাযাত্রার জন্য বিনাব্যয়ে কাষ্ঠময় বিচিত্র রথপ্রদাতা ও কালীফিল্মএর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও শ্রীবাসুদেববিগ্রহের অভ্যর্থনার জন্য নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতাবাসীর পক্ষে অভিনন্দনপ্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন মিত্র সলিসিটার, গৌড়ীয়মঠের permanently Tax exemption জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীধাম-মায়াপুরে নূতন রেলওয়ে লাইন আনয়নের প্রভৃত চেষ্টার জন্য পরলোকগত রায়বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদারকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ ভুতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভু ইংরাজী ভাষায় মাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তথাকার মঠের নানাপ্রকার সহায়তা করিবার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহাদের নাম—Maharaja of Jeypur, Sir K. V. Reddi, Ex Governor Madras, Sir Krishna Swami Iyer, Mr. C Raja Gopalachariar, Mr. Narasing Panthulu, Mr. Keshab lal Pai, Mr, D. Pandley.

শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবৃতি প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য Geographical instrument ও Scienceএর apparatus প্রদান হেতু কলিকাতার Eagle Lithograph Co. এর অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাস, পরলোকগত কে, পি, বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু; পরলোকগত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাউলিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন টিকাদার ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকারকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি গৌড়ীয়মঠের সেবার যাবতীয় পুষ্পমাল্যাদি প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ পাল, গৌড়ীয়মঠের ঠাকুরের পোষাকাদি দানের জন্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গৌড়ীয়মঠের গোশালা নির্ম্মাণ করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ চামেরিয়া, রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, মহামহোৎসব, আচার্য্য-সম্বর্দ্ধনা, সভার আয়োজন প্রভৃতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম-স্বীকারকারী শ্রীপাদ ভুতভৃৎ ব্রহ্মচারী, রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবায় উৎসাহ প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, রেঙ্গুণমঠের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, Saw-miller শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুখদারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত শশিকুমার নন্দী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তদনন্তর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সুদূর পাশ্চাত্ত্যে—লণ্ডন, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে সাফল্যের সহিত গৌরবিনোদবাণী-প্রচার-কথা কীর্ত্তন করেন এবং কয়েকজন পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসব

অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের দিন ঊষঃ ৪॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রালয়ে বিপুল জয়জয়কারের সহিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মঙ্গলারাত্রিক, হরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণাদি আরম্ভ হয়। অতি প্রত্যুষ হইতে 'ভক্তিসুধৎতোরণে'র ত্রিতল কক্ষে অতি মনোরম নহবৎ বাদ্য বাজিতে থাকে। মায়াপুরের পথঘাট সমূহ লোকে লোকারণ্য হয়। ভক্তগণ কেহ কীর্ত্তন, কেহ বাদন, কেহ পাঠ, কেহ বক্তৃতা, কেহ হরিকথা, কেহ বা উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে হরিনাম কীর্ত্তন করেন। ধামযাত্রিগণ, ধামবাসী ভক্তগণ ও উপস্থিত বহু সজ্জন উপবাস ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে গৌরজন্মতিথি পালন করেন। শ্রীযোগপীঠে দিবারাত্র আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। শ্রীমন্দিরে ও নিম্ববৃক্ষ-রাজে বৈদ্যুতিক আলোকমালা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন এবং উহা দিবারাত্রি পারায়ণ হয়। অতঃপর অপরাহ্নে শ্রীযোগপীঠে পুনরায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে সভায় আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগৌরধাম, যোগপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী ও অসামান্যা দয়া ও অপূর্ব্ব দান সম্বন্ধে এক ঘণ্টার অধিককাল ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। গৌরাবির্ভাবদিবসে গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন। বক্তৃতান্তে 'শ্রীগৌরাঙ্গের দু'টী পদ, যার ধন সম্পদ' গীতিটী কীর্ত্তিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে অতি মধুরস্বরে শ্রীশ্রীগৌরজন্মলীলা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপূর্ব্ব আরাত্রিক সময় শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, নহবৎবাদ্য, উপস্থিত ভক্ত ও বৈষ্ণবগণের প্রাণময় আকুল কীর্ত্তন-নর্ত্তন, নারীগণের হুলুধ্বনি, প্রভুপ্রেষ্ঠ গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের নিষ্কপট সেবক ত্রিদণ্ডিপাদগণ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীমন্নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের উপস্থিতি ও কৃপাসঞ্চারে সকলের প্রাণেই অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে সকলঙ্ক চন্দ্রের উদয় আর এদিকে অকলঙ্ক শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়-গাথা কীর্ত্তনে যেন সাক্ষাৎ গৌরলীলা পুনঃ প্রাকট্যের প্রতীতি হইতেছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদ, শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর মঠোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু গৌরজন্মোৎসব কি, স্ব-স্বভজনোন্নতি পরীক্ষার দিন, শ্রবণ-কীর্ত্তনের আবশ্যকতা এবং শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুর অভূতপূর্ব্ব সেবার কথা সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস প্রভু 'নদীয়াপ্রকাশ' হইতে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভু লিখিত "শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবস্মৃতি" প্রবন্ধটী পাঠ করেন। সমস্ত রাত্রিই 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পারায়ণ চলিতে থাকে। সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠেও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শ্রবণ-কীর্ত্তন-হরিকথা, দীক্ষাগ্রহণ, হরিনামগ্রহণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসবোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(১২)

শ্রীমধনবিহারীতি শুদ্ধভক্তো ব্রহ্মাশ্রয়ঃ।
সেবাসমর্পিতাত্মা বৈ সর্ব্বসদ্গুণভূষিতঃ॥
কীর্ত্তনবাদনপ্রাজ্ঞঃ সহিষ্ণুতাগুণান্বিতঃ।
বৈরাগ্যবান্ যতাত্মা চ বৈষ্ণবপ্রীতিভাজনম্॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভাস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিকোবিদ' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা।
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রী-গৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ
" " "

(১৩)

ভক্তিশাস্ত্রবিচারজ্ঞঃ শুদ্ধভক্তসমাদরঃ।
ভক্তিসিদ্ধান্তবাক্যানাং প্রচারণাভিলাষবান্॥
সুবক্তা বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ বি-এ ইত্যুপনামধৃক্।
গম্ভীরঃ শুদ্ধভক্তানাং শ্রদ্ধয়া সেবনোৎসুকঃ॥
রাধাগোবিন্দদাসাধিকারী ভাগ্যো মহোদয়ঃ।
গৃহাশ্রমস্থিতঃ শান্তো বহুসদ্গুণভূষিতঃ॥
'উপদেশক' ইত্যস্মৈ উপাধির্দীয়তে মুদা।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈর্ভক্তিভাবিতৈঃ॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ
" " "

(১৪)

ভূতরককুলরত্নশ্রী হৃদয়ানন্দনামিনে।
গৃহস্থাশ্রমনিষ্ঠায় শম্ভবে শুভাত্মনে॥
পানগুম্মতচণ্ডায় বৈষ্ণবস্মৃতিপালিনে।
ধানগুরবির্দ্ধানাং চরিত্রসংপ্রকাশনে॥
চিত্রবিচিত্রগ্রন্থশ্চ গুরুভক্তিং প্রবর্দ্ধতে।
কন্যানাথগৌড়ীয় মঠোত্তেজনসংযুতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরস্মৈ সমর্পিতা।
'ভক্তিব্রত' ইতি খ্যাতি**রূপদেশক**'-সংজ্ঞয়া॥
বর্ষেষুবসুবিধ্বব্দে মায়াপুরে শুভাশয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ
" " "

(১৫)

শ্রীচৈতন্যমঠস্য শ্রীমঙ্গলনিলয়ো হি যঃ
ব্রহ্মচারীতিখ্যাতঃ শ্রীগুরোঃ প্রীতিভাজনম্॥
কারুশিল্পাদিভিশ্চ নৈপুণ্যা কৃষিনয়াদিভিঃ।
সাধয়তি গুরোঃ সেবাং সানন্দঞ্চ সবহুকম্॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভাস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিকৃতি'রিতিখ্যাতোপাধিরস্য সাদরম্॥
বর্ষেষুবসুশশাঙ্কাব্দে মায়াপুরে চিদালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(১৬)

ব্রহ্মচার্য্যুপনাম্নে শ্রীরামকৃষ্ণায় বাগ্মিনে।
গীতবাদিত্রদক্ষায় কবিত্বশক্তিশালিনে॥
প্রচারোৎসাহযুক্তায় সুযুক্তিনিপুণায় চ।
নানাগুণবিশিষ্টায় বৈষ্ণবপ্রীতিকামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ সভৈস্তস্মৈ সমর্প্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্য সাদরম্
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

(১৭)

শ্রীমদ্গৌরেন্দুনামা যো বর্ণী সেবানুরাগযুক্।
দর্শয়িত্বা মহাদাক্ষ্যং গৌড়ীয়যন্ত্রসেবনে॥
পত্রাচ্ছাপনে ভক্তিং পুস্তবিক্রয়কৌ তথা।
গম্ভীরঃ সংযমী বক্তা স্নিগ্ধঃ সুধীমহোদয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভৈস্তস্মিন্ প্রযুজ্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা॥
গ্রহেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ
" " "

(১৮)

যুক্তপ্রদেশসম্ভূতো **'ভক্তিললাট'** বিশ্রুতঃ।
দার্শনিকবরো বাগ্মী বিদ্যাবিনয়ভূষণঃ॥
অখিলেশনামশ্রী দাসাধিকারিসত্তমঃ।
এম্-এ ইত্যুপনামা যো গৌরকীর্ত্তনতৎপরঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ সভৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্য সাগ্রহম্॥
বর্ষেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

(১৯)

শ্রীমায়াপুরবাস্তব্যো ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ঃ।
শ্রীমধুদেবদাসাখ্যো যোঽধিকারী সুধীবরঃ॥
মঠসেবাং করোত্যেষ বহুভাবেন সর্ব্বদা।
খ্যাপয়তি সুসিদ্ধান্তং দুষয়তি চ তার্কিকম্॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ সভৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক'ইত্যেতদুপনামাস্য সাগ্রহম্॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রী-গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(২০)

বীরভূমসমুদ্ভূতায় ধানবাদপ্রবাসিনে।
ব্যবহারনয়জ্ঞায় বিদ্বদ্বরসুহৃদ্বরে॥
শ্রীসনাতনপূর্ব্বায় শুদ্ধভক্তিচরণায় চ।
বি-এল্ ইত্যুপনাম্নে চ কৃতিনে গুণসংযুজে॥
গুরুবৈষ্ণবভক্তার্থে বিদ্যাবৃদ্ধিনিয়োগিনে।
গৃহস্থাশ্রমপালায় সত্যপালনসংযুজে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ সভৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'সেবাকুশল' ইত্যেতদুপাধিমঙ্গলং মুদা॥
বর্ষেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ
" " "

(২১)

বি-এ ইত্যুপনাম্নে [illegible] মনস্বিনে।
নিষ্কামীকৃতমাশায় তৎসঙ্গত্যাগকামিনে॥
কায়েন মনসা বাচা গুরোঃ প্রীতিবিধায়িনে।
শ্রীঅতুলপূর্ব্বায় নীলমণিসুনামিনে॥
শ্রীমদ্ধামাভিলৌষায় দাসাধিকারিণে সতে।
সনসঙ্কেদনিষ্ঠায় সদ্গুণালঙ্কৃতায় চ॥
ধামপ্রচারিণীনাম্না সভয়াস্মৈ প্রদীয়তে।
'সেবাসুহৃদ্'ইতিখ্যাত উপাধিপ্রবর শুভঃ॥
গ্রহেষুবসুশশাঙ্ক-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রী গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

(২২)

কলিকাতানিবাসায় [illegible]।
শ্রীমতে [illegible]॥
[illegible]।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়ে [illegible]॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভৈস্তস্মৈ নিবেদ্যতে।
'কৃতিভূষণ' ইত্যেষ উপাধিরস্য সাগ্রহম্॥
গ্রহেষু [illegible] শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রী গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ
" " "

(২৩)

[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ সভৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
'সেবাবিধি'[illegible]॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রী গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতি

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা - (শ্রীনাগ ভবের সঙ্গার নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্পদ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়ালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং শুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরেশ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাস বিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (চাণ্ডা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

২৮০।২৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাগরা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এতারেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৸৵০
।শিপুর ১০০০ নং	১০৵০
।রকোবা সাদা	৯৷০
নপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
।নপুর লাল	৭৸৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

।কশালের বার	৩৪৷০
।রেণ	১২৲
চাদিরবার	৫২৷০

পাটের দর

।রজে—	৪০৸০
।ত্তর—	৪০৸০
।ন্দর—	৪১৷০
।ার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

।টক ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
।কাইন ঐ	৲—৬৵০
।সরোক্ত ঐ	৫৸৵০—৫৸০
।া	৲—৬৵০
।া (বি)	৫৸০—৫৸৵০
।া নং (২	৫৵০—৫৸০
।া (এস)	৫৲—৫৷০
।া (কে)	৪৸০—৪৸৵০
।া নং (৩)	২৷০—২৸৵০
।াউ	১৪৵০—১৸০
	১৪৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

।া	৫৭৲
।দীয়া	৫৭৲
।বেশরী	৫০৲
	৪৫৲
	৩৷০

	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ছাকা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৮।২।৩৮

টাটার দৈন্যয়।—	দর প্রতি হন্দর
গোলের কাড (লম্বাই বা বার)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা নেমটেড ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম	৮৷০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
সীস	১৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোলটু পয়াকে	৩৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৮৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
৫টকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬৷০	
তুলার হালমণ ৪৷০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আরেন পোলার কাটন	৫৪৲
সিট ল আরেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরলিয় কাইন	৪৩৲
জাবার্ণ খাষা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খয়িরমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নুতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——::০::——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি:—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।১	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	[illegible]	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	[illegible]	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
ষাণ্মাসিক "	[illegible]
ত্রৈমাসিক "	[illegible]
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য [illegible] এবং [illegible] ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব, ও সারগর্ভ গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যভামা গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REGD. NO. C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের পদাশ্রিত পারমহংস্যরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১৯শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সে ভূগোল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা

কলিকাতা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষা বোর্ড ডিগ্রী কোর্সে ভূগোল বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেনেটের নিকট সুপারিশ করিতে রাজী হইয়াছেন এবং তদনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভূগোলের জন্য পুরা এক পেপার যাহাতে রাখা হয় এবং কলিকাতা বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদিগকে ভূগোল বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় যাহাতে সন্ধ্যাকালে ক্লাশের ব্যবস্থা করেন তজ্জন্য সোসাইটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য ডাঃ ডি এন, ওয়াদিয়া সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহের ইন্সপেক্টর ডাঃ এইচ টমাস, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র ও মিঃ এ, এফ, এম, আবদুল আলী ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক ডি, পি, ঘোষ এবং ডাঃ এস, পি, চাটার্জ্জি পুনরায় সোসাইটির জয়েণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছেন এবং কলিকাতার বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকদিগকে ভূগোল বিদ্যা শিখাই-বার জন্য সন্ধ্যাকালে ক্লাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে ব্যবস্থা করেন তজ্জন্য সোসাইটী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শিক্ষা বাজেটের পুনরায় আলোচনা হয়।

তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধি শ্রীযুত মনোমোহন দাস তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার এবং এই উদ্দেশ্যে একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগের জন্য একটি ছাটাই প্রস্তাব আনেন।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ট্যাক্স ধার্য্য না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্পর্কে মৌলবী গিয়াসুদ্দিন আহমেদ (প্রজা) আর একটি ছাটাই প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব ১২১—৮৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। কংগ্রেস ব্যতীত মৌলবী তমিজুদ্দিনের দল এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি মৌলবী গিয়াসুদ্দিনের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীযুত মনোমোহন দাস একটি ছাটাই প্রস্তাব আনয়ন করেন।

শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন সিংহ (তপশীল) প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক-দিগকে সকলেই উপেক্ষা করিত; সেই দিন আর এখন নাই। এক্ষণে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব

এলাহাবাদে দাঙ্গার ফলে মোট ৪জন হত হওয়ার কথা সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। গত ১৭ই মার্চ্চ রাত্রে দাঙ্গা ক্ষেত্রে ছইজন মারা গিয়াছে এবং অপর এক জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের জড় করিয়া প্রায় ৩৬ জন গুণ্ডাকে লরী বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। নগরের প্রায় সর্ব্বত্র পূর্ণ হরতাল লক্ষিত হইয়াছে।

সংঘর্ষের অঞ্চলে সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল। কনেষ্টবলগণ লাঠি এবং বর্শা লইয়া প্রধান রাজপথগুলিতে টহল দিতেছিল। দোকানদারগণকে দোকান খুলিতে বলায় তাহারা ভয়ে দোকান খুলিতে চাহিতেছিল না।

গত ১৮ই মার্চ্চ সকাল ৯টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত সহরের কোন কোন অঞ্চলে আবার দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতে থাকে এবং ৩ লোক আহত হয়। এক ক্ষেত্রে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে পুলিশকে জনতার উপর ৬টি গুলী চালাইতে হয়। ইহার ফলে ৩জন আহত হয় এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ৫ গিয়াছে।

লিথুয়ানিয়ার নিকট পোল্যাণ্ডের চরমপত্র প্রেরণ

পুলিশ সৈন্যবাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনা-রেল মার্শাল স্মিগলে রিজ গত ১৮ই মার্চ্চ লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী উইলনো নামক সহরে পৌঁছিয়াছেন। এক বিরাট জনতা তাঁহাকে সোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করে।

কাউনাসের সংবাদে প্রকাশ, পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়াকে তাহার দাবী মানিয়া লইতে চাপ দিবার জন্য সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ করিয়াছে। লিথুয়ানিয়ার ও তাহার বান্ধব রাষ্ট্রসমূহ পোল্যাণ্ডের চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়াছে; কিন্তু রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহল আপোষ রফার চেষ্টা করিতেছেন।

গত ১৭ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমান বিরোধ মীমাংসার জন্য কতকগুলি সর্ত্ত দিয়া পোলিশ গবর্ণমেণ্ট লিথুয়ানিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, এই সর্ত্তসমূহ মানিয়া লইবার জন্য পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়াকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়াছেন।

বেলা ৯টার সময় ঐ বিজ্ঞপ্তি লিথুয়ানিয়ান গবর্ণমেণ্টের হাতে পৌঁছায়। উহা পাইবা-মাত্র মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়।

ব্রাজিল গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টকে হত্যার চেষ্টা

পুলিশ ঘোষণা করিয়াছে যে, পুলিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। ফলে সবুজ-কোর্ত্তা দলের সহস্র সহস্র সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ বলিতেছে যে, এই ষড়যন্ত্র সমগ্র ব্রাজিলে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং রায়োডি জেনেরো ছাড়াও ব্রাজিলের অন্যান্য প্রদেশে বিশেষভাবে সাওপাওলো ও রায়ো গ্রাণ্ডে প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। সবুজ কোর্ত্তা দলের প্রধান আত্মগোপন করিয়াছেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেণ্ট ভার্গাস ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। সবুজ কোর্ত্তা দলের প্রধান অধিনায়কের বাসভবন হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র ছাড়াও 'স্বস্তিকা' চিহ্ন অঙ্কিত তিন সহস্র ছোরা এবং বহু সবুজ কুর্ত্তাও পাওয়া গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৭৲
২। ভাষ্যযুক্ত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ~
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ২
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষা
২৭। বৃত্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভক্তসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৵০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম-সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জাবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১৩শ বর্ষ — ৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫, ৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২, মঙ্গলবার — ১৯তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা

গত ১৬।৩।৩৮ তারিখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে উষঃকীর্ত্তন, মঙ্গলারাত্রিক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, জয় জয় হরিনাম, মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৮ম অধ্যায় হইতে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ সেবার জন্য মিশ্রঠাকুর ও শ্রীশচীমাতার ভগবান-কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা" প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ হয়। অতঃপর শ্রীপাদ কবিভূষণ ভক্তিজীবন প্রভুর মূলগায়কত্বে শ্রীমন্দির পরিক্রমণ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ-সেবা প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করেন। পারায়ণ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাভাসে তিনি মহাবদান্য ছন্না-বতারী শ্রীগৌরসুন্দরের জীবোদ্ধারকল্পে অজস্র করুণা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার লীলা-শ্রবণকারীর অশেষ মঙ্গল-লাভের বিষয়ে বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম প্রভুর কোমল পদাবলী "গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার" এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কতিপয় পদের চিত্তাকর্ষিণী ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ কবি-ভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ প্রভু, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু প্রমুখ অন্যান্য মঠসেবক-গণ কীর্ত্তনযোগে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় ভোগারাত্রিক সম্পন্ন করেন। শ্রীমঠে গৌরাবির্ভাব উপলক্ষে উপবাসাদি অনুষ্ঠান পালিত হয়। সমস্ত দিবস ও রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে সমাগত বহু নরনারী শ্রীবিগ্রহের মনোরম শৃঙ্গার, অভিষেক ও আরাত্রিকাদি দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ শ্রবণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিক ও সান্ধ্য-কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় পঞ্চশতাধিক শ্রোতৃবৃন্দসমক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ "গৌরাবির্ভাব রহস্য" সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলম্বনে এক অতি সারগর্ভ ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি নির্ব্বিশেষ বিচার-প্রিয় মায়াবাদীর জয়ন্তী উৎসব (?) ও ভক্তের গৌরাবির্ভাবরূপ নিত্য মহামহোৎসবের পার্থক্যাবিচার সম্যক্ বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতান্তে "এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ, অশোক অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ" এই মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনযোগে শয়নারাত্রিক সম্পাদিত হয়। এই সময়ে হোলি উৎসবে মত্ত স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী মাড়ওয়ারী বিবিধ বাদ্যযন্ত্রযোগে হোলিগান ও নৃত্যে শ্রীমঠের নাট্যমন্দির মুখরিত করে। আরাত্রিকাদি অন্তে সমাগত প্রায় পঞ্চশতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের পাঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ১৯শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যা-হরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-প্রসঙ্গে ভক্তিরাজ্যে বিচরণ-প্রয়াসী সজ্জন-গণের সম্মুখে বর্ত্তমানে যে সমস্যারাশি উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া বহু উদাহরণসহ তাহার সুগবেষণা-মূলক সমালোচনা ও সেই সকল সমস্যা সমাধানকল্পে বিবিধ সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবাভিলাষিমাত্রেরই তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সেব্যের প্রীতি-বিধানই একমাত্র লক্ষ্যীভূত বিষয় হওয়া আবশ্যক; ইহাই ভক্তিরাজ্যের মাপকাঠি। সেব্যের প্রীতিবিধান-সম্বন্ধহীন অনুষ্ঠানাবলী বাহ্যিক-ভাবে গণমনোরঞ্জক হইলেও তাহা সেবা নহে—ভোগ। সাধু-সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তি অনুসরণে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানই সাধুসঙ্গ; তত্ত্বানুসন্ধানে উদাসীন হইয়া সাধুর অতি সন্নিকটে নিরন্তর বাসও সাধুসঙ্গ নহে উহা সাধুকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরমার্থসম্পুট যে আধারে পরিপূর্ণভাবে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন তিনিই আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। তাঁহার নিষ্কপট আনুগত্য ও সেবাফলেই আমরা তাহা লাভে সমর্থ হইব—অন্যথায় নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

পাটনায় শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব

গত ১৬ই মার্চ্চ, ২রা চৈত্র বুধবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠ সেবকবৃন্দ নির্জ্জল উপবাসে তারকীর্ত্তনরত থাকিয়া বিভিন্ন সেবাকার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উত্তম-রূপে শৃঙ্গার করা হয়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের সময় তাঁহার অর্চ্চন, ভোগ ও সন্ধ্যারতি সম্পন্ন হয়।

অতঃপর গুরুবন্দনা, 'অবতার-সার গোরা অবতার', "পরমকরুণ পহুঁ দুইজন" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমাগত ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ছায়াচিত্রে বক্তৃতা

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু জন্মোৎসবোপলক্ষে সমাগত বহু যাত্রী ও ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গত ১৮ই মার্চ্চ শুক্রবার সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও গণমত' বিষয়ে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরপারস্থ বৈকুণ্ঠাগত অতিমর্ত্ত্য ভগবজ্জনের নিত্য-কল্যাণপ্রদায়িনী বাণীর গ্রাহক ত্রিগুণাচ্ছন্ন মর্ত্ত্য জীবের মধ্যে সুদুর্লভ। আপাতমনোরম পরিণাম-বিষময় গণমতের গ্রাহক জগতে সুলভ। তাই লোকজগৎ অবিরাম গতিতে সেই দিকেই ছুটিতেছে। মৎসরকুল আবার গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞাতসারে সাধুনিন্দাভিমানসে অন্ধ গণগড্ডলিকার খিদমদগারে নিযুক্ত হইলেও তাহাদের শত শত অপচেষ্টা যে পরিশেষে ব্যর্থতায় পরিণত হয়, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

"যাঁ'দের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ ক'রলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন ক'রছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বিষ্ণু স্বাপ্ন, প্রচার গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

(শ্রীরূপ গোস্বামী)

সর্ব্বদাতৃগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলা প্রকট করেন, যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

যে মূল বস্তু হইতে জগতের বহুমাননীয় ষড়ৈশ্বর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান্ হরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত সম্প্রদায় রহিয়াছে, তিনিই ঈশ্বরবস্তু। এ জগতের বা পরজগতের সকল বস্তু যাঁহাকে নিরন্তর সেবা ক'রবার জন্য উদ্গ্রীব, তিনিই শ্রীভগবান্। ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশ, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, সেই পরতত্ত্বই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্
স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং
পরমিহ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, তাহা সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা হরিবিমুখতার প্রাবল্য বশতঃ এই সকল কথা বুঝিতে পারি না। গৌরজনের শ্রীমুখে গৌরকথা শ্রবণ ব্যতীত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাই আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে আমাদের কল্পনার ছাঁচে গড়িতে গিয়া বিপথগামী হই। আমরা কেহ বলি, গৌরাঙ্গ শচী-জগন্নাথের পুত্র ছিল—মানুষ ছিল। কেহ বলি, গৌরাঙ্গ একজন ঐতিহাসিক নায়ক মাত্র, ঐতিহাসিক-কালে জন্মিয়া ঐতিহাসিককালেই বিগত হইয়াছে। কেহ বলি, গৌরাঙ্গকে তাঁহার চেলারাই কেবল ভগবান্ বলিয়া খাড়া করিয়াছে। কেহ মনে করি, গৌরাঙ্গদেব শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা কম পণ্ডিত ছিলেন। কাহারও ধারণা—নানক, রামানন্দ ও আধুনিক সমাজ সংস্কারকের ন্যায়ই বুঝি শ্রীচৈতন্যদেবও একজন। মায়াভূতগ্রস্ত আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে কত কি মনে করিতেছি। ইহাতে আমাদের অপরাধের মাত্রাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ভগবান্ অধোক্ষজ—ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

গৌরজন ব্যতীত কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ তিনি যাহা সেই বস্তুর অকৃত্রিম পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না। শাস্ত্রে এ সকল কথা প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ থাকিলেও বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন আমরা সেই সকল কথা এক বুঝিতে আর এক বুঝি—এক শুনিতে আর এক শুনি। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব জানিতে হইলে গৌরজন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই করিতে হইবে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায়ই এই সকল তত্ত্ব জানা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সরল নিষ্কপট ব্যক্তিগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া তত্ত্ববিদ্ মহাজনের নিকট গমন করিলে মহাজনগণ সেই শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট এই সকল সত্য কথা প্রকাশ করেন। শাস্ত্র বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(গীতা ৪।৩৪)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

(মুণ্ডক ৩।২।৩ কঠ ১।২।২৩)

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর একই তত্ত্ব। উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরসবিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ। মাধুর্য্যরসের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই দুইটী প্রকারভেদ আছে। মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ সেখানে কৃষ্ণস্বরূপ আর ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও রাধারস-বিস্তারের জন্যই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় গৌরাবতার। অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরে সকল অবতারই অন্তর্ভুক্ত আছেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু। শাস্ত্র বলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

(বিদগ্ধমাধব)

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা
মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং
বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্য-
মুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি
যৎ।
যদ্রাধারতি কেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক
সদ্ভাজনং
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো
হরিঃ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১২২)

মহাপ্রভু মনুষ্যের পরমেশ্বরত্ব আরোপবাদের নায়কবিশেষ নহেন। বাস্তব পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া প্রচার করিবার পরিবর্ত্তে মনুষ্যে পরমেশ্বর আরোপ করিবার যে বড়যন্ত্র চলিয়াছে, সেই অবৈধ অভিসন্ধি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই কৃষ্ণের গৌরাবতার। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন,—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলি' নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্রকাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলে' এই বলি সত্য করি।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

বৃহস্পতির অবতার শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে একজন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তিনি প্রথমমুখে ভগবান্ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পান নাই। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সে কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের সহিত ভট্টাচার্য্যের কথোপকথন হইতেই আমরা মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাই।

ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে?
আচার্য্য কহে,—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥
শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপাবিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কয়।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান কভু নয়॥

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই সত্য—কিন্তু তোমার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে আচার্য্য গোপীনাথ বলিলেন, বস্তু ও বস্তুশক্তি এক বলিয়া বস্তু-বিষয় হইতেই বস্তুজ্ঞান হয়। বস্তুর বিষয় বা শক্তিদ্বারা বস্তু-জ্ঞানের উদয়। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু উপলব্ধির নিদর্শন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপা। তিনি যাঁহাকে নিজ কৃপাদ্বারা স্ব স্বরূপ দেখাইবেন তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপা-সিন্ধু হইয়াছেন। ইতরজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিবার ধৃষ্টতা তাঁহাদের নাই। তুমি ভগবানের মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াছ।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

কিন্তু তবুও ঈশ্বরের মায়ায় বাধ্য আচ্ছন্ন হইয়া সেই অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলে না। বহির্ম্মুখ জন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, এই চৈতন্য-গোসাই পরমভাগবত বটে, কেননা কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না। এইজন্যই বিষ্ণুর একটি নাম—ত্রিযুগ। গোপীনাথ উত্তর করিলেন, তুমি আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে ভাগবত ও মহাভারত, সেই দুই গ্রন্থবাক্যে তোমার মনোযোগ নাই। সেই দুই গ্রন্থে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই সত্য। এইজন্যই তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়াছেন। প্রতি যুগে কৃষ্ণের যে যুগাবতার হয় তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্রকাশ বস্তু। এই স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর প্রমাণ দরকার না হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত—মহাভারতাদি প্রধান শব্দ-প্রমাণসমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারত্বের আরাত করিয়াছেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং
তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং
গতঃ॥
(ভাঃ ১০।৮।১৩)

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)

গর্গমুনি নন্দকে বলিলেন—তোমার পুত্র প্রতি যুগেই স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ প্রকটিত করিয়াছিলেন, অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন।

হে রাজন্, দ্বাপরযুগে মানবগণ এই প্রকারে জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি পরায়ণঃ॥
(মহাভারত দানধর্ম্ম ১৪৯ অঃ)

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন, চন্দন-মাল-শোভিত, এই চারিটী গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরি-রসাস্বাদনরূপ সমগুণবিশিষ্ট, হরি-কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়তারূপ নিষ্ঠ, কেবলা-দ্বৈতবাদী অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলক্ষ মহাভাবপরায়ণ।

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥
(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎশত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে, এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেন না, ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
(আদিপুরাণ)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার এই প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপন পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম্মস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি।

অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥
(চৈঃ চঃ ১।৩।৮২ ধৃত উপপুরাণবচনম্)

হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাস আশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানব সকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো
জ্যোতিরব্যয়ঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২)

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়। সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
(মুণ্ডক ৩।৩)

যে কালে জীব স্বর্ণবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরবিদ্যা-লাভফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূত পাপপুণ্য ধারণা সম্যগ্রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতা লাভ করে।

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-
বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ
কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ২ শ্লোক)

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভবলক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি
শচীসুতঃ।
(কৃষ্ণযামল)

"অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়য়াহং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে॥"
(ব্রহ্মযামল)

"কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি
শচীসুতঃ"।
(বায়ুপুরাণ)

"স এব ভগবান্ কৃষ্ণ রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর
আসীন্মহেশ্বরি॥"
(অনন্তসংহিতা)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৩৩)

হে প্রণতপালক! হে মহাপুরুষ (মহা-ভাগবত-লীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহবিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্প-তরু; নিখিল ভক্তের আশ্রয় শিব-বিরিঞ্চির (সদাশিবরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম-হরিদাস ঠাকুরের) বন্দ্য, আপনিই সদ্গুরু, নামাপরাধাদি ভক্ত্যার্ত্তিহরণকারী এবং ভব-সমুদ্রের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৪)

হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও দুস্ত্যজ স্বীয় রাজ্যলক্ষ্মী (অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্যা অভিন্নশক্তি) যাঁহার কৃপাকটাক্ষ দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্য-রূপ মর্য্যাদা বা বৈধী ভক্তি পালনরূপ আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহাকরুণা প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণ-স্পর্শ প্রদান দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বিতরণরূপ (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত শ্রুতি-শিরোমণি শ্রীচৈতন্যোপনিষদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাই। "জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাজ্ক্ষ্যতীতি।" ব্রহ্মা বলিলেন—আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মস্বরূপ, মহা-যোগী, ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বময়, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তি প্রকাশ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও গৌরাব-তারের অসংখ্য প্রমাণাদি আছে। প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে আমরা তাহা আর উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম। কৃপার্থী হইয়া এই সকল কথা আলোচনা করিলে সকলেরই সন্দেহ নিরাকৃত হইবে—আশা করি।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্—অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহার অর্চ্চা-বিগ্রহ শাস্ত্রসঙ্গত এবং তাঁহার মন্ত্রাদিও নিত্য। নাম, মন্ত্র ও বিগ্রহ পরস্পর অভিন্ন। শ্রীগৌরসুন্দর বৈকুণ্ঠবস্তু। শ্রীনারায়ণ বলদেবাদিরও আকর ও পূজ্য তিনি। অগ্রে কৃষ্ণ ছিলেন, পরে গৌরসুন্দর হইলেন বা অগ্রে গৌর ছিলেন পরে কৃষ্ণ হইয়াছেন, এরূপ নহে। উভয়ই নিত্য। গোলোকে ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠে গৌর ও কৃষ্ণ উভয়েই স্বীয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত হইতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নাবতার। সেজন্য এই প্রচ্ছন্নাব-তারের মন্ত্র সকল শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই। ঊর্দ্ধ্বাম্নায়-তন্ত্র ও অনন্ত-সংহিতা প্রভৃতি সাত্বত তন্ত্রে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ে সেই-মন্ত্র আম্নায়-পারম্পর্য্যে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

গৌর ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি অপরাধ-জনক। শ্রীগৌর—মহাবদান্য। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। কিন্তু গৌর মুক্ত ও অমুক্ত উভয় কুলেরই উপাস্য। গৌরভজনাঙ্গে নিষ্কপটে নাম গ্রহণের ফলে আমাদের অপরাধ সংগ্রহ দূরীভূত হয় এবং পরক্ষণে আমরা গৌরনামাভিন্ন কৃষ্ণনাম গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করি।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ও ভক্তিপ্রচারকদের 'নদীয়া-প্রকাশ' গ্রন্থালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীঅবদমন ব্রহ্মচারী ভাক্তসম্প্রদ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীআচার্য্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল চাকুন্দপুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় মঠ

রাড়ীপাড়া (শ্রীনগরচরের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্পন্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুংরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেনাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনরমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রাইটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁকতুলসী	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্‌স্ট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, টাটপ	১০।৶০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
মাধকোরা সাদা	৯।০
জানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
জানপুর লাল	৭।/০ ৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

সাধারণ—	৪০৸০
মধ্যম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
রূপালকাচন ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউসকোর্ড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২।৶০
গালাই	১৸৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১।৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
ভয়সা	৫৭৲
রূপনারায়ণ	৫০৲
ভুবনেশ্বরী	৪৫৲
লক্ষ্মী	৬৪।০

অয়	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২১.৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (কড়ি বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮।।০
ঐ টাটা টেস্‌টেড কড়ি বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ কড়ি (বীম)	৮।।০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০।।০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৸৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩।৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
শীস	৷৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।।০
প্লেট কাটি বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৬৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।।	
টিন পাটী, বোল্টু, পয়ারে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।।০
ঐ	৬৸০—৮।০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের চালমণ ৫৶০, পাটের চালমণ ৬।০	
তুলার হালমণ ৪।০	

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাবার্ণ কাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা সাগু	৮।০
সুপারী বেগী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।।০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

-::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——::০::——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্ক্সের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ১ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাম‌ওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আত্মমহত্তা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মহাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পারবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণ —"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত্র

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রেস

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵০	।৵০	
„ „ ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
	৪৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
সিকি কলম	১২৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৭৲
ষাণ্মাসিক „	৪৲
ত্রৈমাসিক „	২৷০
মাসিক „	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হওয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হয়। স্থান ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—মায়াপুর

স্থাপক-সম্পাদক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, বুধবার [২০শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বাঙ্গলার বন্দিমুক্তি-সমস্যা প্রসঙ্গে গান্ধী-নাজিমুদ্দীন সাক্ষাৎকার

গত শুক্রবার ১৮ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় গান্ধীজী হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিনের বাড়ীতে গমন করেন। তথায় তাঁহার স্যার নাজিমুদ্দিনের সহিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে ২॥ ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে।

তিনটা বাজিবার একটু পূর্ব্বেই গান্ধীজী তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ী হইতে রওনা হন। মোটরযোগে তিনি হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে পৌঁছাইলে স্যার নাজিমুদ্দিন বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া যান।

স্যার নাজিমুদ্দীনের বাড়ীর একতলায় একটি সুসজ্জিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা আরম্ভ হয়। স্যার নাজিমুদ্দীন ছাড়া আর কোন মন্ত্রীই উপস্থিত ছিলেন না। প্রকাশ যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার নাজিমুদ্দীন বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ ঐ সকল প্রস্তাব ভিত্তি করিয়াই আলোচনা চলে।

—— ——

এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শোচনীয় পরিণতি

প্রায় ১২ঘণ্টা কাল নীরব থাকিবার পর এলাহাবাদের অবস্থা আবার সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯শে মার্চ্চ সকাল বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সাতটি স্থলে মারধর হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ছোরা মারাও চলে। গত ১৮ই মার্চ্চ রাত্রিতে একস্থলে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কোন কোন আফিসের কর্ম্মচারীদিগকে মোটর গাড়ীতে করিয়া আফিসে লইয়া যাইতে হইয়াছে। বড় বড় ব্যবসায়ীর অনুরোধে ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন,— অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত ডাকঘর হইতে মনিঅর্ডার ও ইনসিওর বিলি করা হইবে না।

নিকটবর্ত্তী জেলা হইতে অতিরিক্ত পুলিশ আমদানী করা হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিশ ও সৈনিক প্রহরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

শান্তি স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বিশিষ্ট নাগরিকগণকে লইয়া এক বৈঠকের আহ্বান করা হইয়াছে। স্থায়ী পুলিশ-বাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রায় ১০০ জন নাগরিককে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। দোকান পাট এখনও বন্ধ রহিয়াছে।

বঙ্গীয় পরিষদের তিনটী দলের সম্মেলন

বঙ্গীয় আইন পরিষদের কৃষক প্রজা দলের নেতা মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের আমন্ত্রণে গত শনিবার অপরাহ্ণে বেনিয়া-পুকুর লেনে কৃষক প্রজা পার্টির আফিসে কৃষক প্রজা দল, মিঃ তমিজুদ্দিনের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রজা দল এবং তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের নবগঠিত দলের এক গোপন বৈঠক হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা চলে। মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা [illegible] ২০ জনের অধিক সদস্য, মিঃ [illegible] নবগঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রজা দলের প্রায় ১২ জন সদস্য এবং হেমচন্দ্র নস্করের নেতৃত্বে তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের প্রায় ১৫ জন সদস্য এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজনীতির দিক দিয়া তাঁহাদের এই আলোচনা সভার উপর অনেকে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেছেন।

আলোচনার ফলাফল গোপন রাখা হইয়াছে। বৈঠকে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সভ্য সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে বলিয়াছেন,— "আমাদের সমস্ত দলের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হইয়াছে। আমরা শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, অদ্যকার আলোচনার ফল নিতান্ত সন্তোষজনক।"

আর একজন প্রতিনিধি বলেন যে, সম্ভবতঃ তাঁহারা ২।১ দিনের মধ্যেই এই সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানাইতে পারিবেন।

বিনা সর্ত্তে পোল্যাণ্ডের দাবী মানিয়া লইতে রাজী

পোল্যাণ্ডের চরম পত্রে [illegible] সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল লিথুয়ানিয়ান [illegible] তাহা মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন। এসোসিয়েটেড লিথুয়ানিয়ান রাষ্ট্রদূত স্থানীয় পুলিশ রাষ্ট্রদূতের নিকট চরম পত্রের উত্তর দিয়াছেন। কাউনাসের (লিথুয়ানিয়া) সংবাদে প্রকাশ যে, মন্ত্রিসভার ৮ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন পোল্যাণ্ডের চরম পত্রে উল্লিখিত সর্ত্ত সমূহ মানিয়া লইবার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। চরম পত্রের উত্তর দিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়ম-কানুন পালন সম্পর্কে কড়াকড়ি অবলম্বনের দাবীও জানাইয়াছেন। [illegible] প্রেসিডেণ্টের নিকট চরম পত্র প্রত্যাখ্যানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। জরুরী অবস্থার জন্য সৈন্যদলকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মন্ত্রিসভা পোল্যাণ্ডের চরমপত্রের সর্ত্ত সমূহ মানিয়া লইবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ডায়েট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত চরমপত্র দ্বারা লিথুয়ানিয়াকে ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে পোল্যাণ্ডের সহিত পুনরায় রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সম্মতিদানের জন্য ১৯শে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইয়াছিল। গত ২০ বৎসর যাবৎ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল না। পোল্যাণ্ডের চরমপত্রে ইহাও প্রতীয়মান হইয়াছিল, খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলিবার সম্ভাবনা থাকিলেও নীতি সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারিবে না। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাজদূত নিয়োগ করিয়া পত্র বিনিময় হইয়াছে। শীঘ্র লিথুয়ানিয়ায় মন্ত্রি-সভা পুনর্গঠিত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। বিনা সর্ত্তে পোল্যাণ্ডের দাবী মানিয়া লওয়ায় তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র [illegible] বলেন যে, পোল্যাণ্ড প্রকৃত পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই লিথুয়ানিয়ার নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ছিন্ন যোগসূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পোল্যাণ্ড আনন্দিত, [illegible] পোল্যাণ্ড কর্ত্তৃক [illegible] কোন প্রশ্নই উঠিতে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ - ৯৲
৩। ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাগবতমত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বাদল-আখর ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ॥
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ২ ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র কথা ॥
২৭। মুক্তিসারিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভজনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাসুদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামঙ্গলম্
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী শিবিরম্
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। ভক্তমেধম
৬৫। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত —ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজী ১৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। ওয়ান্টে গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -তেলেগু ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বৈদিক্যাচলস্থ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ৯ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে মার্চ ইং ১৯৩৮, বুধবার } ২০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যাদি বিশেষ সুষ্ঠুভাবে সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ, ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং গৃহস্থ ভক্তমণ্ডলী একত্র সমবেত হইয়া অনুষ্ঠানগুলিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টান্বিত ছিলেন।

উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। প্রচারকগণ পুনরায় জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে জীবের নিত্য-কল্যাণপ্রদ নবদ্বীপ-শশধর শ্রীগৌরসুন্দরের অমল উপদেশবাণী প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে শুভবিজয় করিতেছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সপার্ষদে কলিকাতায় শুভবিজয়ের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২০শে মার্চ রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে স্বামীজীর বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারে যাইবার কথা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী—পরীক্ষা

(গৌরাব্দ ৪৫১ বর্ষপূর্ত্তি)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর

কাল ১০ দণ্ড ; পূর্ণ সংখ্যা—১০০

প্রাতঃ ৭টা—১১টা পর্য্যন্ত

[প্রতি প্রশ্নের প্রান্তস্থিত অঙ্ক সেই সেই প্রশ্নের পূর্ণসংখ্যা-জ্ঞাপক]

১। পঞ্চরাত্রমতে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারের যোগ্যতা কি? দশবিধ সংস্কার-কার্য্যে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার আবাহনে কি দোষ? ১২॥

২। ভক্তি কয় প্রকার? ভক্ত্যঙ্গ কত প্রকার? তাহাদের সংক্ষেপে পরিচয়। ভক্তের কত প্রকার অধিকার? ১৫

৩। দীক্ষা কাহাকে বলে? নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কাহাকে বলে? সদ্গুরুর লক্ষণ কি? সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণব কাহাকে বলে? ১২॥

৪। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? ১২॥

৫। অনর্থনিবৃত্তি কিরূপে হয়? ১২॥

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :— ১০

(ক) ভ্রম, (খ) প্রমাদ, (গ) বিপ্রলিপ্সা, (ঘ) করণাপাটব, (ঙ) সৎসঙ্গ, (চ) দুঃসঙ্গ, (ছ) ইজ্যা, (জ) বর্ণাশ্রম, (ঝ) অর্চ্চন, (ঞ) ভজন।

৭। নবদ্বীপ বলিতে কি বুঝা যায়? প্রাচীন নবদ্বীপ ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য আছে কিনা? তথায় কি কি দ্রষ্টব্য? ১২॥

৮। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের করুণা ও বঞ্চনা কাহাকে বলে? ১২॥

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পুরী চটক পর্ব্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ১৬।৩।৩৮ তারিখে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ উদ্ধবদাস দাসাধিকারীজী মঙ্গল আরতি সমাপনান্তে শ্রীশ্রী"শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীবিনোদমাধবজীউ"র বিচিত্র বেশভূষা রচনা ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া অর্চ্চন-শেষে শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল পারায়ণ আরম্ভ করেন। পরে মঠের সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক ক্রমপর্য্যায়ে উহা সুসম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যবন্দনা, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও পরে পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনান্তে "অবতার-সার গোরা অবতার" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

পাঠপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ উদ্ধবদাস প্রভু শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে জৈমিনী ভারতের নারদ-উদ্ধব-সংবাদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ বর্ণনা, কলিহত জীবের দুর্দ্দশা-মোচনকল্পে দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় যাত্রা, তথায় রুক্মিণী কৃষ্ণের কথোপকথনকালে কৃষ্ণের রাধাভাব অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং" ইত্যাদি শ্লোকও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেন।

পরিশেষে বলেন—বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুর আনুগত্যে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আমরা জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গলের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই কথা উপস্থিত গুরুভ্রাতাগণকে নিবেদন করিয়া পাঠ শেষ করিলে শ্রীপাদ গৌরহরি ব্রহ্মচারীজী 'ভজ ভজ' রে মন শ্রীনন্দ-নন্দন' পদটী কীর্ত্তন করেন। সকলে একবাক্যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পারমহংস্যাচার্য্য-ভক্তিকুল-শিরোমণি শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয় গান করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভাস্থ নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে পুরীর শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক, কটক ... আগত ... স্কুলের ... শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র ইত্যাদি উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ, পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান ও প্রসাদ-সেবায় বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ ক'রলেই পরম-পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন ক'রছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বিষ্ণু ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ব্রজবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যে রসে ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন সেই রসের আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ—যাঁকে ভগবৎপ্রকাশ বলা হয়। আমাদের যদি কোন প্রকার দম্ভ এসে উপস্থিত হয়, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-সেবায় অগ্রসর হ'তে ত' পারবই না, বরং অধঃপতন উপস্থিত হ'বে। অধঃপতনের পূর্ব্বে অশ্রদ্ধা ব'লে একটা জিনিষ আসে। যদি হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই মানুষের মঙ্গল হ'তে পারে।

অশ্রদ্দধানকে হরিনাম উপদেশ ক'রতে হ'বে না। অশ্রদ্দধান কে? যে শব্দ ও অর্চ্চাতে ভেদ করে। যেমন প্রতিমা দেখ'ছ, প্রতিমা একটা জিনিষ, আর ঠাকুর একটা জিনিষ—এরূপ ভেদ-দর্শন অশ্রদ্ধা হ'তেই উপস্থিত হয়। 'আমি প্রতিমা দেখ্‌ছি'—এরূপ বুদ্ধি—ভোগবুদ্ধি। আর "শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখ্‌ছেন, আমার অনাবৃত স্বরূপকে দেখ্‌ছেন,"—ইহাই হ'ল শ্রীবিগ্রহ দর্শন।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তা' হ'লে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না; মৎসরতা বা হিংসা এসে উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? [illegible] লোক আমার উপর উঠে যাচ্ছে, এজন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়াতেই ভাগবতধর্ম্মকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম ব'লে বলা হ'য়েছে।

'আমি সেবা ক'র্‌ব, আমি সেব্য নহি'—এই সুবুদ্ধি যদি উদিত হয়, তা হ'লে যে-সকল কুবুদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পেয়েছি ও শিখেছি সেগুলি কেটে যেতে পারে। তা' না হ'লে ঐ কুবুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হ'তে থাক্‌বে।

ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা ভুলে গেলেই সংসার। ভগবানের যে ছায়াশক্তি আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেন ও বোকা বানিয়ে দেন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনায় মুগ্ধ ক'রে দেন, তিনিই হ'চ্ছেন—দুর্গাদেবী। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি এরূপ মোহন ক'রছেন। সেই ছায়াশক্তির শরণ গ্রহণ ক'র্‌লে কিছু সুবিধা হ'বে না। সেই ছায়া বা মায়া যাঁর, সেই শক্তিমানের শরণ গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে।

অন্যের সেবা গ্রহণ ক'রবার আমাদের কি অধিকার আছে? কিন্তু সমগ্র বিশ্ব আমার সেবা করুক, ইহাই আমাদের চিন্তাস্রোত। নদীর জল, গাছের ফল আমার কাজে লেগে গেছে; ভগবানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান্ কি জিনিষ যদি জান্‌তে হয়, তা' হ'লে ভগবানের ভক্তের কাছে যেতে হ'বে—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যাবে না।

অর্চ্চা অনর্থযুক্ত আমার সহিত কথা বলেন না; আমাকে কোন উপদেশ প্রদান করেন না, কিন্তু সাধু আমার ন্যায় অনর্থযুক্তের নিকটও হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন—আমার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রতে পারেন। সাধুর নিকট হরিপ্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই হয় না। হরিপ্রসঙ্গ না হ'লেই ভোগ-প্রসঙ্গ হ'য়ে যা'বে। ভোগ-প্রসঙ্গে সংসার, আর সেবা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ।

তুলসী পাতার ছোট বড় নাই, সুতরাং সকলেই একই রকমের ভগবদ্ভক্ত বা যা'কে তা'কে ভগবদ্ভক্ত ব'ল্‌তে হ'বে—এরূপ হ'তে পারে না। ভগবানের পূজা করবার জন্য স্পৃহা অনেকের হ'তে পারে; কিন্তু সেই পূজার কিরূপে সিদ্ধি হয়, সে-বিষয়ে যাঁ'দের প্রশ্ন জাগে নাই, তা'রা বঞ্চিত হ'য়ে যা'বে। কে কতটা পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত, ইহা যা'দের বিচার হচ্ছে না, তা'দের ত' উন্নতি হ'বেই না, বরং পূজার জন্য যে স্পৃহাটি উদিত হ'য়েছিল, সেটিও কমে যা'বে। তা'দের ভগবদ্ভক্তির যে একটা দিকে ভাব দেখা যাচ্ছিল, ভগবদ্ভক্ত না চিনার দরুণ সেই দিকে রংটুকুও জ'লে যা'বে।

মধ্যম অধিকারীর ঠাকুর-পূজা শেষ হ'য়েছে, তবে তিনি ঠাকুরের পূজার বিরোধী হ'ন বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুর-পূজায় বাধা দেন না, আর তিনি কল্পনা ক'রেও ঠাকুর দেখেন না। যিনি ঠাকুরের ভজন করেন—নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা, মধ্যম অধিকারী তাঁ'রই সেবা করতে থাকেন। তিনি জানেন,—হরিকীর্ত্তনকারীই জগতে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। হরিকীর্ত্তনকারী বলেন,—চব্বিশ ঘণ্টা কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা কর, ভজনীয় বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ। বাউলেরা বলে,—'আমিই কৃষ্ণ', এই ব'লে তা'রা পরস্ত্রী হরণ করে।

মধ্যম-অধিকারে প্রচার-কার্য্য বা কীর্ত্তন। এই প্রচারসেবা বা কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও আপনাদের মঙ্গল হ'বে না। প্রচার-কার্য্যে অর্থাৎ কীর্ত্তনে যোগ না দিলে অধিকার উন্নত হ'বে না। শ্রুত বিষয় সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে প্রথমে নিজেকে সেই সকল কথা শুনা'তে থাকুন, তাহাতে অপরে শুন্‌লে শুন্‌লেন, না হয় না শুন্‌লেন। যদি Missionary work না করেন, তবে আবার খাওয়া দাওয়ায় প'ড়ে যাবেন। Missionary work মানে কীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। হরিকথা-শ্রবণ-অনুকীর্ত্তনের দ্বারা সেই সঙ্গ হয়।

মূর্খ লোক—শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোক, ভোগী, লাল কাপড় পরা ত্যাগী ও নানাপ্রকার বুজরুকি-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণকে সাধু, মহাজন, বৈষ্ণব ও গুরু-জ্ঞানে তা'দের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নিজেদের ভীষণ অমঙ্গল বরণ ক'রছে। এরা অতি ক্ষীণপুণ্য ব'লে মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে এদের বিশ্বাস নাই।

সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত হ'য়ে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থেকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কখনও আমাদের মঙ্গল লাভ হ'বে না।

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হবে। তখন অন্যাভিলাষ-চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণবসেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। 'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়।'—এ কথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অধঃপতিত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে হরিভজনের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দ বোধ করা তাঁহাদিগের মঙ্গল-কামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া সত্য সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সাহায্য—সহায়তায় জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

চয়ন

(অমৃতবাজার পত্রিকা—১৯।৩।৩৮)

A LAKH ASSEMBLE

SRI CHAITANYA ANNIVERSARY AT MAYAPUR

Nabadwip . March, 17

About a lakh of people assembled at Sri Mayapur before the temple of Sri Chaitanya and celebrated the birth anniversary of Sri Chaitanya for the last three days. Sannyasis and other preachers of the Gaudiya Mission delivered lectures dwelling on the religion of Chaitanya Mahaprabhu. On the "Dolajatra" day alone, over 60,000 pilgrims visited the place. In the evening the President Acharyya of the Gaudiya Mission spoke on the significance of religion.

During these days, the 45th session of the Dhampracharini Sabha was held at Sri Mayapur Jogapith, presided over by Pandit A. B. Goswami Vice-President, Gaudiya Mission. A number of important resolutions were passed. Many prominent persons from different provinces, including Assam, Madras and the United Provinces, attended the session.
—(United Press)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(২৪)

মুম্বাইনগরে যস্য মঠাধ্যক্ষো নিরূপিতঃ।
স্বয়ং শ্রীপ্রভুপাদেন তরুণোঽপি বিচক্ষণঃ॥
সুশীলোৎসাহবান্ শ্রীমান্ দৃঢ়নিষ্ঠঃ সতাং গণে।
সেবোন্মুখো বিনীতশ্চ সজ্জনপ্রীতিভাজনম্॥
অধিযজ্ঞ ইতিখ্যাতো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থিতঃ।
বিবিধগুণসম্পন্নঃ সেবকঃ প্রিয়দর্শনঃ॥
'সেবাদর্শ' ইতিশ্রীত্যোপাধিরস্মৈ প্রদীয়তে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈর্ভক্তিপ্রচারকৈঃ॥
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(২৫)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থশ্রীনেত্রানন্দায় ধীমতে।
সেবাদর্শপ্রকাশায়ার্জ্জবক্ষান্ত্যাদিগুণিনে॥
ভক্তিগীতিপ্রমোদায় নিঃস্পৃহায় সহিষ্ণবে।
প্রচারাচারযুক্তায় বিনীতায় দৃঢ়ায় চ॥
'ভক্তিসুন্দর ইত্যেষ উপাধির্দীয়তে বুধৈঃ॥
ধামপ্রচারিণী ত্যাখ্য-সভা-সভ্যৈর্গুণালয়ৈঃ॥
গ্রহেষুবসুচন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(২৬)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ সুলেখকঃ।
প্রচারাচারযুক্তশ্চ বিনীত প্রিয়দর্শন॥
বাণীকীর্ত্তনরক্তশ্চ বুদ্ধিমান্ প্রবতায়কঃ।
দুঃসঙ্গত্যাগনিষ্ঠশ্চ গুরুভক্তিসমাশ্রিতঃ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ সমর্প্যতে।
'উপদেশক' ইত্যেতৎ উপাধিরস্য সাগ্রহম্॥
গ্রহেষুবসুশশুব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(২৭)

শ্রীমন্নরোত্তমানন্দ-ব্রহ্মচারীতিনামিনে।
ভক্তিকমল ইত্যাখ্যবিবুধায় মহাত্মনে॥
বৈষ্ণবসদ্গুণাঢ্যায় বাগ্মিনে ভক্তিসংযুতে।
নির্ব্যাজশাস্তচিত্তায় সমর্পিতাত্মনে সতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্য সাদরম্॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(২৮)

ব্রহ্মচারিবরেণ্যশ্রীরূপবিলাসসংজ্ঞিনে।
বি-এ ইত্যুপনাম্নে চ বিদ্বদ্বরায় বাগ্মিনে॥
গুরুসেবৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবর্জ্জিনে।
দুঃসঙ্গত্যাগদক্ষায় বৈষ্ণবপ্রীতিভাগিনে॥
সৎসিদ্ধান্তেষভিজ্ঞায় মাৎসর্য্যরহিতায় চ।
দাক্ষ্যাদার্ঢ্যসমাসেন গয়াস্থমঠরক্ষিণে॥
'বিদ্যার্ণব' ইতি খ্যাতি**'রুপদেশক'**-সংজ্ঞয়া।
প্রদীয়তে সভাসভ্যৈর্ধামসেবাপ্রচারকৈঃ॥
গ্রহেষুবসুচন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(২৯)

শ্রীযতিশেখরো নাম ব্রহ্মচারী সুবিশ্রুতঃ।
উৎকলদেশভাষাজ্ঞো 'পরমার্থী'-সুসেবকঃ॥
সচ্চিদানন্দনাম্নস্য মঠস্যৈকান্তসেবকঃ।
ধীরঃ সদ্গুণসংযুক্তো মৃদুর্বাগ্মী সদাশয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেষ উপাধিরস্য সাগ্রহম্॥
পক্ষেষুবেদগৌরাব্দে ধাম্নি মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(৩০)

শ্রীমদ্দীনকৃষ্ণাখ্যো ব্রজবাসী গুরুপ্রিয়ঃ।
বিদ্যালঙ্কারনামা য আচার্য্যপদবীযুতঃ॥
গৌড়ীয়পত্রসেবায়াং তথা শাস্ত্রপ্রকাশনে।
মহাদাক্ষ্য-মহাযত্ন-মহোৎসাহ-প্রদর্শকঃ॥
দৃঢ়নিষ্ঠোঽপমানশ্চ কীর্ত্তনৈকব্রতো যশী।
সর্ব্বোপকারকঃ প্রাজ্ঞঃ কুতর্কখণ্ডনে পটুঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
মহোপদেশকখ্যাপনামরত্নং সুশোভনম্॥
গ্রহেষুবসুশুভ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

(৩১)

শ্রীমান্ সুন্দরগোপাল-ব্রহ্মচারী সতাং প্রিয়ঃ।
সুচরিতঃ সুবক্তা শ্রীচৈতন্যমঠসেবকঃ॥
ব্যবহারপ্রবীণশ্চ গুরোরাদেশপালকঃ।
সেবানিষ্ঠঃ সুধীর্দক্ষো বহুসদ্গুণভূষিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈরস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিকৈরব ইত্যেতদুপাধিমণ্ডনং মুদা॥
গ্রহেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(৩২)

গঞ্জামদেশবাসায় দক্ষিণোৎকলসংজ্ঞকে।
বৈদ্যবংশসুরত্নায় সহজভক্তিচেতসে॥
দুঃসঙ্গৈর্নাভিভূতায় সদা সৎসঙ্গসম্মুদে।
গৃহস্থাশ্রমমান্যায় গুরোরাদেশবর্ত্তিনে॥
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া সেবা তত্ত্বজ্ঞানাঙ্ক সর্ব্বথা।
সুনিষ্ঠয়া কৃতা যেন তস্মৈ গুর্ব্বর্পিতাত্মনে॥
বৈষ্ণবপ্রীতিপাত্রায় নানাসদ্গুণশালিনে।
সুবুদ্ধিরাজগোপালদাসাধিকারিণে সতে॥
'ভক্তি শ্রীরূপ' ইত্যেষ উপাধির্দীয়তে মুদা।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যৈর্মহদ্গুণালয়ৈঃ॥
গ্রহেষুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(৩৩)

ত্রিহুতাখ্যপ্রদেশস্থ-মজঃফরপুরাশ্রিতঃ।
শ্রীমধুমঙ্গলঃ প্রোক্তো দাসাধিকারিসংজ্ঞকঃ॥
উচ্চরাজপদস্থোঽপি দম্ভমদবিবর্জ্জিতঃ।
হরিকথানুরাগী হি সজ্জনাহ্লাদদায়কঃ॥
পাটলীপুর-গৌড়ীয়-মঠসংসেবনে রতঃ।
সর্ব্বভাবেন সশক্তো মধুরমিতভাষণঃ॥
'ভক্তিকুশল' ইত্যেষ **'উপদেশক'** ইত্যপি।
উপাধী বিতরত্যস্মৈ ধামপ্রচারিণীসভা॥
গ্রহেষুবসুশুভ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

" " "

(৩৪)

ভক্তিবারিধি ইত্যাখ্য এম্-এ, বি-এল্ উপাধিযুক্।
গৌরীশঙ্করনাথনামা যঃ সরকারমহোদয়ঃ॥
শ্রীমান্ বিদ্বদ্বরো ধীমান্ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রিয়ঃ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা হরিসেবাবিধায়কঃ॥
সৎকার্য্যেষ্বনুরাগী চ সল্লোকৈর্বহুমানিতঃ।
সুভক্তিমানস্ত্রী তু বৈষ্ণবগৃহিণীযুতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যাখ্যা সুধীভিরস্য সাদরম্॥
গ্রহেষুবসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ
সভাপতিঃ

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রস্থানত্রয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োপাধ্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্‌[illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) ভক্তকুলকল্পানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান.
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible]আনন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাঢ়িপাড়া—(শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১২২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যসাধন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ).
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
বালাম	৬॥০
ঝাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৯৲-৭॥০
দাদখানি	৫॥০
নাগরা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০।৵০
প্রতিপুর ১০০০ নং	১০/০
কাশীপুর সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাঁকশালের বার	৩৭।০
লণ্ডন	১২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
সিরাজগঞ্জ—	৪০৸০
উত্তরবঙ্গ—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
রূপাইকাচন ঐ	৭৲—৮৵০
হাওড়ালোড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৭৲—৮৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২৸৵০
পাশাড	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

কটক	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
সুবর্ণরেখা	৫০৲
	৪৫৲
প্রতিকিলো	৭৩।০

তার	১৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ঝাঁকা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

২১ ৩।৩৮

টাটার বৈশাখী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩./০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
পীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫॥০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
হিন পাটী, গোসটু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৭।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

চটকলের কালমণ ৫৵০, পাটের কালমণ ৬॥০
তুলার কালমণ ৪।০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেদ গোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আবেদ করকচ	৫০৲
কবাচি পুরসিদ্ধ কাটন	১৩৲
চাষাগাঁ সাদা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারশ মাস	৮।০
সুপারী বেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
শুট খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড়পলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অন্তঃস্থ স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সংস্থান খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও ভোজনব্যয় প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——:(:০:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-দাপুড়া, দাদটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রায় শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৭২-২৭১নং গলি পোঃ আঃ টানওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

মানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৷৵০	৷৵০	৷০
" ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রী...ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

মুদ্রণ: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীমদ্ভাগবতধর্মপ্রচারক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [২১শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

হের হিটলারের কর্ম্মদক্ষতা

অতিৎচমকবং আকস্মিকতার মধ্য দিয়া হের হিটলার সমগ্র অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। হিটলার পরম আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ভিয়েনায় এক বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন—'কোনিগসবুর্গ হইতে কলোন এবং হামবুর্গ হইতে ভিয়েনা—এই বিশাল ভূ-ভাগের অধিবাসী আমরা আজ একটা সম্মিলিত জাতি'। অবশ্য হের হিটলারের পক্ষে ইহা কোন অতর্কিত ব্যাপার নহে। তাঁহার অন্তরে এতদিন ধরিয়া তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাহাকেই তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিলেন মাত্র।

বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার পর চলচ্চিত্রের ছবির মত গত ২।৪ দিনের মধ্যে অষ্ট্রিয়াতে যে সকল দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রেসিডেন্ট মিকলাস পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রিন্স ষ্টারহেমবার্গ, পুলিশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ত্তা স্কাইলার, ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী হাইনল প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার সমগ্র সৈন্যবাহিনী হিটলারকে প্রধান নেতা বলিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছে। ডাঃ সাইস-ইনকোয়ার্ট বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ মিকলাসের পদত্যাগে প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বভার তাঁহার উপরই বর্ত্তিয়াছে।

———

কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ শক্তি ক্রয়ের হার

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের এজেন্ট জানাইতেছেন:—

কয়েকদিন আগে আমার যে বিবৃতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ দে ১২ই মার্চ্চের "মিউনিসিপ্যাল গেজেটে" লিখিয়াছেন, "ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কলিকাতা কর্পোরেশনকে যে হারে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কোন সুবিধা হইত না। নিম্নলিখিত বিবরণগুলি হইতে প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যাইবে:—

"১৯৩৭ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ২,৭১৪৮৬ টাকায় ১১,২৬৯,৯১৮ ইউনিট উচ্চচাপের বিদ্যুৎ শক্তি ক্রয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কর্পোরেশন নিজে ১০০,২৫ টাকা ব্যয়ে ৫,৩৪০০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করিয়াছেন। ডাঃ দে নিজে হিসাব করিয়াছেন বটে যে প্রতি ইউনিট একপয়সা হারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু মিঃ পাপার এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য প্রতিবাদীরা এই হিসাব সঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, করদাতারা মোট ১৬,৬০৯, ৯১৮ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তির জন্য ৬,৭১,৬১১ টাকা ব্যয় করিয়াছে।"

১৯৩৪ সালে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যে প্রস্তাব করিয়াছিল (এ প্রস্তাব কর্পোরেশন গ্রহণ করে নাই), তদনুসারে এই ১৬,৬০৯,৯১৮ ইউনিটের মূল্য হইত ৩,৩৩,২৩৬ টাকা। অর্থাৎ সাপ্লাই কোম্পানীর প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কর্পোরেশনকে যে টাকা দিতে হইত, এক বৎসরের বিদ্যুৎশক্তির জন্য কর্পোরেশনকে তদপেক্ষা ৩৮,৩৭৫ টাকা অধিক দিতে হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, ধাপা পাম্পিং ষ্টেশনে এবং অন্যান্য স্থানে কর্পোরেশন নিজে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার সংকল্প করায় এই অপব্যয় চলিতেই থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কর্পোরেশন যদি নিজেদের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বন্ধ করিয়া সমুদয় আবশ্যক বিদ্যুৎশক্তি সাপ্লাই কর্পোরেশন হইতে লইবার ব্যবস্থা করিত, তবে কর্পোরেশনের অন্যূন ৩৩ হাজার টাকা প্রতিবৎসর বাঁচিয়া যাইত।

———

তীর্থস্থানে গোহত্যা নিবারণ প্রচেষ্টা

হিন্দুদের তীর্থস্থানসমূহে কি উপায়ে গোহত্যা নিবারণ করা সম্ভব,—বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা উপলক্ষে সমাগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার তথাকথিত সাধুর এক সভায় এই বিষয় আলোচিত হয়। যমুনা-তীরে ঐ সাধুদিগের সভার অধিবেশন হয়। নাসিকের মোহান্ত সীতারাম শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় স্থির হয়,—মথুরা, নাসিক ও অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে গোহত্যা নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি সাধুদিগের অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সাধুগণ সত্যাগ্রহ করিবেন।

———

কবি রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শনিবার রাত্রিতে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

নোট ডবলের ছলে প্রতারণা

বর্দ্ধমানের জনৈক ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগের অভিযোগক্রমে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে শশী মিস্ত্রী ও রঘুনী জমাদার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা নগেন্দ্র নাগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাঁহাকে রাতারাতি বড়লোক করিয়া দিবার আশা দেয়। আসামীরা তাঁহাকে বলে যে, কলিকাতা হইতে তাহাদের গোস্বামীজী আসিয়াছেন এবং এই গোস্বামীজী রহস্যজনকভাবে নোট ডবল করিতে ওস্তাদ। তাহার পর তাহারা দুই ব্যক্তিকে লইয়া আসে এবং নগেন্দ্র নাগের নিকট হইতে হাজার টাকার করিয়া ৮খানি নোট ও ৫০০৲ টাকার একখানি নোট (মোট ৮৫০০৲ টাকা) লয়। কতকগুলি অনুষ্ঠান করিবার পর তাহারা বলে যে, কোন অজ্ঞাত কারণে নোটগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে তাহারা উহার ক্ষতিপূরণ করিবে বলিয়া আশ্বাস দেয়। বার বার তাগাদার পর তাহারা নগেন্দ্র নাগের নিকট ৮ হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট প্রেরণ করে এবং বাকী টাকা শীঘ্রই দিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাহাদের আচরণে সংশয় জন্মে এবং তাহার ফলে এই মামলার উদ্ভব হয়।

পুলিশ উক্ত ব্যক্তি ও তাহার শিষ্যের খোঁজ করিতেছে। প্রকাশ, এই সহরের আরও অনেকে এইভাবে প্রতারিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদন্ত করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত- ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গলহস্ত ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষ্য ৷৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬ অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭ সদাচারবৃত্তিঃ
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯ অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ বিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। আলালনাথ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে অঙ্কীত করা হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ | ৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১০ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ২০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি সমাপনান্তে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে কলিকাতায় যাত্রা করেন। তথা হইতে শীঘ্রই স্বামীজীর প্রচারে যাইবার কথা আছে। প্রথমে স্বামীজী আন্দুল অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য-মহারাজ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বদিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন। তথাকার উৎসবাদি সম্পাদন করিয়া বর্ত্তমানে দু'এক দিনের মধ্যেই স্বামীজীর মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলে হরিকথা প্রচারের জন্য যাইবার কথা আছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কৃষ্ণনগর সহরে হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তথায় রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। স্বামীজীর সুমধুর স্বর এবং যুক্তিপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ বিশেষ আকৃষ্ট হইতেছেন। শীঘ্রই স্বামীজীর তথা হইতে অন্যত্র প্রচারে যাইবার কথা আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-উৎসবান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিয়াছেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা মহোৎসবে অক্লান্তভাবে বিবিধ সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। উৎসবান্তেও কতিপয় দিবস তিনি শ্রীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীধামাগত সজ্জনগণের নিকট পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়া সকলের আনন্দ বিধান করেন। গত ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার তিনি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কেশয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীধামের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজীর সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই পরমানন্দিত। স্বামীজী আরও কিছুদিন শ্রীধামে অবস্থান করিবেন।

মুরাদাবাদে প্রচার

গত ২রা মার্চ্চ মুরাদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম অনুগ্রহ নারায়ণ সিং (রাইস্) মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ তদীয় ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৩রা মার্চ্চ ডেপুটীগঞ্জ নিবাসী ডাঃ রামদাস শর্ম্মা Health officer মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ছায়াচিত্র যোগে ব্যাখ্যামুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। তথায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ৪ঠা মার্চ্চ স্বামীজী শ্রীযুক্ত সি, সি, মাথুর Retd. Dy. Collector মহোদয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় হিন্দিভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৫ই মার্চ্চ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বি-এল মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ও হিন্দিভাষায় বক্তৃতা দেন। তথায় সহরের বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ৬ই মার্চ্চ রায়সাহেব চন্দ্রভান্ পাণ্ডে মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ স্থানীয় শ্রীযুক্ত সুরজমল নামক জনৈক Cloth merchant-এর গৃহে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে শুকতত্ত্বের কথা কিছুক্ষণ যাবৎ হিন্দিভাষায় কীর্ত্তন করেন। আচার্য্য কাহাকে বলে, জগদ্গুরু মর্ত্ত্যজীব নহেন, সদ্গুরুই যে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ প্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত এস্, এল্, ভৌমিক Engineer মহোদয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে ব্যাখ্যামুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ

গত ২০শে মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রায়োপবেশনে অবস্থিত পরীক্ষিৎ মহারাজ মুমূর্ষু জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে বহু যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রমণ্ডিত সভায় শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক যে উপদেশাবলী কীর্ত্তিত হয়, ভক্তিসার প্রভু সেই সকল বিষয় আলোচনা করেন। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ ভজনই জীবগণের নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র পন্থা। প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিসার প্রভু সাধক জীবের নিরন্তর ভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও সাধনরূপ জীবের আবশ্যকতা এবং পরিশেষে সাধনের উন্নতিক্রমে শ্রীগুরুকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমা লাভের বিষয় আলোচনা করেন।

"যাঁ'দের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরম-পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বিষ্ণু আদ কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীগৌর কি বস্তু ?

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল-পুরুষ শ্রীশ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তু শ্রীচৈতন্যদেব। এই শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মবস্তু যিনি কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী এই ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্যব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্যবৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব-প্রকাশ, তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়বিকার হ্লাদিনী-শক্তি। কৃষ্ণ ও রাধিকা একাত্মা হইলেও দুইটী দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে পূর্ব্বকালে নিত্য লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। অধুনা গৌর-লীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার চিত্তগত আভ্যন্তরীণ ভাব এবং রাধিকার বাহ্যকান্তিসুবলিত হইয়া সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন অপ্রাকৃত স্বয়ংরূপ আশ্রয়জাতীয় চেষ্টা লইয়া স্বীয় নিত্য গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌররূপ, মহাদানগুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শন করিতে কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন।

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ বলিয়াছেন যে, মহাবৈকুণ্ঠস্থিত মূল-নারায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর প্রভৃতিও তাঁহাকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব সাক্ষাৎ নারায়ণ বা পুরুষাবতার প্রভৃতি বলিয়াছেন।

শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিয়াছেন শ্রীগৌরহরি ব্রজজনের জীবনধন। আবার নাভাদাসাদি কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে নারায়ণের অভেদ অংশ অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্ম-প্রচারক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভক্তি-বিরোধি-সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানে নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেও ত্রুটী করেন না।

যাঁহার যেরূপ অধিকার রুচি ও পার-দর্শিতা, তিনি তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে সেরূপ দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন ও সেরূপ-ভাবে শ্রীগৌরের সেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে মায়াবাদিগণ বলেন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পরতত্ত্ব, তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে, যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করা যাইবে বা শুনা যাইবে, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার আবশ্যক নাই, কোন প্রকার বাধা দিবার আবশ্যক নাই। মদ্য বা গাঞ্জাসেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার মাদকদ্রব্য বলুন, লম্পট শ্রীগৌরকে লাম্পট্যের আদর্শ বলুন, গৃহব্রতগণ গৌরকে গৃহসুখপ্রিয় গৃহস্থ বলুন, পয়সা-ভিক্ষু গৌরকে পয়সা আনিবার যন্ত্র বলুন, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক গৌরকে নিজ নিজ ব্যবসার জিনিষ জানিয়া শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া যে কোন প্রকারে ফল লাভ করিয়া লউক, তাহাতে মায়াবাদী মিছাভক্তের আপত্তি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু এরূপ মায়াবাদ নিরাস করিবারই উদ্দেশে নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মায়াবাদী ও গৌরভক্ত দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বস্তু। মায়াবাদী অহঙ্কারী, আত্মম্ভরি ও আনুগত্য-ধর্ম্মরহিত স্বয়ং প্রতিষ্ঠাভিক্ষু। ভক্ত তাহা নহেন। মায়াবাদীর উপাধিতে অহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া ভক্তেরও উহা থাকিতে পারে, মায়াবাদী মনে করেন। মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষবাদী অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবৎ-সত্তার নিত্য বিশেষ স্বীকার করেন না। গৌর বা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সত্তা মায়ানির্ম্মিত সুতরাং মায়া নষ্ট হইলে তিনি মায়িক বিশেষরহিত হইয়া ব্রহ্মই নিত্যকাল থাকেন। ব্রহ্মই মায়াদ্বারা ভগবান, জীব প্রভৃতি বদ্ধভাব বা সবিশেষ ভাব অর্জ্জেই লাভ করে, চিন্ময় বৈকুণ্ঠ নাই। মোটের উপর মায়াবাদী নিজের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের ও ভক্তের নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় বিশ্বাস করেন না। শুদ্ধভক্তি ও ভগবত্তা ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য নহে মনে করেন। নিত্যভক্ত ও ভগবানকে মায়িক নশ্বর বস্তুর তুল্য যাহারা মনে করে, তাহারাই মায়াবাদী। সেই মায়াবাদবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া বাউল, নেড়া, সাঁই, নরবেশ, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, থিয়সফি বিশ্বাসী গৌর-ভক্ত, গৃহিগৌরাঙ্গসেবী নিজবুদ্ধি দ্বারা সুবিধাপূর্ণ কালোচিত গৃহমেধযজ্ঞসুখহ গৌরভজন কেন হইবে না বলিয়া ভক্তের সহিত কলহ করেন। কিন্তু উঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছুমাত্র শুদ্ধা ভক্তি সৌভাগ্য-ক্রমে উদিত হয় তাহা হইলে তাহারা ঐসকল মায়াবাদীর প্রাকৃত মত অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। শ্রীগৌরবস্তু নিত্য এবং তাঁহার লীলা তাঁহার নিজজনেরই গোচরীভূত হইবার যোগ্য। সেই লীলাকে বিকৃত করিয়া কালোচিত করাইবার চেষ্টাই ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষযুক্ত মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

যে জীব মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া আপনাকে গৌরভক্ত বলে, সে বাউল, সাঁই-গণের ন্যায় হরিনাম-ভজন ছাড়িয়া অণ্ড, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি ভোজন করিতে করিতে নিজ মায়াগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে চৈতন্যতত্ত্ব বিচার করিতে বসে এবং অবশেষে ঘৃণিত হইয়া বৈদ-গৃহিবাউলাদি নামে পরিচিত হয়। যদি তাদৃশ নেড়া, বাউল, সাঁইগণ নিজ নিজ প্রজল্প ও সুক্ষ্মতত্ত্ব ছাড়িয়া নিরপরাধে নাম-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ-শূন্য হইয়া গৌরতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, নতুবা গৌরাঙ্গ গাড়িতে গিয়া আর কিছুকে গৌর মনে করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম ছাড়িয়া আত্মম্ভরিতা করাই বিপথ-গমন। কৃষ্ণ যে-কালে কংস-সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া-ছিল, কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভাশ্রিত নিত্যভক্তেরই দৃশ্য ও সেব্যবস্তু। নিজের উন্নতিবাদী অভক্ত মায়াবাদিগণ অনিত্য চেষ্টায় বিচার করেন, কিন্তু ভক্তের নিত্যচেষ্টায় কেবলমাত্র সেবা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই, সেইখানেই মায়ার অবস্থান। যেখানে মায়ার অবস্থান সেইখানেই অহঙ্কার। আমি খুব বুঝি, আমি বিচারনিপুণ প্রভৃতি মনে করিয়া কৃত্রিম সাত্ত্বিকভাবের ঘোরে বিভোর মায়াবাদি-সম্প্রদায় নিজের চক্ষে জল, ফোঁপানি, সর্ব্বাঙ্গেকীর নবীন ছড়া দ্বারা ও গলাবাজীর দ্বারা কু-ভজন করেন। তাহাদের গঠিত কাল্পনিক গৌরবিগ্রহের উপাসনা ভক্তগণের উপাস্য নহে, গৌর কিন্তু নিশ্চয় সে বস্তু নহেন। মায়াবাদী প্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া গৌরাঙ্গ স্থাপন করে এবং 'আমার গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি বলিয়া গৌরাঙ্গের নামে নিজ কল্পিত মতবাদ প্রচার করে। এই সকল মায়াবাদীর দলকে ভক্তগণ কোন প্রকারে ইষ্টগোষ্ঠীতে গ্রহণ করেন না বা তাহাদিগকে সঙ্গ প্রদান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। হতভাগ্য মায়াবাদী ভক্তসঙ্গচ্যুত হইয়া ভক্তের কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তকেও তাহার মত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন কিন্তু ইহাতে ঠকিলেন কে? ভক্ত মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিসেবাপূর্ব্বক পরমোচ্চতম হইলেন; মায়া-বাদী কয়েকটী বেশী অর্ব্বাচীন বিষয়ী লইয়া মায়াবাদমিশ্র গৌরভক্তি প্রচার হইল মনে করিল। বাস্তবিক কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া একটা অন্তঃসারহীন বিষয়লোলুপ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল মাত্র। তাহাপেক্ষা শ্রীরূপানুগগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কুতার্কিক অভক্ত মায়াবাদিদিগকে মনে মনে ছাড়িয়া দিলে হরিভজনের সুবিধা হয়।

কৃষ্ণ যে বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গ যে বস্তু তাঁহাকে নিজ কল্পনাবলে অন্য বস্তুত্বে স্থাপন করা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মিছাভক্ত হওয়া একই বিষয়। গৌরবস্তু যাহা গোস্বামিগণ স্থির করিয়া তদনুগভক্তগণের জন্য লিখিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া যে সকল মায়াবাদী কালক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ মতবাদ সৃষ্টি করেন এবং তাহাই কল্পনাপ্রভাবে গোস্বামিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলেন এবং গৃহি-গৌরাঙ্গ, স্বামী-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নিজ মায়িক কদর্য্য ভাব-সমূহের আরোপ করেন ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা মৎসরতা ব্যতীত কোন সুফলই হয় না।

মায়াবাদিগণের ইহাই জানা উচিত যে, গৌরবস্তু নিত্য, কেবল মায়াগঠিত দৃশ্য-জগতের বস্তুবিশেষ নহেন। অনন্তকোটি মায়াবাদী নিজ নিজ ইন্দ্রিয়সুখ লালসায় গৌরের নিত্যগঠনে রূপান্তর করিতে পারেন না। যে বস্তু রূপান্তরিত হয় তাহা কখনই রূপানুগসেব্য হয় না এবং তাহা কখনই গৌরবস্তু নহে। জীবের মায়াবাদ-কলুষ-নিমগ্নচিত্ত গৌরকে বিকৃত রূপ, বিকৃত গুণ ও বিকৃত ক্রিয়াবিশিষ্ট করাইতে পারে না। তবে যে মায়াবাদী গৌরবাদীর অভিমানে গৌরাঙ্গনাগরীর দল বাঁধে, উহা মায়াসীতাকে রাবণের করতলগত করার ন্যায়। অপ্রাকৃত-বস্তু গৌর কোন দিন মায়াবাদীর গ্রহণীয় বস্তু নহেন। তবে ইহাও ধ্রুবসত্য, মায়াবাদী কোনদিনই গৌরকে বা শুদ্ধভক্তকে আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না। আজ

সাড়ে চারিশতবর্ষ ধরিয়া মায়াবাদিগণ গৌরকে নিজ নিজ মায়ায় প্রবেশ করাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীগৌর-ভগবানও শুদ্ধভক্ত নিজজনগণকে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া মায়াবাদীর চেষ্টা নিষ্ফল করাইতেছেন। অনিত্য মায়াবাদীর সহিত গৌরের নিত্য লড়াই। এই যুদ্ধের ফল জীবের শুদ্ধক্ষেত্রে নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমোদয় অথবা অশুদ্ধভূমিতে হলাহল মায়াবাদ। আমরা বলি, ঘৃণ্য অভিমান ছাড়িয়া সরলপ্রাণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়ুন এবং সেইরূপভাবে নিত্যজীবন উপলব্ধি করুন, তাহা হইলে নিজজন সহ শ্রীগৌর কি বস্তু বুঝিতে পারিবেন; আর তাহা ছাড়িয়া যদি সময়োচিত গৃহব্রত-ধর্ম্মকে পারমার্থিক গৌরভক্তি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আত্মবঞ্চক বলিয়া নিত্য শুদ্ধভক্তগণ আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন মাত্র।

মায়াবাদিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, তাহারা শুদ্ধভক্তির কথা বুঝিতে পারেন না। অসাম্প্রদায়িক হইয়া মুড়ি-মিছরি, অসৎ-সৎ, আলস্য-উৎসাহ, প্রহার-মিষ্টান্ন একস্থানে পাপময় সংসার-নির্ব্বাহকে গৌরভক্তি বলিয়া স্থাপন করিলেই গৌরভক্তি হইল একথা মায়াবাদীর মুখেই শোভা পায়।

মায়াবাদিগণ সকল জিনিষ নিজ ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লইতে চান। গৌর ও গৌরভক্তি ভোগময়ী জড়বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লইবেন ও জড়ধর্ম্মপ্রচারক হইবেন মনে করেন। সেবাময় আচরণ না করিলে প্রচার হয় না। আচরণে মায়ার ভোগ প্রকাশ্যেও হৃদয়ে প্রবল রহিল, মুখে ভক্তির তাহার আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রচারিত হইল। আদৌ ভজন করিব না, পরীক্ষিৎ মহারাজ যে পাঁচটী স্থানে কলিকে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন তাহার কোনটাই ছাড়িব না, আর জগতে আমাকে সকলে বৈধ গৃহ-বাউল ভক্ত বলুক, তান্ত্রিক বলুক, আর আমি প্রতিষ্ঠাশা মায়াবাদ অহঙ্কারে স্ফীত হই গৃহমেধযজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া গৌরভক্ত হই, এরূপ আশা নিতান্ত অনুপাদেয়। বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে নিরূপণকারীর অস্মিতায় মায়াবাদ থাকিবে না; বস্তুসেবাময়ী প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই থাকা উচিত। হিন্দুর পরবেব কোনদিন নির্ণয় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে বিধর্ম্মী কাজী নিরূপণে অসমর্থ, বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র-প্রসবে অসমর্থ চক্ষুদ্বারা যেরূপ সন্দেশ খাওয়া যায় না, প্রাকৃত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞাতসারে মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া গৌর-বস্তুর পরতত্ত্ব-বিষয়ে ধারণা করিতে যাওয়াও সেরূপ নিষ্ফল। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধগৌরভক্তের পাল্লা-

বিদ্যা ও পরোপকার

(ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী)

কোন বস্তুকে যাহার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম বিদ্যা। বিদ্যা দুই প্রকার —একটী পরা বিদ্যা, অপরটী অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা পরমার্থ নির্দ্দেশ করে, আর অপরা বিদ্যা জাগতিক অভিজ্ঞতা লাভ করায় বা দিগ্দর্শন করায়। যাঁহারা পরবিদ্যার সেবক তাঁহারা জগতের যাবতীয় বাহাদুরী ত্যাগ করিয়া একমাত্র জগন্নাথের সেবা করেন, তাহাতে ভক্তি লভ্য হয়। আর যাঁহারা অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যার সেবা করেন তাঁহারা জগতের মধ্যে ভোগ ও ত্যাগের নেশায় মত্ত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে নিরয়গামী হন। প্রাকৃত ভোগ-দৃষ্টিতে নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও জীব ভোগপর কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং হরিবিমুখতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। পরাবিদ্যার অনুশীলন করিলে কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া পরমার্থপথে অগ্রসর হয়। বিদ্যার সার্থকতা কোথায়? যেখানে একমাত্র কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যানুশীলন হয় সেইখানেই বিদ্যার সার্থকতা। অপরাবিদ্যা বা অবিদ্যার মোহে মোহিত হইয়া কালাতিপাত করিলে ভোগ-স্পৃহা বলবতী হইয়া নিত্যবস্তু কৃষ্ণসেবায় ব্যাঘাত উপস্থিত করিবে। কোনও মহাজন গাহিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

অবিদ্যা নাশ না হইলে বা জড়ভোগ-স্পৃহা হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে পরা বিদ্যা লাভ করা যায় না। তাহা সাধুসঙ্গে লাভ হয়। সেই নিমিত্ত পরাবিদ্যার অপর নাম

রূপে নিজের অস্মিতাকে উপলব্ধি করিলে দেখিব সকল মোহান্ধকার কুজ্ঝটিকার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে এবং প্রেমচক্ষু ফুটিয়াছে এই পরামর্শ ছাড়িয়া যে-কোন দ্যুলোকেই যাই বা নরকেই যাই, তথায় বৈষ্ণববিদ্বেষ শিখিব, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে দূরে পড়িব। গৌরবস্তু স্থির হইলে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধাম কোথায় এবং সেই অপ্রাকৃত ধাম কে নিরূপণ করিতে পারেন এবং কাহার কথায় শুদ্ধভক্তগণ বিশ্বাস করেন এবং মায়াবাদী অভক্তগণ গৌরকে কি বলেন, কোথায় তাহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি বলেন সে সকল কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে

শ্রৌতবিদ্যা। এই শ্রৌতবিদ্যায় পারঙ্গত ব্যক্তি সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, উহাই প্রকৃত বিদ্যার ফল। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' অর্থাৎ যাহার দ্বারা তদ্বস্তু শ্রীহরিতে মতি বা অনুরাগ জন্মে তাহাই বিদ্যা। যাহারা পরবিদ্যার আলোচনা না করিয়া অবিদ্যায় মোহিত হয় তাহারা পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ। যেহেতু একমাত্র বাস্তব বস্তু ভগবানকে তাহারা জানিতে পারে না। কারণ, 'মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ' 'দেহাভিমানিনঃ'—যাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করে বা দেহাভিমানে গর্ব্বিত হয় তাহারা মূর্খ। আমরা এ জগতের যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যদি শ্রীহরির সেবা না করি তাহা হইলে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া বিষকে অমৃত বলিয়া পান করিব বা অমৃতকে বিষ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গল বরণ করিব। বিদ্যার আলোচনা বা ভগবৎসেবা ছাড়িয়া আমরা যদি জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকি তাহা হইলে পরিণামে দুঃখই লভ্য হইবে।

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীহরির সেবা করা ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। তাহা পরিত্যাগ করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীব অবিদ্যার মোহে প্রতারিত হইয়া সংসারে অশেষ প্রকার দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া নিত্যানন্দ লাভে বঞ্চিত হইতেছে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে অবিদ্যা নাশ না হইলে আত্মমঙ্গল লাভ হইবে না।

জাগতিক বিদ্যার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণের যথেষ্ট ইন্ধন যোগাড় করিয়া আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকি, কখনও বা নিজেকে পরোপকারী বলিয়া জাহির করিবার নিমিত্ত অন্যের দিকে একটু নজর করি, তখন মনে হয় পরোপকারই জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, মূর্খকে বিদ্যা দান ইত্যাদি বহুল প্রকার কার্য্য রহিয়াছে। আমরা পরোপকার বলিতে একমাত্র মানুষের উপকারকে ধরিয়াছি। কিন্তু পরোপকার কথার তাৎপর্য্য শুধু তাহা নহে। শুধু মানুষের উপকার করা পরোপকার নহে। সমস্ত জীবের নিত্য উপকারই প্রকৃত পরোপকার। একটি জীবের উপকার করিতে গেলে আর একটী জীবের অনিষ্ট করিতে হয়। একটী জীবের দেহ রক্ষা করিতে হইলে অপর একটী জীবের দেহ ধ্বংস করিতে হয়। একটী জীবকে অর্থ দান করিতে হইলে অন্যের অর্থ গ্রহণ করিতে হয়

ইত্যাদি। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ প্রকার দুই বেলায় খোরাকের যোগান দেওয়াকে পরোপকার বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন। ভবাটবীর মহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন। জীবের মঙ্গলরূপ কল্যাণ বিতরণ করেন। তিনি অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও জীবের সেবানন্দ-বর্দ্ধনকারী। তিনি প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান ও সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। প্রত্যেক জীবের আত্ম-বৃত্তি জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখ, দাবাগ্নি ও অভাবরূপ মহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। প্রত্যেক সুপ্ত চেতনকে চৈতন্যবাণীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আহ্বান করা অপেক্ষা জগতে পরোপকার থাকিতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া, শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বিজয়বাণী সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত করিয়া জীবে-দয়া বা পরোপকারের চরম আদর্শ দেখাইতেছেন। জানি না, কবে আমি তাঁহাদের অমন্দোদয়দয়া বরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিব।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ।৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—।৵০; ৪র্থ খণ্ড —।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত মদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োধিপ শ্রীপাদ নবীনচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্বৈপায়ন গৌড়ীয় মঠ

বাদকুল্লা (শ্রীনৃসিংহ দেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুখসুধার

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ কবিভূষণ গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপীনাথজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী :

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীভক্ত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পুরুষোত্তম মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি)
রক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাতাসন

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
আজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেস কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৶০
প্রতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
জারহোরা দানা	৯৷০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৸০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
ক্রেণ	২২৲
চাদিবার	৫২৷০

পাটের দর

অ্যাবরে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তর—	৯৩৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
ফ্লাওয়ারকাউন ঐ	৭৲—৬৶০
লাউসহোল্ড ঐ	৫৸৴০—৫৸০
সুজী	৭৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৴০—৫৸৴০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৶০
ময়দা	১৸৶০—১৸০
ভুসি	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
রাজশাহী	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
গব্য	৪৫৲
পাঁচিংখের	৩৩৷০

তার	৪০৲
কাবুলে	৩০৲
মুক্তা গারিঞা	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১৫৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১০৷
২৬ গেজ—	১১৸৶
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৸৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
সীস	১৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, পেরেক	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৮৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৷০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

ব্যাঙ্কের সোনার কাইন	৫৪৲
সিটি ব্যাঙ্কের কয়কচ	৪০৲
কয়াচি পুরুষিয় কাইন	৪৩৲
চাবার্ণি ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতন সাও	৮৷০
সুপারী বেনী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল

——:(:০:):——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, সাবটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ৪ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাদজরে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম্‌-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মানবের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারের
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়পালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-
প্রতিষ্ঠাতা-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৫শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার [২২শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

মঙ্গলবার তিন ঘটিকায় গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার

গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়:—

মঙ্গলবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় গান্ধীজী কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে বাঙ্গলা গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

বেলা ২।৪৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাইকে লইয়া মোটরযোগে উডবার্ণ পার্ক হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে যাইবেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঙ্গলবার রাত্রি ৮টার সময় উডবার্ণ পার্কে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ-আলোচনায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুও যোগ দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কাজের চাপে মেদিনীপুর সফরে যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পূর্ব্বে তিনি বোধ হয় মেদিনীপুর যাইতে পারিবেন না।

রবিবার উডবার্ণ পার্কে গান্ধীজীর সহিত স্যার নাজিমুদ্দিন পুনরায় সাক্ষাৎ করেন এবং চুই ঘণ্টাকাল তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বাটী হইতে বাহির হইবার সময় স্যার নাজিমুদ্দীন সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে বলেন, তাঁহাদের আরও কয়েকবার আলোচনা করিতে হইবে।

— — —

এলাহাবাদ, কাশী ও জব্বলপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ২১শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ ৪ দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১১জন নিহত ও ৫৯জন আহত হইবার পর এলাহাবাদের অবস্থা একটু ভালর দিকে গিয়াছে। দোকানপাট ধীরে ধীরে খুলিতেছে, রাস্তায়ও লোকজন দু'একজন চলাফেরা করিতেছে। একরকাদন সহর যেরূপ জনপরিত্যক্তবৎ দেখা যাইতেছিল সে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। মন্ত্রী ডাঃ কাটজু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সমভিব্যাহারে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন গত ২০শে মার্চ্চ রাত্রে লক্ষ্ণৌ চলিয়া গিয়াছেন।

গত ২১শে মার্চ্চ সকালে দোকানপাট খুলিতেছিল এমন সময় সহরের দুই বিভিন্ন অঞ্চলে দুইজন লোক আহত হওয়ার সংবাদে আবার সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। সহরে খাদ্যাভাব এখনও বিদ্যমান।

মৌলানা আজাদের নিকট তার আসিয়াছে যে, এলাহাবাদ ও কাশীর অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। গত শনিবার হইতে বিশেষ কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই।

গত ১৯শে মার্চ্চ ছোরার আঘাতে কাশীতে চারিজনের মৃত্যু হইয়াছে। সরকারী হিসাব মতে দাঙ্গা আরম্ভ হইবার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত ১০ জন নিহত এবং ৬১ জন আহত হইয়াছে।

৮২ জন হিন্দু এবং ২০০ জন মুসলমানকে স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রবল বলিয়া কাশীতে ঢোল সহরৎযোগে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যদি কেহ দাঙ্গা বাধিয়াছে বলিয়া মিথ্যা গুজব প্রচার করে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার রাজা জ্বালাপ্রসাদ জানাইতেছেন যে, সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ, এম, এস-সি, আইনের শেষ পরীক্ষা, প্রবেশিকা ও পৌরোহিত্য পরীক্ষাসমূহ স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই সব পরীক্ষা আগামী ২৮শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বে প্রচারিত নোটীশ অনুযায়ী ২১শে মার্চ্চ হইতে বি, এস-সি, পরীক্ষার ইঞ্জিনিয়ারিং অংশের পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচার করিয়াছেন, দশাশ্বমেধ ঘাটে বাঙ্গালী পুরোহিতকে হত্যা করিয়াছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে কতিপয় লোককে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য গত ১৮ই মার্চ্চ ৭০ জন ধৃত এবং ১৫জন দণ্ডিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত জব্বলপুরে প্রায় ১১০ জন আহত হইয়াছে এবং একজন মুসলমান নিহত হইয়াছে।

সান্ধ্য আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি বন্ধ আছে।

রঙ্গপুরে দিব্য-স্মৃতি উৎসব

বিগত ৬ই চৈত্র ১৩৪৪, রঙ্গপুরের অন্তর্গত শিবপুর ভীমের গড়ে দিব্যস্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে দশহাজার হিন্দুমুসলমানের সমাগম হইয়াছিল। সভার উদ্বোধন করেন রাজা গোপাললাল রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্র-চন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অভিভাষণ পঠিত হইলে, সভাপতি ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণটী পাঠ করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, অধ্যাপক আজিজুর রহমান, যতীন্দ্র-মোহন রায়, রঙ্গপুর কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ডি, এন, মল্লিক এবং স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ। রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, কবি করুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গে জনরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর দিব্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ভীমের জাঙ্গাল, গড়, ভীমের বাটি সংরক্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়া, দিব্য ও ভীমের ইতিহাস যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। দিব্যবংশীয়-গণের কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কার করিবার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় জানাইয়াছেন, নূতন আবিষ্কারকদের মধ্যে তিনজনকে তিনি তিনখানি রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন।

রঙ্গপুর সহরের সন্নিকট শিবপুর ও ভীমের গড়ে দিব্য-স্মৃতি উৎসবের চতুর্থ অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস) মহাশয় একটী অভিভাষণ পাঠ করেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৩০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। তাৎপর্য্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৭৲
তাৎপর্য্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গানগাথা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।
২৭। মুক্তিমঞ্জুকা গুণগৌরব: (সানুবাদ) ১
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যাবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ১০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

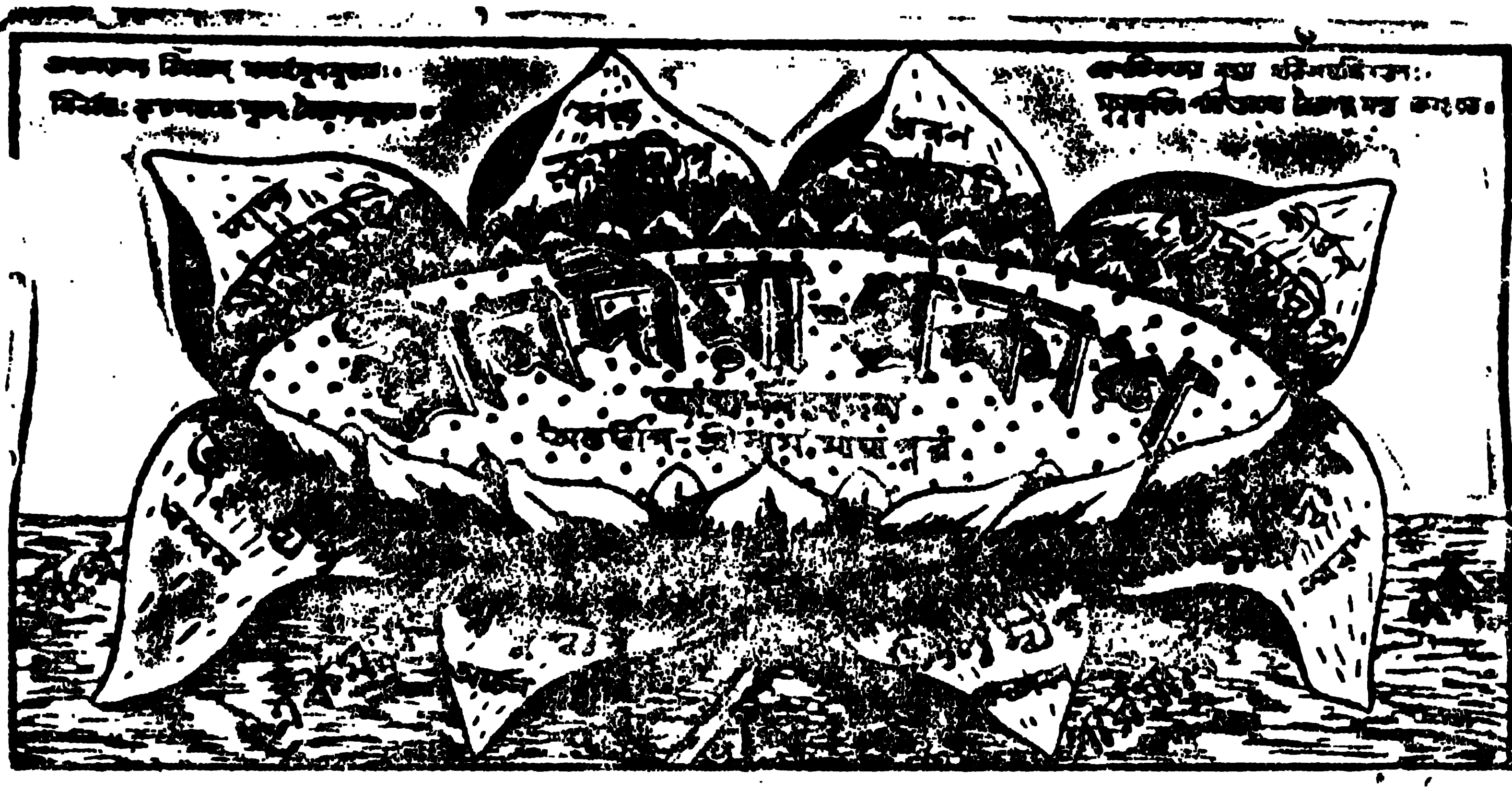

১৩শ বর্ষ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১১ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ২২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে

গত ১৬।৩।৩৮ বুধবার কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব এবং 'গৌরাঙ্গের দুটিপদ যা'র ধন সম্পদ' এই মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা বর্ণনকালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া যে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় এবং গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য কি তাহা নানাবিধ যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করা হয়। বক্তৃতান্তে "যশোমতীনন্দন" গীতিটী কীর্ত্তন করিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে মঠবাসিগণ সমাগত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ও বাঙ্গালীগণকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

চয়ন

(অমৃতবাজার পত্রিকা—১৯।৩।৩৮)

NABADWIPDHAM PARI-KRAMA

PROCESSION OF VAISHNAVAS

Nabadwip, March 13.

The Nabadwipdham Parikrama-party which went out on monday, the 7th inst. from Sree Chaitanya Math of Sreedham Mayapur on its annual tour round the component parts of greater Nabadwip of ancient times, crossed over to the western side of the Ganges early in the morning on the 11th and reached the Municipal town of Nabadwip at about 9 A. M. The number of pilgrims was so large that all the boats available in Nabadwip were engaged since early morning but could not clear the pilgrims till 9 A. M.

The vast beach of Bhagirathy down Nabadwip town was completely flooded with thousands of pilgrims both ladies and gentlemen hailing from all the district of Bengal as well as from the neighbouring provinces of Assam, Behar, Orrissa and the like.

The procession started with the Vijoy-Vigraha of Sriman Mahaprabhu seated in a richly decorated palanquin carried by the Brahmacharies of Sri Chaitanya Math at the front accompanied by "Chamars", big fans, conch shells, bells etc. and followed in sucession by a batch of Brahmacharies singing Vedic Hymns, the President Acharyya of the Gaudiya Mission, the prominent members of the mission and thousands of pilgrims carring flags and festoons of variagated colours intervened at measured space by about two dozen Sankirtan parties with innumarable Mridangas, Karatals (symbals) and other musical instruments. Behind the procession were arranged hundreds of bullock-carts carrying the baggages of the pilgrims and their rations required during the remaining 5 days of their tour. The procession passed through the principal streets of Nabadwip town.

The procession was managed by a strong and disciplined batch of volunteers and escorted by over forty armed police in order to guard the pilgrims and their articles.

(মর্ম্মানুবাদ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

নবদ্বীপ, ১৩ই মার্চ্চ

গত ৭ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার যাত্রিগণ প্রতিবৎসরের ন্যায় এইবারও শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ করেন। এবং গত ১১ই তারিখে ভাগীরথী পার হইয়া প্রাতঃ নয় ঘটিকায় সময় সহর নবদ্বীপে উপস্থিত হন। এবার যাত্রীসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, খেওয়াঘাটস্থিত যাবতীয় নৌকা যাত্রিগণকে পার করিতে নিযুক্ত হইয়াও প্রাতঃ ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে যাত্রিগণকে পার করিতে সমর্থ হয় নাই।

নবদ্বীপ সহরের প্রান্তবর্ত্তী ভাগীরথীর বিস্তৃত চরভূমি পুরুষ ও মহিলা যাত্রী সমূহের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে এবং আসাম, বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে এই সকল যাত্রী সমাগত হইয়াছিল।

বহু মূল্যবান্ বস্ত্রাদি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত একখানি পাল্কিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া যাত্রিগণ পরিক্রমা আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ ঐ পাল্কি বহন করিতে থাকেন এবং চামরাদি দ্বারা শ্রীবিজয়-বিগ্রহকে ব্যজন ও বৃহৎ পাখাদ্বারা বাতাস ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি করিতে থাকেন। ব্রহ্মচারিবৃন্দ বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় মিশনের সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মিশনের সভামহোদয়গণ এবং সহস্র সহস্র যাত্রী নানাবর্ণের পতাকা, নিশান, মৃদঙ্গ ও করতালাদি সংকীর্ত্তনের বাদ্যযন্ত্রসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমায় যোগদান করেন। ঐ শোভাযাত্রাকে ২৪ দল সংকীর্ত্তনসঙ্ঘে বিভক্ত করা হয়। পরিক্রমার পশ্চাদ্ভাগে যাত্রিগণের খাদ্য ও বিছানা প্রভৃতি বহনকারী শত শত গো যান শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতেছিল।

নবদ্বীপ সহরের প্রধান প্রধান রাজপথগুলির মধ্য দিয়া পরিক্রমাসঙ্ঘ বিপুল উল্লাসে চলিতে থাকে।

উপযুক্ত শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণের পরিচালনাক্রমে এবং প্রায় ৪০ জন পুলিশ প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হইয়া উক্ত পরিক্রমা নির্বিঘ্নে নবদ্বীপ সহর অতিক্রম করে।

"যাঁ'দের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরম-পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয় তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ বিষ্ণু নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

বৈষ্ণব-নিন্দা

ভগবদ্ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবনিন্দা হইতে সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। কেননা, বৈষ্ণবনিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে
পতনানি ষট্॥

যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয় তাহার পক্ষে এই কয়টি গর্হিত আচার পতনের কারণ হয়। অধঃপতন অপরাধের ফল।

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা॥

বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিতে হইলে এই কয়েকটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

(১) কি করিলে বৈষ্ণবনিন্দা হয়? (২) নিন্দা কাহাকে বলে? (৩) সর্ব্বসদ্গুণ-সম্পন্ন বৈষ্ণবে নিন্দনীয় কার্য্যই বা কিরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে?

শ্রীনামতত্ত্ব-রত্নমালায় উক্ত তিনটি বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা দৃষ্ট হয়।

প্রাগ্ ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ ক্ষয়াবশিষ্ট এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্য
কদাচন॥
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধুনিন্দকোঽধমঃ॥

প্রথমতঃ ভক্তের ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বাচরিত দোষসমূহ, পূর্ব্বদোষের ক্ষয়াবশেষ এবং দৈবোৎপন্ন দোষ সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে সাধু-নিন্দক হইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত শ্লোকাবলীর 'সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু' ইত্যাদি বাক্যে নিন্দার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সদুদ্দেশ্য কাহাকে বলা যায়? তদুত্তরে শাস্ত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিদ্ব্যাপার মাত্রেই সৎ এবং চিদিতর সমস্তই অসৎ। এরূপস্থলে ভক্তে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ভক্তের দোষগুণাবলীর আলোচনা অথবা ভক্তাভক্ত নিরূপণ করিবার জন্য দোষগুণাবলীর যে আলোচনা তাহা ভক্তিলাভচেষ্টা হওয়ায় সৎ এবং নিন্দা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বস্তুর মহিমা-জ্ঞান না হইলে দৃঢ়শ্রদ্ধা হইবে কেন? মহিমাজ্ঞান চেষ্টাতে আলোচনাই একমাত্র অবলম্বনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে আলোচনা ও নিন্দার পার্থক্য যথাযথ বুঝা আবশ্যক। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আলোচনাকে নিন্দাশ্রেণীভুক্ত করিয়া আলোচনা ত্যাগ করিলে শুভ ফল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি বলা যায় যে, আলোচনা করিবার শক্তি কৈ? তদুত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামি রূপে শিখান আপনে॥

সুতরাং যিনি ভক্তিলাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টাপর তিনি অবশ্যই আলোচনা করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। চিত্তদৌর্ব্বল্যক্রমে কেহ কেহ আলোচনায় নিন্দার ভয় করেন, এরূপস্থলে জানিতে হইবে যে, তত্ত্বজ্ঞানাভাবই চিত্ত দৌর্ব্বল্যের জনক। যতই তত্ত্বালোচনা করা যাইবে ততই হৃদয়দৌর্ব্বল্য অপসারিত হইবে। মৌখিক কতকগুলি মিষ্টবাক্য স্তুতি হইতে পারে না। অন্তরনিষ্ঠ প্রীতিই—প্রীতি। স্বীয় বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিন্দা বা স্তুতি দুই-ই একরূপ। বৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী নহেন। একজন্য তাঁহারা কাহারও নিন্দা করেন না।

'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।'

নিন্দা ও সদুদ্দেশ্যে আলোচনা বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক্। কেননা, একটী বহির্ম্মুখ জীবের নৈমিত্তিক স্বভাবনিষ্ঠ, অপরটী ভক্তিলাভেচ্ছুগণের চিন্ময়ী চেষ্টা। সুতরাং সম্পূর্ণ পৃথক্।

তৃতীয়তঃ সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন বৈষ্ণবে দোষ দেখা যাইবে কিরূপে? বাস্তবিক কথা—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের
চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-
তিথিতে শ্রীব্যাস-
পূজাবাসরে

দীনের নিবেদন

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে
গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! আপনার আবির্ভাব-তিথি শ্রীগোবিন্দপঞ্চমী জয়যুক্ত হউন! জয়যুক্ত হউন!! মাদৃশ বদ্ধ বিষয়াসক্ত জীবকে কৃপা করিতেই তাঁহার আগমন। এই তিথির পবিত্রতার কথা শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে,—

ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে হেন পবিত্র।
সেই মত বৈষ্ণবের তিথির চরিত্র॥

শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-মূর্ত্তি, সাধু ও শাস্ত্র এই কথাই বলিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণশক্তি আর শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্। শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীগুরুদেবেও যাঁহার অচলা ভক্তি আছে, তিনিই শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যিনি ঐকান্তিকচিত্তে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। এই কৃষ্ণভক্তসঙ্গ দুর্ল্লভ। ইহা নিশ্চিত যে, যিনি যতটুকু ভজনলাভ করিতেছেন, তাঁহার অসৎচেষ্টাও ততটুকু খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। অসৎচেষ্টা ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই গর্হণীয়। ক্ষয়াবশিষ্ট এবং দৈবোৎপন্নদোষ ভক্তে দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে যাঁহার ঐরূপ দোষ আছে বা উৎপন্ন হয় তিনিও যেরূপ ঐ দোষাবলীকে ঘৃণা করেন অন্যান্য ভক্তগণও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবতারই আদর; দোষের আদর ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের মধ্যে কদাপি দেখা যাইবে না। ভক্তের হৃদয় 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' ভক্ত্যনুকূল বিষয় স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত এবং ভক্তিপ্রতিকূল ব্যাপার ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। যতটুকু ভজনবল, ততটুকু দোষ আপনা হইতেই দূর হয়। বাকীটুকু তিনি গর্হণ করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন। দৈবোৎপন্নই হউক আর ক্ষয়াবশিষ্ট হউক, বৈষ্ণবমাত্রই দোষকে সর্ব্বদা ঘৃণা করিবেন।

হে দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীল প্রভুপাদ! নিষ্কপটে আপনার শ্রীচরণযুগে ভৃত্য হইতে না পারিলে আপনার স্বরূপদর্শন করা যায় না। আপনাকে এজগতের কোন বস্তুবিশেষ মনে করা মহা অপরাধ। প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট কৃপাবঞ্চিত আমি আপনার শ্রীচরণে অপরাধী। নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপা করুন—ইহাই প্রার্থনা।

স্বয়ং ভগবান্ আপনার পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বা সেবক ভগবান্ বিচার করা মর্ত্ত্য জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপবাদ নহে। উহাই শুদ্ধা ভক্তি ও আত্মমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। আমি অন্ধ, আপনার স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অন্ধের দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিয়া আমাকে নিজ সেবায় অধিকার প্রদান করুন, ইহাই শ্রীচরণে নিবেদন।

হে পতিতের বন্ধু শ্রীগুরুদেব! আপনার মঙ্গলময় আবির্ভাব-তিথি চিৎজড়সমন্বয়বাদী, মায়াবাদী, এক-গুরুবাদী, নাস্তিক্যবাদী, অশ্রৌতপন্থী, প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় প্রভৃতির নিকট ভীষণ ভীতিপ্রদ,—কিন্তু শ্রৌত-পথাবলম্বী শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণের নিকট পরম আদরণীয় ও পরমপূজনীয়। এই তিথি জগতের নিত্য মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। মাদৃশ বদ্ধজীব সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইনি কৃপা করিয়া ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় সুযোগ দান করিয়াছেন। ভগবানই স্বয়ং গুরুরূপে এই মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন নিষ্কপটে তাঁহার সেবা করিতে পারিলে সত্য সত্যই শ্রীভগবানের সেবা হয়।

হে পরমকরুণাময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর! আপনি কৃষ্ণ-প্রিয়া শুদ্ধা সরস্বতী। আপনার কৃপাতেই ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। আপনার বিনা কৃপায় দীর্ঘকাল অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রাদি বিচার করিলেও কেহ ভগবন্মহিমা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনি মাদৃশ বদ্ধজীবকে অমায়ায় এইবার কৃপা করুন।

গুরুদেব! ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা॥

* * *

করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই॥

* * *

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
* * *
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাও'ব,
কৃপা করি ছোড়হ বিচার॥

হে মহাবদান্য-গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে এ অধম অযোগ্য সেবকের একমাত্র প্রার্থনা—যেন শ্রীব্যাস-পূজার পরমমঙ্গলপ্রদ তাৎপর্য্য বিস্মৃত না হই এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আপনার নিত্য সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত আপনার শ্রীচরণকমলে মাদৃশ অযোগ্যের আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

শ্রীচরণকৃপাভিক্ষু
শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

চৈতন্যলীলা

[১৬।৩।৩৮ তারিখের ইংরেজী অমৃত-বাজার পত্রিকা হইতে সংগৃহীত, প্রফেসার এন, কে সান্যাল এম-এ, লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ]

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরূপতঃ যাহা কার্য্যতঃ তাহাই হইবেন। প্রত্যেকের প্রকৃত স্বরূপ তাহার বাক্য ও কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হওয়া উচিত, কিন্তু এই পৃথিবীতে ইহা কখনো ঘটে না। শুদ্ধ পারমার্থিক ভূমিকায় ইহা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। সেই কারণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ সহজে জানিতে পারা যাইবে যদি আমরা শুদ্ধ পারমার্থিক ভূমিকায় অবস্থিত ভক্তগণের লিখিত তাঁহার বাক্যগুলি তাঁহারই জীবন-চরিত্রের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিতে থাকি।

শ্রীচৈতন্য বলেন না যে, তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; অধিকন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, তিনি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাসগণের দাসানুদাসগণের অনেক দীন কিঙ্কর। মহাপ্রভুর আচরণ সকল সময়েই তাঁহার বর্ণিত নিজ স্বরূপের অনুরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ, ইহা যাঁহারা বলিতে চাহেন তাঁহাদের অগ্রাহ্য করিতে হইবে না। তাঁহাদের এই বাক্যে তাঁহারা আমাদিগকে নিম্নলিখিত কথায় বিশ্বাস করাইতে চাহেন।

তাঁদের জিজ্ঞাস্য—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বরাট্ পুরুষ হন তবে শ্রীরাধিকা কি হইবেন? ফলতঃ দুইটী স্বরাটের অবস্থান সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা এইরূপ যুক্তি প্রদান করেন যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন বিষয় এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে একেশ্বরবাদের কোন বিঘ্ন না হয়। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব, তাঁহার শিক্ষা এবং তাঁহার আচরণের দ্বারা প্রোক্ত সন্দেহ নিরাস হইবে।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণা শক্তি। তিনি বিষয়বিগ্রহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ এবং শ্রীরাধিকা আশ্রয়-বিগ্রহ। বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার ঐরূপে পরিচয় দেওয়া হয়। উঁহারা উভয়েই বিষয় ও আশ্রয় ভেদে পরিপূর্ণতত্ত্ব।

ঐরূপ প্রস্তাবনা কি দ্বন্দ্বপূর্ণ নহে? শ্রীরামানুজাচার্য্য যিনি শক্তি উপাসনার তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে বুঝাইয়াছেন, তিনি ঐ প্রকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক কেবলাদ্বৈতবাদীদের প্রস্তাবমত নিরাকারত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বকে লক্ষ্য করিলে স্বরাটত্বের ধারণা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বাস্তবসত্য জগতে—যেখানে মানুষ নিশ্চিতভাবে কার্য্যাদি করিতেছে সেই জগৎ যে নিরাকার নির্বিশেষ কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত ইহা বাস্তবতার পক্ষপাতী কোন ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে যথাক্রমে বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরাটত্ব ও অসমোর্দ্ধত্ব তাঁহারই অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীরাধিকার মধ্য দিয়া কার্য্য-কর্ম্ম—ইহা স্বীকার করিলে একেশ্বরবাদের সার্থকতায় কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু তাঁহার শক্তির প্রকাশ, স্বরাট্ হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বা স্বরূপের প্রকাশ হইতে নিশ্চয় প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথক্। শ্রীচৈতন্যের আচরিত জীবনী হইতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষা দ্বারা এইরূপ সুদার্শনিক তত্ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বাস্তব বস্তু তাঁহারই স্বরূপশক্তি দ্বারা নিজেকে প্রকাশিত করেন। স্বয়ং শক্তিতে পরিণত না হইয়াও তিনি নিজেকে ঐরূপভাবে প্রকাশিত করিতে পারেন। তিনি নিত্যকালই ঐরূপ করিয়া থাকেন। যখন বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণ শক্তিরূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। বাস্তব বস্তু তাঁহারই শক্তিরূপে কার্য্য করিতে পারিবেন না কেন? আর যদি তিনি ঐরূপ কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার ধারণা হইবে কেন? তিনি যদি তাঁহারই শক্তিরূপে কার্য্য না করেন তাহা হইলে তিনি নিজের বাস্তবতা ও ব্যক্তিত্ব একই সময়ে বজায় রাখিয়া নিজকে কি প্রকারে পরিচিত করাইতে পারেন?

পাছে শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন প্রতীত হন, এই আশঙ্কায় শ্রীচৈতন্যের অনুগতাভিমানিগণ কখনো কখনো উঁহাদের মধ্যে পরস্পর লীলাগত পার্থক্য স্বীকার না করিয়া শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন বলিতে চাহেন। সেই হেতু ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের বাক্যে, ব্যাখ্যায় এবং ভজন-প্রণালীতে উক্ত প্রকার লীলাগত পার্থক্য বজায় রাখিতে চাহেন না।

বাস্তব বস্তু নিত্যকালই তাঁহার স্বরূপ তাঁহারই নিকট প্রকাশ করিতেছেন। বহির্দর্শনে ঐরূপ আপাতদ্বৈতত্ব একত্বের বিঘ্নকারক নয়। বাস্তববস্তুর প্রকাশকে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিবিধভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। বিষয়বিগ্রহ হচ্ছেন জ্ঞাতা। জ্ঞেয় হ'চ্ছেন আশ্রয়-বিগ্রহ এবং জ্ঞান জিনিষটি ঐ দুই বস্তুর মিলন-সূত্র। শ্রীগুরুদেবের কার্য্যই হচ্ছে ঐ মিলনসূত্রের কার্য্য। শ্রীগুরুদেবে বিষয় ও আশ্রয় ভাব অবস্থিত। এই তিনজনই বাস্তব বস্তু; ইহাই একত্বের অন্তর্গত ত্রিত্ব। কিন্তু এই তিনের ক্রিয়া পরস্পর পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ; শ্রীচৈতন্য বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহের সজ্জায় সজ্জিত। শ্রীবলদেব অথবা শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও শ্রীগুরুদেবের সজ্জা-গ্রহণকারী।

শ্রীগুরুদেব বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের ভৃত্যাভিমানী। বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়বিগ্রহ স্বয়ংরূপে শ্রীরাধিকা। বাস্তব বস্তুর একত্বের অন্তর্গত যে ত্রিত্ব, তাহাই শ্রীচৈতন্য; অর্থাৎ মিলন, প্রভুত্ব এবং বশ্যত্ব এই ত্রিত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে প্রকাশিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের সম্যক্ ধারণা হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির বাস্তব বস্তুতত্ত্বের পরিচয় হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব বাস্তব পুরুষের সুষ্ঠু মীমাংসাপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের লীলার সহিত তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্যক্ সামঞ্জস্য আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক শাসনে থাকিয়া অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যের পরিচয় অবগত হওয়া কিরূপে সম্ভব, তাহা আমরা জানিতে পারি। ইহাই শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

যদি কেহ শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইয়া তাঁহার সেবা না করেন তাহা হইলে তিনি কখনও শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ অবগত হইতে পারিবেন না; অর্থাৎ যিনি শ্রীচৈতন্যাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শাসনাধীনে থাকিবেন তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপতঃ যাহা তাহা অবগত হইতে পারিবেন এবং তিনিই উপরিউল্লিখিত বাস্তব ত্রিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ পণ্ডিত জগদানন্দ বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তদনুযায়ী আচরণকারী হইতে না পারিলে পরমার্থপথের উন্নতি আদৌ সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্যের অন্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীচৈতন্য) গুরুরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কারণ শ্রীগুরুরূপ ভিন্ন অন্যরূপে তাঁহাকে জানা অসম্ভব। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকাই একমাত্র বাস্তব পুরুষের সেবাতে সর্ব্বাগ্রণী; অতএব তিনিই শ্রীকৃষ্ণভজনশিক্ষায় সর্ব্ব-প্রধান শিক্ষক বা গুরু। শ্রীনিত্যানন্দ অথবা শ্রীবলদেব আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের লীলা-পুষ্টির সহায়ক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা দুই তত্ত্বই শ্রীগুরুদেবের উপাস্য। জীব সকল শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার আদর্শ ব্যক্তিত্বের দ্বারা ঐ ভজনশিক্ষাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বাস্তব পুরুষের ব্যক্তিত্বে উপরিউক্ত একত্বের ও ত্রিত্বের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। অপৌরুষেয় শাস্ত্রাদিতে এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত আছে। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রে স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ লক্ষিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ তিন তত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্যসমন্বিত অভিব্যক্তি প্রকাশিত আছে। রায় রামানন্দের দর্শনে দৃষ্ট বাস্তব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের তথ্যসমূহ কোন ব্যক্তিরই বোধগম্য হয় না। অপ্রাকৃত ভূমিকায় ব্যক্তিত্ব বাদ দিয়া কোন প্রকার সমন্বয় স্বীকৃত হয় না। সনাতনধর্ম্মের তথ্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সরল ব্যক্তিগণের সাধারণ অভিজ্ঞতায় যে সকল সন্দেহ ও অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা নিরাকরণ জন্য উপরিউক্ত মন্তব্য সকল লিখিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণ-কারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চিন্তাধারার সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ; ৪র্থ খণ্ড —৸০

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া' প্রকাশ'-গ্রন্থালয় আছে। রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণির পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োগ্য শ্রীপাদ সর্ব্বচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তি... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অন্বকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কাঁয়গর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভাক্তমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাঢ়িপাড়া (শ্রীনাগ চন্দের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং শুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনপা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং বাঙ্গালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমধ্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশাহী,

পোঃ হোডোদ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

:৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
খাসকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
খাসকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাউন, টাইপ	১০৷৴০
মরিশস ১০০০ নং	১০/০
শ্যামকোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫।০
গিনি	১২৲
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

নারায়ণগঞ্জ—	৪০৸০
সিরাজগঞ্জ—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
ঢাকার বন্দের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
সুপারকাইন ঐ	৬৲—৬৵
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
গমভাঙা	১৷৵০—১৸০
যব	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
মহানন্দা	৫৭৲
ভূবনেশ্বরী	৫০৲
মধ্যম	৪৫৲
পাড়াগাঁ	৬৬।০

তার	১৬৲
কাবুলে	৩৩৲
মাস্তা গাঁওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩।৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
শীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, বোল্টু, নরাজে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৮।০
স্ক্রু ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের কালমণ ৫৵০, পাটের কালমণ	৬।০
তুলার কালমণ ৪।০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আমেদ গোলার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আমেদ করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ্ধ কাইন	৪৩৲
চাবার্ণ কাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
আটা সুপারী	৭।০
খুচি খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-(:০:)——

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(:০:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্ত বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:*:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	৯	
সিকিকলম ৫৲	৪.	৪৲	৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অদ্বিতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, শনিবার [২৩শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

———(•(:•:)•)———

যুক্তপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের চেষ্টা

প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের পরিচালনকার্য্য সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য শীঘ্রই যুক্তপ্রদেশ সরকার একটা তদন্ত কমিটী গঠন করিবেন। এই কমিটী তদন্ত করিয়া কি সংস্কার করিবার জন্য প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধেও সুপারিশ করিবেন। কমিটী ইউনিটারী এবং রেসিডেন্সীয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং এই দুই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিস্তার, গবেষণাকার্য্যে উৎসাহদান এবং ছাত্রদের চরিত্র গঠনে অধিক কার্য্য করিয়াছেন, তাহাও দেখিবেন। সরকারী সাহায্য-ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটা প্রাদেশিক বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও ক্ষমতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জন-সাধারণের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করাও তদন্ত কমিটীর কার্য্য হইবে।

———

জব্বলপুরের নিকটে রেল দুর্ঘটনা

গত ১৯শে মার্চ্চ রাত্রি আন্দাজ ১০টার সময় জব্বলপুর হইতে ৮০ মাইল দূরে জুকেহি ও আমদারা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক রেলসংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে তিনজন নিহত এবং ১৯ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৯৮নং আপ এলাহাবাদ বোম্বে এক্সপ্রেস ট্রেনখানি আসিয়া মালগাড়ীর উপর পড়ে। সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই এক্সপ্রেসের ফায়ারম্যান তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ড্রাইভার নরোত্তমকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হয়। সে গুরুতর-রূপে আহত হইয়াছিল। তাহার পা কাটিয়া ফেলিবার সময় সে মারা যায়। আহত যাত্রীদিগকে জব্বলপুরে লইয়া আসিবার জন্য জব্বলপুর হইতে রিলিফ ট্রেণ পাঠান হয়।

রেলপথ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া কলিকাতা বোম্বাইয়ের ট্রেণগুলি ঝাঁসি ও মাণিকপুর দিয়া চলাচল করিতেছিল। এলাহাবাদপ্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি পরদিবস বিলম্বে পৌঁছিয়াছিল।

———

গভর্ণরের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪।৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত গান্ধীজী বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের সহিত রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আলোচনার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই; তবে যতদূর মনে হয়, আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই এবং সেইজন্য গান্ধীজী পুনরায় লর্ড ব্রাবোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

———

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়

শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার পত্নী মিসেস্ এলেন রায় মঙ্গলবার প্রাতে বি, এন, আর, বোম্বাই মেল যোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহার বহু বন্ধু বান্ধব উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত রায়কে সম্বর্দ্ধিত করেন।

———

তিনজন বিচারক গ্রেপ্তার

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ জাফা, হাইফা এবং সফেদের তিনজন মুসলমান জজকে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে আক্রের বন্দিনিবাসে রাখা হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার মিঃ আমিন বেস্তামিনিকে বরখাস্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে সদস্য হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

———

ওয়ার্দ্ধা জেলা সম্মেলন

আগামী ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ওয়ার্দ্ধা তহশীল খাদি সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে শ্রীযুত শঙ্কররাও তাহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। আগামী ১৬ই এপ্রিল ওয়ার্দ্ধা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

গান্ধীজী সেবাসঙ্ঘ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কাকা কালেলকার, শ্রীযুত মগনলাল গান্ধী এবং শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী গত ২২শে মার্চ্চ দেলাং যাত্রা করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

গত সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উত্থাপিত বেতন কর্ত্তনের প্রস্তাবটি ফাইন্যান্স কমিটিতে বিবেচনার্থ দেওয়ার জন্য সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী যে সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, মঙ্গলবার কর্পোরেশনে সেই সংশোধন প্রস্তাব ২৫-১৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। একজন ভোট দেন নাই। ইউরোপীয়ান সদস্যগণ অধিকাংশ মনোনীত ও মুসলমান সদস্য এবং কতিপয় কংগ্রেসী সদস্য সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করেন, এদিকে অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য ও কতিপয় মনোনীত ও মুসলমান সদস্য উহার বিরুদ্ধে ভোট দেন।

নারায়ণগঞ্জে ঝটিকার তাণ্ডব

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও নারায়ণ-গঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শনিবার ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রবিবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রবিবার আর এক জন মারা গিয়াছে। মোট মৃত্যু সংখ্যা ২৬ হইল। সোমবার আর নয়জনকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। হাসপাতালে কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

———

মেদিনীপুর জেলায় শিলাবৃষ্টি

গত ১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে মেদিনীপুর জেলার কতকাংশে প্রবল শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক একটি শিলার ওজন আধ-পোয়া তিন ছটাক পর্য্যন্ত ছিল। শিলা-বৃষ্টির ফলে ফসলের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ডেবরা থানার অন্তর্গত রাধামোহনপুর ষ্টেশনের নিকট একটি গরু শিলাবৃষ্টির সময় মাঠ হইতে না আসিতে পারায় মারা গিয়াছে।

গত ১৫ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে বজ্রপাত সহ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ডেবরা থানার অন্তর্গত সুন্দরপুর গ্রামের এক বৃদ্ধা বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

নব বধূর সাহসিকতা

প্রকাশ এ, মানিয়াচঙ্গের শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র-চন্দ্র বিশ্বাস বিবাহের পরে পত্নীসহ নৌকা-যোগে সুনামগঞ্জ হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের নৌকাখানি আজমিরীগঞ্জের নিকটে এক নদীতে ডুবিয়া যায়। বালিকা বধূটি হঠাৎ মেটেই ভীত না হইয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং প্রবল বাধা সত্ত্বেও সাঁতার দিয়া স্বামীসহ তীরে পৌঁছায়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ২০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ— ৯৲
২। অখণ্ড বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড), ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ | ১০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৬শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, শনিবার } ২৩তম সংখ্যা

র-জন্মোৎসব

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৬ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বদান্য-শিরোমণি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়ন্তী-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ শ্রীআচার্য্য-গুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনার পর মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সমস্ত দিবস ব্যাপী নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা, বিচিত্র বর্ণের বহু বিজলী বাতি এবং নানা রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা শ্রীমন্দিরের দৃশ্যটী অতিশয় মনোরম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার আভরণ ও মূল্যবান্ বস্ত্রের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদবৈকুণ্ঠনন্দ-জীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার রচনা করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকা হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ শ্রীমঠে আগমন করিতে থাকেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তালিকানুযায়ী ৭টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতার স্তোত্র ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চন ও ভোগরাগ হইতে থাকে। এই সময়ে হলঘরে সমাগত সজ্জন-সভায় শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার, ভক্তিশাস্ত্রীজী ক্রমান্বয়ে ইংরাজী, গুজরাটি এবং হিন্দি ভাষায় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা শিক্ষা এবং তাঁহার মহাবদান্যতা ও অমন্দোদয়দয়ার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রোতাগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের গুণগাথা শ্রবণ করিয়া নিজাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। সভায় বাঙ্গালী গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয়, মালাবারী ও পার্শি প্রভৃতি শতাধিক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ৯॥০ টার সময় সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেওয়া হইল।

মিঃ এচ্, শঙ্কর রাও, (রিটায়ার্ড ডেপুটী কণ্ট্রোলার অব কারেন্সি), মিঃ ডি সঞ্জীব রাও মেসার্স ম্যাকমিলন্ এণ্ড কোং। মিঃ গোবর্দ্ধনদাস ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার, সলিসিটর (সপরিবার); মিঃ শঙ্করলাল এম, বি-বি, এস্ (সপরিবার): মিঃ ছোটলাল জয়কিসনদাস মিস্ত্রি (এ্যাডভোকেট); রণছোড়দাস নারায়ণ-দাস (সলিসিটর); শেঠ ছোটলাল রান্তিকরণদাস (মার্চেণ্ট): মিঃ এম, কে, অধিকারী (রিটায়ার্ড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার, বম্বে হাইকোর্ট); মিঃ এন, বি, ভগৎ (ইঞ্জিনিয়ার), মিঃ ভগবানদাস রামদাস; মিঃ শান্তিলাল মালাড সলিসিটর; (সপরিবার); সপরিবার মিঃ আর কে, প্রভু (এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডিটর বম্বে ক্রনিকেল): মিঃ বি, এন ব্যানার্জ্জি (ইঞ্জিনিয়ার); মিঃ হিরালাল দাস জুয়েলার, (সপরিবারে) মিঃ বিশ্বাস (ব্যাঙ্কার); মিঃ যমুনাদাস, এম রাজপুত জে, পিঃ; মিঃ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এ, ম, ই, এস; মিঃ ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী (গভর্ণমেণ্ট অবজারভেটরী); মিঃ হীরাজলাল জয়কিষণদাস মিস্ত্রী বোকার, (সপরিবারে); সপরিবার শেঠ ঝভেরলাল ছগনলাল (শেয়ার বোকার); মিঃ ডি, এস দালাল (সপরিবার); মিঃ দিনয় লাল পাণ্ডে; মিঃ নবকুমার সিংহ (নৃত্যকলা বিশারদ), মিঃ জে, জি প্যাটেল (মার্চেণ্ট); শেঠ কালিদাস লক্ষ্মীদাস ব্যাস (সপরিবারে); শেঠ করণদাস জিভনভাই মিস্ত্রি; মিঃ কে, রামুনিয়া (মেসার্স স্পেন্সার এণ্ড কোং); মিঃ কে, বি নাইর; মিঃ শ্রীধর পানিকার (রেডিও ইঞ্জিনিয়ার); মিঃ হিমাংশুবিমল চক্রবর্ত্তী; মিঃ আর জি, নাদকারনি; মিসেস্ মিত্র; মিঃ প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস প্রভৃতি।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রায় দুই শত দরিদ্রকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় এবং মঠস্থ সকল ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

গত ১৬ই মার্চ্চ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-তিথিপূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজের মধুর আলাপে ও যথোচিত ব্যবহারে সমাগত আগন্তুকগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক-মহারাজ মুরাদাবাদের বিভিন্নস্থানে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ১১ই মার্চ্চ ব্রহ্মচারি-গণ সহ শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব সমাপ্ত করিয়া স্বামীজীর আমরোহা প্রচারার্থ গমন করিবার কথা।

আদর্শ সেবা

শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার সিংহ (মণিপুরী নৃত্যকলাবিশারদ) মহাশয় প্রত্যহই শ্রীবম্বে গৌড়ীয়মঠে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য আগমন করিতেছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজারোপযোগী সেবার আনুকূল্য বিধান ও মঠের বিবিধ সেবা করিয়া মঠসেবকগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার ঐ প্রকার সেবাপ্রবৃত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় দিন দিন বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

"যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিষ্ণু অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

অমায়া

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনেক স্থলে আমরা "অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য সত্যের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। কোন চিকিৎসক যদি কোন আময় নিবারণকল্পে বিষাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাতসুখহানিকর পারশেষে সংকলপ্রসূ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু নিজ অনভিজ্ঞতা ও নিজের শুভঙ্কর-বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতসুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়াদ্বারা আপাতসুখসঞ্চয় লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া স্বস্বার্থহানিকর জীব ক্রমে ক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অজ্ঞ সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতিপ্রচারক, সকলেরই মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়াম স্তুত না করেন। মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিত্যানুভূতিকে মায়াবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদপদ্মসেবারত মহীয়ান্ ভাগবতের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,— 'জীব তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত অর্থাৎ সহৃদয় দৈন্যসহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পরদুঃখকাতর, সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, কপট-দৈন্যময় বুদ্ধি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত সহাজিয়া করিয়া না ফেলে। তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ববোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হও। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা। যাহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়াকর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অস্মিকার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান করেন। আবার প্রকারান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানাইয়াছেন, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-বিমুখ জনকে অসুর সংজ্ঞা দিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কোমলশ্রদ্ধকে ভাগবত বলিয়া না বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধ ভক্তের পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কণ্টক না যত্ন করিয়া অন্তরালে দেখাইয়াছেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের এই সকল আচরণ কি শুদ্ধভক্তির বিরোধী? বাস্তবিক তাহা নহে। যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্যই বৈষ্ণবসাহিত্যে "অমায়া" শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রকটবাসরে
দীনের নিবেদন

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

প্রাপঞ্চিক কালগণনায় চতুঃষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে যে আতমত্তা ভুবনমঙ্গল আচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে, মায়াবাদের কবল হইতে, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের নির্জ্জন ভজনের ছলনাময়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার হাত হইতে রক্ষা করত শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাগবতী বাণী অকাতরে ও অমায়ায় দান করিয়া গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌর কামের সেবা-বৈশিষ্ট্য জগতে প্রচার করিবার জন্য কুৎসিৎ ফল্গুবৈরাগ্যের হেয়তা প্রতিপন্ন করিয়া জগতে প্রত্যেক বস্তুদ্বারাই যে কৃষ্ণসেবা হয়, মানবের কায়মনোবাক্যে, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে, আহারে বিহারে হরিদাস্যের অনুসন্ধান দ্বারাই যে নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় তাহা বুঝাইয়া যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে যে তিথিকে ধন্য করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আজ সেই শুভ গোবিন্দপঞ্চমী-তিথি উপস্থিত।

কিন্তু হায়, হায়! আজ সেই পতিতপাবন গৌরকরুণাশক্তি আমাদের কোন্ অজ্ঞাত অপরাধসূত্রে চক্ষুর অগোচরীভূত হইলেন, তাহা জানি না। আমরা কর্ম্মফলবাধ্য জীব; মায়াদেবী আমাদিগকে আমাদের কৃষ্ণবিমুখতা হেতু জোর করিয়া নানা যোনিতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের জন্মলীলা এই প্রকার নয়। তাঁহারা স্ব-প্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় এ জগতে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হন। তাঁহারা কোনও কালে এবং কোনও কুলে সেই কাল ও কুলকে পবিত্র করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হন বলিয়া সেই কাল বা কুল তাঁহাদিগের আবির্ভাবের কারণ নয়। যেমন পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জনক নহে, সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবগণেরও জন্মাদি নাই! তাঁহারা অজ, নিত্য, শাশ্বত হইয়াও কৃপাপূর্ব্বক জীবমঙ্গলার্থ জন্মলীলা প্রকট করেন।

স্ব-প্রকাশ সূর্য্যকে যেমন সামান্য মেঘরাশি ঢাকিতে পারে না, আমাদের দৃষ্টির খর্ব্বতা নিবন্ধনই তাঁহার অনস্তিত্ব বোধ হয়, সেইরূপ নিত্যপ্রকাশমান শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাময় শক্তি কখনও জগৎ হইতে অপ্রকট হন না। সাধুগণ—তাঁহার নিত্য-সঙ্গিগণ তাঁহাদের চিন্ময় চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণই দর্শন করেন। মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে প্রকটিত হইয়া বিপ্রলম্ভভজনই যে ভজনের বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা তাহা জগৎকে জানাইয়াছিলেন। সেই শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীবিগ্রহ শ্রীগৌরশক্তিও আমাদের উপর অধিক কৃপা বিতরণ করিবার মানসে যাহাতে তাঁহার বিপ্রলম্ভে আমরা তাঁহার করুণা অধিকতরভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তজ্জন্যই জগতে তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই করুণাময়ের প্রকটাপ্রকট সকল লীলার সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য, সুতরাং সেবাভিলাষী আমাদিগকে গুরুসেবাপ্রদাতা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রভুসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার সার্থকতা হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে আবির্ভূত হইয়া পরা ভক্তিযোগ পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়রসময় ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তি অর্থাৎ যে শক্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর উপরি-উক্ত ভক্তিরস জগতে দান করিয়াছিলেন, আজ সেই করুণাময় গৌরশক্তি মদীয় শ্রীগুরুদেব পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-পূজা-বাসর।

জগতে রাজা, মহারাজা বা কর্ম্মবীরগণের Diamond Jubilee, Golden Jubilee, Silver Jubilee প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে, এই উৎসব তাহার সমান নহে। পণ্ডিতগণ, সাধুগণ এই তিথিকে 'সুমেধা তিথি' বলিয়া থাকেন।

"সেই ত সুমেধা আর কালহত জন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

বৃহৎ কৃপা দিলা কেন, কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

সাধুজনগণ এই বিচার অনুসরণ করিয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ অনুক্ষণ শ্রৌত ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া এই তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন। এই তিথি-পূজাকে শ্রীব্যাস-পূজাও বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় এই শ্রীব্যাসপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেব এই তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আশ্রিত জনগণ আমরা সকলে এই তিথিতেই শ্রীব্যাসপূজা করিয়া থাকি। এই শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা আমাদের নিত্য কৃত্য।

শ্রীভগবান্ একদিন তাঁহার নিজতত্ত্ব ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মা সেই তত্ত্ব তাঁহার শিষ্য নারদকে জানিয়েছিলেন। নারদ তাঁহার শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকে বলেন। এই প্রকারে ভাগবত-পরম্পরায় শ্রীভগবত্তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হয়। আবার যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন তাহা দূর করিবার জন্য তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন। কালক্রমে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হইয়া জগৎকে তাঁহার তত্ত্ব জানিয়েছিলেন। তাঁহার পর ষড়্ গোস্বামী, তাহার পর ঠাকুর শ্রীনরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যগণ, তৎপরে শ্রৌত-পরম্পরায় শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ও তৎপরে শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। সেই আম্নায়বাণী যাঁহারা জগতে বহন করিয়া আনয়ন করেন তাঁহারা আচার্য্য, তাঁহারা জন্মমরণশীল মানুষ নহেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয়। স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥'

হে পরমারাধ্যতম অন্তর্যামি প্রভো! আপনার এই প্রকট-তিথিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সুযোগ্য নিষ্কপট একান্ত সেবকগণ কত অসংখ্য উৎকৃষ্ট উপায়ন দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবার জন্য আপনার পদাম্বুজকে ভূষিত। আমি সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য, সর্ব্বাধম, অধিকন্তু মহা কপটী। এই গন্ধহীন পুষ্প লইয়া আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মের আরতির অভিলাষ বামনের চন্দ্রস্পর্শের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে, সন্দেহ নাই। তবে আপনি পতিত-পাবন, অযোগ্য সন্তানের প্রতি আপনার অমন্দোদয়-দয়া অধিক, অহৈতুকী কৃপা দ্বারা অযোগ্যকে যোগ্য করাই আপনার স্বভাব, একমাত্র এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই আপনার অশোক-অভয়ামৃতপ্রদ চরণে অন্তরের আর্ত্তিপূর্ণ কয়েকটী পুষ্প অর্পণ করিতে সাহস করিতেছি।

হে পতিতপাবন প্রভো! আপনি স্বপ্রকাশবস্তু। প্রাকৃত হাত দিয়া, প্রাকৃত ফুল-চন্দন দিয়া আরোহপন্থায় নিজ শক্তি, নিজ বুদ্ধি দ্বারা আপনার সেবা করা যায় না। আমার যেন আরোহপন্থায় আপনার সেবা করার দুর্ব্বুদ্ধি কোন দিন উপস্থিত না হয়। আপনি আজ মাদৃশ বদ্ধজীবের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। আপনার হৃদয়ের ধন—আপনারই অভিন্নবিগ্রহ—পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু আজ আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাই আজ আপনার নিষ্কপট সেবকগণ আপনার 'বাসুদেবানন্তদাসে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।' এই আদেশ অনুসারে তাঁহারই আনুগত্যে আপনার সেবা করিতে ও আপনার মনোহভীষ্ট পূরণ করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবিশিষ্ট হইয়াছেন।

হে অদোষদর্শি করুণাময় প্রভো! আপনার প্রকটকালেও আপনার আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আর যেন আমার বহির্ম্মুখ বৃত্তি আমাকে কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে না ফেলে। জগতে আপনার শিক্ষা তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি মানদ স্বভাব যেন নিজ জীবনে পালন করিয়া আপনার অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-আচার্য্যদেবের আনুগত্যে থাকিয়া নিষ্কপটে তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারি—তাঁহার সেবামুখে, তাঁহার প্রীতিবিধানমুখে আপনার প্রীতিবিধান করিতে পারি, ইহাই আপনার অশোক-অভয় অমৃতপ্রদ শ্রীচরণে এ অধম, অযোগ্য দাসানুদাসাভাসের একমাত্র প্রার্থনা।

হে অভিন্ন গুরুপাদপদ্ম পরমদয়াল আচার্য্যদেব! আপনি অযাচিতভাবে আমাকে আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু আমি নিতান্ত অযোগ্য, মায়াদেবী আমাকে ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করিতেছে। ষড়্রিপু আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে অসৎ বিষয়ে প্রধাবিত করাইতেছে। এমন ভাষা আমার নাই যাহা দ্বারা আমার হৃদয়ের সকল দোষগুলি আপনার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করি। আপনি অন্তর্য্যামী, আমার হৃদয়ের ভাব সকলই জানেন। আমার এমন কোন যোগ্যতা নাই যাহা দ্বারা আপনার শ্রীচরণ-সেবা করিতে পারি।

হে আচার্য্যবর! আপনার অনন্ত মহিমা। সর্ব্বদা অসৎপথ বর্জ্জন করিয়া বাস্তববস্তু কৃষ্ণের অনুসন্ধান করাই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা আপনার অনুগতজনের একটী বৈশিষ্ট্য। সৎ ও অসতে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবে সাম্যবুদ্ধি করিয়া সব সমান করিয়া চালাইবার আর উপায় নাই। আপনি পতিতকে উদ্ধার হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সকে কখনও শুদ্ধহরি-কীর্ত্তনানন্দন নাট্য-মন্দিরে নৃত্য করিবার অবকাশ দেন না। যাহারা আপনার শাসনদণ্ডকে অপার দয়া না বুঝিয়া হিংসা জ্ঞান করিয়াছে, কিংবা যাহারা নিজের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ লুকাইয়া রাখিয়া জগতে নিজকে সাধু বলিয়া জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহারাই আপনার অহৈতুকী দয়া উপলব্ধি না করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। আমি যেন নিষ্কপটে আপনার শাসন-দণ্ডকে পরমার্থ লাভের একমাত্র সম্বল জানিয়া আপনার সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সমিধসংগ্রহে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতে পারি, আপনার অভয় পাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা। হে প্রভো! আপনি পতিত-পাবন, কৃপাপূর্ব্বক আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা হউক। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু কি জয়! জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়!!

কৃপাভিক্ষু
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

দীনের অর্ঘ্য

(১)
জয় জয় প্রভুপাদ পতিতপাবন।
জয় জয় গুরুদেব অনাথতারণ॥
জয় জয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
পতিতজনের বন্ধু অগতির গতি॥

(২)
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত কেহ নাহি ভবে আর॥
তাই তব কৃপাকণা পাইব বলিয়া।
আপন কাহিনী বলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

(৩)
অনাদি করম ফলে পড়িয়া সংসারে।
পাইনু অশেষ দুঃখ ভব-কারাগারে॥
কি জানি কি ভাগ্যফলে তব শ্রীচরণে।
শরণ লইনু তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণে॥

(৪)
কে আমি, কি সম্বন্ধ এ সংসারে মম।
না জানি কিসের তরে মনুষ্যজনম॥
এ ভব-সংসারে মোর কিবা প্রয়োজন।
কেন বা ত্রিতাপে মোরে জারে অনুক্ষণ॥

(৫)
জনম-মরণ জরা সর্ব্বদা আমারে।
দিতেছে অশেষ দুঃখ বহুজন্ম ধ'রে॥
কেমনে বা হ'ব আমি এ দুঃখের পার।
কিরূপে সকল জীবে পাইবে উদ্ধার॥

(৬)
কোথা বা স্বদেশ মম নিত্য নিকেতন।
কারে বা আপন বলি, কেবা নিজ জন॥
শান্তি চাই, দুঃখ পাই কেন এ সংসারে।
চিরশান্তি কভু কেহ লভিবে কি পারে?

(৭)
এ অনিত্য দেহে কিবা কর্ত্তব্য আমার।
নিবেদন কৈনু যবে চরণে তোমার॥
তবে প্রভু কৃপা করি' কহিলা আমারে।
ওহে দীন জন, শুন বলি যে তোমারে॥

(৮)
ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির ছাড়ি' অভিমানে।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সাধুগুরুর চরণে॥
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবা বৃত্তি কর।
তর্কপন্থা ত্যাগ করি শ্রৌতপথ ধর॥

(৯)
মানব জনম জীবের অত্যন্ত দুর্ল্লভ।
বহু ভাগ্যে তাহা তব হইয়াছে লাভ॥
কিন্তু এই দেহ হয় অত্যন্ত নশ্বর।
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই ভেবে দেখ সার॥

(১০)
এহেন দুর্ল্লভ জন্ম লাভ যেই নর।
গুরু-কৃষ্ণে নাহি সেবে হইয়া তৎপর॥
তার সম ভাগ্যহীন নাহি ধরাতলে।
আত্মঘাতী সেই জন পুরাণেতে বলে॥

(১১)
স্বরূপে সকল জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।
গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্য সবার নিবাস॥
কৃষ্ণ-সেবা ছাড়ি' যেই ভোগবাঞ্ছা করে।
মায়াজালে বদ্ধ হয় ভবকারাগারে॥

(১২)
পাপপুণ্যফলে ভবে সেই জীবগণ।
উচ্চ নীচ যোনি সদা করয়ে ভ্রমণ॥
কভু স্বর্গে উঠে, কভু পড়য়ে নরকে।
এইরূপে বহুজন্ম যায় দুঃখ-শোকে॥

(১৩)
দৈবে যদি কোন জীব সাধুসঙ্গ পায়।
মায়া-দাস্য ছাড়ি' তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
তবে সে জানিতে পারে আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণসেবা ছাড়ি' মোর হৈল সর্ব্বনাশ॥

(১৪)
তব উপদেশামৃত করিয়া শ্রবণ।
ইচ্ছা কৈনু ভজিবারে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
কিন্তু প্রভো! কি বলিব দুর্দ্দৈব আমার।
রতি মতি না হইল চরণে তোমার॥

(১৫)
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা জাগিছে অন্তরে।
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা চিত্তে সদা বাস করে॥
শত শত অপরাধ করি নিরন্তর।
কেমনে বা সুকল্যাণ হইবে আমার॥

(১৬)
একমাত্র আশা প্রভু চরণে তোমার।
আশ্রিত জনের তুমি কৃপা-পারাবার॥
কর্ম্ম জ্ঞান নাহি মোর নাহি ভক্তিবল।
অহৈতুকী কৃপা তব আমার সম্বল॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজিপ্রচারকল্পে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তমদন ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌরভ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ঠ পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া) ইহা গৌরকৃষ্ণ [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅভিন্নগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিত্রবল্লভ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্ররূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীলাস ভদ্রদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসদন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাসগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনরহরি ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ওয়েষ্ট রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনরমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ ভেডোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসদ্ভাব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাই, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০৫নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

[illegible] আলোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible]

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেতুণ	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০॥০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুণ	৩৶০

চিনির দর

ফাইন, টাইপ	১০৷৶০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
	৯।০
কাশীপুর সাদা	
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪০৸০
ভাদ্রর—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের সদর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬। —৬।৶০
ক্লাবকাউন ঐ	৬৲—৬৶০
লাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২৸৶০
পালাও	১৸৶০—১৸০
	১৸৶০—১।৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
কলিকাতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
	৪৫৲
খাইবার	৩৬।০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১.৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।

২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১॥৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩॥৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৶০
শীস	১৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, বোল্টু, পয়াবে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭।০
জন্য	৬৸০—৮।০

স্থঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩॥০

5টকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪।০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের গোলার কাইন	৫৪৲
সিটি ল আখের করকচ	৪০৲
করাচি পুরলিয় কাইন	৪৩৲
চাবার্ণ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাবনা সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

——(:॰:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::॰::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(:॰:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনবত্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪।		২৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

" কৃষ্ণ চৈতন্য "

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি ... প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে সমাহৃত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'-মায়াপুর

REG NO C 11

শ্রীরূপানুগবর্ষপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, সোমবার [২৪শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

কলিকাতা হইতে সদলবলে গান্ধীজীর দেলাং যাত্রা

গান্ধীজী বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮।৪৪ মিনিটের সময় পুরী এক্সপ্রেসযোগে সদলবলে দেলাং যাত্রা করিয়াছেন। গান্ধী-সেবাসঙ্ঘ সঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদান করিয়া তিনি সম্ভবতঃ ১লা এপ্রিল পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন।

গান্ধীজীর সহিত একই ট্রেণে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য্য কৃপালনী ও মণিবেন প্যাটেল দেলাং যাত্রা করিয়াছেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বৃহস্পতিবার সকালে পাটনা এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতায় আসেন এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও তাঁহার কন্যা মণিবেন প্যাটেল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তুফান মেলযোগে কলিকাতায় আসেন।

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু, ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু, ও প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ খৈতান, শ্রীযুত বসন্তলাল মুরারকা, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

নাৎসী বিরোধী ষড়যন্ত্র

জার্ম্মাণীর গোয়েন্দা পুলিশ এতদিনে জার্ম্মাণ ফ্রিডম পার্টির উদ্যোক্তাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। কয়েক মাস যাবৎ তাহারা চেষ্টা করিতেছিল। নাৎসী কর্ত্তৃত্বের অবসান করিবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া আজ রহস্যজনকভাবে পুস্তিকা বিতরিত হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে বেতারে অনুরূপ আবেদনও প্রচারিত হইতেছিল। ইহার পরই পুলিশ এই প্রচারকার্য্যের মূলসূত্র আবিষ্কারে যত্নবান হয়।

প্রকাশ যে, মোট ৪৬জন নরনারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুইজন পত্রিকা-সম্পাদক, জার্ম্মাণ রাইখষ্ট্যাগের একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য, গবর্ণমেণ্টের অধীন কয়েকজন বে-সামরিক কর্ম্মচারী প্রমুখ সকল শ্রেণীর লোকই আছেন।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে কুখ্যাত "পিপলস কোর্টে" ইহাদের বিচার হইবে।

নাৎসী কর্ম্মচারীর অশিষ্ট ব্যবহার

বৃটিশ দৌত্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ অষ্ট্রীয়ার বৃটীশ অধিবাসীদিগকে ব্যবসা কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি তাহাদের উপস্থিতি সেখানে প্রয়োজন না হয় তবে কিছুদিনের জন্য তাহাদিগকে অষ্ট্রীয়া ছাড়িয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে, কয়েকজন ভ্রমণকারী অষ্ট্রীয়ায় নাৎসী রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে অভদ্রোচিত ব্যবহার পাইয়াছেন। যদিও অষ্ট্রীয়ার অবস্থা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, তথাপি লণ্ডনে যাহারা অষ্ট্রীয়া ভ্রমণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছেন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে অন্যত্র ছুটী উপভোগ করার জন্য উপদেশ দিতেছেন।

শুল্ক বিভাগের আয় মোট ৫৫॥ কোটি টাকা

ভারতের শুল্কবিভাগের ১৯৩৬—৩৭ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্যবর্ষে এক কোটির কিছু কম টাকা খরচ করিয়া একমাত্র বাণিজ্য শুল্ক বাবদই মোট ৫০.০ কোটি টাকা আয় হইয়াছে।

আমদানী সম্বন্ধে বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপে শিল্পোন্নতির দিকে নজর দেওয়ায় এবং অস্ত্রবল বৃদ্ধি করায় আলোচ্যবর্ষে ভারতে তাম্র, লৌহ, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুগুলির আমদানী কম হইয়াছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতের শর্করা শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়ায়—বিদেশী চিনি দিন দিন বাজার হইতে লোপ পাইতেছে। সংরক্ষণ শুল্কের দরুণ বিদেশী কার্পাসবস্ত্র এবং রেশমী দ্রব্যের আমদানীও কমিয়া গিয়াছে।

চিনিতে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং কার্পাসজাত দ্রব্য ও রেশমী দ্রব্যে ১ কোটি ২লক্ষ টাকা যেমন একদিকে হ্রাস পাইয়াছে, তেমনই অপর দিকে রূপা, মুদ্রা, সীট প্লেট ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য এবং পেট্রল, কৃত্রিম রেশমী দ্রব্য, তামাক ও সুপারী আমদানী হইতে শুল্ক যথেষ্ট বেশী পাওয়ায় ১৯৩৫-৩৬ সালে শুল্ক-বিভাগের মোট আয়ে যে পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল, আলোচ্যবর্ষে সেই হ্রাসের পরিমাণ কমিয়া মাত্র ৫২ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলা, রূপা ও টিন ছাড়া অন্যান্য ধাতুদ্রব্য, ভাঙ্গা চাউল এবং সুতায় শুল্ক কম মিলিয়াছে। হীরকে শুল্ক বেশী পাওয়া গিয়াছে। একমাত্র বোম্বাই বন্দরেই ১৯৩৫-৩৬ সালে হীরকে শুল্ক পাওয়া গিয়াছিল ৩লক্ষ ৯০হাজার টাকা, আর সেখানে ১৯৩৬-৩৭ সালে পাওয়া গিয়াছে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। দেখা যায়, শুল্কের হার হ্রাস করায় আমদানী বাড়িয়াছে এবং বে-আইনী আমদানী অনেক কমিয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে পাটের রপ্তানী বাড়িয়াছে; কাজেই পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় পাটে ৫৫ লক্ষ টাকা অধিক শুল্ক পাওয়া গিয়াছে। পাটশুল্কে মোট মিলিয়াছে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত উৎপাদন শুল্ক বাবদ আলোচ্যবর্ষে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় দেড় কোটী টাকা অধিক অর্থাৎ মোট ১৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ঐ পেট্রল হইতে মোট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং কেরোসিন হইতে ৩ কোটি টাকা শুল্ক পাওয়া গিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের উপর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রভাব মুক্ত করিবার জন্য এবং বিশস্ত মুসলমানদিগকে সাধারণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্ট আমীন বেগ নাস এবং কয়েকজন জজ ও রাজকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইঁহারা সকলেই নির্ব্বাসিত মুফতির দলভুক্ত। ১৯২২ সাল হইতে মুফতি বহু অনুচরকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া একটী শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার পত্তন করিয়াছেন। ফলে তাঁহার অনুচরেরা মোটা আয় ভোগ করিতেছে এবং মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে মুফতির যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি হইয়াছে।

মুসলমানদের নয়টি ধর্ম্মাধিকরণ

প্যালেষ্টাইন গেজেটে প্রকাশ,—মুসলমানদের নয়টি ধর্ম্মাধিকরণের বিচারকগণ ও কর্ম্মচারিবৃন্দকে বরখাস্ত করা হইল বলিয়া হাই কমিশনার আদেশ দিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-পাণ্ডিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। দুঃক্রমপ্রকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ)
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আম্নায়সূত্র ও ভক্তিপদ্ম ৵০
৫৭। শ্রীঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৲০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে লিপিবদ্ধ করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধ ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রজ্ঞান
ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈতন-পত্রের পাণমথখ রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

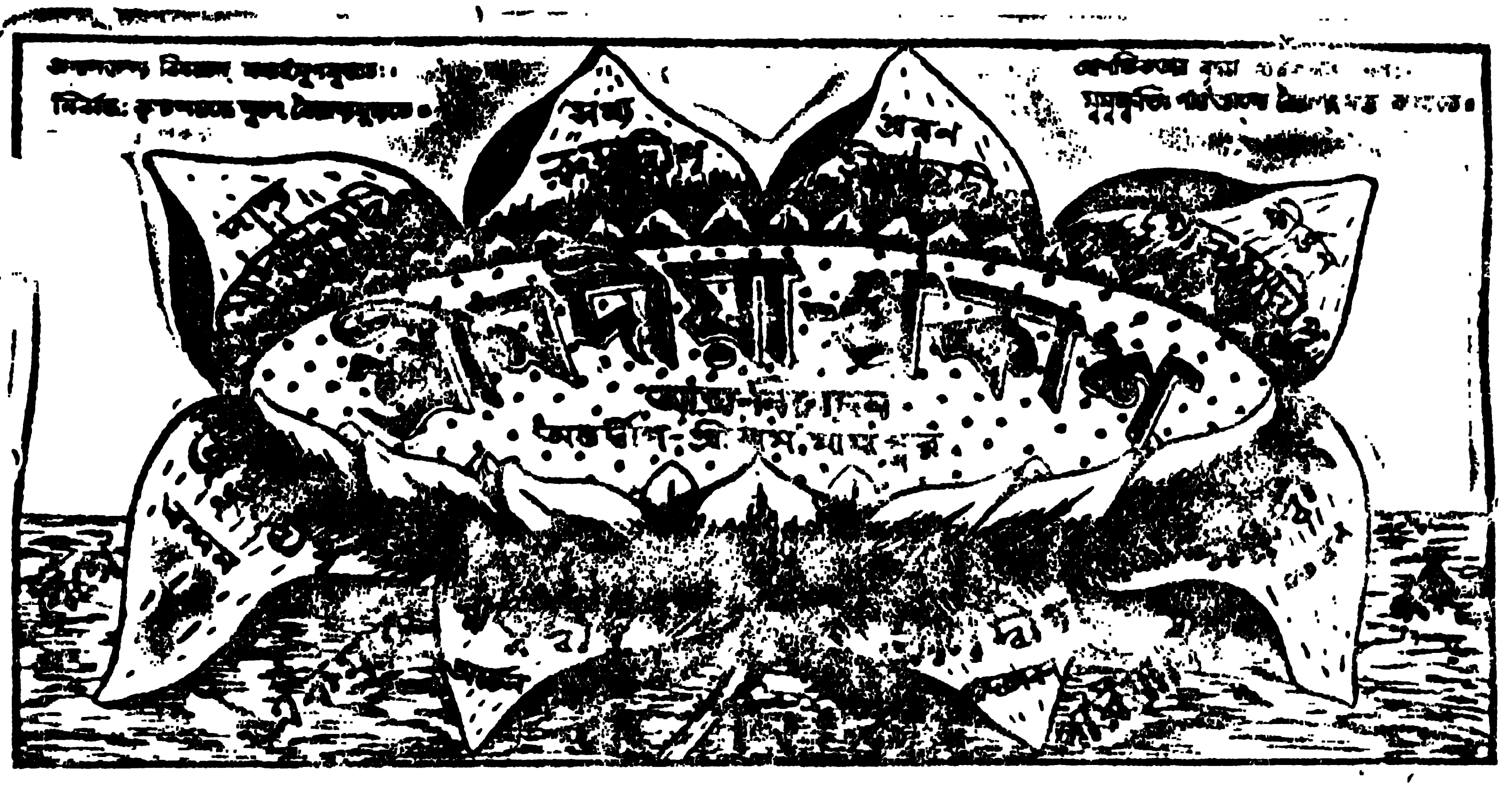

১০ম বর্ষ | ১২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১৪ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, সোমবার | ২৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে

পরমকরুণাময় পতিতপাবন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে গত ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীশ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমা দিবস ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসব অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। বেলা ৫ ঘটিকা হইতে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে হিন্দি ও উড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর স্বরূপ, আবির্ভাবের কারণ ও প্রেমপ্রচারণ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় আগন্তুক উৎকলবাসী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালা যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে কীর্ত্তনান্তে বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতি নয়নমনোহর হইয়াছিল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ গদাধর দাস অধিকারী ভক্তিসুহৃদ, শ্রীযমলার্জ্জুন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারীজী একত্রে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভাগীরথীবক্ষে কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উপদেশক শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ আদিনৃসিংহ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীসঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিধুভূষণ ব্রহ্মচারী সহ গত ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গা নামক স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন। ভাগীরথী-বক্ষে অধিকাংশ সময়ই শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে মৃদঙ্গ-করতাল যোগে কীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু "ভবার্ণবে পড়ি মোর আকুল পরাণ" ও শ্রীপাদ আদিনৃসিংহ প্রভু 'বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর' প্রভৃতি মহাজনগীত কীর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে মোদদ্রুম দ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটেও হরিকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরে কীর্ত্তনবন্যা

গত ২১।৩।৩৮ তারিখে রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর বি, ই, মহোদয়ের সাদর আহ্বানে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ কৃষ্ণনগরে গমন করেন।

তিনি ক্ষীরোদবাবুর গৃহমধ্যস্থিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বহু সজ্জন ও শ্রদ্ধালু নরনারীর সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৮০।৮১ অধ্যায় হইতে সুদামা বিপ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা কীর্ত্তনমুখে বহু বিষয় আলোচনা করেন।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভক্তের পূজার অধিক প্রয়োজনীয়তার কথা জানাইয়া ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন,—
'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা'

সদ্গুরুর লক্ষণবর্ণনে স্বামীজী বলেন—কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানাচার্য্য, শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-নিপুণ, ষড়্বেগজয়ী, অপ্রাকৃত অনুভূতি-সম্পন্ন, দিব্যদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ, আচারবান্, বেদজ্ঞ, দেশ-কাল-পাত্র ও বর্ণাশ্রমাতীত, ব্রহ্মজ্ঞ, কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই শ্রীগুরুদেব। জন্মদাতা ও সংস্কারদাতা গুরু অপেক্ষা দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; মহাভাগবত গুরু বা বৈষ্ণব যে-কোন কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, তিনি সেই সেই কুলোদ্ভূত ব্যক্তির সমান নহেন—তিনি সর্ব্বোত্তম। 'যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥' এতৎপ্রসঙ্গে শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব এবং সম্বন্ধজ্ঞানদাতা—অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত জ্ঞানদাতা গুরুর একত্ব বিষয়েও আলোচিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রহ্লাদ মহারাজের কীর্ত্তিত 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয় দ্বারা সদ্গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের ফলে ভগবানের দুষ্পারা অলৌকিকী, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদেবীর কবল হইতে মুক্তি লাভের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সদ্গুরু সৎশিষ্যের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করেন। 'অমীকে গোবিন্দসেবা' হইলেই শ্রুতির উপদিষ্ট পরমপুরুষের সন্ধান পাইয়া পরা শান্তি লাভ হয়। 'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে।' এই প্রকার স্বামীজী বহু বিষয় আলোচনা করেন। পরে সুদামাবিপ্রের কৃষ্ণপ্রীতি এবং শ্রীভগবানের সখা-প্রীতি সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচিত হয়।

প্রতিদিন স্বামীজী ১॥০ ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তনের পর অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদির দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীকে সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচারার্থ আহ্বান করিতেছেন। উক্ত দিবস যাঁহারা পাঠশ্রবণ জন্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন (রিটায়ার্ড সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার); শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী (অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জ্জি (উকিল), শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (উকিল); শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাল (মিউনিসিপাল কমিশনার); শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রায়; শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (উকিল); শ্রীযুক্ত শ্রবণাদ সিংহ রায় (মোক্তার); শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী (গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার); শ্রীযুক্ত হরিচরণ মজুমদার (হেডক্লার্ক পি, ডব্লিউ, ডি), শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বসু (উকিল) প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ বিষ্ণু সম্বৎসর সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫২

কন্‌ফুচোর বিচার

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

ভারতে যে কালে শাক্যসিংহ তপস্যায় নিরত ছিলেন, সেই সময়েই ভারতের উত্তরে অবস্থিত চীনরাজ্যে কন্‌ফুচোর আবির্ভাব কাল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কন্‌ফুচো চীন-রাজ্যে স্বধর্ম্ম প্রচার করেন। শাক্যসিংহ ভারতীয় তপঃ প্রধান বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক বোধিতরু-তলে তপস্যা সাধন করিয়া কৃচ্ছ্রতপঃ প্রভৃতির অনুশীলনের কথা সারনাথাদি কাশীর সন্নিহিত প্রদেশ সমূহে গান করিয়াছিলেন।

গুরু-বর্গের কীর্ত্তন শ্রবণ করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। শিষ্যসজ্জায় গুরুকে সমস্তরে বা নিম্নপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করা শিষ্যব্রুবের অবৈধ কৃত্য। তজ্জন্যই শ্রীরামচন্দ্রপুরী ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর-স্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়াছিলেন। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতঃ যেকালে কীর্ত্তিত গুরুবাক্যের সহিত ভেদ স্থাপন করিয়া প্রেমধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, সেইকালেই তাহার শ্রৌত পথে গমনবাধা উপস্থিত হওয়ায় বিপথ-গমনরূপ তর্কপথা-শ্রয়ের উপযোগিতা লাভ হয়।

কন্‌ফুচো বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া বাহ্য বিরোধ-প্রশমনার্থ কতিপয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার অনুগত জনগণ সেই সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া ঐগুলিকে আকর উপদেশ জ্ঞানে তৎপর গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। যেকালে কন্‌ফুচো চীনরাজ্যে উপদেশকের বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে রাজদণ্ড প্রকোপের অভাব ছিল না। রাজাকে চীন-দেশবাসীরা "স্বর্গের পুত্র" নামে অভিহিত করিতেন। কন্‌ফুচোর পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক উপদেশক যে ভাবে আধ্যক্ষিকজ্ঞানে চালিত হইয়া উপদেশ নিদর্শন দিয়া গিয়াছিলেন, [illegible] পরবর্ত্তীকালেও [illegible] শিষ্য তাঁহার ধারণার পুষ্টিসাধন করিয়া চীনদেশে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করি[illegible]ন। রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া [illegible] [illegible]গণের চীনদেশ অতিক্রম করিবার কোন সুযোগই কোন দিন দেখা যায় নাই। সেজন্য কন্‌ফুচোর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রণালী চীনের অধিবাসিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

চৈনিক ইতিহাস বলেন,—ভারতীয় ব্রহ্মার নামের ন্যায় চীনদেশবাসীর আদি-দেবতার নাম ছিল—"প্যানকু"। কন্‌ফুচোর পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমতের মধ্যে রাজনীতির সম্মান, পিতৃপুরুষগণের পূজা ও প্রাকৃতিক দ্রব্য-সমূহের পূজার বিধান ছিল। আর চীনরাজবংশে পিতৃপূজামূলক সমাধি-কবরাদি ও প্রস্তর ফলকাদির সম্মান প্রবর্ত্তিত ছিল, এখনও তাহাই আছে।

সংরক্ষণশীলতা মানবের মধ্যে চিরদিনই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। তাহাই জনমতের দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ায় ব্যক্তিগত উপদেশকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। গণসমষ্টির বিচারপ্রণালীকে প্রধান অবলম্বন স্বীকার করিয়া অনেকে ব্যবহারিক প্রথাগুলিকেই ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ধ্যান করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মহত্তম উপদেশক আচার্য্যগণ সেই গণমতের শোধন কল্পে যে-সকল সত্যের প্রচার ও ধারণা সরল প্রজ্ঞালু-গণের হৃদয়ে নিহিত করিতে যত্ন করেন, তাহাতে গণমতের বিরুদ্ধ চেষ্টাই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। উপদেশক আচার্য্যের প্রকট-কালে সত্যের প্রবল প্রচারের সম্ভাবনা অল্প থাকায় এবং শ্রোতৃবর্গের সেই সকল কথা গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে বিলম্ব সাপেক্ষ বলিয়া মনে করায়, প্রচারকগণের সমসাময়িক কালেই, সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধারণ জনগণের মধ্যে সত্যের ধারণা স্থান লাভ করে না। কন্‌ফুচোর ব্যক্তিগত বিচার-প্রণালীর পক্ষেও তাৎকালিক প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের উপর অধিকার বিস্তার করিতে কিছু বিলম্ব সংঘটিত হইয়াছিল। সমগ্র জনমতকে একেবারেই উপেক্ষা না করিয়া তিনি রাজ-ভক্তির প্রাধান্য, পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা ও সম্মানের ব্যবস্থাদি স্বধর্ম্মের প্রচার একেবারে বাদ দেন নাই। তৎকালে সাধারণ প্রজা-বর্গের মধ্যে প্রচলিত পিতৃপুরুষগণের পূজা-প্রণালী ঠিক ভারতীয় শ্রাদ্ধ-পদ্ধতির অনুগত না হইলেও কন্‌ফুচোর নীতির মধ্যে ন্যূনাধিক পিতৃপূজার সমর্থন একেবারে অনাদৃত হয় নাই।

[illegible] কন্‌ফুচো যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঁচ প্রকার জড়রসের আবির্ভূত সম্বন্ধ করি, স্বামীর প্রতি ভার্য্যার প্রীতি, অগ্রজ ভ্রাতার প্রতি অনুজের মর্য্যাদা, মাতৃপিতৃবর্গের প্রতি সন্তানের স্নেহ-মমতা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর মিত্রতা, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের পূজাবুদ্ধি, প্রভৃতি পাঁচ প্রকার উপদেশই কন্‌ফুচোর উপদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিচক্ষণ ভক্তগণ যে প্রকার সেবা-পদ্ধতির কথা অবগত আছেন, সেই প্রকার সেবার কথা পার্থিব সামাজিক কাল-ক্ষোভ্য বিচারে বিকৃতভাবে কন্‌ফুচোর বিচার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

সাহিত্যাচার্য্য কাব্যপ্রকাশ লেখক, সাহিত্য দর্পণলেখক বিশ্বনাথ প্রভৃতি জড় কবিকুলের মধ্যে পাঁচ প্রকার রতি ও রস-ভেদের কথা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রহ্ম-রস-রসিক মর্য্যাদা-পথের ভগবদুপাসকগণ, মাধুর্য্য-পথের রসিকগণ ও ঔদার্য্য পথের রসিকগণের রসাত্মক বাক্যাবলীর পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও বিষয়-বিচারে আমরা উভয় রসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরজা সমুদ্রের অবস্থান লক্ষ্য করি। উভয়ের অভেদরূপ সমসমুদ্রের দর্শনকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায় ঐ প্রকার বৈষম্য-জলধিকেও সমভূমিরূপে গণন করিবার তর্কবুদ্ধি পোষণ করেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, চন্দ্রালোক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগবত টীকা প্রারম্ভ প্রভৃতি চিদলঙ্কার-শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতানৈক্য জড়বাদীর লক্ষ্য হইতে নিশ্চয়ই পার্থক্য স্থাপন করিবে। জাগতিক নীতি বা সামাজিক প্রয়োজনমূলে উদ্ভাসিত নীতি সমূহ পার্থিব খণ্ডিত বস্তুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অপরিচ্ছিন্ন নিখিল গুণাকর বৈকুণ্ঠবস্তুর আলোচনাকে পার্থিব চেষ্টার অন্যতম জ্ঞান করিলে বিপৎসঙ্কুলতার বৃদ্ধি বই ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। জড়রস ক্ষণভঙ্গুর ও বিবদমান বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর আক্রমণ-যোগ্য; কিন্তু ব্রহ্মরস বা চিদ্রস তাদৃশ আপেক্ষিক সম্বন্ধ-যুক্ত না হইয়া উত্তরোত্তর ঔৎকর্ষ্য ধর্ম্মের নিত্য সাপেক্ষতায় বর্ত্তমান। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দাভাব বা অজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি বৈকুণ্ঠকথায় স্থান পায় না।

কন্‌ফুচো চীনদেশের চাউ বংশের রাজত্ব-কালে জনৈক নরপতি ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ধর্ম্মনীতি রাজনীতির সৌষ্ঠব সাধনেই ন্যূনাধিক কল্পিত হইয়াছিল। 'সামন্ত রাজ-গণের ধর্ম্ম, প্রজার ধর্ম্ম ও অধীন কর্ম্মচারি-গণের ধর্ম্ম সুষ্ঠুতা লাভ করিলেই শান্তি স্থাপিত হইবে'—ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু ছিল। তিনি পাঁচ প্রকার জাগতিক নীতিকে বিভক্ত করিয়া সামাজিক মানবগণের সৌখ্য বর্দ্ধন করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে চীনদেশের লোকেরা "কুংফুজি" অর্থাৎ "জ্ঞান-বিজ্ঞানবিৎ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার ধর্ম্মমত বিজ্ঞসমাজের আরাধ্য বলিয়া কথিত। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন না করিয়া আপনাকে প্রাচীন মতের পুনঃ স্থাপন ও প্রচলনকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিতেছেন। তাঁহার মতে—জ্ঞান-নৈপুণ্যের সহিত ব্যবহারিক বললাভোপযোগী বিচারপর জ্ঞান,—নিজস্বসংস্থাপক বৈভব, সরলতা বা সত্যপ্রিয়তা-মূলক নিষ্কপটতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিচারমূলক ধর্ম্মপ্রাণত্ব,—দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণমূলে মানবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এই পাঁচ প্রকার নীতিকেই তিনি সকল দেশবাসীর অবশ্য পাল্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি বিদ্রোহীর দমন, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ প্রভৃতি সদ্গুণসমূহেরও উপদেশক ছিলেন।

মোটের উপর আধ্যক্ষিক সাহায্যে যে প্রকারে অচিরস্থায়ী শান্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সে সকল কথায়ই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত আবদ্ধ ছিল। সুতরাং যাঁহারা ঐহিক ও আমুষ্মিক ধর্ম্মবিচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা তাঁহাকে অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত উপদেশক মাত্র জানিবেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র—কৃদ্গণ ও জৈমিন্যাদি কর্ম্মনিপুণ মীমাংসকগণ যে প্রকার আধ্যক্ষিক ও আমুষ্মিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তত্তদ্বিচার দেশভেদে ও কাল-ভেদে যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাই কন্‌ফুচোর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রণালীতে দেখা যায়। কন্‌ফুচোর পরলোকগমনের কিঞ্চিদধিক দুইশত বর্ষ পরে চীনদেশের সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে সুবৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ প্রারব্ধ হয়। তথাপি ভারতবর্ষ হইতে শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় উত্তরা-পথের সরণী অবলম্বন পূর্ব্বক চীনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কন্‌ফুচোর বিচার প্রণালীর ন্যূনাধিক সমর্থনমুখে জাগতিক দয়া-দাক্ষিণ্যাদির বিচারের সহিত শুষ্ক নৈষ্কর্ম্ম বাদের প্রয়োজনীয়তা তথায় স্থাপন করেন। বৌদ্ধবিচার প্রবেশ লাভ করিবার পূর্ব্বে চীনদেশে "লাউজী" সম্বর্দ্ধিত 'তাও' ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত ছিল, 'তাও' মত মায়াবাদেরই একটী প্রকারবিশেষ। আধ্যক্ষিক বিচারের নিত্যদুঃখবাদ হইতে মুক্ত হইবার পন্থা বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবল থাকিলেও লাউজীর 'তাও' মত বৌদ্ধমতের সহিত প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু কন্‌ফুচোর সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে উহার কোন কথাই ভারতে সমাগত হয় নাই।

ভারতীয় ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্রের নীতিই ন্যূনাধিক চীনদেশে প্রবেশ করায় কন্‌ফুচোর ধর্ম্মপ্রণালীতে সেই সুনীতির পার্থিব আভাস মাত্র লক্ষিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষিবর্গ রাজা রামচন্দ্রের সুনীতিকে 'আধুনিক' বলিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন না, অর্থাৎ তাঁহাদের খর্ব্বদৃষ্টি কাল-বিচারে শ্রীরামনীতিকে

'আধুনিক' বলিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র; পরন্তু বৌদ্ধ কনফুচোর নীতিকে তাঁহারা 'অতি প্রাচীন' বলিয়া মনে করেন। আমাদের মনে হয়,—নিরপেক্ষ বিচারই এই সকল বিষয়ের মীমাংসা আনয়ন করিবে।

ভক্তহৃদয় ভগবন্মন্দির

(শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য)

সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বহুবিধা শক্তির মধ্যে স্বরূপশক্তির সম্বিদ্, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী এই শক্তিত্রয় প্রধান। সন্ধিনী শক্তির কার্য্য সত্তাপ্রকাশ ও ধারণ করা। উহার আশ্রয়ে ভগবান্ নিজকে ধারণ ও প্রকট করেন ও করান।

গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামসমূহ, নন্দ-যশোদাদি মাতাপিতা, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ, রক্তক, পত্রক ও চিত্রকাদি দাসগণ ও ধেনু, বৎস, বেণু, বেত্র, বিষাণ ও কদম্বাদি শান্তরসের সেবকগণ প্রভৃতি সমস্তই চিন্ময়। এ সবই ভগবানের সন্ধিনীশক্তি হইতে প্রকটিত।

সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনী শক্তির সারাংশের নাম "শুদ্ধসত্ত্ব"। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের কার্য্য। ভগবানের বাসস্থানের নাম শ্রীধাম। সেই ধামে—শ্রীমন্দিরেই ভগবান্ বিশ্রাম করেন। ভগবান্ শ্রীমুখেই বলিতেছেন—"ভক্তের হৃদয়ে মোর সতত বিশ্রাম"।

ভক্ত ভগবান্‌কে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন। ভক্তহৃদয় ভগবানের নিত্যবিশ্রাম বা বিহারস্থলী। ভক্তগণই—বৈষ্ণবগণই শ্রীধাম ও মন্দির বা ভগবানের চিন্ময় আবাসস্থলী। সুতরাং বৈষ্ণবগণ সন্ধিনী-শক্তির বৈভব। সন্ধিনীশক্তিমদ্ বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীবলদেব প্রভু। তিনি দশদেহে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। সেই বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ে নিত্য বাঁধা রহিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবই—ভক্তশ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" সেই শ্রীবৃন্দাবনে তিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন। সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী অপ্রাকৃত পঞ্চরসে নিত্য পরি-সেবিত হইতেছেন।

আমরা বহু অর্থব্যয়ে ও অনেক কায়-ক্লেশ স্বীকার করিয়া শ্রীধাম-দর্শন ও ঠাকুরদর্শন করিতে যাই। কিন্তু বাস্তবিক আমাদের ধামদর্শন বা ঠাকুরদর্শন হয় কি? কেবল কিছুদূর দেশভ্রমণ ও নানারকম জিনিষ দেখা মাত্র সার হয়। আর সেখানে যাইয়া কি বলি—এই জায়গাটা বেশ ভাল, স্বাস্থ্যকর; আবার বলি—জায়গাটা খুব অস্বাস্থ্যকর, রোগের আবাসস্থল। মন্দিরে বিগ্রহ-দর্শন করিতে যাইয়া সমালোচনা করি—মন্দিরটী বেশ সুন্দর, নানাপ্রকার কারুকার্য্য-সমন্বিত এবং বিগ্রহগুলিও মনোরম ও নানাবিধ অলঙ্কারে পরিশোভিত। আবার বলি মন্দিরটী জরাজীর্ণ ও বিগ্রহগুলি তেমন সুন্দর নয় ইত্যাদি বিভিন্ন রকম অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকি। এই প্রকারে আমাদের ধামদর্শন বা ঠাকুরদর্শন হয় না। ধামের পরিবর্ত্তে দেখি ভূমি, বৃক্ষলতাদি ও দালান কোঠা প্রভৃতি, ঠাকুর দর্শনের পরিবর্ত্তে দেখি—কাঠ, পাথর ও মাটির পুতুল। লাভের মধ্যে কি হয়? এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ অপরাধ সঞ্চয় করি মাত্র।

তবে আমাদের উপায় কি? প্রথমে আমাদিগকে ভগবানের পরমপ্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট যাইতে হইবে। সেখানে গেলে পর তাঁহাদের কৃপায় আমাদের ধামদর্শন ও ঠাকুরদর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ হইবে।

শ্রীধাম বা বৈষ্ণবগণকে এই জড় চক্ষে দেখা যায় না। তাঁহাদিগকে দেখিতে হইলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে হইবে। চক্ষুর দ্বারা দেখিতে গেলে আমরা বঞ্চিত হইব। দেখিব কি? কেবল হাড়-মাংসের থলে—আমাদেরই মত জন্মমরণশীল মানব। তখন আধ্যক্ষিক বিচার আসিয়া তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া ফেলিবে। কখন মনে করিব—বালক, যুবা ও বৃদ্ধ অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ইত্যাদি। এইরূপে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া নরকের পথের যাত্রী হইব। সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রথমে কর্ণের সাহায্যে দেখিতে হইবে অর্থাৎ প্রণত হইয়া মনোযোগ-সহকারে তাঁহাদিগের কথা শুনিতে হইবে। তাঁহাদিগের চেতনময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে পর আমাদের দর্শন করিবার যোগ্যতা আসিবে। কিন্তু শ্রবণটা সুষ্ঠু হওয়া চাই। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে শ্রবণ করিতে হইবে। নতুবা একটী শব্দও শুনিতে পাইব না। অনেক জন্মের সঞ্চিত বহু ময়লা জমিয়া কর্ণরন্ধ্র আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ঐ ময়লাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইলে কিরূপে শুনিতে পাইব? সাধুর শ্রীমুখ-বিগলিত চিন্ময়ী বাণীর দ্বারা ময়লাগুলি বিদূরিত হইবে।

বৈষ্ণবদের তথা শ্রীধামের কৃপায় শ্রীধাম-দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। তদ্ব্যতীত ধামের স্বরূপ ও তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। এজন্য শ্রৌতপথ অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা প্রাকৃত বিচার আসিয়া আমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিবে, বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হ'বে না।

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

উক্ত পদ্মপুরাণোক্ত শাস্ত্রবাক্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। ধামাপরাধে পতিত হইয়া নিরয়গামী হইব।

এবৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছে। পরিক্রমা উপলক্ষে নানাদেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক যাত্রী তথায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধাম-প্রদর্শক জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধামের মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন, এবং শ্রীধামের কৃপায় শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু মাদৃশ নরাধম জীব প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীধামের চরণে অপরাধ করায় এখন গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে।

হে পতিতপাবন গুরুদেব! হে ধাম-প্রদর্শক গুরুদেব! হে পরমকরুণাময় আচার্য্যদেব! এই অধম পতিতের প্রতি শুভদৃষ্টি করুন, কৃপাবলোকন করুন—যাহাতে শ্রীধামের প্রতি আমার জড়বুদ্ধি না আসে, চিন্ময় ধামে যেন মৃন্ময় বুদ্ধি না হয়, ধামবাসিজনকে যেন গ্রামবাসী মনে না করি। হে চিন্ময় ধাম! আপনি কৃপা করুন যেন আপনার বিমুখিনী মায়ায় পতিত না হই, আপনাকে যেন প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া না ফেলি।

হে ধামবাসিগণ! আপনাদের চরণে এই দীনহীনের প্রার্থনা—আপনারা এই পতিতাধমকে কৃপা করুন, যেন আপনাদের পরমপ্রিয় বস্তু শ্রীধামের কৃপা লাভ করিতে পারি এবং শ্রীধামের কৃপায় শ্রীধামেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,

শ্রীচৈতন্যমঠ

বর্ষারম্ভে

গত করি অতীতের দ্বাদশ বরষ,
শুভ আগমন আজ মরত-মাঝারে,
বৈকুণ্ঠের বার্ত্তাবহ "নদীয়া প্রকাশ",
বিতরিছ সেবাসুধা মো হেন পামরে॥

এনেছে গোলোক হ'তে গৌর-নিজজন,
শ্রীল প্রভুপাদ মোর অতি দয়াময়,
তোমা হেন নিত্যবস্তু অমূল্য রতন,
বিলাইয়া দিল সদা দীন অমায়ায়॥

তোমার চেতনবাণী ধরণী গহনে,
তেজোময় দীপ্তরূপে হ'য়ে প্রকাশিত,
লক্ষ্যহীন পথিকেরে আনি আকর্ষণে,
উপযুক্ত রক্ষকের, করিলে আশ্রিত॥

জ্ঞান-কর্ম্ম ব্যাঘ্রদ্বয় নেত্রের শমন,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল অন্ধতম দেশে,
তোমার সুতীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ নাশিল সঘন,
মুদ্রিত করিল আঁখি সদা ভয় ত্রাসে॥

কপটতা-সিংহ ছিল নিভৃত গুহায়,
ভেদ করি অন্ধকার করিলে সন্ধান,
ধ্বংস করি সেই শত্রু এ বিশ্বধরায়,
সজ্জনের করিলেন আনন্দবর্দ্ধন॥

চক্ষুষ্মান্, বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্, সজ্জন,
লভিল সুস্নিগ্ধ আলো বহু ভাগ্যফলে,
প্রভু-মনোহভীষ্ট কার্য্যে করিল যতন,
অপূর্ব্ব সুযোগ দেখি জগতের ভালে॥

কপটী নিন্দুক আর মায়াবাদিগণ,
অন্ধ যেন লোষ্ট্র ভাবি মণি দেয় ফেলে,
সেইরূপ চক্ষুহীন ভাগ্যহীন জন,
অন্ধঃ ছিন্নাস দিন যাপে অবহেলে॥

দৈনন্দিন দূতরূপে জীবের দ্বারেতে,
ধাক্কা দাও অবিরত জাগ জাগ বলি,
এসেছে বৈকুণ্ঠ সেবা এই ধরণীতে,
লভহ সংসারী জীব মায়া বাধ ভুলি॥

আশ্রয় করহ সদা গৌরনিজজনে,
সহজেই দূরে যাবে মায়া-প্রহেলিকা,
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে,
নিশ্চয় হইবে ভোগ হ'বে যবনিকা।

অশোক অভয়বাণী না শুনিনু কাণে,
রহিনু ডুবিয়া সদা বিষয়-গর্ত্তেতে,
জর্জ্জরিত হইয়াছি ত্রিতাপ তাড়নে,
বদ্ধ হ'য়ে পড়িয়াছি আপন কর্ম্মেতে॥

চায় সদা সঙ্গ তব এ দীন পামর,
প্রভু শ্রীল বাসুদেব আনুগত্যে রহি,
পদাম্বুজ হ'তে পারি সেবা সবাকার,
এ প্রার্থনা করি সদা নিষ্কপটে ভাবি॥

সেবাভিলাষী—

শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ বাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীঅপ্রদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিরে পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োগ্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাহিরগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাঁসপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভারিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবগা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯২নং রাণাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুল্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিলিঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসানন্দ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

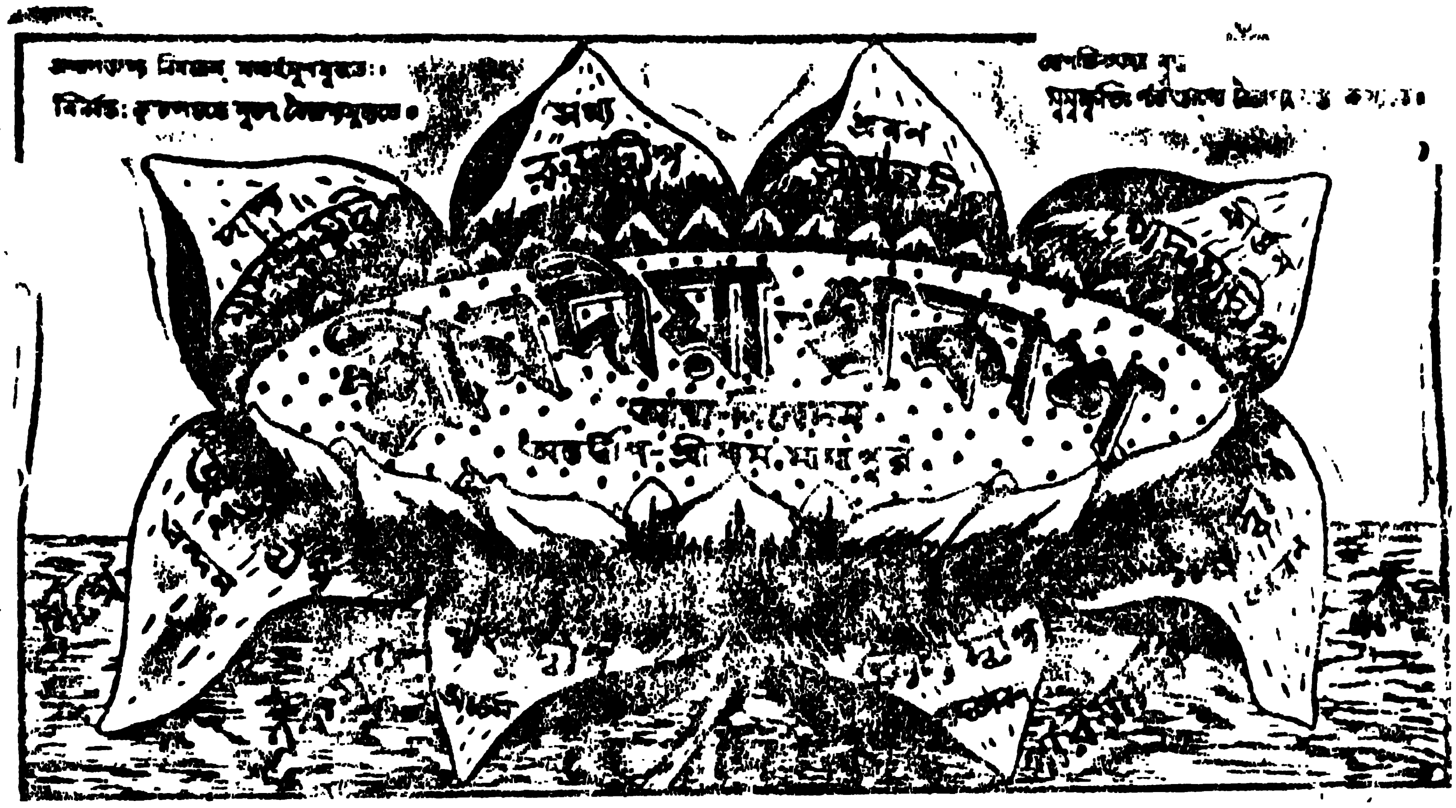

১৩শ বর্ষ { ১৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ২৫তম সংখ্যা

কুম্ভমেলায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের দান

——::·::——

হরিদ্বারে ভাগবত-প্রদর্শনী

এবৎসর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মূর্খ, ধনি-নির্ধন, ভদ্র অভদ্র সকলেই এই পুণ্যসুযোগে একবার তথায় গিয়া কিছু পুণ্যসঞ্চয় বা দেহমনের তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ণী এবং আশ্রমী সকল শ্রেণীর লোকেরই এই সময় তথায় এক বিপুল সংমিশ্রণ-সুযোগ উপস্থিত। সরকার বাহাদুর এবং রেলকর্ত্তৃপক্ষগণও এই যাত্রিসমাগমের এবং সমাগত যাত্রিসঙ্ঘের নানাপ্রকার সৌখ্য বিধানের ব্যবস্থায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তথাকথিত নানা কর্ম্মী সঙ্ঘেরও তথায় বহু কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তোষণ—দেহমনের সৌখ্যবিধান।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কোনদিনই গণগড্ডলিকা-স্রোতে ভাসমান হন না। সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া জগদ্বাসীর নিত্যকল্যাণ কামনায় চেতনবাণী আশ্রয়ে বিভিন্ন কৌশলে জনসঙ্ঘকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করিতে যত্নশীল।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর এই সময় হরিদ্বারে এক অভিনব ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়া জগদ্বাসীর বাস্তব নিত্যমঙ্গল বিধানের আয়োজন করিতেছেন। বিভিন্ন চিত্র ও দৃশ্যাবলী সাহায্যে ভাগবতের উদ্দিষ্ট বহু বিষয় সাধারণ্যে শিক্ষাপ্রদানের এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরমার্থ-রাজ্যের অম্লান'ধর সন্ধান প্রদানের জন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ প্রদর্শনীর যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। জগদ্বাসীর এক মহা সুযোগ উপস্থিত। গৌড়ীয়মঠের এই মহা দানের কথা জগদ্বাসী একবার উপলব্ধি করুন।

পণ্ডচারীতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তনদ্বারা বহুদেশবাসী জনগণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইতেছেন।

গত ১৯শে মার্চ্চ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক পণ্ডচারী নামক স্থানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আহ্বানে তথায় গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতনধর্ম্মের কথা শ্রবণে তথাকার মেয়র ও কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং গৌড়ীয়মঠের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। সদ্গুরুর পদাশ্রয় ব্যতীত জীবের কোন প্রকারেই মঙ্গল হইতে পারে না; অন্যাভিলাষী লোকচিত্তরঞ্জনকারী প্রচারকের নামে প্রতারকগণের দ্বারা জগতে কি পরিমাণ অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা শ্রবণ করিয়া মেয়র বাহাদুর গৌড়ীয়মঠের সরল সত্য কথার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

বিশ্ববন্দ্য শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টতম শাখা দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসব পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নিয়ামকত্বে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মমহোৎসব দিবস প্রাতে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উষঃকীর্ত্তন, গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। পরে ক্রমাগত সমস্ত দিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইতে থাকে। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনার পর বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের দ্বারা পূর্ণ হল ঘরে "শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার শিক্ষা" সম্বন্ধে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী প্রায় ১॥ ঘণ্টাব্যাপী একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। যে সমস্ত সজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল—

স্বনামখ্যাত ডাঃ জে, কে, সেন, সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ হরিরঞ্জন মজুমদার; এম, এন, আচার্য্য চৌধুরী (এসোসিয়েটেড প্রেস); এইচ, কে, সেন, বি-এ; এ, কে, বোস বি-এ; পি, রায়, বি-এ, এম, এম, দাসগুপ্ত বি-এ; ইউ সি, মজুমদার বি-এ; বি, পি, মুখার্জ্জি বি-এ, পি, কে, দে, বি-এ, রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি।

আমার ভুল

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আমি তব নিত্যদাস, জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র কর্ণধার বর্ত্তমান আচার্য্যকেশরী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ অনন্তকোটী জীববৃন্দের মঙ্গলকামনায় ঘোর মোহ-ধ্বান্তহা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অনর্গল কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজ-জনগণ কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বদা শিক্ষাগুরুরূপে আমাকে কত আদেশ, কত উপদেশ করিতেছেন, তাহা যেন আমি সশ্রদ্ধকর্ণে শ্রবণ করিতে পারি। হরিকথা বিনা অন্য কথায় যেন প্রমত্ত না হই। আবার এই বিপৎকালে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সকল বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব আমায় কৃপা করুন। আপনার নিজজনগণকে যেন সুহৃদের জন্য আজ্ঞা করিয়া যে ছাড়া ডিঙ্গাইয়া যাম যাইতে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী না হই।

হে বৈষ্ণবগণ! সকলে আমায় কৃপা করুন। আপনাদের কৃপা না হইলে কৃষ্ণ-সেবা লাভের আর উপায় নাই।

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া।
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া॥
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া।
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥

"যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান প্রতিধারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বিষ্ণু স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫২

জনসঙ্গ

আমরা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে 'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ' শ্লোকে এই জনসঙ্গ শব্দটী দেখিতে পাই। শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গই 'জনসঙ্গ'। 'জন' বলিতে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকল মনুষ্যকেই বুঝায়। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গের কথাই শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, জাগতিক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্নেহ-প্রার্থী বালক-বালিকা, এমনকি, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র-ভক্ত্যাশ্রিত ব্যক্তিরও সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া নিরন্তর শুদ্ধভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত এই জনসঙ্গের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

সাধকগণ স্বভাবতঃ কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপপুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্রকর্ম্মা। তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি থাকা সম্ভবপর নয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের ন্যায় তাঁহারা অজ্ঞ বা অবিবেকী নন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের শরণাগতি ফলে তাঁহারা ভগবৎকৃপায় সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ভক্তগণের ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই। বহুজন্মের সুকৃতিফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে এবং এই সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তির পর ক্রমশঃ সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়, তখনই জীব ভগবদ্দাসানুদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমা শান্তি লাভ করত সেবাসুখে মগ্ন হ...

সৎসঙ্গ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত জীবহৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক আমাদের পক্ষে ভক্তসঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। আবার অভক্ত-সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভক্তসঙ্গও সুষ্ঠুভাবে হয় না। সুতরাং ... লাভের যিনি আশা ..., তিনি ... বহির্ম্মুখ সঙ্গ ত্যাগ ক... ন।

... রূপে ... নাম সঙ্গ। ক... গতিকে যে লোকের সহিত বাক্যালাপাদি করা যায় তাহাকে সঙ্গ বলা যায় না। প্রীতির সহিত বাক্যালাপাদি করিলে বা কাহারও আচার-ব্যবহার গ্রহণ বা তাহার কথা শুনিলেই সঙ্গ করা হয়। এই ... বহির্ম্মুখ ... সাধারণতঃ সাত-প্রকার। যথা ... ও নাস্তিক, বিষয়ী, বিষয়ী-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি, যোষিৎ, যোষিৎসঙ্গী, ধর্ম্মধ্বজী ... চারী। মায়াবাদী ও নাস্তিকের ... কুতর্ক ... দূষিত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গ ... অবশ্যম্ভাবী। বিষয়ীর সঙ্গ অত্যন্ত খারাপ। যে সকল লোক বিষয়সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বিষয়-চিন্তাই তাহাদের জীবন। তাহারা যতই ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয় পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাই তাহারা কৃষ্ণকথা বলিতে বা শুনিতে সময় পায় না। তাহারা পুণ্যকর্ম্মই করুক বা পাপই করুক, বিষয়সঙ্গফলে তাহাদের ভগবৎ-সেবোন্মুখতা জাগে না। সুতরাং তাহাদের সঙ্গ ত' দূরের কথা, সেই বিষয়ীর অন্ন খাইলেও চিত্ত মলিন হয়।

বিষয়ী ও বিষয়িসঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি উভয়ই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বিষয়সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী। কারণ, তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়ই ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং ত' বিষয়ী নন, অথচ বিষয়িগণের সঙ্গেই প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। কেননা তাঁহারা শীঘ্রই বিষয়ী হইয়া যাইবেন।

যোষিৎসঙ্গ ভয়াবহ। পুরুষের স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের পুরুষসঙ্গ উভয়ই যোষিৎসঙ্গ। সাধকের পক্ষে এই যোষিৎসঙ্গ বিষভক্ষণ অপেক্ষাও ক্ষতিকর। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥

ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত এই দুইটী সাধু বা সজ্জন। যদি ইঁহাদের সঙ্গ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল না হয়, তাহা হইলে অসৎসঙ্গের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। সাধুসঙ্গে যতই শ্রবণকীর্ত্তন প্রবল হইবে ততই অর্থের সন্ধান পাইব। সুতরাং আমাদিগকে প্রথমেই অসদ্বস্তুর আশ্রয় ছাড়িয়া সতের শরণাগত হইতে হইবে। একটী ছাড়িয়া আর একটী দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। তাই বলিয়া একটী অনিত্য বস্তু ছাড়িয়া তদপেক্ষা কিছু ভাল আর একটী অনিত্য বস্তু ধরিতে হইবে না। অনিত্য ছাড়িয়া নিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে—তদালোচনায় ব্যস্ত হইতে হইবে। যে ... প্রবল বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণেই এই জগতে প্রতি আসক্তি বা জনসঙ্গ-স্পৃহা কমিতে থাকে। নতুবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনসঙ্গ অনিবার্য্য করিতেই হয়। আমরা দুর্ব্বল জীব, আমাদের এখন হৃদয়গ্রন্থিনাশক হরিকথা সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য হওয়াই উচিত। তবেই মঙ্গল, নতুবা বিপদ পদে পদে।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা

(শ্রীযুত গিরীন্দ্রকৃষ্ণ রায়)

'সেবা' করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সেব্য-নির্দ্দেশ হওয়া দরকার। সেব্য, সেবা এবং সেবক নিত্যকালই আছেন। সেব্য ও সেবকের মধ্যে যে সম্বন্ধ বা প্রীতি দেখা যায় তাহাই সেবা। সেই সেবা যিনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন তিনিই সেব্য, আর সেব্যের প্রীতিকল্পে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে যিনি সেই সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনিই সেবক। প্রকৃত সেব্যবস্তু কি, কাহার সেবা কি ভাবে করিলে জীবের নিত্যমঙ্গল হইতে পারে—এ সকল কথা জানা বিশেষ আবশ্যক। সেব্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সেবা না করিলে সেবা হয় না। কর্ম্মের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতের বস্তুকে অবলম্বন ব আশ্রয় করিয়া জীব ভোক্তৃ অভিমানে সেই নিত্যদাস্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। সাধারণ বিচারে দেখা যাইতেছে, জীবের অধিকার হিসাবে ক্রমপন্থায় সেবকের শ্রেণী তিন প্রকার—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। সম্বন্ধজ্ঞানের বা শ্রদ্ধার অভাবে আমাদের সেবাধিকার লাভ হয় না। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই তিনজনই সেব্যতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব রাগমার্গে অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী এবং মর্য্যাদামার্গে অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। যিনি গুরুতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরুদেবের নিজজন বৈষ্ণব। কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিতে হইলে ভক্তের আনুগত্যে সেবা করা জীবের কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসেবার অধিকারী একমাত্র গুরুদেব, আর গুরুসেবার অধিকারী একমাত্র গুরুদাস বা বৈষ্ণব। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সেবা করিবার সৌভাগ্য হইলে জীব প্রয়োজন-লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে জানিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে তৎকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে জীব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার আলো দেখিতে পায় না। সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ব্বে জীবের চেষ্টা তাহা সাধনভ্রম মাত্র।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সমস্ত জীবকে কৃষ্ণের সেবক সূত্রে দর্শন করেন। আমরা যতটুকু সেবা করি তাহা তাঁহারা সাদরে সানন্দে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌছাইয়া দেন। গুরুদেব বা বৈষ্ণব কখনও তাহা মাঝ-পথে আত্মসাৎ করেন না। হরি-গুরু-বৈষ্ণব এই তিনটীই একসূত্রে গাঁথা। গুরু-বৈষ্ণব হরি-সেবায় জীবকে নিযুক্ত করিবার জন্য সততই ব্যস্ত। তাঁহারা স্বচ্ছদর্পণের ন্যায় জীবের আত্মার স্বরূপ দেখাইয়া শ্রীরূপ-প্রাণাকর্ষী কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। বৈষ্ণবসেবা করিবার সুবুদ্ধি হৃদয়ে উদিত হইলে জীবের সাধ্য-সাধন প্রকাশিত হইবার শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা"—এই কথাটী আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া দরকার। তবে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা হওয়া চাই। ভাগবত বলিতেছেন,—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ
স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার তদপেক্ষা উন্নত অধিকারীর সঙ্গ করা একান্ত আবশ্যক।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই শ্লোক স্মৃতিপটে রাখিয়া আমাদের কীর্ত্তন-সেবায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তৃণাদপি সুনীচভাব হৃদয়ে উদিত না হইলে কীর্ত্তন করিবার অধিকার হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মরণ হইলে তখনই হরিকীর্ত্তন হইতে ছুটী লাভ করিতে হয়। কনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে মধ্যম অধিকারীর সঙ্গ-

সেবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মধ্যম অধিকারী তাঁহাকে কৃপা করিয়া উন্নত অধিকারে লইয়া যাইতে পারেন। মধ্যম অধিকারীর লক্ষণ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি
স মধ্যমঃ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম অধিকারী। কনিষ্ঠ অধিকারীর মধ্যম অধিকারীর সঙ্গ যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ মধ্যম অধিকারীর উত্তম অধিকারীর সঙ্গেরও একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। যেহেতু মধ্যম অধিকারী উত্তম অধিকারীর সঙ্গ না পাইলে তাহার কনিষ্ঠ অধিকারে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি
ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো
বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

অর্থাৎ যিনি নিখিল বস্তুকে সর্ব্বভূতে নিয়ন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা শ্রীহরির "বিভূতি" বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি অবশেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশন হরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না এবং প্রণয়রজ্জুর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ, যিনি জ্ঞানবান্, বিষয়ে অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ, ত্রিদণ্ডাদিরহিত, আশ্রমচিহ্নাদি ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই উত্তম। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বাণী—

প্রভু কহে—"যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
"কৃষ্ণনাম' নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই 'বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ', ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে 'কৃষ্ণনাম'।
তাঁহারে জানিহ তুমি—'বৈষ্ণব-প্রধান'।

সেবা আত্মার বৃত্তি, সেই সেবা তর্ক, মেধা, পাণ্ডিত্য বা এ জগতের কোন বস্তুর দ্বারা লাভ হইতে পারে না। শুদ্ধসেবকের অনুগত হইলে তাঁহাদের কৃপায় চেতনের উদ্বোধন হয়। জীব গুরু-কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপাপ্রার্থী হইলে পরমাত্মা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বরূপের নিত্য বৃত্তি কৃষ্ণসেবালোক প্রকাশিত করেন। সেইদিন জীব অনাদি কর্ম্মস্রোতের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অণুসচ্চিদানন্দ স্বরূপে নিত্যকাল গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে বিভুসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে।

আমার ভুল

(শ্রীযুত প্রমোদরঞ্জন চক্রবর্ত্তী)

গাধার মত জল ঘোলা ক'রে খাওয়াই আমার স্বভাব। আমার এই স্বভাব যে কতদিনের তাহা বোধ হয় আমিও জানি না, উপরন্তু মিশেও থাকতে চাই সেই আমারই মত গাধার দলের সহিত, নতুবা আমার বড়ই অসুবিধা হয়; তাই আমার মত সুবিধাবাদী যা'কে পাই তাকেই আমার বড়ই ভাল লাগে। স্ত্রী পুত্র-পরিজন নিয়ে আনন্দে দিনটা কেটে গেলেই সেই দিন আমি ভগবানের অপার কৃপা অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কিন্তু সেই ক্ষণিক আনন্দের পরেই যে নিরানন্দ আসে, সেই সময় আমি দুর্নিবার আঁধার দেখি। ইহা ভগবানের কৃপা না বঞ্চনা বা মায়াদেবীর ছলনা তাহা স্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রবার সময় আমার হয় ত' আদৌ হ'য়ে উঠে না; হা হুতাশ ক'রে ভেবে চিন্তে নূতন আর একটা তেমন অনিত্য সুখের প্রতি ধাবিত হই। এইরূপে প্রাত্যহিক কত সুখ ও কত দুঃখ এ চিত্তদর্পণে দাগ দিয়ে যায়। এই ভাবের কত ময়লা এ চিত্তদর্পণে জমা হ'য়ে আছে, তাহার মার্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত আমা হেন অভাগার আর কি কোন গতি আছে? শিক্ষাষ্টকের "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্" শ্লোকে তার উপায় ত' ব'লে গেছে, কিন্তু কই আমার ত সেই শ্রীহরিনামে রুচি হ'লো না, যত ইতর কথা ইতর চিন্তায় আমার দিন চলে যায়! গৃহান্ধকূপে পড়ে থাকাই আমার কত ভাল লাগে! তথাকথিত স্বজনাখ্য-দস্যুবর্গ আমার সব লুণ্ঠন করতে ব'সেছে। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, কন্যা, যারা আমাকে ভোগী, দেহারামী সাজিবার সকল ইন্ধন যোগান দিয়াছে ও দিতেছে তা'দের ফেলে কোথায় যা'ব। যদিও বা যাই আমার কি গতি হ'বে? কি প্রকারে সেবা করবো ইত্যাদি ভাবনায় সংযমী হইবার বিন্দুমাত্র ক্ষীণ আশা থাকিলেও তাহাও ভোগের উদ্দাম স্রোতের কোন আবর্ত্তে ক্ষিপ্রগতিতে বিলীন হ'য়ে যায়।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

যদবধি আমার এই সকল অসৎসঙ্গ ত্যাগ না হয় তদবধি কি এই চিন্তাস্রোতের গতিরোধ করা যায়? আমার কোথায় গলদ তাহা আমি ভাল বুঝি না ব'লে আমার গুরুজনগণ কৃপা ক'রে সতত চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমার গলদ দেখিয়ে দেন। কিন্তু আমি বুঝেও বুঝি না। স্ত্রীসঙ্গ, কি বৈধ অবৈধ দুইটাই সাবধানে বর্জ্জন করিতে হইবে। গৃহস্থ বলিয়া সুবিধাবাদী হইবার চেষ্টা করিলে সহজে উদ্ধার পাওয়া কষ্টসাধ্য। রমণী সেবার ভাণে সর্ব্বনাশ করিতে আসে, আমার ভোগবুদ্ধি যতক্ষণ আছে, ভোগের দ্রব্য সামনে পাইলেই ভোগ করি। নিত্যা-নন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবে কেন শরণাগত হ'তে পারি না? কারণ, আমি মনে করি, শ্রীগুরুদেব আমার মত হাড়-মাংসের পলে, তবে না হয় কিছু বেশী বুদ্ধিমান, কিছু বেশী শক্তিশালী! এ দুর্ব্বুদ্ধি দূর হবে কখন? ভুলে ভুলে কত জন্ম কেটে গেছে, কত জন্মের পুঞ্জীভূত অজ্ঞাত সুকৃতি-ফলে শ্রীহরিভজনের একটু ক্ষীণস্পৃহা জেগেছে। এখনও কি ভুল ভাঙ্গবে না? সদ্-গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়াছি, এ জ্ঞান কি তীব্র-ভাবে জাগিবে না? আমার শ্রীগুরুদেব রামা শ্যামার মত গুরুব্রুব নন, বহু ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়াছি। ইহা কবে বুঝিব? আমার মত অনর্থযুক্ত জীবের বিষয়দুষ্ট চিত্তে শ্রীহরিনাম কখনও উদিত হইতে পারে না, হইলে ত' সকল জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পেতাম, শ্রীহরিনাম একমাত্র মুকুকুন্দেরই উপাস্যবস্তু। আজ নামৈকনিষ্ঠ নামতত্ত্ববিৎ মহাভাগবত সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় ক'রেও সম্পূর্ণভাবে প্রপন্ন হ'তে পা'রলাম না। আমার এমনই দুর্দ্দৈব! কেহ কেহ বলেন, "গৌড়ীয়মঠের লোক বড় অহংকারী," যেন তাঁহারাই হরিভজনপরায়ণ বাকী সকলেই অনর্থগ্রস্ত। তাঁরা যদিও বলেন যে, আমরাও ত' গুরুবরণ ক'রেছি, শ্রীহরিনাম গ্রহণ করি, কিন্তু তাঁহাদের ব্যাধি কোন্‌খানে সে চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের ধারণা গৌড়ীয়মঠের লোক-গুলির মত সদ্গুরুর জন্য এত ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুগ্ধের সহিত চুণ-গোলার সমন্বয় ক'রলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

দুইমন সেবার দোহাই দিয়া আমাদিগকে ভোগবুদ্ধির পথে চালিত করিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করে। সেবা ও ভোগ এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা দরকার। সেবা আমাদিগকে স্ব-ধামে—কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়, আর ভোগ আমাদিগকে নিত্যবহির্ম্মুখ সংসারের বিভীষিকাময় গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। জাগতিক বস্তু ও বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বস্তুকে সমানভাবে বিচার করিলে আমরা চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর ভ্রমময় কুহকজালে পতিত হই।

মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত জীব শ্রেয়ঃপন্থ বলিয়া আপেয়প্রেয়প্রীতিবাঞ্ছা অত্যন্ত প্রবল; তাই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তীব্র অনুরাগ হইতেছে না। আমার শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁহার অনুগ্রহ যতক্ষণ না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ আমার হরিভক্তি-লাভ ত' দূরের কথা, সংসারনিবৃত্তিও হইবে না। যে পর্য্যন্ত আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত অসত্যকেই সত্য বলিয়া মনে হইবে। এই ভুলের যে কি বিষময়ফল তাহা আমার কপাল দোষে বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! আমি সাধুসঙ্গ করিলাম না। সাধুজনের অনুগত হইতে পারিলেই আমার মঙ্গল হইত। 'অহং মম' অভিমানই আমার সকল অসুবিধার মূল। আমি জন্ম, ঐশ্বর্য্য শ্রুত, শ্রীর অভিমানে মত্ত হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপা হইতে কোটি যোজন দূরে অবস্থান ক'রতেছি। কবে আমার এই দুর্ব্বুদ্ধির শোধন হইবে। 'আমি কৃষ্ণদাস' একথা করে আমি উপলব্ধি করিতে পারিব? আমি দুর্ব্বল, কুশ্রী, অভক্ত, কবে সেই সবলের সেবা—চিদ্বলে বলীয়ান্ শ্রীরূপের সেবা পাইব? সেই সবলের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া যে দিন আমি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইতে পারিব, সেদিন আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

আমি দুর্দ্দৈবের কবলে পড়িয়া শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপটে আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাই আমার সম্বল। কবে আমার সেদিন আসিবে, যেদিন নিজশক্তির উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর না করিয়া হরিজন-গণের শ্রীচরণেই সমাগ্ভাবে আশ্রয় লইব, তাঁহাদেরই শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদের কৃপাদেশে কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণসেবার পথে অগ্রসর হইতে পারিব। কৃষ্ণের সেবায় যদি আত্মনিয়োগ করিতে পারি তাহা হইলে আমার সকল ইন্দ্রিয়গুলি সেই দিকেই মুখ ফিরাইবে। আমার যাবতীয় অনর্থ ভগবৎ-কৃপায় দূর হইয়া যাইবে। আমার হৃদয়ের মলিনতারূপ অন্ধকার, সকল রকমের কুসংস্কার মনোদস্যু শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় গুরুসেবালোকে অমনিই অপসারিত হইবে।

সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রাখিবার কেহ নাহি এ ভব-সংসারে॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

গৌড়ীয় মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রী [illegible] শ্রীশ্রীরাধা [illegible] গোপাল [illegible] চতুষ্ট্য বিগ্রহ [illegible] [illegible]। রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতা [illegible] শ্রীমঠ [illegible]। শ্রী [illegible] পাঠ, [illegible] [illegible] বেদান্ত শ্রীমন্ত [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - শ্রীবারণাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক - শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক - শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক - শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী [illegible] গোপাল ভক্তিভূষণ

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীএকচক্রধাম গৌড়ীয় মঠ

বীরচন্দ্রপুর (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী [illegible] নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা
রক্ষক - শ্রী [illegible] নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক - শ্রীশ্যামলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনন্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীব্রজমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বদলা রোড, গয়া
রক্ষক - শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।
রক্ষক - শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রী [illegible] লাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একান্তানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক - শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) আলাকুটী

রক্ষক - শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক - শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (ভাঙ্গো)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৭।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবৰ্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাখানি	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৯৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৮৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
কারবোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
মধ্যভাগ—	৪০৸০
শেষভাগ—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
সুপারফাইন ঐ	৯৲—৬৵
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৯৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
আটা-ভূষি	১৷৵০—১৸০
পাঞ্জাব	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
	৫৭৲
নবত্বা	৫০৲
ভাদসাতা	৪৫৲
কলদেবরী	৬৬।০
লবা	
পাঁচজাম	

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাতলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩।৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
শীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ এ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, গোলটু, পত্রাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
জন্য	৬৸০—৮।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

চটকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪।০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আমেন করকচ	৬০৲
করাচি পুরদিল ফাইন	৪৩৲
চাষার্গ খাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ।
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
শুট খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশনে উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

—:(:x:):—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬১-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ চৌদ্দ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড-৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:*:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৸০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ৷০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি ... হই ... থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

...র্য্যালয় ...বন্দ ব্রহ্মচারী ...অফিস ...র্জ্জি লেন ...লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের স্বধামাভিষিক্ত আচার্য্যঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই চৈত্র, ১৩৪৪, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, বুধবার [২৬শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

পুলিশ ও স্ত্রীলোকে লড়াই

ক্রোকী শস্য লইয়া যাওয়ার সময় আমেদাবাদে মনসারাজ্যের পুলিশ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রায় ৩০ জন পুলিশের একটি দল মাঠ হইতে শস্য লইয়া আসার জন্য 'ইচোত্রা' গ্রামে গমন করে। পুলিশ ক্ষেতের মধ্যে শস্য বোঝাই করিতে আরম্ভ করিলে ড্রাম বাজান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২৫০ জন স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা আসিয়াই ওখান হইতে শস্য লইয়া যাইতে থাকে। ফলে পুলিশের সঙ্গে তাহাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি হইয়া ... স্ত্রীলোক আহত হয়। তাহাকে আমেদাবাদ হাসপাতালে প্রেরণ করা [illegible]

পুলিশদল তৎপরে পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে গমন করিয়া শস্য সংগ্রহ করে। তাহাদের শস্য বোঝাই লরী যখন ক্ষেতের বাহিরে আসে তখন ৩ জন স্ত্রীলোক লরীর সম্মুখে শুইয়া পড়ে। পুলিশ তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া লয়।

——

নরহত্যার অভিযোগ

দীন মহম্মদকে হত্যা করার অভিযোগে বলবীর গুনাওয়ার নামে জনৈক নেপালী আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইউ সি, খাটো ... নালে অভিযুক্ত হইয়াছে।

[illegible] আলীপুরস্থিত ইষ্টার্ণ ষ্টেটস [illegible] ... র দারোয়ান ও দীন মহম্মদ [illegible] ... ন্ত্রী ছিল। অভিযোগে [illegible] ... ফেব্রুয়ারী রাত্রে দীন ... পাহারা দিতেছিল তখন

[illegible]

আসামী তাহাকে ভোজালী দ্বারা হত্যা করে। আসামী তাহার পর টাকাকড়ির খোঁজে আলমারীর উপরকার ড্রয়ার বলপূর্ব্বক খোলে, কিন্তু কিছুই পায় না; কারণ টাকাকড়ি আলমারীর দ্বিতীয় ড্রয়ারে তালা-বন্ধ ছিল। আসামীর ঘরে রক্তসিক্ত ভোজালী পাওয়া যায়। ড্রয়ারের উপর তিনটী আঙ্গুলের ছাপ পড়িয়াছিল। ঐ ছাপ অফিসের ৪৫ জন চাকর-বাকরের আঙ্গুলের ছাপের সহিত মিলাইয়া দেখা হয় এবং আসামীর আঙ্গুলের ছাপের সহিত উহা মিলিয়া যায়।

কয়েকজনের সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পর শুনানী মুলতুবী থাকে।

পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীযুক্ত জে, কে মুখার্জ্জী সরকারপক্ষে ছিলেন। আসামী-পক্ষে কোন উকিল ছিলেন না।

——

বে-আইনীভাবে অহিফেন বিক্রয়ের অভিযোগ

বে-আইনীভাবে ৪ সের ১০ তোলা অহিফেন রাখা ও বিক্রয় করার অভিযোগে একবালপুরের দোরাব আলি নামে জনৈক ব্যক্তি আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, হক কর্ত্তৃক ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী অহিফেন বিক্রয় করিতেছে সংবাদ পাইয়া আবগারী সাবইনস্পেক্টর সৈয়দ আমেদ সংবাদদাতা চরের সহিত ওয়াটগঞ্জের একটী পার্কে যান এবং ১০ তোলা অহিফেন ক্রয় করেন। আর দুই ক্ষেত্রেও তিনি ১০০ টাকায় এক সের করিয়া অহিফেন কেনেন। ১৯শে জুলাই তারিখে আসামীকে গ্রেপ্তার করার আয়োজন করা হয়। চরকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, সে যেন আসামীকে লইয়া পার্কে আসে এবং আসামীর নিকট অহিফেন থাকিলে একটি সিগারেট ধরায়। আসামী ও চর পার্কে প্রবেশ করে এবং চরকে সিগারেট ধরাইতে দেখিয়া আবগারী পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করে। আসামীর লুঙ্গীর মধ্যে এক সের অহিফেন পাওয়া যায় এবং আর এক সের মাটিতে পড়িয়া যায়।

——

লরীর ধাক্কায় মৃত্যু

মুকুটধারী বেগের মৃত্যু সম্পর্কে শুক্রবার করোণার মিঃ এ, সি, দত্ত জুরীদের সাহায্যে তদন্ত করেন। লরীর আঘাতের ফলে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জুরীরা অভিমত প্রকাশ করেন। প্রকাশ, মুকুটধারী বেগে যখন ডুকেলাস ঝিলে কাজ করিতেছিল, তখন একটী লরীর ধাক্কায় গুরুতররূপে আহত হয়।

জুরীদের অভিমত এই যে, লরীচালক অসতর্কভাবে লরী চালাইবার অভিযোগে অপরাধী।

——

ছেলেধরার উপদ্রব

রাওয়ালপিণ্ডি সহরের বিভিন্ন মহল্লায় পর পর কয়েকটী ছেলেচুরির সংবাদে এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সৈদপুর রোডে ছেলেধরার হাত হইতে একটি ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। পেশোয়ার মহল্লায় একটি বালককেও ছেলেধরার হাত হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। সেখান মহল্লার একটি বালককে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করার সময় একজন পাঠানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে পুলিশ হাজতে রাখা হইয়াছে। কংগ্রেস অফিসে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত কয়েকদিনের মধ্যে এখানে ১০টি ছেলে চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

——

গরুর গাড়ী ও ট্রেণে সঙ্ঘর্ষ

পুরী ও মালতীপাতপুর রেল ষ্টেশনের মধ্যে চারনালায় একখানি ইট বোঝাই গরুর গাড়ী রেল লাইন পার হইতেছিল। গাড়ী রেললাইন পার করার সময় গাড়োয়ান সাহায্যের জন্য আর একটি লোক ডাকিতে গিয়াছিল। ইতোমধ্যে একখানি ট্রেণ আসিয়া পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে গরুর গাড়ীখানি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়া যায় ও একটি বলদ মারা পড়ে। গাড়োয়ানও সামান্য আঘাত পাইয়াছে।

কৃষকদের দুর্দ্দশা মোচনের ব্যবস্থা

ছোট ছোট চাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘব করিবার জন্য উড়িষ্যা সরকার উড়িষ্যা পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিলটির উদ্দেশ্য এবং উহাকে আইনে পরিণত করিবার যুক্তিযুক্ততা বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে যে, ক্রমাগত অর্থসঙ্কটের দরুণ যেসকল কৃষকদের জমিজমা আছে এবং যাহারা চাষবাস করিয়া থাকে তাহাদের অবস্থা মন্দের দিকে যাইতেছে। স্থায়ীভাবে এই শ্রেণী চাষীদের অবস্থার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য আইন পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] করিয়া কৃষকদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ কিংবা তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং নীলাম বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিবেন।

——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। মুক্তিমল্লিকা শুপগৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা, ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
... সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। এরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

কার্য্যালয়
...বন্দ ব্রহ্মচারী
অফিস
...জ্জি লেন
লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

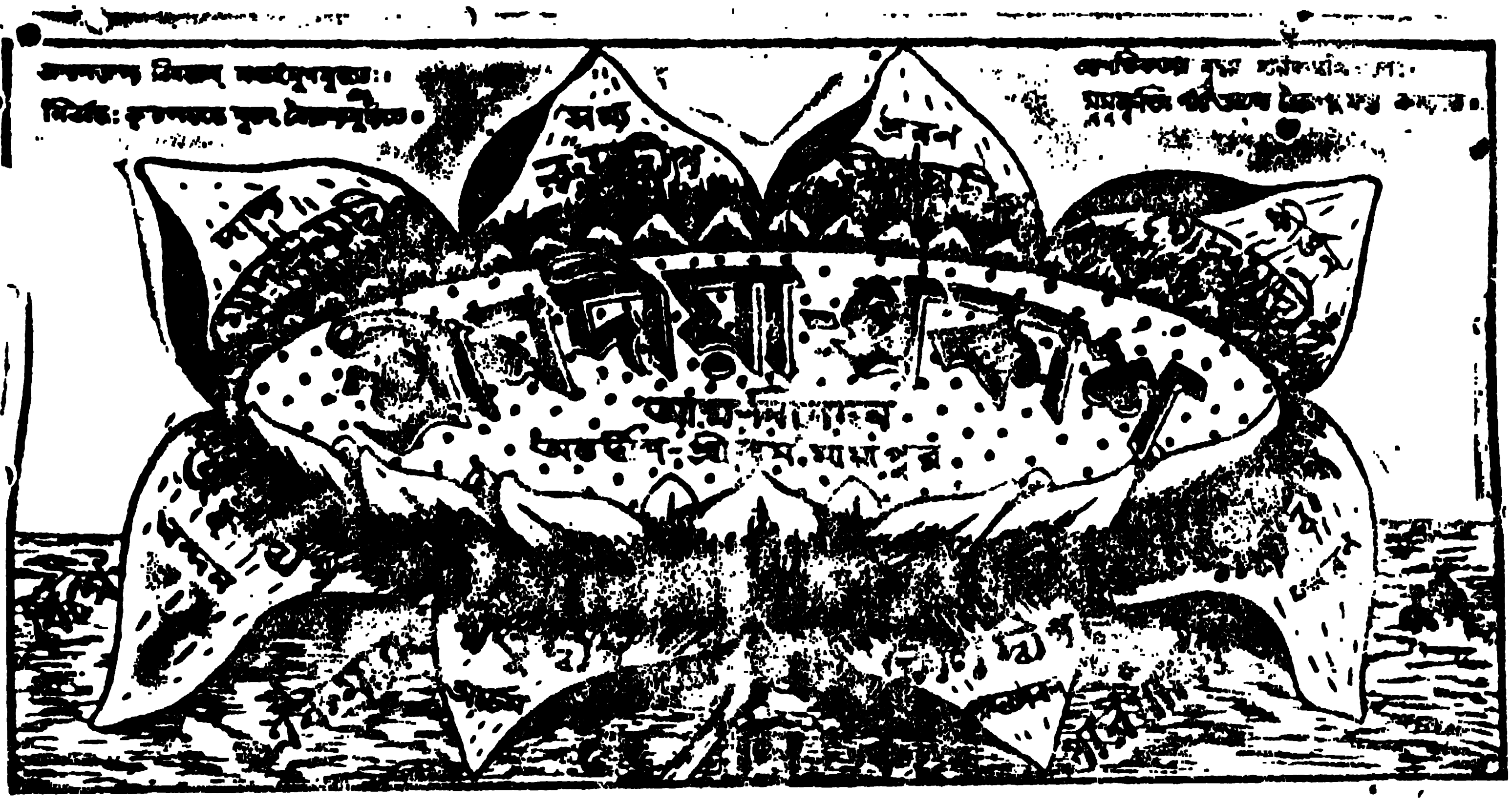

১৩শ বর্ষ | ১৪ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, বুধবার | ২৬৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগরে

কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট সজ্জনগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর গমন করেন। কয়েকদিন যাবৎ স্বামীজী কৃষ্ণনগরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সারবান্ উপদেশাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সহরবাসীকে অমূল্য পরমার্থ কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

স্বামীজীর শাস্ত্রালোচনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সহরের জন-সাধারণ যাহাতে একত্রে উক্ত বিষয় শ্রবণে সুযোগ পায় তজ্জন্য আনন্দময়ীতলায় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকদিবস তথায় হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গত শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় তথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রালোচনামুখে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য, ভগবৎ-কথা আলোচনার [illegible]য়তা, সদ্গুরু চরণাশ্রয়ের [illegible]তা প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে [illegible] করেন। স্বামীজীর পাঠ ও [illegible]বণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগ-পীঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থাদি আলোচিত হইতেছে।

প্রভু

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সহিত—অধোক্ষজ বিষ্ণুর সহিত—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত; আর যে সকল শুদ্ধবৈষ্ণবকে এই সকল নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহারাও জানেন যে তাঁহারা বিষয়বিগ্রহের সেবকানুসেবক। ঐ 'প্রভু' শব্দটী বিষয়বিগ্রহ নিত্যানন্দের জন্যই একমাত্র উদ্দিষ্ট। তাঁহারা প্রভু-দাস, প্রভু নহেন।"

কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী প্রাকৃত সহজিয়াকুল 'অপ্রাকৃতে'র ছলনায় প্রাকৃত অভিমান চতুষ্টয়ের নূতন সংস্করণ প্রচার করিয়া 'প্রভু' (?) হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া স্ব-স্ব প্রাকৃত জন্মগত অভিমানের অসংস্কৃত অবস্থা বজায় রাখিয়া দৈক্ষ্যজন্মের অভিমানে মসগুল হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ উক্ত দীক্ষাভিনয়কারিগণ "আমি বৈষ্ণব' এই মন্তব্য প্রাকৃত জনসমাজে জাহির করত প্রকৃত সেবকগণকে অবৈধ-ভাবে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হইয়া থাকেন। "শ্রীগুরুদেব আমাদের স্বাভাবিক কোমল সেবোন্মুখতাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বা আমাদিগকে প্রবল আত্ম-বঞ্চনার করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অপ্রাকৃত সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীতে যোগদানের সুযোগ প্রদানমুখে দীক্ষা সমাপ্তির জন্য সচেষ্ট থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন মাত্র।" এই বিষয়টুকু দীক্ষিতাভিমানিগণ উপলব্ধি করিলেই শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী"

প্রভৃতি অপ্রাকৃত বাণীসমূহ তাঁহাদিগকে ভজনের পথে অগ্রসর করাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত আভিজাত্যের অবৈধ অভিমান ফলেও যে "বেড়াফাটা" অবস্থায় নিপতিত হইতে হয়, ইহাও তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

উপরিউক্ত প্রথম অভিমানের ন্যায় প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য-অহমিকাও দীক্ষিতব্রুবের হৃদয়ে অপ্রাকৃত অভিনেতার বেশ ধারণ করিয়া বহুরূপে নৃত্য করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। "সর্ব্বাধিক সেবানুকূল্য (? সংগ্রহ-কারী আমি" এই মন্তব্য জাহির করত দীক্ষিতব্রুবগণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অকিঞ্চন সেবকগণের উপর আধিপত্য (?) বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় নিষ্কপট ঐকান্তিক সেবকগণ নিজলাভপূর্ণ। অতএব তাঁহারা ঐশ্বর্য্যহীন নহেন। তাঁহারা আমাদের উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত ও প্রচুর উপকৃত হইবার বস্তু নহেন। আমাদের প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যাভিমানের মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে এবং ত্রিকালজ্ঞ পরম নির্গুণ বস্তু দ্বারা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যাহাতে রুচিবিশিষ্ট হইতে পারি—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা॥"

—এই আম্নায়বাণী যাহাতে আচারমুখে প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করি, তজ্জন্যই পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ভিখারী সাজাইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রাকৃত সহজিয়াকুল এই আপ্তবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্মমঙ্গল লাভে বঞ্চিত হইবেন না। আবার উপরিউক্ত অভিমানে দৃপ্ত হইবার উপায়বিহীন প্রাকৃত সহজিয়াগণ স্ব-স্ব প্রাকৃত পাণ্ডিত্যাভিমানে ও মাটিয়া রুক্ষপের অভিমানে অপ্রাকৃতের ভাবনা দিয়া শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অপ্রাকৃত বরপুত্রের উপর শ্রীরূপানুগ নিষ্কপট বৈষ্ণবগণকে নির্য্যাতন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, ফলে তাহারা এইরূপ নূতন সংস্করণের [illegible] ও [illegible]পাভিমানের প্রভাবে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা হইতে [illegible] লাভ করিয়া থাকে। প্রভু সাজিবার [illegible] তাহাকে এ বৈষ্ণবাপরাধ [illegible] নিক্ষেপিত করাইয়া [illegible] বলাই বাহুল্য। অপ্রাকৃতের ছলনায় [illegible] অভিমানচতুষ্টয় সমাগ[illegible] [illegible] করত নিষ্কপটে শ্রীগুরু[illegible] চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের [illegible] করিলে উপরিউক্ত অপরাধী জীবকুলের উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে।

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

"যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ ক'রলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন ক'রছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বিষ্ণু ৬ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ করেছেন? "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ"। শাস্ত্রে যত রকম নির্দ্দেশ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহহং' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে আহ্বান ক'রতে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তত্তৎরূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লাভ হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়।

ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবন—সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক আর তাঁর পঞ্চ প্রকার আশ্রয়জাতীয় সেবক। ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই।

যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিক বিচারে ছেড়ে দেন না। যেকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদিত হবে, ততদিন কল্যাণপ্রাপ্তি যাবে না। যে পরিমাণে ভক্তি হবে, সেই পরিমাণে জ্ঞানবৈরাগ্য স্বতঃই উদিত হ'বে।

সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ'ক, অন্য সব কথা থেমে যাক্। ভাগবতের কথাই চৈতন্যদেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে, অনন্ত-কাল সঞ্চিত—জন্মজন্মান্তরের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হ'বে। এই শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্ত্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবত-কথা-শ্রবণাদি সেবা। ভাগবত-কথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই, তাঁদের কাছেই ভাগবত আলোচ্য।

ভাগবতে দর্শনের কথা, জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথাই আছে; সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য ও পরম প্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসারবিনির্ম্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদভিন্ন বস্তু। দ্বাদশস্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ ব'লে কথিত হ'য়েছে, কিন্তু এটি বিরাট্ রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহ-রূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন।

যিনি অনায়াসেই অমন্দোদয়দয়া বিতরণ ক'রতে পারেন, সেই চৈতন্যদেব ব'লছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবা, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, মথুরাবাস—এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই জীবের ভক্তিবৃদ্ধি হ'য়ে প্রেম-ভক্তি লাভ ঘটে। আমি প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গলপ্রার্থী হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গল-বিধান করেন। প্রত্যেক চৈতন্যধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঙ্গলবিধাতা।

জড়সম্বন্ধের গন্ধ যেকোন পর্য্যন্ত নষ্ট না হচ্ছে, সেকাল পর্য্যন্ত প্রাপঞ্চিকতা নিয়ে বস্তু-সান্নিধ্য হ'তে দূরে থাকতে হ'বে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চেতনের উন্মেষ হ'বে, চিৎসবিশেষ ব'লে যে ব্যাপার তা বুঝ্তে পারা যাবে, তখনই ভাগবত-শ্রবণে অধিকার হ'বে।

আমাদের ভাগবত পাঠ ক'রতে হ'বে। ভাগবত হ'তে নির্ব্বিশেষবাদ শত সহস্রযোজন দূরে উৎক্ষিপ্ত হ'য়েছে। কেবলাদ্বৈতবাদের কোন কথাই ভাগবতে নাই। কেবল গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করলে ভাগবতের উদ্দেশ্য কি জানতে পারা যায়।

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্য্যন্ত জীব আধ্যাক্ষিক থাকে। ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি ব'লছেন, তা' জান্‌তে হ'লে, আলোচনার ইচ্ছা থাকলে দশমস্কন্ধ আলোচনা ক'রতে হ'বে। দশম স্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশ স্কন্ধ না প'ড়লে অধঃপতন হ'বে। সে জন্য ভাগবত শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য্য।

শ্রীচৈতন্যের চরণ আশ্রয় ক'রলে 'আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে' বিচার উপলব্ধ হ'বে, তখন রসবোধ হ'বে। জড়রসবোধ থাকলে চিদ্রসমূর্ত্তি ভগবানকে বুঝা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন, 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে'। ২৪ ঘণ্টা ভগবানের আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত শুন্‌তে হ'বে। ক্লেশঘ্নী ভক্তির আশ্রয় না ক'রলে—ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না ক'রলে সর্ব্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ ক'রতে পারে না। পঞ্চোপাসকের বা অঘ-বক-পুতনার অনুগতজনমুখে ভাগবত শুন্‌তে নাই। কৃষ্ণ আঠার রকম অসুরকে যে প্রকার গোকুলে ধ্বংস ক'রেছিলেন, তদ্রূপ এই সমস্ত অঘ-বক-পুতনার ভৃত্যবর্গের অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ ক'রবার চেষ্টারূপ যে পাষণ্ডমত, কৃষ্ণ তা' ধ্বংস ক'রে দেবেন। অসুরদের অনুগমন বা তাদের বহুমানন কর্ত্তব্য নয়; তাঁদের অনুগ্রহ প্রার্থনীয় নহে। যে যে নামে দেবতা আছেন, তন্নামে অসুরও আছে। তা'রা মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে চেতনধর্ম্মরহিত ক'রে দেয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু।

ভাগবত নিগমশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক; উহাই বাস্তববস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, যা'তে আমাদের মত লোক সেই ভগবদ্বস্তুর সেবা ক'রবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হয়। আমরা সর্ব্বদা সেবা-বিমুখ। সেব্যের দর্শনে সেবকের সেবোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।

বিশুদ্ধ হ্লাদিনীশক্তিতে যে লীলার কথা তা' জগতে মেপে নেওয়া ধর্ম্মযুক্ত লোকের ধারণায় কদর্য্যাকারে পরিণত হ'য়েছে। নিজ-ভোগজনিত কদর্য্যতা আছে দেখে তা'রা পরমপবিত্র পূর্ণতম কৃষ্ণলীলায়ও কদর্য্যতার আশঙ্কা করে। বাসনার দাস, কামুক, ঘৃণিত জীব কৃষ্ণের নিকট যেতে পারে না বা তা'দের কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হয় না।

সবশুদ্ধ বিশ্বকেই একমাত্র বস্তু বিচার ক'রলে 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকতে হ'বে। লীলাময়ের লীলা পরম সত্য, পূর্ণ-জ্ঞানময়। নিরানন্দ সেখান থেকে লক্ষ কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। সেখানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ বিরাজমান। সেখানে পৌঁছান দরকার।

সমস্ত শাস্ত্র শ্রবণের ফলই হ'চ্ছে জীবের ভক্তিমান্ হওয়া—অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। যাঁ'রা সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হ'য়ে অভি-ধেয়ে অগ্রসর হন, তাঁ'দের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থাকলে অভিধেয় বিচারের সুষ্ঠুতা হয় না।

ভাগবত আলোচনা করার নাম—পরিপঠন; তৎপূর্ব্বে সংশ্রবণ; তা'র পর বিচারণপরতা। সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক এইটিই বিচারণ-পরতা। তা'তে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত ব'লতে ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকে বুঝায়। শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁ'র পূজা করেন যাঁ'রা, তাঁ'রা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দ-ব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু; তাঁ'তে ভগবদবতার সমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের অভিন্ন-সেবা প্রয়োজন।

অধিকার লাভ ক'রে ভাগবত অধ্যয়ন ক'রতে হ'বে। তা না হ'লে বিচার হ'বে,—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের ক'রে নেওয়া যা'ক, তা' হ'লে ভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'রতে পারা যাবে। ভাগবত-বিচার-সৌষ্ঠব বিকৃত ক'রতে পারলেই সুবিধা। আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগ বুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—তাঁ'র পাঠক সাধু, নির্ম্মৎসর। এ পরমধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতরধর্ম্মের কথা নাই। সাধুগণের মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত।

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্ম্মের কথা কথিত হ'য়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম্ম, তাহা শিবদ—মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হ'বে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, আর বাড়্‌তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাকবে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তবমিশ্র প্রতীতিতে ভরা। রাধাগোবিন্দ, রাধামদনমোহন, রাধাগোপীনাথের [illegible] সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তুজ্ঞান, [illegible] সম্পত্তিলাভের ন্যায়। [illegible] বস্তু জানবে। কে জানবে? যাঁ'রা [illegible] ব্রহ্মচারী যাঁ'রা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি ব'লেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব উহা শিষ্যপারম্পর্য্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা ক'রছেন। 'অপরৈঃ কিম্'—অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অন্য কথা ব'লে ফল কি? এতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'লে বাজে কথা থাক্‌বে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন'—বিষয়টি বুঝ্‌তে পারা যাবে।

পরমধর্ম্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। আমি কামী হ'ব, ক্রোধী হ'ব, লোভী হ'ব, প্রমত্ত হ'ব প্রভৃতি বিচার-প্রণালী হ'তে অবসর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কামুক, ক্রোধী, লোভী, মূঢ় বা প্রমত্ত হ'বার যোগ্যতা এখানে আছে। ঐ গুলোর সমষ্টি একীভূত হ'লে মৎসরতা আসে। যদি এ গুলোর সেবা না ক'র, তা হ'লে মৎসরতা থাক্‌বে না। কিন্তু বর্ত্তমানে বড়ই প্রয়োজন হ'য়েছে—কামাদি রিপুকে প্রভু সাজিয়ে তা'দের চাকরী করা; ভগবানের সেবা ক'রব না। যাঁ'রা ভগবানের সেবা না করেন, তাঁ'রা রিপুষটকের দাস।

পূর্ণ কি বস্তু, তাঁর জ্ঞান হওয়া দরকার। হ্লাদিনী সন্ধিনী-সম্বিৎ-সংযুক্ত পূর্ণবস্তুর নিকট কি ক'রে পৌঁছাতে পারি ২৪ঘণ্টা কি করে তাঁ'র সেবা ক'রতে পারি, এজন্য চিন্তা করা দরকার। যেকাল পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, পরদ্রোহ আমাদের আক্রমণ ক'রে রাখে; যতদিন না অখিল-রসামৃতমূর্ত্তির আস্বাদক-আস্বাদ্যভাববিশিষ্ট না হ'তে পারি, ততদিন অন্যত্র চালিত হ'য়ে অসুবিধা ভোগ ক'রব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশবৈমুখ্য লাভ ক'রে কেবল অন্ধকারে হাতড়ান কথায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু ভাগবত শ্রবণ ক'রলে ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'বেন।

অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত সংসাররসে আবদ্ধ যা'রা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যা'দের আছে, তা'দের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ নিবৃত্তি না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না, শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যা'দের মনোযোগ নাই, যা'রা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি ক'রে হবে তাতেই মনোযোগী, তা'দের নিজমঙ্গলের চেষ্টা নাই। অনর্থ থাক্‌লে কোন ...র কথা ভাল লাগে, প্রকৃত প্রস্তাবে ...নতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গ-এই দুর্ব্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে ...—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্ম্মকাণ্ড' আর হৃষীকেশের হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গপ্রভাবে অনর্থযুক্ত অবস্থায় থাক্‌তে হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা ব'লেছেন—চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন কর—কৃষ্ণভজন কর, তা' বিশেষরূপে আলোচনা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না থাক্‌লে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার কি ক'রে হ'বে? শেষে হয় ত' নির্বিশেষবিচারই বরণ ক'রে ব'সবো। চৈতন্যদেবের কথা প্রতি পদে পদে আলোচনা না ক'রলেই অসুবিধায় প'ড়তে হ'বে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক চৈতন্যদেবের কথা বিচার করুন।—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

ভক্তিরস ভাগবতের মুখ্যাভিধেয়-বিচার। ভাগবত পড়া হ'লে আর অজ্ঞ থাকবে না, জড়রস থাক্‌বে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হ'বে। পাঁচ প্রকার রসের নমুনা জগতে কিছু পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের দ্বারা জড়-রসগন্ধ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন না শুনে কীর্ত্তন ক'রলে অসুবিধা।

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবধর্ম্মের উপদেষ্টা। ইহাতে বাস্তব বস্তু বেদ্য এবং কৈতব-রহিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম্ম কথিত হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা-দ্বারা কৈতবরহিত ধর্ম্ম লাভ করা সম্ভব নয়। সংসার ত্রিতাপের হস্ত থেকে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁ'দের শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধনা ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। ভাগবতের অধ্যয়নকারী, শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী এবং বিচারণপর ব্যক্তিই অর্থাৎ স্মরণকারী ব্যক্তিই সদ্য সদ্য ভগবদ্বস্তুকে লাভ করেন।

বিষপান যেমন নীলকণ্ঠেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা—কৃষ্ণচরিত্র যদি অসমর্থ অবিবেচক সম্প্রদায় আলোচনা করেন, তবে তাঁ'দের অসুবিধা হ'বে। অভদ্র হ'লে হ'র ভক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন না ক'রে ভক্তি পেয়েছি বিচার ক'রলে দুর্দ্দৈব জান্‌তে হ'বে। মহাদেবের ন্যায় সংযত না হ'লে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ মনে ক'রবে। মন যদি সেবা করার বদলে সেবা গ্রহণ ক'রে বসে, তা'হ'লে সর্ব্বনাশ।

যাঁরা বলেন, বাহ্য জগতে ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত হ'য়ে অন্যত্র প্রবেশ করা দরকার, তা'দিগকে গীতা ব'লছেন যে, সেটায় অধিক ক্লেশের কথা। দেহীর বিচার ভোগ বা ত্যাগ নয়। মুমুক্ষুদিগের ভোগ্য দেওয়া কথার মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণত্ববর্ণন থাক্‌লেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃত্বের রাহিত্য হ'য়ে সব আমিত্বে পর্য্যবসিত হ'বে, এটাই তাঁ'দের প্রধান বিচার। 'আমি' ব'লে জিনিসটা নির্ণয় করা দরকার। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে তটস্থশক্তি ব'লে বিচার ক'রেছেন। ভোগময় কর্ম্ম ও ত্যাগময় জ্ঞানরাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। তা'তে সেব্যের সুখানুসন্ধান বিচার প্রবল, নিজের ভোগ বা ত্যাগের শান্তির কথা নাই। তখন বিচার হ'বে,—"তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ ক'রতে প্রস্তুত আছি, আমি দুঃখী হ'লেও যদি তোমার সুখ হয়, তা'তে আমার দুঃখ নাই, সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।"

প্রভু

(শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ)

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হারিণে॥

"শ্রীচৈতন্যবাণী" নিখিল শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বাণী-বীণার মূর্চ্ছনায় অপ্রাকৃত শব্দ নির্ঝরিণী শত সহস্রধারে নিত্যকাল প্রবাহিতা হইতেছেন। পরমহংসকুলের বিহারস্থান, তথা নিখিল শুদ্ধভক্তগণের কর্ণানন্দবিধায়িনী সেই কলনিনাদিনী নির্ঝরিণীর মধুরধ্বনি অপ্রাকৃত গৌড়ীয়গণের জীবাতুস্বরূপ। ফলতঃ অপ্রাকৃত শব্দকদম্বসমূহ একমাত্র গৌড়ীয় কল্যাণকল্পতরুতেই নিত্যকাল প্রস্ফুটিত। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সমীপে তদীয় দৈক্ষ্য জন্মলাভ করিলেই এই অপ্রাকৃত শব্দকদম্বের গুণ-সৌরভ-মহিমা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে, আধ্যক্ষিক-গণের কর্ণে শ্রীগৌড়ীয়ের যাবতীয় ভাষা বা শব্দগুলি সম্পূর্ণ অভিনব, অদ্ভুত ও অশ্রুত-পূর্ব্বরূপে ধ্বনিত হয়। কারণ—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

এই প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয়গণের কীর্ত্তিত "প্রভু" শব্দের অপ্রাকৃত মহিমাবলীর যৎকিঞ্চিৎ অনুকীর্ত্তন করা যাইবে। এই অনুকীর্ত্তন ব্যাপারটী স্বীয় আত্মশোধনের প্রয়াস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; ইহা যেন শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আমার হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকে। শ্রৌত-বাণীর অনুকীর্ত্তন ব্যতীত আত্মমঙ্গল লাভের উপায়ান্তর নাই ব'লিয়া অনুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দেবীধামের সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরকে দৈহিক সম্বন্ধ বা ভোগময় সম্বন্ধের তারতম্যানুসারে মহাশয়, মহাশয়া, বাবা, মা, কাকা, সখা, প্রিয়তম, ও প্রিয়তমা প্রভৃতি বলিয়া সম্ভাষণ ক'রিয়া থাকেন, কিন্তু নির্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবম্প্রকার ভোগময় সম্বন্ধের আবাহন বিসর্জ্জনের ব্যাপার নাই। জাগতিক বিচারে যিনি জন্মদাতা পিতা তিনিও পুত্রের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অপ্রাকৃত বিচারধারা গ্রহণ করিলে পুত্রকে 'পুত্র' বুদ্ধি না করিয়া 'প্রভো' সম্বোধনের দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। জড়ীয় দেশ কাল-পাত্রের মধ্যে এই নিত্য পরিভাষা কখনও আবদ্ধ নহে। বাহ্য বিচারে লক্ষিত পঞ্চদশবর্ষীয় যুবক ও অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ—উভয়েই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অকৃত্রিম সভ্য হইলে তাঁহারা পরস্পরকে 'প্রভু'সম্ভাষণই করিয়া থাকেন। আত্ম পর্য্যায়গত সেব্য সম্বন্ধ-বিচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিভাষায় বর্ত্তমান। প্রাকৃত জন্মৈশ্বর্য্য ও শ্রুতশ্রীর অভিমানসমূহ সম্যগ্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিয়ত আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবম্প্রকার নির্ব্বিষয় বৈষ্ণবকে 'প্রভো' সম্বোধনের দ্বারা সম্ভাষণ করা দোষাবহ নহে। এমন কি ভাগবত-ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীনারদ স্বীয় শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকেও একস্থানে 'প্রভো' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সেইস্থলে শ্রীগুরুদেব নারদ তদীয় শিষ্যের দিব্যজ্ঞান লাভের সন্দেশ 'প্রভো' সম্বোধনের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহারা দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্ব-স্ব অধীনস্থ দেহ ও মনকে কৃষ্ণোন্মুখতার জন্য অনুগ্রহ এবং কৃষ্ণ-বিমুখতার জন্য নিগ্রহ করিতে সমর্থ। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই অন্তর্ব্বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিয়ামক বা প্রভু। 'প্রভু'শব্দের প্রকৃতম তাৎপর্য্য গৌড়ীয়ে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া অনুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"প্রভু হ' শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—এই দুই প্রভুর প্রভু 'মহাপ্রভু' গৌরসুন্দর। সতীর্থ ভ্রাতাকে অন্য সতীর্থ ভ্রাতা 'নরহরি প্রভো' বা 'নিত্যানন্দ প্রভো', 'অধোক্ষজ প্রভো' আহ্বান করেন বলিয়া সতীর্থ ভ্রাতা বা ভাবেন (শ্রীল প্রভুপাদ) কখনই কল্পনাও আনেন নাই যে ইঁহারা এক একজন বিষ্ণুবিগ্রহ লক্ষ্মীর ভোক্তা নৃসিংহদেব বা শালগ্রাম অধোক্ষজ বিষ্ণু-বিগ্রহ কিংবা গোপীজনপতি রাসরসিক বলদেব বা নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহারা জানেন যে বৈষ্ণবগণ নরহরি বা নৃসিংহের

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিপ্রচারকদের নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রী... ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তামেশিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োগামী শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিষয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তমধুপ

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয় মঠ

বাড়ীবাড়া (শ্রীবাস অঙ্গনের পার্শ্বে নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাকুরপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুদ্‌রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরাধাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) জগন্নাথকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমশি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমশি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি ... হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দাম মণ
কাটারি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	
বালাম কোয়ালিটি	
সিদ্ধ বেরূণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরূণ	৩৵০

চিনির দর

কাটন, টাটপ	১০৷/০
রাজপুর ১০০০ নং	১০/০
মাবড়োরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	দাম ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
নতরেল	
চাঁদিরবার	৫১৷০

পাটের দর

আবজে—	৪০৸০
মিড়ল—	৪০৸০
বটম—	৪১
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারকাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
পাপাউ	১৷৵০—১৸০
ভূষি	১৷৵০—১৷৶০

ঘৃতের দর

বঙড়া	৫৭৲
কামনাথা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
অন্যা	৪৫৲
পার্ব্বতীয়	৩৪৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাখরা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২১.৩.৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর দাম ৫০০ মণ
লোহার কাড় (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৭৲- ৮৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
পীস	৷৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ষ্টিল পাটী, গোলটু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৷০
ক্রুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের জালমণ ৫৵০, পাটের জালমণ ৬৷০	
তুলার জালমণ ৪৷০	

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আরেন গোলার কাটন	৫৪৲
লিটল আরেন কারকচ	৪০৲
করাচি খুরলিস কাটন	৪০৲
চায়ার্ণ সাদা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১-৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুট পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৮-৫ জগন্নাথ ঘাট রোডসাইড, মন্দবাজার
কলিকাতা

ফেভরোল

-:::-

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্যের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-ধাপুড়া, দামন্ট এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক

সেবন বিধি:—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ১ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৭১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আশ্চর্য্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ কুঞ্জবিহারী দাস বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—::(*)::—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০		।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪·	৬৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাম॰ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জ্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা— নদীয়া।

শ্রী শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

দাম—আরও কিছুকাল ১২ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG. NO. C. 1[illegible]

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের স্বলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই চৈত্র, ১৩৪৪, ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [২৫শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

এলাহাবাদে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে তাহার কারণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য এলাহাবাদ সিটি কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী আগামী ৩০শে মার্চ্চ উক্ত কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোধ হয় ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। আগামী ২৯শে মার্চ্চ পণ্ডিতজী এলাহাবাদে পৌছিবেন। তিনি আগামী ৩১শে মার্চ্চ রাত্রিতে এলাবাদ হইতে রওনা হইয়া ১লা এপ্রিল কলিকাতা পৌছিবেন।

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবে ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া বিদ্যালয় বাছাই করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরকে আদেশ দিয়াছেন। যে বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও কায়িক শ্রমের কাজ শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে, সেই বিদ্যালয়ই বাছাই করা হইবে।

———

কমন্স সভায় বিতর্ক

কমন্স সভায় পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের বক্তৃতা লইয়া বিতর্ক শেষ হইলে ভোটের জন্য কোন ডিভিসন হয় নাই। মন্ত্রীগণের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সরকারী বিলটি বহু ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার জন সাইমন বিতর্কের উপসংহার করিয়া বলেন যে, যতই ব্যয় হউক না কেন দেশকে শক্তিশালী করা এবং নিরাপদ করাই তাঁহাদের নীতি। তাঁহাদের মতে শান্তি-রক্ষার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

লণ্ডন নৌ-চুক্তি পরিত্যাগ

জাপান যদি তাহার নৌ-নির্ম্মাণের কর্ম্ম-সূচী বিস্তারিতভাবে জানাইতে অস্বীকৃত হয় তবে বৃটেন এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র লণ্ডন নৌ-চুক্তির যে ধারা অনুসারে ৩৫ হাজার টনের অধিক যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা উঠাইয়া দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

———

তিন রেগুলেশনের রাজবন্দিগণ

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, বর্ত্তমানে ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশনে আবদ্ধ ১৪ জন রাজবন্দী আছেন। বাঙ্গলার রাজবন্দীরা বাঙ্গলার বাহিরে থাকিলে তাঁহাদিগকে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে দৈনিক ১ টাকা ২ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত খোরাকী ও ২০৲ টাকা হইতে ৩৪৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক ব্যক্তিগত এলাউয়েন্স দেওয়া হইত। খোরাকী ও এলাউয়েন্স সমস্ত প্রদেশে সমান নহে। বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে দৈনিক ২ টাকা খোরাকী ও ৫৲ টাকা মাসিক ব্যক্তিগত এলাউয়েন্স দেওয়া হয়। প্রত্যেককে মাসে ৬২ টাকা করিয়া ব্যক্তিগত এলাউয়েন্স দানের আদেশ জারী করা হইয়াছে।

—

এক বৎসরে ৩২১টি অপমৃত্যু

সর্পদংশন, জলেডুবে এবং আরও অন্যান্যভাবে অপমৃত্যুর সংখ্যা কাঁথি মহকুমায় অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। গত বৎসর এই মহকুমায় ৩২১ জনের অপমৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে জলে ডুবিয়া ২১১ জনের, সর্পদংশনে ৬৪ জনের এবং আত্মহত্যা, বজ্রপাত ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অপমৃত্যুর হাত হইতে কি করিয়া লোককে রক্ষা করা যায়, কর্ত্তৃপক্ষ সভাসমিতি করিয়া জনসাধারণকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। সাপে কামড়াইলে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করিতে হয়, লোককে তাহাও শিখান হইতেছে।

———

কেন্দ্রপাড়ায় পশুপ্রদর্শনী

গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ কেন্দ্রপাড়ায় পশুপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। বাবু লক্ষ্মী-নারায়ণ পট্টনায়ক শেষদিনে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেন এবং সকলকে অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে অনুরোধ করেন। জেলা বোর্ডের চেয়ার-ম্যান বাবু নিকুঞ্জবিহারী দাস পশু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে যাঁহারা সুস্থ ও সবলকায় গবাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

———

ডাকাত ও পুলিশে সংঘর্ষ

ঝাঁসীর এক সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ ও ডাকাত দলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী সংঘর্ষের ফলে জওহর সিংহ নামক এক ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে। জওহর সিংহকে ধরিবার জন্য মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। সংঘর্ষের ফলে ডাকাত দলের দুই ব্যক্তি মারা গিয়াছে। জওহর সিংহও গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। আরও প্রকাশ, গোয়ালিয়র ও সাগরের সীমায় ডাকাতদের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য দুইদল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ খবর পায় যে, ডাকাতেরা কিশোরা গ্রামে হানা দিবে। পুলিশ ডাকাতদের যাইবার পথে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং তাহারা যাইবার সময় হঠাৎ তাহাদের আক্রমণ করে। ডাকাতেরাও তাহাদিগকে আক্রমণ করে। জওহর সিংহ গুরুতররূপে আহত হওয়ার পর আত্মসমর্পণ করে। প্রকাশ, কয়েকটি ডাকাতি ও হত্যার অভিযোগে মধ্য-প্রদেশ ও গোয়ালিয়র—এই উভয় স্থানেই তাহার বিচার হইবে।

———

পাবনায় অগ্নিকাণ্ড

গত ২২শে মার্চ্চ দ্বিপ্রহর বেলায় দমদমা (পাবনা) এবং অন্য তিনখানা গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নি-কাণ্ডের ফলে প্রায় ১২৫ খানা বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ১০০টি পরিবার গৃহহারা হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দশ সহস্র টাকা।

———

সুয়াপুরে অগ্নিকাণ্ড

সুয়াপুর গ্রামের (ঢাকা) সন্নিকটবর্ত্তী কুঠীরচর গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় আড়াই শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। দুই-জনের শরীর একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের জীবনের আশা খুব কম। পরিধানের বস্ত্র ব্যতীত কাহারও কিছুই রক্ষা হয় নাই। এই সকল গ্রামবাসী একান্ত সহায়-সম্বলহীন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ।৶
২২ ভজন রহস্য ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।৹
২৭। ভক্তিমালিকা গুণসৌরভ: (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। গীতা-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সংখ্যাবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ৷৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়: ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬ দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইমোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড অনয়্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তৈলঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খানি	৬।০
রাজা চাল	৫৮০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০।/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোয়া সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭।/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
গিণি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

সাবেক—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেস্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
কাউন্‌কোড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (০)	২।০—২।৶০
পালাউ	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

অকবর	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
গাভিঘৃত	৬৪।০

তার	৯৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১।৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩।৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
শীস	১৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, বোল্‌টু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৮।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
৫টকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬।০	
তুলার হালমণ ৪।০	

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ সাদা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
শুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:o:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——::o::——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি কালাজ্বর, বর্ম্মা-লাপুডা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধিঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসী ... প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লী... ...হা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ...জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে ...আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶ ... আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি ... রোড, কলিকাতা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ। তত্ত্বদর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩১শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম ৫৲		৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১.

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844 ?

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সত্ত্ব-খাদৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই চৈত্র, ১৩৪৪, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [২৭শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

স্পেনে বিদ্রোহীদের অগ্রগতি

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী হুয়েস্কা হইতে তেরুয়েল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ১৫০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অগ্রসর হইতেছে। গণতন্ত্রী বাহিনীর মধ্যে নৈরাশ্য ও নৈতিক অধঃপতনের সূচনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বিদ্রোহীবাহিনী টোরটোস্কা অভিমুখে অভিযান সুরু করিয়াছে এবং কামপে ও আলকানিজের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। বিদ্রোহীপক্ষের বিমানবহর ভারাসোনী ও লোরদার উপর বোমাবর্ষণ করে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই।

সমরবিদ্যা ও বিমানবিদ্যা শিক্ষাদান

গত ২৫শে মার্চ্চ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় কোনও সদস্য সমর-বিদ্যা শিক্ষা ও বিমানবিদ্যা শিক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কোন সদস্য বলেন,—সামরিক শিক্ষা ও বিমান-চালনা শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন। কলিকাতায় যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, মাদ্রাজেও তাহার সম্ভাবনা কম নহে। এই অবস্থায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সমরবিদ্যা ও বিমান বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পেপওয়ার্থ প্রত্যুত্তরে বলেন,—বার বার ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের নিকট আবেদন করা হইয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ এক পদও নড়িতে প্রস্তুত নহেন

ভারতে নাৎসীগণ—ভোটের ঢেউ

আগামী ১০ই এপ্রিল তারিখের গণভোট সম্পর্কে হের হিটলার বোম্বাইয়ের জার্ম্মাণ কন্সাল জেনারেলকে ভারত প্রবাসী যাবতীয় জার্ম্মাণের ভোট গ্রহণের আদেশ দিয়াছেন। এই অনুসারে ভারতের যাবতীয় জার্ম্মাণকে জার্ম্মাণ সরকারের ব্যয়ে ঐদিন বোম্বাইয়ে হাজির থাকিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই হইতে একখানি জার্ম্মাণ জাহাজে করিয়া প্রবাসী জার্ম্মাণ দিগকে উপকূল হইতে তিন মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে লইয়া যাইয়া ভোট গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর ব্যালট পেপারগুলি শীলমোহরযুক্ত বাক্স বোঝাই করিয়া গণনার নিমিত্ত জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করা হইবে।

মাদ্রাজে ডেপুটিস্পীকার শ্রীমতী লক্ষ্মীপতি

জানা গিয়াছে যে, অনেকের উপরোধে পড়িয়া মাদ্রাজ ব্যবস্থাপরিষদের ডেপুটী স্পীকার শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন।

আসামের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা

আসাম সরকারের রাজস্ব বিভাগ সংবাদ-পত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন:—গত ৭ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে লক্ষীমপুর জিলার সদর মহকুমার খেরোনিয়া ও টিপলিং মৌজার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায়। টিবিল চা বাগানে ঘূর্ণিবাত্যার প্রচণ্ডতা পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হয়। ফলে উক্ত চা বাগানের সমূহ ক্ষতি হয়। চায়ের পাতা রাখিবার জন্য নির্ম্মিত বহু ঘর ঝড়ের বেগে উড়িয়া যায় এবং অনুমান ১৪ জন কুলী ঐগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে। বাগানের চা, ঘর ও ম্যানেজারের বাংলোর প্রভূত ক্ষতি হয় এবং বাগানের বহু কুলীও গুরুতর রূপে জখম হয়। সন্নিহিত অঞ্চলের অনুমান ১৫টী গ্রামের গুরুতর ক্ষতি হয় এবং তন্মধ্যে রঙ্গাজান, বাঙ্গালীগাঁও, সরুপাথর, হুকুতাগাঁও এবং চোলাকাকালীগাঁওএর (এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানতঃ আহোম) অধিবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘূর্ণিবাতার ধ্বংসলীলায় এই সব গ্রাম প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ঘরবাড়ী উড়িয়া গিয়াছিল—বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। বহু লোক অল্প বিস্তর আহত হইয়াছিল।

সিমলার রিক্সা চালনা

সিমলা মিউনিসিপ্যালিটি রিক্সা পরিচালনা নিজ কর্ত্তৃত্বে লইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটি ৫০ খানা রিক্সা ক্রয় করিয়া অল্প ভাড়ায় কুলীদিগকে ভাড়া দিবে। উহার উদ্দেশ্য, কুলীদিগকে যাহাতে মাঝখান হইতে একশ্রেণীর লোক শোষণ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। পরীক্ষামূলকভাবে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। রীজের রিক্সা সেড ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যত্র অপর একটি সেড তৈয়ার করা হইয়াছে। 'রিক্সা চৌধুরীরা' এই বৎসরই থাকিবে, আগামী বৎসর তাহাদিগকে 'চৌধুরীর' অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে

মেদিনীপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৯শে মার্চ্চ বেলা প্রায় ১টার সময় মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার পাথর বেড়্যা গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে ৩০জন গৃহস্থের ১৮২টি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ঘর হইতে জিনিস পত্র বাহির করিতে দুইজন বলিষ্ঠ লোক অগ্নিতে প্রাণ হারাইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৪০ হাজার টাকার কম হইবে না। প্রকাশ যে, জনৈক গৃহস্থের অসাবধানতা বশতঃ আগুন লাগে

সংবাদ পাইয়া চগবেড়িয়া গঙ্গাধর শোসিয়াল ওয়েলফেয়ার সমিতির স্বেচ্ছাসেবক ও কর্ম্মিগণ ঐ স্থানে গমন করিয়া ১৫টি পরিবারের ১০৭ জনকে প্রাথমিক সাহায্য দান করেন। তাহারা গৃহহারাদের বাসের জন্য সাময়িক চালা নির্ম্মাণ করিতেছেন। বালাগোবিন্দপুরের জনৈক জমিদার কিছু সাহায্য দান করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানা হইতে প্রত্যহ গৃহদাহের সংবাদ আসিতেছে।

বৃদ্ধা ও চারিটি শিশু জীবন্তে দগ্ধ

আমেদাবাদের স্বগলা গ্রামে একখানি তৃণ-নির্ম্মিত কুটিরে আগুন লাগিয়া চারিটি শিশু সহ এক বৃদ্ধা জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী বাড়ীর বাহির হইয়া গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতা রন্ধন করিতে আরম্ভ করে। হঠাৎ একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া কুটিরের চারিদিকে আগুন লাগে। যাহারা ঘরে ছিল তাহারা কেহই বাহির হইতে পারে নাই। পঞ্চাশ টাকার কারেন্সী নোট ও অন্যান্য জিনিষপত্রের সহিত ইহারা পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-স্তবাবলী ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভাষ্যসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। প্রমেয়-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংস্কারবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলানুভাবঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০॥ নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ই..থটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গুম্ফিত করা হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র উহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

১০ম বর্ষ { ১৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩১শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ২৭৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গত ২৩।৩।৩৮ তারিখে কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কেশরডাঙ্গা গ্রামে গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে হরিকথা-প্রচারার্থ গমন করেন এবং তথায় শ্রীযুত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ মহোদয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৩।২৪শে মার্চ্চ গ্রামবাসী বহু শ্রদ্ধাবান্ ভদ্র পুরুষ ও মহিলার সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন ও মহারাজ খট্বাঙ্গোপাখ্যান অবলম্বনে বর্তমান হরিকথার ঘোর দুর্ভিক্ষের দিনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশ্ববাসীর উপকারের কথা ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র সার্ব্বজনীন এবং জীবাত্মার একমাত্র নিত্য সনাতনধর্ম্ম তাহা এবং অন্যান্য বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর

"শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গার্হস্থ্য-লীলায় তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন যে,—যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী এই দুই একত্র মিলিয়া 'লক্ষ্মী' নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্‌কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরনারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—ভূশক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে শ্রীকবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন যে,—পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে 'রাজ-পণ্ডিত সনাতন' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'ভূ'-স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে' কবিকর্ণপূর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিততনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা, সহচরী, পরমেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়ায় গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে;—যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।"

—'শ্রীসরস্বতীসংলাপ' ২৩ পৃঃ

সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনু কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥"

সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ৪র্থ তরঙ্গে এইরূপ পাই —

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রদর্শিত ভজনাদর্শ অনুসরণের নির্ব্যলীক দৃঢ়তার উদয় হইলেই আমরা শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌর-জন সঙ্গে শ্রীগৌরস্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত শ্রীকীর্ত্তন-রাসস্থলীর সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক তৎসন্নিহিত প্রদেশে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-প্রকটিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের সেবকানুসেবক হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করিব।

শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দীনাতিদীন আমাদের প্রতি তাঁহার অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ বিতরণ করুন, ইহাই আমাদের অদ্যকার শুভবাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যুক্তকরে প্রার্থনা।

"যাঁহাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্‌-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই, পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সর্ব্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

আদর্শ অপতিত হওয়া চাই

সকল কাজেই আদর্শের একান্ত আবশ্যক। আদর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করা যায় না। তাই জগতের প্রত্যেকে কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। পুণ্যবান্ যেমন ধার্ম্মিকের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পুণ্যকার্য্যে রত হয়, পাপকার্য্যেও তদনুরূপ একটী আদর্শ না হইলে চলে না। পাপকার্য্যই হউক আর পুণ্যকার্য্যই হউক, ভক্তির কার্য্যই হউক আর অভক্তির কার্য্যই হউক, আদর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। শিশু আদর্শ অনুকরণ করিয়াই কথা বলিতে এবং আহার-বিহারাদি করিতে শিক্ষা করে। নরশিশু যদি ব্যাঘ্রাদির নিকট লালিত পালিত হয় তাহা হইলে সে মানুষ হইয়াও পশুর ন্যায়ই শিক্ষা লাভ করে। সন্তরণ শিখিবার কালে জলে নামিতে আমাদের ভয় হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে যদি আমরা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখি তাহা হইলে আমাদের সাহস হয় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তরণে পটু হইতে পারি। আদর্শমাত্রেরই এমনি অসামান্য প্রভাব। সৎ আদর্শের যেরূপ প্রভাব, অসৎ আদর্শেরও তদ্রূপই প্রভাব। তবে অসৎ আদর্শ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ও রুচিপ্রদ বলিয়া তাহা আমাদের উপর অধিকতররূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর সৎ আদর্শ প্রথমমুখে আমাদের রুচিকর না হইলেও ক্রমে ক্রমে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যায়। সৎ ও অসতের মধ্যে এ জগতে অসতের আদর্শই বেশী। সৎ আদর্শ সংখ্যায় অতি অল্প। অল্প বলিয়া হতাশ হইয়া অসৎ আদর্শকেও গ্রহণ করিতে হইবে না। নিষ্কপটে সৎ আদর্শের সন্ধান করিলে ভগবৎকৃপায় সেই সত্ত্বের সন্ধান অবশ্যই মিলিবে।

আদর্শই একমাত্র লক্ষ্য এবং পথভ্রান্ত আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক ও জীবনের ধ্রুবতারা। এই আদর্শ অপতিত হওয়া চাই। ভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণ এবং তদনুগ সজ্জনগণই সেই মঙ্গলময় আদর্শ ও জীবের জীবন-স্বরূপ। শ্রীশ্রীগুরুদেব—শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব এবং তদনুগ অন্তরঙ্গজনগণই সেই অপতিত আদর্শ। এই অপতিত আদর্শ সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা পাইয়াছেন, এই আদর্শকে যাঁহারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কায়মনোবাক্যে তদনুসরণ করিতেছেন, তাঁহারাই সিদ্ধির পথে—সেবার পথে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহারাই ক্রমশঃ মঙ্গললাভে কৃতকৃতার্থ হইবেন। যেখানে অপতিত আদর্শ নাই সেখানে পতনের আশঙ্কা পদে পদে। সেইজন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি—আদর্শ অপতিত হওয়া চাই। নচেৎ মঙ্গল সুদূরপরাহত।

আদর্শ দ্বিবিধ অক্ষজ আদর্শ ও অধোক্ষজ আদর্শ। অধোক্ষজ আদর্শানুসরণে সেবার রাজ্যে প্রবেশ বা সেবায় উন্নতি আর অক্ষজ আদর্শে অভক্তির পথে বা পাপপুণ্যে আকৃষ্ট ও লোকানুকরণচেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। অধোক্ষজ আদর্শে অনুকরণের কোন কথা নাই। অনুকরণে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অনুসরণ নাই, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার নাই, তাঁহাদের আদেশ-পালনমুখে সেবাময় জীবনযাপনের প্রচেষ্টা নাই। সেই অনুকরণ সাধু-গুরুর অনুসরণ নহে। পরন্তু নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসরণ মাত্র। উহা গুরুসেবা—আচার্য্যসেবা বা আদর্শানুসরণ নহে, পরন্তু গুরুবিরোধ, আচার্য্যবিরোধ বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ। কিন্তু জগতে এইরূপ কপটতাই সর্ব্বাপেক্ষা অতীব গুরুভক্তি বা গুরুর আদর্শানুসরণ বলিয়া চলিতেছে। যেখানে গুরুর আদর্শানুসরণ সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা নাই, সেখানে আছে কেবল আনুগত্য বা কিঙ্করত্বের প্রাবল্য। সেখানে আছে গুরুবৈষ্ণবের সুখবিধানের জন্য প্রযত্ন এবং নিজসুখের প্রতি ঔদাসীন্য। সেখানে একলব্যের ন্যায় কপট গুরুভক্তি বা আরোহপথের কোন কথা নাই। নিজের অযোগ্যতা ও কৃপাপ্রার্থনাই সেখানে সম্বল।

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য জগতে আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আদর্শ ব্যতীত দুর্ব্বল জীব কখনও শিক্ষালাভ করিতে পারে না বলিয়াই জীবের প্রতি তাঁহাদের এই অপার করুণা। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন তিনিই গুরু, তিনি আমার ন্যায় লঘু নহেন। তাঁহার ওজন খুব বেশী। আমি তাঁহাকে ওজন করিতে, মাপিয়া লইতে বা নিয়মিত করিতে পারি না কিন্তু গুরু লঘু আমাকে মাপিতে পারেন, নিয়মিত করিতে পারেন। সুতরাং লঘু আমরা যদি কোন বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিতে যাই বা তাঁহার প্রকৃত অনুসরণ না করিয়া তাঁহার কৃত্রিম আদর্শ গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা বঞ্চিতই হইব।

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য জীবগণকে দুই ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটী বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং অপরটী নিজচরিত্র দ্বারা অপরকে সাধুচরিত্র শিক্ষাদান। ইহারই নাম আচার ও প্রচার। প্রচারমুখে আচারই জগদ্‌গুরুত্বের বা অপতিত আদর্শের লক্ষণ। প্রচার জিনিষটীই আচার। আচার ও প্রচার যেখানে পৃথক্, তাহা প্রচারও নহে এবং সেখানে আচারেরও সুষ্ঠুতা নাই। আচারকে সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করিবার জন্যই প্রচার-কার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই,—

> আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
> আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে
> আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
> এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগে দৃঢ়তা এবং সৎসঙ্গে নিষ্ঠাই আদর্শে প্রকটিত। কৃষ্ণৈকশরণতাই আদর্শের জীবন। কৃষ্ণসুখবিধান, কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ব্যতীত অপতিত আদর্শের অন্য কোন কৃত্য নাই। তাঁহার ভাব, তাঁহার ভাষা, তাঁহার আচরণ আমাদিগকে নিয়মিত করে, মঙ্গলের পথে আকর্ষণ করে। সেই Living Sourceএ একটা Personal magnatism আছে। তাঁহার কথা শুনিলে হৃদয়ে একটা revolution না আসিয়া পারে না। তাহা জীবনের গতি ফিরাইয়া দেয়, সব মনঃকল্পিত ধারণা উল্টাইয়া দেয়। এইরূপ আদর্শ গুরুকৃপাবলেই লাভ হয়। এই সদাদর্শলাভের অধিকারী—নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ। সেই আদর্শগণ কৃপাপূর্ব্বক যে আদর্শ প্রকট করেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া, তাঁহাদের উপদেশকে বেদবাক্য না জানিয়া যদি আমরা সেই আদর্শকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যক্তিগত অনর্থের দ্বারা নিয়মিত করিতে যাই বা তাঁহাকে আমারই ন্যায় একজন বদ্ধজীব-বিশেষ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করি তাহা হইলে সেই আদর্শ সেই স্থানে আত্মগোপন করিয়া আমার নিকট বঞ্চনার আদর্শ প্রকট করিবেন। তবে আমি কৃপা চাহিলে তিনি বঞ্চনা করিবেন না, ইহা ধ্রুবসত্য।

এই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ পরমমঙ্গলময় ও কৃপাময়। তাঁহারা কুসুমাদপি কোমল ও বজ্রাদপি কঠোর। স্নেহের মূর্ত্তবিগ্রহ তাঁহাদের স্নেহের অন্ত নাই। কিন্তু আমাদের অমঙ্গলের কোনও আভাস দেখিলে তাঁহারা স্নেহময় মাতা-পিতার ন্যায় অনুগতজনকে শাসনবাক্যের দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন। ইহা স্নেহেরই আর একটা দিক্। ইহার নাম ব্যতিরেক কৃপা। তাঁহাদের এই ব্যতিরেক কৃপা—শাসন-বাক্যকে কুবাক্য মনে করিতে হইবে না। তাহাকে কৃপাশীর্ব্বাদ বলিয়া শিরে ধারণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

সঙ্গই অমঙ্গল ও মঙ্গলের কারণ। সৎসঙ্গে মঙ্গল হয় আর অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ হয়। অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের মঙ্গলময় আদেশ। সৎসঙ্গ করিতে হইবে, একথা সত্য কিন্তু সৎ অর্থাৎ আদর্শ ঠিক না হইলে সঙ্গ কিরূপে সম্ভব? নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে ইহা কিছু কঠিন নয়। সুতরাং আমার বন্ধুবর্গ সকলে অপতিত আদর্শের অনুসন্ধান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব

[গত ২২শে মাঘ (১৩৪৪), ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮), শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-বাসরে প্রাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃতের সংক্ষিপ্ত সার]

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী। তাঁহার কৃপা-ব্যতীত প্রেমভক্তি লাভ হয় না। শ্রীগৌরনারায়ণলীলায় তিনি গৌরনারায়ণের ভূশক্তি স্বরূপিণী। গৌরনারায়ণে তাঁহার মর্য্যাদাবুদ্ধি, তথায় দাস্য-ভাবই প্রবল—অপ্রাকৃত ভাব। প্রাকৃত পতিপত্নীভাবের কোন স্থান সেখানে নাই। তিনি শ্রীগৌরগৃহের গৃহিণী। তাঁহার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

প্রাকৃত স্ত্রী-পুং-বিচারজনিত জড়ীয় ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব-প্রধান সংসার বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার লাভ হয় এবং তথায় শ্রীনামমন্ত্রের সংমার্জ্জনীস্বরূপে সেবাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়।

কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বহুবল্লভ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী বামাস্বভাব-বিশিষ্টা শ্রীসত্যভামা বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ব্বাবতারে শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামার গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে তাদৃশ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলার লক্ষ্মীস্বরূপেই বিচার্য্য হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণের লীলায় পুত্রের ন্যায় বহুবল্লভত্ব দৃষ্ট হয় না।

শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর-লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী হইয়া শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ-লীলার পুষ্টিবিধান-কারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় বাধাপ্রদান-জনিত সম্ভোগময়ী কোন ধারণার লেশমাত্র তথায় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া যাহারা তাঁহাকে নীলাচলে কাশীমিশ্র-ভবনস্থ গম্ভীরামধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—উভয়েরই শ্রীপাদপদ্মে মহা অপরাধী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী, রসাভাসদোষদুষ্ট, অতীব নিন্দনীয় প্রাকৃত-সহজিয়া। শ্রীগৌরনারায়ণ ও শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয় প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে, লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে, তাঁহাদের সে লীলার বৈশিষ্ট্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি সকলেই আচার্য্য—শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ—স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই। তবে বৈশিষ্ট্য এই—শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য হইলেও আচার্য্যগণের প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদির (প্রভুতত্ত্ব হইয়াও) 'দাস' অভিমান প্রবল।

শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলেই জীব ধন্যাতিধন্য হন, তাঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণব-আনুগত্যে নামভজনে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলায় নামভজনশিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্য। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানলীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার আদেশে শ্রীধাম মায়াপুর আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ও বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীঈশান প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর (৪র্থ তরঙ্গ) ও প্রেমবিলাসগ্রন্থে এই সকল ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তণ্ডুল সংখ্যা রাখিয়া নাম গ্রহণ করিতেন (অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চারণান্তে একটী তণ্ডুল রক্ষণ, দুইটী নূতন মৃৎপাত্রের একটী শূন্য, অপরটিতে তণ্ডুল থাকিত)। যে কয়টী তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাঁহার কিয়দংশ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত নামগ্রহণ করিতেন। এইরূপ তাঁহার দিবারাত্র নাম-ভজনে অতিবাহিত হইত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খেতরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'প্রিয়া' সহ ছয় বিগ্রহ (গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন রাধাকান্ত রাধারমণ) স্থাপনের কথা ভক্তিরত্নাকর ১০ম ও ১২শ তরঙ্গে, প্রেম-বিলাস ১৯শ বিলাসে, শ্রীনরোত্তমবিলাস ৬ষ্ঠ বিলাসে বর্ণিত আছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে শ্রীরঘুনন্দন-নন্দন শ্রীল ঠাকুর কানাই শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা প্রকট করেন বলিয়াও শুনা যায়। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র (ইং ১৮৯৪, ২১ মার্চ্চ) বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকট করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার (চৈঃ ভাঃ আঃ ১০।৪৮) ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার (৪৭ সংখ্যা) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে জনক ও ভীষ্মক একাধারে এবং তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে জানকী ও রুক্মিণী একত্র স্বরূপে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ১৫।৪৯) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে রুক্মিণীরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"যেন কৃষ্ণে রুক্মিণীতে অন্যোন্যে উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥"

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীসনাতনমিশ্রকে কৃষ্ণলীলার সত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সেই সত্রাজিৎ নৃ দুহিতা জগন্মাতা ভূ স্বরূপিণী সত্যভামারূপে বর্ণিত আছে। সত্যভামা ও রুক্মিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয় লীলার বৈশিষ্ট্য ধ্বংস প্রয়াস-হেতু উভয়স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরসুন্দরের নাগরত্ব কোথায়ও নাই।

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর,—হেন স্তব নাহি বলে"॥

—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্বমতোক্ত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ প্রসঙ্গে যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তঃপুরে সম্ভাষণ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মীগৌর-নারায়ণ-লীলা বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে 'রাধা' বলিয়াছেন বলিয়া একটি কথা গৌর-নাগরী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শুদ্ধগৌড়ীয়গণ জানেন—তাঁহার দ্বারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংস্থালীলা ও সন্ন্যাসলীলার বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না। অংশিনী শ্রীরাধারই বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ অংশাবতার, তাহাতে তিনি শ্রীরাধাব্যতীত আর কে? কিন্তু শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলার সহিত শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভলীলা ও শ্রীগৌর-নারায়ণ-লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলার চিন্ময় বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিত্য বিদ্যমান।

শ্রীল প্রভুপাদ বিগত ১১ই আষাঢ় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়াপল্লীর কর্ত্তব্যতাবিষয়ক নিম্ন লিখিত পত্রখানি কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন,—

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী শ্রীধাম মায়াপুরে হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীমায়াপুরে হওয়া উচিত নহে। * * যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন করিতেছিলেন, তৎকালাবধি গোলমাল উপস্থিত হয় নাই।

* * বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত স্ত্রীভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবা করিবেন। তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবেন না। * *

গৃহমেধীর ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদের অভীষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর অধিবাসী হওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলেই গৃহমেধীর ধর্ম্ম...

ভগবান গৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনের সংসারিক বদ্ধজীবের আয়োজনেচ্ছোদিগের সংসারের সহিত তুলনাজ্ঞানকারী গৃহ-বাউল-সম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধগৌড়ীয়গণের বিচার চিরকালই পৃথক্।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শুদ্ধা সরস্বতী, তিনিই পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী—শ্রীগৌরনৃসিংহের বদন-বিলাসিনী বাগীশা। তিনিই শুদ্ধবাক্ বা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মনামানুশীলনে স্ফূর্ত্তিপ্রদান করিয়া জীবসকলের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন। তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলেই জীব কৃষ্ণভজনের মূর্ত্তিমতী বাধা-স্বরূপা জড়বিদ্যার উপাসক হইয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার কবলে কবলিত হন; "ভক্তি বাধা যাহা হইতে, সেই বিদ্যার মস্তকেতে পদাঘাত কর অকৈতব" এই মহাজন বাক্য কীর্ত্তন করিবার সাহস তাঁহার থাকে না।

শ্রুত্যুক্ত পরবিদ্যা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য পাঠ করিয়াও অনুচানমানী ব্যক্তি-সকল পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিজয়গান করিতে না পারিয়া চিরবঞ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন —

প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়?

উত্তর—গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্য-প্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।

প্রশ্ন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি?

উত্তর—সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন; বস্তুতঃ তিনি হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ নবদ্বীপ, তেমনি বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।

প্রশ্ন—তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বরূপশক্তি বলা যায়?

উত্তর—ইহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিচ্ছক্তি কি স্বরূপশক্তি...

—(জৈবধর্ম্ম ১৪শ অধ্যায়)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন:—

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এই আজিমপ্রচারকদের 'নদীয়া প্রকাশ' মুদ্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবতের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োধ্যা শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভায়গর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীদেবেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমধুকণ্ঠ অধিকারী ভক্তিমধুর

১৫ । সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়ী (শ্রীবাস দেবের ঘাটের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমধুপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালী, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুণ্ড্র গৌড়ীয়মঠ

চাক্ষণ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনন্দলালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নতবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবংশধর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবাব রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২নং বাগাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরবেশ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ: মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোপেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (চাতড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৷৵০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৷৵০
নিম্নতম—	৪০৷৵০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
জুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
বাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৷৵০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৵০—৫৷৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৵০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পালাউ	১৷৷৵০—১৷৵০
ভূষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

গাওরা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
বন্দী	৪৫৲
পাঞ্জাব	৬৪৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওরা	৪১৷৵০
২৬ গেজ—	১৭৷৵০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৷
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৷৵০ —৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৲—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷৷০
২৬ গেজ—	১১৷৵৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৷৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
পীস	৷৵৫—৷৵৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৷ —৩৷৵০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটী, বোল্টু, গয়ালে	৬৷৵০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭৷৷০
জন্ত	৬৷৵০—৮৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৷০

চটকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৷০

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ্ধ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ সাধা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৷০
শুটি খয়িদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

-:(:০:)

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৷৵০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:*:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪.	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

শ্রী[illegible]চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মূলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই চৈত্র, ১৩৪৪, ১লা এপ্রিল, ১৯৩৮, শুক্রবার [২৮-শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শোচনীয় পরিণাম

গত ২৬শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় হিসারে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার ফলে পাঁচজন হিন্দু গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। নিহতদের মধ্যে একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট।

প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে মুসলমানেরা একটি হিন্দুর দোকান আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছিল। পাল্টা জবাবে হিন্দুরাও একটি মুসলমানের কুটীরে আগুন লাগায়। উহার ফলে দুই দলে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়। অবসরপ্রাপ্ত অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর ছবিলদাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় নাকি হঠাৎ একজন মুসলমানের বাড়ী হইতে হিন্দু জনতার উপর গুলী চালানো হয়। ফলে রায় বাহাদুর ছবিলদাস ও অপর ৪জন হিন্দু ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুলীর আঘাতে আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। দাঙ্গার সংবাদ পাইয়া দলে দলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং যে বাড়ী হইতে গুলী চালানো হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে সেই বাড়ীর দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গুরগাঁও এবং রোটক হইতে বহু সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছে; ডেপুটি কমিশনার সত্বরে বাহির হইয়াছিলেন। দাঙ্গার সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনিও ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন। তথায় যাইয়া তিনি পুলিশ সাহায্যে উপদ্রুত অঞ্চলটী আয়ত্তাধীনে আনিয়াছেন।

কাশীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

বারাণসীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। এজন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা এখনও নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং যে অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই অঞ্চলে এখনও পুলিশ সতর্কভাবে টহল দিতেছে। দাঙ্গায় আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ইহাকে লইয়া বারাণসীতে মোট নিহতদের সংখ্যা—১১ জন।

———

সিনপু রণাঙ্গণে চীনাবাহিনীর অগ্রগতি

সিনপু রণাঙ্গণস্থ চীনা বাহিনীর প্রধান অধিনায়কের নিকট হইতে মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের হেডকোয়ার্টারে টেলিফোনযোগে এই সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনা বাহিনী বর্ত্তমানে উক্ত রণাঙ্গণ জুড়িয়া ব্যাপকভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং তিয়েনৎসিন পুকাও রেলপথে অবস্থিত জাপবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছে।

তিয়েনৎসিন পুকাও রণক্ষেত্র হইতে প্রধান চীনা সেনানায়ক জানাইয়াছেন যে, চীনারা পুনরায় লিংচেং ও সিনিং দখল করিয়াছে এবং লিংচেংস্থিত জাপসৈন্যেরা হতবুদ্ধি হইয়া পূর্ব্বদিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

চীনা সৈন্যবাহিনীর সহিত নূতন 'মেকানাইজড' বাহিনী মিলিত হওয়ার পর তাহারা সম্মিলিতভাবে 'গ্রাণ্ড ক্যানেল' অতিক্রম করিয়া হানচোয়াং অধিকার করিয়াছে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ। জাপানীরা উত্তর দিকে হটিয়া যাইতেছে।

চীনা সৈন্যবাহিনীর অপর একটি দল তৈয়াব চোয়াং অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। চীনা সৈন্যেরা জাপানীদিগকে এই স্থান হইতে তাওচোয়াং এবং ইনসিয়েনে সরিয়া যাইতে বাধা করিয়াছে। চীনা সৈন্যেরা বর্ত্তমানে শেষোক্ত স্থান দুইটিও বেষ্টন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গত ২৮শে মার্চ্চ দ্বিপ্রহরে জাপানের তাবেদারীতে নানকিংএ নূতন শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয়। এই সময় ঘোষণা করা হয় যে, হ্যাঙ্কাও গবর্ণমেণ্ট অথবা পিকিংএ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট এবং বৈদেশিক শক্তিবর্গ ও ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে যেসব চুক্তি অথবা সন্ধি হইয়াছিল অদ্যকার পর হইতে তাহা আর মানিয়া চলা হইবে না। তদুপরি এই ঘোষণাও করা হয় যে বৈদেশিকদের সুপ্রতিষ্ঠা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

নানকিনে যে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল তাহা চীন গণতন্ত্রের নূতন গবর্ণমেণ্ট নামে অভিহিত হইবে। এই নব প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট মধ্য চীন, কিয়াংসু, সিকিয়াং ও আনহুয়েই প্রদেশ শাসন করিবেন। এই প্রদেশ চতুষ্টয়ের মোট লোক সংখ্যা ৮ কোটী ১০ লক্ষ। পরে এই নূতন গবর্ণমেণ্ট পিকিংএ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের সহিত এক হইয়া যাইবে।

--

ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব

সূর্য্যালোকে আমোদিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিভিন্নস্থান হইতে আগত বিরাট জনতার

নৃশংসভাবে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা হত্যা

জুরীগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া খুলনার সেসন জজ মিঃ সুকুমার সেন, আই-সি-এস, ললিতকুমার মাঝি নামক একজন খৃষ্টানকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী, তাহার স্ত্রী, তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র ও সাত বৎসর বয়স্কা কন্যাকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। স্ত্রীর সহিত আসামীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী মনোমালিন্যের ফলে এই হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ১৭ই নভেম্বর আসামী তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার সহিত নিদ্রা যাইতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সে তাহার পত্নী, পুত্র ও কন্যাকে কোদালো কাটিয়া হত্যা করার পর নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করে। পরদিন প্রত্যুষে সে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী যাইয়া ধরা দেয়

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ২০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার
দীপিকা ১৲
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাংলা-আলাপ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাণ্ডিত্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ { ১৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ২৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::o::——

কৃষ্ণনগরে

গত ১৪ই চৈত্র, ২৮শে মার্চ্চ সোমবার দিবস স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ বর্ষীয়ান্ উকীল শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসু মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ তাঁহার গৃহে সব্‌জজ্, মুন্সেফ্, উকীল, শিক্ষক প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং", গরুড় পুরাণকথিত "ভারোঽর্থং ব্রহ্মসূত্রাণাং", ষষ্ঠ স্কন্ধ হইতে "কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো" প্রভৃতি শ্লোকে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির তারতম্য, কর্ম্মদ্বারা হস্তিস্নানতুল্য চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানদ্বারা বেণুকুঞ্জে অগ্নিসংযোগের ন্যায় আংশিক অনর্থ-নিবৃত্তি, আর ভক্তিযোগরূপ ভাস্করালোকদ্বারা অনর্থ-কল্মষ চিত্ত-মালিন্যাদিরূপ নিহাররাশির সম্পূর্ণরূপে বিনাশ এবং দিব্যজ্ঞানালোকে স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ ও জীবস্বরূপের সম্যক্-দর্শন, অপরোক্ষবাদ বেদান্তর্গত কর্ম্মকাণ্ড বালানুশাসন, বেদের নিবৃত্তিমার্গের প্রতি জীবকে আকর্ষণ, গীতার "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।" "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য", "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ", "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং" প্রভৃতি বহু প্রমাণ ও শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির সর্ব্বোত্তমতা ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে একঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় পাঠ করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই স্বামীজীর পাঠে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও অধিকভাবে শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্য-পুরাণ-তীর্থ মহোদয় মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিম্নে উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সব্‌জজ্), শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দেব (য়্যাডিসনাল সাবজজ) শ্রীযুত ত্রিদিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম মুন্সেফ্), শ্রীযুত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী (উকীল), শ্রীযুত ত্রিবেণীকুমার সেন (উকীল), শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (উকীল), শ্রীযুত হরিগোপাল গুহ (উকীল), শ্রীযুত বারাণসীচরণ মুখোপাধ্যায় (উকীল), শ্রীযুত নৃত্যগোপাল বসু (উকীল), শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস (উকীল), শ্রীযুত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (উকীল), শ্রীযুত হরিগোপাল গাঙ্গুলি (উকীল), শ্রীযুত শিবদরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (উকীল), শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ সেনগুপ্ত (সেরেস্তাদার), ডাঃ শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত প্রবোধ কুমার বসু (উকীল); শ্রীযুত বিমলাচরণ সেন (নাজীর); শ্রীযুত বরুণেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় (উকীল): ডাঃ শ্রীযুত ফণীভূষণ পাঠক, শ্রীযুত মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুত বৈদ্যনাথ অধিকারী (উকিল), শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (শিক্ষক), শ্রীযুত নবগোপাল মৌলিক (শিক্ষক), শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস (মোক্তার), শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল (নাজির), শ্রীযুত বীরেশ্বর বসু বি-এ, রায়বাহাদুর শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন (রিটায়ার্ড সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার), উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যবিনোদ (হেডপণ্ডিত), শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিজীবন প্রভৃতি।

চৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে সন্ধ্যায় অবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরে শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা ও ব্যাখ্যামুখে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আলোচিত হইতেছে।

গত ২৭শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীহরিবাসর দিবস প্রাতে মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তি-ময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং এই তত্ত্বত্রয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, হরিপ্রীতি, গুরুপ্রীতি ও বৈষ্ণবপ্রীতির পরিমাণ ও লক্ষণাদি বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ, সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন, মহাপ্রভুর ভক্তগণের উক্ত সংবাদ শ্রবণে সার্ব্বভৌম-ভবনে আগমন, সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক সকলকে মহাপ্রসাদ সম্মানকরণ, গোপীনাথাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌমের শিষ্যসহ তাঁহাতে বিতর্ক, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত যে ঈশ্বরকে জানা যায় না, ইহা বহু শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা গোপীনাথ সার্ব্বভৌমকে জানাইলেও তাঁহাকে সার্ব্ব-ভৌমের পরিহাস, ভট্টাচার্য্যের সাত দিন যাবৎ মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ, তাঁহার মায়াবাদপর ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসন্তুষ্টি ও ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যা পূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদপর সবিশেষবাদ স্থাপন, 'আত্মারাম' শ্লোকের ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক নয় প্রকার ব্যাখ্যা, শ্রীমন্মহাপ্রভু উহার মায়াবাদ-পর ব্যাখ্যার একটীও স্পর্শ না করিয়া সেই সকল ব্যাখ্যা খণ্ডনপূর্ব্বক অষ্টাদশ প্রকার অভিনব ব্যাখ্যা দ্বারা সবিশেষ ভগবত্তার বিষয় স্থাপন, পরিশেষে ভট্টাচার্য্যের জ্ঞানোদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন; ভট্টাচার্য্য তখন মহাপ্রভুকে শত শ্লোক রচনা করিয়া প্রণাম করিলেন। স্বামীজী দেড় ঘণ্টাকাল উক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পাঠের পূর্ব্বে "গুরুদেবচরণেষু" ও পাঠান্তে "অবতারসার গোরা অবতার" ও মহাজনপদাবলীর কীর্ত্তন করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ অপ্রমত্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত হইতে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভক্তগণকে একাদশী-ব্রত-পালন বিধি সম্বন্ধে প্রদত্ত উপদেশাবলী ও তন্মুখে হরিবাসরদিনে সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের একান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে আলোচনা করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরম-পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ বিষ্ণু নিধ গর্ব্বোদশী গৌরাব্দ ৪৫২

কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে আনন্দবিধান কিসে হয়?

—— ::(॰):: ——

বদ্ধজীব আমরা হরিবিমুখ। ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্যবশতঃ ভোগ বা ত্যাগের বিচার বা আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের আত্মবৃত্তিকে আবরণ করিয়াছে। কৃষ্ণসেবাই আত্মার স্বার্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আজ সেই স্বার্থবঞ্চিত। এই ভগবৎসেবা ব্যতীত আর সবই মনোধর্ম্ম। মন্ত্র লাভ করিলে এই মনন-ধর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। ভগবানের পরম প্রিয় মহাশক্তিশালী শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে এই মন্ত্র দান করেন। মন্ত্র মানে কাণে ফুঁ দেওয়া নয়। দিব্যজ্ঞানের নামই মন্ত্রদীক্ষা। এই দিব্য জ্ঞান আমাদের জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় অজ্ঞানতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং আমাদের সমস্ত অশুভ দূর করিয়া হৃদয়ে অধোক্ষজের সিংহাসন রচনা করে। ভগবদ্-বিস্মৃতি বা তদ্বিমুখতাই আমাদের অপরাধ। সুতরাং ভগবৎস্মৃতি বা ভগবৎসেবোন্মুখতা আমাদের মঙ্গলের উপায়। সাধু-শাস্ত্র কৃপায় এই কৃষ্ণসেবোন্মুখতা জাগিলে জীব মায়ার হাত হইতে নিস্তার পায়। এই ভগবৎ-সেবোন্মুখতা ব্যতীত অন্য উপায়ে অনর্থের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিলে আমরা আরও অনর্থগ্রস্ত হইয়া উত্তরোত্তর কষ্ট পাইব। ভগবৎসেবা অনাদর করিয়া আমরা শান্তির জন্য যে যতই চেষ্টা করি না কেন, তাহা কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান মাত্র হইবে। ভগবৎসেবাবিস্মৃত হইয়া জড় নশ্বর বস্তুকে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব জানিয়া তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হই না। কিন্তু সেই বস্তু যে আমাদের কিরূপ দুঃখ দিয়া যায় তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, শুনিয়াও শুনিতেছি না। দুর্দ্দৈববশতঃ প্রভু সাজিতে গিয়া অবশেষে প্রকৃতির প্রকৃতি হইয়া পড়িতেছি—গোলামের গোলাম হইয়া যাইতেছি। কিন্তু দৈবী মায়ার প্রভাববশতঃ তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। মায়া নানা ভাবে প্রলোভন দেখাইয়া ভগবদ্ভজনের বিচার হইতে আমাদিগকে যে কত সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অভক্ত আমরা মায়ার এই বঞ্চনা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের দুর্বুদ্ধি দেখিয়া ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তজনগণ এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে নানাভাবে কৃপা করিতেছেন, ভগবৎসেবার কথা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাদের সেই আদর্শ জীবনের প্রতি আমাদের যত শীঘ্র শ্রদ্ধা উদয় হইবে, আমাদের মঙ্গলের পথও তত সহজ ও সুগম হইবে। তাই কোন মহাপুরুষ গাহিয়াছেন,—

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি হরি ভজে যদি
তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥
বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম
অনলে পড়ে ত' জল॥
নিতাই-চৈতন্য- চরণকমলে
আশ্রয় লইল যেই।
কৃষ্ণদাস বলে, জীবনে-মরণে
আমার আশ্রয় সেই॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কর্ত্তা, ভোক্তা ও প্রভু। এই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতিই একমাত্র মঙ্গলোপায় এবং উহাই জীবাত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা উহা অবহেলা করিয়া নিজে কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিতে যাই বলিয়া আমাদের দুর্গতির আর শেষ থাকে না। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ঐরূপ মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইয়া সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে শরণাগতিমূলা সদ্বুদ্ধি বরণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নিতে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া ধন্য হন।

সেই ত সুমেধা আর কলিহত জন।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনরূপ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারাই কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে আনন্দবিধান হয়। সেইজন্য এই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই মানব-জাতির একমাত্র পরমকৃত্য। এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারীর কীর্ত্তনের সহ-যোগিতায়ই সম্যগ্রূপে সম্ভব হয়। যাঁহারা শ্রৌতপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কীর্ত্তন না করিলে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হয় না—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপিপাসু ব্যক্তির সাধুসঙ্গে শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। তাই সজ্জনগণ নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে সাধু-সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

জগৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকায় এখানে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ও পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেই নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের একমাত্র হোতা পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সকলেই এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাহা হইলে কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সুখবিধান হইবে অন্য উপায়ে কৃষ্ণসুখবিধানের চেষ্টা বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। সেজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা

——::(॰)::——

স্থান—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
শ্রীযোগপীঠপ্রাঙ্গণ

কাল—শ্রীশ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমা-তিথি, ২রা চৈত্র বুধবার, ১৩৪৮ সন, প্রাতঃ ৮॥০ ঘটিকা। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! গতকল্য আমাদের শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার প্রথম দিবসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত দিবসের অধিবেশনের কিছু কার্য্য বাকী আছে। গতকল্য কতকগুলি উপাধি দেওয়া বাকী ছিল। যাঁহারা যাঁহারা গত বৎসর কায়-মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া অদ্যকার সভার একটি কৃত্য। বৈষ্ণবগণ যেভাবে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করেন, তাহা অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদেরও হৃদয়ে অবিদ্যা-বিনাশিনী সেবাবুদ্ধির উদয় হইবে।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা মুক্ত-কুলের উপাস্য।

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

কলুষিত চিত্তে কৃষ্ণনাম উদিত হন না। বদ্ধজীবের জিহ্বায় নামপ্রভু উচ্চারিত হন না। শ্রীকৃষ্ণনাম সেবোন্মুখের জিহ্বায়ই কৃপা পূর্ব্বক উদিত হইয়া নৃত্য করেন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন। কিন্তু গৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই শ্রীকৃষ্ণনাম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য। আর মহাবদান্য গৌর-নিত্যানন্দ মুক্ত ও বদ্ধ উভয়কেই কৃপা করিয়া থাকেন। নিষ্কপটে গৌর-নিত্যানন্দের শরণ লইলে জীবের মঙ্গল হয়।

নিতাই-চৈতন্যে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

কলিহত অধম পতিত জীব করুণাময় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে। কলিযুগ ভীষণ অন্ধকারের যুগ। ইহা পাপ, তাপ, হিংসা, দ্বেষে পরিপূর্ণ। কলিকালে কেবল মুক্তকুলোপাস্য কালো কৃষ্ণ আসলে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইত না। কলির গভীর কালোর মধ্যে স্বয়ং কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কালো রূপ অনুভূত হয় না, সে জন্য আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারও দূর হয় না। তাই কৃষ্ণই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকাল ভীষণ যুগ। এই যুগে ভক্তি-পথ কোটি-কণ্টকরুদ্ধ। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি॥
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

ঘোর তমসাচ্ছন্ন কোটি-কণ্টকাকীর্ণ ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রবল বাধার মধ্যে চলিতে হইবে। এই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব বা স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-
বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

বেদে যাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গচ্ছটা। যাহারা তাঁহার অঙ্গচ্ছটায় মুহ্যমান ও আত্মহারা হইয়া যায়, তাহারা গৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করিতে পারে না। যোগশাস্ত্র যাঁহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও এই গৌর-সুন্দরের অংশের অংশ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ যিনি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ গৌর-সুন্দর। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহা-প্রভুকে রাধাভাব দ্যুতিসুবলিতরূপে দর্শন করিয়াছেন।

আমাদের বদ্ধ অবস্থায় ভগবদ্ বস্তুর ধারণা, আর বালকের সূর্য্য সম্বন্ধে ধারণা একই রকম। বালক সূর্য্যকে তাহার চক্ষুদ্বয়-পরিমিত একটি ক্ষুদ্র থালার মত বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু সূর্য্য পৃথিবী হইতে চৌদ্দ লক্ষগুণ বড়। সূর্য্য যে এত বড় উহা আমাদের মোটে ধারণাই হয় না। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বলিবেন, সূর্য্যের একটি রূপ আছে। তিনি বিভিন্ন রঙ্গের দশটি অশ্ব-চালিত রথে আরূঢ়।

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলং
শ্যামসুন্দরং"

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি॥
(ঈশোপনিষৎ ১৫ ও ১৬ মন্ত্র)

এই চরাচর বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য ও লীলাক্ষেত্র। গোলোকধাম সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। পঞ্চতত্ত্বের কৃপা হইলে জগতের উপর যে মায়িক আবরণ রহিয়াছে তাহা খুলিয়া যায়। তখনি বস্তু দর্শন হয়। আমি মায়ান্ধ বলিয়া জড় বস্তু আমার দর্শন হইতে প্রকৃত চেতন বস্তুকে আবৃত করে। কিন্তু মহাভাগবতের অনাবৃত মুক্ত দর্শনে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণধাম দর্শন হয়।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেবমূর্ত্তি॥

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রস্তর স্তম্ভেও বিষ্ণু দর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রস্তর দর্শন করেন নাই। হিরণ্যকশিপু যখন অজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা সচ্চিদানন্দময় বিষ্ণুর অধিষ্ঠান স্তম্ভকে ভাঙ্গিতে গেল তখনই শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন। আমার মায়িক দর্শনে জড় জগৎ ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হয়। এই দর্শনে স্ত্রী, পুত্র, পৃথিবীর জল, পুষ্পাদি আমার ভোগের বস্তু। আমরা কুদার্শনিক বলিয়া সুদর্শনের কৃপা পাই না। আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া যে বাহাদুরী করি তাহার কিছুই মূল্য নাই। বিষ্ণুর নিকট দেবতাগণের সকল বাহাদুরী নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা একখণ্ড সামান্য তৃণখণ্ডকেও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও নষ্ট করিতে পারেন নাই, যেহেতু বিষ্ণু তাঁহাদের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমি আমার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকলই মেপে নিতে চাই। জড় বস্তুর পরিমাপ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা বেধ এবং দেশ-কাল-পাত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই মেপে নেওয়া বুদ্ধি বা মাটিয়াবুদ্ধি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার অধোক্ষজ নাম, ধাম ও কাম প্রকাশ করেন। 'অধোক্ষজঃ' অর্থাৎ অধঃকৃতং জীবানামিন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। অধোক্ষজ ভগবান্ বলেন—"হে ক্ষুদ্রজীব, আমি তোমার মাপা রাজ্যের বস্তু নই। আমাকে মাপিতে গেলেই তুমি বঞ্চিত হইবে।" অক্ষজ জ্ঞান বা খণ্ডজ্ঞান দ্বারা আমরা ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ; উহা সর্ব্বতোমুখিনী নহে। আমি এখন দক্ষিণদিক্ বা যমালয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি, এখন আমি উহার বিপরীত দিক্ বা অন্যান্য দিক্ দেখিতে পাইতেছি না। কুদর্শন বা খণ্ডদর্শনের এইরূপ দুর্দ্দশা। কিন্তু সুদর্শনের দ্বারাই সর্ব্ব-দর্শন লাভ হয়। ভগবান্ অজিত। তাঁহাকে জয় করিতে পারে একমাত্র শরণাগত ভক্ত। তিনি বড় হইতেও অতিবড়, সুতরাং বৃহত্ত্বের দিক্ দিয়াও তিনি অজিত। ভগবান্ ছোট হইতেও ছোট হইতে পারেন। এই ক্ষুদ্রত্বের দিক্ দিয়াও তিনি অজিত। তিনি যখন ভোক্তার লীলা করেন তখন তিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা ও বিচিত্রবিলাসময়। আবার যখন তিনি ভক্তভাবে দৈন্য প্রকাশ করেন ও বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হন, তখন যে অলৌকিক কৃষ্ণবিরহ ভাব প্রকাশ করেন তাহার তুলনা হয় না। ভগবান্ সব দিক্ দিয়াই অজিত। সেই অজিত ভগবান্কে লাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায়—শরণাগতি ও ভক্তি।

ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত। আবার ভগবান্ও ভক্তের সেবার জন্য পাগল। নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে ভগবান ও ভক্তের প্রেমের মধ্যে পরস্পর হার জিতের হুড়াহুড়ি চলিতেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রেমকে হার মানাইতে পারিতেছে না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।'
লাগ বলি চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥

অনন্তকালে অনন্তলীলায় সেই গোলোকে যে বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর হুড়াহুড়ি চলিয়াছে সেই অপ্রাকৃত লীলার সন্ধান গৌরনিত্যানন্দ কৃপা পূর্ব্বক এজগৎকে প্রদান করিয়াছেন। আজ সেই কলিযুগপাবনাবতারী প্রেমদাতার শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের দিন।

আমরা বদ্ধভূমিকায় আজ ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া আছি। আমরা জানি—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিগণে"। কিন্তু অন্যের উপর ক্রোধ করিলে আমার আপন মঙ্গল হইল কৈ? আমার ন্যায় পতিত ও অপরাধী আর কে আছে? "আমি কর্ত্তা, আমি দাম্ভিক, আমি অভক্ত, আমার পাষণ্ডতার মস্তকে লগুড়াঘাত করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সেবক বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া জীবের হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ তীর্থমহারাজ প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ ও বৈষ্ণব-গণ—যাঁহারা মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের আনুগত্যে আমরা নিষ্কাম শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সেবা করিব। আমাদের ধারণায় বিদ্যা, বয়স ও বুদ্ধিতে ছোট হইলেও কোনও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠে আছেন। বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারাই সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হইতেছে। আচার্য্য বা বৈষ্ণব জগতে আছেন বলিয়াই এখনও ভারতে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আছে। এত অত্যাচার ও বিধর্ম্মের উৎপাত সহ্য করিয়া ও বৈষ্ণবের শুভ ইচ্ছা দ্বারাই ভারত ভূমিতে সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

আমাদিগকে শ্রীগৌর ও রায়রামানন্দের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। রায়রামানন্দ-সংবাদ খুব উচ্চ কথা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাঁহারা পালন করেন তাঁহারা মান্য কিন্তু যিনি যে কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তাঁহার বৈষ্ণবতা থাকিলে তাঁহাকে সেই বর্ণের বলিয়া মনে করিতে হইবে না।

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০০-১০২)

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখা মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে গত ১৬ই মার্চ্চ বুধবার কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ণইঙ্গিতে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে বুধবার প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর মঙ্গল আরাত্রিকান্তে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা তৃতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য্য এবং তাঁহার স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তদন্তে পুনরায় গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। তদনন্তর প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ-পারায়ণ আরম্ভ হয়।

মঠবাসী ভক্তগণ একে একে পারায়ণ করেন এবং "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" পারায়ণ শেষ হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা প্রথম অধ্যায় হইতে ১৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ হয় এবং সন্ধ্যা সমাগমে কীর্ত্তনসহ শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে পুনরায় আরাত্রিক ও [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা পাঠ হয়। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] ২, শ্রীশ্রী [illegible] চতুষ্ট [illegible] বালি প্রচারকেন্দ্র [illegible]

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন [illegible]

[illegible] শ্রীমঠ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভাবের সমাধান [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত [illegible] পরিচালক [illegible]

৩ [illegible]মায়াপুর [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ [illegible]

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি [illegible]

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরলীলার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ [illegible]

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধা-[illegible]বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমঙ্গলরূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible] নিকটস্থ)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible]গোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুটির

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীবনমালীকৃষ্ণ [illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমহাবীর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌, এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং [illegible] রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রেম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্শি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্শি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (হুগলী)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্‌ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লালখানি	৩৸৹
মাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
বাগরা নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷/৹
রত্নিপুর ১০০০ নং	১০/৹
মারকোয়া সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	১২৲
চাদির বার	৫১৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸৹
মিরতম—	৪০৸৹
উচ্চতম—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৷/৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
পালাউ	১৷৶৹—১৸৹
ভুষি	১৷৵৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পাঞ্জাব	৬৪৷৹

তার	৪৬
কাবুলে	৩৬
মাজা গাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷৹
২৬ গেজ—	১১৸৵৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৷৵৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵৹
পীস	।৵৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
ষ্টিল পাটী, বোল্টু. গরাদে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭৷৹
হন্দর	৬৸৹—৮৷৹
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹

চটকলের হালমণ ৫৵৹, পাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৷৹

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাষার্গ ভাষা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা. ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খয়িরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

—:(:০:):—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ৩ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা। ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:*:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পাত্তা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' – শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে চৈত্র, ১৩৪৪, ২রা এপ্রিল, ১৯৩৮, শনিবার [২৯শ সংখ্যা]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯।৪।৩৮

(১)

৪২৫ খাংজারী ৩৫ দাবী ৪৬৩।৩

ডিঃ দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

দেঃ কালীপদ মজুমদার দিং সাং মল্লিকপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে গোপীপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬৭নং খং ২।৩।/ জমি

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৬৮ নং খং ১০/৪/০ বিঘা জমি।

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৬৮ নং খং ৫৮৩।৶০ বিঘা জমি।

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ২৸২ বিঘা জমি ১৮৮ নং খং

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৬৮ নং খং ৩/৩৷০ জমি।

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৬৮ নং খং ৸২ কাঠা জমি।

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৬৮ নং খং ১২৸১৸৶ বিঘা জমি। মোট ৩৮।০।৶ মূল্য আঃ মোট ১০০৲

(২)

৪৪৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ৮৬৩।৶৭½

ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী

দেঃ সুকুমার পাল দিং সাং নবদ্বীপ রামসীতাপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের সেরেস্তায় ২১৬৫ নং খং -০৮ শঃ জমির বার্ষিক সালিয়ানা ৸৯ লেখা যায় তাহাতে দেনদারগণের ॥০ রকম অংশ হইতেছে। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত পাকা বাড়ী ঘর দুয়ার দরজা জানালা ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

(৩)

৪৯৯ খাংজারী ৩৭ দাবী ৫৫/৯

ডিঃ বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ মেহেরপুর

থানা করিমপুর মৌজে শিকারপুর মধ্যে নদীয়া কালেক্টরীর অন্তর্গত দেনদার ৲১৬। —৫ তিন অংশে সালিয়ানা ৯৫।৶১১ রাজস্ব আদায়ে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমিদারী স্বত্বাংশের দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

১০০৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৫২৭॥৶

ডিঃ সুশীলা সিংহ রায়

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা চাপড়া মৌজে বৃত্তিহুদা মধ্যে ডিঃ সং ৫৭৫ নং খং যাহার সদর রাজস্ব ২৸৶ লেখা যায়, তাহাতে দেনদারগণ দখলিকার আছেন। উক্ত স্বত্বের ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা লক্ষীগাছা ও বৃত্তিহুদা মৌজে ৯৪ নং খতিয়ানভুক্ত ১৪০২৲ চণ্ডি-প্রসাদ গাঙ্গুলী দিংকে দিতে হয়। উক্ত মহালের দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫)

১৩৮২ খাংজারী ৩৭ দাবী ১১১৸৶

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ বলরাম দাস দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ সং ১৫ নং খং ৫-৭৮ শঃ জমির ১৬।৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১৩৮৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ১২।৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতয়ালী মৌজে সাধনপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ২৬নং খং ও তদধীন ২৭নং খং ও ২৮ নং খং ২-৫৪ শঃ জমির ৯।/ ধার্য্য হইয়া ॥/৬ সেস ধার্য্য আছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩৲

১৩৮৯ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৯৸/৩

ডি ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মধ্যে গোলন্দা মৌজে ডিঃ সং ১৩০ নং খং ও তদধীন ১৩১ নং খং ৭-২৬ শঃ জমির ৩১৲ জমা ও বার্ষিক ১৸৶ সেস ধার্য্য আছে। ইহাতে দেনদারগণ সেস কর আদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। মায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৪১৪ খাংজারী ৩৭ ৯২৸৶৯

ডিঃ রামরঞ্জন মল্লিক

দেঃ কালাচাঁদ সেখ দিং সাং কাদিহাটী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বল্লভপাড়া মধ্যে ডিঃ সরকারে ২১৪ নং খং ৮-৬৭ শঃ জমির ১০৶০ জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১৫০৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ৯৯।৶৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ পাতারি সেখ সাং খাঁয়েরপাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বল্লভপাড়া গ্রামে জমিদার সং ১৮৫।১৮৬ নং খং ৩-৮২ শঃ জমির ১৫৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৫০৯ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪২॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবিন্দপুর মধ্যে ৬১০ নং খতিয়ানের লিখিত মায় অধীন খতিয়ানসমূহ বার্ষিক ২৸৶১৫ যে নিষ্কর আছে, উক্ত নিষ্কর জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১৫১১ খাংজারী ৩৭ দাবী ৯০॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বৈষ্ণব মাঝি দিং সাং ভাগ্যবন্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভাগ্যবন্তপুর গ্রামে জমিদার, ডিক্রিদার ও সরিক জমিদার অধীনে ২১৫।২১৬ নং খং ষোল আনা রকমে ১৪৷৶৫ জমা লেখা যায়, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৫১২ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৯।১০

ডিঃ বীরেন্দ্রলাল রায় দিং

দেঃ মণীন্দ্রনাথ শুকুল সাং কৃষ্ণনগর তাঁতিপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ ডিঃ সং ২০০৯ নং খং ও তদধীন ২০১০।২০১১ নং

খং -৫৮ শঃ জমির ২।৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৫১৩ থাংজারি ৩১ দাবী ১৭॥৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছমির'দ্দন মল্লিক দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসরখোলা গ্রামে ডিঃ সং ৪৮ নং খং ৬-২৬ শঃ জমির ১৩৵৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৫২০ থাংজারি ৩১ দাবী ১৪॥৴০

ডিঃ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ যজ্ঞেশ্বর কপালী দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বারগোড়া গ্রামে জমিদার সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সেরেস্তায় ১৪ নং খং ৮-৮২ শঃ জমির ৩১৶১১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সং ১৯৬ নং খং -৭৪ শঃ জমির ।৶৪ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৫৫৪ থাংজারি ৩১ দাবী ৪৫।৴০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ ছোমাই মল্লিক দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসরখোলা গ্রামে ডিঃ ও সরিক জমিদার অধীন ৫৯ নং খং ৬-২৫ শঃ জমির ১৩।৵১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

১৫৯২ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৬।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইংরাজ সেখ দিং সাং পাগলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাজাপুর গ্রামে ডিঃ ও সরিক জমিদারের অধীন ৩৩৭।৩৩৯ নং খং ৫-৬৮ শঃ জমির ১০৴১ রায়তী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১৫৯৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৩১৲

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধাবল্লভ মণ্ডল সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসরখোলা গ্রামে ডিঃ ও সরিক জমিদারের অধীন ২২৬ নং খং ২-৩৬ শঃ জমির ৮।৵১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

১৬০৩ থাংজারী ৩১ দাবী ১৪৮৸৵০

ডিঃ কাঙ্গালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নটবিহারী মণ্ডল দিং সাং ভরতপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভরতপুর গ্রামে ডিঃ সং খং ১১ ১ শঃ জমির ১১৸৶১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০৲

(১৯)

১৬০১ থাংজারী ৩১ দাবী ১১৯৵০

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে তিওরখালি গ্রামে ডিঃ সং ৩৮৯ নং খং ও তদধীন ৭১০—৭২৪ নং খং ২-৩৭ শঃ নিষ্কর জমি তাহাতে দেনদার রকমে ।৶০ অংশের জমি প্রজাবিলি বাবদ দখলিকার আছে। উক্ত নিষ্কর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ও তাহার সরিকগণের নামে ২০৯ নং খং ৩-৬১ শঃ নিষ্কর জমি, তাহাতে দেনদারের রকম ।৶০ অংশের জমি প্রজাবিলি দ্বারা দখলিকার আছে, উক্ত নিষ্কর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২৫৲

(২০)

১৬৩৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৩১৸৯

ডিঃ মতিউদ্দিন সেখ দিং

দেঃ মুন্সী সোলেমান হোসেন খতিব সাং সোন্দা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সোন্দা গ্রামে নদীয়া মহারাজা বাহাদুরের সরকারে ৬৬৩নং খং -৬০ শঃ জমির ৩৲৫ জমা তাহাতে দেনদারের ॥০ রকম অংশ হইতেছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ,৯২৮ খং ৫০ শঃ জমির কাত দেনদারের নামে যে একটী ওটবন্দী জোত প্রচলিত আছে। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫৲

(২১)

১৬৪০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৫২॥৴০

ডিঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

দেঃ পাঁচকড়ি তরফদার সাং পলিয়ানপুর পোঃ শ্যামপুর (যশোহর)

১। থানা রাণাঘাট মৌজে বরণবাড়িয়া মধ্যে ৩নং খং ও শ্রীরামপুর মৌজায় ১১ নং খং ও কালুপুর মৌজায় ২ নং খং দেনদারগণের ও তাহাদের সরিকগণের স্বত্ব দখলী ও মধ্য স্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী পত্তনিস্বত্ব যাহার খাজনা ৪০২।৶০ জমিদার ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং সেঃ দিতে হয়। তাহাতে দেনদারের ॥৴৩॥—১৯ তিল অংশ যাহার খাজনা ২৭৪॥৶২, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ থানা কালুপুর মৌজায় ৯ নং খং ও শ্রীরামপুর মৌজায় ১৫ নং খং ও বরণবাড়িয়া মৌজায় ৭ নং খং দেনদারগণের ও সরিকগণের স্বত্বদখলী মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী দরপত্তনী সালিয়ানা খাজনা ৯৩।৸৶০, তাহাতে দেনদারের ॥৴৩॥—১৯ তিল অংশ, উক্ত অংশের খাজনা হারাহারি মতে ৫১৬৲৬ দেনদারগণের দরপত্তনি স্বত্ব মায় আকর আওলাত সজল সস্থল সপ্রজা চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন হুকুক মুল্য আঃ ২০

(২২)

১৬৯৫ থাংজারী ৩১ দাবী ১১৬৭।৫

ডিঃ শরৎ চন্দ্র প্রামাণিক দিং

দেঃ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মাজদিয়া

থানা রাণাঘাট মৌজে মাজদিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৯৫ নং খং দেনদারগণের স্বত্বদখলী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় পাকা ইমারত বসত বাড়ী দালান ঘর কুয়া পায়খানা ওয়ার জানালা প্রভৃতি সমেত ব্রহ্মত্তর জমি ২০-৫৭ শঃ আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০০৲। ইহাতে দেনদারগণের ষোল আনা রকম স্বত্ব লভ্য বিক্রয় হইবে।

(২৩)

১৬৯৬ থাংজারি ৩১ দাবী ৪৫০।০

ডিঃ নিতাই চন্দ্র প্রামাণিক

দেঃ ঐ

থানা রাণাঘাট মৌজে মাজদিয়া গ্রামে ডিঃ শরৎ চন্দ্র প্রামাণিক দিং অধীন ৫৮নং খং ও তদধীন ৯৫ নং খং দেনদারগণের স্বত্ব দখলী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় পাকা ইমারত বসত বাড়ী দালান ঘর কুয়া পায়খানা ওয়ার জানালা প্রাচীর প্রভৃতি সমেত ব্রহ্মত্তর জমি ২০-৫৭ শতক মায় চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন আকর আওলাত বাগান বাগিচা দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০০৲ ইহাতে দেনদারগণের ষোল আনা রকম স্বত্ব লভ্য বিক্রয় হইবে।

(২৪)

১৭১০ থাংজারী ৩১ দাবী ২২।৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ জলিল সেখ দিং সাং ও পোঃ হাটগাছা

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৭৪নং খং -৯৬ শঃ জমির ৩া০ যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য ৫৲

(২৫)

১৭১১ থাংজারী ৩১ দাবী ২৯৸৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৭১ নং খং ১-৪৩ শঃ জমির ৪।১ যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১৬৭৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১১৯৭।৵৬

ডিঃ সুনীলা সিংহ রায়

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ঘুর্ণ মধ্যে ৮ নং খং ও চক ঘুর্ণ মধ্যে ২ নং খং ও ৩০ নং চণ্ডিপুর মৌজায় ৭ নং খং ও বাগুণ্ডা মৌজায় ৪ নং খং ও কালীগঞ্জের সামীল পালিতবেগের মৌজায় ১৪ নং খং বার্ষিক ৩৮৸৶৬ খাজনায় যে পত্তনী জমা লেখা যায় তাহার ষোল আনা রকম পত্তনী স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০০৲

(২৭)

৩২ থাংজারী ৩৮ দাবী ২০১৩৲

ডিঃ রায় হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর এষ্টেট লিমিটেড

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং যাজপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে যাজপুর মধ্যে ৪২৫ নং খং ৩১২-৭৪ শঃ জমির কাত সালিয়ানা জমিদার সরকারে ষোল আনা রকমে ২২৭৸/৪ যে পত্তনী জমা লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০০৲

(২৮)

১১০ থাংজারী ৩৮ দাবী ৩৬৸৵০

ডিঃ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ রেণুপদ দে সাং চকবেগে পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চকবেগে গ্রামে ডিঃ সং ২০০ নং খং ২-১৪ শঃ ওটবন্দী জোত জমা লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম অংশ আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০৲

(২৯)

১১৭ থাংজারী ৩৮ দাবী ১১৫৬৸৵৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া ৫১ নং যুগপুর মৌজায় ডিঃ সং ৪ নং খং ২৯৭.০৩ শতক

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

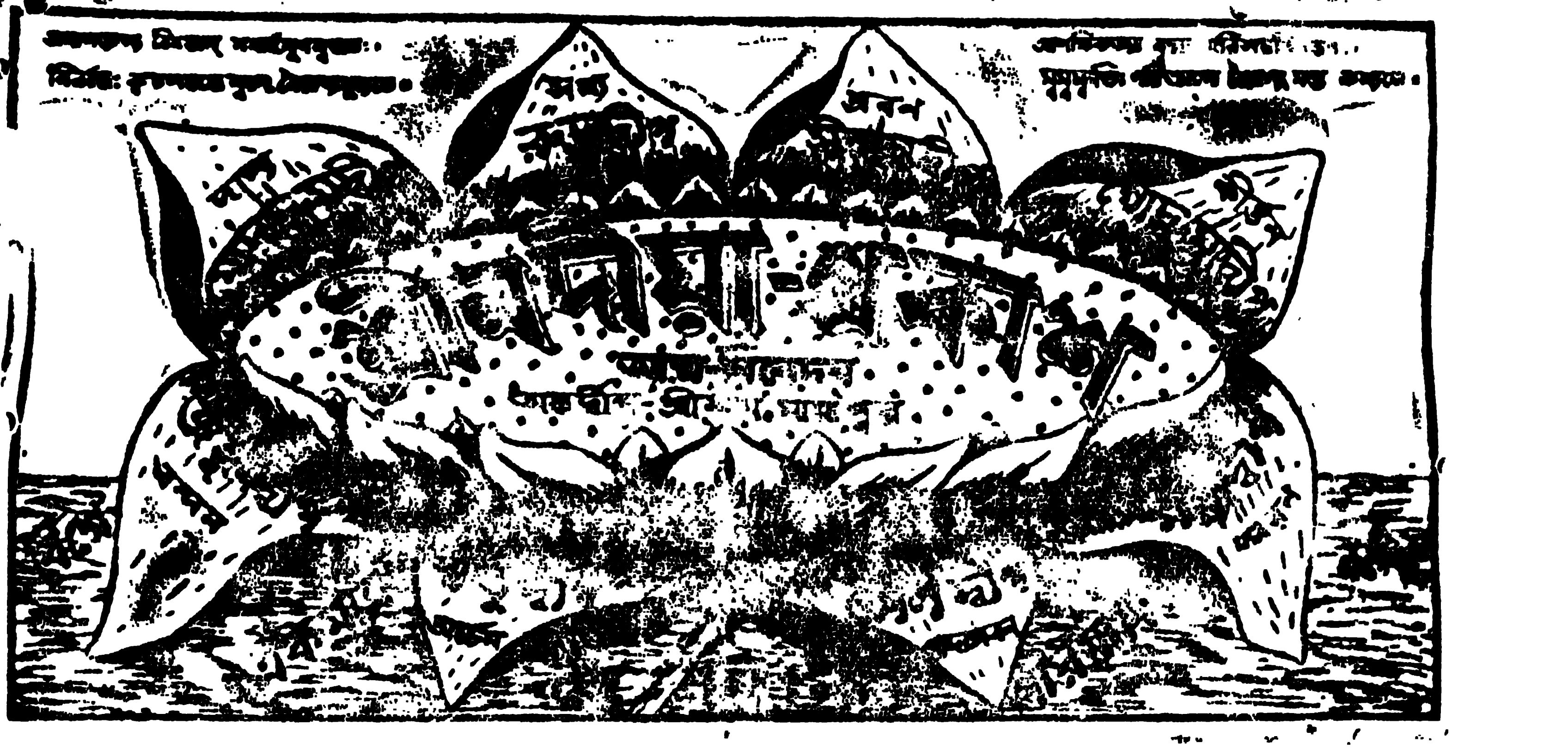

১৩শ বর্ষ | ১৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শনিবার | ২৯৬ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিংএ

গত ১৬ই মার্চ্চ দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণানুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নানারূপ বিচিত্র পতাকাদি দ্বারা মঠপ্রাঙ্গণ এবং সুগন্ধি পুষ্প-পত্রাদিদ্বারা শ্রীমন্দির সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচিত হয়। সমাগত বাঙ্গালী, নেপালী, বিহারী ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সম্মান করত গুরুগৌরাঙ্গের জয়গান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করিয়া মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়াছিলেন। বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, পাহাড়ী, বাঙ্গালী ইত্যাদি করিয়া প্রায় ৩০০ শত ভক্ত প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ মাধবানন্দ দাসাধিকারী এবং শ্রীপাদ অন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারীজীর আপ্রাণ চেষ্টায় এ উৎসব এরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বগুড়ায়

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৮শে মার্চ্চ সোমবার কলিকাতা হইতে বগুড়া জেলায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজও কৃষ্ণনগর সহরে কয়েক দিবস হরিকথা প্রচার করিয়া উক্ত তারিখ বগুড়ায় রওনা হইয়াছেন।

চয়ন

—(•:•:•)—

(As published in "The Indian Nation" Patna on Tuesday the 15th March 1938)

SRI NABADWIPDHAM PRACHARINI SABHA.

—::o::—

45th Session Sree Mayapur.

The 45th annual session of Sree Nabadwipdham Pracharini Sabha will be held at the Sree Yogapeeth Temple in Sreedham Sree Mayapur at 3 P. M. in the afternoon of Thursday, the 17th March, when several thousands of the members hailing from different provinces and districts are expected to attend.

A large number of the members and delegates have already come over to Sree Mayapur to join the Nabadwipdham Parikrama ceremony which has already commenced since Monday, the 7th inst.

His Divine Grace Paramahansa Srimad Ananta Vasudeb Goswami Maharaj, the President Acharyya of the Gaudiya Mission has consented to preside at the plenary session of the Sabha. The annual convocation for conferring various Degrees, Diplomas and Titles by the Dham Pracharini Sabha and its Subject Committe meetings will immediately follow the open session of the Dham Pracharini Sabha.

বঙ্গানুবাদ

(পাটনা হইতে প্রকাশিত গত ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩৮, মঙ্গলবার তারিখের "দি ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রিকায় প্রকাশিত।)

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা
শ্রীধাম মায়াপুরে ৪৫তম অধিবেশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৫তম অধিবেশন আগামী ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরস্থ যোগপীঠ শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ঐ সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও সহরাদি হইতে সহস্র সহস্র সভ্যের শ্রীধামে আগমন আশা করা যাইতেছে।

বহু সংখ্যক সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবক ইতোমধ্যেই শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। এই পরিক্রমা-উৎসব গত ৭ই মার্চ্চ সোমবার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মিশনের প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব গোস্বামী মহারাজ এই সভায় সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সভা হইতে শ্রীগৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ, প্রশংসা ও উপাধি প্রভৃতি প্রদত্ত হইবে। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনও এতৎসহ নবদ্বীপারম্ভে অনুষ্ঠিত হইবে।

বম্বে সমাচার

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার" নামক বহুল প্রচারিত পত্রিকায় গত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৩৮) সংখ্যায় গৌড়ীয়মিশনের প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আলেখ্য সহ গৌড়ীয়মিশনের প্রচার্য্যবিষয় ও তাঁহার প্রতিষ্ঠানাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং তাঁহার অমল প্রেমভক্তি-বিতরণলীলার কথাও উক্ত পত্রিকা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগরী বোম্বাইতেও যে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারফলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা আলোচিত হইতেছে এবং তথাকার অধিবাসিগণ যে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের কথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত।

"যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বিষ্ণু অন্বয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

গুণ ও দোষ

এই জগতের অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে গুণ ও দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গুণ বা দোষ অনুষ্ঠাতার চিত্তবৃত্তি ও অধিকারের উপরই নির্ভরশীল। যাহার যে অধিকার তদনুযায়ী আচরণই গুণ, তদ্বিপর্য্যয়কারী আচরণই দোষের কারণ। জ্ঞান ও ভক্তিতে সিদ্ধ পুরুষগণের কোন দোষ-গুণ নাই। নিরন্তর কর্ম্মনিষ্ঠ সাধকের চিত্তশোধক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান গুণ, অকরণে দোষ। সাধক ও সিদ্ধ ব্যতিরিক্ত অতি বহির্ম্মুখ কেবল-কাম্যকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে দেশকালাদিগত শুদ্ধি-অশুদ্ধি, দোষ-গুণ ও শুভাশুভ বিচার আছে। বস্তুতঃ দোষ ও গুণ অধিকার-গত—বস্তুগত নহে। অধিকারানুরূপ নিষ্ঠাই গুণ, তদ্বৈপরীত্যই দোষ—ইহাই গুণ-দোষের স্বরূপবিচার।

গুণ-দোষবিচারের বাস্তবতা নাই—দেশ-কাল-পাত্রভেদে উহার বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য—প্রবৃত্তি সঙ্কোচ এবং ইহা শোক-মোহ ও ভয়নাশক মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম। কাম্য-কর্ম্ম বস্তুতঃ শ্রেয়ঃ নহে; উহাতে যে ফলশ্রুতি দেখা যায়, তদুদ্দেশ্য—শ্রেয়োবিষয়ে ক্রমশঃ জীবের রুচি উৎপাদন। কুবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ বেদের মধুপুষ্পিতা ফলশ্রুতিকে বেদ-তাৎপর্য্য বলিলেও প্রকৃত বেদতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা বলেন না। বেদের কুসুমিত বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের হরিকথাতে প্রকৃত-পক্ষে রুচি জন্মে না।

কর্ম্মফলযুক্ত সেবাপথ, নির্ব্বিশেষ স্বরূপ-লাভোপযোগী জ্ঞানপথ ভক্তিবিপর্য্যয়যুক্ত হইলে জীবকে চঞ্চল করিয়া ক্ষুদ্র বাসনা পরিতৃপ্ত করায়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা কেবলা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আছে। যেখানে ভক্তির গন্ধ নাই সেখানে জীবের কেবল ভোগবাসনা ও কেবল-ত্যাগ-বাসনাই ভুক্তি ও মুক্তিফলরূপে পরিচিত হওয়ায় ঐ সকল ব্যক্তির সংসারগতি হইতে নিষ্কৃতিলাভ ঘটে না।

গুণ-দোষ-বিচারে নিজ নিজ অধিকারে ঐকান্তিকতা থাকিলে তাহাকে গুণ বলে, চাঞ্চল্য বশতঃ বিরুদ্ধ ব্যাপারে ধাবমান হইলে উহাই দোষের কারণ হয়। অধিকারানুসারে স্বরূপের উপলব্ধির তারতম্য ঘটে। ভোগমিশ্র উপলব্ধি ও ত্যাগফলযুক্ত উপলব্ধির দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইলে উহাই দোষের কারণ হয়। অনুকূল বিচারে গুণের ও প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ-পিপাসা হইতে দোষের অর্থাৎ অসুবিধার উদয় হয়। কর্ম্মকাণ্ড ফলভোগময়; সুতরাং ত্রিগুণাত্মক জগতে বদ্ধ-জীবগণের অহঙ্কার প্রশমনের জন্যই দ্রব্য-সমূহকে দেশ-কালাদিগতভাবে অধীন করা হইয়াছে এবং সেই সকল দ্রব্যে গুণ-দোষের বিধান জীবের ফল-ভোগ নিবারণের জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের তোষণ হয়, সেই সকল কার্য্যে বদ্ধজীবগণের স্বতঃই প্রবৃত্তি। বস্তুর গুণ-দোষের ব্যবস্থা জীবের অতিশয় আসক্তির নিবৃত্তির জন্য; কাহারো বিচারমতে গুণই দোষ বলিয়া খ্যাত এবং কেহবা দোষকেই গুণ জ্ঞান করে। সুতরাং গুণ দোষের ভেদকারী ব্যক্তিই প্রকৃত গুণ-দোষ বিচারে বাধা লাভ করে। ব্যক্তি-বিশেষের ধারণাগত গুণ-দোষ কিছু বস্তুর কর্তৃত্বভাগগত অধিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট নহে; পরন্তু প্রাকৃত বিচারেই উহারা নিবদ্ধ। দোষযুক্ত ব্যক্তির নিজ আচরণ পাতিত্যের কারণ হইতে পারে না, কেন না উহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; যেরূপ ভূতলে শায়িত ব্যক্তি তদপেক্ষা নিম্নদেশে আর পতিত হইতে পারে না, তদ্রূপ। আরূঢ় ব্যক্তিরই পতন-সম্ভাবনা, পরন্তু পতিত ব্যক্তির আর সেরূপ সম্ভাবনা নাই। গুণতাড়িত ব্যক্তিগণের স্বভাব তাহাদের পক্ষে দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অপ্রাকৃত স্বভাবযুক্ত জনগণ ভোগী ও ত্যাগী জনগণকে পতিত জানিয়া আপনাদের সহিত উহাদের তুলনা করেন না।

ভগবদিতর বিষয়ের বহুমানন-প্রবৃত্তি হইতেই সঙ্গ-বাঞ্ছা উদিত হয়। সঙ্গ হইতেই বাসনা, বাসনা হইতেই বিবাদ, বিবাদ হইতেই প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতেই মানবের মূঢ়তা বৃদ্ধি পায়। তাদৃশী তামসিক প্রবৃত্তি হইতে মানবের সদসদ্ বিচার লোপ পায়। চেতনরহিত জীব অপরের মত ও ইন্দ্রিয়-পরিচালনের জন্য জ্ঞানরহিত বৃক্ষের ন্যায় বিষয়াভিনিবিষ্ট হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে। জীবগণ তামসিক প্রবৃত্তিক্রমে কর্তৃত্বাভিমানে পরোক্ষবিচারের অনুবর্ত্তী হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্যকে বিধি জানিয়া তাহাতেই রত হয়। তামসিক দুষ্টপ্রকৃতি জনগণ পিতৃলোক, ভূত, প্রেত, দেবতা প্রভৃতির সেবায় নিজসুখতাৎপর্য্যবশতঃ হিংসা ও বিহার-ব্যসনে নিযুক্ত হইয়া পশু হনন করে।

সত্ত্ব-রজঃ তমোনিষ্ঠ পুরুষগণ তত্তদ্‌গুণযুক্ত দেবাদির আরাধনা করিয়া থাকে, পরন্তু গুণাতীতস্বরূপ ভগবানের উপাসনা করে না। ভগবদুপাসনায় তাহাদের রুচি হয় না। দেবযাজিগণের যে সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি তাহাও ভগবদুপাসনার বিরোধী ও অমঙ্গলকারী। কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের মূলীভূত আকর বস্তু ভগবান্। ভগবানেই সকলের চরম তাৎপর্য্য নিহিত। ভগবদ্‌বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই প্রেমাভাবজনিত যাবতীয় বিকল্প উদিত হয়। ভগবদ্‌বস্তুই জীবকে সকল সন্দেহ হইতে মুক্তিদান করেন। তিনিই সকল বেদের প্রতিপাদ্য প্রয়োজন-তত্ত্ব। জগতে যে সকল শব্দের দ্বারা শব্দী নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ সকল শব্দ দেশ-কাল-জোত্য হওয়ায় পাত্রনির্ণয়ে আংশিকতার পরিচয় দেয় এবং তাদৃশ অংশগুলি বদ্ধ-জীব নিজ ভোগ্য জ্ঞান করে। নিজভোগতাৎপর্য্যরহিত হইয়া সেবোন্মুখ হইলেই শব্দের মায়িক ভেদ নিরস্ত হয় এবং সেইকালে মায়ামুক্ত জীব বৈকুণ্ঠ-সেবা লাভ করে। সেইকালেই তাহার গুণ-দোষাতীত অপ্রাকৃত অনুভূতিতে অপ্রাকৃতরাজ্যে বিচরণ-যোগ্যতা লাভ হয়।

ভক্ত ও অভক্তের প্রার্থনা

"দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! যুগপৎ প্রযচ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি॥
কর্ণাযুতৈস্ত্বথ ভবত্ত্ব লক্ষ-কোট্যো
রসজ্ঞা ভগবংস্তুদেব।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুয়াং নিতান্তং তেনৈব
গায়ানি ততঃ সুখং মে॥
তৎপার্শ্বগত্যৈ পদ-কোটিরস্তু সেবাং
বিধাতুং মম হস্ত-কোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্যাদপি বুদ্ধি-কোটিরেতাং
বরান্মে ভগবন্ প্রযচ্ছ॥"

[হে ভগবন্, তুমি আমাকে দশ কোটি দেহ দাও এবং এক একটী দেহে দশ কোটি মুখমণ্ডল দাও, আবার প্রত্যেক মুখমণ্ডলে শত কোটি জিহ্বা দাও যেন তাহার দ্বারা তোমার দশকোটি গুণগান কীর্ত্তন করিতে পারি। হে ভগবন্, তুমি আমাকে দশ কোটি কর্ণ দাও যেন তাহা দ্বারা তোমার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা শুনিতে পারি এবং তোমার কাছে যাইবার জন্য আমাকে শত কোটি পদ দাও।]

শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ভক্তগণের এই প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা। কিন্তু অভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান না করিয়া কেবল নিজেদের সুখ লইয়াই ব্যস্ত। ভক্তগণ অভক্তদিগের ন্যায় জাগতিক ক্লেশে অধীর হইয়া কখনই আরাধ্য দেবতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আজ এ দেবীর মন্দিরে, কাল অমুক ফকিরের নিকট, পরশ্ব অমুক সন্ন্যাসীর নিকট হেয় জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরিয়া বেড়ান না। তাঁহারা জানেন যে, সকলের প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই পূজা বিধানে সমস্ত দেবতাগণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন; শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই সকলের পূজা হইয়া থাকে।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি
তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব
সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জল-সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র পুষ্পাদি সকলই সঞ্জীবিত হয়, মূল ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্ন স্থানে জলসেচন করিলে সেরূপ হয় না, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অন্ন লেপন দ্বারা তদ্রূপ হয় না, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে, তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না।

অভক্তেরা ভগবানের নিকট স্বর্গ সুখ, ধন, জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের প্রার্থনা করে। কিন্তু ভক্তগণ বলেন যে, আমার সুখ হউক বা না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি যেন নিত্যকাল ভগবানের সেবা করিয়া তাঁহার সুখবর্দ্ধন করিতে পারি।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

ভগবানের সেবায় যে কি অপরিসীম আনন্দ আছে, তাহা ভক্তগণ অনুভব করিতে পারেন।

শাস্ত্রে বলেন—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥

ভগবান্ সেবা গ্রহণ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সকলের সেব্য আর সব তাঁহার ভৃত্য— এই কথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

ভক্তগণ অভক্তদিগের ন্যায় "দাও দাও" বলিয়া প্রার্থনা করেন না। ভক্তগণ চান আপনাদিগকে ভগবচ্চরণে বিকাইয়া দিয়া বিক্রীত পশু হইতে, কিছু দিয়া তাহার বিনিময়ে কিছু লইতে চাহেন না। তাঁহাদের কামনা কেবল শ্রীভগবানের সুখের জন্য।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি যে কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম; সেইজন্য তাঁহারা শান্ত। কিন্তু ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধিকামিগণ সকলেই অশান্ত।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

ভক্তগণ এই প্রার্থনা করেন যে, আমাদিগকে অহৈতুকী ভক্তি দাও; আর অভক্তগণ ভোগ, মোক্ষ, বিভূতি প্রভৃতির জন্য 'দেহি দেহি' বলিয়া রব করে। তবে ঐ দুই 'দেহি দেহি'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে, ভক্তদিগের প্রার্থনা অভক্তদিগের ন্যায় কামনামূলক নহে। অভক্তের কামনা নিজসুখতাৎপর্য্যপর আর ভক্তের কামনা কৃষ্ণসুখপর। সেইজন্য একজন কামুক আর অন্য জন প্রেমিক। উভয়ের উদ্দেশ্যে আকাশপাতাল ভেদ। শাস্ত্র বলেন—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

একমাত্র ভগবৎসেবাই ভক্তগণের লক্ষ্য। অভক্তদিগের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়ের সুখের জন্য তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের কামনা নাই। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই হরিসেবার আনুকূল্যের জন্য। ভক্তগণ জানেন যে, দুঃখময় সংসারে সুখের অনুসন্ধান করা দুরাশা মাত্র। অতএব তাঁহারা নিজেদের সুখের অনুসন্ধান না করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের সুখবর্দ্ধনের জন্য যত্নবিশিষ্ট হন। যে প্রকার তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ মরীচিকায় জল ভ্রম করিয়া তাহার

দুর্ব্বুদ্ধি কি যাইবে না?

(ডাঃ শ্রীযুত সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী)

সংসারের মাঝে আপাত সুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান পথশ্রান্ত পথিকের ন্যায় কখন কখন বিশ্রাম করিয়া আবার বিপুল উৎসাহে সেই পথে অভিযান করিতেছি, পথিমধ্যে নানারূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়াও সেই মনঃকল্পিত সুখকামনায় নিরস্ত হইতেছি না। আমার মত কত শত যাত্রী ঐ পথিমধ্যেই গতি সমাপ্ত করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, সেবিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার ভ্রান্তি নিশার অবসান হইতেছে না; পরন্তু পরম সাহসে নির্ভর করিয়া এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। প্রতিক্ষণে পৃথিবীর রূপ,

দিকে ধাবিত হয়, সেই প্রকার অভক্তগণ দাবানলসদৃশ এই সংসারে সুখের অনুসন্ধান করিয়া কেবল কষ্টই পায়।

অভক্তগণ দেহমনের পীড়া, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, পুত্রশোক, অর্থাভাব প্রভৃতিকে দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করে এবং তাহা মোচনের জন্য নানা দেবদেবীর নিকট, আবার কখনও বা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই স্ব-সুখকামী অভক্তগণ কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধীন হয় এবং তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। মায়াদেবী তাহাদের কৃষ্ণবিমুখতার দণ্ডও উপযুক্তরূপে প্রদান করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

ভক্তগণ নিজেদের ভোগের জন্য ধন, যশঃ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পুত্র প্রভৃতি কিছুই কামনা করেন না। পরন্তু অভক্তগণ নিজেদের ভোগের জন্য ভগবানের নিকট এই সমস্ত কামনা করে। তাহারা ভগবানের দ্বারা নিজেদের সেবা করাইয়া লইবার বাসনা করে। উহার নাম কর্ম্মকাণ্ড বা সংসার। তাহারা সেই কর্ম্মকাণ্ড বা সংসারে লিপ্ত হয় এবং ভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়া সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় কষ্ট পাইতে থাকে। আর ভক্তের প্রার্থনা—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

ভক্তগণ ধন, জন, দেহ, সুখ, বিদ্যা, সুন্দরী স্ত্রী, স্বর্গ, মোক্ষ কিছুই চাহেন না। চাহেন কেবল প্রভুর পাদপদ্ম-সেবা। মহাপ্রভুর এই শিক্ষাই তাঁহাদের আদর্শ।

রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভোগ করিবার অনন্ত অদৈব পিপাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেকে উহার ভোক্তা মনে করিয়া কর্ত্তাভিমান করিতেছি সর্ব্বদাই ভোগের ইন্ধন সংগ্রহের জন্য মন বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্ষান্তি বোধ করিতেছে না। ভীষণ জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষুধায় সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুন্নিবৃত্তি পিপাসা ভোগের লোলহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্যের আহ্বান করিতেছে। ইহার দ্বারা প্রকৃত সুখ বা শান্তি পাইব কি? কেহ পাইয়াছে কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে মানব-মেধা কি নিয়োজিত হইবে না? বিচারশক্তিসম্পন্ন বলিয়া সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা মানবজাতি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া কি বন্য পশুর ন্যায় হইব? জগতে অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, আমারই মত বহু ভোগী ঐ ভোগস্পৃহা লইয়া সমস্ত জীবনটী অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে এই ভোগের দেহটী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভোগ অনিত্য বা দুঃখের ক্রীড়াভূমি, নিত্যসুখ উহাতে নাই। তাই বলি রে মন! তুমি কি ঐ জড়ভোগস্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করিবে না?

জীব নিত্য সবিশেষ—চেতন। ঐ জ্ঞান বর্ত্তমানে অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত হইয়া সুপ্ত হইয়াছে। জীব অণুচেতন, সমস্ত জীবের নাথ জগদীশ বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ, আর সমূহ চেতন অচেতন জগৎ তাঁহার প্রকৃতি বা ভোগ্য। আমরা পুরুষ বা স্ত্রী নহি, আমরা কৃষ্ণভোগ্য। তিনি একমাত্র শক্তিমান্, আর জীব শক্তিজাতীয়। সেই সমস্ত চেতনের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই প্রত্যেক চেতন জীবের নিত্যবৃত্তি। আমরা যতদিন ঐ ভোগ ত্যাগ, বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদির বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিব ততদিন ইহা বুঝিতে পারিব না।

নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যে পরমশ্রেষ্ঠ, তাহা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীব জানিতে পারেন। তন্নিমিত্ত কৃষ্ণেতর অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সমীপে গমন করিতে হইবে। শরণাগত হইয়া তাঁহাদের চেতনবাণী শ্রবণ করিলে সমস্ত বাসনারূপ গ্রন্থিগুলি হৃদয় হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখনই মাদৃশ বদ্ধজীবেরও নিত্যমঙ্গলের কথা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা শিক্ষা দিতে একমাত্র তন্নিষ্ঠ গুরুবৈষ্ণবগণই সমর্থ। তাঁহারা বলেন, সমস্ত দিয়া কৃষ্ণের সেবা করা, রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চবিষয়ের দ্বারা নিজেন্দ্রিয় তর্পণ না করিয়া উহাদের কর্ত্তা না সাজিয়া একমাত্র শ্রীহরির সেবায় তাহাদিগকে নিয়োজিত করা জীবের কৃত্য। নচেৎ—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়াশীল হইয়া যাবতীয় কার্য্যের কর্ত্তা সাজিয়া আমি এই সংসারকারাগার বা বিশ্ব কারাগারে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। যাঁহারা আমাকে এই ভীষণ কারাগারে কনক, কামিনী ও লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা চণ্ডালিনীর হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'মাভৈঃ' রবে সতর্ক করিতে আসেন, সেই পরম কারুণিক বৈষ্ণববৃন্দের শরণাগত হইয়া আমার কর্ত্তাভিমান কবে ত্যাগ করিতে পারিব? সেদিন আমার কবে হইবে?

বিশ্ব নিত্য নব নব রূপ ধারণ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে। তাহার কতরকম বিভীষিকা আমার নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে। বাস্তবসত্য বস্তুকে লুকাইয়া মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে বিশ্বদর্শন আমার গোচরীভূত করিতেছে, তাহার অতি বিশাল বুভুক্ষিত মুখগহ্বর ব্যাদন করিয়া মাদৃশ ভোগীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই আপাত মনোরম মূর্ত্তিতে ভুলিয়া সত্য নিরূপণে নিরস্ত হইয়াছি। সাধুদের বীর্য্যবতী বাণীর দ্বারা আমার সমস্ত মত্ততা কাটিয়া যায়, ক্ষণকাল এই বিশ্বদর্শন হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিলে আমার সমস্ত প্রহেলিকা অপসারিত হইবে।

জগতের চাকচিক্যে আমি যত চমৎকৃত হই, তাহাদের ক্ষণিক আনন্দে যতখানি আসক্ত হই, কই তাহার কোটাংশের এক অংশ ব্যাকুলতাও তো আমার জগন্নাথের সেবায় নাই। অন্তরের অন্তঃস্থলে ভোগের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তজ্জন্য এই বিশ্ব আমার এত প্রিয় হইয়াছে। নিজবুদ্ধিদোষে চেতনতা ভুলিয়া অচেতনের দেশে অভিযান করিয়াছি। আমি যাহা করিতেছি, ভাবিতেছি তাহা সমস্তই অচেতন ও অসৎ। তাই বলি, এ সব দুর্ব্বুদ্ধি কি আমার যাইবে না?

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জমির ১৮৩/৫ পত্তনী জমা। উক্ত বাকী পড়া পত্তনী জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ১০০০ ৲

নীলামের দিন ১১।৪।৩৮

([illegible])

৭৩ খাঃ জাঃ [illegible]   দাবী [illegible]

দেঃ [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা [illegible]

১০৬৭ [illegible] আকর

দখলকার [illegible]

আওলাত দরবস্ত হক্কুক [illegible]

([illegible])

৭৪ খাংজারী ৩৮   দাবী [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ সাং হটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে হটনা গ্রামে ডিঃ সং ৭৫৩।০ [illegible] দ্বারা দখলকার আছে মায় [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য ২০ ৲

([illegible])

৭৬ খাংজারী ৩৮   দাবী ১১৬৫৮৶৩

ডিঃ হেমেন্দ্র কুমার বিশ্বাস

দেঃ গৌরবিলাস বিশ্বাস দিং সাং কোলা পোঃ মেহেরপুর

১। থানা মেহেরপুর মৌজে বিলকোলা গ্রামে জমিদার সং ২৫৬ নং থং ৩৫১ শতক জমির ৫৵৬ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৩৭৫ ৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সং ৫৮০ নং থং ৩২-৩৪ শঃ জমির ৭৬ ৲ জমা তন্মধ্যে -৬৪ শঃ জমির কাত হারাহারি খাজনা ১॥০ মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২১ ৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সং ৫৫৭ নং থং ৸৶৯ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান্ জমা লেখা যায় তাহাতে দেনদার স্বত্ববান্ ও দখলকার আছে। মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১২ ৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ৫৫৫ নং থং উক্ত সং ৸৶০ যে রায়তী স্থিতিবান্ জমা লেখা যায় তাহাতে দেনদার স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছে। মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১৩ ৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে উক্ত সং ১২৮=৫ তিন অংশে বার্ষিক ১৮৬।০ সদর

মফঃস্বল কর আদায়ে দখলকার আছেন। মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০ ৲

(৩৩)

৯৭ খাংজারী ৩৮   দাবী ৭॥০

ডিঃ রাসবালা দেবী

দেঃ অন্নদা বৈষ্ণবী সাং ও পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ৫ নং থং -০৪ শঃ জমির ৸৶ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৪ ৲

(৩৪)

১০৮ খাংজারী ৩৮   দাবী ১১৲৵৩

ডিঃ [illegible] অধিকারী দিং

দেঃ কাঙ্গালী সেখ সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাউতাড়া মধ্যে [illegible] ৬৭৩১ নং থং ৬ ৬৬ শঃ জমির ১০৵০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০ ৲

(৩৫)

১০৭ খাংজারী ৩৮   দাবী ২৪।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] সেখ সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাউতাড়া মধ্যে [illegible] ৬৭৯ নং থং ৪-০৪ শঃ জমির ১৪৶১০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২৫ ৲

(৩৬)

১৭৫ খাংজারী ৩৮   দাবী ১৫৲৯

ডিঃ [illegible] পাল চৌধুরী

দেঃ [illegible] সেখ [illegible] ওরফে [illegible] সেখ সাং [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে [illegible] গ্রামে ৪ ০ জমি [illegible] দ্বারা দখলিকার আছে, মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য ২০ ৲

(৩৭)

৫২ খাংজারী ৩৮   দাবী

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ কাসিমদি বিবি সাং সেগুড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল মৌজে ছাটগাছা গ্রামে ৭৬ নং থং ২ ৩ শঃ জমির ওটবন্দী ৪॥১০ জমা লেখা যায় মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০ ৲

(৩৮)

১৬৪৮ খাংজারী ৩৭   দাবী ৩১৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির চন্দ্র পাল দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম মধ্যে ৪-২১ শঃ জমির কাত সালিয়ানা ষোল আনা রকমে ডিঃ সং ৮৸৶০ যে জমা লেখা যায় মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২৫ ৲

(৩৯)

১৬৪৭ খাংজারী ৩৭   দাবী ৮৬৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোবিন্দ চন্দ্র সাধু দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে [illegible]

১৪৶১০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২৫ ৲

(৪০)

১৫৮৮ খাংজারী ৩৭   দাবী ১৩৬৭৸৵৯

ডিঃ প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়

দেঃ যতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটকাবাড়ী মধ্যে ১৪০ নং থং নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরীর অধীন ১৬৸/৪ ও ১৪১ নং থং ২২১/০ ও ১৪০ নং থং বামচন্দ্র চক্রবর্ত্তির অধীন ১৬৸/৪ ও ১৪১ নং থং ৬৮।৶৩ ও ১৪০ নং থং রাজুবালা দাসীর অধীন ১৬৸/৪ ও ১৪১ নং থং বামনদাস ব্রহ্মর অধীন ৯৸৵৬ টাকার ননীগোপাল বসুর অধীন [illegible]৶০ টাকার গোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মর অধীন ৬১।৶৬ টাকার রামচরণ ব্রহ্মর অধীনে ১২৸/৩ টাকার রাজলক্ষ্মী দাসীর অধীনে ১২৸/৩ টাকার প্রিয়ংবদা দাসীর অধীনে ১২৸৵০ টাকার ননীমোহন ব্রহ্মর অধীনে ১৮৸০ টাকার ও রামরঙ্গিনী দাসীর অধীনে ১১৸৵৬ টাকার সর্বসমেত ২৮৮৸০ টাকার এ পত্তনী জমায় দেনদারগণ দখলিকার আছেন উক্ত পত্তনীস্বত্বের ষোল আনা রকম দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০০ ৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৭ নং থং ১৭৲ ৭৭০২ থং ১২।০ ৮৭নং থং ৫৫।০ মোট ১৬৭।০ টাকার পত্তনী জমা প্রচলিত আছে তাহাতে দেনদারগণ দখলিকার আছেন উক্ত পত্তনীস্বত্বের ষোল আনা রকম দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৩০০ ৲

(৪১)

১৭৩৭ খাংজারী ৩৭   দাবী ৪৩৸৵৩

ডিঃ রামবিহারী মণ্ডল

দেঃ [illegible] চৌকীদার দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ৪১৩৬ ১১ নং থং ৭ ৮৭ শঃ জমির ডিঃ সং ১০ ৲ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১৫ ৲

(৪২)

১৯১ খাংজারী ৩৮   দাবী ১৮/৯

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং

দেঃ ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী সাং কালীগঞ্জ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ঐ ডিঃ সং ৩৫৪ নং থং -৪১ শঃ জমির ২১/০ বার্ষিক স্থিতিবান্ জমা লেখা যায় মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০ ৲

(৪৩)

২০১ খাংজারী ৩৮   দাবী ১২॥৵৬

ডিঃ মন্মথ নাথ বিশ্বাস

দেঃ দেনাজ মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দুর্গাপুর মধ্যে ডিঃ সং ২৫৫ নং থং -১৮ শঃ জমির ১। জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৪ ৲

(৪৪)

২২৫ খাংজারী ৩৮   দাবী ২৭॥৵০

ডিঃ সুরথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ যতীন্দ্র নাথ রায় দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা গ্রামে ডিঃ সং ৫৬৮ নং থং ৩ ৯০শঃ জমির ৫॥০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০ ৲

(৪৫)

২২৬ খাংজারী ৩৮   দাবী ৪৫৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মদন সেখ দিং সাং দোগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে দোগাছিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৪৯৩ নং থং ৮ ১৪ শঃ জমির ১১/১০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১৫ ৲

(৪৬)

২২৮ খাংজারী ৩৮   দাবী ৫৫ ৲

ডিঃ হরিদাস ভাদুড়ী

দেঃ এবরা কয়েল সাং কৃষ্ণনগর হাটখোলা পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঐ বাদীর অধীনে ৪৯৭৪ নং থং ২-২৪ শঃ জমি ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দ্বারা দেনদারগণ দখল করিতেছে। মায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০ ৲

(৪৭)

১০৯ খাংজারী ৩৮   দাবী ৭১৲/০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ পান্নু বিবি দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৮৬ নং থং ৯-৫৯ শঃ জমির ৬॥৵/১১ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১৫ ৲

(৪৮)

১২৯ খাংজারী ৩৮   দাবী ১৪৸৵৬

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং

দেঃ কীর্ত্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তি সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ঐ ডিঃ সং ৭নং থং ৪১ শঃ জমির ৩।৶২। জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৮ ৲

(৪৯)

১৩০ খাংজারী ৩৮   দাবী ২৯৸/০

ডিঃ ঐ

দেঃ দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তি সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ঐ ডিঃ সং ৩৯৯।৭২৭ নং থং ২-৫১ শঃ জমির ৫।৶/১৫ যে একটি ওটবন্দী জমা প্রচলিত আছে মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১৫ ৲

(৫০)

২১৫ খাংজারী ৩৮   দাবী ৫৭৸৬

ডিঃ গোসাই চরণ দাস

দেঃ মুকুন্দ মণ্ডল দিং সাং গোবরা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভাগ্যবন্তপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩২৮ নং থং ৪-৬৩ শঃ জমির ৮/০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১৫

(৫১)

২৭৭ খাংজারী ৩৮   দাবী ৬৮৸৯

ডিঃ রাধাকান্ত সাহা

দেঃ পার্ব্বতীমোহন সরকার দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডি সং ২৭৯৬ নং থং ২০-৭৭ শঃ জমির ৩৪৸৵০ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০

(৫২)

২৬৯ খাংজারী ৩৮   দাবী ৫২/৩

ডিঃ শিব চন্দ্র রায়

দেঃ পাঁচুদিন মণ্ডল দিং সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ৪৭৬।১ নং থং ৪-৭৩ শঃ জমির ১৬॥৵/৯ জমা মায় তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৪০ ৲

(৫৩)

২৬৮ খাংজারী ৩৮   দাবী ৪৪৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কাশেম সেখ দিং সাং রাইপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৬২ নং খং ২-৬৩ শঃ জমির ৬ /৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৫৪)

২৫৫ খাংজারী ৩৮ দাবী ১৩৷৶১

ডিঃ খোন্দকার সচদল হক

দেঃ আতাউল্লা সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ১৯৩ নং খং -২০ শতক জমির ১৷৶৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৲

(৫৫)

২৫৪ খাংজারী ৩৮ দাবী ১৭৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আমিন সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ১৯৬ নং খং -৩৯ শঃ জমির ২৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫৬)

২৫৩ খাংজারী ৩৮ দাবী ৮৷৶৩

ডিঃ খোন্দকার মহম্মদ হোসেন দিং

দেঃ কেছমত সেখ দিং সাং ও পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বল্লালদিঘী গ্রামে ডিঃ সং ৪৩০ নং খং -১৩ শঃ জমির ২৮/৮৷ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫৭)

২৪৪ খাংজারী ৩৮ দাবী ১৬৸৶৩

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ ধীরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে দীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৫৯ নং খং ২৷২৸৶ জমির কাত যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১২।৪।৩৮

(৫৮)

১৪৮০ মণিজারী ৩৭ দাবী ৪০৯৸/১

ডিঃ অনাথবন্ধু লাহিড়ী

দেঃ গদাধর হালদার সাং গোয়াড়ী মালোপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী মধ্যে জমিদার মিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরীর সেরেস্তায় ৪৭১৯ নং খং ৷০ কাঠা জমির কাত ২৷০ যে জমা লেখা যায় তাহাতে দেন্দার ½ রকম অংশে করাদায়ে স্বত্ববান্ ও দখলকার আছেন। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৯)

১৪৮২ মণিজারী ৩৭ দাবী ১১০৷৶৯

ডিঃ যোগেশ চন্দ্র লাহিড়ী

দেঃ শঙ্করপ্রসাদ হালদার দিং সাং গোয়াড়ী মালোপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঐ জমিদার মিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরীর অধীন বিঘা প্রতি সালিয়ানা ২৲ নিরখে ৪৭৩৩ নং খং যে রায়তী দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জমি আছে তাহাতে দেন্দারের ৶০ আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৬০)

১৩৫৫ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৩৬৫৲৯

ডিঃ হরিগোপাল নন্দন দিং

দেঃ রামেশ্বর দাস দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে জমিদার নন্দলাল চৌধুরীর অধীন সালিয়ানা ৸৶১১ আনার যে জমা আছে ঐ জমার অন্তর্গত ৫২০ নং খং -১০ শঃ জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা কোঠাবাড়ী মায় ইট, কাঠ, দুয়ার, জানালা, আড়া, বরগা, কুয়া, পায়খানা সাজ সরঞ্জাম ও পাকা প্রাচীর ইত্যাদি ঐ জমিতে যাহা কিছু আছে আকর আওলাত আদি ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদারের অধীন ষোল আনা রকম ১৷৴৭ যে এক জমা আছে তাহাতে দেন্দারগণের ৷৷৴১২ আনা অংশে ৫২১ নং খং -০৭ শঃ জমি নয় কোঠা বাড়ী, ইট, কাঠ, দুয়ার, জানালা কুয়া, পায়খানা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার নদীয়া রাজ সরকারের অধীন সালিয়ানা ৷৶৫ আনার জমার জমি উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা দালান কোঠা ঘর দুয়ার জানালা কড়ি বরগা কপাট চৌকাঠ ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১৫০৲

(৬১)

১৭০৪ মণিজারি ৩৭ দাবী ১২৩৸/৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ কর্মকার

দেঃ মুন্সী হবিবর রহমান দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে জমিদার সরকারে ১৷৶৫ টাকার প্রচলিত যে জমা আছে ঐ জমা দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্ব মায় আকর আওলাত গৃহাদি দরবস্ত হুকুক জমিদারের খতিয়ান নং ৭৯১ মূল্য আঃ ৫৲

২। থানা নবদ্বীপ মৌজে রাজাপুর গ্রামে জমিদার সরকারে ১৷৩ টাকায় যে একটি রায়তি স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে ঐ জমায় দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্ব ২৭ নং তৌজী বাগুয়ান পরগণার অন্তর্গত জমিদারের খতিয়ান নং ৫৬ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সরকারে ১৷/৩ টাকার যে একটী রায়তী স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে ঐ জমায় দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্ব ২৩নং তৌজী বাগুয়ান পরগণার অন্তর্গত ৫৬ নং জমিদারের খতিয়ান মূল্য আঃ ৫৲

(৬২)

৪১ মণিজারি ৩৮ দাবী ৫২৩৸৶১

ডিঃ ইন্দুপ্রভা ধর

দেঃ ৺ত্রিগুণাপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দসড়ক গ্রামে জমিদারের সেরেস্তায় ৩১৯ নং খং -৯ শঃ জমির ৫৸৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত দুয়ার জানালা কুয়া পায়খানা ইত্যাদি আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০০৲

(৬৩)

৪৩ মানজারী ৩৮ দাবী ৭৮৯৷৶৬

ডিঃ ইন্দুপ্রভা দাসী

দেঃ ক্ষেত্রনাথ পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে জমিদার সেরেস্তায় ৩১৭ নং খং -১৩ শঃ জমির ৩৷/৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৬৪)

১২৭৪ দেংজারী ৩৭ দাবী ১৮৯৷৶৩

ডিঃ লালমোহন মুখোপাধ্যায়

দেঃ নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুর গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মোত্তর জমির পূর্ব্ব কিশোর ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর জমির পূর্ব্বদক্ষিণ বিরাজ মণ্ডলের জমির পশ্চিম নিধিরাম মুখোপাধ্যায়ের জমির উত্তর লাখরাজ ১ বন্দে জমি আন্দাজ ১৫/ ও তদুপরিস্থিত আম কাঁটাল তেঁতুল প্রভৃতি বাগিচা ইহার এক-তৃতীয়াংশ।

ঐ থানা ঐ মৌজে প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের ও লক্ষণ দাস দিগের জমির পশ্চিম কালী মৃত্যু রব দিগের জমির দক্ষিণ রামকালী সরকারের জমি ও সরকারী জমির উত্তর কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়ের জমির রাস্তার পূর্ব্ব এই চৌহদ্দী মধ্যে জলকর ও পথকর সমেত পত্তন আং ১২/০ বিঘামধ্যে নিজাংশে ৶১০ আনা রকম ১৫২৷৷০ বিঘা লাখরাজ

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে [illegible] গ্রামের দক্ষিণ ও রাম মোহন মৈত্রের জমির উত্তর রামলাল দত্তের বাগিচা ও রজনী দাসের খরিদা বাঁশ বাগিচার পূর্ব্ব পোলতা সীমানার নবকুমার চৌধুরীর জমির পশ্চিম এই চৌহদ্দীর মধ্যে জমার জমি আন্দাজ ১৩৷৷০ বিঘা জমি মায় খাজনা সালিয়ানা ১০৸/১ [illegible] দাসী ও [illegible] দাসী রাজকুমারীগণের সেরেস্তায় সন ২ দিতে হয়।

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৭৩ (ক) খং নং ১-৩০ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত আম্র কাঠাল প্রভৃতি বাগিচা ইহার ⅓ অংশ রকম জমি ১।২

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ৯৪১নং খং ১-৫০ শতক জমি চৌহদ্দীর মধ্যে অবস্থিত মায় তদুপরিস্থিত আম্র কাঁঠালের বাগিচার নিজাংশ ⅓ রকমে ৷৷১

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে লাখরাজ জমি আন্দাজ ২/০ বিঘা তদুপরিস্থিত কাঠালের বাগান ইহার নিজাংশ ⅓ রকম ৷৷৪ খতিয়ান নং ৯৪৭ জমি ৬৫ মোট জমি ১৩৸৪৷৷

(৬৫)

১৪২২ দেংজারি ৩৭ দাবী ২২৩৮৷৷

ডিঃ চন্দ্র কুমার চৌধুরী

দেঃ ইন্দু বালা দেবী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ নবদ্বীপ মিউ. সপ্যালিটীর ১নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পোড়ামাতলা পাড়ার মধ্যে জমি আন্দাজ /৩কাঠা বার্ষিক খাজনা ৷/১৫ জমিদারকে দিতে হয়। উক্ত জমির উপরিস্থিত পাশ্চাত্ ও পূর্ব্বদ্বারী বৈঠকখানা, এক কুঠারী মায় রোয়াক ঘর দরজা, জানালা, পাকা পায়খানা সাজ সরঞ্জাম প্রাচীর, গাছ আগাছা প্রভৃতি দরবস্ত হুকুক বন্ধক দেওয়ার পরে বন্দকী সম্পত্তিতে যে টীনের চাপড়া করিয়াছেন তাহা সেটেলমেণ্ট ম্যাপের ২০নং নবদ্বীপ মৌজার ৯৮০নং খতিয়ানের ২৬২৩ দাগে -০৩ শতক কায়েমী মৌরশী মোকররী জমি ষোলআনা রকম মূল্য আং ১৫০০৲

(৬৬)

১৪৫৮ দেংজারী ৩৭ দাবী ৩৫০৷০

ডিঃ শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ নারায়ণ ঘোষ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। (ক) থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ৷/০ আনির জমিদার সেরেস্তায় সালিয়ানা ১৶০ টাকার যে একটী কায়েমী জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(খ) ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদারের সেরেস্তায় সালিয়ানা বার্ষিক ২৷৷০ টাকার খাজনার যে, কায়েমী জোতপ্রচলিত আছে উক্ত জমি জমা মায় তদুপরিস্থিত আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

(গ) ঐ থানা ঐ মৌজে ৷৷/০ আনির জমিদারের সং সালিয়ানা ৯৸/১০ ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৪০৲

(ঘ) ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদারের সেরেস্তায় সালিয়ানা ৫৲ টাকা খাজনার যে কায়েমী জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমার জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(ঙ) ঐ থানা ঐ মৌজে তালুকদারের সেরেস্তায় সালিয়ানা ২/১৭ খাজনায় যে কায়েমী জোত প্রচলিত আছে উক্ত জমার জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

চ) ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার গৌরহরি গাঁয়স্থলে রাস বিহারী মণ্ডল সেরেস্তার ৪৷/৫ টাকার যে ওটবন্দী জোত প্রচলিত আছে উক্ত জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০৲

(ছ) ঐ থানা ঐ মৌজে প্রথম নাথ গোস্বামী সেরেস্তায় সালিয়ানা ২৷৷৶০ টাকার খাজনা যে কায়েমী জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমার জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০৲

(৬৭)

১৫৮৬ দেংজারি ৩৭ দাবী ২৫৭৮৷/৯

ডিঃ দুর্গামণী দেব্যা

দেঃ জ্যোতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং শিমুলিয়া পোঃ শান্তিপুর হাল মোকাম বড়পেটা জেলা কামরূপ

১। থানা শান্তিপুর মৌজে শিমুলিয়া গ্রামে নং খং ২৬৭।২১৮নং প্লটভুক্ত আন্দাজ -৫১ শতক প্রচলিত মাপ, আন্দাজ ১৷৪কাঠা উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত কাঠাল গাছ চালাঘর ও আম্র বাগিচা দরবস্ত হুকুক ইহার অৰ্দ্ধেক অংশে -২৮শতক মূল্য আং ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে, নিষ্কর ভিটা-জমি আন্দাজ ২/০ বিঘা ও তদুপরিস্থিত ৭ কামরা ঘর পাঁচকুঠারী পূজার দালান পাকাপ্রাচীর পতিত খালি ভিটা জমি ও বৃক্ষাদি সমেত দরবস্ত হুকুক ইহার অৰ্দ্ধেক অংশ প্লট নং ২০৬।৫ ২০৭।২১৬ -৬৬ শতক জমি মূল্য আঃ ১০৲

ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ২৷৫ কাঠা মায় তদুপরিস্থিত ভরাটী পুকুর পাড় ও বৃক্ষাদি সমেত ব্রহ্মত্তর জমি দরবস্ত হুকুক ইহার অৰ্দ্ধেক প্লট নং ৩৯৭।৮ —২/৩—৯০ মূল্য আং ১০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর জমি আন্দাজ ২/০ মায় তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদি সমেত দরবস্ত হুকুক ইহার অৰ্দ্ধেক অংশ প্লট নং ৫৫৪।৯—১।৩-৬৬ শতক

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি পতিত ভিটা আন্দাজ ।২কাঠা দরবস্ত হুকুক ইহার অৰ্দ্ধেক অংশ প্লটনং ৩৭৬।৬-০-২০শতক মূল্য আং ১০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি আন্দাজ ১১/০বিঘা মায় বৃক্ষাদি সমেত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর পতিত ভিটা জমি ৷৷০কাঠা দরবস্ত হুকুক ইহার অৰ্দ্ধেক অংশ মূল্য আং ১০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ভিটা জমি ।২কাঠা দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ প্লটনং ২১২।১০ -১২ শতক মূল্য আঃ ১০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর পতিত ভিটা দ১।কাঠা দরবস্ত হুকুক ইহার ॥০ অংশ ৩-৭৮ শতক প্লটনং ৩৭৮।১৮—০-২৭ শতক মূল্য আং ১০৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে মালিপোতা গ্রামে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ১/০ বিঘা জোত কটা জুলে দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ সেটেলমেন্ট খাতিয়ানের নং ৫৭ প্লটনং ৪১৩। -৩৩শতক মূল্য আঃ ১০৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে নিজ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ভিটা প্রজা মুক জুলে জমি ২/০ বিঘা দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ প্লটনং ৪১৪, ০- ২ শতক মূল্য ১০৲

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ভিটাজমি কাঠা /১ প্রজা কালচুলে দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ প্লটনং ৪১১ -১০ শতক মূল্য আং ১০৲

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজে নিজ ব্রহ্মত্তর ভিটাজমি ১/০ বিঘা প্রজা গোকুল জুলে দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ প্লটনং ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ০-৩৩ শতক মূল্য ১০৲

১৪। ঐ থানা ঐ মৌজে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ২/১ বিঘা জোত জুলে দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ প্লটনং ৪২১ ০-৭৬ শতক ইহার আট আনা অংশ-৮২ মূল্য আং ১০৲

১৫। ঐ থানা ঐ মৌজে বেলগরিয়া গ্রামে নিজ নিষ্কর জমি ৮/০ বিঘা প্রজা নগেন ঘোষ দরবস্ত হুকুক ইহার অর্দ্ধেক অংশ জুলের জমির প্লটনং ৪০৩ ১-৩৩শতক মূল্য আঃ ১০৲ ২

১৬। ঐ থানা ঐ মৌজে নিজ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ৫/০ বিঘা প্রজা ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় প্লটনং ১০৫।৩ (চ) ১-৬৬ শতক ২-৯৯ ইহার আটআনা অংশে ১-৫০ শতক মূল্য আং ১০৲

(৬৮)

১৬৫৯ দেংজারী ৩৭ দাবী ১৪৯৲৩

ডিঃ পঞ্চানন মোদক

দেঃ ধর্ম্মদাস দে সাং বল্লালদিঘী পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বল্লালদিঘী গ্রামে ৯/২ বিঘা জমির ৩৸৵২ জমা মায় তদুপ স্থিত খাতয়ান নং ৭৪২।৭৪১ নং দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৯)

৬১ দেংজারী ৩৮ দাবী ২৮১॥০

ডিঃ রাজরাণী বসু

দেঃ নেহালউদ্দিন খোন্দকার সাং কৃষ্ণনগর কুরচিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর কুরচিপোতা গ্রামে জমিদারের সেরেস্তায় ২৭৯৯ নং খং /০॥ কাঠা জমির ২॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত খড়ুয়া ঘর ১ খানা মায় সাজ সরঞ্জাম ও কুয়া পাকা পায়খানা ইটের প্রাচীর ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ২৭৯৮ নং খং বার্ষিক ৪॥০ টাকার যে জমা লেখা যায় উক্ত জমার মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বে /২॥ জমির কাত বার্ষিক ২॥০ টাকার জমা বিক্রয় করা বাদে বাকী পূর্ব্ব পার্শ্বে /২ কাঠা জমির কাত ২৲ টাকা জমা ও তদুপরিস্থিত খড়ুয়াঘর ১খানা মায় সাজ সরঞ্জাম দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

(৭০)

৬০ দেংজারী ৩৮ দাবী ১২৪০/০

বলোহর লোন কোম্পানী লিমিটেড

দেঃ কৃষ্ণচন্দ্র প্রামাণিক সাং ও পোঃ রাণাঘাট

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ২৪২ নং তৌজীর মহাল হিজুলী, ১১২ নং হিজুলী ৭৭ নং মাজদীয়া ১৪ নং উত্তরপাড়া ১৫ নং কৃষ্ণ নগর দিং যাহার বার্ষিক রাজস্ব ষোল আনার ৯৫৫৸/১০ ঐ মহালের রকম ॥০ আনা মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর দিগর বাদে রকম ।০ আনা দাইকের ও দাইকের ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণের স্বত্ব কালেকটরীর এই আট আনা অংশে ২৪২ ০ তিস্রার চার্জ্জ আছে, এবং ষোল আনা তালুকের মধ্যে দায়িকের /১২ অংশ হইতেছে মায় তদুপারস্থিত ষোল আনার ৯৪৫।/০১ এবং ২৪২।০ হিসার রেভিনিউ ৪৩৭।৵ লিখিত আছে এবং তাঁহার ষোল আনা তালুকের মধ্যে /১০ অংশে ন৩।৵৭তিন পঞ্চমাংশ দায়িকের দেয় হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত মৌজা সকল রাণাঘাটের অন্তর্গত হইতেছে—উক্ত মৌজা সকল ভারত সম্রাটের অধীনে ০ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৭১)

৯১ দেংজারী ৩৮ দাবী ১২৮৪৵০

ডিঃ বিমলাবালা দাসী

দেঃ মণীলাল কুণ্ডু দিং সাং ও পোঃ শান্তিপুর

থানা শান্তিপুর মৌজে শান্তিপুর গ্রামে -১০ শঃ চিরস্থায়ী দখলিকার বাস্ত ভিটা মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত, কুঠারী রোয়াক, প্রাচীর আঃ ১০০ হাত সাজ সরঞ্জাম ষোল আনা রকম সালিয়ানা খাজনা ২॥০ জমিদার মিঃ এম্, এন্, পাল চৌধুরীর সেরেস্তায় দিতে হয় —অনুমান মূল্য১ ০০০৲

(৭২)

১৪৩ দেংজারী ৩৮ দাবী ২১২॥/০

ডিঃ বিনয়কৃষ্ণ গড়াই দিং

দেঃ আবেদ হোসেন মল্লিক দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে জমিদারের অধীন ১৪৪ নং খং ৩-২৬ শঃ জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা ষোল আনা রকমে ৪৸৵ যে রায়তী মোকররী জমা প্রচলিত আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত পুষ্করিণী পাগাড় সমেত দেনদারের ॥০ আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৩)

২০৫ দেংজারী ৩৮ দাবী ২৩৯/০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ভাচট্টাৰ্য্য

দেঃ পাঁচুগোপাল সরকার দিং সাং ঘুর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঘুর্ণি গ্রামে জমিদার সং ৬১৯ নং খং সালিয়ানা বার্ষিক ১৸০ যে মৌরশী জমা লেখা যায় তাহাতে দেনদারের চিহ্নিত নিৰ্দ্দিষ্টরূপ বিক্রি অংশ রকম ।/৩॥ = জমি -০৫ শঃ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৫০৲

নীলামের দিন ১১।৪।৩৮

(৭৪)

১৩৭২ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৭৭৵৩

ডিঃ শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ রজনী দফাদার সাং গোয়াড়ী নিকারীপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী মধ্যে জমিদার অধীনে ২৬৫ নং খং ০-০৯ শতক জমির ২।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৫)

১৫৮৪ মণিজারী ৩৭ দাবী ৬৪০৸/০

ডিঃ ক্ষেত্রমণি দেব্যা

দেঃ বিনয়কৃষ্ণ কর্ম্মকার দিং সাং ঘুর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঘুর্ণী মধ্যে নদীয়া কালেক্টরীর ২৪৬ বি ১ নং তৌজির মহাল ও সেঃ ১ নং খং লিখিত -২২ শতক নিষ্কর জমি মায় বাড়ী ঘর দরজা জানালা পাকা কুয়া ইত্যাদি দরবস্তহুকুক মূল্য ৩০০৲

(৭৬)

১৬৩১ মণিজারি ৩৭ দাবী ৩৫০৬৵৯

ডিঃ ফুলরাণী দেবী

দেঃ হরিদাস বৈরাগ্য সাং ও পোঃ-মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা মধ্যে দ্বিজরাজ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ১০৬: নং খং -০২ শঃ জমির ১· জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে মুড়াগাছা নিবাসী ৺বনোদলাল মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৬২০ নং খং ০৮ শঃ জমির ১॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ সেরেস্তার অধীন ৬২৭ নং খং -০১ শঃ জমির ১৸০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ১০০৫ নং খতিয়ানের লিখিত দখলিপ্রজা ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ খরিদসূত্রে দখলিকার শ্রী শ্রীহরিদাস বৈরাগ্য রায়তি স্থিতিবান জমা ১৵০ মুড়াগাছা নিবাসী ব্রজরাজ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় দিতে হয় উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আম, কাঠালের বাগান ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ৫৪২ নং খতিয়ানের লিখিত দেনদারের নামে মৌরশী ॥০ আনা জমার অন্তর্গত জমি ইহার খাজনা মুড়াগাছা নিবাসী কালীদাসী দেবীকে দিতে হয় ইহার দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ৬৮৮ নং খতিয়ানের লিখিত ১৲ টাকা রায়তি স্থিতিবান জমা দেনদারের নামে লেখা যায় ইহার খাজনা মুড়াগাছা নিবাসী ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর সেরেস্তায় দিতে হয় উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা বৈঠকখানা ঘর ও দালান মায় আড়া বরগা জানালা দুয়ার সাজসরঞ্জাম ইটের প্রাচীর ইত্যাদি ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ২০০ নং খতিয়ানের লিখিত দেনদারের নামে রায়তি স্থিতিবান ১৸০ আনা জমা ইহার খাজনা মুড়াগাছা নিবাসী ৺জতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগের সেরেস্তায় দিতে হয়। উক্ত জমা জমি ও তদুপরিস্থিত ঘরদরজা সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সহ আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩১৮ নং খতিয়ানের লিখিত দেনদারের নামে রায়তী স্থিতিবান ১৲ জমার অন্তর্গত জমি, ইহার খাজনা মুড়াগাছা নিবাসী বাটাই গড়াইকে দিতে হয়। ইহার ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ৫৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৮০ নং খতিয়ানের -৮১ শঃ জমির মধ্যে পশ্চিম দেনদারের দখল -৪১ শঃ জমি জমা মেয়াদী বন্দোবস্ত ইহার খাজনা ১৲ মুড়াগাছা নিবাসী শরৎ দ্রাচকে দিতে হয়—ইহার দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৭৭)

১৭০৮ মণিজারী ৩৭ দাবী ৬৫০।৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং

দেঃ নিরাপদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়ার সামীল মৌজে ঘুর্ণি মধ্যে নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সেরেস্তায় বার্ষিক ২৩৸৵১৫ টাকার যে কনারণন জমা রাখে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৪০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সত্যেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী দিং সেরেস্তায় বার্ষিক ৩৸৵১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার অধীন বার্ষিক ২।১৫ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় বার্ষিক ৮৸১০৸ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার দিং সেরেস্তায় বার্ষিক ৪৸/৬ টাকার যে জমা রাখে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

৬। ঐ থানা চণ্ডীপুর মৌজায় ঐ জমিদার দিং সেরেস্তায় বার্ষিক ৯॥৵১০ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ থানা মৌজে বাগুণ্ডা মধ্যে জমিদার নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সেরেস্তার যে ওটবন্দী জোত জমা রাখে ইহাতে দেনদারের ষোলআনা রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৭৮)

৫৬ মণিকারি ৩৮ দাবী ৭০।৯

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাজাপুর গ্রামে ডিঃ নিজ ব্রহ্মত্তর সেং ৯৫২নং খং ৩-৩১শতক জমির ৪৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানা দেবগ্রাম মৌজে রতিকান্ত সাহা মহাশয়ের সেরেস্তায় ২৭৪৭নং খং ১-০১ শতক জমির ১॥০ খাজনা মধ্যে -৩৯ শতক জমি বিক্রয় হারহারী ॥/০ খাজনাবাবদ অবশিষ্ট -৬২শতক হারহারি খাজনা ৸৵০ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে নদীয়া কালেক্টারীর ২২০০ নং খং ৭-৪৩ শঃ জমির ১৩॥৵ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৩০৲

(৯)

৯৪ মণিজারি ৩৮ দাবী ৫৭৸৵৬

ডিঃ ক্ষেত্রমণি দেব্যা

দেঃ হরিকৃষ্ণ হালদার সাং গোয়াড়ী মালোপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ মধ্যে ১৭২২ নং খং -৬শঃ জমি সালিয়ানা বসত প্রজাই স্বত্বের জমাই জমি যাহার বার্ষিক খাজনা ১৷৵ জমিদার কাসিমবাজার মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট আদায় দিতে হয়। মায় তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী ঘর দরজা জানালা কুয়া পায়খানা ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আং

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG No [illegible]

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে চৈত্র, ১৩৪৪, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৮, সোমবার [৩০শ সংখ্যা]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১২।৪।৩৮

(১)

৪৫ খাং জারী ৩৮ দাবী ৫০৸৵৯

ডিঃ মণীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ এবাদত মণ্ডল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

নদীয়া কালেক্টরী ২৪৬২ নং তৌজী-ভুক্ত লক্ষ্মীগাছা গ্রামে জমিদার সেরেস্তায় ১৪১ নং খং ৬-৫৩ শঃ জমির ১৫৵৩ যে ওটবন্দী জমি প্রচলিত আছে উক্ত ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৪৭ খাং জারি ৩৮ দাবি ৯৮৷৵৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ কৃষ্ণহরি দাস দিং সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে তিলকপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ১০/১৵ বিঘা জমির কাত ১৪৸৵১০ যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় মায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৪৯ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৪৭৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রিয়নাথ ঘোষ সাং মহৎপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ সং ১০৩৩ নং খং ২৫৸৪৷০ বিঘা জমির কাত ২২৸৵১০ যে জমা লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

৫০ খাং জারি ৩৮ দাবী ৮৬৸৵৭

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ সাং জামিরডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ সং ১০৬৭ নং খং ২০/০৵ বিঘা জমির কাত ২১৵১০ জমা লেখা যায় মায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

৫২ খাং জারি ৩৮ দাবি ২৬২৸৯

ডিঃ মণীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ গণেশ ঘোষ দিং সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ১৯৮ নং খং ও তদধীন ১৯৯—২০১ নং খং ২০-৯৬ শঃ জমির ৪০৸৵৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

৬৫ খাং জারি ৩৮ দাবি ৩৮৷৩

ডিঃ আশুতোষ বক্স দিং

দেঃ খোকাই সেখ দিং সাং মালিয়া-পোতা পোঃ তেহট্ট

থানা চাপড়া মৌজে সোনপুখুরিয়া মধ্যে ডিঃ সং ২৯৫ নং খং ১-৩৮ শঃ জমির ৫৵০ জমা মায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(৭)

৮২ খাং জারি ৩৮ দাবি ৬০৷৵৬

ডিঃ রায় হরেন্দ্র লাল রায় বাহাদুর এষ্টেট লিমিটেড

দেঃ লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং ধর্ম্মদহ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দহকুলা মধ্যে ডিঃ সং ৩৭৭ নং খং ৫-২৬ শঃ জমির ৯৷৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

৮৩ খাং জারি ৩৮ দাবি ১৫৲

ডিঃ ঐ

দেঃ বিপিন গোপ দিং সাং ধর্ম্মদহ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ধর্ম্মদহ গ্রামে ডিঃ সং ৩৭৬ নং খং -৫৮ শঃ জমির ১৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আও-লাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

৮৪ খাং জারি ৩৮ দাবী ৯৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শিবু দাসী সাং দহকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দহকুলা গ্রামে ডিঃ সং ৪০৬ নং খং ১০-৬০ শঃ জমির ১৵৩ জমা বাকীপড়া নিলাম হইবে। মূল্য ৭৲

(১০)

৯৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ৫৩৷৩

ডিঃ অজিতকুমার ব্রহ্ম

দেঃ সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান দিং সাং মালিয়া-পোতা পোঃ তেহট্ট

থানা চাপড়া মৌজে শুটিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৫২ নং খং ২-২০ শঃ জমির ওটবন্দী-সূত্রে বার্ষিক প্রতি বিঘা ১৷০ নিরিখে মোট ৮.৵০ খাজনা আদায়ে দেনাদারগণ দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

১৩২ খাং জারি ৩৮ দাবী ৩৮৸৵৬

ডিঃ শিবদাসী দেবী দিং

দেঃ মত মল্লিক দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১০৭নং খং ও তদধীন ১০৮-১০৯নং খং ৭৯০ শতক জমির ৭/৪ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১৩৩ খাং জারি ৩৮ দাবী ৯০৷৵০

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ মফিজদ্দিন মণ্ডল দিং সাং মহা-খোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহাখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১৯২নং খং ৬.৬৬ শতক জমির ১৬৷৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫

(১৩)

২৪৪ খাং জারী ৩৮ দাবী ৬৭৷/৪২

ডিঃ দুলাল রাণী দেবী

দেঃ খোকন নিকারী দিং সাং ধাপাড়িয়া পোঃ বেথুয়াডহরি

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ধাপাড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ২৩৬নং খং ও তদধীন ২৩৭নং খং ৬-৫৩ শতক জমির ১১৸৵১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১০৯৬ খাং জারী ৩৭ দাবী ৩০৵৩+২৩৷৵৬

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার

দেঃ ফকির চাঁদ মুন্সী দিং সাং দামোদরখালি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে দামোদরখালি গ্রামে ডিঃ সং ১৪নং খং ১০-৫৮ শতক জমির ৮৷/৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০

(১৫)

১১৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪০।৶৹

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ হৈমবতী বর্ম্মণা সাং সুধাকরপুর পোঃ বেথুয়াডহরি

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সুধাকরপুর গ্রামে ৬৪৭নং খঃ -৫৯ শতক জমি মায় ৪ কুঠারী পাকা দালান বৈঠকখানা ঘর রান্নাঘর ভুবার জানালা পাচীর ইত্যাদি দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৬)

১২৮৭ খাংজারি ৩১ দাবী ৫১৭৷৶৩

ডিঃ শিরেন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকা-বাড়ী মধ্যে ১২৭নং খঃ মতিমালা দেবীর অধীনে ১৩৵১ টাকার ১২৫নং খতিয়ানের মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে ১৬৵৹ টাকা নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ৬৴৹ টাকার ১২৯নং খতিয়ানের সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় অধীনে ১৫৲ টাকার ১৩১নং খতিয়ানের পাঁচকড়ি রায়ের অধীনে ৩৮৲ টাকার মোট ১১৭৶৩ টাকার পত্তনী জমা প্রচলিত আছে মায় বেশু আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৪০নং খতিয়ানে নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং অধীনে ১৬৵৪ টাকা ও ১৪১নং খতিয়ানে ২২।৴৹ টাকার এবং ১৪০নং খতিয়ানে রাম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং অধীনে ১৬৵৪ টাকার এবং ১৪১নং খতিয়ানে ৩৮৷৴৩ টাকার ও ১১০নং খতিয়ানে রাজু বালা দাসীর অধীনে ১৭৵৪ টাকা ও ১৪১নং খতিয়ানের বামন দাস ব্রহ্ম অধীনে ১৮৵৭ টাকা ননীগোপাল বাবুর অধীনে ৭৶৹ টাকার গোষ্ঠবিহারী ব্রহ্ম অধীনে ৬১৷৶৬ টাকার রামতারণ ব্রহ্মের অধীনে ১৯৵৭ টাক প্রি। ভাবিনী দাসীর অধীনে ১১৮৵৹ টাকা ননীমোহণ ব্রহ্মের অধীনে ১৪৮৵৹ ও রামরঙ্গিনী দাসীর অধীনে ১১৮৵৬ সমেতে ২৮৮৷৹ পত্তনী জমা প্রচলিত আছে। মায় ষোলআনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০০৲

(১৭)

১৩০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫০।১½

ডিঃ অমূল্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ নূর বক্স বিশ্বাস দিং সাং মহেশপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ৯৮নং খং ২০৮৵৹ টাকার বাকীপড়া সম্পত্ত ষোলআনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

১০৫৯ খাংজারি ৩১ দাবী ১৩।৵৹

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল

দেঃ রামেশ্চন্দ্র মণ্ডল দিং সাং পাঁচপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাঁচপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৫৬নং খং ১১ শতক জমির ১৴৮ জমা মায় ষোলআনা রকম স্বত্বাংশ আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

১৪১৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭।১০৷

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ ফকির মহম্মদ মণ্ডল সাং যোগ পুকুর পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে জমিদার সং ২২৮৩ নং খং ১-২৯ শঃ জমির ৩৶১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪৲

(২০)

১৪১৮ খাংজারি ৩১ দাবী ৫২।৵৯

ডিঃ মণীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ গোঁসাই দাস ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

নদীয়া কালেক্টরী ২৭৬১ নং তৌজী-ভুক্ত লক্ষীগাছি গ্রামে জমিদার ৭ ডিঃ সং ২০১ নং খং বার্ষিক ২১৷৹ টাকার ষোল আনা রকম রায়তী জমা প্রচলিত আছে উক্ত বাঁশঝাড়া স্বত্ব ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ২০।৪।৩৮

(২১)

৪৪ দেংজারি ৩৮ দাবী ৫৪৭৵৬

ডিঃ এনাত মণ্ডল

দেঃ আয়েসা খাতুন বিবি দিং সাং কুরশুনা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে কুরশুনা গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সেরেস্তায় যে জমা লেখা যায় তাহার সরিকাংশ বাদে দেনদারগণের অংশে ৫৲ টাকা তন্মধ্যে অর্দ্ধেক রকম অংশ ডিক্রীদারকে বিক্রয় করায় বাকী ২৷৹ জমার জমি মোট ৪/১১ বিঘা ১১৭নং খতিয়ানভুক্ত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

৫৬ দেংজারী ৩৮ দাবী ১৯০৲

ডিঃ আশুতোষ ব্রহ্ম দিং

দেঃ কেনাচাঁদ মণ্ডল দিং সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে জমিদার বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সেরেস্তার ৭নং খং ১-১০ শতক ভটবন্দী জোত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে কুঞ্জকামিনী দাসীর অধীনে ১৪৭নং খং ০-৮শতক ভটবন্দী জোত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

৮১ দেংজারী ৩৮ দাবী ২৪৮৶৹

ডিঃ দুর্গা চরণ দেওয়া

দেঃ মনো মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে জমিদার মন্মথ পাল চৌধুরীর সরকারে ১৫৶৯ টাকার যে রায়তী মোকররী জমা লেখা যায় তাহা সেটেলমেন্টের ১০৬ ধারার ১৮৲ টাকা খাজনা সাব্যস্ত হইয়াছে। উক্ত জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য ১০০৲

(২৪)

১৩৮ দেংজারি ৩৮ দাবী ১৪৫।৯

ডিঃ বিষ্ণুপদ হালদার

দেঃ লোহারাম ঘোষ দিং সাং করশুনা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চাঁদপুর গ্রামে ঐ জমিদার অধীনে ৬৯নং খং ভুক্ত ৯-০০ শতক জমির ১৭৷৶৯ রায়তী মোকররী জোত জমা মধ্যে প্রতিবাদীগণের স্বত্ব দখলি ॥০ আনা অংশে নির্দ্দিষ্ট মতে ৪-৮১ শতক জমি হারাহারি মতে ৮৵১০½ টাকা জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৫০৲

(২৫)

১৭ মণিজারি ৩৮ দাবী ৬৩৲৯

ডিঃ যুগল চন্দ্র মিত্র

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র ঘোষক সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী সাং হাঁসাডাঙ্গা মধ্যে জমিদার ৩৬ ক জয়দুর্গা দাসী ও ৩৬ খ সরোজ সিংহ দিং সেরেস্তায় ৪৫নং খং যে রায়তী দখলি স্বত্ব ইহাতে দেনদারের ।০ অংশ রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার ঐ ঐ দিং সেরেস্তার ৪৬নং খং বার্ষিক ৪৮৶১০ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান জমা রাখে ইহাতে দেনদারের ।০ আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ ঐ জমিদার সেরেস্তায় ৪৬১নং খং যে ভটবন্দী জোত রাখে ইহাতে দেনদারের ।০ আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানা বেলগ্রাম মৌজায় ১৫নং খং ৯ ক জয়দুর্গা দাসী ও ৯ খ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সেরেস্তায় বার্ষিক ৮।৬ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান জমা রাখে ইহাতে দেনদারের ৶৪ রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ ঐ জমিদার দিং সেরেস্তায় ১৬নং খং যে রায়তি দখলি স্বত্ব ভটবন্দী জোত রাখে ইহাতে দেনদারের ৶৪ আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১০১৬ মণিজারি ৩১ দাবী ১৪৮৷৶৩

ডিঃ রাখাল চন্দ্র দত্ত

দেঃ পাঁচু গোপাল চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ধর্মদা পোঃ মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ধর্মদা গ্রামে ৬৯৩নং খং ভুক্ত যে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি আছে তন্মধ্যে ১-১৩ শতক জমির মধ্যে দেনদারগণের পাকা বাড়ী মায় কুয়া সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি জমি ৮০কাঠা জমির উপর পাকা বাড়ী ইহাতে দেনদারগণের ষোলআনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭০৲

২। ঐ খতিয়ানের আরও তিন দাগ জমির পরিমাণ -৭৬ শতক ইহাতে দেনদারগণের ॥০ আনা অংশ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩৲

৩। ঐ থানা মৌজে লোহাগাছী মধ্যে ৪৪২নং খতিয়ানভুক্ত যে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি আছে তাহাতে দেনদারগণের অংশ ষোলআনা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩৲

(২৭)

১১৮২ মণিজারি ৩১ দাবী ১১০৯৵৬

ডিঃ চারাতলা কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ গিরীন্দ্র নাথ প্রামাণিক দিং সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষীগাছা গ্রামে জমিদার নৃসিংহকুমারী দাসী ও বিনোদ মণ্ডল দিং সেরেস্তার সাড়ে নয়ানা ষোল আনা রকম ৫০৪।১ নং খং লিখিত ৭৷৬ খাজনার যে একটি মধ্যস্বত্ব মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত পুকুর ও পুকুরপাড় ইত্যাদি আকর আওলাত সমেত দেনদারগণের ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(জমির পরিমাণ ৫-৩৬ শঃ)

(২৮)

১১৯২ মণিজারি ৩১ দাবী ১১১।৶৬

ডিঃ নিত্যগোপাল দে দিং

দেঃ আলেপ মণ্ডল দিং সাং ডোমপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডোমপুখুরিয়া গ্রামে জমিদার জয়দুর্গা দাসী দিং স্থলে বর্ত্তমানে প্রেমসুখ চেংলাঙ্গিয়া অধীন ৩১ নং ও ৫৭ নং খং ভুক্ত মোট ৮-৫৬ শঃ জমির কাত অর্থাৎ ২৫৮২৵ জমির কাত সন ১৯২৫।২৭৭ নং কবালামতে খার্য্য সালিয়ানা ২৮৵৹ রায়তী স্থিতিবান জমা ২-৫৮ শঃ জমির কাত ১৫৭০ টাকার জমা ঐ জমি মায় আকর আওলাত ষোল আনা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ | ১৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২১শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা এপ্রিল ইং ১৯৩৮, সোমবার | ৩০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভোপলক্ষে একটী ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভুতভৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিকান্ত প্রভৃতি এবং এতদ্দ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথায় গমন করিয়া প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রদর্শনীর ষ্টল সমূহ সজ্জিত করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু আসবাবপত্রাদি সংগৃহীত হইতেছে।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শীঘ্রই সপার্ষদে তথায় শুভবিজয় করিবার কথা আছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ইঁহাদিগেরও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত হরিদ্বারে যাইবার কথা আছে।

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বিভিন্নমঠের সেবাকার্য্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা-বিষয়ক বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি গত ১লা এপ্রিল শুক্রবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া তিনি ঐ দিবস কৃষ্ণনগরে শ্রীকুঞ্জকুটীরে উপস্থিত হন। তথাকার সেবা-কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া অপরাহ্নে তিনি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া তিনি তথাকার বিভিন্ন-মঠে সেবা-কার্য্য পরিচালনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ বর্ত্তমানে ভারতের রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে অবস্থান করিয়া তত্রস্থ সজ্জন-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীধামপ্রীতি ও ধামসেবার প্রবৃত্তি অতুলনীয়া। তিনি বহুদূরে অবস্থান করিয়াও নানাভাবে শ্রীধামসেবার উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া অপরকে শ্রীধামসেবায় আকৃষ্ট করিতেছেন।

আমরোহায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কয়েকদিবস শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া গত ২৪শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার আমরোহায় গমন করেন। ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত স্থানে স্বামীজীর আগমনে এবং তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তির শুভবিজয়ে সহরের বিভিন্ন স্থানে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত হইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। প্রত্যহ যথাবিধিমত শ্রীমূর্ত্তির সেবাদি হইতেছে। সম্প্রতি স্বামীজী স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রীযুক্ত কাশীনারায়ণ স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের ভবনে অবস্থান করিতেছেন এবং দুই দিবস তাঁহার গৃহে বক্তৃতা এবং কীর্ত্তনাদি হইয়াছে।

গত ২৫শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তথায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়। বহু শিক্ষিত সজ্জনের সম্মুখে স্বামীজী হিন্দি ভাষায় শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

(৪ম পৃষ্ঠার পর)

বেদের অনেক স্থলেই এই প্রকার গৌণ-ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন আছে। কেবল চিচ্ছক্তি-প্রকাশ-অবসরে মুখ্য ও অন্বয়রূপে বর্ণন দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে এইরূপ বর্ণিত আছে—

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষ
গৃভীত গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহার গুণসকলও দোষ বলিয়া গৃহীত হয় সেই মায়াশক্তি নাম্নী অজাকে তুমি বিনষ্ট কর। তুমি আত্মশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। তুমি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই শক্তি অববোধন করিয়া থাক। বেদসকল তোমাকে দুই প্রকারে বর্ণন করেন এবং যখন আত্মশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রজলীলা কর তখন আর এক প্রকারে বর্ণন করেন।

কারিকা—

ব্রহ্ম-রুদ্র-মহেন্দ্রাদিদমনে রাসমণ্ডলে।
গুরুপুত্রপ্রদানাদাবৈশ্বর্য্যং যৎ প্রকাশিতং॥
নানাপ্রকাশবাহুল্যে তাদৃশং শাস্ত্রবর্ণনে।
অতঃ কৃষ্ণপারতম্যং স্বতঃসিদ্ধং
সতাং মতে॥

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনে ব্রহ্ম রুদ্র-ইন্দ্রাদি দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্রসমানয়নাদি-কার্য্যে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়াছে তাহা অন্য কাহারও প্রকাশে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। অতএব সাধুলোক বলেন যে, কৃষ্ণের পারতম্য স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বেদে বলিয়াছেন—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বিষ্ণু সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৪২

মঙ্গল কিরূপে হয় ?

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ)

ভারতবর্ষে যাঁহার মনুষ্যজন্ম হইয়াছে, তিনি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরোপকার পূর্ব্বক জন্মসার্থক করুন। জীব পরম সুদুর্ল্লভ হরিপ্রেমা লাভ করিতে সমর্থ, আর সেই হরিপ্রেমালাভের উদ্দেশে তদঙ্গীভূত যে সাধন, উহাই অভিধেয়—ভিজ্ঞাসা। সকাম ও নিষ্কাম-ভেদে উপাস্য ও উপাসনার প্রকারভেদ আছে। উপাস্যবিচারে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ভগবানের ন্যায় উপযোগিতা নাই। কেবল-জ্ঞানগম্য বস্তুকে ব্রহ্ম এবং কেবল জ্ঞানগম্য বস্তুর সান্নিধ্য লাভের জন্য পরমাত্মা—ভজনীয় ভগবানের ন্যায় উপাস্য-শ্রেষ্ঠ ব্যতীত অন্য কথায় প্রাকট্য দেখা যায়। ভগবানই উপাস্যপর্য্যায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারই প্রকাশভেদ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। ব্রহ্মোপাস্যে উপাসনা কেবল-জ্ঞান, পরমাত্মোপাস্যে যোগ এবং ভজনীয় বস্তুর শুদ্ধসেবাপর্য্যায়ে,—অভিধেয়-শিরোমণি বলিয়া ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অনাত্মবিষয়ক স্থূলদেহ ও মনের জিজ্ঞাসা করেন না। আমাদের কোন্ জিজ্ঞাস্য উদিত হওয়া কর্ত্তব্য? তদুত্তরে জানিতে পারা যায় যে,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ
স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

—এই শ্লোকের তাৎপর্য্যাবয়ে অভিধেয়-সার প্রতিষ্ঠিত। আর,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

—প্রভৃতি ব্যতিরেক নিরাস-তাৎপর্য্যেও সেই ভক্তিই অভিধেয় বলিয়া অবস্থান করে। জীবের স্বরূপে ভগবদ্দাস্য বর্ত্তমান বলিয়া আত্মারাম মুনিগণ এবং নির্মুক্ত পরমহংসগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত। ভগবদ্দাস্য ব্যতীত বৈষ্ণবের ইহ ও পরকালে কোন কৃত্য নাই। হরিসেবাবিস্মৃতিফলেই জীবের ইন্দ্রিয়চালনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রয়োজনরূপে প্রতিভাত হয়। সেইকালে বদ্ধজীবের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ হরিসেবার স্থল অধিকার করিয়া জীবকে ভোগ ও ত্যাগরাজ্যে ভ্রমণ করায়। ব্যতিরেক বুদ্ধিতে কৃষ্ণবিস্মরণ ঘটে। বিস্মৃত জীবের কুদর্শন বৈষ্ণবের বিদ্বেষে পারগত হয়। তখন সুদর্শন জীবকে পুনরায় নানাপ্রকারে রাজার ন্যায় নদীতে ডুবাইয়া পরে তাহার উদ্ধারসাধন করেন। তখন জীব বলেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন চ বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

তখনই জীব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রয়ে বলিতে থাকেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ভাগ্যহীন জীব চৈতন্যচন্দ্রের সেবাবঞ্চিত হইলেই তাহার কপাল পুড়িয়া যায় এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া পড়ে। কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি স্পৃহা ত্যাগ করা এবং সাধুগুরুগণের উপদেশের অনুবর্ত্তী হওয়াই জীবের পক্ষে চরমকল্যাণলাভ। উহাই প্রেমভক্তিরসোর অন্তরূপ অভিধেয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রণতি, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা অন্বয় বা শ্রৌতপথে ভক্তি লভ্য হয়, আবার তদ্বিপরীত তর্কপথে লঘুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গক্রমেই ভক্তি লভ্য হয়। ব্যতিরেক বিচারেও ভক্তি বা শ্রৌতপথে জীবের সাধনোদ্যম সফলতা লাভ করে। যেখানে ব্যতিরেক পথ ও অন্বয় পথের নির্দ্দিষ্ট বস্তু অদ্বয়জ্ঞান হয় না, সেই স্থলেই ভক্তি ব্যতীত ইতর বৃত্তি অর্থাৎ অনাত্মার ষড়্‌রিপুচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। উহা অভক্তিশব্দবাচ্য—প্রেমভক্তির উহা কখনই অঙ্গ নহে।

সাধন ভক্তিপর্য্যায়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই মূল কথা এবং শ্রবণাখ্যা ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই ব্যতিরেক পন্থীর বিচারের বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারেন—তার্কিককে শ্রৌতভক্তিপন্থায় আনয়ন করিয়া তাহার মহোপকার সাধন করেন। ইহাই জীবদয়া এবং স্বরূপতঃ বৈষ্ণবসেবা। অন্বয়ভাবে শ্রৌত-নামগ্রহণাদির পথ ভক্তিযোগে অবলম্বনীয় এবং তাহা লাভ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয়েই নানাপ্রকার ভক্তি সাধিত হয়। যিনি শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া সদ্গুরুর শিষ্য হন, তিনিই বিশ্রম্ভসহকারে গুরু-সেবা করিতে গিয়া, সাধুপথের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিপ্রভাবে অনর্থসমূহ অপগত হইলে ভগবৎস্মৃতি স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হন। যাহাদিগের আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, অনাত্মজিজ্ঞাসার উদয়ফলে অভক্তিকে সাধন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রেমভক্তির সোপান বা ভক্ত্যঙ্গ সাধনভক্তি উদিত হইবার কোন সুবিধা নাই। আত্মধর্ম্ম যে ভক্তি তাহা বৈষ্ণবেরই একমাত্র লভ্য। অবৈষ্ণবগণ ভ্রমপথে যে সকল অভিধেয় স্থির করিয়াছেন তাহা নশ্বর অনুভূতিময় অনাত্মার অভিধেয়শব্দবাচ্য।

চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তিসাধন কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থায় আবদ্ধ। অভক্তের এই কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত অধোক্ষজ সেবার তুলনা হয় না। তাহারা অন্বয় বিচার পরিহার করিয়া ব্যতিরেক বিচারে দিশাহারা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা ভগবৎকৃপার অযোগ্য। ভগবৎকৃপাকে অভিধেয় বলিয়া বিচার করিলে কৃপাগ্রহণরূপ ভজনকে স্বতন্ত্ররূপে জ্ঞান হয় না। ভজনফল প্রেমা অভিধেয়ের ফলস্বরূপ এবং মূল অঙ্গীভূত বস্তু।

কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এই আম্নায় বাক্য পাওয়া যায়।

গৌণ-মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে॥

বেদসকল কোনস্থলে মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে অন্বয় বা সাক্ষাৎ ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোনস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান বাক্যের সহিত একমাত্র কৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু, কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তারা করে অনুভব॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয়। তিনি জন্ম স্বভাবপ্রাপ্ত সমস্ত তত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজমান। যথা—

একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃ
স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

অতএব ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ং।

ভগবদ্গীতায়—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
সর্ব্বৈশ্চ বেদৈরহমেব বেদ্যঃ॥

শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ।
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্
বহুধা যোঽবভাতি। তং পীঠগং যে তু
ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং
নেতরেষাম্।

তত্র কারিকা—

কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ।
পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্য্যমূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তিবিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই, যেহেতু বেদাদি শাস্ত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। তৈত্তিরীয়ে—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং। পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ
ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥

এই স্থলে বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতেও "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং", "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্", বিষ্ণুপুরাণে "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিং" ও গীতায় "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বচন-সহস্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরং ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। বিপশ্চিৎ শব্দে পণ্ডিত অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণের মধ্যে পাণ্ডিত্যই একটি প্রধান গুণ। চতুঃষষ্টি গুণ যথা—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসাযুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্
প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো
ধৃতিমান্ সমঃ।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো
মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধু-
সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী ॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দু
তয়া কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি যত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরীশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণা পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ড-
বিগ্রহঃ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥
সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষীমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীর্বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥

উক্ত চতুঃষষ্টিগুণের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটী গুণ জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে আছে, প্রথম পঞ্চাশৎ গুণ ও তৎপর বর্ণিত পাঁচটী গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে পাঁচটী গুণের উল্লেখ আছে তাহা ও পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চপঞ্চাশৎ গুণ পরব্যোমপতি নারায়ণে লক্ষিত হয়। অতএব নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উক্ত ষষ্টিসংখ্যক গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষোক্ত চারটী অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না। অতএব স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতিরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়। অতএব বেদ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী মাত্র গুণে বিপশ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। গুহায় নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম পরমাত্মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব ব্রহ্মাণ্ড-রূপ গুহা বা জীবহৃদয়রূপ গুহাতে যিনি প্রবিষ্ট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা। ঈশ্বর, নিয়ন্তা, জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর, পাতা, পালয়িতা প্রভৃতি তাঁহার সহস্র সহস্র নাম। তিনিই জগতে অবতাররূপ রামনৃসিংহ-বামনাদি হইয়া পালন করেন। পরমে ব্যোমন্ অর্থাৎ পরব্যোমধামে কৃষ্ণের একটী বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ নিত্য বিরাজমান্। এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও পরব্যোমপতি ভগবত্তত্ত্ব ভালরূপে আলোচনা করিয়া যে রসিক পণ্ডিত সেই সব তত্ত্বের পরমাশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ রসপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিপশ্চিৎ ব্রহ্মকে সেবা করেন, তিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসগত সমস্ত অপ্রাকৃত বিষয় সহিত আস্বাদন করেন। পরমাত্মা যে কৃষ্ণের অংশ তাহা কৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ।

ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের কান্তি তাহা ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে,—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ড-কোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

কারিকা—
দেহদেহিভিদা নাস্তি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভিদা তথা।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণোঽদ্বয়জ্ঞানাত্মকে কিল ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহে জড়ীয় শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহদেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপে যে দেহ—সেই দেহী, যে ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্মী। কৃষ্ণস্বরূপ একস্থানস্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত।

যথা বৃহদারণ্যকে—
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—
নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ॥

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ইহা প্রদর্শিত হইল। এখন বেদ যেরূপ তাঁহাকে গৌণ-মুখ্যবৃত্তি এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে উদ্দেশ করেন তাহা বিচার করা আবশ্যক। মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিতেছেন, যথা—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে।
শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনীসার ভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। শ্যামশব্দের অভিধাবৃত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই বর্ণিত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়াছেন,—
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥

পণ্ডিত সকল নিত্য বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। সেই বিষ্ণুপদ চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব।

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ
পথিভিশ্চরন্তং।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি-
ভুবনেষন্তঃ ॥

দেখিলাম এক গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখনো নিকটে, কখনও দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত। কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন। এই বেদ-বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃত্তি-ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্যত্র বলিয়াছেন—
তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো
ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদং
অবভাতি ভূরি ॥

এই বেদমন্ত্রে গোকুলবীর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন অতিসুন্দর দেখা যায়। এইরূপ মুখ্য বর্ণন বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥

যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে অবস্থিত।

কঠোপনিষৎ বলেন—
অগ্নির্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং
প্রতি রূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং
প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

ঈশাবাস্য বলেন—
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

বৃহদারণ্যক বলেন—
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ পরিচয় দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মারূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। আত্মা শব্দে কৃষ্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাং।

হে রাজন! কৃষ্ণকে তুমি সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে।

তচ্ছেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং
পুণ্ডরীকং বেশ্ম।
স ব্রূয়াদাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ইতি।
এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-
র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পো।
স যদি সখি লোককামো ভবতি
সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি
তেন সখি লোকেন সম্পন্নো
মহীয়তে ইত্যাদি।
শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং
প্রপদ্যে ইত্যাদি ॥

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্পসদৃশ একটী অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্মসংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহাতে জরামরণাদি নাই। যে সকল চিৎকণ জীব তথায় আছেন বা গমন করেন তাঁহারা পাপপুণ্যশূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, এরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্য প্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয় সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যাম-চাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এ স্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

ব্যতিরেক ক্রমে বেদ অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেন।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

শ্বেতাশ্বতর—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষি-
শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠশ্রীমন্দির

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। নবপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেবাবাগীশ শ্রীপাদ অশ্বিনীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌররূপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল ভক্তমধুপ

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউনারা (শ্রীবাস অঙ্গন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুলিয়া মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ফাঁসপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালখালি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচারিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদাকান্ত ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ... রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনীগোপাদ অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীবৃকপদমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নগদা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯০নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেত্রপালন ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

টিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

(২৯)

১২৯৮ বণিজারী ৩৭ দাবী ৮৭।৶৬

ডিঃ কৈলাশকামিনী দেবী

দেঃ ছুটু সেখ নেকা দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে জমিদার ডিক্রিদার ও তাঁহার সরিকগণের সেরেস্তায় ২৫২ নং খং ভুক্ত ৫-৭৩ শতক জমির জাত ১৫৻১০ টাকার যে কনথায়মন জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমি দেনদার ষোল আনা দখলিকার আছে উহা দরবস্ত হকুক ক্রোক নীলাম হইবে। মূল্য ১৫৲

নীলামের দিন ২১।৪।৩৮

(৩০)

২৩২ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩০৷৴০

ডিঃ কৈবল্য নাথ ঘোষাল

দেঃ জহরিলাল মুখোপাধ্যায় সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া দহকুলা মৌজে ৪০৬ নং খং ২-১৪ শঃ জমির ৪৷৴৯ জমা যাঁর তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩১)

১২৭৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪৬৸৶৬

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার

দেঃ আফিজদ্দি দিং সাং দামোদরখালি পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া মৌজে দামোদরখালি গ্রামে ডিঃ সং ১১ নং খং ৪-৯৪ শঃ জমির ½ অংশ ২-৪৭ শঃ জমির ৩৷৴ যে কায়েমী মোকররী মৌরশী জমা যায় আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য ১৫৲

(৩২)

১২৮৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৫৸৵০

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ এব্রাহিম মল্লিক সাং ডোমপুকুর পোঃ বাজালখি

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গাছা গ্রামে ৮৭ নং খং ও তদধীন ১৮৮ নং খং ভুক্ত ১৯ শঃ জমি। ইহার সেস বার্ষিক ১৲ চঃ সং দিতে হয়। যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

১২৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ২৭৷৶৩

ডিঃ আবুল কাসেম মণ্ডল দিং

দেঃ আশুনাথ দাস দিং সাং চারাতলা পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৫১২ নং খং -৩১ শঃ জমির বার্ষিক ষোল আনা রকম ৫।০ যে একটি জমা প্রচলিত আছে যায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৪)

২৮২ খাংজারি ৩৮ দাবী ২১৸৬

ডিঃ তারক দাস দত্ত দিং

দেঃ হুজুর সেখ দিং সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বড়আন্দুলিয়া

থানা চাপড়া মৌজে বাগিয়াপাড়ি মধ্যে ডিঃ সং ৪৩৫ নং খং ২-২৪ শঃ জমির ২৸৴১৪ জমা যায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১৭৭ খাংজারী ৩৮ দাবী ৮০।৩

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ হরমুত মণ্ডল দিং সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ধনঞ্জয়পুর মধ্যে ডিক্রীদারের ।/৪ অংশ হইতেছে। উক্ত মৌজায় ষোল আনায় ১৯।৶ যে রায়তি জমা আছে যায় ষোল আনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

৫১ খাংজারি ৩৮ দাবী ৯২৸৶৩

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ আহাদী সেখ দিং সাং পাথুরী পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ৯৭ নং খং যে ওটবন্দী জোত প্রচলিত আছে উক্ত বাকী পড়া জমার জমি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

২০ খাংজারি ৩৮ দাবী ৬৩৻৯

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ আমিন মণ্ডল সাং ডিগার পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া মৌজে ডিগরি গ্রামে ১৬৯ নং খং ডিক্রীদারের ৷৹ রকম অংশে বার্ষিক ১০৲ খাজনায় ডিক্রীদারগণের অংশের জমা দেনদার রায়তি স্থিতিবান্ যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১৫৭ খাংজারী ৩৮ দাবী ২৮৸০

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ উপগার মল্লিক দিং সাং তালুকহুদা পোঃ বড়আন্দুলিয়া

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১৫১ নং খং ৮০৯ শঃ জমির ১৬৸৶৬ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——।:০:।——

'ঠাকুর' ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট "—

হাই ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ এ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——॥:॥——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ৯ চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬৯-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যাশ্চর্য্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(*)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনের ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৲
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাষায় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৩-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1846

শ্রীনামহট্টপরিপালক শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ-গজ-মণ্ডৈক-সংরক্ষক বিদ্যা-পীঠাধিষ্ঠিত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে চৈত্র, ১৩৪৪, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৩১শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল আলোচনায় উত্তেজনায় সভার

শত [illegible] পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পর [illegible] ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলটি পাশ হয়।

ব্যবস্থা পরিষদে বিলটি যে আকারে পাশ হই য়াছিল, প্রায় সেই আকারেই উহা গৃহীত হয়। সিলেক্ট কমিটি বিলে যে সব সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

বিলের তৃতীয় দফায় আলোচনায় সময় সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রগ্রেসিভ পার্টির (ইঁহারা জমিদার) সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

বিলের ২১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৭ সালের ২৭শে আগষ্ট হইতে খাজনা বৃদ্ধি করিবার ধারাগুলি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে।

সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এক মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, খাজনা বৃদ্ধির ধারাগুলি যেমন স্থগিত রাখা হইয়াছে, খাজনা হ্রাসের ধারা-গুলিও তেমনি স্থগিত রাখা হউক।

মহারাজা বলেন যে, জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা যদি বন্ধ করা হয়, তবে খাজনা হ্রাসের ধারাগুলিও বন্ধ করা উচিত।

মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বলেন যে, ২১নং ধারাটি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। ব্যবস্থা পরিষদের একজন বে-সরকারী সদস্যের প্রস্তাবক্রমে এই ধারাটি গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার আশঙ্কা কোন আদালতে গেলে এই ধারাটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে। মহারাজার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

১৯০৭ সালের ১৪ই এপ্রিল ও ১৯১৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে খাজনা বৃদ্ধি করার ধারাগুলি স্থগিত রাখিবার জন্য অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ও মিঃ হামিদল হক্ চৌধুরী দুইটি সংশোধন প্রস্তাব করেন।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে ১৯০৭ সালের ১৪ই এপ্রিল খাজনার যে নিষেধ ছিল ১৯৩৮ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে সেই নিষেধ আবার প্রবর্ত্তিত হইবে। গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কারণ বিলে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং অনুরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

এলাহাবাদে আবার দাঙ্গার আতঙ্ক

গত ৩১শে মার্চ্চ রাত্রিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবার পর পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন,—"ভয় করা উচিত নহে, দৃঢ়তার সহিত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য।"

কিন্তু রাত্রি ৭টার সময় অকস্মাৎ গুজব রটে যে, কলভিন হাসপাতালের নিকটে মুসলমানেরা একজন হিন্দুকে প্রহার করিয়াছে। তাহার মাথায় জখম হইয়া-ছিল। এই অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এই গুজবের ফলে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। এখন আর সান্ধ্য আদেশ বলবৎ নাই। তথাপি সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

ঐ দিবস দিনের বেলায় সাইকেল আরোহী একটি বালক প্রহৃত হইয়াছিল। প্রকাশ যে, মুসলমানেরা নাকি লাঠি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। লাঠির আঘাত সাইকেলের কেরিয়ারের উপর পড়ে। বালকটি চীৎকার করিলে মুসলমানেরা তাহার দিকে ধাবিত হয়।

আততায়ীরা ধরা পড়ে নাই। ইতোমধ্যে মুসলমানেরা হিন্দুর সিনেমাবর্জ্জনের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ যে, কোন কোন স্থলে মুসলমানেরা পিকেটিং করিতেছে। মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া তাহারা হিন্দুর সিনেমায় যাইতে বারণ করিতেছে। ভীতি-প্রদর্শনের অভিযোগও শোনা যাইতেছে।

ভারত ও ব্রহ্মের মধ্যে চিঠিপত্র

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে ডাকমাশুলের হার কমিয়া নিম্নলিখিত রূপ হইয়াছে:—

পোষ্টকার্ড এক আনা ও জোড়া পোঃ-কার্ড দুই আনা।

এক তোলার অধিক ওজনের চিঠি ৬ পয়সা এবং তাহার পর প্রতি অতিরিক্ত তোলা বা তাহার অংশে এক আনা।

১০ তোলা বা তাহার কম ওজনের রেজিষ্টার্ড সংবাদপত্র দুইপয়সা এবং অতিরিক্ত প্রতি ১০ তোলায় দুই পয়সা।

বিমান ডাকের সারচার্জ্জ, মুদ্রিত কাগজ, নমুনা ও ব্যবসায়ের কাগজপত্রের ডাকমাশুলও কমান হইয়াছে

শিকারে বিপত্তি

প্রকাশ, কুমার মহারাজ সিংহ নামক একজন তরুণ জমিদার, তাহার ভ্রাতা এবং কয়েকজন ভৃত্যসহ মোরাদাবাদের নিকটে একটি গ্রামে শূকর শিকারে গিয়াছিলেন। একটি শূকর মারিবার পর তিনি আর একটি শূকরকে গুলী করেন। কিন্তু তাঁহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শূকরটি পলাইয়া যায় এবং ঐ গুলীতে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার একজন ভৃত্য মারা যায়। ঐ ভৃত্যটি শূকর মারিবার জন্য একটি স্থানে লুকাইয়াছিল। মহারাজ সিংহ অগ্রসর হইয়া ঐ ব্যাপার দেখিতে পান। প্রকাশ, ঐ ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুলাইয়া যায় এবং নিজের বন্দুক দ্বারা গুলী করিয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। এ সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

দুই উপজাতিতে খণ্ড যুদ্ধ

কোহাট পারাচিনার হইতে কয়েক মাইল দূরে জমির সীমানা লইয়া আলী খেল ও খোদাইদ খেল নামক দুই উপজাতির মধ্যে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গায় কয়েকজন নিহত ও বহু লোক আহত হইয়াছে।

এই দাঙ্গাকে খণ্ড যুদ্ধ বলিলেই হয়।

প্রকাশ, উভয় পক্ষই কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া গুলীবর্ষণ চলিয়াছিল। যে স্থান লইয়া দাঙ্গার সূত্রপাত, তথায় বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে। উভয় পক্ষই ঐ জঙ্গলের স্বত্ব দাবী করিতেছে। তাহারা নাকি শেষ পর্য্যন্ত লড়াই চালাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷/০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷/০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। ভজনতত্ত্ব ৷/০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷/০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷/০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৷/০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। টিয়োটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্ত করা
হইয়াছে।

———:o:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

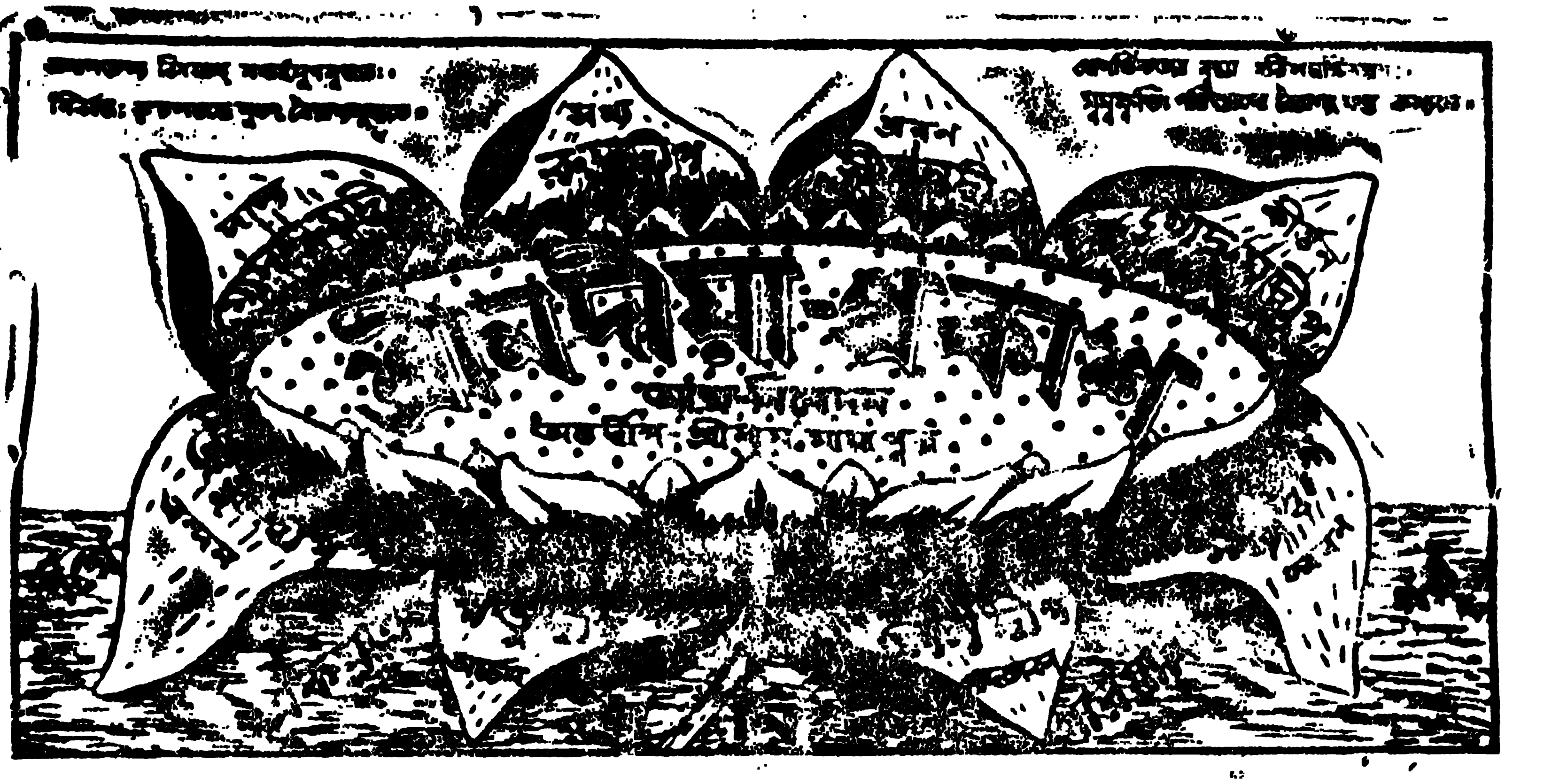

১৩শ বর্ষ | ২০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২২শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার | ৩১তম সংখ্যা

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণেচ্ছু মঠসেবক ও আগন্তুক জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত পরিতোষ কুমার রায়চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোকের নিকট "শ্রীবজ্রাঙ্গজীর শ্রীরামলক্ষ্মী সীতাহরণপ্রয়াসী কপট ত্রিদণ্ডী রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ লীলার সমীচীনতা; বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রকাশই ক্রোধের সদ্ব্যবহার; নিজেন্দ্রিয়তর্পণের অতৃপ্তির জন্য ক্রোধ প্রকাশ বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার নহে; যুক্ত ও ফল্গু-বৈরাগ্যের পার্থক্য, শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহাই ভক্তি, নতুবা সকলই কর্ম্ম; শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনকালে কাঠবিড়ালীর নিষ্কপট সেবা-চেষ্টার সমাদর, ক্লাসে বহু ছেলে আছে, তন্মধ্যে ২।১টী উত্তীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট অকৃত-কার্য্য হইলে তজ্জন্য বিদ্যালয়, শিক্ষক বা শিক্ষা দূষণীয় নহে, অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য দুঃখপ্রকাশ ও উন্নতি কামনা ব্যতীত উপায়ান্তর কি?" ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। পরিতোষ বাবু ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং আচার্য্যদেবের পদধূলি পুনঃ পুনঃ মস্তকে ধারণ করেন।

গত ২২শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব এম, ডি, রামচন্দ্র রাও এ, এস, এম্ ও এ, সূর্য্যনারায়ণ ষ্টেশন মাষ্টার মহোদয়দ্বয় ও আরও কতিপয় মঠসেবক সমক্ষে ইংরাজী ভাষায় "সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, কৃষ্ণভক্তেরই সাধুত্ব, কৃষ্ণনাম ও নামীর অভিন্নত্ব, জাগতিক শব্দ ও শব্দীর ভিন্নত্ব, স্বয়ং কৃষ্ণেরই ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌররূপে অনর্পিতচর নাম-প্রেম বিতরণ, যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্যের তাৎপর্য্য, ফল্গুবৈরাগীর অসাধুত্ব, হরিনাম গ্রহণের আবশ্যকতা, দশ নামাপরাধ" প্রভৃতি বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

শ্রীব্যাসপীঠে কীর্ত্তন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কয়েকদিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া ধামবাসী ভক্তগণ ও শ্রীধামে আগত যাত্রিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ৩১শে মার্চ্চ নবদ্বীপান্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করিয়াছেন। স্বামীজী কয়েকদিবস তথায় অবস্থান করিয়া শাস্ত্রাদি আলোচনামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। অতঃপর তথা হইতে শ্রীরাম-চন্দ্রের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে আগামী রামনবমী তিথির পূর্ব্বে স্বামীজীর চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে যাইবার কথা আছে। এই উৎসব উপলক্ষে তথায় দিবসদ্বয়ব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে নিরন্তর হরিপ্রসঙ্গ আলোচনা ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ভক্তগণ তথায় গমন করিয়া উৎসবটীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবেন।

কাশিয়াডাঙ্গায় প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসৈয়ের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উপদেশক শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রমুখ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ কয়েক দিন যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। গত ২৬শে মার্চ্চ ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় সুধাকরপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় "নীতি ও পরমার্থ" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীপাদ আদি নৃসিংহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ' বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধন্যবাদপ্রদানমুখে "শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যই বর্ত্তমান জগতের একমাত্র গুরু। তথা হইতেই জীব নিত্য-শান্তির সন্ধান লাভ করিতে পারেন; নতুবা অন্য কোথাও শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই" প্রভৃতি বহু কথা বলেন। অনন্তর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে উপদেশক শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনমুখে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভার আদি ও অন্ত হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিবস রাত্রে বহু সজ্জনের সমক্ষে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ২৭.৩.৩৮ ও ২৮.৩.৩৮ তারিখে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা ও কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। নিম্নে কতিপয় সজ্জনের নাম প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস বি-এ হেডমাষ্টার; শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন বোস বি-এ সহকারী প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ঘোষাল কাব্যতীর্থ হেড্‌পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সিংহ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত প্রভৃতি।

বগুড়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কিছুদিন হইল বগুড়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী ওখানকার প্রচার শেষ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল মহোদয় এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ সত্বর রংপুরে হরিকথা প্রচারার্থ যাইতেছেন। স্বামীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা সকলেরই চিত্তাকর্ষক। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনে কেহই আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুত সৌরীন বাবুর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্র কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তা'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্তমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বিষ্ণু স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫২

কপটতা ও ভক্তি

কপটতা ও ভক্তিকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনেক সময় এক মনে করিলেও কপটতা ও ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। একটি কাম ও একটি প্রেম—একটি স্ব-সুখবিধান, অপরটি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। একটি স্বেন্দ্রিয়তর্পণরত কামুকের ইন্দ্রিয়চালনা আর অপরটি নিষ্কপট সরল সজ্জনের স্বাভাবিক চেতনবৃত্তি। একটি মনোধর্ম্ম—অনাত্মধর্ম্ম, আর অপরটি নিত্য-ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। একটি জগন্মুখী আর অপরটী জগদীশমুখী। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

কপটতার অপর নাম কৈতব বা কুহক—আত্মপরবঞ্চনা। আর ভক্তির অপর নাম ভগবৎসেবা, ভগবানে স্বাভাবিকী প্রীতি। একটি ক্ষুদ্রনিষ্ঠা আর অপরটি বৃহন্নিষ্ঠা—ভগবন্নিষ্ঠা। একটি অনিত্য, অপরটি নিত্য।

কপট দুই প্রকার—ভোগী ও ত্যাগী। ভোগী ধর্ম্মার্থকামকামী আর ত্যাগী মোক্ষকামী—নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই ইন্দ্রিয়ারামী। ভোগী স্থূল-ভাবে বিষয়ভোগ করে, আর ত্যাগী সূক্ষ্ম ভোগী বা প্রচ্ছন্নভোগী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই বিপথগামী। তাই তাহারা অপরের আত্মোপকারের প্রতি উদাসীন। যে আত্মা অন্য আত্মার প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাহাকে কৃপা করেন না। ভোগী ও ত্যাগী এই আত্মোপকার বা ভক্তির সন্ধান দুর্ভাগ্যক্রমে পাই না বলিয়া স্ব-পরমঙ্গলে উদাসীন। তাই তাহারা ভগবৎকৃপাবঞ্চিত। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ধন এই ভক্তির সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা সাধুসঙ্গে সতত সেবাময় জীবন যাপন করিয়া কীর্ত্তনমুখে স্ব-পরমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বিভু-চিদ্বস্তু, আর জীব আমরা অণুচিৎ। আমরা অতিক্ষুদ্র। এই অণু আমরা যদি আমাদের সর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পণ ক'রি, তাহা হ'লে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্দ্দৈব যে, কাহারকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ফাঁকি দেওয়ার ন্যায় এই অণুর মধ্যেও আমরা নিজের জন্য কিছু রাখিয়া দিতে চাই। একে ত' আমি অণু তাহার মধ্যেও যদি আবার কিছু রাখিতে যাই তাহা হইলে ভগবান্‌কে আর দিব কি? সর্ব্বাত্মসমর্পণে এইরূপ অস্বচ্ছন্দতা বা কার্পণ্য দেখা গেলে বিভুচিৎ তাহার কাছে কোন দিনই আত্ম-প্রকাশ করেন না। আমাদের হৃদয়ে এইরূপ কপটতা অর্থাৎ স্ব-সুখবাসনা থা'কলে আমরা ভগবানের হইতে পারি না। তাই উত্তরোত্তর কষ্ট পাই। এই যে বিভুকে বঞ্চনা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি, ইহা মস্ত বড় কপটতা। সাধুসঙ্গে ঐরূপ দুষ্কাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কারণ, যেখানে ভক্ত বা ভক্তির অধিষ্ঠান সেখানে কপটতার প্রবেশাধিকার নাই।

অপরকে বঞ্চনার নাম কপটতা, আমার বন্ধুবান্ধব সকলকেই বঞ্চনা করিয়া নিজের অপস্বার্থ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের জন্য ব্যস্ত হইব—এ সব কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কপটতা অভক্তের একমাত্র সম্বল। এই কপটতা হইতেই অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগাদি নানা ক্ষুদ্র ব্যাপারের উদ্ভব। এই কপটগণের বৃহতে নিষ্ঠা না থাকায় তাহারা ক্ষুদ্র নষ্ট এবং এই ক্ষুদ্রবস্তুর বহুত্ব নিবন্ধন তাহারা চঞ্চলচিত্ত। ভক্ত ভগবন্নিষ্ঠ হওয়ায় কৃষ্ণের কি ভাল লাগে—এই বিচারে সতত প্রতিষ্ঠিত থাকায় শান্ত। তাঁহারা জানেন, আমার ভাল-লাগা জিনিষটি—অন্যাভিলাষ, তাহা কৃষ্ণাভিলাষ নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব ও শাস্ত্রের অভিলাষই কৃষ্ণাভিলাষ। তাই তাঁহারা সাধুশাস্ত্রানুগত হইয়া সেবার জন্য জীবন ধারণ করেন। ভোগী বা ত্যাগীর এ বিচার নাই। সুতরাং ভোগী হইলেও সুবিধা হইবে না, আবার অত্যন্ত বৈরাগী বা ত্যাগী হইলেও সুবিধা হইবে না। কপটতা ছাড়িয়া ভোগ ও ত্যাগে উদাসীন হইয়া ভক্তসঙ্গে ভক্তির সন্ধান করিতে হইবে।

আমাদের আত্মা এখন সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে। মন ও শরীরের প্রতি আত্মার মমতা প্রবল হইয়াছে। আমরা অলস হইয়া পড়িয়াছি। কৃষ্ণসেবা করিব না আর বাদ বাকী সব করিব—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাই বিশ্বের সকলের প্রতি পরমকরুণাময় শ্রীগৌরহরির একমাত্র ব্যবস্থা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" আমরা মায়াবদ্ধ জীব। আমরা যদি সমস্ত ব্যাপারকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব এবং তখনই আমাদের বুঝিবার সৌভাগ্য হইবে যে আত্মার অখিলরসামৃতমূর্ত্তির সর্ব্বাত্মার পূজা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ সৌভাগ্যলাভ সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই হইয়া থাকে। হরিকথা বাদ দিলে কিছুই হইবে না। আমরা কৃষ্ণবিস্মৃত জীব, হরি-কথা শ্রবণকীর্ত্তন বাদ দিলে কৃষ্ণস্মৃতি কিরূপে হইবে? কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণ দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবেই কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সে জিনিষের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। ইহা শ্রবণকীর্ত্তনের অপেক্ষা করে। আবার এই শ্রবণকীর্ত্তনের মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, এই শ্রবণ—কীর্ত্তনের অনুগত।

ভক্তি বা সেবা যেমন একদিকে ভোগ নহে, তেমন ত্যাগও নহে। জগতে চিৎ ও অচিৎ যাহা আছে তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবক ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ বৈষ্ণব-বস্তু। কৃষ্ণার্থে কৃষ্ণসেবক ও কৃষ্ণসেবোপকরণের প্রয়োগই কর্ত্তব্য। তাহাই কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা। এই ভক্তিতে ভোগের ত্যাগ ও ত্যাগের ত্যাগ আছে। অর্থাৎ ইহা ভোগ-ত্যাগাতীত। একমাত্র ভোক্তা ও সেব্য কৃষ্ণের সেবাতে সমস্ত নিয়োগ করা ব্যতীত ভক্তিতে আর অন্য কোন কার্য্য নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য যেখানে আছে তাহা অভক্তি। তাই ভক্তিপথ অতি সহজ হইলেও কোটিকণ্টকরুদ্ধ।

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জনক। প্রথমেই সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ, তৎফলে শ্রদ্ধার উদয়, তারপর গাঢ় পিপাসার সহিত আবার শ্রবণ। দ্বিতীয়বার শ্রবণফলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ কথা ও কৃষ্ণনামাদির কীর্ত্তন। কীর্ত্তন-প্রভাবে চিত্তশুদ্ধ হইলে সকল অভাবের নিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তির পরে নিষ্ঠার উদয়, নিষ্ঠার পর রুচি, রুচির পর আসক্তি এবং আসক্তির পরই ভাবোদয়। এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তির অঙ্কুরমাত্র। এই ভাবভক্তির সুবিকাশ বা গাঢ় অবস্থাই প্রেমভক্তি। এই যে ভজন, ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎ-সম্বন্ধ, ইহা মনের কল্পনার ব্যাপার নহে। ইহা চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি। এই সম্বন্ধ, প্রীতি বা অনুরাগ নিত্য ও ক্রমবর্দ্ধনশীল। কল্পনা হইলেই তাহা ভোগে বা কামে পরিণত হইয়া গেল। যেখানে কল্পনা সেইখানেই কাপট্য বা সহজিয়া ভাব। কল্পনা সত্য হইতে—কৃষ্ণ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এইরূপ কল্পনা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস বা মানসরোগমাত্র। মায়াতীত বাস্তব ভগবৎ-প্রীতি বা শুদ্ধা ভক্তি এই মানসিক ভাবোচ্ছ্বাস হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে মনোধর্ম্মের পরপারে অবস্থিত। ইহা প্রেম নহে, কাম। শুদ্ধচিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব সম্ভব। অন্যত্র কামেরই তাণ্ডব পরিদৃষ্ট হয়।

অপ্রাকৃততত্ত্বের স্বরূপ-বোধই স্বরূপ-সিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। কৃষ্ণের সহিত আমাদের যে বৃত্তি আছে তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানলাভে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গে ভজনের ফলে অনর্থ অর্থাৎ মায়ার সকল আবরণ ঘুচিয়া গেলে সাধক সুনির্ম্মল আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের পরিচয় লাভ করেন। তখনই তিনি নিত্যসিদ্ধস্বরূপে যে নিত্যসিদ্ধভাব আছে তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। স্বরূপসিদ্ধিতে নিজ সিদ্ধ-স্বরূপের পরিচয় লাভে—নিত্যসিদ্ধভাবের উদয়ে কৃষ্ণের যে সেবা তাহা সম্ভোগ-রসের সেবা নহে, তাহা বিপ্রলম্ভরসেই কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণপাদপদ্মবিচ্যুত—কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের কৃষ্ণ-বিরহই বাস্তব এবং স্বাভাবিক। এই বিরহই বাহ্যে কীর্ত্তন আকারে প্রকাশিত। স্বরূপসিদ্ধির পরে ও বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এ দেহে এই জগতে থাকা পর্য্যন্ত জীবের পক্ষে সম্ভোগরসে কৃষ্ণসেবা স্বাভাবিক ও সম্ভব নহে। সুতরাং স্বরূপসিদ্ধির পূর্ব্বে বদ্ধাবস্থায় মনের ভাবুকতায় সম্ভোগরসে কৃষ্ণের সেবা করিবার যে ধৃষ্টতা তাহা কামুকতা বা কপটতা ব্যতীত আর কি? বিপ্রলম্ভ ভজন বা কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই চেতনের স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি এবং ইহাই জীবের পরমমঙ্গলোপায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারিটীর যে কোন একটী বা সকলগুলি জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকায় বদ্ধজীবমাত্রেই যে অল্পবিস্তর কপট, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধুসঙ্গে এই সকল জীব মঙ্গললাভ করিবে। কিন্তু ভক্তের সাজে যাঁহারা সাধুসঙ্গ হইতে তফাৎ আছেন, তাঁহাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। দুর্ব্বলতা অপেক্ষা কপটতা বেশী বিপজ্জনক। দুর্ব্বলতা বশতঃ আমার দুর্ব্বাসনা যাইতেছে না। আর দুর্ব্বুদ্ধিগুলিকেই আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভক্তি বলিয়া চালাইতেছি, ইহা এ কথা নয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল কথা ভাল করিয়া বিচার করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহ

—— ::(॰ ::——

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রচারিত ধর্ম্মে আমরা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া দুইটী পরিভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যেই বিষয়-বিগ্রহের পরিপূর্ণ সেবা হইতে পারে, তাহাও জানিতে পারি। শ্রীরূপানুগগণের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, তাঁহারা আশ্রয়বিগ্রহের প্রেমবাধ্য বা আশ্রয়সম্বন্ধযুক্ত বিষয়বিগ্রহ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে বিষয়বিগ্রহের অধিষ্ঠান আকাঙ্ক্ষা করেন না। যাঁহারা রূপানুগ নহেন, তাঁহারা অবশ্য যে যাঁহার খেয়ালমত বিষয়-বিগ্রহের সেবাপূজার অভিনয় করিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গানে শুনিতে পাই—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ ও শ্রীরাধা আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীরাধানুগত্য ব্যতীত কেহ কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন না। যদিও চন্দ্রাবলী স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণ-সেবার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে প্রীতি সম্পাদিত হয় নাই। কাজেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চন্দ্রাবলীর অনুকরণে স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণসেবার ধৃষ্টতা না করিয়া শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যই করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
আতপরহিত সূরয নাহি জানি।
রাধাবিরহিত কৃষ্ণ নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করয়ে অভিমানী॥

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যই যে জীবের পরমপ্রয়োজন তাহা নিজ জীবনে আচার ও প্রচার করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন এবং অপ্রকটের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যেই সকলকে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শনের আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া আমরা অচ্যুতাত্মার নিত্য সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি, আমাদের এই আশঙ্কা অন্তর্য্যামী প্রভু পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ পূজিত হইতে পারেন না, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব গুরুরূপে নিজ অনুগত জনগণসহ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিষয়বিগ্রহ হইয়াও যেরূপ লীলা করিবার ইচ্ছায় আশ্রয়ের রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভগবানের জীবোদ্ধার-লীলায়ও সেইরূপ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে তিনি জগতে প্রকট হইয়া থাকেন। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরাধারাণী হইতে অভিন্ন তত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রী বা র্ষ ভা ন বী দ য়ি ত দা স নামে পরিচিত। শ্রীরাধাদাস্য জীবের পক্ষে অসম্ভব, তাই পরমদয়াল গুরুপাদপদ্ম রাধা-দাস্যের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সুদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম-সেবার সুবর্ণ সুযোগ সকল জীবকে দিয়াছিলেন। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানই গুরুরূপে অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহরূপে জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজকে বিষয়বিগ্রহ বা মূল আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়াও অভিমান করেন না। তিনি আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যই শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাদের পূর্ব্ব গুরুপাদপদ্ম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাই—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

অর্থাৎ হে আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী! তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কোনকালে অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমি নিত্য নমস্কার করি, নমস্কার করি। আমি সত্যপাঠ করিয়া বলিতেছি, তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

আশ্রয়বিগ্রহের দাস্যে থাকিবার ইঙ্গিত করিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে "বাসুদেবানন্ত দাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম" উপদেশটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই 'বাসুদেবানন্ত' শব্দটী যদি বিষয়বিগ্রহ বলিয়া উদ্দিষ্ট হন তবে শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়বিগ্রহের দাস্যেই বিষয়বিগ্রহের নাম করিতে বলিয়াছেন এইরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক, রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী গৌর-করুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ অপসিদ্ধান্তরূপ অন্ধকূপ হইতে উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সুসিদ্ধান্ত ছায়ায় আশ্রয় দান করুন, তাঁহার কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপদকমলে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

—— ::০:: ——

আচার বা প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায়। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচারকার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।

হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সা সংসার-নির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য; অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণববিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন। সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমলহৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রীপুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন। সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রীসহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্যস্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয় তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন তাহা নয়। অনন্য ভক্তিতে যাঁহার অনন্ত শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ দৃঢ়ভাবে নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্তভাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকা-পেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ।

শূদ্রাদি গৃহে যদি শম-দমাদিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয় তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও সম্বন্ধাদিবিহীন হইলে বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণকর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

যবনকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে যবন বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবায় অধিকার আছে। যে বর্ণই হউন, শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ সামান্য-কর্ম্মাদিপ্রতিপাদক বেদ ও তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ-দিগের কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদে অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব-প্রতি-পাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকুন, শুদ্ধবৈষ্ণবতত্ত্ব প্রতি-পাদক বেদ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন।

শ্রীবিগ্রহ ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিভূ যে যথাযথ তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তিবুদ্ধিরূপ ফলদ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ যন্ত্রের যে প্রকৃত স্বরূপ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলকোৎপত্তিরূপ ফলদ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে?

ভজনে প্রবৃত্ত জনগণ দুই ভাগে বিভক্ত হন অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা ভুক্তিমুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও বহু যত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গৌড়-ভক্তিপ্রচারকেন্দ্রে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রবিধ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তারমাণের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিভানগর, পোঃ জাম্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীশ্রীমাধবদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীতারকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতনর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডবোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ; পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপ্রদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাসাগ্রজ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (কাণ্ডো

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
দাদরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০।৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৵০
কাশবোয়া সাদা	৯।
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭।৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
গুজরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরতে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬০—৬৸৵
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵
হাউসহোল্ড ঐ	৫।৵০—৫৸০
সুজী-১	৯৲—৯৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৸০—২৸৵০
পালাউ	১।৵০—১৸০
ক্যাব	১৸৵০—১।৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
আবদীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
গণেশছাপ	৩৪।০

তার	৪৩৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲-৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১।৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩।৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
শীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোলটু. পরাগে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	৭॥০
জল	৬৸০—৮।০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০
১টকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬।০	
তুপার হালমণ ৪।০	

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের দোলার কাইন	৫৪৲
মিট্‌ল আখের করকচ	৪০৲
কয়েচি গুড়মিশ্র কাইন	৪৩৲
হাবার্গ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০— ১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
ছটি খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

——:(:০:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ১৫; বিশেষ সংখ্যায় ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে বহুভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] শ্রীমায়াপুর
শ্রীধাম —
[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]
শ্রীশ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে চৈত্র, ১৩৪৪, ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৮, বুধবার [৩২শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০:০:)০——

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তদন্তের জন্য কমিশন

বাঙ্গলায় ভূমিরাজস্ব প্রথা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ এই প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন:—

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল আনিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ইতোমধ্যেই বাঙ্গলার চাষী প্রজাদের কতকগুলি অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তথাপি বহু লোক ভূমিরাজস্ব প্রথা আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী, কিন্তু কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অধিকন্তু বাঙ্গলার বর্ত্তমান ভূমিরাজস্ব প্রথা সমগ্র আমূল পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইবে। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কমিশন এই সকল বিষয়ে তদন্ত করিবেন, প্রয়োজন বোধ করিলে কমিশনের উপর অন্যান্য বিষয়ে তদন্তের ভারও দেওয়া হইবে:—

বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় প্রচলিত ভূমিরাজস্ব প্রথার বনিয়াদ বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বাঙ্গলার আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল গবর্ণমেণ্টের আয় ও শাসন ব্যবস্থায় ইহার প্রভাব, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সুবিধা ও অসুবিধা; কোনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না এবং আবশ্যক হইলে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক ও তাহা কিভাবে ও কখন করিতে হইবে।

কমিশন বিশেষ করিয়া এই সকল বিষয়ে তদন্ত করিবেন:—

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলনীতি বাঙ্গলার আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কতদূর হিতকারী হইয়াছে। জমি চাষের স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য স্বরূপ পরিগণিত হওয়ায় ঐ নীতি ব্যর্থ হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে তবে কতদূর পর্য্যন্ত ইহার প্রতিরোধ করা সম্ভব ও সমীচীন?

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমি এবং খাস মহালের জমির অবস্থার মধ্যে তুলনা, বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশের খাজনার হারের মধ্যে তুলনা, বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশের চাষীদের অবস্থার মধ্যে তুলনা; বাঙ্গলা দেশের সমস্ত চাষের জমির খাজনার হারের মধ্যে সাম্য স্থাপনকল্পে কোনও যুক্তি আছে কি না?

(৩) খাসমহালে ও অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিতে স্থায়ী খাজনা কি, তাহা যেভাবে নির্দ্ধারণ করা হয় উহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছে? কিরূপে উহার উন্নতি করা সম্ভব? সমগ্র প্রদেশে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে চাষের জমির স্থায়ী খাজনা ধার্য্য করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গঠনের উপযুক্ত কারণ আছে কি না? কিরূপ হার স্থায়ী, তাহা কিভাবে স্থির করা হইবে? বর্ত্তমান ভূমি-রাজস্ব প্রথার আমূল সংস্কার না করিয়া স্থায়ী খাজনা ধার্য্য করা সম্ভব কি না?

(৪) কৃষকদের খাজনা চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেশে আর্থিক হিসাবে সমীচীন হইবে কি না।

(৫) গবর্ণমেণ্ট যদি সমস্ত ভূস্বামীদের স্বত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া কৃষকদিগকে সরাসরি গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনেন, তবে তাহা সঙ্গত হইবে কি না? এবং তাহা করা সম্ভব কি না? যদি তাহা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ভূস্বামীদের স্বত্ব ক্রয় করিতে কত খরচ পড়িবে, কতদিনে তাহা সম্ভব হইবে এবং অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহার কি ফল দাঁড়াইবে? কৃষকদিগকে সরাসরি গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রজা স্থানীয় করা সম্ভব হইবে কি না? যদি হয়, তবে কি উপায়ে তাহা করা যাইবে ও তাহার ফলাফল কি দাঁড়াইবে?

(৬) ভূস্বামী ও প্রজাদের অধীনে যে নানা শ্রেণীর ভূস্বামী ও প্রজার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের স্বত্বের কি ইতর বিশেষ হইয়াছে এবং বাধানিষেধ আরোপ করিয়া ইহার কতদূর উন্নতি করা সম্ভব?

(৭) ক্ষেত বিভাগের মাত্রা হ্রাস করিয়া এবং নিত্যব্যবহার্য পণ্য রক্ষা করিয়া জমির বন্ধকী মূল্য কিরূপে বৃদ্ধি করা যায় ও কৃষকের ঋণ লাভের সুবিধা করা যায়?

(৮) দেওয়ানী ও রেভিনিউ কোর্টে বর্ত্তমানে খাজনা আদায়ের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা সুফলপ্রদ কি না কিংবা তাহা প্রজাদের পক্ষে পীড়নমূলক? বর্ত্তমান প্রথার ত্রুটি কি? কিরূপে উহার উন্নতি করা যায়?

——

ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের প্রস্তাব

গত ১লা এপ্রিল শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথ নাথ রায় কলিকাতা স্পোর্টস্ ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিম উদ্দিন বলেন,—এখনও গবর্ণমেণ্ট কোন পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করেন নাই। বিষয়টি আপাততঃ বিবেচনাধীন আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞ এবং বে-সরকারী প্রতিনিধিগণকে লইয়া বৈঠক করিবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন নাই। কলিকাতায় একটা ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের দাবী উঠিয়াছে, উহা গবর্ণমেণ্ট জানেন। তবে এই সম্পর্কে কোন ব্যক্তি একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, এই কথা গবর্ণমেণ্ট অবগত নহেন!

অতঃপর কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়। তাহার উত্তরে স্যার নাজিম উদ্দীন বলেন,—গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। আপাততঃ কাজের ভিড়ে কিছু করা যাইতেছে না। আইন সভার বর্ত্তমান অধিবেশনের কাজের চাপ কমিলে আমি এ বিষয়ে একটা ঘোষণা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

——

"এপ্রিল ফুল"

গত ১লা এপ্রিল প্রায় আড়াইশত ভদ্রলোক ও মহিলা কলিকাতা কোন সিনেমা দেখিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের প্রত্যেকের টিকেট ছিল।

রাত্রি ৯টার অভিনয়ের জন্য ইঁহারা বন্ধুদের নিকট হইতে টিকেট পান এবং তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া সিনেমাতে যান। কিন্তু দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাদিগকে ঢুকিতে দেয় না। ইহাতে তর্কাতর্কি হয়। পরে দ্বাররক্ষকেরা প্রত্যেক টিকেটের উপর লেখা 'এ, এফ'-অক্ষর দুইটির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ব্যাপারটা ১লা এপ্রিলের তামাসা মাত্র।

——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা)
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দর্শন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। বৃকুমালিকা গুণগৌরকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা, ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
.। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনক্রম /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ ২১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২৩শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বুধবার } ৩২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

হরিদ্বারে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অন্য কতিপয় বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে হরিদ্বারে শুভবিজয় করিবেন, এরূপ কথা আছে।

আগামী ৯ই এপ্রিল ২৬শে চৈত্র শ্রীশ্রীরামনবমী তিথিতে হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার কথা আছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উৎসবাদির আয়োজনার্থ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে গত ২৭শে মার্চ্চ কলিকাতা হইতে হরিদ্বারে শুভযাত্রা করিয়াছেন।

———

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ছাত্রাবাসে হরিকথা

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৩রা এপ্রিল রবিবার প্রাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ছাত্রাবাসের ত্রিতল গৃহে সমাগত শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীরূপশিক্ষা হইতে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে সজ্জন শিক্ষকবৃন্দের সহিত ভক্তিশাস্ত্রীজীর প্রায় একঘণ্টার অধিককাল প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা আলোচনা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণের হরিকথা-শ্রবণাগ্রহ দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি। তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক—ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

———

হিন্দী মাসিক 'ভাগবত' পত্রিকা

এই হিন্দী 'ভাগবত' পত্র সর্ব্বপ্রথম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিগত ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮, ইং ৯ই নবেম্বর ১৯৩১ তারিখ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লক্ষ্ণৌ প্রবাসী প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভুর অর্থানুকূল্যে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় আধবেশন-ক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠ হইতে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা-তিথিতে পাক্ষিকাকারে প্রকাশিত হইতেছিল। ঐ সময় হইতে প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া ভগবদিচ্ছায় শ্রীপত্র কিছুকাল আত্মগোপন করেন। প্রভুপাদের অন্যতম আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী-প্রভুবরের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় ও নিয়ামকত্বে গত ৭ই ফাল্গুন (১৩৪৪) ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে উক্ত শ্রীপত্র ৪র্থ বর্ষ হইতে পুনরায় নবপর্য্যায়ে মাসিকাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ সেবা-কোবিদ প্রভু সম্প্রতি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে বিহার-নিবাসী শ্রীযুত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল য়্যাড্‌ভোকেট ও শ্রীযুত মধুমঙ্গলপ্রসাদ সাহী মহোদয় তথা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলার যুক্তপ্রদেশ নিবাসী শ্রীযুত আউধ-বিহারী লাল কপূর এম্-এ মহোদয় প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ বিহার ও যুক্তপ্রদেশের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সহায়তায় উক্ত শ্রীপত্রের পরিচালনা ও বহুল-প্রচারাদি সেবাকার্য্য করিবেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীপত্র বর্ত্তমানে পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছেন। আমরা নবপর্য্যায়ের দুই সংখ্যা পাইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় 'নম্র নিবেদন' শীর্ষক সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত। প্রবন্ধগুলি অতিসুন্দর, সহজবোধ্য 'হিন্দী' ভাষায় লিখিত হইতেছে। আমরা শ্রীপত্রের পরিচালকগণকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

———

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে ৪৫১ গৌরাব্দের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় ব্রতোপবাসাদির কথা যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই এই পঞ্জিকা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই পঞ্জিকার সঙ্কলন-কার্য্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

প্রভু ও দাস

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জাগতিক দাস্যে দুঃখ আছে। কিন্তু ভগবদ্দাস্যে আনন্দের সীমা নাই। শিব-বিরিঞ্চি সকলেই এই কৃষ্ণদাস্যের জন্য পাগল। অন্য দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভুও নিরন্তর সেবানন্দে বিভোর থাকেন। ভগবদ্দাস্য এত বড় জিনিষ ও এত শান্তিপ্রদ।

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥
অল্প হেন না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত তবে কর্ম্মবন্ধ নাশ।
তবেই সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।

এই প্রভু ও ভৃত্যের অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের পরস্পরে এত প্রীতি। সকলে একত্রে মিলিত হইয়া প্রভুর সুখের জন্য ব্যস্ত। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—প্রভুর সুখবিধান।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্তমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বিষ্ণু ভুক্ত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

দেবতারও পতন আছে

দেবতাগণ ঈশ্বরকোটি নহেন, তাঁহারা জীবকোটি। শিব-বিরিঞ্চ্যাদি সকল দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কর। এই দেবতাগণের শক্তি জীবের অপেক্ষা বেশী। জীবে পঞ্চাশটি গুণ আংশিকরূপে আছে আর দেবতায় এই ৫০টা গুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর ৫টা গুণ আংশিকরূপে একুনে ৫৫টা গুণ আছে। নারায়ণে ৬০টা গুণ পূর্ণরূপে এবং কৃষ্ণে চৌষট্টি গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে। দেবতাগণ স্বর্গবাসী। এই দেবলোক চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত। ইহা হরিবিমুখ অনিত্যলোক। স্বর্গবাসিগণ সর্ব্বক্ষণ ভোগে মত্ত। হরিবিমুখতা বশতঃ তাহাদেরও সংসারবন্ধন আছে। সাধারণ বদ্ধজীবগণ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর দেবতাগণ স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ, ইহাই তফাৎ। মর্ত্ত্যলোক অপেক্ষা ভোগের সুবিধা তথায় বেশী আছে। জীবগণ পুণ্যফলে দেবতা হইতে পারে—স্বর্গে যাইতে পারে। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন।

আমরা কামকামী হইয়া অনেক সময় দেবতা আরাধনায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ যে কি লাভ হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দেবতাদের নিজের কোন শক্তি নাই, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে ধার-করা শক্তি পাইয়াই জীবগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। দেবতা-পূজায় ধর্ম্মার্থকাম লাভ হইতে পারে। কিন্তু ইহাই ত আমাদের কাম্য নয়। ইহা ত অনিত্য। এই সকল অনিত্য বস্তুর প্রার্থী হইলে আমাদের অভাব ত' মিটে না। পরন্তু একটির পর একটি অভাব আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রভাবে দেবতা-পূজা না করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক মূলে জলসেচনের ন্যায় সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বোপাস্য শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(গীঃ ৯।২৩)

শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব জীবকে উপদেশ করিতেছেন,—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্যদেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ।

পাপিগণ নরকে গমন করে, আর পুণ্যবান্গণ স্বর্গে যায়। সেই পুণ্যবান্গণ স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হন। এই কামকামী দেবযাজি-গণের কভু স্বর্গে কভু পৃথিবীতে যাতায়াত বন্ধ হয় না, গীতায় ভগবান্ একথা আমা-দিগকে জানাইয়াছেন।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(গীঃ ৯।২১)

ব্রহ্মার সৃষ্ট চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত এই স্বর্গ ধ্বংসশীল। এখান হইতে অন্য জীব ত' দূরের কথা, দেবতাগণেরও পতন আছে। পতন সকলেরই আছে, কিন্তু ভক্তের পতন নাই। তাঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। সেই বৈকুণ্ঠ নিত্য ও পরমানন্দ ধাম। সেখানে গেলে আর কাহাকেও ফিরিয়া আসিতে হয় না। 'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম', এবং 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' প্রভৃতি ভগবদ্বাক্যই তাহা প্রমাণ করিতেছে। হরিভজন না ক'রলে যিনি যেখানেই থাকুন —এজগতে বা ব্রহ্মলোকেই থাকুন, তথাপি তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সকল ছাড়িয়া ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করেন এবং নিষ্কপটে বলিয়া থাকেন—

সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
সংসার বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
বিনোদসেবকে পদ করিবে তোমার॥

অন্য দেবতা ত' দূরের কথা, স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রেরও পতন-বৃত্তান্ত আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। যিনি যত বড়ই হউন, হরিবিমুখের ইহাই গতি। ইন্দ্র কিরূপে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু। একদিন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে উপদেশ দিবার জন্য স্বর্গে আগমন করেন। কিন্তু মহাভোগী ইন্দ্র গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ও পূজা না করিয়া অপ্সরাগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। গুরু, ব্রাহ্মণ, অতিথিকে পূজা না করিয়া স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখে প্রমত্ত থাকার দরুণই দেবরাজ ইন্দ্রের শূকর-যোনি-প্রাপ্তিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে বিষয়ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ বিষয়সুখ স্বর্গের রাজারও যেরূপ, গ্রাম্য শূকরেরও তেমনি। একথাটি আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইন্দ্রের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইলে তাহা অল্পবিস্তর উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা। বিষয়সুখের কি ভীষণ পরিণাম!

ইন্দ্র আজ অধঃপতিত। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র আজ কুকর্ম্মফলে পৃথিবীতে প্রেরিত। ইন্দ্রের এখন আর সে-রূপ নাই। সে এখন শূকররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে যেমন স্ত্রীসম্ভোগাদি কামনা করিয়াছিল, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অনুসারে তাহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। ইন্দ্র আজ শূকর হইয়া একটি শূকরীকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত আহারবিহারের ফলে তাহার সংসার সন্তানসন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার আনন্দের (?) আর সীমা নাই। তাই সকলে মিলিত হইয়া সুখে বিষ্ঠা ভোজন করিতেছে। দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই সুখ মনে করিয়া স্বর্গাধিপতি আজ স্বস্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে বিষ্ঠাপূর্ণ খোঁয়াড়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া বিচার করিতেছে। যে যেখানে থাকে সেই অবস্থাটীকেই সুখ মনে করে। ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া তাহা সকলেরই কিছু কিছু উপলব্ধি হইবে, আশা করি। ইন্দ্র আজ স্বর্গের কথা—আত্মীয়স্বজনের কথা ভুলিয়াছে এবং শূকরী এবং তাহার বাচ্চাগণকে আত্মীয়জ্ঞানে তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দবিধানে ব্যস্ত হইয়াছে। হায়, ভোগের কি বিষময়ফল! দেবতা আজ পশু! পশুই বা বলি কেন, পশ্বধম শূকর!

ইন্দ্র শূকর হইয়া একরকম বেশ আছে। অজ্ঞতাবশতঃ স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া সে সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারিতেছে না। শূকরীর প্রতি তাহার কত প্রীতি! বাচ্চা-গণের প্রতি কত স্নেহ! সে শূকরের সংসারে মোড়ল সাজিয়া বেশ মস্‌গুল্ হইয়া আছে। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী ব্রহ্মা পরদুঃখে ব্যথিত হইয়া শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট না আসিয়া পারিলেন না। স্বর্গাধিপতির এ অবস্থা দেখিয়া কোন্ বিজ্ঞের না দুঃখ হয়? তাই ব্রহ্মা শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ওহে ইন্দ্র, তুমি যে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। তুমি স্বর্গের অমৃত ভোজন ছাড়িয়া এখানে বিষ্ঠা ভোজন করিতেছ কেন? তুমি স্বর্গ ছাড়িয়া এই বিষ্ঠালিপ্ত গৃহেই বা বাস করিতেছ কেন?" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া গ্রাম্যশূকররূপী ইন্দ্র ব্রহ্মাকে ভীষণভাবে আক্রমণার্থ ধাবিত হইল। ব্রহ্মা যতই শূকররূপী ইন্দ্রকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শূকর ততই তাঁহাকে শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিল। সে মনে করিল, বিষ্ঠা-ভোজন ও নানাভাবে গ্রাম্যসুখভোগই তাহার নিত্যধর্ম্ম। আর শূকরী, তাহার বাচ্চাগুলি এবং শূকরের সমাজই তাহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। বিষ্ঠাপূর্ণ খোঁয়াড়ই তাহার শান্তিপূর্ণ স্থান, তাহাই তাহার দেশ, উহাদের উন্নতিসাধনই তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম। স্বরূপবিভ্রান্ত বদ্ধজীব-মাত্রেরই এই অবস্থা। কি ভীষণ ভ্রান্তি! দেহাত্মবুদ্ধির কি চরম শাস্তি! আপনাকে ভগবদ্দাস মনে না করার কি চরম দুর্গতি!

ব্রহ্মা শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট বহু কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু শূকর দুঃখপূর্ণ সাময়িকসুখে অত্যন্ত মত্ত থাকিয়া কিছুতেই তাহার প্রকৃত স্বরূপের কথা, প্রকৃত স্বদেশ ও রাজ্যের কথা বুঝিতে পারিতেছে না। তজ্জন্য ব্রহ্মা নিত্যসুখের বিষ-

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

কারক ও পরিণামে ক্লেশদায়ক ইন্দ্রিয়ের আসক্তির বস্তুগুলিকে সমূলে নির্মূল করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। আসক্তির বিষয়গুলি অপসারিত না হইলে শূকরের কর্ণে তাহার নিত্যস্বরূপ ও নিত্য-ধর্ম্মের কথা পৌঁছিবে না বলিয়া ব্রহ্মা একে একে সকল শূকরশাবক এবং অবশেষে শূকরীকে এ জগৎ হইতে সরাইয়া দিলেন। এক একটি শাবকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শূকরের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন সে পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মাকে দন্তের দ্বারা আক্রমণ করিতে গেল। সর্ব্বশেষে, যাহাকে একমাত্র আশ্রয় করিয়াছিল সেই শূকরীটীর বিনাশ হইলে আপনাকে একান্ত আশ্রয়রহিত দেখিয়া শূকর তাহার কল্পিত বিপদে মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন হঠাৎ ব্রহ্মার কথা শুনিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল। আপনাকে আশ্রয়রহিত বিবেচনা করিয়া একমাত্র ব্রহ্মার কথায় শূকর যখন আস্থা-স্থাপন করিল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, শূকরদেহ তাহার নিত্যদেহ বা স্বরূপ নহে। সে নিত্যস্বরূপে ভগবান্ ইন্দ্র। ইন্দ্রের কার্য্যই তাহার ধর্ম্ম। তখন সে ব্রহ্মার কৃপায় বিরূপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্ররূপে স্বর্গে আরোহণ করিল।

বদ্ধজীব আমাদের অবস্থাও ঐরূপই। আমরা ভগবানের নিত্যদাস, একথা ভুলিয়া ইতরাভিমানে বিষয়ভোগ করিয়া কেবল কষ্টই পাইতেছি। আমাদের নিত্যবসতিস্থল যে বৈকুণ্ঠ এবং ভগবান্ই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয় ইহা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের দুঃখের আর অন্ত নাই। কিন্তু পরদুঃখ-কাতর গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ আমাদের নিকট বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের কথা—আমাদের স্বদেশের কথা—পরমপিতা পরমেশ্বরের কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু তথাপি আমাদের মোহঘুমঘোর ভাঙ্গিতেছে না। আমাদের এমন দুর্দ্দৈব যে, সেই পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণকে শূকররূপী ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবোধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না। সুতরাং আমরা কিরূপ বিকারী রোগী তাহা আলোচ্য বিষয় নহে কি?

আমাদের সম্মুখে আমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবৎকৃপায় যখন নানা বিপদ-আপদ, শোকদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই বিপদ-আপদকে আমরা ভগবানের নির্দ্দয়তা মনে করি। কিন্তু ঐ গুলিই আমাদের প্রকৃত মঙ্গললাভের এক একটী মাহেন্দ্রক্ষণ। জীব আপনাকে জাগতিক আশ্রয়রহিত

প্রভু ও দাস

---::(•)::---

(ডাঃ নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস)

প্রভু ও দাসকে ইংরেজী ভাষায় Master ও servent বলে। যিনি কর্ত্তা, মালিক, যাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্যাদি হয় তিনি প্রভু বা Master। আর যিনি প্রভুর সেবা করেন, প্রভুর আদেশ মানিয়া চলেন তিনি দাস বা Servent. এই বিশ্বে আমরা সকলেই প্রভু বা দাস সাজিয়া লাভের আশায় ঘুরিতেছি। প্রভুই হউক আর দাসই হউক সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। তাই পরস্পরের প্রতি প্রীতি নাই। প্রভু ও দাসের মধ্যে আছে কেবল বণিগ্‌বৃত্তি। উভয়েই স্বসুখকামী বলিয়া প্রভু ভৃত্যের নিকট এবং ভৃত্য প্রভুর নিকট নিজ সুখ আদায়ের জন্য ব্যস্ত। প্রভুর সুখের জন্য দাসের প্রভুসেবা বা প্রভুর ভৃত্যবাৎসল্য এখানে দেখা যায় না। সেইজন্য যাহাকে চাকর রাখিয়া আমরা বেশী লাভবান্ হই তাহাকেই নিজ সেবায় নিয়োজিত করি। এই গেল প্রভুর কথা। আর যাহাকে প্রভুত্বে বরণ করিয়া আমাদের বেশী লাভ হয়—যাহা দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বেশী হয় তাহাকেই আমরা প্রভু বলিয়া স্বীকার করি। যেমন প্রভু তেমনি দাস। এখানে প্রভু সাজাও লাভের আশায়, দাস হওয়াও লাভের আশায়। এই লাভ আর অন্য কিছু নয়—নিজেন্দ্রিয় তর্পণ—নিজসুখসুবিধা কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আদি প্রাপ্তি। এখানে প্রভু ও ভৃত্য condition ছাড়া কেহই এক পা চলে না। কম হউক আর বেশী হউক আমি যখন তাহার জন্য কিছু করি তখন সেও আমার জন্য কিছু করুক—এইটা আমরা চাই। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই প্রভু অভিমান। তাই এই অবস্থা। কেউ প্রভু-রূপী প্রভু, কেউ ভৃত্যরূপী প্রভু—এই পার্থক্য। আজ যিনি প্রভু কাল তিনি ভৃত্য, আজ যিনি ভৃত্য কাল তিনি প্রভু এইরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এ জগতের ইহাই রীতি। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ভাগ্যবিপর্য্যয় হেতুই এইরূপ হইয়া থাকে।

বুঝিতে পারিলেই একমাত্র পরমাশ্রয় ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার তাহার ইচ্ছা হয়। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানে প্রমত্ত থাকিলে সাধুর কথায় কাণ দিতে ইচ্ছা হয় না। কথায় বলে—'কষ্টে না পড়লে কেউ কৃষ্ণকে ডাকে না।' যে দুঃখ ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা দুঃখ, না মহাসুখের জনক? সুতরাং ভগবদিচ্ছায় আগত বিপদ্-আপদ সকলই ভগবানের কৃপা, একথা বুঝিবার সৌভাগ্য হইলেই আমাদের মঙ্গল হয়। জানি না, 'It is all for the best' (ভগবান্ যা' করেন সবই মঙ্গলের জন্য) বাল্যকালে পঠিত এ কথাটী কবে বুঝিতে পারিব।

সাধুমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত কাহারও স্ব-স্বরূপ জাগে না। শরণাগত জীব বৈষ্ণবগুরুর নিকট হরিকথা-শ্রবণফলেই বুঝিতে পারে যে, মনুষ্য বা পশুপক্ষীর দেহটী তাহার নিত্যস্বরূপ বা এই জগৎ তাহার নিত্য স্বদেশ নহে। এই জগতের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির জন্য চেষ্টাও তাহার নিত্যধর্ম্ম নহে। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণধাম গোলোকই তাহার নিত্যদেশ এবং কৃষ্ণের সেবাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। এই হরিসেবা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যই বিষ্ঠায় বিহার মাত্র।

এ জগতে প্রভু ও ভৃত্যের সহিত পর-জগতের প্রভু-দাস-সম্বন্ধের আকাশপাতাল ভেদ। এখানে প্রভুই বড় আর দাস অতি হীন, ঘৃণ্য ও নগণ্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পরমার্থে সকলের নিত্য প্রভু ভগবান্ ভক্তগণকে নিজাপেক্ষাও বড় করিয়াছেন। এই ভক্ত বা ভৃত্য ভগবানের পরমাদরের ধন। তাঁহাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি তাহা অবর্ণনীয়। সেই ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ প্রভু-সেবার জন্য ব্যস্ত। প্রভুর সুখবিধান ছাড়া দাসের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। প্রভুর সুখেই দাসের সুখ। দাস প্রভুর অহৈতুকী সেবা করিয়া থাকেন—সেবার পরিবর্ত্তে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা বলেন,—

"নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥"
(ভাঃ ৭।১০।৪)

হে অখিলগুরো, করুণাময়, আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।

"আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥"
(ভাঃ ৭।১০।৫)

স্বামীর নিকট কামকামী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও প্রভু নহেন।

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
(ভাঃ ৭।১০।৬)

আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামী, অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্য প্রকার আবশ্যক নাই।

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥
(ভাঃ ৭।১০।৭)

হে বরদর্ষভ, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কামবাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা করি।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
(মুকুন্দমালা স্তোত্র)

হে হরে! আমি বিষয়সুখের জন্য অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক অথবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিম্বা নন্দনবনে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতাসমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না; কিন্তু, কেবল ভক্তির প্রতি স্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।

এ জগতে প্রভু অনেক। এ কথায় সকলেই প্রভু-অভিমানী। কিন্তু পরজগতে—বৈকুণ্ঠে প্রভু মাত্র একজন। আর বাদ-বাকী সকলেই তাঁহার দাস—সেবক। এই সেবকগণের মধ্যে কেহ প্রভুর ভৃত্য, কেহ সখা, কেহ বা মাতা-পিতা, কেহ বা ভার্য্যা ইত্যাদি। এ জগতে প্রভুত্ব ও দাসত্ব উভয়ই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু সে জগতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়ই নিত্য। প্রভু কোনদিন কাহারও ভৃত্য হন না এবং ভৃত্যও কোনদিন প্রভু হন না। প্রভু ভৃত্যের সুখের জন্য ব্যস্ত এবং ভৃত্যও প্রভুর সুখের জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এত গাঢ় প্রীতি, এত আত্মীয়তা। এই নিত্য প্রভু ভগবান্‌কে কেহ কখনও চাকর বানাইতে পারে না। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা তাঁবেদারি করেন না। তবে তিনি ভক্ত-প্রেমবশ্য—ভক্তবৎসল। যদি কেহ সেই প্রভুর দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করে, ভগবান্ তাহাকে অমায়ায় কৃপা করেন না—নিজ সেবাসুযোগ না দিয়া ধর্ম্মার্থকাম বা কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া থাকেন। নিষ্কপট ভাগ্যবান্ পুরুষই কৃপাপ্রার্থী হইয়া ভগবানের শুদ্ধ সেবা লাভ করেন।

অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-উদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব-পরবিদ্যা-ঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ [illegible]। [illegible] প্রাক্তিপ্রচারকার্য্যালয় [illegible]।
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২) শ্রীগৌ[illegible]
১নং কালীঘাট [illegible]
কলিকাতা [illegible] ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রী[illegible] [illegible] শ্রীমন্ [illegible]। শ্রীমৎ [illegible], [illegible] শ্রীনামপ্রচারের [illegible] [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান [illegible] মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক - শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমৃতকুণ্ডকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীভক্তিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিহারকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমাধাইপাদ গৌড়ীয় মঠ
বাটিয়ারা (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) [illegible]মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ জামপালি, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীভুবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) খুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমৎনর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং [illegible]রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীসনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরাসবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১২নং রাজাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীভরেবাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেলশারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিক্রণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (বাঁকুড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
তুরুকগ্রা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীসদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বহু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৭শে কার্ত্তিক ১৩৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রূপশালি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মুগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাবেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুণ	৩৶০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০॥/০
রবিপুর ১০০০ নং	১০/০
	৯
বাবুরোয়া দানা	৮।০—৯৶০
জামপুর দানা	৭॥/০—৮৲
জামপুর লাল	

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

	৩৫॥০
টাকশালের বার	২২৲
গুরুবেগ	৫১।০
চাঁদিরবার	

পাটের দর

	৪০৸০
আসাম—	৪০৸০
সিরাজ—	৪১।০
উত্তরে—	৪১৲
মুক্তার বস্তের দর—	

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
কুশারকাটন ঐ	৬৲—৬৶
	৫৸/০—৫৸০
ওয়েলিংটন ঐ	৬৲—৬৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫৶০—৫৷৶০
আটা নং (২)	৫৲—৫।০
আটা (এস)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (কে)	২॥০—২॥৶০
আটা নং (৩)	১॥৶০—১৸০
পলাণ্ড	১৸৶০—১॥৶০
আর	

গুড়ের দর

	৫৭৲
পাতাগুড়	৫৭৲
চন্দনাজা	৪০৲
ভুবনেশ্বরী	৪৫৲
অন্যা	৩৪।০
পাতাকাটা	

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
প্রাকা গাওয়া	৪১৸০
২৩ রেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (কড়ি ও বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
	৮৸০—৯৲
	৭৲—৮॥০
	১০॥০
	১১৸৶০
	১॥৶০
	১১৲
	১৩॥৶০
	১২৶০
	১৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫॥০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, গোলটু গরাদে	৭৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭॥০
ঐ	৬৸০—৮।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

চটকলের হালদণ ৫৶০, পাটের হালদণ ৬॥০

ভুসার হালদণ ৪॥০

ঘুমের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন গোলার কাইন	৫৪৲
সিটি ও আবেন কয়কচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাযাণ শাখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

মেথেতি মসলার

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারস সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
শুটি খরিফাল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড়াপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——::(:০:)::——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাস্তমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি:—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ৪ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৷০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভ্রমত্য জীবনচরিত অভাবে কাল ... সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

প্রকা[শ]

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	।৵০	।৵০	।৵
" " ইঞ্চ ৪৲	৩।০	৩।৵	৩৲
সিকিকলম ৮৲	৬।	৬৲	৫৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১৪৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ —	৪।০
" সিকি কলম ৭৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৫৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৪ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, আড়পাড়া, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা-নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
পরিব্রাজক-সংরক্ষক-বিশ্রুত
শ্রীমদ্ভক্তি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে চৈত্র, ১৩৪৪, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৩৩শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বাঙ্গলার বন্দিমুক্তি প্রচেষ্টায় গান্ধীজী

বাঙ্গলা সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন শনিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ১নং উডবার্ণ পার্কস্থিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ভবনে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রকাশ, গান্ধীজীর সহিত আলোচনা-কালে স্যার নাজিমুদ্দীন গান্ধীজীকে বলেন যে, তাঁহার গত অক্টোবর মাসের পরিদর্শনকালে যে ১৪জন তিন আইনে বন্দীর বিষয় অমীমাংসিত ছিল, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, গান্ধীজী হিজলী বন্দিনিবাস পরিদর্শন করিয়া উক্ত ১৪জন তিন আইনে বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করুন। তাঁহাদের সহিত আলোচনার পর গান্ধীজী যদি বুঝেন যে, তাঁহারা সন্ত্রাস-বাদ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন এবং গান্ধীজী যদি এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার তাঁহার সহিত তাঁহাদের মুক্তি ও মুক্তির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন।

সেই হেতু অনুমান হয় যে, গান্ধীজীর স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে তিনি দুই এক দিনের মধ্যে হিজলী বন্দিনিবাস পরিদর্শন করিবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, উক্ত ১৪ জন রাজবন্দী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবার পর রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে এবং বর্ত্তমানে এখনও যে ৩৩৮ জন রাজনৈতিক বন্দী কারাগারে আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবেন।

আলোচনার সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে টেলিফোনে আহ্বান করা হয়। তিনিও উডবার্ণ পার্কে আসিয়া আলোচনায় যোগদান করেন।

মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মিঃ জি, ডি বিড়লা শনিবার বেলা ২টার অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বাটিতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া কথা হয়। বাঙ্গলার রাজনীতি সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ আলোচনা হইয়াছে।

দারভাঙ্গার মহারাজা ও ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর শনিবার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সাংহাইএর দক্ষিণ-পশ্চিমে তুমুল সংগ্রাম

সাংহাই এর সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের জনৈক মুখপাত্র বলিয়া-ছেন যে, জাপ-পুলিশ ও সৈন্যদের উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ প্রধান জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হাটার নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন জাপ-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। উক্ত মুখপাত্র ইহাও বলিয়াছেন যে, জাপ-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত নোটে মেজর জেনারেল টেলফার স্মোলেটের উপর এই দোষারোপ করা হইয়াছে যে, তিনি পক্ষপাতিত্ব ও অশিষ্ট আচরণের পরিচয় দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ প্রধান সেনানায়ক বে-সামরিক অধিবাসীর বেশে সজ্জিত লোকটি সৈনিক ছিল বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পক্ষ-পাতিত্বের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে অভি-যোগে বর্ণিত ঘটনার সহিত কোন জাপানী সৈনিক সংশ্লিষ্ট ছিল না। তদুপরি উক্ত মুখপাত্র ইহাও দৃঢ়তাসহকারে বলিয়াছেন যে, জাপ কর্ত্তৃপক্ষ গতকল্য তাঁহাদের নোট প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে রয়টারের প্রতিনিধি মেজর জেনারেল টেলফার স্মোলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, জাপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ব্রিটিশের প্রতিবাদপত্রের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং তিনি প্রত্যহই উত্তরের জন্য জাপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একজন করিয়া অফিসার প্রেরণ করিতেছেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মেজর জেনারেল টেলফার স্মোলেট জাপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে উত্তর পাইয়াছেন কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করা হইবে।

আলীগড়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্ব্বাচন আসন্ন। ১৬ই এপ্রিল এই নির্ব্বাচন হইবে। সম্প্রতি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের যে নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে ডাঃ জিয়া উদ্দীনের সমর্থকগণই অধিকসংখ্যক সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মৌলানা সৌকত আলী এবং অন্যান্য লীগওয়ালাগণ ডাঃ জিয়া উদ্দীনের স্থলে মীরাটের নবাব ইসমাইল খাঁকে ভাইস্ চ্যান্সেলার নির্ব্বাচন করিতে চাহেন। মিঃ জিন্না ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি স্যার সুলেমানকে বুঝাইয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদ গ্রহণে রাজী করিয়াছেন।

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে স্যার সুলেমানই বিনা প্রতিযোগিতায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইবেন। তবে তিনি এই পদে স্থায়ীভাবে কাজ করিবেন না। ছয় মাস পরে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের পর ফেডারেল কোর্ট খুলিলেই তিনি পদত্যাগ করিবেন। তখন আবার মিঃ জিয়াউদ্দীনই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, এইরূপ শোনা যাইতেছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার

গত ১লা এপ্রিল অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ পরাঞ্জপে অবসরগ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার স্থলে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সেখ মহম্মদ হবিবুল্লাকে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

কৃষকরা যাহাতে বন্ধক খালাস করিতে পারে এবং তাহাদের আগেকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বেশী দিনের মেয়াদে টাকা ধার দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে পাঁচটি জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব ব্যাঙ্কের চলতি মূলধনের অনুমান ১২॥ লক্ষ টাকার সুদ যোগাইবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে চাহেন।

গবর্ণমেণ্টের মত এই যে, এই সব ব্যাঙ্ককে সরাসরি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঋণ আদায়ের ক্ষমতা না দিলে, এই সব ব্যাঙ্ক সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সার্টিফিকেট জারীর ক্ষমতা দেওয়ার জন্য গত ৪ঠা মার্চ্চ রাজস্বমন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর পরিষদে বিলটি পাশ হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। যাদব-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গলহস্ত ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্‌ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

———:০:———

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এতগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ | ২২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২৪শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ৩৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীপাদ সংকীর্ত্তনদাস অধিকারী প্রমুখ কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ শিলিগুড়িতে কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে অন্যত্র হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারে তথায় বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজীর ওজস্বিনী ভাষায় পাঠ ও বক্তৃতাদি সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহোদয় প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৌরলীলা এবং সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে নব-যোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পণ্ডিতজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত ও উপকৃত হইতেছেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ মদনমনোহর ব্রহ্মচারীজী সকলের সমক্ষে গৌড়ীয় ও অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহই প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির ও অন্যান্য সকল শাখা মঠেই হরিকীর্ত্তনের সুব্যবস্থা দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারীজী প্রত্যহই মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন মতবাদ

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বঙ্গে সামাজিকতা গ্রন্থে লিখিত)

বৈদিক কর্ম্মবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, বৌদ্ধবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ সার্ব্ব-বৈদিক নিত্যসিদ্ধান্ত, অতিবাড়ীবাদ, অহঙ্কারবাদ, অক্ষয়বার, আউলবাদ, আসামী রামকৃষ্ণবাদ, আসামী শঙ্করবাদ, উন্নতিবাদ, ঋগ্বেদবাদ, কর্ত্তাভজাবাদ, কর্ম্মবাদ, কিশোরী-ভজনবাদ, কেশব ব্রহ্মবাদ, খুশী বিশ্বাসবাদ, খ্রীষ্টানবাদ, গোস্বামী স্মার্ত্তবাদ, গৌরবাদ, গৌরাঙ্গ সামাজিকবাদ, গ্রাম্যদেবতাবাদ, জৈনবাদ, তান্ত্রিকবাদ, ত্রিবেদবাদ, দিব্যসিদ্ধি-বাদ, দয়ানন্দ মূর্ত্তি বিরোধবাদ, দক্ষিণেশ্বরীয় রামকৃষ্ণসঙ্করবাদ দার্শনিকবাদ, দেবেন্দ্রব্রহ্ম-বাদ, দর্শ্মাভাববাদ, নবগৌরাঙ্গবাদ, নব-রসিকবাদ, নিরাকারবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নৈমিত্তিক দেবতাবাদ, পঞ্চোপাসকবাদ, প্রাচীনবাদ, বলাহাড়ীবাদ, ভাগবতনিন্দকবাদ, মুসলমানবাদ, যোগবাদ, রাত্তিখারী বাদ, রামচন্দ্র সঙ্করবাদ, রামমোহন ব্রহ্মবাদ, রামানন্দবাদ, রামানন্দ সঙ্করবাদ, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, রূপক-বাদ, বাউলবাদ, বাবাজীবাদ, বিজয়কৃষ্ণ সঙ্করবাদ, বুদ্ধরূপবাদ, হরিবংশবাদ, হরিবোলা-বাদ, শঙ্করমায়াবাদ, শাক্তবাদ, শৈববাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ, সহজবাদ, সাংখ্যবাদ, সৌরবাদ, স্পষ্টবাদ ও সংযোগীবাদ।

সারকথা

——::(•)::——

কৃপা কি শাস্ত্রশাসনাধীন ?

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে॥

ভক্ত কি বিধির বাধ্য ?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥

(চৈঃ ভাঃ)

কীর্ত্তনপ্রচারে সমর্থ কে ?

কলিকালের ধর্ম্ম —কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রপ্রমাণে॥

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণনামের মুখ্য অর্থ কি ?

প্রভু কহে, কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন মাত্র জানি॥

(চৈঃ চঃ)

বিশ্রম্ভ সেবক কিরূপ ?

সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় কেহ নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাস সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥

(চৈঃ ভাঃ)

গুরুদাসের ভরসা কি ?

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

(চৈঃ ভাঃ)

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কি পৃথক্ ?

বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দকে ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥

(চৈঃ ভাঃ)

গুরুদ্বেষীর প্রতি কৃপা কিরূপ ?

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

(চৈঃ ভাঃ)

সাধনের প্রতি বিঘ্ন কি ?

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

(চৈঃ চঃ)

———

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ২৮তম সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠার ১ম কলমে ১০ লাইনে যে "নাসোঽহং ব্রহ্মপুরাণাং" লেখা হইয়াছে তৎস্থলে "সর্ব্বোঽহং ব্রহ্মপুরাণং" হইবে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

ইত-পূর্ব্বে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে 'চয়নে' যে "শ্রীনামপ্রচারিণী সভার ৪৫তম অধি-বেশন" লেখা আছে তৎস্থলে 'শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন" হইবে।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্তমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

সহজিয়া, জাত গোসাঞি প্রভৃতি ভোগী-দুর্ভোগী। নাকে তিলক, গলায় মালা, আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চালানো,—এই তাহাদের কার্য্য। তাহাদের অপেক্ষা বরং যাহারা ধর্ম্মের কাছ কাছে না, ঐ প্রকার পাপীরা ভাল। নরকেও তাহাদের স্থান হইবে না। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন হইতে হইবে। "নির্জ্জন" বলিতে সাধুসঙ্গের ত্যাগ নহে। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।" সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে। তাঁহার নিকট ভগবৎকথা শুনিতে হইবে। মহাপ্রভু Band of Missionaries বা কীর্ত্তনকারী তৈয়ার করিয়াছেন।

ক্ষান্তি—ক্ষমা—জড় জগতের যে সকল বস্তু-প্রাপ্তির লোভ আছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া—নিষ্কিঞ্চন হওয়া। নিজের সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু বিষ্ণু বৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য করিতে হইবে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষকারী অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন। বৈষ্ণব নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণত্যাগ বিধেয়। তাহাতেও অসমর্থ হইলে—জীবনের বিশেষ মমতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই [illegible] উপদেশ।

আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভজনের অন্তরায়। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

যে পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তের পূজা করি না, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে অর্চ্চাবতারের পূজার জন্য যত্ন করি, সে পর্য্যন্ত প্রাকৃত বিচার কাটে নাই, জানিতে হইবে।

যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে।

ভূমিজাত পদার্থকে পূজা ক'র্‌তে হ'বে না। অর্চ্চা ভগবানের Proxyরূপে এখানে এসে উপস্থিত হন। আমরা কাঠ-পাথরের নিকট মস্তক অবনত করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের এই চক্ষে ছানি দূরীভূত ক'রে দিলে সেই দিব্য চক্ষে আমরা অর্চ্চাবতার দর্শন ক'রতে পারি।

জগতের লোকের হরিভক্তের সম্বন্ধে ধারণা এই যে, সাধু বা হরিভক্তগণ কেবল নানা কৃচ্ছ্রতার কসরৎ দেখাবে আর আমরা খাব-দাব, থাক্‌ব। হরিভক্তগণ জঙ্গলে চলে যাবে সব বিষয়ের ভার আমাদিগের উপর রেখে, যেন আমরা বিনা বাধায় যথেচ্ছ ভোগ ক'র্‌তে পা'র! 'আমরা তমোগুণ ও রজোগুণকে প্রবল ক'রে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস ক'র্‌ব, এরই নাম নাকি যুগধর্ম্ম! কিন্তু গৌড়ীয়মঠের ধর্ম্ম হ'চ্ছে—মানুষের যতপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার মনোধর্ম্ম যতপ্রকার হ'তে পারে বা হ'বে, সেগুলিকে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে নির্ভীককণ্ঠে ভাগবতধর্ম্মের প্রচার করা।

যিনি ভগবদনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি বিষয়ী, ধনী, নামজাদা লোক—কা'রও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না, তিনি কেবল সত্যকথা বলেন। ভগবদ্ভক্তের কোন কার্য্যই জাগতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে নয়। মানুষজাতিকে উদ্বেগ দিয়েও যদি ভগবদ্ভজনের জন্য তাঁ'দের প্রাণ, বুদ্ধি, অর্থ প্রদান করান' যেতে পারে, তা' হ'লেও তাঁ'দের মঙ্গল।

যদি আমরা মনে করি—'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সত্যকথা ব'ল্‌লে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেরূপ পাপিগণের নিকট হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যারা কিছুতেই সত্যকথা নিবে না, সেরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'র্‌তে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তা' গ্রহণ ক'রতে যা'ব কেন?

এ জগতের লোক কেবল মাপ্‌ছে। কেবল জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা, অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা। এই মাপা কাজটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব, বিগতবিশ্ব ও ভাবি বিশ্ব-সকলের মঙ্গল ক'র্‌তে হ'বে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর পসরা নিয়ে পরিভ্রমণ ক'র্‌তে হবে। দরকার হ'লে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্‌টাও ঘুরতে হ'বে। নিষ্কিঞ্চন ভজনের নাম ক'রে নিজের ও পরের হিংসা-কার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা দরকার। প্রত্যেক মানুষের দরজায় এক-বার ক'রে আঘাত করা দরকার। তাঁরা যদি নিষ্কপটভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কি ক'রে প্রকৃত হরিভজন হয়, তখন তাঁদের ব'ল্‌তে হ'বে—একমাত্র ভক্তিবিনোদধারায় শুদ্ধহরি-ভজনের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হ'বে। সত্যকথা কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাব।

বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য চেষ্টা হয়, তাহা হইলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না; তাহাতে তাহাদের বদ্ধদশার ফাঁসি গলায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। সরলান্তঃকরণে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে, এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভগবৎসেবা, ইহা জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে।

অভক্তি পরিত্যাগের একমাত্র উপায়—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুর কথা শ্রবণ। তাহা হইলে সংসারের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রুচি হইবে।

'ভগবানের সেবকগণ কেন বাজে লোকের তোষামোদ করেন? কেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান? উত্তর— শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশক্রমে সকলেরই কল্যাণ সাধন করিতে, তাঁহারা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি পাইয়াছেন, তাহা সকলকেই বিতরণ করিয়া দিবার জন্য—সকলকে কৃষ্ণ-সেবা-মহোৎসবে আহ্বান করিবার জন্য। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোথায়ও বিচরণ করেন না। যদি কেহ তাহা করেন, তিনি ভগবানের সেবক নহেন।

যাঁহারা বলেন—"আমরা নিষ্কিঞ্চন, আমরা কাহাকেও শিষ্য করি না, আমরা নির্জ্জনে আপন মনে ভজন করি"—তাঁহারা মহাপ্রভুর কোনও সেবকের [illegible] করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মহাপ্রভুর—"যাঁরে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"—এই উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন না কি? নির্জ্জন-ভজনানন্দীর প্রতিষ্ঠাশা তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে কি লুক্কায়িত নাই? নিজকে নিজে ফাঁকি দিলে ত' আত্মহত্যা করা হইল। দম্ভের নামই কি হরিভজন?

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবানের করুণা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। রোগাদিতে আক্রান্ত হইলেও তাঁহারা ভগবানের করুণা-ব্যতীত আর কিছু দেখেন না। ঐ অবস্থায়ও তাঁহাদের রোগ-নির্ম্মুক্তির জন্য প্রার্থনা নাই, ঐ অবস্থায়ও তাঁহারা সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কোন অবস্থায়ও তাঁহারা সেবা-ব্যতীত থাকিতে পারেন না।

ভাগবতের দ্বারা কি কার্য্য হয়? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক—উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ দার্শনিকগণের মধ্যেও প্রবেশ ক'রেছে—বেদান্তসূত্রের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা—ইংরাজী ভাষায় যা'কে Impersonalism বলে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাধি। ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন ক'রে নিজের জড়বিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি। বর্ত্তমান সময়ে ঈশবৈমুখ্যভাব—কা'রও আনুগত্য ক'রব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হ'য়ে পড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝ্‌তে পারা যাবে না, যদি বলা যায়—এতে নির্ব্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার। গৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা ক'রতে ব'লেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হ'লে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন ক'রে দেওয়া হ'বে। ভক্তজন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন শ্রবণ কীর্ত্তন-বিচার হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই।

মেপে নেওয়া ধর্ম্ম জড়জগতে সংশ্লিষ্ট, তা হ'তে উদ্ধার পাওয়া চাই। আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য,—এই বিচারে পরবঞ্চনা অবস্থিত। অন্যের ভোগ আমার দিকে আসুক—এইটিই পরবঞ্চনা। পূর্ণ ভোগগ্রহণ-ক্ষমতা বাস্তব বস্তুতে আছে। তাঁতেই সকল বস্তু গিয়ে পৌঁছুক,—এই বিচার হ'লে 'আমি ভোক্তা' এরূপ অভিমান দূর হয়।

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁ'র পূজা করেন যাঁ'রা, তাঁ'রা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু; তাঁ'তে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের অভিন্ন সেবা প্রয়োজন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। সাধুগণের—মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য নন।

ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্য মধ্যে থাকাকালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্ল্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা' মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হ'চ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি খা'বে না।

ব্রহ্মণ্যদেব

'ব্রহ্মণ্য' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়। যিনি ব্রাহ্মণের একমাত্র সম্বন্ধ বা বিষয় বস্তু তিনি ব্রহ্মণ্যদেব। আমরা শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণু-সহস্র-নাম-স্তোত্রে দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো
ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥"

ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণপ্রিয় পুরুষই ব্রহ্মণ্যদেব। অর্থাৎ ভজনশীল বা সেবারত জনই ভক্ত এবং ভক্ত-প্রিয় ভগবান্।

শ্রীশাব্দিকচন্দ্রিকা বলেন—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো
বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥"

দেবকীপুত্র, মধুসূদন, পদ্মপলাশলোচন, চ্যুতিরহিত বিষ্ণুই ব্রহ্মণ্যদেব।

ঋগ্বেদ বলেন যে, এই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যসূরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ
পরমং পদম্॥"

এই ঋঙ্মন্ত্র মূলে দৃশ্য, বিষয় বা শক্তিমৎ-তত্ত্বের একত্ব; দ্রষ্টা, আশ্রয় বা শক্তির বহুত্ব এবং দর্শনক্রিয়ার নিত্যত্ব সংস্থাপিত।

ব্রহ্মণ্যদেব কখনও অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হন না। শাস্ত্র বলেন—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।" পূজক এবং পূজ্যবস্তু সমজাতীয় না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। পূজা করিতে হইলে পূজককে পূজ্যের সম্মুখে উপবিষ্ট হইতে হয় এবং ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়ার দ্বারা স্ব-স্বরূপ ধ্যান পূর্ব্বক পূজায় নিযুক্ত হইতে হয়।

পূজ্যবস্তু দোতালায় এবং পূজক নিম্নতলায় থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন পরিচর্য্যা হইতে পারে না। পূজ্যবস্তু দিব্য বা অপ্রাকৃত থাকিয়া পূজক যদি ভূতপ্রেতস্থানীয় হয় তবে পূজক পূজ্যকে ভূতপ্রেতরূপেই দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা ভূতপ্রেতেরই পূজা সিদ্ধি হয়, দিব্য বস্তুর পূজা হয় না। পূজ্য ও পূজকে পরিমাণ-গত-ভেদ থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক কিন্তু জাতীয়ত্বে কোন ভেদ নাই। পূজ্য ও পূজকে পরিমাণগতভেদ না থাকিলে পূজায় কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। আবার জাতীয়ত্বে সম না হইলে পূজার অধিকার লাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদবাক্যের সিদ্ধান্ত এই যে—পূজক সমজাতীয় অর্থাৎ উভয়েই দিব্য বা অপ্রাকৃত বস্তু। পূজ্য বিভু বস্তু সুতরাং পূজকের বিষয়; পূজক অণুবস্তু সুতরাং বিষয়ের আশ্রিত বা অধীনতত্ত্ব; পূজারূপ ক্রিয়া নিত্য এবং পূজ্য, পূজক বা পূজা ক্রিয়ায় দিব্য সমন্বয়ে এক অদ্বয়জ্ঞান।

শূদ্র অর্থাৎ যিনি শোকে অভিভূত, তাঁহার বিষয় মায়া বা জড়াধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপরায়ণ বা সেবোন্মুখ তাঁহারই বিষয় ব্রহ্মণ্যদেব বা মায়াধীশ ভগবান্।

জীবমাত্রই ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ" সকলেই ব্রহ্মা হইতে জাত। সর্ব্ব-জীবেরই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় অধিকার বলিয়া ব্রাহ্মণ। আবার সকলেই ব্রহ্মণ্যদেব হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ। নৃমাত্রস্যাধি-কারিতা॥" কারণ সকলেই স্বরূপে ভগবদ্দাস আবার স্বরূপবিচারে আত্মায় সকলেই ব্রহ্মণ্য-দেবের নিত্য উপাসক ব্রাহ্মণ। নিত্যস্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে জীব শোকে অভিভূত হয়। তখনই তাহার শূদ্র পরিচয়। কিন্তু সুষুপ্তি-কালেও যেমন প্রাণিমাত্রের চেতনাক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় না তদ্রূপ শোকাচ্ছন্ন জীব শূদ্র আখ্যা লাভ করিলেও তাহার নিত্যস্বরূপগত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম তিরোহিত হয় না। যে কালে জীব পুনরায় ব্রহ্মণ্যদেবের সেবোন্মুখবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য উপনীত হন তখন তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৪৮ শ্লোক আমা-দিগকে ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণতি শিক্ষা দিয়াছেন।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই শ্লোকে প্রথমেই 'নমস্' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং শেষেও দুইবার 'নমস্' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ 'ন' এই বর্ণকে নিষেধসূচক এবং 'ম' এই বর্ণকে অহঙ্কারবাচক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ 'নমঃ' শব্দদ্বারা জীব যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধজীবের চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎ তৎ অহঙ্কারে অভিভূত হইলে জীব ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা-গ্রহণে অসমর্থ হয়।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরং॥

বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রথম অহঙ্কারই জন্মের অভিমান। জীব নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া যখন দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ নিজকে রক্তমাংসের দেহ বলিয়া ধারণা করে তখনই তাহার জন্মের অভিমান উপস্থিত হয়। এতদ্রূপ অভিমানদৃপ্ত জীব সকলকে বেদ 'শূদ্র' ও ভাগবতে 'গোখর' আখ্যা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অভিমান ঐশ্বর্য্য। ভগবানই এক-মাত্র ভোক্তা, সর্ব্বজীবই তাঁহার ভোগ্য—এই সম্বন্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হইলেই ঐশ্বর্য্যগত অভিমানের উৎপত্তি। তৃতীয় অভিমান পাণ্ডিত্যের অভিমান। চতুর্থ অভিমান সৌন্দর্য্যের অভিমান। এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারই শূদ্র বা শোককারীর ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য সেবা বা আত্মধর্ম্ম ভক্তি। যথা স্কন্দ-পুরাণে—

"যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম
পুষ্কলা।"

সুতরাং ব্রাহ্মণ এই চারি প্রকার অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণত। ব্রহ্মণ্যদেব পরম কৃপালু, উদারবিগ্রহ, জীবের শুভানু-ধ্যায়ী। তিনি সাধুজনের পালনকর্ত্তা, দুষ্কৃতিজনের বিনাশকারী। দুষ্কৃতিজনের প্রতি দণ্ডও তাঁহার বাস্তবিক কৃপা। তিনি এইরূপে জগতের হিত করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়পালক, হৃষীকেশ বা গোবিন্দ। তিনিই জীবের পুনঃ পুনঃ প্রণম্য।

অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার্থে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবকুলকে প্রণিপাত শিক্ষা দিয়াছেন। আবার তৎপরে জীবের শুদ্ধস্বরূপ ও ভগবানের সম্বন্ধজ্ঞাপক শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

অর্থাৎ আমি শমদমাদিগুণসম্পন্ন সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণ নহি, আমি প্রজাপালক নরপতি বা ক্ষত্রিয় নহি, আমি গোবাণিজ্য কৃষ্যাদি-বৃত্তিসম্পন্ন বৈশ্যও নহি অথবা আমি ত্রিবর্ণ-সেবক শূদ্রও নহি। কিম্বা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী বা সন্ন্যাসীও নহি। আমি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণদাস—শুদ্ধ জীবাত্মা। তিনি প্রাকৃত বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। যাঁহার আত্মা প্রবুদ্ধ, যিনি সেবোন্মুখ বা সেবারত, তিনি নির্গুণ ব্রাহ্মণ অথবা তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মণ্যের চরম পরিণতি ভক্তাবস্থা। ভক্তে যাঁহারা ব্রাহ্মণ-ত্বের অভাব দর্শন করেন, যাঁহারা লক্ষ মুদ্রায় সহস্র মুদ্রার অভাব দেখিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ নাস্তিক।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রেমভক্তির যাজন করিবেন। অব্রাহ্মণের ভক্তিবৃত্তি উদিত হয় না। শূদ্র বা শোকাচ্ছন্ন জীবে যে মিছা ভক্তি দৃষ্ট হয় তাহা মায়িক অনিত্য বস্তুর প্রতি রাগ মাত্র, অধোক্ষজ ও অক্ষর বস্তুর প্রতি সেবাবৃত্তি নহে। এইজন্য বেদ পুনরায় বলেন—

"এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ।"

হে গার্গি, সেই অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট না হইয়া যে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র।

"অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

আর যিনি অক্ষর বস্তুতে সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদিত-শ্রদ্ধ হইলেই জীব ভক্তপদবীতে অধিরূঢ় হন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৷৵৹; ৪র্থ খণ্ড ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২২৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেবাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুপ

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়ইপাড়া (শ্রীমাজিদপুর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকানন ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরবান ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবাধশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

২৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেঠা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কোবুর গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীজনপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

বেলঘরী জিনিষ ত্যাড়ি—

	প্রতি মণ
বালাম আমি	৬|০
রাঙা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৬।০
বাঁশফুল-নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কালোবেড কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৶০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৪।০-৫।৶
ঐ নারায়ি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৪।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৶০

চিনির দর

কাশী, চিনি	১০৷৶০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
	১।।
বাবুভোগা সাদা	
বাবুপুর সাদা	৮।০—৯৶০
বাবুপুর লাল	৭।/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
	৩৪।০
টাকশালের বার	২২৲
নতুন	৫৩।০
চাঁদির বার	

পাটের দর

	৪০৸০
আগের—	৪০৸০
দিন—	৩১।০
উত্তর—	৪১৲
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
রূপান্তর ঐ	৯৲—৬৶০
	৫৸৶০—৫৸০
ডাউনলোক্ত ঐ	৯৲—৬৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫/০—৫।/০
আটা নং (২	৫৲—৫।০
আটা (এম)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (কে)	২॥০—২॥৶০
আটা নং (৩)	১॥৶০—১৸০
পালাই	১৸৶০—১॥৶০
ছাতু	

তুলোর দর

	৫৭৲
আসাম	৫৭৲
কানপুর	৫০৲
কমলেকর	৪৬৲
লখা	৩৩।০

তার

কাবুলে	৩৬৲
রাঙা সাধারণ	৪১৸০
১৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মইকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (বেল বা নাম)	
বাকা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-বাকা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড ওজন বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ওজন (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৸৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩॥৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
বীম	।৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাটী, গোলচু পরাতে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭০
	৬৸০—৮।০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

চটকলের চালান ৫৶০, পাটের চালান ৬।০

তুলার চালান ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

তাঁতের সোনার কাটন	৫৪৲
লিট্ল আর্মের কয়কচ	৫০৲
কবাড়ি পুরানিয় কাটন	৪৩৲
চাবাণী শাখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
শাহজ মাজ	৮।০
সুপারী লেবী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
গুঁট খয়রমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্য অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অভিজ্ঞ আচার্য্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ এ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(:০:):——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-পাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ½ চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৫০ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উলটাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মহাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(*)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	
" ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪·	৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ		৪।০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
ষাণ্মাসিক	[illegible]
ত্রৈমাসিক ,,	
মাসিক ,,	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৬৲ স্থলে মাত্র ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

REG NO C 1641

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে চৈত্র, ১৩৪৪, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৮, শুক্রবার [৩৪শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বর্ত্তমান চীন ও জাপান

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় চীনের ভাগ্যচক্র আবার ঘুরিয়া গেল। অত্যন্ত দ্রুতবেগে জাপান যে রকম করিয়া চীনের কিয়দংশ দখল করে তাহাতে অনেকেরই মনে আশঙ্কা হইয়াছিল, সমগ্র চীনই জাপানের করতলগত হইতে দেরী হইবে না। জাপানেরও যেন মাথা চড়িয়া গিয়াছিল—আজ মার্কিণের জাহাজ ডুবাইয়া দেয়, কাল বৃটিশ সৈন্যের দিকে চীনের একটার পর একটা সহর জয় এবং অন্যদিকে বে-পরোয়া অত্যাচার করিয়া বিদেশী জাতিকে সুদূর প্রাচ্যের সত্তা ত্যাগ করিতে উৎসাহিত করা,—এই কার্য্যের তৎপরতায় এ আশঙ্কা মনে জাগা স্বাভাবিক যে, চীনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে জাপানের স্থায়ী জাপানের কোন সন্দেহ নাই। শুধু জাপানই নয়, যোদ্ধৃ-জাপ- বৃটিশ সরকারও জাপানের সম্মুখে ক্লিপ্ত হইয়া গেলেন. তাহাতে মনে হইয়াছিল, বৃটিশেরও সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না।

সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, কমিউনিষ্ট দলের সহিত আপোষ মিলনের পর মার্শাল চিয়াং-কাইসেকের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কোমিনটাঙের এক জরুরী অধিবেশনে তাঁহাকে ডিক্টেটারের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। চীনা গেরিলার বাহিনী গঠন সহিত সাম্মিলিত হইয়াছে এবং গত মাস যাবৎ সাংহাই, উহু ও হ্যাংকাও মেঁ ... চীন যুদ্ধ চালাইতেছে তাহাতেও মহিলারাও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে এবং ক্রমেই সাংহাইএর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। প্রত্যহ গড়ে অন্ততঃ দেড়শত জন আহত জাপ সৈন্যকে সাংহাই আনা হইতেছে বলিয়াও সংবাদ আসিতেছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক এলাকায় বৃটেনের মর্য্যাদা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। সেদিনও দুইজন জাপানী দুইজন বৃটিশ প্রজাকে মোটর হইতে টানিয়া নামাইয়া লাথি ও ঘুসি মারিয়াছে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যথারীতি ইহারও "তীব্র প্রতিবাদ" জানাইয়াছেন।

ভারত সরকারের প্রতি ভারত-সচিবের নির্দ্দেশ

বৃটেনের আইন উপদেষ্টাগণের সহিত পরামর্শ করিবার পর ভারত-সচিব, ভারত-সরকারকে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনও আইন পাশ করিবার কোনরূপ ক্ষমতা নূতন ভারত শাসন আইনানুসারে গঠিত বঙ্গীয় আইন পরিষদের নাই।

বৃটেন প্রবাসী জার্ম্মাণদের প্রতি আদেশ

জার্ম্মাণ দূতাবাস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান তিন মাসের অধিককাল হইতে গ্রেটবৃটেনে আছে তাহাদিগকে দূতাবাসে আসিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

পৃথক বিশ্ব বিদ্যালয়

গত ৩রা এপ্রিল রাত্রিতে জলন্ধর, সাঁইন দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-সমিতির বার্ষিক ভোজ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্থানীয় ডি, এ, ভি কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মেহেরচাঁদ জলন্ধরে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বাভাষ দেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মেহেরচাঁদ বলেন, "পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সংখ্যা এবং গুরুত্ব এত বেশী যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাহা সুযোগ্যতার সহিত পরিচালনা করা কিম্বা তাহার তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নিরক্ষরতারূপ দৈত্যের বিরুদ্ধে উপযুক্তরূপে লড়িতে হইলে এই প্রদেশে আরও দুইটা কি তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় দরকার।" উপসংহারে তিনি বলেন যে, জলন্ধরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের যেসব প্রাক্তন ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পণ্ডিতকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

অস্পৃশ্যতা বিলোপের সুপারিশ

কোচিন আইন সভায় গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, এক রাজকীয় আদেশ দ্বারা অস্পৃশ্যতা এবং মন্দির ও সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ ইত্যাদিতে প্রবেশ সম্পর্কে অনধিকার বিলোপ করা হউক।

প্রস্তাবরচয়িতা মিঃ ইফফান্দা, ওয়ারিয়ার এই প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজে যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না ত্রিবাঙ্কুর তাহার দৃষ্টান্ত।

দেবস্থান ধ্বংসের প্রতিবাদ

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে গত ৩রা এপ্রিল সাদান পার্কে ভবানীপুরের হিন্দু জনসাধারণের এক সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

(১) সাদান পার্কে অনুষ্ঠিত ভবানীপুরের হিন্দু জনসাধারণের এই সভা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ২০নং পদ্মপুকুর রোডে দেবস্থান ধ্বংস ও অপবিত্র করণের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। (২) এই সভার দৃঢ় অভিমত এই যে, উক্ত দেবস্থান কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অবিলম্বে পুনর্নির্ম্মিত হওয়া উচিত। (৩) এই সভা অদ্যকার সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়কে কয়েকজন প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া এই ওয়ার্ডের নির্ব্বাচিত কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

কূপে নিমজ্জমান বালিকাকে উদ্ধার

কাঁথির শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস অষ্টবর্ষা একটী নাতনী খেলা করিবার সময় কূপে পড়িয়া যায়। কূপে নিমজ্জমান ঐ শিশুটিকে একটী বালক উদ্ধার করিতে গিয়া সৎসাহসের পরিচয় দেয় বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কূপে পড়িয়াই শিশুটী চীৎকার করিতে থাকে উপেন্দ্রবাবুর পুত্র বালক প্রদ্যোত তৎক্ষাৎ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে এবং অনেক কষ্টে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে বালিকাকে উদ্ধার করে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
[illegible]
প্রথম খণ্ড—
২। অনুভাষ্য সহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। [illegible]
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসার্বভৌম বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। [illegible] ।
১৮। [illegible]-আলবার ।
১৯। তত্ত্ববিবেক ।
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵
২২ ভজন-রহস্য ॥
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ২
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। ভক্তিমাল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
[illegible] /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ⁄।
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।
৬৩। সটীক-[illegible] ।
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।
৬৫। [illegible] ৶
[illegible] ⁄
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ⁄
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
[illegible]
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্র
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজ
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ } ২৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ৩৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বিষ্ণু নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটী কথা

——::o::——

আমরা প্রকৃত সুখের স্বরূপ অবগত নই বলিয়া প্রকৃত সুখ পাওয়া বা তাহার সন্ধান করা ত' দূরের কথা, প্রকৃত সুখলাভের বাসনা বা প্রার্থনাও আমাদের হৃদয়ে জাগে না। সুখ সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা তিনি সেইরূপ সুখেরই প্রার্থী হইয়া থাকেন। বিপদ্ হইতে ত্রাণ লাভের চেষ্টাও কতকটা তদ্রূপই। যাঁহার যেরূপ অবস্থার বিপদের অনুভূতি, তিনি তদ্রূপ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষী। যাঁহারা সাংসারিক অভাব, অসুবিধা বা ত্রিতাপাত্মক বিপদ্ মনে করেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের প্রার্থী হন। এই ভোগী ও ত্যাগিগণ স্ব-স্ব অপস্বার্থ পূরণের অভাবকে বিপদ্ মনে করেন। এক কথায় নিজ ইন্দ্রিয়সুখের অভাবকেই তাঁহাদের বিপদ্ বলিয়া অনুভূতি। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-সুখই যে মহা বিপজ্জনক ও পরমশান্তি-লাভের একমাত্র অন্তরায় তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকেই বিপদ্ জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-চেষ্টা অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহারা সেই সকল বিপদ্ হইতে —সেবা-বাসনা ব্যতীত ইতর বাসনা হইতে —কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভাকাঙ্ক্ষা হইতে ত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন। অর্থাৎ ভগবৎ-সেবকগণ ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ চান। সাক্ষাৎ হরি শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক সেবালিপ্সু ব্যক্তি-গণকে অন্যাভিলাষের হস্ত হইতে ত্রাণ করিয়া নিজ সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। নিষ্কপট ব্যক্তিগণের উপর ভগবানের এই কৃপা অমায়ায় বর্ষিত হয়। আর কপট ব্যক্তিগণ সেবা-সুখে বঞ্চিত হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সাময়িক সুখপ্রদ বস্তুকে বহুমানন করিতে গিয়া ভগবৎকৃপালাভ করিতে পারেন না।

শ্রীনামই জীবের একমাত্র উপাস্য। শ্রীনামকীর্ত্তন ছাড়া জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে হরে, কৃষ্ণ ও রাম এই তিনটী পদ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে এই তিনটী পদের তাৎপর্য্যও ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেহ 'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন। যাঁহারা বিষয়তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতরভাবে আশ্রয়তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন। যিনি আকর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ; কৃষ্ণ পূর্ণ চেতনময় নির্ম্মল বস্তু। তিনি শুদ্ধচেতনকেই আকর্ষণ করেন এবং শুদ্ধচেতনগণই তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণ স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্বস্তুকে কখনও আকর্ষণ করেন না। তাহা কৃষ্ণের মায়ার দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। 'রাম' শব্দের তাৎপর্য্যও সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা পরশুরাম, দাশরথিরাম, রোহিণেয় রাম ও রাধারমণ রামের কথা শুনিতে পাই। রাধা-রমণ রাম অর্থাৎ রাধানাথ কৃষ্ণেই সেবা-বৃত্তির পরিপূর্ণতা পরিদৃষ্ট হয়।

আমরা আচার বলিয়া একটি কথা শুনিতে পাই। সদাচার সকলেরই পালনীয় এবং অসদাচার বা অনাচার সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়। একমাত্র ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যাবতীয় চেষ্টা সবই মূঢ়তা বা অনাচার। ভক্তি বা ভগবৎসেবাই একমাত্র সদাচার। এই সদাচারের শিক্ষক—শ্রীরূপ-সনাতনাদি আচার্য্যবর্গ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীল প্রভুপাদ এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব। উঁহাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইলেই আমরা অনাচার ছাড়িয়া নিরপেক্ষ হইয়া—ভোগ ও ত্যাগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব।

শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌরহরি আমাদের নিত্য সেব্য। তিনি জীবের সর্ব্বস্ব হরণ করেন বলিয়া হরি। তিনি জাগতিক কোন বস্তু হরণ করেন না। তিনি হরণ করেন চেতন আত্মাকে—আমাকে। তিনি আমাকে ব্যতীত—আত্মাকে ব্যতীত আর কিছু চান না। সেইজন্যই শাস্ত্রে তচ্চরণে আত্মসমর্পণের কথাই দেখা যায়। আমাদের ভগবদ্দর্শনের স্পৃহা অনেকেরই আছে। কিন্তু দ্রষ্টাভিমানে দৃশ্যজ্ঞানে ভগবান্‌কে দেখিতে গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। ইহা অভক্তির কার্য্য। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'আমি ভগবান্‌কে দেখিব' ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি; আর 'আমি ভগবান্‌কে দেখাইব—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে', ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না। কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে তিনি তাহা দেখেন।

যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পরোপকারী। তাঁহারা ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন—ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কোনও দায়িত্ব বা অসুবিধা নাই। ভগবান তাঁহা-দিগকে সুখ, দুঃখ যাহাই দেন তাহাতেই তাঁহারা পরমানন্দে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্তি—"আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিংবা নরকে গমন।" আর যাহারা ভগবানের প্রতি নির্ভর না করিয়া অন্য কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা মনে করেন—জাগতিক কোন ব্যক্তিবিশেষকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের মাপিয়া লইবার বুদ্ধি প্রবল থাকায় অধোক্ষজসেবালাভে বঞ্চিত হন। ভগবানের সেবা করিলেই তদন্তর্গত সকল বস্তুরই প্রকৃত সেবা হইয়া যায়, একথা অক্ষজবাদী বুঝিতে পারেন না। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কিছুই হয় না। আবার ভগবানের সেবা বা সন্ধান ভগবদ্-ভক্তের কৃপা বা সঙ্গ ব্যতীতও পাওয়া যায় না। সুতরাং বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চেনা বিশেষ আবশ্যক। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে না

পারিলে আমাদের অবস্থা জয়বিজয়ের মতই হইয়া দাঁড়াইবে। যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়া বা তাহার সঙ্গ করা যেমন দোষ, প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকা বা তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়াও তেমনি দোষাবহ। প্রাকৃতসহজিয়া ও ভগবদ্বিদ্বেষী সম্প্রদায় অবৈষ্ণব পাষণ্ডকে বৈষ্ণব, আর মহাভাগবত পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলিয়া নিজেও বঞ্চিত হয় এবং অপরকেও বঞ্চনা করিয়া থাকে। সরল ও নিষ্কপটের শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই বৈষ্ণব চিনিবার সৌভাগ্য হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠ, শ্রীঅঙ্গন

কাল—১৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) বুধবার সন্ধ্যার প্রাক্কাল

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

"রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

পূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলি! সমবেত সজ্জনমণ্ডলি ও মহোদয়গণ! আজ শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে—শ্রীগৌরজন্মের দিনে—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-মহোৎসব-দিবসে যাঁর শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় আমার মত দীনকীটেরও অভিন্নমথুরাধাম এই শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা-সৌভাগ্য লাভের মহা-সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছিল, সেই শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দন ক'রছি।

বিগত ১৮ বৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীল ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার দিন থেকে তাঁর অপ্রকটলীলাবিষ্কারকাল পর্য্যন্ত বৎসরের অধিকাংশসময় তাঁ'র শ্রীচরণসঙ্গে অবস্থান করবার সৌভাগ্য পেয়ে, তাঁ'র সন্ন্যাসলীলার অভিনয়-দিবস থেকে প্রতি গৌরজন্ম-বাসরে তাঁ'র অনুগমনে শ্রীধামে আসবার সৌভাগ্য পেয়ে শ্রীধাম দর্শন ও সেবা করার যে অপূর্ব্ব সুযোগ সুবিধা হ'য়েছিল, তাঁ'র শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর অনুগমন ক'রবার যে অতুলনীয় কৃপা-বাৎসল্যের পরিচয় তিনি মাদৃশ বরাকের দ্বারা সমস্ত জীবজগৎকে প্রদর্শন ক'রেছিলেন, আজ সর্ব্বাগ্রে আমি আমার সেই নিত্যারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণপদ্ম স্মরণ করি। আর অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবীবিগ্রহ যে গৌরনিজজন তাঁ'র অপরিসীম অতুলনীয় কারুণ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে অতি দীন, দরিদ্র, দুর্গত, দুর্ব্বল, সর্ব্ববিষয়ে অপটু, অযোগ্য, নানা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত কলিহত জীবের প্রতি অসমোর্দ্ধ করুণা প্রকাশ করার জন্য তাঁ'র বিশুদ্ধহৃদয়ে আবিষ্কৃত এই গৌরধাম প্রকট ক'রেছেন, সেই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ স্মরণ ও বন্দনা করি।

শ্রীগৌরধাম—অভিন্ন শ্রীমথুরাধাম। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই"—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি গৌররূপে এই যোগপীঠে আবির্ভূত হ'য়েছেন—চিরাৎ অনর্পিতচরীম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং কলৌ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ হরিঃ (গৌরধাম্নি শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে) করুণয়া অবতীর্ণঃ। মথুরাধামে সকল ভগবত্তত্ত্বের অংশী স্বয়ংরূপ অবতারী ভগবান্ কংসকর্ত্তৃক লৌহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত, নিগড়বদ্ধ বসুদেব ও দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ-রূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, এখানে গৌর অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ হ'য়েও দ্বিভুজরূপে অভিন্ন-বসুদেব শ্রীজগন্নাথমিশ্র এবং অভিন্ন দেবকী শ্রীশচীদেবীর উদরে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুমাঝে আবির্ভূত হ'য়েছেন। এজন্য শ্রীমায়াপুর-ধামকে মথুরাভিন্ন ধাম বলা হয়। মথুরা—

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

'অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন জগৎসমূহকে ও চিন্ময় লীলা-পরিকরগণকে মথন করেন যে ধাম, তাহাই মথুরা-ধাম। মথন করেন কিসের দ্বারা? না—'ব্রহ্মজ্ঞানেন'—'সম্বিৎসারভূত-কৃষ্ণজ্ঞানেন' অথবা 'যেন হ্লাদিনী-সারভূত-কৃষ্ণপ্রেম্ণো নির্য্যাসেন।'

এখানে 'ব্রহ্ম'—ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানেন—ভগবজ্জ্ঞানেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অসমোর্দ্ধ চিদ্ঘনানন্দ এক অদ্বিতীয় বস্তুকে তত্ত্ববিদ্গণ তত্ত্ব ব'লে জানেন। সেই তত্ত্ববস্তু দর্শকের দর্শনে তিন প্রকারে প্রতীত হন। তাঁকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবদ্রূপে দর্শন ক'রছেন। বস্তুতঃ সেই 'ব্রহ্ম'শব্দের মুখ্যপ্রগ্রহ বৃত্তিতে—'ব্রহ্ম' শব্দে লক্ষীভূত যে বস্তু—ব্রহ্মবাচকের লক্ষীভূত যে বাচ্য বস্তু, তাহাই ভগবৎ বা কৃষ্ণশব্দে শব্দিত—সংজ্ঞিত। 'ব্রহ্মজ্ঞান' ব'লতে কৃষ্ণ-জ্ঞান। প্রেমের নির্য্যাস এবং কৃষ্ণজ্ঞানদ্বারা যে অপ্রাকৃত ধাম অনন্তকোটি চেতন ও অচেতনজগৎকে মথন করেন, তাহাই মথুরা। 'তৎসারভূতং' সম্বিতের সারভূত কৃষ্ণজ্ঞান এবং হ্লাদিনীর সারভূত কৃষ্ণপ্রেমের নির্য্যাস 'যস্যাং পুর্য্যাং' যে ধামে আছে—'সা মধুপুরী' অর্থাৎ মথুরাপুরী।

সেই মধুপুরী পরম মধুরা। "মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা"। সেব্য পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবকের প্রেম-বশীভূত— যিনি অবাঙ্মনসোগোচর, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষেরও অতীত স্বরাট্ স্বেচ্ছালীলাময় বস্তু—যিনি কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃপাশক্তিতে প্রেমিক রসিক ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দবিধানের জন্যই মুখ্যরূপে ও দুষ্টগণের বিনাশাদিরূপ গৌণ প্রয়োজনের জন্য অন্যান্য অবতারগণকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে অবতীর্ণ, যেখানে অঘটনঘটনপটীয়সী লীলাশক্তিকে অবলম্বন ক'রে বিশ্রম্ভসেবকগণের প্রেমে বশীভূত হ'য়ে স্বয়ংরূপ অবতীর্ণ হন, সেই ধামই মথুরা।

যেস্থানে অজিত হ'য়েও ভগবান্ তাঁ'র প্রেমিকভক্তের প্রেমজিত, প্রাকৃত প্রমার অতীত অপ্রমেয় হ'য়েও যেস্থানে তিনি প্রমেয়, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় যেস্থানে বিদ্যমান, 'অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্' বস্তু হ'য়েও যেস্থানে তিনি মাধ্যমিক আকারবিশিষ্ট, যেস্থানে তাঁ'র অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে overpower ক'রে—শিথিল ক'রে দিয়ে অনন্যাপেক্ষ-মাধুর্য্যদ্বারা স্বয়ং নরলীলায় বিরাজমান, সেই অধোক্ষজের উর্দ্ধতন ধামই মথুরা ধাম।

যিনি তাঁ'র অসমোর্দ্ধরূপের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর জগৎকে বিস্মাপিত করেন, নবনবায়মানভাবে উত্তরোত্তর ক্রম-বর্দ্ধমান স্বীয় মদনমোহনাত্মক কামের, ইচ্ছার, বাসনার বা অভিলাষের পরিপূরণার্থ যিনি 'অতুলনীয় প্রেমমত্তগুণঃ' পরিকর-মণ্ডলিপরিবৃত হ'য়ে অতুল মধুর লীলাকল্লোলবারিধিস্বরূপে যেস্থানে নিত্যবিরাজমান—যেস্থানে পরিকরগণ পরব্যোমের পরিকরগণের ন্যায় কেবলমাত্র subordinate ন'ন, যাঁ'রা ভজনীয় বস্তুর উপরও সেবাসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বিস্তার ক'রে তাঁ'কে প্রেমে বশীভূত ক'রে রাখেন, এমন অসমোর্দ্ধ পরিকরগণ যেস্থানে, যেস্থানে সেবক বা আশ্রয়ই প্রেমে গরীয়ান্ এবং সেব্য বা বিষয় প্রেমে কনীয়ান্, সেস্থানেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম মথুরা।

মথুরা—'মধুরা', আর অভিন্ন-শ্রীমথুরা এই গৌরধাম—'উদারা'। এই গৌরধাম-পদ্মের মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকারূপ অন্তর্দ্বীপাভ্যন্তরে মহাযোগপীঠে সেই স্বয়ংরূপ গৌরসুন্দর অচিন্ত্যঔদার্য্য-স্বভাবক্রমে নিত্যসুখবোধতনু অজ হ'য়েও জন্মলীলা আবিষ্কার করেন যে ফাল্গুনীপূর্ণিমাতিথিতে আমরা সেই মহাবদান্য তিথিশ্রেষ্ঠাকে বন্দনা করি।

গৌরের জন্ম প্রাকৃত মর্ত্ত্য জীবের জন্মের ন্যায় নহে। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হ'লেও পূর্ব্বদিক্ কিছু সূর্য্যের জননী নয়, যখন সূর্য্য লোকলোচনের গোচরীভূত হন, তখন যেদিকে সূর্য্যকে দর্শন করা যায়, সেই দিক্‌কেই জননী ব'ললেও যেমন বস্তুতঃ তাহা নহে, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশমান স্বরাট্ পরব্রহ্ম গৌরকৃষ্ণের অপ্রাকৃত জন্মলীলায় কোন প্রাকৃতত্ব আরোপিত হ'তে পারে না। তিনি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহ-কল্পে, যে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, ঠিক সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগে পরম ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। প্রতি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পের দ্বাপর ও কলিতে স্বয়ংরূপ ভগবানের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যলীলা নিত্যকাল প্রকাশমান।

"তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ"

শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধুমধ্যে গৌরচন্দ্র আবির্ভূত। সেই শচীগর্ভ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বহির্ম্মুখজীবের পরস্পর কামজসঙ্গসম্ভূত নহে, তাহাতে "ন জীবানামিব ধাতুসম্বন্ধঃ।" পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ কোন বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন মন ও দেহের অধীন সত্তা বদ্ধজীব হ'তে জাত উৎপন্ন জীববিশেষ গৌরচন্দ্র নহেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কোন গবেষণার বস্তু নহেন; তিনি স্বপ্রকাশ, অধোক্ষজ, Absolute Personality. He cannot be and is not to be measured or gauged by human senses, এইটিই তাঁ'র স্বরূপ পরমেশ্বরত্ব। ইতিহাসের কালের মধ্যে আবির্ভূত হ'লেও তিনি কোন প্রাপঞ্চিক কালান্তর্গত বস্তু নহেন। প্রাকৃত দেশকালপাত্র তাঁকে মেপে নিতে পারে না। দর্শক সমগ্র মানবজাতির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিকালে সূর্য্য নিত্য-প্রকাশমানাবস্থায় বর্ত্তমান থেকে যেমন জন্ম-মৃত্যুর অধীন ঐতিহাসিক বা রূপকবস্তু হয়

না; তদ্রূপ। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না এবং সূর্য্য অস্ত গেলে সূর্য্যের বিনাশ বা মৃত্যু হ'ল ব'ললে মহা মূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হয়, তদ্রূপ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে নিখিল-কারণকারণ—সর্ব্বশেষ কারণ যাঁ'র পাদপদ্মে আবদ্ধ, তাঁ'কে অন্য causeএর effect স্বরূপ বা তাঁকে বাস্তববস্তুত্বহীন রূপক মনে করা অতীব মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অভিন্ন শ্রীদেবকী-বসুদেব—শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে আজ হ'তে ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব হ'য়েছিল। 'কলি' শব্দে তর্ক, বিবাদ বা তমঃ-প্রাধান্য। এই কলির জীব প্রত্যেক-বিষয়েই তর্ক, বিবাদ বা সংশয় উত্থাপন করে। সূর্য্যের অস্তিত্ববিষয়েও তা'রা নানা সন্দেহ প্রকাশ করে, ব্যাপ্য হ'তে ব্যাপকের দিকে অভিযান না ক'রে থাক্‌তে পারে না। এমনই একটি অমঙ্গলের যুগ এই কলিযুগ। জীবগণের এমনই একটা মনের গঠন যে যুগে, সেই যুগে নিজ অসমোর্দ্ধ ভক্তিশোভা—যা কেহ কখনও স্বপ্নেও চিন্তা ক'রতে পারে নাই, কোন যুগে কোন অবতারই যা' দিতে পারেন নাই, সেই অনর্পিতচরী স্বভক্তিসম্পৎ মহাপ্রভু অতি দীন দরিদ্র, কোটি বাধা'বিঘ্ন-দ্বারা উপদ্রুত, ত্রিতাপজ্বালায় সর্ব্বক্ষণ পীড্যমান জীব-প্রতি অপার করুণার বশবর্ত্তী হ'য়ে বিতরণ ক'রবার জন্য যেথামে জন্মলীলা আবিষ্কার ক'রেছিলেন সেই ধামই এই যোগ-পীঠ। কোন অচিন্ত্যকারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার কিছু পর হ'তেই এই মহাযোগপীঠ লোকলোচনের নিকট বহুকাল ধ'রে গুপ্ত ছিলেন। অতঃপর সাক্ষাৎ গৌরাভিন্ন — পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত — বিভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই ধাম যে মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় বর্ত্তমানযুগে ভাগ্যবান্ জীব-সমূহের নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন, সেই মহাজনপ্রবর মহাপুরুষই যে মহামহাবদান্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?—তিনিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত গৌরধাম, আবার শ্রীগৌর-ধামের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। এই ধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ ক'রবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা শ্রীনাথ রায়, ময়মনসিংহের সেরপুরের জমিদার গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ক'রেছেন। সেই গৌরপ্রেষ্ঠ নিজজনের অহৈতুকী দয়ার তুলনা নাই। সপ্তসাগর যদি লিখবার কালি হয়, ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লিখবার কাগজ হয়, আর গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ যদি কলম হয়, তা'হ'লেও তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একটি বিন্দুরও পরিচয় লেখা যায় না। বন্ধ্যা যেমন সন্তান-স্নেহ কি জি'নিষ তা' বুঝতে পারে না, তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপার কথা কা'রও উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেই গৌরনিজজন ব্রজবাসী শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আমরা নিত্যকাল বন্দনা করি।

এই সেই ধাম, যে ধামে কালো এ'সে-ছিলেন গৌররূপে তাঁর কালো অঙ্গ ঢেকে। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ বা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদ্য আমার যে অদ্ভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য আস্বাদন-হেতু কি প্রকার সুখ লাভ করেন"—এই তিনটি বিষয়ে লোভ-হেতু শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র—শচীগর্ভ-রূপ সমুদ্রে জন্মলীলা আবিষ্কার ক'রলেন। 'আমার যে প্রেমের বিকার—প্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহ—হ্লাদিনী শক্তি, তাঁর প্রণয়মহিমা আমার প্রতি কতটা, তা' স্বয়ং সম্বিদ্-বিগ্রহেরও জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল! সম্বিদ্‌বিগ্রহ যিনি সব জানেন, তাঁ'রও জ্ঞানের অগম্য হ'য়েছিল—হ্লাদিনীর প্রেমের গভীরতা। কিন্তু সম্বিদ্‌বিগ্রহের ভাব বর্ত্তমান থাকা কালে পুরুষাভিমানে তা' বুঝা যায় না, অথচ বুঝবার জন্য অত্যদ্ভুত লোভ বর্ত্তমান, তাই মাধুর্য্যময় স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়-বিগ্রহের ভাব-বিভাবিতা এই পরমৌদার্য্য লীলা। নিজের যে মাধুর্য্য দর্শন ক'রে নিজেই চপল চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন এবং ব'লেছেন—

> অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
> স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
> অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
> সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥
>
> —ললিতমাধব, ৮অ, ২৮ শ্লোক

(কৃষ্ণ কহিলেন—আহা, এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিতপূর্ব্ব চিত্তেত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।)—মদনকে মোহিত ক'রেও যিনি নিজমাধুর্য্যে নিজেই অতিমাত্রায় চপল চঞ্চল হ'য়ে পড়েন, যে মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে হ্লাদিনীশক্তি কত সুখ পান, সেই মাধুর্য্য কি প্রকার এবং হ্লাদিনীশক্তির সম্বিদ্‌বিগ্রহের প্রতি অনুভব কিরূপ—অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণকে অনুভব ক'রে কতটা সুখ পান, তা' জান্‌বার জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বিদ্-বিগ্রহেরও জান্‌বার অভাব হ'য়েছিল—তিনটি বিষয়। কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণমধুরিমা আস্বাদন ক'রে—সেবা ক'রে কতটা সুখ পান, সর্ব্বজ্ঞ সম্বেত্তা হ'য়েও তাঁর লীলাবেশে সেইটি জান্‌বার অভাব হ'য়েছিল। তাই স্বয়ং বিষয় আজ তাঁর আশ্রয়ের 'ভাব' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি ও 'কান্তি' অর্থাৎ রূপ ধারণ ক'রে—চুরি ক'রে—আশ্রয়ের ভক্তিশোভায় শোভাময় হ'য়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষাতীত — অধোক্ষজেরও অতীত অপ্রাকৃতের বিশম্ভ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সেবামধুরিমার প্রকটনার্থ এই শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ করুণা-প্রকাশ-ফলেই আজ আমা-দের সেই মহা-করুণ শ্রীধামের কৃপা-লাভের মহা-মহা সুযোগ উপস্থিত।

কিন্তু যাঁর কৃপা না হ'লে সেই ভক্তি-বিনোদ-মহিমা কেহই জানতে পার্‌তো না, শ্রীভক্তিবিনোদের যিনি সর্ব্বক্ষণ নিত্যবান্ধব, নিত্যপ্রেষ্ঠরূপে আমাদিগকে কৃপা কর্‌বার জন্য এই শ্রীধামে পাদশতবর্ষকাল (২৫ বর্ষ) অনন্যভাবে শ্রীভক্তিবিনোদ মনোহভীষ্ট সেবা ক'রেছেন, আমরা আজ এবং নিত্যকাল সর্ব্বাগ্রে আমাদের পরমারাধ্য সেই শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জয় গান করি। এখানে যে অধোক্ষজ-বিগ্রহ প্রকট হ'য়েছেন, সমগ্র চরিতে প্রকটকালাবধি জড়জগতে অবস্থান-কালের শেষ মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত প্রভুপাদ আমাদিগকে সেই অধোক্ষজ-কথা উপদেশ ক'রেছেন। জড়সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে Surmount বা Transcend ক'রেছেন যিনি, তিনিই অধোক্ষজ। অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত যত বর্ণ ও সেই বর্ণ-নিষ্পন্ন যত শব্দ এবং শব্দের বাচ্য প্রকৃতির অন্তর্গত যত স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তুসমুদয়, তাহা হইতে জাত যে অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান, তজ্জনিত যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করাই অধোক্ষজের স্বভাব। বিষ্ণুর নাম—অধোক্ষজ। ১৩৪১ সালে (৩০শে জ্যৈষ্ঠ) এই যোগপীঠেও নূতন অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন-কালে এই অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'য়েছিল। ঠিক যে স্থানে অধোক্ষজের আবির্ভাব হ'য়েছে, ঐ স্থানে অধোক্ষজের মাথায় অবধূতকুল-চূড়ামণি অপ্রাকৃত ব্রজবাসী পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ এসে ব'সে থাক্‌তেন। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী—কৃষ্ণের নিজ-জন তিনি; তাঁর এতে কোন দোষ নাই। ব্রজবধূর সঙ্গে বিষ্ণুর বিক্রীড়াকে রূপক মনে করা বা কৃষ্ণের অধোক্ষজত্ব না বুঝে প্রাকৃত জ্ঞান করা—মায়াবাদ বা অপরাধ। এজন্য 'অধোক্ষজ' শব্দ দ্বারা Apotheosis ও Anthropomorphismকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হ'য়েছে। সেবক-অধোক্ষজ নিত্য-ব্রজবাসী সেব্য-অধোক্ষজের মস্তকে থাকায় অধোক্ষজ লঙ্ঘন-জনিত কোন দোষ হয় নাই, পরন্তু কৃষ্ণের তা'তে পরম সুখ হ'য়েছে। সেব্যের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে নিজ-জন সেবকের অবস্থান,—ইহা বাহিরের দর্শনে বিসদৃশ মনে হ'লেও ব্রজে এই লীলার নিত্য নব-নবায়মান চমৎকারিতা আছে। ঐ স্থানে একটি কাঁঠাল গাছ ছিল, সেই কাঁঠাল গাছটিতে ১২ মাস কাঁঠাল হ'তো। অবধূত-বেশে—'লিঙ্গানাশ্রমাংশ্চরেদবিধি-গোচরঃ'—বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে এই ধামে এসে ঐ কাঁঠাল-তলায় বিশ্রাম ক'রতেন। আমরা আজ এবং নিত্যকাল সেই পরমহংসকুলাগ্রগণ্য আমাদের পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিপ্রভুর জয় গান করি।

আবার, যাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন-জন্য নিত্য ব্রজবাসী শ্রীগৌরকিশোর শ্রীব্রজধাম হ'তে এসে এই গৌরধামে বাস ক'রেছিলেন, সেই রুক্মমণ্ডল-ক্ষেত্রমণ্ডল-নবদ্বীপ-মণ্ডলের সর্ব্ববৈষ্ণবগণপ্রপূজ্য একচ্ছত্র বৈষ্ণবসম্রাট্—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর জয়ও আমরা আজ এবং নিত্যকাল উচ্চৈঃস্বরে গান করি। তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ব্রজবনা-ভিন্ন অনুভূতিতে এই ধাম নির্দ্দেশ ক'রে-ছিলেন।

আজ পরমশুভ মহাবদান্য পরম পাবক শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-বাসরকে সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দন করি। আর শ্রীগৌরহরির সেই নিত্য-সিদ্ধ নিজজন—শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-কিশোর-সরস্বতী প্রভুচতুষ্টয়ের পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে তাঁদের বিহিত, কীর্ত্তিত শিক্ষা-উপদেশের শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে তাঁ'দের পদসংলগ্ন ধূলিরূপে নিজেদের স্বরূপকে জেনে, তাঁ'দের পদত্রাণ মস্তকে বহন ক'রে এই পার্থিবজগতে অবস্থানের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তাঁদের মনোহভীষ্ট-সেবায়ই এ নির্ঘৃণ জীবনকে আহুতি দিতে পারি, তাঁদের শ্রীপাদপদ্মসেবাই যেন জন্মে জন্মে আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, তাহাই আজকার শুভদিনে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮/০; ২য় খণ্ড ১.; ৩য় খণ্ড—৮/০; ৪র্থ খণ্ড—৮/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,

শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ রাজিপ্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ মুদ্রণালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপ্রণবানন্দ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমধুপ।

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবৰ্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রূপশালি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৸৶০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোয়া সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৸/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

	৩৪৷০
টাকশালের বার	৯২৲
মকবেশ	৫৩৷০
চাকিবার	

পাটের দর

	৪০৸০
	৪০৸০
নিকৃষ্ট—	৪১৷০
উচ্চতম—	৪১৲
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
ক্লাবকাটন ঐ	৬৲—৬৶৷
	৫৸/০—৫৸০
বাউনসেঁফ্লেক ঐ	৬৲—৬৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫/০—৫৷/০
আটা নং (২)	৫৲—৫৷০
আটা (এস)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (কে)	২৷০—২৸৶০
আটা নং (৩)	২৸৶০—১৸০
পালাউ	১৸৶০—১৸৶০
ক্ষার	

ঘৃতের দর

	৫৭৲
আগরা	৫৭৲
রামসাগা	৫০৲
ভূবনেশ্বরী	৪৫৲
জয়া	৬৩৷০
পাৰ্বতীগঞ্জ	

তার	১৬৲
কাঠলপ	৩৬৲
রাঙা পাতা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটরা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১৭৷০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৪৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
সীস	১৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০ -৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাটি, গোলটু. পরাজে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
দর	৬৸০—৮৷০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
5টকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷০	
তুলার হালমণ ৪৷০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেদ সোলার কাইন	৫৪৲
লিট ল আমেদ করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাইন	৪০৲
ঢাকার্ণ সাধা	৫০৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা,

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
	৮৷০
লবণ সাধা	
সুপারী ফেলী	১৬৷০—১৭৲
ফাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্ লিঃ
১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল

—:(:০:): —

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্ক্সের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ৯ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা। ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

প্রকা

-:(:০:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১০; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"কৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে অভিযাত্রায় প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের অন্যতম প্রিয়
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে চৈত্র, ১৩৪৪, ৯ই এপ্রিল, ১৯৩৮, শনিবার [৩৫শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের দাবী

শ্রীযুক্ত কে এক, নরীম্যান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বাণী প্রচার করিয়াছেন,—দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের দাবী [illegible] চিন্তাশীল ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যেরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিতেছেন, তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়া সেরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিতেছেন না,—তাঁহারা শুধু আত্ম নির্দ্ধারণের এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে দায়িত্ব-শীল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার দাবী করিতেছেন। তাঁহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ বৈধ ও নিয়মতন্ত্রানুমোদিত। তাহা ছাড়া, তাঁহারা তাঁহাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহারা যখন দেখেন যে, রাজ্যের সীমানা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বৃটিশ ভারতের প্রদেশের অধিবাসীরা কতকটা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিতেছে এবং গুরুতর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছে, তখন অনুরূপ অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের পক্ষেও স্বাভাবিক।

———

ইঙ্গ-ইতালীয় মৈত্রী

গত ৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৬ঘটিকার সময় আর্ল অব পার্থ ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউন্ট সিয়ানোর সহিত সাক্ষাতের কথা হয়। এই সময় ইঙ্গ ইতালী চুক্তির বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া জানা যায়। ইতালীয় রাজপুরুষগণ এই সম্পর্কে কঠোর নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, বর্ত্তমান চুক্তি দ্বারা ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভূমধ্যসাগরে উভয় পক্ষের অধিকার পূর্ব্ববৎ মানিয়া চলা সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা পুনরায় অনুমোদন করা হইবে। তদুপরি ভূমধ্যসাগরে উভয় [illegible] রাজী হইবেন [illegible] দ্বীপপুঞ্জ ও স্পেনীয় উপনিবেশসমূহের অখণ্ডতা রক্ষায় হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিবে। ভূমধ্যসাগরে সব দেশের জাহাজসমূহের চলাচলের অধিকার মানিয়া লওয়া হইবে এবং তদুপরি যুদ্ধ কিম্বা শান্তির সময়ে সুয়েজ খাল দিয়া সব জাতির জাহাজ চলাচলের অধিকারও মানিয়া লওয়া হইবে। সকলে ইহাও অনুমান করিতেছে যে, আবিসিনিয়া, সুদান ও কেনিয়ার সীমা পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটী গঠিত হইবে। ব্রিটেন সীমান্ত দিয়া বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিবে।

ইতালী নীল নদের প্রবাহ রোধ হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিবে। লোহিত সাগরের তীর-বর্ত্তী ও আরবের অন্তর্গত উভয় পক্ষের আশ্রিত অঞ্চলসমূহের সীমা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। উভয় পক্ষ উভয়পক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন। প্যালেষ্টাইনের ভাগ্য নির্দ্ধারণের সময় ইতালীর স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ভবিষ্যতে কোন ঘাটি নির্ম্মাণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। লিবিয়াস্থিত ইতালীয় বাহিনীর কতকাংশ সরাইয়া লওয়া হইবে। হস্তাক্ষরের সময় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। স্বাক্ষরিত হইলে পর ব্রিটেন ইতালীর আবিসিনিয়া জয় স্বীকার করিয়া লইবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রস্তাব উপস্থিত করিবে।

———

বি এ পরীক্ষায় জাল গার্ড

গত মঙ্গলবার আশুতোষ কলেজে পরীক্ষা হইতেছিল। [illegible] পরীক্ষার্থী [illegible] ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি [illegible]।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, পরীক্ষা হলে একজন গার্ড কোন পরীক্ষার্থীকে "কি একটা" লেখা কাগজ দিতেছিল, এমন সময় অপর একজন গার্ড তাহা দেখিয়া ফেলে। এই কথা অন্যান্য গার্ডদের মধ্যে জানাজানি হইলে তাহাকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি গার্ড হইয়া এরূপ করিতেছেন কেন? জিজ্ঞাসা করা মাত্র লোকটি চম্পট দেয়; ইহাতে পরীক্ষা হলে একটা হৈ হৈ পড়িয়া যায়। গেটে একটি ছাত্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কিল চড় ঘুঁষ মারিয়া ছাত্রটিকে নিরস্ত করিয়া লোকটি কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে ছুটিতে থাকে। অবশেষে কলুটোলা ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের সামান্য দক্ষিণে সম্মুখে একটি মোটর গাড়ী আসিয়া পড়ায় দারোয়ানরা লোকটিকে পাকড়াও করিয়া ফেলে।

লোকটা কি করিয়া গার্ডের একটা ব্যাজ লাগাইয়া "জাল গার্ড" রূপে কাজ করিতে-ছিল, তাহা কেহই টের পায় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার নামধাম ইত্যাদি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সব লিখিয়া লইয়াছেন। প্রকাশ, সে নাকি একজন গ্র্যাজুয়েট। লোকটি যে ছাত্রটিকে সাহায্য করিয়াছিল তাহার পরীক্ষা বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শিশুকন্যা লইয়া দুইজন স্ত্রীলোকের বিরোধ

তিন বৎসর বয়স্ক [illegible] বালিকা লইয়া গোল হইয়াছিল। দুইজন স্ত্রীলোক উভয়েই শিশুটিকে নিজ কন্যা বলিয়া দাবী করিতে থাকে। উহা মীমাংসার জন্য কান-পুরের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি শিশুটিকে একটি টেবিলের উপর বসাইয়া দেন এবং স্ত্রীলোক দুইটিকে তাহার সামনে দাঁড় করাইয়া দেন। শিশুটি এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ চাপ ছিল। পর মুহূর্ত্তেই হাসিতে হাসিতে একজন স্ত্রীলোকের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তখন মা ও শিশুর মধ্যে অবোধ্য ভাষায় নানারূপ কথা-বার্ত্তা চলিতে থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন উক্ত স্ত্রীলোকটিকেই শিশুর মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

———

৯০ দিন অনশনে জনৈক ফকীরের মৃত্যু

কাশ্মীরের একজন ফকীর ৯০ দিন অনশনের পর শিকারপুরে মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকা-শ, ফকীরটী সম্প্রতি শিকারপুরে আসিয়া জাম্মুতে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণের জন্য শিকারপুরের পঞ্চায়েতের নিকট ৮০০০৲ টাকা দাবী করে। পঞ্চায়েৎ তাহা দিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে সে অনশন ধর্ম্মঘট করে। গত ১লা এপ্রিল সে মারা গিয়াছে। তাহার দেহ হিন্দুমতে সংস্কার করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮
দশম স্কন্ধ .. ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৭৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵
১৬ বৈষ্ণবকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব ৷০
১৮। দ্বাদশ-আনবর ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সংকৃত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৵০
৩০। দ্বীপ-দিগ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৭। শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা ৴০
সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৷৵
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ৷
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ: বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

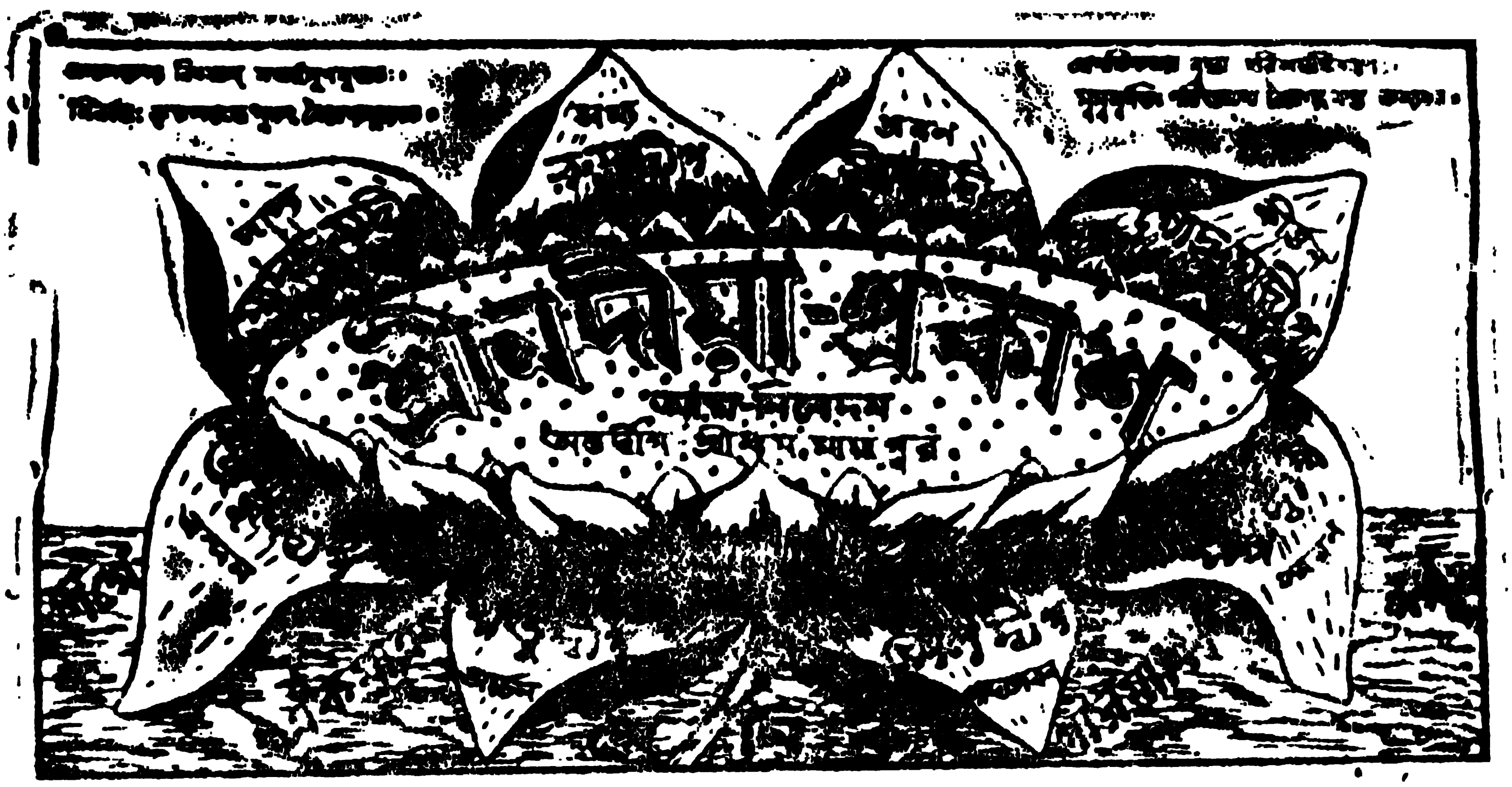

১৩শ বর্ষ { ২৪ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২৬শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৩১তম সংখ্যা

হরিদ্বারাভিমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের শুভেচ্ছায় এবার কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রিগণের নিত্যমঙ্গল বিধানের পন্থা সুগম করিবার অভিপ্রায়ে তথায় একটী ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। প্রদর্শনীর যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ৮ই এপ্রিল প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও ৯ই এপ্রিল, ২৬শে চৈত্র শনিবার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইবেন। এতদুপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, অলোধার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রমোদ মহোদয় ও শ্রীউপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সহ গত ৬ই এপ্রিল বুধবার রাত্রি ৯॥০ ঘটিকায় ডেরাডুন এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে হরিদ্বারাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন।

কুম্ভমেলায় ভাগবত-প্রদর্শনী

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখের হরিদ্বার হইতে প্রেরিত এক তারের সংবাদে অবগত হওয়া গেল যে, গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের শুভেচ্ছা ও সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে ভাগবত-প্রদর্শনী ও শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসবের কার্য্যাবলী অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শনোপযোগী [illegible] গুলি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া আগামী ৮ই এপ্রিল প্রদর্শনী যাহাতে উন্মুক্ত হইতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভু ও জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতরত্ন প্রভু অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্রহ্মচারিগণকে প্রদর্শনীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উত্তমরূপে সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য হরিদ্বারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সুবৃহৎ আলেখ্য ও মৃদঙ্গাদি কীর্ত্তনের বাদ্যযন্ত্রসমূহ তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আরও অবগত হওয়া গেল যে, শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী এবং এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যের দর্শনাভিলাষী হইয়া লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সাগ্রহচিত্তে আশান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রদর্শনীর কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণ জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী ও মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অবিলম্বেই তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব

আজ শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-দিবস। শ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধরমঠে শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস উপলক্ষে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব [illegible] হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের [illegible] এই মহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে। আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহু সেবক উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই এই তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীগৌরগদাধরমঠে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে এই সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে আদর্শ রামসেবক বজ্রাঙ্গজীর অবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনেও আজ এই শুভতিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগ অন্যান্য মঠের সেবকগণ তথায় গমন করিয়া উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

নারায়ণ-শিলা পূজা করি, শঙ্করবাদানুশীলন করি, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম; অতএব ছোট জীবমাত্রের ধর্ম্ম।

বিভিন্ন মতবাদ

—::(০)::—

উৎকলদেশে জগন্নাথ দাস নামক একটি বৈরাগীর দ্বারা এই মত উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-উপদিষ্ট শিক্ষাকে অতি মার্জ্জিত ও ভ্রমশূন্য করিবার মানসে এই বাদ সৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছিল। এইজন্য অতিশয় বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের বাদটি অতিবাড়ি বাদ নামে পরিচিত। স্পষ্টদায়িক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা আপনাদের বিধি বিধান স্থির করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দ্বৈতাদ্বৈতক আচরণ কোন কোন ব্যক্তিতে দেখা যায়। ইহারা নিরাকারবাদী।

অহঙ্কারবাদ

ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তান একমাত্র ধর্ম্মানুশীলনের যোগ্য। মায়াবাদ শঙ্কর-মতই উপাস্য। শঙ্কর-মত ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে কপটী ব্রাহ্মণের সম্মানও মুখ্য ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষা অধর্ম্ম। পতিত ব্রাহ্মণের মঙ্গলচেষ্টা নাস্তিকতার লক্ষণ। আমার পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে আমার যখন জন্ম তখন আমি ধার্ম্মিকের একমাত্র গুরু। আমার মত ব্যতীত অপর মতগুলি নাস্তিকতা। আমার গুরুগিরিতে সুবিধা হয়, প্রতিষ্ঠা হয়, আমাকে পণ্ডিত সাধু বলিয়া সম্মান করিলে আমার সুবিধা হয়; অতএব হিন্দুমতেরই আমার উপাসনা করা উচিত। যেহেতু আমি ফুল লইয়া বাগ্মিক,

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্তমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ বিষ্ণু অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

অনর্থযুক্তের ভগবৎপূজা কিরূপ ?

—::(•)::

ভগবৎপূজায় আমরা ধ্যানের কথা ... নাই। এই ধ্যান বা স্মরণ কীর্ত্তন-কীর্ত্তন-নৈয়ত্যাভাব না থাকায় স্বাভাবিকাবস্থায় বা স্মরণ কখনই হয় না। অনর্থযুক্তাবস্থায় কাল্পনিক উপায়ে যে স্মরণ বা ধ্যানের চেষ্টা তাহা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং এইরূপ ধ্যানপন্থা বা স্মরণোপায় ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনই মঙ্গলজনক। পূজায় যদি ধ্যানই নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে পূজা কিরূপে সম্ভব হইবে, অর্ঘ্যাদি নিবেদনই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তাহা হইলে কি দীক্ষা-গ্রহণের পরেও অনর্থনিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া কি শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিতে হইবে না ? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন কোমলশ্রদ্ধ আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠাধিকারী জীবের পক্ষে অর্চ্চন মঙ্গলজনক। সেইজন্য সদ্গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অর্থাৎ শ্রীনামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকেরই মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা উচিত। গৃহস্থ ও কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীমূর্ত্তিপূজা অর্থাৎ অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক। কনিষ্ঠাধিকারীর চিত্ত শুদ্ধ না থাকায় শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি একান্ত প্রয়োজন। কারণ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ ব্যতীত উন্নতাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃতত্ব হইতে অপ্রাকৃতত্ব লাভ বা শুদ্ধবৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা লাভ হয় না। অশুদ্ধচিত্তে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ অনর্থযুক্তাবস্থায় অধোক্ষজ বস্তু ধারণার বিষয় হন না। সেইজন্যই শাস্ত্রে সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রীনামাদি শ্রবণ করিতে করিতে শুদ্ধচিত্তে ভগবৎস্ফূর্ত্তির কথা শুনা যায়। তবে অর্চ্চনাদিতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে তাহা ভূতশুদ্ধি শিক্ষা ও সামান্য ধ্যানবিধি মাত্র। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিত্তের একাগ্রতা বা স্বাভাবিক ধ্যান অনর্থযুক্তাবস্থায় সম্ভব নহে। আমরা যে সামান্য ধ্যানের কথা বলিলাম, তাহাও আবার মন্ত্রময় অর্থাৎ কীর্ত্তনের সহিত সংযুক্ত। অনর্থযুক্তাবস্থায় ধ্যান—কল্পনা বা জড়ভাবময়। ঐ জড়ভাব দূরীভূত করিবার জন্যই মন্ত্রের উচ্চারণ। কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের পূজা বা অর্চ্চনচেষ্টা দাগবুলান ব্যাপার মাত্র। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্মে আমাদের পূজা পৌঁছায় না। তাই বলিয়া অর্চ্চন ছাড়িয়া দিতে হইবে না। ক্রমমঙ্গললাভের জন্য অর্চ্চনকারী অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। অর্চ্চনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গ করিতে করিতে তাঁহার অধিকার ক্রমশঃ উন্নত হইবে। সুতরাং হতাশার কোন কথা নাই। ... ... বাসা পর্য্যন্ত এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কনিষ্ঠাধিকারীকে জোর করিয়া এ সকল কথা বুঝাইতে গেলেও তাহার ক্রমমঙ্গলের পথে শিথিলতা, অনাদর বা তর্কাদি উপস্থিত হইতে পারে। সাধনোন্নতিক্রমে ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যায় যে, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের ধ্যান-চেষ্টাদি বিশুদ্ধচিত্তের ধ্যান বা স্বাভাবিক ধ্যান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহার চেষ্টা জড়ভাবময়ী, কেবল প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে অভিনিবেশ ও সকল চেষ্টার মোড় ফিরাইবার জন্য প্রাথমিক পাঠ মাত্র। উহা সাধুসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নির্ম্মলতা লাভ করে। অর্চ্চনকারীর পূজা বিষ্ণুতত্ত্বের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু উন্নতাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখন পূজা নির্ম্মলতা লাভ করে। তখনই সেই পূজা অপ্রাকৃত বিষ্ণু-পাদপদ্ম স্পর্শ করে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানাদির চেষ্টার দ্বারা অবিশুদ্ধ চিত্তে যে চিত্র বা কল্পনা অঙ্কিত হয়, তাহা অপ্রাকৃত ভগবৎস্ফূর্ত্তি নহে। এই বাস্তব (Practical) কথাগুলি অনেক সময় বাক্যদ্বারা সকলকে বুঝান যায় না।

অভিভাষণ

[শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ৪৪ তম বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয়-দিবসে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে সভাপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু-প্রদত্ত]

সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এবং তাঁহার নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ ও ত্রিদণ্ডিবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় ও কৃপায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্য এবার সুসম্পন্ন হ'য়েছে। পাশ্চাত্য-প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তাঁ'র মনোহভীষ্ট-প্রচার-সম্পর্কে আমাদিগকে যাঁ'রা সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহ প্রদান ক'রেছেন, তাঁ'দের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আমাদের অন্যতার একটি প্রধান কৃত্য। যে মহাপ্রভু "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" ব'লে তাঁ'র মনোহভীষ্ট প্রকাশ ক'রেছেন, সেই করুণাময় মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরে, তাঁ'র নিজজনের কৃপায় আজ যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁ'র নাম, তাঁ'র ধাম, তাঁ'র কাম বা মনোহভীষ্ট প্রচার হ'চ্ছে তৎসম্পর্কে যাঁ'রা যে-কিছু সহায়তা ক'রছেন, তাঁদের নাম ও গুণাবলী আজ মহাপ্রভুর জন্মভিটায় তাঁ'র সম্মুখে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা মহাপ্রভুর ভৃত্যানুভৃত্য আমাদের সকলেরই একটা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লেই মনে করি।

পাশ্চাত্যে প্রচার-সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম আমাদের মহামান্য ভারতেশ্বর, মহামান্যা ভারতেশ্বরী ও সম্রাটজননীর অনুগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিন মহাভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতীর শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এবার শ্রীনবদ্বীপধামের—শ্রীমায়াপুর-শশধরের কথা শুনবার অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হ'য়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যে যে শ্রীধামের কিরণকণ বিস্তার ক'রেছিলেন, তা' এঁ'রা দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। বাকিংহাম প্যালেসে আমাকে দেখে তাঁরা মনে ক'রেছিলেন—'ইনিই বুঝি সেই কিরণকণ এনেছেন'। কিন্তু আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। বাকিংহাম প্যালেসে ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর কৃপানেত্রে পতিত হ'বার জন্য কত বড় বড় লোক কতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও হয়ত কচিৎ কেহ কৃতকার্য্য হ'তে পারেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় আমাকে তদ্রূপ কোন চেষ্টা ক'রতে হয় নাই। মাননীয় লর্ড জেটল্যাণ্ড বাহাদুর আমাকে রাজপরিবারের সহিত পরিচিত করিয়ে দেন। আমাদের নূতন রাজার করোনেশনের সময় ভারতবর্ষ হ'তে আমাকে নিয়ে বার জন আমরা রাজপরিবারের সহিত পরিচিত হই। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অফ গ্লষ্টার ইণ্ডিয়া অফিসে হোয়াইট হলে আলাপের জন্যও আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই—ডিউক অফ কেণ্ট।

জগতের লোক সুপারিস্ চেয়ে বেড়ায়, লর্ডেরা বোঝেন ঐ সকল লোকের মূল্য কতটুকু। আমরা জাগতিক সুপারিসকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিই না। শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তি; 'কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম প্রবর্ত্তন', ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় কথা ব'লে জানা আছে। প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারের নিষ্কপট উদ্দেশ্য থাকলে সকলেই অনুকূল হন। প্রভুপাদের বাণীপ্রচারের সুবিধা তিনিই ক'রে দেন। প্রভুপাদ কোন মরণশীল মর্ত্ত্যবস্তুর মত ম'রে যাবার বা ছাই ভস্ম হ'য়ে যাবার জিনিষ ন'ন। যাঁ'রা তাঁ'কে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ক'রছে, তাঁ'দেরই সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে। বন্ধুবান্ধবহীন হ'য়ে সহস্র সহস্র মাইল দূরে যখন অবস্থান ক'রছিলাম, তখন প্রতি-মুহূর্ত্তেই তাঁ'র অহৈতুকী কৃপার কথা মনে হ'ত। যেখানে এক সপ্তাহ দূরের কথা, একদিনও পয়সা না হ'লে খেতে পা'বার উপায় নাই, সেখানে অনেকে আমাকে পয়সা না দিয়ে অনাহারে মা'রবার চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু প্রভুপাদ ও তাঁ'র নিজজনগণই আমাকে রক্ষা ক'রেছেন। অধোক্ষজ প্রভু, নামেও যা', কাজেও তাই; গৃহস্থভক্তগণের মধ্যে তিনি একজন আদর্শ ভক্ত। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও অধোক্ষজ প্রভুকে আমার অবস্থা জানালাম। আচার্য্যদেবের বাক্সে চিরকালই একটা ফাউন্‌টেন পেন আর লেখা-পড়ার সরঞ্জাম থাকে, তাঁ'র কাছে তৎকালে পয়সা কড়ি কিছুই ছিল না। তখন অধোক্ষজ প্রভু আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে আমাকে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার ক'রে আবশ্যক টাকা পাঠালেন, আর যাতে অদম্য উৎসাহে প্রভুপাদের কথা প্রচার হয়, তজ্জন্য খুব উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন। বিরুদ্ধ দল তখন আমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে চ'লে আসার জন্য কত না ব'লেছিল; কিন্তু প্রভুদত্ত সেবাকার্য্য ছেড়ে আমি আসি নাই। প্রভুপাদ আমার মস্তকে এক গুরুভার দিয়ে গেছেন, তা' বহন করবার শক্তি আমার আছে ব'লে আমি দাম্ভিকতা করি না, তাঁ'র কৃপাশক্তি

সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ে স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণের সাক্ষাৎ সেবা আবশ্যক। এই গুরুদেবের সেবা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত করিতে করিতে তৎকৃপায়ই সমস্ত বিষয় আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে।

আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের কৃপাই আমার একমাত্র বল ও ভরসা ব'লে আমি জানি।

অক্সফোর্ডের মত স্থান, যেখানে ২৭।২৮টী ইউনিভার্সিটি, সেখানে বিগত 'ওয়ার্ল্ড-কংগ্রেস অফ্ ফেথস্'এ স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড আমাকেই Hindu Service conduct ক'রতে বল্লেন। ভারতের গৌরব সনাতন-ধর্ম্মের কথা ভারতীয় হিন্দুগণের একমাত্র মুখপাত্ররূপে ব'লবার মহাসুযোগ উপস্থিত। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বিশেষ কারণবশতঃ উপস্থিত হ'তে পারেন নাই। গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনের কোন যোগ্যতা আমার না থাকলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলই আমার একমাত্র ভরসা-স্থল হওয়ায় আমি সেখানে নিঃসঙ্কোচে পরমোৎসাহে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর ধামের কথা—শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের মনোহভীষ্টের কথা—তাঁ'র শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্র নামের কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রবল আর্ত্তির সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রেছিলাম। আমার লিখিত সেই নামের মাহাত্ম্য বহু সংস্র ছাপিয়ে এক্জাবিনেশন হল ও অন্যত্র বিতরিত হ'য়েছিল। প্রভুপাদের কৃপায় আমার World's need of Religion বক্তৃতাও আদৃত হ'য়েছিল। Lord Samual সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড আমার সেই বক্তৃতাটি তাঁ'র পুস্তকে মুদ্রিত ক'রেছেন। সেই সভায় বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর একটি সভায় একটি মুসলমান স্ত্রীলোক মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাপতি আমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেন, আমি তজ্জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। যাহা হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় সে বক্তৃতা শুনে সকলেই খুব প্রশংসা ক'রেছিলেন। অবশ্য এসকল কথা আজ গৌরাবির্ভাব-দিনে আমার আত্মশ্লাঘার জন্য ব'লছি না, গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় যে অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে, অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিও যে পরম যোগ্যতমের প্রশংসা নিতে পারে, তা' বলাই আমার অন্তর্গত উদ্দেশ্য। অবশ্য সেই সকল প্রশংসা—সবই শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্য। আমার যেন কখনও স্বপ্নান্তরেও তা'কে ভোগ ক'রবার দুর্ব্বুদ্ধি না হয়, ইহাই আপনাদের সকলের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। আমি নিতান্ত দীন হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দর্ব্বীর ন্যায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখামৃতদ্রবসংযুত কথামৃত কিছু পরিবেশন ক'রতে পারলেই নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান ক'রবো।

বিরুদ্ধ পক্ষ মনে ক'রেছিল, লণ্ডন মঠটি বন্ধ ক'রে দেবে। কিন্তু সাক্ষাৎ গৌরকৃষ্ণ-শক্তি প্রভুপাদের শুভেচ্ছা যাহার পশ্চাতে, যেস্থানে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা প্রভুপাদের একটি প্রধান মনোহভীষ্ট সেই স্থানে প্রভুপাদের প্রচার বন্ধ করে কার সাধ্য? যখন চারিদিকের নানাপ্রকার বিপদ্ ঝঞ্ঝাবাত এসে আমার চিত্ত তোলপাড় ক'রে তুলছিল, 'মঠ কি ক'রে রাখ্‌বো' এই কথা ভেবে অস্থির হ'চ্ছিলাম, এমন সময়ে একদিন প্রভুপাদের একটি অহৈতুকী কৃপার ইঙ্গিত এসে আমার চিত্তকে পরম উৎসাহ ও উল্লাসময় ক'রে দিল। একদিন সকালে আমি লণ্ডনের একটি জনতাশূন্য রাজপথে হরিনাম ক'রতে ক'রতে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তার ধারে একটি ছোট বৃক্ষের আড়ালে একটি সোনার মত উজ্জ্বল জিনিষ দেখতে পাই, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে নিয়ে দেখি, এক অতি সুন্দর চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি! প্রতীপ দল আমার এইরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উপায়ে লণ্ডনের মত স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়ার কথা বিশ্বাস না ক'রতে পেরে নানা রকম মিথ্যা কথা রটিয়েছে, কিন্তু আমি আজ সাক্ষাৎ মথুরাপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছি, উহার এক-বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। আমি বাসায় এসে চৈতন্যচরিতামৃত হ'তে সিদ্ধার্থ-সংহিতার অস্ত্রাদি ভেদে বিষ্ণুবিগ্রহের নাম মিলিয়ে দেখ্‌লাম যে, উনি বাসুদেববিগ্রহ। আমার বক্ষ এতাবৎ কাল যে-ভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল, এই নামের মিলন দেখে আরও চতুর্গুণ স্পন্দিত হ'য়ে উঠল। আমি তখনই কলিকাতায় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবকে "যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা………… ভজস্ব তং শরণং বাসুদেবম্"—এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটি উল্লেখ ক'রে এই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণসহ একখানি পত্র লিখ্‌লাম। আবার পরবর্ত্তি সময়ে শুন্‌লাম—আমি যেদিন লণ্ডনে বিষয়-বিগ্রহ 'বাসুদেব' পেলাম, ঠিক সেই দিনই আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেব প্রভু কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আচার্য্যরূপে সর্ব্বপ্রথম অভিনন্দিত হ'লেন। বিষয় ও আশ্রয়ের একদিনে এইরূপ অত্যদ্ভুত মিলন দেখে বড় আনন্দ হ'ল, ভাবলাম—স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহই আজ আচার্য্যের গৌরবরক্ষার জন্য আত্মপ্রকাশ ক'রলেন। আবার কিছুদিন পরে যখন শুন্‌লাম—শ্রীগঙ্গাগর্ভ হ'তে এক শেষশায়ী শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিগ্রহও অতীব অপ্রত্যাশিতভাবে উদিত হ'য়েছেন, তখন আর আনন্দের সীমা থাকল না। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যুগপৎ এইরূপ বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবোদয় আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেব প্রভুরই আচার্য্যত্বের বিজয়-ঘোষণা-লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয় মনে ক'রে শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যদেবের প্রাণ ভ'রে জয় গান ক'র্লাম্। কিন্তু হায়! মৎসর বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষিদলের হৃদয় মাৎসর্য্যানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'তে লাগ্‌লো! মহাপ্রভু ও তদভিন্নবিগ্রহ প্রভুপাদই জানেন ও দেখ্‌ছেন—তা'রা এই বৎসরাধিক ধ'রে আমাদের প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচার-কার্য্যে আমাদিগকে কিপ্রকারে বাধা প্রদান ক'রছে। একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই আমাদিগকে সকল বিপদ্ হ'তে রক্ষা ক'রে তাঁ'দের সেবায় উত্তরোত্তর আরও অধিক উৎসাহই প্রদান ক'রছেন।

Miss C. Bowtell নাম্নী লণ্ডনের একজন বিশিষ্ট বিদুষী ভদ্রমহিলা আমাদের পাশ্চাত্যে প্রচার-কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন ও এখনও ক'রছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বে জান্‌তাম না। ইতঃপূর্ব্বে লণ্ডনে আমাদের মঠে যে ব্যাসপূজা উৎসব হ'য়েছিল, সেই সময়ে ইনি সেই ব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত 'Life and Precepts of Mahapabhu' নামক একখানি গ্রন্থ পেয়ে তা পাঠ ক'রে আমাদের মঠের প্রচারবিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইনি আমাদিগকে তত্রত্য বহু বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা এবং সত্যানুরাগী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। এঁর প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ক'রে আমি এঁকে মহামন্ত্র প্রদান করি। একদিন 'টী' নদীর ধারে এঁকে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে হরিনাম গ্রহণ ক'রতে দেখে মহাপ্রভুর "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" কথাটি স্মরণ ক'রে বড়ই আনন্দ পেয়েছিলাম। জড়বিজ্ঞানের যেখানে প্রবল পরাক্রম, জড়ীয় আচার-ব্যবহার ও চিন্তাস্রোতে যেস্থান পরিপূর্ণ, সেইস্থানে একজন ইংরাজমহিলার মহামন্ত্রে অনুরাগ, ইহা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণাশক্তি ব্যতীত আর কি হ'তে পারে; এতে আমার কিছু বাহাদুরী নাই, আমি প্রভুপাদ ও তাঁ'র অভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যদেবের আজ্ঞাবাহী কিঙ্করানুকিঙ্কর মাত্র, কাঠ-বিড়ালীর শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সহায়তা ক'রবার চেষ্টার মত আমার অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁ'রা কৃপা ক'রে যদি নিজগুণে স্বীকার করেন, ইহাই ভরসা। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাশ্চাত্য-প্রদেশে গিয়ে সেস্থানকে তীর্থীভূত ক'রে এসেছেন; আমি তাঁ'র আনুগত্যে সেস্থানে কিছু ভক্তিবিনোদগৌরবাণী কীর্ত্তনের চেষ্টামাত্র ক'রছি। তিনি আমাকে লণ্ডনে যা'বার সময় অভিনন্দন প্রদান ক'রেছিলেন, আমি তাঁ'র সেই অভিনন্দন 'আশীর্ব্বাদ' ব'লে গ্রহণ ক'রেছি।

পাশ্চাত্যপ্রদেশে আরও বহু মহিলা ও ভদ্রলোক আমাদিগের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা ক'রেছেন। আমরা আজ মহাপ্রভুর ধামে তাঁ'র আবির্ভাবস্থলে—তাঁ'র আবির্ভাব-বাসরে তাঁ'দের সকলকেই শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হ'তে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Miss Harris, Mr. Polland, Mr. Dadley (ইনি লণ্ডনে আমার বিগত ৫ই এপ্রেল তারিখের বক্তৃতার আয়োজন-সম্পর্কে ও অন্যান্য সময়ে বিশেষ সহায়তা ক'রেছিলেন), সেক্রেটারী ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস্ অফ্ ফেথ্‌স্, অক্সফোর্ড ও ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ্ ফেথ্‌স্, আমেরিকা প্রভৃতি সকলকেই আমি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হ'তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটক রেভেন্স কলেজের অধ্যাপক, তাঁর কলেজের ছাত্র না হ'লেও আমি তাঁর শিষ্য। আমি ইংরাজী ভাষা জানি না, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুই আমাকে উৎসাহ দিয়ে নবদ্বীপচন্দ্রের কথা প্রচার ক'রতে য়ুরোপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের পদধূলির কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। আমি লণ্ডন হ'তে একেবারে চ'লে আসি নাই। প্রভুপাদ আমার ন্যায় নগণ্য-ব্যক্তির উপর পাশ্চাত্যে প্রচারের ভার অর্পণ ক'রেছেন। আপনারা সকলেই আমাকে কৃপা করুন, আমি যেন শ্রীল আচার্য্যদেবের ...... থেকে আমার প্রভুদত্ত সেই সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ক'রতে পারি।

আমাদের সভার কার্য্য শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হ'য়েছেন। শ্রীগৌরনৃসিংহ, আমাদের সকল বিঘ্ন অপসারিত ক'রে এবার শ্রীধাম-সেবার পরমসুযোগ প্রদান ক'রেছেন। সমগ্র অসুরকুলকে পদদলিত ক'রে যাতে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সত্য প্রচার হ'তে পারে, তজ্জন্য তিনি এই যোগপীঠে লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষে ধারণ ক'রে অবস্থান ক'রছেন।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

আসুন, সকলে মিলে আমরা সেই পাষণ্ডৈকসিংহ শ্রীগৌরনৃসিংহের জয় গান করি। তাঁর কৃপা হ'লেই আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিঘ্নে শ্রীগুরুগৌর-মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে ধন্য হ'তে পারবো।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৮০ ; ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোলোক আচার্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাস্তুপ্রচারকগণ নদীয়া প্রকাশ মুদ্রণালয় আছে। রক্ষক- শ্রীঅনন্তম ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কানকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ব্রহ্মসূত্রবেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তারমধ্যে পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক সেবাধ্যক্ষ শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

৩। যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক - শ্রীরামগোবিন্দ

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক --শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অন্তর্দ্বীপ-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক - শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ. -গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১। সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কাঁমগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কাঁমগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসেশ্বর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক --শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহতকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীযুক্তগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাইগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর 'মকটবর্ত্ত')

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। কুলিয়কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিমধুর

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাল, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক --শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

... ... গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক - শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক - শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) সদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীবেদান্ত ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক --মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসতীশ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক— শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক— শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১৯ গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক --শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০, সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ভারবার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক --শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক --শ্রীভবেশ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক -- শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক -শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক -শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক —শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক --শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সীতাকুটী

রক্ষক --শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধান্ত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক---শ্রীক্ষেত্রপালানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসাবগ্রজ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক... শ্রীমান্ মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক --শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুপা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক · শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২ ।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক— শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক---শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক —শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল— প্রতি মণ

বাদখানি	৬।০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বতারেক কোয়ালিটি	১৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০॥/০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোয়া সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫।৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পালাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পার্ব্বতী	৬৩।০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ধাধা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-বাঁকা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০॥০
২৬ গেজ—	১১৸৶০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১॥৶০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩॥৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶০
পীস	।৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫॥০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটি, বোল্টু, গরাদে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭॥০
ঐ	৬৸০—৮।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

চটকলের চালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪।০

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাবার্গ শাদা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,
প্রতি মণ

পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(:০:): ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্‌,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা। ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান-- শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

——

-প্রকা

——:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	৷৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫	৪.	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮		৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১.

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থা।। ... অনিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পাট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যা[illegible]

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1841

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের মূলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে চৈত্র, ১৩৪৪, ১১ই এপ্রিল, ১৯৩৮, সোমবার [৩৬শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন

আগামী ২৭শে এপ্রিল বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনের তারিখ ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই বৎসর কে মেয়র হইবেন তাহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা এবং গবেষণা চলিতেছে। এবারে মেয়র নির্ব্বাচনে গোলযোগ হইবে কি না তাহাও বলা শক্ত; তবে দলাদলির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

মেয়র পদের জন্য নাকি তিনজন প্রার্থী আছেন। প্রথম—বিদায়ী মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায়চৌধুরী; দ্বিতীয়—শ্রীযুত নিশীথ সেন এবং তৃতীয়—মিঃ এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মেয়রের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আবার গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার

গান্ধীজী গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে লাট-প্রাসাদে গিয়া বাঙলার গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের সহিত আবার সাক্ষাৎ করেন এবং রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল

কলিকাতা কর্পোরেশন দমদমস্থ ১নং শেঠ বাগান লেনে একটী সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে সাময়িকভাবে একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ঐ সিদ্ধান্তে এবং কর্পোরেশনের এই কার্য্যে সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটী অনুমতি দেওয়ায় স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে ২৪ পরগণার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত পাঠান যে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যেন ইনজাংশন জারী করিয়া উক্ত ১নং শেঠ বাগান লেনে যাহাতে কোন সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, উক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থানীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে পারে।

আরও জানা গিয়াছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ দরখাস্ত পাইয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে যাইয়া ঐখানে কোন সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা উচিত কি না তৎসম্পর্কে স্থানটী পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির মতামতও গ্রহণ করেন। তবে এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি তাহা এখনও জানা যায় নাই।

স্পেন গবর্ণমেণ্টের আবেদন

লণ্ডনাস্থিত স্পেনীয় দূত গত ৫ই এপ্রিল বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে যাইয়া স্পেন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একখানি পত্র দেন। তাহাতে আবেদন করা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার সুবিধা দেওয়া হউক।

স্পেনীয় গবর্ণমেণ্ট বিপন্ন হইয়া বিশেষ ভাবে ফ্রান্স ও বৃটেনের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই দুইটি গবর্ণমেণ্টই বিশেষভাবে অগ্রণী হইয়া নিরপেক্ষতা চুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে গণতন্ত্রী স্পেনের উপর ভারতের অবিচার হইয়াছে। ইটালী, জার্ম্মাণী হইতে বিদ্রোহীরা যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছে। ইহার ফলেই অধুনা বিদ্রোহীরা আরাগণ রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিদ্রোহীরা যে জার্ম্মাণী ও ইটালীর নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে, একথা উভয় দেশের গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার প্রকাশ্যে ও নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিয়াছেন। এই সাহায্যের কথাটা এতই জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর কোন দায়িত্বশীল রাজনীতিকই একথা অস্বীকার করিতে চাহেন না।

স্পেনের গবর্ণমেণ্ট বিশেষ জোর দিয়াই বলিতে পারেন,—ইদানীং আরাগণ রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা যে জয়লাভ করিয়াছে, তাহা ইটালী ও জার্ম্মাণী হইতে প্রাপ্ত প্রচুর রণসম্ভারের দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। এই রণসম্ভার না আসিলে বিদ্রোহীরা আরাগণ রণক্ষেত্রে কিছুই করিতে পারিত না।

স্পেন বৃটিশ সংবাদ

গত ৬ই এপ্রিল অপরাহ্ণে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ পররাষ্ট্র ভবনে পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স ও সহকারী সচিব মিঃ বাটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্পেন গবর্ণমেণ্টকে অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদ প্রেরণে যে বিধি-নিষেধ রহিয়াছে তাহা তুলিয়া লইবার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিগণ প্রস্তাব করেন।

অতঃপর স্পেন যুদ্ধের সমস্ত দিক সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা হয়। লর্ড হ্যালিফাক্স বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মতামত বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করেন।

সম্মিলিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়ন—যাহার প্রতিনিধিগণ মন্ত্রী স্যার টমাস ইন্সকিপের সহিত সম্প্রতি সাক্ষাৎ করেন—শ্রমিকগণের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছেন যে, তাহারা যেন স্পেনীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সময় কাজ করে এবং সত্যায়ু অর্থ দিয়া স্পেনকে সাহায্য করিতে পারিবে না, তাহারা যেন তাহাদের সময়, শক্তি এবং বুদ্ধি দ্বারা স্পেনের জন্য জিনিষ প্রস্তুত করিয়া স্পেনকে সাহায্য করে।

স্পেনীয় সংগ্রামের কঠোরতা কিঞ্চিৎ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আর একবার উভয় পক্ষের নিকট পত্র দিয়াছেন। ক্যাটালোনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি অধিকতর পশ্চাদপসরণের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বন্দীদের প্রতি অধিকতর সদয় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সুরাবর্জ্জন বিল

১৯৩৮ সালের বিহার সুরাবর্জ্জন বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট আগামী ১৪ই এপ্রিল আবগারী সচিব শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী বিহার ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিবেন। রিপোর্ট পেশ করিয়া তিনি সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিলটি গ্রহণ করিতে বলিবেন। ঐ দিন যদি বিলটীর আলোচনা শেষ না হয়, তবে পুনরায় ১৯শে এপ্রিল বিলের আলোচনা হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ২০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ।০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০
৭০ নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

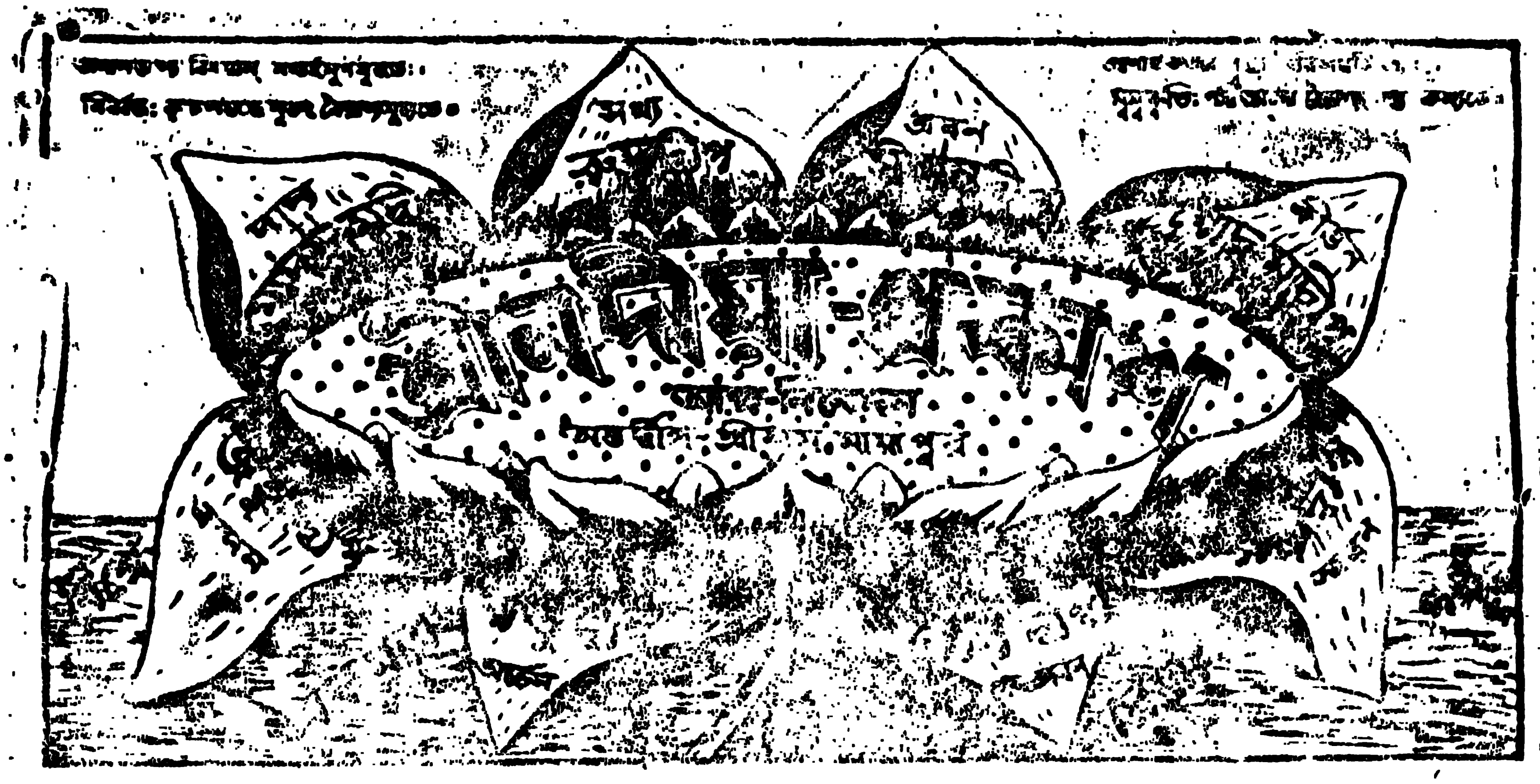

১৩শ বর্ষ } ২৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২৮শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই এপ্রিল ১৯৩৮, সোমবার } ৩৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ বিষ্ণু সর্ব্ব [illegible] সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫২

শান্তিলাভের উপায়

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীকৃষ্ণ যদিও অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবে বিরাজ করেন; কিন্তু জীবের কর্ণদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপবেশন-স্থানরূপ জীবের হৃদয়কমলস্থ দাস্য-সখ্যাদি ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীবহৃদয়ের কাম ক্রোধাদি মল ও দূরীভূত হয়। যদি কেহ বলেন, জ্ঞান-যোগাদিও ত' কাম-ক্রোধাদিরূপ মলকে বিনাশ করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যে প্রকার কোনও কুম্ভস্থ জলকে ফিট্‌কিরি প্রভৃতি দ্বারা শোধন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ পরিমিত জলমাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল আর শোধিত হয় না, আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্ম যোগ-তপস্যাদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শোধিত হয় না, কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলরাশির ন্যায় কাম ক্রোধাদি মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই আবার হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥" [illegible] কামাদি প্রপীড়িত বদ্ধজীবের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরির সেবাদ্বারা যে প্রকার শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ বা জ্ঞান-তপস্যাদি উপায়ে [illegible] শান্ত হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, জাগতিক কথা যেরূপ দেশ কাল পাত্রাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, কৃষ্ণকথা তদ্রূপ নহে। সুতরাং কৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কথা-রূপে শ্রবণোন্মুখী জীবের হৃৎকন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের সর্ব্ব প্রকার হৃদয়মল নিঃশেষিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা কৃষ্ণকথাকে তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধ হেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন জীব মাত্রেরই পরম সাধ্য ও সাধন।

ভগবান ও ভক্ত দৃশ্যবস্তু হইলে তথায় দ্রষ্টৃজীবের সেবাবুদ্ধির উদয় হয়। তদবধি তর প্রতীতিতে দৃশ্য বস্তু ভগবান্ ও ভক্ত এই সেবাদৃষ্টি না হওয়ায় তাহাতে ভোগবুদ্ধি বা তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যেখানে দ্রষ্টার [illegible] ভোগবুদ্ধি ইন্দ্রিয়তর্পণরত, তাদৃশ দর্শনে সেবাবুদ্ধির অভাব। দ্রষ্টার [illegible] সম্বন্ধে ভোগবুদ্ধি হইলে অমঙ্গল হইয়া যায়। সেব্যবস্তুর বিচারে অপ্রাকৃত জ্ঞান উন্মেষিত হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলা দর্শনে সৎসঙ্গের অভাবহেতু ভক্তি ও ভগবানের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় না। জীবমাত্রেরই হৃদয়-গহ্বরে ভগবান্ [illegible] বিরাজমান। ভগবৎ-পরিকর ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সেবারত; যে সকল জীবের হৃদয়ে সপরিকর ভগবানের উপলব্ধি নাই, সেইখানে ভক্তি, ভগবান ও ভক্তের পরমোপাদেয় সম্বন্ধজ্ঞানের উপযোগী ভক্তিপোষণের অভাব। আত্মার সেব্যপ্রবৃত্তি স্বাভাবিকী ও নিত্যা। [illegible] বৃত্তি আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়িক বৃত্তির আনুগত্য লাভ করিলে স্বভাবচ্যুত হইয়া তাৎকালিক নির্ব্বিশেষ বা বহির্ভাবে আবিষ্ট হয়। সেই কালেই ভগবান ও ভক্তের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া চ্যুত বস্তুর মহিমা বিস্তৃত। [illegible] শ্রীনারদের বহু দর্শন লাভ করিলেও ভক্তিময় সঙ্গ লাভ করে নাই —তাহার কাল ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র হওয়া তাহাদের চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকগণ ঈশসেবা-বিমুখ হইয়া যে কালে ইন্দ্রিয়পরায়ণ থাকেন, সে কালে নারদাদি ভক্তের সৎসঙ্গ না হওয়ায় তাঁহারা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে অসমর্থ।

হরিকথা ব্যতীত আত্মস্বরূপের বৃত্তি উন্মেষিত হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। হরিকথা দ্বারা মায়াবদ্ধ বৈষ্ণবের বাক্যসমূহের শ্রদ্ধারাহিত্য [illegible] উপস্থিত হয়। ভাগবতের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি সমৃদ্ধি লাভ করে। তখনই তাহার সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি ও লীলা-বৈচিত্র্যে রুচি জন্মে, মায়ার বিচার সেকালে মুক্তজীবকে আবদ্ধ করিতে পারে না।

যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের আর ইন্দ্রিয়তোষণ-কল্পে কর্ম্মফলের আবাহন করিতে হয় না। তাঁহারা হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে বান্ধব বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎপর হইয়া ভগবানের সান্নিধ্য বুদ্ধিতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন। সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক [illegible] কোনও প্রকার ক্লেশ দিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া [illegible] কাহারও দ্বারা [illegible] নিয়মিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা [illegible] আনন্দ, সকল প্রাণীর [illegible] সমদর্শী ও মিত্রতাপরায়ণ। ঈশ্বর-সেবাবিহীন ব্যক্তির প্রতি হরিনাম দানে [illegible]। তাঁহাদের প্রতি কেহ [illegible] করেন না, তাঁহারা শান্ত ও সাধু [illegible] অনন্য স্বরূপ [illegible] গণের সর্ব্বত্র সকলের [illegible] বন্দনীয়। সাধুগণ [illegible] সংসারাসক্তি বিনাশ করিতে সমর্থ। আত্ম-দর্শন যে জীবে উন্মেষিত, তাঁহাতে সেবা-ধর্ম্ম আছে। প্রেমিক ভক্তের [illegible] কোনও ভয় নাই। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-[illegible] পরিত্যক্ত সর্ব্বদা ভগবানের অনুকূল কার্য্যে তৎপর, অনাত্ম-চেষ্টার নিত্য উপাধি-

ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হওয়ায় সাধুগণের সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিলেই জীব অসাধুসঙ্গী হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ভোগ লাভ করত হরিবিমুখ হয়। তৎকালে আত্মধর্ম্মের চেষ্টা লুপ্ত হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে সেই সুপ্তচেষ্টা জাগ্রত হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়।

(শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি)

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যাভিভাষণ

[রেঙ্গুণবাসী বঙ্গমাতার সন্তানগণের পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন প্রদানান্তে গত ২রা মার্চ্চ, ১৯৩৮ তাং প্রদত্ত]

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, বৈষ্ণববৃন্দ, মাতৃমণ্ডলি ও শ্রোতৃবৃন্দ! আজ আপনারা আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে যে শ্রদ্ধাভিনন্দন প্রদান ক'রেছেন, তা'র নিত্য যোগ্যতম পাত্র মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমি আপনাদের প্রদত্ত অভিনন্দন মস্তকে বহন ক'রে তাঁ'র পাদপদ্মসমীপে উপনীত করতে চেষ্টা ক'রব এবং তদুপলক্ষে তাঁ'রই কীর্ত্তিত কিছু হরিকথা বলার প্রয়াস পাব।

আমাকে শীঘ্রই আপনাদের বাঞ্ছিত সঙ্গ হ'তে ক'লকাতায় ফিরে যেতে হ'চ্ছে। আপনারা জানেন, শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান। শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপের অন্যতম শ্রীঅন্তর্দ্বীপমধ্যে বিরাজিত। সেই নবদ্বীপে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার জন্য আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ গৌরনিজজনগণের আনুগত্যে দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বে নব দিবস পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সেই দ্বীপ সমূহে কি কি লীলাদি ক'রেছেন, সমাগত যাত্রিগণকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সেই হরিকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান ক'রবার জন্যই আমাদিগকে এত সত্বর এস্থান হ'তে চ'লে যে'তে হ'চ্ছে তবে আপনাদের এই শ্রদ্ধাভিনন্দন শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছে দিবার এই যে সুযোগ দিলেন, তা' আমার স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। অভিনন্দন-প্রদান কার্য্যটি মানদান। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। "এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি"—শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার একথা ব'লেছেন। ভগবান্ ও জীব এই দু'রকম চেতনবস্তুকেই সম্মান করতে হ'বে। ভগবান্‌কে সম্মান করতে কারো আপত্তি হয় না। কিন্তু ভগবদ্বিমুখ জীবকেও সম্মান করতে হ'বে—ঈশ্বরাংশ জ্ঞানে। জীবাত্মার দু'টী আবরণ—স্থূল ও লিঙ্গদেহ। বৈষ্ণব দেখে এর স্থূল-লিঙ্গদেহের বর্ত্তমান নাই। এই দু'টীর সম্বন্ধে যে জড় অনাত্ম দর্শন, তা' পরিত্যাগ ক'রে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সংশ্লিষ্ট ভগবানের অণুঅংশ, উপাসক, আরাধক

জীব, তাঁ'কেও সম্মান দান কর্ত্তব্য। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"—এই বাক্যের দ্বারা স্থূল-লিঙ্গদেহের দর্শন নিরস্ত হ'য়েছে। ভগবান্ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। জীবকে ভগবানের অংশ, সেবক, বৈষ্ণব জেনে ভাগবত জেনে—নিজের পূজ্য জেনে সম্মান দিতে ব'লেছেন। ইহাই আত্মদর্শন বা বৈষ্ণবদর্শন। মন বা দেহের দর্শন নহে। মন বা দেহের স্থিতির পরিমিতি ও পরিবর্ত্তন আছে। কিন্তু মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের যে সূক্ষ্মাবরণ দর্শন তাহা যেখানে নিরস্ত হ'য়েছে সেইখানেই বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণবের দর্শন। এই স্বরূপদর্শনের কথা জানাইবার জন্যই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বাচ্য ব্রহ্মের ও বাচক ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা প্রচার ক'রেছেন। সেই শব্দব্রহ্মের মধ্যে তাঁর রূপ (form বা figure) শব্দব্রহ্মের মধ্যে তাঁর গুণ, তাঁর পরিকর ও লীলাদি আছে। সেই বাচ্যের লীলার কথা মহাপ্রভু বাচকের সাহায্যে ব'লে গেছেন, ইহা তাঁহার মহাবদান্যতা। অপ্রাকৃত স্বয়ংপ্রকাশ যে শব্দ, তাহা বৈকুণ্ঠ-শব্দ, তাহা অধোক্ষজ—অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। যাহা ইন্দ্রিয়জাত ধারণা হ'তে সর্ব্বদা নির্ম্মুক্ত, তাহাই অধোক্ষজ। ইহাই বৈকুণ্ঠ নাম, সেই নাম বা নামী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাদি আছে। যদিও শ্রুতি ব'লেছেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

শ্রুতি ব'লেছেন—তাঁর হাত, পা নাই; কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন ও দ্রুত চলেন ব'লে আবার সেই কথারই খণ্ডন ক'রেছেন। তিনি "অপাণি" অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃত হাত নাই, কিন্তু তিনি গ্রহীতা। অপ্রাকৃত হস্ত তাঁহার গ্রহণকার্য্য সম্পন্ন করে। প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদি তাঁ'র নাই। কিন্তু পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ। তিনি সব জানেন। ন চ তস্যাস্তি বেত্তা—কিন্তু তাঁ'কে জানে এমন কেহ নাই। তিনি কৃপা ক'রে না জানালে তাঁ'কে জানিবার কোন উপায় নাই।

যেখানে মায়াধর্ম্ম বা পরিমিতি নাই, তাহা "অধোক্ষজ" শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম, তাহাই বৈকুণ্ঠ শব্দ, সেই 'বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘ-হরং বিদুঃ'। এই নাম ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহেন—স্বয়ংপ্রকাশ। প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুর দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

বৈদিক শ্লোক আওড়ালে তাঁ'কে পাওয়া যায় না। Intellectualism এর দ্বারাও তাঁর প্রাপ্তি সম্ভব নয়, বহু বেদাধ্যয়ন ক'রেও তাঁ'কে পাওয়া যায় না; কিন্তু "যমেবৈষ বৃণুতে" যাহাকে সেই আত্মা অনুগ্রহ করেন "তস্য এষ আত্মা স্বাং তনুং বিবৃণুতে।" তাঁর নিকট সেই আত্মা নিজ তনু-ধাম-প্রকাশ করেন। 'তনু' শব্দের দ্বারা তাঁর রূপের অপ্রাকৃত বিগ্রহের নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে এটা সাকার নিরাকারের ঝগড়ার কথা নয়।

স বেত্তি। যাহার এই দেখা ক্রিয়া, তাহার ইন্দ্রিয় আছে। কারণ যা ইন্দ্রিয় ব্যতীত কর্ম্ম হয় না, তাঁর দেখা ক্রিয়ার পর প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয় বা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাঁকে 'অপাণিপাদো' ব'লে তাঁর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অনস্তিত্ব ইঙ্গিত করা হয় নাই। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" সূত্রে এই বিচারের প্রচুর ব্যাখ্যা হ'য়েছে।

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"।

ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। সেই নাম পরব্যোমে অবস্থিত। সেখানে ব্যাপক—বিভু। তথায় জড়াকাশ, জড়-কালাদি নাই। সেই বৈকুণ্ঠনাম বিতরণ ক'রে কৃষ্ণচৈতন্যাশ্রিত সম্প্রদায় "শুদ্ধগৌড়ীয়" নামে খ্যাত হ'য়েছেন। সেই নাম সেবোন্মুখ ব্যক্তির নিকট নিজরূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদি প্রকট করেন। সেখানে ভোগবাসনা নাই। মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত তথায় নিরস্ত হ'য়েছে। যেখানে ভগবৎ-বিষয়ে আনুকূল্য বিধানচেষ্টা, তাহাই ভক্তি সর্ব্বাত্মনাশ্রিত শরণাগত—সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ ব্যক্তির যে জীবে সম্মানদান—'সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম'। জীবাত্মদর্শন—স্বচ্ছদর্শন। সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের চমৎকারিতা আছে, বাধা নাই। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনই বৈষ্ণব-দর্শন।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

এই আত্মদর্শনই জীবন্মুক্তের দর্শন। এই দিব্য দর্শনের কথাই ভাগবত ব'লেছেন। তাহা অখিল অর্থাৎ অব্যবহিত দর্শন। এই দর্শনবিশিষ্ট ব্যক্তিই গুরু বা বৈষ্ণব।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

বর্ণাশ্রমনিষ্ঠদিগের পোষাকে সজ্জিত যে কোন ব্যক্তিই তাদৃশ দর্শনবিশিষ্ট। তাঁহার শরণাগত হ'লেই প্রকৃত নিরাপদ বা নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকার জন্মে। শ্রীমদ্ভাগবত এই পরমহংসদর্শনের কথা ব'লেছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'পারমহংসী সংহিতা' ব'লে আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। "শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলম্" এই শ্লোকেও উক্ত বিষয়ের প্রমাণ র'য়েছে। শরণাগতিই ভাগবতের—পারমহংসী সংহিতার মূলভিত্তি। তথায় আরোহচেষ্টার কুপ্রবৃত্তিকে নিরস্ত করা হ'য়েছে। যেখানে সম্পূর্ণরূপে শ্রৌতানুগত্য সেখানেই ভাগবতবাণীর যথার্থ আচরণ। এইরূপ অনুগত ব্যক্তির নিকট ভগবানের যে কৃপাপ্রদান-লীলা, তাহাই অবতরণ বা অবতার।

সূর্য্য স্বপ্রকাশ। তাঁ'কে প্রদীপ দ্বারা দেখা যায় না, স্বয়ং প্রকাশিত হ'লে তাঁ'র রশ্মিতে তাঁ'কে দেখা যায়। তাঁ'র আলোকের দ্বারা জগদাদিও দৃষ্ট হয়। ভগবান্ স্বেচ্ছাময়, তাঁর শরণাগত হ'লে তিনি দেখা দেন এবং সকলকে তন্ময় দর্শন করান, ইহাই ব্রহ্মদর্শন।

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

কায়মনোবাক্যে যাঁহার হরিসেবাচেষ্টা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে, তিনি স্বরূপসিদ্ধি-সংপ্রাপ্ত, এই অবস্থাতেই সকলকে সম্মান দেওয়া যায়। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' জীবের স্বরূপদর্শন হ'লে ভগবদ্দাস দর্শন হয়, ইহাই আধারে আধেয়ের দর্শন—পরমাত্মদর্শন। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'। এই শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সেবাগ্রহণ ও সেবাবরণের কথা ব'লছেন

এই শ্রদ্ধাভিনন্দন প্রদান ক'রে এতদ্দ্বারা আপনারা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, অযোগ্যকেও তাঁ'র বাহিরের অযোগ্যতাকে উপেক্ষা ক'রে—তাঁ'র আত্মাকে দর্শন ক'রে সম্মান দেওয়া উচিত। যেখানে অণুব্রহ্ম ও বৃহদ্ব্রহ্ম দর্শন সুষ্ঠু হয়, সেখানে অমানি-মানদ হ'য়ে সকলকে মানদানের ইচ্ছা প্রকটিত। নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ মনে ক'রে সকলকে সম্মানদানই বৈষ্ণবদর্শনের কথা। নিজেকে ব্রহ্ম বা বড় মনে করা ভ্রান্তি। আমাকে অভিনন্দন প্রদান ক'রে আপনারা আজ আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, সকলকেই স্বরূপে দর্শন করা মঙ্গলজনক।

যথা তমোঽহপুষ্পান্ কবলিত ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি

ভক্তিপ্রণয়িনীম্।

জনস্তস্যোদাসাং জগতি ভগবন্মায়ানত্রপে
কুতো... নির্ব্বন্ধঃ
স ইহ মতিমানং প্রভবতি॥

যাঁর আত্মা স্তিমিত হ'তে না হ'তে অন্ধকার—মাতৃকুক্ষির অন্ধকারে আমা বাঁধা বদ্ধ হ'য়ে যায় এবং যাঁর প্রাপ্য বস্তুর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, এমন অজ্ঞানান্ধকেও ভক্তির সঙ্গে প্রণয়িনী যে চক্ষু অর্থাৎ অনুকূল নয়ন, তাহা প্রদান করেন, জগৎ কি, জগতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, জীব ও জগতের স্বরূপ ও পরস্পরের সম্বন্ধাদি দিবার যিনি অধিকারী, তিনি বন্দ্য।

হে বৈকুণ্ঠ নাথ! তোমার আকাশেই এই উদারতা, অবধারণ বা আগমপায়ী ধর্ম সৃষ্ট হয়। সুতরাং এ জগতের কোন্ ব্যক্তি তোমার যে উদাত্ত মহিমা তাহা অবাক্ পান করিতে পারে? সেই শব্দ গ্রহণ-মুখে যে শরীর দর্শন তাহাই বৈকুণ্ঠদর্শন। এই বৈকুণ্ঠদর্শন বা সুদর্শনের বিষয়েই আজ আপনারা আমাকে শিক্ষা দিলেন। আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই। তাই শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই আপনাদিগকে জানাচ্ছি। আপনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি আমি মস্তকে বহন ক'রে গুরুপাদপদ্মে পৌঁছে দেব।

ঈশ্বর-বিশ্বাস

(শ্রীরাধানাথ দাস)

হরিবিমুখ এ জগতের প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর ভগবানের সত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। কেহ স্পষ্টভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আর কেহ বা ভগবদস্তিত্ব অস্বীকারের কথা মুখে প্রকাশ না করিলেও বস্তুতঃপক্ষে অন্তরে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকারই করেন। প্রথম দল নাস্তিক নামে পরিচিত আর শেষোক্ত ব্যক্তিগণ আস্তিকব্রুব বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

ইহা ছাড়া আর একপ্রকার লোক এজগতে আছেন, যাঁহারা ভগবানের সত্তা অন্তরে বাহিরে সম্যগ্‌রূপে স্বীকার করিয়া ভগবান্‌কে ভোক্তা এবং নিজদিগকে তাঁহার ভোগ্যজ্ঞান করেন। সেই সজ্জনগণই প্রকৃত আস্তিক—ঈশ্বরবিশ্বাসী—ভগবচ্চরণে নির্ভরশীল। তাঁহারা হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে জগতের সকল লোককেই আস্তিকতায় আনিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট।

কেহ এজগতে জন্মের দিন হইতে নাস্তিকরূপে পরিচিত হন না। চেতন জীবাত্মা অপরাধবশতঃ অশুদ্ধ হইলেও তাহার ধর্ম একেবারে নষ্ট হইবার নয়। তাই মানবমাত্রেই তাহার চেতনের সুপ্ততার তারতম্য অনুসারে অল্পবিস্তর ঈশ্বর-বিশ্বাসী। জগতের একজন কর্ত্তা আছেন তাহা প্রায় স্বভাবতঃই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আফ্রিকার জঙ্গলবাসী বুসম্যান্ কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ কাহারও দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদিষ্ট না হইলেও তাহাদের চেতনের সুপ্ততা অনুযায়ী তাহারা স্বভাবতঃই ভগবান্ বা ঈশ্বরকে অসম্যগ্‌ভাবে অস্পষ্টভাবে স্বীকার করে। তাহা তাহাদের আচার-ব্যবহারের দ্বারাই বুঝা যায়। ইহা দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যে জীবের পক্ষে স্বাভাবিক তাহা কি প্রমাণিত হয় না? যাঁহারা নাস্তিক তাঁহারা কখনই প্রথম হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিহান নহেন। প্রথমে তাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন, পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ বা অসৎসঙ্গের প্রভাবে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার ভোক্তৃত্ব স্বীকার ও নিজেকে তাঁহার ভোগ্য স্বীকার করিতে হয়; কাজেই নিজেদের ভোগের ব্যাপারটী আইনতঃ ঠিক রাখা যায় না বলিয়াই তাঁহারা নাস্তিক হওয়াই মনে করেন। কিন্তু ঈশ্বর-স্বীকার মুখে না করিলেও তাঁহাদের কার্য্যকলাপের মধ্যেই ঈশ্বরবিশ্বাসের আভাস অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। যাঁহারা নিজদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা তাঁহাদের বুকে হাত দিয়া দেখুন, ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ের গভীরতম কোণ হইতে দূরীভূত হইয়াছে কি না। ইহাতে অনেকে বলিবেন যে, তাহা তাঁহাদের শৈশবের পারিপার্শ্বিক সংস্কারের প্রভাব মাত্র। কিন্তু তাহাতে আমরা ইহাই বলিব যে, শৈশবের দুর্ব্বলতার দুর্ব্বার সংস্কার এই ঈশ্বরবিশ্বাসের সংস্কারের সহিত আছে ত? মানব যতই দুঃসঙ্গে পতিত হইয়া বা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের অসুবিধা ভাবিয়া ভগবানকে বিশ্বাস না করিয়া নাস্তিক সাজুক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বেশ্বর ভগবানের অমিত প্রভাব একদিন তাহাদের উপর বিস্তৃত হইবেই হইবে—যাহা বর্ত্তমানে তাহাদের হৃদয়ে সুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে।

আর একপ্রকার লোক আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবল মুখেই স্বীকার করেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা হৃদয়ে তদ্বিপরীত ভাবই পোষণ করেন। নিজেদের বহুমুখী ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধার জন্যই হউক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করিয়া লন। ইঁহারা আর একপ্রকারের নাস্তিকই বটে। যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদাররূপে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার, তাহা নাস্তিকতা হইতে আরও ভীষণ। আর একপ্রকার আস্তিকব্রুব বা ভক্তব্রুব আছেন, তাঁহারা ভক্তের সাজ-পোষাক গ্রহণ করিয়া তথা ভগবানের পূর্ণ অস্তিত্ব স্বীকার বা তাঁহাকে নিজের ভোক্তৃত্বে বরণ করিবার ছলনা করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভগবানের দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখবিধানের বহুমুখী উপায় রচনা করেন। ভগবানের নাম-বিগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের বহুমুখী ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করেন বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া অন্য প্রকারে ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন।

আর এক প্রকার লোক এজগতে দেখা যায়, তাঁহারা ভগবান্‌কে (?) দরিদ্ররূপে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে দেখেন। কি আস্পর্দ্ধা! ভগবান্‌কে দরিদ্র না সাজাইলে নিজেদের বহুমুখী ভোগের কি করিয়া আস্থা থাকে? যিনি অখিল জগতের একমাত্র পাতা, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বৈরাগ্য যাঁহার নিকট যুগপৎ শোভা পায়, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কিনা তাঁহাদের খোসামোদকারী - কৃপাপ্রার্থী! দ্বারে দ্বারে বিচরণকারী একজন দরিদ্র! তিনি দরিদ্র না হইলে তাঁহাদের যে ঐশ্বর্য্যের গরিমা থাকে না। ইঁহারা কিরূপ নাস্তিক, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করুন। এই সকল লোক আবার তাঁহাদেরই সমজাতীয় লোকের নিকট মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহাদেরই সমশীল জগতের নিকট বড় Sympathetic! কি উদারতা!! ধন্য কলি!!!

আর একপ্রকার লোক দেখা যায়, তাঁহারা ভগবানের সবিশেষত্ব অস্বীকার করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী। ইঁহারা জগতের হেয়তা উপলব্ধি করিয়া ত্যাগী সাজিয়া ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ মনে করত তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যাইবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকেন। ভগবান্‌কে এইরূপ নিরাকার মনে করার দলও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

জগতের এই অবস্থা। সুখময়ের প্রতি অবিশ্বাসহেতু জীব আজ আনন্দলাভে বঞ্চিত। পরদুঃখদুঃখী করুণাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে নিত্যশান্তির সন্ধান দিবার জন্য তাঁহার নিজজনকে এজগতে রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানের প্রকৃত সংবাদ এজগতে দান করেন। ভাগ্যবান্‌গণ তাঁহাদের উপদেশ লাভ করিয়া নিত্যমঙ্গলের পথে অগ্রসর হন। সেই শ্রৌতপন্থিগণই—প্রকৃত আস্তিক।

এই প্রকার জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাজনগণ ভগবানের সর্ব্বময় স্বত্বহীন ভোক্তৃত্ব ও জগতের তথা বৈকুণ্ঠ-গোলোকের যাবতীয় জিনিষের ভোগ্যত্ব, তাঁহার কেবলমাত্র স্রষ্টৃত্ব এবং জগতের সকল জিনিষের দ্রষ্টৃত্ব বিষয় জগদ্বাসীকে জানান। তাই প্রথমেই ভোক্তৃত্বাভিমানী এই জগতের নিকট তাঁহাদের কথা বড় বিপ্লবী বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা জানান যে, এই অখিল জগতের সকল কার্য্যই ভগবানের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইতেছে। জগতের কোন লোক তাহার নিজের শক্তিতে কিছুই করিতে পারে না। তিনি তাহাদের দ্বারা করান তাই তাহারা করিতে পারে। কাজেই এ কথাও কর্ত্তাভিমানী জগতের নিকট বড়ই বিপ্লব আনয়নকারী, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মনে হয়।

আমরা উপরিউক্ত বিষয় সমূহ আলোচনা করিয়া দেখিতে গিয়া এই দেখিতে পাই যে, জগতের সকল লোকই স্ব স্ব বহুমুখী ইন্দ্রিয়তর্পণে রত এবং ভগবান্‌কে তাহার সহায়করূপে স্বীকার করিতে ব্যস্ত। এই যে হরিবিমুখতা, ইহা নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান জগতে চিজ্জড়-সমন্বয়ের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ইহা যে আর একপ্রকার নাস্তিকতা, তাহা অনেকে ধরিতে পারিতেছে না। আলো-আঁধারে, তেলে-জলে, সাধু অসাধুতে, দেহধর্ম্ম-আত্মধর্ম্মে কি করিয়া যে মিল হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ঈশ্বরেই যদি আমাদের বিশ্বাস থাকিবে, ঈশ্বরই সকলের প্রভু, তাঁহার সেবা করা আমাদের কৃত্য, এ জ্ঞানই যদি আমাদের থাকিবে, তবে আমরা কি ভগবৎসেবা না করিয়া থাকিতে পারি? ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, হরিভক্ত ব্যতীত সকলেই অল্পবিস্তর নাস্তিক এবং ভক্ত ও ভক্তানুগত জনগণ আস্তিক।

সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিলে এই ভগবদ্বিশ্বাস—শ্রদ্ধা বা আস্তিকতা হৃদয়ে স্থান পায়। যত সাধুসঙ্গ হয় তত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বিভিন্ন মতবাদ

——::(•)::——

অক্ষয়বাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি আধুনিক মনীষিগণ ধর্ম্ম বিষয়ে যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস করিতেন জড়বাদীর নিকট ধর্ম্মের তাহাই স্বরূপ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ সাধনের উপায় শিখিয়াছেন ও যেরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়। অক্ষয়বাদীর নিজের কোন বিশ্বাস নাই। ভাল-মন্দ বিচারের সময়ও নাই।

আউলবাদ

ইহারা সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মত। স্ত্রীলোক লইয়া ইহাদের সাধন হয়। নিজ-স্ত্রী, পরস্ত্রী, বারবণিতা প্রভৃতি ইহারা ভেদ করে না। ইহাদের কাহারও সহিত অসমন্বয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়। ইহারা গোঁফ ও দাড়ি উভয়ই রাখে। সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই এক। বিরোধ কেবল ব্যবহারিক; অতএব সাধকমাত্রেরই ত্যাজ্য।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রম শ্রীপাদ সর্ব্বচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ভাগবত সংরক্ষক

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅভিরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কাঁকুড়া (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জামগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ দাস অধিকারী।

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(১৪) সমুদ্রগড়-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ভক্তিভূষণ

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—শ্রীমান বাসুদেব প্রাচীন একচক্রা।
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিমধু

(১৯) প্রপন্নাশ্রম
গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাটনগর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাধাকান্ত গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত নায়েক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবকিশোর [illegible]

(২৪) [illegible]
[illegible]
রক্ষক শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাধর গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(২৬) প্রেমধাম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীজীবের ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি. এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং গুহরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ কারবার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীগৌরপতি দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১৯নং দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর [illegible]
রক্ষক—শ্রীরামদাস দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণ সহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দনবিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,
পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৭৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রীরাধাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) [illegible]কুটী
রক্ষক—শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক শ্রীরাধামদনমোহন

(৬০) শ্যামানন্দ মঠ
উকলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীপ্রভুপাদ ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

৬২ [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ
পোঃ [illegible] হাওড়া
শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রজবাসী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
রক্ষক শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
সুন্দরবন, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ বৈষ্ণব অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
গ্লাডিং মন্দির
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে মার্চ্চ ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
মোটা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
দাদখানি নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶৹

চিনির দর

কাউন, টাটপ	১০৷৵৹
জয়পুর ১০০০ নং	১০৵৹
আখচোরা সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪৹৸৹
মধ্যভাগে—	৪৹৸৹
উচ্চতম—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶
কুপার্কাউন ঐ	৬৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৶৹
পালাই	১৷৶৹—১৸৹
ভূষি	১৷৶৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

আগ্রা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
. গাওয়াব	৬৩৷৹

ভায়	৪৯৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১০৷৹
২৬ গেজ—	১১৸৶৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৶৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶৹
পীস	৷৶৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
ষ্টিল পাটী, গোলটু সরাসে	৬৸৹
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	৭৷৹
ঐ	৬৸৹—৮৷৹
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ১৩৷৹

টিকলের হালমণ ৫৶৹, পাটের হালমণ ৬৷৹
তুলার হালমণ ৪৷৹

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার কাইন	৫৪
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাবার্গ সাদা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮৷৹
সুপারী বেণী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খয়েরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

ফেভরোল

-:(:*:):-

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বম্মা-লাপড়া, লাসটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা ৯ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ৮ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(*):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৯৲
ত্রৈমাসিক "	৫৲
মাসিক "	২৸০
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।	১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]
[illegible]—'শ্রীধাম'—
[illegible]

[illegible] আচার্য্য-সংরক্ষক বিশ্ব-
[illegible] ও বিষ্ণুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

REG NO C 1[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য, ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে চৈত্র, ১৩৪৪, ১২ই এপ্রিল, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [[illegible] সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

কুষ্টিয়া মহকুমায় কৃষক-আন্দোলন

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কেচুবাড়ীয়া গ্রামে গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখ এক বিরাট কৃষক-সভা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয়ের বক্তৃতার পর কমরেড [illegible] যোজিব বক্তৃতা করেন। যোজিব সাহেবের বক্তৃতায় তিনি স্থানীয় কৃষকদের ন্যুনতম দাবী ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়িয়া দেশের কুটীর-শিল্প বিনষ্ট হওয়ায়, চাষের জমিতে কৃষকদের নিদারুণ ভীড় হওয়ায় এবং জমীদারী প্রথা কায়েমী হওয়ায় কৃষককুল ঋণের দায়ে জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহাদের জীবিকা সংগ্রহ নিদারুণ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তিনি কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতে বলেন।

শান্তিপুরে মেথর-ঝাড়ুদের অভিযোগ

গত ২৮শে মার্চ্চ শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসে শান্তিপুর মেথর-ঝাড়ু ইউনিয়নের সভাপতি [illegible]-এর সভাপতিত্বে ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় নূতন মেথর-ঝাড়ু ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টার নিন্দা করা হয়। মেথর-ঝাড়ুদের ১৪ দফা দাবীর মধ্যে মাত্র ১ বেতন বৃদ্ধি করায় মিউনিসিপ্যালিটির কাজের নিন্দা করা হয়। কুলী ও ঝাড়ু-দারদের বেতন বৃদ্ধি না করায় প্রতিবাদ করা হয়। [illegible] প্রামাণিক, কালো, বাসীয়া এবং যোগীকে কার্য্যকরী সমিতিতে গ্রহণ করা হয়।

শান্তিপুর কোচয়্যান সমিতি

গত ১১শে মার্চ্চ শান্তিপুর শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসে সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে ১৫দিনের মধ্যে রাস্তা মেরামত ও ট্যাণ্ড নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করেন, এই দাবী জানাইয়া একখানি দরখাস্ত মিউনিসি-প্যালিটির মাননীয় চেয়ারম্যানের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

কুষ্টিয়া মহকুমায় ছাত্রআন্দোলন

হরিনারায়ণপুর ছাত্র সমিতির উদ্যোগে ২রা এপ্রিল স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্রদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু ছাত্র উপস্থিত ছিল। ছাত্র সমিতির সভ্য হইবার জন্য মহম্মদ নুরুল ইসলাম মিঞা এবং শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী ছাত্রগণকে অনুরোধ করেন। বর্ত্তমান ছাত্র আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রীতারাপদ ভৌমিক বক্তৃতা করেন।

কুমারখালিতে ছাত্রসভা

কুষ্টিয়া মহকুমা ছাত্র সমিতির উদ্যোগে কুমারখালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় কুষ্টিয়া ছাত্র-সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার রায়, শ্রীসুধাংশুকুমার সেন এবং শ্রীরামগোপাল চৌধুরী ছাত্র-সমিতি গঠনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে ফ্রান্স

জার্ম্মাণী চেকোশ্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করিলে সোভিয়েট রাশিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানিয়া গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত তাহা ফরাসী গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে জানিতে চাহিয়াছেন। ঐ তিন দেশের ফরাসী রাষ্ট্রদূতগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন সোভিয়েট, পোলিশ ও রুমানিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহাদের অকপট অভিমত জানিয়া লন

ফরাসী রাষ্ট্রদূতগণ উক্ত গবর্ণমেণ্টত্রয়কে বলিবেন যে, (১) এই সপ্তাহের প্রারম্ভে প্যারিসে রাজদূতগণের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে ফ্রান্স তাঁহার উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করে, (২) চেকোশ্লো-ভাকিয়া সম্বন্ধে ফ্রান্সের যে বাধ্যবাধকতা আছে তাহা সে যেকোন অবস্থাতেই পালন করিবে এবং (৩) চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হইলে যে অপরিহার্য্য জটিলতার উদ্ভব হইবে তাহাতে বৃটেন কি মনোভাব অবলম্বন করিবে সে সম্বন্ধে মিঃ চেম্বারলেন সন্দেহের আর বিশেষ কিছু অবকাশ রাখেন নাই।

আশ্রয়প্রার্থিগণ সম্পর্কে আমেরিকার প্রস্তাব

অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণীর আশ্রয়প্রার্থিগণ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিটি গঠনের জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত ১৫টি শক্তি আমেরিকার সহিত এবিষয়ে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, তবে বৃটিশ উপনিবেশসমূহ হইতে এপর্য্যন্তও এবিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। বৃটিশ গবর্ণ-মেণ্ট এবিষয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতা করিবেন বলিয়াছেন।

অতিরিক্ত লবণ শুল্ক আইন

বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত আম-দানী শুল্ক গ্রহণের জন্য যে আইন প্রচলিত আছে, তাহার কার্য্যকাল ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল উত্তীর্ণ হইবে। অতঃপর এই আইনটিকে পুনরায় বহাল করিবার ইচ্ছা ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই বলিয়া প্রকাশ

গত ৬ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-শনের কার্য্য পরিচালনা সমিতিতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মতে বাঙ্গলার উদীয়মান লবণ শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এডেন প্রমুখ বিদেশসমূহ হইতে বাঙ্গলায় যে লবণ আমদানী হয়, তাহাতে অতিরিক্ত লবণশুল্ক ধার্য্য করা প্রয়োজন এবং ঐ অতিরিক্ত লবণ শুল্কের যাহা বাঙ্গলার প্রাপ্য তাহা সম্পূর্ণই বাঙ্গলার লবণ শিল্পের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হওয়া উচিত।

আর যেসব সল্টম্যানুফ্যাকচারার্স যাহাতে বাঙ্গলায় আমদানী সকল প্রকার লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য রিবেট দেওয়া অথবা সাহায্য করা উচিত।

সুরাট নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

সুরাট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ৬০টী অ-মুসলমান আসনের জন্য যে ৩৮ জন কংগ্রেসপ্রার্থী দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩১ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট নির্ব্বাচনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। ঐ কয়টি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পরাজিত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদাস ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রদীপ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গৌরভা ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। ধ্যানচন্দ্রিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ⁄১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ⁄০
৪১ গীতাবলী ⁄০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ১
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। টরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ... ৭। পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ } ২৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ২৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৮১তম সংখ্যা

সারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব

কুম্ভমেলায় শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন

——::·::——

লক্ষ লক্ষ যাত্রীর নিকট প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বর্ণন

(তারের সংবাদ)

হরিদ্বার, ৮ই এপ্রিল

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে গত ৬ই এপ্রিল হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে একটী পারমার্থিক শ্রীভাগবত প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে।

অদ্য ৮ই এপ্রিল প্রাতঃকালে শ্রীল আচার্য্যদেব এখানে পৌঁছিলে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। আগামী কল্য প্রাতঃকালে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন।

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভু, গৌড়ীয়মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, অলোয়ার জমিদার শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রমোদ প্রভু এবং অন্যান্য প্রচারকবৃন্দ শত শত তড়িদা-লোকোদ্ভাসিত বৈদ্যুতিক-শক্তি-পরিচালিত প্রদর্শনী-মঞ্চের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর সাহায্যে সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজা, মহারাজা, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বর্ণন করিতেছেন। প্রদর্শনীর দৃশ্যাবলীর প্রদর্শন-সৌষ্ঠব দর্শন এবং উহার অমূল্য শিক্ষণীয় বিষয় উহার উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই বিশেষ উৎফুল্লিত হইতেছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শীঘ্রই দিল্লী ও বোম্বাই অভিমুখে শুভবিজয়ের কথা আছে।

———

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসবে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের উদ্যোগে ও রেঙ্গুণ-গৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের সেবা-চেষ্টায় এবার রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে গুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, সমগ্র দিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্য ভাগবত পারায়ণ-মুখে ব্রতোৎসব পালন করা হয়। সন্ধ্যায় মঠের নিকটবর্ত্তী স্থানীয় Galliara হলে সমবেত প্রায় ছয় সাত শত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে হরিকথা ও কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী ছায়া চিত্র-যোগে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করেন। উপস্থিত সকলকেই চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সেই দিবসের উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার পরমসুকৃতিমান্ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত নাথ ভক্ত মহাশয় বহন করেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে স্বামীজী ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রেঙ্গুণে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় মঠস্থাপনের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে স্বামীজী যখন প্রথম রেঙ্গুণ যাত্রা করেন, তখন হইতেই ডাঃ বাগ্‌চী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীপ্রচার সম্পর্কে স্বামীজীকে বহুপ্রকার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শ অনুসরণে ব্রহ্মদেশবাসী সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন।

———

রেঙ্গুণে প্রচার

গত ৩রা এপ্রিল রবিবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম শাখাকেন্দ্র রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ রেঙ্গুণপ্রবাসী কতিপয় বাঙ্গালী সজ্জনের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে দেড়ঘণ্টাকালব্যাপী এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় পাঁচশতাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

রেঙ্গুণ উপকণ্ঠস্থিত পৌণাবস্তীর বাঙ্গালী অফিসারগণের একান্ত আগ্রহে রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ১০ই এপ্রিল রবিবার তথায় ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ১২১ঃ ৪৬° ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাঠাগারে স্থানীয় শুদ্ধভক্তগণের নিকট শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যাত হইতেছে। রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন সেবা বিষয়ে কতিপয় সজ্জনের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তন্মধ্যে কর্ণেল জি, সি, মৈত্র, (প্যাষ্টের ইনষ্টিটিউট); রায় বাহাদুর হেমেন্দ্র মোহন রায় (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল), ডাঃ আর সি, চৌধুরী; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী; এ্যাডভোকেট কে, সি, সান্যাল; শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস; শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার; শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা

হরিদ্বার, ৯ই এপ্রিল

(তারের সংবাদ)

হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-মিশনের প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক অদ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সহস্র সহস্র যাত্রী ও ভক্তগণের বিপুল উচ্চসংকীর্ত্তনের মধ্যে এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ যাত্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীভাগবত প্রদর্শনী দর্শন ও প্রচারকগণের নিকট হইতে অজস্র হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্তমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বিষ্ণু স্বানু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫২

সাধু কি তোষামুদে ?

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা যাঁহার আদৌ নাই; জড় কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যাঁহার নিকট অস্পৃশ্য বা বিষ্ঠা-তুল্য, ভগবানের সেবা ব্যতীত যাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই, তিনিই প্রকৃত সাধু। কৃষ্ণৈকশরণতা বা কৃষ্ণে সম্পূর্ণ নির্ভরতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। বাহ্য চেহারা দেখিয়া সাধু চেনা যায় না। তাঁহার আচারময় প্রচার—আচারময়ী বাণীদ্বারেই তিনি স্বতঃ প্রকাশিত হন। সুতরাং সাধুর বাণীকে বাদ দিয়া কেবল বপুর অনুগত হইতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হয়। তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে। সাধুতে সাধু বুদ্ধি বা সেবাবুদ্ধি না হইলে সঙ্গ হয় না। অনিত্য নশ্বর বস্তুতে ভোগবুদ্ধিই যেমন অসৎসঙ্গ, অপ্রাকৃত নিত্য বস্তুতে সেবাবুদ্ধিও সেরূপ সৎসঙ্গের উপায়। যেখানে গুরুতে গুরুবুদ্ধি—সেবাবুদ্ধি বা ভগবদ্বুদ্ধি নাই, সেখানে গুরুসেবা, গুরুসঙ্গ বা গুরুকৃপা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হওয়া—তাঁহাকে নিত্য পালক ও রক্ষকরূপে জানা প্রথমেই আবশ্যক। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বা জাগতিক কোন লোকের উপর নির্ভরতা বা বিশ্বাস যতদিন থাকে, ততদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া যায় না। অসৎসঙ্গ থাকা কালে সৎসঙ্গ হয় না। এই অসৎসঙ্গ মহা বিপজ্জনক। এই অসৎসঙ্গ করা অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ; তাহাতে আত্মার রক্ষা হয়। যিনি হরিভজন করিতে চান তিনি যদি বিষয়ীর সঙ্গ করেন, বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অচেতের সহিত যে সংশ্রব তাহাই দুঃসঙ্গ। দেহমনের দ্বারাই এই দুঃসঙ্গ হইয়া থাকে। হরিভজন-বাধক দেহমনের প্রীতিই ইহার মূল কারণ। এই দুঃসঙ্গ বা মায়ার আকর্ষণ না ছাড়িলে কৃষ্ণের আকর্ষণের মধ্যে পড়া যায় না। ভারতবর্ষের রাজা ভরতের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনার দ্বারা হরিভজনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের আশ্রয় স্থান পাওয়ায়—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব-সেবা (?) করিবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁহাকে হরিণশিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হরি-গুরু-বৈষ্ণব চিন্তা ছাড়িয়া—তাঁহাদের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া, কৃষ্ণবিমুখ কাহারও চিন্তায় ব্যস্ত হওয়ার ইহাই পরিণাম। তাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে উপদেশ করেন যে, সমস্ত ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবা করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য।

আমরা যদি মঙ্গল চাই তাহা হইলে যে যেখানে আছি সেখানে থাকিয়াই আমাদের ভগবদ্বস্তুর জন্য যত্ন করা দরকার। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথা নিরন্তর আলোচনা করা ব্যতীত এই কৃষ্ণানুসন্ধান-স্পৃহা [illegible] পারে না। অন্যের সন্ধানস্পৃহা হৃদয়ে থাকিলে কৃষ্ণানুসন্ধানস্পৃহা কিরূপে জাগিবে? সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণের একমাত্র কার্য্য—কৃষ্ণে যাহাতে মতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, ভগবৎকার্য্য করিবার কৌশল ও চাতুরী নিত্য নবনবায়মানরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেবাদক্ষতা যাহাতে উত্তরোত্তর হৃদয়ে স্থান পায় তজ্জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া। তাই তাঁহারা পরমচতুর সেবাদক্ষ সাধুর সঙ্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপটের সঙ্গ না করিয়া যাঁহারা সরল তাঁহাদেরই সঙ্গ করেন, অপর কাহারও সঙ্গ করেন না। তাঁহারা জানেন, কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগাদি বদ্ধজীবের চেষ্টা—দেহ মনোধর্ম্ম; আর ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম। উহা পরমমুক্তের স্বাভাবিকী বৃত্তি বা চেষ্টা। মুকুন্দোপাস্য কৃষ্ণই একমাত্র এই অলোকিক ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু; পরমাত্মা সান্নিধ্যের বস্তু; কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেবাবস্তু।

আমরা যে সাধুসঙ্গের কথা বলি, সেই সাধু কি তোষামুদে? না—তিনি তোষামুদে ন'ন, তিনি জীবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। জীবের হৃদয়ে যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে সেইগুলিকে শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ছেদন করিয়া তাহাকে ভগবদুন্মুখী করাই তাঁহার একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ বা কার্য্য। সাধু নির্ভীক প্রচারক। সাধু সর্ব্বক্ষণ খড়্গহস্তে দাঁড়াইয়া থাকেন। সেই খড়্গ অন্য কিছু নয়—তাহা নিখুঁত বাস্তব সত্য কথা—মঙ্গলময়ী বাণীরূপী তীক্ষ্ণ অস্ত্র। তাঁহার সেই কঠোর বাণী বা শাসন যাঁহারা অবনতমস্তকে শিরে ধারণ করেন, তাঁহারাই সাধুর সঙ্গ বা কৃপা পান। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধু কাহারও অসদ্বৃত্তির প্রশ্রয় দেন না, কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন না, কাহারও তোষামুদি করেন না। পরন্তু পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর আপাতবিপ্রিয়বাণী অথচ পরমমঙ্গলপ্রদ কথাগুলি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যমঙ্গলবিধায়ক অমৃত-পূর্ণ উপদেশাবলী জগতের নিকট তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানি মানদ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি আমার তোষামুদি করেন, আমার অসুবিধার কথা আমাকে জানাইয়া না দিয়া আমার অসদাচরণের প্রশ্রয় দেন, তিনি ত' আমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শত্রু। নিষ্কপট ও নির্ম্মল সাধুর হৃদয়ে এরূপ অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু তথাপি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে যে সময় সময় কাহারও কাহারও তোষামুদির অভিনয়াদি করিতে বা ভোগ দিতে দেখা যায়, তাহা দম্ভার্থ কাম-কামী কপট ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনা মাত্র। যাহারা কিছুতেই নিজের মঙ্গল বরণ করিবে না, তাঁহার কথায় কাণ দিবে না, ইহা তাহা-দিগকে ভোগ দিয়া নিজে সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজনের কৌশল বা জীবের প্রতি ব্যতিরেক কৃপা মাত্র। যাঁহারা কৃপা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে তিনি কখনও বঞ্চনা করেন না। পরন্তু একটু অসুবিধা দেখিলেই শাসন করিয়া অমায়ায় কৃপা করিয়া থাকেন। এমন কি, যে সকল কথা আমরা সাধুকে জানিতে দিতে চাই না, যে সকল কথা অন্তরের অন্তরতম স্থলে অতি সংগোপনে রাখিয়া দিতে চাই, প্রকৃত সাধু সেই সকল কথাও আমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন, সেই দুরারোগ্য রোগ হইতেও আমাদিগকে নিজ গুণে কৃপা করিয়া রক্ষা করেন। অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রীতি-বিধানই তাঁহার অন্তর উদ্দেশ্য হওয়ায় তিনি গণ-মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকেন না। সাধুর এত দয়া! তিনি এত উদার!! এত বদান্য!!!

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

[শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে গত ২৪।২।৩৮ তারিখে রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে শুভপদার্পণ করিলে মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহাকে গত ২৮।২।৩৮ তারিখে একটী শ্রদ্ধাভিনন্দন প্রদান করেন, তদুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রত্যভিভাষণের মর্ম্ম]

পূজনীয় শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ, শ্রীপাদ গিরিমহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস প্রভু এবং রেঙ্গুণমঠের সেবকবৃন্দ!

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

যো মাং দুস্তরগেহ-নির্জ্জলমহা-
কূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ
স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং
প্রপাদ্য স্বয়ং
দামোদরসাচ্ছকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥
(বিলাপকুসুমাঞ্জলি)

আমার পরম পূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণববৃন্দ এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রে আমাকে আমার নিত্যারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গুরুর শ্রীচরণ-সেবার সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক নিত্যকাল সেই ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কিঙ্কর বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণ-সেবায় আত্যন্তিকভাবে নিযুক্ত রাখ্‌বার প্রচেষ্টা দেখালেন। ইহা গ্রহণ ক'রবার অধিকার আমার নাই। এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি মস্তকে বহন ক'রে আমার নিজাভীষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করবার শিক্ষাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে ও তদভিন্ন সেবক আপনাদের শ্রীমুখ হ'তে লাভ ক'রেছি। যদি কেহ কোন প্রকারের পূজা বা সেবা গুরুভ্রাতৃবৃন্দের নিকট হ'তে দূরে থাকুক, নিজ শিষ্যাভিমানিগণের নিকট থেকেও গ্রহণ করেন, তবে তিনি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী—নিরয়গামী হইবার যোগ্য পাত্র। সমস্ত অনন্ত নৈবেদ্যের গ্রাহক শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেব। কিন্তু অন্য কেহ যদি মায়াপথে তাহার গ্রাহক হন, তবে সে ব্যক্তি চোর। নিজেকে বৈষ্ণবজ্ঞান ক'রে গুরুদেবের প্রাপ্য সম্মান-পূজাদি গ্রহণের অধিকার কাহারো নাই।

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥

নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান তার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥

বৈষ্ণবাভিমানে কাহারো পূজা লইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। পূজা, সেবা, গুরুনীর অভিমান ক'রে যদি অপরের প্রদত্ত পূজা সম্মানাদি কেহ গ্রহণ করেন; তাহা তাঁহার অবৈষ্ণবতা। এটা বিনয়, দৈন্য বা শিষ্টাচার থেকে বলা হ'চ্ছে না। "অর্চ্চয়িত্বা ত্রাক্ষণেভ্যো-জ্যেষ্ঠীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।" যে বৈষ্ণব অজিতকে জয় ক'রেছেন সেই বৈষ্ণব আমি হ'য়েছি এ ধারণা সম্পূর্ণ নিরয়-প্রাপিকা। "বামন হ'য়ে চাঁদ ধরা" সম্ভব হ'লেও জীবের পক্ষে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবাভিমান সম্ভব নয়। সুতরাং বৈষ্ণবাভিমানে এই ভক্তকুসুমাঞ্জলি গ্রহণের, এমন কি স্পর্শেরও অধিকার আমার নাই। ইহা আমি মস্তকে ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছে দেব।

যিনি আমাকে দুস্তর গৃহসমুদ্র হ'তে অথবা নির্দ্দয় অপাংক্রম. এমন যে গভীর গৃহরূপ মহাকূপ তা' থেকে উদ্ধার ক'রে আত্মসরোজানন্দ পদপ্রান্তে স্থান দান ক'রেছেন যিনি নিত্যসিদ্ধ দামোদর স্বরূপের দ্বারা আমাকে আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি কি প্রকার ঘনীভূত আনন্দস্বরূপ, স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র কৃপাময়, কিভাবে মহাকূপে নিপতিত আমার নিকট বৈরীকৃপারজ্জু —আমি চাই নাই তথাপি অহৈতুকী কৃপাবশবর্ত্তী হ'য়ে শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে স্থান দান ক'রেছেন, সেই গৌরচন্দ্রকে নমস্কার।

সমস্ত বিশ্বে যাহা হ'তে অধমাধম, দুর্গত পতিত, পামর আর নাই, সেই আমাকে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব জগজ্জীবের প্রতি উপচিকির্ষাপরবশ হ'য়ে তাঁ'র বৈভবস্বরূপ গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও শিষ্যাভিমানী গুরুবর্গের সেবা প্রদান ক'রেছেন। আজ তাঁ'র পাদপদ্মের স্মৃতি আমাকে একান্তভাবে আমার নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট ক'রছে।

সেই গুরুদেব পঞ্চপ্রকারে তাঁহার আরাধ্যের সেবা করেন। তিনি মধুরর'তিতে বার্ষভানবীরূপে শ্রীকান্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের, বৎসল-রতিতে নন্দ-যশোদারূপে, সখ্যরতিতে শ্রীদাম-সুবলাদিরূপে, দাস্যরতিতে রক্তক-চিত্রকাদি-রূপে, শান্তরতিতে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতি রূপে, নন্দীশ্বরপতিসুতের সেবা করেন। সেই শ্রীগুরুদেবের হৃদয়দেবতা! আজ অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

তাঁ'র নিজজনগণের বাণীবিধৌত নির্ম্মল চক্ষুতে সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে তাঁ'র সঙ্গে

মাৎসর্য্য-চণ্ডাল

(শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ)

সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ সজ্জনানুগত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত "মাৎসর্য্য-চণ্ডাল" শব্দটীর প্রসঙ্গ প্রকৃষ্টভাবে অবগত আছেন। নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণ হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান বর্ত্তমান থাকায় উক্ত হৃদয়ে বৈভ-বুদ্ধিক্রমে নিত্যারাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণব-বিরোধী খণ্ড স্বার্থসিদ্ধি বাসনা অথবা স্বীয় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা-জনিত মাৎসর্য্য বা ঈর্ষাভাব থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যাহারা পরের উৎকর্ষ-সহনে অসমর্থ সেই প্রকার মাৎসরগণের দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম আচরিত ও প্রচারিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে যে—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপ-
ত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
(ভাঃ ১।১।২)

মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রথমতঃ সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশিত হন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরের উৎকর্ষসহনক্ষম অর্থাৎ মাৎসর্য্যবিহীন সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছেন। সেই নির্ম্মৎসর সদ্ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সালোক্যাদি মুক্তি বাঞ্ছারও অবস্থান নাই। এই পরমমঙ্গলপ্রদ গ্রন্থের অনুশীলনফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মায়িক তাপ এবং তাহার মূল কারণ অবিদ্যা-খণ্ডনকারী, পরমানন্দানুভবকারক নিত্যকাল অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতত্ত্বের অনুভব হয়। যে স্থলে এই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন করিতে করিতেই নির্ম্মৎসর সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরি তন্মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ ক'রিয়া অবিলম্বেই অবরুদ্ধ হন, সেস্থলে অন্য শাস্ত্র বা পন্থার আবশ্যক কি?

ফলতঃ পরের উৎকর্ষ অসহনই মাৎসর্য্য বলিয়া সুধীগণ সৎশাস্ত্র সমূহে বর্ণনা করিয়াছেন। মাৎসর্য্যমূলে হিংসার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-শায় প্রমত্ত হইয়া নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারাও বৈষ্ণবগণকে নিজেদের ন্যায় ভুক্তি-কামী বলিয়া জনসমাজে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা-সমূহ দেখাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাঁহারা লৌকিক জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে ভোগের ভোক্তা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-মদাক্রান্ত হইয়া মৎসরধর্ম্মে অবস্থিত। কৈতবগ্রস্ত জীবই অসাধুর সহিত সাধুর সমন্বয় প্রয়াস ক'রিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্বয়ং অবতারী শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপে শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন কিন্তু ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ঐরূপ নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তগণকেও উপহাস ও নানা-ভাবে নির্যাতন ক'রতে ত্রুটী ক'রত না। এমন কি সেই সময় নবদ্বীপস্থ কোন মাৎসর্য্য পরায়ণ ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডী নির্ম্মৎসর ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রকাশ করিয়াছিল যে

'কেহ বোলে—এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম
হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে'॥

অর্থাৎ পাষণ্ডিগণের মধ্যে কেহ এইরূপ বিচার করিল যে, এই হরিনামকীর্ত্তনকারী শ্রীবাস পণ্ডিতকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইঁহার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জলে ভাসাইয়া দিব! যদি শ্রীবাসপণ্ডিতকে এই নবদ্বীপ হইতে কোন প্রকারে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই গ্রামের উন্নতি হইবে।

"এত মত বলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি' কৃষ্ণ বলি' কান্দে ভাগবতগণ॥"

অর্থাৎ তৎকালে উক্ত পাষণ্ডিগণের উন্মত্ত প্রলাপ শ্রবণে অজাতশত্রু ভক্তগণ ক্রন্দনমুখে শ্রীকৃষ্ণসমীপে দুঃখ নিবেদন ক'রিয়াছিলেন মাত্র। আবার নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে মৎসরতাপরায়ণ মহাপাপী কাজী, মুলুকাধিপতি নবাব ও রাম-চন্দ্র খান প্রভৃতি যে ভাবে নির্যাতন করিয়াছিল, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসুব্যক্তিমাত্রেই সাধু-শাস্ত্র-গুরুমুখে শ্রবণ ক'রিয়াছেন। মাৎসর্য্য চণ্ডালের মূর্ত্তবিগ্রহ রামচন্দ্র খান বহুবিধ ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াও যখন নির্ম্মৎসর শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তখন

"হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি' করে ছিদ্রের উপায়॥
খান কহে—মোর পাইক যাউক
তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধ'র
যেন জানে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

কিন্তু সমুদয় ষড়যন্ত্র বিফল হইল। পরিশেষে পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বেশ্যা শ্রীল ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা মুখে—

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥

তচ্ছ্রবণে পতিতপাবন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উপেক্ষোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"ঠাকুর কহে, খানের কথা সব আমি
জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৩য় অঃ)

এতদ্ব্যতীত মৎসরধর্ম্মপরায়ণ হিরণ্য-কশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহ্লাদের শ্রীচরণকমলে পিতৃত্বাভিমানে কতই না অসৎ ব্যবহার করিয়াছিল। বাবণও বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীর (?) দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া কি গর্হিত কার্যই না করিয়াছিল! অম্বরীষ মহারাজের প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার, কতই না সাংঘাতিক ছিল। এই সমস্ত স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রহ্লাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাঁহার উদ্দাম চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। শ্রীবাসাদির প্রার্থনায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-নির্যাতনকারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গৌরভক্তগণ তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। তাই তাঁহারা সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন-মুখে মানশূন্য হইয়া অমিত সহিষ্ণুতা ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া অসূয়াপর জনগণ নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের প্রতি উত্তরোত্তর গোরাত্ম্য চালাইতে থাকে। সকলই কৃষ্ণেচ্ছা জানিয়া দিব্যজ্ঞানলব্ধ বৈষ্ণবগণ তাহাদের অত্যাচার অবাধে সহ্য করেন। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণববিদ্বেষকৃত অনুষ্ঠানের কোনদিনই আদর করিতে পারেন না! তবে পরদুঃখ-দুঃখী তাঁহারা ভগবানের নিকট সেই অপরাধিগণেরও মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এত দয়াল! এত করুণ!! কিন্তু মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদের সেই দয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। মাৎসর্য্যের কি ভীষণ পরিণাম!

সেবা সেবক-সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। আজ শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের ঝঙ্কার শ্রবণ ক'রে হৃদয় শোধন করবার অভূতপূর্ব্ব সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। আমার প্রার্থনা—আমি যেন আমার পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণের নিত্যকাল আনুগত্য ক'রতে পারি।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরিক্রমা-ই, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোলোক আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রচারকালে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২২৬ কলিকাতায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্ব্বেদ বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত শ্রীপাদ প্রণীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩। যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবেণীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিখ্যাত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল জয়দেবপুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরাঙ্গপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীপ্রদ্যুম্ন-গৌড়ীয় মঠ

বাড়ীঘাট (শ্রীবাসুদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(১৯) প্রকাশনমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবননাথ মল্লিক।

(২২) সুন্দা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধু বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীশ্যামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদারাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ধরবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুমরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং রামপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-পুষ্পকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) গোবর্দ্ধন গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপুণ্যেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ তোতোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষীকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রমোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিলিঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীঅনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ পাঠ

রক্ষক শ্রীদামা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চকদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিকমল

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২।৪৪ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

আর্লস্‌কোর্ট, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

ক্রিশ্চিয়ান রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে ... শ্রীমন্ন সম্পাদকের শ্রীপ্রসাদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত ...

কলিকাতার বাজার দর

৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
বাঁকা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶৹

চিনির দর

কাইন, টাটপ	১০৷৴৹
মরিশুর ১০০০ নং	১০/৹
	৯৷৹
বারহোয়া সাদা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর সাদা	৭৷/৹—৮৲
কানপুর লাল	

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

	৩৪৷৹
টাকশালের বার	২২৲
গিনি	৫৩৷৹
চাঁদিরবার	

পাটের দর

	৪০৸৹
সরেস—	৪০৸৹
মধ্যম—	৪১৷৹
নিকৃষ্ট—	৪১৲
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা, ময়দা, সুজির দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶৹
	৫৸/৹ -৫৸৹
গেডিসফোর্ড ঐ	৬৲—৬৶৹
সুজী	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা (বি)	৫/৹—৫৷/৹
আটা নং (২)	৫৲—৫৷৹
আটা (এস)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা (কে)	২৷৹—২৷৶৹
আটা নং (৩)	১৷৶৹—১৸৹
পালাই	১৷৶৹—১৷৶৹
ভুষি	

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
গব্যঘৃত	৫৫৲
কৃষ্ণবেলারী	৪৫৲
	৬৷৹
পঞ্জিকা	

তার	১৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা পালা	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

২১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶৹
৪ গেজ—	১১৸৶৹
২৬ গেজ—	১২৸৶৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
শীস	১৶১০—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাটি, বোলটু, গরাদে	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷৹
ঐ	৬৸৹—৭৸৹
গুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹

৫টকলের হাপরণ ৫৶৹, পাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৷৹

নুনের দর

কলিকাতা ২৩শে জুন,

আদেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিট ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
জাহাজ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৩শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮৷৹
সুপারী জেনী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
খুটি খয়িরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

আশুতোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৯ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল কি জন্য?

——:(:০:): ——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধমান-লাপুড়া, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু বার্লি ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়া পুরাতন চাউলের ভাত ও মুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

---::(*)::---

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু শুভবিলম্ব পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় প্রত্নবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ আলোয়া বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲

মাশুল ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

---::(*)::---

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	[illegible]
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	৩।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৪০৲	৩৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:(*):---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সত্ত্ব-
ধারের-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 161

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের মুখ্যাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্যকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে চৈত্র, ১৩৪৪, ১৩ই এপ্রেল, ১৯৩৮, বুধবার [৩৮শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য বৃটেনের দায়িত্ব

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বার্ম্মিংহামে আড়াই হাজার লোকের সম্মুখ এক বক্তৃতা করিবার সময় বলেন যে, প্রায় রণসজ্জার বৃদ্ধির বর্ত্তমান পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ জনসাধারণ যে দৃঢ় সঙ্কল্প সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; আর বৃটিশ জনসাধারণ একথাও স্বীকার করিয়াছে যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রকৃষ্টতম উপায় হইতেছে সমরসজ্জার বৃদ্ধি করা এবং যুদ্ধে আত্মবলি দেওয়ার মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নাই। স্বজাতির স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুর জীবন লইয়া জুয়া খেলিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ভবিষ্যতে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িলেও তিনি যতক্ষণ না বুঝিতে পারিবেন যে, অন্য কোন উপায়ে স্বাধীনতা রক্ষার উপায় নাই ততক্ষণ তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিবেন না।

ইঙ্গ-ইতালীর মধ্যে অতীতকালে যে মিত্রতার বন্ধন ছিল অদ্য তাহাই আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

আমি আপনাদিগকে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বলি—আপনারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। আমার মনে হয় অনতিবিলম্বেই ইতালীর সহিত আমাদের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত এবং প্রকাশিত হইবে। ততদিন আপনারা ধৈর্য্য ধরুন।

ইউরোপকে দুইটি বিরুদ্ধদলে বিভক্ত করা বৃটেনের নীতি নহে, কারণ তাহার ফল হইবে এই যে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ উভয় পক্ষই অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিবে এবং তাহার চরম পরিণতি হইবে যুদ্ধ।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একটি বন্ধুত্বের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন; কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইহারই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

অষ্ট্রীয়া এই ভাবে অকস্মাৎ জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সকলেরই মনে একটা আঘাত লাগে; উহার ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এরূপ মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমাদের সংহতি প্রমাণের জন্য এখন, আমাদের কার্য্যতঃ কিছু করা প্রয়োজন।"

চীন-জাপান সংবাদ

চীনা সৈন্যেরা শাণ্টুং প্রদেশের প্রাচীর বেষ্টিত রাজধানী সিয়ানফু নগরীর প্রবেশ-তোরণসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া নগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। গত তিন মাস কাল যাবৎ উহা জাপানীদের ছিল। রাজপথসমূহে হাতাহাতি সংগ্রাম চলিতেছে।

চীনারা তাই-আরচোয়াং হইতে পলায়নপর জাপানীদের নির্গমন-পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা সাও-চোয়াং পুনরায় অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে যে চীনাবাহিনী জাপানীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল তাহারা বর্ত্তমানে ইসিয়েনের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জাপ বাহিনীর সাহায্যার্থে আগত নূতন জাপ সৈন্যদল আর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; কারণ চীনা গরিলাবাহিনী হনান্-এর পর হইতে বহু স্থানে রেলওয়ে যোগাযোগ নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাই আর চোয়াং এ চীনারা জাপানীদের দশ হাজার রাইফেল, নয় শত মেশিনগান, ৭৭টী ছোট কামান এবং ৩০টি সাঁজোয়া গাড়ী হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভিয়েনায় বৃহত্তর জার্ম্মাণীর প্রতিষ্ঠা উৎসব

গত ৯ই এপ্রিল ভিয়েনায় বৃহত্তর জার্ম্মাণীর প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। হের হিটলার ভিয়েনায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ষ্টেশন স্কোয়ার ও রাজপথসমূহে অন্যূন এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভিয়েনায় পৌঁছিয়া হের হিটলার টাউন হলে চলিয়া যান এবং তথায় নূতন মেয়রের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি ভিয়েনাকে একটী বহু মূল্য রত্ন বলিয়া মনে করি। আমি এই রত্নকে তাহার উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিব। সমগ্র জার্ম্মাণী যাহাতে এই বিষয়ে একমত হয় তৎপ্রতি আমি লক্ষ্য রাখিব। অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয়।' তারপর ১৯৩৪ সালের নাৎসী বিদ্রোহে সোস্যালিষ্ট দলভুক্ত যেসব লোক যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে হের হিটলারের নিকট উপস্থিত করা হয়।

উড়িষ্যার সরকারী দপ্তরখানা

গত ৮ই এপ্রিল পুরীতে গবর্ণরের সভাপতিত্বে উড়িষ্যার মন্ত্রিসভার এক অধিবেশন হয়। সরকারী দপ্তরখানা পুনর্গঠন কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হয়। মন্ত্রীদের বিভাগসমূহ পুনর্ব্বণ্টনের জন্য কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে থাকিবে। রাজস্ব, পূর্ত্ত ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ দ্বিতীয় মন্ত্রীর অধীন এবং শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, বিচার ও শিল্প বিভাগ তৃতীয় মন্ত্রীর অধীন থাকিবে।

এই প্রস্তাব কমিটি গৃহীত করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কমিটি আরও কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহাতে বার্ষিক ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই সকল সুপারিশ গৃহীত হয় নাই।

কুলী রমণীর সৌভাগ্য

অতী একটি দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। মাদ্রাজ হইতে ৩০০ মাইল দূরে বোম্বাই-মাদ্রাজ লাইনের উপর ইহা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এখানে ভীষণ গরম পড়ে। এখানকার পর্ব্বতশ্রেণীতে সম্রাট অশোকের কয়েকটী শিলালিপি ভিন্ন আকর্ষণজনক আর বড় কিছু নাই। ইহাও সর্ব্বজন বিদিত যে, এখানকার পাহাড়ে হীরক পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন কুলী রমণী লচাগনাপল্লী নামক স্থানে কাজ করিবার সময় একখণ্ড হীরক পায়। এই হীরক খণ্ডের মূল্য দশ হাজার টাকা হইবে। মাকম রাদারা ও তাহার ভাই এই দুইজন ব্যবসায়ী এই সংবাদ পাইয়া সত্বর ঐ কুলী রমণীর নিকট যাইয়া ৫০০৲ টাকা মূল্যে তাহার নিকট হইতে ঐ হীরকখণ্ড ক্রয় করিয়া নেয়।

এই কাহিনী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ ব্যবসায়ীদের তল্লাসী পরওয়ানা বাহির করেন এবং তাহাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয়। কিন্তু পুলিশ এই হীরকখণ্ডের কোন খোঁজ পায় নাই। তদন্ত চলিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ - ২৲
২। আদুপম বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বারশ-আলবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-গলহস্ত ।৶৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। মুক্তিকমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৷
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৷
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৷
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। দৈনিক শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

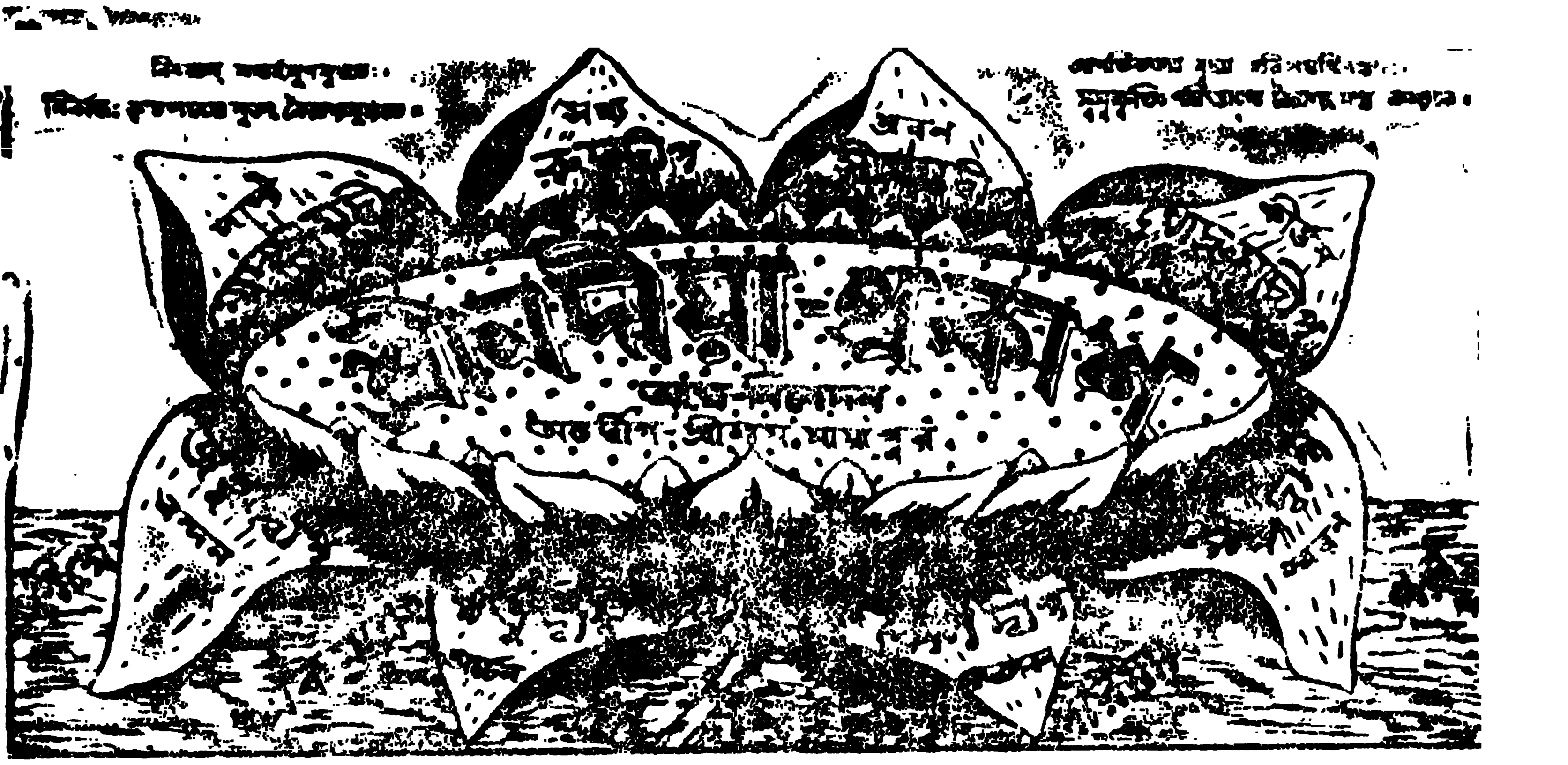

১৩শ বর্ষ { ২৮ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫২, ৩০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বুধবার } ৬৮তম সংখ্যা

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিদ্বারে শুভবিজয়

——::(০)::——

বিভিন্ন ষ্টেশনে ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা

নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কুম্ভমেলায় শ্রীভাগবত প্রদর্শনী ও হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে গত ৬ই এপ্রিল বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রাত্রি ১০-২৫ মিঃ ডেরাডুন এক্সপ্রেসযোগে হরিদ্বারে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে গয়া, পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ ও সজ্জনবৃন্দ বিভিন্ন ভোগোপকরণ ও পুষ্পমাল্যাদি সহ ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দনাদি করিয়াছেন। গয়া ষ্টেশনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি এ মহোদয় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রমহোদয় সমভিব্যাহারে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিলেন।

শ্রীধামে শ্রীরামনবমী উৎসব

গত ৯ই এপ্রিল শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে শ্রীরামনবমী উৎসব সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি পালিত হইয়াছে। ধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর বেলা ৭॥০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে একটি নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে উপস্থিত হয়। শ্রীরামসীতার শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে শ্রীভক্তকৌস্তুভবন্দনান্তে বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীমুরারিগুপ্তের চরিত্র পাঠ ও তদবলম্বনে বহু বিষয় আলোচনা করেন।

ভক্তবৃন্দ পুনরায় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন। শ্রী[illegible] নাট-মন্দিরে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী প্রভু বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনন্দন প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বজ্রাঙ্গজীর অবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরাম-নিষ্ঠা ও শ্রীরূপসনাতনের ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের শ্রীরামপ্রীতির কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যার পর পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই শ্রীরামনবমী মহোৎসব চাপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধরমঠে এবং [illegible] মঠেও সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

প্রপন্নত্ব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অধিকার নাই। প্রভুর দ্রব্য ভৃত্য কখনও স্বেচ্ছায় ভোগ ও ত্যাগ করিতে পারে না। প্রভুর দ্রব্যদ্বারা প্রভুর সেবা করাই বিশ্বস্ত ভৃত্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। সরল ভাষায় বলিতে গেলে জগন্নাথের বস্তুভোগকারী কর্ম্মী স্তেন বা চোর এবং জগন্নাথের দ্রব্য নাশকারী ও জগন্নাথের আসন-অধিকারেচ্ছু বা [illegible] বাটপাড় বা প্রভুহন্তা বলা যাইতে পারে। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে যুক্তবৈরাগ্য বা শুদ্ধভক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক নিখিলবস্তুকে পরমেশ্বরের সেবায় নিয়োগই ভক্তিযোগ এবং উহাই পরম বুদ্ধিমত্তা। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশ —

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

দিব্য সুদর্শনবিশিষ্ট ভগবৎসেবক, তাঁহার নিকট ভগবদ্জ্ঞানে জগতের প্রত্যেক বস্তুই পূজ্য। তাঁহার নিকট এই বিশ্ব আর দুঃখের আগার থাকে না। তাঁহার গোলোকময় দর্শনে বিশ্বদর্শন হয় না, তিনি অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক বস্তুতে ভগবদ্দর্শন করেন। তাঁহার অনাবৃত দর্শনে প্রত্যেক বস্তুর স্ব-স্বরূপে চিন্ময় কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট —

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

প্রপঞ্চত্যাগ, মায়াত্যাগ অথবা ভববন্ধন-নিরাময়ের দুইটী শ্রৌতপন্থা আমরা [illegible] আছি। তন্মধ্যে একটি ভবরোগের মহৌষধ শ্রীহরিনামগ্রহণ ও অপরটি ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ-সেবারূপ পথ্যগ্রহণ। সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে বৈকুণ্ঠ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সাধুসঙ্গে সেই নামকীর্ত্তন হইয়া থাকে। মহাজন বলিয়াছেন-

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যাগ মান অপমান।
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ এবং ভক্তোচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ গ্রহণের [illegible] হইয়া থাকে। মহাজন বলিয়াছেন — "মহাপ্রসাদ সেবা করিলে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।" মহাপ্রসাদকে কৃষ্ণোচ্ছিষ্টজ্ঞানে [illegible] দ্রব্য, সেবা ও প্রভুজ্ঞানে সেবন করিলে সেই অধোক্ষজ বস্তু আমাদের [illegible] করিয়া ভক্ত্যঙ্কুর উদয় করাইবেন, নতুবা কৃষ্ণেতর মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিলে তিনি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া ষড়্বেগের [illegible] ভবসাগরে ফেলিয়া দিবেন। সাধু সাবধান!

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' জনমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বিষ্ণু ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠিয়া অগ্রে নিজের মনকে জু'শ বা জুতা, আর পাঁচ শ' ঘা ঝাঁটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে—"মন, তোমার পরচর্চ্চা ক'রিয়া কি লাভ? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন?" "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" "পরচর্চ্চা" শব্দ 'পর পরমেশ্বর বিমুখজনের চর্চ্চা। উহা দ্বারা আত্মার অমঙ্গল হয়, কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চার দ্বারা আত্মমঙ্গল হইয়া থাকে।

অন্যাভিলাষীদিগের অন্তের মস্তক চর্ব্বণ করিবার প্রবৃত্তি প্রবলা; তাঁহারা অত্যন্ত দাম্ভিক। দাম্ভিকগণ কখনও হরিভজন করিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করাই নাস্তিকের কার্য্য।

ভজনের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ভগবৎ পদে অপরাধী হইয়া মহাজনের বিচার-তাৎপর্য্যবোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ হন।

কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র বাস্তব সত্য; যে সত্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান নহে, তাহা কখনও সত্য নহে, উহা মিথ্যা, তাহা অচিরেই ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। তাঁহার নিষ্কপট সেবাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন; তাহাকেই প্রেম বা কৃষ্ণানুশীলন বলে। শ্রীরূপানুগ-দের কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

বড় দরিদ্র জীব আমরা, 'দরিদ্রনারায়ণ' নহি। আমাদের এই দারিদ্র্য ঘুচাইয়া যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।"—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

দাম্ভিক লোক কখনও প্রচার-কার্য্য করিতে পারে না। দাম্ভিক কি প্রচার করিবে? দাম্ভিক প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া 'আমিই প্রচারক' এই প্রকার অভিমান করে; বাস্তবসত্য তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, সুতরাং তাহার দ্বারা জগতের কোন বাস্তব মঙ্গল বিহিত হইতে পারে না।

সাধকের পক্ষে গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ [illegible] হইলে হরিকথা-শ্রবণাদি দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয় [illegible] বহির্ম্মুখ হইয়া বহু জন্ম [illegible] না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কথা [illegible] করেন, শ্রীগৌর [illegible] দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না।

"মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ" বিচার না হইলে গুরুপাদপদ্মে যাওয়া হয় নাই। কৃষ্ণের অনুগ্রহ না হইলে আমরা গুরুকে পাইতে পারি না।

ভগবদ্বস্তুর আলোচনায় আত্যন্তিক অভাব হইয়া পড়িয়াছে; তাই অভাবের তাড়নায় আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অস্থির হইয়া পড়িতে হইতেছে। ভগবদ্বস্তু পরিপূর্ণ; তাঁহার আলোচনায় অভাবের কোন কথা নাই। খণ্ডবস্তুর আলোচনা যত বেশী বৃদ্ধি পাইবে অভাবও তত অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বর্ত্তমানে মানবের প্রবৃত্তি যে সকল বিষয় লইয়া meddle করিতেছে তাহাতে কেবল অসুবিধার কথা ছাড়া সুবিধার কোন কথাই নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে বলিয়াছেন—'তোমরা শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন কর। [illegible] যেথা শুনা হইতেছে তাহাকে কৃষ্ণকথা বল'।

আমাদের বাবু হইবার দরকার নাই। শুধু তাহাই নয়, সমগ্র জগৎকে প্রচার করা আবশ্যক যে, আমরা 'খাব দাব' বলিয়া Joint mess সৃষ্টি করিব না। উহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা মনুষ্য-জাতির কোন বিচারের মধ্যে থাকিব না। আমরা কি মনুষ্যজীবন পাইয়াছি কেবল 'খাওয়া দাওয়া'র জন্য? আমরা কি সর্ব্বশুদ্ধ কতকগুলি লোককে আক্রমণ করিতে বসিয়াছি? কেবল শরীর পুষ্টি করিয়া, দেশবাসীর মাংস বৃদ্ধি করিয়া এবং পশ্চাতে পরস্পর মারামারি করিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিতেছি? সমস্ত লোকের সত্যিকার নিত্যকালের উপকার যাহাতে হয়, তাহাই করা আবশ্যক।

প্রপঞ্চ

(উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ)

প্র—পন্চ + কর্ম্মবাচ্যে অল্ = প্রপঞ্চ। 'পন্চ' ধাতুর অর্থ ব্যক্তীকরণ বা বিস্তার করা। প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্তীকৃত বা বিস্তৃত হয় ইহা—এই অর্থে প্রপঞ্চ বলিতে সংসার, মায়া, বঞ্চনা (ভাবে), বিস্তার, বৈপরীত্য প্রভৃতি বুঝায়।

এই প্রপঞ্চ, জগৎ বা সংসার যে ত্রিতাপের আলয়, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের অধীন এবং বদ্ধজীবের কারাগার—ইহা ভবকারা-রুদ্ধ অনেকেই অল্পবিস্তর অনুভব করেন। বহুকাল কারারুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া অভ্যস্ত হইলে কারাবাসী বদ্ধজীব কারাগারকেই নিজের নিত্য বাসস্থান মনে করে এবং বদ্ধদশাকেই বহুমানন করিয়া থাকে। জীবমাত্রই সংসর্গব্যতীত একাকী থাকিতে পারে না। বদ্ধ হইয়া যদি একাকী বাস করিতে হইত, তবে বদ্ধদশার তীব্রতা ও দুঃখাদি বোধ হইত। কিন্তু কারাগারে যখন বহু প্রকার অপরাধী জীবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আদানপ্রদান হইতে থাকে তখন জীব সাধারণতঃ নিজের বদ্ধাবস্থাকেও তেমন অশোভন, লজ্জাজনক, কষ্টপ্রদ ও দুঃখদ বোধ করে না। জীব কর্ম্মফলবশতঃ যে উচ্চ-নীচ যোনি লাভ করে, তাহাতে তদনুরূপযোগী আহারবিহার, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি লাভ করিয়া স্বর্গে বা নরকে উভয়ত্র পরিতৃপ্তিবোধে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করে। জীব অপর বদ্ধ-জীবের সংসর্গে মায়ার কারাগার প্রপঞ্চকে পরমাশ্রয় মনে করে। উৎকট অপরাধহেতু রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়া বিদেশকে স্বদেশ এবং বিদেশী অপরিচিত ব্যক্তিগণকেই নিজের করিয়া লয়। কালের ব্যবধান বদ্ধজীবের মনে বিস্মৃতিকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া দেয়। এইহেতু পূর্ব্ববর্ত্তিকালের তথাকথিত স্বজনবান্ধবের আত্মীয়তা পরবর্ত্তী কালের নবসম্প্রাপ্ত আত্মীয়তার মোহে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। জড়মায়ার দুইটী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। কৃষ্ণবিস্মৃতি বশতঃ মায়া জীবের স্বরূপকে দেহ-মনের স্থূলসূক্ষ্ম আবরণে আবৃত করিয়া দেয়। তখন হইতে স্বরূপভ্রান্ত জীবের আর শান্তি নাই। তাই সে এখন গৃহব্রত বা দেহমনোব্রত হইয়া পড়িয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও চর্ব্বিতচর্ব্বণের ন্যায় সুখের আশায় বিষয় ভোগ করিতে করিতে নরকের দিকে ধাবিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

মায়া বা প্রপঞ্চে আবদ্ধ জীব দেহ ও মনকে সর্ব্বস্বজ্ঞানে উহাদের সুখের জন্য কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইয়া ভোগমোক্ষের জন্য কখনও পুণ্যার্জ্জনে আবার কখনও কৃচ্ছ্র সাধনে জীবনাতিপাত করে। ইহারা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তই গতাগতি করে, তাকে বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে [illegible] মায়ার কোন কথা নাই। সেখানে প্রাপঞ্চিক কোন কুণ্ঠাধর্ম্ম বা মায়ার গন্ধ নাই। তথায় অধোক্ষজ নারায়ণের সেবা এবং সকলই অধোক্ষজ বস্তু। বৈকুণ্ঠধামেরও ঊর্দ্ধে অপ্রাকৃত গোলোকবৃন্দাবন তথায় অখিলরসামৃত-

কখনও ভূতোদ্বেগ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিভজন করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া। নিজসুখৈষণা প্রবল হইলে বিচার হয় —'আমার হরিভক্তি বেশী হইয়াছে।' আমার প্রতিষ্ঠা বেশী বাড়িয়াছে, সকলেই আমার অধীন,—ইহার নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল হইবে।

কপটতা পরিত্যাগ করিবার একমাত্র উপায় —শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা ও অনুসরণ।

শ্রীগুরুদেবকে প্রাপ্যজাতীয় অর্থাৎ উপাস্য বস্তু বলিয়া মনে না করিলে আমাদের তাঁহার চরণে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া যাইবে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন —"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" 'ন অসূয়েত' অর্থাৎ মৎসরতা বা হিংসা করিবে না। গুরুসেবাই জীবের প্রধান কার্য্য।

ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে [illegible] তাহাদের স্থান ধামে নহে,—গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদ্দ্বার বা ভগবান্ তাহা শোধ করেন।

গুরুবৈষ্ণবদেবীর প্রতি [illegible] ব্যবহার না করিলে হরিভজন হয় না

মুক্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সেব্য ; আর সকলেই তাঁহার সেবক। তথায় কৃষ্ণ পঞ্চরসে সেবিত হন। বিভিন্ন সেবকের নিকট তিনি পতি, পুত্র, বন্ধু, প্রভু ও ভোক্তৃরূপে নিত্য সেবিত হন. কৃষ্ণধামবাসী ব্রজবাসী ভক্তগণ নিত্য নবনবায়মানভাবে সেই স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণসেবায় নিযুক্ত আছেন। সেই সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দময় নির্দ্দোষ পূর্ণবিলাসময় সংসারের বিকৃত ও হেয় প্রতিফলনই এই মায়িক সংসার। কৃষ্ণধামে কৃষ্ণ একমাত্র বিষয় বা ভোক্তা ; আর এই প্রপঞ্চে বদ্ধ জীবমাত্রই এক একটি ছোটখাট কৃষ্ণ বা ভোক্তা সাজিয়া বসিয়া আছে। চিজ্জগতে কৃষ্ণই সকলের একমাত্র স্বার্থগতি। আর এ জগতে পিতা, মাতা, পতি, পত্নী, বন্ধু, বান্ধব, রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য, স্বদেশী, বিদেশী, শিক্ষক, ছাত্র, বালক, বৃদ্ধ—সকলেই এক একটী প্রভু হওয়ার দরুণ বহু জনের বহু স্বার্থের উদয় হইয়াছে। এই কারণে বদ্ধজীব কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর অভিমানে বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া একায়নবর্জ্জী, কৃষ্ণৈকগতি, কৃষ্ণস্বার্থপর কৃষ্ণভক্তের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হইয়া বহুদেবদেবী, বহু প্রভু ও বহু জন বা গণগড্ডলিকার ইন্দ্রিয় তোষণে মত্ত হইয়া কিছুতেই প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চ বা দেবীধাম চিজ্জগতের বিপরীত প্রতিফলন বলিয়া গোলোকে যে মধুর রসটি সর্ব্বোত্তম তাহা এজগতে ঘৃণ্য ও সর্ব্বাধম। আবার গোলোকে যে শান্ত রস সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত, এখানে সে শান্তরস জ্ঞানিগণের নিকট চরম প্রাপ্য বস্তু। এজগতে ব্রহ্মভূত নিষ্কাম নিবৃত্তধর্ম্ম মুনিগণের শান্ত রসকে অনেকেই বহুমানন করেন। বৃন্দাবনের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতি শান্তরসের সেবকগণ অন্যান্য রসের সেবকগণের ন্যায় কৃষ্ণের সহিত স্নেহ ও মমতার কথা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তাঁহারা তাঁহার নিত্য সেবক ও স্ব স্ব অধিকারোচিত রসে পরিতৃপ্ত ও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

আরোহবাদী জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচারে যে আত্যন্তিক-ক্লেশ-নিবৃত্তিরূপা মুক্তি বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন হয়, তাহা কখনও গোলোকধামের শান্তরসের কণিকা তুল্যও নয়। অন্যান্য ভোগীর স্বর্গ ভোগের অতৃপ্ত ও বিরক্তিতে যে ত্যাগপন্থা অবলম্বন বা মুমুক্ষা তাহা পরিণামে আত্মহত্যাকেই উদ্দেশ করে। সুতরাং এই মুক্তি প্রকৃত মুক্তি বা শান্তি নয়। স্বস্বরূপে অবস্থিত নামই মুক্তি—তাহার অপর নাম সেবানন্দ। চিদ্বিলাসীত্রানন্দ্য বদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও তটস্থ জীবমাত্রেরই ছিল। সেই মায়ামুক্ত অবস্থা হইতেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে কৃষ্ণবিমুখ জীবের প্রপঞ্চ বা সংসার লাভ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তিবিনে॥

নির্ব্বিশেষগতিরূপা মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য। কিন্তু ভক্তগণ বিষ্ণুপাদপদ্ম-প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলেন। "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্।" প্রপঞ্চ বা মায়া হইতে মুক্ত না হইলে হরিভজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তিকে বাদ দিয়া কখনও কোনও ভক্ত মুক্তিকামনা করেন না। যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতা বা অতি বুদ্ধিমত্তাবশতঃ ভগবানের কৃপা ও সেবাকে বাদ দিয়া মুক্তি চায় তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী। অসুরগণের প্রাপ্য অনিত্য নির্ব্বিশেষগতি বা মুক্তি এবং মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় সংসার লাভ করে। মুক্তিকামিগণ অনিত্য মুক্তি লাভ করে, আর ভক্তগণ মুক্তি প্রার্থনা না করিয়াও ভক্তিবলে কৃষ্ণপদ নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধের পদবী প্রাপ্ত হন।

এই প্রাপঞ্চিক মর্ত্ত্য বদ্ধজীবের আবাস; ইহা আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে। কারাগার হইতে যত শীঘ্র অব্যাহতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। শুদ্ধবৈষ্ণবের পদাশ্রয়ে ভবকারামুক্ত হইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণধামে কৃষ্ণসেবা লাভই জীবের চরম কাম্য, তাহাই সিদ্ধি।

"ভক্ত-সেবা, পরমসিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল।"

যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই ভবকারাগারের আসামীদিগের বা কয়েদীদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া এখানে চিরবসতি ও ইহার উন্নতি করিতে চায়, তাহাদের মত অবিবেচক আর কে আছে?

দোষচতুষ্টয়যুক্ত বদ্ধজীব আমরা মনে করি, এই প্রপঞ্চে যে কেহই আগমন করুক বা অবস্থান করুক, তাহারা সকলেই আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীব! কিন্তু হায়! যদি রাজেশ্বর, রাজপ্রতিনিধি, রাজকর্ম্মচারী বা কোনও সাধুমহাজন কারাবাসিগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে দর্শন, উপদেশদান ও কারামুক্তির উপায় শিক্ষা দিবার জন্য আসেন তবে কি তাঁহারাও দোষী দণ্ডিত ব্যক্তিগণের ন্যায় কারাবাসী হইবেন? শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যে মুসলমান নবাব ও কাজীর অন্যায় বিচারে কারাগারে নীত হইয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার কোনও প্রাকৃত ভাবের স্পর্শ ঘটিয়াছিল? না,—তিনি এ ছলে বন্দশালে আবদ্ধ বিষয়মত্তমদান্ধগণের উদ্ধারের উপায় করিয়াছিলেন? আমরা দেখিতে পাই, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বন্দিশালে গমন বন্দিগণের উদ্ধারের জন্যই। তদ্রূপ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অপ্রাকৃত-তত্ত্ব হইয়াও পার্ষদ ও ধামসহ যে এই প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাহাও ভবকারাগ্রস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য এবং লীলাবৈচিত্র্যপ্রাকট্যের নিমিত্ত। শাস্ত্র বলেন—

মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই তবু যান তাঁর ঘর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

এই প্রপঞ্চ মায়াময় বলিয়া এখানকার সকলেই আমাদিগকে বঞ্চনা করে। আমরা প্রেয়ের অনুসন্ধানে প্রপঞ্চের পঞ্চ বিষয়ে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ি। আপাতসুখের মোহে আমরা পরিণামে অনন্ত দুঃখ লাভ করি। পঞ্চবিষয়ের এক একটি বিষয় ভোগ করিতে গিয়া পতঙ্গ, মাতঙ্গ, ভৃঙ্গ, কুরঙ্গ ও মীন প্রত্যেকে আত্মবিনাশ লাভ করে, আর পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত জীব পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয় ভোগ করিতে যাইয়া যে কি দুর্দ্দশা লাভ করিবে তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?

বৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন এই কুণ্ঠজগতে যে দেশ-কাল-পাত্র লাভ করিয়াছি, তাহা দুঃখ ও ক্লেশের কারণ। কিন্তু নিত্য-জগতে নিত্য দেশ-কালপাত্রের অবস্থান বলিয়া অভাব ও নিরানন্দের কোন কথা সেখানে নাই। এখানকার যাহা কিছু আমার বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহাই আমার ঋণ; কারণ, উহার সহিত আমার স্বরূপ বা আত্মার কোনই সম্বন্ধ নাই। এ জগতে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মায়ার নিকট আমার ঋণ কেবলই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মায়াদেবী তাঁহার কারাগারে আমাকে অধিকতরভাবে ক্লেশ-পিষ্ট করিতেছে। এখানে আমার অনিত্য দেশ, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, সহায়সম্পত্তি, বলবুদ্ধি থাকাসত্ত্বেও পরিণামে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এমন কি, আমি নিজে যত বড়ই হই না কেন, নিজেকে যতই সুরক্ষিত রাখি না কেন এবং যত অধিক সহায়সম্পদ আমার থাকুক না কেন—আমি কিছুতেই নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি না। জীবের এই প্রকার দুর্দ্দশা ও অনন্যোপায় দেখিয়া পরমকারুণিক ভগবান্ বলিলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

সুতরাং এই প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে যাঁহার সেবাবিমুখতাহেতু, যাঁহার আদেশে, যাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী দুরত্যয়া, দৈবী, গুণময়ী মায়াদ্বারা আমরা কারাদুর্গে আবদ্ধ হইয়াছি, একমাত্র তাঁহার শরণাগতি ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার শরণাগত ব্যক্তিকে আপন চিচ্ছক্তির বল প্রদান করেন, তখন তাঁহার ছায়াশক্তি যে মায়া তাহা দুর্ব্বলা হইয়া শরণাগত জীবকে তাঁহার অষ্টপাশ হইতে মুক্ত করেন। মুক্ত জীব নিরন্তর কৃষ্ণসেবানন্দে কৃষ্ণধামে কৃষ্ণজনসঙ্গে নিত্যকাল সুখে যাপন করেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

ভগবান্ যে প্রকার বৃহদ বস্তু, তাঁহার মায়াও সেপ্রকার মহাশক্তিশালিনী। মায়ার শক্তি অধিক বলিয়াই জীব মায়াদ্বারা অভিভূত হয়। কিন্তু জীবের গঠনে মায়া নাই এবং জীব পরা শক্তির আশ্রিত বলিয়া কখনও মায়াযুক্ত হইয়া জড়ত্বে পরিণত হয় না। মায়া জড়া শক্তি, শ্রীরাধা পরা শক্তি বা চিচ্ছক্তি ; আর জীব তটস্থাশক্তি। জীব ক্ষুদ্র হইলেও মায়া বা জড় হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জীব দুর্ব্বলতাবশতঃ অলৌকিকী মায়াশক্তিদ্বারা অভিভূত। যখন ক্ষুদ্র জীব শরণাগতিক্রমে পরা শক্তির আশ্রয় পায় তখন মায়া তাহার কিছুই করিতে পারে না।

এই প্রপঞ্চে আমাদের মায়িক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারা যাহা কিছু করিব এবং যাহা কিছু আমাদের আশ্রয় মনে করিব তাহাই মায়া বা প্রপঞ্চ। এ জগতের কেহই আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারে না। এই জগতের সকল বস্তুকে মরুমরীচিকা-জ্ঞানে যেন একমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মই আশ্রয় করিতে পারি—

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি চরণে শরণ
তোমায় করিনু সার॥

কর্ম্মীর বিচারে এই প্রপঞ্চ জড়জীবের ভোগ্য, আর জ্ঞানী বা মুমুক্ষুর বিচারে এই জগৎ ত্যাজ্য ও মিথ্যা। এই উভয় প্রকার বিচারই পার্থিব বা মায়িক ও অজ্ঞানলোক। কর্ম্মীর বিচার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদে আবদ্ধ, আর জ্ঞানীর দৌড় অপরোক্ষ বা নির্ব্বিশেষবাদ পর্য্যন্ত। কর্ম্মীর গতি চৌদ্দ ভুবন আর জ্ঞানীর গতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক। কিন্তু শরণাগত শুদ্ধভক্ত অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বিচারে অবস্থিত; তাঁহারা জগতকে ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচার করেন না। তাঁহারা বলেন—জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নয়; ইহা ঈশ্বরের লীলা; সমস্ত কারণের কারণ ঈশ্বরই সর্ব্বকারণকারণ। সুতরাং ভগবানের জগৎকে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের ভোগ্য বা ত্যাজ্য করিবার কোনই —

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শ্রীগৌড়ীয়-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ, [illegible] শ্রীশ্রীরাধা[illegible], [illegible] চতুর্দশ বিগ্রহ আছেন। [illegible] [illegible] আছে। [illegible] শ্রী[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ কালী [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible]

শ্রী[illegible] আছেন

[illegible] পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] হইতেছে [illegible] শ্রী[illegible]

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক - শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক -- শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক -- শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর [illegible]। রক্ষক - শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

৮) অপ্রকট[illegible]

শ্রী[illegible] মায়াপুর

রক্ষক শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ও বিপ্রলম্ভ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১, সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাসুদেবাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - [illegible] [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible]) [illegible] নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক -- শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক -- শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক --- শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক -- শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক -- শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক --- শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক — শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক --- শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীবলদেব ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক--- শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক --- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীব্রজমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক -- শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] বাগানপুরা, [illegible] [illegible]

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক -- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — শেষশায়ী,

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক - শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক — শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যা[illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক - শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী

রক্ষক— শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) [illegible]নন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক --- শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুন্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক-- শ্রীরমানাথ বেদশাস্ত্রী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২-১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক— শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক --- শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
বালাম চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাঁকড়ুলসী	৫৷৹
মাগরা নূতন	৪৷৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাঁকড়ুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাবাদি	৪৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

কাইব, টাইপ	১০৷৵৹
খড়িপুর ১০০০ নং	১০৴৹
কাবকোরা সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের দর	৩৪৷৹
গজবেণ	২২৲
চাবিধার	৫২৷৹

পাটের দর

কাবড়ে—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
উডল—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

স্পেশাল ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵
কুপাধারক ঐ	৬৲—৬৵৹
ডাইমণ্ড ঐ	৫৸৴৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৴৹—৫৷৴৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
ময়দাউ	২৷৵৹—২৸৹
বুল	২৷৵৹—২৷৵৹

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
মাখনীয়া	৫৭৲
মুক্তেশ্বরী	৫০৲
ভয়সা	৪৫৲
পাঞ্জাবেল	৩৪৷৹

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা পাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

গোলার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹

টাটা প্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	

টাটা প্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸৹
শীস	৷৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫৷৹—৬৷	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, গোলটু. গয়াকে	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷৹
লোহা	৬৸৹—৭৸৹

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹

চটকলের হালমণ ৫৵৹, পাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৷৹

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবের সোনার কাইন	৫৪৲
লিটন আবেন কবকচ	৪০৲
কবাচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাবার্গ খাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
নারল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৩৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খয়ির মণ	১৪৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৪ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

—:(:০:):—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ অদ্যাবধি পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-লাপুড়া, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

দশ ও বিশ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহানার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা,

পোঃ বেগলা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অাত্মমর্য্যা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৺৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৶০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪॥০	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
পূর্ণ কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২॥০
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভু এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরাচার্য্য
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

REG NO C 1516

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৩৯শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—(০:০:০)—

বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ

গত ৬ই এপ্রিল বুধবার নিম্নলিখিত শিল্পকলাবিদগণ ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত হইয়া "বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করিয়াছেন:—

(১) বিংশ শতাব্দী সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যুগ। যখন দেশের সকল সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন তখন বাঙ্গলার শিল্পিগণের কোন সঙ্ঘ নাই এটা সত্যই লজ্জার বিষয়।

সেইজন্য বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ নামে শিল্পীদের একটি স্থায়ী সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(২) শিল্পীদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এই সঙ্ঘ গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং ইহাই হইবে সঙ্ঘের প্রধান এবং প্রথম কাজ।

(৩) সমগ্র বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা চারু ও কারু শিল্প সাধনকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা শিল্পানুরাগী তাঁহারাই এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন।

(৪) বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক শিল্পীর ঠিকানা জানা সম্ভব নয় বলিয়া দেশের সংবাদপত্রের মারফত প্রত্যেক শিল্পীকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে অস্থায়ী সম্পাদকের নিকট পত্রযোগে নিজের নিজের ঠিকানা জানান এবং এই সঙ্ঘের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। কেননা আগামী গ্রীষ্মেই বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক শিল্পীকে আহ্বান করিয়া কলিকাতায় একটি বিরাট সভা হইবে এবং সভ্যদের মধ্য হইতে একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

(৫) প্রতি বৎসর "বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের" অনুরূপ "বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের" ব্যবস্থা এই পরিষদ যাহাতে করেন এবং চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী ও শিল্পসমালোচকগণ যাহাতে শিক্ষামূলক বক্তৃতা দান করেন সঙ্ঘ যেন সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন।

(৬) এতদ্ব্যতীত শিল্পিগণ যাহাতে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার মিলিত হইয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন পরিষদের সে বিষয় যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত।

(স্বাঃ) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পী ভবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (এ আর সি, এ), পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফণিভূষণ গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনীকেন্দ্র বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, অখিল নিয়োগী (অস্থায়ী সম্পাদক), ১৬ এফ, রাজা রাজকিষেণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

———

রেশম উৎপাদন শিল্প সংরক্ষণ

ভারতবর্ষে রেশম উৎপাদন শিল্পের সংরক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে তদন্তের জন্য সপারিষদ বড়লাট ট্যারিফ বোর্ডকে ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসের পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হইবে কিনা তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বোর্ডকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত বোর্ড গঠিত হইয়াছে;—

সভাপতি মিঃ ফজল ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

সদস্যগণ:—মিঃ এন, জে, রাউটন সি, আই, ই; আই, সি, এস, এবং মিঃ এন, এন আঙ্কেলসারিয়া, সি, আই, ই।

মিঃ রাউটন উক্ত বোর্ডের সম্পাদকের কার্য্যও চালাইবেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি মিঃ রহিমতুল্লা ট্যারিফ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্য কাজ লইয়া ব্যস্ত আছেন। তাঁহার কাজ শেষ হইলেই বোর্ড তদন্ত আরম্ভ করিবে।

ঋণ মকুব দিবস

গত ১৩ই চৈত্র রবিবার নিখিল ভারত ঋণ মকুব দিবস উপলক্ষে হাওড়া জেলার দেউলপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত তালালকী গ্রামে এক বিরাট কৃষক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থানীয় কর্ম্মী শ্রীশরৎচন্দ্র দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হাওড়া জেলা কিষাণ লীগের সম্পাদক কমরেড অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষি ঋণের উৎপত্তি ও উহার ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণের ইতিহাস ব্যক্ত করেন। সভায় সালিখা তেলিয়ারী ইউনিয়নের কর্ম্মী সন্ন্যাসী পট্টনায়ক, কৃষককর্ম্মী অবন্তারাম হাজরা, সুধীর দাস, জীবন কোলে ও বসির রহমান বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাবটি অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—এই সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতেছে যে, অনতিবিলম্বে ইহার সমাধানের ব্যবস্থা করা হউক। কৃষিঋণ সম্পর্কে সরকার যে ঋণ সালিশী বোর্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী নয়, কেননা, তাহাতে আসল ঋণ মকুবের কোন ব্যবস্থাই নাই পরন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তাহা পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এই সভা দাবী করিতেছে যে, কৃষিঋণ সমগ্র মকুব করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

ঐ দিবস প্রতিপালনের জন্য ইসলামপুর বাজার, ডোমজুর, জুজারসাহা, কুমারহাট শিবতলা, আন্দুল, বড়গেছিয়া প্রভৃতি স্থানেও কৃষক সভা হয়। সকল সভাতেই কৃষকগণ দলে দলে যোগদান করে।

বেহালা মিউনিসিপ্যাল ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের অবসান

গত ৫ই এপ্রিল বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় বেহালা পোর্ট কমিশনারের [illegible] পুনর্ব্বার মিউনিসিপ্যালিটির ধা[illegible] মেথরদের একটি সভা হয়। কমরেড বসুমল্লিক সভাপতিত্ব করেন। কমরেডস্ এস, [illegible] কালী দাস, বিশ্বনাথ, সৌরেন মুখার্জ্জি ও আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড় ও মেথরগণ ৪ দিন পূর্ব্বে মাহিনা বাড়ান ও আরও কয়েকটি কারণে ধর্ম্মঘট করে। চেয়ারম্যান মহাশয় তাহাদের দাবীগুলি সহানুভূতিপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন এই অঙ্গীকার করায় তিনদিন ধর্ম্মঘট করার পর তাহারা কাজে যোগদান করে। ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করার পূর্ব্বে ইহা স্বীকৃত হয় যে, যে সমস্ত ধাঙ্গড় ও মেথর দুই দফায় কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সেই সুযোগ দেওয়া হইবে, কিন্তু ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের পর সে সুযোগ তাহাদের দেওয়া হয় নাই। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভা চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাহারা যে সব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে কার্য্যকরী করিয়া তুলুন। উক্ত করদাতা ও জনসাধারণকে চাপ দিতে অনুরোধ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪
প্রথম হইতে দশম ৩৬ অধ্যায় — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। তাৎপর্য্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
অনুভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড —৸ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভজন-আশ্রয় ।০
শ্রী ধর্ম্মবিবেক ৷০
প্রাকগৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
বিশ্ব গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ১।০
২৭। মুক্তিমালিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্বরূপপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ২। পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫ শ্রীগৌড়ায়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

যে বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে উৎকীর্ত্তিত হইয়াছে।

———:০:———

বিশ্বংসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

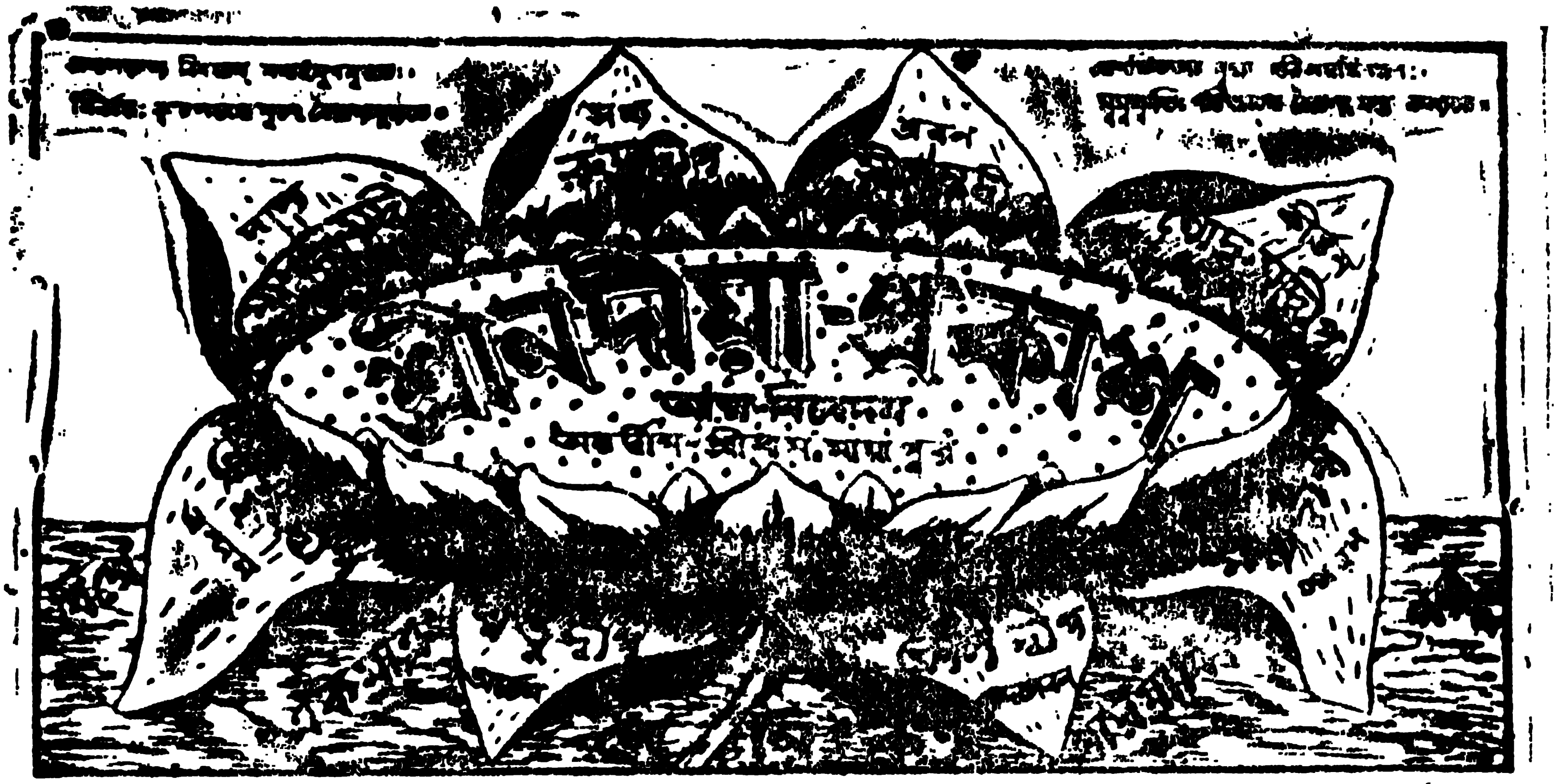

১৩শ বর্ষ { ২৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫২, ১লা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৪ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ৩৯৩তম সংখ্যা

দিল্লী অভিমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব

হরিদ্বার, ১২ই এপ্রিল

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর কুম্ভ মেলায় শ্রীমদ্ভাগবত - প্রদর্শনী উন্মোচন, শ্রী বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও সমাগত অসংখ্য যাত্রীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অদ্য সপার্ষদে দিল্লী অভিমুখে শুভবিজয় করিবেন। আগামী পরশ্ব ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিল্লী গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

চাপাহাটিতে শ্রীরাম-নবমী উৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় এবৎসর চাপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রতোৎসব ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের দোলযাত্রা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই এপ্রিল শুক্রবার অধিবাস দিবসে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ নরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মুকুন্দগৌরপ্রাণ ভক্তিমধুপ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্যপুরাণতীর্থ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ অভয়গোবিন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিকৈরব ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বিষ্ণুচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রমুখ বোলজন ভক্ত শ্রীগৌরগদাধর মঠে গমন করেন। পথিমধ্যে ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণই মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিল।

অধিবাস দিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও অর্চ্চনাদি সম্পন্ন হইলে কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব, নাস্তিক্যবাদের প্রতিমূর্ত্তি ভক্ত-ভগবদ্বিদ্বেষী রাবণের স্বরূপ ও তাহার আচরণ, দাস্যরসে বজ্রাঙ্গজীর শ্রীরামপ্রীতি, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবীর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রেমসেবাবৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন।

৯ই এপ্রিল প্রাতে ৬॥০ ঘটিকায় ভক্তগণ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দসমভিব্যাহারে শ্রীমঠ হইতে একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া চাপাহাটী ও সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ষোড়শ অধ্যায় এবং শ্রীপাদ অভয়গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী সপ্তদশ অধ্যায় ও মধ্যখণ্ডের প্রথম অধ্যায় পাঠ করেন। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৩০০ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পাঠ প্রসঙ্গে বজ্রাঙ্গজীর অবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরামনিষ্ঠা-পরীক্ষা-হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রস-মাধুর্য্য-পরতমতার বিষয় কীর্ত্তন, তচ্ছ্রবণে শ্রীরামনিষ্ঠা-ত্যাগে অসামর্থ্যহেতু চিত্ত বিকল হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট মুরারিগুপ্তের স্বীয় মৃত্যুবাঞ্ছা জ্ঞাপন, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রশংসা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে সজ্জন ও ভক্তগণসমবেত সভায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ব্যাপী বহু উপদেশপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বিভিন্ন অবতারাবলীর প্রতি আসক্ত বিভিন্ন অধিকারী ভক্তগণের উপাস্যপ্রীতি বৈশিষ্ট্য, শ্রীভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তের কৃপা ও বঞ্চনালীলা, আশ্রয়বিগ্রহ শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর বাহ্যপ্রীতি প্রদর্শনমুখে স্বামী ও আত্মীয় বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, বার্ষভানবীদয়িতদাস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবকগণের প্রতি কৃপা ও বঞ্চনালীলার কারণ ও তৎপাত্র সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা করেন। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উৎসবের আনুকূল্য বিধান ও নানাভাবে সেবাপ্রাণতা প্রদর্শনজন্য স্থানীয় ভক্তগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

আমরোহায় প্রচার

বিগত ১লা এপ্রিল শুক্রবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয় আমরোহা গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ কেদারনাথ কেযর মহাশয়ের বাসগৃহে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন মুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় স্কুলের শিক্ষকগণ, ছাত্রবৃন্দ ও বহু স্থানীয় সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বিগত ৫ই এপ্রিল উক্ত প্রচারকবর মুনসেফ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাংলোতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রদর্শনমুখে হিন্দি ভাষায় প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসিতেছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনারায়ণ মাথুর নানাভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকদিগকে সহায়তা করিতেছেন। আমরা তাঁহার সেবাচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করিতেছি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুভেচ্ছায় তাঁহার সেবা-চেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। যেসব সদ্বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা জগন্মঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্তমঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

—--::(•)::—--

আমরা বহুপ্রকার নাস্তিকতার কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। হরিবিমুখতাই এই সকল নাস্তিকতার জনক। আর সেবোন্মুখতাই আস্তিকতা। এই নাস্তিক-আস্তিক, চোর-সাধু, সদ্-অসৎ বা চিৎ ও অচিতে বর্ত্তমানে সমন্বয়ের যে একটা ধুয়া চলিতেছে তাহা নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই নাস্তিকগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত। বস্তুর সম্যগ্‌রূপে সম্বন্ধ নির্দ্দেশের নাম সমন্বয়। মুড়ি-মিছরি বা আলো-আঁধারকে এক করার নাম সমন্বয় নয়। সুতরাং দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মকে এক মনে করা যে কিরূপ অনুচিত, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই বিচার করিবেন।

আমরা শাস্ত্রে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শুনিতে পাই, সেই তিনটী কখনও সমান বা এক নহে। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি—দেহ মনোধর্ম্ম- অনাত্মধর্ম্ম—নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর ভক্তি—আত্মধর্ম্ম—চেতনের ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম। কর্ম্মই বলুন, জ্ঞানই বলুন আর ভক্তিই বলুন, প্রত্যেকটীরই এক একটি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন আছে। বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ, অভিধেয় সেখানে দান, পরোপকার, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সৎকর্ম্ম। আর প্রয়োজন—স্বর্গাদি লাভ। জ্ঞানে মনের সহিত সম্বন্ধ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, শমদমাদি সাধন-সম্পদ এবং ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ এই সকল অভিধেয়। আর ইহার প্রয়োজন—অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ। ভক্তি এই কর্ম্মজ্ঞানের অতীত, শুদ্ধ চিদাত্মার নিত্য বৃত্তি। সুতরাং ভক্তির সহিত একমাত্র পরম সেব্য ভগবানেরই সম্বন্ধ। সাধনভক্তি অভিধেয় এবং প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই তিনজনের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান। যেখানে মূল বস্তু প্রয়োজনেই ভেদ, সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সকলই সমান কিরূপে হইবে? ভক্তের প্রয়োজন—নিত্য মমতামূল কৃষ্ণপ্রীতি। আর কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন—মূঢ়তামূল স্বার্থপরতারূপ অনাত্মপ্রীতি—দেহমনের সুখ। কর্ম্মী দেহাত্মবাদী। জ্ঞানী—দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আত্মারাম; আর ভক্ত ভগবদ্দাস্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় নিমগ্ন। এই ভক্তগণ প্রেমিক—কৃষ্ণের বড় আদরের বস্তু। তৃষ্ণার অভাবই এই প্রেমের লক্ষণ। এই প্রেমই ভক্তির ফল; মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফলমাত্র। আত্মারামতায় চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কোন কথা না থাকায় তাহা প্রেমের বিরোধী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
(চৈঃ চঃ)

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটী পিশাচী। যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে সেই পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না।

ভগবৎ-সেবারত ভক্তই প্রকৃতপক্ষে আস্তিক। কেন না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি শ্রীভগবান্‌কে নিত্যসেব্যরূপে উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে প্রথমাবস্থায় মুখে স্বীকার করিলেও পরিশেষে তাঁহারা ভগবানের কোন ধার ধারেন না। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য পরিচয়—নিত্য সম্বন্ধ। আর কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত দায় পরিচয়ের ভাণমাত্র।

কেহ কেহ বলেন কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে হয় তাহা হইলেও কি তাহা দোষাবহ? যেস্থলে কর্ম্ম ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে কৃত হয় তখন তাহা ভক্ত্যঙ্গ। আর জ্ঞান যদি শুষ্কতা বা নির্ব্বিশেষ ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেবাদির ন্যায় ভগবদীয়ত্ব অর্থাৎ আমি ভগবৎ সম্বন্ধীয় সচ্চিদানন্দ বস্তু এই প্রকার সদ্বুদ্ধির উদয় করায় তাহা হইলে উহা ভক্তির দ্বারা শোভিত হয়। কেবল কর্ম্ম ও কেবল জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে কোন শুভফল উৎপন্ন করিতে পারে না, ভক্তির অধীনতা স্বীকার করিলেই উহার শুদ্ধতা। কর্ম্ম জ্ঞান যদি পরে ভক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাহা আবার জীবের বন্ধন-স্বরূপ হয়।

শুষ্কজ্ঞান ভক্তির হানিকর সত্য, কিন্তু শুদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান পরিত্যাজ্য নয়। উহাই জীবের আশ্রয়ণীয়। আত্মবিনাশকারী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী যদি ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে অনাসক্ত ভক্তের সঙ্গ-সৌভাগ্য পান তাহা হইলে তাঁহাদেরও মঙ্গল হয়। এতদ্ব্যতীত নিত্যমঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্মার্থকামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই ভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। জীব চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। জীবের স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি—সকলই জীবের পর-ধর্ম্মরূপে প্রবেশ করত তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব। অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীভূত করত বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ভক্তের অজ্ঞানতা নাই। যেখানে ভক্তি সেখানে শুদ্ধ-জ্ঞান আছেই। সেইজন্যই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। ভক্তিই চেতনের ধর্ম্ম সুতরাং এই ভক্তি—ভগবৎসেবা বাদ দিয়া আমরা যাহাই করি না কেন, তাহাতেই আমাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য।

শাস্ত্র বলেন—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

মদ্ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা

[শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৩৩তম বার্ষিক অধিবেশনে ১লা চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-তিথিতে প্রদত্ত]

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

শ্রীগৌর নৃসিংহ জয়যুক্ত হউন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সজ্জনমণ্ডলি—

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা পূর্ব্বাপর যেরূপভাবে চলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সকলেই আহূত হন। সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, মুসলমান, খৃষ্টান, পশু, পক্ষী—আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই এই মহামহোৎসবে যোগদানের অধিকার আছে। এই উৎসবের নিমন্ত্রণ যেন নারদ স্বয়ং নিমন্ত্রণ। এই সভায় স্বর্গাদি চৌদ্দ ভুবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক-বৃন্দাবনের সকল স্থানের লোক, আব্রহ্মস্তম্ব, সর্ব্বনিম্ন হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। এই সভায় যেমন সর্ব্বসাধারণ ও অসাধারণ সকলেরই সমবেত হওয়ার অধিকার আছে, তাহাতে বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় 'জগাখিচুড়ী' লোককে সভাপতির আসন প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আমি শ্রীগৌর নৃসিংহের কৃপা উপলব্ধি করিতেছি। এই নবাগত ব্যক্তিগণ সকলেই নবদ্বীপধাম সুস্থদেহে ও শৃঙ্খলার সহিত পরিক্রমা করিয়াছেন। নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিলে চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গ যাজন হয়। শ্রৌতপথে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হয়। কর্ণের দ্বারা যখন আমরা সাধুমুখবিগলিত কথা শ্রবণ করি, তখন আমাদের চক্ষু নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে পারে, হস্তপদাদি সকলেই শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সেবা করিতে পারে। প্রথমেই সাধুগুরু-মুখে নাম শ্রবণ করিতে হয়। বৈকুণ্ঠশব্দ নিরাকার বা শূন্যে বিলীন হইয়া যায় না। হরিনাম ও হরিকথা শব্দব্রহ্ম। শ্রীগৌরসুন্দর, গদাধর,

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শব্দব্রহ্ম : এই সকল নাম আকাশে লয় হয় না। এই সকল নাম রূপে পরিণত হয়, ধামে পরিণত হয়। সাধুমুখনির্গত শব্দ রূপ ধারণ করে। বৈকুণ্ঠ শব্দ উড়ে' যায় না। শব্দই রাধাগোবিন্দের রূপ দর্শন করায়।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ॥

দুনিয়ার নাম ও ঈশ্বরের নামের মধ্যে পার্থক্য এই যে—দুনিয়ার নাম বা শব্দ সব নষ্ট হয়ে যাবে, দুনিয়ার যে কোন উচ্চ হইতে উচ্চতর শব্দ চতুর্দশ ভুবনের মধ্যেই ঘুরপাক খাইতে থাকে, প্রলয় পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শব্দগুলি আকাশে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সকলেই চেতন ও নিত্য। নাম কখনও উপিয়া যাইবে না। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে আমরা নিত্যকাল ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার সেবা করিতে পারিব। আমরা অপরাধশূন্য হইয়া যদি সাধু মুখে শ্রীনাম নাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে নামই রূপরূপে প্রকাশ পাইবেন।

শ্রীধাম সীমাবদ্ধ কোন জড়বস্তু নহেন। শ্রীধাম সর্ব্বত্র আছেন। ভক্তের হৃদয়ই শ্রীধাম। নবদ্বীপধাম সূর্য্যসদৃশ। তাঁহার একটি মাত্র কিরণকণ পাইলে আমরা ধন্য হইব। বৈষ্ণবগণ ধামের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে মহাপ্রভুর দর্শন ও ধামের দর্শন হয়। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার কার্য্য—বৈষ্ণবমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সেবাকারিগণকে উপাধিদান—এই সকল বৈষ্ণব-পূজা ইহা ব্যতীত কখনও বিষ্ণু-পূজা হয় না।

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় জনগণের পাদপদ্ম-সেবাব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দর ও ধামের কৃপা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবিদ্বেষী অসুর জরাসন্ধও শালগ্রাম বিষ্ণুর অর্চ্চন করিত। কিন্তু বৈষ্ণবসেবা করিত না। শাস্ত্র বলেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব
কেবলম্॥

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে
জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ॥

শালগ্রাম ও শিলা দুইটি এক বস্তু নয়। শিলা কখনও শালগ্রাম হয় না। শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়—এই কথা শাস্ত্রবিরোধী। কুলালক কুলোদ্ধারক পাকে। আমাদের গুরুর্গ কখনও শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ক'রে দেন নাই। তবে বৈষ্ণব-স্বভাববিশিষ্ট যাঁহারা শূদ্রকুলে আবির্ভূত হন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-গুরু-বৈষ্ণবের সমাজে আনয়ন করেন। শিলাসকলের মধ্যে শালগ্রাম অর্চ্চা থাকিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শালগ্রামকে গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াও শূদ্রের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে আদরপূর্ব্বক বৈষ্ণবেরা স্বীয় গোত্রে গ্রহণ করেন। শূদ্র কখনও তাহার সমজাতি ব্যক্তিকে হরিপূজায় অধিকার দান করে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও নিম্বকাষ্ঠের তৈয়ারী বস্তু নন। ভগবান্ আমাদের প্রতি অধিকতর কৃপান্বিত হইয়া আমাদের অধিকার অনুযায়ী শ্রীবিগ্রহ বা অর্চ্চারূপে প্রকট হইয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবায় অধিকার দান করেন। অর্চ্চাবিগ্রহে সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হইলে, সেবক যে কোন কুলে থাকুন না কেন, তিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণু তাঁহাকে নিজ সেবায় অধিকার দান করেন।

হরিভক্ত নরকের কীট নন। তাঁহারা যে কোন কুলে আবির্ভূত হরিভক্তগণকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আনয়ন করেন। ভক্তগণ কীটকেও কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন।

ভোগময় দর্শনে ধামকে গ্রাম বলিয়া বোধ এবং জগতে ভাল মন্দ, ছোট-বড় প্রভৃতি ভেদ দর্শন হয়। নিজে কৃষ্ণের সেবোপকরণ হইতে পারিলে জগৎকে ক্লেশ বা ভোগের আগাররূপে দর্শন না হইয়া কৃষ্ণভোগ্য ধামরূপে দর্শন হয়।

মায়িক আবরণে আচ্ছন্ন বলিয়া আমার নিকট বস্তুসকল তাহাদের স্বরূপ গোপন রাখে। কিন্তু মহাভাগবত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন—

'যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।' স্থূলদর্শন, সূক্ষ্ম দর্শন, সূক্ষ্মস্থূল দর্শন, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এ সকলের দর্শন অপূর্ণ। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এখানকার সকলেই ধ্বংস। বৈকুণ্ঠের সকলেই পূর্ণ। বৈকুণ্ঠের সকলেই ভাবী। আজকাল বিজ্ঞানবলে এমন এক প্রকার ধাতু তৈয়ারী হইয়াছে যে, তাহা সকলপ্রকার পাত্র ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। উহা পৃথিবীতে রাখিলে পৃথিবীকে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। উহা নাকি রেডিয়াম্ প্রস্তুত করিবার সময় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা বহুমূল্য বস্তু। উহাকে কোথাও রাখিবার উপায় নাই। একটি জড় বস্তুরও যদি এই প্রকার অসাধারণ গুণ থাকে, তাহা হইলে সুদর্শনের নিকট জগতের যাবতীয় কুদর্শনের বাধা ব্যর্থ হইবে না কেন? চেতন বস্তুর ঐ প্রকার যে অলৌকিক শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময় দর্শন ভূর্লোক, বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া গোলোক বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। চিন্ময় দর্শকের জড় দর্শন হয় না।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।
"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

চিদনুশীলনই শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার কার্য্য। আমাদের চেতনাত্মার স্বরূপ এইরূপ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শুদ্ধ জ্ঞান ও সুদর্শন লাভ হইলে আত্ম-স্বরূপ, ধামের স্বরূপ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন হইবে, ভূলোকে গোলোক দর্শন হইবে। ভক্তিলতার গতি ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর, ঊর্দ্ধতম অবস্থার দিকে প্রধাবিত হয়। অবশেষে কৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হয়। পূর্ব্বোক্ত ধাতুর ন্যায় ভক্তিলতার গতি নিম্নদিকে নয়। ইহার গতি সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধদিকে। ঊর্দ্ধমুখী ও অধোমুখীর মধ্যে এইরূপ ভেদ বর্ত্তমান।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্প-বৃক্ষে করে আরোহণ॥

সেই ভক্তিলতারূপ ভক্তির বীজটিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল ঢালিতে থাকিলে উহা ক্রমশঃ অঙ্কুর ও লতায় পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নামমন্ত্ররূপ বীজ লাভ করিলেই সকলেরই যে চরম সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা সকল ছাত্র দিতে পারে না। যাহারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই,এ পরীক্ষা দেয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাদ পড়ে, আবার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খুব অল্প ছাত্রই পাওয়া যায়, অবশেষে এম্-এ পরীক্ষায় এবং সর্ব্বশেষে পি, আর, এস্ পরীক্ষায় দু-চারিটি উত্তীর্ণ হয় কিনা সন্দেহ, সুতরাং সদ্গুরুর শিষ্য বলিয়া অভিনয় ও অভিমান করিলেই যে সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করিবে, তাহা নয়। সকল মৃগেই মৃগনাভি পাওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার সভ্য হইলে চৌষট্টি অঙ্গ যাজন হইবে। আগামী কল্য গৌরজন্ম-মহোৎসব। আজ তাহার অধিবাস দিন। আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচা ভাল করিয়া মার্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জগন্নাথক্ষেত্রে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা করিয়াছিলেন। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। বহুজন্মের পাপ ও অপরাধের ক্ষালনের জন্য নয়নজলে হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জনা করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—হে গৌরসুন্দর, তোমার অঙ্গচ্ছটায় আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। শ্রীগৌরসুন্দর শরণাগতের প্রতি কৃপা করিয়া স্বীয় আবরণ উন্মোচন করিলে ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
(ঈশোপনিষৎ ১৫দশ মন্ত্র)

শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বস্তু। ভগবানের প্রকটাপ্রকটলীলা সূর্য্যের উদয়াস্তের মত। ভগবৎপার্ষদগণেরও তদ্রূপ। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ নশ্বর বস্তু নহেন। তিনি কখনও মৃত হন নাই। এবার যে বিপুল বাধার মধ্যে, ঘোর দুর্য্যোগ ও অন্ধকারের মধ্যে এবং গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণের প্রবল বাধার মধ্য দিয়াও নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের অসীম কৃপা উপলব্ধি করিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইব। সকলে বলুন—"গৌর-প্রেমানন্দে হরি হরি বোল"।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

চৈত্রসংক্রান্তি ও বাঙ্গলা নববর্ষ উপলক্ষে দুই দিবস প্রেস বন্ধ থাকিবে ; সুতরাং আগামী শুক্রবার ও শনিবার দিবসদ্বয় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ব্রহ্মাণ্ডচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'হারমণিষ্ট' পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ স্বরূপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... দর্শনীয়। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনবেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদ্রুম-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গোস্বামী বিজয়গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিভানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅবিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদক্রম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয়ৎপ্রভু ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউগাছি (শ্রীনাম হরের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপাহাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীব্রজরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবঙ্কবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীদামোদর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনপাড়া,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীধামা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলুরুগুদা, পোঃ চিরুগুদা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবানন্দ অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৬ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দাম মণ
বালামখারি	৭।০
রাঙা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৬৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাটন, টাটল	১০৸০
ভবিপুর ১০০০ নং	১০/০
কাবকোবা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৸০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আবদে—	৪০৬০
নিজর—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের সবার—	৪১৲

কাঠী ও মসলার দর

লেটেস্ট মাল প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
চুণাবকাটন ঐ	৬৲—৬৶০
কাঁচাখোলা ঐ	৫৸০—৫৸০
পাটী	৬৲—৬৶০
কাঠী (বি)	৫৸০—৫৸৶০
কাঠী নং (২	৫/০—৫।/০
কাঠী (এল)	৫৲—৫।০
কাঠী (বে)	৪৸০—৪৸৶০
কাঠী নং (৩)	২।০—২৸০
সাজাই	১৪৶০—১৸০
[illegible]	১৸০—১৪৶০

মুড়ের দর

কলকা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
[illegible]	৩৬।০

তার	৫৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মুক্তা গ্যাবর্ধ্য	৪১৸০
১৬ গেজ—	১১৸০
গ্যাঃ মটকা ১৪- ৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	১।৪।৩৮
টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
গোলার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম	
বরগা (টি আয়রণ)	
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৪৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	১৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫।০—৬।০	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাটি, বোলটু নবাবে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের ৭।০ ঐ	৬৸০—৭৸০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের হালদণ ৫৶০, পাটের হালদণ ৩।০	
তুলার হালদণ ৪।০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন্ দেলার কাইন	৫৪৲
লিট এ আবেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরনিব কাইন	৪৩৲
চাবার্ণ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাপ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গুড়ি খবিরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট জোগাপনী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

———(:০:)———

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

———::০::———

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী

টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-লাপুড়া, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৩১নং গলি পোঃ বাঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

———

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

ও

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

:০:

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-সদাচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপরিভাষিক সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:০:

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	।৵০	।৵০		
৪৲	১৷০	১৷০		
সিকিকলম ৫৲	৪॥০	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম	৭৲	৭৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চ ৩	৩।০
সিকি কলম ১২৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
৬ মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামঃ ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা-নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

:(০):

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে 'বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- মঠ-
প্রচার-সংরক্ষক ত্রিদণ্ডি-
স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
মহাশয়ের অনুগৃহীত শ্রী
শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DHILY NHDIH PRHKHSH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের শুভাভিষিক্ত
ও করকমলাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৮, সোমবার [৪০শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

পীতনদীর উত্তরে চীনাবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ

তিনদিনব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর চীনা বাহিনী হোনান প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত চি ইউয়ান ও পিঙলু সহর দখল করিয়াছে। হতাবশিষ্ট জাপ-বাহিনী সহরের উপকণ্ঠে থাকিয়া এখনও যুদ্ধ করিতেছে। ৬ই এপ্রিল প্রাতঃকালে চীনারা দক্ষিণ শাণ্টুং প্রদেশের ইয়েসিনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া নগর-প্রাচীর বিধ্বস্ত করে। চীনাদের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইয়েসিনে চীনারা দশ সহস্র জাপ-সৈন্যকে বেষ্টন করিয়াছে এবং তাহাদের পরিত্রাণ লাভের কোনই আশা নাই। ইয়েসিনস্থিত জাপ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য বহু জাপানী সৈন্য শাণ্টুংএর উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। তাহারা মোটর লরীতে করিয়া রণক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

সাংহাইএর সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট দূতাবাস হইতে বিদেশযাত্রার ব্যবস্থাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে তাহারা যেন সাইবেরিয়া অতিক্রম করার জন্য কাহাকেও ছাড়পত্র না দেন। ইহার ফলে এই গুজব রটিয়াছে যে, সোভিয়েট ও মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়াছে। কিন্তু ওয়াকিবহাল-মহল বলিতেছেন যে, জাপান ও সোভিয়েটের মধ্যে যেরূপ মনকষাকষি চলিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া সুদূর প্রাচ্যে যাতায়াত সোভিয়েট দূতাবাস হইতে উক্ত প্রকার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণ শাণ্টুংএর সংগ্রাম সম্পর্কে ফুচাওফু হইতে প্রেরিত সংবাদে এই দাবী করা হইয়াছে যে, লিনইয়াইএর নিকটবর্ত্তী এবং ইসিয়ানের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এবং তাই-এর-চ্যাংএর উত্তর অঞ্চলের জাপবাহিনী চীনাদের অপেক্ষা অধিকতর বীরত্বের সহিত সমর কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। ফলে চীনাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সমরনায়ক জেনারেল-লিং-চেংএর অধিনায়কত্বে ৫২ সংখ্যক চীনা বাহিনী ইয়েসিনের পূর্ব্ব অঞ্চলে জাপ-বাহিনীকে প্রবল পরাক্রমে বাধা দেয়, কিন্তু তাঁহাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয় ফলে চীনারা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

ফুচাওএর কিছুদূরে মিননদীর মোহনাতে একটি জাপ যুদ্ধ-জাহাজ একত্রিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি বিমানবাহী যুদ্ধ-জাহাজ হইতে ২০টি জাপ বিমানপোত ফুচাওএর উপর ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে. পরে ইহারা ক্যান্টনের উপর বোমাবর্ষণ করে। এখানে এইরূপ জল্পনা-কল্পনা শুনা যাইতেছে যে, তিয়েনৎ-সিন-পুকাও রেলওয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানীদের যে সব পরাজয় হইয়াছে, তাহা হইতে জন-সাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া দিবার জন্যই জাপ নৌবহর নূতন একটি অভিযান সুরু করিতেছে।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, চীনাবাহিনী হোনানের উত্তর পশ্চিমে পীত নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং ইউনিয়ন হংলু ও মোসিয়েন সহরের নিকট ব্যাপকভাবে জাপানীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

বাঙ্গলা ও আসামে ভূমিকম্প

গত ১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার সকাল সাত ঘটিকায় কলিকাতায় মৃদু ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল আসামের খসিয়া পাহাড়ে, কলিকাতা হইতে ৩১০ মাইল দূরে।

দুইজন মৃত ও ১জন সাংঘাতিক আহত

গত ১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকাল ৭-৩০টায় শিলচরে সামান্য ভূমিকম্প হইয়াছে। কাহারও ধন সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে নাগরা পাহাড়ে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বর্মা অয়েল কোম্পানীর দুইজন মণিপুরী শ্রমিক ডিনামাইট বসাইতেছিল। ঐ সময় ডিনামাইট ফাটিয়া একজন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়। অন্য দুইজনকে হাসপাতালে পাঠান হয়। হাসপাতালে একজন মারা গিয়াছে। অন্যজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

গত ১৩ই এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটায় শিলিগুড়িতে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে কম্পন বেশ তীব্র ও পাঁচ সেকেণ্ড স্থায়ী ছিল। কম্পনের সময় আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্ব দিবসও প্রায় ঐ সময় মৃদু কম্পন হইয়াছিল। কোনরূপ ক্ষতি বা প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শিলং, নোয়াখালি, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, মালদহ, জলপাইগুড়ী, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, শ্রীহট্ট, ইজল চট্টগ্রাম, মাদারীপুর, পূর্ণিয়া, শিলিগুড়ি, ঢাকা, রাজসাহী. বরিশাল, বগুড়া প্রভৃতি মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায়, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশেই ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে। কম্পন শিলং-এ মৃদু [illegible] নোয়াখালিতে পাঁচ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী ছিল।

কোথায় কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

স্বয়ং বড়লাটের নিমন্ত্রণে গান্ধীজীর দিল্লী গমন

সংবাদদাতা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, গান্ধীজী এবার বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াই দিল্লী গিয়াছেন। তথায় বড়লাটের সহিত তাঁহার কয়েকটী রাজনৈতিক বিষয়ে বন্ধুভাবে আলোচনা হইবে। বড়লাটের প্রাসাদে শুক্রবার বেলা ১১টার সময় সাক্ষাৎকার হইবার কথা রহিয়াছে।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো আগামী জুলাই মাসে ছুটিতে যাইবেন। তৎপূর্ব্বে তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে এইটুকু জানিয়া লইতে চাহেন যে, কি কি সর্ত্তে কংগ্রেস [illegible] পারে। প্রকাশ যে, হরিপুর কংগ্রেসে ফেডারেশন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাব নাকি বড়লাটের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বড়লাট মনে করিতেছেন যে, আপোষ আলোচনার পথ খোলা রাখা হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, একদিকে স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন প্রদেশগুলি এবং অপর দিকে স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজ্যগুলি—এই উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবপর নহে। প্রকাশ যে, বড়লাট এই যুক্তির মধ্যে যে অনেকখানি শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ -- ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৲
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
২২ ভজন-রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা /১৹
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০ শরণাগতি /৹
৪১ গীতাবলী /৹
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩ সাধনতত্ত্ব /৹
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ।১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮ শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
বাণী

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। ।৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু-ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে গ্রথিত করা হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ৫ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৮, সোমবার } ৯০তম সংখ্যা

বঙ্গে অভিমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব

——::(০)::——

শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

(তারের সংবাদ)

দিল্লী, ১৩ই এপ্রিল

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তশ্রীশ্রীবিভূষিত ভক্তিসিদ্ধান্তবিনোদ পরিব্রাজকচূড়ামণি গোস্বামী ঠাকুর গত ১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রিতে হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া পরদিবস বুধবার প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছেন। অদ্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে উচ্চসংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আগামীকল্য বঙ্গ অভিমুখে শুভবিজয় করিবেন; প্রত্যাগমন-পথে তাঁহার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার কথা আছে।

অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী মহোদয় হরিদ্বার হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী দিল্লী অভিমুখে হরিকথা প্রচারের জন্য যাইতেছেন।

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ১৬ই এপ্রিল শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

অসম্যগত

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। আবার কামাদিযুক্ত দ্বিপদপশুতুল্য মানব নিশ্চয়ই শূদ্র। শ্রীধরস্বামিপাদও এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ। ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ" (৭।১১।৩৫) শমদমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণতা নির্দ্দেশই মুখ্য ব্যবহার। অর্থাৎ কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ নিরূপণ হইতে পারে না। যদি বর্ণান্তরেও অন্য বর্ণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র লক্ষণ নিমিত্তের দ্বারাই বর্ণনির্ণয় করিবে। অর্থাৎ কেবল জাতি নিমিত্তের দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না।

এই সকল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত মহাজন, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মগণের মতকে 'অবৈদিক বা' 'নবীন মত' বলিয়া যাঁহারা নিজদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় "আত্মব্যবহারে পণ্ডিত" হইলেও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া সুধীগণ স্বীকার করেন না।

এই ত' গেল প্রাথমিক কথা। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" (১।২।১১) শ্লোক হইতে জানা যায়,—ভগবৎপ্রতীতির অসম্যক্ আবির্ভাবই ব্রহ্মপ্রতীতি; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসককে বা বৈষ্ণবে যে ব্রহ্মজ্ঞতা আনুষঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু "দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" এই শ্লোকের টীকায় "যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই হউন না কেন, বৈষ্ণব সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেই বিপ্রত্ব লাভ করেন"—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে যে অন্যত্র 'বিপ্রসাম্য' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল ভগবদুপাসক বৈষ্ণবের কর্ম্মপর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্ম পরত্বের আধিক্য এবং বৈষ্ণবে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্ম-পরত্বের স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় ভক্তিমত্তার আধিক্য বর্ত্তমান। পাছে কেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবকে কর্ম্মপর ব্রাহ্মণের সহিত সমান জ্ঞান করেন—এইজন্য 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বৈষ্ণবে বিপ্রত্বের কোন অভাব নাই। কিন্তু বৈষ্ণবে কর্ম্মাদীর ন্যায় অপ্রয়োজনীয় অংশের সমাবেশ নাই।

যে সনাতন ধর্ম্মের বাণী—'অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে সনাতন শাস্ত্র "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" (কঠোপনিষৎ) প্রভৃতি বাক্যে জীবগণের উদ্বোধন করিয়াছেন, যে সনাতন শ্রুতিবাক্য "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" না হওয়া পর্য্যন্ত পরা ভক্তির লাভের যোগ্যতা নাই বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, যে সনাতনধর্ম্মের আচার্য্যগণ "ভক্ত্যা নৃবাস্তমাত্রসঙ্গতো" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে—ইহা উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, যে সনাতন অমল পুরাণ শাস্ত্র "নিষ্ক্রমং তমোদ্দিকব্যাপাপ্রাপ্ত-নিরাশ্রয়-পাপকর্ম্মাণ"—শ্রীনামগ্রহণকারীর পুণ্য সঞ্চয় ব্রাহ্মণতার—বেদজ্ঞতার কথা কোটিকণ্ঠে গাহিয়াছেন, সেই সনাতন বৈদিক মত কখনও স্মার্ত্তদের মনগড়া খেয়ালী শাস্ত্র হইতে পারে না। জীবমাত্রই তাহার অপ্রাকৃত স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ এবং পরিস্ফুট স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসক। সুতরাং ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতা একসূত্রে গাঁথা, বৈষ্ণবতার প্রথম সোপানই ব্রাহ্মণ্য, ব্রাহ্মণতার শেষ সোপানই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণতা স্থায়ী হয় না, আবার বৈষ্ণবোচিত স্বাভাবিকতায় বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রই ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসক। সনাতনধর্ম্মে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁরা দুর্ব্বাক্য বলে শ্রবণ করেন, তাঁদেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও দুর্ভাগ্যের উদ্বেগ দেন না। তাঁর ভজনমঙ্গলের জন্য যে সদাচারের আচরণ দেখান তা জগতের মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মধুসূদন সরকারের দ্বারা মুদ্রিত ... ১৬২

অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

ভগবানই একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ। ভগবানের স্বরূপ নিত্যপ্রেমময়। ভগবান্ ও জীবের নিত্য প্রেমপ্রাকট্যহেতু নিত্যসিদ্ধ। জীব অণুচৈতন্য। চৈতন্যই প্রেম। চৈতন্যস্বরূপতঃ জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। প্রেমরাজ্যে জীবের স্বতন্ত্রতার ক্রিয়াই ভগবদ্দাস্য বা ভক্তিলাভ বা প্রেমপ্রাকট্য। তটস্থ অবস্থা হইতে প্রেম অসুলভ থাকিলে স্বতন্ত্রতাক্রমে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি কামরূপ আবরণ ঘটে। এই আবরণ মুক্ত হইলে জীব কামের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রেমরাজ্যে নিত্য-প্রীতিবিগ্রহ লাভ করেন। ভগবান্ অচিন্ত্য-শক্তিমান্। স্বশক্ত্যাবিষ্কৃত ভগবানের নিত্য প্রকটলীলায় অনন্ত বিচিত্রতা নিত্য। ভগবদ্বস্তুর নিত্যত্ব চৌদ্দ নিত্য। শক্তির নিত্যত্বে নিবন্ধন পরমেশ্বর শক্তির নিত্য ভেদাভেদ হইয়াও এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। নিত্য চৈতন্য ঈশ্বর, জীব—অণুচৈতন্য, জড়প্রকাশ—প্রকৃতি জড়। অদ্বৈতের প্রাকট্যাত্মক কাল ও অণুচৈতন্যের প্রবৃত্তিই কর্ম্ম। কাল ও কর্ম্ম অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত রাজ্যে পরমচমৎকার ও পরমহেয়রূপে প্রকটিত। ঈশ্বর প্রাকৃত আবরণের অন্তর্গত হইবার যোগ্য নন। জীব অণুত্ব নিবন্ধন চিন্ময় হইয়াও তটস্থধর্ম্মক্রমে প্রকৃতিবশ যোগ্য। শক্তি ত্রিবিধ, চিদ্বিধ হইয়া স্বরূপশক্তির আশ্রয় হইতে প্রকটিত, চিৎ ও তাহাতেই অন্তরঙ্গা ... অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, চিন্ময় ধাম ও চিন্ময় নিত্যপরিকরসমূহ। বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে এই অনিত্য জড়জগতের সত্তা দৃষ্ট। অন্তরঙ্গা শক্তিতে স্বরূপশক্তি ও তজ্জন্য বৈভবশক্তি প্রকটিত। বহিরঙ্গা শক্তিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ পরিণত। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির মধ্যে যাহা তটস্থানে অবস্থিত শক্তি উহাই—জীবের নিত্য প্রাকট্যবেশ। জীবের আত্মাধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য-বশে বহিরঙ্গা শক্তি আশ্রয় করিতে গেলে কাম তাঁহাকে বহিরঙ্গাশক্তিস্বরূপে উপলব্ধি করায়। ভগবৎপ্রেমের জন্য কামকে ত্যাগ করিলেই জীবের নিকট অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্য প্রকটিত হয়। জীবের বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় বহিরঙ্গা শক্তি বিকৃত অসীম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় তাঁহার তৃণাদপি সুনীচস্বভাবই মঙ্গলকর।

মোক্ষকাম-দি দ্বারা তাঁহার ক্ষণিক চাঞ্চল্য স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব হইলেও বহিরঙ্গা-শক্তিস্বরূপা আসক্তি চিত্রাজ্যে ঘাটিবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। অবিদ্যারূপা মায়ার নিকট হইতে বিদায় সিদ্ধ হইলে নিষ্কাম প্রেমের প্রাকট্যই জীবের নিত্য পরম বৃত্তি। জড়ীয় কামনাক্রমে জীব দুঃখনিবৃত্তিরূপ সাযুজ্যমুক্তিকেই প্রেম বলিয়া কল্পনা করে। বস্তুতঃ কাম ও প্রেম বিরুদ্ধজাতীয় পদার্থ। নরক-পরিহার বা সাযুজ্যমুক্তি-কামনাও মায়িক ক্রিয়া। তথায় প্রেম নাই, অভাব নিবৃত্তিজনিত কাম থাকে। ভক্তের নিকট স্বরূপশক্তির মূর্ত্তিমান্ রস নিত্য প্রকটিত, অতএব তাঁহার কামনা নাই। ভক্তের ভগবদ্বিরহজাত প্রেম কামী জীবের নিকট অভাব কল্পিত হইলেও ভগবদ্বিরহই প্রেম-মধ্যের পরাৎপর। ভগবৎপ্রেম এস্থলে কামীর কাম বিনাশ করায় প্রেম দেখিয়াও কামী প্রেমকে কামরূপে নির্দ্দেশ করে। কামনারূপা মায়া নিত্যশক্তির অবস্থা দ্বারা তাঁহার নিত্য প্রেমকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাকৃত দ্রষ্টার নিকট উচ্ছৃঙ্খল প্রেমকেই আবরণ করে। ভগবন্নাম ও ভগবান্ নিত্য এক বস্তু। তজ্জন্য অনুক্ষণ নামাবিষ্টভাবেই প্রাকৃত কামের উপসর্গের অবসর পান না। কামক্ষয়ের পরক্ষণেই হইয়া নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই নিত্য নূতন পরমচমৎকার মূর্ত্তিমান্ মহাভাব প্রেম, রূপ, গুণ, লীলাদিশেষে নিত্য প্রকট হইয়া ভ্রমত্বের অবসর দেয় না। যে কাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত দৃষ্টি ও কাম থাকে তৎকালাবধি নাম ও ভগবানে কামজনিত ভেদবোধ থাকে। অতএব নাম নামী চিদ্বিগ্রহ-চিদ্বিগ্রহী প্রভৃতি ভেদ ভগবদ্বিষয়ে পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইলে কামের হস্ত হইতে মুক্তি হয় নাই জানিতে হইবে। এমন কি মহাভাবের নিত্য স্বকীয় ভেদ দর্শন করিতে গেলেও কামগন্ধ থাকে।

নব্যমত

শ্রুতি, স্মৃতি, সাত্বত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমস্বরে আত্মাকেই সনাতন বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগীতা এই আত্মাকে 'নিত্য', 'সর্ব্বগত', ও 'সনাতন' বস্তু (গীতা ২।২৪) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই আত্মার ধর্ম্মই সনাতন-ধর্ম্ম, এই আত্মার কথাই নিত্যকথা, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির বাণীই শ্রৌতবাণী। এই আত্মা পরমাত্মার নিত্য-সেবকসূত্রে আত্মস্থ হইয়া যে সত্য উপলব্ধি করেন, তাহাই বাস্তব সত্য।

কিন্তু পরমাত্মার নিত্য সেবকাভিমান হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগপ্রবৃত্তিমূলে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের যে সকল নিত্য নূতন মত বা পথ সৃষ্ট হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাই অশ্রৌত অবৈদিক নব্যমত। মনোধর্ম্মীগণ জগতে নানারূপ নব্যমত সৃষ্টি করিতেছেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের দৈহিক ও মানসিক অপস্বার্থের পরিপূরণকারীর মধ্যেই ঐ সকল নবীন মত বর্ত্তমানত হইতেছে। আমাদিগের ধারণা যে, কোন একটী নবীন মত অর্দ্ধ শতাব্দী, শতাব্দী বা ততোধিক কাল ধরিয়া কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে চলিয়া আসিলেই উহা প্রাচীন মত বা সনাতন মত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে। সুধীগণ এইরূপ বিচারে কোন বিচক্ষণতার পরিচয় পান না। আমরা অনেকে 'মেয়েলী মত' বা 'মেয়েলী ধর্ম্মকে' সনাতন মত বা ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল 'মেয়েলী শাস্ত্র' একশ্রেণীর গৃহমেধী সামাজিকগণের মধ্যে এমন কি সমগ্র জগতের ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট সনাতন শাস্ত্র বা মত বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা দেহ ও মনোধর্ম্মজাত নবীন মত ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই নবীন মত অনেক প্রকার হইলেও উহাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর নবীন মত—দু', চা'র, পাঁচ শতাব্দীর মনোধর্ম্মসৃষ্ট মেয়েলী 'মত'কেই সনাতন মত বলিয়া বিবেচনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নবীনমত—ঐ সকল মেয়েলী মতকে কুসংস্কার বলিতে গিয়া সনাতন শাস্ত্রের মতকে ঐ কুসংস্কারের গণ্ডীতে ফেলিবার চেষ্টা দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার অসদাচারকেই তাঁহাদের ধারণানুযায়ী সত্যমত বলিয়া প্রচার করেন। বর্ত্তমানের সনাতন মতানুযায়ী বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বিকৃত স্মার্ত্তসমাজও তদ্বিরোধী। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত সমাজ ইহার উদাহরণ। ঐ উভয় মতই নিজদিগকে যতই সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন না কেন, তাহাতে মনোধর্ম্মেরই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনোধর্ম্ম কখনও 'সনাতন মত' বা শ্রৌতমত নামে অভিহিত হইতে পারে না।

বিকৃত বস্তু দেখিয়া স্বরূপ বস্তুর স্বরূপ অনুমান করিলে বা বিকৃত বস্তুকেই স্বরূপ বস্তু বলিয়া ধারণা করিলে সত্য বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, বরং তাহাতে এরূপ বিপরীত ধারণা জন্মে যে, পরবর্ত্তী-কালে স্বরূপবস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলেও উহাতে বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। মলমূত্রাদি অতি বিকৃত ঘৃণ্য বস্তু দেখিয়া যদি কেহ উহা হইতে মানুষের গ্রহণীয় সামগ্রীর অনুমান করেন, কিম্বা উহাকে স্বরূপ বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত হন এবং পরবর্ত্তী কালে উত্তম খাদ্যদ্রব্য দেখিয়াও উহাকে ভোজ্য সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস না করেন, অথবা উহাকে নূতন বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাহার দ্বারা কিছু স্বরূপবস্তুর সত্যত্ব, পুরাতনত্ব, বা নিত্যত্বের ব্যাঘাত ঘটিবে না, বরং ব্যক্তি-বিশেষের বিচার-প্রণালীরই অক্ষমতা প্রতিপন্ন হইবে, এবং তাঁহার 'প্রাচীনের' ধারণাই যে মনোধর্ম্মজাত একটী নবীন মত মাত্র, তাহাই প্রমাণিত হইবে।

বর্ত্তমানের জাতি-গোস্বামি সম্প্রদায়, ব্যাভিচারযুক্ত মর্কট-বৈরাগি-সম্প্রদায়, বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় দেখিয়া যদি কেহ উঁহাদিগকে ষড়্‌গোস্বামীর শ্রৌত ও সনাতন মতাবলম্বী ধার্ম্মিক বা উঁহাদিগের মতকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মত' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে প্রকৃত 'সনাতন মত' জানা হইবে না। নবীন মতকেই 'সনাতন মত বলিয়া ভ্রম হইবে। 'The Chaitanya movement' নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত কেনেডি মহোদয়ের এইরূপ ভ্রম হইয়াছে।

জাতি-গোস্বামীর নবীন মত কখনও ষড়্‌গোস্বামীর সনাতন মত নহে। অধিক কি ষড়্‌গোস্বামীর সম্বন্ধে যদি আমরা খুব সাধারণের বিচারটীও দেখিতে যাই, তাহা হইলেও দেখি, যে ষড়্‌গোস্বামীর সকলেই সর্ব্বস্বত্যাগী, নিষ্কিঞ্চন, নিরন্তর-কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা কেহই গৃহী ছিলেন না বা তাঁহারা ঔরস বা অবৈধ শৌক্রপারম্পর্য্যে 'গোস্বামী' নামে পরিচিত হন নাই। অর্থাৎ ষড়্‌গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা কেহ গোস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া যে সেই সূত্রে তাঁহাদের 'গোস্বামী' আখ্যা হইয়াছে বা তাঁহারা দারপরিগ্রহাদি করিয়া শৌক্র-বংশপারম্পর্য্যে 'গোস্বামী' উপাধিটী রক্ষা

করিয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে নবীন মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে গোস্বামী একটী বংশগত উপাধিমাত্র করিয়া এই 'জাতি-গোস্বামিবাদ'কেই এবং গোস্বামিপাদগণের আচরিত ও প্রচারিত মতের এইরূপ সহস্র সহস্র প্রতিকূল চেষ্টাই 'সনাতন মত' বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। দুই এক শতাব্দী বা ততোধিক-কাল যাবৎ এই নবীন মত চলিয়া আসিলেও ইহাকে সনাতন মত বলা যাইতে পারে না।

আধুনিক মেয়েলী শাস্ত্রাবলম্বী বা নূতন স্বার্থপর সমাজ-বিশেষের কাল্পনিক মত কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোন এক সম্প্রদায়ের স্বার্থকোষে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও উহাকেই শাস্ত্রীয় 'সনাতন-মত' বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; পরন্তু উহা 'নবীন মত'। তাই কোন মহাপুরুষ লিখিয়াছেন—"লক্ষণ দ্বারা বর্ণনির্দ্দেশ প্রাচীন ও বিচারযুক্ত শাস্ত্রমত—নূতন স্বার্থপরের কল্পনা নহে।" শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। শ্রীমন্মহাভারত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্র। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে আমরা প্রাচীনতম যুগের অনেক ইতিহাস পাই। কথায় বলে,—"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীভারতভূমির ইতিহাস এবং মহাভারত গ্রন্থে রহিয়াছে। শ্রীগীতারত্ন, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতি আচার্য্যগণ-পূজিত অমূল্য নিধি এই মহাভারত-সাগর হইতেই আহৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমহাভারতের 'মত' কখনও অশ্রৌত—শ্রুতিবিরোধী, অবৈদিক বা নবীন মত নহে। শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩১৮তম অধ্যায়ে বলেন,—"সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ। আমরা শ্রুতিবাক্যেও এই স্মৃতিবাক্যের অবিরোধ প্রমাণ দেখিতে পাই। যদি স্বরূপে সকলেই ব্রাহ্মণ না হইবেন, তাহা হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা কোথায়? "এতদেব গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি—স ব্রাহ্মণঃ" —এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি দ্বারা কি জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না? জড় কি কখনও চেতনের, অনাত্মা কি কখনও আত্মার অথবা বিরূপ কি কখনও স্বরূপের ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে? সনাতন শ্রৌত-শাস্ত্রে এমন কথা কোথায়ও নাই যে জড় চেতন হইয়া যায়, পাঞ্চভৌতিক দেহ আত্মায় পরিণত হয়। যদি স্বরূপে ব্রহ্মজত্ব বলিয়া ব্যাপার না হইয়া থাকিবে, যদি রূপগত বা শোককারিতাই জীবের ধর্ম্ম হইবে, তাহা হইলে শ্রুতিবাক্য কখনও ঐরূপ কথা বলিতেন না।

স্বরূপ বিস্মৃত হইলে দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ যে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় এবং মনোধর্ম্মে আসক্ত হইয়া মনঃকল্পিত নবীন মতকে যে 'সনাতন মত' বলিয়া বিচারপূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষুদ্র দৈহিক ও মানসিক স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তদ্দ্বারা অশ্রৌত—অবৈদিক মতই প্রচারিত হইয়া থাকে।

জীবাত্মস্বরূপের উদ্বোধন করাই আচার্য্যের কার্য্য। দেহ ও মনোধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া আরও অধিক পরিমাণে স্বরূপের বিস্মৃতি উপস্থিত করিবার চেষ্টা স্বার্থপর, দেহারামী সুযোগী অসদ্গুরুর কার্য্য। আচার্য্যদেব জীবমাত্রকে তাঁহার স্বরূপের কথা জানাইয়া দিয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মজত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞতার চরম লক্ষ্য ভগবদুপাসকত্ব বা বৈষ্ণবত্ব জানাইয়া দেন। ইহাই শ্রৌত-পথাবলম্বী আচার্য্যগণের চিরন্তন আচরণ। ছান্দোগ্যের আচার্য্য হারিদ্রুমতগৌতম ইহাই আচার দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। তাই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জব-লক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশ ব্যতীত অন্য উপায়ে বর্ণনির্দ্দেশ-প্রণালীই নবীন মত। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়ে ভরদ্বাজ ঋষি ব্রাহ্মণোত্তম ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"স্থাবর ও জঙ্গমগণের মধ্যে অসংখ্য জাতি, উহাদের বিবিধ বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নির্ণয় হয়?"

তদুত্তরে ভৃগু বলিলেন—"বর্ণসমূহের বিশেষ নাই। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমস্ত জগতই ব্রাহ্মণময় ছিল। এই জগতের প্রাণিগণ পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ ও সর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ প্রভৃতি অসৎ কার্য্যের দ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।" তৎপরে ভৃগু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র লক্ষণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো
ব্রাহ্মণো ন চ॥

—শূদ্রে যদি দ্বিজের লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত শূদ্র 'শূদ্র' বাচ্য হয় না অথবা ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। বনপর্ব্ব ২১১তম অধ্যায়ে পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে॥

—শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তিতে সদ্গুণসমূহ বিরাজিত থাকে এবং সরলতা গুণটি থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে হইবে। পুনরায় বনপর্ব্ব ১১৫তম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিতেছেন—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

* * *

তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥

"আমার বিবেচনায় আপনি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার সচ্চরিত্রতারূপ বৃত্তিদ্বারা আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।" বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায় পরম সত্যবাদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্পকে বলিতেছেন,—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

"হে সর্প! যাঁহাতে এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাব দেখা যাইবে, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত। যাঁহাতে এইসকল লক্ষণ নাই—তাঁহাকে নিশ্চয়ই শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।" শ্রীপরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে শ্রীনারদ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ পুরুষের বর্ণ প্রকাশক যাঁহার যে লক্ষণ কথিত হইল, যদি অন্য বর্ণেও সেই সেই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই লক্ষণানুসারেই পুরুষের বর্ণ নিরূপণ করিবে। কেবলমাত্র জাতি-নিমিত্তে বর্ণ নিরূপিত হইবে না। ত্রিবর্ত্তিস্বামী শ্রীধরস্বামিপাদও এই মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অথবা ভাগবতজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই এই কথার আদর করেন। যাঁহারা শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত বা স্বামিপাদের এই সকল কথার প্রতিকূলাচরণ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে চান, তাঁহারা কলি-যুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের মতে—

"* * * স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তা'রে করিয়ে গণন।"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম)

তাঁহারা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মতে—"ভাগবত যেবা মানে সে যবন সম।" (চৈঃ ভাঃ আদি ১ম)। শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শ্রুতিমত-পোষক সর্ব্ব আচার্য্য-সম্মানিত শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল উপদেশমাত্র দিয়া ঐসকল শাস্ত্র ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু হাজার হাজার 'নজির'ও দেখাইয়াছেন। মহাভারত ও শ্রীভাগবত ৯ম স্কন্ধ আলোচনা করিলে আমরা ইহার সাক্ষ্য পাই। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, সুবোধিনী এবং ভাগবতের ৯ম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত—

হিত্বাথ নান্দিনামন্ কর্ম্মণাঃ ক্ষত্রতাং গতঃ।
ধৃষ্টাৎ ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ॥

এই শ্লোক এবং আরও অনেক শ্লোক হইতে জানিতে পারি যে, মনুতনয় করূষ হইতে কারূষ ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। "ব্রহ্মভূয়ম্" শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ 'ব্রাহ্মণত্বম্' লিখিয়াছেন। পুনঃ ঐ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন মহর্ষির ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণবংশ উৎপন্ন করিবার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৬শ, ১৭শ, ২০শ, ২১শ, ৫মস্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় প্রভৃতি বহু বহু স্থানে লক্ষণ দ্বারা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্র ব্রাহ্মণত্বলাভের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্যকাম জাবালের শৌক্রপ্রভেদের প্রমাণ না থাকিলেও 'সত্য-বাক্যরূপলক্ষণ দ্বারা বৈদিক ঋষি গৌতমের সত্যকামকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে সংস্কার প্রদান ছান্দোগ্যের ৪র্থ প্রপাঠক ৪র্থ খণ্ডের গৌতমায়ন আখ্যায়িকা এবং ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রমাণাদি হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, লক্ষণ দ্বারা বর্ণ-নির্দ্দেশই প্রাচীন ও বিচারসম্মত শাস্ত্র-মত।

একদিকে যেমন মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ব্রাহ্মণোত্তম নীলকণ্ঠ, অপরদিকে তেমনই পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্ব-সাধুজন-সম্মানিত প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ। ইঁহারা উভয়েই তাঁহাদের টীকামধ্যে বৃত্তব্রাহ্মণতাকেই শাস্ত্রীয়, সনাতন ও বৈদিক মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবৈদিক মতকে ঐ সকল মহাত্মা কখনও সম্মান করিতে পারেন নাই। মহাভারতের টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন-

শূদ্রস্য কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি।
নাপি ব্রাহ্মণলক্ষণশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি।
শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব।
ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।
(বনপর্ব্ব ১৮০ অ ২৫।২৬)

অর্থাৎ শূদ্রের চিহ্ন 'কামাদি' ব্রাহ্মণে নাই—থাকিতে পারে না; ব্রাহ্মণচিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই—থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদি গুণবিশিষ্ট শূদ্রকুলোদ্ভূত মানবও

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-মূলমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিগ্রহ-
ই, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য
চতুষ্টয় বিগ্রহ অবস্থিত। [illegible]
[illegible]
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং বাগবাজার স্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
[illegible]
রক্ষক — [illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]
রক্ষক — শ্রীমদ্‌ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক — শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — শ্রীভক্তি[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক — শ্রী[illegible]

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — [illegible] বাবাজী।

(১৭) [illegible]

পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগনা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক — শ্রীনলিনীকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক — শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি
রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible]
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-[illegible]পীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক — শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক — শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক — শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক — শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) আমাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাদি, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible] ([illegible])
রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)
রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক — শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৩১, [illegible] রোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক — শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩৫ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাজখানি	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাদশাহি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০॥/০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
বারকোরা সাদা	৯।
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি (স্বর্ণ)	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আবরে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বস্তের দর—	৪১.

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
ক্লাউনকাইন ঐ	৬৲—৬৶
হাউসহোল্ড ঐ	৫৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২।৶০
গ্লাউড	২।৶০—১৸০
ভূষি	১৸০—১।৶০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
রামনগর	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
অন্যা	৪৫৲
সাতক্ষীরা	৩৬।০

ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

গোয়ার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১॥০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

	১॥৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫।০—৬।০ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, বোলটু, পরাগে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭॥০
ঐ	৬৸০—৭৸০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

চটকলের হাল্মণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪।০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আরেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আরেন ককচ	৪০৲
কর্‌াচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
হ্যারার্ড ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
শুঁঠ খরিমর্দ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:o::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩।০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রী চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ অদ্যাবধি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস্

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
[illegible]
শ্রীমায়াপুর

[illegible]
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

[illegible] সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৪১শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

হরিদ্বারে শোচনীয় দুর্ঘটনা

ই আই রেলওয়ের মোরাদাবাদ ডিভিশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হরিদ্বার হইতে তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন:—গত ১৫ই এপ্রিল বেলা অনুমান ১টা ৩৫ মিনিটের সময় মেলার যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য একটি খালি স্পেশাল ট্রেণ যখন ৩নং রেলা প্লাটফরমে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় উহার পশ্চাদ্ভাগস্থিত বগীখানি বাফারের গায়ে ধাক্কা খায়। এই সংঘর্ষের ফলে বাফার উপড়াইয়া যায় এবং অতঃপর উক্ত বগীখানি যাত্রীরা যে ফটকে ছিল সেই ফটকে ধাক্কা খায়। এই দুর্ঘটনার ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়, হাসপাতালে তিনজনের মৃত্যু হয়, তিনজন গুরুতররূপে জখম হয় এবং ২৫জন সামান্য জখম হয়। রেলওয়ে কর্মচারিগণ, রেলওয়ে পুলিশ ও সেবাসমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা ও অন্যান্য প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। মৃত ও আহতদের নাম জানিবার চেষ্টা করা হইতেছে এবং তাহাদের নাম পরে জানানো হইবে। কুম্ভ-মেলা হইতে যাত্রী স্থানান্তরিত করায় যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার কোন ব্যাঘাত হয় নাই এবং তৎপরতার সহিত যাত্রী স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

হরিদ্বারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

হরিদ্বার মেলার অগ্নিকাণ্ডের যে শেষ খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় চারজন লোক ও একজন স্ত্রীলোক আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে ৩০ জন লোক আহত হইয়াছে, বহু শিশু ও স্ত্রীলোকের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। অনুমান ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পন্থ, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও বহু সরকারী কর্মচারী ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন।

নববর্ষের আবাহনে উৎসাহ

গত ১৩ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় হাওড়া ময়দানে হাওড়া ফেডারেশন অব এসোসিয়েশনের পরিচালনাধীনে নববর্ষের শুভাগমন বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হাওড়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিন সহস্র বালক ও যুবক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিল এবং প্রায় দশ সহস্র দর্শক এই অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য হাওড়া ময়দানে সমবেত হয়।

ময়দানের পশ্চিমাংশে এক চন্দ্রাতপের নীচে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ আসন গ্রহণ করেন। মাইক্রোফোন ও লাউড স্পিকারের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

রামগতিতে ভীষণ দাঙ্গা

নোয়াখালী জেলার রামগতির অন্তর্গত চর আফজল কাকিয়া নামক স্থানে একটা ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে একজন নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রায় একশত লোক বর্শা ও বন্দুক লইয়া চারখানা নৌকাতে উক্ত গ্রামে পৌঁছে এবং মাতব্বর রহমান ও অপর কয়েক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়. পরে বন্দুক ও বর্শা দেখাইয়া তাহাদের নিকট টাকা দাবী করে। অতঃপর রহমানের পক্ষের লোকজনের সহিত তাহাদের লড়াই সুরু হয় এবং একজন গ্রামবাসী নিহত হয়।

সংবাদ পাইবামাত্র রামগতি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং বন্দুকের গুলী ছোড়ে। ইহাতে আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু পুলিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ৬জনকে ধরিয়া ফেলে। পরে আরও তিনজন গ্রেপ্তার হয়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০৪, ১৪৮, ৩১০ এবং ৪৩৬ ধারার নরহত্যা সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঙ্গা, ডাকাতি এবং গৃহদাহের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

ভারতীয় বিদ্যুৎ সম্মেলন

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতার সেনেট হাউসে নিখিল ভারত বিদ্যুৎ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। অবসরপ্রাপ্ত পোঃ মাষ্টার জেনারেল এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ জে, এন, মুখার্জ্জী সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ মুখার্জ্জী তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষে শীঘ্রই একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন।

তিনি বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত গবেষণা বিভাগের গবেষণার ফলে শুধু যে রাষ্ট্রই লাভবান হইবে তাহা নহে, বে-সরকারী ও ব্যক্তিগত ইঞ্জিনীয়ারিং এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহও (ইংরাজেরই হোক বা ভারতীয়েরই হোক) লাভবান হইবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, উক্ত গবেষণা বিভাগ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, যদিও প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যথাযোগ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। উক্ত গবেষণা বিভাগে প্রধানতঃ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিজ্ঞান গ্র্যাজুয়েটগণই নিযুক্ত হইবেন; অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকগণ ঐ গ্র্যাজুয়েটগণকে শিক্ষা দিবেন ও নির্দ্দেশ করিবেন। প্রথম অবস্থায় শিক্ষক স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের অনেককে বিদেশ হইতে আনিতে হইবে।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিবার একটা প্রস্তাব বহুদিন যাবৎই বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবের বহু বাদ-প্রতিবাদও দেশে ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস করিবেন না।

বৃত্তি দানের নূতন নিয়ম

বর্ত্তমানে পরীক্ষার্থীর গুণাগুণ দৃষ্টে সরকারী বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া স্থির করেন যে, পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া বৃত্তি পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেও যদি ছাত্র ধনীর সন্তান বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাকে বৃত্তির টাকা দেওয়া হইবে না, তাহার পরিবর্ত্তে শুধু একটা প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে। বৃত্তির টাকা গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম গত বৎসরই প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সংবাদপত্রে উহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় এই নিয়মের প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখেন।

এই বিষয়েও জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই পরিবর্ত্তিত নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবেন না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্বন্ধ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। ভক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে অঙ্কীত করা হইয়াছে।

——:o:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

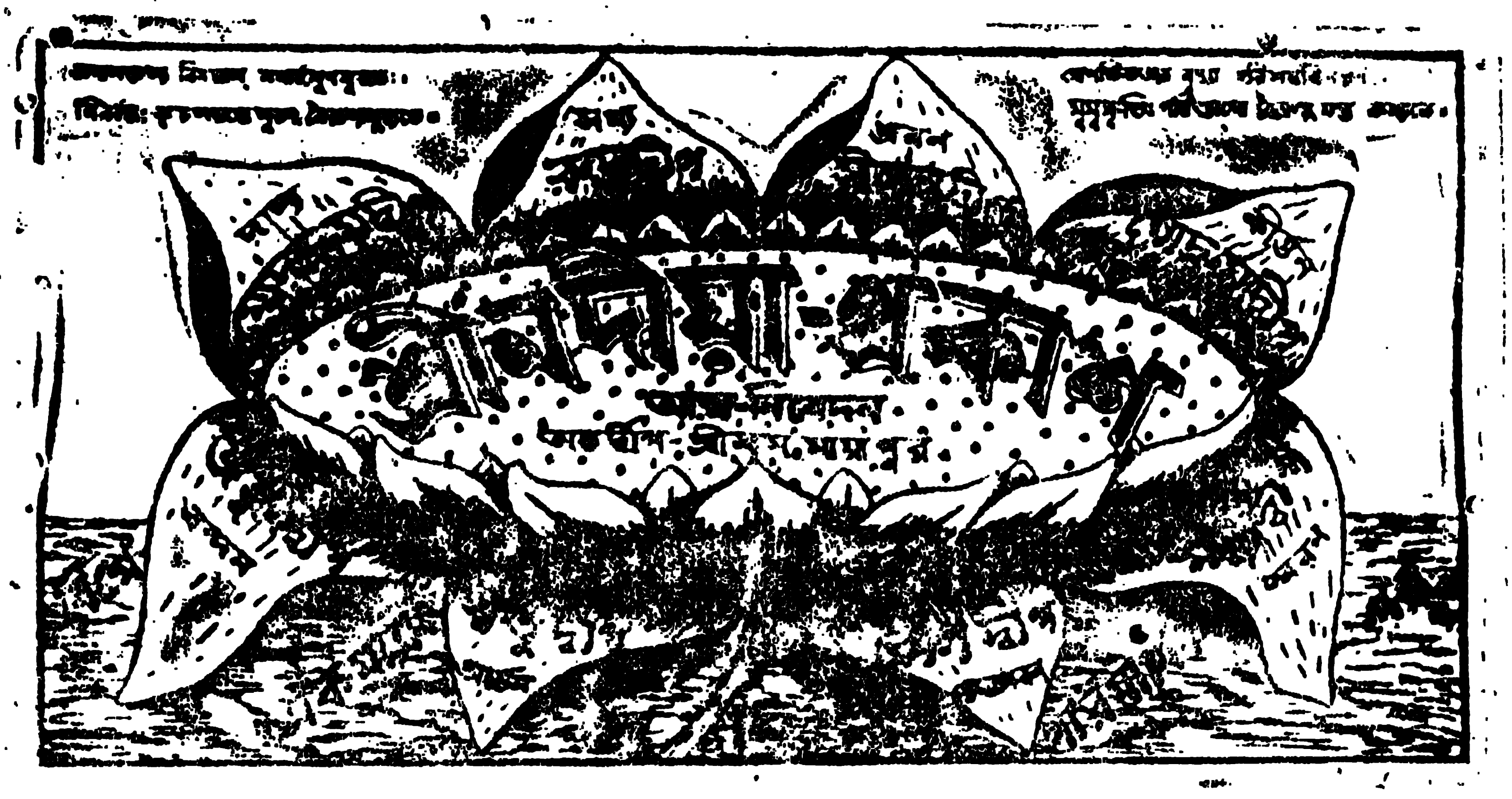

১৩শ বর্ষ { ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ৬ই বৈশাখ ; বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৪১৩তম সংখ্যা

হরিদ্বারে ভাগবত-প্রদর্শনী

——::(•)::——

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের শুভেচ্ছায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ কৃষ্ণসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ ভক্তভৃঙ্গ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক ও প্রচারকগণের ঐকান্তিক সেবা প্রচেষ্টাফলে এবৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে যে ভাগবত প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত দৃশ্যাবলী সাহায্যে শাস্ত্রের বহু অমূল্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর দৃশ্যাবলী

১। পূর্ব্ব ও উত্তর গোষ্ঠ

২। শ্রীরাসলীলা

৩। শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী

৪। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর

৫। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের গীতোপদেশ

৬। পঞ্চপাণ্ডব

৭। যমদূতগণের প্রতি যমের উপদেশ

———

শিলিগুড়িতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শিলিগুড়িতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বাণী প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দের আগ্রহে রেলগার্ড শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ সান্যাল ও অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর রেল সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের বাসায় বহু সজ্জনসমক্ষে ৩ দিন শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে মনুষ্যজীবনের সুদুর্লভত্ব, সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সদ্গুরু ও গুরুব্রুব, শ্রৌতপথ ও তর্কপথের পার্থক্য, সদ্গুরুর নিকট হইতে আম্নায়-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ শ্রৌতবাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিলে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ বস্তুর সহিত সম্বন্ধের স্ফুরণারম্ভ আরম্ভ হয়। শ্রবণের ফল কীর্ত্তন এবং উহাই সর্ব্ব সুমঙ্গলের মূল। শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ ফলই ভক্তিলতাকে প্রপঞ্চাতীত ধামে উন্নীত করায় ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দ.সা.নকাতীর্থ মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। সভায় অনেক উচ্চ কর্ম্মচারী ও স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় রাধামাধব কাঠগোলায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু রতিপদ মোদক মহাশয়গণের বাটীতেও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রনাথ সরকার, রেল অফিসের বড় বাবু পঞ্চানন মৈত্র, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষ, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ মজুমদার (জমিদার) ও শ্রীযুক্ত বাবু রতিপদ মোদক প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ প্রচারকগণকে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হইয়াছেন।

———

হাওড়া জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ২৭।৩।৩৮ তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাকড়দা নামক গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

২৭।৩।৩৮ তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত শেওড়াফুলিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারীজী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। উক্ত খোটীর বাজারস্থ ব্যক্তিগণের ইচ্ছাক্রমে তৎপরদিন ২৪।৩।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

চয়ন

(অমৃতবাজার পত্রিকা ১০।৪।৩৮)

GAUDIYA MATH ACHARYYA TO INSTAL SRI VIGRAHAS AND OPEN THEISTIC EXHIBITION AT HARDWAR

Hardwar, April 8.

On Wednesday, the 6th April Paramahansa Srila Ananta Vasudev Goswami Maharaj, the President-Acharyya of the Gaudiya Mission accompanied by Professor Nishikanta Sanyal M. A. the General Secretary, Mr. S. N. Roy Choudhury (Zaminder, Aloa Estate), Brahmacharijî Upashyacharan and several others started for Sarasvata Gaudiya Math of Hardwar from the Calcutta Gaudiya Math. At Howrah Station Srila Acharyya Deva was profusely garlanded and given a hearty send-off by a number of prominent persons of Calcutta and the members of the Gaudiya Math.

Srila Acharyya Deva will install Sri Bigrahas of Sri Sri Guru - Gauranga Gandharbika-Giridhariji at the Sarasvata Gaudiya Math of Hardwar on the 9th instant and will open the Theistic Exhibition of the Gaudiya Math that is being held near Harkipari for demonstrating to the millions of the pilgrims the significance of the observance of the Kumbha.

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য বলে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভক্তগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা সুমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্ত মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মধুসূদন [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীবিগ্রহ কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

সুধীবৃন্দের দ্বিবিধ প্রতীতি বা দর্শন— অবিদ্বৎ প্রতীতি ও বিদ্বৎপ্রতীতি। অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে অবিদ্যা বা মায়াবৃত্তির সম্পূর্ণ বিদ্যমান। বিদ্বৎপ্রতীতি সম্পূর্ণ মায়াসম্পর্ক-নির্ম্মুক্ত এবং শিক্ষা বা সংস্কারের প্রভাবান্বিত বলিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রকাশক। সাধারণ মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীভগবানের অপরা শক্তি মায়াপ্রসূত বলিয়া ভোগপ্রবৃত্ত প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য জড়বস্তু গ্রহণেই সমর্থ, কিন্তু কোনও কোনও অসাধারণ মানব পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার অধোক্ষজ পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সেবোন্মুখতার সহিত প্রপন্ন হইলে ভোগ-সর্ব্বস্ব প্রত্যক্ষ জড়দর্শনের মায়িকতা হইতে শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই বিদ্বৎ-প্রতীতির প্রভাব। সোজা কথায় অবিদ্বৎ প্রতীতিতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছারূপ কৈতব প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যে কোনও ভাবে বর্ত্তমান; বিদ্বৎপ্রতীতি কেবলমাত্র ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। অবিদ্বৎ প্রতীতি প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না বা ধারণা করিতে পারে না। বিদ্বৎ-প্রতীতি প্রত্যক্ষ ভেদ করতঃ ঈশ প্রণয়দৃষ্টি-সাহায্যে বা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

সুতরাং অবিদ্বৎপ্রতীতিতে বিপর্য্যয় দর্শন, অবরদর্শন, ভ্রম দর্শন, দ্বিতীয় দর্শন, খণ্ড ও অনিত্য দর্শন অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বৎপ্রতীতি সর্ব্বশক্তিব্যাপিনী, সুতরাং উহাই অখণ্ড বা অদ্বয় দর্শন। একমাত্র বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন ভাগবতস্বরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রতীতি ব্যতীত জীবের আর অদ্বয়জ্ঞান বা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিদ্বৎপ্রতীতি লাভের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। জড়জগতে যিনি যত বড়ই অর্থী, মেধাবান্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর বলিয়া যত প্রসিদ্ধি লাভ করুন না কেন, কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান লাভ অসম্ভব। অর্জ্জুন ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি করিলেই ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতিতে নচিকেতার প্রতি যমরাজের উপদেশ—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

যে বিদ্বান্ পরমাত্মস্বরূপে শরণাগত হন, একমাত্র তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা তাহার স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকসংখ্যক ব্যক্তিই ঐ বেদবাণী অস্বীকার করিয়া বা মুখে মাত্র স্বীকার করিয়া—ইন্দ্রিয়দ্বারা কেন বুঝিয়া লইতে পারিব না, এইরূপ বদ্ধযুক্ত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইলেই আমরা চিৎস্বরূপ ভগবানের নিত্যপ্রাকট্য ও উপাস্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, [illegible] অনিত্য জড়বস্তু জ্ঞান করি। অনেকে পুতুলের মত মনুষ্যনির্ম্মিত বস্তু বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি অথবা কাঠ পাথর জ্ঞান অন্তরে প্রবল থাকা সত্ত্বেও কপটতা পূর্ব্বক ভৌম বা পার্থিব বস্তুতে পূজাবুদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা নিজের [illegible] চরিতার্থ করিয়া থাকি। আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া, শ্রীবিগ্রহদ্বারা ভগবানের ভাবস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, অথবা কাঠপাথর মাটির ভিতর অন্তর্য্যামী চৈতন্য-স্বরূপ আমাদের লক্ষীভূত পূজাবস্তু। অপর [illegible] ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ বর্ত্তমান, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুসারে "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" ইত্যাদি বাক্য কল্পনা করিয়া প্রতীককে মনঃসংযমনের সহায়ক জ্ঞান করি এবং অনিত্য [illegible] সাহায্যে পাত্র-পরিচয় করিয়া থাকি। এই সমস্তই অবিদ্বৎ-প্রতীতিপ্রসূত বিচারধারার পরিচয়। বিদ্বৎ-প্রতীতিতে অদ্বয়জ্ঞান বা ভগবানের অখণ্ড সমগ্র স্বরূপের উপলব্ধি। সমগ্র ও পরিপূর্ণ রূপে কোনও শক্তিরই অভাব নাই। সুতরাং উক্ত দর্শনে অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্ঘট-ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্বের লক্ষণ। সুতরাং শ্রীভগবানে অনন্ত বিরোধি-গুণসকল নিত্যযুগপৎ অভিন্নস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছে। অতএব সেই বিরোধভঞ্জিকা শক্তিবলে তাঁহাতে বিভুত্ব ও মূর্ত্তত্ব যুগপৎ বিরাজিত। শ্রুতিতে অসংখ্য বিরোধসূচক মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতির শেষভাগে "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" এই মন্ত্রে মূর্ত্তত্বে বিভুত্ব এবং বিভুত্বে মূর্ত্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের চিদেকগত অপ্রাকৃত নিরুপাধিক চক্ষুদ্বারা ভগবানের নিত্যসচ্চিদাকার শ্রীবিগ্রহ দর্শন হইয়া থাকে। (কিন্তু সোপাধিক স্থূল জড়দর্শী চক্ষু নহে) চক্ষুদ্বারা যোগৈশ্বর্য্য বিরাট্‌রূপ দর্শন হয় এবং সোপাধিক স্থূল নয়নদ্বারা জড়রূপ দর্শন হইয়া থাকে। বিদ্বজ্জন শুদ্ধ চিন্ময়সমাধিযোগে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে যে নিত্য অপ্রাকৃত অর্চ্চাস্বরূপ দর্শন করেন, প্রাকৃত জগতে সেই রূপের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি কল্পিত নহেন বা শ্রীমূর্ত্তির দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত জগতে বিরাজিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥
(ভাঃ ১।১১।৩৮)

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশনা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয় হয় তখন তাহা মায়াসান্নিধ্যেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না এবং কেবল তখনই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীবিগ্রহ সবিকল্প সমাধির অনিত্য-মনোময়বিগ্রহ নহেন। আরোহপন্থার কৈবল্য সমাধি বা নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ প্রয়োজন লাভের জন্য 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা' এই সূত্রানুসারে ইচ্ছানুরূপ কোনও বস্তু ধ্যান করিতে করিতে ধ্যান গাঢ় হইলে জড় মনে যে মনোময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, তাহার সহিত অবরোহপন্থায় বিদ্বৎপ্রতীতিযোগে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত নেত্রে যে ভগবানের অর্চ্চা নিত্য-স্বরূপ দর্শন হয় তাহা এক নহে। একটি জড় সংস্পৃষ্ট মনের ছাঁচে গড়া ছবি, অপরটী সম্পূর্ণ জড়াতীত ঈশানুগত চিদিন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত বাস্তববস্তু।

সবিকল্প সমাধির মনোময়ী মূর্ত্তি নির্ব্বিকল্পাবস্থায় বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়ী দিব্য শ্রীমূর্ত্তি সুধীগণ সদা স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় প্রেমবিকশিত অপ্রাকৃত নেত্রে দর্শন করেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

'দিবীব চক্ষুরাততং' শব্দে স্বতঃপ্রকাশ বস্তুকে লক্ষ্য করে। সুতরাং আরোহপন্থার অভ্যাসযোগ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ নিজকৃত চেষ্টাদ্বারা স্বতঃপ্রকাশ বস্তু দর্শন হয় না,—মনঃকল্পিত ছবিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'সদা' শব্দের দ্বারা চিন্ময় মূর্ত্তির নিত্যত্ব নিরূপণ করা হইল। 'পদ' শব্দের দ্বারা বিভুত্ব বা ব্যাপক বস্তুর অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মূর্ত্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ—

'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা' এই ন্যায়ানুসারে সাযুজ্যকামীর কল্পিত প্রতীক বা সবিকল্প সমাধির জড়ীয় বিগ্রহ নহে অথবা 'ভৌমে ইজ্যধীঃ' সম্পন্ন বুভুক্ষুর কল্পিত পুতুল নহে। অতএব কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

অন্যত্র—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নিত্য সনাতন পথ কি?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ)

দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অজ্ঞ জ্ঞান মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক আমি (জীব) জড়বিষয়সমূহ ভোগ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত। এমতাবস্থায় কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধী অতএব দণ্ডার্হ আমাকে শোধন করিবার জন্য পরমকারুণিক ভগবান্ দণ্ডার্হ জীবসমূহের কারাগারস্বরূপ এই প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ প্রভৃতি নানা প্রকার সাধনপথ ভাগ্যহীনজনগণের জন্য আবিষ্কৃত আছে। সেই সমস্ত সাধন-পথাবলম্বী জীবসমূহ চরমে পরমকল্যাণ লাভ করিতে পারে না, পরন্তু বিফলমনোরথ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় ও অধঃপতন লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, কর্ম্মপথপ্রাপ্য ব্যাপার আত্মবিদের অপ্রয়োজনীয়। যথা—

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ

কর্ম্মকাণ্ডনিরত জনগণের উপাস্য আধিকারিক দেবতা বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া সমূহ ত্রিগুণতাড়িত অধিষ্ঠানই অমঙ্গলের আকর ; কেন না, উহারা বিকার-জগতে আবদ্ধ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহজগতে লৌকিক ক্ষণভঙ্গুরতা ও দোষপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া পরলোকবাদীর পরজগতের নশ্বরতা ও অমঙ্গল দর্শন করেন। অতএব আত্মমঙ্গলকামী বদ্ধ জীবের বদ্ধতাবৃদ্ধির উপায়স্বরূপ কর্ম্মমার্গ সর্ব্বতো বর্জ্জনীয়। কর্ম্মমার্গ বর্জ্জন করিয়া আমি কোন পথ অবলম্বন করিব? যদি জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করি তাহাতে কি ফললাভ হইবে? কেবল জ্ঞান বা ভক্তিবিবর্জ্জিত জ্ঞানানুশীলন দ্বারা কেবলমাত্র ক্লেশই লাভ হয়, পরন্তু মঙ্গললাভ হয় না। ভাগবতের অপর একটি শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, "ভক্তিশূন্য জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-লাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌত-পন্থা।" এ প্রকার পন্থাবলম্বনে ক্লেশই লাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি-
রবাপ্যতে॥

অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখভোগ হইয়া থাকে। কেন না দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ত তত্ত্বে যে নিষ্ঠা তাহাতে দুঃখ মাত্রই লাভ হয়। ভাগবতোক্ত আর একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

অর্থাৎ হে বিভো! চরম কল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাকেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনই ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই লাভ হয়।

জ্ঞানমার্গের ক্লেশবাহুল্য দর্শনে আমার মত দুর্ব্বল জীব তদনুশীলনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সম্প্রতি কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গ পরিত্যাগ করিয়া যোগমার্গ সুফলপ্রদ কিনা তাহা আলোচ্য। অনুসন্ধানে জানা যায়,—

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

অর্থাৎ হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন। কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না। এই প্রকারে আমার মত বিবেকজ্ঞানশূন্য বদ্ধ জীবের পক্ষে এই প্রপঞ্চে পূর্ব্বোক্ত মার্গত্রয়াবলম্বনে নিঃশ্রেয়স-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই এবং এই ভব-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভও সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা জানিয়া পরমদয়াল নিত্যকালের বান্ধব বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীবিদুর মহারাজ কৃষ্ণভক্ত সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীমৈত্রেয়ের নিকট পরিপ্রশ্নচ্ছলে পথভ্রষ্ট [illegible], স্বরূপবিভ্রান্ত জীবের শ্রেয়ঃপথজিজ্ঞাসাসমাধানকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতে এই দুইটি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীবিদুর উবাচ—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদ-
ধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্॥

অর্থাৎ শ্রীবিদুর বলিলেন, প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্মনিরত, অত্যন্ত ক্লেশযুক্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্ত পুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন। অতএব হে সাধুশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়, আমাদিগকে সেই সুখ-স্বরূপ পথের নির্দ্দেশ করুন, যে পথে ভগবান্ সম্যগ্রূপে আরাধিত হইয়া আমাদের ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মানুভূতির সহিত অনাদিবেদপ্রমাণক জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। এই নিত্যসত্য মন্ত্রদ্বয় হইতে আমার ন্যায় হতভাগ্যের— চিরদুঃখীর হৃদয়েও যে বিপুল আশা-বৈতরণীর ও বিমল আনন্দোৎসের সঞ্চার হয়, তাহা স্বাভাবিক ও সহজ তাহা বোধ হয় অনেক সহৃদয় কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অবিচারে স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট কৃষ্ণবিমুখতা, অধর্ম্মাচরণে ঐকান্তিক প্রবৃত্তি আমার পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল; তন্নিবন্ধন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমার ন্যায় দুঃখীও বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। আমি আমার মঙ্গলের পথানুসন্ধানে অগ্রসর থাকিলেও আমার অজ্ঞজ্ঞান সেই পথানুদেশ বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল। জানি না, কোন্ অজ্ঞাত পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে আমার মত ভাগ্যহীন নিরাশ্রয় পথভ্রান্ত নির্গুণ জীবেরও সেই নিত্য সনাতন পথ কোনটি, তাহা অভিজ্ঞানের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে এবং যাঁহার কৃপায় সেই পথের সন্ধান পাওয়ার সুযোগ লাভ হইয়াছে তাঁহার পাদপদ্মই সেই পথলাভের উপায় ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আশা ও আশ্বাসপ্রদ সন্দেশ নয় কি? আচার্য্যপাদপদ্মের বাণী আমাদিগকে জানাইয়া দেন যে, "ভক্তিই সুনির্ম্মল জীবাত্মার একমাত্র মঙ্গলময়ী বৃত্তি;—ভক্তি অবলম্বন করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বিষয়ক তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ ঘটে। প্রজ্ঞাবান জীবগণ শুদ্ধ-গৃহীত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত সেবাপ্রবৃত্তিক্রমেই চিন্ময়-লীলার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লীলাময় ও তৎপরিকরমধ্যে স্বীয় নিত্য সেবাধিকার লাভ করেন। ভক্তির পথই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। বদ্ধজীবের কর্ম্মফলভোগপ্রবৃত্তি-বিচারপর আগমপন্থী কর্ম্মপথ সনাতন পথ নহে। ভক্তিই নিত্য সনাতন পথ। অতএব উপসংহারে আমি কেবল ভক্তিসম্রাট্ শ্রীশ্রীমদ্ গুরুপাদপদ্ম বন্দনামুখে সেই নিত্যসনাতন ভক্তিপথে নিত্যকাল স্থিতিবাঞ্ছাজ্ঞাপনান্তে তাঁহার জয় গান করিয়া আমার জীবন সার্থক করি। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ কী জয়!

বিভিন্ন মতবাদ

——::•::——

গৌরাঙ্গ-সামাজিকতাবাদ

কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন, গৌরাবতার ও [illegible] এই তিনটী উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার স্বীকার করিলেই সামাজিক হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, সাঁই, দরবেশ, নবগৌরাঙ্গ, অক্ষরবাদী, তান্ত্রিক, থিয়সফিষ্ট, মায়াবাদী প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক করিবার প্রকাশ্য বিধি নাই। ইঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। তবে ইঁহাদের অনেকেই ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। এই মত প্রায় ৪০ বৎসর হইতে স্থাপিত হইয়াছে। সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের ইচ্ছা হইলে যে কোন ব্যক্তিকে গোস্বামী উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। [illegible] ও লৌকিক গোত্রদেহ প্রভৃতি এই মতে স্বীকৃত।

গ্রাম্যদেবতাবাদ

ষষ্ঠী, মাকাল, যম, শীতলাদি নানা গ্রাম্যদেবতাকে ফলদাতা মনে [illegible] তাহাদের পূজা করত ঐহিক লাভ হয় এরূপ সম্বন্ধ বিচাররহিত গ্রাম্য সরল বিশ্বাসিগণ বিশ্বাস করেন। অনেকস্থলে ব্রহ্মের এক ও অদ্বয়ত্ব বিস্মৃত হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে গ্রাম্যদেবতাবাদ প্রচারিত হয়। গ্রাম্যদেবতাবাদের আচার্য্যগণ সকলেই নির্ব্বিশেষ নিরাকারবাদী কিন্তু সাধারণ পৌত্তলিকতার উপাসনা ব্যতীত অন্য উচ্চ চিন্তার নিকটে যাইতে চাহেন না। জড়ীয় নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর বিরুদ্ধে গ্রাম্যদেবতাবাদিগণ অনুক্ষণ বাগ্বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। নিরাকারিগণও এই গ্রাম্যদেবতাবাদিগণের সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে বিজ্ঞবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য স্থাপনে জড়ীয় কামাশ্রয় করেন।

জৈনবাদ

বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মত প্রচলিত। অর্হৎগণ সাধারণের পূজ্য। তাঁহারা সংখ্যায় ২৪টী। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী আচার্য্যের ইঁহারা সম্মান করেন। এই মতে জীবহিংসা নিষিদ্ধ ও পর্য্যুষণ ধর্ম্মের কৃত্যবিশেষ। পুষ্পাদির দ্বারা ইঁহারা কোন একটি অর্হৎকে পূজা করিয়া থাকেন। পরেশনাথ প্রভৃতি কয়েকটী স্বর্ণমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে।

তান্ত্রিকবাদ

নিম্নোল্লিখিত বিধানের কার্য্যবিধি বিস্তৃতভাবে তন্ত্রে লিখিত আছে। শিব বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোতা। আগম-বিজ্ঞানের মত যে যে তন্ত্রে লেখা আছে উহাই সাত্বত হয়। আত্মার যেখানে জড়াসক্তি সেইখানেই নানা বেদবিরুদ্ধ মত। শক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া তান্ত্রিকবাদ বহু বিস্তৃতি লাভ করে। তান্ত্রিকগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে কারণরূপ মদ্যপান ও পঞ্চমকার সাধনের প্রক্রিয়া আছে। জড়তত্ত্ব সত্ত্বগুণকে আবরণ করিতে সক্ষম হইলে পুনঃ পুনঃ মদ্যসেবা ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সেবাকে সাধনাঙ্গ করিয়া লয়। কাপালিক-সাধন, ভৈরবী-সাধন, কুমারী-সাধন ও নানাপ্রকার প্রাকৃত-রসের সেবা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে দেখা যায়। বীরাদি আচারভেদে বিধানের তারতম্য আছে। শক্তিই সাকারা নিরাকারা মায়া বা দেবীরূপা হন। এই তান্ত্রিক উপাসনাবলে ক্রমে নানা মঙ্গল ও অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে তান্ত্রিকগণের বিশ্বাস। বশীকরণ, প্রেতসিদ্ধি, নানা প্রকার যোগজাত সিদ্ধি তান্ত্রিকগণ লাভ করেন শুনা যায়। ইতর ধাতুকে স্বর্ণকরণ, উৎকট ব্যাধি বিমোচন প্রভৃতি নানা পার্থিব ফল তান্ত্রিকগণের বলের চমৎকারিতা।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি চতুর্দ্ধা বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ছাপিবার প্রেসে নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বন্ধ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ দেব শ্রীমঠ স্থাপিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শাস্ত্র-চর্চ্চা বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক - শ্রীমদ্ ... শ্রীহরিপদ ... রায় ভক্তিশাস্ত্রী।

৩ । যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক- শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমহতকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল চম্পটী

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরচন্দ্রপুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ধ্যান গৌড়ীয় মঠ

রাড়ীদিয়াড় (শ্রীনৃসিংহ দেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী।

১৭ । কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসদন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদসাহি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুত্তা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা-গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বদম রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২৩ বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেকান্ত ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানন্দের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপ্রদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (কাঁথি

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ,

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনগড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

বালাম সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৽
কাজলা চাল	৫৸৽
ঐ নম্বর	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৽
দাউদখানি	৫৷৽
মোটা নম্বর	৪৵৽
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম বোয়ালিয়া	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৽
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাউদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাবাঘি	৫৲-৫৵০
লাটবাট আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাউন	১০৷/০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
বারতোয়া সাদা	৯৷
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাদিরবার	৫২৷০

পাটের দর

আপার—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
ক্রপাংকাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

বাঁকুড়া	৫৭৲
রাজসীতা	৫৭৲
কৃষ্ণদেবী	৫০৲
লক্ষী	৪৫৲
[illegible]	৬৬৷০

তার	৪০৲
কাবুলে	৩৩৲
বাজা গাওয়া	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ নটকা ২৪- ০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	৩ হঃ প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮ ০- ৲
বরগা (সি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৯৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	৷৵১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু, নয়ালে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বকল ২৩৷০
চটকলের হালদণ ৫৶০, পাটের হালদণ ৬৷০	
তুলার হালদণ ৪৷০	

নুনের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪০৲
চাবার্গ ভাষা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮৷০
সুপারী রেণী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি হরিদ্রণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ অদ্য পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামচু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

ও

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের অপ্রকট জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্‌সঙ্গে ঠাকুরের মহাবদান্য শিক্ষাসমূহও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::(০)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৶০	৷৶০	[illegible]
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৲
মাসিক "	[illegible]
প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।	

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষা... কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পাশ্চাত্য আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবত সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর্ণের সুবদনের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া ... ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই ... এবং মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা ... প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৭২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

——

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::(০)::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস্

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]
শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1814

শ্রীপাট [illegible] প্রবর্তক [illegible] নাট্য-ভাগবত-সাহিত্য [illegible] শ্রীমদ্ ও বিষ্ণুপাদ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আচার্য্যত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২০শে এপ্রিল, ১৯৩৮, বুধবার [৪২শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

সমুদ্রোপকূলভাগে বিদ্রোহী-বাহিনী

জেনারেল আরাণ্ডার সৈন্যদল গত ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্নে সমুদ্রোপকূলস্থ ভিনারোজ সহরে প্রবেশ করিয়াছে; নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ক্যাটালোনার সহিত স্পেনের অবশিষ্টাংশের যে সব রাস্তা ও রেলওয়ে লাইনের যোগসূত্র ছিল, তাহারা তাহা বিনষ্ট করিয়াছে।

বিদ্রোহী বাহিনী ভিনারোজের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে সমুদ্রোপকূলে পৌঁছিয়াছে। সমুদ্রতীরে যে সমস্ত রাস্তা ও রেলওয়ে লাইন ছিল তাহারা তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

স্পেনীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে শেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বিদ্রোহী বাহিনী ভূমধ্যসাগরোপকূলভাগে পনের মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে; তাহারা আলকানার হইতে বেনিকার্লোর উত্তর এবং ভিনারোজের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত দখল করিয়াছে। জেনারেল আরাণ্ডার সৈন্যদল অপরাহ্ণ ৫টার সময় যখন বেনিকার্লো অধিকার করে, তখন কয়েকটী জাহাজ বহু অধিবাসী বন্দর ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বহু সমরসম্ভার বিদ্রোহীদের হস্তগত হইয়াছে।

——

নিখিল বঙ্গ ও আসাম ব্যবহারজীবি সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ-আসাম আইনজীবি সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় চৌধুরী সদলবলে [illegible] ১৫ই এপ্রিল কুমিল্লা আসিয়া পৌঁছেন। কুমিল্লা ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত, বার এসোসিয়েশনের সভাপতি রায় বাহাদুর উপেন্দ্র মিত্র, সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দমাধব চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যাদব চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত শরৎ চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গলা ও আসামের নানাস্থান হইতে ১২৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে সমাগত হন। আসাম পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, শ্রীযুক্ত হেম দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎ গুহ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত গিরীশ দাস, শ্রীযুক্ত তাপস ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত নরেন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র সুর, মিঃ আবদুল হাকিম, মিঃ আবদুস আমেদ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষাল প্রভৃতি সম্মেলনে উপস্থিত হন।

নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়কে লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। ঐ সময় তিনি রামমালা বোর্ডিং, ভোলের কল এবং ধর্ম্ম সাগর, অভয়াশ্রম পরিদর্শন করেন

——

গান্ধী-লিন্‌লিথগোর সাক্ষাৎকার

গত ১৫ই এপ্রিল গান্ধীজী লিন্‌লিথগো সাক্ষাৎকারের পরিণাম কি হইবে? বড়লাট-ভবন অথবা অন্য কোনস্থান হইতে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে অন্য সূত্রে সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, বড়লাট দুইটী প্রধান সমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত জানিতে চেষ্টা করেন। সমস্যা দুইটী হইতেছে—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং যুক্তরাষ্ট্র। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে খুব জোর দিয়াই বলা হইতেছে যে, গান্ধীজীর আরব্ধ কার্য্য সফল হইবে এবং বড়লাটের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তার ফলে অনেক ভুল ধারণা দূর হইবে। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনায় উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, বড়লাট নিজে কোন প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া গান্ধীজীকে নিজ অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ণ সুযোগ দিয়াছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, এই মত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিয়া কাজ চালান রকম কোন বন্দোবস্ত করা যায় কিনা তাহা স্থির করাই বড়লাটের অভিপ্রায়। বড়লাট শান্তি ও শৃঙ্খলার আবহাওয়ার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এখনই ভারতশাসন আইন সংশোধন করা হইবে বলিয়া বড়লাট আশ্বাস দিয়াছেন, এমন সংবাদদাতার মনে হয় না।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

গত ১৬ই এপ্রিল খুলনা করোনেশান হলে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে ৩০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশান অফিসার শৈলেন ঘোষ, শ্রীযুত নেপাল রায়, দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। সভায় কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী পাঠ করা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন ও মূল সভাপতি ডাঃ মুখার্জ্জি তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন।

——

নোয়াখালী জেলার সদর

বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র আসিয়াছে যে, নোয়াখালী জেলার সদরের জন্য নির্ব্বাচিত মাইজদী নদী আক্রমণ হইতে নিরাপদ নহে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার তথায় সদর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং জেলার সদরের জন্য নূতন স্থান নির্ব্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিতেছেন। এই জেলার বর্ত্তমান সদরের প্রায় সমুদয় অংশ নদীর কুক্ষিগত হওয়া [illegible] সহর বিশেষভাবে বর্ষাকালে [illegible] সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] সালে তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী গঠন করেন। উক্ত কমিটী জেলার কেন্দ্রস্থল বেগমগঞ্জকে সদর স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহারা তাড়াতাড়ি সদর স্থানান্তরের আবশ্যক বলিয়া পুরাতন সহর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী মাইজদিতে সদর স্থানান্তরের জন্য সুপারিশ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে বিশেষজ্ঞগণ মাইজদিতে সদর স্থানান্তর বিপজ্জনক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

স্থায়ী সদর স্থাপনের জন্য তুরুক ব্যবস্থা করিয়া পুরাতন সহরের বাসিন্দাদিগকে চরম দুরবস্থা হইতে রেহাই দিলে গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তে জেলা বাসীদের সন্তোষের কারণ থাকিবে বলিয়া সকলে মনে করিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, —সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণবদর্শন
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাহন-আদবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। মাধবতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও জগৎকল্যাণ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ চৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটেড ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে সঙ্কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

১৩শ বর্ষ | মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বুধবার | ৯২তম সংখ্যা

বোম্বাইএ আচার্য্যদেব

বিশিষ্ট জনকর্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা

(তারের সংবাদ)

বম্বে, ১৭ই এপ্রিল

গৌড়ীয়দিগের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর দিল্লী হইতে অদ্য প্রাতে এখানে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে পৌঁছিলে বম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ, প্রফেসার এন্, কে, সান্যাল এম্-এ, মিঃ বি, কে ব্যানার্জ্জি ও [illegible]র বন্ধুবর্গ, মিঃ দালাল (সপরিবারে), এবং মঠের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বহু সজ্জন [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পমালাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোডস্থ কল্যাণধাম বিল্ডিংএ অবস্থিত বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। দর্শনার্থিগণ প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৩ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

বিপ্রগ্রামে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম হইতে ২৩।১২।৪৪ তারিখে বিপ্রগ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দের দ্বারা আহূত হইয়া তথায় গমন করেন।

২৭।১২।৪৪ তারিখে উক্ত গ্রামের শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রীজী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরোপকার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গুরুবর্জিত প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ বা বিশ্বদর্শন হইতে আমাদের কখনও নিস্তার নাই। এই স্ত্রী পুরুষ দর্শন বা বিশ্বদর্শন কুদর্শন। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই কুদর্শন হইতে উদ্ধার করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানরূপ সুদর্শন দান করেন। শ্রীগুরুদেবের ভক্ত্যাকাঙ্ক্ষারূপ সুদর্শনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বৈষ্ণবঠাকুর বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥"

সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে মর্য্যাদা-ক্রমে অনাদর করিলে আমরা ক্রমে ক্রমে গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া মহারৌরবে পতিত হইব। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে জড়নাস্তিকের প্রশ্রয়দাতা মনে করিব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অসংখ্য-প্রকার খাদ্যদ্রব্যের তালিকা দেখিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে লোভী বা পেটুক বলিব! "এত পরিহরি' যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে"—এই বাক্যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরে তৃণাদপি সুনীচতার অভাব আছে মনে করিব! "মণিময় মন্দির মধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্!" সুতরাং ইহা হইতে আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত অভিমান করিয়া যাঁহারা গুরু-পরম্পরা বা [illegible] নিতান্ত স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আম্নায়-বিরোধী;—রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী কলির গুপ্তচর বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, মাৎসর্য্য চণ্ডালীর বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া অনন্তকালের জন্য নিরয়গামী হয়। শ্রীগুরুদেবকে মানিব, কিন্তু তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী মানিব না—ইহা ভক্তি-সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতারই পরিচয়মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীবিগ্রহ-স্বরূপ। সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রীচৈতন্যবাণীর এবং শ্রীচৈতন্যবাণীসেবকগণের সেবাই আমাদের একমাত্র মুখ্য হউক, তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বনাথ শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা নাই, সেখানে আছে মাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে অবিদ্যার আলোচনা, এতদ্ব্যতীত দাতব্যচিকিৎসালয় হইতে ঔষধাদিদ্বারা রোগীর রোগ নিরাকরণ এবং ধর্ম্মশালা, অন্নছত্র, দুর্ভিক্ষে সাহায্য ও দরিদ্রকে বস্ত্রাদি দান প্রভৃতি দ্বারা জীবের সাময়িক উপকার লাভ হয় মাত্র। এ সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মার কোন মঙ্গল হয় না। কারণ, পঞ্চভূতের নির্ম্মিত দেহটি আত্মা বা জীব নহে। দেহের অভ্যন্তরস্থ চেতনপদার্থই আত্মা। অতএব বদ্ধজীবের আত্মেন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগান কখনই পরোপকার নহে। 'পরোপকার' অর্থে শ্রেষ্ঠ উপকার বা অপর জীবাত্মার উপকার। স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপরের স্বরূপকে উদ্বুদ্ধ করানই প্রকৃত পরোপকার। একমাত্র কৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই এই পরোপকার সম্ভব হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখেই ভাবের স্বরূপ উদ্বোধন করিয়া অমন্দোদয়দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মহাবদান্য হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণও আম্নায়ধারায় অবস্থিত হইয়া সকলকে আপনারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা মহামহাবদান্য—

যথা [illegible]।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

অতএব কৃষ্ণসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত জগতে যে পরোপকার তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল আনয়ন করে না; পরন্তু [illegible]।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁরা দুর্ব্বাক্য বলে শ্রবণ করেন, তাঁদেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁরা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা অনন্ত মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ মধুসূদন ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

মনোধর্ম্ম

---:::(০):::---

কোনও বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন,—"কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র" অর্থাৎ হে কেশব, এই জগতে যে কত প্রকার বিচিত্র মনোধর্ম্ম-যুক্ত বহির্ম্মুখ মতই প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মনের ধর্ম্মই অস্থিরতা, চঞ্চলতা, ভাঙ্গা গড়া। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। আবার একই ব্যক্তির কত সময় কত রকম মনের অবস্থা। এই ভিন্ন ভিন্ন রুচি বা মনোধর্ম্ম অনুসারে এক এক ব্যক্তি এক একটী কার্য্য বা বস্তুকে পরম আদর্শ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপ মনোধর্ম্মযুক্ত বিচারপ্রসূত কল্পনা হইতে ধর্ম্মজগতেও নানা মত ও নানা পথের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে থাকিবে। এমন কি, অনেক সময় ঐ সকল মনোধর্ম্ম-যুক্ত মতাবলম্বিগণ নিজদিগের মতকে সনাতন ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কারণ সকলেই চায় প্রতিষ্ঠা, সকলেই চায় সংখ্যাবৃদ্ধি। লেজকাটা শৃগালও লেজহীনতাকেই একটী আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়। কিন্তু বাস্তবসত্য—'নয়গুরুহক সত্য,—পরমসত্য প্রোজ্ঝিতকৈতব নির্ম্মৎসর সাধুগণের আত্মধর্ম্মে মনোধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। ইহাই সনাতনধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম। উচ্ছৃঙ্খল মনোধর্ম্মী ঐ আত্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী বলিলে আত্মধর্ম্মের তাহাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং
মদাত্মকঃ॥

* * *

বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগ-
ভোজনম্॥
কেচিদ্ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্
যমান্॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ
কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ
শুচার্পিতাঃ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ
স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব, একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই আত্মধর্ম্ম। অন্য সকলই মনোধর্ম্ম—অন্যেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কৈতব-পরিপূর্ণ। ঐ সকল ধর্ম্ম ভুক্তিমুক্তিকামী প্রাণিগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রাধান্য-রূপে নিরূপিত হইয়াছে। ঐ সকল পুষ্পিতবাণীর আপাতরমণীয় কথা বেদে থাকিলেও তাহা নিত্য অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দদানে অসমর্থ। যাহাতে আমার অনুমোদিত বিশেষ গোপনীয় আত্মধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কালে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। ব্রহ্মা মনু ও সপ্ত ব্রহ্মর্ষিকে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক দেবতা, মনুষ্য, দৈত্য, দানবের মধ্যে ঐ কথার প্রচার হয়। কিন্তু উঁহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা ঐ সকল কথা শুনিতে গিয়া সত্ত্ব অনুসারে এক একটি মত সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। যদি বল ঐ প্রকার মতভেদ কি প্রকারে সম্ভব? মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইলে মতভেদ হইবেই। যেমন যদ্যপি কোন ব্যক্তি বলেন যে, সূর্য্য অস্তগত হইলেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য শ্রবণে লম্পট ব্যক্তি পরদারহরণের ও তস্করগণ পরধনাপহরণের কাল উপস্থিত বোধ করেন এবং সাধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করেন, তদ্রূপ এক ব্যক্তি বক্তা হইলেও মনোধর্ম্ম-যুক্ত জীব স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে একবাক্যেরই পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বেদের ঐ সকল কথা মনোধর্ম্মের সাহায্যে বুঝিতে গিয়াই জড়বাদ, ঈশ্বরবাদ, নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ, নির্ব্বাণসুখবাদ, সন্দেহবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ, নাস্তিকবাদ প্রভৃতি বহু বহু বিচিত্র মতের সৃষ্ট হইয়াছে। কাহারও বা উপদেশ পরম্পরা দ্বারা মতভেদ হইয়াছে, কেহ বা আত্মতঃ প্রবৃত্তিতে বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডমত কল্পনা করিয়াছেন। যেমন গঙ্গাজল শুদ্ধ ও মধুর হইলেও তত্তটস্থ এরণ্ড, নিম্ব, কপিত্থ, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি স্ব স্ব মূলদ্বারা ঐ গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া বিরুদ্ধ রস সৃষ্টি করে তদ্রূপ মনোধর্ম্মিগণও বেদার্থের কদর্থ করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়াদ্বারা মোহিত পুরুষগণ কর্ম্ম ও অভিরুচি অনুসারে শ্রেয়ো ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কর্ম্মমীমাংসকগণ ধর্ম্মকে, কাব্যালঙ্কার কর্ত্তারা যশকে, বাৎস্যায়ন প্রভৃতিরা কামকে, যোগশাস্ত্রকারগণ সত্য, শম ও দমকে, দণ্ডনীতিকর্ত্তারা ঐশ্বর্য্যকে, লোকায়তিকেরা ত্যাগ ও ভোজনাদিকে, কেহ যজ্ঞ, তপস্যা, দানকে এবং কেহ ব্রত, নিয়ম, যমাদিসমূহকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করেন। এই সকল পুরুষার্থের প্রাপ্যফলস্বরূপ লোকসকল অনিত্য, নশ্বর কর্ম্মনির্ম্মিত, দুঃখোৎপাদক, মোহময়, তুচ্ছ, মন্দ ও শোকব্যাপ্ত। অতএব শরণাপত্তিলক্ষণা ভক্তিই বেদের তাৎপর্য্য। তাহাই আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রত্যেকে নিরপেক্ষ হইয়া নিত্য পরিপূর্ণ আনন্দের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই অকিঞ্চন ও শান্ত। ভুক্তিমুক্তিকামিগণ সকলই অশান্ত। কারণ তাঁহাদের ভগবানে আত্মসমর্পণ নাই।

শ্রুতি বলেন, আত্মতত্ত্ব সুক্ষ্মমেধা, পাণ্ডিত্য বা তর্কপন্থার দ্বারা জানা যায় না। একমাত্র নিত্য ভগবানের শরণাগতজনের হৃদয়ে তাহা অবতরণ করেন। ভগবানে শরণাগতজনই একমাত্র মনোধর্ম্মের কুহক হইতে নির্ম্মুক্ত। অপরাপর লোক নিজদিগকে যতই মেধাবী, পণ্ডিত, অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বা ভগবানকে জানিয়া ফেলিয়াছি বা ভগবান্ আমাদের বিচার, তর্ক বা যুক্তির মধ্যে আবদ্ধ মনে করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই মনোধর্ম্মী। বৈষয়িক্যে মনের দ্বারা 'এই ভাল', 'এই মন্দ' যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করা যায় সকলই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম্ম।

কৃষ্ণৈকশরণ সাধুজন ব্যতীত জগতের সমস্ত লোকই মনোধর্ম্মের বশীভূত। যদি কোনও সুকৃত ব্যক্তি ঐ সকল কৃষ্ণৈকশরণ ভক্ত-জনের চরণে কায়মনোবাক্যে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তবে দিব্যজ্ঞানোন্মেষক মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার মনোধর্ম্ম বিদূরিত হইতে পারে। মনোধর্ম্মিগণ চিজ্জড়ের সমন্বয়-প্রয়াসী, তাঁহারা ভগবান্ ও মায়াকে এক করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন, মায়ার নামান্তরই ভগবান্। ভোগী ও ত্যাগী, আস্তিক ও নাস্তিক, কামী ও নিষ্কাম সকলেই মনোধর্ম্মী। মনোধর্ম্মিগণ নীতিবাদী, দেহারামী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত—প্রাকৃত বস্তুর ভাল মন্দ বিচার লইয়া ব্যস্ত। ভগবদ্বস্তুকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে পরিদর্শনকারী তাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহকে কাঠ পাথর জ্ঞান করেন, ভক্তে জাতিবুদ্ধি করেন, শ্রীচরণামৃতে জলবুদ্ধি করেন, মহাপ্রসাদে ভাত ডালবুদ্ধি করেন। তাঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রাকৃত আভিধানিক ভোগপর জড় শব্দোচ্চারণকে নামোচ্চারণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাদি স্মরণাদি করিতে সমুৎসুক। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির পার্থক্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা মূর্খতা ও অন্ধবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা, তমোভাবকে তৃণাদপি সুনীচভাব, ভাব-প্রবণতাকে হৃদয় বিকার, কপটতাকে বৈষ্ণবতা বলিয়া জ্ঞান করেন। মনোধর্ম্মিগণ প্রাকৃত বহির্ম্মুখ ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকের গবেষণাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুর জন্মকর্ম্মানুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত। এক কথায় তাঁহারা কেহ বঞ্চক কেহ বা বঞ্চিত। তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা নিজদিগকে যতই বুদ্ধিমান্ মনে করুক না কেন, তাঁহারা দৈবীমায়াবিমোহিত।

ভগবদ্ভক্তগণই আত্মধর্ম্মে—সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই মনোধর্ম্মী। বদ্ধজীবমাত্রেই মনোধর্ম্মাক্রান্ত। সাধুগুরুর কৃপাই এই মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায়। স্বসুখ-বাসনাই মনোধর্ম্ম আর কৃষ্ণভক্তিই আত্মধর্ম্ম বা নিত্য সনাতনধর্ম্ম। মনোধর্ম্মিগণ চঞ্চল মনের খেয়ালের দাসত্ব করিতে গিয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিরানন্দের অকূলপাথারে নিরন্তর হাবুডুবু খায়, আর আত্মধর্ম্মী বা সনাতন সেবাধর্ম্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ভগবৎসেবক বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দের সেবানন্দে পরমানন্দসাগরে নিমজ্জমান থাকেন।

পরোপকার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১০ই এপ্রিল (১৯৩৮) রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।]

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে চারিটি কথা আছে: যথা:— (১) ভারতভূমি, (২) মনুষ্যজন্ম, (৩) জন্মসার্থক করা ও (৪) পরোপকার।

সপ্তদ্বীপান্বিতা পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু এই পুণ্যভূমি ভারতে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তখনই ভগবান স্বয়ং কিংবা তাঁহার অবতারগণ যুগে যুগে এখানে অবতীর্ণ হইয়া সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
(গীতা)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই, তাহা এই ভারতবর্ষে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য স্থানের নাম উল্লেখ না করিয়া ভারতভূমির নাম উল্লেখ করিলেন কেন? তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জমান কলিহত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া স্বভক্তিসম্পৎ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য—জগজ্জীবকে নামপ্রেমবন্যায় ভাসাইবার জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীরাধাভাবকান্তি শ্রীগৌরসুন্দররূপে এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ংই আচরণ করিয়া জীবকে কৃষ্ণান্বেষণলীলা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন ও গুহ্য কারণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা
মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি
লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অপরাপর ভূমি অপেক্ষা ভারতভূমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যজীবনের একমাত্র ধর্ম্ম শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তোষণ। আত্মেন্দ্রিয়তোষণ আমাদের ধর্ম্ম নহে; উহা পরধর্ম্ম। কারণ, পশুদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ
নিত্যদা।
(ভাঃ ১।২।১৩-১৪)

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের ভগবৎসেবা লাভ হয় না। অতএব জীবের সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গ ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবকে কৃপা করিবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে—

সাধু পাইয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরু রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে—"ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥"
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে ধায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

এই মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্যেতর বা দেবজন্মে হরিভজনের সুবিধা নাই। এই মনুষ্যজন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব অন্যান্য সকল জন্ম অপেক্ষা এই মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যজন্মের মধ্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন অর্থাৎ বৈষ্ণবদর্শনই শ্রেষ্ঠতম।

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং
ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥
(ভাঃ ১১।২।২৯)

বঙ্গভূমি ভারতভূমিরই অন্তর্গত একটি স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভারতের অন্য কোথাও আবির্ভূত না হইয়া এই বঙ্গভূমিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বঙ্গভূমি শ্রেষ্ঠ। বঙ্গভূমির মধ্যে ৮৪ ক্রোশ গৌড়মণ্ডল শ্রেষ্ঠ। নবদ্বীপমণ্ডল এই গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপমণ্ডল। নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান। শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী-বিরচিত 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্' গ্রন্থের এক স্থলে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

সংসার সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্য-নগরে বসতিং কুরুধ্বম্॥

যদি তোমার সংসারসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সংকীর্ত্তনামৃত রসমাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুরধামে গিয়া বসতি কর। এই চিন্ময় শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ নিত্য বিরাজিত। এই মায়াপুর যোগপীঠের মহিমা সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে উক্তি—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

এই গৌরজন্মস্থান আবার মথুরাপুরী এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণ অজ হইয়া মহাবৈকুণ্ঠে যে জন্মলীলা প্রকাশ করেন না, নবদ্বীপে ভক্তবাৎসল্য অর্থাৎ শ্রীশচীজগন্নাথকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য নিত্যপুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং মহাঔদার্য্যলীলা আবিষ্কার করেন। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অন্তর্দ্বীপ শ্রেষ্ঠ। এই শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান। আত্মনিবেদনের শ্রীঅন্তর্দ্বীপে—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে যিনি সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে নিবেদন করেন, শ্রীগৌরসুন্দর দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্যগুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্রজের পথে চালিত করেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া বা আশ্রয় লওয়া একান্ত প্রয়োজন।

"আশ্রয় লৈয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"
"শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥"
"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥"
"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণী-সেবাপর। তিনি তাঁহার বাণী হইতে অভিন্ন। তাঁহার বাণী আম্নায়বাণী—শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-শুক-মধ্ব-মাধবেন্দ্র-স্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-বাসুদেব বাণী। শ্রীগুরুদেবের অনুগত হওয়া অর্থে তাঁহার বাণীর অনুগত হওয়া—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অনুগত হওয়া। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত হৃদয়ে প্রকটিত হয়। শ্রীল রূপ প্রভুকে অতিক্রম করিয়া আমরা যাহা কিছুই করিতে যাইব, সমস্তই আমাদের অমঙ্গল আনয়ন করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর কথিত ভক্তিরস বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে আমাদের শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করা কর্ত্তব্য। সদ্গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভের কোন উপায় নাই। সেইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্।" গুরুপাদাশ্রয়ের পূর্ব্বে শৌক্রজন্মে আমরা জড় দেহটী লাভ করি মাত্র। আমাদের জড়দেহটি আত্মা নহে। আত্মা—চিৎকণ জীব এবং কৃষ্ণ বিভু চিৎ,—চিন্ময়সূর্য্যস্বরূপ। কৃষ্ণের সহিত নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নিত্য। সুতরাং পিতা মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত দেহ কৃষ্ণের নিত্যদাস নহে। আত্মাই কৃষ্ণের নিত্য সেবক বা দাস। ভগবৎসেবাই তাহার নিত্যধর্ম্ম; এইজন্য শাস্ত্রে শৌক্রজন্ম ব্যতীত সাবিত্র্য ও দৈক্ষজন্মের কথা আছে—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-
চোদনাৎ॥"
"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে সাবিত্র্য জন্মে উপনয়ন-সংস্কার লাভ এবং দৈক্ষজন্মে আত্মার স্ব স্বরূপ জাগ্রত অর্থাৎ তৃতীয় জন্ম হয়; তখন জীব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে বিশেষ যত্নবান্ হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লইয়া প্রকৃত দীক্ষা লাভ না করিলে জড়দেহাত্ম-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য [illegible], শ্রীশ্রীরাধা[illegible], শ্রীগৌর[illegible] আচার্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। [illegible] প্রাচীন গ্রন্থ [illegible]প্রচারকদের নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী [illegible], বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ [illegible] বিরাজিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। সংরক্ষক—[illegible] গোস্বামী শ্রীপাদ [illegible] বাধ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরসুন্দর দ্বারা শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]বানন্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান) শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—[illegible]গোপাল [illegible]

(১৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] [illegible])

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] বাবাজী।

(১৭) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপাল[illegible]মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible]রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

১১০নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রী[illegible]মঠ, [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible]

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীশ্রী[illegible]গোরাঙ্গ[illegible]গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ) শ্রীশ্রী[illegible]গোরাঙ্গ[illegible]-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যা[illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালগণি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু। হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।১৪৬ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লালখামি	৩৷৹
বালাম চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাঁতখানি	৫৷৹
বাঁশফুল	৪৷৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সামেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাঁতখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵৹
রবিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
কাবকোরা সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৭৷৹
গিনি	১২৲
চাঁদিবার	৫১৷৹

পাটের দর

আসাম—	৪০৸৹
ফিরোজ—	৪০৸৹
উত্তর—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵৹
কুপাৎকাটন ঐ	৬৲—৬৵৹
কাশীপুর ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵৹
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴৹
আটা (এল)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵৹
পাপাই	১৬৵০—১৬৹
আলু	১৪৵০—১৫৵৹

ঘৃতের দর

কলতা	৫৭৲
রাজশাহী	৫৭৲
কাটিহারী	৫০৲
খুলনা	৪৫৲
পুরাতন	৩৬৷৹

জাম	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মাকা পাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৩—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷৹

টাটা প্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	

টাটা প্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৷৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸৹
সীস	৷৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸৹
পাতী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, পয়াবে	৬৸০—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸৹

নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹

চটকলের হালদর ৫৴৹, পাটের হালদর ৬৷৹

তুলার হালদর ৪৷৹

লুনের দর

কলিকাতা ২৩শে জুন,

আরেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিট ঐ আরেন কর্কচ	৪০৲
করাচি গুরমিদ কাইন	৪৩৲
চাষার্ন খাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৩শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি বরিশাল	১৫৷০—১৭৷৹
নক্সা মুক্তা পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৩৩-৩ কলম্বাব ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য?

—:(:০:):—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কে'র "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেলস ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

ও

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"

——::•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের গুণ মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::•)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০	
ইঞ্চি ২,	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪॥০	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪।০
সিকি কলম ১১৲	১৸৵
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৩৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া জগদ্বাসী ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন"
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

———

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। —পরমার্থ প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

REGD. NO. C 1614

[illegible]
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত ।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের প্রকাশবিগ্রহ
আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্তৃক পরিচালিত ।

[[illegible] খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৪৩শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

ভারত সরকারের বাজেট

কেন্দ্রীয় পরিষদের গত অধিবেশনে যে সকল বরাদ্দ না-মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়া অতিরিক্ত একখানি গেজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোষণাটী এইরূপ :—

১৯৩৭।৩৮ সালের সংশোধিত হিসাব এবং ১৯৩৮।৩৯ সালের বাজেট, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদের এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে পেশ করা হয়। ব্যবস্থা পরিষদের সংশোধন এবং সপার্ষদ বড়লাটের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরে ঐ সকল বরাদ্দ পুনর্ব্বিবেচনা করা হয়। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্যবস্থা পরিষদ, ১৯৩৮।৩৯ সালের সকল প্রকার বে-সামরিক বরাদ্দই নামঞ্জুর করেন। পরিষদে অন্যান্য ব্যয় বরাদ্দ হইতে নিম্নলিখিত রাশি হ্রাস করা হইয়াছিল,—১৯৩৭-৩৮ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ। ২২নং বে-সামরিক ব্যয় বরাদ্দ, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যয় বরাদ্দের ৩৮৮০০৲ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালের রেলওয়ে সম্পর্কিত ব্যয় [illegible]।

১নং দাবী—রেলওয়ে বোর্ড ২০০৲ টাকা। ৩নং দাবী—বিবিধ ব্যয় ১০০৲ টাকা। ৩নং দাবী—সাধারণ বিভাগসমূহ পরিচালন ব্যয় ১০০৲ টাকা। ১২নং দাবী—১০০৲ টাকা।

ইহার মধ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬৭ ক (৭) ধারা অনুসারে সপার্ষদ বড়লাট, ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য, ১৯৩৭-৩৮ সালের কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের বে-সামরিক ব্যয় বরাদ্দের অতিরিক্ত দাবী, তাঁহার দায়িত্ব পালনের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ঐগুলি মঞ্জুর করেন।

—

পল্লীসংস্কার বিভাগের পরিচালকের সফর

আগামী ২৩।৪।৩৮ তারিখে বাঙ্গলার পল্লী সংস্কার বিভাগের পরিচালক (Director) মিঃ টি, আই, এম নুরুন্নবি চৌধুরী, আই, সি, এস ৫-১৬এর ট্রেণে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া প্রাতে ৮ ঘটিকায় রাণাঘাটে পৌঁছিবেন। তৎপর তিনি তথায় পল্লীসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং বিশিষ্ট সরকারী ও বে-সরকারী নেতৃবর্গের সহিত আলাপ আলোচনাদি করিবেন।

ঐ দিবস ৫-২৮এর সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছিবেন এবং সম্ভব হইলে তিনি তথায় একটী সভায় বক্তৃতা করিবেন। অথবা তিনি সরকারী ও বে-সরকারী নেতৃবর্গের সহিত আলাপ আলোচনাদি করিবেন। ২৪শে এপ্রিল প্রাতে তিনি স্থানীয় পল্লী অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। অপরাহ্ণ ৫-৩১এ কৃষ্ণনগর হইতে রওনা হইয়া ৮-২৫এ বহরমপুর পৌঁছিবেন।

—

রিভলবার দেখাইয়া লুঠতরাজ ও মোটরগাড়ী দখল

গত ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্ণে গয়া টাউনে এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রকাশ দস্যুগণের অনুকরণে কতিপয় যুবক রিভলবার দেখাইয়া একখানা মোটরগাড়ী দখল করিয়াছে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকটি স্থানে লুঠতরাজের চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ এই সকল যুবককে অনুসরণ করে; কিন্তু তাহারা গুলী চালায়। ইহাতে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

রিভলবারধারী যুবকেরা পলাইয়া গিয়া গয়া সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে আশ্রয় লয়। এখন পুলিশ এই পাহাড় ঘেরাও করিয়াছে এবং কেহ যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে রিভলবারধারী যুবকগণ এখন অবরুদ্ধ হইয়াছে।

প্রকাশ যে, পাহাড়ের উপর হইতে যুবকেরা ইতিমধ্যে পুলিশ দলের উপর গুলী করিয়াছে। তবে এপর্য্যন্ত পুলিশ দল পাল্টা গুলী চালায় নাই। পাহাড়িয়া অঞ্চলে লুক্কায়িত যুবকদিগকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সহজ সাধ্য হইবে না।

যুক্তপ্রদেশের পিপরিদি ট্রেণ ডাকাতির অল্প দিন পরে গয়া সহরে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। পাটনা হইতে পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীরা ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছেন।

—

অতিরিক্ত জেলা জজ নিহত

গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রে জব্বলপুরের আট মাইল দূরে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় সাগর জেলার অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ এস, বসু আই, সি এস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এবং সাগরের অফিসিয়েটিং ডেপুটী কমিশনার মিঃ এস, জয়রাও আই সি এস সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—মিঃ জয়রাও সমভিব্যাহারে মিঃ বসু নিজ মোটরে চড়িয়া জব্বলপুর যাইতেছিলেন। রাত্রি ৮টায় সহসা মোটরখানি পিছলাইয়া পথিপার্শ্বে উল্টাইয়া পড়ে। আরদালিরা ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। একজন আরদালি ফিরিয়া আসিয়া এই দুঃসংবাদ দেয়। মিঃ বসু ছয়বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

—

কয়েদীর আত্মহত্যার চেষ্টা

মৌলমিন সেন্ট্রাল জেলের জনৈক কয়েদী আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া রেঙ্গুনে সংবাদ আসিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত কয়েদীকে তাহার নির্জ্জন কারাকক্ষে নারিকেলের দড়ি পাকাইতে বলা হইয়াছিল। পরে তাহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার কণ্ঠদেশে একটি ক্ষত হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হইতেছিল। দেখা যায় যে, কোন রকম ধারাল অস্ত্র না পাইয়া উক্ত কয়েদী এলুমিনিয়ামের একটী বাটী দিয়া নিজের গলা কাটিতে চেষ্টা করে। কয়েদীটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে নিজের দোষ স্বীকার করে এবং বলে যে, তাহার প্রতি ক্রমাগত যে দুর্ব্যবহার করা হইতেছে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সে জীবন নাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

—

নবীন এডভোকেটের আত্মহত্যা

জব্বলপুর নরসিংহপুর হইতে প্রাপ্ত একটী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সেখানকার নবীন এডভোকেট লক্ষ্মীনারায়ণ কালী মর্ম্মবেদনার ফলে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, পরিবারের কোন লোকই এই ঘটনার জন্য দায়ী নহে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। দৃক্শ্রাবকা অপসোরতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১৫
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ও পরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৫
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্‌স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৴০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:o:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত।
আছে: ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

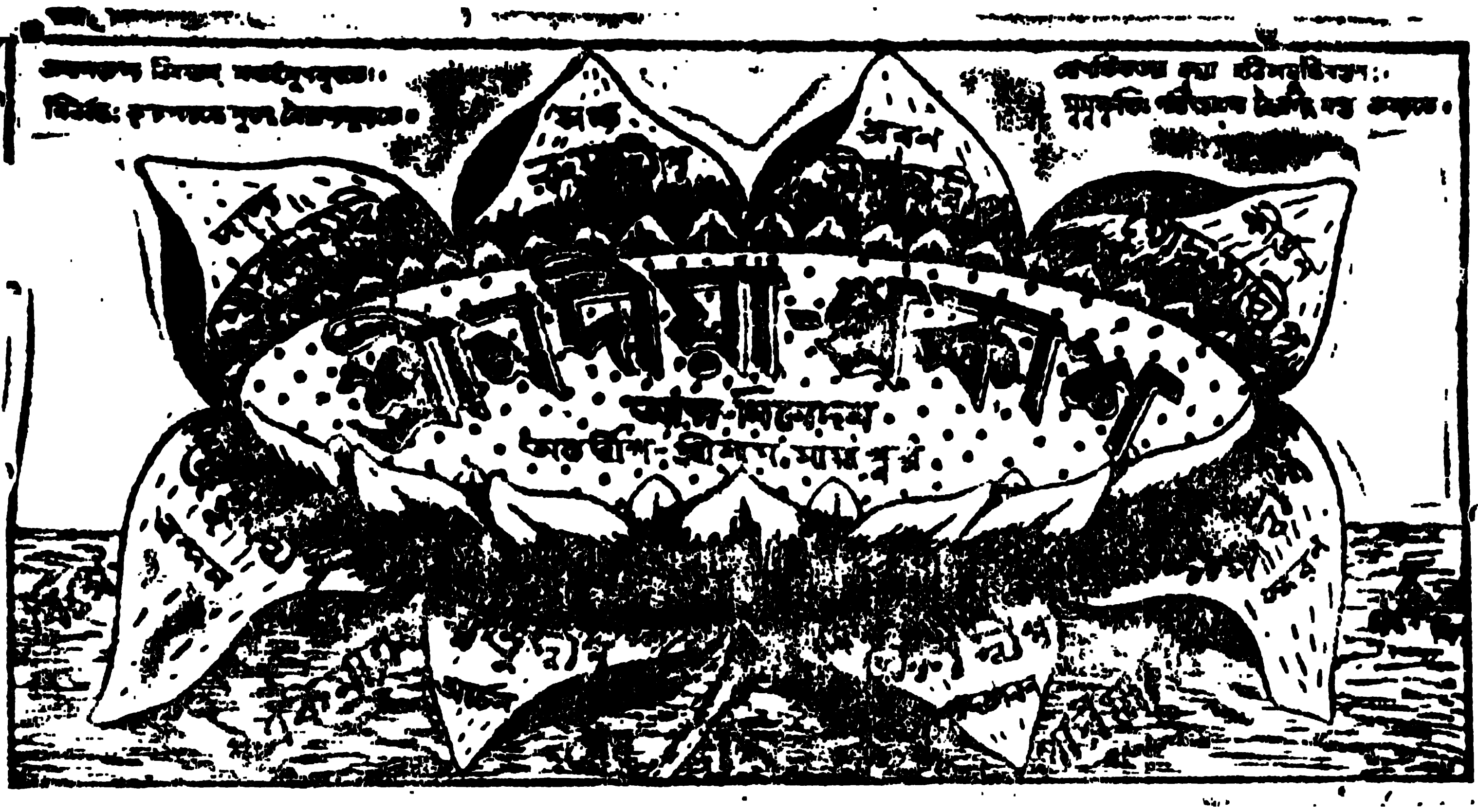

১৩শ বর্ষ   ৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২১শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ৪৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

রামচন্দ্রপুরে

২৫।৩।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ হাওড়া জেলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

২৬।৩।৩৮ তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেগড়ী নামক স্থানে স্থানীয় হরিসভা মণ্ডপে একটী মহতী সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। সভায় প্রায় চারিশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের আগ্রহে তৎপরদিবস ২৭।৩।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যমলার্জ্জুনভঞ্জন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

২৯।৩।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড় রাজবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৩০।৩।৩৮ তারিখে স্বামীজী উক্ত রাজবাড়ীতে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১।৪।৩৮ তারিখে স্বামীজী ময়নাগড় রাজবাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কাপল-দেবহূতি উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২।৪।৩৮ তারিখে উক্ত রাজবাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা ও মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৩।৪।৩৮ তারিখে স্বামীজী উক্ত রাজবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। সহরের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মঠসেবকবৃন্দ প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া বিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল-প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের কথা শ্রবণে সহরবাসীর বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

গত ১৪।৩।৩৮ তারিখে ময়মনসিংহ জেলারোডে অবস্থানকারী শ্রীযুক্ত রাধিকা-মোহন দাস মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রীজী তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা-সম্বন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত রাধিকা বাবুর হরিকথা-শ্রবণে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত

বিল্বগ্রামে

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ২২।১২।৪৪ তারিখে বিল্বগ্রামে শ্রীশ্রীমদন-মোহনজীউর শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৬।১২।৪৪ তারিখে উক্ত শ্রীশ্রীমদনমোহন-জীউর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীদাম বিপ্রোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। গ্রামবাসী সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ধর্ম্মদহে

ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ১।১।৪৫ তারিখে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মদহ গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। উক্ত দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী 'শ্রীগৌরবাণী' সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

যুক্তি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিবে? তাই সংসার-ভোগোন্মত্ত জীবগণ বহু প্রকারে মায়ার দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও প্রকৃত সত্য বরণ করিতে নারাজ। তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়।

বাস্তবিকপক্ষে যখন কোন জীব অনুতপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়া প্রকৃত সত্য লাভে উদ্গ্রীব হন, তখন তিনি প্রকৃত সত্য সাদরে বরণ করিতে পারেন এবং সেই অধোক্ষজ-সেবাতেই তাঁহার আত্মা প্রসন্ন হন। তিনি সাধুগুরুকৃপায় সত্যের সন্ধান পাইয়া ধন্য হন। তখন তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয়জ্ঞানজাত অভিজ্ঞতার যৌক্তিকতা বা তর্ক স্থান পায় না।

এই সত্য বস্তু একমাত্র ভগবান্। তিনিই চিরন্তন সত্য এবং এই সত্যাকাঙ্ক্ষিজনগণই সেবোন্মুখ।

কৃষ্ণবিমুখ জীবমাত্রই দেহমনোধর্ম্মী। এই দেহমনের ধর্ম্মই মায়াধর্ম্ম। ইহা সেবা-ধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম বা চেতনের ধর্ম্ম নহে।

মনের ধর্ম্ম বা যুক্তি আদি সবই পরিবর্ত্তনশীল। অগুরু বা বদ্ধের বাক্য কিছু সবই কুযুক্তি, দুর্যুক্তি বা অযৌক্তিক। কিন্তু আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় হৃদয়ে উপলব্ধ বা স্বতঃপ্রকাশিত যে বাক্য তাহাই অকাট্য যুক্তি। এই অতর্ক্য যুক্তি সাধু শাস্ত্রানুগত হওয়ায় ইহাই অধোক্ষজ বাস্তবসত্য-বস্তুনির্ণয়ে সমর্থ। ইহার অপর নাম শ্রৌতবাক্য, শাস্ত্রযুক্তি বা শব্দ-প্রমাণ।

'ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তা'দেরই শ্রবণভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্ত মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—---::(•)::---—

...এই অর্চ্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ-...তা সম্পাদিত হয়। কলিতে ...যজ্ঞের বিপর্য্যয় হেতু একমাত্র কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। তৎপ্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্ঠাও লাভ হয়। আমরা কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'তে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চ্চননিষ্ঠা—সবই কীর্ত্তনে হয়। কলি দোষসমুদ্র, তার বহু দোষ থাক্‌লেও একটি মহাগুণ আছে—যা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। অত্যন্ত অযোগ্য ব'লে কলির জন্য যে ঔষধটী, সেটী এত তীব্রশক্তিসম্পন্ন যে, ঐ তিনপাদ ধর্ম্মের অযোগ্যতা পর্য্যন্ত বিনষ্ট ক'রে ফল প্রদান ক'র্‌তে সমর্থ হয়। কাণ প্রবৃদ্ধ হ'বার পরই কৃষ্ণের কীর্ত্তন দ্বারা কর্ম্ম বা জ্ঞান প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত অমঙ্গল হ'তে অনায়াসে মুক্ত হ'য়ে নিত্যরূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদির দর্শনসৌভাগ্য ঘটে।

আমরা জড় জগতে মেপে নেওয়ার ধর্ম্মে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা প'ড়েছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্ত্তন হ'লেই দর্শন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্ম্মাল্য-ঘ্রাণে যে সৌগন্ধ আছে, তা কৃষ্ণকীর্ত্তনে বুঝ্‌তে পারি। কীর্ত্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। তৎপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ হ'য়ে সেই পরমপুরুষের নিকট যাওয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতা লাভ হয়। সেবোন্মুখচিত্তে কীর্ত্তনপ্রভাবে স্বরূপ আপনা হ'তেই দেখা দেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়।

ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ, প্রভৃতি ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তা'হ'লে সেই বস্তুবিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালন কালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হ'য়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ ক'র্‌তে যাচ্ছে তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণী বিবাহ বা বৃন্দাবনীয় কথা তাঁ'র হৃদয়ে স্থান পায়, তা'হ'লে তাঁ'র ভোগের ইন্ধনসংগ্রহের জন্য সমাবর্ত্তনের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং উভয়ের পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন। কোন ব্যক্তির শ্রীপঞ্চমীতে হাতে খড়ি দিয়ে পাঠশালায় যাবার সময় যদি কৃষ্ণের সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন বিচার এসে যায় অথবা অর্জ্জুন কিম্বা উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশকথা তাঁ'র স্মৃতিপথে উদিত হয়—কৃষ্ণের সংসারে বাস, কৃষ্ণকথালোচনায় নিযুক্ত থাকেন, অন্ততঃ গৌরসুন্দরের কৃত্যগুলির সঙ্গে নিজকার্য্যগুলি মিলিয়ে নেন,—তা'হ'লে সকল অসুবিধার হাত থেকে তাঁ'র পরিত্রাণ হয়। গৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা ক'র্‌তে ব'লেছেন তদনুসারে আলোচনা না হ'লে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন ক'রে দেওয়া হ'বে। ভবব্যাধির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পা'বার জন্য বৈষ্ণব আনুগত্যে অনুক্ষণ ভগবদালোচনা করা দরকার। যেমন নামাপরাধকারীর অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধ-বিনাশের উপায়। সুতরাং আমরা যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচার হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই।

রাত্রিকাল নিদ্রায়, প্রাপ্তকালে বয়োধর্ম্ম বশে ইন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টা কিরূপ অসুবিধা করায়, তা' সকলেই জানেন। কামুকতা-লাভের জন্য বানরের gland দ্বারা rejuminated হ'বার চেষ্টা, মকরধ্বজ খেয়ে শরীর তাজা রাখার ব্যবস্থা, কলপ ব্যবহার দ্বারা কৃষ্ণকেশ সংরক্ষণ, দন্তহীনতায় পুনঃস্থাপনে বয়োধর্ম্মরক্ষণ, কার্য্যোপযোগী দর্শনের অভাবে হেতু পরচক্ষুর দ্বারা প্রয়োজন নির্ব্বাহ ক'রে স্বাস্থ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করি। কিন্তু 'আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ'। অত্যধিক সাধন করতে গেলে বিমুক্ত হবার যোগ্যতাই বেশী হয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় ব'লে কি আসক্ত হ'য়ে যা'ব। এর একটি সুষ্ঠু বিচার ব'লেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি করতে হ'বে। সেই

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়দশমাধস্তনাধস্তন শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক-শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বৈভবাধ্যক্ষ শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয়োপলক্ষে মঠস্থ সেবকবৃন্দের

অভিনন্দন আরতি

———::(•)::———

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব! শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিচরণক্ষেত্র "গঙ্গা-লক্ষ্মণ" শ্রীমায়াপুর হরিদ্বার মহাতীর্থস্থ শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষরূপে সপার্ষদ আপনার শুভবিজয়কে এই মঠস্থ সেবকাভাসগণ এই অযোগ্য অভিনন্দনের দ্বারা আরতি ক'র্‌ছেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার আনুগত্যে আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীর সেবায় অমায়ায় অধিকার প্রদান করুন।

ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সংকীর্ত্তন। বহুলোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি তাতে যে অভাব আছে, সেটী পূর্ণ হ'তে পারে—এই সংকীর্ত্তনে। বধির না হ'লে—হরিকথা শুন্‌বার কাণ থাক্‌লে আমরা জান্‌তে পারি—সম্যক্ কীর্ত্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠ কথা, গ্রাম্য কথা আলোচনা নহে। কৃষ্ণচেষ্টা ব্যতীত অন্য চেষ্টা উদিত হ'লে অসুবিধা হ'বে। অতএব সেখানে যত চেষ্টা আছে তা' পরিত্যাগ ক'রে পরম প্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার।

নাম-সেবার দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভ ও নাম-সেবা পৃথক্ বস্তু ন'ন। নাম-সেবা কেবলমাত্র সাধন নয়—তাহা সাধ্য। আমাদের নামাপরাধ ক'র্‌তে হ'বে না, নামাভাসও আমাদের আবশ্যক বা লক্ষ্য নয়। নামাভাসে মুক্ত হয়। মুক্তি-স্পৃহা ভাগবত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ পুনঃ ব'লবো—জীবনের শেষ দিন, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ব'লবো। আমাদের গুরুদেবের কথা, পরম গুরুদেবের কথা, পরাৎপর গুরুদেবের কথা চিরদিনই ব'লবো। তাহ'তে একচুলও ভ্রষ্ট হ'ব না। এতদ্ব্যতীত অপরের সঙ্গ ক'রব না। তা'দের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী সহস্র মুখে কীর্ত্তন করতে পারি, রাধা-মাধবের সেবার আশা সকলের চেয়ে বড় আশা। জগতের নিকট এই প্রার্থনা করি, শ্রীরাধামাধবের আশা যেন লাভ হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-ধারা-সংরক্ষক আচার্য্যভাস্কর! এই স্থান মায়াপুর বা মায়াক্ষেত্র-নামে পুরাণপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বার সপার্ষদ শ্রীশ্রীবদরিহরি-নারায়ণের আশ্রমের দ্বার-স্বরূপ। বদরিকাশ্রম 'ভূবৈকুণ্ঠ'নামে প্রসিদ্ধ। এখানে অলকানন্দা প্রবাহিতা। অলকানন্দার সহিত ঋষিগঙ্গা মিলিতা হইয়া 'ঋষিপ্রয়াগ' নাম ধারণ করিয়াছে। এই বদরিকাশ্রমেই শ্রীশ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-সংবাদ ও শ্রীশ্রীব্যাস-মধ্বাচার্য্য-সংবাদের আম্নায়-সরস্বতী ধারায় নিত্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামিপ্রভু জানাইয়াছেন—

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোহপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

(ভাঃ ১।৭।২-৪)

অর্থাৎ ব্রহ্মনদী-সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিগণের যজ্ঞোৎসব-বর্দ্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক এক আশ্রম আছে। বদরীবৃক্ষপরিশোভিত সেই নিজ আশ্রমে ব্যাসদেব আসীন হইয়া আচমনান্তে নারদের উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে পূর্ণপুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করেন। এই স্থানে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবাসুদেব শ্রীব্যাস-দেবকে গীতা-ভাষ্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন ও ব্যাসের নিকট হইতে শ্রৌতপথের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।' বদরিকাশ্রম হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীবাসুদেব শ্রৌতপথে তাঁহার সূত্রভাষ্য-রচনা শেষ করেন। এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে শুভাগমন করিবার জন্য একবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধুনা আপনি আমাদের পূজ্য গুরু প্রাণনাথ বাসুদেব-সরস্বতীর সিদ্ধান্তধারার সংরক্ষক আচার্য্যরূপে সেই ব্যাসপীঠের দ্বারে জীব-

সকলকে সরস্বতীপক্ষে দীক্ষিত করিবার জন্য শুভবিজয় করিয়াছেন। আমরা যেন সেই সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ—

'শ্রীরামগোপাল আস্তে, বাসুদেবানন্দ-দাস্তে'
থাকিয়া যেন সদা লই নাম।'

—সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতে পারি। ইহার কোন প্রকার কুব্যাখ্যা করিয়া যেন তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত না হই।

হে ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক! গৌড়ীয়ের ১৫শ বর্ষের ২৬শ সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-সেবা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে সকল মনোঽভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়াছি, আপনি আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল মনোঽভীষ্ট সম্যগ্-রূপে পরিপূরণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের যে-সকল বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তির হার্থ পঙ্ক্তিসমূহ আম্নায় বিরোধী সম্প্রদায় উপস্থিত করিতেছে, তাহাতে আপনার আচার্য্যলীলার অধিকতর পুষ্টিসাধনই হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে রেঙ্গুণ গৌড়ীয়-মঠালয় ও হরিদ্বার সারস্বত-মঠপীঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা মঠরূপে প্রকাশিত করিবার একান্ত অভিলাষ ও ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে এই দুইটী সেবাকার্য্যের বিশেষ ভার প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার আনুগত্যে আদর্শ স্নিগ্ধ গুরুসেবক শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অর্পিত সেবাভার সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি শ্রীরেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠালয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা মঠরূপে প্রকাশিত এবং অধুনা শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বারে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীপাদ গিরি মহারাজকে আপনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামে প্রকাশিত শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবা অবিলম্বে সম্পাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত ও প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন।

হে রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য! আপনি সকলকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পদাঙ্কিত পথে সর্ব্বতোভাবে বিচরণ করিয়া ব্রজের যাত্রী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী প্রয়াগ-ক্ষেত্রে যে পূর্ণ-কুম্ভমেলায় অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সাধুত্ব-প্রদর্শনীর দর্শনকামী অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণকে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর আদর্শ সাধুত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা শ্রীরূপের অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্ম যোগাদি-দ্বারা অনাবৃতা অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী উত্তমা ভক্তির সন্দেশ বিতরণ এবং তাঁহাদের দ্বারা শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের প্রাণধন শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকল্পে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের অভিন্ন-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভমেলা কালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অন্যাভিলাষী সম্প্রদায়ের চিত্তাপ্রান্ত কিছুকাল স্তব্ধ করিয়া তাঁহাদের কর্ণপুটে রূপানুগ আম্নায়স্রোতের পরমমঙ্গলময়ী বাণী ধারা ঢালিয়া দিবার জন্য যে আচার্য্যশঙ্খরূপে উদিত হইয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীসরস্বতীর সঙ্কীর্ত্তনসেবার অধ্যক্ষতায় আপনার যে স্বরূপরূপানুগবরত্বের স্বরূপ ও রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আচ্ছাদন করিবার কাহারও সাধ্য নাই

হে গুরুগৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট পরিপালক-প্রচারকবর! শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীমায়াপুরের বৈভব প্রকাশরূপে শ্রীমায়াপুর তীর্থ এই স্থানে বিরাজমান। নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর গৌরজন্ম-ভূমি বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠস্থান। গৌর-সেবিকা গঙ্গার জন্মভূমি, ব্রহ্ম-ব্যাস-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আম্নায়-সরস্বতী প্রবাহের দ্বার, উদ্ধব-নারদ-ব্যাস-সেবিত বদরি-বিশাল-লালজীর মহাতীর্থের দ্বার, তথা শ্রীনবদ্বীপের অলকানন্দার তীরস্থ হরিহরক্ষেত্রের অভিন্ন-স্বরূপ গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাতীর্থের দ্বার-স্বরূপ বলিয়া শ্রীমায়াপুর-হরিদ্বারে শ্রীল প্রভুপাদের নিজনামে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত। সরস্বতীর মনোঽভীষ্টপরিপূরক আপনি শ্রীমায়াপুরে সরস্বতীর নিত্যনিবাস ও শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবাই শ্রীহরিসেবালাভের দ্বারস্বরূপ —ইহা জানাইয়া অষ্ট-মোক্ষদা-পুরীর অন্যতম মায়াপুর-হরিদ্বারকে মোক্ষলঘুতাকৃৎ-মহা-বদান্যশিরোমণি রূপানুগ-শুদ্ধভক্তি-দানকারী মহাতীর্থরূপে প্রকাশিত করিলেন। একমাত্র অধোক্ষজ-পূর্ণপুরুষ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট-হৃষীকেশের সেবার দ্বারাই সাধন ও সিদ্ধির পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষীর পূর্ণকুম্ভ সছিদ্র, কিন্তু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ন্যায় যে পূর্ণামৃতাস্বাদন ও সর্ব্বাত্মস্নপন হয়, অন্যাভিলাষী সম্প্রদায়ের কোটি কোটি পূর্ণকুম্ভস্নানে তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। আপনি শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চাবতার ও শব্দাবতার প্রকট করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে পূর্ণামৃতাস্বাদন ও সর্ব্বাত্মস্নপনের সুকৃতিসঞ্চয়ের অবসর প্রদান করিলেন। অতএব আমরা এই সারস্বত-গৌড়ীয়-তীর্থে সেই সারস্বতোপদেশ পুনরায় আবৃত্তি করিতেছি—

'শ্রীরামগোপাল আস্তে, বাসুদেবানন্দদাস্তে,
থাকিয়া যেন সদা লই নাম।"

আপনার কৃপাবিন্দুভিখারী
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

———

যুক্তি

(শ্রীরাধানাথ দাস)

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানস্ফীত বর্দ্ধিষ্ণুমানী মানব-জাতি তাঁহাদের সসীম বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সকল বস্তুকেই মাপিয়া লইবার জন্য সতত ব্যস্ত। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের এই মাপা-বৃত্তি স্বাভাবিক। তাই যাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের মাপাধীনে আসে অর্থাৎ তাঁহাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অধীন হয় তাহা তাঁহারা সহজেই স্বীকার করে। কিন্তু তাঁহাদের এই বৃত্তি হইতে তাঁহাদিগকে প্রকৃত বিষয় লাভেও অনেক সময় বঞ্চিত হইতে হয়। কারণ তাঁহাদের এই ইন্দ্রিয়সমুদয় ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি যে তাঁহাদিগকে অনেক সময় ভ্রান্ত করে তাহা তাঁহাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। কোন বস্তু সম্বন্ধে কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া তাহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায় পরে চক্ষুর দ্বারা তাহা দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ণেন্দ্রিয়ের ভ্রান্ত হওয়ার কথা বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—কোনও কামানের শব্দ শুনিয়া প্রথম মেঘগর্জ্জন বলিয়া ধারণা হইতে পারে কিন্তু পরে উহা দেখিয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া যায়। সুতরাং যাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছি পরের অভিজ্ঞতায় তাহা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই প্রকার পরিবর্ত্তনশীল কোন অভিজ্ঞতার ধারণার উপর কোন প্রকারেই প্রকৃত অবিচলিত বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা সকল সময়ে চিরসত্য। তাহা পরিবর্ত্তনশীল হইলে প্রকৃত সত্য বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে?

সুতরাং এই প্রকার জড় ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃত সত্য মানব চিন্তার অতীত, আম্নায়-পারম্পর্য্যে আগত। তাহা মানব-মেধায় কল্পিত হইতে পারে না। যাহা উর্ব্বর মানব-মেধায় কল্পিত, তাহা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ মানব-সমাজে অত্যধিক বিস্ময় উৎপাদন করিলেও তাহা প্রকৃত সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত অধিকতর উর্ব্বর মানব মেধার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইবার যোগ্য। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ—প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণ অক্ষজ অভিজ্ঞতার প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথাবলম্বনে প্রকৃত সত্য অবগত হন। কিন্তু তথাপি সসীমবুদ্ধি মানবজাতি প্রকৃত সত্যকেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কাঠরায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে চান। ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। জীবের অবস্থা বুঝিয়া পরম করুণাময় গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কোন কিছু অন্ধভাবে মানিয়া লইতে বলেন না। পরন্তু বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত করেন। তাঁহারা কখনও তর্কের প্রশ্রয় দেন না, মনোযোগসহকারে শাস্ত্রের কথা শুনিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। কারণ, শাস্ত্র-সাধুর মঙ্গলময়ী কথা শুনিতে শুনিতেই আমাদের চিত্তশুদ্ধ হয়, ভগবানে বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বাস্তব সত্যের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে তথায় পৌঁছা যায় না।

শাস্ত্র বলেন,—
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

ভগবদ্ভক্তগণ যে প্রকার শাস্ত্রযুক্তি দেন তাহা সম্পূর্ণ অখণ্ডনীয়, অপরিবর্ত্তনীয় ও অকাট্য। যাঁহারা তাঁহাদের যুক্তি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে যাঁহাদের প্রকৃত সত্যে রুচি নাই বা প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিলে পাছে তাঁহাদের ভোগ-তৎপরতা বে-আইনী হইয়া পড়ে সেই ভয়ে যাঁহারা প্রকৃত সত্য কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যুক্তির নাম দিয়া প্রকৃত সত্য হইতে দূরে থাকিতেই চাহেন কিম্বা বৃথা কুতর্ক করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন মাত্র। আবার কেহ কেহ তাঁহাদের ভোগ-কার্য্যটিকেই ঠিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণ (?) করিতেও ব্যস্ত হন। স্থির-চিত্তে অনুসন্ধান করিলে এই প্রকার যৌক্তিকতার মূলের গভীরতা কতদূর, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই প্রকার যুক্তির ছলনার মূলে আছে মানুষের অনাদিকাল ঈশ-বৈমুখ্য—স্ব-সুখবাসনা বা ভোগবাসনা; কারণ যাহাদের এই প্রকার ভোগবাসনা দূরীভূত হয় নাই তাহারা কিরূপে ভোগ-বাসনা ছাড়িয়া তদতিরিক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান —

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্রণী শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী, রায় ভক্তিবিভব।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅতিন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুক্মদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনাথ চৌধুরী পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুখচর গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগুপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেশবরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীরামধন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেঠা, মান্দ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গভেই গোদাবরী মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস'বগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীকানাই ... প্রকাশক, ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লালখারি	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ বড়ই	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানী	৫৷০
মগরা নূতন	৬৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৭৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ লালখারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০॥৶০
কতিপুর ১০০০ নং	১০৶০
কাশীপুরী দানা	৯৷০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৭৷০

পাটের দর

আবরে—	৬০৸০
মিডল—	৪৯৸০
উড়ন্ত—	৪১৷০
বাজার দরের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হোয়াইটোক ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫॥৶০
আটা নং (২	৫৷৶০—৫॥৶০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪॥৶০
গমাটা	১৪৶০—১৫০
...	১৪৶০—১৪৶০

সূতের দর

আতপ	৫৭৲
গ্রেকলীজ	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
দর্জী	৪৫৲
গার্ডিয়ান	৩৩৷০

তার	৪৬৲
গরুণ	৩৩৲
... পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ ঘটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১॥০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৮৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬॥০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্টু, পেরেক	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০
চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬॥০	
তুলার হালমণ ৪৷০	

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন গোলার কাইন	৫৪৲
সিট ল আবেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরিলি কাইন	৪৩৲
ঢাকাই জাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাথর সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুঁড় খয়ির মণ	১৫৷০—১৭৷০
দক্ষিণ-সুতর পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ ভদ্রীর ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

-মায়া-

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারাদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে; খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অব্যর্থ মহৌষধ। এমন বাস্তমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধী-শাপুড়া, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, কৈ ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

ও

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৷৶০	৷৶০	৷০	
" ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৩৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও আদর্শস্থানীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ ১ম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাতারপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর
ঈশোদ্যান—শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট—
[illegible] [illegible]
[illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1514

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২২শে এপ্রিল, ১৯৩৮, শুক্রবার [৪৪শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

নদীয়ায় ঝড়বৃষ্টি

শ্রীমায়াপুর, ২১শে এপ্রিল

নদীয়া-জেলার বহুস্থানে গতকল্য অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় খুব বৃষ্টি ও প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়াছে। ঘণ্টাধিককাল বারিপাত হইয়াছে। এবৎসর এতৎপ্রদেশে এই প্রথম বারিপাত হইল। ইহাতে শস্যের কিছু সুবিধা হইবে। ঝড়ের বেগ প্রবল থাকিলেও দুই একটী বৃক্ষ উৎপাটন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় এতাঞ্চলে গ্রীষ্মের আধিক্য খুবই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; শস্যাদি রোপণকার্য্যও বর্ষার অভাবে বন্ধ ছিল। বৃষ্টি হওয়াতে কি গৃহস্থ, কি কৃষক, কি সাধু সকলেরই সুবিধা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ে লাইনের উপর একটী বৃহৎ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ায় ৬ ঘটিকায় ট্রেণটী ঘণ্টাধিককাল বিলম্বে কৃষ্ণনগর পৌঁছায়।

———

বরাহনগরে সুভাষ-সম্বর্দ্ধনা

গত রবিবার কালকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুর ও বরাহনগরের অধিবাসীরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে যে বিরাট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কোন দেশনায়কের সম্বর্দ্ধনা সভায় এমন বিপুল জনসমাগম খুব কমই দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র তথা কংগ্রেসের উপর লোকের যে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, তাহা প্রত্যক্ষেরই অদ্ভুত হইয়াছিল।

১৯৪০ সালে সম্রাটের ভারতে আগমন

"সানডে টাইমস"-এ জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, রাজনৈতিক মহলে শোনা যাইতেছে, ১৯৪০ সালে ভারতসম্রাট যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতবর্ষে যাইতে পারেন।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের সিংহাসন আরোহণের পর রাজ্যাভিষেক দরবারের জন্য তাঁহার দিল্লী যাত্রা দুই দুইবার পিছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি অবস্থা অনুকূল হইলে ভারতবর্ষে যাইবেন বলিয়া দুইবার ঘোষণা করেন। এখন দরবার এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন—এই দুইটি অনুষ্ঠান একত্রে হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন আগামী বৎসর সম্পূর্ণ হইবে; সুতরাং সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে না বলা গেলেও এরূপ পূর্ব্বাভাষ দিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা হইবে। লর্ড লিনলিথগো যখন ইংলণ্ডে আসিবেন তখন দেশীয় নৃপতিদের সহিত আলোচনা আরও চালান হইবে এবং অবস্থা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

———

বোম্বায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বোম্বাইতে গত রবিবার সন্ধ্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ফলে আটজন নিহত ও প্রায় একশত জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দাঙ্গা আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। পুলিশ রবিবার সারা রাত্রি ও সোমবার সহরে টহল দিয়াছে এবং সাড়ে তিন শতাধিক সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত সোমবার প্রাতে আর তেমন কোনও নূতন উপদ্রব দেখা দেয় নাই। যানবাহনাদি চলিতেছে এবং দোকানপাটও খুলিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের কড়া ব্যবস্থায় সোমবারে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতে সাম্প্রদায়িক উস্কানীর ফলেই এই হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী তৎপরতার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে দাঙ্গা দমন করিতে সমর্থ হওয়ায় বোম্বাইয়ের মেয়র কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তিন জনকে গোপনে ছোরা মারা ব্যতীত গত ১৮ই এপ্রিল আর দাঙ্গায় তেমন গুরুতর ঘটনা কিছু ঘটে নাই। অবস্থা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তৃপক্ষের আয়ত্তে আসিয়াছে বলা যায়।

গত ১৭ই এপ্রিল রাত্রে যাহারা আহত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে হাসপাতালে আরও দুইজন মারা গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট সাতজনের মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১৭ই এপ্রিল মধ্যরাত্রি হইতে এপর্য্যন্ত পুলিশ প্রায় দুইশতজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং আরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি, খের, স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ কে এম্, মুন্সী, রাজস্ব সচিব মিঃ মোরারজী দেশাই এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৮ই প্রাতে হাঙ্গামার স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখেন এবং জনসাধারণকে এই আশ্বাস দেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; আতঙ্কের কোন কারণ নাই।

চীন-জাপান সংগ্রামের চাঞ্চল্যকর পরিণতি

জাপানীরা তাহাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লিংয়ি ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপর ব্যাপক আক্রমণ সুরু করায় প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছে।

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানের জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধক্লান্তি প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া জাপ নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং এইজন্যই ক্রমাগত মন্ত্রিসভার মধ্যে পরিবর্ত্তন ও যুদ্ধের অবস্থায় চাঞ্চল্যকর পরিণতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জীবনযাত্রার বর্দ্ধমান ব্যয় এবং বর্দ্ধিত ট্যাক্সের ফলে অশান্তি আরম্ভ হইতেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় গত জুলাই মাস অপেক্ষা এখন শতকরা ৩০টাকা বেশী।

যুদ্ধ [illegible] যে সকল সৈন্য ছুটিতে বাড়ী আসিতেছে তাহাদিগকে সরাসরি শিবির বা সৈন্যাবাসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাদিগকে অল্প সময় দেওয়া হয়। যুদ্ধের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মন্ত্রিগণ সারা দেশ পরিভ্রমণের পরিকল্পনা করিতেছেন।

সেনানায়কগণ সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন যে, শীঘ্র হ্যাঙ্কাওএর দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; কারণ এত বেশী সৈন্য যদি দূর ইয়াংসি অঞ্চলে সমবেত করা হয় তাহা হইলে এদিকে সোভিয়েট শক্তির ভয় থাকে।

কোন কোন মহলে বলা হইতেছে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় বিব্রত হইয়াছে; সুতরাং এখনই উহাকে জাপান আক্রমণ করুক।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০

২২ ভজন-রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০

২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶

৩৫ গীতমালা /১

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।

৪০। শরণাগতি /

৪১। গীতাবলী /০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০

৪৫। নবদ্বীপশতক /০

৪৬। অর্থপঞ্চক /০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ব্যাখ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০

৭০। নামভজন /০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০

৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিভিন্ন-হাফটোন ব্লক চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
মাত্র ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

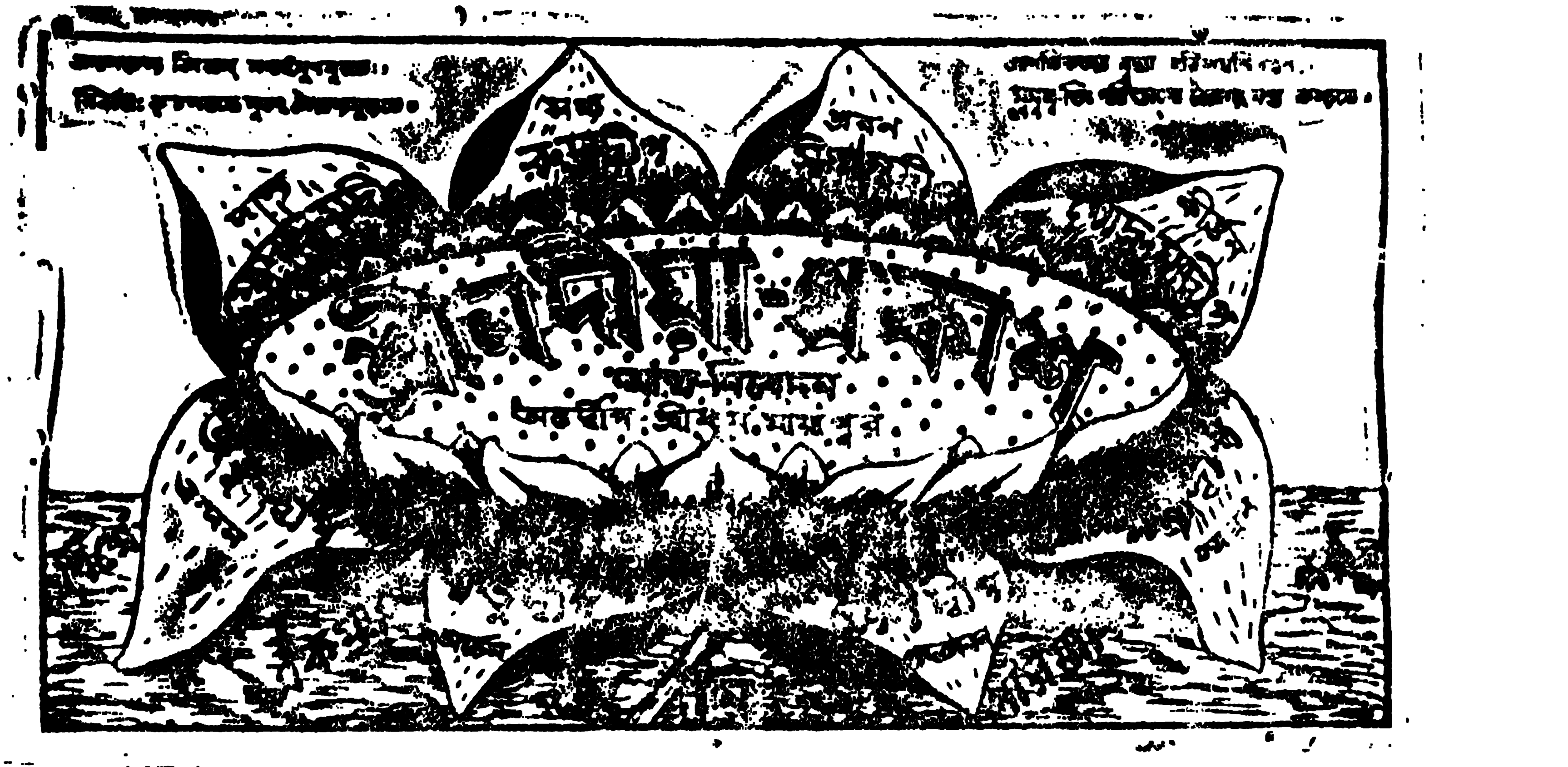

১০ম বর্ষ { ৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ৯ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২২শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ৪৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গত ১৪।৪।৩৮ তারিখে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়মিশনের প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ হরিদ্বার হইতে শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস মঠ-সেবকগণ পুষ্পমাল্য দ্বারা দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনানন্তর মোটর-যোগে শ্রীমঠে আনয়ন করেন। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুত কে, কে, সেন মহাশয় তাঁহার মোটরগাড়ী প্রদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ বরণ করিয়াছেন। মঠের দ্বারদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

পরদিন প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। বিপুল সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। সমস্ত দিন সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্যপাদপদ্ম ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসেন। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতীব সুন্দর হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী (ই, কে, সুল্‌ৎসে) মঠগৃহে আহূত এক বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় ইংরাজীতে শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রীত হন। স্থানীয় জনৈক গৃহস্থভক্ত স্বলিখিত বিজ্ঞপ্তি আচার্য্য-পাদপদ্মে নিবেদন করেন। আহূত, অনাহূত বহু লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস শত শত কাঙ্গালীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সেবাকার্য্যে শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারীজীর প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

১৫।৪।৩৮ তাং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ননীগোপাল দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ উপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী সহ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন।

দেবগ্রামে বিপুলভাবে প্রচার

নদীয়া জিলার অন্তর্গত দেবগ্রাম একটী প্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও বহু উচ্চশ্রেণীর সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ জমিদারের বাসস্থান বলিয়া পরিচিত।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রীজী কোশয়া-ডাঙ্গা গ্রামে প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়া সদলে ১৭ই চৈত্র দেবগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে গমন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় স্থানীয় কুলাইচণ্ডী তলায় ক্রমান্বয়ে তিন দিবস কাল বহু শ্রোতার সমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত বারাণসী দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শাক্ত ও বৈষ্ণবের তারতম্য" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুবিচারপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিবস ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" প্রদর্শনমুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের অপ-সম্প্রদায়ের কুমত ও শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত উপদেশক শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ আদিনৃসিংহ দাসাধিকারী মহাশয় বক্তৃতামুখে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন।

২০শে চৈত্র তারিখে উক্ত গ্রামস্থ সম্ভ্রান্তবংশীয় প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে "সময়ের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার" ব্যাখ্যামুখে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। প্রতিদিন ন্যূনাধিক প্রায় সহস্র লোকের সমাগম হইত। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তবসত্য প্রচারে আকৃষ্ট হইয়াছেন। নিম্নে শ্রদ্ধালু ও সত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় সজ্জনের নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বারাণসী দাস চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত করালী দাস বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল বন্দ্যো-পাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অভয়পদ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ত্রিধারাপদ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত উমানাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (Sub Postmaster); শ্রীযুক্ত গুরুপদ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিনয়কুমার পালিত; শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত; শ্রীযুক্ত শ্যামাচাঁদ দত্ত; শ্রীযুক্ত যদুপতি দত্ত; শ্রীযুক্ত সত্যপদ সাহা; শ্রীযুক্ত বিধুচন্দ্র ঘোষক; শ্রীযুক্ত বলরাম গড়াই; শ্রীযুক্ত নন্দীতোষ গড়াই; শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সরকার; ডাঃ শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

বগুড়ায় প্রচার

বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বগুড়ার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল, মহোদয়ের আলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় হিন্দুসভাগৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ১৫ই হইতে ১৭ই চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৮।১৯ তাং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু "বৈষ্ণবধর্ম্ম" ও "ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ" সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁদেরই শ্রবণ ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্ত মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মধুসূদন নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

ভাবের লক্ষণ কি ?

——::(০)::——

আজকাল কপটভাবের অভাব নাই। পথে ঘাটে ভাবের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ভাবের প্রকার ও মাত্রা অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারি আনার ভাব হইতে চৌদ্দ আনার ভাব কম। খেচরান্ন মহোৎসবে যে ভাব উদয় হইয়া থাকে তাহা হইতে মালপুপ-মহোৎসবে ভাবের মাত্রা আরও অনেক অধিক। কীর্ত্তনে স্ত্রীলোক শ্রোতৃবৃন্দ থাকিলে ভাবের উচ্ছ্বলতা অধিক উথলিয়া উঠে। অনেক সময় পূর্ব্ব হইতে লোক ঠিক করা থাকে, 'যখন আমার ভাব হইবে, তখন যেন আমাকে ধরিও।' আবার সহজিয়াদের কল্পিত গ্রন্থে ভিক্ষনীদাস বাবাজীর আখ্যায়িকায় পাওয়া যায় যে, কোন এক ব্যক্তি কীর্ত্তনে বিপুল দুর্দ্ধার কপট ক্রন্দন দেখাইতেন, এইরূপ করিতে করিতে যখন তাঁহার ভাবের (?) উদয় হইল, তখন তিনি ভিক্ষনীদাস বাবাজী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ ভাবের বহুবিধ প্রকার জগতে দেখা যাইতেছে এবং ঐ সকল ভাবের ভাবুকগণ মনোদর্শী। জগতের নিকট হইতে সুযোগ বুঝিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। একাধারে জগতের তিনটী পরমবাঞ্ছিত বস্তু লাভ— এমন সুবর্ণ সুযোগ কে পরিত্যাগ করে? তাই আজকাল দলে দলে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠক, পদাবলীর ও নানা প্রকার রসকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রেমময়বিগ্রহ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও রসিক-কুলচূড়ামণি তদুক্ত শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের আনুগত্যে ভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যস্থ থাকিবেন। ভক্তমধ্যে একজন আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ, প্রেমভক্তির আচার্য্য, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বিচারস্খলিত গ্রন্থের লেখক। শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার অনুগত বলিয়া রূপানুগ-সম্প্রদায় নামে অভিহিত। সেই আচার্য্যপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই ভাব বা প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ তৃতীয় লহরীতে তন্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া ভাবের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—

প্রেম্ণস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥

অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলা হয়। ইহাতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সমূহ অল্পমাত্রায় উদয় হইয়া থাকে।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভাবের অঙ্কুর মাত্র উদয় হইয়াছে তাঁহার লক্ষণ কি? তদুত্তরে শ্রীরূপপাদ বলিতেছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্-
বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে
জনে ॥

অর্থাৎ যাঁহাদিগের ভাবের অঙ্কুরমাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল পুরুষে (১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরাগ, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(১) ক্ষান্তি—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে চিত্তের অবিকৃত অবস্থা। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানে শরণাগত পরীক্ষিৎ মহারাজ বিপ্রগণকে বলিয়াছিলেন, ঋষিকুমারের প্রেরিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, আমি শ্রীকৃষ্ণচরণে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। আপনারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিতে থাকুন।

(২) অব্যর্থকালত্ব—যিনি নিজের ভোগার্থে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হন না। প্রতি মুহূর্ত্তে হরি-সেবার কার্য্যেই নিযুক্ত। সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ জীবন্মুক্তের অবস্থা।

(৩) বিরক্তি—রূপরসাদি ভোগ্য ইন্দ্রিয়ার্থের প্রতি যে স্বাভাবিক অরুচি, যেমন রাজর্ষি ভরত শ্রীকৃষ্ণচরণে লুব্ধ হইয়া যৌবনকালেই মনোজ্ঞ, দুস্ত্যাজ্য পুত্র, কলত্র, সুহৃদ, রাজ্য প্রভৃতিকে বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম জ্ঞান; যথা মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রগণের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিলে তিনি ভিক্ষার জন্য শত্রুগৃহ পর্য্যন্ত যাইতেন এবং চণ্ডালকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেন।

(৫) আশাবন্ধ—আমি নিশ্চয়ই ভগবানের সেবা পাইব এইরূপ দৃঢ় আশা।

(৬) সমুৎকণ্ঠা—অভীষ্টবস্তুপ্রাপ্তির জন্য প্রবল লালসা। যাঁহার ভাবের অঙ্কুর মাত্র হইয়াছে তাঁহার কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠার লালসা বিন্দুমাত্রও নাই। কেবল 'কোথা যাও, কোথা পাও মুরলীবদন' এইরূপ ভাব।

(৭) নামগানে সদা রুচি—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বদা স্বাভাবিক অভিলাষ। অধিক অর্থ দিলে নামগানে রুচি, অল্প অর্থ দান করিলে অরুচি বা অর্থ লইয়া নামগান, ইহা রুচির লক্ষণ নহে।

(৮) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি—ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বাসস্থলী নির্গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস
উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, যেখানে তাস-পাশা প্রভৃতি ক্রীড়া হইয়া থাকে সেস্থানে বাস তামসিক বাস, কিন্তু ভগবানের তীর্থ, শ্রীমন্দির বা মঠাদিতে বাস নির্গুণ বাস। অতএব যাঁহার ভাবের অঙ্কুরমাত্রও হইয়াছে, তিনি কখনও গৃহব্রত বা গৃহমেধী থাকিতে পারেন না। তাঁহার নিজের গৃহ বা স্ত্রীপুত্রাদির জন্য কোনও চিন্তা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গৃহেই বাস করেন। অথবা তাঁহার নিকট— 'গৃহেতে গোলোক ভায়'।

শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রকৃত ভাব চিনিবার কষ্টিপাথরস্বরূপ উপরিউক্ত লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া পরে বলিতেছেন যে, ভাব বুভুক্ষু কর্ম্মী ও মুমুক্ষু জ্ঞানিগণেও দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে মেকী ভাব বা প্রতিবিম্বভাবাভাস মাত্র জানিবে।

বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি
ন দীয়তে ॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিম-
কুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণ যাবতীয় কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রতির অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় গোপ্য সম্পত্তি এবং যে রতি ভজনশীল জনকেও সহজে দেওয়া হয় না সেই ভাগবতী রতি, ভুক্তিমুক্তিকামহেতু যাঁহারা শুদ্ধভক্তিযাজী নহেন, এইরূপ কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইবে? অতএব কর্ম্মিজ্ঞানিগণের ভাব প্রতিবিম্বভাবাভাসমাত্র। মূর্খলোক কর্ম্মী জ্ঞানী যোগীদের মিছা ভাব দেখিয়া প্রকৃত ভাব মনে করিতে পারে, কিন্তু রসিককুলচূড়ামণি শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অতলগর্ভে গিয়া ভাব-চিন্তামণি সমূহ চিনিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তিনি কোন্‌টী কোন্ মূল্যের প্রবাল, কোন্‌টী কাচখণ্ড, কোন্‌টী হীরক সব ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

অশ্রুপুলকাদি ভাবের বাহ্য চিহ্ন হইলেও তাহা কপট বা দুর্ব্বল ভাবপ্রবণ ব্যক্তিতেও অনেক সময় দেখা যায়। শ্রীরূপপাদ বলেন,—

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥

অর্থাৎ অনেকের চক্ষু স্বভাবতঃই পিচ্ছিল। যেমন স্ত্রীলোকদের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। তাঁহারা একটু শোকে বা সুখেই অধীর হইয়া পড়েন। এরূপ দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের চক্ষে অতি অল্পতেই জল আসে। কোনও কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শুনিতে শুনিতে নিজের মৃত পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া থাকেন, অথবা রাসলীলা পাঠ শ্রবণ করিয়া কোন লোমকের (?) প্রণয়িনীর জন্য ক্রন্দন আসে, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন অনেকের ভ্রাতৃবিয়োগের দুঃখ স্মরণ হইয়া চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বহিতে থাকে। এমনও উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে যে, রাসলীলা শুনিয়া (?) কামে অধীর হইয়া বারবণিতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অতএব ঐ সকল দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ভাবপ্রবণ ব্যক্তির যে চক্ষে জল দেখা যায়, তাহা ভাব নহে। আবার কেহ কেহ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য অভ্যাস করিয়া কপট ভাব আশ্রয় করে। যাহার একবার ভাবের অঙ্কুরমাত্রও হইয়াছে, তাহার আর কোনও অভাব থাকে না। সুতরাং তিনি জড়জগতের কোনও বস্তুলাভের জন্য ছুটাছুটি করেন না।

রূপানুগ শুদ্ধভক্তির আচার্য্য রসিকরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্য-
মাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং
গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
(২।৩।২৪)

.. শ্লোকের টীকায় 'ভাব' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের সাধারণ অর্থ এই হরিনাম পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলেও যদি হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকারের লক্ষণ স্বরূপ নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে রোমাঞ্চ উদিত না হয়, সেই হৃদয় পাষাণ-তুল্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় দেখাইয়াছেন—"কিন্তু অশ্রুপুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুং; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ—'নিসর্গপিচ্ছিল' ইত্যাদি। তথা অতিগম্ভীরমহানুভাবভক্তেষু হরিনামশ্রবণদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি। তস্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যতশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত, তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্ত্যব্যর্থকালত্বাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * * উত্তমাধিকারিণাং নির্ম্মৎসরাণাং নামগ্রহণে সত্যেব নামমাধুর্য্যানুভবঃ স্যাৎ, তস্মিংশ্চ সতি হৃদয়বিক্রিয়া চ স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং তল্লক্ষণাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽশ্রুপুলকাদয়শ্চ ভবন্ত্যেব কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণাঞ্চ সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত। তল্লক্ষণাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেবাশ্রুপুলকাদিসত্ত্বেঽপ্যশ্মসারহৃদয়ত্বমিতি নিন্দৈষা। কিঞ্চ, তেষামপি সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবোঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব। তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।

অর্থাৎ কেবল অশ্রুপুলকই চিত্তদ্রবতার চিহ্ন নহে, কারণ শ্রীরূপপাদ বলেন যে, নিসর্গপিচ্ছিল চক্ষেও অশ্রুপুলকের উদ্গম হইতে পারে এবং দেখা যায়, অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনদ্বারা চিত্ত দ্রব হইলেও বাহ্য অশ্রুপুলকাদির প্রকাশ হয় না। অতএব বাহ্য অশ্রুপুলক সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয় তাহাই পাষাণসদৃশ। ইহাই উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকস্থ বাক্যের তাৎপর্য্য। হৃদয়বিকারের মুখ্য লক্ষণই ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব ইত্যাদি। অশ্রুপুলকাদি গৌণ লক্ষণ। উত্তমাধিকারী ভক্তগণ নির্ম্মৎসর। সুতরাং নামগ্রহণ মাত্রেই তাঁহাদের নামমাধুর্য্য অনুভব হয়। নামমাধুর্য্য অনুভব হইলে হৃদয়বিকারও হইয়া থাকে। তখন চিত্তবিকারপ্রকাশক ক্ষান্তি-অব্যর্থকালত্ব অনুভাবসকল ও অশ্রুপুলকাদির উদয় হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারিগণের মৎসরতাপ্রযুক্ত চিত্ত নামাপরাধযুক্ত। সুতরাং বহুবার নাম গ্রহণ করিয়াও নাম-মাধুর্য্য গ্রহণে অক্ষমতাহেতু তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না। অতএব চিত্তবিকার-প্রকাশক ক্ষান্তি প্রভৃতি অনুভাবসকল তাহাদিগের মধ্যে উদয় হয় না। কাজে কাজেই যদি তাহাদের অশ্রুপুলকাদিও দেখা যায় তাহা হইলেও তাহাদের চিত্তদ্রবতার অভাবহেতু ঐ সকল বাহ্য মিছা ভাবসমূহ প্রকৃত ভাব নহে, সুতরাং নিন্দনীয়। সাধুসঙ্গপ্রভাবে অনর্থনিবৃত্তি হইলে পর ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকাতে আরোহণ করিলে কালে যদি চিত্ত দ্রব হয় তবেই চিত্তের কাঠিন্য দূর হইতে পারে, তখন তাহাদেরও ভাব হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্য থাকিয়া যায়, তাহাদের ব্যাধি দুরারোগ্য বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাবোদয়ের ক্রম দেখাইয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ
ক্রমঃ॥

প্রেমোদয়ের ক্রম বলিতেছেন—প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বিশ্বাস। তদনন্তর দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভজনরীতি শিক্ষা নিবন্ধন সদ্গুরুপাদাশ্রয়, তদনন্তর হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অসত্তৃষ্ণা, দেহে আত্মবুদ্ধি, স্বরূপ-বিভ্রম প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি, তদনন্তর ভগবানের নিরন্তর সেবা, তারপর সেবার প্রবল অভিলাষ, তদনন্তর স্বাভাবিকী রোচমানা প্রবৃত্তি, তারপর ভাব এবং ভাবের পরিপক্কাবস্থাই প্রেমোদয়। অতএব ভাব কত দুর্ল্লভ বস্তু।

ড়ীয়মঠ কাহাকে বলে ?

(উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিশ্বের নিকট পরিচিত, ইহাই আমাদের ধারণা। শ্রবণ, দর্শন এবং পঠনের দ্বারা বিশ্ববাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠকে জানেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বের অন্তর্গত কোন বস্তু নয়, বা শ্রীগৌড়ীয়মঠকে কোন বিশ্ববাসী তাঁহার প্রাকৃত শ্রবণ, দর্শন ও পঠনের দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। 'গৌড়ীয়মঠ' বলিতে যাহা আমাদের দর্শনে দালান কোঠা-রূপে প্রতিভাত তাহা গৌড়ীয়মঠ নয়, গৌড়ীয়মঠ এই বিশ্বের অন্তর্গত কোন স্থানে আবদ্ধ নয়। তাহা হইলে গৌড়ীয়মঠটী কি? ইহাই বিচার্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৌড়ীয়মঠবাসী বলিয়া অভিমানকারী আমরা অনেকেই গৌড়ীয়মঠের কোন খবরই রাখি না। শাস্ত্রের বচনে জানিতে পারি,—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার ধাম ও পরিকর সমস্ত বস্তুই অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-বস্তুসমূহ এই চক্ষু দিয়া দেখা যায়, এই কর্ণ দিয়া শোনা যায়। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু এই কর্ণ ও চক্ষুর গ্রাহ্য নন। অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখিতে হইলে প্রাকৃত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত চক্ষু এবং কর্ণের আবশ্যক। সেই অপ্রাকৃত বস্তুর অপর নাম চৈতন্য-বস্তু। এইজন্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন—আত্মা আত্মাকে দেখে, আত্মা আত্মার কথা শ্রবণ করে, আত্মা আত্মার কথা চিন্তা করে। কিন্তু অনাত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মদর্শন সম্ভব নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ চেতনবস্তু। ইহা গৌড়ীয়গণের—গৌরভক্তগণের নিত্য বসতিস্থল। এই গৌড়ীয়ের স্বরূপ জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রয় লাভ করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্ব কি তাহা বিশেষভাবে জানাইয়াছেন —

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

'এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ। এ তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ॥' গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনই গৌড়ীয়ের যথাসর্ব্বস্ব। এই গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির আমাদের দৃষ্টিতে ভগ্ন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কালাপাহাড় শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির ভগ্ন করা ত' দূরের কথা, তাহা স্পর্শ করিতেও পারে নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঠিক ঐ প্রকার চেতন বস্তু। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহারও ভাঙ্গাগড়ার বস্তুবিশেষ নহেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্ব-প্রকাশিত বস্তু। শ্রীগৌড়ীয় মঠকে কেহ ধ্বংস করিতে পারেন না, কেননা তাহা নিত্যবস্তু। যিনি ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তিনি বাতুল ছাড়া আর কিছু নন। তিনি কালাপাহাড়ের অনুগম মহা অপরাধী পাষণ্ডী জীব।

গৌড়ীয়মঠকে ধ্বংস করিতে হইলে বাণীকে ধ্বংস করিতে হয়। গৌড়ীয়মঠ বলিতে আমরা বাণীকে বুঝি, যেখানে অবিশ্রান্ত গৌড়ীয়নাথের নাম, ধাম ও কামের কথা কীর্ত্তিত হয়, তাহাই গৌড়ীয়মঠ। গৌড়ীয়মঠে বিশ্বের কোন গন্ধ নাই। শ্রীচৈতন্যের বাণীহট্টই গৌড়ীয়মঠ। এই চৈতন্যবাণী কোথায় অবস্থান করে ইহা আমরা জানি না। তাই অ-গৌড়ীয়ের যেখানে অবস্থান, যেখানে কেবল মায়ার কোলাহল, সেইটাকেই আমরা গৌড়ীয়মঠ মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ আমাদের ভোগের যন্ত্রবিশেষ নন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বরূপ যেদিন উপলব্ধি হইবে, সেদিন বিশ্বদর্শন হইতে ছুটী লাভ করিব। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বের বস্তু নন। গৌড়ীয়মঠ ভক্তের দর্শনপথে নিত্য অবস্থিত; গৌড়ীয়মঠের স্বরূপ রূপানুগ জনগণই জানেন। ভক্ত ও ভগবানের নিত্যবসতি-স্থলই গৌড়ীয়মঠ। গৌড়ীয়মঠ জীবন্ত, তাহা জড় নয়।

গৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীরূপ-সনাতনানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা শ্রীচৈতন্যমঠ। চৈতন্যবাণীহট্টের মালিক একমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়া গৌড়ীয়মঠের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শ্রৌতধারা অর্থাৎ গুরু-ধারাকে রুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা গৌড়ীয়-মঠের স্বরূপ জানেন না বা গৌড়ীয়মঠকে কোন দিন দেখেন নাই। যাঁহার বীর্য্যবতী বাণীতে হৃদয় অপ্রাকৃতালোকে আলোকিত হয়, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন-মোহনের সেবাসন্ধান প্রদান করে, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনিই জগদ্গুরু আচার্য্য। অতএব শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-ঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রাজ্ঞাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীঅনন্তবন ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বন্ধ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী (?) ... জগদ্বীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ...ব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপনাথ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাপ্রভু ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনন্দগ্রাম গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীপ্রভু চন্দ্রের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডওড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীভবেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীদামোদর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিক্ষজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১২শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাজুহোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪০৸০
শিরাজ—	৪০৸০
উড়ন্ত—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
ক্লাবকাটন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৶০
শালাউ	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১৷৶০

গুড়ের দর

দলুয়া	৫৭৲
রামদীঘা	৫৭৲
কুলপেড়ী	৫০৲
লোটা	৪৫৲
পাটালি	৩৪৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন পরকচ	৪০৲
কণাদি পুরলিম কাইন	৪৩৲
চাষাগী ভাষা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবন সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়িরখণ	১৫৷০—১৭৷০
ঐ নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেলটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ০—১ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ০—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, গরাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের হাফমণ ৫৶০, পাটের হাফমণ ৬৷০

তুলার হাফমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

·:(:০:):·

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসে'র "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

বিষম জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(ঃ০ঃ)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ প্রেমভক্তসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———ঃ(০)ঃ———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

REG NO C 161

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব- ... সুস্বাস্থ্যরক্ষ-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বপাতিষ্ঠিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ...

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৮, শনিবার [৯০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

উড়িষ্যার লাট নিয়োগ

কটক, ১৮ই এপ্রি[ল]

উড়িষ্যার লাট পুরীতে আছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস কটকে রহিয়াছেন। প্রকাশ যে, উভয়ের মধ্যে জরুরী তার বিনিময় হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ২১শে এপ্রিল তারিখে পুরীতে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে। কথা ছিল ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে আর মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে না। অকস্মাৎ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করায় রাজনীতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। গবর্ণর নিয়োগ লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সম্ভবতঃ তাহারই আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার এই জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তনের কারণ ঘটিয়াছে। গুজব এই যে, বোম্বাই প্রদেশের যে বিভাগীয় কমিশনারকে সিন্ধুর অস্থায়ী লাট নিয়োগ করা হইয়াছে, তাঁহাকেই উড়িষ্যার গভর্ণর করা হইবে এবং উড়িষ্যার নব নিযুক্ত অস্থায়ী গবর্ণর মিঃ জে আর ডেনকে সিন্ধুতে প্রেরণ করা হইবে। তবে এই গুজবের মূলে কোন সত্য আছে কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

আর্কডিউক অটোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ

'এক্সেল' নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে, অষ্ট্রিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার সচিবের দপ্তর হইতে হাপসবুর্গ রাজবংশের আর্কডিউক অটোর নামে ২৯শে মা[র্চ] তারিখে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে। ডিউক অটোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ঐ তারিখে তিনি জনৈক ফরাসী সংবাদপত্রসেবীর নিকট এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণী বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ফ্রান্সের অষ্ট্রিয়ানদিগকে সাহায্য করা উচিত। এ পর্য্যন্ত এই সংবাদ সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

আর্কডিউক অটোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা আনা হইয়াছে বলিয়া ইতোপূর্ব্বে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বার্লিনের কর্তৃপক্ষ তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন আর্কডিউক অটো বর্ত্তমানে বেলজিয়মে আছেন। অষ্ট্রিয়ায় তাহার অনুমান ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি আছে। তিনি দণ্ডিত হইলে উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

কলিকাতায় প্রসিদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান বৈজ্ঞানিক

প্রসিদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান বৈজ্ঞানিক মিঃ জেমস্ ব্রোডবেণ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা বাজিবার ৮ মিনিট পূর্ব্বে দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। তিনি ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া বিমান যাতায়াতের নূতন রেকর্ড স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই বিমান যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন।

দমদমে নামিবার অব্যবহিত পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁহার শরীর সুস্থ, তবে মনটা একটু অবসন্ন। তিনি মঙ্গলবার রাত্রে কলিকাতায় থাকেন। বুধবার প্রভাতে ৫-৩০ ঘটিকার পুনঃ যাত্রা করেন কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

মিস জিন্ ব্যাটেন বর্ত্তমানে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া 'সলো ফ্লাইট'এ (একাকী) সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ হারাইতে পারেন নাই। মিঃ ব্রোডবেণ্ট গত ১৭ই এপ্রিল প্রাতে ৫-৫০ মিঃ সময় সিডনী পরিত্যাগ করেন। প্রকৃত পক্ষে ডারউইন বন্দর হইতেই তিনি এই 'রেকর্ড ভঙ্গের' যাত্রা সুরু করেন। সোমবার ভোর তিনটায় তিনি তথা হইতে যাত্রা করিয়া ঐ দিন সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর পৌঁছেন। মঙ্গলবার সকালে সিঙ্গাপুর ছাড়িয়া দুপুর বেলা রেঙ্গুনে পৌঁছেন। ডারউইন বন্দর হইতে দমদম পৌঁছিতে তাঁহার প্রায় ৪১ ঘণ্টা লাগিয়াছে এবং ঘণ্টায় প্রায় ১২৫ মাইল বেগে বিমান চালাইয়াছেন। জাভার দক্ষিণে সাগরে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অবতরণ করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া পথে তাঁহাকে আর কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

মিঃ ব্রোডবেণ্ট তাঁহার নিজের নীল রংএর 'সরাস' নামক বিমানেই এইপথ অতিক্রম করিতেছেন। বুধবার প্রাতে দমদম ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে ২০ মিনিটের জন্য নামিবেন। বামরোলি ত্যাগ করিয়া করাচী পথে যোধপুর দুপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস

জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইএ গান্ধী মোস্‌লেম লীগের সভাপতি মিঃ এম্ এ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

সম্প্রতি গান্ধীজী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত মিঃ জিন্নার ঐ সম্পর্কে যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছে তাহারই পরিণতি স্বরূপ এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বোম্বাইএ গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে সাক্ষাৎকারের পর অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সহিত মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব নহে। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের পর মিঃ জিন্না অন্যান্য মুসলমান নেতার সহিত পরামর্শ করিবেন ...।

বোম্বাইতে মুদ্রা জালের কারখানা আবিষ্কার

বোম্বাই পুলিশ বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে মুদ্রাজালের একটি কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, গত ১৭ই এপ্রিল এক ব্যক্তি একটা জাল সিকি চালাইতে গিয়া ধরা পড়ে। তল্লাস করিয়া নাকি তাহার নিকট ঐরূপ আরও কয়েকটী মুদ্রা পাওয়া যায়।

পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া কুরলার একটি বাড়ীতে হানা দেয় সেখানে তাহারা মুদ্রা জাল করিবার যন্ত্রাদি পায়।

সংশ্রবে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ... আছে।

অষ্ট্রিয়ার প্রাক্তন দেশরক্ষা সচিবের আত্মহত্যা

গুপনিগ মন্ত্রিসভার দেশরক্ষা সচিব জেনারেল উইলহেলম জেনার তাঁহার ... আত্মহত্যা করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে নাৎসীদিগকে দমন ... তিনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে ...

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ-খণ্ড -৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-শাস্ত্রতা ।৶৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাপ্ত-ভাষা ।৹
২৭। ধূলিকাশ্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা /১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি /৹
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব /৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মনঃশিক্ষা (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৹
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶৹
৬০। সাংবাদ ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৷৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৶৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। বোম্বাট গৌড়ীয়মঠ টক্ ভুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

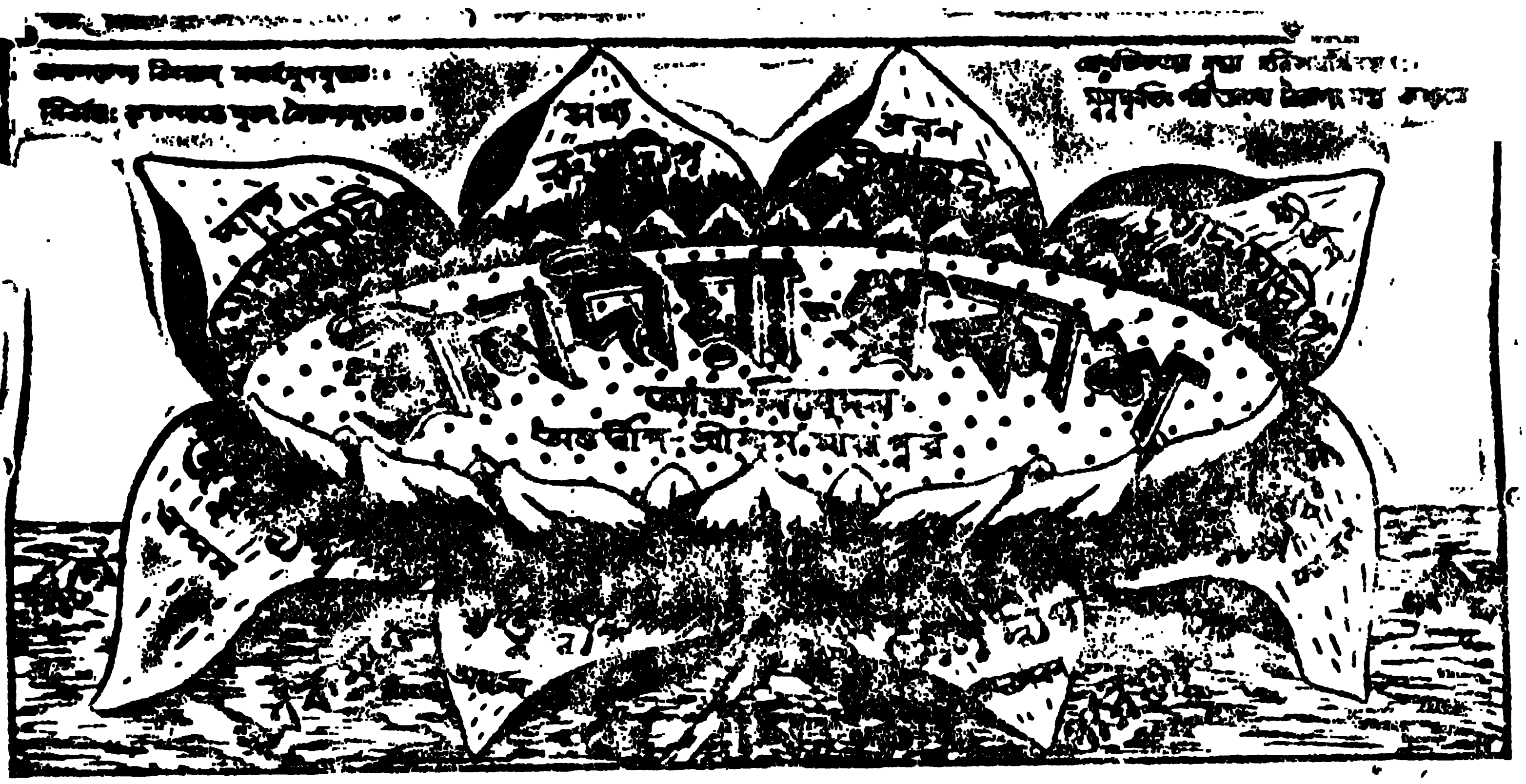

১৩শ বর্ষ { ৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১০ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৩শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৪৫তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

(সংবাদদাতা-প্রেরিত)

বম্বে, ২০শে এপ্রিল

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর গত ১৭ই এপ্রিল দিল্লী হইতে বম্বে শুভবিজয় করিয়াছেন। ষ্টেশনে বহু বাঙ্গালী পার্শী, গুজরাটী ভদ্রমহোদয় ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া মোটরযোগে শ্রীমঠে আনয়ন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এখানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া সমাগত বহু বিশিষ্ট সজ্জনের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

আগামীকল্য ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এখান হইতে কাশী অভিমুখে শুভবিজয় করিবেন। তথা হইতে গয়ায় শুভবিজয় করিয়া আগামী ২৫শে এপ্রিল তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন।

গয়া, ২০শে এপ্রিল

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আগামী ২৪শে এপ্রিল এইট্ ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসে বেলা ১০-৫৬ মিঃ সময় কাশী হইতে গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক শোভাযাত্রা সহকারে রমণা-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউন-হলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সাধারণের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দনাদি প্রদানেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

আগামী ২৫শে এপ্রিল সোমবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ঐদিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং একটী বিশেষ সভায় বক্তৃতারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাময়িক সন্দেশ

(তারের সংবাদ)

দিল্লী, ২০শে এপ্রিল

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কয়েকদিবস যাবৎ হরিদ্বারে গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীতে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া কুম্ভমেলায় সমাগত যাত্রিগণকে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। গত ১৮ই এপ্রিল শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর নেতৃত্বে হরিদ্বারে একটী বিপুল নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সংকীর্ত্তনমুখে বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন।

গোস্বামীজী গত ১৯শে এপ্রিল হরিদ্বার হইতে দিল্লীতে আগমন করিয়া এখানে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অদ্য শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর নেতৃত্বে শ্রীমঠ হইতে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দিল্লীনগরীর বহুস্থান সংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়াছেন। গোস্বামীজী আগামীকল্য শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন এবং তথা হইতে গয়ায় যাত্রা করিয়া শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করিবেন।

প্রাকৃত নীতি ও শ্রীগুরুপ্রীতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হায়, হায়, প্রভো! কবে আমার সুবুদ্ধি জাগিবে—কবে আমি সত্য সত্য আপনাকে চাহিব? কবে আমি আপনার হইব, কবে স্বতন্ত্রতা জলাঞ্জলি দিয়া আপনার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া আপনার উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য পাইব? কবে একান্তভাবে জানিতে পারিব—'তুমি ত' আমার আমি ত' তোমার কি কাজ অপর ধনে'। কবে আপনার সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব? কবে আপনার সেবাকেই জীবাতু জানিয়া আপনার সেবা-সুখ-বিধানমুখে কৃষ্ণসেবার সুযোগ পাইব? আপনার সেবাই আমার জীবনে-মরণে-শয়নে স্বপনে সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্য, একথা আমি কবে বুঝিতে পারিব? আপনার সেবার জন্য, আপনার শ্রীচরণের ধূলিকণা হইবার জন্য—আপনার সুখের জন্য কবে আমি জন্ম-জন্ম নরকবাসকেও অম্লানবদনে বরণ করিতে পারিব? সেদিন আমার কবে হ'বে?

প্রাকৃত নীতির বহুমানন করিয়া আজ আমার শ্রীগুরুদেবে প্রীতি বিপর্য্যস্ত। কিন্তু শ্রীগুরুদেব পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে 'প্রাকৃত নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি' সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন, যথা—'* * * Ethical principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম, এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বস্ত্রধৌতকারীর বধানন্তর মাল্য-বসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না, তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় (moral standard) নৈতিক আদর্শ পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। কর্ত্তব্যবুদ্ধি কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে দুরাচার লক্ষিত হয় তাহা সমাদরে বরণীয় * * *"

এই ত' শ্রীগুরুদেবের প্রাণের কথা। এই ত' তাঁহার অন্তরবাণী। শ্রীগুরুদেব দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া আজ সেবোন্মত্ততা ভিক্ষা করিতেছেন, আমি কি উদাসীনই থাকিব? তিনি বিনা আমার আপন বলিতে আর কে আছে? আমি কৃষ্ণ বুঝি না। কৃষ্ণ আমাদের প্রভুর প্রভু—গুরুদেবের হৃদয়ের ধন। আমার সর্ব্বস্ব কিন্তু গুরুরূপী কৃষ্ণ, যিনি আমার ন্যায় পতিত অধম কুরূপ কুৎসিতের কাছে না চাহিতেও আসেন—সহস্রবার দোষদর্শনেও যিনি ফিরিয়া যান না? কিন্তু হায়, তাঁহার জন্য আমি সমস্ত প্রাকৃত নীতি, সাংসারিক কর্ত্তব্যরাশি অতল জলধিতলে সমাহিত করিয়া আজও গুরুসেবায়—আচার্য্যসেবায় উন্মত্ত হইতে পারিলাম না! হা ধিক্! শ্রীগুরুদেব! আচার্য্যদেব! কৃপা করুন, বাকী জীবনের দিনগুলি যেন আর বৃথা না যায়; কৃপাপূর্ব্বক আমায় সেবোন্মত্ততা দানে কৃতার্থ করুন—ইহাই দীনের প্রার্থনা।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তা'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্ত মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ মধুসূদন অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

কৃষ্ণকৃপা

লীলাময় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্র অনন্তরূপে লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। তাঁহার এই চিন্ময়লীলাবিলাস-বৈচিত্র্য জড়বিষয়বিদূষিত জীবচিত্তের ত্বরধিগম্য, অবিতর্ক্য, ত্বর্জ্ঞেয়, ত্বর্বিগাহ্য। জন্মজন্মান্তরীণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-ফলে কাহারও কৃষ্ণ-বিমুখতাময় সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষশূন্য, কৃষ্ণেতর কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি দুঃসঙ্গপরিমুক্ত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারী শুদ্ধভক্ত সাধুর নিষ্কপট সঙ্গ হইলেই তিনি সাধুকৃপায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ-চিত্তে নিজ স্বরূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণরস—কৃষ্ণের নামরূপগুণ-পরিকরলীলা-রহস্য অবগত হইতে পারেন। অবশ্য এই অবগত হওয়ার পরিচয় তাঁহার নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনেই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তত্ত্বত্রয়ের জ্ঞান সেবোন্মুখের হৃদয়ে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বা ভক্তি, পরেশানুভূতি ও বিরক্তির যুগপৎ উদয়াভাব কখনই তত্ত্বাভিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। অন্নের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি অন্নগ্রহণের অনুপাতানুসারে যুগপৎ সম্ভাবিত হইয়া থাকে, একের অনুদয়ে অন্যের উদয় যেমন অন্নগ্রহণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে না, পরতত্ত্বাভিজ্ঞান সম্বন্ধেও বিচার তদ্রূপ। উক্ত তত্ত্বত্রয়সম্বন্ধে শাস্ত্রের অনেক শ্লোক বা ব্যাখ্যা মুখস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তানুরূপ আচরণ বা অনুশীলন না থাকিলে তাহা কখনই 'উপলব্ধি' বলিয়া বিচার্য্য হইবে না। যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মের করুণাকণামাত্রও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন, নতুবা অন্য লোকে চিরকাল অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে সমর্থ হন না। আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গরিমা বিন্দুমাত্র থাকিতেও কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ সম্ভব হইবে না। এই সকল বিষয় দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে সুস্পষ্ট-ভাবে উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণকৃপা-লাভের পরিচয়ও আবার কৃষ্ণভক্তের কৃপা লইয়া। যিনি কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই কৃষ্ণকে জানিতে পারেন। ভক্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবজ্জ্ঞানের দাম্ভিকতাকে শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন,—যাহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন ভগবানে তেমনই শ্রীভগবৎ-প্রিয়তম গুরুপাদপদ্মেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই কেবল শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবদ্-ভক্তে পরাক্রম সেবাবুদ্ধি না থাকিলে ভগবদনুগ্রহ-লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই এবং তদ্ব্যতীত তত্ত্ব উপলব্ধির চেষ্টা বা লব্ধতত্ত্ব হইবার অভিনয় সম্পূর্ণ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামাত্র। তাহাতে নিজের ও সঙ্গে সঙ্গে জগতের বহু অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

— ——

নববর্ষ

বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ গত হইয়া নববর্ষ ১৩৪৫ আরম্ভ হইয়াছে। নববর্ষের প্রথম দিনে ও প্রথম মাসে ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেই নানা-প্রকার পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে রত হন। স্থানে স্থানে জলসত্র বসিয়াছে, তুলসী ও শালগ্রামে জল ধারা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রাতঃস্নান, দেবদর্শন, গীতাভাগবতাদির পাঠ শ্রবণ এবং সাধ্যমত দান, ধ্যান ও অতিথি অভ্যাগতাদির সেবা প্রভৃতি নানাবিধ পুণ্যকৃত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। দেহধর্ম্মানুধর্ম্মি-লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন ফলকামী হইয়া বিভিন্ন পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। কর্ম্মী স্বর্গাদি-লোক-লাভের জন্য পুণ্যকামনায়, জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভলাভার্থ নিরাকার ব্রহ্মচিন্তায়, যোগী পরমাত্মসাযুজ্য বা কৈবল্যলাভাকাঙ্ক্ষায় আসন-প্রাণায়াম ধ্যান ধারণায়, অন্যান্যগণ বিবিধ ভক্ত্যঙ্গযাজন-ছলনায় নিযুক্ত হইয়া সকলেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়াছেন, নিজের দেহমনের সুখ কি করিয়া লাভ হয়, ইহাই প্রত্যেকের চরম মৃগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীস্বরূপরূপানুগ মহাজনকিঙ্করানুকিঙ্কর-গণ ভক্তিপ্রতিকূল বিচার বর্জ্জনাঙ্গীকার করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-বিচার-ধারায় ভক্ত্যনুকূল বিচারানুসারে শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে শুদ্ধভক্তিলাভাশায় যে 'সেবা সে নিয়ম'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই নিয়ম-সেবা বরণ করিয়াছেন, তাহার প্রথম নিয়মই হইতেছে—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥" এই পঞ্চমুখ্যভক্ত্যঙ্গযাজন-মুখে তাঁহাদের নববর্ষের শুভারম্ভ হইয়া থাকে এবং ইহা কেবল একদিনের বা মাসের কৃত্য হিসাবে নহে, পরন্তু ইহাই আত্মার জন্ম-জন্মান্তরের নিত্যকৃত্যবিচারে বৎসরের পর বৎসর—যুগের পর যুগ—কল্পের পর কল্প ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি-পুণ্যকামীর কর্ম্মানুষ্ঠান বা জ্ঞানী ও যোগীর জ্ঞানালোচনা ও যোগসাধনার নিত্যত্ব নাই। তাহাদের সাধন ও সিদ্ধিতে ভেদ আছে; কিন্তু ভক্তের ভক্তি-বিচার নিত্য, ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য, উহাই 'নিত্য' আত্মার নিত্যা বৃত্তি। পরন্তু ভক্তির ছলনা কখনই ভক্তি বা আত্মার নিত্যা বৃত্তি নহে, ইহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। কৃষ্ণেতরবিষয়াভিলাষযুক্ত হইয়া জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় যে নিয়ম-সেবার ছলনা, তাহার নাম 'নিয়মভোগ', তাহাতে প্রাণ নাই। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামুদ্রার কোন ত্রুটী না থাকিলেও উহা প্রাণহীন, উহার সংস্পর্শই হৃদয়কে ভক্তিরসগন্ধহীন শুষ্ক মরুভূমি করিয়া দেয়। ভগবদ্ভক্তের শাসনাধীনে থাকিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে ভক্ত্যঙ্গযাজনপর হইলেই নিত্য স্বরূপের শুদ্ধবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইবে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিমুখে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত কামাদি রিপুর অন্য প্রকারে জয় কখনই সম্ভব নহে। "কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরি-কথা এবং মোহ ইষ্টলাভবিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"—ইহাই কামাদির সদ্ব্যবহার।

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি'।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষার-নিধিপ্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিলে উপায়॥"

—নববর্ষের প্রারম্ভে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই মহাবাক্যই আমাদের প্রধান মনঃশিক্ষা হউক। বিগত বর্ষসমূহের কৃত্যের একটি হিসাব-নিকাশ হউক, সেবোর সুখোৎপাদন-নিমিত্ত কে কতটুকু সেবা-বৃত্তির পরিচয় দিয়াছি, তাহার একটি বিচার করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বর্ষ-সমূহের কৃত্য নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। "রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট", "ভস্ম বান্ধণভান্তে বা মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ" ইত্যাদি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া মায়ামোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যবস্তু কৃষ্ণ-ভক্তি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

মৎসরতা

মৎসরতা ভাগবতধর্ম্মানুশীলনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। পরসুখাসহিষ্ণুতার নামই মৎসরতা। 'পরসুখ' বলিতে বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বুঝিতে হইবে না। "কাহারও বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দায়, বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবোপকরণ ভোগ বা ত্যাগে, বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার বিশিষ্টভাবে বিঘ্নাচরণে, গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে, যোষিৎসঙ্গাদি অসদাচরণে, কৃষ্ণের সংসার লুটিয়া খাইবার আসুরিক প্রবৃত্তিতে সুখোদয় হইতেছে, তাহাতে অসহিষ্ণু হইলে মৎসরতা হইবে, সুতরাং নিরপেক্ষ বা সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক" ইত্যাকার চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত মাৎসর্য্যপরিপূর্ণ। বরং ঐ সকলে অসহিষ্ণু হইবার নামই নির্ম্মৎসরতা। 'পরসুখে অসহিষ্ণু হইতে হইবে না' বলিলে বদ্ধজীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ রুচিকে বহুমানন করিতে হইবে, ইহা বুঝায় না; পরন্তু কাষ্ণের কৃষ্ণানুশীলন জন্য যে 'পরসুখ' অথবা সেব্য কৃষ্ণের সেবকভোগ-জনিত যে পরসুখ, তাহাতে অসহিষ্ণু হইবার নামই মৎসরতা।

"কৃষ্ণের নাম-রূপাদি-বৈশিষ্ট্য থাকিবে কেন, তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ হইবেন না কেন, আমাদের সহিত মিশিয়া যাইবেন না কেন, তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত যথেচ্ছ বিলাস করিবেন কেন, তিনি অজ হইয়াও জন্মপরিগ্রহ করিবেন কেন, নরলীলা স্বীকার করিবেন কেন?" ইত্যাদি বিতর্ক স্বরাট্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার বিরুদ্ধে কল্পিত হইয়া মৎসরতার উদ্ভব করাইয়া থাকে। এই প্রকার মৎসরতা-চণ্ডালিনীর স্তাবকগণ কৃষ্ণভক্তি হইতে শত-যোজন দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। কার্ষ্ণ সম্বন্ধেও ঐ প্রকার মাৎসর্য্য কল্পিত হইয়া থাকে। যে মত—"শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণব কেন আচার্য্য হইবেন, সমস্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজ কেন তাঁহার আচার্য্যত্বকে অভিনন্দিত করিবেন, ভক্তিবিনোদধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না, এই গুর্ব্বাদেশের নিত্যতা কেন রক্ষিত হইবে, শ্রৌতপারম্পর্য্যে কেন gap থাকিবে না, কেন ভক্তিবিনোদ-ধারা রুদ্ধ হইবে না, আচার্য্যদেব কেন তাহা

সংরক্ষণ করিবেন, কেন জনে জনে আচার্য্য হইবে না, একজনকে কেন আচার্য্য বলিয়া বহুমানন করিতে হইবে, গুরুদেবের মনোহভীষ্ট-সেবা বাদ দিয়া আচার্য্যদেব আমাদের মনোধর্ম্মের কেন স্তাবক হইবেন না, আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভোগাকাঙ্ক্ষায় কেন বাধা দিবেন, আমাদিগকে না মানিয়া যাবতীয় লোক তাঁহাকে কেন মানিবে, কেন পূজা করিবে, তিনি কেন আমাদের মত গণ্ডমূর্খ না থাকিয়া ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিত হইবেন, আমাদের ন্যায় জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠালোভে লুব্ধ না হইয়া সকল লাভ, সকল পূজা, সকল প্রতিষ্ঠা-সম্ভার কেন গুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবেন, আমাদের ন্যায় পঞ্চোপাসক, সপ্তোপাসক বা বহূপাসক কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণমতপূজক না হইয়া কেনই বা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-মনোহভীষ্টপরিপূরক হইবেন, আমাদের ন্যায় কৃষ্ণসেবোপকরণ ভোগ (?)-লালসায় গুরুপাদপদ্মের প্রকৃত উইল বা মনোহভীষ্টকে কদর্থিত করিবার জন্য গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকে কেন সমর্থন করিবেন না, গুরুদেবের প্রকৃত উইল বা মনোহভীষ্ট-সেবা বাদ দিয়া তাঁহার বঞ্চনাকে কেন মনোহভীষ্ট বলিবেন না, গুরুদেবের গ্যালন গ্যালন রক্ত-ব্যয়ে ভিক্ষা করা কৃষ্ণসেবার অর্থ কেন আমার ভোগের ইন্ধন যোগাইবে না, আচার্য্যদেব কেন আমাকে ভোগে বাধা দিবেন, আমার যোষিৎ ও বিষয়ভোগ-লালসাকে—আমার বিলাসিতাকে—আমার যাবতীয় বহির্ব্বিষয়াভিমানকে স্তুতিমুখে কেন অন্তরঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবেন না, আমাদের ন্যায় দাম্ভিক গুরুশ্রেষ্ঠাভিমানীর—'আমি না হইলে মিশন চলিবে না' অভিমানীর অভাবেও মিশনের সমস্ত সেবা-পূজা কেন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ-চতুর্গুণ উৎসাহে চলিতে থাকিবে, কেন সর্ব্বত্র আচার্য্যদেবের জয়গানে মুখরিত হইবে, কেন লক্ষ লক্ষ লোক আচার্য্যপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করিবে, কেন গুরুদেবের আরব্ধ শ্রীধামপরিক্রমা, গৌর-কৃষ্ণজন্মোৎসবাদি সকল উৎসবই সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে অহর্নিশ-কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে পরমানন্দে অনুষ্ঠিত হইবে, আমাদের শতসহস্র বিঘ্নাচরণসত্ত্বেও সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি কেন পূর্ব্বাপেক্ষা অদম্য উৎসাহে প্রচারিত হইতে থাকিবে, আমাদের অভাবে আচার্য্যদেবের অনুগত জনগণ কেন অদ্যাপি না খাইয়া মরিয়া যায় নাই, বরং সহস্র সহস্র উপচারে গোপালের ভোগ লাগাইয়া নিত্যনবনবায়মান উৎসাহে অন্নকূট মহামহোৎসব সম্পাদন করিতেছেন, গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণকে শতসহস্র উপায়ে নির্য্যাতন করিলেও কেন তাঁহারা আমাদের কৃত সমস্ত নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্তে পরমানন্দে কৃষ্ণভজন করিবেন, কিছুতেই ক্ষুব্ধ হইবেন না"—ইত্যাদি শত সহস্র মৎসরতার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, প্রভৃতি—সকলেই যিনি যে পরিমাণে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণকার্ষ্ণসুখে উদাসীন হওয়ায় মৎসর; সুতরাং নির্ম্মৎসর সাধুজনসেব্য শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত। অতএব আমরা অন্তরে-বাহিরে কে কতটুকু নির্ম্মৎসর হইয়া 'ঈশাবাস্য' শ্রুতির অনুসরণে ফল্গু ও যুক্ত-বৈরাগ্যের বিচার বিশেষভাবে অবধারণ পূর্ব্বক সেব্যের সুখ-সম্পাদনে যত্নবান্ হইতে পারি, তাহাই আমাদের নববর্ষারম্ভে প্রথম চিন্তনীয় বিষয় হউক।

নববর্ষের সম্ভাষণ

আমরা নববর্ষাগমে শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ ও তদভিন্ন গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরপাদপদ্মে "শ্রীগুরুদেব, ব্রজবন, ব্রজভূমিবাসিজন, শুদ্ধভক্ত, তদনুগ বিপ্রগণ, ইষ্টমন্ত্র, হরিনাম এবং ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণ—এই অষ্টতত্ত্বে অনুক্ষণ দম্ভশূন্যা অপূর্ব্বা রতিপ্রার্থনামূলে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা প্রসন্ন হইলেই আমাদের বাঞ্ছাসিদ্ধি সম্ভব হইবে। নতুবা দাম্ভিকতা বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের ভক্ত্যনুকূল বিচার সকলই অন্তর্হিত হইবে। সাক্ষাৎ কালকূটভাণ্ডস্বরূপ কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডকে অমৃতভাণ্ড-জ্ঞানের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করিব।

আমরা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বিভিন্নভাবে সেবানুকূল্য-বিধানকারী আবালবৃদ্ধবনিতা সজ্জনবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগকে নিত্যনবনবায়মান সংকীর্ত্তন-সেবা-সৌভাগ্যলাভের অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ, তাঁহারা আমাদের নিত্যকালের বান্ধব। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-মহিমা-গৌরব সর্ব্বত্র বিস্তার করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রাকৃত নীতি ও গুরুপ্রীতি

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

সংসার জন্মজন্মই আছে। যখন পশুপক্ষী-যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছিলাম তখনও স্ত্রীপুত্রপরিবৃত সংসার ছিল। পুনরায় যদি কপাল-দোষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি তাহা হইলেও অধম মনুষ্যজন্মে অথবা তাহা হইতেও বিচ্যুত হইয়া পুনরায় পশুপক্ষী জন্মে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনময় সংসার পাওয়া যাইবে। তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না। যে জীবনে গুরুপাদপদ্মদর্শন-লাভের সুযোগ পাইয়াছি, গুরুদেব আমার ন্যায় পতিত, অধম, নগণ্য পশুকেও সেবাসুযোগ প্রদান করিবার জন্য চাহিয়াছেন—আকর্ষণ করিয়াছেন, সে জীবনটীতে নিজকে যদি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে বিক্রীত করিয়া দিতে না পারিলাম, শ্রীগুরুদেবের দ্বারস্থ অনুগত কুকুর হইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার মত দুর্ভাগা আর কে? অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ জন্ম 'সংসার' 'সংসার' বলিয়া বৃথা কাটান হইয়াছে, মাত্র একটা জীবনের বাকী কয়েকটী দিন শ্রীগুরুদেবের বিক্রীত পশু হইয়া তাঁহারই মনোহভীষ্ট-পূরণকল্পে যদি বাঁচিয়া থাকা যায় তবেই জীবনের সার্থকতা।

সময় সময় মনে ভাবি আর নয়, জানিয়া শুনিয়া আত্মহত্যা করা ভাল নয়। শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধার করিয়া ভবসিন্ধু পার হওয়া যায়, সুতরাং এমন দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম আর বৃথা কাটান হইবে না। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনাদি দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজন চিরকালই বৃথা কর্ত্তব্যের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়াছিল, চিরদিনই থাকিবে। আজও আবার তাহারা তাহাদের ঋণ সুদ সমেত আদায় করিয়া লইবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছে। তাহারা স্বজনাখ্য দস্যু। দস্যুতা করিয়া আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিতে চায়। যম যখন কেশাকর্ষণ করিবে তখন তাহাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না। তাহারা সকলেই চোর। প্রভুসেবা বাদ দিয়া—শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রভুর ভোগের বস্তু মাঝ-পথে আত্মসাৎ করিয়া চোরের মত জন্মজন্মান্তর বিভিন্ন যোনিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি কেন তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যের অজুহাত দেখাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভুর সেবা করিবার এই মহাসুযোগ পরিত্যাগ করিব? সুযোগ কি জন্মজন্মই পাইব?—এতই কি সস্তা?

> "সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
> কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥"

হায় হায়, আমার এমন প্রভু আমাকে চাহিতেছেন, আমার জন্য হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছেন, ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, আর আমি বৃথা কর্ত্তব্যের অজুহাতে 'চর্ব্বিতচর্ব্বণময়' সেই সংসারই করিতেছি আর কপটতা করিয়া 'সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল' বলিয়া বৃথা সঙ্গীতের সুর ধরিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরণে অপরাধই করিতেছি; এখনও প্রাণ জাগিল না, আর কবে জাগিবে? গুরুবরণের অভিনয় করিয়াও ভাবিকালে পশুপক্ষী-যোনিতে ভ্রমণই আমার ভাগ্যে আছে, বুঝিতেছি।

'সংসার-তটিনী-স্রোত নহে শেষ, মরণ নিকটে ঘোর' কই এ সমস্ত কথায় আমার প্রাণে ত' দাগ লাগে না। মহাজনের হরিকথাও আমার নিকট একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। দুই দিন একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়াছি। কিন্তু কেন এত অবসাদ? আমি এখনও কি জাগ্রত হইতে পারি না, স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারি না, মাত্র একটা জীবনের কয়েকটী দিন কি আমার নিত্যকালের প্রভুকে উপহার দিতে পারি না? জগতের সমস্ত কাম্য, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ত্তব্য জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুদাস্যে নিযুক্ত হইবার জন্য না হয় নরকই বরণ করিয়া লইব? প্রভুর দাস হইবার জন্য যদি কোটী কোটী নরক হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুতই না থাকিলাম তাহা হইলে বৃথা 'প্রভু' 'প্রভু', 'পতিতপাবন, পতিতপাবন' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ছলনা করিয়া লাভ কি? তিনি অনন্ত-কোটি, অনন্ত বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সার্ব্বভৌম রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম হইয়াও আমার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র নগণ্য কীটাধমের জন্য দীনহীন ভিখারী সাজিয়াছেন, আর আমি তাঁহাকে অনন্ত জীবন-সমুদ্রের বারিবিন্দু সম অতি তুচ্ছ একটা জীবনের এই কয়েকটা দিনও উপহার দিতে পারিলাম না! ধিক্ আমার গুরুভক্তির ছলনায়! ধিক্ আমার আচার্য্যানুরক্তির বাগাড়ম্বরে!

প্রভু সমস্ত জীবন আমাদের দুঃখে কাঁদিয়া গিয়াছেন—ব্যাকুলভাবে আমারই জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমি তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝিলাম না। গৃহব্রতধর্ম্ম-যাজনই আমার শ্রেষ্ঠ তপস্যা হইল। প্রভু আজ অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জীবনের এক মহাসুযোগ চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় আর এক সুযোগ বহিয়া যাইতেছে। প্রভু-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণরূপ মহাযজ্ঞের মহাহোতা, মহা-ঋত্বিক্ পতিতপাবন আচার্য্যদেব আজ নিখিল বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন গুরুসেবায় প্রকৃত দীক্ষিত হইবার জন্য, গুরুদেবভাত্ম হইবার জন্য। কিন্তু হায়, আজও আমি উদাসীন! প্রভুবিরহে দুই ফোটা প্রাণহীন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াই প্রভু-বিরহ শেষ করিয়াছি! কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব বলিতেছেন, প্রতিদিনে, প্রতি ঘণ্টায়, মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে, সেকেণ্ডে, নিরবচ্ছিন্ন অনুভব করিতে হইবে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ. পরবিদ্যা-ঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ. শ্রীগৌর. গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদনন ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বল

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়োপাদ্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী.

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট. বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড. গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি. এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা. বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমহামাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি. (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেত্রপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া. পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

REG NO C 1544

কলিকাতার বাজার দর

১৯শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
রাজভুলসী	৫৷০
রামশাল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
খড়াধানের কোরালিজি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
রাজভুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৴
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাধবপুর সাদা	৯১
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	১২৲
চাঁদিরবার	৫২৷০

পাটের দর

আবহে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
টপ—	৪১৷০
চারার বস্তার নয়া—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
প্যাককাচর ঐ	৬৲—৬৵০
চুনীসগোল্ড ঐ	৫৸৵৹—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পাঞ্জাব	১৷৵০—১৸০
...	১৸৵০—১৷৵০

গুড়ের দর

...	৫৭৲
...	৫৭৲
...	৫০৲
...	৪৫৲
	৬৪৷০

তার	৪,৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা গাওয়া	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ নটবা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

কলিকাতা ১৬শে জুন,

আমেরিকা লোভার কাটন	৫৯৲
পিট ও আমেরিকা এরকম	৬০৲
কর্ণাটি সুরতিস কাটন	৭৩৲
চায়ণা গাঁথা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা মাল	৮৷০
সুপারী বেলী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
ঘটি খরিমধ	১৫৷০—১৭৷০
নয়া নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৩৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট

	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট-কাটা মণ	৩৷০—৩৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু, নাট ইত্যাদি	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০

নং ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

৫টকের চালানে ৫৵০, গাটের চালানে ৩৷০

তুলার চালানে ৪৷০.

অক্ষোয় কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

বিষ্ণুপাদ

কলিযুগ-

প্রভু

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আস্তিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য?

——:(:০:): ——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-লাপুড়া, দাবটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

১ শ্রী

প্রাচীন

---::(*)::---

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিস্মরণীয় জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৴০	।৴০	১০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:(*):---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ... প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৮, সোমবার [৪৬শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

তুরস্কে ভূমিকম্পে ধ্বংসলীলা

গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে মধ্য আনাতোলিয়ায় যে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ৮০০ লোক নিহত অথবা নিখোঁজ হইয়াছে। তদুপরি কিছুক্ষণ পর পর কম্পন হইতে থাকায় আরও বহু লোকের ভাগ্যে যে কি ঘটিয়াছে তাহা এখন বলা যাইতেছে না। ভূমিকম্পপীড়িত অঞ্চল হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যে, তুরস্কের ইতিহাসে এরূপ উপদ্রব এই প্রথম এবং এই দৈবদুর্ব্বিপাকের ফলে বিস্তৃত ভূভাগ বিধ্বস্ত হইয়াছে। খাদির ও ভিরোজগাদ নামক সহর দুইটীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের ১৮টী গ্রাম ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং আরও ২২টী গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। উক্ত সহর দুইটী রাজধানী আনকারার (এঙ্গোরা) ১০০—১২০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। প্রথমবার কম্পনের পর ভীষণ ঘর্ঘর ধ্বনি সহ কম্পন হইতে থাকায় আশ্রয়হীন নরনারীর মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ভূমিকম্পের ফলে ৫০,০০০ নরনারী আশ্রয়হীন ও গৃহহীন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বহুলোক গভীর ফাটলবেষ্টিত উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রয় লইয়াছে। এইসব ফাটল দিয়া প্রায় সব সময়ই উত্তপ্ত জলধারা নির্গত হইতেছে। অন্য একটী সংবাদে প্রকাশ যে, পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ায় বহু পরিবার ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়িয়াছে।

আগামী বৎসরের মেয়র

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ভবনে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের এক সভা হয়। প্রায় ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্থির হয় যে, আগামী বৎসরের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনে একজন মুসলমানকে মেয়র করা হইবে। কর্পোরেশনের যে সমস্ত মুসলমান সদস্য মেয়র-পদপ্রার্থী তাঁহাদিগকে ২৩শে এপ্রিলের মধ্যে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর নিকট নাম পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে সমস্ত নাম পাওয়া যাইবে, সেই সমস্ত নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট পাঠান হইবে। তিনি সেই সমস্ত নামের মধ্য হইতে যাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন, কর্পোরেশনের সমস্ত কংগ্রেস সদস্য তাঁহাকে সমর্থন করিবেন। এ বিষয়ে মৌলানা আজাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্করকে ডেপুটি মেয়র পদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

আগামী ২৯শে এপ্রিল মেয়র নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা

বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের যে প্রতিনিধিদল ভারতে আসিতেছেন তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন:—ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার-অব কমার্স এর চেয়ারম্যান ও ভাইস্‌প্রেসিডেন্ট মিঃ এজাস ক্যাম্বেল (ইনি ইতোপূর্ব্বে চেম্বারের ভারতীয় বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন; ইনি "লনস্‌ডেক্যাম্বেলস"-এর ডিরেক্টর), ল্যাঙ্কাশায়ার ইণ্ডিয়া কটন কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কটন কর্পোরেশনের ডিরেক্টর মিঃ জেমস লিটলউড, কটন স্পিনার্স এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিঃ ফ্র্যাঙ্ক লংওয়ার্থ, চেম্বারের ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী মিঃ রেমণ্ড ষ্ট্রীট।

১৯৩৩ সালে যে ক্লেয়ার-লীস মিশন ভারতে যায় মিঃ ক্যাম্বেল, মিঃ লংওয়ার্থ ও মিঃ ষ্ট্রীট তাহার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সালে যে ল্যাঙ্কাশায়ার বণিক প্রতিনিধিদল ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের নিকট সাক্ষ্য দেন মিঃ ক্যাম্বেল তাহার নেতা এবং মিঃ ষ্ট্রীট তাহার সদস্য ছিলেন।

ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজী কর্ত্তৃক বিদ্যামন্দিরের ভিত্তি স্থাপন

গত ২১শে এপ্রিল গান্ধীজী ওয়ার্দ্ধায় বিদ্যামন্দিরের পাকা এবং কাঁচা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে একটী অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল।

গান্ধীজী তথায় উপস্থিত হইলে মধ্য প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর শুক্ল, শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

এই বিদ্যামন্দির মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ১৬৬ জন ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। শিক্ষালাভ ও বাসস্থানের উভয় ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। সকল ছাত্রই একত্র ভোজন করিবে।

আরবদের অতর্কিত আক্রমণ

একদল সশস্ত্র আরব গত ২০শে এপ্রিল রাত্রে বেইসানের পুলিশ ষ্টেশনে হানা দিয়া একজন পুলিশকে নিহত করে, কিন্তু বেইসানের নিকট পুলিশের সহিত তাহাদের যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে তাহাদের মধ্যে পাঁচজন আরব নিহত হইয়াছে।

যে স্থানে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, গোয়েন্দা কুকুরগুলি সেইখান হইতে অনুসন্ধান করিতে করিতে বেইসানে গিয়া উপস্থিত হওয়ায় বেইসানের অধিবাসীদের উপর পাঁচশত পাউণ্ড পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

গান্ধীজী আগামী ২৮শে এ[illegible] যাইবেন। তাহার পরেই তিনি মিঃ জি, ডি বিড়লার জুহুস্থিত বাংলোতে মিঃ, এম এ জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গোপন আলোচনা করিবেন। এই আলোচনা ৩।৪ দিনব্যাপী হইতে পারে।

হ্যাপসবুর্গ বংশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

'বোয়ার সেজেট' পত্রিকায় প্রকাশ। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে পেটিট প্যারিসিয়েন নামক ফরাসী সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট আর্কডিউক অটো যে সব রাষ্ট্রদ্রোহকর মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এক আদেশ জারী করিয়া হ্যাপসবুর্গ বংশের অষ্ট্রীয়াস্থিত ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

রাষ্ট্রসংঘ কাউন্সিলের অধিবেশন

রাজ্যচ্যুত হাবসী সম্রাট 'আভেনীর' পত্রিকাকে জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রসংঘ কাউন্সিলের ৯ই মে তারিখের অধিবেশনে তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাদল-আসর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
২২ ভজন-রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ⁄১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনভক্ত ⁄৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ ⁄৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ⁄৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ⁄
৮৪। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১২ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৫শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, সোমবার } ৪৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

হরিদ্বারে হরকোপানল

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার তাড়িদ্বার্ত্তায় প্রকাশ—হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভমেলায় এ বৎসর ২০ লক্ষ বা তদধিক লোক-সমাগম এবং ... দোকানপসরা ও আমোদ-আহ্লাদের নানাপ্রকার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ গত ১৫ই এপ্রিল গঙ্গার পূর্ব্বতটবর্ত্তী উক্ত মেলাস্থলীতে অর্দ্ধ-বর্গ মাইল ব্যাপিয়া এক ত্রিলোক-ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অতি অল্প-সময়ের মধ্যে অগ্নিদেব তাঁহার কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি নাম্নী সপ্ত দ্যুতিমতী লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার 'সর্ব্বভুক্' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ধূর্জ্জটী মহাদেব, ধ্রুব, সপ্তর্ষিগণ যে গঙ্গাদেবীকে তাঁহাদের উপাস্যের চরণামৃতজ্ঞানে সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতেছেন, সেই গঙ্গাদেবীর চরণে অপরাধী ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্যপূর্ণ তাণ্ডবনাট্য দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ায় মহাকাল রুদ্রের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে মর্ত্ত্যবুদ্ধির উদয় হইলেই তাঁহাদিগকে অন্যথা হিংসা দ্বেষ করা হয়। এজন্যই স্বয়ং ভগবানের উক্তি "ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত"। এই প্রকার বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশই সঙ্কর্ষণসেবক রুদ্রের ক্রোধের সদ্ব্যবহার। বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি হরকোপানল প্রযুক্ত হয় না। শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-সহ সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-'গিরি-ধরের সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠসেবকগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্রদ্বারা রক্ষিত হন। প্রলয়কারী রুদ্রের ত্রিতাপরূপ ত্রিশূল ভক্ত-ভক্তিদ্রোহী পাষণ্ড-সংহারেই প্রধাবিত হইয়া থাকে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
রমণা রোড, গয়া
২০শে এপ্রিল ১৯৩৮

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৫শে এপ্রিল সোমবার গয়া-গৌড়ীয়মঠে নিরন্তর শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রাকট্য সাধিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ ২৭শে এপ্রিল হইতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শুশ্রূষু জনগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবেন।

মহাশয় সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

সেবা-সূচী—

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, সভা, পাঠ, বক্তৃতা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন।

২৫শে এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকটোৎসব, সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীহরি-কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ সম্মান।

নিবেদক—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

ভূকম্পন

এ বৎসর ১লা বৈশাখেই (১৩৪৫) বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় ভূকম্পন অনুভূত হয়। বৎসরের ১ম দিনেই ভূকম্পন, ২য় দিনে হরিদ্বারে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, প্রখর রৌদ্রতাপ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রজাসকলের জলকষ্ট, অন্নকষ্ট প্রভৃতি বিবিধ অরিষ্ট দর্শন করিয়া জগদ্বাসী মহাভয়ে ভীত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল অরিষ্টের মূলীভূত কারণস্বরূপে অবিদ্যা বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা কিসে বিদূরিত হয়, রোগের মূলবীজ অবিদ্যা কিরূপে ধ্বংস হয়, সে বিষয়ে কাহারও মনীষা দৃষ্ট হইতেছে না। কলির প্রকোপ যতই বাড়িতেছে, ততই জীবসকলের হৃদয় হইতে ভগবদ্বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে। অসৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া ভগবদ্ভক্তসঙ্গে ভগবন্নামগ্রহণ ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, ইহা কিছুতেই কলিহত জীবের ধারণার বিষয় হইতেছে না। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া বহির্ম্মুখ জগদ্ব্যাপার তাঁহাদিগের হৃদয়ের শান্তি অপহরণ করিতে পারে না। তাঁহারা বিঘ্নরাশিকে পদদলিত করিয়া সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাচবেড়্যা নামক স্থানে ৩।৪।৩৮ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গোবর্দ্ধনপূজা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৫।৪।৩৮ তারিখে ঐ পাঁচবেড়্যাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৬।৪।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী পাঁচবেড়্যাতে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

"ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য বলে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তাঁ'রা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান তা' অনন্ত মঙ্গলের জনক।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মধুসূদন সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫২

নৈষ্ঠিকী ভক্তি কিরূপে হয় ?

——::(০)::——

অনর্থনিবৃত্তির উপায়

ভক্তিহীন জনগণ তর্কপথে ভগবানে পরমাত্মা ও ব্রহ্ম দর্শন করেন না। ভক্তির অভাবে তাঁহাদের জ্ঞান বৈরাগ্যের অভাব এবং শ্রদ্ধাহীনতা। এইজন্যই তাঁহারা মায়াবাদী। জ্ঞানবৈরাগ্যের যেখানে অভাব, সেস্থলে চঞ্চলতা নিত্য সেবায় অশ্রদ্ধা। ভজনীয় বস্তুতে সেবনপথই শ্রেষ্ঠপথ। সেই ভক্তিপথে অবস্থিত শুদ্ধ আত্মা আপনাকে বৈষ্ণব জানেন এবং স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে নিত্যকাল হরিসেবা করিয়া থাকেন। ভক্তগণের হৃদয় বাহ্যজগতে ভোগিগণের পদদলিত ভূমি মাত্র। ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবন—কৃষ্ণের নিত্য বিহার স্থলী। ভক্ত-হৃদয় নশ্বর অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য জগতের চিন্তাপূর্ণ। তথায় বিষয়ভোগ ও নশ্বর বস্তু-ভোগে আবদ্ধ হওয়ার স্বীয় হরিসেবাপর স্বরূপে অশ্রদ্ধা। কর্ম্মী ও মায়াবাদী তত্ত্বজ্ঞানরহিত হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগের বস্তু। অভক্তগণকে ভোগাসক্ত ও ভক্তভোগভেদে বিবিধ শ্রেণীতে দেখা যায়। উহারা সেব্য-সেবকরূপ নিত্যভাববর্জ্জিত। শ্রৌতপন্থায় কীর্ত্তনকারী ভক্ত—গুরুদেবের অনুগ্রহলব্ধ শিষ্যকেই বুঝায়, অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত অভক্তকে বুঝায় না।

ঈশ্বর সেবা-বর্জ্জিত ক্রিয়াকলাপে যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ অর্থ এবং অর্থের ফলস্বরূপ কাম বা ঈশ্বরসেবাবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়প্রীতি বা ফলভোগ পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মার্থকামের চক্রেই আবর্ত্তিত করায়। কর্ম্মবন্ধনমুক্ত অবস্থায় ঐ প্রকার নিজেন্দ্রিয়প্রীতির আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মফলভোগ পরিহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মধ্যানাদি হরিসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। জ্ঞান বা যোগ পদ্ধতি সুষ্ঠুতা লাভ করিলে ভগবৎপ্রীতির সহিত বিরোধ করে না। আর যেস্থলে ঈশ্বর সেবার অভাব, সেস্থলে ভগবদ্বিদ্বেষিগণের চেষ্টা আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই কারণে পুরুষগণ বর্ণভেদ ও আশ্রমভেদে যে কোনও অবস্থানে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণের ফলস্বরূপ হরিতোষণই স্থির করিবেন। নিরীশ্বর কর্ম্মিসম্প্রদায় অথবা কৈতবযুক্ত সেশ্বর কর্ম্মিগণ স্ব-স্ব বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম হরিতোষণ ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে আচরণ করিতে পারেন না। সেইজন্য হরিতোষণকার্য্যে অচঞ্চলচিত্তে নিত্য ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, শ্রুত হরিকথা গান করিতে হইবে এবং শ্রুত ও গীত হরিবিষয়ক স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই সেবকের ভজনীয় বস্তুর পূজারূপ অনুশীলন হইবে।

'কোবিদ' শব্দে বিবেকবান্ ব্যক্তিকেই বুঝায়। দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি ভোগী বা নির্ব্বোধ। বিবেকের অভাবে হরিকথা-গানের পরিবর্ত্তে মায়ার ভোক্তা বলিয়া জীবের অভিমান হয়। উহাই কর্ম্মবন্ধন। যাঁহারা ভোক্তৃভাব পরিহার করিয়া হরিসেবাময়ী চিন্তা করেন তাঁহারাই অপ্রাকৃত বিবেকরূপ খড়্গাদ্বারা নিজের ভোক্তৃবুদ্ধিকে ছেদন করেন। ইতর কথায় আসক্তি ছাড়িয়া গেলে হরিকথায় রতির উদয় হয়। নির্ব্বোধ লোক হরিকথা ছাড়িয়া স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারাই হরিকথারতিতে বিতৃষ্ণ।

হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে উদিত হয়, তন্নিরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটি সেব্যবস্তুর সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ই পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থ নামে অভিহিত হয়। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবা ব্যতীত কদাচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

কৃষ্ণেতর-বিষয়বিরক্ত সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহান্। কৃষ্ণভজনহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় ভোগলুব্ধ জনগণ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। সেই সঙ্কীর্ণচেতা জনগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে না পারিয়া, যাবতীয় সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জনগণকে সমন্বয় করিতে গিয়া মহত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেন। কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়ের সেবামাত্র হইয়া যায়। এই উদারব্রুব কুসাম্প্রদায়িকগণ ক্ষুদ্রের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনগণকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। যে কালে তিনি অসতের সহিত সমন্বয় পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সজ্জনের সহিত সঙ্গ করেন, তৎকালে তাঁহার অসৎ কুরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিকথায় রুচি হয়। সুনরগণ ভগবানের সেবানিরত হইলেই বদ্ধজীবের ইতর বিষয়ে রুচিগত সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। মহতের সেবায় যথেচ্ছাচারগত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথা-শ্রুতির পথ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় করেন। কীর্ত্তনকারী হরি ও মায়ার সহিত সমন্বয়-পন্থা ত্যাগ করিয়া কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

মহৎ সাধুগণের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ। তিনি যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নাদব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কোন ক্রমেই অবস্থান করিতে পারে না। কারণ হরিস্মরণরূপ খড়্গ ইতর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তার একেবারেই ধ্বংস করে। হৃদয় হইতেই ভোগের বাসনা সেই ভোগ-প্রবৃত্তি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে অনুশীলন করিতে গিয়া বহু অনর্থ দ্বারা বিপন্ন হয়। অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই জীবের বাহ্য ভোগময় গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥

[সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবপরিচর্য্যা ও ভাগবত-শ্রবণ করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়।]

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের সেবাদ্বারা, শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর সেবাফলে সকল অহঙ্কার ও কৃষ্ণেতর প্রতীতিরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিগত হইলে সর্ব্বোত্তমপ্রাপ্য নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। হরিসেবাবিরোধী অভদ্র কামনাসমূহ যে পরিমাণে ক্ষীণ হয় সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ব্যতীত নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই। ভোগী, কর্ম্মী বা ফল্গুবৈরাগী জ্ঞানীর কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তখন আর অভক্তসঙ্গের কুপ্রবৃত্তি হয় না।

জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিযোগক্রমে শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্ন হয়। গীতা-কথিত—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি
তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥

এই শ্লোকে কর্ম্মবন্ধন ভোগপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তপুরুষগণই ভগবানে সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। ভগবৎ-সেবাময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত ভগবদিতর বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। হরিসেবাকার্য্যে নিরত হন নিত্যানন্দময়। যেকালে নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রীতিস্থাপনে নিযুক্ত হয়, তৎকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির অধিষ্ঠান দেখা যায় না। হৃষীকেশ প্রত্যেক জীবের সেবনোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা নিরুপাধিক সেবা গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা জীবের কামতৃপ্তিফলমাত্র লাভ হয় না। চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম একবৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি ক্রিয়া, তাহাই সাক্ষাৎকার। উহার সহিত বহিঃপ্রজ্ঞার প্রতিকূল সম্বন্ধ। সাক্ষাৎকারের অভাবেই বদ্ধজীবের বাহ্যদর্শন।

অনাত্মায় ঈশ্বর-দর্শন বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। মায়াবাদিগণ আত্মবস্তুতে ঈশ্বর-দর্শনের পরিবর্ত্তে মায়িক বিচিত্রতার অন্তরালে ঈশ্বরত্ব দেখিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদ জীবের শেষ প্রাপ্য হইলে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর-দর্শনাভাব ঘটে। ভক্তিমান্ জনগণই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকেই আত্মা স্বীয় নিত্য বৃত্তি ভক্তিবলে নিজের প্রভু বলিয়া অবগত হন। সেই হরিপরিকরবর্য্য শ্রীগুরুদেব আত্মধর্ম্মে সর্ব্বদা অবস্থিত। শ্রীগুরুদেব আম্নায়পারম্পর্য্যে স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও বিষয়জাতীয় ঈশ্বরের সেবক অভিমান করেন। এই উপাস্য ও উপাসকের নিত্যত্বে ও ঈশ্বরত্বে বৈচিত্র্যসন্দর্শনকারী পরমশ্রেয়ঃ লাভ করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শ্রুতির অর্থ অপরে জানিতে পারে না। তর্কপন্থায় অচিন্ত্য

অপ্রাকৃত ঈশ্বরভাব কখনই প্রকাশিত হয় না। শ্রৌতপন্থায় গুরুকৃপাবলেই তাহা পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত— "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" মন্ত্রানুসারে পরমাত্মা বদ্ধজীবের লভ্য হন না অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাকৃত [illegible]ের মধ্যে আসেন না।

"দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে ঈশ ও বধ্য, পূজনীয় বস্তু ও ভক্ত এবং তাঁহাদের নিত্য ভজনের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে কেহই বেদার্থ-সংগ্রহে সমর্থ হন না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার উপাস্য ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট জনই কর্ম্মফলভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। গুরুকৃষ্ণকৃপা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তৎকালে হৃদয়স্থিত স্থূলসূক্ষ্ম গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়। জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং অজ্ঞজ্ঞান তাঁহাকে আর প্রতারিত করে না। তৎকালে তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত এবং কর্ম্মফলভোগস্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, বদ্ধজীবের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিরূপ নিগড়ে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জড়ভোগের অহঙ্কার নষ্ট হয় না, সংশয় ছেদন হয় না এবং কর্ম্মফলভোগের সমাপ্ত হয় না। যেকালে তিনি ভগবান্‌কে নিজ ঈশ্বর বলিয়া এবং আপনাকে হরিদাস বৈষ্ণব বা কার্ষ্ণ বলিয়া জানিতে না পারেন, তৎকালাবধি তাঁহার স্থূলসূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর ও তাহার বৃত্তিসমূহ তাহাকে বিপন্ন করিতে থাকে। ভক্তিচক্ষুর দ্বারা আশ্রয়জাতীয় সেবকবেষ্টিত শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলে জীবের যাবতীয় মনোমালিন্য ও হরিভজনের অযোগ্যতা দূরীভূত হয়। হরিসেবাবর্জ্জিত ব্যক্তি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবের দর্শনে নিত্যসেবা বর্ত্তমান। অবৈষ্ণবগণ ভক্তাবরহিত হইয়া দৃষ্টিরহিত ও অন্ধ এবং নানা কল্পনার আহ্বান করেন, তাহাতে কর্ম্মফলভোগ, সংশয় ও নানাবিধ তমোভাব বর্ত্তমান থাকে।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

[শ্রী]ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০; ৪র্থ খণ্ড—৷৵০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস

আজ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ব্যাসাবতার শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকটতিথিবরা তাঁহার মঙ্গলময়ী স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিবার জন্য, আমাদিগকে তাঁহার সেবাসুযোগ প্রদান করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক সমাগতা হইয়াছেন। আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এই সুমেধাস্তুথিবরাকে সংকীর্ত্তনমুখে পূজা করিবার জন্য গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট নিষ্কপট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

বদ্ধজীব আমাদের সেই গুরুবর্গ বা প্রদর্শিত তিথিবরার সম্মান বা সেবা করিবার যোগ্যতা নাই। অযোগ্যতা এবং গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই এই দীনহীন জনগণের একমাত্র সম্বল। ভগবদ্ভক্তজনগণ দুর্ব্বল সেবাবঞ্চিত আমাদিগকে অধোক্ষজসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন, ইহাই ভরসা। তাই অত্যন্ত অযোগ্য অধমাধম আমরা আজ সাধুগুরুমুখপদ্ম-চ্যুত শ্রৌতবাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধনে যত্নপর হইতেছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধভক্তবৃন্দ অপরাধী আমাদিগকে নিজগুণে ক্ষমা করিয়া অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে আমাদের একমাত্র নিবেদন ও প্রার্থনা।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা প্রচুরভাবে কীর্ত্তন করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যদি ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যলীলামৃত আস্বাদনের জন্য উদগ্রীব হই, তাহা হইলে পরমকরুণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ আমাদিগকে অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ-সেবায় সুযোগ নিশ্চয়ই দিবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত আমাদের নিত্যপাঠ্য ও গৌরভক্তগণের পরমপ্রিয় বস্তু। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সেবার দ্বারা শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও সগণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রীতিবিধান হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তু—শ্রীচৈতন্যবস্তু। ইহা সাধারণ পয়ারী পুঁথি নহে। ঠাকুরের কৃপা হইলেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথা বা স্বরূপ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে। এই গ্রন্থে জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া অনর্থগ্রস্ত জীবের মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। আবার এই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাও তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের কৃপা ব্যতীত লাভ করা যায় না। সুতরাং আজ এই শুভতিথিতে, শুধু আজই বা বলি কেন, আজ হইতে নিত্যকাল শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাদপদ্ম আমাদের নিত্যালোচ্য বিষয় হউন, তাঁহার জীবের প্রতি অমন্দোদয়দয়ার কথা আমাদের হৃদয়ে উদিত থাকুক, ইহাই ঠাকুরের চরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মামগাছি গ্রামে রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। আমরা যেন তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত একজন ব্রাহ্মণ মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধের আবাহন না করি। তিনি সকল ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণব—বর্ণাশ্রমাতীত সহজপরমহংস। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গুরুবৈষ্ণবকে কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত করা, মায়ার নফর বা অধীন প্রাকৃতবিশেষ মনে করা মহা অন্যায় ও অপরাধজনক। তাঁহারা ভগবানের নিত্যসঙ্গী—নিত্যপার্ষদ—বড় আদরের ধন। তাঁহাদের পদধূলি মাদৃশ বদ্ধজীবের নিত্যমঙ্গল বা পরা শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। আমরা যেন দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অপবাদপঙ্কে নিমগ্ন না হই, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের নিকট আমাদের কাতর আবেদন।

ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি মামগাছিগ্রামকে শাস্ত্র নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত দাম্নাখ্য মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া থাকেন। এখানে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তির পূজা আচার্য্যানুগ শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ কর্ত্তৃক সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে। পরমকরুণ মদ্ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া জগজ্জীবকে ঠাকুরের মহিমা, কৃপা ও দানের কথা জানাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ নগরের শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবী ঠাকুরের জননী

শ্রীনারায়ণী দেবী যে বাল্যকালেই শ্রীগৌরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, একথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। শ্রীনারায়ণীর গর্ভজাত শ্রীঠাকুর মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৈষ্ণবগুরুবর্গের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তসমাজ ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান করিয়াও তাঁহার অদম্য প্রচারোৎসাহকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনন্তমুখে গৌর-নিত্যানন্দের মহিমা জগতে প্রচারপূর্ব্বক জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব, গৌরনিত্যানন্দপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতি, অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা, পাষণ্ড-দলনে দক্ষতা বাস্তবিক সকলেরই আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। নতুবা মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার গুরুদেব। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্মে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি অতুলনীয়া। চিদ্‌বলাধার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যিনি কৃপাপাত্র, সেই গৌরনিত্যানন্দের মনোহভীষ্টপরিপূরণকারী ঠাকুরের কেশাগ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা কি কাহারও আছে? তাই অভক্ত বিদ্বেষিকুল নানাভাবে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারে নাই। সকল সময়েই পাষণ্ডগণ আচার্য্যগণের প্রতি এইরূপ বিদ্বেষ ও তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া থাকে এবং পরে অপরাধহেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলা-প্রকাশেও আমরা ইহা দেখিতে পাই।

গুরুবৈষ্ণবগণ—আচার্য্যগণ নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। তাঁহারা সর্ব্বগুণাকর। কিন্তু অসৎ আমরা পিপীলিকার মর্ম্মময় মন্দিরে ছিদ্রান্বেষণের ন্যায় নিষ্কলঙ্কচরিত্র আচার্য্যগণের উপরেও কলঙ্ক আরোপ করিতে চাই। আমরা পরমবন্ধুকে শত্রুজ্ঞান করি এবং শত্রুগণকে মিত্র মনে করি। আমাদের কি অজ্ঞতা! কি দুর্দ্দৈব!! কি ধৃষ্টতা!!! ইহা দুর্ভাগ্যের চরমফল এবং নিত্যমঙ্গলের পথে চিরদিনের জন্য কণ্টকনিক্ষেপমাত্র। সুকৃতির অভাব হইলেই—কপাল খুব খারাপ হইলেই গুরুবৈষ্ণবের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করিবার দুঃসাহস উপস্থিত হয়। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে, গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় আমাদের অপরাধ দূরীভূত হইলে আমরা শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়গণের একমাত্র গুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিব এবং তখনই স্ব-স্ব গুর্ব্বপরাধ জন্য অনুতপ্ত হইব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। এই চৈতন্যভাগবতের চিৎ-সাহিত্য ও ইঁহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণ। এই বৈকুণ্ঠসাহিত্যের কথা গুরুবৈষ্ণবকৃপাতেই আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয়। যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা করেন, তাঁহারা ঠাকুরের কৃপায় এই সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, আশা করি।

আজ ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছি গ্রামে শ্রীমোদদ্রুমছত্রে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় বিরহমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় তথায় দিবারাত্র কীর্ত্তন, হরিকথা আলোচনা, পাঠ, বক্তৃতা এবং সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন—ইহাই নিবেদন।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-মন্দির

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-... প্রচারবলে নদীয়া-প্রকাশ হইতেছে থাকে।

রক্ষক—শ্রী... ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ ... শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, শাস্ত্র-চতুর্দ্দশ-বেদাঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের ব্যাখ্যা আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীপাদ নরোত্তম রায় ভক্তিবিজয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবেণীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী...কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী...বিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী...রূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ...

(১৫) ...গৌড়ীয়মঠ

গৌ...পুর, রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনামপ্রচার গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রী... ... পশ্চিম নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ...-আশ্রম

পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) ...

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) প্রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাগার

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগনা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী...বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী...রাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী...মাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নীমগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমাৰ্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৯শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
রাঙা চাল	৫৸০
ঐ মন্তর	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দীঘকুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঁকুড়া জোয়ানফুড়ি	
সিদ্ধ বেছুণ	৩৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দীঘকুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেছুণ	৩৵০

চিনির দর

কাশী, চাঁদপ	১০৶০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
খেজুরোরা সাদা	৯।০
আরপুর সাদা	৮।০—৯৵০
তারাপুর লাল	৭৶০—৮৲

সোণা রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বাট	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৭।০

পাটের দর

আবদে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১।০
বাজার দরের	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেস্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
কুলাবকাটন ঐ	৬৲—৬৵
হাওসহোল্ড ঐ	৫৶০—৫৸০
সুজী	৯৲—৯৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২।৵০
পাপাই	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১।৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫০৲
	৪৫৲
	৩৪।০

তার
কাবুলে
বাড়া পাওয়া
২৬ গেজ—
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

আরেন গোলার কাইন	৫৪৲
লিট ন আরেন করকচ	৪০৲
কর্কাচি খুরদিন কাইন	
চাবার্ন জাবা	
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
গুটি খয়ের	
ক্ষুদ্র নূতন পাটনাই	

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

চটকলের চালমণ ৫৵০, পাটের চালমণ ৬।০

তুলার চালমণ ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স্

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিণি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্ম্মাতা।

পুরাতন সোণার
বদলে নূতন
গহনা দেওয়া

আমাদের নিজ
কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনিসোণার
নানাবিধ হাল ফ্যাসানের
গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং
অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া
ভি: পি: সত্বর পার্শেলে পাঠান
হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার। টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

ফেভ্রোল কি জন্য ?

—:(:০:): —

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসে"র "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাণের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"

—:(০):—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	[illegible]
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	[illegible]
মাসিক "	[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৵০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের মৌলিকগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত-শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অতুলনীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
[illegible]

[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

[illegible] I544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের [illegible]
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
পরিব্রাজক[illegible]গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৪৭শ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গুরুতর পরিস্থিতি

গত [illegible]বার অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম [illegible] বাহির হইলে সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বাধে। ফলে দুই ব্যক্তি নিহত এবং ২৮ জন আহত হইয়াছে। গত বৎসর [illegible] হইল, সেই পাটানওয়ালা মহল্লাতেই এই দাঙ্গা ঘটিয়াছে। [illegible] গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পুলিশকে দুইবার ফাঁকা আওয়াজ করিতে হয়। সন্ধ্যা [illegible] হইতে প্রাতঃ ৬টা পর্য্যন্ত কেহ গৃহের বাহির হইতে পারিবে না, কমিশনার এই মর্ম্মে ১৫ দিনের জন্য সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন। বাহির হইতে অতিরিক্ত পুলিশ আনা হইতেছে এবং আশঙ্কাজনক অঞ্চলে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারায় ১৬ জনকে এপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত শুক্রবার প্রাতে তাজিয়া মিছিল লইয়া দিল্লীতেও দাঙ্গা ঘটে। সিয়া মুসলমান ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্রায় ২৫ জন লোক আহত হইয়াছে। সিনিয়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্কট আহত হইয়াছেন। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জুমা মসজিদের নিকট একটি দোকানে হানা দিয়া পুলিশ ৪টী পিস্তল, ২০খানা তরবারি এবং ১টি বন্দুক পাইয়াছে।

[illegible] একজন কনেষ্টবল একজন টাঙ্গাওয়ালার নিকট একখানি তরবারি পায়। টাঙ্গাওয়ালার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া [illegible] দোকানে হানা দেওয়া হয়।

বোম্বাই-এর অবস্থা অনেকটা উন্নতির দিকে। আর নূতন হাঙ্গামা ঘটে নাই। পূর্ব্বে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন শুক্রবার মারা গিয়াছে। ইহা লইয়া নিহতদের সংখ্যা ১১ হইল। মোট আহতদের সংখ্যা ৯৫। গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের গ্রেপ্তার এখনও চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত ১৯৫০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জরুরী আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন। যাহাতে দুষ্ট লোকে অলীক গুজব প্রচার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বেতার ষ্টেশন হইতে দাঙ্গা সম্পর্কীয় সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দোকানপাট প্রায়ই বন্ধ। সান্ধ্য আইন বলবৎ আছে।

তিনটি সরকারী গবেষণা বৃত্তি

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রেস অফিসার জানাইতেছেন :—

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এবং বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে সরল বাঙ্গলায় এইরূপ পুস্তক ও পুস্তিকা লেখার জন্য মাসিক ৭৫ টাকা করিয়া তিনটী গবেষণা বৃত্তি দেওয়া হইবে। বৃত্তির কাল এক বৎসর; কিন্তু গবেষণার জন্য যদি আরও অধিককালের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উহার কাল তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাড়ান চলিবে।

দরখাস্ত করার সময়ের তিন বৎসরের মধ্যে যিনি কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ বা উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন, তিনিই এই বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। কি বিষয়ে গবেষণা করিতে চাহেন আবেদনকারীকে তাহা আবেদনে নির্দ্দিষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী গবেষণা করিতে চাহেন, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ যে তাঁহাকে গবেষণার সুযোগ দিতে সমর্থ ও রাজী আছেন তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ না করিলে কি সর্ত্তে ও অবস্থায় তিনি গবেষণা করিতে চাহেন তাহা জানাইতে হইবে।

প্রত্যেক আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত ঘোষণাপত্র দিতে হইবে যে, মনোনীত আবেদনকারী গবেষণাকালের মধ্যে অন্য কোন কাজ করিতে পারিবেন না, পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, বা অন্য কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না।

আবেদনকারী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বশেষে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার অধ্যক্ষের মারফৎ ১০ই মে বা তৎপূর্ব্বে দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তের ফরম নিম্ন-ঠিকানায় পাওয়া যাইবে :—ডিরেক্টর অব. পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের পারসনাল এসিষ্ট্যাণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা যথাযথভাবে দরখাস্ত না করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

যে কর্ত্তৃপক্ষের মারফৎ দরখাস্ত প্রেরিত হইবে তিনি প্রস্তাবিত গবেষণায় কত সময় লাগিবে তৎসম্বন্ধে একটি নোট দিবেন।

আবেদনকারীকে বাঙ্গালী বা বাঙ্গলা দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইতে হইবে।

পণ্ডিচেরীতে জনতার উপর সৈন্যদের গুলীবর্ষণ

ডক শ্রমিক হাঙ্গামার ফলে গত ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যাকালে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক গুলী-বর্ষণের ফলে শহরে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। গুজব যে, ১০।১২ জন নিহত ও প্রায় ১০০জন আহত হইয়াছে।

ফরাসী ভারতের শ্রমিক ইউনিয়নের [illegible] চীফ সেক্রেটারী মিঃ মেনার্ড প্রেস প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই।

মারপিট ও লুটতরাজের সংবাদ এখনও পাওয়া যাইতেছে।

স্থানীয় এক এডভোকেটের একখানি মোটর গাড়ী চুরমার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। অনেক বাড়ীতে এবং একটী ছাপাখানায় ইটপাটকেল বর্ষিত হইয়াছে।

তথাকার অবস্থা সরকারীভাবে ফ্রান্সে উপনিবেশ সচিবের নিকট তার করিয়া জানান হইয়াছে। গবর্ণর মালাবার সফর বাতিল করিয়া দিয়া ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় তথায় পৌছিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবারে যে শ্রমিক হাঙ্গামার ফলে পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়, [illegible] লোক নিহত ও বহু আহত হয়—এই শহরে আতঙ্কের ভাব এখনও বিদূরিত হয় নাই। বহুসংখ্যক ঠিকাদারের (কনট্রাক্টর) বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখনও ইট পাটকেল ছোড়া চলিয়াছে, এখনও লোকের বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। সেদুভারাজু চেট্টির একটী ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই। হাসপাতালে যে সকল আহত লোকদিগকে পাঠান হইয়াছে তাহাদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

রায় বাহাদুর কে, সি, সেনের স্কুল পরিদর্শন

অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রায় কে, সি, সেন বাহাদুর গত ২৩শে এপ্রিল শনিবার শ্রীধাম মায়াপুরের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বহু শিক্ষাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। [illegible] প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারীজীর সৌজন্য বিশেষ প্রশংসাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ-আলবার
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶৹
২২ ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷৹
২৭। মুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
সাধনতত্ত্ব ৵৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৷৶৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৵৹
৮৪। শরণাগতি ৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

-:০:-

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ;
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

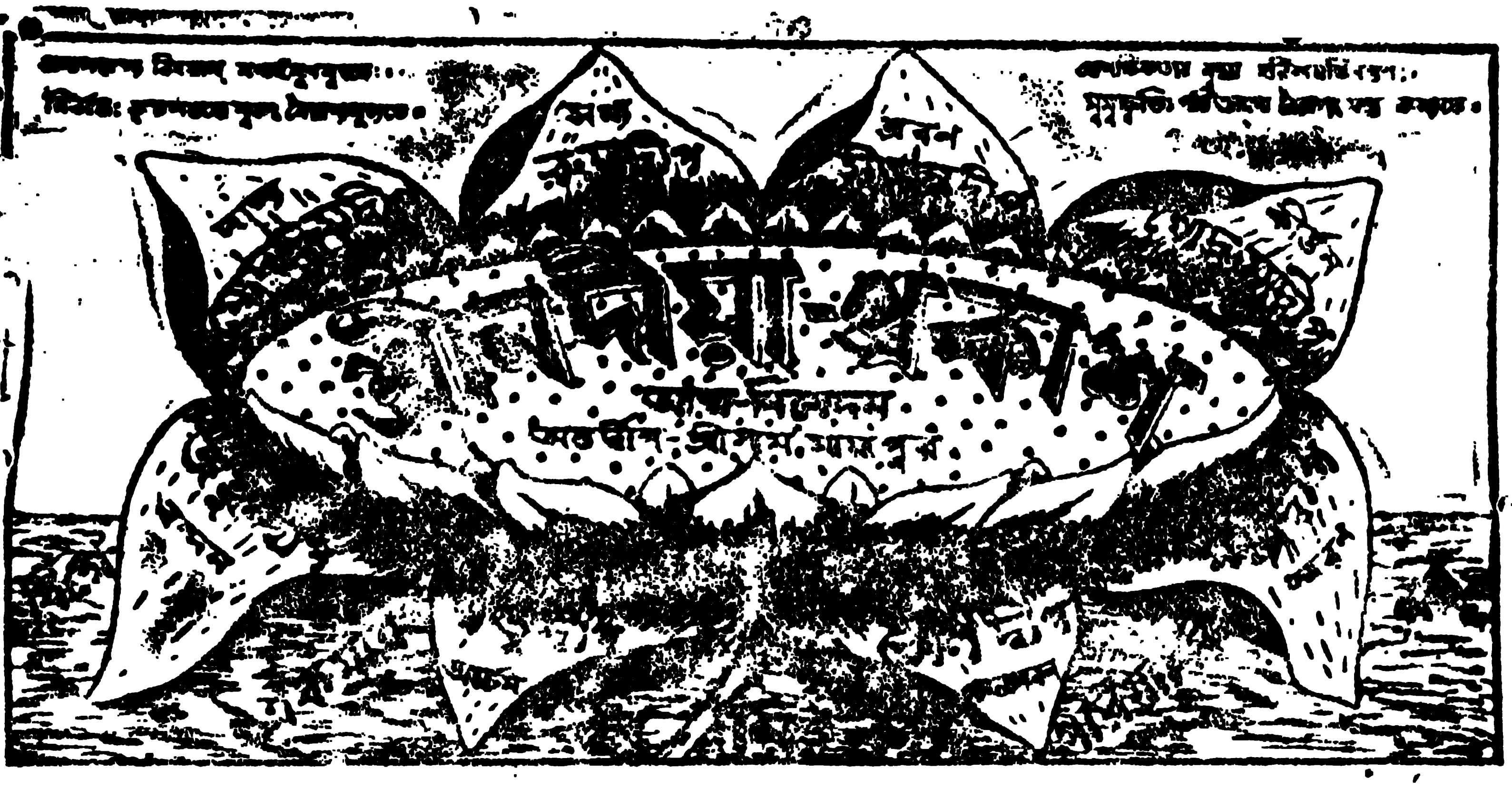

১০ম বর্ষ ১২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৩ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৬শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৪৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

হরিদ্বার-সংবাদ

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় হরিদ্বারে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন ... উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নেতৃত্বে ব্রহ্মচারিবৃন্দ এই উৎসব এবং প্রদর্শনীর যাবতীয় অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।

উৎসব ও প্রদর্শনীর কার্য্যাদি সমাপনান্তে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দিল্লীতে রওনা হন। তথায় হরিকথা প্রচারাদি করিয়া তিনি শ্রীধাম-বৃন্দাবন গমন করেন। তথায় মঠের সেবাকার্য্যাদি পরিদর্শন ও সেবকগণকে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিয়া গয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজও হরিদ্বারের উৎসবাদি সমাপনান্তে মঠের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও হরিকথা প্রচারের জন্য ডেরাডুন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে পরে স্বামীজীর রেণুকাভিমুখে যাইবার কথা আছে।

মেদিনীপুরে প্রচার

৭।৪।৩৮ তারিখে মেদিনীপুর পাঁচবেড়্যা গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৮।৪।৩৮ তারিখে স্বামীজী মহাডোল নামক স্থানে গমন করেন। তথায় রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহের স্তবাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৯।৪।৩৮ তারিখে শ্রীরামনবমী-তিথিতে মহাডোলে শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় হইতে শ্রীরামলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১০।৪।৩৮ তারিখে মহাডোলস্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১১।৪।৩৮ তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মহাডোলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথু উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ১১।৪।৩৮ তারিখে মেদিনীপুর জেলাস্থ মহাডোলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৫।৪।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী মহাডোল হইতে প্রতাপপুর নামক গ্রামে গমন করেন। তথায় উক্ত দিবস স্থানীয় শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে যশোদামাতার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

চাঁদপুরে প্রচার

গত ২৪শে চৈত্র (১৩৪৪) ইং ৭।৪।৩৮ তারিখে চাঁদপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি মহাপাত্র মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসম্মিলনীর কএকজন সেবক শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর অনুগমনে তথায় উপস্থিত হন।

পূর্ব্বাহ্নে "মানবজীবনের কর্ত্তব্য" বক্তৃতার বিষয়রূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় একটী সভার অধিবেশন হয়। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সম্মিলনীর সেবক শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা মানব ও মানবেতর প্রাণীর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর পণ্ডিত ব্রহ্মচারীজী ওজস্বিনী ভাষায় বহুবিধ সুযুক্তিপূর্ণ বিচারদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান-নির্ণায়ক জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের উপদিষ্ট আত্মজিজ্ঞাসাবৃত্তিই যে মনুষ্যত্ববিকাশের চরমপন্থা ও শ্রীভগবানে শরণাগতি যে মানবজীবনের একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দুই ঘণ্টা যাবৎ একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা-দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। মহামন্ত্রকীর্ত্তনান্তে সেদিনকার সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয়দিবস বিশেষ সেবাকার্য্যানুরোধে ব্রহ্মচারীজী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিলে শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় আত্মজিজ্ঞাসুর শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অভিগমনপ্রকার, বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণান্তে বিষ্ণুপূজায় নরমাত্রেরই অধিকার, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামানুশীলন ব্যতীত নাম কেবল নামাপরাধ, শুদ্ধদেবকাত্মারই পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লভ্য, অতএব সেবালালসাই তাহার একমাত্র মূল্য, শ্রীমহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব-সেবা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সুদীর্ঘ ২॥০ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় পদাবলী কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভাস্থ শুশ্রূষুগণের মধ্যে জমিদার শ্রীযুত অধরচন্দ্র পাল, শ্রীযুত শশিশেখর পাল, শ্রীযুত চিন্তামণি মহাপাত্র, শ্রীযুত পঞ্চানন মহাপাত্র, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মাইতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বালক ও কোলাহল

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সৌভাগ্য সকলের হয় না। তাহা বহু সুকৃতিসাপেক্ষ। কুকুর জগতে প্রভুভক্ত, প্রভুশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। কিন্তু অবস্থায় কাহাকেও কামড়াইলে তাহার জীবনের আশা করা যায় না। জলাতঙ্কে প্রতি বৎসর বহু ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইরূপ যাহারা কামকোলাহলরূপ হলাহল পানে ব্যস্ত, মৃত্যু তাহাদিগকে গ্রাস করিবেই; ভক্তসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কোলাহল ব্যতীত জীবের পরম প্রয়োজন লাভের দ্বিতীয় পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই ও হইবে না। তাই গৌরশক্তি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ লোক-শিক্ষার্থ গাহিয়াছেন—

কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহসুখ ছাড়ি'
নানা লতা-তরু-তলে॥
শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মধুসূদন স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৪২

ভগবদ্দর্শন

——::(●)::——

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস 'ভক্তিযোগেন অমলে মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতে পূর্ণং পুরুষং অপশ্যৎ' —অর্থাৎ ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে পূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন। এস্থলে ভক্তিই যে ভগবদ্দর্শনলাভের একমাত্র যোগসূত্র, 'ভক্তেরেবৈনং দর্শয়তি' ইহা স্ফুটরূপে প্রমাণিত হইতেছে। ভক্তিযোগব্যতীত চিত্ত নির্ম্মল হয় না, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত বা নিশ্চলীকৃত হয় না। সুতরাং ভগবদ্দর্শনলাভ সুদূরপরাহত। ভক্তিবিমুখ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি ঔপাধিক অভ্যাসাবলম্বনে চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইবার পরিবর্ত্তে আরও ঘনীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে "গোলোক এব নিবসতি" (ব্রহ্মসংহিতা ৩৭ শ্লোক) বলিয়া স্তব করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিতেছেন, —যদিও তিনি গোলোকে বাস করেন, যদিও তিনি অচিন্ত্যগুণস্বরূপ তথাপি তাঁহাকে দর্শন করা যায়। তিনি প্রাকৃত কবির কল্পনা-প্রসূত বাস্তব নামরূপগুণপরিকরলীলাদি চিন্ময়বৈশিষ্ট্যপারশূন্য কোন কাল্পনিক তত্ত্ব-বিশেষ নহেন। তিনি প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তি-নেত্রের দর্শনের বিষয়ীভূত হন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুর্বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-লিখিত এই শ্লোকের তাৎপর্য্যটি এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনীয় বলিয়া আমরা এস্থানে তাহা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

তাৎপর্য্য :—"শ্যামসুন্দর-রূপই—কৃষ্ণের অচিন্ত্য যুগপৎ সাবিশেষ-নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধ রূপ; সাধুগণ ভক্তিসমাধিতে স্বীয় হৃদয়ে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। শ্যামরূপটি জড়ীয় শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্য সুখদ বর্ণ; জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্‌" ইত্যাদি ব্যাসসমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—পূর্ণপুরুষ, কেবল ভক্তি-ভাবিত সমাধির আসন-স্বরূপ ভক্ত-হৃদয়ে উদিত হন। ব্রজে প্রকটসময়ে ভক্ত ও অভক্ত, সকলেই এই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল ভক্তগণমাত্র ব্রজপীঠস্থ কৃষ্ণকে হৃদয়ের ধনমধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভক্তগণ সেরূপ চাক্ষুষদর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিত হৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। চৈতন্যময় শুদ্ধ-বিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু; তাহা ভক্তির অনুশীলন দ্বারা যে পরিমাণে স্ফূর্ত্তি হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধদর্শন হয়। সাধনভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্দর্শন হয়। হৃদয়ের অর্থাৎ সেই-সেই ভক্তির তারতম্যাধিকারগত হৃদয় দর্শন হয়। মূল কথা এই যে, শ্যামসুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি কাল্পনিক নয়; তাহা সমাধিচক্ষে দৃষ্ট হয়।"

ভক্তিযোগসমাধি ব্যতীত অন্য উপায়ে দর্শন করিতে গেলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে কৃষ্ণ-দর্শনের বিবর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইবে। কালিয়হ্রদের মৎস্যজীবী ধীবরকেও পাঁচ-মিশালী লোকের ধারণার অনুবর্ত্তী হইয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া দর্শন করিয়া ফেলিতে হইবে! শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ 'অধোক্ষজ' শব্দ কীর্ত্তনের অভীষ্ট না বুঝিয়া অজ্ঞজ্ঞানে প্রতারিত হইতে হইবে। বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব ব্যতীতও অন্যত্র বাসুদেবাধিষ্ঠান সম্ভব—এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ব্রহ্মা স্বীয় অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী ভগবানের স্তব করিয়া বলিতে-ছেন—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্‌।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

[হে নাথ! (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণান্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজ জনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব ভাবানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।]

শ্রীভগবান্‌ ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃদয়েই নিত্য বিরাজমান্‌ থাকেন, সেস্থান হইতে আর অন্যত্র গমন করেন না। যে পথে তিনি ভক্তের হৃদয়-কমলে আসিয়া আবির্ভূত হন, সেই পথটী সাধনভক্তিপথ, তাহা শ্রীগুরু-মুখে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণাদিজাত শুদ্ধচিত্তেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হন। সেই প্রেমই কৃষ্ণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন।

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন", 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' প্রভৃতি গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যেও ভক্তিই তাঁহাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়াছেন। এই ভক্তিযোগের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১১-১২) বলিতেছেন—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে

শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস পূর্ব্ববর্ত্তিশ্লোকত্রয়ে বলিয়া অতঃপর বক্ষ্যমাণ শ্লোকে বলিতেছেন—হে মাতঃ, ত্রিবিধ ভক্তই সগুণ, এতদ্ভিন্ন নির্গুণ শুদ্ধভক্তি আছে। আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণরহিতা।

ঐরূপ নির্গুণ ভক্তিযোগলক্ষণোদয়ে শ্রীভগবদ্রূপকে দৃশ্য করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার অধোক্ষজত্ব ও জীবের তাঁহার দৃশ্যত্ব বিচার আসিয়া ভগবান্‌ আমাকে কিভাবে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, আমার কোন্‌ রূপ তাঁহার দর্শনীয়, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া প্রাকৃত দ্রষ্টাহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের সম্যক্‌ অনুশীলন আরম্ভ হয়। তাহাতে বাচক শ্রীনাম কৃপা করিয়া তাঁহার বাচ্য 'নামী' স্বরূপ প্রদর্শন করেন। বাচক নামানুগত্য ব্যতীত বাচ্য নামীর দর্শন-প্রয়াস বিবিধ অনর্থেরই আবাহন করিয়া থাকে। ইহারই নাম আরোহ বা অশ্রৌতপন্থা। অবরোহ বা শ্রৌতপথেই শ্রুতেক্ষিতপথ ভগবানের সন্ধান-লাভ সম্ভব হইয়া থাকে। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্‌ ভক্তের হৃদয়েই সতত বিরাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পাইতে চাহিলে তাঁহার ভক্তের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণেই সর্ব্বসুমঙ্গল প্রকাশিত হয়। সেই ভক্তে অনাদর করিলে আর রক্ষা নাই। ভক্ত ও অভক্ত বুঝিবার উপায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বিচার লইয়া।

——

বালক ও কোলাহল

(উপদেশক শ্রীযুত ভূদেব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

পাণ্ড্যরাজের জনৈক সভাপণ্ডিত স্বীয় বিদ্যাবলে সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বাৎসরিক কর আদায় করিতেন। তিনি প্রত্যেক সভাতেই নানাপ্রকার কোলাহল উত্থাপিত করিয়া বিবুধমণ্ডলীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এইজন্য তাঁহার নাম বিদ্বজ্জন-কোলাহল হইয়াছিল। পাণ্ড্যরাজ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সভার অমূল্য রত্নস্বরূপ জানিয়া পূজা করিতেন। কেহ তাঁহার অবমাননা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যামুনাচার্য্যের গুরু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যও তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। এক দিন ভাষ্যাচার্য্য টোলের ভার দ্বাদশ বৎসরের বালক যামুনাচার্য্যের উপর ন্যস্ত করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলে জনৈক কোলাহল-শিষ্য কর আদায় করিবার জন্য টোলে উপস্থিত হইয়া বলিল, ভাষ্যাচার্য্য কোথায় গেল? যামুনাচার্য্য তদ্রোচিত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" তচ্ছ্রবণে কোলাহল-শিষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রুক্ষভাবে উত্তর দিল, "জান না, আমি কোথা হইতে আসিতেছি? যাঁ'র বিদ্যাপ্রভায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য উদ্ভাসিত, যিনি বিবুধফণীগণের গরুড়স্বরূপ, যিনি সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ, পাণ্ড্যরাজ যাঁহার দাসানুদাস, যাঁহাকে কর প্রদান না করিলে বিষময় ফল ফলে, আমি সেই মহানুভব দিগ্বিজয়ী বিদ্বজ্জন-কোলাহলের প্রিয় সৌভাগ্যশালী

শিষ্য। তোমার গুরুর কি বৃদ্ধাবস্থাবশতঃ পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? তিন বৎসরের কম বাকী আছে, জান না? তিনি কি শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে ইচ্ছা করেন?" যামুনাচার্য্য গুরু-নিন্দা-শ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় ঘৃণার সহিত কোলাহল-শিষ্যকে বলিলেন, "ছিঃ! ছিঃ! মূর্খের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি। মূর্খের শিষ্য মূর্খ ভিন্ন আর কি হইবে? ফলেন পরিচীয়তে। তোমার গুরুর যে কতদূর পাণ্ডিত্যের গন্ধ তাহা তোমার মত সৌভাগ্যশালী শিষ্যকে দেখিয়া পরিচয় পাইয়াছি। যে গুরু শিষ্যকে দাম্ভিকতা শিক্ষা দেয়, যে গুরু শিষ্যের দিব্য-জ্ঞানে বাধা প্রদান করে, সে গুরু সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য। তার্কিক শৃগালকে পরাজিত করিবার জন্য বাদিসিংহ মদীয় গুরুবর্য্যকে আহ্বান করিয়া তুমি মহামূর্খতা প্রকাশ করিয়াছ। তোমার পণ্ডিতাভিমানী গুরুকে গিয়া বল, মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের জনৈক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিষ্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে চাহে। যদি শক্তি ও সাহস থাকে অনতি-বিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করুক; আমি প্রস্তুত আছি।" কোলাহলশিষ্য গুরুসন্নিধানে ক্রোধ-কম্পিতস্বরে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা নিবেদন করিল। কোলাহল প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়ঃক্রম শ্রবণে অদ্ভুত হাস্য করিতে লাগিল। "বালক! বালক! তাহার সহিত প্রতিযোগিতা আমার শোভা পায় না।"

রাজসভায় অন্যান্য পণ্ডিতগণ কহিলেন, ভাষ্যাচার্য্যশিষ্য বালক-স্বভাবসুলভ চপলতা করিয়াছে, না সত্য সত্যই তর্ক করিবার শক্তি ধারণ করে তাহা মহারাজের বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য বিষয় হউক। পাণ্ড্যরাজ পুনরায় সত্য ঘটনা জানিবার জন্য বালকের নিকট আর একটী লোক প্রেরণ করিয়া বলিলেন, যদি বালক তর্কপ্রার্থী হয়, তাহাকে লইয়া আসিবে। মূর্খের মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

রাজদূত … হইলে বালক উত্তর করিল, আমি রাজাজ্ঞা-পালনে পশ্চাৎপদ নহি। আমি যখন পণ্ডিতের ন্যায় পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিতে যাইতেছি তখন মহারাজকে গিয়া বল, পণ্ডিতের যোগ্য সম্মানে তাঁহাকে লইয়া যাউন। নচেৎ বিদ্বজ্জন-কোলাহলকে এখানে প্রেরণ করুন।

মহারাজ দূতমুখে সমস্ত বার্ত্তা অবগত হইয়া বালককে আনিবার জন্য একশত প্রহরীর সহিত একটী বহুমূল্য শিবিকা পাঠাইয়া দিলেন। ভাষ্যাচার্য্য গৃহে আসিয়া যামুনাচার্য্যের অদ্ভুত সাহসের কথা শ্রবণ করিয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূপাতিত হইয়া চেতনাশূন্য হইলেন এবং জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্য যামুনাচার্য্য তাঁহাকে বারবার সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন; বলিলেন, আপনার প্রসাদে আমি নিশ্চয়ই কোলাহলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক বালক যামুনাচার্য্য শিবিকা-রোহণে চলিতেছেন। পথিমধ্যে অদ্ভুত বালককে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই বালককে জয়ী হও এবং দাম্ভিক কোলাহলের গর্ব্ব চূর্ণ হউক, এইরূপ বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজসভা পর্য্যন্ত আগমন করিলেন।

রাজা ও রাণীর যামুনাচার্য্যের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন, 'মূষিক যেমন বিড়ালের নিকট প্রাণ হারায় তদ্রূপ এই বালকও কোলাহলের নিকট পরাস্ত হইবে।' রাণী কহিলেন, 'হে রাজন্, ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন বৃহৎ তুলারাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ বালকও কোলাহলের গর্ব্বগিরির চূড়া ভূমিসাৎ করিবে।' রাজা কহিলেন, 'স্ত্রীলোক অল্পবুদ্ধি, কোলাহলের পাণ্ডিত্য কি বুঝিবে? সুন্দর-ছেলেটিকে দেখিয়া তোমার বাৎসল্য-ভাবের উদ্দীপন হইয়াছে'। রাণী তদুত্তরে কহিলেন, 'আপনি দেখিবেন, আজ কোলাহলের গৌরব-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইবে এবং নবীন বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ প্রভায় সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' তখন উভয়েই পণ রাখিলেন।

রাণী বলিলেন, আমার পণ রহিল—যদি বালক পরাস্ত হয় তাহা হইলে আমি আপনার ক্রীতদাসীর ক্রীতদাসী হইব। রাজা বলিলেন—বালক যদি জয়ী হয় তবে আমি তাহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিব।

বালক যামুনাচার্য্য শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া রাজা, রাণী ও সভাসদ্‌গণকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাকে ক্ষুদ্রকায় ও অল্পবয়স্ক দেখিয়া কোলাহল 'হো হো' করিয়া হাসিতে হাসিতে রাজ্ঞীকে তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, 'আলওয়ান্দার' অর্থাৎ এই বালক কি আমাকে জয় করিতে আসিয়াছে?' রাণী উত্তর করিলেন,—'আলওয়ান্দার', হাঁ ইনিই আপনাকে জয় করিতে আসিয়াছেন;

বালকজ্ঞানে কোলাহল যামুনাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ অমর-কোষ ও পরিশেষে কঠিন কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বালক অবলীলাক্রমে তাহা উত্তর দিতে লাগিলেন এবং কোলাহলকে কহিলেন, আপনি আমাকে বালক দেখিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন! এতদ্দ্বারাই আমি আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছি। আপনি কি আকার দেখিয়া পণ্ডিত বা ভক্তের তারতম্য নির্ণয় করেন? আপনার যুক্তি অনুসারে একটা বৃহৎকায় অনড়ুহন বা ষাঁড় আপনা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত। আপনি একজন মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের অসারতা দেখিয়া সে ধারণা নষ্ট হইয়াছে। কোলাহল কহিল, বাঃ! বেশ উত্তর দিয়াছ, এখন তুমি প্রশ্ন কর।

আপনার পাণ্ডিত্যের গভীরতা নির্দ্ধারণ করিলাম। এখন আমার মতত্রয় খণ্ডন করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে নিজ পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।

প্রথম প্রশ্ন -আমি বলিতেছি,—আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন, ইহা খণ্ডন করুণ।

বালকের প্রথম প্রশ্নেই কোলাহল নীরব হইল। মাতা বন্ধ্যা হইলে আমার জন্ম অসম্ভব। অন্যায় ও অসম্ভব প্রশ্ন করিয়াছ! কোলাহল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম দেখিয়া যামুনাচার্য্য দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন—আমি বলিতেছি—পাণ্ড্য-রাজ ধর্ম্মশীল, আপনি খণ্ডন করুন।

কোলাহল বালকের বাক্‌চাতুর্য্যে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কি বলিবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাজাকে অধার্ম্মিক বলিলে তাহার প্রাণ থাকিবে না। তখন কোলাহল ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও পূর্ব্ববৎ দেখিয়া যামুনাচার্য্য তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন,—হে পণ্ডিতত্রাসকর কোলাহল, আমি বলিতেছি, রমণীকুলের গৌরবস্বরূপিণী মহারাণী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী, ইহা খণ্ডন করুন। কোলাহল ক্রোধে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া কহিলেন; কোন্ রাজভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি রাজা ও রাণীকে অধার্ম্মিক ও অসতী বলিতে পারেন? এই সকল ভুরভিসন্ধিমূলক প্রশ্নের উত্তর তোমাকে করিতে হইবে। নচেৎ তোমার রাজ-আদেশে প্রাণদণ্ড হইবে।

কালবিলম্ব না করিয়া আপনার মতের খণ্ডন আপনই কর। তখন কোলাহলপক্ষীয় লোকেরা ধন্য ধন্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে দর্শকবৃন্দ বলিতে লাগিলেন, কোলাহল ইতঃপূর্ব্বেই পরাজিত হইয়াছেন। কারণ তিনি যামুনাচার্য্যের মতত্রয় খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ক্রোধ পরাজয়ের লক্ষণ। এইরূপে চারিদিকে কোলাহল হইলে যামুনাচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আপনারা স্থির হইয়া মতত্রয় খণ্ডন শ্রবণ করুন। হে পণ্ডিতাভিমানিন্ কোলাহল, আপনি আমার এই তিনটি সরল মত খণ্ডন করিতে পারিলেন না!

প্রথমতঃ আপনার মাতা পুত্রবতী হইলেও বন্ধ্যা, কারণ তিনি একপুত্রা। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, নারীর কেবল এক-মাত্র পুত্র তিনি অপুত্রা বা বন্ধ্যা বলিয়া গণ্যা। "অপুত্র এক-পুত্র ইতি শিষ্টপ্রবাদাৎ" (মনু ৯ অঃ ৬১ শ্লোক মেধাতিথি ভাষ্য)।

দ্বিতীয়তঃ —কলিতে ধর্ম্ম একপাদ ও অধর্ম্ম ত্রিপাদ।

সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ॥

(মনু ৮অ ৩০৪)

অর্থাৎ প্রজাপালক রাজা প্রজাগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হয়েন ও প্রজাপালনাক্ষম হইলে তাঁহাদের পাপেরও ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা যতই সুশাসক হউক না কেন, প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক করিতে পারিবেন না। কলির প্রভাবে প্রজারা স্বভাবতঃই অধর্ম্মশীল। সুতরাং প্রজাবর্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত অধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ রাজাকে গ্রহণ করিতেই হয়। কলির রাজা কেমন করিয়া ধার্ম্মিক হইবে? শাস্ত্রই তাঁহার প্রমাণ দিতেছে।

তৃতীয়তঃ—

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ সধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ সবরুণঃ সমহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥

(মনু ৭ অঃ ৭)

অর্থাৎ রাজা সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং ইন্দ্র অষ্টদিক্‌পালগণের অংশ বলিয়া কথিত সুতরাং রাণীও অষ্ট-দিক্‌পালের পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে সতী বলিব কি করিয়া?

যামুনাচার্য্যের এই মনোহর খণ্ডনচাতুর্য্য শ্রবণে সকলেই তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 'আলওয়ান্দার আলওয়ান্দার' এই বালক কোলাহলকে পরাজিত করিয়াছেন। তদবধি যামুনাচার্য্য 'আলওয়ান্দার' নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজা পরম সমাদরে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়া পাতিজ্ঞা পালন করিলেন এবং পণ্ডিতম্মন্য মূঢ়াত্মা কোলাহলকে যামুনাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আলওয়ান্দার তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অতিশয় দক্ষতার সহিত বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করিয়া সুশাসনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিদেবীর মহিমা, বিষ্ণুভক্তের সর্ব্বোত্তমতা সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহারই দ্বিতীয়স্বরূপ বলিয়া জগতে বিখ্যাত।

বর্ত্তমানে জগতে শ্বা অর্থাৎ কুকুরের কোলাহলে বহু লোক সমবেত হয়, কিন্তু ভক্তের কৃষ্ণ-কোলাহলে যোগদান করিবার

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, ... আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-শাস্ত্রপ্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ-মুদ্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রী... ব্রজবাসী ...

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় ... ভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয় বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণস্বরূপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বাউগাছি, পোঃ জাগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীরামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ... কৃষ্ণপুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়ীগাছা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২৯৩নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীদামোদর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৩

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নীমগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৯শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৭।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
সেনোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাবাবি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০।৵০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৵০
কাবকোরা সাদা	৯।০
নগরপুর সাদা	৮।০—৯৵০
তারপুর লাল	—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বাট	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদিবাট	৫২।০

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৪১।০
বাজার দরের সরল—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
পালাই	১৸৵০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

কলম	৫৭৲
গাওয়া	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
[illegible]	৪৪৲
পাতিভাব	৩৪।০

তার	৪৩৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গাঁজা	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ করগেট ২৪ • গেজ	১০৲

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

মাদের সোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আমের করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ কাইন	৪০৲
চাবার্ণ কাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী বেনী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
গুটি খয়ির	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১॥০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৶
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, গজাল	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭॥০
রড	৬৸০—৭৸০
বুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৬।০
চটকলের হালদণ ৫৵০, পাটের হালদণ ৬।০	
তুলার হালদণ ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোহালপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

—:(:০:): —

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামচু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুসুরের দাল (?) দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল, মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯৲

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

৫ প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪॥০	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
যাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ১০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়াবাসীর একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের হস্তাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্ত্তৃক পরিচালিত।

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৮, বুধবার [৪৮শ সংখ্যা)

বিবিধ সংবাদ

——(●(:●:)●)——

অস্থায়ী লাট নিয়োগ সমস্যা

মিঃ ডেনকে উড়িষ্যার অস্থায়ী গবর্ণর পদে নিয়োগ করায় কংগ্রেস যে প্রতিবাদ করেন তাহাতে এবং গান্ধী-বড়লাট আলোচনার ফলে ইহাই স্থির হইয়াছে বলিয়া জানা [illegible] যে, অতঃপর আর কোন [illegible] নিযুক্ত সিভিলিয়ানকে সেই সইতে [illegible] গবর্ণর পদে নিয়োগ করা হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এরূপ নিয়োগ করা উচিত নয়। এই কথা বিবেচনা করিয়াই চারমাসের জন্য সংযুক্ত প্রদেশের সিভিলিয়ানকে মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর পদে, বিহারের গবর্ণরকে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণর পদে এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের একজন [illegible] বিহারের গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু উড়িষ্যার গবর্ণর পদে কাহাকে নিয়োগ করা যায় তাহা লইয়া নাকি কর্ত্তৃপক্ষ মুস্কিলে পড়েন। অনেক বিবেচনার পর মিঃ ডেনকেই নিয়োগ করা [illegible] বলিয়া স্থির হয়; কারণ তিনি সিভিলিয়ানদের মধ্যে অতি প্রাচীন, তাহাড়া তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে। অস্থায়ী গবর্ণররূপে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পরই তিনি ছুটি লইয়া বিলাত যাইবেন এবং সেই ছুটি অন্তেই তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন। কাজেই আর তিনি কাজে যোগ দিতেছেন না।

যে অবস্থায় পড়িয়া মিঃ ডেনকে উড়িষ্যার অস্থায়ী গবর্ণর পদে নিয়োগ করিতে হইয়াছে বড়লাট গান্ধীজীকে নাকি সে সকল বুঝাইয়া দেন এবং এই আশ্বাস দেন যে, উড়িষ্যার মন্ত্রীদের প্রতি কোন অবজ্ঞা দেখাইবার [illegible] নাই। খুব সম্ভব এই প্রতিশ্রুতি গবর্ণরের মারফৎ মন্ত্রীদিগকে জানান হইবে।

মিঃ ডেন অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে উড়িষ্যার রেভিনিউ কমিশনারের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার মিঃ ই সি, এন-সর্জ্জ ২৬শে এপ্রিল তারিখে উড়িষ্যায় যাইবার কথা ছিল।

শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু

গত শুক্রবার ২২শে এপ্রিল সকাল বেলা চট্টগ্রাম মেলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সুরমা উপত্যকা সফরে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে বহু জন সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা প্রবাসী বহু বিশিষ্ট শ্রীহট্টবাসী ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিলেন। "শ্রীহট্ট সম্মিলনীর" পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ পালিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

আসামে পুনরায় ঘূর্ণিবাত্যা

নওগাঁ (আসাম) হইতে জনৈক সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন:—

গত ২০শে এপ্রিল অপরাহ্নে নওগাঁর উপর দিয়া জোরে একটা ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে; ফলে অসংখ্য গৃহ এবং শস্যের গোলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। জেলার দক্ষিণাংশে বহু গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে এবং টিনের চালা হইতে টিন উড়িয়া গিয়াছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। হাজার হাজার লোক গৃহহারা হইয়াছে। আর্ত্তদের সাহায্যার্থ সরকারী কর্ম্মচারী ও কংগ্রেসকর্ম্মীরা বিধ্বস্ত অঞ্চল অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

——

গয়ায় বিদ্যুৎ বর্জ্জন

গয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য বাড়াইবার ফলে গত ২১শে এপ্রিল হইতে সহরের অধিকাংশ লোক বিদ্যুৎ বর্জ্জন করিয়াছে। যাহারা বিজলীবাতি জ্বালাইত তাহারা মোমবাতি ও লণ্ঠন জ্বালায়। স্থানীয় উকীল সভার এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, বার লাইব্রেরী গৃহে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হইবে না। এই ব্যাপারে তথায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

——

বিহারে সুরাবর্জ্জনে বিভ্রাট

পাশী সম্প্রদায়ের মহেশ্বর রাম ও [illegible] রাম নামক দুই ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে এক নোটীশ প্রেরণ করিয়াছে যে, তাহারা সুরা বর্জ্জন আইন অমান্য করিয়া সত্যাগ্রহ করিবে। ইহাতে সিউয়ান অঞ্চলে একটা জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

পাশী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উপরোক্ত দুই ব্যক্তি অভিযোগ করিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জীবিকার্জ্জনের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা তাড়ি, মদ, গাঁজা ইত্যাদি বিক্রয় করিত; গবর্ণমেণ্টের বিধানে তাহা বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পাশী সম্প্রদায়ের জীবিকার্জ্জনের জন্য অপর কোন কর্ম্মের সংস্থান করিয়া দেন নাই, ইহাই নোটীশদাতাদের অভিযোগ। তাড়ি বিক্রয় এবং তাড়ি সংগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সমগ্র জেলার পাশীগণ বিপন্ন হইয়াছে; তাহাদের অনশনে মরিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহার প্রতিকারকল্পে তাহারা সত্যাগ্রহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। পাশী সমাজের সমস্ত লোকের নিকট আবেদন করা হইয়াছে, তাহারা যেন এই আন্দোলনে সহায়তা করে।

সুরাবর্জ্জন আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী এই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি সিউয়ান চলিয়া গিয়াছেন।

গত এক পক্ষ কালের মধ্যে বে-আইনী মদ চোলাই, তাড়ি সংগ্রহ এবং গাঁজা ভাঙ ইত্যাদির জন্য এই জেলায় মোট ৩৫টি মামলা দায়ের হইয়াছে।

——

চট্টগ্রাম পোর্টকমিশনার নির্ব্বাচন

চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার নির্ব্বাচনে [illegible] ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন সদস্য ভোট দিয়াছেন। নির্ব্বাচনে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এল বাকাওয়ালা, রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত দাস যথাক্রমে ৮০, ৭৫ ও ৬৮ ভোট পাইয়া কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি (বর্ত্তমান কমিশনার) পরাজিত হইয়াছেন। তিনি মাত্র ৬২টি ভোট পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাকাওয়ালাই সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়াছেন। মাত্র ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি সিন্ধিয়া কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড—৷৷৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরত-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
২৭। মুকুন্দমালা গৌরস্তব: (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৷৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ॥৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়: ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ১৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৪ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৭শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বুধবার } ৪৮তম সংখ্যা

গয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব

ষ্টেশনে বিশিষ্ট নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা

(তারের সংবাদ)

২৪শে এপ্রিল

গয়া হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় তারযোগে জানাইতেছেন—পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব প্রফেসর এন, কে, সান্ন্যাল ও পার্টিসহ গতকল্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। গয়া ষ্টেশনে জমিদার শ্রীযুক্ত মাধোলাল ঢেঁর মহোদয়, বহু উকিল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার ও অপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও অপর প্রচারকবৃন্দ অবিলম্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আগামী কল্য শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী, শ্রীযুত মধুমঙ্গলজী ও শ্রীযুক্ত ভক্তিবিলাস মহোদয় পাটনা হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

চয়ন

বোম্বাই সহরে গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতি

[ইংরাজী বম্বে ক্রনিকেল (১৮।৪।৩৮) হইতে গৃহীত ও অনূদিত]

যে গৌড়ীয়মিশন বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন তাহা ১৯১২ সালে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বাংলাদেশের শ্রীমায়াপুর নামক স্থানে প্রধান কেন্দ্ররূপে স্থাপিত হয়। মিশনের কার্য্য দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বর্ম্মা ও ইংলণ্ডে ৬৪টী মঠ স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ সকল স্থানে বিনা ব্যয়ে নিয়মিতরূপে পারমার্থিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বম্বে গৌড়ীয়মঠ যাহা এক্ষণে গোয়ালিয়র ট্যাঙ্করোডস্থিত কল্যাণদাস বিল্ডিং এ অবস্থিত তাহা ১৯৩১ সালে স্থাপিত হইয়াছে।

এই মিশনের উপরিউক্ত প্রেসিডেণ্ট আচার্য্যদেব গত ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ তৎস্থানে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান সভাপতির জীবন-চরিত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের—উক্ত মিশনের পূর্ব্ব আচার্য্যবরের আদর্শ এবং নিরপেক্ষ সেবক। তিনি তাঁহার প্রভুর কার্য্যাবলীর সহিত এরূপ পূর্ণভাবে নিজকে মিশাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁহার যত কিছু যোগ্যতা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত। তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্পাদিত প্রচুর সাহিত্যগ্রন্থ-রচনা-ব্যাপারে তিনি যে সকল সেবা করিয়াছেন তৎসমুদয়ই অন্তরঙ্গ সেবকের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া গণিত। শাস্ত্রসমুদ্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য গৌড়ীয়মিশনের পূর্ব্বাচার্য্যের অধস্তনের পক্ষে যোগ্যই হইয়াছে। আচার্য্যের আসনে তাঁহার অধিষ্ঠান হওয়ায় গৌড়ীয়মিশনের পারমার্থিক সাহিত্য-জ্ঞানের কোন প্রকার খর্ব্বতা হয় নাই।

অননুশোচনাকারী কুকর্ম্মিগণের ভীতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের বর্ত্তমানে ৪৪ বর্ষ বয়ঃক্রম সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি আজীবন আকুমার আদর্শ ব্রহ্মচারী এবং বালসুলভ দম্ভহীন সরল ব্যবহার এবং পার্থিব বিষয় হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার জন্য তিনি বিখ্যাত। অননুশোচনাকারী কুকর্ম্মিগণের ও কপটব্যক্তিগণের পক্ষে তিনি ভীতিপ্রদ, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ভগবানের অবিরোধী জনগণের পক্ষে অতি কোমল।

শ্রীল আচার্য্যদেব নিজের জীবনে ও আচরণে প্রকৃত আত্মধর্ম্মের শিক্ষাই প্রদান করিতেছেন। তাঁহার পারমার্থিক গুণাবলী ব্যক্ত করা কোন পার্থিব ভাষার দ্বারা সম্ভব নহে। যাঁহারা মনে করেন যে, আচার্য্যসঙ্গের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠের দ্বারা পরমার্থ লাভ হইতে পারে তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়-মিশনের পূর্ব্বাচার্য্যের এই সতর্কতা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, বাস্তব আচার্য্যের সাক্ষাৎ সঙ্গ ব্যতীত পারমার্থিক সত্য কোন দিনই লাভ হইতে পারে না। ঐরূপ আচার্য্যের পারমার্থিক ব্যক্তিত্বের স্থান কোন শাস্ত্রগ্রন্থ অধিকার করিতে পারে না।

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর অল্প কয়েক দিনের জন্য এক্ষণে বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্যপদে বৃত হইবার পর বোম্বাই সহরে এই তাঁহার প্রথম আগমন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন প্রফেসর এন্, কে, সান্ন্যাল এবং অল্প কয়েকজন ভক্ত। দিল্লী হইতে গতকল্য প্রাতে তিনি বম্বে পৌঁছিয়াছেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচনের জন্য তিনি তথায় শুভাবতরণ করিয়াছিলেন। বোম্বাইএ তাঁহার আগমন অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক।

অপরাধ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়া নিত্যবস্তু হইতে চিরবঞ্চিত হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রাজ্ঞ ষড়্‌বেগজয়ী ধীর তাঁহারা অনিত্য বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত বলিয়া নিত্য বস্তুরই নিত্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্, ভক্তি ও ভক্তই নিত্য বস্তু।

যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাবৃন্দের, এমন কি, সমস্ত অবতার সমূহের মূল [illegible] প্রভুরও আশ্রয়, সেই সর্ব্বাবতারী [illegible]কৃষ্ণচন্দ্রকে যাঁহারা হৃদয়ে প্রেমরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন এবম্বিধ বৈষ্ণব মহাভাগবতের শ্রীচরণে অপরাধ সকলের পক্ষেই অতীব ভয়ঙ্কর, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না। বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মধুসূদন ভুত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

দুই একটি কথা

—::(০)::—

আমাদের অন্তরের খবর এজগতের কেউ জানে না বলিয়া জগতের লোকের সহিত চটুতা করার—অন্তরে বাহিরে পৃথক্ পৃথক্ ভাব দেখানোর অসুবিধা নাই। এজগতের প্রায় সকলেই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত। মুখে একরূপ বলা আর মনে অন্য চিন্তার নাম কপটতা। চেতনের বৃত্তি জাগ্রত না হইলে—নিরন্তর ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকলে এই কপটতা বা দ্বিভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, একনিষ্ঠতা বা ঐকান্তিকতা আসে না। সেইজন্য হরি-গুরুগণই নিষ্কপট, সেবা বা সেবোন্মুখতাই নিষ্কপটতা আর সেবাবাঞ্ছা ব্যতীত অন্যাভিলাষ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা প্রভৃতি সবই কপটতা। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণকীর্ত্তনই এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার অব্যর্থ মহৌষধ।

নির্ব্বোধ জগতের সঙ্গফলে আমরা নিজেরাও নির্ব্বোধ হইয়া প'ড়য়াছি এবং 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই অনুসারে পরম বিদ্বান্ ভগবদ্ভক্তগণকেও আমারই ন্যায় নির্ব্বোধ মনে ক'রতেছি। তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াও অপরাধবশতঃ তাঁহাদের প্রতি আদর হইতেছে না। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় এই অপরাধ বিনষ্ট হইলে সাধু, গুরু ও শ্রীনামে আমাদের আদর হইবে। সুতরাং অপরাধী আমাদের পক্ষে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের কৃপা-প্রতীক্ষায় অনুগত হইয়া উপদেশ পালনে রত থাকাই উচিত। নতুবা মঙ্গল সুদূর-পরাহত। আমরা মনে করি, বাহিরের ঠাটবাট ঠিক রাখিয়া আমরা গোপনে যতই অন্যায় কার্য্য করি না কেন, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা গোপনে যে অন্যায় কার্য্য করি তাহা সবই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ জানেন। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ এই তিনটীই অন্তর্যামী। সুতরাং তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। তাহাতে কাহাকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার অবস্থা হয় অর্থাৎ নিজেই ফাঁকি পাড়তে হয়। তাঁহারা আমাদের অন্তরের সব কথাই জানেন, তবে আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল সময় সব কথা স্পষ্টভাবে বলেন না, আকার ইঙ্গিতে আমা-দিগকে নানাভাবে সাবধান ক'রিয়া থাকেন। সপরিকর ভগবান্ প্রতি অণুপরমাণুতে আছেন, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সপার্ষদে অবস্থান করিয়া আমার সকল কার্য্যই লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য নাস্তিক আমি ইহা শুনিয়াও শুনিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না এবং তজ্জন্য আমার ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তিও জাগিতেছে না, ইতর কামনা-বাসনাও যাইতেছে না। কি দুর্দ্দৈব!

সঙ্গই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। অসৎসঙ্গে সংসার-বন্ধন, আর সৎসঙ্গে সংসার-নির্ম্মুক্তি বা ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হয়। সেইজন্য মহাপ্রভু অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণব আচার, এই কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্তগণই অসৎ। এই অসৎসঙ্গ রাখিয়া সৎসঙ্গ করা যায় না। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ বন্ধন ও মোহ উপস্থিত হয় অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে তারা সেরূপ হয় না। তাই ভগবদ্-ভজনকামী কেহই কামিনীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গ করেন না। এই স্ত্রীসঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ এবং ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ পতি, পুত্র, গৃহ এবং প্রমদারূপিণী মায়া আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহা দৈবপ্রেরিত মৃত্যু-স্বরূপ জানেন।

এই স্ত্রীসঙ্গ নানাভাবে হইতে পারে। ভোক্তাভিমানে ভোগ্যদর্শনই স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রী-দর্শন। দেহ-মনের দ্বারা এই অচিত্তের বা অনিত্যবস্তুর সংশ্রবরূপ দুঃসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। ভগবদ্ভোগ্যবস্তুকে ভোগ্যজ্ঞান করিলে নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। সাধুগুরুকৃপা ব্যতীত এই কুদর্শন যায় না, বস্তুদর্শন বা সুদর্শন হয় না সত্য, তাই বলিয়া অসৎসঙ্গ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে না, এরূপ কথা নয়। ভক্তের এইরূপ ভোগ্যবুদ্ধি নাই। তাঁহারা সকলকেই গুরুবুদ্ধিতে ভগবৎসেবক-বুদ্ধিতেই দর্শন করেন। পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, বালক হউক আর বালিকাই হউক, যুবক হউক বা বৃদ্ধই হউক—প্রত্যেক জীবই কৃষ্ণশক্তি। সুতরাং এক কৃষ্ণশক্তির আর এক কৃষ্ণশক্তিকে—এক সেবকের আর এক সেবককে গুরুবুদ্ধিতে দর্শনই সুষ্ঠু দর্শন। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'। কিন্তু এই শাস্ত্রবাক্যের অপব্যবহার করিয়া যেখানে শক্তির শক্তিমান্ অভিমানে বা সেবকের ভোক্তাভিমানে অপর সেবকের প্রতি নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরা ভোগ্যবুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে কলে কৌশলে হরিকথার আবরণে বা সাধুর ভাণে স্বসুখ আদায়ের কপটতাময়ী চেষ্টা তাহা যোষিৎদর্শন বা যোষিৎ-সঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নহে। পুরুষাকারে, বালক-বালিকা আকারে যে যোষিৎসঙ্গ হয় না এরূপ নয়। যেখানে স্বসুখবাসনা, সেইখানেই এই দুঃসঙ্গ হইতে পারে এবং এই দুঃসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জীবকে আক্রমণ করিলে জীবের গুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি খর্ব্ব হয়—সেবায় ঔদাসীন্য আসিয়া পড়ে। পিতাই হউক বা মাতাই হউক, পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, বালক হউক বা বালিকাই হউক, কনক হউক, কামিনী হউক বা প্রতিষ্ঠা হউক, সবই এক একটি যোষিৎ—সবই কৃষ্ণের ভোগ্য। এই পরের জিনিষে লোভ ক'রলেই সর্ব্বনাশ। 'পরের সোনা দিও না কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্কা টানে।' দুর্ব্বল জীব আমাদের পক্ষে অসৎসঙ্গ মহাবিপজ্জনক। এই দুঃসঙ্গের প্রাবল্যে আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়—আমরা এত মোহগ্রস্ত হই যে, তজ্জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দুর্লভ সঙ্গ ত্যাগ করিতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হই না। মৃত্যু-জনক প্রেয়ঃ স্ত্রীসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গই তখন আমাদের সাদরে বরণীয় হয়। গুরুবৈষ্ণবের মঙ্গলময়ী কথা বা সঙ্গ তখন আমাদের রুচিকর হয় না। আমাদের বিপদ্ পদে পদে। সুতরাং আমাদের সকলেরই অসৎসঙ্গ হইতে সর্ব্বক্ষণ অনন্তকোটী যোজন দূরে থাকিয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করা বিশেষ আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেবের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, আত্মদর্শন বা নিজেকে সেবক-দর্শন সাধুগুরুকৃপায় যাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, সেইরূপ মাদৃশ অভিবদ্ধ জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎসঙ্গ করিতে যাওয়া যে কিরূপ অমঙ্গলজনক তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রই অনবিস্তর বুঝিতে পারেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

———

ভগবৎকৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্য বা ভগবদ্ভক্তি-লাভের প্রাথমিক কারণ। কিন্তু ইহাও গৌণ। মহতের কৃপাই এ বিষয়ে মূল-কারণ। শ্রীভগবান্ সদনুগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণদ্বারাই তিনি অন্যকে অনুগ্রহ ক'রিয়া থাকেন। এই সজ্জনগণই ভগবানের মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ। ভগবানের এই অনুগ্রহ সাধুর আকার ধারণ করিয়াই প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে। এই সৎসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি ত' দূরের কথা, শ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।

সুতরাং এই সাধুগুরুর কৃপা, সেবা বা সঙ্গই ভগবৎ-কৃপা, ভগবৎসঙ্গ বা ভগবৎ-সেবা লাভের একমাত্র উপায়। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা সপরিকর ভগবানের সেবা—বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা সর্ব্বতোভাবে করিয়া থাকেন। ভক্তসেবা বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেব ও ভগবানের সেবা হয় না। যেখানে গুরুভক্তের সেবার প্রতি ঔদাসীন্য, সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি সেবা বুঝিতে পারা যায় না। মহাপ্রভুর সেবা করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হয়। কিন্তু এই শ্রীগুরুসেবা একলা শ্রীগুরুদেবের সেবা নহে, তাহা সপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের সেবা—আচার্য্যানুগত্যময়ী প্রভুসেবা।

মুকুন্দের আরাধনা যেমন আবশ্যক, তদীয় ভক্তবৃন্দের আরাধনাও সেইরূপই আবশ্যক। নতুবা সুহৃত্তর দোষ উৎপন্ন হয়। যেখানে হরির আরাধনা হয় কিন্তু ভক্তের আরাধনা নাই সেখানে গুরুতর অপরাধ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং
দাম্ভিকাঃ স্মৃতাঃ।

(হরিভক্তিসুধোদয়)

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

অর্থাৎ যাঁহারা গোবিন্দকে আরাধনা করিয়া তদীয় ভক্তগণকে আরাধনা করেন না, তাঁহারা কখনও বিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র হইবেন না। তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া জানিতে হইবে।

মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তস্য চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

হে অর্জ্জুন, যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত তাঁহারা কখনও আমার ভক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদাদি ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ এই প্রহ্লাদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শ্রীনারদ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রদত্ত উপদেশে জানা যায়,—হে রাজন্, 'প্রহ্লাদ মহাভাগ্যবান্, আর তোমরা মন্দভাগ্য' এই বলিয়া বিষাদ করিও না। মনুষ্যলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবন্ত; যেহেতু যে সকল মুনি ভুবন পবিত্র করেন, তাঁহারা তোমাদের ভবনে সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তোমাদের গৃহে ঋষিদিগের আগমনের কারণ এই যে, তথায় শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম নরাকারে গূঢ় হইয়া সাক্ষাৎ বাস করেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—ওহে যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করেন না, তাঁহার দর্শনার্থে মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন না, তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের মাতুল-পুত্ররূপে অবস্থিত হন না এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। অতএব তোমরা সেই প্রহ্লাদাদি এবং আমাসকল হইতে ভূরি ভাগ্যবান্।

সর্ব্বদা অতিশয় সান্নিকর্ষ এবং মমতাধিক্যবশতঃ পাণ্ডবগণ অপেক্ষা কোন কোন যাদব অতিশয় শ্রেষ্ঠ। সমুদয় যদুগণ হইতে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ এবং এই উদ্ধব হইতে ব্রজদেবীগণ প্রধানা। যেহেতু এই উদ্ধব আগ্রহ সহকারে ব্রজদেবীগণের প্রেমমাধুর্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের পরমপ্রিয়। এই গোপীগণের মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং কৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। আমাদের শ্রীগুরুদেব ও শ্রীআচার্য্যদেব এই শুক্লাদি-রাধাদিরই নিজজন। আমাদের কি সৌভাগ্য! কিন্তু বড়ই দুর্দ্দৈব—

করি নীরে বাস   গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে।

অপরাধ

(উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, জড়বিষয়ে মদান্ধ জীব মদ্যপায়ীর ন্যায় নেশার ঝোঁকে করিতে পারে না এমন কুকার্য্য নাই। অর্থাৎ উদরভরণ ও কুটুম্বাদি পোষণ এবং দেহেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য চুরি, ডাকাতি, লাম্পট্যাদি অতিঘৃণ্য কার্য্য-সমূহও তাহারা করিতে দ্বিধাবোধ করে না, এবং তাহাদের মনে একটু বিচারও আসে না যে, এসকল অন্যায় কার্য্য সমূহ করায় ফলে তাহাদিগকে ইহজগতে ও মৃত্যুর পর জন্মজন্মান্তরে সেই সব বিকর্ম্মজনিত পাপফলস্বরূপ ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নরক ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, পাতক, অতিপাতক, মহাপাতক হইতেও একটী ভ্রান্তি ভীষণতম মহা অসুবিধার কথা—তাহার নাম অপরাধ।

পাপকার্য্যসকল অজিতেন্দ্রিয় মানব সঙ্গদোষে কিংবা দুর্ব্বলতা বশতঃ করিয়া ফেলিলেও প্রায়শ্চিত্তাদি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা উহা সাময়িকভাবে ক্ষয় হইয়া থাকে, এবং যদি ভাগ্যক্রমে কোন ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভ ঘটে এবং সাধুর কৃপায় সেই পাপী ব্যক্তির চিত্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কোটী কোটী জন্মের পাপরাশি সাধুর কৃপায় বিধ্বংস হইয়া যায়। এমন কি, তৎপরে সাধুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীভগবন্নামাদি গ্রহণ করিলে পাপের মূল যে পাপবাসনা, অবিদ্যা বা ভগবৎসেবা-বিমুখতা তাহাও সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভগবৎ-প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। এইরূপ মহাপাপী ব্যক্তির চিত্তপরিবর্ত্তন বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।

(স্কন্দপুরাণ)

কোন সময় শ্রীমন্নারদমুনি ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটনকালে এক ব্যাধকে কৃপাপূর্ব্বক তাহার জীব-হিংসাকার্য্য হইতে বিরত করাইয়া তুলসীসেবা ও শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণের উপদেশ প্রদান করেন এবং কিছুদিন পরে পুনরায় সেই ব্যাধ-শিষ্যের বাটীতে উপস্থিত হন, তখন সেই ব্যাধ তাঁহার শ্রীগুরুদেবকে নিজকুটীরে কৃপাপরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া দূর হইতে আনন্দাপ্লুত-হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবকে অভ্যর্থনা করেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার কালে কোন পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র দেহধারী জীব হত হইবে আশঙ্কায়, প্রথমে স্থানটি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া তৎপরে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তখন শ্রীনারদমুনি বলিয়াছিলেন,—হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি সদ্গুণরাজি দেখা যাইতেছে তাহা অদ্ভুত নহে, কেননা, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অপর প্রাণীকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারেন না। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শুদ্ধনাম-শ্রবণফলে অত্যন্ত পাপকার্য্যে রত বেশ্যারও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সেই বেশ্যা হইলেক পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁ'র দর্শনেতে যান্তি॥

জগাই মাধাই প্রভৃতি মদ্যপ, মহাদস্যু, মহাপাপীও পতিত-পাবন, পরমকারুণিক শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যাধ, জগাই-মাধাই প্রভৃতি কেহই কোন সাধুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন নাই। সেইজন্যই তাঁহাদের চিত্ত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ও তাঁহারা ভগবৎ-সেবালাভেরও সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তি যদি যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছিল পুনরায় তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ক্রন্দন না করে, তাহা হইলে সেই বৈষ্ণবাপরাধীর কোন প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া, হোম, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সেই অপরাধ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ও তাঁহার ভক্তের অবজ্ঞাকারীকে ক্ষমা করেন না। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুক্তি—

অহং ভক্তপরাধীন হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

একদা পরমভাগবত অম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া দুর্ব্বাসা সুদর্শন-তাপে উত্তপ্ত হইয়া স্বর্গলোক, তপঃলোক, শিব-লোক প্রভৃতিতে গমন করিয়াও যখন নিস্তার পাইলেন না তখন বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন :—

হে মুনে! আমি আমার ভক্তের অধীন, ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণ যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের প্রেমাধীন; সুতরাং তোমাকে ক্ষমা করিতে অক্ষম। যাঁহারা পিতা, মাতা, স্বজনবান্ধবাদির স্নেহসুখ ত' দূরের কথা, এমনকি মুক্তিকামনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজন করিতেছেন, তাঁহারা আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তের কথা আর কি বলিব। ভক্তের পাল্য দাস, দাসী তাহারাও আমার অতীব প্রিয়। সুতরাং তুমি যে মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, নতুবা আর কোন উপায় নাই।

অপরাধ দুই প্রকার; একপ্রকার—অজ্ঞাত ও অপর প্রকার জ্ঞাত। প্রথমোক্ত অপরাধী যদি তাহার অজ্ঞতা জানিতে পারিয়া যে মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়াছিল তাঁহার চরণে নিষ্কপটে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহা হইলে সেই সাধুর কৃপায় অজ্ঞতা-জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। রাজা রহূগণ মহাভাগবত ভরতের শ্রীচরণে অজ্ঞতা বশতঃ অপরাধ করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়াই কৃপালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া সাধুর মহিমা অবগত হইয়াও মৎসরতা বশতঃ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লাঘব হইবে জানিয়া কোন মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করিতে থাকে, তাহাদের কোন জন্মে, কোন যুগে, কোন কল্পে উদ্ধার নাই।

এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি এক মহাপুরুষের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া অন্য কোন মহাভাগবতের সেবাও (?) করিতে থাকে কিন্তু সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে কৃতাপরাধের জন্য নিষ্কপট ক্ষমা প্রার্থী না হয়, তাহা হইলে অপরাধ থাকা কাল পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ মহাপুরুষের সেবা করিয়াও ভগবৎ-প্রেমা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। কোন আচার্য্য বা মহাভাগবতের চরণে অপরাধ থাকিলে জগতে আবির্ভূত কোন আচার্য্য বা মহা-ভাগবতই তাঁহাকে ক্ষমা করেন না। তবে নিষ্কপট হইলে সেই অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ করিয়া দেন। তিনি ক্ষমা করিলে তবে রক্ষা পাওয়া যায়; নতুবা নহে। কারণ তাঁহারা পরস্পর একসূত্রে গাঁথা। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?

বৈষ্ণবাপরাধকে মত্তহস্তীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। মত্তহস্তী যেরূপ সুরক্ষিত উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষলতারাজির মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ বৈষ্ণবাপরাধ হইলে জীবের বহু জন্মের সুকৃতিজনিত শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তিলতার মূল বীজটী সমূলে উৎপাটিত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। আবার সেই বৈষ্ণব বা মহতের কৃপাই একমাত্র ভক্তিলাভের হেতু। যথা—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা
মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

(ভাঃ ৫।১২।১২)

সুতরাং যাহারা অর্ব্বাচীন তাহারাই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা এবং অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট ও

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়াথ্য শ্রীমান নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীশ্রীগৌর ভবেন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযত্নবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নমণ্ডা বাড়, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২৯নং বাঙ্গালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরবাণ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেবশারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিবক্ত ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নাগগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস'বৎস দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁশবাসি	৬।০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাঁকতুলসী	৫।০
লাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বজ্রাবেক কোয়ালিটি	৭৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০॥/০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
মাবকোরা সাদা	৯।
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল ঐ	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
সভরেণ	
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আবছে—	৪০৸০
মিরত্তম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
কুপারকাইন ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউসলোভ ঐ	৫।৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২॥৶০
গালাউ	১॥৶০—১৸০
ভূসি	১॥৶০—১॥৶০

গুড়ের দর

অওরা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৪০৲
ভাসী	৪৫৲
পার্বতী	৩৪।০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাঙ্কা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আদেন সোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কয়ক্স	৪০৲
কওচি খুরসিদ কাটন	৪০৲
কাবার্ণ কাষা	৫০৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন প্যাটনাই	১৭৲--১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১॥৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ভিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, বোলটু, গয়ালে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৮-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

——(:০:)——

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

-:(:০:):-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে “দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের “ফেভ্‌রোল” অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে “ফেভ্‌রোল” ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যানাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি		১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪॥০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	২॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]

শ্রীগৌড়পর্ষদপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৪৯শ সংখ্যা)

বিবিধ সংবাদ

——(॰(:॰:)॰)——

শ্রীহট্টে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

গত ২৩শে এপ্রিল প্রাতে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীহট্ট পৌঁছিলে, প্রবল বারিপাত সত্ত্বেও ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার পর ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র মহাপাত্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কর্ত্তৃক গঠিত ‘গার্ড অব অনার’ তিনি পরিদর্শন করেন। শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস শ্রীযুক্ত বসুকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন। স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ধরণীরঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত বসুর সহপাঠী ও স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায় কুলাউড়া জংসনে সুভাষবাবুকে সম্বর্দ্ধিত করেন। কুলাউড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ এবং মুলাবাজার রেল ষ্টেশনে সভাপতি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ‘গার্ড অব অনার’ পরিদর্শনের পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মোটরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর গৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত বসুকে লইয়া যে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার পরিসমাপ্ত হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত [illegible]নারায়ণ চৌধুরীর আমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত বসু ব্রজেন্দ্রবাবুর গৃহে অবস্থান করিবেন। ব্রজেন্দ্রবাবুর গৃহখানি অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হয়। প্রাচ্য প্রথায় মহিলাগণ শ্রীযুক্ত বসুকে এই গৃহে সম্বর্দ্ধিত করেন।

——

লক্ষ্ণৌ সহরে সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা জারী

গত ২৩শে এপ্রিল বোম্বাই সহরে যান-বাহন ও লোকজন চলাচল দেখিয়া এবং উপদ্রুত অঞ্চলের বহু দোকান পাট খোলায় মনে হইতেছে সহরের অবস্থা ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে। সান্ধ্য আইন এখনও খুব কড়াকড়ির সহিত পালন করা হইতেছে। এই সপ্তাহের প্রথম দিকে সান্ধ্য-আইন অমান্য করিবার অভিযোগে দৈনিক দুইশতেরও অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইতেছিল, কিন্তু শুক্রবার রাত্রিতে মাত্র ৯০ জনকে ঐ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌএর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুঁয়ার যশবীর সিং সহরে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা মধ্যে ১৫দিন পর্য্যন্ত পাঁচজনের অধিক মুসলমানের একত্র সমবেত হওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তবে বিশেষ পাশ লইয়া মসজিদ বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে উপাসনার জন্য সমবেত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। ইহা ব্যতীত, কোন মুসলমানই সন্ধ্যা ৭॥টা হইতে প্রাতঃ ৬টা পর্য্যন্ত রাস্তায় বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা করিতে পারিবে না।

সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উপর আর একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। যে সকল সংবাদ, বিবৃতি বা গুজবের ফলে জন-সাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে, অথবা যাহাতে লোকে শান্তিভঙ্গ বা প্রাণহানী করিতে প্ররোচিত হইতে পারে, এমন সংবাদ, বিবৃতি বা গুজব, মৌখিক, সংবাদ-পত্র বা ইস্তাহারের সাহায্যে প্রচার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শান্তি স্থাপন এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় কংগ্রেসী সদস্য উপদ্রুত অঞ্চলে টহল দিতেছেন।

লাহোরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা

পাঞ্জাব পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল খাঁ বাহাদুর আবদুল আজিজকে হত্যার প্রচেষ্টার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

খাঁ বাহাদুর গত ২২শে এপ্রিল রাত্রি আন্দাজ পৌনে ৯ ঘটিকার সময় মোটরে [illegible] প্রত্যাবর্ত্তনের সময় রাস্তার এক [illegible] স্থানে কোনও ব্যক্তি নাকি তাঁহার প্রতি কয়েকবার গুলী বর্ষণ করে। তবে গুলী একটীও তাঁহার শরীরে লাগে নাই। এই ঘটনার বিষয় খাঁ বাহাদুর অবিলম্বে পুলিশকে জানান। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঐ অঞ্চলের সর্ব্বত্র খানাতল্লাস করে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মধ্যরাত্রে রেলষ্টেশনে ডাক লুট

গাজীপুর জেলার সৈদপুর নামক স্থানে পুনরায় ডাকলুট হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ডাকবাহককে আহত করিয়া দস্যুগণ একটি ডাকব্যাগ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ যে, ২২শে এপ্রিল মধ্যরাত্রে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যখন ষ্টেশনে প্রবেশ করে ঐ সময় ডাকবাহক গাড়ীতে ডাক তুলিয়া দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনজন লোক তখন লাঠি লইয়া অকস্মাৎ ডাকবাহককে আক্রমণ করে। ডাকবাহক লাঠির আঘাতে অচৈতন্য হইয়া ভূপাতিত হইলে আততায়িগণ একটী ডাকব্যাগ লইয়া চম্পট দেয়। প্যাসেঞ্জার গাড়ীর গার্ডও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ডাক ব্যাগে কি ছিল না ছিল তাহা জানা যায় নাই। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

——

চারি লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ

‘পেনে’ জাহাজ ডুবি সম্পর্কে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৪৪২০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছিলেন। জাপান ঐ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। জাপানের পররাষ্ট্র [illegible] হইতে আমেরিকার পররাষ্ট্র [illegible] কর্ডেল হালের নামে লিখিত [illegible] “চেক” সম্প্রতি আমেরিকার দূতের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

——

মুক্তিলাভের জন্য অনশন ধর্ম্মঘট অসঙ্গত

গত ২৩শে এপ্রিল এক সাময়িক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই লিখিত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বাঙ্গলার আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজীর উদ্বেগ এবং রাজনৈতিক বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রকাশ পাইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে গান্ধীজী আলীপুর জেলে যাইয়া বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বন্দীদের অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই সারমর্ম শ্রীযুক্ত দেশাই এই নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা)
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। বৃক্তিমালিকা গুণগৌরব: (সানুবাদ)২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়: /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সংকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

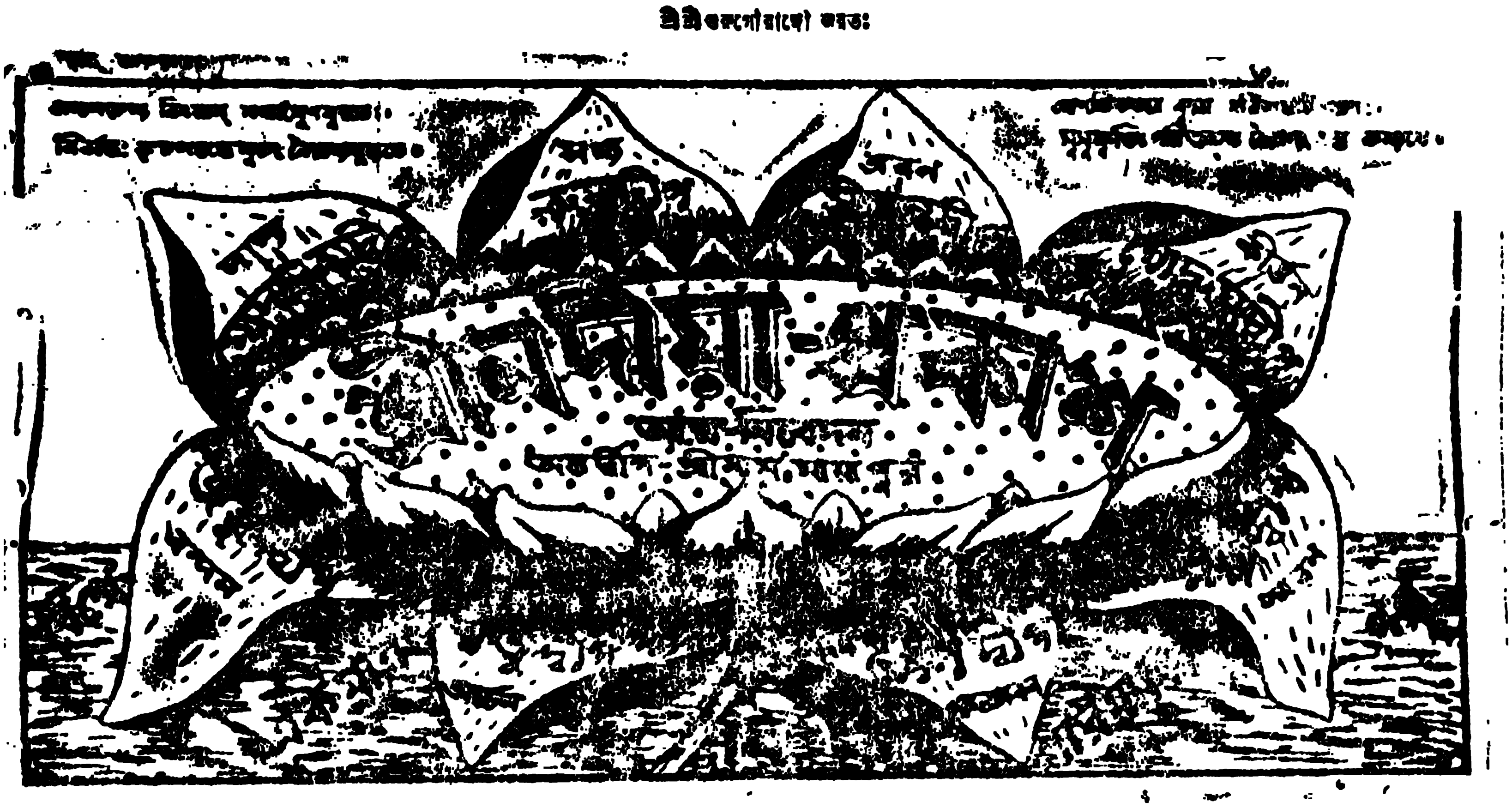

১৩শ বর্ষ { ১৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৫ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৮শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ৪৯তম সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের বিরহ-তিথি-পূজা

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ২৫শে এপ্রিল সোমবার শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের অপ্রকটতিথি-পূজা মহোৎসব শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দ-গোপাল ভক্তিমধুর প্রভুর মুখপাত্রকত্বে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে ঠাকুরের স্বলিখিত ভগবান্ গৌর-সুন্দরের অমীয় লীলাপরিপূর্ণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীল ঠাকুরের পূতচরিত্র আলোচিত হয়। এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে তিনি যে স্বয়ং গৌর-নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রেরণাতেই উক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাও আলোচিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও সন্দেহে ঠাকুরের অগাধ চরিত্র ও তল্লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মাহাত্ম্য যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভক্তিমধুর প্রভু প্রার্থনা সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে আবিভাবরণ নাট্য-মন্দিরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অভয়গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু কর্ত্তৃক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্রীজী বৈষ্ণবগণের প্রকট ও অপ্রকট-লীলারহস্য, বিপ্রলম্ভ-ভজনষ্ট বৈষ্ণবগণের সেবার পরমচমৎ-কারিতা, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাইতে হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে ভক্তিরঞ্জন ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের কৃপা-প্রার্থনাই একমাত্র প্রয়োজন, আশ্রয়ানুগত্যই ভক্তিরাজ্যে বা সেবারাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায়; শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বৈষ্ণ-মুখে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই গোপীভর্ত্তা কৃষ্ণের দাসানুদাসগণের দাসানুদাসত্বই নিষ্কপট সেবাভিলাষীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীযোগপীঠে

গত ২৫শে এপ্রিল সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠেও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা পাঠ, কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণাদিমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীপাদ গোস্বামী দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে বহু বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিবস প্রাতঃকাল হইতেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বহু ছাত্র যোগপীঠে আগমন করিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিয়া তথায় সমস্ত দিন অবস্থান করে।

মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে বহু ছাত্র এবং অভ্যাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় যোগপীঠে একটী সভার আয়োজন হয়। স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও ভক্তগণকর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিতুল ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রকটাপ্রকটরহস্য, উক্ত তিথিপূজার প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৪শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয়-কালে তপনমিশ্র নামক এক সারগ্রাহী ব্রাহ্মণের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বিষয় অবগতির জন্য সমুৎকণ্ঠা, তদীয় আর্ত্তিদর্শনে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্বপ্নযোগে তাঁহার দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি দর্শন লাভ ও তাঁহার কর্ত্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিষয় অবগতির জন্য গমনের আদেশ, তদাদেশে পরমোৎফুল্ল চিত্তে ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের নিকট গমন পূর্ব্বক দৈন্যসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় অভীষ্ট নিবেদন, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কুটীনাটি পরিহারপূর্ব্বক একান্ত হইয়া নিরন্তর "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান এবং এই কীর্ত্তন-প্রভাবেই সাধ্যসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভের উপায় নির্দ্দেশ, গমনকালে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলে বিপ্রের অঙ্গ প্রেমে পুলকিত হইল এবং বিপ্র পরানন্দসুখে মগ্ন হইলেন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। পাঠান্তে উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিসরোজ বি-এ কর্ত্তৃক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গয়ায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গয়া, ২৫শে এপ্রিল

(তারের সংবাদ)

অদ্য প্রাতে নগরসংকীর্ত্তনান্তে গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছেন। অদ্য অপরাহ্ণে এখানে একটী সুবৃহৎ সভার আয়োজন হইতেছে। উক্ত সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে বিভিন্ন অভিনন্দন প্রদত্ত হইবে। অদ্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

কাশী হইতে শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্ত-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হইয়া শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ এখানে পৌঁছিতেছেন।

বিভিন্ন মতবাদ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলাকে প্রাকৃত চক্ষে দুর্নীতি মনে করিয়া তাহা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের পূত চরিত্রকে ভিন্ন করিয়া ইঁহারা অনন্ত পরমতম চমৎকার মূর্ত্তিমান্ মহারস ত্যাগ করত স্বেচ্ছাবশতঃ নবীনবাদ প্রস্তুত করিয়া-ছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার রস দেখিতে না পাইয়া গৌরাঙ্গকে শুদ্ধ করিতে গিয়া ইঁহাদের মূর্ত্তিমান্ কাম প্রেমের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। ইঁহাদের শ্রীচৈতন্যভাগবতের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী কবিতার ও ২।১ খানা বাংলা পুঁথির নব্য রচিত গীতের বিকৃতার্থই প্রমাণ। এই প্রমাণ হইতে তাঁহারা নিত্য রস হইতে স্বকপোলকল্পিত রস স্বীয় সংকীর্ণ বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবন করিয়া কৃষ্ণাভিন্ন-কলেবর গৌরাঙ্গের পূতদেহকে জড় কামে কলুষিত করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এ-জন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ আমার ভাল লাগে না কেন ?

——::(০)::——

কেহ মানি আর না মানি সকলেই যেরূপ কৃষ্ণের দাস, সেইরূপ আমরা স্বীকার ক'র আর নাই কর, বুঝ আর নাই বুঝ, যিনি প্রত্যহ আমাদের দ্বারে কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ভগবৎ-কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীনদীয়াপ্রকাশ মনুষ্যসৃষ্ট কোন প্রাকৃতসংবাদবহ-বিশেষ নহেন, তিনি জীবমঙ্গলার্থ গুরুকৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকটিত নিত্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ। আত্মধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্মের প্রচারমুখে হরিতোষণই ইঁহার মূলমন্ত্র। যেখানে হরিতোষণ নাই, সেখানে লোকচিত্তরঞ্জনের পন্থা উন্মুক্ত। জগতে যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন। তাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা আছে বলিয়া, মনের খেয়াল চরিতার্থ হয় বলিয়া সেগুলি জগতের নিকট বড় প্রিয়। জাগতিক সংবাদাদি আপাত প্রিয় হইলেও পরিণামদুঃখকর। আর শ্রীনদীয়াপ্রকাশের বাস্তব সত্য কথাগুলি অশ্রুতপূর্ব্ব, বিপ্লবী বলিয়া লোকের চিত্তরঞ্জক না হইলেও ইহাই কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গলপ্রদ। জগদ্বাসী আজ ইন্দ্রিয়সুখে মাতোয়ারা, ভগবানের প্রতি আস্থাহীন। সুতরাং এই অকৈতব সত্যকথা তাঁহাদের নিকট প্রচার করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা আপাত সুখ বা সাময়িক শান্তিপ্রিয়। কোনও আপাত কষ্টের কথা হইলে তাহাতে পরিণামে যতই সুখ থাকুক না কেন, আমরা তাহা শুনিতে চাহি না। ভগবানের কথা আমাদের ভাল লাগে না, সুখময়ের সন্ধান আমরা করিতে চা'হ না; তাই সুখও পাই না। জগতের কোটি কোটি লোকের মধ্যে দুই একটি মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সকল জীবই বহির্ম্মুখ। তাই রোগীর কুপথ্যের প্রতি আদর এবং ঔষধের প্রতি বিতৃষ্ণার ন্যায় বদ্ধজীব আমাদের জাগতিক সংবাদপত্রাদিতেই রুচি আর যত অনাদর পরমার্থ-কথায় ও পারমার্থিক পত্রাদি আলোচনায়। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কথা—শ্রৌত-কথা বা ভাগবতকথা ভবব্যাধিগ্রস্ত আমাদের অতি তিক্ত ও কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উহা তিক্ত বা তীব্র বোধ হইলেও ভবব্যাধি-নিবারক মহৌষধস্বরূপ। সেইজন্য আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠক ও তাহাতে সহানুভূতিসম্পন্ন সজ্জনগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, শ্রীনদীয়াপ্রকাশের নির্ভীক ও হৃদয়গ্রন্থি-নাশক, মর্ম্মন্তুদ অথচ পরমমঙ্গলপ্রসূ বাণী শুনিয়া কেহ ভয় পাইবেন না। আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আমার প্রভুর প্রভু যত প্রভুর কথা এবং ত'দ্গুজন আমার প্রভুর কথা শ্রবণ করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমাদের করজোড়ে প্রার্থনা।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশে সদ্বস্তু—বৈকুণ্ঠবস্তু। অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া এই সতের সঙ্গ করিলে আমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তবে এই সতের সঙ্গ করিতে হইলে আনুগত্য চাই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি চাই। এই আনুগত্য কায়, মন ও বাক্য তিনটীর দ্বারাই করিতে হইবে। একটি বাদ দিলে চলিবে না। এই আনুগত্যই সঙ্গ। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সঙ্গ ত' হয়ই না, উপরন্তু গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার দুর্ব্বুদ্ধি জাগে। তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল অর্থাৎ অপরাধের আবাহন করা হয় মাত্র। এইরূপ আনুগত্যহীন সঙ্গের দ্বারা কখনও ভগবদ্ভক্তের প্রকৃত সঙ্গ হয় না—মঙ্গললাভ হয় না।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠকমাত্রেরই মনে রাখা উচিত যে, আমরা আত্মমঙ্গলের জন্য (দেহ-মনের সাময়িক শান্তি বা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে)—নিত্য শান্তিলাভের জন্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাঠ করিতেছি—শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণকীর্ত্তন, আলোচনা বা চিন্তা করিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরহরির সেবা করিতেছি। আমরা শ্রদ্ধার সহিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা কৃপাপ্রার্থী হইয়া এ সকল অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য সত্য কথাগুলি প্রত্যহ আলোচনা এবং একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, আমাদের মনের গতি ক্রমশঃ ভগবানের দিকে যাইতেছে, আমাদের অসৎসঙ্গস্পৃহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

মিছরী সুমিষ্ট হইলেও যেমন পিত্তরোগীর তাহা ভাল লাগে না, বহির্ম্মুখ আমাদের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়াদি পারমার্থিক পত্রাদি পাঠের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরমার্থবিমুখ আমার শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কথা আদৌ ভাল লাগে না। ইহা কিছু নূতন কথা নহে। পিত্তরোগীর পক্ষে মিছরী তিক্ত বোধ হইলেও মিছরীই পিত্ত-রোগের ঔষধ। এই মিছরী ঔষধজ্ঞানে খাইতে খাইতে রোগ সারিয়া গেলে ইহার মিষ্টত্ব উপলব্ধি হয়। আমরা যদি শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কথা আদরের সহিত প্রত্যহ আলোচনা করি তাহা হইলে ইঁহার মঙ্গলময়ী চেতনবাণী নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিয়মিত করিবে এবং আমরা ক্রমশঃ তাঁহার কৃপা ও দানের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইতে পারিব—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য—ইহা বুঝিয়া তাঁহাদের সেবায় কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত করিতে পারিব।

আমরা ভগবৎপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের—বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য-ভৃত্যানুভৃত্যাভাস—তাঁহাদের সেবকানুসেবক-গণের শ্রীচরণকৃপাভিক্ষু। আমরা বড়ই অযোগ্য, তবে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিগণের গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ বা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কৃপাই একমাত্র সম্বল। আমাদের বন্ধুবর্গ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবা একনিষ্ঠভাবে প্রত্যহই করিতেছেন এবং কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহাদের সেবা-সুযোগ প্রদান করিতেছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আজ আমরা তাঁহাদের নিকট দুই একটী কথা নিবেদন ক'রলাম। তাঁহারা নিজগুণে আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন—ইহাই প্রার্থনা। আমরা যেন শ্রীগুরুমুখশ্রুত বাণী— শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বাণী—শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-বাণী—শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী অবিকল অবিরত সতের সমাজে অনুকীর্ত্তন করিয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীচরণে কৃপাবল ভিক্ষা করিতেছি।

দাসত্ব

(শ্রীরাধানাথ দাস)

মানুষ যতই স্বাধীনতার ভাণ করুন না কেন, তাঁ'রা একটু বিচার ক'রে দেখুন, তাঁ'রা কাহারও দাস কিনা? শুধু দাস নয়, গোলামুল্লি ক্রীত দাস কিনা? বাহ্যভাবে নিজের একটা স্বাধীনতার ভাণ রেখে তাঁ'রা কিরূপ দাসত্ব করছেন! ভোক্তাভিমানী মানবকে মায়া তাঁ'দের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছা কোরে দিন নাই, রাত নাই, গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুই নাই, সকল সময় অবিশ্রান্ত খাটিয়ে নিচ্ছে। স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের গোলাম হ'য়ে মনের সন্তোষ বিধান করতে করতে মানুষ হয়রাণ হ'য়ে যাচ্ছে, তবু কি জানি কেমন একটা নেশার বশ হ'য়ে বুদ্ধিমান্ মানবজাতি তা' কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। তাঁরা মনের তাঁবেদারী করেন মনকে সন্তোষ করবার জন্য। তাঁরা কত কিনা করেন। নিজে গাধার মত খেটে ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে পালন করেন, কি রকম মোহ! বৃদ্ধবয়সেও কষ্ট ক'রে আমগাছ লাগান অন্যকে তা'র ফল খাওয়াবার জন্য, টাকা জমান অপরের ভোগের জন্য, অথচ এগুলো তাঁরা বুঝতে পারেন না। বুঝালেও বুঝেন না, না বো'ঝেও থাকতে পারেন না। এগুলো কি তাঁদের স্বাধীনতা? তাঁরা এত পাকা কেনা গোলাম হ'য়ে গিয়েছেন। কি আশ্চর্য্য! এই কি মানবজাতির স্বাধীনতা? তাঁরা এ সকল কথা বিচার করিয়া দেখুন।

এর মূলে কি জান? এর মূলে বিরাট ভোগবাসনা। জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের দাস। সে প্রভু সেজে ভোগ করতে যায় কিন্তু সহজেই হ'য়ে পড়ে অন্যের দাস।

আমরা আর একটা দিক্ দেখাচ্ছি। আমরা মানুষ—কত বড় কথা। চোক আমাদের, নাক আমাদের, কাণ আমাদের, কত কি আমাদের, আমরা কত কি'র প্রভু। কিন্তু আমরা একটু বিচার ক'রে দেখ না, আমরা বাস্তবিক আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রভু কিনা? আমরা চোক-কাণের, তথা মনের তৃপ্তির জন্য সিনেমায়, সার্কাসে না গিয়ে পারি না কেন? হয় ত' দু' একদিন চোখ বুজে জোর ক'রে নিজের স্বাধীনতা দেখাবার জন্য বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি। সেটা ত' আর স্বাধীনতা নয়। যখন বাস্তবিক সিনেমায় বা সার্কাসে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদিগকে মোটেই পীড়ন করবে না, এমন কি সার্কাসের ধার দিয়ে গেলেও মনে হ'বে না যে, সার্কাসে যাওয়া দরকার, তখন হয় ত' মনে করতে পারি যে, আমরা কতকটা চক্ষু, কর্ণের অধীনতা ত্যাগ ক'রেছি। কিন্তু তা' আমরা পারি কি?

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

এ ত' হ'বারই কথা। জীব অণু। তা'র অণুত্বের কাজ ছেড়ে বৃহত্ত্বের কাজ—ভোগ ক'রবার দুর্ব্বুদ্ধি এলেই সে অপরকে ভোগ করতে গিয়ে নিজেই তা'র ভোগ্য হ'য়ে প'ড়বে। চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি সংসার ভোগ ক'রতে গিয়ে তা'দেরই ভোগ্য হ'য়ে কঠোর পরিশ্রম ক'রে ক'রে হয়রাণ হ'বে, কেনা গোলাম হ'বে। অবশ্য এগুলো সব মনেরই জন্য। মন ত' আর কম নয়! মনের জন্য কতই কর্‌ছি, তবু মনের শা'ন্ত নাই। একবার বল্‌ছে রাজ্য দাও; রাজ্য দিলে বল্‌ছে—সব রাজ্য দাও, তাও দিলে বল্‌বে ইন্দ্র হ'ব, ব্রহ্মা হ'ব। আমরাও যেন মনের পাল্লায় পড়ে কি রকম হ'য়ে গিয়েছি। আমরা যেমন মনের কেনা গোলাম, মনও তেমনি নির্লজ্জ বেহায়া প্রভু। তাই বলি, আমরা কি মনের ক্রীতদাস নই?

কেহ হয় ত' ব'লবেন, মশায়, নিজের জন্য নিজে ক'রলে কি আর চাকর হওয়া যায়? মন ত' আমারই। আমার সুখের জন্যই ত' তার এত আব্দার। মন ত' আমারই সুখের জন্য এত করে। তাঁ'দের উত্তর আমরা দিচ্ছি। তাঁরা মনের তাঁবেদার ক'রে সুখ পেয়েছেন ত? বরং তাঁরা যদি মনকে নিজের বশে এনে সন্তোষ লাভ ক'রবার চেষ্টা ক'রতেন, তাতে বরং খানিকটা সুবিধা হ'ত। তাহ'লে দেখুন, কেমন মনের উপর প্রভুত্ব! তাই আমাদের অবস্থা দেখে বড় খেদেই কোন মহাজন ব'লেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাঃ
তাস্তা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

বুদ্ধিমান্ মানবজাতি আপনারা বিচার করুন। আমরা কাহারও ক্রীতদাস নই ত?

তা'হ'লে এর উপায় কি? এর উপায় হচ্ছে—বেশ সহজ। মূল ব্যারামটা ধ'রে সাধুবৈষ্ণবগণ বেশ চিকিৎসা কর্‌তে জানেন। তাঁরা রোগীদিগকে একেবারে সুন্দর স্বাধীনতায় পৌঁছে দেন।

এর মূল ব্যারামটা হচ্ছে—ভোগ বাসনা—ঈশ্বর-বিমুখতা, নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার, নিজ স্বরূপের বিস্মৃতি, প্রভু-অভিমান। সবই এক কথা। ঈশ্বর-উন্মুখ হ'লেই সব গোলযোগ কেটে যায়।

আমরা অণুচিৎ, বিভুচিতের অংশ হওয়ায় আমাদের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও তাহা ঈশ্বরাধীন কিন্তু আমরা অধিক চালাক হ'তে গিয়ে—ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে গিয়ে, নিজে মোজস্থ'জ ভোক্তা সাজ্‌তে এসে হ'য়ে পড়ে'ছি একেবারে মায়ার নফর। এ ত' হ'বেই। বেশী স্বাধীন (?) হ'তে গেলেই ত' এ দশা স্বাভাবিক।

আমরা অণু। অণুর অনুগত থাকাই ভাল। নচেৎ কেলো বাগ্‌দির জমিদার সাজার ন্যায় একেবারে উচ্ছন্ন যেতে হ'বে। ক্ষুদ্র অধীন জীবকে অনুগত ত' থাক্‌তেই হ'বে, নচেৎ কোন উপায় নাই। হয় তা'কে সর্ব্বেশ্বর ভগবানের অনুগত থাক্‌তে হবে, না হয় এই বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় মায়ার নফরাগিরি করতে হ'বে।

ভগবান্ বড় দয়াময়, তিনি আনন্দময় বস্তু আমরা তাঁর চাকর হ'লে, তাঁর সংস্পর্শে এলে আমরাও আনন্দ পেতে পারি। তা ছাড়া তিনি তাঁর অনুগত জীবগণের কারও প্রভু, কারও সখা, কারও পুত্র, কারও স্বামী প্রভৃতি হ'য়ে অনেক রকম ক্রীড়া করেন। কাজেই অনুগত জীবের কোন দুঃখ নাই। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানেই বিপদ্। ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর, সকলের মালিক। তাঁর চাক্‌রী ক'রবার জন্য উদ্‌গ্রীব না হ'লে তিনি কেন তাঁর লীলাস্থলী আনন্দময় ধাম গোলোকে অমনি ঢুক্‌তে দেবেন? আমরা তাঁর দাস, ভগবানের ভৃত্য, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? 'অন্য কেন না মানিব কৃষ্ণদাস নাম। অন্য ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্।' এই দাসত্বে এত সুখ আছে যে, একবার সেবালাভের সৌভাগ্য হ'লে আর তা ছাড়া যায় না। সে সেবায় এত শান্তি, এত আনন্দ। তখন আর কোন দুঃখই নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় মনের অসন্তুষ্টিই ত' দুঃখের কারণ। কিন্তু তখন আর ও সব কিছুই থাকে না। এটা আমাদের স্বরূপের বা চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি কিনা তাই। একেই ত' আমরা সচ্চিদানন্দ বস্তুর অংশ, তার পর সর্ব্বানন্দের সংস্পর্শে থাকবো। সে আনন্দের কি আর সীমা আছে? আমরা বোকা ব'নলাম। তাই ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে গিয়ে—ভগবানের সুখবিধানের পরিবর্ত্তে নিজসুখে ব্যস্ত হ'তে গিয়ে আমাদের কি দুর্দ্দশাটাই না হ'য়েছে।

আর দেরী করি কেন? এস এখনই যাই। স্বাধীনতার অহঙ্কার আর কেন? প্রভুত্বের অহঙ্কার আর কেন? এস যাই, দেরী আর কিসের, প্রভু বড় দয়াল। আমরা যে এত দিন তাঁ'কে ফাঁকি দিবার মতলব এঁটেছি, তার জন্য তিনি কোন শাস্তির ব্যবস্থা ক'রবেন না। আমাদের পেলেই তিনি আদর ক'রে নেবেন। অবশ্য তাঁর কোন দরকার নাই। তবে আমরা গেলে আমরাই প্রকৃত স্বাধীন হ'ব—সুখ পা'ব। তা ছাড়া তিনি যে আমাদের নিত্য প্রভু। তিনি আমাদের ওরকম ভাব দেখে দুঃখই ক'রেছেন। তাই দেখ না, আমাদের প্রভুর প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে আমাদিগকে কত উপদেশ ক'রলেন কিন্তু আমরা যখন তাও শুনলাম না, তখন নিজে ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার ক'রে ভগবৎসেবা কি ক'রে ক'রতে হয় তা দেখাবার জন্য মহাপ্রভুরূপে এজগতে এলেন। তিনি কত দয়াল, বলুন দেখি। আমরা আর বৃথা কেন দেরী ক'র? এগুলো খাঁটি সত্যকথা, রূপক নয়, গালগল্প নয়—বাস্তব সত্য।

শ্রীগৌরকিশোরবাণী

হরিকথা-শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গ হইলে মায়া ভজনের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না; নির্জ্জনভজনের চেষ্টায় যদি হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন বা সাধুসঙ্গের অভাব থাকে তাহা হইলে নির্জ্জন-ভজন প্রয়াসীকে মায়া আরও অধিক জড়াইয়া ধরে। তখন হরি-চিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয়চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। যে সাধু তীব্র সত্যকথা বলিয়া মায়া পিশাচীকে তাড়াইয়া দেন, তিনি প্রকৃত সাধু ও পরমবান্ধব। লোকে স্ত্রীর কটুবাক্য বা আত্মীয়-স্বজনের গালি শুনিয়া প্রাণান্তেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে চাহে না, বরং তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের সেবাতেই নিবিষ্ট হয়, আর শুভানুধ্যায়ী সাধু যদি একটি শাসন-বাক্যও বলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জন্মের মত ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করে। আপনি যদি প্রকৃত হরিভজন করিতে চাহেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণের গালিকে মায়া-ত্যাগের মহৌষধের মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেই হরিনাম গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। নিরপরাধে সাধুসঙ্গে হরিনাম না করিলে নির্জ্জন ঘরে বসিয়া কেবল ঘরের বেড়া ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না।

একমাত্র হরিভজনের আনুকূল্য-ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম্ম, সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। কর্ম্মী কখনও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস করিতে পারে না।

যাহার প্রকৃত বৈষ্ণবে রুচি নাই, যে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুর কাছে ভোগ লইয়া গেলেও তাহা মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না। নিজে মোচার ঘণ্ট খাইবার লোভে মহাপ্রভুকে মোচার ঘণ্ট ভোগ লাগাইবার ছল করিলে তাহা কখনও মহাপ্রভুর ভোগে লাগে না। ঐরূপ ব্যক্তি প্রকারান্তরে তাহার উচ্ছিষ্টই মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইবার চেষ্টা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। কিন্তু মহা-ভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিসটী ভাল লাগে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ভোগ হয়। কৃষ্ণ-তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মুখেই আস্বাদন করেন।

বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন মলিন হয়; তাহাতে ভজনের ব্যাঘাত হয়। 'আমার কৃষ্ণভজন হইল না, কি করিয়া আমি বৈষ্ণবের সেবা পাইব?' এইরূপ আর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে লোকের ফেলিয়া দেওয়া বেগুনের ছোব্‌ড়া, কলার ছোব্‌ড়া প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বাত্মসমর্পণের সহিত ভোগ দিলে তাহা মহাপ্রসাদ হয়। মহাভাগবত-বৈষ্ণবই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন; আমার হরিভজন হইল না, ভাল খাইয়া ভাল পরিয়া আমার ভজনবিমুখতার আনুকূল্য করিলে কি হইবে?

বিভিন্ন মতবাদ

— - ::(•)::——

খ্রীষ্টানবাদ

ঈশ্বর এক সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, জীব জড়জগতে উৎপন্ন ও জন্মান্তররহিত। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা পার্থিব সম্বন্ধে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কাম সকল প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়ার শুভাশুভ বিচারের পর নিত্য স্বর্গ বা নিত্য নরকই জীবের প্রাপ্য। শয়তান তৃতীয় তত্ত্ব, তিনি নরকের কর্ত্তা। খ্রীষ্টানবাদ বহু প্রকার রোমাণ ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট, গ্রীক চার্চ্চ ভেদে তিনটী প্রধান। প্রত্যেকের মধ্যে অসংখ্য শাখা। যীশুখৃষ্ট জীব ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী। তাঁহার নিকট জীব কাম জানাইলে তিনি ঈশ্বরের নিকট অনুরোধ করিয়া দিবেন।

গোস্বামী স্মার্ত্তবাদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগৃহীত, কৃপাপাত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের বংশের যে কোন ব্যক্তির যখন যাহা যাহা মত হইবে এবং যে যে বিধি স্থাপন হইবার চেষ্টা হইবে তাহা বিচার না করিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; গোস্বামি-সন্তান আচার্য্য, অতএব বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, স্মার্ত্ত প্রভৃতি যে কোন মত তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদেশ করিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বৈষ্ণবতা অন্য সব যথেচ্ছাচারিতা।

গৌরবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার আর আবশ্যকতা নাই। নিত্য শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণে গৌরাঙ্গ-লীলার কাল্পনিক নাগরীভাব ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। গৌর-বাদীর কয়েকটী দল ক্রমে পরিণত হইয়া নব গৌরাঙ্গবাদ স্থাপন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ.প্রতিষ্ঠিত, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি... [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিস্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী... [illegible] ভক্তিবিজয়।

৩। যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণাশ্রমীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক —শ্রীমুকুন্দগোপাল দাস... [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক --শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইভারা –(শ্রীল গদাধরের পাটের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক —শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর. পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরঘ্যাদদাস বনবাসী।

(২৫) পলাষ্ট-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০। সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি·

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট. বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড . গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীভবেশ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী...মাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক —শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ. হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক —শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী তীরে গোদাবরী (মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৯শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৵০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৴০
রবিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারকোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর দানা	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিবার	৫৭৷০

পাটের দর

আবদে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উডল—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
পালাও	১৷৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

আজমা	৫৭৲
বাগশোলা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
দেশী	৪৫৲
গাওয়া	৬৪৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

চূনের দর

আদেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কবচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ কাইন	৪৩৲
বাবার্গ কাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১—.

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২০।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ফ্ল্যাট পাটি, বোল্টু, নবাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের হালমণ ৫৵০, পাটের চালমণ ৬৷০

তুলার চালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৪-৫ জগন্নাথ ঘাট লেন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্ত বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

——:(:৹:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্ত।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিস্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্ত পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিস্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্ত বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাম্‌ওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা ১

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—::(•)::—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৴০	৴০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৭৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যা

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। [illegible]ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible] মায়াপুর
[illegible] —শ্রীধাম—
[illegible]

[illegible] সম্পাদক
[illegible] বেদান্ত- সপ্ত-
তীর্থ-
শ্রীমদ্ভক্তি ও বিষ্ণুপাদ
[illegible]-কুলচূড়ামণি
[illegible] ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আশ্রিত শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাসদেব
সরবিজ্ঞাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৮, শুক্রবার [৫০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

পরলোকে রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক

সাহিত্যিক ও রাণাঘাটের জমিদার রায় [বাহা]দুর কুমুদনাথ মল্লিক গত ২২শে এপ্রিল [৬]৭ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে দেহত্যাগ [ক]রিয়াছেন। তিনি 'নদীয়া' কাহিনী প্রমুখ [ঐ]তিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। [তি]নি জমিদার হইয়াও স্বয়ং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কার্য্য করিবার জন্য 'মল্লিক কৃষি ক্ষেত্র' নামে এক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন। তথায় গুড় ও চিনি তৈয়ার হইত। [তথা]য় বহু ছাত্রকে গুড় ও চিনি প্রস্তুত-[প্রণা]লী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কারী [ছি]লেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে রাণাঘাটের [সম]স্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখা হয়। [ত]িন স্ত্রী, এক পুত্র, বাহ্মা ও বহু আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

—

প্রবল ঝড়ে ট্রেণের ক্ষতি

ই·আই রেলওয়ে হাওড়ার ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার [করি]য়াছেন:—

গত ২৫শে এপ্রিল অপরাহ্ণ প্রায় ৫। [ঘ]টিকার সময় নৈহাটী হইতে সঙ্গোপাসী [এবং] আপ্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি যখন [ব]ারেকপুর ও সোদপুরের মধ্য দিয়া যাইতে-ছিল তখন প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়ে। ইহার [ফ]লে·ট্রেণের দুইখানি কামরা [illegible] হইতে [illegible] উঠিয়া কাৎ হইয়া [illegible] যায়। [illegible] উপর চাড় [illegible] গিয়াছে [illegible] আর তিনজন [illegible] আহত [illegible]। [illegible] ব্যক্তিগণকে সোদপুরে লইয়া গিয়া তাহাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। গত ২৫শে এপ্রিল প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় লাইন পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং পুনরায় যথারীতি ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

———

বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক

বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক শ্রীমান গৌর মোহন গাঙ্গুলী গত ২৪শে এপ্রিল কলি-কাতা হইতে পদব্রজে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ঢাকা, ত্রিপুরা, কুচবিহার, কালিম্পং হইয়া সিকিম যাই-বেন। এই পর্য্যন্ত তিনি ৪ হাজার মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন।

———

বিহার ব্যবস্থাপক সভার নূতন সদস্য

অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ, গবর্ণর শ্রীযুক্ত ব্রজ নন্দন প্রসাদকে বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। এত-দ্বারা বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা পুরাপুরি নির্দ্ধারণ হইল।

[শ্রীযু]ক্ত সুভাষচন্দ্রের সুরমা উপত্যকা পরিভ্রমণ

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু হাইলাকান্দি হইতে মোটরযোগে গত ২৪শে এপ্রিল বৈকালে শিলচর আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীযুক্ত বসু এখানে পৌঁছিলে স্থানীয় সহরবাসিগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সমাদৃত করেন। অতঃপর মিউনিসিপ্যাল অফিসে সমবেত হইয়া তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। মিউনিসিপ্যাল অফিসের সভার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বসু মিউনি-সিপ্যাল আফিসে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও মিউনি সিপ্যাল অফিসে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বসুর আগমন উপলক্ষে ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় মিউনিসিপ্যাল উদ্যানে এক বিরাট সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বসু বক্তৃতা দেন। সভার প্রারম্ভে ছয়টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ছয়খানি মানপত্র প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া তাঁহাকে একটি টাকার তোড়াও উপহার দেওয়া হয়।

———

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন

বাঙ্গলা সরকারের 'প্রেস অফিসার' জানাইতেছেন যে, মুর্শিদাবাদ, রংপুর, নোয়াখালী, নদীয়া, বগুড়া, দিনাজপুর পাবনা এবং ফরিদপুর জিলাতেও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গত ১৯৩০ সালের [বঙ্গীয়] পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বিধানাবলী প্রবর্ত্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে গত ১৪ই এপ্রিল হইতে প্রাথমিক শিক্ষা কর ধার্য্যের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই-এর অবস্থা উন্নতির দিকে

গত ২৩শে এপ্রিল দাঙ্গা আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৮০জন গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। ২৪শে এপ্রিল অনেক দোকানপাট খোলা হইয়াছে। শনিবার বেলা ২টার পরে আর কোন লোক আক্রান্ত হয় নাই। প্রত্যেক বাড়ীতে খানাতল্লাসী চলিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। শিয়া ও সুন্নী নেতাগণ উভয় [সম্প্রদায়কে] সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করিতে অনুরোধ করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন। যাহাদিগকে দাঙ্গা আইন ভঙ্গ করার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৯০জনকে ২৪শে এপ্রিল মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় শ্রীযুত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মিঃ রফিআমেদ কিদোয়াই এবং ডাঃ কাটজু গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যার দাঙ্গার অঞ্চলে গমন করেন এবং শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাদিগকে শান্তিতে বসবাস করিতে বলা হয় এবং শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হয়। চকবোম্বাইর অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়, এ পর্য্যন্ত মোট ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ২২শে এপ্রিল ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুব আশঙ্কা-জনক। খানাতল্লাসীর সময় অনেক স্থানে ছোরা পাওয়া গিয়াছে।

———

জাপানীদের ভীষণ পাল্টা আক্রমণ

সুচাও রেলওয়ের সংযোগের উত্তরে দুই লক্ষ জাপ সৈন্য ধরিয়া মোট পাঁচ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত আছে। ইহাই চীনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড সংগ্রাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহু নূতন সৈন্য আসিয়া পড়ায় চীনারা ভীষণভাবে পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জাপ সৈন্যদিগকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। চীনা সেনানায়ক বলেন যে, এই যুদ্ধে জাপানীরা অসুবিধায় পড়িয়াছে।

জাপানীরা সরকারীভাবে দাবী করিয়াছে যে, তাহারা সিঙ্গের দক্ষিণে [illegible] অধিকার করিয়াছে। সুংহাই [illegible] এবং সাংহাই এর দূরত্ব মাত্র ১২ [illegible]।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ব্যাখ্যাসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৭৲
৩।	ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৭৲
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সং...ক্রমা...র ...িপিকা সংস্কার	১।০
৯।	বৈ...র্ষ	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	দ্বাদশ-আলবর	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়-সান্ত্বনা	।৵০
২২	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
	(অবাঁধা)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	।০
২৭।	মুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫	গীতমালা	/১০
৩৬	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০	শরণাগতি	/০
৪১	গীতাবলী	/০
৪২	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩	সাধনতত্ত্ব	/০
৪৪	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	/০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	/০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	/০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	/১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	/১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-নির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সাংখ্যবাণী	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	তত্ত্বত্রয়ম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ	/০
৬৭।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	/০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স	।৵০
৭৩।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	/০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩।	গীতাবলী	/০
৮৪।	শরণাগতি	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	/০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৫৲ টাকা।

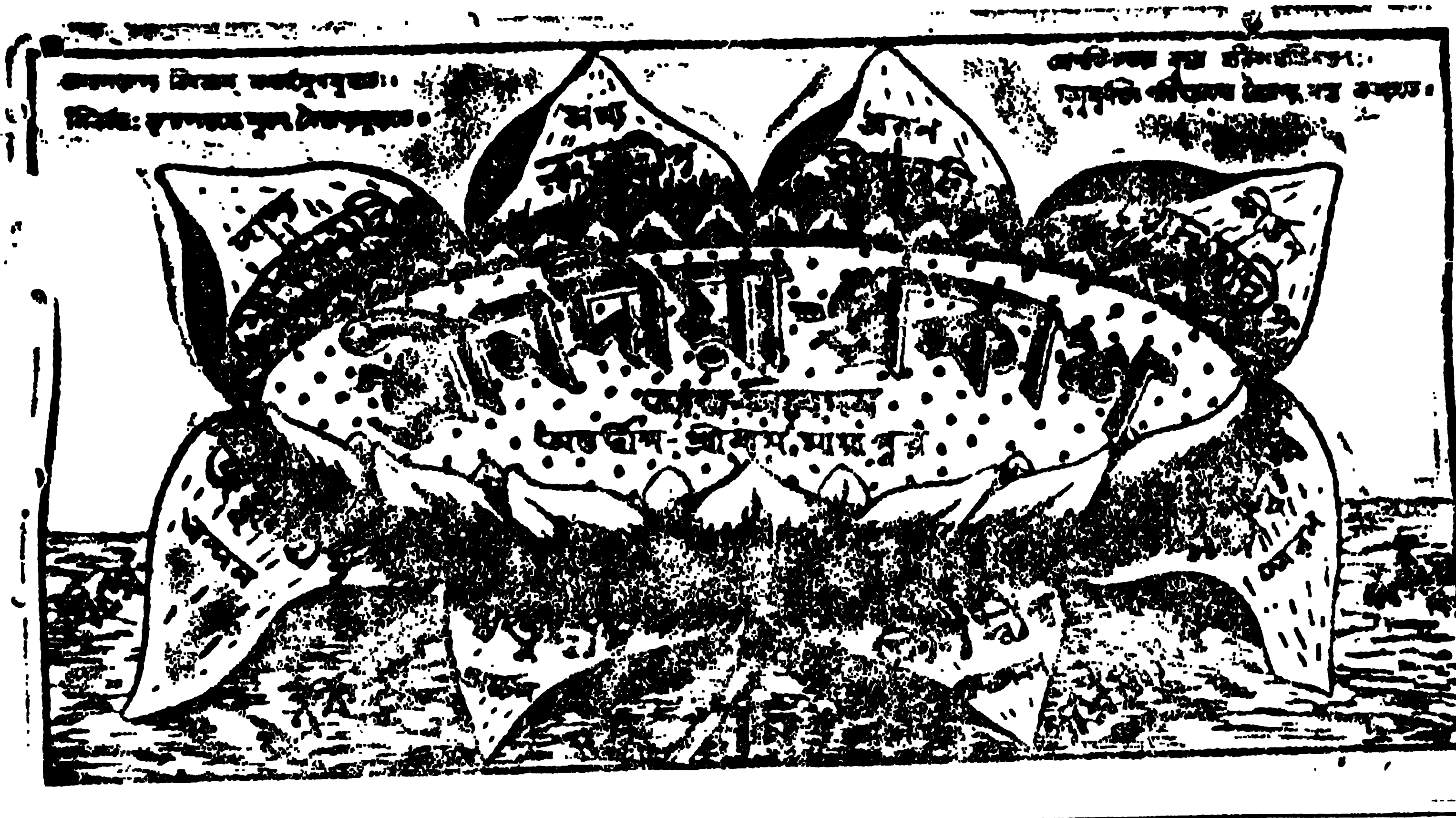

১৩শ বর্ষ { ১৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৭৫, ২৯শে এপ্রিল ইং ১৯৬৮. শুক্রবার } ৫০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী, শ্রীউপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কএক জন ভক্ত সহ দিল্লী হইতে রওনা হইয়া ১৭ই এপ্রিল প্রাতে বম্বে রেলওয়ে ষ্টেশনে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, বম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও বম্বে নগরবাসী সজ্জনগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মোটর-যোগে শ্রীমঠে আনিত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব দিবসচতুষ্টয় বম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক বম্বে নগরীস্থ বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তির নিকট প্রত্যহ আত্মমঙ্গলপ্রদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেসকল সজ্জন ব্যক্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কএকজন ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জি (ইঞ্জিনীয়ার), মিঃ এইচ শঙ্কর রাও (রিটায়ার্ড ডেপুটী কালেক্টর অব্ কাষ্টমস), সপরিবার মিঃ ডি, এল দালাল, মিঃ ইউ সঞ্জীব রাও, মিঃ শুক্লা, মিঃ গোবর্দ্ধন দাস (ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, সলিসিটর), মিঃ এম কে, অধিকারী, মিঃ কৃষ্ণন, মিঃ ঘোষ, ফৌজদার (সলিসিটর), মিঃ অমৃতলাল জে দেশাই (সলিসিটর), মিঃ শ্রীমতী এন, দালাল (সলিসিটর), মিঃ মুকুন্দ ঠাকুর (য়্যাড্‌ভোকেট) মিঃ জে, পি, ওয়াদিয়া, মিঃ শান্তিলাল ত্রিবেদী, মিঃ প্রাগজী চাম্পি, মিঃ দীনসো এল, পাণ্ডে, মিঃ জে, আর ধুরন্ধর, শেঠ কারসন দাস জে মিস্ত্রী, মিঃ পি, আর মেটা, শেঠ হরকিষণদাস রঞ্জি মাধবজী, মিঃ আর রমানাথন্, মিঃ প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৩শে এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথি উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ গোস্বামিদাস অধিকারী ও উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাস অধিকারী ভক্তিসরোজ বি-এ কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিতুল ভক্তিশাস্ত্রীজী হরিবাসর-তিথির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪শ অধ্যায় হইতে ভক্ত-ব্যাধের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে সাধুসঙ্গের মহিমাই বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। নিষ্ঠুর কঠিনহৃদয়, মহাপাপী, অশেষ প্রকারে প্রাণিহিংসাকারী ব্যাধেরও চরিত্র মহাত্মা দেবর্ষি নারদের কৃপাসঙ্গপ্রভাবে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাধ সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসাদি পাপাচরণ হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া কি প্রকারে নিরন্তর তুলসী সেবন ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে রত হইয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে আলোচিত হয়। পাঠান্তে শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ প্রভু সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রীজী ইষ্টগোষ্ঠীমুখে প্রায় দেড়ঘণ্টা-কাল যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

কৃষ্ণকে ধরা জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু পরমদয়াল কৃষ্ণ নিজেকে ধরা দিবার জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে জগতে আবির্ভূত। এই পঞ্চতত্ত্বের একটী তত্ত্বকে—শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে সম্যক্‌প্রকারে ধরিতে পারিলেই অপর সকল তত্ত্বই অনায়াসে ধরা পড়িয়া যান। এই গৌরাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগজ্জীবের পরমমঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট ধরা দিতে এ জগতে নিত্যকালই প্রকটিত থাকেন। যাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে—প্রকটাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মকে সুদৃঢ়ভাবে ধরিতে পারেন তাঁহাদের আর কিছুই পাইতে বাকী থাকে না। জগন্নাথই জগতে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে আবির্ভূত, জগতের যাবতীয় বস্তুই জগন্নাথের সেবোপকরণ, ভোগবুদ্ধিবশে ইহাতে আসক্ত হইলেই জীব জগতে আবদ্ধ হইয়া জন্মমরণাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে থাকেন; চেতনবাণী বা শব্দব্রহ্মের আশ্রয়েই এই আবর্ত্তন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে; বাণীর সেবাফলেই জীব বাণীবিগ্রহ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবা-লাভে সমর্থ হয়; শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদগৌরবাণী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই বাণীর সেবা প্রদানের জন্যই এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বাণীর সেবায় বিমুখ হওয়ায় আজ আমরা প্রভুহারা হইয়াছি। প্রভুহারা আমাদের প্রভুসেবা ছাড়া আর কি কৃত্য আছে? কিন্তু এই প্রভুসেবা দিবেন কে? প্রভুসেবা-প্রদানের একমাত্র মালিক প্রভু-নিজজন। প্রভুনিজজন শ্রীল আচার্য্যদেব আজ আমাদিগকে প্রভুসেবা-প্রদানের জন্য প্রভুসেবা-বঞ্চিত আমাদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রভুর অভিন্ন জানিয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিলেই আমরা প্রভুসেবা পাইবই পাইব।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ শচীনন্দনরূপে নিত্যকালই জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ শ্রীযোগপীঠে ক্রীড়াশীল আছেন; জগন্নাথাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাফলেই সেই শচীনন্দনের দর্শন ও সেবালাভ হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ভক্তিশাস্ত্রীজী সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ, শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য, মুক্তজীবই শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তনের অধিকারী, সাধুসঙ্গে হরিভজন, নাম, নামাপরাধ, নামাভাস, সাধন ও সিদ্ধের সেবার তারতম্য, হরিভক্তের চুর্ণ তত্ত্ব, ভক্তির স্বরূপ, অনর্থনির্ম্মুক্তির উপায়, ত্রিবিধ বৈষ্ণবাধিকার, ত্রিবিধ অধিকারীর অর্চ্চন ও ভজনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মধুসূদন নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

---::(•)::---

শ্রীকৃষ্ণ—এখানে যে 'শ্রী'কথাটী সেই 'শ্রী' আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা, এইজন্য 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণ—আকর্ষক, 'শ্রী'—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্য-বতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবানকে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন। আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীত, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'রতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারগণকে পাই। সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান ক'রতে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন; সৌন্দর্য্য না থাকলে—যোগ্যতা না থাকিলে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'রতে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব বা প্রেয়সী হ'তে হয়।

শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা—যাবতীয় দেব-দেবীর জননী। তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতিরও আকর। তিনি স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রধানা শক্তি। শক্তিমদ্বস্তু বলিতে যাহা বুঝায়, শক্তি বলিতেও তাহাতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তিনি বলদেবাদিরও পূজ্য। অনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর চরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিতজনগণ পরম-ধন্য। বার্ষভানবীর আশ্রিতজনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

এই জগৎ চিন্ময়েরই বিকৃত প্রতিফলন। চিন্ময়ে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক, আর অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিন্ময়ে সেব্য বস্তুর সুখ-তাৎপর্য্যই সেবকের স্বার্থ। সেই চিন্ময়ের বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতের প্রাণী বহু সেব্য ও বহু সেবকরূপে বিরাজিত। এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজ সুখের বিঘ্ন হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এক কথায় এই স্থানে সেবা ও সেবকের নিত্যত্ব নাই, এই স্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভাল বাসিয়া থাকে—নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য। এখানে যত বড় সতী স্ত্রী বা যত নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পুত্রের মাতাপিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, সেখানে শুদ্ধসেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না। যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একটি মাত্র শক্তিমৎ বা বিষয়তত্ত্ব, যেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে বিষয় এক, শক্তি অনন্ত।

ব্যভিচারবৃত্তিদ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরু হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তবসত্য কথা।

নির্ব্বেদ-জ্ঞানি গুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিক গুরু, কপটগুরু কখনই গুরুপদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁরা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন—আত্মহিংসক ও পরহিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখদুঃখী।

ঘুরেটুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পাবেন, কারণ, কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে পড়েছে সে আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্তর বস্তুদর্শনই অবৈধ দর্শন। এই অবৈধ দর্শনই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এইরূপ অবৈধ দর্শনের অবস্থাটা কেটে গেলে সত্য সত্যই কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

অচিতের সহিত যে সংস্রব, তার নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল-চেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের আরদালি সকল প্রবেশ নিষেধ ব'লবে।

নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্মদর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্মসাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বরসাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করাবার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এইজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।"

জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্যভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বিবাদে চিদ্-বিলাসে অবস্থান।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধি মাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না, জীব তজ্জাতীয় ব'লে, পরব্রহ্মের সেবা করতে পারে, কখনও পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ পদবী গ্রহণ করতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ত্রিপুটী-বিনাশ মাত্র নয়; তা' স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা তা' স্ফূর্ত্তিভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁ'র চেতনে যে'টি নিত্যসিদ্ধ সেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটি তখন বিকসিত হ'য়ে উঠে। ভগবান্ ব'লেছেন,—আমাকে যেভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁকে সেইভাবে পূজা করিয়া থাকি। কান্তরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা, কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গকে বিলাইয়া দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন।

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। 'আমার সুখ হউক, বাদবাকী লোকের অসুবিধা হউক, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে আমার সুবিধা!'—এরই নাম অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথ। 'আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি'—এইরূপ বিচার কেবলা ভক্তির পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ, কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুনতে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা দর্শন হয়।

ভক্তি অন্ধবৃত্তি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষসীমায় আরোহণ ক'রতে পারেন, ভক্তি-আশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান্ হ'তে হ'বে। আমরা মনুষ্য-জাতির কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট না। ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি বা অন্য কোনও জাতি বা দেশ-বিশেষের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মাতামাতি দোলো লোক হ'য়ে যাওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ নিজ মনের কল্পনা কিম্বা মনোধর্ম্মের বিকারসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও—মত্ত দোলো লোক হওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রলুব্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ ক'রতে হ'বে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ ক'রতে হ'বে। আচার্য্য কর্ণবেধ ক'রবেন, আমরা সমিৎপাণি হ'য়ে আচার্য্যের নিকট অভিগমন ক'রবো। আমাদিগকে বাস্তববস্তু জানতে হ'বে শ্রবণ-প্রণালীর দ্বারা; নিজের অক্ষজ-জ্ঞানমানিতার দ্বারা নহে, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তা'তে বাস্তববস্তু জানা যায় না।

অনর্থগ্রস্তের আত্ম-পরীক্ষা

(শ্রীযুক্ত সহজানন্দ দাসাধিকারী)

ভজন-পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমাগতই পশ্চাৎপদ হইতেছি দেখিয়া দুঃখিত-মনে আত্মচিন্তা করিতেছি, এমন সময় দৈবক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশবাণীর কথা মনে পড়িল। তিনি লিখিয়াছেন,—"সাধনভক্তগণ সর্ব্বদা নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। তাঁহারা কল্য কি ভাবে ছিলেন, অদ্য বা কি উন্নতি হইল? কয়েক দিন লক্ষ্য করিয়া যদি দেখেন যে, ক্রমগতি অনুসারে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, তবে কোন অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই অপরাধকে নির্দ্দেশ করত তাহাকে পরিহার করিবেন ও সাধুসঙ্গদ্বারা তৎকৃত ক্ষত শোধন করিবেন। অনুক্ষণ অনুশীলন ও শ্রীকৃষ্ণকে আবেদন করিয়া পুনরায় এ অপরাধ না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন। যাঁহাদের ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের অলক্ষিত ব্যাঘাতক্রমে উন্নতির অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। অতএব সাধকগণ এ বিষয়ে সাবধান হইবেন।"

এই উপদেশবাণী স্মরণ করিয়া নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিতে গিয়া ভাবিলাম, "আদৌ গুরুপাদাশ্রয় কার্য্যটিই কি আমার হইয়াছে? শরণাগতি ব্যতীত গুরুপাদাশ্রয় কিরূপে সম্ভব? ভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রাতিকূল্য বর্জ্জনে সঙ্কল্প, গুরুকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য; শরণাগতির এই কয়টী লক্ষণের একটীও ত' সূক্ষ্মবিচারে আমার মধ্যে দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, শুধু গুরুপাদাশ্রয়ের মিথ্যা অভিমান,—'বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা' ত' বহু দূরের কথা। এ অবস্থায় ভজনোন্নতির আশা করাই বৃথা।

সর্ব্বদা প্রেয়ঃ লইয়াই ব্যস্ত আছি। শ্রেয়োলাভ আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব? প্রাণ, অর্থ, ধীঃ, বাক্য নিয়োগে শ্রেয়ঃ আচরণ দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্পাদন অলসস্বভাব প্রেয়ঃকামীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে।

সৎ বা সত্য সাধুসঙ্গ কি আমি কখনও করিয়াছি? প্রকৃত সাধুর সঙ্গে দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যবিষয়ের আলোচনাদিক্রমে কি কখনও ঘনিষ্ঠতা লাভের চেষ্টা করিয়াছি? করিলেও দৈব কি সে বিষয়ে আমার প্রতিকূল হয় নাই? তবে আর ভজনোন্নতি কিরূপে হইবে?

আর সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে আদৌ শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই বা আমার কতটুকু আছে? "কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জানে সর্ব্বকাল" এ বিশ্বাস আমার কোথায়? থাকিলে হরিভজনার্থ অন্যত্র গমনের কথা হইলেই—"অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ। অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥" এ চিন্তায় আড়ষ্ট হই কেন?

আমি ভক্তিফল লাভ করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি সত্য; কিন্তু 'ভুক্তি'-'মুক্তি' পিশাচীদ্বয়ের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভের কোন যত্ন করি কি? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জন করিতে কি আমার ঐকান্তিক চেষ্টা আছে? "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে"। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিরূপ এই নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম যাজন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রধান রিপু মৎসরতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কি আমি কোন চেষ্টা করিয়াছি? অপরের ভজনোন্নতি কিংবা গুরুকৃপা-লাভ-দর্শনে আমার মৎসরতার উদ্রেক হইলে তজ্জন্য কি আমি লজ্জিত হই? কিংবা ঐরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসাক্ষাতে মিথ্যা দোষারোপ বা নিন্দা প্রয়োগে ক্ষান্ত হই কি?

ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভের চেষ্টার ন্যায় হরিগুরুবৈষ্ণবকে কেবল "মুখের দোরস্ত সাফাই" দ্বারা বঞ্চিত (?) করিয়া তাঁহাদের কৃপালাভের চেষ্টা করি না কি? আর্জ্জব বা সরলতা দূরে থাকুক, কপটতা কি আমার অস্থিমজ্জাগত নহে? স্নেহ বা প্রণয়ভরে আমি কি আমার অপর গুরুভাইগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশা-মিশি করিতে পারি? আমার আত্মাভিমান, পদমর্য্যাদাজ্ঞান কি আমার সেবাকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে না?

তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরিব সহিষ্ণুতা, অমানিমানদ ভাব আমার মধ্যে কি কিছুমাত্র আছে? না থাকিলে আমি আর ভজনোন্নতির আশা কিরূপে করিতে পারি?

সাধু-নিন্দা ও গুর্ব্ববজ্ঞা কি আমার জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার নহে? তবে আর নামভজন ও তৎফললাভ আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ষড়্‌বেগের প্রথম বেগ বাচোবেগটি কি আমি সংযত করিয়াছি? তিতিক্ষা বা ক্ষমা অভ্যাস কি আমি কিছুমাত্র করি?

এইরূপ ভাবে আমি যতই আত্মপরীক্ষা করি ততই দেখি, কোন সদ্গুণের লেশমাত্র ত' আমার মধ্যে নাই-ই, পরন্তু দুর্গুণ বা দোষ যাহা প্রচুর পরিমাণে আমাতে বিদ্যমান তাহা দূরীকরণে আমার বিন্দুমাত্রও প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষা নাই। অথচ আমার ভজনোন্নতি হইল না বলিয়া আমি দুঃখিত। আমি কি সত্যই দুঃখিত?— না তাহাও প্রতিষ্ঠেচ্ছা জ্ঞাপনের ভাণে কপটতা মাত্র? হায়! কপটতা ও মৎসরতা কি আমি কোন দিনও পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিব না? আমার সঙ্গে পড়িয়া যে আরও কতকগুলি লোক নষ্ট হইতে চলিল। আমার ঐ দোষ ঘৃণাসহকারে চিন্তা করিতে করিতেও তাহারা যে অজ্ঞাতসারে উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ধিক্ আমাকে!

হে সাধকগণ, আমার দৃষ্টান্তে আপনারা এ বিষয়ে সত্বর সাবধান হউন।

গৌড়ীয়মঠবাসী কে?

(উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী)

অনেক দিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে থাকিবার অভিনয় করিলাম, কিন্তু একদিনের জন্যও বিচার করি নাই আমি গৌড়ীয়মঠবাসী কিনা? জগতের নিকট আমি গৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছি। কেহ যদি প্রশ্ন করেন, আপনার বাড়ী কোথায়, আপনার পূর্ব্বপরিচয় কি? তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়া থাকি—আমরা গৌড়ীয়মঠের লোক; পূর্ব্ব পরিচয় দিতে নাই, এখন গুরুগৃহই আমাদের গৃহ, আচার্য্য—পিতা; কিন্তু ইহা কি উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে? 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যদি গৌড়ীয়মঠবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে চাই তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বাস করিতে হয়। ভারতের বিভিন্নস্থানে একটী নির্দ্দিষ্ট দালানে বাস করিয়া গৌড়ীয়মঠবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়া বৃথা। আমি ত্যক্তগৃহ এইজন্য আমি গৌড়ীয়মঠবাসী, এই অভিমানও বৃথা। গৌড়ীয়মঠ—"ভক্তসজ্ঝারাম", শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগতজনগণই শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী।

আমি কি শ্রীগুরুদেবের অনুগত? শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইতে হইলে, স্থূল-সূক্ষ্ম পরিচয় বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু আমি কি তাহা করিয়াছি? শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের ভাণ করিলে কি হইবে? আমার দেহ এবং মন সর্ব্বক্ষণ গৃহচিন্তায় রত। জগতের বিষয়সমূহই আমার যথা-সর্ব্বস্ব, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতাম না। অনুগত তাঁহাকেই বলা যায়, যিনি নিজের স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় যিনি ইচ্ছা মিশাইয়াছেন। "দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে"—যখন এই প্রকার বলিতে পারিব তখন "মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা" এই বিচারে নিজের স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। তখন পরতন্ত্র অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাধীনে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবে। আমি শ্রীগুরুদেবের অনুগত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তদনুগত জনগণ আমার মঙ্গলের জন্য অথবা আমাকে মঠবাসের যোগ্য করিবার জন্য শ্রীমঠের আচার বিচার গ্রহণ করিতে বলেন, তখন আমি পশ্চাৎপদ হই। তাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করিলে, আমি সেস্থান হইতে সরিয়া যাই। যদিও কখনও কখনও পশুচিকিৎসার ন্যায় আমার মুখব্যাদন পূর্ব্বক পরম দয়াল বৈষ্ণবগণ কলুষিত-চিত্ত আমার নিকট কৃপা করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের করুণাকে গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করি। হরিকথাতে উদাসীন্য আসিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের অধিকার নাই। তিনি বাহ্যতঃ শ্রীমঠে বাস করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তিনি মঠের বাহিরে আছেন। ছাত্র কাহাকে বলে? যে ছাত্র গুরুমহাশয়ের আনুগত্য অবলম্বন করিয়া স্কুলের নিয়মাবলী পালন করত পাঠ্য বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করে, তাহাকেই প্রকৃত ছাত্র বলা হয়। কেবল স্কুলে গিয়া হাজিরা খাতায় নাম লেখাইলে বা বেঞ্চে বসিলেই ছাত্র হওয়া যায় না। আমার অবস্থাও ঠিক তাই। আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের খাতায় নাম লিখাইয়াছি বটে কিন্তু গৌড়ীয়মঠের যাহা উদ্দেশ্য তাহা বিন্দুমাত্রও পালন করি না। গৌড়ীয়মঠের খাতায় নাম লিখাইলেই গৌড়ীয়মঠবাসী হওয়া যায় না। গৌড়ীয়মঠে বাস করিতে হইলে গৌড়ীয়মঠের ভিতরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। গৌড়ীয়মঠের ভিতর অর্থাৎ অন্তঃপুরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবস্থান। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধুরিমা যিনি উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহার পক্ষে শ্রীগুরুদেবের অনুগতজনের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক।

দেহ-মনোধর্ম্মকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণাধীনে থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা নিষ্কপটে পালন করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসীর কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাপালনই জীবের ভবসাগর পার হওয়ার একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগতজনের আদেশ যথাযথভাবে অর্থাৎ নিষ্কপটভাবে যিনি পালন করেন তিনিই শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী, অপরে নহে।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল্গু আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাবলিপ্রকাশকরে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১০ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে উহা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিস্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ প্রবীণচন্দ্র রায় বিদ্যাবিনোদ।

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জামগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনন্দনাচার্য্য গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) প্রকাশানন্দমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীগদ্ধর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণ্ড রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২।৩ নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরবিনোদ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবশারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিবর্জ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাস ব্রজবাসী দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্শি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
দাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৫৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷৵০
খড়িপুর ১০০০ নং	১০৴০
দাবরোয়া সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

গোখাণ্ডসারীর।

খাঁড়।৵০

টাকশালের বার	৩৪।০
মঞ্জরেণ	২২৲
চান্দিবার	৫২।০

পাটের দর

আবরে—	৪০৸০
মিডম—	৪৩৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেস্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৵০
স্টাউসমেক ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এ)	৫৲—৫।০
আটা (বেঁ)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
পলাউ	১৷৵০—১৸০
ভুষ	১৪৵০—১৪৸৵০

গুড়ের দর

অওয়া	৫৭৲
রামনাথ	৫৭৲
কুরেবৌরী	৫০৲
লক্ষ্মী	২৫৲
আটিক্রম	৩৪।০

তার	৪৩৲
কাফুপ	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৯—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আরেন সোলার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আরেন করুক	৪০৲
কওাচি খুরসিদ কাইন	৪৩৲
কাবার্গ শাখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮।০
সুপারী বেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
শুটি খয়ের	১৫।০—১৭।০
গন্ধা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টিঃআয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

১১৵০	
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৶
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬।০—৬৸০

পাতি কাটিং ০—১ ফুট লম্বা

৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ০—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাতি; বোলটু, গজাল ৬৸০—৭।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের ৭।০

রড ৬৸০—৭৸০

নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২০৷ঃ

চটকলের হালদণ ৫৵০, পাটের হালদণ ৬।০

তুলার হালদণ ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌স্ লিঃ

৩-৪ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের খাদ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসে"র "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কার্য্যক্ষম করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুসুরডালি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল দ০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৯।১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার ক্বাট্তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪॥০	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার,

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি — পৃষ্ঠা
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
[illegible]—শ্রীধাম

শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ-
[illegible]-সংরক্ষক ত্রিদণ্ডি
[illegible]
[illegible]
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের পদাশ্রিত
আকুমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্[illegible]
পরিব্রাজকভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৫, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৮, শনিবার [৫৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে দশসহস্র গ্রামবাসীর উপর গুলিচালনা

বাঙ্গালোর হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত কোলার জেলার বিদুর অশ্বথ নামক গ্রামে এক জনসভার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে ৩২ জন নিহত হয় এবং ৪৮ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া [illegible] এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ও বক্তৃতা দিতে থাকে। প্রায় ১০ হাজার গ্রামবাসী সভায় একত্রিত হইয়াছিল।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাকে বে-আইনী জনতা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সকলকে চলিয়া যাইবার জন্য ৫ মিনিট সময় দেন। পাঁচ মিনিট সময় শেষ হইলেও [illegible] ত্যাগ না করায় পুলিশ-গুলী চালায়।

হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে জানা যায় যে, দুই হইতে দশ জন নিহত হইয়াছে এবং কিছু লোক আহত হয়।

সরকারী মহলে খবর লইয়া জানা গেল যে, পাঁচ হাজারেরও বেশী লোক গত ২৫শে এপ্রিল রাত্রে বিদুর অশ্বথ গ্রামে সমবেত হয়; তাহারা খুব উগ্র হইয়া উঠে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ সত্ত্বেও চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হয়। জনতা অবশেষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও [illegible] ঘেরাও করিয়া ফেলে। তখন পুলিশ আত্মরক্ষার্থ গুলী চালায়; ফলে সাত জন নিহত হয় এবং কয়েকজন আহত [illegible]

শিকার রাজ্যে সঙ্গীন অবস্থা

'এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, শিকারের অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে এবং একটা চরম ঘটনা একেবারে আসন্ন হইয়াছে, শিকারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির বিষয় জয়পুর দরবারকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কি চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনার্থ পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ এস, ইয়ঙ্গ এবং অভিযানের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারী কর্ণেল ক্রেক, ইহারা উভয়েই জয়পুর গিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে রাওরাজাকে, সহরটী জয়পুর দরবারের নিকট সমর্পণ করিতে সম্মত হইবার জন্য যে সকল চেষ্টা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

'এসোসিয়েটেড' প্রেসের প্রতিনিধি শিকার সহরের ঠিক বাহিরে গিয়া দেখিতে পান যে, জয়পুর পুলিশ বা সৈন্যদলের আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য সকল রকম আয়োজন চলিতেছে। সহরের প্রধান ফটকের উপর একটী ছোট কামান বসান হইয়াছে এবং উহা বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানেও প্রতিরোধের আয়োজন করা হইতেছে এবং [illegible] প্রাচীর ও ফটক সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। প্রায় দুই হাজার রাজপুত লাঠিহস্তে প্রধান ফটকের সান্নিধ্যে পাহারা দিতেছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে উচ্চস্বরে রাও রাজাকী জয় ধ্বনি করিতেছে।

গত ২৮শে এপ্রিল অপরাহ্নে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণে জয়পুর হইতে ছোট্ট একদল পদাতিক সৈন্য এবং চারটী কামান আনা হইয়াছে। পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ এফ এস ইয়ঙ্গ এবং কর্ণেল ক্রেক উভয়েই ঐ ট্রেণে জয়পুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান পরিস্থিতি জ্ঞাপন করিবার জন্য জয়পুর গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সিনিয়র কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন ওয়েবের সহিত শিকার সহর দখল করিবার জন্য কি উপায়ে আক্রমণ আরম্ভ করা হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন।

———

উড়িষ্যার লাট-নিয়োগ সমস্যা

উড়িষ্যার লাট নিয়োগ লইয়া উড়িষ্যার বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে 'ঘন ঘন' আলোচনা হইতেছে। গত ২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যার বোম্বাই এবং ওয়ার্দ্ধার সঙ্গেও টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। মন্ত্রীরা কিছুই প্রকাশ করিতেছেন না। এদিকে ৫ই মে তারিখে মিঃ ডেনের কার্য্যভার গ্রহণের আয়োজন চলিতেছে। ব্যাপার যে জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বোস সফরে আছেন। তাঁহাকেও কটকে আহ্বান করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যদি এই নিয়োগ বাতিল না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভায় পদত্যাগ অনিবার্য্য। আর এই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে পর উড়িষ্যার শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া গবর্ণর কর্ত্তৃক স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই।

মিঃ জে আর ডেনকে উড়িষ্যার অস্থায়ী গবর্ণরপদে নিযুক্ত করায় উড়িষ্যার কংগ্রেসী মহলে বিশেষতঃ মন্ত্রিমণ্ডলে প্রতিক্রিয়া যাহাই হউক না কেন আপাততঃ অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। সুতরাং একদিকে ওয়ার্দ্ধা, বোম্বাই ও কটক এবং অপর দিকে পুরী ও নয়াদিল্লীর মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সেই সেই আলোচনা চালান হইতেছে।

———

কংগ্রেস সভাপতির সুরমা উপত্যকা পরিভ্রমণ সমাপ্ত

গত ২৬শে এপ্রিল বেলা ১১টার সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র কুলাউড়া হইতে হবিগঞ্জ কোর্ট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। হবিগঞ্জের বিশিষ্ট জননায়ক ও কংগ্রেস কর্ম্মিগণ শ্রীযুক্ত বসুকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিবেন্দ্রবাবু ও মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতি সুখদা পাল চৌধুরী মহাশয়া শ্রীযুক্ত বসুকে মাল্যভূষিত করেন। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সামরিক কায়দায় কংগ্রেস সভাপতিকে সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত বসুকে অতঃপর শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রাটী লোকাল বোর্ড অফিসের সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য থামে। গোপেন্দ্রবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া শোভাযাত্রা থামে। শ্রীযুক্ত বসু এখানে 'চৌধুরী ভিলায়' অবস্থান করেন। এতদুপলক্ষে বাড়ীটী চমৎকাররূপে সজ্জিত করা হয়। গোপেন্দ্রবাবু কোনই ব্যবস্থারই ত্রুটী রাখেন নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ বামন-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহচর্য্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। ভক্তিসার্থকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে লিপিবদ্ধ করা
হইয়াছে।

—০—

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১৩শ বর্ষ { ১৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৭৫, ৩০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৫১তম সংখ্যা

কলিকাতায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

হাওড়া ষ্টেশনে ভক্তগণ-কর্তৃক সম্বর্দ্ধনা

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

(তারের সংবাদ)

কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু জানাইয়াছেন, গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ অধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলানিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীউপাস্যচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে অদ্য প্রাতে গয়া হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করিয়াছেন।

হাওড়া ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী, শ্রেষ্ঠাখ্য শ্রীযুত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুত শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ (অলোয়ার জমিদার) ও মিশনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীমোদদ্রুম-গৌড়ীয়-মঠে মহোৎসব

গত ১২ই বৈশাখ সোমবার শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অপ্রাকৃত কবিকুলচন্দ্রমা শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব তদীয় শ্রীপাট মামগাছি শ্রীমোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠে অতি সুন্দরভাবে বিপুলসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা ও শুভেচ্ছায় উৎসবটী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উৎসবের অধিবাসদিবস চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধরমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম-মহারাজ, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ রাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয়, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীধীরোদাত্ত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলদীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীমনোহর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবদিবসে চাঁপাহাটী মঠ হইতে শ্রীপাদ পরমেশ্বরী-প্রসাদ ব্রহ্মচারী, বিদ্যানগর সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী, শ্রীমিহির কুমার ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই, রুদ্রদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীসৎকৃপা ব্রহ্মচারী এবং জামগর প্রভৃতি স্থান হইতেও ভক্তগণ আগমন করেন।

অধিবাসদিবস সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর আরাত্রিকের পর উদ্দণ্ড নৃত্যগীতবাদ্যসহকারে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। বন্দনাদির পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রেবতীরমণ প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ প্রাঞ্জলভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চরিত্র পাঠ করেন। অতঃপর রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত 'যে আনিল প্রেমধন' বিরহগীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সোমবার শ্রীল ঠাকুরের বিরহোৎসবের দিন ঊষঃ ৪ঘটিকা হইতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, বৈষ্ণব-বন্দনা ও ঊষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বাহির্গত হয় এবং ভক্তগণ শ্রীমৎ শাঙ্গ মুরারি ঠাকুরের পাট, শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুরের পাট, জামগর ও সমগ্র মামগাছি গ্রাম পরিক্রমান্তে মোদদ্রুম-ছত্রের পুরাতন মঠপ্রাঙ্গণ হইতে 'হরি ব'লে মোদের গৌর এল' গীতটী কীর্ত্তনমুখে উদ্দণ্ড নৃত্য ও সংকীর্ত্তনরোলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটস্থিত, শ্রীমোদদ্রুমগৌড়ীয়মঠ পরিক্রমা করেন। ৬ঘটিকা হইতে ৮ঘটিকা পর্য্যন্ত নগর-সংকীর্ত্তনে পঞ্চতত্ত্ব নাম, 'উদিল অরুণ', ''রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্'' প্রভৃতি গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন।

অতঃপর ইষ্টগোষ্ঠী ও ভোগরন্ধনাদি সেবাকার্য্যে ভক্তগণ ব্যাপৃত থাকিলে পুনরায় ৯॥ ঘটিকা হইতে পঞ্চতত্ত্বনাম, 'গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন' প্রার্থনা-গীতি, শ্রীপাদ রাধিকারানন্দ প্রভু কর্তৃক হিন্দিগীতি কীর্ত্তন, ''কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর'', 'গুরুদেব কৃপা-বিন্দু দিয়া' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ১৩শ খণ্ড (বর্ত্তমান বর্ষ) ৪৬শ সংখ্যা হইতে 'ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস' প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর পণ্ডিতজী মধ্যাহ্ন ১১ ঘটিকা হইতে ১২॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মসেবানিষ্ঠা, তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদধর্ম্ম, জগতের প্রতি তাঁহার অহৈতুক-কৃপা প্রভৃতি বহু কথা ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত ''ঠাকুরের জীবনী'' পাঠ করেন। অতঃপর উদ্দণ্ড নৃত্য, গীত-বাদ্যকোলাহল ও জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার সকলেরই নয়ন-মনোভিরাম হইয়াছিল। অনন্তর মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ দুই শত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর পণ্ডিতজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-মহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী প্রভুর সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য ব্যতীত কেহই যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা পাইতে পারেন না—ইহাও তিনি ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান আচার্য্যের সেবা দ্বারাই যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সম্যক্ পূজিত হন—ইহাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অতঃপর রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মধুসূদন অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

শ্রীনামকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। শ্রীনামই সাধ শ্রীনামই সাধ্য। এই নাম ও নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই নাম নামীরই ন্যায় পূর্ণচেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্। অনেকের ধারণা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন উপায়মাত্র। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্যবস্তু। সুতরাং শ্রীনাম যে সাধ্য ও সাধন উভয়ই তাহা সহজেই অনুমেয়। এই শ্রীনাম যখন বদ্ধজীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে সাধন বলা হয়। "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি"—এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধের যাহা কার্য্য, তাহাই সাধনাবস্থায় 'রিহারসেল' দেওয়া হয় মাত্র। যেমন কোন ব্যক্তিকে যাত্রায় অর্জ্জুনের পাঠ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি অভিনয়ের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পাঠসমূহ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা অভ্যাস করেন, ইহাকে সাধন বলা যাইতে পারে। এই ব্যক্তির যে সাধন, তাহা কিছু তাঁহার সাধ্য হইতে প্রকারে পৃথক্ নহে। কেবলমাত্র সাধ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ও নির্দ্দোষ করিবার জন্যই তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা। অর্থাৎ তিনি যে অর্জ্জুনের পাঠ সাধন করিতেছেন তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু সেই অর্জ্জুনের অভিনয়ে দক্ষতা লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; অর্থাৎ তাহাই তাঁহার সাধ্য। যেমন মানুষমাত্রেই পদদ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন, শিশু যখন ঐরূপ বিচরণ করিবার জন্য চেষ্টা করে তখন তাহার ঐরূপ চেষ্টাকে সাধন বলা যাইতে পারে। শিশু সর্ব্বত্র বিচরণের জন্য সাধন করিতেছে, কিন্তু তাহার ঐ সাধন-চেষ্টাও বিচরণরূপাই, অন্য প্রকার নহে। শিশু তাহার সাধনে সিদ্ধ হইলে, অর্থাৎ হাঁটিতে শিখিলে বিচরণরূপ কর্ম্মকে সাধনমাত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। তাহার পূর্ব্ব সাধন-চেষ্টাই সিদ্ধিলাভের পর নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইয়া সাধ্যরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন ও সাধ্য। শ্রীনাম-কীর্ত্তনই শ্রীনামকীর্ত্তনের ফল। সাধনাবস্থায় যতটুকু সেবোন্মুখতা থাকে, সাধন ততটুকু নির্দ্দোষ হয়। সেবোন্মুখতার একান্ত অভাব থাকিলে তাহা নামাপরাধ; সেবোন্মুখতা ঈষৎ বিকশিত হইলে তাহা নামাভাস, আর সেবোন্মুখতা পূর্ণবিকশিত হইয়া যখন চিদিন্দ্রিয়দ্বারা নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকেন, তখনই তাহা শুদ্ধনাম এবং তাহাই সাধ্য-স্বরূপ।

এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই বিপ্রলম্ভভজন। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতককুলের আর্ত্তনাদের ন্যায় ভক্তগণ বিরহব্যথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া প্রেমভরে নিরন্তর নামসংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিরহই শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখদ্বারে কীর্ত্তনাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শুদ্ধ-চেতনের সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি। কোনও বালক কোন অপরিচিত স্থানে থাকিয়া তাহার পিতাকে না দেখিতে পাইয়া অনুক্ষণ ব্যাকুলভাবে পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকিলে পিতা বালকের ব্যাকুল ডাক শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন দান করেন এবং স্বগৃহে লইয়া যান। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের পরস্পরের বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া যায় না বরং পুত্র তখন তাঁহার পিতাকে আরও অধিকতর উল্লাসভরে আহ্বান করেন, তাঁহার সহিত কতই না প্রাণের কথা বলেন এবং তাঁহার নানাবিধ পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীব সাধুগণের উপদেশে কৃষ্ণনাম-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান যখন নিষ্কপট ও ব্যাকুলতাময় হয়, তখনই সেই ডাক কৃষ্ণের কর্ণে পৌঁছায়। কৃষ্ণ তখন সাধক-জীবকে আকর্ষণ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান। জীব মুক্ত হইয়া আরও ব্যাকুলতা ও উল্লাসভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন, কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করেন—কৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও আরও গাঢ়ভাবে পাইবার জন্য কৃষ্ণকেই ডাকিতে থাকেন।

মুক্ত হইবার পরই অপ্রতিহতভাবে অনুক্ষণ ভগবানের শুদ্ধনামকীর্ত্তন করা যায়। মুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে ভগবানের নামগ্রহণের অভিনয় তাহা অনেক সময়ই নামাপরাধ, কখনও কখনও বহুভাগ্যফলে নামাভাস। মুক্ত হইবার পরই প্রকৃত শুদ্ধনাম জিহ্বায় উদিত হন। সেইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

> নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
> দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
> অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
> পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

শ্রীমোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবের পরদিবস শ্রীহরিবাসর তিথিতে উষঃকাল হইতে শ্রীল ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হইলে প্রথমে স্বামীজী আদি খণ্ড ১ম অধ্যায় পাঠ করেন। অনন্তর যথাক্রমে শ্রীপাদ রেবতীরমণ প্রভু, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু, শ্রীপাদ ইন্দ্রুপ'ত প্রভু, শ্রীমনোহর ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারীজী দিবারাত্র শ্রীগ্রন্থ-পারায়ণ করেন। দ্বাদশী দিবস প্রত্যূষে স্বামীজী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অবশিষ্ট অংশ পারায়ণ করেন। স্থানীয় কতিপয় সুকৃতিবন্ত শ্রোতা যে প্রকার আগ্রহ ও ধৈর্য্যের সহিত দিবারাত্র পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণাদি শ্রবণ করেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। এবারকার উৎসবে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সেবার আর্ত্তি, উৎসাহ ও আনুকূল্য সত্য সত্যই হরি-গুরুবৈষ্ণবের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত শ্রীশানপদ দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস ও মঠসেবকগণের নিষ্কপট সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানীয় ভক্তগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুরের বিরহোৎসবে এরূপভাবে শ্রবণকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা কখনও হয় নাই। সকলেই পরমকরুণ পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারী শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের মহিমা শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণে উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রৌতপথে হতাশা নাই

(উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ বি-এ)

পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বর্গের কৃপালোকে যখন পাপমলিন চিত্তের অন্ধকাররাশি দূর হইতে থাকে তখন বুঝিতে পারা যায় যে, হরিভজনে নিরাশ হইবার কোন কথা নাই। হরি নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, আর শ্রীহরির সেবাপ্রদাতা মহামহা-বদান্য কৃপাম্বুধি শ্রীগুরুবৈষ্ণবও নিত্য। দ্বিতীয়তঃ সেই পরমদয়াল পতিতপাবন মহাবদান্য শ্রীহরিসেবাপ্রদানকারী করুণা-ঘনমূর্ত্তি মহাকল্যাণের খনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ অহৈতুককরুণাবশতঃ জগতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া অকপট-কৃপাপ্রার্থী জীবের সেবোন্মুখ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ের ধন জীবের নিত্যারাধ্য পরমানন্দময়ের প্রকট করাইয়া জীবকে দেবদুর্লভ নিত্যানন্দময়ী সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। পরমা-নন্দময়ের সেবাপ্রদানই যাঁহার একমাত্র কার্য্য, শ্রীহরির সুমধুর গুণগানে আকর্ষণ করাই যাঁহার ধর্ম্ম, না চাহিলেও অযাচিত-ভাবে দ্বারে দ্বারে শ্রীহরির বার্ত্তা প্রচারে যিনি ব্যস্ত, স্বল্পপুণ্যবান্ দুর্ভাগা কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যিনি অসীম সহিষ্ণুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অতিশয় যত্নসহকারে কোটি কোটি পিতৃমাতৃস্নেহধিক্কৃত যত্নের দ্বারা অশেষ কৌশল অবলম্বন করত শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুত, পরমমুক্তকুলের নিত্যোপাস্য, মধুর হইতেও অতি সুমধুর শ্রীহরির গুণ-গাথা শ্রবণ করান, হরি হইয়াও শ্রীহরির সেবকাভিমানকারী একমাত্র হরিপ্রিয়জন, সংসারোত্তরণের একমাত্র সেতুস্বরূপ এবং যাঁহার ঐকান্তিক সেবা ও আরাধনায় শ্রীহরি পরমপ্রীত ও যাঁহার প্রেমবশ্য, যাঁহার অপ্রীতিতে জীব সুরনরপতিগণকর্ত্তৃক পরি-বেষ্টিত হইয়াও সতত ভীত ও অসহায়, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌরকরুণাপ্রদাতা, জীবের নিত্যবান্ধব মহামহাবদান্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণ আহ্বান ও শ্রীহরি হইতেও করুণাময় সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ আশার বার্ত্তা প্রচাররত, জীবদুঃখে মহাদুঃখী, দেবাদিদেবগণেরও সুদুষ্প্রাপ্য, মর্ত্ত্যলোকে স্বেচ্ছাবিহরণশীল, সেবাদ্বারা সহজ প্রাপ্য, মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ ক্ষিতি-পাবন বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখবিগলিত মহতী আশার বার্ত্তা যে নিষ্কপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়াছে তথায় নিরাশার লেশ কোথায়? এই বার্ত্তাই শ্রৌতবাণী। এই শ্রৌতবাণীই শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীধামাদি-সমন্বিত শ্রীহরি। যিনি সেবোন্মুখ হৃদয়ে অসীম

ব্যাকুলতা ও পরম আগ্রহ সহকারে এই শ্রৌতবাণীর নিরন্তর সমস্ত আবৃত্তি করিতেছেন, নিরাশার লেশমাত্রও তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রীমুখকীর্ত্তিত পরমামৃতময় এই শ্রৌতবাণী যে হৃদয়ে শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা নিয়ত নীরাজিত হইতেছেন, শ্রৌতবাণীই যাঁহার পরম সম্পদ, ভজন-পূজন, জীবনের জীবন ও ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদে পরমমাধুর্য্যময় শ্রীরূপের আলোকে যে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা-শ্বপচ রমণীর কুৎসিৎ নৃত্য-সমন্বিত কামাদি-ক্রমকর পরিবেষ্টিত ও সতত ভীতিযুক্ত ভোগ্যবার্ত্তার কুরূপের অন্ধকার পরিপূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিবলে যে হৃদয়ে সাধু-শাস্ত্র- গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, সেই হৃদয়ে শ্রৌতবাণী শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীরূপসমন্বিত কৃপালোক প্রকাশিত করেন। ভক্তিশ্রীরূপ বর্দ্ধনের দ্বারাই উহা যে কেবল বাগাড়ম্বরমাত্র নহে তাহা প্রমাণিত হয়। অতএব শ্রৌতবাণীই সত্য। যেখানে কায়মনোবাক্যে এই শ্রৌতবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচেষ্টা, সেখানে আশা বই নিরাশার কোন কথা নাই। যেরূপ রোগী কুপথ্য ত্যাগ করিয়া বৈদ্যনির্দ্দিষ্ট সুপথ্যের সহিত নিয়মিত ভাবে ঔষধ সেবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বললাভের দ্বারা পুনরায় স্বাস্থ্যলাভের আশা করিয়া সদ্বৈদ্যের কথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সেইরূপ সত্য সত্যই নিষ্কপটভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিকথামৃত শ্রবণে মনোযোগী হইলে ক্রমেই হরিভজনের আশা বর্দ্ধিত হইয়া ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় ও নিরাশারূপ ভীষণ ব্যাধি দূর হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। জগতের লোক হরিভজন না করিলেও দৃঢ়শ্রদ্ধাবানের শ্রীগুরু-কৃপা-লাভের সনির্ব্বন্ধ আশা কদাপি হ্রাস হয় না। যেখানে শ্রদ্ধা সেইখানেই আশা, আর যেখানে অশ্রদ্ধা সেখানে নিরাশা ছাড়া কিছুই নাই।

শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

স্বল্পপুণ্যবানের শ্রদ্ধা নাই, সুকৃতিসম্পন্ন জীব শ্রদ্ধাশীল। শ্রদ্ধাবান্ জন সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিলে নিরাশ হইবার কোন কথা নাই—ইহাই শ্রৌতবাণী। অতএব আচার-প্রচারপরায়ণ ও শ্রৌতবাণীতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তথা বৈষ্ণবগণ, তাঁহারাই একমাত্র ভরসাস্থল। অকৃত্রিম সুহৃদ্ তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মই 'ভবাব্ধিপোত'স্বরূপ, উহাই একমাত্র আরাধ্য, জীবনের জীবন ও ভূষণস্বরূপ। এখানে নিরাশা অসম্ভব, অন্যত্র সকলই নিরাশা বা দুরাশামাত্র।

শ্রদ্ধাবানের স্বভাব এই, শ্রৌতবাণী শুনিলেই আকৃষ্ট হন ও সাদরে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি হৃদয়ে সকল কথার উপরে শ্রৌতবাণীর আসন প্রদান পূর্ব্বক শ্রদ্ধাহীনের মত অবিশ্বাসময় তর্ক দ্বারা বাধা প্রদান না করিয়া, সাধুশাস্ত্রানুগত্যে বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর ধ্বনিতে চমকিত ও তৃপ্ত হয়। যেমন বহুকাল হইতে বিদেশ-প্রবাসী কোন ব্যক্তির কর্ণে স্বদেশাগত কিন্তু উক্ত বিদেশীয় পরিচ্ছদপরিহিত কোন অতিনিকট প্রিয় আত্মীয়স্বজনের মুখের মাতৃভাষা ও ভাবধারা হঠাৎ প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ শীতল হয় ও আগন্তুককে তাহার আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ সুকৃতিশালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শুদ্ধ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে পরম মুগ্ধ হইয়া কীর্ত্তনকারীকে পরমাত্মীয় ও নিজের পরমবান্ধব বলিয়া মনে করেন।

অনুগতজনের ডাকই ভগবান্ শুনিয়া থাকেন। দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনুগত। আনুগত্যই শরণাগতি বা সঙ্গ। মহাজন বলেন—

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।

শরণাগত শিষ্যের আর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছায়। সম্পূর্ণ শরণাগত শিষ্যের সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অনুগত অর্থাৎ শরণাগতজনই পরম সুখী ও ভয়শূন্য আর অশরণাগত বা ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তি সদাই অস্থির ও ভীতিবিহ্বল। শরণাগতকেই ভগবান্ রক্ষা করিয়া থাকেন।

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"
(ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩)

* * * *

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥'
(গীঃ ৯।৩১)

শরণাগতের ডাকে ভগবান্ আনন্দিত হন ও সর্ব্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

সকল চেতন জীবের একমাত্র প্রভু ও আরাধ্য হইয়াও ভগবান্ শরণাগত ভক্তেরই প্রেমবশ্য। মহাজন বলিয়া থাকেন, ভক্ত ভগবান্‌কে দিতে পারেন।

"কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।"
(শরণাগতি)

ভগবদ্ভক্তের শরণাগত যে ভক্ত তিনিই ভগবানের অধিক প্রিয়, ভক্তের অনুগত না হইয়া ভগবানের প্রিয় হওয়া যায় না,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥
(আদিপুরাণ)

একমাত্র ভক্তেরই কৃপায় 'ভবমহাদাবাগ্নি'-নির্ব্বাপণকারী সুমধুর শ্রীহরিগুণগান স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। সেইজন্য শরণাগত কীর্ত্তনকারীর পক্ষে প্রার্থনীয়—

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনামসংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥
(শরণাগতি)

সম্পূর্ণ শরণাগত বৈষ্ণব। শরণাগত শিষ্যের অনুগত ভাগ্যবান্ শিষ্যের হৃদয়ে শরণাগতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশ করিয়া শ্রীগুরুদেব প্রকটিত হন।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির শ্রদ্ধানুযায়ী শরণাগতি প্রকাশ পায়। শরণাগতির অনুপাতে ভগবান্ ও তদ্ভক্তগণের কৃপা উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিই শরণাগত। শরণাগত ব্যক্তির যে ভয় নাই তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিগ্রন্থের অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা অন্যত্র—

প্রতিজ্ঞা তোমার ঐ যো শরণাগত
নাহি সো জানব পরমাদ।
সো হাম দুষ্কৃত, গতি না হেরই আন,
আব মাগো তুয়া পরসাদ॥

ভবার্ণবে একমাত্র সুদৃঢ়, সহজ ও সুখময় পোতস্বরূপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের রেণুকণাশ্রয়াভিমানকারী হইতে পারিলে নিরাশা চিন্তারাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরে অবস্থান করিবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মই একমাত্র ভরসা।

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দ মুই সাবধানমতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥"

"নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম অশেষ করুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক "শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি", 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" "মদ্ভৃত্য-ভৃত্য ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ প্রিয় সেবকবর্গকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মপরাগরেণুতে আকর্ষণ করিয়া আনন্দময়ের সেবকরূপে কোটিমদনশোভাযুক্ত নিজদয়িত শ্রীনাথের নিত্য-সেবায় নিযুক্ত করিতে সতত প্রলুব্ধ করিতেছেন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের পরাগরেণুসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র কণাভিমানকারী হওয়ার অকৈতব চেষ্টাই আশা, আর সেই প্রকার অকৈতব চেষ্টাবিশিষ্ট সহজ ও দুষ্প্রাপ্য প্রকৃত সেবকাভিমানীর সঙ্গই একমাত্র আশা; অন্যথা নিরাশা। সুতরাং কৃষ্ণভোলা, নিত্য-হরিবিমুখ, অপরাধলক্ষযুক্ত, বিষ্ঠাবিলিপ্ত, অতিশয় ঘৃণ্য, দীনাতিদীন, সহজপাপপ্রবণ, অজ্ঞতজ্ঞানান্ধ, জরামৃত্যুর অধীন, প্রাক্তনদুষ্কৃতিবশতঃ সতত প্রপীড়িত, গুণলেশবর্জ্জিত, সুকৃতিশূন্য, সদাই স্খলিতপদ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তাই পরমদয়াল, কৃপাম্বুধি কারুণ্যঘনমূর্ত্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রকৃত নিষ্কপট সেবকদিগের শ্রীপাদপদ্মরেণুর কৃপাবিন্দু প্রার্থনা ব্যতীত এ পতিতাধমের আর কি ভরসা আছে?

গুরুদেব! কহবুঁ কি দুঃখ কি বাত।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ॥
সোহি করমফল, ভবে মোকে পেশই,
দোখ দেওব আব কাহি।
তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ,
আব পুছু তরইতে চাহি॥
দোষ বিচারই, তুহুঁ দণ্ড দেওবি,
হাম্ ভোগ করবুঁ সংসার।
করত গতাগতি, ভকতজন সঙ্গে,
মতি রহু চরণে তোহার॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে স্থিত [illegible], শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, সাঙ্গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, আচার্য্যচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠাগ্রগণ্য শ্রী শচীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎরূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদ[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible]বোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রী[illegible]মাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
সম্পাদক কৃষ্ণালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দীঘকুমলী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৮৲
সিদ্ধ বেলুপ	৩।৶০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দীঘকুমলী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মধ্যবিধ	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুপ	৩৶০

চিনির

কাশীর, চাঁদ	১০।৶০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
জয়কোণা দানা	৯।০
আনন্দপুর দানা	৮।৫—৯৶০
জানপুর দানা	৭।৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বাট	৩৫।।০
গিনি	১২৲
চাঁদির বাট	৫২।০

পাটের দর

বাঁধন—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তরা—	৪১।০
হাওড়া বস্তার দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

স্পেটেড ময়দা প্রতি মণ	৬৸০—৬।৶০
ফ্লাওয়ারমিল ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫।৶০—৫৸০
সুজী	৯৲—৯৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৶০
ছাতু	১৪৶০—১৫৸০
ভুষি	১৪৶০—১৫।৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
কুসুম্বরী	৫৫৲
[illegible]	৩৬।০

ভার	৫৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাতা পাত্তা	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
ম্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আবের গোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ন আবের ওরফ	৫০৲
কবাডি খুরদির কাইন	৪০৲
চাষার্থ তাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাবজ মাজ	৮।০
সুপারী বেলী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
ভটি খয়িরবণ	১৫।০—১৭।০
নরা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—৯০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৶১০—৸৶০
বাষার বেরা কাঁটা তার (বাড়িয়ে)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা সব	৬।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, পেরেক	৬৸০—৭।০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
লুজ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৬।০
চটকলের হালবণ ৫৶০, পাটের হালবণ ৬।০	
তুলার হালবণ ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৫-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহ্যযন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কাম্বা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-লাপুতা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবা তোলার একমাত্র টনিক।

২। **সেবন বিধি** :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, কল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অন্তরঙ্গ পারবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	১০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৬৲
ষাণ্মাসিক	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল সাহিত্যরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী অধ্যক্ষ-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের "যৌবনবেলা" এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল। আবেদন করিয়া প্রকাশনায় বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্রপাঠে রত হউন। এই বিরাট, অতিবৃহৎ অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্রসম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ইতিপূর্ব্বে অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমটি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, জনপাথা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ-পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।এবং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামে একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলি গ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্বপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ২রা মে, ১৯৩৮, সোমবার [৫২শ সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ১০।৫।৩৮

(১)

১৫২৬ খাজানা ৩৭ দাবী ১২৫৸৵০

ডিঃ কমলাবালা সরকার

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর কাটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নলদহ মধ্যে মালিক শরৎকুমারী দাসী, কমলাবালা সরকার ও প্রতিভাসুন্দরী দাসী দিং সেরেস্তায় ১০৯১ নং খং ভুক্ত ৪১ ৭৪ শঃ জমি ও তৎসহ থানা চাপড়ার সামীল ৩৬৫৩ নং খং ভুক্ত জমি সহ ৩৮।১৯০৬ সালের রেজিষ্ট্রীকৃত পাট্টামূলে মালগুজারী ষোল আনা রকম ৮৭৲ টাকার যে মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা, উক্ত জমা জমি সমেত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বজল, বহল, বগুলা ইত্যাদি অধান খতিয়ানসমূহ ষোল আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৫৬১ খাজানা ৩৭ দাবী ১৩৶৯

ডিঃ যামিনীপ্রভা দেবী

দেঃ মাখম সেখ দিং সাং কাদীহাটি পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে চরকাদি-হাটি গ্রামে জমিদার যামিনীপ্রভা দেবী সরকারে ২৩০ নং খং ভুক্ত -২৮ শঃ জমির কাত বার্ষিক মালিকানা ১৵০ টাকার যে রায়তী জমা দেনাদারগণের নামে লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দেনাদার-গণের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা কাদিহাটী মৌজে জমিদার বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৬৩নং খং ভুক্ত -৫২ শতক ওটবন্দী জমি বিঘা ॥৵৫ আনা নিরিখে আদায় হয়, উক্ত ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আদিতে দেনাদার-গণের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(৩)

১৫৬২ খাজানা ৩৭ দাবী ১৯৷৵৬

ডিঃ শিবদাস মুখোপাধ্যায়

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চরকাদিহাটী গ্রামে জমিদার যামিনীপ্রভা দেবীর সরকারে ১৩০ নং খং ভুক্ত -২৮শঃ জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা ১৵০ যে রায়তি জমা উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে কাদিহাটি গ্রামে জমিদার বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সরকারে ৬৩ নং খং ভুক্ত -৫২ শঃ ওটবন্দী জমি যাহা বিঘা ॥৵৫ আনা নিরিখে লেখা যায় ও তাহাতে দেনাদারগণ দখলিকার আছে উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(৪)

১৬১৪ খাজানা ৩৭ দাবী ৩২৸৶৩

ডিঃ ম্যানেজার চেৎলাজিয়া ওয়ার্ডস্ এষ্টেট

দেঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মৌগ্রাম, মোং কেতুগ্রাম পোঃ ও জেলা রাজসাহি

থানা কালিগঞ্জ মৌজে হাটগাছি গ্রামে ডিঃ সং দেনাদারের নামে ১৲ রকমে ২৯৸০ যে জমা প্রচলিত আছে এবং যাহা ৩৭৫নং খং ভুক্ত ১৩-৬৪ শঃ জমি উক্ত বাকী পড়া জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৫)

১৬১৫ খাজানা ৩৭ দাবি ১৬॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ রহমৎ মণ্ডল দিং সাং শেওড়াতলা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে শেওড়াতলা গ্রামে ডিঃ সরকারে -৭৯ শঃ জমি মধ্যে ॥০ আনা রকম -৫৯ শঃ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী লস্কর পীড়-পুকুর নামক পুষ্করিণী আছে। উক্ত পুষ্করিণীতে দেনাদারগণের ॥০ আনা রকম স্বত্বাংশ বাকী ভাটগাছা সাকিনের প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিলাম খরিদ করিয়া স্বত্ববান ও দখলিকার আছে। তাহা বাদে বক্রী ॥০ আনা রকম অংশে ১নং দেনাদার ব্যতীত বক্রী দেনাদারগণ স্বত্ববান ও দখলিকার আছে। উক্ত দেনাদারগণের ॥০ আনা রকম অংশের পুষ্করিণী মায় পাহাড় ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

১৭০৯ খাজানা ৩৭ দাবি ১৮॥৶৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ জলিল সেখ দিং সাং হাটগাছা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিক্রীদার ও সরিক জমিদার অধীন ১৫৩নং খতিয়ানের বার্ষিক ষোল আনা রকমে ৪।৶০ যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৩১ খাজানা ৩৮ দাবী ৯২৯।/০

ডিঃ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ ভূপতি চন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং কোলা পোঃ মেহেরপুর

১। থানা মেহেরপুর ৭০ নং কোলা সমেত মৌজে দফরপুর মধ্যে জমিদার তারাপদ সরকার ও নারায়ণ চন্দ্র সরকারের সেরেস্তায় ৪৩১৬৲ যে মৌরষী জমা তাহা দেনাদারগণ নুতন Agreement দ্বারা খরিদ করিয়া লইয়াছে। উক্ত মৌজায় ১নং দেনাদার ৵১৬ গণ্ডা অংশে ৪৫।০ মৌরষী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদারের সেরেস্তায় ২নং দেনাদার ৵১৬ অংশ ৪৫।০ মৌরষী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন উক্ত ৪৫।০ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদারের সেরেস্তায় ৩নং দেনাদার ৵১৬ অংশে ৪৫।০ মৌরষী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় ৫নং দেনাদার /০ অংশে ৫৬॥/০ মৌরষী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় ৬।৭।৮ নং দেনাদারগণ /৪ অংশে ৭০।৶৮ মৌরষী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় ৯ নং দেন্দার ৴১ অংশে ৪৫।০ মৌরশী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় ১০ নং দেন্দার ৴৪ অংশে ৭৫৵৮ মৌরশী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় ১২ নং দেন্দার ৴৭অং ৭৫।৵৮ মৌরশী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছে। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সেরেস্তায় ১১নং দেন্দার ৴০ অংশে ৫৯৵০ মৌরশী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছে উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৩নং দেন্দার ৴০ অংশে ৫৬।৵০ মৌরশী জমা করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

ইহাদের প্রত্যেকটীর খতিয়ান নং ৫

(৮)

১৬৮ খাংজারি ৩৮ দাবী ২১৵০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ নিশু সেখ ঘরামী সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৪।০ জমা ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দ্বারা দেন্দার দখলিকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১৭০ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৭।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তারাপদ ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ সং দেন্দারের নামে যে ৫৮৩।৵০ জমি ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৭১ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩০৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষুদিরাম ঘোষ দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩১২নং খং ৩।১৸৵০ জমি ওটবন্দীসূত্রে দেন্দার চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১৭২ খাংজারী ৩৮ দাবী ৩১।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মাখম ঘোষ দিং সাং বিষ্ণুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং দেন্দারগণ ৪১৯ ও ৩৪৮ নং খং ভুক্ত ২৸৩ জমা ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১৭৩ খাংজারি ৩৮ দাবী ৮৮।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ যতীন্দ্র ঘোষ চালদানী সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩০২নং খং ৮।১।৵০ জমি ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দ্বারা দেন্দার দখলিকার আছে। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(১৩)

১৭৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৯।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জেহের সেখ নায়েক সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৯৮ নং খং ৪/১।৵০ জমি দেন্দার ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

১৮০ খাংজারী ৩৮ দাবী ৫১।০

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ আম্বর নদি ধাবক দিং সাং ফুলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে উসিদপুর মধ্যে ১০৫২ নং খং বার্ষিক খাজনা ৪ ২-১৪ শঃ জমির কাত যে জমা ডিক্রিদার সেরেস্তায় প্রচলিত আছে তাহা দেন্দার দখলিকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জোত জমার ষোল আনা রকম অংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

১৮৭ খাংজারি ৩৮ দাবি ৭৩৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উসিদপুর মধ্যে ১০৩৭ নং খং বার্ষিক ১২৲ খাজনায় ৭.৭০ শঃ জমির কাত ডিঃ অধীনে দেন্দারগণের নামে জমা প্রচলিত আছে। উক্ত বাকী পড়া জমার ষোল আনা রকম অংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

১৮৮ খাংজারি ৩৮ দাবি ১৪।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে ১৸৵৯ ৪৪১ নং খং লিখিত ১ ৬ শঃ জমির কাত ডিঃ অধীনে লেখা যায় তাহাতে দেন্দারগণ দখলিকার আছে—উক্ত জমা মায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

২২৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৬।৯

ডিঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দং

দেঃ অন্নদারঞ্জন সেখ দিং সাং নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ৭২৯ নং খং শালিয়ানা বাদীগণের অংশে ৵১৩— রকম অংশে ১৸৵০ খাজনায় দেন্দারগণের নামে একটি রায়তি স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে। উক্ত বাকী পড়া জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য ৫৲

(১৮)

২০০ খাংজারি ৩৮ দাবি ৩০।৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ গিরিজানাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম মধ্যে ডিঃ সং ৩০৮ নং খং ৪-২৬ শঃ জমির ৫।৵১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

২৯৯ খাংজারি ৩৮ দাবী ৭৭।৵৯

ডিঃ বিভূতি ভূষণ দে দিং

দেঃ বলাই ঘোষ সাং বলাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে সুজনপুর মধ্যে ডিঃ সং ৭৪৯।৩৫২।৬০৮ নং খং ৪-২ শঃ জমির কাত বার্ষিক ১২৸৵০ খাজনা হাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০

(২০)

৩০২ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৭৸০

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ মুরারিমোহন দাঁ সাং মাটিয়ারী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ডিঃ ও সহ ডিঃ সং সালিয়ানা ৪৵০ রায়তি জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

খং নং ৫৮১।৫৪, জমি ১-৩৬শঃ

(২১)

৩০৩ খাংজারী ৩৮ দাবী ১০৫৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গণপতি হাজরা দিং সাং বসন্তপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসন্তপুর মধ্যে ডিঃ ও সহ ডিঃ সং রামনাথ হাজরা নামীয় সালিয়ানা ১৫।।০ জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বার আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

খং নং ২৭৯, ১—২, জমি ৫-৪ শঃ

(২২)

৩০৪ খাংজারি ৩৮ দাবি ৪৯।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ নেপাল চন্দ্র দাঁ দিং সাং ও পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ডিঃ ও সহ ডিঃ সেরেস্তায় দয়ালদাস দাঁ নামীয় সালিয়ানা ৯৴৯ জমা তদুপরিস্থিত বাঁশ ও আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

খং নং ৩২৯, জমি ৫-৩৮ শঃ

নীলামের দিন ১১।৫।৩৮

(২৩)

১৩৮১ খাংজারি ৩৭ দাবি ২২৬৭।৴৯

ডিঃ সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর কাটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাঁদখালি মৌজে আসাননগর দিং মহালের পৃথক বন্দোবস্ত রকম ।৴৬।। আনার কাত বার্ষিক ৯৯৪।।০ টাকার পত্তনি জমা প্রাণকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ পালচৌধুরী নামে লেখা যায় এবং যাহার পত্তনি খাজনা ডিঃ ও সহ ডিঃ গণ এবং মোকাবিলা সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। উক্ত পত্তনি স্বত্বের দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(২৪)

১৪২৭ খাংজারি ৩৭ দাবি ২৭৸৵৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ ও মোকাবিলা দেন্দারের সরকারে ৬৸৵১০ জমা লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জমা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

১৭০৫ নং খং, ৩-৬৫ শঃ জমি

(২৫)

১৫৮০ খাংজারি ৩৭ দাবী ২১০১৸৵৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং

দেঃ প্রমথনাথ পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী, পোঃ কৃষ্ণনগর

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

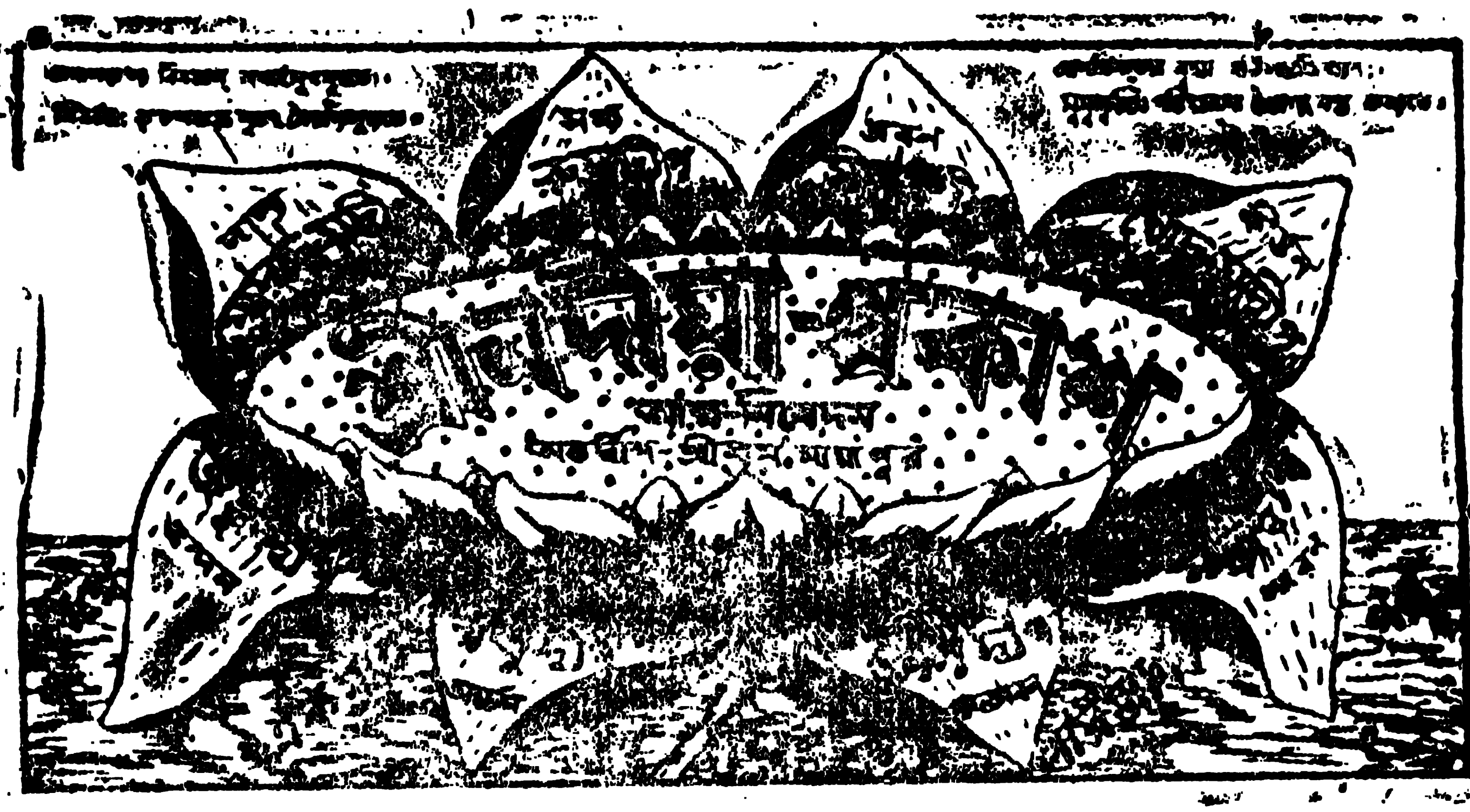

১৬শ বর্ষ { ১৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৯শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২রা মে ইং ১৯৩৮, সোমবার } ৫২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গর্দ্দানীবাগস্থ শ্রীযুক্ত শিবমঙ্গল সাহী কর্ত্তৃক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তন করিতে তথায় গমন করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হিন্দী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সমাগত মুনিবৃন্দের নিকট ম্রিয়মাণ জীবের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। নানা মুনির নানা মত শ্রবণ করিয়া ও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন তখন অকস্মাৎ পরমহংসকুলচূড়ামণি অবধূতবর শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ কৃপা করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রশ্নটী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন—আপনার এই প্রশ্নের উত্তর শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য নহে, শুধু মনুষ্যের জন্য নয়, সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য; যেহেতু প্রত্যেক জীবেরই মরিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর আমি যাহা পিতা বেদব্যাস হইতে শ্রবণ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন করিলে জীবের আর জন্মমরণের কবলে কবলিত হইতে হয় না।

অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশিত হয়। ঐ সমস্ত অসুরকুলকে যাহার যতটুকু ভাল লাগে তাহার ভিতরেও সেই আসুরিক ভাব ততখানি পরিমাণেই আছে বুঝিতে হইবে। তাহা বুঝিয়া সত্বর উহা ধ্বংস করিতে হইবে; নতুবা আমরাও অচিরে তাহাদেরই শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িব, সন্দেহ নাই।"

কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব এমনই যে, আচার্য্যবিরোধী পাষণ্ডকুলের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে ক্রোধে ঘৃণায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠি না—সবস্ত্র গঙ্গাস্নান করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও আমার জাগে না; বরং তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সহানুভূতির সঙ্গে তাহাদের বিষয় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহাদের প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র গুরুবর্গ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন, আমি কিনা তাহাদের উপর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিবিশিষ্ট, বেশী বুঝিতে শিখিয়াছি—ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছি। পতিতের বন্ধু, করুণার অবতার আশ্রিতজন-রক্ষক জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেবকে যে পাষণ্ড অসুরকুল বিন্দুমাত্রও উদ্বেগ দিবে সেই পাষণ্ডগণের প্রতি যদি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রচ্ছন্নভাবেও আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমিও তাহাদেরই দলের একজন, আজ গুপ্ত আছি, অচিরেই ব্যক্ত হইব। আর একবার বিছাই সময়ে পরমার্থ-জগতে বোধ হয় আমার অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন, আমাদের গুরুদেবকে যদি কেহ সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ ব্যতীত অন্য কিছু বলে, সেই পাষণ্ডীর মুখদর্শন যেন আমার স্বপ্নেও না হয়। কিন্তু একথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে কৈ? অথচ নিতাই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিন্দুকগণের কথা আমাদের হৃদয়ে এখনো জাগিতেছে কেন? হায়, দুর্দ্দৈব!

আমার মূলরোগ খুঁজিতে গেলে দেখিতে পাই—দম্ভ বা পাণ্ডিত্য-বোধহীনতা। যে চিত্তবৃত্তি আচার্য্যদ্রোহীদের ছিল, আমারও সেই চিত্তবৃত্তি দেখা দিয়াছে। আমি মনে ভাবি, "আমি ত' মিশনে যোগ দিয়া প্রভুপাদকে ও আচার্য্যদেবকে কৃতার্থ করিয়া দিয়াছি। গুরুদেব ত' সেবক সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহার লোকাভাব কত! আরণ্যক হইলেই ত' হয় না, আমার মত যোগ্যব্যক্তিই মিশনে প্রয়োজন। মিশন চালাইতে হইলে আমার ন্যায় কৃতি সুযোগ্য ম্যানেজার, কালেক্টার, এডিটর, বক্তা লেখক চাই-ই। সুতরাং আমি ত' মিশনের একটী ছোটখাট স্তম্ভবিশেষ। আমার দাবী মিশনের কাছে কত! উপযুক্ত প্রতিদান না পাইলে আমি চলিয়া যাইতে পারি। এজন্য বৈষ্ণববৃন্দ ত' সর্ব্বদা আমার জন্য ব্যস্তই থাকিবেন, ইহাই ত' স্বাভাবিক।"

কিন্তু হায়, আমি একবারও ভাবি না যে, কোটী কোটী অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ জন্মের হরিগুরু বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ড আমি পূর্ব্ব জন্মেও না জানি কত কত বৈষ্ণবকে উদ্বেগ দিয়া আসিয়াছি। এহেন একটী পাষণ্ডকেও শ্রীগুরুদেব কৃপা করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছেন। পরমকরুণ আচার্য্যদেব অশেষ প্রকারে সেবার সুযোগ দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের সেবকের কিছু অভাব নাই, তাঁহার অসংখ্য সেবক আছে। এই নগণ্য কীটাধমকে আকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন সেবায় নিযুক্ত করিলে বাঁচিয়া যাই। 'হে ভগবান্, শ্রীগুরুদেব আমাকে গ্রহণ করিবেন ত', উপেক্ষা করিবেন না ত'? কই এই প্রকারের বিচার ত আমার প্রাণে স্বাভাবিকভাবে উদিত হয় না। অত্যন্ত দীনচেতা হইয়া, একান্ত স্নিগ্ধ ও অনুগতভাবে ধীরে ধীরে বৈষ্ণববৃন্দের পিছনে পিছনে গুরুসেবা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে—এই বিচার আমার হৃদয়ে স্থান পায় না ত'? দাম্ভিকের গতি কোন কালেই নাই। কিন্তু হায়! আমার দুর্দ্দৈব দিন দিন এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি নিজের দাম্ভিকতা নিজে ত' বুঝিতেই পারি না, শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তাহার প্রতীক বাহিরে প্রকাশিত করিয়া দিলেও বাহিরে তাহাকে উপেক্ষা করিবার একটা ছল মাত্র দেখাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহার প্রতি সহানুভূতিবিশিষ্ট থাকিয়া তাহারই সমচিত্তবিশিষ্ট এই পামর নিজের ঐ দাম্ভিক বৃত্তিকে ভগবদ্ভক্তি বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া বড়ই শান্তি পায়; নিজের মহামূঢ়তা নিবন্ধন ঐ দোষকে পরমগুণ বলিয়া বৈষ্ণবসভায় প্রচার করিয়া জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। কিছুতেই আমার সুবুদ্ধি হইল না। আমাকে শোধিত করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের এত প্রয়াস বুঝি বা ব্যর্থই হইতে চলিল। তাই বড় দুঃখেই পুনঃ পুনঃ মনে হয়,—

"তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা॥"

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এ জন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্য বাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মধুসূদন সর্ব্বশেষ সংস্করণ গৌরাব্দ ৪৪২

অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্ম কথা

অজ্ঞ—আমি গৌড়ীয়মঠের কোন কথা জানি না। নানা লোকে নানা কথা বলে, তাহা শুনি। যখন যে যাহা বলে, আমি তখন উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেও পরক্ষণে অন্য কথা শুনিলে আমার বিচার তফাৎ হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞ—গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে কথা না শুনিলে নানা প্রকার লোকের নিজ নিজ চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের কোন কথা বুঝিতে পারা যায় না। আবার, যিনি শুনেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অবস্থার উপর সত্য গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।

অজ্ঞ—গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ে আমি অজ্ঞ বলিয়াই আপনার নিকট কয়েকটী কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি। আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যখন অন্য বিপরীত কথা শুনি, তখন সেই সব কথারও কিছু মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আপনি বলিলেন যে, আমার অধিকার ও শক্তি অনুসারে আমি কথাগুলি বুঝিতে পারিব। সুতরাং আপনি এরূপ কথা বলুন —আমি স্বীয় অধিকার ও শক্তি অনুযায়ী যাহাতে গৌড়ীয়মঠের সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারি।

বিজ্ঞ—অনেকে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিবার সময় অন্যমনস্ক হন, অধিকার কম থাকায় উত্তরের ভাষা বুঝিতে পারেন না এবং বিকৃত ধারণা করিয়া বসেন; যেহেতু কেবল অজ্ঞতা পোষণ করিলে গৌড়ীয়মঠের সকল কথা বুঝা যায় না। আপনার যেটুকু শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস—অগৌড়ীয় কথায়, সুতরাং আমার প্রতি আপনার যে বিশ্বাসের কথা বলিতেছেন, সে বিশ্বাসটি ওজনে কম আছে বলিয়া বিপরীত কথা শুনিলে, আপনি সেই সকল কথার কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন।

মানুষ যেরূপ সঙ্গে বাস করে, সেরূপ ধরণের বিপরীত কথা শুনিতে তাহার রুচি পরিবর্দ্ধিত হয়। জন্মজন্মান্তরে যেরূপ সঙ্গ লাভ হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কার মানুষের প্রতি ন্যূনাধিক বেশী দেখা যায়। আমার বর্ত্তমান জীবনে যে সকল রুচি পরিবর্ত্তন করিবার কারণ হয়, তাহাও সঙ্গের প্রভাবে।

অজ্ঞ—আপনার কথা বুঝিলাম, এখন গৌড়ীয়মঠ কি ব্যাপার, তাহা বলুন।

বিজ্ঞ—শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা-লাভের জন্য যেখানে শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বাস করেন, সেই স্থানকে 'মঠ' বলে। অন্যাভি-লাষীদিগের মঠ, গৃহব্রতের গৃহ দেশ প্রভৃতিতে অবস্থিত; কর্ম্মিগণের মঠ—সুনীতি ও সুষ্ঠু ভোগের নির্দ্দেশকদিগের শাসনে অবস্থিত; কর্ম্মিমঠে গৃহব্রত আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সুখ লাভ করিবার আশ্রম সমূহ অবস্থিত। আবার কর্ম্মিগণের মঠান্তরে পরোপকারের নামে মৃত দেহের সৎকার, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের বিচার দ্বারা ইহজীবনে উৎকৃষ্ট গৃহস্থালি করিতে করিতে পরলোকে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সুখ ফল লাভ; আবার সত্য, তপঃ, জন ও মহর্লোক প্রভৃতি লোকলাভের আশায় কর্ম্মি-মঠের অনেক প্রকার ব্রত, হঠযোগ, বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র, মিউনিসিপ্যাল আইন, সামাজিক নীতি-মাত্র প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়; তদ্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ইহজগতে ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ এবং নিজের পক্ষের লোকদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণ লাভ ঘটে। তামসিক, রাজসিক ও মিশ্র সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বশে যাহা যাহা ফলরূপে আশা করা যায়—উহাদিগের সিদ্ধির জন্য যত প্রকার কপটতা আছে, তাহা কুকর্ম্মকারী বা যথেচ্ছাচারীর মঠে পাওয়া গেলেও কর্ম্মিমঠে সেইগুলির কোন আবশ্যকতা থাকে না। কর্ম্মিমঠ স্বদেশহিতৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, আয়ুষ্কাম, দ্রবিণ-কাম প্রভৃতি নানাপ্রকার চেষ্টার অনুকূলে যে সকল প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন, উহাদিগকে তাঁহারা স্বাধ্যায়, ব্রত, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি সংজ্ঞা এবং কখনও কখনও তৈর্থ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ভোগের উপর ফল-কাম এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপকত্বের কামী হওয়াই কর্ম্মি-মঠের লক্ষণ। কর্ম্মিগণ গো-ব্রাহ্মণ বধ করিয়া কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে জুতা দান করিয়া থাকেন; কখনও বা বটবৃক্ষের তলে পরি-নির্ব্বাণ হইয়া মানবের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করেন এবং বাহিরের দিকে অহিংসা নীতির কথা বলিয়া ফলকালে হিংসানীতিতেই পর্য্যবসান করেন। কর্ম্ম-মঠের সেবকগণ বন্যাপ্রপীড়িত লোকগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন, মূর্খদিগের বোধের জন্য কর্ম্মমঠ স্থাপন করেন; দেহ ও মনের যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহাতে অপরের ক্ষতি যতদূর না হইতে পারে, এরূপ বাঁচাইয়া অন্যের নিত্য দাবাদির প্রতি বাহিরে লোভ না দেখাইলেও উহার অপহরণের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছেন, প্রকাশ করেন। যখন কর্ত্তার ক্রিয়াসমূহ অপব্যবহারে পরিণত হয়, তখন তিনি কর্ম্মমঠ ছাড়িয়া অন্যাভিলাষীর মঠে চলিয়া যান এবং কর্ম্মিমঠের প্রচুর নিন্দাবাদ করেন।

অজ্ঞ—আপনার কথায় কর্ম্মিমঠের সম্বন্ধে যে সকল বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমার অনেক প্রশ্নের উদয় হইতেছে। একেবারে সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না, সুতরাং আপনার কথিত বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইতেছে, তাহা প্রথমমুখে একেবারে না বলিয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে জানাইব। আপনার কথায় বাধা দিলাম বলিয়া আমার প্রতি প্রসন্নতার লাঘব করিবেন না। আমার নিকট অন্যাভিলাষ মঠ ও কর্ম্ম-মঠ ছাড়া অন্য প্রকারের মঠের কথা বলুন। গৌড়ীয়মঠ কি কর্ম্ম-মঠ, একথা জানিবার হঠাৎ ইচ্ছা হইতেছে।

বিজ্ঞ—গৌড়ীয়মঠ অন্যাভিলাষীর বা কর্ম্মীর মঠ নহে। অন্যাভিলাষমঠের অধি-বাসী ও কর্ম্মিমঠের বাস্তবাস্থাপনকারী ব্যক্তি-গণের অর্ব্বাচীনতার গৌড়ীয়মঠকে যদি অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মিদিগের মঠের সমশ্রেণীতে গণ্য করিবার ভ্রমের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয়মঠের কোন কথা আদৌ বুঝিতে পারা যাইবে না। কংসের জ্ঞাতি মাতা পদ্মাবতী অন্যাভিলাষী মঠে বাস করায় এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মিমঠের উপদেশ লাভ করায় গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য শ্রীরাধা-গোবিন্দের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার দলের লোকেরা কিন্তু গৌড়ীয়মঠের সমালোচনা করিতে ত্রুটি করেন না। অজ্ঞার দলের লোকেরা তাঁহার নিকট অজ্ঞতা শিক্ষা করেন বলিয়া গৌড়ীয়মঠের অনুভূতি তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। গৌড়ীয়-মঠের পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থে এই অজ্ঞার কথা ও অজ্ঞার সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালীর কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। প্রস্তাব-প্রসঙ্গে আমি সেই সকল কথা ক্রমশঃ বিস্তার করিব। এক্ষণে জ্ঞানি-মঠের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

অজ্ঞ—উগ্রসেনপত্নী পদ্মাবতী কেবল অপস্বার্থপোষক কংসকে প্রসব করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। সেই কংস কৃষ্ণবিরোধী ছিল। অজ্ঞা পদ্মাবতী কংসকে নিজ মঙ্গল সাধনের উপদেশ দিতে গিয়া কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল, আপনি কি তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন, না, কংস-বধের পর মথুরায় অবস্থানকালে পদ্মাবতী কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিতা হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মানব মনে করিয়া কৃষ্ণের নিকট ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের যে প্রাপ্য ছিল তাহা নিকাশ করাইতেছিল তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন?

বিজ্ঞ—ব্রজবাসিগণের ধারণা বুঝিতে অসমর্থা হইয়া যেপেনেওয়া ধর্ম্মে পদ্মা দ্বারকাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি উহাকেই "পদ্মা-ন্যায়" শব্দে বলিয়াছি। পদ্মা ইহলোকে আত্মসুখ—লাভ ও আত্মীয়-স্বজনের তাৎকালিক সুখলাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করায় ঐরূপ চিদাবানকালের প্রস্তাব করিয়া তাঁহারা সেই ফল লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। প্রেয়ঃপন্থীর অর্থাৎ "আমার যাহা ভাল লাগে" ইত্যাদি কূপ-মণ্ডূকের বিচার লোকে গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হউক, অজ্ঞার দলের লোকেরা এইরূপ চিন্তাস্রোতই পোষণ করে। গৌড়ীয়-মঠের লোকেরা ব্রজবাসীর অনুগত, সুতরাং অন্যাভিলাষী বা কর্ম্ম-মঠের সেবিকা পদ্মার ন্যায় উপদেশক নহেন। গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে যে সকল অর্ব্বাচীন নিজ নিজ স্বভাবোচিত বিকৃত ধারণা পোষণ করে, সেই সকল অর্ব্বাচীনের দল গৌড়ীয়মঠকে যে উপদেশ দিতে আসে, তাহা দুরন্ত শিশুর কলভাষণমাত্র। গৌড়ীয়মঠের লোকেরা তাহা অনায়াসেই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সেই সকল অর্ব্বাচীনগণ ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে পতিত হইতেছে দেখিয়া গৌড়ীয়মঠ দয়াপরবশ হইয়া যে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন তাহার মর্ম্ম অন্যাভিলাষী বা প্রেয়ঃপন্থার বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। গৌড়ীয়মঠ তাহাদের শিক্ষকসূত্রে ছাপুরের কুখ্যাত হেড-মাষ্টারের কথা জানিতে পারিয়া তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন। চাঁপাহাটিতে গৌড়ীয়মঠের পরিক্রমাকালে কপট্তাশ্রয়ে যে ব্যক্তি দুই ঘণ্টা-কাল কর্ম্মের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া গৌড়ীয়মঠসেবক সাজিতে গিয়াছিল, যে ব্যক্তি তাহার দাড়িয়া চক্ষু দিয়া বহিকে (?) দেখিয়াছে, কল্পনার যাবতীয় দার্শনিক তথ্য অর্জ্জন করিয়া জলপানের

মৎস্বরূপ। বিনা কোন কার্য্যে ভক্তি নয়। 'কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়

পাষণ্ডী কৃষ্ণ বাক্তির নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছিল, সে গৌড়ীয় মঠের কোন সংবাদই রাখিবার শক্তি ধরে না। সে-ব্যক্তি পাষণ্ডদের আশ্রয়ে বারবনিতার মুখে নিজেরই ঐরূপ মুক্তির কথা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ আমি পৃথক্ ভাবে ক্রমশঃ তোমাকে বলিব। অন্যাভিলাষী শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা বুঝিতে পারে না বলিয়া কপটতা দ্বারা ছলনায় পড়িয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবৈধভাবে পরিচালনা করে। সেই সকল লক্ষণ অন্যাভিলাষী মঠের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের স্বভাব। ভক্তিমঠ—উহা হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

ভক্ত—আমি দেখিতেছি, আপনি গীতার পদ্ধতি অনুসারে আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মকাণ্ড, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞানিমঠের উপদেশ, আর মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ডের কথা বুঝাইতেছেন।

বিজ্ঞ—গীতার মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির কথা বলিয়াছেন। প্রারম্ভ ও শেষ অধ্যায়ে—এই দুইটী আবরণের কার্য্য করিয়াছে—ইহা সত্য; কেহ যেন মনে না করেন—আবরণের একপ্রান্ত প্রারম্ভ ও অপর প্রান্তই শেষ সীমা। বহির্দর্শনে প্রারম্ভ ও শেষ আবরণদ্বয়ই অন্তঃস্থিত বস্তুকে নিত্যকাল রক্ষা করে। বস্তুর আবরণ—বস্তুর সহিত বৈশিষ্ট্যাবিচারে পৃথক্। জন্ম ও নাশ তাৎকালিকতায় প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য কর্ম্মমঠ ও জ্ঞানিমঠ উভয়ই অনিত্য মঠ, কিন্তু ভক্তিমঠ নিত্য। ভক্তি-মঠের অধিবাসিগণ—নিত্য, তাঁহাদের ভগবৎসেবাবৃত্তি নিত্য। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ অনিত্য, কর্ম্মিমঠের সেবা ফললাভও অনিত্য। জ্ঞানিমঠের অধিবাসিগণের প্রারম্ভ অনিত্য; মুখে তাঁহারা নিত্যের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইলেও প্রাপ্যাবস্থা ও প্রাপকাবস্থার ভেদ হেতু পূর্ণনিত্যতার অভাব যথেষ্ট অবাস্তব। কালের অভ্যন্তরে তাঁহাদের বদ্ধ প্রতীতি এবং অবশিষ্ট কালে তাঁহাদের মুক্ত প্রতীতি নিত্যত্বের বিরোধী হইয়া পড়ে; ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অনিত্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহেন। যদিও বিবর্ত্তবাদের আবাহন করিয়া জ্ঞানিমঠের অধিবাসিগণ স্বীয় নিত্যত্বের প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের জ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত নহে; যেহেতু বিবর্ত্তমিশ্রিত জ্ঞান ও বিবর্ত্তমুক্ত জ্ঞান স্বীকার করিতে গিয়া তাঁহারা ন্যূনাধিক অধ্যাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ বিবর্ত্তের পরিবর্ত্তে শক্তিপরিণামের বিচার বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বস্তুবিকারবাদ স্বীকৃত হয় না।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

গো-গর্দ্দভ পদদলিত তৃণ অপেক্ষাও নিজকে দীন হীন বোধ না করা পর্য্যন্ত পরমার্থপথে কাহার প্রবেশই হয় না। 'তৃণাদপি-সুনীচ' শ্লোকে প্রথমেই দীনতার অত্যাবশ্যকতা উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীনন্দকুমার কাহার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন, তদুত্তরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

'দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূলভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥'

এই ষড়্বিধ শরণাগতির প্রথমেই দৈন্যের কথা শুনিতে পাই। এই সরল সহজ দৈন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি হচ্ছে 'দম্ভ'।

নিজের পাণ্ডিত্য উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেব্য বস্তুর পতিতপাবনত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না, কাজেই সহজ শরণাগতি জাগে না—আত্মসমর্পণও হয় না। মূল ঠিক না থাকার দরুণ গুরুবরণ-ব্যাপারটী অভিনয়মাত্র হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর চরণ সমীপে আসিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ে অলসতা থাকিলে, শ্রবণকীর্ত্তনে উদাসীন হইলে বঞ্চিত হইতে হয়।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-আদি-জনিত অভিমানে স্ফীত ব্যক্তির চিত্ত দম্ভে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সেই মদান্ধ ব্যক্তিগণ স্বরূপের সহজ দৈন্য উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

'জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্'॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

বিঘ্নবিনাশক নৃসিংহদেব একান্ত সরল ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বঞ্চনার উপকরণ-রূপ 'জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী'-আদি দ্বারা বঞ্চিত ত' করেনই না বরং ঐসমস্ত ধন অপহরণ ও ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহই করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥
স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥
(ভাঃ ১০।৮৮।৮-১০)

হে রাজন্, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়-পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোনক্রমে বিদ্যমান বিষয়সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তাহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি। তাহার পক্ষে ঐ বিষয়হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব পুত্র কলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পুর্ব্বোক্ত নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঐব্যক্তি বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও আমার অনুগ্রহে উক্ত বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্তচিত্তে আমার ভক্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে আমি তাহার প্রতি মদীয় অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। তৎকালে মদীয় কৃপাযুক্ত তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তি সত্য, চিন্ময়, অনন্ত, পরম অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুকে নিজ আত্মরূপে অবগত হইয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হওয়ায় সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, জাগতিক সুখ অপেক্ষা দুঃখ, সম্পদ্ অপেক্ষা বিপদ্ই ভগবানের কৃপার নিদর্শনস্বরূপ। তাই ভক্তগণ কৃষ্ণস্মৃত্যুদ্দীপক দুঃখই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৫)

হে বিশ্বপতি কৃষ্ণ, যে বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জন্মরহিতকারক আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ ঘটে সেই সকল বিপদ্ যেন চিরদিন উপস্থিত হয়।

শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে আমাদের নিকট সেবাগ্রহণ করিতে আসেন না। কারণ, বিরূপের দম্ভে ধাবিত ভোক্তাভিমানী আমরা অত্যন্ত কুরূপ ও কুৎসিৎ। দ্রষ্টা ভগবান্ দৃশ্য আমাদের দ্রষ্টা বা ভোক্তা সাজিবার দুর্ব্বাসনাজনিত দুর্গন্ধমলিন কদর্য্য রূপ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ নিকটে আসিয়াও ব্যথিতহৃদয়ে ম্লানমুখে ফিরিয়া যান। কিন্তু শ্রীগুরুদেব আমাদের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তনমুখে সদ্দান পূর্ব্বক আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে রূপবান্ সেবাময় করত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। দ্রষ্টাভিমানী আমাদের দৃপ্ত অভিমান জাগাইতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র অদ্বিতীয় সুকৌশলী। তাই শ্রীভগবান্ অপেক্ষাও তাঁহার কৃপা গরীয়সী। সুতরাং বস্তু লাভ করিতে হইলে—ভগবৎকৃপা পাইতে হইলে প্রথমেই সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে, তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণসেবা হয়ই না। গুরুসেবায় সিদ্ধলাভ করিলে, গুরুকৃপায় আত্মদর্শন এবং নির্ম্মলচিত্তে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব হইলে সেই শুদ্ধসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের আসন বিস্তারিত হয়। তখনই জীব স্বতঃপ্রকাশিত গুরুকৃষ্ণের শুদ্ধসেবাসৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হয়।

বিজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিছু না বুঝিয়াও বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিলে অচিরাৎ বৃক্ষটী যেমন সবুজ বর্ণের পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠে পরন্তু 'মূলেতেই জল সিঞ্চন করিতে হয়', এটী না বুঝিয়া সমস্ত জীবন বসিয়া শাখা-পল্লবে জল ঢালিলেও বৃক্ষটী যেমন সতেজ হইবে না পরন্তু অচিরাৎ উহা শুকাইয়া যাইবে—যেটুকু বা সতেজ ছিল তাহাও থাকিবে না—সেই প্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়—কৃষ্ণবৃক্ষের মূলস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবা। শ্রীগুরুদেবই পরম নির্ম্মৎসর পতিতপাবন 'সাধু'। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"
* * * *
"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অনুক্ষণ হইয়া॥"

কিন্তু আমার এমনি দুর্দ্দৈব যে, এহেন কৃপাময় পতিতপাবন প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না। দম্ভই আমার কাল হইল। ছিদ্র কলসে গ্যালন গ্যালন জল ঢালিলেও যেমন সমস্ত জলই গড়াইয়া যায়, তেমনই দীনতার বিপরীত দম্ভরূপ ছিদ্র পাইয়া আমার সমস্ত গুরুসেবার ছলনা গড়াইয়া চলিল। সবই বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হইল। আচার্য্যদ্রোহী দলের শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন আমার চোখ ফুটিল না, তখন আমার ভাবী পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব আমাকে শোধিত করিবার জন্য কতই না যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে সমস্ত লোক নরকে যাইবে, আমার চোখের সম্মুখে সেই সমস্ত আচার্য্যদ্রোহিগণের দৃষ্টান্ত প্রতীক উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়—আমার মঙ্গল কল্যাণের জন্য, আমাকে সতর্ক করিবার জন্য, আমার ভিতরের শয়তানগুলিকেও ভাগ করিয়া চিনাইয়া দিবার জন্য। পরমারাধ্য শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের হরিকথায় সেদিন শুনিয়াছিলাম—"আমাদের ভিতর যে সমস্ত শয়তান ও আসুরিক স্বভাব আছে, তাহা আমরা নিজেরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাদের মূর্ত্তবিগ্রহ কৃষ্ণের ইচ্ছায় বাহিরে

(অতঃপর ১ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

'সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥'

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ [illegible] প্রকাশ [illegible] আছে। রক্ষক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ৪২১৩। কলিকাতায় শ্রী[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। [illegible]

৩ [illegible] শ্রীমন্দির

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভূমি [illegible]
রক্ষক—[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরসুন্দরের শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—[illegible]গোপাল [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible] পার্শ্বে [illegible]কটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়ানন্দদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২০নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

২৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ নাড় (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমরগ্রাম, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নদীয়া কালেকটরী ৪২নং তৌজীভুক্ত ডিঃ ষোলআনা রকম স্বত্ব হইতেছে। উক্ত স্বত্বাধীনে থানা তেহট্টর সামিল মৌজে সেতাই জিৎপুর ৫৫৭নং খং ও তদধীন খং নং ৯১নং ইমামগঞ্জ মৌজায় ২নং ও তদধীন খং ভুক্ত ৩৮নং ছিটকা মৌজায় ১১নং ও তদধীন খংভুক্ত ৭৫নং চকবলরামপুর মৌজায় ৬৪নং ও তদধীন খং ভুক্ত ৬৭নং বাগাডাঙ্গা মৌজায় ১৬৭নং ও তদধীন খংভুক্ত ৮৮নং ভাটপাড় মৌজায় ২২২নং ও তদধীন খংভুক্ত ৭৬নং মোবারকপুর মৌজায় ২৯৯নং ও তদধীন খংভুক্ত ৮৯নং সেরাই মৌজায় ৯৪৯নং ও তদধীন খংভুক্ত এবং থানা করিমপুরের সামিল ২৯নং জয়নাবাদ মৌজায় ১১নং ও তদধীন খংভুক্ত ২৮নং মোক্তারপুর মৌজায় ৪২নং ও তদধীন খংভুক্ত এবং থানা মেহেরপুর সামিল ৫নং ইছাখালি মৌজায় ৮৩নং ও তদধীন খংভুক্ত ও মৌজা জায়ের বাবদ সালিয়ানা ষোলআনার ১৩০০৲ টাকা পত্তনীজমা নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে প্রচলিত ছিল এবং বাদী হস্তান্তরক্রমে ডিঃ ৵৶= পাইয়াছেন উক্ত সালিয়ানা ১৩০০৲ পত্তনী জমার মধ্যে ডিঃ নিজ ৵৶=অংশ বাদে খরিদসূত্রে দখলিকার থাকিয়া ঐ ৵১৩।—রকম অংশ বেকদার ২১৩৸৵৮ পত্তনী খাজনাদি ডিঃ সেঃ দিতেছেন। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(২৬)

১৬৬৮ থাঃজারি ৩৭ দাবী ১৬।৬

ডিঃ ম্যানেজার চেৎলাঙ্গিয়া ওয়ার্ডস এষ্টেট

দেঃ বছিরদ্দি মৃধা দিং সাং টেংরা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ ও সরিক জমিদার কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা দিং সেরেস্তায় সালিয়ানা ১৶৮ জমা প্রচলিত আছে। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ও ফসল ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

খং নং ১০৬, জমির পরিমাণ১-৫৬ শতক

(২৭)

৫০ থাঃজারি ৩৮ দাবী ১০৸০

ডিঃ রাস বালা দেবী

দেঃ কুমারী বালা দাসী দিং সাং ও পোঃ মাটীয়ারি

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী অধীনে ডিঃ ও সহ ডিঃ সেরেস্তায় ১৷৵৩ জমা লেখা যায়। উক্ত জমা নীলাম বিক্রয় হইবে। দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

খং নং ১৮৯, জমির পরিমাণ -১৫শতক মধ্যে দেনদারগণের অংশ-১০শতক

(২৮)

৫৩ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৩২৶৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ শশী মল্লিক দিং সাং শেওড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ভাটগাছা মধ্যে ২৯৬নং খং ৩·৬৭ শতক জমির কাত সালিয়ানা ষোলআনা রকম জমিদার ও মোকাবেলা দেনদারের সরকারে ওটবন্দী ৮৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

১২১ থাঃজারি ৩৮ দাবী ১৭৷৵

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন দিং

দেঃ গোষ্ঠ পাড়ুই সাং জয়রামপুর, পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ তেঘরি মৌজায় ডিঃ অধীনে ৩৪নং খং ১·০১ শতক জমির ২৷৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক নীলাম হইবে।

(৩০)

১২২ থাঃজারি ৩৮ দাবী ১৩৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মোমিন বিশ্বাস সাং তেঘরী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে তেঘরি মধ্যে ডিঃ গণ অধীনে ১২৩নং খং ৩·৭৬ শতক জমির ৮৶৮ জমা, মায় আকর আওলাত ইত্যাদি ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

১৩২ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৯৬৸৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে জমিদার অধীনে ২২৫৪নং খং ৭-৪৩ শতক জমির ৩৷৵ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

১৩১ থাঃজারি ৩৮ দাবী ১৪৭৫৸৶৬

ডিঃ রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেলেডাঙ্গা পোঃ শান্তিপুর

থানা শান্তিপুর ১৬নং নৃসিংহপুর মৌজায় ২নং খতিয়ানের অধীন ১নং খতিয়ানের লিপিত ও ৭নং মৌজা গয়নাপুর ও মথুরাপুরের ৪৮ (খ) খতিয়ানের অধীন ৫০নং খং ষোলআনা রকম মৌরসী জমা বার্ষিক ৩২২৶৩ ঐ বাকী পড়া জমা রাণাঘাট থানা ও ঐ সাব রেজিষ্ট্রী অধীন আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৩)

১৯২ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৮৮৯৷৵০

ডিঃ রাখাল দাস তরফদার

দেঃ বৈদ্যনাথ দত্ত দিং সাং ও পোঃ কাশিয়াডাঙ্গা

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিগের সরকারে ৭৩৭ নং খং ·৮০ শঃ জমি ৩৫৲ জমা মায় বাড়ী ঘর, দুয়ার, জানালা, কড়ি, বরগা ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৪)

২০৯ থাঃজারি ৩৮ দাবি ১৪২৵৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ বহাল সেখ দিং সাং ছুটীপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ছুটীপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬০নং খং ৮-১৯ শঃ জমির ২১৸৶০ মায় বাকী পড়া জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪৫৲

(৩৫)

২১৬ থাঃজারি ৩৮ দাবী ২৯৸৶৩

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ সুধীরকুমার বিশ্বাস সাং পাণিঘাটা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিঃ সেরেস্তায় ৩৭০ নং খং ২-৫১ শঃ জমির ৫৷৶৩ রায়তি মৌরশী মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

২৬৭ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৩১৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রামনাথ মণ্ডল সাং মাটীয়ারী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিঃ সং ২৬৩ নং খং ১·৯১ শঃ জমির ৪৷৵১১ জমা উক্ত রায়তি মৌরশী মোকররী সম্প্রত্ব মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

২০৬ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৪৮৮৸৶৬

ডিঃ কমলাবালা দাসী দিং

দেঃ গোপেন্দ্র নারায়ণ বাগচী দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ করিমপুর

থানা করিমপুর মৌজে গাবুরডাঙ্গা মধ্যে ডিক্রীদারগণ ও মোকাবিলা দেনদারগণের সেরেস্তায় ২৪১৲ যে পত্তনি জমা লেখা যায় তাহাতে দেনদারগণ দখলিকার ও স্বত্ববান আছেন। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

খং নং ৭৩, ১৪ ও অন্যান্য খং ভুক্ত

(৩৮)

৩০০ থাঃজারি ৩৮ দাবী ১৪৸৵৯

ডিঃ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস এষ্টেট

দেঃ ফুটু মল্লিক সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মধ্যে মৌজে দীপচন্দ্রপুর মধ্যে বাদী ও মোকাবিলা বিবাদিগণের অধীন ১১২ নং খং ১-০৮ শঃ জমির ষোল আনা ওটবন্দী জমা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

৩৪০ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৮৪৷৶০

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ সেকেন্দার মণ্ডল দিং সাং মৃজাপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিঃ সেরেস্তায় ৫১৭ নং খং ৫ ১৫ শঃ জমির ১৩৶৩ মোকররী জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক নীলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

৩৪১ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৮৭৷৶৯

দেঃ এনাত সেখ দিং সাং রাইপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিঃ সং ১৩৮ নং খং ৪ ১৫ শঃ জমির ১৩৸৶৯ মৌরশী মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম নীলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ৬০৲

(৪১)

৩৪২ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৭৪৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী দাস বৈরাগী সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিঃ সেরেস্তায় ৩৫০ নং ও তদধীন ২৭৯ নং খং ভুক্ত ২-৩৭ শঃ জমির ১১৶৩ মৌরশী মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩৫৲

(৪২)

৩৪৩ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৪৪৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চানন রায় দিং সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিক্রীদার সেরেস্তায় -৫০৪নং খং ১-৩০শতক জমির ৯৸৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

৩৭৬ থাঃজারি ৩৮ দাবী ৭৪।৬

ডিঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ অঘোর দফাদার সাং দিগনগর পোঃ দিগনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে হাতিশালা মধ্যে ডিঃ নং ১৩নং খং ৩-২৭ শতক জমির ১১৶১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৪)

৫৮০ থাঃজারি ৩৮ দাবী ২৮৷৶৩

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং

দেঃ প্রফুল্ল কুমারী দেবী দিং সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ ২১নং চাপড়া মৌজে মধ্যে ১৭২।২নং খং মধ্যে খারিজবাদে ১৮নং মৌজা কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ সং সালিয়ানা ষোলআনা রকম ৩৸৶১৯৷৹ টাকা খাজনায় দেনদারগণের দখলীকারীতে যে একটী রায়তি স্থিতিবান জমা লেখা যায়—মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

খং নং ১৯৮, জমির পরিমাণ ৭১শতক

(৪৫)

৩১৮ থাঃজারি ৩৮ দাবী ১৩০৸৬

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ সাখাওৎ মণ্ডল দিং সাং টেংরা, পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৫১৬নং খং ও তদধীন খংভুক্ত মোট ১-১২ শতক জমির ২০৷৵ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৬)

৪০৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ৫০।/০

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং

দেঃ সুভদ্রাবালা দাসী দিং সাং বড়-ইটনে, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ ২১নং চাপড়া মৌজায় ডিঃ সং ১২০নং খং ২-২২শতক জমির ৭৸১৫ জমা উক্ত ওটবন্দী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল-আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৪০৫ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৩৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বড় ফুলবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ ১৮নং কালীগঞ্জ মৌজায় ডিঃ সং ৯০৫নং খং ও তদধীন ৯০৬নং খং-১০শতক জমির ১৷৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

৪০৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ৪৭৲

ডিঃ ঐ

দেঃ বামনদাস ঘোষ দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ কালিকাপুর জেলা বর্দ্ধমান

থানা কালীগঞ্জ ১৮নং কালীগঞ্জ মৌজায় ডিঃ সং ৫৭৯নং খং ও তদধীন ৫৮০ ও ৫৮১ খং ৩-৩২ শতক জমির ৭/২॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল-আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

নীলামের দিন ১২।৫।৩৮

(৪৯)

১৯ দেংজারি ৩৮ দাবী ২৭/৯

ডিঃ সুশীলা সুন্দরী দেবী

দেঃ সুভান সেখ সাং দলুইপুর, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দলুইপুর মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ মল্লিক ও অমিয়প্রসাদ মল্লিক ও রাধাগোবিন্দ প্রসাদ মল্লিক নাবা গার্জেন মাতা সিন্ধুবালা দাসী দিং অধীন ২০৵১৫ কাত স্থিতিবান জমার অন্তর্গত --৬২শঃ জমি মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

খং নং ২৪

(৫০)

১৬৭ দেংজারি ৩৮ দাবি ৮১৬৶০

ডিঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ সিদ্ধেশ্বরী দাসী দিং সাং গো.-নগর কপালীপাড়া পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে কেদের গঞ্জ মধ্যে ক্ষেত্রনাথ কপালীর বাড়ীর উত্তর সংরক্ষণাগার পশ্চিম, রামরতন কপালীদিগের ও কাঙ্গালী জ্ঞায়ান কপালীর বাড়ীর দক্ষিণ, যুধিষ্ঠির নন্দী কপালীর ও কালী সাপরের জমির পূর্ব্বে এই চৌহদ্দি মধ্যে কায়েমী জমাই জমা আন্দাজ ১৸০ বিঘা ও তাহার উপরিস্থিত এক সারে দুই কুঠারী কোঠা মায় সাজ সরঞ্জাম ও ফলকর আম্র কাটাল বৃক্ষাদি সমেত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক ইহার খাজনা বর্ষে ১৸/১০ কৃষ্ণনগর মহারাজা সরকারে আদায় দিতে হয়। উক্ত বন্ধকী স্থানের সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৫১)

১৬৩ দেংজারি ৩৮ দাবী ১১৭০।৵০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ রামব্রহ্ম মণ্ডল সাং ও পোঃ মাটীয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী মধ্যে কায়েমী মোকররী জমা, মায় তদুপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী ৩ কুঠারী, দরদালান ও তাহার কড়ি বরগা, সাজ সরঞ্জাম, দরজা, জানালা ইত্যাদি ৪ চালা পূর্ব্বদ্বারী খড়ুয়া ঘর ১ খানি দক্ষিণদ্বারী খড়ুয়া দোকান ঘর ১খানি, ১খান উত্তর দ্বারী খড়ুয়া দোকান কারখানা ঘর ১ খানা, পোক্তা পায়খানা কাটাল গাছ ২টা বেল গাছ ১টা, আমগাছ ১টা ও কূপ ১টা, জমিদার ৺ শচীন্দ্র রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সং বার্ষিক ৪।৶০ কায়েমী জমাই জমি মোকররী ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০০৲

খং নং ৭১৩, জমি ১/২।৵০

(৫২)

১৯৯ দেংজারি ৩৮ দাবী ২১৪।/০

ডিঃ অনাথবন্ধু চৌধুরী

দেঃ কালিদাস দাস দিং সাং বাবলাড়ী পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলাড়ী দেওয়ানগঞ্জ মধ্যে ৭৬ নং খং ·৫৪ শঃ বাস্তু ভিটা জমি সেস ·২।০ কেদার মণ্ডল দিং আদায় দিতে হয়। মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে রাখাল চন্দ্র ও বাদী সরকারের জোত জমির পশ্চিম মাঠ নন্দীর উত্তর, শচী নাবই ও পূর্ণকান্ত দাসের ও রামপদ দত্তের জমাই জমির পূর্ব্ব ১৯৪ নং খং ৭-৫৭ শঃ রায়তি স্থিতিবান জমি।

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে অর্থাৎ ঐ পূর্ব্ব মাঠে সদর রাস্তার দক্ষিণ রেল লাইনের ও রামবাবুর জমির উত্তর সদর রাস্তা, সরকারী জমির পশ্চিম রজনী নন্দীর কলা বাগানের পূর্ব্ব, ১৯৪ নং খং ২ ৭০ শঃ রায়তি স্থিতিবান জমি হাল জমা ১০-২৭শঃ

২।৩ চৌহদ্দীতে মোট জমি ১০-২৭ শঃ ইহার বার্ষিক খাজনা মায় সেস ৩০॥৶৮ রণজিৎ পালচৌধুরীর সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়।

৪। ৩নং মৌজা বাবলাড়ী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের সীমানার রেল লাইনের দক্ষিণ ৺সূর্য্যকান্ত দাসের আম্রবাগিচার পশ্চিম, ৺প্রাণগৌর দের জমাই জমির উত্তর, ক্ষেত্রনাথ দাসের জমাই জমির পূর্ব্ব, ১৯১ নং খং ৮১৫।৮১৬ দাগে কায়েমী মৌরশী স্বত্ববিশিষ্ট জমাই জমি। ১ একর জমির অংশ সগাছ ৬টা, ইহার বার্ষিক খাজনা ১।৶৬ রণজিৎ পালচৌধুরী সং দিতে হয়। দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৩)

২০৪ দেংজারি ৩৮ দাবী ৭২৯৸৵০

ডিঃ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ মন্মথনাথ রায় দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর ৪০৬ ক নং খং অধীন ৮৪৮ নং খং ১৸০ জমা লেখা যায়। উক্ত জমার দেনদারের নিজাংশ রকম ।/৬॥ = জমি ·১২ শঃ নিজাংশ ·৪শঃ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ সেরেস্তার ৪০৬ক নং খং অধীন ৮২৭ নং খং ।৫ মৌরশী জমা, নিজাংশ রকম ।/৬॥ = ভিটে জমি ·২ শতক অর্থাৎ /১৶০ মধ্যে নিজাংশ আন্দাজ ।৵ঠ অংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৪)

২৭৩ দেংজারী ৩৮ দাবী ২°৫৬৯

ডিঃ সুশীলাবালা দেবী

দেঃ বুলবালা দাসী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে জমিদার মন্মথনাথ পালচৌধুরীর সেরেস্তার সালিয়ানা ১৭৸১১ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা উক্ত জমা দেনদার ।০ আনা রকম অংশ আকর আওলাত সমেত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৫)

২°২ দেংজারি ৩৮ দাবী ৩৯৮।৵৯

ডিঃ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দেঃ ঊষারাণী দাসী সাং ব্রহ্মনগর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে ৩৪১৩নং খং ·২শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর বাস্তু ভিটা জমি আর ।০পাঁচকাঠা তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল পূর্ব্বাংশে খড়ুয়াঘর দাক্ষিণ-দ্বারী ইটের দেওয়াল ইত্যাদি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(৫৬)

২৬২ দেংজারি ৩৮ দাবী ৩১৭৶৬

ডিঃ গোমানালি বিশ্বাস

দেঃ খোস বাহার সেখ দিং সাং কৃষ্ণ-নগর চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর চাঁদ-সড়ক মধ্যে লাখরাজ মৌরশীদার নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দিং অধীনে ৮৭নং খং ·৪৮শতক জমির কাত সালিয়ানা বার্ষিক ২৸/৯ রায়তি স্থিতিবান্ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দেনদারগণের নিজাংশ ॥০আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৫৭)

২৩৫ দেংজারি ৩৮ দাবী ২২৩১৸৵৩

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ মল্লিক দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপগ্রামে বাজার পাড়ার মধ্যে বিনোদলাল সিংহ দিং পায়-খানা বাড়ীর দক্ষিণ, হরিদাস মোদকের জমির উত্তর, উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর খরিদাবাটীর পূর্ব্ব, উত্তর দক্ষিণ মুচীগলির রাস্তার পশ্চিম এই চৌহদ্দী মধ্যে কায়েমী মৌরশী চর্চিটা আং /২॥কাঠা বাহার খাজনা বার্ষিক ৸০ মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের সেরেস্তায় দিতে হয়, তদুপরিস্থিত কুঠারী, সাজ সরঞ্জাম, অন্দর-ঘর ১৭৮০নং খং ·২শতক জমি হইয়াছে। দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫৮)

৬২২ মণিজারি ৩৭ দাবী ১০৪৸৶

ডিঃ রামগোপাল মাড়োয়ারি

দেঃ রামকৃষ্ণ মণ্ডল সাং কাদিহাটী পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে কাদিহাটী গ্রামে ৭২নং খং জমিদার শিবদাস মুখো-পাধ্যায় দিং সেরেস্তার ·৪২ শতক জমির কাত ।৶৭ যে রায়তি স্থিতিবান্ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৭৩নং খং জমিদার অসীতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তার দেনদারের নামে ৩-৫০ শতক জমির কাত সালিয়ানা ৫।/২ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ স্থানে ১৭৫নং খতিয়ানের অধীন ঐ সেরেস্তার ·৩।শতক জমির কাত বার্ষিক ১৲ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল-আনা রকম স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৯)

৬৪ মণিজারি ৩৮ দাবী ১০০৸৯

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার

দেঃ রজনী দফাদার সাং গোয়াড়ী নিকারিপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী মধ্যে জমিদার শিবকুমারী দেবী দিং অধীন ২৬৫নং খংভুক্ত জমির কাত সালিয়ানা ২।০ টাকার দখলকার জন্য প্রচলিত তাহাতে দেনদারের ।০আনা রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৬০)

১৩৩ মণিজারি ৩৮ দাবী ৪৪৸৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ হরিপদ বিশ্বাস সাং পোড়াগাছা মোং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পোড়াগাছা মধ্যে জমিদার ডিঃ সং ৯৫ নং খং ভুক্ত ৩৪।৵/১ রায়তি মোকররী জমা দেনদার ও তাহার অপর সরিকগণের নাম প্রচলিত আছে। তাহাতে দেনদারের নিজ ।০ রকম স্বত্ব দখল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৬১)

১৩৪ মণিজারী ৩৮ দাবী ৩১৲৩

ডিঃ শিবচন্দ্র হালদার

দেঃ দুর্গাচরণ বসু দিং সাং চাঁদসড়ক কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর ৯২নং মৌজে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত ২২১ নং খং ভুক্ত ·১৯ শঃ জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা ষোল আনা জমার ৬॥০ খাজনা জমিদার নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি দিং সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। উক্ত জমায় দেনদারগণের অংশত্যক্ত ⅓ অংশ ২টী পাকা কুঠারী, একটী পাকা দালান, পাকা পায়খানা, জলের কল, কড়ি, বরগা, দরজা, জানালা সাজ সরঞ্জাম আদি আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক— উক্ত সম্পত্তি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর ২নং ওয়ার্ডের ১৪৯৩ নং হোল্ডিং হইতেছে। মূল্য আঃ ৩০০৲

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
[illegible]

[illegible]

[illegible]পালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ৩রা মে, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৫৩ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

কুম্ভমেলা উপলক্ষে রেলের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত

হরিদ্বারের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ও যাত্রী-সংক্রান্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ,—

গত কুম্ভমেলা উপলক্ষে ১২ই মার্চ্চ হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ৩৪৭ খানি স্পেশ্যাল ট্রেণ এবং ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭ শত ৫৫ জন যাত্রী হরিদ্বারে পৌছিয়াছে। গড়ে দৈনিক ১০খানি স্পেশ্যাল ট্রেণ এবং ১৩ হাজার ৪শত ৪৭জন যাত্রী পৌছে। ১৯২৭ সালে কুম্ভমেলা উপলক্ষে ঐ সময়ের মধ্যে ২২৮খানি স্পেশ্যাল ট্রেণ এবং ৩লক্ষ ২৯হাজার ১শত ৬৬জন যাত্রী হরিদ্বারে পৌছিয়াছিল।

যাত্রীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মেলায় লোক-জনের চলাচলের ও অন্যান্য অস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা ও তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ কন্সেসন টিকেট—এবারকার ব্যবস্থায় ইহাই বিশেষত্ব। কুম্ভ-মেলা উপলক্ষে অতিরিক্ত যাত্রী সম্পর্কে ব্যবস্থা বন্দোবস্তের জন্য অতিরিক্ত ১৮জন অফিসার এবং ৩৪৩৩ জন অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

———

উড়িষ্যায় অস্থায়ী লাট নিয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিবৃতি

"এসোসিয়েটেড প্রেস" নাকি জানিতে পারিয়াছেন,—গত ২৯শে এপ্রিল সকাল বেলায় জুহুতে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব কমিটির সভাপতি সর্দ্দার প্যাটেলের মধ্যে এক বৈঠক হইয়াছিল। এই বৈঠকে উড়িষ্যার বিষয় আলোচিত হয়। আলোচনার পর স্থির করা হয় যে, মিঃ ডেন যদি ৫ই মে তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করাই উচিত হইবে।

কংগ্রেসী মহলের ধারণা এই যে, উড়িষ্যার মন্ত্রিসভা যদি পদত্যাগ করেন, তাহা হইলে অন্যান্য কংগ্রেসশাসিত প্রদেশেও গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

গান্ধীজী এই সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভা পদত্যাগ করিলে আবার ঠিকা মন্ত্রি-সভা গঠিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা বেশী দিন টিকিতে পারিবেন না; স্থায়ী গবর্ণর ফিরিয়া আসিলেই কোনসূত্রে বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভাকেই পুনরায় কার্য্যভার প্রদান করা হইবে। গান্ধীজী এইরূপ ব্যবস্থাকে সমীচীন মনে করেন না। কংগ্রেস কখনও এরূপ ব্যবস্থায় রাজী হইবে না, ইহাই গান্ধীজীর বিশ্বাস।

তাই তিনি আর একবার বিশেষ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং যে ভুল স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সময় থাকিতে সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

———

জাপ সম্রাটের জন্মদিবসে হ্যাঙ্কাও আক্রমণ

জাপ সম্রাটের জন্মদিবস উপলক্ষে জাপ বিমান বহর হ্যাঙ্কাওয়ের উপকণ্ঠ হ্যানিয়াংএর উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে এক সহস্র নরনারী হতাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। হ্যাঙ্কাওস্থিত চীনা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, এই আক্রমণের সময় চীনারা ১২টী জাপ-বোমারু বিমান ও ৬টী দ্রুতগামী সামরিক বিমান ভূপাতিত করিয়াছে এবং চীনাদের তিনটী বিমান ধ্বংস ও চারটী বিমান নিখোঁজ হইয়াছে। জাপানীদের বিমান আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া চীনা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ হ্যাঙ্কাওয়ে বহুসংখ্যক দ্রুতগামী সামরিক বিমান সন্নিবেশ করেন। ৩৯টী জাপানী বিমান দৃষ্টি গোচর হইবামাত্র ৫০টী চীনা বিমান আকাশে উঠে এবং জাপ বিমান বহরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সহস্র সহস্র নরনারী ভীষণ কামান গর্জ্জনের মধ্যে ও আকাশযুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করে এবং শত্রু পক্ষের বিমানসমূহ যখন অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ভূপতিত হইতেছিল তখন তাহারা প্রবল উৎসাহ ভরে আনন্দধ্বনি করিতেছিল ও করতালি দিতে-ছিল। জাপানীদের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ফলে হ্যানিয়াং হত্যাকাণ্ডের লীলাভূমিত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোক, আহত বেসামরিক অধিবাসী ও দগ্ধাবশিষ্ট মৃতদেহস্তূপও মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা করে। রেডক্রশ সোসাইটীর কর্ম্মিগণ ধ্বংসস্তূপ হইতে মৃতদেহসমূহ বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছেন। জাপানীরা হ্যাঙ্কাওয়ের অস্ত্রাগার লক্ষ্য করিয়া বোমাবর্ষণ করিতেছিল কিন্তু তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একটি মাত্র বোমা অস্ত্রাগারের প্রাচীরের নিকট পতিত হইয়াছিল।

———

শিকার-জয়পুর বিরোধ আপোষে মিটমাট

গত ২ সপ্তাহ ধরিয়া আশঙ্কায় যে ঘনঘটা শিকার রাজ্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া-ছিল, গত ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে তাহা কাটিয়া গিয়াছে। রাজপুতনাস্থ বড়-লাটের এজেণ্ট জেনারেল মিঃ লোথিয়ান ও আজমীরের রেসিডেণ্টের হস্তক্ষেপের ফলেই শিকার জয়পুর বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

কি কি সর্ত্তে এই আপোষ মীমাংসা হইয়াছে, তাহা এই তার প্রেরণের (বেলা সাড়ে ৪ ঘটিকা) সময় পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

মিঃ লোথিয়ান ও জয়পুরের রেসিডেণ্ট সাহেব শিকারে রাও রাজার সহিত সহরের মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের পরিদর্শনের পরই সহরের ফটকের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে মোটরে সম্রাটের প্রতিনিধিদ্বয় এবং রাও রাজা আসেন, হাজার হাজার লোক জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাহার অনুগমন করে। অনেকে মোটরের উপর পুষ্পও বর্ষণ করে। শিকার ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল এবং ঐ বিপুল জনসঙ্ঘ ঘন ঘন 'রাও রাজাকী জয়' ধ্বনি করিতে থাকে।

———

কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন

মিঃ এ কে এম জ্যাকেরিয়া ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য কলি-কাতা কর্পোরেশনের যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই নির্ব্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র পদের জন্য মিঃ জ্যাকেরিয়ার নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্তা নেলীসেনগুপ্তা উহা সমর্থন করেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷
২৭। ভক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ॥০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্কস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ১৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩রা মে ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৫৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠাচার্য্যকর্ত্তৃক গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য চরিধার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশী হইয়া গত ২৩শে এপ্রিল (১৯৩৮) রাত্রে গয়াধামে শুভপদার্পণ করেন। ট্রেণ হইতে অবতরণকালে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সমাগত বহু বিশিষ্ট সজ্জন বিপুল জয়ধ্বনির সহিত তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্যাদি প্রদান করিয়া আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করেন। মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় গয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলে গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্মের সেবক পাণ্ডাগণের অন্যতম জমীদার শ্রীযুত মাখোলাল চৌরী মহোদয় তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর গয়া সহরবাসীর পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর ডাক্তার সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী, মিঃ শম্ভুনাথ ওঝা, মিঃ শ্রীপতি চ্যাটার্জ্জী, মিঃ বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং, রেভেনিউ অফিসার মিঃ প্রবোধকুমার রায়, হেডমাষ্টার শ্রীযুত অজয়রঞ্জন মিত্র, শ্রীযুত লোকনাথ সহায়, শ্রীযুত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ অ্যাডভোকেট, শ্রীযুত মধুবদন সাহা, ডাঃ রামেশ্বর সিংহ, কো-অপারেটিভ ইনস্পেক্টর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ যথাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। মঠরক্ষক প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সহিত সজ্জনবৃন্দের পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবকে জমিদার শ্রীযুত মাখোলাল চৌরাজীর একটী সুসজ্জিত মোটরে করিয়া মঠে আনয়ন করা হয়। মঠপ্রবেশের তোরণদ্বারে সেবক ও সজ্জনবৃন্দ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সকলের অনুরোধে সুসজ্জিত নির্দ্দিষ্ট আচার্য্যাসনে উপবেশন করিলে উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু গত ২৪শে এপ্রিল রবিবার উপস্থিত বহু বিশিষ্ট সজ্জনের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা-প্রসঙ্গ-পাঠকালে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীবলরামতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৫শে এপ্রিল সোমবার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ বেলা নয় ঘটিকার সময় নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐ দিন প্রত্যূষে মঠ হইতে একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তনদল শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম পরিক্রমাপূর্ব্বক বিভিন্ন রাস্তা দিয়া পুনরায় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ মঠপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সভামধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করত সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট করান হয়। অতঃপর গয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা অভিনন্দিত করিয়া শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারীজী একখানি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তৎপর স্থানীয় গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একখানি অভিনন্দন পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বৈষ্ণবের অমানি-মানদত্ব, গয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য, পঞ্চবিধ অর্চ্চার স্বরূপ এবং সর্ব্বোপরি শ্রীপুরুষোত্তমের সেবার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

সভান্তে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। উৎসবের পর দিবস ২৬শে এপ্রিল তারিখে প্রায় ছয়শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ নানা প্রকারে সেবা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ডালটন নিবাসী সাব য্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুত নরেশচন্দ্র রায় মহোদয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় গত ৩রা বৈশাখ শনিবার শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তরমৌরী গ্রামের শ্রীযুত কালিদাস পাল ও শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয়দ্বয়ের গৃহে অবস্থান করত দুইদিন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার কীর্ত্তন ও পাঠ শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দ লাভ করেন।

পরদিন প্রাতে ব্রহ্মচারীজী তথা হইতে রওনা হইয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁদুবসান গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করত প্রথমদিন তথায় শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য ও কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত বহু সজ্জন তাঁহার নিকট আরও কয়েকদিন থাকিবার এবং পাঠশ্রবণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু সময়াভাবে তথায় তাঁহার অধিকদিন থাকিবার সুযোগ হয় নাই।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মধুসূদন সর্ব্বাশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫২

মনের কথা

জনৈক শ্রীধাম সেবকের নিকট জগতের অধোগতির কথা শ্রবণ করিয়া হঠাৎ আজ স্মৃতিপটে অতীতের কথা জাগিয়া উঠিল। আমিও একদিন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম—এই অধঃপতন বা নরকাভিযানের দিকে। শাস্ত্রিলাভের একটা চেষ্টা বা ভগবদনুসন্ধানস্পৃহা কি জানি কি-ভাগ্যফলে অনেক দিন হইতে হৃদয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। সংসারী লোকের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় মনে হইত, বুঝি সংসারদর্শনই সেই বস্তু এবং তাহাই শান্তির উপায়। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া তাহাতেও আস্থাস্থাপন করিতে পারি নাই। তাই সময় সময় ভগবানের নিকট উদ্ধারোপায়ের কথাও জানাইতাম। প্রথম হইতেই মনে হইত গুরু ছাড়া—শিক্ষক ছাড়া কোন সুবিধা হইতে পারে না। ইহা যেন হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু চেষ্টা করিয়াও অনেক দিন যাবৎ প্রকৃত সাধুর সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই। করুণাময়ের কি অপার করুণা! মাদৃশ অধমাধমের এই একটুকু ডাকও তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল। তাই তিনি কৃপাপূর্ব্বক কলে কৌশলে সে সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিলেন, হৃদয়ে প্রেরণা দিয়াছিলেন অন্তর্যামিরূপে—শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিবার জন্য। প্রথমেই শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল যে, 'শ্রীগুরুদেব মনুষ্য নহেন, তিনি নিত্যানন্দ।' তাই বড় আশা লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলাম সেই মহাপুরুষপ্রবর জগদ্গুরুর— সাক্ষাৎ নিতাইচাঁদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনের অদম্য পিপাসা লইয়া। তাঁহার সেই অমন্দোদয় দয়া, সৌম্যদর্শন ও বিপ্লবী বাণী মাদৃশ নরকের কীটের অপ্রতিহত নরক-গতিকে প্রতিহত করিয়া দিয়া আমার মোড়টা ফিরাইয়া দিয়াছিল তাঁহার পাদপদ্মমকরন্দ-পানোন্মত্ত মধুকরগণের আদর্শের দিকে। তাই আজ আমি অসদ্গণের করালকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আমার মত অসৎ পাপী এজগতে আর কেহ নাই, তাহা আমি স্পষ্টই জানি। কিন্তু সেইরূপ পাষণ্ডকেও স্বচ্ছন্দে নিজ দিয়া আকর্ষণ করিয়াছেন যিনি কৃষ্ণের পরমপ্রিয়তম সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং সেই প্রভুচরণের অতিমর্ত্ত্যদের সন্ধান কৃপাপূর্ব্বক দিয়াছেন যিনি সেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ এবং দেবদুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া সকলেই কৃতকৃতার্থ হউন, ইহাই জগদ্বাসীর নিকট আমার কাতর নিবেদন ও প্রার্থনা। আমি কোন গৌড়ামির কথা বা দলভারি করার কথা বলিতে বসি নাই। বড় দুঃখে, বড় আনন্দে, বড় ভরসা লইয়াই এই সকল কথা আজ আমার সহৃদয় বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যে কথা বা যাঁহার কথা মাদৃশ অযোগ্য নরাধমকেও অল্পবিস্তর আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই কথা যে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সকল জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করিবেই, এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। এই প্রলাপোক্তি যদি কাহারও শ্রবণের ইচ্ছা হয় এবং তাহা কিছুদিন হাতে কলমে আচরণ করেন তাহা হইলে এই কথা তাঁহার নিশ্চয়ই উপলব্ধির বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই।

জগতের কেউ সদ্গুরু পাউক আর নাই পাউক, আমি কিন্তু মুক্তকণ্ঠে না বলিয়া পারিতেছি না যে, আমি বাস্তবিক ভগবানের কৃপায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ন্যায় সদ্গুরু পাইয়াছি। ইহা আমার অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা। তজ্জন্য আমি নিজেকে গৌরবান্বিত ও ভাগ্যবান্ মনে করি। আমি এত অকৃতজ্ঞ হইতে পারিব না যে, আমি তাঁহাদের দয়ার কথা ভুলিয়া যাইব। যদিও আমি তাঁহাদের সেবা করিবার অযোগ্য, যদিও দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহাদের কৃপা লাভ আমার ভাগ্যে এখনও ঘটে নাই, তথাপি আমি জানি, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিজগুণে কৃপা পূর্ব্বক আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে একদিন তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিবেনই করিবেন—ইহাই আমার একমাত্র আশা-ভরসা। এই আশা-ভরসা লইয়াই যেন আমি জন্মজন্মান্তর কাটাইতে পারি, ইহাই গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ এবং বন্ধুবর্গের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা।

এই শ্রীগুরুদেবই আমাদের নিত্যবান্ধব। আমরা পতিত আর তিনি পতিতপাবন। এই গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক অধোক্ষজবস্তু হইয়াও মানুষের চক্ষুগোচর হইলেও ভোগের চক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্বরূপ দর্শন হয় না। এই মর্ত্ত্য জগতে যদি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী কেহ থাকেন, পরদুঃখদুঃখী বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবদান্য বা পরমদয়াল কেহ থাকেন, তবে তিনি আর কেহই নহেন, তিনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—তিনি আমাদের শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম। তিনি জ্ঞানাঞ্জনদ্বারা আমাদের কোটি কোটি জন্মের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, আমাদিগকে অপ্রাকৃত নিত্যশান্তি-নিকেতনে লইয়া যান। তাঁহাদের অলৌকিক মহিমার কথা জগতের ভাষায় জগতের জীবকে বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। জানি না, সংসারদাবানলদগ্ধ, তাপিত, পতিত, দুঃস্থ আমার প্রতি সেই গুরুকৃপাবারি কবে অযাচিতভাবে বর্ষিত হইবে। এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের সন্ধান তৎকৃপোদ্ভাসিত, তচ্চরণে শরণাগত জনই বলিয়া দিতে পারেন, মাদৃশ অতিবদ্ধের এ সামর্থ্য নাই। কিন্তু অযোগ্য অধমাধম আমি তাঁহাদের নিকট এত উপকৃত হইয়াছি যে, তাহা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। তজ্জন্য সকলে আমায় ক্ষমা করিবেন।

এই শ্রীগুরুদেবই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা সেই সর্ব্বস্ব-হারা। তবে হতাশার মধ্যেও একমাত্র আশা—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা। আমি ভক্ত বা ভগবানের কোন সন্ধানই জানিতাম না। যাঁহার কৃপায় সে কথা শুনিবার বা অল্পবিস্তর জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। তাই পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও জয়গান করিতেছি—

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লব-শেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥"

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোরের বৈরাগ্য negative অর্থাৎ 'ঋণাত্মক' ব্যাপার নহে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক Positive অর্থাৎ 'ধনাত্মক' নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অপর নাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভ। যে বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছজ্ঞান, যে বৈরাগ্য সাযুজ্যাদি মুক্তির প্রতি ঘৃণা, স্বর্গ ও বিয়োগ এবং সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয়ের প্রতিও অনাদর প্রদর্শন করে, সেইরূপ কেবল-কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী বা কৃষ্ণ-বিলাসসহায়া বৈরাগ্যবিদ্যাই শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল গৌরকিশোরে নিত্যসিদ্ধভাবে বিরাজিত।

লক্ষ্মীগণ বৈরাগ্যবতী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা মহাবৈরাগ্যবতী। কৃষ্ণময়ীর সেই বৈরাগ্যের বিচার—অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোর সাধকজীব নহেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-মুক্তকুল। সাধকজীবের পক্ষে "কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ"-বৃত্তিটী বৈরাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্ত-কুলের সর্ব্বোত্তম সহজ-কৃষ্ণসেবা-পরায়ণত্বই তাঁহাদের বৈরাগ্য। শ্রীরূপের নিজজন-গণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ আশ্রয়বিগ্রহেরই পদাশ্রিত। যেস্থলে আশ্রয়বিগ্রহের একান্ত সেবানুগত্য নাই, সেস্থলে সখীত্বকামনায়, এমন কি, বিষয়বিগ্রহের প্রতিও তাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

এই "বৈরাগ্য" ব্যাপারটী—শুদ্ধভক্তি-যুক্ত চিদ্বিলাসসাহিত্য। ইহা মায়াবাদীর অচিদ্বিলাসরাহিত্য বা চিদ্বিলাস-রাহিত্য নহে। অচিদ্বিলাস-রাহিত্য বা চিদ্বিলাস-রাহিত্যটী নির্ব্বিশেষমূলক negative বা ঋণাত্মক ব্যাপার। আর চিদ্বিলাসসাহিত্য Positive বা পরমধনাত্মক নিত্যপরিবর্দ্ধন-শীল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ মহোৎসব।

ভগবানে ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে যে 'বৈরাগ্য' শব্দটীর প্রয়োগ, তাহা মায়াসংস্পর্শরাহিত্য। মায়াধীশ ভগবদ্বস্তু সর্ব্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত বা মায়ার সংস্পর্শপরিমুক্ত। মায়াধীশকে একমাত্র ভোক্তা বিষয়ী জানিয়া তাঁহার সেবকগণের উচ্ছিষ্ট সেবকাভিমানী হইতে পারিলেই জীব দুরত্যয়া মায়াকে জয় করিতে পারেন—

"উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং
জয়েমহি।"

কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিজসুখবাঞ্ছামূলে ভোগের বা ত্যাগের বাহাই মায়া। অনেকে বলেন,—নির্জ্জনভজনকালে ত্যাগ বা বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে করিতে সাধ্যভক্তি লাভ হয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা কখনও

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

ভক্তিলাভ হয় না। পরন্তু ভুক্তি বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ; কারণ, ত্যাগের পর ভোগ, ভোগের পর ত্যাগ, কৃত্রিম শান্তির পর অশান্তি, আবার অশান্তির পর শান্তি — এইরূপে নাগরদোলায় আরোহণকলে জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডেই ভ্রমণ করিতে থাকে,— কখনও বা বিরজায় ডুবিয়া আত্মহত্যা, কখনও বা নির্ব্বিশেষবিচারে ধাবিত হইয়া গো-বিপ্রবিষ্ণুদ্রোহিগণের প্রাপ্য অন্ধগতি লাভ করে। মুমুক্ষামূলক ত্যাগ বা বৈরাগ্য কখনও শুদ্ধভক্তিলাভের উপায় বা কারণ হয় না।

অন্ধকারকে কৃত্রিম উপায়ে বিনাশ করিয়া আলোকের রাজ্যে যাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল হইতে যদি আলোক অবতরণ করে তবে অন্ধকার বিদূরিত হয়। অতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট বস্তুর স্থূলত্যাগকে বৈরাগ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্তির সহজ— অনুগ—আশ্রিত—পাল্য—লাল্য বৈরাগ্যটি অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহাজনগণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ তাদৃশ ফল্গুজাতীয় নহে। কৃষ্ণ-বিলাসলালসার পরাকাষ্ঠার নাম বৈরাগ্য। শ্রীল রায়রামানন্দ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীল সনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি ষড়্-গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাচিদ্বিলাসী মহাজনগণের বৈরাগ্যের পার্থক্য নাই; কারণ, উভয় শ্রেণীর মহাজনই আশ্রয়বিগ্রহসম্বন্ধে বিষয়বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাবিলাসে বিলাসী। তাঁহারা সকলেই সম্ভোগকে কৃষ্ণের একচেটিয়া ব্যাপার জানিয়া বিপ্রলম্ভপরাকাষ্ঠায় বিভাবিত।

এই বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণরূপ বৈরাগ্য সাধন ও সাধ্য উভয়ই। এই বিচার শুদ্ধ বৈষ্ণবের। আর প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার—কৃষ্ণ-(?) সম্ভোগই—সাধন ও সাধ্য। জড় ভোগ-মাত্র-ত্যাগীর বৈরাগ্য ফল্গু ও অনিত্য সাধনমাত্র ; উহা নিজকামনাপূর্ত্তি-মূলক, অতএব হেয়, কৈতবমাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাপর নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য ভক্তি-চক্ষু থাকিলেই দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়। নামরূপগণই তাঁহাদের বৈরাগ্যবিপ্রলম্ভশ্রী দর্শন করিতে পারেন। এইজন্য একমাত্র গোকুল-মহোৎসব শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল সরস্বতী—প্রভুত্রয় জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শুদ্ধনামাশ্রয় আবার এই তিন প্রভুর কৃপায় জীবের বহু ভাগ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীস্বরূপরূপানুগবর এই প্রভুত্রয়ের অশোক অভয় শ্রীপাদপদ্মের নিত্য-সংলগ্ন-ধূলিত্ব-কামনাই মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ লাভ।

শব্দার্থ

প্রপঞ্চ

প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) একত্র সম্মিলিত হইয়া এই স্থূলজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'প্রপঞ্চ' বলা হয়। শ্রীপাদ মধ্বমুনি প্রপঞ্চ বলিতে—পরমা-শ্রুতির বচন উল্লেখ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভেদ অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবে, জীবে-জীবে, জীবে-জড়ে, জড়ে-জড়ে ও ঈশ্বরে-জড়ে ভেদ বলিয়াছেন।

স্বগত-ভেদ

আম্রবৃক্ষের অবয়বভূত শাখা-প্রশাখা-মুকুলাদির যে পরস্পর ভেদ তাহারই নাম স্বগতভেদ।

স্বজাতীয়-ভেদ

আম্রবৃক্ষের সহিত তাহার স্বজাতীয় নিম্ববৃক্ষের যে ভেদ, তাহাই স্বজাতীয়ভেদ। বৃক্ষত্বে সমজাতীয় হইলেও বৃক্ষের প্রকার-ভেদ।

বিজাতীয় ভেদ

আম্রবৃক্ষের সহিত উহার বিভিন্নজাতীয় প্রস্তরাদির যে ভেদ, তাহাই বিজাতীয় ভেদ।

মায়া

'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া' অর্থাৎ যাহাদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়। মা – যা – মায়া অর্থাৎ নহে যাহা, তাহাই মায়া। আর যাহা হয় তাহাই ভগবান্। এই মায়া ভগবানের জড়া শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন,— "সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়দ্রব্যং মায়া।" অর্থাৎ মায়া—সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বিশিষ্ট জড়বস্তু, উহা নিত্যা, জগৎ-সৃষ্টিকারিণী ও জীব সম্মোহিনী প্রকৃতি।

সারকথা

——::(•)::——

গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ?

; করেন, কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ)

বৈরাগীর কৃত্য কি ?

বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদরভরণ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
(চৈঃ চঃ)

যথাযোগ্য শব্দের অর্থ কি ?

'যথাযোগ্য' এই শব্দ ছুটীর মর্ম্মার্থ বুঝে লহ
কপটার্থ লইয়া যেন দেহারামী না হও॥

শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
(প্রেমবিবর্ত্ত)

ভৃগুপদাঘাতের তাৎপর্য্য কি ?

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়॥
(চৈঃ ভাঃ)

শুদ্ধভক্ত কে ?

সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভাগী॥
তোমা অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥
(চৈঃ চঃ)

———

বিভিন্ন মতবাদ

——::(•)::——

ঋগ্বেদ-বাদ

ঋগ্বেদ সংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ। ঋগ্বেদসংহিতোক্ত ব্যবহারই ধর্ম্ম। [illegible] সায়নাদিভাষ্য দর্শনে মোক্ষমূলারাদি পাশ্চাত্ত্য আচার্য্যগণ যে বৈদিকধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। জাতি-ভেদ, গবাদি অভক্ষ্য পশুভোজন ত্যাগ, ঋগ্বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রসমূহে বিশ্বাস ও তদাদিষ্ট ক্রিয়া সমর্থন ইহাদের নিকট বড়ই ঘৃণ্য। প্রাকৃতিক দেবের উপাসনা প্রাক্কালের ধর্ম্ম হইলেও তাহা উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা অধর্ম্ম।

———

কর্ত্তাভজা-বাদ

আউলেচাঁদ এই সম্প্রদায়ের জন্মদাতা। নদীয়া জেলার উলা নামক গ্রামে মহাদেব নামক জনৈক বারুই এই আউলে চাঁদকে বহুকাল প্রতিপালন করেন। আউলেচাঁদ ক্রমে ক্রমে ২২জন শিষ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সদ্গোপ রামশরণ পালই সর্ব্বপ্রধান। রামশরণ ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের দলপতি ছিল। খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দির শেষে আউলেচাঁদ জন্মিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর তাহার ধর্ম্ম প্রচার করে। রামপালীদলের পরেই কানাই ঘোষী দলের বহুল প্রচার হয়। নৈয়ায়িকের কর্ত্তার মত ইহাদের ঈশ্বর কর্ত্তা, তাহার উপাসনা করা উচিত। গুরুই ঈশ্বর, এই মতে আউলেচাঁদ কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গের অবতার-বিশেষ। আউলেচাঁদের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ছিল। এই সম্প্রদায়গুলিতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের কথাই সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটী সম্প্রদায়ে ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম, ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম ও চারি প্রকার বাক্‌কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধন। সম্প্রদায়ের প্রারম্ভে জ্ঞানবাদকে মূল করত ইহারা বৈরাগ্যাদি জ্ঞানবাদের সশস্ত্র প্রহরী সংগ্রহ করিয়াছিল। বস্তুতঃ কালে জ্ঞানই তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। কোন দলে উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যবস্থা আছে, অপরদলে তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন দলে সর্ব্ব-প্রকার ক্রিয়া চলিত আছে আবার কোন দলে সাত্ত্বিক বিকারাদির অনুকরণেরও ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন আচার হইলে সকলেই "একমনে" বলিয়া আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করে। জ্ঞানবাদী মাত্রেই যেরূপ গুরু লইয়া ব্যস্ত হইয়া উদ্দেশ্যকে খর্ব্বীকৃত করিবার চেষ্টা করে ইহারাও তদ্রূপ। কর্ত্তাভজাদের অনেক গান আছে। হরি সত্য, গুরু সত্য প্রভৃতিকে ইহারা মহাবাক্য জ্ঞান করে। জ্ঞানপ্রাবল্যহেতু বৈষ্ণব-সদাচার ও কৃষ্ণের [illegible] বিরোধী। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য রূপ ও সনাতনকে অর্পণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আউলরূপে নিজভজন লইয়া বাহির হন। [illegible] দেহতত্ত্ব ও আউলের তত্ত্ব প্রায় এক।

———

পঞ্চোপাসকবাদ

বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য এই পঞ্চদেবতা উপাসকের মঙ্গলের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের মায়িক, কল্পিত পঞ্চভেদমাত্র। এই মিথ্যা মূর্ত্তির যে কোন একটিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া নির্ব্বিশিষ্টতা লাভ হইবে। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে মুক্তি সম্ভব নাই।

———

প্রাচীনবাদ

যাহা কিছু প্রাচীন, ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহা পালন করিলেই ধর্ম্ম পালিত হয়। যত ভালই নূতন জানা যাউক না প্রাচীনতা তাহা অপেক্ষা আরও ভাল। এই সম্প্রদায়ের মতে কালের সহিত মানববুদ্ধি কমিয়া গিয়া প্রাচীনতায় প্রীতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছে।

———

ত্রিবেদবাদ

ঋগাদি সংহিতাত্রয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তদনুগ সূত্রাদিই উপাস্য। এই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলেই ধর্ম্ম সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত অপর ব্যবহার বেদানুমোদিত না হওয়ায় অনাবশ্যক এবং অনাবশ্যকীয় ধর্ম্মসাধন প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে ধর্ম্ম সাধিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-ই, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রচারকাজি প্রচারকগণ 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বল

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, পাঞ্চরাত্রিক চতুষ্টয়-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রী শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীসংকর্ষণ পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং উডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীদামোদর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রমী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নীমগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাঁকতুলসী	৫।০
বাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
জাবকোরা সাদা	৯।
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আবছে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উচ্চতর—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (০)	২৷০—২৷৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

হুগলা	৫৭৲
রামসীজা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৪৫৲
গব্য	৪৫৲
[illegible]	৩৩।০

তার	৪৬৲
হ্যাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লুনের দর

আদেন গোলার কাইন	৫৪৲
লিট ও আদেন মরকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ কাইন	৪৩৲
চাহার্গ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ির মণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮

	১১৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	১৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, বোলটু, গরাদে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনকোস ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০

মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ ব. গয়াব খাট_লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোল কি জন্য ?

-:(:০:):-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাম্বওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহানার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১৯নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধারণার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1445

শ্রীরূপানুগবর্ষপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ৪ঠা মে, ১৯৩৮, বুধবার [৫৪তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১২।৫।৩৮

(১)

৩০৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৫৮৶০

ডিঃ প্রতিভাসুন্দরী দাসী দিং

দেঃ মফিদ্দি মণ্ডল দিং সাং রাণাবন্দ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে রাণাবন্দ গ্রামে ডিঃগণের ও রাখালদাস সিংহ দিং অধীনে ১৯৪, ৩০৮ নং খং ৫-৬৮ শঃ জমির ১৫,১২॥ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১২৲

(২)

১৩০৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৯২৪॥৬

ডিঃ অবনীকুমার দাস দিং

দেঃ ধীরেন্দ্র নাথ সরকার দিং সাং অজিতপোতা পোঃ দামুরহুদা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সাহারবাড়ী গ্রামে ৫ নং খং যাহা ডিঃ ও তাহার অন্যান্য সরিকগণের সেরেস্তায় দেনদারের নামে বার্ষিক ৪৯৫৶৫ দরপত্তনী জমা মায় ষোল আনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩)

২৬৯ খাংজারী ৩৮ দাবী ১২৪৶০

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ ছোবান মণ্ডল দিং সাং বান্দাখোলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বান্দাখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১১৩ নং খং ৭-২৪শঃ জমির ১৮।৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

২৬৬ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৭॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ যোগেন্দ্র পাড়ুই দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ছোটসিমলা গ্রামে ডিঃ সং ৮৯ নং খং ৪-৯১ শঃ জমির ৫৮৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

২৯০ খাংজারি ৩৮ দাবি ৫৫।৶৯

ডিঃ প্রতিভাসুন্দরী দাসী দিং

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল সাং রাণাবন্দ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে রাণাবন্দ গ্রামে ডিঃগণের ও জয়দুর্গা দাসীর অধীন ৪, ২১৭ নং খং ৯-৬৪ শঃ জমির ২৯।৵১২॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

২৮০ খাংজারি ৩৮ দাবী ৭৯৸৶০

ডিঃ নন্দগোপাল ভাদুড়ী

দেঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দাদুপুর মধ্যে ৪৬৩ নং খং ও গোটপাড়া মৌজায় ৩০৯ নং খং ও জাফরাবাদ মৌজায় ১৬ নং খং ভুক্ত দেনদারগণের মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী পত্তনীমহাল যাহার সালিয়ানা ১৯৲ ডিঃকে আদায় দেন উক্ত ষোল আনা রকম বাকী পত্তনী মহাল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

২৩৪ খাংজারি ৩৮ দাবি ২৬৩

ডিঃ সুকুমারী দেবী

দেঃ রাধিকানাথ ঘোষ সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ কেশিয়াডাঙ্গা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আমিনগ্রাম মধ্যে ডিঃ সং ৯১২ নং খং ৩/৩ ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আদি যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১০৯৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৮৸৬

ডিঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার

দেঃ ফকিরচাঁদ মুন্সী সাং দামোদরখালি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে দামোদরখালি গ্রামে ১৭৪ নং খং ১১২৫ দাগের উপরিস্থিত পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত ভাঙ্গা কোঠা ঘর ছোট বড় ৩ কুঠারী সমেত কড়ি বরগা দুয়ার জানালা ইত্যাদি ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

১৪২৩ খাংজারী ৩৭ দাবী ১০০৮৶৬

ডিঃ যোগমায়া দাসী

দেঃ সাহাদৎ মণ্ডল দিং সাং ডুমুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে দিগড়ী মধ্যে ডিঃ ও বিবাদিগণের সেরেস্তায় বার্ষিক ষোল আনা রকম ১৯৮৵১৭॥ জমা মায় ষোল আনা অংশ আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

২৮৯ খাংজারি ৩৮ দাবী ১১৫॥৶৬

ডিঃ প্রতিভাসুন্দরী দাসী দিং

দেঃ কেনী বিবি দিং সাং রাণাবন্দ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে রাণাবন্দ গ্রামে ডিঃগণের ও জয়দুর্গা দাসী দিং অধীনে ২৭, ২৮৪, ৩০৫ নং খং ৯-২৯ শঃ জমির কাত বার্ষিক ষোল আনা রকমে ২২৸৶১২ জমা দেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৫৮ খাংজারি ৩৮ দাবী ১১২৯

ডিঃ অনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ এলাবাসি সেখ সাং কাঁচকুলী ডেঙ্গাপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাঁচকুলী গ্রামে বার্ষিক স্থিতিবান জমা বাদী ও বিবাদিগণের সেরেস্তায় ১৲ খাজনা দিতে হয় মায় দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

খং নং ৩৫২, জমির পরিমাণ -১৭ শতক

(১২)

২৯৫ খাংজারি ৩৮ দাবি ২৯০৶৩

ডিঃ উমাশশী দেবী

দেঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী কাছারী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামের মালিক জমিদার পরেশনাথ পাল চৌধুরী দিগরের অধীনে সালিয়ানা ষোল আনা রকম ১২০৮॥৶০ পত্তনী জমা উক্ত তৌজির জমা বড় আন্দুলিয়া মৌজার এবং খতিয়ানে ও পাটুয়াভাঙ্গা মৌজার ৪নং খং লিপিবদ্ধ হইয়াছে মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৩)

২৫৭ খাংজারি ৩৮ দাবি ৬১৮৶৬

ডিঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

দেঃ নাবালক বিশ্বকুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা মধ্যে ৮৩৭ নং খং ষোল আনা রকম নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি -২৫ শঃ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৬১১ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনা -৩৭ শতক মায় তদুপরিস্থিত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲ উক্ত জমিতে দেনদারের ।• স্বত্বাংশ।

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ১১২ নং দেনদারের ৮৬৩ নং খং ১ ২৫ শঃ জমি মোকররী জমার খাজনা সালিয়ানা বার্ষিক ২৶২ জমিদারকে দিতে হয়। উক্ত জমায় ১১২ নং দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ৩৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ২,৩,৪১৫ নং দেনদারের ৮৭০ নং খং মোট ৩৭ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি উক্ত ব্রহ্মোত্তর জমি ও দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৪০৯ নং খং ১-৫২ শঃ জমি উক্ত জমার বার্ষিক খাজনা ।৶• জমিদার জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হয়। উহাতে দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১৬ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় ২ ৩৪ শঃ জমি দেনদারের /১৫ স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ২৩৪১৫ নং দেনদারের ৮৩৪ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মোট -২১ শঃ জমিতে দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১০ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় ১-২৪ শঃ জমি উহাতে দেনদারের ।৫ রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১২ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় -১৪ শঃ জমি মধ্যে দেনদারের /৫ রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১৩ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় মোট ১ ৮৫ শঃ জমি ১১২ নং দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ১১২ নং ৩৭৭ নং খং ১-৮ শঃ জমি মধ্যে দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক উক্ত জমার খাজনা ১।• জমিদারকে দিতে হয়। মূল্য আঃ ১৲

১২। থানা নাকাশীপাড়া—মুড়াগাছা ও লোহাগাছি দিং মৌজায় দেনদারগণের /১৪।১২ তিন রকম জমিদারী স্বত্ব সালিয়ানা ষোল আনা মহলের রাজস্ব ৪২॥/১ দেনদারগণের অংশে ৪॥৩ নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়। দেনদারগণের স্বত্ব ১০২ নং মুড়াগাছা মৌজায় ৭৫ নং খং ও ১০১ নং লোহাগাছি মৌজায় ৮১ নং খং লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দেনদারগণের জমিদারী স্বত্ব নিলামে বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ১৫৲

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারগণের /১০।=১৪ তিন রকম জমিদারী স্বত্ব সালিয়ানা ষোল আনা মহালের রাজস্ব ২২৲ দেনদারগণের অংশে রাজস্ব ২৶• নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়। দেনদারগণের স্বত্ব ১০২ নং মুড়াগাছা মৌজায় ২০৯ নং খং ১০১ নং লোহাগাছি মৌজায় ১৮৩ নং খং লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দেনদারগণের জমিদারী স্বত্ব নীলাম বিক্রয় হইবে, মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

১০৮৩ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩০৶৬

ডিঃ সত্যেন্দ্ররঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ পঞ্চু ঘোষ দিং সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চাপড়া গ্রামে ডিঃ সং ৬৩ নং খং ৬-২৯ শঃ জমির মধ্যে ওটবন্দীসূত্রে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল-আনা দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১২৭৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৸৶•

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ হাফেজদ্দি সেখ সর্দার দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিলবমুন্দী (ওরফে মাঠ কুলতলা) ডিঃ সং ১৫৪ নং খং ১-৩৭ শঃ জমির খাজনা ২॥• দিতে হয় মায় দরবস্তু হুকুক আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১৬।৫।৩৮

(১৬)

২০৯ খাংজারী ৩৮ দাবী ২৮৷/১১

ডিঃ মনমোহন ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ তারাপদ ঘোষ দিং সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দক্ষিণ বহিরগাছি মধ্যে খং নং ৭২ জমিদার বাবু রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং ও নন্দলাল ভট্টাচার্য্য দিং অধীনে ঐ খং ভুক্ত ৫-২৬ শঃ জমির কাত ১৪৲ মায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম বাকী পড়া জমা জমি দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

২৮৪ খাংজারী ৩৮ দাবী ২৭৫৲৯

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ রব্বানী মণ্ডল দিং সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে জমিদার ডিক্রীদার সরকারে ২৭২ নং খংভুক্ত ৪২ ১৫ শঃ জমির কাত সালিয়ানা ৭৩.৬ রায়তি স্থিতিবান মায় তদুপরিস্থিত যাবতীয় আকর আওলাত সমেত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

৩৭৫ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৭/৩

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং

দেঃ এয়াকুব মণ্ডল দিং সাং এলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে এলাঙ্গি গ্রামে ডিঃ সং ৭৮নং ও ওদণীন ৭৯ নং খং ২-৯০ শঃ জমির ৫৸৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

২৫৬ খাংজারী ৩৮ দাবী ৬১॥৶৩

ডিঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

দেঃ বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মুড়াগাছা গ্রামে ২।৩।৭।৫ নং দেনদারের ৮৩৩.২ খং লিখিত ষোল আনা রকম নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি -২৫ শঃ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত পাকা ইমারত বসতবাটী কূয়া প্রাচীর আদি দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১১২ নং দেনদারের ৬১১ নং খং লিখিত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনা মোট -৬৭ শতক মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত বসতবাটী কূয়া পায়খানা প্রাচীর আদি দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲ উক্ত জমিতে দেনদারের ।০ অংশ।

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ১১২ নং দেনদারের ৮৬৩ নং খং লিখিত ষোল আনায় ১এঃ -২৫ শঃ জমি বার্ষিক ২৶২ জমিদারকে দিতে হয়। উক্ত জমায় ১১২ নং দেনদারের ॥• আনা রকম স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ২।৩।৪।৫ নং দেনদারের ৮৭০ নং খং লিখিত মোট -৩৭শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি উহাতে দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৪০৯ নং খং লিখিত ১ এঃ -৫২ শঃ জমি উক্ত জমার মহল ।৶• জমিদার জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হয়। উহাতে দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১৬ নং খং লিখিত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় ২ এঃ -৩৪ শঃ উক্ত নিষ্কর জমিতে দেনদারের /৫ আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ২।৩।৪।৫নং দেনদারের ৮৩৪ নং খং লিখিত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মোট -২১ শঃ জমিতে দেনদারের ।• রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১০ নং খং লিখিত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় মোট ১ একর -২১ শতক জমি উক্ত জমিতে দেনদারের ।৫ রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১২ নং খং লিখিত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় -১৪ শঃ জমি মধ্যে দেনদারের /৫ রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারের ৬১৩ নং খং লিখিত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ষোল আনায় মোট ১ একর -৮৫শঃ জমিতে ১১২ নং দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ১১২ নং দেনদারের ৩৭৭ নং খং লিখিত ১এঃ -৮ শঃ জমির মধ্যে দেনদারের ।• আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্তু হুকুক উক্ত জমার খাজনা ১।• জমিদারকে দিতে হয়, মূল্য আঃ ১৲

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারগণের অংশে ৪.৩ কালেক্টরীতে দিতে হয়। ৮৪নং খং লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেনদারের জমিদারী স্বত্ব নীলাম বিক্রয় হইবে মূল্য আঃ ১৫৲

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনদারগণের /১০।=১৪ তিন রকম জমিদারি স্বত্বাংশ ষোলআনা মহালের রাজস্বে ২২৲ টাকা দেনদারগণের অংশে রাজস্ব ২৶টাকা কালেক্টরিতে আদায় দিতে হয় ১৮৩নং খং লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দেনদারগণের জমিদারী সত্ত্ব নীলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

১৪২৪ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৬৷/+২৪।৶৩

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ আলেপ মোল্লা দিং সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে কল্যাণদহ মধ্যে ডিঃ সং ২১৭নং খং ২-৮৩ শতক জমির ৯/১০ টাকা জমা লেখা যায় তাহাতে দেনদারগণের ষোলআনা অংশ উক্ত বাকী পড়া জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১৩২৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৪৫।৩

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ দীননাথ বাগচি সাং কাঠালবাড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে কাঠালবাড়িয়া মধ্যে নিষ্কর লাখেরাজ ২২৩নং খং -৩০ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ২০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৪ঠা মে ইং ১৯৩৮, বুধবার } ৫৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ডিমারীহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্র. ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ১৮।৪।৩৮ তারিখে সদলে জাম্বুবসান নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া দিবসত্রয় তথায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি করেন।

গত ২৩।৪।৩৮ শনিবার দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী ডিমারীহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া উক্ত স্কুলে গমন পূর্ব্বক স্কুলের শিক্ষকগণ, ছাত্রবৃন্দ ও সমাগত বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুন্দর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিশাস্ত্রীজী পঞ্চবিধ চেতনের ক্রম-বিকাশক্রমে মানবজীবনের উন্নততম অবস্থা, পঞ্চপ্রকার নর-জীবনের প্রত্যেকটীর লক্ষণ ও ক্রিয়াদি, মানবজীবন ও পশু-জীবনের পার্থক্য, দেশ, কাল, পাত্র, জাতি, বর্ণ, আশ্রম ও স্ত্রীপুরুষাদি-ভেদে মানবগণের অসংখ্য গৌণ কর্ত্তব্য সকলের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রভৃতি বিষয় সকল বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করাই যে মানবমাত্রেরই একমাত্র মুখ্যকর্ত্তব্য বা চরম কৃত্য তাহা স্থাপন করেন। সাধুগুরুর আনুগত্যেই সেই কর্ত্তব্য প্রতি-পালিত হওয়া আবশ্যক এবং গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই যে বর্ত্তমানে বিশ্বে একমাত্র জগদ্গুরুরূপে প্রকটিত, তদীয় শ্রীচরণাশ্রয়ের প্রয়োজন, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার স্বরূপ ও পার্থক্য, বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বর্ণন-প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর উপাখ্যান উল্লেখ এবং 'বহুবোক্তবিৎ' ব্যক্তিই যে একমাত্র প্রকৃত পণ্ডিত তাহা স্থাপন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ব্রজবিলাস ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিত মহোদয় গৌড়ীয়মঠের বক্তার পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ বক্তব্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় যে সকল বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুত গদাধর দাসাধিকারী হেড্-মাষ্টার, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্ত্তী য়্যাসিস্টেণ্ট হেড্ মাষ্টার, শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসু এম-এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী কাব্যতীর্থ হেড্ পণ্ডিত প্রভৃতি।

গত ২৪।৪।৩৮ তারিখ রবিবার দিবস (মেদিনীপুর) কাথর্দা গ্রামনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আহ্বানে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিশাস্ত্রীজী হিরণ্যকশিপু শব্দের তাৎপর্য্য, ষণ্ডামর্কের নীতি এবং প্রহ্লাদের নীতি ও হরিভজনের ঐকান্তিকতা, হিরণ্য-কশিপু ও প্রহ্লাদে পিতাপুত্র সম্বন্ধ হইলেও উভয়ের দর্শনের পার্থক্য, নির্ব্বিশেষবাদ ও সবিশেষ বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি এবং 'তৎসাধু মন্যে' শ্লোক ব্যাখ্যাকালে প্রহ্লাদের পিতার প্রতি অসুরশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্বোধনের তাৎপর্য্য, সুর ও অসুর কাহাকে বলে, দেহী মাত্রেরই সর্ব্বদা সমুদ্বিগ্নতার কারণ; গৃহকে অন্ধকূপ বা আত্মপতনের স্থান বলিবার তাৎপর্য্য ও সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনই যে বনগমনের মুখ্য অর্থ বা উদ্দেশ্য তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বহু ভূসুর-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ও অন্যান্য সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল। ডাক্তার শ্রীযুত নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত উৎকলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমরনাথ হাজরা প্রভৃতি।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখামঠ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিপূজা মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে সম্পাদিত হইয়াছে।

অপ্রকট-তিথি-দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিবার পর উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান (দুর্ব্বাসা ঋষির সুদর্শনচক্রের প্রতি স্তব) পাঠ করেন। অতঃপর বেলা ১১ ঘটিকার সময় ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সমাগত নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সম্মুখে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ব্যাসাবতার শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট তিথি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনামুখে প্রকট ও অপ্রকট তিথি কাহাকে বলে এবং উহার সহিত বদ্ধজীবের জন্মমৃত্যুর পার্থক্য কি, বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই, ভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের জগতে প্রকটাপ্রকটলীলা আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রার্থনামুখে তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

জাঙ্গীগ্রামে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ৫ই বৈশাখ হুগলী জেলার অন্তর্গত জাঙ্গীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ঈশান দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ মহোদয়ের আহ্বানে তথায় গমন করেন। উক্ত দিবস জাঙ্গীগ্রামনিবাসী নন্দী মহাশয়দের দুর্গা-বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপদেশ ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুকোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

[illegible]। সৎসঙ্গে মানুষের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত এখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৪২

যে চায় সে পায়

সুখের কাঙ্গাল আমরা সকলেই সুখ চাই—শান্তি চাই। এই সুখ-শান্তির আশা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আমাদের নাই। অশান্ত আমরা চাই কেবল শান্তি, কিন্তু পাই শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি। সুতরাং "যে যা চায় সে তা পায়" এ কথার মূল্য কি? কই, আমরা ত' চাহিয়াও পাইতেছি না। তবে কি আমরা চাই নাই? বাস্তবিকই তাই। যদি শান্তি চাইতাম, তাহা হইলে শান্তিলাভের উপায় আমি নিশ্চয়ই বরণ করিতাম। কিন্তু তাহা করিয়াছি কি? আমি চলিয়াছি তদ্বিপরীত পথে—অশান্তির দিকে। শান্তিময়কে ছাড়িয়া—সর্ব্বসুখাকর জগদীশের সন্ধান না করিয়া অনিত্য বস্তুর দিকে ছুটিয়াছি শান্তিলাভের জন্য। সুতরাং আমি শান্তি পাইব কি করিয়া? আমার আশা মিটিবে কি করিয়া? যে চায় সে পায়, একথা আমি হৃদয়ঙ্গম করিব কি করিয়া? আমি যে কপট; আমার যে অন্তর বাহির ঠিক নাই। আমি অনেক সময় মুখেই চাই, অন্তরে চাই না; সেইজন্যই বুঝি আমি পাই না, আমি বিফল-মনোরথ হই।

আমরা সাধু-গুরুর মুখে শুনিয়াছি যে, মহতের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি ত' দূরের কথা, অনর্থ-নিবৃত্তিও হয় না—অসৎ চিন্তা যায় না। এই আশায় আশান্বিত হইয়া এবং অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া নিরুপায় আমি অনেকসময় সাধুগুরুর নিকট কৃপা-ভিক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু সত্যসত্যই আমি কৃপা চাই কি? সুরক্ষিত হইতে চাই কি? সেবাশান্তি চাই কি? অনেক সময় মনে হয়, আমি সত্যসত্যই কৃপা চাই, আমার দিক্ থেকে কোন ত্রুটী নাই, আমি ষোল আনা দিয়াই চাই, আমি কৃপার ভিখারী হইয়া বসিয়া আছি; গুরুবৈষ্ণবগণই আমাকে কৃপা করিতেছেন না। তাঁহাদের কি নিষ্ঠুরতা! আবার সন্দিগ্ধচিত্ত আমি অনেক সময় মনে করি—গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা করিবার শক্তিই বোধ হয় নাই; নচেৎ যাহা চাহিবামাত্র পাওয়া যায়, তাহাতে এত দেরী হইতেছে কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি আমার এত বিশ্বাস—এত শ্রদ্ধা! মুখে আমি খুব টন্‌টনে। এইরূপ কপটতায় কিছু লাভ হয় না। মুখে কৃপা চাই, কিন্তু অন্তরে চাই না, মুখে কৃপা-প্রার্থনা—সেবা-কাঙ্ক্ষা—কৃষ্ণ-সুখবাসনার বাগ্‌বৈখরী আর অন্তরে স্বসুখবাসনার অদম্য লালসা, যাহা অশান্তির আকর। সুতরাং আমি যা চাই, তাই পাই। আমি সেবা চাই না, তাই পাই না। চাহিবামাত্র আমি যদি আমার অন্তরতম প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে আমি দেখিতে পাইব যে, কৃপা চাওয়া ত' দূরের কথা, গুরু-বৈষ্ণব ভগবান্ অযাচিতভাবে আমাকে সেবা দিলেও আমি তাহা গ্রহণ করি না বা করিতেছি না। পরন্তু নিজের দোষ বা ত্রুটি চাপা দিয়া যত দোষ দিতেছি দয়াময়গণের উপর। এমনি আমার ধৃষ্টতা!

আমি যদি বাস্তবিকই কৃপা চাই, তাহা-হইলে আমি তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করি না কেন? তাঁহাদের কথা শুনিয়াও শুনি না কেন? তাঁহাদের মঙ্গলময় শাসন ও ভর্ৎসনাকে কৃপা বলিয়া বরণ করিতে পারি না কেন? সুখের সময় আমি ভক্তির খুব ঠাটবাট দেখাই, ভগবানের নামগ্রহণ বা সেবার ছলনা করি, কিন্তু যখনই ভগবান্ আমার নিষ্কপটতা পরীক্ষার জন্য কৃপাপূর্ব্বক বিপদ্ আপদ্ আনিয়া দেন, সত্যসত্যই আমি তাঁহাকে বা গুরুবৈষ্ণবের সেবা-কৃপা চাই কিনা পরীক্ষা করেন, তখন আমার কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। বিপদ্ আপদ্‌গুলি সবই ভগবানের কৃপা, এসকল কথা বিপদে পড়িবার আগে যে আমি কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তাহা তখন আর কাজে লাগে না। ভগবানের এই পরম কৃপা হইতে দূরে গিয়া আপাতসুখপ্রিয় আমি তখন ক্ষণিক সুখের আশায় ভগবৎপাদপদ্ম ছাড়িয়া অন্য-চিন্তায় ব্যস্ত হই। এই ত' আমার কৃপা-প্রার্থনায় দৌড়!

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা অবিশ্রান্তধারায় বর্ষিত হইবার জন্য আমার মস্তকের উপরে সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছে। পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে এই মুহূর্ত্তে, মুহূর্ত্তই বা বলি কেন, সদাসদাই মহাধন—সেই দুর্ল্লভ নিধি কৃষ্ণপ্রেম অযাচিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত। এই মুহূর্ত্তে আমাকে অত বড় সম্পত্তির অধিকারী করিবার জন্য যিনি ব্যস্ত, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে মহাভাগবত করিবার জন্য উৎগ্রীব, আমি কি সত্যসত্যই সেই মহাদাতাশিরোমণির নিকট হইতে সেই কৃষ্ণধন লইতে চাই? আমি কি সেই নিত্যানন্দ গুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই? শ্রীগুরুদাসানুদাসগণের পাদত্রাণবাহী হইবার মহতী আশা কি আমি হৃদয়ে পোষণ করিতে চাই? সেই জন্যই বলিতেছি, মুখে বলি আমি চাই, সখ করিয়া কখনও কখনও চাই; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে আমি কৃপার পরিবর্ত্তে চাই আর কিছু—নিজের স্বতন্ত্র সুখ। সুতরাং আমি কৃপা পাইব কি করিয়া?

কৃপাকাঙ্ক্ষাই যে সেবাকাঙ্ক্ষা, কৃপা-প্রাপ্তিই যে সেবাপ্রাপ্তি, সেবোপদেশই যে কৃপা এবং তদাদেশবরণই যে কৃপাবরণ বা কৃপাপ্রাপ্তি তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কৃপাকে কৃপা না বুঝিয়া আমি কৃপা চাওয়ার ভাণ করি বলিয়া আমার এইরূপ অবস্থা হয়। এই কৃপার কথা আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কথিত যমের নিকট এক বুড়ীর কৃপা চাওয়ার কথা মনে পড়িল।

এক বুড়ী বনে কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া বহু কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; তাহাকে দেখিবার আর কেহ ছিল না। তাই কষ্টে কাতর হইয়া সে প্রায়ই বলিত—'যম সকলকে কৃপা করে, আর আমাকে দেখিতে পায় না।' বুড়ী একদিন বনের মধ্যে কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া মাথায় উঠাইয়াছে এমন সময় যম আসিয়া উপস্থিত। যম বুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'বুড়ী, তুমি রোজ আমাকে ডাক, আমার কৃপা চাও, তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি নাই বলিয়া আমার দোষ দাও, আজ আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি'। যমকে দেখিয়া বুড়ীর চক্ষু স্থির! বুড়ী তখন কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল, "যম! তুমি সত্যসত্যই আসিয়া পড়িবে, আর সত্যসত্যই কৃপা করিবে জানিলে আমি কিছুতেই তোমাকে ডাকিতাম না—তোমার কৃপা চাহিতাম না। জগতের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে হয় তাই বলিয়াছি। এইরূপ ত' সকলেই বলিয়া থাকে। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি তোমার কৃপা চাই না।' আমাদের কৃপা চাওয়াটাও ঐ বুড়ীর মতই। গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃপা করিতে চাহিলে আমরা তাঁহাদের সহিত দেখা করিতেই চাহি না, পাশ কাটিয়া থাকিতে চাই—পাছে তাঁহারা কৃপা করিয়া ফেলেন এই ভয়ে। তাঁহাদের কৃপা ত' আর আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবে না। তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী। সে কৃপার এত শক্তি যে, তাহা আমাদের এ জগতের আশা-ভরসা সব ছাড়াইয়া, স্বসুখবাসনার মুখে ছাই দিয়া আমাদিগকে ভগবানের ভৃত্য করিয়া দেয়—দাস করিয়া ফেলে। সেইজন্যই বুঝি আমাদের এত ভয়! অজ্ঞ আমরা গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে ইন্দ্রিয়সুখ চাই—বিষ চাই। কিন্তু তাঁহারা এত করুণ, এত দয়াল যে, আমাদিগকে সেই বিষয়বিষ না দিয়া সেবামৃত-দানে নিত্যানন্দের অধিকারী করিতে চান, আর হতভাগা আমরা আমাদের সেই পরম বান্ধবগণকে শত্রু মনে করি, আমাদের এমনি দুর্দ্দৈব! আমরা যদি একটুও সেবোন্মুখ হই, আমাদের বুদ্ধি যদি একটু ভাল হয়, তখনই প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি অনুভব করিতে পারি যে, মাদৃশ পতিতের উপর গুরুবৈষ্ণবের কৃপা—গুরুবৈষ্ণবের শুভদৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ এত প্রচুর যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেও আমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারি, পরমা শান্তি পাইতে পারি এবং আমি এত বড় হইতে পারি—এত বড় ধনে ধনী হইতে পারি যে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাম্য প. র্থ-গুলিও তখন আমাকে আর আকৃষ্ট করিতে পারে না। জানি না, এ সুবুদ্ধি আমার কবে হইবে? সেবোন্মুখতা আমার কবে জাগিবে?

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বহুবার জানাইয়াছেন যে, "আমি ত' এত নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে,আমার কৃষ্ণের ভোগের বস্তু সমূহকে আমি আমার কৃষ্ণসেবানিপুণা দৃষ্টির অন্তরালে রাখিব। কারণ, কৃষ্ণনৈবেদ্য দুষ্ট লোকের দৃষ্টিতে পতিত হইলে তাহা আর কৃষ্ণের ভোগে লাগিবে না। মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে দু'শ গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয় করিতে হয়।" এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব আমার মঙ্গল করিতে চান। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার এত প্রয়াস, এত ব্যস্ততা। কিন্তু অবাধ্য আমি, কপট আমি, অকৃতজ্ঞ আমি কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিব না, তাঁহার অনুগত হইয়া চলিব না, তাঁহার কৃপা বরণ করিব না,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনাম্বয়বর ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীগয়াধামে শুভাগমন উপলক্ষে

সশ্রদ্ধ অভিনন্দন

হে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর! বহুদিন যাবৎ গয়াধামবাসী ভক্তবৃন্দের সকাতর আহ্বানে তৎকৃপাপরবশ হইয়া আপনার এই শুভাগমন দীন সেবকবৃন্দ হৃদয়ের ভক্তার্ঘ্য দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছে এবং সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা প্রার্থনা করিতেছে।

হে ভাগবতবর! মুহূর্ত্ত কালও আপনার দুর্ল্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া আজ আমরা প্রকৃত তীর্থ-সেবার অধিকার লাভ করিলাম। আপনার শুভাগমনে আজ এই তীর্থ তীর্থে পরিণত হইল। ভগবদ্ধাম বা তীর্থ বস্তুটি চিন্ময়, রজস্তমোতাড়িত জীবের ভোগময় নেত্রে উহার স্বরূপ কখনই দৃষ্ট হয় না। ভগবৎ-সেবা-বিমুখ জীব অন্যান্য মায়িক বস্তুর ন্যায় উহাকেও ভোগ্য জ্ঞানে উহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িব না, এত বড় বস্তুর কাছেও শরণাগত হইব না। উপরন্তু তাঁহার সেই অহৈতুকী কৃপাকে পায়ে ঠেলিয়া দিব এবং কপটতা করিয়া মুখে বলিব, আমি কৃপা চাই। এমনি আমার দুর্ব্বুদ্ধি!

কপট কখনও কৃপালাভ করিতে পারে না। কারণ, যে অন্তর হইতে কৃপা চায় না, সে কৃপা পায় না। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ যে অন্তর্যামী। তাঁহাদিগকে ত' আর ফাঁকি দেওয়া যায় না। সকলের মনোভাব তাঁহারা অবগত আছেন। সেইজন্য তাঁহাদের নিকট নিষ্কপটগণের বড় আদর। সুতরাং যদি আমরা নিষ্কপট হইয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করি, আমরা যদি তাঁহাদিগকে চাই, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মধূলি হইবার আশা যদি বলবতী হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী কৃপা পাইবেই পাইবে। কৃপায় একমাত্র তাঁহাদেরই অধিকার, অপরের নাই। তাই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কৃপা প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন, আতিষ্ঠ হইয়া উঠেন না। তাঁহারা—গুরু কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে। তাঁহাদের আশা নিরাশা, হতাশা বা দুঃখদ নহে, পরন্তু পরমানন্দপ্রদ। শরণাগত—আশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেই এই ক্রমবর্দ্ধমান আশার কথা অবগত আছেন। সেইজন্যই বলিতেছি, যে চায় সে পায়।

সেবা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া নিত্যকাল ধামবাস করিবার অভিমান করিয়াও উহার বহির্দ্দেশ মায়া-রাজ্যে বাস করে। ধাম বস্তুটি ভোগ্য নহে, সেব্য; সেই হেতু একমাত্র সেবা-ভূমিকায় উহার স্বরূপ প্রকাশিত। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির ধামকে স্বীয় পাপক্ষালনকারী ও পুণ্যের সরবরাহকারী ভোগের যোগানদাররূপে দর্শন করে, তত দিন ধামের প্রকৃত স্বরূপ তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। সাধু বা বৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাঁহার স্বীয় সেবাময় স্বরূপের সঙ্গ কোন ভাগ্যবান্ জীবকে দান করিলে তাঁহার আনুগত্যে ধামের চিন্ময় স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভক্তরাজ বিদুরের প্রতি উক্তিতে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।
(ভাঃ ১।১৩।১০)

অর্থাৎ আপনার ন্যায় ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ, আপনারা গদাধরকে হৃদয়ে সতত ধারণ করেন বলিয়া পাপমলিন তীর্থসমূহকেও তীর্থীভূত করিতে সমর্থ। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই গয়া ধামেই গৌড়ীয়গণের পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-ভাগবতের স্থান কত উচ্চে এবং তিনি কি প্রকার সম্মানের পাত্র তাহা তাঁহার স্বীয় লীলা দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭শ ৫০ – ৫৩)

সেই ভাগবতাচার্য্য-পরম্পরা ক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তন-রূপে আজ আপনি অপার কৃপাপ্রকাশে মুহূর্ত্ত কালের জন্য এই গয়া-ধামে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার সৌভাগ্য দান করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। আপনার শুভ বিজয়কে কি প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিব জানি না। আচার্য্যরূপে লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্যপ্রভুর শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমরা নিত্যকাল আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের কায়-মনোবাক্য দণ্ডিত করিতেছি। কৃপা করিয়া আমাদিগকে চিদ্বল প্রদান করুন।

হে রূপানুগসিদ্ধান্তবিৎ! আজ আমরা যে স্থানে অল্পকালের জন্যও আপনার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সেই স্থানটী আসুরিক কর্ম্মকাণ্ড-নিরাসপর কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ক্ষেত্র হইলেও শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের সহিত চির বিজড়িত। শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র দ্বারস্বরূপ শ্রৌতধারা বা আম্নায় স্বীকারের নিত্য প্রয়োজনীয়তা ঔদার্য্যাবতার শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। নামধর্ম্মরূপ পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম বা বিষয়-বিগ্রহের সেবা যে একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যেই সম্ভব এই সুসূক্ষ্ম বৈষ্ণবদর্শন শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আশ্রয়বিগ্রহাবতার শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের পাদপদ্ম আশ্রয়-লীলাভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে পারিলে জীব কর্ম্ম জ্ঞানের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিরাজ্যে অবস্থান করত আশ্রয়-বিগ্রহের নিত্য কৃপা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হয়। হে আশ্রয়বিগ্রহকুলশিরোমণি, আপনার কৃপা ব্যতীত কে আপনার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে? আপনি পতিতপাবন, আমাদের ন্যায় নিত্যকৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে কৃপা পূর্ব্বক আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় আকৃষ্ট করিয়া বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত রাখুন।

হে গুরুগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ! ঔদার্য্যাবতার শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় কেহ অধিকার লাভ করিতে পারে না জানিয়া, বদ্ধজীবের প্রতি বহু কৃপাপরবশ হইয়া আপনার নিত্যারাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহার ভৌমলীলায় অধ্যুষিত এই বিষ্ণুতীর্থে অর্চ্চারূপে প্রকাশিত করিয়া জীবের কতই না মঙ্গল বিধান করিলেন। আপনার এই মহামহাবদান্যতা কর্ম্মজ্ঞানের প্রহেলিকা-মুক্ত হইয়া জীব যে দিন কিঞ্চিৎও বুঝিতে সক্ষম হইবে সেই দিন ভক্ত্যাপ্লুতহৃদয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে।

হে সর্ব্বগুণাকর শ্রীল আচার্য্যদেব! আমরা সাত্বতশাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭২)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
(ভাঃ ৫।১৮।১৩)

অর্থাৎ যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বদেব-গুণে গুণান্বিত। আপনি কৃষ্ণনিজজন, প্রেম দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। আপনার অনন্ত গুণের মহিমা আমাদের ন্যায় বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ জীবের বর্ণনা সম্ভবপর নহে; তবে বৈষ্ণবের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আত্ম-মঙ্গলেচ্ছায় যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তনে প্রয়াস পাইলাম। কৃপা পূর্ব্বক আমাদের এই সশ্রদ্ধ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় নিত্য উন্মুখ রাখুন, সকাতরে এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

ভবদীয় নিত্যকৃপাপ্রার্থী
গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ গয়া
২৫শে এপ্রিল ১৯৩৮

বিভিন্ন মতবাদ

—··::(·.::——

কেশবব্রহ্মবাদ

গরিফাস্থ সেনবংশীয় মৃত কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্র-ব্রহ্মবাদের অনুকরণে স্বীয়বাদ পুষ্ট করেন। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথের কৃপায় তাঁহার ব্রহ্মানন্দ উপাধি ঘটে। জাতিভেদরাহিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পাশ্চাত্যনীতিবহুল প্রচার বাসনায় ব্রহ্মানন্দের স্বতন্ত্রবাদ স্থাপন প্রয়োজন হইয়াছিল। মানবযুক্তিই ধর্ম্মের ভিত্তি। যুক্তির সহিত শাস্ত্রীয় বচন ও সাধু বাক্য অবিরুদ্ধ হইলে তাহা গ্রহণীয়। জ্ঞান করণগুলির সাহায্যে যে যুক্তি ব্যক্তিগত চেষ্টায় উৎপন্ন হইবে তাহার সহিত বিরোধ হইলেই তাহা অগ্রাহ্য। এই বাদে সমন্বয়াকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। এই মত শঙ্করবাদের চমৎকারিতার মধ্যে বিলীন হয় নাই। কেশব-ব্রহ্মবাদ মায়িক ভক্তিবাদ ও রামকৃষ্ণবাদে আন্দোলিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরে নববিধানরূপ মতে পর্য্যবসিত হয়। প্রাচীন ব্যবহারিক নানা ক্রিয়া পাশ্চাত্য যুক্তিদ্বারা নবীন ব্রহ্মবাদের অন্তর্গত করা আবশ্যক হইয়াছিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানাদি উপাসনা। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার ধার্ম্মিক জীবনের কৃত্যবিশেষ।

কর্ম্মবাদ

মানবের সুখদুঃখ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। অতএব সৎকর্ম্মই সর্ব্বোপরি। কর্ম্মফলে দেবতা সকল নিয়মিত হন। কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণই মুক্তি এবং সৎকর্ম্ম করিলে তাহা সাধিত হয়।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-ই, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ.শ্রীগৌর,সোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভক্তিপ্রচারকল্পে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীঅনাদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা - (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্ভব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, সি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীচরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমৰি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমৰি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজগদ্গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

াকা ইমারত কোঠা ঘর ইত্যাদি মায় তত্‌-পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক ল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে বেথুয়াডহরি ামে যে ২৩২নং খংভুক্ত ১৮-৬১ একর ব্রহ্মত্তর জমি যাহাতে দেন্দারের ।৶১৩।— ানা রকমে দখলিকার আছে উক্ত ব্রহ্মত্তর মি মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত রবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

২০৩ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৮৶৩

ডিঃ কৈবল্য নাথ ঘোষাল

দেঃ শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং ং ধর্ম্মদহ পোঃ ধর্ম্মদহ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ৩০৪২নং ৌজির অন্তর্গত ১০৩নং ধর্ম্মদা মৌজায় ডিঃ ৬০৭নং খঃ ১-৬২ শতক জমির দেন্দারের ়ের বার্ষিক ষোলআনা রকমে ২।৶৫ টাকা া মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত বস্ত হকুক বাকীপড়া নিলাম বিক্রয় হইবে া আঃ ১৲

(২৩)

০৬ থাংজারি ৩৮ দাবী ১০৶১১

ডিঃ ঐ

দেঃ চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ াঃ ধর্ম্মদা

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ১০৩নং দহ মৌজায় ডিঃ সং ৫৩৭নং খঃ ১৬ ক জমির বার্ষিক ষোলআনা রকমে ১৶৩ া জমা প্রচলিত আছে। দেন্দারের উক্ত কীপড়ার জমা জমি মায় তত্‌পরিস্থিত কর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৫৲

(২৪)

০৮ থাংজারী ৩৮ দাবী ৩১৸৶৩

ডিঃ কৈবল্যনাথ ঘোষাল

দেঃ চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ াঃ ধর্ম্মদহ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে ধর্ম্ম- ডিঃ সং ৬৮০নং খং ২-২৩শতক জমির র্ষিক ষোলআনা রকমে ৫৲ টাকায় যে টী জমা প্রচলিত আছে দেন্দারের উক্ত কীপড়া জমা জমি মায় তত্‌পরিস্থিত আকর ওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

০৪ থাংজারী ৩৮ দাবী ২০৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং ধর্ম্মদহ পোঃ ধর্ম্মদহ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে ধর্ম্ম- ডিঃ সং অধীনে দেন্দারগণের নামে টলমেণ্টের ৬০৬নং খং -৭২শতক জমির ্ষিক ষোলআনা রকমে ৩৲ টাকা জমা, তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ক মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

০৭ থাংজারী ৩৮ দাবী ১২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ ঃ ধর্ম্মদহ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা দহ ডিঃ সং অধিনে দেন্দারের নামে সেটেলমেণ্টের ৫১৩নং খং অধিনস্থ প্রজার খতিয়ান ৫১৭নং হইতে ৫১৯নং খঃ ০৫৫ শতক জমির বার্ষিক ষোলআনা রকমে ১৷৶০ টাকা জমা মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৭)

৯৪ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৫৸০

ডিঃ প্রিয়নাথ পাল

দেঃ জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং গুটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে গুটীয়া গ্রামে ১২০৯নং খতিয়ানের লিখিত ৮৫দাগে -৬১ শতক জমির মধ্যে -৩১শঃ নিষ্কর মধ্য স্বত্ব চিরস্থায়ী ব্রহ্মত্তর জমি যাহা মৃত দেন্দারের উত্তরাধিকারীতাসূত্রে প্রাপ্ত দেন্দারগণের ষোল-আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

২০৫ থাংজারী ৩৮ দাবী ২১৷৶৪৴

ডিঃ কৈবল্যনাথ ঘোষাল

দেঃ চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ পোঃ ধর্ম্মদহ

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে ধর্ম্ম-দহ গ্রামে ডিঃ সং অধীনে দেন্দারের নামে ৫৯৩নং খঃ ৫৬ শতক জমির বার্ষিক ষোল-আনা রকমে ২।০ টাকা জমা মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ১০৲

(২৯)

৭৪ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৬৶৭৴

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বকসী দিং

দেঃ মহম্মদ মণ্ডল সাং পটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পটীয়া চাকুলীলা সরকারের অধীনে ১৯৪নং খং ২-২৬ শতক জমির কাত বার্ষিক ২৬৸৶ টাকা জমা মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

৭৩ থাংজারী ৩৮ দাবী ২৩৸৶১১৴

ডিঃ ঐ

দেঃ ললিতমোহন বিশ্বাস দিং সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পটীয়া চাকুলীলা সরকারের অধীনে ২৩০ নং খং ১৫-৭৬ শঃ জমির ১২৶০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা জমা প্রচলিত আছে। মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

১২২ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৪৮৶৬

ডিঃ বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী দিং

দেঃ নৃসিংহ পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামীল ৭৭নং গাটরা মৌজায় ৭২০ নং খং ও চাপড়া থানার অধীন ৮৪নং নবাবানপুর মৌজায় ৮নং খং ও অন্যান্য মৌজায় ও খং হারে মালিকী জমিদারী স্বত্ব হইতেছে। উক্ত মহালে ষোল আনা রাজস্ব ২১৲১১ দেন্দারগণের ৶৬৷= রকম মালিকী জমিদারী স্বত্বাংশ মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

২১৪ থাংজারী ৩৮ দাবী ১৭৭৷৶৯

ডিঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার

দেঃ অশেনবী বিশ্বাস দিং সাং ডুমরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডুমরিয়া গ্রামে জমিদার ডিঃ সং ও তারাপদ সরকার সহ বাদী ডিঃ সেরেস্তায় ৪৫।১০০।১৯০ নং খং ভুক্ত ৩১-৬৯ শঃ জমির কাত সালিয়ানা ৫৬৲ যে স্থিতবান জমা দেন্দারগণের নামে প্রচলিত আছে মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৩)

৩০৫ থাংজারী ৩৮ দাবী ৭০৶৮

ডিঃ সাগর চন্দ্র ঘোষ

দেঃ সখাই মণ্ডল সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ৫৩নং বিল-কুমারী গ্রামে ডিঃ সং ২৭নং খঃ ৫ একর জমির বার্ষিক ১১৶৯ জমা মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৲

(৩৪)

৬ থাংজারী ৩৮ দাবী ১০০৮৷৩

ডিঃ মোহন্ত ভগবান দাস

দেঃ প্রমথনাথ পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নিশ্চিন্তপুর ও চকমদনডাঙ্গা মৌজে দেন্দার গণের ৶১। = ১৬ভিল অংশে মালিকী জমিদারী স্বত্ব হইতেছে যাহার সদর রাজস্ব ৯৫৲ নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয় উক্ত মালিকী জমিদারী স্বত্বাংশে দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০০৲ খঃ নং ১

২। ঐ থানা ঐ মৌজে রায়বাণীর মধ্যে মালিক জমিদার নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরীর অধীনে ১০০৶৯ যে পত্তনী জমা প্রচলিত আছে তাহাতে দেন্দারগণের ৸০ রকম অংশ হইতেছে উক্ত পত্তনী স্বত্বাংশ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

খং নং ৫

(৩৫)

১৯০ মণিজারী ৩৮ দাবী ৫৮৭৷৶৩

ডিঃ সুধীরকুমার অধিকারী দিং

দেঃ নিরাপদ হালদার দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ৩৭ নং মৌজা বালিডাঙ্গা গ্রামে জমিদার সরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের সরকারে ৩০৮ নং খং লিখিত -৮২শঃ জমির কাত সালিয়ানা ৪৶৮ যে রায়তি মোকররী জমা আছে তাহাতে ৫নং দেন্দার অমিয় প্রসাদ হালদারের ৷০ আনা রকম অংশ হইতেছে। ঐ অংশ ও তত্‌পরিস্থিত পাকা ইমারতাদির দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৬)

১৮৫ মণিজারী ৩৮ দাবী ৬১৶৬

ডিঃ তারাপদ বসু

দেঃ লক্ষীকান্ত প্রামাণিক সাং বহির-গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার সামিল ৭৩নং মৌজে বহিরগাছি গ্রামে জমিদার নেকজান বিবি দিগরের সরকারে ২৫৮, ২৫৯ নং খং ৭-৫১ শঃ জমির কাত সালিয়ানা ষোল আনায় ১১৸৶৬ টাকার যে এক রায়তি স্থিতিবান জমা লওয়া যায় উক্ত জমা জমি মায় তত্‌পরিস্থিত প্রজা বৃক্ষাদি ও গৃহাদি ঐ জমিতে যাহা কিছু আছে তাহাতে দেন্দারের অংশ ।০ আট আনা আকর আওলাত আদি দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। থানা চাপড়ার সামিল ৭২নং মৌজা মথুরাপুর গ্রামে জমিদার শিবনারায়ণ ঘোষ দিগরের সরকারে দেন্দার ও তাহার সরিকগণের ২৩৫নং খং -৮৮ শতক জমির কাত ষোল আনায় বার্ষিক ১৮৯ পাই টাকা যে এক রায়তি স্থিতবান্ জমা নেওয়া যায় উক্ত জমা জমি মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত আদি দেন্দারের রকমাংশ ৷০আট আনা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

১৮৬ মণিজারী ৩৮ দাবী ৫৫৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল ঘোষ সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার সামিল ৭৩নং মৌজা বহিরগাছি গ্রামে জমিদার নেকজান বিবি দিগরের সরকারে ৩১৮নং খং ১০-৮৭ শতক জমির কাত সালিয়ানা ২৯৶৩ পাই টাকার যে এক রায়তি স্থিতিবান জমা তন্মধ্যে সারকাংশবাদে নিজাংশ ৷০আট আনা মধ্যে ২১১৩ দাগের লিখিত নিজাংশ জমি ১-৩২শঃ জমির কাত সালিয়ানা ৩৷৶০ টাকা জমা এয়াকুব মণ্ডলের নিকট বিক্রয় বাদে ১২।৪ বিঘা জমির কাত দেন্দারের অংশমত ১১৶১ পাই টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা জমি মায় তত্‌পরিস্থিত বৃক্ষাদী ও প্রজাদি বসতবাটী ও গৃহাদী দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ ৭২নং মৌজা মথুরাপুর গ্রামে জমিদার শিবনারায়ণ ঘোষ দিগরের সরকারে ২৫৭নং খং ১-৬০ শতক জমির কাত সালিয়ানা ৪৶ টাকার যে এক রায়তি স্থিতবান জমা নেওয়া যায় তাহাতে দেন্দারের রকমাংশ ৷০আট আনা হইতেছে। ঐ অংশের জমি জমা মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১৯৭ মণিজারী ৩৮ দাবী ১০৯৶৯

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং

দেঃ ছাপেদালী সেখ (মণ্ডল) সাং পাঁচপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ৫৩নং পাঁচপোতা মৌজায় ২৮ নং খং ভুক্ত পাঁচকড়ি মণ্ডল দিগরের খাস জমা জমির ১০৭১ নং দাগের উপর অবস্থিত যে কাচা সাত চালা ঘর সমেত গোয়ালঘর বর্ত্তমান আছে উক্ত চালা ঘর মায় দুয়ার জানালা ও ঘরের উপর ছাপ্পর বাঁশ খড় ইত্যাদি দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

নীলামের দিন ১৭।৫।৩৮

(৩৯)

৩০২ দেংজারী ৩৮ দাবী ৫৮৪৷৶৯

ডিঃ আহাদী মণ্ডল দিং

দেঃ উজু সেখ খাবক দিং সাং কড়ই-গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাঁচপোতা গ্রামে পত্তনীদার মৃত ষষ্ঠীদাস রায় মহাশয়ের স্ত্রী রাজমোহিনী দেবীর সং মহালের সামিল বহুকালের ভোগদখল থরিদা ১৮৶২ জমির কাত ৮৷৶১২ কায়েমী জমা মৃত কুতুবুদ্দিন সেখ খাবকের নামে লেখা যায় উক্ত কায়েমী জমি মায় তত্‌পরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ১০০৲

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(**):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	
" ইঞ্চি	২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
সিকি কলম	১৬	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকা[শ" এবং] বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তা[হে] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পা[র]মার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই[য়া] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়ি[য়ার] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1445

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য
মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

৮ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ৫ই মে, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৫৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(*(:*:)*)—

নদীয়ায় ঝড়বৃষ্টি

গত ১লা ও ২রা মে নদীয়া জেলার স্থানে বেশ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দিন পরে কালবৈশাখীর স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে। এই ঝড়ের ফলে ২।১টী চালাঘর উৎপাটন ভিন্ন বিশেষ ... সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আকাশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে দিন যে এই প্রকার কালবৈশাখীর দাপ চলিবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

কালবৈশাখীর ধ্বংস লীলা

গত ২৯শে এপ্রিল সায়াহ্নে ঢাকা সহরের এক মাইল দূরবর্ত্তী মাতোয়াইল গ্রামের দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ফলে ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। বহু ঘর বাড়ী উড়িয়া গিয়াছে এবং গাছ-উপড়াইয়া পড়িয়াছে।

ঢাকার মহকুমা হাকিম এবং সার্কেল সার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রওনা হইয়াছেন।

ঢাকার লাট ভবনের সম্মুখেও কয়েকটি উন্মূলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইলেক্-ট্রিক থামসমূহ মুচড়াইয়া গিয়াছে, ফলে র কয়েকটী অঞ্চলে সারা রাত্রি বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধ ছিল।

অন্যান্য অনেক স্থানে তারের খবর প্রদানও বন্ধ হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে নীলকামারী প্রবল ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হয়। ঝড় ২০মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

বহু ঘর বাড়ী উড়িয়া গিয়াছে এবং অনেক বড় বড় গাছ ও বাঁশের ঝাড় উপড়াইয়া পড়িয়াছে।

গৃহ পতনের ফলে একটী দশ বৎসর বয়স্কা মুসলমান বালিকার মৃত্যু হইয়াছে।

মাগুরার গ্রামে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মাগুরা (যশোহর) বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী, এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট নিম্নলিখিত তারটি প্রেরণ করিয়াছেন।

"মাগুরা মহকুমার কুলয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে গুরুতর দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। দাঙ্গা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পরিতেছে। দাঙ্গার উদ্বেগজনক বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।

মাগুরার হিন্দু সভার সেক্রেটারীর নিকট হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার আসিয়াছে:—

"মাগুরা (যশোহর) মহকুমার নূতন গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে গুরুতর দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। দেবমন্দির সমূহ অপবিত্র করা হইতেছে, দেবতার মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। দাঙ্গা দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।"

উক্ত তার পাইবার পর সভার পক্ষ হইতে একজন সহকারী সেক্রেটারীকে অবস্থার বিষয় তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

এই জেলার মফঃস্বলে মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে যে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে তাহার যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, শালিখা এবং মাগুরা থানার বড়াইচাঙ্ক, কুচিয়ামারা, ঝুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে দাঙ্গা চলিতেছে।

ব্যক্তিগত ঝগড়া এবং মামলা মোকদ্দমার ফলে কিছুদিন যাবত ঐ সকল গ্রামের নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত উক্ত মনোমালিন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সহরে পৌঁছার পূর্ব্বে গত ২৮শে এপ্রিল প্রকৃত দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কতিপয় নমঃশূদ্র নাকি বন্দুকের গুলিতে জখম হইয়াছে। কিন্তু কতজন জখম হইয়াছে তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রামসমূহে সশস্ত্র পুলিশ টহল দিয়া বেড়াইতেছে। নবগঙ্গা নদীর অপর পার হইতে আর নূতন লোক যাহাতে দাঙ্গাকারীদের সহিত যোগ দিতে না পারে, সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। মহম্মদপুর থানার বড়ালি এবং পানিঘাটার কতিপয় মুসলমানও নাকি এই দাঙ্গায় যোগ দিয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাগুরার মহকুমা হাকিমের যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে পরিস্থিতি বর্ত্তমানে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

গত ২৯শে এপ্রিল সায়াহ্নে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যান্য রাজপুরুষগণের সহিত তথায় পৌঁছেন। কিন্তু আসার পর পুনরায় তার পাইয়া তাঁহারা রাত্রেতেই পুনরায় ঘটনাস্থলে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

কাশ্মীরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

উত্তর কাশ্মীরের বিশিষ্ট সহর সোপরে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩০খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। দুইটি কাশ্মীরী পণ্ডিত পরিবারের ২লক্ষ টাকার অলঙ্কারপত্রের নাকি খোঁজ মিলিতেছে না, না হয় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত হইয়াছে। কাশ্মীরের গবর্ণর ও অন্যান্য পদস্থ রাজপুরুষগণ দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করেন। ভস্মস্তূপ অপসারণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য পুলিশ ও সামরিক প্রহরী তথায় মোতায়েন করা হইয়াছে।

মন্দিরের নীচে চাপা পড়িয়া আহত

নারায়ণগঞ্জ হরিহরপাড়ার শ্রীচন্দ্রমোহন দাসের বাড়ীতে ভূমিকম্পে তাঁহার একটি ছোট মন্দির হেলিয়া গিয়াছিল। মন্দিরটিকে সোজা করিয়া বসাইতে যাইয়া গত সপ্তাহে ধর্ম্মগঞ্জের ইছমাইল ওস্তাগর মন্দিরের নীচে চাপা পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উড়িষ্যার আসন্ন শাসন-সঙ্কট

উড়িষ্যার অস্থায়ী গবর্ণর নিয়োগ সম্পর্কে গান্ধীজীর বিবৃতি গত ৩০শে এপ্রিল সকালে সিমলায় পৌঁছিলে এবং ঐ সম্বন্ধে সরকারী মহলের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে—"কিছুই বলিবার নাই"—এই উত্তর নাকি পাওয়া যায়। বড়লাট তথায় নাই এবং এই ব্যাপারে ভারত সচিবের পরামর্শ গ্রহণও আবশ্যক; সুতরাং এই সম্বন্ধে এখনই কোন বিবৃতি বা ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস মহাশয় নাকি জানাইয়া দিয়াছেন,—মিঃ ডেনের নিয়োগ সম্পর্কে যদি অতি শীঘ্র পুনর্ব্বিবেচনা না করা হয়, তাহা হইলে ৫ই মে তারিখের পূর্ব্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।।০
২৭। বৃক্তিসারিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ।০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে ভক্তীত করা হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদাশ্রয় পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ { ২১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৫ই মে ইং ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার } ৫৫তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

সালেপুরে

গত ৩০।৭৩৮ তারিখে বহুকুদ ও সালেপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ মহোদয় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ উক্ত স্থানে গমন করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে সিংরাপুরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয়ের দুর্গামণ্ডপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

সভায় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। উক্ত গ্রামবাসীদের আগ্রহে তথায় ২ দিবস পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

৩।৪।৩৮ তারিখে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্‌প্রভু ব্রহ্মচারিগণসহ সালেপুরে উপস্থিত হইয়া ১০ দিন যাবৎ তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, মহাজনপদাবলী ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পাঠের প্রথমে শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীজী গুর্ব্বষ্টক-পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পাঠের অন্তে 'ভজহুঁ রে মন", "যশোমতী-নন্দন", মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও কয়েক দিবস মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সোম মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত নানাভাবে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়া।

ভুবনেশ্বরে

পুরী জেলার অন্তর্গত নারগোদার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু সামন্ত রায় মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় ঠাকুরবাটীতে শ্রীপাদ যমলার্জ্জুন ব্রহ্মচারীজী অর্দ্ধঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গদাধর প্রভুর সুগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু বাবু বিশেষ সমাদরের সহিত তদীয় গৃহে প্রচারকগণের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেই অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

———

পুরীজেলার ভুবনেশ্বর থানার অন্তর্গত তমাণ্ড গ্রামের বহু বিশিষ্ট লোকের আহ্বানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ উক্ত গ্রামে গমন করেন। গ্রামবাসিগণ প্রচারকগণকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উক্ত গ্রামে লইয়া যান। ঐ দিবস নগর-সংকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু উড়িয়া ভাষায় দেড়ঘণ্টাকাল "শ্রীমন্মহাপ্রভুর বদান্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্রকীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পুরী জেলার ভুবনেশ্বর থানার অন্তর্গত মুগুমহান গ্রামের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সামন্ত রায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুকে সমাদরে তাঁহার বাটীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই দিবস তাঁহার বাটিতে শ্রীপাদ যমলার্জ্জুন ব্রহ্মচারীজী কিছু সময় বক্তৃতা করেন। তাহার পর শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

৬।৩।৩৮ তারিখে ভুবনেশ্বর থানার অন্তর্গত নোয়াসাহী গ্রামের সজ্জনগণের উদ্যোগে তথায় নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তথাকার বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুক্ত সনাতন সামন্ত রায় মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই দিবস নারগোদা হরিসভায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরে শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

জামগ্রামে

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিময়ের প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ হুগলী জেলার অন্তর্গত জামগ্রামনিবাসী নন্দী মহাশয়দের দুর্গাবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৮ই বৈশাখ তারিখে উক্ত দুর্গাবাড়ীতে ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৯ই বৈশাখ তারিখে উক্ত জামগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১০ই বৈশাখ তারিখে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে নারদ ও ব্যাধের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৩ই তারিখে উক্ত জামগ্রামে শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৪ই তারিখে ঐ স্থানের শ্রীযুত বিনোদবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃততত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪র্থ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভাগবতের নিকটেই ভাগবত শ্রবণ করা আবশ্যক। যাঁহার চরিত্র ভাগবতের বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহারই নিকট ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রবণ-দশার পর কীর্ত্তন-দশা এবং কীর্ত্তন-দশার পর স্মরণ-দশা উদিত হয়। শ্রবণ সুষ্ঠু না হইলে কীর্ত্তন হয় না। কীর্ত্তন না হইলে বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। তখনই বিষয়স্মৃতি বা দেহস্মৃতি অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশাদি স্মরণের বিষয় হয় এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে নানা প্রকার ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেকে কৃত্রিমভাবে স্মরণ করেন অর্থাৎ কীর্ত্তনবাদ দিয়া স্মরণ ক'রতে চাহেন, তদ্দ্বারা বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে।

শরীর সুস্থ, সবল ও যুবাধর্ম্মে দক্ষ থাকলে চিত্ত ইতর কার্য্যে ধাবিত হয়; শরীরে অসুস্থতা থাকলে বা তাহা জাগতিক নির্ভরশীলতার তুচ্ছতা উপলব্ধি করাইয়া চিত্তকে অন্য কোন অলৌকিক বস্তুর প্রতি নির্ভর করায়; এজন্য শারীরিক সৌখ্যে আমাদের সংসার-পিপাসা বর্দ্ধিত হয় এবং শারীরিক অসুবিধা হইলে ভগবানের প্রতি নির্ভরতা আসে। তাই ভাগবত "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ" শ্লোকে জাগতিক সকল অসুবিধাকেই নিজ-কর্ম্মফল বলিয়া বরণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাগত হইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

এ জগতের অসুবিধাগুলিকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ ক'রতে হইবে। আত্মা যত রকম সুখদুঃখের মধ্যেই থাকুক না কেন, সেই সকল সুখদুঃখের অনুভূতি মনোধর্ম—আত্মার নহে। 'আত্মা' শব্দ যখন দেহে ব্যবহৃত হয়, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহ-সুখের কাঙ্গাল হইয়া পড়ি; কিন্তু ভগবানের পরম করুণা দেহের অসুবিধা ঘটাইয়া দেহ যে আত্মা নহে, আত্মার একটি নিজস্ব স্বরূপ আছে, তাহা বুঝাইয়া দেন।

বাস্তবিক Centre Absolute Person এর পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত লোকে নানা দিকে ছুটাছুটি ক'রে, আসল কথা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবা—সেই ভগবানের সৌখ্যবিধানরূপ সেবাকে কেন্দ্র করলে আর পথভ্রষ্ট হ'তে হয় না—কুপথে পরিচালিত হ'তে হয় না। মহাপ্রভু তাঁ'র প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীকে ঘরে রেখে—নিঃসহায়া ক'রে মনুষ্য-জগৎকে—চেতন জগৎকে কি ব'লতে ব'লেছিলেন,—এসব কথা বুঝবার লোক জগতে কোথায়? যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়ে মার্জ্জন ক'রতে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ ক'রবার যোগ্য হ'তে পারে।

ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। যাঁরা অধোক্ষজ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত, তাঁরাও ন্যূনাধিক অধোক্ষজ বস্তু। তাই তাঁদের নিকট অধোক্ষজের সেবা অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয় বা পরোক্ষ নহে, অধোক্ষজ-সেবা—অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবকগণের সেবা প্রস্ফুটিত আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

অক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—ভোগপর, অপরোক্ষ বস্তুর সেবাপর মানব—ত্যাগপর, আর অধোক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—হরিসেবাপর। অধোক্ষজ সেবাবস্তু অক্ষজ সেবকের গোচরীভূত পদার্থ নহেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত সাধারণ কর্ম্মপ্রবণ বা নির্ভেদ-জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধীন নহেন। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা ক'রে থাকেন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিবেক সাধারণ মানবের নাই। গুরুপাদপদ্মের ও গুরুপাদপদ্মাশ্রিত মানবের অনুকম্পায় যে সেবাবিবেক লাভ হয়, তা' সাধারণ মানবের গম্য নয়, অধোক্ষজ-সেবক সাধারণের ন্যায় প্রতিভাত হ'লেও সাধারণ মনুষ্য ন'ন।

বিষ্ণুসেবা বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই হয়। যদিও প্রাক্তন কর্ম্মদোষদুষ্ট আমরা অকিঞ্চন ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত না হওয়ায় ভোগী হ'য়ে প'ড়ছি, তথাপি একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাই আমাদিগকে ভোগ ও ত্যাগ উভয়ের অপ্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ ঐ সকল যে আত্ম-ধর্ম্ম নহে, মনোধর্ম্ম মাত্র, ইহা জানাইয়া দিতে পারে। জগতের মনুষ্যজাতি মনোধর্ম্মে ব্যস্ত ও ব্যাকুল আছেন। কেন না, তা'তে তাৎকালিক কাম্যাসক্তির লোভ ও উত্তেজনা র'য়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবের সে বুদ্ধি নাই, তিনি অধোক্ষজ বস্তুর সেবক, সর্ব্বদাই পরম নিত্য বিচারে অধিষ্ঠিত।

আমরা চিৎকণ জীব—অনেক, সনাতন—এক। একটা চুলের প্রস্থ অংশকে শতভাগ ক'রে তারও যে শতভাগ সেইটী আমি, সেই আমিকে ভোগ্য দিবার জন্য অনেক জিনিষ এসেছে। যাঁ'র যেরূপ ক্ষমতা সেই অনুসারে সকলেই প্রভু হ'বার জন্য—নিগ্রহানুগ্রহ ক'রবার জন্য ব্যস্ত। এই কার্য্য ক'রতে হ'লে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই তিনটীর দরকার। কনক কামিনী ছোট কথা, প্রতিষ্ঠাশাটাই বড়; মনুষ্য-জীবনে এ ছাড়া অধম কার্য্য আর নাই। প্রতিষ্ঠাশা বড় দৌরাত্ম্যজনক।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উচ্চস্তরে পারমহংস্যধর্ম্ম, তাকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে। সেখানে পরিপূর্ণ সেবা-প্রবৃত্তি, যেটি কেবল বার্ষভানবীতে আছে। আর আংশিক তিনি যাঁকে যতটুকু দিয়েছেন, তাঁ'তে ততটুকু বর্ত্তমান। আমরা যদি অমানী মানদ হই, তা' হ'লেই সব সুবিধা হ'বে, নচেৎ সবই অসুবিধাজনক হ'বে, ভাগ্যহীন সাজতে হ'বে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিরস পান করাইবার জন্য প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করেন। তিনি অনভীপ্সু আমাকে বাসনার আশা—প্রতিষ্ঠার আশা করান না। আমরা বহু আরাধন-ফলে তাঁকে পেয়েছি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতমালা মধ্যে কার্পণ্য-পঞ্জিকা আছে, সেগুলি সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বেন। তাঁর দাস্য যদি ইচ্ছা হয়, তবে মহাপ্রভুর বিচার মনে রা'খবেন। তা' হ'লে প্রকৃত প্রস্তাবে পরমহংস অবস্থায় অবস্থিত হ'তে পা'রবেন।

বাড়ীতে ব'সে থাকলে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ'তে পারি না—তাঁ'দের নিকট হ'তে কথাবার্ত্তা শুনবার অবসর পাই না—আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক'রে বসি—বাজে গল্প, গুজবে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটিয়ে দিই। সাধুদের সঙ্গে থাকলে হরিকথা শুনতে পারি। নিজেদের বিচারে ভ্রান্ত হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম ক'রে থাকি, তা' হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'তে পারি।

আমি কে?

(শ্রীরাধানাথ দাস)

কর্ম্ম-কোলাহলমুখরিত অবসরহীন এই বিশ্বের প্রবাহে নিমগ্ন না থাকিয়া আবার এ প্রশ্ন কেন? মানুষ কি তাহার বর্ত্তমান অবস্থার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারে না? কেন তাহার হৃদয়ে এ প্রশ্ন জাগে—আমি কে?

এ প্রশ্ন কেন হয়? মানুষ ত' আর জল, আগুন বা হাওয়ার ইঞ্জিন নয়। তাই বুঝি তাহার সর্ব্বপ্রকার নিমগ্নতার মধ্যেও এই প্রকার প্রশ্ন উঠিয়া তাহাকে ক্ষণেকের জন্য অন্ততঃ উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। তাহার কারণ কি? মানুষ তাহা হইলে তাহার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ হইতে কি তাহার প্রকৃত সোয়াস্তির সন্ধান পায় না, বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে না? কি করিয়া পারিবে? ইহা হইতেই ত' বুঝা যায়, মানুষ তাহার বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারা যাহা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে তাহা অপেক্ষা অন্য গুরুতর কিছু যেন তাহাকে সরাইয়া নিতে চায়। ইহা কি বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিবেচনার মধ্যে আসিবে না?

এই আমি কে? ইহার উত্তর কি আমার এই পঞ্চভূতাত্মক জড় দেহ নয়? তবে ইহাদের সম্মিলনেই ত' আমার সত্তা, নয় কেন? ইহার জন্যই ত' আমরা সব করি। ইহা যাহাতে পুষ্ট হয়, বিকল না হয়, তজ্জন্যই ত' আমাদের সকল চেষ্টা। তবে কেন আমরা দেহ হইব না? তাহার উত্তর কি? আচ্ছা বেশ, আমরা দেহের জন্য সকল করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি ত'? জাগতিক সকল প্রকার ভোগ্য সম্ভারকে দেহরূপী আমার সেবায় নিয়োজিত করিয়া শান্তি পাই ত'? তবে কেন আমার ভোগের প্রচণ্ড বহ্নিশিখা আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়? আমি কেন দেহের তৃপ্তিতে প্রকৃত শান্তি পাই না? কেন আমাকে আরও বহুবিধ চিন্তা বিব্রত করিয়া তুলে? সোয়াস্তি কেন পাই না? শরীরের তৃপ্তি সাধন করিলেও কেন আমাকে অপর বাসনা অতিষ্ঠ করিয়া তুলে? স্বভাবের সন্ধান পাই না কেন? অবিকৃত শব-দেহ কেন অচল হইয়া যায়? তাহা হইলে কি আমি দেহ নই?

হইলে আমার আর কি পরিচয় আছে? মৃত্যুর পরেও কি তবে আমার সত্তা থাকে? দেশের সম্বন্ধ, পিতামাতার সম্বন্ধে এককথায় আমি জগতের নিকট যাহা দ্বারা পরিচিত সেই দেহটা কি আমি নই? আচ্ছা ভুল ত'? এত বড় ভুল মানব-সমাজে! আমি যদি দেহ নই, তবে আমি কি? আমার আর কি পরিচয় আছে, আর কি সত্তা আছে? তাই আবার প্রশ্ন—আমি কে?

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আমার মনটাই কি তবে আমি? সেই ত' সকল চিন্তা করে। তাহার সন্তুষ্টির জন্যই ত' সকল করা হয়। সেই ত' আমাদিগকে সকল বিষয়ে পরিচালিত করে। তবে নিশ্চয়ই আমি—মন। ঠিক বটে, এখন বেশ বুঝা যাচ্ছে, মনটাই আমি।

আচ্ছা, মনটাই যদি আমি, তাহা হইলে মনের সন্তুষ্টিতেই ত' আমার তৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তা' হয় না কেন? মানুষ তাহার অসংখ্য কামনা-বাসনা পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না কেন? আমার ভিতর মনের উপর অপর কেহ কর্তৃত্ব করে কেন? মনের বাসনায় চালিত হইয়া অন্যায় করিতে গেলে কে যেন আমাকে বাধা দেয়, ইহার কারণ কি? কই, তাহাতে মন ত' খুসী হইতে পারে না। তাহা হইলে কি আমি মন নই? মন হইতেও কি আমার পৃথক্ সত্তা আছে? সঙ্কল্প-বিকল্প ব্যাপার কি তবে আমার স্বভাব নয়? কি করিয়া স্বভাব হয়? স্বভাবে ত' শান্তি আছে। স্বভাব হইতে কোন উচ্চ ধারণা কোন বস্তুর পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে মনের এই সকল সঙ্কল্প-বিকল্প হইতে কেন কোন এক উচ্চ ধারণা আমাকে পেষণ করে? ঠিক বটে, তবে আমি বুদ্ধি। কেন না, বুদ্ধিই ত' মনকে পরিচালিত করে, সদসৎ বিচার করিয়া মনকে নিবৃত্ত করে। বাস্তবিক বটে, এতক্ষণে এ কথাটী মনে পড়েছে।

আচ্ছা, আমি যদি বুদ্ধিই হই, সত্যই কি তবে মানুষের সত্তাটী বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়? সত্যই কি অভিজ্ঞতার পরিপুষ্ট বুদ্ধিটাই মানবের সত্তা? বুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ কাজ করিয়া তবে শান্তি পায় না কেন? মানব বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সত্যের সন্ধান তবে পায় না কেন? বুদ্ধির দ্বারা সতত পরিচালিত হইয়াও মানুষকে তবে 'আমি কে' প্রশ্ন কেন বিব্রত করে? তবে কি মানুষের সত্তা বুদ্ধি, মন ও দেহ হইতেও অপর কিছু? কে এ প্রশ্নের সমাধান করিবে—আমি কে?

তাই সাত্বতসমাজ নিত্যকাল সনাতনী সুরে গাহিতেছেন, হে জীব সকল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তোমরা দেহ নও, মন নও, বুদ্ধিও নও, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা অণু-সচ্চিদানন্দ চেতন জীবাত্মা, তোমরা মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভগবানের নিত্য দাস। মানব-সমাজ তাহাদের এই মহা-সমস্যার এইরূপ সমাধান পাইয়া সাত্বত-সমাজের নিকট চিরবিক্রীত হইয়াছে। তাহারা এই প্রকার চরম সত্যের অভিমন্ত্রী বাণী শ্রবণ করিয়া মহা-কল্যাণের পথের সন্ধান পাইয়াছে।

এই আত্মার ধর্ম্ম দেহ-মনের ধর্ম্মের সহিত এক নয় বলিয়াই মানুষ তাহার এত নিবিড়তার মধ্যেও 'আমি কে'—এই প্রশ্নে অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও বিব্রত হইয়া উঠে; দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা সুপরিচালিত হইয়াও শান্তি পায় না। অন্য কোন এক অজানা চিরন্তন স্বভাব তাহাকে যেন টানিয়া নিতে চায়। এ স্বভাব আর কিছুই নয়, আত্মার স্বভাব—নিত্যধর্ম্ম—ভগবৎসেবা। তাই মানুষ দেহ-মনের জন্য এত করিয়াও—এত ভোগ, এত ত্যাগ, এত বাহাদুরী করিয়াও শান্তি পায় না। কেবল কালে অশান্তিকেই বাড়াইয়া তুলে। আমাদের এই চেতন সত্তা বর্ত্তমানে আবৃত—আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি-যুক্তা মায়ার দ্বারা। তাই তাহাদের এত ভ্রম—আমি দেহ, আমি মন, আমি বুদ্ধি প্রভৃতি। কি মোহ! একটু বিচার করিলে সকলেই ভ্রম বুঝিতে পারেন। কিন্তু এত বড় ভুল তবু কিছুতেই সংশোধন করিতে রাজি নহেন। ফলে তাহাদের কাজ দেহ আমির জন্য, মন আমির জন্য—অবিশ্রান্ত কাজ, আর লাভ কেবল অশান্তি আর কেবল কাজ। তাই বলি, মানব-সমাজ কি আর 'কে আমি' এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া শান্তির পথ খুঁজিবেন না?

এই 'আমি কে'—প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরদাতা সাত্বতসমাজ। এই উত্তর আম্নায়পারম্পর্য্যে ভগবানের নিকট হইতে আসিয়াছে। সুতরাং এই উত্তর যে একেবারে নির্ভুল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই আম্নায় প্রবাহ আত্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণের দ্বারা আজ পর্য্যন্ত এজগতে প্রবাহমান রহিয়াছেন। তবে আমরা আর দেরী করি কেন? সেই আত্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য-বর্য্যের সন্ধান করি না কেন? আমি কে—এ প্রশ্নের সুমীমাংসা শুনি না কেন? এই আচার্য্যবর্য্য বড় দয়াল। যে বাস্তবিক 'আমি কে'—এ প্রশ্নের উত্তর চাহিবেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অযাচিত কৃপা করিয়া আকর্ষণ করিবেন। অবশ্য নিজের নিষ্কপট চেষ্টা থাকা চাই। সুতরাং আর দেরী করা উচিত নয়। এখনই 'আমি কে'—এ প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া নিত্যমঙ্গলের পথে চলিতে থাকি। দেরী কেন করিব?

বিভিন্ন মতবাদ

রাতভিখারীবাদ

রাত্রিকালে ভিক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ, দিবাভিক্ষা নিষিদ্ধ। অযাচিত ভিক্ষার বৃত্তিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত গায়কদল ও ধামাধরা থাকে। ধামাধরাগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বহন করে মাত্র। ইহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। তিন স্থানের অধিক চতুর্থ স্থানে ইহারা ভিক্ষা গ্রহণ করে না

রামচন্দ্রসঙ্করবাদ

রামচন্দ্র দত্ত এই বাদটী সৃজন করিয়াছেন। পরলোকগত কলিকাতা সিমলাস্থিত নৃসিংহ বাবুর পুত্র রাম বাবু রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ক্যাম্বেল বিদ্যালয়ের একজন ছি, এল্, এম্, এস্। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণের একজন শিষ্যবিশেষ। রাম বাবু স্বীয় গুরুকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার রচিত তত্ত্বসার গ্রন্থে রামকৃষ্ণবাদের তাৎপর্য্য লিখিয়া রামচন্দ্রবাদের সূত্র পত্তন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রামবাবু জনসাধারণে স্বীয় গুরুর ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিতেছিলেন এই বাদের সাম্প্রদায়িকগণ মা'লক রামকৃষ্ণের পটোপাসনা করেন, রামকৃষ্ণের পটকে দ্রব্যাদি ভোগ দেন, বাতাস করেন, তাকিয়া ঠেসান দেওয়ান

রামমোহনব্রহ্মবাদ

রাজা রামমোহন রায় মৌলভী মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া রঙ্গপুর আদালতে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। অধ্যয়নকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। পরে কিছুকাল তথায় কর্ম্ম করিয়া তিব্বত দেশে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। আরবী, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিপুল অধিকার লাভ হয়। ইংলণ্ডে গিয়া তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান দলে দীক্ষিত হন। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মগণ বলেন, তিনিই আধুনিক ব্রাহ্মবাদের পিতৃস্বরূপ। ব্রাহ্মমন্দিরে তিনি এককালে কোরাণ, বেদ, বাইবেল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাম-মোহনের খ্রীষ্টিয়ধর্ম্ম বিশ্বাস উপনিষদ্বিশ্বাসের সাযুজ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ব্রাহ্মবাদের অঙ্কুর উৎপন্ন করে। তিনি শাঙ্করমতের কেবলাদ্বৈত হইবার চেষ্টা করেন নাই। দয়ানন্দবাদে যেরূপ বেদই অপৌরুষেয়, রামমোহনবাদে তদ্রূপ স্বীকৃত হয় নাই। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে নিমূর্ত্তিক করাইয়া উপাসনা রামমোহনাদিষ্ট।

রামবল্লভবাদ

কর্ত্তাভজাদলের কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন হইয়া রামবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে শিবাবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বসমন্বয় সঙ্করবাদ প্রচার করেন। যাবতীয় মতকে একমত করিবার প্রয়াসই ইহাদের লক্ষ্য। কোন আচারের অধীনে বিচরণ করা ইহাদের অভিপ্রেত নহে। চৌর্য্য ও লাম্পট্য এই মতে দূষ্য। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান ও আপনাকে তুচ্ছজ্ঞান ও পরস্পরের প্রীতি-বর্দ্ধন, ইহারা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। কালী-কৃষ্ণ-গড্-খোদা প্রভৃতি সকলই এক।

আসামী রামকৃষ্ণবাদ

শ্রীহট্ট ও পূর্ব্ববঙ্গে এই মতের বহুল প্রচার। আসাম প্রদেশের রামকৃষ্ণ গোঁসাই কিছুকাল পূর্ব্বে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন। রামকৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ও জ্ঞানী ছিলেন। এই রামকৃষ্ণের শিষ্য আজকাল লক্ষাধিক হইয়াছে। রামানন্দী বা রামাৎদলের মায়াবাদী সর্ব্বসমন্বয়ী জগন্মোহন গোঁসাই হইতে রামকৃষ্ণবাদ শিষ্যপরম্পরায় উৎপন্ন হয়। গুরুই ঈশ্বর। উদাসীন ও গৃহস্থ উভয়েই ধর্ম্ম যাজন করিতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ও পূর্ব্ববঙ্গের রামকৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি এবং পরস্পর ভিন্ন সম্প্রদায়ের ও পরস্পরের অপরিচিত ও তন্মধ্যে কালগত ভেদ আছে। পূর্ব্ববঙ্গের রামকৃষ্ণ বলিলে শ্রীহট্টস্থ রামকৃষ্ণ বুঝায়, কলিকাতার রামকৃষ্ণ বলিলে দক্ষিণেশ্বরের বুঝিতে হইবে।

আসামী শঙ্করবাদ

খৃষ্টীয় ১৪৪৮ সালে আসামে কোন স্থানে শঙ্কর নামা একব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন ও পরে শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যত্ব লাভ করেন। ইনি নিরাকারবাদী ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করের প্রধান শিষ্য মাধব। শঙ্কর মুক্তিবাদী ছিলেন না। নিরাকার ব্রহ্মে ভক্তি করিতেন। শঙ্কর আসামী ভাষায় কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বড়দৈখা ও বড়পেটা এই দুই গ্রামে ইহাদের আখড়া আছে। সংসারত্যাগিগণ কেবলিয়া ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ।

উন্নতিবাদ

জড় হইতেই মনুষ্যত্বের প্রাকট্য। এই জড়জ মানুষই ঈশ্বরের প্রীতি কার্য্য করিয়া একই জীবনে উন্নতি করিতে করিতে মুক্ত লাভ করে। ইহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না। জড়ীয় ক্রিয়ার উন্নতিই ঈশ্বরসান্নিধ্যের কারণ।

খুশিবিশ্বাসবাদ

নদীয়া জেলার দেবগ্রামে খুশিবিশ্বাস নামক একটি মুসলমান এই ধর্ম্ম সৃজন করে। উৎসবাদিদ্বারা পরোপকার ইহাদের ব্রত। এই ব্যক্তি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া শিষ্যগণের নিকট প্রচার করে। কিন্তু নিজে ভগবানকে বিশ্বাস করিত না। ইহারা সকল জাতি একত্রে ভোজন করে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধভক্তিপ্রচারকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীনবনন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বল

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ কেশব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং -দব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরূপবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) অম্বিকা গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ : কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯।৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেবোন ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ;

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশাহী,

পোঃ জোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসাবগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম):

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চ্যাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এরাবেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷৴০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৴০
	৯
মারকোরা সাদা	
কার্ত্তি...পাথী	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩৷০

পাটের দর

আবডে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উইভস—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
কুপারকাটন ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুর্জী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

অভলী	৫৭৲
কালীঘাটা	৪৭৲
কৃষ্ণবেণী	৪০৲
বলাই	৪৫৲
গৌড়ীয়া	৬৩৷০

তাম	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা পাতা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আদেন গোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরদিন কাটন	৪৩৲
চাবার্ণ বাধা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

		প্রতি মণ
পাবন সাগু		৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০	১৭৲
কাটা সুপারী		৭৷০
গুটি খরিদমণ		১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই		১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০ -৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১১৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৵১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
উল পাতি, গোলটু, পরাবে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

-:(:*:)

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, শামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵।	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

“ ... তন্য’

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপ্রে[illegible]
১৩-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

“শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৮নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্ষপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C I 445

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ৬ই মে, ১৯৩৮, শুক্রবার [৫৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধীজীর সফর

একাদিক্রমে ৪৮ ঘণ্টা ট্রেণ ভ্রমণের 'পর গত ১লা মে সন্ধ্যায় গান্ধীজী পেশোয়ার হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে নওশেরা জংসন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন। সীমান্তের নেতা খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ সমবেত বিরাট জনতার পুরোভাগে থাকিয়া গান্ধীজীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তারপর উভয়-পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান লালকোর্ত্তা বাহিনীর মধ্য দিয়া তাঁহাকে মোটরে লইয়া যাওয়া হয়। পথশ্রমে গান্ধীজী একটু ক্লান্ত হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালই আছে। তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় নাই। শ্রীমহাদেব দেশাই, পিয়ারীলাল ও ডাঃ সুশীলা নায়ার তাঁহার সঙ্গে আছেন। নওশেরা হইতে গান্ধীজী ও অন্যান্য সকলকে মোটরযোগে পেশোয়ারে ডাঃ খাঁ সাহেবের ভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

গান্ধীজীর সীমান্ত সফর এই প্রথম। অনেকদিনের প্রত্যাশার পর গান্ধীজীকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। গান্ধীজীর এই ভ্রমণের উপর বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

———

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন

ইতিপূর্ব্বে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে যে, বড়লাট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-ক্ষমতা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের … দিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই পূর্ব্ববৎ থাকিবে—বঙ্গীয় আইন সভার ঐ সম্বন্ধে আইন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোন আইন করিতে হইলে তাহা কেন্দ্রীয় আইন সভাই করিবেন। গত ১লা মে তারিখের স্থানীয় এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে কতকগুলি ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়াছেন, যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র পর্য্যন্ত সংশোধনের ক্ষমতা বাঙ্গলা সরকারের হাতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ ঠিক নহে। বাঙ্গলার আইন সভার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নাই, পক্ষান্তরে পরিচালনা ক্ষমতাও সর্ত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

———

মুক্ত রাজবন্দীদের ভাতা বন্ধ

প্রেস অফিসার জানাইতেছেন যে, সর্ত্তাধীনে মুক্ত নিম্নোক্ত রাজবন্দীদিগের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাতা বন্ধের কারণ এই যে, তাঁহারা পুনরায় রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাস শর্ম্মা, পিতা শ্রীযুক্ত রামকুমার দাস, সাং চট্টগ্রাম। (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত, পিতা কবিরাজ শরৎচন্দ্র রক্ষিত, সাং চট্টগ্রাম। (৩) শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত, পিতা শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দত্ত, সাং চট্টগ্রাম। (৪) শ্রীযুক্ত আনন্দকান্তি গুহ, পিতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুহ, সাং চট্টগ্রাম। (৫) শ্রীযুক্ত কমনীয়কুসুম দাস ওরফে ননী, পিতা শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দাস, সাং চট্টগ্রাম। (৬) শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রক্ষিত ওরফে [illegible], পিতা শ্রীযুক্ত অবলাশচন্দ্র রক্ষিত, সাং চট্টগ্রাম। (৭) শ্রীযুক্ত সুমতি মজুমদার, পিতা শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ মজুমদার, সাং চট্টগ্রাম। (৮) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, পিতা শ্রীযুক্ত নতুনচন্দ্র দত্ত, সাং চট্টগ্রাম। (৯) শ্রীযুক্ত অসিতরঞ্জন ঘোষ, পিতা মৃত শশিকুমার ঘোষ, সাং নোয়াখালি।

(১০) শ্রীযুক্ত রসময় মজুমদার, পিতা মৃত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, নোয়াখালি। (১১) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ওরফে কুটু, পিতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নদীয়া। (১২) শ্রীযুক্ত তারকদাস ব্যানার্জ্জি, পিতা মৃত সনাতন ব্যানার্জ্জি, নদীয়া ও যশোহর। (১৩) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দে, পিতা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দে, ত্রিপুরা। (১৪) শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র সাহা, পিতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা, ত্রিপুরা। (১৫) শ্রীযুক্ত শশধর পাল, পিতা শ্রীযুক্ত দীননাথ পাল, মেদিনীপুর।

———

হের হিটলারের রোম যাত্রা

হের হিটলারের রোমযাত্রা উপলক্ষে বার্লিনের শ্রমিকদিগকে অর্দ্ধ দিনের ছুটি দেওয়া হয়। হের হিটলার রোমযাত্রার জন্য রেলওয়ের ষ্টেশনে যাইবার সময় শ্রমিকেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে রাজপথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হর্ষধ্বনি করিতে থাকে। বেলা ৮টা ৪০ মিনিটের সময় দুইটী স্পেশ্যাল ট্রেণ যাত্রা করে। প্রথমটীতে হের হিটলার, পররাষ্ট্র সচিব হের ভন্ রিবেন ট্রপ, ডাঃ গয়েবল্স্ এবং হের হেস ও হের ফ্রাঙ্কো ছিলেন। দ্বিতীয়টীতে পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্ম্মচারীবর্গ, নাৎসীদলের বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দ এবং সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর পদস্থ অফিসারগণ ছিলেন।

হের হিটলারের অনুপস্থিতি কালে জেনারেল গোয়েরিং তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে কার্য্য করিবেন। ষ্টেশনে হের হিটলারকে সম্বোধন করিয়া জেনারেল গোয়েরিং বলেন, "সিনর মোসোলিনীর সহিত আপনার এই সাক্ষাৎকারের দ্বারা রোমবার্লিন মৈত্রীর শক্তি পুনরায় প্রকটিত হইবে। বর্ত্তমান যুগের এই মিলন দুই জাতির এবং সমগ্র জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে।"

———

ঢাকায় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

গত ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে একবার ঝড় হয়। রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে আরও প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। উহার ফলে অনেক বৃক্ষ উৎপাটিত এবং গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঝড়ে সহরের উপকণ্ঠে মণিপুরে সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে অফিসের কয়েকটি ঘরের চাল উড়াইয়া লইয়া যায়। ফলে অনেক জিনিষপত্র নষ্ট হইয়াছে। উক্ত ঝড়ে তার বিভাগের ও নারায়ণগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বহু তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে বহু ঘরবাড়ী পতিত ও বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে।

———

শিলচরে ঝড় বন্যা

গত ৩০শে এপ্রিল শিলচরে গত এক-পক্ষ কাল যাবৎ প্রত্যেক রাত্রে ভীষণ ঝড় বন্যা হইতেছে। ফলে এই সহরে বহু বৃক্ষাদি ভূপতিত হইয়াছে এবং বহু চালাঘর উড়িয়া গিয়াছে।

বহু গ্রাম ও চা-বাগান হইতে এই প্রকার বন্যার খবর আসিতেছে। এ যাবৎ কোন মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২ শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবশাক্তিকো বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ॥০
২০ গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১ গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা /১
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সংকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ — ২২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৩শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৬ই মে ইং ১৯৩৮. শুক্রবার — ৫৬তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকুলবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বে হরিদ্বার, দিল্লী, বম্বে, কাশী ও গয়া প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয় করিয়া তৎপ্রদেশে বিভিন্ন মঙ্গলানুষ্ঠান, শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ও ভক্তমণ্ডলীকে কৃপোপদেশ ও সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহই শ্রীমঠে আগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ ও মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনমুখে অমূল্য মঙ্গলোপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শীঘ্রই শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয়ের কথা আছে।

———

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্প্রতি কয়েকমাস কাল যাবৎ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর শাস্ত্রাদি আলোচনা, পাঠ, ব্যাখ্যা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা মঠটিকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামীজীর নিত্যমঙ্গলকারিণী লোকশিক্ষা ও চিরকল্যাণপ্রদ উপদেশাবলী শ্রবণপূর্ব্বক যাঁহারা উহা নিজ জীবনের পালন করিবেন তাঁহারাই নিত্যকল্যাণ বরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত কুম্ভমেলা উপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে হরিদ্বারে ভাগবত্প্রদর্শনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত হরিদ্বারে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও সেবকগৃহাদি নির্ম্মাণের দ্বারা উক্ত মঠের সৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধনের জন্য বর্ত্তমানে স্বামীজী মহারাজ বিশেষভাবে চেষ্টান্বিত আছেন। ইতোমধ্যেই তথায় শ্রীবিগ্রহ ও সেবকগণের অবস্থানোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কার্য্যাদিও স্বামীজীর ঐকান্তিক সেবাচেষ্টায় শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

স্বামীজী শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসবাদি অন্তে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। সত্বর তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুরেও আগমনের কথা আছে।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রায় বৎসরকাল যাবৎ ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীতে অবস্থান করিয়া তথাকার বিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কয়েকদিবস পূর্ব্বে স্বামীজী তথা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। সম্প্রতি তিনি তথা হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গমন করিয়াছেন। স্বামীজী তথায় কিছুদিন অবস্থান করিবেন।

———

গৌড়ীয় মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু উড়িষ্যা অঞ্চলের মঠসমূহের সেবাকার্য্যাদি পরিদর্শন জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার সেবা-কার্য্যাদি পরিদর্শন ও সেবকগণকে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিয়া সম্প্রতি তিনি পুনরায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

———

ভুবনেশ্বরে প্রচার

ভুবনেশ্বর থানার অন্তর্গত কাইমাটিয়া গ্রামের গ্রামবাসিগণের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া নগরসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কাইমাটিয়ার বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় তদীয় ভবনে বক্তৃতা করিবার জন্য প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু তথায় 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয়' সম্বন্ধে উড়িয়া ভাষায় প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

পাটনা গ্রামেও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কর্ত্তৃক নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পরে শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু উড়িয়া ভাষায় "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু "গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন" এই প্রার্থনা-গীতিটি অত্যন্ত আবেগভরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কটকে প্রচার

শ্রীপাদ গদাধর দাস অধিকারী ভক্তিসুহৃদ প্রভু কটকের চাউলিয়াগঞ্জ নিবাসী সজ্জনগণের আহ্বানে গত ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় তথায় "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমশিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন গ্রামের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে ফিরিয়াছিলেন। স্থানীয় মহাজন শ্রীযুক্ত সদানন্দ সাউর যত্নে বহু লোক সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন।

ঐ দিবস সভান্তে স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয় সনাতনীগণের সহিত শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের প্রচার্য্যবিষয়ের পার্থক্য কোথায়, এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবক উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে তথাকথিত সনাতনীদের বিচারভ্রান্তি ও প্রকৃত সনাতনধর্ম্মের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বিচারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এ জন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মধুসূদন নিঃ গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৫০২

ষৎকিঞ্চ

আমরা মন্ত্রে পুরশ্চরণ করার কথা শাস্ত্রাদিতে ও মহাজনগণের আচরণে দেখিতে পাই। শ্রীনামে পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই মন্ত্র পুরশ্চরণের ব্যবস্থা আছে। একবার শ্রীনাম উচ্চারণ করিলেই পুরশ্চর্য্যার সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ ঘটে। আমরা অনর্থযুক্ত জীব, শুদ্ধনাম আমাদের অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত হন না; অতএব মাদৃশ বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির চিত্তশোধনের জন্য মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্রের পুরশ্চরণের ব্যবস্থা আছে। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার মোচন হয় এবং শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ)

মন্ত্রে প্রাকৃত-অহঙ্কার-নিষেধক চতুর্থী বিভক্তি ও 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে। এই নামাত্মক মন্ত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে সেই মন্ত্র নিয়মিতভাবে জপ করিতে করিতে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাগতিপ্রভাবে অনর্থমুক্ত হন। তখন মুকুন্দকুলোপাস্য স্বয়ং প্রকাশ গুরুনাম সেই সমর্পিতাত্ম—গুরুদেব-তাহা অনর্থমুক্ত ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন। যে জিহ্বা ভোগোন্মুখ বা প্রাকৃত কামের ক্রীড়াভূমি, সেস্থানে কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম অবতীর্ণ হন না।

বদ্ধজীব আমরা যে মন্ত্রোচ্চারণ করি, তন্মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। সেই সকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। পুরশ্চরণ সাধক ও মন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করিয়া নামের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। সেই জন্যই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ইহাদের পুরশ্চরণ করাইয়াছেন, কৃষ্ণনামের পুরশ্চরণ করান নাই। তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইলেও জীবশিক্ষার্থ বিষয়াসক্ত অনর্থযুক্ত জীবের ন্যায় অভিনয় প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণরূপ সিদ্ধি—ইহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

পুরশ্চরণ বহুবিধ। মন্ত্রজপাদি সুষ্ঠুভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরুসেবাই পুরশ্চরণ। কেবলমাত্র গুরুপ্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণের সিদ্ধি হয়। যথা—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা
প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং
ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সান্নিধ্যানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো
ভবেৎ॥
(হরিভক্তিবিলাস)

অর্থাৎ গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে গুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কার্য্যের গুরুমূলক; সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণবিহীন হইলেও গুরুসেবাপরায়ণ মন্ত্রী সিদ্ধ লাভ করিবেন, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেমন সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসান্নিধ্যে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

মন্ত্র সিদ্ধ হইলেই জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ হয়। তখনই তিনি শুদ্ধভক্ত,—শুদ্ধনামকীর্ত্তনে অধিকারী।

অনেকে বলেন, নামেই যখন সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তখন আবার মন্ত্রের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে দিয়াছেন; তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—

"মন্ত্রসমূহ ভগন্নামাত্মক, মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ আদি শব্দ যুক্ত অর্থাৎ নামানুগতভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্র যে ভগবানের অত্যন্ত অপেক্ষারহিত নাম তাঁহারা পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্ত দানে সমর্থ। যদিও নামকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও স্বভাবতঃ দেহাদির সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই কদর্য্য-স্বভাব ও চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রের কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদিরই সদ্গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য এবং এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নিরন্তর গুরুসেবা না করিলে যে মন্ত্রসিদ্ধি হওয়াও অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।

'এই মতে দুই চোরে খায় মনঃকলা'

(উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাগতীর্থ)

অপ্রাকৃত কবিকুলতিলক ব্যাসাবতার শ্রীশ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে চৌরদ্বয়-কর্ত্তৃক শিশু নিমাইর অপহরণ ও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া স্বগৃহভ্রমে মিশ্রভবনে আগমন করত চৌরদ্বয়ের বালককে প্রত্যর্পণ-প্রসঙ্গে ঐ উক্তিটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শিশু নিমাইর অপহরণ বৃত্তান্তটী এইরূপ—একদিন শিশু নিমাই বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঘরের বাহিরে রাস্তার উপর খেলা করিতেছিলেন। তাঁহার শরীরের অলঙ্কার দেখিয়া দুইটী চোরের লোভ হইল। 'চল, বাবা ঘরে যাই'—এই বলিয়া আদরের সহিত একজন চোর শিশুটীকে স্কন্ধে চড়াইল এবং অপর চোরটী তাঁহার হাতে সন্দেশ দিতে লাগিল। সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী শিশু নিমাই চোরদ্বয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়াও তাহাদিগকে বঞ্চনা ও স্বপ্রভাব প্রদর্শনার্থ কিছু না বলিয়া আনন্দের সহিত সন্দেশ খাইতে লাগিলেন। দিবাভাগে রাজপথে বহু লোক স্ব-স্ব কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াত করিতেছিল। "যার শিশু সে-ই লইয়া যাইতেছে" মনে করিয়া পথিকগণ অথবা জনসাধারণ চোরদ্বয়কে চোর বলিয়া বুঝিতে পারিল না। ইহাও লীলাময় শ্রীগৌরহরিরই ইচ্ছা। চোর দুইটী শিশু নিমাইকে সন্দেশ খাওয়াইতে খাওয়াইতে পথ বাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল; উদ্দেশ্য—বনের ভিতরে লইয়া গিয়া শিশুটিকে বিনাশ করত অলঙ্কারগুলি চুরি করিবে।

চোর দুইটী মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে যতই দূরে যাইতেছিল এবং যতই লোকসঙ্ঘট্ট এড়াইয়া চলিয়াছিল ততই আনন্দে আত্মহারা হইতেছিল। অতঃপর 'কালনেমির লঙ্কাভাগের-মত' দুই চোর ভবিষ্যাদ্ ভাগবাটোয়ারা সাব্যস্ত করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছিল, 'আমি অমুকটি নিব, আমি অমুকটি নিব।' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চোরদ্বয়ের মনোভাব এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছে।—

কেহ মনে ভাবে,—'মুঞি নিমু
ভাড়-বালা'।
এই মতে দুই চোরে খায় মনঃকলা॥

চোর দুইটীর গন্তব্যস্থানে গমন ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই মহাপ্রভু স্বীয় অলৌকিকী মায়া বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজগৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। চোর দুইটী ভাবিয়া আসিতেছিল যে, তাহারা অভিলাষ-সিদ্ধির পথেই যাইতেছে এবং স্বীয় গৃহে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া সেই জগন্নাথমিশ্রেরই বাড়ী দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইল। এ দিকে শিশু নিমাইকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়বর্গ মণিহারা ফণীর মত বিহ্বল-ব্যাকুল হইয়া শিশুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড় করিতেছিলেন এবং পরস্পর কতই না বিলাপ করিতেছিলেন। চোর দুইটী তাহাদের সম্মুখে শিশুনিমাইকে রাখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। কারণ ধন পাইবামাত্র আত্মীয়গণ শিশুকে বহু যত্নের সহিত পিতামাতার নিকট লইয়া গেলেন।

আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ শিশু-নিমাইর আনয়নকারীকে পুরস্কৃত করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু এস্থলে পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তিদ্বয় তিরস্কার অথবা প্রহার পুরস্কারের(?) ভয়ে পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। কারণ, নীতিশাস্ত্র বলেন—"যঃ পলায়তে স জীবতি"। 'সাদা মনে কাদা নাই'—নীতির অনুসরণে প্রতিবেশিগণ ভাবিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও ভাল লোক পথহারা নিমাইকে দয়া করিয়া নিজের গৃহে রাখিয়া গেল। সকলে মিলিয়া চতুর্দ্দিকে সেই ভাল (?) লোক দুইটীকে কত খুঁজিলেন কিন্তু পাইলেন না। আহা! ভাল লোক দুইটীর কী ভালমানুষি! লোকলোচনের পীড়াদায়ক হইবেন বলিয়া অতি শীঘ্র সভ্য-লোকের সম্রাসে 'ভালোর ভালোর' পাপ-অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলেন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

প্রত্যাগত শিশু নিমাইকে যখন আত্মীয়গণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা নিমাই, এতক্ষণ কোথা ছিলে? কি ক'রে ফি'রে এ'লে?' তখন সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শিশু নিমাই স্বীয় মহিমা গোপন করিবার জন্য বলিলেন—'আমি পথ হারিয়েছিলাম। দু'জন লোক আমাকে হেথায় রে'খে গেল।'

শিশু নিমাইর অপহরণকারী চোরদ্বয়ের বৃত্তান্তে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চোরদ্বয়ের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন; কারণ, দেবদুর্ল্লভ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরিকে অজ্ঞাতসারেও স্কন্ধে বহন ও সন্দেশ-ভোজন করাইবার সৌভাগ্য উহারা লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বলোকনাথ জীবশিক্ষাপ্রদাতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঐ প্রকার অপহৃত হইবার লীলাদ্বারা জগতে চমৎকার শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন। কংস, জরাসন্ধ, রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি স্বভাবজাত বৈরভাববশতঃ অথবা ভগবদিচ্ছাক্রমে যে আসুরিক চেষ্টা দ্বারা ভগবদ্বিরোধ করিয়া অন্তিমে ভগবানের হস্তে নিধনলাভ ও জ্ঞানী মুক্তগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিল, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কংসাদির অনুকরণকারিগণের কখনও লাভ হইবে না। কারণ, ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার বিধি সর্ব্বশাস্ত্রে আছে, [illegible]দ্বারা, বিদ্বেষদ্বারা, পাপদ্বারা, হিংসাদ্বারা, সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা ও উদ্বেগদ্বারা কখনও ভগবানকে পাইবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বরঞ্চ ঐগুলি মনুষ্য, এমন কি পশুত্ব হইতেও অধমতা লাভ করাইয়া অন্ধতামিস্র নরকে যাওয়াইবার ও তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার পথ বলিয়া শাস্ত্রে উচ্চস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে। যদি বল—'জগাই-মাধাই যখন এত পাপ করিয়াও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়াছিল, তখন আমরাই বা পাইব না কেন? জগাই-মাধাইর পাপ চিত্রগুপ্তও লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। আর, আমরা কি অত পাপ করিয়াছি? আমরাও যদি পাপের দিক্ দিয়া জগাই মাধাইর তুল্য হইতে পারি তবেই দয়াল নিতাইর কৃপা অগ্রেই পাইব।' এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, জগাই-মাধাই জ্ঞানকৃত পাপাচরণ করেন নাই। তাঁহাদের অপরাধ ছিল না। তাঁহারা ধর্ম্মের আবরণে ব্যভিচার করেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী, কপট ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন—পাপাসক্ত, সরল; তাঁহারা যখন 'আর নারে বাপ' বলিয়া চিরতরে পাপপথ পরিত্যাগ ও নিরন্তর [illegible]পানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, তখনই তাঁহারা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় অনর্থমুক্ত হইয়া, [illegible] অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও গুরুভোগী, বৈষ্ণববিদ্বেষী দলের ন্যায় বাস্তাশী বা আরূঢ়-চ্যুত হন নাই। আমরা যদি তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া নামবলে পাপ করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা নরকগামী হইব। আমরা কোনকালেই গৌরনিত্যানন্দের কৃপা পাইব না। সেইজন্য আমরা যে জগাই-মাধাই হইতেও অতি নিকৃষ্ট, একথা অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্যপূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই শুনে তার পাপ হয়।
মোর নাম যেই লয় তার পুণ্যক্ষয়॥

বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম মনে করেন। যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের ঐ দৈন্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবকে অভাবগ্রস্ত, অনর্থপীড়িত জীববিশেষ মনে করে, তাহার অনন্ত রৌরব নরক লাভ হয়।

চোরদ্বয় যে প্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চুরি করিয়াছি মনে করিলেও তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং লোকভয়ে প্রাণ লইয়া পলায়ন করে, সে প্রকার আবস্থা, কুবস্থা বা চুরিবিদ্যাবিভূষিত অর্থকামী পারমার্থিক বাটপাড় এবং অবিদ্যা বা স্বার্থলোভী কামকামী ও চোরের মাসতুত ভাই আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভু ও শ্রীশ্রীগৌরবাসুদেবকে তাহাদের নির্যাতনের পাত্র ও অপহরণযোগ্য জড় দ্রব্য মনে করিলেও বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজেই বঞ্চিত ও পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু কুকুরের পুচ্ছ যে প্রকার কখনও সরল হয় না, সেই প্রকার অর্থকামী বা অনর্থকামী কলাকুম্ভর এবং তৎসহচর কামকামী অপরাধকুঞ্জর তাহাদের স্ব স্ব নীচপ্রবৃত্তি পশুতুল্য স্বভাব কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঐ সকল দ্বিপদ পশু হিংস্র চতুষ্পদ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হইতেও ভয়ঙ্কর; কারণ, বাহ্যে ধার্ম্মিকের বা বৈষ্ণবের মুখোসপরা ঐ সকল নরাকার পশুর ভীষণতম চরিত্র না জানিয়া অনেক সরল ও অমায়ায় ব্যক্তি হরিভক্তিসম্বন্ধ হইতে চিরতরে বঞ্চিত ও মুগ্ধ হয়।

অর্থ ও কামকামী ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরোধী জানিয়া অপ্রাকৃত কামদেবের সেবক বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমলচিত্ত আচার্য্যদেবকে রুদ্রাবতাররূপে দর্শন করে এবং জীবনের শেষ বিন্দু রক্তধারাও তাঁহার বিরোধাচরণে ক্ষান্ত হয় না। রাবণ, কংস, জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাত্মার আত্মা শ্রীবাসুদেব-পাদপদ্মকে অজ্ঞ জ্ঞানে মাপিতে গিয়া শক্তিসামর্থ্যহীন মনে করিয়া প্রাকৃত ধন-জন-অস্ত্র-বিদ্যাবলে তাঁহার বিনাশের জন্য যতই অধিক যত্ন করিতে থাকে ততই শীঘ্রই আত্মবিনাশ লাভ করে।

অর্থকামী ও কামকামী চোরেরা অধোক্ষজ অচ্যুতাত্মা [illegible] শ্রীশ্রীবাসুদেবপাদপদ্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে স্বীয় করায়ত্ত করিয়া কাল-কোপ [illegible] মনে করত কত না [illegible] বা অসুরোচিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভণ্ড কাপট্য বা মৎসরতা [illegible] করিবার [illegible] হইয়া থাকে। কংস যেপ্রকার একটীর পর একটী অসুর [illegible] প্রেরণ করিয়াছিল—অপ্রাকৃত চতুর্দ্দশবর্ষীয় [illegible] নন্দনন্দনকে বিনাশ করিবার জন্য, সেই প্রকার কংসের প্রতীকস্বরূপ অভাবনীয় দুর্নীতিপরায়ণ গুরুদ্রোহী, [illegible] পরমানন্দময় [illegible] শ্রীবাসুদেব [illegible] মানবশিশুমাত্র বোধে বিনাশের চেষ্টা করিয়া থাকে।

অহো, নন্দনন্দনের কি অপার মহিমা! যে সকল অসুরকে বধ করিতে ভগবানের এক একজন অবতারের আবশ্যকতা হইয়াছিল, আর, ব্রজে গোপবেশে অনেক বলবান্ অসুরগণকে কত অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়াছেন। পুতনা রাক্ষসী, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অসুরকে বধ করিতে তাঁহার অস্ত্র ধারণ করিতে হয় নাই। [illegible] অসুরগুলা আবার [illegible] ব্রজে উদিত হয়। কিন্তু [illegible] এবং বুদ্ধিতে সকলকে অতিক্রম করেন বলিয়া সরল ও একান্ত শরণাগত ব্রজবাসিগণের নিষ্কপট [illegible] তাহাদিগকে আনন্দ প্রদানের জন্য ঐ গুলিকে কপট [illegible] ধরিয়া ফেলেন এবং বিনাশ করেন। কিন্তু নন্দনন্দনের বিনাশ করে পুনঃ পুনঃ বিফলমনোরথ হইয়াও অবশেষে আত্মবিনাশ লাভ না করা পর্য্যন্ত উহারা [illegible] না। কংসের মত রাবণ [illegible] শ্রীরাম ও শ্রীরামচন্দ্রের [illegible] মান [illegible] মনে না মনঃকলা থাকিত [illegible] গতি হইল নির্ব্বংশ [illegible]। হায়! হায়! আত্মঘাতী কংস ও রাবণতুল্য [illegible] কতই দম্ভ, কতই আস্ফালন—"আমরা [illegible] শিক্ষাগুরুবাণী-সেবনীকে ধ্বংস করিব, আমরা নূতন করিয়া মিশন গড়িব, আমরা সনাতন অপ্রাকৃত মঠকে কানাপাহাড় বুনিতে ভাসিয়া দিব, আমরা [illegible] নন্দনন্দনকে নন্দগৃহে বা [illegible] দিব না, আমরা গুরুসেবার দ্রব্য অপহরণ করিয়াও ভিক্ষা বন্ধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকস্মাৎ [illegible] আদর্শ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার নামে মিথ্যা [illegible], আমরা গুরুসেবাকারী গোবিন্দ-বৈষ্ণবকে নির্যাতন করিব, [illegible] রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিব, আমরা [illegible] শ্রীবাসুদেবের অভ্যর্থনার আয়োজন ও সভাসমিতির ব্যাঘাত জন্মাইব, আমরা [illegible] ও অন্যান্য সেবাসৌষ্ঠব মিথ্যা প্রবোচনাদ্বারা বন্ধ করিব, আমরা [illegible] ধামের [illegible], শ্রীমায়াপুর [illegible], শ্রীধামসেবার সুযোগ-[illegible] শ্রীনাম-প্রচারণী সভা ও শ্রীনাম-[illegible] নানাভাবে মিথ্যা [illegible] ও মিথ্যা [illegible]দ্বারা [illegible] দিব, আমরা মঠের উপর তৃতীয় পক্ষের [illegible] গ্রহণ করিয়া ধাম-বাসিগণকে [illegible] রাখিয়া বন্ধ করিব, [illegible] সেবকগণের বিরুদ্ধে [illegible] যড়যন্ত্র করিব, আমরা মিথ্যা কথা রটাইয়া জনসাধারণকে মঠের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব,—ইত্যাদি ইত্যাদি।" আসুরিক ব্যক্তিগণের জীবনে [illegible], তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, [illegible], জন সকলেই [illegible]। কারণ তাহারা আত্মঘাতী।

চোরদ্বয় শ্রীশচীনন্দনকে চুরি করিয়াছি, তাঁহাকে আমাদের ঘরে পাইয়া বাঁধিয়াছি, এখন [illegible] বিনাশ করিয়া অলঙ্কার হরণ করি, এরূপ মনে করিয়াছিল। কিন্তু হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। লোকের সম্মুখে পড়িয়া কোনও মতে প্রাণ বাঁচাইল এবং ভাগ্যে ঐ [illegible] বক্ষা করিয়াছে বলিয়া [illegible] শাস্ত্রের নিঃশ্বাস [illegible]। ভগবানকে অসহায় মনুষ্যজ্ঞানে [illegible] করিতে গেলে নিজেই [illegible] হইতে হয়। ভগবান্ অধোক্ষজ [illegible]। ভগবানকে বন্দী করিতে ইচ্ছা [illegible] নিজে বন্দী হইতে হইবে। [illegible] হইয়াও নিজকে [illegible] মনে করে এবং পরিণাম জানিতে [illegible], [illegible] গোময় গুরু-[illegible] নিজের বুদ্ধি-[illegible] করে। সেই [illegible] বৈষ্ণবমহাজন কীর্ত্তন [illegible]—

[illegible] পড়িলে, জীবদীন।
[illegible] তুমি চিরদিন॥
[illegible] লোভ-আশে, বন্দী হ'য়ে
মায়াপাশে।
রহিলে বিকৃত-ভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন॥
এখন [illegible] কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে।
[illegible] অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-ঽ, শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপ্রচারকার 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্রাধা শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং উডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবশারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫৫নং বর্দ্ধমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গুণ্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

গোপগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুষুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যা[illegible]র-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাঙ্গাখানি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
বাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
বাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাটর, টাটপ	১০৷/০
খড়িপুর ১০০০ নং	১০/০
মহবোবা সাদা	
রংপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
রংপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৪৷০
গিনি	২২৲
রূপা চাদির বাট	৫২৷০

পাটের দর

আগষ্টে—	৪০৸০
সেপ্টেম্বর—	৪০৸০
অক্টোবর—	৪১৷০
নভেম্বর—	৪১৲
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ক্রসারকাইন ঐ	৯৲—৯৵০
	৫৸৵০—৫৸০
হাউসহোল্ড ঐ	৯৲—৯৵০
সুজী	
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
জলাউ	১৪৵০—২৸০
ভূষি	১৸৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
অভরা	৫৭৲
গ্রামজাত	৫০৲
কৃষ্ণবেনী	৪৫৲
লক্ষ্মী	৩৬৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আগের গোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আগের কৰকৎ	৪০৲
করাচি পুরনিস কাটন	৪৩৲
চাষার্প তাখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাতলা শাখ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
"কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
৯। • বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮ ১৸৵

২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
নীচ	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৫৸০

পাতি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা ৫৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷

ইল পাতি, বোল্টু, গরাদে ৬৸০—৭৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের ৭৷০

রড ৬৸০—৭৸০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হালমণ ৫৵০, পাটের চালমণ ৬৷০

তুলার চালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্‌ লিঃ

৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুডা, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। **সেবন বিধি:—**

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেবা। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদপত্র পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	[illegible]
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
ত্রৈমাসিক "
মাসিক " ২৲
প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমগ্র প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ সমালোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

[illegible] শ্রীমায়াপুর—'শ্রীধাম'—
[illegible]
[illegible]
[illegible] মিশ্র-
[illegible] ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতে সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ৭ই মে, ১৯৩৮, শনিবার [৫৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

গড়াই নদীতে সন্তরণকালে বিপত্তি

গত ১লা মে বেলা প্রায় দেড়টার সময় কুষ্টিয়ার জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীর পাচক আদেশ্বর মিশ্র (৪০) নামক একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ গড়াই নদীতে অন্য দুই ব্যক্তির সহিত সাঁতার কাটিয়া যখন ফিরিতেছিল, ক্লান্ত হইয়া ডুবিয়া যায়। তাহার সঙ্গীদের একজন তাহার সম্মুখে এবং অপরজন তাহার পিছনে ছিল। তাহারা তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রবল স্রোতের জন্য তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহার মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

———

নূতন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা

নূতন রাজার নামাঙ্কিত কয়েকটি ভারতীয় মুদ্রা নমুনা স্বরূপ তাঁহার অনুমোদনের জন্য বিলাতে পাঠান হইয়াছে। তিনি ঐগুলি অনুমোদন করিলে দুই তিন মাসের মধ্যেই ভারতীয় টাকশালে ঐরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করা হইবে।

প্রকাশ নূতন রাজার মুদ্রায় তাঁহার মাথা ও নাম থাকিবে, তাহা ছাড়া উহার আকারে ও লেখায় আর কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। তবে দুয়ানীগুলি চতুষ্কোণের পরিবর্ত্তে গোল হইতে পারে।

———

শিশুকে আছাড় মারিয়া খুন

যশোহরের জেলার একটী গ্রামে একটী কূপ ব্যবহার লইয়া দুইদল চামারের মধ্যে বিরোধ হয় এবং উহার ফলে একটী শিশু নিহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একটী কূপ ব্যবহার লইয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে বচসা হয় এবং উহা গড়াইতে গড়াইতে পুরুষদের মধ্যেও যায়। অতঃপর উভয়পক্ষে তুমুল বচসা আরম্ভ হয়। এই সময় একজন স্ত্রীলোক অপর একজন স্ত্রীলোকের কোল হইতে তাহার পাঁচ মাস বয়স্ক শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া জোরে মাটিতে আছাড় মারে। শিশুটী তখনই মারা যায়। স্ত্রীলোকটীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। সেও পাল্টা এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, শিশুটীর পিতা তাহার শিশুটীকে মাটিতে আছাড় দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

———

রাও রাজার আবু পাহাড় গমন

শিকারে গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকাল ৭টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত আফিস হয়। সকলেই আশা করিয়াছিল যে, অতঃপর আফিস আদালত খুলিবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আফিস আদালত খুলে নাই।

রাও রাজা ১লা মে তারিখে জয়পুর গিয়া জয়পুরের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিনই তিনি জয়পুর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার গ্রীষ্মনিবাস আবু পর্ব্বতে চলিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ আপোষের ৬ষ্ঠ সর্ত্তটিতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সর্ত্ত এই যে, শিকারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসিলে রাও রাজা শিকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। জনসাধারণ মনে করেন এখন শিকারে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরানয়ন জয়পুর দরবারের উপরই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং জনসাধারণ আশঙ্কা করিতেছেন যে, এই সর্ত্ত দ্বারা রাও রাজার শিকারে প্রত্যাবর্ত্তন জয়পুর দরবারের মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গঙ্গাস্নানে বিপত্তি

শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী স্নেহলতা চক্রবর্ত্তী (২০) গত সোমবার দ্বিপ্রহরে অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে শ্মশানেশ্বর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া নদীতে ডুবিয়া যান। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় উক্ত ঘাটের উত্তর দিকে কিছু দূরে কুমারী স্নেহলতার মৃতদেহ পাওয়া যায়। কুমারী স্নেহলতা এম, এ, ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন।

ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের প্রস্তাব

শরৎকালে সাধারণ নির্ব্বাচন এক রকম নিশ্চিত বলিয়া পার্লামেন্টী রাজনীতিক মহল মনে করিতেছেন। নির্ব্বাচনী পোষ্টার, ইস্তাহার, বক্তা, ক্যানভাসার, এমন কি সংবাদপত্রে প্রচারকার্য্যের জন্য এজেন্টের ব্যবস্থা লইয়া রক্ষণশীল দলের পরিচালকগণ এখন ব্যস্ত। যে সব নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে 'জাতীয়' শ্রমিকদলের সমর্থক মনোভাব দেখা যাইতেছে সেই সব নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে জাতীয় শ্রমিক প্রার্থী নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন করা হইতেছে; কোন কোন রক্ষণশীল মহল হইতে খাঁটি রক্ষণশীল প্রার্থীর জন্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ করা হইতেছে; তিন দলের (রক্ষণশীল, জাতীয় উদারনৈতিক, জাতীয় শ্রমিক) পক্ষ হইতে সম্মিলিত নির্ব্বাচনী ইস্তাহার বাহির করা হইবে।

ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর আসন্ন লণ্ডন আগমনের উপর এখানকার উচ্চ রাজনীতিক মহল খুব বেশী গুরুত্ব অর্পণ করিতেছেন। সব দিক দিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার যে নীতি মিঃ নেভিল চেম্বারলেন অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে মিশর ও আয়র্ল্যাণ্ডের পর ভারতের তুষ্টিবিধান অন্যতম লক্ষ্যরূপে রহিয়াছে। ভারতকে, বিশেষতঃ কংগ্রেসকে তুষ্ট করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি তৎসম্বন্ধে লর্ড লিনলিথগোর নিকট পরামর্শ চাওয়া হইবে। প্রভাবশালী রাজনীতিক মহলে বলা হইতেছে যে, ভারতকে একরকম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের প্রস্তাবও উপস্থিত করা হইতে পারে; ইহাতে পূর্ণ ক্ষমতা ক্রমশঃ হস্তান্তরকালে দেশরক্ষার ভার যুক্তভাবে ভারতীয় ও বৃটিশের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা হইবে; অবশ্য তাহার বিনিময়ে ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিলে বৃটেন ভারতের নিকট হইতে কাঁচামাল, অর্থ, এমন কি সৈন্যদলের সাহায্য পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিষয় সংশোধনের জন্য লর্ড লোথিয়ান যে আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাও উপরোক্ত বিষয়ের সহিত জড়িত।

বিদুষী মহিলার সম্মান

শ্রীমতী কমাবাঈ রাও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করায় অযোধ্যার সংস্কৃত কাব্যালয় কর্ত্তৃক 'পণ্ডিতা' উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচ্য ভাষা সম্মেলনে ইনি যোগদান করেন। ঐ সময় ইঁহার রচিত একটী সংস্কৃত শ্লোক সমবেত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ভারতে ইনিই প্রথম 'পণ্ডিতা' উপাধিতে ভূষিতা হইলেন। শ্রীমতী কমাবাঈ টেনিস্ খেলায় পারদর্শিনী। ইনি বোম্বাই-এর ডাঃ আর রাওয়ের পত্নী।

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ-সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আনবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥৹
২৭। বৃত্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। ভক্তস্মৃতাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ক স ।৶৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৲ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিশ্ব-গুরু
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ২৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৫শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই মে ইং ১৯৩৮. | শনিবার | ৫৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ-কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহই প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত জৈবধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচিত হইতেছে। প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিভিন্ন ভক্তগণকর্ত্তৃক পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। অপরাহ্নে ২ ঘটিকা হইতে ৩॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণনিশ্চয় প্রভু জৈবধর্ম্ম পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সন্ধ্যার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে প্রত্যহই শ্রীধামে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহপ্রভু ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দ আলাপ-আলোচনামুখে যাত্রিগণকে শ্রীধামের বহু তথ্য ও ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ৪ঠা মে বুধবার অপরাহ্নে শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথ কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে বিদেহরাজ নিমির ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্র কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত উপদেশাবলী অবলম্বনে বহু বিষয় আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহই প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থালোচনা হইতেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বর্ত্তমানে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথ কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নবযোগেন্দ্রোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে শ্রীপাদ গোবিন্দদাস অধিকারী, উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ বি-এ, শ্রীপাদ মদনমনোহর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ ভক্তিসরোজ প্রভু সমাগত যাত্রিগণের নিকট শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীরামানন্দ-বিরহোৎসব

আগামী ১৯শে মে বৃহস্পতিবার রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনস্থলী পশ্চিম গোদাবরী জেলার অন্তর্গত কভুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল রায় রামানন্দের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস প্রাতঃ উঃ ৬ ঘটিকা হইতে বেলা সাড়ে এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ এবং তদনন্তর অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি হইবে। অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকা হইতে পুনরায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হইবে। অতঃপর নাম-সংকীর্ত্তনাদি অন্তে শ্রীল রায় রামানন্দের অমূল্য লোকশিক্ষাপ্রদ অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বজীবমঙ্গলকর উপদেশাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি অন্তে উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মনোনিগ্রহ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়েন্দ্রিয়সঙ্গেন চ গৃহতে স্বহস্তবশীকর্ত্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ।"

কৃত্রিম ধ্যান ধারণা, স্মরণমননাদি ও ফল্গুবৈরাগ্য প্রভৃতি কখনই মনোনিগ্রহের উপায় নহে। শ্রীরূপপাদোক্ত যুক্তবৈরাগ্যের বিচারাবলম্বনে শ্রীগুরুমুখশ্রুত-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন-প্রধান অভ্যাসই মনোনিগ্রহে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শৃণ্বতঃ স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্॥

[যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদি বাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।]

কৃষ্ণকথার শ্রবণকীর্ত্তনই হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ অভদ্ররাশি দূর করেন। কিন্তু সেই সেই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি ভক্তি জীবের প্রাকৃত শ্রোত্র, বাক্, মন ও দেহের গোচরীভূত ব্যাপার নহেন; তাহা হইলে উহার অনুশীলন আমাদিগের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার না হইলেও তাঁহারা অহৈতুক করুণাময়, আমাদিগকে একটু সেবোন্মুখ অবস্থায় দেখিলেই তাঁহারা আমাদের সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্ত লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তদভিন্ন স্বয়ং-প্রকাশ বলদেব জীবপ্রতি অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা দুই ভাই যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্যরূপে উদিত হইয়া জীবের হৃদাকাশস্থ চিরসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তথায় বস্তুতত্ত্বের উদয় করান। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—তাঁহাদের মধুরলীলাই শ্রবণপথগত হইয়া জীবহৃদয়ের সকল তমঃ দূর করিতে একমাত্র সমর্থ :—

গৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না। তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এ'জন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্যবাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মধুসূদন অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

মনোনিগ্রহ

সমস্ত শাস্ত্রেই মনোনিগ্রহের কথা বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। "মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের ভজন' ইহাই মহাজনগণোক্তি। এই মনকে নিগৃহীত করিবার উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বিভিন্নভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে স্নান, দান, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা মনের মালিন্য দূরীভূত করিবার বিচার থাকিলেও তাহা তাৎকালিক, হস্তিস্নানাদিবৎ বৃথা। জ্ঞান ও যোগমার্গে চিত্তশুদ্ধির নানাপ্রকার বিচার দৃষ্ট হইলেও তাহাও 'বেণুগুল্মনিবানলঃ'; তাৎকালিকভাবে নির্দ্ধূতকল্মষবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহাতে পাপবাসনা না যাওয়ায় মনের চাঞ্চল্য নিঃশেষে দূরীকরণের ক্ষমতা কাহারও নাই। একমাত্র ভক্তিযোগাবলম্বন ব্যতীত সম্যক্ প্রকারে মনোনিগ্রহ আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। ভক্তিই 'নীহারমিব ভাস্করঃ', জীবের সমস্ত মনোমল নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া পরা শান্তি প্রদান করেন। "ভুক্তি-মুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥" শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তির বিশুদ্ধতাপ্রকাশক,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥"

শ্লোকে-যে লক্ষণ-ষট্কের পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে ভক্তির ক্লেশঘ্নত্বের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা-এই তিনপ্রকার ক্লেশ। পাপ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার। ভক্তি অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং প্রারব্ধ—যাহার ফল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এতদুভয়ই ধ্বংস করিয়া থাকেন। ভক্তির অপ্রারব্ধহরত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধিনী ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

ভক্তির প্রারব্ধহরত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন :—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৬)

[হে ভগবন্, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোৎপন্ন চণ্ডালও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার ও আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন, আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই।]

"দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ"। অর্থাৎ দুর্জ্জাতিই সবনাযোগ্যত্বে কারণ, দুর্জ্জাত্যারম্ভক পাপই প্রারব্ধ-পাপ, ভক্তি সেই পাপকে নিঃশেষে সদ্যঃ সদ্যঃ হরণ করেন।

ভক্তির পাপবীজহরত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥

(ভাঃ ৬।২।১৭)

[তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপসমূহ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠান-জন্য হৃদয়মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত 'চরম'স্বরূপ সংস্কার বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা দ্বারাই তাহা সম্যগ্রূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে।]

ভক্তির পাপবীজেরও মূল অবিদ্যাহরত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন -

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

(ভাঃ ৪।২২।৩৯)

ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয় যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।

ভক্তিই 'শুভদা'। নিখিল নিত্যশুভপ্রদায়িনী মনীষিগণ সর্ব্বজগতের প্রীণন বা প্রীতি উৎপাদন, অনুরক্ততা, সদ্গুণ ও সুখ ইত্যাদিকেই 'শুভ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥

যিনি শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করেন, তিনি সমস্ত জগতের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। সমস্ত স্থাবর জঙ্গম তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

ভক্তির নিখিলসদ্গুণাদি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদি সমস্তগুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান-যোগরত গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হারতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত ; তাহাতে মহদ্ গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

ভক্তিই নিত্যসুখপ্রদায়িনী। আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরূপাবস্থানাভাব হেতু অসুখের অবসান নাই। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামনায় কেবল অশান্তি, যেহেতু তাহাতে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত পরিপূর্ণ চিৎসুখোদয় কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। যে সুখ কৃষ্ণসেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা সাক্ষাৎ প্রেমসুখ হইলেও ভক্তের পক্ষে তাহা কদাপি বরণীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতে করিতে দারুকের প্রেমানন্দ-জনিত অশ্রু-স্তম্ভাদিরূপ দেহের জড়ভাব, উপস্থিত হইলে তাহা কৃষ্ণসেবার বিঘ্নোৎপাদক জানিয়া সেই নিজসুখভাবানন্দকে দারুক আদৌ অভিনন্দন করেন নাই। ব্রজরামাগণও কৃষ্ণদর্শনজনিত প্রেমাশ্রুধারাকে কৃষ্ণদর্শনের বাধক জানিয়া অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন। 'প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।' ইহাই মহাজনোক্তি। প্রীতির বিষয় কৃষ্ণের সুখেই প্রীতির আশ্রয় কৃষ্ণ-ভক্তের আনন্দ। তদ্ব্যতীত যে আনন্দের পরিকল্পনা, তাহা কখনই ভক্তিদেবীর অহৈতুকী কৃপা নহে, পরন্তু বঞ্চনামাত্র। শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর সহিত জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর শুদ্ধসংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। আর তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণকৃপাপাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

ভক্তি— মোক্ষলঘুতাকৃৎ। ভক্তিদেবীর কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলেই পুরুষার্থচতুষ্টয় তৃণতুল্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থকামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

* * * *

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

শ্রীলীলাশুক তাঁহার কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

[হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তখন ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; কেন না, স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফল দ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গসুখাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণসেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।]

সেই ভক্তি সুদুর্ল্লভা, অত্যন্ত দুর্ল্লভ-বস্তু; জ্ঞানাদি আলোচনাফলে মুক্তি বা

যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে ভুক্তি সুলভা হইতে পারে; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও হরিভক্তি লাভ করা যায় না। একমাত্র শুদ্ধভক্তের দাস্য ও সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত সাধনাবলম্বন ব্যতীত হরিভক্তিলাভ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া ভুক্তিমুক্তি দিয়াই সকলকে বিদায় দিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ মুকুন্দ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি সহজে প্রদান করেন না।

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন
ভক্তিযোগম্॥"
(ভাঃ ৫।৬।১৮)

ভক্তি—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণীকৃত করিলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের একটি পরমাণুতুল্য হয় না।

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৪৩)

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯৭)

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি-
স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি
জগদ্গুরো॥"
(হরিভক্তিসুধোদয়)

[হে জগদ্গুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মানন্দে জীবের যে সুখ তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদ অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।]

ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"—ইহাই শ্রুতিবাক্য। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পুরুষোত্তম ভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রেমাধীন হইয়া পড়েন। তিনি বলেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।)

ভগবান্ বলিয়া থাকেন,—"আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তেরা যেখানে আমার গান করেন, আমি সেখানেই থাকি। সাধুরা আমার হৃদয়, আমি সাধুদের হৃদয়, সাধুরা আমা ছাড়া আর কাহাকেও জানে না, আমিও সেই সাধু ছাড়া আর কাহাকেও জানি না।" "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ॥"

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং
ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি-
র্মমোর্জ্জিতা॥
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

(হে উদ্ধব! মদীয়া সাধনাত্মিকা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বহেতু) প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।)

ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে আর কিছুই আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"—ইহাই গীতার শ্রীমুখবাক্য 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্' (ভাঃ ১১।১৪।২১)—"শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি।" প্রেমাঞ্জনরঞ্জিতভক্তিনেত্রেরই দর্শনীয় বিষয় হন অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্যামসুন্দর। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে তিনি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিদেবীই কৃপা করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণের দর্শনযোগ্যরূপ প্রদান করেন, আমাদের দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণের দৃশ্য করিয়া দেন, কৃষ্ণ তখন আমাদিগকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না।

এই ভক্তিযোগ শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্যলীলা-কথার শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ প্রধান। শ্রীস্বরূপরূপানুগবিচারধারা-অনুসরণকারী শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণপূর্ব্বক অনুক্ষণ তদনুকীর্ত্তনপ্রভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি আসিলেই দেহমনোধর্ম্মপ্রসূত যাবতীয় অভদ্ররাশি বিদূরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যমঙ্গল বিস্তৃত হইতে থাকে, চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়, শুদ্ধসত্ত্বে শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তি এবং বিজ্ঞান-বিরাগযুক্ত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে,—ইহাই "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের চরমোপদেশ। শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুরও উপদেশসার এই যে—

তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥

ভক্তিরাজ্যের ক্রমপন্থানুসারে অর্থাৎ আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা শ্রবণ করিয়া সেই শ্রুতবিষয় গুরুমুখাগতত্বে শ্রবণনিয়ন্ত্রিত রসনায় কীর্ত্তনপর এবং কীর্ত্তনপ্রভাবান্বিত মনে স্মরণপর হইয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমনে জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক নিখিল কাল যাপন করিবে, ইহাই উপদেশসার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় লিখিয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য অভিধেয়ের সাধ্য নহে; কেবলমাত্র শ্রবণাদি-দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ভক্তিযোগপ্রভাবে বিশুদ্ধ মনের সম্যক্ প্রণিহিতাবস্থায় পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্মদর্শনের আদর্শ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত যে মন কিছুতেই সম্যক্ পরিশুদ্ধ হইতে পারে না, তাহা জানাইয়াছেন। গীতা "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" বাক্যের দ্বারা মনের বিষয়গ্রহণপিপাসা পরানুশীলন-প্রাবল্যব্যতীত অন্য শত সহস্র উপায়েও প্রশমিত হইবে না, ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে স্ব-স্ববিষয়গ্রহণে কৃত্রিম উপায়ে সংযত করিয়াও মনের দ্বারা যে আরও প্রবল ভাবে বিষয়গ্রহণ করিয়া মিথ্যাচারী হওয়া যাইতে পারে তাহাও 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য' শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শত শত শ্লোকে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। "যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" (ভাঃ ১।৬।৩৬)—শ্লোকে বলিয়াছেন — "শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মসেবাদ্বারা নিরন্তর কাম-লোভাদিরিপুবশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাদ্ভাবে নিগৃহীত হয়, যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গাবলম্বনে তাদৃশ নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।" "যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥" (ভাঃ ১০।৫১।৬০), "প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥" (ভাঃ ১১।২৯।২) এবং "অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্ ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥" (ভাঃ ১১।১৫।৩৩) ইত্যাদি ভূরি ভূরি শ্লোকে একমাত্র ভক্তিযোগাবলম্বন ব্যতীত ইতরোপায়ে মনোনিগ্রহের চেষ্টাকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ভক্তিযোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী,—"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", গীতা বলিয়াছেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। চিত্তসমাধানরূপ যোগ যে কৌশলে সম্ভাবিত হইতে পারে, সে কৌশল আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তিমার্গাবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম ঔপাধিক ধর্ম্মমেঘপরিমুক্ত হইয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পদে পদে বিপদ্।

স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তিসহ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"পিবন্তি যে ভাগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

[যাঁহারা স্বীয় উপাস্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।]

যে মানস শোকামর্ষাদিদ্বারা আক্রান্ত, সে মানসে কখনও মুকুন্দের স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ বা উর্জ্জিত সত্ত্ব ব্যতীত অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবের আবির্ভাব অন্যত্র উপলব্ধির বিষয় নহে। অপাবৃত পুমান্ বিষয়বিগ্রহ বাসুদেব শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবেই প্রকটিত হন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবই আশ্রয় বাসুদেব। সেই আশ্রয়বিগ্রহবাসুদেবদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবারাধনাই শ্রীগুরুর উপদেশ। "বাসুদেবানন্তদাস্যে থাকিয়া তো সদা লহ নাম"—ইহাতেই মনের বিষয়াভিমুখিনী মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি নিগৃহীত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে গাঢ়াভিনিবেশ লাভ করিবে। মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষের "মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" আদর্শানুসরণ ব্যতীত অতিচঞ্চল, প্রমাথি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, অজেয়, দুর্ভেদ্য, বায়ুর ন্যায় দুর্দ্দমনীয় মনকে উপায়ান্তরাবলম্বনে কখনই নিগ্রহ করা যাইবে না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা সেই দুর্নিগ্রহ মনকে নিগৃহীত করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। পাতঞ্জলসূত্রেও ঐরূপ কথা আছে—"অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" কিন্তু শ্রীভগবদুক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য কোন কৃত্রিম হঠযোগের অনুষ্ঠেয় ব্যাপারবিশেষ নহে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর তাঁহার সারার্থবর্ষিণী টীকায় বলিয়াছেন—

"বলবানপি রোগঃ তৎপ্রশমকৌষধসেবয়া সদ্বৈদ্যপ্রযুক্তপ্রকারয়া মুহুরভ্যস্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা দুর্নিগ্রহমপি মন অভ্যাসেন সদ্গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ পরমেশ্বরধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেণ

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-ঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রচারকল্পে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তনন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাৰ্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিময়ূখ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) প্রাণঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম্যাদি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
ভাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ছোট কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁশফুলী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
ভাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷৵০
কসিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাষচোরা সাদা	৯৲
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৸৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

উত্তম—	৪০৸০
মধ্যম—	৪০৸০
নিকৃষ্ট—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফ্লাওয়ার্স ঐ	৬৲—৬৵০
লাইসেন্স ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
ভূষি	১৸৵০—১৸০
রবি	১৸৵০—১৷৵০

মুড়ের দর

দেশী	৫৭৲
রায়গাজ	৫৭৲
কলম্বো	৪০৲
বরিশাল	৪৬৲
নারিকেল	৩৫৷০

তার	...
কাবুলে	৩৬৲
ঝালা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুদের দর

আমের সোনার কাটন	৫৪৲
লিট ল আমের বরফ	৪০৲
করাচি পুরনি কাটন	৪৩৲
ন্যাশনাল তামা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৸০
শুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
গন্ধা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৸০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০ —৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ১৸৵০

২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

5টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৩৷০

তুলার হালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট লেন্, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(ঃ০ঃ)—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

-ঃ(ঃ০ঃ)ঃ-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে “দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪।১নং গলি পোঃ আঃ টাউনহল, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ,

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(●)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনবতা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সুবিখ্যাত সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———::(●)::———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা-নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৩-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যভাণ্ডারের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(●):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

[illegible]

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ৯ই মে, ১৯৩৮, সোমবার [৫৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

শান্তিপুরে মেথর ধাঙড়দের সভা

গত ২৮শে এপ্রিল শান্তিপুর মেথর ধাঙড় ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা ইউনিয়নের অফিস হইতে বাহির হইয়া স্থানীয় লাইব্রেরী মাঠে সমবেত হয়। তথায় ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড নিখিল মুখার্জীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, মেথর ধাঙড়েরা তাহাদের দাবী বহুবার মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট পেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কিছু করিতে অস্বীকার করাতে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ছাড়া আর কোন উপায় নাই। কমরেড কানাই পাল, কমরেড সাধু, জগদেও প্রভৃতি বক্তৃতা করে।

ঘাটালের নানাস্থানে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু

গত সোমবার রাত্রি ৯-১৪ মিনিটের গাড়ীতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত জওহরলাল বক্সী, শ্রীযুক্ত বসন্ত দাস প্রভৃতি সমাভিব্যাহারে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করেন। রাত্রি অধিক হইলেও বিভিন্ন ষ্টেশনে বহু লোক কংগ্রেস সভাপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য উপস্থিত ছিল। রাত্রি ১২টার সময় শ্রীযুক্ত বসু মেদিনীপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হন। নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ, শ্রীমান অমরেন্দ্রলাল খাঁ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তমলুক হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঁশকুড়া ষ্টেশনে মিলিত হন। শ্রীযুক্ত বসু নাড়াজোল রাজের গোপপ্রাসাদে রাত্রি যাপন করেন। মঙ্গলবার সকালে জলযোগ করিয়া শ্রীযুক্ত বসু বেলা আটটার সময় কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, শ্রীযুক্ত জওহরলাল বক্সী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ অমরেন্দ্রলাল খাঁ, শ্রীযুক্ত জ্ঞান বসু প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শালবনী অভিমুখে রওনা হন। সেখানে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অনন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পশুপতি সামন্ত প্রভৃতি কর্ম্মিগণের আন্তরিক চেষ্টায় সভার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে বিভিন্ন সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

———

বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী শোচনীয় দুর্ঘটনা

দিল্লী হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত পাতুয়াদি রাজ্যে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনুমান দুইশত গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছে। তিনজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

অবশেষে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়। যাহারা আগুন নিভাইতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের শরীর স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে। উক্ত রাজ্যের নবাব এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া এই দৃশ্য দেখিতে পান।

ভিক্টোরিয়া জুবিলি হলের ছাদ ধ্বসিয়া পড়ায় গত ৩রা মে সন্ধ্যায় পূর্ত্তবিভাগের দুই জন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইয়াছে।

ঐ হলের ছাদে মেরামতের কাজ চলিতেছিল। পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার খাঁ সাহেব ফকির মহম্মদ খাঁ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মজিদ উল্লা খাঁ, এবং ওভারসীয়ার মিঃ মেবরাজ ক্ষেত্রী কাজ দেখাশুনা করিবার জন্য ছাদে উঠেন। অকস্মাৎ ছাদ ধ্বসিয়া পড়ে এবং তিন জনেই নীচে মেঝেতে পড়িয়া যান। খাঁ সাহেব ফকির মহম্মদ ও মেবরাজ ক্ষেত্রীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মিঃ মজিদ উল্লাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লেডী রেডিং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

গত শনিবার ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বল্লা গ্রামে যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকখানি বাড়ীর প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। একটী বড় বটগাছের ডালের চাপে তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন বালকও ছিল। উহারা ঝড়ের সময় উক্ত গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। একখানি নৌকা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। বল্লা দাতব্য চিকিৎসালয়ের চালা উড়িয়া গিয়াছে।

জাঞ্জিবারে লবঙ্গ ব্যবসায়ীদের সহিত বিরোধ

প্রকাশ যে, জাঞ্জিবার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধি মণ্ডলী ও রেসিডেণ্ট গত ৫ই মে একটী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। লবঙ্গ ব্যবসায় সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার ফলে যে চুক্তি হইয়াছে উহাতে তাহার সর্ত্তাবলী থাকে। রেসিডেণ্ট উহা অনুমোদনের জন্য কলোনী সচিবের নিকট সুপারিশ করিয়া পাঠান। চুক্তি দ্বারা এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, রপ্তানি করার জন্য লবঙ্গের অর্দ্ধেক লবঙ্গ আমদানীকারক সমিতির নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইবে। আমদানীকারক সমিতি বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য বিশেষ শ্রেণীর লবঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। ভারতে প্রেরণের জন্য বিশেষ শ্রেণীর লবঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। আমদানীকারক সমিতি উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে দর ঠিক করিয়া লইবেন এবং একমাত্র ঐরূপভাবে ধার্য্য মূল্যে লবঙ্গ ক্রয় করিবেন। ব্যবসায়িগণ যে কোন মূল্যে লবঙ্গ বিক্রয় করিতে পারিবেন। যেসব উৎপাদনকারী ঋণ সালিশী আইন অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন, তাঁহারা ব্যতীত যে কোন উৎপাদনকারীর আমদানীকারক সমিতি কিম্বা ব্যবসায়ীদের নিকট নিজের ইচ্ছানুযায়ী লবঙ্গ বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে।

বিদেশে লবঙ্গ চালানের ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে, এই বিষয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি এবং একজন আরব ও একজন ভারতীয়কে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। লবঙ্গ ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য আমদানীকারক সমিতির প্রত্যেক ডিপোর নিকট বাজার বসানো হইবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন জারী

সম্প্রতি যে বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহা সেকেন্দ্রাবাদেও প্রচার করা হইয়াছে। উহার ফলে সনাতনী মহলে বিশেষভাবে গোঁড়া বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সময় বিবাহের মরশুম। বৈশ্যগণ আইনের কবল হইতে রেহাই পাইবার উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদ রাজ্যের এলাকায় বিবাহ দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করিতেছে। অপরদিকে সমাজসংস্কারকগণও চুপ করিয়া নাই। তাহাদের চেষ্টায় ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ডের সদস্য ও হায়দরাবাদ আর্য্য বৈশ্য মহাসভার সভাপতির উপর নোটিশ জারীর ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ৫ই মে আরও ইনজাংসন জারীর প্রার্থনা করিয়া সেকন্দ্রাবাদ কোর্টে আবেদন করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ বাদশ-আলবর ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫ গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আয়তত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ } ২৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৬শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৯ই মে ইং ১৯৩৮, সোমবার ৫৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

গয়ায়

গয়ার পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সাদর আহ্বানে উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় মঠস্থ অন্যান্য সেবকবৃন্দ সহ গত ৩০শে এপ্রিল শনিবার তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণনামকীর্ত্তন-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শচীমাতার নিকট কথিত জীবগতির বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎ প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজী কৃষ্ণসেবাবিমুখ জীবের চরম দুর্গতির কথা বর্ণন করিয়া কৃষ্ণসেবা দ্বারা জীব স্বীয় স্বরূপ অবগত হইয়া পরা শান্তির অধিকারী হন তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২রা মে সোমবার স্থানীয় প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাব্-এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে ব্রহ্মচারীজী অন্যান্য সেবকবৃন্দ সহ তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহাভাগবত প্রহ্লাদের দৈত্যবালকগণের প্রতি নারদ-কথিত ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে ব্রহ্মচারীজী মনুষ্য ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া সামান্য ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছায় ঔপাধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট অবস্থায় সংসারে কিপ্রকার মোহগ্রস্ত হন তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। এই প্রকার মোহ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় যে সর্ব্বাত্মেশ্বর, সর্ব্বসুহৃদ্ ভগবানের সেবাবিজ্ঞান সাধুসঙ্গে শ্রবণপ্রভাবে অবগত হইয়া তৎসেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকা, তাহাও এতৎ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ দধিবামন ব্রহ্মচারীজীর মূল-গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ যোগদান করেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুত ত্রিগুণানাথ ব্যানার্জ্জী বি-এ; ডাঃ মন্মথনাথ চৌধুরী এম্-বি; ডাঃ তারাপদ চাটার্জ্জী এম্-বি; কবিরাজ সোমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; ডাঃ রাধেশ্যাম সিংহ; শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সেন কবিরত্ন; বাবু জহরলাল সিংহ (মোটর-ইঞ্জিনিয়ার) প্রভৃতি।

আমরোহায়

গত ২৪শে এবং ২৫শে এপ্রিল আমরোহার জমিদার শ্রীযুক্ত জগদীশ শরণ মহোদয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

গত ২৯শে এপ্রিল স্থানীয় জমিদার শ্রীযুত ব্রজনন্দন প্রসাদ সাহ মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী হিন্দিভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

গত ১লা মে তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীযুক্ত ভানুপ্রকাশ নামক মাননীয় মুন্সেফ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন। মুন্সেফ মহোদয় প্রচারের সহায়তা জন্য বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা প্রশংসার্হ।

গত ২রা মে তারিখে স্বামীজী শ্রীযুক্ত কাশীনারায়ণ মহোদয়ের গৃহে প্রাতে ৭॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের উপাখ্যান হিন্দিভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ প্রায় মাসাধিককালব্যাপী আমরোহা সহরে প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ২রা মে তারিখে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মোরাট সহরে প্রচারার্থ গমন করেন।

———

দিল্লীতে

গত ৩০শে এপ্রিল শনিবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ মঠরক্ষক শ্রীপাদ অপ্রমেয় প্রভুর সহিত শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে পুসা এগ্রিকালচার কলেজ কোয়ার্টারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারের জন্য গমন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় বাবু চতুর্ভুজজীর বাংলোয় বহু শিক্ষিত ও সজ্জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীজীর গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অনন্যভক্তি, নামভজন ও রাধাকৃষ্ণ উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা আচরণ-মুখে প্রচারই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের একমাত্র কৃত্য তদ্বিষয়ে হিন্দিভাষায় ১॥০ ঘণ্টা যাবৎ একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন প্রাতঃকালেও প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ নগরকীর্ত্তন ও ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৫॥০ ঘটিকা হইতে ৮॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেন মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল মাত্র।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি; শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায়; শ্রীযুত নিরঞ্জন সেন (আর্টিষ্ট); শ্রীযুত ধীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুত ফণীভূষণ সান্যাল (এম্-এস্-সি); শ্রীযুত গণেশচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুত চতুর্ভুজ সাহ; শ্রীযুত যোগেন্দ্র প্রসাদ; শ্রীযুত রাঘব রাও (হেড্ আর্টিষ্ট); শ্রীযুত শ্রীশ চন্দ্র বিশ্বাস (বি-এ); শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র গুপ্ত (বি-এ); শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (বি-এ); শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র উপাধ্যায় (বি-এ), শ্রীযুত রামশরণ শর্ম্মা (বি-এ); শ্রীযুত সুরেন্দ্রলাল দাস ডি,এস-সি প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মধুসূদন সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫২

মঠ কি?

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

যেখানে শুদ্ধজ্ঞান লাভের জন্য জীবগণ শ্রীগুরুপদাশ্রয় করেন, সেই স্থানকে মঠ বলে। কর্ম্মিগণ শ্রীশাক্যসিংহ গৌতমের আশ্রয়ে কতিপয় আনুষ্ঠানিক কর্ম্মমঠ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সকল মঠে কর্ম্মপদ্ধতির আদর এবং অনুষ্ঠানবিরত শ্রমণগণ বাস করিতেন। শাক্যসিংহের উদয়কালের বহু পূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-বটুগণ বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাধ্যয়নের জন্য বাস করিতেন। ক্রমশঃ তাদৃশ আশ্রমগুলি [illegible]মতে দেবালয়ে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজস, ক্রীড়াগৃহ বা আখড়াবাড়ী তামস এবং ভগবদ্গৃহ নির্গুণ। কর্ম্মিগণ যেকালে গুণরহিত হইয়া নির্গুণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত বিগ্রহের সেবন করেন সেই সময়ে তাঁহাদের আর বহ্বীশ্বরবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না। কর্ম্মি মঠ, দেবালয় ও শ্রমণগণের আবাসস্থলী-ভেদে দ্বিবিধ,—এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ গুরুমঠে বাস করায় দেবশর্ম্মা নামে অভিহিত হন এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ শ্রমণশব্দে অভিহিত। বৈদিকানুষ্ঠান-পর কর্ম্মিগণ, বৌদ্ধ শ্রমণগণের সহিত পার্থক্য স্থাপন বাসনায় গুরুগৃহে দেবালয়ে বাস করায় দেবশর্ম্মা হইতেন আর বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী হইয়া উদাসীন জীবনে অবস্থিত হইলেও তাঁহারা নাস্তিক শ্রমণ-নামে অভিহিত হইতেন। কর্ম্মিমঠে বেদশাস্ত্র এবং কোথাও কোথাও বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র পঠন-পাঠনাদি চলিত।

কর্ম্মি-সন্ন্যাসিগণ নানাস্থানে ভ্রমণ-পরায়ণ হওয়ায় তাঁহাদের বহ্বীশ্বরবাদের দেবমন্দিরগুলি ক্রমশঃই অনাদৃত হইয়া কালের করাল গর্ভে নিপতিত হয়। সেইকালে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদিগণের নালন্দামঠাদি বহু নাস্তিক ছাত্রের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার প্রচারিত মত সংরক্ষণের জন্য চারিটী মঠ স্থাপন করেন। কালপ্রভাবে তাহাও ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। এই জ্ঞানিমঠগুলিতে বেদান্তশাস্ত্রের অক্ষধারা অবলম্বন করিয়া পঠন-পাঠনাদির কথা ভারতের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে প্রমাণ দিবে। শঙ্করের পরবর্ত্তীকালে ভারতের বিভিন্নস্থানে জ্ঞানিমঠ স্থাপিত হইয়াছে। তথায় বহু বিষয়-বিরক্ত যতীন্দ্রগণ অধ্যাপনাকার্য্যে স্ব-স্ব জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। শৃঙ্গবেরপুরে যে প্রসিদ্ধ শঙ্করমঠ আছে, তাহা হিন্দুজনসাধারণ বিশেষ গৌরবচক্ষুর্দ্বারা সন্দর্শন করেন। দ্বারকামঠ বা সারদাপীঠেও জ্ঞানিমঠ-গৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বসমুদ্রকূলে শ্রীপুরুষোত্তমেও ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ এক সময়ে বিলুপ্ত হইলেও বর্ত্তমানকালে তাহার প্রাচীন প্রভাব আলোক বিকীরণে পশ্চাৎপদ নহে। জ্যোতিষ্মঠ বা জ্যোশিমঠ আজ তিন চারিশত বৎসর হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানিমঠগুলির অধিষ্ঠানই ভারতীয় জ্ঞানকাণ্ডের প্রাচীন স্তম্ভ-সদৃশ।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের মঠ ব্যতীত ভক্তিপথের কতিপয় প্রাচীনমঠ অদ্যাপিও উপাসনাকাণ্ডের কীর্ত্তি বহন করিতেছেন। শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডিমঠসমূহ, একদণ্ডী উড়ুপীস্থ শ্রীমাধ্বমঠসমূহ, পঞ্চনদ প্রদেশে কাশ্মীরে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের মঠ ও শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের কতিপয় মঠ আজও বৈদিকমত পোষণোদ্দেশে ভজনকারীর আশ্রয়রূপে সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়গণের শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মঠত্রয়; বৈদেশিক বৈরিতায় ক্ষুণ্ণ হইলেও পূর্ব্বসমুদ্রোপকূলে শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত-শাখার শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-শাখার গঙ্গামাতামঠ, শ্রীশ্যামানন্দ-শাখার কুঞ্জমঠ প্রভৃতি পূর্ব্ব গৌরবের দীপসমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে। মঠসমূহের বৈদিক গৌরব, শাস্ত্রীয় গৌরব, আনুষ্ঠানিক গৌরব ন্যূনাধিক বিপন্ন হইলেও, প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইলেও মঠের নামমাত্র কালের সাগরে একেবারেই ভাসিয়া যায় নাই; গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ গৌড়ীয়ের মুখপত্রে কতিপয় মঠাদির বিবরণ পাঠ করিয়া থাকেন। যাহাতে প্রাচীন মঠ-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শিক্ষামন্দিরসমূহের পুনরায় বিজয়বৈজয়ন্তী শোভিত হইতে পারে তৎপক্ষে নির্ব্ব্যলীক সাধুগণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

ভক্তিমঠের অধিবাসিগণ কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা বিপণিপতি নহেন। তাঁহারা ঠিকাদার বা চুক্তিদার নহেন, তাঁহারা ভৃতকাধ্যাপক নহেন, তাঁহারা পুস্তকবিক্রেতা নহেন, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী আত্মীয়-স্বজনের পরিপোষ্টা নহেন। তাঁহাদের অর্জ্জনের বৃত্তি ভিক্ষা এবং সেই ভিক্ষা দ্বারা তাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের উদরভরণ, আত্মীয়স্বজনের উদরভরণ, বিলাসসৌষ্ঠবের ব্যয় নির্ব্বাহ প্রভৃতি হরিভজনের প্রতিকূল কার্য্যে কোন অর্থই ব্যয় করেন না। বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি হইলেও মঠসেবার ভিক্ষালব্ধ অর্থ অবান্তর কার্য্যে ব্যয়ের পক্ষপাতী নহেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নানাপ্রকারে শ্রমলব্ধ অর্জ্জিত অর্থ মঠের সেবাকার্য্যেই ব্যয়িত হইতেছে। মঠের আনুকূল্যদাতৃবর্গের এইরূপ বিচার হওয়া কর্ত্তব্য যে, মঠসেবকগণ অনেকেই সর্ব্বস্ব এবং কেহ কেহ কায়মনোবাক্যের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশই হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের নিকট হইতে আংশিক আনুকূল্য গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। আনুকূল্যদাতৃগণ মঠকে দোকান এবং মঠসেবকগণকে তাঁহাদের ঠিকাদার বা ভৃত্যজ্ঞান না করিয়া সত্য সত্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবোদ্দেশ্যে হরিসেবার সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। ইহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবে না। সাধারণ সৎকার্য্যবোধেও তাঁহাদের প্রদত্ত ভিক্ষা জগৎপাতার, সমাজনিয়ন্তার সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহাতেও তাঁহারা শতগুণ ফললাভ করিবেন।

মনোনিগ্রহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৭ সংখ্যার পর)

ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"—আহরণ অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণ-শুদ্ধতেই সত্ত্বশুদ্ধি বা মনের শুদ্ধতা, মন শুদ্ধ হইলে স্বরূপবিস্মৃতি অপগত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি অচলা হয়, আর "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই স্বরূপস্মৃতি লাভ হইলেই সমস্ত গ্রন্থি বা বিষয়বন্ধন হইতে বিশেষভাবে মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়া থাকে। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"—শ্রীল রূপপাদকথিত এই যুক্তবৈরাগ্য-বিচারেই প্রকৃত আহরণ-শুদ্ধি, নতুবা "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"—এই বিচারানুসারে ফল্গুবৈরাগ্য হইয়া যাইবে। "মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥"—ইহাই 'বিষ্ণোঃ পরামর্শঃ'। 'মর্কটবৈরাগ্য' সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"হৃদয়ে বিষয়-চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি ধারণ—এই সকলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ।" ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"যে বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহজাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া ক্ষণিক বা কষ্ট, তাহাই শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কটবৈরাগ্য।" যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অর্থে প্রভুপাদ বলিতেছেন—"কৃষ্ণসেবা করে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকারমাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না।" 'যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥'—এই শ্লোকের 'স্বনির্ব্বাহ' শব্দে শ্রীজীবপ্রভু স্বীয় 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় 'স্ব-স্বভক্তিনির্ব্বাহঃ' বলিয়াছেন।"

সুতরাং এইরূপ আহরণ-শুদ্ধির বিচার না আসিলে জীবের চিত্ত কিছুতেই শুদ্ধ হইতে পারে না এবং অশুদ্ধচিত্তে কখনও ভগবদ্ভজনও সম্ভব হইতে পারে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিগুলিকে রুদ্ধ না করিয়া উহাদিগকে হৃষীকেশানুশীলনে নিযুক্ত করাই উহাদিগের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। নতুবা দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বেগ কখনই দমিত হইবার নহে। মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ অনুসরণ নিরন্তর শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গেই প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। 'কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ'—'দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ'—এমতাবস্থায় "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥" এই ছয়প্রকার সাধুসঙ্গ ব্যতীত মন ও তদধীন ইন্দ্রিয়বর্গের বেগ কিছুতেই সংযত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ তাঁহাতে একান্তভাবে শরণাপত্তি ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু সেই প্রপত্তিলাভ শ্রীভগবানের নিজজনের কৃপা ব্যতীত সম্পূর্ণ অসম্ভব "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"। "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥" শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর মনঃশিক্ষা, শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর উপদেশা-

বৃত, শ্রীল প্রভুপাদের 'দুইশত', তুমি কিসের বৈষ্ণব' প্রভৃতি মনঃশিক্ষা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থাবলী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ, হারমণি, পরমার্থী, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী ও পারমার্থিক পত্রিকা সাধুসঙ্গে নিত্য অনুশীলনীয়। শ্রীগুরু-মুখপদ্ম হরিনাম নামাপরাধ বর্জ্জনাদীকারে নির্ব্বন্ধসহকারে গ্রহণ, জাড্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে মনোনিবেশ প্রভৃতি মনোনিগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায়। 'মনোনিগ্রহ' অর্থেই কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা। তদ্ব্যতীত মৌনাবলম্বন, নির্জ্জনবাস, বদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকা প্রভৃতির নাম মনোনিগ্রহ নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদলিখিত "গোপীনাথ বিজ্ঞপ্তি" বিশেষভাবে আলোচ্য। ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥"

কামের এক নাম—'মনসিজ', মনেই তাহার জন্ম। সেই কাম জয় করিবার—'কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে' বিচারাবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্
দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি
দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"

—[মদীয় চরিতকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মান্তরে উদ্‌বিগ্ন পুরুষ বিষয়বাসনারাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "মদ্‌ভক্তিদ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে"—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে দুঃখ-পরিণামক বিষয়-ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।]

ভগবৎসেবাই জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম। সদ্‌-গুরুপাদাশ্রয়ে তদুপদিষ্ট পন্থায় ভগবৎসেবাপর হইলেই জীব দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইয়া নিত্যমঙ্গললাভে সমর্থ হন্। শুদ্ধমনই বৃন্দাবন, তাহাতেই বৃন্দাবনচন্দ্র নিত্য বিহার করেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অবিস্মৃতিই তাঁহার পূর্ণ কৃপা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

শুদ্ধমনেই "ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে"—এই প্রভুপদেশ পালন-যোগ্যতা লাভ হয়। নতুবা অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি মলিনতাযুক্ত মনে "মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" বিচারের অনুকরণ হইতে থাকিলে সাধুজনের অসম্ভাষ্য 'প্রাকৃতসহজিয়া' হইয়া অত্যন্ত ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হয়। শুদ্ধমনই "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥" বাক্যের মর্ম্মার্থ অবধারণ ও অনুসরণ করিতে পারেন। শুদ্ধমনই স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগত্যে 'অন্তরঙ্গসেবা' ('স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা') লাভে যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। এই অন্তরঙ্গসেবা-লাভই মনোনিগ্রহের চরম লক্ষ্য।

জড়জগতের অশান্ত মন শান্তিকেই চরম প্রয়োজন মনে করে, কিন্তু তাহাও মনো-ধর্ম্মেরই রূপান্তর। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত, একমাত্র কৃষ্ণভক্তই নিষ্কাম হওয়ায় শান্ত। কিন্তু তাঁহার সেই 'নিষ্কাম' অবস্থা জ্ঞানী, যোগীর ন্যায় নিরপেক্ষ বা নির্ব্বিশেষভাবের আবাহক নহে। তাহাতে কৃষ্ণকামানলের ইন্ধন হইবার কাম পরিপূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান, নতুবা তাহা জড়কামেরই অন্য আর একটি রূপ হইয়া পড়ে। কেবল জড়ানর্থানবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সকলের শান্তভাব অবলম্বনমাত্রই ভক্তের চরম উদ্দেশ্য নহে, ইন্দ্রিয়সকলের পরিপূর্ণমাত্রায় কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিই চরম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। অপ্রাকৃত রসবিচারে শান্তরতির স্থান সর্ব্বনিম্নে, তাহাতে সেবাবিমুখতার কোন কথা না থাকিলেও সেবার জন্য একটি স্বতঃপ্রবৃত্ততা নাই। শান্ত রস বিশ্রম্ভ মমতাযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইতে থাকিলেই রসের ক্রমোৎকর্ষ উপলব্ধির বিষয় হয়। সুতরাং যাহাতে মনের একটি কৃত্রিম জড়ভাব অর্জ্জনই মনোনিগ্রহের লক্ষীভূত বিষয় না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর প্রতি ভক্ত-দ্রোহী নরাধম পাষণ্ডিগণ নানাভাবে উপদ্রব করিতে থাকিলে, সহিষ্ণুতার মূর্ত্তবিগ্রহ যতিবর তখন বলিয়াছিলেন—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ॥"

অর্থাৎ "এই জনসমূহ, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল—ইহারা কেহই আমার সুখদুঃখের কারণ নহে; পরন্তু যদ্দ্বারা এই সংসার-চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মনই সুখদুঃখের একমাত্র কারণ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" শ্রুতিও বলেন—"মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা হ্যেব শৃণোতি"—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ামক মনের দ্বারাই দর্শন ও শ্রবণ হইয়া থাকে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদাঃ" অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির যে সম্বন্ধ, তাহাই শীতোষ্ণসুখদুঃখাদির জনক। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে দমন করিতে না পারিলে মন দ্বন্দ্বধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া 'ভগবৎসেবাবিমুখ জৈব স্থিতির আধার-স্বরূপ সংসারচক্রে' পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইবে। ভিক্ষুবর পরবর্ত্তি শ্লোকদ্বয়েও বলিতেছেন—বদ্ধজীবের কৃষ্ণসেবাবিমুখ মনই গুণত্রয় প্রসব করে। তাহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মরাশির উদ্ভব এবং তাহা হইতে দেবতির্য্যগ্‌নরাদি বিবিধ গতি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিময় জীব-নিয়ন্তা পরমাত্মা সমীহমান মনের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি স্বয়ং অনাসক্ত থাকিয়া সাক্ষিস্বরূপে সমস্ত দর্শন করেন এবং জীব পরমাত্মাকে তদ্বিরুদ্ধ রূপে না জানিয়া স্বীয় সংসারদ্যোতক মনকে আত্মবুদ্ধিতে স্বীকার করিয়া—দেহমনোধর্ম্মী হইয়া মনের গুণকৃত কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃ জড়বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সর্ব্বানর্থকর মনের নিগ্রহার্থ বিশেষভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তদুদ্দেশ্যে দান, নিত্য-নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মাচরণ, যম, নিয়ম, শাস্ত্রশ্রবণ, সদ্‌ব্রতসমূহ এবং সৎকর্ম্মরাশি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥"

—উপরিউক্ত দানাদি উপায় সকলই মনোনিগ্রহরূপ ফললাভের জন্য উদ্দিষ্ট। মনোনিগ্রহই পরমযোগরূপে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু মনোধর্ম্মে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া ঐ সকলই আবার রক্ষক হইবার পরিবর্ত্তে ভক্ষক না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া আবশ্যক। "কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ প্রভৃতি আপেক্ষিক বিচারযুক্ত হওয়ায় বাস্তববস্তুর পরিচয় না পাইয়া অভক্তি-যোগের দ্বারা মনোধর্ম্মের কৃত্রিম সমাধি-লাভেচ্ছায় যে সকল চেষ্টা দেখা যায়, উহার নৈরর্থক্য উপলব্ধির বিষয় হইলেই ভগবদ্‌-ভক্তিযোগের প্রভাবে মনের সমাধি হইয়া থাকে।"—ইহাই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী। জীবের সাধুসঙ্গক্রমে স্ব-স্বরূপ বিচার পরিস্ফুট হইলেই এই বিচার উপলব্ধির বিষয় হয়; তখন মনোনিগ্রহের জড়ভোগত্যাগাদিমূলক যাবতীয় বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর আনুগত্যে তাঁহারও গীয়মান বিষয় হয়—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

—"অতএব আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব।

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

—ইহারই নাম মনোনিগ্রহ। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এইপ্রকার মনোনিগ্রহই আমাদের নিত্য প্রার্থনীয় বিষয় হউক।

বিভিন্ন মতবাদ

—·::(·)::—

কিশোরী-ভজন বাদ

[illegible] এই মতের বহুল প্রচার। বাউল, [illegible] প্রভৃতির ন্যায় ইহারা প্রকৃতি লইয়া সাধন করে। দুর্নৈতিক তান্ত্রিক আচার অবলম্বন করিয়া এই মত উৎপন্ন। প্রকৃতি-মাত্রকেই ইহারা শ্রীরাধা জ্ঞান করেন।

উপদেবতাবাদ বা প্রেতবাদ

মানব স্বীয় কর্ম্মদোষে ভূত-প্রেতাদি দেহ লাভ করত অন্যান্য মানবকে উৎপীড়ন করে। তাহাদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষার জন্য মানবের সম্বন্ধে পিণ্ডদান ও প্রেতাদিষ্ট আদেশ পালন করিতে হয়। প্লানচেট প্রভৃতির দ্বারা, রোজার মন্ত্রদ্বারা ঐ প্রেতাত্মা আনাইয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ হইতে পারে। বৃক্ষাবশেষে ইহারা অবস্থান করে। কাহারও মতে স্বর্গে স্তরে স্তরে বাস করে।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌর গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপাচীন গ্রন্থ ভক্তিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীঅবনমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীআচার্য্যচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাৎকালিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী?চরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ কেশব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ?ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবপারী,

পোঃ কোডোদ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি. (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেত্রপালানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী.

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী।

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রণডিহা? (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর?, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজনার্দনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

বালাম সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁকতুলসি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
ভূটানীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
দাদরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাটারেক কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৸৶০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৶০
কাশকোলা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৸০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
রূপা	৫২৷০

চাঁদির বার

পাটের দর

আবহে—	৪০৸০
মিশ্রতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্দের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

সেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৩৷০—৩৷৶০
কুশলকাটন ঐ	৩৲—৩৶০
চাউসমোড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৩৲—৩৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

কলকা	৫৭৲
বাঘাবাড়ী	৫৭৲
কুষ্ণনগরী	৫০৲
কন্টী	৪৬৲
সাকিগঞ্জ	৩৪৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁধা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আরেম সোনার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আরেন কবচ	৪০৲
করাচি পুরসিম কাটন	৭৩৲
চার্যাণ খাদা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাতলা সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	
কাটা সুপারী	
গুটি খয়িরমণ	
লঙ্কা নূতন পাটনাই	

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীস	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, গরাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
বড়	৬৸০—৭৸০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

টিনকলের চালমণ ৫৶০, পাটের চালমণ ৬৷০

তুলার চালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অফ লেট বি. সরকার

পুরাতন সোণার

বদলে নূতন

গহনা দেওয়া

হয়।

মজুরী

সুলভ

আমাদের নিজ

কারখানায় প্রস্তুত

[illegible]

নানাবিধ হাল ফ্যাসানের

গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং

অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া

অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান

হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে

নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "ডা. রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্ক্সের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুড়া, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ¼ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য— দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভুষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::*::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।৵
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৩-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

প্রোঃ শ্রীমায়াপুর
[illegible]
শ্রীমায়াপুর

[illegible]
শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1441

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] র—২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ১০ই মে, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৫৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

নদীয়া জেলা কৃষক সম্মেলন

নদীয়া জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বসু এবং আগামী নদীয়া জেলা কৃষক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাদেব ভট্টাচার্য্য জনসাধারণকে জেলা কৃষক সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া রাণাঘাটে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

———

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পরিদর্শনের পর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ৮ই মে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বোম্বাই মেলে বোম্বাই যাত্রা করেন। তিনি অদ্য ১০ই মে প্রাতে বোম্বাই পৌছিবেন এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্য সাধন সম্পর্কে মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ এম, এ, জিন্নার সহিত আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বসু নাকি শ্রীযুক্ত এইচ ভি কামাথকে হয় জব্বলপুরে কিম্বা বোম্বাইয়ে সাক্ষাৎ করার জন্য তার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কামাথ সম্প্রতি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

———

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

খুলনার অন্তর্গত বুধহাটা গ্রামে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে ঘোষপাড়া পরিদর্শন করেন। স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভবনেও তিনি আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

স্থানীয় ভুবনমোহন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় দর্শন করিয়া তিনি উহার গৃহ সংস্কারের জন্য এককালীন চারশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতি বৎসর তিনি এই বিদ্যালয়ে এক শত টাকা করিয়া সাহায্য দিয়া থাকেন।

———

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

উত্তর সিন্ধুর গ্রাম অঞ্চলে লুঠতরাজ করিবার দায়ে ত্রিশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশপ্রাপ্ত সাহজাদা দস্যু খাম্ সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় শিকারপুর হইতে বাগরজী স্থানান্তরিত হইবার কালে বাগরজী ষ্টেশনের নিকটে চলন্ত ট্রেণের জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। প্রকাশ, ট্রেণ হইতে পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ আহত হইলেও ট্রেণ থামাইতে না থামাইতে সে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পুলিশ অবিলম্বে ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি ঘিরিয়া খামুর তল্লাস করিতে থাকে। বহু চেষ্টার পর এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্তদেহ দস্যুকে পুলিশ পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

———

উড়িষ্যা ব্যবস্থাপরিষদ

গত ৫ই মে অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিটের সময় উড়িষ্যা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মন্ত্রিসঙ্কটের অবসান কিরূপভাবে সম্ভব হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস এক বিবৃতি প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ মোহান্তি, মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দিত করেন এবং গবর্ণরকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণর যদি বিচক্ষণতার পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে ব্যাপার অতি গুরুতর হইয়া উঠিত। মন্ত্রিসভার প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে, আমরা ভরসা করি, এই মন্ত্রিসভা নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উড়িষ্যার উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবেন।

———

ভ্যালেন্সিয়ার উপর বোমাবর্ষণ

বিদ্রোহী বিমানপোতবাহিনী কর্ত্তৃক ভ্যালেন্সিয়ার উপর বোমা বর্ষণের সময় একটি ফরাসী জাহাজে আগুন লাগিয়া যায় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরে জাহাজটিকে বিপজ্জনক এলাকার বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

দ্বিতীয়বার বিমান আক্রমণের ফলে ১৫ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হইয়াছে এবং ২০টি গৃহ ধ্বংস হইয়াছে।

———

ভারত সরকারের অস্থায়ী আইন-সচিব

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জী ভারত সরকারের অস্থায়ী আইনসচিব নিযুক্ত হওয়ায় পাটনার ব্যারিষ্টার পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ জি জার দাস স্যার মন্মথনাথকে গত ৪ঠা মে এক প্রীতিসম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করেন। স্থানীয় বারের সদস্যগণ, বিচারপতিগণ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

———

মার্কিণ সমর সচিবের ঘোষণা

"আমি জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপানকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, ডিক্টেটরগণ যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দেন তবে তাহার ফল হইবে যুদ্ধ' — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরসচিব মিঃ উডরিং বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন যে, জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের সময় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নিকট হইতে তাহারা কোনপ্রকার কার্য্যকরী বাধা পায় নাই এবং তাহারই ফলে জার্ম্মাণীর অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি, রাইনল্যাণ্ড অধিকার, আবিসিনিয়ান ও স্পেনীয় যুদ্ধ এবং জাপানের চীন আক্রমণরূপ ঘটনাসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। "গণতন্ত্রীরা শান্তিকামী; কিন্তু তাহাদের উপর যদি অত্যধিক চাপ দেওয়া হয় তবে তাহাদেরও ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে এই ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণ বন্ধ করা অত্যাবশ্যক।"

মিঃ উডরিং এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, বর্ত্তমানে একটি ব্যাপক যুদ্ধের আশঙ্কা আছে; তবে পৃথিবীর বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত; কারণ বিদেশে যখনই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তখনই আমাদের শ..র বিপন্ন হইবে।"

———

অষ্ট্রীয়ায় প্রাসাদ বাজেয়াপ্ত

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট সালসবুর্গের নিকটস্থ লিওপোল্ডস্ক্রেন প্রাসাদ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্ট এই প্রাসাদটি বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যশালাপরিচালক ম্যাক্স রাইনহার্টকে উপহার দিয়াছিলেন। প্রাসাদে যে রেস্তোর আছে তাহার মালিক রাইনহার্টের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া মামলা দায়ের করিতেছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, রাইনহার্ট রেস্তোরার এক অংশ ডাঃ শুশনিগের সৈন্যবাহিনীর নিকট ভাড়া দিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷৹
১৮। বাদশ-আলবর ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-গীতা ৷৵৹
২২ ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। দ্বাদশস্তোত্র (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য) (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলানুসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র ইহাতে গ্রথিত করা হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে। ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ২৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১০ই মে ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৫৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যপাদপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন।

স্বামীজী কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর 'শ্রীকৃষ্ণকুটীর' হইয়া গত ৭ই মে শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছেন। স্বামীজীর শীঘ্রই কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুণাভিমুখে প্রচারোদ্দেশ্যে গমন করিবার কথা আছে। রেঙ্গুণে স্থায়ী মঠ ও শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য রেঙ্গুণবাসী সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজী বর্ত্তমানে তথায় যাইতেছেন।

কুচবিহারে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় কিছুদিন পূর্ব্বে কুচবিহার জেলার বিভিন্ন পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। উফারমারা গ্রামস্থ পণ্ডিত শ্রীযুত বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থানান্তর তাঁহারা ধবলমতী, পাটগ্রাম, চ্যাংরাবান্ধা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বাবু আচার্য্যদেবের চরণাশ্রিত সরল, স্নিগ্ধ, সম্মানী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক। তিনি বিভিন্ন প্রকারে প্রচারকার্য্যে প্রচারকবর্গকে সহায়তা করিয়াছেন।

প্রচারকবর্গ তথা হইতে দেওয়ানগঞ্জে উপস্থিত হইয়া উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সমিতির গৃহে অবস্থান করিয়া দেওয়ানগঞ্জ, ছাতনাই ও পারমেখলীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জোতদার ও জমিদারগণের সাদর আহ্বানে তত্তৎ স্থানে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী ও শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীজীর মূল-গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। প্রত্যেক সভাতেই দুই তিন শত করিয়া লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ রায় মহাশয়দ্বয় প্রচারকবর্গকে সেবা-কার্য্যে বিভিন্ন প্রকারে যেরূপ সহায়তা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাবু স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার হইয়াও আচার্য্যদেবের কৃপাভিক্ষুসূত্রে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া দীনতাসহকারে সর্ব্বপ্রকারে যেরূপ আনুগত্যময় নিষ্কপট গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার সেবাচেষ্টা শুধু প্রশংসনীয় নহে বস্তুতঃ অনুসরণীয়। নিম্নলিখিত ভক্ত ও সজ্জনগণ সেবাকার্য্যে বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন,—উপদেশক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী কাব্যশাস্ত্রী, ডাঃ সুরমুনিবন্ধু দাসাধিকারী, ডাঃ শ্রীকান্ত বাবু, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু মাষ্টার), শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বাবু, শ্রীযুক্ত মুরলীধর বাবু, শ্রীযুক্ত ভবেন বাবু, পণ্ডিত ডোলগোবিন্দ, শ্রীযুক্ত ভগবতী সিংহ, শ্রীযুক্ত মধুরাম রায় প্রভৃতি।

প্রচারকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে তথা হইতে দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছেন। তাঁহারা তথায় মঠে অবস্থান করিয়া প্রচারাদি করিতেছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

হুগলী জেলায় প্রচার

বিশ্বব্যাপ্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হুগলী সহরে প্রচার করিয়াছেন।

গত ১৫ই বৈশাখ তারিখে হুগলী টাউনের ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরীতে প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে তিনি একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত ঈশান দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ মহোদয় প্রথমে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারীজীও উক্ত বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন, পরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বকল্যাণময়ী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গত ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সাদর আহ্বানে হুগলীর বিখ্যাত ইমামবাড়ী নর্ম্মাল ট্রেণিং স্কুল ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু শিক্ষক, শিক্ষিত সজ্জন ও ছাত্রগণের সমক্ষে "মানব-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী উচ্চ-গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় হেড্ মাষ্টার মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে সর্ব্বসমক্ষে পরিচয় করাইয়া দিলে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বানার্জ্জি বি-এ, বি-টি, অবসরপ্রাপ্ত হেড্ মাষ্টার; শ্রীযুত বাবু সারদাকান্ত রায় হেড্ মাষ্টার; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সাহা বি-এ, বি টি; মৌলবী আহম্মদ কবির কোয়াডেরী (এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার); মৌলবী তায়েব আলী বি-এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত বিধুধন রায় এম্-এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত (এম্-এ, গোল্ড মেডালিষ্ট); মৌলবী মহম্মদ নওসা আলী তালুকদার বি, এস্-সি; পণ্ডিত হরিপদ ভারতী বি-এ, ব্যাকরণতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত); মৌলবী ছৈয়দ নরুল হক, হেড্ মৌলবী; শ্রীযুক্ত অমৃতামোহন দাসগুপ্ত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি বি-এ, বি টি; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার নিয়োগী এম্-এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত কামেশ্বর সাহা; মৌলবী মহম্মদ রেকাতুল্লা সরকার; শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার রায় প্রভৃতি।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"আমাদের কার্য্য reformation ; (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের জুতা-বহদারসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মধুসূদন স্থাণু প্রত্যয় গৌরাব্দ ৪৪২

দুই একটি কথা

—::◦::—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শুদ্ধা ভক্তি। এই কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়। ভক্তগণ কৃষ্ণকৃপা লাভের জন্য, কৃষ্ণসুখের জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণৈকশরণগণের এই কীর্ত্তন মায়ার কীর্ত্তন বা ছুঁচোর কীর্ত্তন নহে, ইহা চেতনের কীর্ত্তন—কৃষ্ণকীর্ত্তন। কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণদাসের স্বাভাবিক বৃত্তি—আত্মধর্ম্ম। তাঁহাদের আত্মবৃত্তি উদ্বোধিত হওয়ায় তাঁহাদের কীর্ত্তন—দেহ-মনের ক্রিয়া নহে চেতনের ক্রিয়া। ইহা নিত্য ও স্বপ্রতিষ্ঠিত। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল জড়াসক্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়া থাকে, সেরূপ জড়ের কীর্ত্তন বা মায়ার কীর্ত্তন ইঁহারা করেন না। ইঁহারা চেতনে উদ্বুদ্ধ—পূর্ণচেতনের আশ্রিত এবং শুদ্ধ বিদ্‌চেতনের সেবায় রত। সেই শুদ্ধচেতনের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়াদি সবই চেতন। এই চেতনের কীর্ত্তন চেতনের উপরে ক্রিয়া করে, আচ্ছাদিত-চেতন ও সঙ্কুচিত-চেতনকে মুকুলিত-চেতন এবং মুকুলিত-চেতনকে ক্রমশঃ বিকশিত চেতন ও পূর্ণবিকশিত-চেতন করিয়া দেয়। প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখে এই চেতন কীর্ত্তন শ্রবণ ব্যতীত চেতনের ক্রমবিকাশের অন্য কোন উপায় নাই।

জড়ের কীর্ত্তনে ভোগোন্মুখ দেহ ও মনের কিছু তর্পণ হয়, আর চেতনের কীর্ত্তনে কৃষ্ণের সুখ হয়। কৈতবকীর্ত্তন ও মায়ার কীর্ত্তনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটি অমন্দোদয়, অপরটী মন্দোদয়; একটি নিত্যমঙ্গলপ্রদ, অপরটী মহা-অমঙ্গলজনক। স্ব-পর স্বার্থে কীর্ত্তনাভিনয়কারীর কীর্ত্তন এবং কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট সজ্জনগণের ভগবৎপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণকীর্ত্তন বাহ্য আকারে দেখিতে এক হইলেও জড় ও চেতনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে, একথা সাধারণ লোক ধরিতে পারে না। একজনের কীর্ত্তন আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখী করে এবং অপরের কীর্ত্তন আমাদিগকে ভোগে নিযুক্ত করায়—রিপুর দাসত্ব করায়। নিষ্কপট হইলে এই পার্থক্য গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ উপলব্ধির বিষয় হয়। গ্রামোফোনেও কীর্ত্তন হয়, সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণও কীর্ত্তন করে, আবার কৃষ্ণৈকশরণ শুদ্ধভক্তের সেবোন্মুখ জিহ্বায় অবতীর্ণ নামরূপী বা চরিত্রকথারূপী শ্রীহরিও কীর্ত্তিত ও সেবিত হইয়া জগজ্জীবকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। এই দুইটীর মধ্যে একটী জড়বিলাস, অপরটী ভাববিলাস বা চিদ্‌বিলাস। অজ্ঞ আমরা এই উভয়কে এক মনে করিয়া বিপদগামী হই। সুতরাং প্রকৃত সাধুর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ আবশ্যক নতুবা মঙ্গল সুদূরপরাহত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন ব্রজবাসী শ্রীশ্রীআচার্য্যবৃন্দই প্রকৃত কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। এই আচার্য্যরূপী ভগবান্ বা কৃষ্ণশক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহ কৃষ্ণের কথা প্রচার করিতে পারেন না। তবে এই নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যপাদগণ যাঁহাকে যেটুকু শক্তি বা অধিকার দেন, তিনি সেই অনুসারেই বিশ্বে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন।

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর কথা—কৃষ্ণের কথা জগতে প্রচার করিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাতেই ভাগ্যবান্ জনগণ আত্মধর্ম্মের কথা—চেতনের কথা জানিবার ও শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। তবে এই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। তাই ভাগ্যবান্ জনগণই এ সকল কথা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন, আর হতভাগ্য পাষণ্ডগণ নিজমঙ্গলবরণ করা ত' দূরের কথা, আচার্য্য পাদপদ্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আলো ও আঁধার, অনুকূল ও প্রতিকূল দুইটীই থাকা দরকার। নচেৎ আলোর মহিমা সম্যক্ প্রচারিত হয় না। সেইজন্যই বিশ্বে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী, জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, উদ্ধারকর্ত্তা আচার্য্যের অভ্যুদয়ে কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়। আচার্য্যানুগগণ অভয়ভাবে আচার্য্যের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রীতিবিধানমুখে জগন্মঙ্গল সাধন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। আর আচার্য্যবিরোধী পাষণ্ডদল ব্যতিরেকভাবে আচার্য্যের কথা দেশে দেশে প্রচার করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে। সুতরাং বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের অভ্যুদয়ে নানারূপ বাধা দেখা গেলেও চঞ্চল হইবার কোন কথা নাই। শরণাগত ব্যক্তিগণ ইহাতে অস্থির না হইয়া ভজনে উত্তরোত্তর দৃঢ়তাই লাভ করেন।

যেখানে প্রাতিকূল্য নাই, সেখানে আনুকূল্যের সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি কম। যেখানে অন্ধকার নাই, সেখানে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ। ভৌমব্রজে পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি প্রতীপকুল না থাকিলে কৃষ্ণের মহত্ত্ব ব্যতিরেকভাবে আর কেহ বা এত প্রচার করিত? কৃষ্ণসেবার ঔজ্জ্বল্য এবং আচার্য্য-মহিমার অসমোর্দ্ধত্ব প্রচারের জন্যই এই ব্যবস্থা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সকল কথা স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন, আশা করি।

ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বারা কপট গুরুকুলকে বিনাশ করেন। আচার্য্যরূপেও বিষ্ণু অবতীর্ণ; তাই, আচার্য্যও কপটগুরুব্রুব-কুলের কপটতারূপ পূতনাত্বকে সর্ব্বাগ্রে বিনাশ করিয়া থাকেন। গুরুব্রুব বা আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিগণের তাহাতে বিশেষ অসুবিধা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পড়ে বলিয়া প্রকৃত আচার্য্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রবল অভিযান! বিকট চীৎকার!! তাই আজ বন্ধুগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন পাষণ্ডগণের চীৎকার বা বিরুদ্ধ কথায় পড়িয়া কৃষ্ণভজনস্পৃহা হইতে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইতে, শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হন। সকলেই বুদ্ধিমান্ হইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করুন, কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করুন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে প্রভুসেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হউন—ইহাই প্রার্থনা।

আচার্য্যগণ কাহারও শিষ্য নহেন। তাঁহারা সকলেই জগদ্‌গুরু। তথাপি জীবমঙ্গলার্থে এক আচার্য্য অপর আচার্য্যের শিষ্য-অভিমান করেন। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণশক্তি—কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ—ভগবদবতার। ইঁহারা সকলেই নিত্যকালই কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ও কৃষ্ণসেবাপরায়ণ—গোলোকাবতীর্ণ নিত্যসিদ্ধ মহাজন। আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবাই ইঁহাদের জীবনে প্রকাশিত। ইঁহারা একজন আর একজনের অনুগত অভিমানকারী। আচার্য্যগণ সকলেই স্বরূপতঃ এক তত্ত্ব। তবে প্রত্যেকের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বদ্ধজীব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই শ্রীরূপানুগ। শ্রীজীব, রঘুনাথ—রূপানুগ। শ্রীরূপের গুরু শ্রীসনাতন প্রভুও শ্রীরূপানুগ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই আনুগত্যের মধ্যে যে কি রহস্য আছে তাহা অনর্থগ্রস্ত আমাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব; তবে জানিয়া রাখা উচিত যে, আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ ছোট বড় নহেন। সকলেই অভিন্ন তত্ত্ব। মর্য্যাদামার্গে আচার্য্য—অভিন্ন নিত্যানন্দতত্ত্ব আর রাগমার্গে তিনি রূপাভিন্ন বা অভিন্ন গদাধর। ইঁহারা সকলেই প্রভুপাদ। আমরা যেন কেহ কোন আচার্য্যকেই বড় ছোট মনে করিয়া অপরাধের আবাহন না করি। আমরা যেন কোন আচার্য্যকেই গুরুভ্রাতা বা বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত না হই। তাহা হইলে প্রভুসেবা লাভ আমাদের কোন কালেই ঘটিবে না। উপরন্তু সংসারে প্রবেশই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে।

আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব। তাঁহারা ভগবান্ হইয়াও ভগবানের সেবক অর্থাৎ সেবক-ভগবান্, ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ গৌরহরি ছয়টী রূপ ধরিয়া বিলাস করেন।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীজগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীব আমাদের অন্য কোন আশ্রয় বা ধন নাই। যাঁহার শ্রীপাদাশ্রয় করিলেই সকল সম্পত্তি লাভ হয়,—দুর্ব্বল বল পায়,—নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। অধন বা অনর্থের নিবৃত্তিই শ্রীনিত্যানন্দকৃপা—শ্রীগুরুকৃপা—শ্রীআচার্য্যকৃপা। বদ্ধজীব আমরা অনর্থরূপ অধনকে বহুমানন করিয়া আচার্য্যদাস্য ছাড়িয়া—প্রভুদাস্য ভুলিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ মায়াদাস্যে নিযুক্ত হইতেছি। এমতাবস্থায় আচার্য্যের কৃপা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্য আর কেহই নহেন, তিনি আমাদের নিত্যারাধ্য গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব।

আমরা যেন এসকল শাস্ত্রবাক্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের আদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, অন্যান্য আচার্য্যবর্গ, শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রীতি বিধান করিতে পারি—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-কথামৃত

(শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদি গুরু ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিকট হইতে চতুঃশ্লোকী ভাগবতামৃত-তত্ত্বভাণ্ডার লাভ করিয়া সম্প্রদায়রহস্য রক্ষার জন্য আদি কল্পে শ্রীভগবানের শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব চতুর্ভুজ শৈলী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চন-পদ্ধতি জগতে প্রচলিত করেন। সুদূর কলিকালে শ্রীভগবানের লীলাবতারাদির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং স্বয়ং অবতারী ছন্নাবতাররূপে আবির্ভূত হইলেও কলিদোষদুষ্ট জীবগণ তাহা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সরলমতি মানবগণ সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাদ্বারা সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যু-
সমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ
স্মৃতম্॥

জন্ম মৃত্যু-সমাকুল ভয়ঙ্কর সংসারে শ্রীবাসুদেবের পূজাই শাস্ত্রবিচারকগণ কর্ত্তৃক একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দুরাচার কদর্য্য-স্বভাব ব্যক্তিগণেরও যাহাতে 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' অর্থাৎ অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি না হয় তজ্জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিয়া মানবগণকে নারকীগতি হইতে উদ্ধার করেন এবং শ্রীভগবানের দেহ-দেহী অভেদ এই শিক্ষাও প্রদান করেন।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি, তাঁহার বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়; সুতরাং পরমোজ্জ্বলবিগ্রহগত অঙ্গসমূহ প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিদ্ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও ধারণ করেন।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মসদনে উপনীত হইয়া সেই শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, বনমালাপরিশোভিত, মুকুটকুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্রপরিহিত অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সুরপতি ব্রহ্মার নিকট শ্রীমূর্ত্তির অসীম মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনাভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজকে যোগ্য অর্চ্চক বিবেচনা করিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্ব-পুরে অতিশয় সমারোহের সহিত সহস্রে শ্রীমূর্ত্তির পীঠমঠ [illegible] হইলেন। [illegible] বাসুদেবের কৃপায় দেবরাজ বৃত্রাদি ক্রুর অসুর ও নমুচি প্রমুখ ভীষণ দানবগণকে নিহত করিয়া ভুবনত্রয়কে ত্রাসমুক্ত করিয়াছিলেন। দেবতাগণ ব্রহ্মাবন্দিত দেবদেব শ্রীবাসুদেবের আরাধনা করিয়া নির্ভয়ে ত্রিদিব রাজ্যে সুখে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ত্রেতাযুগে প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রাবণ দশসহস্র বৎসর নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রত-পরায়ণ হইয়া তপস্যাচরণ করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই রাক্ষস বরপ্রভাবে ত্রিলোক জয় করিয়া একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। রাবণ লুণ্ঠনোদ্দেশে দেবেন্দ্র-ভবনে প্রবেশ করিয়াই অপূর্ব্ব বাসুদেবমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ধনরত্ন পরিহার পূর্ব্বক সত্বর পুষ্পক রথে ঐ শ্রীমূর্ত্তি লইয়া লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন।

রাবণের অনুজ অথচ মন্ত্রী ধর্ম্মাত্মা নারায়ণপরায়ণ বিভীষণ সেই কালে পুরাধ্যক্ষ ছিলেন। দেবেন্দ্রভবন হইতে আনীত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি রোমাঞ্চিতকলেবর ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া বার বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিতে লাগিলেন এবং আনন্দভরে স্তব-স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার তপ সফল, হে ভগবন্, এই রক্ষঃপুরে আমি আশ্রয়হীন, আমাকে রক্ষা করুন!"

একদিন ভক্ত বিভীষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণের নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, রাজন্, ঐ শ্রীমূর্ত্তিটি দান করিয়া আমাকে প্রসাদভাজন করুন। আমি উহার আরাধনা করিয়া সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইব। রাবণ ভ্রাতার অন্তর্বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে বীর, তুমি ঐ প্রতিমাটি লইতে পার, আমি উহা লইয়া কি করিব? আমি ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ত্রিলোক বিজয় করিয়াছি, সামান্য প্রস্তরমূর্ত্তিতে আমার কি প্রয়োজন?

বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রীমূর্ত্তিতে প্রস্তর-বুদ্ধিরূপ ভীষণ দুর্ব্বুদ্ধি উদয় হইয়াছে দেখিয়া অতীব দুঃখিতান্তরে শ্রীমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক নীরবে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মহানুভব বিভীষণ অষ্টোত্তরশতবর্ষ শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের আরাধনার পর শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। রাবণ এতাবৎকাল দেব,গন্ধর্ব্ব,কিন্নর,লোকপালাদি সকলকে রণে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ভার্য্যাগণকে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়া ভোগবিলাসে মত্ত ছিল। শেষে জগৎলক্ষ্মী সীতা দেবীকেও ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় সবংশে বিনষ্ট হয়।

শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধার ও বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করিয়া পুষ্পক রথে শ্রীবাসুদেববিগ্রহ, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানাদি ভক্ত সহ অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক বহু বৎসর শ্রীঅনন্তবাসুদেব মূর্ত্তির আরাধনা ও স্বপত্নীনির্ব্বিশেষে প্রজাদির পালন করিয়া অযোধ্যাপুরী সহ স্বধামে গমন করিবার সময় শ্রীমূর্ত্তি তোয়রত্নসমন্বিত সমুদ্ররাজকে যোগ্য রক্ষক জানিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বাপরযুগে ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য ঘটিলে ভগবান্ দুষ্ট কংসাদি অসুরবিনাশার্থ সঙ্কর্ষণ সহ যখন মথুরায় বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হন সেই সময় সরিৎপতি সমুদ্র সর্ব্ব-লোকের হিতার্থে সেই শ্রীমূর্ত্তি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রকাশিত করেন। সেই কাল হইতেই শ্রীঅনন্তবাসুদেববিগ্রহ ভুবনেশ্বরে বিরাজিত আছেন। ক্ষেত্রপাল শম্ভুও তথায় শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের প্রসাদ ও নির্ম্মাল্যাদি সাদরে গ্রহণ করিয়া তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ নহেন পরন্তু ভগবৎসেবক বৈষ্ণব, ইহা জীবকে শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের মহিমা কীর্ত্তনকালে যাঁহাকে শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস নামে সম্বোধন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে শুদ্ধ-গৌড়ীয়গণকে যাঁহার দাস্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রীনামভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাকে তিনি নিত্য ছায়ার ন্যায় সঙ্গছাড়া করিতেন না এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নহৃদয় বা অভিন্নবিগ্রহ বলিয়াই জানেন, আমরা করযোড়ে সেই দুষ্টদলন ও শিষ্ট-পালনকারী আশ্রয়বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেছি।

রাবণ শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, ভগবদ্ভক্ত বিভীষণে শত্রুবুদ্ধি, জগৎলক্ষ্মী সীতাকে ভোগ্যা বুদ্ধি করিয়া যেরূপ বিনষ্ট হইয়াছিল তদ্রূপ যেন শ্রীগুরুদেবে জাতিবুদ্ধি, শুদ্ধ-গুরুসেবকগণকে শত্রুবুদ্ধি এবং শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তিতে ভোগবুদ্ধি করিয়া আমরা মহা অন্ধতম নরকে অভিযান না করি, শাস্ত্রের এই শাসন পালনে অক্ষম না হই—

ভক্তদ্বেষী জনে যেই করে সম্ভাষণ।
নিধন হউক তার পুত্র-মিত্র ধন॥
ভক্তগণে যেই দুষ্ট করে নির্য্যাতন।
জন্ম জন্ম কুষ্ঠ হ'বে বেদের বচন॥
বাহিরে সাধুর চিহ্ন অন্তরে পাষণ্ড।
নরকের কীট সেই হয় যমদণ্ড॥
গুরু-ভোগী, ধর্ম্মধ্বজী, বৈষ্ণবনিন্দুক।
দুষ্ট বাস্তাসীর কভু না হেরিব মুখ॥
শ্রী অনন্তবাসুদেবপদে মোর আশ।
প্রতি জন্মে হই যেন বৈষ্ণবের দাস॥

বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীরামানুজ-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

শ্রীরামানুজাচার্য্য পূর্ব্ব ঋষিগণের মত স্থাপন মানসে সগুণব্রহ্মের বিশিষ্টতা স্থাপন করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রামানুজ মান্দ্রাজের পশ্চিমে কাঞ্চির সন্নিকটে ভূতপুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বোধায়ন, দ্রমিড় ও যামুনাদির অবলম্বনে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই মতে পদার্থ তিন প্রকার চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। এক-ব্রহ্মের নিত্যভিন্নরূপে অবস্থান। ব্রহ্ম চিদ্রূপ এবং চিদ্রূপবিশিষ্ট অনন্তলীলার আকর। অর্চ্চা, বৈভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম অন্তর্য্যামী-ভেদে ব্রহ্মের প্রকাশ-ভেদ। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া হরিতোষণ হইলেই মায়িক ক্লেশ হইতে বিমুক্তি এবং নিত্য সেবালাভরূপ চতুর্ব্বিধ মুক্তিপ্রাপ্তি। লক্ষ্মীনারায়ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। রাধাকৃষ্ণের উপসনার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ইহারা দেখিতে পায় না। বড়গলে ও তেঙ্কলে-ভেদে একই সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীসম্প্রদায়ী বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ প্রসিদ্ধ।

স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ জীবস্বরূপ তন্মধ্যে নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষুবিশেষ; পরস্বরূপ বা ঈশস্বরূপ পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতারবিশেষ; পুরুষার্থস্বরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভববিশেষ; উপায়স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও আচার্য্যাভিমানবিশেষ এবং বিরোধী-স্বরূপ, স্বরূপবিরোধী, পরত্ব-বিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়-বিরোধী ও প্রাপ্য-বিরোধী-বিশেষরূপ অর্থপঞ্চকজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান।

রামানন্দ-সম্প্রদায়বাদ

ইহারা রামানুজসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। রামসীতা উপাসনা করিলেও বস্তুতঃ ইহারা অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করে না। এই সম্প্রদায় হইতেই কবির, রয়দাস প্রভৃতি কয়েকটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। রামানন্দিগণ বিষ্ণুর উপাসক হইলেও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তির কোন উপাদেয়ত্ব বোধ করে না, যেহেতু প্রাকৃত জ্ঞানসংযোগে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় সম্ভব নাই। ইহারা আপনাদিগকে রামাৎ বলিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ-সংস্কারে ভূষিত হয়। ইহাদের তিলক রামানুজীয় তিলকের সদৃশ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। প্রধান মঠ [illegible] প্রচারকেন্দ্রের পরিচালনার জন্য আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও নানাবিধ পারমার্থিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগণ শ্রীনাথ দনীচরণ রায় ভক্তিবান্ধব।

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীগৌরবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া (শ্রীবাসঅঙ্গনের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ , কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট

মাউগাছি, পোঃ চ[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপীনাথজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) দশাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহয়ব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয় [illegible]

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাবাস

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবনাগরী,

পোঃ কোকোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৫নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

[illegible] শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কমলেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নীলগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসনন্দন দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রচার-সঙ্ঘ

পোঃ কুরুকুণ্ড, পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীবালগোপাল মুহুরি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়ুলগাছি, পোঃ চিৎলা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীবামনাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

রিটেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমধ্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

শ্রেণী ভিন্ন চাউল—

প্রতি মণ

দাদখানি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ মধ্যম	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
রামশাল নূতন	৫৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেরুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদ	১০৷৶০
বলিপুর ১০০০ নং	১০৶০
	৯
আখরোটা দানা	
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর দানা	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

	৩৬৷০
টাকশালের বার	২২৲
গিনি	৫৩৷০
টাকিবার	

পাটের দর

	৪০৸০
আরক্ষে—	৪০৸০
মিডল—	৪১৷০
উত্তম—	৪১৲
বাজার দরের নরম—	

আটা ও ময়দার দর

মেটেই বস্তা প্রতি মণ	৩ —৩৸৶০
কুলারমোহন ঐ	৩৲—৩৸৶০
	৫৸৶০—৫৸০
লাউনেক ঐ	৩৲—৩৸৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫৶০—৫৷৶০
আটা নং (২	৫৲—৫৷০
আটা (এল)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (কে)	৩৷০—২৸৶০
আটা নং (৩)	১৸৶০—১৸০
পাথাড	১৪৷০—১৪৸০
কুষ	

ঘৃতের দর

	৫৭৲
ঢাকা	৫৭৲
রাজনীতি	৫০৲
কৃষ্ণনগরী	৫৫৲
অন্তী	৩৬৷০
পুঁচিবাজার	

চার	৪৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা বাজরা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ সটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আসের সোণার কাটর	৫৪৲
মিট্ন আসের অর্ধকাট	৪০৲
কবাটি পুরনিস কাটর	৪০৲
লাবাৰ্থ জাবা	৫৩৲
ঐ কাটর	৫১৲

বেমেতি মসলা

প্রতি মণ

পাতল মাথা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
কুটি খরিজল	১৩৷০—১৭৷০
সরু নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৩।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীম	৷৶১০—৸৶০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গ্রেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৸০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট	৬৸০—৭৷০
গোল রড ডি-টেস্টোন ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
নূতন ইস্পাত আমদ ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হাফরণ ৫৶০, পাটের চাপরণ ৬৷০	
তুলার চাপরণ ৪৷০	

মনতোষ কুমার অভিরাম

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ বনহুগলী ঘাট গোডাউন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও দেওয়ানখানা প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য?

—:(:০:):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" ব্যবহার করিবেন। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-সাপুড়া, সাবটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" একমাত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় ন্যায়বিদ্যাসাগর-উপাধিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর তালিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

		৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	[illegible]
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	[illegible]
" এক কলম	৩০৲	[illegible]

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		[illegible]
ষাণ্মাসিক	"	[illegible]
ত্রৈমাসিক	"	[illegible]
মাসিক	"	[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনস্বীর প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন"

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে

———

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক বিশ্ব-
বৈষ্ণবরাজ-প্রতিষ্ঠিত ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1445

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের তদাশ্রিত
আচার্য্যত্রিক শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্...
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ১১ই মে, ১৯৩৮, বুধবার [৬০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(সংগৃহীত)—

বাস দুর্ঘটনা

গত ৩০শে এপ্রিল শনিবার বেলা ৪টার সময় চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে একখানি বাস ২০ জন যাত্রী লইয়া মেহেরপুর অভিমুখে যাত্রা করে। বাসখানি চুয়াডাঙ্গা হইতে ৪ মাইল দূরে আলোকদিয়ার নিকট পৌঁছিলে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে বাসখানি পথিপার্শ্বে খানায় পড়িয়া যায়। ফলে ১৪জন যাত্রী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

নূতন টেলিফোন লাইন

বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই গৌহাটি এবং শিলংএর মধ্যে টেলিফোন লাইন বসান হইবে বলিয়া টেলিগ্রাফ বিভাগ স্থির করিয়াছেন। ইহার ফলে আসাম প্রদেশ হইতে সমগ্র ভারতে সংবাদ আদানপ্রদানে বিস্তর সুবিধা হইবে।

সংবাদ আদানপ্রদানে অধিকতর সুবিধা করিবার জন্য টেলিগ্রাফ বিভাগ, বাঙ্গলা এবং আসামে আরও কয়েকস্থানে 'টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস' বসাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাণীগঞ্জ, জোড়হাট এবং নারায়ণগঞ্জে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথমোক্ত দুই স্থানে আপনা হইতেই এক্সচেঞ্জের কাজ চলিবে এবং শেষোক্ত স্থানে অপারেটর রাখা হইবে।

লোকের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে টেলিগ্রাফ বিভাগ দিল্লী এবং কলিকাতার মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও জানা গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল

এবৎসরের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ ও আই, এস, সি পরীক্ষার ফল আজ বুধবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল যে মাসের শেষ সপ্তাহে বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাজসাহীর গ্রামে ভীষণ ঝড়

গত ২০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গাছ পালা উপড়াইয়া পড়িয়াছে। বাজারের বহু দোকান ঘর উড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের করগেট টিনের চালের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভবানীপুর থানার অন্তর্গত পুনাজপুর গ্রামে ২জন মুসলমান শিলা বৃষ্টিতে নিহত হইয়াছে। চাটৈঘ গ্রামের এক জন মুসলমান স্ত্রীলোক একটি বৃক্ষের নীচে পড়িয়া সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। বিগত ১০ দশ বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে এত বড় ঝড় আর হয় নাই।

বজ্রাঘাতে তিনজন নিহত

গত সোমবার অপরাহ্ণে কাল বৈশাখীর দুর্য্যোগে বজ্রাঘাতে তিন ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। কাশীর নিশ্চপ্ত মাঠে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুইজন চাঁড়ালপাড়ানিবাসী মুসলমান শ্রমিক, তৃতীয় ব্যক্তি খরগা গ্রাম নিবাসী নারায়ণ পাল নামক জনৈক হিন্দু।

চোর ধরিতে যাইয়া যুবক আহত

গত ২রা মে রাত্রিতে জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত ভবানীপুরে সামসুদ্দিন সেখ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে চোর ঢুকিলে তাঁহার ২০বৎসর বয়স্ক পুত্র একটি চোরকে জড়াইয়া ধরে। ফলে চোর ও যুবকটির মধ্যে ধস্তাধস্তি সুরু হয়। ধস্তাধস্তি করিতে করিতে উভয়েই বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িলে আর একটি চোর একখানি দা লইয়া আসিয়া যুবকটিকে আঘাত করিতে থাকে। শরীরের নানাস্থানে আঘাত পাইয়া যুবকটি অল্পক্ষণ পরেই মাটিতে পড়িয়া গেলে দুইজন চোরই পলায়ন করে। যুবকটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে শত্রুতার অভিযোগ

সুচীওয়ের উত্তরে পাল্টা আক্রমণ চালাইবার পর চীনারা পিপিং হ্যাঙ্কাও রেলপথের নিকটে জাপ বাহিনীকে আক্রমণ করেন। চীনারা এই দাবী করিতেছে যে, তাহারা তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং জাপ-বাহিনীর দক্ষিণ ব্যূহ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, চীনা গরিলা বাহিনী ৭ই প্রাতঃকালে সাংহাইএর উত্তর পশ্চিম দিকস্থ নাংটুন চাউএ প্রবেশ করিয়াছে এবং তথাকার দুইশত জাপ সৈন্যকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। জাপানীরা সাংহাই হইতে ক্রমাগত তথায় সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। চীনা গরিলা-বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য নাংটুন চাওএর রাজপথে হাতাহাতি সংগ্রাম চলিয়াছে।

স্ত্রীলোকের অসীম সাহস

মেদিনীপুর জেলার নারাঙ্গিয়া নামক গ্রামে প্রায় ৭, ৮ দিন হল ...রাত্রি এক ডাকাত

...হানা দেয়। বাড়ীতে গৃহস্বামী ঘরে একজন স্ত্রীলোক এবং একটি বালক মাত্র ছিল। ডাকাতের আগমন বুঝিতে পারিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। উভয় পক্ষেই তীর এবং ঢিল ছোড়াছুড়ি হয়। অবশেষে ডাকাতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাতেও না দমিয়া বাধা দিতে থাকে। অবশেষে ডাকাতেরা হতাশ হইয়া পলায়ন করে। উভয় পক্ষেই কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মিঃ দীপচাঁদ

বে-সামরিক বিমান বিভাগের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার মিঃ দীপচাঁদকে দুই মাসের জন্য বেতারের কন্ট্রোলারের অফিসের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বেতারের কন্ট্রোলারকে বাঁধাধরা পরিচালন কার্য্যের হাত হইতে রেহাই দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার পরিচালনার দিক হইতে অফিসের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উন্নতি সম্বন্ধে পরামর্শ দিবেন এই আশায়ই সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুইমাস পরে মিঃ দীপচাঁদের স্থলে যে স্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে, তাহাকে আগামী দুই মাসের মধ্যেই নির্ব্বাচিত করা হইবে।

যুক্তপ্রাদেশিক যুব-সম্মেলন

গত ৭ই হইতে ৯ই মে ফৈজাবাদে যুক্তপ্রাদেশিক যুব সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। স্বামী পণ্ডিত সত্যানন্দ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—পত্র ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার
দীপিকা ১।০
বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবাহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আগবত ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-শাসন ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
২৭। মুক্তিফলটীকা বৃহৎসোরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়াদিকাব্যার্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৫১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা সাধ্যসাধনতত্ত্ব ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপশেখর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিত্যাদশশ্লোক ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। প্রভুপাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪ বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ.
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৮শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১১ই মে ইং ১৯৩৮, বুধবার } ৬০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৬ই মে শনিবার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভোগের বেদ ও সেবার অপরোক্ষ, গৌড়ীয়মঠবাসীর কৃত্য ও অন্যান্য বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস প্রাতেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম উপকৃত ও পরম আনন্দিত হন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অধিকাংশ সময়েই কথাচ্ছলে হরিকথা আলোচনা করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ নিরন্তর কীর্ত্তনমুখরিত আছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

গত ৬ই মে শনিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরদিবস প্রাতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী সেবাদর্শ প্রভৃতি গত ৮ই মে রবিবার ৩-২০ মিনিটে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিয়াছেন।

গত ৯ই মে প্রাতে দৈনন্দিন পাঠ কীর্ত্তন ও পারিক্রমাদির পর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীধামাগত কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জনের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। জীবের স্বরূপ, আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ, আত্মার পরম বিশুদ্ধি, ভোগবুদ্ধিবশে মায়ার রাজ্যে আসিয়াই জীবের বিশুদ্ধ স্বরূপের আবরণকল্পে বিবিধ বন্ধন ও নিরন্তর দুঃখপ্রাপ্তি, কৃষ্ণদাস জীবের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ লাভের একমাত্র উপায়—শব্দ, এই শব্দ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যেমন শব্দের দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত, তেমনি চেতন শব্দই চেতন আত্মাকে পরিচালিত করিয়া—আত্মার উপরের যাবতীয় মালিন্য ও আবরণমুক্ত করিয়া ভগবানের আকর্ষণ করিতে সমর্থ, শব্দই অপ্রমত্ত জনকে তাহার স্বরূপ—সর্ব্বাঙ্গ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনামুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ৭ই মে শনিবার গৌড়ীয় মিশনের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত ভূদেবমোহন দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীধামে আগমন করিয়াছিলেন। গত ৮ই মে রবিবার অপরাহ্ণে তাঁহারা পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল গিরি মহারাজও গত ৭ই মে শ্রীধামে আগমন করিয়া পরদিবস ৮ই মে অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় প্রচার

'নব বসন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৭।১।৪৫ তারিখে হুগলীর নগাল ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকগণের দ্বারা আহূত হইয়া অবসরপ্রাপ্ত হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্কুলপ্রাঙ্গণে 'নীতি' বিষয়ে একটী গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পরমার্থনীতির তারতম্য প্রদর্শনমুখে বহু যুক্তিপূর্ণ প্রণিধানযোগ্য বিষয় আলোচনা করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া বলেন। অতঃপর উক্ত ট্রেনিং স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এ, বি-টি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মৌলবী আফাজুর আলী বি-এ, বি-টি, (হেড মাষ্টার); শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এ, বি-টি; মৌলবী এক্‌বার সিদ্দিক বি এ, বি টি; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্,এস্-সি, বি-টি, বি-এল; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মোদক এল-টি; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গড়াই এম্ এ; শ্রীযুক্ত অজিতকুমার গুপ্ত (ড্রয়িং মাষ্টার) প্রমুখ শতাধিক শিক্ষক ও ছাত্র বক্তৃতা শ্রবণ জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইলে প্রচার

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিরত্ন মহোদয় টাঙ্গাইলের অন্তর্গত পুনিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সাদর আহ্বানে হরিকথা প্রচারার্থ ৮।১।৪৫ তারিখে তথায় গমন করিয়া তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহে তদীয় ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কীর্ত্তন করেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গে সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, সদ্গুরুর লক্ষণ, বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার, প্রাকৃত সাহজিকতা ও ভক্তিবিরোধী অপসম্প্রদায়ের হেয়তা এবং ইহাদের আনুগত্য যে জীবের অত্যন্ত অমঙ্গলকর তাহা বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন।

এই সমস্ত কথা শ্রবণের জন্য বহু সজ্জন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তথা হইতে প্রচারকগণ ধামরাই অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন করাই নব দাস-গণের গুরু-পরম্পরাসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ মধুসূদন … বৈশাখ ১৩৪২

মৎস্যাবতার

মৎস্যাবতার ভগবান্ শ্রীহরির রাম-নৃসিংহাদি সর্ব্ববিধ অংশাবতারের অন্যতম। ভগবান দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন। তিনি প্রাকৃতগুণযুক্ত উচ্চাবচ প্রাণিসমূহের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাতে প্রাকৃত গুণের কোন সংস্পর্শই নাই। তিনি মায়াধীশ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত বস্তু। এই মৎস্যরূপী ভগবান্ মায়িক মৎস্য নহেন, তিনি অপ্রাকৃত মৎস্য। অজ্ঞানাচ্ছন্ন—মায়া-সম্বদ্ধ ব্যক্তিগণই মায়িক মৎস্যের ন্যায় প্রাণ … করেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামানব বা কপটমানব বলার ন্যায় এই মৎস্যদেবকে মায়ামৎস্য বা কপট-মৎস্য বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অবতারে মৎস্যের রূপ দৈবযোগে … জীব। নট যেমন নটবররূপে এবং নিজদেহে অভিনয় করিয়া … পান করিতে করিতে নায়ক-নায়িকাদের ভাব ধারণ করেন, ঈশ্বর সম্বন্ধেও … জানিতে হইবে। … ভগবান্ … হন। অতএব তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দেখিতে পান না। যাহারা মায়িক চক্ষে দেখে, তাহারা কেবল মায়া দ্বারা নর কল্পিত রূপ দেখে, তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহার অনুগত ভক্তগণই তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পান। সেইরূপ মূঢ় ও বঞ্চনাকারী অভক্ত ভগবানকে মাপিয়া লইতে যায়, তাহারা ভগবানের পরানন্দস্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। তাঁহাদের অবস্থা মায়িক লোকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। "মায়ানাং সর্ব্বনির্ম্মাণং নশ্বরং" উপনিষদের এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, অপ্রাকৃত বস্তুর সম্বন্ধে ভগবানের যে রূপ স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, তাহা তাঁহার স্বরূপ নহে, পরন্তু মায়াকল্পিত। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রাকৃত দেহাভিমান থাকে না, অভিমান দূরে যায়—পরমানন্দলাভ হয়; ভগবানের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব। ভগবদ্বিমুখ জীব শ্রীভগবৎপাদপদ্মের স্বরূপ সেইরূপ অন্তর্দর্শনে দেখিতে পায় না, সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলিতেন,—"নীচ লোক অভক্তদের নিকট নিরন্তর থাকিবার অভিনয় করিয়াও কেহই তাঁহাকে দেখেন নাই।" "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" গীতার এই শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবানের নিত্য রূপ … যোগমায়ারূপ ছায়াদ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকেন। 'যোগমায়া-সমাবৃত' পদের অর্থ—'মেঘকুঞ্জের ন্যায় … দেহাভিমানের ন্যায় সমাবৃত।' কিন্তু তাঁহারা দৃষ্ট … ভগবত্তত্ত্ব—তাহা ভগবানের নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব।

ভগবদবতারসমূহ প্রাকৃত … । … তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্ব-পার্থক্য নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু অপ্রাকৃত রসবিচারে তাঁহাদের মধ্যে যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে তাহা ভক্তিবিচারের অন্তর্গত নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ এই তিন রূপে প্রকাশ পান। কৃষ্ণের যে রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ রূপ তাহাই স্বয়ং-রূপ। কৃষ্ণের গোপ-মূর্ত্তি স্বয়ংরূপ। এই স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিভুস্বরূপ। আর তাঁহার যে রূপ স্বরূপতঃ অভিন্ন অথচ আকার ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, তাহাই তদেক স্বরূপ; উহা—স্বাংশ ও বিলাস ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশরূপের বিলাসসমূহ … শক্তির প্রকাশ পায়, কিন্তু শক্তিদ্বারা প্রায় আত্মসম্পূর্ণ তাহার নাম বিলাস। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। অতএব স্বরূপ হইয়াও তিনি অল্পশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে। রাম, নৃসিংহ, মৎস্যাদি অবতারগণই ভগবানের স্বাংশ অবতার।

অতীতকল্পাবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবা অবসান হওয়ায় তিনি শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার মুখনিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক দানব অন্তর্দ্বীপে থাকিয়া যোগবলে অপহরণ করে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী অন্তর্যামী শ্রীহরি দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের সেই কার্য্য অবগত হইয়া বেদোদ্ধারার্থ শফরী মৎস্যরূপ ধারণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকৃত লঘু-ভাগবতামৃত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, স্বায়ম্ভুবের মন্বন্তরে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই মৎস্য দুইবার অবতীর্ণ হন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। অনন্তর চাক্ষুষমন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করেন।

সেই কালে চাক্ষুষমন্বন্তরে সত্যব্রত নামে কোন এক মহান্ রাজর্ষি নারায়ণপরায়ণ হইয়া জলমাত্র পান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন সেই রাজর্ষি কৃতমালা নাম্নী নদীতে তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার অঞ্জলিস্থিত জলে একটি শফরীকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই শফরীটিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। শফরী কাতরস্বরে দয়ালু রাজর্ষির নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলে রাজর্ষি সেই শফরীটিকে সযত্নে গ্রহণ পূর্ব্বক জলপূর্ণ কমণ্ডলুতে স্থাপন করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। অনন্তর সেই শফরী একরাত্রে এত বর্দ্ধিত হইলেন যে, কমণ্ডলু মধ্যে নিজ শরীর রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কষ্টের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব যেখানে আমি সুখে অবস্থান করিতে পারি আমাকে এইরূপ একটী স্থান প্রদান করুন।

শফরীর কাতর প্রার্থনায় রাজা তাঁহাকে একটি বৃহৎ কটাহে নিক্ষেপ করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি ত্রিহস্ত পরিমিত দেহ ধারণ করিলেন। তখন সত্যব্রত তথা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ শফরীটিকে সরোবরের জলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তথাপি সেই মহামৎস্য সরোবরের জল আচ্ছাদন করিয়া বর্দ্ধিত হইলেন এবং অন্যত্র বাস করিবার জন্য রাজর্ষির নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। অনন্তর সত্যব্রত সেই মৎস্যকে তৎক্ষণাৎ অন্য জলাশয়ে লইয়া গেলেন। কিন্তু সে স্থানও তাঁহার পরিমিত স্থান না হওয়ায় অবশেষে সেই অপারের মহামৎস্যটিকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন।

সমুদ্রে নিক্ষেপকালে সেই মৎস্য সত্যব্রতকে বলিলেন,—হে বীর, এই সমুদ্রে মহাবল মকরাদি জলজন্তুগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব আমাকে এখানে ত্যাগ করা উচিত হয় না। মৎস্যরূপী ভগবানের এইরূপ রমণীয় বাক্যে বিমোহিত হইয়া রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,—আপনি মৎস্যরূপে কেবল আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন, বস্তুতঃ আপনি কে? আপনি একদিনেই শতযোজন পরিমিত সরোবরকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, আমরা ইহপূর্ব্বে আর এরূপ প্রভাবশালী জলচর দেখি নাই কিম্বা কোথাও এরূপ শ্রবণও করি নাই। আপনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি। নিখিল জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বত্র জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি কি জন্য এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা আমার জানিবার বাসনা হইতেছে।

সত্যব্রত এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে প্রলয়সমুদ্রে বিহারেচ্ছু মৎস্যরূপী শ্রীহরি তাঁহার হিতসাধনার্থ বলিতে লাগিলেন,—হে শত্রুদমন, অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে 'ভূঃ' প্রভৃতি লোকত্রয় প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে। ত্রিলোক সেই প্রলয়জলে নিমগ্ন হইলে আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। অতএব তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজরাজি নৌকায় আরোপিত করিয়া সপ্তর্ষিগণে পরিবেষ্টিত এবং সমস্ত জন্তুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বৃহৎ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক অন্ধকারে ঋষিগণের তেজঃপ্রভাবে আলোকবিশিষ্ট প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করিবে। পরে যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হইবে তখন উহা সন্নিকটস্থ আমার শৃঙ্গে বাসুকি সর্পের দ্বারা বন্ধন করিবে। আমি ঋষিগণের সহিত তোমাকে এবং ঐ নৌকা আকর্ষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মী নিশা বর্ত্তমান থাকিবে অর্থাৎ ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকিবেন, তাবৎকাল প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করিব। তৎকালে তুমি আমার নিকট অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীহরি রাজাকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সত্যব্রতও শ্রীহরির আদিষ্ট কালের প্রতীক্ষায় তাঁহার চরণযুগল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষণশীল মহামেঘদ্বারা সমুদ্র সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিল। অতঃপর ভগবদাদেশ অনুযায়ী সত্যব্রত নৌকা সমাগত দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণসহ তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং নিরন্তর তৎপাদপদ্ম চিন্তা করিতে থাকিলে শ্রীহরি নিযুতযোজন পরিমিত এক শৃঙ্গধারী সুবর্ণাভ মৎস্যরূপে প্রলয় মহাসমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজর্ষি ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি সর্পদ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরমার্থকথা শ্রবণেচ্ছা দেখিয়া ভগবান্ মৎস্যদেব তাঁহার নিকট অনেক তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করেন। সত্যব্রতও ভগবানের শ্রীমুখে বাস্তব সত্যকথা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরীয় প্রলয়ের অবসানে মৎস্যরূপী শ্রীহরি হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশপূর্ব্বক নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত-মনুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীতে আমরা পাই—"যে সকল লোক 'পরগোবেবদ্ব্যাসীভিঃখ্যা ব্রহ্মা জগদ্গুরুঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ড বঞ্চক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা সিদ্ধ প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির প্রচ্ছন্ন।"

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ২য় পরিচ্ছেদ)

গৌড়ীয়ের স্তম্ভে এই সাবধান-বাণী আমরা বহুকাল পাঠ করিয়াছি। পড়িবার সময় মনে হইয়াছে ইহা আমার জন্য নহে। কারণ, আমি আচার্য্যদেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ (?) করিয়া দিয়াছি। সুতরাং ঐ বাণী যখন আমাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ গৌড়ীয়ের স্তম্ভে বাহির হইতেন, তখন আমি বিরক্ত হইয়া মনে করিতাম, ঐ একই কথা পুনঃপুনঃ কেন? কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমারই চিত্তবৃত্তিতে কলির প্রচ্ছন্নের ভাব দিন দিন প্রবলভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। কোথায় চারিজন কবির স্বরূপের বৃত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আসিয়াছি, আর কোথায় সাধারণ লোক অপেক্ষাও হীনতম গতি লাভ করিয়া কলির প্রচ্ছন্ন হইয়াছি। কত বড় আশা বুকে লইয়া আসিয়াছিলাম আর আজ কি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। জগদ্গুরু আচার্য্যদেবকে 'আমার প্রভুপাদ' বলিয়া প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া গোপনে নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকিতেছি। শ্রৌতবাণী বিশ্বাস না করিয়া আত্মাভিমানের বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া আমার এই দুরবস্থা হইল। মহাজনের অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে গুরুপথ আশ্রয় করিতে গিয়াই আমার এই হীন অধঃপতন।

অধিকন্তু কপটতা এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাতে প্রাণে কোনও দুঃখের অনুভব নাই। আচার্য্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ আমার হৃদয়ে প্রকটিত করাইবার জন্য নীরবে নির্জ্জনে তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করি না, শরণাগতির অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া প্রাণের ব্যথা সেই বাঞ্ছাকারী সেবক-ভগবানের চরণে বিজ্ঞাপন করি না; এমনই পাষাণ, এমনই কপট, এমনই প্রচ্ছন্ন-চোরা হইয়া পড়িয়াছি! তিনি যে পতিতপাবন, ব্যথিতের কাতর অশ্রুজলে যে তাঁহার সুকোমল প্রাণ গলিয়া যায়, কোটি কোটি অপরাধে অপরাধী হইয়াও একবার মাত্র তাঁহার চরণে পতিত হইলেই যে তিনি সমস্ত দোষ ভুলিয়া গিয়া কৃপা করিয়া থাকেন, সেটী আমি বর্ত্তমান অবস্থায় কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না; তাই গৌড়ীয় পত্রিকার স্তম্ভে ভক্তিবিনোদবাণী পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিলেন "সাবধান! কলি-প্রচ্ছন্ন হইও না।" আমি কিন্তু তখন মনে করিলাম, ইহা আমার জন্য নহে, কারণ, আমি আচার্য্যদেবের অনুগত; ইহা আত্মম্ভরী—ভক্তিবিনোদ ধারা অস্বীকারকারী আচার্য্যদ্রোহিগণের জন্য। "দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ!"

আচার্য্যদ্রোহী পাষণ্ডগণ সোজাসুজি আম্নায়পারম্পর্য্য স্বীকার না করিয়া নরকে যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কিছু প্রকৃতিস্থ ছলনা সমস্তই প্রভুপাদের শ্রীমুখে বজ্র নির্ঘোষতুল্য হইতেছে। অধস্তনাধমের প্রভু:প্রষ্ঠ প্রভুপ্রাণগণ আমি প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরুকে না মানিলে, তাঁহার সেবা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপাদের সেবা করিতে ছুটিলে প্রভুপাদ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহেন না,—যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিজজনের সেবা উপেক্ষা করিয়া সোজাসুজি কৃষ্ণ-সেবা করিতে যাইতে হইলে কৃষ্ণ সেই দাম্ভিকের পূজা গ্রহণই করেন না।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয় কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

আমি কিন্তু আচার্য্যবিদ্রোহীদের চেয়েও বেশী চতুর। তাই 'ডুবে ডুবে জল খাব, শিব'ও না পাব' এই নীতি অবলম্বন করিয়াছি। মনে মনে স্থির করিয়াছি, সোজাসুজি আচার্য্যদ্রোহী হইয়া কাহারও কাছে হেয় প্রতিপন্ন হইব না, তাহা হইলে অমৃতত্ত্ব গুরুলাভগণের গুরুসেবার উপায়ন আরও কিছুদিন মধ্য পথে লুটিয়া খাইবার সুবিধা হইবে। আবার প্রভুপাদের সম্মান সম্পূর্ণভাবে আচার্য্যদেবকেও দিতে পারিব না, তাহা হইলে আমি যেমন নিঃস্ব হইয়া যাইব, আমার কপট প্রভুভক্তিও দূর না করিয়া যাইবে। যাঁহারা সত্য সত্যই আচার্য্যদেবকে 'আমার প্রভুপাদ' জানিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার সেবাতেই প্রভুপাদের সেবা—তাঁহার সন্তোষেই প্রভুপাদের সন্তোষ প্রাণে প্রাণে এই সত্য দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইসব মূঢ় (?) ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিশিয়া মুখে মাত্র হাঁজি হাঁজি করিয়া যাইব, আমার চালাকি কেহই ধরিতে পারিবেন না; কারণ, যে যাহা বলে বলুক আমি ত আর আচার্য্যদেব অন্তর্যামী নহেন, তিনি আমাদেরই মত মানুষ। প্রভুপাদের বাণীতে কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি—"শ্রীগুরুদেব আমাদেরই মত নানা অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট ও অনভিজ্ঞ মর্ত্ত্যজীব অথবা আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ এই বিচার আসিলেই বিশ্বের প্রভু হ'য়ে গেলাম। তখন ভগবদ্ভজন সব চুলোয় গেল।"

আমি ভুলিয়া গিয়াছি যে, একজনের কোনও কথা নহে, এই রোগের মূল যদি সমূলে আজই উৎপাটন না করি, তাহা হইলে চাপাচাপা আগুনের মত ইহা চিরদিন গুপ্ত থাকিতে পারিবে না। অচিরাৎ ইহজন্মে না হউক জন্মান্তরে আমিও সোজাসুজি আচার্য্য বর্জ্জন করিয়া কলির প্রচ্ছন্নরূপে প্রকাশিত হইবই হইব। কিন্তু এখনও সময় আছে, এখনও আমার পাষণ্ডতা ষোল কলায় পূর্ণ হয় নাই। এখনও আমি এ রোগের প্রতিকার করিতে পারি।

আচার্য্যদ্রোহীদের সঙ্গে আমার পার্থক্যের কথা চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে উদিত হয়—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।

বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥'

বেদ সোজাসুজি না মানিয়া বৌদ্ধগণ নাস্তিক নামে খ্যাত। কিন্তু কাশীর মত মুখে বেদ মানিয়া অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে যে সমস্ত ব্যক্তি নাস্তিকতা পোষণ করে, তাহারা বৌদ্ধের চেয়েও নাস্তিক ও কপট। তেমনই আচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা পাষণ্ডতা করিয়া থাকে, তাহারা আচার্য্য-বিদ্রোহী সত্য, কিন্তু নিজ-সুখ-সুবিধা বজায় রাখিবার জন্য যাহারা আত্মবিধাতা মুখে মাত্র মানিয়া অতিরিক্ত প্রভুভক্তির ছলনায় বর্ত্তমান আচার্য্যদেবকে 'আমার শ্রীল প্রভুপাদ', 'আমার নিত্যানন্দ', 'নিত্যানন্দ স্বরূপাধিদ' বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে না বা বুঝিবার আবশ্যকতাও বোধ করে না তাহারাও তথাকথিত আচার্য্যদ্রোহীদেরই তুল্য,—তবে প্রচ্ছন্ন; আজ গুপ্ত আছে, এখনও সতর্ক না হইলে ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

আচার্য্যপক্ষাবলম্বী কপট আমি অনেক সময় প্রভুভক্তির বড় বড় কথা উড়াইয়া বলিতে থাকি—"প্রভুপাদের নিকট হইতে নামাশ্রিত ব্যক্তিগণের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, প্রভুপাদ থাকিতে থাকিতে দীক্ষাটা লওয়া হইল না। আমি কিন্তু বড়ই চালাক। কারণ, প্রভুপাদ থাকিতে থাকিতে দুইটা কাজই সমস্ত শেষ করিয়া লইয়াছি।" এই উক্তিতে আমার গুপ্ত স্বরূপই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রভুপাদের প্রসঙ্গ উঠিলে আমি কত কপট হা-হুতাশ করিয়া, কত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবকেলির প্রদর্শনী দেখাই, মনে মনে চিন্তা করি তিনি ত' আর এখন আমার ভোগে বাধা দিতে আসিবেন না বা সেবা করিবার জন্য আহ্বানও করিবেন না, সুতরাং প্রভুভক্তির ছল দেখাইয়া এখন আবশ্যক হইলে নির্জ্জনে ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা খুঁজিব।

আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে কিন্তু আমার প্রীতি নাই। কারণ, আমাকে আদেশ-উপদেশাদি করিবার জন্য, শাসন-শোধনাদি করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা প্রদান করিবার জন্য, বোলখানা প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা প্রভুসেবার আহ্বান করিবার জন্য সম্মুখে জীবন্ত বাধারূপে তিনি প্রকট আছেন। যখন প্রভুপাদ প্রকট ছিলেন তখনও কিন্তু আমার এই রোগ ছিল, মনে করিতাম প্রভুপাদে গুরুদেবের কিছু অভাব আছে; হায়! হায়! যদি রূপ রঘুনাথের সময়ে জন্মগ্রহণ করিতাম! প্রকট আচার্য্য অপেক্ষা অপ্রকট আচার্য্যে কপট অনুরক্তি আমার স্বভাব। প্রভুপাদের সঙ্গে আমার শুদ্ধ চেতনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিষ্কপট সেবা-প্রভাবে তাঁহার তিলমাত্রও যদি আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে প্রভুপাদাভিন্ন আচার্য্যদেবের তত্ত্বও আমার হৃদয়ে স্বাভাবিক-ভাবে উদিত হইত। সত্য সত্য প্রভু অনুরাগে বিহ্বল হইলে আচার্য্যানুরাগেও আমি বিহ্বল হইয়া পড়িতাম।

এসমস্ত বিষয় চিন্তা না করিয়া আমি মুখে মুখে খুব প্রভুভক্তি জাহির করিতেছি। কথায় বলে—'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ'। আমাতে সেই চোরের লক্ষণই দিন দিন স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। হায়, হায়, কবে আমি পতিতপাবন আচার্য্যদেবকে গুরুদেবাভিন্ন জানিয়া 'প্রভু তোমার হ'লাম' বলিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব। কবে আমার অতি ভক্তি প্রভুভক্তি-ছলনারূপ 'চোরের লক্ষণ' সমূলে উৎপাটিত হইয়া আচার্য্য-গুরুদেবের প্রাণে হৃদয় জানিয়া যাইবে। কবে সত্য সত্যই আমি আচার্য্যরূপাভিন্ন হইয়া শ্রীগুরুদেবের ভৃত্য হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব? তাই হে পতিতপাবন আচার্য্যদেব, আপনার শ্রীচরণকমলে অধমের কাতর প্রার্থনা—

'কৃপৌ ধ'লভাগানাং দুঃসহবাবলম্বনং
ত্বামস্তু শরণাগতানাং ত্বমেব শরণং প্রভো'॥

* * *

'তুমি ত' পতিতগণ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কেবা আছে দয়াময়॥
অতএব তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত॥
বিনোদ এবক পদে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ॥'

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এই ভক্তিপ্রচারকেন্দ্র-নদীয়া-প্রকাশ-মুদ্রণালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কেন্দ্র। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাচ্যদর্শন-শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র ও ইংরেজী পাক্ষিক হার্ম্মনিষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিবিবেক।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবনমালীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবন

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগিরিজাকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়া টোল

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীগিরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চন্দন পুকুর

রক্ষক— শ্রীমহেন্দ্রনাথ মঠাধিকারী।

(২৩) সারস্বতগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীবনীকৃষ্ণ বিদ্যাধর

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) মদনগোপাল-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীব্রজরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমচ্চরণ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ মঠাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং অকল্যাণ্ড রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নৈমিষারণ্য-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

পোঃ বসিধার, জিঃ সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরাধাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবরেণ্য ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক-- শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব মঠাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রূপসনাতন-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনপীঠ

রক্ষক—তত্ত্ব শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নবেন্দ্র বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ কোকোলা, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেলমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅকিঞ্চন ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) মাধবানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর মঠাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব মঠাধিকারী

(৫৭) শিবক্ষি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াসাহি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ মঠাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মনোমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজপত্তনগৌড়ীয়-প্রবণ-মন্দির

পোঃ বসুন্ধরা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল মুখুজ্জি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(৬২) আমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ মঠাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরা, পোঃ চিরুডুলা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৫৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবৰ্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্রাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯৪ চাটার্জ্জি লেন

ডিটেক্ট রোড, লক্ষ্নৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীপ্রভানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৭৲
এজারেজ কোয়ালিটি	৭৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸০
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
লাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৶০
মরিশস ১০০০ নং	১০/০
	৯
কাশীপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কাশীপুর লাল	৭৸/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

	৩৪৷০
টাকশালের বার	২২৲
গিনি	৫৩৷০
চাকিবার	

পাটের দর

	৪০৸০
আবাদ—	৪০৸০
ডিস্ট্রিক্ট—	৪১৷০
উত্তর—	৪১৲

বাজার বন্ধের সময়—

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৭৸০—৭৸/০
কুণ্ডুকাউন ঐ	৭৲—৭৶০
	৫৸/০—৫৸০
ডাইমণ্ড ঐ	৫৲—৫৶০
সুজী	৫৸০—৫৸/০
আটা (বি)	৫/০—৫৷/০
আটা নং (২	৫৲—৫৷০
আটা (এম)	৪৸০—৪৸/০
আটা (কে)	২৷০—২৸/০
আটা নং (৩)	১৸/০—১৸০
ভূষি	১৸/০—১৸/০

গুড়ের দর

	৫৭৲
ভেলা	৫৭৲
মুকসুদী	৫০৲
কুচবেহারী	৪৫৲
	৩৩৷০
বালিকামল	

তার	৮৲
কাপুনে	৩৬৲
রাঙ্গা পাতলা	৫১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলোর দর

আমেরিকা গোলার কাটন	৫৪
মিট্‌ন আমেরিকা কচ	৪০৲
অগাস্টি পুরানো কাটন	৪০৲
ঢাকাই শাখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাবনা সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুঁটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৬৷৪৷৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৸/০
২৪ গেজ—	১১৸/০
২৬ গেজ—	১২৸/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	১৶১০—৯৶০
বাগান ঘেরা কাটা তার (খাজিল)	১০৷০
ছোট কাড়ি বা চিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ " ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নয়ালে	৬৸০—৭৷০
গোল এণ্ড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭৷০
	৬৸০—৭৸০
নং ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
১টিকলের বালতি ৫৶০, পাটেন্ট বালতি ৬৷০	
ভুসায়ু বালতি ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ বনফিল্ড লেন পোদ্দার, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর মনোরম বোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়োছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় বাৎসরিক গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

—:(০):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে “দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস”র “কেভ্‌রোল” অব্যর্থ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদ্ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্মা-লাপুতা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে “কেভ্‌রোল” ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেবা। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ¼ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, কৈ ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

ব্রেঞ্চ ঠিকানা ৭২-২০১নং গলি পোঃ আঃ টাঁযগঞ্জ, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডক্টর ভিভিয়ে রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲		৫৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲		৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩২শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

ফোনঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'-
শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরসর্ব্বস্বপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-প্রতিষ্ঠাতা-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

REG NO C-148

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ১২ই মে, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৬১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ১১ই মে তারিখে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। তথায় ২রা জুন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ঐ তারিখে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন এবং ৩রা জুন তারিখে বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা করিবেন। বোম্বাই হইতে তিনি বিমানযোগে যাইবেন। অস্থায়ী আইন সচিব স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে চার্জ বুঝাইয়া দিবেন।

স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই জুন তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন এবং ১০ই তারিখে পাটনায় অবস্থান করিয়া সিমলা রওনা হইয়া ১২ই জুন তারিখে সিমলা পৌঁছিবেন।

শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উদ্বেগ

গত ৭ই মে ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয় চেক গবর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুদেতেন জার্ম্মাণদিগকে সর্ব্বাধিক সুযোগ সুবিধা দানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স 'থার্ড রাইখ'কে আর্থিক সাহায্য করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহার উত্তরে চেক গবর্ণমেণ্ট হয়তো চেকোশ্লোভাকিয়া ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিকট ঋণ চাহিবে এবং থার্ড রাইখ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে যাহাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও থার্ড রাইখের মধ্যে আপোষের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হয় তজ্জন্য একটি নূতন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিবার অনুরোধ জানাইবে।

ব্রিটিশ রাজদূত জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, ব্রিটেন চেক গবর্ণমেণ্টের নিকট যে কূটনীতিক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছে—তাহাতে সুব্যবস্থিত ও শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত সমস্যার আপোষ মীমাংসা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

দুই ব্যাঙ্কের মিলন

গত ৩রা মে অপরাহ্নে শ্রীহট্ট ব্যাঙ্ক ভবনে পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত এম, এল-এ মহাশয়ের আহ্বানে কুমিল্লার পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কের সহিত শ্রীহট্টের সিলেট ব্যাঙ্কের মিলন উপলক্ষে [illegible] এক সম্মিলনীতে সমবেত [illegible]। উপস্থিত সকলকেই জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের সম্মুখে এক বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দিনাজপুরের গ্রামে ডাকাতি

গত ২৭শে এপ্রিল দিনাজপুর জেলার [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে জনৈক মুসলমান প্রধানের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২৭শে এপ্রিল রাত্রিতে এক দল ডাকাত সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উক্ত গ্রামের প্রধান মহম্মদ দিদার মণ্ডলের গৃহে হানা দেয়। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া নগদ টাকা পয়সা ও বহু গহনাপত্র লইয়া গিয়াছে। প্রহারের ফলে দিদার মণ্ডলের বাঁ পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার স্ত্রীর মাথা কাটিয়া গিয়াছে। এই দুইজন ব্যতীত বাড়ীর আরও অনেকে জখম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে। মণ্ডলের স্ত্রীর অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে একদল পেশোয়ারী গ্রেপ্তার

কলিকাতা হইতে আগত ৫জন পেশোয়ারী চুঁচুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, সি প্রধান কর্তৃক এক বৎসর শান্তভাবে বাস করিবার জন্য ৫০০ টাকার করিয়া মুচলেকায় আবদ্ধ হইয়াছে।

প্রকাশ, আলিপুরের গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকা হইতে এক দল পেশোয়ারীর অনুসরণ করে। তাহারা যখন ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে আসাম মেলে সেই ট্রেনে উঠিতে যাইতেছিল, তখন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ৫জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। খানাতল্লাস করিয়া তাহাদের নিকট কলিকাতার অমান্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট (টিকিটগুলির ক্রমিক নম্বর ছিল), চাকু, ছোরা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

জামসেদপুর টিন কারখানায় ধর্ম্মঘট

জামসেদপুরের টিন প্লেট কোম্পানীর মালিকগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা এক সপ্তাহের জন্য কারখানা বন্ধ রাখিবেন।

প্রকাশ, শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ফলে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কারখানার দুইটি বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মালিকগণ শ্রমিকদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, গত সোমবারের (২রা মে) মধ্যেই শ্রমিকদের সহিত মালিকগণের একটি মীমাংসা হইবে। মালিকগণের এই আশ্বাসে কর্ম্মচারিগণ পুনরায় কাজে যোগদান করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা না হওয়ায় শ্রমিকগণ পুনরায় হরতাল আরম্ভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এই কারণেই কারখানার মালিকগণ এক সপ্তাহের জন্য কারখানা বন্ধ রাখার আদেশ দিয়াছেন।

রাণীগঞ্জে ধর্ম্মঘট

সংবাদ পাওয়া গেল যে, রাণীগঞ্জের বার্ণ কোম্পানীর সহস্রাধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ; বার্ণ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ চারিজন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করায় কারখানার ৫০০জন শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের প্রতি সহানুভূতি জানাইবার জন্য আরও সহস্রাধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে।

বরখাস্ত কর্ম্মচারীদের বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে ১৫ দিনের জন্য বরখাস্ত করিয়াছেন।

আরও জানা গেল যে, ধর্ম্মঘটকারীরা মালিক কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত চারিজন শ্রমিকের উপর হইতে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবী করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত মিলমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কোন মীমাংসা হয় নাই।

শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট চালাইতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক হোমিও সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি

বোম্বাইয়ের ডাঃ রসিকলাল মানেক ঠাকর আন্তর্জ্জাতিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী আগষ্ট মাসে স্টকহোম'এ এই অধিবেশন হইবে; ডাঃ ঠাকর আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই তথায় যোগদানের জন্য যাত্রা করিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ভজন-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭। মুক্তিমার্গকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৴০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু বিজ্ঞাপনার্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৶
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ।
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবস্বম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবপঞ্চিকাঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক্‌স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-শিক্ষার্থী অধিকারিবর্গ
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৬৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪২, ২৯শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ১০ই মে ইং ১৯২৮ বৃহস্পতিবার } ৬১তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৩ই মে, (১৯২৮) বৃহস্পতিবার রাত্রে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পরলোকগত চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত মহোদয়ের ২০ নং আলিবারি (?) ব্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাসস্থিত বাসভবনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুপ্ত বি-এ মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে কঠোপনিষদ্ হইতে যমরাজ ও নচিকেতা-সংবাদ এবং গীতোপনিষদ্ হইতে আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। তাঁহার কথায় ইহাই যে জীবাত্মার একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু এবং তাঁহাতেই যে তাঁহার একমাত্র প্রভুত্তা, তাহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী পাঠ কীর্ত্তন হয়। পাঠের প্রারম্ভে শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারীজী ও শেষে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী কীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে তন্মধ্যে কতিপয় সজ্জন ও ভদ্রমহিলার নাম প্রদত্ত হইল,—

মিঃ জে, সি গুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত চীফ্ জজ, স্মলকজ কোর্ট; রায় বাহাদুর উপেন্দ্রমোহন সেন বিহার এবং উড়িষ্যার জাইনাল ডিপার্টমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার; রায় বাহাদুর সাবহ্দিন আহম্মদ, রেজিষ্ট্রেসনের অবসরপ্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর জেনারেল; মিঃ এ, এন, সেন বি, এস্-সি, (ইঞ্জিনীয়ার) ব্যারিষ্টার; ডাঃ এ, দাসগুপ্ত এম, বি (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল জে, এন দাসগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র); মিঃ এস্ হালদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রাফিক্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ই-বি-আর; মিসেস্ মিত্র (ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল মিঃ মনোরঞ্জন মিত্র মহোদয়ের পত্নী); মিঃ অশোক সরকার, ট্রেনিং কলেজের প্রফেসর, মিসেস্ সরকার (ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্নী); মিস্ নীরা সরকার এম্ এ, বি-টি; মিস্ বাসন্তী সেন বি-এ প্রভৃতি।

টাকী ইকে প্রচার

গত ১৪।১।৩৫ তারিখে উপদেশক শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজী খুঁপপাড়া হইতে প্রচারকগণ সহ বস্ত নগরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক (মার্চেন্ট) মহাশয়ের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হন। উক্ত দিবস বৈকালে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় গ্রামবাসিগণ সাদরে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন। তথাকার সজ্জনগণের অনুরোধে প্রচারকগণ ৩ দিবসকাল তথায় অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রকৃত সাধু কে, তাঁহার লক্ষণ কি, সদ্গুরু কে, তাঁহার লক্ষণ কি তাহা বর্ণন করেন। মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি এবং ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রত্যেকেই যে সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-পূজ্য বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন তাহা আলোচনা করেন। সমাজ যে রূপণ নহেন, তিনি পরমদয়াল ও উদার আর ভক্তগণ যে পরম বন্ধু তাহাও বহু শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা বুঝাইয়া দেন।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারে তথাকার বহু ব্যক্তি মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নানাভাবে প্রচারকগণকে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক (মার্চেন্ট ও ব্যাঙ্কার); শ্রীযুক্ত গুরুদাস সাহা; শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র বণিক (মার্চেন্ট); ডাঃ রাধাচরণ সাহা; শ্রীযুক্ত মতিলাল সাহা; শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সাহা, (ব্যাঙ্কার ও তালুকদার); শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র সাহা; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা (তালুকদার ও ব্যাঙ্কার); শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন সাহা; ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সাহা, শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত প্রামাণিক; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ভৌমিক (মার্চেন্ট) প্রভৃতি।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ২।৫।২৮ তারিখে বিলম্বরাজে প্রচার করিয়া কাঁথিনাচকে গমন করেন ও স্থানীয় সজ্জনগণের আগ্রহে প্রাঙ্গণস্থ শিবের নাটমন্দিরে "মানবজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

পরদিন ব্রহ্মচারীজী পূর্ব্ব মুহূর্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীধর সামন্ত মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তিনি ৩।৫।২৮ তারিখে পুরুষোত্তমপুর গ্রামে গমন করেন ও শ্রীযুক্ত প্রেমনাথ বাবুর গৃহে অবস্থান করত স্থানীয় শীতলা মন্দিরের সম্মুখে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় ২।০ ঘণ্টাকাল যাবৎ গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাতে একজন ব্রাহ্মণসন্তান প্রশ্ন করেন যে, পুত্রজননাশৌচ-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করিতে পারিবে কি না? তাহার উত্তরে ভক্তিশাস্ত্রীজী সদ্গুরুকৃপালব্ধ সংস্কৃত বিষ্ণুভক্তের কোন প্রকার সূতক বা অশৌচ নাই এবং তাঁহার কোন প্রকার শৌচাদিরও কারণ না থাকায় এবং [illegible] ভগবান সর্ব্বক্ষণ পরম শুচি থাকেন বলিয়া তাঁহার বিষ্ণুসেবা কখনই বন্ধ হয় না। সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে মহোৎসব

আগামী ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই জ্যৈষ্ঠ দিবসত্রয় চিকন্দিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসবকালে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও বহু ভক্তের নিরন্তর হরিকথা আলোচনা হইবে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ সাধারণ মহামহোৎসব। ঐদিবস নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। প্রেসিডেন্ট শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসব সম্পাদন জন্য নানাভাবে তথায় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন) শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহে।—লুপ্তধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাস গণের শুদ্ধ ধারাবাহিকসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ মধুসূদন আদি কারগোপসাদী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

বদ্ধাবস্থায় ভগবান্কে dependant করিতে হইবে না, মুক্তাবস্থায় ভগবান্ নিজে স্বেচ্ছায়ই dependant হইয়া পড়েন; যেমন শ্রীপূজ্যপাদ 'ভক্তিমপ্যে মুক্তিমতে' ভাগবতের ভক্তপ্রসঙ্গ অবতীর্ণ। অদ্বিতীয় শঙ্কর বলিয়াছেন—তব সেই লোকমতে ....., ... বা মহাভারতে ....., ... আর কোন কোথা যেখানে কথার বাধ্য হইব না, আমি tangible something চাই, আমি সেই ব্রজ-গোলোকের আশ্রয়ে তাঁহাদিগকে জন্ম দিয়া বালকরূপে পাইব, যাঁহাদিগের বাৎসল্যে স্বয়ং ভগবান্ পালা-পুত্ররূপে বিহার ক'রেছেন আবার independant বার্ষভানবী dependant হ'য়ে সেবা ক'রেছেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণকে বুঝিয়া লইবার দুষ্টতা অপনোদিত হইলেই এ সকল বুঝিবার সৌভাগ্য হয়। ব্রহ্ম-কথিত 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোকের অর্থ বুঝিতে হইবে। Transcendental বাস্তব-বস্তু কিরূপে আছেন, তাহা না জানিয়া gigantic waysএ আমরা যে সকল কথা চিন্তা করিয়াছি, তাহা অপ্রাকৃত-চিন্তার কোন কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে দিতেছে না—'অচিন্ত্য খলু যে ভাবা' এ কথার তাৎপর্য্য আমরা আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না।

দিন দিব্যজ্ঞান দ্বারা আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে regulate করিয়া কৃষ্ণের সেবার ভক্তদিগের সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। গুরুদেব যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন তাহা বিস্মৃত হইলেই নানাপ্রকার অনর্থ আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। তখন আবার সেই বৈকুণ্ঠদেবের শ্রীচরণপদ্মের নিকট সেই দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানাতে হবে।

রূপনাম-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্য-লীলায় অবস্থিত হ'লেই আমাদের positive মঙ্গল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তু জাগতিক মা, পিতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতিকে কৃষ্ণজ্ঞানে গোলোকে কৃষ্ণকে তাহাদের সেবা করতে গিয়া যে অপরাধ হয়, কৃষ্ণপাদপদ্মের স্ফূর্ত্তি হলেই তাহা হইতে উদ্ধার,—তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। Christianরা lowest nature, Highest nature এবং Ethical religionএর কথা বলেন, Ethical কেই তাঁহারা বড় ব'লিয়া জানেন; ঐরূপ প্রাকৃত নৈতিক বহুমানন সুপ্রাচীন হংস-জাতির চিন্তাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাকৃত নীতি-বাদিগণের বাস্তব ধারণা ক'রতে উঠিতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বিস্মৃতি উহার মূল কারণ। কৃষ্ণ ও পুনঃ স্মৃতির একমাত্র উপায়। অজ্ঞানকে 'ভক্তি' বা ভক্তিকে 'অজ্ঞান' ব'লতে হবে না; শ্রীত, উপনিষদের কথা ভাগবতের নিকট অনেক দিন বসিয়া সেবোন্মুখচিত্তে শুনিতে হইবে, তবে তাহার উপলব্ধি সম্ভব।

Individual ব্যক্তি মানব linear, Superficial ও cubical expansion বা তিন এর dimensionএর কথা দিতেই যায়, তৃতীয় বস্তুরাজ্যের কোন কথায় যায় যাবে না। সীমাবিশিষ্ট বা ত্রুটিবিশিষ্ট জগতের কথায় যেন আমরা চিরজীবন কাটাই। বৈকুণ্ঠ বস্তুর কথা আলোচনা হওয়া দরকার। যাঁরা চক্ষুদের কথা আলোচনা করুক, তাঁদের সমস্ত সংকীর্ণতা—সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব কেটে যাবে। আমরা কাটবিড়ালীর সেতুবন্ধনের চেষ্টার মত শ্রীচৈতন্যদেবের কথা জগতে বিস্তার ক'রবার জন্য যে একটু চেষ্টা ক'রছি তাতে উৎসাহ দেওয়া ত' দূরের কথা, বাধা দিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁ'র কথার প্রচারে বাধা দিতে কেউই পারে না, পা'রবেও না। অজ্ঞ লোকেরা এ কথা না বুঝে নিজেদের অমঙ্গলটা নিজেরাই বরণ ক'রে নেয়।

হরিকীর্ত্তনের মত দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে, তাঁ'র দুর্ভিক্ষ লোক, জগতের অমঙ্গল কেটে যাক্। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের অভাব থেকেই প্রেম ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আচার ও প্রচার

(উপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী)

জগতে প্রচারকের সংখ্যা অত্যধিক। কিন্তু অন্বেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রচার্য্য-বিষয় প্রচারকগণের ভিন্ন ভিন্ন। অনেকেই কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ প্রভৃতিকে বহুমানন করত উহার বিষয়সমূহ জগতে প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এজন্য আমাদের বাস্তব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রচারকবৃন্দের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইতেছে না। সর্ব্বপ্রথমে আমরা জীবমঙ্গলকারী অকৃত্রিমাকৃত্রিমকারী শ্রীগৌরসুন্দর জগতে নানা মতবাদ প্রবল হ'য়েছে; শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা হ'লে অন্যান্য সব কথা থেমে যাবে; যুগোস্লাভিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মনীষিগণের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ হ'চ্ছে তা' আর থাকবে না। জগতে এমন শুভদিন অদূর ভবিষ্যতেই আসছে—জগদ্বাসী একদিন সকলে মিলে চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা ক'রবে। সে শুভদিনের বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় সকলের সব রকমের অসুবিধা দূর হ'য়ে গিয়ে প্রকৃত সুবিধা হবে; সকলের সব রকমের প্রশ্নের মীমাংসা হবে, কোন secular কথা থাকবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনে আমরা যদি তার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে নিবার সৌভাগ্য পাই, তখন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোক বুঝে নিবে—"এ দেশের লোক বড় ভাল, কেউ কারও সঙ্গে বিবাদ করে না—সকলের স্বার্থসংগত এক।" সুতরাং দেশে দেশে অসামর্থ্য নিয়ে কলহ—মনোমালিন্য—দ্বেষ—হিংসা—মাৎসর্য্য দূর হ'য়ে যাবে—এক স্বার্থের বাক্য বা পথ হবে। প্রকৃত স্বার্থ বুঝ্বার গোলমালেই জগতে এত মারামারি—এত কাটাকাটি—এত অশান্তির সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবই সেই প্রকৃত স্বার্থের সন্ধান দিয়েছেন, জগৎ কি তার অনুসন্ধান ক'রবে না?

Altruism ব'লতে গিয়ে একজন লোক খুব উদারতা দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু মহাবদান্য পরোপকারী-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে Altruismএর কথা ব'লেছেন, তা' বুঝবার জন্য ত' কারও আগ্রহ দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের পরোপকার-রহস্য বুঝবার সৌভাগ্য হ'লে জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তর্কবিতর্ক থেমে যাবে। জগৎ একবার শ্রীচৈতন্যদেবের আলোচনা করুন, তাঁর কথা একটু স্থির ধীর হ'য়ে শুনুন—সকলের মঙ্গল হবে।

সুধর্ম্মের প্রচার্য্য বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারি, প্রকৃত মঙ্গলময় প্রচার্য্য বিষয় কি? তিনি একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া ব'লেছিলেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না ব'লিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥"

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস প্রভুকে কৃষ্ণভজনের কথা প্রচার করিবার জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভজনই একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। এই প্রচার্য্য বিষয়ের প্রচারকের অত্যন্ত অভাব। ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ কোন ব্যক্তিই এই কৃষ্ণভজনের কথা প্রচার করিতে সমর্থ নহেন। কৃষ্ণসেবোন্মুখ আচারবান্ ব্যক্তিই জগৎকে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা ব'লতে পারেন। তাই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমৎ হরিদাস প্রভুকে ব'লেছেন—"ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।" কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইলে হইবে না, সর্ব্বপ্রথমে প্রচার্য্য বিষয় নিজ জীবনে আচরণ করিতে হইবে, তবে প্রচার সম্ভব। এবম্বিধ আচারবান্ প্রচারকের অভাব এবং আচারবান্ প্রচারকের নিষ্কপট সত্য কথা শুনিবার মত শ্রোতারও অভাব। কঠশ্রুতি বলেন—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণগোচর হন না, শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাঁহাকে অনুভব করিতে পারেন না; কারণ, সেই আত্মার নিপুণ (তত্ত্ববিৎ) উপদেষ্টা দুর্ল্লভ। যদিও উপদেষ্টা লভ্য হয়, কিন্তু শ্রোতা অতি দুর্ল্লভ। আমরা কৃষ্ণভজন ক'রতে চাহি না, আমরা চাই আপাত ভোগ, কল্পের নাগরদোলায় ঘুরপাক খাইতে। আবার কখনও এই সংসারকে দুঃখের আগার জ্ঞানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে চরম মনে করিয়া সেই সেই প্রচারকগণের কথাকেই বহুমানন করত আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা হইতে বঞ্চিত হই। এবম্বিধ মানুষ কর্ম্মী এবং জ্ঞানীকে শ্রীকৃষ্ণভজনের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে হইলে আচারবান্ প্রচারকের নির্ভীক বাণীই একমাত্র উপায়। আচারবান্ প্রচারকের নির্ভীক চেতন বাণী কর্ণ-

জনের অন্তঃকরণকে বিদূরিত করিয়া জীবকে ভক্তিপথের সন্ধান দেন। কিন্তু সেই প্রকার প্রচারক অতি অল্পই জগতে অবতীর্ণ হন। আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে প্রতারকের হস্তে না পড়িয়া বাস্তব প্রচারকের আশ্রয়ে তাঁহাদের আচারবতী বাণী শ্রবণ করত নিজের জীবনকে পরমার্থ-পথে পরিচালিত করিব।

বাজারে আমরা কত কতজন পরিত্রাণ করিয়া থাকেই ভজন করি ভজনের মায়াদেবী নানা মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট আসিয়া প্রলোভন দেখায়। রাবণের ন্যায় আচারবিহীন জিহ্বাগণের বাণী সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত হইয়া আমার নিকট যত লম্বা লম্বা কথা বলুক না কেন যদি তাহার অন্তর্নিহিত অসদ্ উদ্দেশ্যের কথা অনুধাবন করি তাহা হইলে দেখা যায় তাহার ঐ প্রকার উপদেশ শ্রবণে বাস্তবিক লাভ নাই মঙ্গল হয় না; উপরন্তু তাহার সঙ্গফলে আমাদের সর্ব্বনাশই হয়। আমরা কেবল বেশে বা বাক্যে মুগ্ধ হওয়ায় জন্ম সংসার ছাড়িবার কষ্ট স্বীকার করি নাই, বাজারদের বাহদের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার গলাবাজি শ্রবণের জন্যও আসি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুবার শুনিয়াছি—ঐ প্রকার আচারবিহীন বাক্যবাগীশ বক্তার জগতে অভাব নাই। কিন্তু তাহাদের বাক্যে আমাদের কোন প্রকার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তাহাদের বাক্যের আড়ম্বরের অন্তর্নিহিত স্বরূপ তুলসীদাস প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "মুখে রাম রাম, অন্তরে সয়তানের কাম।" সয়তানের দ্বারা যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কবলিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের মুখে সাধুকথা নিঃসৃত হইতে পারে না বা তাঁহারা সাধু বা প্রচারক পদবাচ্য নহেন। আচারবিহীন প্রচারকগণের মুখে যত বড় বড় কথা বাহির হউক না কেন, আমরা তাহাকে অসৎজ্ঞানে তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিব, অর্থাৎ উপদেশামৃতোক্ত 'দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি'-রূপ ছয় প্রকার সঙ্গ তাহাদের সহিত বিন্দুমাত্রও করিব না। আচারহীন প্রচারক মানেই কপট, ধূর্ত্ত। অপরকে বঞ্চিত করিতে গিয়া নিজেও বঞ্চিত হইয়াছে। আচারহীন প্রচারকের বাণী কি প্রকার, তাহা পদ্মপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

তাহাদের বাণী শ্রবণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার, প্রচার—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

• • •

আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে।

• • •

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।

ইহ জগতে বহু লোক দেখা যায়। কেহ আচার যথাযথ পালনের চেষ্টা করেন কিন্তু প্রচার করেন না, তাহাতে জগতের মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। কেবল নিজে আচরণ করিয়া যদি সেই আচরণীয় বিষয় জগতের নিকট কীর্ত্তন না করা হয় তাহা হইলে জগতের হিত কিরূপে হইবে? কেবল নিজের স্বার্থ দেখিলেই চলিবে না। আমরা যদি আচার না করিয়া প্রচারক সাজিয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের আচারহীন প্রচারের দ্বারা জগতে বিষবৃক্ষ উপ্ত হওয়ায় পাঁচগুণ জগতের অতিশয় সাধন করিবে। সেইজন্য আমার ন্যায় আচারহীন প্রচারকগণের প্রতি আমার এই সানুনয় নিবেদন, প্রচারক হইবার অগ্রে বাস্তবিক আচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক; কেননা, প্রচারকের আসনটী সোজা নয়, এটী যথাযাধিকারের আসন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধহয় পাই, নিম্নাধিকারের স্তর হইতেও আমি নীচে, আমার মতনের সাঁধর কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এমত ব্যক্তি যদি প্রচারক সাজিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? প্রচারক আসন শ্রেষ্ঠের আসন। এই আসনে কলঙ্ক আরোপণ করিলে অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কি শিক্ষা করিবে?

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, সাধারণ তাহা অনুসরণ করে। আমি শ্রেষ্ঠের আসনে বসিয়া মুখে যাহা বলি, কাজে যদি নিজের জীবনে তাহা আচরণ না করি, তাহা হইলে প্রচারকের কার্য্য করিলাম কি না, ইহা বিবেচ্য; জগতের অমঙ্গলের প্রধান পাণ্ডা হইলাম মাত্র। ইহাই বায়ুপুরাণ বলিতেছেন —

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ পালন করেন বলিয়া আচার্য্যবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ আচার্য্য নামে কথিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের দ্বারা আক্রান্ত জীব কি প্রকারে প্রচারক হইতে পারে? কেহ কেহ 'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার সর্ব্বদেশ' এই বাক্যের দোহাই দিয়া গুরুর কার্য্য করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু বিচার করিব না কি, অনর্থরাশির পিণ্ডস্বরূপ আমি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকারী কি না? আচার না করিয়া মহাপ্রভুর উপরি উক্ত বাক্যের দোহাই দিয়া প্রচারক সাজার নামই ভীষণ কপটতা। চিন্তা-শ্বশীর শাখারূঢ় বুদ্ধি আওড়ান দ্বারা তাহার বা জগতের কোন মঙ্গল সাধন হয় কি? শাখারূঢ় বুদ্ধি আওড়ান চিরপাখীকে যখন বিড়ালে আসিয়া ধরে তখন সে শাখারূঢ় বুলির পরিবর্ত্তে টেঁ টেঁ করে। আচারবর্জ্জিত ব্যক্তির বুলি ঠিক ঐ শিখান চিরপাখীর বুলির মত। কিন্তু বাস্তবিক যিনি প্রচারক অর্থাৎ জীবের দুঃখে যিনি দুঃখিত তিনি নিজের জীবনে যথাযথ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বক্তবাগী নয়, প্রচারক হন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক যাহারা নহে শব।
'শুদ্ধ প্রচারক যাহা, চাহে না প্রতিষ্ঠা তারা,
চাহে মাত্র রাধার চরণ।
রাধার চরণ-ধন, সেবে তারা সর্ব্বক্ষণ
অনুগতি আচার্য্য চরণ॥'

শ্রীরূপের অনুগত জনগণই একমাত্র প্রচারক। তাঁহারা প্রতিষ্ঠার দাস নহেন। শ্রীবিনোদবাণীর অনুসরণকারীগণই শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতে সমর্থ এবং তাঁহাদেরই শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীহরি বিরাজ করেন। যেখানে আচারহীন প্রচার সেখানে কেবল লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠার আদানপ্রদান। ভজনের বিঘ্ন লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা হইতে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থানপূর্ব্বক আচার্য্যানুসরণ করিয়া যিনি আচার ও প্রচার করেন তিনিই আচারবান্ প্রচারক এবং তাঁহার আচার ও প্রচার দ্বারা জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

বিভিন্ন মতবাদ

——::(•)::——

বলাহাড়ী-বাদ

বলাহাড়ী নদীয়া জেলার মেহেরপুরের মল্লিকবাড়ীতে পরিচারক হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করে। জগতের স্রষ্টা মানবের হাড় সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া হাড়ীবংশে তাঁহার জন্ম হয়। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার শিষ্য ইহাদের মধ্যে আছে। বলরামের দৈবশক্তি ছিল। এই দলে সকল জাতি প্রবেশ করিতে পারে।

——

ভাগবত-নিরুদ্ধ-বাদ

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের অন্তর্গত নহে এবং ব্যাসদেব রচিত নহে। দেবী ভাগবতই পুরাণ। কাহারও মতে মুর্শিদাবাদের পঞ্চানন বৈদ্য নামক এক ব্যক্তি অষ্ট বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন ও ভাগবত-নিরুদ্ধবাদ সৃষ্টি করেন। একথা বিশ্বাস্য নহে। ইহাতে তিনি অনেক অর্ব্বাচীন সাম্প্রদায়িক বিরোধী ব্রাহ্মণদিগকে নীর মতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভাগবতবিরুদ্ধবাদীর মধ্যে চন্দ্রচূড়গণই মুখ্য। ইঁহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই চরমপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। মধ্যাধ্যাস দল ব্যতীত অনেক অন্য শাক্তপন্থী-দ্বারাচিহ্নধারী ব্রাহ্মণ-সন্তানও এই দলভুক্ত।

মুসলমান-বাদ

মহম্মদ-প্রচারিত কোরাণ কথিত ধর্ম্ম। পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণানুশীলনক্রমে ধর্ম্মজীবন লাভ ঘটে। পাপীর দুঃখসমূহ কেয়ামতকালে যথানুশীলনবলে পাওয়া যায়। শিয়া ও সুন্নী ভেদে দ্বিবিধ। ইঁহাদের মধ্যে 'অনল হক' অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' সম্প্রদায়ও আছে। ইঁহারা নিরাকারবাদী। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের নিকট দোওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য।

——

যোগী-বাদ

স্থূল শরীরের অবসরে যম-নিয়মাদি দ্বারা আয়ত্ত করিবার পর সূক্ষ্ম শরীরকে বাসনা-রাজ্য হইতে উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বরে প্রণিধান অথবা অন্য কোন উপায়ে স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সমাধি লাভ করাই প্রয়োজন। সমাধিতেও অবস্থায় আনন্দ থাকিলেও চিদ্বিচিদ্বতার সম্ভাবনা নাই। নিত্য চিদৈচিত্ত্য অস্বীকার করায় কেবল কামনা দুষ্কাবস্থায় থাকে।

বাউলবাদ

জীবের উপাস্য পরমপ্রীতিবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ জীবের স্থূল দেহেই বিরাজ করে। উপাস্য পদার্থের প্রাপ্তির জন্য আপন আপন দেহ ত্যাগ করত অন্যত্র যাইবার আবশ্যক নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সমস্তই মানব-শরীরে বিরাজমান। স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিলে পরিপক্কাবস্থায় সাধকের পুরুষ বা স্ত্রী, জড় বা চিৎ প্রভৃতি পার্থক্য বিদূরিত হয়। শুক্র, শোণিত মল, মূত্র এই চারি প্রকার দুর্গন্ধ ভাজ্য পদার্থ ভক্ষণ করা ইহাদের সাধনাঙ্গতঃ; লোক-সমক্ষে লোকাচার ও সদ্গুরুর মধ্যে তজ্জাতীয় সদাচার করাই বিহিত ধর্ম্ম। ইহারা বৈষ্ণবের ন্যায় তিলক-মালা প্রভৃতির সহিত রুদ্রাক্ষ স্ফটিকের মালা ব্যবহার করে। বহির্বাস কৌপীনের সহিত মুসলমান ফকিরের ন্যায় আলখাল্লা বেশ ও দাড়ী গোঁফ ও বাবরীর ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত উপবাস ও শ্রীমূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ। বীরচন্দ্রের সময় হইতেই বাউলবাদের উৎপত্তি। ন্যাড়া সম্প্রদায় ইহারই অন্তর্গত।

——

হস্ত ছাড়ি বৈ, অসতে মিশায়। সে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-ব্রজপত্তন

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ব্রজপত্তন আচার্য্যদের শ্রীপাদপদ্ম আছে। রক্ষক— শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব প্রভু।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর সেবা-শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রেষ্ঠাগ্রণী শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিনোদ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ অনন্ত ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঋতব্রজপ্রাণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাঁলপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীনুপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্যগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধ্য রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যসাধন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একদাসানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী, পোঃ কোটবন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কেনিং রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-ভবন

পোঃ বসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজনার্দনদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ চিরুডিহা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপরা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৫৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ব্রম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৬৪ চাটার্জ্জি সেন

ভিক্টোরিয়া রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্‌ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীপ্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাটারি কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশী, টাইপ	১০৷৶০
খড়িপুর ১০০০ নং	১০৶০
জাভাজোড়া সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷৵—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৵—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

	৩৪৷০
টাকশালের বাট	২২৲
গিনি	৫২৷০
চাদিবাট	

পাটের দর

আসামে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ফেক্টরী ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
দুলারমোহন ঐ	৬৲—৬৶০
লাইনফ্লেক ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৭৲—৭৶০
আটা (নং)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এক)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পাপড়ি	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
রাজধানী	৫০৲
বাগবাজারী	৪৫৲
ভয়সা	৩৪৷০
ক্যালিফোর্নিয়া	

জীরা	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
গাওয়া ঘি	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
ম্যাঃ গাঁইকা ২৪—৩০ সের	১০৲

সুতের দর

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
মিট্ন আমের কভুর	৪০৲
কয়াচি পুরুলির কাইন	৪০৲
বাহার ভারা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকন মাখ	৮৷০
সুপারী বেনী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা বুড় ও পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা স্ট্যাণ্ডার্ড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
স্কোট ক্রাফিং বা ডিউ কাটা বস	৭৷০—৮৸০

পাতি কাটিং ৩—২ স্কুট লম্বা

৫৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, গজাল	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
বুড় ইস্পাত আসল ২৫৲	স্প্রিং ২৩৷০

চটকলের বাদলদ ৩৶০, পুরাতন বাদলদ ৩৷০

ভুসার বাদলদ ৪৷০

সংবাদদাতা—কুমারবাবু মল্লিক

এণ্ড কোং লিঃ

৩-৫ নম্বর ঘাট শোভাবাজার, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(:o:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

-o:o:o—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের বাঁচার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রায়নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাস্তবিক জ্বরের ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-বাগুতা, দার্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর ব্যাধিমুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের অল্প বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম নতুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪।২নং গলি পোঃ আঃ টাবন্ডে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায়, মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর, এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাবারিধিষু ক-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহামূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	৮৲
সিকিকলম	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	৮৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৫৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	"
মাসিক	"

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যায় ভিন্ন মূল্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রন্থরচনা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া প্রত্যাহারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জ্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর:গৌড়ীয়মঠ, ভাদপাড়া মায়াপুর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট সংস্করণ

ভক্তিরত্ন

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভারতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

আরও কিছুকাল

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১নং-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীমঠ'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাদ সর্বপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

প্রচারিত নদীয়া জেলার

REG NO C 144[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের মনোভিষিক্ত
আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ১৩ই মে, ১৯৩৮, শুক্রবার [৬২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০:)০)—

ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন আইন

সেবাইতের স্বত্ব ও পদ এবং পারিবারিক ৺শ্রীবিগ্রহের অনুকূলে কৃত দিনুদেবোত্তর দান বিষয়ে ঐরূপ স্বত্ব বা পদ উত্তরাধিকারীতে বর্ত্তমান সম্পর্কে আইনের পাণ্ডুলিপি—

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দেবোত্তর কিম্বা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দান সম্পর্কে সম্প্রতি বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্যগণের বিভিন্ন মতদ্বৈধতার রায় প্রকাশের ফলে যে সকল সন্দেহ ও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে সেগুলি দূর করিবার জন্য উপরোক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বড় লাটের কাউন্সিল-অব-ষ্টেটে ১৯৩৭ সালের এক আইন নামে দাখিল করা হইয়াছে।

ইহা দেবোত্তর বা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দানের প্রতি খাটিবে; সেবাইতের পদ ও সেবাইতের স্বত্ব উত্তরাধিকারীগণের বর্ত্তন সম্বন্ধে বিধান থাকিবে; সেবাইতের পদ এবং সেবাইতের স্বত্ব হস্তান্তর করা অথবা সেবাইতের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রীর জন্য ক্রোক করা যাইবে না; দেবোত্তরের স্বার্থ সেবাইতের স্বার্থের বিরোধী হইলে, উপযুক্ত আদালত কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের জন্য এক-জন ব্যক্তিকে শ্রীবিগ্রহের লোকাল বলিয়া মনোনীত ও স্বীকার করিবেন। আদালতের মতদ্বৈধতা হওয়ার ফলে মতদ্বৈধের কারণ দানের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। এই আইনের পাণ্ডুলিপিতে ঐরূপ মতদ্বৈধতা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই আইনের পাণ্ডুলিপির মূল্য তিন আনা মাত্র।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা বাজারে চলিবে বলিয়া শেখপুরার ডেপুটী কমিশনার ঢোল সহরৎ ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন এবং যদি কেহ ঐ মুদ্রা গ্রহণে আপত্তি করে তবে তাহাকে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পরীক্ষার্থীদিগকে ফল জানাইবার ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষার্থী যাঁহারা বর্ত্তমানে কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদের জানান যাইতেছে যে, ছাত্র পত্রিকা "শ্রীহর্ষের" পক্ষ হইতে পরীক্ষার ফল যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে সেই দিনই ডাকযোগে তাঁহাদিগকে জানান হইবে। এইরূপ ভাবে যাহারা ফল জানিতে চান তাঁহারা নিজ নিজ নাম, রোল নম্বর, রেজিষ্টার্ড নম্বর ও ঠিকানা সহ জেনারেল সেক্রেটারী, শ্রীহর্ষ, ১০।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ঠিকানায় আবেদন করুন।

বোম্বাই কলিকাতা টেলিগ্রাফ লাইনে সংবাদ আদান-প্রদানে বিলম্ব

কলিকাতা বোম্বাই টেলিগ্রাফ লাইনের ক্ষতি হওয়ায় বোম্বাই হইতে কলিকাতায় প্রেরিত তার আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে। গত রবিবার অপরাহ্নে যে ঝড় হইয়াছে তাহাতেই লাইনের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদ

প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদের জন্য শীঘ্রই বেতনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং একজন মুসলমান কলিকাতা [illegible] চ্যান্সেলার হইবেন।

পুরীর সেবায়েতদের সত্যাগ্রহ

কিছুদিন পূর্ব্বে পুরী মন্দিরের ৩৩ জন সেবায়েতের বিরুদ্ধে ফৌজদারী এক মামলা আনীত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এ যাবৎ ২৯ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট চারিজনের বিচার চলিতেছে।

গত ৪ঠা মে তাহাদের মামলার শুনানী আরম্ভ হয় এবং আগামী ১৭ই মে পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত থাকে। প্রকাশ যে, সেবায়েতগণ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট একটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী গত ৯ই মে সকাল ১১টার সময় উক্ত চারিজন সেবায়েৎ মন্দিরের পাকশালায় প্রবেশের চেষ্টা করে। তিনজন প্রবেশ করে, কিন্তু ৪র্থ সেবায়েতকে মন্দিরের পরিচালকের নির্দ্দেশে ৩।৭ জন পুলিশ ও দারোয়ান একত্রে প্রহার করে। উক্ত সেবায়েৎ ইহাতে না দমিয়া সেখানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে ও পাকশালায় প্রবেশে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় পুরীতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

মন্ত্রীর গৃহে চুরি

কাশীমবাজারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ এ, সি, সেন কাশীমবাজার রাজবাটীরই এক অংশে বাস করেন। প্রকাশ যে, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী দোতলার শয়নঘরে নিদ্রিত থাকার সময় তাঁহার স্ত্রীর গলা হইতে একটি হারের এক অংশ ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং তিনি চীৎকার করিয়া উঠেন। পরে দেখা যায় যে ব্যাগটীও উধাও হইয়াছে। অনুসন্ধানে ঘরের মধ্যে এক ব্যক্তিকে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখা যায়। তাহাকে তখন গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের শোচনীয় মৃত্যু

খলিলপুর বাঁশী রেল লাইনের উপরকার একটি পুল পার হইবার সময় একটি স্ত্রীলোকের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি রেল লাইনের উপর দিয়া আসিতেছিল এমন সময় বোম্বাই মেল সেখানে উপস্থিত হয়। আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রীলোকটি পুলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। ট্রেণখানি বেগে চলিয়া যায়। শেষ কামরাটী চলিয়া গেলে সে অজ্ঞান হয় এবং সেই অবস্থায় পুলের ধার হইতে নীচে পড়িয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অবিলম্বে ট্রেণ থামান হয় এবং তাহার মৃতদেহ ট্রেণে করিয়া লইয়া আসা হয়। এই ঘটনার জন্য মেলখানি তিন ঘণ্টা বিলম্বে হাঁসীতে পৌঁছিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবাহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বামন-আদবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৵৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্য প্রাকৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষ্য ॥৹
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবৌদ্ধকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫ গীতমালা /১৹
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। গীতবণ্ঠ /
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্চ্চনকক্ষ /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনবঙ্গ ৵১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪ ভজনম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /৹
৬৭। সারাৎসারদর্শনম্ ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিউ অব্ গার্ড ন অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনন্যাপরেন্ট ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল্ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রকৃত মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া।

১০ম বর্ষ { ২৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪২, ৩১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ১১ই মে ইং ১৯২৮ শুক্রবার } ৯২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পরম মঙ্গলময়ী শুভেচ্ছার অনুসরণে তাঁহার একান্ত অনুগত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর অধিনায়কত্বে গত ১০ই মে মঙ্গলবার শ্রীহরিবাসর তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ সমস্ত দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর শ্রীহরি-কীর্ত্তনমুখে তিথিবাসর সম্মান করিয়াছেন।

ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বর্ত্তমান বর্ষের ৩৯শ সংখ্যা সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীমোদদ্রুমে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথিত অমূল্য হরিকথা আলোচনা করেন। পতিত-পাবনাবতার শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর অপার করুণার কথা, সাক্ষাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বস্ব দ্বারা প্রভুরূপে আদর করিতে পারিলে তবেই সদাচার-[illegible], শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাতেই জীবের সংসারমুক্তি ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মলাভ ও নিত্যধাম বৃন্দাবনে শ্রীগৌরধামে বাসযোগ্যতা, শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদির শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত শ্রীমহাপ্রভু বা শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল ভজনের সন্ধান পাওয়া যায় না, শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন হইলেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীনবদ্বীপ, ব্রজ, নীলাচল শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীরূপ গোস্বামী ও তদীয়-গণ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রেষ্ঠ-মধুপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ডবাস, গিরিবর গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধামাধবের সেবাদাস্যের আশা পাওয়া যায়। কলিকালে শ্রীনামরূপে শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, শ্রীগুরুরূপ ভিন্ন অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সংসারবাসনা সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গেলে তখনই শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা—শ্রীরাধাগোবিন্দের কথায় জীবের রুচি হয় এবং শ্রীগুরু-কৃপাতেই সেই ব্রজ-সৌন্দর্য্যদর্শন যোগ্যতা লাভ হয় ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা করেন। পাঠের পর কৃপাপ্রার্থনাসূচক সংকীর্ত্তন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা করা হয়।

মধ্যাহ্ন ১১ ঘটিকায় পুনরায় সংকীর্ত্তন নাটমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত হন এবং মধুর উৎসাহে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয় এবং রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ কীর্ত্তন চলে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিমধুর প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ প্রভু, শ্রীপাদ অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভু ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু ক্রমান্বয়ে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ধারাবাহিকরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর উৎকট বিরহ-বিধুরতা, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন দ্বারা মহাপ্রভুকে সান্ত্বনাপ্রদান, এই সময় শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রভুপাদে আগমন, পূর্ব্বে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার কালে শান্তিপুর পৌঁছিলে শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার চরণপ্রান্তে প্রার্থনা করায় মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহাকে যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান, শ্রীল রঘুনাথ কর্ত্তৃক পাণিহাটী গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় চিড়া-দধি-মহোৎসব প্রদান, তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক রঘুনাথের চৈতন্য-চরণপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ ও একাকী রঘুনাথের মহাপ্রভুর শ্রীচরণপ্রাপ্তির উদ্দেশে গৃহ হইতে পলায়ন, [illegible] পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ে পতন, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ, রঘুনাথের [illegible] প্রদান [illegible] বহু দিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, পরে ছত্রে মহাপ্রসাদ মাগিয়া খাইতে আরম্ভ, রঘুনাথের পিতা সংবাদ পাইয়া তাঁহার জন্য অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথকর্ত্তৃক সেই অর্থগ্রহণে অস্বীকার, রঘুনাথের [illegible] শিক্ষাপ্রদানের কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান, পরে শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর [illegible] পরিত্যক্ত সড়াপ্রসাদ গ্রহণ [illegible] তাহাতে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর পরম সন্তুষ্টিতে একদিন সেই প্রসাদ বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও রঘুনাথের প্রতি কৃপা প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। পাঠের পরেও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

[illegible]

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও ধামাপরাধের বিচার আদৌ লক্ষ্য করিতে হইবে। নচেৎ—

[illegible] সেবা ক'রে রাবণ সবংশে মরিল।
তাহাতে রহিল খ্যাতি অসুর বলিয়া॥
(ভক্তিবিনোদ)

কুম্ভীর অর্থাৎ হস্তী স্নান করিয়া উঠিয়াই নিজগাত্রে ধূলিরাশি নিক্ষেপ করে। [illegible] রূপ ও সাধুসঙ্গ মানবের অনর্থ নিবারণোদ্দেশে কুম্ভীর শৌচের অনিবার্য্যতা দেহের শিক্ষা প্রদান করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিন প্রকার অন্তর্দ্বার, একারণ আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ উক্ত দ্বারত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্য দিকে দৈন্য বা শরণাগতির প্রশস্ত পথে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীরূপ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর অমল উপদেশ-বারিতে স্নান করিয়া শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত হউন।

সাধু সাবধ

[illegible]

[illegible] হইবে

[illegible] হবে, [illegible] যে সুখ পাবে

[illegible]

বৈষ্ণবসেবাটী হ'লে [illegible]

তবে [illegible]

[illegible]

[illegible] ক্ষেত্রে [illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন, অপসম্প্রদায় পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাস গণের কৃত্য সহস্রসূত্রে আমাদের সেবা কার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মধুসূদন তিথি শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ [illegible]

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব

নমস্তে নৃসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।

প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ক, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলাছেদক-নখধারী শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার।

শুদ্ধভক্তবিদ্বেষী ঈশ্বরাভিমানী জনক-কংসাদিবৎ অসুরোত্তম হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বনাশ বক্ষ-বিদারণকারী 'ছদ্ম' নামক শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার 'নখাগ্র' (নখসমূহ), সেই শুদ্ধভক্তবিঘ্নবিনাশন এবং প্রকৃতরূপে আত্মা ও আনন্দবিধানকারী, নিষ্কপট ভক্তের প্রতি পরমকৃপাময় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অলৌকিক শ্রীচরণারবিন্দ আমরা নিত্যকাল শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে যেন বন্দনা করিতে পারি, ইহাই তাঁহাদের পাদপদ্মে একমাত্র প্রার্থনা।

কলিযুগপাবনাবতারী শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীশ্রীগৌরহরি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে "অহোবল নৃসিংহ" ক্ষেত্রে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং বহু স্তব দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

তাহা আমাদিগকে এরূপ জানাইয়াছেন—

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি॥
'শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥'

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥

(শ্রীধরস্বামিপাদের বাক্য)

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৭-৭)

'উগ্রোঽপ্যনুগ্রঃ' শ্লোকের অর্থে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে—কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও নিজ সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

সর্ব্বাবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ আচরণ দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও লীলাকালে সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীনৃসিংহবন্দনা ও গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের যাহাতে বাধা-বিঘ্ন দূর হয় সেই উদ্দেশ্যে নির্ব্বিঘ্নে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে পারেন তাহার জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় শুদ্ধভক্তের যে সর্ব্বনাশ এবং অশুভ অনর্থের নাশ হয় তাঁহার শিক্ষা হইতে আমরা অবগত হইতে পারি। উত্তম ভক্তগণ অর্থ-কামাদি সকাম ব্যক্তিগণ অভিলাষসিদ্ধির জন্য দেবদেবীর আরাধনা করে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের নিত্য কল্যাণ কখনই লাভ হয় না। 'পার্থিব [illegible] মহাজন-বাক্যানুসারে পার্থিব বিঘ্নবিনাশের যে কোনই মূল্য নাই তাহা দৃষ্ট হইতেছে। কারণ, এ জগৎ অনন্তের রাজ্য, বাধার আধার, নিত্যাশান্তির স্থান; এখান হইতে কখনও বিঘ্ন চিরতরে দূর হইবে না। একটী লোকের বাধা দূর হইলে অন্য একটী বাধা আসিবেই আসিবে, একটী অশান্তি দূর হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য প্রকারের অশান্তির সৃষ্টি হইবেই হইবে। সুতরাং অনর্থকামী ব্যক্তি প্রাকৃত অর্থলাভের জন্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। সকামোপাসক যে দেবদেবীর পূজা করে, তাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধির সহিত পূজ্য, পূজা ও পূজকের পরস্পর কোনই সম্বন্ধ থাকে না। সেস্থলে স্বীয় অভীষ্টার্থসিদ্ধির বা কামের জন্যই 'বহু আয়োজন আড়ম্বর। কিন্তু শুদ্ধভক্তের কোনও প্রাকৃত কাম বা বাসনা না থাকায় তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বাভীষ্টদেবের পূর্ণানন্দ বা পূর্ণসেবা বিধানের জন্য নিত্যকাল ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। তথায় সেবার নামে ভোগ নাই, ভক্তির নামে বণিগ্বৃত্তি নাই এবং পূজ্য, পূজা ও পূজকের অনিত্যতা নাই।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অনন্ত বৈকুণ্ঠপতিগণের অংশ্যংশ। তিনি স্বীয় বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত বিলাস করেন। তথায় তাঁহার নিত্য সেবক ও পরিকরবৃন্দ আছেন। তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে চক্র ও ঊর্দ্ধ হস্তে পদ্ম এবং বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে গদা ও নিম্ন হস্তে শঙ্খ। তিনি দয়াময়প্রভু ও মহা ভক্তবৎসল চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি। তিনি স্থূলদর্শনহীন নখর দ্বারা দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ বিদারণকারী। তিনি তাঁহার অপ্রাকৃত নরসিংহ মূর্ত্তিদ্বারা জীবের পশুতে ঈশ্বরারোপ বাদ বা ঈশ্বরে পশুত্ব দোষ (Zoomorphism) এবং মানবে ঈশ্বরারোপবাদ বা ঈশ্বরে মানবত্বারোপ (Apotheosis) নিরাস করিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য রক্ষা এবং স্বীয় সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রকাশের জন্য নিখিল দেবমুনি-মানববৃন্দের অদৃষ্টপূর্ব্ব অতীত এক অলৌকিক দিব্যমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদের স্মরণে সর্ব্বত্রই যে শ্রীনৃসিংহ প্রকট এবং অনন্ত অসুর হিরণ্যকশিপুর চোখদর্শন বা দুর্দর্শনে সর্ব্বত্র 'নৃসিংহ' মন্ত্রস্থল কামনা—ইহাও তিনি জগতে জানাইয়াছেন। যেখানে যেখানে শুদ্ধ ভক্তের উপর অভক্তের উপদ্রব, সেই সেই স্থানেই ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব। হিরণ্যকশিপু তাহার অবরুদ্ধ জ্ঞান, পাষণ্ডতা, ও বিষয়মদান্ধতাহেতু বিষ্ণুর ঈশ্বরত্ব ও একমাত্র ভোক্তৃত্ব স্বীকার না করিলেও শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন অভাব হয় না এবং তিনি যে স্বরাট্ লীলাময় পুরুষ তাহা উপস্থিত প্রকটই দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। তিনি যে প্রাকৃত পিতামাতার সন্তান নহেন তাঁহার কোন জন্ম নহে, জীবের ন্যায় তাঁহার জন্ম নাই, জগতের কোন বস্তুই যে তাঁহার কারণ নহে, তিনি যে অধোক্ষজ স্বয়ং, তিনি ইচ্ছামাত্র যে-কোন দেশ-কাল পাত্রে আবির্ভূত হইতে পারেন, তিনি যে অপ্রাকৃত ভক্তের ভক্তিবিলোচনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষীভূত, তিনি যে অভক্তগণের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখেন, তিনি বিরপেক্ষ হইলেও যে ভক্তবৎসল এবং তিনি ভক্তের নিকট দয়াময় প্রভু ও অভক্তের নিকট মৃত্যুর ন্যায় ভয়ানক তাহা তিনি স্বীয় লীলায় দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ কখনও ভক্তের উৎপীড়ন সহ্য করেন না। হিরণ্যকশিপু যতকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুনিন্দা, বিষ্ণুভক্তের ও বিষ্ণুপূজার বাধা দিয়া ছল ততকাল পর্য্যন্ত তিনি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু নির্ব্বাণীক স্বপাত্র সর্ব্বদর্শন সর্ব্বাপকারক প্রহ্লাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলে তখনই বিষ্ণু মহাভক্তের বৃদ্ধিতে শ্রীশ্রীনরসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা শুদ্ধভক্ত-সমাজে সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রদায়-প্রচারক আচার্য্যগণ অনেকেই শ্রীনৃসিংহোপাসনা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের প্রাচীনতম আচার্য্য শ্রীদেবতনু বিষ্ণুস্বামী ও তাঁহার অনুগত সকলেই নৃসিংহোপাসক ছিলেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামিপাদ একজন একনিষ্ঠ শ্রীনৃসিংহোপাসক। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'র মঙ্গলাচরণের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন,—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

'অদ্বৈতবাদ' শ্রীধরস্বামিপাদ একজন বিশুদ্ধধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্য। তাই তিনি ভাগবতধর্ম্মপ্রচারের 'বিঘ্নবাধ' ও 'অভীষ্ট-পূরণে'র জন্য সর্ব্বপ্রথমে নৃসিংহদেবের বন্দনাদ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। স্বামিপাদ নৃসিংহদেবকে সরস্বতীপতিরূপে বন্দনা করিয়াছেন। এই সরস্বতী শুদ্ধা সরস্বতী বা চৈতন্যবাণী। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নীলাচলে শ্রীনৃসিংহমন্দির-প্রাঙ্গণে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম গৌরপার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস পণ্ডিত একজন নৃসিংহোপাসক ছিলেন। তিনি পাষণ্ডিগণের বাক্যে অন্তরে চিন্তিত হইয়া অভিন্ন করিলে একদা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-ভবনে গমনপূর্ব্বক ঠাকুরগৃহে শ্রীনৃসিংহার্চ্চনে রত শ্রীবাসকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া দ্বারদেশে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস দ্বার খুলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তি প্রকট হইয়া দীপ্ত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীবাসের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন—"তোমার উচ্চসংকীর্ত্তনে ও শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি এখন আমার স্তব পাঠ কর, আমি সাধুরক্ষা ও দুষ্টবিনাশের জন্য আসিয়াছি।"

গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী একজন একনিষ্ঠ নৃসিংহোপাসক ছিলেন। তাঁহার নৃসিংহানিষ্ঠার সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে নৃসিংহানন্দ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নৃসিংহমন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-

পরবর্ত্তী গোস্বামী প্রভুপাদ অতি বাল্যবয়সে শ্রীনৃসিংহদেবের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, এবং পরবর্ত্তী কালে স্বপ্নাদেশ পরিপ্রকাশসময়ে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরপঠিত এই শ্লোকটি নিরন্তর উচ্চারণ করিতেন—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

বর্ত্তমানেও গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রিত ও অনুগত যাবতীয় গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের নামোচ্চারণ ও তৎপাদপদ্ম স্মরণ করেন। শ্রীনৃসিংহদেবই 'প্রহ্লাদ'-নাথে আখ্যাত হন। নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ, শ্রীনৃসিংহপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে গীত হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহদেবই জীবের ভক্তিপ্রতিবন্ধকনিচয় নাশ করেন। তিনি পাষণ্ড ও অসুরদলনকারী এবং শরণাগত ভক্তের প্রতি কৃপাবর্ষণকারী। যে সকল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি অবিদ্যা অবৈধমায়াপ্রভৃতির মদে মত্ত হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করে, যাহারা শুদ্ধভক্তিপ্রচারকার্য্যে বাধা দেয়, যাহারা শুদ্ধভক্তকে ক্ষুদ্র, অধম ও আশ্রয়হীন মনে করিয়া উৎপীড়ন করে, যে সকল কামার্ত্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবকে নিজ পাল্য অধীন মনে করে, যাহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, যাহারা অহঙ্কারে নাস্তিক হিরণ্যকশিপুতুল্য হইয়া নানা প্রকারে বৈষ্ণবকে নির্যাতন করে, যাহারা সাধুদের ভক্তিপ্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া বিষয়প্রচার বা কুকথা বা গ্রাম্য বার্ত্তা প্রচারের দ্বারা জগতের সরল জীবকে হিংসা করে, যাহারা শ্রীগুরুবিগ্রহকে কাষ্ঠপ্রস্তরাদি মনে করে, যাহারা অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, সমদর্শী শুদ্ধভক্তকে প্রকাশ্যে মিথ্যাভিযোগ ও সাধারণ জনসমাজে নানাপ্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে চেষ্টা করে, যাহারা 'লোক-দেখান গোরা ভজা' তিলকমালা ধার। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি' বাক্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে স্ব-স্ব চরিত্র প্রকাশ করে, যাহারা নাম-মন্ত্র 'বিক্রয়' ও ভাগবতব্যবসায়দ্বারা শুদ্ধভক্তিপথে কণ্টকারোপ করে, যাহারা শুদ্ধভক্তসমাজ পরিত্যাগ করিয়া হরিবিমুখ দুর্ব্বাসনগণের পদাবলেহী হয়, যাহারা নিজের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য পবিত্র বৈষ্ণবচরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কারোপ করে, যাহারা অপরাধের সমাধান করিয়াও যদি বৈষ্ণবদেবে বিদ্রোহ করে, যাহারা ভগবানের শ্রীনাম-ধাম-কামসেবার পরিপন্থী, যাহারা ভগবানের নিত্য নাম রূপ-গুণ-লীলা পরিকরবৈশিষ্ট্যকে অনিত্য মনে করে, যাহারা বৈষ্ণবাপরাধকে ভয় করে না, যাহারা গৌড়ীয়মঠের নাম লইয়া অসৎসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গী, যাহারা ভাগবতপরম্পরা বা সিদ্ধান্তসিদ্ধ আচার্য্যধারা স্বীকার করে না, যাহারা শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার জন্য কালাপাহাড়ী বুদ্ধি লইয়া তাহাদের যাবতীয় আসুরিক বল প্রয়োগ করে, যাহারা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া অযোগ্য অপসম্প্রদায় তথা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপেক্ষিত প্রাকৃতসহজিয়াগণের সহিত মিত্রতা করে, যাহারা গুরুপাদপদ্মকে অনিত্যদেহধারী মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার কৃষ্ণসেবোপকরণকে আত্মসাৎ করে, যাহারা নির্ব্বোধিক গুরুদ্রোহ দ্বারা ভক্তগণের বিনাশের নানা ষড়যন্ত্র করে, যাহারা যথাসাধ্য আচার্য্যবেষ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং যাহারা বিষ্ণুভোগ্য বিশ্বকে নারকীয় জীবভোগ্য মনে করে, সেইসকল হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণকে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব অচিরেই বিনাশ করিয়া থাকেন। সমদর্শী, অমানি মানদ শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলনকারী ভক্তোত্তম যাঁরা বিদ্বেষিগণকে উপেক্ষা এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট বলিলেও গুরুদ্রোহীকে শ্রীনৃসিংহদেব কখনই অব্যাহতি দেন না।

তবে প্রত্যেককেই মনে রাখিতে হইবে যে, যখনই তিনি হরিকথা-প্রসঙ্গ হইতে, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে বঞ্চিত ও বিমুখ হইবেন তখনই তিনি গুরুদ্রোহী অসুরের মধ্যে গণ্য হইবেন। বহির্ম্মুখ বুদ্ধিগুলি প্রতিমুহূর্ত্তে হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি সন্দেহযুক্ত ও অবাধ্য করিয়া দিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়া থাকে। তাই সর্ব্বক্ষণই আমাদের ভক্তিবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদাহ্লাদদায়ী শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অশোক-অভয় চরণারবিন্দে প্রার্থনা—যেন আমাদের হরিগুরুবৈষ্ণববিমুখতারূপ মহাদৈত্য তাঁহার কৃপায় বিনষ্ট হয়। আমরা যেন পরমারাধ্যতম পতিতপাবন বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুমাদপি কোমল শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের অনুগজনের অনুগত থাকিয়া নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে পারি। জয় ভক্তিবিঘ্নবিনাশন অসুরদলন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয়। আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে ব্রতোপবাস, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন, অর্চ্চন-বন্দনাদি দ্বারা যেন এই 'ভক্তিবিঘ্নহারী'র পূজা করিতে পারি— ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

বংশোধপদ্মযুগং 'বনিতাং কৃষ্ণ-
ভূতে প্রণামসময়ে ন পরাভিবাঞ্ছঃ।
বিভ্রান্ নিজভুজশয়া জগত্তয়াং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কুম্ভস্নান

(উপদেশক শ্রীযুক্ত কুবের ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য)

স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সপ্ত প্রকার স্নানের কথা অবগত আছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত আছে,—

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্॥

'ওঁ শন্ন আপ' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্নানই মন্ত্রস্নান, মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া স্নানই পার্থিব, ভস্ম দ্বারা যে স্নান তাহাকে আগ্নেয় স্নান বলে, গোধূলি দ্বারা স্নানকে বায়ব্যস্নান, একাধারে রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যে স্নান তাহাই দিব্য স্নান, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে স্নানই বারুণ-স্নান নামে অভিহিত এবং মনোমধ্যে শ্রীবিষ্ণুস্মরণরূপ স্নানই মানস-স্নান। সপ্তবিধ স্নানের মধ্যে মানস স্নানই সিদ্ধিপ্রদ।

দেহ ও মনের অপবিত্রতা ও তাপ দূরীভূত করিবার জন্যই স্নানের প্রয়োজন। অপবিত্রই হউক বা পবিত্রই হউক অথবা যে কোন অবস্থাতেই হউক যদি কেহ পুণ্ডরীকাক্ষ এই ভগবন্নাম স্মরণ করেন, তদ্দ্বারা সদ্য সদ্যই তাঁহার অন্তর ও বাহির সমস্তই পবিত্র হয়।

"যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।"

দেহ ও মনের শুদ্ধতা, স্নিগ্ধতা সম্পাদনের জন্য নীতিপরায়ণ মানবগণ কেন, পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণও স্নান করিয়া থাকে; কিন্তু আত্মস্নানের প্রয়োজনীয়তা কেবল বৈষ্ণবগণই অবগত আছেন।

কর্ম্মফলরত জনগণ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপনির্ম্মুক্ত হইবার যে ব্যবস্থা করেন, তাহাতে তাঁহাদের পাপাদি সাময়িকভাবে বিধৌত হয় বটে, কিন্তু পাপ-বাসনা বা অবিদ্যা ধ্বংস হয় না। সেজন্য প্রায়শ্চিত্তাদি কুঞ্জরশৌচবৎ বৃথা।

প্রবীণ কৃষ্ণভক্তবেত্তা আচার্য্যানুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া পরমপ্রয়োজন লাভের জন্য যাঁহারা অভিধেয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন আচারমুখে প্রচার করেন তাঁহারাই আত্মস্নাত বলিয়া খ্যাত।

'সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের জন-গানকারিগণই আত্মস্নানের বার্ত্তা জগতে প্রচার করেন। তাঁহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণের দুঃখ স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বতাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিরূপ বিষ্ঠাগর্ত্তে নিমজ্জিত থাকা কালে কেহই ভক্তিভাগীরথীর শুদ্ধ স্রোতে অবগাহন বা স্নানের মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না। শূকর সমস্ত দিন বিষ্ঠা দুর্গন্ধময় পঙ্কে পড়িয়া থাকিবে তথাপি সে স্বচ্ছ জলাশয়ে বা নদীতে কখনও স্নান করিবে না। ত্রিতাপক্লিষ্ট আমাদের অবস্থাও ঐ রূপই। কি দুর্দ্দৈব!

বহু শাস্ত্রাদ্যগতি নবদ্বীপপথে ভক্তৌ।
মহান্যত্নাঃ শতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

প্রত্যক্ষ ভগবান্ শুদ্ধভক্তিনদীপ্রবাহ শ্রীগুরুদেবে যাহার মর্ত্ত্য বা জাতিবুদ্ধি তাহার মন্ত্রবিগ্রহণ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন কুঞ্জরস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং মানব যে কাল পর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদরজে স্নাত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার পরমমঙ্গল লাভের আশা নাই।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণই শ্রীরাধাকুণ্ডস্নানের পরমপ্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাগবতিক শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবোপকরণজ্ঞানে ভোগ ও ত্যাগ-বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, শ্রীরূপের আনুগত্যপ্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীগুরু বা আচার্য্যকৃপায় শ্রীকুণ্ডস্নানের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগুরুপ্রসাদে এই সৌভাগ্য লাভ করেন। সুতরাং গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ব্যতীত কেহই শ্রীরাধাকুণ্ডস্নানের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত নহেন।

আত্মস্নান ব্যতিরেকে কাহারও শ্রীকৃষ্ণকামযজ্ঞে প্রবেশাধিকার নাই; সুতরাং অন্তর্ম্মুখ জীব কেবল শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক গৌরবিহিত কীর্ত্তন-প্রভাবে অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া লীলা-কীর্ত্তনের পরম উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন দ্বারাই জীব দান, ব্রত, তপ, আর্জ্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অদ্রোহ, অনভিমানতা ও শৌচরূপ দৈবী সম্পৎ লাভ করে।

কামাদিপূর্ণ দেহরূপ মদ্যভাণ্ড শত গঙ্গাজলে বারবার ধৌত করিলেও শুদ্ধ হয় না। অন্যাভিলাষী বা ভুক্তিকামী ব্যক্তিগণ কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অভিনয়ে সময়ে সময়ে মুগ্ধ করিলেও প্রকৃত গুরুসেবকগণের নিকট তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে নিজেকে সাধু বলিয়া জগতে জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হয় কিন্তু মায়া তাহাকে বুঝিতে দেয় না যে পরিণামে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমন্দির
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এক আকিপচাদের এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।
রক্ষক—শ্রী[illegible] কৃষ্ণদাস

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ফোন: ৪১১৯। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আছেন শ্রীশ্রীগৌর-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউ। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও নদীয়া প্রকাশ দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীভক্তিরাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীগৌরপ্রেমবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক শ্রীমুকুন্দগোপাল অধিকারী

১৫) সুবর্ণ-বিহার গৌড়ীয় মঠ
গৌরপুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) ক্ষেত্রনাথ গৌড়ীয় মঠ
রাজবাড়ী ([illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়ি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাকদা পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধ্য-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বকসীবাজার, পোঃ রমনাসিং
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ভুটিয়া রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) আরবন্দ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বৈরাগী রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীগৌরবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,
পোঃ কোতোয়ান, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং রেসালান রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গৌরাদিয়ার টাঙ্ক রোড, ক্যাসেলরক বিল্ডিং বোম্বে ৩
রক্ষক—শ্রীঅর্দ্ধবৃন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিদ্যাসাগর দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীমানা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন
পোঃ বহুলবুড়া, পাঞ্জাব
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল প্রবৃত্তি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিঙ্গড়িয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমার্থ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমার্থ, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসুরগুলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপরা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্যাপহ্যাম, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
ফিটারে রোড, লক্ষ্মৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীযামন ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
ঢাকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
রূপশাল নূতন	৬৶০
ঐ পুরাতন	
রেঙ্গুনের কোম্পানী	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৸৶০
খুলনার ১০০০ নং	১০৶০
তারকেশ্বর সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৸৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
	৩৪৷০
টাকশালের বার	২২৲
গিনি	৫২৷০
চাঁদির বার	

পাটের দর

	৪০৸০
আসাম—	৪০৸০
মিডল—	৪৩৷০
উত্তম—	৪১৲

বাজার বন্ধের সময়—

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৭৸০—৮৸৶
ক্রাউন ফ্লাওয়ার ঐ	৯৲—৯৶০
	৫৸৶০—৫৸০
লাইনকোড ঐ	৯৲—৯৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫৶০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৲—৫৷০
আটা (এল)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (কে)	২৷০—২৸৶০
আটা নং (১)	১৸৶০—১৸০
সুজী	১৸৶০—১৸৶০
ভুষি	

ঘৃতের দর

	৫৭৲
কলিকাতা	৫৭৲
ভাগলপুর	৫৭৲
মুর্শিদাবাদী	৫৪৲
গব্য	৬৫৲

ভাব

কাবুলে	৩৲
মালা গাওলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
লিটনের আমের জবর	৫০৲
করাচি পূরণির কাইন	৫০৲
মাঝারি ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাবনা সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
খড়ি খরিমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১১৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৸৶১০—৸৶০
বাগান বেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা বস	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রড টি-ইস্কোন ও কংক্রিটের	৭৷০
বড়	৬৸০—৭৸০
বড় ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চৌকসের হাতল ৩৸৶০ বাঁটের হাতল ৩৷০	
ভুলার হাতল ৪৷০	

সংবাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৭৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

—:(:০:):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে “দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস”এর “কেভ্‌রোল” অমোঘ মহৌষধ। এমন ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাগুড়া, লাম্বু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে “কেভ্‌রোল” ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মৎস্যাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৮০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শঙ্করপুর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

ম্যালেরিয়া-জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা.
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৮৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৬২৲
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
পরিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

গৌড়ীয় মায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—
শ্রীমায়াপুর

সর্বপালক
শ্রীবৈষ্ণব-সভা-
প্রচারক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

REG NO C 1443

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের স্বপাশ্রিত
আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাসের
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে বৈশাখ, ১৩৪৫, ১৪ই মে, ১৯৩৮, শনিবার [৬৩ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০:)০)——

আই এ, আই এস-সি পরীক্ষার ফল

১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম দশজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আই-এ

(১) শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নব-কলেজিয়েট—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(২) শ্রীযুত অমলেন্দু বিশ্বাস—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৩) শ্রীমতী প্রতিমা রায়চৌধুরী—বিদ্যাসাগর কলেজ।

(৪) শ্রীযুত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য—রিপন কলেজ।

(৫) শ্রীযুত অমর চট্টোপাধ্যায়—রিপন কলেজ ও শ্রীযুত প্রতাপ চন্দ্র—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৭) শ্রীযুত অনিলমোহন কাউন—নব কলিজিয়েট—সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ।

(৮) শ্রীযুত দিলীপ দিঘ্রে—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৯) শ্রীযুত নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন সেন—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(১০) শ্রীমতী চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়—নব-কলিজিয়েট।

আই এস-সি

(১) শ্রীযুত মন্মথ ভট্টাচার্য্য—আই এস-সি—বঙ্গবাসী কলেজ।

(২) শ্রীযুত মুকুন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—রিপন কলেজ।

(৩) শ্রীযুত মধুরানাথ ভট্টাচার্য্য—গৌহাটী কটন কলেজ।

(৪) শ্রীযুত অরুণকুমার মুখার্জ্জী—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৫) শ্রীযুত সুধাংশু মিত্র—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৬) শ্রীযুত নিখিলেন্দু রায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৭) শ্রীযুত কানাইলাল কর্মকার—রিপন কলেজ।

(৮) শ্রীযুত অমিয় বসু—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

(৯) শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র গোস্বামী—গৌহাটী কটন কলেজ।

(১০) শ্রীযুত দীপেন্দ্রনাথ সেন—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

উত্তীর্ণের সংখ্যা ও হার

এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় সর্বশুদ্ধ ৬৭১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা দিবার কথা ছিল; তন্মধ্যে ৬৩২২ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়, ৪২জনকে পরীক্ষা দিবার সময় বহিষ্কৃত করা হয়। সর্বশুদ্ধ ৩৬৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতকরা ৫৫'৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর শতকরা ৫৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই বৎসর আই এস-সি পরীক্ষায় সর্বশুদ্ধ ৩৮৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা দিবার কথা ছিল, তন্মধ্যে ৩৭৭৫ জন পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা দিবার সময় ২৪জনকে বহিষ্কৃত করা হয়। সর্বশুদ্ধ ২১৯০ জন ছাত্র ছাত্রী এই বৎসর আই এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই বৎসর শতকরা ৫৮ জন আই-এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর শতকরা ৫৫'৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বোম্বাই এর পথে গান্ধীজী

গান্ধীজীর সীমান্ত সফর শেষ হইয়াছে। তিনি বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক ষ্টেশনেই বিপুল জনতা অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। লাহোর ষ্টেশনে জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, পুলিশের সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও দলে দলে নরনারী প্লাটফর্মের ভিতরে প্রবেশ করে। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্রই বিপুল জনতা গান্ধীজীর জয়ধ্বনি দিতে থাকে।

বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ১০ই মে প্রাতে বোম্বাই পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে বহু সংখ্যক লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা মেল ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নেতৃগণ শ্রীযুক্ত বসুকে সম্বর্দ্ধনা করেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস সভাপতিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন।

অভ্যর্থনা উপলক্ষে বিরাট জনতা হইলেও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ও দেশসেবিকাগণ এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনকভাবে জনতা নিয়ন্ত্রণে সকলে সহযোগিতা করেন। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস হইতে শ্রীযুক্ত বসু মোটরযোগে সরাসরি চার্চগেট মেরিন ড্রাইভস্থিত শ্রীযুক্ত নাগদাস ভি. পারেখের ভবনে যান। বোম্বাই অবস্থানকালে তিনি শ্রীযুক্ত পারেখের বাড়ীতেই থাকিবেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বোম্বাই কর্পোরেশন কর্তৃক কংগ্রেস সভাপতিকে মানপত্র দেওয়া হয়। পরে মালাবার হিলস্থিত বির্লাভবন-প্রাঙ্গণে বোম্বাইয়ের শেঠিয়া শ্রীযুক্ত জমনা দাস দ্বারকা দাস ও প্রীতি-সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতিকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

লাট-প্রাসাদে রক্তারক্তি কাণ্ড

গত ৯ই মে রাত্রি দুইটার সময় কয়েকটী লাট-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে দিয়া যাইবারকালে সিন্ধু লাটের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী মেজর গাস্ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন।

…… আততায়ী ছোরা বসাইয়া দিয়া আততায়ী মেজর গাসকেও হত্যা করিবার জন্য দেখায়। মিসেস গাস সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলে দুর্বৃত্ত ছুটিয়া পলায়ন করে।

মেজর গাসকে চিকিৎসার্থ অবিলম্বে সিভিল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে। এপর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রেঙ্গুণে দুইজন ভারতীয় গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণের দুইজন ভারতীয় অধিবাসীর নিকট একটি অটোমেটিক পিস্তল ও ৩টি তাজা কার্তুজ পাওয়ায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হিন্দু সেপেল বাৰ্ব্বার নামক একজন জার্ম্মাণ নৌ-ভ্রমণকারী এক পক্ষ কাল পূর্ব্বে রেঙ্গুণে অবস্থানকালে একটি পিস্তল হারাইয়াছিল। প্রকাশ যে, এই পিস্তলটিকে উক্ত পিস্তল বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ডাকাতি

গত ২৩শে এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় ৯টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া পুলিশ এজাহার দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে চব্বিশ পরগণায় ৩টি এবং খুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী ও রংপুরে একটি করিয়া।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
[illegible] ১৲
৮। [illegible] ও সংস্কার [illegible] ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। যামুন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুকুন্দমালিকা গণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু পরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /
৪৬। অর্চ্চনশতক /
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। নৈষ্কর্ম্ম্য-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
[illegible] /০
৬৭। নারায়ণবর্দ্ধনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স ৷৵
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিবেক পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ব্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত স্চীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

ধাম — মায়াপুর — নদীয়া

১০ম বর্ষ ৩০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫২, ৩১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৪ই মে ১৯৩৮ শনিবার ৬৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ গতকল্য প্রাতে কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

কৃষ্ণগঞ্জ স্কুলে বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৫।১।৪৫ তারিখে শুভাশূকের অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল যাবৎ তথায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি আলোচনা করেন যে, 'প্রত্যেক জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করত হরিভজন করা। তাহা ভুলিয়া গিয়া জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া সংসারাদি দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু বস্তুতঃ জীব কোন জাতি, বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে। স্বরূপতঃ সে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। সেজন্যই তাহার নিত্য বাসস্থান।' বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

বক্তৃতা-শ্রবণে সমাগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ আনন্দিত হন। বক্তৃতার উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল:—শ্রীহৃষীকেশ সাহা, শ্রীগৌরহরি বেরা, শ্রীরূপানাথ দত্ত, শ্রীসুধাংশু বসু প্রভৃতি।

ভক্তিশাস্ত্রী জী 'দেবোত্তর' নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহার বিশেষ আগ্রহে ১৬।১।৪৫ তারিখে তাঁহার গৃহে গমন করেন ও তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে, "মানবজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে রাত্রি ৮।০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রোতৃগণ তৎপর দিবসও আর একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ১৭।১।৪৫ তারিখে তিনি "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিন জাতি-গোস্বামী ও সহজিয়া এবং স্মার্ত্ত সমাজী পণ্ডিত বহুলোকও উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হইতে বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত রাধানন্দ গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি 'স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ব্রহ্মচারীজী বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা তাঁহার সংশয় ছেদন করেন। অধিক রাত্রি হওয়ায় রাত্রি ১২টায় সেদিনকার মত সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয় ও পুনঃ তৎপর দিবস সেই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সভার অন্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ কাব্যতীর্থ মহোদয় সভার পক্ষ হইতে বক্তার ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রশংসা করেন। প্রত্যহ সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সাহা, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৃধা, শ্রীযজ্ঞেশ্বর পট্টনায়ক, শ্রীজীবন সাহা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীভুবনচন্দ্র অধিকারী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, শ্রীপদ্মনাথ গোস্বামী, শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, শ্রীবিহারীচরণ মৃধা প্রভৃতি বহু ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১০ই মে মঙ্গলবার চন্দ্রবাসর দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ছাত্র ও শিক্ষকগণকর্ত্তৃক গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য এবং ছাত্রজীবনে তাহা প্রতিপালনের কৌশল' সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল যাবৎ বিভিন্ন আখ্যায়িকা অবলম্বনে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তেও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন ও পরিক্রমাদি অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় পাঠপ্রসঙ্গে হরিবাসর-তিথির মাহাত্ম্য, উপবাসী থাকিয়া তিথি পালনের একান্ত কর্ত্তব্যতা, এ প্রকার তিথি পালনে শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের প্রীতি সাধন প্রভৃতি আলোচনা করেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যানের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বিভিন্ন মতবাদ

——::(•)::——

রূপকবাদ

ভগবানের নিত্য চিদ্বিশেষসমূহ রূপক মাত্র। রূপকবাদী বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। যে কিছু চিদ্ জ্ঞান সমস্তই অমূলক। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, মূর্খগণের পরিতোষ জন্য, অধ্যাত্মসকল ঘটনাচ্ছটা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলা কোটিকল্পনারই বর্ণন মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনা নাই; রূপক প্রকাশকের সৌন্দর্য্যাতিশয্যে উদ্ভাবিত হইয়াছে মাত্র। যাহারা এই মত প্রচার করেন তাঁহারা আপনাকে রূপকে পরিণত করিতে পারিলে বাস্তবিকই জগতের উপকার হয়।

—

বাবাজী-বাদ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাধক হইবার যোগ্য নহেন। গৃহত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমভক্তি করতলগত হইবে এবং গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার্য্য-দণ্ডনার পাত্র। বিশুদ্ধ কামদ্বয়ের প্রেম গৃহত্যাগী বাবাজীতে থাকুক বা থাকুক শ্রীচৈতন্যের নামে গৃহত্যাগ করার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধুতা প্রকাশ হইয়াছে জানিতে হইবে এবং যে কোন পাপ বা কপটতা আচরণ করুন না কেন, তাহা নিন্দিত গোলোকবাসীর অপরাধ। কাহারও কাহারও মতে শরীরপাত সাধন কর্ত্তব্য। এই সাধনক্রমে মহাভাব যাহা সমাধি উৎপন্ন হইবে ইহা অনায়াসে।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের ভৃত্য-পরম্পরাসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বুধবার অধ্যায় শ্রীগোদশাখী গৌরাব্দ ৪৫২

বৈষ্ণব-চিহ্ন

যাঁর সর্ব্বকালের সহিত কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—বিচারে যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি যাজন করেন তিনিই কার্ষ্ণ বা শুদ্ধবৈষ্ণব। 'বৈষ্ণব' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য না জানায় এবং তাদৃশ আচারবান্ প্রকৃত বৈষ্ণবের দর্শন সৌভাগ্য না ঘটায় বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এক ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা রহিয়াছে। 'বৈষ্ণব' শব্দটিই শিক্ষাভিমানী মহলে একটী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়। মস্তকে শিখা, গলদেশে তুলসীমালা, দ্বাদশাঙ্গে তিলক, হাতে মালার ঝোলা দেখিলেই লোকে একটু না একটু ঠাট্টা-তামাসা করিবেই করিবে, ইহা যেন তাহাদের একটী অস্থিগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এই ব্যঙ্গের মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। যেহেতু তিলক, মালা, ঝোলা ধারণ করিয়া তদুপযোগী কৃত্য না করিলে বা তদুপযোগী কৃত্য করিবার ভাণ প্রদর্শন করিয়া উদরপূর্ত্তি রুচি প্রদর্শন করিলে বৈষ্ণবোচিত সমাদর পাওয়া কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তবে বৈষ্ণবোচিত চিহ্নের অবমাননাকারী প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে ব্যঙ্গ করিতে গিয়া সেই চিহ্নের প্রতি যেন বিদ্বেষ বা অনাদর প্রকাশিত না হয় ইহাই সজ্জন-সমাজের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ। বৈষ্ণব-চিহ্নের প্রকৃত মর্য্যাদাকারী বৈষ্ণব জগতে অতি বিরল হইলেও, একেবারে তাঁহাদের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইবে না, ইহা নহে। আর চোর সাধুর বেশ লইয়া নিজের চৌর্য্যাপবাদ এড়াইবার চেষ্টা করে বলিয়া যে সাধুর বেশটীই অনাদরণীয় তাহা নহে; ইহাও বিশেষরূপে বিচার্য্য।

এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে এবং শুনাও গিয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সুশিক্ষানুবর্ত্তী-গ্রহণে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অন্তঃপ্রবৃত্তি থাকিলেও বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করিয়া অবৈষ্ণব শাক্তসমাজের ব্যঙ্গের বা সমালোচনার পাত্র হইবার ভয়ে উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন—আপনাদের বিচারগুলি অতি সুন্দর, কিন্তু আপনাদের ঐ তিলক-মালা-ঝোলা-ধারণ ব্যাপারটা যদি একটু modify করিয়া লইতে পারিতেন তবে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করাটা আমাদের পক্ষে বিশেষ আপত্তির কারণ হইত না, মালার ঝোলা না হয় কোন গতিকে কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া নাম জপান যায়, কিন্তু তুলসীর মালা আর তিলক ফোঁটাটাতেই বড় বিপদ্। অনেক দীক্ষিত ব্যক্তিও শার্টের কলারের মধ্যে বা গলায় কাপড় জড়াইয়া শিখাটীকে খুব সরু করিয়া মাথার চুলের সহিত মিশাইয়া রাখেন ও গলায় মালা ঢাকেন। গোপীচন্দনের তিলকের পরিবর্ত্তে জলদ্বারাও ত' তিলক হইতে পারে বা মনে মনেও ত' তিলক স্মরণ করা যাইতে পারে, বাহিরে লোক দেখাইবার কি আবশ্যক? ইত্যাদি বিচারের বিশেষ পক্ষপাতী হন। উপাস্যবস্তুর প্রতি অনুরাগের অভাব হইলেই 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' বা 'বৈষ্ণবদাসানুদাস' বলিয়া আত্মপরিচয়-প্রদানে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তাই শ্রৌতপথানুসরণ-নিদর্শনস্বরূপ বৈষ্ণবচিহ্নাদির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হয় না, অবৈষ্ণব সমাজের সমালোচনার ভয়ে ভীত হইতে হয়, প্রকৃত ভগবদ্বেষের প্রতি অবজ্ঞা আসিয়া অতত্ত্ব যুবতীগণের বেশই অধিক আদরণীয় হয়। যুবতীগণ যেরূপ বেশ-পারিপাট্যদ্বারা পরপুরুষের মন ভুলাইবার চেষ্টা করে, যুবতীপতিগণও তদ্রূপ যুবতীগণের চিত্তাকর্ষক বেশভূষাদি ধারণের পক্ষপাতী হয় এবং তজ্জন্যই মস্তক-মুণ্ডন, শিখা-সংরক্ষণ, বেশভূষাদির পারিপাট্যবর্জ্জন, গলদেশে তুলসীমাল্য ও দ্বাদশাঙ্গে তিলকধারণ, তুলসীমালিকায় হরিনাম গ্রহণাদি তাহাদের কটাক্ষের বিষয় হইয়া উঠে। আবার আর এক শ্রেণীর যুবতীপতি আছে, যাহারা ঐ সকল চিহ্নাদি ধারণের পারিপাট্য দ্বারাই যোষিৎসঙ্গের সুবিধা করিয়া লয়। শিক্ষিতাভিমানী বিলাসিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর যুবতীপতিগণের কলুষিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের ছলনায় বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণের প্রতিকূল মত পোষণ করেন।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ ভোগী বিলাসিকুলের মতবাদের নিন্দায় বিষ্ণুভক্তোচিত চিহ্নাদি ধারণকে তাঁহাদের শাস্ত-পূজা-পাঠাদির ব্যাঘাতকারক জ্ঞানে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন অথবা ব্রাহ্মণেতর সমাজের বা ছোট লোকের কৃত্যাবিশেষ বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক অবৈষ্ণব, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিসম্প্রদায়ের সমশ্রেণীভুক্ত ও তৎকর্ত্তৃক ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী হওয়াটাকেই আত্মশ্লাঘারূপে বিচার করেন। ফলে ব্রাহ্মণের নিত্যোপাস্য শ্রীব্রহ্মণ্যদেব-অচ্যুতপ্রিয় সমাজ ছাড়িয়া তাঁহারা অচ্যুতের অপ্রিয়ভাজনই হইয়া থাকেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণমাত্রেই জানেন—অচ্যুতপ্রিয়দর্শন বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের পরমপূজ্য, বৈষ্ণবগণই ব্রাহ্মণের প্রকৃত মর্য্যাদা জানেন, বৈষ্ণবগণই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতা রক্ষা করিতে একমাত্র সমর্থ বৈষ্ণবানুগত্য ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে গেলেই 'বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ' বিচার অনুসৃত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের আনুগত্য ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বধর্ম্মাচরণে কখনই মঙ্গলাভ করিতে পারেন না, তাঁহাকে হয় বুভুক্ষু না হয় মুমুক্ষু হইয়া বিষ্ণুভক্তিপথ হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণের যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহাদি স্বধর্ম্মাচরণ বৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইলেই গীতোক্ত 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' —এই ভগবদ্বাক্য পালিত হইতে পারে। বেদজ্ঞতার পরিণাম ভাগবততাবধি না হইলে তাহাতে অপসিদ্ধান্ত প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তি-প্রতিকূল বিচার আবাহন করাইবেই করাইবে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু মহাতপা ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষের শরণাপন্ন হইতে বলিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণতা রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। অবৈষ্ণবাশ্রিত শ্রীল আত্মাভিমান বৃদ্ধি পাইয়া বৈষ্ণবানুগত্যলাভের বিচার অপহৃত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহার শ্রীনষ্ট হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইলেন—নির্ব্বিশেষবাদী বা ভোগী বিলাসী হইয়া পড়িলেন।

ব্যবহারিক বা সামাজিক ব্রাহ্মণতা ও পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতায় শুক্রশোণিতের বিচারই প্রবল, পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার আত্মানাত্মবিবেক উদিত হইয়া আত্মধর্ম্মে বা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার বিচার প্রবল, সুতরাং সর্ব্বস্বরূপ-বৈষ্ণবানুগত্য তাহাতে স্বাভাবিক; ভগবদ্ভক্তের অনুগত হওয়াকেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন, সুতরাং বৈষ্ণবগণের চিহ্ন ধারণে—আপনাকে 'বৈষ্ণবদাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় প্রদানে তাঁহাদের আন্তরিক আনন্দ ও উৎসাহ লক্ষিত হয়। কৃষ্ণভক্তি-বহির্ম্মুখ সমাজের সহিত সংস্রব যাঁহার যত প্রবল, তাঁহারই বৈষ্ণবানুগত্য-স্বীকারে তত অধিক সঙ্কোচ বা আপত্তি দেখা যায়।

কৃষ্ণভক্তিবহির্ম্মুখ স্মার্ত্তব্রাহ্মণ সমাজ যজ্ঞোপবীতটি তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার্জ্জনের অনুকূল বলিয়া তাহা ধারণে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন না, শিখা-সংরক্ষণ বঙ্গদেশে তাদৃশ প্রচলিত না থাকিলেও উহা সংরক্ষণে আপত্তির বিশেষ কোন কারণ শুনা যায় না, কিন্তু তদতিরিক্ত তুলসীমাল্য, তিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ ব্যাপারে তাঁহাদের নানাপ্রকার গুরুতর আপত্তি শুনা যায়। 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ' বলিয়া যে শাস্ত্রবচন আছে, তাহা শুক্রশোণিতগত বিচারকে লক্ষ্য করিয়া কথিত না হইলেও অধুনা ব্রাহ্মণেতর সমাজ শৌক্রব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার প্রতি লুব্ধ হইয়া উপবীত সংস্কার গ্রহণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও আগ্রহ প্রদর্শন করেন, তুলসীমালিকাদি গ্রহণে তাঁহাদের তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যায়, পার্থিবজগতের নশ্বর লৌকিক মান-সম্ভ্রম বা স্বর্গ ভোগসুখাদির সুবিধা লইয়াই সুবিধাবাদী বহির্ম্মুখ সমাজ সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহাতে তাঁহাদের একবিন্দুও আলস্য দেখা যায় না, কিন্তু পরমার্থের কথায়ই তাঁহাদের যত আলস্য, যত আপত্তির কথা থাকে।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা ও ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—পারমার্থিক ব্রাহ্মণ স্বভাবসিদ্ধ, ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ কেবল জাতিসিদ্ধ। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারিক সম্মান আছে, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হউন, তদ্বিষয়ে পারমার্থিকগণের কিছুই আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু তাঁহারা ব্যবহারিক হইয়া পারমার্থিকের সম্মান দাবী করিলে বা পারমার্থিকের সম্মান দর্শনে মাৎসর্য্যভাবাপন্ন হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবেই শোচ্য ও গর্হণযোগ্য হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যগণ বলেন—যে বর্ণেই হউন, শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। তাঁহার তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদাধ্যয়নাধ্যাপনায় নিঃসংশয় অধিকার বিদ্যমান। ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণগণ সামাজকর্ম্মপ্রতিপাদক বেদানুশীলনে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া যে যাজ্ঞিকতা পোষণ করেন এবং পারমার্থিকের হীনত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান্ হন, তাহা মাৎসর্য্যপ্রধান হওয়ায় নির্ম্মৎসর সাধুজনসেবিত ভাগবতধর্ম্মানুশীলনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন—

"বহু দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও তদ্ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় (বেদাদিশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য) উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।" অর্থাৎ শ্রীভগবৎপ্রিয়তম গুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্যে ভক্তিসদাচারেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অধিগত হইয়া থাকে এবং সেই ভক্তিতে নৃমাত্রেরই অধিকার আছে—"ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"।

অতএব বৈষ্ণবাধিকারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণোদ্ভূত ব্যক্তিরও ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারলাভ ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীশ্রীমদ্ গ্রন্থ-সেবাপুজাধিকার 'কৌমুদিক' ন্যায় ও 'সত্ত্ব' প্রমাণানুসারে স্বতঃসিদ্ধই হইয়া থাকে। কেবলমাত্র উপবীতগ্রহণ ও অর্চ্চনাধিকারলাভই যে পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বোত্তম অবস্থা, তাহা নহে; উহা একটি প্রাথমিক সোপান মাত্র। যাঁহারা প্রাকৃত লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদির প্রলোভনে পড়িয়া একমাত্র ইহাকেই চরম প্রয়োজন জ্ঞান করেন বা ইহাকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনজ্ঞানে "কেবল নাম গ্রহণ করিলেই ত' হয়, আবার মন্ত্রদীক্ষা ও তদুচিত সংস্কারলাভের আবশ্যকতা কি আছে?" ইত্যাদি বিতর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহারা উভয়েই মূল বিষয়টি বুঝিতে ভুল করেন। মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াও শুদ্ধনামগ্রহণোদ্দেশ্যেই কর্ম্মাদীন বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের শুদ্ধভাব সংকোচীকরণার্থ মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্চ্চনাধিকার লাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত বা লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে তাদৃশ সমাজের সাহচর্য্য সাপেক্ষিকতা বর্ত্তমান রাখিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত নিরপেক্ষতার অভিনয়ে যে সংস্কারগ্রহণাদিতে বিতৃষ্ণা, তাহা শুদ্ধভক্ত মহাজনগণের বহির্ম্মুখ লোকবঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণভজন করিবার সুকৌশলের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবে না। আমরা নিজেদিগকে নিরপেক্ষ সাজিবার বা 'নিশ্চিন্ত' হইবার অভিনয় করি, তাহার সহিত সর্ব্বোপরে কৃষ্ণোদ্দেশ্যে সর্ব্বার্পণকারী ভগবদ্ভক্তের বাহ্যিক গোপনচেষ্টা এক নহে। অন্তরে বাহিরে কপটতা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বিশেষতঃ নিজের দুর্ব্বলতাকে ভজনবিজ্ঞতার ছলনায় আবৃত করিতে যাওয়ায় তার মহদপরাধ আর কিছুই নাই। লোকের নিকট লাঞ্ছনা গঞ্জনা পাইবার ভয়েও হরিভজন ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমাদিগের ভজনশিক্ষাগুরু স্বয়ং শ্রীহ্লাদিনী শক্তি; তিনি কখনও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয়ে কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করেন নাই। ভক্তের বিচার হইবে—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা নন্থ মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

বৈষ্ণবচিহ্ন ও হরিনামাক্ষর ধারণ—চতুর্ব্বিধ ভক্তের অনুষ্ঠান। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। 'বৈষ্ণব' গ্রন্থে লিখিত আছে—"সাধক কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠি তুলসীমালা ও দেহে দ্বাদশতিলক ধারণ করিবেন—ইহারই নাম বৈষ্ণবচিহ্নধারণ। হরেকৃষ্ণাদি নাম অথবা পঞ্চতত্ত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা উত্তমাঙ্গে ধারণ করার নাম হরিনামাক্ষর ধারণ।" শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে নিম্নলিখিত পদ্ম ও স্কন্দপুরাণোক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥
(পদ্মপুরাণ)

হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতম্।
তুলসীমালিকোরস্কং স্পৃশেয়ুর্ন যমোদ্ভটাঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস শিখাবন্ধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বৃথা প্রণবশাস্ত্রজ্ঞো নিরশীলাশিখাং দ্বিজঃ।" ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণনিত্যতা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—"যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। ব্যর্থং ভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তদ্বক্ত্রং শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সে কপাল শ্মশানসদৃশ লোকে বলে॥" ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ঊর্দ্ধ্বগতিজ্ঞাপক। তুলসীমালাধারণ সম্বন্ধে গরুড় পুরাণ বলিয়াছেন—"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥" শাস্ত্রে এইপ্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণবাক্য দৃষ্ট হয়।

তুলসী শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা। আনুগত্য ব্যতীত কখনই কৃষ্ণসেবা হয় না। যে কণ্ঠে হরিনাম উচ্চারিত হইবে, সেই কণ্ঠ শ্রীতুলসীদেবীর সেবাপর না হইলে তাহাতে শুদ্ধহরিনাম উদয় হইবে না। "তুলসী, গঙ্গা, মথুরা, ভাগবত"—ইঁহারা ভক্তীয় বস্তু। ভক্তীয়ের সমর্চ্চন না হইলে ভগবত্তর প্রীতি সাধিত হয় না। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" তথা—"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্ত যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" ইত্যাদি বহু বহু শ্লোকে তদীয়ারাধননিত্যতা উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ২৩শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক ফল অনুভব করা যায়।" অর্চ্চনমার্গে কৃষ্ণপ্রিয় বস্তু তুলসীর সংস্পর্শ ব্যতীত কৃষ্ণের ভোগ সিদ্ধ হয় না। অসংখ্যোপচারে অন্নব্যঞ্জনাদি নৈবেদ্য কৃষ্ণপ্রিয়বস্তু তুলসীর আনুগত্য ব্যতীত নিবেদন কৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রিয়তম, তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণভজন কখনই সম্ভব হয় না।

সুতরাং তদীয়ানুগত্যসূচক চিহ্নাদি ধারণ ভক্ত্যনুকূল বিচারে অবশ্য কর্ত্তব্য। উহার সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক উত্থাপন করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জগতের কৈঙ্কর্য্য করিতে হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে যেরূপ—যে বেশে—যেভাবে দেখিয়া সুখী হন, বহির্ম্মুখ জগতের বিচারনিরপেক্ষ হইয়া সেই রূপে, সেই বেশে ও সেই ভাবে গুরুকৃষ্ণের দর্শনীয় হইবার বিচার বরণ করিতে হইবে। বহির্জ্জগৎ প্রকৃতির দৃশ্য বা ভোগ্য হইবার জন্য তাহার রুচি অনুসারে আধুনিক ফ্যাসান বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে না। প্রকৃতি আমাকে ভোগী—বিলাসী বা ফল্গুত্যাগী বাবাজীর সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ভোগ করিতে চাহে, আমি তাহার ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার বিদূষণগামী করিব না। কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেব ও অনুগত বৈষ্ণবগণ আমাকে যেভাবে দেখিয়া সুখী হন, জগতের সকল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া আমাকে সেইভাবে ভাবিত হইতে হইবে। আমার নিষ্কপট সেবোন্মুখতা দেখিলেই শ্রীশ্রীগুরুবর্গ আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে সেইপ্রকার চিহ্ন প্রদান করিবেন, যাহাতে আমি কৃষ্ণের বহিরঙ্গা দুর্জ্জয়া মায়াশক্তির লোভপ্রলোভন অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হইব। "আমি কৃষ্ণের ভোগ্য, বহিরঙ্গা মায়ার ভোগ্য নহি"—এই বিচার যত প্রবল হইবে, ততই বহির্ম্মুখ লোকাপেক্ষা কমিতে থাকিবে এবং ততই ভক্তিসদাচার পালনে আমাদের দৃঢ়তা জন্মিবে। অবশ্য এই ভক্তিসদাচারপালন ব্যাপারে কেবল লোকদেখান আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্যবোধ না হয় তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। লোক-দেখান হইলে কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের অপাশ্রিতা মায়ারই কৈঙ্কর্য্য হইতে থাকিবে, তাহাতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে, বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যের পরিচায়ক, সেই কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যই যদি না থাকিল, তাহা হইলে শবদেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সকলই নিরর্থক হইবে না কি? রাজভৃত্যের বেশভূষা ধারণ করিয়া যদি রাজানুগত্য না থাকে, তাহা হইলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না কি? সুতরাং বৈষ্ণবোচিত চিহ্নাদি ধারণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত কার্য্য করা আবশ্যক। প্রাকৃতসহজিয়া বাবাজী বৈরাগী গোস্বামী মহাশয়দিগের মালাতিলকাদি ধারণের খুব ঘটা দেখা গেলেও তাঁহাদের কার্য্য চিহ্নের সম্পূর্ণ বিপরীত এজন্য বড়ই দুঃখ হয়। তাঁহারা শ্রৌত সাত্বত সদাচার পালন-নিদর্শনস্বরূপ চিহ্নের ঐরূপ অমর্য্যাদা করিবেন না, ইহাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ। ভক্তিসদাচারের সর্ব্বপ্রথম পালনীয় বিষয়—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" অসৎসঙ্গ বর্ত্তমান রাখিয়া বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণপূর্ব্বক লোকের নিকট বৈষ্ণবতা প্রদর্শনের ন্যায় কপটতা আর কিছুই নাই। উহাতে শ্রৌতপথকেই বিদ্রূপ করা হয়, সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন জন্য মহদপরাধে লিপ্ত হইতে হয়। বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ অবৈষ্ণবকুলের সম্বর্দ্ধনে প্রধান অন্তরায়স্বরূপ হইবার পরিবর্ত্তে উহা অবৈষ্ণবসম্বর্দ্ধনের প্রধান উপায় হইয়া পড়িলে তাহার ন্যায় দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস—বৈষ্ণব, সুতরাং সকলেরই বিষ্ণুদাসসেবোচিত চিহ্নধারণের যোগ্যতা আছে। স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ কেহ আপনাকে বিষ্ণুবৈষ্ণবকিঙ্কররূপে উপলব্ধি করিয়া বিষ্ণুদাসের শ্রৌতপথানুসরণোপযোগী চিহ্ন ধারণের বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিয়া স্বরূপতঃ বৈষ্ণবের প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ বা মাৎসর্য্য পোষণ করা উচিত নহে। চিহ্নধারণ অনেক সময় আমাদের স্বরূপের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং উহা ধারণ না করিয়া দাম্ভিকতাবর্দ্ধনের কোন আবশ্যক নাই, আবার ধারণ করিয়াও কৃষ্ণেতর বিষয়কার্য্যে রুচি প্রদর্শন অত্যন্ত অপরাধজনক। বহির্ম্মুখ সমাজের ফ্যাসন বা রুচি অনুসারে চলিতে গিয়া সদাচারে উদাসীন হইতে হইবে না—ইহাই বিদ্বৎ লোকের পরামর্শ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন এবং [illegible] [illegible] করে।
রক্ষক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩১৫ কলিকাতায় শ্রীল [illegible] আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ দেশে শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক [illegible] নবীচরণ রায় [illegible]।

৩। যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-[illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]

৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যমান শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিজয়নগর, পোঃ আমলা (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহাপ্রভু ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল কাঁকসা [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছা—(শ্রীসপ্তর্ষির পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়াদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচামপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) কাশিমবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরনাথ বণিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাঁদপুর পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বালিয়াটি-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারী ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
মতগ্রাম, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠ
১নং [illegible] দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিতার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বৃন্দা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রাজাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীচরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনপীঠ
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরী,
পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ
১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীব্রতব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ,
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দশ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীসচ্চিৎ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশবনি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীমদন মোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয় প্রেম-সদন
পোঃ হবুলকুঞ্জ, গঞ্জাম
মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) বামনপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
বামনপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বহু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥৹
মোটা চাল	৫৷৷৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
মাগরা নূতন	৬৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০৷৵৹
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৵৹
কলকোরা দানা	
তারপুর দানা	৮৷৹—৯৵৹
তারপুর দানা	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনি	৩৪৷৹
ট্রেজারির বার	২২৲
মহেশ	৫৩৷৹
চাকিবার	

পাটের দর

সারবে—	৪০৷৹
মিডল—	৪০৷৹
উত্তম—	৪১৷৹
বাজার দরের মধ্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

স্পেশ্যাল ময়দা প্রতি মণ	৭৷৹—৭৷৵৹
কৃষ্ণকারীর ঐ	৬—৬৵৹
চন্দ্রকোণা ঐ	৫৷৵৹—৫৷৷৹
সুজী	৬—৬৵৹
আটা (বি)	৫৷৷৹—৫৷৵৹
ঘাঁটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এস)	৫৷৹
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
পাবনাই	১৷৵৹—১৷৷৹
খাঁই	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
ঢাকাই	৫৭৲
কুমেরবারী	৫০৲
ভয়সা	৪৫৲
নারিকেল	৩৪৷৹

কাগজে	৩৬৲
জাফরা খাজা	৪১৷৷৹
২৬ সের—	১৭৷৷৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ সের	১০৲

মুদের দর

আসলে লোমার কাটন	৫৪৲
নিট্‌ল আসল ডবকা	৪০৲
করাচি পুরানি কাটন	৪০৲
চাবার্ণ আখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাবন সাখ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
খড়ি খরিজান	১৫৷৹—১৭৷৹
গড়া মুগ ব পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৷৷৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
ঐ বরগা (টি-আয়রণ)	৮৷৷৹—৯৷৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷৹—৮৷৹

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ সের—	১১৷৹
২৬ সের—	১২৷৷৹
২৮ সের—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট

	১৮৵৹
২৪ সের—	১১৷৵৹
২৬ সের—	১২৷৵৹
২৮ সের—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৷৷৹
সীস	৷৵১০—৷৷৵৹
বাধার বেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৷৷৹

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫৷৹—৬৷৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, নষ্ট প্রভৃতি	৬৷৷৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷৹
ঐ	৬৷৷৹—৭৷৷৹

বুট ইস্পাত আসল ২৫৲ বকম ২৩৷৹

চটকলের চালান ৫৵৹, পাটের চালান ৩৷৹

তুলার চালান ৪৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড কোং লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(ঃ০ঃ)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সহরের সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর জায়গা খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরিক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোপ কি জন্য ?

—ঃঃ০ঃঃ—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস"র "কেভ্‌রোপ" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহ্যজ্বরের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধমান-পাপুড়া, দাবাই এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোপ" অব্যর্থ। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলায় একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
হেড্‌ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর "ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের আসন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়াভাষায় পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	।৵০	।৶০	৷৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	৸৵
সিকিকলম ৫৲	৪০	৩৲	২৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩৸০
" সিকি কলম ১৫৲	১৭৸০
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; ভিন্নের সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা	৪-৩৩	৫-৩৬	৭-৩৩	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৩৬	২২ ২৫
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪-২৩	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৩		৯-৩৩	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫-২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৫৮	১-২৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৪১		১১-১০			১৮-১৬		২০-৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৬
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫		৯-২৫		১১-৩৫	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর	৩ ৩৬	৬-২৩		১০-৩		১২-১৬	১৬-৩৮	১৯-১১	
		৭-২০	৯-১৬		১১-৪১				২০-৩৫
(গাড়ীবদল)	(রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২-২১	১৬-৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট				১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)				১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা	৬-১১	৯-২০	১১-৫৩	১৫-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৩-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৪-৭	১৮-১
কৃষ্ণনগর		১৮-২৭
(বদল)		১৮-৪৩
কলিকাতা	১৬-১৬	২০-৬

শ্রীশ্রীমায়াপুর
যোগপীঠ—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভা-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

REG NO C 1469

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৬ই মে, ১৯৩৮, সোমবার [৬৪ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(০০)০)—

কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

১২ই মে বেলা ২ ঘটিকার সময় জুহু রোডে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের ভবনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন আরম্ভ হয়। সাতটী কংগ্রেসী প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ ছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রী এবং মধ্যপ্রদেশের যে সকল মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা সম্মেলনে যোগদান করেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আচার্য্য কৃপালনী আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং প্রধান মন্ত্রিগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং নূতন শাসনতন্ত্রের বিবিধ জটিল বাধা বিপত্তির মধ্যে আত্মত্যাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা বলে কংগ্রেস মন্ত্রিগণ ইহাতেও প্রভূত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় অবস্থা বৈষম্যের সাহায্যে কতটা সমস্যা সমাধান করা যায় তাহা একবার সামগ্রিক সার্ব্বজনীন সমবেত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না এই সম্মেলনের তাহাই আলোচ্য-বিষয়। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ অতঃপর তাঁহাদের স্ব-স্ব-প্রদেশের বিভিন্ন অভাব অসুবিধার কথা খুলিয়া বলিয়া বক্তৃতা দেন। অপরাহ্ণ ৫-১৫ মিনিটের সময় সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত থাকে।

বোম্বায়ে জিন্না-সুভাষ বৈঠকের দ্বিতীয় দিবস

প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের অব্যবহিত পরই রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী ও আচার্য্য কৃপালনী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে জুহুতে গান্ধীজীর নিকট গমন করেন ও ...... প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

জুহুতে গান্ধীজীও অপরাপর সহকর্মীদের সহিত ঘন্টাকাল আলোচনা করিয়া কংগ্রেস সভাপতি সোজা মিঃ জিন্নার ভবনে চলিয়া আসেন। তথায় ঠিক রাত্রি ৮টায় খাইবার টেবিলে বসিয়া আহারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আলোচনা চলে। মধ্যাহ্নেও আলোচনা শেষ হয় না। রাত্রের আলোচনার সম্বন্ধ তথ্য পরদিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত বসু গান্ধীজীকে জানান। ঐদিবস রাত্রি ১১॰ ঘটিকায়ও জিন্না-সুভাষ আলোচনা শেষ হয় না।

পণ্ডিত জওহরলালের ইউরোপ গমন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইউরোপ যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি আগামী ২রা জুন বোম্বাই হইতে জাহাজে যাত্রা করিবেন।

১১ই মে সন্ধ্যায় পণ্ডিতজী বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

ব্রেজিল বিদ্রোহের নেতা নিহত

ফাসিষ্ট বিদ্রোহের নেতা মিঃ ফার্ণেণ্ডেজ একজন নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রেসিডেণ্টের গৃহ যখন ফাসিষ্টগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সমর-সচিব সামান্য আঘাত পান। জাতীয় নিরাপত্তা ট্রাইব্যুনালে ২০ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত বিদ্রোহী নেতার বিচার হইবে। প্রেসিডেণ্টের গৃহরক্ষাকার্য্যে প্রেসিডেণ্ট ভার্গাস স্বয়ং রক্ষীদের পরিচালনা করেন। প্রেসিডেণ্টের গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে তিন ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ হয়। প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদরক্ষিত যে সৈন্যদল ছিল তাহাদের মধ্যে কিছু সৈন্য বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করে। প্রেসিডেণ্ট ভার্গাস স্বয়ং রিভলভার হস্তে নূতন সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত প্রাসাদরক্ষী ২০ জন সৈন্যকে শত শত বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। সমর-সচিব মিঃ ভার্গাসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকাকালীন আহত হন। নৌ সৈনিকগণ যখন 'বেয়নেট' চার্জ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে নৌ-বিভাগের কার্য্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করে, মিঃ ফার্ণেণ্ডেজ তখন সাংঘাতিকভাবে আহত হন।

বাকিংহাম প্রাসাদে নব নিযুক্ত গবর্ণর

মধ্যপ্রদেশের নব নিযুক্ত গবর্ণর মিঃ ফ্রান্সিস ওয়াইলী ১১ই মে বাকিংহাম প্রাসাদে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে কে সি এস আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মধ্য প্রদেশের মন্ত্রী-সঙ্কট মিটমাট

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিগণের মধ্যে আলোচনার ফলে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপের ফলে, প্রধান মন্ত্রী, ডাঃ খারের সহিত তাঁহার সহকর্মী মন্ত্রীচতুষ্টয়ের কথাবার্ত্তার পর একটা মিটমাট হইয়া গিয়াছে। উক্ত মন্ত্রী-চতুষ্টয় ইতঃপূর্ব্বে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইস্তফা দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পর হইতেই উক্ত মন্ত্রিগণের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে এক্ষণে তাঁহারা বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে ও পূর্ব্বের ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন।

আই এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এস-সি পরীক্ষায় স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের শ্রীঅমলেন্দু চাটার্জ্জি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত ১৩ই মে তারিখের শ্রীনদীয়াপ্রকাশে আই এস সি পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম দশজন ছাত্রের নামের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অমলেন্দু চাটার্জ্জীর স্থানে সুখময় ভট্টাচার্য্যের নাম ভুলক্রমে প্রথম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুখময় ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, আর দশম স্থানে যে শ্রীদীনেন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল তিনি একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কৃষক সভা

কটক হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, গৌরাঙ্গচরণ দাস, ফকীরনাথ দাস, গৌরচন্দ্র দাস, মোহন দাস, ভবেশ ত্রিপাঠী এবং শ্রীমতী মালতী উৎকল হইতে নিখিল ভারত কৃষক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠ-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷৹
১৮। বামন-আলবর ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৶
২২ ভজন-রহস্য ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷৹
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-নির্ব্বাণ-বর্ণন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা /১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ [illegible]
৪০। শরণাগতি /৹
৪১। [illegible] /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সংখ্যা /৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৮
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীগুরুদেব ৶৹
৫৯। শিক্ষাক্রম ৶৹
৬০। সাধুবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলারত্নাকরঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক [illegible] ৷৹
৬৪। গুরুস্তবম্ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৷৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৲ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:o:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিদ্যুৎ সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ (১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৬ই মে ১৯৩৮, সোমবার) ৬৩তম সংখ্যা

ধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর গত ১৩ই মে শুক্রবার ১২ ৪-৩৬ মিঃ ট্রেণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ঐ দিবস সাড়ে ৮ ঘটিকায় শ্রীধামে শুভাগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত শ্রীপাদ [illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু ও শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীধামে আগমন করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী [illegible], শ্রীপাদ রাধিকানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে গিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে মৃদঙ্গধ্বনি ও শ্রীধামাগত ভক্তবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করেন।

এ দিকে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, বিচিত্র বর্ণের পতাকা-শোভিত একটী বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীধামবাসী [illegible] এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অপেক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিপুল উল্লাস ও মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনির মধ্যে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ কাব্য-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তাঁহাকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে ষ্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া ভাগীরথীতীরে লইয়া আসা হয়। একটী সুবৃহৎ নৌকার মধ্যস্থলে উচ্চ আসনে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে উপবেশন করাইয়া ভক্তমণ্ডলী ধৃত পতাকা ও মৃদঙ্গ করতালাদি সহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভাগীরথীবক্ষে সেই দিনের দৃশ্য দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তীরে অবতরণ করিলে অপর একটী সঙ্কীর্ত্তনদল উচ্চকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিদ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর উভয় কীর্ত্তনদল একত্রিত হইয়া গগনভেদী উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতে করিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করিতে থাকেন। এই প্রকার মহাকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যোগপীঠে অবতরণ করিলে শ্রীযোগপীঠের অর্চ্চক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সুগন্ধ পুষ্পমাল্যদ্বারা আচার্য্যদেবকে বন্দনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যোগপীঠ শ্রীমন্দির ও শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠের তোরণদ্বারে শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন ও শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

শ্রীধাম হইতে শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিভূষণ, মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি এল, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাধর্ম, উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসরোজ বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ডাঃ শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রমুখ শতাধিক ভক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ [illegible] কাব্যতীর্থ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভবিজয়কে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

শ্রীধামে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীযুত চণ্ডীপদ দাসাধিকারী সহ ঢাকা হইতে কলিকাতা হইয়া গত ১৩ই মে শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যপাদ সঙ্গে পৌঁছেন।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের প্রকট মহোৎসব

গত ১৩ই মে শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীনৃসিংহমন্দিরে ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব মহোৎসব কীর্ত্তন ও সংগোষ্ঠীমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতি ও আনুগত্যে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি তিথিব্রতের সম্মান করিয়াছেন।

তৎপর দিবস ১৪ই মে শনিবার শ্রীযোগপীঠে একটী মহোৎসবের ব্যবস্থা হয়। [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছায় অপরাহ্ণে যোগপীঠে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। কীর্ত্তনাদি অন্তে ৫ ঘটিকা হইতে প্রায় ৭৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "[illegible]" [illegible] একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন) প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—যুগধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের গুরু-পরম্পরাসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

-

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ ত্রিবিক্রম [illegible] গৌরাব্দ ৪৫২

সৌভাগ্য

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

প্রয়াগে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপগোস্বামীকে ভক্তিরসের অলৌকিক শিক্ষাদান করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তথায় আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হন। যিনি উহা লাভ করেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। [illegible] আমরা সৌভাগ্যকে দর্শন করি। ভক্তিলতার বীজ হইতে ভক্তিলতার উদ্গম হয় এবং সেই লতা গোলোক পর্য্যন্ত [illegible] হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণরূপ বৃক্ষকে সেবারূপে নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'শ্রদ্ধা' শব্দ সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই লক্ষ্য করে। শুদ্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস পরস্পর বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট। অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা [illegible] বা অপরোক্ষ বস্তুতে [illegible] স্থাপনকে অন্ধবিশ্বাস বলে। অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যাস্তিত্ব ও আবশ্যকতা [illegible] না করাই অন্ধবিশ্বাসের পরিচয়। [illegible] জগতের অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া [illegible] বস্তুর প্রথমা বুদ্ধিকে অন্ধবিশ্বাসরূপে প্রায় [illegible] করিয়া শ্রদ্ধাহীন হয়। কিন্তু প্রকৃত [illegible] অন্ধবিশ্বাস [illegible]। শ্রদ্ধার পারমার্থিক প্রকার পরিমাণে যে সাধুসঙ্গ ও [illegible] অধোক্ষজ সেবাপর [illegible] দৃশ্য জগতের জ্ঞানসূত্রে আবদ্ধ নহেন। সত্যজ্ঞান দ্বারা দৃশ্যজগৎ উদ্দিষ্ট হওয়ায় অন্তর্ব্বর্ত্তী দৃশ্য জগৎকেই যিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করেন না, তাদৃশ সাধুতে বা নিজ সাধ্যে সাধকের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। অন্যজগতের অভক্তি স্বীকার করিলে তিনটী পথ দেখা যায়। অজ্ঞানতা-শক্তি হেতু ঐ পথ তিনটীতে ভ্রমণ করিতে গেলে ভক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্ষজ্ঞান প্রাকৃত দৃশ্য জগৎকে ভ্রম বলিয়া মীমাংসা করায় অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত তাহার অন্য গতি নাই। অন্ধ দৃশ্য জগৎ দর্শন করিতে অসমর্থ। তবে কেবল চেষ্টা দৃশ্য জগৎকে দর্শন, সুতরাং অন্ধবিশ্বাস অস্তি। কাহারও মধ্যে এক অন্ধ অক্ষজজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অপর অন্ধকে নিজের অন্ধত্ব গোপন করিয়া নিজকে সুদর্শন বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় এবং অন্ধবিশ্বাসেই তাহার অনুগমন করায় ওতঃপ্রোতভাবে দৃশ্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বা প্রকৃতপক্ষে অচিৎ-স্বরূপ, কেহ বা মায়া-শব্দ দৃশ্য জগতের মূল কারণকে সংস্থাপিত করেন। উভয়েই দর্শন ব্যাপারে অজ্ঞানী হইয়া অন্ধবিশ্বাসকেই নিজ বলবত্তর জ্ঞান করেন। অন্যাভিলাষী ব্যক্তি, নিজের উপাধি দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক অনিত্য ভোগ অথবা 'ভেদরাহিত্যানুসন্ধানকেই নিঃশ্রেয়স্ বলিয়া স্থাপন করেন। অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা অদৃষ্ট বস্তুকে লাভ করিবার দুর্ব্বলা শক্তি গুরু ও বিশ্বাসকে অন্যকে সন্ধান অন্যান্যরূপে পাতিত করে, এরূপ অজ্ঞানতা সৌভাগ্যবান্; অন্তত অন্ধবিশ্বাসকারী।

জ্ঞানবাদী 'নির্ভেদব্রহ্মের অনুসন্ধিৎসা' স্বরূপবিচ্যুতিতে দুরভিসন্ধান করিলে তাঁহার বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৈকুণ্ঠ উপদেশযোগ্য বস্তুগত নাই। আবার অনিত্য অবস্থায় অজ্ঞানরূপে তাহার অবস্থিতি। সুতরাং এক অন্ধ অপর অন্ধকে সাধনরাজ্যেই সিদ্ধপ্রাপ্তির উপদেশ প্রদর্শন করেন। সেজন্য তাঁহারা ভক্তিহীন ও মন্দভাগ্য।

ভাগ্যবান্ জীব ভগবান্ ও গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। সেই প্রসাদ হইতেই তাঁহার ভক্তিসোপানের প্রথম স্তর শ্রদ্ধার প্রাকট্য। জীবের সৌভাগ্য দুই প্রকারে উদিত হয়। দুষ্ট ও অদুষ্ট-ভেদে যে সুকৃতির উদয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রের কোথাও তাঁহার প্রাক্তন সুকৃতির কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার উক্তি হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের দুষ্ট সুকৃতি প্রভাবে সত্তর লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে;

মঙ্গলবরণ

(শ্রীগোপীনাথ দাস)

জীবের যখন ভোগ-ত্যাগে বীতস্পৃহা অর্থাৎ সংসারভোগ-বাসনা তিরোহিত হয় তখনই তাহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সেজন্য এতৎসূত্রে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা বা ভোগ-বাসনার প্রকারান্তর নহে। যাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বে ঐ প্রকার ধর্ম্ম বা ভোগবাসনার বিষয় বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়া বর্ত্তমানে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া জাগতিক ভোগ ও বিষয়-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান করেন এবং জাগতিক ভোগ ও তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টিত হন। এই অবস্থায় জীব ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। তখন তাঁহার চিন্তা হয়,—

কে আমি কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কৈছে হিত হয়॥

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"

এই শাস্ত্রাদেশানুসারে তখন তিনি এই প্রকার দোষের নিস্তারের জন্য 'সমিৎপাণি হইয়া' ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করেন সাধ্য-সাধনতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য। তখন তিনি আচার্য্যের নিকট কি অবগত হন? তিনি অবগত হন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
শ্রীকৃষ্ণ বেদ-গুরু আত্মারূপে আপনারে
জানান:
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা, জীবের হয় জ্ঞান।
বেদশাস্ত্র কহে, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্যতত্ত্ব, ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন।

(চৈঃ চঃ)

দুষ্ট সুকৃতি বিচারে আমরা নিজ [illegible] দ্বারা সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ [illegible] করি। সম্যগ্ভাবে শ্রবণফলে আমাদের দুষ্ট সৌভাগ্য উদিত হয়। সৌভাগ্য উদয়ে আমাদের নিকটে আমরা [illegible] পরিবর্ত্তে নিত্য উপলব্ধির পুনঃপরিচিত নিত্য জ্ঞানময় সাধু ও শাস্ত্রের সান্নিধ্য লাভ করি। তাহাতে আমাদের দর্শনাদির জন্য কোনও অন্ধবিশ্বাস করিতে হয় না, দৃশ্য জগতের প্রত্যক্ষাদি ভোগময়ী উপলব্ধি আমাদের নিত্য উপলব্ধির বাধক হইয়া-নশ্বর বস্তুতে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করায়। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সাধনরাজ্যের শ্রদ্ধা সুদৃঢ় হয়। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসই সৌভাগ্য।

ইহাতে তাঁহার কি হয়? তিনি এই দেশ ত্যাগের দুর্দ্দমনীয় তাপ হইতে চিরতরে মুক্তি পাইবার পথ খুঁজিয়া পান, একটী নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া উঠেন। এই অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া দুঃখ পুলকের শিহরণে জাগিয়া উঠেন। তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের মুখে আরও শুনেন—ভগবানের চমৎকারিতাময়ী অপূর্ব্ব মধুর সেবার কথা। তাহাতে তাঁহার লোভ হইলে তিনি কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যের কৃপায় অবিদ্যা ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া এবং নিজ অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া আচার্য্যের কৃপায় ক্রমশঃ ভগবানের সেবার পথে—ভক্তের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। জাগতিক কোন বাধা-বিপত্তি তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। পরে নিত্য নূতন সেবাচমৎকারিতার বিচার হৃদয়ে যান। তখন জীবের সকল অশান্তি দূর হইয়া যায়। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বাপ্তিপদ লাভ হইয়া যান, জীবের কোন অশান্তি থাকে না।

কিন্তু যাহাদের এই প্রকার ভোগাসক্তি সমাপ্ত হয় নাই, তাহাদের উপায় কি? তাই ত পরমকরুণাময় ভগবানের অপার করুণায় এ জগতে আচার্য্যের আগমন। ভগবান্ জীবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় অর্থাৎ তাহাকে সেবোন্মুখ করিবার জন্য কখন নিজে আসেন, আবার কখনও নিজজনকে এজগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল সময়েই তাঁহার কোন না কোন নিজজন এজগতে থাকেনই; তবে সকলেই তাঁহার ইচ্ছায় লোকলোচনে অধিকতররূপে নিজকে প্রকাশ করেন না। তাঁহারা জগতের দ্বারে জীবের প্রকৃত স্বরূপের কথা ঘোষণা করেন। ভাগ্যবান্ জীব তখন স্বীয় ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ অবগত হন এবং ভগবানের অহৈতুকী সেবায় নিযুক্ত হন।

আর এক প্রকার লোক যাহারা নিজেদের সংসার-ভোগরূপ বহুমুখী নেশার কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, তাহারা ভগবানের প্রীতি বিধি এই আচার্য্যগণের কথা কিছুতেই শুনে না—তাহাদের সংসারসুখ নষ্ট হইয়া যাইবে এই ভয়ে। এই প্রকার লোক দিগকে ভাগবত সুরেশ্বর-লোভের আড়ম্বর প্রকাশ করেন। তাহাদের ভোগাসক্তির পুরস্কারস্বরূপ ত্রিতাপই তাহাদের সামানুফল হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা আচার্য্যকে তাহাদের ভোগের বাধক দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। ফলে তাহারা বিষম অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া জন্ম জন্ম কষ্ট পায়। আর যাহারা আচার্য্যের নিকট স্বরূপ অবগত

হইয়া ভগবানের সেবা পাইবার জন্য বা নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আচার্যের আনুগত্যে সাধনক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে গুরুকৃপায় অনর্থাপগমে বিবেক শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মের নগণ্য বৃদ্ধিরূপে বুঝিতে পারেন। সাধনভক্তি-যাজনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুকৃপা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর সেবালাভের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। অবশেষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণ কৃপা লাভ করিয়া পরমপুরুষার্থ বিমল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। এই অবস্থায় জীবের চরম মঙ্গল প্রাপ্তি হয়। ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্য নাই।

এই লেকায় পরমমঙ্গল বরণ যাঁহারা করেন, তাঁহারা খুবই ভাগ্যবান্। বহুপ্রকার মনোধর্ম ও গণমতাধিক্য প্রভৃতি এই প্রকার মঙ্গল বরণ করিতে বাধা প্রদান করিলেও ভাগ্যবান্‌গণ তাহাতে মোটেই বিচলিত হন না।

সাধু পাওয়া কষ্ট বড়

(শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সাধুসঙ্গে সর্বশুভোদয় হয়। শুদ্ধ সাধুর আনুগত্য, অনুসরণ, সম্যক্ সেবা বা সন্তুষ্টি-সাধনই সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গের সহিত কোন কিছুর তুলনা হয় না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

এই সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার দ্বারাই ভগবানের সেবা হয়। মহৎকৃপা ব্যতীত ভগবৎকৃপালাভের অন্য কোন রাস্তা নাই।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ সাধুসঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হন এবং এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইয়া অনেকে নানাপ্রকার চেষ্টা প্রদর্শন করেন,- যথা, সাধুর বেশধারী ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থান, আলাপ আলোচনা ইত্যাদি। এইরূপ করিয়াও তাহারা সাধুসঙ্গের তাদৃশ লোভনীয় সুফল ও সুফলপ্রাপ্তি সমর্থ না হওয়ায় সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যে সন্দিহান হন। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ বলিয়া তাঁহাদের ভাগ্যে প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভ ঘটে না। এমন কি, সাধুসঙ্গ করিবার প্রাক্কালেই যে অনিবার্য বিচারগুলি দরকার, অর্থাৎ সাধু কে, তাঁহার সঙ্গ কিরূপে হয়, প্রভৃতি প্রশ্নগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে জাগে না। সুতরাং মনঃকল্পনায় সাধুবেশধারী ভণ্ডকে অথবা কাচভ্রমকারী বুদ্ধকে কিংবা অন্যপ্রকারী ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্বাচিত করত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। ফলে তাঁহারা বঞ্চিত হন এবং তখন সাধুসঙ্গের কোন মূল্যই নাই— প্রভৃতি অমূলক কথা প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না;

কপট বা পাপীর পক্ষে শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ দুর্লভ। পূর্ব পূর্ব জন্মে সুকৃতি ও নিষ্কপট ইচ্ছা থাকিলে ভগবৎকৃপার অজ্ঞাতভাবেও সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধু বলিতে গৃহত্যাগ-পরিহিত অথবা উদাস ব্যক্তি কিংবা অদ্ভুত ঐরূপ চাপ্চিক তথাকথিত সাধুপরিচয়াকাঙ্ক্ষীকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধুর ঐ সমস্ত বাহ্য তটস্থ লক্ষণসমূহ দেখিয়া সাধু নির্ণয় করা উচিত নয়। সাধু— 'সাধকানাপ্রসংস্ত্রুক্ষা চরেদ্বিবিধগোচরঃ' এই শাস্ত্রবাক্যের আদর্শও প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার লোকশিক্ষাদি নানা কারণে তাহার বিপরীতও হইতে পারেন একথার স্বরূপলক্ষণ দ্বারাই সাধুকে চিনিতে পারা যায়। সাধু—একৈকশরণ; ইহা স্বরূপলক্ষণ। যেখানে কৃষ্ণে শরণাগতি নাই সেখানে বাহ্যলক্ষণের কোন মূল্যই নাই। শরণাগতি কে লাভ করিয়াছেন তাহা অন্য কোন শরণাগত ব্যক্তি ভিন্ন বুঝিতে পারেন না। সুতরাং কে শরণাগত অর্থাৎ সাধুর স্বরূপলক্ষণযুক্ত তাহা আমরা শরণাগতিহীন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। এই সব নানা কারণেই সাধু পাওয়া কষ্ট বড়। কিন্তু সাধু চেনা কষ্ট হইলেও সরলীন অসাধুগণকে আমি নিশ্চয়ই চিনিতে পারি। সুতরাং অসাধুর সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া নিষ্কপট সাধুসঙ্গপ্রার্থী হইলে জীবের ভাগ্যে সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে।

আরও বিশেষ কথা এই যে, স্বরূপলক্ষণযুক্ত সাধু সমস্ত প্রকারের তটস্থ লক্ষণ প্রকাশ না করিলেও তাঁহাকে কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। শরণাগত সাধু তিলকমালা বা দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি তটস্থচিহ্ন প্রকাশ না করিলেও সর্বদা কৃষ্ণকীর্তন করিয়া থাকেন। আবার অন্যান্য দীনতারূপ তটস্থলক্ষণও তাহাতে প্রকাশ থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন —'যাঁহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ তাঁহারাই আমার সম্যক্ শরণাগত বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা পরস্পরে সর্বদা আমার (কৃষ্ণের) কথা কীর্তন করেন এবং তদ্দ্বারাই তাঁহারা তুষ্ট ও রমিত হন।'

সাধু সর্বদা কৃষ্ণকীর্তনকারী। যিনি কৃষ্ণকীর্তনে বিমুখ বা বাধা উৎপাদনকারী, তিনি অসাধু। শরণাগত সাধুগণও বলেন— 'আমাদিগকে লোকে সাধু বলুক অথবা পাগল বলুক অথবা আমাদের সম্বন্ধে যাহাই বলুক বা করুক না কেন, আমরা সেদিকে লক্ষ্য করিব, না। আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই হরিকথা কীর্তন করিয়া কৃষ্ণের সুখবিধানে তৎপর থাকিব। বস্তুতঃপক্ষে সাধুগণ নিরন্তর ভুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্তনকথা ত্যাগে সমর্থ হন না। সুতরাং শরণাগতের সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনও সাধুর স্বভাবে সর্বদা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। জীবকল্যাণার্থে স্বয়ং সাধু উদ্ধবের 'সাধু কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে সাধুসেব্য ভগবান্ সাধুর স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বর্ণনা করিয়া একাদশ স্কন্ধের একাদশাধ্যায়ে ২৯-৩১ শ্লোকগুলি কীর্তন করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকসমূহের বিবৃতিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—এই তিনটি শ্লোকে ভগবদ্ভক্তের ২৮টী সদ্গুণের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণ-গুণটীই মুখ্য (অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ) এবং তৎসহ অপর ২৭টী গুণ সংশ্লিষ্ট।

কলিযুগের দুর্গত জীবের নানা অক্ষমতা আছে। তাদৃশ অক্ষমগণ সাধুনির্ণয়ে আরও অধিকতর অক্ষম। সুতরাং কলির জীবের পক্ষে সাধু পাওয়া বড়ই কষ্টকর বলিয়া কৃষ্ণ সাধুরূপে এবং গুরুরূপে নদীয়ায় আত্মপ্রকট করিয়াছেন। তাদৃশ নিত্য নদীয়াবাসী সাধুগণের ও শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণা বরণ করিলেই আমরা প্রকৃত সাধুগণের কৃপা লাভ করিতে পারি।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান নাই। তাদৃশ নষ্টস্মৃতি দুর্ভাগাগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করিয়া কৃষ্ণই বেদপুরাণাদির প্রকট করিয়া তৎসমুদয়কেই "প্রমাণস্বরূপম্" বলিয়া জানাইয়া দেন। আমরা এই সাধুশাস্ত্র ও পূর্বোক্ত সাধুগুরুর সম্প্রদায়ই সাধুসঙ্গের অকৃত্রিম ফল প্রাপ্ত হইব; অন্য পন্থা নাই।

সাধুসঙ্গের ফল অসীম। অথচ প্রকৃত সাধু পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপাময়। তিনিই স্বয়ংরূপে এবং গুরুরূপে আমাদের আরাধ্য প্রভুগণকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। এই কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণভক্তগণের অহৈতুকী করুণাদান-লীলাই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। কারণ অগণিত সাধুগণ আমার সম্মুখে সর্বদা বিচরণ করিলেও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারি না। আবার যদি ভুলক্রমেও প্রকৃত সাধুকেই সাধু বলিয়া মনে করত তাঁহার সঙ্গ করিবার নানা কসরৎ প্রদর্শন করি, তথাপি সাধুর অহৈতুককৃপা ব্যতীত তৎসঙ্গ লাভ করা অসম্ভব। দেখা যায়, অনেকে প্রকৃত সাধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নানাভাবে সাধুসঙ্গের অনুরূপ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করে, কিন্তু ফলকালে সাধুসঙ্গের সুফল ত' দূরের কথা, অপরাধফলে বিপরীত দুঃসঙ্গের আবশ্যক হইলেও অত্যধিক বিষময় ফল লাভ করে।

আরও অনেক ঘটনায় দেখা যায়, সাধুগণ নিজদিগকে অনেক সময় ঢেকে রাখিয়া বা অজ্ঞাত লোকরূপে রাখিয়া বাহিরে ভোগী দিয়া নিজস্বরূপে নিযুক্ত থাকেন। অনেক সময় সাধুগণ নিজেদের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত কখনও অসাধুকেও সাধু বলিয়া প্রচার করত নিজেরা দূরে সরিয়া পড়েন। সাধুগণ অনেক সময় কপট ব্যক্তিগণকে ধর্মার্থকাম-মোক্ষ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দিয়াই বঞ্চনা করিয়া থাকেন,—কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন না। বঞ্চক কৃষ্ণের সেবক সাধুগণও তাঁহারই ন্যায় যুগপৎ দয়ালু ও বঞ্চক। সুতরাং তাঁহাদের সহিত কপটতা করিলে চলিবে না। তাঁহারা অন্তর্যামী, সবই জানেন, সবই বুঝেন। সেইজন্য নিষ্কপট হলেই আমাদের মঙ্গল। নতুবা অন্য উপায় নাই।

দুর্ভাগা আমাদের পক্ষে সাধু পাওয়া এইসব নানা কারণে বড়ই কষ্টকর। এমন কি, সাধু পাইয়াও তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে চেনা যায় না। কেবল যখনি কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক আমাদের নিকট প্রকৃত সাধু প্রেরণ করিয়া আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে এক নূতন ধ্বনি জাগাইয়া দেন। আমরা সকল হইলে তাঁহা সংবেদই ধরিতে পারি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধুগণ যে অহৈতুকী করুণাবশে আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাদের মঙ্গলবিধান করেন, ইহা নানাভাবে জানাইয়াছেন। তিনি "এমন দুর্মতি, সংসার ভিতরে" প্রভৃতি পদ্য কীর্তনেও উক্ত শিক্ষার স্পষ্ট। প্রকাশ করিয়াছেন ভাগবতের মহদ্বিচলনং নৃণাং", "জগতঃ কৃপাবিন্দুনঃ দৈবাৎ" প্রভৃতি শ্লোকেও উক্ত সিদ্ধান্তই সুস্পষ্ট।

বস্তুতঃপক্ষে সাধুগণ অহৈতুককৃপাময়। তাঁহাদের সেই অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমরা সাধু চিনিতে পারি না, তাঁহাদের করুণালাভও সুতরাং সম্ভব হয় না। চন্দ্র-সূর্য বা অন্যান্য উপকারক নায়ণাদিগণ যেমন কোনও কিছুর বিনিময় ব্যতীত আমাদের প্রতি করুণা বিস্তার করেন না, সাধুগণ সেরূপ নহেন; তাঁহারা স্বভাবতঃ দীনবৎসল। সুতরাং প্রকৃত সাধুর শ্রীচরণে তাঁর অহৈতুকী করুণাধীন কৃপাই আমাদের নিত্য প্রার্থনীয়।

শ্রীজয়কৃষ্ণ-অক্ষয়-বাদ

মাধবকাল ব লোপবর্ধান, সিদ্ধমহিমাদি প্রতিষ্ঠান পঞ্চ নিরঞ্জন-মতের উদ্ভাবক। বৃত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরে, অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নবীন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। কিয়ৎকাল পরে মায়াবাদের উৎকর্ষ সমর্থনে নবীন ব্রাহ্মবাদে, সাধারণ মতবাদ থাকায় তাহা ত্যাগ করত সর্বসমন্বয় মতবাদ প্রচার করেন।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, পাঞ্চ আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-পাণ্ডুলিপি-প্রচারকমন্দ 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ, কীর্তন, ব্রাহ্মণ্যচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদির এবং গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবত পাঞ্চ ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ।

৩। যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং দাস বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অভয়কুণ্ড-শ্রীগৌরকুঞ্জ-মুখশাখা

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামালপুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জামালপুর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপালচন্দ্র ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনদাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবসন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমুকুর

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনন্দনের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) প্রপন্নাশ্রম

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামানন্দ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়ি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদপুর পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মধ্য-গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক —শ্রীগৌরদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং ভ্যালেরোড দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ডবিয়ার, জেঃ মজঃফরপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক— শ্রীহংসবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনন্দমোহন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীব্রজলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রাধাকুণ্ড-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ

রক্ষক --ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপদ্মেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোসাঞী,

পোঃ কোতোয়ালী, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীব্রজপত্তনদারুবিগ্রহের সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীরুক্মিণী-রাধাবল্লভ-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক--শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬। লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক --শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রবণ-মঠ

পোঃ মহুলকুণ্ডা, মধ্যপ্রদেশ

মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩। ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাড়ী, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রেবন্দা অধিকারী।

(৬৬। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চাটার্জি রোড

রিভেটে রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি).

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

[illegible] দর

১। [illegible] ডিলিভারি—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৸০
দাদখানি	৬।০
কাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৵০
আতপ—	
[illegible] আতপ	৪৲—৪।০
[illegible]	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

জাভা, চীনা	১০।৵০
কুষ্টিয়া ১০০০ ঐ	১০/০
[illegible] দানা	
[illegible] দানা	৮।০—৯৵০
[illegible] লাল	৭৸৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
	৩৪।০
টাকশালের বার	২২৲
[illegible]	৫৩।০
[illegible]	

পাটের দর

	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲
বাজার দরের নমুনা—	

আটা ও ময়দার দর

	৬।০—৬।৵
লেটেস্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	
	৫৸৵০—৫৸০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
সুজী	
	৫৸০—৫৸৵০
আটা (বি.)	৫৵০—৫।৵০
আটা নং (২	৫৲—৫।০
আটা (র্মা)	৪৸০—৪৸৵০
আটা (বে)	২।০—২৸৵০
আটা নং (৩)	১৸৵০—১৸০
পাথাই	১৸৵০—১৸৵০
ভূষি	

গুড়ের দর

	৫৭
[illegible]	৫৭
[illegible]	৫০
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৩৪।০
[illegible]	

তার	৮৲
কাপড়	৩৩৲
[illegible]	৪১৸০
৫৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ শটকা ২৪—৩০ গেজ	

সূতের দর

আমের গোলার কাইন	৫৪৲
[illegible] আমের [illegible]	৪০৲
করাচি [illegible] কাইন	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাহাড় [illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা স্টেনটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীম	।৵১৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
স্ক্রু কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পানি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
রিল,পাতি, বোল্টু, নরাবে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
ঢেউকলের হালদণ ৫৵০, পাটের হালদণ ৩।০	
[illegible] হালদণ ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৮-৫ [illegible] ঘাট, [illegible], বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(০)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চমৎকার বাড়ী। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র গরীব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য?

—(০)—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য জ্বর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-দার্জ্জিলিং, দামড়ি এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ১ ড্রাম হইতে ২ .৩ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ার পুরাতন চাউলের ভাত ও লঘুপাক দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম বাবুনগর (হালদার বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবগরে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন " জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রচারাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাপারঙ্গত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সদ্ধর্ম্ম-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং গরিমময় লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী-পত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, আদ্যাড়া মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।এ২ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

							রবিবার ভিন্ন		
কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫০	১৭-৩৬	২২ ২৪
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪-২০	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-০০	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর	৭-১		১০-৮			১৭-২৮		১৯-৫৮	
পৌঃ		৮-১০		১৫-২০	১৬ ৩০		১৯-৪		১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১-১০			১৮-১৩		২০ ৫৩	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৩
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট	৫ ৪৫		৯-২৫		১১-৩৫	১৬-০	১৮ ৩	
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬	৬-২৩		১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
	৭-২০	৯-১৬		১১-৪১				২০-৩৫
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২-২১	১৬-৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট			১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)			১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা ৭-১১	৯-২০	১১-৫৬	১৩-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৬-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৬-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৭-০	১৮-১
কৃষ্ণনগর		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৬
কলিকাতা	১৯-১৩	২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুবর্ত্তিপ্রবর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

R. No. C 1445

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাশ্রিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৭ই মে, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৬৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০:)০)—

রাজবন্দীদের ভাতা বন্ধ

বাঙ্গলা সরকারের প্রেস অফিসার জানাইতেছেন :-

স্বাধীনে যুক্ত নিম্নলিখিত রাজবন্দীদিগকে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে যে ভাতা দেওয়া হইত তাহা অনাবশ্যক বিধায় বন্ধ করা হইল,—

(১) ত্রিপুরার বাবু আদিনাথ রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুত রণজিৎ রায় চৌধুরী ওরফে কালু।

(২) ত্রিপুরার শ্রীযুত মথুরানাথ দত্ত রায়ের পুত্র শ্রীযুত অপূর্ব্বকাঞ্চন দত্ত রায়।

(৩) ত্রিপুরার শ্রীযুত দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুত রাইচরণ চক্রবর্ত্তী।

(৪) নদীয়ার মৃত মুন্সী খালিমুদ্দিনের পুত্র মৌলবী আবদুল মোমিন।

(৫) হুগলীর শ্রীযুত কেদারমোহন সেনগুপ্তের পুত্র শ্রীযুত কালীকুমার সেনগুপ্ত।

(৬) কলিকাতায় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মুখার্জ্জির পুত্র শ্রীযুত নিরাপদ মুখার্জ্জি।

—

জুহুতে নেতৃবৃন্দের বৈঠক

১৩ই মে সকালে গান্ধীজীর জুহুর বাসভবনে কংগ্রেস নেতাদের তিন ঘণ্টা ব্যাপী এক বৈঠক হইয়াছে। গান্ধীজী, সর্দ্দার প্যাটেল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আচার্য্য কৃপালনী এবং শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারীয়ার একটি রাষ্ট্রপতি বসু পুরা দু'ঘণ্টা প্রায় পাঁচঘণ্টা ব্যাপী আলোচনায় বিষয় [illegible] ছিলেন। তিনি বিস্তৃতভাবে এই সম্পর্কে বিবৃত করিয়া পরবর্ত্তী আলোচনায় বিষয় সম্পর্কে গান্ধীজী ও অন্যান্য সহকর্ম্মীদের উপদেশ চাহেন। প্রকাশ, গান্ধীজী শ্রীযুক্ত বসুকে উপদেশ দিয়াছেন; তবে কখন পুনরায় আলোচনা হইবে, তাহা জানা যায় নাই।

—

কটকে ইউনাইটেড প্রেসের শাখা কার্য্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প

ইউনাইটেড প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি সেনগুপ্ত একটি নূতন শাখা অফিস খুলিবার চেষ্টায় গত ৯ই মে কটকে আসেন এবং দুইদিনে তিনি স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উড়িষ্যার মন্ত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ সেনগুপ্ত যে উদ্দেশ্য লইয়া তথায় যান তাহাতে সকলেই বিশেষ আগ্রহ দেখান।

১০ই মে অপরাহ্ণে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ বি দাসের বাড়ীতে মিঃ বি সেনগুপ্তকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। শিক্ষা-সচিব এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

ঐদিন পুরী এক্সপ্রেসে মিঃ সেনগুপ্ত কলিকাতা রওনা হন।

সিন্ধুর রাজস্ব মন্ত্রী

প্রকাশ, সিন্ধুর রাজস্ব মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পীর এলাহি বক্স কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বম্বর লোড এসেম্বলী [illegible] কংগ্রেস কমিটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

—

বোম্বাইতে গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার

১৩ই মে সকালে গান্ধীজী গবর্ণমেণ্ট হাউসে বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার রোজার লামলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে।

—

বেলজিয়াম মন্ত্রী-সভার পদত্যাগ

বেলজিয়াম মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না বলিয়া মনে হয়। প্রধান মন্ত্রী মঃ জানসনের স্থলাভিষিক্তরূপে অন্যান্যের সহিত পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ স্প্যাকের নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরীতে বন্যা-সাহায্য সমিতি

পুরী জিলা কংগ্রেস কমিটি শ্রীযুত বনমালী দাসকে সভাপতি, শ্রীযুত বিশ্বনাথ পাণিগ্রাহীকে সম্পাদক এবং আরও ছয় জনকে সদস্য করিয়া একটি বন্যা সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছেন। গত বন্যায় [illegible] যে সব অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল [illegible] সেই সব স্থানে পরিভ্রমণ করিবেন এবং বন্যার ফলে যে সব ক্ষতি হইয়াছে তাহার তালিকা এবং উহা প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে জিলা কংগ্রেস কমিটির নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

প্রবাসে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব

এবার রেঙ্গুণ মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী কনক রায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি চারিটি স্বর্ণ পদক পাইবেন। ইতঃপূর্ব্বে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায়ও সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি দুইটি স্বর্ণ পদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী মহিলা ব্রহ্মদেশের মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুলে শেষ পরীক্ষা দেন নাই। ব্রহ্ম-সরকার গৃহীত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ইনি ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি রেঙ্গুণ জেনারেল হাসপাতালে হাউস সার্জ্জনের কাজ করিতেছেন। তাঁহার পিতা এ দেশে ডাক-বিভাগে কাজ করেন। তাঁহাদের বাড়ী ঢাকা জিলার মহেশ্বরদী গ্রামে।

মোটর বোটে সাগর পাড়ি

মুর্শিদাবাদ বাহলা মিস্ সিভার ব্রোম পনর ফুট লম্বা একখানি মোটর বোটে চড়িয়া একাকী ভূপ্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে তিনি রেঙ্গুণের উদ্দেশে সিঙ্গাপুর হইতে বঙ্গোপসাগর পাড়ি [illegible]। গত ৯ই মে মিস্ সিভার ব্রোম [illegible] পৌঁছিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি [illegible] হইয়া হংকং রওনা হইবেন। হংকং হইতে জাহাজে তিনি তাঁহার মোটর বোটসহ প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পানামা পৌঁছিবেন। বঙ্গোপসাগরে ৭০০ মাইল পথের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, [illegible] হইতে এদেশের যতটুকু প্রাকৃতিক [illegible] তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

—

আদালতে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী

একটি মোটর দুর্ঘটনা সম্পর্কিত মামলায় সাক্ষ্য দিবার জন্য সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স গত ১২ই মে সুক্কুরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হইয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণে অর্দ্ধঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible]-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-পাল্গতা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রী[illegible]দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক ./০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আর্ত্তনাদ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ ভাগ) ৬৲
৫১। প্রমেয়-চিন্তা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭ ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণলেখর ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০ সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ঈরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনম্যালেড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৷

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ৩রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৭ই মে ১৯৩৮ মঙ্গলবার ৬৭তম সংখ্যা

কলিকাতাভিমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিয়মব্রত শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানান্তর হরিকথা-কীর্ত্তন ও সেবকগণকে নানাভাবে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিয়া ১৫ই মে রবিবার অপরাহ্ণে ৪ ঘটিকার ট্রেণে শ্রীধাম হইতে কলিকাতাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী সেবাধর্ম, শ্রীপাদ নরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস-সি (ডিমনষ্ট্রেটর) প্রভৃতি শ্রীধাম হইতে কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ গত ১৪ই মে শনিবার শ্রীনৃসিংহদেবের উৎসবদিবস শ্রীধামে আগমন করেন।

হুগলীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি গৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় সেবাগণ সহ হুগলী টাউনে প্রচার করিয়াছেন। খুট সাকার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে গত ১৯শে বৈশাখ সোমবার দিবস হইতে ২৩শে বৈশাখ শনিবার দিবস পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু সজ্জন শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল

২৪শে বৈশাখ রবিবার দিবস উক্ত মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্র প্রদর্শন-মুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও ২৬শে বৈশাখ সোমবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল।

নিম্নে পাঠে যোগদানকারী কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস মল্লিক, মাড়-চেকেট; শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মল্লিক, ডাক্তার; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে; শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত, মোক্তার; শ্রীযুক্ত একনাথ বড়াল; শ্রীযুক্ত কালীপদ দে; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক; শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস শীল; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি টি; শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী হুগলী টাউনে প্রচারকালে তথা হইতে গত ২১শে বৈশাখ বুধবার দিবস ব্রজগোপিকা সহ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবস্থলী কৃষ্ণপুর গ্রামে সংকীর্ত্তন সহ গমন করেন। তথায় 'মনঃশিক্ষা' ও বহু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ঐ দিবস শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট সপ্তগ্রাম যাওয়া হয়। তথায়ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং ঐ দিবসই হুগলী টাউনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রয়াস

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কর্ম্মের প্রয়াসের সহিত ভক্তির প্রয়াসের বাহিরের দিক থেকে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না, কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত প্রকার। তথাকথিত অনেক সাধু শিক্ষা ক'রছেন, তাঁ'রা বলেন আমরা পরের উপকারের জন্য করছি। আর একজন নিষ্কপট বৈষ্ণব সাধুগুরু ভিক্ষা ক'রছেন। সাধারণ লোক মনে ক'রলেন তিনি নিজের উদর-সংস্থানের জন্য ক'রছেন। পেশাদার সাধুর উপর লোকের সহানুভূতি অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত কোথায়? একজন কপটতাপূর্ণ ব্যক্তি ভক্ত-সাজের বেশের কথা বলছে, নিজের ও অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণ ক'রছে; কিন্তু সেটা হয়ে যাচ্ছে—'প্রাণ এব হি কেবলম্', তাতে ভগবানের প্রীতিবিধান হচ্ছে না। আর একজন নিত্য আত্মমঙ্গলের পথে পদার্পণ ক'রেছেন এবং অপরকেও সেই পথের সন্ধান ক'রবার জন্য তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণসেবায় লাগিয়ে দিচ্ছেন। একজন ভিক্ষার প্রয়াসের সার্থকতা এবং দিনি দেন তাঁ'র দেওয়ারও সার্থকতা আছে।

সাধুর কাছে গেলে, তাঁ'দের সঙ্গ ক'রলে এই সমস্ত অন্তর্নিহিত বস্তু ধ'রতে পারা যায়। তখন বস্তুর চোখ খুলে যায়। বৈষ্ণবগণের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে খাঁটি ও মেকী চিনতে পারা যায়। ঘরে ব'সে থেকে সম্পূর্ণ হয় না, সেইজন্য সাধুসঙ্গের প্রয়াস করতে হবে। ভক্তির অনুকূল প্রয়াস গ্রহণ ক'রে প্রতিকূল প্রয়াসগুলি বর্জ্জন ক'রতে হবে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি অসুরগণের ন্যায় প্রয়াস ক'রতে হবে না, তাতে আত্মহত্যা ক'রে ফেলবে। মেকী হরিকথা গুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত কষ্টিপাথর দিয়ে দেখতে হবে। অন্যভোগী, গুরুদ্রোহী, আচার্য্যবিরোধী, নিন্দুক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষে, বৈষ্ণব-নিন্দা দ্বারা যে সকল প্রয়াস ক'রে থাকে তদ্দ্বারা তাহারা আত্মহত্যা লাভ করে।

শরণাগত হ'য়ে ভগবানের কথা আমাদের অনুশীলন করা দরকার। শরণাগতির ভিতর দৈন্য ও আত্মসমর্পণ ক'রে দেবার পথে অগ্রসর হ'তে হবে। দিন চলে যাচ্ছে, আর সময় নাই। পাপি-মনকে প্রাতঃস্মরণীয় শত শত ঝাঁটা মারতে হবে, গুরুবৈষ্ণবের পাদুকা দিয়ে প্রহার ক'রতে হবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সম্পাদন ক'রতে হবে, শত শত বাধা বিপত্তি উপস্থিত হ'লেও নিত্য বৈষ্ণব হ'য়ে তাঁদের কাছে থাকতে হবে, তবে আমাদের আত্মকল্যাণ হ'বে। আমাদের মনের ও প্রয়াস দূরীভূত ক'রে গুরুবৈষ্ণবসেবায় দিন দিন নিযুক্ত হইক—ইহাই বৈষ্ণবগণের চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের জুতা-বহনরসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ ত্রিবিক্রম ৪৫১ গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটী কথা

আজকাল যে চোরের লক্ষণ, একথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। গৌরের প্রতি ভক্তি আছে কিন্তু গৌরভক্তের প্রতি ভক্তি নাই, এইরূপ কপটতা যেখানে দেখা যায় সেইখানেই আউলিয়া। আমরা শুরুমুখে শুনিয়াছি যে, গৌরকে মুখে মানা গৌরভক্ত নয়; গৌরভক্তের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি আছে, তাঁহারাই গৌরভক্ত। গৌরভক্তের প্রতি ভক্তির অনুপাতেই গৌরভক্তির পরিমাণ বুঝা যায়। যেখানে গৌরভক্তের প্রতি উদাসীন সেখানে অন্তরে দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। গুরুভক্তি সম্বন্ধেও তাহাই। সপার্ষদ কৃষ্ণের সেবা অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণের কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়া যেখানে একলা কৃষ্ণের সেবার প্রচেষ্টা অর্থাৎ নিজে কৃষ্ণভক্ত সাজিয়া স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণসেবার উদ্যম, সেখানে সেবার কোন কথা নাই। সেখানে সেবার নামে হৃদয়ে অন্য কিছু স্থান পাইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের সেবাও সেইরূপ গুরু-নিজ-জনের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব হয় না। শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ নিজজনকে বাদ দিলে গুরুসেবা ত' দূরের কথা, শ্রীগুরুদেবের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না—গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অপসারিত হয় না। গুরুজনানুগত্যেই শ্রীগুরুদেবের সেবা বা কৃপা লাভ হয়—ইহাই সাধুশাস্ত্র-গুরু-বাক্য। এই গুরুবাণীর প্রতি যেখানে অবহেলা, সেখানে নিষ্কপট ঐকান্তিক সেবাপিপাসা বা সেবালোলুপতা নিশ্চয়ই নাই বা কম। গৌরভক্তের প্রতি ভক্তি দেখিয়া যেরূপ গৌরভক্ত চেনা যায়, গুরুনিজজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়াও সেইরূপ গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে গুরুগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেখানে গুরুদেবের প্রতি যে কাহার কতটুকু ভক্তি আছে তাহা সহজেই ধরা যায়। সেইজন্যই বলিতেছি, আপাততঃ বা আচার্য্য-নিষ্ঠার অন্তরালে জীবের শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-নিষ্ঠা বা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মে ভক্তি। যে গুরুনিষ্ঠ, সে আচার্য্যনিষ্ঠ। আমরা পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্য শ্রীচরণাশ্রিত। সুতরাং শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের নিত্যানুগত্য এবং নিত্য কৃপাভিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোন [illegible] নাই। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের অনুগত সজ্জনগণ আমাদের নিত্য বন্ধু।

এ সংসার-সমুদ্রে বর্ত্তমানে একমাত্র কর্ণধার—আমাদের শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম। আমরা গুরুকৃপাবঞ্চিত দীন জন। আচার্য্যকৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আচার্য্যই আমাদের প্রাণ, ধন-সর্ব্বস্ব, রক্ষক ও পালক। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, আমাদের শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কালোর আলো। কালোর আলোতে কালোর রূপ দেখা যায়, কৃষ্ণদর্শন পাওয়া যায়। এই আলোর কৃপা—আচার্য্যের অনুগ্রহই আমাদের স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ দর্শনের একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আমরা যদি বাস্তবিক মঙ্গল চাই, তাহা হইলে কাহারও কথা না শুনিয়া আচার্য্যরূপী ভগবান্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কথাই শুনিব, তৎপাদপদ্মেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিব। আচার্য্যদেবকে ছাড়িয়া আত্মগুরুভক্তি দেখাইতে গিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিব না। যদি কেহ এইরূপ করেন তবে তাঁহা হইতে অনন্তকোটি যোজন দূরে সরিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট অযাচিত কৃপা ভিক্ষা করিব। আমরা যদি প্রকৃত ভৃত্য হই, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা যদি এক বিন্দুও আমাদের উপলব্ধি হয় তাহা হইলে আমরা কখনও ভীত হইব না; সমস্ত জগৎ যদি আচার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযান করে—অন্ত গুরুভক্তির নামে আমাদের প্রভুর প্রতি ও আমাদের প্রতি বিদ্বেষ করে, তথাপি আমরা যাঁহার আনন্দে প্রভুর আনন্দ হয়, মহাপ্রভুর আনন্দ হয়, সেই আচার্য্যপ্রবরের পাদপদ্ম ত' ছাড়িবই না, পরন্তু যত বাধা বিপত্তি আসিবে ততই যেন অধিকতরভাবে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারি তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কৃপাভিক্ষা করিব। ভগবান্ যাঁহার প্রেমবশ্য, যিনি প্রভুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, যাঁহার কৃপা বা দয়া ব্যতীত প্রভুকৃপা বা প্রভুদর্শনের অন্য কোন উপায় নাই, সেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যখন আমাদের সহায়, রক্ষক এবং আর চিন্তা কি? তবে শরণাগত হওয়া চাই, আশ্রিত হওয়া চাই। সেইজন্যই বলিতেছি, আসুন, আমরা সকলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরণ—অভয়চরণে প্রণত হইয়া, অনুগত হইয়া—তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পৌঁছিবার জন্য যত্ন করি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচারে বাধা দিবার জন্য আজ পাষণ্ডগণ দণ্ডায়মান। উহা দেখিয়া আমরা যেন কেহ ভীত না হই। ভয় ত' দূরের কথা, সমস্ত দেবতা, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হরিবিমুখ সকলেই যদি প্রভু-মনোহভীষ্ট-প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান করে তথাপি কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। মনোহভীষ্ট অমোঘ শক্তিশালী শ্রীল আচার্য্যদেবের কেশাগ্রস্পর্শ কেহ কখনও করিতে পারে নাই ও পারিবে না। প্রত্যেক আচার্য্যের অনুগমনেই এইরূপ দেখা গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিরুৎসাহিত হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রভুসেবকগণের স্বাভাবিকভাবেই সেবোৎসাহিত হওয়া উচিত। পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। সঙ্কীর্ত্তনসেনাপতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া উৎসাহে আমাদিগকে প্রভুবাণী প্রচার করিতে হইবে—কীর্ত্তনমুখে বৃন্দাবনের দিকে যাইতে হইবে। প্রভু আছেন, কোন চিন্তা নাই। নিষ্কপটের কোন ভাবনা নাই। নিষ্কপটে হরিভজন করা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই। তবে আমরা যেন কেহ কালিদাসের আনুগত্য করিয়া যে ডালে বসিয়া আছি, সে ডাল না কাটিতে যাই; পতিত আমাদের একমাত্র আশ্রয় যিনি—অসহায় আমাদের একমাত্র সহায় যিনি, তাঁহাকে যেন আমরা বিরক্ত না করি এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন নিরাশ্রয় না হই—ইহাই বন্ধুবর্গের নিকট আমাদের প্রার্থনা। যেখানে আশ্রয়ের প্রতি অবহেলা,—গুরুর প্রতি অবজ্ঞা,—আচার্য্যচরণে নির্ভরতার অভাব সেখানেই কালিদাসাহ্লাদ। তাই বলি, সাধু সাবধান!

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

প্রয়াস

[গত ৩রা মে (১৯৩৮) তারিখে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

আজকে আমাদের বক্তৃতার বিষয় হ'চ্ছে ভক্তির প্রতিকূল যে ছয়টী অঙ্গের কথা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতগ্রন্থে শিক্ষা দিয়েছেন, তাহারই দ্বিতীয় প্রতিকূল অঙ্গ 'প্রয়াস'।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

গত সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রথম প্রতিকূল অঙ্গ 'অত্যাহার' সম্বন্ধে আমরা আলোচনা ক'রেছি। অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়ভোগ, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ এবং নানা মতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এই ছয়টী দোষ হ'তে ভক্তি বিনষ্ট হয়। যাঁ'রা আত্মমঙ্গলপ্রয়াসী, তাঁ'দের হরিভজনের প্রতিকূল এই ছয়টী দোষকে বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিত্যাগ ক'রে হরিভজনের পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। নতুবা বাহিরে হরিভজনের যতই আড়ম্বর, ছলনা দেখাই না কেন, ভক্তিরাজ্যে কিছুই উন্নতি হবে না।

'প্রয়াস' শব্দ দ্বারা প্রকৃষ্ট আয়াস বা উদ্যম বুঝায়। প্রয়াসকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে—(১) কর্ম্মপ্রয়াস (২) জ্ঞান-প্রয়াস (৩) ভক্তিপ্রয়াস। কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রয়াস মিলিত হ'য়ে যোগপ্রয়াস, যমপ্রয়াস, নিয়মপ্রয়াস, ব্রতপ্রয়াস ও তপপ্রয়াসাদির সৃষ্টি ক'রেছে। কেহ কেহ বলেন—ভক্তিরাজ্যে প্রয়াস-শব্দ প্রযুক্ত নহে, যেহেতু ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী, সহজ বৃত্তি, যেটা অস্বাভাবিক তার জন্যে প্রয়াস বা উদ্যম করা দরকার। কিন্তু ভক্তির প্রয়াসটি কর্ম্মের প্রয়াস বা জ্ঞানের প্রয়াসের মত নয়। গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন—মানুষ কর্ম না ক'রে থাকতে পারে না। শুধু মানুষ কেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের মধ্যে প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। উদরসংস্থানের জন্য পশু, পক্ষী কতই না আপ্রাণ চেষ্টা করছে, অর্থসংগ্রহের জন্য মানুষ কি না ক'রছে।

দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে কর্ম্ম করতে হয়, দেহের উদ্যম—কর্ম্মপ্রয়াস, মনের উদ্যম—জ্ঞানপ্রয়াস। এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কত গবেষণা ক'রে কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ ঐতিহাসিক,

সেবা কোন কালে ভাক্ত নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ত' শুভ।

কেহ নৈয়ায়িক, কেহ বৈদান্তিক, কেহ প্রত্নতাত্ত্বিক ইত্যাদি কত কিছু হ'বার প্রয়াস হচ্ছে। আবার পরমার্থ (?)-পথে এসে অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার করতে করতে নিজেকে ব্রহ্মে বিলীন ক'রে দেবো—এই রকম দুর্বুদ্ধি এক শ্রেণীর লোকের উদয় হয়। এই সমস্ত প্রয়াসের দ্বারা জগতে লৌকিক বাজারে খ্যাতি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু ইহা ভক্তিজগতে সম্পূর্ণ প্রতি-বন্ধক বা বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ক'রে ব'লছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ ক'রে সাধুগণ কোথায় যে ইন্দ্রিয়াতীত বার্তা অথবা তত্ত্ব কথা কীর্তন করেন, তাকে যদি কর্ণেতে প্রবেশ করান যায় এবং কায়মনোবাক্যে সেবোন্মুখ হ'য়ে তাহা অনুকীর্তন করা যায়, তা'হ'লে কি হয়? তুমি অজিত হ'লেও তোমাকে তাঁ'রা জয় ক'রতে পারেন, তুমি তাঁদের বশীভূত হ'য়ে যাও। এখন জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ ক'রে তা'হ'লে কি আমরা মূর্খ হ'ব, বোকা হব? না—এখানে জ্ঞানের প্রয়াস অর্থ হচ্ছে, এটা আরোহবাদীর নির্বিশেষ জ্ঞানের প্রয়াস। এইরূপ জ্ঞানের আলোচনায় সেবাধর্ম বিলুপ্ত হয়, নিজেকে নিজে হত্যা করা হয়। জ্ঞানী বলেন, আমরা কেবল জ্ঞান উপাসনা করি, কিন্তু জ্ঞান থাকলে জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। বস্তু না থাকলে জ্ঞান কোথা থেকে আসবে? যদি বিষয় না থাকে তবে জ্ঞান ব'লে কোন জিনিষ নাই—থাকতে পারে না। সেখানে কেবল অজ্ঞান—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ত্রিপুটি-বিনাশ। সেই প্রকার জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ করতে ব'লছেন। সেটা কি প্রকার?

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

শ্রেয়ের যে পথ, তাকে পরিত্যাগ ক'রে কেবল জ্ঞানের জন্য যারা চেষ্টা করেন তাঁরা আদৌ কিছুই ফল লাভ করতে পারেন না। যেমন ধানকে বাদ দিয়ে স্থূল ধান্যাবরণ তুষ (আগড়া) হ'তে তণ্ডুললাভের চেষ্টা করলে শেষে ক্লেশমাত্রই লাভ হয়, সেইরূপ কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় চরমে ক্লেশমাত্রই লাভ হয়। দেহের ক্ষুধা মিটে, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষুধা মিটে না, মিটবে না; সুতরাং সেই প্রকার জ্ঞানবীরের ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রয়াস বাদ দিয়ে যাঁরা আত্মজ্ঞানদিগের তাঁদের আশ্রয়ে শ্রবণ-কীর্তনের জন্য সকল প্রকার প্রয়াসের জন্য চেষ্টা করা দরকার। এতে তাঁ'দের আশ্রয়লাভ হ'বে, এতে চরমে হতাশার কথা নাই, নিরাশার কথা নাই। এই প্রয়াস শুদ্ধবৈষ্ণবকৃপায় প্রকাশিত হ'লে নূতন নূতন আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি লোক পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা বা দেশভ্রমণের প্রয়াসকে বর্দ্ধিত ক'রে প্রত্যহ পথে বৃথা অভিযান ক'রে থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিলাষ পূরণ ক'রতে গিয়ে অবশেষে এই চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডে অধিকতর-ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এইজন্য আমাদিগকে সাবধান ক'রে ব'লেছেন—

'তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
* * *
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাটিয়া দূরদেশ।'

তীর্থভ্রমণ-প্রয়াসটা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য হ'লে বৃথা হ'য়ে যায়। আবার খুব ভাল হয়, যদি সাধু অন্বেষণের অকপট পিপাসা অন্তরে থাকে। যদি সাধুর বাহ্যবেশ দেখে ফিরে না এসে তাঁর শ্রীমুখে আত্মজ্ঞগণের বাণী শুনবার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে, তা'হ'লে তীর্থযাত্রার সার্থকতা হয়, তীর্থের উদ্দেশ্যও সফল হয়।

আমরা সংসারে কত না প্রয়াস করছি। কিন্তু বৃথা সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। 'সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল। লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল।' এই চৌদ্দ পোয়া দেহটা নিয়ে আমাদের সমস্ত প্রয়াস পড়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও বাস্তব সুখ নাই, নিত্যা শান্তি নাই। আবার ভক্তির নাম ক'রে ভক্তির ছলনায় কত প্রকার প্রয়াসের জন্ম হয়।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় ব'লেছেন—'মঠ-মন্দির-বাগান-বাড়ীর না কর প্রয়াস'। বিরাট মঠ ক'রবো, জগতে একটা হোমরা-চোমরা নাম কিনবো, কিন্তু অন্তরে কি র'য়েছে? বিরাট প্রতিষ্ঠার পাহাড়। আবার মঠ-মন্দিরই ক'রতে হবে।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ
স উচ্যতে॥

যত রকমের প্রয়াস আছে সবই হরি-সেবার জন্য ক'রতে হবে। কিন্তু সাবধান! হরিসেবার ছলনায় ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রয়াস যেন ঢেকে না যায়। কপটতা ক'রে প্রয়াস ক'রতে যেও না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য আমাদের খুব রুচি, খুব উদ্যম। শ্রীল প্রভুপাদ কনককে Silver tonic ব'লতেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী শক্ত প্রতিষ্ঠার tonic। প্রতিষ্ঠার জন্য লোক প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়; কামিনীর tonicএর জন্য লোক উত্তেজিত হয়। অনেক পাশ্চাত্য দেশে যোদ্ধৃগণ যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে তখন তাদের উদ্যম বাড়াবার জন্য সুন্দরী স্ত্রীলোক তাদের সামনে ধ'রে দেওয়া হয়। সেই কামিনী দর্শনে তাদের tonicএর মত কাজ করে। তাদের উৎসাহ উত্তেজনা দ্বিগুণভাবে বেড়ে উঠে।

ভক্তির প্রতিকূল কোনটা, মায়ামুগ্ধ জীব তা বুঝে উঠতে পারে না। একমাত্র ধর্তে পারেন তিনি, যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপালাভ ক'রেছেন। কর্ম জ্ঞান বাদ দিলেও ভক্তিরাজ্যে এসেও আমরা মায়ার চক্রান্তে একরূপী ছলনার মধ্যে পড়ে যাই। কিছুদিন পূর্বে গৌড়ীয়ে 'ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এরূপ কথা ছিল—এত উদ্যম কেন? এত উৎসাহ কিসের? কিছু লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য না হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার জন্য, এটা দেখতে হবে, বিচার ক'রতে হবে। তা' না হ'লে সেবার নামে মায়ার ফাঁকির মধ্যে আমরা পড়ে হাবুডুবু খাবো। প্রয়াস যদি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষে প্রকাশিত হয় তবে সেটা সবসময়ই ভক্তির অনুকূল। তাঁর বাহিরের বেশ অনেক সময় প্রতিকূল মনে হ'তে পারে, কিন্তু সেটা দর্শকের ভ্রান্ত দর্শন।

ধার্মিক দুই প্রকার দেখা যায়, (১) আরোহবাদী ও (২) অবরোহবাদী। আরোহ-বাদীর প্রয়াস অজিত ভগবানকে ভগবানকে নিজ চেষ্টায় দ্বারা জয় ক'রতে চায়, নিজের জ্ঞানের কৌশলতে মেপে নিতে চায়। অবরোহবাদিগণ নিজের চেষ্টায় আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে শরণাগত হ'য়ে সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তিতে কৃপার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকেন এবং কৃপা এলে তাহা বরণ করেন; যেমন অন্ধকার কূপ থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে কৃপা-রজ্জু আশা চাই এবং সেই রজ্জুকেও ধরা চাই। আমি খুব সাধন ক'রছি, অতএব কৃপা আসবেই, এরূপ কোন কথা নাই।

"আর না সাধন-সমরে।
লোথ না হারে, কি পুত্র হারে।"

এ রকম সাধনের দ্বারা চেষ্টাতেও কৃপা নাও আসতে পারে। যদি বলা যায়, এটা আবদার ক'রে বলা হ'য়েছে, কিন্তু তা'হ'লেও ত' কৃপা জিনিষটা অহৈতুকী, স্বেচ্ছাময়ী। আমাদের সাধনের আবদার, ভক্তের আবদার সবই নির্ভর করে তাঁ'র স্বেচ্ছাময়তার উপর।

কৃপার কোন হেতু নাই। তা হ'লে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো এরূপ কথা নয়। আমার দিক্ থেকে থাকে—সেবোন্মুখতা—আনুগত্য—শরণাগতি। এইগুলি কৃপা-লাভের লক্ষণ।

আমরা যখন পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করি, তখন বহুপ্রকারের নিরুৎসাহ আসে, জাড্য আসে। এগুলি অনেক সময় বাহির থেকে দেখা যায় না, কিন্তু গৌড়ীয়ইতিহাসভাগে এসে আমরা বিভিন্ন প্রকার রোগের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। হরিভজনের দায় যেন অপরের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেহ ব'লছে সংসারের এত জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে কি হরিভজন করা যায়? কেহ বলেন, আমি এখন যুবক, আমার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ, এখন সংসারে শরীরের সমস্ত রস নিঙড়ে দিয়ে বৃদ্ধকাল এলে তখন হরিভজন করা যাবে। 'কিন্তু বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল'। তখন জরাব্যাধি-গ্রস্ত শরীরের যন্ত্রণায় অস্থির মন কিছুতেই হরিভজনে নিযুক্ত হ'তে চায় না। তোতার ন্যায় কেবল চর্বিতচর্বণ হ'তে থাকে। 'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো' প্রহ্লাদ মহারাজের এই উপদেশানুসারে আবাল্য হ'তেই হরিভজনের প্রয়াস ক'রতে হ'বে। যেহেতু জীবন কোন্ সময়ে চলে যাবে, তা'র কালেরও কোন বন্দোবস্ত নাই।

জগতে বৈষ্ণবধর্মের যাজন অনেকে ক'রে থাকেন, কিন্তু প্রায় শতকরা শতজনের মধ্যেই মূলে আচার্য বা শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য দেখা যায় না। অষ্ট প্রহর, ২৪ প্রহর, ৫৬ প্রহর, কোটী কোটী প্রহর হ'চ্ছে, কিন্তু সব নামাপরাধের জন্য প্রয়াস হ'য়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত মানুষকে বুঝাতে হ'লে অনেক রক্ত খরচ ক'রতে হয়। একান্ত আনুগত্য বা আশ্রয়ের আশ্রিতভাব না থাকলে বৈষ্ণব-ধর্মের পথে অগ্রসর হইবার কোনও উপায় নাই। মহাজন গেয়েছেন—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" আনুগত্য না থাকলে আমাদের সাধন-ভজন বা সেবার প্রয়াস "শ্রম এব হি কেবলম্"।

যদি প্রয়াস ক'রতে হয় তবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য প্রয়াস কর। সেবা-প্রয়াসের সিদ্ধির জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্ম আঁকড়ে ধর। তাঁ'দের কৃপা যদি বেষ্টন ক'রে না থাকে, তাঁ'দের শাসন যদি মাথায় আমরা বরণ ক'রে না নিতে পারি, তা'হ'লে আমাদিগকে জগতের প্রয়াসসমূহ এসে ভীষণভাবে আক্রমণ ক'রবে, আমাদের সর্বনাশ ক'রবে।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সংসার ছাড়ি কে, সংসারে বিনাশ। সে সংসারে পাপিগণ ঘোর কর্মবদ্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-উদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিকপ্রচারকদের কীর্ত্তির প্রকাশ হইবার আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ [illegible]।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবেণীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ কাঁসপালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীব্রজরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং [illegible] দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকুঞ্জমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণ রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ হোডল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল প্রবৃত্তি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) আমদি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমদি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনপুর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).
রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বহু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রসাদ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

[illegible] সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁশকাঠি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৬৷৴০
ঐ পুরাতন	৬৲
মোটা [illegible]	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেরাদুনী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালামি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৷৴০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
কাসকোম্পা সাদা	৯
জানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
জানপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৩৷০
গিনি	২২৲
ছবিবার	৫২৷০

পাটের দর

আষাঢ়—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৪১৷০
বাজার দরের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পোষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফ্লাওয়ারমিল ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (হি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
লাপসী	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

যুতের দর

ঢাকা	৫৭৲
হামনীকা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
সন্দী	৫৪৲
গাছিজাত	৩৬৷০

তার	৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ধাকা গাওয়া	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ খটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলোর দর

আমেরিকান তুলোর কাটন	৫৪৲
দিট, এ আমেরিকান কবকচ	৪০৲
কাশি পুরনির কাটন	৪০৲
কাবার্ড কাপা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পারস শাক	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
খুঁটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
নয়া বুড় ব পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম-সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বাগা (দি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করুগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১৷৵০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	১২৸৵

ইংলিশ গ্যাঃ করুগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
পীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন শাটি, গোলটু, দরজে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হালদর ৫৵০, পাটের হালদর ৬৷০

তুলার হালদর ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ নবাব ঘাট গোরাগলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও পেডএকানক প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য?

-:০:-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধমান-পাথুরে, সাবটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিকে করিবা তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবনের বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২, ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—ভাত, সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও রুটি খাওয়ান যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম শঙ্খনগর (হাঁসদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্ত বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে।০	৷৵০	৷৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৵০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২৫

রাণাঘাট পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৫১

(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৪৮ ১-১৫

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর পৌঃ ১১-৪২

(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১২-৫৬

ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৫ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৫

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০

(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৪-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১

(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭

(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

REG NO C 1448

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যপ্রবর শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তবান্ধবের
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৮ই মে, ১৯৩৮, বুধবার [৬৬ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারতসচিবের পদ

শরৎকালে বৃটিশ মন্ত্রিসভার রদ বদলের সময় বর্ত্তমান ডোমিনিয়ন সচিব মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডের ভারতসচিবের পদে বৃত হইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে পার্লামেন্টারী মহলে জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে

মন্ত্রিসভার প্রধান প্রধান সদস্যের মধ্যে বেশীর ভাগ যাহাতে লর্ড সভা হইতে গ্রহণ করা না হয় তজ্জন্য রক্ষণশীল সদস্যের একটি দল আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। এই সব সদস্যেরা কমন্স সভা হইতে পররাষ্ট্র, বিমান ও ভারতসচিব গ্রহণ করার পক্ষে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি

কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন ১৩ই মে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের সময় সমাপ্ত হইয়াছে। মুদ্রার বিনিময় হার, শাসন ব্যাপারে ব্যয়-সঙ্কোচ এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস, শ্রমিক-সমস্যা সম্পর্কীয় নীতি, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের কর্ত্তব্য ও অধিকার এবং কারা-সংশোধন ও বন্দীদের শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার পর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র অধিবেশন সমাপ্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন লাভ করিলেও প্রকাশিত হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস সভাপতি

গত ১৩ই মে রাত্রি ১০ ঘটিকায় জিন্না-সুভাষ আলোচনা আরম্ভ হয়। মিঃ জিন্না যে দাবীর খসড়া শ্রীযুক্ত বসুর নিকট পেশ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত বসু আর একখানা পরিকল্পনার খসড়া মিঃ জিন্নার নিকট দাখিল করেন। শ্রীযুক্ত বসু মিঃ জিন্নার ভবনে আগমন করিলে মিঃ জিন্না তাঁহাকে তাঁহার পাঠাগারে লইয়া যান; তখনই উভয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হন।

রাত্রি সাড়ে এগারটায় জিন্না-সুভাষ আলোচনা স্থগিত থাকে। এসোসিয়েটেড প্রেসকে শ্রীযুক্ত বসু জানান যে, তাঁহাদের এই আলোচনা আবার আরম্ভ হইবে। তবে কবে আরম্ভ হইবে তাহা তিনি এখন বলিতে পারেন না। আলোচনা-বৈঠকের সময় এবং স্থান পরে নির্দ্ধারিত হইবে। শ্রীযুক্ত বসুর ওয়ার্দ্ধা যাত্রা গান্ধীজীকে এবং তৎপরদিবস অপরাপর কংগ্রেসী নেতাগণকে তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানাইবার কথা। অতঃপর পুনরায় কোথায় আলোচনা-বৈঠক হইবে সকলে বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করিবেন

স্পেনীয় প্রতিনিধির অরণ্যে রোদন

স্পেনীয় প্রাতিনিধি নিরপেক্ষতা নীতি প্রত্যাহারের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাউন্সিলে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। রাশিয়া এবং স্পেন উপরোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া উহার বিপক্ষে ভোট দিয়াছে। নয়টি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল; তাহারা কোন পক্ষে ভোট দেয় নাই। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যেই গুরুত্ব আছে; কারণ ফ্রান্স স্পেনীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় বর্ত্তমান ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত গবর্ণমেণ্টের সমর্থনকারী বাম-পন্থীদের বিরোধ আরম্ভ হইবে।

বঙ্গদেশে লবণ আমদানী

লবণ আমদানীকারকদের মধ্যে বঙ্গদেশে কে কি পরিমাণ লবণ আমদানী করিতে পারিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গত এপ্রিল মাসের শেষভাগে ভারত ও এডেনের লবণ উৎপাদনকারিগণ সদার বল্লভভাই প্যাটেল ও করাচীর শ্রীযুত জামসেদ মেটাকে সালিশ নিযুক্ত করিয়াছেন। অংশমত প্রত্যেকের আমদানীর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া ১৩ই মে তাঁহারা রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য

উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য নীলগিরির দেওয়ান সভা-সমিতি করা সম্পর্কে এক আজ্ঞাপত্র জারী করিয়াছেন। ঐ অর্ডিনান্সে বলা হইয়াছে যে, ৭ দিন পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া রাজ্যের মধ্যে কোন সভা-সমিতি করা যাইবে না। অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন সঙ্ঘ বা সমিতি স্থাপন করিতে চাহিলে অন্ততঃ ১৫ দিনের নোটিশ দিয়া উহা পরে রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে, সম্প্রতি কিছুদিন রাজ্যে একটী সভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সভায় উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভ্য সংগ্রহ করা হইতেছিল। সভায় সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৮ সালের এম এ পরীক্ষায় দশজন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা

সংস্কৃত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক গৃহীত উপাধি পরীক্ষায় ১৯৩৮ সালে পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়। কোন কোন বিষয়ে একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হয় নাই। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ফলের তারতম্য কিরূপ ঘটিয়াছে কয়েকটী বিষয়ে গত ৪ বৎসরের পাশের অনুপাত লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে। নিম্নে উহা দেওয়া হইল।

১৯৩৫ সাল—কলাপ ৪৪'৪ মুগ্ধ ৮৩'৮, কাব্য ৫০ শুক্লযজুর্বেদ ৫০,

১৯৩৬ সাল—কলাপ ৪১'৭ মুগ্ধ ৪৪'৪, কাব্য ৪৩, শুক্লযজুর্বেদ ৫০,

১৯৩৭ সাল—কলাপ ২৬'৩ মুগ্ধ ৫৫'৫, কাব্য ৩৭'৫ শুক্লযজুর্বেদ ৬৬'৯

১৯৩৮ সাল—কলাপ ১৭, মুগ্ধ ১৬'৯, কাব্য ০, শুক্লযজুর্বেদ ৮'৩,

শতকরা পাশের সংখ্যা গত ৪ বৎসরের যে অনুপাত উপরে দেওয়া হইল, তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ সালে কলাপের অনুপাত ৪৪ হইতে ১৭ হইয়াছে। মুগ্ধ ৮৩ হইতে ১৬। কাব্য ৫০ হইতে ০। শুক্লযজুর্বেদ ৫০ হইতে ৮। উপাধি পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ সংখ্যায়ও এই অসামঞ্জস্য হ্রাস দেখা যায়। ১৯৩৫ সালে উত্তীর্ণ সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৮, ১৯৩৮ সালে উহা হইয়াছে শতকরা ২৯। মধ্যবর্ত্তী দুই বৎসরেও উত্তীর্ণসংখ্যা শতকরা ৫০ এর উপরে ছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮
একাদশ স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অঞ্জনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা বাদাবাদতরঙ্গিণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকং ।০
৬৪। তত্ত্ব[illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible] ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। বৈদিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের পঞ্চমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১লা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৫ই মে ইং ১৯৩৫, বুধবার } ৬৮তম সংখ্যা

নৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব-বিবরণ

পরমারাধ্যতম সপ্তোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় গত ৩০শে ও ৩১শে বৈশাখ শুক্র ও শনিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব মহাসমারোহে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুক্রবার শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী তিথিতে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে অতি উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণববন্দনাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ও বিচিত্র নিশান পতাকাসহ এক বিরাট নগর-সংকীর্তনবাহিনী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমালঙ্কৃত, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীগদাধর নিবাসাদি, শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীমদ্ আচার্যদেবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য স্বরূপগঞ্জ ঘাটে নিবদ্ধ করেন। নবদ্বীপঘাটস্টেশনে ঐ সংকীর্তনমণ্ডলী উচ্চ-জয়ধ্বনি ও কীর্তনরোলে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীআচার্যদেবকে যথাবিধি ভাবে বন্দনাদি করত স্বীয় দুর্দশার শ্রীপাদ-পদ্মের অনুগমনে পঞ্চতত্ত্ব নাম, মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্তন করিতে করিতে পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে ১০।০ ঘটিকায় সময় প্রত্যাবর্তন করেন। নগরসংকীর্তনে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের ভোগারাত্রিকের পর ৪।০ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ-কীর্তনাদি চলিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যমঠেও ভোগারাত্রিক ও ইষ্টগোষ্ঠীর পর মধ্যাহ্নিকের ২ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ কীর্তনাদি চলিতে থাকে। ঐ সময় শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব প্রভু "গৌড়ীয়" ১৩ বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা হইতে "প্রাকৃতের সেবার পুরুষদের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটী প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু হরিকথা কীর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা হয়।

অপরাহ্ণ ৪।০ হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে বন্দনা, দশাবতার স্তোত্র পাঠ, মহাজনপদ কীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব, হিরণ্যকশিপুবধ ও দেবমুনি প্রভৃতির স্তবাবলী পাঠ হইতে থাকে। পণ্ডিত শ্রীপাদ নয়নানন্দ কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বাগ-কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীবাস-গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনৃসিংহরূপে প্রাকট্য-লীলা ও হরিভক্ত পাষণ্ডদলনে ও ভক্তরক্ষণে অভয়দান এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহবন্দনাবলী পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আরাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমাদি উৎসাহ ও মহাধুমের মধ্যে সম্পন্ন হয়। মঠবাসী, ধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র অনেকেই নির্জল উপবাসাদিদ্বারা এই ব্রততিথি পালন করিয়াছেন; রাত্রিতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের লীলা পাঠ-কীর্তন হইয়াছিল। সকল মঠবাসীগণই প্রভুপাদের কৃপায় সকলেই প্রবল উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল।

শনিবার দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীশ্রীযোগপীঠ ও শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে বন্দনা, মহাজনপদ কীর্তন, বক্তৃতা ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু আবেগময়ী ভাষায় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অবতারের বা অকৃপণকৃপাতিশয়, শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের অহৈতুকী ভক্তি, তাঁহার 'নবধা-ভক্তি'-প্রচার, সর্বাবস্থায় সর্বদেশে ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য, ভক্তসঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮। হইতে ৯। ঘটিকা পর্যন্ত মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু বৈষ্ণবকৃপা প্রার্থনা ও বৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা ও কীর্তনাদি অন্তে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হাওড়া জেলায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ১১ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৪ জন ব্রহ্মচারী সহ হাওড়া জিলার অন্তর্গত বড়নপোতা গ্রাম-নিবাসী সুভক্ত শ্রীযুত রাজেন্দ্র অধিকারীর বাটীতে গমন করেন। ১৯শে বৈশাখ ২৩শে এপ্রিল সোমবার দিবস শ্রীযুত হারাধন দাস মহাশয়ের চেষ্টায় বড়নপোতা চণ্ডীতলায় স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে "বৈদিক বিপ্রাচ্যাত্মন" বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিবসও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়াছিল।

১৯শে বৈশাখ ২৭শে এপ্রিল বুধবার দিবস বড়নপোতা হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী দামোদর নদীর নিকট কালুপাট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনধারী দাসের বাটীতে গমন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুত গৌরকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু, কে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার অধিকারী এবং শ্রবণ করিবার যোগ্য বা কে, কর্তব্য কি, সাধ্য কি, সাধনাদি কি, নামের ফল কি, নামাভাসের ফল কি এবং নামাপরাধেরই বা ফল কি, সাধুসঙ্গ ও এই বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—সুপুষ্পধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের তুচ্ছ নগন্যদাসরূপে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ ত্রিবিক্রম শুক্লা অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

ভক্তিপথ

ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। অতএব ভজন শব্দবাচ্য সেবারূপ ক্রিয়াকেই লক্ষ্য করিতেছে। মাতা, পিতা, ধন-জনাদির সেবা হইতে আমরা অনিত্য কল্যাণকে আবাহন করিতে পারি, কিন্তু নিত্যকল্যাণ সাধন করিতে হইলে শ্রীভগবানের সেবা আবশ্যক। সেই শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ কি বস্তু, কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয় এবং সেবকের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, এতদ্বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান অগ্রেই লাভ করা উচিত। পূর্ব্বে সেবা-সেবক-সেবা-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যে অজ্ঞাতসারে পরতত্ত্বের সেবা হইতে বঞ্চিত না হইবেন, এ বিষয়ের নিশ্চয়তা কোথায়?

শাস্ত্রে সেবা-সেবক-সেবা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু সাক্ষাৎ সাধুর অনুগত হইয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত না হইলে কেবল ঐ আলোক লাভ করিতে পারি না। বদ্ধজীবের বুদ্ধিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় অবস্থিত এবং সেইজন্য স্বাধীনভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে অনেক স্থলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের স্থানে বিপরীত অর্থ গৃহীত হইয়া যায়। শাস্ত্রও অনন্ত বিধায় এক জীবনে অধীত হইবার নহে এবং জীবের নানাপ্রকারে নানারূপ উপদেশে পরিপূর্ণ থাকাহেতু মলিনবুদ্ধির দ্বারা সমন্বয়ের অযোগ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমন্বয়ে অসমর্থ হইয়া অনেকেই নাস্তিক ও কুতার্কিক হইয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য সরলমতি জীবগণকে তাঁহারা কুটবুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট করত অধঃপতনের পথে যাইতে দেন না। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ণাধিকার না থাকায় উক্ত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগুলির বাক্যার্থই যখন সাধারণের বিশেষভাবে সহজবোধ্য নহে, তখন প্রকৃতার্থ যে আদৌ বুঝিতে পারিবে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নিজ চেষ্টায় শাস্ত্রে শুদ্ধা বুদ্ধি লাভ করা যায় না বলিয়া শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করত মানবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" এই উপদেশ হইতে আমরা দেখিতেছি যে, শাস্ত্রজ্ঞতা ও তত্ত্বদর্শিতা এই উভয় গুণ যাঁহাতে বর্ত্তমান, তাঁহারই নিকট হইতে শাস্ত্রকথা শুনিতে হইবে। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু আচরণশূন্য অতএব অতত্ত্বদর্শী, তিনি আচার্য্য হইবার অযোগ্য। যেহেতু তিনি তত্ত্বদর্শন-হীন, অন্য অপরকে তিনি তত্ত্বকথা কি বলিবেন? যিনি কখন সহরে যান নাই, তাঁহার নিকট উক্ত সহরের কথা শ্রবণ করিলে যেমন সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না, তদ্রূপ অতত্ত্বদর্শীর নিকট তত্ত্বকথা শুনিলেও বিশেষ কোন লাভ হইবার নহে, বরং বিপরীত ধারণা বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা, যাহা পরিত্যাগ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়।

হীরকখণ্ড যেমন দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী আচার্য্যের সংখ্যাও পৃথিবীতে বিরল ও কদাচিৎপ্রাপ্য। আবর্জ্জনারাশির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে অতত্ত্বদর্শী গুরুর সংখ্যা জগতে পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ মানবই এই শেষোক্ত গুরুগুলির অধীন। বদ্ধজীবের বুদ্ধিতে যে বিপ্রলিপ্সা দোষ আছে, তাহার স্বভাব এই যে, আশ্রিত জীবকে বঞ্চিত করা এবং যে কেহ সেই জীবের আনুগত্য করিবে তাহাকেও বঞ্চিত করা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, অতত্ত্বদর্শী গুরুগণকে উক্ত বিপ্রলিপ্সা দোষ আক্রমণ করা হেতু তাঁহারা যে তত্ত্বকথা জানেন না উহা বলিতে পারিতেছেন না এবং তদাশ্রিত ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী যথার্থ গুরুর নিকট আত্মনিবেদন না করায় নিজে ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ বঞ্চিত হইতেছেন। কূপমণ্ডূক যেমন কূপের বাহিরে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সেইরূপ অতত্ত্বদর্শী গুরুবৃন্দ ও তাঁহাদিগের শিষ্যসমূহ অন্য কথা শুনিতে চাহে না। বেদব্যাসনামধারী অসার তত্ত্বজ্ঞানহীন কপালি' ক সাধুবেশধারী রাবণের ন্যায় এই সমুদয় কলির চর জগতে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ ধাবমান। যিনি উঁহাদের ছলনায় অভিভূত হইয়া যাইবেন, তাঁহার উন্নতির আশাটী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অতএব তুঃসঙ্গজ্ঞানে বহুসহকারে উঁহাদের সঙ্গত্যাগ প্রত্যেক সরলমতি ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন যে, সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য এই তিনটীতে ঐক্য করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় যে, তত্ত্বদর্শী গুরু কখনও অশাস্ত্রীয় কথা বলিবেন না এবং শাস্ত্রবহির্ভূত সাধুজন-অনাদৃত আচরণও করিবেন না। যেখানে গুরু অতত্ত্বদর্শী, সেইস্থলেই আচরণ ও উপদেশ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে। অতএব অতত্ত্বদর্শী গুরুর অধীনস্থ শিষ্যবৃন্দকে সতর্ক করাই ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ঠাকুর মহাশয়ের কথামত তাহারা যদি সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকে, তবে ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে। নতুবা বিপ্রলিপ্সার দাস হইয়া কূপমণ্ডূকবৎ জীবন অতিবাহিত করা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর নাই।

অনেকের ধারণা যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু"। এই বিশ্বাসটী কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। বিচারের পারঙ্গত অবস্থায় যে চিত্তের স্থিরতা হয় তাহাই উক্ত বিশ্বাস শব্দের লক্ষ্যার্থ। সংশয়যুক্ত অবস্থায় যে মনের সংকল্পাত্মক ভাববিশেষ তাহা অন্ধবিশ্বাস শব্দের দ্বারা লক্ষিত। সে বিশ্বাস উক্ত মীমাংসা শ্রবণানন্তর আর স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মনের বিকল্পধর্ম্ম তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতত্ত্বদর্শী গুরুবর্গ অন্ধবিশ্বাসকে যথার্থ বিশ্বাস মনে করে এবং শিষ্যবর্গকে বলিয়া থাকে, "চোক ঢেকি" জপিলেও ভগবানকে পাওয়া যায়, যাহা তাহারাও অন্ধবিশ্বাস সাহায্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যদি সেই সমুদয় ব্যক্তি উচ্চ-মীমাংসার কথা শুনিতে থাকে, তাহা হইলে অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে, অন্ধবিশ্বাসে বস্তু মিলাইতে পারে না; বরং উহা যথার্থ বিশ্বাসের পথের কণ্টকস্বরূপ।

বিচারশক্তি মানবেই আছে। পশুপক্ষী উদ্ভিদাদি জীবনে ঐ বিচারশক্তি না থাকাতে উক্ত দেহে ভগবদ্ভজন হইবার যোগ্যতা নাই। বিচারের দ্বারা অসৎ নিরসন এবং তৎকালে সত্যের উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব বিচারের আবশ্যকতা নাই বাহারা বলে, তাহারাও বিপ্রলিপ্সা-দোষে দূষিত এবং অসৎকে সৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিচার করিলে পাছে তাহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং শিষ্য রক্ষা করা অসুবিধা জনক ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাই তাহারা বিচার করিতে চাহে না ও শিষ্যবর্গকে করিতেও দেয় না। অনাবশ্যক হইলে শাস্ত্রকারগণ কেনই বা শাস্ত্রবিচারকে স্থান দিয়াছেন। একটুমাত্র বিচারশীল ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অবশ্য শুষ্ক তর্ক পরিত্যাজ্য কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য যে বিচার তাহা শাস্ত্রানুমোদিত তাই ভাল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্পষ্টই ইহা বলিয়াছেন,—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" যেখানে সিদ্ধান্ত উচ্চসীমায় উপনীত, সেইখানেই পরতত্ত্বের ধারণা সুনিশ্চল ও দোষশূন্য। সেই ব্যক্তিই সেবা, সেবক ও সেবাবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আর ইতর তত্ত্বের সেবায় লোভ নাই, প্রবৃত্তিও হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের অধিক শ্লোকেও বিচারপর না হইলে অবিদ্যাবদ্ধ মুক্ত হইয়া নিত্যা ভক্তি লভ্য হয় না, এই সিদ্ধান্তই হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং
জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং
নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং।
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো
ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

বস্ত্র্প্রদর্শক

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদের উক্তিতে আমরা পাই—'নম্র আশীষ আশাসে ন সঃ ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।' শ্রীভগবানের দাসত্ব করা ও তাঁহার সঙ্গে দোকানদারি করা সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। বণিক্ কখনও ভৃত্য নহে

অনেক বস্ত্র্প্রদর্শক ভক্তাভিমানী ব্যক্তির ভিতর এই বৈশ্যসুলভ নীচ বৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ইহারা বর্ণচোরা আমের মত। বাহিরের দর্শনে ইহাদিগকে ধরিবার উপায় নাই। কিন্তু যুক্তি দ্বারা ইহাদিগকে ধরিয়া ফেলা যায়। সহজিয়াদিগের বাহ্যিক ঠাট-বাট যেমন ঠিক থাকে, ইহাদিগেরও তেমনি বৈষ্ণবের সজ্জা, বাগ্বৈখরী, কপট তৃণাদপি সুনীচ ভাবের তুলনা সবই ঠিক আছে। খাঁটি নিষ্কপট ভক্তগণের চেয়েও তাহাদের

বাহিক চালচলন লোকচিত্ত চমৎকারী; নতুবা ব্যবসা চলে না। কিন্তু ইহাদের ভিতরের বণিগ্‌বৃত্তির পুতিগন্ধ ভক্তজনের প্রাণ রুদ্ধ করে। ইহারা সংসারতা পরবশ হইয়া বহু কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির সর্বনাশ সাধন করে।

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কলি-জড়চরগণ ইহারা আত্মঘাতা বুকে স্বীকার করিয়া জগদ্‌গুরু আচার্যদেবের আনুগত্যের একটা ছলনা করে যায়। তাহা না হইলে গুরু-সেবার উপাদানসমূহকে যাবপথে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা হয় না। আচার্যপ্রীতি ইহাদের আদৌ নাই, তাহা পাইবার লোভ বা ঐকান্তিক কামনাও ইহাদের নাই, আবশ্যক বোধও করে না। কার্যসিদ্ধি করিবার জন্য বা নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু আচার্যপ্রীতির অভিনয় না করিলে চলে না ততটুকুই মাত্র ইহারা করিতে বাধ্য হয়। অভিনব হইয়াও ইহারা নিত্যা-নন্দাভিন্ন জগদ্‌গুরুকে—অলোকিক অপ্রাকৃত বস্তুকে—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদকে সঙ্কীর্ণ-ভাবে বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে অভিমান পোষণ করে। ভাবিকালে ইহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। সময় থাকিতে প্রতিকার না করিলে পরমার্থ জগতে আর বেশী দিন তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু বলিয়া এই সমস্ত কপটগণের মোহে আত্মহারা হইলে চলিবে না, আপাতঃ রঙীন bulbএর মত আপাততঃ power houseএর সঙ্গে এখনও যুক্ত আছে মনে করিয়া বিচারবিহীন হইয়া ইহাদের সঙ্গ করিলে চলিবে না। অল্প দামী জাপানী bulb যে-কোন মুহূর্তে fuse হইয়া যাইবে বুঝিয়া সময় থাকিতে বহু মূল্যবান্ bulbএর সাহায্য লাভ করিতে হইবে। রঙ দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না। তাহার আচারাচ-রাত-বাহিরাকপ জগৎ চিত্তবৃত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাহিরের রঙ বা সং দেখিয়াই যদি আমি তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, একান্ত ভক্তগণের সান্নিধ্যলাভ করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে বাড়ুদার যখন ঐ সমস্ত fused bulb কুড়াইয়া dustbinএ ফেলিয়া দিবে তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমারও গতি ঐ dustbinএ হইবে, সুতরাং বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু বলিয়া পাগল পাড়লে চলিবে না। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু যদি মুক্ত-পুরুষ না হন তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গত্যাগ করা থাকাই সঙ্গত হয়। তাহার সৎ-গুণাবলীকে আমি আদর করিতে পারি কিন্তু অসদাচারগুলিও অন্ধের মত গ্রহণ করিব এমন কোনও কথা নাই, বরং গর্হণ করিব, প্রতিবাদ করিব, তাহাতে বৈষ্ণবতা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে না। সত্যবিরোধিগণের দেখি দীনতা অনুকরণ করিয়া যদি আমি তাহার অসৎ বৃত্তিগুলিকেও অনুমোদন করি তাহা হইলে ত' আমিও অসৎ হইয়া গেলাম। সম্বন্ধে আমারও ঐ রং ধরিবে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

'যত্র যৎসম্বন্ধিঃ পুংসো
মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্
স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ

পরমার্থজগতে শুদ্ধভক্তের পথে আচার্যাশ্রয়বিহীনতা বিশেষ অমঙ্গল বা মহা দোষ। ঐ দোষটী যাহাতে লক্ষ্য করা যাইবে তাহার কোন গুণই স্থায়ী হয় না। ছিদ্রপাত্রে জলের মত আপাততঃ দৃষ্ট গুণাবলীও অন্তর্হিত হয়। ঐ দোষগ্রস্ত বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর 'আমি তোমার বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু, আমিই তোমাকে হরিকথা বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি, আমার চিত্তবৃত্তি যে প্রকারেরই হউক না কেন, আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলা তোমার পক্ষে ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া হইবে' ইত্যাদি বলিয়া ধমক দিয়া স্বল্পবুদ্ধি কোমলশ্রদ্ধগণকে গুরু-দেবের সঙ্গে true adjusted করিয়া দিবার পরিবর্তে নিজের সঙ্গেই কায়েমী adjusted করিয়া লয়। কিন্তু আমাদের সকলেরই জানা উচিত—বদ্ধজীব কখনও বদ্ধজীবকে পরমার্থের পথে আকর্ষণ করিতে পারে না। অন্তর্যামী শুদ্ধভক্তের প্রভাবে জগদ্‌গুরুই যে-কোন প্রতীক দিয়া তাঁহার বস্তু তাঁহার নিকট আকর্ষণ করেন। তিনি কুহকের মত কাঠের পুতুলকেও নাচাইয়া কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। সুতরাং বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুনামধারী কাণ্ডজ্ঞ opaque (অস্বচ্ছ) বস্তু হইলে যাহাতে আমরা বঞ্চিত না হই সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, নতুবা এতদুর অগ্রসর হইয়াও সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আমরা লৌকিকতা, সামাজিকতা বা সাময়িক স্বেচ্ছাকৃত আদান-প্রদান করিতে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আসি নাই। শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবা কোটি জন্মেও নিষ্কপট আত্মাদেবের লাভ করিতে আসিয়াছি। শ্রীল আচার্যদেবই যে আমাদের জীবন-ধন প্রাণ ভূষণাদি সর্বস্ব। তিনি ব্যতীত এ জগতে আমাদের আপনার বলিতে কেহ নাই। তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের মঙ্গললাভ হইতেই পারে না। যতদের এই নিত্য পবিত্র—আমার এই নিত্যধর্ম অনুভব করতে আমরা আসিয়াছি। এই বৃত্তি যাহাতে যত অধিক পরিমাণে জাগরিত দেখিব তিনি আমার বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু না হইলেও তিনিই আমার বন্ধু, তিনিই আমার আদর্শ। তাঁহারই আমি অনুসরণ করিয়া চলিব। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুতে এই বৃত্তির অভাব বোধ করিলে তাঁহাকে কিছুতেই অনুসরণ করিব না। তিনি শ্রীগুরুদেবকে বা আচার্যকেশরীকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া 'গুরুষু নরমতিঃ ও নারকী সঃ' শ্লোক অনুসারে নরকের যাত্রী হইয়া পড়িলে আমি তাহা হইতে শত সহস্র যোজন তফাতে থাকিব।

তথাকথিত বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর মোহে পড়িয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ লোকের সর্বনাশ হইয়াছে। অবশ্য তাহারা হতভাগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুনরায় যেন আমরা ঐরূপ বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর মোহে পড়িয়া নিজেদের মহা সর্বনাশ সাধন করিয়া না বসি। আসল ছাড়িয়া নকল না ধরি। সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিই না দিই। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াও আমাদিগের কত মঙ্গলবিধান করিতেছেন। আজ আমাদের অনেকেরই চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আজও যদি আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া সাধু বৈষ্ণব ও অসৎ কপটদিগকে চিনিবার কষ্টিপাথরের সন্ধান না পাই তাহার জন্য দায়ী কে হইবে?

"যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে।

এই ভক্তিবিনোদ-উক্তি কি বৃথা প্রলাপ? বৈষ্ণব কি চিনিতে হইবে না? চিরদিনই কি অন্ধ হইয়া থাকিতে হইবে? শ্রীভগবানের কৃপালোকে আলোকিত হইলে অবশ্য আমরা এই মহা বিপদ হইতে নিস্তার লাভ করিব। তখন আমরা গুরু, অগুরু, বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, প্রকৃত বর্ত্মপ্রদর্শক ও বর্ত্ম-প্রদর্শকব্রুব সবই চিনিতে পারিব।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।

বিভিন্ন মতবাদ

——::(০::——

হরিবংশ বাদ

শ্রীগৌরাঙ্গদাস গোস্বামী ভট্টের পন্থ হরিবংশ এই বাদের প্রবর্তক। ইহাদের উপাস্য শ্রীরাধাবল্লভ এবং কেবলই স্বকীয়-বাদী। হরিবংশকে ইঁহারা হরিবংশ গ্রন্থের অবতার বলেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণীয় বলিয়া খ্যাত।

হরিবোলা-বাদ

ইহারা মুক্তবাদী মূল স্রোতেই পরমেশ্বরের প্রকৃতাকৃতি মূর্তি। সর্বদা হরিনাম করাই ইহাদের সাধন। জপমালার দ্বারা নামসংখ্যা রক্ষণের ব্যবস্থা ইহাদের মধ্যে নাই। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের চেষ্টায় কোন কোন স্থলে সাত্বতাচারবহির্ভূত নিষ্কর্মণ-সংস্কার উঠিয়া গিয়াছে। নারায়ণ ঠাকুরের উদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসী মৃত্তিকা সন্তানের গাত্রে লেপন করে। সেকালের ব্যবস্থা নাই। তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি হরিলুট দিয়া ইহাদের কার্য্য পূজা ও সংস্কার সমাধা হয়।

শঙ্কর-মায়াবাদ

জীব ও পরব্রহ্ম একই বস্তু। মায়িক উপাধিতে আবৃত হইয়া পরব্রহ্মাকাশ ঘটাকাশ জীবে ভ্রান্ত হন। বস্তুতঃ অজ্ঞান মায়ার তিরোভাবে পরব্রহ্মের নির্ব্বাণ। পরব্রহ্মে বিচিত্রতা নাই। পরব্রহ্ম কেবল, সাক্ষী, নির্গুণ ও চেতন। জীব বা মায়া প্রভৃতি উপাধি মিথ্যা। সর্বশাস্ত্রবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, ভ্রান্তি মুক্তবাদ প্রভৃতি যুক্তি অবলম্বনে পরব্রহ্মের নির্বিশেষতা বেদসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করেন। কাল্পনিক সাকার মূর্তির উপাসনা করত পরিণামে অজ্ঞান তিরোহিত হয়। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে জগৎ ও জীবোপাধি মিথ্যারূপে লক্ষিত হয়। অজ্ঞানবিনাশই স্বরূপোপলব্ধির কারণ। স্বরূপোপলব্ধিই সাধন এবং সাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করত চিত্তশোধনক্রমে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া সাধনচতুষ্টয়ের বলে বৈরাগ্য উদয় হয়। উদিত বৈরাগ্যই মায়ামোচন করত ত্রিগুণ সাম্য করাইয়া পরব্রহ্মতা লাভ করায়। যাবতীয় বিশিষ্টতা মায়ার ক্রিয়া মাত্র এবং মায়া মিথ্যা। চিদ্বিলাসাত্মক নিত্য প্রাকট্য উঠাইবার জীবস্বরূপই ইহাদের পরব্রহ্মের আশ্রয়।

শুদ্ধদ্বৈতবাদ

বোম্বাই প্রদেশের উড়ুপী ক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্য্য সাতশত বর্ষপূর্বে উদিত হইয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই মতে শ্রীবিষ্ণুই সর্বোত্তম তত্ত্ব, তিনি বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, প্রভেদ আছে, জীব ভগবানের নিত্যদাস, জীবে তারতম্য আছে, বিষ্ণু-প্রাপ্তিই মোক্ষ, অমলা ভক্তিই প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রকার নিত্য ভেদ আছে। নিত্য ঈশ্বর নিত্য জীব, নিত্য জীব ও নিত্য জড়, ঈশ্বর জড় ও নিত্য জীবে ভেদ, ঈশ্বর জীবে নিত্য ঈশ্বরে ভেদ, এবং ঈশ্বর জড় ও ঈশ্বর জড় ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বোধক হন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণববাদেরই শাখা।

শাখা-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকার শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] ইউ, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] প্রচারকেন্দ্র [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌর [illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির [illegible]

এই স্থানে [illegible] 'ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] মহাযোগপীঠ

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তর্দ্বীপ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) [illegible] [illegible]-কুঞ্জ

[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর [illegible] ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাস [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় মঠ

দেবপল্লী —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(১৭) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) প্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible] নাথ বাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—প্রোফেসর আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম।

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ [illegible]

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক—ডক্ শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৫৫) [illegible] —[illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৫৭) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]

(৬১) [illegible] মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী [illegible]

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুন্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাসন

১১১।৪৬ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] চাটার্জ্জি লেন

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
[illegible]	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোম্পানী	৪৲
সিদ্ধ [illegible]	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৬৲—৬।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ [illegible]	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, [illegible]	১০।৶০
রবিপুর ১০০০ নং	১০৶০
[illegible] সাদা	
[illegible] সাদা	৮।০—৯৶০
[illegible] লাল	৭৸৶০ ৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
[illegible]	৩২৲
[illegible] বার	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] বস্তার দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬।০ -৬।৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫।৶০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৩।০

—[illegible]

তার	৮৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ [illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেরিকান [illegible] কাটন	৫৪৲
মিডল আমেরিকান [illegible]	৫০৲
[illegible] পুরানো কাটন	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা [illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	৭।০
গুঁড়ি খয়ের	১৫।০—১৭।০
[illegible] ও পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৬।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০ —৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
৯।০ বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১১৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
গেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু [illegible]	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৭৸০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

চটকলের ঢালাই ৫৶০, পাটের ঢালাই ৬।০

তুলার ঢালাই ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ [illegible] ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল কি জন্য ?

—:(:০:):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুকরের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাপুড়া, সান্নিপাত এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" একমাত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলায় একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ; চারফ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম [illegible] (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৬২-২০১নং গলি পোঃ বাঃ টাবগুয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া পীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামালা এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উডষ্ট্রীট? [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

---::※::---

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাধিক প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:০:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	৷০	।৵	।৶০	
" ইঞ্চি	২৲	১৷	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪-	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৸
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	২০৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৵
মাসিক	"	১

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর ৭-১ ১০-৮ ১৭-২৮ ১৯-৫৮
পৌঃ ৮-১০ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৯-৪ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৫২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩ ২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮ ৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৫
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৫৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৭ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

গৌড় শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের-সংরক্ষক বিশ্ব-বৈষ্ণবপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1445

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৯শে মে, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৬৭ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

বিশ্ববিদ্যালয়ে ল'কলেজের অধ্যক্ষ পদে মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জী

মিঃ পি এন, ব্যানার্জ্জী বার-এ্যাট্-ল, এম-এল-এ আগামী ১লা জুলাই হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

ল'কলেজের গভর্ণিং বডির সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী সিণ্ডিকেট তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। গভর্ণিংবডি এবং সিণ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তে জনসাধারণ এবং আইনব্যবসায়িগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়াছেন। তিনি এই দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি গত ২৬ বৎসর যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে ইতিহাস ও অর্থ-নীতির অধ্যাপনার কার্য্য করিতেছেন। ২০ বৎসর যাবত ল'কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন এবং গত ৫ বৎসর যাবৎ উক্ত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের পদে কাজ করিতেছেন। তিনি ১৯১৯ সাল হইতে সিনেট ও সিণ্ডিকেটের নির্ব্বাচিত সদস্য। মিঃ ব্যানার্জ্জী দুইবার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৪-২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ক্যালকাটা রিভিউর' সম্পাদক। তিনি কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং আইন-ব্যবসায়ী-রূপেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

উড়িষ্যা গেজেট

রাজস্ব বিভাগের প্রধান সহকারী বাবু দামোদর দাস এম-এ, বি-এল, বিদায়কালীন অনুপস্থিতিতে কিংবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

রাভেন কোভার জেলা স্কুলের অফিসার মিঃ এস, এ এ চার্ট আই এস, এস, মিঃ মুনির বিদায়কালীন অনুপস্থিতিতে চাঁদপুরের স্কুলের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

মিঃ বি, এন, মোহান্তী কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অর্থশাস্ত্রে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

কটক জেনারেল হাসপাতালে অতিরিক্ত কার্য্যে নিযুক্ত অস্থায়ী সিভিল এ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জেন ডাঃ হরিশচন্দ্র পাল বিদায়কালীন অনুপস্থিতিতে অঙ্গুল মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঐ মহকুমার ঔষধালয়ের ভারও গ্রহণ করিবেন।

ভারতীয় বণিক সমিতি

কলিকাতার ভারতীয় বণিক সমিতি মিঃ এন, এল, পুরীকে গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়েল ইনষ্টিটিউটের পরিচালক সমিতিতে এবং মিঃ কাশিম এ বস্তমকে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়েল মিউজিয়ম ও বাণিজ্য প্রচার সমিতির পরিচালক সমিতিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

———

সাংহাই রেলপথ আক্রমণ

জাপ-অধিকৃত মধ্য-চীনের রাজধানী হইতে একটী ইস্তাহার প্রচার করিয়া এই দাবী করা হইয়াছে যে, জাপ-বাহিনী সুচাওএর পশ্চিমে আনসানের নিকটবর্ত্তী একটী লৌহসেতু বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছে। ফলে সাংহাই রেলপথ দক্ষিণদিকের যোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপানীরা সুচাওএর দশ মাইল দক্ষিণে মেটহুয়া নামক গ্রামে অবতরণ করিয়াছেন। এই সংবাদ এ পর্য্যন্ত সমর্থিত হয় নাই।

জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের মধ্যে আলোচনা

চীনের জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ট্রাউট-ম্যান ও জাপানের জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত কর্ণেল ওটের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ফলে জার্ম্মাণী পুনরায় চীন-জাপান-বিরোধের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করিতে পারে বলিয়া সকলে মনে করিতেছে। সাক্ষাৎকারের পর কর্ণেল ওট বিমানযোগে জাপানী যাত্রা করেন।

———

বার্সিলোনার উপর বিদ্রোহী বিমান বাহিনীর হানা

বিদ্রোহী বিমানপোত বাহিনী গত ১৬ই মে মধ্য রাত্রিতে বার্সিলোনায় হানা দিয়া এক শত বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে।

যদিও সমস্ত সহর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল তথাপি বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উজ্জ্বল চন্দ্রা-লোকে বোমারু বিমানপোতসমূহ সহজেই তাহাদের লক্ষ্যস্থল ঠিক করিতে পারিয়াছে।

রাত্রি ১-১০ মিনিটের সময় বিদ্রোহী বিমানপোত বাহিনী পুনরায় ১৫ মিনিটকাল আক্রমণ চালায়।

———

ইংলণ্ডের বিমান-সচিব

প্রকাশ যে, লর্ড সুইণ্টন বিমান সচিবের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। এই পদত্যাগের সংবাদ যদিও সমর্থিত হয় নাই, তবে এই বিষয়ে বিবেচনা করিলে ইহাতে কোন প্রকার বিস্ময়ের সঞ্চার হইবে না যে, অযোগ্যতার বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে শুধু পার্লামেণ্টের সরকার বিরোধী মহলেই নহে পরন্তু অন্যান্য মহলেও বিমানসচিবের বিরুদ্ধে তীব্র সমালো-চনা হইয়াছিল।

বজ্রাঘাতে ৪টি স্ত্রীলোকের মৃত্যু

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার মুলাজোড় ষ্টেশনের ২ মাইল দূরবর্ত্তী দাবীকচুয়া গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সম্প্রতি মুলাজোড়, ভাদুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ গ্রামে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার নামে একজন নমঃশূদ্রের বাটীর ৪টি স্ত্রীলোক বজ্রাঘাতে নিহত হইয়াছে।

———

হাঙ্গারীতে নূতন মন্ত্রিসভা

হাঙ্গারীর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। মঃ বেলা ইমরেডী নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। মঃ কানিয়া পররাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সরকারী কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডারানি যে উদ্দেশ্য লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে।

একমাত্র চরম দক্ষিণপন্থী দল ছাড়া আর সমস্ত দলই মঃ ইমরেডীকে সমর্থন করিবে। দক্ষিণপন্থীরা এতদিন মঃ ডারানিকে সমর্থন করিয়াছে। নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব মঃ কেরেস্‌ টেসাফসের একজন দৃঢ়চেতা লোক বলিয়া পরিচিত। তিনি চরমপন্থী সম্পর্কেরের কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিবেন বলিয়া মনে হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। কবিরাজকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] মালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণব [illegible] স্বরূপ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible]-আনন্দ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ ভাগ) ৬৲
৫১। [illegible] ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৵
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible]সারঃ ৷০
৬২। [illegible]
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible] ৴
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। [illegible]—ইটস্ [illegible]
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৷৶
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম্
৭৫। রিপোর্ট, গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ৷
৭৭। বেদান্টিক প্রিন্সিপল্স এণ্ড [illegible]
৭৮। [illegible] ২৷
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷
৮১। সাধন-পথ ৷
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি-একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

বিশিষ্ট [illegible] ব্যক্তিমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

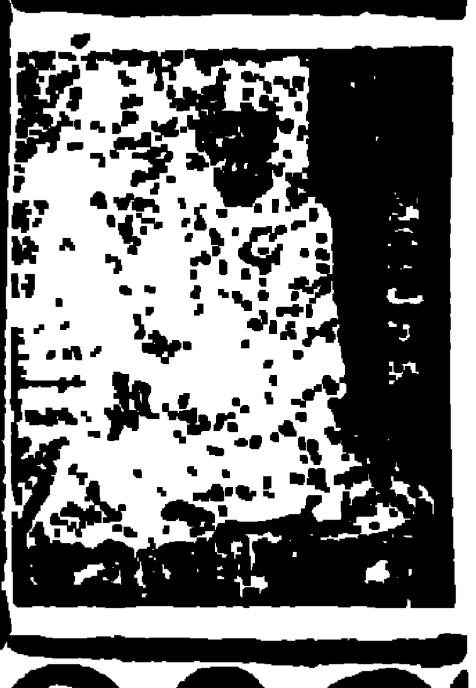

১০ম বর্ষ { ৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৯শে মে ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার ৬৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ ২০শে এপ্রিল বাইকুণ্ডি নামক গ্রামে শ্রীযুত সীতানাথ পতি মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে প্রতাপপুর নামক গ্রামে স্থানীয় বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গোপালদাস ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। ১৯শে এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসাক্ষিগোপাল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গোপালদাস ব্রহ্মচারী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ প্রতাপপুরে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামীজী গত ৩রা মে তারিখে বাকাদ (মেদিনীপুর) নামক গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের দ্বারা আহূত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজীকে একটি সভায় অভিনন্দন প্রদান করেন। তৎপরে মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী স্বামীজীর আদেশক্রমে ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা"-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

৫ই মে বহুতা নামক গ্রামে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপরে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

———

৬ই মে বর্দ্ধান নামক গ্রামে স্বামীজী মহারাজ "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

৭ই মে তারিখে স্বামীজী কালাসদা নামক গ্রামে ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় প্রায় পাঁচ শতেরও অধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

৮ই মে তারিখে নওগাঁ নামক গ্রামে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদ কীর্ত্তন হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে সেবকবৃন্দ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া বেলা ৯।০ ঘটিকা হইতে শ্রীমঠে গৌরবিহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। পঞ্চতত্ত্ব, গুরুপরম্পরা, 'গুরুদেব-চরণেষু' প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর বেলা ৫।০ ঘটিকা উপদেশক শ্রীপাদ ...পুরুষ দাসাধিকারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃসিংহ-আবেশপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের অবতার স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা, ভক্ত ও ভাবাবতারী অবতারী ভগবান্ গৌরসুন্দরের সঙ্গে অন্যান্য অবতারাদির পার্থক্য, শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তগণের বিঘ্নবিনাশকত্ব, প্রহ্লাদের মহিমা প্রভৃতি অনেক বিষয় প্রায় ১। ঘণ্টা ধরিয়া কীর্ত্তন করেন। পাঠের অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে "দশাবতার স্তোত্র" ও অন্যান্য সঙ্কীর্ত্তন হয়। পাঠ-কীর্ত্তন অন্তে সমাগত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্থানীয় অনেক ভদ্রমহিলা ও সজ্জন এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, (ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনীয়ার), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ রায় শর্ম্মা ম্যাটর্নি; মিঃ সিঃ ওয়ারিংহাম; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস (কনজারভেটর ক্লার্ক); শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সান্যাল (ডি সি ক্লার্ক); শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র ঘোষ (ওভারসিয়ার); শ্রীযুক্ত প্রাণবন্ধু দাসাধিকারী (পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর) প্রভৃতি।

শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইতেছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, বসুর আহ্বানে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী ও শ্রীবানপ্রস্থনাথ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। মিঃ বসু বিশেষ আগ্রহের সহিত পুনরায় শ্রবণের পিপাসা জানাইয়া প্রচারকগণকে স্বভবনে পাঠ-কীর্ত্তনের জন্য অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের আহ্বানে প্রচারকগণ তাঁহার ভবনেও একদিন পাঠ-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত, অনন্ত পরলোকগত কাঙ্গনাল আশ্রিতা সিন্ধুবালা দেবী মহোদয়া তদীয় পরলোকগত স্বামীর শ্রাদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পৌরোহিত্যে সাত্বতবিধানে গত ১৯শে এপ্রিল সম্পাদন করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত নারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় তদীয় পুত্রের অন্নপ্রাশন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ দ্বারা গত ১লা মে তারিখে সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের ভৃত্য-বর্দ্ধারসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ত্রিবিক্রম আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন—যদি প্রতিজ্ঞন করেন, তবে তাঁকে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য ক'রব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে পরিয়ে চৈতন্যোন্মুখ করাতে হ'বে—তাঁর কিছু উপকার ক'রে দিতে হবে, নতুবা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষে লাভ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে entrapt বা tempt ক'রে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া। চৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়দয়া।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যদেবের দয়ার সহিত অন্য যাবতীয় তথাকথিত দয়া বা অপূর্ণ দয়ার comparative study ক'রে দেখেছেন। চিৎস্বামী যাহা যেখানে হচ্ছে না সেখানে inadequacy—defect (অসম্পূর্ণতা) রয়েছে। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে comparative study করেন, তা'হলে দেখতে পাবেন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়াটা হচ্ছে সম্পূর্ণ দয়া, আর সব দয়া সব limited (সংকীর্ণ—খণ্ডিত)। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে comparative study ক'রতে আহ্বান ক'রেছেন।

মহান্ত কৃপা করেছেন, এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র পদাম্বুজে তাঁর আশ্রিত জনের প্রতি যাহা দয়া বিতরণ ক'রেছেন, কিন্তু বিরোধিগণকে দূরত্ব ক'রেছেন—শ্রীমহাপ্রভু বিরোধীকেও দয়া ক'রেছেন—যেমন কাজী; বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয় দয়া বিতরণ ক'রতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই—হবে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাবও ছলনা, উপকারের নামে 'মহা অপকার'; আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য-সত্যই নিত্য পরম উপকার। তাহা দু'দশ দিনের উপকার নয়—তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব ক'রবে—যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হ'বে—যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আবার অপরের সুখে আমার রোগের অভাব—এইরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোকবঞ্চনা করেন নাই। তাঁরা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান ক'রেছেন যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরমোপকার মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে, সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে। এ উপকার সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও অমঙ্গল প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া—অমন্দোদয় দয়া—তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহা-মহাবদান্য। এ সকল গল্পের কথা নয়—কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়—সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

শ্রীচৈতন্যদেব দেশের দশের উপকারের কথাই ব'লেছেন; কিন্তু তাঁহার 'দেশ' ও 'দশ' তথাকথিত সমাজকল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, পরস্পর বিবদমান, মৎসরতাপূর্ণ, অস্থায়ী বা আকাশকুসুমতুল্য কাল্পনিক মাত্র নহে; তাঁহার কথিত উপকার 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অনিত্য নহে। মানবজাতি তাহাদের ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধিতে পরোপকারের—দেশের ও দশের উন্নতির যে-সকল উপায় উদ্ভাবন ক'রয়াছে, ক'রতেছে ও ভবিষ্যকালে অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন করিবে, তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার, উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না, তাহা কেবল প্রতারিত হ'বার উপকারের প্রয়াস মাত্র। মহাপ্রভু বাস্তব উপকারের প্রণালী বলিয়াছেন—

"যেষাং বাঞ্ছ্য বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্"

শ্রীমদ্ভাগবতের পরোপকারের প্রণালীই শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা আবিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাই 'শিবদ' ও তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী। জগতের মনীষিগণের দ্বারা যে সকল পরোপকারের প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষণিক তোষণ বা প্রেয়ঃলাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা শিবদ বা শ্রেয়োদানকারী নহে, আর তাহাতে তাপত্রয়ের উন্মূলনও হয় না। তাপ কোন কারণের কার্য্য বিশেষ, কারণ নাশ না হইলে কার্য্য নাশ হইতে পারে না। মানুষের কল্পিত যে সকল সহস্র পরোপকার প্রণালী, তাহা হস্ত দ্বারা মহাসমুদ্রের জলসেচনের ন্যায়। সহস্র সহস্র লোক যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ঐরূপ সমুদ্র-সেচনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেও মহাসমুদ্র কখনই শুষ্ক হইবে না, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে যে, ঐরূপ সেচন-ক্রিয়া দ্বারা একস্থানে বহুল পরিমাণে জল সঞ্চিত হইয়াছে। জগতে ত্রিতাপসমূহ যাহা যত ক'রও উপায়রূপ অবলম্বিত কখনই শুষ্ক হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত প্রণালী ব্যতীত কখনই ত্রিতাপের উন্মূলন হয় না; ভগবদ্বিমুখতারূপা আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা অবিদ্যাই আমাদের যাবতীয় ত্রিতাপরূপ কার্য্যের কারণ। সেই কারণের নাশ না হইলে তাপত্রয়রূপ কার্য্যের নাশ হইবে না। ভগবৎসেবার প্রচার ব্যতীত কখনও দেশের দুঃখ-মোচন হইতে পারে না। ভগবৎসেবা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে সমস্ত দেশ, সমস্ত পাত্রের সার্ব্বকালিক মঙ্গল হইবে।

ভগবান্ পূর্ণ বিলাসময় বস্তু; তিনি নির্বিশেষ নিরাকার বা জড়ীয় আকারবিশিষ্ট জীবের ইন্দ্রিয়ের অধীন কোন বোধ্য ব্যাপার নহেন। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহা 'তুরীয়' নহে, সে সমস্তই তৃতীয় মানের বস্তু। আবার তৃতীয় মানের বস্তু অতিরিক্ত কোন বস্তু আমরা ধারণা করিতে পারি না ব'লিয়া বিকারীর নির্বিশেষের কল্পনা বা অনুমান দ্বারা পরব্রহ্মকে জড়ীয় অবকাশের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা অধোক্ষজ বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের অধীন ক্ষুদ্র বস্তুরূপে মাপিবার চেষ্টা। যাহাকে মাপা যায় তাহা মায়া—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—'মা বা মায়া' অর্থাৎ যাহা অপ্রাকৃত নহে, তাহা মায়া। স্বরূপশক্তি—ভগবানের অন্তরঙ্গ বিক্রমবিশেষ। ভগবানের বহিরঙ্গের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া যে কিছু ধারণা, তাহা যতই বিরাট্, ভূমা, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ বলিয়া কল্পিত হউক না কেন, সকলই মায়িক পুতুলসেবা বা পৌত্তলিকতা।

কীর্ত্তন-বিরোধ

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

ভগবানের কথা জড়জগতে অবতীর্ণ হবেন। উহাই ভগবানের শাব্দিক অবতার অথবা কীর্ত্তন নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

ভগবানের কথা ও ভগবান্ একই বস্তু। ভগবানের কথা জড় দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যখন ভগবানের কথা জগতে অবতরণ করেন তখন জাগতিক নিয়মগুলি ভগবানের কথার উপর তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ, এইরূপ প্রতীতি হওয়াও অবতার পদ্ধতির অন্যতম পরম উপাদেয় বৈশিষ্ট্যমাত্র সন্দেহ নাই

পারমার্থিক ইতিহাসে কীর্ত্তনবিরোধের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যখনই ভগবানের নিজজন বদ্ধজীবের প্রতি অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে জগতে ভগবানের কথা আবাহন করেন তখনই জগতের সর্ব্বত্র কীর্ত্তন বিরোধের প্রচেষ্টার আত্মখাতী তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু জগতের এই ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত বিরোধ দ্বারা কীর্ত্তনের কোনই বাধা হয় না। পক্ষান্তরে এই সমুদয় বাধা দ্বারা ভগবানের কথার নিত্যত্ব ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বাতন্ত্র্য বদ্ধজীবের বিকৃত ধারণায়ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে।

ভগবানের কথা এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার কথা পরস্পর বিরোধী এবং জগতের যাবতীয় কার্য্য ও ভগবৎসেবাও তদ্রূপ পরস্পর বিরোধী। 'বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়। বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥'

যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাকৃতত্ব দুর্ভাগ্যবশতঃ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহারাই কীর্ত্তন-বিরোধ দ্বারা কীর্ত্তনের বাধা হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় চাঁদকাজী কীর্ত্তন-বিরোধ করিবার যে আয়োজন করিয়াছিল উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনপ্রচার-লীলার পুষ্টিসাধনকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা চাঁদকাজীর কীর্ত্তনবিরোধের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য। ঐরূপ বিরোধ এবং বদ্ধজীবের কীর্ত্তনবিরোধ-চেষ্টা একজাতীয় নহে। চাঁদকাজীর কীর্ত্তনবিরোধফলে চাঁদকাজী এবং তদীয় অনুচরগণের ভাগ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলার অনুভূতি লাভ হওয়া সম্ভব। বদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ জীবের কীর্ত্তনবিরোধদ্বারা ভগবদ্বহির্মুখতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভু প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনের পশ্চাৎ জীবগণেরই অকর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্‌
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্‌ ভক্তিরুত্তমা ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া—জগতের বিষয়সমূহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তের অনুগত হইয়া কৃষ্ণের সেবা তত্তা অর্থাৎ উত্তমা ভক্তি।

গৌড়ীয় মঠসমূহে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শিক্ষার অনুসরণ করা হইয়া থাকে। কৃষ্ণের কথা, যাহা তাঁহার শুদ্ধভক্তগণ প্রাপঞ্চাতীত ধামে নিরন্তর গান করেন, উহাই ভগবানের নিজজনের সম্পূর্ণ আনুগত্যে গৌড়ীয় মঠসমূহে অনুশীলনের বিষয়। কিন্তু বদ্ধজীব কৃষ্ণকথাকে বিষয়-কথার সহিত সমজ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকথাকে বিষয়-কথার প্রতিযোগী ব্যাপারবিশেষ মাত্র বিবেচনা করে। ভগবানের কথা যখন অশ্রদ্ধ ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়, তখন উহা স্বভাবতঃই অনুপাদেয় ও অনাবশ্যকরূপে প্রতীয়মান হন। জগতের বহুপ্রকার সমস্যা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির শক্তির অসাধ্যরূপে অনাদ্যনন্তকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সমুদয়ের প্রকৃত সমাধানের প্রবৃত্তি একটী মানবের হৃদয়েও সম্যগ্‌ভাবে উদিত হয় না, ইহা অবিখ্যাত হইলেও প্রকৃত কথা। সত্যের প্রতি মজ্জাগত বিদ্বেষ বদ্ধজীবের স্বভাব। সুতরাং বদ্ধজীব যে ঔষধকে ব্যাধি বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জগতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জগতের বর্দ্ধনশীল অসংখ্য ভীষণ বর্ত্তমান এবং ভাবী অমঙ্গলজনক সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যে পদ্ধতি অনুসারে চেষ্টা করিতেছে তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ না করিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা ইতিহাস আলোচনা দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ভোগের উপকরণ এবং ভোগাস্তা বৃদ্ধির দ্বারা মানবের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় ইহা অপেক্ষা ভ্রম, অসত্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাই কি জগতের সমুদয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্য নহে?

সুতরাং ভগবদ্ভক্ত আপাতিক বিচারে মূর্খ ও অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন ইহাই সম্ভব। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত যদিও জগতের তথাকথিত গঠন ও ধ্বংসকার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তথাপি তিনি যাবতীয় বদ্ধজীবের একমাত্র বান্ধব। ভগবদ্ভক্ত জগতের—জগদ্বাসীর নিত্যবান্ধব। জগদ্বাসী তাঁহার প্রতি অজ্ঞানতাবশতঃ চিরকালই ভীষণ শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু জগদ্বাসীর শত্রুতার দ্বারা ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণকথারূপ জগতের মঙ্গলচেষ্টা কোনপ্রকারেই খণ্ডিত কিম্বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, ইহাই বদ্ধজীবের সমাক্তিলাভের একমাত্র আশা।

এই আশা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সমগ্র বদ্ধজীবের উপলব্ধ হইবে। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" ভগবদিচ্ছাক্রমে শীঘ্রই কীর্ত্তন-বিরোধ-প্রবৃত্তি জগতের সর্ব্বত্র তীব্রভাবে গর্হণযোগ্য হইবে। সুতরাং বৈধ্যসহকারে গৌরবিহিত শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচারে ব্রতী হইলেই তদ্দ্বারা নিজের ও জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং তদ্দ্বারাই কীর্ত্তনের তথাকথিত সমুদয় বাধা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপসারিত হইবে।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

কর্ম্ম

বদ্ধজীব আমরা, আমাদের ধারণা শ্রীভগবান্‌ গীতায় কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অতএব আমরা কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানকে লাভ করিতে পারিব। কর্ম্ম কাহাকে বলে, ভগবান্‌ কোন্‌ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, এ বিষয় আমাদের আদৌ জানা নাই। জগতে কেহ অর্থ উপার্জ্জনকেই কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কেহ স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় স্বজনাদি প্রতিপালনকেই কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কেহ বা দেশ-সেবা, জনসেবা, সমাজ-সেবা, জীব-সেবাকেই কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবার কেহ বা বেদপাঠ, তপস্যা, দান প্রভৃতি কার্য্যকেই ভগবানকে লাভ করিবার উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির মনোধর্ম্ম অনুযায়ী বিভিন্নরূপ কর্ম্মের আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতায় ভগবান্‌ কর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্যই সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর।

কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ দূরে থাকুক, বর্ত্তমানে আমরা যে কর্ম্ম করি না কেন, কর্ম্মের ফলটা নিজের ভাগে না আসিলে সে কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়াই মনে করি না। ভগবদর্পিত কর্ম্ম বলিতে মন্দ কর্ম্মের যে ফল, সেটা নিজের কাঁধে না চাপাইয়া যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা মন্দ নহে; কিন্তু ভাল কর্ম্মের ফল যেন বিন্দুমাত্রও ভগবানে অর্পিত না হয়। গীতায় ভগবানের উপদেশে অন্যরূপ দেখিতে পাই—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌ ॥

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ যদি ভগবানে অর্পিত না হইয়া অন্যান্য উদ্দেশে ব্যয়িত হয়, বৃক্ষরোপণ একটী কর্ম্ম, সেই বৃক্ষের ফল ভগবানে অর্পিত না হইয়া নিজের কিম্বা অপরের ভোগে যদি লাগান হয়, তবে সকল বস্তুর একমাত্র ভোক্তা যে ভগবান্‌, তাঁহার ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিতে গিয়া আমরা নিজের কর্ম্ম-দোষে নিজেই বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

শ্রীভগবানে ভক্তি বা সেবা ব্যতীত বদ্ধচেতন জীবের অন্য কোন কর্ম্ম নাই। কিন্তু স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ আমরা সেবাবিমুখ হইয়া নানারূপ কর্ম্মের আবাহন করিয়া সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছি। নশ্বর স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লাভ করিয়া নিজেকে ভোক্তা অভিমান করায় আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় এই কর্ম্মপাশ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই।

কঠিন ব্যাধি হইলে যেরূপ সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া তাহার উপদেশানুযায়ী ঔষধ-পথ্যাদি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে ব্যাধি সারিয়া যায়, সেইরূপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থী হইলে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক নিত্যসেবা-প্রবৃত্তি জাগরূক করাইয়া নশ্বর অমঙ্গলপ্রদ কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া আমাদের নিত্য কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের বহু স্থানে কর্ম্মের উপদেশ থাকিলেও শাস্ত্রে কর্ম্মের নিন্দাই দেখা যায়। বেদ বলিতেছেন,—

'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি ॥'

অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই তাদৃশ যজ্ঞরূপ ভবার্ণব উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞরূপ অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি ইহাকেই চরম কল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

সংসার ভ্রান্তি কৈল অশান্ত বিলাস। যে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥

বিভিন্ন মতবাদ

সহজবাদ

পুরুষ মাত্রই গুরু হইবার যোগ্য। গুরুই শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্যা রাধিকা। এতদুভয়ের সাধনই নিত্যলীলা। রস স্বকীয় ও পারকীয় ভেদে দুই প্রকার। পারকীয়ই শ্রেষ্ঠ রস। গুরুর শ্রীকৃষ্ণভাবনা ও শিষ্যার রাধিকা-জ্ঞানই ভাবাশ্রয়। ভাব হইতে প্রেম ও রসরূপ সম্ভোগ উদয় হয়। রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলাকে আদর্শ জ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয়-সেবাই সহজভজন। সহজভজন দ্বারা পরলোকেও এবম্বিধ লীলা নিত্য।

সাঁইবাদ

সাঁই (স্বামী), দরবেশ প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায় ন্যূনাধিক বাউল সম্প্রদায়ের মত। সাঁইগণ হিন্দুর আচার সর্ব্বদা পালন করিতে বাধ্য নয়। মুসলমানদিগের অনেক ব্যবহার ইহারা আপনার করিয়া লইয়াছে। দরবেশ সম্প্রদায় সনাতনের গৌড় হইতে পলায়নকালীন পরিচ্ছদ ধারণ এবং সাঁই ও বাউলগণ স্বমত বলিয়া প্রচার করে। সাঁইর মধ্যে অনেক ভিন্ন দল আছে। অনেক স্থানের কথা বাউল ও এই সকল সম্প্রদায়ে সর্ব্বদা গীত হয়। ইহারা প্রকৃত গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগকে বিরক্ত বা নীরক্ত বলে ও আপনাদিগকে রসিক সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত করে।

সৌরবাদ

সূর্য্য হইতে প্রাণিমাত্রেরই জীবন। অখিল ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যের কিরণে আলোকিত। সুতরাং ঋষিগণ ও জগতের সকল দেব তাঁহারই উপাসনা করেন। এইমতে সূর্য্য সাধকের চক্ষে উদিত না হইলে ভোজন বিহিত নয়। সৌরবাদী অনেকে একপদ হইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন।

অপসম্প্রদায়বাদ

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা ও তাঁহার শিষ্য রূপকবিরাজ এতদুভয়ের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিরোধ হয়। রূপকবিরাজ স্বভাবে হেমলতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলায় তাঁহারা শুরুত্যাগী হন। হেমলতা রূপকবিরাজের কণ্ঠ হইতে একটী মালা ব্যতীত অপর সমস্ত ছিঁড়িয়া দেন তদবধি তাঁহাদের একটী মাত্র মালা ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কালে ইঁহাদের সম্প্রদায়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক অবস্থান ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। গৃহী গুরু হইতে পারেন না। ইঁহারা কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একত্রে ভগবৎ-কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেন। ইঁহাদের অপর নাম খুশী।

প্রচারকেন্দ্র-সমূহ

১ শ্রীচৈতন্য-মঠ-প্রাঙ্গ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রকাশ-সেবা-ই, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, গান্ধর্ব্বা, গোপীনাথ আচার্য্য চতুর্দ্দশ বিগ্রহ করেন। প্রত্যহ অর্চ্চন সেবা ও আচার্য্যবর্গের সমাধি বর্ত্তমান আছে।

রক্ষক—শ্রী.....ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫, কলিকাতা। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ দুইবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হরিভক্তি প্রদায়িনী গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ .....।

৩। যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ-শ্রীনৃসিংহপল্লী

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীশিবকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীনৈশেষবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—প্রভুপ্রেমগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইচাঁদা - (শ্রীবাস দেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ঐ, খালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীত্রিবিক্রম ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুণ্ড্র গৌড়ীয়মঠ

চাকদা পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং ভুটিয়াবস্তি দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীঅমলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—ভক্ত শীলশোভন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—শেখাবাটী,

পোঃ কোট-দাদ, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) দিব্যসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুলেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দবিহার দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীরাজা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজবল্লভগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ বসুনকুণ্ডা, পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল মুখুর্য্যে

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অযযি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অযযি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেজলা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীনৃত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷
বালাম নূতন	৪৵
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোম্পানি	৪
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাবরি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

কাউন, টাইপ	১০।৵৹
বলিপুর ১০০০ নং	১০/৹
খুরজোরা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
	৩৫৷৹
টাকশালের বার	১২৲
গিনি	৫৭৷৹
চাদিবার	

পাটের দর

আবরেড—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
উচ্চমান—	৪১৷৹
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
ক্লাসিকাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাইসলোন ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২)	৫/৹—৫।/৹
আটা (এম)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৸৵৹
সালাই	১৷৵৹—১৸৹
ভুষি	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

	৫৭৲
কলিকাতা	৫৭৲
রাজগীর	৯৲
কৃষ্ণনগরী	৫৫৲
নদী	৬৩৷৹
গাজীপুর	

তার	৯৲
কাবুলে	৩৯৲
রাঙা গাওয়া	৪১৸৵
২৬ গেজ—	১৭৸৹
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেরিকান পেলার কাটন	৫৪৲
লিট ল আমেরিকান কটন	৪০৲
ভারতীয় পুরানো কাটন	৪০৲
চাপান তুলা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাকা মরিচ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৸৹
শুকনা খয়ের	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৬,৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (বরগা বা বীম)	
বার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-বার্কা হালকা ওজন	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড বরগা বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ বরগা (বীম)	৮৷৹—১০৲
৯০ বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৩৸৹—৮৷৹
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১১৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
পীস	।৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷
স্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	—৩৸
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ফুট	৯৷৹—১৮৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, নাট প্রভৃতি	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৸৹
ঐ	৬৸৹—৭৸৹
ঐ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹
চটকলের হাপর ৫৵৹, পাটের হাপর	৬৷৹
ডুলার হাপর	৪৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ নবাব বাড়ি লোবাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর মনোরম বাড়ী। শিক্ষকগণ স্বাধীন ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য?

-:(:০:):

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাজারে জ্বরের ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ঘুস্ ঘুসে জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, পেটফাঁপা, সর্দি এবং অন্যান্য পালাজ্বরে "কেভ্রোল" ব্যবহার্য। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও লিভারে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—ভাত, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুড়ি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম নতুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পথার প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারিভাষিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষার "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৵৹	৷৵০		
" ইঞ্চি ২	১৷০	১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-০৬ ৭-০৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-২৬ ১৭-৪৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১ ১৪
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-০৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮ ৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-সারৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REGD NO C 1445

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তদাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২০শে মে, ১৯৩৮, শুক্রবার [৬৮ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন

গত রবিবার অপরাহ্ণে বোম্বাইতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের ভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। রবিবার ৫। ঘণ্টা অধিবেশনের পর অপরাহ্ণ ৬টায় অধিবেশন স্থগিত থাকে। রবিবারের অধিবেশনে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী মিঃ শরীফের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখার্জ্জির কার্য্য সম্পর্কে আলোচনা হয়, কিন্তু ঐদিন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। সোমবার ওয়ার্কিং কমিটিতে পুনরায় এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনার পর মিঃ শরীফের পদত্যাগের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জনের আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত রবিবারের অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তনের দাবী সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিতে রবিবার আলোচনার পর ঐ বিষয়ে গৃহীত হরিপুরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই পুনরায় অনুমোদিত হইয়াছে। বিহারে বাঙ্গালী সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ পি আর দাসকে নিযুক্ত করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, রবিবার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাহা পুনরায় অনুমোদিত হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির সোমবারের অধিবেশনে [illegible] এণ্ড লেন প্রেসেস, [illegible] জাতীয় পতাকা ও কংগ্রেসের নাম ব্যবহার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের এলাকামধ্যে কংগ্রেসের নামে আন্দোলন চালান যাইবে না; বিদ্যালয়ে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার পর একটী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যের নাকি অভিমত এই যে, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে যে সকল ছাত্রের আপত্তি আছে, তাহারা বন্দেমাতরম গানের সময় ক্লাসের বাহিরে থাকিতে পারে। মহীশূর পতাকা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সর্দ্দার প্যাটেলের আপোষ মীমাংসা সম্পর্কিত রিপোর্ট ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রীসঙ্কট সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি আলোচনা করিয়া মধ্যপ্রদেশ আইন সভার কংগ্রেসী দলকে একটী সভা আহ্বান করিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ভারতসচিব পদে মিঃ ইডেন

লর্ড বল্ডুইন ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর হইতে বিগত ৪৮ ঘণ্টা যাবৎ বৃটিশ মন্ত্রীসভার রদবদলের বিষয় আলোচনা চলিতেছে। মনে হয়, একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

বিমান বিভাগের উপর জনসাধারণের অসন্তুষ্টি এবং অপর দুইজন মন্ত্রী তাঁহাদের পিতার মৃত্যুতে লর্ড হওয়ায় জন্যই মিঃ চেম্বারলেনকে উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে। শরৎকালের পূর্ব্বে মন্ত্রিসভার ব্যাপক পরিবর্ত্তন করা হইবে না বলিয়া আশা করা যায়।

লর্ড বল্ডুইন লর্ড সুইণ্টনকে পরিত্যাগ না করিবার জন্য মিঃ চেম্বারলেনকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি এখন সমরবাহ বিভাগের জন্য একটি নূতন মন্ত্রীর সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন। এখন মনে হইতেছে যে পররাষ্ট্র-সচিব, ভারতসচিব এবং উপনিবেশসচিব নিযুক্ত করা হইবে তাহা সঠিক জানা গিয়াছে। হারবার্ট স্যামুয়েল ও ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডকে উচ্চপদে উন্নীত করা হইবে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারত-সচিব অথবা পররাষ্ট্র সচিব হইতে পারেন; তবে লর্ড বল্ডুইন এরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ দেওয়া হউক এবং মিঃ এন্টনি ইডেনকে ভারত-সচিবের পদে নিযুক্ত করা হউক।

মিঃ হারবার্ট স্যামুয়েলকে উপনিবেশ সচিবের পদে নিযুক্ত করা হইবে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স "লর্ড প্রিভি সিল" রূপে মন্ত্রিসভায় থাকিবেন এবং আর্ল ডিলাওয়ার বাণিজ্যসচিব হইবেন।

কাণপুরে ব্যাপক ধর্ম্মঘট

গত ১৭ই মে প্রাতে সাড়ে ৯টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মিলের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট সুরু হয়। সহরের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ৯টী মিলে ধর্ম্মঘট সুরু হয়। বেলা দুইটার সময় আরও ছয়টী মিলে ধর্ম্মঘট সংঘটিত হয়। এলগিন মিল, মুইর মিল, বেয়ার্ড কোম্পানী, লাল-ইমলি উলেন মিল, কাণপুর টেক্সটাইলস, স্বদেশী কটন মিল, ভিক্টোরিয়া মিল এবং সহরের পশ্চিম প্রান্তে স্থিত আর একটী মিল, এই সবটী মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। অতঃপর বাকী চারটী মিলেও ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে। সহরের সর্ব্বত্র ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে, কেবল ছয়টি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধর্ম্মঘটকারীগণ সভা সমিতি করিতে পারিবে বলিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ৭৫ সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই লরী সহরের ধর্ম্মঘটের অঞ্চলে যাতায়াত করিতেছে। মিলগুলির গেটে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সশস্ত্র পুলিশ চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। এই সংবাদ পাঠাইবার সময় প্যারেডের মাঠে ধর্ম্মঘটকারীদের এক বিরাট সভা হইতেছিল।

ভারতবর্ষে ভূমিকম্প

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মোট ৮২টী ভূমিকম্পের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। গত ১৪ই নভেম্বর তারিখে যে ভূমিকম্প হয় তাহা অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং উহাতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চল প্রকম্পিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা মৃদু এবং তাহাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ১৪ই নভেম্বরের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান হিন্দুকুশ পর্ব্বত। কাবুল, পেশোয়ার, সিমলা, মূলতান, ডেরাইসমাইল, কোয়েটা প্রভৃতি স্থানেও এই কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

১৯৩৫ সালের কোয়েটা ভূমিকম্পের পর মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হইতেছিল। কয় মাস হইতে উহা বন্ধ হইয়াছে।

প্রকৃতির খেলা

[illegible] জেলার এক বন্দী কৃষকের পত্নী এক সঙ্গে ৯টি সন্তান—৩টি পুত্র ও ৬টি কন্যা প্রসব করিয়াছে বলিয়া [illegible] সংবাদ আসিয়াছে। সব কয়টি সন্তানই জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু পরে একটি কন্যা মারা গিয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা)
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। [illegible] ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। রায় রামানন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিকাঙ্ক্ষা ভগবৎপ্রীতয়ঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রমেয়রত্নাবলী (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরপার্ষদপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। জৈবধর্ম /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আত্মনিবেদন ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। সারস্বতপ্রেমদঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। উপদেশামৃত বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (আধ্যাত্মিক) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত রত্নাবলী বিবৃতি
৬৩। সঙ্গীত-শিক্ষাবিদ্যাবলি ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারস্বত স্তব ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। পাইস ফ্রম প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ দুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ভেরোনিক সিস্টেম অব ইনটার্নাল ডিসিপ্লিন ।০
৭৮ ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধনপথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণনীত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের লেখবৎ রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

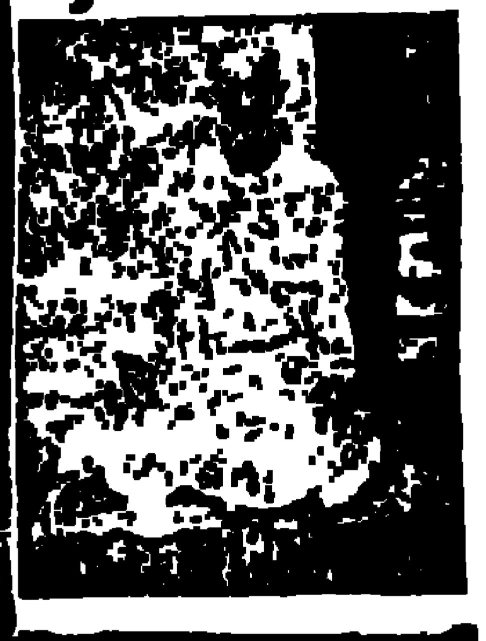

১৩শ বর্ষ { ৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২০শে মে ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ৬৮তম সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী

মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিগত ১৩ই মে তারিখে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী যথাবিধি পালিত হইয়াছেন। ঐ দিবস প্রত্যুষে সাড়ে চারি ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামানন্তর শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন; অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব বিষয়ে আলোচনা হয়।

অতঃপর বেলা ৯ ঘটিকা হইতে শ্রীপাদ গদাধর চৈতন্য দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারী প্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ দেওয়া হয় এবং পুনরায় আরাত্রিক হয়। অনন্তর পঞ্চতত্ত্ব ও 'যশোমতীনন্দন' গীতি কীর্ত্তন হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ মনোরঞ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উপস্থিত শ্রদ্ধালোকগণের নিকট শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য্য ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভজনবৈশিষ্ট্য ইংরাজী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঠসেবকগণ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া শ্রীশ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী পালন করিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে

গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। ভোর ৪ ঘটিকায় মঙ্গল আরাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, গুরুবন্দনা, মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যায় প্রাক্কালে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের পর সন্ধ্যা আরাত্রিক কীর্ত্তন, দশাবতার-স্তোত্র ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে মঠোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসুবর ভাণ্ডারী এম্-এ, বি-এল মহোদয় ১২শ বর্ষের নদীয়া-প্রকাশ হইতে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত হরিকথা পাঠ করেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ করেন। পাঠের পরে "জয়জয়জগন্নাথ শচীর নন্দন" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনশেষে প্রায় শতাধিক লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীএকায়নমঠে

বংসকের শ্রীএকায়নমঠে গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ জন্য স্থানীয় বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। রাত্রে পাঠ কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারীজীর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

মুজাফফরনগরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কএক দিবস যাবৎ মুজাফর নগরে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। সহরের নানা স্থানে প্রত্যহ বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

গত ৮ই মে স্থানীয় সনাতনধর্ম্ম-সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে ১০ টিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৯ই মে স্থানীয় কীর্ত্তনমণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নূতন মণ্ডীতে স্বামীজী ২ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় বক্তৃতা দেন। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই মে শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল উকীল মহোদয়ের সাদর আহ্বানে উক্ত ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা হয়।

গত ১১ই মে সনাতনধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় শ্রীযুক্ত কেশোলালজীর ভবনে স্বামীজী "শ্রী মহাপ্রভুর লীলা" সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে হিন্দিভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১২ই এবং ১৩ই মে দুই দিবস ব্যাপী মাননীয় সেসন জজ শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল মহোদয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী মহারাজ উক্ত ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী ... সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ হিন্দিভাষায় বক্তৃতা দেন। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট সজ্জনের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মিঃ পি 'ড পাণ্ডে এডিশনাল সিভিল সার্জ্জন; ডাঃ পি, এন, মাথুর 'এসিষ্ট-সার্জ্জন, ডাঃ আই, এস, গুপ্ত হেল্‌থ অফিসার; বাবু রাজনারায়ণ শ্রীবাস্তব এজেণ্ট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক; ঠাকুর ভবানী সিং ডেপুটী কালেক্টর; চৌধুরী রঘুবীর সিং ডেপুটী কালেক্টর; মিঃ ডি, এন অগর্-ওয়াল, বাবু গোপালরাজ স্বরূপ মাইস; বাবু রবিরাজ স্বরূপ জমীদার; বাবু রঘুরাজ স্বরূপ জমীদার; মিঃ কে, এন, কাউল্ গবর্ণমেণ্ট প্লিডার; মিঃ কিশোর্ চাঁদ বার-এট্-ল; মিঃ শ্যামলাল এবং পুরুষোত্তম লাল উকীল, বাবু বিশ্বম্ভরলাল উকীল; রায় সাহেব নন্দকিশোর ভেওয়ারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বাবু বিশ্বম্ভর নাথ ভার্গব, ম্যানেজার কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্ প্রভৃতি।

সাধুসঙ্গ মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। নববার সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

'আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—পূর্ব্বধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের কৃত্য-বরদারসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ত্রিবিক্রম নিঃ গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

গৌড়

গৌড় এই শব্দটী বহু প্রাচীন। গৌড় শব্দের প্রয়োগ আমরা পাণিনিসূত্র, বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থ, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-লিখিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কৃষ্ণ মিশ্র-লিখিত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক, কূর্ম্ম, লিঙ্গ ও স্কন্দ পুরাণাদিতে দেখিতে পাই। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত স্থান গৌড়াখ্যায় আখ্যাত। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যাচলের উত্তরে যাবতীয় ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত বলে। এই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে পঞ্চগৌড়ের কথা শুনা যায়।

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা
মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়া
প্রকীর্ত্তিতাঃ।
(স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরবাসী, কান্যকুব্জ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়—এই পঞ্চ স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চগৌড় বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌড় নামক একটিমাত্র প্রদেশ ছিল না, পাঁচটী গৌড় নামক স্থান ছিল। এই পাঁচটী গৌড়ের মধ্যে সরস্বতীনদীতীরস্থ কুরুক্ষেত্র একটী, প্রয়াগ ও কান্যকুব্জের অন্তর্বর্ত্তী একটী, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডবনের মধ্যে একটী, মিথিলা দেশের মধ্যে একটি এবং অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে একটী—সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি গৌড়। এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড়-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়রাজ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন,—বঙ্গপ্রমুখ গৌড়দেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে বঙ্গের নিকটস্থ গৌড়রাজ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইজন্য এখন গৌড়দেশ বলিতে অনেকেই একমাত্র বঙ্গদেশকেই বুঝিয়া থাকেন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে দেখা যায়—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

অর্থাৎ বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমা পর্য্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণগণ বলেন—এই স্থানের অধিবাসিগণ গৌড়ীয়। গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য। সেনবংশীয় ভূপতিগণের সময় বঙ্গদেশের রাজধানীর গৌড় আখ্যা ছিল। এইজন্যই বোধ হয় পূর্ব্বকালে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই গৌড় নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন গৌড়নগর মালদহ হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন প্রাচীন উত্তর গৌড়নগর হইতে সামাজিকসিংহাসন দক্ষিণ-গৌড় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আনাইয়াছিলেন। এজন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে বর্ত্তমানে গৌড়ভূমি বলা হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদেশকে গৌড়দেশ আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

এই গৌড়ভূমিতে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরমহাপ্রভু ও অভিন্ন রোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও গৌরপার্ষদগণের অনেকেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং প্রায় সকল গৌরভক্তই নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া এই গৌড়ভূমিতে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

গৌড়নগর বঙ্গের যাবতীয় নগর অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। বর্গীয় নবাবগণের পরস্পরের কলহে বিশেষ সমৃদ্ধ গৌড়নগর ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। মালদহ জেলার অন্তর্গত সমাধ প্রাচীন মঠে সেই প্রাচীন গৌড়নগর এখনও অবস্থিত রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার কিছুকাল পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপসনাতন প্রভুদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন, তখন হুসেনসাহ বাদশাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শ্রীল রূপসনাতন তখন উক্ত বাদশাহ-প্রদত্ত দবিরখাস ও সাকর-মল্লিক নাম গ্রহণ করিয়া বাদশাহের সভার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই গৌড়শব্দে কোথাও প্রাচীন গৌড়নগর এবং অন্যত্র সমগ্র বঙ্গদেশ লক্ষিত হইতে দেখা যায়। যথা—

সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
*　　*　　*
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল॥
*　　*　　*
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥
(চৈঃ চঃ)

কেহ কেহ বলেন, 'গুড়' শব্দ হইতে গৌড়শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গুড়' শব্দে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'গৌড়' শব্দ নিষ্পন্ন। পূর্ব্বকালে গুড় হইতে এক প্রকার আসব অর্থাৎ মদ্য প্রস্তুত হইত। শুনা যায়, সোমপানের ন্যায় গৌড় সুরাসব-পান-প্রথা গৌড়দেশবাসীর নিকট বিশেষ প্রিয় ছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার গৌড়নামে একটি দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে তাঁহার শাসিত রাজ্যের গৌড়াখ্যা হইয়াছে।

এই গৌড়শব্দ হইতেই গৌড়ীয় শব্দের উৎপত্তি। গৌড়ীয় শব্দে গৌড়দেশীয় ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইলেও তাহার বিশেষ অর্থে গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবই লক্ষিত হন। কেবলমাত্র গৌড়ীয় শব্দ বলিলে অনেক সময় বৈষ্ণব মাত্রই বুঝায়। আবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শব্দটিও ব্যবহার করিতে দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ গৌড়ীয় আখ্যায় আখ্যাত। তাঁহারা সকলেই স্বরূপ-রূপানুগ। শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। উক্ত মাধ্ব বা গৌড়ীয় শব্দে গৌড়ভক্তগণই সংজ্ঞিত হইতে পারেন।

শ্রীগৌড়-শব্দ আলোচনা করিতে গিয়া আমরা গৌড়দেশ, গৌড়ভূমি, গৌড়মণ্ডল, গৌড়ীয় প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। কেন না, এখানে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরিত হয়। এই ভারতে ভগবানের অবতারসকল এবং স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া জীবের চরম ও নিত্যমঙ্গলের উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন। আবার এই ভারতে তীর্থস্বরূপ কত শত ভক্তগণ যে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের আদি-গুরু ব্রহ্মা, বৈষ্ণবাগ্রণী শম্ভু, নারদ, ব্যাস, শুক, জনক আদি বহু ভক্ত এই ভারতবর্ষে বিচরণ করিয়াছেন। তারপর এই ভারতে কত কত তীর্থস্থান ঐ সকল তীর্থস্বরূপ মহাত্মার পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, অযোধ্যা, দ্বারকা, মাথুরমণ্ডল, রাসস্থলী বৃন্দাবন ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এই ভারতভূমিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবন যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সেই ভারত যে কত মহিমান্বিত তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। আবার এই ভারতে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা, কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসী, ভগবানের অভিন্নতনু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীজগন্নাথ নিত্য-প্রকাশিত। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম—পরম পবিত্র স্থান। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে গৌড়মণ্ডল সর্ব্বোত্তমোত্তম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি ও বিহারস্থলী গোকুল ও বৃন্দাবন ভারতে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম হইলেও ঔদার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য প্রেমের ঠাকুর গৌর-নিতাইর প্রকটভূমি ও বিহারস্থান বলিয়া গৌড়মণ্ডল সর্ব্বোত্তমোত্তম।

শ্রীগৌরকিশোরবাণী

সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ মাপা যায় না। যদি হরিভজনে কপটতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় বিরক্তি, অনাসক্তি ও অনেক কিছু অনুভূতি প্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিরক্তি বা অনুভূতি নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলেই সেই মুহূর্ত্তে ঐ কৃত্রিম বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাহার অকপট মতি-রতি হইয়াছে, বিরক্তি তাহাকে আশ্রয় করিবার জন্য অবসর খোঁজে। আমরা লোককে ভাব দেখাইব না। এরূপ আচরণ করিব,—যাহাতে অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হরিতে অন্তরের আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহ্যে শত অনাসক্তির ভাব দেখাইলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না, আরও দূরে সরিয়া থাকেন। অকপট অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ আপনা হইতেই যাচিয়া যাচিয়া সেই অনুরাগী ভক্তের নিকট আসেন। যাহার শ্রীহরিতে অকপট অনুরাগের গন্ধ নাই, বিষয়ানুরাগে যাহার হৃদয় পূর্ণ, এই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেষ ভূষা ধারণ করে। কৃষ্ণ তাহাকে ততই অধিক বঞ্চনা করিতে থাকেন। আর অপ্রাকৃত হরিতে অকপট অনুরাগ থাকিলে তাঁহার অঙ্গে যদি বাহ্য দর্শনে কুষ্ঠ ব্যাধিও থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত সেবার অনুপদে নিযোজিত হন। যদি লোককে না দেখাইয়া অন্তরের আর্ত্তির সহিত কৃষ্ণানু-

শ্রীবিগ্রহের সেবা-লাভের জন্য সর্বক্ষণ কাঁদিতে পারি, তাহা হইলে রাধার প্রাণধন কৃষ্ণ আপনা হইতেই "পাকড়াও" হইয়া যাইবেন।

যাঁহার সত্য সত্য প্রেম হয়, তিনি কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। তিনি খুব গোপনে লুকাইয়া রাখেন। সতী স্ত্রীগণ যেমন কাহাকেও অকস্মাৎ তাঁহার অঙ্গ দেখাইতে অত্যন্ত লজ্জিতা হন এবং বাহিরে সর্বক্ষণ স্বীয় দেহকে অতিশয় গোপনভাবে আবরণযুক্ত রাখেন, প্রকৃত প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ ভক্তির লক্ষণ অপরের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন এবং বিশেষ গোপনে সংরক্ষণ করেন।

আইন ও পরমার্থ

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ)

পরমার্থের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে না, ইহাই ভারতীয় প্রচলিত আইন। কিন্তু কার্যতঃ এই আইন ভঙ্গ না করা শাসক কিম্বা শাসিতের পক্ষে সম্ভব নহে এবং এই আইন ভঙ্গ হইলেও তাহার প্রতিকার সাধারণ বিচারালয়ে পরমার্থের অনুকূলে হওয়াও সম্ভব নহে। যাহার হাতে ক্ষমতা তাহার বিচার নিরপেক্ষ হইবে কিরূপে?

যদি বলা হয় যে, ব্যবহারজীবি-সম্প্রদায় সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন যাহাতে বিচারক অবিচারে আইন ভঙ্গ না করিতে পারেন, কিন্তু ব্যবহারজীবিগণের পরমার্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বর্তমানযুগে যথেষ্ট পরিমাণে নাই।

আমরা কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীর নিকট শুনিয়াছি যে, ভারতীয় হিন্দুধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানাদির উপযুক্ত পরিচালন সম্বন্ধে ভারতীয় বর্তমান আইনে সন্তোষজনক কোন বিধান নাই। অথচ হিন্দুর ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিই ভারতীয় বিচারালয়সমূহে প্রতিনিয়তই বিচারপ্রার্থী হইয়া নিজেদের স্বচ্ছতা ও বৈশিষ্ট্যসংরক্ষণে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হইতেছেন না।

গৌড়ীয়মঠ ভারতের সর্বত্র ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির প্রতিপাদ্য ধর্মশিক্ষা ও আচরণ সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির পারমার্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারপত্রিকাগুলির মধ্যে মঠাদির পরিচালনা-পদ্ধতিও প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। যাবৎ ঐক অন্যকে ত্যাগ ইহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলে সেরূপ ব্যক্তির দ্বারা নিরপেক্ষভাবে পরমার্থের আচার ও প্রচার কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য শুদ্ধভক্ত ভগবৎসেবকগণের প্রচার-প্রতিষ্ঠানরূপে মঠাদি পরিকল্পিত হইয়াছে।

মঠের দৈনন্দিন জীবন মঠবাসিদিগের ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা শাস্ত্রের নির্দেশক্রমে মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবকের সম্পূর্ণ আনুগত্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক নির্ণয়ে মঠবাসিগণের স্ব স্ব সেবোন্মুখ অনুভূতিই একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য।

বস্তুতঃ মঠ ও গৃহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। তথাপি মঠের গৃহস্বামী ভগবান্ স্বয়ং এবং মঠবাসীদিগের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। ভগবানের সেবার উপকরণসমূহ ভগবানেরই নিজস্ব সম্পত্তি। এই সমুদয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণব্যাপারে আইন-আদালতের সাহায্য আবশ্যক হয়। কিন্তু আইন, আদালত ভগবানের সম্পত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে তাহার নিজস্ব সম্পত্তিরূপে সমর্পণ করিতে পারেন না। কিম্বা ভগবানের কোন সম্পত্তি ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্যে ব্যয় করিতে পারেন না। ভগবানের সম্পত্তি কিরূপ পদ্ধতিতে ভগবানের সেবাকার্যে ব্যয়িত হইবে তাহা কেবল শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবকই নির্দেশ করিতে সমর্থ, ইহাও আইনজ্ঞগণের অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

গৌড়ীয়মঠের বর্তমান আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের সর্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অতুলনীয় সাধুব্যবহারের সকলেই খুব মুগ্ধ। গৌড়ীয়মিশনের অধীনস্থ ৬৪টী মঠের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলী এবং গৌড়ীয়-মিশনের অধিকাংশ সন্ন্যাসী প্রচারকগণ শ্রীল আচার্যদেবকে ভগবানের সাক্ষাৎ দ্বিতীয়স্বরূপ বিচার করিয়া তাঁহার ঐকান্তিক সেবায় তাঁহাদের মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা অতিরঞ্জিত নহে। ইহা স্বচক্ষে দর্শনীয় আচরণের একটী জীবন্ত দৃষ্টান্তমাত্র। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গৌড়ীয়মঠের আচার এবং প্রচার প্রাণহীন গতানুগতিকতা মাত্র নহে।

সম্প্রতি গৌড়ীয়মঠগুলির আভ্যন্তরীণ সেবা-পরিচালনকার্যে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে নিযুক্ত 'রিসিভার' আইন-সঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা যে, তিনি সেবা-পরিচালনা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্যদেবের সম্পূর্ণরূপ সহায়তা করিতে যেন কোন প্রকারে বিমুখ না হয়েন।

আমার মত পতিতের কি কোন আশা নাই?

বহুদিন সেবার ছলনায় বিপথে কাটাইয়াছি। পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ ছলনা ছাড়িয়া প্রকৃত সেবার পথে আমাদের যাইতে বলিতেছেন। চারিদিকে সেবার প্রেরণাও আমার মত ক্ষুদ্র জীব শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপায় সামান্যভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইতেছে। বৈষ্ণবের জড়তাবিনাশকারিণী বাণী শ্রবণ করিয়া এবং নিষ্কপট সেবকগণের সেবাচেষ্টা দেখিয়া আমার কপট মনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। তাহাতে কেবল মনে হইতেছে, আমার মত পতিতের কি কোন আশা নাই? পতিতাধম শ্রদ্ধা বিশ্বাসহীন অলস, জড়ভোগে মত্ত আমি—কপটতাই আমার জীবনের ব্রত। পরমকরুণ বৈষ্ণবগণ কত বার কত প্রকারে আমাকে বলিয়াছেন—'তোমার হীনতা, মলিনতা সমস্ত দূর হইয়া যাইবে, তুমি শুদ্ধভক্তগণের শ্রীহরিকথা শ্রবণ কর। একমাত্র শ্রীহরিকথা শ্রবণের সকল অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া তোমাকে কীর্তনের অধিকার দিবেন। শ্রবণ কীর্তন ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবগণের উদ্ধারের আশা নাই।' সাধুমুখে শুনিয়াছি নিষ্কপটে কৃপা প্রার্থনা করিলে অন্তর্যামী শ্রীগুরুবৈষ্ণব অবশ্যই কৃপা করেন। কিন্তু কপট কখনও কৃপা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অন্তর-বাহির কপটতাময়। সুতরাং মাদৃশ অযোগ্যের গতি কি?

কত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলে দয়ালশিরোমণি পরম-করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে সে সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি নাই। সে কথা কই একবারও ত' মনে ভাবি না, একবারও ত' নিজের চরম দুর্ভাগ্যের জন্য অনুশোচনা হয় না। অশোক-অভয়-অমৃতের আধার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার সর্বাঙ্গ সমর্পণ ত' হইল না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপালাভে আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিল না। আমাকে অত্যন্ত হীন, অনাদি কালের হরিবিমুখ জড়ভোগে মত্ত কলুষিতচিত্ত দেখিয়া কৃপাপারাবার শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার আত্মশোধনের জন্য বারবার বলিয়াছেন, তাড়োর প্রশ্রয় দিও না, অলসতা ত্যাগ করিয়া বাণী-সেবায় উদ্যোগী হও। কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই পরমামৃতময়ী বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য এক মুহূর্তও যত্ন করি না। অথচ সেবা করিবার জন্য চেষ্টা। বাণী-সেবা বাদ দিয়া কোন কর্মের দ্বারা সেবা হয় না, ইহা সাধু ও শাস্ত্রবাণীতে শ্রবণের সুযোগ হইয়াছে। তথাপি বাণী-সেবায় আমার উদাসীনতা, কি দুর্দৈব!

আমার মনের দিকে যখন আমি তাকাই তখন আমার মনে হয়, আমার এই কপটতাময় পাপমলিন জীবনে বোধ হয় কোন আশাই নাই। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের সমস্ত শক্তিই আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে পতিত,অধম, কপটী, নাস্তিক সকলেই সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। একথা স্মরণ করিয়া নিরাশার অন্ধকারে পতিত আমি আশার একটী ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পাই। বাণীমূর্তিশ্রীমদাচার্যদেবের মহাবাণী সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরমাদরে আহ্বান করিয়াছেন,—এস বিশ্ববাসি যে, যেখানে আছ, সকলে ছুটে এস,তোমাদের সকল বাধা—সকল বিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে; তোমাদের কোন চিন্তা নাই, সকলের সকল ভার আমি লইতেছি। তোমরা নিষ্কপটে এই বাণী-সঙ্কীর্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া নিত্য মঙ্গলের পথে চল। আমি তোমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত-অভীষ্টের বার্তা লইয়া যাইব।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবাপাত্র, শ্রীগুরুদেবাত্মা, তাঁহারা সেই গোকুলমহোৎসবে সর্বাত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইয়া কল্যাণ বরণ করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সে কৃপা-আহ্বান শিরে ধারণ করিয়া আত্মপ্রাণমনে সেই করুণা-বারিধির করুণ আহ্বান যথাযোগ্য গ্রহণ করিতে উন্মুখ। 'অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,' বজ্র হইতে সুকঠিন আমার অপরাধী চিত্ত কই উদ্বেলিত হল না ত'? এমনি আমার দুর্দৈব! সেই মহাবদান্যশিরোমণির বাণী-সেবায় ব্রতী হইতে পারিলাম না। আমার গতি কি হবে? আমাকে অপরাধী জানিয়াও আমার মত পতিতাধমের প্রতি যাঁহার করুণার অন্ত নাই; নিত্য হরিবিমুখ কোটী কোটী অপরাধযুক্ত মুক্তাভিমুক্ত অজ্ঞানান্ধ মূঢ়াধমের, কারুণ্যপরবশ কৃপাম্বুধি, পতিতের ত্রাণকর্তা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শুদ্ধভক্ত পরমদয়াল শ্রীল আচার্যদেব ও অনুগ বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমার আর কি আশা আছে? তাই আজ সংসারপথে পতিত অধম বিষয়বিষ্ঠাগর্তে নিমজ্জমান হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অন্ধকারে নিপতিত আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মকে একমাত্র ভরসার স্থল জানিয়া, তাঁহাদের অহৈতুক-কৃপাবলে যাহাতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগতি লাভের সৌভাগ্য পাইতে পারি, তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে অনুক্ষণ এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] ঐ, শ্রীশ্রী[illegible] শ্রীগৌর[illegible] আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬।১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৭৬-[illegible]

কলিকাতায় শ্রীগৌরবিনোদ আসন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — শ্রীপাদ [illegible]

৩) শ্রী[illegible]পুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ পণ্ডিতের শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রীবাস:অঙ্গন' পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীহয়গ্রীব ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মছুয়াবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ক্যাডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ষ্টেশন রোড, গয়া

রক্ষক —শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনবগ্রাম ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেখপুরী,

পোঃ কোটোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁলুবালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রীপাদ মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল প্রভৃতি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ চিত্রকূল, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯ চ্যাটার্জ্জি লেন

ডিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চ[illegible] প্রভৃতি সজ্জন-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	বাজি দর
বালাম	৬।০
কাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
আটাইকোল	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
বাসমতী নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
ওকারের কোষ্পানী	৪৲
সিদ্ধ বেতুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদকুলী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
আটাইকোল	৫৲
ঐ বেতুন	৩৶০

চিনির দর

কাউন, টাইপ	১০।৶০
বশিপুর ১০০০ নং	১০৴০
	৯
বাবুগোরা শাখা	
কানপুর শাখা	৮।০—৯৶০
কানপুর দান	৭৸৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
	৩৫।০
টাকশালের বার	১২৲
নতুন	৫২।০
চাঁদির বার	

পাটের দর

	৪০৸০
সাবেক—	৪০৸০
সিরাজ—	৪১।০
উত্তম—	৪১৲
বাজার দরের মধ্যম—	

আটা ও ময়দার দর

	৬৸০—৬৸৶
সেটের ময়দা প্রতি মণ	—৬৶০
কুশাংকাটন ঐ	
	৫৸৶০—৫৸০
আটগোদা ঐ	৯৲—৯৶০
সুজী	৫৸০—৫৸৶০
আটা (বি)	৫৴০—৫৷৶০
আটা নং (২	৫৲—৫।০
আটা (এম)	৪৸০—৪৸৶০
আটা (বে)	২৸০—২৸৶০
আটা নং (৩)	১৸৶০—১৸০
পালাই	১৸৶০—১৸৶০
ক্লাব	

গুড়ের দর

	৫৭৲
আখরা	৫৭৲
হাতনাজ	৫০৲
কুলসেবরী	৫৫৲
ঝলা	৩৬।০
চাতরাস	

জাম	৷৵
কানপুর	৩৬৲
রাজা মাঞ্জা	৫১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আমের সোণার কাটন	৫৪৲
সিট ল আমের অবরর	৫০৲
কর্ণাট পূর্ণমি কাটন	৪৩৲
চাষার্দ ভাগা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেমেশ্চি মসলা

	প্রতি মণ
গারম মাল	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গুটি এলাচদণ	১৫।০—১৭।০
ছোট নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸০
ঐ বে-মার্কা চালনা অবন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০ ৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৪৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	৷৵১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটি বা ফিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
গাড়ি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোলটু, গরাদে	৬৸০—৭।০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭০
দর	৬৸০—৭৸০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ হন্দর ২৩।০ ১টনের চালান ৫৶০, পাটের চালান ৬।০ ভূপার চালান ৪।০

জনস্তোষ মুখার্জ্জি অধিকারক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৩ ও ৫ নম্বর বাই লেন, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গা অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর নিরাপদ বাসা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বোর্ডিংএর চার্জ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য ?

——:০:——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যর জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস"এর "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশুফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, রক্ত-আমাশয়, শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য পাকস্থলী জ্বরে "কেভ্রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও নিয়মিত প্রক্রিয়ায় জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও তরকারি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
গ্রাম মজুমদার (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
ব্রাঞ্চ ঠিকানা ৭২-২৫১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদমারী, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন এ আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর: গৌড়ীয়মঠ, ভাগবত প্রেস; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(●):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(●)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৶০	১০	
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫		৩৲	২৲	
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৵
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০ ৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৭
ছাঃ ১৩ ২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮ ৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(পাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৫

রাণাঘাট
১০-৪৩ ১২-৫৩ ১৭ ৩১ ২০ ১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০ ৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪ ১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩ ৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬ ১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'-শ্রীমায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামিবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1445

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত অধিকারীশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য কর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২১শে মে, ১৯৩৮, শনিবার [৬১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

লর্ড হালিফ ও লর্ড সুইণ্টন পদত্যাগ করায় বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিম্নলিখিতরূপ রদ-বদল হইয়াছে :—

লর্ড ষ্টানলি, ডমিনিয়ন সচিব; মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, উপনিবেশ সচিব;

স্যার কিংসলি উড, বিমান সচিব; লেঃ কর্ণেল কলভিল, স্কটল্যাণ্ড সচিব; মিঃ ইলিয়ট, স্বাস্থ্য সচিব;

ক্যাপ্টেন ইউয়েন ওয়ালেস, অর্থবিভাগের সেক্রেটারী;

লেঃ কর্ণেল মুইরহেড, সহকারী রাষ্ট্র ও ভারত সচিব;

মিঃ বলফোর, সহকারী বিমান-সচিব,

মিঃ আর এইচ ক্রস, "বোর্ড অব ট্রেড" এর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।

কমন্স সভায় ভারত-প্রসঙ্গ

গত ১৬ই মে কমন্স সভায় স্যার আলফ্রেড নক্সের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সহকারী ভারত সচিব লর্ড ষ্টানলী বলেন যে, ১।৩।৩৮ তারিখে ভারতে ৫১,৬৬১জন গোরা সৈন্য ছিল এবং ১৯৩১ সালে ঐ তারিখে ভারতে ৫৭,৫২৫জন গোরাসৈন্য ছিল। স্যার আলফ্রেড নক্স বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে যে পরিমাণ গোরাসৈন্য আছে গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এত কম পরিমাণ ভারতে আর কখনও ছিল না।

স্যার আলফ্রেড নক্স আগামী বৎসর ভারতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না জানিতে চাহেন। অপর প্রশ্নে নিয়োজিত সৈন্যদল সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে লর্ড ষ্টানলী ইতঃপূর্ব্বে তাহা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। স্যার আলফ্রেড নক্সের উত্তরে তিনি বলেন "আমাকে উহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।"

———

স্কুলে ছাত্রদের জলখাবার

বাঙ্গলা দেশের সমস্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুপুরে ছাত্রদের জন্য "জল খাবার" দিবার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এক পরিকল্পনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উহার মতামতের জন্য পাঠান। জানা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, "গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য না পাইলে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে দুপুরে ছাত্রদের "জল খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, উক্ত পরিকল্পনায় যে খাদ্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কারণ, শুধু দুধের জন্যই প্রত্যেক ছাত্রের জল খাবারে তিন পয়সা লাগিবে। কাজেই পরিকল্পনার প্রত্যেক ছাত্র হইতে প্রতি মাসে চাঁদা আদায় করিয়া আদায় করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে কুলাইবে না। তারপর দুধ পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও সাবধানতা অবলম্বন না করিলে খারাপ ও রোগবীজাণুযুক্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে ফল আরও ভীষণ হইবে। ইহা ছাড়া বৎসরের কোন কোন সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুধও মিলিবে না। এই সব অসুবিধার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন, স্কুলে 'জলখাবারের ব্যবস্থা' যদিও খুব বাঞ্ছনীয়, তথাপি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য না পাওয়া গেলে স্কুলগুলিতে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

লর্ড লোথিয়েনের সুপারিশ

ইউনাইটেড প্রেসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী, ভারত-সচিব এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের পাঠের জন্য লর্ড লোথিয়েন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি 'মেমোরেণ্ডাম' প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকাশ, ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য অনতিবিলম্বে কংগ্রেস নেতাদের সহিত আলোচনা চালান হউক বলিয়া লর্ড লোথিয়েন বিশেষ জোরের সহিত সুপারিশ করিয়াছেন। যতই বিলম্ব হইবে কংগ্রেস কমিটির দাবীও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া লর্ড লোথিয়েন বিলম্ব না করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। লর্ড লোথিয়েনের মতে কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের সব চেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বুদ্ধিমত্তার কার্য্যই করিবেন।

একটি নূতন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত

জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন প্রদেশে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য নিখিল ভারত চিনির সমিতি তাহার বোর্ডের বিশেষ কার্য্য একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এইচ ডি কামাথকে এই নূতন বিভাগের ভার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত কামাথ সম্প্রতি সিভিল সার্ভিসের চাকুরী ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন।

———

উড়িষ্যার লবণ প্রস্তুতের চেষ্টা

উড়িষ্যা মন্ত্রিসভার আবকারী বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন মিশ্র গত সোমবার দিন কলিকাতায় আসিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুতের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্যই শ্রীযুক্ত মিশ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত সোমবার বিকালে তিনি বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্পেশাল অফিসারের সহিত লবণ শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। বাঙ্গলা দেশের লবণ-শিল্প দেখিবার উদ্দেশ্যে তিনি মফস্বলে যাত্রা করিয়াছেন।

কাঁথি হইতে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত মিশ্র দার্জিলিং যাইবেন। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার লবণ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য দুই প্রদেশের উপযোগী কোন একটি নীতি অবলম্বন করা যায় কি না, দার্জিলিংয়ে যাইয়া সেই সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গলা সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন।

উড়িষ্যায় লবণ শিল্পের বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত মিশ্র আশা করেন। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন যে, "বর্ত্তমানে উড়িষ্যা সরকার বৎসরে অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক পাইতে পারিতেছেন। সেই শুল্ক-নীতি, যতদিন পর্য্যন্ত স্থগিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব বিভাগ হইতে লবণ-শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে।"

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible]শতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভজনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্শ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স্ অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭৩। সাইক য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড [illegible] ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ আনন্দপ্রদ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-মঞ্জুষার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

গ্রাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

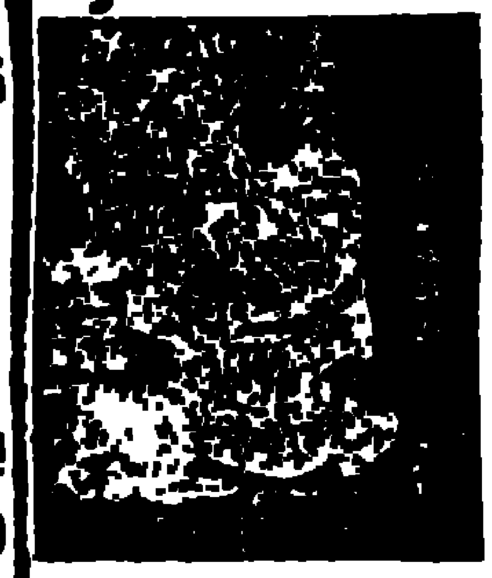

১০ম বর্ষ { ৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২১শে মে ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৬৯তম সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী

রেঙ্গুনে

ভক্তিবিঘ্নবিধ্বংসকারী ধৃতনরহরিরূপ শ্রীকেশবের আবির্ভাব মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠের রেঙ্গুনশাখায় শ্রীনৃসিংহদেবের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণায় নির্বিঘ্নে যথাযথ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঠের সেবকগণ ১৩ই মে শুক্রবার প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তর শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধিকারীর মূলগায়কত্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। সায়ংকালে ৬ ঘটিকায় দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-স্মৃতিসৎকারে শ্রীবিগ্রহার্চ্চন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় হইতে উপদেশক শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী নৃসিংহাবির্ভাব প্রসঙ্গে ভক্তের একান্ত নির্ভীকভাবে বাধাবাহুল্যের মধ্যে শ্রীহরিভজনচেষ্টা, অপর কর্ত্তৃক নির্য্যাতীত হইয়াও প্রহ্লাদের দৈত্যবালকগণের নিকট নারদ-গুরুমুখবাণীর সুষ্ঠু প্রচার, সকলের বলস্বরূপ ভগবানের সর্ব্বত্রাবস্থিতি, দুর্জ্জনের ও সজ্জনের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা উরুক্রমের করুণাবলে প্রহ্লাদের নির্ভীকত্ব, নাস্তিকের নিকট ঈশ্বরাস্তিত্ব অপ্রকট ও অবৃত হইলেও ভগবানের প্রকট আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন-ভূমিকারূপে তাঁহার স্তম্ভমধ্যে প্রকাশ এবং তথা হইতে নাস্তিক্যের সংশয় খণ্ডন, ভয়ঙ্করাকৃতি - শোভনতম নৃসিংহের ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকারমুখে নিজ কপটতার জাগতিক বলজনিত আস্ফালন ও ভক্তের নৃসিংহপদাশ্রয় পূর্ব্বক অবাধিতানন্দমূর্চ্ছিত অবস্থিতি, ভক্তের অকিঞ্চনত্ব ও বিশুদ্ধভক্ততা, ভক্তপ্রভাবে কুলের পবিত্রতা, অবতারতত্ত্ব, অবতারবাদ ও আরোহবাদ বা অহংগ্রহোপাসনা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের প্রচারপ্রণালী ও তাহার প্রকৃষ্টতা প্রভৃতি আলোচনামুখে ঘণ্টাধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে দশাবতারস্তোত্র ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলে সমাগত শতাধিক সজ্জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে শ্রীনৃসিংহদেবের অভ্যুত্তম ভুক্তাবশেষ প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় নামমাত্র উদ্ধৃত হইল—মিঃ কে, এন, ভাণ্ডারী (এ্যাডভোকেট); মিঃ এম, এন লাহিড়ী (হেডমাষ্টার,বেঙ্গল একাডেমী); মিঃ বি, সি, লাহিড়ী (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রেস), মিঃ জে, এন, সান্যাল বি এ: মিঃ জে, কে, রায়চৌধুরী জমিদার ও ব্যাঙ্কার; মিঃ জে, সি, দাস (পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ডি, পি, ও); মিঃ এস্ চাটার্জ্জি (পি, এম, জি অফিস); মিঃ এস, এন্, ব্যানার্জ্জি, (পি, এম্, জি অফিস); মিঃ এস, আর, চৌধুরী (পি, ডব্লিউ, ডি), ডাঃ এস, কে, মজুমদার; মিঃ এস, এন, দাস (মিনার্ভা প্রেস), মিঃ এস, কে. নাথ, মিঃ এইচ, জি, চৌধুরী, মিঃ এ, কে, ঘোষ; মিঃ ডি, সি, সিংহ; মিঃ সি, সি, রায় (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এ, জি অফিস); মিঃ এস, কে, পাল; মিঃ চন্দ্র ও মিঃ দাস (ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যুরো, মুঘল ষ্ট্রীট) প্রভৃতি। উৎসবোপলক্ষে শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীজীর সেবোৎসাহ প্রশংসনীয়।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ণাগ্রহে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের উপস্থিতিতে গত ১৩ই মে শুক্রবার শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভোরে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু দশাবতার স্তোত্র কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যার সময় উক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-বিবরণ পাঠ করেন। ভগবদ্ভক্তের বিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বদা রক্ষা করেন, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ ও ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়া মনে করিল আমিই ত' ভগবান্ এবং প্রহ্লাদ আমার পুত্র, সে কেন বিষ্ণুর ভজন করিবে? অসুর পিতার অবাধ্য বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ পিতার কোন প্রকার ভয়ে ভীত না হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তরক্ষক। তিনি ভক্তবিঘ্নবিনাশকরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তবিদ্বেষী অসুর হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেন। পাঠে এই সকল বিষয় আলোচনা হয়। পাঠের পর কীর্ত্তন হইয়া সমাগত ভক্তগণে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বিভিন্ন রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

পুরীতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ নীলাচলধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই মে তিন দিবস বর্দ্ধমানস্থ বাবু শ্রীশচন্দ্র কর মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাঁহার ভবনে শ্রীপাদ গৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তপ্রবর অম্বরীষ মহারাজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বুঝাইয়া দেন যে, ভক্ত ভগবানের সুদর্শনচক্রের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত, যত বড় মুনি বা জ্ঞানী হউন অথবা জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তিই হউন, ভগবদ্ভক্তের কেশ স্পর্শ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। পাঠের আদি ও অন্তে মঠসেবক শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারীজী কীর্ত্তন করেন।

গত ১২ই মে ভিক্টোরিয়া ক্লাবহোটেলের ম্যানেজার মহোদয়ের আগ্রহে উক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজ কর্ত্তৃক অসুর-বালকগণকে উপদেশ প্রদান বিষয়টি কীর্ত্তন করেন। ঐ দিন পাঠে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারীজীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"আমাদের কার্য্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাস-গণের জুতী-বহনসূত্রে আমাদের সেবাকার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ত্রিবিক্রম অব্দ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

ভক্তিহীনের দুর্গতি

ভগবদ্ভক্তিই মানবচিত্তকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিতে পারেন। সত্য, দয়া, দম, তপস্যা, জ্ঞান প্রভৃতি শত সহস্র গুণও ভক্তি-রহিত মানবচিত্তকে কখনই সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল করিতে সমর্থ নহে। পরন্তু ভক্তি-হীনের পক্ষে ঐ সকল যাবতীয় গুণ দোষ-রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হরিভক্তি-সুধোদয়ে কথিত হইয়াছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন
বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্র-জ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নহে, কেবল লোক-রঞ্জন মাত্র। সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা দগ্ধ দুর্জ্জাতিকল্মষ, পরমপবিত্র চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হন; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানার্হ নহেন।

যাবতীয় সদ্গুণ ভক্তিদেবীর কিঙ্করানু-কিঙ্কর। ভক্তিমান্ মানবে নিখিল সদ্গুণ স্বতঃভাবে অবস্থিত। ভক্তিহীন মানবে কোন সদ্গুণই থাকিতে পারে না। থাকিলেও তাহা ভক্তিদেবীর অনুগত না হওয়ায় আসুরীসম্পৎ মাত্র; দৈবীসম্পৎ সম্পূর্ণরূপে ভক্তিদেবীর শ্রীচরণাশ্রিত। ভক্তি নিরপেক্ষা। কর্ম্মযোগজ্ঞানাদি তাঁহার মুখাপেক্ষী না হইলে সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া থাকে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীগণ ভক্তিদেবীকে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ বিচার করিবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়া ভক্তি-দেবীর কৃপালাভে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, যোগাদি পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত নির্ম্মল করিয়া পরে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, ভক্তিদেবীর কৃপার আভাসমাত্রেই ঐ সকল কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদিগণই দাস্য বিনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দাস্য বাঞ্ছা করে। আমাদের সর্ব্ব দুর্গতি ভাঙ্গিবার জন্য ভক্তিদেবীকে অন্য কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না। কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিদেবীও সেইপ্রকার সর্ব্বশক্তিমতী। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভক্তির জয়গান করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহিরিন্দ্রিয়ই হউক আর অন্তরিন্দ্রিয়ই হউক, ভক্তিই অনায়াসে জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বতোভাবে সংশুদ্ধ করিতে একমাত্র সমর্থা। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র সকলেই তারস্বরে ভক্তিদেবীর জয়গান করিয়াছেন।

ভক্তিহীন মানব জগতের বিড়ম্বনা-স্বরূপ। কথাটী বাহ্যতঃ অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইলেও বস্তুতঃ পরম সত্য। সত্যকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যত প্রকার আসুরিকভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানব সমাজ যে সকল কার্য্যকে গুণ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে, অসুরগণের মধ্যে তাহাদের কোনটিরই অভাব ছিল না, বরং প্রচুররূপেই ছিল। কিন্তু একমাত্র ভক্তিহীনতাহেতুই তাহাদের তথা-কথিত সর্ব্বপ্রকার গুণকে শাস্ত্রকার মহাজন-গণ দোষ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী সমাজ ভক্তিকে একটী মানসিক বিকারবিশেষরূপে বিচার করায় উহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের পরি-মাণানুসারে কাহারও সাধুত্ব বা অসাধুত্ব নিরূপণ করিবার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। ভক্তগণ অবশ্য দৈন্যবশে তাঁহাদের সহিত কোন কূটতর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না, বরং দূর হইতে কৃষ্ণসমীপে তাঁহাদের শুভ-বুদ্ধির প্রার্থনা করেন। জীবাত্মার নিত্য বৃত্তির বিচার যাহা গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থের আদ্যোপান্তে শত সহস্র শ্লোকে প্রচুরপরিমাণে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা না মানিয়া ও বিচার না করিয়া ভক্তিকে মানব-মনের অসংখ্য খেয়ালের অন্যতম একটি খেয়াল-বিশেষ বলা কি প্রকার খেয়াল বা মূঢ়তার কার্য্য তাহা সুধীগণেরই বিচার্য্য।

শ্রীব্যাস-শুকাদি ত্রিকালদর্শী পরদুঃখ দুঃখী কৃপালু মহাজনগণের সিদ্ধান্ত অব-হেলা করিয়া বা ভগবদ্বিদ্বেষী মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তিকে আত্মার একমাত্র নিত্যবৃত্তি বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে মনের খেয়াল বলিয়া জানিবার ফলে স্ব স্ব পরবঞ্চনা আর কিছুই হইতে পারে না এবং উহাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ভাগ্য। ভক্তিই যে আত্মার একমাত্র নিত্যা বৃত্তি, ইহা বিচার্য্য বিষয় হইলে 'ঈশাবাস্য' প্রভৃতি উপনিষদের উপলব্ধি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' বিচার উপলব্ধির বিষয় হইয়া সত্য সত্য অনুভূত হইতে থাকে। ভক্তিদেবীর কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলে কোনটি তাঁহার অনুকূল বিচার এবং কোনটি প্রতিকূল, ইহা সহজেই বোধগম্য হইয়া অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনাদি ব্যাপারে স্বাভাবিক হইয়া থাকে, কৃষ্ণপাদপদ্মে অবিমিশ্রভাবে সমস্ত অন্তঃরাশি সহজেই বিনষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ লাভ হয়, সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব আশ্রয়বিগ্রহসমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আবির্ভূত হন। বাসুদেব-কৃপাবঞ্চিত জীব কলি অর্থাৎ বিবাদ-তর্ক-প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মবন্ধ ও বৈষ্ণব-পরাধরূপ ভীষণ অনর্থ বরণ করে, তাহার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যায়, গুরুপাদপদ্মকে সাধারণ মর্ত্ত্যজীবসাম্যে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন বিবেচনায় নানাপ্রকার নিন্দনীয় বিচার অবলম্বন করে। তখন তাহার ধারণায় গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা বলিয়া কিছু থাকে না, উহা সাধারণ আলেখ্যের সমান হইয়া যায়, শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তনাখ্য মুদ্রা-যন্ত্র, যাহাকে তিনি বৃহৎ মৃদঙ্গ আখ্যা দিতেন তাহা তাহার ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়, সাক্ষাৎ গোলোক বৃন্দাবনের বস্তু শ্রীগুরু-দেব প্রাকৃত বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বস্তু হইয়া পড়েন, সে তাঁহাকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা অনুসারে কখনও 'শূদ্র', কখনও বা বৈষ্ণবপিতার সন্তান, কখনও বা নিজে তাহার শ্রেষ্ঠ সাজে, গুরুদেবের কৃষ্ণসেবোপ-করণ অপ্রাকৃত বিষয়কে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, শ্রীগুরুদেবের প্রচার-বাহনসকলকে তাহার ভোগোপকরণ করিয়া ফেলে, শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠ মন্দিরের সেবাপূজার ও শ্রীগুরুমনোহভীষ্টপ্রচারে অসংখ্য উপায়ে বাধা দিতে থাকে। শ্রীগুরু-দেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ, সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ, হারমোনিষ্ট, পরমার্থী, ভাগবত প্রভৃতি পারমার্থিক পত্র যেহেতু তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের তাবক হইল না, সুতরাং ঐ গুলির প্রচার বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। এজন্যমূঢ়কে সাধারণ পণ্যদ্রব্য জ্ঞানে ব্যবসায় আরম্ভ করে,—এইরূপে আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে। এ'সকে আবার বাহিরে লোকসমাজের নিকট কপট দৈন্য প্রকাশ করিয়া জানাইতে থাকে, লোকের কাছে সেবায় গুরুদেবের সেবার জন্য আমার নিদারুণ চিন্তা হইতেছে না, গুরুর বিরহে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কলিহত জীবের এই সকল বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময় হইয়া যাইতে হয়, আর বলিতে হয়—

'ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা . .
দুখ লাগে আউর হাসি।'

গুরুদেব কোথায় আমাদিগকে সরল-ভাবে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট-প্রচারের ভার দেন, Trusty নিযুক্ত করেন আর আমরা সেই Trust বা বিশ্বাসের হন্তা হইয়া ভীষণতম প্রতারক হইয়া পড়ি। তখন কর্ম্মবার পরিবর্ত্তে তাঁহার আরম্ভ করিয়া দিই। যাঁহারা প্রকৃত গুরুসেবক, তাঁহাদিগের প্রতি নানাছলে নানাপ্রকার দোষ আরোপ করিয়া নিজেরা বহুমার্থিক সাজিয়া বসি। অহো! কৃষ্ণভক্তি-বহির্ম্মুখ জীবপ্রতি অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার মোহজালের কি ভীষণ বিক্রম! ভক্তিহীন হইলে মানব যে কি শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হয় তাহা চিন্তা করিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

পাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

বিধি ও নিষেধ বলিয়া দুইটী কথা আছে। কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—ইহাই মূল বিধি। অন্যান্য বিধিগুলি ইহারই অনুগত; নতুবা সেগুলি অবিধি। এই বিধি যিনি পালন করেন, তাঁহার আর কোন বিধি পালনের বাকী থাকে না। এক কৃষ্ণসেবায় তাঁহার সব হইয়া যায়। কৃষ্ণকে ভুলিতে হইবে না—ইহাই মূল নিষেধ। অন্যান্য নিষেধগুলি এই মূল নিষেধেরই কিঙ্কর এই নিষেধ যিনি লঙ্ঘন করেন, তিনি না করিয়াছেন এমন কোনও অন্যায় কার্য্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত

মৎস্বরূপ। বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

ভক্তের সহিত সেবাকার্য্য তাঁহাদেরই সমাধি-রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিহীন ব্যক্তি অভিজাত্য-কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি বা দুর্নীতিতে আসক্ত; সুতরাং হৃদয়ে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহৎ প্রসাদের সম্ভাবনা কোথায়? যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, ভক্তের ভয়, তাঁহার সুখের জন্য যে সকল ব্যবস্থা —তাহাই বিধি—তাহাই সত্য—তাহাই প্রকৃত নীতি। ভগবানকে বাদ দিলে যে নীতির কোন মূল্য থাকে না একথা নিরীশ্বর নীতিবাদীরা বুঝিতে পারে না। পরমার্থনীতি ভক্তিপরা—ভগবৎসুখ-সাধিকা; আর জাগতিক নীতি বা সুকর্ম ইহলোকে স্বস্বগমনের পথ। পাপ করার চেয়ে এই নীতি-পালন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। পাপের চেয়ে পুণ্য শ্রেষ্ঠ, পুণ্যের চেয়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য—যথেচ্ছাচারী হরিবিমুখ জনজীবকে পরমার্থের ভূমিকায় আনয়ন। কিন্তু যদি এইটাই বাদ পড়িয়া যায় তাহা হইলে আর কি লাভ হইল? জীবনযাত্রা যদি পরমার্থের জন্য হয় তবেই জীবন-রক্ষার জন্য যে নীতি পালন, তাহাকে গৌণনীতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু যান আহার স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া যদি হরিভক্তি-যাজনে বাধা উপস্থিত হয়, তবে সে সব নীতি পালনে কেবল সময় ও জীবন বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই হরির অনুশীলন। ইহাই মুখ্যনীতি—শ্রেষ্ঠনীতি বা ভক্তিনীতি। এই নীতি পালনের জন্য যত্নপর হইতে হইবে। এই শ্রেষ্ঠনীতি হরিভক্তি অনুশীলন করিতে যদি জাগতিক নীতির সহিত বৈষম্য ঘটে তাহাও ভাল। কেন না, যে-কোনও নীতি ঈশ্বরসম্বন্ধবিহীন হইলে তাহাকে অসার বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ নীতি-পালনের দ্বারা লোকের অমঙ্গল বা ধ্বংস অনিবার্য্য।

ভগবানের জন্য যাহা করা যায়, তাহা খাঁটি সত্য, তাহা কদাপি মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবানের দোহাই দিয়া মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ভগবদ্ভক্তগণ কোনও অন্যায় কার্য্য করেন না। পাপ ত' দূরের কথা, তাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয়ে স্বসুখপর পুণ্যকামনাও নাই। তাঁহারা সতত ভগবৎসেবানন্দে মগ্ন থাকেন। আমরা এই নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্-ভক্তের উচ্ছিষ্টভোজী। ভগবদ্ভক্তগণ প্রসাদ সেবন করিয়া আমাদের জন্য যে উচ্ছিষ্ট রাখেন তাহাই অনুবৃত্তে—সেবা-বুদ্ধিতে—মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে আমাদের আদরে গ্রহণীয়। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিবার জন্য মহাপ্রসাদ সেবন যাহা ভজনানুকূল সেইটী রক্ষা করিতে হইবে—মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না। মন্দির হইতে ভাল ভাল খাবার জিনিষ বাড়িতে আনিয়া প্রসাদের নামে ভোগবুদ্ধিতে যে আকণ্ঠ ভোজনের চেষ্টা, তাহা মহাপ্রসাদ সেবা নয়, তাহা উদরবেগেরই অর্চ্চনা। এইরূপ করিলে আমাদের উদর ও উপস্থের বেগ বাড়িয়া যাইবে, আমরা মহাপ্রভুর কৃপালাভে বঞ্চিত হইব। এইরূপ খাওয়া দাওয়া লইয়া যাহারা সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, তাহারা মহাপ্রভুর ভক্ত ত' দূরের কথা, মহাপ্রভুর বিদ্বেষী। আমরা যদি মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া, এইরূপ অন্যায় কার্য্যে রত হই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? সুতরাং মিথ্যা আচরণ বা পাপের প্রশ্রয় দান কখনই উচিত নয়।

ভক্তগণ প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। গুরুবৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য ভক্ষ্য পদার্থকে তাঁহারা মূত্র এবং অন্ন কঠিন দ্রব্যকে বিষ্ঠা জ্ঞান করেন। আমরা ভক্তের অনুসরণে সেবাময় জীবন যাপনে ব্রতী হইব, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ ক্রমশঃ নিষ্কণ্টক হইবে।

জগতের সকলকে কৃষ্ণবিমুখতার হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। নিজে না বাঁচিলে কিন্তু কাহাকেও বাঁচান যায় না, ইহাও মনে রাখা দরকার। পরমার্থকেই লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে এবং ভজনানুকূল বিষয় গ্রহণ ও ভজনপ্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বের মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করিবার জন্য এখন হইতেই যত্নশীল হইতে হইবে। নচেৎ উন্নতি লাভের আশা নাই। ভগবৎপ্রসাদের নামে পেটুকতা বাড়ান পাষণ্ডতা। ভগবদ্-পাসনা হইতেছে বলিয়া নিজের কামনাবশে চলা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাধকজীব আত্মদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। কারণ, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে, আবার আমাদের সম্মুখে পরমমঙ্গল ও অত্যন্ত অমঙ্গল এই দুইটাই উপস্থিত। এ অবস্থায় বিশেষ সতর্ক না হইলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা। নিষ্কপটে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রার্থী হইলে আমাদের সকল অসুবিধাই কাটিয়া যাইবে, সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

অসৎসঙ্গের ফলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। যাহারা গৌরভক্তের বিদ্বেষ করে, তাহারা গৌরভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরবিরোধী। সেই গৌর-বঞ্চক বা ভক্তবেশে অভিমানী ব্যক্তিগণকে অসৎ জ্ঞানে পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমত্তা। তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে গেলে, কেবলকে ভক্তের রাজ্যজ্ঞানে, তাহার সহিত বিবাদ করার সুফল ঘটিবে। ভক্ত ও অভক্ত আচারেই জানা যায়। ইহা লুকাইবার জিনিষ নহে। নিষ্কপট ব্যক্তি-মাত্রেই ভগবৎকৃপায় ভক্ত ও অভক্ত চিনিতে পারেন। প্রকৃত সাধুর সঙ্গ না হইলে আমরা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িব। তখন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য হইয়া পড়িবে, উদর-বেগ বর্দ্ধিত হইবে। ক্ষুধার তাড়নায় শাকড় খাদককে প্রসাদ মনে করা অত্যন্ত অন্যায়। এতাদৃশ ব্যক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ভক্তের উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। গুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক যাহা দেন, তাহাই তাঁহারা প্রসাদরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক সেবাময় জীবন যাপন করেন।

মানুষ ও অর্থ

(শ্রীরাধানাথ দাস)

মানুষ প্রাণিজগতের অন্তর্গত হইলেও অন্যান্য সকল প্রাণী অপেক্ষা তাহার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। অন্যান্য ইতর প্রাণী প্রকৃতিনির্দিষ্ট স্ব-স্ব স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহারা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করে। ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাই তাহারা প্রকৃতির অধীনতা একটুকুও ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষ প্রকৃতি কর্ত্তৃক কোন নির্দিষ্ট স্বভাবের অনুযায়ী চলিতে বাধ্য নয়। তাহারা নিজ নিজ সুখ সুবিধা বিবেচনা করিয়া নিজের স্বভাব প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। অবশ্য তাহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও তাহারা সদসদ্ বিচার করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে। মানুষ ভগবানের অনুসন্ধান করিতে পারে। পশুরা তাহা পারে না। জীবের নিত্য স্বভাব—ভগবৎসেবা—হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করা। এই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ মনুষ্যজন্মে আছে। এ সুযোগ বহু ভাগ্যফলেই হয়। তাই শ্রীমদ্-ভাগবত মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মনুষ্যজীবন দুর্ল্লভ এবং অনিত্য হইলেও অর্থদ।

এই অর্থ কি, তাহা লইয়া বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন কথা বলেন। মানুষের মনো-ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদই তাহার নিদর্শন। কেহ বলেন, জীবের সত্তা বিনাশ করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যাওয়াই মনুষ্যজীবনের অর্থ এবং তাহা লাভের সুযোগ একমাত্র মনুষ্যজন্মেই আছে। আবার কেহ বলেন, জীবের চেতনের স্বতন্ত্র সত্তা বিনাশ করিবার সুযোগ আছে বলিয়াই মানবজীবন অর্থদ এবং ইহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। আবার কেহ কেহ বলেন, এ সমস্ত বুজরুকি বাদ দিয়া ভাল-ভাবে অন্যান্য জীব হইতে বাঁচাতে আধিক্য-ভাবে ভোগ অর্থাৎ স্নেহ-দয়া-প্রীতি সম্পাদন করা যায় সেই চেষ্টাই উচিত এবং যিনি যে পরিমাণে অধিক ভোগ করিতে পারেন তিনিই তত অধিক ধনী ইত্যাদি ইত্যাদি। বহু প্রকার মনোধর্ম্মই তখন স্ব-স্ব-কল্পিত জীবের মূল্যবান অর্থ হইয়া দাঁড়ায়।

একটু বিচার করিলে সহজেই বুঝা যায়, এ সমস্ত কিছুতেই মানবজীবনের অর্থ হইতে পারে না। সাধারণ পশুর ন্যায় শুধু ভোগ কখনও জীবের অর্থ বা প্রয়োজন হইতে পারে না। যাহা অর্থ তাহা অন্যান্য জীবের অধিগম্য হইতে পারে না বা তাহা অন্যান্য জীবের যাহা আছে তাহারই তার অপর একটী কিছু হইতে পারে না। তাহা হইলে মানবের বৈশিষ্ট্য থাকে না। এই বৈশিষ্ট্য—মানবের অন্যান্য জীবের অপেক্ষা অপর কিছু শ্রেষ্ঠতর জিনিষ অনুসন্ধান করা। এবং এই শ্রেষ্ঠতম জিনিষ মানুষের চিন্তাপ্রসূত কোন কিছু হইতে পারে না। তাহাতে অর্থের গুরুত্ব থাকে না। কারণ, বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাপ্রসূত অর্থের বহুত্ব আসিয়া পড়ে। আবার মানবচিন্তার অতীত বলিয়া সেই প্রকার অর্থ মানবের নহে, এই প্রকার সিদ্ধান্তও ভ্রমাত্মক।

এই প্রকার অর্থ মানবচিন্তা-প্রসূত না হইলে তবে তাহা কি? তাহা ভগবান্ হইতে আম্নায়-পারম্পর্য্যে আগত মানবচিন্তার অতীত অপ্রাকৃত-পূর্ণ চিন্ময়ী আম্নায়বাণী। এই আম্নায়বাণী—কৃষ্ণপ্রেম-লাভই মানুষের প্রকৃত অর্থ লাভ। তাই মানবজীবন অর্থদ। এই আম্নায়-অর্থের কথা আমরা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি করিয়া আম্নায়পারম্পর্য্যে আগত আচার্য্যের নিকট পাই। সুতরাং যাহা এই আম্নায়পারম্পর্য্যে এ জগতে আসিয়াছে তাহাই পরমার্থ। বাদ বাকী সবই মনোধর্ম্ম, তাহা যতই মনোহারী, উদার-বেশ-প্রসূত হউক না কেন।

তবে এই আম্নায়াগত পরমার্থের বাণী মানবের বর্ত্তমান রুচির অনুযায়ী না হওয়ায়, মনোধর্ম্মের অনুকূল না হওয়ায় তাহা মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রেয়ঃ হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই শ্রেয়ঃকেই প্রেয়োরূপে বরণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হন।

যাঁহারা এই প্রকার অর্থ লাভ করিয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে না, তাহারা তাহাদের মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রেয়ঃ হইতে বঞ্চিত হয় হউক কিন্তু আমরা যাহারা শ্রেয়ঃকামী তাহারা কেন এই প্রকার অর্থ হইতে বঞ্চিত হইব?

মধুসহ ছাড়ি কেন্দু খসতে বিনাস। তে কারণে লাগল মোর কণ্ঠবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাস্তি প্রচারকারে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র আছে।
রক্ষক—শ্রী অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী দণ্ডিস্বামী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যাহচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ অনন্তভক্তি ভক্তিবান্ধব।

৩। যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅতিভক্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যাপীঠ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীখিরিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক —শ্রীঅচ্যুতকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক--শ্রীবৃন্দাবনগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীঅক্ষয় নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীব্রজলালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীব্রজরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক – শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীচরেণাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনরুলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাদি
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোস্বামী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅবিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা.
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন দাস

(৬০) শ্রীব্রজপত্তনগৌড়ীয়-প্রবর্ণ-সদন
পোঃ রসুলপুর, পঞ্জাব
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ (ঢাকা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভূমরঙ্গা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীজগদ্গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মুগা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ বালাম	৮৲-৫৶০
কাটারি আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশী, চিনি	১০৷৶০
রাণিগঞ্জ ১০০০ নং	১০৶০
বাবুগঞ্জ দানা	
আসপুর দানা	৮৷০—৯৶০
১ আসপুর দানা	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
	৩৪৷০
গিনি পাকা সোনার বার	১২৲
রূপা	৫১৷০
চাঁদির বার	

পাটের দর

	৪০৸০
ভাল—	৪০৸০
মিডল—	৪১৷০
নীচের—	৪১৲
বাজার দরের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

দেশী ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
কলকাতার ঐ	৬৲—৬৶০
লাটকোর্ট ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি.)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৸৶০
ময়দা	১৸৶০—১৸০
ধান	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
গাওয়া	৫৭৲
হাসনাবাদ	৫০৲
কৃষ্ণনগরী	৪৪৲
গব্য	৩৩৷০
পাতিয়ালা	

তার	৩৲
কাবুলে	৩৬৲
বাংলা পাট্টা	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ সটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আমের সোনার কাটন	৫৪৲
মিট্‌ন আমের কাবকড	৪০৲
কাটিং সুরিম কাটন	৪০৲
চায়ের বাখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা সাত	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুঁড়ি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৩৸৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
৩০ এল গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীল	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ	৩—১০ ঐ ৯৷০—১০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট	৬৸০—৭৷০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
বড়	৬৸০—৭৸০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের বাজার ৫৶০, পাটের চাকলা ৩৷০

তুলার বাজার ৩৷০

দুর্গোৎসব কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৮৫ নবাব রোড লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

শ্রীশ্রী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চমৎকার ব্যবস্থা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সুফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য ?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় কাতর হইয়াছেন তাঁহাদের বাঁচাবার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস"-এর "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদ্ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-লাপুড়া, নাগাটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৯১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব প্রতিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তর পরবিদ্যাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা, কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা, এবং গৌড়ীয় মঠের সম্পাদকগণ সম্পাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ধর্ম্মগ্রন্থের জীবনচরিত-গ্রন্থে বহু হইল। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-বর্দ্ধিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর, অচিন্ত্য দিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এই বিপুলায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থ (Index-Glossary) সহ সুরুচির প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, নগদ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অদ্বিতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকল [illegible] পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

অপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২৫

রাণাঘাট

পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৬-২৩ ১৫ ৪১

(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩৯ ১৪-৫০ ১৫-৫৩

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ০-১৪

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর

পৌঃ ১১-৪২

(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ১২-৫৩

ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

আপ

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৩ ১৯-২৪ ২০-৫৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৩ ১৭-৩১ ২০-১০

(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৩ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৫ ১২-৩ ১৪-১১ ১৫-৫৩ ১৯-৩ ২১-৩ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৮-৫১

(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭

(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৭-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1445

শ্রীচৈতন্যমঠপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২২শে মে, ১৯৩৮, সোমবার [৭০ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০০০)——

উড়িষ্যার অস্থায়ী গভর্ণর

সিমলার রাজনৈতিক মহলে পুনরায় উড়িষ্যার গভর্ণর পদ সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ, স্থায়ী গভর্ণর স্যার জন হবার্ট শীঘ্রই ছুটিতে যাইবেন। মিঃ ডেনকে অস্থায়ী গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হইলে একজন ভারতবাসীকে গভর্ণর নিযুক্ত করার জন্য দেশে আন্দোলন হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, লর্ড লিনলিথগো এবার বড় ভারতবাসীদের অভিপ্রায় মানিয়া চলিবেন। শুনা যায় যে, কুমার স্যার জগদীশ প্রসাদকে উড়িষ্যার অস্থায়ী গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হইবে। কুমার স্যার জগদীশ প্রসাদ বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। তিনি একজন যুক্ত প্রদেশবাসী।

——

করাচী বন্দরের বহির্বাণিজ্য

গত এপ্রিল মাসে করাচী বন্দরে মোট ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়। বর্তমান মাসে উক্ত বন্দরের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। এই মাসে আমদানীর দিক দিয়া মোট ৩২ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। প্রায় ১১ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুর আমদানীও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে।

——

অন্ধ যুবকের একাকী বিদেশ ভ্রমণ

গত ছয় বৎসর পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতার অন্ধ যুবক শ্রীমান্ এস, সি রায় এই মাসের শেষের দিকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

শ্রীমান্ রায় আট বৎসর বয়সে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এল উপাধি লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষিত পাইবার জন্য দেশে অন্ধদের শিক্ষাদানের প্রণালী শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদান করেন।

১৯৩৩ সালে ভারত ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং এক বৎসরের মধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে এম-এ, উপাধি লাভ করেন। সাধারণতঃ ৩টি বৎসর শিক্ষালাভের পর এই পরীক্ষা দিতে হয়। অতঃপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অন্ধ বিদ্যালয় ও কলেজ পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের প্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আমেরিকা হইতে ইউরোপে যান এবং ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর অন্ধ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান প্রণালীর সহিত পরিচিত হন। ইউরোপ হইতে পুনরায় আমেরিকায় গিয়া অন্ধ-বধির শিশুদের শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি জাপানে গিয়া ব্রেইলের প্রণালী শিক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি জাপানেই আছেন এবং শীঘ্রই জাপান হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

——

মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতীয় ছাত্রদের জন্য বৃত্তি

বাঙ্গালা সরকারের প্রেস অফিসার জানাইতেছেন যে, মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের ছাত্রগণ অধিকাংশ স্থলে তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণের দারিদ্র্যবশতঃই ডাক্তারী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না সেই হেতু গভর্ণমেণ্ট মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতি সমূহের দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তিদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে [illegible] ছাত্রদের জন্য ৩৫০০ টাকা ও তপশীলভুক্ত জাতি সমূহের ছাত্রদের জন্য ৩৮০০ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। বৃত্তির পরিমাণ ও সর্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ ও ষ্টেট মেডিক্যাল স্কুলসমূহের আগামী 'সেসনে' ছাত্র ভর্তি আরম্ভের পূর্বেই উহা প্রকাশ করা হইবে।

হাজারিবাগ জেলায় পাঁচশত শিক্ষাকেন্দ্র

হাজারিবাগ জেলায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রবর্তিত হইয়াছে, জেলার স্কুল ইনস্পেক্টর তৎসম্বন্ধে প্রথম পাক্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে, প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকগণ জেলার সর্বত্র প্রায় ৫০০টি কেন্দ্র খুলিয়াছেন। উহার মধ্যে উর্দু শিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদের জন্য ২০টি কেন্দ্র নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। হাজারিবাগ মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে ১৩টি ও উহার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলসমূহে ১৫টি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলসমূহের নৈশ-বিদ্যালয়গুলির ভার ছাত্রস্বেচ্ছাসেবকদের উপর দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি কেন্দ্রে ছাত্রের অভাব দেখা যাইতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আক্রমণ

বেরিলীর অস্থায়ী সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিয়াজুল হাসান চিঠি খোলার জন্য হুমকী পাইয়াছেন। খাসু নামক একব্যক্তির বিরুদ্ধে ৩৮০ চুরির ধারায় মামলার বিচার চলিতেছিল। তাঁহারা শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করেন যে, তৎপরদিবস তিনি রায় প্রকাশ [illegible] পত্র পাইয়া তাঁহার দিকে লোকটি [illegible] করা যাবে। অন্যের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট রক্ষা পাইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ লোকটিকে হাজতে পাঠান হয়। মিঃ রিজভি আত্মপ্রশান্তভাবে আদালতের কার্য সম্পন্ন করেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন।

ব্যায়ামচর্চা শিক্ষায় বোম্বাই সরকারের নূতন পরিকল্পনা

বোম্বাই সরকার ব্যায়াম শিক্ষা বিষয় স্থির করিবার জন্য একটী বিশেষ কমিটি মনোনীত করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। বোম্বাই সরকার সেই খসড়া অনুমোদন করিয়াছেন। আগামী জুন মাস হইতে তিন বৎসর উক্ত খসড়া অনুযায়ী ব্যায়াম-চর্চা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে।

(১) মনস্তত্ত্ব ও ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম।

(২) ব্যায়াম শিক্ষা বিষয় ও তাহার ধারা।

(৩) সাধারণ শরীর-সংস্থানবিদ্যা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

(৪) শরীর পরীক্ষার নিয়ম ও প্রাথমিক শুশ্রূষা।

(৫) সমাজতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবান্ জীবনের উপকারিতা।

(৬) শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধূলা।

(৭) স্কুলে ব্যায়ামচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৮) ক্যাম্প ও স্কাউটিং।

(৯) নৃত্য ও শিশুপালন (কেবল মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে)

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ
১৮। [illegible]
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধন[illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা নামাপরাধ[illegible] ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ পিপ্ এট্ [illegible] ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ১
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ টিচ্ [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপাল এণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অনুকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বাক্যাবলী
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৫৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ } ৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে মে ১৯৩৭ সোমবার ১১৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনায় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব

বিগত ১৩ই মে (১৯৩৭) শুক্রবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শুক্লবন্দনা, মহাজনপদাবলী ও নামসঙ্কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীপাদ পদ্মলোচনব্রহ্মচারী ভক্তি-অধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বেলা ১০ ঘটিকার মধ্যে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। মঠস্থ সেবকবৃন্দ সমস্ত দিবস নির্জ্জলা উপবাসী থাকিয়া ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন ও বিভিন্ন সেবাকার্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া পরমপবিত্রা নৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথিব্রতের সম্মান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চনান্তে মঠের প্রবণমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। গুরুবন্দনা, মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী 'নদীয়াপ্রকাশ' হইতে "শ্রীনৃসিংহদেব" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও নামসঙ্কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমাগত লোকবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৪ই মে শনিবার প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি সহরের বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি ভদ্রমহোদয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মফঃস্বলে শুদ্ধভক্তির প্রচার

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে উৎকল প্রদেশান্তর্গত বালেশ্বর সহরস্থ শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ নিয়মিতভাবে পাঠকীর্ত্তন করিতেছেন। প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গ্রন্থ আলোচিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে গ্রামবাসিগণের আহ্বানে মফঃস্বলে যাইয়া তাঁহারা তথায় পাঠ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

গত ৩রা মে তারিখে উক্ত সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী বেলাপড়া নামক গ্রামে গ্রামস্থ সুধীবৃন্দ শ্রীপাট-গ্রামে গ্রামপ্রধানের আহ্বানে শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত পরশুরাম পট্টনায়ক, শ্রীযুত রাধাগোপাল মুদুলী, শ্রীযুত কৃষ্ণলাল সেনাপতি, শ্রীযুত কামদেব দাস পুষ্টি, শ্রীযুত অদ্বৈতানন্দ বল্লভ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া সদ্গুরুর আবশ্যকতা, সদ্গুরুর লক্ষণ ও শ্রীনামভজন পদ্ধতি কিরূপ ও পরমার্থ করিলে কোন দোষ হয় কি না, এই সব বিষয়ে প্রায় একঘণ্টা কাল পারমার্থিক বিষয় আলোচনা করেন। পরে ঐ গ্রামে শ্রীযুত মধুসূদন দাস অধিকারীর গৃহপ্রাঙ্গণে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৪ঠা মে তারিখে অপরাহ্ন ৩টায় শ্রীযুত গৌরহরি বেহারা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রচারকগণ শ্রীঅনাদি ... গ্রামবাসী কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তথায় ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবানের প্রকার সংকীর্ত্তন ও কলিযুগের স্বরূপ বর্ণনকালে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক বিশেষভাবে আলোচনা করেন। উক্ত গ্রামে ক্ষণকালমাত্র প্রবণে অনেক ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণের জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

সংসার হয় কাহার ?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মানুষ তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে, তাহাতেই বস্তুতঃ পরমানন্দলাভ হয় এই প্রকার জ্ঞান সাধুগণের নিকট হইতে লাভ করিয়া যাহাকে পশ্চাৎ রাখিয়া ভগবদুন্মুখ হয়। তখন ভগবদিচ্ছায় মায়ার বন্ধনমোচন হইয়া থাকে। কৃষ্ণবহির্মুখতাই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। সমস্ত বন্ধনের আধিপত্য মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যাহার করণস্বরূপ, সেই অন্যাভিলাষেই সংসার হয়, সংসারে আমাদের ঐ জীব সাধুসঙ্গে হরিকথার আলোচনা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই বন্ধনমুক্ত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হয় ও ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত তত্ত্ববিবেকোপদেশাবলীতে জীবের বন্ধন-কারণ উল্লেখ করিয়া এই প্রশ্নের সম্যক্ সরল মীমাংসা করিয়াছেন। "..."

যাঁহার বিস্মৃতি জীবের বন্ধন ॥
কৃষ্ণ সে পরম সত্য প্রভু তব পদ।
প্রভুরে বিস্মৃত হলে করে অহঙ্কার ॥
চিন্ময়-স্বরূপ জীব হয় জড়ীভূত।
অন্তর চিন্ময় জীব হতে আবিষ্কৃত।
কৃষ্ণ দাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা, পতি।
এই সব জীব ভাবে কৃষ্ণ করে রতি ॥
যে সব জীবের ভাগ্যে হয় উপস্থিত।
পুনঃ তারা কৃষ্ণ প্রেমে পায় ॥
মায়াকারা তার, যত নিজ কৃষ্ণ ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেই মায়া, কারাকর্ত্রী মায়া ॥
জীব না হইলেন কৃষ্ণ উন্মুখ।
মায়াদেবী তবে তারে বাঁধেন সুখ ॥
এইরূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ স্বর্গে নরকে ভ্রমিয়া ॥
চিরদুঃখ কী বা মায়া-জঞ্জাল।
আত্ম কৃষ্ণ বহির্মুখ অনন্ত পতন ॥
সুকৃতি যে মরে মর সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় কৃষ্ণ নিত্যসঙ্গের উদয় ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় শ্রবণ।
পুনরায় তার কাটে মায়ার বন্ধন ॥
কৃষ্ণপ্রেম তার হয় করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যারূপা মায়া কাটে বন্ধন তখন ॥
গোলক গমনে নিত্য নিত্য বৃন্দাবন।
জীবের সাধন ভক্তি সেরে নিত্যধন ॥
সেই বৃন্দাবনে জীব আনন্দিত হয়।
নিত্য সেবা লাভ করে চৈতন্য আশ্রয় ॥

সাধুসঙ্গ সাধুর সর্ব্বার্থ হয়। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ ত্রিবিক্রম [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

প্রতিবন্ধক

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ অথবা প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান-চেষ্টা সকল সময়ে সকল জীবেরই লক্ষিত হয়। পুত্রশোককাতরা মাতা প্রীতিপাত্রের অভাবে শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিপাত্রের অভাবে বিলাসময় জীবগণ নৃত্যগীত-বাদ্যাদির চেষ্টা করেন, প্রীতির উদ্দেশে কত অসংখ্য শুভাশুভ কর্মের প্রবৃত্তি হয়, আত্মবিস্মৃত জীবের প্রীতির অভাব সর্বদা লক্ষিত হয়। চেতনের চেষ্টা প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে। এখন প্রকৃত বস্তু কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগৎ সর্বদাই ব্যস্ত। এ সকল প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্যপ্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। কেহ কেহ প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের আত্মাকে অনিত্য মনে করেন, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য প্রীতির অভাবে নিত্যপ্রীতি-লাভচেষ্টা জীবে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রীতি কালধর্ম এবং সীমাধর্ম থাকায় নিত্যতার ও অভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে কাল পর্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে তৎকালাবধি নিত্যপ্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবদ্বস্তু কাল ও সীমার অধীন নহে। কারণ, কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবদ্বহির্মুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পাইলেও বহির্মুখ জনগণ ভগবান্‌কে দেশ-কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন। জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে চিন্ময় বাস্তব নিত্যলোকে দেশ কালের বন্ধন হইতে মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার মায়াতীত ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকল সময়ে লক্ষ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন, তাঁহার ঐ বৃত্তি কোন সময় তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাঁহারা প্রীতির অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী, অপরজন নিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী। অর্থাৎ একশ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপরশ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমাবিশেষ মন্দ প্রাকৃত, নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠতা অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখজন অনিত্য সুখলালসায় প্রমত্ত, অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-লালসায় জাগরণশীল। হরিবিমুখতাক্রমে তাঁহারা অনিত্যের ও বাহিক সুখের আদর করিতে শিখিয়াছেন। এমনকি, অপ্রাকৃত জনগণের সেবা কৃষ্ণমূর্তিকে, কৃষ্ণভক্তকে ও কৃষ্ণক্ষেত্রকে তাঁহারা নিজের ভোগ্য বস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য প্রীতির বিশেষ প্রসারণ করেন, তাহার ফলে তাঁহাদের 'নিত্যপ্রীতি'-রূপবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত সিদ্ধান্তের জ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে বা কৃষ্ণক্ষেত্রকে নিজ অনিত্য ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করে। অপ্রাকৃত ভক্তের সেরূপ প্রাকৃত ধারণা নাই। প্রাকৃত ব্যক্তি সম্বন্ধ বস্তুত করিবার অভাবে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন, তৎকালে তিনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন। প্রাকৃত হরিবিমুখ জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাংসভুক্-মদ্যসেবী কোনক্রমে তাঁহার খাদ্যদ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ কখনই তাঁহার সেবা যোষিৎ-সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত-জনাসক্ত পশু তাহার বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাদের এইরূপ অনিত্য অভিনিবেশ। প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে যত থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে কেবল বস্তু বলিয়া বোধ হয় না, সমস্তই মায়িক দ্রব্যের মত হইবে, বৈষ্ণব জীব তত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না। প্রাকৃত ভক্তগণ অনেক সময় স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে যাক, আত্ম-প্রতারণার উদ্দেশ্যে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন; প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সাজে বিদ্বান্ লোকদিগকে গণিকাদির খাদক-দ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন, মিলামিশা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্বৃত্তাচরণ অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর সিদ্ধান্তগণকে কপট-অভিনয়কারী জানিয়া উঁহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে সকল উপায় অপ্রাকৃত শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত ভক্তের মুখ পাঠ বা শ্রবণ করেন তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গময় বুদ্ধিক্রমে বিপর্যাস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ নিজ দল স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন পূর্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

নিত্য প্রীতি নিত্যবৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণেই অবস্থিত। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নির্ব্যলীক হইয়া নিত্যপ্রীতিময়বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভোগ্য লইয়া টানাটানি করিলে যেমন সম্যক্ লাভ ঘটে না, নিত্য ভক্ত স্ব স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্য বস্তুকে কৃষ্ণপ্রীতি সংজ্ঞা দিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করিবেন এইরূপ আশাও তাঁহাদের ছলনা। অনিত্যপ্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, পাষাণের মেয়ে যেরূপ বংশবৃদ্ধির অক্ষম, কৃত্রিম সর্পের দ্বারা প্রকৃত সর্পের কার্য্য যেরূপ হয় না, প্রাকৃত সহজিয়া যতই কেন না ভক্তাভাসযুক্ত নিজ কল্পচেষ্টা দ্বারা তোষণ করুন কিছুতেই কৃষ্ণপ্রীতি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না। প্রাকৃত কর্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচার দ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভজনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম ফলস্বরূপে উদয় হয়। অভক্তি-চেষ্টা দ্বারা অথবা কৃত্রিম হরিসেবা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণ দ্বারা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু মুখ দ্বারা গৃহীত হইয়া উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রতিবন্ধক বিচারে সর্বতো-ভাবে আলোচ্য।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

গর্দভ দ্রব্য বহন করে, তাহা স্থূল পরি-বেশন করে কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মাক্ষিকা কাচ আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ প্রাকৃত সহজিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করেন না, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারেন না। প্রাকৃত সহজিয়া মায়াবাদী সদৃশ। তিনি বাস্তব-সিদ্ধরূপাত্মক প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন। নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রীপুরুষকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন। বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ অত্যুচ্চ হওয়া যায় মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিণ, আত্মজাতা, লোক, লোভ, মাৎসর্য্য ও মায়াবাদে আসক্ত প্রভৃতি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকসমূহ পরমশ্রী হরির সেবনাভ করিতে বাধা দেয়।

তাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আবারও তোমাকে বলি, প্রাকৃত সাধনীর আক্রমণ ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সাধু হও, সকলকে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম ভজন করিতে পারিবে। দশ প্রকার নামাপরাধ নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতাশূন্য শুদ্ধস্বরূপভক্ত-জনানুগত্যে ভগবন্নামোচ্চারণরূপ নামভজন করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইবা; কৃষ্ণনাম সেবা করিতে করিতে নিত্যকৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্তন হইলেই নিত্য-প্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা বৈকুণ্ঠবস্তু নামকে তোমার নিত্যপ্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

তাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কূপমণ্ডুকের ন্যায় অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিও না; যদি কর, তুমিই ঠকিবে। অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্য্যাদা-হানি করিতে পারিবে না।

(সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা)

সংসার হয় কাহার ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন কাব্যতীর্থ)

সংসার—সংসরন্ত জীবা যস্মাৎ বা যত্র ইতি সংসারঃ। এই সংসার জীবগণের আবরণাদি-ভোগাগার। জীবকে সংসারের আসক্তি করা হইয়াছে; যেহেতু উক্তি—সংসারং গচ্ছতি ইতি সংসঃ জীবঃ। সংসার-পথে গমন করে বলিয়া জীবাত্মার নাম হংস। জীবের এই সংসারচক্রে পতনযোগ্যতা বিষয়ে আমরা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্রে জানিতে পাই যে, এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্র বা সংসারচক্রই সর্ব্বভূতের জীবননির্ব্বাহক ভোগভূমি, ইহা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত এবং ইহাই সকল ভূতের আশ্রয়স্থান ও প্রলয়স্থান। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপবিস্মৃতির ফলে অহঙ্কার বিমূঢ় স্বরূপ হওয়ায় জড় যখন সেই জীব কৃষ্ণবিমুখ হয় তখন সেই হত্য জীবকে কৃষ্ণের মায়াশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়সমূহ দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। পুনরায় স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে এই সংসারণ-ধর্ম্ম হইতে জীব মুক্ত হয় ও কৃষ্ণপাদপদ্মসেবনরূপ অমৃতের সন্ধান পায়। যথা—

"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥"

(শ্বেতাঃ প্রঃ অঃ ৬ মঃ)

এ স্থলে 'হংসঃ ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে' অর্থাৎ জীবাত্মা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়, এইরূপ প্রমাণ পাইয়াও আমাদের স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে,—"যে আত্মা নির্গুণ, জরামরণবর্জ্জিত, শুদ্ধ, সদানন্দস্বরূপ, তাঁহার সংসার হয় কি প্রকারে? যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের নিকট এইরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"যদাত্মা নির্গুণঃ শুদ্ধঃ সদানন্দোঽজরোঽমরঃ।
সংসৃতিঃ কস্য তাত স্যাৎ মোক্ষো বা বিদ্যয়া বিভো॥"

অর্থাৎ "হে বিভো বশিষ্ঠদেব, আত্মা যদি নির্গুণ ও জরামরণবর্জ্জিত শুদ্ধ সদানন্দময় হয় তাহা হইলে সংসার (জরামরণাদিভোগ) হয় কাহার? বিদ্যার দ্বারা মোক্ষই বা হয় কাহার?"

তদুত্তরে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছিলেন—

"চৈতন্য নিত্যশুদ্ধস্য সদানন্দময়াত্মনঃ।
অবিদ্যয়া জীবস্য সংসারঃ কীর্ত্তিতো বুধৈঃ॥"

অর্থাৎ "সেই নিত্যশুদ্ধ (সর্ব্বদা নির্দ্দোষ) সদানন্দময় আত্মা যখন কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছন্ন (আবৃত) হয় তখন তাহারই সংসার হয়, একথা বুধগণ বলিয়া থাকেন।"

আত্মার এই প্রকার ভ্রান্তি কেন হয় ও কি প্রকারে আবার সেই ভ্রমের অপনোদন হয়, পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের একটী মন্ত্র তাহা বিবৃত করিয়াছেন। মন্ত্রটি এই—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"

জীবাত্মা যখন এই জগৎকে মায়া হইতে উদ্ভূত, সৎ প্রতীত অথচ অসৎস্বরূপ, নশ্বর ও অশুচিময় বলিয়া না জানিয়া ইহার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয় ও নিত্যস্বরূপবোধশূন্য অনন্তদেব বাসুদেবকেই একমাত্র সম্বন্ধী বলিয়া তৎপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করে তখনই সেই তটস্থজীবাত্মা এই ভোগাগারের কমনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া বিপুল ভোগলালসোন্মত্ত ভোক্তৃভাব অঙ্গীকার করত সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সে তখন বিশ্বকেই বহুমানন করিয়া বিশ্বনাথের দাসত্ব যে তাহার স্বরূপের বৃত্তি তাহা ভুলিয়া যায়। এই ব্যক্তাব্যক্ত সমস্ত বিশ্বকে যে একমাত্র বিশ্বেশ্বরই পালন করিতেছেন এই জ্ঞান তাহার বিলুপ্ত হয়। পরিণামে ভোগে শান্তি না পাইয়া ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অধিষ্ঠানই অমঙ্গলময় ও নশ্বর এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্বনাথের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সংসারবন্ধন মুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও জীবাত্মা যে মায়ার দ্বারা কবলিত হইয়া স্বরূপাবৃতাবস্থায় নিজকে প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করিয়া সংসার ভোগ করে তাহার প্রমাণ পাই। যথা—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

(ভাঃ ১।৭।৫)

অর্থাৎ দৈবী মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব স্বরূপতঃ এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের বর্ত্তী প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমানবশতঃ উহার (জীবাত্মার) অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু দেহাত্মবাদিগণের প্রশ্ন হইতে পারে যে, "এক স্থূল দেহই সংসার-দুঃখ ভোগ করে, অথবা সূক্ষ্ম মনই সংসারদুঃখভোগ করে" এই যুক্তি অপ্রামাণিক হয় কি প্রকারে? যেহেতু মনই চিত্ত-শক্তির দ্বারা সুখদুঃখ অনুভব করে, আর বস্তুতঃ আত্মার কোন আকৃতি আমরা লক্ষ্য করি না, মূলতঃ ধাতু প্রতিঘাতজনিত দুঃখ এই দেহই অনুভব করে ও সূক্ষ্ম শোকাদিদুঃখ মনই ভোগ করে, এই প্রকার আশঙ্কা নিরাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃপদার্থে অভিমানশীল গুণকর্ম্মময় বিগ্রহ বদ্ধ জীবাত্মাই পরমেশ্বরেচ্ছায় সংসারে সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়া থাকে। অবশেষে শ্রীগুরুপাদপদ্মোপাসনালব্ধ তীক্ষ্ণজ্ঞান-খড়্গে ঐ সমূহ অহঙ্কারকে ছিন্ন করিয়া বাসনাশূন্য মুক্তাবস্থায় জীব সংসারে বিচরণ করিতে সমর্থ হন, পরন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহাদের মধ্যে কেহই সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহে। যথা—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো
জীবোঽন্তরাত্মা গুণ-কর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ
সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ॥
অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং
মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন
চ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥

(ভাঃ ১১।২৮।১৬-১৭)

অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনঃপদার্থে অভিমানশীল, অন্তর্য্যামী, গুণকর্ম্মময়-বিগ্রহ জীবাত্মা—সূত্র, মহতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ শব্দে বহুপ্রকারে কথিত হইয়া পরমেশ্বরের অধীনতায় সংসারে সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়া থাকেন। মুনি পুরুষ বস্তুতঃ অমূলক, পরন্তু অজ্ঞান-নিবন্ধন বহুরূপে প্রকাশিত, এই মন, বাক্য, প্রাণ ও শরীরস্থিত অহঙ্কারকে গুরূপাসনালব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গে ছিন্ন করিয়া বাসনাশূন্য-হৃদয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

উপনিষদুক্ত প্রমাণদ্বয় হইতে জানা যায় যে,—

এই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সখ্যভাবযুক্ত হইয়া যেরূপ একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিহঙ্গমস্বরূপে বাস করেন; তন্মধ্যে একটি (জীব) মায়াধীন ও কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং অপরটি (পরমাত্মা) মায়াধীশ, তিনি ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা ঐ জীবাত্মা মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া শোক করেন। যখন সেব্য পরমেশ্বরের দর্শন পান তখন শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া সংসারবন্ধনমুক্ত হন ও তাঁহার মহিমার অনুশীলন করেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥"

(শ্বেতাশ্বঃ ৪ ৬-৭)

অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করেন। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব দেহকেই অবলম্বন করিয়া নানাবিধ আস্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন অর্থাৎ মায়াধীশ (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই বৃক্ষে সংযুক্ত হইয়া নিজ অযোগ্যতাবশতঃ মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।

অতএব আমরা শাস্ত্রের বহুল প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাই নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া, স্বরূপে কোন প্রকার সুখদুঃখাদির দ্বারা আক্রান্ত হইবার যোগ্য না হইলেও নিজের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মায়ার দ্বারা বিমোহিত বা সংসারবন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়। ভোগবাঞ্ছা একই দেহরূপ আধারাশ্রিত জীবাত্মার পরমাত্মার দর্শনে বাধাস্বরূপ হয়। পরমেশ্বরের দর্শনাভাবেই তখন ঐ জীবাত্মা মায়াদেবীকে দর্শন করে ও তাহার চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হয়। দৈবী মায়া তখন সেই জীবের ভোগবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার ছলনায় তাঁহার নিকট সানুগ্রহভাবে স্বয়ং আগত হইয়া সুখপ্রদানের প্রলোভন দ্বারা সেই ভোক্তাভিমানী জীবকে তাহার কর্ম্মানুসারে দেবভোগস্থান হইতে নীচে নামিয়ে অনন্ত কাল নিজেরই (সেবা পরিত্যাগ করিয়া) এই সংসারচক্রে নানাভাবে পীড়ন করত ভোগাভিলাষরূপ দুর্বুদ্ধির দমন-দণ্ড প্রদর্শন করিয়া শোধিত করেন। এখন ঐ জীব—মায়াকে ভোগ করা যায় না, পরন্তু একমাত্র পরমেশ্বরেই

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ... ভাগ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য মঠ-মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিশাস্ত্রসমূহের প্রকাশকার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীপাদ অবধৌত ... ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী ... গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) জগন্নাথমিশ্রভবন

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিরক্ষকগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসানন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) কৃ. নগর আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গো লেখপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সদেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) সরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীব্রজবল্লভ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিসার এম্‌, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভুটিয়ারোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমদাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২নং রাজাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীভবরোগ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপাণ্ডবকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ কোতোয়ালী, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুবরোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅর্বিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) টোটা-গোপীনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিতাইবল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মবাদগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকানিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমরপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (ত্রিপুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রামনগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ

কুমারকাটা, পোঃ চিৎকুড়া, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

ব্র্যাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী.

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

ডিষ্টিক্ট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসুধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

[illegible] জিনিষ চাউল—

	মণ দর
রূপশালি	৬/০
বালাম চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁশফুলী	
বাসমতী নূতন	
ঐ পুরাতন	
[illegible] কোলাপিটী	৯৲
ঐ বেগুন	৩৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৫৲—৫৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁশফুলী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাখাদি	৫৲-৫৵০
লাটিয়াই আতপ	৪৷০-৪৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৵০

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
বারেকোনা দানা	
জালপুর দানা	৮৷০—৯৵০
[illegible] দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	তোলা দর
	৩৪৷০
গিনি-সোনার বাট	১১৲
রূপার বাট	৫২৷০
চাঁদির বাট	

পাটের দর

	৪০৸০
বাবুই—	৪০৸০
মিডল—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲
কলিকাতা বয়েল মার্ক—	

আটা ও ময়দার দর

গোটেন্ডী ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
রূপার্দেয়ার ঐ	৬৲—৬৷৵০
	৫৸৵০—৫৸০
লাইনসেভ ঐ	৬৲—৬৷৵০
সুজি	৫৸০—৫৸৵০
আটা (মি)	৫/০—৫৷/০
আটা নং (২	৫৲—৫৷০
আটা (এক)	৫৸০—৫৸৵০
আটা (বে)	২৷০—২৸৵০
আটা নং (৩)	২৸৵০—২৸০
পাঞ্জাব	২৸৵০—২৸৵০
[illegible]	

খুচরা দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
রামনীয়া	৫০৲
কুমারী	১৫৲
[illegible]	৩৫৷০
[illegible]	

	১৭৸০
	৭৲
	৫৫৲
	৭৲

	গজ দর
পাঞ্জাব সাজ	৮৷০
রূপালী দেশী	
কাটা রূপালী	
শুটি পরিষ্কার	
নং। বুক ও পাইনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহা ও হার্ডওয়ার,

১৩।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী— হন্দর প্রতি দর

লোহার কড়ি (বরাই বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড বরাই বীম সব সাইজ	১৭৲
ঐ টাংলিশ বরাই (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৯৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গোল কাঁটা বা চিট কাঁটা দর	৬৷০—৬৸০
পাটি কাঁটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল বড় কাঁটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ „	৯৷০—১০৷০
টিন প্লেট, গোলাপ্ প্যাকে	৬৸০—৭৷০
গোল বড় বি-টাইকোম ও করগেটের	৭০
	৬৸০—৭৸০
জুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বক্স ২৩৷০
চটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৬৷০	
কুলার চালান ৪।০	

সংগ্রাম মুখোপাধ্যায় অস্ট্রিচের

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৫২ ও ৫৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট বি সরকার

পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়। গ্যারান্টী স্ক স ড

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোনার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

কেভ্রোল কি জন্য?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে [illegible] "কেভ্রোল" ব্যবহার করিবেন। এমন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্ত-আমাশা, পাণ্ডু এবং অজীর্ণ পালাজ্বর "কেভ্রোল" [illegible]। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র ঔষধ।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেবা। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের বয়স অনুযায়ী ½ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য - দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মৎস্যাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রায় এণ্ড নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (কালনার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

[illegible] ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাম্বওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন জ্বর একবার সেবন করিয়া [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—[illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রকটলীলা [illegible] এতাবৎকাল তাঁহার জীবনী প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সর্ব্ববিদ্যানিধি [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রী চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা [illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পাশ্চাত্য আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থায় এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের [illegible] হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাবতীয় প্রাসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় 1ম ও 2য়বারের জন্য	পরবর্ত্তী প্রতিবার জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় 1ম ও 2য়বারের জন্য	পরবর্ত্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৷৵০	৷৵০	৷০
[illegible] ৫,	১৷০	১৷০	১৸০
সিকিকলম ৫,	৬০	৬,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৭,	৭,	৫,
এক কলম ১৫,		১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪৷০
সিকি কলম ১০,	২৫,
অর্দ্ধকলম ২৫,	১৮,
এক কলম ৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৭,
ষাণ্মাসিক	৪,
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১

প্রতি সংখ্যা ৫ প, বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা [illegible]।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট

পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩ ১৫ ৪১

(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-১৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ [illegible]

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০ ৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর

পৌঃ ১১-৪২

(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ১১-৫৬

ছাঃ ১৩ ২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ১৫ ১১-১৫ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৪৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৩১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১১-৫৬ ১৭ ৩৭ ২০-১০

(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৮ ১৭-৩০ ২০ ৪১

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪ ১১ ১৭-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৭ ৫৫ ১৭-৫১

(বদল) ৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭

(বদল) ১৮ ৪২

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়ার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২৪শে মে, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৭১ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০:০:০)——

চীন জাপানের যুদ্ধে সাতসহস্র চীনা সৈন্য নিহত

চীনা বিমান হইতে জাপানে যে ইস্তাহার ফেলা হইয়াছে তাহাতে জাপানী জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, জাপানের জনসাধারণ বা জাপ সম্রাটের সহিত চীনের কোন শত্রুতা নাই। ইস্তাহারে জাপানীদিগকে জাপানের সামরিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে এবং চীন আক্রমণের বিরোধিতা করিতে বলা হইয়াছে। দুইখানা চীনা বোমারু বিমান এই অভিযান করিয়াছিল। উহাদের নায়ক কর্তাদের বলেন, জাপানী জাহাজ হইতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোলা বর্ষণ করা হইয়াছিল; কিন্তু গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। চীনা বোমারু বিমান হইতে জাপানের নানাস্থানে, বিশেষতঃ নাগাসাকি ও সাসেবোতে বহু ইস্তাহার নিক্ষেপ করা হইয়াছে। শেষোক্ত বন্দর হইতে জাপানী জাহাজ সৈন্য লইয়া চীন যাত্রা করে।

টোকিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা সুচাও সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে এবং হতাবশিষ্ট চীনা সৈন্যদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য ব্যাপৃত হইয়াছে। সাংহাইস্থ জাপকর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, সুচাওএ ৫০ ডিভিসন চীনা সৈন্য (প্রত্যেক ডিভিসনের সৈন্যসংখ্যা অন্যূন সাত-সহস্র) জাপানীদের বেড়াজালে পড়িয়াছে। এই ৫০ ডিভিসনের মধ্যে ১০টি ডাক্তার সাংহাই সিয়াং-কাই-শেকের খুব সৈন্যদল লইয়া গঠিত। সিয়াং কাই-শেকের খুব ... [illegible] ... [illegible] ডিভিসনকে ... [illegible]

... [illegible] করা হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। জাপানীরা এই দাবী করিয়াছে যে, সুচাওএ তিন সহস্র চীনা এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে চার সহস্র চীনা নিহত হইয়াছে।

বিহার মন্ত্রীদের ভ্রমণ ব্যয়

গত ১৯শে মে বিহার কাউন্সিলে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীদের ভ্রমণকালে থাকা, খাওয়া, আসবাব-পত্র ইত্যাদি বাবদ কত খরচ হইয়াছে সেই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী এক বিস্তৃত বিবরণ পেশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায়, গত বৎসর জুলাই মাস হইতে এই বৎসর জানুয়ারী পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর ভ্রমণ ব্যয় ৫৬৭৲, অর্থসচিবের ৫৫৮৲, শিক্ষামন্ত্রীর ১৩২০৲ এবং আবগারী বিভাগের মন্ত্রীর ১৩৪৭৲ টাকা। ভ্রমণকালীন ভাতা সম্বন্ধে সম্পর্কে ভবিষ্যত আইন প্রণীত না হওয়ায় সেক্রেটারীগণ ভাতা হিসাবে কিছুই লন নাই বটে, কিন্তু পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ১০৩১৲, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ২৭৫৲ এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী ২০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া গিয়াছেন।

———

কটকে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে ফজলুল হক, বাঙ্গলার স্বর্গ মন্ত্রী ঢাকার নবাব ও পীরপুরের রাজা গত ২০শে মে প্রাতে কটকে পৌঁছেন। ষ্টেশনে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের 'গার্ড-অব-অনার' পরিদর্শনের পর তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা সহকারে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য চৌধুরী ইসমাইলের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা চৌধুরী ইসমাইলের বাড়ীতে অবস্থান করেন।

মিঃ ফজলুল হক, পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে "মুসলিম লীগ দিবস" পালন মধ্যে লীগ পতাকা উত্তোলন করা হয়। মুসলিম লীগের সভা ও মুসলমান ছাত্র সম্মেলনের পর প্রধান মন্ত্রী নবাব সাহেব কলিকাতা যাত্রা করেন।

জীবে দয়া প্রচারক সমিতির বিরুদ্ধে মামলা

কালীঘাটের সরাই বাড়ীর মুক্তি ... [illegible] ... যোগে, 'জীবে দয়া প্রচারক সমিতির' ম্যানেজার দিনলাল যোগজীবন ও তাহার দলের লোক জনের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ১৪৪ ধারায় আদেশ জারি হয়। শুক্রবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ সি, দত্ত উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

অভিযোগকারীরা বলে, প্রতিপক্ষ ... [illegible] পূজার্চনায় বাধা দিতেছে এবং কালীঘাটের কালীমন্দিরে ছাগবলির প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছে। প্রতিপক্ষের কার্য্যকলাপে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে।

অভিযুক্ত সমস্তগণ বলেন,—তাঁহারা শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস নীতি প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা কখনও কাহারও প্রতি জোরজবরদস্তি করেন নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐ নীতি প্রচার করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে।

———

উড়ো চিঠিতে ৫হাজার টাকা দাবী

ভাই মেরাচাঁদ বাজাজ ... [illegible] একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ভারতের অনেক স্থানে তাঁহার কারবার আছে। তিনি কয়েকখানা ডাকযোগে পত্র পাইয়াছেন। পত্রগুলি ... [illegible] লিখিত এবং লেখা হইয়াছে যে, তিনি যদি ঐখানে কোন লোক কিংবা ছেলেপিলের ... [illegible] ৫ হাজার টাকা ... [illegible] কোন নির্দিষ্টস্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি তিনি উহা না করেন, তবে তাঁহার পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে অপহরণ করা হইবে এবং পুরুষদিগকে হত্যা করা হইবে বলিয়া তাঁহাকে শাসান হইয়াছে।

———

... [illegible]

গত ২২শে মে লক্ষ্ণৌএ যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর যে বৈঠক হয় তাহাতে যে সকল বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তন্মধ্যে একটিতে পুলিশের 'কার্য্যপদ্ধতি' বদল করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয় ... [illegible] কংগ্রেস-কর্মীকে নিযুক্ত করিবার এবং কংগ্রেসী মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের কার্য্যকাল একবৎসর নির্দ্ধারিত করিবার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। এক বৎসর পর নূতন মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মাতাপ্রসাদ পুরের মিঃ এ এ আজাদ এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মারফতে যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক যে, ব্রিটিশ শাসনের স্মৃতিচিহ্ন সকল স্থানীয় ঔপনিবেশিক শাসনের স্মৃতিচিহ্ন এবং যে সকল স্মারক-চিহ্নে ভারতবাসীর অপেক্ষা অবমাননা করা হইয়াছে সেই সমুদয় একেবারে সরাইয়া ফেলা হউক; আর তাহা সম্ভবপর না হইলে, অন্ততঃ সেগুলিকে প্রকাশ্য স্থান হইতে সরাইয়া ফেলা হউক।

আর একটি প্রস্তাবে, কৃষি ভারতীয় সংস্থা ... [illegible] গভর্ণমেণ্টকে আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যে প্রজাদের জমিতে ... [illegible] দিতে বলা হইয়াছে।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲ দশম স্কন্ধ ..
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹ ৪র্থ খণ্ড —৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১ ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১.০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। [illegible]মালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴৹
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৴৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।৹
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। [illegible] ৴৹
৪৭। [illegible] ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। আচারধর্ম ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ ([illegible]) ।৹
৫৮। শ্রী[illegible] ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। [illegible] ৵৹
৬৬। [illegible] ৴৹
৬৭। মায়াবাদ[illegible] ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৴
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।৹
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে অঙ্কীত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ অনেক গ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-দর্শনের প্রমাণগ্রন্থ ক্রাউন ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৬৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিবিধ পত্রীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে: ভিক্ষা ৩৲ টাকা।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪২, ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ২২শে মে | মঙ্গলবার | ১৭৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

হাওড়ায়

গত ২৮শে এপ্রিল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাওড়া জেলার অন্তর্গত কাসুন্দিয়া ... ... মহারাজের বিষয় পাঠ করেন। অম্বরীষ মহারাজ সপ্তদ্বীপপতি হইয়াও কি প্রকারে ভগবদ্ আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, বাক্যকে শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনে, হস্তকে শ্রীভগবানের মন্দির-মার্জনে, কর্ণকে ভগবানের কথায়, চক্ষুকে শ্রীভগবানের অর্চাবিগ্রহ-দর্শনে, নাসিকাকে শ্রীভগবানের নিবেদিত পুষ্পচন্দনাদির আঘ্রাণে, রসনাকে শ্রীভগবানে নিবেদিত তুলসী ও মহাপ্রসাদে, পদদ্বয়কে ভগবদ্ধামে এবং মস্তককে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা কি করিয়া ভগবানের সেবা করা যায় তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার অনুসরণ করিয়া প্রকৃত সাধুর নির্দ্দেশমত আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে ঐরূপভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত আত্ম-মঙ্গল লাভ হইতে পারে; তাহা না হইলে আমরা গুরুদেবের অভিনয় করিয়া গুরুদ্রোহী হইয়া পড়িব প্রভৃতি বহু উপদেশ প্রদান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। প্রত্যেক শ্রোতাই অতি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করেন।

গত ১৩ই বৈশাখ ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্ণে কাসুন্দিয়া হইতে কাসুন্দে নিবাসী মিত্রজ শ্রীযুক্ত মদনমোহন শেঠ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে গমন করেন। কাসুন্দে হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার অধীন ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। তথায় প্রায় ৫০০ শত লোকের বাস। ঐদিবস সন্ধ্যায় ... ... শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের বন্দোবস্ত হয়। পাঠ শ্রবণের পর পরদিবস প্রাতে ও অপরাহ্ণে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ শাস্ত্রী এম. এ, এম, এতদ্ভিন্ন আরও ১০।১৫ জন শিক্ষিত ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের সহিত পরিপ্রশ্নমুখে অনেক বিষয় অবগত হন। পরে উঁহারা স্ব স্ব মত ও পঞ্চোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীজী মহারাজ বিশেষ শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা একে একে সকলের মনের সংশয় দূর করেন। স্ব-তত্ত্ব, পরতত্ত্ব সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও বিরোধী তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হয়।

চাকায়

গত ৭ই মে শনিবার গয়া টাউনবিহার ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর সিংহ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে গয়া-মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, মহোদয় মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তদীয় ভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে ব্রহ্মচারীজী ভক্ত ধ্রুবের স্তুতি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রধান অভিধেয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মিকা শুদ্ধা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করেন।

গত ৮ই মে রবিবার স্থানীয় গোলাঘাটা গলীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত ... বাবুর বাসভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শত শত পুণ্য ... ভগবান্ কপিলদেবের অষ্টাঙ্গ-যোগের উপদেশপ্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১০ই মে মঙ্গলবার স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাটীতে ব্রহ্মচারীজী শ্রোতৃবৃন্দের ইচ্ছানুসারে ভক্ত ধ্রুবের উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁহার ভগবৎস্তুতি-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ব্যাখ্যাকালে ব্রহ্মচারীজী নিত্য শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবালোলুপ নিষ্কিঞ্চন ভাগবতের প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে সুকৃতি-শালী জীব শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মিকা শুদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া অতি সহজেই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং এই প্রকার শুদ্ধ-ভক্ত-আশ্রয়কারী সাধকের নিকট দেবসুখ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখ যে অতি তুচ্ছ তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বামনাচরণ ব্রহ্মচারীজীর মধুর কণ্ঠে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৩ই মে শুক্রবার গয়া গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-উৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠস্থ সেবকবৃন্দ উপবাসব্রত গ্রহণপূর্ব্বক অহোরাত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারা ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ কৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারীজী সমাগত বহু ভক্ত, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করেন। সমাগত শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মঠ-সেবকগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-মাধব-গৌড়ীয়-প্রপন্নাশ্রমে শ্রীনৃসিংহ-জন্মোৎসব

গত ১০ই মে শুক্রবার গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্নাশ্রমে শ্রীনৃসিংহ-জন্মোৎসব যথাবিধি পালিত হইয়াছে। সন্ধ্যা ৬টা হইতে আলেখ্যের সম্মুখে আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীজীয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে বিষয় পাঠ করিয়া অভিন্ন-প্রকাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অপার করুণার বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে "শৃণু দেবর্ষে ..." শ্লোক ব্যাখ্যা-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, পিতামাতার ... ... তাহা হইলে ... পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে উহাকার তত্ত্বসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন।

—সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আধ্যক্ষিক জ্ঞান নয়—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান। সেটি অপর সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষিবিশেষের জ্ঞানমাত্রও নয়। সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute Knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সচ্চিদ্বিগ্রহ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ ত্রিবিক্রম শুক্রবার প্রচার পৌষাব্দ ৪৪২

সত্যপ্রচারে বাধা আছেই

সত্যপথ, শ্রৌতপথ বা ভক্তিপথ স্বেচ্ছাচারিতা, বিচারহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভাব প্রবণতা, অন্ধ বিশ্বাস বা মনের সেবার পথ নহে। তাহা চেতনের সরল সহজ বৃত্তি। এই পথ ব্যতীত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভের অন্য কোনও রাস্তা নাই। সেব্যের সেবার নিকট যাইবার, অতএব ভগবানের নিকট পৌঁছিবার একমাত্র অদ্বিতীয় উপায়। এই পথে অর্থপাত অবশ্যম্ভাবী। এই পথটী অতি সুন্দর হইলেও উহাতে যে কোন বাধা নাই একথা নয়। অনেকের ধারণা, কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি পথে বহু কিছু বাধা আছে, ভক্তিপথে কোন কষ্ট নাই; কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ভক্তিপথ বা আচার-পথ কণ্টকময়। বিশেষতঃ কলিকালে অর্থাৎ এই বিদ্যমান যুগে উহা কোটিকণ্টকময়। শ্রীগৌর-কৃপা ব্যতীত এই কোটিকণ্টকময় ভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব, তাই গৌরজন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন,—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ।
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি।
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

কাল কলি, ইন্দ্রিয়গণ শত্রুরূপে অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কণ্টকাদি কোটী কণ্টকজালে সমাচ্ছন্ন। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি এখন কৃপা না কর তাহা হইলে হায়, এই অবস্থায় বিকল (অর্থাৎ কলিকালে ভক্তিপথ নানা মনোধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় সংশয়বৃত্তিরূপে সংযুক্ত) আমি কি করি, কোথায় যাই?

আমরা পঙ্গু ও পতিত। আমাদের আত্ম-বল জ্ঞান নাই। সুতরাং এই দুর্গত জীবের পক্ষে প্রপঞ্চে ভক্তিপথে চলা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু কষ্টকরই বা বলি কেন, শ্রীচৈতন্য ব্যতীত উহা অসম্ভব। তাই নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধবগণকে নির্বিঘ্নে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যগণ কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন এবং ভক্তিপথে প্রবেশেচ্ছু নিষ্কপট জনগণকে এই ভক্তিপথের বিঘ্নসমূহের কথা জানাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া থাকেন। অসহায়ের সহায় তাঁহারা পতিত জীবগণকে পদে পদে রক্ষা করেন। অন্ধের যষ্টি বা অবলম্বনস্বরূপ হইয়া তাঁহারা জীবগণকে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করেন। আচার্য্যের এত দয়া! এত অপার করুণা!! কিন্তু হতভাগা আমরা তাঁহার সেই অযাচিত কৃপার কথা বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা, এত কষ্ট!

ঐকান্তিক না হইলে কি ভক্তিপথে চলা যায়, সত্যের সন্ধান [illegible] পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া—সহিষ্ণু হইয়া জীব ভক্তিপথের অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিবে। কিন্তু সেই সহিষ্ণুতা আমার কোথায়? কোন কার্য্য করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হইলে এবং লোককে অধিকতর উৎসাহিত হইতে ও বিশেষভাবে যত্ন লইতে দেখা যায়। ভগবৎ-পার্ষদ আচার্য্যগণের চরিত্রেও দেখা যায় যে, তাঁহারা অসংখ্য বাধা-বিপত্তি পর্ব্বতপ্রমাণভাবে আক্রমণ করিলেও নির্ভীকচিত্তে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য্যানুগাভিমানী আমাদের সে সাহস কোথায়? কোন কিছু বাধা আসিলে ননীর পুতুল আমরা যেন গলিয়া যাই। [illegible] অনেক সময় ভক্তিপথ ছাড়িতেও কুণ্ঠিত হই না। এমনি আমাদের ভজননিষ্ঠা! কিন্তু সেবাই যাঁহাদের কাম্য সেই সেবানিষ্ঠ ভক্তগণ যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, কখনও দুর্ব্বল না হইয়া সর্ব্বক্ষণ আচার্য্যানুগ বা গুরুগৌরাঙ্গানুগ থাকিয়া—অনাশ্রিত থাকিয়া তাঁহাদের মনোহভীষ্ট পূরণে—সত্যবাণী প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। মহা বিপদাপদের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা অক্ষুণ্ণভাবে সম্পাদনের জন্য যত্ন করেন। প্রভুর জন্য তাঁহারা সব ছাড়িতে পারেন, প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নন। এমনি তাঁহাদের আচার্য্যনিষ্ঠা বা গুরুনিষ্ঠা।

আমি মুখে আচার্য্যের অনুগত বলিয়া অভিমান করি বটে, কিন্তু কাজের বেলায় তাহা দেখা যায় না। আমার আচার্য্যসুখ-কামনা না থাকায়, স্বসুখ কামনা হৃদয়ে প্রবল হওয়ায় স্বার্থপর, ভীরু আমি গুরু-গৌরবিমুখ আচার্য্যবিদ্বেষিগণের নিকট চীৎকারে, সমালোচনায় কোলাহলে বিকল হইয়া পড়ি, দমিয়া যাই। আবার অনেক সময় মনে করি, আমার প্রতিষ্ঠা এবং স্বসুখটাই যখন দরকার, আচার্য্যসুখ বা প্রভুসুখ যখন আমার আবশ্যক নাই, তখন গুরু-বৈষ্ণবের জন্য আমার এত হাঙ্গামা পোহান কি দরকার? আচার্য্যসেবা করিতে গিয়া বহির্ম্মুখ লোকের গালাগালি শুনাই বা কি আবশ্যক? সত্যকথা বলিতে গেলে, সত্যের আশ্রিত হইতে গেলে যখন এত বিপদ, এত অসুবিধা, তখন কৌরব বা পাণ্ডব কোন পক্ষে যোগদান না করাই আমার ভাল। চুপচাপ, ঘরে বসিয়া থাকিলে বা মঠবাসী হইয়া এ সকল হাঙ্গামার মধ্যে না গেলে আর কোন গোলযোগ নাই। স্বসুখকামী আমাদের বুদ্ধির এমনি দৌড়! অদৃষ্টের ইহাই পরিণাম! অপরাধীদের ইহাই গতি!

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অন্তর্দ্ধানে আমাদের অনেকেরই এরূপ সেবাশিথিলতা [illegible] আমরা অনেকেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছি। কিন্তু সত্যঃস্বরূপী শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব বা তাঁহার নিষ্কপট কিঙ্করগণ এরূপ স্বার্থপর, স্বসুখকামী বা ভীরু নহেন. তাঁহারা নির্ভীককণ্ঠে বলেন, —জগতের দশ পাঁচটী লোক কেন অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বহির্ম্মুখ লোক তাহাদের বিকৃত স্বভাববশতঃ সত্যের বিরোধী হইয়া যদি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে, সকলে মিলিয়া গুরুগৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারে বাধা দেয়, সকলে সমস্বরকণ্ঠে যদি আমাদের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করে, তথাপি আমরা তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখের জন্য তাঁহাদের পাদতলে থাকিয়া বাস্তবসত্যের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিব। সেই গুরুগৌর-কথা, সেই শ্রীচৈতন্যবাণী যদি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীবের মধ্যে একটী লোকও শ্রবণ করে তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, আমরা মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট প্রচার করিতে পারিলাম—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশ-পালনমুখে তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে পারিলাম। আর একটী লোক যদি সত্য কথা শুনে, তাহা হইলে তাহাই যথেষ্ট; কারণ, সেই জীব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবার অনেককে সত্য কথা শুনাইতে পারিবেন। জীবের জন্য মহাভাগবত আচার্য্যের কি আপ্রাণ চেষ্টা! আচার্য্যের এই অপার করুণার কথা কি কখনও আমাদের চিত্তপটে উদিত হইবে না?

জগতে যাঁহারাই সত্য প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই হরিবিমুখ জগৎ নির্য্যাতিত (?) করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রচার বন্ধ করিলে, সত্যকথা না বলিলে আর কোন বালাই নাই। সত্যকথা প্রচার আরম্ভ করিলে কিরূপভাবে লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুতেও বিশেষভাবে দেখিতে পাই। শিষ্য বা বৈষ্ণব যতদিন বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চনা করেন, ততদিনই বহির্ম্মুখ সমাজ তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু যখনই অমায়ায় কৃপা করেন, তখনই বিকারী রোগীর বৈদ্যকে গালাগালি দেওয়ার ন্যায় তাহাদের সত্যঃস্বরূপী পরমবান্ধব আচার্য্যকে আক্রমণের আয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনালীলা, বৃদ্ধা জননীর সেবা, জন্মভূমি ও স্বজনপ্রীতি, সংসারাশ্রমে অভিনয় এবং বেদবিহিত [illegible] প্রদর্শনের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন বিমুখ জগৎ তাঁহার কার্য্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে তাহাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মনে করিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন তিনি [illegible] করিলেন, সেইদিন হইতে তিনি সকলেরই অপ্রীতিভাজন হইলেন, হরিবিমুখ সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। আমাদের শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলাতেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতেই যে তিনি সকলেরই প্রিয় এবং সম্মাননীয় ছিলেন তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নাই। তাঁহার মধুময়ী স্নেহমাখা বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট। তিনি চিরকালই লোকের যাহাতে মঙ্গল হয় তজ্জন্য যত্ন করেন। তবে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও বঞ্চনা উভয় লীলার সহায়ক ছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, প্রভুসুখের জন্য তিনি তাহাদিগকে বেশী কিছু বলিতেন না। কিন্তু আচার্য্যলীলায় সেই অসৎগণের প্রতি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সিংহবিক্রম প্রদর্শিত হওয়ায় আজ সর্ব্বজনপ্রিয় গুরুগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন। পাষণ্ডগণ তাঁহার সত্যকথা-প্রচারে বাধা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু পাষণ্ডদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের হুঙ্কারে বিরোধিগণ সন্ত্রস্ত ও ভীত এবং অনুগতজনগণের আনন্দের আর সীমা

নাই। সত্যকথা প্রচার সত্যবাগীশদের সহিত বিপুলভাবে চলিতেছে। আচার্য্যবলে বলীয়ান্ আচার্য্যানুগ নিষ্কপট প্রভুসেবকগণ আচার্য্য-কৃপাবলে সমস্ত বাধাবিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রভুসেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের হতাশ হইবার কোন কথা নাই।

সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যকে বহু প্রকার বহির্ম্মুখ লোক হইতে বহু প্রকার নির্য্যাতনের পসরা মাথায় লইয়া বহির্ম্মুখ লোকের জন্য সত্যকথা প্রচার করিতে হয়। এটা কিছু নূতন কথা নয়, সত্যযুগ হইতেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। সত্যপ্রচারকারী পুরুষবরেরই বিষ্ণুবিমুখ লোকসমাজ হইতে সাধারণ লোকের চক্ষে নির্য্যাতীত (?) হইবার দৃষ্টান্ত ও দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। যে যুগে চারিপাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল, সেই সত্যযুগেও সত্যের প্রতি অনাদর ও সত্যপ্রচারকারীর প্রতি নৃশংসতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই; সুতরাং এই কলিকালে যে সত্যের প্রতি বিরাগ ও সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যের প্রতি অসত্যমুখী বিরোধ-চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত বালক প্রহ্লাদের কথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। প্রহ্লাদের প্রতি পিতা হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথা মনে পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু তথাপি প্রহ্লাদ সকল সময়েই ধীর ও স্থির। প্রহ্লাদ প্রথমে পিতামাতার বড় স্নেহের, বড় আদরের পাত্র ছিলেন। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। কিন্তু যেদিন হইতে তিনি সত্যকথা প্রচার আরম্ভ করিলেন, বিষ্ণুভক্তির ঐকান্তিকতা জানাইলেন, তখন অন্য লোক ত' দূরের কথা, পিতা হিরণ্যকশিপুও আপনা হইতে অধিকতর প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি অসংখ্য প্রকারে বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে হত্যা করিতে চায়। সত্যের প্রতি হরিবিমুখের কি ভীষণ বিদ্বেষ! হরিবিমুখ জীব কিছুতেই সত্যের কথা—কৃষ্ণের কথা শুনিবে না এবং অপরকেও শুনিতে দিবে না, এমনি তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এমন কি, আত্মীয়স্বজনকেও হত্যা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং সাধারণ লোক সত্যপ্রচারকার্য্যে আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তবে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বত্রই জয়। তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সেই বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাচার্য্য কাহারও শাসনের অধীন নহেন। সাধারণ আমরা হরিবিমুখ লোকের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা দেখিয়া ভয় পাইতে পারি, কিন্তু আচার্য্য ত' দূরের কথা, আচার্য্যানুগ নিষ্কপট সজ্জনগণও জগতের ঐ সব হুমকি দেখিয়া কখন ভীত হন না—কোটিকণ্ঠে সত্যকথা-প্রচারে উৎসাহহীন হন না। তাঁহারা তাঁহাদের সেবা হইতে একচুলও পিছাইয়া যান না। অবৈষ্ণব জগৎ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও তাঁহারা নিজ রক্ষা-বিধানের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন না। প্রভু-সেবানুকূল-বিধানই তাঁহাদের জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে সর্ব্বক্ষণ কৃত্য।

এই যে সত্যকথা প্রচারে বিরোধ দেখা যাইতেছে, ইহাও কোন্‌টি সত্যকথা তাহা বুঝিয়া লইবার একটী উপায়। কারণ, যে সকল মত বা সিদ্ধান্তে জগতের সকল বহির্ম্মুখ লোক ভোট দেয়, সে সকল মত যেমন নিশ্চয়ই বহির্ম্মুখ মত, তদ্রূপ যে সিদ্ধান্ত-প্রচারের বিরুদ্ধে সমস্ত বহির্ম্মুখ লোক মিলিয়া তাঁহার বিরোধ করিবার চেষ্টা করে, তাহাও বহির্ম্মুখবিরোধী বলিয়া নিশ্চয়ই পরম সত্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সকল দেখিয়া সত্য ও অসত্যের সন্ধান পাইবেন, আশা করি।

শ্রীগৌরকিশোরবাণী

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু বদ্ধজীব যাহা স্ত্রীপুত্ররূপে দর্শন করে, তাহাতে কেবল মায়ারই দর্শন হয়। ভক্তির চক্ষু না হইলে কেহ কৃষ্ণের নিত্যদাসের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। স্ত্রীপুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই বদ্ধজীবের ভোগবুদ্ধি থাকে। আজকাল বদ্ধজীব সাধুসঙ্গের সঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণ না করিয়া, চরিত্রের শক্তি লাভ না করিয়া কেহ বা স্ত্রীপুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছে, আবার কেহ বা স্ত্রী-পুত্র ও বিষয় ত্যাগের বাহ্য আড়ম্বর করিয়া মর্কট বৈরাগী হইয়া পড়িতেছে। যাহারা মর্কট বৈরাগী, তাহাদের ত্যাগ নাটকের অভিনয় মাত্র। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহাদের স্ত্রীর প্রতি কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি থাকে না, তাঁহাকে কৃষ্ণদাসী ও ভক্ত দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চাহেন অথচ হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আছে, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিও সম্পূর্ণভাবে ভোগবুদ্ধি যায় নাই, তাঁহারাও মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমশঃই বুঝিতে থাকেন যে, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই আত্মমঙ্গল হইতে পারে। দেহাত্মবোধ থাকিতে আত্মসমর্পণ হয় না। দেহাত্ম-বোধেই বিকৃত স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি। বাহিরে কেবল স্ত্রীপুত্রের তাড়না হইতে ছুটী পাইয়া আত্মেন্দ্রিয়সুখ বা মনের সুখলাভের জন্য যে বৈতুষ্ট্য ত্যাগ, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। কৃষ্ণভক্তের ত্যাগের একটী বিশেষত্ব আছে। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ ও অনুকূল বিষয় গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন মতবাদ

সংযোগীবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য যাঁহারা স্মার্ত্তবিধির বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম অপেক্ষা না করিয়া জাতীয়তার জন্য অচ্যুতগোত্র আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারাই বৈষ্ণব। এইরূপ ভেক (বেষ) গৃহীত বৈষ্ণবের যে গার্হস্থ্যধর্ম্ম তাহাই গৃহীর বৈষ্ণবধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ত্যাগ না করিয়া সংযোগী দলে না মিশিলে গৃহস্থের বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন সম্ভব নহে। অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকেও চিনেন না। মহোৎসব-কীর্ত্তনাদি ইঁহাদের সাধন। গৃহত্যাগী বাবাজীর অবৈধ সন্তান এবং বর্ণাশ্রমবহির্গত সমাজে প্রবেশপ্রার্থী ও অবৈধোৎপন্ন সন্তান সংযোগী সমাজকে পুষ্ট করে।

বুজরুকী বাদ

[illegible]

যাঁহার যে পরিমাণে অলৌকিক শক্তি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে তিনি তদনুরূপ অগ্রসর। বুজরুকি ধর্ম্ম, সাধারণ মানবে যাহা পারে না সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়া। অনেক যোগী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

শাক্তবাদ

শক্তিই জগতের মূল প্রকৃতি। তিনি চেতনময়ী। শক্তি হইতে শক্তিমান্‌সমূহের উদয় হয় এবং শক্তিতেই নিঃশক্তিক হইয়া শক্তিমান্ লয় প্রাপ্ত হয়। শক্তিমানের শাক্তি বিরুদ্ধে শক্তির শক্তিমান ইঁহাদের দর্শন। জীব শক্তিগ্রস্ত অথচ জীবত্ব কালপর্য্যায় শক্তিকে মাতৃ সম্বোধনে পূজা করা আবশ্যক। শক্তির মাতৃত্ব সিদ্ধি হইলে পাপ-মুক্ত হইয়া সদাশিব পর্য্যন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইকালে মাতৃত্ব জ্ঞান হওয়া জীবই শক্তির পতিত্বে বরিত হন। বামাচার, পশ্বাচার, বীরাচার ভেদে শক্তি ত্রিবিধ। বিধিনিষেধেই প্রাপ্য।

শৈববাদ

রুদ্র দেবসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু রুদ্রই জ্ঞান। সদাশিবের উৎপত্তি ও স্থিতি পরেই কালেই দেবসমূহের লয়। জীব সংকর্ষণে রুদ্রভাবে সক্ষম হয়। চক্ষুর্দ্দানাদি ব্রতপালন, বিভূতি-রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি কতকগুলি আচার ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক শৈব বিষ্ণু ও শিবকে একই জ্ঞান করেন। শিবের নির্ম্মাল্যোদ্ধৃত বাদিক বিষ্ণু প্রসাদ গ্রহণেই কাল বিলীন হন। শিবের নির্ম্মাল্য কেহই গ্রহণ করেন না। অঘোরপন্থী নাকুলেশ পাশুপতদর্শন-বাদী প্রভৃতি নানা দলের প্রাচুর্য্য বঙ্গদেশে নাই।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বিস্মৃতি সঙ্কুচিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের বল্লভাচার্য্য নামক জনৈক জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত এই মত প্রচার করেন। বল্লভ তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে আপনাকে ভগবদবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের রক্ষক অভিমান করেন। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য-গণের মধ্যে পবিত্রতা থাকিলেও কেহ কেহ কোন প্রদেশে বাউলাদির ন্যায় আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করে। বস্তুতঃ বল্লভভট্টের মত প্রতিষ্ঠাশাপুষ্ট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইঁহারা তদীয়সর্ব্বস্বত্ব স্থাপন করেন।

ধর্ম্মাভাববাদ

মানবগণের যত প্রকার ধর্ম্মভাব আছে বা হইবে তাহার কোনটাই গ্রহণ না করাই ধর্ম্ম। সাধারণ নীতিই একমাত্র পরমধর্ম্ম। অপ্রাকৃত বস্তুসত্তা স্বীকার করা দুর্নীতির পরিচয়, যেহেতু ধার্ম্মিক নামধারী ধর্ম্মধ্বজীর মধ্যে অনেক দুর্নীতি ক্রিয়া দেখা গিয়াছে। যাবতীয় ধর্ম্মই স্ব-স্ব স্বার্থ হইতে উৎপন্ন। সুনীতি রক্ষা করিয়া যাবতীয় ক্রিয়াই শুভ ও ধর্ম্মানুমোদিত।

[illegible]সিদ্ধবাদ

এই সম্প্রদায় সহজিয়াগণের অন্তর্গত। ইহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপগোস্বামী, জয়দেব প্রভৃতি মহাজনকে রসিক ভক্ত মনে করে এবং তাঁহাদের সহিত স্ত্রীর প্রকৃতিকে আরোপ কল্পনা করিয়া আদর্শ জ্ঞানে স্ব-স্ব সাধনে রত থাকে। এই সম্প্রদায়ের লোক আপনাদিগকে রসিক মনে করে। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ পালন করা ইঁহাদের মতে নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবগণকে ইহারা বৈধ, শুষ্ক, বহির্ম্মুখ প্রভৃতি সংজ্ঞায় ভূষিত করেন।

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রচারকদের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাতঃকৃত্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবান্ধব।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্‌[illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং পদ বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (নদীয়া)।
শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের [illegible]
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীনৃসিংহগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাক্‌দা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পল্তা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], থাঃ নারায়ণগড়, বি, এন, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রামপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ কোজোল, জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
[illegible] সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী.

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন দাস

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবর্ত্তন-ভবন
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল [illegible]

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible] (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী।

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).
রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৬৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

ভাউলের দর

বেশী নিজ ভাউল-

	প্রতি মণ
ভাবপারি	৬৸০
ভাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দীঘকুশলী	৫৷০
বাসমা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামেক কোষাণিজী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দীঘকুশলী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵০
বিশ্বপুর ১০০০ নং	১০৵০
বাবকোরা দানা	৯
জঙ্গপুর দানা	৮৷০—৯৵০
বাশপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনিপাদের বার	৩৪৷০
হংকং.	১২৲
গিনি কাঁচা	৫১৷০

পাটের দর

ফার্স্ট—	৪০৸০
সেকেণ্ড—	৪০৸০
থার্ড—	৪১৷০
বাজার বন্দের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

মটকৈ ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৭৷৵০
দ্বাবকাবন ঐ	৬৲—৬৵০
নিউকোলস ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৸০—২৸৵০
ভূষি	১৷৵০—১৸০
আলাজী	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

কলকা	৫৭৲
বালসোজা	৫৭৲
কৃষ্ণবেণী	৫০৲
ঐ	৪৫৲
দুর্গাভিজন	৩৫৷০

জাব	৩৲
কাবুল	৩৩৲
বাঁধা পাপড়ী	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ সীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলের দর

আমেরিকান সোলার তাইর	৫৪৲
সিট্ন আমেরিকা	৪০৲
কার্বনিক পুরনিল কাগজ	৪০৲
চাপার্দ পাখা	৫৩৲
ঐ কাটার	৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

পান মাড়	
সুপারী বেনী	১৩৷০—১১৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুঁড়ি থরিদ্দার	১৪৷০—১৭৷০
পাকা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহা ও হার্ডওয়ার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ভরেই বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-দাগা হাল্কা ওজন	৭৸০ —৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
এঙ্গেল (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ১৯৵০

২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০

বাজার বেরা কাটা দাব (বাণ্ডিল)	১০৷০
সেট কাটি বা চিট কাটা দর	৩৷০—৩৸০

গাড়ি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫৷০—৬৷০ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলাটু পরাতে	৬৸০—৭৷০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০

কুঃ উৎপাত আসল ২৫৲ বুকম ২৩৷০

চটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৬৷০

তুলার চালান ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৮-৫ নম্বর ৭-৫ লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।:০:।—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সহর সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে বোর্ডিং এ সুবন্দোবস্ত প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের প্রভূত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোল কি জন্য?

— :|:০:|:

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের পর হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে শ্রীরামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের “ফেভরোল” অমোঘ মহৌষধ! এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধমান-দাপড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে “ফেভরোল” অব্যর্থ। উহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিপুষ্ট করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও প্লীহার প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ার পুরাতন চাউলের ভাত ও মুসুরডালি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

কেন্দ্র ঠিকানা ৯২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনী, মেদুর।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—————:০:————

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি সিদ্ধান্তের মূল প্রচারক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাসাহিত্যের সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাওত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থাবলম্বী এবং পরিপক্ক লেখনীর সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই পুস্তক—বিশদ ও আড়ম্বরহীন গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সমস্ত মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সম্পূর্ণ সূচিপত্র ও শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার: গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা বাংলাবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—————:(০):————

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	১০
" ইঞ্চি	২	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	২৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৮৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৫ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১৩-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৮ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৫ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-

(পাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০

(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-২৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৭-৫৭ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৭

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C 1443

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাশ্রিত আচার্য্যপাদ শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২৫শে মে, ১৯৩৮, বুধবার [৭২তম সংখ্যা.

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

মাদ্রাজ আইন সভার উভয় পরিষদেই গত বাজেট অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সুপারিশ সহ তাহার নকল ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গৃহীত প্রস্তাবটির মর্ম্ম এইরূপ,—"যে সকল অঞ্চলে প্রধানতঃ তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালায়ালম ভাষা কথিত হয়, সেই অঞ্চলকে স্বায়ত্ত-শাসন যুক্ত প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীন করিয়া পৃথক্ প্রদেশসমূহ গঠন জন্য যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক এবং পরিষদের এই অভিমত ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ২৯০ ধারা অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করা হউক।"

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সর্দ্দার পৃথ্বী সিং

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত একজন ফেরারী বন্দী ১৬ বৎসর আত্মগোপনের পর গত ২০শে মে জুহুতে গান্ধীজীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। গান্ধীজীর পরামর্শানুযায়ী তিনি পুলিশের নিকট ধরা দেন। বোম্বাই সুবার্ব্বনের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন।

তিনি গ্রেপ্তারের সময় গান্ধীজীর কুটিরে রাজকুমারী অমৃত কাউরের আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁহার নাম সর্দ্দার পৃথ্বী সিং। তিনি ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁ'র আন্দামান জেলে কিছুকাল বন্দীজীবন যাপন করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহাকে রাজমাহেন্দ্রী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি ১৯২২ সালে উক্ত জেল হইতে পলায়ন করেন। ফেরার হওয়ার পর হইতে তিনি বোম্বাইর বিভিন্ন স্কুলে ব্যায়ামশিক্ষকরূপে কাজ করিতেছিলেন। সর্দ্দার পৃথ্বী সিং গত ১৮ই মে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার অতীত সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেন। তিনি সহিংস নীতি ত্যাগ করিয়া অহিংস নীতিকেই তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জানান। গান্ধীজী তাঁহাকে নৈতিক কারণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলেন; তবে তিনি মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানান।

———

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য

গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে মোট ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্যের আমদানী এবং পুনঃ রপ্তানি সহ মোট ১২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী হইয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের রপ্তানী হয়। এপ্রিল মাসে স্বর্ণ-রৌপ্যের এবং পণ্য দ্রব্যের আমদানী অপেক্ষা উহাদের রপ্তানী মোট ৩৫ লক্ষ টাকার বেশী হইয়াছে। আলোচ্য মাসে যে পরিমাণ মুদ্রা বিদেশে পাঠান হইয়াছে তাহা দেশে আমদানীকৃত মুদ্রা অপেক্ষা ২৯ লক্ষ টাকা বেশী।

———

চলন্ত ট্রেণ হইতে ১৪শত টাকা অপহৃত

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জামালপুর হইতে হাওড়াগামী একখানি ডাউন ট্রেণে ভ্রমণকালে একজন বাঙ্গালী আরোহীর নগদ টাকা ও কারেন্সী নোটে প্রায় ১৪ শত টাকা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত আরোহী একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। জামার পকেটে টাকা রাখিয়া ঐ জামাটি মাথার দিয়া শুইয়া ছিল। ট্রেণ বর্দ্ধমানের নিকটে আসিলে তিনি জাগিয়া উঠেন এবং দেখিতে পান যে, টাকাসহ তাঁহার জামাটি উধাও হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সুদেতেন জার্ম্মান সমস্যা

বৃটেনে একটী সভায় বক্তৃতা দিবার সময় মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল বলেন যে, চেক গবর্ণমেণ্ট এবং সুদেতেন জার্ম্মানদের মধ্যে একটী বন্ধুত্বপূর্ণ আপোষ মীমাংসার আশাতীত সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে [illegible] তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস আছে যে, উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি উদার মনোভাব অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে [illegible] সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া এ বিষয়ের একটি চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে কালবিলম্ব করিবেন না। যদি চেকোশ্লোভাকিয়াতেই এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, তবে তাঁহাতে ইউরোপের যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত না হইলেও অন্ততঃপক্ষে এইটুকু হইবে যে, অন্ততঃ একটি স্থান হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িয়া সমগ্র ইউরোপব্যাপী দাবানল জ্বালাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা জার্ম্মাণীর প্রতি শত্রুতামূলক বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, মিঃ চার্চ্চিল তাহা অস্বীকার করেন। যদি পূর্ব্বদিক হইতে কোন শক্তি জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করে তবে বাধাদানের প্রস্তাব মহলের নিকট হইতে যথাযথ সাহায্য পাইবে; উহাই হইতেছে সমষ্টিগত নিরাপত্তার মূল নীতি।

লাহোরে শিখ মুসলমানে বিরোধ

লাহোর হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী কাসুর মহকুমার অন্তর্গত রাজাজঙ্গের শিখগণ মুসলমানদের আজানে আপত্তি করায় একটা ছোটখাট দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ফলে ৬ জন মুসলমান আহত হইয়াছে।

চীনে চিকিৎসকবাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা

চীনে একদল চিকিৎসক সহ এম্বুলেন্স প্রেরণ সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির [illegible] বিভাগের ডাঃ রামমনোহর [illegible] জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "আমরা গত চীন দিবস উপলক্ষে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। চীনা সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য চীন হইতে আমরা বহুট উদ্বেগপূর্ণ কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি।"

"প্রত্যহ চীনের রণক্ষেত্রে হাজার হাজার সৈন্য আহত হইতেছে। উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধপত্রের অভাবে তাহাদের চিকিৎসা চলিতেছে না। কিছুদিন যাবত আমাদের দেশ হইতে একদল চিকিৎসক প্রেরণ সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। চীনে যাইবার ইচ্ছুক বহু আধুনিক ডাক্তার ও চিকিৎসকের নিকট হইতে আমাদের অফিসে আবেদন আসিয়াছে।"

কবে চিকিৎসক দল প্রেরণ করা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে ডাঃ লোহিয়া বলেন, "বেশী দেরী হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। এই ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের দুই প্রাচীন জাতির বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অভ্যাবধি যন্ত্রস্থ প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৮০

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲

শেষ স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮। বামন-আশ্রম ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৵০

২২। ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০

২৭। দুর্ব্বিবেক গৌরচন্দ্র (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী /০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনরত্ন /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০

৪৫। নবদ্বীপশতক /০

৪৬। অর্চ্চনকল /০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪ পুরুষার্থ নির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ

৬০ [illegible]

সংস্কৃত প্রকাশিত

৬১। [illegible] ১৬সারঃ ।০

৬২। [illegible] সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০

৬৭। সারাংসারবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন /০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৵০

৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরাবেলড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ কথামৃত
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৫শে মে ১৯৩৮ বুধবার | ৭২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহেই মঠের সুবৃহৎ শ্রবণ-সদনে সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতেছে। গত ১৫ই মে রবিবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু 'নিত্যাগ্রহ'-সম্বন্ধে সাপ্তাহিক অধিবেশনে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শ্রবণ জন্য শ্রীমঠে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যামুখে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইতেছে। প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা আলোচিত হইতেছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাপ্রভু-কথিত উপদেশাবলী ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হইতেছে।

প্রত্যহ অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীভক্তিবিনোদ নাটমন্দিরে শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব এবং অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে একান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদোপাখ্যান ক্রমশঃ নিয়মিতভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক বান্ধবপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন।

গত ২০শে এপ্রিল প্রচারকগণ ময়মনসিংহ হইতে রওনা হইয়া ঐ দিবস সীতাকুণ্ডে পৌছেন। তথায় ২১শে এপ্রিল চোনাপালের আগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ পাঠ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধা ভক্তির পরম উপাদেয়ত্ব বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করেন।

গত ২৩শে এপ্রিল প্রচারকগণ তথা হইতে চট্টগ্রাম সহরে যাত্রা করেন। তথাকার টাউন হলে ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল ক্রম ধরে "জীব ও ধর্ম", "শ্রীচৈতন্যদেব ও জগৎপ্রেম", "শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বিশ্ব" বিষয়ে দিবসত্রয় ধারাবাহিকভাবে প্রচারকগণ বক্তৃতা করেন। যথাক্রমে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস মহোদয়গণ যথাক্রমে বিভিন্ন বক্তৃতায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ বিশিষ্ট সজ্জনগণের আহ্বানে বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। চাঁদপাল জজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ পাঠমুখে শাস্ত্রের বহু অমূল্য তথ্য বিষয়ে বহু যুক্তি ও প্রমাণসহ আলোচনা করিয়াছিলেন।

হাওড়ায় প্রচার

গত ১৮ই বৈশাখ ১লা মে রবিবার দিবস কালুপুর গ্রামে ভদ্রকালীর নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রহ্লাদ-চরিত্র হইতে যুধিষ্ঠির মহারাজের দেবর্ষি নারদের প্রতি প্রশ্ন করিয়া হিরণ্যকশিপু পিতা হইয়া কি প্রকারে স্বপুত্র প্রহ্লাদের প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে দেবর্ষি নারদ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করেন। দেবর্ষি নারদ মহাশয় বলেন, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ষণ্ডামর্কের নিকট রাজনীতি শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু সর্ব্বভূতের আত্মবন্ধু প্রহ্লাদ মহারাজ উক্ত প্রকার শিক্ষায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাকে 'কি উত্তম শিক্ষা করিয়াছ?' প্রশ্ন করায় প্রহ্লাদ মহারাজ আত্মসঙ্গের কারণ এবং সর্ব্বদা উদ্বেগের স্থান গৃহরূপ অন্ধকূপ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে নববিধা ভক্ত্যঙ্গ যাজনদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করাই উত্তম বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে শ্রীহরির আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার (হিরণ্যকশিপুর) আরাধনা করিতে বলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাহা না করার জন্য তাঁহার (প্রহ্লাদের) প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। পিতা হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে তাঁহাকেও যে পরিত্যাগ করা উচিত তাহা প্রহ্লাদ মহারাজ নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

নির্য্যাণ

শ্রীচৈতন্যমঠের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারী প্রভু গত ১৮ই মে (১৯৩৮), ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫) বুধবার মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজপত্তনস্থিত শ্রীমদ্গৌরপার্ষদমঠে স্বধামগত হইয়াছেন। তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন মঠে ঐকান্তিকভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। মঠের সেবা ব্যতীত তিনি বিভিন্ন স্থানে গ্রাম্য বিভিন্নভাবে গমন করিয়া প্রতিস্থানে প্রচারকার্য্যেও নানাভাবে প্রচারকগণকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত-প্রয়াণে বৈষ্ণববৃন্দ আন্তরিক বিরহ দুঃখ অনুভব করিতেছেন।

"গুরুদেবের নিকট হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা' আধ্যক্ষিক জ্ঞান নয়—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান। সেটি অপর সাধারণ মনুষ্যজাতির জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষি-বিশেষের জ্ঞানমাত্রও নয়। সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute Knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বিদ্-বিগ্রহ।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ ত্রিবিক্রম বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটি কথা

ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। তাঁহাতে কোন প্রকার শক্তির অভাব নাই। তাঁহার নিকট অসম্ভব ব'লবা কোন কথা নাই। জীবের শক্তি পরিমিত, কিন্তু তিনি অমিত-শক্তিশালী। মানুষ একই সময়ে দুই স্থানে থাকিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বা সকল স্থানেই থা'কতে পারেন। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু। দেবমনুষ্যা'দ কেহই তাঁহাকে মা'পতে পারে না। তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অগম্য অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয়বস্তু। ভগবান তাঁহাদেরও অচিন্ত্য চরিত্রেও সেবোন্মুখের নিত্য চক্ষুগম্য। বহির্মুখ আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু ভক্তগণ অপ্রাকৃত চিন্ময় নেত্রে বা চিন্ময় বুদ্ধিতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখিতে পান বা তাঁহাকে মাপিতে ও জানিতে পারেন। অজিত ভগবান্ তাঁহাদের নিকট জিত হন—প্রেমবশ্য হন। ভক্তের দেখা, মাপা বা জানা সবই কৃষ্ণসুখানুসন্ধানপর হওয়ায় সাক্ষাৎ সেবা। অতএব আমরা যদি জড়-চোখগুলির বুদ্ধিতে তাঁহাকে মাপিতে যাই তাহা হইলে আমরা বস্তুদর্শনে বঞ্চিতই হইব।

ভগবান্ নিজানন্দপূর্ণ। তিনি স্বপ্রয়োজন। সুতরাং কাহারও নিকট হইতে তাঁহার কোন কিছু গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। তথাপি তিনি পরমদয়ালু বলিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্বসুখের আকর। তাঁহাকে বাদ দিলে আর সুখশান্তি লাভের অন্য উপায় নাই। তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণই শান্ত আর বাদবাকী সকলেই অশান্ত—দুঃখী। অনেকে বলেন, 'ভগবানের সুখ হইলে আমাদের কি লাভ হইবে?' ভগবানের কোন অভাব নাই, তাঁহাকে কেউ সুখ দিতে বা বড় করিতে পারে না। তবে তাঁহার সন্তোষে দুঃখী জীবেরই সুখ লাভ হয়। একথা বুঝিতে না পারিয়াই স্বতন্ত্রবাদিগণ ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। বৃক্ষের মূলে জল দিলেই যে শাখা-প্রশাখাগুলি সতেজ থাকে, একথাটি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়াই আমরা সকলের মূল ভগবানের সেবা ছাড়িয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া কষ্ট পাই। বিভুর স্বার্থ বা সুখই যে আমার স্বার্থ বা সুখ ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাই অসুবিধা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।১১) 'যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ'—অর্থাৎ মুখে আকৃত 'চন্দ্রা'দ শোভা যেরূপ প্রতিমুখে (দর্পণাদিস্থিত প্রতিবিম্বে) লক্ষিত হয় সেইরূপ মানবগণ ভগবানের উদ্দেশে যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা সমস্ত নিজের জন্যই হইয়া থাকে—নিজ আত্মারই সন্তোষের কারণ হইয়া থাকে।

মুখকে সাজাইলে যেমন প্রতিমুখ বা প্রতিবিম্বের শোভা হয়, অন্য কোনও উপায়ে প্রতিমুখের শোভা হয় না, সেইরূপ বিশ্বরূপ ভগবানের সুখবিধান করিলে—ভগবানের মনোরঞ্জন করিলে প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবের সুখাদি হইয়া থাকে। ভগবানের সেবাসুখ বাদ দিয়া অন্য উপায়ে শান্তিলাভের উপায় নাই। সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিরন্তর ভগবৎসেবায় বিভোর থাকিয়া পরমানন্দলাভ করেন। অন্য কোন উদ্যম প্রয়াস বা নিজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কিছু করেন না।

আমরা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিলোকের কথা শুনিতে পাই। আমরা যেখানে বাস করি, সেই পৃথিবীই মর্ত্ত্যলোক। স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা বেশী দিন জীবিত থাকিয়া নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও রূপরসাদি বিষয় প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকেন। আবার ভোগপরিমিত কাল ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন। পৃথিবী অপেক্ষা স্বর্গে কিছু বেশীদিন অনেক প্রকার ভোগ করিতে পারা যায় বলিয়া ভোগিগণ স্বর্গলাভের জন্য দান, ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থপর্য্যটনাদি করিয়া থাকেন। নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কখনও স্বর্গে যাইতে চান না। স্বর্গ ও নরকে হরিভজনের সুযোগ না থাকায় তাঁহারা উভয়কেই সমান মনে করেন। দেবতারা স্বর্গে সকল সময়েই নানাবিধ সুখে মত্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহারা সুলেও ভগবানের সেবা বা হরিভজনের অবসর করিয়া নিতে পারেন না। আর পাতালে নাগ, দৈত্য প্রভৃতি প্রাণিগণ বাস করে। তাহারা মানুষের মত বিবেকযুক্ত নহে। সুতরাং হরিভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারে না। একমাত্র এই মর্ত্ত্যলোকবাসী নরগণই সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁহারা সদসৎ বিচার করিতে পারেন, সাধুগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হরিভজনের কথা জানিতে পারেন এবং সর্ব্বতোভাবে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। এইজন্যই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের মধ্যে মর্ত্ত্য অর্থাৎ পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীতে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে, সাধুসঙ্গ হইলে মানুষ ভক্তিসহকারে তাহা ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য হইতে পারেন। অভক্তগণের চক্ষে এই পৃথিবী দুঃখের আগার কিন্তু ভক্তগণের চক্ষে ইহা ভগবৎসেবার স্থান। ভক্তের চক্ষে এই পৃথিবীর ফল, ফুল, সাগর, কানন সকলই ভগবানের সেবার উপকরণ।

ভগবানের চরম উপদেশ- কায়মনো-বাক্যে ধর্মার্থকামমোক্ষ কিছুই না চাহিয়া ভগবানের শুদ্ধসেবা করা। এই শুদ্ধ-সেবায় আনুগত্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত যে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবার অভিনয় তাহা সেবা নহে—কৃষ্ণে ও কৃষ্ণের ভোগ-সামগ্রীতে ভোগবুদ্ধিমাত্র। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। গোবিন্দ-চরণই সর্ব্বসিদ্ধি। আবার এই গোবিন্দচরণ ভাগবতের হৃদয়ে স্থাপিত। সুতরাং সিদ্ধিই ভক্তসঙ্গ। কিন্তু যেখানে ভক্তসঙ্গ নাই সেখানে আবার সিদ্ধি কোথায়?

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থযুক্ত হওয়ার নামই বিপদ্গ্রস্ত। অনর্থ থাকাকালে সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনভজনের প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাদি হৃদয়ে উপদ্রব করিয়া থাকে। অন্যান্য বহির্মুখ ব্যাপারেই আমাদের উৎসাহ ও চেষ্টা প্রবল। উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত জীবের চরমধর্ম আর কিছুতেই নাই। হরিভজন জিনিষটী অন্তরে বাহিরে ব্যতিক্রম নহে, ইহা সেবোন্মুখের প্রত্যক্ষ—উপলব্ধির বিষয়। হরিভজনবৈষ্ণবের স্বরূপ ভোগচক্ষে দেখা যায় না। ভোগপর চক্ষে তাহা প্রাপকের অভাব বলিয়াই বোধ হয়। যিনি সেবাতে উন্মুখ হইয়াছেন একমাত্র তিনিই সদ্গুরু ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপাবলে বিষয়ের নিজস্বরূপ ও তাঁহাদের চিন্ময়স্বরূপ দেখিতে পান।

প্রজল্প

(গত ৮ই যে রবিবার শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'প্রজল্প' বিষয়ে বক্তৃতা-প্রদানকালে গৌড়ীয়-সম্পাদকগণের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকার অন্তর্গত 'প্রজল্প' শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।)

বহির্মুখ গল্পই ভক্তিবাধক। তাহা বহুবিধ। বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই প্রজল্প।

বৃথা গল্প অতীব অহিতকর। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে ভাবনাদি স্মরণ করিবেন। গীতায় বলিয়াছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

(গীঃ ১০।৮-৯)

অন্যত্র —

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

(গীঃ ৯।১৪)

এইরূপভাবে ভক্তি-সাধকগণ অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্মুখ লোকের সঙ্গে বৃথা গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে—'সর্ব্বদা আমার নামকীর্ত্তন করিবেন' এই উপদেশ পালন হয় না। সংবাদপত্রে অনেক গল্প থাকে। ভক্তি-সাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায় ধূমপান করিতে করিতে অন্য বহির্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পক্ষে কৃপালাভ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও অশুভ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়,

তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধক হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

বিতর্ক একটি ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে সমস্ত তর্ক করেন সে সকলই বহির্মুখ বিবাদ মাত্র। চিত্তের বঞ্চনা ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদে বলিয়াছেন যে, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" জীবের স্বমতি সত্যবুদ্ধিতে নিহিত আছে। সেই মতি ভগবৎপাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয়, কিন্তু দিক্, দেশ, দ্রব্য, প্রমাণ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর স্বাভাবিক শুদ্ধ মতি থাকে না। কি ভাল, কি মন্দ এরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজল্প হয় না। এইজন্য মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

'অতএব ভাগবত করহ বিচার।'

সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নয়। বৃথা তর্ক করিয়া যাঁহারা সত্য জয় করিতে থাকেন তাঁহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত হয় না, সুতরাং তার্কিকের সঙ্গত্যাগ অবশ্য কর্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন,—

তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটী স্মরণ করেন—

পরমার্থ-বিচার গেল করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥

বৃথা তর্কসমূহ হয় যথা,—নয় সত্য, নয় বেদ,—নয় বিবাদমূলক, নয় সুষ্ঠু—নয় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহ-প্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণও যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবতচরিত্র আলোচনা করেন তখন বৃথা তর্ক না হইয়া পড়ে, এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তিসাধকের কর্তব্য। কিন্তু ভক্তিসাধনের অনুকূল অনেক কথা আছে, তাহা পর-চর্চ্চা হইলেও দোষ হয় না। সম্পূর্ণরূপে পরচর্চ্চা ত্যাগ করিতে হইলে বনবাসই প্রয়োজন। ভক্তিসাধক গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্বভরণ সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণসংসারে স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয়কার্য্য সমস্ত কৃষ্ণসম্বন্ধ হইলে তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ কৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তিসাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয় এরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণসংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয় তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয় প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই। যথা শুকদেববচন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
(ভাঃ ২।১।৩-৪)

হে রাজন্! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে। অথবা স্ত্রীসঙ্গে রাত্রিকাল যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থচেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে কাল নষ্ট করে। দেহাপত্য-কলত্র ইত্যাদি সকলেই নিজ জন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না। শুকদেব শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপ বিষয়িদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এইরূপ কার্য্য বিশেষ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২য়)

উপদেশস্থলে এবং বিষয়সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা জগদ্গুরু যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধাচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? কোন সম্প্রদায় বা সাধারণ প্রচলিত সদাচার বিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তিবিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না। ভাগবতপ্রধান বৈষ্ণব বেণ রাজা সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন—

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ॥
(ভাঃ ৪।১৪।১৯)

বিপর্য্যয়মতি, উৎপথগতি, মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল না, যেহেতু সে ভ্রষ্ট-মঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছিল; অতএব উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতাবর্গকে ঐরূপ করাইয়াছিলেন। ইহাতে প্রজল্প হয় না। ভক্তিসাধকদিগের গুরু-বর্গগণীতে প্রাচীন ইতিহাস সকল সম্বন্ধে আলোচিত হয়। তাহাতে স্থানে স্থানে অসাধুদিগের চরিত্র আলোচনা দেখা যাইতেছে। তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তিবাধক প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল পরচর্চ্চা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।

বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতেই উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হেয়। পর-দোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরি-চালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। মিথ্যা জল্পনা কেবল বৃথা গল্পের রূপান্তর। গ্রাম্যকথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য; গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে নির্ব্বাহমাত্রে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশুবিবরণ, জ্যোতিষ ও ভূগোল ইত্যাদি বহির্ম্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥
(ভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০)

হে রাজন্! যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্গুণোদয় হয় সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গলস্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে কথায় উত্তমশ্লোক অনুগীত হন তাহাই রম্য, রুচির ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণবশোষণস্বরূপ।

সাধুনিন্দারূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরমপাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া ভাগ্যশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির কিরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা দশমে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং
লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো
মহদতিক্রমঃ॥
(ভাঃ ১০।৪।৪৬)

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদা বাক্য বলিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, পরকালগতি, শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ঃই বিনষ্ট হয়।

এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির অনুকূল নহে এরূপ সমস্ত প্রজল্পই ভক্তি-বাধক। বৈষ্ণবগণ বহু যত্নে উহা পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে 'বাচোবেগং' অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার উপদেশ আছে তাহা কেবল বৈধিক বৈষ্ণবার্থ। প্রজল্প পরিত্যাগ দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবন-নির্ব্বাহে যেটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার বাক্য ব্যয় করাই ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় সেই সমস্ত কথাই আলোচনা করা প্রয়োজন; পরের বিষয় লইয়া পরচর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ এই প্রকার উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন—

পরস্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥
(ভাঃ ১১।২৮।২)

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন তিনি অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হন।

নিরাকারবাদ

ঈশ্বর আছেন, তাঁহার দয়া আছে, কিন্তু তাঁহার চিন্ময় নিত্যাবয়ববিশিষ্টাকৃতি নাই। ঈশ্বরের জড়াতীত আকার আছে বটে, কিন্তু অনন্ত শক্তিগণে হেয় জড়াকারাতীত চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ থাকিতে পারে না। যেহেতু সেই-শক্তি, কেবল জীবের নিকট হইতে অপরশক্তি-সম্পর্ক-সম্পৃক্ত হইয়া উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। জীব যদ্বা তাহা হইতে উৎপন্ন তথাপি নিত্য-স্বরূপ ভগবানে তদধিষ্ঠান মানিলেই খর্ব্ব অশুদ্ধ হইয়া পড়িবে। নিরাকার শক্তি ব্যতীত সাকার জড়বিগ্রহ তাঁহার কুত্রাপি হইতে পারে না। যেহেতু জড়কার তাহা সিদ্ধ করিতে দেয় না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-মন্দির

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রী শ্রীব্যাস-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ... পারমার্থিক পুস্তকাগার আছে।

রক্ষক—শ্রীমৎ ... তীর্থ মহারাজ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন শ্রীপাটস্মৃতি। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পত্র প্রকাশিত ... অবস্থিত রহিয়াছে।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট-লীলাস্থান ... গোস্বামীর শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅভিরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইঘাটা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং অকল্যাণ্ড রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

পোঃ করিমার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বমণ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন...

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—দেশধারী,

পোঃ ফেরোজ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীশুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদবিহারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোদক দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শীশমহল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন দাস

(৬০) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ রঙ্গকুণ্ডা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল মুরুলি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা আচারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৫৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯). গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও অফিস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত ... ব্রজবাসী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
ভাতা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৬।০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৬৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৬৷০

চিনির দর

কাশীর, টাউন	১০৸৵০
কুলিপুর ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] মাখা	৯
[illegible]পুর মাখা	৮৷০—৯৵০
[illegible]পুর দানা	৭৸৵০ ৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
[illegible]কশালের বার	৩৪৷০
[illegible]রেণ	১২৲
চাদিরবার	৫৯৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] মধ্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible]টা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]টা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
[illegible]টা (এল)	৫৲—৫৷০
[illegible]টা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]টা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
[illegible]লাই	১৪৵০—১৸০
[illegible]	১৪৵০—১৸৵০

মুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	১৪৫৲
[illegible]	৬৫৷০

জাঁব	৯৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঙ্গা পাজরা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আবেন গোলার কাটর	৫৪৲
সিট্রন আবেন কভার	৫০৲
কবাতি পুরনিস কাভর	৪০৲
দাবাই বাখা	৫৩৲
ঐ কাটর	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাতল মাছ	৮।০
সুপারী বেনী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
ভুজী খরিজন	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৩।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০ -৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, গোলটু পয়সে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭৷০
বড়	৬৸০—৭৸০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ১৩৷০
ড্রইংএর চালান ৫৵০, পাটের চালান ৬৷০	
ভুলার চালান ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৮-৫ বরবার্ন রোড [illegible], [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:o:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:o:—

[illegible] দেওয়ানী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] প্রথম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রাকবৎসরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের বেতন ও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible] ৮ম ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সাহায্য [illegible] ছাত্রগণকে [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ক্ষেত্ররোগ কি জন্য?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইতেছেন তাঁহাদের আরোগ্যর জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস"-এর "ক্ষেত্ররোগ" ব্যবহার করিবেন। এমন আশ্চর্য্য জ্বর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্দ্ধা-পাপুড়া, সামন্ত এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ক্ষেত্ররোগ" ব্যবহার। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও লিভারে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ১ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
গ্রাম শঙ্করনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
[illegible] ৭২-২৪১নং [illegible] পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ [illegible], পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গলায় ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৶০ [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্যদেবের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপারদর্শী সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাময়ী এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষা বহু সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত স্চীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার: গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরাজ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিদিন প্রতি লাইন ৫০	৷৵৹	৷৵৹	৷৵৹	১০
" " ইঞ্চ ২	১৷৹	১৷৹	১৷৹	১
সিকিকলম ৫	৮৹	৩	৩	২
" অর্দ্ধকলম ৮		৫	৫	৫
এক কলম ১৫	১০	১০		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪৷৹
" সিকি কলম ১৬	১৫
" অর্দ্ধকলম ২৪	১০
" এক কলম ৩০	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	৩৷৹
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২৭
রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
" ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৯ ২১-৯০

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৭
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ৬৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭ ৪১ ২০ ৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ৭-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-নৈষ্ঠিক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C 1448

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য কর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২৬শে মে, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৭৩ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

উড়িষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব

গত ২০শে মে প্রাতঃকালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠদাসের সভাপতিত্বে উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির বৈঠক বসিয়াছিল। প্রকাশ, কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহের নিমিত্ত এক প্রশ্নপত্রের খসড়া স্থির করিয়াছেন। জানা গিয়াছে রিপোর্ট রচনার পূর্ব্বে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস এ বিষয়ে উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশের বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিবেন।

যুক্তপ্রদেশে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের জন্য যুক্তপ্রদেশে যে নিয়মকানুন কমিটি গঠিত হইয়াছে, উক্ত কমিটি [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন। সহর অঞ্চলে সাধারণ অথচ বেশ শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত করা হইবে; তবে তাঁহার বাড়ীতে [illegible] ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। যে সকল ল' মোক্তারী আইন ব্যবসা করেন না বা ভবিষ্যতে করিবেন না তাঁহাদিগকেও নিযুক্ত করা হইবে।

বঙ্গের লবণ শিল্প

বঙ্গদেশে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য [illegible] গবর্ণমেণ্ট একজন 'স্পেশাল অফিসার' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল [illegible]' [illegible] অবগত হওয়া গেল যে, উক্ত কর্মচারী তাঁহার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, উক্ত স্পেশাল অফিসার রায় বাহাদুর ডি এন মুখার্জ্জি এই জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের লবণ শিল্পের উন্নতির উপায় সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট মিঃ পিট নামক একজন [illegible]

মিঃ পিট তখন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বঙ্গদেশে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদনের বিষয় কল্পনাও আনা যায় না। মিঃ মুখার্জ্জী রিপোর্টে এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মিঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন যে, বঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট আছে। লবণ-শিল্পের উন্নতিকল্পে যাহা কিছু প্রয়োজন, বঙ্গদেশে সে সম্পদের অভাব নাই। সুতরাং মিঃ পিটের ন্যায় হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই।

কাঁথি মহকুমায় গ্রামে হাসপাতাল

মেদিনীপুর জেলার অন্যতম সম্ভ্রান্ত জমিদার স্বর্গীয় রামচন্দ্র বেরা মহাশয়ের [illegible] অঞ্চলের অশিক্ষিত ও সাধারণ লোকদের কষ্টে ব্যথিত হইয়া একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর ১৩২৯ সনে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় [illegible] ও শ্রীযুত [illegible] পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুসারে কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানার অন্তর্গত [illegible] বীরবন্দর বাজারের সমীপবর্ত্তী [illegible] নামক স্থানে প্রায় দশ বিঘা জমির উপর ছয়টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি পাকাবাড়ীতে চিকিৎসালয় এবং সভাগৃহ যুক্ত একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন।

হাসপাতালে রোগ পরীক্ষা ও অস্ত্রোপচারের জন্য আবশ্যক যাবতীয় যন্ত্রপাতি আছে।

দুইজন অভিজ্ঞ এম, বি, ডাক্তার, দুইজন পাশকরা কম্পাউণ্ডার, একজন শুশ্রূষাকারী ও ১ জন শিক্ষানবীশ কম্পাউণ্ডার, একজন পিয়ন, একজন মেথর ও একজন পাচক দ্বারা হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের [illegible]

প্রতিষ্ঠাতাগণ হাসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২,৩০০ বিঘা জমি এবং নগদ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ ও জমির উপস্বত্ব দ্বারা হাসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

ব্রহ্ম ও ভারতের ডাক মাশুল

ব্রহ্ম বিচ্ছেদের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ডাক মাশুলের যে হার ছিল, কলিকাতার ভারতীয় বণিক সমিতি পুনরায় সেই হার প্রবর্ত্তন করিতে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছেন যে, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব্বের হার প্রবর্ত্তন করিতে সম্মত না হন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নহে।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ডাক মাশুলের হার অনেক বৃদ্ধি করা হয়, সম্প্রতি আবার কিছু হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু খামের মাশুলের যে হার ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে চিঠি ভারী হইলে মাশুল খুব পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিতে হয়,—কম নহে। ভারত গবর্ণমেণ্টও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট বলেন, অধিকাংশ চিঠিরই ওজন কম, কাজেই নূতন হারে অধিকাংশ লোকের সুবিধা হইতেছে। যাহা হউক, ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বণিক সমিতির আবেদনের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দুই দেশের মধ্যে মাশুলের হার হ্রাস করিতে হইলে উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি আবশ্যক।

গোরা সৈন্যদের পাটনা ও খগৌল গমন নিষিদ্ধ

পাটনা পুলিশের আবেদনের ফলে, দানাপুর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, এখন হইতে সেনাদলের লোকদিগকে পাটনা অথবা খগৌলে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাদিগকে শুধু ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকার ভিতরেই থাকিতে হইবে।

এই আদেশের ফলে পাটনা সহর ও খগৌলে যাইবার রাস্তায় পুলিশ পাহারা বসান হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভা

নাগপুর জিলা বার এসোসিয়েশনের এক বৈঠকে গত ২০শে মে মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রি সভা পুনর্গঠনের দাবী জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মিঃ [illegible] প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং মিঃ [illegible] সমর্থন করেন। প্রস্তাবপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে এখনও যাবৎ কলহ ও মনোমালিন্য চলিতেছে এবং সরকারী চাকুরী ও [illegible] দলাদলি, আত্মীয়পোষণ প্রভৃতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে এসোসিয়েশন মনে করেন, প্রধান মন্ত্রীর পদে নূতন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত ... ১ম ... ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড— ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ ... ৷০
১৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৬। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাফলম্ ... (সানুবাদ)
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ১
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রবন্ধ-চিন্তা ৷০
৫২। নবধাভক্তি (সানুবাদ) ৷০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। ... কালী বা সারাসার ... ৷০
৫৬ [illegible] ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (সানুবাদ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৶০
৫৯। চিত্রভাবাবলী ৶০
... ৵০

দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত
৬০ [illegible] ৷০
৬১ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজ্ঞানঃ ৷০
৬২। ... শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত
৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ এস্পেক্টস অব বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টলজি ৷০
৭২ রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible] ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ... পেসিমিজম অ্যান্ড ... ক্রিটিসিজম ৷
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত
৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত
৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত
৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৲ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিত্যসেবা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণিকামাত্রই
একসঙ্গে পাঠে যুগপৎ ...
পাঠ ও বহু সাধুগণের কথা
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গণের প্রবন্ধসহ রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

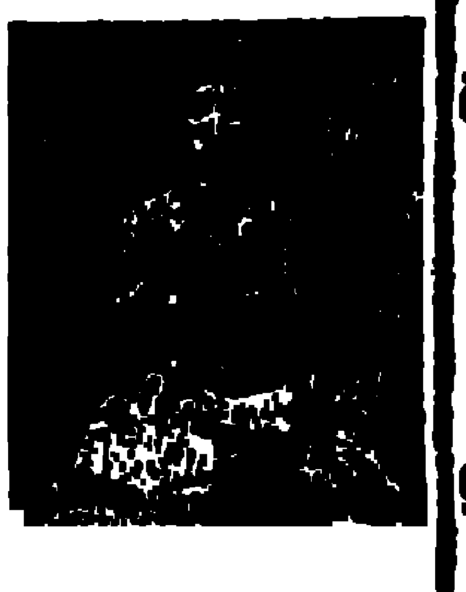

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

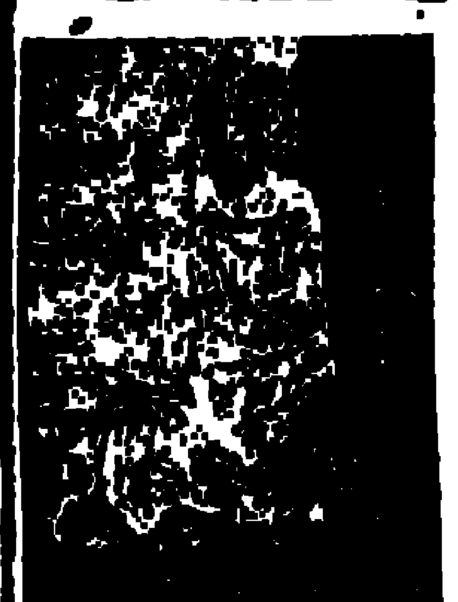

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ১২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৬শে মে ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় প্রপন্ন-সদনে সাপ্তাহিক অধিবেশন

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদনের সাপ্তাহিক অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। গত ১১ই মে শনিবার উক্ত অধিবেশনের কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে। গুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে মঙ্গলকুটা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনন্তরাম পট্টনায়ক মহোদয় ছত্রপুর উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শেখরের দাস মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বর্ত্তমান দেশে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পার্থক্য ও বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের স্ব-স্ব সন্দেহ নিরসন করত নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

গঞ্জামে প্রচার

গত ১৫ই মে তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ বড়কোদণ্ড গ্রামবাসিগণের সাদর আহ্বানে কয়েকজন ভক্তসহ উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আদিনারায়ণ পট্টি মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু নারদ পট্টি মহাশয়ের নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করত তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ের শিষ্যাভিমানী ছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে প্রত্যেকেই সদ্গুরুর পদাশ্রয় করা কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার কতিপয় ব্যক্তি গুরুত্যাগ বা সম্প্রদায়ত্যাগ দোষাবহ কি না প্রশ্ন করায় স্বামীজী নানাশাস্ত্রযুক্তিদ্বারা সদ্গুরুর লক্ষণ, সম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালী ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভজন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ ওড়িয়া ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শেষে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৎপর দিবস ঐ গ্রামে '[illegible] শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা নিষেধ কেন?' কয়েকজন ভদ্রলোক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী মহারাজ নানা শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাহার সদুত্তর প্রদান করেন। স্মার্ত্তগণের নিজস্বার্থে বাধা হওয়ায় তাঁহারা মৌখিক নানা প্রতিবাদ করিলেও স্বামীজীর শাস্ত্রযুক্তিতে পরাস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে কীর্ত্তনান্তে প্রায় রাত্রি ৯টার সময়ে স্বামীজী মহারাজ স্বস্থানে ফিরিয়া যান।

হাওড়ায় প্রচার

গত ১৯শে বৈশাখ ২রা মে সোমবার দিবস প্রাতে হাওড়া জেলার কালুপুর গ্রামনিবাসী কতিপয় ভদ্রলোক ভগবৎ-সেবার জন্য কিরূপে মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করা যায় এবং শৌক্র ব্রাহ্মণ কেন সিদ্ধ নয় প্রভৃতি বিষয় পরিপ্রশ্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাঁহাদের সকল [illegible] আনন্দবর্দ্ধন করেন।

গত ২০শে বৈশাখ ৩রা মে মঙ্গলবার দিবস স্বামীজী মহারাজ উক্ত স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের বিষয় পাঠ করেন। কি প্রকারে তিনি সপ্তদ্বীপপতি হইয়াও শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। উহা শ্রবণে অনেকেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

গত ২১শে বৈশাখ ৪ঠা মে বুধবার দিবস প্রাতে স্থানীয় শ্রীযুক্ত ললিত বাবু ও ডাঃ বিভূতিবাবু স্বামীজীর নিকট আগমন করিয়া নির্বিশেষ মতের হেয়ত্ব শ্রবণে উহা স্থাপন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই পরমপুরুষার্থ—এরূপ প্রকার বলেন। কিন্তু স্বামীজী মহারাজ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাঁহাদের মত খণ্ডন করেন। কৃষ্ণই স্বরাট্, পুরুষোত্তম এবং প্রেমাই একমাত্র প্রয়োজন। তিনি নির্বিশেষ নিরাকার নন; তিনি সাকার ও সবিশেষ। তিনি ইচ্ছাময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষ। তাঁহার জড় আকার নাই বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে জড়বিশেষরহিত বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মত ও বৌদ্ধের মত শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করেন। এই সমস্ত শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিয়া এবং ভক্তের মহিমা শ্রবণে ললিতবাবু অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ঐ দিবস স্বামীজী কালুপুর হইতে রতনপোতা গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন।

স্বামীজীর প্রচারকার্য্য — সুন্দর ভাবে একটা সাড়া আনিয়া দেয়। পাঠের আদি ও অন্তে প্রত্যহই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অপস্বার্থ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নহে। যে কীর্ত্তনে কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাপরিকর প্রভৃতি কৃষ্ণস্বরূপগণের প্রচুর কথা না হয়, তথায় অহং-মম-ধারণাবিশিষ্ট স্থূল ব্যক্তির প্রচুর বা মায়ার প্রচুর নিন্দাই কীর্ত্তিত হয়। সুতরাং তাহা ছুঁচো বা মায়ার কীর্ত্তন হইয়া গেল। উহা কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে পারে না।

কৃষ্ণকীর্ত্তন আমাদের স্বভাব ও জীবাতু। পরপ্রদত্ত সম্মান বা নিজার্জ্জিত সম্মানস্পৃহা তাহার বিরোধী। প্রতিষ্ঠাশা হইতে দূরে থাকিব এবং অপরকে সম্মান প্রদান করিলে নিজসম্মানের হানি হয় দেখিয়া অপরকে সম্মান প্রদান দ্বারা নিজের সম্মান নষ্ট করিব। তাহা হইলেই আমার অনাদি বাসনার যোগ্যতাদর্শনে স্বাভাবিক কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করত বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করিবেন এবং তাহা হইলেই আমি নিত্যজীব কৃষ্ণভক্তের পাছে থাকিয়া নিরন্তর অপ্রতিবন্ধকভাবে সেবাসিদ্ধি লাভ করিয়া সার্থকজন্মা হইতে পারিব।

"শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা' আধ্যক্ষিক জ্ঞান নয়—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান। সেটি অপর সাধারণ মনুষ্যজাতির জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষিবিশেষের জ্ঞানমাত্রও নয়। সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute Knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বিদ্বিগ্রহ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ ত্রিবিক্রম আদি [illegible] গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটা অনাত্মবস্তু। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্তনশীল; দেহ ও মন—পরিবর্তনশীল। মনের মধ্যে পরস্পর বিরোধ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই বিবাদ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলে প্রণয়। প্রতিমুহূর্তে আমরা আমাদের দেহ ও মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করি। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পঞ্চমবর্ষীয় বালকের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ, বৃদ্ধের দেহ পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনে পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি' বস্তুকে আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন করিতেছে।

মন চেতনের আলোচনা করে না; মন সর্বদা অচেতন বস্তুদর্শনে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন—কেবল চেতনধর্মবিশিষ্ট নহে, অচেতন ধর্মের সহিত সম্বন্ধ বিধায় কেবল-চেতনবস্তুর বস্তুদর্শনে অসমর্থ। আত্মা তখন ত' অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—'নিত্যবস্তু, অপরিণামী বস্তু।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মার বৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্মের অপব্যবহার হেতু পরমাত্মা ব্যতীত অন্য-বস্তুতে মমতা-বন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে। আত্মার বৃত্তি সুপ্ত—একথাও ঠিক নয়। কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল, তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার; আর যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপথগামী হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মার বৃত্তি বর্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে, এই মাত্র। যেমন আমরা যদি কাশীতে যাইব মনে করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জিলিং এর গাড়ীতে চড়িয়া বসি তাহা হইলে আমাদের ষ্টেশনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ববিধ শারীরিক চেষ্টা করা হইল কিন্তু আমাদের গন্তব্য পথে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে কিন্তু অন্য বস্তুতে নিযুক্ত করার দরুণ বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তি আছে—কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্তমানে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর সুখাদি বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছে। 'আমি' বা 'আত্মা'র অনুশীলনীয় একমাত্র পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আমি কিন্তু বর্তমানে পরম-বস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। ঘ্রাণ এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, রূপ অ-রূপ দর্শন করিতেছে, ভগবানের স্বরূপদর্শনে সমর্থ হইতেছে না, বৃত্তির অপপ্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

যাহারা দেহ-মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্য-বৃত্তির অপব্যবহার করার দরুণ এরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এরূপ দুর্দশার মধ্যে যখন কেহ কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দশার কথা জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়।

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন করিত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ত' এইখানেই পড়িয়া থাকে। সুতরাং দেহ ও মনের অনুশীলন নিত্যবৃত্তি পদবাচ্য নহে।

"আমি" জিনিষটী "আমার" অনুসন্ধান করে, আত্মা পরমাত্মার অনুসন্ধান করিয়া থাকে। জগতের বিচারপ্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাবা খেলিতে পারি, কিন্তু তাহাতে বাস্তবসত্যে উপনীত হইতে পারা যায় না। আত্মার কথা দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়; পরমাত্মা—প্রযোজক-কর্তা, জীবের তাৎকালিক বদ্ধতা অভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখদুঃখরূপ ফলভোগ করান। তখন বদ্ধজীবের অভিমানে কদর্যরূপ ভগবান্ ভোগ্য হইয়া পড়ে। 'ঈশাবাস্য' প্রতীতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না। সে মনে করে, জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থের জন্য, অনাত্মবৃত্তিতে 'আমি' বহু স্ত্রীর ভর্তা, বহু স্থানের মালিক। এইরূপ বুদ্ধিতে জীব নিজেকে কর্মফলের ভোক্তা কল্পনা করিয়া কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়।

এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে সমগ্র জগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্মপ্রচারক, যেখানে যত ধর্মের শ্রোতা, সকলেই চান তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে। [illegible] লালায়িত। 'আমার ভোগ', 'আমার ভোগ', 'দেহি দেহি' রবে জগৎ পরিপূরিত। কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা একবারও কীর্তন করে না। যেদিন হৃষীকেশের সেবা করাই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেইদিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই একমাত্র কর্তব্য। যেখানে যেখানে অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে সেখান হইতে পরমপুরুষের সেবা হওয়া উচিত। আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি সেখান হইতে হরিসেবাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। ঊর্দ্ধজগতে ও অধোজগতে মানুষ, দেব ও পশুপক্ষী যেখানে যতপ্রকার অস্তিত্ব আছে, তাহাদের সকলেরই একমাত্র ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য নাই। অন্য কিছু 'বৃত্তি' পদবাচ্য নহে।

'আত্মা' শব্দে আমি, 'পরমাত্মা' শব্দে পরম-আমি অর্থাৎ প্রাভব ও বৈভবপ্রকাশপূর্ণ কর্তৃসত্তাধিষ্ঠান সমগ্র আমি বা পরমাত্মাও আমিই; শিববিচারে 'পরম-আমি' আত্মবিচারে অণুশক্তিক আত্মবাধ্য বিভুর অধীন ক্ষুদ্র-আমি। শ্রুত্যাদি শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তু একটী, তাহাই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব 'অর্থাৎ' চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য-যুক্ত অদ্বয়তত্ত্ব। 'পরম আমি' বা বিভু-তত্ত্ব আমির স্বার্থপূরণ করাই আত্মস্বামিত্বার নিত্যা বৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই আত্মার অহৈতুকী অপ্রতিহতা বৃত্তি।

সত্য—বাস্তবসত্য—পরমসত্য একমাত্র কৃষ্ণপাদে আবদ্ধ। রসময় রসিকশেখরের পাদপদ্মসেবায় প্রমত্তজনগণের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই সেবা পাইব।

সাধুসঙ্গ

(উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী)

সাধুসঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে সাধু ও অসাধুর স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। সাধু আমাদের অজ্ঞ ধারণার অন্তর্গত বস্তু নহেন। আমরা কেহ পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজনকে, কেহ স্বদেশবাসীকে সাধু বলিয়া ধারণা করত তাঁহাদের সঙ্গকেই সানন্দে বরণ করিয়া থাকি, কেহ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধনসরবরাহকারী ব্যক্তিসমূহের সঙ্গকেই ভালবাসি। কিন্তু উহারা কি সাধুপদবাচ্য বা উহাদের সঙ্গই কি আমাদের মঙ্গলের কারণ? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥

(ভাঃ ৫।৫।২-৩)

পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সংসার-মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত (কৃষ্ণনিষ্ঠ), অক্রোধী, আমি যে ঈশ্বর—আমার প্রীতিকেই যিনি পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করেন, ভোজনপানাসক্ত ব্যক্তিগণের কথায় যাঁহার রুচি নাই, পুত্র-কলত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহে যাঁহার প্রীতি নাই এবং ইহলোকে দেহযাত্রা নির্বাহোপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক ধনে যিনি স্পৃহা করেন না তিনিই "মহৎ"। নিরন্তর ভগবৎসেবারত বৈষ্ণবগণই মহৎ। এবম্বিধ মহতের সঙ্গ করিলে মহৎ হওয়া যায়, ভোগপ্রবৃত্তি দমন হইয়া অসৎসঙ্গ হইতে নিস্তার লাভ হয়। মহত্তম—শ্রীভগবান্। ভগবানের সঙ্গ যাহারা

নিত্যকাল করেন তাঁহারা সাধু, ভগবানের চিন্তাধারা তাঁহাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ প্রবাহিত। আর অসাধু তাহাদিগকেই বলা যায়, যাহারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে রত, কৃষ্ণেতর বিষয় যাহাদের ধ্যান-জ্ঞান। তাহারা সাধুর মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না।

সাধুর নিকটে বসিয়া থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না বা সাধুর নিকটে দশ বৎসর বা বিশ বৎসর থাকিয়াছি অতএব আমার ন্যায় সাধুসঙ্গ কেহ করিতে পারেন নাই, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। বিশবৎসর বা দশবৎসর থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না, যিনি ঐ প্রকার অভিমানে স্ফীত তিনি চিরকাল অসাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তাই সাধুর কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত। সাধুসঙ্গ ক্ষণকাল যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আর ইতর পিপাসা থাকে না। তিনি তখন ক্রমশঃ সাধুসঙ্গের জন্য সতত লালায়িত হন, সাধুসঙ্গকারীর হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ, ক্রূরতা থাকে না, সেখানে কেবল সেবোন্মুখ প্রীতি-বিধানার্থ সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া পড়ে।

সঙ্গ ছয় প্রকারে হইয়া থাকে। অসতের সহিত আদানপ্রদান করিলে অসৎসঙ্গ হয় আর সতের সঙ্গে আদানপ্রদান করিলে সৎসঙ্গ হয়। যথা—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাজি সাধুসঙ্গ কর ভাই।
প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি' সদাই॥
দানগ্রহ, গুহ্য কহ 'জিজ্ঞাসা' বর্ণন।
ভুঞ্জন-ভোজন দান সঙ্গের লক্ষণ॥

পূর্বোক্ত শ্লোকের প্রথমে 'দদাতি' এই শব্দটী রহিয়াছে। 'দদাতি' শব্দের অর্থ লোকাপেক্ষা কিছু দেওয়া এই প্রকার বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বৈষ্ণবকে দেওয়া শব্দের অর্থ আত্ম-সমর্পণ। "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর, অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর।" আমার বলিতে যাহা তাহা সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করার নামই দেওয়া; 'প্রতিগৃহ্ণাতি' অর্থাৎ গ্রহণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সম্পত্তি, তাঁহার নিকট সেই মহামূল্য সম্পত্তি অতি যত্নে গচ্ছিত রহিয়াছে। তাঁহার চরণে যেদিন আত্মসমর্পণ করিতে পারিব সেদিন তিনি কৃপাপূর্বক আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্ম দান করিবেন। সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের জন্য আমাদের সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন। 'গুহ্যমাখ্যাতি' অর্থাৎ আমার ভজনপথে যত প্রকার বাধাবিঘ্নরূপ হৃদয়-দৌর্বল্য আসিবে, সেই দুর্বলতার কথা শ্রীগুরুর নিকটে বলা, আর তাঁহার নিকট হইতে শুনা—অর্থাৎ ভজনকথা শ্রবণ করাই একমাত্র মঙ্গলের উপায়, ভগবানকে খাওয়াবার সামর্থ্য আমাদের নাই, জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের, তিনি আমার কাছে তাঁহার সম্পত্তি যতটুকু গচ্ছিত রাখিয়াছেন, ততটুকু দ্বারা জগৎপতি ভগবান্‌ ও ভক্তের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার অবশেষ অর্থাৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাই রসনা জয়ের একমাত্র উপায়। আর যদি আমার বিষয়সমূহ বৈষ্ণবসেবায় উৎসৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে বলিতেছেন, —"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ।" আমি বিষয়ী হইলে, আমার উপার্জিত অন্ন বা আমার ন্যায় বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্তের বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ছয়টী বিষয় সাধুর সহিত সম্যক্‌রূপে আদানপ্রদান করিলে তবে সাধুসঙ্গ হইবে। আর এই প্রকার ছয়টী বিষয় বিষয়ীর সঙ্গে করিলে অসাধুসঙ্গ হইয়া থাকিবে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

সাধুসঙ্গের দ্বারাই সর্ববিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার মহৎ বা সাধুর সঙ্গ যাহাতে হয় তজ্জন্য আমাদের সতত সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমরা কেবল সাধুর নিকট থাকিয়া, সাধুসঙ্গ করিতেছি এই প্রকার ধারণা করিয়া যদি কালাতিপাত করি তাহা হইলে "করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস" এই প্রকার অবস্থা জানিতে হইবে। সাধুর—গুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া যেন বলিতে পারি,—

ওহে,
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ' হে আমারে
ব'সেছি সঙ্গের আশে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার নিজজন আমার যথাসর্বস্ব—এই প্রকার বিচার করত বিষয়ের সঙ্গ বর্জন করিয়া উপরিউক্ত ছয় প্রকারে সতের সঙ্গ করার নামই সাধুসঙ্গ।

সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ দ্বারাই সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুকে মুখে মানি, তাঁহার আনুগত্য দেখাই, কিন্তু যদি তাঁহার মঙ্গলময়ী কথা না শুনি তাহা হইলেও সাধুসঙ্গ হইবে না। আবার অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সম্মান

(উপদেশক শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

মহর্ষি মনুর মতে—"সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।"—পর-প্রদত্ত সম্মান হইতে ব্রাহ্মণ সর্বদা সমুদ্বিগ্ন হইবেন। পরাশর ঋষি বলেন—"সম্মাননাৎ পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।"—পরকৃত সম্মান হইতে শ্রেষ্ঠ হানিকর আর কিছুই নাই।

সুতরাং সম্মান বা প্রতিষ্ঠার ন্যায় শত্রু সাধকের আর নাই। "আমি সম্মানী" এই প্রকার জ্ঞান সমস্ত প্রকার দোষের আশ্রয়স্থল; যেহেতু নিজদোষসমূহের বাহুল্যও উক্ত অভিমানের নিম্নে চাপা পড়িয়া যায়, অভিমানী তাহা দেখিতে পায় না।

আমি বড় বা বড় হইব, এইরূপ ধারণা হইতেই সম্মানস্পৃহা হৃদয়ে জাগে। অস্বাভাবিকতাই বস্তুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা। 'দাস আমি'র পরিবর্তে 'বড় আমি' অভিমান কৃষ্ণদাস চিৎকণ জীবের পক্ষে অস্বাভাবিক। সুতরাং ইহা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুরবস্থা। মায়াবাদের হাওয়ায় পুষ্ট ধারণাই নিজেকে বড় মনে করায় এবং বড় হইবার জন্য নানা আয়োজন-চেষ্টায় নিযুক্ত করে। এই প্রকার ধারণা লইয়া অনেকে "বড় হইতেও বড়" বস্তুর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া "পঞ্চত্ব" প্রাপ্তি লাভ করে। ইহা জাগতিক ভোগবাদী সম্মান-কামিগণের প্রতিপক্ষে যাহারা ত্যাগবাদের ধারণা লইয়া জড়বিলক্ষণ বৃহদ্বস্তুর (ব্রহ্মের) সাযুজ্যপ্রয়াসী তাহাদের অর্থাৎ মায়াবাদীদের অবস্থা। আবার যাঁহারা জাগতিক ক্ষুদ্র ভোগবাদী অর্থাৎ "দলের মধ্যে মোড়ল" বা বড় হইবার ধারণাবশতঃ সম্মানকামী, তাঁহারা দলের দেওয়া সম্মানে স্ফীত হইয়া "ব্যাঙ ফাটা" অবস্থা লাভ করেন। বস্তুতঃ অন্যান্য দৃষ্টান্তে তাহাকে "কে শা প্র শ ত তা প জ পুনঃ শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ" ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বলে দেখা যায়। নিজের ক্ষুদ্রদর্শন বা অপর দলের ক্ষুদ্র দর্শন তাহাকে বড় বলিয়া মানিয়া লইলে বা মানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহা বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

কৃষ্ণের দাস্য অস্বীকৃত হইলে প্রভুর অভাবে আমিই প্রভু বা বড় হইতে যাই। তখন অন্যের প্রদত্ত সম্মান হৃদয়ে স্পৃহণীয় হইয়া পড়ে এবং পরকৃত সম্মানধারা নিজ হৃদয়ের "আমি বড়"-ভাব পুষ্ট করি। আমি বড় এ ধারণা হইতে নিজদোষদর্শনের ক্ষমতার অভাবে উহা দূরীকরণ সম্ভব হয় না। তাই ত বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"আমি বড় হইব না, দাস হইব।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন—"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।" "উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।" অর্থাৎ নিজের দোষগুলি দূর করতঃ উত্তম হইব, কিন্তু 'আমি বড়' এ ধারণা হৃদয়ে স্থান দিব না।

বিশেষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যে পাত্র যোগ্য আধারই কৃষ্ণদাসরূপ স্বাভাবিক আত্মসম্পত্তিতে ভরপুর, তথায় "আমি বড়" রূপ অভিমানের স্থান নাই।

বস্তুর স্বভাব নিত্যস্থায়ী। আমরা স্বভাবতঃ ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ বলিয়া আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব তাঁহার আনুগত্য-ক্রিয়া নিত্য-অনুষ্ঠেয়। তাদৃশ আনুগত্য-হীন হইলে স্বভাবের বিকৃতি হেতু আমরা আনন্দলাভে অসমর্থ হই।

আমাদের চিত্ত দর্পণ মলিন বলিয়া আমরা বর্তমানে আমাদের দাস্য-মূর্তি দেখিতে পারিতেছি না। সুতরাং অন্ধ ধারণায়ই নিজেকে বড় বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি অথবা নিজেকে বড় করিবার চেষ্টায় কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এতাদৃশ দুর্গত আমাদের কল্যাণকামনায় কীর্তন করিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ সর্বপ্রথমে নিজেকে তৃণাধিক হীন—অনবদাস মনে কর। তরু-অপেক্ষা সহিষ্ণু হও এবং অন্যের নিকট নিজেকে সম্মানপ্রাপ্তির উপযুক্ত মনে না করিয়া নিজেকেই অপরের সম্মান-প্রদানের পরম উপযুক্ত কর। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তনে তোমার এই সমস্ত গুণ লব্ধ হইবে এবং ঐ প্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইয়া যখন হরিকীর্তন করিতে পারিবে তখন তাহাই হইবে তোমার স্বভাবের ক্রিয়া, সুতরাং আনন্দবিধায়ক। পূর্বোক্ত কীর্তন—সাধনক্রিয়া; তদ্দ্বারাই তোমার অনর্থ দূরীভূত বা চিত্তমল অপসারিত হইবে এবং অনর্থাপগমে বিমল চিত্তদর্পণে নিজদাস্যমূর্তির দর্শন এবং স্বীয় দাস্যভাবের স্বাভাবিক মুক্ত স্ফূর্তিতার কৃত্য কৃষ্ণকীর্তন করত কৃতকৃতার্থ হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে—আমাদের স্বরূপ ক্ষুদ্র চিৎকণ। সেই স্বরূপের স্বভাব বা স্বাভাবিক কৃত্য কৃষ্ণকীর্তন। অমানী না হইলে সেই কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার লাভ হয় না; কারণ, কৃষ্ণকীর্তনকারী কৃষ্ণের প্রভুত্ব স্বীকার না করিলে তাহা কৃষ্ণকীর্তন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ—এখানে শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। মূলপাঠীন এবং শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'নদীয়া-প্রকাশ'-এর দপ্তর আছে।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৩

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহান্তগুরু-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও মাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ অবৈকুণ্ঠ ভক্তিসৌরভ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমৎ কমলা রাম মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিভানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীদীনেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীব্রহ্মাণ্য গৌড়ীয় মঠ

বাউগাছা—(শ্রীমন্নিত্যানন্দের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসদর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভুটিয়া রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারদদ্ব-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিবাব, জিঃ শাহাজাহানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বেহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমহামায়া দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনারী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত-বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীশরদেবী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপারা,

পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সচ্চিদ্‌-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কমলেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণ-মঠ

পোঃ মমুনপুরা, পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) জসবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জসবি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আরাগাঁও (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুম্বরুজা, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।১৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
মাগরা নূতন	৬৵০
ঐ পুরাতন	৬৲
[illegible]	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৲—৪৷৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] দানা	
আমপুর দানা	৮৷০—৯৵০
আমপুর দানা	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৫৷০
টাকশালের বার	২২.
[illegible]	৫৬৷০
[illegible]	

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (১)	৫৷৷০—৫৷৷৵০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এ)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৷৵০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷৵০

ডালের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	১৩৲
[illegible]	

জায়	৭৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৷৷০
২৬ সের—	১৭৷৷০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

তুলার দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা

	দাম মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৫০
শুট [illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৬৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি টনের
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
৯০ নম্বর (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৷৷৵০
২৪ গেজ—	১১৷৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷৷০
সীস	।৵১০—৷৷৵০
বাজার [illegible] (বাণ্ডিল)	১০৷০
[illegible]	৩৷০—৩৷৷০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬৷০ টনের
গোল [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
[illegible]	৬৷৷০—৭৷০
গোল [illegible] ২ কবজিতে	৭০
	৬৷৷০—৭৷৷০

[illegible] আমদানী ২৫৲ , ঘটকা ২০৷৷০

[illegible] ৪৵০, [illegible] ৩৷৷০

[illegible] ৪৷০

অক্ষয় কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ [illegible] গোলাপট্টী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:o:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:o:—

[illegible]

[illegible] —[illegible] বিভালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] । বিদেশী [illegible] জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে [illegible] ৭৲ টাকা বায়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রাতিবংসরই [illegible] প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible] সুবিধা

[illegible] পাইতে পারিবে, ৭ম ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন্দ্রোগ কি জন্য ?

— :o: — —

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হয়রাণ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্‌"-এর "কেন্দ্রোগ" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বগী-পাঁচড়া, দাদ এবং অন্যান্য পাচড়ারিয়া জ্বরে "কেন্দ্রোগ" প্রযোজ্য। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলায় একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম [illegible] (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া পরীক্ষিত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:o:—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তক আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সাহিত্যসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

—————

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরচন্দ্রবর্ণনা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ অর্দ্ধভাগ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(o):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:o:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	২৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৫৲		
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২৬

রাণাঘাট

পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১

(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর

পৌঃ ১১-৪২

(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ১২-৫৬

ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-০৫ ১৬-০ ১৮ ৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-

রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০

(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৩ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৩ ১৯-৬ ২২-৬ ২৬-

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪ ১৭-১৫

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১

(বদল) ৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭

(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া — শ্রীধাম —
শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-
প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের ঔপাধিক-
আশ্রয়প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য-
মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্[illegible]
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২৭শে মে, ১৯৩৮, শুক্রবার [৭৪ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০)(০)——

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

জানা গিয়াছে যে, এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সব ছাত্র পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭০জন পাশ করিয়াছে।

ঢাকার আরমানিটোলা হাইস্কুলের একটি ছাত্র ৬৮৭ নম্বর পাইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান বৎসরের সর্ব্বোচ্চ নম্বর। ১৯২৫ সালে হিন্দু স্কুলের জনৈক ছাত্র ৬৪৬ নম্বর পাইয়াছিলেন—এযাবৎ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষার্থীই এত অধিক নম্বর পায় নাই।

ভারত গভর্ণমেন্টের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব

দ্বারাবাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। এই মূর্ত্তিটি ১৫ ফুট উচ্চ হইবে। উহার বেদীর উচ্চতা ৯ ফুট ৫ ইঞ্চি, তাঁহাদের ... মূর্ত্তি আর থাকিবে। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ... প্রজাবর্গের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা হইয়াছে।

[illegible] পাঠান হইবে। তদনুসারে মূর্ত্তির পরিকল্পনা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

[illegible] পরীক্ষার রিপোর্ট বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের ...

নিকট পাঠাইয়া আসন্ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রেরা যে কমিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল।

বাঙ্গলা সরকারের নিযুক্ত ... মাননীয় ... তাঁহারা কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দুই খণ্ড রিপোর্ট কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়াছেন।

কমিটি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারেন যে, বাঙ্গলাদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থিগণ শিক্ষা পাইতে পারে এমন কোন বন্দোবস্ত নাই। কমিটি তাই সুপারিশ করেন যে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের আবশ্যক বিষয়গুলিতে শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যেন কোচিং ক্লাসের বন্দোবস্ত করেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী গত বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোচিং ক্লাস বসিয়াছে। বর্ত্তমানে ১০জন ছাত্র এই কোচিং ক্লাসে পড়িতেছেন। ... বিষয়গুলির জন্য বিশেষভাবে ক্লাস বসান বিশ্ববিদ্যালয় কঠিন বলিয়া মনে করেন, তবে এই বৎসর হইতে ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বক্তৃতার সম্বন্ধে ... বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

... বিশেষ সভ্য ... এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরেজীতে ভাল ভাবে আলাপ করিতে না পারাই বোধ হয় বাঙ্গালী ছাত্রদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। ফলে ... ইংরেজী অভ্যাস না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের এই অসুবিধা হয়।

মেক্সিকো বিদ্রোহের সূচনা

একটী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, স্যানলুইস পটোসির গভর্ণর জেনারেল সেডিলো বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাস সম্প্রতি তাঁহাকে ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য শাসনকর্ত্তার পদ হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাস বর্ত্তমানে স্যানলুইস পটোসি সহরে আছেন। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, একখানি বিমানপোত গত ২১শে মে অপরাহ্নে সহরের উপর উড়িতে থাকে এবং বিমানঘাটির উপর ৪টি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা নিক্ষেপের ফলে কেহই হতাহত হয় নাই। সরকারী বিমানপোত উক্ত বিমানপোতের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হয় নাই।

এই ঘটনাটিকে জেনারেল সেডিলোর বিদ্রোহের সূচনা বলিয়া মনে করা হয়।

দক্ষিণ অষ্ট্রিয়ায় ভীষণ বন্যা

ষ্টিরিয়া ও ক্যারিন্থিয়ায় বিধ্বংসী বন্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টিরিয়া এবং ক্যারিন্থিয়ার বহু নদীর কূল প্লাবিত হওয়ায় এই বন্যা হইয়াছে। বিভিন্ন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ... যে কত লোক মারা গিয়াছে তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাইতেছে না। তবে মৃত্যুর সংখ্যা এবং ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বন্যার ফলে যে সব স্থানের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে এবং যাহারা আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে ও যে সব বাড়ী ঘর ধ্বংস হইয়াছে তথায় বিমানপোতের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইতেছে। অন্ততঃ ৫ হাজার লোক এই বন্যার ফলে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে।

——

সিমলা সহরের শতবার্ষিকী

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সিমলা সহরের শত-বার্ষিকী হইবে। গত ১৯শে মে সন্ধ্যায় বিচারপতি ... গৃহে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বৈঠকে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। ১৮৩৮ সালে সিমলা সহর স্থাপিত হয়। বৈঠকে সিমলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের সিমলা আসা অনেকটা কমিয়া যাইবে বলিয়া সিমলার ভবিষ্যৎ অনেকটা পার্ব্বত্য সহর হিসাবে উহার সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করিবে। স্থির হয় যে, ... শতবার্ষিকী কমিটি তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া সহরের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

বাঙ্গলা সরকারের অধীনে চাকুরী

কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসিগণ এতাবৎকাল বাঙ্গলা সরকারের অধীনে চাকুরীর জন্য আবেদন করিতে পারিত না, বাঙ্গলা সরকার উক্ত অযোগ্যতা অপসারণ করিয়াছেন।

একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এই দুই রাজ্যের প্রজাগণ বাঙ্গলা সম্পর্কিত ভারত সম্রাটের যে সমস্ত চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে। আসাম ও পাঞ্জাবের বৃটিশ প্রজাদের যে অধিকার ছিল ঐ দুই রাজ্যের প্রজাগণও সেইরূপ অধিকারই লাভ করেন। কুচবিহার ষ্টেট কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট যেমন পাবলিক সার্ভিস উক্ত রাজ্যের লোক গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা চালাইয়াছিলেন উহার ফলেই এই ব্যবস্থা হইল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অস্মদাচার্যের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
প্রথম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায়- ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাধনা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব ও শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-শ্লোক
২৭। মুক্তাফলম্ অপগোরক্ষঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা ৸০
৩০। বীণ-বিধ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চনকণ ৴০
৪৭। মুক্তাচরিতম্ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তসূক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আত্মতত্ত্ব ও জ্ঞানদৃপণ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (আত্মাভিমত) ।
৫৮। শীক্ষাষ্টক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যার্থ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধ সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৴
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। ব্রহ্মসংহিতা ।
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ গাইড ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ মিশন অ্যাণ্ড অ্যাক্টিভিটিস ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৵

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সভাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সভাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সভাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রভুপাদ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সভাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সভাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
সর্ব্বকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সন্নিবেশিত করা
হইয়াছে।

নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধভক্তি-দিগের পারিপার্শ্বিক
এক বৃহৎ গ্রন্থে সর্ব্বসাধারণ
ও ইহা সাধ্যাতীত
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রবর্ত্তক হইলে ও গৌড়ী
আকারে এরূপ ভাবে উপস্থাপনে
৪৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত পরিচয় ও ছবিচিত্র
করাইয়া সংযোজিত
ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪২, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ২৭শে মে ১৯২৮, [illegible] } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠান-প্রকোষ্ঠে গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় হইতে শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজের 'স্তব' পাঠ ও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বহু তত্ত্বপূর্ণ সন্দর্ভ ও অনুভূতির সহিত পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু দুষ্টনিগ্রহকারী ভগবদবতারের তাৎপর্য, নৃসিংহদেব প্রসন্ন হইয়াও শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের নিকটে ভক্তি-হীন 'অসুর' বলিয়া উল্লিখিত দৈত্যপ্রকাশ, 'মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা'—বাক্যে অসাধু ভগবদ্দ্বেষী পাষণ্ডব্যক্তির বিনাশে জগতের মঙ্গল এবং ঐ প্রকার অসাধু ব্যক্তিরও প্রায়শ্চিত্তরূপে আত্মোদ্ধার, হিরণ্যকশিপুর ন্যায় বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী মহাবলবান্ একটীমাত্র অসুরের নিধনদ্বারা বহু ব্যক্তির অপরাধের হাত হইতে অব্যাহতি-লাভ, সামান্য ব্যক্তির পাষণ্ডতা অপেক্ষা কোন জাগতিক ক্ষমতাশালী, প্রতিপত্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির পাষণ্ডতা জগতের বহুল পরিমাণে অনিষ্ট সাধনকারিণী, গণদেবতার উপাসনাকারী অসুর ও ভক্তি-বিঘ্নবিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবের অপূর্ব্ব ভক্তের আকাশপাতাল পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় ওজস্বিনী ও প্রাঞ্জলভাষায় কীর্ত্তন করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেন—'প্রহ্লাদ মহারাজ দেবব্রহ্মাদির ন্যায় শ্রীনৃসিংহদেবের মহাভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়াও ভীত হন নাই, কারণ, তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত ছিলেন। তিনি শুদ্ধভক্ত বলিয়া "যাবৎ জীবৎ যো ইচ্ছা তুমার। নিত্যদাস প্রভু তুয়া অধিকারা"—এই নিত্য পরমেশ্বরের বিধানকেই পরম কৃপা বলিয়া সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্ত কোনও প্রকার বিপদকে ভয় করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতিহেতু নিত্যারাধ্য ইষ্টদেবের সেবা হইতে বিরাম বা বিচ্যুতিকে মহাভয় করেন। শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ—

> ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
> সংসারচক্রকদনাদ্ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
> বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
> প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু॥
> (ভাঃ ৭ম স্কঃ, ৯ম অঃ, ১৬শ শ্লোক)

হে কৃপণবৎসল, হে উত্তম, স্বকর্ম্মবদ্ধ আমি আপনাকর্ত্তৃক অসুরগণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃসহ সংসারচক্রে ভীত হইয়াছি। আপনি কবে প্রসন্ন হইয়া আপনার মোক্ষাশ্রয় পাদমূলে আমাকে আহ্বান করিবেন?

এ স্থলে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সংসারভয়ে ভীত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন বা তিনি কখনও ভগবদ্বহির্মুখ ছিলেন। আমাদের ন্যায় সংসারবদ্ধ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার এই উক্তি। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াও সর্ব্বক্ষণ মনে ভাবেন যে, তিনি ভগবানের কিছুমাত্র সেবা করিতে পারিলেন না। ভগবান্ তাঁহাকে পরীক্ষায় ফেলিলেও তিনি স্বীয় দৈন্যহেতু চিন্তা করেন যে, তিনি স্বকর্ম্মফলেই নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তিনি সকলকার্য্যেই ভগবানের দয়া দেখিতে পান। ভগবৎপাদপদ্ম লাভের যে উৎকণ্ঠা উগ্র সংসারচক্রের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না বলিয়া প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, কোনও শুদ্ধভক্ত চতুর্বর্গের কোনও একটির জন্য ভগবান্‌কে ডাকেন না। "ন স আশীর আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"—ইহাই ভক্তের পরিচয়।

অতঃপর পণ্ডিত মহাশয় শ্রীদেবানন্দ-তিথি উপবাস ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে যাজনের একান্ত কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাজনপদ কীর্ত্তিত হয়। পাঠের শেষে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিবন্ধু প্রভু 'হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজ পদে। কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।"—গীতি আবেগের সহিত উচ্চকণ্ঠে মধুরভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ পাঠকীর্ত্তন-শ্রবণে প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব কাব্যতীর্থ মহোদয় বক্তৃতাবে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় হইতে উদ্ধবের কৃষ্ণের সমক্ষে প্রার্থনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের উদ্ধবকে সন্ন্যাসগ্রহণের উপদেশ, উদ্ধবের সংশয় ও উপদেশ জিজ্ঞাসায় শ্রীভগবানের উদ্ধবকে পুনরায় উপদেশ-প্রসঙ্গে অবধূতের চব্বিশ গুরুর বর্ণনপ্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে।

পাঠের আদি ও অন্তে যৌথভাবে কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী

গত ১৮ই মে শুক্রবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি-পালনোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস থাকিয়া উৎসব করেন [illegible] প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] পাঠ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর "[illegible]" [illegible] "[illegible]" ও [illegible] "শ্রীনৃসিংহ প্রভুদেবের [illegible]" পারায়ণ হয়। [illegible] ও [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কথা পাঠ করিয়া ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্য এবং [illegible] কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উক্ত [illegible] প্রকাশে প্রকাশিত শ্রীনৃসিংহদেবের কথা পাঠের পর মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা' আর কিছু জ্ঞান নয়—অপ্রাকৃত বা বিজ্ঞান। সেটি অপর সাধারণ মনুষ্যজাতির জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির [illegible] কোন অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন কোন [illegible] জ্ঞানের মত নয়। সেই জ্ঞান মাত্র Absolute Knowledge বা পূর্ণ, পূর্ণজ্ঞান [illegible]।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল [illegible]

গোস্বামী [illegible] প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ ত্রিবিক্রম [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

হরিভজনের মূল আশ্রয়—আচার্য্য-অনুগতগণের। [illegible] পর দেখা, "আচার্য্য বলিয়া জগৎ [illegible]"। [illegible] [illegible] অবস্থিত [illegible] করিবে। [illegible] না যা বলে তেমন [illegible] পারিবেন না। [illegible] আছে। [illegible] উহাকে [illegible]। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের [illegible] —[illegible]। এই স্থলে তাঁহার [illegible] উদাসীন, উঁহার [illegible] কোথায়? [illegible], আমি চাই না, চাই না। আমি [illegible], সুতরাং [illegible]? [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মকে — শ্রীগুরুপাদপদ্মকে [illegible]

[illegible] গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমার [illegible] ক্রিয়া হইত, কিন্তু আমি তা' করি নাই। আমি যে শ্রীচৈতন্যাচার্য্য-পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকিতে [illegible] আমার [illegible] গ্রহণ করিলাম। আচার্য্যের [illegible] অনুবর্তী [illegible] দিয়া নিজে [illegible]! [illegible] আর দেখা না। আমি [illegible] পাইলাম না। [illegible] আমার [illegible] করিল। আমার লোক-[illegible], [illegible] পাইল না। [illegible] আমার [illegible] এবং [illegible] আমার [illegible] হইল; এখন আমার [illegible], আমার [illegible] [illegible] ও [illegible] এবং তাঁহাদের [illegible] টান [illegible]। [illegible] হইল, আমার [illegible] হইয়াছে। তাই [illegible]—

বিষ্ণুঃ যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হোক্ চরণে তোমার॥

কপটের [illegible] হবে না। [illegible] না। [illegible] আমার [illegible] আশা আছে, [illegible] মনে [illegible] না [illegible]। তাই এখন [illegible],— "কপটতা একটা [illegible], আর [illegible]। কপটতার [illegible] —[illegible]—আমার [illegible] কপটতার কোটরে [illegible] দেখে [illegible], লোকের কাছে সাধু [illegible] —[illegible] নয়, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এখন কোন [illegible] হয় না। মানুষের [illegible] —[illegible] মানুষের [illegible] কথা, [illegible] আমাদের [illegible] থাকে, [illegible] নেই, কিন্তু একবার [illegible] কপটতা আশ্রয় [illegible] ফেলিলাম। [illegible] কোটি-[illegible] লক্ষ লক্ষ [illegible] যাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা [illegible]। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না।"

এই জগতে কপট ও অকপট, অসাধু ও সাধু, বদ্ধ ও মুক্ত, [illegible] ও অসুর, ভক্ত ও অভক্ত এই দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। তন্মধ্যে অভক্তগণ ভগবানের [illegible]—আশ্রিত, আর সকলের অপরাধী। একজন [illegible] অহংকার বশে [illegible] না [illegible] সাহায্যে [illegible] পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফলমনোরথ হয়। আর ভক্তগণ [illegible] বা [illegible] সাহায্যেই অর্থাৎ শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া—ভগবদ্ভক্তের আচার্য্যের আশ্রিত থাকিয়া [illegible] করেন এবং সত্যে পৌঁছেন। অভক্তগণ মনোধর্ম্মী আর ভক্তগণ আত্মধর্ম্মী। দেহ-মনোধর্ম্মী নিজেকে দ্রষ্টা এবং [illegible] দৃশ্য মনে করে। আর আত্মধর্ম্মী উপাস্য বস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করেন। ভগবদ্দাস্যাভিমান ব্যতীত অন্য কোনও অভিমান তাঁহাদের থাকে নাই। বস্তু ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি [illegible] লব্ধ জ্ঞানের [illegible] অভক্তগণের সম্বল, আর ভক্তের সম্বল—শ্রদ্ধা, 'শ্রদ্ধা বা [illegible] মন, চিত্ত বা আত্মা। ভগবানই তাঁহাদের [illegible], ভগবানকে লইয়াই তাঁহাদের যা' কিছু। তাঁহাদের উক্তি—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।

অভক্তগণ দূর হইতে [illegible] আরোপ করেন, [illegible] করেন, [illegible] আর ভক্তগণ শ্রীগুরু কৃপায় তাঁহার [illegible] এবং সাক্ষাৎকার [illegible] করেন। তাঁহারা দর্শনকারী ভক্তের অর্থাৎ [illegible] পরিচালিত [illegible]। তাঁহারা [illegible] হন, তাঁহারা [illegible]। তাই তাঁহাদের [illegible] অবকাশ নাই। [illegible] স্থান পায় না। আর আত্মসমর্পণ হেতু বৈষ্ণবের হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল হওয়ায় সেই শুদ্ধ ও নির্ম্মল হৃদয়ে [illegible] প্রতিফলিত হন। এই [illegible] যাবতীয় চেষ্টার মূলে আছে কেবল [illegible]; তাই সে [illegible] এবং [illegible] হয়। কিন্তু ভক্তগণ [illegible] বলিয়া তাঁহারা নিজের [illegible] এবং তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ করেন তাঁহাদেরও [illegible] হন। হরিবিমুখ [illegible]। তাহারা নিজের [illegible] করিবে না এবং অপরকেও [illegible] করিতে দিবে না। সুতরাং সেই [illegible] সঙ্গ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য হউক, ইহাই প্রার্থনা।

ভক্তিবিনোদবাণী

বিষয়ভোগস্পৃহাকে কাম বলে। ইন্দ্রিয়ার্থই বদ্ধজীবের বিষয়, অতএব ইন্দ্রিয়-সুখকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া থাকেন। যেস্থলে পরমতত্ত্ব ভগবান্ বিষয়রূপে বৃত হন, সেস্থলে বিষয়ভোগস্পৃহাকে প্রেম বলিয়া থাকেন। কাম ও প্রেমের স্বরূপ-ভেদ নাই, কেবলমাত্র বিষয়-ভেদ আছে। বিশুদ্ধ জীবস্বরূপ ব্রজগোপীগণের বিষয়ের অভাবে প্রেমকেই ব্রজরসে কাম বলা যায়, যেহেতু তথায় কাম ও প্রেমের ভেদ নাই। তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা। তাঁহাদের ভক্তির অনুগমনকারী জীবের রাগানুগা ভক্তিও কামরূপা। জল ও তৃষ্ণার সহিত যে সম্বন্ধ, মাতা ও শাবকের মধ্যে তদতিরিক্ত অন্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে সম্বন্ধরূপা বলি না। কামরূপা রাগানুগা ভক্তিতে রসাস্বাদনতীত অন্য সুখের অন্বেষণ বা উদয় নাই।

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী ভগবানের স্বরূপগত গুণ। জড়ীয় বস্তুতে যেমন গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রাকৃতির অতীত তত্ত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই। তথাপি ভগবদ্বস্তু যে স্বরূপে [illegible] সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্য সমস্ত গুণের আধাররূপে প্রকাশ পায়। 'শ্রী' অর্থাৎ শোভা যদিও গুণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীই সমস্ত গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। শ্রীঃ ভগবদ্বিগ্রহরূপিণী পরম্পরা শক্তি। সেই বিগ্রহে যথাস্থানে অন্য গুণগণ ভূষণ থাকিয়া ভগবানের স্বরূপ, সর্ব্ব-প্রভুত্ব, অসীম বীর্য্য, [illegible] ও [illegible] বিগ্রহের নিত্য করিতেছেন। [illegible] ভগবান চন্দ্রমার সুধাস্বরূপ প্রকাশমান্ এবং চন্দ্রস্বরূপ আনন্দময় হন। [illegible] যে [illegible] হইবে ঐরূপ [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] অতীব্রিয় দ্বারা পাকি-[illegible] সম্পাদন করে, চিৎজগতে [illegible] ভগবান্ [illegible] পুষ্ট থাকেন। [illegible] সর্ব্ব-[illegible] ও সম্পত্তি।

[illegible] হইলে জীবের সকল সংশয় দূরীভূত হয়। ভগবানের যে [illegible] তাহা অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয়। [illegible] হইতে [illegible], কিন্তু তাহারা [illegible] প্রকাশ পায়। [illegible] না কেন, সেই [illegible] কিছুই নির্ণয় করিতে পারিবে না। [illegible]

পক্ষান্তরে নিশ্চয়ই তাহা আশাতীত হইবে। সেই পরা শক্তি সকল বিপরীত গুণের আশ্রয় ও মিলনক্ষেত্র। ইচ্ছা ও নির্ব্বিকারতা, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষতা, একস্থানব্যাপিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব, বৈরাগ্য ও ভালবাসা, নৈষ্কর্ম্ম ও ক্রিয়া, মুক্তি ও স্বেচ্ছাবদ্ধতা, বিধি ও স্বাধীনতা, প্রভুত্ব ও দৈন্য, শান্তি ও আনন্দাতিশয্য, মধুরতা ও অপরিমেয়তা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও বাৎসল্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিপরীত গুণগণ ঐ শক্তির অন্তরে সামঞ্জস্য লাভ করে। সেই পরা শক্তির চিৎপ্রভাবরূপে ভগবৎস্বরূপ, বিগ্রহ, লীলাস্থান, লীলোপকরণসমূহ নিত্যরূপে প্রকাশমান। সেই শক্তির জীবপ্রভাবরূপে অনন্তসংখ্যক মুক্ত ও বদ্ধ জীবনিচয় অনন্ত চিৎকালে অবস্থিত আছে। সেই শক্তির মায়া প্রভাবরূপে অনন্ত জড়ময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া বদ্ধজীবগণের শাস্তিনিবাসরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সেই প্রভাবের সন্ধিনী অংশে সেই সেই ধামগত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। সম্বিদংশে ভাব, জ্ঞান ও সম্বন্ধসমূহ বিনির্ম্মিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধামের ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। হ্লাদিনী অংশে সর্ব্বপ্রকার উপভোগোপযোগী আনন্দস্বরূপ আস্বাদনকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

ভোক্তা

(শ্রীরাধানাথ দাস)

অনন্তশক্তিসম্পন্ন কর্ত্তাভিমানী ক্ষুদ্র মানবজাতি স্বাধীনতার বিকৃত পরিণতির ফলে কখন কখন নিজকে স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র জ্ঞান করত বিশ্বের কোনও অধিপতি বা নিয়ামককে মোটেই আমল দেয় না এবং নিজকে বিশ্বের একচেটিয়া ভোক্তা জ্ঞান করত আপনার গর্ব্বে আপনিই স্ফীত হইতে থাকে এবং বিশ্বকে ভোগ করিবার নানাপ্রকার আকাশ-কুসুম রচনা করে। আবার কখন একটু অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়া যাঁহারা ভোগের মূল অধিষ্ঠান বলিয়া থাকে—ভগবান্ মঙ্গলময়, রূপময়, মহান্। তিনি তাঁহার উচ্চ মহাবৈভবতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বাৎসল্যবশতঃ আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি সুসজ্জিত রাখিয়াছেন। কাজেই এ জগতের ধনসম্পদ আমাদের ভোগ্য—ভোগ না করিলে ভগবান্ দুঃখিত হইবেন। কাজেই আমাদের না ভোগ করিয়া উপায় কি? আর তিনি মহান্ ঈশ্বর, সেজন্য এই সকল দ্রব্যও আমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রত্যর্পণ চান না—ইত্যাদি প্রকারে কত শত মানবজাতি তাহাদের ভোক্তৃত্বকে যৌক্তিক-ভিত্তিযুক্ত রাখিতে পশ্চাৎপদ নয়।

মৃত্যুর অনিবার্য্য শাসনাধীন সঙ্কীর্ণ একচেটিয়া রাজ্য, মৃত্যুর মনোহারী সজ্জিত মাংসের সুনিপুণ মালা, জ্যোৎস্না-উচ্ছ্বসিত নিভৃত রজনীর ভোক্তা, বসন্তের পিকগণ-মুখরিত অশোকের ফলভোক্তা, মধুর ব্যঞ্জনের ভোক্তা প্রভৃতি অভিধানে ভোগের ধর্ম্মসহ আশ মুক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে ছাড়ে না যদিও তাহাদের এই নিদারুণ আশামরীচিকা তাহাদিগকে কেবল ফাঁকি দেয় আবার কখন বা ভোগের উৎকণ্ঠা ভবের উন্মাদনা বর্দ্ধন করিবার মানসে আশার পরিপূর্ণতার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে সংশয়-মরুভূমিতে ছুটাইয়া মারে। অহঙ্কারী মানব-জাতিও তাহাদের সকল বুদ্ধিমত্তা আশার পদতলে বিকাইয়া দিয়া ভোগের নিদারুণ তাড়নায় সংসার-অরণ্যে নিত্য নূতন উদ্যমশীল।

এই ভোগবাসনার শান্তির অবধি নাই, অন্তও নাই। ভগবানকে ফাঁকি দিবার নিগূঢ় মতলবে নিদারুণ পরিণাম মানবজাতি কত ভোগ করিতেছে, তথাপি চেতন নাই। ভগবানকে পরম-ভোক্তা, পরমকারুণিক প্রভৃতি মুখে বলিয়া ভগবানের প্রতি চরম কৃতঘ্নতা দেখাইয়া ভগবানকে অকার্য্য করিবার দুষ্টামির বিরাম নাই। হায় রে বুদ্ধিমান্ মানবজাতি! ভোগবাসনার—ভোক্তাভিমানের নিদারুণ পরিণতি কত আর দেখিবে? উপনিষদ্,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এই বাণীর মর্ম্ম কবে হৃদয়ে ধারণে উপলব্ধ হইবে? মানুষের কি এ কারণ হইবে না? মনুষ্য কি লীলা পুরুষোত্তমের স্বরূপ ভোক্তৃত্বের কথা বুঝিবে না? যিনি সকল বিশ্বের একমাত্র ভোক্তা তাঁহার সেবায় কি আত্মনিয়োগ করিবে না?

স্বর্ণ তাহার এই ভোগবাসনারূপ দহ কাল পুড়াইয়াছে ও পুড়িবে। তথাপি কেন তাহাদের দুঃখ দূর অজ্ঞান ঘুচিয়া স্বরূপ দর্শন ও প্রভুর অনুশাসন আসিতেছে না? ভোগে ও ত্যাগেই একচেটিয়া অধিকার। অন্যের পক্ষে উহা ত বন্ধনস্বরূপ। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝি না কেন? দেখিয়াও দেখি না কেন, ঠেকিয়াও শিখি না কেন?

অসৎসঙ্গের ফলেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিতেছে। জগতের সকলেই প্রায় এক একজন ভোক্তাভিমানী। তাহাদের সঙ্গফলে এই ভোক্তাভিমান আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গেই আমাদের আদর বেশী বলিয়া আমরা ভুক্তিকামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না। 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' যেমন সঙ্গ তেমন ফল হইতেছে। সুতরাং এখন তাহার মনোলোভা—এই রোগী জগজ্জীব সঙ্গ হইতে স্বতঃ থাকিয়া নিরন্তর সাধুর সঙ্গ করা—যাঁহাদের অন্তরে ভোক্তাভিমানের লেশও নাই, যাঁহাদের জীবন সতত সেবাচেষ্টায় বিভোর।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সকল কথা উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া সৎসঙ্গে একমাত্র ভোক্তা শ্রীনামপ্রভুর সেবায় মনোনিবেশ করুন, তাহা হইলেই এই অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন, নতুবা অন্য উপায় নাই।

বিভিন্ন মতবাদ

—::০::—

নবগৌরাঙ্গবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গে তৃপ্ত না হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি স্ব স্ব রুচ্যনুসারে অভিরুচি মত বিবাদ-কারবার শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ণ উপদেশকে প্রমাণিত করিবার মানসে গৌরাঙ্গের পুনঃ পুনঃ অবতার কল্পনা করেন। বর্দ্ধমান, হুগলী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, পাবনা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানা স্থানে বিভিন্ন নবগৌরাঙ্গদলে বহু নবগৌরাঙ্গের প্রকট করাইয়া তাঁহার উপাসনায় ব্যস্ত থাকেন। এই ভিন্ন ভিন্ন নবগৌরাঙ্গগণ একে অপরের সহিত স্বার্থ না থাকিলে সহানুভূতি করেন না। সাত্ত্বিক ভাববিশেষ যে কোন প্রকারে উদয় করাইতে পারিলে ধন্য হন। ইঁহারা বৈষ্ণবগণের ন্যায় কীর্ত্তনাদি সাধন করেন। কেহ কেহ বা বেদান্তাদি দার্শনিক পাণ্ডিত্যে মগ্ন থাকেন আবার কেহ বা অলৌকিক বিকারে বিকৃত থাকিয়া আত্মহারা হন, কেহ বা প্রতিষ্ঠার আশায় সাধু সাজিবার মানসে অবতার হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন।

নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

সকল বেদান্তশাস্ত্র, অংশাংশি-ভেদাভেদ, ব্রহ্মের অবয়বসমূহের অংশী, পরব্রহ্ম, বরেণ্য ভগবান্ হরি ও সকল সখী-পরিবেষ্টিত বৃষভানুনন্দিনী পরম শ্রীমতী রাধিকা জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। জীবের স্বরূপ চিন্ময় হইলেও অধীন। জীব অণু চৈতন্য ও জ্ঞাতা। অণুত্বহেতুঃ প্রাকৃত শরীরে যোগ-বিয়োগযোগ্য। জীবের বদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই তিন অবস্থা। উপাস্য-রূপ, উপাসকরূপ, কৃপাফল, ভক্তি ও বিরোধী-রূপ এই পঞ্চ তত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তির নিত্যোদয় হয়। এই মত নিম্বাদিত্যাচার্য্য জগতে প্রকাশ করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ নিমাৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নিরীশ্বরবাদ

পরোপকার, পিতৃমাতৃপূজা ও প্রাচীন পন্থার অনুবিধা হইয়া থাকিলে তাহাও অব কারিত হইয়া ভদ্রগণের চেষ্টাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করা অধর্ম্ম। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতকে ধর্ম্ম মনে করেন।

নৈমিত্তিক দেবতাবাদ

ওলাউঠা রোগ নিবারণের জন্য ওলাদেবী, বসন্ত নিবারণের জন্য শীতলা, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সত্যপীর প্রভৃতি নানা কারণে নৈমিত্তিক দেবতার উদয় হয়। সন্তানের সুখের জন্য ষষ্ঠী, সর্পের জন্য মনসা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসকগণ এই বাদ পোষণ করে।

থিয়সফিবাদ

পতঞ্জলি কপিল ও কেবলাদ্বৈত মায়াবাদের অন্তর এই বাদের উৎপত্তি। কর্ণেল অল্কট নামক জনৈক পাশ্চাত্যদেশবাসী এই মতাবলম্বিগণের দ্বারা একটি সভা স্থাপন পূর্ব্বক বহু তাহা প্রচারিত হয়। সভার সভ্যগণের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্বাসের আলোচনা তাঁহারা অবিরোধেই করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচয় সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এজন্য এই মতের দার্শনিক মীমাংসা নির্দ্দিষ্ট নহে। ইহা মায়াবাদেরই একপ্রকার বিশেষ বলিতে হইবে। এই সমাজের প্রাদেশিক বিভাগ ভিন্ন নগরীতে আছে। সভ্যগণের অধিকাংশ প্রাকৃতিক চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া কেহ যোগশাস্ত্র কেহ শঙ্কর কেবলাদ্বৈত মায়াবাদ এবং কেহ বা বৌদ্ধ কপিলবাদ অনুশীলন করেন। অনেকে আবার এই তিন মতের সমন্বয় করত মায়াবাদেই নিঃশক্তির উদ্দেশ্য বলেন।

দার্শনিকবাদ

বেদবিরুদ্ধ, কুযুক্তি, মত দর্শনে পাণ্ডিত্য থাকিলেই ধর্ম্ম করতলগত হয়। যথাবিধি শাস্ত্র, এমনকি পুরাণ ও মহাভারতাদি তর্কোপাদিষ্ট ব্যবহারসকল অংশের অঙ্গ। বিগ্রহের পূজা, সর্পের সম্মান, প্রভুর চরণ আকারে প্রভৃতি স্বীকার করা অধর্ম্ম।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রী১০৮ মন্দির, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল ও চতুর্দ্ধা-চতুর্থ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রচারিপ্রচারকস্থ 'নদীয়া-প্রকাশ' বলিয়া আছে।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ অবধূত ভক্তিসৌধ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অদ্বয়জ্ঞানকৃষ্ণচৈতন্যলীলাধার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমঙ্গলরূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জগোপাল ভক্তিবন্ধু

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাতুপাড়া—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুষ্করা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ মঠাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ মঠাধিকারী।

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সাক্ষীগোপাল-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিনার, জিঃ মেদিনীপুর, ইষ্ট, পি
রক্ষক—শ্রীনিতাইগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকুঞ্জমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক -শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১২নং রামপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইষ্ট, পি।
রক্ষক—শ্রীমধুমাধব মঠাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রকৃতিধাম-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রীশ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—দেবধানী,
পোঃ কোটোলা, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোরী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং কুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল্ বিল্ডিং · পারে ·
রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণগোপালসার্ব্বভৌমাধিষ্ঠিতবর্ত্তীর সেবা
রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর মঠাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সাতাসন
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ মঠাধিকারী

(৫৭) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক শ্রীভক্তসানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ মঠাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মবাদ্ধগৌড়ীয়-প্রবণ-মন্দির
পোঃ দসুখদুর্গ, মদ্রাস
মঠরক্ষক—শ্রীরামগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিংড়িপোতা, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস একবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) আমলি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমলি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাল (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র মঠাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
ফুলবাড়ী, পোঃ চন্দ্রপুর, (মানভূম)।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
১২।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউন্স রোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবিলাস দাস

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৯৯ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯ [illegible]

ডাইলের দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	৭।০
[illegible]	৫৸০
ঐ [illegible]	৫
[illegible]	৭ ৭।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
ঐ [illegible]	
[illegible]	
[illegible]	৩৸৴০
আতপ—	
[illegible] আতপ	৫ — ৪।০
[illegible]	১০ — ১০।০
[illegible]	৫।০ – ৫।৶
ঐ [illegible]	৫ – ৫৶০
[illegible] আতপ	৫।০ – ৫।০
[illegible]	৭
ঐ [illegible]	৩৶০

[illegible] দর

[illegible], চাউল	১০।৶০
[illegible] ১০০০ [illegible]	১০৵০
[illegible]	৮।০ — ৯৶০
[illegible]	৭।৶০ — ৮
[illegible]	

সোণা-রূপার দর।

[illegible]	[illegible]
[illegible]	১১
[illegible]	৫০।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] মধ্যে মাল—	৪১

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	৬।০ — ৬৸৴
[illegible] ঐ	৬ — ৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৴০ — ৫৸০
[illegible]	৬ — ৬৶০
[illegible]	৫৸০ — ৫৸৶০
আটা [illegible]	[illegible]
আটা ([illegible])	৫ — ৫।০
আটা ([illegible])	৫৸০ — ৫৸৶০
আটা [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	১৸৶০ — ১৸৶০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭
[illegible]	৫৭
[illegible]	৫০
[illegible]	৫৫
[illegible]	৩০।০

[illegible]	৭
[illegible]	৭০
[illegible]	৫১৸০
৩৬ সের—	১১৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭
[illegible]	৫০
[illegible]	১৭
[illegible]	৫২
ঐ [illegible]	৫১

[illegible] কোম্পানির [illegible]

	[illegible] দর
[illegible]	৮৴০
[illegible]	১৬।০—১৭
[illegible]	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	[illegible]
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮—৮৸০
ঐ [illegible]	৭।০—৮।০
ঐ টাটা [illegible] জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০
[illegible]	৮৸০—৯৸০
[illegible] (জোড়া)	৬৸০—৮।০
টাটা [illegible]	
২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা [illegible]	১৪৶০
২৪ সের—	১১৸৶০
২৬ সের—	১২৸৶
২৮ সের—	
ইংলিশ [illegible]	
২৪ সের—	১২৸০
[illegible]	৸৶০
[illegible]	১০।০
[illegible]	৬।০—৬৸০
[illegible] ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০
[illegible]	৯—১০
[illegible]	৯।০—১০।০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০

[illegible] ইস্পাত [illegible] ২৫ [illegible] ২০।০, [illegible] ৫৶০, [illegible] ৬০ [illegible]।০

[illegible]

[illegible] লিঃ

[illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউসন—

[illegible]

[illegible]

মেধাবী ছাত্রদের [illegible] সুবিধা

[illegible] ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউসন

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল কি জন্য?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় [illegible] হইয়াছেন তাঁহাদের [illegible] জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে [illegible] কেভরোল [illegible] মহৌষধ। এমন [illegible] আর [illegible] কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, [illegible] জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible] এবং [illegible] "কেভরোল" [illegible]। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—[illegible], সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও [illegible] দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ [illegible] কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম [illegible] ([illegible]), পোঃ কৃষ্ণনগর, [illegible], জেলা নদীয়া

[illegible] ১নং গলি পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

[illegible] অব্যর্থ [illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] মূর্ত্ত, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার [illegible]। [illegible] এবং [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। [illegible] পৃথক।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত্র-গ্রন্থ

বাংলার বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল, মহাজন-প্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু অধুনা [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের কৃপাভাজন পারমার্থিক-বিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] গৌড়ীয় মঠাচার্য্য [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] এম্-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। [illegible] [illegible] মুদ্রণ-সুন্দর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Foreword) [illegible] (Preface), বিষয়-সূচী (Contents) [illegible] [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible]।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে নিত্য একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশেষ [illegible] বিস্তার করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "[illegible]" ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কলিকাতা।

৩। [illegible] প্রেস

[illegible] [illegible] [illegible]। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] [illegible]। এখান হইতে [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	।৵০		।০	
" " [illegible] ২৲	১।০		১।০	৯৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲		৭৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি [illegible]	[illegible]
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা [illegible], বিশেষ সংখ্যা [illegible] ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

								রবিবার ভিন্ন	
কলিকাতা	১-৩৩	৫-৩৬	৭-৩৮	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৮	২২ ২৬
রাণাঘাট									
পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪ ২৩	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-৩৬	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর									
পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫-২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৫৮	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩২			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১ ১০			১৮-১৬		২০.৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর	
পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর	
পৌঃ	১২-৫৬
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৩-[illegible]

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫ ৪৫		৯ ২৫		১১-৫৫	১৩-৫	১৮-৩৬
কৃষ্ণনগর	৩ ৫৫	৬ ২৩		১০-৩		১২-১৩	১৩-৩৬	১৯-১১
		৭-২০	৯-১৬		১১-৪১			
(পৌঁছান)	(রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২ ২২	১৩-৫৩	১৯-২৫
রাণাঘাট				১০-৪৩		১২-৫০	১৭-৩১	২০-১০
(পৌঁছান)				১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬
কলিকাতা	৬-১১	৯-২৭	১১-৫৩	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৭	১৯-৬	২২-৬

২৩-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩.১৪	১৭-১৭
শান্তিপুর	১৭-৫৫	১৭ ৫১
(বদল)	[illegible]	১৮-১
কৃষ্ণনগর		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৮
কলিকাতা	১৯-২৯	২০-৬

প্রতিষ্ঠাতা—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-
গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক বিশ্ব-
ব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও
শাখামঠ-সমূহের আদি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

REG NO C 1441

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপা ভক্তি
প্রা...শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্...
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২৮শে মে, ১৯৩৮, শনিবার [৭৫ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

দুই হাজার টাকার গহনা লুঠ

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টার সময় ঢাকাতে শ্রীআশুতোষ দের স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোকানে একটি ১৫৭ পৌঃ সিন্দুক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহারা উহার ভিতর হইতে প্রায় দুই হাজার টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা এবং অন্যান্য লইয়া গিয়াছে। এরূপ ডাকাতির কথা এই অঞ্চলে কখনও শোনা যায় নাই। রাত্রি ২টার সময় ডিনামাইট বিস্ফোরণের মত ভীষণ শব্দ হয়। নিকটবর্ত্তী গৃহের অধিবাসিগণ বলেন যে, ঐ শব্দে বোধ হইয়াছিল যেন তাহাদিগকে বিছানা হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাঁহারা উঠিয়া বিশেষ কিছুই দেখিতে পান নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সিন্ধুর মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৫০০৲

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে তিন দিন তুমুল আলোচনার পর গত ২৬শে মে মন্ত্রীদের বেতন বিল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। বিলে তিন জন মন্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা আছে:—

বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকা এবং প্রায় ১৫০৲ টাকা সরকারী ব্যয়ে মোটর গাড়ী দেওয়া হইবে এবং মোটরগাড়ীগুলি রাখা ও মেরামতের খরচ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন।

প্রত্যেকের জন্য সরকারী সব বাড়ী অথবা ১৫০৲ টাকা করিয়া বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। সফরের ভাতা প্রতি মাইলে ... দেওয়া হইবে।

১৯২৩ সালের বোম্বাই লোক্যাল বোর্ড আইন সংশোধন বিল ও পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

ট্রেণ চাপায় শোচনীয়ভাবে জীবনান্ত

পাটনা জংসন ষ্টেশনে হার্ডিঞ্জ প্লাটফরমে গত ২৩শে মে সকালে এক বীভৎস দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ডাউন লাইনে শরীরের মধ্যস্থলে বিখণ্ডিত একটী লোকের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে রেল পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে এবং তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, উহা স্থানীয় জনৈক মিঠাইওয়ালার মৃতদেহ। লোকটীর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর এবং ষ্টেশনের নিকটেই মিঠাপুর অঞ্চলে তাহার একটী মিঠাইয়ের দোকান আছে। প্রত্যূষে সে লাইনের উপর মলত্যাগ করিতে যায়; সেই সময় ডাউন পাঞ্জাব মেল তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং উক্ত ট্রেণের চাকায় আটকাইয়া সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

—

মনসারাজ্যের কৃষক আন্দোলন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মনসা রাজ্যের কৃষকদের নিকট নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

"গত আট মাস যাবৎ মনসা রাজ্যের কৃষকগণ রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিতেছে উহার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। আমি আশা করি যে, তাহারা সত্যাগ্রহের মর্য্যাদা সত্য ও অহিংসার নীতি অনুযায়ী সংগ্রাম চালাইবেন। তাঁহারা যদি সত্য ও অহিংসার প্রতি দৃঢ় থাকেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাঁহাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।"

খেতাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কলিকাতা পুলিশের প্রার্থনা অনুসারে গত মঙ্গলবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেন্ডেণ্ট বলিয়া বর্ণিত চার্লস বি, ট্যাপবারির নামে "পলাতক আসামী আইন" অনুযায়ী পরোয়ানা জারি করিয়াছেন। ট্যাপবারি বর্ত্তমানে এডেনে আছে।

প্রকাশ যে, সার্জেণ্ট জে, হার্লিগান এই পরোয়ানা লইয়া এডেন যাত্রা করিবেন এবং ট্যাপবারিকে বিচারার্থ কলিকাতায় লইয়া আসিবে। আরও প্রকাশ যে 'ডাইসম অব ইণ্ডিয়া' জাহাজযোগে ট্যাপবারি এডেন পৌঁছিলে এডেন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং কলিকাতা পুলিশের নির্দ্দেশ প্রতীক্ষায় তাঁহাকে হাজতে রাখে।

ট্যাপবারির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, সে কলিকাতার কোন এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিস্তীবন্দীতে ৩৩২৯ টাকা মূল্যের একটি মোটর ক্রয় করে এবং উক্ত মোটর বন্ধক রাখিয়া উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ২৭০০৲ টাকা কর্জ্জ করে। তদুপরি তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে ভারত সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ বি, এম, হার্ভিণ্টনের নিকট হইতে উক্ত মোটর বন্ধক রাখিয়া ৪০০০৲ টাকা ধার করে এবং অতঃপর চাকুরী ত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করে। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে কলিকাতায় তাহার দেনার পরিমাণ ৩০০০০৲ টাকা বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

ট্রেণের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা

গত শনিবার রাত্রি ১০টার সময় যুবতী নিবাসী শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২৩) নামক এক শিক্ষিত যুবক রানাঘাট প্লাটফরম হইতে কৃষ্ণনগরগামী ট্রেণ ছাড়িবার সময় উহার নীচে শুইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার পকেটে দুইখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। একখানিতে লেখা আছে তাহার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নহে। দ্বিতীয় পত্রখানি তাহার মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিত।

দিল্লীতে ভিক্ষুকদের জন্য দরিদ্র-নিবাস

দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক সাব কমিটি (উহার মধ্যে পুলিশের সিনিয়র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন) দিল্লীতে একটি দরিদ্র-নিবাস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাব কমিটির সভায় স্থির হইয়াছে যে, ইহার জন্য বিনামূল্যে জায়গা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে এবং দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটি ২৫ হাজার টাকা দিবেন ও জনসাধারণের নিকট হইতে ১লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা চাঁদাস্বরূপ তোলা হইবে। দিল্লী সহরে যে সকল ভিক্ষুক ও অবাঞ্ছনীয় লোক ঘুরিয়া বেড়ায়, পুলিশ যাহাতে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, তজ্জন্য পাঞ্জাব মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৫১ ধারা দিল্লী সহরে প্রয়োগ করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত ধারা অনুসারে ভিক্ষুকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইবে। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দিলে তাহারা যদি দরিদ্র-নিবাসে থাকিয়া কাজ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদের কারাদণ্ড বাতিল করা হইবে, কিন্তু সর্ত্ত এই যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহারা যদি দরিদ্র-নিবাস ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে মেয়াদের অবশিষ্ট কাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
শেষ স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁ- ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তির্মালিকা গৌরসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। স্তবমুক্তাবলী বা সারাবারলহরী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।।
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অষ্টোত্তরশত পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

বিশিষ্টসব শুদ্ধভক্তি-শিক্ষার্থী ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ অন্যান্যের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-সর্ব্বের প্রকাশক হবেন ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৯৲ টাকা।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ১৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪২, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ২৮শে মে ইং ১৯২৮, শনিবার } ৭৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চৈতন্যমঠে একাদশীব্রত-পালন

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুসরণে গত ২৫শে মে বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি বিশেষ ভক্ত্যঙ্গযাজনমুখে ভক্তবৃন্দ হরিবাসর পালন করিয়াছেন। প্রাতে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক ও পরিক্রমাদি সম্পাদনান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সনাতন-শিক্ষা' হইতে "বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥" এই পয়ারের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচিত হয়। অভিধেয়তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে ভক্তির অঙ্গসমূহ যথাবিধি প্রতিপালনের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করা হয়। পরে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিবন্ধু ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় সুমধুরস্বরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

বেলা ১১টা ঘটিকায় পুনরায় শ্রীমন্দির-চত্বর নাটমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত হন এবং ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরন্তর পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা চলিতে থাকে। বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী বিগত বর্ষের সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকা হইতে একাদশীব্রত সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে একাদশী তিথি পালনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, 'তিথি-পালনের বিধি' উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনমুখে ভগবদ্ভক্ত আলোচনা দ্বারাই তিথি-পালনের সার্থকতা, হরিবাসর সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এই দিবস অন্নগ্রহণকালে ব্রহ্মহত্যা ও গোবধাদি যোজনাবিরূপ জীবগণের পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং উপবাসী থাকিয়া ভগবানের হরিকথাশ্রবণ একান্ত প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। পাঠের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয়।

অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহারাজ এবং ভক্ত ও ভক্তদের বৈশিষ্ট্য, ভগবানের কাহাকে বলে ভগবানের লক্ষণ কি, ভক্তবৎসল তাঁহার সঙ্গে প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ অবস্থা প্রভৃতি বিষয় [illegible] কীর্ত্তন করেন। পরে পুনরায় উপদেশক শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ দীননাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিবন্ধু প্রভু কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অনন্তর শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজী 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা হইতে "যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন" বিষয় ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ ভক্তপ্রবর যুধিষ্ঠিরের যে কোন প্রকারেই নরকদর্শন হইতে পারে না, ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ আর্ত্তজনগণের বিচার বিভ্রম ও ভগবল্লীলাপুষ্টির যে উদ্দেশ্যে আচরণ দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠের পরও পুনরায় ভক্তগণ কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যানের কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

রেঙ্গুনে প্রচার

রেঙ্গুন সহরের উপকণ্ঠস্থ "ওচিন" নামক স্থানে [illegible] গণের [illegible] সেবকবৃন্দ [illegible] করেন। গত ১৪ই [illegible] হইতে সুধুগুকে প্রায় ৩০০ শত ব্রহ্মদেশী ও প্রবাসী ভদ্রলোকগণের সমক্ষে উপদেশক শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সুদীর্ঘ ৩ ঘণ্টা-ব্যাপী ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে একটী বিশ্লেষণপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ অত্যাগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা বক্তৃতার পরেও শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণের আগ্রহ প্রবল দেখা যায়। কিন্তু ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কায় বাধ্য হইয়াই বক্তৃতা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে শ্রোতৃবর্গের তরফ হইতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য এবং বক্তার বহু প্রশংসা করিলে পর সভাভঙ্গ হয়। শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে আরও একদিবস বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্র-মহোদয়গণের মধ্যে কয়েক জনের মাত্র নাম উল্লেখ করা হইল—

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরী বি-এ; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ; শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ মুখার্জ্জি বি এ; শ্রীযুক্ত রামচরণ ঘোষ; শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন চক্রবর্ত্তী (কাব্যব্যাকরণতীর্থ); শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible]; [illegible]; শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস; শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার; শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু প্রভৃতি।

দুঃসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যে প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া চিকিৎসকের কথামত চলেন, মহাদেবও তদ্রূপ তেমন আপাত বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও পথ্যগ্রহণ বরণ করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন দুঃসঙ্গ-ত্যাগের সেই সুনিশ্চিত উপায় অনুকীর্ত্তন করিয়া পাঠকের উপসংহার করিতেছি—

সাধুসঙ্গ কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৮২)

সাধুসঙ্গ সাধুদের সঙ্গপ্রভাবে হয়। সংসার সাধুসঙ্গে সুবিদিত হয়।

"গুরুদেবের নিকট হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা' আধ্যক্ষিক জ্ঞান নয়—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান। সেটি অপর সাধারণ মনুষ্যজাতির জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষি-বিশেষের জ্ঞানমাত্রও নয়। সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute Knowledge বা বস্তু, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সচ্চিদ্-বিগ্রহ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ ত্রিবিক্রম অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

আমার প্রভুভক্তি

বড়ই আনন্দের কথা, জগদ্গুরু গৌরপাদানুচর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আমরা গুরুরূপে পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে পাইয়াও হারাইলাম। নিষ্কপটভাবে তাঁর সেবা করিতে গিয়া—অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবার সন্ধান পাইলাম না, এমনি আমার দুর্দৈব! আমাদের শ্রীগুরুদেব গৌরসুন্দরের কথা প্রচার করিবার জন্য যেমন অগ্রণী, আবার তেমনি গৌরহরির সেবোন্মুখ-ব্যবহারকারী। এখন অভিমান শ্রীগুরুদেবের সুখানুসন্ধান-পূজা আমার হৃদয়ে জাগিল না; বরং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। সেবার নামে ভোগনাট আমার অন্তর অধিকার করিল। তখনই আমার নিকট গুরুভক্তি বলিয়া মনে হইল। গুরুকে সর্বস্ব দিয়া তাঁহার সুখবিধানের পরিবর্তে গুরুর নিকট হইতে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি আমাদের বড় হইল। নিষ্কামের পরিবর্তে বণিগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ সেবা করার পরিবর্তে সেবাগ্রহণই আমার আকাঙ্ক্ষণীয় হইল। আমার প্রভুভক্তি এখন আর্ত্তিকতার পরিবর্তে ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে পর্যবসিত হইল। সেইজন্যই বলিতেছি, আমার গুরুভক্তি কেবল মুখের কথা, তাহা কেবল ব্যবহারিকতা মাত্র, ইহাতে অকৈতবতা—প্রভুভক্তির কোন কথা নাই।

গুরুভক্তের কিন্তু এরূপ দুর্বুদ্ধি নাই। তাঁহারা গুরুভক্ত বা প্রভুসেবা-অনুরাগী। তাঁহারা গুরুর কেনা গোলাম। গুরুসুখের জন্যই তাঁহাদের সকল চেষ্টা। শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাঁহারা জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের একটি ধূলিকণার সহিত অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুর তুলনা হয় না। এই ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। গুরুকে ছেড়ে যাহারা থাকে, তাহারা উচ্চকোটী বিদ্যা সম্পন্ন হইয়া থাকিলেও কোন কল্যাণই দেখিতে পায় না। শ্রীগুরুকৃপা এত বড় জিনিষ। গুরুসেবা করিতে পাইলাম না, এই ভাবে বিলাসিত থাকিয়া ইহাদের কেবল অশোচ্যই—অবুদ্ধি। নাম নিয়ে আমি বিষয়াসক্ত গুরুসেবা না করিয়া গুরুদেবের নামে নিজেকে জগতে প্রচার করিবার জন্যই ব্যস্ত। প্রভুভক্ত প্রভুর মহিমা প্রচারের জন্য উদগ্রীব আর প্রভুভক্ত-বিদ্বেষী আমি ঠিক তাহার উল্টা রাস্তায় দাঁড়াইয়া সেবাছলনায় ভগবদ্বঞ্চনা করিতে ব্যস্ত। ধন্য কলি!

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিত্য সেবনীয় নন। এবং শিষ্যও শ্রীগুরুদেবের পরমানন্দময়, যেহেতু এ জগতের সেবকসূত্রে শ্রীগুরুদেবের সেবোন্মুখবিধানকারী। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার সে সম্বন্ধ বা সে প্রীতি কোথায়? আমি এতদিন প্রভুভক্ত বলিয়া খুব প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছি, কিন্তু আত্মার অন্তরালে আমার সেই কপটতা ধরা পড়িয়াছে। আজ শ্রীল নামে আচার্য্যসন্তানের আমার এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ভগবদ্ধামের আচার্য্যবিদের দোহাই মহাজনগণের বাক্যের গুরুভক্তির কথা আমার মনে পড়িতেছে। তত্ত্ব ও তদবিষয়ের ধারণায় একজন একজন পরে গুরুভক্ত বলিয়া পরিচিত থাকিলেও গুরুভক্তগণ তাঁহার চালচলনে তাঁহার নামে চাতুর্বর্ণ্যবিদের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পান। গুরুসেবাভিলাষী নিষ্কপট ব্যক্তিগণ এই কথাটি বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা উহাতে গুরুভক্তির আদর্শ দেখিয়া ভক্তবিদ্বেষকেই এবং অন্ধ কুক্রীড়া প্রত্যাবর্তনে গুরু প্রকৃত সেবকের অর্থাৎ অন্য-প্রকাশের বিরোধ করিয়া হৃদগুরু-গুরু-প্রদর্শনকেই গুরুভক্তি বলিয়া মনে করেন। বর্তমানে একজনের ন্যায় অনেক গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তি নিজেকে গুরুভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়া নিজের ও পরের সর্বনাশ

দুঃসঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ)

সাধকমাত্রই দুঃসঙ্গ বর্জনে বদ্ধপরিকর না হলে শ্রীকৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। সংসার-রোগের অপসারণকল্পে ভগবদ্বহির্মুখ জীবের যে অনাদিকাল হইতে ভবরোগাক্রান্তের ন্যায় দশা, ভোগকল্পে আচ্ছন্ন থাকিয়া অন্যান্য পরম মঙ্গলময় সাধুলোকের উদার বিতরণ গ্রহণ করিতে পারি না। সাধু অমিয়-নিঃস্যন্দী বেদবাক্যমণ্ডিত বাণী আমার যোগ্যতার বিচার আমার নিকট অতীব কঠোর বোধ হয়। লোকমাত্র বিষয় সংসারের বিষয়মদিরা ও নানা প্রলোভন অর্পিত কি জন্য উপলব্ধি করিয়া সাধুদের দুর্নীতির আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করে আসিয়াছিলাম, কিন্তু

সাধন করিতেছে। গুরুদেবের অত্যন্ত উদার বিরুদ্ধে—হয়ত তাঁহার প্রচারে বাধা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সেবা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

একদা গুরুদ্রোহাচার্য্যের প্রতি সাক্ষাৎ ভাবে কোন বিদ্বেষ করে নাই। বরং পাষণ্ডিদেরই তাহার মত-বিরোধ ধরা পড়িয়াছিল। একজনের এই গুরুভক্তির আদর্শ গুরুদ্রোহাচার্য্যের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই তিনি কৃষ্ণবহির্মুখকে গুরুত্ব জানিয়া ঐ আদর্শ-গুরুদেবের সেবাবিধানকরে—বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধজন পাষণ্ড ও প্রতিষ্ঠা-লিপ্সার্থ একজনের হাতিয়ার অন্তরে যেমন করাইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের আচরণ—প্রকৃত আচার্য্যের আচরণ। সাধু আচার্য্য গুরুসেবকের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দান করেন। গুরুদেবের বিরোধ করিয়া যে গুরুভক্ত হয় অর্জুনের ন্যায় অকৃতজ্ঞ। একজন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

একে ত' বিশ্বাস আছে না কর সন্দেহ।
অকৃতজ্ঞ পাপ যেমন প্রমাণ।
কিবা দোষ না মানিয়া তত্ত্ব পাইয়া
একে মানি আরে না মানি—এই মত
ভণ্ড।

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনকারী ভগবান্ একজনের এই অপূর্ণভাবকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন—একদা শ্রীভগবানের হাতে নিহত হইয়াছিল। আমরা যদি এখনও সাবধান না হই তাহা হইলে যে একজনের ন্যায় গতি লাভ করিব, গুরুসেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শুদ্ধভাগবত সাধু সাধন রূপে করিয়াছি না, সাধুর পদানুগসেবককে অভিভব এবং বলিয়া দিয়া করিলাম, বৈষ্ণবহরতে সাধুর অনুসরণ করিতে পারিলাম না, সাধুর বাণী অবহেলিত হইয়া কর্ণপুটে পান করিলাম না; সাধুর অকাতরে অবিরাম সত্য প্রতিষ্ঠায় আমার মনোরঞ্জন বুদ্ধি পাইতে থাকিল, সাধুর নিরভিসন্ধ ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করিয়া অপরাধের একটি হইয়া বিষয়ের ভোগ ও বিপাকবিপুল ভার তোকে প্রবল হইলাম; সংসারপ্রভাবে দুঃসঙ্গ দূর করিবার মত না করিয়া সাধুর দেশে দুঃসঙ্গকে আত্মসাৎভাবে গ্রহণ করিলাম। শ্রবণ-কীর্তনমনোদ্বারা ভক্তিলতা বৃদ্ধি না হওয়া উপশাখা জন্মিয়া বাড়িয়া গেল। আমি সাধুসঙ্গ বাদের অভিসন্ধি করিয়া সেবোন্মুখ না হইয়া মহাজ্ঞ হইয়া সেবাবিরোধী বা অকার্যাধীনকে গুরু মনে করিয়া আরাম হইলাম এবং গুরুবৈষ্ণব-সম্বন্ধ-কীর্তন ছাড়িয়া আত্মসম্ভোগে অপরাধ হইলাম। তাই বুঝি মনকে বলিতেছি—"দুঃসঙ্গ ছাড়ি' দৈন্য অবলম্বন করিলাম। যে কারণে লাভের যোগ্য কদাচ করিলাম।" সাধুসঙ্গ কর। তিনি সর্বদা আদর্শ বা সেবাদর্শের অনুগত। আমি সেবোন্মুখ অপ্রিয় বলিয়া সাধুর আদরণীয়তার এক বুদ্ধিতে আর বুঝিয়া বসিলাম। আমি সেবোন্মুখে একটু আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং তাহারা যখনই আমার আগ্রহের প্রতিকূল কোনও আদেশ করেন অমনই আমার অসাধুমন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সে সময়ে মনে সুখ খুঁজিয়া দেখায় এবং উহা মত মত ভাবে কর্তব্যের সিদ্ধি আমার মন 'কল্পতরু' প্রভৃতি কাজের মধ্যে ছাড়িতে চায় না। আমি এখন সুখ সম্পদ করিতে গিয়া চলিতেছি আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছি। যাহারা হরিকথা গ্রহণ করে না, তাহারা আত্মঘাতী। শুধু কর্মিরাই কথাকে গ্রহণ করে না, কায়মনোবাক্যে সাধু-গুরুবৈষ্ণবের চেতনাময়ীর সেবা করাই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধা-
চ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্
বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

নিবৃত্তকামী মুক্তপুরুষগণ যাহার উত্তম গুণ ও মনের আনন্দদায়ক ও ভবব্যাধিনাশক ঔষধস্বরূপ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণকীর্তন ও শ্রবণ হইতে একমাত্র আত্মঘাতী বা পশুতুল্য ব্যক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিরত হইবেন?

সুতরাং সাধুগুরুবৈষ্ণবের অনুগত্য ত্যাগপূর্বক অধোক্ষজ ও চিন্ময়বস্তুর প্রতি

উপায়। অভিনব জীবকুল আমুষিক বা অবৈধ স্বভাববশতঃ কিছুতেই হরিকথার নিয়ের পরিত্যাগ করিতে পারে না। সে সুখ সমুদ্র কোন অমৃতে নদিয়া পবিত্র বিলেও অন্তরে কখনও সাধুর বাক্যকে আদর করিতে পারে না। কারণ শ্রীরূপ বাণী নিরপেক্ষা এবং নির্মলতা ও আত্মবিস্মৃতিনী। হরিকথাই শ্রীহরি। তিনি কোনও বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। হরির স্বভাব জীবের সর্বস্ব হরণ করা। হরি সেবা গ্রহণ করেন, তিনি কাহারও সেবা করেন না। হরিকথাও সেপ্রকার শ্রীহরিজন-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে অবস্থান করেন, কিন্তু কোনও বহির্মুখ জীবের কোণের উদ্দেশ বোধাক্রান্ত হন না। হরিকথা সেবোন্মুখের কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবেশ করত তাঁহার হৃদয়ে চিরবদ্ধ হইয়া বীজ নদিয়া বিস্তার করেন। হরিকথা আমাদিগকে দুঃসঙ্গের কবল হইতে উদ্ধার করেন। হরিকথা আমাদিগকে মায়াপিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া চিরদিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মমধুপানে মত্ত করান।

দুঃসঙ্গের অর্থ বা লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ বলিয়াছেন—

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৯৯)

কপটতাযুক্ত আত্মবঞ্চনা দুঃসঙ্গনামে অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্যাভিলাষকে কৈতব বা কপটতা বলে। ছলনাযুক্ত আত্মবঞ্চক ব্যক্তিই দুঃসঙ্গ। আত্মবঞ্চক ব্যক্তিই পরবঞ্চক হইয়া পড়ে। বদ্ধজীবের স্বীয় দেহ ও মন প্রধান দুঃসঙ্গ। জীবের এত বড় শত্রু আর কেহ নাই। কারণ, মন কিছুতেই ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপটতা ছাড়িতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের কৃপায় জড়মনের হাত হইতে অব্যাহতি না পাইলে কিছুতেই হরিভজন হইতে পারে না।

'কৈতব' কাহাকে বলে তাহার প্রসঙ্গে জানিতে পারি—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
(চৈঃ চঃ)

অজ্ঞান বা অবিদ্যা তমঃস্বরূপ বস্তু। উহা বস্তুজ্ঞানেরই প্রকাশের বাধক। অজ্ঞানেরই অপর নাম কৈতব বা কপটতা। ধর্ম বা পুণ্যকামনা, অর্থ বা জড়প্রয়োজন, কাম—স্বাভিলাষ বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা এবং মোক্ষ বা মুক্তিকামনা—এই চতুর্বর্গকে কৈতব বলা যায়। চতুর্বিধ কৈতবের মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছাই সর্বপ্রধান কৈতব; ধর্মার্থকাম-পিপাসায় লোক ভোগী হইয়া পড়ে, আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষায় জীব কৃষ্ণবিদ্বেষী হইয়া পড়ে। কামকামী ব্যক্তি স্বীয় কামপূর্ণার্থ সকাম-ভক্তির বা বিদ্ধা ভক্তি আশ্রয়ে ভগবান্কে ডাকে। কিন্তু মোক্ষকামী নিজেই ভগবানের সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিবার জন্য ব্যস্ত অথবা ভগবান্ ও পরমাত্মা বলিয়া কোনও বস্তু নাই, জীবই ব্রহ্ম—এরূপ ধারণা পোষণ করে। আত্মধর্ম বা পরমধর্মের বিরোধী ধর্ম জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা দুঃসঙ্গ। 'দুঃসঙ্গ' বলিতে যে কেবল নীতিহীন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, পাপাসক্ত ব্যক্তিকে বুঝায় তাহা নহে। সুকর্মী, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী ও সিদ্ধিকামী যোগীকেও দুঃসঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ একই বস্তু। অবিদ্যা বস্তুমাত্রই অসৎ, তাহার সমস্ত অসৎ-সঙ্গ। দেহ ও মন অবিদ্যা। সুতরাং তাহাদের সঙ্গও অসৎসঙ্গ। তবে শুদ্ধভক্তের চিৎ দেহ ও মন তাঁহার স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার দেহী ও দেহে ভেদ নাই। শুদ্ধভক্তের দেহমনে প্রাকৃত বিচার করিতে হইবে না। অসৎসঙ্গ কি, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

বৈষ্ণব বা সাধুর প্রধান আচার অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। অর্থাৎ হরিভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ভক্তির প্রতিকূল বিষয়গুলি সর্বথা বর্জনীয়। সাধু কোনও মতেই দুঃসঙ্গের প্রশ্রয় দেন না। দুঃসঙ্গ তাঁহার চতুঃসীমানায়ও আসিতে সাহস পায় না। সাধুশ্রেষ্ঠ আচার্যপাদগণের আচরণে 'দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টপালন'-ধর্মটি প্রধানে প্রকাশিত হয় এবং ভক্তদ্রোহানন্দী বলিয়া অবরবৃন্দ আচারে 'সাধুনিন্দাকারী' বলিয়া তিনি সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

স্ত্রীসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গী নিজে ভোক্তা সাজিয়া ভোগ্যভোগে ব্যস্ত। নিজকে পুরুষের ভোক্তা বলিয়া অভিমানে জীবের কখনও স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবদ্বিদ্বেষীর সঙ্গস্পৃহা উদিত হয় না। কর্মী ও জ্ঞানী কৃষ্ণবিমুখ সুতরাং তাহাদের সঙ্গও দুঃসঙ্গ। যে দুঃসঙ্গের হাত হইতে নিজ সহস্র সহস্র চেষ্টাদ্বারাও উদ্ধার পাওয়া যায় না, সেই দুঃসঙ্গ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় সাধুগুরু-কৃষ্ণকৃপায়। সাধুর সঙ্গ ব্যতীত কিছুতেই দুঃসঙ্গের মোহ কাটে না। আমরা [illegible] জীব। আমরা জড়পদার্থ নহি, অথচ বর্তমানে চেতনস্বরূপে উদ্বুদ্ধ নহি। এমতাবস্থায় গোলোক-বৈকুণ্ঠের লোক ব্যতীত কে আমাদিগকে এই জগতের ক্লেশ, অনিত্যতা ও ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ-গোলোক-ধামে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইবেন? এমন নিঃস্বার্থ, পরার্থপর কে আছেন—যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত করিবেন? কই, এজগতের সকলেই ত' নিজ নিজ অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। একপক্ষে আত্মস্বার্থ ব্যতীত এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপও করে না। বদ্ধজীব নিজ দুঃখ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিতে না পারে এমন কার্য্য নাই। আবার এরূপ বদ্ধজীবের মধ্যে প্রাকৃত-সহজিয়া অপেক্ষা এক্ষণে অধিকতর কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধী; আবার ব্রহ্মবাদী বা মায়াবাদী হইতেও বৈষ্ণবাপরাধী অনন্ত গুণে অপরাধী ও নারকী। বিষয়ী, মায়াবাদী ও বৈষ্ণবাপরাধী দ্বারা পরিপূর্ণ এই বিষম জগতে আমাদের ন্যায় দুর্বল, অসহায় ও মঙ্গলপ্রার্থী জীবের একমাত্র বাঁচিবার উপায় শুদ্ধভক্তের অশোক অভয় চরণাশ্রয়লাভ। এজগৎ বহির্মুখ জীবের স্থান। গোলোক হইতে অবতীর্ণ মহাভাগবত বৈষ্ণব ব্যতীত কেই বা দুর্গত জীবের দুঃখে দুঃখী হইবেন? সুতরাং বৈষ্ণবের পদাশ্রয় ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের কোনও উপায় নাই। তজ্জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥

সাধক প্রবল চেষ্টা দ্বারাও যে সকল অনর্থ কিছুতেই দূর করিতে পারেন না, সে সকল অনর্থ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনায়াসেই দূরীভূত হয়। অনর্থ, বাধাবিপত্তি ও নানাপ্রকার নিগ্রহাদি আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না যদি আমরা অকপটভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকি। সেজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে উক্ত হইয়াছে—'যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।' শত শত জন্ম ধরিয়া সাধন, ভজন, হরিনাম (?) কীর্তন ও সৎশাস্ত্র সকল শাস্ত্র পাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রতাদি দ্বারা যেসকল অনর্থ কিছুতেই দূর হয় না, শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখবাণী শ্রবণে তাহা নিঃসন্দেহে দূর হইবেই হইবে। সাধুর আচার ও প্রচার দুঃসঙ্গের পক্ষে কালস্বরূপ বলিয়া অসাধু ও বিদ্ধভক্তগণ প্রাণপণে সাধুর আচার ও প্রচারে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

প্রকৃত সাধুকে অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বাধার দুষ্ট চক্রজীবী কোনও প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করে না। সাধুর বিরুদ্ধে অপবাদী অসাধুগণের ব্যাপকভাবে অসাধুগণের চেষ্টা দ্বারাই সাধুর যথার্থ ব্যক্তিত্বও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অসাধুগণ সাধুর প্রতি যতই অত্যাচার করুক না কেন, ঠাকুর হরিদাস ও প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তারত থাকেন, কিছুতেই একবিন্দুও টলেন না, পরন্তু অত্যাচারী অসাধুগণের মঙ্গলকামনা করেন। এ জগতের লোক বঞ্চিত ও বঞ্চক। তাহারা সাধুর মাহাত্ম্য কিছুই বুঝিতে পারে না। সাধুর কৃপা ও সঙ্গ ব্যতীত সাধুর মহিমা কেহ বুঝিতে পারে না। সাধু ভগবানের প্রাণ, সুতরাং ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দেন। ভগবান্ সাধুবৈষ্ণবের উৎপীড়নকারী অসাধুগণকে যুগে যুগে বিনাশ করিয়া ভূভার হরণ করেন। আমরা প্রাণান্তেও দুঃসঙ্গের প্রলোভনে বা আক্রমণে অভিভূত হইব না। আমরা দুঃসঙ্গের আপাত-মোহ-মায়াবিনীর ন্যায় আদর ও প্রতিষ্ঠা-প্রদানকে থুৎকার করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের নিত্য উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইয়া থাকিব। কিছুতেই তাঁহাদের সেবা ছাড়িব না। তাঁহাদের ভর্ৎসনা ও শাসন অম্লানবদনে কৃপা বলিয়া বরণ করিব, চাতকের ন্যায় তাঁহাদের কৃপার আশায় বসিয়া থাকিব। এ জগতের কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরামর্শ আমরা গ্রহণ করিব না, আমরা দুঃসঙ্গ বা গণমণ্ডলিকার কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীশ্রীল আচার্যপাদগণের বাণীকেই আলোকস্তম্ভ বলিয়া জানিব। আমরা অসত্যবাদী বৈষ্ণবনিন্দকের কখনও মুখদর্শন করিব না। আমরা দুঃসঙ্গকে কায়মনোবাক্যে বর্জন করিয়া সর্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপা প্রার্থনা করিব। আমরা সাধুর নিকট হইতে ধৈর্যসহকারে মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী চেতন শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করিব। শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্বক সাধুসঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণই সদুপদেশদ্বারা মনের আসক্তিরাশি ছেদন করেন।

বৈদ্যগণ অস্ত্রোপচার করেন আমাদের দেহের উপর আর সাধুগণ "চেতনময়ী বাণীদ্বারা অস্ত্রোপচার করেন" আমাদের বহির্মুখ মনের উপর। সাধুর বাণী অজ্ঞান জীব বলিয়া অনেক সময় মন সাধুর বাক্য শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি

(অবশেষ ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস॥

[illegible]-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজিত আছেন। [illegible] এবং [illegible] পাঠ [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক-বেলায় শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] দর্শন সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible]

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—প্রভুপাদ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যালয়, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] প্রকট স্থানের স্থান

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক— শ্রী[illegible]

১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া—(শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible] নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

(২৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], ([illegible])

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

এবং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক —শ্রী[illegible] এম, এ।

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি)

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণবন্দর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) শ্রী[illegible] মঠাশ্রম

[illegible], মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোর্দ্ধিবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোর্দ্ধিবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] [illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম [illegible]

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) [illegible] পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible]

৬০) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় প্রপন্ন মঠ

পোঃ [illegible], প্রয়াগ

মঠরক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬১) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ভক্তিরত্ন

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(৬৪) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] ([illegible])

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী.

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম).

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১২।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রী[illegible] স্বামী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৬ চাটার্জ্জি লেন

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

[illegible]—

	প্রতি মণ
[illegible]	৬।০
[illegible]	৫৸০
ঐ মধ্য	৫৷
[illegible]	৭৲-৭॥০
[illegible]	৫।০
[illegible]	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
[illegible]	১০৲-১০।০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৪।০-৫।০
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০।৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible]	
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭৸৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪৷০
[illegible]	১২৲
[illegible]	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪৩।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৴০—৫।৵০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৩।০—২৸৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
[illegible]	১৸৵০—১৸৵০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	৬৩।০

[illegible]	৮৲
[illegible]	৬৲
[illegible]	৪৷৸০
২৬ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

গুড়ের দর

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible] মসলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
[illegible]	১৪।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৯৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵০
২৮ সের—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
[illegible] কাটা মণ	৫।০—৬৸০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড [illegible] ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, [illegible]	৬৸০—৭।০
গোল রড টি-টিক্রোম ও ক্ষকিটের	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

[illegible] ৫৴০, [illegible] ৬।০

[illegible] ৪।০

সন্তোষ [illegible]

এণ্ড সন্স লিঃ

৪-৫ [illegible], [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible]। [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] নম্বর রাখিতে পারিলে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, [illegible], [illegible] এবং [illegible] পালাজ্বর "কেভ্‌রোল" [illegible]। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও [illegible] প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের [illegible] বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও তরকারি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম [illegible] ([illegible] বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেজেঃ ঠিকানা [illegible] পোঃ আঃ [illegible], রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন বা পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ [illegible] সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অংশপ্রত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পয্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় শ্রীবিদ্যাশাস্ত্রিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৯০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতপ্রজ্ঞা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বাংলার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার দুইটি ভূমিকা (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ কাপড়ে বাঁধাই, প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	৵১০
ইঞ্চি ২॥০	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৩৲	২॥০	২৲	২৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৩৲	৩৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	॥।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১

প্রতি সংখ্যা ১০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-০৬ ৭-০৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-২৬ ১৭-০৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০, ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১১-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩-৬৬ ৬-২৩ ৭-২০ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৪১ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১, ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৫
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৪৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... শ্রীগৌরসুন্দর; সংস্কৃত-... ... ও বিষ্ণুপাদ ... শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

[illegible]

... ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত ... ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ... পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য কর্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই ..., ১৩৪৫, ৩০শে মে, ১৯৩৮, সোমবার [৭৬ তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার,

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ১০।৬।৩৮

(১)

২২ বাংজারি ৩৮ ডিক্রি ১২॥৶০

ডিঃ রাজকুমারী প্রেমুরমঙ্গিনী দাসী দিং

দেঃ গৌরীমোহন ভট্টাচার্য্য সাং ও পোঃ ...

থানা কোতুয়ালি মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ১০৬৫ নং খং স্থিত বিনা ... জমা ... ২।০ ... বার্ষিক ... বাধা আছে তাহাতে এই দেনাদার ডিঃ গণের সেরেস্তায় পেস কর আদায়ে দখলকার ও দখলকার আছেন। উক্ত বিনা সম্পত্তি আর অবিনষ্ট ঘর ও বাকীর ... আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲। জমির পরিমাণ -৭৬শঃ।

(২)

৩৩ বাংজারি ৩৮ দাবী ৬০৸৶০

ডিঃ শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ পৃথ্বীশকুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা ৬০৩ নং খং স্থিত বিনা ... সম্পত্তি পরগণে বিল্বপুর, তৌজি নং ৩২০, ৩৪৪, ৩৪৫, জমিদার পৃথ্বীশকুমার মুখোপাধ্যায় দিং উক্ত ৭০৭/১৪০৫ নং খাস খাস অনুপবিহিত ... মাহার ... আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲।

জমির পরিমাণ -২৫ শঃ

(৩)

৫৪ বাংজারী ৩৮ দাবী ৩১৸/

ডিঃ ... মণ্ডল

দেঃ আমাতালি শেখ দিং সাং সেকড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেকড়াতলা মধ্যে খং নং ১১ জমি ৩-১৪ শঃ সালিয়ানা মোট আনা হকব ডিক্রীদার ও মোকাবিলা দেনাদের সরকারে ৭৸১০ ওটবন্দী জমা লেখা বাদ উক্ত বাকী পড়া জমা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৮৩ বাংজারী ৩৮ দাবী ৭৭৶০

ডিঃ ত্রিপুরাপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং

দেঃ কলাচাঁদ বিশ্বাস দিং সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেজুয়া মধ্যে ডিঃ ও মোকাবিলা দেনাদের অধিক ৩১৪ নং খং স্থিত ১৫।৩ বো বাকী মোকররী জমা, মায় মোট আনা হকব খব অনুপবিহিত আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

জমির পরিমাণ ৮-৩০শঃ

(৫)

১৭৯ বাংজারি ৩৮ দাবি ১১৸৶০

ডিঃ বেণীপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং

দেঃ ... মণ্ডল দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাজরাপোতা মধ্যে জমিদার ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় ১৮১ নং খং স্থিত ২৫-৩৪ শঃ জমির কাত বার্ষিক ৩৮৴৯ তাহাতে দেনাদারগণের মোট আনা ... খব মায় অনুপবিহিত আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪৲

(৬)

১৮০ বাংজারী ৩৮ দাবী ৩২॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ... মণ্ডল সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেজুয়া গ্রামে জমিদার ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় ১৭৬নং খং ১-৩৬ শঃ জমির বার্ষিক কাত ৩।৩ বার্ষিক আছে, তাহাতে দেনাদারগণের মোট আনা ... খব দখল হইতেছে। মায় অনুপবিহিত আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৮৫ বাংজারি ৩৮ দাবী ৫৩।৯

ডিঃ মহারাজ কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

দেঃ কালিপ্রসাদ হালদার দিং সাং শক্তিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে জমিদার রণজিৎ পালচৌধুরীর সেরেস্তায় ৪৭০০ নং খং বার্ষিক প্রাপ্ত বিনা ২৲ খাজনার দেনাদের যে জমি আছে উক্ত জমির ... ৶০ মায় আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

২০৭ বাংজারী ৩৮ দাবি ২৮৸৶০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ পঞ্চকড়ি মণ্ডল দিং সাং সেকড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সরকারে দেনাদের নামে সালিয়ানা ১৭৸০ টাকার যে বাবত হিস্যার জমা প্রচলিত আছে এবং যাহা ৯-১৭শঃ জমি রেকর্ড হইয়াছে. তাহাতে দেনাদারগণের কায়েমী স্বত্ব আছে। মায় অনুপবিহিত আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲। খং নং ১৩১, দাগ নং ১০২।

(৯)

২১০ বাংজারী ৩৮ দাবী ৪০৶০

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার দিং

দেঃ নিরঞ্জন ঘোষ দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতুয়ালি মৌজে ... মধ্যে দেনাদারগণের নামে ৪৯ নং খং স্থিত ৪ ৫৯ শঃ জমির জমা ১০॥/৫ ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় ।/৬॥ অংশ বার্ষিক ৩৴১২। ও ।৶১৩। অংশের বার্ষিক খাজনা ৭/১২। জমিদার ... গোপাল-কুমার পাধ্যায় সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। মায় অনুপবিহিত আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৩০৩ বাংজারী ৩৮ দাবী ১০৫৸৶০

ডিঃ রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ গণপতি হালদার দিং সাং বলভপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বলভপুর মধ্যে ডিঃ ও সহ ডিঃগণের সেরেস্তায় রামনাথ হালদার নামীয় সালিয়ানা ১৫।০ টাকার জমা ও অনুপবিহিত আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

খং নং ২১৯ ও অধীন ১—২, জমি ৪-৪ শঃ

(১১)

৩৩৫ বাংজারী ৩৮ দাবি ...

ডিঃ মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পক্ষে ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজষ্টেট ...

দেঃ ... চন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং দীপচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর ... বাকী ও মোকাবিলা ... অধীনে মোট আনা জমা ৫৲ মায় আকর আসলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

খং নং ১০৭, জমি ১-৭৮শঃ

(১২)

৩৩৬ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৩৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু গোপ সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে চরকাটশালী মধ্যে বাদী ও মোকাবিলা সহবাদীগণের অধীনে রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের মোট ১৸৶১ জমা মায় আয়ত্ব আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲। খং নং ৪২৮, জমি ১-২৩শঃ

(১৩)

৬৩১ বাংলারী ৩৮ দাবী ৬৩৸৶৬

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ জাবেদা বিবি সাং রাইপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে জমিদার এই ডিঃ সরকারে দেনাদারের নামে বার্ষিক ১০৲ খাজনার যে মৌরশী মোকররী জমা উক্ত বাকী পড়া জমা মায় তদুপরিস্থিত আউলাত ষোল আনা রকম দখলত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

খং নং ১৪ ও তদধীন ১৫, জমি ২ ৬৫ শঃ

(১৪)

৬৪১ বাংলারী ৩৮ দাবী ১৭৸৶৬

ডিঃ ফকির মহম্মদ ওস্তাগর বিং

দেঃ সৈয়দ আকবর আলি ওস্তাগর বিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে নাহুরিয়াগ্রামে ডিঃ সরকারে ১৩৬ নং খং ১০-৩৪ শঃ জমি ১৩৸৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৬৫০ বাংলারি ৩৮ দাবি ১১৸৶১

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে নাহুরিয়া গ্রামে ডিঃ নং ১৪৩নং খং ২-০৬ শঃ জমির ২৷০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দখলত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৬৪১ বাংলারী ৩৮ দাবী ১১৸০

ডিঃ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ হবিবুল্লা সেখ বিং সাং দীপচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর মধ্যে বাদী ও মোকাবিলা বিবাদিগণের অধীনে ষোল আনা স্থিতিবান জমা মায় আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

জমি মোট—৫।০৶০

(১৭)

৬৫২ বাংলারি ৩৮ দাবি ২২৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ জায়দারন্নেসা বেওয়া সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর মধ্যে বাদী ও মোকাবিলা প্রতিবাদিগণের অধীনে ষোল আনা জমা ৸৶০ মায় আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

খং নং ২৫২, অধীনস্থ ২৫৩—২৫৬, জমি ৬-০১শঃ

(১৮)

৪২১ বাংলারী ৩৮ দাবী ২৩৷৶৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী বিং

দেঃ ফতুই সেখ বিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ডিঃ গণেশ সেরেস্তায় ৩৮২ নং খং ১-২৩ শঃ জমির কাত বার্ষিক ২০৸৶১ দেনাদারের নামে প্রচলিত আছে। উক্ত বাকী পড়া ষোল আনা রকম দখলত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

৪২২ বাংলারি ৩৮ দাবী ৪৬৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ অতুল্য ঘোষ বিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুন্দরপুর মধ্যে ডিঃ নং ২১৯নং খং ১ ৪১ শঃ জমির যে জমা প্রচলিত আছে উক্ত বাকী পড়া জমার ষোল আনা রকম অংশ দখলত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৪২৩ বাংলারী ৩৮ দাবী ১০৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গুরুচরণ মণ্ডল বিং সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ডিঃ নং ২১২ নং খং ১-৮০ শঃ জমির ১৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দখলত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

৪৪১ বাংলারী ৩৮ দাবি ৫১৶০

ডিঃ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর চকের পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ জমিদার ডিঃ সরকারে ১০৮১ নং খং ২-৩৬ শঃ জমির ৭৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৪৪৭ বাংলারি ৫৮ দাবী ১৫।৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী বিং

দেঃ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ১২২৫ নং খং অম্বোরোর বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামীয় নিজ সম্পত্তি যাহার জমাবন্দী ৬৶০ ধার্য্য হইয়া বার্ষিক ১৲৩ সেস ধার্য্য আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

অধীনস্থ খং নং ১২২৬, জঃ পরিমাণ ২-৩৩শঃ

(২৩)

৪৬৬ বাংলারী ৩৮ দাবী ১০৭৶১

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায়

দেঃ নৃসিংহ ঘোষ বিং সাং গাদখালি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদখালি মধ্যে ডিঃ অধীনে ৬২ নং খং ৫ ২৫ শঃ জমির ১১৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

নীলামের দিন ১১.৬।৩৮

(২৪)

১৫২৭ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৬৬৲

ডিঃ বসন্তকুমার গুহ জেনারেল ম্যানেজার অপ্রদীপ এষ্টেট এ ষ্টেট

দেঃ কালাচাঁদ সেখ বিং সাং কাদিহাটি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বল্লভপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ২১১, ২০১, ১৬৩, ১৩ নং খং ১০ ২৪ শঃ জমির ২১৸৶১ জমা ষোল আনা রকম দখলত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

১৫৩২ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৪৸১

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী বিং

দেঃ মোহিনীমোহন হালদার সাং রাধালপাড়ি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে সুন্দরপুর মধ্যে ২৪৩ নং খং -৬০ শঃ জমির কাত অম্বোরোর রঘুনাথ হালদার নামীয় নিজ অম্বোরোর জমা যাহার জমাবন্দী ৪৸৶০ ধার্য্য হইয়া বার্ষিক ।১ সেস ধার্য্য আছে উক্ত জমার ডিঃ নং সে করাদারে স্বত্ববান ও দখলিকার মায় আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

(২৬)

১৩২১ বাংলারি ৩৭ দাবী ২৫১৲১

ডিঃ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দেঃ বহু পাঁড়ুই বিং সাং ও পোঃ বামনপুকুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে ব্রাহ্মণপুরা গ্রামে ডিঃ অধীনে জমির কাত মালিয়ানা ২৬৶১০ সে বার্ষিক স্থিতিবান জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইহাতে ২ নং দেনাদার ইব্রাহিম সেখের ত্যাজ্য ।০ আনা রকম স্বত্বাংশের দখলত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

খং নং ১০, অধীনস্থ ২১৯, ২৫৩, জমির পরিমাণ ১৭-৪৪শতক

(২৭)

৭ বাংলারী ৩৮ দাবী ৭০৩৷৶৬

ডিঃ কমলা বালা দাসী বিং

দেঃ রাখাল দাস বিং সাং কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা চাকদহের অধীন ১০নং মৌজে চাঁদুরিয়া ও ১২নং মৌজে চাঁদুরিয়া ও অন্যান্য মৌজে মধ্যে মায় সাবেক মহাল সমেত জলকর খড়, বিল, খাল, নদী, নালা প্রভৃতি যাবতীয় স্বত্ব ৪ চারি আনা আকর আওলাত দখলত হুকুক দেনাদারের ।০ আনা রকম খাজনা মালিকী স্বত্বাংশ যাহার বার্ষিক সদর রাজস্ব ৩৭৫৶ নদীয়া কালেক্টারীতে দিতে হয় মূল্য ৪০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ অধীনে মায় সাবেক মহাল সমেত জলকর, খড়, বিল, খাল, নদী, নালা প্রভৃতি যাবতীয় স্বত্ব সত্যাদি আকর আওলাত দখলত হুকুক একত্রে দেনাদারের ১৩৩৮।১৫শ্রাবণ তারিখের অন্তর্গত দাসী বরাবর রেজিষ্টারীকৃত কবুলতি মূলে নিজাংশে বার্ষিক মালিয়ানা ৬৬১৲ টাকার পত্তনী স্বত্ব ও ঐ যাবতীয় স্বত্ব সত্যাদি আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য ২০০৲

৩। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে মাটিয়ারী বনগ্রাম মায় সাবেক মহাল সমেত জলকর খড়, বিল, নদী, নালা প্রভৃতি যাবতীয় স্বত্ব সত্যাদি আকর আওলাত দখলত হুকুক দেনাদারের ৷০ আট আনা রকম খাজনা মালিকী স্বত্বাংশ যাহার সদর রাজস্ব ১৮০৸৶১ নদীয়া কালেক্টারীতে দিতে হয় মূল্য আঃ ৪০০৲

৪। থানা চাপড়া মৌজে রাধাবল্লভ শিকড়া ও অন্যান্য মৌজা মায় সাবেক মহাল সমেত জলকর, খড়, বিল, খাল নদী, নালা প্রভৃতি দেনাদারের চারি আনা রকম খাজনা মালিকী স্বত্বাংশে যাহার বার্ষিক সদর রাজস্ব ২১৫৶৮ নদীয়া কালেক্টারীতে দিতে হয় মূল্য আঃ ৪০০৲

৫। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে মাটিয়ারী বনগ্রাম ম.ঃ সাবেক মহাল সমেত জলকর খড়, বিল, খাল, নদী, নালা প্রভৃতি যাবতীয় স্বত্ব সত্যাদি আকর আওলাত দখলত হুকুক, একত্রে দেনাদারের ১৩৩৮।১৫ শ্রাবণ তারিখে অন্তর্গত দাসী বরাবর রেজিষ্টারীকৃত কবুলতি মূলে নিজাংশে বার্ষিক মালিয়ানা ৬৬১৲ টাকার পত্তনী স্বত্ব মায় যাবতীয় স্বত্ব সত্যাদি আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য ২০০৲

(২৮)

১২৮ বাংলারি ৩৮ দাবী ১০১৶৬

ডিঃ ম্যানেজার, চৌগাছিয়া ওয়ার্ডস এষ্টেট

দেঃ চমৎকারী বিবি বিং সাং জুড়ানিয়া পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবিন্দপুর মধ্যে ডিঃ ও মোকাবিলা বিবাদীর সরকারে মালিয়ানা ষোলআনার ৩৭৸৶ টাকার যে জমা জমাদার চাকলাদার মুরাদতে প্রচলিত আছে ও যাহাতে দেনাদার স্বত্ববতী ও দখলিকারিণী আছে উক্ত জমা মায় আকর আওলাত দখলত হুকুক ষোলআনা রকম নীলাম বিক্রয় হইবে মূল্য আঃ ৫০৲

খং নং ৩৬০, জমির পরিমাণ ২৫-৩৬শঃ

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ — ১৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩০শে মে ইং ১৯৩৮, সোমবার — ১৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শনে প্রধানমন্ত্রী রাজগোপাল আচারিয়ার

মাদ্রাজ হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দস্বামী তারযোগে জানাইতেছেন যে, মাদ্রাজের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়ার বাহাদুরের সহিত মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভুর অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। গত ২৪শে মে অপরাহ্ণে মন্ত্রী মহোদয় যখন মাদ্রাজের শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আসিয়াছিলেন তৎকালে ব্রহ্মচারীগণ তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মবিষয়ের পরম-চমৎকারিতা এবং উহা যে বর্তমান বিশ্বে সকল জীবকে বিমল শান্তিভবনে আবদ্ধ করিবার একমাত্র উপযোগী ধর্ম তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে মিশনের উন্নতি কামনা করেন। তিনি শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী

গত ১৩।৫।৩৮ তারিখে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ভক্তিবিঘ্নবিনাশকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজা বর্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সেবকবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, আচার্য্যপ্রণতি, গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি ভজনাঙ্গ-যাজন করেন। মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীঈশো-পনিষদের ভূমিকা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর “গোবিন্দভাষ্য” রচনা করিয়া পাণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীনকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রভুর আত্ম-প্রকাশ, নৃ-কেশরীর ন্যায় ভক্তি অনুকূল বিচারের পোষণ ও প্রতিকূল বিচার খণ্ডন প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। সকলেই সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের ও সর্ব্বাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে গুরুবন্দনা, দশাবতার স্তোত্র ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সমবেত বহু ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাগণকে বিষ্ণুপাদোদক এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গত কয় সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতোক্ত—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।

শ্লোকের ভক্তির প্রতিকূল-বিষয়ের প্রত্যেকটি এক একটি করিয়া বক্তৃতামুখে ব্যাখ্যা হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ‘অত্যাহার’, ‘প্রয়াস’ ও ‘প্রজল্প’ সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। গত ১৫ই মে রবিবার এবং গত ২২শে মে রবিবার মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু যথাক্রমে “নিয়মাগ্রহ” এবং “জনসঙ্গ” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৬।৫।৩৮ তারিখে মহাচোল গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন ও রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ‘সনাতন-শিক্ষা’ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৭।৫।৩৮ তারিখে রবিবার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ মহাপাত্র মহাশয়ের গৃহে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ‘কপিলদেব ও দেবহূতি-সংবাদ’ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৮।৫।৩৮ তারিখে [illegible] উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ অধ্যায় হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৯ই ও ১০ই মে দিবসদ্বয় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীযুক্ত [illegible] মাইতি মহাশয়ের সাধুয়া-পোতার ভবনে পাঠ করেন। প্রথমদিন তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় দিবসে শ্রীএকাদশীতত্ত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের উপাখ্যান অবলম্বনে ‘মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য’ সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পরদিবস তিনি বৃন্দাবনচক্ নামক গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীধর অধিকারী মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আগ্রহে তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে “বৈষ্ণবধর্ম” সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীধর বাবুর বিশেষ চেষ্টায় একটী উৎসবের ব্যবস্থা হয়। সভা অন্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

স্বধামপ্রাপ্তি

গত ১০ই এপ্রিল রবিবার বেলা ৯॥০ ঘটিকার বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসাধিকারী মহোদয় কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডস্থ ভবনে স্বধামপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বটকৃষ্ণদাস সহ একাদশাহে গত ২০।৪।৩৮ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যা-লঙ্কার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বত-বিধানে মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ দিবস বাড়িতে একটী উৎসবের আয়োজন হয়। বহু ব্যক্তি প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ ত্রিবিক্রম [illegible] মঙ্গলবার পৌষ ১৩৯২

আমরা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

বৈষ্ণবসাহিত্যে আমরা অনেকস্থলে "আমরা" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই শব্দটী মায়ার অহঙ্কারগত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরবশতা এবং নিত্যাদৃষ্টতার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। কোন চিকিৎসক কোন আমাশয় নিবারণকল্পে বিষাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা উৎপন্ন করে। এরূপ আপাত-সুখলাভের পরিবর্ত্তে মঙ্গলপ্রদ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব আপাতসত্য ও নিজের শুভের বিচারে অনিপুণ হওয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত-সুখের ভিক্ষুক হয় ও মঙ্গলের সংহারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়াবাদী আপাতসুখস্পৃহা লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্বীয় অধিকারের পারিপাট্য করিতে গিয়া স্ব-স্ব-ধর্ম্মানুষ্ঠানক জীব পঞ্চকর্ম্মক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, 'বহু জাত' বাহা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতিপ্রচারক, জ্ঞানবান্, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়াবাদী না করেন। মায়াযুক্তজীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিত্যবৃত্তিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণপাদ হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রভুপাদের টীকা হইতে জানিয়াছি যে, যেকাল পর্য্যন্ত জীব মায়াযুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"জীব, তোমার অভিমান জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সমস্ত বৈষ্ণবকেই আপনাকে পদপাতযুক্ত, পদতলস্থিত, সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধি-বিবর্জ্জন করিয়া নিরপেক্ষতা লইয়া হও, কপট দৈন্যময় বুদ্ধি দেখাইয়া তোমাকে কেহ যেন প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কপটতাকে তৃণ অপেক্ষা নীচতা বলিয়া গ্রহণ না কর, তোমার মমতা-বোধে যেন সহিষ্ণুতা পর্য্যবসিত না হয়, মায়াযুক্ত জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে, ইহাই গৌরসুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়া কর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহঙ্কার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমতা সংবর্দ্ধন করিয়া পরশ্রীকাতরতাকেই হরিসেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়-বদ্ধ-জীবজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয় গৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীমাধবেন্দ্র স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথ দাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবিমুখ-জনকে অসুর-সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দনিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোনগ্রন্থকে আক্রমণ না করিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ-ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কষ্ট না করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন। ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধ ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্য বৈষ্ণবসাহিত্যে 'আমরা' শব্দের প্রয়োগ।

(সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

ইহাই কি আমার মঠবাস ?

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

এই অনিত্য বিশ্ব ভক্তবর্জ্জিত লোকে পরিব্যাপ্ত। আমরা যাহারা মঠবাস করিতে আসিয়াছি তাহাদের সকলেরই যে কৃষ্ণভক্ত হইলেই এমন কোনও কথা নাই। ইহা সেদিনও প্রভুপাদের অপ্রকটের অর্দ্ধ-শতাব্দীতেই উদ্‌যাপনে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয় ভর্ত্তি হইয়া ২।১ শ্রেণী উত্তীর্ণ হইলেও কপাল মন্দ হওয়ায় অনেক ছাত্র পরিপূর্ণ বিদ্যালাভ করিবার পূর্ব্বেই পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া ছুটিয়া পলায়। বহু প্রকারের লোক হরের নানা প্রকার নিগূঢ় মায়াচক্র-পরিপূর্তির জন্য কৃষ্ণের শ্রীমঠে একত্রিত হইয়াছেন। কৃষ্ণভজন কিন্তু তত সহজ [illegible] সহজ নহে। শ্রীরূপ,সনাতন, রঘুনাথ আদি গোস্বামিবৃন্দ যে সকল সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, সেটী অত্যন্ত যথার্থ। 'কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।' "বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একোহপি বিশিষ্যতে।" উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে। খুব বড় বড় লাভের আশায় আমরা মঠে আসিয়াছি। খুব বড় দাবির আমাদের মধ্যে রয়। কিন্তু 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

তবে আশা আছে, সেদিনও শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ভক্তগণের অন্তবাণী দেখলাম—'যে চায় সে পায়।' কিন্তু আমি যদি ঐ চাওয়ার বৃত্তিটিকেই না বাড়াইয়া 'নিজে সবই পাইয়া বসিয়াছি' ভেবে 'অপরে চাহিল না' বলে ক'রে জগতে মাৎসর্য্যবশত অশান্তি অনুভব করি এবং বন্ধুগণের সঙ্গে দেখা হইলে অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে কথাই নিরন্তর আলোচনা করতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে 'নরকে নিজে বসে 'পরকল্যাণেচ্ছু' বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করি না কেন, বস্তুতঃপক্ষে আমার পরচর্চ্চাস্পৃহার অন্তরের প্রবৃত্তি এবং নিজ উৎকর্ষতা বিজ্ঞাপনের স্পৃহা প্রতিটিপদেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যাদৃশ পতিত জীবাধম কিছু পতিতপাবন হওয়া পড়ে নাই। উদ্ধারের উপায় পতিত জীব না বুঝিলেও তাঁহাদের একান্ত নিত্যবান্ধবরূপে আচার্য্যবর্য গৌড়ীয়গণ উজ্জ্বল করিয়া আমাদেরই মঙ্গলকল্পে জগতে প্রকটিত আছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। তাঁহাদের দুঃখে আমার খুব বেশী দুঃখ প্রকাশ করিবার ছলনা করিবার প্রয়োজন নাই। পরমারাধ্য প্রভুপাদ অনেক সময় আমাদিগের ন্যায় চঞ্চলমনা লোককে হিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—'চাচা আপন বাঁচা।' কিন্তু হায়, আমি মহা-অনর্থগ্রস্ত পরিত্যাগ, নিজ উন্নতি লাভাশায় উদাসীন হইয়া পরছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, যেন নিজে পরম তৃপ্ত হইয়া গিয়াছি; কোনও অভাবই যেন আর নিজের নাই।

বিষয়ী লোকও সামান্য বিষয়সুখ লাভ করিবার জন্য যে প্রকার আপ্রাণ চেষ্টা করে, মঠবাস করিতে আসিয়া আমি তাহার শতাংশের এক অংশ চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছি কিনা সন্দেহ। বিষয়ী লোক অর্থাভাবগ্রস্ত হইলে তাহার কি অবস্থা হয়? খুব কষ্ট হয়; আহার-বিহার বন্ধ হইয়া যায়। বেশ-ভূষার দিকে আর লক্ষ্য থাকে না। পরচর্চ্চা করিবার আর তাহার অবকাশ থাকে না। পাগল হইয়া ছুটিতে থাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া চাকরীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয়। চীন, জাপান পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়, আশা—যদি কিছু ধন লাভ হয়। তবুও কিন্তু ঐ প্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দেহ আছে। মাঝপথে মরণ আসিয়া বাধা দিতে পারে। ধন লাভ করিলেও তাহা এক জীবনের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু অবিনাশী প্রাপ্য অবিনাশী অপ্রতিহতা কৃষ্ণার্থী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি সেই পরিমাণে কতটুকু যত্ন করিতেছি? কয় রাত্রি আমার নিত্যজনবিহীনতার আতান্তর অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অনিদ্রায় অশ্রুসিক্তে বিনিদ্রতায় অতিবাহিত হইয়াছে? একবারও কি এসমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে হইবে না? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে গৃহান্ধকূপে আবদ্ধ থাকাও যে আমার ভাল ছিল। মঠবাসের ছল করিয়া সুবিধাবাদী হওয়ার চেয়ে গৃহে থাকিয়া সুবিধাবাদী হইলেই অধিক সরলতা প্রকাশ পাইত। মঠে ও' সকলেই তা লাভ করিতেই সকলে আসিয়া থাকেন। আমার তবে কি হইল?

কৃষ্ণভজন দূরে রহু, আজও অনর্থ-নিবৃত্তি হইবার কোনও আশা পর্য্যন্ত দেখিতেছি না, ইহাই ত' আমার অবস্থা! প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপা আমার উপর কার্য্যকরী হইল না, আচার্য্যদেবের অজস্র কৃপা আমার এই দুর্ভাগ্য বহির্ম্মুখতা ও নাস্তিকতার কঠিন আবরণে বাধা পাইয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। জন্মান্তরে যে ইহা অপেক্ষা একটা নূতন কিছু আমার ভাগ্যে হইবে তাহার কি নিশ্চয়তা লাভ ক'রয়াছি? কেমন করিয়াই বা কি করিয়াছি? পরন্তু নিত্যধামবিষয়ে বিপুল উৎসাহবিশিষ্ট না হইয়া পরচর্চ্চারূপ আবেশপ্রবর্ত্তনে মগ্ন হইয়া 'হনুমতি' আবাসে কাটাইতেছি। মঠে আসিবার পূর্ব্বে বিষয়ী বন্ধুবর্গের চক্রে নিযুক্ত ছিলাম, এখানেও সেই প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট

তুচ্ছ খুঁজিয়া লইয়া তুচ্ছের তুচ্ছা প্রাকৃতঃ লোকের মিটাবার চেষ্টা করি। কৌপিক বর্গে লোকেও যাব তাদৃশ ইহাই কাহার স্বভাব। মঠবাসের তুলনা করিয়াও পরিশ্রম বিয়োগ বা সংসার-ভোগই করিতেছি। একবারও মর্মস্থল ভেদ করিয়া জিজ্ঞাসার উদয় হয় না—"ইহাই কি আমার মঠবাস?"

শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গৌরকিশোর-প্রভুপাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলক কঠোর বৈরাগ্যের কথা, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা এবং অদ্ভুত ভোগ পরিত্যাগের বিষয় একবারও আমার মনেপ্রাণে উদিত হয় না, স্মরণ করিবার প্রয়োজন পর্যন্তও বোধ করি না, নিজের বর্তমান দেহারাম ও মনের আরামের অবস্থাকে যুক্তবৈরাগ্য মনে করিয়া লইয়াছি; যুক্তবৈরাগ্যও বুঝিয়াছি ভাল! মনে করিয়াছি, কৃষ্ণ-ভজনের জন্য কৃষ্ণের নিজজনগণ বৃন্দাবনবাসী হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকুন, তাহারা ভিক্ষা করিয়া খাইয়া যেন তেন প্রকারে জীবন যাপন করিতে থাকুন, সাধনে কঠোর প্রণালীর আবশ্যকতা আছে তাঁহারাই দেখাইতে থাকুন, আমি তাঁহাদিগের চেয়ে ভাগ্যবান্ ও অধিক কৃষ্ণকৃপাপাত্র; আমাদের ও আরামের পথে চলিয়াই সেই চিন্তামণিকে অক্লেশে হৃদয়মধ্যে আটক করিয়া ফেলিব।

কিন্তু শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি গোস্বামিবর্গের আচরণে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিতেছি? কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীসনাতন দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—

'সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥'

শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভু কি গভীর বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া বিলাপের আবেগ-বশতঃ উৎকট ব্যাকুল আর্তি বিজ্ঞাপন করিয়াছেন!

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াবা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

এই সমস্ত মহা যুক্তবৈরাগী পরমভিক্ষুকদিগের ভজনরহস্য আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে চায় না। আমি মনে মনে বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, বর্তমানে কৃষ্ণপ্রাপ্তির একটা অভিনব সহজ পন্থা প্রভুপাদ আমাদিগের জন্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই পথে চলিতে পারিলে ঐ প্রকারের তীব্র ব্যাকুলতা না থাকিলেও ভাব, আসক্তি, রুচি প্রভৃতি দূরে থাকুক অনর্থনিবৃত্তির পূর্বেই আমি কৃষ্ণকে পাইয়া যাইব। প্রভুপাদের শিক্ষা আমি এইরূপই বুঝিয়াছি। তাঁহার শিক্ষার মধ্যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিবৃন্দের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কিছু ভেদ আছে, ইহাই আমার ধারণা। কোনও কথা বুঝিবার চেষ্টাও আমি করি না। কারণ, অভাব বোধ কিছুই নাই। মঠে আসিলাম বিষয়টী আরও সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করিতে—আরও সুন্দরভাবে আচরণ করিতে, কিন্তু ফলে কি হইল? তাই বড় দুঃখেই আজ মনে হইতেছে—'ইহাই কি আমার মঠবাস'?

হরিভজনের এত সুযোগ পাইয়াও আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না! গুরুবর্গের চিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ করা আমার ভাগ্যে হইল না! মিশনের বাহিরের structure (কাঠামো) দেখিয়াই আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। Structure এর অন্তর্নিহিত বস্তুর অনুসন্ধানে আমি উদাসীন রহিলাম। পণ্ডিত জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম-

'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।'
"যথা-যোগ্য" এই শব্দ দুইটীর মর্মার্থ বুঝে লও।
কপটার্থ লইয়া যেন দেহারামী না হও॥

কিন্তু এই বাক্যের মর্মার্থ বুঝিয়া কার্য করিলাম না। নিজ অনর্থ-নিবৃত্তির চেষ্টা না দেখিয়া অপরের বিষয় আলোচনা করিবার রুচি আমার দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। Logic এ একটা কথা পড়িয়াছিলাম-'Energy is never lost'। আজও প্রত্যক্ষ করিতেছি, মঠে আসিবার পূর্বে কৃষ্ণভজন করিবার জন্য যে একটা ব্যাকুলতা ছিল, সেই energy আজ পরস্বভাব-আলোচনায় এবং পরদোষদর্শনে পরিণত হইয়াছে। ভজনের পথে ইহা একটী প্রবল প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। এই কঠিন বাধা অতিক্রম করিয়া সেই ব্যাকুলতাকে পুনরায় অপ্রাকৃত-সম্পন্ন না করিতে পারিলে কৃষ্ণভজন বা গুরুসেবা-প্রাপ্তির আশা যে সুদূর-পরাহত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মঠে আসিবার পূর্বে যে একটা ভীষণ অভাব বোধ করিতাম আজ আর তাহার কোনও চিহ্ন নাই, যেন অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিয়া ফেলিয়াছি - পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু গুরুবর্গ ও শ্রীগৌড়ীয় বলেন—"অভাববোধ জীব ব্রজপ্রীতির বা সেবাপ্রীতির একমাত্র পাত্র। সেবক যখনই সেবার অভাব বোধ না করেন তখনই বৈচিত্র্য ধ্বংস হইয়া তাহাকে গতিবিহীন হইতে হয়।"

প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—"পরস্বভাবের আলোচনা না করিয়া নিজ-ভজনে মন দেওয়া ভাল, পরচর্চা, পরনিন্দা, পরস্তুত্য কার্য্যে করিতে জীবের ঐ সকল অসুবিধা আসিবে। নিজের মঙ্গল সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করিবে।" 'পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে' এই শ্রৌতবাণীও আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এত শ্রবণাভিনয় করিয়াও আমি কোনও কথারই মর্ম অবগত হইতে পারিলাম না। এক বুঝিতে আর এক বুঝিলাম। নিজের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত যত্ন বিফল হইয়া গেল। দুষ্ট-স্বভাব কিছুতেই গেল না। সমস্ত প্রয়াস কুকুরের লাঙ্গুল সোজা করিবার বৃথা চেষ্টার ন্যায় দারুণ ব্যর্থতায় পরিণত হইয়া গেল। নিজের ভীষণ দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আজও চমকিত হইলাম না। এখন পতিতপাবন আচার্যদেবের কৃপাধন-কৃপাবারি নিয়ত বর্ষণোন্মুখ দেখিয়াও নিষ্কপটে তাহা চাহিলাম না। চাহিলে অবশ্য নিশ্চয়ই পাইতাম। হায়, আমার গতি কি হইবে? এখন ভুবনপাবন আচার্যপদতলে আমিই শুধু বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি। তাই বড় দুঃখে পতিতপাবন আচার্যদেবের পাদপদ্মে কাতরে এই পতিতের নিবেদন—"প্রভু পতিতের বান্ধব আপনি, অহৈতুকী কৃপা বিতরণে হৃদয়ে দারুণ অভাববোধ ও তীব্র ব্যাকুলতা দান করুন। আপনার অহৈতুকী কৃপাসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারিলে এ অধমাধম কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবে। সেই বিন্দুর বিপুল প্লাবনে সমস্ত অভাবিলাস ভাসিয়া যাইবে

'গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ' নাথ যথাযথ।
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥"

বিভিন্ন মতবাদ

—::০::—

দেবেন্দ্রের ব্রহ্মবাদ

সর্বাগ্রে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিত্য জ্ঞানান্ত-বিশিষ্ট, মঙ্গলময়, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাশ্রয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমৎ, ধ্রুব, পূর্ণ এবং অপ্রতিম। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা পারত্রিক ও ঐহিক শুভফল লাভ ঘটে তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। এই মত আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) এই সমাজের উদ্ভাবয়িতা ও রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেই ব্রাহ্মসমাজের নিয়ন্তা। ধর্মের অধিক মূল্য না থাকিলেও প্রাচীন ব্যবহার ত্যাগ আবশ্যক করে না। এই ভক্তিজ্ঞান ঈশ্বরে অভিভাবক হওয়া আবশ্যক।

দক্ষিণেশ্বরীর রামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদ

সকল ধর্মমতের সংমিশ্রণ ধর্ম। বাল্মিকের সহিত শঙ্করের তার মধ্যে ... ,শিব পিতা, গণেশ ... , ... মাতা ... ও ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম অথবা যে কোন উপায়েই ব্রহ্ম লাভ হয়। মায়াবাদ ও ভক্তিবাদে ভেদ নাই। ... সকলেরই ... ভক্তি ... ভক্তি ... সমান। জ্ঞান ও প্রেম ধর্মের সমন্বয়ই ধর্ম। ভেদ ব্যবহারিক মাত্র। শাঙ্কর মায়াবাদ, তান্ত্রিক ও কর্তাভজাদি মায়াবাদ ও তাহার সহিত পাশ্চাত্য মায়াবাদ সকলের সমন্বয়। শুষ্ক বৈরাগ্য ও মায়াবাদ সাধ্য, তজ্জনিত নির্বিশেষলাভই পরমপ্রয়োজন।

রামকৃষ্ণবাদের সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে একদল তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্যদর্শন ও শাঙ্করবাদ অধ্যয়ন করিয়া উভয়েরই পক্ষপাতী। মায়াবাদ ব্যতীত অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্তা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। অপরদল রামচন্দ্রাদি কয়েকজন রামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। রামকৃষ্ণের মতানুসারে কাঁচপুর শিষ্যের মধ্যে ... প্রভৃতি পঞ্চদেবতার চিহ্ন একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সহিত মুসলমান ধর্মের অর্দ্ধচন্দ্র ও খ্রীষ্টের ক্রশ আছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুর গ্রামে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার বিদ্যালাভের বড় ধর নাই। বিবাহও হইয়াছিল। পরে তান্ত্রিক সাধন ও মায়াবাদীর সাধনে কিছুদিন গিয়াছিল। তাহার পরেই তাঁহার বিখ্যাতি জুটিয়াছিল। ব্রাহ্ম কেশব বাবু প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাবু তাঁহার কথঞ্চিৎ উপদেশ লাভ করেন। রামকৃষ্ণের শুষ্ক বৈরাগ্য অনেকের চক্ষে চমৎকারিতা প্রদান করিয়াছিল। এখনও রামকৃষ্ণের ... উৎসবাদি সমারোহে হইয়া থাকে। বেলুড়, ... এই নবীন সম্প্রদায়ের কয়েকজন বাস করেন।

সংসার ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। যে কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব,গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধারমণ,... গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং অতিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীঅবধমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যাহ চতুর্দ্দশ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ অবধূতচ্ছিন্ন ভক্তিগৌরব।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ নন্দন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅভিন্নগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীচিন্ত্যকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীযুক্তগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবিহ্বলকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসচ্চর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিতার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক -শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড , গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১১নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়ন-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনশিলা
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ
সংকেত মথুরা।
রক্ষক [illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক— শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোস্বামী,
পোঃ ডোড়োম, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ-
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩৩নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির
পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল দুবৃদি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমৃতি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমৃতি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (ঢাকা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
ষ্টেসন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২১ পৃষ্ঠার পর)

(২৯)

১৬৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ৪৪।৵৩

ডিঃ যোগমায়া দেবী

দেঃ সন্তোষ কুমার লাহিড়ী দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে নদীয়া মহারাজ বাহাদুরের নং ৬১১৫নং এর ও অধীন ৬১০৭,৬১০৪,৬১০৩নং খ মুক্ত ০২০ শতক জমির ৮৻১ জমা, উহাতে দেনাদারগণের ষোলআনা স্বত্ব খাস হইতেছে তাহা আকর আওলাত ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার নং ৫৮৭৮নং খং ও অধীন ৫৮২৯—৩০নং খং ১-৮১ শতক জমির ৫৸১০ জমা, যার তদুপরিস্থিত ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। থানা কোতয়ালি মৌজে ৯২নং কৃষ্ণনগর মধ্যে মহামান্য ভারত সম্রাটের অধীনে যে নিষর জমা আছে উক্ত জমার মধ্যে ৯-৪১শতক জমিতে দেনাদারগণের ষোলআনা স্বত্ব খাস দখল হইতেছে। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

খং নং—৩২৫

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিক্রীদার ও সরোজিনী দেবী দিং অধীনে ৩৩৪।২নং খং ২-২৩শতক জমির ৬৲ টাকা জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

২৫১ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৫।৵২

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ শরৎকুমারী দেবী সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ৬০নং দেবগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার ও মোকাবিলা দেনাদের অধীনে ১১০নং খং বার্ষিক ৬৸/১০ টাকার জমা লেখা যায় যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

জমির পরিমাণ ৬-৪৭শতক, অর্দ্ধেকবত হিস্যা ৩-২৩½শতক

(৩১)

২৮৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৩৸৵০

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন দিং

দেঃ নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং ফরিদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ৯১নং ফরিদপুর মধ্যে হরিনারায়ণ সেন ও হরেকৃষ্ণ সেন অধীনে ৩-২৮ শতক বর্ত্তমান চিরস্থায়ী নিষর ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও তদুপরিস্থিত পাকা কোঠা ইমারত যার দ্বারা দালান, কড়ি, বরগা, পাকাপ্রাচীর, পায়খানা ইন্দারা প্রভৃতি এবং বাগান, পুষ্করিণী আকর আওলাত ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

খং নং ২৮৯

(৩২)

৩৭২ খাংজারি ৩৮ দাবী ১২৸৶

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ জোনাই সেখ দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবিন্দপুর মধ্যে ডিঃ নং ৫৭৬নং খং ১-২০শতক জমির ২।৵ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

৩৭৩ খাংজারি ৩৮ দাবী ১২৸/৯

ডিঃ শশিকান্ত সাধুখাঁ দিং

দেঃ দবির সেখ দিং সাং আনন্দবাস, পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে পানশীলা গ্রামে ডিঃ অধীনে ৬৮৯নং খং ৮৪শতক জমির প্রতি বিঘা হিসাবে ১৷৵৩ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৪)

৩৭৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ১০৫৸/৯

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ অমীরা সুন্দরী দাসী সাং ও পোঃ মাটিয়ারি

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কাড়াটিয়া মধ্যে জমিদার ডিক্রীদারগণের অধীনে ১১নং খং ও তদধীন ২০।২১নং খং ৬-২৩শতক জমির ১৫৸/৫ জমা যার তদুপরিস্থিত ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

৩৭৫ খাংজারি ৩৮ দাবী ৫৫৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সেন সাং ও পোঃ মাটিয়ারি

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কাড়াটিয়া মধ্যে জমিদার ডিক্রীদারদিগের সেরেস্তায় ১০নং খং ২-৩১ শতক জমির ৭।৵/৭।০ জমা, যার তদুপরিস্থিত ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

৩৭৮ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৮/৩

ডিঃ যোগেন্দ্র সান্যাল দিং

দেঃ হেমেন্দ্র ঘোষ দিং সাং বাইনতারা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ, মৌজে ১৮নং কালীগঞ্জ মধ্যে ডিঃ নং ১৫৮নং খং ১-৬৯ শতক জমির ২।৵১০। জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোলআনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

৩৮১ খাংজারি ৩৮ দাবি ৩২৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধারাণী দেবী সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর মধ্যে ডিঃ নং ২৫৭ নং খং ২-৮৭ শঃ জমির ৫৲ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৮)

৩৮৩ খাংজারি ৩৮ দাবি ১৭৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হারাধন গুঁই সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর মধ্যে ডিঃ নং ২৭৪ নং খং -৮০ শঃ জমির ২।৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

৩৯৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ৬২৸/৪

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপাল ভট্টাচার্য্য দিং সাং হরিনাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ঐ মধ্যে ডিঃ নং ২৭৩ নং খং ৭-৫০ শঃ জমির ১০৸/১৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বাগান ইত্যাদি বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১

(৪০)

৪৭০ খাংজারী ৩৮ দাবী ৮১৸/৯

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ রেয়াজালি মণ্ডল দিং সাং মৃজাপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর মধ্যে ডিঃ নং ৪০৬ নং খং ১০-৯৭ শঃ জমির ২৬৵৯ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক নীলাম বিক্রয় হইবে।

(৪১)

৪৭১ খাংজারী ৩৮ দাবি ১৭৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নন্দরাণী বর্ম্মণ্যা দিং সাং জামালপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর মধ্যে ডিঃ নং ৭১১ নং খং -১৯ শঃ জমির ২৸০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪২)

৪৭২ খাংজারী ৩৮ দাবি ২৬৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভোলানাথ রায় সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩৫৮নং খং ও তদধীন ৪৬২নং খং ১-৭৯ শঃ জমির ৩৸/৩ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক নীলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

৪৮৩ খাংজারী ৩৮ দাবী ১১৪৪।

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ বরদাপ্রসন্ন পালচৌধুরী দিং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ীর ৶১৫ বাজে জমিতে ৪ ৪১২।৫১৫ নং ...চৌধুরী হইয়া ১৭০ নং নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীনে ১৬ ৯ ১৭১নং খং ২২।৵০ এবং ১১০ নং ধনঞ্জয় ...দিং অধীনে ১৭৸/৪ ১৪১ নং খং ৩৭ ... ১৪০নং খং ... দাসীর অধীনে ৸৹৪ ও ১৪১নং খং রামনাথ ব্রহ্মের অধীনে ২৸৶৩ ননীগোপাল বসুর অধীনে ৭।৵০ গোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মের অধীনে ৬১।৵৩ রামতারণ ব্রহ্মের অধীনে ১২৸/৩ করুণানিধান ব্রহ্মের অধীনে ১২৸/৩ মহলক্ষ্মী দাসীর অধীনে ১২৸/৩ ত্রিপুরাবিনী দাসীর অধীনে ১৬৸/ ও রামরঙ্গিণী দাসীর অধীনে ১১৮৸/৯ টাকা—সর্ব্বসমেত ২৮৮৸০ যে পত্তনী জমার দেনাদারগণ দখলকার আছে। যার ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৵০ ছাব বাজে ৯৯০ নং খং কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীনে বর্ত্তমানে হলধর বিশ্বাস অধীনে ২০০৲ যে পত্তনী জমা প্রচলিত আছে তাহাতে দেনাদারগণ ষোল আনা স্বত্বে দখলিকার আছে উক্ত পত্তনী স্বত্বের ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ৶১০ ছাব বাজে ৪নং খং যুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র রায়ের অধীন ৯৪৲ ও ৭ নং খং ৩৫।০ পত্তনী জমা ও ৭নং খং জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং অধীনে ৩৫।০ মোট ১৬৪৷০ পত্তনী জমা প্রচলিত আছে যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ ছাবের সামিল বাজে ৬নং খং কার্ত্তিক চন্দ্র রায়ের অধীনে ৭০।০ যে দর মৌরসী জমা যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা স্বত্ব বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ৶১৫ ছাব বাজে ৩২৩ নং খং ৪৭৸/৫ সদর রাজস্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত মহালের ৸০ স্বত্ব মালিকী স্বত্বাংশে দেনাদারগণ দখলিকার আছে উক্ত জমিদারী স্বত্বাংশ বরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ ছাবের অধীনে বাজে ৩২৭ খংযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় দিং অধীনে ৭০৸৯ টাকার ও দেনাদের পূর্ব্বাধিকারীর অধীনে ২৮৩৸/৩ টাকার

এজুরে ৩৫৪৲ টাকার পত্তনী জমা যায় তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ২৫০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে /১৭। ছায় খাতা ৫৭৭ নং খং ভুক্ত হইয়া ২২৸৶০ সদর জমায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত খাজানার ৶১০ রকম অধিকারী স্বত্বাংশে দেনদার দখলিকার আছে যার তদুপরিস্থিত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ ছায় খাতা ৫৭৮ নং খং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য অধীনে ৬৷৵০ ও ৫৭৯ নং খং ব্রজবালা দেবী অধীনে ২৷৷০ কার্ত্তিক চন্দ্র রায়ের অধীনে ২৷৷০ অধীর কুমার রায়ের অধীনে ২৷৷০ টাকার ও দেনদারগণের পূর্ব্বাধিকারীর অধীনে ২৷৷০ এজুরে ৷১১০৲ সর্ব্বসমেত ১১৭৷০ পত্তনী জমা যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে /১৭। ছায় খাতা ৭২৩ নং খং ২৪৵৹ সদর জমায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত খাজানার ৶৩— রকম অধিকারী স্বত্বাংশে ও খাজনাতে অধিকোর ৷৷রা৷ ৶৯ — রকম অধিকারী স্বত্বাংশে এজুরে ৷১৩— রকম অধিকারী স্বত্বাংশে দেনদারগণ দখলিকার আছে যার তদুপরিস্থিত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০০৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে /১৭। ছায় খাতা ৭২৪ নং খং বঙ্কিমবালা দেবীর অধীনে ১৩৵২ অধীর কুমার রায়ের অধীনে ১৩৵১ ৭২৫ নং খং বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে ১৩৸৶০ ৭২৬ নং খং কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ১৩৵০ নৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ৬৸৶০ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ৬৷৶০ ৭২৭ নং খং শরৎ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধীনে ১৫৲ টাকার ৭৩১ নং খং পাঁচকড়ি রায়ের অধীনে ৩০৲ মোট ১৮৭৸০ বে'পত্তনী জমা যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৪)

৫০৬ বাংলাদী ৩৮ দাবী ৫০।৩

ডিঃ শরৎকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ পদ্মলোচন দিং সাং পশ্চিম ভাতজাংলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পশ্চিম ভাতজাংলা গ্রামে ৪১৪ নং খং ও সওলাদিয়া গ্রামে ৮৯,৩২ নং খং ভুক্ত ৩-২৪ শতক জমির ৯৲ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য ২০৲

(৪৫)

৫৯৯ বাংলাদী ৩৮ দাবী ১০৫০৸০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ পদ্ম মণ্ডল দিং সাং দেবীপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বেলগ্রাম মধ্যে ডিঃ সরকারে দেনদারের নামে ১৬৵০। বিঘা জ'মর কাত ২২৲১৫ যে গুঠবন্দী জোত দেখা যায় উক্ত গুঠবন্দী বাকী পড়া জোতের ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫০৲

নীলামের দিন ১৩।৬।৩৮

(৪৬)

২১৭ মর্ণিবাদি ৩৮ দাবী ৮৮৷০

ডিঃ নরহরি ঘোষ দিং

দেঃ রাখাল ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর পোঃ শ্রীনাথপুর

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে চৌটা শ্রীনাথপুর মধ্যে রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনী দাসী দিং সং ১১নং খং ৫-৮০শতক জমির ৬৷/৯ জমা উহাতে দেনদারের ৷০ আট আনা রকম স্বত্ব আছে—যার আকর আওলাত আমবাগান ও বিল দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে নয়াপাড়া মধ্যে জমিদার সং $\frac{৫৭৫}{১}$ নং খং ১-১৬ শতক জমির ৩৸০ জমা যার তদুপরিস্থিত ষোলআনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার সং $\frac{৫৭৫}{২}$ নং খং ১-৪৪ শতক জমির ৪৸৶০ জমা যার তদুপরিস্থিত ষোলআনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৭)

২৪৯ মর্ণিবাদি ৩৮ দাবী ১৩৪৸৶০

ডিঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ ভূধর নাথ সান্যাল সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ৩০১০নং খং জমি আন্দাজ /৩। বিঘা. উক্ত জমির উপরিস্থিত পাকা ইটের দেওয়াল দেওয়া খড়ের ঘর দোতালা ১খানা রান্নাঘর খড়ের, প্রাচীর দরজা ইত্যাদি ষোল আনা রকম অংশ যার আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৮)

২৯২ মর্ণিবাদি ৩৮ দাবী ৪৭৷৶৯

ডিঃ উমেশ চন্দ্র ঘোষ

দেঃ মনমোহন নন্দী দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ নদীয়া মহারাজ বাহাদুরের অধীনে ৬২৮৫নং খং ও অধীন ৬২৮৬নং খং ২৩শতক জমির ১/১ জমা, যার তদুপরিস্থিত পাকা ঘর, রোয়াক, বারান্দা, আড়া, বরগা, দুয়ার, জানালা, কুয়া পায়খানা প্রাচীর ও আকর আওলাত, বৃক্ষাদি ষোলআনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২০০৲

(৪৯)

২৯৭ বাংলাদী ৩৮ দাবি ৭৯।৶০

ডিঃ বরোদা সুন্দরী তাঁহার বরদা সুন্দরী দেবী

দেঃ মহেন্দ্র নাথ গোস্বামী সাং গোপালপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোপালপুর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সং ১১৪ নং খং ও অধীন ১১৫—১১৯ নং খং ৫-৭৯ শঃ জমির, মধ্যে দেনদারের ৷০ রকম স্বত্বাংশ ২-৯০ শঃ জমির উপরিস্থিত আকর আওলাত যার সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি মূল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

৩১৬ মর্ণিবাদি ৩৮ দাবি ৪৭১৸৶০

ডিঃ রমণী গোস্বামী দিং

দেঃ যোগমায়া দাসী সাং মানিকডিহি পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে ১৪নং মানিক ডিহি গ্রামের কা'ন্দার বিভূতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সং ১৭৩ নং খং -৮৯ শঃ জমির ৪৸৶৩ জমা প্রচলিত আছে তাহাতে দেনদারের ⅓ অংশ দখলিকার আছে উক্ত জমার জমি যার তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত যার কড়ি বরগা দুয়ার জানালা ইত্যাদি ও বৃক্ষাদি সহ অন্যান্য আকর আওলাত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৯০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার দিং সেরেস্তার ১৭৪ নং খং -০৭ শঃ জমির বার্ষিক ৸৶০ খাজনা, উক্ত জমার দেনদারের ⅓ অংশ দখলিকার আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৲

(৫১)

১৩৩০ মর্ণিবাদি ৩৭ দাবী ৪৫২৮৸৶০

ডিঃ কালিদাস চৌধুরী

দেঃ ত্রৈলোক্য নাথ রায় সাং আলিনাকান্দি পোঃ টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে জমিদার নবলাল চৌধুরী সেরেস্তায় ৭০৫ নং খং -৪৬ শঃ জ'মর ১১।০ জমা যার তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত সাজ সরঞ্জাম, দুয়ার, জানালা ইত্যাদি আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৭৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সং ৭৪২ নং খং -৩৪ শঃ জমির ৭৸৶৩ জমা যার তদুপরিস্থিত সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি দেনদারের ৶১০৸৶০ অংশে দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সং ৭৪৪ নং খং -৯ শঃ জমির ২৸৶০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দেনদারের ৶১০৸৶ আনা অংশ দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২০৲

(৫২)

২৪৫ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবি ৩১৩৸৶৩

ডিঃ বিজয়পদ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ আশুতোষ চন্দ্র দাস কুণ্ডু সাং কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নেদিয়ারপাড়া মধ্যে -১৪ শঃ মোকররী মৌরশী জমা বাহার বার্ষিক খাজনা ৪৲ ৩৪১৪ নং খাজানার লিখিত জমিদার কাশীনাথ দামীর স্থলে রতিকান্ত সরকার, আশুতোষ সরকার ও অনুকূলচন্দ্র সরকার দিং সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। যার তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত এক কুঠুরী কোঠা ঘর, কাঁড়, বরগা, দুয়ার জানালা সহিত সরকারি কাটাল গাছ ৭টি, আম গাছ, ৩টি পাকা ভাঙ্গা পায়খানা ১টি, গাছ আগাছা, যার জলকর জমি সমেত মূল্য আঃ ১০০৲ খতিয়ান নং ৩৪১৩।

(৫৩)

২৭০ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ১৫১৫৸৶৯

ডিঃ শ্রীনিবাস পড়ুই

দেঃ বিরাজপদ হালদার দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে কল্যাণদহ গ্রামে ২৪১ নং ও অধীন ২৪২ নং খংভুক্ত মোট ষোল আনা রকম ৭-৬৯ শঃ জিরাত আবাদী জমির দেনদারগণের হিস্যাংশ ৷০ রকম ৫ ৯৫ শঃ আবাদী জমি যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২০০৲। উক্ত গ্রামের জমিদার অন্নপূর্ণা দাসী দিং স্থলে বর্ত্তমানে রাধানাথ সিংহ দিং।

(৫৪)

২৭১ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ৫৩৮৸৶০

ডিঃ ভৈরব চন্দ্র রক্ষিত

দেঃ জগদীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ বড়ালঘাট পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে কায়েমী মৌরশী জমার জমি আন্দাজ ৷০ কাঠা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত দখলস্বত্ব হস্তক ২২৮১ নং খংভুক্ত জমি -২শঃ খাজনা বার্ষিক ১।/১১।০ নদীয়ার রাজ এষ্টেট ও চণ্ডিচরণ চৌধুরীর সেরেস্তায় পৃথকভাবে তুল্যাংশে আদায় দিতে হয়। মূল্য ১০০৲

(৫৫)

৩৫৭ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবি ২১৭৸৶০

ডিঃ রাধাবল্লভ ঘোষ

দেঃ স্বর্ণবালা দাসী দিং সাং ভাতজাংলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ভাতজাংলা গ্রামে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অধীনে ৬২৬ নং খং ৮-১৮ শঃ জমির ২৸৶২ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৬)

৪৬১ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ৪৩৮৸৶০

ডিঃ মুরারী প্রামাণিক

দেঃ আনন্দময়ী দাসী দিং সাং ও পোঃ রাণাঘাট

থানা রাণাঘাট মৌজে ঐ মধ্যে জমিদার শিবচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৬৫৬ নং খং দেনদারের স্বত্ব স্বত্বাংশ ও ৭১৫ নং খং -১ শঃ মধ্যস্থ চিরস্থায়ী জমি উক্ত জমির ও তাৎকালিক ৭১৪ ও ৭১৬ খাজানার মোট -১১ শঃ জ'মর খাজনা ২৲ মধ্যে উক্ত -১ শঃ জমির হারাহারি মতে খাজনা ৷০ আনা উক্ত জমিদার শিবচন্দ্র পালচৌধুরী সরকারে দিতে হয় মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৭)

৫০২ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ২৯২৫৲৬

ডিঃ পঞ্চাননী হালদার দিং

দেঃ মহম্মদ এব্রাহিম বিশ্বাস সাং হৃদয়পুর পোঃ বাবলাবাড়ী

থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে জমিদার আজহেরদ্দী মল্লিক দিং স্থলে বর্ত্তমানে সাজাদাবালা বিশ্বাস দিং অধীনে ৪৯নং খং ৩২-৩৮ শঃ জমির ৩০৸৶০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২০০৲

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরাচার্য্যবর্য্য
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্র-
দায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

REG NO C 1144

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের পদাশ্রিত
আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৩১শে মে, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৭৭ তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৪।৬।৩৮

(১)

৪২৩ খাং জারী ৩৮ দাবী ৬৭২।৶৩

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে জয়পুর ও গোবিন্দপুর মধ্যে ডিঃ অধীনে দেনাদারগণের যে ২৬৭।০ টাকার একটী পত্তনী জমা যাহা জয়পুর ও গোবিন্দপুর মৌজার ৮নং খং রেকর্ড হইয়াছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৪৩৩ খাং জারী ৩৮ দাবী ২৫৫/৩

ডিঃ নেকজান বিবি দিং

দেঃ জনাব মণ্ডল দিং সাং বেতবেড়ে পোঃ বাদালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১০৮ নং খং ও অধীন ১০৯—১১৪ নং খং ১৭-০২ দাঃ জমির ৩১৷৵১ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত যোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

নীলামের দিন ১৬।৬।৩৮

(৩)

৫১ খাং জারী ৩৮ দাবী ১৯৩।০

ডিঃ নৃসিংহ কুমারী দাসী

দেঃ গগন ঘোষ দিং সাং পাথুরী পোঃ বাদালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে জমিদার নবীনকুমার বিশ্বাস সং ১৯৭ নং খং ৮-৪১ দাঃ জমির ২২৷৵৮ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৭৭ খাং জারী ৩৮ দাবী ২৭,৩+ ৩৷৵১ + ৪৩/৩

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ হজরত মণ্ডল দিং সাং মদনপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মদনপুর গ্রামে ডিক্রীদারের ৶৮ অংশ হইতেছে। উহাতে দেনাদারের নামে যোল আনা রকম ৮৩১ নং খং তুক ১৪ ২২ দাঃ জমিতে ১৩৷৵ জমা আছে যার সকল সত্ব সম্প্রতি আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৫)

১৬০ খাং জারী ৩৮ দাবী ৪৮৷৵

ডিঃ অবিনাশচন্দ্র তালদার

দেঃ গজালি সেখ দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাদালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বালিডাঙ্গা গ্রামে জমিদার অন্নপূর্ণা দাসী দিং সং ৭৪নং খং ২-২৩ দাঃ জমির ৫৷৵০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত খড়ের ঘর ২ খানি সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি যোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৬)

২১৬ খাং জারী ৩৮ দাবী ২৬৸০

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ নিরঞ্জন সিংহ সাং ও পোঃ নাটুদহ

থানা চাপড়া মৌজে দক্ষিণ হেলেঞ্চা-পোতার বর্ত্তমান জমিদার কালীদাসী পাল চৌধুরীর ৪৪নং খং ১-৫৫দাঃ জমির ৩৷৵৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

২১৮ খাং জারী ৩৮ দাবী ২৭৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিপ্রসন্ন পাল সাং ও পোঃ নাটুদহ

থানা চাপড়া মৌজে দক্ষিণ হেলেঞ্চা-পোতার বর্ত্তমান জমিদার কালীদাসী পাল চৌধুরী সং ৬১ নং খং ১-৮৪ দাঃ জমির ৭৷৵৭২ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

২১৯ খাং জারী ৩৮ দাবী ৪০৷৵৭½

ডিঃ ঐ

দেঃ নন্দগোপাল সিংহ সাং ও পোঃ নাটুদহ

থানা চাপড়া মৌজে ঐ ঐ জমিদার অধীনে ৩১ নং খং ও তদধীন ১, ১১ নং খং তুক ২-৭৬ দাঃ জমির ১১৸৵৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

২২০ খাং জারী ৩৮ দাবী ২৭৷৵১০½

ডিঃ ঐ

দেঃ রমণীরঞ্জন সিংহ দিং সাং ও পোঃ নাটুদহ

ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সং ৫ নং খং ১-৭১ দাঃ জমির ৭/১৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১০)

২২১ খাং জারী ৩৮ দাবী ৪৬৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আশুতোষ ঘোষ সাং রঘুনগর পোঃ নাটুদহ

ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সং ১০ নং খং ২-৮৯ দাঃ জমির ১২৷৵৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

২৮১ খাং জারী ৩৮ দাবী ৮১৸৵৬

ডিঃ চেংমারিয়া ওয়ার্কস্ এষ্টেট

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং ভগবানপুর পোঃ আসাননগর

থানা চাপড়া মৌজে পাটনা গ্রামে ডিঃ সং ৬৮নং খং ৭-৮৭দাক জমির ২১৲ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১২)

৩০৯ খাং জারী ৩৮ দাবী ১৫৸৶

ডিঃ উর্ম্মিলা মণ্ডল দিং

দেঃ বিন্দু মুচী সাং মহাদেবপুর পোঃ বাদালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহাদেবপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬৯নং খং ১৬দাক জমির ৩৸০ জমা যার তদুপরিস্থিত আম কাঁঠাল খেজুরগাছ ইত্যাদি আকর আওলাত যোলআনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

৪১৪ খাং জারী ৩৮ দাবী ৩৯৸৵৮+২৭।৩

ডিঃ প্রবোধ কুমার রায় দিং

দেঃ ছাবের সেখ দিং সাং ব্রহ্মনগর পোঃ জয়রামপুর

থানা চাপড়া মৌজে জয়রামপুর গ্রামে জমিদার ডিক্রীদার ও ১নং হইতে ৭নং বোকাদিগর দেনাদারগণের মেয়েদের ২০৫নং খং ৪ ২১দাক জমির ১০৷৵১৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

৪১৫ বাংজারি ৩৮ দাবী ২০৬/৩+১৩৬/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

" থানা চাপড়া মৌজে জয়পুর গ্রামে জমিদার ডিক্রীদার ও ১-৭নং দেনাদারগণের মং ২০৮নং খং ৪-৩২শতক জমির ৫১০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৪১৬ বাংজারি ৩৮ দাবী ২০॥৶৯+১৭৬৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মোকছেদ মণ্ডল সাং ব্রজনগর পোঃ জয়পুর

থানা চাপড়া মৌজে জয়পুর গ্রামে জমিদার ডিক্রীদার ও ১-৭নং দেনাদারগণের সেরেস্তার ৪২২নং খং ৫-৪১শঃ জমির ৫।৶৭॥ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৪১৭ বাংজারী ৩৮ দাবী ১০/৬

ডিঃ কান্তি চন্দ্র ঘোষ

দেঃ কামিনী বিবি সাং নেকী, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শালিগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ১২৫১নং খং ও তদধীন ১২৫৩নং খতেক ৬ ৪১শতক জমির ৬।৶১০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

নীলামের দিন ১৭।৬।৩৮

(১৭)

১২১ বণিজারি ৩৮ দাবী ২৮৬।৶

ডিঃ কেতাবুদ্দিন মণ্ডল

দেঃ জনুমদ্দিন সেখ দিং সাং গোয়াল চাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোয়াল চাঁদপুর গ্রামে জমিদার দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দিং সেরেস্তার ২০১ ও তদধীনস্থ ২০২-২০৫নং খং ৫-৭২শতক জমির ৮৲ জমা, উক্ত জমার ১নং দেনাদারের ৫ আনার হিস্যা ।৶৩ = এবং ৫ আনার হিস্যা ।৶৩ = বাদ। উক্ত ১নং দেনাদার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দখল করিতেছে এক্ষণে ।৶১৩—রকম অংশ দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা ইহার মধ্যে ৫ আনার ।৶৩ = রকম অংশ দেবগ্রাম নিবাসী কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধকী আছে এবং তজ্জন্য ২০০৲ টাকা দেনা আছে বলিয়া প্রকাশ।

(১৮)

২৫১ বণিজারি ৩৮ দাবী ৪১৩৬৶৯

ডিঃ জহরালি মণ্ডল

দেঃ আনার আলি মণ্ডল দিং সাং ভাতছালা, পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে ভাতছালা গ্রামের জমিদার অন্নপূর্ণা দাসী, সরোজরঞ্জন সিংহ, যতীন্দ্র কুমার বসু ও শরৎচন্দ্র গড়াই প্রভৃতির সেরেস্তার ৭২নং খং ১৮ ২৭শতক জমির ২১৶৯ জমা উক্ত জমার ১।২নং দেনাদারের (এক-ষষ্ঠাংশ) ৶১৩।— রকম অংশ দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বাড়ী, ঘর, দ্বার জানালা সাজ সরঞ্জাম হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার বসন্ত কুমার রায় খং সেরেস্তার ৩৮৪নং খং ১২-৩৮ শতক জমির ১৭৶১১ জমা উক্ত জমার দেনাদারগণের (এক-ষষ্ঠাংশ) ৶১৩।— রকম অংশ দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

৩৩৮ বণিজারী ৩৮ দাবী ৪২৭৸৶

ডিঃ সেক্রেটারী কালীবাগ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক

দেঃ ভূপেন্দ্র ভূষণ চক্রবর্ত্তী দিং সাং কালীবাগ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালীবাগ গ্রামে ১০০নং খং ও তদধীনস্থ ১২২।১২৭।১২৮।১৪০।১৯৫।২১৩।৩৩৯।৩৯০নং খতেক ৩৭-৭২শতক জমির ২৩।৶৫ হিসাবে গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিগের সেরেস্তায় আদায় দিতে হয় উক্ত জমা ও'র দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দোলখানা রকম হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২০)

২৩০ দেংজারী ৩৮ দাবী ৩২১৸৩

ডিঃ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ সতীচরণ সরকার দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা গ্রামের মধ্যে ১১৪৫ নং খং ৮-৫১ শঃ ব্রহ্মোত্তর জায় ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আদির হবেন্ত হকুক ইহাতে প্রতিবাদী দেনাদারগণের নিজাংশে রকম ।০ আনা ৩২০।৩৪৪।৩৪৫ নং তৌজীর অন্তর্গত মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোয়ালগাছি গ্রামে ৫৪৯।৫৫০।৫৫১নং খং ৪-০ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জায় ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। থানা নাকাশীপাড়া সাবীন মৌজে তোলাতাপা গ্রামে ৩৭১ নং তৌজির অধীন ২৩৭ নং খং ১-২৮শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জায় ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

৪১৯ দেংজারী ৩৮ দাবী ৪৯১৸৶৬

ডিঃ শিবদাস ঘোষ

দেঃ রতি মণ্ডল সাং বিলকুমারী পোঃ বেথুয়াডহরি

১। থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে ৩৪নং আড়বেতার গ্রামে ৫ নং খং নিঃস্বত্ব দেবীমাধব পালচৌধুরী দিং স্থলে শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও ১নং খং লিখিত ভগবতী দাসীর অধীনে ৩৭৭।৩৮০।৩৮৫। ৩৭২।৩৭৯ নং খং ৩-৫১ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জায় দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মূল্য আঃ ৮০৲

২। থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে ৩৩নং বিলকুমারী গ্রামে জমিদার অন্নপূর্ণা দাসী ও জ্যোতিষ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীন ২২৮নং খং ৪-১৮ শঃ জমির বার্ষিক বিঘা প্রতি ৸৶০ আনাতে বিবাদী দেনাদার দখলকার আছে উক্ত কোর্ফা জায় দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হবেন্ত হকুক মোট আনা রকম মূল্য আঃ ৬২৲

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ দিবাড় শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৫ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। দৈববর্ণ ৩৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়-পাথেয় ।৶০

২২। ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲

(অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০

২৭। মুক্তিফলটীকা (সংস্কৃত) (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তভত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৶০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাব তরঙ্গ

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ৶০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৶০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৶৫

৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৶৫

৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৶৫

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১৫

৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১৫

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৭৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৸৫

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৵

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৵

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৵

৫৫। অবধূতবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৵

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (অমাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেতৃ ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যগীতাতত্ত্বসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৶০

৬৭। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৶০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অষ্টম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৶০

৮৪। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ১৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩১শে মে ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার { ১১৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাবতিথি পূজা

গত ১১।৫।৩৮ তারিখে শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে গৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী গোদাবরী তট'স্থ গোষ্পদতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে তত্রত্য সেবকগণ তাঁহার বিরহ-মহামহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই স্থানে মহাবদান্য ভক্তিরূপাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজন শ্রীল রামানন্দ প্রভুর মুখে জগতের পারতম্য শিক্ষা জগতে দান করিয়াছেন। একত গৌরনিজজন গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চাবিগ্রহের নিত্যসেবা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও গৌড়ীয়সম্প্রদায়সংরক্ষকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের সর্বতন-সেবাপ্রেরকতায় মঠসেবকগণ বিরহতিথিকৃত্য বিবিধ ভজন-যাজনমুখে সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে মঙ্গল-আরাত্রিক, উষঃকীর্তন, ভগবদ্বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রকীর্তনযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। অতঃপর "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" "পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, রামানন্দ গুণনিধি কোথা গেলে পা'ব" প্রভৃতি বিরহসূচক পদাবলী কীর্তনান্তে ভক্তবৃন্দ প্রাতঃকাল হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর বন্দনা ও স্তুতিমুখে পারায়ণকার্য্যে ব্রতী হন।

তদনন্তর মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে সমাগত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভু সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। অপরাহ্নে বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পমাল্য এবং বিভিন্ন বর্ণের পতাকাদ্বারা শ্রীমঠপ্রাঙ্গণ সজ্জিত করা হয় এবং সুপ্রশস্ত অঙ্গনের ধৌত শুভ্র মণ্ডপে আগন্তুক সজ্জনগণের উপবেশনের ব্যবস্থা হয়। আসরের একপার্শ্বে শ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্যার্চা সুবর্ণ পুষ্পহার ও সুগন্ধি পুষ্পমালিকা দ্বারা সুশোভিত হইয়া একটী উচ্চ আসনে বিরাজিত থাকেন। পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব শৃঙ্গার ও আরাত্রিক সেবাকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় ভগবদ্বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া" ও মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্তন হইলে শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রামানন্দ প্রভুর মিলন-সংবাদ এবং তৎসহ তাঁহার অভিজ্ঞতা পূর্ণ চরিত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষোপদেশ সমূহের ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে তিনি স্থানমাহাত্ম্য, উক্ত মাহাত্ম্য উপলব্ধির জন্য আচার্য্য, বৈষ্ণববর্গ ও ভগবৎ-পাদপদ্মে নিষ্কপট প্রার্থনা জ্ঞাপন, গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য শ্রবণকীর্তনের ফল, বিরহ শব্দের সহিত বিপরীত অর্থব্যঞ্জক উৎসব শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য, বিভিন্ন অধিকারীর অধিকার অনুসারে সাধন ভক্তির সোপান ভেদ, শরণাগতের সেবাশক্তি ও জ্ঞানযোগাদি দ্বারা সেবা-বিচারের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ কীর্তন করিতে থাকেন। নিমন্ত্রিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এম্-আর, আর ওয়াই, (মহারাজ-রাজশ্রী) ভ, ভি সোমসুন্দরম্ পান্তলু গারু বি-এ, বি-এল; এম্, আর, আর-ওয়াই লক্ষ্মীনারায়ণ গারু, (এম্-এল, হস্পিটাল, কদূর); এম্, আর, আর-ওয়াই লক্ষ্মণম্ পান্তলু গারু (রিটায়ার্ড ডেপুটী কলেক্টার); মিঃ কে, সূর্য্যনারায়ণ গারু বি-এ, বি-এল, (প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ বোর্ড); ডি, ভি, চেলাপতি রাও পান্তলু গারু, হ্যাড্ভোকেট; কোটলা সুব্বারাও গারু; এম্-আর, আর-ওয়াই কৃষ্ণ গঙ্গাধরম্ গারু; মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি গারু এবং মিঃ এম্, সুব্বারাও মহোদয়ের পরিবারবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। পাঠান্তে শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভুর মূলগায়কত্বে 'যে আনিল প্রেমধন' ও মহামন্ত্র কীর্তন হইলে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্ত নরসিংহ ও শ্রীরামদেব দাসের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

রেঙ্গুনে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিবাস রাও সহ গত ২২শে মে রবিবার "একথা" জাহাজযোগে প্রচারোদ্দেশ্যে রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন। রেঙ্গুনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই স্বামীজীর রেঙ্গুনগমনের উদ্দেশ্য।

— • —

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১১।৫।৩৮ তারিখে মেদিনীপুর জেলার কাঁথারচকের শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয়ের গৃহে গমন করত সন্ধ্যায় একটী সভায় "শ্রীচৈতন্যদেব ও যুগধর্ম" সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরদিবস তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "প্রহ্লাদ উপাখ্যান" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর ব্রতপালন ও উৎসব সম্পন্ন হয়।

গত ১০।৫।৩৮ তারিখ হইতে ৩ দিন যাবৎ আনন্দপুরগ্রামের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনের বিবরণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠে বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীঘ্র্ গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ ত্রিবিক্রম বাসু প্রভাত গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীশ্রীএকাদশীব্রত

শ্রীশ্রীএকাদশী তিথির অপর নাম মাধব-তিথি। এই মাধবপ্রিয়া তিথি সকলেরই পালন করা কর্তব্য; নচেৎ প্রত্যবায় আছে। এই মাধব-তিথি ভক্তিজননী। তাই গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

মাধব-তিথি ভক্তিজননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি বসতি বলি'
পরম আদরে বরি॥

অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উপপুরাণ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য সকল সাত্বতশাস্ত্রই একাদশীব্রত পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই একাদশী-তিথি দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া পালন করাই বিধি। এই একাদশী ব্রতরত যাঁহারা পালন করেন, তাঁহারা নির্ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, পবন, যম, হুতাশন এবং শিবাদির'কর চিরবাঞ্ছিত পরম রমণীয় অতি সুদুর্লভ নিত্যধাম গোলোকে গিয়া শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ সদনে বাস করিতে পারেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত জগতে আর কি থাকিতে পারে? শাস্ত্র বলেন,—

গৃহস্থ সত্যাশ্রিত যজ্ঞৈঃ ইজ্যাদিভিঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

(বিষ্ণুধর্মোত্তরখণ্ড)

[স্ত্রী পুত্র, ভার্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তিসংকারে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।]

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।
মোক্ষদং কুর্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ
প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

[ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ ইহারা সকলেই বিষ্ণুর পরমপ্রিয় একাদশী ব্রত ক'রলে মোক্ষ অর্থাৎ শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে।]

একাদশ্যামুপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ
স্থিতঃ॥

(অগ্নিপুরাণ)

[যে ব্যক্তি সদা একাদশীর উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত তথায় গমন করিয়া থাকেন।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শচীমাতাকে লক্ষ্য ক'রিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন,—

একদিন মাতৃপদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, মাতঃ, মোরে এক দেহ' দান॥
মাতা বলে তাই দিব তুমি যা-ই মাগিবে।
প্রভু বলে, একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী বলে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥

(চৈঃ চঃ)

'অন্ন' বলিতে ভোজ্যসামগ্রীমাত্রকেই বুঝায়। হরিবাসরে কোন প্রকার ভোজ্য-সামগ্রী গ্রহণই বিধি নহে। এমন কি, মহাপ্রসাদ কৃপা পূর্বক উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ না করিয়া প্রণ'তর দ্বারা সম্মান করত তৎপর দিবস প্রসাদ-সেবা করিয়া থাকেন। আচার্যগণ সকলেই এই শ্রীএকাদশীব্রত যথাবিধি পালন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন। আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকেও নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীএকাদশী-তিথি সম্মান করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছি। বর্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য আচার্যবর্গের অনুসরণে নিরম্বু উপবাস ও নিরন্তর হরিকথা কীর্তনমুখে শ্রীএকাদশী-তিথি সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার আদর্শানুসারে অনেক শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে এই মাধবতিথি পালন করিতেছেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া হরিকীর্তনমুখে এই মাধব-তিথি পালন করা উচিত। নিতান্ত অসমর্থের পক্ষে শাস্ত্রে যে অনুকল্পের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কিছু ভোজনের বিধান নয়। বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি অসমর্থ হইলে রাত্রি কালে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফলগ্রহণ পূর্বক তিথি পালন করিতে পারেন। যাঁহারা রোগগ্রস্ত কিম্বা যাঁহাদের দেহে পিত্তাধিক্য রহিয়াছে তাঁহারাও রাত্রিতে ঐরূপ কিছু অনুকল্প গ্রহণ ক'রতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়।

শ্রীএকাদশী-তিথিপালন ভক্তদের অঙ্গ। ভগবৎসুখার্থেই এই তিথি পালনের ব্যবস্থা। এই তিথিপালন করিলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হন এবং ইহা দ্বারা সকল যজ্ঞ ও সকল ব্রতের ফললাভ হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই যে এই দিবস কৃষ্ণার্থে ভোগ ত্যাগ করিয়া—মহাপ্রসাদাদি আদৌ গ্রহণ না ক'রয়া নিরন্তর হরিকীর্তন-মুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করা উচিত তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যদি একাদশী দিবস এইটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে না পারি, কেবল খাওয়া দাওয়া লইয়াই ব্যস্ত থাকি বা অসমর্থের ভাণ করিয়া অনুকল্প গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে কি করিয়া?

শ্রীভগবান্ "বড়বানে, যশোদানে...... ন ক্ষমামি কদাচন" শ্লোকে বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ভগবদ্ভক্তিপর ব্যক্তি যদি মদীয় উত্থান-দিবসে, দ্বাদশীতে ও পার্শ্বপরিবর্তনে অন্ন ও' দুধের কথা, ফলমূলাদিও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কখনও তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করি না, অগ্রণ্য তাঁহাকে ভীষণ নরকে পাতিত করি।

অসদ্গুরু ও গুরুব্রুব যদি আত্মভোগ ও শিষ্যের ভোগ সমর্থনকল্পে কিম্বা মহাজন ও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া একাদশী-দিবসে মহাপ্রসাদ-সম্মানের ছলনায় ভোজনের আজ্ঞা প্রদান করে বা শ্রীক্ষেত্রাদিতে একাদশীব্রত পালন করিতে নিষেধ করে, তবে সেই মহাজন-লঙ্ঘনকারী গুরুব্রুবের বাক্য কখনও গুরুবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

একাদশীর উপবাসদিনে পরিজন ও বন্ধুবর্গ বা অতিথি কাহাকেও ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করা কর্তব্য নহে। কারণ, একাদশীতে সকল প্রকার মহাপাপই অন্নাশ্রিত থাকে একাদশীর দিনে অন্ন গ্রহণ করিলে মাতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী ও গুরুহন্তা পাপিরূপে পারণত হইতে হয়। হরিবাসরে ভোজন করিলে কেবলমাত্র পাপ ভোজন করিতে হয়। এই তিথিতে নিজে কোন কিছু খাওয়া ত' দূরের কথা, পুত্র-পরিজন, বন্ধু, অতিথি প্রভৃতিকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাতে বলাও মহাপাপ।

কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি শাক্ত, কি সৌর, কি গাণপত্য সকলেরই এই একাদশী পালন করা উচিত; নচেৎ অশেষ অমঙ্গলভাগী। অনেকের ধারণা, পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীলোকের একাদশী-ব্রত পালন করা উচিত নয়, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। একাদশীর অপালনে যত অমঙ্গল উপস্থিত হয় বলিয়া একদিন দেবগুরুবিপত্তি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার রাজ্য মধ্যে সর্বত্রই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যাহার বয়ঃক্রম আটবর্ষের অধিক অথবা অশীতিবর্ষের ন্যূন, এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজ্য মধ্যে একাদশীর দিন অন্ন ভক্ষণ করে, তবে সে আমার বধ্য; তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে। একথা আমরা নারদীয়পুরাণে দেখিতে পাই।

একাদশীদিবস উপবাস ও হরিকথালোচনা বাদ দিয়া খাওয়া-দাওয়া লইয়া থাকিলে অথবা উপবাস করিলে আমার সেবার (?) দেহ নষ্ট হইয়া যাইবে, এইরূপ কপটতা করিলে চারিতাঙ্ক লাভ হইবে না, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে না—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-গুরূপদেশ। শ্রীগুরুর্বিহিত—শ্রীআচার্যগণ কৃপাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই এই তিথি এবং অন্যান্য সকল মাধবতিথিই সুষ্ঠু-ভাবে পালন করা উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা আচার্যের যেই মত সেই মত সার।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিতরের আসল কথা

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী এম্-এ,)

'গৌড়ীয়' অর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আচরণ অনুসরণকারী উদ্বুদ্ধচেতন জীবমাত্রকে বুঝায়। 'গৌড়ীয়' শব্দটি জগতের কোন দেশ, কাল বা পাত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। 'মঠ' কথাটির অর্থ পরমার্থ-শিক্ষালয় অথবা গুরুগৃহ। মঠে পরমার্থশিক্ষার্থি-গণ বাস করেন। মঠ কোন জাগতিক প্রতিষ্ঠান-বিশেষ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত আত্মীয়-গৃহই মঠ। মঠ ভগবদ্ধাম হইতে অভিন্ন। ভগবদ্ধামে প্রবেশ না করিলে ভগবানের সেবা লাভ হইতে পারে না। নিষ্কপটভক্ত আত্মা ভগবদ্ধাম-প্রবেশের একমাত্র অধিকারী। নিষ্কপটভক্ত আত্মাও সেবা-বিমুখ হইলে ভগবদ্ধামবাসের অধিকারী হন না। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বস্তুটিকে

ভগবানের সেবা প্রদান করিবার জন্য জগতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন। ভগবদ্ধামের অবতরণ জড়ীয় দেশ, কাল, পাত্র দ্বারা খণ্ডিত হয় না। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা নগরীর অংশ-বিশেষ নহে। উহা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উহা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভগবদিচ্ছায় প্রপঞ্চাতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাংলা-ভূমিতে জগতের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সদৃশ আর একটি প্রতিষ্ঠানরূপে জড়ীয় কাল ও দেশের অন্তর্গত ব্যাপারসমূহের অন্তর্ভুক্তরূপে লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছেন। ইহা যাহার অনুভূতি নাই, সে ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের ভিতরের কথা কিছুই জানে না। সে কখনও গৌড়ীয়মঠের কোন প্রকৃত সেবকের সাক্ষাৎ লাভ করে নাই। গৌড়ীয়মঠের প্রকৃত সেবকগণই এই সব কথা অবগত আছেন।

কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের সেবা লাভ না করিয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকাভিমানে, বাহিরের লোকের বিচারে এবং তাহারা গৌড়ীয়মঠের যে বহিরাকৃতি দর্শন করে গৌড়ীয়মঠের সেই বহির্দ্দেশে বাস করিতে পারে। গৌড়ীয়মঠ-বাসের অভিমানকারী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক না হইলেও গৌড়ীয়মঠের বহির্দ্দেশে সর্ব্বদাই কতকগুলি এরূপ লোক অবস্থান পূর্ব্বক নিজদিগকে মঠের প্রধান সেবকরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বাহিরের লোকের দৃষ্টিতেও তাহারাই গৌড়ীয়মঠের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ সমুদয় ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত ভিতরের এবং বাহিরের ঐসব লাভপূজা প্রতিষ্ঠা কামনাবাঞ্ছা অনঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট না হয়, ততদিন গৌড়ীয়মঠের সেবক এবং সেবার আন্তরিক বিরোধ অনুষ্ঠান তাহাদের দ্বারা যত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, বহির্জ্জগৎ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও সম্ভব হয় না।

প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া গৌড়ীয়মঠে আসা যায় না। প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়মঠকে যেরূপভাবে দর্শন করে উহা গৌড়ীয়মঠের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বিপরীত দর্শন। তাহারা গৌড়ীয়মঠকে কলিকাতা বাগবাজারের একখণ্ড ভূমির উপর কতকগুলি ইষ্টক-প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত অসংখ্যক বিলাসবেশীর মানবের বাসস্থান মাত্র কল্পনা করে এবং এই কল্পনা অনুযায়ী আরও কত প্রকার বিচারের আবাহন করে। কিন্তু তাহাদের সেই সমুদয় কল্পনা ও বিচার অপ্রাকৃত গৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আমরা ধারাবাহিকরূপে গৌড়ীয়মঠের ভিতরের প্রকৃত কথা আমাদের পাঠকদিগের নিকটে পর্য্যায়ক্রমে নিবেদন করিব। এইরূপ প্রস্তাবের দুইটি উদ্দেশ্য আছে,—প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য গৌড়ীয়মঠবাসী অভিমানী গৌড়ীয়মঠ-বিরোধী ব্যক্তিদিগের আত্মসংশোধনের সুযোগ প্রদান এবং দ্বিতীয় গৌণভাবে গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে বাহিরের লোকের অপসিদ্ধান্তসমূহের অজ্ঞতা নিবারণ। অপ্রাকৃত গৌড়ীয়মঠের আলোচনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুসরণ করিলে সজ্জনব্যক্তিমাত্রই পরমার্থ-জীবন লাভের বাস্তব উপায়ের সন্ধান পাইতে পারিবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই দুই প্রকার মুক্তজীব। যে সকল জীব কখন জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাস করিতেছেন তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎসেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্ত লীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্য-শক্তিবলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন, তখন অনেক মুক্তজীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও জড়বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা স্বধামে গমন করেন। সেই সব জীব নিত্যসিদ্ধ ও ভগবানের নিত্য পরিকর। তাঁহারাও অনন্ত।

বদ্ধমুক্তজীবগণের সর্ব্বতোভাবে নিত্যসিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ। তাঁহারা বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড়জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। সময়ে সময়ে জড়জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবদিচ্ছা বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় স্বধামে গমন করেন। তাহাতেও তাঁহারা আর বদ্ধ হন না। মুক্তজীবদিগের চিন্ময় আত্মা, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের অন্য পিপাসা নাই। ভগবৎসেবা-পিপাসাই তাঁহাদের প্রবল। সাধারণতঃ স্বীয় স্বীয় নিষ্ঠার সাথে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধগত বিচিত্র সেবায় সর্ব্বদা রত।

যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাব-বিশিষ্ট, তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্য্য-রত, তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার সেবা লাভ করিয়াছেন। জীব সকল নিজ ভাবানুসারী স্বভাব স্বীকার করত কেহ কেহ স্ত্রীত্ব, কেহ কেহ পুরুষভাবে অবস্থিত হন। তথায় জড় দেহের ন্যায় স্ত্রী-পুং-ভেদ, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা নাই। ভগবৎপ্রসাদরূপে চিৎ-সামগ্রী সেবনদ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গের পুষ্টি হয়। ভগবৎ-সেবানন্দ পরস্পর সখাসখী-সঙ্গ বিস্তার থাকে। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। কোন প্রকার অভাব নাই। তথায় যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। কেবল বর্ত্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে। স্মৃতির প্রয়োজনীয়তা নাই, যেহেতু নিত্যজ্ঞানগত স্ফূর্ত্তিকার্য্য অনায়াসে বর্ত্তমানকালে হইয়া থাকে। আমি নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার। আনন্দ অনন্তঃ নিত্য-নূতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়। তৃপ্তি বলিয়া একটি ব্যাপার তথায় নাই। লোভ ও আনন্দ অব্যবহিতভাবে প্রচুররূপে পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎ সেবোপযোগী রসানুসারে অপূর্ব্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ নিত্য বর্ত্তমান।

আশা-মরীচিকা

(শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ দাসাধিকারী)

সায়াহ্ন প্রভাত আর শিশির বসন্ত।
পুনঃ আসে পুনঃ যায়, হেরি অবিশ্রান্ত॥
দিবানিশি পক্ষ মাস বর্ষ যুগচয়।
নদীর প্রবাহ সম কভু স্থির নয়॥
কালের গতিতে আয়ুঃ হইতেছে ক্ষয়।
আশা-মরীচিকা কিন্তু কভু শেষ নয়॥
শীত নিবারিতে বস্ত্র না পাইয়া হায়।
আধ অন্নে, পৃষ্ঠে তাহ কাষ্ঠ সহায়।
তাহাতে চিবুক স্থাপি' কেঁপে থরথর।
ভিক্ষাবৃত্তি, বৃক্ষতল সমাশ্রয় করি'॥
দিনপাত করে ক্লেশে কত দীনজন।
তবু আশা ত্যজিবারে নারে কদাচন॥
যত দিন পারে কেহ উপার্জ্জিতে ধন।
ততদিন প্রীত তার ওরে পরিজন॥
জরাগ্রস্ত অসমর্থ হ'লে অবশেষে।
যত্নেও তাহারে আর কেহ না জিজ্ঞাসে॥
তবুও চৈতন্য তার কিঞ্চিৎ না হয়।
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে (শুধু) গঞ্জনা সয়॥
জটাজুটধারী কিম্বা মুণ্ডিতমস্তক
ভেকধারী, বাবাবাবা বহু ধর্ম-বক॥
উদরভরণ হেতু ভ্রমে সর্ব্বত্র।
আশাপাশে বদ্ধ দীন সব অনিবার॥
জরাগ্রস্ত, দন্তহীন, বৃদ্ধ পক্ককেশ।
যষ্টি ভর করি' চলে—পায় কত ক্লেশ॥
তথাপি ত্যজিতে নারে সুখের আশায়।
ভাবে কোথা যশ, (আর) কিবা তার অধিকার॥
বাল্যকালে খেলাধূলা, যৌবনে দুর্ম্মতি।
বৃদ্ধকালে চিন্তাধারা, অন্তরে অশান্তি॥
কেন মতে দিন বৃথা ব্যয় হ'য়ে যায়।
পরমার্থ-চিন্তা হৃদে স্থান নাহি পায়॥
সুখের লাগিয়া করে বৃথা কাম্যভোগ।
পরিণামে সবে মাত্র দুরারোগ্য রোগ॥
তথাপি সে সুখ আশা কভু নাহি ত্যজে।
আপনার দোষে শুধু আপনিই মজে॥
জনমমরণমালা লভে যার গতি।
সাধু গুরু বিষ্ণুজনে নাহি হয় রতি॥
জানে না কখনো তার আত্মপরিচয়।
ভাবে না জনক কিবা জননী কে হয়॥
কেবা তার পত্নী, আর পুত্র কেবা তার।
কতকাল স্থিতি তার জগত মাঝার॥
কোথা হ'তে আসিয়াছে, যাইবে কোথায়।
এ ভাবনা চিত্তে তার স্থান নাহি পায়॥
প্রাণ গেল পত্নী মৃত পতিরে হেরিয়া।
পাশে যেতে ভয় পায়, দুরুদুরু হিয়া॥
তথাপি কাহারো তত্ত্বজ্ঞান নাহি হয়।
এর চেয়ে অপরূপ কি আর আছয়॥
ভাবে না বার্দ্ধক্যে কেন কায়ের বিকার।
শুক্র শোণিতে কোথা জন্মের সঞ্চার॥
মাতৃগর্ভের কোথা স্তন্যপালন।
সংসার করয় কোথা আত্মজন॥
জানে না শ্রীগীতাপাঠে, গঙ্গোদক পানে।
সকৃৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা আর তাঁর ধ্যানে॥
অনেক সাধুর সঙ্গে করিলে বসতি।
মানব লভয় আহা কি অপূর্ব্ব গতি॥
আশাই পরম দুঃখ, নিরাশা সুখদা।
জানিল যখন সেই বিদিত 'পিঙ্গলা'॥
তখনই সুখনিদ্রা লাভ হ'ল তার।
ভাগবতে এ আখ্যান আছে চমৎকার॥
তাই বলি জড়সুখ-আশা পরিহ'র।
ভজ ওরে মূঢ় মন, শ্রীগৌরসুন্দর॥
ত'রলে আনন্দ পাবে, দুঃখ যাবে দূরে।
কৃষ্ণনাম নামপ্রভু শুদ্ধ নিষ্ঠা ক'রে॥
দুঃখ-আশা মুক্তি-আশা ত্যজহ যতনে।
সে পিশাচীদ্বয়ে স্থান নাহি দিবে মনে॥
যতদিন রবে তারা তোমার অন্তরে।
ভক্তিসুখ সম্ভাবনা জেনো বহুদূরে॥
কনক-কামিনী আর প্রতিষ্ঠার আশ।
অন্তরে থাকিলে হ'বে পরমার্থ নাশ॥
উপভোগে কাম কভু নহে প্রশমিত।
ঘৃতাহুতে অগ্নি প্রায় হয় উদ্দীপিত॥
জড়সুখভোগ-আশা ত্যজি' মন।
নিতাই ভজনে যাহা করহ যতন॥

দয়ানন্দ-যুক্তি-নিরোধবাদ

বেদই অপৌরুষেয়, দর্শন-শাস্ত্রাদি বেদানুগ। ধর্মশাস্ত্র ও ব্যবহারিক শাস্ত্রের অনাদর কর্তব্য। পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র অবৈদিক। বেদোক্ত ক্রিয়াই অনুষ্ঠেয়। মূর্ত্তিপূজা শাস্ত্রবিধান বেদবিহিত নহে। ঈশ্বরের আকার নাই। বর্ণভেদের আবশ্যকতা নাই। অদ্বৈতবাদ বেদোক্ত মত নহে। দয়ানন্দ স্বামী এইরূপ মত প্রচার করেন।

মথুরায় ছাড়ি বৈকুণ্ঠ জগতে বিলাস। যে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক-গ্রন্থ 'নবদ্বীপ প্রকাশ' গ্রন্থাগার আছে। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিসৌরভ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভিবকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ পারুলিয়া, (বর্দ্ধমান।

শ্রীরামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবনকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকাঙ্গাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ঋষালি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীহরানন্দদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পলিবাড়ি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরামমোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং জজবাজার দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়াও, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেক্সারী,

পোঃ জেজোন, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫নং ডেমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগোপালজনার্দ্দনজীবিবিধগ্রহীর সেবা

রক্ষক—শ্রীমহেশ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দরাধিকা-গিরিধরের সেবা

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক— শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক —শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপুলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসাম্বর দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণ-মন্দির

পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল দুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস একবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মান্দ (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক – শ্রীমহেন্দ্র দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকুলা, পোঃ চড়কপুর, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদপ্রিয় দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমধুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নব প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাণ্ডারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দাম মণ
দাদখানি	৭।০
বাঁকা চাল	৫৷৷০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৵০
লাটবাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৵০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
কাশকোতা সাদা	
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
রূপা	৫২।০

পাটের দর

আবাদে—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
টপস—	৪১।০
বাজার বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ফ্লাওয়ার ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৵০
কুসুমফুলের ঐ	৬৲—৬৵০
চাউলের ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৪।০—৪৷৵০
বেসন	১৯৷৵০—১৯৷৷০
ছোলা	১৯৵০—১৯৷৵০

ঘৃতের দর

সফেদা	৫৭৲
গাওয়া	৫৭৲
ভৈষা	৫০৲
দুধ	৫৫৲
দানাদার	৩৪।০

ভার	৭৲
কাবুলে	৩৬৲
হাকা পাকা	৩১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

কুড়ের দর

আমের মোলার কাটর	৫৪.
সিটং আমের কমক	৪০৲
কাশি পুরুলিয়া কাটর	৪০৲
জামাই ভাষা	৫৩৲
ঐ কাটর	৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

পাতল মাশ	৮।০
সুপারী বেদী	১৬।০—১৭.
কাটা সুপারী	৭।০
শুটি পাঁচফল	১৫।০—১৭।০
মটা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৬.৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা লাদ্‌কা ভজন	৭৷৷০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
৯। বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৯৵০
২৪ গেজ—	১১৷৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷৷০
পীস	৷৵১০—৷৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
স্লেট কাটি বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৷৷০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, পয়ারে	৬৷৷০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭.০
রড	৬৷৷০—৭৷৷০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বকম ২৩।০

চটকলের চালন ৫৵০, পাটের চালন ৬০, তুলার চালন ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৮-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ বেশ। অধ্যাপকগণ সাধুপ্রকৃতি ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও লেখাপড়ার খরচ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাঙ্গলায় ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদ্ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-ম্যালেরিয়া, প্রস্তৃতি এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবা তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবনবিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও তরকারি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম নতুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাংজে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের উপদেশে পরবিদ্যালাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিশাল প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা শহর সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০	
" ইঞ্চি ২	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

——

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭-৩৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৯ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৭ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১৩-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

ফোন শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদপদ্ম
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর- দাস-
বাবাজী-মহারাজ শিষ্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-চূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C 1146

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের মনোভীষ্ট
সংস্থাপক শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরীদেব
পরিব্রাজক গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১লা জুন, ১৯৩৮, বুধবার [৭৮ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুরের আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে এবৎসর ১৬জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। ঐ ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ জন প্রথম বিভাগে এবং ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের নাম

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যথাক্রমে নিম্নোক্তরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে:—

শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু—ডায়মণ্ড হারবার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

শ্রীধীরেন্দ্র সরকার—খুলনা জিলা স্কুল।

শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য—নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

শ্রীপূর্ণবিহারী সেন—কলাগাছিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কাঁথী।

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু—স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল।

শ্রীসুনীল কুমার বসু—স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল।

মুসলীমার রহমান—কুমিল্লা জিলা স্কুল।

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র বৈদ্য—মাণিকগঞ্জ মডেল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

শ্রীসুধাংশু ঘোষ—কলিকাতা টাউন স্কুল।

সৈয়দ নাসিরুদ্দিন—কুমিল্লা জিলা স্কুল।

সিন্ধু প্রদেশে মাদক বর্জ্জন ব্যবস্থা

গত ২৭শে মে প্রাতঃকালে সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের দলপতি অধ্যাপক ঘনশ্যামের একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় রাজস্ব-সচিব বলেন,—সিন্ধু প্রদেশে ক্রমে ক্রমে মাদক বর্জ্জন নীতি প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে আবগারী ব্যবস্থার নিম্নরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে,—

(১) চরস ও দেশী মদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে। যে সকল দেশী মদে অত্যধিক নেশা হয়, কেবল সেই প্রকার মদ থাকিতে দেওয়া হইবে। (২) বিদেশী মদের ব্যবসায়ের ফি, বিদেশী মদ আমদানীর ও বিক্রয়ের ফি বাড়াইয়া দেওয়া হইবে; (৩) মদের দোকান খোলা রাখার সময় কমাইয়া দেওয়া হইবে। (৪) মদ, মাদক দ্রব্য ও তাড়ি বিক্রয়ের একাধিক দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৩৮-৩৯ সালে নূতন দোকান খুলিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। (৫) চণ্ডু খাওয়া অপরাধমূলক করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন কিনা, গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

উক্ত প্রসঙ্গে রাজস্ব সচিব বলেন,—পরীক্ষামূলকভাবে সর্ব্বপ্রথম কোন্ জেলায় মাদক বর্জ্জন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার ভার সরকার ও আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

বিদ্রোহীদের সংবাদ—২৫ হাজার গণতন্ত্রী সৈন্য হতাহত

সেগার, নজেরা এবং প্যালারেসা নদীর উপত্যকাসমূহে উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলার জন্য সারারাত্রিব্যাপী পশ্চিম কাটালোনিয়ার বিদ্রোহ সংবাদ বন্ধ ছিল; তবে প্রাতঃকালে যুদ্ধের আবহাওয়া অনেকটা শান্তভাব অবলম্বন করে। বিদ্রোহীরা এক তাক জমিও ছাড়ে নাই বলিয়া দাবী করিতেছে। এই যুদ্ধে গণতন্ত্রীদের পঁচিশ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

—

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই জুলাই তক বাছাই শিক্ষককে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে বিহার গবর্ণমেণ্ট একটী ট্রেনিং স্কুল খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হিন্দুস্থানীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং যাহাতে [illegible] একটী স্কুল স্থাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য ১৯৩৯ সালের প্রথমেই ট্রেনিং স্কুল খোলা হইবে। যদি এ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়, তবে স্কুলের সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

চীন জাপানের তুমুল সংগ্রাম

গত ২৮শে মে মধ্যাহ্নে ১২টা সময় ১২টি জাপ বিমানপোত ক্যাণ্টনের উপর বোমা বর্ষণ করে; তাহারা শতাধিক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা বর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। কাইফেং সহরে সহস্র সহস্র চীনা সৈন্য আন্তর্জাতিক এলাকায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। বেসামরিক এবং বৌ সৈন্যেরা সামরিক আন্তর্জাতিক এলাকায় পাহারা দিতেছে।

চীনা সেনানায়কের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, ২৯শে মে সারাদিন-ব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর চীনারা পুনরায় সম্পূর্ণভাবে ল্যানফেং অধিকার করিয়াছে, এবং তাহারা ল্যানফেং-এর ১৫০ মাইল পশ্চিমে লুংহাই রেলওয়ে লাইনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

আয়র্লণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন

আইরিশ ডেল (নিম্ন পরিষদ) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আগামী ১৭ই জুন সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী দলের নিকট গবর্ণমেণ্ট পরাজিত হওয়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। মিঃ ডি ভ্যালেরা মনে করেন যে, একমাত্র সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। ডেলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ৬৯ জন সদস্য আছেন, অন্য সমস্ত দলের মোট সদস্য সংখ্যা হইতেছে ৬৯; সুতরাং একপক্ষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ডেলে কোন কাজ চালানো কঠিন।

তাঁহারা আশা করেন যে, নতুন চুক্তি দ্বারা কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে এবং সুতরাং সাধারণ নির্ব্বাচনে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিবেন।

কুমারখালিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

কুমারখালিতে গত ২৮শে মে সকালে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫০টি দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ক্ষতি হইয়াছে। অনেক মজুত মাল ও দলিলপত্র অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইয়াছে। ৬টি গরু ও দুইটী গাভী নাকি মারা গিয়াছে।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড -৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বাহ্মণ-আলবর ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ০
২৭। মুক্তিফলটীকা দশশ্লোকী (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি ৴
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। মনঃশিক্ষা ৴
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১
৪৯। আর্জ্জব ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। সাংখ্যসার

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজী ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসম্পূর্ণ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১লা জুন ইং ১৯৩৮, বুধবার ১৭৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পঞ্জাবে প্রচার

গত ২২শে মে তারিখে বড়কোদলা নিবাসী শ্রীযুক্ত স্বামী সাধনারায়ণ পুরি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়প্রপন্নাশ্রম হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী উপদেশক পট্টনায়ক, শ্রীকাশীনাথ পুরি, শ্রীযুক্ত হরির পাত্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ উক্ত ভদ্রমহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইবার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবতের ১৬শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে ঠাকুর হরিদাস কিরূপ নির্ভীকতাসহকারে শ্রীনামের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দেন।

"আবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে উহা পাসরিবে, দেশে দুষ্টমেলে ॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এত সব 'কাল' ॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
• • •
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"

—এই পয়ারগুলির মর্ম্মার্থও স্থানীয় উৎকল ভাষায় বুঝাইয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির নাম মাত্র প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত দাশরথি পাণিগ্রাহী, শ্রীযুক্ত নারদ পুরি, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ পুরি, শ্রীযুক্ত কাশীরাম পুরি, শ্রীযুক্ত মধুসূদন পুরি ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাত্র প্রভৃতি।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্নাশ্রমে একত্রিত হইয়া সাপ্তাহিক অধিবেশন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত অনন্তরাম পট্টনায়ক 'বৈষ্ণব' প্রবন্ধ হইতে কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা শাস্ত্র-উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড" শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই পদটি উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণবের কৃপার অমোঘত্বের কথাও কীর্ত্তন করেন। অতঃপরে গত সপ্তাহের কার্য্যবিবরণী পাঠ হইবার পর মহামন্ত্রকীর্ত্তনান্তে অধিবেশন কার্য্য শেষ হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ১৮।৫।৩৮ তারিখে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী সদলে কলাগেছিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের ভবনে গমন করত তথায় ২ দিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিলোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং পুনঃ শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় গোপালবাবু উক্ত গ্রামে পাঠ-কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করেন।

পরমার্থতত্ত্ব ও তাহার স্বরূপ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫)
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত নিগমশাস্ত্ররূপ কল্পতরুর রসময় ফল বলিয়া অপ্রাকৃত রসিক বা ভাবুকগণের নিকট প্রয়োজনের বস্তু। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপ ভাগবতে "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিবাণীর সম্যক্ অর্থ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এতজ্জন্য আচার্য্যগণ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সুগোপ্য কৃষ্ণরসময় ভাগবতের পরমমহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
(ভাঃ ১।১।৩)

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ-শাস্ত্র হৈতে পরমমহত্ত্ব ॥
(চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৩)
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫১৬)

রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক আশ্রয়তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"আশ্রয়তত্ত্বই পরমার্থ; আশ্রয়তত্ত্ব নিতান্ত নিগূঢ় ও অপরিসীম।" এই আশ্রয়বিগ্রহতত্ত্ব বা ভক্তিরসের গূঢ় সংবাদ জানাইবার জন্য প্রেমের ঠাকুর গোরসুন্দর আশ্রয়শিরোমণি অখিলরসমূর্ত্তি মহাভাবস্বরূপার ভাবে নবদ্বীপনগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য এইখানে পরমার্থতত্ত্বের জীবজগৎ ও ব্রহ্ম শিবাদি সুরলোকেরও চিন্তাতীত চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। "এস ব্যতীত ভাঁহাকে পাওয়া না পাওয়া সমান"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমার্থতত্ত্বের এই মৌলিক সিদ্ধান্তবর্ণিত বাণীর পূর্ণ অভিব্যক্তি এখানে আর আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের চমৎকারিতা ও সৌন্দর্য্য জীবজগতে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহজগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার। তাঁহার শিক্ষাধারার মধুরসে জীবজগতের অভিজ্ঞান এইরূপভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে—"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" স্ব-স্বরূপে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে পরমার্থ বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় শুদ্ধ স্বরূপের বৃত্তি বা কৃষ্ণসেবা-লাভের [illegible]—শ্রীমহাপ্রভুর অহৈতুকী উপদেশের বার্ত্তা এবং ইহাই সমূহ চেতন অচেতন জগতের পরমার্থতত্ত্ব বা পরমার্থের বাস্তবস্বরূপ।

এই প্রবন্ধে আশ্রয়-পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত দিগ্দর্শন করা হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে বিষয়-পরমার্থতত্ত্ব ও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আশা করিতেছি।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ ত্রিবিক্রম বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

এই জগৎ চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিজ্জগতে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক। আর অচিজ্জগতে সেব্য-ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিজ্জগতে সেব্য বস্তুর সুখতাৎপর্যই সেবকের স্বার্থ।

সেই চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতের প্রাণী বহু সেব্য ও বহু সেবকরূপে বিভাজিত। এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এককথায় এই স্থানের সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই; এই স্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। এখানে বড় বড় সতী স্ত্রী বা বড় বড় নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহ ও মনোধর্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পুত্রের মাতাপিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা উভয়েই ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধ সেব্য-সেবক সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একটি মাত্র শক্তিমৎ বা বিষয়তত্ত্ব, যেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে বিষয় এক, শক্তি অনন্ত—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। শক্তিমত্তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বে অদ্বয়জ্ঞান নিত্য বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতী অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন।

শ্রীকৃষ্ণই সর্বপাত্র। তাঁহার নিত্যকাল সেবাধিকারিণী বৃষভানুনন্দিনী; সুতরাং তিনি নিত্যকান্তা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। একমাত্র বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। তাদৃশ রতিমণিই যাবতীয় জীবাত্মা সেই ভগবত্তত্ত্বের আশ্রয়।

বৈকুণ্ঠাদিতে ত্রিবিধকালই যুগপৎ বর্তমান আছে। যেমন বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এ জড় জগতে ভূত কাল বা ভাবিকালের সৌভাগ্য বর্তমান কালে অনুভূত হয় না, তদ্রূপ নহে। তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই বিষয় ও অনন্তকোটি জীবাত্মা তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কিন্তু বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তুতে এক ও শক্তিতে বহু, ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অদ্বৈতবাদিগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল মহর্ষি তীর্থ বংশীয় বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্যদর্পণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এরূপ সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই। এমন কি, কাব্যপ্রকাশ বা ভরতমুনিও বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। অনন্তকোটি জীবাত্মা আশ্রয়তত্ত্বে বিভাজিত থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব পাঁচটী। মধুররসে বৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্যে নন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবলাদি, দাস্যে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, শান্তরসে গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিত্ত গো-বেত্র-বিষাণ বেণু, কল্পবৃক্ষ, কল্পবৃক্ষের ছায়া, যামুনসৈকত প্রভৃতি জড়াকারে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারা এই সকল কথার মর্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্য বিষয়ত্যাগের আড়ম্বর করিয়া "তরু 'কটি চানা ও এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস" প্রভৃতি কৃচ্ছ্রবৃত্তিতে "ভোগ-ত্যাগে"র আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এই সকল কথা বুঝিবার যোগ্যতা ও অধিকার প্রচার করিয়াছেন।

পরমার্থতত্ত্ব ও তাহার স্বরূপ

(শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

অর্থকে পরমার্থজ্ঞান

যে অনাদিকাল হইতে তটস্থ জীব ভোগবাসনার ফলে মায়াকবলিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে ভগবদ্বহির্মুখ অবস্থা মায়াদেবীর 'প্রেরণায় স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহগর্ববুদ্ধি একপ্রকার শাস্ত্র বহির্মুখ বদ্ধজীবের চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে বা চতুর্দশ ভুবনেও প্রচারিত হইয়াছে। সেই

আমরা যে স্থানে ও যে রাজ্যে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে অংশিনী তত্ত্বের কথা আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না। বৃষভানুনন্দিনী আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে বস্তুতে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ বা নির্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য পরিপূর্ণরূপে বর্তমান, তাঁহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া বর্তমানা—শ্রীরাধিকা। তিনি সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণসেবার জন্য পর্যঙ্কে শয়ন করেন।

এইরূপ কথা সাধারণ মানববুদ্ধির উদ্ভবতরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্বিশেষবাদীর চিন্তার পথের কথা নয়, যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লোভ উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আনুগত্যে এই কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বরূপিণী। শ্রীরূপগোস্বামী যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় নারীবৃন্দের মূল আকর। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী।

শ্রীরাধারাণী জগন্মাতা। যাবতীয় দেবদেবীর জননী, তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রকৃতিরও আকর। তিনি স্বয়ংরূপ বস্তুর আরাধনা শক্তি। শক্তিতত্ত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, শাক্ত বলিলেও তাহাতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তিনি ব্রহ্মাদেবাদিরও পূজ্য। অনঙ্গমঞ্জরী পর্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। এই অনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ জাহ্নবী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর চরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে বিদ্ধ। বার্ষভানবীর আশ্রিতগণ পরমবন্ধু। বার্ষভানবীর আশ্রিতজনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে

শাস্ত্রকে পরমার্থবিষয়ক আর্থিক শাস্ত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বাহ্যকার্যসাধনে নিপুণ হইয়া প্রবৃত্তি-সৌভাগ্যের প্রেরণায় যখন পরমার্থতত্ত্বানুসন্ধানের একটু স্পৃহা জীবের হৃদয়ে উদিত হয় তখন অন্যের প্ররোচনায় অর্থকেই পরমার্থ মনে করিয়া ভ্রান্ত জীব পূর্বের নিজের অবস্থানের পথে অভিযান করে। ইহা কেবল নিজের অমঙ্গল বরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অপর কতকগুলি নির্বোধ লোককেও তাহার দলে টানিয়া লইয়া জড়-বহুলা বুদ্ধিচাতুরী ও যুক্তিজাল বিস্তারপূর্বক প্রচার করে; অর্থকে পরমার্থ বলিয়া অজ্ঞজনসমাজের নিকট চালাইয়া দেয়। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবল দুর্দৈব হইতে সাবধান হইবার জন্য সজ্জনগণের বিচারাবলম্বনে নিম্নে আর্থিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি।

আর্থিক প্রবৃত্তিপরিচয়

আর্থিকপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট জনগণ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সুখ-সুবিধার উৎকর্ষবিধানের জন্য তাঁহাদের দৈহিক বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি যাবতীয় চেষ্টা নিযুক্ত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত। দেহ-পোষণ, স্বজনপালন, গৃহনির্মাণ, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, বিদ্যাদান, ধনোপার্জন, ভৌগোলিক বিবরণ, ঐতিহাসিক আলোচনা, জ্যোতিষশিক্ষা, রাজনৈতিক আলোচনা, সঙ্গীতবিদ্যা, জড়বিজ্ঞান, শিল্পশিক্ষা, যোগবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি আর্থিক প্রবৃত্তি হইতে প্রসূত হইয়া অর্থপ্রদ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সমস্ত আর্থিক চেষ্টা ও কার্য্য করিয়াও মানবগণ স্বধর্মাশ্রয়ের চেষ্টা না করিলে বিপদগত বলিয়া খ্যাত হয়। শুদ্ধ আত্মার নিত্য ধর্মকে স্বধর্ম বলা যায়। বদ্ধ অবস্থায় জীবের স্বধর্ম প্রবলরূপে প্রতীয়মান হয়। বদ্ধাবস্থায় ঐ স্বধর্ম পারমার্থিক চেষ্টারূপে পরিণত আছে। অর্থ সমস্ত পরমার্থ-চেষ্টার অধীন হইয়া তাহার কার্য্য সাধন করিলে চরিতার্থ হয়, নতুবা তাহারা মানবগণের সর্বোচ্চতা সম্পাদন করিতে পারে না।"

এই প্রকৃতির শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক শাস্ত্রালোচনায় সুযোগ্যরূপে বিশেষভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। আর্থিক বিদ্যাকে ভাষান্তরে অবিদ্যা বলা যাইতে পারে। জীবের বহির্মুখ স্বভাবই অবিদ্যা বা আর্থিক-প্রবৃত্তির জনক। আমরা শ্রৌতবাণীতে শুনিতে পাই, এই অবিদ্যাই জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি—কর্মবাসনা বা বন্ধনের মূল। অবিদ্যা হইতে জীবের চিৎস্বরূপের উপর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আবরণ, মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন রহিয়াছে

সুন্দরের গঠন ; কিন্তু এই স্বরূপেতে কর্ম-বাসনা বা জ্ঞানীদের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য কর্ম ও জ্ঞানযোগ হইতে পারে না। অতএব তাঁহার (সুন্দরের) উপর মায়িক চর্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ইত্যাদি প্রভৃতি সংযোজন নিষিদ্ধ, সুন্দরকে জন্ম, মৃত্যু, পরিণাম প্রভৃতি বহু বিকারের অধীন প্রমত্ত করিয়াছে। এই অবিদ্যাপ্রসূত মায়িক শাস্ত্র বা প্রবৃত্তির উৎপত্তিস্থল বা কর্মভূমি এই প্রপঞ্চ—জগৎ। ঊর্দ্ধলোক চতুর্দশ ভুবনেই ইহার জন্ম, স্থিতি ও লয়প্রাপ্তি হইবার স্থান।

পরমার্থবিদ্গণ যোগবিদ্যা ও ধর্ম-শাস্ত্রাদিকেও মায়িক প্রবৃত্তি হইতে প্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগাদি কর্মশাস্ত্র বলিতে ভুক্তি, মুক্তি বা সিদ্ধি-কামিগণের তোষবাক্য বুঝিতে হইবে। কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মায়িক প্রবৃত্তিপর বলিয়া পরমার্থরাজ্যে উঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। উঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মায়ামরীচিকায় প্রলুব্ধ পথিকের ন্যায় অর্থকেই পরমার্থ, দুঃখকেই সত্য মনে করিয়া অসত্যের পশ্চাতে অভিযান করিতেছে। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ব-স্ব মনের খামখেয়ালী রুচি অনুসারে বহুবিধ মায়িক মতবাদ সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই পরমার্থলাভের একটী একটী মত বা পথ বলিয়া প্রচার করত জনসাধারণের ভগবত্তত্ত্ব অনুসন্ধানের দ্বার চিররুদ্ধ করিয়াছে ও করিতেছে। এইখানে জনসমাজে প্রচলিত 'নানা মুনির নানা মত' বা তাহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপে "যত মত তত পথ" এই মনঃকল্পিত মত-সমস্যার একপ্রকার সমাধান পাওয়া যায়। শুদ্ধ পরমার্থবেত্তা মহাজনগণের বিচারানুসারে বহু মতবাদের অনুমোদনকারী অর্থকামীব্যক্তিগণ অদ্বিতীয় ভগবানের বাস্তব স্বরূপজ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় ভাগবতী পন্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; অতএব তাহারা তাহাকে মুনির অন্যতম মতের অন্তর্গত সম্প্রদায় বা নাস্তিক। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক-সংখ্যা' গৌড়ীয়ে 'যত মত তত পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, অতএব এস্থলে পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

পরমার্থ কাহাকে বলে

পরমার্থ কাহাকে বলে, এতৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত চতুর্বর্ষের সজ্জনতোষণী পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"পরমার্থ শব্দে পরম ও অর্থ এই দুইটী শব্দ একত্র জড় আছে। পরম শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ শব্দে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। কার্য্যমাত্রেরই একটী না একটী উদ্দেশ্য আছে। বাস করাই গৃহের উদ্দেশ্য। ভোজন করাই অন্নের উদ্দেশ্য। জ্ঞান-সংগ্রহ করাই পাঠের উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্যই ঐ ঐ কর্ম্মের অর্থ। যাহাকে এক কর্ম্মের অর্থ বলিয়া লক্ষ্য করি, তাহা আবার কর্ম হইয়া অন্য অর্থ প্রসব করে। রন্ধন কর্ম্মের ভোজন উদ্দেশ্য। ভোজন পুনরায় কর্ম হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ অর্থকে প্রসব করে। ক্ষুন্নিবৃত্তি আবার কর্মরূপী হইয়া কার্য্যক্ষমতা বা শরীরপুষ্টিরূপ ফল উৎপত্তি করে। এবম্বিধ কর্ম ও অর্থ পৃথগ্রূপে ক্রমান্বয়ে অবশেষে জীবনযাত্রারূপ একটী অর্থকে প্রাপ্তি করায়। জীবনযাত্রাও পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ অর্থকে উদ্দেশ করিতে পারে। এইরূপ কর্ম ও অর্থ পর্য্যায়ক্রমে চলিতে চলিতে অবশেষে যে অর্থ উদয় হয় অর্থাৎ যে অর্থের কর্মরূপতা ও অন্যার্থ-উৎপাদকতা থাকে না, সেই অর্থই পরমার্থ।"

দেশ-বিদেশে তথাকথিত অসংখ্য পারমার্থিক শাস্ত্র বহুদিন পূর্ব হইতে রচিত হইয়াছে। এতদ্দেশের মুনি-ঋষিগণ যুগ-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই অনেক পারমার্থিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিলে দেখা যায়, বেদ-বেদান্তের প্রতিপাদ্য পরমার্থস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক গ্রন্থ। অন্যান্য কোন কোন শাস্ত্রে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোথায়ও আংশিক, কোথায়ও আভাস, কোথায়ও বা অসম্যক্ প্রতীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি শাস্ত্রে পরমার্থ-বিরোধী মতবাদও দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত সমস্যার সরল ও সিদ্ধান্তপূর্ণ সমাধান করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি বা সম্যক্ অর্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্মনামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥
(চৈঃ চঃ)

জগতের তথাকথিত পরমার্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে কোথাও ভুক্তি, কোন স্থলে নির্বাণের মুক্তি, কোথাও বা সিদ্ধের প্রয়োজন-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্বন্ধ ও অভিধেয়কে এইরূপভাবে পাওয়া যুক্ত হইয়াছে। যেখানে ভুক্তিকে প্রয়োজন করিয়াছে, সেখানে সম্বন্ধ—স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ এবং অভিধেয়—দান, পরোপকার, নিত্যনৈমিত্তিকাদি সৎকর্ম। যেখানে মুক্তি বা আত্মা-নির্বাণরূপ মোক্ষ প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সম্বন্ধ—ব্রহ্ম, অভিধেয়—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, শম-দমাদি-সাধন-সম্পৎ এবং কর্মফলভোগে বিরাগ। যেখানে সিদ্ধি প্রয়োজন স্থলাভিষিক্ত করিয়াছে, সেখানে সম্বন্ধ—মন, অভিধেয়—যোগ, তপ, ধ্যান-নিয়মাদি। কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামিগণের জ্ঞান বা পরমার্থ আলোচনাকে পরমার্থ-বিরোধী কৈতব বা কপটতা বলিয়া "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" শ্লোকে জানাইয়া বাস্তবধর্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার সরলভাষায় লিখিয়াছেন—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

পরমার্থতত্ত্বের ইতিবৃত্ত

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের পরমার্থ-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনাদি কাল হইতে যতই দেশ-কাল-কল্পিত মলিনতা, চিত্তবৃত্তির আবিলতা ও কর্ম-জ্ঞানাদি আবরণের স্থূলতা দূরীভূত হইতেছে ততই পরমার্থতত্ত্ব জীবাত্মার নির্ম্মল হৃদয়ে উঁহার সহজ, মধুর ও সচ্চিদানন্দরূপে প্রেমময় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ অনুসারে পরমার্থতত্ত্বের ক্রমপ্রকাশ বা স্রোতঃপরম্পরার কথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"সরস্বতীতীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূখণ্ডে পরমার্থতত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে উহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়দেশে কাবেরী স্রোতস্বতীর রমণীয়-কূলে উঁহার যৌবনকাল্য সকল দৃষ্ট হয়। জগৎপবিত্রকারিণী জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপ নগরে ঐ ধর্মের পরিপক্বাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপে পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগের সহিত উঁহাকে না ভজন করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে তাহা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তিনি রস-বিশেষের বশীভূত এবং রস ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া না পাওয়া সমান।"

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী
ভবতীতি শ্রুতিঃ।"

ভাগবত আলোচনায় জানিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বহু মতের প্রচার করিয়াও যখন বাস্তব পরমার্থস্বরূপের দিগ্দর্শন হইল না, তখন শ্রীব্যাসদেব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়া আদ্য-পরমার্থ নারদ মুনির উপদেশানুসারে ব্রহ্মাবর্ত্তে সরস্বতীতীরে সমাধি অবস্থায় নিত্য-পরমার্থতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। ভক্তিযোগপ্রভাবে ব্যাসদেবের অপ্রাকৃত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে ভগবানের কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তির শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত মায়াকে দর্শন করিয়া পরমার্থ তত্ত্বনিরূপক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

এই পরমার্থতত্ত্ব বদরিকাশ্রমে শ্রীনারদের নিকট হইতে শ্রীশুকদেব উপলব্ধি করিয়া শম্যাপ্রাসে বিশেষভাবে ইহার আলোচনা করেন। তদনন্তর গঙ্গার অন্তর্গত শুকতাল ভূখণ্ডে বা কোন স্থানে শ্রীশুকদেব মুমূর্ষু পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট শ্রীব্যাসমুখনিঃসৃত বাণী কীর্ত্তন করেন—

চারিবেদ—'দধি', ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।
(চৈঃ ভাঃ ২।২১)

শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য সকল গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ঋষিসহস্র মুনিবৃন্দের সমীপে শ্রীসূত গোস্বামী কর্ত্তৃক পরিগীত হইয়াছিল। তৎপরে দ্রাবিড়দেশে কাবেরী স্রোতস্বতীকূলে আবির্ভূত শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মৎসরী হইয়া সত্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে দেশকালপাত্রের অধীন করিতে গিয়া পরমার্থতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হন। শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত, ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কল্পিত বেদান্ত-ভাষ্য নহে। ইহা সনাতন, নিত্য ও অনাদি।

যেন রূপ ধরে সূর্য্য আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তাঁ সবার॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অধিবেদ, অধিবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াছেন।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
(গরুড়পুরাণ বচন)

শাস্ত্রের অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ।
"সত্যং পরং"—সম্বন্ধ, "ধীমহি"—
সাধনে প্রয়োজন॥
(চৈঃ চঃ ম ২৫।১৪০)

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-উদ্যান

প্রাচীন নবদ্বীপ, মায়াপুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীক্ষেত্রপাল ও শ্রীচৈতন্যমঠ-পরিবর্ধন-টুঁ, শ্রীশ্রীমায়াপুর-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং শাস্ত্রপ্রচারকার্যালয়: প্রকাশ্য গ্রন্থাগার আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ... ভিক্ষু মহারাজ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠস্থান। ... পাঠ, সন্দীর্তন, প্রচারকগণের-দেশের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং ভক্তগণের সমাজ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাদের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাসস্থানে পীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃষ্ণ-পাদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক —শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এস্থানে ও বিরুপাক্ষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের ... বর্তমান। রক্ষক— শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসাধন অধিকারী।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরহরিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বরবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীরামপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জগোপাল অধিকারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক --শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক --শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিবিহারী ব্রহ্মচারী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটকপর্বত

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক —শ্রীরামমোহন দাসাধিকারী

(২৮) মধুকোপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্রশিলা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং রঙ্গীত রোড দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ডালিমার, জিঃ নারায়ণপুর, ই-ই, পি

রক্ষক—শ্রীনীলগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

অনন্তপুর

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) জামালপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জামালপুর কার্পিবেনেট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বসন্ত রোড , গয়া

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক —শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাধারানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) গহ্বর বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরী,

পোঃ কোজোদ, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনরনারায়ণ অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৫নং ওয়ারেন রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক —শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড , কল্যাণদাস বিল্ডিং। বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীরূপগোস্বামীর ও শ্রীরায়রামানন্দ মিলনস্থলীর সেবা

রক্ষক—শ্রীবরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায়-মিলনস্থলীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীশ্যামদাস দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক —শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) শিক্ষিত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক —শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মবাদগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ ... , পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীবাসুগোপাল প্রভৃতি

(৬১) ভাগবতভক্তানন্দ মঠ

চিড়নিয়া, পোঃ গড়বেতা, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমরাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাই, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাঝ (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মাকরাম (বর্দ্ধমান)

রক্ষক -শ্রীকরুণেশ্বর দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুমরাকুড়া, পোঃ উচকরণ, (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ বেদান্ত অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২০।৩০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবৰ্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৪১, ডার্বিরোড

প্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাঁদনী চক

... রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রেস: ওয়াকস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
রামশালি	৭৷০
বালাম	৫৸০
ঐ	৫৲
	৭৲-৭৷০
	৫৷০
	৪৶০
ঐ	৫৲
কোলকাতা	৪৲
সিদ্ধ	৩৸৶০

আতপ—

	৬৲—৪৷০
দেরাদুনী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ	৫৲-৫৷০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০৸৶০
চিনি ১০০০ নং	১০৶০
কাশীপুর দানা	৮৷০—৯৶
কাশীপুর দানা	৭৸৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

গিনি	৩৪৷০
	৩২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

	৪০৸০
	৪০৸০
	৪১৷০
বাজার দরের নমুনা—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

	৬৷০—৬৸৶
	৬৲—৬৶
	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
ময়দা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
সুজী নং (৩)	২৸০—২৸৶০
	১৸৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫০৲
	৪৫৲
	৩৪৷০

ডাল

কাবুলে	৩৬৲
বাঙ্গালা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ ১৮—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

	৫৪৲
	৬০৲
	৪৯৲
	৫২৲
ঐ	৫১৲

মেথেথি মশলা

	মণ দর
	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭
	৭৷০
	১৫৷০—১৭৷০
	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (নি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
সেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোলটু, নাট	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০	
ষ্টিলের চাদর ৫৶০, পাটের চাদর ৬৷০	
তুলার চাদর ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অভিষেক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৪-৫ বনফিল্ড লেন, ফোর্ট, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থান—গঙ্গার সন্নিকট ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ বিস্তৃত ও সুন্দর। আলো বাতাস প্রচুর। ছাত্রগণের জন্য স্বতন্ত্র সুন্দর গৃহে বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বোর্ডিং খরচ মাসিক ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা ভাল ফল দেখাইতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের ব্যবহার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্"-এর "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আর পৃথিবীর কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কাঁপা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-খাপুড়া, পায়ে এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, দোয়াড়া, জেলা নদীয়া
ব্রেঞ্চ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অনুকম্পায় পারমার্থিক-প্রবন্ধ লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সংকলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তে শেষভাগে ঠাকুরের বহু সদাচার শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উড়িষ্যা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৷৶৹	৷৶৹	৷৹
" ইঞ্চ ২	১৷৹	১৷৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৩৲	৩৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৩	৪৷৹
" সিকি কলম ১২৲	১৫৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৫
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১ ৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮ ৩১
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৫১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯ ২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৫১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৮-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১৫
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ৭-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

গৌড় শ্রীমায়াপুর
দেবিকাশ্রম—শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ...
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-সভা-
...-সংরক্ষক নিত্য-
লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-চূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদের অন্তরঙ্গ...
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্...
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ২রা জুন, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৭৯ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

হিমালয় অভিযাত্রী ব্রিটিশ দলের নেতা

হিমালয়ান ক্লাবের অনারারী ... অফিসার ও ব্রিটিশ অভিযাত্রীদলের নেতা মিঃ আর্ণেষ্ট মার্কলিউ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই দল কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ২০০০০ ফুট উচ্চ শিখরে আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯,৭০০ ফুট উর্দ্ধে আরোহণের পর একটী বিরাট তুষার স্তূপ তাঁহাদের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করে। মিঃ মার্কলিউ বলেন যে, ১৮ই মে তারিখে ৭ ঘণ্টাকাল চেষ্টা করিয়াও তুষার নদী অতিক্রম করিতে না পারায় তাঁহারা তাঁহাদের গন্তব্য স্থলের পূর্ব্বদিকে ঘাঁটি স্থাপনে অসমর্থ হন। অতঃপর মিঃ মার্কলিউ শেরপাদের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, একবার তিনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান, এই সময় শিরপা আংদাওয়া নামক তাঁহার জনৈক ভৃত্য তাহার জীবন রক্ষা করে। বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা এক সপ্তাহ পরে তাঁহাদের অভিযান শুরু হয়। ৮ই মে তারিখে তাঁহারা গণ্টকে সমবেত হন এবং তথা হইতে পর দিন প্রাতঃকালে গন্তব্য স্থলাভিমুখে যাত্রা করেন।

পুরীর রথযাত্রা উৎসব

পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে:—

এবৎসর ১৩ই জুন হইতে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উৎসব হইবে। এই উৎসব ভারতের এক প্রধান উৎসব। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু যাত্রী পুরীতে সমবেত হইবে

পুরী জেলার স্থানে স্থানে ইতোমধ্যে সংক্রামকভাবে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। বহু যাত্রিসমাগমে পুরী সহরেও ব্যাপকভাবে কলেরা আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে; এমনকি পুরী হইতে নানাস্থানে কলেরা বিস্তৃত হইতে পারে। সেইজন্য উৎসব উপলক্ষে পুরী আগমনেচ্ছু যাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া এই নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা পুরী আগমনের পূর্ব্বে যেন কলেরা প্রতিষেধক টিকা লইয়া পুরী রওনা হন।

চাঞ্চল্যকর ট্রেণ-ডাকাতি

গত ২৭শে মে রাত্রিতে ই, বি, রেলের দিনাজপুর—রুহিয়া শাখা লাইনের সেতাবগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটে ২৮০নং ডাউন ট্রেণ হইতে চাঞ্চল্যকরভাবে ডাকলুঠ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রুহিয়াদিনাজপুর ডাউন ট্রেণখানি যখন বদনপুর ও বাজনাহার ষ্টেশনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন রিভলবারধারী দুইজন যুবক মেলভ্যানে প্রবেশ করে। তাহারা রিভলবার দেখাইয়া ডাকের ভারপ্রাপ্ত লোকটিকে পায়খানায় প্রবেশ করিতে বাধ্য করে তাহার পর তাহারা লোকটিকে পায়খানায় আটক রাখিয়া মেল ব্যাগগুলি কাটে এবং ট্রেণখানি বাজনাহার ষ্টেশনে থামিবার পূর্ব্বেই মেল ব্যাগসমূহ হইতে প্রচুর টাকাকড়ি লইয়া নামিয়া পড়ে। এ পর্য্যন্ত এই ঘটনা সম্পর্কে কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

ব্যবসায় একচেটিয়া করার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, ফেডারেল গ্র্যাণ্ড জুরীর অভিমত গ্রহণ করিয়া ফোর্ড কোম্পানী, জেনারেল মোটর কোম্পানী ও ক্রিসলার কোম্পানীকে মোটর ব্যবসায় একচেটিয়া করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

——

পাঞ্জাবে বেতনভুক ভাইসচ্যান্সেলার নিয়োগের প্রস্তাব বাতিল

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের আলোচনা করিবার জন্য সেনেটের সাতজন সদস্য সেনেটের সভা আহ্বানের দাবী করেন। গত ২৭শে মে উক্ত দাবী অনুসারে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার এক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে মিঃ জগন্নাথ আগরওয়ালা এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বেতনভুক ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন এবং অবাঞ্ছনীয়। সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় গত বৎসর আড়াই হাজার টাকা মাসিক বেতনে ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল।

শ্রীযুত আগরওয়ালা প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদে ভাইস-চ্যান্সেলারের বেতন মঞ্জুর হইয়াছে বটে কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে কখনই সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে দিব না।

বেগম শাহনেওয়াজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বরাবরই নিরপেক্ষ রহিয়াছেন। পরিষদে ভাইস-চ্যান্সেলারের বেতন সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহাতে ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগে গবর্ণমেণ্টের কোন রকম হাত থাকিবে বলিয়া বুঝায় না।

প্রায় একঘণ্টাকাল এই সম্পর্কে তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়। পরে মিঃ জগন্নাথ আগরওয়ালার প্রস্তাবটীই সভায় গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২৫টী এবং বিপক্ষে ২২টী ভোট হইয়াছিল।

আই সি এস-এর বিরুদ্ধে মামলা

২৬শে মে কুমিল্লার দ্বিতীয় সবজজ মিঃ বি, এন, মুখার্জ্জির এজলাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন দেব ২১০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া মিঃ এম এ খান আই সি এস-এর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন উহার সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে। রায় প্রকাশ মুলতুবী রহিয়াছে।

ছোট ভাইয়ের খোঁজে যাইয়া বড় ভাই নিখোঁজ

এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ময়মনসিংহের এক ভদ্রলোক যমুনা নদীর কিনারা দিয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ পাড় ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার নাম নিশি চক্রবর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ এবং তিনি এই জেলার চান্দুরাঘাট থানার অধিবাসী।

প্রকাশ, যে তাঁহার ছোট ভাই হারাইয়া যাওয়ায় তিনি তাহার খোঁজ করিতে করিতে নদীর ধারে আসিয়াছিলেন।

——

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপুরুষের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৫৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। ভজন-আশ্রয় ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৫
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৫
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সমালোচনা) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ৷০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যানালাইসেড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

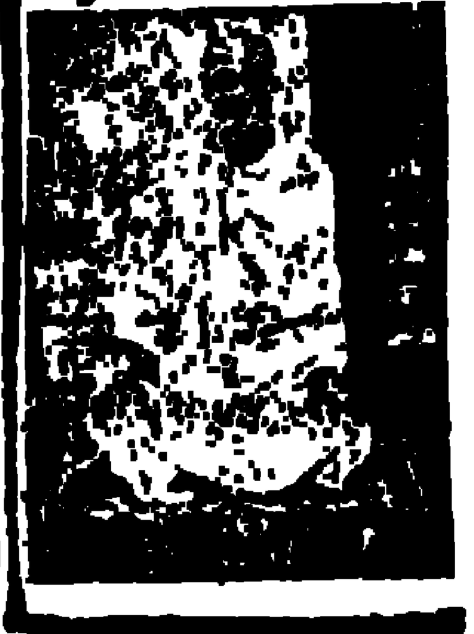

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২রা জুন ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ৭১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমানবিশে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের মূল মহাজন, গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্বনিধি শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীর অকৃত্রিম বাহক, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানানন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রবাহে বিশ্ববাসীর হৃদয়মল বিধৌত করিয়া তথায় বাণীবিগ্রহ সমভিব্যাহারে শ্রীবাসুদেববিগ্রহ স্থাপনোপযোগী করিবার পরম সুযোগ প্রদান করিতেছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সকলেই শ্রবণকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

ঢাকা হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, উপদেশক শ্রীযুক্ত সজ্জন সুহৃৎ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রচন্দ্র দে ভক্তবোধ, বগুড়া হইতে উপদেশক শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল, অ্যাডভোকেট; পাটনা হইতে উপদেশক শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এ, বি-এল, অ্যাডভোকেট; ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রমোদ; শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস্-সি প্রভৃতি বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও চম্পাহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে কিছুকাল যাবৎ অবস্থান করিয়া তথাকার বিভিন্ন সেবাকার্য্য সম্পাদন এবং তত্রস্থ সজ্জন ও ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্বামীজী মহারাজ শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে আগমন করিয়া তথাকার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী বহু বিষয় আলোচনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠীমুখেও স্বামীজী মহারাজ হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। যোগপীঠে সমাগত প্রত্যহ সজ্জন ও যাত্রিগণের নিকটও তিনি শ্রীধামতত্ত্ব, ধামের শ্রীগৌরহরির প্রকটকালীন বিভিন্ন ভক্তের সহিত তাঁহার বিভিন্ন লীলা এবং তাঁহার প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ বি-এ ও শ্রীপাদ গোপালদাস অধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দও শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

বিশ্বের একমাত্র আদর্শ উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রত্যূষে শ্রীযোগপীঠে আগমন করিয়া ভগবানের বন্দনা, প্রার্থনাদি সমাপন করিয়া থাকেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহোৎসব

আগামী ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫), ১২ই জুন (১৯৩৮) রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শনিবার শ্রীহেরা পঞ্চমী দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১২ই আষাঢ় (১৩৪৫), ২৭শে জুন (১৯৩৮) সোমবার দিবস নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্বিংশ বার্ষিক বিরহমহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতেই সমগ্রবিশ্বে সর্ব্ব-সাধ্য-বর্ণ-সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ২০।৫।৩৮ তারিখে মেদিনীপুর কলাগেছিয়া গ্রামস্থ শ্রীযুত রাসবিহারী মাইতী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহে গমন করেন ও রাত্রিতে তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠশ্রবণে শ্রোতৃবর্গ ভক্তগণ আগ্রহ ও প্রচারকগণের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন।

মঙ্গল সরণি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কৃপাময়ের তোমার প্রতি শেষ সুযোগ জানিও। এমন সুযোগ আর পাইবে না। এই জীবনেও ত' তুমি অনেক সুখভোগ করিলে, আর কেন?

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥

তিনি একপক্ষের লোক ন'ন। চিরকাল একপক্ষে তিনি থাকিবেন না। তাই বলি, যদি সুমরণ চাও তবে সময় থাকিতে থাকিতে—আত্মীয়ভাবের প্রকট থাকিতে থাকিতে তোমার কাজ গুটাইয়া লও, নিজ বন্ধুবান্ধব স্বজনগণের সঙ্গে পরিচিত হও। নচেৎ শেষে হায়! হায়! করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে হইবে।

তাই আজ ভবসমুদ্রে পতিত দীনহীন ক্ষুদ্র জীব আমি এই দুস্তর মহাসমুদ্রের বর্ত্তমানে একমাত্র কর্ণধার—অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

বিষয় যদি রসং দীনবন্ধো দয়ালো
পতিতমপি ন তবেক্ষণং কাতরতা যথাস্তি।
বিপদ্যপি পতিতোঽপি দিবানিশং বা নয়ত-
স্তদপি কিল পরোপকারে ব্রতচিত্তেন॥

অসৎসঙ্গ মানুষের সর্বনাশ করে। সৎসঙ্গে মানুষের সর্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ ত্রিবিক্রম [illegible] পৌষ ১৩৪২

দুই একটি কথা

— ::(০):: —

আমরা যেখা'ন বাস ক'রিতেছি, তাহা মায়াদেবীর দুর্গ। এই দুর্গের—এই মায়া-কারাগারের সকলেই সত্যবিদ্বেষী বা সত্য-বিমুখ; সত্যের সন্ধান কেহ রাখে না। তাহাদের অসত্যকেই সত্য বলিয়া ধারণা। স্বাধীনতা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ কয়েদীদের ন্যায় অবস্থা আমাদের। তা' ছাড়া মায়াদেবী এমনভাবে এই দুর্গটী সংরক্ষণ করিতেছেন যে, তাহাতে সত্যালোক-প্রবেশের উপায় নাই। আমরা আলো কোনদিন দেখি নাই, তাই আলো আমাদের নিকট অসহ্য। সত্যের কথা কখনও আমরা শুনি নাই, তাই বাস্তব সত্যকথা আমাদের নিকট অশ্রুতপূর্ব্ব ও অভিনব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা! ভগবজ্জিজন আচার্য্যগণের কি অপরিসীম দয়া! আমরা প্রকৃত সুখের সন্ধান না চাহিলেও বা তাহাতে বিতৃষ্ণা দেখাইলেও করুণাময় সুচতুর মহাবলশালী বৈকুণ্ঠের দূত আচার্য্যগণ কলে কৌশলে মায়ার দুর্গ ভেদ করিয়া তথায় সত্যকথা-কীর্ত্তনমুখে সত্য-বিমুখ জনগণকে সত্যের সন্ধান প্রদান করেন। কিন্তু প্রথমমুখে সেই সত্যের আলোক আমাদের অসহ্য হয় বলিয়া আমরা বিকট চীৎকার করিয়া উঠি এবং যদিও বা কেহ কেহ সেই সকল কথা শুনি কিন্তু তাহা মায়াদেবীর পাল্লায় পড়িয়া বেশীক্ষণ ধারণা করিয়া রাখিতে পারি না। কুকুরের লেজ যেমন বহুবার সোজা করা যায়, ততবারই কোঁকড়াইয়া যায়, আমাদেরও অবস্থা সেইরূপ। সাধুগণ আমাদের নিকট বড় কথাই বলুন না কেন, আমরা যেমন ছিলাম, তেমনই থাকি।

আচার্য্যগণ তৈয়ারী করিয়া কোন কথা বলেন না—তাঁহারা শ্রৌতকথা বলেন, পুরাতনের নূতন কথা বলেন। জগতে যখনই কোন লোক হিতৈষী আচার্য্যের আবির্ভাব বা অভ্যুদয় হয়, তখনই জগতের লোক সমস্বরে তোর গলায় বলে, 'ইনি নূতন কথা বলিতেছেন—সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা ব'লতেছেন—ইঁহার কথা আমরা শুনিব না।' সকল আচার্য্যের আমলেই ইহা সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে। অত লোক ত' দূরের কথা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কোন কোন শিষ্যকেও বলিয়াছে যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরুদ্ধ কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও লোকে নূতন মতবাদপ্রচারক বলিয়া উপহাস ক'রিয়াছে। আমাদের পরমোপাস্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভ্যুদয়েও সেই ব্যাপারই দেখা গিয়াছে। পাষণ্ডগণ প্রভুনিন্দক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদনুগ প্রভুপাদাশ্রিত বৈষ্ণবগণকে প্রভু-বিদ্বেষী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে। এমন কি, তাহারা প্রভু-মনোহভীষ্ট হরিকথা প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করিতেছে না। এত অসূয়া দেখিয়াও, এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের কাঙ্গাল ভৃত্যানু-ভৃত্য জনগণ অচল অটল আছেন, প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আচার্য্যানুগত থাকিয়া প্রভুসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রভুসেবার জন্য যাবতীয় অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন। সত্য ও অসত্য সজ্জনমাত্রই আজকাল বুঝিতে পারিতেছেন। মায়াপুর পাড়তে গিয়া যেমন সজ্জনগণের চিত্ত যাদের দিকেই স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্যাপারেও তাঁহারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইতেছেন আশা করি।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের 'বড় আমি ও ছোট আমি'র তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া অনেকেই 'বড় আমি' হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। বাহিরে প্রকাশ না করিলেও অন্তরে আমাদের সেই অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। আচার্য্যানুগত্য ব্যতীত এই অনল নিবাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের অনেকের ধারণা, আমাদের একজন গুরুভাই যখন আচার্য্য হইয়াছেন, তখন আমরাই বা কম কিসে? তাই আমরা অনেকে আচার্য্যকে মুখে মানিয়া তাঁহার অন্তর্যামিত্ব ও বলদেবত্ব স্বীকার করিতে চাই না। আচার্য্যকে কেহ 'প্রভুপাদ' বলিলে প্রভুপ্রেষ্ঠ (?) আমাদের মনটা যেন কেমন করিয়া উঠে। আচার্য্যদেবের কি ধারণা!

আচার্য্য কি একজনের কাহারও বড় করা জিনিষ? জগতের লোক যেমন জগতের লোককে কর্ত্তা বড় বলিয়া প্রচারিত হয়, আচার্য্যাবির্ভাব কি সেইরূপ একটা ভাঙ্গা-গড়া বা ছোট-বড় করা জিনিষ? তা ত' নয়। বৈষ্ণবাচার্য্য বা জগদ্‌গুরু ত' দেবতার বা মৌলভূমনের কোনও জীবের কারখানার তৈয়ারী বড় নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ 'বড়'। তিনি জগতের লোকের ভোট লইয়া 'বড়' হন না—তিনি ভগবানের গড়া 'বড়' নহেন, তিনি ভগবানের নির্ব্বাচিত বড়। একদলের লোক কখনও বড়, কখনও ছোট। কিন্তু আচার্য্যের 'বড়ত্বে'র মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা নাই, আর একজন বড় আসিয়া সেই বড়কে ম্লান করিয়া দিতে পারেন না বা সেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট 'বড়'র সহিত কাহারও স্পর্দ্ধা উপস্থিত হয় না। আচার্য্য কাহারও সৃষ্ট করা 'বড়' নহেন। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি সেই বড় তাঁহাকে বড় বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এমন কি সেই অসমোর্দ্ধ 'বড়' পর্য্যন্ত সেই 'বড়'র পূজা করেন। এত বড় জিনিষ আচার্য্যপাদপদ্ম! কিন্তু অতি ছোট আমরা গায়ের জোরে বড় হইতে গিয়া রাবণের রামকে অবজ্ঞা করার ন্যায় অত বড় বৈষ্ণবাচার্য্যকে অত বড় ত' দূরের কথা, আমার চেয়ে বড় বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। তাঁহার আদেশ ও উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া কণ্ঠাপ্রকার হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিতেছি না। আচার্য্যের উপদেশকে আমাদের মনোযোগের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি না। নিজে নিজে প্রভুসেবক সাজিতে গিয়া, আচার্য্যের অবমাননা করিতে গিয়া দিন দিন অসুবিধায় পড়িতেছি। তাই আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূজায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তাঁহার শ্রীচরণে মাথা বিকাইতে পারি এবং তাঁহার হইয়া তাঁহার আনুগত্যে প্রভুচরণে পৌঁছিতে পারি। সবে মাত্র আচার্য্যদেবের আমাদের স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে লক্ষীভূত বিষয় হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহার পদপল্লবের দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদিগকে প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
কৃপা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

মঙ্গল-সরণি

(শ্রীপাদ অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

এ জগবাসী আমরা সকলেই হরিভুলা জীব। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্গতি।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

সংসারে তাপিত, ক্লিষ্ট, শোক-মোহ-ভয়াপন্ন,অজ্ঞান,দুর্গত হরিভুলা জীব আমাদের ভগবৎ কৃপা ব্যতীত—ভগবন্নামাশ্রয় ব্যতীত নিস্তারের আর অন্য কোনও উপায় নাই। পতিতপাবন সাধুগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চেতন মুখে নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ ছাড়া মঙ্গলাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। পাষণ্ড আমরা কৃষ্ণকে ভুলিলেও—তাঁহার মঙ্গলময়ী সেবা ছাড়িয়া নিজে সেব্য সাজিলেও—কৃষ্ণ সাজিতে গেলেও—তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেও পতিতের বন্ধু, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায় শ্রীভগবান্ আমাদের উদ্ধারের জন্য—মঙ্গলের জন্য সাধু গুরু,শাস্ত্র, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধামাদি বিভিন্নমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ সৌভাগ্য-বান্ যাঁহারা তাঁহারাই ভগবানের এই সকল মঙ্গলময় অবতারের কথা বুঝিতে পারেন। যাহারা আজ বদ্ধ,—যাহাদের কপালে অনন্তকোটি নরক-যন্ত্রণার কথা উজ্জ্বলরূপে এখনও লেখা রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষুদ্র পাষণ্ড ব্যক্তি করুণাময়ের এই করুণাবতারের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা ভগবানের এই করুণার মূর্ত্তি সকল দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, শুনিয়াও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াও বিদ্রোহাচরণ করে। তাহারা শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করিয়াও শ্রীবিগ্রহকে পুতুল মনে করে, ভগবদভিন্ন, ভগবৎ-প্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের—দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া,জাতিবুদ্ধি করিয়া অনন্তনরকের পথ প্রশস্ত করে। সেই সকল পাষণ্ডগণকে শাস্ত্র গোখর অর্থাৎ গরুর মধ্যে গাধা আখ্যা দিয়াছেন।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি'র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং
কলিমলমথনে পাদতীর্থে ঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা সেই সকল পাপীর পরিণামের কথা এরূপ শুনিতে পাই—

যেবা বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ॥

ক্রিয়া-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
* * * *
শ্রীপ্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ ছা'র পাছরে 'দমন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী-লক্ষ যম যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৪)

এই সকল পাষণ্ডিগণ জানে না যে, ভগবান্ হইতে ভক্ত বড়। বিষ্ণুচরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ অধিকতর ভয়ঙ্কর ও অমার্জনীয়। যাহারা সেই শুদ্ধবৈষ্ণব-অপরাধের চরম দণ্ড পাইবার যোগ্য তাহারাই নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া, ভগবজ্জন আচার্য্যকে জাত-চাই (?) জানে অহঙ্কারান্ধ হইয়া তাহাদের মঙ্গলের পথ চির অর্গলবদ্ধ করে। ভগবৎ-পাদপদ্মে অপরাধ হইলে ভগবন্নাম বা ভগবৎ-প্রিয়তম শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণব কৃপায় তাহা খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের চরণে—শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে তাহা স্বয়ং ভগবানও ক্ষমা করিবার ভার নেন না—নিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে দুর্ব্বাসা-অম্বরীষের দৃষ্টান্তই ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। শ্রীমহাপ্রভুর লীলাতেও দেখা যায়, তিনি বহু নাস্তিক, বহু ভগবচ্চরণে অপরাধীকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধীকে কখনও উদ্ধার করেন নাই। যাহাদের কপাল অত্যন্ত মন্দ—যাহাদিগকে ভগবান্ শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাদিগকেই মায়া শুদ্ধবৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী করিয়া অনন্তকাল অনন্তনরকে লইয়া বেড়ান। আচার্য্য বা বৈষ্ণবচরণে অপরাধী জীব যখন স্বেচ্ছায় সত্যবস্তুর বাণী আচার্য্যপাদের নিকট শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার চরণে অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে তখন সেই আচার্য্য বা বৈষ্ণব সেই অপরাধীকে ক্ষমা করিলেই তাহার নিষ্কৃতি হয়—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাঁহারা এই ত্রিতাপের—জন্ম-মরণ-যাতনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, যাঁহারা দুঃখসংসার হইতে উদ্ধার পাইতে চান, তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—কোথায় ভগবান্ আছেন—কোথায় সত্য সত্য চেতনময়ী হরিকথা চেতনের শ্রীমুখ হইতে কীর্ত্তিত হইতেছে সেইদিকে মনোযোগ রাখা; তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত মঙ্গলময়ী বাণী কায়মনোবাক্যে শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা, পালন করা। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা-বৃত্তিমুখে সমৃদ্ধ হইয়া—আচার্য্যাশ্রয়ে সৎসেবা-পরিমার্জ্জিত শরণাগতকর্ণে সেই মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিতে হইবে—কীর্ত্তন করিতে হইবে—পালন করিতে হইবে, যদি আমরা প্রকৃত মঙ্গল চাই। গুরুমুখ-নিঃসৃত তীব্র হরিকথা শ্রবণ বাদ দিয়া নিজ নির্জ্জন আশ্রয় করিলে চলিবে না; আনুগত্য ছাড়িয়া নিজে নিজে হরিভজন করিতে গেলে ফিতে বিপরীত হইবে—মঙ্গলের নামে অমঙ্গল গ্রহণ করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে বাহ্য্‌ বস্তুজগৎ আমাদের প্রকৃত মঙ্গললাভের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। সাধুর শ্রীমুখ-আশ্রয় তীব্র হরিকথা আমাদের হৃদয়ের অনর্থ-রাশিকে দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণভক্তি উৎপাদন করাইবে; সংসারবাসনারূপী ধ্বংস হইয়া যাইবে—মায়াপিশাচী দূরে পলায়ন করিবে। বৈষ্ণবের নিন্দা ভিতরের পাপাপাপিকে আমার দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র ঔষধ-জ্ঞানে গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাতে অধীর হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলময়ী সেবা বাদ দিলে মঙ্গললাভ কোন কালেও হইবে না—শ্রীহরিনাম আমাদের জিহ্বায় কোনও দিন উচ্চারিত হইবেন না। আর যদি আমি তাঁহাদের সেই তীব্র হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ মঙ্গলের চেষ্টা করি, তাহা হইলে মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপণও হইবে—মায়া আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিবে—কুকাচতোর পরিবর্ত্তে সংসারচিন্তা দুঃখ-দুঃখভাবে আমার হৃদয়কে গ্রাস করিবে।

আত্মমঙ্গল লাভের পথে আমরা সর্ব্বপ্রথমেই পাই—"আদৌ সদ্গুরুপদাশ্রয়ঃ।" প্রথমেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে, তার পর অন্য কথা। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" আশ্রিতের—রক্ষিতের ভয় নাই, ভীতি নাই। তাহারা সত্যপথের—ভক্তিপথের বহু আক্রমণ, বহু প্রতিবাদ, বহু ছল, বহু কুযুক্তি, বহু কুতর্ক শত শত পাহাড় পর্ব্বত, বাধা বিপত্তি, আপদ্-বিপদ্ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায়—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে অনায়াসে অতিক্রম করেন। এই সকল বাধা-বিপত্তি শরণাগতের—আশ্রিতের, রক্ষিতের একটী কেশও স্পর্শ করিতে পারে না। তাই বলি মন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে তোমার যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে হইবে। নিজের জন্য কিছুই রাখিতে হইবে না। কারণ, 'আমার নাহি ত' আমি।' যদি মঙ্গল চাও তবে তোমাকে তাঁহার হইতে হইবে। তোমাকে লইবার জন্যই তাঁহার এজগতে আগমন।

'তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥'

এমন মঙ্গলময়ের প্রতি বিমুখ হইও না—বিরাগ প্রদর্শন করিও না। সংসার মহাকূপে পতিত আমাকে পাবন করিবার জন্যই তাঁহার মঠ মন্দিরাদির বিপুল আয়োজন। হে মন! আচার্য্যরূপী ভগবানের হইয়া আমাকে ও তোমাকে সব করিতে হইবে। তাঁহার সুখের জন্য নিজসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তাঁহাকে সুখ দিতে যাইয়া যদি আমাদিগকে দুঃখ পাইতে হয়, কষ্ট পাইতে হয়, এমন কি, অনন্তকালের জন্য যদি নরকেও যাইতে হয় তথাপি তাঁহাকে সানন্দে, সাগ্রহে অম্লানবদনে স্বীকার করিতে হইবে।

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম-সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

এ জগৎ হরিবিমুখ। এজগতে লোক কেহই হরিভজন করিবে না—আত্মমঙ্গলের কথা শুনিবে না। পরন্তু আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-জনগণকে পদে পদে বাধা প্রদান করিবে, এইটাই তাহাদের ধর্ম। তবে যদি আমরা সত্য সত্যই প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু হই, তাহা হইলে বাহ্য্‌ জগতের বাহ্য্‌ লোকের শত বাধা, শত বিপদ্, শত লাঞ্ছনা, শত শত গঞ্জনাতেও সত্যপথ—ভক্তিপথ—শ্রীগুরু আচার্য্যপাদপদ্ম হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইব না। যখনই আমরা আশ্রয়কে ছাড়িব শ্রীগুরুকে ভুলিব—আচার্য্যপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইব তখনই জগতের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ, অসংখ্য বাধা-বিপত্তি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া ফেলিবে—সত্যপথ হইতে বঞ্চিত করিবে। মন, সেইজন্যই তোমার জানিয়া রাখা উচিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া তোমার উদ্ধারকর্ত্তা এজগতে আর কেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কেবল আমার উদ্ধারের জন্যই এজগতে আসিয়াছেন, আমার জন্যই তাঁহাকে শত লাঞ্ছনা, শত শত গঞ্জনা, শত শত তিরস্কার, নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবরে এ কথা আমা-দিগকে জানাইয়াছেন।

প্রভু কৃপাপ্রবণ জানবেরে জান মন,
তোমা লাগি পতিতপাবন॥
জগতে প্রকট নাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
ধর ধর চাহ আপন স্মরণ।
তাঁহার চরণে ধরি' উপদেশ সদা স্মরি'
ভক্তিবিনোদে সেবে' বল॥

তাই বলি মন, যদি মঙ্গল চাও তাহা হইলে তাঁহাকে মনপ্রাণে, প্রাণভরে স্মরণ করিতে হইবে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ভুলিতে হইবে না। তিনি ছাড়া তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এ জগতে আর কেহ নাই, ইহা দৃঢ় করিয়া জানিতে হইবে; কেবল দৃঢ় নহে সুদৃঢ় করিয়া জানিতে হইবে। "যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।" শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে অনায়াসেই কৃষ্ণলাভ হইবে। সেই গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মিশাইয়া দিতে হইবে—একনিষ্ঠ হইতে হইবে। জগতের সকল হরিবিমুখ লোক যদি তোমার হরিসেবায় বাধা দেয়—অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি তোমার বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে, এমন কি, তোমার দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য যদি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবকগণও একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অভিনয় করেন, তথাপি তোমাকে সেই কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্মের—আচার্য্যপাদপদ্মছত্র-তলে নিত্যকাল নীরবে, নিশ্চিন্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, মুহূর্ত্তের জন্যও তৎপাদ-পদ্মবিচ্যুত হইতে হইবে না। তোমাকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে—"যো কীল পাকড়কে রহে সাবেত তাহা রৈহ গই"। তোমাকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় মনে রাখিতে হইবে, প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হরি-গুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষী পাষণ্ড হিরণ্যকশিপুর কথা—নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের লাঞ্ছনার কথা। তাঁহাদের প্রতি না করিয়াছে এমন অত্যাচার আর নাই। এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, এত অত্যাচার, তিরস্কার সহ্য করিয়াও হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

সেইরূপ আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরাও [illegible] অযোগ্য দাসানুদাসাভাস- [illegible] পারিব না—
খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি না ছাড়িব গুরুপাদপদ্মধাম॥

ভাবনের আর কত কয়েকটী দিন কি শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীআচা[illegible] নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম লইতে পারিবে না? যদি না পার, তবে আর সুখ-শান্তি পাইবে কোথায়? হরিভজনের সম্ভাবনা কোথায়? মঙ্গলময়কে ছাড়িয়া—অবিশ্বাস করিয়া কি মঙ্গললাভ হয়, সুখ পাওয়া যায়? তাই বলি মন! আর [illegible]। তাঁহাকে ভুলিয়া কত জন্মজন্মান্তর কত জ্বালা-যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট ভুগিয়াছ, আর ভুলিও না, পাইয়া হারাইও না—গোলোকের ধনকে অবহেলায়

(অতঃপর ৩৯ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সংসার ছাড়ি বৈষ্ণব অযত্নে-বিষয়ে যে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, তারপর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-ভূ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীচৈতন্যপ্রচারকদের শ্রীমূর্ত্তি-পরম্পরা ও গ্রন্থাদি আছে।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়বন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিঃ তার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্বিংশতি-ঘণ্টাব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণির পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তি... প্রদীপ তীর্থ।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অপ্রকট-কৃষ্ণলীলাপার শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅভিরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিনাম অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনারদকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভক্তিভূষণ গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাবাগ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবংশীধর ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং আকল্যাণ্ড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারদকুণ্ড-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বাধার দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরদেশী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কেলাবী,

পোঃ কোতোয়ান, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্নাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং সুলতান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

মোহাম্মদ টাক রোড, কল্যাণ

বেল্‌ডিং :বোম্বে ৩

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীব্রজমোহনদাসাধিকারিবিগ্রহের সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীব্রজমোহনদাসমাণিক্য-বিগ্রহের সেবা,

রক্ষক—শ্রীগোপেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ রঘুনন্দপুর, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুধুপি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ দাদ (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরগুরা, পোঃ চিলমুয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদপত্র অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৬৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ডিসরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫,

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯০৮

ছাউনের দর

চেঙ্গী বিলি লাইকে—

	পাঁচ দর
ভাতমাড়ি	৭।০
বালা রাম	৪৸০
ঐ মধুর	৫
কাইগিরাম	৭—৭।০
বীরজমলী	৫।০
জামরা মধুর	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫
রুরাভেল কোম্পানী	৪
বিড় বেলুন	৩৶০
আড়ৎপ—	
রুকচ আতপ	৪—৪।০
সেলাবারী	১০—১০।০
বাকতুলসী আতপ	৫।০—৫।৶
ঐ বালামি	৫—৫৶০
পাটিমাই আতপ	৫।০—৫।০
জাটাবিলোপ	৭
ঐ বেলুন	৩৶০

চিনির দর

অস্ট্রিয়, টাইল	১০।৶০
রুতিপুর ১০০০ নং	১০/০
জামতোরা মাথা	
জামপুর মাথা	৮।০—৯৶০
জামপুর লাল	৭৸/০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	৩৫।০
গুজরেল	১২
ডবিবার	৫৩।০

পাটের দর

আমার—	৪০৸০
মিড়ম—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার দরের মধ্য—	৪১

আটা ও ময়দার দর

লেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
কুলাবভারের ঐ	৬—৬৶০
পাঁচভুরাড ঐ	৫৸/০—৫৸০
সুজী	৬—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸/০
আটা নং (২	৫/০—৫।৶০
আটা (এল	৫—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸/০
আটা নং (৩)	২।০—২।৶০
পালাই	১৸/০—১৸০
ভূষি	১।৶০—১।৸/০

সুতের দর

কলকা	৫৭
রামনীলা	৫৭
কৃষ্ণনগরী	৫০
জলী	৫৫
ফুলিয়ান	৩৩।০

তাম

কাবুলে	৩৬
বালা আকলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ শীট ২৪—৩০ গেজ	১০

সুতের দর

আখের দোকার কাটন	৫২
পাঁচ নং আখের ওজন	৪০
কলাপি খুর্দার কাটন	৪৪
ভাবার্থ ভাষা	৫৫
ঐ কাটন	৫১

বেগেমতি মসলা

	প্রতি মণ
লাবন মারা	৮।০
তুলসী বোষী	১৬।০—১৭
কাটা পাপড়ী	৭।০
শুকী খাবরাস	১৫।০—১৭।০
মহা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১৩।৫।০৮

টাটার বৈজ্ঞানী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (কয়েল বা বীম)	
মার্কা	৮—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেমটেড কয়েল বীম সব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ কয়েল (বীম)	৮।০—১০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৸/০
২৪ গেজ—	১১৸/০
২৬ গেজ—	১২৸/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীল	১৶১০—৸৶০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটি কাটিং ৫—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯—১০
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, বোল্টু, নাট	৭৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
কড	৬৸০—৭৸০
বুড় ইস্পাত আসল ২৫	নকল ২৩।০
টিকনের হালদণ ৫৶০, পাটের হালদণ ৬।০	
তুলার হালদণ ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৮-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড গলি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে। বোর্ডিং এ থাকিবার খরচ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেডরোল কি জন্য ?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেডরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেচু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, পেটে-পাপুড়া, পাকটু এবং অন্যান্য পাকাশয়িক জ্বরে "কেডরোল" একাই। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রাপ্তবয়স্কগণ জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুরুয়াদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৮০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ টাবনবে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপতি-ন্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র ও শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:(o):---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(o):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	।৵	
" ইঞ্চি ২	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৵৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৪৬	২২ ২৫
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪ ২৩	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-৩৩	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫-২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৫৮	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১ ১০			১৮-১৬		২০-৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৬
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫		৯-২৫		১১-৩৫	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর	৩ ৫৬	৬ ২৩		১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
		৭-২০	৯-১৬		১১-৪১				
(গাড়ীবদল)	(রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২-২১	১৬-৫৬	১৯-৪৫	২০-৩৫
রাণাঘাট				১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)				১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা	৬-১১	৯-২০	১১-৫৬	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৩-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৪-০	১৮-১
কৃষ্ণনগর		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৬
কলিকাতা	১৬-১৬	২০-৭

ডাকঃ শ্রীমায়াপুর
স্টেশন—শ্রীধাম-নবদ্বীপ

শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সভা-প্রতিষ্ঠাতা ... শ্রীমায়াপুর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

REG No C 1144

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশ্রিত ... শ্রীশ্রীমদ্ ... গোস্বামী প্রভুকর্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৩রা জুন, ১৯৩৮, শুক্রবার [৮০ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার বিভিন্ন পরীক্ষার ফল গত সপ্তাহের শেষ ভাগে ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হইতে বর্ত্তমানে প্রত্যেক পরীক্ষারই প্রার্থীর সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফল নিম্নরূপ হইয়াছে :—

আই এ, আই এস-সি

প্রথম বিভাগ—৭, দ্বিতীয় বিভাগ—১২৮, তৃতীয় বিভাগ—২৫৪, পাশ ক্লাশ—৫৩ জন। শতকরা ৫৮·২৫ জন পাশ করিয়াছে। বিজ্ঞান ও কলা উভয় বিভাগে মিঃ পি এল দীক্ষিত প্রথম হইয়াছেন এবং কলা বিভাগে মিঃ অমিয় কুমার ঘোষাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী বীণা চ্যাটার্জি নামক একটী বাঙ্গালী মেয়েও উত্তীর্ণা হইয়াছেন। উত্তীর্ণাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী মহিলা।

বি এ, বি এস-সি

বি এ পরীক্ষায়—প্রথম বিভাগ—৪, দ্বিতীয় বিভাগ—১৫০, তৃতীয় বিভাগ—১৫২, পাশ ক্লাশ—৭১ জন। শতকরা ৬০ জন পাশ করিয়াছেন।

বি এস-সি পরীক্ষা—প্রথম বিভাগ—৬, দ্বিতীয় বিভাগ—২২, তৃতীয় বিভাগ—১১, পাশ ক্লাশ—১৩ জন। শতকরা ৫২ জন পাশ করিয়াছে। ২১ জন মহিলা ডিগ্রী পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কুমারী ইলা ঘোষ ও [illegible] ... বাঙ্গালী মহিলা আছেন। বি এ পাশ কোর্সে মিঃ ট বে ব্যাঙ্ প্রথম হইয়াছেন।

এম এ, এম এস সি

এম এ পরীক্ষা—প্রথম বিভাগ—৭, দ্বিতীয়—৩১, তৃতীয় বিভাগ—৪৫ জন। শতকরা ৫৮ জন পাশ করিয়াছে।

এম এস-সি পরীক্ষা—প্রথম বিভাগ—৪, দ্বিতীয় বিভাগ—১৭, তৃতীয় বিভাগ—৬ জন। শতকরা ৮৩ জন পাশ করিয়াছে।

এম এ পরীক্ষায় মিঃ এম পি পাণ্ডে এবং এম এস-সি পরীক্ষায় মিঃ বি ডি দেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী রতি কাম্‌দার, কমল ঠাকুর ও সুশীলকুমারী দুবে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

বি এ এবং বি এস-সি অনার্স পরীক্ষায় নাগপুর মরিস কলেজের কুমারী মমতা ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করায় "প্রাচ্য মণপত্যাও স্বর্ণপদক" লাভ করিয়াছেন।

—————

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ডি এস্-সি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্ত, এবছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস, সি, উপাধি পাইয়াছেন। "Organo Arsenic Compound and Arsenic estimation" সম্পর্কে তিনি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ডাঃ দাস-গুপ্ত ১৯২৮ সালে প্রথম বিভাগে এম, এস-সি, পাশ করায় ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত মাসিক ১০০৲ টাকা হারে গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত, মুন্সীগঞ্জ, বিক্রমপুর ... স্কুলের শ্রীযুত ... নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র।

দার্জ্জিলিংয়ে কোয়ালিশান দলের সভা

গত ২৯শে মে অপরাহ্ণে দার্জ্জিলিংএ মিঃ এ কাসুমের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোয়ালিশান দলের বহু সদস্যের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় আগামী ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলে গবর্ণরের সম্মতির জন্য প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মী-দিগকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, যদি গবর্ণরের সম্মতিলাভ না করা যায়, তবে তাঁহারা যেন ৩১শে জুলাই তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আর 'ভার্ণাকুলার' শব্দ ব্যবহার না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্ব্বে বা পরে উক্ত 'ভার্ণাকুলার' শব্দ আছে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যথাবিহিত আদেশ দিয়াছেন।

'ভার্ণাকুলার টাওয়ার্ড' পরিবর্ত্তিত হইয়া 'প্রাইমারী টাওয়ার্ড' এবং 'ভার্ণাকুলার ভাষার' স্থলে 'প্রাদেশিক ভাষা' হইয়াছে।

— —

সুভাষচন্দ্রের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত রবিবার অপরাহ্ণে দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান।

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ও কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য এবং হিন্দু মুসলমান মিলন সমস্যা সম্পর্কে মিঃ এম, এ, জিন্নার সহিত আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই গিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিবার পথে, শ্রীযুক্ত বসু কংগ্রেসের কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানেও যান।

বিকৃতমস্তিষ্ক পিতা কর্ত্তৃক পুত্র হত্যা

গত ২৫শে মে দ্বিপ্রহরে পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত কোমরপুর গ্রামে পিতা কর্ত্তৃক ৮।৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বিবরণে প্রকাশ, কোমরপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত ... নাথ সরকারের এক মাত্র পুত্র কেদারনাথ সরকারের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘটনার দিন উহা প্রবল আকার ধারণ করে। কেদারনাথ তাহার ৮।৯ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মারিতে যায়। পুত্র ভয়ে চীৎকার করিলে কেদারনাথ বটি দা দিয়া পুত্রের গলায় গুরুতর আঘাত করিয়া দুই হাতে তাহার গলা টানিয়া ছিঁড়িতে চেষ্টা করে। লোকজন আসিয়া বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলে সে পুত্রের মৃতদেহ ঘাড়ে করিয়া লইয়া গিয়া গাঙ্গে ফেলিয়া দেয়। গ্রামবাসিগণ বহু কষ্টে কেদারনাথকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দেয়। গত ২৬শে মে পুলিশ তাহাকে চালান দিয়াছে। আসামী জেল হাজতে আবদ্ধ আছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—চিন্তিকাবার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-সন্দেশ প্রথমখণ্ড হইতে ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩০,
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। ভাষ্যসহ দিব্যই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯,
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩,
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বাদন-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৴০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
(অবাঁধা) ১,
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তিসারিকা গৌণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২,
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৷
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴৷
৪৭। সদাচারবৃত্তি ৴৷
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩,
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। জৈবধর্ম্মাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। তারকব্রহ্ম ও কল্কিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ্ দি বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ভুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১২,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৷

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩রা জুন ১৯৩৮, শুক্রবার } ৮০তম সংখ্যা

চট্টগ্রাম সহরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ গত ২২শে এপ্রিল শুক্রবার সীতাকুণ্ড হইতে রওনা হইয়া চট্টগ্রাম সহরে শুভবিজয় করেন। চট্টগ্রাম ষ্টেশনে স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ ও বিশিষ্ট সজ্জনগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে প্রচারকগণকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া বিশেষভাবে সংবর্দ্ধনা করেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নির্দ্দিষ্ট নদন-কাননবেষ্টিত এক সুবৃহৎ দ্বিতল ভবনে প্রচারকগণ অবস্থান পূর্ব্বক সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রায় একমাস কাল যাবৎ বক্তৃতা, পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করেন।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অসুরবালকগণের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের প্রলোভনে পতিত হন নাই। তিনি নিজে ভজন করিয়াছিলেন। ঐ অসুরবালকগণকে নিজের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। এই জগতে ভক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, আসল ও মেকী—উভয়বিধ ব্যক্তির অবস্থানেরও একটা আবশ্যকতা আছে। অভক্ত ও অসাধু দ্বারা সাধুর মাহাত্ম্য অধিকতরভাবে প্রকাশিত হয়। সাধুর পাশাপাশি অসাধুর চরিত্র দেখিতে পাইলে আমরা সহজেই সাধুর মহিমা বুঝিতে পারি।

প্রহ্লাদমহারাজ আর একটি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, হরিভজনের বিরোধী ব্যক্তি যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। প্রথমতঃ অসুর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আপন পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে নানা প্রলোভন ও আদর দেখাইয়াছিলেন। যখন সে দেখিল—প্রহ্লাদ কিছুতেই তাহার কথা শুনিল না, তখন তাঁহাকে তাহার শাসনাধীন প্রজামাত্র মনে করিল। তদ্রূপ মুসলমান কাজী হরিদাস ঠাকুরকে এবং গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহাদের প্রজা বা শাসনাধীন মনে করিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গৌড়ের নৃপতি হুসেন সাহের শাসন, সম্মান, এমন কি স্ব স্ব প্রচুর বিত্ত ও বিষয়সম্পত্তি সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। হুসেন সাহও মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বলিয়াছেন—

"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে ধায়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১।১৬৩)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আদর্শে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে—"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" অসুর বা পাষণ্ডের উৎপীড়নে যদি দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়াও পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি তিল তিল করিয়াও মৃত্যুকে বরণ করিতে হয়, তবুও আমি হরিভজন ছাড়িব না। হরিসংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ বা কীর্ত্তন চিহ্নকে কাজী খণ্ড খণ্ড ক'রলেও (?) কখনই তাহা বিনষ্ট হয় না। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে হরিভজন করেন তাঁহারাই চিন্ময়ী বা কীর্ত্তন মৃদঙ্গ বা চিহ্ন। ঐ চেতন মৃদঙ্গ বা চিহ্নকে কেহই ভাঙ্গিতে পারে না। ঔরঙ্গজেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত মন্দির ভাঙ্গিতে পারে নাই। হরিভজন চেতনের বৃত্তি, উহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না। আমরা হরিভজনের বাধক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের ভজন করিব। আমরা বহির্ম্মুখ সমাজের ভয়ে সাধারণ সদাচার পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি না। আমরা স্কুলের ছাত্রাবস্থায় লোকভয়ে সদাচার পালন ও কণ্ঠে তুলসী-মালিকা ধারণ করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের উপদিষ্ট সদাচার অসুরবালকগণ নির্ভয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিভজনকারী জগতের কোনও কিছুকে ভয় করেন না। ভগবানের সেবা হইতেও ভক্তের সেবা যে বড় এবং উহাই সিদ্ধির একমাত্র হেতু তাহা শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের ভাষায় এরূপ কথিত হইয়াছে—

ভক্তিস্তবয়ি স্থিরতরা ভগবন্
যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

শ্রীনন্দনন্দনকে জানিতে হইলে নন্দমহারাজকে জানিতে হইবে। শ্রীনৃসিংহকে জানিতে হইলে তাঁহার ভক্ত প্রহ্লাদকে জানিতে হইবে। আমরা যে জড়দেশাত্মবোধকে বহুমানন করি, তাহাতে আমরা জড়ে লয় হই। প্রকৃত দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বৈকুণ্ঠাত্মবোধ হওয়া আবশ্যক। ভক্তগণের চরণধূলিতে আত্মবোধ করিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবগণের চরণরজে যেন আত্মবোধ করিতে পারি। লোকের নিকট বাহাদুরী, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা কপটতা হরিভক্তি নয়। যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, তাহাকে মস্তকে বরণ করিব। 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোক স্মরণ করিতে করিতে যেন হরিসেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা বা বিস্মরণকে 'বিঘ্ন'নাশের কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার বিচার হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার আরও উন্নত। তাঁহার বিচার—তক্ষকাদি বিঘ্ন যতই আসুক না কেন, "আমি যেন হরিভজন হইতে বিরত না হই। তক্ষক আমাকে যত ইচ্ছা দংশন করুক, আমি যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করি।" হরিকথাই বহু করি। হরিকথা শ্রীহরির অবতার। হরিকথা যেন সর্ব্বদা উন্মুখ কর্ণে প্রবেশ করে। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে যেন দেহস্মৃতি ভুলিয়া যাই। যদি অপরিচ্ছন্ন হয়, অনন্তকোটি বিপদ্ বিঘ্ন, মৃত্যু আমাকে গ্রাস করুক, তথাপি যেন হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে বিরত না হই; ইহা যেন পরমদয়াল শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে নিষ্কপটে একান্তভাবে প্রার্থনা করিতে পারি।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'র্লে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫২

ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহোৎসব

ভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি কালচক্রে আবর্ত্তন করিয়া শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করিবেন। ৩৫২ গৌরাব্দের ২১ হৃষীকেশ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা ১৩ মিনিটে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হন। তদনুসারে আগামী ২১ হৃষীকেশ, ২১ ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার গৌর-ত্রয়োদশীতে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্ত্তি হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ- গৌরবাণী- সংকীর্ত্তন- সেবাধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে ১৬ বামন ২৭ আষাঢ়, ৮ জুলাই শুক্রবার শ্রীশয়ন-একাদশী হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ২৩ ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দুই মাস কাল শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ- শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবকালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বহুবিধ গ্রন্থাবলম্বনে প্রত্যহ বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠী আলোচিত হইবে। এতদুপলক্ষে একটি বিরাট শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে। সেই বৈষ্ণবসম্মেলনে ঠাকুরের স্বরচিত গ্রন্থাদির পারায়ণ, ব্যাখ্যা ও তাঁহার মহিমা ও শিক্ষামূলক প্রবন্ধাদি প্রচার, স্বরচিত গীতাবলী কীর্ত্তন ও ভক্তিবিনোদ-কৃষ্ণানুশীলনাগারের বিবিধ সেবাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে।

এই অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বকল্যাণময় সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবে সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে যোগদান করিয়া ভক্তিবিনোদ-গৌর বাণীর আরাধনা করুন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তিরূপে শত বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া যে শুদ্ধভক্তিধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোঽভীষ্টপরিপূরক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ সেই ভক্তিধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যেরূপভাবে যত্ন করিয়াছেন এবং আমরা বহু জন্মের সুকৃতিফলে সুদুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া তাঁহাদের অবতরণের শতবর্ষমধ্যে জীবিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ ক'রিয়া কে কতটুকু তাঁহাদের শিক্ষামৃত পান করিতে পারিয়াছি, তাহাই আলোচনামুখে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ক'রিবার জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। যদি এই শতবর্ষের মহাবিপ্লবময় যুগে বহুরূপী নাস্তিকতা-প্লাবিত ও তথাকথিত কৈতব-ভক্তি-প্রপীড়িত প্রাকৃতবুদ্ধিপ্রভাবিত বঙ্গদেশে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরসরস্বতীর আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে এই বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইত। কেবল তাঁহাদের পাদপদ্মাশ্রিত এই মৃত বিশ্বকে জীবনীশক্তি দান ক'রিয়া এখনও শুদ্ধভক্তির ধারাকে প্রবাহিত রা'খিয়াছেন।

শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার— অন্যাভিলাষবর্জ্জিত হইয়া আচারের সহিত প্রচারের আদর্শ ও প্রেরণা ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পাদপদ্ম হইতেই এই শতবর্ষ মধ্যে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজীবমঙ্গলকারী মহাপুরুষকে আমরা চিনিতে পারি নাই; শতবর্ষের মধ্যেও তাঁহার করুণাকে বরণ করিতে পারি নাই। ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই [illegible] বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপামৃতে অবগাহনের এক মহাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলী এই সুযোগ গ্রহণ করুন।

মৎ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

—ঃ(০)ঃ—

[গত ১৪ই মে (১৯৩৮) শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে "শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব" বিষয়ে প্রদত্ত]

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব-শ্রীসরস্বতী-গৌরকিশোর- ভক্তিবিনোদ- জগন্নাথ- মধুসূদন- বলদেব-বিশ্বনাথ- নরোত্তম-কবিরাজ-রঘুনাথ-রূপ-সনাতন-শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর ও ধামবাসী সকলের কৃপা প্রার্থনা ক'রে, তাঁ'দের চরণ-পরাগ মস্তকে ধারণ ক'রে, শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের সেবার জন্য বল প্রার্থনা করছি। ধামবাসিগণ কৃপা করুন, বৈষ্ণবগণ, সজ্জনগণ কৃপা করুন।

জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে "বাগীশা যস্য বদনে" মন্ত্রে বন্দনা করিয়াছেন। 'বাগীশা যস্য বদনে'—যাঁহার বদনে সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন; 'লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি'—যাঁহার বক্ষে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা, 'যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ'—যাঁহার হৃদয়ে সম্বিদ্‌বিগ্রহ; যেই নৃসিংহদেবের অংশী শ্রীকৃষ্ণ, 'তং নৃসিংহমহং ভজে'—আমি সেই নৃসিংহদেবকে ভজনা করি।—এই বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বন্দনা করিয়াছেন।

প্রাকৃত জগতে সাধারণ অর্থপ্রাপ্তি বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমরা গণদেবতা বা গণেশের পূজা করিয়া থাকি। আবার, অপ্রাকৃত জগতে ভক্তি বা পরমার্থের সিদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা হয়। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা জানিতে হইলে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাসনা জানা দরকার। হরির উপাসনা করিতে হইলে হরিজনের উপাসনা করিতে হয়। শ্রীপ্রহ্লাদই শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা জানেন। সত্য সত্য যাঁহাদের হরিভজন আরম্ভ হ'য়েছে তাঁহাদের আদর্শ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ।

অনেকের ধারণা—ভক্তিপথ অ'তি সুগম ও সুকোমল। কিন্তু পুণ্যাত্মগণের ন্যায় ভক্তিপথ সুগম নয়। নিষ্কণ্টক শান্তিময় জীবন যাপন করিবার জন্য অনেকে ধর্ম্মজীবন-যাপনের প্রয়োজন বোধ করেন। জীবের পরধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা সেবাপথ শত শত বিঘ্ন-বহুল। [illegible] শত বিঘ্নবাধা, তপস্যা সহস্র বিঘ্নবাধা, কিন্তু শ্রীগোবিন্দভজনপথ অযুত বিঘ্নবাধা কণ্টকিত হইয়া থাকে। যাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হইয়াছে, তাহার সাধকজীবন আরম্ভই হয় নাই, জানিতে হইবে।

ঠাকুর হরিদাস যখন বেনাপোলের নির্জ্জন বনে হরিনাম করিতেছিলেন তখন তথাকার পাষণ্ড জমিদার রামচন্দ্র খাঁ নানা প্রকারে তাঁহার ভজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। শান্তিপুরে অবস্থানকালে মুসলমান শাসকের আজ্ঞায় পাইক কর্তৃক তিনি বাইশ বাজারে নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি পাপিগণের নির্য্যাতন এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অসুরগণের অত্যাচারের কথা আমরা পাঠ করি, তখন অনেকেই কিছু আমোদ ও [illegible] অনুভব করি। মহাজনগণের ঐ সকল আদর্শ জীবন সম্বন্ধে ও তাঁহাদের ভজননিষ্ঠা বিষয়ে বহু পাঠ কীর্ত্তন ও বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া লোকের 'বাহবা' পাওয়া যায়। ঐরূপ মৌখিক ভক্তি দেখাইতে আমরা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করি না। কিন্তু প্রহ্লাদ বা হরিদাসের আদর্শানুসরণ করিয়া ঐরূপভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করিবার চেষ্টা ও বিপদের মধ্যে আমাদের ভক্তির পরীক্ষা হয়।

হরিজনের চরণরেণুতে আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা হরিভজনে প্রবৃত্তই হই নাই, জানিতে হইবে। 'হরিজনের পাদপদ্মের ধূলির সহিত তোমার মস্তকে অভিষেক করিতে আরম্ভ কর'—ইহাই হরিভজনের প্রথম কথা। "শ্রীমদ্রূপ-পাদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি"। অনেকের ধারণা—হরিদাস ঠাকুর বা প্রহ্লাদ মহারাজ অনেক ঐশ্বর্য্য জা'নতেন ও তাহা প্রদর্শন করিতেন। যেমন হরিদাস ঠাকুর বিষজ্বালা-দেশে অচল অটল হইলেন, তিনি গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে শান্তিপুরে আসিলেন ইত্যাদি। যদিও কোন ভক্তে এ প্রকার ঐশ্বর্য্য না দেখা যায়, তবে কি মনে করিব—তাঁহার মধ্যে ভক্তি নাই? এই নবদ্বীপে যখন জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিল তখন তিনি সমগ্র-বিশ্বের মূলপুরুষ বা আকর হইয়াও কেন তাহাদের হাত ঐশ্বর্য্যবলে বাঁকাইয়া দিলেন না? তিনি ত' ইচ্ছা করিলেই ঐরূপ করিতে পারিতেন। হরিদাস ঠাকুরও বাইশ বাজারে নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হইবার (?) আদর্শ প্রকাশ না করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই; তাঁহারা ভক্তের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন। ভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহাকে আমি ভজন করিব

না—ইহা প্রকৃত সেবকের বা ভক্তজনের কথাই নয়। শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ না করিলেও তিনি তাঁহার পিতা আমাধ্য এবং প্রহ্লাদও তাঁহার পিতা নিজ ভৃত্য। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট নিজের জন্য কোনই বর প্রার্থনা করেন নাই। পরন্তু বলিয়াছেন—"বস্তু আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" যে সেবার পরিবর্ত্তে কিছু চায়, সে বেণে। বেণের স্বভাব—দেওয়া ও নেওয়া। ভগবান্ কিছু দেন, আর নাই দেন, ভক্তগণ কেবল তাঁহার সেবা করিয়া যান।

ভক্তগণ যে ভক্তিবিঘ্নবিনাশের জন্য শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করেন, তাহা অভক্তের ন্যায় কোনও কামনামূলে নহে। অভক্ত বিষয়িগণের বা বহির্ম্মুখগণের বিষয়কার্য্যের জন্য দিন-দশ সেবা ও ভক্তের ভক্তিকার্য্যের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য পরিক্রমা-সেবাতে অনেক পার্থক্য আছে। কর্ম্মী ও ভক্তের কার্য্যে বাহ্যতঃ কোনও পার্থক্য নাই; কিন্তু উদ্দেশ্যের তারতম্য আছে, তজ্জন্যই ফলেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পরেশের আরাধনায় ভক্ত অবিদ্যা অর্থ বা বিঘ্ন নাশ হয়। আর অপ্রাকৃত অর্থ বা ভক্তিতে সিদ্ধি হয়, শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনাদ্বারা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "তত্ত্বসূত্র" নামক গ্রন্থে অবতারগণের প্রাকট্য-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জীবের চেতনের অর্দ্ধ নর ও পশুভাবের অবস্থায় শ্রীনৃসিংহের আবির্ভাব। সত্যযুগ স্ফটিকস্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া 'স্তম্ভ' তাঁহার 'বাবা-মা' নহেন। তাঁহার এরূপ আবির্ভাবের মধ্যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। এখানে ভগবানের ঈশিতা প্রকাশ পাইতেছে। ভগবান্ যে মানুষের ধারণার বাহিরে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা বিস্তার করেন—ইহা তাহার একটি প্রমাণ। এই শ্রীমায়াপুরে নবদ্বীপে যখন শ্রীবাস পণ্ডিত খোলকরতাল সহকারে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেন তখন কতকগুলি প্রতিবেশী তাঁহার বিরুদ্ধে কাজীর নিকট নালিশ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহাদিগকে "পাষণ্ডী হিন্দু" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ এই ছিল—"নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বে ভাল ছিল; এখন কতকগুলি দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িয়া নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সকলকে দধিয়া মাতা-পাওয়া প্রভৃতি পাগলের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ভগবানের নাম মনে মনে জপ করাই বিধি। নাম উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করিলে নামের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।" তৎকালীন নবদ্বীপনগরের শাসনকর্তা বিধর্ম্মী হিন্দুবিরোধী কাজী পাষণ্ডিগণের অভিযোগের প্রতিকারার্থ শ্রীবাসের বাড়ীর নিকটস্থ কোনও নাগরিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। অদ্যবধি সেই স্থানটি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কাজী যে দিবস হরি-সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিল সেই দিনই রাত্রিতে স্বপ্নযোগে শ্রীনৃসিংহদেবের মহাভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে কাজীকে দর্শন প্রদান করিলেন এবং তাহার বক্ষে চড়িয়া বলিলেন—"চাঙ্গিব তোমার বুক নখরদলে।" তখন হইতে কাজী ভয় পাইয়া আর হরিসংকীর্ত্তনে বাধা প্রদান করে নাই। মহাপ্রভু কাজীকে শ্রীনৃসিংহরূপে দর্শনপ্রদান করত ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তের পক্ষপাতী। ভক্তিরাজ্যে সমদর্শিতা হইতে ভক্তপক্ষপাতিত্বের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র কথিত হইয়াছে। নৃসিংহদেব ভক্ত প্রহ্লাদের নিকট শান্ত, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নিকট মহাভয়ঙ্কর। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীধরস্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেবই 'নরহরি' নামে খ্যাত। যেমন গোবিন্দ-ভক্তগণের প্রতি গোপাল-তাপনী, তেমনি নৃসিংহ-ভক্তগণের প্রতি নৃসিংহতাপনী। ভক্তোত্তম শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকায় প্রচুর-পরিমাণে শ্রীনৃসিংহমাহাত্ম্য ও স্তব কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যে স্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তিনি তাঁহার বন্দনা ও স্তবাদি পাঠ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ—ইঁহাদের চরিত্রেও নৃসিংহ-সেবার প্রচুর আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অতি বাল্যকালে শ্রীনৃসিংহদেবের মাহাত্ম্যসূচক স্তব রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেবই একমাত্র ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশকারী। ভক্তিবিঘ্নবিনাশের জন্য আমরা শ্রীনৃসিংহদেবের ও তাঁহার ভক্তগণের সেবা করিব। নৃসিংহদেব নাস্তিকতা ও কপটতার ভয়ানক শত্রু। যাঁহারা ভক্তিভাজন কারুতে আসিয়া কপটতা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি মহাভয়ঙ্কর—মহাকঠিন। কপটতা দূর করিবার উপায়—অকপট আত্মদৈন্য। তেজনতার মধ্যে বা সেবোন্মুখতার মধ্যেই প্রকৃত দৈন্য আসিবে। মৌখিক দৈন্যবাক্য কেবল কপটতাই প্রশ্রয় পাইবে। সেবারাজ্যের যতই উচ্চাধিকারে গমন হইবে, তিনি তত যথার্থ দীন হইবেন তাঁহার সত্য সত্য তত দৈন্য উপস্থিত হইবে। সেবার জন্য নিজ দৈন্যের পরাকাষ্ঠাই বিপ্রলম্ভ। 'আমি আমার নির্দ্দিষ্ট সেবা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, আমি নির্দ্দিষ্টকৃত সংখ্যানাম পূর্ণ করিয়াছি, আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছি। অতএব অমুক সময় পাঠ, অমুক সময় কীর্ত্তন, অমুক সময় প্রসাদাদিসেবন ও অমুক সময় বিশ্রামাদি করিয়াছি ইত্যাদি, আমি সাধনের কোনই ত্রুটি করিতেছি না।'—এরূপ বিচার হরিভক্তের বিচার নয়। সেবাতে সন্তুষ্ট হইয়া গেলে আমাদের ভজন হয় না। তুষ্টিবোধ হরিভজনে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন। অনেক সেবা করা সত্ত্বেও 'আমার হরিভজন হইল না'—এরূপ দৈন্য ও প্রার্থনা, সর্ব্বক্ষণ ভগবানের কৃপা বাঞ্ছা ও সর্ব্বক্ষণ আর্ত্তি সহকারে হরিজনের নিকট কৃপা বাঞ্ছা করিতে হইবে।

প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও উপদেশ হইতে বালক বৃদ্ধ সকলেই উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তাঁহার উপদেশ—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ", অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে প্রাজ্ঞব্যক্তি ভাগবত-ধর্ম্ম যাজন করিবেন। গর্ভাবস্থায় তিনি শ্রীনারদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া হরিজনের আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। হরিভজনে বালক, বৃদ্ধ, যুবা ইত্যাদির বিচার নাই। তিনি স্বীয় আচরণদ্বারা আর একটি শিক্ষা দিয়াছেন যে,—আমরা যদি একান্তভাবে শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা করি তাহা হইলে হরিভজনের সকল বিঘ্ন নিশ্চয়ই দূর হইবে। বিঘ্নই ভজনের আনুকূল্য করিবে। বিঘ্নের পর্ব্বতগুলিকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া নির্ভয়ে হরিভজন করিতে হইবে। প্রহ্লাদ মহারাজের আদর্শে বহ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত, সাগরবক্ষে নিমজ্জিত, হস্তিপদতলে দলিত ও বিষপানে প্রাণত্যাগ করিতে করিতে হরিভজন করিতে হইবে। 'আমার সংসারের আসক্তি দূর হইলে বা বিঘ্ন কাটিয়া গেলে হরিভজন করিব। এখন পড়াশুনা করিব, অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার পালন করিব, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ শোধ করিব, তৎপর মাতাপিতার মৃত্যুর পর হরিভজন করিব, আমার স্বাস্থ্য ভাল হইলে হরিভজন করিব'—এ সকল বিচার হরিভজনের কথা নয়। প্রত্যেক অবস্থার সহিত নিজকে adjust করিতে হইবে। এই বলে বৎসর মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছি যে, যখনই হরিসেবার কালে কোনও কিছুর অপেক্ষা করিতে গিয়াছি তখনই আমি ঠকিতে পড়িয়াছি। দেশ-কাল-পাত্রের অধীনতা বা অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় হরিভজন করিতে হইবে। যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা হরিভজন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত। "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" প্রহ্লাদ মহারাজের হরিভজনে এই আদর্শ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

প্রহ্লাদ মহারাজের আর একটি শিক্ষা এই—হরিভজন ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত, ব্যাপার। আমরা গৌড়ীয় মঠগুলিতে ভর্ত্তি হইয়াছি বলিয়া সকলেই যে একদিনে বা সমভাবে বাস্তব লাভ করিতে পারিব তাহা নহে। মঠ পরমার্থ-শিক্ষার স্থান। আমরা স্কুল-কলেজেও দেখিতে পাই—কতকগুলি ছাত্র 'পাশ' ও কতকগুলি ছাত্র 'ফেল' হয়। কতকগুলি উপরের শ্রেণীতে Promotion পায় আর কতকগুলি নীচের শ্রেণীতেই পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ 'ফেল' হয় বলিয়া আমিও পড়া ছাড়িয়া দিব—এই বিচার নির্ব্বুদ্ধিতা। মঠ শব্দের অর্থ এই—'মঠন্তি বসন্তি ছাত্রা যস্মিন্ সৎ-শিক্ষাপ্রাপ্ত্যর্থম্।' মঠে আমরা পরমার্থ-শিক্ষার্থী বহু ছাত্র বাস করিতেছি। কেহ পতিত হইলে বা বিপথগামী হইলে আমরা, ব্যক্তিগত ভজন ছাড়িয়া দিব না। প্রহ্লাদ মহারাজ যে শিক্ষকদ্বয়ের নিকট শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহারা ছিল পাষণ্ড অসুর। তাঁহার সহপাঠিগণ সকলেই ছিল অসুর-বালক। প্রহ্লাদ মহারাজের চতুর্দ্দিকে কি গৃহে, কি বাহিরে সর্ব্বত্রই ছিল অসুর, সকলেই ছিল তাঁহার হরিভজনের বিরোধী। কিন্তু এত বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়াও প্রহ্লাদ হরিভজন ছাড়েন নাই। পৃথিবী-শুদ্ধ সকলেই বিরোধী কেবল একজন মাত্রই হরিভজন করিতেছেন। যেমন বিদ্যালয়ে যে ছাত্র পড়া করে, শিক্ষকের আদেশমত চলে, তাহারই মঙ্গল হয়, তেমন যিনিই হরিভজন করিবেন তাঁহারই মঙ্গল হইবে। ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে কাহারও পতন দেখিয়া তথায় যাওয়া বন্ধ করিতে হইবে না। 'ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ভয়'—এরূপ বৃথা আতঙ্ক সৃষ্টি করিলে কোনই সুবিধা হইবে না। মঠে আসার সুবিধা এই যে, তথায় প্রণালীবদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রণালীবদ্ধভাবে সকলকে ভক্তিরাজ্যের সুবিধা দেওয়া হয়। সকলকেই স্বাধীনতার প্রশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। যে সেবোন্মুখী শক্তি সকলকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রহ্লাদ-মহারাজ অসুরগণের মধ্যে বাস করিয়াছেন,

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

সংসার ছাড়ি কৈনু অন্তরে বিলাস। সে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, বামনপুকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্বপ্রচারকদের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীমদ্‌বামন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫।
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, ব্রহ্মসূত্র-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিগৌরব।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণপুর-নীলাচল
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিরূপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণারণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ময়মনসিংহগৌড়ীয়মঠ
বারদি পোঃ আরি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ গণ্ডারিয়া, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ভুটিয়ে দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রাজাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীশরদেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখানী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্ব্যালা হিল, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গসার্ব্বভৌমপরিখিতায়ীর সেবা
রক্ষক—শ্রীবংশীধর ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
চাঁদনীচক, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীপাদ মদনমোহন দাস

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ রসুলপুর, পাঞ্জাব
মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল কবিবৃতি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিত্রগিরি, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাধু (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীভবেশ দাসাধিকারী।

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
তুলসীতলা, পোঃ চিত্রকূট, (মালদহ)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ মেঘনাদ অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, ভাউনরোড
গ্লাস্টন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ: অফিস
৪৪ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

ক্যাপ্টেনের দর

দেশী চিনির গ্যাজিয়া—

প্রতি মণ

[illegible]	৬৷০
ভাঙা চাল	৫৷৷০
ঐ নতুন	৫৲
[illegible]	৭৲-৭৷৷০
[illegible]	৫৷০
[illegible]	৬৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৷৵০
[illegible]—	
[illegible]	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷০
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

[illegible], চাঁদ	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	
[illegible] দানা	৮৷০—৯৵০
[illegible] দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪৷০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৩১৷০
[illegible] দরের মধ্যে—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা ([illegible])	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৷৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৵০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৬৲
[illegible]	৫৫৲
	৩৫৷০

তার	
[illegible]	৬৬৲
[illegible]	৩১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলোর দর

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
[illegible]	২৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৬.৫.৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা [illegible]	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৯৵০
২৪ গেজ—	১১৷৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷৷০
পেরেক	৷৵১০—৷৷৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৷৷০
গাডী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, [illegible]	৬৷৷০—৭৷০
গোল রড [illegible]	৭৷০
[illegible]	৬৷৷০—৭৷৷০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	[illegible] ২৩৷০
[illegible] ৫৵০, পাটের [illegible] ৬৷০	
[illegible] ৩৷০	

[illegible]

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible], কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] সাহায্যকারী—[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] বোর্ডিং ও [illegible] শ্রেণী হইতে [illegible] শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং [illegible] শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন সাংঘাতিক জ্বরের ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্ত-আমাশা, সানিপাত এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও তরকারি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৷৷০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম [illegible] ([illegible] বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
ব্রাঞ্চ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদমারী, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::●)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠায় এবং সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সংস্থ তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দের ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(●):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(●●):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶৹	।৶৹	।০	
ইঞ্চ ১	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫	৪০	৪৲	৩৲	
অদ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩০	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অদ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৫

চাপড়াঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪-২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-০৫ ১৩-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৬ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৫

চাপড়াঘাট ১০-৪৬ ১২-৩৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৭ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৪ঠা জুন, ১৯৩৮, শনিবার [৮১ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০১)০)——

অগ্ন্যুৎপাতে পুত্রের মৃত্যু পিতাসহ অপর ব্যক্তি সাংঘাতিক আহত

গত ২রা জুন বেলা প্রায় ১১০ ঘটিকায় নদীয়া-জেলার অন্তর্গত গোয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী পাচু সেখ নামক এক ব্যক্তি পুত্র আবুল হোসেন ও পটল সেখ নামক অপর ব্যক্তি সহ মাঠে ধান ক্ষেত্রে কর্ম করিতে ছিল। সহসা অকস্মাৎ বজ্রপাত আবুল হোসেন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অপর দুই ব্যক্তি সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদ্বয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিখিল ভারত পোষ্টাল ও আর এম এস ইউনিয়ন

নিখিল ভারত পোষ্টাল এবং আর এম এস (নদীয়া সার্কেল) ইউনিয়নের নবদ্বীপ শাখার উদ্যোগে বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন গত ২১শে মে অপরাহ্নে কেন্দ্রীয় সংঘের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত পি, এন, ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে স্থানীয় হরিসভা প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হয়। প্রাদেশিক ইউনিয়নের শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সংঘের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বহু সদস্য এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইউনিয়নের প্রস্তাবাদী ব্যক্তিগণ উপস্থিত জন নাগরীগণের, বক্তৃতা, প্রভৃতি, সুরেশচন্দ্র বসু, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নিশিকান্ত চ্যাটার্জী প্রভৃতি বক্তাগণ যে সভার বক্তৃতা করেন। সভাপতিকে শুভ আশীর্বাদ উদ্দেশ্যে সভাপতিত্বের জন্য ধন্যবাদ প্রদান-

গণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সেক্রেটারীকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া এবং ডিরেক্টর জেনারেলের মার্ফতে প্রস্তাবাদি প্রেরণ করিয়া সভার প্রস্তাবাবলী গৃহীত হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে বালিকার মৃত্যু

নদীয়া-জেলার বিনোদপুর গ্রামে একটি ৭।৮ বৎসর বয়স্কা মুসলমান বালিকা অগ্নিকাণ্ডের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, কোনও একটি উৎসব উপলক্ষে মুসলমান পরিবারটির সমস্ত লোকই মৃত মেয়েটিকে ঘরে ঘুমাইতে রাখিয়া বাড়ী হইতে কিছু দূরে উৎসবে যোগদান করিতে যায়। ইত্যবসরে কোন প্রকারে বাড়ীতে আগুন লাগে। আগুন লাগার সংবাদ পাইয়া সমস্ত লোক ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে, কিন্তু মেয়েটিকে কোন উপায়েই আগুনের ভিতর হইতে উদ্ধার করা যায় নাই।

ক্যান্টনের উপর তিনদিনে তিনবার বিমান আক্রমণ

সরকারীভাবে অনুমান করা হইয়াছে যে, ১১খানা জাপ বিমানপোত হইতে ক্যান্টনের উপর বোমাবর্ষণের ফলে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ শত লোক নিহত ও নয় শত আহত হইয়াছে। সান ইয়াৎসেন স্মৃতি-সৌধের নিকটবর্তী দুর্গটি ধ্বংস করার ফলেই এত অধিক লোক হতাহত হইয়াছে। মোলক বিমানপোতগুলি যখন অন্যান্য জেলায় প্রত্যাগমন করিয়া দ্বিতীয়বার বোমাবর্ষণ করে এবং মেশিনগান চালায় তখন প্রাণভয়ে ছুটিয়া চলিতে পলায়ন রত উদ্ধারকারী নিহত হইয়াছে।

ক্যান্টনের উপর জাপ বিমানপোতবাহিনী পুনরায় হানা দেয়; ফলে ২৫০ লোক নিহত এবং ৪৫০ লোক আহত হয়।

বিমান আক্রমণের ফলে দুইটি স্কুল ধ্বংস হইয়াছে এবং একটি রেলওয়ে ষ্টেশনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ক্যান্টনে বিমান আক্রমণের ফলে তাংশি জেলাতেই বেশী লোক নিহত হইয়াছে। দ্বিতীয়বার বিমান আক্রমণের সময় উদ্ধারকারীরা বিমান আক্রমণের ফলে নিহত ব্যক্তিদিগকে সমাধিস্থ করিতেছিল। ৪০ হইতে ৫৫খানা বিমানপোত একযোগে আক্রমণ চালাইয়াছে। বিমান আক্রমণের সময় একমাত্র বৃটিশ নাবিক সহরের মধ্যে প্রবেশ করে; কিন্তু তাহাদের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই।

চীনা কর্তৃপক্ষ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, ক্যান্টনের উপর তিনবার বিমান আক্রমণের ফলে ১১০০জন নিহত ও ১৬০০জন আহত হইয়াছে। ঐ দিনের আক্রমণের ফলে আহতদের সেবায় নিযুক্ত কতিপয় বয়স্কাউট এবং গার্ল গাইডস হতাহত হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে রাস্তার সুব্যবস্থা

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডসমূহ মারফৎ জানাইলে পর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলের রাস্তা সমূহের সুব্যবস্থা করিতে এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাপকভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

গ্রামবাসীগণকে বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহে যান গমনাগমনের সুবিধাদানের জন্য এই প্রদেশে যে ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেক জেলার জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হইবে।

আসামে শিক্ষাব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনা

শেষোক্ত সরকারী ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিরূপে আসামের শিক্ষা-সচিব মাননীয় মৌলবী মুনোয়ার আলী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, আসামের মন্ত্রিমণ্ডলের শীঘ্রই এমন একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রবর্তনের ইচ্ছা আছে যাহাতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পূর্ণ সুযোগ থাকিবে।

বাস থামাইয়া পাঁচ হাজার টাকা লুঠ

একদল যাত্রী বর ও নববধূকে লইয়া বাসযোগে অন্য গ্রাম হইতে বরের গৃহে ফিরিতেছিল। পথে এক বনের মধ্যে চারজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত সহসা বাসখানির সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহারা ড্রাইভারকে বাস থামাইতে বাধ্য করিয়া বর দম্পতী এবং বরযাত্রী দলের নিকট হইতে নগদ ও গহনায় পাঁচ হাজার টাকা লুঠ করিয়া নিকটবর্তী পাহাড়ের পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে। পলায়নকালে দুর্বৃত্তেরা বাসখানার টায়ার নষ্ট করিয়া দিয়া যায়। অপর একখানি বাস ঐ পথ অতিক্রমকালে বরযাত্রী দলের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন

পাঁচ দিন ধরিয়া ও সিমলায় বাঙ্গলার মন্ত্রিসভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে রাজবন্দীমুক্তি সম্পর্কে গান্ধীজীর উত্তর বিবেচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নাকি পুনরায় গান্ধীজীর নিকট পত্র লেখনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিলে এই প্রশ্ন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ভরের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

যন্ত্রস্থ ও প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষার লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহস্র ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিসাধকা তপোগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৭
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴৫
৪৭। নামাপরাধবিচার ৴৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পূর্ব্বার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তসুধাসন্ধী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও অঙ্কিপাদ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলোক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিত্রম্ ।০
৬৩। নবীন-সিদ্ধান্তসারম্ ।০
৬৪। তত্ত্বহংসম্ ।০
৬৫। সাহবাদ সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাহসংবর্দ্ধন্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ্ দি বন বেদান্ত ।০
৭০। বাদতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রীফ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴৫

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১০৪৫, ৪ঠা জুন ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৮১তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রাম সহরে

গত ২৪শে এপ্রিল রবিবার হইতে ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম টাউনহলে "জীব ও ধর্ম", "শ্রীচৈতন্যদেব ও ভাবৎপ্রেম" এবং "গৌড়ীয়মঠ ও বিশ্ব" সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ক্রমাগত সরস শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলে তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক, অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিদিন সভার বক্তৃতান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সুললিত-কণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সভায় সজ্জনমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

২৭শে এপ্রিল বুধবার বৃন্দাবন আখড়ায়, ২৮শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ (কবিরাজ) মহোদয়ের বাসায়, ২৯শে এপ্রিল সাধাবাজার কালীবাড়ীতে, ৩০শে এপ্রিল গোঁসাইডেঙ্গা রামকৃষ্ণ আশ্রমে, ১লা মে নন্দনকাননে সাব্‌জজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের বাসায়, ২রা মে সদরঘাট কালীবাড়ীতে, ৫ই মে দেওয়ানবাজার জনৈক ডেপুটীর বাসায়, ৭ই মে পাথরঘাটা সংসদের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভবনে, ৯ই মে বাদেল রোডে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বল মহাশয়ের বাসায়, ১০ই মে মেডী ডাক্তার মিসেস্ এস, বি, মুখার্জ্জি মহোদয়ার বাসায়, ১১ই মে এ, বি রেলওয়ে ক্লাব হাউসে, ১২ই মে খাতুনগঞ্জে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন পোদ্দার মহোদয়ের বাসায়, ১৩ই মে পাথরঘাটার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের বাসায় প্রচারকগণ পাঠ ও বক্তৃতামুখে বিশুদ্ধ ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ কুবিচারপূর্ণ মতবাদ-রাশি নিরসন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত সুবিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিপুলভাবে প্রচার করেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটে

গত ১৩ই মে শুক্রবার শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী দিবস বেলা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পণ্ডিতাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনদল সহ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর আবির্ভাবস্থলী, শ্রীল মুকুন্দদত্ত ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের জন্মস্থলী পরিদর্শনার্থ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত মেখলগ্রামে গমন করেন।

তথায় বিদ্যানিধি প্রভুর বংশধর বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ স্মৃতিতীর্থ মহোদয়ের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর জন্মভবন-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ করুণস্বরে "গুরুপরম্পরা" "পঞ্চতত্ত্ব", "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়", "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" ও "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবিদ্যানিধি প্রভুর অপরূপ অভির্দ্ধা চরিতগাথা বেলা প্রায় ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজের "ভক্তবৎসল-চরণরেণু" ও "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" গীতি কীর্ত্তন করিলে মহামন্ত্রকীর্ত্তনমুখে সকলেই মন্দির পরিক্রমান্তে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের জন্মস্থলীতে গমন পূর্ব্বক পরিক্রমা করেন। অতঃপর শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের চরিত্র কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাঞি" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পর সকলে প্রায় অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় তথা হইতে রওনা হইয়া মোটরযোগে সন্ধ্যার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১৫ই মে রবিবার উক্ত প্রচারকগণ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বোয়ালা, কানুন-গোয়পাড়া ও হাওলা গ্রামবাসী শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে তথায় গমন করিয়া কানুনগোয়পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের আলয়ে প্রায় সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। তথায় স্থানীয় সুবৃহৎ ব্যাঙ্কলে ১৫ই মে রবিবার হইতে ১৭ই মে মঙ্গলবার এই তিন দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু ক্রমান্বয়ে "সনাতনধর্ম্ম" "শ্রীচৈতন্যদেব" ও "জীবের সাধ্য-সাধন" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি-প্রমাণমূলে বক্তৃতা করেন।

সমালোচনা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

'ভক্তাজন্' হয় না। আর উদ্দিষ্ট অর্থে অন্য কোন প্রত্যয় দ্বারা 'ভক্তাজ' এইরূপ শব্দের সাধনও হইতে পারে না বলিয়া প্রয়োগকর্ত্তার "উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ"। এই শ্লোকে ছন্দোদোষ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥" এই নীতি অবলম্বনে পণ্ডিতসমাজে নীরব থাকিয়া এবং স্বদল-মণ্ডলী মধ্যে দাদা ঠাকুরের ন্যায় "অবিদ্যায়া-মন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ" বিচারে নিজ সমাজে আদৃত হইয়া হঠাৎ বিদ্যার স্বরূপপ্রকাশ হইলে পরিণামে 'কপিপৃষ্ঠ-ক্রোষ্টা' অর্থাৎ নীলবর্ণ শৃগালের অবস্থা লাভ করিতে হয়। সুতরাং তাহার জীবন-ভাগ কিরূপ, তাহা লেখককর্ত্তৃকই বিশেষরূপে চিন্তনীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ ত্রিবিক্রম বুধবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

আমি কি বাঁচিব না ?

আমরা গুরুমুখে শুনিয়াছি, কৃষ্ণভজন বিনা জীবের জীবন বৃথা। যে কৃষ্ণভজন করে না, সে জীবন্মৃত অর্থাৎ জীবিত হইলেও মৃত।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

শাস্ত্রের এই কথা শুনিয়া আমার স্বতঃই মনে হইতেছে যে, আমি কি তবে মৃতই থাকিব? আমি কি আর বাঁচিব না? হরি আমাদের প্রাণ, সেই প্রাণনাথের স্মৃতি হৃদয়ে না থাকাতেই আমার আজ এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অবিদ্যা বশতঃ সর্ব্বপ্রকারে ভোগ করিবার চেষ্টা আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে এবং অবিদ্যা বিষয়ে আসক্ত হওয়ায় আমি আজ ভগবদ্বিস্মৃত হইয়াছি। এমতাবস্থায় হরিসেবারত সাধুর সঙ্গ ব্যতীত আমার কোন গত্যন্তর নাই। শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই চক্ষাই হউক অথবা আমা অপেক্ষা কিছু উন্নত ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ বা যে-কোন উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, সাধুসঙ্গ ব্যতীত প্রতিষ্ঠাশাদি অনর্থ কখনই বিদূরিত হয় না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎসেবাদ্বারাই তাহা নির্ম্মূল হয়। সুতরাং বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব নিরূপণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করাই যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ও বাঁচিবার উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকশিক্ষার্থ লিখিয়াছেন,—

হরি হে!
তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমাতে সে অনুরক্ত,
ভুক্তিমুক্তি তুচ্ছ করি' মানে।
যাহেক দেখিতে তব চিন্তাশীল শ্রীবৈষ্ণব,
তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে॥
সে সব ভক্তের সঙ্গে লীলা কর নানারঙ্গে,
বিরহ সহিতে নাহি পার।
কৃপা করি' অকিঞ্চনে দেখাও মহাত্মগণে
সাধু বিনা গতি নাহি আর॥
সে ভক্তচরণ-ধন কবে পাব দরশন,
শোধিব আমার দুষ্ট মন।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, কৃপা হবে যত্নবলে
মহাত্মার হবে দরশন॥

হরিসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই হরিসেবা। এই হরিসেবার প্রথমেই শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি; তাহা হইতে ভাব এবং অবশেষে প্রেমোদয়। আদৌ শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমপন্থা অবলম্বন করিলে ক্রমশঃ আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির উদয় হইবে।

আমরা অনাদ্যপরাধ-বিদ্ধান্ত বলিয়া ভীত হইতেছি। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রকৃত দীক্ষা লাভ না হওয়ায় আজ আমার এত প্রাণের ভয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। পরমাত্মা বিষ্ণুই সেই অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতের সেবক—জীবাত্মা। আমাদের নিত্যধর্ম্ম সেই অমৃতের সেবা। এই অমৃতের সন্তান ব্যতীত মৃত্যুর আমাদের মৃত্যু জয় হইবে না—আমরা বাঁচিতে পারিব না। পিতার প্রতি পুত্রের যেমন অধিকার বা দাবী আছে, অমৃতের সন্তান আমাদেরও সেইরূপ অমৃতে অধিকার আছে; শুধু অধিকারই বা বলি কেন, সম্পূর্ণ দাবী আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অধিকারটুকু—দাবীটুকু ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অভাব, এত অসুবিধা, এত ভয়। সুতরাং এই ভয় দূর করিতে হইলে আমাদিগকে অমৃতের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু সন্ধানের পূর্ব্বে আমাদের জানা উচিত যে, সেই অমৃতের সন্ধান বলহীন—দুর্ব্বল ব্যক্তি দ্বারা হয় না। সে দুর্ব্বলতা দৈহিক দুর্ব্বলতা নয়, তাহা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ। বলদেব ছাড়া এ দুর্ব্বলতা আর কেহ সারাইতে সমর্থ নহেন।

অতএব যদি কেহ নিজেকে অমৃতের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে চান, মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচিতে চান, অর্থাৎ সেবাময় জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বিনা বলদেবের চরণে—শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণে নিষ্কপটে শরণ লওয়াই উচিত। নতুবা বাঁচিবার অন্য কোনও উপায় দেখি না।

সমালোচনা

[লেখক—শ্রীমন্মথনাথ দাস কাব্যতীর্থ]

বিগতবর্ষের আষাঢ়মাসে কলিকাতা ল্যান্সডাউনরোড্ হইতে 'পাক্ষিক-গৌড়ীয়' নামে একখানা সংবাদ-পত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। যদিও ইহার আদ্যন্ত বিচার করিয়া সারগ্রাহী সজ্জনগণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয়ই উপলব্ধ হয় না, তথাপি কুবলমাত্র সাধুপুরুষগণের অন্যা নিন্দাবাদ ও তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক অসদুক্তি-প্রয়োগে ইহা পরনিন্দৈকনিপুণ, অজ্ঞজনগণের অস্পৃশ্য ও পথিপার্শ্বস্থ প্রণালীমধ্যে নিক্ষেপযোগ্য অসৎ গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলিকেও পরাজয় করিয়া খর্ব্ব বিজয়মাল্য ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-বিষয়ে এই নবজাত শিশুটি ত্রিভুবনবিধ্বংসী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি কর্ত্তৃকও গুরুরূপে বরণীয়। পরন্তু "কথাপি খলু পাপানামলমশ্রেয়সে যতঃ" অর্থাৎ পাপকথার আলোচনাও অমঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ এই নীতিবাক্যানুসারে আমরা ঐ সকল বিষয়ের সমালোচনায় বিরত থাকিয়া কেবল এই পত্রিকার কিরূপ মূর্খতা পরিস্ফুটিত হইয়াছে, তাহাই সুধীসমাজে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, যে-সকল সরলচিত্ত ব্যক্তি এই পত্রিকার প্রচ্ছদপটে উল্লিখিত নিয়ামক, সম্পাদক ও সহকারি-সম্পাদকমণ্ডলীর বাহুদর্শন, বাগাড়ম্বর ও উপাধিদর্শনে মোহিত, তাহারাও আমাদের এই সমালোচনা-পাঠে তাহাদের বিদ্যার বহর বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়ামক, সম্পাদক ও সহকারি-সম্পাদকগণের মধ্যে কেহ কেহ পরিব্রাজকাচার্য্য, কেহ বা মহামহোপদেশক বিদ্যাভূষণ কেহ বা বিদ্যারত্ন কবিভূষণ, কেহ উপদেশক বেদান্তবাচস্পতি, কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা আচার্য্য, কেহ বা মহোপদেশক বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতিরূপে পরস্পর সগৌরবে প্রশংসিত। পরন্তু তাহাদের পর্য্যবেক্ষণে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে যেরূপ অবিদ্যার বিলাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের উৎকট পরিচয়ের আড়ম্বর দেখিয়া এই শ্লোকটি আমাদের মনে জাগ্রত হইতেছে—

উষ্ট্রাণাঞ্চ বিবাহেষু গানং
গায়ন্তি গর্দ্দভাঃ।
পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপমহো ধ্বনিঃ॥

সম্প্রতি এই পত্রিকার ভ্রমসমূহই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক পত্রিকারই প্রারম্ভে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির নিম্নে তাঁহার স্তুতিচ্ছলে দুইটি শ্লোকে আচার্য্য-বিদ্বেষ ও বৈষ্ণববিদ্বেষ-রূপ বিরোধাভাসের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু পরবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী অপ্রাকৃত-সরস্বতীর কৃপা ত' দূরের কথা, বৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে অপরবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃত-সরস্বতীও ঐ শ্লোকরচয়িতাকে যেরূপ শোচনীয়ভাবে অবহেলিত করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে কেবল ইহাই মনে হয় যে—

"হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

অর্থাৎ মনোরথের সারথী হইয়া যে ব্যক্তি নিয়ত বাহ্য অসদ্-বিষয়ে ধাবমান, তাদৃশ কৃষ্ণভক্তিশূন্য পুরুষে মহদ্গুণ-সমূহ কিরূপে থাকিতে পারে?

বৈষ্ণবশিরোমণি মহাদেবের নিন্দার ফলে প্রজাপতি দক্ষের নিজমুণ্ডপাত ও পরিশেষে একটী ছাগমুণ্ডের সংযোগলাভ হইয়াছিল। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিতে কর্ণ ও অর্দ্ধমুণ্ড সমাকরণ দেখিয়া বিপজ্জনক পরিণাম আশঙ্কিত হইতেছে।

সুধীগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, সংস্কৃতশ্লোকরচয়িতা শ্লোকমধ্যে 'চ', 'বা', 'তু', হি' প্রভৃতি শব্দের নিরর্থক প্রয়োগ পাদপূরণার্থ অগত্যা কদাচিৎই করিয়া থাকেন। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহের প্রত্যেক শ্লোকেই ঐ সকল শব্দ যেরূপ নিরর্থকভাবে বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে স্ব-বিদ্যার শ্লোকরচনায় কেবল কষ্টকর প্রয়াসই উপলব্ধ হয়। এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তীও রহিয়াছে। কুশপুত্তলের উজানগমনস্পৃহাভাবে কোন এক অরসজ্ঞ ব্যক্তির পণ্ডিতজনোচিত শ্লোকরচনায় স্পৃহা হয়। সে শুনিয়াছিল যে, পদ্যে একপদের সহিত তাহার দূরবর্ত্তী অপর পদেরও অন্বয় হয় এবং পাদপূরণের জন্য 'চ', 'বা', 'তু', 'হি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং সেও কতিপয় দিবস-ব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে রাজার নিদ্রাভঙ্গ-কালীন স্তুতিরূপে প্রভাতবর্ণনচ্ছলে যে একটী শ্লোক রচনা করিয়াছিল, তাহা এইরূপ—

প্রাতর্ভবতি রাজেন্দ্র! মুখং প্রক্ষালয়স্ব-চঃ।
নগরে তাম্রতে কুকুঃ চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥

তাহার বক্তব্য এই—হে রাজন্! প্রাতঃকাল উপস্থিত হইয়াছে, নগরে কুক্কুটগণ শব্দ করিতেছে, আপনি এখন (শয্যাত্যাগ-পূর্ব্বক) মুখ প্রক্ষালন করুন। এ অবস্থায় সে একপদের সহিত দূরবর্ত্তী অপর পদের অন্বয় হয়—এই জ্ঞানে 'কুকুট'-শব্দের 'ট'কারটিকে 'প্রক্ষালয়স্ব' এই পদের সহিত যুক্ত করিয়া দিল এবং 'চ' 'বৈ' 'তু' 'হি' দ্বারা একটী সম্পূর্ণ পাদেরই পূরণ করিল।

এই পত্রিকার ১ম—১২শ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি দেখিলাম, কেবল ২০শ সংখ্যাটি দেখি নাই। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই শ্রীল প্রভুপাদের স্তুতিচ্ছলে রচিত বিভিন্ন শ্লোকযুগলে এবং ২।৩টি সংখ্যায় ঐ জাতীয় অতিরিক্ত শ্লোকগুলিতে 'চ' 'বা' প্রভৃতির কিরূপ নিরর্থক বহুল প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম সংখ্যা—১ম শ্লোকে হি, চ; ২য় শ্লোকে—হি, এব। ২য় সংখ্যা—২য় শ্লোকে—হি, বৈ, চ। ৩য় সংখ্যা—১ম শ্লোকে—বা, চ। ২য় শ্লোকে—এব, তু। ৪র্থ সংখ্যা - ২য় শ্লোকে—হি, খলু, চ। ৫ম সংখ্যা—২য় শ্লোকে—এব, অপি, হি। ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রারম্ভে শ্লোকপুঞ্জের পরিবর্ত্তে, মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ-স্তোত্রচ্ছলে রচিত নয়টি শ্লোকের ৩য় শ্লোকে—তু। ৪র্থ শ্লোকে—হি। ৫ম শ্লোকে—এব। ৭ম শ্লোকে—হি। ৭ম-৮ম (সংযুক্ত) সংখ্যা—১ম শ্লোকে—চ, তু। ২য় শ্লোকে—অহো। ঐ সংখ্যা—ভক্তিবিনোদাষ্টক—৩য় শ্লোকে—চ, হি। ৪র্থ শ্লোকে—হি। ৫ম শ্লোকে—তু। ৬ষ্ঠ শ্লোকে—এব। ৭ম শ্লোকে—হি। ৮ম শ্লোকে—হি। ৯ম শ্লোকে - হি। ৯ম সংখ্যা—২য় শ্লোকে—হি। ১০ম সংখ্যা—১ম শ্লোকে—অপি, হি, চ। ২য় শ্লোকে—চ। ১২শ সংখ্যার প্রারম্ভে শ্লোক নাই এবং ১৩শ সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু রচিত শ্রীগুরুপ্রণতি-শ্লোকচতুষ্টয়ই উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ১৩শ সংখ্যায় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদবর্য্যবিরহাষ্টক—প্রতি শ্লোকেই চতুর্থপাদে—বা, হি এবং ২য় শ্লোকে—এব, চ; ৩য় শ্লোকে—হি; ৫ম শ্লোকে—চ; ৬ষ্ঠ শ্লোকে—হি। ১৪শ সংখ্যায়—১ম শ্লোকে—হি চ। ২য় শ্লোকে চ, এব, এব, চ। ১৫শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—চ। ২য় শ্লোকে—চ, এব, হি, তু। ১৬শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—হি। ২য় শ্লোকে—এব। ১৭শ—১৮শ (সংযুক্ত) সংখ্যা—১ম শ্লোকে—এব। ২য় শ্লোকে—তু, এব। ঐ সংখ্যায় শ্রীগুরুপ্রণতিবিংশকের প্রত্যেক শ্লোকে চতুর্থপাদে—হি এবং ২য় শ্লোকে—চ, অপি। ৫ম শ্লোকে—হি, চ। ৬ষ্ঠ শ্লোকে—হি। ১৩শ শ্লোকে—চ। ১৪শ শ্লোকে—চ। ১৭শ শ্লোকে—চ। ১৯শ শ্লোকে—হি। ১৯শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—এব। ২য় শ্লোকে—হি, চ। ২০শ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। ২১শ সংখ্যা—১ম শ্লোকে—হি। ২য় শ্লোকে—হি, তু।

সমস্ত শ্লোক এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ স্বয়ংই পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারিতেন এবং তৎসঙ্গে শ্লোকগুলির মধ্যে সুমধুর ও সুগভীর অর্থপূর্ণ (?) পদবিন্যাসভঙ্গীও দেখিতে পাইতেন; পরন্তু প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে আমরা তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত রহিলাম। যদি পত্রিকার প্রকাশকবর্গ নিজ দোষ অস্বীকার করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্লোকগুলি, তাহাদের পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন; তাহা হইলেই পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে।

ইহার পর ছন্দোদোষ। বিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে, সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদ্যের ছন্দঃ—বৃত্ত ও জাতিভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জাতি মাত্রা-গণনাদ্বারা নিরূপিত হয়। আর বৃত্তগুলিতে অক্ষরসংখ্যা ও অক্ষরগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব নিয়মিত রহিয়াছে। আবার অনেক বৃত্তেই প্রত্যেক পাদে যতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যদিও ছন্দঃ-শাস্ত্রকারগণ 'যতি' অর্থে 'জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্' অর্থাৎ পদ্যপঠনে জিহ্বার অভিলষিত বিশ্রামস্থানই 'যতি'—ইহা বলিয়াছেন, তথাপি প্রসিদ্ধ কবিগণ কখনও পদের অসমাপ্তিস্থলে তাদৃশ যতি স্বীকার করেন না। কারণ, তাদৃশ যতি অর্থবোধের ব্যাঘাতক এবং কবিরও অক্ষমতারই পরিচায়ক। পুরাণাদিতে কদাচিৎ তাদৃশ যতি দৃষ্ট হইলেও আর্ষপ্রয়োগ বলিয়াই দোষ পরিহার হইয়া থাকে। পরন্তু আলোচ্য কবিতাগুলি (?) পাঠ করিলে লেখকের এসকল বিষয়ে কোন ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না এবং তাহারই ফলে শারীরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ নরহন্তারের অবিচারিত অস্ত্রপ্রয়োগের ন্যায় তিনিও কবিতা-রচনায় লেখনীর অবাধ পরিচালনা দ্বারা কবিতাদেবীকে উৎপীড়িতই করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। ৩য় সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের স্তুতিচ্ছলে রচিত শ্লোকপুঞ্জের ২য় শ্লোক ('যৎপাদপদ্ম' ইত্যাদি) বসন্ততিলকবৃত্তে রচিত। এই বৃত্তে প্রত্যেকপাদেই ৫ম অক্ষর লঘু হয়; পরন্তু উক্ত শ্লোকের 'তেজোব শিষ্ট্রবর এব ভবোপ্ত ধৃষ্টঃ' এই তৃতীয় চরণে 'প্ত' এই পঞ্চম অক্ষরটি 'ক্র' এই সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিবন্ধন গুরু হইয়া পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে। ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্রস্থ ৮ম শ্লোকে (অনুষ্টুপ্) তৃতীয় চরণে—('শ্রীবিনোদকিশোরয়োঃ' এই স্থলে) ৭ম অক্ষর 'র' লঘু হইয়াছে, পরন্তু অনুষ্টুপ্ ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৭ম অক্ষর (সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ) এই নিয়মানুসারে দীর্ঘই হইবার কথা। সুতরাং এই নিয়ম রক্ষিত না হওয়ায় এস্থলে ছন্দোদোষ অনিবার্য্য। অনুষ্টুপ্ ছন্দের এক একটি পাদ আট অক্ষরে পরিসমাপ্ত হয়। এস্থলে উক্ত স্তোত্রে ৬ষ্ঠ শ্লোকে একটি শব্দ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পাদপূরণ হওয়ায় ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

"সর্ব্বত্রাবং প্রচার্য্য ই—তি গৌরাজ্ঞানুশাসনং।
প্রবাহং দূর্ব্বতে সর্ব্বদেশেষু ক্ষণেন হি।"

এস্থলে 'ইতি' এই শব্দটির মধ্যপথেই ('ই' কারই) ৮ম অক্ষর হওয়ায় কিরূপ অস্থানে পাদসমাপ্তি হইয়াছে, উহা সুধীগণেরই বিচার্য্য। মালিনী বৃত্তে প্রত্যেক চরণে ৮ম অক্ষরের পর প্রথম যতি নির্দ্দিষ্ট। এই নিয়মে ৭ম-৮ম সংখ্যায় প্রারম্ভে ২য় শ্লোকের প্রতি চরণেই কিরূপ অস্থানে যতি রহিয়াছে, তাহা পাঠকগণ লক্ষ্য করুন। (১ম পাদ) অহহ কিমুদ্ধা ক,—র্ত্তব্যবোধেন কৃত্যম্, (৩য় পাদ) কবলিতকলনাচ্ছি—ন্নকেশাবলীনাং. (৪র্থ পাদ) ভজনবিধি খোবা.—ন প্রবোধ্যোত্তুগু। এস্থলে প্রথম পাদে 'কর্ত্তব্য' এই পদ, ৩য় পাদে 'ছিন্ন' এই পদ, ৪র্থ পাদে 'খোধাব' এই পদটি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অস্থানে যতি স্বীকৃত হইয়াছে। ৭ম—৮ম সংখ্যায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাষ্টক—(অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ) ২য় শ্লোকে—"গৌড়ীয়বৈষ্ণবানাং প্রা—ণাক্সংস্থাপনার্থায়"। এই স্থলে 'প্রাণাক্ত' এই শব্দে 'প্রা' এই স্থলেই ৮ অক্ষর পূর্ণ হওয়ায় ১ম পাদ শেষ হইয়াছে এবং ২য় পাদে ৭ম লঘু হইবার নিয়ম, পরন্তু 'র্থা' এই সপ্তম বর্ণটি গুরু হওয়ায় ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। এইরূপ ১ম পাদে সপ্তম অক্ষর গুরু হইবার নিয়ম থাকিলেও ৩য় শ্লোকে ১ম পাদে 'ব' লঘু হওয়ায় ছন্দঃপাত হইয়াছে।

৯ম সংখ্যায় প্রারম্ভে ২য় শ্লোকটি 'ইন্দিরা' বৃত্তে রচিত। পরন্তু ইহাতে ইন্দিরাপতির নিরূপণের প্রতি বিশেষদৃষ্টাভাবেই লেখক সর্ব্বতোভাবে অসংপণ্ডিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা প্রসঙ্গাগত বৃত্তদোষটিই প্রদর্শন করিতেছি। "নরয়লৈর্গ্গরাবিন্দিরা মতা" এই লক্ষণানুসারে ইন্দিরাবৃত্তে পঞ্চম অক্ষর লঘু হইবার নিয়ম আছে। পরন্তু উক্ত শ্লোকে 'কপটবৃষ্টক্রোষ্টুঃ' ইত্যাদি প্রথমপাদে ৫ম অক্ষর 'ষ্ট' এই সংযুক্ত বর্ণের অকার 'ক্রো' এই সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিবন্ধন গুরু হওয়ায় ছন্দঃপতন হইয়াছে।

১৭শ—১৮শ সংখ্যায় প্রারম্ভে ২য় শ্লোক 'ইন্দ্রবজ্রা' বৃত্তে রচিত। উক্ত বৃত্তে প্রতিচরণে ৩য় অক্ষর লঘু হইবার নিয়ম। কিন্তু উক্ত শ্লোকে "যে যে তু শ্রীগৌরপদে সুভক্তাঃ" এই প্রথম চরণে তৃতীয় অক্ষর 'তু' এই উকার 'শ্রী' এই সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিবন্ধন গুরু হওয়ায় লেখকের পদ্যরচনায় ইন্দ্রবজ্রপাত হইয়াছে।

ইহার পর চ্যুতসংস্কৃতি বা ব্যাকরণদোষ প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম সংখ্যায় প্রারম্ভে ১ম শ্লোকেই "অপ্রাকৃতা" এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে 'অপ্রাকৃতী'ই হইতে পারে। এস্থলে লেখক হয়ত বলিবেন—আমরা যখন নিজস্বনীয় আচার্য্যবর্য্যাভিমানে সমর্থ হইয়াছি, তখন পাণিনি প্রভৃতি ত' আমাদের নিকট গোষ্পদ মাত্র।

২য় সংখ্যায় প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে ৩য় চরণে "অজোহনলসা" এই স্থলে 'অজো' এই অব্যয়ের পরবর্ত্তী 'অনলসা' এই পদের প্রথম অ-কার লোপ তাদৃশ চয়াষ্টক্রমেও বিভাবর (?) ব্যাখ্যাবর্গের অসাধ্য হওয়ায় কি উত্তম প্রযোজ্য, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

১৩শ সংখ্যায় ১ম শ্লোকে "কোহবাত" এই স্থলে কোন্ কোন্ পদের সন্ধির ফলে একটি লুপ্ত অ-কার চিহ্ন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ল্যান্সডাউনের পণ্ডিতগণ-ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে।

১৯শ সংখ্যায় ২য় শ্লোকে (বঃ+সহ—এই পদদ্বয়ের) 'বো সহ' এইরূপ সন্ধি এবং ২১শ সংখ্যায় ১ম শ্লোকে (ও বিষ্ণুপাদঃ+পরহংসবর্য্যঃ—এই পদদ্বয়ে) 'ও বিষ্ণুপাদো পরহংসবর্য্যঃ' এইরূপ সন্ধি কৃতকাৰ্য্যসন্ধিবিচ্যুত অভিধাগস্তের পক্ষেই সুসাধ্য।

৩য় সংখ্যা ২য় শ্লোকে ৪র্থ পাদে 'হুতঃ' এই পদে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়টি কিরূপ অর্থে সিদ্ধ হইল, সুধীগণ বিচার করিবেন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্রে ৫ম শ্লোকে 'মায়াবাদ-নিরুদ্ধতে' এই বাক্যাংশে 'নিরুদ্ধতে' এই শতৃপ্রত্যয় ও চতুর্থীবিভক্ত্যন্তপদের সহিত পূর্ব্বপদের সমাস কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎসমাজে বক্তব্য কি? এই শ্লোকে 'সহজিয়া-জয়তে' এই অংশে "জয়তে" পদটী লেখক চতুর্থ্যন্তরূপে ব্যবহার করায় মূল শব্দটি তাঁহাদের মতে "জয়ৎ" এবং কিপ্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে। পরন্তু কিপ্ প্রত্যয়ে 'জয়ৎ'ই শুদ্ধপ্রয়োগ এবং 'জয়ৎ' অশুদ্ধ। যদি লেখক 'জয়ত্'পদের সহিত উচ্চারণগত সাম্যরক্ষার জন্য 'জয়ৎ' বলিতে চাহেন, তবে সাহায্যের জন্য ল্যান্সডাউনের 'সাহায্যার্থী' হইলেও আমরা কিছু বলিব না; পরন্তু তাদৃশ উচ্চারণ স্বদল সমাজের 'দাদা ঠাকুর'গণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে এবং ছাপার অক্ষরে পণ্ডিতসমাজে প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়। আর সংস্কৃত শ্লোক লিখিতে বসিয়া 'সহজিয়া' এই অপশব্দের প্রয়োগটি কি অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক নহে?

৯ম সংখ্যা ২য় শ্লোকে "কপটবৃষ্টক্রোষ্টুঃ" এই পদটি প্রথমা-বিভক্ত্যন্তরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে কি? "ক্রোষ্টা" এইরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণশাস্ত্রসম্মত। 'কপট' শব্দটি এস্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহার কিরূপ অর্থে হইতে পারে? এই শ্লোকে 'তাঁবিতং' এই পদের বিশেষণরূপে 'শুকভাজন্' এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তবিতং' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ; সুতরাং তাহার বিশেষণরূপে লিখিত উক্ত পদটি কোন্ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইল? যদি 'শুরং ভক্তিং' এই বাক্যে 'শুক' উপপদে ভাজ্ ধাতুর উত্তর কিপ্ হয়, তবে 'শুকভাজ্' শব্দ হয় এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে ক্লীবলিঙ্গে 'শুকভাক্' এরূপই হইতে পারে,

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীধাম)
প্রাচীন নবদ্বীপ, তাবস্থ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীপ্রমথ্যন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান ভাগবত।

৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মঠ বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিভিন্নকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহনগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীশ্যামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারদি পোঃ অঁখি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
এলেন্দপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ফুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মখদা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীশরদেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাটী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কেনাল রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং। বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী,

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন দাস

(৬০) শ্রীপ্রপন্নাশ্রমগৌড়ীয়-প্রবণ-মন্দির
পোঃ বসুনকুণ্ডা, গঞ্জাম
মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল মূর্ত্তি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমৃতি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমৃতি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্ (ঢাকা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভূমরহুলা, পোঃ চাঁদকুলা, (বাখরগঞ্জ)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাস্বর্গ অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৫৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ভাউনরোড
ক্লাপহাম, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বঙ্গ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

চাউলের দর

[illegible] —

	প্রতি মণ
[illegible]	৭॥০
[illegible]	৫৷৷০
ঐ [illegible]	৫৲
[illegible]	৬৲-৭॥০
[illegible]	৫।০
[illegible]	৬৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৬৲
[illegible]	৬৸৵০
আতপ—	
[illegible]	৪৲—৪॥০
[illegible]	১০৲-১০।০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৫।০-৫৷০
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৬৵০

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০॥৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible]	৯
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible]	৩৩॥০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৩৷০—৩৸৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২৸৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
[illegible]	১৸৵০—১॥৵০

[illegible] দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৩৲
[illegible]	৩৩॥০
[illegible]	

[illegible]	
[illegible]	৩৩৲
[illegible]	৩১৸০
২৩ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

[illegible] দর

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি ([illegible] বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা [illegible]	৭৸০—৮।
ঐ টাটা [illegible] বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৮।০—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৸০
[illegible] (কোনা)	৬৸০—৮৸০
টাটা [illegible]।	
২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা [illegible]	১১৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵০
২৮ সের—	
ইংলিশ [illegible]।	
২৪ সের—	১২৸০
[illegible]	৷৵১০—৸৵০
[illegible] ([illegible])	১০।০
[illegible]	৩৷০—৩৸০
[illegible] ৩—৯ [illegible]	
	৫।০—৬।০ হন্দর
[illegible] ১—৩ [illegible]	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible]	৬৸০—৭।০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ২৫৲	[illegible] ২৩৷০

[illegible] ৫৵০, [illegible] ৬।০

[illegible] ৪।০

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(ক্রমশঃ)—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

—(ক্রমশঃ)—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌'র "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, [illegible], সাবটু এবং [illegible] "কেভ্‌রোল" [illegible]। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিকে করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও [illegible] দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম [illegible] ([illegible]), পোঃ [illegible], [illegible], জেলা নদীয়া

[illegible] ঠিকানা ৩২-২৩১নং [illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি [illegible] অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ [illegible] ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের-অন্তেবাসী পরবিদ্যানাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স, কলেজের ইংলিশের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সত্যবাদ-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থেনা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকায় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাষাপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০	
" " ইঞ্চি ৩৲	২।০	২।০	১৸০	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম		৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	৯৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক	৪৸০
ত্রৈমাসিক	২।০
মাসিক	৸০

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭-৩৬ ২২-২৪

রাণাঘাট
পৌঁঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঁঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৬৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঁঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঁঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-০৫ ১৩-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ৭-২০ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৩১ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১৩
(গাড়ীবদল) ১১-০০ ১৩-৩ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৩-১১ ৯-২০ ১১-৫৩ ১২-৩ ১৪-১১ ১৪-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-৩- ১৮-১-

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৩-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
ঠাকুরগ্রাম—শ্রীধাম-
শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাট-শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সভা-
ভাইবে-সংরক্ষক বিশ্ব-
বৈষ্ণবরাজসভা ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-কুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

REG NO C 1144

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-
মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিভূদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী
প্রভুবর্য্য পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৬ই জুন, ১৯৩৮, সোমবার [৮২ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০৫)০)——

উড়িষ্যার রাজধানীর স্থান নির্ব্বাচন

উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানীর স্থান-নির্ব্বাচন সম্পর্কিত আন্দোলন আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত চারিটি স্থান সম্বন্ধে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে,—(১) কটক চৌদ্বার, (২) পুরী, (৩) বারং (৪) সিংহ কটক। বর্ত্তমান আন্দোলনের ধারা হইতে মনে হয় যে, নিউ কটককে রাজধানীর স্থান চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচন করার অনুকূলে জনমত প্রবল, কারণ কটক সমগ্র প্রদেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, কটকে রাজধানী করা হইলে বহু টাকার সাশ্রয় হইবে। রাজনীতিক মহলে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, নিউ কটকে রাজধানী স্থাপন যদি চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে র‍্যাভেন্স কলেজ-ভবন সরকারী দপ্তরখানা হইবে এবং কলেজের যে বিরাট প্রাঙ্গণ আছে, তাহাতে অন্যান্য সরকারী ভবন হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কটক চৌদ্বারে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত করিয়া তথায় র‍্যাভেন্স কলেজ স্থানান্তরিত করা হইবে। কলেজ স্থানান্তরিত করার পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, নিউ কটকের গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়া হইতে মুক্ত থাকিবে।

———

চারজন ক্যাথলিক নিহত

"নিউইয়র্ক টাইমস্" সংবাদপত্রের মেক্সিকোস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মেক্সিকোর সিনা রাজ্যেলায় গীর্জাসমূহ পুনরায় খুলিবার দাবী জানাইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করা হইলে চারজন রোমান ক্যাথলিক নিহত এবং একজন আহত হয়। পুলিশ শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দেয়।

———

জাপানের বেপরোয়া বোমাবর্ষণ

লণ্ডনের চীনা রাষ্ট্রদূত ১লা জুন পররাষ্ট্র বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চীনা সহরসমূহের উপর জাপ বিমানপোতের বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার হস্তে একটি 'নোট' অর্পণ করেন; এই 'নোটে' রাষ্ট্রসঙ্ঘ এসেম্ব্রীর ১৯৩৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে এইরূপ বোমা বর্ষণের নিন্দা করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বৃটিশ এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করা হইয়াছে যে, "জাপান যাহাতে নির্দ্দোষ অসামরিক জনসাধারণকে—যাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং শিশু—আর এইরূপ নির্বিচারে হত্যা করিতে না পারে তজ্জন্য তাঁহারা যেন জরুরী এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।"

জেনেভার সংবাদে প্রকাশ, চীনা গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকটেও অনুরূপ একটি প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

———

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্থিরচিত্ত দপ্তর

রাষ্ট্রসভার সেক্রেটারী স্যার মরিস হ্যাঙ্কি অবসর গ্রহণ করায় বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষা কমিটি, অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা-পরিষদ এবং সেনারক্ষা ব্যবস্থা সংযোগ সচিবের দপ্তর একত্র মিলিত করিয়া একটি দপ্তর করা হইবে এবং এই দপ্তরের নাম হইবে "রাষ্ট্রসভার স্থায়ী সেক্রেটারীর দপ্তর"। পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রাক্তন স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী ও বর্ত্তমান প্রধান ... মিঃ ই, ই, ব্রিজেস উক্ত স্থায়ী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার রুপার্ট হোওয়ার্থ প্রিভি-কাউন্সিলের কেরাণী এবং মন্ত্রিসভার ডেপুটী সেক্রেটারী হিসাবে এবং সাম্রাজ্যরক্ষা কমিটির সেক্রেটারী কর্ণেল এইচ, এল ইসমে মিঃ ব্রিজেসকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

———

পণ্ডিত জওহরলালের বিদেশ-যাত্রা

গত ২রা জুন "কাউণ্ট বিয়াঙ্কামানো" জাহাজযোগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ মুহুর্মুহুঃ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে থাকে। যতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ তাহারা "জওহরলালকী জয়" ধ্বনি করিতে থাকে।

পণ্ডিতজীর ভগ্নী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্তা কৃষ্ণাহাতী সিং তাঁহাদের উপরে পণ্ডিতজীকে আলিঙ্গন করেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুত অচ্যুৎ পট্টবর্দ্ধন; বোম্বাইয়েরমন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

সিকাগো রেডিও কোম্পানী পণ্ডিতজীর বিদায় সম্বর্দ্ধনার এবং তাঁহাদের বিদায়কার দৃশ্যাবলী তুলিয়া লইয়াছে। উহা সমগ্র ভারতে সিনেমায় দেখান হইবে।

———

পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় তরুণী নিরুদ্দেশ

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের ১৬ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

মেয়েটি ফরিদপুরে তাহার সম্পর্কিত ভ্রাতার বাসায় থাকিত। তিনি স্বামী একজন উকিলের মুহুরী। সে এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু ফেল হইয়াছে। ইহাতে সে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ে। গত ৩১শে সে বাড়িতে সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সে বাড়ীর প্রত্যেকের নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, পরীক্ষায় ফেল হওয়ার অপমান তাহার পক্ষে অসহ্য; সুতরাং জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে চলিয়াছে।

মেয়েটির কাটা চুল তাহার বিছানার উপর পড়িয়াছিল এবং তাহার কাপড়-চোপড় বাড়ীর পাশের পুকুর পাড়ে পড়িয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও তাহার দেহ পাওয়া যায় নাই। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

———

নারী-বিক্রয় ব্যবসায়ের অভিযোগ

জব্বলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস পি ত্রিবেদীর এজলাসে বিভিন্ন প্রদেশে নারী-বিক্রয় ব্যবসায় চালাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত একটি আন্তঃপ্রাদেশিক দলের মামলার শুনানী হইতেছে। এই দলে ২০জন লোক আছে।

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা গত ২০ বৎসর ধরিয়া নারীবিক্রয় ব্যবসায় চালাইয়াছে। অভিযোগে আরও প্রকাশ, তাহাদের প্রধান আড্ডা নসিরপুরে (পাঞ্জাব)। তাহারা নাকি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নারী হরণ করিয়া পাঞ্জাবে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত।

জগৎ সিংহ ও অপর দুইজন আসামী পলাতক আছে। আসামী বেণী মাধব রাজসাক্ষী হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে ৭ম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ শ্রীল শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ের-সাধুতা ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষ্য ।০
২৭। দুর্ব্বিবারকা ভগবৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধকতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৫
৪৬। অর্চ্চনকল্প ⁄৫
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্ত্যনুকরণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাটিক) ।০
৫৮। শ্রীরূপদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৫
৬০। সাধ্যসাধনী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপত্রিকাঃ ⁄০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডিন্স অন বেদাস্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্স
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ দুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনদ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অদ্বয় জ্ঞান) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄৫

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ২৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৬ই জুন ইং ১৯৩৮, সোমবার } ৮২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ ত্রিবিক্রম সর্বশুভ সকর্ণ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

— ৪(ক)৪ —

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচল-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থপ্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন। কারণ, শুদ্ধ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর অন্য কোনও পথ নাই। "পরমসেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানেই মায়াবাদের অত্যাচার।

প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃষ্টপ্রকারে গমন না করিয়া, "আমরা 'গুরুর নিকট দীক্ষা' লাভ করিয়াছি"—এই কথাটি অভিমান হইতে যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর বিষয়ে অভিনিবেশ কি প্রকারে হইতে পারে? আত্মম্ভরি ব্যক্তিগণ সত্যসত্যই গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা-লাভ করিয়াছি"—এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞানগম্য মনে করিয়া গুরুবৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানের নিকটে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজবস্তুর সেবায় মনইন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না। উত্তম বা মহাভাগবত সর্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূত দর্শন করেন না,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেবমূর্ত্তি॥"

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্যকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে বাধিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণববুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

যেদিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ দাসী আত্মবৃত্তিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃত সেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্তগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে অহঙ্কারবর্গ প্রবল হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' এবুদ্ধি প্রবল হয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীচৈতন্যদেব-মূর্ত্তিতে গুরু বেশ নিয়ে নিত্যকাল ধারণ ক'রে—গুরুসকল হ'য়ে জীবের চেতন সম্পাদন করছেন—প্রকৃত মঙ্গলবিধান করছেন। গুরুকে মনুষ্যজাতীয় জ্ঞানে কৃষ্ণ-চৈতন্য হ'তে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। গুরু তিন প্রকার—(১) দীক্ষাগুরু—যিনি দিব্যজ্ঞান—পূর্ণবস্তুর জ্ঞান লাভ করান। (২) শিক্ষাগুরু—কি প্রণালী অবলম্বন ক'রে দিব্যজ্ঞানের বিচার লাভ করা যায়, তার ব্যবস্থা যিনি করেন। আর (৩) চৈত্ত্যগুরুরূপে উপস্থিত হ'য়ে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুরূপে তিনি যে কথা বলেন, তা ধারণার সুবিধা দেন—ধারণা ক'রবার শক্তির জন্য প্রেরণা দেন। চৈত্ত্যগুরু হৃদয়ে উপস্থিত হ'য়ে অপরাজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু এবং তাঁ'র সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হবার জন্য যে ক্রিয়া-কলাপ আবশ্যক, অনর্থনিবৃত্তির শিক্ষকরূপে তা' যিনি বলেন, সেই শিক্ষাগুরু—এতদুভয়ের কথা গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত মহান্ত (শিক্ষাগুরুই হউন, আর দীক্ষাগুরুই হউন) গুরুর কথা বুঝা যায় না, তাঁ'র কৃপালাভ হয় না—চিত্তের মলিনতা দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। চৈতন্যদেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরুরূপে দিব্যজ্ঞান,—অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করেন, নিজ'জন শিক্ষাগুরুগণকে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ ক'রবার শক্তি দেন।

নামের ভজন ও অর্চ্চার অর্চ্চন এক নহে; কিন্তু একতাৎপর্য্যপর। অর্চ্চনকারী অর্চ্চন করতে করতে নামভজনে অধিকার লাভ করবে। জীবের সেবা হ'লে কোন কথা হ'তে পারে না। জীবের ভোগ বা জীবের প্রতি করুণা, আর বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর সেবা। অত্যন্ত পুরুষাভিমানে সাধকের আর গোপীর দাসী অভিমানে কৃষ্ণের সেবা। সব ভগবান্ ভোগ করুন—এই নির্গুণ সেবার ইচ্ছাই ভক্তি। অধিকারের উচ্চক্রমে ভগবানের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যানে দৃষ্ট হন। উত্তম অধিকারীর হৃদয়ে, বাণীতে শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

সমালোচনা

[শ্রীনবদ্বীপ দাস কাব্যতীর্থ]

(২)

৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্র ১ম শ্লোকে 'গৌরপ্রেষ্ঠায় তে নৌমি' এই বাক্যে 'নৌমি' ক্রিয়ার কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'গৌরপ্রেষ্ঠায়' ইত্যাদি চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ চিন্তনীয়।

১০ম সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত 'শুধ্' ধাতুর উত্তর 'তুম্' প্রত্যয়ে সাধিত 'শোধিতুং' এইরূপ প্রয়োগটি 'শোধয়িতুং'রূপে শোধিত হইলেই তদ্বিধ দূষকগণের সুধিপ্রমা হইতে পারে।

১৩শ সংখ্যার শ্রীশ্রীপ্রভুপাদবর্ষা-বিরহাষ্টকে ১ম শ্লোকে ১ম পাদের অন্তস্থিত 'দুর্জ্জ্ঞাৎ' এবং দ্বিতীয়পাদের আদিস্থিত 'মূঢ়াকিতঃ এই উভয় পদে যথোচিত সন্ধি হইলেই লেখকের সন্ধিজ্ঞানের অভাবরূপ দুর্ভাগ্য সুক্যায়িত থাকিত। ৩য় শ্লোকে 'কপটা হি গুপ্তাঃ' এই বাক্যে পুনরায় কপট শব্দের 'কপটী' অর্থে ব্যবহার এবং চতুর্থ শ্লোকে 'ভক্তিপ্রচারব্রতি' এই বাক্যে পুনরায় 'শত্' প্রত্যয়ান্ত সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত 'প্রচারব্রতি' পদের সহিত 'ভক্তি' শব্দের সমাস অজ্ঞানেরই বিজৃম্ভণ মাত্র।

১৭শ—১৮শ সংখ্যার 'শ্রীগুরুপ্রণতি-বিংশকম্' প্রবন্ধে—

'ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা যেন সিদ্ধেচ্ছাপি

নিরস্তা।

তস্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গুরুর্হি মে॥'

এই ২য় শ্লোকে 'সিদ্ধে' এই পদটির কাহার সহিত অন্বয়? 'স্পৃহা' শব্দটি অন্য পদের সহিত সমাসবদ্ধ বলিয়া তাহার সহিত যে সামান্যতঃ অন্বয় হইতে পারে না, তাহা আচার্য্যের অন্বয় অর্থাৎ আলগত্যব্যতীত কিরূপে লেখকের বোধগম্য হইবে?

৩য় শ্লোকে "নিরস্তঃ কর্ম্মভোগোথং যেন জানকে মোক্ষম্। তস্য শ্রীভক্তি"……… ইত্যাদি শ্লোকে 'কর্ম্মভোগোথং' এই বিশেষ্য-রহিত অপার্থক পদটি, এখনও যে লেখকের কর্ম্মভোগ নিরস্ত হয় নাই, ইহারই পরিচায়ক। উক্ত প্রবন্ধে ৪র্থ শ্লোকে 'পৃথগ্যং শ্রীগৌরসিদ্ধান্তং স্থাপিতং যেন সর্ব্বথা' এই স্থলে 'সিদ্ধান্ত' শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাব্যবিশারদ জীবিত থাকিলে বলিতেন—

এতদিন পুংলিঙ্গে তোমার প্রয়োগ ছিল।

কেন যে সিদ্ধান্ত তব আজি এই দশা হ'ল॥

৬ষ্ঠ শ্লোকে— 'আচারপ্রচারক আদর্শো যত বিজ্ঞৈঃ' এবং ১৮শ শ্লোকে 'চাতুর্ম্মাস্যং হরিকৃত্যং যঃ সার্দ্ধবর্ষাপরং' এই উভয় বাক্যেই 'আদর্শ' শব্দের অর্থজ্ঞানে লেখককে বঞ্চিত করিয়াছে। 'পাশ্চাত্যেহপি প্রচারার্থং প্রেরিতা যেন শিষ্যকাঃ' ইত্যাদি ষষ্ঠ-শ্লোকে প্রচারের কর্ম্মপদ কোথায়? 'তিনি প্রচারে দিয়াছেন' এইরূপ অকর্ম্মক চলতি বাক্যের প্রভাবে সংস্কৃত ভাষারও প্রচার করা সমর্থন-যোগ্য নহে।

"গৌরকিশোরশিষ্যাগ্রগণ্যতীর্থসমুদ্ধৃতী।

তস্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গুরুর্হি মে॥"

এই ১৭শ শ্লোকের টীকা-দ্বারা লেখক আর একটু পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

৭ম সংখ্যা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাষ্টকে ৪র্থ শ্লোকে—'সম্প্রদায়কণ্টকানি ভাগবিচ্ছুরবা-ভবৎ' বাক্যে 'কণ্টক' শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ প্রযোক্তার দ্রুপদের কলঙ্কের পরিচায়ক। ঐ সংখ্যার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে 'কর্ণবিভবণাৎ' পদটির অন্বয় কোথায়? অর্থই বা কি? 'ঘোষণা' না লিখিয়া 'ঘোষণার' লিখিলেই ব্যাকরণসম্মত হইত। 'প্রয়োজক' পদটি 'আয়ত্তাধীন' এর সহোদর না হইলেও বৈমাত্র ভ্রাতা বটে। 'বাদাবাদি' শব্দে সাধুভাষার বিবাদকে না বুঝাইয়া হলধর খুড়োর 'বাদা' অর্থাৎ সুন্দরবনের 'আবাদি' জমিকেই বুঝাইতে পারে।

১ম সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার 'কারুণ্যচর্য্যাদি হেমমুক্তঃ' না হইয়া 'হেমমুক্তো' হইলে প্রযোক্তার শিক্ষাজ্ঞানের পরিচয় হইত।

২য় সংখ্যা—৫৪ পৃষ্ঠার—'যো ব্যক্তি' না হইয়া 'যো ব্যক্তিঃ' হইলে ধাতুরূপ-জ্ঞান ব্যক্ত হইত।

৩য় সংখ্যা—প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকে "কিং বাঞ্ছ শিক্ষাং সকলায় চানাং" বাক্যে 'সকলায়' পদটির বিশেষ্য পদ কোথায়? সংস্কৃতভাষায় এরূপ প্রয়োগ হয় কিনা, অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। ঐ সংখ্যা ৭০ পৃঃ—"তস্মিন্ কালে" ইত্যাদি শ্লোকে "মহত্তেন" না হইয়া 'মহত্বং' এইরূপ পাঠ হইলেই বাস্তব অর্থের বোধ এবং ছন্দোরক্ষা হইতে পারে। ঐ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার—'পরিবদন্তু জনো যথা তথা বা বয় মুখরো ন বয়ং বিচারয়াম' এই পাঠের পরিবর্ত্তে "পরিবদন্তু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়াম" পাঠ দেখিয়া আমরা কিছু না বলিলেও সুধীর-সমাজ ছন্দোজ্ঞান-বিষয়ে সম্পাদকের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন নৈ কি!

৪র্থ সংখ্যা—প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকে 'হরি-কীর্ত্তনপ্রচারকারী' অর্থে 'হরিকীর্ত্তিযোক' পদ দেখিয়া 'কেশব তুয়া জগত বিচিত্র' ইহাই মনে হয়। ঐ দ্বিতীয় শ্লোকে—"আচার্য্য-প্রবরাপনীত কিম্বুতেহস্মিন্" বাক্যটি কর্ত্তৃবাচ্য বা কর্ম্মবাচ্য কোনরূপেই অর্থপ্রকাশক না হওয়ায় ছন্দোজ্ঞানাভাবের পরিচায়ক।

'যা সুপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রুতিটি গৌড়ীয়কণ্ঠহারে ১৫৩ পৃষ্ঠা এবং ১৫৬ পৃষ্ঠা এই দুই স্থানে ধৃত হইয়াছে। ১৫৩ পৃঃ উহার ব্যাখ্যানে "দুইটী পক্ষী একটি যেরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে" এইরূপ বাস্তব অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু ১৫৬ পৃঃ উদ্ধৃত বচনের ব্যাখ্যানে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ "যেরূপ" না হইয়া "সেইরূপ" মুদ্রিত হওয়ায় বাস্তব অর্থের হানি ঘটিয়াছে। আলোচ্য পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় ১০৯ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্রুতিটির উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যানে পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাকর-প্রমাদের অনুসরণ পূর্ব্বক "সেইরূপ" অর্থই করিয়াছেন। যাহাদের তত্ত্বভক্তিবিচারযোগ-যোগ্য জ্ঞান নাই এবং যাহার আবদ্ধ পুঁথিই যাহাদের সম্বল, তাহারা কোন্ দিন যে 'পিবেৎ' পরিবর্ত্তে 'পিবে' ……… নাই। ১০৮ পৃঃ—"বিরাজিতে মম ……" স্থলে 'তব' পাঠ ধৃত হইলে সম্পাদকের ব্যাকরণজ্ঞান-বিষয়ে সন্দেহ থাকিত না।

৫ম সংখ্যা—প্রারম্ভে ১ শ্লোকে "পাশ্চাত্য" না হইয়া 'পাশ্চাত্যা' হওয়ায় প্রযোক্তা সুধী-সমাজে 'পাশ্চাত্য' অর্থাৎ পশ্চাৎস্থিতরূপে গণ্য হইবেন না কি? ২য় শ্লোকে "প্রবর-শালী' অর্থে 'প্রবর' শব্দের প্রয়োগে প্রবর না করিলেই ভাল হইত।

"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ. মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ" এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রটির যথোক্ত পাঠ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। পরন্তু ৫ম সংখ্যার ১৩৭ পৃষ্ঠার উক্ত মন্ত্রের নিম্নরেখ পাঠত্রয়ের পরিবর্ত্তে "ওঁ মাধ্বী নঃ সন্ত্বোষধী" (১), "দ্যৌরস্ত" (২) এবং "মধুমো বনস্পতি মধুমাংস্ত" (৩) এরূপ পাঠত্রয় সনাতন-মার্গাশ্রিত কোন পণ্ডিতের পক্ষে সঙ্গত্যায় কিনা এবং শ্রুতিমাতার অঙ্গে এরূপ অস্ত্রাঘাত পাষণ্ডতার পরিচায়ক কি না, সুধীসমাজ বিচার করিবেন। ঐ সংখ্যা ১৩৮ পৃষ্ঠায় 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে' ইত্যাদি অনুষ্টুপ্ শ্লোকে "শ্রীভাগবতম্" স্থলে "শ্রীমদ্ভাগবতম্" এইরূপ পাঠ দ্বারা অতিরিক্ত বিদ্যাপ্রকাশ করিতে যাইয়া সম্পাদক ছন্দোজ্ঞানে পুনরায় ধরা পড়িয়াছেন।

৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্তোত্রে ৩য় শ্লোকে "শিক্ষকায় প্রণামায় শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ" এতাদৃশ প্রয়োগ একটু বিচার করিয়া দেখিলে সংস্কৃত ভাষার উপর উৎপীড়ন হয় না এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণ করিলে এ জাতীয় বিপত্তি নিশ্চয় ঘটিতে পারে না। ১৮৩ পৃষ্ঠায় "দীনা প্রেমা" ইত্যাদি স্থলে "দীনা প্রেমা" ইত্যাদি পাঠ করিলে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ পাইত। ১৮৫ পৃষ্ঠার—"ন মাং কর্ম্মাণি" শ্লোকে "লিম্পন্তি"র পরিবর্ত্তে "লিম্পতি" পাঠ করিলে ব্যাকরণ ও ছন্দঃ-শাস্ত্র উভয়েরই সম্মান হয়। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "অচিন্ত্যাঃ" এই বিসর্গটির লোপবিধায়ক ব্যাকরণ স্যাসডাইন্ রোডে অথবা নেবুতলাতে প্রকাশিত হইয়াছে কি?

"উপক্রমোপসংহারৌ" ইত্যাদি শ্লোকে উপক্রম ও উপসংহারকে এক গণনা করিয়া মোটের উপর তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ষড়্বিধ উপায়ই গৌড়ীয়াচার্য্যগণ এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু ৭ম সংখ্যার ব্রহ্মসূত্রগণিতের প্রবন্ধে উক্ত শ্লোকের উদ্ধারপূর্ব্বক ব্যাখ্যানে "উক্ত সপ্তবিধ উপায়ের মধ্যে" এরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধকার—"বড়ে হয়েছে জগতাং পূর্ব্বাবতারঃ"রূপে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন কি? উক্ত শ্লোকের পর উদ্ধৃত "তুষ্টার্থবান্-অপূর্ব্বতা ফলাথবাদোপপত্তিঃ" পাঠ অতি বিচিত্র।

৭ম সংখ্যা ২০৬ পৃঃ—"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবাঃ" এইরূপ পাঠ পূর্ব্বোক্ত বিসর্গহীন পাঠ অপেক্ষা, 'ঃ' ও 'বিসর্গ' উভয়ের লোপহেতু বিচিত্রতর। উক্ত পৃষ্ঠায়—

"জন্মস্থানাদি-সংসারার্ণবসন্তোয়দায়িনীৎ

জননীমিব।

উপহারপাদিঃ প্রোজ্জিত-ব্রহ্মনিষ্ঠং

তদ্ভুবনং তং তমহমভি॥"

(১১ শ্লোক)

এইরূপ দুর্ব্বোধ্য পাঠ দেখিয়া পণ্ডিত-সমাজ স্তম্ভিত। ইহা সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার গ্রন্থের সমাবচন এবং উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ বাক্যই গদ্যময়। অথচ প্রবন্ধকার ইহাকে ১১ শ্লোকরূপে চালাইয়াছেন। এই শ্লোকটী কোন্ ছন্দে রচিত তাহা বলিতে পারি কি? সংসারার্ণবসন্তোয়+দীর্ঘাদিঃ—এই উভয়পদে সন্ধি হইয়া "সংসারার্ণবসন্তোয়দীর্ঘাদিঃ" এরূপ একটী অদ্ভুত 'হ'কার এবং অন্তে 'হাইফেন' যুক্ত পাঠ যে হইতে পারে, ইহা এতকাল আমাদের জানা ছিল না। "প্রোজ্জিত ব্রহ্মনিষ্ঠং" এরূপ পাঠই সঙ্গত, সমাসবদ্ধ পাঠ এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকে দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। উক্ত বচনটি উদ্ধৃত আকারে পদ্যের ভাব সন্নিবিষ্ট না হওয়া গদ্যের ভাবই বেদান্তসারে সন্নিবিষ্ট আছে এবং 'জননীমিব' এই বাক্যের পর সমাপ্তিসূচক অবৎসরূপা বিনা কোন অর্থে ভাল নয়। কুকর্ম্ম্যক পুরে রহ সংসার নহে কভু।

উদ্ভিন্নিহং দেখাবে নাই, পরন্তু প্রবন্ধকার যে কি উদ্দেশ্যে ইহাকে পদ্যাকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া ও মধ্যে একটী হাঁস-চিহ্ন দিয়া ; অনুষ্টুপ শ্লোককে বিবেচিত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে যদি বলেন "নাহং নব যোষিৎ, পরমজ্ঞানবেদ্য-পদাম্বুজি" তাহা হইলে আমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে না। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ২১০ পৃষ্ঠায় "সত্যোক্তভৈব আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে সংস্কৃত কণটি অপরূপ।

৯ম সংখ্যায় শ্রীদামোদরাষ্টক ৫ম শ্লোকে —"বিম্বরক্তাধরং" এইরূপ শুদ্ধপাঠের পরিবর্ত্তে "বিম্বরক্তাধরং" পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ নহে ; পরন্তু বহরমপুরের মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাসেই ঐরূপ অশুদ্ধ পাঠ রহিয়াছে এবং এস্থলেও সম্পাদক আমাদের অসম্পূর্ণ পুঁথির অনুসরণে পুনরায় "পিবেত্ তদাৎ"এর অভিনয় হইয়াছে। যদি পত্রিকার প্রকাশকগণের "মক্ষিকা স্থানে স্থানে পুনর্ব্বেদনা" অবস্থা না হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাদৃশ পাঠ দেখিয়া সংশয়ের উদয় হইত এবং আকরগ্রন্থের টীকাটি লক্ষ্য করিলেই বিশুদ্ধ পাঠটি উপলব্ধ হইত। আর এই শ্লোকটির অনুবাদে প্রকাশকগণ যে অজ্ঞতা ও অসাবধানতার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আরও অদ্ভুত। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে আমরা শ্লোকটি সহ তাহার যাথার্থ্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক ন্যাশনাল অনুবাদ প্রদর্শন করিলাম।

ইদং তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং ('রক্ত'
ন্যাশনাল পাঠ) মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥

যথার্থ অর্থ—(হে দামোদর!) আপনার মুখাম্ভোজ অর্থাৎ মুখপদ্ম ঈষৎ-নীল ও স্নিগ্ধ-রক্তবর্ণ অলকাবলিদ্বারা বেষ্টিত ও বিম্বফল-সদৃশ-রক্তবর্ণ-অধরযুক্ত। গোপী অর্থাৎ যশোদাকর্ত্তৃক উহা পুনঃ পুনঃ চুম্বিত হইতেছে। উহা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। আমার অপর অসংখ্য লাভে প্রয়োজন নাই। ন্যাশনাল ব্যাখ্যা— "হে দেব, আপনার যে বদনকমল অব্যক্তনীল ও স্নিগ্ধরক্তবর্ণ কুন্তলসমূহদ্বারা বেষ্টিত এবং মা যশোদার মুখপদ্ম লোহিতবর্ণ বিম্বোষ্ঠের পুনঃ পুনঃ চুম্বন প্রাপ্ত" ইত্যাদি। এস্থলে দামোদরের মুখাম্ভোজের বিশেষণ 'বিম্বরক্তাধর'কে মা যশোদার সহিত সম্বন্ধ করায় অনুবাদকের অসাবধানতা এবং অজ্ঞানতার অভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

১০ম সংখ্যায়—২৭৬ শ্লোকে 'বীক্ষোত' না হইয়া 'বীক্ষেত' পাঠ হইলে শুদ্ধ হয়। যদি বলেন, মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ সপ্তম সংখ্যায় ২০৬ পৃষ্ঠা হইতে "অচিন্ত্যাঃ"পদের 'ব'কারটি আসিয়া 'বীক্ষেত' পদে আবিষ্ট হইয়া উভয়স্থলেই বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, অতএব "অন্তঃব্যা বেদপরাঃ", তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য থাকিতে পারে না। ২৮৯ পৃষ্ঠায় "শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং"এর পরিবর্ত্তে "শ্রবণে নৈব কর্ত্তব্যং" পাঠ কর্ত্তব্য।

১১শ সংখ্যায়—শ্রীমৎপ্রবোধানন্দের "মত্তে বিদ্যায় ভূপকং" ইত্যাদি শ্লোকের দুই চরণের পর অবোধানন্দগণ নিজ বিদ্যা জাহির করিতে যাইয়া এরূপ পাঠ করিয়াছেন—

হে ভ্রাতরঃ! ভবদ্বরে তাবত্তাতিদরং
সর্ব্বাদসৌ নরক প্রাপণযোগ্যবৃন্দম্।

'ভবদ্বরে' পদে সপ্তমীবিভক্তির অর্থ কি? তাহার সহিত 'অতিবরং' পদ কোন্ অর্থে কিরূপে অন্বিত হইবে? 'সর্ব্বাদসৌ' পদে কোন্ সমাস হইয়াছে? এবং তাদৃশ সমাস অপরত্র স্বীকার করিলেও অভীষ্ট অর্থের প্রসব করাইতে হইলে ব্যাসবাক্যটি কিরূপ হইবে এবং এই পদটি অপর পদের সহিত সম্বদ্ধ 'বৃন্দং'পদের বিশেষণই বা হয় কিরূপে?

এই পত্রিকায় যে সকল অদ্ভুত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন—

এ সব তত্ত্ব করিয়া বাহির।
বড় বিদ্যা ক'রেছি জাহির॥

১৩শ সংখ্যার প্রারম্ভ পদ্য এবং ১৫ সংখ্যা ৩৭ পৃষ্ঠায় এই উক্তহানেই—"মূর্খায়তে" ইত্যাদি শ্লোকে "গিরীন্দ্রো অজগরায়তে" এইরূপ পাঠ অদ্ভুত সজ্জানেরই পরিচায়ক বলিতে হইবে। একস্থানে হইলে মুদ্রাকর-প্রমাদ ব'লয়া মাফ্ করা যাইত।

১৩শ সংখ্যা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদবর্ণাবিরহাষ্টক প্রবন্ধে—৫ম শ্লোকে "ভক্তিবোধকং" এবং ৭ম শ্লোকে "হানেন্ কো বহুধাভিক্ষ-পাদমেন" ও "শ্রীরূপরঘুনাথকথাপ্রচারঃ" প্রভৃতি বাক্য হইতে অভীষ্ট অর্থ বোধের ক্লেশ সাধ্য এবং নীতিবিরুদ্ধ।

১৫শ সংখ্যার প্রারম্ভে ১ম শ্লোকে "প্রচারকেন্দ্রাঃ" পদে প্রযোক্তার অভীষ্ট অর্থ কি? ৪৪১ পৃষ্ঠায় "হরিতা কৃষ্ণবর্ণেব" পাঠটি সঙ্গত হয় কিরূপে?

১৬শ সংখ্যায় প্রারম্ভ ১ম শ্লোকে 'প্রভব' শব্দটি কিরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এরূপ অর্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে কি? ২য় শ্লোকে "মাহাত্ম্যপূর্ণা গুরুবের বস্তু পাশ্চাত্যদেশীয়মনীষিবন্দ্যা" এস্থলে 'এব' কারের অর্থ কি? যাঁহার গুরু কেবলমাত্র পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষিগণেরই বন্দ্য, অন্য দেশীয় মনীষিগণের নহে, এরূপ অর্থই কি অভীষ্ট? অথবা যাঁহার গুরুই পাশ্চাত্য মনীষিগণের বন্দ্য, তৎসদৃশ অপর কোন বস্তু (তাঁহার উপদেশাদি) বন্দ্য নহে, এইরূপ অর্থই কি অভিপ্রেত? বস্তুতঃ এ জাতীয় অসঙ্গত কথার আবরণ অজ্ঞতাপ্রকাশ-মদ-ব্যতীত অন্য কোথায় হইতে পারে? ৪৬১ পৃষ্ঠায় "অলৌকিকীবং কৃষ্ণভক্তিঃ সর্ব্বাদ্ভুতাদ্ভুতা" স্থলে "শ্রীকৃষ্ণভক্তিঃ" এইরূপ (আকরপ্রোক্ত) পাঠেই সুশোভন হয়।

১৮শ সংখ্যা ৫১৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষবর্য্যোহদিন্ সুখদাবলি।...
............শ্রীকৃষ্ণবিহারিণে নমঃ।

অর্পিতা সাদরং সর্ব্বহারদোপদেশকঃ" ইত্যাদি বাক্যে—"শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষবর্য্যঃ" এই প্রথমান্তপদ, "অর্পিত সুখদাবলি" ইত্যাদি সপ্তম্যন্তপদ এবং "শ্রীকৃষ্ণবিহারিণে নমঃ" এই চতুর্থ্যন্তপদের একত্র অন্বয় কিরূপে হইতে পারে? ইহা সরস্বতীর বকনাণীলা কিনা চিন্তনীয়।

"শ্রীমদ্ভক্তপ্রাপ্তকঃ" এই 'ক' প্রত্যয়টির কুৎসার্থে তাৎপর্য্য কিনা বিবেচ্য।

১৯শ সংখ্যা—৫৩০ পৃষ্ঠায় "হে মাধব! সকলদেব" স্থলে "হে মাধবঃ" পাঠ করিলে ব্যাকরণ ও ছন্দঃ-শাস্ত্র উৎপীড়িত হয় না।

২১শ সংখ্যা ৫৭৫ পৃষ্ঠায় "ভক্তিস্তু হিতত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে ২য় পদে "দৈবেন ন কলতি" পাঠের পরিবর্ত্তে "দৈবেন নঃ ফলতি" এবং তৃতীয়পাদে "মুক্তিস্তাঞ্জলিঃ" পাঠের পরিবর্ত্তে "মুকুলিতাঞ্জলি" পাঠ করিলে ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র ও বাস্তব অর্থের রক্ষা হইতে পারে। ৫৭৬ পৃষ্ঠায় "প্রাদুর্ভাবো" পরিবর্ত্তে "প্রাদুর্ভাবে" পাঠ আবশ্যক।

৫৭৮ পৃষ্ঠায়—"এবং পৃষ্টাপরাধিগু-ক্তবিলো মৃগীরম্" এই শ্লোকে 'হ' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ঘ' এরূপ পাঠ করিলেই অশুদ্ধতা ধরা পড়িত না। কোন মুদ্রিত ভাগবতে মুদ্রাকরপ্রমাদজাত তাদৃশ পাঠদর্শনে মক্ষিকাবাতক লিপিকরের 'বদৃষ্টং তল্লিখিতং' বিচারক্রমেই যে এরূপ অশুদ্ধ পাঠ পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। ৫৮০ পৃষ্ঠায় 'নববর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে '১৩৩৫ বৎসর অভিবাহিত হইয়াছে' এরূপ উক্তি (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখের মুদ্রিত পত্রিকায়) সত্যের বা সত্যাববিচারে হইয়াছে, সম্পাদক জানাইবেন কি? ইহাকেই বলে—

"মূঢ়! সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥"

৫৮৩ পৃষ্ঠায় শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীরামভক্তি-বিষয়ক উদ্ধৃত শ্লোকটির "হরীন্দ্রাদ্ভুতাংশাং" পদে 'হরীন্দ্র' অর্থে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বা সুগ্রীব এবং 'অনুজ' অর্থে শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ—এরূপ অর্থই পণ্ডিতজনসম্মত ; পরন্তু উক্ত স্থলে পত্রিকায় "কপিরাজ হনুমান, সুগ্রীব অথবা অনুজ লক্ষ্মণ" এরূপ ব্যাখ্যা পরমবিচিত্র বটে। ৫৮৯ পৃষ্ঠায় "ঈশাবাস্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে "মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্" পাঠকরণ শ্রুতিজ্ঞানের অদ্ভুত নিদর্শন।

এইরূপে ১ম—২২শ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে সংস্কৃত বাক্যাংশে ভুল প্রবন্ধগুলিই প্রদর্শিত হইল। ভ্রমবিচার করিতে গেলে কয়টি পদ শুদ্ধরূপে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পাঠকগণই কেবল বুঝিতে পারেন। এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী কবিভূষণ, এম-এ, বি-এল এর নাম রহিয়াছে। ইনি ঠাকুর হাইস্কুলের শিক্ষক বলিয়া অবগত হইলাম এবং বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও জানিতে পারিলাম যে, প্রতি পত্রিকার প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট শ্লোকগুলি এবং মধ্যেও কোন কোন শ্লোক তাঁহারই অদ্ভুতময়-লেখনীপ্রসূত। যাঁহার সাধারণ সন্ধি, সমাস, ধাতুরূপ ও ছন্দোজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, তিনি কি করিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন ইহা পণ্ডিতগণের তথা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বিচারের বিষয়।

শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনকে ন্যাশনাল রোডের পণ্ডিত-সমাজ (?) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজ্ঞানে পত্রিকার সম্পাদকপদে বরণ করিয়াছেন ; কিন্তু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার ঐরূপ পাণ্ডিত্য, অসদাচার ও নানাপ্রকার অভ্যাভিলাষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বহু বর্ষ পূর্ব্বেই "গৌড়ীয়ে"র তথা বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পাদকপদ হইতে খারিজ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কিছুকাল গৌড়ীয়মঠে ছিলেন এবং তথা হইতে সংসারে বিদায়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বর্ত্তমানে কএক বৎসর যাবৎ গৃহব্রত-ধর্ম্মে দক্ষ ও সুযোগ্য পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াছেন।

ন্যাশনাল রোডের অন্যান্য পণ্ডিতগণের (?) বিদ্যা বুদ্ধিমত্তা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে মনে হয় আরও অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

সারকথা

প্রভু কহে, "কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?"
রায় কহে, "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি
আর।"
"কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।"
"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"
"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"
"মুক্তি, মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?"
"স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, পাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গর্ভবিশাখ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রদর্শনী প্রচারকগণের শিক্ষা-শত সংস্থান আছে। রক্ষক—শ্রীমদনন্ত বাসুদেব ভক্তিসর্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা-সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের নিত্য আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ ভবভঞ্জন ভক্তিসৌরভ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ঘর বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন সেবকাধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিনাশ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জগোপাল ভক্তিবন্ধু

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইতালা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) মদনাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅক্ষর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং জলাপাহাড় রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চন্দ্রিহার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ মিঠাপুর পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমনোহরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মদনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রাজাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীরসেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীনন্দমোহন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দেস্ত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—সেবাকারী,

পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং বেয়ারিং রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অপ্যাল্যান্স বিল্ডিং বাম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) কাভুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীকপিলবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীসাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ,

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)।

রক্ষক—শ্রীবিদ্যাসাগর দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ মদনমোহন দাস

(৬০) শ্রীব্রজমাধব গৌড়ীয় প্রবণ-মন্দির

পোঃ বসুন্দকুণ্ডা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল বন্দি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) জয়ধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জয়ধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিকনগ্রা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবনতা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২।১৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ম্যাণ্টন, এসর্ং, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ-অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৬ই মে ১৯৩৮

[illegible] দর

[illegible]—

	[illegible] মণ
[illegible]	[illegible]
[illegible] চাল	৫৸০
ঐ [illegible]	৫৲
[illegible]	৭৲-৭৷০
[illegible]	৫৷০
[illegible]	৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৬৲
[illegible]	৩৸৵০
[illegible]—	
নূতন [illegible]	৪৲—৪৷০
[illegible]	১০৲-১০৷০
[illegible]	৫৷০-৫৷৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
[illegible]	৫৷০-৫৷০
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

[illegible], চাইপ	১০৸৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible]	৯
[illegible]	৮৷০—৯৵০
[illegible]	৭৸৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪৷০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৩২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲

[illegible] ও [illegible] দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (ঃ)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] নং (২	৫৵০—৫৸৵০
[illegible] ([illegible])	৫৲—৫৷০
[illegible] ([illegible])	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৸৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
[illegible]	১৸৵০—১৸৵০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	১৫০৲
[illegible]	৬৩৷০
[illegible]	

[illegible]	১৭৸০
[illegible]	১০৲
[illegible]	৫৪৲
[illegible]	১৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	
ঐ	৫১৲
	[illegible] মণ
[illegible]	৩৷০
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৬।৫।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি ([illegible] বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা [illegible]	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা [illegible] বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৮৷০—১০৲
[illegible] ([illegible])	৮৸০—৯৸
[illegible] (গোল)	
টাটা গ্যাঃ [illegible]-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ [illegible] ৮	১৮৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ [illegible]।	
২৪ গেজ—	১২৸০
[illegible]	৷৵১০—৸৵০
[illegible] কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
[illegible] বা [illegible] কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
[illegible], [illegible]	৬৸০—৭৷০
গোল [illegible] ও [illegible]	৭৷০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ২৩৲	[illegible] ২৩৷০
[illegible] ৫৵০, [illegible] ৬৷০	
[illegible] ৪৷০	

[illegible]

[illegible] লিঃ

[illegible] কলিকাতা

কেভ্রোল কি জন্য ?

—[illegible]—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের [illegible] জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন [illegible] ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-লাপুতা, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মৎস্যাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সমুদয় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা

[illegible] ১৵০ আটার আনা [illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন পতিতপাবন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সরবিদ্যালঙ্কৃত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাধারাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও শ্রীজীবচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল "ভক্তিসুধাকর" ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতপ্রণালী এবং গবেষণাপূর্ণ লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাবধি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	৶০	৶০		
" ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬।	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার বিভিন্ন মূল্য।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৫৭
রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২-২৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৩৮ ২৩-২৭

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩
কলিকাতা ১৩-১৩ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম-মায়াপুর'

শ্রীধামপ্রচারপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণাশ্রিত আচার্য্যত্রিক শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য কর্তৃক পরিচালিত।

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৭ই জুন, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৮৩ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০২)০)——

পুরীর জগন্নাথমন্দির-পরিচালন-সম্পর্কিত বিল

উড়িষ্যা পরিষদের গত অধিবেশনে পুরীর জগন্নাথ মন্দির (জগদীশ এবং মন্দিরের সম্পত্তি পরিচালনের জন্য ভাল ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে একটা বেসরকারী বিল উপস্থিত করা হইয়াছে। উক্ত বিলে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত একজন এডি-মিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারকে সভাপতি সমভাবে লইয়া গঠিত কমিটির উপর মন্দির-পরিচালনার ভার দেওয়ার বিধান আছে। বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হইয়াছে। জগন্নাথ-মন্দির সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থও জড়িত বলিয়া কমিটি উক্ত বিল অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বিলের মূল নীতি সম্পর্কে সকলেই একমত।

সিলেক্ট কমিটির কার্য্য সমাধা করিবার জন্য শীঘ্রই কমিটির অধিবেশন হইবে।

——

ডাঃ এস এন দে মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত

প্রকাশ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ এস এন দে, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হ্যারোর স্থানে মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হ্যারো অবসর গ্রহণের প্রাক্কালীন ছুটি লইয়া যাইতেছেন। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্জন মেজর 'অ কেলী ডাঃ দের স্থানে মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

ডাঃ দে ইতিপূর্ব্বে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হ্যারোর স্থানে অস্থায়ীভাবে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী মেডিসিনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন নাই।

দেশীয় রাজ্য প্রতিনিধি সম্মেলন

দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন, পুদুকোটা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের অধিবেশন শীঘ্রই বাঙ্গালোরে হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে এবং জাতীয় মহাসভার প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের আলোচনা হইবে।

——

হ্যাংচাও উপসাগরে পর্ত্তুগীজ জাহাজে ডাকাতি

ডাটা নামক এক খানা পর্ত্তুগীজ জাহাজ সাংহাইতে পৌঁছিয়া সংবাদ দেয় যে, হ্যাংচাও উপসাগরে একশত জলদস্যু দুইটি চীনদেশীয় নৌকায় করিয়া "ডাটার" সম্মুখে আসে; তাহারা জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে জাহাজের উপর হইতে বোমা নিক্ষেপ করে; ফলে চীনা ডাকাতদিগের [illegible] নিহত হয় এবং জাহাজের [illegible] ভাঙ্গিয়া যায়।

দস্যুগণ জাহাজের উপর তিনঘণ্টাকাল ছিল। জাহাজ পরিত্যাগ করিবার সময় তাহারা জামিনস্বরূপ জাহাজের পর্ত্তুগীজ হিসাবরক্ষক এবং ৩ জন চীনাবণিককে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, তাহারা মূল্যবান জিনিষপত্রগুলিও লইয়া গিয়াছে।

——

সঞ্জাক অঞ্চলে আশঙ্কাজনক অবস্থা

সম্প্রতি এন্টিয়কের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে সব দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে তুরস্ক সঞ্জাক অঞ্চলের দুর্নীতিকে দমনের জন্য অধিকতর সুব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষ সঞ্জাক অঞ্চলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই হাই-কমিশনার এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অ-সামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। কমাণ্ডার কর্ণেল হাই-কমিশনারের প্রতিনিধি মঃ গারেয়োর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। তিনি শাসনকার্য্য ও সৈন্যবাহিনী উভয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা প্যারিস ও আঙ্গোরার মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদনের পথ সুগম হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রকাশ যে, ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব মঃ বনেট আঙ্কারা (অথবা এঙ্গোরা তুরস্কের বর্ত্তমান রাজধানী) পরিদর্শনে আসিলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন।

——

মহারাষ্ট্র চরখাসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মহারাষ্ট্র চরখা-সঙ্ঘ আগামী ১০ই জুলাই হইতে খদ্দরের মূল্য বাড়াইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছে।

বঙ্গে ডাকাতি

গত ২১শে মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে পুলিশ সাতটী ডাকাতির সংবাদ পায়। পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে এই সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা কম। এক বাখরগঞ্জ জেলায়ই পাঁচটী ডাকাতি হয়। মেদিনীপুরে একটী এবং রাজসাহীতে একটী ডাকাতি হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ২১০টী ডাকাতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ৩৪৩টী ডাকাতি হইয়াছিল। মালদহ, বীরভূম, হাওড়া, যশোহর, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলায় ডাকাতির সংখ্যা বেশী দেখা যায়। বাখরগঞ্জ জেলায় ডাকাতির সংখ্যা অনেক কম হয়।

——

গুড় হইতে চিনি উৎপাদন

কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজী ১৯৩৭ সালের গুড় হইতে যে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৬ সালে ৫০০৩৭ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৭ সালে মাত্র ১৯৫০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ১৩টি কারখানা চালু ছিল, ১৯৩৭ সালে মাত্র ৯টি কারখানায় কাজ চলে। ১৯৩৬ সালে ৮৭৪৭২ টন গুড় এবং ১৯৩৭ সালে গুড়ের পরিমাণ ছিল ৩২০০০ টন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্ভুলভাবে শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলভাবে
মুদ্রিত। ৬৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। দেবার্চ্চনসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৫
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴৫
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনদর্পণ ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়কৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা বাবাবাদভঞ্জনী
৫৬। তারতম্য ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নার্থ ।০
৬৩। নবীন-সিদ্ধান্তকুসুম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত সিদ্ধান্তম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴০
৬৭। সাধনদর্পণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আবস্ট্রাক্টেড ফিলোসফি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনূদিত) ১৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴৭

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৭

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই জুন ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৮৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে

গত ১৮ই ও ১৯শে মে দুই দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ বামাবন মহারাজ চট্টগ্রামস্থ কানুনগোপাড়া গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বক্তৃতা ও পাঠমুখে সাধুর লক্ষণ, সদ্গুরুগ্রহণের আবশ্যকতা, বর্ণাশ্রমে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, সমস্ত দেবদেবীর একমাত্র উপাস্য ও আশ্রয়তত্ত্ব পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনবৈশিষ্ট্য, বাস্তবধর্মের বাধক বিভিন্ন মতবাদের হেয়তা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, একদশাসুরেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ হইতে ব্রজেশ কৃষ্ণের রসাস্বাদকারিতা প্রভৃতি বহু বিষয় বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়া প্রত্যহ সমাগত বহু শ্রদ্ধালু সজ্জনের বাস্তবীয় সংশয় নিরসন দ্বারা সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। উক্ত সভায় প্রতিদিন বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২০শে ও ২১শে মে হাওলা গ্রামের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীকালাচাঁদ ঠাকুরের নাটমন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ "জীবের শিক্ষা" সম্বন্ধে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সাক্ষিগোপাল" উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজকুমার লালা মহাশয়ের অত্যধিক আগ্রহে প্রচারকগণ তাঁহার বাটীতে দুই দিবস অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ফতেয়াবাদে হরিসভায়

উক্ত জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদের নন্দীরহাট হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণের জন্য তথায় এক বিরাট সভার আয়োজন হয় এবং চট্টগ্রাম সহর হইতে স্বামীজী মহারাজগণকে পার্টিসহ মোটরযোগে লইয়া যাওয়া হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় প্রায় ৮০০ শত শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন।

স্বামীজী-সকাশে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ

প্রচারকগণের চট্টগ্রামে অবস্থানকালে প্রত্যহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ আগমনপূর্ব্বক নিজ নিজ সন্দেহমূলক বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজগণের শ্রীমুখ হইতে যথাযথ সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া বাস্তব ধর্ম-জগতের এক অপূর্ব্ব আলোক লাভ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে স্বামীজী মহারাজগণের হরিকথা-প্রচারে সাহায্যকারী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত প্রবোধরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দাস, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বরদাচরণ সিংহ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন লালা, শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরাজ প্রমুখ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চুঁচুড়ায় প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রী হুগলী জুটবাজারে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পার্টিসহ গত ৩১শে বৈশাখ শনিবার দিবস চুঁচুড়া গঙ্গাবারুতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবাচন্দ্র দে মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করেন এবং ঐ দিবস উক্ত দে মহাশয়ের বাড়ীতে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "নারদ ও ব্যাধ" উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত দে মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্র-প্রদর্শনমুখে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোপাল-বন্দনা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ছায়াচিত্র-প্রদর্শনমুখে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'জীবের নরকগতি' বর্ণনা করেন। সভায় বহু শ্রদ্ধালু লোক উপস্থিত ছিলেন।

৫।২।৪৫ তারিখে ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত স্থানের পরলোকগত হরিচরণ আঢ্য মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্র-প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৭।২।৪৫ তারিখে চুঁচুড়া কলেজ রোড্ সেনপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং ৮।২।৪৫ তারিখে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

শ্রীধাম-দর্শনে

মাদ্রাজের রাজা-পেটানিবাসী এবং কলিকাতা প্রবাসী স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস রাও এম্ ডি (ভিয়েনা) মহোদয় গত ৪ঠা জুন শনিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় তাঁহার সহিত বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীজীর সহিতও তাঁহার আলাপ আলোচনা হয়।

তিনি শ্রীধাম দর্শন, মঠকর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত আলাপ আলোচনা ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন এবং পুনরায় সপরিবারে ও সবান্ধবে শ্রীধামে আগমন করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুদ্বেষ সর্ব্বনাশ হয়। সর্ব্বমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ ত্রিবিক্রম বার্ প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৪২

গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছি কি ?

গুরুগৌরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারিলে হরিভজনের কোন আশা নাই, এ কথা সাধুগুরুর শ্রীমুখে শুনিয়া আমরা অনেকেই গোষ্ঠীভুক্ত হইতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু আনুগত্যের অভাববশতঃ আমরা সেই গোষ্ঠীমধ্যে গণিত বা তৎপরিবারভুক্ত হইতে পারি না। আমরা গুরুবৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রের মহিমায় অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় কপটতাপূর্ব্বক গোষ্ঠী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি মনে করিলেও সেই গোষ্ঠী ও আমার মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব এই তিনটীই সেব্যবস্তু। সুতরাং কৃষ্ণসেবক জনের তাঁহাদের সেবা বা আনুগত্য ব্যতীত তাঁহাদের হওয়া কিরূপে সম্ভব? তাই সেবাহীন আমি আজ সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও নিরাশ্রয় ও অসহায়।

এই জগতে বহু সেব্য এবং বহু সেবক হওয়ায়, সেব্য-সেবকের নিশ্চয় না থাকায়, সেব্য ও সেবক উভয়েই স্ব-স্ব ঐশ্বর্য্যার্পণে ব্যস্ত থাকায় এখানে আনুগত্য-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ আজ যিনি প্রভু, কাল তিনি ভৃত্য; কাল যিনি ভৃত্য বা অনুগত, আজ তিনি প্রভু হইতে পারেন। কিন্তু চিজ্জগতে সেরূপ কোন ব্যাপার নাই। সেখানে সকলেই কোন না কোন বিশিষ্ট সেবকের অনুগত হইয়া সেবা করেন। প্রত্যেক সেবক অপর সেবকের অনুগত। যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সেখানে সেবার বস্তুও থাকিতে পারে না। সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রিত নিকট অনুগতবর্গের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান। তাঁহারা কখনও স্বতন্ত্র, নিজেচ্ছায় যাহা বাঞ্ছা প্রণালী গ্রহণ করেন না; পরন্তু প্রভুর নিত্য অন্তরঙ্গ নিজজনের আনুগত্যেই শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে ঐ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, সেখানে প্রতিষ্ঠাশা বা ঐশ্বর্য্যার্পণ যে নিশ্চয়ই আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা যদি অন্য কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এই নিয়ম নিজ জীবনে পালন করি, অর্থাৎ গুরুগৌর-জনানুগত্য বরণ করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ-ধূলিকে আমাদের শিরোভূষণ করিতে পারি, তাঁহাদের নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই করুণাময় আচার্য্যবৃন্দ আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের গণে গণিত করিবেন—অযোগ্য সেবক বলিয়া গ্রহণ করিবেনই করিবেন।

সেব্য ও সেবক সমজাতীয় না হইলে সেবা হয় না। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" এই ন্যায়ানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, অদেব কখনও দেবতার পূজা করিতে পারে না, অদেবের দেবতা অর্থাৎ বাসুদেবের সেবাযোগ্যতা নাই বলিয়াই শ্রীগুরুদেব তাঁহার আশ্রিতবর্গকে অদেব রাখেন না। তাঁহাদের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল করেন। এই বিশুদ্ধ চিত্ত ও সেবোন্মুখ অন্তঃকরণই বসুদেব। তাহাতেই কৃষ্ণের উদয় হয়। তখনই জীব শ্রীগুরুদেবের অনুগত থাকিয়া গোষ্ঠীপতির নিত্যসিদ্ধ সেবা পাইতে ধন্যাতিধন্য হন। নারায়ণের সেবকগণ সকলেই শ্রীনারায়ণের সহিত সমজাতীয় ও সমরূপ-বিশিষ্ট—ঐশ্বর্য্যপর। সুতরাং গুরুগৌর-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে যে আমাদিগকে সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিরন্তর সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শিক্ষণীয় বিষয়—অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ

(প্রফেসর এন্, কে সান্যাল এম-এ)

গৌড়ীয়মঠে যে পদ্ধতিতে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয় উহা জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। গৌড়ীয়মঠে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও জগতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। গৌড়ীয়মঠের শিক্ষণীয় বিষয় অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণ। কৃষ্ণই একমাত্র জ্ঞান কিংবা চৈতন্য। গৌড়ীয়মঠ ভিন্ন অন্য কোথাও চৈতন্য এক অখণ্ড বস্তুরূপে শিক্ষার বিষয় নহে। অন্য কোথাও বা কার্য্যতঃ চৈতন্যকে একমাত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করাই হয় না। চৈতন্য আবার কিরূপে শিক্ষণীয় অর্থাৎ চৈতন্যের বিষয় হইতে পারে? অন্য বস্তু মাত্রই চৈতন্যের জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে পারে। কিন্তু চৈতন্য আবার নিজেই কিরূপে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় হয়? উহা আধ্যক্ষিক বিচারের অধিগম্য নহে। তাহা কখনও জ্ঞেয় হইতে পারে না। 'অদ্বয়' শব্দের অর্থ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ গৌড়ীয়মঠ বলেন যে, তত্ত্ববিচারে চৈতন্যই একমাত্র বস্তু।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যাহা শিক্ষা করি, তাহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিষয় তো নহেই, বরং তাহাদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে ও হইবে। অন্য দার্শনিকগণ সেই সমুদয় শিক্ষণীয় বিষয়ের একত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু দার্শনিকগণ গবেষণার দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া স্থির করেন, তাহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন-যোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি হয়, দার্শনিকগণের পূর্ব্ববর্ত্তী তথাকথিত একত্বের ধারণা ততই সেই পরিমাণে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। দার্শনিকগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত একত্বকে 'চৈতন্য' শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত করেন না। আচার্য্য শঙ্কর অবশ্য বলেন যে, 'সত্য' চৈতন্য-স্বরূপ, কিন্তু তাঁহার প্রকল্পিত 'সত্য' জানিবার উপায় নাই। যখনই শঙ্করপ্রতিপাদিত সত্য নিজেকে নিজে জানিয়া ফেলে, তখনই উহা বিভক্ত ও পরিণামশীল হইয়া পড়ে। কোন আধ্যক্ষিক দার্শনিকই চৈতন্যকে ক্রিয়া ও আকারবিশিষ্ট কল্পনা করেন না।

গৌড়ীয়মঠ বলেন যে, চৈতন্যই একমাত্র আকার, উহা আকারবিশিষ্ট মাত্র নহে—চৈতন্যই একমাত্র ক্রিয়া, উহা ক্রিয়া-বিশিষ্ট মাত্র নহে—ইহা সমুদয় বৈদিক সাহিত্যের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

যাহা মানব-দেহ দ্বারা জানিতে পারা যায় তাহার আকারাদি থাকিবেই। নিরাকার নির্বিশেষকে মানব জানিতে পারে না। যাহারই মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার আছে তাহাই পরিমিত এবং বহু বস্তুর অন্যতম। মানবের সাধারণ ধারণায় চৈতন্যের যখন আকারের উপলব্ধি হয় না তখন উহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? সুতরাং চৈতন্য কখনই মানবজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। মানবজ্ঞানের বিষয়সমূহ সর্ব্বদাই অচৈতন্য, জড় বস্তু এবং উহা সুতরাং কখনও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ও হইতে পারে না।

'চৈতন্য' শব্দদ্বারা ক্রিয়া-রাহিত্য বুঝা যায় না, 'চৈতন্য' না থাকিলে আর যত কিছু তাহা থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণিত হইবে? সেরূপ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিরর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানাইবার প্রয়োজন হয়। অপরকে তাহার আস্বাদন কিছুই সম্ভব না হইলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অস্তিত্বও অনাবশ্যক হয়।

গৌড়ীয়মঠ কৃষ্ণ-জ্ঞানের সহিত জড়কেন্দ্র জ্ঞানের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রচার করেন। কৃষ্ণ-জ্ঞানকে বাস্তব জ্ঞান এবং জড়কেন্দ্র জ্ঞানকে অবাস্তব জ্ঞান বা অজ্ঞান বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় উহা অবাস্তব।

'জীবাত্মা' এই শব্দটি দ্বারা আমাদের বাস্তব সত্তাকে লক্ষ্য করা হয়। কৃষ্ণজ্ঞান আমাদের বাস্তব সত্তার একমাত্র অনুশীলনীয় বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বারা লব্ধ জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে, উহা আমাদের ঔপাধিক সত্তাগত তাৎকালিক, বস্তুর অবাস্তব প্রতীতি মাত্র। উহার সহিত আমাদের আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, বরং উহা দ্বারা একমাত্র বস্তু বাস্তব জ্ঞান হইতে আত্মার বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। তথাকথিত ঔপাধিক জ্ঞানের ক্রিয়া দ্বারাই বাস্তব জ্ঞান আমাদের চেতনের বৃত্তির অনধিগম্য হয়। ঔপাধিক জ্ঞান-প্রভাবেই আমাদের আত্ম-বিস্মৃতি হয়।

কৃষ্ণ-জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃত জ্ঞানের স্বভাব এই যে, উহা নিত্য, সত্য ও উপাদেয়। উহা অদ্বয় অর্থাৎ বস্ত্বন্তরের অপেক্ষা-রহিত পরমতত্ত্ব।

অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণতোত্তম বিচারে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই লক্ষিতব্য। অদ্বয়-জ্ঞান জীবাত্মার একমাত্র নিত্য সেব্য প্রভু। অদ্বয়-জ্ঞান আত্মার একমাত্র কান্ত অর্থাৎ প্রেমের বিষয়। পুরুষোত্তমতত্ত্ব দ্বারা এই সমুদয় বুঝায়।

এই জগতে পুরুষ বলিলে যাহা বুঝায় কৃষ্ণ তদ্রূপ পুরুষ নহেন। তথাপি তিনি তৎসদৃশ। কৃষ্ণ অচৈতন্য কিংবা জড়, খণ্ড, অনিত্য, অনুপাদেয়, অবাস্তব পুরুষ-প্রতীতি-মাত্র নহেন; তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ (জড়দ্বারা অসংস্পৃষ্ট), নিত্য, মুক্ত, সর্ব্বপ্রকারে একমাত্র বাস্তব চৈতন্যবস্তু। অন্য যাবতীয় চেতন-সত্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তির অংশ ও বিভিন্নাংশরূপে অনুজ্ঞান করেই নিত্য আশ্রিতভাবে অবস্থিত। কৃষ্ণ-জ্ঞান লাভ হইলে চেতন ও অচেতন সমুদয় বস্তুগুলিই প্রকৃত জানা যায়। কৃষ্ণ-জ্ঞান লাভ না হইলে কোন বস্তুরই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না।

জীবাত্মা কৃষ্ণের চেতন (অর্থাৎ-স্বরূপ) শক্তির অনুবিভিন্নাংশ। কৃষ্ণের পূর্ণচৈতন্য-

শক্তির আশ্রয়ে অণুচেতন জীবাত্মা কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। এইরূপ সেবা দ্বারা জীবাত্মা কৃষ্ণের সহিত সেবা-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয়েন। তখন তাঁহাকে ঔপাধিক অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অহঙ্কারের মলপ্রশক্তি লাভ করিতে হয় না। কৃষ্ণের কৃপা হইলে পূর্ণ কৃষ্ণশক্তির আশ্রয় লাভ হয়।

কৃষ্ণ যে-রূপে জীবাত্মাকে স্বীয় সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন, কৃষ্ণের সেই রূপের নাম স্বয়ংপ্রকাশ বা গুরুতত্ত্ব। গৌড়ীয়মঠের শিক্ষার্থিগণ আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় তাঁহাদের কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত করেন।

আইনের গতি

(মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

'আইন' বলিতে সাধারণতঃ আমরা জড়জগতের আইন (Law)-কেই বুঝিয়া থাকি। এই আইন মনুষ্যগণের মধ্যে মনীষিগণের দ্বারা রচিত। আইন অনেক রকমেরই আছে। যথা—দেশের আইন, দলের আইন, সমাজের আইন, কোন বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতির আইন প্রভৃতি। যৌথ-কারবারিগণের মধ্যে, স্কুল-কলেজের পরিচালকসমিতির মধ্যেও বিভিন্ন আইন পৃথগ্ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরপালন ও মনোবৃত্তির পরিচালন-ব্যাপারেও পৃথক্ আইনের অস্তিত্ব আছে। এ সকল আইনই মনুষ্যসমাজ অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান এবং ক্রিয়ার অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন।

মানবগণ সীমাবদ্ধ জীব বিধায় তাহাদের শক্তিও সীমাবদ্ধ অর্থাৎ একটা সীমার অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল। অতএব মানবসৃষ্ট যত কিছু সবই সীমাবদ্ধ; সে কারণ মানবসৃষ্ট আইনও সীমাবদ্ধ। ঐ সীমা কখনও সঙ্কুচিত হইয়েছে আবার কখনও বা প্রসারিত হইয়েছে। কিন্তু উহা যতই প্রসারিত হউক না কেন, অনন্তকাল ধরিয়া প্রসারিত হইতে থাকিলেও সীমা বা গণ্ডীর মধ্যেই থাকিবে, সীমাহীন অসীম বস্তুকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারিবে না।

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সনাতন-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম মনুষ্যরচিত ধর্ম্ম নহে। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতম্"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক রচিত। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়বস্তুর ধর্ম্ম নহে, ইহা চেতন আত্মা বা জীবাত্মারই ধর্ম্ম। মহাপ্রভু অচেতনের ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন নাই, বা অচেতনের ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার আস্থা স্থাপন করিতে শিক্ষা দেন নাই। অণুচেতন জীবের একমাত্র বৃত্তি যে বিভুচেতনের সেবা, তাহাই উদ্বোধিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

চেতনবস্তু জড়বস্তুর ন্যায় সীমাবদ্ধ জিনিষ নহে. উহাকে জড়জগতের কোন গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে পারা যায় না। জড়বস্তু এবং জড়ীয় যাবতীয় ধর্ম্মই মনুষ্যরচিত আইনের অন্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু চেতনের ধর্ম্মকে মনুষ্যরচিত আইনের অন্তর্গত করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অসীম বস্তুকে সসীম করার মত অর্থাৎ অসীমকে জড়ীয় গণ্ডীর মধ্যে আটকাইবার চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

তবে বৈষ্ণবধর্ম্মকে পরিচালিত বা ভক্ত-সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিয়মিত করিবার জন্য ভগবৎপ্রণীত বিধি (আইন) সকল আছে। কিন্তু সেই আত্মধর্ম্ম্য বিধিসকলকে অতিক্রম করিয়া যদি উহাকে মর্ত্ত্য-মানবের সৃষ্ট আইনের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে ভগবৎ-পার্ষদে অপরাধী হইতে হয়। তাই জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ কখনও পরমার্থকে জাগতিক বা ব্যবহারিক আইনের দ্বারা নিয়মিত করিবার চেষ্টার প্রশ্রয় দেন নাই। পরন্তু ব্যবহারিককে পরমার্থের অধীন করিয়া চলিতে পারিলেই যে প্রত্যেক মানবের নিত্যমঙ্গল তাহাই জানাইয়াছেন। শাস্ত্রও তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥"

আমাদের মহারাজা মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও ভারতবাসীর আচরিত পরমার্থকে ব্যবহারিক আইনের গণ্ডীর বাহিরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। পরমার্থ ব্যাপার কোনকালেই ব্যবহারিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। যেখানে পরমার্থকে ব্যবহারিক আইনের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্যরচিত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হইবে, সেখানে পরমার্থে বাধা-প্রদানের চেষ্টা হইতেছে, জানিতে হইবে।

পরমার্থই মানবের শিরোভূষণ, অন্যান্য তাহারই ব্যবহারিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশেষ। মস্তক (মস্তিষ্ক) শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালক না হইয়া যদি উহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহার ফল বিষময় হইবে। উন্মাদের পক্ষে আমরা ইহার একটা দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। মস্তিষ্কের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রত্যেকের কার্য্যে অসহযোগী হওয়ায় ক্রমশঃই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ। এজন্য ভারতের বৈজ্ঞানিক দৈব-বর্ণাশ্রম-প্রণালীতে ব্রাহ্মণকে সমাজ-দেহের শিরোভাগ, শিরোদেশ বা প্রাণ বলা হইয়াছে। যে প্রতিষ্ঠানে ব্রহ্মজ্ঞতা ও অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব নাই, সেই প্রতিষ্ঠানের বল-বীর্য্য, বৈভব ও সুবুদ্ধি, সবই আত্মবিনাশের হেতু। সেই প্রকার পরমার্থ-রাজ্যে হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতির নিয়ামকত্ব অপেক্ষা কৃষ্ণদাসী, সামান্য যোগমায়ার আবরণকারী শ্রীরূপ-রঘুনাথ শ্রীজীব প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের প্রচারিত আইন অধিকতর বলবৎ।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য সমস্ত মঠই সেই পরমধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণকারী প্রচারক। সকল মঠই শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত এবং পারমার্থিক বিদ্বৎকুলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে তদীয় অধস্তনাচার্য্যদেবের দ্বারা ঠিক সেইমত পরিচালিত হইতেছেন। শাস্ত্রে শুনা যায় যে, ভগবান্ হইতে ভক্ত বড় এবং ভগবানের পূজা হইতে ভগবদ্ভক্তের পূজা আরও বড়। ঐ প্রকার বিচার অবলম্বনে আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অভিমান করিয়া যদি মনে করি যে, আমি শ্রীগুরুদেব অপেক্ষাও যখন বড়, তখন শ্রীগুরুদেব যাহা করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক কিছু আমি করিব বা তিনি যাহা কিছু করিতে পারেন নাই, বা করিতে সাহস করেন নাই আমি তাহাও করিয়া বাহাদুরী লইব অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মকে বা তৎপ্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত মঠসমূহকে কখনও প্রাকৃত আইনের কবলের মধ্যে আনিবার চেষ্টা দেখান নাই, আমি কিন্তু ঐ মঠসমূহকে আইনের কবলের মধ্যে আনিয়া আমার জেলখানায় কয়েদী করিয়া রাখিব, তাহা হইলে আমার নরক-লাভই হইবে। আমার এই কার্য্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট থাকিবার অভিনয় করিয়াও তাঁহার কোন কথাই বুঝিতে পারি নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় মঠ তাঁহার অভিন্ন বপু। জীবকুলের চেতনের নিত্যকল্যাণ সাধনের জন্য উঁহাদের আবির্ভাব। মঠ বলিতে কতকগুলি ইট, কাঠ, চুন, সুরকি, জল, কাদা, মাটির সমষ্টি বা স্তূপ নহে। উহা চেতন বস্তু; অতএব অপ্রাকৃত—প্রাকৃত গণ্ডীর বাহিরে। ব্যবহারিক আইন জড়জগতের ব্যাপারের ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করিতে সমর্থ হইলেও এবং উহা দ্বারা জাগতিক সুখ-শান্তিবিধানের কার্য্য সম্পাদিত হইলেও পারমার্থিক নিত্যমঙ্গল-বিধান ব্যাপারে উহার কোন অধিকার নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের ও তদাশ্রিত সম্পত্তিসমূহের রক্ষাকারী ভুক্তাবশেষ, অধিকারী প্রভৃতি ব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ জন্য মহামান্য হাইকোর্ট হইতে 'রিসিভার' নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত 'রিসিভার' মহোদয় একজন ব্যবহারাজীবী, অতএব ব্যবহারিক আইনে তিনি পারদর্শী। ধর্ম্মাধিকরণ চিরকালই নিরপেক্ষ। সুতরাং ধর্ম্মাধিকরণ হইতে নিযুক্ত 'রিসিভার' মহাশয় নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহার মনোহভীষ্ট অনুধাবন পূর্ব্বক চালাইতে পারিলেই সুষ্ঠু পরিচালন হইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যাবলী পারমার্থিক ব্যাপার বিধায় পারমার্থিক বিধি-নিষেধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে ব্যবহারিক আইনের কবলের মধ্যে আনিয়া পরিচালনা-কার্য্য চালাইতে গেলে সুষ্ঠু পরিচালনের সম্ভাবনা থাকিবে না ও প্রতিষ্ঠাতারও মনোহভীষ্ট রক্ষিত হইবে না।

প্রতিষ্ঠাতার মনোহভীষ্ট তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সে কারণ আমাদের বিনীত প্রার্থনা—রিসিভার মহোদয় যদি পারমার্থিক ব্যাপারসমূহের পরিচালন-কার্য্য মঠসমূহের পরমার্থের বিচারক শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিত অনুসারে পরমার্থের অনুকূলে ব্যবহারিক আইনের নিযুক্ত করিয়া সম্পাদন করিতে থাকেন, তবে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যও সফল হইতে পারে এবং রিসিভার মহোদয়ের পরিচালনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং মঠাশ্রিত ভক্তগণেরও আনন্দের সীমা থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজী
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ. পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-[illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয়-বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিগৌরব।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলাপ্রাণ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible]কৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসুন্দরগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং [illegible] দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ মিঠাপুর পাটনা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরঙ্গবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীগৌরবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রাণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাবী,
পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাট
রক্ষক—শ্রীপাদ মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-শ্রবণ-মঠ
পোঃ [illegible]
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল [illegible]

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible]
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (আসাম)
রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় ছাপাখানা
রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৯ চাটার্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত।
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

ক্যাপিটেলের দর

[illegible]

[illegible]	৬ড়ি-দর
চাঁপাখালি	৬।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৪।০
বাসমতী চাল	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৸৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৬৲—৪।০
সেপোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাদামি	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চীনা	১০।৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] দানা	৯
[illegible] দানা	৮।০—৯৵০
[illegible] লাল	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪।০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৸০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (কি)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৫৸৵০
[illegible]	৪৸০—৫৸৵০
[illegible]	১৪৸৵০—১৮৸০
[illegible]	১৪৵০—১৬৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৩৩।০

[illegible]

[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৩১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

দুধের দর

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।৸

লোহ ও হার্ডওয়ার

৩১।০।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

[illegible]	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব মাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৸০
[illegible]	৬৸০—৮৸০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

	১৪৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵০
২৮ সের—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸০
শীস	।৵১০—৸৵০
[illegible] (বাণ্ডিল)	১০।০
[illegible]	৬।০—৬৸০

[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা

[illegible] হন্দর	৫।০—৬।০
[illegible] ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible]	৬৸০—৭।০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০

[illegible] ২৫৲ [illegible] ২৩।০

[illegible] ৫৵০, [illegible] ৬।০

[illegible] ৪।০

[illegible]

[illegible] লিঃ

৩-৫ [illegible], কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(০)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible]—[illegible]; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেওড়োল কি জন্য ?

—(০)—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেওড়োল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাস্তবিক জ্বরের ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বমি-দাস্ত, বাত এবং অজীর্ণ পালাজ্বরে "কেওড়োল" ব্যবহার। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও তরকারি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম [illegible] (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

[illegible] ঠিকানা [illegible] গলি পোঃ আঃ চাঁদনে, জেনুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

ম্যালেরিয়ার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আশ্চর্য্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাময়ী গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরাজ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(০)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪॰	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২॥০
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ৫৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৩৮ ১-২৬
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৪৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-৪১ ১৬-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৩৫

রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২-৫৩ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৫ ১৭-৪১ ২০-৪৫

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২৭০ ২৩-১৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

[illegible]

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৮ই জুন, ১৯৩৮, বুধবার [৮৪৩তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—(০(১০১)০)—

ক্যান্টনের উপর জাপ বিমানবহরের হানা

গত ৬ই জুন অপরাহ্নে আটটী জাপ বোমারু বিমান ক্যান্টনের উপর হানা দেয় এবং অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া সহরের বিভিন্ন অংশে বোমাবর্ষণ করে। তাইন হাতোরা স্টেশনের পরিত্যক্ত অবস্থা হইতে বিস্ফোরণের আওয়াজ শ্রুত হইতে থাকে। তাইন-হাতোরা ষ্টেশনে সহস্র সহস্র নরনারী হংকং যাবার উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বোমাবর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

ওয়াজিরী হাঙ্গামা

একখানা সরকারী ইস্তাহারে ওয়াজিরী-স্থানের অবস্থা সম্পর্কে যে শেষ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, গত ২রা জুন [illegible] হইতে এক দল উপজাতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুইজনকে নিহত করিয়াছে।

[illegible] দ্বিতীয় ও [illegible] পাঠান [illegible] দৈনিক আহত হইয়াছে।

[illegible] নিহত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

এডিনবরায় আন্তর্জাতিক প্রাণী সম্মেলনে [illegible] প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী [illegible] [illegible] যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি বিলাতের হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং ডাঃ [illegible] জেনেরাল সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ডাঃ [illegible] শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রধান হাসপাতালও পরিদর্শন করিবেন এবং ইউরোপে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার আধুনিক প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবেন।

এডিনবরায় আন্তর্জাতিক প্রাণী সম্মেলনে যোগদান করিয়া ফিরিবার পথে তিনি অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবেন। কলিকাতার লেডী অবলা ও শ্রীযুক্তা [illegible] উক্ত সম্মেলনের প্রতিনিধি।

ভ্যালেন্সিয়া অভিমুখে বিদ্রোহীদের অগ্রগতি

জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রেরিত [illegible] গভর্ণমেণ্ট ঘাঁটিসমূহের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালাইয়া পুনরায় তাঁহার অভিযান পুনরারম্ভ করিয়াছেন। এই ঘাঁটি যদি বিদ্রোহীরা অধিকার করিতে পারে, তবে তাহারা এখান হইতে সহজেই ভ্যালেন্সিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে।

পরের সংবাদ অনুসারে, [illegible] গভর্ণমেণ্ট বাহিনীর সহিত বিদ্রোহীদের [illegible] বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে [illegible] ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীযুক্তা [illegible] বিবাহ

বরিশ [illegible] 'ক্যাপ্টেন' ক্যাপ্টেন মিঃ [illegible] ইহাদের বিবাহ [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে।

মধ্যে প্রথম মহিলা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়াছেন। প্রকাশ, তিনি শীঘ্রই দেশীয় মহিলা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রেসিডেন্ট হইবেন।

বেকারদের করাচীতে শোভাযাত্রা

গত ৬ই জুন প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় করাচীর "খালিকদিনা" হল হইতে প্রায় পাঁচ শত বেকারের এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া "বেকার সমস্যা দূর কর," "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাউক" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে সহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ৮টা ৪৫মিনিটের সময় সিন্ধু প্রদেশের সরকারী দপ্তরখানার সম্মুখে যায় এবং নানা প্রকার বিক্ষোভক ধ্বনি করিতে থাকে। শোভাযাত্রীদের মধ্যে মুসলমান ও মাড়বারী প্রভৃতির সংখ্যাই বেশী।

শোভাযাত্রা উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে পর শোভাযাত্রার পরিচালক ডাঃ চৈতরাম গিদওয়ানী, অধ্যাপক ঘনশ্যাম, শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধু, প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত দেখা করিয়া বেকারদের খাওয়া, থাকা এবং পরিধেয় সম্পর্কিত নূনতম দাবী পেশ করেন। তাঁহারা সরকারকে শিল্প-কারখানার জন্য অল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা, বেকার সমস্যা সম্পর্কে স্কুল স্থাপন প্রভৃতি করিতে অনুরোধ করেন।

শোভাযাত্রাকারিগণকে উক্ত দপ্তরখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দেওয়া আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, তাই প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স ও অপর দুইজন মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া শোভাযাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, তাঁহারা বেকারদের সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁহারা তাহাদের দাবী ও শিক্ষিত বেকারদের সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে তৎসম্পর্কে আন্তরিকভাবে বিবেচনা করিবেন।

জাপান কর্ত্তৃক মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের দাবী স্বীকার

সরকারী দপ্তরখানা হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে চীনে মার্কিণ সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং আমেরিকানদিগকে নির্বিচারে তাহাদের স্ব স্ব পদে পুনরায় বহাল করা সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যে সব দাবী জানাইয়াছিলেন জাপান তাহার অধিকাংশ দাবীই মানিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছে।

আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা সাংহাই স্থল দক্ষিণ "ব্যাপটিষ্ট মিশনকে" প্রত্যর্পণ করিয়াছে এবং জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আমেরিকান মিশনারী-দিগকে হ্যাংচাও যাইতে দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে একটী ছাড়পত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

জাপ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে টোকিওস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূতকে জানান হইয়াছে যে, জাপশাসিত মধ্য চীনে আমেরিকান সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এবং যাহাতে এই পরিস্থিতি একটা সন্তোষজনক মিটমাট হইয়া যায় তজ্জন্য জাপান মধ্যচীনে একটি 'ইন্সপেক্টর কমিটি' প্রেরণ করিতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-শিক্ষার অভিলাষী
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ অসংখ্যগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬, টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮,
প্রতি খণ্ড— ৪
২। ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬,
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩.
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ের-[illegible] ৷৷/০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
(অবাঁধা) ১,
২৬ গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭ মুক্তাবলিকা অপসোত্রঃ (অনুবাদ) ২,
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (অনুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিন-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷/০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৶১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৶০
৪১ গীতাবলী ৶০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধ্যতত্ত্ব ৶০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶৷
৪৬ অর্থপঞ্চক ৶৷
৪৭ সদাচারস্মৃতি ৶০
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯ অর্চ্চনকণ ৶১৮
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬,
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২ মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সঙ্গীত-শিক্ষাদশকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৶০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ থট্স্ অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৶০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফোলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। [illegible] ৷৷/০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৶০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনম্যালেড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৶০
৮৪। শরণাগতি ৶০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৮ই জুন ইং ১৯৩৮, বুধবার { ৮৭৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯শে মে (১৯৩৮), রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় মহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদের বিরচিত উপদেশামৃতের "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ" শ্লোকের 'লৌল্য' নামক ভক্তির ষষ্ঠ প্রকার কণ্টকটী সম্বন্ধে শ্রীমঠে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় একটী উপদেশপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থানপরিবর্ত্তন

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ ও ইচ্ছানুসারে গত ২৯শে মে (১৯৩৮) রবিবার দিবস পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ কদমকুঁয়া হইতে মিঠাপুর, পাটনা এই ঠিকানায় নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীমঠে মঠের সেবকবৃন্দ ও স্থানীয় পুরুষ ভক্তগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয়োপলক্ষে তৎপর দিবস ৩০শে মে তারিখেও একটী মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগের সমক্ষে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে ও শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ স্বরূপের মধ্যে তাঁহার অর্চ্চাবতারের স্বরূপ যে বদ্ধজীবের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলদায়ক তদ্বিষয়ে সরল হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে [illegible], 'মহাজনপদাবলী ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। [illegible] উপস্থিত প্রায় ৪০০ [illegible] মহিলাকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী ভক্তিবিলাস বি-এ মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

মুঙ্গেরীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কতিপয় দিবস [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া গত ২৯শে মে তারিখে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ প্রচারার্থ মুঙ্গেরী গমন করিয়াছেন। তথায় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের সহিত স্বামীজীর আলাপ আলোচনা হইতেছে এবং বিভিন্ন স্থানে পাঠ-বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা হইতেছে। প্রচারকার্য্যের সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত নলিনমোহন সরকার মহোদয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসার্হ।

বর্দ্ধমানে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে বৃহস্পতিবার তালিত ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান পৌঁছেন। তথা হইতে আলমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাপদ রায় মহাশয়ের আহ্বানে তথায় গমন করেন। ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥০টার সময় স্বামীজী শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ করেন। রাত্রি ৮টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের বিষয় পাঠ করেন। শ্রীনৃসিংহদেব যে স্ফটিকস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন ও স্বর্গের দেবতাগণ স্ব-স্ব বিমানে আরোহণ করিয়া নৃসিংহদেবের নিকট গমন করিয়া প্রত্যেকে স্তব আরম্ভ করেন ইত্যাদি বহু বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৩১শে বৈশাখ ১৪ই মে শনিবার বারোয়ারী তলায় রাত্রি ৮টা হইতে ১১॥০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু এবিষয় স্বামীজী আলোচনা করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে রবিবার সকালে আগন্তুক ব্যক্তিগণের নিকট তিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মহাশয়ের ভবনে ৭॥টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলা' পাঠ করেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৭ই মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দে মহাশয়ের ভবনে মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৮ই মে বুধবার ভোরে উষঃকীর্ত্তন হয় এবং শ্রীযুত রঘুনাথ বাবুর নূতন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হয়। সন্ধ্যা ৭॥টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত স্বামীজী "গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা" পাঠপ্রসঙ্গে গজের পূর্ব্ব জন্মের অভিশাপের বিবরণ, গজরাজ বিপদ্গ্রস্ত হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তুতি প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯শে মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের বিষয় পাঠ করেন। অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ২০শে মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যকুলে আবির্ভূত হইয়াও যে শ্রীনৃসিংহদেবের সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। বহু সজ্জন ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। সাবজজ শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বিজেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টেক্‌নিকেল ইনষ্টিটিউট; শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় টেক্‌নিক্যাল স্কুলের শিক্ষক; শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী ঘোষ প্রভৃতি। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ ত্রিবিক্রম ৭৩ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটী কথা

এ জগতে অনাদিকাল হইতে দুইটী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। একটী অক্ষজ চেষ্টার স্রোত আর অপরটী অধোক্ষজ আম্নায়-স্রোত। এই অক্ষজ চেষ্টার স্রোতে প্রেয়ের কথা—ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা থাকায় আমরা প্রায় শতকরা শতজনই সেই স্রোতে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় গা ঢালিয়া দিয়েছি। অক্ষজ চেষ্টার স্রোত ধ্বংসের পথে, অশান্তির রাজ্যে অভিযান করিয়াছে। তাই আমরা এত করিয়াও, অহরহঃ এত নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও সুখ বা শান্তি পাইতেছি না, আমাদের ভয় যাইতেছে না, আমরা সততই নিজেকে অসহায় মনে করিতেছি। আম্নায়-স্রোত ঠিক ইহার বিপরীত। অর্থাৎ প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে—নিত্যমঙ্গলের পথে গমনোদ্যোগ। এই অধোক্ষজ আম্নায়-স্রোতে গা ভাসাইতে হইলে শ্রেয়ঃপথ বা অক্ষজ স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে হইবে। কিন্তু দুর্ব্বল আমরা তাহা করিতে অসমর্থ বলিয়া অধোক্ষজ আম্নায় স্রোতের কথা আমাদের ভাল লাগে না এবং তাহা অর্থশূন্য, অন্তঃশূন্য এবং বাতুলোক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যদি সাধুসঙ্গরূপ পরম সুযোগ লাভ ঘটে এবং সেই সুযোগ বরণ করিয়া সেই আম্নায়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারি অর্থাৎ পরমকরুণাময়বিগ্রহ শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণে শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর কোন ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না, শোক, স্পৃহা, লোভাদি অনায়াসে দূরীভূত হইয়া যায়।

মায়ার রাজ্যে আসিয়া আমরা অভাবকেই স্বভাব এবং স্বভাবকেই অভাব মনে করিতেছি। তাই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-আলোচনাদি আমাদের প্রেয়ঃ বা প্রিয় না হইয়া অপ্রেয়ঃই হইয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জগদ্ভোগসামগ্রীই আমাদের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্যই আমরা ভগবান্‌কে প্রিয় মনে করিতে পারিতেছি না। জননী, জনক, দেশনেতা এবং হরিবিমুখ বন্ধুবান্ধবগণও আমাদের এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যিনি যত বেশী পরিমাণে আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পারেন, আমাদের মন যোগাইয়া কথা বলিতে পারেন, নিত্যমঙ্গলের কথা চাপা দিয়া আমাকে স্বভাব হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারেন, তিনি তত বেশী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বা প্রিয় হইতে পারেন। জননী অকাতরে অক্লান্তভাবে আমাদের সুখের জন্য যত চেষ্টা করেন, এত আর কেহই করেন না বলিয়া তিনি আমাদের এত প্রিয়, স্বর্গাদপি গরীয়সী অর্থাৎ ভোগনিকেতন স্বর্গ হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ ভোগপদ বস্তু।

গৌরপদাশ্রয়ী ভক্তগণ এইরূপ কোন মাটিয়া জিনিষের প্রতি আসক্ত নহেন। তাঁহারা এজগতের কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। জগতের লোক তাঁহাদের ভোগের ইন্ধনপ্রদানকারী ব্যক্তিগণকে যে শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদর্শন করেন তাহাতে নিষ্কপটতার অভাব আছে। তাহাতে পূর্ণমাত্রায় জড়স্বার্থ বা জড়প্রতিষ্ঠার পূতিগন্ধ বর্ত্তমান। নিষ্কিঞ্চন শরণাগত ভক্তগণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তি করেন সেই অহৈতুকী সেবায় কপটতা বা জড়প্রতিষ্ঠাদি বস্তুবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাঁহারা অন্তঃস্থিত প্রভুর সেবা অন্তরের সহিত প্রভুসুখের জন্যই করিয়া থাকেন। ভক্তগণই একমাত্র নির্ম্মৎসর ও বিষ্ণুপার্ষদ। তাঁহারা নিষ্কপট, তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠার তুল্য মনে করিয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিঃস্পৃহ,—ভগবদ্দাসানুদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের দুর্ল্লভ সঙ্গই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এই ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারি না, তাই আমাদের অনর্থও যায় না, ভগবদুপলব্ধিও হয় না; যেদিন আমরা এই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিব, তাঁহাদের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে অভ্যস্ত হইব সেইদিন আমরাও ভক্ত হইতে পারিব, সেইদিন হইতে আমরা আর প্রজল্পী হইব না, জ্ঞানকর্ম্মাদিকে বহুমানন করিব না, পরন্তু অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিস্রোতে ভাসমান হইব। তখনই অক্ষজ চেষ্টাস্রোতের বেগ আমরা বুঝিতে পারিব।

গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা, সুতরাং গঙ্গাজল দিয়া বিষ্ণুপূজা কেন করা হয়? এ সকল কথা শ্রীনদীয়াপ্রকাশে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের কোন কোন বন্ধু এবিষয়টী জানিতে চাওয়ায় আমরা ইহার দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

ভগবান্‌ পূর্ণবস্তু, তিনি অচিন্ত্য শক্তিশালী বলিয়া সকল বিরুদ্ধধর্ম্ম তাঁহাতে সম্ভব। আমরা ব্রহ্মসংহিতা পাঠে জানিতে পারি যে, তাঁহার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই অপর ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি আছে। অর্থাৎ হস্তদ্বারা তিনি গমন করেন, দেখেন, শুনেন, পালন করেন এবং ভোজনাদি করিতে পারেন, চক্ষুনাসিকাদির দ্বারা গমন, ভোজন দর্শন এবং সৃষ্টি প্রভৃতি করিতে পারেন এবং তিনি পদযুগল দ্বারাও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করিতে পারেন। ইহাই কৃষ্ণের পরমাচিন্ত্য-শক্তির বৈভব, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। যদি পরমপুরুষ কৃষ্ণ হস্তদ্বারা গমন, ভোজন, দর্শনাদি করিতে পারেন, তবে অর্বাচীনেরা প্রভৃতি নিশ্চয়রূপে কি করিয়া বলেন যে, ইহাই পুরুষের হস্ত, যেহেতু অন্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে। চক্ষু কর্ণ, নাসিকাদির বৃত্তি যদি পদে দৃষ্ট হয়, তবে শ্রুতি কি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারেন যে, ইহাই পুরুষের পদ। ইহাদ্বারা তিনি কেবল গমনই করেন।

ভগবানে সবই সম্ভব। অনীশবুদ্ধিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে সমীশবুদ্ধি আরোপ করিতে যাওয়াই আমাদের দুষ্টতা। ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মস্তকাদির ন্যায় উপাদেয় অনুপাদেয় অঙ্গ কিছু প্রভেদ করা যায় না। যথা,—

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
অনুমানবিকাশৈশ্চ পূর্ণৈঃ সর্ব্বে চ সর্ব্বতঃ।
দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

অতএব দেহদেহিভেদ সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বরে নাই। বিষ্ণুবিগ্রহের উপাদেয় অঙ্গ মস্তক বা অনুপাদেয় অঙ্গ পদ এই প্রকার ভেদ করা যায় না। যেহেতু তিনি অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ; আমরা অক্ষজজ্ঞানবিশিষ্ট মনোধর্ম্মী। তাই আমাদের স্বতঃই সন্দেহ হয়, গঙ্গা বিষ্ণুর অধমাঙ্গপাদসম্ভূতা; সুতরাং ইহা দ্বারা বিষ্ণুর সেবা কি করিয়া করিব? বৈকুণ্ঠ বস্তু যে মনোধর্ম্মের মাপকাঠিতে মাপ করা যায় না, একথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। শ্রীবিগ্রহের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিই বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন গঙ্গাকে পাদসম্ভূতা মনে না করিয়া শিরোদ্ভূতা বা বক্ষোদ্ভূতা মনে করিলেই হয়। এইরূপ ধারণা যদিও নির্দ্দোষ নয়, তথাপি বুদ্ধিমান্‌ জনগণ এই কথার উর্দ্ধতত্ত্বটী গ্রহণ করিলেই আমরা আনন্দিত হইব। আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই যে, পদে কেহ শ্রবণ, মনন, দর্শনাদি-কার্য্য করিতে পারেন; সেইজন্য এই সকল যুক্তি তর্কাদি আমাদের মন সহজে লইতেছে না। আমরা যদি কখনও সেবোন্মুখ হইতে পারি তাহা হইলে সহজেই এই সব কথা উপলব্ধি করিতে পারিব।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, ভগবানের পরা শক্তি বিবিধ বৈভবযুক্ত। পীঠরূপিণী বৈভব বৈকুণ্ঠাদি-ধাম। তুলসীদেবী অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকারিণী বৈভব ও চিদ্রূপ-বৈভব যমুনা-গঙ্গা-কাবেরী প্রভৃতি। পরা শক্তির বৈভববিস্তার কেবল কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই হইয়াছে। "বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা" বলিলে সর্ব্বশক্তির আশ্রয়স্বরূপ বিষ্ণুবস্তু হইতে গঙ্গা প্রকটিত হন, ইহাই বুঝা যায়। অতএব পরাশক্তি-বৈভব চিদ্দ্রবী গঙ্গাবারিতে বিষ্ণুপূজা উপযুক্তই হইয়াছে।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

দয়াহীন ভক্ত হ'তে পারে না। তবে ভক্তিহীন দয়ালুতা যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল চিত্তের আর্দ্রভাব কুণ্ঠভাব মাত্র। কুণ্ঠভাব দূর হইলেই ভক্তি ও জীবে দয়া এক হইয়া প্রতীত হয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে, বিপ্রসব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥

(চৈঃ ভাঃ)

সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সৎকর্ম্মের মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীতপীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান এই সকলই দেহসম্বন্ধীয় দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যাদানাদি জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্মসম্বন্ধিনী দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই দয়া হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসারক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়। কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল তত্ত্বের অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহসম্বন্ধিনী ও মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকে অধিক আদর করেন। ভক্তজনগণ ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গলসাধনের যত্ন করেন। দয়া কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্‌ নয়। মূলবস্তু প্রেম। সেই প্রেম কৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে ভক্তি, সৎজীবে প্রযুক্ত হইলে মৈত্রী, অজ্ঞজনপ্রায় জীবে প্রযুক্ত হইলে দয়া এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ অসৎ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে উপেক্ষারূপে লক্ষিত হয়।

নিয়মাগ্রহ

[গত ১৫ই মে, রবিবার (১৯৩৮) শ্রীমায়াপুর-চৈতন্যমঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃত গ্রন্থে ভক্তিপথে প্রবেশের পথিকগণের যে ছয়টী বিঘ্ন বা কণ্টক রয়েছে, এই শ্লোকে তা' বর্ণন ক'রেছেন,—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অন্তরায়স্বরূপ। 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত তিন সপ্তাহে 'অত্যাহার', 'প্রয়াস' ও 'প্রজল্প' এই তিনটী বিষয়ের আলোচনা ক'রেছেন। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে—'নিয়মাগ্রহ'। এই নিয়মাগ্রহকে ভক্তির কণ্টকস্বরূপ ব'লে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু জানিয়েছেন।

'নিয়মাগ্রহ' ব'লতে আমরা কি বুঝি? এটী সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে দুই প্রকারে মহাজনগণ ব্যাখ্যা ক'রেছেন—(১) নিয়ম+অগ্রহ, (২) নিয়ম+আগ্রহ। প্রথমটী নিষেধলক্ষণ নিয়ম ও দ্বিতীয়টী বিধিলক্ষণ নিয়ম। যে নিয়মগুলি আমাদের ভক্তিরাজ্যে প্রবেশে বাধা প্রদান করে, সেইগুলি অগ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ করা বা পালন করা উচিত নহে। সেগুলি পরিবর্জ্জন করাই নিয়ম। যে নিয়মগুলি আমাদের ভক্তিপথে অগ্রসরের অনুকূলে দাঁড়ায় সেগুলি আমাদের আগ্রহ অর্থাৎ যত্নসহকারে পালন করা কর্ত্তব্য। এই দুই প্রকার নিয়মে সতর্ক না থাকলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। দুই একটী দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রে আমরা এ বিষয়টী পরিস্ফুট করার চেষ্টা ক'রব।

মহাপ্রভুর একজন সেবক ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল গোবিন্দ। সবসময় মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে গোবিন্দ কৌপীনাদি বহন ক'রতেন ও বিবিধরূপে মহাপ্রভুর সেবা ক'রতেন। একদিন মহাপ্রভু তাঁহার সেবার আগ্রহ পরীক্ষার ছলে জগৎকে ভক্তের সেবা-নিয়ম শিক্ষা দিতে চাহিলেন। একদিন মধ্যাহ্নকালে গম্ভীরার দরজার সম্মুখে মহাপ্রভু বিশ্রাম ক'রলেন। গোবিন্দ প্রতিদিনই মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সেবা ক'রে থাকেন। মহাপ্রভু বিশ্রাম ক'রছেন দেখে আজও গোবিন্দ সেই সেবাকার্য্য ক'রতে গেলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেন, মহাপ্রভু এরূপভাবে শুয়ে আছেন যে, তাঁকে অতিক্রম না ক'রলে দুই পাশের পাদসম্বাহন কাজটী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। তখন তিনি মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন জানালেন,—"আপনি দয়া ক'রে এক পাশে একটু সরে বিশ্রাম করুন, আমি আপনার পাদসম্বাহন ক'রব।" কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাঁ'র কথায় পাশ ফিরতে রাজী হ'লেন না। তিনি বল্লেন—"কর বা না কর, যেই তোমার মন।" তখন গোবিন্দ কি ক'রলেন?

"তবে গোবিন্দ তার বহির্ব্বাস উপরে দিয়া।
ভিতর-ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া॥"
(চৈঃ চঃ অ ১০।৮৯)

মহাপ্রভুকে অতিক্রম ক'রে গোবিন্দ ভিতর ঘরে গিয়ে দৃঢ় পাদসম্বাহন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা গেলেন। দুই দণ্ড পরে মহাপ্রভু নিদ্রা থেকে উঠে গোবিন্দকে তখনও প্রসাদ না পেতে দেখে ক্রুদ্ধস্বরে ব'ললেন,—"গোবিন্দ! তুমি এখনও ব'সে আছ, কেন প্রসাদ পেতে যাও নাই?" গোবিন্দ উত্তর দিলেন—"আপনি যে দ্বার ঘিরে শুয়ে আছেন, কি ক'রে যাব?" মহাপ্রভু ব'ল্লেন—"ভিতরে আস্‌বার সময় যেরূপভাবে এসেছিলে, সেইরূপভাবে বাহিরে গিয়ে প্রসাদ-সেবা ক'রলে না কেন?" তখন গোবিন্দ ব'ল্লেন,—

গোবিন্দ কহে,—"আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥"

মহাপ্রসাদ-সেবা যদিও ভক্তির একটী অঙ্গ—একটী নিয়ম, কিন্তু এতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে ব'লে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় গোবিন্দ সেই নিয়মে অগ্রহ ক'রলেন। সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন ক'রতে হ'য়, সেইগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম এই নিয়মটী তিনি শিক্ষা দিলেন। প্রভুর সেবার জন্য কোটি অপরাধ, কোটি নরক-ভোগ তিনি সাদরে বরণ করছেন, কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অপরাধাভাসকেও ভয় ক'রছেন। নিজের সুখের জন্য যে নিয়মের অগ্রহ বা আগ্রহ—সেটী অপরাধ, ভগবানের সুখের জন্য যে নিয়মে অগ্রহ বা আগ্রহ—সেটি সেবা—সেইটিই ভক্তিপথের যথার্থ নিয়ম।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হবার পূর্ব্বে বড় স্মার্ত্ত ছিলেন। স্মার্ত্তমতে মুখ না ধুয়ে, স্নান না ক'রে, পবিত্র না হ'য়ে সকালে কিছু খাদ্য গ্রহণ ক'রতে নাই। কিন্তু মহাপ্রসাদ সেবায় বিধি হ'চ্ছে—"প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা"। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট একদিন সকালে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কিছু প্রসাদ নিয়ে এলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং এসেছেন দেখে, সার্ব্বভৌম স্মার্ত্তবিচারের মস্তকে পদাঘাত ক'রে বিছানা হ'তে মুখ না ধুয়েই সেই প্রসাদ গ্রহণ ক'রেছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং যেটা আদেশ ক'রছেন সেইটী আগ্রহের সহিত পালনীয়,—তাহাই নিয়ম,—এই শিক্ষা দিলেন।

সুতরাং ভক্তিরাজ্যে নিয়ম-পালনে অগ্রহ ও আগ্রহ এই দুইটাই জানা আবশ্যক। ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীব আমরা ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের জন্য কতই না নিয়ম পালন করি, স্নান, দান, হোম, ব্রত, ইন্দ্রিয়-সংযম, দেবদেবীপূজা, বর্ণাশ্রম, দশবিধ-সংস্কার ও পুণ্য-কর্ম্মাদি কত কি করি। কিন্তু এ সব কি চিরকালই ক'রতে হ'বে? না, ঐ গুলির হেয়ত্ব ও অনিত্যতা উপলব্ধি হ'লে নিত্যমঙ্গলপ্রদ নিয়মপালনে আগ্রহবিশিষ্ট হ'তে হ'বে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না আসার জন্য বৃথা নিয়মপালনে সময় নষ্ট হ'য়ে যায়, সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের কারাগারে বিচরণ করতে হয়, কিন্তু তাতে নির্ব্বেদ এলে আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। তখন ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা-নিয়মকে আঁকড়ে ধরা দরকার। জ্ঞানীর বিধি-নিয়ম—ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, চিৎচিৎ আলোচনা; নিষেধ নিয়ম—কাম্য কর্ম্ম, বিষয়াসক্ত ইত্যাদি। জ্ঞানী তাঁ'র নিয়ম পালন ক'রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত যেতে পারেন, কিন্তু তা'তে সেবাবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। তিনি নিজেকে নিজে হত্যা ক'রে ফেলেন। এই সমস্ত কর্ম্মি জ্ঞানীর ধারণায় যেরূপভাবে নিয়ম পালিত হয়, তাঁ'দের কোনটীই ভক্তিরাজ্যের অনুকূল নিয়ম নয়। ভক্তিরাজ্যের নিয়ম হচ্ছে—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

নিরন্তর বিষ্ণুর স্মৃতিই বিধি। এই বিধিনিয়মে আগ্রহ থাকা দরকার। বিষ্ণুর বিস্মৃতি যাতে হয়, সেই নিয়মে অগ্রহ করা প্রয়োজন।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

বর্ণাশ্রম পালন ক'রছি, কিন্তু তা'তে যদি কৃষ্ণভজন না হয়, কৃষ্ণভজনের নিয়ম-পালন না হয়, তবে নরকে যেতে হ'বে।

শ্রীব্যাসদেব জীবকে নিম্ন স্তর হ'তে ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে নেবার জন্য বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের জন্য যাঁ'র যেরূপ অধিকার তাঁ'কে সেইরূপ নিয়ম পালন দ্বারা সেই নিয়মের অসারতা অনুভব ক'রে ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে নিত্য নিয়ম-পালনের পথে যেতে ব'লেছেন। কিন্তু আমরা যদি যে স্তিমিতে সেই স্তিমিতেই থাকি, তা' হ'লে কি নিয়ম পালন হ'ল? না, ব্যাসদেবের কথা শুনা হ'ল?

তাই কর্ম্মি জ্ঞানী তাঁ'দের স্ব-স্ব নিয়মের হেয়তা, অনুপাদেয়তা ও সঙ্কীর্ণতা অনুভব ক'রে সেই নিয়মগুলিকে অগ্রহ ক'রে যদি ভক্তিপথের নিয়ম পালনের জন্য বুভুক্ষু-বিশিষ্ট হন, তা' হ'লে সর্ব্বপ্রথমে ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু শ্রদ্ধাই ভক্তিপথের সর্ব্বপ্রথম সোপান। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ না হ'লে কৃষ্ণভক্তির জন্ম হয় না। "কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"। সাধুসঙ্গ হ'লে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। তার পরে নামগ্রহণের যোগ্যতা হয়; ক্রমশঃ নামে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব হয়। তারপর কৃষ্ণপ্রেম লাভ ক'রে গোলোকে যাওয়া যায়। এজন্য এই ক্রমপন্থায় নিয়মগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত ভক্তিসাধকের পালন করা কর্ত্তব্য। 'গাছে না উঠ্‌তে উঠ্‌তেই এক কাঁদি' কদলাভের আশা যেরূপ বৃথা, সেরূপ যাঁ'রা এঁচড়ে পাকা অবস্থায় কৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলা বা রাসলীলাদি শ্রবণ করেন, তাঁ'দের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়, তাঁ'রা ভক্তিপথ হ'তে বিচ্যুত হন। তাই যাঁ'রা ভক্তিপথে যেতে চান, তাঁ'দের পক্ষে বিশেষ সতর্কতার সহিত ভক্তি বা সেবার অনুকূল নিয়মে আগ্রহ ও প্রতিকূল নিয়মে অগ্রহ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজী

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাবষর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-১, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপাচীন গ্রন্থাদিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবসুন ব্রহ্মচারী ভক্তিমধুর

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী পাসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, প্রাচ্যাচতুষ্টয়-সেবা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ভক্তিসৌরভ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভারতী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা ... -পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক ... দাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ-সুনীলনাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলাপ্রাণ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীঅপ্রাকৃত ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীনিত্যপ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীযুক্তগোপাল ভক্তিমধুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীব্রজরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং আউটডোর দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবাড়, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকীপুর পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরাসবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৫২১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) গোপালানন্দ-স্মরণকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ · শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

রক্ষক—৺ঙ শ্রীকেশোরানন্দ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাধারী,

পোঃ কোতোয়ান, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগৌড়ীয়মাধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্বগৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৫২) মাধবানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ... শিক্ষা-নির্দ্দেশ

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ক্ষিতিস্থ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ বসুন্দুরা, পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) বালিঘাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালিঘাই, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মন্দ (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণদহ্লা, পোঃ চিত্রপুর, (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।১৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৪ চাটার্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাণ্ডারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
[illegible]	৬৷০
দাদখানি [illegible]	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
বাঁকতুলসী	৭৲-৭৷০
[illegible]	৪৷০
কাটারি নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাখাদি	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷০
[illegible]	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাউল	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible]	
[illegible]	৮৷০—৯৵০
[illegible]	৭৸৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible]	৩৩৷০
[illegible]	৫২৲
[illegible]	৫৩৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৩১৷০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এ)	৬৲—৫৷০
আটা (বে)	[illegible]—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]	১৪৵০—১৪৸০
[illegible]	১৪৵০—১৪৸৵০

[illegible] দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৩৩৷০
[illegible]	

[illegible]	৮৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৩ [illegible]—	১৭৸০
[illegible] ৪৪—৩০ সের	

দুধের দর

[illegible] কাটন	৫৫৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
[illegible]	১৬৷০—১৭৲
[illegible]	৭৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা [illegible] জয়েষ্ট বীম দর সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
[illegible] (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
[illegible] আয়রণ (কোণা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
[illegible]	৷৵১০—৸৵০
[illegible] কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
[illegible] বা [illegible] কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
[illegible] ০—১ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
[illegible]	৬৷০—৭৷০
[illegible]	৭৷০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ২৫৲	[illegible] ২০৷০
[illegible] ৩৴০, [illegible] ৭৷০	
[illegible] ৪৷০	

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বোর্ডিং ও [illegible] ৫ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৯৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

[illegible] পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য ?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস"এর "কেভ্রোল" অব্যর্থ মহৌষধ। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, [illegible], [illegible] এবং [illegible] "কেভ্রোল" [illegible]। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের [illegible] বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, রুটি ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও [illegible] দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম [illegible] ([illegible]), পোঃ কৃষ্ণনগর, [illegible], জেলা নদীয়া

[illegible] ঠিকানা ৩২-২০১নং [illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ [illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৴০ [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পণ্ডিত [illegible] সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের মহাগ্রন্থাবলী [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের [illegible] এবং গবেষক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকা: গৌড়ীয়মঠ, [illegible] ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে [illegible] বিতরণ করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ভক্তিগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ১০।২ নং [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৪০	৫০	৫০		
" ইঞ্চি ২,	১।০	১।০		১,
সিকিকলম ৩,	২।	২,		১,
অর্দ্ধকলম ৬,	৫,	৫,		৫,
এক কলম ১২,	১০,	১০,		৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৫,	১২,
অর্দ্ধকলম ২৫,	২০,
এক কলম ৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাটে যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ্

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ [illegible]

রাণাঘাট

পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১

(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮, ১৫-২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১[illegible]

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর

পৌঃ ১১-৪২

(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ১২-৫৬

ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৮৫ ১৩-০ ১৮-[illegible]

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৫৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-৪১ ১৬-৫৬ ১৯-৫৫ ২০-[illegible]

রাণাঘাট ১০-৫৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০

(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৮-৫৬ ১৯-৬ ২২-৩১ ২[illegible]

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৬-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫৯

(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭

(বদল) ১৮-৩৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ৯ই জুন, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৮৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ভারত সরকারের নূতন আইন-সচিব

স্যার এন এন সরকার ৫ই জুন হইতে ছুটী লইলেন। তাঁহার স্থলে স্যার [illegible] ভারত সরকারের আইন-সচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ৫ই জুন ঘোষিত হইয়াছে।

আর এক ঘোষণায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্যার জেমস গ্রীগ বড়লাটের শাসন পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

সুভাষচন্দ্রের সফর

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাসের নিকট এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, তিনি আগামী ১০ই জুন প্রাতঃকালে চট্টগ্রাম পৌঁছিবেন এবং ১২ই জুন প্রাতঃকালে নোয়াখালি রওনা হইবেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন হইতেছে।

"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আগামী ১৩ই জুন প্রাতঃকালে ৯॥ টায় নোয়াখালি হইতে কুমিল্লা পৌঁছিবেন। ১৩ই জুন পর্য্যন্ত তিন দিন তিনি ত্রিপুরা জেলায় সফর করিবেন। তিনি ১৩ই জুন কুমিল্লা শহরে, ১৪ই জুন হাজীগঞ্জ ও চাঁদপুরে এবং ১৫ই জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কালীকচ্ছে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। আগামী ১৭ই জুন তিনি [illegible] সম্বর্দ্ধিত করিবেন। এই উপলক্ষে [illegible] বিপুল আয়োজন করিয়াছেন।

আসামে হাইকোর্ট স্থাপনের সমস্যা

আসামে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ২২৯ (১) ধারানুযায়ী ভারত সম্রাটের নিকট পেশ করিবার জন্য আসাম ব্যবস্থা পরিষদ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভা হইতে আসাম লাটের নিকট একটী আবেদন প্রেরণ করা হইয়াছে। উহা এখনও ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হয় নাই বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে। আসাম পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত বিষয় সম্পর্কে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার অধিবাসিগণও আসামে হাইকোর্ট স্থাপন সমর্থন করিতেছেন না বলিয়াও একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছে।

আসাম হাইকোর্ট সম্পর্কিত পরিকল্পনার আর্থিক দিকটাও লাট সাহেব দেখিতেছেন।

বোম্বে বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতিত্ব

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এম এ পরীক্ষায় একমাত্র বাঙ্গালী পরীক্ষার্থী শ্রীযুক্ত কে এল কর মহাশয় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি-এ (অনার্স) পরীক্ষায় ইউনিভারসিটি কলেজ হইতে ইউ এন সেনাপতি "[illegible]" প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বি-এ (পাস) পরীক্ষায় উক্ত কলেজ হইতে [illegible] "অনার্সে" প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষাতেও বাঙ্গালী ছাত্র ও ছাত্রীগণ পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আই সি, এস পরীক্ষায় (যাহা বর্ত্তমানে বি সি এস, ১ম শ্রেণী, নামে অভিহিত হইয়া থাকে) এস কে মজুমদার মহাশয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। উক্ত পরীক্ষা বর্ত্তমানে বোম্বেতেই গৃহীত হইয়া থাকে।

এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার

যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত [illegible]পুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী গৌরীরাণী দেবী এই বৎসর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করিয়াই ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

লায়ালপুরে মাদক-বর্জ্জন-প্রচেষ্টা

লায়ালপুর জেলায় মাদক বর্জ্জন প্রবর্ত্তনের জন্য লায়ালপুরের জেলা বোর্ড পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। লায়ালপুর জেলায় নানা স্থানের লোকের বাস। সেখানে মাদক বর্জ্জন সফল হইলে অন্যান্য জেলাও তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে।

লায়ালপুর জেলা বোর্ড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মূল্য বেশী হইলেও বোর্ডের জন্য অতঃপর স্বদেশী দ্রব্য খরিদ করা হইবে। স্বদেশী দ্রব্যের অভাবে বিদেশী দ্রব্য কিনিবার আবশ্যক হইলে তৎসম্পর্কে বোর্ডের সম্মতি লইতে হইবে।

গরমের জন্য ছয় জনের মৃত্যু

গত সপ্তাহের শেষের দিকে এটোয়া জেলার অভ্যন্তরে অতিরিক্ত গরম এবং 'লু' বাতাসের ফলে ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ২রা জুন জেনেভাতে আরম্ভ হইয়াছে। ৫৫টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন সরকারী প্রতিনিধি দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বেলজিয়মের [illegible] সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

যিনি পৃথিবীর মধ্যে প্রথম টেলিফোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার নাম মিঃ জর্জ্জ ফরেষ্ট। আলেকজান্ডার বেল যখন টেলিফোন আবিষ্কার করেন, তখন ইনি প্রথম বার্ত্তা প্রেরণ ও বার্ত্তা গ্রহণ যন্ত্র তৈয়ার করেন। মিঃ ফরেষ্ট ৫০ বৎসর কাল সিমেন্স ব্রাদার্স এর উলউইচ কারখানার সহিত সংযুক্ত ছিলেন, এবং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রথম উন্নতি-কালে উহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া 'কেবল' বসাইবার কালে ইনি কর্ম্মীদের খুব সাহায্য করেন এবং স্বয়ংচল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রবর্ত্তনেও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

মৃত্যুকালে মিঃ ফরেষ্টের বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বিলাস শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁ) ৬৲
৩। ঠাকুরকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।
৯। জৈবধর্ম ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্রিকা গৌরগোবিন্দঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৫
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴৫
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ২৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনকাশলী বা সাধনসার-মঞ্জুষী ।০
৫৬। তারকব্রহ্ম ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাভিনয়) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবার ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাম্যদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। ভিসেভিড ওয়ার্ল্ড ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আবর্য্যাদেন্ট সিক্রেসী ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট পার্ট) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

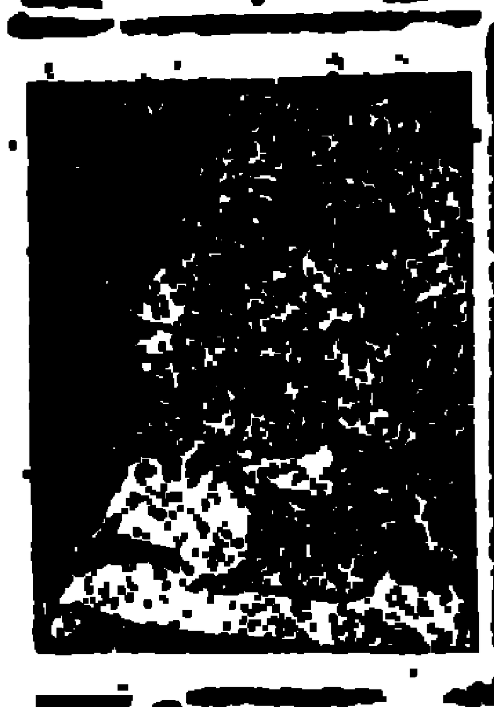

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৯ই জুন ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ৮৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বরে প্রচার

১৫।৫।৩৮ তারিখে নারেঙ্গাবাদ গ্রামের শ্রীযুক্ত কালিন্দীচরণ রাউৎ মহাশয়ের আগ্রহে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিহৃদয়, শ্রীপাদ অবরীষ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ হরিচরণ দাসাধিকারীজী তথায় গমন করেন এবং সন্ধ্যা ৫টার সময় স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া ঐ গ্রাম এবং সদানন্দপুর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় স্থানীয় বহু লোক উৎসাহের সহিত একত্রিত হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নগরসংকীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত কালিন্দীচরণ রাউৎ মহাশয়ের প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০০ শত লোকের সমক্ষে শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১০ম অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে যে হরিকথা-প্রচারের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এই বিষয়টী প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় সজ্জনবৃন্দও আগ্রহের সহিত পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় প্রভু "মানস দেহ গেহ" এই গীতটী কীর্ত্তন করেন। পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

১৬।৫।৩৮ তারিখে বস্তা সদানন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবাজপ্রসাদ দে মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সনাতন-শিক্ষা" পাঠ করেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১৭।৫।৩৮ তারিখে বস্তা টিকরাপাড়া মঙ্গলাবাদিতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সাক্ষিগোপাল উপাখ্যান" পাঠ করেন। পাঠের প্রথমে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব "দুনিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া" এই গীতটী এবং পাঠের পরে "দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

১৮।৫।৩৮ তাং বস্তা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের আহ্বানে ভক্তিহৃদয় প্রভু তথায় উপস্থিত হইয়া রাত্রি ৭ টার সময় গুর্ব্বষ্টকাদি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠ করেন। সভাতে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পাঠের পর "পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু জন্ম মোর বিফল হইল" এই গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

পাটনায় প্রচার

গত ২১শে মে শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাটনা নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সাদরে আহূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ আম্নায় ধর্ম্মের কথা অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য গমন করেন। গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীনামতত্ত্ব আলোচনামুখে তিনি দশবিধ নামাপরাধ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে "ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সমাগত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করেন। উক্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবুর গৃহে প্রতি পূর্ণিমাতেই বহু দিন পূর্ব্ব হইতে পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে।

বর্দ্ধমানে প্রচার

৯ই জ্যৈষ্ঠ ২৩শে মে সোমবার ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সাব্‌জজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু এবং ভাগবত কে পাঠ করিতে পারেন এ বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। অম্বরীষ মহারাজ বহু ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যে সুষ্ঠুভাবে হরিভজন করিয়াছিলেন ইহাও ভালভাবে বুঝাইয়া দেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কি চাই এবং কিসে তা' পাই

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

"পরমাত্মা" শ্রীকৃষ্ণের আংশিক বৈভব।
"ব্রহ্ম" তাঁর অঙ্গকান্তি কহে শাস্ত্র সব॥
যোগপথে অংশমাত্র লাভ হয় যার।
জ্ঞানপথে অঙ্গকান্তি বিনা নহে আর॥
পূর্ণ ভগবান্ লাভ ভক্তিপথে হয়।
তাই সে উত্তম পথ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
গুণাতীত না হইলে আনন্দ না হয়।
"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" শাস্ত্রবাক্য কয়॥
গুণাতীত হয় নর তাঁহার ভজনে।
অন্যপথ আর নাই সেই পথ বিনে॥
কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানপথ তাই পরিহরি।
ভক্তিপথে পাব মোরা শ্রীগৌরাঙ্গ হরি॥
কৃষ্ণ বলে, ভক্তহৃদে বসতি তাঁহার।
কৃষ্ণ দিতে ভক্তের মাত্র অধিকার॥
"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"
শ্রীগুরুর কৃপা বিনা সকলি বিফল।
কৃষ্ণ দিলে তাঁর পদ করিলে সম্বল॥
শরণ না নিলে তাঁর কৃপা কিসে হয়।
ভাবিতে দেখের ইহা উচিত কি নয়?
তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবা আত্মগতময়।
তাহাই "শরণ বাচ্য" সাধুশাস্ত্র কয়॥
সেইভাবে তাঁর আশ্রয়ে যদি মোরা যাই।
তবে সেবানন্দ মোরা সুনিশ্চিত পাই॥
সে পথেও যেতে বাধা করে বিঘ্ন সৃষ্টি।
উপায় নাহিক বিনা গুরুকৃপাদৃষ্টি॥
ঐকান্তিক সেবা বাঞ্ছা আর কৃপা তাঁর।
এ দুঁহের যোগে দিলে অবশ্য উদ্ধার॥

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ ত্রিবিক্রম আদি কার্যালয়বাসী গৌরাব্দ ৪৫২

গানের অধিকারী কে?

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অপর আটপ্রকার ভক্তি কীর্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্তন যজ্ঞ-ভক্ত জীবের চিত্তদর্পণকে মার্জন করেন, ভবমহাদাবাগ্নিরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কল্যাণকৈরব বিতরণ করেন, তিনি অপ্রাকৃত অনুকূলের প্রাণস্বরূপ, জীবের সেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণ সুধা আস্বাদন করান এবং সর্বতোভাবে স্নিগ্ধতা সাধন করেন। এই কৃষ্ণকীর্তন কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম সেবোন্মুখ হইয়া কেবলমাত্র গান করিতেই সমর্থ। যেখানে গায়কের বুদ্ধি অন্যাভিলাষবশী অথবা কর্মজ্ঞানাদির তথায় কৃষ্ণকীর্তন কপটানুসন্ধান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এই—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

প্রাকৃত সকল প্রকার অহঙ্কাররহিত হইয়া প্রাকৃত ভূমির উপরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচভাবে তরুর ন্যায় সহিষ্ণুসম্পন্ন হইয়া আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া অপরের প্রাকৃত অভিমানসমূহের সম্মান প্রদান করত জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান লাভে লুব্ধ হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্বদা কীর্তিত হন না।

যিনি প্রাকৃত জন্ম-মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হইয়া আত্মশ্লাঘা করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়া আপনাকে ধনী জ্ঞান করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্পসদৃশ সৌন্দর্যলাভ করিয়া নিজরূপ-গরিমার আস্ফালন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃত মাহাত্ম্যে স্বতঃক্রমে মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপটচিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

যিনি সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়া নামভজনাদরে বঞ্চিত হন তাঁহারও কৃষ্ণগানে অধিকার লাভ ঘটে না। যিনি পরমার্থের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহবিশিষ্ট হন না, তিনিও গানাধিকারী হইতে পারেন না। যিনি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া প্রতিষ্ঠা-বশে নামকীর্তনে দক্ষ প্রকাশ করেন, তিনি নামগানে অধিকারী হন না। যিনি কেবলমাত্র জড়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত-সেবাপরায়ণ এবং নিষ্কপটচিত্তে একমাত্র নামগানে রত তিনিই প্রকৃত নামগানের অধিকারী।

পরমার্থ-প্রকাশ-ভূমিকা

(উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী)

বীজের মধ্যে যে যে উপাদান বা যে যে পদার্থ গ্রহণ করিবার শক্তি রহিয়াছে, বীজ-জন্ম-ভূমিকার মধ্যেও সেই সেই উপাদান বা পদার্থ প্রদান করিবার যোগ্যতা না থাকিলে ভূমিকার সহিত বীজের কার্য আরম্ভ হয় না; তবে বীজের সহিত ভূমিকার এই মাত্র পার্থক্য যে, বীজ—গ্রাহক, ভূমিকা—প্রদাতা, বীজ—ভোক্তা, ভূমিকা—ভোগ্যা। যেখানে ভূমিকার সহিত বীজের বিজাতীয়তার সেখানে সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব বলিয়া অঙ্কুরোদ্গম ক্রিয়াটি স্তব্ধ হইয়া যায়। অতএব বীজবপনের পূর্বে ভূমিকার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রে, প্রস্তরে বা কঙ্করপূর্ণ ভূমিতে বীজ রোপণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলেও সেই ভূমিকার বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। কোন কোন সময় এইরূপ দেখা যায় যে, ভূমি বহু আগাছা-পরিপূর্ণ থাকিলে তাহাতে মূল্যবান্ বীজ অঙ্কুরিত হইবার স্থান পায় না। যদিও কোন কোন সময় আগাছাপূর্ণ কোন স্থানে একটু ফাঁক পাইয়া অঙ্কুরক্রিয়ার লক্ষণাভাস দেখা যায়; কিন্তু আগাছার অত্যধিক প্রাবল্য হইতে বীজ সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

সনাতন বৈষ্ণবধর্মের মূল মহাজনগণ পরমার্থভূমিকা প্রকটের সর্বপ্রথম লক্ষণ স্থির করিয়াছেন—'আদৌ শ্রদ্ধা'। এই শ্রদ্ধা-বীজ যাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় নাই তাঁহাদের অধিকার বা চিত্তবৃত্তি পরমার্থ-ভূমিকা-বিচারে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। এই ভূমিকায় পরমার্থ-প্রকাশ অসম্ভব। যাঁহারা জোর করিয়া ঐরূপ ভূমিকায় পরমার্থ-লাভের উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা নিজের বক্তৃতা ও পরমার্থতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন মাত্র। শাস্ত্রে অশ্রদ্দধানে নামোপদেশের নিষেধসূচক বাক্য অবজ্ঞা করিয়া তাঁহারা অপরাধী হইয়া পড়েন, অতএব উপদেশক ও উপদিষ্ট উভয়েই আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারেন না।

পরমার্থতত্ত্ববীজের জন্ম-প্রকাশ-ভূমিকা মানবচিত্তের অতীত রাজ্যে নিত্যকাল বর্তমান রহিয়াছে। "বহু দেবে পরাভক্তিস্তথা সেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" শ্রুতির এই মন্ত্রানুসারে একমাত্র আশ্রয় ও বিষয়-পরমার্থতত্ত্ব গুরু ও ভগবানে সমভাবে পরাভক্তিমতী সেবাস্পৃহা চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশিত হন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

পরমার্থ-পুরুষ—সেব্য বা ভোক্তা এবং পরমার্থপ্রকাশ-ভূমিকা—সেবিকা বা ভোগ্যা। পরমার্থ-পুরুষ ভগবান্ যে স্থানে জন্ম প্রকট করেন সেটি তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি—অবশ্য প্রেমবৎসেবাবৃত্তি নিত্য সেবকের অন্তর্ভূমিকা বা বহিরঙ্গোন্মুখ জীবের স্বাভাবিকী সেবাময়ী তত্ত্বা চিত্তবৃত্তি—অভিন্ন বৈকুণ্ঠ-গোলোকধাম। শাস্ত্র বা মহাজনের শ্রীমুখে শুনা যায় যে, যিনি সেব্যবস্তুর প্রকাশ উপলব্ধি বা দর্শন করিতেছেন তিনি বিষয়চিন্তার ভোগ-ত্যাগময় গতি অতিক্রম করিয়া সেব্যের ঈপ্সিতদর্শনের উপকরণরূপে নিজকে তথা নিজের যথাসর্বস্বকে ভগবৎপাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি সেব্যের যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য নিত্য-কাল নিয়োজিত। এবম্বিধ সেবকানুসেবকের আনুগত্যে ও কৃপায় জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে সেব্য-বস্তুর প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সেব্যের চিত্ত-বৃত্তির বিবরণ পাইতে হইলে সেবকের সেব্যের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেব্যবস্তু ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে সেবকের আকৃষ্ট হইবার অধিকার এবং সেবকের রূপ, গুণ, লীলা-বৈশিষ্ট্যের সেবা-বাসনার প্রয়োজনে সেব্যকে বশ বা আকৃষ্ট করিবার উভয়বিধ যোগ্যতা প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। অতএব বিজাতীয় ভূমিকায় সেব্যবস্তু প্রকট হন না।

ভগবানের বিভিন্নাংশ জীব নিত্যসিদ্ধ সেব্যতত্ত্ব অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের অণু অংশ। অতএব সেই অণু মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে স্বতন্ত্রতা আছে। বিষ্ণুর আনুগত্য ছাড়িয়া প্রভু হইবার বাসনা উদিত হইলেই জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানবশে প্রাকৃতিক বিকৃতি বা অনাদি কালসাগরে ডুবিয়া যায়। তখন জীব ভোগাবরণ দুঃখ-সমুদ্রে অহংমম বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সেবাস্পৃহা চিত্ত-ভূমিকার কথা বিস্মৃত হয়। সেই হেতু জীব জগৎকে তাহার ভোগ্যরূপে দর্শন করিয়া অনাদি বন্ধন লাভ করে। মায়া-শক্তির বশে জীব যখন বলীয়ান্ হইতে চায় তখন সে চিৎশক্তির বল হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই সময়ে মায়া তাহাকে সাদরে আকর্ষণ করিয়া ভোগের অন্নে চঞ্চুকে প্রলোভিত করে। তৎকালে জীবের পরমার্থ ভূমিকা আবৃত হইয়া মায়িক ভূমিকার সৃষ্টি হয় ও মায়িক কার্য আরম্ভ হয়।

জীব যখন ভোগবাসনায় উন্মত্তবৎ লালায়িত হইয়া সুখদুঃখের দোলন-দোলায় দুলিতে থাকে, তখন মায়াজীবনের জীব তাহার চির আদরের প্রাণপ্রিয় হৃদয়-মোহনের কথা, অবিচ্ছিন্ন চিদানন্দ ধামের একচ্ছত্র অধিপতি প্রাণাধিক প্রিয়তম কমল-নয়নের সম্ভাষণ, স্নেহ, আদর ও অনুরাগ ভালবাসার মধুর মিলনের কথা বিস্মৃত হইয়া দুঃখে অনিত্য, ক্ষয় ও পরিবর্তনশীল জগতে নিত্যপদ গুরুকেই প্রেমোন্মুখ বরণ করে। কর্মজগতের উপকরণসমূহে আবদ্ধ জীবকে মায়াদেবী তখন কর্মফলের পুরস্কার-স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ের হরণাদি ভোগবন্ধনসজ্জা—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের নিগড়শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। এই ত্রিগুণের মোহে পতিত ভ্রান্ত জীব পরমার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া ভব-তরঙ্গের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হয়।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
(গীতা ৭।১৩)

আমার অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ। সেই গুণময়ভাবে সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। সেইহেতু এই সমস্ত গুণের হইতে পরম অব্যয়স্বরূপ আমাকে লোক জানিতে পারে না।

জীব কেবল নিজ-চেষ্টা দ্বারা পরমার্থ-ভূমিকা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। সেইজন্য

অজ্ঞানতা তাড়াইতে সহস্রাধিক তাহাদের বিজ্ঞানবুদ্ধি বা জাগ্রত প্রবণতাবলে অন্ধকার দূর করিবার জন্য কোটী কোটী প্রদীপ আনিলে, অথবা 'আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগে প্রত্যহ পৃথিবীকে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় করিয়া দিলেও সূর্য্য প্রকাশ করিবার 'আকাশ-কুসুম' কল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সূর্য্যের আকাশে পূর্ব্বদিকে শত আলোক-স্তম্ভের আলোকচ্ছটা দেখিয়া তাহাকেই সূর্য্যোদয়ের ভূমিকা বা সূর্য্য মনে করিলে তাহার অন্ধতা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিশক্তির বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কপট-সাধন-ভজনরূপী আলেয়ার পশ্চাতে আজীবন বা কোটি কোটি জীবন ছুটাছুটি করিয়া তাহাকেই নিজের অভীষ্ট বস্তু মনে করিলেও বস্তুতঃ আলোকময় ভূমিকা বা আলোকময় সূর্য্য তাহা হইতে অনন্তকোটি যোজন দূরে অবস্থিত ও পৃথক্ থাকিবেন। তজ্জন্য শ্রুতির —"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এবং "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" প্রভৃতি সতর্কবাণী প্রত্যেক ভজনচতুর সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষগণ অনুসরণ করেন। আমাদেরও সেই পথের পথিক হইতে হইলে তাঁহাদেরই অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মরুভূমি, নিরস প্রস্তরময় পর্ব্বত, অথবা বালুকাপূর্ণ জল-বক্ষভূমিতে বিপুল উৎসাহের সহিত রাশি রাশি বীজ ছড়াইয়া দিয়া, ভবিষ্যতে বসিয়া 'আমি খুব বড় ধনী হইয়াছি' এইরূপ আশায় মলিন সব লোকের নিকট প্রচার করিলেও ফলপ্রাপ্তি সময়ে নৈরাশ্যই প্রাপ্য হয়। কিন্তু মূঢ় কৃষকাভিমানী সেই সময়ে যদি অভিজ্ঞ কৃষকের আনুগত্যে বীজোৎপত্তির উপযুক্ত ভূমিকায় বীজ নিক্ষেপ না করিয়াই আগামী বৎসর বা বৎসরের পর বৎসর ঐরূপ উদ্যমের ভাণ দেখায়, তাহা হইলে তাহার বৃথা পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়। সেইরূপ পরমার্থের বাহ্যিক পোষাক, সেবার (?) উৎসাহ, হরিকীর্ত্তনে (?) কাঁচা প্রাণতা, ভক্তিগ্রন্থ-লিখন-পঠনের উদ্যম বাহিরের দিক্ হইতে সব ঠিক থাকিলেও যদি মূল-উদ্দেশ্যশূন্য হয়, তাহাতে যদি কৃষ্ণ-ভক্তবেষ্টা অন্তর্যাম্যাচার্য্যের আনুগত্যে আত্ম-স্বরূপ-ভূমিকা প্রকাশ করিয়া সেব্যবস্তুর বিহারস্থলী হওয়ার অকপট বাসনাই একমাত্র লক্ষ্য না থাকে, তবে সেই উদ্যম বা উৎসাহ পরমার্থভূমিকাকে আবৃত করিয়া মায়িক আর্থিক ভূমিকা সৃষ্টি করিবার সুবর্ণ-সুযোগ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা ভক্তিময় জনগণ কৃপা করিয়া নিষ্কপট সেবাচারী ভগবদ্ভক্ত যে ভূমিকায় বিলাস করিতে ভগবানের সেই ভূমিকার যেরূপ আমাদের চিত্তভূমিকাকে সুসজ্জিত করিয়া সেবা-প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু আমরা যদি সেই চির-নবীন জীবনের মূল ও প্রাণস্বরূপা শ্রীভক্তি-বিনোদগোস্বামী-পাদপদ্ম সান্নিধ্যে ব্রজবাসপুরে বসত করিয়া নিরন্তর তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবানুশীলনে জীবনাহুতি প্রদান না করি, তাহা হইলে মায়িক ভূমিকা আমাদিগকে পরমার্থ-ভূমিকা হইতে ভ্রষ্ট করিয়া 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্' করিয়া দিবে।

জড়ভূমিকার উৎসাহ, উদ্যম ও সাধন-ভজনের বাহ্যিক অভিনয়ে সাধক কখনও নিত্য-সত্য-পূর্ণ-মুক্ত পরমার্থপথে অভিযান করিতে পারে না, অধিকন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরভাবে দৃঢ় বন্ধনের পথে অভিযান করে! ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের যবনিকা। এইগুলি পরমার্থ-প্রকাশ ভক্তি-ভূমিকাকে আবৃত করিয়া অভীষ্টলাভের পথকে কন্টকময় ও কন্টকাকীর্ণ করিয়া তুলে। নির্ভেদ-মুক্তিবাসনা জড়-বর্জ্জনসদৃশ জ্ঞানভূমিকাকে পরমার্থ-ভূমিকা মনে করিয়া নিজের সরস সেবাময়ী বৃত্তিগুলিকে শুষ্ক করিয়া দেয়। শুষ্ক কিরণের তীব্র শক্তি তাহার আনন্দময়কে ঝল্‌সাইয়া হতজ্ঞান করিয়া তোলে। সেই অবস্থায় সে নিজকে দেখিতে পায় না, অপরকেও দেখিতে পায় না, দর্শনক্রিয়াটি তাহার একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। ভক্তেতর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য যে উপায় সৃষ্ট হইয়াছে, সেইগুলি আত্মার নিত্যশান্তি প্রকাশের অন্তরায়-স্বরূপ।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১।৬।৩৬)

যম-যোগাদি দেহ-মনের উপর বাহ্যিক ভূমিকা প্রস্তুত করে, তাহাতে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী কর্ম্ম জ্ঞান-বীজ রোপণ করিয়া ভূমিকারূপ জীবকে ভোগ-মোক্ষ ফল প্রদান করে, কিন্তু সেখানে দেহমনাতীত আত্মভূমিকা প্রকাশিত হয় না।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" প্রভৃতি ভগবানের স্বমুখোক্ত গীতার বাণীতে এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায়স্বরূপ "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।" "অবজ্ঞানাং ন গুরুদেবোভিন্নদেহম্" প্রভৃতি শ্রৌতবাণীতে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ভক্তপাদপদ্মে সমভাবে ভক্তি-সাপেক্ষ চিত্ত-ভূমিকাতেই পরমার্থ-বস্তু স্বয়ং প্রকাশ ভক্তিবিনোদজনের দ্বারা উপলব্ধি বা দর্শন করিতে পারা যায়। কিন্তু এই কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্ম-প্রকাশের মূল কোথায়? মহাজনগণ বলিয়াছেন—'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'। সাধু বা মহতের সঙ্গই পরমার্থ-সঙ্গীতে সঞ্জীবিত হইবার সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মল অনুকূল আবহাওয়া। বিভিন্ন শাস্ত্র ও মহাজনগণও ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের জন্য সমস্বরে এই কথাই গাহিয়াছেন,—"বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকম্।" (ভাঃ ৫।১২।১২), "মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকঃ নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩২), "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)। মহতের চিন্ময় পদধূলি বা মহতের অকপট কৃপা-লাভের জন্য সৌভাগ্য উপস্থিত হইলে পরমার্থ-ভূমিকা ভক্তিদেবী ও ভক্তপ্রাণস্বরূপ পরমার্থবস্তু আত্মপ্রকাশ করেন। জীব তখন কোটিকন্টকময় পরমার্থ-পথে অভিসারে সরল শিশুটির মত নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হন।

যাঁহারা আত্মমঙ্গলপিপাসু, যাঁহারা কঠোর অথচ সহজ অকপট সত্যবস্তুর অদ্বৈততত্ত্ব আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়ের ব্যক্ত ও অব্যক্ত পরমার্থ-বাঞ্ছালাভের বিঘ্নস্বরূপ অন্যাভিলাষ-রূপ সংস্কারক ব্যাধিগুলিকে প্রশ্রয় না দিয়া শুদ্ধসাধুর নিকট নিরন্তর নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তাহা সুষ্ঠুভাবে নিজের জীবনে আচরণ করাই সাধুশাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। সাধুসঙ্গে সদনুশীলন করিতে করিতে অপরাধ বা কু-বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। "আমার রুচিতো কেন বাড়িতেছে না", "আমার হরিভজন হইল না", "আমার সেবা হইতেছে না" প্রভৃতি আতঙ্কময় কপটোক্তি করিয়া বস্তুগ্রহণে সম্প্রসারণ-চেষ্টাকে সঙ্কুচিত করা মঙ্গলের কথা নহে। আলোর কাছে গেলে অন্ধকার অবশ্যই চলিয়া যায়। অন্ধকার ঘরে হাতড়াইলে বা প্রাণহীন শবদেহসদৃশ আলোকশক্তিহীন চক্ষু উন্মীলন করিয়া কোটী জীবন অন্ধকার সংসারকূপে বসিয়া থাকিলেও আলো-ভূমিকার আলোর রূপ দর্শন সম্ভবপর হইবে না। তজ্জন্য একমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনালোকশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অভীষ্টলাভের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যায়। ভগবান্ বা ভগবজ্জন সাধুগণের কৃপা-দৃষ্টির আশ্রয়ে ভগবদ্বাণী শ্রবণকীর্ত্তন করিলে হৃদয়ের মলিনতা বা অন্ধকার দূরীভূত হয়। তখন চেতনোন্মুখ জীব তাঁহার ভক্তি-রসময় পরমার্থ হৃদয়ভূমিকায় সেবাময় দিব্য-দেহে পরমার্থবস্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে উপলব্ধি বা দর্শন করেন এবং প্রাণনাথের চঞ্চল, চপল, মধুর মধুরসেবামহোৎসবে নিত্যকাল বিভোর হন। আমরাও সেই পথের পথিক হইবার আশায় করে অকপটে শ্রীভক্তি-বিনোদাশ্রয়গণের গাহিতে পারিব—

কবে হবে বল সে দিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি শুদ্ধনামে রুচি
কৃপা বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার॥
(কবে) তিতিব লুটিব হরিনাম-রস
নাম-রসে মাতি হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ-পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার॥

(শরণাগতি)

কি চাই এবং কিসে তা' পাই

(শ্রীযুক্ত মহানন্দ দাসাধিকারী)

সুখের লাগিয়া হায়! সারাটি জীবন।
কতই না কত কিছু করিনু যতন॥
অনিত্য সে সুখ কভু যদ্যপি মিলিল।
বিজলী-চমক সম দূরেতে মিশিল॥
ত্রিতাপের জ্বালায় বেড়িয়েছি সার।
জানি না তা' হ'তে কিসে পাইব উদ্ধার॥
কিসে নিত্যসুখ পা'ব তাহা ত' জানি না।
কে জানায় তাহা সাধু-শাস্ত্র-গুরু বিনা॥
তা' সবার বাক্য যদি একমত হয়।
তবেই তাহাতে হয় সুদৃঢ় প্রত্যয়॥
সত্যের প্রতিষ্ঠা কভু তর্ক দ্বারা নয়।
বেদ বা বাদিগণ তার নিরূপণাশয়॥
নানামুনি নানাশাস্ত্র বলে নানাবাক্য।
প্রায়শঃ তাঁ'দের মত নাহি হয় ঐক্য॥
ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব নিহিত গুহায়।
মহাজন গত পথ তাই সে উপায়॥
স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল।
প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, শুকদেব বলি॥
ধর্ম্মরাজ যম, মনু এই দ্বাদশ জন।
মহাজন বলি' খ্যাত সারা ত্রিভুবন॥
কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানপথ তা'রা না আদরে।
ভক্তিপথমাত্র সবে অঙ্গীকার ক'রে॥
কর্ম্মের অনিত্য ফল—কভু স্থায়ী নয়।
কর্ম্মফল পুণ্য ক্ষয়ে হ'য়ে যায় ক্ষয়॥
স্বর্গচ্যুতি ঘটে আর মর্ত্ত্যেতে পতন।
গীতা ভাগবতে আছে তাহার বর্ণন॥
"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—
গীতায়।
"ক্ষীণপুণ্যাঃ পতন্ত্যর্ব্বাক্"—ভাগবতে
পায়॥
যোগের আংশিক ফল কভু পূর্ণ নয়।
পরমাত্মা লাভ মাত্র যোগ-পথে হয়॥
জ্ঞানপথে আত্মার নির্ব্বিশেষ গতি।
ত্রিপুটি বিনাশে যা'তে জীব আত্মঘাতী॥

(অবশেষ ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব,গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নশাস্ত্রপ্রচারকবেশে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক--শ্রীমদনন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারবর্ণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিসৌরভ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী নিতাইদাস অধিকারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক--শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসুন্দরগোপাল ভক্তিমধুপ

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালোক
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক--মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোদা নন্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ক্যাডোর রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) মাটিয়া গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর
পোঃ মিঠাপুর পাটনা)
রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীসুন্দরমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক--শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যাশ্রয় দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজেন্দ্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীসেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাদাসী,
পোঃ ফেজোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৬নং কুইন্স রোড, দিল্লী!
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ [illegible]
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) সাক্ষাৎ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারী [illegible]
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির
পোঃ বহুলকুঞ্জ, পঞ্জাব
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজগাঁথ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমারকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীমদনাথ সেবকপ্রবর অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।১৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৩১, ডাউনরোড
ব্রম্পটন, লণ্ডন, ই, এ
রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বহু চাটার্জ্জি লেন
রিভিয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯০৮

ম্যাঞ্চেস্টারের দর

বিলাতী সিল্ক ম্যাঞ্চেস্টার—

	প্রতি মণ
চাকদামি	৬।০
কাঁচা চাল	৫৷০
ঐ মধ্য	৫৲
আউশ-চাল	৭৲-৭।০
চাকপানী	৫।০
সাদা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোম্পানী	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৶০
আতপ—	
নূতন আতপ	৫৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
খুকুনী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
বাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
বালামকোল	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশী, চীনা	১০৷৵০
বর্ধিত ১০০০ নং	১০৴০
আবকেতা দানা	
জানপুর দানা	৮।০—৯৵০
জানপুর দাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৩।০
সভরেন	১২৲
রূপিয়ার	৫৩।০

পাটের দর

আমরে—	৪০৷০
সিরাজ—	৪০৷০
উত্তরং—	৪১।০
আজার ধনের দর—	৪১৲

কাঠী ও মশলার দর

লেঠেল দানা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
কালপাকের ঐ	৭৲—৬৵০
কাঠমহলের ঐ	৫৷৵০—৫৷০
কাঠী	৭৲—৬৵০
কাঠী (বি)	৫৷০—৫৷৵০
কাঠী নং (২	৪৴০—৫৷৵০
কাঠী (এক)	৫৲—৫।০
কাঠী (দো)	৪৷০—৪৷৵০
কাঠী নং (৩)	৪৷০—৪৷৵০
কানাই	১৷৵০—১৷০
চুনী	১৷৵০—১৷৵০

ভুষের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
রাধনীর	৫০৲
কুসুমবাঁধী	৪০৲
পাড়ী	৩৩।০
কাতিরাম	

তাঁত

কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাজর	৪১৷০
২৬ গেজ—	১৭৷০
গ্যাস বইচা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুষের দর

আমের গোলার কাঠর	৫২৲
সিট্ন আমের ওষুধ	৪০৲
কপাটি পুরানো কাঠর	৪০৲
চাপার্থ বাঁশ	৫৩৲
ঐ কাঠর	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাতলা মাও	৮।০
সুপারী সেপী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গুটি খয়ের	১৫।০—১৭।০
নতা নুতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।৬।০৮

চাঁচার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৷০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৷০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷০—৮।০
টাটা গ্যাস করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাস প্লেন সীট	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাস করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷০
সীস	৷৵১০—৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১১০।০
গোল কাটি বা ফ্রিট কাটা মণ	৬।০—৬৷০
গাছি কাঠি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাঠি লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, বোলটু, পয়ারে	৬৷০—৭।০
গোল রড বি-ইন্দিয়ান ও কনক্রিটের	৭।০
কড়	৬৷০—৭৷০
খুঁড় ইস্পাত আমদ ২৫৲	হকল ২৩৷০
চটকলের কাগজ ৫৵০, প্যাকিং কাগজ ৬।০	
ভুসার কাগজ ৪।০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৪-৫ বাবার ঘাট গোলাগলি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ দক্ষ ও আদর্শচরিত্র। ৮ম শ্রেণী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে খুব ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে বোর্ডিং ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র হিন্দী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য ?

—:০:—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুকরের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেন্ন জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, ধর্মা-দাপুড়া, সারই এবং অন্যান্য পাচাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও দুধভাত দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ টাদওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(•)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সারস্বত-বিদ্যা-বিশিষ্ট সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু বহুমূল্যবান শিক্ষাবাণীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিসার্ব্বভৌম সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবহুল গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশনা বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রবর্ত্তকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা-নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জগতের শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের বিদ্বজ্জন বিচার করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্কুলে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(•):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রতিবার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ৪৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১৫৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-২৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩০

কৃষ্ণনগর ৫ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২৭ ৯-১৩ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৩৫

রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২-৫৩ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৩ ১৭-৪১ ২০-৪৩

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৪৬ ১২-৩ ১৪-১১ ১৪-৫৩ ১৯-৩ ২২-৩ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৯-৪০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৭-০ ১৮-১

রাণাঘাট ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১০ই জুন, ১৯৩৮, শুক্রবার [৮৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

সরকারী রেলের আয়

গত ২০শে মে পর্যন্ত দশদিনে সমস্ত সরকারী রেলে মোট ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আয় হয়। উক্ত আয় গত বৎসরের এই সময়ের আয়ের তুলনায় ৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় ২০ লক্ষ টাকা বেশী।

বৃটিশ বিমান বিভাগ

স্যর কিংসলি উড বিমান বিভাগের প্রসারে সম্পর্কে কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্যর এডোয়ার্ড … মিঃ এস আর বিলি, মিঃ জে … বোরেন, স্যর চার্লস ক্লস-পার্কিন্স, লর্ড ক্যাডম্যান, মেঃ জেঃ জে এইচ … ও … উপদেষ্টারূপে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পারস্য ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি

সম্প্রতি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপিতে মোগল বাদশাহগণের তাঁহাদের শাহজাদা ও শাহজাদীদের, পারসী … রহিয়াছে। ইহা ছাড়া উহাতে ভারতের ও তুরাণের, পারসী সুফী দরবেশদের জীবনকাহিনীও সংক্ষেপে লিখিত আছে। এই পাণ্ডুলিপির একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা … লেখা আছে। … বাদশাহ … অনুবাদ করেন। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

বগুড়ায় শোচনীয় পরিস্থিতি

বীরাট জিলার মাহমানা থানার ক্যাকেপুর গ্রাম হইতে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুই দলে সংঘর্ষের ফলে নয়জন গুলীর আঘাতে নিহত হয়। ঐ গ্রামের দুই বৈদ্য ও তাহা পরিবারের মধ্যে বহুদিনের শত্রুতা ছিল, মাঝে মাঝে তাহাদের মধ্যে মামলাও চলিত। সম্প্রতি উভয়ের এক পক্ষের একটী নবনির্মিত বাড়ীর দখল লইয়া বিরোধ আরম্ভ হয়। অকস্মাৎ এই বিরোধ চরমে উঠে এবং এক পক্ষের গুলী চালনার ফলে নয় জন নিহত হয়। পুলিশ আসিয়া শান্তি স্থাপন করে এবং মৃতদেহগুলি বীরাটে চালান করে।

বিহারে ব্যয়সংকোচ ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে, বিহারের ব্যয়সংকোচ কমিটি রেজিষ্ট্রেশন ও আবগারী বিভাগের সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ, কমিটি এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, আর বড় ডেপুটী কমিশনারের পদ আছে, তুলিয়া দিতে হইবে। ভবিষ্যতে আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগকালে মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক নূতন লোক এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক আবগারী ইন্সপেক্টারদিগের মধ্য হইতে প্রমোশন দিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে।

কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, আবগারী সাব-ইন্সপেক্টারগণের নিয়োগকালীন বেতন ৫০ হইবে; ক্রমশঃ উহা বাড়িয়া ৯০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। ইন্সপেক্টারদের বেতন উর্দ্ধ সংখ্যা ২০০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ সম্পর্কে ব্যয়সংকোচ কমিটির সুপারিশ এই যে, নূতন নিয়োগ-প্রার্থীদিগের সুবিধার জন্য 'সিলেকসন গ্রেড' তুলিয়া দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন সমূহের ইন্সপেক্টারদিগের বেতন ২৭৫—৩৭৫ টাকা নির্দিষ্ট থাকিবে। অস্থায়ী ইন্সপেক্টার নিয়োগপ্রথা লোপ করিতে হইবে।

লীগ-কংগ্রেস আলোচনা

গত ৫ই জুন বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ-কাউন্সিলের অধিবেশন … ঘটিয়াছে। লীগ কাউন্সিল কংগ্রেস পক্ষের পত্রের জবাবে যে সকল দাবী কংগ্রেস পক্ষকে জানাইয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সকলে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। দাবীগুলির মর্ম্ম এইরূপ —

(১) বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে; (২) যে সকল প্রদেশে বর্তমানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনে সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে হইবে; (৩) মুসলমান সমাজে যে সকল সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত আইন প্রচলিত আছে, তাহা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আইন করিয়া তৎসম্পর্কে 'গ্যারাণ্টি' ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা … অর্থাৎ স্বতন্ত্র নির্বাচনে ও … সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; (৫) কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা পরিবর্তন করিতে হইবে; অথবা মুসলিম লীগের পতাকাকে সমান মর্য্যাদা দিতে হইবে; (৬) মুসলিম লীগকেই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

চেকোস্লোভাকিয়ার এক নূতন সমস্যা

গত সপ্তাহের শেষে চেকোস্লোভাকিয়াতে দুইটি অনুষ্ঠান হইয়াছে; এই দুইটি অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী।

প্রাগে চেক ও জার্মাণ সোস্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির ৬০তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে প্রায় … ঘণ্টা ধরিয়া এক লক্ষ লোকের মিছিল হয়; ডাঃ বেনেস এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইতোমধ্যে ব্রাটিসলাভাতে শ্লোভাক পিপল পার্টির ৭৫ হাজার লোকের এক মিছিল হয়। যে পিটসবুর্গ চুক্তি দ্বারা শ্লোভাকিয়ার জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সেই চুক্তির ২০তম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঐ মিছিল হয়। ইতঃপূর্ব্বে শ্লোভাক পার্টি তাহাদের সম্মেলনে স্থির করিয়াছে যে, নিম্নলিখিত দাবীগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া পার্লামেণ্টে একটি বিল আনা হইবে:—২৫ লক্ষ শ্লোভাকের জন্য পৃথক শ্লোভাক জাতি ঠিক করিয়া দেওয়া, এই রাষ্ট্রে শ্লোভাকিয়ান হইবে রাষ্ট্র ভাষা। একটি পার্লামেণ্ট এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শুধু শ্লোভাক সৈন্যগণের একটি সৈন্যবাস থাকিবে; তবে দেশরক্ষা, অর্থ, বিদ্যালয়, শাসনকার্য্য ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে চেকোস্লোভাক রাষ্ট্রের এক বিভাগ হইতে … পরিচালিত হইবে। পার্লামেন্টে এই দলের নেতা, যদিও এই দলটি একমাত্র বৃহৎ শ্লোভাক দল তথাপি চেকোস্লোভাক গণতন্ত্রে কোন বিশিষ্ট শ্লোভাক সদস্য ইহার মধ্যে নাই; কারণ তাঁহারা শ্লোভাকদের জন্য পৃথক স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গ্রন্থিত করা হইয়াছে।

———:o:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে প্রভূত মঙ্গলপ্রদ পাঠ ও বহু মাধুর্য্যের কণা লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পঞ্জিকা প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। আম্নায়-আলয় ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল সাধ্য-ভাষা ৷০
২৭। যুক্তিমালিকা গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনকল্প /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভজনম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১ সাধন-পথ ৷০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১০ই জুন ইং ১৯৩৮, শুক্রবার | ৮৬তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বাক্লিপাড়ায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বাক্লিপাড়ায় সেবক-সন্নিধিতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর "কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়" এই প্রশ্নের অন্তর্গত "কে আমি" এই বিষয়টী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে বিদ্বচ্চেতন ও অণুচেতনের বৈশিষ্ট্য, অণুচেতন জীবের স্বতন্ত্রতা-রত্নের মহিমা, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের দুঃখময় পরিণাম ও নির্বিশেষবাদের হেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। সভায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাগিক (হেড অডিটার), শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ দত্ত (ডাক্তার) প্রভৃতি বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

মজুমদারপুর ও আলেখাস্কে

২০।৫।১৯৩৮ তারিখে বড়া বাক্সাড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মহান্তী মহাশয়ের বাড়ীতে একটী সভার অধিবেশন হয়। মহান্তী মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিহৃদয় প্রভু তাঁহার পার্টি সহ উপস্থিত হইয়া ভক্তিকাব্য ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ হয়। সভায় বহু ভদ্র ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের পরে "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর" এই গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

২১।৫।১৯৩৮ তারিখে বড়া অক্ষয়ৌদি স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিবন্ধু বেহেরা মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে ভক্তিহৃদয় প্রভু তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড ১১শ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াধামে যাত্রা এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করত সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। পাঠের পর "প্রভু হে, শুন মোর দুঃখের কাহিনী" পদ ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হয়।

পাটনায়

গত ২২শে মে রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ এম্, এ-এল, এম্ এল সি মহোদয় পাটনা গৌড়ীয় মঠে দর্শন করিতে আগমন করেন। তিনি শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু দাসাধিকারীর নিকট প্রায় ২ ঘণ্টা হরিকথা ও গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন ও আরও শ্রবণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

হরিকথার দুর্ভিক্ষ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভগবজ্জনে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মায়াবাদী, ভক্তভোগী, বিষয়ী, অবৈষ্ণবের মুখে হরি-কথা (?) শ্রবণ করিলে আমাদের অকল্যাণই হইয়া থাকে এবং আমরা দিন দিন হরিবিমুখ হইয়া পড়ি। অতএব সর্ব্বসময়ে আমাদিগের শুদ্ধভক্তের মুখে হরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যক।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ অনন্তকালের কোন্ কোণে মিলাইয়া যাইতেছে, তাহা কে লক্ষ্য করিতে পারে? বিরাট্ মহাব্যসমাজে জীবন ধারণ করিয়া আমরা কে কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছি, তাহার সংবাদই বা কে রাখিতেছে? আমরা ক্ষুদ্র সমাজে, ক্ষুদ্র গ্রামে অথবা ক্ষুদ্র দেশে সামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মনে করি যে আমাদের জীবন কৃতার্থ হইল। কিন্তু এই বিরাট্ বিশ্বের তুলনায় ভগবানের অসীম-শক্তির অনুপাতে আমাদের শক্তি ও সাধ্য যে কিছুই নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই লোকে আমাদিগকে ভাল বলুক আর নাই বলুক, আমরা যেন সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ ও গুরুদেবের প্রিয় হইতে পারি, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সামান্য রেণু-পরমাণুর গতিও ভগবানের চক্ষের অগোচর হইতে পারে না। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই জগতেরও প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইল। একমাত্র হরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারাই জগতের পরোপকার করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ আমরা ভারতবাসী এবং আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

দয়ালনিতাইচাঁদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে দয়া দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা জগতে মিলে না। অনেকে জাগতিক দয়াকে ও পরোপকারকে মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর দয়ার সহিত তুলনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের দয়া ও তথাকথিত জাগতিক দয়াতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নিত্যানন্দ প্রভুর দয়াতে জগাই মাধাইর মত মহাপাপীও তাঁহাদের জন্মজন্মার্জ্জিত পাপস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনে রত হইয়াছিলেন। আর জাগতিক জীবের দয়াতে লোক আরও বিষয়বাসনাতে নিমজ্জিত হইতে থাকে। কেন না, ভগবান্ অনেক সময় আমাদিগকে অভাবে ফেলিয়া তাঁহাকে ডাকিবার সুযোগ দেন, কিন্তু আমাদের অভাব পূরণ হইলেই আবার সেই ভোগবাসনা উপস্থিত হয়। জাগতিক উপকারের দ্বারা যাবতীয় ক্লেশের মূল যে অবিদ্যা বা হরিবিমুখতা তাহা কখনও বিদূরিত হয় না। একমাত্র হরিকথাকীর্ত্তন দ্বারাই জীবাত্মার পরোপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকার করা হয়। আমরা যেন নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিয়া আমাদের পরমকল্যাণ সাধন করিতে পারি, ইহাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে একান্ত প্রার্থনা।

বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু জীব-মঙ্গলের জন্য অহৈতুকী কৃপাবশতঃ ভারত ও বহির্ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রাবল্য আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যেন বাসনাদির ছিদ্রহতে এই দল এবং হরিগণ-প্রবাহোদয়ে যোগদান করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

সাধুর সাধুত্ব সর্ব্বশাস্ত্র কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'র্লে আমরা খুব শীগ্গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্ত গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ ত্রিবিক্রম তিথি সর্কোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

——::•)::·—

হরিকীর্ত্তন বাদে কবির ভোষণ ইহা শুদ্ধ চেতনের নিত্যধর্ম। ইহা অপ্রাকৃত। এই কীর্ত্তন বন্ধ বা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই বৈকুণ্ঠধারার—হরিকীর্ত্তনের বিরাম নাই, অবসান নাই। যিনি শ্রবণাগ্রহে একবার কীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি চব্বিশ প্রহর বা আটাশ প্রহর কীর্ত্তন করিয়া বিরত হন না, পরন্তু নিত্যকালই অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর অন্য কোন রাস্তা নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করিবার জন্য "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"এই মহাবাক্যের ঘোষণা করিয়াছেন। জগতের লোক আমাদিগকে পদদলিত করুক, আমাদিগকে নানাভাবে কষ্ট প্রদান করুক, তথাপি আমরা সহিষ্ণুতাসম্পন্ন হইয়া বৈকুণ্ঠকথা কীর্ত্তনে বিরত হইব না। জগতের কোন প্রবল শক্তি, বিধর্মীর কোন অত্যাচার, শাসকের কোন শাসন যেন কখনও আমাদিগকে হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ কি আমরা মস্তকে বরণ করিতে পারিব না? সব ছাড়িয়া আমরা কি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিব না? আমাদের বা শাস্তজনদের এমন সুন্দর অভিজ্ঞ অস্ত্র আর হয় নাই বা হইবে না। যিনি যত বড় অত্যাচারী হউন, দাম্ভিক হউন, কেহই এই সংকীর্ত্তনাস্ত্রের নিকট অবনত না হইয়া পারিবে না। সুতরাং হরিকথার অনুকীর্ত্তনকারী, গুরুগৌরবাণীর শিক্ষক, শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদাবলম্বী আমাদের চিন্তা কিসের? শ্রীমন্মহাপ্রভুর আমলে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগজনগণকে তাঁহাদের প্রতাপক্ষমতার(?) মনে করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন—চেতনতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—মহাপ্রভুর এই কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা। তাঁহারা কীর্ত্তন রোধ করিতে ত' পারেনই নাই, পরন্তু কীর্ত্তন রোধ করিতে গিয়া কীর্ত্তনের দ্বারা বিজিতই হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তন, তদনুসেবকের অনুসেবা কেহ কখনও বন্ধ করিতে পারে না। চেতনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সমস্ত বিশ্ব যদি কীর্ত্তনের বিরোধী হয়, পৃথিবীতে যদি মহাপ্রলয়ও উপস্থিত হয়, তথাপি বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন কখনই থামিবে না; কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনোৎসাহ বিন্দুমাত্রও কমিবে না, পরন্তু যতই বাধাপ্রাপ্ত হইবে ততই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে জগৎকে মুখরিত করিবে।

শরণাগতির অভাবেই আমরা বাধা দেখিলেই ভয় পাই। সত্যের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধার অভাবেই আমাদের এইরূপ মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এ সকল কথা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইলে ভীত হইলে চলিবে না। সত্যকথা জানিতে হইলে হৃদয়ে সাহস চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। এ জগতের প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া, জগতের লোকের দু'দিনের বাহাদুরীর হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে পরজগৎ হইতে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ ক'রতে হইবে। এই শরণাগতিটী কঠিন ব্যাপার নয়, চেতনের অতি সহজবৃত্তি। এই সাহস বা বল অর্জ্জন করিতে হইলে ভগবানের কথা ভগবদ্ভক্তজনের মুখে শু'নতে হইবে। ভগবানের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব বল ও সাহস আসিবে। তখনই শরণাগতি সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে এবং সেই শরণাগত জনগণ নির্ভীকচিত্তে গুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তন করিতে পারিবেন। তৎপূর্ব্বে ভীতি অনবিচ্ছিন্ন থাকিবেই থাকিবে। তাই বলি, সাধু সাবধান!

হরিকথার দুর্ভিক্ষ

(ডাঃ শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী)

'দুর্ভিক্ষ' বলিতে ভিক্ষার অভাব বা কোন প্রার্থিত বস্তুর বিশেষ অভাবকে বুঝায়। তাহা হইলে কোন বস্তুর অভাব বোধ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই সেই বস্তুবিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তিনি ও আমি কে? কেন অভাব বোধ করিব? অভাব বোধ না করিলেই বা কি ক্ষতি হয়? এরূপ অনেক প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে জাগে।

প্রথমেই বস্তু বলিতে আমরা কি বুঝি। "বস্" ধাতু "তু" প্রত্যয় করিয়া বস্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার, বাস্তব বস্তু ও অবাস্তব বস্তু। অতএব বস্তু পারমার্থিক তত্ত্ব। যাহার নিত্য অস্তিত্ব আছে, যাহা নিত্য চেতনময় তাহাই বাস্তব বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্" এই কথায় 'বাস্তব বস্তু' বলিতে একমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার সেই বস্তুর শক্তি জীব ও মায়া। অতএব বস্তু শব্দে ভগবান, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ভগবান্, জীব ও মায়া ব্যতীত যাহা কিছু, সকলই অবাস্তব বস্তুর মধ্যে গণিত, এমন কি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডও অনিত্য অর্থাৎ অবাস্তব বস্তু। তাহা হইলে কথা হইতে পারে, জীব কি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরের বস্তু? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জীব স্বরূপতঃ মায়াতীত হইয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ যেরূপ নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তু, জীবও সেইরূপ অণু-সচ্চিদানন্দ বস্তু। সেই অণুত্ব হেতুই জীব ভগবানের দৈবী মায়ার দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য। সেইজন্য অণুচৈতন্য জীবের একমাত্র কার্য্য বৃহচ্চৈতন্য ভগবানের—বৃহদ্বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা। অর্থাৎ বৃহদ্বস্তুর অনুগত হইয়া চলা বা তাঁহার সেবা করা।

ভগবৎপ্রবৃত্তি বা ভগবৎ-সেবার কথাই ভগবানের কথা বা হরিকথা। হরি—যিনি আমাদের চিত্ত হরণ করেন। 'হরি' শব্দে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকেই বুঝায়। তিনি জড়াতীত সচ্চিদানন্দময় বস্তু, তিনি জড় সাকার বা জড় নিরাকার ন'ন। অনেকে ভগবানকে স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার চিন্ময় রূপ স্বীকার করেন না। যেমন ব্রাহ্মমতাবলম্বিগণ ভগবান্ মানেন, কিন্তু তাঁহার চিন্ময় রূপ এবং চিন্ময় বিগ্রহ স্বীকার করেন না। তাই তাঁহারা নিত্যলীলাকেও জড় ক্রিয়াবিশেষ মনে করেন। ভগবানের কোন জড় রূপ নাই বলিয়া যে তাঁহার জড়াতীত চিন্ময়রূপকেও অস্বীকার করিতে হইবে ইহা মূর্খতা বই আর কি হইতে পারে? ব্রহ্মোপাসকগণ ভগবানের অঙ্গকান্তিস্বরূপ যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ, তাহাকেই চরম উপাস্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্ম্মধ্যস্থ চিন্ময় রূপের ধারণা করিতে পারেন না; তাই তাঁহারা ভগবানের নিত্য অর্চ্চা-বিগ্রহ স্বীকার করেন না।

ভগবানের জড় রূপ কল্পনা করা যেরূপ অপরাধ, তাঁহার নিত্য চিন্ময় রূপকে অস্বীকার করাও সেইরূপ অপরাধ। হরি কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য বস্তু ন'ন, তিনি অধোক্ষজ বস্তু, বাক্য ও মনের অতীত, তর্ক বা যুক্তির দ্বারা কখনও তাঁহার তত্ত্ব নির্ণীত হয় না। ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণয়ে তর্ক যে সমর্থ নহে সে'জন্যে বেদান্ত বলিয়াছেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ",—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। মানবযুক্তির স্থিরতা নাই। আজ যদি কেহ একটী যুক্তি স্থাপন করেন, কা'ল হয় ত' তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। কাজেই ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আপ্তবাক্য বা বেদবাক্যই স্বীকার্য্য। এই কথা শুনিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করেন—বেদ স্বীকার করিব কেন? তদুত্তরে বলা যায়, বেদ স্বীকার না করিলে পৃথিবীতে মানবের জন্মই বৃথা। কারণ, বেদ শ্রুতিমাতা। সেই শ্রুতি হইতেই আমরা পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই। যেমন জড়জগতেও আমরা প্রথমে মাতার নিকট হইতেই পিতার পরিচয় পাই। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কেহ জন্মদাতা পিতাকে প্রত্যক্ষ করে নাই। কাজেই ভগবত্তত্ত্ব জানিতে হইলে ভগবানের প্রেরিত ভক্তজনের নিকটে বা শ্রুতিমাতার নিকট হইতেই তাহা জানিতে হইবে, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা কখনই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

বেদও কল্পতরুস্বরূপ। বেদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সকল কথাই আছে। আমরা স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে তাহা গ্রহণ করিতে পারি। তবে অনুগত হইয়া বেদালোচনা করিলে ভক্তির অনন্যোদ্দেশ্যই নিষ্কপট জীবের উপলব্ধির বিষয় হয়। ইতিহাস ও বেদের অতি প্রাচীনতম ঋগ্বেদ বিষ্ণুর উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন। যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে জ্ঞানবান্ বিজ্ঞগণ আকাশস্থ সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান দেখিতে পান। কিন্তু এবং হরি.

অপূর্ব্ব নহে। শ্রীহরি নিজ জন আস্বাদন করিবার জন্য শুদ্ধ ও চক্ষু এই দুই বৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। কৃষ্ণই ভগবান্ শ্রীহরি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"; শ্রীগীতাতেও ভগবদ্বাক্য যথা—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন বস্তু নাই। ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষ। তাঁহার নিত্যপূর্ণ উচ্চতর কার্য্য ক্ষুদ্র জীবের মানসিক বিচারের অধীন নয়। তিনি সমগ্র শক্তি-অর্থের একমাত্র মালিক। বেদ তাঁহাকেই শক্তিমান্ বলিয়াছেন। জীব তাঁহার শক্তি পরিণামজাত। শক্তিমানের উপাসনাই অনন্ত শক্তিগণের একমাত্র কার্য্য। সমগ্র শক্তিগণ ও জগতের সমগ্র বস্তু গোবর্দ্ধন-গিরিধারীর সেবার উপকরণ। শ্রীহরির সেবাই জীবমাত্রের আত্মগত ধর্ম, জীব সেই আত্মধর্ম বা ভগবৎসেবাবিমুখতাবশতঃ মায়া-কবলিত হইয়া সংসারে নানাপ্রকার ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করে। এ জগতে জীব আসিয়া মনে করে, ইহাই তাহার নিত্যবাসস্থান এবং এ জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তাহার করায়ত্ত। কিন্তু তাহা বাস্তবিকই ভুল; কারণ, এ জগতে আসিয়া কেহই চিরদিন অবস্থান করিতে পারে না। কালচক্র ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী সকলকেই সমানভাবে গ্রাস করে। এই জগৎ বদ্ধজীবের কারাগারস্বরূপ। এখানে আসিয়া ভগবদ্বিমুখতার দরুণ শাস্তি পাইতেই হইবে। কেহ হয়ত আধ্যাত্মিক কষ্ট অনুভব করিতেছেন। দৈহিক ও মানসিক কষ্টাদি আধ্যাত্মিক তাপ। কেহ হয় ত' অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও দৈহিক পীড়ার দরুণ তাহা ভোগ করিতে পারিতেছেন না। মানসিক কষ্ট স্বজন-বিয়োগ প্রভৃতি নানাপ্রকারে হয়। কেহ বা আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূত বা প্রাণিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে। যেমন সবল দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। কেহ বা আধিদৈবিক তাপে কষ্ট পাইতেছে—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূকম্পন, বজ্রপতন ইত্যাদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিপদাপন্ন হইতেছে। কেহ বা হয় ত' মায়িক সুখে বা ভোগবিলাসে দিন কাটাইতেছে, কিন্তু তাহাদের এই সুখ যে ক্ষণস্থায়ী তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। বদ্ধজীব আমরা বদ্ধাবস্থা যে কি প্রকার অশান্তিময় তাহা বুঝিতে পারি না। একমাত্র মায়ামুক্ত পুরুষগণ নিত্যানিত্য বিষয়ে পরিণাম অবগত আছেন। যেমন অনেক সময় দেখা যায়, কুক্কুরাদিকে মুক্ত করিতে চাহিলেও সে তাহাতে আপত্তি করে এবং সে মনে করে যে, সে যে অবস্থাতে আছে তাহাতে সে সুখেই আছে। আমরাও সেইরূপ বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়াও তাহাকেই একমাত্র সুখের আশ্রয় বলিয়া মনে করি। উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকময় লতাপাতা ভক্ষণ করিবার সময় তাহার মুখ হইতে কণ্টকাঘাতে অনবরত রুধির পড়িতে থাকিলেও সে পুনঃ পুনঃ সেই কণ্টকময় লতাই ভক্ষণ করিতে থাকে, সেইরূপ আমরা মায়াকর্ত্তৃক বারংবার নানাপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণায় কবলিত হইতে থাকিলেও বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হই না। ইহাই বদ্ধজীবের স্বভাব, ইহা আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য।

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া যাহা তাহার কর্ত্তব্য তাহাকেই অকর্ত্তব্য এবং যাহা তাহার অকর্ত্তব্য তাহাকেই কর্ত্তব্য মনে করিতেছে। যে ভগবানের কৃপাতে জীব প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষিত হইতেছে, যে ভগবান্ আমাদিগকে চিরকাল অসহায় অবস্থায় রক্ষা করিয়াছেন এবং এখনও যিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, সেই ভগবানের কথা আলোচনা করা, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করা, তাহাই হইল কিনা আমাদের কর্ত্তব্যের বাহিরে! আর খাওয়া-দাওয়া, সুখে থাকা, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা, গল্প করা এবং দু'দিন পরে মরিয়া যাওয়া—তাহাই হইল আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য! অহো, বিমুখমোহিনী মায়ার কি মহীয়সী শক্তি! আজকাল কর্ম্মকোলাহলের মহা-প্লাবনের যুগে নিত্যধর্ম্মের কথা—শুদ্ধা ভক্তির কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না। ভগবদ্বিস্মৃতি হইতেই যে আমরা সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহা আমাদিগকে কেহ চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেও তাহা বুঝিতে রাজী হই না।

একমাত্র হরিকথার আলোচনার অভাবেই আমরা অভক্তিপথে ক্রমবেগে ধাবিত হইতেছি। হরিকথার আলোচনার অভাবেই আমরা হরিভজনকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি। যে হরিকথার প্রভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে সমগ্র ভারতের কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি তপস্বী, কি বিষয়ী সকলেই তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া হরিভজনে—কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, আজ সেই হরিকথার অভাবেই আমরা নানাপ্রকার অবাস্তব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছি। জগতে আজ মানবজাতি তাহাদের অভাব অভিযোগের মীমাংসা করিবার জন্য কত অসংখ্য সভা-সমিতি এবং অসংখ্য সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কৈ কোথাও ত' সেই নিত্য-মঙ্গলের—নিত্য শান্তির উপায় হরিভজনের কথা প্রচারিত হইতেছে না। আজকাল চারিদিকেই দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড মূর্ত্তি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের আতঙ্ক ও অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। অর্থ-সমস্যা, অন্নসমস্যা, চাকুরীসমস্যা, এইরূপ কত সমস্যাই না আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। অন্নাভাব হইলে, মহামারীতে লোকক্ষয় অথবা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে আমাদের দৈহিক ও আর্থিক কষ্ট হইয়া থাকে, সময়ে উপযুক্ত তাহার প্রতিকার কম হয় না। এই জাগতিক দুর্ভিক্ষের জন্য আমরা কতই না চিন্তা করিয়া থাকি। কিন্তু যে হরিকথার দুর্ভিক্ষ লক্ষ লক্ষ জীবকে হরিবিমুখতার দিকে, নাস্তিকতার দিকে দিন দিন ডুবাইতেছে, যে করুণাময় পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছি, হরিকথার দুর্ভিক্ষই তাহার মূল। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য আমাদের যে অপেক্ষা শত সহস্রগুণ চিন্তা ও শক্তির আবশ্যক কিন্তু তাহার একাংশও ত' আমরা করি না। আজ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রবল বন্যা অসহায় দুর্ব্বল সহস্র সহস্র জীবাত্মাকে গ্রাস করিতেছে। সে বিষয়ে আমরা একটুও চিন্তা করি না। বরং হয় ত' আমরা এক জন্ম দুই জন্ম কষ্ট পাইতে পারি, কিন্তু হরিবিমুখতা আমাদিগকে জন্মে জন্মে ত্রিতাপ ভোগ করাইবে।

একমাত্র মুক্তপুরুষগণই হরিকথা প্রচার করিয়া জীবের হৃদয়ের বন্ধনগ্রন্থি চিরতরে ছেদন করিয়া দিতে পারেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার গণ ব্যতীত আর কেই বা পতিত জীবের জন্য বিগলিত হইবেন ও তাহাদের দুঃখযন্ত্রণা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিবেন? তাই আজকাল শুদ্ধা ভক্তির কথা আপামর সর্ব্বসাধারণে বিলাইবার জন্য শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের একান্তাশ্রিত গৌড়ীয়-মঠসেবকগণ জীবের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন এবং একমাত্র সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত হইতেছেন।

আমরা অনেকেই বহু বহু বক্তা ও পাঠকের মুখে বহুদিন যাবৎ হরিকথা (?) শ্রবণ করিয়াও যে কেন বিষয়-বাসনা হইতে বিন্দুমাত্রও নির্ম্মুক্ত হই না, তাহার একমাত্র কারণ বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই বহির্ম্মুখতা ও অনুপযুক্ততা অর্থাৎ শ্রোতার অমনোযোগিতা ও বক্তার অযোগ্যতা। পরমহংস-কুলপতি পরমবিরক্ত শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াই মহারাজ পরীক্ষিৎ বিষয়বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-লাভের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবানের কথা, চিন্ময়লোকের কথা, বৈকুণ্ঠের কথা সেই রাজ্য হইতে প্রেরিত পুরুষগণই বলিতে পারেন। তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে আমাদের হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। যাঁহাতে অভিন্ন আচার-প্রচার যুগপৎ বর্ত্তমান আছে, যিনি শুধু লোককে উপদেশ দেন না, নিজেও সেই উপদেশমত কার্য্য করেন, তিনি কেবল অপরকে ভজন করিতে বলেন না, নিজেও ভজন করেন। যিনি সাংসারিক মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তপাদপদ্মের সহিত নিত্যযুক্ত হইয়াছেন এইরূপ আচারবান্ প্রচারকের মুখেই মনোযোগের সহিত আমাদের হরিকথা শুনিতে হইবে। তাঁহাদের বাক্যগুলি শুধু মুখের কথা না হইয়া তাহাতে আন্তরিকতা পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত থাকায় সেই বীর্য্যবতী হরিকথা আমাদের দুর্ব্বল-চিত্তকে হরিভজনের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখের এক একটী বাণী জগতের আচারহীন বহুবিধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভাশালী বক্তার শত সহস্র উপদেশবাক্য হইতে অধিকতর বলশালী। প্রকৃত সাধুর সঙ্গের প্রভাবে নিতান্ত মলিনচিত্ত ব্যক্তির মনও সম্যক্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, বিপরীত মুখে হরিকথা (?) শ্রবণে মন বিষয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যবসায়ের মূলধনে পরিণত করিতে পারে, যাহাদের অসতী জিহ্বা কৃষ্ণসেবোন্মুখ পাতিব্রত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইতর কথায় ব্যস্ত হয়, যাহারা বিপরীত ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া দেয়, যাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গোপন করিয়া অতত্ত্বাভিনিবেশকে অনুমোদন করে, সেই সকল অপসিদ্ধান্তবাদী ভূতক পাঠকের মুখে কখনও শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের মুখে হরিকথা শুনিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে।

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি হয় কিন্তু সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পান করিলে যেরূপ শরীরের অপকারই হইয়া থাকে, সেই প্রকার হরিকথা শ্রবণ করিলে আমাদের অমঙ্গল হয় এবং আর্ত্তা

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠপ্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব,পঞ্চবিগ্রহ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রস্তর-ফলকে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ্যক্রমস্তম্ভাবলী আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিতাইদাস অধিকারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

ষ্টেঃ [illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুকৃষ্ণগোপাল ঠাকুর

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইঝাঁসা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভক্তিভূষণ গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলদেব ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঠাপুর

পোঃ দিঠাপুর পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসদাশিবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মঙ্গলা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরঘুবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণদহ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একদণ্ডানন্দ-কুঞ্জকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীমেধাবন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগ বেল ভিউ - বোম্বে -

রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সে-

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসাচার্য্য দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রেমণ-মণ্ডপ

পোঃ মধুপুর ৩। পঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল সুধুদি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবান্ধব ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ দামু (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীকেশবকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণনগর, পোঃ চিক্মগুলুর, (মহীশূর)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

ব্রম্পটন, লণ্ডন, এস ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবীণা দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমধুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৬ চাটার্জ্জি লেন

ডিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

১। [illegible] দর

[illegible] —

	প্রতি মণ
[illegible]	৬।০
[illegible]	৫৸০
ঐ [illegible]	৫৲
[illegible]	৭৲-৭।০
[illegible]	৫।০
[illegible]	৪৷৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৸৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
[illegible]	১০৲-১০।০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।৴
ঐ বাখাদি	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।০
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৩৴০

চিনির দর

[illegible], চাইপ	১০।৴০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭৷৴০—৮৲

১ সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪।০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫৩।০

পাটের দর

	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

[illegible] —

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬৷৴০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৴০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৴০
আটা নং (২	৫/০—৫।৴০
আটা (এ)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৴০
[illegible]	১৸৴০—১৸০
[illegible]	১৸৴০—১৸৴০

[illegible] দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৩।০
[illegible]	

তেল

[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৩১৸০
২৩ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

[illegible] দর

[illegible] কাটার	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible] কাটার	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাটার	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
[illegible]	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।৩।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি ([illegible] বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড [illegible] বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৮।০—১০৲
১ ০ বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৮৴০
২৪ সের—	১১৸৴০
২৬ সের—	১২৸৴০
২৮ সের—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸০
শীস	৷৴১০—৸৴০
[illegible] ([illegible])	১০।০
[illegible] বা [illegible] মণ	৬।০—৬৸০

[illegible] ৩—১ [illegible]

৫।০—৬।০ হন্দর

[illegible] ১—৩ইঞ্চি	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible]	৬৸০—৭।০
[illegible]	৭৸০
[illegible]	৬৸০—৭৸০

[illegible] ২৫৲ [illegible] ২৩।০

[illegible] ৫৴০, [illegible]

[illegible] ৪।০

[illegible]

[illegible] লিঃ

৪-৫ [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible]—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

—:o:—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ার হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের [illegible] জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অবশ্য সেবনীয়। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-[illegible], [illegible] এবং অন্যান্য [illegible] জ্বরে "ফেভ্‌রোল" [illegible]। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর [illegible] করিবার [illegible] একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের [illegible] বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—ভাত, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও [illegible] দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস,

গ্রাম [illegible] ([illegible] বাড়ী), পোঃ [illegible], [illegible], জেলা নদীয়া

[illegible] ঠিকানা ৭২-২০১নং [illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার [illegible] অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে; একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::●::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসাম্রাজ্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত তুলনা-মূলক ঐতিহাসিক আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচি ও শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা – নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(○):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::○::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় বারের জন্য	পরবর্তী প্রতিবারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় বারের জন্য	পরবর্তী প্রতিবারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি	৫৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৭৲	৮৲	৮৲	৭৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
" এক কলম	১৪৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি-ইঞ্চি ৩	৩৷০
" সিকি কলম ১০৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩৬৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১
প্রতি সংখ্যা ৵০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র	

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭ ৩৬ ২২ ২৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৮ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৩

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১৩-৫৩
ছাঃ ১৩-৪২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ১৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৫
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৬-৫৩ ১৯ ২৫
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৮ ১৭ ৩৯ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৭ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪, ১৭-২০
শান্তিপুর ১৬ ৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ৭-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩
কলিকাতা ১৯-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'
শ্রীমায়াপুর

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১১ই জুন, ১৯৩৮, শনিবার [৮৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

সরকারী চাকুরীর জন্ত পরীক্ষা

সরকারী চাকুরীতে লোক গ্রহণের জন্ত ১৭ বৎসরের যুবকদের একটা নিখিল ভারত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমরনাথ ঝা মিঃ পি এন সপ্রু ও ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ প্রভৃতিকে (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার) লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি বেকার-সমস্যা এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত ইস্তাহারের উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণ মোটেই অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যুবকদের পক্ষে প্রকৃত অসুবিধা এই যে, তাঁহাদের কর্মের যথেষ্ট পথ খোলা নাই। যতই শিক্ষা সংস্কার করা হউক না কেন এবং সরকারী চাকুরীতে লোক গ্রহণের জন্ত যত নূতন পদ্ধতিই অবলম্বিত হউক না কেন, তাহাতে নূতন পদের সৃষ্টি হইবে না। কমিটি মনে করেন যে, বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও সমাজকে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্ব শিক্ষাকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ করিতে হইবে এবং দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহকে, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

—

কানপুরে নারী পুলিশ প্যারেড

গত ৭ই জুন লক্ষ্ণৌ লেঃ কর্ণেল এবং এম, কে, ক্ষুদ্রাদের গেটে নারী পুলিশ দেখা যায়। তাহাদের গায়ে খাকী সার্ট, পায়ে পাম্পস্থ, সর্ব্ব শরীরে নীল শাল এবং হাতে "ভলিণ্টিয়ার পি" লিখিত ব্যাণ্ড। প্রকাশ্যে নারীদের পুলিশের কাজ করা ভারতে সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম। নারীপ্রতিনিধিরা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে পিকেটিং শুরু করায় নারীপুলিশ নিয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে।

—

ব্রহ্ম সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা

কলেজে পড়িবার জন্ত ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদিগকে যে বৃত্তি দিয়া থাকেন, সম্প্রতি ঐ বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গাংলো ভার্ণাকুলার ও ইংলিশ কলোজিয়েট স্কুলে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ৬টীর স্থলে ২০টী এবং ২টীর স্থলে ৪টী করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যে কয়টী বৃত্তি দিয়া থাকেন, সম্প্রতি তাহার হার বৃদ্ধি করিয়া মাসিক ২৫্ টাকার স্থলে ৩০্ টাকা করা হইয়াছে। যাহাদের পিতা-মাতার বা অভিভাবকদিগের আয় মাসিক ১৫০্ টাকার অধিক নহে, বৃত্তি তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে। যাহারা মেধাবী অথচ যাহারা নিজেদের 'টেটে' অযোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের জন্ত নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বিশেষ বৃত্তি (অন্যান্য) দেওয়া হইবে। যাহারা দেশীয় ভাষায় শিক্ষা করিবে, তাহারা মাসিক ৩ টাকা করে বৃত্তি পাইবে। প্রথমে ঐরূপ বৃত্তির সংখ্যা হইবে দুই শত। পরে তাহা বাড়াইয়া এক হাজার করা হইবে।

হিমালয়ে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক দলের অভিযান

হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলের আব-হাওয়ার অবস্থা এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও জীবতত্ত্ব অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পাঁচজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক উত্তর সিকিমে বৈজ্ঞানিক অভিযান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডাঃ সরকার ঐ দলের নেতা। দলের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের নাম—ডাঃ কে উইনার্ট, মিঃ বি বেকার, মিঃ ই ক্রৌচ এবং মিঃ ই শীমার। তাঁহারা ৬ই জুন রাত্রে দার্জ্জিলিং রওনা হইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকগণের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারা সেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী একযোগে আলোচনা করিবেন।

ডাঃ সরকার বলেন,—হিমালয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহু সামগ্রীর বিশদ তথ্য আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অভিযানে নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে হিমালয় সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাও আমরা পাইয়াছি। আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা ভূগোল, ভূতত্ত্ব এবং চুম্বক শক্তিকে ভিত্তি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই সিদ্ধান্ত আমাদের উদ্দেশ্য - সাধনের উপায় মাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনার আমরা ঐ সকল হইতে তথ্যরাশি সংগ্রহ করি। স্বাধীনভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্ত আমরা ঐ অঞ্চলে যাইতেছি।

বৈজ্ঞানিকগণ একটি নির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা দক্ষিণ সিকিমের মধ্য এলাকার অন্য উত্তর দিক হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইবেন।

ব্রহ্ম সরকারের খদ্দরপ্রীতি

সরকারী দপ্তরখানার সমস্ত বিভাগের জমাদার ও ভৃত্যশ্রেণীর চাকুরীয়াদিগকে পিনী অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত খদ্দরের পোষাক দিতে হইবে বলিয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কি প্রকারে প্রচুর পিনী উৎপাদন করা যাইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

ব্রহ্মে জাতীয়-আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে বর্মীরা পিনী পরিতেছে। পিনীর রং গৈরিক। ভারতে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ খদ্দর ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। প্রকাশ, পিনী প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট রেঙ্গুণের নিকট একটি কারখানা খুলিবার মনস্থ করিয়াছেন।

—

বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনার জের

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের দানাপুরের সেকশান কন্ট্রোলার এস ডব্লিউ হ্যাল্‌ককে ৭ই জুন বিহটা ট্রেণ দুর্ঘটনার সম্পর্কে রেল আইনের ১০১ ধারায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত বৎসর ১৭ই জুলাই ঐ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্যার জন টম ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং তাঁহার রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, দুর্ঘটনার ফলে যে ট্রেণখানি নষ্ট হয়, তাহার সংকেত করাইবার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক আদেশ না দিয়া উক্ত সেকশান কন্ট্রোলার কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিয়াছে।

হ্যাল্‌ককে উক্ত ভাবে জামিনে খালাস আছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভাবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ব্বিশেষ তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদাশ্রয়
পাঠ ও বহু সাধকের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
উৎকল-গর্ব্বের প্রকাশও হইল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ভজন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহস্র ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কোন মানস-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গণোদ্দেশ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১৫
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১৫
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄১৫
৪৭। সদাচারপদ্ধতি ⁄১৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৫খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিরিক্তঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তদর্পণম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ সিদ্ধান্তরত্নম্ ৵০
⁄০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন লোটাস্ ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীয়ম্ ।০
৭৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন্ ফুটস্ ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইস্তোটিক প্রিন্সিপালস্ অ্যাণ্ড অ্যাবস্ট্রাক্টেড ডিডাকশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄১৫

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

⁄১৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷১৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

ধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ২৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫২, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১১ই জুন ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৮৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধববিতিথি উদ্‌যাপন

বর্ত্তমান বিশ্বে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের আকর-স্থান শ্রীচৈতন্যমঠে গত ৮ই জুন বুধবার শ্রীহরিবাসরতিথি পাঠ, কীর্ত্তন ও উপবাসাদি-মুখে যথাবিধি প্রতিপালিত হইয়াছেন। মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ত্রিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষার অভিধেয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল যাবৎ বহু বিষয় আলোচিত হয়। পাঠান্তেও বহুক্ষণ যাবৎ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বেলা ১১ ঘটিকায় অধিবাসবৃন্দ নাটমন্দিরে পুনরায় পাঠকীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তন-ব্যাখ্যাদি চলিতে থাকে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ন্যায়-কাব্য-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রীজী "শ্রীশ্রীসজ্জনতোষণী" গ্রন্থ হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অমৃতময় উপদেশাবলী ১২ঘটিকা হইতে ৩ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করেন। কীর্ত্তনান্তে পুনরায় শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীহরিনামের তিথির মাহাত্ম্য, যুক্তবৈরাগ্য ও নামভ বিষয় কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিবার কৌশল সম্বন্ধে আলোচনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বনে বৈষ্ণবসেবার অপূর্ব্বফল ও বৈষ্ণব-অপরাধের অচিন্ত্যনীয় দুঃসহযন্ত্রণাদায়ক নরকপাতের কথা সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। এই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সভায় যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

কীর্ত্তনান্তে পুনরায় পণ্ডিত শ্রীপাদ মধ্যমমধ্যপদাম কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি ১৪শ অধ্যায় হইতে তপনমিশ্রের সাধ্যসাধনতত্ত্ব নিরূপণ জন্য ব্যাকুলতা, স্বপ্নযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে ঐ বিষয়ে উপদেশলাভ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সাধ্য ও সাধন উভয়ই এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বহু কথা প্রায় ঘণ্টাধিক কাল আলোচনা করেন।

পাঠের অন্তে উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ বি-এ মহোদয় কর্ত্তৃক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ৩ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ন্যায়তীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশারস্বত-গৌড়ীয়মঠে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ গত ২৩শে মে সোমবার হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। গত ২৩শে মে বুধবার শ্রীপাদ সত্যানারায়ণ দাসাধিকারীজী তথায় ছায়াচিত্রযোগে 'গীতা' সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বক্তৃতা শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। আগন্তুকগণ স্বামীজী মহারাজের নিকটও হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী তথা হইতে ডেরাদুন অভিমুখে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীপাদ সাধ্যসার ব্রহ্মচারী ভক্তিপতাকা প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। উপবাসান্তে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

— —

ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বরে প্রচার

গত ২২।৫।৩৮ তারিখে বর্দ্ধা এম্ ই, স্কুলের শিক্ষক মহোদয়গণ ও বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দ বিশেষতঃ হেড্‌মাষ্টার মহোদয়ের আগ্রহে স্কুলপ্রাঙ্গণে একটী সভা হইয়াছিল।

প্রথমে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'নিতাইপদকমল' ও "প্রভু হে, শুন মোর দুঃখের কাহিনী" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী গীত হইবার পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ্ মহোদয় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান" সম্বন্ধে সরল ভাষায় দেড় ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কয়েকজন সজ্জনের নাম প্রদত্ত হইল।

বর্দ্ধা এম্-ই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর মহান্তি, সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শাহ্, হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মহান্তি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাকান্ত দাস এবং বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দ, বারিপদা সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীকান্ত মিশ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ, কোর্ট ইউ, পি, স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস, ইকতাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দ দাস অধিকারী, বর্দ্ধাগ্রামের শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বক্সী ও শ্রীযুক্ত বিধাকর বারিক প্রভৃতি।

২৭।৫।৩৮ তারিখে সরিষাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ্ প্রভু স্থানীয় সজ্জনগণের নিকটে প্রাতঃ ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরে সন্ধ্যার সময় শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "যশোমতীনন্দন" ইত্যাদি মহাজনপদাবলী গীত হইবার পর শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ্ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উপাখ্যান অতিপ্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করত সজ্জনবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শেষে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের সুব্যবস্থায় উপস্থিত সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান—আশ্রয়-ভগবান্।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪৮ ত্রিবিক্রম অব্দে কীর্ত্তনশালী গৌরাব্দ ৪৪২

সাংখ্যবাণী

এক

কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম শিক্ষাগুরু ; পরমোদার-বিগ্রহ গৌরসুন্দর ; অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন ; পরা শক্তি রাধিকা ; প্রিয়তম-ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড ; স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি গ্রন্থরাজ ; সবিলাস ব্রজতত্ত্বচন্দ্র পুরাণ-সম্রাট্—শ্রীমদ্ভাগবত ; পরমসম্বন্ধ—কৃষ্ণ ; পরম সাধন বা উপায়—কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাশ্রিতা একা কৃষ্ণভক্তি ; পরম-প্রয়োজন বা পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেমা ; নিত্য-বাস্তবসত্য—গৌরকৃষ্ণ ; এক পথ বা ধর্ম—ভাগবত-ধর্ম ; মুক্তবেষধন্ব—একায়ন।

ত্যাজ্য—এক বৈষ্ণব-বিরোধী মত।

দুই

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ; প্রভু ও বিভু—শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ; আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ মিলীত-বিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গদাই-গৌর ; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম ; ঈশ্বর ও জীব ; সিদ্ধ ও সাধকভক্ত ; বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি ; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম ; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি ; অনুকরণ ও অনুসরণ ; শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি ; যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্য ; বদ্ধ ও মুক্ত ; তত্ত্ববাদ ও মায়াবাদ ; অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক ; চিন্ময় ও জড়ময় ; চিদ্বিলাস ও জড়-বিলাস ; বিলাস ও বিরাগ ; পরমার্থ ও অর্থ ; বিদ্যা ও অবিদ্যা ; অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ; মায়াতীত কৃষ্ণ ও মায়া ; সেবা ও ভোগ ; সেবা ও ভোগ ; নাম ও নামাপরাধ, ধামসেবা ও ধামাপরাধ।

ত্যাজ্য—পাপ ও পুণ্য ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা ভোগ ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি ; স্বর্গ ও নরক ; শ্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত।

তিন

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনবিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহ—গৌরকিশোর-বাণী-বিনোদ ; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়বিগ্রহের মূর্ত্তিত্রয়—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন—গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর ; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত ; কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতার ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ; শ্রী, ভূ ও লীলা ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ; হরি, গুরু ও বৈষ্ণব ; বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ; দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন ; ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি ; হরিভজনে কায়, মনঃ ও বাক্যের নবলক্ষণ নিয়োগ। ঋক্, সাম ও যজুঃ—ত্রয়ী ; গৌরাবতারের তিন কারণ বা বাঞ্ছা ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; গৌড়, মাথুর ও দৈন্য স্বর।

ত্যাজ্য—কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ, ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ; পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপ ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ।

চার

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্যূহ ; স্বরূপ, তদেকাত্মরূপ, জীব ও প্রধান ; শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ—চতুর্যুগাবতার ; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—চতুষ্টয় ; সর্ব্বলোকচমৎকারি লীলা-কল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠ-মণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-গীত-গান-কারী ও অসমোর্দ্ধসৌন্দর্য্যশালী কৃষ্ণ ; ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ; শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—চতুঃসম্প্রদায় ; রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক—সংসম্প্রদায়াচার্য্য-চতুষ্টয় ; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—চতুঃসন ; পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ ; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—সামগ্রী ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রম ; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—বেদ ; ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ; চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—শ্রীভগবৎপ্রসাদ।

ত্যাজ্য—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—অভক্তিমার্গ ; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—সুকৃতি ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কৈতব।

পাঁচ

নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—পঞ্চপাণ্ডব ; স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—অর্থপঞ্চক ; নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—স্বস্বরূপ ; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—পরস্বরূপ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—পুরুষার্থস্বরূপ ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—উপায়স্বরূপ ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—সংস্কার ; বৈবর্ণিকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, ভবসমুদ্র-মহাপদজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদজ্ঞান—পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র ; সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা—শ্রেষ্ঠসাধন ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রতি ; শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি দশা ; রুচির পঞ্চমুখ ; ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—তত্ত্ব বা পদার্থ ; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—পুরাণ-লক্ষণ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—পঞ্চগব্য ; দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি পঞ্চামৃত ; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—উপচার।

ত্যাজ্য—স্বরূপ-বিরোধী, পরস্বরূপ-বিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী—বিরোধি স্বরূপ ; সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—মুক্তি ; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কর্ম্মফলদাতা কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ক্লেশ ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—পঞ্চ 'ম'-কার ; বিষ্ণুবহির্ম্মুখ আহার, অতিভোজন, পিতৃতর্পণ, কুলবাল ও অতিথিপূজা—মহাযজ্ঞ ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুতল্পগমন ও তৎসংসর্গাত্মক মহাপাপ—দ্যূত, পানীয়, স্ত্রী, সূনা ও সুবর্ণ ; অনৃত, মদ, কাম রজঃ ও বৈর—কলির স্থান।

ছয়

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তিতত্ত্ব ; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী ; শ্রীবাস, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীরাম, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীনারায়ণ—ছয় চক্রবর্ত্তী ; পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার ষড়্‌বিধ অবতার ; দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যাখ্যান, গুহ্যপৃচ্ছা, ভোজন ও প্রতিভোজন—সঙ্গ ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া ; অনুকূলবিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল-বিষয় বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস, কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—শরণাগতি ; বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, বয়স, শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ভগ ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্রতাৎপর্য্য-নির্ণয়লিঙ্গ ; বেদের অঙ্গ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদাঙ্গ।

ত্যাজ্য—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ ; অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তি-প্রতিকূলক্রিয়া ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—রিপু ; অক্ষপাদের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা ও নির্বিশেষপর উত্তরমীমাংসা—দর্শন।

সাত

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধন-ভক্তির ক্রম ; অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকাপুরী ; সাত প্রহরিয়া ভাব ; মহাপ্রভুর সপ্ত সম্প্রদায়-সঙ্কীর্ত্তন ; পরীক্ষিতে মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগবত-পারায়ণ ; বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ; মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি ; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—দ্বীপ ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সমুদ্র ; ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—স্বর ; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দ।

ত্যাজ্য—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—বহির্ম্মুখ অধোলোক ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—বহির্ম্মুখ ঊর্দ্ধলোক।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আচার্য্যদেবের দয়া

(উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী.)

যখন শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া বলিলেন—মাভৈঃ, মাভৈঃ। "বাসুদেবানন্দাতে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"। এই বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন হৃদয়ে ক্রমশঃ বলের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, এই যে অভয়-সূচক বাণী এ ত' আজকার নয়। এ বহুদিনের, কেবল দিনের গণ্ডীর মধ্যে কেন কেনি, এই বাণী জীবকুলের জন্য নিত্যকাল রহিয়াছে। আমাদের কর্ণ বধির তাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কেহ বলিতে পারেন, কেন, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ত' আমরা বহুদিন কাণে শুনিতেছি। তাহার উত্তরে বলি,—যদি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শুনিতাম, তাহা হইলে, "বাসুদেবানন্দাতে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম," "আমার কথা একবার বাসুদেব বুঝিয়াছে", "বাসুদেব! শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিবে" শ্রীল প্রভুপাদের এই সমস্ত বাণী কীর্ত্তনের সময় হতভাগা কর্ণদ্বয়কে কি চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম, না শুনিয়াও শুনি নাই, না এই প্রকার নেকামি করিতেছি, ইহাই বিচার্য্য। তবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, আমার ন্যায় পাষণ্ড শুনিয়াও শুনে নাই; কেন না, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অপ্রাকৃত, তাহা প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ অসম্ভব। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতে হইলে শ্রৌত ধারার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। শ্রৌতধারা—গুরুধারা। গুরুধারা আশ্রয় না করিলে তাঁহার বাণী কি করিয়া বুঝিব? তাহা হইলে কি আমি গুরুধারা আশ্রয় করি নাই? না, করি নাই; যদি গুরুধারা আশ্রয় করিতাম তাহা হইলে তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার অভিন্ন উপাদককে(?) তাঁহা হইতে ভিন্ন এই প্রকার বিচার করিতাম না। আমার বিচার ঠিক "অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়"। "একে মানে আরে না মানে এই মত ভণ্ড"। অনেকে যাঁহারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না করেন, ... ঠাকুরের বাক্যানুসারে আমি যে তত ইহা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েন। এইপ্রকার তত আর. শ্রীল প্রভুপাদকে ... কথা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে কোন দিনই দোষ নাই। 'এটা দুঃখের কথা নয়, এটাই বাস্তব সত্য কথা।' আমি বাস্তব দেখিয়াছি মনে করি, আর প্রভুপাদ ছাড়া আর একটী বস্তু—যে বস্তু এতদিন সহ্য করিয়াও আমি বাস্তব হইয়াছি ও হইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ আমার কাঠগড়ার আসামী নন যে, তাঁহাকে আমি দেখিয়া লইব, তাঁহার বাণী শুনিয়া লইব। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের পূর্ণানুগত্যের প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠানুগত্য অর্থাৎ শ্রৌতধারা, আম্নায়ধারা বা গুরুধারা-বরণ। বাণী-ধারা হইতে শ্রীগুরুদেব পৃথক্ নন। গুরুদেবকে লাভ করিতে হইলে বাণীই একমাত্র অবলম্বনীয়। তাঁহার স্বরূপ বাণীর মধ্য দিয়া উপলব্ধি হয়। বাণীই তাঁহার জীবন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বলা হয়। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সরস্বতী অর্থাৎ বাণী; সেই বাণী-ধারাতে স্নাত হইতে পারিলে জ্ঞান-কর্ম্মধারা অনাবৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত লভ্য হয়। সেই সরস্বতীধারা যখন আমাদের নিকট আত্ম-গোপন করিলেন তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি, যাঁহাকে ঐ বাণীধারা সংরক্ষণের জন্য বলিয়াছিলেন এবং যাঁহার আনুগত্যে শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক অর্থাৎ এই বাণীধারাতে বিশ্ববাসী সকলে স্নান করত তাপিত প্রাণ শীতল করুক বলিয়াছিলেন, সেই অভিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ আচার্য্যদেবই পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব প্রভু। ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে যেমন সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতের অন্ধকার অপসারিত করিয়া কিরণমালা দ্বারা জগৎকে আলোকে উদ্ভাসিত করেন, ঠিক সেইপ্রকার শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে আমার ন্যায় পতিত জীবের হৃদয় আলোকহীন, অন্ধকারে পরিণত হইয়াছিল। ঐ অন্ধকারটুকু পাইয়া, দস্যুতস্করের ন্যায় পাষণ্ড, গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণ কত না কত প্রকারে আমার অল্প গুরুসেবাময়ী বুদ্ধিকে অপহরণ করিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত; কিন্তু আচার্য্যদেবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তালোকের প্রভাবে হৃদয়ের যাবতীয় অভিলাষসমূহ অপসারিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ ঘটিয়াছে। আমার ন্যায় পতিত জীবের প্রতি তাঁহার এবং আচার্য্যশ্রীর যে কত বড় করুণার নিদর্শন তাহা মাদৃশ মায়াবিদ্ধ জীবের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

কিন্তু এইপ্রকার জীবের প্রতি করুণা-পূর্ণ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রকাশে কপটতাপূর্ণ(?) একদল প্রমাদ গণিল। তাহারা ভাবিল, এ আবার কি? এতদিন ধরিয়া আমরা 'পঞ্চ-তন্ত্রীমুখ'(?) করিতেছিলাম, কবে সেইদিন হইবে—যে দিন আনুগত্য ছাড়িয়া গুরু হইতে পারিব। এইপ্রকারে অনুগত হইয়া চিরদিন থাকা যায় না, বরাবর একজনের অনুগত থাকিতে হইবে কেন? কিন্তু হায়, এই পয়ারটী ভুলিয়া গিয়াছি। "বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও পদবরণে।" গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িলে আর দুঃখের সীমা থাকে না। সমস্ত দুঃখের অবসান হয়—যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিজের স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে বলিদান করিতে পারি।

বুকে হাত দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি কাম-ক্রোধের দাস, সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়তর্পণ(?) ছাড়া আমার আর অন্য কিছু নাই। আজ কি না সেই আমি আচার্য্যদেবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জগতের নিকট গুরু হইতে চলিয়াছি। ধিক্ আমার এই মনুষ্যজীবনে, ধিক্ আমার এইপ্রকার দুষ্ট বুদ্ধিতে। প্রতিষ্ঠার লালসা করিতে গিয়া আচার্য্যবিদ্বেষরূপে অবশেষে আমাকে ব্যাঙ্‌ফাটা হইয়া মরিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত কথা।

গুরুধারা বন্ধ করিতে যাওয়া মানে বাণীর কণ্ঠরোধ করা। বাণীর কণ্ঠরোধ করিতে গেলে মৃত্যুই তাহার পরিণাম। গঙ্গাধারার জলকে যেমন আমরা গঙ্গাজল বলিয়া শিরে ধারণ করি, অন্যধারার জলকে যেমন আমরা গঙ্গাজল বলি না, ঠিক সেই প্রকার আম্নায়ধারা বা শ্রৌতধারায় আগত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া অন্যকে গুরু বলিয়া বরণ করিতে আমরা প্রস্তুত নই। কেহ যদি চুণগোলাকে দুধ বলিয়া পান করেন করুন, কিন্তু আমরা যদি আত্মমঙ্গল চাই, যদি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণে আত্মবিক্রয়ই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের হেতু। যদি কেহ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বলিতেছি, সাধু সাবধান! আবার বলি, সাধু সাবধান! নিজের পায়ে নিজে কুড়াল না মারিয়া সময় থাকিতে থাকিতে করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইবার জন্য মাদৃশ চিরদুঃখবিশিষ্ট(?) আমার বন্ধুবর্গের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন। আমরা অনেকে কোমলশ্রদ্ধ, তাই আচার্য্যদেবের করুণার কথা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আচার্য্যদেবের বিদ্বেষে রত হইয়াছি। কিন্তু সমস্ত অপরাধ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে—যদি বলিতে পারি—"আর নারে বাপ!"। আমরা অন্ধ তাই আচার্য্যদেবের করুণার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আচার্য্যদেবকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত প্রিয়, যাঁহাদের বৈষ্ণবতার কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই আমার পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ(?)—যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়াছেন, গৃহস্থগণকে শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর(?) প্রভু, যাঁহার সঙ্গ, যাঁহার হরিকথা-শ্রবণ বিশ্বের সকলেই অভিলাষ করেন, যাঁহার শাসন আপাততঃ রূঢ় মনে হইলেও মঙ্গলকারী বলিয়া সাধকে বরণ করেন, শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু যিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু যিনি 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা দ্বারা জগজ্জীবের হিতসাধনে রত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মৈক-গতপ্রাণ শ্রীপাদ জাহ্নবী(?) সেবাবিগ্রহ প্রভু যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ অকাতরে(?) বলিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁহার কৃপাতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবেশের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সেই সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণই প্রকৃতপক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই আজ তাঁহারা আচার্য্যদেবের সেবাকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন এবং আমার মত পতিতকেও আচার্য্যসেবার অধিকার প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা স্ব-স্ব স্বার্থ-বিসর্জ্জিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে বরণ করেন নাই। যদি সংশয়-ডাকিনী আমাদের হৃদয়কে গ্রাস না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই সমস্ত বৈষ্ণবগণের পূতচরিত্র আলোচনা করিলে তাঁহাদের আনুগত্যে আচার্য্যসেবাকেই বরণ করিতাম, অন্য প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে গ্রাস করিতে পারিত না।

হে পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেব! আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার প্রিয়বর্গ এই সমস্ত বৈষ্ণবের আদর্শ অনুসরণ করত তাঁহাদের আনুগত্যে আপনার সেবা করিতে পারি। আপনার স্বরূপ দেখিতে হইলে তাঁহাদের ভিতর দিয়াই দেখা সম্ভব, নচেৎ ভণ্ড বা পাষণ্ড হইতে হইবে।

আপনার করুণা অতুলনীয়। হে আচার্য্যদেব, আপনার করুণার কথা যেন চিরকাল স্মৃতিপথে থাকিয়া আপনার সেবায় আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠকেন্দ্র
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রা-জিপ্রচারবণে 'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তসখ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাৎপর্য্যনিষ্ঠ পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ জগবন্ধুর ভক্তিগৌরব।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্‌কিশবন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং দাস বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিতাইদাস অধিকারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অনুকূল-কানু-লীলাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীবৃন্দাগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউডাঙ্গা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুশকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীনামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ ওরিয়ার, জিঃ মায়ানপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর
পোঃ মিঠাপুর পাটনা)
রক্ষক—শ্রীমনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক - শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একান্তানন্দ-কুসুমকুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীগৌরীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—ফেনারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং ওয়ারেন রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বি.বি.সি : বাবে •
রক্ষক—শ্রীঅভিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সে
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজনাথগৌড়ীয়-প্রচার-মন্দির
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ নারদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাধ (ঢাকা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুলমহুয়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৪৬ চাটার্জ্জি-লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীনয়নানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
কলমাদি	৬৸০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
রামশাল নতুন	৪৷৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
কলাবেল কোষানিলী	৪৲
মিহি রেঙ্গুন	৩৷৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৴
ঐ বাসমতি	৫৲-৫৷৴০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৷৴০

চিনির দর

কাশীর, চাউল	১০৷৴০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৴০
ভাগকোলা সাদা	৯
জামপুর সাদা	৮৷০—৯৷৴০
চাঁদপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

বেলেঘাটা—	৪০৸০
সিরাজগঞ্জ—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
বাজার দরের সঙ্গে—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

দেশী ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৴০
ফ্লাওয়ারমিল ঐ	৯৲—৯৷৴০
কাউন্সেল ঐ	৫৸৴০—৫৸০
সুজী	৯৲—৯৷৴০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৴০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এন)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	২৸০—২৸৴০
পাইজী	১৸৴০—১৸০
ভুষি	১৸৴০—১৸৴০

ঘৃতের দর

আসাম	৫৭৲
ক্ষীরপাই	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
বাঁকী	৫৫৲
ভূমিকাল	৩৩৷০

তাম	৯৲
কাপুরে	৩৯৲
ডাঙ্গা গাওয়া	৫১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
গ্যাঃ শীট ২৪—৩০ সের	১০৲

সূতের দর

আমেদ সোনার কাটন	৫৪৲
মিষ্টি ও আমেদ করকচ	৪০৲
কড়াতি পুরুলিয় কাটন	৪০৲
ফার্ম খাদা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

গাছা মাত	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
সাদা মূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—. দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোণা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।

২৪ সের—	১১৷০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৴০
২৪ সের—	১১৸৴০
২৬ সের—	১২৸৴০
২৮ সের—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸০
সীস	।৴১০—৸৴০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্ট্রেট কাটিং বা ফিট কাটা দর	৩৷০—৩৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট্‌	৬৸০—৭৷০
গোল রড বি-টকোণ ও কলজিনেট	৭৷০
চক	৬৸০—৭৸০
বুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বদল ২০৷০
চটকলের রাবিস ৫৴০, পাটের বাবদ ৬৷০	
ঢুলীর বাবদ ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ.

৯-৫ নবাব ঘাট লেন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সহরে সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদের খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের ব্যবহার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বলী-দাদ্রুত, নানাবিধ এবং অন্যান্য পালাজ্বর "কেভ্রোল" বন্ধ করে। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবনবিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

গ্রাম শচুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুন ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাবারিধি সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু সুন্দর শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্ এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমবার প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনের ।০	৷৶০	৷৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২,	১।০	১।০	১,	
সিকিকলম ৫,	৪	৪,	৩,	
" অর্দ্ধকলম ৮,	৭,	৭,	৫,	
" এক কলম ১২,	১০,	১০,	৮,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি ৩	২।০
" সিকি কলম ১০,	৯৷৷০
" অর্দ্ধকলম ২০,	১৮,
" এক কলম ৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা ৵০ ।

———

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৫
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-০১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৪
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৪৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩ ৪৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৩১ ২০-৩১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৪৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৯৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৩ই জুন, ১৯৩৮, সোমবার [৮৮তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—([illegible])—

সম্রাটের জন্মোৎসব-দিনে রাজসম্মান

নদীয়া জেলার মুখোজ্জ্বলকারী ও কৃতি সন্তান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জেলার বিভিন্ন উন্নতি সাধনের বিভিন্নমুখী আপ্রাণ চেষ্টা ও শুভকর্ম বিষয়ে সরকার বাহাদুর প্রীত হইয়া সম্রাটের জন্মোৎসব দিনে তাঁহাকে O. B. E. উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

নদীয়ার গৌরব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীমায়াপুরে যাত্রিগণের যাতায়াতের মহা অসুবিধা দূরীকরণ উদ্দেশে এ বৎসর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে তাঁহার চেষ্টায় যে রাস্তা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে তিনি স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় নিজজন-গণের কৃপাশীর্ব্বাদ পাইবেন সন্দেহ নাই।

তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন ও উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়া জেলার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে যত্নবান্ থাকুন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

মাদ্রাজ-কলম্বো বিমান-ডাক

মাদ্রাজ-কলম্বো বিমান-ডাকপথের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে একটি নূতন বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা চলিতেছে। প্রস্তাবিত বিমান-ঘাঁটির জন্য পুদুকোট্টা (মাদ্রাজ ও কলম্বোর মাঝামাঝি) স্থান ঠিক করা হইয়াছে।

অন্ধ্রকে পৃথক্ প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব

ভিজিয়ানাগ্রামে এক জনসভার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ডাঃ পট্টভী অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনসম্পর্কে গান্ধীজী একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতেই অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। তিনি অন্ধ্রের লোকজনকে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলন চালাইতে বলেন।

দিনাজপুরে ডাক লুঠ

ই, বি, রেলওয়ের দিনাজপুর-রুহিয়া শাখা লাইনে সেতাবগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে ২৮০ নং ডাউন ট্রেণ হইতে ডাক লুঠ সম্পর্কে যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সে বর্ত্তমানে হাজতে আছে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তির নাম মৌলবী আবুল হোসেন। সে এম এ, বি এল পাশ এবং দিনাজপুর জেলা বোর্ডের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত আছে।

অনশনে নীলগিরির রাজনৈতিক বন্দী

নীলগিরি ময়ূরভঞ্জ জেলে যে চারজন রাজনৈতিক বন্দী এবং পাঁচজন রাজনৈতিক আসামী গত ২রা জুন হইতে অনশন করিতেছে, তাহাদের অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

রাজনৈতিক আসামীগণ অনশন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু হাজতে আছে।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কয়েকজন সাধারণ কয়েদীও অনশন আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আসাম পরিষদের অধিবেশন

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইবে বলিয়া অনুমান হয়। কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলই ভারত শাসন আইন প্রত্যাহার করিয়া গণপরিষদের মারফতে রচিত শাসনতন্ত্র স্থাপনের সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

কংগ্রেস দলের প্রধান হুইপ শ্রীযুত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলার সহিত যুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়া একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। গত বাজেট অধিবেশনে উভয় প্রস্তাবেরই নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সময়াভাবে উত্থাপিত হইতে পারে নাই।

আগামী অধিবেশনের তারিখ সরকারীভাবে ঘোষিত না হইলেও অনুমান হয় যে আগষ্ট মাসের শেষ দিকে অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

আবার ই আই আর ট্রেণ দুর্ঘটনা

এই মর্ম্মে একটা খবর আসিয়াছে যে, [illegible]ই জুন সকাল চারি ঘটিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জেহারী-অমলোর ষ্টেশনের নিকটে একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়াছে। উহার ফলে পাঁচখানি বগি পড়িয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ক্যাসেল ব্রীজের নিকট মেরামতের কার্য্য চলিতেছিল, ঐ সময় ট্রেণখানি সেখান দিয়া যায়। মেরামত কার্য্য চলিতেছিল বলিয়া সামান্য কিছুতেই বাধা পাইয়া গাড়ীখানি লাইনচ্যুত হইয়া যায়। কেহ হত বা আহত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

বিলাতে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধি দান

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে নিম্নলিখিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে :—

ভাইকাউন্ট

লর্ড ব্রেনহেভেন ও লর্ড উইয়ার।

ব্যারণ

ভিভিয়ান হাইলিং এবং স্যার জোসিয়া ষ্ট্যাম্প।

প্রিভিকাউন্সিলর

এটর্নী জেনারেল স্যার ডোনাল্ড সমারভেল।

ব্যারনেট

স্যর উইলিয়াম একেন্ড চার্চম্যান, ভগ্যাল হাফ স্যর উইলিয়াম প্রেসকট, স্যর ই জে এল হ্যানসন, মেজর এস এস হিল-উড আইভিক ওয়েলস।

৩৫ জন নাইট হইয়াছেন, তন্মধ্যে মিঃ আর্থার জ্যাকসন, রয়েল একাডেমীর সদস্য মিঃ জন আলফ্রেড, আর্ণেষ্ট ব্রাউন এবং অক্সফোর্ডের সেন্ট জনের সভাপতি ডাঃ সিরিল নরউইকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত অনেক সামরিক কর্মচারীকেও উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রবন্ধ ও রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আখ্যান ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। [illegible] ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষ্য ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পূর্ব্বার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৵
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাটীকা) ।০
৫৮। শ্রী[illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাশতকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়কণ্ঠাভরণম্ /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৩ই জুন ইং ১৯৩৮, সোমবার | ৮৮৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চন্দননগরে প্রচার

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি সৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় হুগলী ও চুঁচুড়ায় প্রচারকার্য শেষ করিয়া গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবস চন্দননগরে প্রচারার্থ পার্টিসহ গমন করেন। তথায় স্থানীয় শ্রদ্ধালু সেবাশ্রমে থাকিয়া টাউনের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন।

১৭।২।৪৫ তারিখে চন্দননগর ষ্টেশন রোডনিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (ফ্রান্স গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ইন্স্পেক্টর) মহোদয়ের বাসভবনে ছায়াচিত্র-প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮।২।৪৫ তারিখে চন্দননগর কাপড়ডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্র-প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯।২।৪৫ তারিখে চন্দননগর গোন্দলপাড়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার আশ্রমে ছায়াচিত্রপ্রদর্শন-মুখে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২০।২।৪৫ তারিখে চন্দননগর টাউনের "বৃন্দাবনগোপাল ভক্তি-মন্দিরে" ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে ও ২১।২।৪৫ তারিখে ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ২২।২।৪৫ তাং শ্রীযুক্ত মণিমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চকোটে প্রচার

গত ২৫শে মে উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারীজী বলিকোট হাইস্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয়ের আহ্বানে ব্রহ্মপুরে "প্রকৃত হরিজন কে" এই বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তনাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৬শে মে তারিখে শ্রীক্ষেত্র শ্রীজগন্নাথদেবের পূজকগণের অনেক পক্ষসমর্থনকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি শ্রীশ্রীব্রজবাধবগৌড়ীয়-প্রপণ্ণ-সদনে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজীর সহিত তাঁহার প্রায় ছইঘণ্টাকাল শ্রীগুরুতত্ত্ব, সদ্গুরুর লক্ষণ, অসদ্গুরু কেন পরিত্যাজ্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত পণ্ডিত মহোদয় আশ্রমচতুষ্টয় ক্রমপন্থা অতিক্রম না করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না বলায় ব্রহ্মচারীজী পরমহংসকুলাগ্রগণ্য শ্রীশুকদেব গোস্বামীর জীবনী আলোচনা করত তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিয়াছিলেন।

তৎপর দিবস তথাকার উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বর্ম্মা মহোদয় উপস্থিত হইয়া প্রায় একঘণ্টাকাল ভক্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করায় শ্রীপাদ পরভাগবত পট্টনায়ক মহোদয় নানাশাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাঁহার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

গত ২৮শে মে তারিখে উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারীজী বড়কোদণ্ডা গ্রামনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ পুষ্টি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুত বিনায়কপুষ্টি মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীক্ষেত্র মুক্তিমণ্ডপের প্রচারক শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস শর্মার সহিত সর্ব্বসাধারণের অনুরোধক্রমে একঘণ্টাকাল ব্যাপী [illegible] লক্ষণ বিষয়ে কিছু সময় আলোচনা করেন।

বৈষ্ণবের পুত্র শোক

(৫ম পৃষ্ঠার)

হরিচন্দনের আর আমার মত বিচার করে অন্যত্র যাইবার আবশ্যক হয় নাই বা সাক্ষি-প্রমাণাদি দিবার আবশ্যকও হয় নাই; কারণ, রাজা স্বয়ং সেখানে eye-witness (প্রত্যক্ষদর্শী)। কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুভক্ত বৈষ্ণব শ্রীনিবাসের হরিচন্দনের প্রতি অপমানের কি বিচার করিলেন, দেখুন। রাজা হরিচন্দনকে শাসন করিয়া বলিলেন,—

ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥
(চৈঃ চঃ মঃ)

অর্থাৎ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক যে অপমান বা আঘাত তাহাও আমাদের সৌভাগ্যসূচক, ইহাই শিক্ষা দিলেন।

কিন্তু সে হরিচন্দনও নাই, আর রাজা প্রতাপরুদ্রও নাই। "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" আমি কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ সকল বিচার আর গ্রাহ্য ক'র না। যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাবশবর্ত্তী হইতে পারিতাম, তবে ঐ সব বিচারে আস্থা থাকিত। কিন্তু আমি ত' এখন গুরুদ্রোহী, নির্ব্বিশেষবিচারপরায়ণ, অন্যাভিলাষী ও কপটী হইয়া পড়িয়াছি। "আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥" মহাজনের এসব উপদেশ ত' বিস্মৃত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণবাভিমানিগণের কাছ থেকে গিয়া, বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণ করিয়া অমানী হইতে পারি নাই, ব্যবহারিক মানের কাঙ্গাল হইয়াছি। আর সেই মানের লাঘব হওয়ায় জিঘাংসার অনল প্রজ্বলিত করিয়া বৈষ্ণবনাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবাপরাধের কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতেই আমি অপরাধের জন্য সময় সন্ধান খোঁজাইয়াছি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমার যদি 'মান' নাই থাকে, তুমি অপমান করিবার কে? আরও একটা কথা, এখানে বলি পুত্র শোক হইতে পারে, তবে আমার মত গুরুত্যাগী, গুরুদ্রোহী, নির্ব্বিশেষবাদী, স্বার্থপর, প্রতিষ্ঠা পদলোলুপ, কাম্য, মানপুষ্ট ব্যক্তির কি 'অপমান' হইতে পারে না?

সাধুসঙ্গ সাধুরঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ ক'রেছেন। মুকুন্দ-সেবা ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ বামন সর্বাদিব সর্কর্ণ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

প্রাকৃত কর্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ-তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে বৈষম্যবিধানের চেষ্টা করে, তা'তে চিত্তের আত্যন্তিক বৈষম্যনাশ হয় না। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিনাম। আলোচনা দ্বারা যে স্বাভাবিক সদ্বৃত্তের উদয় হয় তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। আমরা কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির ক'রবার পক্ষপাতী নই। হোক না কেন চিত্ত স্বভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্মসেবায় জন্য সেই চিত্তের গতি থাকে তা'হ'লে চিত্ত কোথায় যাবে? হরিসেবার জন্য সমস্ত কামনা—অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লোলুপ চিত্তের প্রকৃত বৈষম্য। হরিকীর্ত্তনই চিত্তবৈষম্যের একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য। কৃত্রিমভাবে চিত্তবৈষম্যের চেষ্টাদ্বারা নির্ব্বিশেষ ভাবের উদয় হয়, তাহা ভগবৎ-সেবার বিরোধী ভাব।

দেবতা—একমাত্র কৃষ্ণ। সেই দেবতা ছাড়া পড়ে যায় ধর্মার্থকাম-কামনা হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে। মনুষ্যজাতি যে সকল লোভের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে, সেই সকল আকাঙ্ক্ষার চতুর্বর্গ—ভুক্তি ও মুক্তি চারণ-চারণদাসীর ন্যায় হাতজোড় ক'রে থাকে ভগবদ্ভক্তের নিকট। লোকে যে সকল জিনিষ পেলে বর্তে যায়, ভগবদ্ভক্তের নিকট সেই সকল বস্তু Orderlyর মত দূরে থাকে,

চাই না তাই পাই না

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ জনৈক কৃপাভিক্ষু গৃহস্থভক্তকে একসময় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—'তুমি কি কি প্রসাদ পাইয়াছেন?' ভক্তটী উত্তর করিলেন—'সজিনার ডাঁটার চচ্চড়ী, মুগের ডাউল এবং বেগুনভাজা।' ইহা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—'হায়! হায়! হরিনাম করিবার অভিনয় করিয়াও তুমি সজিনার ডাঁটা চিবাইলে? কেহ যদি এক লক্ষ টাকা হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার হৃদয়ে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাতে কি সে তখ্‌ন অন্নের গ্রাসও মুখে দিতে পারে? সে ব্যক্তি সর্ব্বদা টাকার চিন্তা ক'রতে করিতে কোনরূপে জীবন রক্ষা করিবার জন্য দুই চারি গ্রাস অন্ন অজ্ঞাতে মাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু লক্ষ টাকার শোকে উত্তম উত্তম দ্রব্যের তাহার কোনও রুচি থাকে না। তুমি শ্রীকৃষ্ণের সেবা রূপ অমূল্য বস্তু হারাইয়া বসিয়াছ। তুমি কি করিয়া সজিনার ডাঁটা চিবাইলে?' কৃষ্ণভজন করিতে হইলে এই অমূল্য উপদেশ সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

কত যুগ-যুগান্তর হইল আমরা কৃষ্ণসেবারূপ অমূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ একথাটি জানাইয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহ হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার অধিক চেষ্টা। কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে গুরুপাদাশ্রয়ে আসিয়াছি, কিন্তু অন্য কিছুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মাঝপথে বাধ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ি, সেবালাভ ভাগ্যে না ঘটে, তবে বহু জন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক আমাকে সংসারে ফিরিতেই হইবে। কৃষ্ণসেবা না পাইলেই সংসার। মাঝামাঝি কোনও কথা নাই। যত কৃষ্ণভজন করিতে হইবে না তত মায়ার ভজন করিতে হইবে। কূল কূল বজায় রাখিয়া বা মায়ার সঙ্গে Compromise করিয়া কৃষ্ণভজন হয় না। সংসারে থাকা কালেও সর্ব্বপ্রযত্নে সংসার করিতে হইবে, মগ্নবৎ হইয়া সংসার করিতে হইবে না। সংসার করিয়া যিনি আরাম পাইতেছেন—'পূর্ণভাবে সেবা ক'রবার জোড় ক'রে অপেক্ষা করে। যে অমঙ্গল, যে চাই-পাই সেলে সেবার জিনিষ, মানবজাতি তাহার গ্রাহক হবার জন্য ব্যস্ত! আমাদের যতটা অযোগ্যতাই থাকুক না কেন, ভক্তিতে অধিকার আছে। ভক্তিতে অধিকারের অর্থ—সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

—————

একটু চেষ্টাও করিয়া দেখিতে পারিলাম না' বলিয়া গালে মুখে চড় খাইতে খাইতে সর্ব্বস্বপে যিনি সংসার না করিতেছেন তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ দূরে রহ, কৃষ্ণসেবাসুযোগপ্রাপ্তির আশাও সুদূরপরাহত। তাহারও মূল কারণ, কৃষ্ণে তাঁহার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন আছে সংসার-সুখ-লাভের। সংসার-সুখ পাকাপাকি করিবার জন্যই তাঁহার গুরুপাদাশ্রয়। অনেক সময় প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া কি লাভ হইল? সহজিয়া অথবা জাতিগোস্বামীকে গুরুবরণ করিলেও ত' এই লাভই হইত। তাহার উত্তর এই যে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিবার ফলেই আমরা নিরন্তর কৃষ্ণ সত্য কথা শুনিতে পাইতেছি। সদ্গুরু ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী করেন না। তিনি নির্ভয়ে সত্য কথা বলিয়া থাকেন, অন্যথায় সর্ব্বত্রই আমরা বঞ্চিত হই,—প্রতারকের ছলনায় পতিত হইয়া যাই, সদ্গুরুর নিকট মর্ম্মভেদী সত্যকথা শ্রবণ ক'রে যদি আমি জন্মজন্মান্তরের চর্ব্বিত-চর্ব্বণময় সংসার-সুখভোগ-পিপাসা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া জাগ্রত হইবার শক্তি লাভ ক'রি তাহা হইলে আজও আমার আশা আছে; কিন্তু সদ্গুরুর প্রবোচনায় যাহাই ক'রি না কেন, বঞ্চিত হওয়াই মাত্র সার হইবে।

আমরা যদি কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির আবশ্যকতা বোধ করি তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত মূল্যও আমাদিগকে দিতে হইবে। কিন্তু এই অমূল্য রত্নের জন্য সেরূপ কোনও মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহাকে একবার প্রাণের সঙ্গে চাওয়াই তাহার মূল্য দেওয়া। কারণ, চাহিলেই পাওয়া যায়। যখনও আমাদের চাওয়ার প্রবৃত্তি গোপনে অন্তর্হিত হইয়া যায় তখনই সংসার আমাদের ভাল লাগে বোধ হয়—আর যখনই চাওয়ার বৃত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াও কথঞ্চিৎ জাগ্রত থাকে তখনই সর্ব্বপ্রযত্নে সংসার হইতে থাকে। কৃষ্ণের কৃপা হইলে সংসারসুখ ধ্বংস হয়। 'যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।' কপাল মন্দ হইলে সে ভাব ভাল লাগে। যথার্থই যদি কৃষ্ণভজন ক'রতে চাই, তাহা হইলে সংসারসুখের প্রয়োজন নাই—উহা ধ্বংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কোটী কোটী জন্ম ঘুরিয়া ফিরিয়া বহু বহু সুকৃতির ফলে যখন একবার সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা হল, তখন একবার মাত্রও কি আমরা অন্ততঃ কৃষ্ণের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিব না? মাত্র একবারও কি আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না যে, কত বড় মহামূল্য বস্তু আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি? 'কত আর এমন সুযোগ উপস্থিত যে, একবার মাত্র উপযুক্ত চেষ্টা করিলে হারানিধি পুনরায় অনায়াসে পাইতে পারি। একবার সুযোগ হারাইলে কিন্তু কাঁদিলেও আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। এসম্বন্ধে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিতের উপদেশ এইরূপ।

'দুটীনাটি ছাড় মন করহ মনন।
গৌরভক্তি লোকভক্তি একত্রে মিলন॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই কভু না রহে একঠাঁই॥
জগাই বলে, যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে পা দিলে অবশ্য পড়িবে।'

(প্রেমবিবর্ত্ত)

সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে আমরা কি চাই—কৃষ্ণ অথবা অন্য কিছু। নিজের অন্তর নিজে বুঝিতে না পারিলে বৈষ্ণব-বন্ধুর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিয়া যদি হরিভজন করিবার একটু ক্ষীণ পিপাসাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে বড়ই মঙ্গল। তাহাকে দিন দিন যত্নে বর্দ্ধিত ক'রতে হইবে। অকপটতার বীজকে জল দিতে মহাপ্রভু উপদেশ দেন নাই। তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রতি দিবানিশি ভিতরে কতটুকু ভজন উন্নতি হইল বিচার করিতে উপদেশ করিয়াছেন। প্রভুপাদ বহুবার উপদেশ দিয়াছেন—'অনর্থ নিবৃত্তি করিতেই যদি জীবন চলিয়া গেল তাহা হইলে কৃষ্ণভজন আর আরম্ভ হইবে কবে?' আচার্য্যদেব বলিতেছেন—'প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে বিরহ অনুভব করিতে হইবে।'

গুরুবর্গ গ্যালন গ্যালন চিন্তরক্ত আমাদের জন্য ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের কথায় কতটুকু কাণ দিবার অবসর পাইতেছি। আমাদের ন্যায় দুর্ভাগাগণকে অজস্র কৃপা করিবার জন্য প্রভুপাদ তাঁহার সেবকগণকে সমস্ত চিন্তরক্ত ব্যয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যথা—"আমরা প্রত্যেকের জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সাড়াকণা অন্তরে কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎ-শরীরপুষ্টির জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত দান করাইয়া ব্যয় করবার জন্য প্রস্তুত থাকুক।"

জীবের প্রতি পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরের যে কত করুণা তাহা বদ্ধজীব ধারণা করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ অযাচিত দয়ার সঙ্গে অন্যান্য দয়াবানদের তুলনা ক'রতে অগ্রসর হ'ন। এক সময়ে বাসুদেব দত্ত ঠাকুরও জীবদুঃখে বিগলিত

[illegible] মহাপ্রভুর নিকট ব্যাকুল নিবেদন জানাইয়াছেন। যথা,—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-৬৩)

আমাদের - প্রভুপাদ - গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-জগন্নাথ, পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যবৃন্দ, ষড়্গোস্বামী, শুকদেব ও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্যকোটি বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই সতত আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, তবুও যে আমাদের কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা জাগে না, অভাব বোধ হয় না; তাহার কারণটা খুঁজে আমি পাই না। দয়াল প্রভু—যাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়, গুরুগৃহে আসিয়া মঠবাসের অভিনয় করিয়া ও সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পাইয়াও, সে কীর্ত্তনবন্যায় ভাসিয়া যাইয়াও যদি দিন দিন আমার চাহিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে আমার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে?

জনৈক গৃহস্থ-ভক্তের মন্দিরার ডাঁটা চাহিবার প্রসঙ্গে বাবাজী মহারাজ কত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসেবার অভাব ঘটিলেই ঐ প্রকার [illegible] খাইবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। কিন্তু [illegible]বৈরাগ্যের ছলে ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণের ছল করিয়া আমি যেরূপ জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয় দিতেছি তাহাতে যে কোন দিনও আমার কৃষ্ণে রতি লাভ হইবে এরূপ মনে হয় না। মহাজনের আদেশ আমি বিস্মরণ করিয়াছি—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"
* * *
"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
* * *
হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

কিন্তু এ সমস্ত অমূল্য উপদেশ আমার নিকট এখন কথার কথা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত কথা আমার না শুনাও ছিল ভাল, যেন আজ হঠাৎ শ্রবণ করিলে হয় ত' বা প্রাণে অন্ততঃ একটা চমক লাগিত; কিন্তু বহুদিন এ সমস্ত শ্রবণ করিয়া আদৌ চৈতন্য হওয়ার অভাবে একেবারে যেন [illegible] হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্রোতের তৃণের মত বাধাবিহীন অবস্থায় ভাসিয়া চলিয়াছি। তখনই মনে হয় কেন আমার সেবাবুদ্ধি জাগে না, কেন আমি সেবানন্দে নাচ করিতে সমর্থ হইতেছি না, তখনই প্রাণ থেকে যেন একই কিন্তু উত্তর পাই—

'চাই না তাই পাই না'

বন্ধ্যার পুত্রশোক

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

শিরোনামা পড়িয়াই অনেকে হয় ত' 'shut up', 'shut up' বলিয়া আমার কণ্ঠরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয়টি আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করিলে বোধ হয় কোন আপত্তির কারণ নাও থাকিতে পারে। বন্ধ্যার পুত্রশোকের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়; বজ্রাঘাতে অন্তঃপ্রাণে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। বন্ধ্যার পুত্রশোকের মত আজ আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণন করিতে আমার আজ পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতেছে। শোক-দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক শোকবেগ কথঞ্চিৎ লাঘব বা প্রশমিত করিবার জন্য আমার এই প্রয়াস।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়রের "ম্যাকবেথ" নামক নাটকের নায়ক "ম্যাকবেথ" ডাইনীদের (witches) ব্যর্থবোধক ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়িয়া ও বঞ্চিত হইয়া নিজ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল। যাহাকে ডাইনী বা পিশাচীতে পায় তাহার মতিচ্ছন্ন দশা হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

আমিও পিশাচীগ্রস্ত জীবের মত মতিচ্ছন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া বন্ধ্যা রমণীর পুত্রশোকপ্রকাশের মত নিজ শোকপ্রকাশ করিতে বসিয়াছি।

'বন্ধ্যার পুত্রশোক' বলিতে ইহাই বুঝায় যে, যাহার যাহা নাই, সেই 'নাই' এর অভাবের জন্য শোক বা দুঃখ বা মর্ম্মান্তিক বেদনা। সোজা কথায় বলিতে গেলে ইহা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূতনা কপটতার প্রতীক, তাই কৃষ্ণের প্রতি পূতনার যে বেশাভিনয়, তাহা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মূর্খ হইয়া পণ্ডিতের অভিমান, নির্ধন হইয়া ধনীর অভিমান, মানশূন্য হইয়া মানীর অভিমান, অসাধু বা অবৈষ্ণব হইয়া সাধু বা বৈষ্ণবের অভিমান সকলই বন্ধ্যার পুত্রশোকের মত কপটতা। অহো, আজ আমার কি দুরবস্থাই না ঘটিয়াছে! আমি সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া, বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার ছলনায় কত কি অন্যায় কার্য্য করিলাম, এমন কি এক সময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষী হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া গেলাম। কিন্তু অহৈতুক-পরমকরুণাময় গুরুদেব আমার আন্তরিক মঙ্গলের জন্য আবার আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় দিলেন। আমার কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আমি সেই আশ্রয় পাইয়াও আজ বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।

আমি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের নিজজনগণের পাদপদ্মাশ্রয়ী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার এ দুর্দ্দশা হইত না, বন্ধ্যার মত পুত্রশোকে মুহ্যমান হইতে হইত না। বৈষ্ণবের শোক ত' নাই-ই, এমনকি ব্রাহ্মণেরও শোক থাকে না। শূদ্রবৃত্তিতেই শোকের অবস্থান। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দাসানুদাস হইবার ইচ্ছায় সদ্গুরুপদাশ্রয় করিলাম, কিন্তু কপালদোষে আজ সেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতিই মৎসরতা আসিয়া আমার হৃদয়ে অধিকার করিল। শুদ্ধবৈষ্ণবের শাসন অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্রতার বশবর্ত্তী হইয়া গুরুত্যাগী, গুরুদ্রোহী, মঠত্যাগী, অন্যাভিলাষী এমন কি বিষ্ণুর নিন্দক হইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণবের অমানিত্ব গুণ ভুলিয়া সামান্য জড়ীয় মান বা প্রতিষ্ঠার জন্য আমি পরের দ্বারে কাঙ্গাল হইয়া ধাবমান।

বৈষ্ণব-চরিত্রের নির্ম্মল আদর্শ আমি খোয়াইয়া বসিয়াছি। তরোরপি সহিষ্ণু, তৃণাদপি সুনীচ, অমানী ও মানদ হইয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ," এ উপদেশ আমি নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে অবন্তীনগরের 'ব্রাহ্মণভিক্ষুর ইতিবৃত্ত, তৎপ্রতি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নির্য্যাতন নিপীড়নের কথা, তাঁহার প্রতি কটূবাক্য, গালি, নিন্দা, ভর্ৎসনা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ, মস্তকে মূত্র পরিত্যাগ প্রভৃতি অত্যাচারেও ব্রাহ্মণভিক্ষুর ভগবদ্বিষয়ে সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক হরিভজনে একনিষ্ঠতার কথা, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের এত নির্ম্মম অত্যাচারেও ব্রাহ্মণভিক্ষু নির্য্যাতনকারিগণকে দণ্ড দিবার জন্য প্রয়াস করেন নাই। অধিকন্তু তিনি যে আদর্শ রাখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়ী হউক বা না হউক প্রত্যেকেরই শিরোভূষণ হওয়া উচিত। অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া দূরে থাকুক, তিনি মনঃশিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছিলেন-

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥
(ভাঃ ১১।২৩।২৮)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই আজ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যাহাতে বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া আমার আত্মোদ্ধারের ভেলা-স্বরূপ এই প্রকার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব ও ভক্তজনগণ আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমরা যদি [illegible] হইতে ইচ্ছা করি, তবে শুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বারা শাসিত হইতে হইবে। তাঁহাদের শাসন না মানিয়া যদি অন্যাভিলাষী, নির্ব্বিশেষবাদী, কপটী হইয়া যাই, তবে নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিলাম। আমাদেরই আন্তরিক হিতের জন্য তাঁহারা আমাদিগকে নানাভাবে ভর্ৎসনা ও শাসনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যে মৎসরতা বা হিংসার লেশমাত্র নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের আমাদিগের প্রতি ভর্ৎসনাদি কঠোর ব্যবহার তাঁহাদের অহৈতুকী বাস্তবিকী কৃপারই নিদর্শন। আমাদের প্রতি তাঁহাদের ঐরূপ ব্যবহার কখনও অপমানের কারণ হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন পাপীর প্রতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার কথা বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন যে, "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।" বৈষ্ণবের পদাঘাত দ্বারা পাপীকে কৃপা করিবার কথা জানাইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবের ঐরূপ পদাঘাত যিনি সহ্য করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার কৃপার অধিকারী। কিন্তু আমার মত পাষণ্ডী হইলে ঐরূপ পদাঘাত পাইলে হয় ত' তৎক্ষণাৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতাম। চেতনের সহজ বৃত্তি বিকৃত হওয়ায়, শুদ্ধবৈষ্ণব-দাস্যের সহজ অভিমান আমার হৃদয়ে না থাকায় আমি যে আজ বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে জড়ীয় মান বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল। তাই বৈষ্ণবের কৃপা শাসনে আমি অপমান বোধ করি ও তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরুদ্ধে ধাবমান হই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের আচরণেও আমরা মহতী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে রথযাত্রাকালে যখন ভক্তগণ মহাপ্রভুর আনুগত্যে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাহা দেখিতে থাকেন। রাজার সম্মুখে ভাগবত শ্রীনিবাস নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলে রাজার দর্শনবাধা অপসারণ জন্য অনুগত হরিচন্দন শ্রীনিবাসকে ঠেলিয়া বার বার অপসারিত করিতে থাকেন। হরিচন্দনের বার বার ঐরূপ কার্য্যে নৃত্যকীর্ত্তনে ব্যাঘাত হওয়ায়, শ্রীনিবাস ক্রুদ্ধ হইয়া হরিচন্দনকে এক চপেটাঘাত করেন। চাপড় খাইয়া হরিচন্দনও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীনিবাসকে কিছু শাসন করিতে উদ্যত হন। এখানে

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সংসার ছাড়ি কৈনু মনেতে বিলাস। যে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

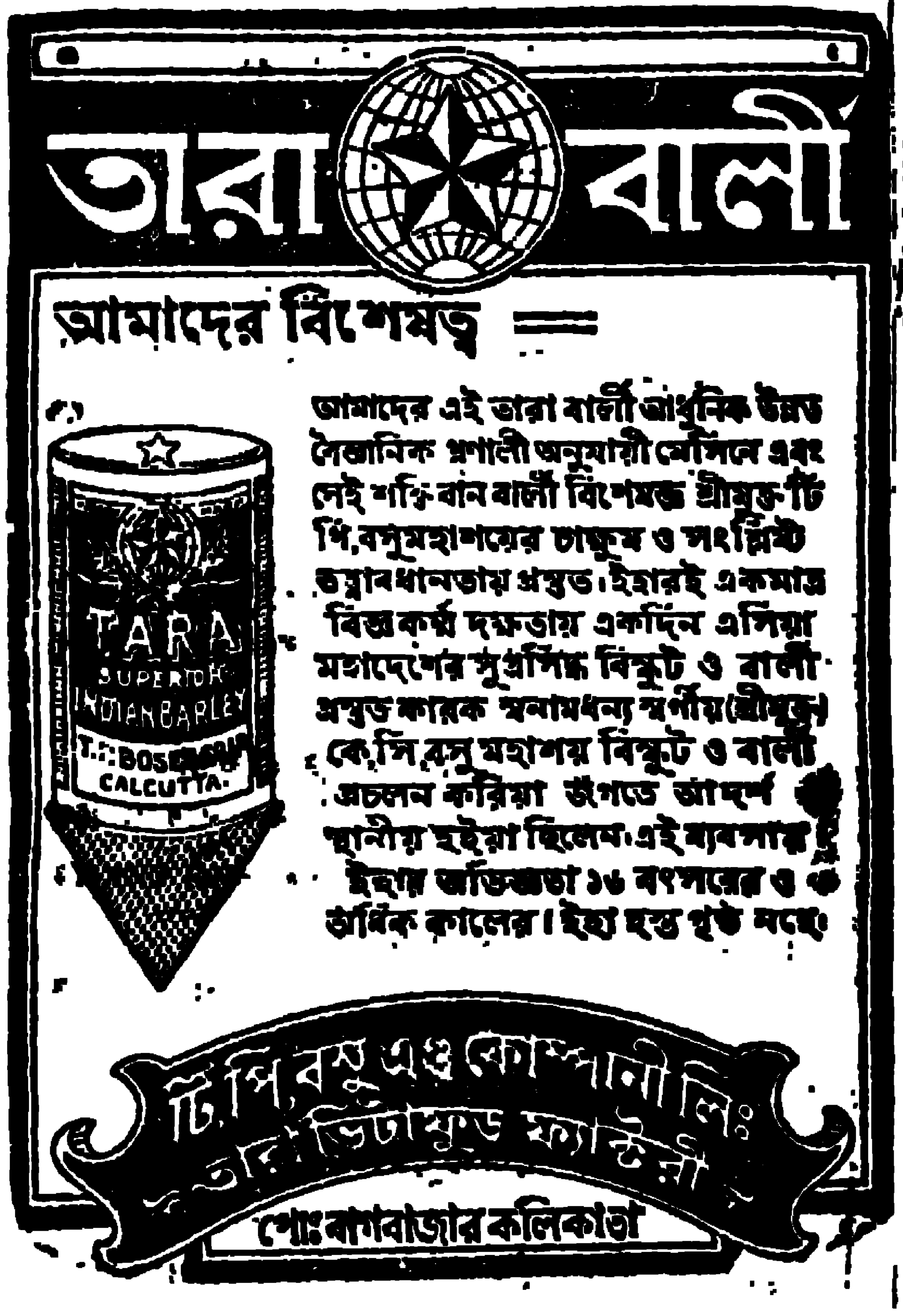

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ত'কভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহারাজ-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের মৌলিক রচনা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অন্তরঙ্গীর গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩২ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর: শ্রীচৈতন্যমঠ, ভাগলপুর আশ্রম; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

——প্রচার——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রতি বার	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রতি বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪।	৫৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার,

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	৩৲
মাসিক	১৷০
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ১০ ভিন্ন মূল্য	৮

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৩ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬, ১৭-৩৬ ২২ ৫৫

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১১
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৩
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১৩-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৫১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন). ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২৭-৭
রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৩
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৩ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৩ ১৯-৬ ২২-৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩
কলিকাতা ১৬-১৯ ২০-৬

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৪ই জুন, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [৮৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-(৩/১৩৪৫)-

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের পরীক্ষার ফল

(নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থিত আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়)

প্রথম বিভাগ

শ্রী[illegible] দাস (L. L. m.)

শ্রীগণপতি দত্ত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ নন্দী

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রীব্রজকিশোর দাস

শ্রীনির্মল কুমার সান্যাল

২য় বিভাগ

শ্রীভূষণ কুমার রায়

শ্রীনিত্যানন্দ বসু

শ্রীরাজমোহন দত্ত

শ্রীকৃষ্ণকান্ত [illegible]

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগণপতি মুখার্জী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ

প্রবেশ নিষিদ্ধ ছাত্রের

শ্রীনলিনীরঞ্জন ব্যানার্জী

ইউরোপের পথে নেহেরুজী

গত ৯ই জুন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু [illegible] পৌঁছিবার পর [illegible] প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন। পণ্ডিতজী বলেন, "আমি ইংলণ্ডে বেড়াইতে যাইতেছি, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া যাইতেছি না। [illegible] ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদগণের [illegible] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি [illegible] আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। [illegible] পৌঁছিয়া [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিব?"

আসামের ভাবী গবর্ণর মিঃ হগ

প্রকাশ, আসামের ভাবী গবর্ণর মিঃ জে পি হগ আগামী ২১শে জুন শিলং অভিমুখে রওনা হইবেন এবং তৎপর দিবস তিনি গবর্ণরের কার্যভার গ্রহণ করিবেন। শিলং হইতে একজন স্পেশাল কর্মচারী গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। সম্ভবতঃ তিনি সরকারীভাবে আসিবেন।

হিন্দীশিক্ষা প্রবর্তনে বিক্ষোভ

হিন্দী শিক্ষার বিরুদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর গৃহের সম্মুখে সত্যাগ্রহ পুরা দমে চলিয়াছে। হিন্দীশিক্ষাবিরোধী দুই জন [illegible] প্লাকার্ডসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া রাজাবাজার ও [illegible] নামে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক প্রধান মন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করে। পুলিশ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ (১) ধারানুসারে তাহাদের দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

হিন্দী-শিক্ষা-বিরোধী আন্দোলনের ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত সি, ডি, নায়কম গত ৩রা জুন গ্রেপ্তার হন এবং জামিনে মুক্তি লাভ করেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমন পাইয়া তিনি আদালতে হাজির হন এবং হিন্দী-শিক্ষা-বিরোধী আন্দোলনকারী [illegible] নামে এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া ও অন্যভাবে আন্দোলনে সাহায্য করিয়া জামিনের সর্ত লঙ্ঘন করার যে অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনা হইয়াছে তাহার জবাবদিহি করেন। [illegible] আগামী ৩০ দিন ধরিয়া মুলতবী আছে।

বিহার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

বিহার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন ১৩ই জুন আরম্ভ হইবে বলিয়া পূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা ঐ তারিখে না হইয়া আগামী ২১শে জুন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সিলেক্ট কমিটিতে এখনও বিহার প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয় নাই বলিয়া পরিষদের অধিবেশনের তারিখ সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার সিলেক্ট কমিটির বৈঠক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ বিল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে তাঁহারা পৌঁছিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ বিলের খসড়ায় প্রয়োজনীয় অদল বদল করিবার জন্য উক্ত কমিটির বৈঠক পুনরায় বসিবে।

পাহাড়িয়া নদীর গতি ফিরাইবার চেষ্টা

উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট আঙ্গুলের পাহাড়িয়া নদীগুলির গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া দেওয়া সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা করা হইলে ২০ হাজার একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

প্রধান মন্ত্রী এবং রাজস্ব মন্ত্রী বন্যার সময় বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল দেখিবার জন্য জনৈক বিশেষজ্ঞকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আগামী মাসে কটক আসিয়া উড়িষ্যার বন্যা সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করিবেন।

দিল্লীর পুরাকীর্ত্তি সংস্কার

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের [illegible] স্থায়ীভাবে দিল্লীতে থাকিবে। এখন হইতে দিল্লীর পুরাকীর্ত্তিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ডিরেক্টর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গ্রহণ করিবেন। এপর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগকে দিয়া ঐগুলির সংস্কার করা হইত এবং তজ্জন্য খরচের উপরও এজেন্সী চার্জ দিতে হইত। এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে মেরামত করা হইবে বলিয়া বৎসরে প্রায় ২০০০ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইবে।

সামরিক বৃত্তির মেয়াদ বৃদ্ধি

গত ৮ই জুন সুদেতেন জার্মান দলের সদর কার্যালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সুদেতেন জার্মানদের দাবী সম্পর্কে চেক গবর্ণমেন্টের নিকট যে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতে আটটি সর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে; হের হাইন্‌লেন কার্লসবাডে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই উক্ত সর্তগুলি রচনা করা হইয়াছে। উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, সুদেতেন জার্মানগণ এই সর্তগুলির ভিত্তিতে চেক গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছে।

সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ, চেক গবর্ণমেন্ট সৈন্যবাহিনীতে দুই বৎসর কার্য্য করিবার যে আইন আছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া সামরিক বৃত্তির মেয়াদ তিন বৎসর করিবার জন্য একটি বিল আনয়ন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বিরোধের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে এই আইন বলবৎ হইবে।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে ভক্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৭০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সাধনা ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। দুঃসঙ্গঃ সুসঙ্গোত্তরতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১
৪৬। অর্চ্চণতত্ত্ব ⁄৫
৪৭। সদাচারবৃত্তি ⁄৬
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১৫
৪৯। অর্চ্চনতত্ত্ব ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৫
৫৫। ভজনকালাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵৫
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ১০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৫

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৫
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।৫
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।
৬৪। ভক্তস্তবম্ ৵
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৫
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবপরিচয়ঃ ⁄৫
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৫
৬৯। এ বিউ আর্ট অ্যান্ড লর্ড বোডি ।৫
৭০। নামভজন ⁄৫
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড’স ৷৴৫
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ২ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৪ই জুন ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৮৯৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ২১।৫।৩৮ তারিখে তোরাচক নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বেরা মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস ব্রহ্মচারীজী পরমানন্দপুরের খ্যাত বাবু মদনকুমার দাস মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠমুখে গর্ভস্থ জীবের জন্ম-মৃত্যুর বর্ণন করেন।

পরদিন ২৩।৫।৩৮ তারিখেও তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপের বিবরণ বর্ণন-প্রসঙ্গে আলোচিত হয় যে, জন্মলাভের পর হইতেই জীবের পরমায়ু দিন দিন কম হইতেছে, অধিকন্তু তাহার মৃত্যুরও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; সুতরাং যে-কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে। অতএব যে মুহূর্ত্তে সে ইহা জানিতে পারে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের জন্য যত্ন করা উচিত। কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লভ্য হয়।

প্রত্যহ সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। মদন বাবুর ভক্তিমতী মাতাঠাকুরাণীর [illegible] ও সেবানুকূল্য প্রশংসনীয়।

গত ২৪।৫।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী মাজনাদিঘী নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত হারাধন জেনা মহাশয়ের গৃহে গমন করত রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'নারদ-ব্যাধ' উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে আলোচিত হয় যে, যখন আমরা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহাদের আদেশ পালনে যত্নবান্ হই তখনই তাঁহাদের প্রকৃত কৃপা লাভ করিতে পারি। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পাঞ্জাবে

গত ২৯শে মে উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ মহোদয় মহলপুরের বিশিষ্ট সজ্জনগণ কর্তৃক আহূত হইয়া তত্রত্য টাউনহলে 'সমসাময়িক সমস্যা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে তথাকার হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমরনাথ পট্টনায়ক মহোদয় ব্রহ্মচারীজীর পরিচয়মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে কিছু সময় বলিয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মুখপাত্ররূপে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। উক্ত সভায় অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন (পশুচিকিৎসক,) সার্কেল ইন্স্পেক্টর, পি, ডব্লিউ, ডি ওভারসিয়ার, রেভেঃ, টাউনহলের সভ্য উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও বহু ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

উপদেশক মহোদয় শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী-ও কয়েকজন গৃহস্থভক্তের সঙ্গে লইয়া পঞ্জাব জেলার সহর ও মফস্বলে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি বহু বড় অফিসারগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ও পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারমহিমা বিষয়ে কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১লা জুন তারিখে শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন সাহী রেভিনিউ ইন্স্পেক্টর মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীবালকগণের প্রতি উপদেশ বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ভরসা কোথায় ?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তাই বলি মন, আর বঞ্চিত হইও না, আর ঠকিও না, প্রভুর শেষ আদেশ পালনে আর উদাসীন হইও না। পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদ এ জগতে প্রকট থাকিতে থাকিতে যদি হরিভজন না কর—তাঁহার কৃপাকে যদি উপেক্ষা কর—তাঁহাকে কর্ণধাররূপে বরণ না কর এবং তাঁহার চেতন সঞ্জীবনী সুধাধারায় যদি সিক্ত না হও, তাঁহার মঙ্গলময়ী শাসন-বাণীতে যদি শাসিত না হও, তাহা হইলে ভবিষ্যতের অনন্তকোটি জন্মেও তোমার সিদ্ধির আশা নাই জানিও।

তাই বলি মন, আর বঞ্চিত হইও না—আচার্য্যপাদকে দুঃখ দিও না। যদি মঙ্গল চাও তবে আচার্য্যদেবের দয়াবিতরণকার্য্য জগতে প্রকট থাকিতে থাকিতে তাঁহার মঙ্গলময়ী শাসনে শাসিত হও। তুমি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন বন্ধু আর পাইবে না—যিনি তোমাকে বিপথগমনের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। আচার্য্যদেবের অনুগত হইয়া তোমাকে সংসারযুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে, যদি তাহা না কর তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোটী কোটী আপদ্-বিপদ্ তোমার মঙ্গলের পথে রহিয়াছে। কোটী কোটী রাবণ হিরণ্যকশিপু তোমার মঙ্গল লাভের পথে প্রবল বাধা প্রদান করিবে। এই মুহূর্ত্ত হইতেই তুমি—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"

—ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। আচার্য্যের বাণী—আচার্য্যের আদর্শ-শিক্ষার অনুসরণ করিতে চেষ্টা কর। আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্ত কর্ণে এই বহির্ম্মুখ জগতের বহির্ম্মুখী আশার মুখে ছাই দিতে শিক্ষা কর। আর বঞ্চিত হইও না। তাই প্রার্থনা, সেইদিন আমার কবে হইবে যেদিন তাঁহার পাদপদ্মসেবায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলিতে পারিব,—

সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদবরণে॥
তুমিত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

আনুকূল্য সর্ব্বনাশ হয়। সঙ্কল্পে সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পা'র্‌ব।"

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ মা[illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

হিংসা

বুদ্ধদেব যে অহিংসা-নীতির কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বড় অহিংসা-নীতি বা জীবের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া—বিশ্বে হরিকথা প্রচার। এত বড় পরোপকার বা অহিংসার কথা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। এ দয়া অমন্দোদয়-দয়া; ইহা দেহ মনের প্রতি ক্ষণিক দয়া নহে, পরন্তু আত্মার প্রতি সত্য দয়া। জাগতিক অহিংসা-নীতি বা দয়ার সহিত এ দয়ার তুলনা হয় না। ইহা চেতনের প্রতি চেতনের দয়া।

হরিবিমুখ জীবমাত্রই কাম-ক্রোধাদির দাস এবং তাহারা সকলেই অল্পবিস্তর হিংসাপরায়ণ। কেহ বা মনুষ্যের প্রতি হিংসা করে, আবার কেহ বা মনুষ্যের প্রতি হিংসা না করিয়া পশু, পক্ষী, কীট বা বৃক্ষলতাদির প্রতি অত্যাচার বা হিংসা করিয়া থাকে। হরিসেবা-বিমুখতারূপ মহা-বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার না পাওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন আমরা ভগবৎ-সেবোন্মুখ না হইব ততদিন আমাদের হৃদয় হইতে হিংসাদ্বেষাদি আবিলতাগুলি অপসারিত হইবে না। এই হরিসেবা-লাভের একমাত্র উপায়—শরণাগতি। সাধুমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই জীবের এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে। সুতরাং এই হরিসংকীর্ত্তনই হিংসাপঙ্ক-মগ্নজনের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক এবং তাঁহারাই জীবের প্রতি পরমদয়ালু ও পরোপকারী। এই হরিকথা প্রচার বাদ দিয়া বা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উদাসীন হইয়া আমরা যতই অহিংসা নীতি প্রচার করি না কেন, তাহার মূল্য অর্দ্ধকপর্দ্দক মাত্র।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই জীবন আছে, সুতরাং সকলেই জীব। অনেকের ধারণা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি বধ করাই হিংসা, বৃক্ষলতাদি কর্ত্তন করা হিংসা নয়। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তাহা নহে। পশু-পক্ষি-ভোজী যেরূপ জীবহিংসক, নিরামিষ-ভোজীও সেইরূপই জীবহিংসাকারী। বিচার করিলে দেখা যায়, মৎস্য মাংসাদি আমিষ গ্রহণ তামস ও রাজস আহার, আর নিরামিষ-ভোজন বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার। তমঃ ও রজোগুণ অপেক্ষা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও তাহাও প্রাকৃত। সুতরাং আমিষ বা নিরামিষ আমরা যে কোন বস্তুই গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের জীবহিংসা ঘটে। এমন কি, কেহ যদি আমিষ ও নিরামিষ বস্তু গ্রহণ বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বায়ুভোজী যোগী হইবার জন্য যত্ন করেন, কিম্বা জলমাত্র গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে চাহেন, তাঁহারও জীবহিংসা পাপ হইতে রক্ষা নাই। কারণ, জল ও বায়ু প্রভৃতির মধ্যেও আমাদের অলক্ষ্যে অনেক প্রাণী থাকে। প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে এবং পদবিক্ষেপাদিতেও বহু প্রাণী বিনষ্ট হয়, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারি না। এজগতে থাকাকালে আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অল্প বিস্তর পাপ-পুণ্য করিতে বাধ্য। বদ্ধজীবের ইহাই অবস্থা। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রাকৃত আহারাদি কোনও কিছু গ্রহণ না করিয়া একমাত্র গুণাতীত বা নির্গুণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক হরিসেবাময় জীবন যাপন করিয়া থাকেন। মহাপ্রসাদ ভগবদ্বস্তু। ভগবদ্ভক্তগণ এই সেব্য মহাপ্রসাদের সেবাই করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভোগ করেন না; মহাপ্রসাদকে ভোগ্যের পরিবর্ত্তে সেব্য-জ্ঞান এবং নিজদিগকে মহাপ্রসাদের ভোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। সাধুশাস্ত্র বলেন, যদি অনুক্ষণ হরিসেবার্থ জীবন যাপিত না হয়, তাহা হইলে জীবের একটিমাত্র তণ্ডুল-কণাও গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। কারণ, হরিসেবা রহিত হইয়া ঐরূপ একটি তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিলেও জীবহিংসার পাপে লিপ্ত হইতে হয়—হরিসেবারহিত হইয়া একটিবার মাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেও অসংখ্য জীবহত্যার ভাগী হইতে হয়। সুতরাং হরিভজন না করিলে আমাদের আর নিস্তার নাই। তাই ভগবদ্ভক্তগণ নিজের জন্য কিছুই না করিয়া সমস্ত কার্য্যই হরির জন্য করিয়া থাকেন। হরির জন্যই তাঁহারা জীবনধারণ করেন এবং অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা প্রচার করিয়া স্ব স্ব পরমমঙ্গল বিধান করেন। হরির শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, ধ্যান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গাচরণের দ্বারাই তাঁহারা মহাপ্রসাদ, মহামহাপ্রসাদ অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অনেকে আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ-ভোজনের পক্ষপাতী। আমিষভোজন অপেক্ষা নিরামিষভোজন বাস্তবিকই সকল দিক্ হইতেই ভাল। কিন্তু এই উভয়ই প্রাকৃত বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তোচ্ছিষ্টকেই সাদরে বরণ করিয়া থাকেন। এই আমিষ-নিরামিষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান বা ভোগ বা ত্যাগের মীমাংসা একমাত্র শুদ্ধভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণাশ্রয়েই হইতে পারে, নতুবা সম্ভব নহে।

আমরা নিরামিষভোজী হইয়া আমিষ-ভোজিগণকে ঘৃণা ক'রে থাকি, কিন্তু হরিসেবার অভাববশতঃ আমাদের হৃদয় হইতে কাম-ক্রোধাদি কিছুই অপসারিত হয় না—পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের অনিষ্ট চিন্তা এবং প্রতিষ্ঠাশা হৃদয় হইতে যায় না। এমন কি, অনেক সময় আমরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া বৈষ্ণবনিন্দা ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করাকেই গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। অনেকে প্রসাদসেবার নামে প্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিয়া মঙ্গলের পথকে চিররুদ্ধ করে এবং তাহাতে তাহাদের কপটতাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়; তাহাদের প্রপঞ্চ জয় হয় না। তাহাতে আত্মহিংসা ও পরহিংসা ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না। আমরা যদি এই সকল কপটতা ছাড়িয়া, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়া এজগতে বড় হইবার পরিবর্ত্তে ভাল হইবার আশায় অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ মহাভাগবতের উচ্ছিষ্ট নিষ্কপটে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অনর্থ-নাশ ও কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হইবে। তখনই আমরা হিংসাদ্বেষাদির হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মলচিত্তে পরোপকারে ব্রতী হইতে বা জীবের প্রতি দয়া করিতে পারিব। এই ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত হিংসাদি দমনের অন্য কোন উপায় নাই। তাই সকলের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা,—

"হে সাধব! সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

শিষ্য কে?

(শ্রীপাদ জয়গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী)

এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে কি সৎ কি অসৎ যে-কোনও বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইলে, উন্নতি লাভ করিতে হইলে সেই সেই বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অনুসরণ বা সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। যেস্থলে বাস্তবিকপক্ষে আদর্শ বা আদর্শের অনুসরণ নাই তথায় উন্নতিলাভের পথ চিররুদ্ধ, সন্দেহ নাই। যিনি বড় গান করিতে চান, তাঁহার গায়কের অনুসরণ, সঙ্গ বা শিষ্যত্ব প্রয়োজন। যিনি শিক্ষালাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে শিক্ষায় পারদর্শী ব্যক্তির অনুসরণ আবশ্যক; নতুবা শিক্ষা-লাভ করা যায় না। অসৎসঙ্গ অপেক্ষা সৎসঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত বেশী হইলেও মাদৃশ অল্পসত্ত্ব বদ্ধজীবের উপর অসতের প্রভাবই বেশী। যদি আমরা বাস্তবিকপক্ষে নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত সতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে সতের কৃপাতেই তাঁহার অমিত প্রভাব আমাদের বুঝিবার সৌভাগ্য হয় এবং তখন আমরা সত্যের দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই।

এজগতে যে-কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য যে অনিত্য গুরু বা শিক্ষকের আবশ্যকতা দেখা যায় তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা নাই। সেখানে নিজের যোগ্যতা ও অন্য কাহারও সাহায্য পাইলেই আর কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু পরমার্থ-রাজ্যে নিত্য শিক্ষক বা গুরুর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয়। এখানে গুরু-কৃপা ব্যতীত কোন কিছু হইবার উপায় নাই। গুরুর আনুগত্য নিত্যকাল আছে ও থা'কবে। গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিত্য এবং পরস্পর সেব্য-সেবকসম্বন্ধবিশিষ্ট। গুরু-কৃপা ব্যতীত সিদ্ধি বা সাফল্য ত' দূরের কথা, তত্ত্বরাজ্যে প্রবেশাধিকারও কাহার নাই। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হইয়াও ঈশ্বর-সেবকাভিমানী। আর শিষ্য নিত্যকালই গুরুপাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গুরুকার্য্যে [illegible]; কিন্তু স্বপ্রয়োজনের কোন কথা সেখানে নাই। অভিমর্ত্ত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন এবং সকলকে তৎসেবায় নিযুক্ত করেন। আর মর্ত্ত্য গুরু-শিষ্য উভয়েই ভোগাভিমানী, স্বার্থপর, ভোগী বা ত্যাগী। পারমার্থিক গুরু জগতে মাত্র একজন। কিন্তু সাধারণ গুরু বহুৎ। সাধু-গুরুর মুখে শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে—

শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

অর্থাৎ এই প্রেমের (সেবার রাজ্যের, পারমার্থিক রাজ্যের) কথা শুনিবার লোক বড় পাওয়া যায় না, দুই চা'র জন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা উপলব্ধি (অনুসরণ) করিতে পারে না। আর যেরো বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা (গুরু) অতীব দুর্লভ, আবার যদিও এইরূপ দুর্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ কৃষ্ণের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও দুর্লভ।

পরমার্থ-রাজ্যে শ্রোতার—শিষ্যের ও বক্তার—গুরুর এই দুর্লভত্ব একমাত্র কৃপাপ্রার্থী নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে যে কি ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ আছে তাহা অপরে উপলব্ধি করিতে পারেন না। এই পারমার্থিক গুরু নিজকে গুরু বলিয়া অভিমান নাই। তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানি-মানদ এবং নিরন্তর কীর্ত্তনরত। শিষ্যের কিরূপ অবস্থা হইলে তিনি শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিতে পারেন—তাঁহার অনুগমন করিতে পারেন—তাঁহার শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহা আমার ন্যায় বহির্জীবের চিন্তার গভীর বহু যোজনদূরে অবস্থিত। নিত্যকৃষ্ণদাস জীব যখন তাহার প্রাণপ্রভুর সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়া তাঁহার সেবা লাভ করিবার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত তাঁহার নিকট আবেদন জানায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ জীবকে তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করিয়া জীবের নিকট উপস্থিত হন। সাধুসঙ্গফলে জীবের সেই আর্ত্তি বা শ্রদ্ধা ক্রমশঃ প্রবল ও দৃঢ় না হইলে গুরুতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারা যায় না।

জীবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে পদে পদে অনাদর, অবহেলা আসিয়া জীবের চিত্ত অধিকার করিয়া তাহাকে চিরতরে পরমার্থরাজ্য হইতে অবসর প্রদান করে। সুতরাং সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা অনুসরণ ও পালন করিতে না পারিলে মঙ্গল হয় না। অসৎসঙ্গ প্রবল হইলে আমাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়ে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুর বাণী শ্রবণোদ্দেশে গমন করিতে করিতে জন্মোদ্ধার লাভ করেন।

গুরুপাদাশ্রয়ই ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপান। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের পরই সাধন আরম্ভ হয়। গুরুপাদাশ্রয়ের পর যাঁহার গুরুনিষ্ঠমনাঃ হইয়া অহৈতুকভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত না হন তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা অভিন্ন। গুরু নিত্যকাল গুরু, তাঁহার মধ্যে লঘুত্বের কোনও প্রকার অবকাশ নাই। তাহা হইলে আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, শিষ্য জীব তাঁহার আত্মস্বরূপ কৃষ্ণদাস ভুলিয়া গিয়া অন্য কোনও কিছুর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা জীব নিজে বুঝিতে পারেন না, তাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদা গুরুদেবের আদর্শানুসরণ, অনুশীলন বা আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন। 'অনুশীলন' শব্দের অর্থ ব্যবহারসিদ্ধ। গুরুদেবের চিন্তাধারার সহিত যেখানে শিষ্যের চিন্তাধারার ঐক্য লাভ করিয়াছে তথায় শিষ্যের কোনও প্রকার বাধা আসিতে পারে না। যেখানে উহার অভাব সেখানে নানাপ্রকার অনর্থের উৎপত্তি। যেখানে শিষ্য সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুদেবের শাসনবাণীকে আশীর্ব্বাদ বলিয়া বরণ করিতে অক্ষম তথায় বাস্তব শিষ্যত্বের অভাব রহিয়াছে। তিনি কখনও শিষ্য হইতে পারেন না। শাস্ত্রে আমরা ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইয়াছি।

অনেক সময় দেখা যায়, জীব সাময়িকভাবে জাগতিক বিষয়সমূহ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেবার পথে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টান্বিত হইতেছে, কিন্তু সেই সময়ও তিনি সমস্ত বিষয়ের হস্ত হইতে অবসর লাভ করিতে পারেন নাই। বহির্ম্মুখের আসক্তির জিনিষ এই জগতে সূক্ষ্ম-স্থূলভেদে দুইভাবে রহিয়াছে। কর্ম্মীজনের সাংসারিক গ্রহণীয় বিষয় স্থূলরূপে পরিচিত এবং লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সূক্ষ্ম আসক্তির জিনিষের পর্য্যায়ের মধ্যে অবস্থিত। শেষোক্ত 'ত্রিবিধ' জিনিষ তত্ত্ব বদ্ধজীব কেন এমন কি মুক্তপ্রায় জীবগণও ছাড়িতে পারেন না। যিনি ঐগুলির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে তাহা শোষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন তিনি বাস্তবিকপক্ষে কখনও শিষ্যপদবাচ্য নহেন। ইহা প্রকারান্তরে আত্মবঞ্চনা মাত্র। গুরুদেব কখনও শিষ্যকে এই শিক্ষা দেন না, কারণ তিনি জানেন—কৃষ্ণই যাবতীয় ভোক্তা আর সমস্ত জিনিষ সেই অদ্বয়জ্ঞান ভোক্তার ভোগোপকরণ। নিজের সেব্যত্বাভিমান প্রবল না হইলে অদ্বিতীয় ভোক্তার ভোগের সামগ্রী হওয়া যায় না এবং সমস্ত জিনিষকে আপনার সেব্য বলিয়া বুঝা যায় না। শিষ্যত্ব বা দাসত্ব এক বস্তু।

অন্ন কহি না মানিব দাস হেন নাম।
অন্নাভাবে দাস নাহি করেন ভগবান্॥

জাগতিক বিদ্যার্থীদিগের যেরূপ পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের যোগ্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে, পারমার্থিক রাজ্যেও সেইরূপ উক্ত পথানুশীলনকারীদিগকেও পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষা বাস্তব পরীক্ষা। গুরুদেবে সর্ব্বশিক্ষার নিকট কৃষ্ণ চিরবিক্রীত হইয়া পড়েন। তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাটপুরুষ, তাই অভিসন্ধিমূলেই কোনও সেবক কর্তৃক অধীন হইতে চান না। তাই যখন কোনও সেবক গুরুদেবে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হন তখন ভগবদারাধনকারী পরীক্ষার জন্য তাহার সম্মুখে কত কি আনয়ন করেন। গুরুদেবের আচার-ব্যবহারে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিবার সুযোগ দেন। তাহা দ্বারাও যিনি আপনার নিত্যারাধ্য গুরুপাদপদ্ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হন, তিনিই বাস্তবিক গুরুসেবক বা শিষ্য, এই পরীক্ষা প্রথম প্রথম খুবই নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে উহা নিষ্ঠুরতা নহে, পরম করুণার নিদর্শন।

ভরসা কোথায় ?

(শ্রীপাদ অনন্তরাম ভক্তিসার, ভক্তিশাস্ত্রী

লক্ষ লক্ষ জন্মের বহু সুকৃতিফলে—শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে ভগবৎ-প্রিয়তম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহাকে গুরুরূপে—ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধাররূপে পাইবার সুযোগ আমাকে ভগবান্ দিয়াছিলেন, এবং তিনিও আমাকে কৃপা-সিক্ত করিবেন বলিয়া তৎপাদপদ্মসন্নিধানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন,—

"সকল জন্মে পিতা-মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥"
"দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্‌।
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

কিন্তু হায়, মঙ্গলের ভাগে অমঙ্গলবরণকারী আমি, গুরুকৃপা-বঞ্চিত আমি, দু'নৌকায় দু' পা দেওয়া আমি, একাধারে জগৎ ও জগদীশ-ভজনকারী আমি তাঁহার সেই কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমি বুঝিবার জন্য চেষ্টিতও হইলাম না যে, 'যাঁহা কৃষ্ণ তথা নাহি মায়ার অধিকার।' তাঁহাকে কর্ণধাররূপে বরণ (?) করিয়াও তাঁহার কথায় কাণ দিলাম না—তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিলাম না! এমন আমার গুরুবরণ! তাই বলিতেছি, আমার মত বঞ্চিত আর কে আছে?

আর একবার ভাবিয়াও দেখিলাম না, এ জগতে আমার এমন বন্ধু আর কে আছেন, যিনি আমাকে সত্যপথ হইতে—আত্মমঙ্গলের পথ হইতে এক চুল মাত্রও বিচ্যুত হইতে দেখিলে নানারূপ শাসনবাক্যের দ্বারা সংশোধন দিয়া আমার হৃদয়কে সেবার নূতন উৎসাহে উৎসাহান্বিত করিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে চালিত করিবেন। আমি একবার চিন্তা করিয়াও দেখিলাম না যে, কে আমাকে সকল আপদ্-বিপদ্, অভাব-অসুবিধা, পাপ-পুণ্য, জগতের বহির্ম্মুখ লোকের নানাপ্রকার প্রলোভনার মধ্যেও অতি অর্ব্বাচীন শিশুবালকের ন্যায় নিজের বুকে রক্ষা করিবেন। হাত থাকিতে হাতের মর্য্যাদা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এমনি আমার দুর্দ্দৈব! এমনি আমি বঞ্চিত!!

বঞ্চিত আমি, তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াও তাঁহার আশ্রিত হইতে পারিলাম না, রক্ষিত হইতে পারিলাম না। ভয় সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। আশ্রিতের, রক্ষিতের, শরণাগতের আবার ভয় কিসের? অভয় যাঁহাকে ভয় পায়—কালও যাঁহাকে দেখিলে ভয়ে কম্পিত হয় সেই গুরুপাদপদ্মে আসিয়াও আমার এত ভয় কিসের? বুঝিলাম গুরুপাদপদ্মলাভ আমার হয় নাই, তাঁহার শরণাগত—রক্ষিত—পালিত আমি হই নাই—দ্বিতীয়াভিনিবেশই আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" বাণী আমি পালন করিতে পারি নাই। যদি পারিতাম, তাহা হইলে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-কথিত বাণী আমার নিশ্চয়ই উপলব্ধির বিষয় হইত।

"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥"

জগতের সকল অস্মিতা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় লইতে পারিলাম না। তাই তিনি অনেক সময় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন,—"আচার্য্যের কাতর ক্রন্দন কি কেহ শুনিবে না?"

কিন্তু হায়, তাঁহার এইরূপ হৃদয়বিদারক কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াও আমি অচল অটলভাবে রহিলাম। আমার ঘুমঘোর ভাঙ্গিল না—মায়াজাল টুটিল না, আমি জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাভিলাষেই মত্ত থাকিলাম। গুরুপাদপদ্ম লাভ আমার হইল না—আর গুরুপূজা করিতে পারিলাম না—গুরুপাদপদ্মের নিত্যারাধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলাম না। তিনি আমাকে অব্যক্ত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে চলিয়া গেলেন। কিন্তু পরমদয়াল প্রভু আমার, আমাকে এইরূপ আত্মবঞ্চনাতে উদাসীন দেখিয়াও আমার মঙ্গলকামনা করিতেছেন, আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া যান নাই। তিনি আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন,—"বাসুদেবানন্তাশ্রমে থাকিয়া ও' সদা লহ নাম

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদির প্রচারকার্যালয় ও পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা আছে।

রক্ষক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বন্ধ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৩।

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী।

৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দদাস অধিকারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অন্তদ্বীপ শ্রীজগন্নাথমন্দির

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাবল্লভের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন গোপাল ভক্তিপুর

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিধিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমদনলাল ব্রজবাসী।

(২৫) বল্লাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বাড্ডিয়াবাড়ী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবংশীধর ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভ রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ করিমাবাদ, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীযুগলমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রাধাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরিবোধ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ ভোচোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ,

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০), বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, গাওদেবী

বম্বে, ৭

রক্ষক—শ্রীঅর্জ্জুনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গমাধ্ব-বিগ্রহ-বিরাজিত গৌড়ীয় মঠ।

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫২) মধ্বানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী জেলা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ-বিরাজিত

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ বসুদেবপুর, পাঞ্জাব

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল সুবুদ্ধি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিভূষণ

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিনসুরা, (বাকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১২।১৪৬ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপহ্যাম, লণ্ডন, ই ৪

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়,

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯৫ চাটার্জ্জি লেন

রিভিরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তসারঙ্গ, অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

বেনারসী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
ভাগীরথীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নতুন	৬৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম বোয়ালিয়া	
সিদ্ধ বেশ্‌প	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
ভাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেশ্‌প	৩৵০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৷৵০
কুচিপুর ১০০০ নং	১০৵০
কাশীপুর দানা	
কাশীপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কাশীপুর লাল	৭৷৵ ৮৲

সোনা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

গিনিসোনার বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
রূপার বাট	৫২৷০
চাঁদিরবার	

পাটের দর

আসামে—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
কুষ্টিয়ার বেরর সঙ্গ—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
ফ্লাওয়ারমিল ঐ	৬৲—৬৵
স্টিমরোলড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (মি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা ব (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (ওঁ)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (২)	২৷০—২৸৵০
পালাও	১৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
ঢাকাই	৫৭৲
মুকসুদাবাদী	৫০৲
গাওয়া	৫৪৲
কাঁচা	৩৩৷০
ঘানিভাজা	

তার	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ টকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা প্যাঃ করগেট-সীট।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
সেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৬৸০
শাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন শাটি, বোল্টু, নাট	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০
ফুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
ঢেঁকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬৷০	
জুলার হাপর ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৪-৫ বরাবর ঘাট গোলাপী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

:০:

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য ?

——:(:০:):——

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মহৌষধের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-লাপুতা, লামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মৎস্যাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"শ্রী চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত্র

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক ম্যাথুরেপ্রেলিক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ত'ত্তরত্নাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতস্বেগা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট অধিকর ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বারটি ও বিভিন্ন চিত্র-শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাবেশ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থসূচী (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার স্ট্রীট; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:০:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।১০	৶০	৶০	।১০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৩৲	৩৲	২৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৫৲	৫৲	
" এক কলম ১৪৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৩৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৩০৲
ষাণ্মাসিক "	১৬৲
ত্রৈমাসিক "	৮৲
মাসিক "	৩৷০
প্রতি সংখ্যা ৫ । বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।	১৲

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

							শনিবার ভিন্ন		
কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৩	১৭-৩৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪-২৩	১৫-৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-৩০	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৪-২০	১৬-৩০	১৭-২৮	১৯-	১৯-৫৮	১-১৮
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১-১০			১৮-১৩		২০-৪৩	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৩
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫		৯-২৫		১১-৩৫	১৩-০	১৮-৩৯	
কৃষ্ণনগর	৩-৪৬	৬-২৩		১০-৩		১২-১৩	১৩-৩৮	১৯-১১	
		৭-২০	৯-১৬		১১-৫১				
(গাড়ীবদল)	(রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২-২১	১৩-৫৩	১৯-২৫	২১-৩৪
রাণাঘাট				১০-৪৩		১২-৫৩	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)				১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৩	
কলিকাতা	৬-১১	৯-২০	১১-৫৩	১২-৬	১৩-১১	১৪-৫৩	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৪-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৫-৩	১৮-১
কৃষ্ণনগর	১৫-২৭	
(বদল)		১৮-৪৬
কলিকাতা	১৬-১৬	২০-৬

৯২ গোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহার
শ্রীমায়াপুর

G M OO 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, ১৫ই জুন, ১৯৩৮, বুধবার [১০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(০(২০২)০)——

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ, আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে আরম্ভ হইবে।

চারি শত বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

বিমান বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট দুইটি আমেরিকান ফার্ম হইতে চারিশত বিমান ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দুই শত বিমানকে সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে এবং বৈমানিকদিগকে উক্ত শিক্ষা দিবার জন্য দুই শত বিমান ব্যবহৃত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই সকল বিমান ক্রয় করিবার জন্য 'বমার বিভাগ সুপারিশ করিয়াছিলেন। কানাডার কয়েকটী কার্য্যের সহিতও আলোচনা করিয়াছিলেন। কানাডায় উক্ত ধরণের বিমান প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। রণসর্জ্জার খাব ক্রয় শেষ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কলকারখানার মালিকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার মালিকদের প্রায় ৩০টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিবর্গ এক বৈঠকে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সেক্রেটারী সিদ্ধান্ত বলেন যে, একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা একমত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আগামী ৬ই জুলাই আবার বৈঠক হইবে।

স্যর জন এণ্ডারসনের অনারারী ডিগ্রী লাভ

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলাররূপে ৯ই জুন বলডুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। ৭ জনকে অনারারী ডিগ্রী দেওয়া হয়। যাঁহারা এই ডিগ্রী পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ এডেনী ইডেন এবং বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন অন্যতম।

শিক্ষাবিভাগে নূতন পদ সৃষ্টি

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারের পার্সোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট মৌলবী সাদিক খাঁ মৌলবী এস এম মুর্শেদের স্থলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইবেন এবং মুর্শেদ সাহেব ঐ বিভাগেরই ডেপুটি সেক্রেটারী হইবেন। শিক্ষা-বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ এই নূতন সৃষ্টি হইল। ইতঃপূর্ব্বে মাত্র "রাজস্ব" বিভাগে এবং "স্বায়ত্তশাসন" বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী পদ ছিল।

উড়িষ্যার নূতন গবর্ণর পদে

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল উড়িষ্যার গবর্ণর স্যর জন হ্যাবাক অসুস্থতাবশতঃ ছুটিতে যাইবেন এবং তাঁহার স্থলে কুমার স্যর মহারাজ সিংহ উড়িষ্যার অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন।

কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে, স্যর জন হ্যাবাক ছুটিতে গেলে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্যর গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন। শুনা যাইতেছে, স্যর জন হ্যাবাক সম্ভবতঃ আর ভারতে ফিরিবেন না, সুতরাং স্যর গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীই পাঁচ বৎসরের জন্য উড়িষ্যার স্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন।

উড়িষ্যা গেজেট

বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু দয়ানিধি পট্টনায়ক কোরাপুট জেলার সদরে বদলী হইলেন।

মাননীয় বিচারপতি মিঃ কর্ণওয়ালিস পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন।

আবকারী ইন্‌স্পেক্টার বাবু দেবেন্দ্রনাথ রথ আবকারী ও লবণ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কেরাণী বাবু রঘুনাথ পট্টনায়ক ছয় সপ্তাহের জন্য নিমাপোহাণ্ডীর সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

বালেশ্বরের বিদায়ভোগী ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ পট্টনায়ক পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপের নানাস্থানে ভূমিকম্প

গত ১১ জুন প্রাতঃকালে লণ্ডনে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন ৩০ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং টেক চেয়ার ইত্যাদি কম্পনের ফলে স্পন্দিত হইয়াছিল।

ইউরোপের অন্যান্য বহু স্থান হইতে অনুরূপ ভূমিকম্পের সংবাদ আসিয়াছে। ফ্রান্সের সংবাদে প্রকাশ যে, ফ্রান্সের সর্ব্বত্র কম্পন অনুভূত হয়, ফলে কয়েকজন লোক জখম হয়। বেলজিয়মের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রুসেল্‌সে পর পর ১০ বার কম্পন অনুভূত হয় এবং লোকজন ভয়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। কম্পনের ফলে ব্রুসেল্‌স্‌ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

ভীষণ ভূমিকম্প

দেরাদুন সার্ভে বিভাগের যন্ত্রে ১০ই জুন বেলা ৬-৫১ মিনিটের সময় একটী বড় রকমের ভূমিকম্পের স্পন্দন অনুভব করা গিয়াছে।

পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনার কারণ

গত ৭ই জুন রাত্রে পাঞ্জাব মেল যে স্থানে লাইনচ্যুত হইয়াছিল, সেই স্থানে কতকগুলি স্লিপারের বোল্টের স্ক্রু খোলা ছিল এবং একখানি ফিসপ্লেট রেলওয়ে লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত ছিল দেখা গিয়াছে—রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণ এই কথা বলেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন যে, দুষ্ট লোকের কারসাজির ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

যাত্রীগণ এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, ড্রাইভারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য বহু যাত্রীর প্রাণ রক্ষা হইয়া গিয়াছে। ড্রাইভার ধীরে ধীরে ব্রেক কষায় ইঞ্জিনখানি কমবেগে বাঁধ হইতে পড়িয়াছিল। অধিক বেগে ইঞ্জিনখানি পড়িয়া যাইলে প্রাণহানি আরও অধিক হইত।

হতাহতের সর্ব্বশেষ যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ২জন নিহত ও ৪১ জন আহত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
উজ্জ্বল-পুরুষের প্রকাণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহস্র ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণলেশঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ ভাগ) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌড়ভজনোক্ত ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫ ভক্তসূক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭ ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৵০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাংবাদ্যি ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৬।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভজনম্ ।০
৬৫। সাম্প্রদায় শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সায়াহ্নবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপলস অ্যান্ড অ্যান্টলজিক্যাল ডিক্টোরম ।৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ভাগ) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ৩ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৫ই জুন ইং ১৯৩৮, বুধবার } ৯০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৯শে মে রবিবার শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ভক্তির প্রতিকূল বিষয় "লৌল্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গত ৫ই জুন রবিবার হইতে ভক্তির অনুকূল বিষয়সমূহের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত দিবস শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু উপদেশামৃতের "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনে আমাদের কেন উৎসাহ অর্থাৎ আগ্রহ বা অনুরাগ হয় না তাহার তিনটী কারণ তিনি নির্দ্দেশ করেন।

প্রথম কারণ—অন্যাভিলাষ ও অনর্থবিষয়ে অত্যাসক্তি। শুদ্ধা ভক্তি জীবের স্বরূপে নিত্যই বর্ত্তমান। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।" কিন্তু বর্ত্তমানে চেতনের উপর একটী আবরণ আসিয়া পড়ায় আমাদের সেই নিত্যসিদ্ধ ভাব প্রকাশিত নাই। সেই আবরণ অপসৃত হইলেই আমরা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে পারিব। এই আবরণ দূর করিতে হইলে শুদ্ধভক্ত সঙ্গ—সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন, মথুরা বাস, নাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে উৎসাহের সহিত যাজন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে থাকে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অসদ্‌তৃষ্ণা লুক্কায়িত থাকিলে আমাদের গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিবার ইচ্ছা হয় না, সুতরাং ভক্ত্যনুশীলনে উৎসাহও কমিয়া যায়।

উৎসাহের দ্বিতীয় অন্তরায়—লোকাপেক্ষা। ভক্তির অনুশীলন করিতে যাইয়া আমরা দেখি, বহু লোক সেই দিকে যায় না। সুতরাং আমার আর উৎসাহ হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে" শ্লোকের বিষয় এবং গীতার "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" এই শ্লোকের বিষয় আলোচনা করা উচিত। অপর কেহ ভক্তির অনুশীলন করুক আর নাই করুক আমার উৎসাহের সহিত নিজের মঙ্গলার্থে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে আমিই বঞ্চিত হইলাম।

তৃতীয়তঃ সাধুর মঙ্গলময় আচরণের উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া আমরা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলি, সেইহেতু ভক্তির অনুশীলনে আমাদের উৎসাহ কমিয়া যায়। যাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমি ভজন যাজন করিব তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইলে আমি কি প্রকারে বল পাইব? কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি ভক্তিপথে অগ্রসর হইব? বিদ্যালঙ্কার প্রভু তিনটী পাখীর উপাখ্যান বর্ণন করিয়া বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। শরণাগত হইলে আমরা সাধুর কৃপায়ই তাঁহার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হইতে পারিব।

অন্যাভিলাষশূন্য হৃদয়ে ভক্তির অনুশীলন করিতে থাকিলে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিলেও অথবা আপাতিক কোন প্রকার দুঃখকষ্ট উপস্থিত হইলেও ভক্ত "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ" শ্লোকের বিচারে অবস্থিত থাকিয়া সকল বাধাবিঘ্ন ও দুঃখ-ক্লেশকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পাটনায় প্রচার

গত ৮ই জুন ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার পাণ্ডবা একাদশী দিবস পাটনা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ সমস্ত দিবারাত্রি উপবাস থাকিয়া হরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে বিবিধ সেবা-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় পাটনা সদর জেলখানার জেলার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে মঠসেবকগণ গমন করেন। "জয়ধ্বনি", "নামকীর্ত্তন", "গুরু-গৌরাঙ্গ-চরণ-রেণু" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পরমানন্দদাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীরূপশিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি মহাপ্রভুর সুক্ষ্ম তত্ত্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগমার্গের অকিঞ্চিৎকরতা এবং ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষ বিষয়ে আলোচনা করেন। পাঠান্তে "চৈতন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংসারে" মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সমাগত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়ের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল:—

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু (জেলার), শ্রীযুক্ত ভূবনেশ্বর প্রধান (অ্যাসিস্টান্ট জেলার), শ্রীযুক্ত সুধানন্দ বসু (জেল ওভারসিয়ার), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (জেল ডাক্তার), শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ গভর্ণমেন্ট কণ্ট্রাক্টর প্রভৃতি।

বালিচকে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করতঃ গত ২৫।৫।৩৮ তারিখে বালিচক নামক স্থানে গমন করেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্থানীয় কালেজ প্রাঙ্গণে ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু 'বাস্তী' ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল। তাঁহারা ব্রহ্মচারীজীর সুসারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও পুনঃ কয়েকদিন বক্তৃতা দিবার জন্য আবেদন জানান।

সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

বৈষ্ণব-সেবা

যাঁহারা নিত্যকাল ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বা সাধু। আর যাঁহারা ভগবৎ-কথা ব্যতীত ইতর কথা, ইতর চিন্তা বা খাওয়া-দাওয়া-থাকা লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহারা অবৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহারা আমাদের সকামনাই পূরণ করিতে সমর্থ। তাঁহাদের সঙ্গেই সর্ব্বার্থ লাভ হয়। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। তাঁহাদের সঙ্গ বা সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা বলিলে বা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিলেই যে তাঁহার সঙ্গ বা সেবা হয়, এরূপ নয়। 'সঙ্গ' শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। অনেক সময় আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাধুকে প্রণতি, তাঁহার পদসেবা, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন বা তাঁহাকে কিছু অর্থাদি প্রদান করাই সাধুসঙ্গ মনে করি। কিন্তু সেই সকল কার্য্য দ্বারা সাধুর সম্মাননা করা হয় এবং তাহাতে কোনও প্রকার লাভ হয় বটে, কিন্তু সাধুর বাণী অবহেলা করিয়া সাধুর বপুর প্রতি আকৃষ্ট হইলে সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ সাধুতে প্রাকৃত বুদ্ধি হওয়ায় সাধুতে প্রীতির পরিবর্ত্তে সাধুর চরণে অপরাধই হইয়া থাকে। সাধু-সেবার ফল—সাধুতে প্রীতি। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে অপরাধ আছে। সুতরাং সাধুর নিকট হইতে বাস্তবসত্যের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া পালন করিতে হইবে; তজ্জন্য সাধুর স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিষ্কপটে তাহা অনুসরণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে—আমরা কৃষ্ণভক্তিলাভ করিতে পারিব।

ভক্তি আত্মার নিত্যধর্ম্ম। ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ ভিন্ন ভক্তির অবস্থান নাই। এই কৃপাবেদী জীবের প্রতি একবার শুভদৃষ্টি করিলে জীব ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। বৈষ্ণবের সেবা বা কৃপা ব্যতীত ভগবৎ-কৃপা বা ভগবৎ-সেবা লাভ করা যায় না। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়। যাঁহারা সর্ব্বকাল অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন সেই বৈষ্ণবের সেবা বা আনুগত্য ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের উপায় নাই। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া সেব্যপাদের ভজনা বৃথা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, তা'হ'লেও তাঁহার কিছু দেওয়া বাকী থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবানকে দিতে পারেন, তা'তে ভগবানের কোন ক্ষতি হয় না।"

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণব-সঙ্গ বা বৈষ্ণবসেবা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই। বাহ্যদর্শনে ভগবানের সেবা ছাড়িয়াও ভগবদ্ভক্তের সেবায় অধিক ব্যস্ত হওয়া উচিত। বৈষ্ণবসেবা এত বড় জিনিষ। কিন্তু সাধুসঙ্গ বা সাধু সেবা করিবার পূর্ব্বে প্রকৃত সাধুকে, তাহার বিচার করা আবশ্যক। নতুবা যাহাকে তাহাকে সাধু বলিয়া সেবা করিতে গেলে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বেশী। এই সাধু চেনা বড়ই কঠিন। কপাল খুব ভাল না হইলে, সাধুসঙ্গের নিষ্কপট স্পৃহা হৃদয়ে না জাগিলে প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাওয়া কষ্টকর। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ হইলে বিষয়ী বন্ধু-বান্ধব ও জগতের লোকের প্রতি অনুরাগাসক্তি ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাই উচিত। তাঁহার সহিত অন্য ব্যবহার করিলে তৎসঙ্গ, সেবা বা কৃপা লাভ হয় না। প্রীতিসহকারে তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনাই তাঁহার সঙ্গ এবং তাহাতেই আমাদের মঙ্গল। সাধুর কথা আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবে আর অন্যের কথা আমাদিগকে বিষয়মুখী করিয়া তুলিবে। সুকৃতি-বাসিত বেশী থাকিলে সাধুর নিকট হরিকথা শুনিয়া প্রথমমুখে জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলেও আমরা ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ হইতে থাকি। সেই কৃষ্ণোন্মুখকারিণী কথা আমাদের চিত্ত-দর্পণকে ক্রমশঃই স্বচ্ছ করিতে থাকে।

সাধুর কাছে থাকিয়াও আমরা অনেক সময় সাধুকে চিনিতে পারি না এবং তজ্জন্য আমাদের মঙ্গলও হয় না, ভক্তি ও মুক্তির কথা, অনর্থও কাটে না। এই বৈষ্ণব কিরূপে চিনা যায় তৎসম্বন্ধে আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণ যখন কৃপাবশতঃ আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন অর্বাচীন ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অভিজাত্যবান্ ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকটে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে এবং গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় মৎসরহীন ও বৈষ্ণবপূর্ণ হইলে নিতাই-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিতাই-গৌরকে জানাইয়া দেন, আবার নিতাই-গৌরও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন।"

বৈষ্ণব কৃষ্ণৈকশরণ এবং সমস্ত ভগবৎ-সেবারত। ইহাই তাঁহার অন্তর্লক্ষণ বা আচার; অন্তরের ক্রিয়া তথা হরিনামগ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার — অসৎসঙ্গত্যাগ। তাঁহারা অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সৎসঙ্গী—হরিগুরুবৈষ্ণবসঙ্গী। যাঁহারা অসৎসঙ্গত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাস, শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন। এই কনিষ্ঠাধিকারিগণের সঙ্গ করিলে সাধুসঙ্গের ফল পাওয়া অসম্ভব। অনেকে প্রয়াস করিয়াও ভজনোন্নতি করিতে পারেন না, দেখা যায়। সাধুসঙ্গের অভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে জানিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ জীব অতি সতর্কতার সহিত শুদ্ধবৈষ্ণব নির্ণয় করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিবেন। নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

গৃহস্থ ও মঠবাসী সকলেরই বৈষ্ণবের সেবা করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যেন অতিথিসেবা ও বৈষ্ণবসেবাকে এক মনে ক'রিয়া ভ্রান্ত না হই। অতিথিসেবা ও বৈষ্ণবসেবায় ভেদ এই যে, অতিথিসেবা গৃহস্থের ধর্ম্ম আর বৈষ্ণবসেবা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অন্তরের সহিত স্নেহ প্রীতি করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা বা সন্তোষবিধান ক'রতে হইবে। ইহাতে ভক্তির উন্নতি হইয়া থাকে। যাঁহারা ভগবানের সেবাভিলাষী উন্মুখ জীব, তাঁহারাই বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করিতে পারেন। বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে অতিথিজ্ঞানেই সেবা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদের অজ্ঞাতসুকৃতিই লাভ হয়। বৈষ্ণবকে চিনিয়া আন্তরিক প্রযত্নের সহিত তাঁহার সেবা করার সহিত অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণব-সেবা করার ফলের অনেক তারতম্য আছে। সাধু চিনিতে না পারিলে অসাধুকে সাধু মনে করিয়া অসৎসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তবে সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রকৃত-সাধুর অজ্ঞাতসারে সেবা-সাহচর্য্য সৌভাগ্য হইলে এবং নিষ্কপটতা থাকিলে তৎকৃপায় মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বৈষ্ণব কে, তাঁহার লক্ষণ কি, এসকল জানা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা উন্নতিতে দেরী পড়িয়া যায় এবং অনেক সময় অসুবিধায়ও পড়িতে হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে যে বৈষ্ণব-সেবার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাই আমাদের আলোচ্য।

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাঁহার বদনে।
সেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥

শুদ্ধবৈষ্ণবেরই সেবা করিতে হইবে। কারণ, শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণবসেবা হয় না। শুদ্ধবৈষ্ণবের সংখ্যা কম বলিয়া যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সেবা ক'রতে হইবে, এইরূপ কোন কথা নহে। ভগবৎ-সেবা লাভের সত্যি স্পৃহা হৃদয়ে থাকিলে যে-কোনও উপায়েই হউক নিষ্কপট হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবেরই সেবা করিতে হইবে। এই শুদ্ধবৈষ্ণবের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে তারতম্য আছে। কিন্তু যিনি নামাপরাধী বা নামাভাসী, তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা উচিত নয়। যিনি অন্ততঃ একবার শুদ্ধনাম করিয়াছেন, তিনিই সেই শুদ্ধবৈষ্ণব। আমরা শুনিয়াছি—শুদ্ধনাম গুরুকৃপৈক উপাস্য। সুতরাং বৈষ্ণবের স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। কে কিরূপ বৈষ্ণব এরূপ বিচারের আবশ্যকতা নাই—এরূপ কথা বলা উচিত নয়, তাহাতে অসুবিধাই হয়। একথা মতবাদিগণই বলিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছেন, তিনি প্রাকৃত ভক্ত নহেন, পরন্তু উত্তম। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কনিষ্ঠ ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত—কেবল অর্চাপূজকগণ কনিষ্ঠাধিকারী মাত্র। কেবল অর্চাপূজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম হয় না, কেবল ছায়া নামাভাস হয়। মায়াবাদী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব নয়। শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কেবল সেবাযোগ্য।"

বদ্ধজীবের রোগ, নিদান ও চিকিৎসা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ)

বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে জীব দ্বিবিধ; কিন্তু উভয়েই বিভিন্নাংশ। যে সমস্ত জীব নিত্য কাল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবোন্মুখ তাঁহারা নিত্যমুক্ত ও যাহারা কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ হইয়া নিত্যসংসারচক্রে ঈশ্বরের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া নরকাদি দুঃখ ভোগ করে তাহারা নিত্যবদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইতে আমরা অবগত হই যে,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র প্রভু ও আরাধ্য। বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণও সকলেই তাঁহার শ্রীচরণকমলসেবনরত। অতএব বিভিন্নাংশ অখিলদেবগণ ও জীবগণ স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই বিভিন্নাংশ জীবের দুইটী স্থান আছে—একটি চিজ্জগৎ ও অপরটি মায়িক জগৎ। সমুদ্রের জলভাগ ও স্থলভাগের সন্ধিস্থলকে তটপ্রদেশ বলে। জীবাত্মা চিদণু। তিনি চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিয়া উভয় স্থান অবলোকন করেন। এইজন্য এই জীবকে কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি বলা হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যে জীবাত্মারূপ পুরুষের চিজ্জগৎরূপ জাগ্রদবস্থা, জড়জগৎরূপ সুষুপ্তাবস্থা ও উভয়ের সন্ধিস্থান তটস্থরূপ স্বপ্নাবস্থার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই—"তস্য বৈতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ" অর্থাৎ এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার দুইটী স্থান আছে—ইহলোক ও পরলোক। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিরূপ 'স্বপ্নস্থান' তৃতীয়। তিনি (জীবাত্মা) সন্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক ও সুষুপ্তিরূপ ইহলোক এই উভয়স্থানই অবলোকন করেন। তটস্থাবস্থাপ্রাপ্ত জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়িক জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধতাবশতঃ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং কৃষ্ণেতর মায়িক বস্তুতে আসক্ত হইয়া পড়ে। এই কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়াভিনিবেশই ভবরোগ। অবিদ্যাজ্ঞানাভাবহেতু বশতঃই জীবকে এই প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণরূপ ভবরোগ-গ্রস্ত করিয়া নানাপ্রকার দেহ, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারবিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে জীবগণকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং মূল আশ্রয়বিগ্রহের কাষব্যূহস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়া দণ্ডরূপে আবদ্ধ করে। সেই কালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অবিদ্যাজ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিবদমান শক্তির ক্রিয়াসমূহ প্রেমধর্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্মাধর্ম্মকামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন। সুতরাং নিত্য মাধুর্য্যের বিলাসবিগ্রহে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম হইয়া পড়ে। বহির্ম্মুখতাব,উপশমযোগ্য আবরণরূপ আপধ্যানাদি। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি বিদ্যুতস্বরূপ জীবকে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মভরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তিবশে নশ্বর বস্তু লাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুক্তিকোপ-নিষদের 'মা গৃধঃ' প্রভৃতি মন্ত্রসমূহের উক্তি নিজ হৃদয়ে অধিকার করিয়া উপদেশোন্মুখ-তায় রুচিপ্রদর্শন করে। সেইকালে রুচি-সম্পন্ন জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সেবা-ক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন। অতিশয় ভাগ্যবান্ জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের নিদারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্মজ্ঞানবিমুক্ত ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎসেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিমুখতারূপ অবাধ্য বা অভয় নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রাকৃত জগতেও ভগবৎসেবো-পকরণ জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে রূপরসাদি বিষয়সমূহে দুঃখ ও আসক্তি না হইয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রদত্ত দিব্য-জ্ঞানদত্ত চক্ষে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-সৌন্দর্য্যা-স্বাদন উপলব্ধি করিতে পারেন। যেমন ধ্রুবীজন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল-মঙ্গলাকর, নিখিলামঙ্গলনিবারক নিদানস্বরূপ আশ্রয়জাতীয় মুকুন্দশ্রেষ্ঠ ভগবদভিন্নবিগ্রহ বা সমস্ত কথার অত্যন্ত কৃপালু বলিয়া ভূলোকে অবতীর্ণ গোলোকধন—সেবক কৃষ্ণ বলিয়া নিঃসন্দেহে সুপরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মল উপদেশ প্রবণ হইয়া অচিন্ত্যপথে বিচরণশীল আশঙ্কার বন্ধ হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীব জগতে অনেক পথ আছে ও ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে, প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এই সকল অশ্রৌত তর্কপথের বিচার ভগবদ্বহির্ম্মুখতার ফল ও অজ্ঞানের বাধাতকারক। ব্যভিচারপরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি, একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূতপূজায় আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে ভবভোগ মাত্র লাভ হয়। সেই সকল কর্মীর নিকট প্রেমা সুদূরপরাহত ব্যাপার। মুকুন্দশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মলাভকারী জনগণের কেবলা ভক্তি তাঁহাদিগকে মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তাঁহারা অনায়াসে ভবরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রতীতিতে অবস্থিত হন। কিন্তু শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ প্রতীতি-নিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মনোময় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীরস্বভাব সুধীগণ গুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। তখন সেই সকল আশ্রয়যুক্ত জীবগণ পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপদে অবস্থিত হইয়া হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের নিত্যসেবাধিকাররূপ স্বাস্থ্য লাভ করেন।

এই যে জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ ভবরোগ, ইহা শুধু স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের উপর ক্রিয়াশীল নহে, তজ্জন্য ইহার নিদান বা চিকিৎসা-লাভ একমাত্র অধোক্ষজ বাসুদেবের অহৈতুক-কৃপাসাপেক্ষ; তাহা অবতরণ-মার্গে প্রপঞ্চে প্রকট হন। এই চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাস্রোতঃক্রান্ত নিদান ও চিকিৎসা রোগোপশমে সম্পূর্ণ বিফলপ্রয়ত্ন হইলে কৃষ্ণই কৃপাপরবশ হইয়া দ্বিবিধ-প্রকাশে কৃষ্ণজ্ঞানদাতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়া মুগ্ধ জীবগণকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা করেন। তিনি বেদ বা বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে, ভাগবত শ্রেষ্ঠ শ্রীমুকুন্দশ্রেষ্ঠ শ্রীআচার্য্যরূপে ও অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে 'কৃষ্ণই যে একমাত্র প্রভু ও ত্রাতা' এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আমাদিগকে এই নিদান ও চিকিৎসার সংবাদ দান করিয়াছেন। তাহাতে আমরা জানি,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

অতএব মাদৃশ পতিত মায়ামুগ্ধ কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞানশূন্য জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ আময় নিরসনের ও অর্থাৎ সদুপায় হৃষীকেশের সেবাধিকাররূপ স্বাস্থ্যলাভের একমাত্র উপায় সম্প্রতি জগতে প্রকট জগদ্গুরু শ্রীমুকুন্দ-নিজজন পতিতপাবন আচার্য্যপাদপদ্ম ব্যতীত আর কি গতি আছে? ওহে আমার দুষ্ট মন! তোমার পদদ্বয় ধরিয়া কাকুস্বরে তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, তুমি বেদে ধর্ম বলিয়া যাহার বহুল প্রশংসা ও অধর্ম বলিয়া নিন্দা শ্রুত হয় সেই সমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুরাতিমধুর ঔদার্য্য-লীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমি উদারস্বরূপ শ্রীধামে অহৈতুকী পরিত্যাগ করত শ্রীধামবাসিজনের আনুগত্যে বাস করিয়া সেই শ্রীশচীনন্দনে শ্রীনন্দনন্দন সহ মধুর্য্যবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনে রত হও। তোমার রত পতিতকেই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর-পদারবিন্দসেবা-প্রদানমানসে শ্রীমুকুন্দপ্রিয় গুরুপাদপদ্ম জগতে প্রকটিত। যদি তুমি নিজ মঙ্গল চাও তবে তাঁহাকেই একমাত্র গতি জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমল ধরিয়া সর্ব্বদা তদাদেশ স্মরণ করিয়া তদ্ভাব উপলব্ধ করিয়া চিত্তে বলীয়ান্ হও। উপসংহারে সেই মনঃশিক্ষামৃতটি পান করিয়া আত্মশোধন কর।

বাঁচি মন যদি' শুন পাঠ।
ধর্মাধর্ম পরিহরি, এক সুখে বাস করি,
রত হও যুগলসেবায়॥
শ্রীশচীনন্দন সনে, শ্রীনন্দনন্দনসনে,
এক করি জ্ঞান ভজন।
শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন, শুদ্ধচেতা দীন মন,
তোমা লাগি' প্রকটন॥
জগতে প্রকট আছে, চাও নিজ মঙ্গল যদি,
যাও তাঁর আপন চরণ।
তাঁহার চরণে ধরি, তদাদেশ সদা স্মরি,
গতি তব সেবকে দেহ' বল॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-ঽ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণকর্ত্তৃক 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণনন্দন ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ বেলার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাময়িক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিসৌরভ।

৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিতাইদাস অধিকারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

৮) অদ্ভুতকুলকুণ্ডলীনগর

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীযুক্তগোপাল ভক্তিমধুর

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটতলা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুমারহট্ট

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক —শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) আনন্দ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীযুক্তমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৬নং রাজাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসত্যাধব দাসাধিকারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নমঠ-শুখকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীরাধাভাব ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবালী,

পোঃ কোতোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক —শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীমাধবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সেবা,

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সে

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিনোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিজ্ঞানবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন রায়

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণ-সদন

পোঃ বড়শিমুলা, গঞ্জাম

মঠরক্ষক—শ্রীরাজগোপাল মূর্ত্তি

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিকমল

(৬২) অমথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরমূল, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—শ্রীবিনোদবাণী দাসী

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] চাটার্জ্জি [illegible]

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস, ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী [illegible], ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১১৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
কাটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নতুন	৪৶০
ঐ দুঁরাজন	৫৲
[illegible] কোরাশিলী	৬৲
সিদ্ধ বেতুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৭৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চায়না	১০৸৶০
মরিশস ১০০০ নং	১০৶০
[illegible] দানা	
[illegible] দানা	৮৷০—৯৶০
[illegible]	৭৸৶০—৮৲

লোহা-[illegible]

প্রতি তাও

	৩৩৷০
টাকশালের বার	২২৲
[illegible]	৫২৷০
[illegible]	

পাটের দর

আসামে—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তর—	৩১৷০
[illegible]—	৩১৲

আটা ও ময়দার দর

লেকেঁট বস্তা প্রতি মণ	৬৸০ -৬৸৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৸৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৸৶০
[illegible]	১৪৶০—১৪৸০
ভূষি	১৪৶০—১৪৸৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৩৩৷০
[illegible]	

তাম	
কাঠুরে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২০ সের—	১৭৸০
প্যাঃ বাঁটকা ২৪—৩০ সের	

তুলের দর

আমের লোলার কাইব	৫৪৲
লিটন আমের [illegible]	৫০৲
কপাতি [illegible] কাইব	৪৪৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইব	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি [illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।০।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট	
২৪ সের—	১১৷০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৪৶০
২৪ সের—	১১৸৶০
২৬ সের—	১২৸৶০
২৮ সের—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸০
পীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
মোট কাটি বা ছিট কাটা মণ	৬৷০—৩৸০
পাতি কাটি ০—১ সুট গজা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটি গজা ১—৩ইঞ্চ ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ০—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্টু, পরাবে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
মুড় ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
ঢকঢকের হাপর ৫৶০, পাকের হাপর ৬৷০	
তুলার হাপর ৪৷০	

লৌহ [illegible] অফিসিয়াল

এ[illegible] লিঃ

৩-৫ [illegible] ঘাট স্ট্রীট, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible] হাইস্কুল ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে; ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য?

—:(:০:):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাস্তবের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-পাণ্ডুতা, পাণ্ডু এবং অজীর্ণ পালাজ্বর জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শস্তুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

সেন্ট্রাল ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনী, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় পুরাবিদ্যাশাস্ত্রী এক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১১৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩২ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হওয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৩৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১৫৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১০৲	৮৲
" অৰ্দ্ধকলম ২০৲	১৫৲
" এক কলম ৫০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৩, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৪-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৬-৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৪
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২০-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৩ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৬ ১৯-১১ ৭-২০ ৯-১৬ ১১-৫১ ২০-৩৭
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৪৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১৩
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৫৩
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৩ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৩ ১৯-৬ ২২-৩ ২৩-২৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪ ১৭-১৩
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-৩০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

REG. No. C. 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৬ই জুন, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৯১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——(১৫।৬)——

হীরাপুর ধর্ম্মঘটের অবস্থা

হীরাপুর ধর্ম্মঘটের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কারখানা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। গতকল্য ১০ জন শ্রমিক ইতিপূর্ব্বেই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিল। সামাজিক বয়কটের ভয়ে বাকি সকলেও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। বহু শ্রমিক সপরিবারে নিজগৃহে চলিয়া গিয়াছে। বাকি সকলেও শীঘ্র চলিয়া যাইবে। পিকেটিং করা হইতেছে না বলিয়া যে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল, তাহার এক অংশ সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

কুল্টীর ধর্ম্মঘটের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ মার্টিন শীঘ্রই বিমানপথে বিলাত হইতে আসিতেছেন।

[illegible] কারখানায় ধর্ম্মঘট

কুল্টীর কারখানার ধর্ম্মঘটের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। তবে ধর্ম্মঘটকারীরা নিরুপদ্রব রহিয়াছে। শ্রমিক-নেতা মিঃ যোশি তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মঘটকারীদিগকে শান্ত ও দৃঢ় থাকিতে উপদেশ দিয়া একটি বক্তৃতা দেন।

এভারেষ্ট অভিযানে ব্যর্থতা

তিব্বতের দিক হইতে কাটকে যে সব কুলি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে তাহাদের কথায় প্রকাশ, এভারেষ্ট শিখরে অভিযান পুনরায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ সব কুলিদের কথায় প্রকাশ, এখনও শীঘ্র শীঘ্র বর্ষা নামায় এভারেষ্ট অঞ্চলে আবহাওয়ার অবস্থা অভিযানের প্রতিকূল হওয়ায় অভিযানকারীরা চেষ্টা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বোধ হয় শীঘ্র ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা

ওহাইওতে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার ফলে ২৫টি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং পাঁচজন লোক নিহত হইয়াছে। আরও ১৫ জনের প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ঝড়ের বেগে একটি মালবাহী ট্রেণের গাড়ীগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

গ্রামে রেডিও বসাইবার ব্যবস্থা

মাদ্রাজের কৃষ্ণায় ও মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চলে জেলার বাছাবাছা গ্রামে রেডিও বসাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে টাকা মঞ্জুর করেন, সেই টাকায় ঐ সব জেলার বাছাবাছা গ্রামে রেডিও বসান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১লা জুলাই হইতে তামিল, তেলেগু বা অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় পল্লীতে প্রচার-কার্য্য চালাইবার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কাইরোতে পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আলেকজান্দ্রিয়া ও কাইরোতে নাহাস পাশার সহিত ভোজ-সভায় মিলিত হন। পণ্ডিতজী সৈয়দ বন্দরের পথে মার্শেলিস যাত্রা করিয়াছেন।

চীন সমরপরিষদের ঘোষণা

সমরপরিষদের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অতঃপর সৈন্য সংগ্রহের সময় বংশগত প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদার বিষয় বিবেচনা করা হইবে না। চীনের ইতিহাসে এইরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম। দেশের সর্বশ্রেণীর লোককেই সমানভাবে সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে।

হাঙ্কাও অভিমুখে অভিযান

জাপ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইয়াংসি নদীর পথে হাঙ্কাও অভিমুখে অভিযান সুরু হইয়াছে। জাপ কর্তৃপক্ষ বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ সমূহকে উহু হইতে ২৫০ মাইল দূরে হুকাওয়ের দিকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। হুকাও একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পোয়াং হ্রদের প্রবেশ-পথ রক্ষা করিবার জন্য একটি দুর্গ আছে।

ক্যাণ্টনের উপর নৈশ আক্রমণ

জাপ-বিমানবাহিনী ক্যাণ্টনের উপর পরপর নির্দ্দয় নৈশ আক্রমণ চালাইয়াছে। শেষবার শহরের বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস ও শহরের উপকণ্ঠে সাংচুনের জল-সরবরাহের ব্যবস্থা বোমাবর্ষণ করিয়া বিকল করিয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে দুইটি বোমাবর্ষণ করা হয়। ফলে জলসরবরাহের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়াছে। এক বৃটিশ ফার্ম্মের উদ্যোগে নূতন জলসরবরাহের ব্যবস্থা ও কলঘর নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহাও একরূপ নষ্ট হইয়াছে।

পিরানিজের উত্তরে প্রচণ্ড সংগ্রাম

একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পিরানিজের উত্তরে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং শত্রুপক্ষের সহস্রাধিক সৈন্য নিহত হইয়াছে। সেই অঞ্চলে আক্রমণের সময় বিদ্রোহীদের গোলন্দাজ-বাহিনী চার সহস্রাধিক গোলা বর্ষণ করে এবং ৩০টি বিমান তাহাদিগকে সাহায্য করে।

বিদ্রোহীদের অগ্রগতি

বিদ্রোহী বাহিনী ক্যাষ্টিলনের উত্তর সীমান্ত হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী আলবোকেসিনে প্রবেশ করিয়াছে।

রণ-সম্ভার সরবরাহের অভিযোগ

ক্যাপ্টেন ষ্ট্যানলী ক্রফট স্পেনে অস্ত্রাদি লইয়া যাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এই সময় ব্রিটিশ ষ্টীমার ষ্ট্যান ক্রফটে শেল ও কার্ত্তুজের খালি খোল এবং এরোপ্লেনের ১টি ইঞ্জিন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। ক্যাপ্টেন ষ্ট্যানলী ক্রফট অভিযোগ অস্বীকার করেন। সোমবার শুনানী উঠিবার কথা হয়।

স্পেনে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ ও বিদ্রোহী কর্ত্তৃপক্ষের অভিযোগ

একটী সরকারী বিবৃতিতে সাতটী জাহাজের নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ সব জাহাজ ব্রিটিশ পতাকা উড়াইয়া বর্ত্তমানে স্পেনে নিষিদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। তদুপরি উক্ত বিবৃতিতে এই অভিযোগও করা হইয়াছে যে, ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০০টি জাহাজ ব্রিটিশ পতাকা উড়াইয়া নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেব পরিব্রাজকবর গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।
:০:—
নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড মত ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৫০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষাসহ বিবৃতি-শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷০
৪র্থ খণ্ড—৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। বামন-আলবার
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সম্পদ ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল রাগ-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তাফলের ব্যাখ্যা ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৷০
৪৬। শিক্ষাষ্টক ৷০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৷০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরহরেঃস্তোত্র ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৫

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতম্ ।০
৬৩। শ্রীগৌর-বিলাসামৃতম্ ।০
৬৪। প্রপন্নম্ ।০
৬৫। সারস্বত-লীলামৃতম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বম্ ৴০
৬৭। সারসংগ্রহদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ মিশন অব ঐ ল ক ন ট্রেজার ।০
৭০। নবদ্বীপ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। রিলিজিয়াস প্রোগ্রাম
৭৩। লর্ড চৈতন্য—হিজ লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজ্‌ম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ দ্যাট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।৭
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনক্যাননিক্যাল ডিসক্লোসার ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অদ্বয় জ্ঞান) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ৪ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১লা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৬ই জুন ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ২১৩ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বালিচকে

গত ২৯।৫।৩৮ তারিখে বালিচকে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস মহাশয় তদীয় বাসাবাটীর সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার আয়োজন করেন। ঐদিবস তথায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'সনাতনধর্ম' সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। চারিশতেরও অধিক লোক ঐ সভায় যোগদান করেন। সভায় শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার বিচারপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী কর, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী, ডাঃ যতীন্দ্র দে ও শ্রীযুক্ত নীলমণি বসু প্রভৃতি।

গত ৩১।৫।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী বালিচক্ লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস্ মিলের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল মহারাজের চরিত্র বর্ণনপ্রসঙ্গে কিরূপে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দেন।

গত ১।৬।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী বালিচক্ ক্যানাল বাজারে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি বসু মহাশয়ের অনুরোধে "মানবজীবনের কর্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২।০ ঘণ্টাকাল একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর যুক্তিপূর্ণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে তাঁহারা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

২।৬।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী পুনরায় শ্রীযুক্ত অন্নদা বাবুর নাট্যমন্দিরে "বৈষ্ণব-ধর্ম" সম্বন্ধে প্রায় ২।০ ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতায় নানা প্রকার কল্পিত মতবাদ খণ্ডন পূর্বক বেদপুরাণাদি কথিত নিত্যধর্ম বা সনাতন-ধর্মই যে বৈষ্ণবধর্ম তাহা স্থাপন করেন এবং ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু প্রভৃতি মহাজনগণের সেই ধর্ম অবিচ্ছিন্নভাবে যে নিত্যকাল বর্তমান আছে ও থাকিবে ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৩।৬।৩৮ তারিখে পুনরায় লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস্ মিলে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আলোচিত হয় যে, জগতে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করা অতি কঠিন, তন্মধ্যে পরমার্থপ্রদ জীবন লাভ করা আরও কঠিন; অধিকন্ত জীবের পরমায়ুঃ বিষয়েও কোন স্থিরতা নাই; সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বাল্যকাল হইতেই ভাগবতধর্ম যাজন করিবেন। ভগবদ্ভজন ব্যতীত জীবের অন্য কোন উপায়ে নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। বহু বিশিষ্ট সজ্জন পাঠে যোগদান করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী কর, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মাইতি, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার, শ্রীযুক্ত শশধর দাসাধিকারী প্রভৃতি কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লিখিত হইল।

মথুরভঞ্জ ও বালেশ্বরে

২৬।৫।৩৮ তারিখে পালবনী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের ভবন হইতে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তি-সুহৃদ্ প্রভুর নেতৃত্বে অপরাহ্ণ ৩টার সময় বিচিত্র পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত একটী নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। 'নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন', 'নন্দের নন্দন যশোদাজীবন' এবং হরিনামমহামন্ত্র গানে চতুর্দিক মুখরিত হইয়াছিল। সভার পর শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১৩শ অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সজ্জনগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে "গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন" এই পদাবলী ও হরিনাম-মহামন্ত্র গীত হইবার পর সভাভঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহু, শ্রীযুক্ত গদাধর সেনাপতি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হরিমোহন জন প্রভৃতি সজ্জনগণ পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিবেদন

সহৃদয় পাঠকবর্গ নদীয়াপ্রকাশের গত ৮৯ সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় ও ৪র্থ কলমের শেষে যে দুইটি শ্লোক আছে তাহা নিম্নলিখিত রূপে সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

"হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাদ্
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।"
"শ্রবণাদ্যপি দর্শনং ন যস্য
সুকৃতোঽপি ভবতো বৃথা ন নিত্যঃ।
আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"

জগদ্গুরু

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

করিয়া তাঁহাদের বিদ্রোহাচরণ পূর্বক জীবন অপরাধ করিয়া থাকে। তাহারা বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্মধ্বজী প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর পাষণ্ড ও অপরাধী। তাহাদের কোন কালে মঙ্গললাভ হয় না। ভগবানের চরণে অপরাধ করিলে তাঁহার নাম-গ্রহণে সে অপরাধ ক্ষালন হইতে পারে; কিন্তু ভক্তের চরণে অপরাধ করিলে ভগবানও তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না। এইপ্রকার শ্রীগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী—আচার্য-বিদ্বেষী, নিরয়গামী ঘোর নরকে পচনশীল ব্যক্তিগণের সঙ্গলাভ ঘটিলে জীবের আত্মমঙ্গলের পথ চিরকদ্ধ হইয়া যায়। [illegible] বিমুখ বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, [illegible], মায়াবাদী, ধর্মধ্বজী [illegible] বৈষ্ণবচরণে অপরাধী জনগণের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্বক সদ্গুরু, প্রকৃত সাধু বা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া সর্বক্ষণ শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব-সেবা করাই আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের একমাত্র কর্তব্য।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।"

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

"ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ ক'রেছেন। মুকুন্দ-সেবা ভগবান্—বিষয় ভগবান. আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্-আশ্রয়-ভগবান।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ বামন আদি কার্যোদশমী গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটি কথা

বৈষ্ণবগণ অসতের প্রতি বজ্রাদপি কঠোর এবং নিষ্কপট সজ্জনের প্রতি কুসুমাদপি কোমল। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি বা স্বভাব। তাঁহারা হরিভজনের প্রতিকূল কোনও কিছু সহ্য করিতে পারেন না, তাই স্বরূপতঃস্বরে নিখুঁত সত্য কথা প্রচার পূর্ব্বক জগতের স্বরূপ জানাইয়া দিয়া লোককে সাবধান করেন। তাঁহারা কখনও অসতের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা দাম্ভিক নহেন—অতি দীন। তাঁহাদের এই দীনতা অভ্যাসমাত্র নহে, ইহা তাঁহাদের চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি। নিষ্কপট ভগবৎসেবা-পিপাসা ব্যতীত অন্যার্থকামযোগাদি কোন ইতর বাঞ্ছাই তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। তাঁহারা এজগতের কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের এই দীনতাকে ভীরুতা ব'লিয়া মনে করা মূর্খতামাত্র। জাগতিক কোন কিছুর অভিমান তাঁহাদের নাই, তাঁহারা ভগবদ্দাস্যাভিমানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা সর্ব্বগুণে গুণী হইয়াও নিজেকে হীন বলিয়া মনে করেন, নিরন্তর ভগবৎসেবায় রত থাকিয়াও ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষেপ করেন। তাঁহাদের এই দীনতা—তৃণাদপি-সুনীচতা, শ্রীরূপের পদধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা, সেবার অতৃপ্ত উদারতা বা মহানুভবতারই লক্ষণ এবং ইহা স্বাভাবিক। চাটুকারিতায় ভীরুতা আছে, কিন্তু ভগবানের কাছে ভক্তগণ ভগবৎসেবায় পরমসাহসী ও নির্ভীক। ভগবৎসুখের জন্য নিজসুখে জলাঞ্জলি, এমন কি নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের এই দীনতা প্রাণের জিনিষ। অভক্ত বা ভক্তব্রুবের চাটুকারিতা,তোষামোদ বা ভীরুতা ঠিক তাহার বিপরীত।

জীবের স্বভাবই তাহার ধর্ম। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক; ভগবান্ বৃহৎ, জীব অণু। ক্ষুদ্রচেতন জীব বৃহৎ-চেতনের অধীন। সুতরাং ভগবানের আনুগত্যই তাহার স্বভাব বা ধর্ম। এই আত্মজ্ঞানের বিস্মৃতি যেখানে, সেই-খানেই সংসার।

ভক্তচেতন একনিষ্ঠ বলিয়া অচঞ্চল। তিনি একাগ্রচিত্তে একের বহুবিধ সেবার জন্য যে ব্যস্ততা দেখান, তাহা চঞ্চলতা নহে, পরন্তু সেবানিপুণতা বা সেবাকুশলতা। বদ্ধজীব আমরা ভগবচ্ছক্তির অভাবে ধ্বংসশীল বস্তুর চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় সতত চঞ্চল। এই যে বহুনিষ্ঠতা বা একায়ন পথ ছাড়িয়া বহ্বায়ন পথের আশ্রয়, তাহা দেহ-মনের ধর্ম বলিয়া পরিবর্ত্তনশীল। যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই, এমন বস্তু কখনও স্থির নহে এবং সেই অনিত্য বস্তুর চিন্তাশীল ব্যক্তিও স্থির হইতে পারে না। অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়াই জীব দেহ মনোধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া শান্তি পায় না এবং সতত অস্থির হইয়া নানা বিধ চিন্তা করিতে করিতে ক্লিষ্ট হয়। এই বহির্ম্মুখতা অপসারিত হইলে নিত্যধর্ম্মের স্থিরতা শুদ্ধজীব উপলব্ধি করিতে পারেন। অসৎ বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা না থাকায় ভক্তের এ সব বালাই নাই। সুতরাং আমরা যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎ-সেবায় মনঃপ্রাণ নিযুক্ত করিতে না পারিব ততদিন আমাদের অস্থিরতা যাইবে না, চিত্ত স্থির হইবে না। দীর্ঘ স্থির বস্তু ভগবানের শুদ্ধসেবা দেহ-মনোধর্ম্মী অস্থির জীবের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শান্ত ও স্থির সাধুর সঙ্গে থাকিয়া সেবাময় জীবন-যাপনপূর্ব্বক অশান্তির হস্ত হইতে রক্ষা পান।

ভক্ত ব্যতীত ভুক্তিকামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী কাহারও চিত্ত শান্ত নহে। তাঁহারা নানাবিধ অভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সেই অভাবপূরণের জন্যই নানা চেষ্টার আবাহন করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের আশা মিটে না। প্রকৃত স্বভাব

জনসঙ্গ

[ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, রাত্রি ৮ ঘটিকায় মহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে ভক্তির প্রাতিকূল্য বা কণ্টক বিচারে যে ছয়টী বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প' ও 'নিয়মাগ্রহ' এই চারিটী বিষয় গত চারি সপ্তাহে যথাক্রমে আমাদের এখানকার সাপ্তাহিক অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনের আলোচ্য-বিষয়—ভক্তির পঞ্চম কণ্টক "জনসঙ্গ"।

'জন' শব্দের অর্থ—লোক বা মানুষ, আর 'সঙ্গ' শব্দের অর্থ—দান, গ্রহণ, গোপনীয় বিষয় বর্ণন, গোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা, ভোজন করা ও ভোজন করান। এই ছয়টী প্রীতিকর কার্য্যের দ্বারা পরস্পরের প্রতি আসক্তি উৎপাদিত হয়।

স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে অর্থাৎ ভগবানের জীব ভগবানের সন্ধান না পাইলে শান্তিলাভের জন্য সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে তাহার অস্থিরতাই বাড়িয়া চ'লবে। ভগবান্—মঙ্গলময়। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কাহারও মঙ্গল-লাভের উপায় নাই। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই সেই মঙ্গলময়ের উপর নির্ভর করা বা তৎকৃপা-প্রতীক্ষায় সাধুসঙ্গে জীবন যাপন করাই উচিত।

আমরা সুচিন্তা বা কুচিন্তা দুইয়ের একটা না করিয়া থাকিতে পারি না। হয় আমরা ভগবানের চিন্তা করিব, না হয় অসচ্চিন্তায় দিন কাটাইব। জড়বিলাস ও চিদ্‌বিলাস সম্পূর্ণ পৃথক্। জড়বিলাস—জিনিষটা স্বেন্দ্রিয়তর্পণ। ইহাতে দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। আর চিদ্‌বিলাস জিনিষটী কৃষ্ণের বিলাস বা কৃষ্ণের সুখ। এই চিদ্‌বিলাসের সহায়তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি আমরা চিদ্‌বিলাসে আকৃষ্ট না হই, তাহা হইলে আমরা জড়বিলাসী বা মায়াকৃষ্ট না হইয়া পারিব না। তখন ভোগী ও ত্যাগী হইয়া পরমপুরুষার্থ লাভের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মার্থ-কামকামী হইয়া নিরন্তর অশান্তই থাকিব। এসব বিষয়ে যদি আমরা সাবধান না হই, শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাকে যদি আমরা নিত্যজীবন বলিয়া বরণ না করি, তাহা হইলে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

'জনসঙ্গ' শব্দের দ্বারা শাস্ত্রানুসারে প্রধানতঃ দুই প্রকারের সঙ্গ বুঝায় (১) বিষ্ণুভক্ত বা সুজনসঙ্গ, (২) বিষ্ণুভক্তিবিমুখ সঙ্গ বা অসৎ-সঙ্গ। এই সুজনই সজ্জন বা সাধুজন আর অসুজনই অসজ্জন বা অসাধুজন নামে অভিহিত। এ স্থলে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তির প্রতিকূলাচরণকারী বিষ্ণুভক্তিরহিত এই অসাধু জনগণের সঙ্গকেই ভক্তিপথের কণ্টকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিষ্ণুভক্তি, হরিভক্তি বা কৃষ্ণভক্তিহীন এই অসুজন, অসৎ বা অসাধুজনগণকে প্রধানতঃ ছয়টী বিভাগে ভাগ করা যায়—(১) বিষয়ী, (২) স্ত্রীসঙ্গী, (৩) স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গী, (৪) মায়াবাদী, (৫) বর্ণধর্ম্মী (৬) শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। প্রথমতঃ আমরা (১) বিষয়ীর কথা আলোচনা করিব। 'বিষয়ী' বলিতে এই জগতের দৃশ্যবস্তুসমূহকে যাহারা নিজের ভোগের উপকরণ মনে করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা তাহা ভোগ করিবার চেষ্টা করে। তাহারা মনে করে, এ জগতের সমস্ত বস্তু তাহাদের ভোগের জন্য ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারাই একমাত্র ভোক্তা। এ জগতের দ্রব্য বা বস্তুগুলির ভোক্তা আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তাহারা তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা জগতের বস্তুগুলি ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত; কিন্তু তাহারা স্বপ্নেও চিন্তা করে না যে, এজগতের বস্তুগুলি যখন তাহাদের সৃষ্ট নয়, তখন তাহারা কিরূপে সে-সকল বস্তুর মালিক বা ভোক্তা হইতে পারে? যেহেতু তাহারা ঐ সকল বস্তু তাহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আসে নাই, কিংবা মৃত্যুর সময় লইয়া যাইতে পারিবে না; অতএব তাহারা উক্ত বস্তুসমূহের ভোক্তা হইতে পারে না। যিনি এজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই একমাত্র এজগতের বস্তুসমূহের মালিক বা ভোক্তা হইতে পারেন, অন্য কেহ তাহার মালিক বা ভোক্তা হইতে পারে না। সর্ব্বজন-পূজিত গীতায়ও ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন,—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন,—আমিই একমাত্র সকল যজ্ঞের, সমস্ত বস্তুর অদ্বিতীয় ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা আমাকে ছাড়া অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করে বা জগতের ভোক্তা জ্ঞান করে, কিংবা নিজেরা সে-সকল প্রাপঞ্চিক বস্তুর ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে, তাহারা ভগবানকে

সকলের একমাত্র ভোক্তা জ্ঞান না করায় ধর্ম্ম-পথ হইতে চ্যুত হইয়া ভোগী, বিষয়ী হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই সকলের মালিক, সকলের প্রভু ও সকলের একমাত্র ভোক্তা। যেহেতু সকল বস্তু তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, সেহেতু সকল বস্তুই তাঁহার সেবোপকরণ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
(গীঃ ৩।২৭)

যাহারা প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করত নিজকে ভোক্তা, কর্ত্তা অভিমান করে, তাহারা বিষয়ী, কপট ও ক্রূর।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
(গীঃ ৩।১৩)

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি অর্থাৎ বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদ যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা বিষ্ণুর জিনিষ বিষ্ণুকে না দিয়া নিজেরা ভোগ করে, তাহারা পাপ ভোগ করে। "অন্তরে মুচিয়া যায় কেবল মলোর।"

আমরা আমাদের সমস্ত অনিত্য জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বদাই ভোগে প্রমত্ত। জড় চক্ষুর আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছি, কর্ণের দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ জড়ভোগবর্দ্ধক কথা বা গান শ্রবণ করিতেছি, নাসিকার দ্বারা সুঘ্রাণযুক্ত পুষ্পাদি বা দ্রব্য-সমূহের ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছি, জিহ্বার তৃপ্তিদায়ক অসেব্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতেছি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছি, পায়ের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর স্থান-সমূহে গমন করিতেছি ও হস্তের দ্বারা ভোগের সামগ্রী গ্রহণ করিতেছি। এই প্রকার ভোগপর চিত্তবৃত্তি লইয়া আমরা সর্ব্বদাই জগৎ ভোগ করিবার জন্য ব্যাপৃত এবং নিজের দেহসম্বন্ধীয় মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে সেই প্রকার ভোগ করাইবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমরা ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়ি। বস্তুতঃ আমরা কোন জিনিষ ভোগ করিতে পারি না। যে সকল জিনিষ আমরা ভোগ করিতে যাই, পরিণামে আমরা তাহাদের দাস বা গোলাম হইয়া পড়ি। সেই বস্তুসমূহ তখন আমাদিগকে তাহাদের বশীভূত করিয়া ভোগ করিতে থাকে অর্থাৎ সে-সকল বস্তু না হইলে আমরা আর চলিতে পারি না, তাহাদের জন্য পাগল হই, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাদের পায়ে পায়ে ঘোরাইতে থাকি, তাহাদের ক্রীতদাস বা ভোগোপকরণ হইয়া পড়ি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা ও জ্যেঠাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ইহার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
(চৈঃ চঃ অ ৬।১৯৭)

অর্থাৎ বিষ্ঠার কীট যেমন বিষ্ঠা ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে ভালবাসে না, সেইরূপ বিষয়ী কখনও বিষয়বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে চাহে না, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও উহাকেই সুখ মনে করে। ভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা কমে না, বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে কাম-ক্রোধাদির বশীভূত করত নানাপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্ত করায়।

আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
(গীঃ ১৬।১২)

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিরহিত অসুর বা অসাধুগণ কামক্রোধপরায়ণ হইয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হয় এবং সেই সমস্ত আশা চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যায়রূপে অর্থসংগ্রহ করে। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা তাহাদের সংসারবন্ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কার্য্য করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ॥
(চৈঃ চঃ অ ৬।১৯৯)

সুতরাং বিষয়লিপ্সা জীবকে কেবল ভববন্ধনগ্রস্ত করে বলিয়া উহা ভক্তিপথের কণ্টক।

(২) স্ত্রীসঙ্গী—ভক্তিপথের একটি কণ্টক। স্ত্রীসঙ্গ দুই প্রকার—বৈধ-স্ত্রীসঙ্গ ও অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ। শাস্ত্রের বিধানানুসারে বিবাহ দ্বারা যে স্ত্রীকে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বৈধ-পত্নী বা সহধর্ম্মিণী বলে। পরস্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গী এবং বৈধ-স্ত্রীতে অত্যাসক্ত ব্যক্তিও স্ত্রীসঙ্গী নামে অভিহিত। স্ত্রীসঙ্গজনিত ব্যভিচারের হাত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যাহাতে আত্ম ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা আমরা ধর্ম্মপথে বা আত্মমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি, তজ্জন্য শাস্ত্র আমাদিগকে ধর্ম্মপত্নী বা বৈধপত্নী গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভগবদনুশীলন করাই বিধি। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কৃষ্ণ-ভজন না করিলে রৌরবে পতিত হইতে হয়। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥" অতএব ভোগপ্রবণ ব্যক্তির উদ্দাম ভোগ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ খর্ব্ব করাইয়া তাহাকে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বিবাহ-দ্বারা বৈধপত্নীগ্রহণের ব্যবস্থা। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। কিন্তু যাহারা গৃহস্থাশ্রমের বিপরীত আচরণ গ্রহণ পূর্ব্বক বৈধপত্নীকে নিজের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহাতে অত্যাসক্ত হয় তাহারা স্ত্রীসঙ্গী, গৃহমেধী বা গৃহব্রত। আর যাহারা সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিয়া বা গ্রহণ না করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, তাহারা অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী। এই সকল বৈধ ও অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী কামাসক্ত হইয়া ভোগ ও ত্যাগ যে তাহাদের স্বরূপের বৃত্তি নয়, জগতের সমস্ত বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তাহা ভুলিয়া গিয়া ভোক্তাভিমানে সকল বস্তুকে জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করিতে যায়। সাধারণতঃ স্থূলভোগকে আমরা 'স্ত্রীসঙ্গ' বলিয়া থাকি। কিন্তু মহাপ্রভু কেবল এই প্রকার স্থূল ভোগের কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—ভোগপ্রণোদিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তর্পণমূলে নিজের ভোগ্য বিচারে আমরা যাহা কিছু দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মভাবে ভোগ বা স্ত্রীসঙ্গ হইয়া থাকে। এই প্রকার স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ভক্তিপথের কণ্টক-স্বরূপ।

(৩) পূর্ব্বোক্ত বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ যাহারা করে, তাহাদের সঙ্গ করিলেও জীব ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া উহাও ভক্তিপথের কণ্টক।

(৪) মায়াবাদী—ইহাদের অপর নাম নির্ব্বিশেষজ্ঞানী, ফল্গুত্যাগী বা সাযুজ্যমুক্তি-কামী। ইহারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য স্বীকার করে না। ভগবান্ ও জীবের সত্তাকে ইহারা মায়াগঠিত বলিয়া মনে করে। তাহাদের বিচারে জীব বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। সবই এক। ভ্রমবশতঃ জীবসত্তার প্রতীতি হইতেছে। তাহারা নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনকারী। তাহারা জগতের জিনিষগুলিকে হেয় ও দুঃখকর মনে করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য "নেতি", "নেতি" বিচারপরায়ণ হইয়া সমস্ত বস্তু ত্যাগ করত জড়বিপরীতভাবরূপ নির্ব্বিশেষ-ভাবকে অবলম্বন করে। তাহারা আমির ও ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির ধ্বংসকারী, চরমে তাহাদের উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা বলিয়া কোন কিছু থাকে না। তাহারা ত্রিপুটী-বিনাশ-কারী। মায়াবাদিগণ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ভগবদ্ধাম, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি চিদ্বস্তুকে জড়, মায়িক বস্তু মনে করে।

মায়াবাদীরা দুইপ্রকার বিচারবিশিষ্ট। একপ্রকার মায়াবাদীর বিচার ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া, নিজের সত্তাকে ধ্বংস করা বা ত্রিপুটী বিনাশ করা। আর এক-প্রকার মায়াবাদীর বিচার—আমি সেই অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। প্রথম প্রকার মায়াবাদীর কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় প্রকার মায়াবাদী 'সোঽহংবাদী' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচার-বিশিষ্ট। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্" এই বিচার অনুসারে তাহারা উপাসনার সুবিধার জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়া আপাত উপাসনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় আর এই সমস্ত উপাস্যবস্তু থাকে না, তখন নিজকেই ঈশ্বর, ভগবান্, ব্রহ্ম ইত্যাদি কল্পনা করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
(চৈঃ চঃ মঃ)

এই মায়াবাদীর সঙ্গ বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী ও অন্যাভিলাষীর সঙ্গ অপেক্ষা ভীষণ অমঙ্গল-জনক; কারণ, উহা আত্মবিনাশ সাধিত করে। এইজন্য উহা ভক্তিপথের ভীষণ কণ্টক-স্বরূপ।

(৫) ধর্ম্মধ্বজী—ইহারা বাহিরে ধার্ম্মিকের—সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া অন্তরে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণে,—ব্যভিচার, অনাচার, কদাচার বা পাপাচরণে লিপ্ত হয়। আর ভগবানের সেবার নামে ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, ভেট-ব্যবসায় প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রবিরুদ্ধ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক কার্য্য করিয়া থাকে। সাধুগুরুবৈষ্ণবের বেশে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-লাভই ইহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাস্ত্র ও মহাজন-গণ ইহাদিগকে 'গুরুবেশ', 'গোস্বামিবেশ', 'বৈষ্ণববেশ', 'ভণ্ডসাধু' 'বিড়াল-তপস্বী', 'বক-ধার্ম্মিক' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছু-কাল পরে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তেরটি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত তেরটি অপসম্প্রদায় ছাড়া বর্ত্তমানে যে আরও কতপ্রকারের ধর্ম্মধ্বজিসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই প্রকার ধর্ম্মধ্বজিগণের সঙ্গ করিলে কখনও শুদ্ধভক্তি লাভ করা যায় না। এইজন্য ইহারা ভক্তিপথের কণ্টক।

(৬) শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী—ইহারা ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহে কাষ্ঠপাষাণ-বুদ্ধি এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, জাতিবুদ্ধি

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তারকব্রহ্ম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল প্রভৃতি চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ'-ছাপাখানা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং পদ বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর,

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পূর্ণা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভজরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মরণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং দারাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগ্রাম,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীভক্তগৌরাঙ্গপাদর্ষিকা-সিদ্ধিবাটীর সেবা

(৫২) মাধবানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীভক্তগৌরাঙ্গপাদর্ষিকা-সিদ্ধিবাটীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশদলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বহুলকুণ্ড, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু (হাওড়া

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুহুমকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৩৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

ডিষ্ট্রিক্ট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৯শে জুন ১৯৩৮

চাউল—দর

চাউল—মিহি চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
কাটারিভোগ	৭৷০
বালাম চাল	৫৷০
ঐ নতুন	৫৲
বাঁশফুল	৬৷০
ঐ পুরাতন	
বাসমতি	৮৲
মিহি পেশল	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৲—৬৷০
পেশোয়ারী	১০৲—১০৷০
দাদখানি আতপ	৪৷০—৫৷৵
ঐ বাসমতি	৫৲—৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০—৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ পেশল	৩৵০

চিনির দর

কাশী, চীনি	১০৷৵০
দুলিয়া ১০০০ নং	১০৵০
কাশীপুর দানা	
জাভা দানা	৮৷০—৯৵০
কাশীপুর দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
গিনি	৩৫৷০
বার-সোনা	৩২৲
রূপা	৫২৷০

পাটের দর

আসাম—	৪০৷০
সিরাজ—	৪০৷০
উত্তর—	৪১৷০
ঢাকার পাটের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ময়দা প্রতি মণ	৬—৬৷৵০
ঐ	৬৲—৬৵০
	৫৷৵০—৫৷০
	৫৲—৬৵০
আটা (মি)	৫৷০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৷০—৪৷৵০
আটা নং (এ)	২৷০—২৷৵০
সুজি	১৷৵০—১৷০
ছুরি	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
রামনীয়া	৫০৲
রাজমহলী	৫৫৲
দিল্লী	৬৫৷০

ডাল	৮৲
কাবুলী	৩৬৲
কালা গাজলা	৪১৷০
২৩ মোট—	১৭৷০
প্যাঃ মরিচা ২৪—৩০ পেজ	১০৲

তুলার দর

মাদ্রাজ পেপার কাটন	৫৪৲
সিটি আমের ওয়াড়	৫০৲
কমাটি পুরবিয় কাটন	৫০৲
চাবার্ট ভাবা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাতল মাও	
সুপারী বেনী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুড়ি-খরিমল	১৫৷০—১৭৷০
পতা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৬৷৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
ঐ বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করুগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷০
পীস	১৵১০—৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
গেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৬৷০—৬৷০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, নাট প্রভৃতি	৬৷০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৷০—৭৷০
নূতন ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২০৷০
চটকলের হাসবল ৫৵০, পাটের হাসবল ৬৷০	
তুলার হাসবল ৪৷০	

সংগ্রাহক নূরমোহাম্মদ অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ নবাব ঘাট লেন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ভাড়ায় সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও পেড়নখরচ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সম্পাদক—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল কি জন্য ?

—::০::—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ষা-পাণ্ডু, শোথ এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম নতুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ বাঃ টাংওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমিশ্র জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম সদ্বিদ্যা-বিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার:গৌড়ীয়মঠ, ভাগলপুর বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪	৪৲	৩৲	
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪-২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩-৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৩
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৩ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৩-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ৭-৩ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৭ই জুন, ১৯৩৮, শুক্রবার [৯২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

দার্জ্জিলিংএ বিভাগীয় কমিশনার-দের বৈঠক

গত ১৩ই জুন প্রাতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে কমিশনারদের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ নৌসের আলি ব্যতীত সমস্ত মন্ত্রীই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মি নৌসের আলি বর্ত্তমানে কলিকাতায় আছেন।

—

বি, এ ও বি, এস্-সি পরীক্ষার ফল

এই বৎসর মোট ৪০০১ জন ছাত্রছাত্রী বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মোট ২০২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর উক্ত সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৯ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স, ৩১৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স এবং ১৭২ ডিষ্টিংশান সহ ও ২০৫৫ জন 'পাশ' কোর্সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বৎসর বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার শতকরা ৫০'৯ ভাগ; গত বৎসর এই হার শতকরা ৫১'৯ ছিল।

বি, এস-সি পরীক্ষা

এই বৎসর মোট ১৩৩ জন ছাত্রছাত্রী বি এস-সি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মোট ৬৮৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৮ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স, ১০৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স এবং মোট ১৫৩ জন ডিষ্টিংশান সহ ও ৩৬১ জন 'পাশ' 'কোর্সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বৎসর বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার শতকরা ৭১'১ ভাগ হইয়াছে। গত বৎসর এই হার শতকরা ৭০'৩ ভাগ ছিল।

—

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ

ময়ূরভঞ্জ দরবার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহারা এই বৎসর আপাততঃ ৩৫০০ টাকা ব্যয়ে ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২০টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য এবং অর্থ উপার্জন করিতে হয় বলিয়া যে সকল ছেলে দিনের বেলা পড়াশুনা করিবার সময় পায় না তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইবে।

—

ডিব্রুগড় সহর জলমগ্ন

গত ১১ই জুন রাত্রি হইতে ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্র নদের জল বৃদ্ধি হইতেছে। জোড়হাট পট্টী, লোহার পট্টী, পুরাতন আমলা পট্টী এবং ট্রাঙ্ক রোডের কতকাংশের উপর এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে. রেলওয়ে লাইনের কতকাংশ জলে ডুবিয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট গার্লস হাই স্কুল, পুলিশ ব্যারাক, পুলিশের ডেপুটি সুপারের বাসা, মিউনিসিপ্যাল পার্ক. ভিক্টোরিয়া গার্লস-স্কুল এবং প্রায় ৫০০ বাড়ীর ঘরে জল উঠিয়াছে এবং পুরানবাজারের সহিত সংযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাদিয়া হইতে এই মর্ম্মে এক তার আসিয়াছে যে, তথায় প্রায় দুইফুট জল বৃদ্ধি হইয়াছে। শকুবরা এবং বড় চাপাখী প্রায় জলমগ্ন। জনগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। দুইদিনের জন্য স্থানীয় স্কুল ছুটি দেওয়া হইয়াছে। মফঃস্বলে শস্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, পুলিশ সুপার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন।

—

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি

লণ্ডনে সংবাদপত্র ও প্রচারকার্য্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং জাপানে বিবিধ যন্ত্রশিল্প শিক্ষার্থে বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট কয়টি বৃত্তি দিয়েছেন। লণ্ডনের শিক্ষার্থীর বৃত্তির পরিমাণ, বৎসরে ... ... পাউণ্ডের মধ্যে।

জাপানের শিক্ষার্থীকে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ এবং চামড়ার কাজ এই তিনটীর যে কোন দুইটিতে শিক্ষা লইতে হইবে। টেক্‌নিক্যাল স্কুল পরিচালনা ব্যাপারেও সাধারণ জ্ঞানলাভ করা দরকার।

স্যর মন্মথনাথ মুখার্জ্জির সিমলা অভিমুখে যাত্রা

ভারত গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী আইন-সচিব মাননীয় স্যর মন্মথনাথ মুখার্জ্জি কলিকাতা হইতে গত ১০ই প্রাতে পাটনায় আসিয়া পৌঁছেন এবং সারাদিন তথায় অতিবাহিত করিয়া রাত্রে দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে সিমলা অভিমুখে রওনা হইয়া যান। তাঁহার বিদায়কালে পাটনার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং হাজমন্দ ওরিয়েণ্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, মনচক্র, পাটনা বঙ্গ সাহিত্য সভা ও রামমোহন রায় লাইব্রেরী তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন এবং বিপুল বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

—

পাঞ্জাবে প্রবল বর্ষণ

পাঞ্জাবে প্রবল বর্ষণের ফলে সিন্ধু নদী স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে প্লাবন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরে ও মাঠে প্লাবনের জল দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে। ক্ষুদ্র-কোয়েটা লাইন প্লাবিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই ক্ষতির পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

—

ভূ-পর্য্যটকের ১৬ হাজার মাইল অতিক্রম

বলিত ভারতের বংক ভূপর্য্যটক শ্রীযুত ডি কে রাজগোপাল' ১১ই জুন দার্জ্জিলিং আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, তিনি ১৯৩৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ত্রিচিনোপলি হইতে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হন এবং এযাবৎ ১৬ হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া দার্জ্জিলিং আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইয়া তাঁহার অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

—

কুলটি ধর্ম্মঘটের গুরুতর অবস্থা

কুলটি ধর্ম্মঘটের অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। সমস্ত কারখানাই একেবারে বন্ধ। ফেডারেশন কর্ত্তৃক আনীত লোক দ্বারা কেবলমাত্র পাওয়ার হাউসের কাজ চলিতেছে। দশ হাজার ধর্ম্মঘটীর মধ্যে প্রায় ছয় হাজার ইতিমধ্যেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঘট দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ধর্ম্মঘটীরা কোন প্রকার পিকেটিং কিম্বা ভীতি প্রদর্শন করিতেছে না। ডিরেক্টরেরা কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পুনরায় তাঁহারা আবার তথায় আসিবেন আশা করা যায়। হীরাপুরের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-সর্ব্বের প্রকাশক ও রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা *

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷
১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ৷
১৮ বামন-আনন্দ ৷
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷
২০। গোস্বামী-গৌরব ৷৶
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶
২২ ভজন-রহস্য ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৭ মুক্তিকোরকা ভগবোগরতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫ নবদ্বীপশতক
৪৬ অর্চ্চনশতক ... ৴৫
৪৭ সদাচারবৃত্তিঃ ৴৫
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৫
৪৯ অর্চ্চনকণ ১০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৩৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ৷৵
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭ ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ দি অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ক্স ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১ সাধন-পথ ৷০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴৫

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ৫ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৭ই জুন ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ৯১৩ম সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখামঠ পুরী চটকপর্ব্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫), ১২ই জুন (১৯৩৮) রবিবার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা-দিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ১৭ই আষাঢ় (১৩৪৫), ২রা জুলাই (১৯৩৮) শনিবার শ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয় তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহের ন্যায় নিত্যক্রিয়া পাঠকীর্ত্তনবক্তৃতাদিমুখে শুদ্ধ সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন শুদ্ধভক্তিমঠের সেবকবৃন্দ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া সর্ব্বসজ্জনসাধারণকে শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। আমরা ভাগ্যবান্ বিশ্ববাসীকে এই শুদ্ধসংকীর্ত্তনযজ্ঞে উপস্থিতির জন্য সবিনয় আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশেষ অধিবেশনের তালিকা

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীশ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন সোমবার—শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

৫ই আষাঢ়, ১৮ই জুন শনিবার—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।

৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন সোমবার—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব—সাধারণ মহোৎসব।

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন মঙ্গলবার—শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-মহোৎসব।

১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন বুধবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীপুরুষোত্তমমঠসেবকগণের নৃত্য-কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব।

১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শনিবার—শ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-মহোৎসব।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

প্রতি বর্ষের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর পক্ষকাল ব্যাপী অনবসরকালে বিপ্রলম্ভ রসোদ্দীপক [illegible] শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তনমহামহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ২০শে মে হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে মুখবন্ধের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যে চারিটী শ্লোকে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানলাভের উপায় ও উদ্দেশ্য-স্বরূপ সরহস্য ও তদঙ্গসহিত তত্ত্ববিজ্ঞান এবং উপদেশ করিয়াছিলেন 'চতুঃশ্লোকী'-পরম্পরায় আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা ও টীকা অনুসরণে কয়েকদিন যাবৎ আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ঈশাবতার তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রত্যহই পাঠে প্রায় ১০০ শত লোক যোগদান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর মুখপায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে।

আপনারা আমলা করিবেন কেন?

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

জড়ীয় বিচারে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জাতীয়তার-ভাব (Nationality) না জাগিলে জাতিকে (Nation) বড় করা যায় না। দূরে দূরে তফাৎ তফাৎ থাকিয়া 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' বিচার অবলম্বন করিলে জাতীয়তাকে যুপকাষ্ঠে বলি দিয়া নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থপুষ্টির চেষ্টায় আত্মবঞ্চনাই সাধিত হয়। 'সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে" বিচার গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে কাহারও কোন দিন 'নিঃশ্রেয়স'-লাভের আশা নাই। সাধুবৈষ্ণবদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যের কোন প্রকার বাধিত না হইয়া আমাদের কর্ম্মাগ্রহ (?) আস্ফালনের যে অভিমান, তাহা বিপ্রলিপ্সা। অর্থাৎ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তাই সেদিন অত্যন্ত খেদের সহিত পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "সম্প্রতি মিশনের মধ্যে এত বড় একটা বিপ্লব হইয়া যাইতেছে, এ সময়েও যাঁহারা ঘোমটা মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন, মিশনের সেবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুরাগ কতটা আছে তাহার পরীক্ষা হইল। বৈষ্ণবগণের সুখ-[illegible] সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিষ্কপট ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত হরিভজন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মিশনের সেবক।" উপসংহারে করযোড়ে সর্ব্বসাধারণের নিকট এইমাত্র নিবেদন যে, শ্রীল আচার্য্যদেবের এই খেদোক্তি লক্ষ্য করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে শ্রীল আচার্য্যদেব বড় দায়েই বুঝি ঠেকিয়াছেন। সর্ব্বজীবে অহৈতুকী কৃপা উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় প্রকটিত শ্রীল আচার্য্যদেবের ঐরূপ যে খেদ তাহা অপারকরুণ নিষ্কপট মহাত্মগণ-সদৃশ হৃদয় থেকে নিঃসৃত আমাদিগেরই নিত্যমঙ্গলের জন্য। ইহা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু 'পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।' অতএব যদি নিবোধ না হই, তবে নিশ্চয়ই 'Make hay while the sun shines' (সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া লও) বিচার গ্রহণ করিব।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গত ৯১ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের প্রথম শ্লোকে 'দুরাপ' স্থলে দুরাপং হইবে।

মাধুর্য্যের সাধুর্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। নবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

"ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বামন নিধি পর্ব্বোদশর্শী গৌরাব্দ ৪৫২

ব্রহ্মচর্য্যই স্বরূপসিদ্ধি

——:: ●)::——

আমরা আজ যে ব্রহ্মচর্য্যের কথা শ্রোতৃগণের নিকট আলোচনা ক'রতে ইচ্ছা ক'রিয়াছি তাহা আশ্রমান্তর্গত কোন ব্রহ্মচারীর ক'ত্রিম ব্রহ্মচর্য্য নহে। পরন্তু [illegible] ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সাধারণের যাহা ধারণা ইহা তাহার বিপরীত। বীর্য্যধারণ বা অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্যের সাধারণ অর্থ, আর পরব্রহ্মে বিচরণ বা ভগবৎ-সেবানন্দানুভূতিই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্যই স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিচরণ—নিরন্তর ভগবৎ-সেবা'য় নিযুক্ত থাকাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ সেবারূপ ব্রহ্মচর্য্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এই ব্রহ্মচর্য্য কোনও আশ্রমের কুক্ষিগত নহে, পরন্তু আশ্রমাতীত জীবের শুদ্ধ স্বরূপোদ্বোধন—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিলচেষ্টা। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে আর পতন নাই। এই বৃহদ্ ব্রহ্মচর্য্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা বাহিরের দিকে গৃহস্থাদি যে কোন আশ্রমেই অবস্থান করুন বা বনেই গমন করুন, তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সেই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী মহাজনগণ কৃষ্ণকেই কৃষ্ণ করেন না, অথচ কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করেন না। সেই ব্রহ্মচারিগণ নিত্যব্রহ্মচারী—কৃষ্ণের নিত্যদাসী ও সেবার সাথী। ব্রহ্মা, নারদ, শুকদেব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, স্বরূপদামোদর, রঘুনাথ গোস্বামী, রায়রামানন্দ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-কুল সকলেই সেই স্বরূপসিদ্ধ অখণ্ড ব্রহ্মচারী। এই স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য যেখানে নাই সেখানে ক্ষণিক দেহ-মনঃ-তৃপ্তির কথা থাকিলেও আত্মমঙ্গলের কোন কথা নাই। এই ব্রহ্মচর্য্যে কৃষ্ণবিস্মৃতি নাই। ইহাতে আছে কেবল কৃষ্ণপ্রীতিবিধায়ক নিরবচ্ছিন্ন সেবাচমৎকারিতা ও নিত্যানন্দোৎসব। এই ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বান্তে নিষ্কপট আচার্য্যের সমীপে অভিগমন করা আবশ্যক। আচার্য্যসেবা ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইতে পারে না। কারণ, ভক্তিপ্রকট-কারিণী আচার্য্যসেবাই ব্রহ্মচর্য্য।

ভগবৎস্বরূপোপলব্ধিই ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ। অন্যথায় ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ নহে। যাঁহারা ভগবানের শরণাগত—আস্তিক, যাঁহারা নিজশক্তি বা চেষ্টায় বহুমানন না করিয়া ভগবানের শক্তির উপর নির্ভরশীল, যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের কৃপালাভ করিবার আশায় ভগবানের নিত্যসেবালাভরূপ স্বরূপ-ধর্ম্ম জাগরিত করিবার জন্য সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনপর, তাঁহারাই এই ব্রহ্মচর্য্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের যে আরোহবাদীর ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের আবশ্যক হয় না, ভক্তের ব্রহ্মচর্য্য সেবাকালে যে আনুষঙ্গিকভাবেই [illegible] একথা অভক্তগণ বুঝিতে পারে না। তাই তাহারা কৃত্রিম উপায়ে স্বকৃত চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনে চেষ্টাপর হয় কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় না, হরিবিমুখতা তাহাদের কাটে না। যেখানে আচার্য্য ও ভগবানের দাস্য স্বীকৃত হয় নাই, যেখানে ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য ভগবৎসেবা নহে, সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য অকিঞ্চিৎকর মাত্র। ভগবৎসেবা-হীন ব্রহ্মচর্য্য ত' অসুরেও করিয়া থাকে। রাবণ-হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ন্যায় তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য করিয়া লাভ কি? ইহা ত' অসুরবিনাশেরই কারণ। হরিবিমুখ বিশ্বামিত্র, সৌভরিমুনির কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য কতটুকু? কিন্তু অপণ্ডিত গৃহস্থ নিরন্তর ভগবৎ সেবারত ঠাকুর হরিদাসের ব্রহ্মচর্য্যের তুলনা নাই। মেনকা-দর্শন ও মৎস্য সংস্পর্শে বিশ্বামিত্র ও সৌভরিমুনির কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সাক্ষাৎ মায়াদেবীও হরিদাসের নিকট আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হরিসেবাহীন—আচার্য্যানুগত্যহীন শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের কোনই মূল্য নাই। তাহা জগতের চক্ষে খুব বড় বলিয়া মনে হইলেও উহা দ্বারা নিত্যমঙ্গল হয় না। ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্যের মূলে হরি-তোষণ নাই, তাহাতে আছে কেবল দেহমনের তোষণ। সুতরাং উহা অভক্তি। তাই সাত্বত-শাস্ত্র এবং সাধুগণ একদিকে শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের অনর্থ সকল প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অপরদিকে স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অর্থাৎ আচার্য্য-সেবা ছাড়িয়া ভগবদ্ভজন (?) যে মিছা কপটভক্তি তাহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিত্যস্বরূপোপলব্ধিপ্রদ ভক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ জানিয়া [illegible] অসৎ-চেষ্টা হইতে সাবধান হইবেন, অপরদিকেও সেইরূপ অভক্তগণের ব্যভিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিবেন। আচার্য্যের নিষ্কপট সেবাই এই দুইদিকের হস্ত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ। তাঁহারা সতত ভগবৎসেবা-চেষ্টায় মগ্ন থাকায় ইতর কামনা-বাসনা তাঁহাদের নাই। সুতরাং বিষ্ণু ভক্তগণের অভক্তগণের ন্যায় চিত্ত চাঞ্চল্যের অবসর কোথায়? তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তাঁহাদের দোষ বলিয়া কোনও কথা নাই। কিন্তু হরিবিমুখ দেহমনোধর্ম্মী অভক্তের আবার গুণ কোথায়? তিনি যতই ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ দেখান, ভগবৎসেবাবিমুখতাবশতঃ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য কিছুতেই রক্ষিত হইবে না। তাঁহার হৃদয়ে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাকাঙ্ক্ষারূপ কপটতা থাকা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহারা গোদাস। আর ভগবদ্ভজনশীল সাধুগণ স্বতন্ত্রেচ্ছাময়ী গোস্বামী।

সাধুরা মামলা করিবেন কেন?

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

যিনি বা যাঁহারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন, "সাধুরা মামলা করিবেন কেন?" ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, "অসাধু অভক্তগণ মামলা করিবেন কেন? অথবা সাধুগণ মামলা করিবেন না কেন? কোন ফৌজদারী মোকর্দ্দমার আসামী হিসাবে যদি ঐরূপ প্রশ্ন আমার প্রতি হইত, তবে ফৌজদারী আইনের বিধান-মতে উহার জবাব দিবার কোন বাধ্যবাধকতা আমার থাকিত না; প্রশ্নকারী ফরিয়াদীকেই প্রমাণের ভার লইতে হইত। কিন্তু ইহা দেওয়ানী ব্যাপার বলিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানমত আমার বিরুদ্ধে যখন ঐ "ইস্যু" (Issue) বাঁধা হইয়াছে এবং Onus (প্রমাণের ভার) আমার উপর পড়িয়াছে তখন সাধু বৈষ্ণবগণের পক্ষে তদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারকভৃত্যভৃত্যভৃত্য-ভৃত্য হিসাবে আমাকেই উহা প্রমাণ করিতে হইতেছে।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বহির্ম্মুখ ব্যক্তি-গণের মধ্যেও ঐ রকমের বহু প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সাধু বৈষ্ণবগণ পাকা ইমারত বাটীতে বাস করিবেন কেন, রেলগাড়ী চড়িবেন কেন, মোটর গাড়ী ব্যবহার করিবেন কেন, বিজলী বাতি, পাখা ব্যবহার করিবেন কেন, পারমার্থিক সভাসমিতি, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী, শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণ, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করিবেন কেন—এই ধরণের বহু প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে কত অপবাদ আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিমর্ত্ত্য শ্রীল প্রভুপাদের শাস্ত্রযুক্তি ও সৎসিদ্ধান্তরূপ অসি দ্বারা ঐ সকল কুতর্কবাদ খণ্ডিত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সন্দেহবাদিগণ সম্পূর্ণ-রূপে নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্র বলেন,—

"সত্ত্ব এবাত্র ছিন্দন্তি মনোহব্যাসক-যুক্তিভিঃ।"

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে বর্ত্তমান শ্রীল আচার্য্যদেবের লীলাপুষ্টি ও লীলা-মাহাত্ম্য বিস্তার জন্য শ্রীভগবান্ ও তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমেই সাধুশ বহু, বাহির্ম্মুখ, বিদ্বেষাচারকারী, সেবাকার্য্যে অলস ব্যক্তিগণের সেবোৎসাহ ও সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা মোকর্দ্দমা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তানভিজ্ঞ,শ্রীগুরু ও শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও বাৎসল্যহীন, কপট গৌড়ীয়-মঠাশ্রিতাভিমানী জনগণ এবং জনসাধারণের মধ্যেও অনেকেই আজ প্রশ্ন উঠাইয়াছেন, "সাধুরা মামলা করিবেন কেন?" পূর্ব্ব গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ যখন ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, তখন আজ আপনারা কেন মামলা করিবেন? অতএব আপনারা যখন পূর্ব্বাচার্য্যগণের চিন্তাধারা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নূতন মতানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন, তখন আপনাদের ভিক্ষাদি না দিয়া কষ্ট দেওয়াই দরকার। এই চিন্তায় আজ সাধু-বৈষ্ণবে, গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠাহীন ও বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট জনগণের চিত্তকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে। দেওয়ানী, আদালতে অনভিজ্ঞ এই সকল ব্যক্তি

মনে করেন যে, তাঁহারাই বুঝি সাধু-বৈষ্ণবগণের পালক, রক্ষক ও নিয়ামক।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"
(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

তাঁহারা শ্রীভগবানের এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া মিথ্যাহঙ্কারে স্ফীত হইতে থাকেন। হায় কলি!

ঐ সকল মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের, শ্রীরূপ সনাতন-রঘুনাথ, শ্রীজীব, রামানন্দ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাৎপর্য্যপরতা দেখিতে না পাইয়া সন্দিহান হন। নামভজন আর প্রেমপ্রচারণ এই উভয়বিধ কার্য্যই শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত নিত্যজনগণের শ্রীল প্রভুপাদের আচরণেও উভয়-লীলাই পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণের সম্পত্তি, কৃষ্ণসেবার উপকরণ, গুরুবৈষ্ণবের সেবাসম্ভার আসুরিক-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে যে কোন উপায়ে রক্ষা করা প্রত্যেক নিষ্কপট সেবকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে সন্দেহ বা আলস্য আসিলে শিষ্যত্ব হইতে চ্যুত হইতে হইবে। অসুরগণ কৃষ্ণের সংসার লুটিয়া খাইবে আর হরিকৃপাপ্রার্থী আমরা কি তাহাতে বাধা না দিয়া, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? অনেকে বলেন, ভগবান্ই ত' সকলের রক্ষক, সুতরাং তাঁহার জিনিষ আর কি রক্ষা করিব? কিন্তু ঐ কথা কি নাস্তিকতামূলক নয়? পুত্রের রক্ষক—পিতা, একথা সত্য; কিন্তু পিতৃধন চোরে লইলে কি পুত্র বসিয়া থাকিতে পারে? ভগবান্ যেমন ভক্তের জন্য ব্যস্ত, ভক্তও সেইরূপ ভগবানের জন্য অধিকচেষ্ট। ইহাই প্রীতির লক্ষণ। তবে যেখানে ভগবানে আপনজ্ঞান নাই, সেখানে কোন কষ্টস্বীকারের কথা না থাকিতে পারে। অভক্তগণ দুদিনের আত্মীয়স্বজনের জন্য, ক্ষণস্থায়ী ভূসম্পত্তিরক্ষার জন্য যদি মামলা করিতে পারে, তবে ভগবানের লোক ভক্তগণ ভগবানের জন্য মামলাদি না করিবেন কেন? গৌড়ীয়মঠবাসিগণ আমাদের মনঃকল্পিত ত্যাগী সাধু নহেন, তাঁহারা ভগবানের নিজের লোক—ভোগত্যাগে নিরপেক্ষ খাঁটি সাধু।

অনেকে হয়ত' শ্রীমদ্ভাগবতের—

"পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥"
(ভাঃ ১।১৭।৩৯,৪১)

এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন যে, মামলা মোকর্দ্দমা যখন কলির (বিবাদের) স্থান-পঞ্চকের অন্যতম তখন ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের উহা পরিত্যাজ্য। কিন্তু বদ্ধ অনর্থযুক্ত জীবের মামলা করা যে তাঁহাদের নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিহিত, আর সাধুবৈষ্ণবগণের ঐরূপ কার্য্য যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার উদ্দেশ্যে বিহিত—এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। যেখানে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট শুদ্ধভক্তগণ হরিসেবার জন্য তাঁহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, সেখানে কৃষ্ণের বস্তু তথা গুরুবৈষ্ণবগণের দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য অনন্তকাল বসিয়া মামলা মোকর্দ্দমা করাটাই হরিভক্তি, না করাই বরং অভক্তি। অভক্তগণের পক্ষে ঐরূপ কার্য্য অমঙ্গলপ্রসবকারী ধর্ম্ম, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা ভক্তি বা কৃষ্ণসেবা। অভক্তগণের পক্ষে উহা অনর্থপ্রসবকারী হইলেও "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা" বিচারে আদৌ দূষণীয় নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারাবলম্বনে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, কোন সময়ে নবদ্বীপের জনৈক বাবাজী কৃষ্ণসেবোপকরণ রক্ষার জন্য প্রায়শঃই কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা করিতে যাইতেন। তাহাতে কোন কোন লোক উক্ত বাবাজীর মামলা-মোকর্দ্দমা-কার্য্যে লিপ্ত থাকার দরুণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অভিযোগ করিয়া উক্ত কার্য্যের গর্হণ জন্য তাঁহার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। ব্যাপার অবগত হইয়া শ্রীল ঠাকুর উক্ত কার্য্য গর্হণ করা দূরে থাকুক, উহার সমর্থনই করিয়াছিলেন।

সাধুবৈষ্ণবগণের কৃষ্ণসেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সেবোপকরণের প্রত্যেক সামান্য দ্রব্যটিকেও পর্য্যন্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী অন্যাভিলাষী অসুরগণের হস্ত হইতে যে-কোন উপায়ে উদ্ধার ও রক্ষা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিমত হইতে পারে না। হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবার ঐ সকল বস্তু গুরুদ্রোহী, গুরুত্যাগী, অন্যাভিলাষিগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের যে কি ব্যাকুলতা, দার্ঢ্য, সর্ব্বতোমুখী প্রাণপণ চেষ্টা, তাহার খবর দেহারামী নিজেন্দ্রিয়তর্পণকারী অভক্ত-সম্প্রদায় কি বুঝিবে? পতিবিরহকাতরা সতী নারীর বাঞ্ছিত সামান্য ভূষণাদিটিকে পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য যে অধ্যবসায় ও প্রাণপাত চেষ্টা তাহার মূল্য পরব্যসনিনী অসতী নারী কি করিয়া বুঝিবে?

পরব্যসনিনী নারীর ন্যায় বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণই বলিবেন যে, শরণাগত সাধুবৈষ্ণবগণের বিচারে কৃষ্ণই যখন ভক্তের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালক, তখন আমাদের initiative লইয়া ঐ সব রক্ষার জন্য আদালতে মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া অর্থনাশ করিবার দরকার কি? এইরূপ সর্ব্বনাশকারী নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেদিন হরিকথা-প্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন যে, এরূপ বিচার ভক্তিবিরুদ্ধ। হনুমানজী জানিতেন যে, অসুর রাবণ অপ্রাকৃত জগন্মাতা সীতাদেবীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, কখনও দর্শন করিতে পারে না, তথাপি হনুমানজী সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য কি অপূর্ব্ব অপরিসীম চেষ্টাই না করিয়াছিলেন! হনুমানের ডাকে যেমন সকল বানরসৈন্য সীতা উদ্ধার ও রামের সেবায় সমবেত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তগণও ভক্তিদেবীর মর্য্যাদা-সংরক্ষণের জন্য গুরু ও বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সমবেত চেষ্টাযুক্ত হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। হনুমান্ ত' বিচার করিলেই পারিতেন যে, "শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ; তিনি যখন ইচ্ছা করিলেই রাবণকে নিধন ও সীতা উদ্ধার করিতে পারেন, তখন লঙ্কাদহ প্রভৃতি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কি দরকার?" ভক্তের বিচার ঐরূপ নহে। সাধারণ নীতিশাস্ত্র হিতোপদেশেও আমরা উদালক ও আরুণির দৃষ্টান্তে শিষ্যের কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া থাকি।

অপর দিকে আমরা শ্রীভগবানের লীলায় অন্য একপ্রকার বিচার দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সখা ও রক্ষক ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে তিনি ইচ্ছা করিলেই দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিনাশ করিয়া পাণ্ডবগণের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া দিতে ও শান্তিস্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উঁহাদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন কেন? শ্রীগৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান মামলা মোকর্দ্দমার মধ্যে শ্রীভগবান্ বা তদীয় অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের যে প্ররোচনা নাই, তাহারই বা কি তাৎপর্য্য আছে? অনুগতজনগণের শ্রদ্ধা, শরণাগতি, ভক্তিনিষ্ঠা ও দার্ঢ্য পরীক্ষার জন্যই এই সকল সেবাসুযোগ আমাদের নিকট হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে ভগবৎকৃপাদত্ত এইরূপ সেবা-সুযোগ পাইয়াও যাঁহারা মনে করিবেন যে, মিশনের বর্ত্তমান মামলা-জড়িত অবস্থায় মিশনকে কোন প্রকার সাহায্য বা ভিক্ষা দেওয়া অর্থের অপব্যবহার করা বা মামলার প্রশ্রয় দেওয়া, তাঁহাদের অর্থ কোন দিন ভগবানের সেবায় লাগিবে না, ভগবান্ কোন দিন তাঁহাদের অর্থ গ্রহণ করিবেন না। নির্য্যাতিত না হওয়াটাই যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইত, তবে তিনি নিজ সখা পাণ্ডবগণকে কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেন না।

আমরা আমাদের ভোগের ইন্ধন বিষয়রক্ষার জন্য, অপরের বিষয় অন্যায়ভাবে হস্তগত করিবার জন্য, দুর্ব্বলের [illegible] প্রতিষ্ঠা-রক্ষার জন্য, ভোগচরিতার্থকারী স্ব-স্ব জিদ্ বজায় করিবার জন্য মামলা মোকদ্দমায় প্রচুর অর্থ নষ্ট করিতে পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনগণের উপর কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবিধান জন্য মামলা করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু যদি গুরু-বৈষ্ণবের উপর অত্যাচার বা নির্য্যাতন যদি হয়, তাহাতে আমাদের হৃদয় আদৌ ভাঙ্গে না কেন? সেরূপ নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ অর্থসাহায্য করিতে আমরা বদ্ধপরিকর হই না কেন? হরি-গুরুবৈষ্ণবগণকে, সাধুগণকে যদি আত্মীয় জ্ঞান হইত তাহা হইলে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিত, আমাদের তহবিল উন্মুক্ত করিতে পারিতাম। যেখানে আমাদের ভোগ্য বিচার সেখানে আমরা অর্থসাহায্য করিতে পারি। কিন্তু সাধুরা ত' আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগান না, তাই তাঁহাদের নির্য্যাতনে আমরা নিরপেক্ষ সাজি, 'সাধু হইয়া মামলা করা উচিত নয়' বলিয়া সাধুদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাই—পাছে কিছু সাহায্য করিতে হয় এই ভয়ে। "কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব স্বীকার", সাধুদের এই বিচার ব্যতীত অন্য বিচার নাই। কাজেই তাঁহাদের মামলা-মোকর্দ্দমা কৃষ্ণভক্তিরই সহায়ক। তাই যদি অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তবে এই সুবর্ণ-সুযোগ।

হিন্দুশাস্ত্রে দেশের সম্রাট্কে শ্রীভগবানের প্রতিনিধি বলা হয়। আমাদের মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাট্ তাই "Defender of the faith" (ধর্ম্মসংরক্ষক) নামে অভিহিত। অতএব যেখানে অসুরগণ ধর্ম্মের উপর ব্যভিচার করিতে, সাধুগণের প্রতি অত্যাচার করিতে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে—হরিগুরুসেবার উপকরণকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কপর্দ্দক নিযুক্ত করিয়া রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করাটাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি।

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাণীপ্রচারকল্পে 'নদীয়া'-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া।
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুভকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং কার্টরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর
পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১২৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কার্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেঠা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশপদা, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মানু (কাছাড়)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ছুরিহট্ট, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বসু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী মিল চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মোটা চাল	৫৷৵০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাসমতী নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ওজানে কোম্পানী	৬৲
মিহি বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷০-৪৷৵
ঐ বাসাবি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাটার, টাউন	১০৷৵০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৴০
জাভাকোরা দানা	
জামপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কাশপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
সভরেন	২২৲
রূপিবার	৫২৷০

পাটের দর

আবডে—	৪০৷০
মিডল—	৪০৷০
টপ—	৩১৷০
হাজার বস্তার দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফুলস্বকাইর ঐ	৬৲—৬৵০
নতিক্যাশ ঐ	৫৷৵০—৫৷০
সুজী .	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এ)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৷৵০
পাপাই	১৷৵০—১৷০
ভূষি	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
মালদীয়া	৫০৲
বুকাসাথী	৪০৲
গাবী	৩৩৷০
কাটিহার	

তার	৩৲
কাছুগ	৩৬৲
মালা গালা	৩১৷০
২৩ গেজ—	১৭৷০
গ্যাঃ সটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতার দর

আবের গোলার লাইন	৫৪৲
সিটি জ আবের কভার	৪০৲
কভারি সুরনিং লাইন	৪৩৲
হাবার্ড জাবা	৫৩৲
ঐ লাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পান্না সাপ্ত	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
ঐ পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা মুক্ত পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

৩১৷৩৷৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিস জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
ঐ বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৷০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৷০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৵
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৷০
নীব	৷৵১০—৷৵০
বাজার বেবা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গ্রেট কাটি বা ফ্লিট কাটা মণ	৩৷০—৩৷০
পাটি কাটি ০—১ সূতী মণ	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটি মণ ১—ওস্তী	৯৲—১০৲
ঐ „ ০—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, নয়াবে	৬৷০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
জন্ম	৬৷০—৭৷০
রাং ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২৩৷০

ঢেঁকিকলের হামান ৫৵০, পাটের হামান ৬৷০

ফুলার হামান ৪৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড কোম্পানি লিঃ

৪-৫ নবাব বাই লেনপত্রী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস"এর "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেঁকু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ণ-লাগুতা, মাথাধরা এবং অন্যান্য পালাজ্বরিয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" একমাত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার জোনার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিবারে জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

বেঙ্গল ঠিকানা ৩২-২০১নং গলি পোঃ আঃ টাবগঞ্জ, রেঙ্গুন।

সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেতহলার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাবিশারদ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সিদ্ধান্ত-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অধুনাই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৬৲	৩৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৶৫ ,, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৫
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ,১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৭
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪ ১৯-১০
শান্তিপুর ১৬-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৭-৩ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৫৬
কলিকাতা ১৯-১৬ ২০-৬

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়ার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] —৩রা আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৮ই জুন, ১৯৩৮, শনিবার [১৩৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

লুধিয়ানায় কংগ্রেস-সভাপতির বক্তৃতা

গত ১৩ই জুন রাত্রে লুধিয়ানার [illegible] প্রাঙ্গণে [illegible] হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়। উক্ত সভায় লুধিয়ানা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড, [illegible] সমিতি, [illegible] সমিতি, কংগ্রেস [illegible] এবং [illegible] পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে মানপত্র দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এক সঙ্গেই সমুদয় মানপত্রের জবাব দেন। তিনি মানপত্রের উত্তরদান-প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী; সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত বসু [illegible] সম্পর্কে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বাংলার মন্ত্রিসভা সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া অনেক কথা বলেন।

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে বাঙ্গালী [illegible] দেশবাসীকে ধৈর্য ধরিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, গান্ধীজী নিজেই এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন।

পণ্ডিত জওহরলালের [illegible] অভিমত

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৩ই জুন [illegible] প্রতিনিধিকে বলেন যে, আগামীকল্য তিনি [illegible] যাত্রা করিবেন এবং তথায় [illegible] থাকিবেন কিনা [illegible] সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের উপর উহা নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক বর্তমান সপ্তাহের শেষভাগে তিনি প্যারিস যাত্রা করিবেন এবং ২৩শে জুন লণ্ডন পৌঁছিবার অভিপ্রায় পোষণ করেন। পণ্ডিত নেহরু দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বিলাত পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। তৎপর তিনি ইহাও বলেন,—"আমার মাতৃভূমির সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য লণ্ডনে যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে আহ্বান করা হয় তাহা হইলে আমি আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। আমরা—ভারতবাসীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি এবং সংগ্রামে জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। এই দিক হইতে আপোষ মীমাংসার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

কটকে চীন-দিবস উদ্‌যাপন

চীন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১২ই জুন সন্ধ্যায় কটক টাউন হলে আহূত এক সভায় সভাপতি উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ লোকনাথ মিশ্র বলেন যে, চীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রামে ভারতবর্ষের চীনকে সাহায্য করা উচিত।

সভায় উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত [illegible] আরও বক্তৃতা করেন। পরে নিখিল ভারত নারী সমিতির 'চীন সাহায্য ফণ্ডে' সাহায্য করিবার জন্য সভায় চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উক্তি

গত ১৪ই জুন আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক [illegible] পক্ষ হইতে বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত খেরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া উপলক্ষে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, ভারতে যদি আবার সংগ্রাম হয়, সেই সংগ্রামই হইবে শেষ সংগ্রাম। তিনি আরও বলেন যে, ভারতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের সমস্যা নাই। কারণ কোন কংগ্রেস-প্রধান প্রদেশেই এপর্যন্ত গবর্ণর মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই।

রেলওয়ের শ্রমিকগণের কয়েকটি দাবী মঞ্জুর

গোরক্ষপুরের বি এন ডব্লিউ রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘের চেষ্টার ফলে উক্ত রেলওয়ের এজেন্ট নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—

যাহারা মাসিক একশত টাকার কম বেতন পায়, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইবে।

গ্রেড সম্পর্কিত বাধা তুলিয়া দেওয়া হইবে। ৪৪৲ টাকার গ্রেড ৫০৲ টাকা করা হইবে।

ওয়ার্কশপে যাহারা কাজ করে, তাহাদের বেতন ১০৲ টাকা হইতে ২২৷০ টাকা করা হইবে এবং যাহারা দৈনিক ৷৵০ আনা করিয়া মজুরী পায়, তাহাদেরও বেতন যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি করা হইবে।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

"ইণ্ডিয়ান নেশন" জানিতে পারিয়াছেন যে, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অসুস্থ বলিয়া গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিয়া পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। এই সকল কমিটির মধ্যে শ্রমিক তদন্ত-কমিটি, শিক্ষা-পুনর্গঠন কমিটি প্রভৃতি আছে। প্রকাশ, বিহার গবর্ণমেন্ট তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহাকে উহা প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের শাসন-ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনা

ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক কমিটি তাঁহাদের দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে গবর্ণমেন্টের সকল বিভাগে আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া বর্তমান দোষত্রুটি দূর করিয়া বিভাগগুলি অধিকতর কার্যক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং কর্তব্যপালনে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কমিটী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন। সিংহল, মালয় এবং মিশরের অবস্থাও সম্যকরূপ আলোচনার পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য :—
(১) কয়েকটি কমিশনারের পদ লোপ;
(২) দলিলখানার রেজিষ্ট্রারের পদ লোপ;
(৩) বেতনের হার পরিবর্তন ও হ্রাস;
(৪) হাইকোর্টের জজদের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস; (৫) শাসন-বিভাগীয় নিম্ন পর্যায়ের পদগুলির বৈষম্য দূর, (৬) ব্রহ্মদেশের জন্য বিশেষ ভাতা লোপ, (৭) কর্মচারীদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের ক্রমশঃ লোপ। ভবিষ্যতে যে সকল নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা এই সকল সর্তের অধীন হইবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৮৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৷৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	৷০
১৮।	বামন-আলবার	৷০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২১।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
২২	ভজন-রহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
	(অবাঁধা)	১৲
২৬	গীতার কেবল মাত্র-ভাষা	৷০
২৭	মুক্তাফলটীকা ভগবৎকথা: (সানুবাদ)	২৲
২৮	বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)	৷০
২৯	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০	দীপ-দিগ্-দর্শন	৶০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৶০
৩২	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩	নবদ্বীপধাম-প্রমাণ	৸০
৩৪	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶
৩৫	গীতমালা	⁄১০
৩৬	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	৷০
৪০	শরণাগতি	⁄৹
৪১	গীতাবলী	⁄০
৪২	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩	সাধনতত্ত্ব	⁄৹
৪৪	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৪৫	নবদ্বীপশতক	⁄১০
৪৬	অর্চ্চনপদ্ধতি	৶০
৪৭	সদাচারস্মৃতি	⁄০
৪৮	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	⁄১০
৪৯	অর্চ্চনকণ	৵১০
৫০	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড)	৬৲
৫১	ব্রহ্মসংহিতা	৸০
৫২	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৷০
৫৩	গৌরহরিকোষম্	৸০
৫৪	পূর্ব্বার্থ-বিনির্ণয়	৷০
৫৫।	অবন্তীমালা বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৫৬	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭	ঈশোপনিষৎ (ভাষাটীকাসহ)	৷০
৫৮	শ্রীকৃষ্ণলেখা	৶০
৫৯	শিক্ষাদর্পণ	৶০
৬০	সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৷০
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্	৷০
৬৩।	জীব-নিস্তারাণাম্	৷০
৬৪।	ভক্তাকৃতম্	৷০
৬৫।	সাহবাস শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ	⁄০
৬৭।	মায়াবাদদর্শনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷০
৬৯।	এ ভিউ অব্ দ্য গ্রন্থ	৷০
৭০।	শ্রীমদ্ভাগবত	⁄০
৭১।	বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	৷০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড‌স	৷৶০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্‌স অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৫।	শ্রীমহাপ্রভুর গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ	⁄০
৭৬।	দি ভাগবত	৷০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	৷৶
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৷০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷৶
৮১	সাধন-পথ	৷৵
৮২	কল্যাণ-কল্পতরু	৶৷
৮৩	গীতাবলী	⁄৷
৮৪	শরণাগতি	⁄৷

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	⁄৷

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৶

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ৬ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৩রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৮ই জুন ইং ১৯৩৮, শনিবার } ৯৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

-::(০)::-

পাঁজনামে প্রচার

গত ৩রা জুন তারিখে শ্রীব্রজপত্তন-গৌড়ীয়-প্রপন্নাশ্রম হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী মাধব গ্রামবাসী ও পাশেরী মধ্য ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচরণ মিশ্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে উপদেশক শ্রীপাদ বক্তিশেখর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীশরৎনাথ পট্টনায়ক, শ্রীকাশীনাথ পৃষ্টিপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ তথায় গমন করেন। উক্ত মিশ্র মহোদয় ঐ অঞ্চলে লোকভিমানী গৌড়ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেও পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ও পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারিত বাণী শ্রবণ করত প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরু-পাদাব্জের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। এখন তিনি দৈনিক শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার বাসভবনের অভ্যন্তরে নবনির্ম্মিত দুইটী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ নবনির্ম্মিত ভবনে সন্ধ্যা ৭টার সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য-যুগলকে সিংহাসনোপরি বিচিত্র পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করা হয়। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। ব্যাখ্যামুখে প্রতিপাদিত হয় যে, জগতের পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ যে বাপী, কূপ-তড়াগাদিখনন, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন, ভগবৎসেবার্থে উৎসর্গীকৃত বস্তুর ফল ঐ প্রকার পুণ্যকার্য্যের ন্যায় কখনও নহে। উহা দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস (আস্কা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক), ডাঃ রামকৃষ্ণ পট্টনায়ক (পেনসন্ ডিস্পেন্সারী), শ্রীযুক্ত প্রভাকর পট্টনায়ক (ইন্স্পেক্টর বড়গড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক), শ্রীযুক্ত পি, সি পট্টনায়ক (পোষ্টমাষ্টার), শ্রীযুক্ত শরৎনাথ পট্টনায়ক (শিক্ষক পেশারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচরণ মিশ্র (শিক্ষক), শ্রীযুক্ত গ্রামের প্রধান প্রভৃতি।

পাঠের পরও উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীপাদ বক্তিশেখর ব্রহ্মচারীজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়, গান্ধীজীর কথিত হরিজন ও প্রকৃত হরিজনের মধ্যে পার্থক্য, ভগবান্ সাকার কি নিরাকার প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর লাভ করিয়াছিলেন।

— —

পাকুলিয়ার প্রচার

২৭।৫।৩৮ তারিখে পাকুলিয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু তথায় গমন করেন। অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয় ও সন্ধ্যায় একটী সভার আয়োজন হয়।

প্রথমতঃ শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগৌরকীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব এবং 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন' ও "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর" এই পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ডের ১৩শ অধ্যায় পাঠ করত গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

পাঠের পর "হ'রি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ", "প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন" ও হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযুক্ত সীতারাম পাত্র, শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাত্র, শ্রীযুক্ত হীরামোহন গুপ্ত প্রভৃতি বহু সজ্জন পাঠে উপস্থিত ছিলেন।

অনুকরণ ও অনুসরণ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

কোন প্রকারে পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করিতেই হইবে। প্রভুপাদ অনেক সময় বলিয়াছেন—'সকলেই হরিভজন করছেন আমিই করতে পাচ্ছি না, এই বিচার না আসলে মহতের পাদপদ্মে অভিগমন হয় না'। এসমস্ত কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নিজ নিজ অভ্যাভিলাষ পুষিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আমরা যদি গুরুবর্গের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া চাপাচাপা দিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে এজীবনটা শুধু কপটতা করিয়াই কাটাইতে হইবে, সুবিধা বিশেষ কিছু হইবে না। পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ নিজজীবনে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, আমাদের চিত্তবৃত্তিতে কি প্রকার দীনতার প্রাবল্য উদিত হইলে হরিগুরু-বৈষ্ণবের-সুপ্রসন্ন দৃষ্টি আমাদিগের উপর পতিত হইবে। অতএব প্রতিদিনে প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদিগকে আমাদের দীনতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া মহাজনের অনুসরণ করিতে হইবে। হরিগুরু বৈষ্ণবের পিছনে পিছনে চলিতে হইবে। নিরন্তর নিষ্কপট চেষ্টার ফলে, অবিরত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের ফলে, যদি কোনও দিন কোনও কালে—জন্ম-জন্মান্তরেও আমাদিগের স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য জাগরিত হইয়া পড়ে সেইদিন আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব। ঐ প্রকারের অকপট চেষ্টাদ্বারা বস্তুতার সদ্ব্যবহার করিলে সত্যসত্যই আমাদের মহাজনের অনুসরণ করা হইবে। শ্রৌতপন্থার অনুসরণ দ্বারাই সত্যসত্য হরিগুরুবৈষ্ণবের সন্তোষ বিধান হইবে এবং তখনই আমরা সত্যসত্য কৃষ্ণভক্তির অপ্রমূল্য সামুদ্র লাভ করিব। অতএব অনুকরণ বা কপটতা না করিয়া আমাদিগকে নিষ্কপট অনুসরণের পথে চলিতে হইবে। এই নিষ্কপট অনুসরণের মহাপ্রতিবন্ধক দাম্ভিকতা। দাম্ভিকতার আধারে যতই অনুসরণ-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে চেষ্টা করা যাউক না কেন, সমস্ত চেষ্টা অনুকরণে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবেই যাইবে। সুতরাং অনুসরণ ও অনুকরণ বিষয় দুইটী সম্যক্ অবগত করিতে হইলে—যথার্থ অনুসরণপন্থী হইতে হইলে, গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট অনুগত হইতে হইবে। কিন্তু যদি তাহা না করি, তাঁহা হইলে সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণভক্তি লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

(ভাঃ ১১।৮।৪৬)

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীঘ্র শীঘ্র ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

"ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বামন [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২

কি কাজ অপর ধনে ?

কৃষ্ণবিষয়ক সেবা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

পুরুষার্থ শব্দে পুরুষের অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন বুঝায়। নাস্তিক, সংশয়বাদী, নিরীশ্বর নৈতিক, সেশ্বর নৈতিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও যোগসেবেচ্ছী জীবের রুচি-অনুসারে বিভিন্ন প্রয়োজনের উদয় হইয়াছে। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এই নিয়মানুসারে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি বদ্ধ-জীবের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই চারিটী প্রয়োজন আমাদের স্থূল দেহ ও মনকে কেন্দ্র বা লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। দেহ-মন যেমন অনিত্য, দেহমনের দ্বারা লভ্য প্রয়োজনও সেইরূপই অনিত্য। চতুর্ব্বর্গকামী ব্যক্তি অনিত্য উপায় দ্বারা অনিত্য উপেয়-লাভে রত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্লেশভাগী হয়। (শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ১২।৫) "ধর্ম—ক্লেশোদয়িক তদপেক্ষয়াধর্ম্মঃ কৈতবমাত্র। অবজ্ঞা হি শ্রী... যোগক্ষেমবহো..."

অতি উচ্চ-কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের পরম বা চরম প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-নামই পরমপুরুষার্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে পারেন। মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দের কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সিন্ধুর এক বিন্দুর সহিতও তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কৃষ্ণনামের ফল নয়, কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের ফল।

'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন ও ধন উভয়ই লক্ষ্য করে। 'অর্থ' বলিতে প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিলে জীবমাত্রের একমাত্র প্রয়োজন সকল আত্মার আত্মা, সকল প্রাণের প্রাণ, সকল শক্তির শক্তি শ্রীভগবানের সেবা বা কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করা বুঝাইবে। নশ্বর টাকাকড়ি কিছু জীবের পরম ধন নহে। ঐ অর্থ জীবের আপাত সুখবিধান করে বটে, কিন্তু প্রাকৃত দ্রব্যাদি অনর্থেরই কারণ হয়। জগতে যত কিছু বিবাদ-বিসংবাদ, মনোমালিন্য এই প্রাকৃত অর্থের জন্য। মায়ার ভোগ্য কনককে যখন জীব নিজ-ভোগ্য মনে করে, তখনই সে 'পরস্বাপহারী' বলিয়া মায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। পর শব্দে ভগবান্। 'পরস্ব' অর্থাৎ ভগবদ্-ভোগ্য কনক। লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণেরই ভোগ্যা। জীব যখনই সেই নারায়ণের ভোগ্য বস্তুর উপর ভোগবুদ্ধি করে তখনই সে তাঁহার মায়ার মুগ্ধ হইয়া; অধিকতর ক্লেশ পায়। ভগবান্ যাহাকে বঞ্চনা করেন তাহাকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদান করেন। বদ্ধাবস্থায় আমরা এমনই নির্ব্বোধ থাকি যে, বঞ্চনাকেই আদরের সহিত বরণ করি, শাস্তিকেই পুরস্কার মনে করি। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী লাভ করা জাগতিক দৃষ্টিতে সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত ঐ গুলিকেই ভক্তিপথের কণ্টক জানেন।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৮)

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৩)

কবৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনন্যভাবে কৃষ্ণের শরণাগত না হইলে কৃষ্ণ কখনও কোনও জীবকে কৃপা করেন না। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশাহীন বৈষ্ণবগণই জগতে ঠাকুর বা সাধু। তদ্ব্যতীত অপর সকলেই অসাধু।

নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর "শরণাগতি" গীতিতে গাহিয়াছেন—

পূর্ণ উল্লাস তুমিই সকল
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥

পূর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী বস্তুর আকর্ষণ, মাধুর্য্য অথবা গুণ অধিক না থাকিলে আমরা তাহাতে আকৃষ্ট হই না। কন্যা যখন পতিগৃহে গমন করিয়া পতিসেবায় একান্তভাবে রত হয়, তখন আর পিতৃগৃহের কথা তাহার মনে থাকে না। সেইরূপ জীব যখন স্বর্ণাঙ্গনিভ-রূপে জগৎপতি ও একমাত্র পতি শ্রীহরির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন জড়জগতের অনিত্য আত্মীয়স্বজনের কথা আর মনে থাকে না। সেবা যেখানে নাই সেখা সে সেবাসুখও নাই। 'সেবা' বলিলে সেব্য সেবা-সেবকের সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। জীবমাত্রই শক্তিতত্ত্ব; সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র সেব্য-বস্তু। দেহের সহিত দেহের, মনের সহিত মনের এবং আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ হয়। জড়ের সহিত জড়ের যে প্রীতি বা সম্বন্ধ তাহা বিরাগময়, আত্মবঞ্চনা বা কপটতা মাত্র। কিন্তু চেতনের সহিত চেতনের সম্বন্ধ ও প্রীতি নিত্য ও পরমানন্দ-প্রদ। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বলেন—

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

সুতরাং জীব আমরা, তটস্থা শক্তি আমরা, ভেদাভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট ভগবানের নিত্যদাস আমরা আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভুলিয়া, তাঁহার নিত্যধাম—আমাদের নিত্যস্বদেশ গোলোক-বৃন্দাবনের কথা বিস্মৃত হইয়া বিদেশ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অনিত্যসম্বন্ধে কেন নশ্বর সুখ-দুঃখ, সংযোগ-বিয়োগ, স্ব-পরবুদ্ধির জঞ্জাল বহন করিয়া অভিনব যৌবনে প্রবেশ করিতেছি? যাঁহাকে কপটবাৎসল্যের প্রদর্শন করিতে আসিয়া বালঘাতিনী পূতনা পর্য্যন্ত ধাত্রীগতি লাভ করিয়াছিল, এমন পরমদয়াল সর্ব্বজীবনাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করিয়া জন্মজন্মান্তরে যে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে তাহা কেন বুঝিয়াও বুঝিতেছি না? এজগতের সম্বন্ধ স্বার্থ ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য কেহ কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করে না, যত্ন করে না বা প্রাণ দেয় না। কিন্তু এজগতের সম্বন্ধ অনিত্য। এজগতের যত বড় উপকারই হউক না, তাহা অবশ্য প্রলয় করিবেই করিবে। সুতরাং আমাদের যাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ তাঁহার বিষয় বা প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কিরূপে অন্য প্রসঙ্গে আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে? যদি আমি আমার নিত্য প্রভুকে জানিতে বা চিনিতে না পারিলাম, তাঁহার ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলাম তবে আমার বহুজন্ম বা উৎকট সাধনভজনে কি হইবে? যদি আমি লক্ষ্যহারা হইয়া বস্তুর সন্ধান ছাড়িয়া বস্তুর খোসা লইয়া জীবনটী কাটাইয়া দেই তবে আমি কবে আর প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিব? 'যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি', 'যস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং', 'প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্', 'মূলং জগৎপাদপস্য'! 'ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্', "তত্ত্ব জানা সর্ব্ববিৎ বিজ্ঞাতি" প্রভৃতি যে শ্রুতি-স্মৃতিগণ, নিরন্তর ভগবৎপ্রীতি-বিধানের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা কি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না? অহো! আমার নিত্যপ্রভু ও তাঁহার নিজজনকে ভুলিয়া মায়ার ভৃত্য আমি কর্ত্তা সাজিয়া কত কর্ত্তব্য ও আশাকল্পনার মোহেই না অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতেছি! এই দুর্লভ মানবজন্ম কত সুখ ও দুঃখ ভোগের নেশায় খেলায় খেলায় কাটাইয়া দিতেছি। বহির্জ্জগতের লোকের মনোরঞ্জনের জন্য কতই না বেশভূষা, অলঙ্কার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি প্রদর্শনের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেও আমি কুণ্ঠিত নই। হায়! হায়! 'বড় আমি' হইবার জন্য কত উপায়ই না অবলম্বন করি। বহির্জগতে ব্যক্তিরা যে প্রকার প্রাপ্যসমাজে প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য বা প্রতিষ্ঠার্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও উদ্যম প্রদর্শন করে, আমি কুহকিনী মায়ার ছলনায় পড়িয়া পারমার্থিকসমাজেও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য যত্নের ত্রুটী করি না। তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি প্রকৃত পারমার্থিকগণের দর্শনও পাই না। কিছুতেই আমার 'অপর ধনে'র প্রয়াস যায় না। এ দিকে সাধুগণের ছলনা করি, আর অন্যদিকে 'অপর ধন' অভ্যাভিলাষের গহনতাতালে আকাশ পাতাল আলোড়ন করি। 'অপর ধন' ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা—বিষয়ের অথবা রূপ-রসগন্ধস্পর্শশব্দ বিষয়-পঞ্চক পরিত্যাগ করিয়া আপন বা নিজ ধন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণধূলির জন্য কবে নিষ্কপট প্রয়াস করিব? রে মন! তুমি এত কাল 'অপর ধনে'র প্রয়াসের যে কি পরিণাম তাহা দেখ নাই? অহো! তুমি বাতুল। তোমার হিতাহিত, ভিক্ষুক,নিত্যানিত্য দেখিবার চক্ষু কোথায়? তুমি কি মহাজনের বাণী শুন নাই?—"মনরে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু।" বহু জন্ম তোমার দাসত্ব করিয়া কাটাইয়াছি এবং তদনুরূপ ফলও লাভ করিয়াছি; এখন আর তোমার কথা শুনিব না। শ্রীগুরুমুখারবিন্দ-নিঃসৃত বাণী আমার কর্ণে নিত্যকাল ঝঙ্কৃত থাকিয়া হৃদয়কে যেন নিত্যপ্রভুর চরণসেবা-লাভে প্রবোচিত করে। হে শ্রীগুরুদেব! হে পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেব, আপনাদের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, আমি যেন নিষ্কপটে ইহা বলিতে এবং নিজ জীবনে আচরণ করিতে পারি—

'আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥'

সম্প্রদায়-প্রণালী

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা 'সম্প্রদায়' শব্দ শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, সম্প্রদায়-বিভাগ-দ্বারা মতভেদ ও মতভেদ-দ্বারা ধর্ম্মবিবাদ সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা মনে করে যে, সমাজের মধ্যে তাহারাই পণ্ডিত, আর সকলেই নির্ব্বোধ। বস্তুতঃ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল ও পণ্ডিত লোক সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটি নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অসাম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে সম্প্রদায়গত কোন কোন সঙ্কীর্ণ মতও মানিতে হয় এবং কখন কখন স্বাধীনতার অভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত কিছু আছে, যাহা নির্দ্দোষ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয়? সুখ ও দুঃখের মিশ্রিত যে সংসার —তাহা কি নির্দ্দোষ? জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মসংসারে অবস্থান ব্যতীত আর উপায় কি? পরমার্থ আলোচনা করিবার সদুপায় কি—ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে সম্ভব। ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সংসারে অবস্থিত হইয়া আমরা জীবনযাত্রা সদুপায়ে নির্ব্বাহ করিতে করিতে একান্তমনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া যাঁহারা যত্নবান হন, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে একটি সম্প্রদায় স্থির করেন। সম্প্রদায়ও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সরল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করত তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন। অসরল অদূরদর্শী বিতর্কাগ্রহ ব্যক্তিগণ বস্তুতঃ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মহাফল লাভ করিয়া থাকেন।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পর্য্যন্ত ভারতের সংস্রব হইয়াছে, সেই অবধি কোন কোন লোক সম্প্রদায়বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে ধর্ম্ম অবস্থোপযোগী আকৃতি সহকারে বিচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করত সেই ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়-প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি কএকজন লোক তাঁহাদের অনুগত হইয়া সম্প্রদায় নিন্দাপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ ও পুস্তিকা পাঠ করিয়া অল্পবয়স হইতেই অনেকের মনে একটি এমত কুসংস্কার হয় যে, তাঁহারা সম্প্রদায় শব্দটী শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠেন, নিজের কুসংস্কারের মূল কখনই অনুসন্ধান করেন না। যাঁহারা এইরূপ সম্প্রদায়বিরোধী তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা একবার নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

আমরা এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সম্প্রদায়প্রণালী জীবের পক্ষে বিশেষ হিতকর। যদি কেহ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধুসঙ্গাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়, কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জনমঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাপুরুষদিগের দোষে যদি সম্প্রদায় দূষীভূত হয়, তাহা হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমাচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করেন। একথা নিতান্ত অনাদরণীয়। স্বীয় গৌরববৃদ্ধি ও অর্থ-প্রাপ্তির জন্য কি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-মূল পত্তন করিয়াছিলেন? যাঁহারা নির্জ্জন কুটীরে ফলমূল সেবন করিয়া জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র সিদ্ধান্তসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থ কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে যশের আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না, এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় সংকীর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের কথায় সম্প্রদায়-প্রণালীকে আমরা অনাদর করিতে পারি না। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর তত পাণ্ডিত্য নাই। ভারতক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের অধিক পক্ষপাতী। যখন তাহারা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন পূর্ব্বপ্রাপ্ত কুসংস্কার তাহাদিগকে আর ছাড়িতে চাহে না।

—সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ

অনুকরণ ও অনুসরণ

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

একান্ত সাধুগণের চরিত্র সর্ব্বগুণের খনি। তাঁহাদের আচার-বিচার, হাবভাব, চালচলন, কঠোরতা-কোমলতা সমস্তই সর্ব্বগুণাবভূষিত। কিন্তু চরিত্রের অনুচর হইয়া কপটতামূলে যদি কেহ ঐ মহাগুণাবলী অনুকরণ করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। কারণ, ময়ূরের অনুকরণ করিলে বা কাক থাকিয়া ময়ূরপুচ্ছ অঙ্গে সন্নিবেশ করিলে তাহা স্থায়ী হয় না। প্রভুপাদ আমাদিগকে অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, 'বড় আমি' না হইয়া 'ভাল আমি' হইতে বলিয়াছেন।

কপাল ভাল হইলে অনুসরণকারী বদ্ধজীবকুল চরিত্রের দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া হরিদাসবৎ গুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার নিষ্কপট আনুগত্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা শ্রৌতবাণী কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণে সুপ্রতিষ্ঠ হন এবং তাদাত্ম্য হইয়া নিত্যকাল তাঁহাদের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হন।

সদ্‌চিত্ত না হওয়ার দরুণ কপট অনুকরণকারী আমার পক্ষে ঐ সমস্ত নিষ্কপট অনুসরণকারীর কার্য্যকলাপ বুঝিবার ভুল হয়। দাম্ভিক আমি তখন নিজের স্বদোষদর্শনে অসমর্থ হইয়া নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবের সহজ চরিত্রকে নিজের কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া বাগাড়ম্বর দাসগণের আনুগত্যে যাইতে অগ্রসর হওয়ার জন্য মহাভ্রান্তি-জালে নিপতিত হই। তখন নিজের অসত্যোচিত নিদারুণ কর্কশতাকে বৈষ্ণবের বজ্রাদপি কঠোরতা বলিয়া ভুল হয়। কপট ও প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-কামনাকে অকৈতব-সত্যানুসন্ধিৎসা বা আত্মমঙ্গল-পিপাসা বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। কিছুই বুঝি নাই বলিয়াই 'সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি' মনে করি। তখন বৈষ্ণবের একান্ত দাসত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে নিজদাসত্বে নিযুক্ত করিবার দুর্দ্দমনীয় দুষ্পিপাসা বরণ করি। দিনে দিনে আমার অহং স্বরূপ সুধীসমাজে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। কপট অনুকরণকারীর বৈষ্ণবের মুখোস আঁকি চোক্ বা কানি চোক্ খসিয়া পড়িবেই, সুতরাং সময় থাকিতে অনুসরণপন্থী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সত্য সত্য হরিভজন করিতে চাহিলে প্রথম হইতেই আমাদিগের সতর্ক হওয়া দরকার, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মপরীক্ষা করা দরকার, আত্মবিচারে সুনিপুণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন—"নিজ নিজ হরিভজনের প্রাত্যহিক Progress এর tangible result চাই।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপদেশ করিয়াছেন—'প্রতি হরিবাসর দিবসে গত ১৫ দিনে নিজের কি পরিমাণ হরিভজন হইল লক্ষ্য করিতে হইবে।' অতএব সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন নিষ্কপট অনুসরণ করিতে যাইয়া কপট অনুকরণ না হইয়া পড়ে। মুধা দাম্ভিকতা বৈষ্ণবোচিত কঠোরতা বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা না পায়। মায়ার রাজত্বে মায়াকবলগত জীবের পদে পদে ভয়। 'গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।'

পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যগণ সহজ দৈন্যমুখে নিজকে 'পুরীষের কীট', 'জগাই মাধাই হইতে পাপিষ্ঠ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ঐ সহজ দৈন্য—সহজ অভাব-বোধই আত্মার স্বরূপের বৃত্তি। উহাই বৈষ্ণবের বিভূষণ। উহার অঙ্গ কঠোরতাপ্রাবল্যকারী সহজ নিষ্কপট বৃত্তি। ঐ চিত্তবৃত্তির অনুসরণই—নিরন্তর গুরু-বৈষ্ণবসেবাই যথার্থ সদ্ব্যবহার। সুতরাং গুরুবর্গের পাদপ্রাণধারী স্বয়ংগুরুস্বরূপে অন্তরের সুপ্ত বৃত্তিকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে সাধনক্রমায় নিযুক্ত থাকাকালে আমরা সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইব।

বহু বহুবার গুরুবর্গের নিকট শ্রবণ করিতে অবকাশ পাইয়াছি যে, নিজের মর্য্যাদাপিপাসা উপলব্ধি না হইলে পণ্ডিতপাদের কৃপালাভ হয় না। সুতরাং যে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গন্ধর্ব্বিকা-গিরি, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ভক্তিপ্রচারকদের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ওডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঠাপুর

পোঃ দিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডল, জেলা গুড়্‌গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেডিং রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা,

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীপ্রপন্নাশ্রমগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডলী

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিদলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) আমর্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমর্দি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

হুগলহুলা, পোঃ চিকহুলা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১২১।৬৬ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চ্যাটার্জ্জি লেন

[illegible] (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বাঁশফুলি	৩৷০
বালাম চাল	৫৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাসমতি নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের খোরাকি	৬৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৲—৪৷০
দেশোয়ালী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
লাহিনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চায়না	১০৷৵০
হাতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মুজঃফরপুর দানা	৯
কানপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কুসিয়ারা শাদা	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোনার বার	৩৩৷০
রুপালেস	২২৲
চাঁদির বার	৪২৷০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
ঢাকার বুকের নম্বর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লোকেট মার্কা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৵০
লাইপোর্ট ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷৵০
আটা (এ)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৵০
পালাই	১৬৵০—১৬৸০
ভুষি	১৬৵০—১৬৸০

দুধের দর

নলেন	৫৭৲
গাজীপুর	৫৭৲
বুলগাবাগ	৫০৲
ঢাকা	৫৫৲
কলিকাতা	৩৩৷০

জায়	৪৲
কাশ্মেন	৩৬৲
বাবা গাজা	৩১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বক্তা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আমের গোলার লাইন	৫৫৲
পিট্‌ ন আমের কযক	৪০৲
কলাটি মুরলির লাইন	৩০৲
বাবার্দ জাবা	৫৩৲
ঐ লাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

প্রতি মণ

পাকা মাছ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি বহিরদল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১১৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
গোল কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬৷০—৬৸০
পাটী কাটিং ৩—১ মূট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ইত্যাদি	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হাপরণ ৫৵০, পাটের হাপরণ ৬৷০	
কুলার চাপরণ ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৩-৫ নম্বর বাই লেন্‌গলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেওড়োল কি জন্য?

—:(০:০):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেওড়োল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহ্মন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাগুড়া, দাদখুজ্‌লি এবং অন্যান্য পালাজ্বরা জ্বর "কেওড়োল" সারায়। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্‌,
গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যের সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহামূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশের দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে 'শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি' প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৵০	৵০	৴০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
" এক কলম	১২৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	
মাসিক ,,	

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন বন্দোবস্ত।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২১

রাণাঘাট
পোঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৬ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পোঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-২১
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২০-৫৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পোঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পোঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৫-৬৩ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১.
৭-২০, ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৩১
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১৩
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৩
কলিকাতা ৮-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৮

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমায়া...
শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২০শে জুন, ১৯৩৮, সোমবার [১৪৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(সংবাদ)—

দার্জিলিংয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দার্জিলিংয়ে পৌঁছিলে তিনি পার্বত্য অঞ্চল সফর করেন। ... পণ্ডিত নেহেরু ... সাক্ষাৎ করেন ও সিকিমের উপজাতিগণ পরিদর্শন করেন। ... সাক্ষাৎকারের পর পণ্ডিত নেহেরু ... যাত্রা করেন। পণ্ডিত নেহেরু ... নিকট পথচারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

ক্যাস্টিলন অধিকারে বিদ্রোহীদের উল্লাস

বিদ্রোহীবাহিনী ক্যাস্টিলন হইতে মাইল দক্ষিণ ... অবস্থিত একটি শহর দখল করিয়াছে। ঐ শহরের লোকসংখ্যা ২০ হাজার। ক্যাস্টিলন অধিকার করায় বিদ্রোহীরা আনন্দে মত্ত হইয়াছে। ... নিকট বহু আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে।

—

দুই হাজার সশস্ত্র সৈন্যের আত্মসমর্পণ

... সৈন্যবাহিনীর দুই হাজার সৈন্য ... সীমান্ত পার হইয়া ... প্রবেশ করে; তাহাদিগকে ... নিরস্ত্র করা হয়।

ময়মনসিংহে কংগ্রেস সভাপতি

গত ১৬ই জুন অপরাহ্নে কংগ্রেস সভাপতি ময়মনসিংহে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছান মাত্র ৫১টী তোপের আওয়াজ করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে দর্শনের জন্য সমবেত সমারোহপূর্ণ বিরাট জনতার মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে রাষ্ট্রপতি অবতরণ করা মাত্র মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে মাল্য ভূষিত করেন। বহু কষ্টে তাঁহাকে সুসজ্জিত মোটরে লইয়া যাওয়া হয়। মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর সজ্জিত সিংহাসনে রাষ্ট্রপতিকে লইয়া এক মাইল-দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা রাজপথ পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রায় হস্তি, মোটরকার ও অশ্বারোহী দল শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিতেছিল। এক বিরাট বালিকা-বাহিনী ঝাণ্ডা পতাকা হস্তে শোভাযাত্রায় পুরোভাগে যাইতেছিল। শোভাযাত্রাটি প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল। তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শোভাযাত্রা টাউন হলে পৌঁছায়। রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানপাট এবং বাসগৃহ সমূহ পুষ্প, পত্র ও কংগ্রেসের পতাকায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। মুহুর্মুহু শঙ্খ ধ্বনি ও ... দিকে দিগন্ত প্রকম্পিত হইতে থাকে। শোভাযাত্রায় অনূন তিন লক্ষ লোক যোগদান করিয়াছিল। মফঃস্বল অঞ্চল হইতে হাজার হাজার লোক আসিয়াছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে তোরণ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় পার্শ্বে কদলী-বৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছিল।

টাউনহলের প্রাঙ্গণে এক বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইখানে এক বিরাট জনতার মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা ও টাউন কংগ্রেস কমিটি, সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল, দুর্গামোহন দাস লাইব্রেরীসহ তরুণ সঙ্ঘ, তরুণ অনুশীলন সঙ্ঘ, স্বদেশী বাজার ব্যবসায়ী সমিতি প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতিকে মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। রাষ্ট্রপতি একযোগেই মানপত্রগুলির উত্তর দান করেন।

ময়মনসিংহ আসিবার পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে রাষ্ট্রপতি অভূতপূর্ব্বভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ ও গৌরীপুর ষ্টেশনে মানপত্র দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। প্রত্যেক স্থানেই তিনি মানপত্রের উত্তরে সকলকে দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

বেতনভোগী ভাইস্‌চ্যান্সেলার

সম্প্রতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ২৫-২২ ভোটে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বেতনভোগী ভাইস্‌চ্যান্সেলারের প্রয়োজনও নাই এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সেই সম্পর্কে এই মর্ম্মে একখানা ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন—

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার (গবর্ণর) নিশ্চিত বিশ্বাস বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও মন্ত্রী বা সরকারী কর্ম্মচারীর ভাইস্‌চ্যান্সেলারের কাজ করার সময় নাই, কারণ ভাইস্‌চ্যান্সেলারের কাজ খুব কঠোর; প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হয়। এদিকে বিনা বেতনে কোনও উপযুক্ত বে-সরকারী লোকও ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের পদের জন্য পাওয়া যাইবে না। কাজেই চ্যান্সেলার স্থির করিয়াছেন যে, একজন প্রতিযোগিতার বেতনভোগী ভাইস্‌-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইবে।

ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, সেনেটে উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান হইয়াছে, চ্যান্সেলার তাহা গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। তাহা ছাড়া ব্যবস্থাপরিষদে যে এই বাবদ ৩০হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহাও চ্যান্সেলার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

—

চিত্তরঞ্জন দাসের ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের ত্রয়োদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা-বাসী জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সাহানগর শ্মশানঘাটে দেশবন্ধু স্মৃতি-সৌধপ্রাঙ্গণে বহু নরনারী সমবেত হন, অপরাহ্নে এই উপলক্ষে বিভিন্ন পার্কে জনসভা হয়; কলিকাতা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে এলবার্ট হলেও এক মহতী জনসভা হয়। মেয়র মিঃ এ কে এম, জাকারিয়া এলবার্ট হলের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

—

জুলুম করিয়া টাকা লওয়ার অভিযোগ

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মিঃ এস, কে ভট্টাচার্য্যের কার্য্যালয়ে যাইয়া জুলুম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা আদায় করা সম্পর্কে শিবরতন লাল বেনানীর নামে এক মামলা চলিতেছে। গত বৃহস্পতিবার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এ, সি সান্যালের আদালতে এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মিঃ ভট্টাচার্য্যের পার্শ্বনাল এসিষ্ট্যান্ট মিঃ ব্যানার্জ্জি সাক্ষ্য প্রদান করেন। আরও কয়েকজনের জবানবন্দীর পর শুনানী মুলতুবী থাকে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷৹
১৮। বাদশ-আলবার ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶৹
২২ ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। মুক্তাফলটীকা ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। দর্শপতক ৴৹
৪৭। সমাচারবৃত্তি ৴৹
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯ অর্চ্চনকণ ৶১৹
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৭৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। সারতত্ত্ব ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২ সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৷৶৹
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন তুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এ্যাণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোশন ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১ সাধন-পথ ৷৹
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩ গীতাবলী ৴৹
৮৪ শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক-পত্র
শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ৮ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২০শে জুন ইং ১৯৩৮, সোমবার } ৯৭তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কিছুদিন যাবৎ মুসৌরী পর্ব্বতে প্রচার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া বর্ত্তমানে দেরাদুনে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। দেরাদুন সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যহ স্বামীজীর বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

গত ৪ঠা এবং ৫ই জুন তারিখে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তদীয় ভবনে বহু শিক্ষিত সজ্জনগণের সমক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ বাংলা ভাষায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনি-মুখে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারীজী মহাশয় ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ৮ই জুন তারিখে নিউ কলেক্টর কলোনী অফিসার শ্রীযুক্ত কে, এন সেনগুপ্ত মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় উপস্থিত হন এবং রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জন-সভায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে নাম ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৯ই জুন তারিখ হইতে স্থানীয় কালীপুর আনন্দভবন হোটেলের স্বত্বাধিকারী অনন্তলাল আগ্রহে এক সপ্তাহ যাবৎ সংকীর্ত্তন এবং ছায়াচিত্রযোগে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম তারিখে স্বামীজী তথায় আহূত হইয়া বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সমক্ষে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীনামতত্ত্ব এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে বহুক্ষণ যাবৎ গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতায় সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যের সহায়তায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা প্রশংসার্হ।

গয়ায়

গয়ার রেলওয়ে ডাঃ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী ডি, এম্, ও মহোদয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ও পারমার্থিক অনুসন্ধিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় তাঁহার নিকট গত ১১ই মে হইতে ১১ই জুন একমাসের মধ্যে প্রায় এক পক্ষকাল ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর সুযুক্তিপূর্ণ হরিকথায় শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া ডাক্তার বাবু দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার নিকট হরিকথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১১ই এবং ১২ই মে স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মথুরানাথ ওঝা মহোদয়ের নিকট ব্রহ্মচারীজী বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ-কাল আলোচনা করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে সুন্দর বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মিঃ ওঝা মহোদয় ব্রহ্মচারীজীর নিকট পুনরায় হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীজী যথাক্রমে গত ১৮ই মে সিটিনিসিপ্যাল হেল্থ অফিসার শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার রায়, ২১শে মে রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহ (জমীদার), ২৭শে মে, ৩রা ও ৪ঠা জুন ডাক্তার মন্মথনাথ চৌধুরী এম্-বি, মহোদয়ের বাটীতে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৩রা জুন শুক্রবার রাত্রিতে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মদনমোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী মঠস্থ অন্যান্য সেবকবৃন্দ সহ তাঁহার ভবনে গমন করিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন

পাটনায়

পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারীজী পাটনায় অবস্থান কালে গত ১৬ই এবং ২৯শে মে পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের নিকট চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম ও শুদ্ধা ভক্তির পার্থক্য, সেবোন্মুখে নামকীর্ত্তন ও সাধুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্রহ্মচারীজীর হরিকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া জজ বাহাদুর পুনরায় তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

গত ৩১শে মে ব্রহ্মচারীজী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ এম, এল, সি মহোদয়ের নিকট বিশ্বধর্ম্ম ও মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী গয়া এবং পাটনা মঠে অবস্থানকালে উপস্থিত শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচারীজী গয়া মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে নিয়মিতভাবে দিনের বেলায় নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ হিন্দিভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ মঠে বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দের সমাগম হয়। মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বেলা ১॥০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী হয়। প্রতি রবিবারে বিশেষ অধিবেশনে স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ যোগদান করিয়া থাকেন।

ভক্তি-বিনোদ-ধারা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

অকৃতি, অধম, স্ত্রী, শূদ্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানিতে পারিবে। তাই বলি—বৃথা 'বিতর্কে ও সংশয়ে কাল না কাটাইয়া 'দুর্লভং মানুষং জন্ম' এই শ্রৌতবাণীর অনুসরণ করিয়া জীবন সার্থক করুন। এই বৈকুণ্ঠবার্ত্তার ভক্তি-বিনোদ-ধারায় অবগাহন করুন, অল্প ধন ব্যয়-উদ্দেশ্যে অশেষ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্য মঠ দেখিয়াও শুকাইয়া যায় নাই, শুকাইতে পারে না; ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সেই ধারা অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। এখন একমাত্র অদ্বিতীয় বাহক শ্রীশ্রীশ্রীল গৌরকিশোর সম্প্রদায়-বৈভবসংরক্ষক শ্রীশ্রীগুরু শ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ।

সাধুসঙ্গ মানুষের সর্ব্বনাশ্রে কর। নবমার সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁ'রা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন তাঁ'দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রলে আমরা খুব শীগ্‌গির ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।"

"ভগবান্ নন্দেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ-সেবা ভগবান্—বিষয় ভগবান, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বামন [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

যাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে অকপটে হরিভজন করিতে প্রস্তুত, এইরূপ দুই একটি লোকের সঙ্গই আমরা করিব। বহু অভাভিলাষী ব্যক্তির সঙ্গ প্রয়োজনীয় নহে। অন্যাভিলাষিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদার হইলে আমাদের বা তাঁহাদের কাহারও মঙ্গল হইবে না। মহাপ্রভু কেন আলালনাথ যাইতে চাহিলেন? আলালনাথ বৈকুণ্ঠ, সেখানে কোন দুষ্টধর্ম্মের কথা নাই—বা'হ্য-গত বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা নাই। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিবেন।

সম্প্রতি মিশনের মধ্যে এত বড় একটা বিপ্লব হইয়া যাইতেছে, এসময়েও যাঁহারা লোভ পুঁজিয়াই রাখিলেন, মিশনের সেবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুরাগ কতটা আছে, তাহার পরীক্ষা হইল। বৈষ্ণবের ভুবেদ্বেষে সুখীবঃদী হইয়া যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কপট ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত হরিভজন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মিশনের সেবক।

এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশের দলচালনা-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। দলচালনা আরম্ভ করিলে কা'র কতটা হরিভজনে অকপট অনুরাগ বুঝা যাইবে। আমরা বহু অন্যাভিলাষীকে চাহি না। অকপট হরিভজনকারী একটী হইলেই যথেষ্ট।

কতকগুলি লোকের মন ধরা থাকে, অর্থাৎ ভিতরে ইন্দ্রিয়তর্পণের পিপাসা গজ্‌গজ্ করিতেছে। ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী না পাইলেই তাহাদের মন সরিয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী করেন নাই। একমাত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার অবতার। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত আশ্রিত অনুগামী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী নহে। শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে যতটা ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন, তিনি ততটা প্রভুপাদের কৃপায় আশ্রিত।

কতকগুলি সেবকাভিমানী মনে করেন—পাঠ বক্তৃতা'দি করিতে পারিলে তাঁহারা সেইরূপ সেবা করিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য সেবা তাঁহাদের নিকট নীচ সেবা বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য—নিজেদের বাহাদুরী দেখাইব, ইন্দ্রিয়তর্পণ করিব। যদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যোগান দাও তবে তোমাদের সহিত সম্পর্ক, নতুবা নহে। "এবার আমাদের পোয়াবার'—যদি এরূপ বুদ্ধি কা'রও হয় তবে তাহারা গৌড়ীয়মঠের ত্রিসীমানায় আসে নাই। সমস্ত ইট-কাঠ ও চূণ-পাথরের বাড়ী নষ্ট হয় হউক, কিন্তু খাঁটি অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বান্তঃকরণে হরিগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবক দুই চারিটী লোক লইয়া একটি মঠে থাকা ভাল—যেখানে সত্যসত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়। বাহিরের দিকে একটা বিরাট্ show দেখান, বা লোকের নিকট বাহাদুরী ক'রবার নাম শুদ্ধভক্তিপ্রচার বা হরিভজন নহে। আগন্তুক বহির্মুখ লোকের বাহবা সংগ্রহ করা প্রচারের শেষ প্রয়োজন বা প্রচারের আদর্শ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হন নাই।

হরিভজনের অর্থই সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখা। দাস্থিত গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মিশনের সেবা না করা পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃত হরিভজন আরম্ভ হইবে না। যাঁহারা ঐরূপ দয়াগ্রহ এড়াইতে চাহেন, তাঁহারা কতটা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকামী, তাহা বিচার্য্য। দূরে দূরে থাকিয়া কিম্বা 'সুযোগ-সুবিধামত ছাড়া ছাড়াভাবে মিশনের দুই একটা কাজ করিয়া দিব'—এরূপ বিচারে গুরুসেবা হইবে না। হরিভজনের প্রাত্যহিক Progress এর tangible result চাই। মৌখিক হরিভজনপ্রচেষ্টা—কপটতামাত্র। আমার প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে দয়াগ্রহ ক'রয়া সর্ব্বাত্মার দ্বারা হরিসেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্য। দলছাড়া স্বতন্ত্রভাবে নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছায় চলা উচিত নহে। পূর্ণ-প্রগতি বা শরণাগতির মধ্যে হরিগুরুবৈষ্ণবের পূর্ণ আনুগত্য আছে। আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া যে মৌখিক হরিসেবার চেষ্টা বা প্রয়াস তাহা হরিসেবার প্রতি বিদ্রোহাচরণ। যিনি যতটা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যপূর্ণ দয়াগ্রহ দেখাইবেন তাঁহার ততটা অধিক হরিভজন হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা করিলে আমাদের সকলের আত্মনিক্ষেপ্তা, লোকপ্রিয়তাকামনার আগুন-জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিবেন। ইহাতে যদি কেহ কেহ চলিয়াও যান, তবুও শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতোত আমাদের হওয়া উচিত। তাঁহারা কখনও কপটতার advocate ছিলেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ জীবের সর্ব্বস্ব চাহিয়াছেন। চাকরীর টাকা বা ব্যবসার টাকার কিয়দংশ দিয়া মিশনের আনুকূল্য করিব, ইহা আংশিক সেবা মাত্র। ঐ সকল পাটোয়ারী বুদ্ধি গৃহব্রত স্বভাব হইতে বা প্রাকৃত ভোগলিপ্সা হইতে উদিত হয়। কেহ যদি তাঁহার কোটি কোটি স্বর্ণ টাকা যোগান করেন, তাহা বেশী, না পরমার্থ বেশী? কোহিনুর কত ছোট আর পর্ব্বত কিম্বা মাটী তাহার আকারে কত বড়। কিন্তু কোহিনুরের সঙ্গে মাটির তুলনা হয়, কিন্তু পরমার্থের সঙ্গে প্রাকৃত অর্থের তুলনাই হয় না। পরমার্থের নিকট জাগতিক কোটি কোটি টাকার মূল্য কি? যিনি সর্ব্বস্বসমর্পণ করিয়া হরিভজন করেন ঐরূপ অনন্তকোটি অর্থ তাঁহার পদবিভূতি হয়। আমাদের সর্ব্বস্ব দ্বারা হরিসেবার বুদ্ধি হৃদয়ে জাগরূক হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বস্ব না পাইলে শ্রীল প্রভুপাদের মন উঠিত না। কেন না, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবা করেন। শুক্রাচার্য্য সর্ব্বস্বপ্রদানের বিরোধী, তিনি নানাপ্রকারে ভয় দেখান—ভবিষ্যৎ কি হইবে? কিন্তু বামাচার্য্যের বিচার তাহা নহে। তিনি সব ছাড়াইয়া হরিভজন করান।

তুলসী হইতে বিদ্যুতের শক্তি ও তেজঃ অতি সহজে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং 'বিদ্যুৎ তুলসী অপেক্ষা শক্তিশালী' এরূপ বিচার যেরূপ, 'হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবক অপেক্ষা পাষণ্ডগণের পাষণ্ডতা করিবার শক্তি অধিক'—এরূপ বিচারও তদ্রূপ।

স্কুল কলেজের ছাত্রদের মত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতের নোট লিখিলে বা শ্লোক মুখস্থ করিলে তদ্দ্বারা কতকটা intellectual চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার যতটা শরণাগতি ও আত্মনিবেদন হইবে তিনি ততটা ঐ সকল গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ভক্তিবিনোদ-ধারা

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

গৌরহরি নিজ পার্ষদগণের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণ দ্বারা জগতে যে অলৌকিক সেবা বৌদ্ধ এবং আদর্শ সেবাপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অমর্ত্য ও অতুলনীয়। শ্রীরূপকে তিনি শক্তিসঞ্চার করিয়া সেই সেবা-বিজ্ঞান জগতে শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন। শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে সেই সেবারই সন্ধান দিয়াছেন। রূপানুগ বৈষ্ণব ব্যতীত কে এই নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইবে? শ্রীরূপের সেই অমৃতধারাই বর্ত্তমানে ভক্তিবিনোদ-ধারা নামে পরিচিত হইয়া ইহজগতে নিজের অমর্ত্যের গৌরীয় কথা প্রচার করিতেছে। ভক্তিসিদ্ধান্ত-ধারা সংপ্রবাহে বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশে জগতকে ধন্যাতিধন্য করিলেন। ধন্য অভক্তিমহাবিদীর অজ্ঞগণের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁহার প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে গোলোক হইতে এই ভূলোকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবতরণকে ভক্তগণ এইভাবে পূজা করিয়া থাকেন—

শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
দীনহীন পতিতের বন্ধু।
কলিহতো জীবাধিতে আসিলেন অবনীতে
তোমা অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু।
কর কৃপা বিতরণ প্রেমসুধা আস্বাদন
মাতিয়া উঠুক জীবগণ।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নাচুক জগত-জনে
বৈষ্ণবদাসের নিবেদন।

গোলোক হইতে অবতীর্ণ ভাগবৎপার্ষদ ব্যতীত এ জগতের কোন জীবই এই ধারার রক্ষক হইতে পারেন না। কোনও সাধারণ জীব ত' দূরের কথা, কোনও অসাধারণ লোক, কোনও তথাকথিত মহাপুরুষ, দেব-ঋষি-মুনি আদি কেহই এই ধারা সংরক্ষণ করিতে পারেন না। কেবলমাত্র নিত্যানন্দ-কিঙ্কর ভগবদ্ভক্তই আম্নায়পারম্পর্য্যে এই ধারার রক্ষকরূপে জগতে অবতরণ করিয়া থাকেন। এই ধারা নিত্য—অবিচ্ছিন্ন—সনাতন। সৃষ্টির আদিতে আদিকবি ব্রহ্মা এই ধারার রক্ষক হইয়া জগতে বর্ত্তমান করিয়াছিলেন। যথা—(মুণ্ডকে ১।১।১)

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য
কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায়
জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥"

ব্রহ্মা হইতে নারদ, তাঁহা হইতে ব্যাসদেব, তাঁহা হইতে মধ্বাচার্য্য, তাঁহা হইতে পদ্মনাভ, এইরূপে আম্নায়পারম্পর্য্যে জগদ্গুরুগণ এই ধারার সংরক্ষকরূপে জগতে

অবতীর্ণ। এই অনর্পিত প্রেমবাহিনী-প্রবাহে সর্বাপেক্ষা মহাপ্রভুর নাই-এই ধারার বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহা ক্রমশঃ উদ্ধে হইতে উচ্চতর ও উচ্চতমরূপে ক্রমবিকশিত হইয়া স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহারই জন্য কালের বিপ্রবাসী প্রভুদের ইঙ্গিত মহাপ্রভু প্রকাশ করাইয়াছেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই ১'ধারাই অমন্দোদয় রূপ-তপনালী বাসুদেবাদিরে শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয় আকর্ষক। ইহাই শুদ্ধা কেবলা শুদ্ধভক্তি-ধারাবাহিনী। ইহার রক্ষক চিরদিনই একজন না একজন জগতে আছেনই; নতুবা স্বর্গাবিহীন-অন্ধকার জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জগতের অবস্থা আরও জীবনতর হইয়া পড়ে। অতএব মুক্তপুরুষগণ জগতে থাকিলেও তাঁহারা বারাসংরক্ষণকারী জগদ্দেবের নিকট সমাজভাবাপন্ন তাঁহার লীলাপুষ্টিই করিয়া থাকেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বৈষ্ণবধর্মে এই শুদ্ধভক্তিধারার ক্রম-বিকাশের বিষয় লিখিয়াছেন যে, ইহা পরমফুল। প্রথমে মাত্র কোরকরূপে, পরে ঈষৎ বিকশিত অবস্থা, অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে পূর্ণবিকশিত হইয়া মনোহরের সৌগন্ধে জগৎ প্রমত্ত করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে স্বরূপ-রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ আদি প্রবর্ত্ত এই ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাহা হইতে নরোত্তম-বলদেব উদ্ধবদাস-মধুসূদন-জগন্নাথ আদি গুরুবর্গ এই শ্রীরূপের ধারা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়া জগতে বিতরণ করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র গৌরহরির ইচ্ছায় এই ধারা কখনও বিপুলভাবে কখনও সঙ্কীর্ণভাবে এই জগতে প্রবাহিত হইয়াছে। ধারা যখন সঙ্কীর্ণ হইতেও সঙ্কীর্ণ থাকে তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় জগৎ অন্ধকারপ্রায় হইয়া আসে। জনসাধারণ তখন মহাবিবর্তে পতিত হয়। ...কৃষ্ণপ্রেম-দানব-দৈত্যের তখন তাণ্ডবনৃত্য সূচিত হয়; বেশিয়াগণ, কপট বকধ্বজ, মায়াবিলাসী, জ্ঞানী, কর্মিগণ তখন এই ধারার রক্ষকরূপে নিজকে প্রচার করিতে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-ধর্মের জনীবন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্বে এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরে এই ধারা সঙ্কীর্ণভাবে জগতে প্রবাহিত থাকার দরুণ বর্তমান অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া জগতে অনেক অপসম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, বৈষ্ণবরাজী, বিপ্রসেবী, মায়াবাদী, জীব-ভগবানবাদী, বস্তুত তত্ত্বনববাদী, পাষণ্ড-মতবাদী, আর্যসমাজী, বিশ্বাবিষ্ট, ব্রহ্মবাদী ইত্যাদি—কত যে সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া নবধারাকে শ্রেষ্ঠতম মহাধারা বলিয়া প্রচার করিতেছিল, তাহা সকলেই অবহিতর অবগত আছেন।

কিন্তু বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই তিন প্রভুর শুভপ্রদীপ ভ জগতের উপর পতিত হওয়ায় মহাসৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইল। এক অভূতপূর্ব নবযুগের সূচনা দেখা দিল। তখন গৌরধাম নিজকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছায় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মহা যোগপীঠ হইতে এক অপার্থিব আলোকমালা প্রকাশ করিলেন। সেই আলোকে দুনিয়া জগৎ আলোর আলোময় হইয়া গেল। ভক্তিতীর্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই উজ্জ্বল আলোকের অনুসরণে কালোর পাশে জগৎ মাতাইল দুনিয়ার মত কালোর আলো শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদকে জগতে আকর্ষণ করিলেন। আলোর আলোর জগৎ ভরিয়া গেল। আলোর ধাম তখনই সেই উজ্জ্বল আলোকে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীরূপের শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীধারা সহস্রধারে উচ্ছলিত হইয়া ভক্তিবিনোদ-ধারাতে পর্যবসিত হইল। সেই অপ্রাকৃত ভক্তিবিনোদ-ধারার আলোময় কালোর ধাম শ্রীমায়াপুরের অভিষেক হইল। তখন সহস্র সহস্র গৌর-সেনানী কম্বুকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়া অভিষেকগীতি গাহিলেন।

'ব্রহ্মপুর' বলি' শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে তাহা মায়াপুর ভায়॥
জগন্নাথমিশ্রগৃহ পরম-পাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
অকৃতজ্ঞ ভূমি, জল, দ্রব্য, যত আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥
অসংখ্য বৈকুণ্ঠালয় চতুর্দিকে তায়।
সেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায়॥

পুনরায় জীবের সৌভাগ্যগগনে একখানা প্রাকৃতির মেঘের দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, মাত্র মুহূর্তের জন্য জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের কথা জগৎ অবগত হইল। কালোর আলোর অদর্শনে অন্ধকারের অন্তরালে বলিদানসনে জগৎও কর্ণিকের জন্য বিরহব্যথা অনুভব করিয়া গোপনে অশ্রু সম্বরণ করিয়া লইল। কিন্তু অতিবিলম্বেই পুনরায় আশার আলোক নিরীক্ষণ করিয়া দূর অপসৃত আবদ্ধ হইল। ভক্তিবিনোদধারায় রক্ষক-রূপে উজ্জ্বল আচার্যভাস্কর আত্মপ্রকাশ করিলেন। 'ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ কি জয়'—এই হর্ষ ধ্বনিতে জগৎ মুখরিত হইয়া গেল। ভক্ত কোকিলের কল-কূজনে বিশ্ব মুখরিত হইল। কিন্তু ঐ কণিকের অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় নবযুগের অন্ধ-বক পুতনা-কালনেমি-বর্ণধ্বজী-কপট অবধি রাবণ-অ'ঘট-বৃষ কত কি যে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'অন্ধকার যুগ বুঝি আসিল—আমার ধারা বুঝি ছিন্ন হইল, চিরদিনের পিপাসা এইবার বুঝি প্রাণ ভরিয়া মিটাইব—ভক্তিবিনোদ-ধারা বুঝি অবরুদ্ধ হইল, গৌর-সেনানী বুঝি রণে ভঙ্গ দিল' ইত্যাদি কত কিছু আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়া এবং মনে মনে মনকলা খাইয়া অসুর ও দানবকুল পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। কিন্তু অতুলন আচার্যভাস্করের অলৌকিক তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা অন্ধকার-কোটরে সত্বর আত্মগোপন করিল। বর্তমানে আলোকোজ্জ্বল ভক্তের প্রেমাশ্রুধারায় কণিকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। বর্ষাতে স্নিগ্ধ সুধাকরের শারদীয় কিরণে জগৎ আজ সুশীতল।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী ঠাকুর জগতের ভাবি সৌভাগ্যের কথা এবং ভক্তিবিনোদধারার রক্ষক আচার্য-ভাস্করের কথা স্পষ্ট ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে হতাশের কোনও কথাই নাই। তাঁহার অপ্রকটকালীন বাণী—"ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না—আপনারা বিপুল উৎসাহের সহিত রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করুন, অচিরেই পঞ্চাশ সহস্র বৈষ্ণব আসিতেছেন"—'বাসুদেবাবতরণাকে থাকিয়া ও' সদা লহ নাম।" অতি উজ্জ্বল যুগের এই দিব্য ইঙ্গিত পাইয়াও একটু আধটু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া যাঁহারা ভয় পাইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িবেন তাঁহারা কখনও প্রভুভক্ত নহেন। জগদ্গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়াও মুখে মুখে হাসি হাসি করিলেও যাঁহারা প্রাণে প্রাণে সুদৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা দুর্ভাগা। অচল হিমগিরিও বিচলিত হইতে পারে, সূর্যের পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া বরং সম্ভব হইতে পারে কিন্তু আচার্যের বাণী কোনও দিন কোন কালেও মিথ্যা হয় না। তাই আবার বিপুল উন্মাদনার সহিত সগর্জ্জনীকণ্ঠরবে শুধু মাত্র সতীর্থ ভ্রাতাগণকে নহে, নিখিল বিশ্ববাসী আত্মজোড়ী-অন্তরের লক্ষাধিকদের, শুধু তাহাই বা কেন, সুরলোকবাসী দেববৃন্দকেও কাতর আহ্বান করিয়া এই সুদৃঢ় সত্যবাণী—পরম ভরসার বাণী বিজ্ঞাপন করিতেছি। "মা ভৈঃ!" অশোক অভয় অমৃতলোকে চাতকবৃন্দ, নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্ম ভক্তিবিনোদ-ধারার রক্ষকরূপে আজও গৌড়ীয়গণের উজ্জ্বল করিয়া জগতে প্রকাশিত আছেন। তিনি তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন; সে ছায়ায় সকলেই আশ্রয় লাভ করিয়া তাপিত প্রাণ সুশীতল করিতে পারিবেন। তিনি কোনও ব্যক্তিবিশেষের—জাতিবিশেষের—সম্প্রদায়-বিশেষের—দেশ-কাল-পাত্রবিশেষের জন্য জগতে আসেন নাই। তিনি সকলেরই প্রভু—সকলেরই গুরু। তিনি অভিন্ন-প্রভুপাদ, অভিন্ন-ভক্তিবিনোদ, অভিন্ন-শ্রীরূপ, অভিন্ন-শ্রীস্বরূপ, অভিন্ন-নিত্যানন্দ। তিনি কাহারও শিষ্য নহেন—শিষ্যের অভিনয়কারী। তিনি কাহারও সতীর্থভ্রাতা নহেন, সতীর্থ-ভ্রাতার অভিনয়কারী। শ্রীজীব-রঘুনাথ যেরূপ শ্রীরূপানুগ, ইনিও সেইরূপ শ্রীপ্রভুপাদানুগ। তিনি নিত্য জগদ্গুরু। নিত্যকালই অপ্রাকৃতরূপে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ আচার্যরূপে জগতে উদিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারীরূপে ভক্তিবিনোদ ধারার অমৃতমন্দাকিনীতে জগৎকে স্নাত করাইয়া থাকেন। হে তাপদগ্ধ জীবকুল, আর মুহূর্তমাত্র সময়ক্ষেপ না করিয়া আপনারা তাঁহার চরণাশ্রয় করুন—গোলোকের প্রেমধনের ভাণ্ডারীরূপে বর্তমানে একমাত্র তিনিই প্রকাশিত আছেন, চির দিনের তাপিত প্রাণ সুশীতল হইবে—অমৃতের সন্ধান অমৃতমন্দাকিনীতে স্নান করিয়া ধন্য হইবেন—সমস্ত সংশয়, সমস্ত সংশয় দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসুন, দূরে থাকিয়া কিছুই বুঝা যায় না। আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেবা করিলে তিনিই অন্তর্যামিরূপে উদিত হইয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিবেন। তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিতে পারিলে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। 'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥'—অন্যভাবে তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি এ জগতের কোনও প্রাকৃত জীব-বিশেষ নহেন, তিনি অপ্রাকৃত বস্তু। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥' বহু শ্রবণ, বহু প্রবচন, বহু মেধাবার্তা সাক্ষাৎ ব্রহ্মাদিপূর্ণ কৃতি ব্যক্তিও তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তাঁহার কৃপা হইলে দীনহীন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং শ্রীনিত্যপ্রচারকদের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ ব্রহ্মসূত্র-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকৃতকৃষ্ণলীলাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভারগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুখকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাঁবশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) ধবাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ম্যাকরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর
পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মগধা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং রমনান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁধাঘাট, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির
পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ছুমুরদহ, পোঃ চাকদহ, (মানভূম)।

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১২১।৪৩ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
ভাটাইরোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুনের কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাইন	১০৷৶০
বড়িপুর ১০০০ নং	১০৴০
গুড়োয়া সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
	৩৪৷০
টাকশালের বার	২২৲
লণ্ডনের	৫২৷০
চাঁদির বাট	

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৩১৷০
বাজার দরের নমুনা—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
কুলাংকারির ঐ	৬৲—৬৶০
গভমেন্ট ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৸৶০
পাপাড়	১৪৶০—১৸০
ভূষি	১৪৶০—১৪৶০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
রামনগর	৫৭৲
বৃন্দাবনী	৫০৲
লক্ষী	৪৫০৲
খাদিমপুর	৩৩৷০

তামাক

তাম্র	
কাঁচুলে	৩৩৲
রাজা পাতলা	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

ঘৃতের দর

আমেদ সোনার কাইন	৫৪
সিটান আমের অম্বল	৪০৲
কলাচি চূনির কাইন	৪০৲
হাবার্ড ভাষা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাবনা সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুঁড়ি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৪৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীল	১৶১০—৸৶০
বাজার দেরা কাঁটা তার (বাজিশ)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ০—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ইত্যাদি	৬৸০—৭৷০
গোল রড বি-টিনকোল ও কন্‌ক্রিটের	৭৷০
	৬৸০—৭৸০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

টিনেদের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬৷০

কুলার হাপর ৪৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ বনরোড ঘাট রোড়ানী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

—::০::—

প্রথম শ্রেণী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র কিম্বা ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

-:(:০:):-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে “দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের “ফেভ্‌রোল” অব্যর্থ মহৌষধ। এমন আশুফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-ম্যাপুজা, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে “ফেভ্‌রোল” ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে এক মাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুরুয়াদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শঙ্কুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায়, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং দুষ্ট পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:(০):—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অবিকৃত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসি পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

" কৃষ্ণ "

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও শ্রীচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের শ্রীমচ্চরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ, (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী ও শব্দার্থ (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমধ্বগৌড়ীয়মঠ, ৯৭নং আপার সার্কুলার রোড; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভারতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা শহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	৶০	৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৩৲	৩৲	২৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲		৫৲	৩৲	
এক কলম ১৫৲		১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৷৵	৷।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈ-মাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

খুচরা প্রতি সংখ্যা ৴০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৯ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২-২৩

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-০৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৩

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৪ ৯ ১৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৫-৩৬ ৬ ২০ ১০-৩ ১২-১৬ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৩১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১৩-১১ ১২-২১ ১৬-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৪৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৮-২০ ১২-৪৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম-মায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২১শে জুন, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

(সংকলিত)

অস্থায়ী বড়লাট পদে লর্ড ব্রাবোর্ণ

জনসাধারণের খবরের জন্য এক ইস্তাহারে ভারত-সচিব, ভারতের বড়লাট ও সম্রাট প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগোকে অস্থায়ী ৪ মাসের জন্য ছুটী মঞ্জুর করিয়াছেন। বড়লাট মহোদয় যে তারিখ বিলাত যাত্রা করিবেন, সেই তারিখ হইতে ঐ ছুটী আরম্ভ হইবে। লর্ড লিনলিথগোর অনুপস্থিতিকালে অস্থায়ীভাবে ভারতের বড়লাট ও সম্রাট-প্রতিনিধির কার্য্য করিবার জন্য সম্রাট লর্ড ব্রাবোর্ণকে (বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণর) নিযুক্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতির পূর্ব্ববঙ্গ সফর

গত ১৭ই জুন প্রাতে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ময়মনসিংহ বিপিন-পার্কে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময় বালিকাগণ কর্ত্তৃক "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা" সঙ্গীত গীত হয়। রাষ্ট্রপতি পতাকাউত্তোলন-প্রসঙ্গে বলেন,—এই পতাকা জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত ইহার সম্মান- রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, পতাকার জন্য আমরা আমাদের জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। পতাকামূলে মিলিত হইবার জন্য ইহা জাতির প্রতি আহ্বান। জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসু "ভারত" অফিস পরিদর্শন করেন। তথায় তাঁহাকে একটী মানপত্র দেওয়া হয়।

ময়মনসিংহের মহারাজা, [illegible] চৌধুরী ও অন্যান্য জমিদারগণ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ "ভারত" অফিসের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাষ্ট্রপতি জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয়ে গমন করেন; তথায় তাঁহাকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয় এবং ছাত্র কর্ম্মিগণ 'গার্ড-অব অনার' প্রদর্শন করেন। রাষ্ট্রপতি মানপত্রের যথাযোগ্য উত্তর দেন।

বেলা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহারাজার সহিত চা পান করেন। মহারাজা স্বয়ং তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। অভিনয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য-চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনও তাঁহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

মুক্তাগাছার জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মোটরযোগে মুক্তাগাছা যান। তিনি বহুক্ষণ তথায় অবস্থান করেন। তথায় তাঁহাকে বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

বিহার সরকারের সাহায্য

বিহারের বিভিন্ন জিলার অগ্নিকাণ্ডের ফলে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে সেই সকল দুর্গতদিগকে সাহায্যদানের জন্য বিহার সরকার ৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইতালী জাপানের প্রীতি

ইতালী কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে যোগ দেওয়ায় জাপান সম্রাট সিনর মুসোলিনী, কাউণ্ট সিয়ানো ও আরও ২৮জন বিশিষ্ট ইতালীয়ানকে সম্মান-সূচক পদকে ভূষিত করিয়াছেন। সিনর মুসোলিনী 'চন্দ্রমল্লিকা'-খচিত এবং কাউণ্ট সিয়ানো 'প্রভাত সূর্য্য'-খচিত প্রথমশ্রেণীর পদকে ভূষিত হইয়াছেন।

ইতালীর রাজা জাপ প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনয়ে ও ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব ব্যারণ হিরোতা সহ বিশজন জাপ রাষ্ট্রনায়ককে সম্মানসূচক পদক উপহার দিয়াছেন।

স্পেনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও স্পেনীয় বিচারসচিব সেনর গঞ্জালেস পেনার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। পণ্ডিতজী তাঁহাকে যে সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠান লইয়া স্পেনীয় পপুলার ফ্রণ্ট এবং গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট গঠিত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সেনর পেনা যে সব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ জয় লাভ করিতে এবং গণতন্ত্র রক্ষা করিতে সাহায্য করিতেছে তাহাদের মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সেনর পেনা বলেন,—"পপুলার ফ্রণ্টের রাজনৈতিক দলসমূহ ও শ্রমিকগণ বিনা সর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে। পপুলার ফ্রণ্টের প্রত্যেক দলেরই মত আছে এবং তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা হইতেছে—স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। দুইটী সুবৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন চুক্তি দ্বারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহাদের এই মিলনেই প্রমাণিত হয় যে, স্পেনের সমস্ত শ্রমিকই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে।"

গণতন্ত্রী রাজনীতিতে কম্যুনিষ্টদের প্রভাবে পণ্ডিত জওহরলাল বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেনর পেনা পুনরায় বলেন যে, চরম দক্ষিণপন্থী গণতন্ত্রী এবং চরম বামপন্থী শ্রমিকগণ লইয়া পপুলার ফ্রণ্ট গঠিত হইলেও ইহাতে কোন দল বিশেষের প্রাধান্য নাই।

পেশোয়ারের পাবলিক প্রসি-কিউটর বরখাস্ত

গত ১৭ই জুন গবর্ণমেণ্টের এক জরুরী আদেশে পেশোয়ারের সিনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী শেখ মহম্মদ শফী বরখাস্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবিলম্বে তাঁহার কাগজপত্র তাঁহার সহকারীকে বুঝাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন।

সেসন কোর্টে জিবন সিংহের হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত তোরাব আলী পাঠানের মামলার শুনানী উঠিলে মিঃ শফী নাকি সরকারপক্ষ হইতে মামলার উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে ঘটনাস্থলে যাওয়া নিতান্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। বস্তুতঃ জানা যায়, তিনি এই মন্তব্য করায় তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

মিঃ শফী তাঁহার সহকারীকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গলা লাটের কার্য্যভার গ্রহণ

স্যার রবার্ট রীড আগামী ২৪শে জুন বাঙ্গলার গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ঐ দিন বৈকাল ৫।টার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসের দরবারগৃহে তিনি রাজভক্তির শপথ করিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

নির্বিশেষ জড়ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে পুনশ্চ মহোদয়ের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮
দশম স্কন্ধ— ৯
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনন্দ
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাধনা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিসন্দর্ভিকা গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকত্ব ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৭৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদনির্ণয় ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডার ন অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্‌ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। শোভাট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনম্যানিফেস্টেড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পা... দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ { ৯ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২১শে জুন ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ৯৫তম সংখ্যা

বম্বেতে প্রচার

—--::(০)::——

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমঠে, সহরের বিভিন্ন স্থানে এবং সহরের বাহিরে বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীমঠে দৈনিক নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন, হরিকথা আলোচনা প্রভৃতি হইতেছে।

প্যারেলে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ

প্যারেল প্রবাসী সজ্জনপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে বম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাঠকীর্ত্তনাদি করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ং-ভগবত্তার কথা এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা বিষয়ে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন করা হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠশ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

মুলুণ্ডসহরে বক্তৃতা

গত ১৭ই জুন তারিখে মুলুণ্ড সহর-নিবাসী সজ্জনবৃন্দের সাদর আহ্বানে বম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তথায় গমন পূর্ব্বক যথাক্রমে হিন্দী এবং গুজরাটি ভাষায় "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মুলুণ্ডনিবাসী কতিপয় ব্যক্তি মিলিয়া "ডিভাইন লাইফ্ সোসাইটী" নামক এক সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথাও কিছু কিছু প্রচার করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সদ্গুরুর কৃপাবরণপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ ব্যতীত এবং নিজে আচরণ না করিয়া প্রচার করার যে মূল্য কিছুই নাই তাহা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

বক্তৃতার পূর্ব্বে উক্ত সোসাইটীর সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচয়-প্রদানমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যবাণীর একমাত্র আচারবান্ প্রচারক, ইহা তাঁহার মাতৃভাষায় (গুজরাটি) সমাগত সজ্জনবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত. শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী বাগ্মিবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় হিন্দীভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীও গুজরাটি ভাষায় অর্দ্ধঘণ্টা-কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলেন। বক্তৃতান্তে অনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠকে এবং প্রচারক-গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

এই দিবসের সভায় বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিশেষ প্রশংসা করেন।

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ৪ঠা জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান্ পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মনোমোহন লাল মহোদয় তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় সহ বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু এবং উপদেশক বাগ্মিবর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ইংরাজী ভাষায় তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র প্রচার্য্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে আরাত্রিকান্তে শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গৌরবিহিত পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন করা হয়। পাঠ, কীর্ত্তন এবং হরিকথা-শ্রবণে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীমঠে আসিয়া পাঠ কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার শ্রীহরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ সত্য সত্যই প্রশংসনীয়।

আরাধ্য কুহক

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

সে জানে বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন।
বিষপান হ'তে তাহা নহে কদাচন॥
এ কথা শুনেও ঐ বিষই লাগে ভাল।
হাড়াযে দিবসে কিন্তু আছে যম—কাল।
দিবসে ইন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত পরিশ্রমে।
নিশীথে চিন্তার স্রোত চলে অবিরামে॥
কুস্বপ্ন দর্শনে নিদ্রা ক্ষণে ভঙ্গ হয়।
দৈবযোগে অর্থাগম কিছুমাত্র নয়॥
ঈশ্বর-বৈমুখ্যহেতু যদ্যপি এ গতি।
তথাপি ভজনে মোর নাহি হয় মতি॥
মোহের মদিরা-পানে হ'য়েছি আবিষ্ট।
বুঝেও বুঝি না তাই কিছু ইষ্টানিষ্ট॥
সাধুসঙ্গ, সাধুকৃপা বিনা কিছু আর।
উপায় নাহিক দেখি করিতে উদ্ধার॥
সে সঙ্গ সে কৃপা কবে করিব বরণ।
আশ্রয় করিব কবে সাধুর চরণ॥
জানি না ছুটিবে কবে মায়ামোহ ঘোর।
জানি না ছুটিবে কবে কাটিবেক ডোর॥
মোর দশা নাহি হৌক কাহারো জগতে।
মত্ত নাহি কেহ হৌক বিষয় রসেতে॥
মোর মত কাম ক্রোধ নক্রের কবলে।
কিম্বা ছই বাসনার কঠিন শৃঙ্খলে॥
বদ্ধ হ'য়ে ক্ষুধবর ভবার্ণব-জলে।
পতিত না হৌক কেহ এই ধরাতলে॥
ডুবিয়া সংসার-সিন্ধু, গোষ্পদ-জলে।
বিহরিতে সাধ যায় হয় ভাগ্যফলে॥
গুরু-গৌরাঙ্গের পদ করি' সে আশ্রয়।
অক্লেশে মায়ার পাশ হ'তে মুক্ত হয়॥
এ সব দেখেও মোর না হ'ল চৈতন্য।
মোর মত দুরদৃষ্ট কেবা আছে অন্য॥
দ্বিতীয়াভিনিবেশহেতু মোর ভয়।
"গুরুদেবতাত্মা" নহে, তাই হেন হয়॥
ইহা উপলব্ধি হ'লে সব মোহ-নাশি।
ভক্তিভাব অবশ্যই পরস্থ পাশি॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বরূপ নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—বহুপাপময় পরীক্ষার স্থল। সংকীর্ণতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ বামন দ্বাদশী প্রস্থান গৌরাব্দ ৪৪২

দুই একটি কথা

——:::•):::——

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠে "গুরু, ভক্ত, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ। শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস।"—ভগবানের এই বহুবিধ বিলাসের কথা জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ংরূপে, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুরূপে, শ্রীবাসাদি ভক্তরূপে, অদ্বৈতাবতাররূপে, স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যানন্দরূপে এবং গদাধরাদি শক্তিরূপে বিচিত্র বিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের দীক্ষাশিক্ষাগুরু এবং ষড়্গোস্বামী প্রভু, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের শিক্ষাগুরু। সুতরাং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে অংশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহারা ভগবান্ অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রেমবশ্য। এত বড় জিনিষ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম - আমাদের দীক্ষাশিক্ষাগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার পদধূলির সহিত অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুর তুলনা হয় না, ভগবানেরও যাঁহার প্রেমবাধ্য, সেই আচার্য্যের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব! আচার্য্য যে অন্যান্য দেবতাদির অপেক্ষা কত কোটিগুণে আমাদের অধিক পূজ্য, তিনি যে আমাদের কত মঙ্গলবিধাতা তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা জানিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাকে জগতের লোকের সহিত সমান মনে করি, তাঁহাতে মানুষবুদ্ধি করি, মনুষ্যবুদ্ধি করি এবং তৎফলে অনন্ত নরকের পথের পথিক হই। যতদিন আমরা আচার্য্য স্বীকার ও ভগবদ্বিগ্রহ আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার না করিব, ততদিন আমরা মনের খেয়ালকেই ভগবৎসেবা বা গুরুসেবা বলিয়া মনে করিব এবং আমার মনের বিচারে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু যেখানে আচার্য্যের নিষ্কপট আনুগত্য সেখানে ঐরূপ ধরণের বিপদ্ নাই। আচার্য্যানুগত ভক্তগণ আচার্য্যের আনুগত্যে—আচার্য্যপাদপদ্মানুসরণে ভক্তকৃপায় সংসিদ্ধান্তপূর্ণতা ও ভজনবল লাভ করিয়া ক্রমপন্থানুসরণে অনায়াসে ও নির্ভীকচিত্তে পরমপ্রয়োজন লাভ করেন। সেই আচার্য্যকৃপাপ্রার্থিগণের সম্ভাবনা বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহারা নিত্য নবনবায়মান সেবালালসায় উন্মুখ থাকিয়া আচার্য্যচরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত। অনুগতজনের কি আনন্দ! কি সৌভাগ্য! জানি না, সে সৌভাগ্য আমার কবে হইবে।

আমরা শুনিয়াছি, কানে ফুঁ দেওয়ার নাম দীক্ষা নহে, দিব্যজ্ঞান দানের নাম দীক্ষা। যিনি দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ইতরবিষয়াসক্তি থাকিতে পারে না। সেই সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি গুরুকৃপালব্ধরাজ্য। তিনি এজগতের কোন আবর্ত্তনবিবর্ত্তনের ধার ধারেন না। দীক্ষার অভিনয় দীক্ষা নহে। আমরা অনেকেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রভুর নিকট কখন দীক্ষিত হইয়াছি, কখন সেই নিত্য প্রভুর সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হইয়া তাঁহার শুদ্ধসেবালাভের সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাহা অন্তর্যামী প্রভুই জানেন; আর আমরা নিজে নিজেও অন্তর্নিষ্ঠ জানি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি প্রভুকৃপা লাভ করিতে পারি নাই, দীক্ষা (?) গ্রহণ করিয়াও দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। সুতরাং মাদৃশ সম্বন্ধবিচ্যুত অজ্ঞানান্ধ পতিতকে যদি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান প্রদান না করেন, এ অযোগ্যকে নিজ ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে কে আমায় উদ্ধার করিবেন? কবে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া—তাঁহার প্রকৃত শিষ্য হইবার সৌভাগ্য পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইব। জানি না সেদিন আমার কবে হইবে।

যাঁহারা কৃষ্ণসেবাপর উর্দ্ধরেতা পুরুষ, তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত ও গোস্বামী। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাঁহার বেদপ্রতিপাদ্য শ্রীভগবানে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপা উজ্জ্বলা বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। ভক্তিশাস্ত্রে অভিমানযুক্ত অকৃপাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ গাহিয়া থাকেন,—

গুরুদেব!

আমি ত' মূর্খ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি॥

গুরুদেব!

তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূর্খ যখন, তুমি অবেধিবে,
এ দাসে না ভাব পর॥

'গোস্বামী' বলিতেও কোন বংশ বা জাতিকে বুঝায় না। 'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। যিনি হৃষীকেশের সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষই গোস্বামী। তিনি বাক্যমনোবেগাদি ষড়্‌বেগজয়ী। শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই গোস্বামী ও জগদ্গুরু। ইঁহারা সকলেই ভগবদ্বিক্রম—ভগবদবতার। ইঁহাদের পদরেণুই আমাদের একমাত্র সম্বল ও আশা-ভরসা।

চ'তে গুরুর ম'তে শিষ্য

(উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী)

কোন এক গ্রামে একজন লোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম দুর্গাদাস অধিকারী। অধিকারী মহাশয় যখন যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তখন বিবাহাদি করিয়া সংসার পত্তন করিলেন এবং সংসার কি করিয়া চলে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, আমরা অধিকারী বংশ, আমাদের গুরুগিরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহই একমাত্র উপায়। ইহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে; আমিও তাহাই করিব। এই বলিয়া নূতন শিষ্য করিবার জন্য বহির্গত হইলেন এবং পিতা-প্রপিতামহের শিষ্যের বাড়ীতে গিয়া বার্ষিক আদায় করিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর এক শিষ্যের পুত্রের বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। পুত্রকে মন্ত্রপ্রদানের জন্য গুরুদেব অধিকারী মহাশয়ের ডাক পড়িল। গুরুদেব শিষ্যগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিষ্য—গুরুদেব! বিবাহকার্য্য আরম্ভ হইবে, পুত্রকে মন্ত্রপ্রদান করুন।

গুরু—আমার পুরা পাওনা না মিটাইলে মন্ত্র দিব না।

শিষ্য—হবে না গুরুদেব, বিবাহের সময় গণ্ডগোল না ক'রে মন্ত্র দিয়ে দিন।

গুরুদেব—না, দিব না।

শিষ্য—আমার বাপবেটার গুরু, মন্ত্র দিবে না কি তামাসা? বেশ জোরে জোর মন্ত্র আদায় ক'রে ছাড়বো। মন্ত্র না দিলে আর নিস্তার আছে?

তখন গুরুদেব প্রাণভয়ে শিষ্যপুত্রের কাণে একটা ফুঁক দিয়ে দে দৌড়। এই ঘটনাটি মিথ্যা বা অত্যুক্তি নয়। সত্য ঘটনা, ইহার অভ্যন্তরে কি শিক্ষণীয় বিষয় আছে তাহা আলোচ্য।

সাধ্য ব্যক্তি গুরু ন'ন, বাবার বাপের নামও নায়ক ন'ন। তাঁহাদের যাঁহারা ভক্তি করেন বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারাও ভক্ত নন। গুরুগিরি চিনি, আলু, আটার ন্যায় ব্যবসায়ের বস্তু নয় এবং গুরুও দৌকানদারীর আবদ্ধ নহেন। লোকে যেমন জীবনরক্ষার জন্য নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করে, আমিও শিষ্যসংগ্রহ করিয়া বলিয়া বলিয়া তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইব, এইরূপ গুরুগিরি নয়। গুরু অর্থাৎ ভারী বস্তু। লঘুকে যিনি গুরু করিতে পারেন তিনিই গুরু। গুরু শিষ্যের বিষয়দ্রব্যাদিতে ব্যস্ত থাকেন না। তিনি কনক-কামিনীর দাস ন'ন। তিনি কৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন। তিনি শিষ্যভোগের জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁহার আচরণে প্রতারণা বা শঠতাদি নাই। প্রতারক প্রচারক হইতে পারে না, প্রচারকার্য্য শ্রীগুরুদেবের একচেটিয়া। তিনি ছাড়া প্রচারকার্য্যে আর কাহারও অধিকার নাই। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া অধিকার প্রদান করিবেন তিনিই প্রচার করিতে পারেন।

গুরুদেব যাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করেন তাঁহার আর বিষয়ভোগপিপাসা থাকে না। তখন তিনি বলেন—

"কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

ইহা সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর ন্যায় শিষ্যসংগ্রহ বা শিষ্যের নিকট হইতে কিছু আদায়ের জন্য বাস্তব গুরু ব্যস্ত হন না। ঐ অধিকারী মহাশয় গুরু বলিয়া অভিমান করিলে কি হইবে? তিনি কোন দিন কাহাকেও শিষ্য করিতে পারেন নাই, পরন্তু শিষ্যগণের শিষ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন মাত্র। তিনি শিষ্যের দাসত্বকে বরণ করিয়াছেন। শিষ্যের কথায় উঠেন আর বসেন, যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালিত হইবে না, ভোগে বাধা পড়িবে। তাই কুগুরুগণের ন্যায় ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নানা অপমান সহ্য করিয়াও ঐ প্রকার ঘৃণ্য কার্য্যে ব্রতী হ'ন। এই প্রকার ভণ্ডগুরু-

দাবী গুরু-সম্প্রদায়ের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, নিজেরা নরকে যাইতেছে এবং অপরকেও নরকে লইয়া যাইতেছে। তাহাদের কথা এই যে, একা কেন নরকের যাত্রী হই, সকলে মিলিয়া নরক অন্বেষণ করাই ভাল। হায়! আমার পোড়াকপাল! আমি গুরুগিরি করিয়া ঠকিলাম কি জিতিলাম তাহা বিবেচনা করিলাম না। কেহ কেহ গুরু সাজিবার মানসে মাতাকে, ভ্রাতৃবধূকে শিষ্য করিয়া ফেলিলাম এবং তাঁহাদের দ্বারা সেবা গ্রহণ করিতে লাগিলাম। কেহ যদি বলিলেন "আজ্ঞে, আপনাকে ত' আমরা ভাল বলিয়া জানিতাম, আপনি আজ এ কি আচরণ করিতেছেন?" তখন আমি বলিয়া থাকি—"আহা, এটাও বুঝিতে পারিতেছেন না, শিষ্য কন্যাতুল্য, তাহার সেবা গ্রহণ করিলে অসুবিধার কোন কথা নাই। হায়! হায়! যে কথা এতদিন শুনিলাম, যে কথা এতদিন চীৎকার করিয়াই বেড়াইলাম, বহুধীর গুরু হইতে পারে না, চ'ড়ে গুরুর ম'ড়ে শিষ্য হইয়া থাকে, কিন্তু আজ আমি মুক্তপুরুষ (?) সাজিয়া বসিয়াছি কিসের জন্য—না, আমি গুরু হবো! এপ্রকার চ'ড়ে গুরু সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন হইল? এই রোগের মূল নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক, তাহা না হইলে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া জগতের অহিত সাধন করিবে। আমার ন্যায় দশ বিশটা মরিলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ অনেকের প্রাণনাশ হইবে, ইহাই দুঃখ।

ঐ চ'ড়ে গুরুর ম'ড়ে শিষ্যের ন্যায় আবার কতকগুলি পাষণ্ড নিত্যানন্দান্তিম শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের শিষ্যসংগ্রহের যন্ত্র বা দালালের মত নির্দ্দেশ করিতে চায়, গুরুদেবকে তাহাদের বশীভূত করিয়া তাঁহা হইতে কিছু শোষণ করিতে চায়। 'গুরুদেব! আমি আপনার মিশনের প্রধান সহায়ক, অতএব আমি যে আপনার পরমাশ্রয় ইহাতে সন্দেহ কি? আপনি আমার প্রতিষ্ঠার জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করুন, আর যদি না দিবেন তবে চলিলাম।' আমি ভিক্ষুক, বহু অর্থ গুরুদেবকে প্রদান করিয়াছি। অতএব আমি কেন গুরুশ্রেষ্ঠ না হইব? আমার বাগ্বৈখরীতে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া কত লোককে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আনয়ন করিয়া, গুরুদেবকে কৃতার্থ (?) করিয়া দিয়াছি, অতএব আমিই একমাত্র গুরুদেবের উত্তরাধিকারী। হায়! গুরুদেব অর্থের দাস ন'ন, গুরুদেব মাধুর্য্য অথবা ব্যক্তির সেবার অভিনয় দেখিয়া ভুলেন। তিনি আমাদের স্বরূপ বিশেষভাবে জানেন, 'কত কপট আমি তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই। তাই আমার ন্যায় শিষ্যাভিনয়কারীর প্রলাপ উক্তিসমূহ শ্রবণ করিয়া তিনি যাহা আচরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত বক্ষ্যমাণ লীলার বিন্দু উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়াছি। তাই তাঁহার প্রেষ্ঠের স্বরূপ আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে। প্রকৃত শিষ্য যিনি, তিনি গুরুদেবের প্রকটে, বা অপ্রকটে ঐ প্রকার দাবী করেন না। তিনি বলেন।

"যাহবি যাহবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥"

তিনি যা ইচ্ছা করেন করুন, প্রতিষ্ঠা দিতে হয় দিন, প্রতিষ্ঠা না দিয়া গালাগালি দিতে হয় দিন, তথাপি তাঁহার নিকট ঐ প্রকার শিষ্যের ন্যায় কোন দাবী করিব না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার ভিখারী হইয়া অতি দীনভাবে অবস্থান থাকিব তাঁহার কৃপা যখন হইবে তখন মাথা পাতিয়া লইব। আমি ঐপ্রকার গুরু হইব না বা ঐ প্রকার শিষ্যও হইব না। আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জগৎকে ঠকাইবার বুদ্ধি আসিলে নিজে ঠকিতে হইবে এবং চ'ড়ে গুরু সাজিয়া ম'ড়ে শিষ্য করিবার জন্য ধাবিত হইতে হইবে। ফলে অবশেষে উভয়কেই হাবুডুবু খাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাই বলি, প্রকৃত গুরুর প্রকৃত শিষ্য হওয়া দরকার। তদ্দ্বারাই নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। নতুবা চ'ড়ে গুরুর ম'ড়ে শিষ্য হইলে সর্ব্বনাশ।

পাদ নরহরি প্রভুর হরিকথা

বৈষ্ণবগণ করুণাময়। তাঁহারা করুণা বিতরণ করিবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হন। সেই করুণালাভের জন্য জীবের অকপট চেষ্টার আবশ্যক। আমরা অনেক সময় কপটবৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া অবসন্ন থাকি। বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে হইলে ঐ প্রকারের কাপট্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তাঁহাদের করুণা লাভ করিতে হইলে, সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া চাতকের ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত থাকিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী, তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের করুণালাভের আর্ত্তি ও চেষ্টার অনুপাতে কৃপা বিতরণ করেন। চেষ্টার ত্রুটি থাকে বলিয়া আমরা কৃপালাভে বঞ্চিত হই। তাঁহাদের কৃপা-লাভ করিতে হইলে আমাদের কি প্রকার অকৃত্রিম ব্যগ্রতা থাকা আবশ্যক তাহা আমরা শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরের আদর্শ হইতে বুঝিতে পারি। লোকনাথপ্রভু লোকনাথ ঠাকুর কাহাকেও শিষ্য করিবেন না বা কাহারও সেবা গ্রহণ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ প্রভুর কৃপালাভের অদম্য পিপাসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বহু কষ্টে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা-সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। যদি আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসন্নতা-সম্পাদনে সর্ব্বক্ষণ বিপুল আগ্রহযুক্ত থাকি, তবে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা বিতরণ করিবেন। কূপে নিমজ্জিত ব্যক্তির উদ্ধার জন্য তাহার একমাত্র বান্ধব যেমন রজ্জু নামাইয়া দিয়া তাহা অবলম্বন করিয়া উঠিয়া পড়িতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন, সেই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের উদ্ধার জন্য উদ্ধারের একমাত্র উপায় যে শ্রীহরির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, তাহার সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মপ্রদত্ত এই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া দেহ ও মনের দাসত্ব করিয়া অবস্থান করি তাহা হইলে দোষ আমাদেরই। আমরা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া হরিভজনে আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রীতিবিধান করিতেও পারি, আবার সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ঐ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজনও হইতে পারি। অতএব কৃপালাভ করা ও পরিত্যাগ করা জীবের স্বেচ্ছা-সাপেক্ষ। শ্রীহরির কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু; হরিকথা বাদ দিয়া আমরা অন্যপ্রাদিতে নিযুক্ত থাকিলে আমাদের প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্তরঞ্জন করা চেষ্টায় সংগৃহীত দ্রব্য [illegible] ভিন্ন যদি অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবা কেহ গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার চরণে যে অপরাধ সঞ্চিত হইবে তাহার স্খালন হওয়া কঠিন। অন্যাভিলাষী ঐ প্রকারে অপরাধ সঞ্চয় করিতে করিতে অবশেষে পাষণ্ড হইয়া সেই পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তাঁহার নিজজনগণের উপর অসূয়া করিয়া বিদ্বেষী হইয়া পড়িবে। হরিভজনকারীর হৃদয়ে যদি শ্রীআচার্য্যপাদের বিন্দুমাত্র অসূয়া থাকে তাহা হইলে তাহার এ জীবন তো বৃথা গেলই, কোটী জন্মেও তাহার উদ্ধার লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সেই মহাভাগবতগণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রতি ভক্তিমতী শ্রীশচীমাতার অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন; অতএব বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত থাকিয়া সর্ব্বদা কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র থাকিলেই আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

মায়ার কুহক

(শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসাধিকারী)

প্রতিক্ষণে প্রতিদিন প্রতিমাসে পলে।
পশিতেছে জীবকুল মরণের কোলে॥
বাল, বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, নবীন, প্রবীণ।
কত না হ'তেছে সদা অন্তকেতে লীন॥
দেহের সহিত মৃত্যু চিরবিজড়িত।
অদ্য বা শতেক বর্ষে মরণ নিশ্চিত॥
দেখেও দেখি না তা'য়, জেনেও জানি না।
মায়ার এমনি সে মোহিনী ছলনা॥
নিশা যায় নিদ্রাবশে, বয়স কুরসে।
কুটুম্ব-ভরণচেষ্টা সারাটি দিবসে॥
যেনভাবে বৃথা আয়ুঃ হইতেছে ক্ষয়।
পরমার্থ-চিন্তা কভু না হয় উদয়॥
পাষণ্ডেও করে না কি জীবনধারণ।
শ্বাপদেও করে না কি নিঃশ্বাস গ্রহণ॥
পশু-পক্ষী করে না কি উদর-পূরণ।
করে না কি জন্তু সব ইন্দ্রিয়-তর্পণ॥
নিদ্রাহার, কাম, ভয় পশুর সমান।
নর শ্রেষ্ঠতার তবে কোথায় প্রমাণ॥
"নরতনু ভজনের মূল" শাস্ত্রে কয়।
ইতর প্রাণীর দেহ তেমন ত' নয়॥
সুপটু তরণী সম নরদেহখানি।
ভবার্ণব উত্তরিতে সুসমর্থ জানি'॥
গুরু কর্ণধার, করি' তাঁর পদাশ্রয়।
শ্রীহরির কৃপারূপ অনুকূল বা'য়ে॥
তরিবারে ইচ্ছা নাহি হইল আমার।
আত্মঘাতী এর চেয়ে কেবা আছে আর॥
কালের অমূল্য কত সাধের জীবন।
সযত্নে সাগ্রহে হায় করিনু পালন॥
তথাপি তুষিতে তাঁ'রে নারিনু কখন।
লজ্জা নাহি হ'ল কভু, বেহায়া এমন॥
স্বতঃ বা পরতঃ কৃষ্ণে নাহি হ'ল মতি।
ছুটিল না দারা-সুত-গৃহেতে আসক্তি॥
গৃহব্রত হ'য়ে গৃহে রহিনু মজিয়া।
ধন জন-নাশ-ভয়ে সশঙ্কিত হিয়া॥
পিতা মাতা ভার্য্যা আর বালিকা বালক।
আমা বিনা কেবা আছে তাদের পালক॥
শ্রীহরি ভজনে যদি চলে যাই বনে।
নিরুপায় হ'য়ে তা'রা বিপদে থাকিবে॥
এ চিন্তায় ভরপুর অতি মূঢ়মতি।
যেতেছি সতত কা'ল নরকে দুর্গতি॥
তথাপি আমার মন কৃষ্ণে নাহি যায়।
মোহ-মদিরায় আমি এত মত্ত হায়॥
ভবার্ণব পার হ'য়ে কৃষ্ণপদে যেতে।
কিবা তাঁরে ভজিবার ইচ্ছা যার চিতে॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,সোপান আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাণ্ডারাগারকরে 'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, সংকীর্ত্তন, গ্রন্থাগচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিদ্যুদাধার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ক্যাডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ কুরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড , গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রজ্ঞানানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষা, মথুরা।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোশালী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেগমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগ বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজপত্তনগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রেমুনা, বালেশ্বর

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) নারায়ণগড় গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালি (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুটুহুঙ্গা, পোঃ চিনচুড়া, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিটইন্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

ডিউরেন্ট রোড; লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
পাটনাই নূতন	৪৷/০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	
মিহি রেঙ্গুন	৩৸/০
আতপ—	
নূতন আতপ	৬৲—৭৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸/
ঐ বাদামি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চীনা	১০৸/০
চিনুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	৮৷০—৯৶০
[illegible] দানা	৭৸/০—৮৲
[illegible] দানা	

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible] বার	৩৪৷০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২৷০
[illegible]	

পাটের দর

	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲
[illegible] দর—	

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৸/০
পাকওয়ান ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸/০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (মি)	৫৸০—৫৸/০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৫৸০—৪৸/০
আটা নং (৩)	২৸০—২৸/০
[illegible]	১৸/০—১৸০
ভুষি	১৸/০—১৸/০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫৩৲
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৩৪৷০

[illegible]	৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

[illegible] কাইন	৫৪৲
মিহি [illegible]	৪০৲
[illegible] কাইন	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা স্টেনটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৮/০
২৪ গেজ—	১১৸/০
২৬ গেজ—	১২৸/
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	৷/১০—৸/০
[illegible] কাঁটা তার (গ্যালভ)	১০৷০
[illegible] কাটা দর	৬৷০—৬৸০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন শীট, বোল্টু, [illegible]	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
দর	৬৸০—৭৸০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	[illegible] ২৩৷০

[illegible] ৩৶০, পাটের [illegible] ৬৷০

[illegible] ৪৷০

[illegible] কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ [illegible] গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

—॥:০:॥—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যর জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-পাপুড়া, দাবটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবা তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, মাছ, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুরুয়া দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সুবিজ্ঞসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসাগর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমগ্র আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০টী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword); প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার: গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভক্ত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৶০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৫৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

যাওয়া

								রবিবার ভিন্ন		
কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৩৬	২২ ২০	
রাণাঘাট										
পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪-২৩	১৫ ৪১					
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-৩৩	১৪-৫০	১৫-৫৬					
কৃষ্ণনগর										
পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫ ২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪		১৯-৫৮	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮			২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১ ১০			১৮-১৬			২০-৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৬
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

আসিবার

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫		৯-২৫		১১-৫৫	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর	৩-৫৬	৬-২৩		১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
		৭-২০	৯-১৬		১১-৪১				
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন)				১০-১১		১২-২১	১৬-৫৬	১৯-২৫	২০-৫৭
রাণাঘাট				১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)				১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা	৬-১১	৯-২০	১১-৫৬	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৫	১৭-১০
শান্তিপুর	১৩-৫৫	১৭ ৫১
(বদল)	১৪-৪	১৮-১
রাণাঘাট		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৩
কলিকাতা	১৯-১৬	২০-৩

REG N GO 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২২শে জুন, ১৯৩৮, বুধবার [৯৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

বার্সিলোনায় পণ্ডিত জওহরলালজীর সম্বর্দ্ধনা

গত ১৮ই জুন পার্লামেন্ট ভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এক সম্বর্দ্ধনা-সভা হয়। স্পেনের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সেনর মার্টিনেজ ব্যারিও, ডেপুটিগণ এবং বিদেশী ও স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিগণ এই সম্বর্দ্ধনা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু আসার পর হইতে এপর্য্যন্ত বার্সিলোনার উপর দুইবার বিমান আক্রমণ হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ক্যাটালোনিয়ার প্রেসিডেন্ট কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

—

জওহরলালের স্পেনের রণক্ষেত্র পরিদর্শন

"রয়টারের" প্রতিনিধি জওহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহার ভ্রমণ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন। পণ্ডিত নেহরু কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ও যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। তিনি তথায় আন্তর্জাতিক সেনাদলের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং বার্সিলোনার গণতন্ত্রের সভাপতি এবং একজন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি রণক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবাবাহিনী পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

গত শনিবার সিনেটের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটের সাধারণ আলোচনার পর বাজেট বিনা সংশোধনে গৃহীত হয়।

চলতি বৎসরে (১৯৩৭-৩৮ সালে) পরীক্ষা ফি বাবদ ও পুস্তক বিক্রয় লব্ধ আয় হতে যথাক্রমে অনুমান অপেক্ষা ১,১০,১৯২৲ ও ২০০০০৲ টাকা বেশী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে চলতি বৎসরের শেষে ৫,২২,৩০৮৲ উদ্বৃত্ত থাকিবে। কাজেই ১৯৩৮-৩৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ উদ্বৃত্ত ৫,২২৩০৮৲ টাকা হাতে লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

আগামী বৎসরে (১৯৩৮-৩৯ সালে) বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ৩২,৪৮,৩৮৪৲ ও ব্যয় ৩৫,৮৬,০১৭৲ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩,৩৭,৬৩৩৲ টাকা। কিন্তু চলতি বৎসরের শেষে ৫,২২,৩০৮৲ উদ্বৃত্ত থাকায় এই ঘাটতি পূরণ করিয়াও ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ১,৮৪,৬৭৫ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ আগামী বৎসরের বাজেটে যেসব নূতন কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্ন দফাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

ব্যারাকপুরে কৃষিবিদ্যালয়—এই বাবদ এককালীন ৫৪,০০০৲ ও বার্ষিক ৩০,৫০০৲ টাকার ৪০,০০০৲ টাকা সরকারী ফণ্ড হইতে এবং বাকী ১০,০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও তথ্যসরবরাহ বোর্ড

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট-সভা নাকি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী কমিটি নিয়োগ এবং তথ্য-সরবরাহ বোর্ড গঠন করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (সভাপতি), শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সি, সি, বিশ্বাস, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী, মিঃ এলেন ক্যামেরন, শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ ব্যানার্জ্জী, ডাঃ কে পি, নিয়োগী, ডাঃ কিউ খোদা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি এন ঘোষ

—

উড়িষ্যা গেজেট—নিয়োগ ও বদলী

বালেশ্বর জিলার ভদ্রক মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রাণনাথ মহান্তি গঞ্জাম জিলার বহরমপুর মহকুমায় বদলী হইলেন।

কটক জিলার সদরের অবেক্ষাধীন সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব-ডেপুটী কালেক্টার বাবু আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য পুরী জিলার সদরে অস্থায়ীভাবে বদলী হইলেন।

পুরী জিলার সদরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নারায়ণ নন্দকে যে ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

ডাঃ শরৎচন্দ্র রায় গত ৪ঠা যে পুর্জা সাব .জেলের ভার ডাঃ আলাদুদ্দিন আহমেদের নিকট অর্পণ করিয়াছেন।

—

দুই লক্ষ চীনাসৈন্যের অভিযান

সিকিয়াঙ্গ জাপ কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, দুই লক্ষ চীনা সৈন্য সানসী প্রদেশে অভিযান সুরু করিয়াছে ও জাপ অধিকৃত বিভিন্ন সহর আক্রমণ করিয়াছে।

জাপানীদের দাবী

জাপানীরা এই দাবী করিয়াছে যে, দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও জাপ রণতরী বহর ইয়াংসিপথে অগ্রসর হইতেছে। মাইন প্রতিরোধক জাহাজসমূহ রণতরী বহরের গতিপথ বিপদমুক্ত করার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। চীনারা জাপ অভিযান ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইয়াংসি নদীবক্ষে যে সব বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার অনেকগুলি অপসারিত হইয়াছে। তদুপরি নদীতীরস্থ চীনাবাহিনীর উপর বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হয়।

—

বিবাহ উৎসবে মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার

প্রকাশ, মথুরা জেলার হাসানপুর হইতে প্রায় ৬০জন লোক বিবাহের বরযাত্রীরূপে গোঠানী গ্রামে আসে। তথায় আহারের পর বরযাত্রীরা অসুস্থ হইয়া পড়ে ও তাহাদের মধ্যে ২৫জন অনতিবিলম্বেই মারা যায়। বর সহ আর ৩০জন চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। খাদ্য বিষাক্ত হইয়া যাওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জেলার কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

—

ভাবী সংগ্রামের আতঙ্ক

ভবিষ্যতে সংগ্রাম বা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে স্থানান্তরিত করিবার যে পরিকল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ছাড়াও এইরূপ খবর রটিয়াছে যে, সংগ্রাম বাধিলে যাহাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান দপ্তরসমূহ স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় তাহারও পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। সৈন্য, নৌ ও বিমান বিভাগের দপ্তর ভূগর্ভ স্থ বোমা-আক্রমণ-প্রতিরোধক আশ্রয় স্থানে স্থানান্তরিত করা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিএ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অলৌকিক চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ অতত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তিগণও
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও গ্রন্থ লাভের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত,
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—২৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদল-আসর
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-অন্বয় ।০
২৭। মুক্তাফলিকা অণুভাষ্যঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৸০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। আর্ত্তপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতামৃতঃ ।০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসকল্পম্ ।০
৬৪। স্তবরত্নম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। নারায়ণবর্ম্মম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। সাইকলজী অব রিলিজিয়ন এণ্ড শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫ হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
[illegible] দি ভাগবত ।০
৭৭। ইনোটিক [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ১০ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২২শে জুন ইং ১৯৩৮, বুধবার | ১৭৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরে ১৫ দিন অনবসর-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভভাব-বিভাবিত হইয়া শ্রীআলালনাথ বা আলবর-নাথের দর্শন জন্য শুভবিজয় করিতেন। তাঁহার সেই স্মৃতি-উদ্দীপক-হৃদয়ে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায়ই এই সময় তথায় শুভবিজয় ও মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রচার করিতেন। তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে তদনুগ নিষ্কপট সেবকগণ আলালনাথে বার্ষিক মহোৎসবের অনুষ্ঠানটী আরও শতগুণ উৎসাহে সমাধা করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করায় গত বৎসর ও বর্ত্তমান বৎসর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপণ উহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, কটক হইতে উপদেশক শ্রীপাদ বংশীধর ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ও ভক্ত সতীশ, মেদিনীপুর হইতে আগত শ্রীযুত মোহিনী-মোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সদর নিমপত্র হইতে আগত শ্রীযুত বনমালী পট্টনায়ক ও আরও কতিপয় ভক্ত আলালনাথ উৎসবে যোগদান করেন। গত ১৩ই জুন তারিখে সাধারণ-মহোৎসব হইয়াছিল। ঐ দিন প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, আলালনাথস্থ ভক্তগণ, আর্ত্তাশ্রমের ভক্তবৃন্দ ও বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তগণ সমবেত হইয়া একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনযোগে আলালনাথের শ্রীমন্দির ও নগর পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ব্যক্তি এবং কাঙ্গালীগণকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে উপদেশক শ্রীপাদ বংশীধর ব্রহ্মচারী ও রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইল,—

রামপুরের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত জগন্নাথ মহান্তি, ব্রহ্মগিরির দাতব্যচিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনগুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমন্তকান্ত মৈত্র, পুলিস সব্-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দলই, ব্রহ্মগিরি সার্কেলের স্কুল সব্-ইন্সপেক্টর শ্রীযুত মধুসূদন মিশ্র বি-এ, বি-টি, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত বলভদ্র বড়ুয়া, পুরী ডিঃ বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সাহু, শ্রীযুক্ত লম্বা পাণ্ডা, বৈটপুরের জমিদার শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক ও রাধাকান্তমঠের ভক্তগণ প্রভৃতি।

পুরীতে মহোৎসব

গত স্নানযাত্রার দিবস পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের ভক্তবৃন্দ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাকালে একটী সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিয়া শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অপূর্ব্বভাবে সংকীর্ত্তন করত বহু লোককে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসবকালে বহু ভক্ত সমবেত হইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তদবধি প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন ও শ্রীগোপীনাথ, চটক পর্ব্বত, ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, যমেশ্বর টোটা প্রভৃতি পরিক্রমা ও শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠ, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ পাঠ ও ইষ্টগোষ্ঠী এবং রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। বহু সুকৃতিমন্ত ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করিয়া পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতেছেন।

বিহারে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় বিভিন্ন সময়ে গয়া এবং পাটনায় অবস্থান করিয়া বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

পাঁচগ্রামে প্রচার

গত ৩রা জুন তারিখে কোলগ্রামনিবাসী প্রভাস্ জনগণ উপদেশক শ্রীপাদ বংশীধর ব্র হ্ম চা রী জী কে আহ্বান করায় ব্রহ্মচারীজী উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুত বিনায়ক পতি মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবৃন্দাবন-দেবস্তুতি সংবাদ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতা শচীদেবীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে জীবের গর্ভবাসের যন্ত্রণা ও জন্মগ্রহণান্তে জীবের কর্ত্তব্য কি এই বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উৎকল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

শ্রীগুরু মহিমা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

(৩৬)

কৃষ্ণ কথা স্মৃতিশীল সমুদ্র গম্ভীর।
সেই কৃষ্ণসিন্ধু করে যে-জন অধীর॥
যেন গুরুদেবে মোর সেবা মর্ত্ত্য কয়।
সে নারকী হরিবর্জ্য মুগ্ধ-কুম্ভ হয়॥

(৩৭)

কৃষ্ণরূপ সৎ-চিদানন্দ-ঘনীভূত।
সে কৃষ্ণে আস্বাদনে যিনি পারদৃপ্ত॥
যেন গুরুদেবে মোর সেবা মর্ত্ত্য কয়।
সে নারকী হরিবর্জ্য মুগ্ধ-কুম্ভ হয়॥

(৩৮)

কৃষ্ণ হ'তে অবতীর্ণ সর্ব্ব অবতার।
সে কৃষ্ণে সকটে যিনি করেন আধার॥
যেন গুরুদেবে মোর সেবা মর্ত্ত্য কয়।
সে নারকী হরিবর্জ্য মুগ্ধ-কুম্ভ হয়॥

(৩৯)

কৃষ্ণ দিতে নারে কভু কৃষ্ণ বিনা আর।
সেই কৃষ্ণ দর্শ দিতে সদা করে দান।
যেন গুরুদেবে মোর সেবা মর্ত্ত্য কয়।
সে নারকী হরিবর্জ্য মুগ্ধ-কুম্ভ হয়॥

(৪০)

কৃষ্ণ সত্যাশ্রয়ের বিগ্রহ-স্বরূপ।
সেই কৃষ্ণনীলাশ্রয়ী যিনি স্বরূপ॥
যেন গুরুদেবে মোর সেবা মর্ত্ত্য কয়।
সে নারকী হরিবর্জ্য মুগ্ধ-কুম্ভ হয়॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্‌বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বামন বৃহ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

অকিঞ্চনের সর্ব্বত্রই সুখ

কৃষ্ণবিস্মৃত জীব আমরা সকলেই অভাবগ্রস্ত। কিন্তু মায়ার এমন মোহিনী শক্তি যে, এজগতে থাকাকালে অনেকসময় দরিদ্র জীব আত্মহারা হইয়া কখনও জ্ঞানী, কখনও স্বর্গসুখভোগী এবং কখনও ঐহিক ইন্দ্রিয়তর্পণপর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করে এবং কাহারও বা কাহারও উপর প্রভুত্ব করিবার আশায় বৃহৎ বস্তু—নিত্য প্রভুবস্তুর অনুসন্ধান ছাড়িয়া তোমা 'কিছু'র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। হরিবিমুখ আমরা সকলেই এজগতে কিছু না কিছুর অনুসন্ধান করিতেছি বা এজগতের কিছুর প্রতি দাবী রাখিতেছি বলিয়াই কিছু আমাদিগকে ছাড়িতেছে না, অন্যাভিলাষ আমাদের যাইতেছে না। কিন্তু যাঁহার কিছু নাই, অনু-না হয়ে এজগতের প্রাকৃত ধন জনাদি-প্রত্য-লিপ্সা যাঁহার নাই, সেই নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি এজগতের কোন কিছুর জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তদ্ভজনে রত থাকিয়া সতত হরিসেবাপরায়ণ থাকেন। সুতরাং তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য, অশান্তি কিরূপে সম্ভব?

এই 'কিছু' বিষয়টী আশ্রয়জাতীয় বস্তু। আমি ভগবানের অতিক্ষুদ্র চিৎকণ জীব। আর সেই বৃহদ্বস্তু ভগবানেরই 'কিছু' বস্তু। সুতরাং কিছু আমার কিছুর অনুসন্ধান ছাড়িয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্রবস্তুলাভের আশা ত্যাগ করিয়া বৃহদের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য ও তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। এই সেবা লাভ করিতে হইলে আমাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবচ্চরণে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি কিছুর কিছু রাখিতে চেষ্টা করি, এক কথায় নিজসুখে ব্যস্ত থাকিয়া ভগবান্‌কে কিছুটী অর্থাৎ ষোল আনা না দিই তাহা হইলে আমরা কোন দিনই নিষ্কিঞ্চন হইতে বা আনন্দ লাভ করিতে পারিব না। আমার এই কিছুর বা অস্তিত্বের যতদিন উপলব্ধি না হইবে, ততদিন আমি সকিঞ্চন অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী থাকিব। কিছুর কিছু রাখিলে যে কি থাকে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন এবং সেই বুঝিয়া পূর্ণবস্তুর সেবায় তৎপর থাকিবেন; নতুবা মঙ্গললাভের আশা নাই। তাই শরণাগত নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণ কিছুর সন্ধান বা অন্যের আশ্রয় ছাড়িয়া ভগবচ্চরণে নিত্য প্রপন্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদের কোন অভাব, অসুবিধা বা চিন্তা নাই; বিনাশী জগদ্বস্তুর প্রতি তাঁহাদের কোন অভিনিবেশ নাই।

এই নিমিত্ত ভগবদ্ভোগ্য জানিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় ভগবৎ-সেবায় পরিচালিত করেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিত্যানন্দে অবস্থিত হন। ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বা নিরানন্দ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তজনের কৃপায় ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হওয়ায় কোন ইতর বাসনা দ্বারা চালিত হন না। তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ বলিয়া জগতের কাহাকেও আপন অপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন না, ভগবৎপ্রদত্ত সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারেই আনন্দলাভ করেন। অন্তর-বাহিরে সুখময় কৃষ্ণের উপলব্ধি থাকায় তাঁহারা স্বতঃই আনন্দ পান। ভক্তি এমনই সুন্দর জিনিষ। দুঃখাগার বিশ্ব সেই নিষ্কিঞ্চনভক্তের নিকট সুখাগার বলিয়া অনুভূত হয়। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥"

[যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনবাঞ্ছা কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বর্গাভিলাষীজনের বাঞ্ছিত বা লভ্য-স্বর্গ অমরাপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত অহিকুলের মত, পাপপুণ্যময় বিশ্ব পূর্ণসুখময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীট-পদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই গৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।]

এই নিষ্কিঞ্চনজনগণ ভক্তিপথের পথিক। এই ভক্তিপথের ন্যায় সুগম পথ আর নাই। এই ভক্তিপথ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। ভক্তগণ ব্যতীত এই ভক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই ভগবান্ নিজ অনুগত ভক্তগণকে এই বিশ্বে প্রেরণ করিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করেন। যে সকল নিষ্কপট ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন হইয়া প্রকৃত সাধুর আনুগত্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই পরমসুখ লাভ করিয়া থাকেন। অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না। ভগবৎপ্রীতিই তাহা। তাই সাধুগণ ভগবান্‌কেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং তাঁহাদের ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করেন। সুবর্ণ যেরূপ কেবলমাত্র অগ্নি-সংযোগে শুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, পার্থিব ভোগরত জনগণের চিত্তও সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিযোগেই অন্যাভিনিবেশ হইতে—মহাবিপজ্জনক অনর্থবাসনার হস্ত হইতে মুক্তি পায়। যাহারা বিষয় চিন্তা করে, তাহাদের চিত্ত যেরূপ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ যাঁহারা ভগবানের চিন্তা করেন—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তজনগণের পবিত্র কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করেন, তাঁহাদের চিত্তও ভগবানেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে হরিভজন করিবার জন্য ব্যস্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া থাকেন,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

হে উদ্ধব! যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ নহেন, তাদৃশ প্রাকৃত ভক্ত বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ বিষয় কর্ত্তৃক অভিভূত হন না।

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষয়সমূহে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ থাকিলেও যদি ভগবানের সেবোন্মুখ হন, অর্থাৎ সাধনভক্তি ও তৎপর ভাবভক্তির কথায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কখনও ভোগ্য বিশ্ব তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ

১। এই সংসারে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতি, তাঁহারই কুল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ।

২। কলিযুগে যে মনুষ্যগণ প্রতিদিন কলিমলনাশী সর্ব্বপাপবিনাশক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শ্রীহরির ন্যায় বন্দনীয় হইয়া থাকেন।

৩। নিখিল প্রাণিগণের স্বার্থ এবং বেদের সাক্ষাৎ তাৎপর্য্য বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল।

৪। মদীয় গুরুদেব ব্রহ্মা বলেন, জীবের পাপ হরণ করিতে শ্রীহরির নামের (আভাসের) যে-পরিমাণ শক্তি আছে, পাতকী লোক সেই পরিমাণে পাপ করিতে পারে না।

৫। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে শ্রীহরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন।

৬। যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনের কি প্রয়োজন?

৭। সেই জিহ্বাই জিহ্বা—যে জিহ্বা হরির স্তব করে, সেই চিত্তই চিত্ত—যে চিত্ত হরিতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই হস্তদ্বয়ই কেবল হস্ত—যে হস্তদ্বয় বিষ্ণুর পূজায় রত হইয়াছে।

৮। শ্রীহরিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য-দেবতার উপাসনা ও স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণ তুল্য।

৯। যে পর্য্যন্ত শরীরে স্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয়সকলের পটুতা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক কর।

১০। বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠগণ ধূর্ত্তগণ-বিনির্ম্মিত পাষণ্ডিক পঞ্চদশযোগ জাত দশমীবিদ্ধা উভয়পক্ষের একাদশী পরিত্যাগ করিবেন।

১১। ব্যাপকশ্রী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি মোহিনী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া (কামিনীগণের) মোহনার্থ, ব্রতাকাঙ্ক্ষার অর্চ্চনায় দুষ্ট হেতু, পরমার্থের জয় সাধন নিমিত্ত, অসুরগণকে মোহন করিতে, পাষণ্ডগণের বৃদ্ধির জন্য আসুরগণ যা আমাদের অভিপ্রায়ে এবং বিষ্ণুলোকের প্রাপ্তি যাহাতে না হয়, তন্নিমিত্ত বৈরূপ বিধান করাইয়াছিলেন; অতএব বৈরূপ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া বাসরীতে উপবাস করিবে।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

১২। স্ব-বাহুবহন, গোমাংসভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্নভোজন নিন্দনীয়।

১৩। কখনও অকারণে পুত্র-কামনা করিবে না; অথবা প্রাণ গেলেও ঘৃণাস্পদ ব্রাহ্মণের নাম ভিন্ন অন্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে না।

১৪। যাঁহার ললাটে সরল ও সুন্দর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইলেও শুদ্ধাত্মা। তিনিই একমাত্র পূজ্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৫। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনিষ্টাচরণ কখনই করিবে না। উভয়-বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যে উত্তম ব্যক্তির নির্দ্দেশই অনুসরণ করিবে।

১৬। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিবে। কর্ম্ম যদি দেবগণের প্রীতিকর না হয়, তাহা হইলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও আচরণ করিবে না।

১৭। নীচবর্ণকুলোদ্ভূত হরিভক্ত হইলে পূজনীয় হন; হরিভক্ত না হইলে উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণও) পূজনীয় হন না।

১৮। ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ বৃত্ত-বিচার দ্বারাই সত্যকামকে উপনয়ন দান করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরু-মহিমা

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বস্বাশ্রয়।
সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ যিনি প্রেমের আলয়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২)

কৃষ্ণ সর্ব্ব অন্তর্য্যামী মঙ্গলনিলয়।
সেই কৃষ্ণ-প্রেমদাতা গুরু কৃপাময়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৩)

কৃষ্ণ মহাজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।
সেই কৃষ্ণপদে যিনি দেন চির নিষ্ঠা॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৪)

কৃষ্ণ সর্ব্বগুণাতীত সর্ব্বগুণময়।
সেই কৃষ্ণ যাঁর গুণে বশীভূত হয়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৫)

কৃষ্ণ সর্ব্ব আকর্ষক ভক্তবৎসল।
সেই কৃষ্ণ যাঁর নামে হয় গো পাগল॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৬)

কৃষ্ণ সর্ব্বচিদচিৎ বিশ্বের ঈশ্বর।
সেই কৃষ্ণ যাঁর সেবা যাচে নিরন্তর॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৭)

কৃষ্ণ ব্যক্তাব্যক্ত-বিশ্ব-কারণ-কারণ।
সেই কৃষ্ণ যাঁর সঙ্গ মাগে অনুক্ষণ॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৮)

কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধরূপ।
সেই কৃষ্ণ মূর্চ্ছা যায় হেরি যাঁর রূপ॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৯)

কৃষ্ণ শান্ত, সপ্রতিষ্ঠ, অক্ষর, অব্যয়।
সেই কৃষ্ণ যাঁর বশে দিশেহারা হয়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১০)

কৃষ্ণ পর অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় হয়।
সেই কৃষ্ণ যাঁর পাশে সদা স্থিত রয়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১১)

কৃষ্ণ সর্ব্ব জগ-মাঝে, জগৎ তাঁহাতে।
সেই কৃষ্ণ প্রেমে বদ্ধ যাঁহার গুণেতে॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১২)

কৃষ্ণ বিশ্ব-মাঝে নাই, বিশ্বাতীত তিনি।
সেই কৃষ্ণ বিশ্বে যাঁর শক্তি বলে যিনি॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৩)

কৃষ্ণ নরবপুধারী নিত্য অপ্রাকৃত।
সেই কৃষ্ণ যাঁর সঙ্গে সদা পরিবৃত॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৪)

কৃষ্ণ ভোক্তা জগন্নাথ মদনমোহন।
সে কৃষ্ণ মোহিত যাঁরে করি দরশন॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৫)

কৃষ্ণ প্রভু, মায়াধীশ, বহু মায়াময়।
সেই কৃষ্ণমায়াকুল যাঁর কাছে লয়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৬)

কৃষ্ণ অদ্বয়ী সর্ব্ব আদি কিশোর-শেখর।
সেই কৃষ্ণ যাঁর গুণ বর্ণে নিরন্তর॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৭)

কৃষ্ণ সর্ব্ববেদশাস্ত্র তুরীয় প্রকাশ।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ রহে যাঁর পাশ॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৮)

কৃষ্ণ ভগবান্ যাঁর পরিপূর্ণকাম।
সে কৃষ্ণ অধীর হন শুনি যাঁর নাম॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(১৯)

কৃষ্ণ সত্য, সনাতন, উপাধিরহিত।
সেই কৃষ্ণ লীলায় যাঁহার সহিত॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২০)

কৃষ্ণলীলা-জন্ম-কর্ম্ম অপ্রাকৃত হয়।
সেই কৃষ্ণ জানাইলা যেই দয়াময়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২১)

কৃষ্ণ হ'তে বহু দূরে ব্রহ্মাদি অজ্ঞান।
সেই কৃষ্ণজ্ঞানদাতা যিনি গুণবান॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২২)

কৃষ্ণপাদপদ্ম সর্ব্বসন্তাপহারক।
সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সন্ধান-দায়ক॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়।

(২৩)

কৃষ্ণ জনার্দ্দন বশী সর্ব্বকামদায়ক।
সেই কৃষ্ণ যাঁর বশে হন প্রীতিময়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২৪)

কৃষ্ণ সর্ব্ব আকর্ষণ মঙ্গলনিদান।
সেই কৃষ্ণপ্রাণপ্রাণ যেই ভগবান্॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২৫)

কৃষ্ণ সর্ব্বদেব দেব জগতের গুরু।
সেই কৃষ্ণপ্রেমদাতা যেই কল্পতরু॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২৬)

কৃষ্ণ সর্ব্ব জীবজন্ত জীবের আশ্রয়।
সেই কৃষ্ণপদদাতা যিনি কৃপাময়॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২৭)

কৃষ্ণ জগতের মাতা-পিতা-বন্ধু-ভাই।
সে কৃষ্ণপদ যাঁর কৃপাবলে পাই॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২৮)

কৃষ্ণ—অগ্নি, জীব তাঁর স্ফুলিঙ্গের কণ।
সেই কৃষ্ণ যে আলোকে প্রকাশিত হন॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(২৯)

কৃষ্ণ সর্ব্বান্তর-বাহ্য করে নিরীক্ষণ।
সে কৃষ্ণ-অন্তর-বাহ্য দেখাবে যে জন॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৩০)

কৃষ্ণ দেব-নর-ঋষি যোগীন্দ্র-বন্দিত।
সেই কৃষ্ণ যাঁর পাশে অত্যন্ত সুলভ॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৩১)

কৃষ্ণ রসানুভূতি প্রাণদায়ক।
সেই কৃষ্ণ যাঁর লাগি বিরহে কাতর॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৩২)

কৃষ্ণ সত্যধর্ম্মবক্তা, পালক, রক্ষক।
সেই কৃষ্ণ যাঁরে কহে প্রেমের শিক্ষক॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৩৩)

কৃষ্ণ নবঘনশ্যাম সুন্দর অতুল।
সেই কৃষ্ণ যাঁর লাগি সাজিলা বাতুল॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা যুক্ত হয়॥

(৩৪)

কৃষ্ণ সর্ব্বকার্য্যক্ষম, রসিক, চতুর।
সে কৃষ্ণ-চাতুরী নষ্ট করে যেই শূর॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(৩৫)

কৃষ্ণ শুচি, সুব্রহ্ম, দৃঢ়ব্রত।
সেই কৃষ্ণ-ব্রত ভাঙ্গে যেই গুণাকর॥
হেন গুরুদেবে মোর সেবা শ্রদ্ধা হয়।
সে নারকী হরিবর্জ্জ্য ঘৃণা-যুক্ত হয়॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-সম্রাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীগান্ধর্বিকা, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন প্রত-ব্যবিষ্ণুবিকার নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ ও প্রকাশ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীগৌরপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মঠ বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাইডাঙ্গা – (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুভকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) প্রাণঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পূতা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
দিঘাপুর
পোঃ দিঘাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রাজপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বিল.ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণ-মন্দির
পোঃ বয়নহুণ্ডা, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) বাঘনাপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
বাঘনাপাড়া, পোঃ বাঘ (হাওড়া)

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
হুমুরহুগা, পোঃ চিরহুগা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২৩ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর।

১৫ই এপ্রিল ১৯৩৮

চাউলের দর।

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম :	৩॥০
বাঁকা চাল	৫॥০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫।০
বাসমতী নূতন	৪।৵০
ঐ পুরাতন	
রেঙ্গুনের ভোজপিডি	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ ..	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০।৵০
হলিদপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাজঘোরা গাদী	
ভাগলপুর গাদী	৮।০—৯৵০
ভাগলপুর দানা	৭৸৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি তোলা	
	৩৩।০
টাকশালের বার	২৭৲
মোহর	৫০।০
চকিবাট	

পাটের দর।

	৩৯৸০
আষাঢ়ে—	৪০৸০
মিডল—	৪১।০
উচ্চ—	
বাজার দরের গড়—	৪১৲

কাঠা ও ময়দার দর

পোর্ট মাল প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
কুলাবকাট ঐ	৬৲—৭
কাটমডোল ঐ	৫৸৵০—৫৸০
মুগী	৬৲—৬৵০
কাঠা (দি)	৫॥০—৫॥৵০
কাঠা নং (২	৫৵০—৫৵০
কাঠি (ওঠা)	৫৲—৫।০
কাঠা (হে),	৪৸০—৪৸৵০
কাঠা নং (৩	২।০—২।৵০
পাপাড়ী	১৸৵০—১৸০
মুগ	১৸৵০—১৸৵০

চুনের দর

	৫৭০
	৫৭৲
চাপাসী	৫০৲
কুলবেড়ী	৫০৲
ফলী	
আধমনের	৩৩।০

তার	৬৲
ভাবুলে	৬৬৲
তাবু গাওনা	৩১৸৵
২৬ গেজ—	১৭৸৵
পাত মটকা ১৫—৩০ গেজ	১০৲

সুতার দর

আর্মেনীর গোলার কাইন	৫৪।
সিট্ ও আর্মেন কভর	৪০৲
কাঠি পুলিশ, চ্যাইন	৪০৲
হাবার্স ফাস্ট	৫০৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
গোল মরিচ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
কাঠ খয়ের	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা শুকনা পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১৫।৪।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ, বে-মার্কা হালকা, ভারী	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা কোম্পানীর জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।
টাটা-গ্যাল্ভ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্লেন সিট	১৩৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাল্ভ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীম	৷৵১০—৸৵০
বাজার বেতা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
ছোট কাটি বা ডিউ কাট্‌ইল	৬৸০—৬৸০
গাদি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা।	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা, ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন প্লেট, বোল্ট, নাট	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
নং ইস্পাত আতপ ২৩৲	মসলা ২৩।০
টেকসের চাদর ৫৵০, পাটের চাদর ৩৸০,	
তুলার চাদর ৪।০	

সংস্থাপন অনুমোদন সম্বলিত

এসএম লালজী লিঃ

৫-৩ মনোহর দাস স্ট্রীট, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুর

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্য অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য সিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের বাঁচিবার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসে'র "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বীর্য্যবান ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধা-পাণ্ডুতা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

গ্রাম মাজুরুকু (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৫১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(●):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া ভাষায় পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(●):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২৫-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-১৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৬
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট
(গাড়ীবদল) ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৪৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
জিলা—নদীয়া :
শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২৩শে জুন, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [৯৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০)০(:০:)০(০:—

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজের প্রচেষ্টা

কলিকাতার চারিটি আয়ুর্বেদ কলেজকে একত্র করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আয়ুর্বেদের জেনারেল কাউন্সিল এক টেষ্ট ক্যাবিনেট কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে উক্ত কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সেন, গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজের পক্ষ হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক এবং [illegible] বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের পক্ষ হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থের অনুপস্থিতিতে একজন প্রতিনিধি জেনারেল কাউন্সিল কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কমিটির অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন।

চারিটি কলেজকে একত্র করার প্রস্তাবে উক্ত কলেজসমূহের গবর্ণিং বডিগুলির কি মতামত এবং কি কি সর্ত্তে একত্র করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য কমিটি গবর্ণিং বডিগুলির নিকট পত্র লিখিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কমিটির ৭ জন সভ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়জন অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন:—

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, বিচারপতি মিঃ সি বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ অনাথনাথ রায় ও কবিরাজ সত্যব্রত সেন।

ভারত-ব্রহ্ম বিমান ডাকের মণিঅর্ডারের চার্জ্জ

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে বিমান ডাকে যে সকল মণিঅর্ডার যায়, গত ১৫ই জুন হইতে উহার সার চার্জ্জ দুই আনার পরিবর্ত্তে দুই পয়সা ধার্য্য হইয়াছে।

কলিকাতা ইলেক্ট্রিক শ্রমিকদের সভা

গত শনিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই শ্রমিকদের এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কাশীপুর, মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মজুরগণ শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হয়।

সভায় রতনলাল সিং প্রমুখ ১০ জন শ্রমিককে বিনা নোটিশে ও উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া কর্মচ্যুত করিবার জন্য কোম্পানীর আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়। শ্রীযুক্ত সেন খাঁ, আদান প্রভৃতি শ্রমিক-নেতাগণ এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন সেন মজুরদিগকে আসন্ন ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

যুক্তপ্রদেশের আইন সচিবের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

নীতিগত বিষয়ে মতভেদ হেতু যুক্তপ্রদেশের আইন, শিল্প ও আবগারী বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজু পদত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ যে, ডাঃ কাটজু বাহিরের লোক দ্বারা মন্ত্রিসভার উপর আধিপত্য পছন্দ করেন না। তাঁহার অভিযোগ এই যে, আগ্রার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ দত্ত পালিওয়ালের ন্যায় কংগ্রেস কর্মীরা প্রকাশ্যভাবে বলিতেছেন যে, তাঁহার কংগ্রেসী মনোভাব নাই, অথচ কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সেই হেতু ডাঃ কাটজু তাঁহাকে যতশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে অনুরোধ করিয়াছেন। ডাঃ কাটজু মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিলে গবর্ণমেন্টের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

আয়র্লণ্ডে নির্ব্বাচন আরম্ভ

গত ১৭ই জুন আয়ার্লণ্ডে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্ব্বাচন শুরু হইয়াছে। ভোটারের মোট সংখ্যা সাড়ে বার লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক নারী। ডি' ভ্যালেরা অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইবেন কি না বলা যায় না। শ্রমিকদল কি প্রকার ভোট পায় তাহার উপর উহা নির্ভর করে। শ্রমিকদল এবং ফাইনাগেলদের মধ্যে এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে বিশেষ বিরোধ দেখা যাইতেছে। অনেকে মনে করিতেছে যে, ডি' ভ্যালেরা যদি এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অক্টোবরে পুনরায় নির্ব্বাচন হইবে। কারণ, ডি' ভ্যালেরা এবং কসগ্রেভের একযোগে কাজ করার কোন সম্ভাবনা নাই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, ভোটারদের মধ্যে তেমন উৎসাহ নাই। খুব বেশী ভোটার ভোটদান করিবে বলিয়া মনে হয় না।

জার্ম্মাণীর মন্তব্য

প্রকাশ, জার্ম্মাণী যদিও মনে করে যে, সে অষ্ট্রিয়ার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আইনতঃ দায়ী নহে, তথাপি জার্ম্মাণীর উহা ইচ্ছা নয় যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অষ্ট্রিয়ার ঋণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিক। জার্ম্মাণী এইরূপ একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে চায় যাহাতে ফলে অষ্ট্রিয়ার ঋণের সুদ পরিশোধের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত টাকা সংগৃহীত হইবে। জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ডজ এবং ইয়ং পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব ঋণ করা হইয়াছে তাহার সুদ কমাইয়া দিবার জন্য চাপ দিতেছেন এবং সমস্ত বিষয়ের একটা মীমাংসা হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন।

পীত নদীর বন্যা

পীত নদীর বন্যা চৌকিয়াও পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। চৌ-কিয়াও কাইফেং হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণে এবং বন্যার জল যেখানে পীতনদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুংমুতে প্রবেশ করিয়াছে সেইখান হইতে একশত মাইল দূরে অবস্থিত। জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ২৪ ঘণ্টাকালের মধ্যে হোনান প্রদেশে বন্যার জল বৃদ্ধি পাইয়া আরও চারশত বর্গ মাইলব্যাপী স্থান প্লাবিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে মোট এক সহস্র বর্গ মাইলব্যাপী অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে। দুই সহস্র গ্রাম সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে বহু লক্ষ লোকের আশ্রয়হীন হইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপথ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯ অর্চ্চনকণ /১০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অব্ [illegible] বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১১ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৩শে জুন ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ২৭৬তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাঞ্জাবপ্রদেশে

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম সেবক কার্যাধ্যক্ষ ভক্ত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী (ই, জি, সুলংজে) দিল্লী গৌড়ীয়মঠ হইতে গত ১৫ই এপ্রিল সোলন (পাঞ্জাব) যাত্রা করেন। তথাকার বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দ গৌড়ীয় মিশনের প্রচার্য-বিষয় শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। তথায় তিনি প্রসিদ্ধ উকিলবাবু মিঃ এস, এন শ্রীবাস্তব মহোদয়ের গৃহে আহূত একটী বিশেষ সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনব চরিত্র ও শিক্ষা—যাহা শ্রীগৌড়ীয়মিশন এক্ষণে বিশ্বে অকৃত্রিমভাবে প্রচার করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৮ই মে ব্রহ্মচারীজী সিমলা রওনা হন। তথায় গত ২০শে মে তারিখে স্থানীয় কালীবাড়ীর 'প্রতিমা মিত্র হলে' স্যার বি, এল মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে "ভগবৎপ্রেম" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২৭শে মে তারিখে রায় বাহাদুর চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সিমলার কালীবাড়ী ক্লাবে "ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চর্চা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতাতেই উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ গৌড়ীয়-মিশন সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয়ের সিমলা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রামাবাস সমূহ হইতেও বহু ব্যক্তি আসিয়া ব্রহ্মচারীজীর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন।

গত ৩১শে মে তারিখে ব্রহ্মচারীজী কুরুক্ষেত্র হইয়া দিল্লী রওনা হন। গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই জুন দিবসত্রয় তিনি দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে বেদ ও উপনিষদোক্ত ধর্ম্মজীবন-যাপন প্রণালী সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র-লোকগণ ব্রহ্মচারীজীর শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১২ই জুন দিল্লীর হিন্দু মহাসভা-ভবনে "সত্যের অনুসন্ধান" সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজী একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট জার্মাণ-দেশীয় ভদ্রলোক, বহু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন হিন্দু প্রতিষ্ঠানের বহু সভ্য যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই জুন ব্রহ্মচারীজী নিউ দিল্লীর সিনিয়র কেম্ব্রিজ স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক-বৃন্দের সমক্ষে 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' সম্বন্ধে এবং ১৪ই জুন তারিখে দিল্লীর রামযশ্ কলেজে "নব্যভারত ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৬ই জুন তারিখে ব্রহ্মচারীজী লক্ষ্ণৌ রওনা হন এবং যুক্তপ্রদেশীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আহ্বানে গত ১৭ই জুন তারিখে লক্ষ্ণৌ হইতে তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

খড়্গপুরে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ৪।৬।৩৮ তারিখে খড়্গপুরে উপস্থিত হইয়া গোলবাজারস্থ শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক সহরের বিভিন্ন স্থানে সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ৬।৬।৩৮ তারিখে খড়্গপুর পুরাণবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহে রাত্রি ৭॥০ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১৮ অধ্যায় হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপের বিষয় পাঠ ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ব্রজবিলাস ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গামন্দিরে বক্তৃতা

গত ৭।৬।৩৮ তারিখে খড়্গপুর গোলবাজারস্থ দুর্গামন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় বি-এ মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় সন্ধ্যায় উক্ত প্রশস্ত দুর্গা-মণ্ডপে বহু বিদ্বজ্জনপরিশোভিত একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত সভায় "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, পুরাণ, উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে প্রমাণ করেন যে, দুর্লভ মনুষ্যজীবনে অনিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, লৌকিক সদাচার, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ধ্যানাদিচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সাধুগুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই বিশ্বে একমাত্র সদ্গুরুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

অাদেশীয় যুগ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

অংকর্ণবিদারিন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, চৈত্রীবাণো বিশেষতঃ অর্থের দ্বারা সেবাটাই আমাদের বড্ড অরুচি!

আমার বিজ্ঞাপ্তে যে আমার কোনো দোষ নাই, তাহা আপনাদের জানাইয়া রাখিতেছি, তাহাতে আপনারা আমাকে আর দোষ দিতে পারিবেন না।

দেখুন, আমি যখন সংসারী লোক, তখন সংসারী লোকের পক্ষে হিসাব (account) রক্ষা করা কাজ না করিলে বড্ড অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। কাজেই সংসারের ষোলআনা আয়-ব্যয়ের (Budget) হিসাব আগে ঠিক করিয়া তদনুযায়ী চলিতে হয়। আমার বার্ষিক আয় অনুযায়ী খরচের বরাদ্দ করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে আমার দুই টাকা উদ্বৃত্ত থাকে না। সে-কারণ বর্ত্তমান সেবাকার্য্যে আমার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই অর্থের সংকুলান করিতে পারি না। অবশ্য ইহা দোষ বটে, কিন্তু এই দোষ unavoidable (?) অপরিহার্য্য। কারণ, সংসারী লোক, সংসারটা ত' বজায় রাখিতে হইবে!

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দিন অপনোদনের জন্য কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্‌বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বামন আদি কার্য্যোদ্ধারী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবদ্ভক্তবিগ্রহ। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরু দশটি পাঁচটী নহেন; "যাঁ'র যাঁ'র গুরু তাঁ'র তাঁ'র কাছে" ইহা ভুল ধারণা। গুরু একজন; এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।"

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ দুই প্রকার—দীক্ষা ও সাধনাভিনিবেশ। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীগুরুদেবের একত্ব উপলব্ধ হয়। "মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" বিচার না হইলে গুরুপাদপদ্মের মর্য্যাদা নাই। ভক্তের অনুগ্রহ না হইলে মর্য্যাদা গুরুকে পাইতে পারি না। শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা আমাদের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করেন। অপরদেব ভগবানের ছবি অপসারিত হইলে আমরা foreign elements এর বিচার হইতে অব্যাহতি পাই। আমাদের অনর্থ গুলিকে দূর করিতে হইবে। পরতত্ত্বের সকলই শ্রবণকীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন করেন, আর সকলেই শ্রবণ করেন। কিন্তু আজকালকার জগতে উহার উল্টা নিয়ম হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি লেখক ও পাঠক শ্রবণ না করিয়া অর্থাৎ শিষ্য না হইয়াই গুরু আসনে বসিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে।

ভগবানের লীলাগুণাত্মক নামভজি বিস্তৃত হইলে চলিবে না। "যশোমতীনন্দন, গোপীজনবল্লভ" প্রভৃতি শ্রীনাম গোলোক বৈকুণ্ঠ দেশের কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেখানেও নিত্যশ্রবণকীর্ত্তন করিতে হইবে। জড়ের dirts ও inadequacies গুলি সেই লীলাময় স্বয়ংরূপ highest Manifestation এ বহন করিয়া নিব না বা মিশাইব না। শ্রীগুরুদেবের নিকট নাম-মাত্র আসিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইল, মনে করিতে হইবে না। গাছের নীচে আসিয়াই নারিকেল পাইয়াছি, মনে করা মিথ্যা। গাছে উঠিতে হইবে এবং নারিকেল পাড়িয়া ছোবড়া ও নানা আবরণ ভাঙ্গিয়া শাঁস ও জল পাওয়া যাইবে। অদ্বৈতবাদীগণের ছোবড়া ভক্তিযোগ ব্যতীত সুবিধা হয় না। যদি কেবল খাই-দাই ও থাকি এবং বেদান্ত ও ন্যায় পড়ি, তাহাতে সুবিধা হইবে না। ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তের নির্ব্বিশেষ প্রবৃত্তিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিলে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায় না।

ঈশতত্ত্ব পাঁচপ্রকারে প্রকাশিত হন—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা। একমাত্র পরতত্ত্বই ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চারূপে অবতরণ করিয়াছেন। যে অর্চ্চা অবতরণ করেন, তিনি অর্চ্চা অবতার। বিগ্রহ—যিনি বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ঈশ্বরের ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামিত্ব ও অর্চ্চাত্ব—ইঁহারা সকলেই প্রভুতত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত সকলেই ভৃত্য বা সেবকতত্ত্ব। তিনিই প্রভু—যিনি তাঁহার সেবকগণের উপর প্রভুত্ব করেন। ঈশ্বরের যে পাঁচ প্রকার প্রাকট্য আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ভৃত্য বা সেবকগণের সহিত reciprocating relation (আদান-প্রদানের ভাব) আছে। ঈশ্বরের সহিত তদধীন সেবক আছেন। ব্যূহত্বের তদধীন সেবক আছেন, বৈভবগণের তদধীন সেবক আছেন। অন্তর্য্যামী তদধীন সেবকগণের সহিত বিরাজিত এবং অর্চ্চাতেও সেবক আছেন।

আমরা মনের দ্বারা ভাবাপন্ন কার্য্য করি। বদ্ধজীবের মন প্রাকৃত মন। মুক্ত জীবের মনই আত্মা। অর্চ্চনকারী বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত হইয়া মুক্তের প্রতীতিযুক্ত। বর্ত্তমানে বদ্ধাবস্থা বা ঈশবিমুখতার উপযোগী বস্তু সকলই আমরা লাভ করিয়াছি। We have come far off from our eternal Home, We are to go back there. Our first aid is অর্চ্চা, second—অন্তর্য্যামী, third—বৈভব, fourth—ব্যূহ and fifth পরতত্ত্ব—বৈকুণ্ঠে ও অনুর্দ্ধে গোলোকে।

কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার প্রতি প্রাকৃতভাববিশিষ্ট যে পূজা করে ইহা ভক্তির

ভক্তের আনুগত্য না হইলে যথার্থ মঙ্গল আবাহন করে না। ভগবান্‌ হইলেও ভক্তের পূজা বড়, ইহা কনিষ্ঠাধিকারী বুঝিতে পারে না বলিয়াই শ্রীবিগ্রহপূজার ঘটা আড়ি প্রকাশ করে, ভক্তগণের সেবার ঘটা করে না। শ্রীমূর্ত্তি কনিষ্ঠভক্ত বা প্রাকৃত ভক্তের নিকট এক ভাবনা বিচার প্রদর্শন করেন। সাধকের পক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সাক্ষাৎসঙ্গ ও তন্মুখে হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহু জন্ম অর্চ্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কথাদ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং নিজকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অর্চ্চা তিনি জড় নহেন। যদি অর্চ্চা ও অর্চ্চকের স্বরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহ-পূজা ছেলেপিলেদের পুতুলখেলা হইয়া যাইবে। পুতুল-পূজার দরকার নাই, কিন্তু ভগবানের পূজার দরকার আছে। আমাদের জড় হাড়-মাংসের দ্বারা অর্চ্চনের ফুল তোলা ও পূজা হয় না। ভক্তের দৃষ্টিতে অর্চ্চা প্রতিভাত হয়। বাহিরের লোক বলিতেছে—অর্চ্চা খায় না, initiative নিতে পারে না, কিন্তু ইহা ভুল। শ্রীবিগ্রহ—বৈকুণ্ঠের চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্যরূপেরই প্রাপঞ্চিক জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন।

যিনি অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না। চৈতন্যদেব শ্রীরামাদি অবতারগণ জীবের সহিত কথা বলেন, উপদেশ করেন, পালন করেন এবং তাহাদের অকল্যাণের বিঘ্ন নিবারণ করেন। বাসুদেবাদি ব্যূহদেবের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন।

স্বদেশীর যুগ

——::(॰)::——

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী)

সে আজ অনেক কালের পুরাণো কথা, সেই ইংরাজী ১৯০৫ সাল যখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon) "বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ" (Partition of Bengal) করিলেন। বঙ্গজননীর অঙ্গচ্ছেদ! 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিল, বাঙ্গালা দেশে গাঁই গাঁই করিয়া বিরুদ্ধ আন্দোলনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আন্দোলন ক্রমশঃ বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িল। সেই আন্দোলনের প্রবল বিজলী-সঞ্চারে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর অসাড় নির্জ্জীব হৃদয়ে এক নবজাগরণ আনিয়া দিল। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বিচার সকলের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া দিল। স্বদেশনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ও দেশনেতাগণ উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে 'স্বদেশী'র ধুম আসিয়া পড়িল। বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও গ্রহণ, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বাহিরের অভিযান, অহিংসামূলক অসহযোগনীতি প্রভৃতি কত কি সৃষ্টি হইয়া বাঙ্গালা দেশকে বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিল ও অন্য ভয় সৃষ্টি করিল। সরকার বাহাদুরও সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ঐ আন্দোলনের বন্যায় কত কি ভাসিয়া গেল, কত ধনী, নির্ধন, বালক, যুবক, প্রৌঢ়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী, পুরুষ, চাকরীজীবী, ব্যবসায়জীবী, স্কুল-কলেজের ছাত্র যে কত প্রকার ত্যাগ স্বীকার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বদেশনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপর্য্যুপরি বিবিধভাবে পদদলিত, ক্লিষ্ট, বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, অপার সাগরে ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও স্বদেশপ্রীতি রক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

স্বদেশ এমনিই জিনিষ, যাঁহাদের স্বদেশের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া কিছুতেই থাকিতে পারেন না, কোন প্রকার বাধা, বিপত্তি, দুঃখ, কষ্ট নির্য্যাতন কিছুই গ্রাহ্য করেন না। ব্যবহারিক জগতে আমরা 'স্বদেশ' বলিতে জন্মভূমিকেই লক্ষ্য করি। অর্থাৎ যাঁহার যে দেশে স্থূল শরীরের জন্ম তাঁহার সেই দেশই স্বদেশ। এই প্রকার স্বদেশের কিন্তু নিত্যত্ব নাই, কারণ আজ বঙ্গদেশে জন্ম হইয়াছে বলিয়াই ইহা আমার স্বদেশ, কিন্তু ভবিষ্যতে মৃত্যুর পর যদি বিলাতে জন্মগ্রহণ করি তখন বিলাতই আমার স্বদেশ এবং বাঙ্গালা আমার পক্ষে বিদেশ হইয়া যাইবে। পারমার্থিকগণ 'স্ব' বলিতে জীবাত্মাকেই এবং 'স্বদেশ' বলিতে জীবাত্মার (শুদ্ধ) নিত্য নিবাস বৈকুণ্ঠজগৎকেই লক্ষ্য করেন। সুতরাং স্বদেশপ্রীতি বলিতে ভগবদ্ধামপ্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতিই সর্ব্বজীবের বিষয়।

পরমার্থবিচারে যে যুগে সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মপ্রাপ্তি ও তৎপ্রীতিবিধানের জন্য প্রবল অভিযান ও আন্দোলন হয়, তাহাকেই 'স্বদেশীর যুগ' বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমান যুগে সেই স্বদেশী আন্দোলন বা ভক্তির প্রচারকার্য্যের যুগপ্রবর্ত্তক বা পুরোহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তিনি সেই আন্দোলনের ভার দিয়াছিলেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উপর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কেবলমাত্র 'press' (মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ প্রবন্ধাদি দ্বারা)

স্বরূপ। বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। 'কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়'।

হইতে সেই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ press এবং platform (বক্তৃতামঞ্চ হইতে) উভয় ভূমিকা হইতেই সেই আন্দোলনের পুষ্টিবিধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 'শ্রীগৌড়ীয়মিশন' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই মিশনের মূল উদ্দেশ্য পরিচয়ে জানাইয়াছেন, "Back to God and back to Home is the message of Gaudiya Math" অর্থাৎ প্রত্যেক জীবকে তাহার বাস্তব জন্মভূমি বৈকুণ্ঠে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ফিরাইয়া লইয়া সেখানে পৌঁছাইয়া দেওয়াটাই শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের কার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ এই যে স্বদেশীর বন্যা আনিয়াছেন তাহা অনন্ত-কালের জন্য, ইহার কোন দিন বিরাম থাকিবে না, এই ভক্তিবিনোদধারা কোন দিন রুদ্ধ হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রবল স্বদেশীর আন্দোলন আজ ভারতের কূল ছাপাইয়া মহাসমুদ্রের পরপারেও পৌঁছিয়াছে। ব্যবহারিক জগতের স্বদেশী ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোতে এই আন্দোলন বিষম ধাক্কা (jerk) দিয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও এই 'স্বদেশী' আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য বহির্মুখ পাষণ্ডগণ boycott, passive ও active resistance (অন্তর ও বাহ্যিকী বাধা প্রদান), অসহযোগনীতি অবলম্বন (non-co-operation) করিতে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অভিযানের বিরুদ্ধে কোনটাই কার্য্যকরী হয় নাই, সেই বন্যায় সব ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটেও আত্ম-স্বদেশী প্রাকৃতসহজিয়াগণ মনে করিল যে, ঐ স্বদেশী আন্দোলন থামিয়া যাইবে এবং তাহারা কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ কৃষ্ণের যাবতীয় সেবোপকরণ নিজেরা লুটিয়া খাইবে। কিন্তু তাহাদের সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ণধাররূপে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবৎসেবা-লিপ্সু সজ্জনগণকে তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছেন।

'বঙ্গভঙ্গের' প্রসঙ্গে স্বদেশীর যুগে যেমন নীচপ্রকৃতি, ঘৃণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ-বিদ্ধ ব্যক্তিগণ জাতিসমষ্টির স্বার্থ বলি দিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হইয়াছিল, সেই প্রকার শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচালিত এই স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও হরিবিমুখ-সম্প্রদায় প্রকৃত স্বার্থের কথা, স্বার্থগতি বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার কথা পদদলিত করিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির মানসে বৈষ্ণব নির্য্যাতনের প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ সেই সব নির্য্যাতনের কষ্টিপাথরে আমাদিগকে কষিয়া লইবেন। তাঁহারা নিজেরা সমস্ত নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমানের বোঝা দিয়ে লইয়া আমাদিগের শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিষ্ঠার অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবেন। জড়ীয় স্বদেশের জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ, অপমান, নির্য্যাতন, সর্ব্বনাশ, কারাবরণ স্বীকার করিতে পারিয়াছি; কিন্তু পারমার্থিক স্বদেশের জন্য, নিজ নিত্যমঙ্গলের জন্য, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই বাণীর অনুসরণের জন্য কতটা নির্য্যাতন, ক্লেশ, সর্ব্বস্ব, কারাবরণ, অপমান বরণ করিতে প্রস্তুত হইব, তাহারই পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। ইহাতেই আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলার পুষ্টি হইবে। এই আন্দোলনেই জানা যাইবে, আমাদের কাহার কতটুকু গুরুভক্তি, আচার্য্যনিষ্ঠা, মিশনের জন্য সেবাপর ও, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান এমন কি, কারাগারবরণে পর্য্যন্ত তীতিক্ষতা, নিরপেক্ষতা। সেই কঠোর পরীক্ষা আজ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি", এই ভগবদ্বাক্যে কতটা শ্রদ্ধা তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ সেই 'স্বদেশী' আন্দোলনে সর্ব্বাত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যোগদান করিয়া নিঃশ্রেয়স বরণ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন এবং আমাদিগেরই হিতার্থে বিরোধিগণের সকল অপমান, অত্যাচার, নির্য্যাতন নিজেদের মস্তকে বহন করিয়া আমাদিগকে অভয় দিতেছেন এবং স্বপাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়াছেন। সুশীতল-ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের উপর কুঠারাঘাত, অত্যাচার যেমন সহ্য করা উচিত নয়, সেই প্রকার অযোগ্য-নির্য্যাতন কারী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি অস্বাভাবিক, অবৈধ, নিষ্ঠুর অত্যাচারও সহ্য করা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিরই উচিত নহে। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ কাহাকেও কিছু না বলিলে বা কাহারও নিকট কিছু না চাহিলেও বৈষ্ণবসঙ্গাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাঁহার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হওয়া ও আপ্রাণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি প্রাণঃ বরণ করিতে হয়, তবে 'প্রাণৈ-রর্থৈর্ধিয়া বাচা' বিচার গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণব-নির্য্যাতনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া দরকার। যেহেতু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাদের কিছু বলেন না বা আমাদের নিকট কিছু বাঞ্ছা করেন না, অতএব আমরাও আমাদের কর্ত্তব্য সেবা হইতে বিরত থাকিব, ইহা হরিজনকিঙ্করাভিমানগণের আদৌ কর্ত্তব্য নয়, বরং উহা নরকেরই পথ। আমাদের যাহারাই ঐরূপ বিচার হইবে, তিনিই বঞ্চিত ও কৃপণ বলিয়া গণ্য হইবেন।

যে সকল মহাবদান্য বৈষ্ণবগণ বহির্মুখজনের অত্ত যাবতীয় বড়, ঝুঁটি, বজ্রাঘাত সহিষ্ণু হইয়া নিজ শিরে বরণ করিয়া আমাদিগের মত ত্রিতাপক্লিষ্ট পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের নিকট—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥"

—এইপ্রকার আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর, অবৈধ অত্যাচার নির্য্যাতন দেখিয়াও কি আমরা ভক্তিরাজ্যবলে বলবান্ না হইয়া নিশ্চেষ্ট জড়বৎই থাকিব? অর্থের সদ্ব্যবহারের এমন সুবর্ণসুযোগ কোথায় হারাইব? বিত্তশাঠ্যকারী বাদুড় কৃপণ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্যই বৈষ্ণব-গণের অভাবপ্রদর্শনীলার অভিনয়। "কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে", একথা যদি মিথ্যা না হয়, কৃষ্ণের যদি অভাব না হয়, তবে বৈষ্ণবের (কৃষ্ণভক্তের) অভাব কি প্রকারে হইতে পারে? বদ্ধজীব আমরা স্বভাব হইতে চ্যুত, অভাবের রাজ্যে পতিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, অতএব তাঁহাদের কোনদিন অভাব নাই। তবে যে তাঁহাদের অভাবের অভিনয়, তাহা বাদুড় কৃপণ ব্যক্তিগণের অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগদান মাত্র।

আমাদের মস্তকে যদি কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হয়, তবে হস্তদ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে বা পদ-সাহায্যে পলায়ন পূর্ব্বক রক্ষা পাইতে চেষ্টা করি, কারণ মস্তক আমাদের শরীরের প্রধানাংশ (part and parcel)। মস্তকের প্রতি অত্যাচার হইলে সর্ব্ব শরীর বিপন্ন হয়। সেই প্রকার যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে যদি আমাদের মস্তক অর্থাৎ সেব্যবস্তু বলিয়া উপলব্ধি থাকিত, তাহা হইলে উঁহাদের প্রতি অত্যাচার, উদ্বেগ ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে আমরাও সর্ব্বতোভাবে দণ্ডায়মান হইতাম। কিন্তু কই, সে ভাব হৃদয়ে ত' জাগিতেছে না! ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে আমরা আমাদের শিরোদেশ বা সেব্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই। তাঁহারা আমাদিগকে "ধনের ব্যাঘ" দিবার জন্য পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া ঘোষিত করিতে পারিলে, আমরা দুর্ভাগ্য অপব্যবহার করিয়া উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে খোঁড়িত করিয়া অজগর, ভীমরুল, বরুণী ও দংশন লাভ করিয়া থাকি।

আমরা বিচার ঠিক করিয়াছি যে, শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের এর-ঝামেলার মধ্যে না যাইয়া সুযোগমত advice gratis (বিনামূল্যে উপদেশ) দেওয়া এবং তাঁহাদের প্রতি নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে lip sympathy (মৌখিক সহানুভূতি) দেখাইয়া তফাতে থাকাই উচিত। অন্যের কথা জানি না, তবে আমার নিজের কথাটা এই যে, আমি আমার বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী, বুদ্ধিমান্ উপযুক্ত পুত্রগণ, আত্মীয় বন্ধুগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না। কারণ, তাঁহারা আমাকে বুঝাইয়াছেন যে, "মিশনের ঐ সব মামলা-মোকর্দ্দমা প্রভৃতি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার? মাসিক চাঁদা যাহা কিছু দেওয়া হইতেছে তাহাই যথেষ্ট। মিশনের বিপদের ঐ ফাঁস গলায় দিতে যাওয়া ঠিক নয়; আমাদের সংসারের দায় ঠেকা ত' লেগেই আছে, আমাদের বিপদে কি কেউ সাহায্য ক'রবে? আমরা নিজেরাই সামলাতে পারি না, তার উপর মিশনের গোলযোগের মধ্যে মাথা দেওয়া একেবারেই উচিত নয়; তফাতে তফাতে থাকাই ভাল। বেশী মেশামিশি করলে চক্ষুলজ্জা এসে পড়বে, আর তা' হ'লেই ভবিষ্যতের টাকাও বেরিয়ে যাবে। কৃষ্ণ আছেন, মহাপ্রভু আছেন, বৈষ্ণবদের কিছু অভাব হবে না; তা' ছাড়া আমরাই বা কি করতে পারি?" আমি ত' বলি বধির হইতে পারি নাই যে, গুরুজনদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ এই সকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিব?

আমি আরও বিচার করি যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের সহিত আমার পরমার্থ লইয়াই ব্যবহার ও সম্বন্ধ, ও-সব মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের মত পরমার্থ-প্রয়াসী লিপ্ত হয়ে কি কাজ? তা' ছাড়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের ঐ সব ব্যাপারে লিপ্ত না হওয়াই ভাল! আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কোনপ্রকার আমাদের পরমার্থের হানি হইতে পারে। অতএব শুদ্ধ-বৈষ্ণব-গণের সুখ-দুঃখের ভাগী না হইয়া আমরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মার্থকাম সকলই ভোগ করিতে করিতে, অট্টালিকাবাসীই হউন, আর বৃক্ষতলবাসীই হউন, বৈষ্ণব-গণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে আত্মমঙ্গল বরণ করিব। মামলা-মোকদ্দমার দায় চিরকালই আছে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ নিরীহ ব্যক্তি, গাঁটোয়ারী বুদ্ধির সহিত ঝগড়া-বিবাদ তাঁহাদের সাজে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত-পানে আমাদের অরুচি নাই বরং উহা একটা

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্যাজিপ্রচারকসে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনন্তকৃষ্ণকাহ্নবীজ্যোৎস্নাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জন্নদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং আচরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ মহেশকুণ্ডা, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরিকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং দিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন্সরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বসু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাজার দর

১৫ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর।

দেশী মিহি চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
কাটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
ধনেখালী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	
বরোদেশ কোয়ালিটি	
মিহি বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
ধনেফুলী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাদশাহি	৫৲-৫৶০
লাটবাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০।৶০
বলিপুর ১০০০ নং	১০/০
বাবুকোরা দানা	
জামালপুর দানা	৮।০—৯৶০
জামালপুর দানা	

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৫॥০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫২।০

পাটের দর

আসাম—	৬০৸০
সিরাজ—	৬০৸০
উত্তর—	৪১।০
মৃগায় বরের মসা—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

স্টেট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
কুলাকাটার ঐ	৬৲—৬৶০
গেটম্যানের ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এ)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২॥৶০
দালাই	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১৸৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
বাখরগঞ্জ	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
মহিষা	৪৫৲
আসামী	৩৩।০

ডাল	
জামুদে	৩৩৲
ঢাকা খাঁচা	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸
গাড়ি মইকা ২৪—৩০ সের	১০৲

মুরেরি দর

আমের গোলার কাঠের	৪৫৲
সিট্রন আমের বক্স	৪০৲
কমাতি মুরগির কাঠের	৪০৲
চাবাগ কাঠ	৫৫৲
ঐ কাঠ	৫১৲

সেকেণ্ডি মশলা

	প্রতি মণ
পাতন মাচ	৮।০
সুপারী সেদ্ধ	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
গুটি খদিরনং	১৫।০—১৭।০
ঢাকা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৩৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ সের—	১১৷০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	৮ ১৸৶০
২৪ সের—	১১৸৶০
২৬ সের—	১২৸৶০
২৮ সের—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸০
শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
গেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, গোলাই গজারে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
ধুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের চালান ৫৶০, পাটের চালান ৬।০	
ভুষার চালান ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড কোং লিঃ

৩-৫ বনরাখ ঘাট লোহাপট্টী, বড়বাজার

কলিকাতা

মায়া

—(:o:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:o:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—শহর সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে; ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

জ্বেড্রোল কি জন্য?

—:(:o:):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস"এর "জ্বেড্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাস্থ্যবের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আম শীঁ, বর্ষা-লাপুতা, দানটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "জ্বেড্রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

। সেবনবিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও তরকারি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবগুরে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে সম্প্রতি সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসংস্থাপক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী প্রত্যেক জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী প্রত্যেক জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	[illegible]
" ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩১ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯- ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

গৌর শ্রীমায়াপুর
[illegible]—শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

G ম CO 1646

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২৪শে জুন, ১৯৩৮, শুক্রবার [৯৮-তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

স্পেনের গণতন্ত্রীগণ ও পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু বার্সিলোনা হইতে প্যারিস পৌঁছেন। গত ২০শে জুন রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় তিনি প্যারিসের বোর্গে ঘাঁটি (গ্রীনউইচ) হইতে [illegible] করেন। লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে তথায় আরও দুই তিনদিন কর্ম্মব্যস্ত থাকিতে হয়। তিনি প্যারিসে ভারতীয়দের সহিত এবং কতিপয় বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। 'রয়টারের' প্রতিনিধি তাঁহাকে স্পেনে তাঁহার পাঁচদিনের অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "বার্সিলোনার প্রত্যেক 'গণতন্ত্রীরা জয়লাভ করিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী' এইরূপ দৃঢ় ধারণা পোষণ করিয়া থাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। বার্সিলোনার অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, আরও দুই তিন বৎসর যুদ্ধ চলিবে। তাহারা কখনও পর-পদানত হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহারা উত্তরোত্তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছে এবং তাহাদের সৈন্যবাহিনী অধিকতর সুগঠিত হইয়া উঠিতেছে। তথাকথিত বিদ্রোহী ও গণতন্ত্রীদের প্রধান প্রধান ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন করিয়াছি। তাহারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখদৈন্য [illegible] দিয়া ঐক্য [illegible] অবিচলিত রহিয়াছে। [illegible] প্রেসিডেণ্ট, প্রধান-সচিব, ক্যাটালোনিয়ার প্রেসিডেণ্টের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। প্রত্যহ রাত্রিতে বোমাবর্ষণের দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।"

স্পেনে বেপরোয়া বোমা বর্ষণ

গত ২০শে জুন কমন্স সভায় সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বাটলার ঘোষণা করেন যে, স্পেনে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার [illegible] ব্রিটিশ, সুইডিশ ও নরওয়েজিয়ান [illegible]দিগকে লইয়া গঠিত একটি কমিশন যথাসম্ভব সত্বর স্পেনে প্রেরণের আয়োজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কমিশন যে কোন পক্ষের অনুরোধে স্পেনের যে কোন অংশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

স্পেনীয়গণের মনের বল দেখিয়া পণ্ডিত নেহরুর বিস্ময়

'রয়টারের' প্রতিনিধির নিকট পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু বলেন, "স্পেনীয় জনসাধারণের চমৎকার মনের বল দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইউরোপের দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গণতন্ত্রকে বহুবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু সহরের বিমানধ্বংসী কামানশ্রেণী পরিদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী কম্যুনিষ্ট নেত্রী প্যাসোনারিয়ার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নেগ্রিন বাহিরে থাকায় পণ্ডিত নেহ্‌রু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।

প্যারিস অভিমুখে পণ্ডিতজী

'রয়টারের' প্রতিনিধি পণ্ডিত নেহ্‌রুর ইউরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থাকারী মিঃ কৃষ্ণ মেননের সহিত ১৯শে জুন সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, পণ্ডিতজী সদলবলে ঐ দিবস অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। স্পেন সীমান্ত হইতে তাঁহারা ট্রেণযোগে প্যারিস যাত্রা করিবেন এবং আগামীকল্য তাঁহারা প্যারিস পৌঁছিবেন। মিঃ কৃষ্ণ মেনন ঐ দিনই লণ্ডন যাত্রা করিবেন; পণ্ডিতজী দুই দিন পরে যাইবেন এবং সেখানে তিনি তাঁহার মেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহ্‌রু বেশ সুস্থ আছেন।

রাত্রিযোগে বার্সিলোনার উপর তিনবার বিমান আক্রমণ হয়; পণ্ডিতজী যে হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন তাহার অলিন্দ হইতে তিনি অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিমান আক্রমণ লক্ষ্য করেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

মোটা বেতনে শর্করা ইঞ্জিনীয়ার আমদানী

গত দুই বৎসর যাবৎ বিদেশ হইতে ভারতে বিশেষজ্ঞ আমদানীর খুব চলিয়াছে। ভারত সরকার কর্ত্তৃক [illegible] উদের নিয়োগ-সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরই শুনা যাইতেছে যে, গ্লাসগো হইতে মিঃ এবট নামক এক ব্যক্তিকে মাসিক ১২০০্ টাকা বেতনে কাণপুর সুগার টেকনোলজি ইন্‌ষ্টিটিউটের-জন্য শর্করা ইঞ্জিনীয়ার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্দ্দেশেই সম্ভবতঃ এই নিয়োগ হইয়াছে। স্যর ব্রাইস বার্ট উক্ত কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান।

শর্করা শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারের অভাব নাই। অনেক কম বেতনে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার পাওয়া যাইত বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

এক দিনে তিন পুত্রের অপমৃত্যু

দিল্লীর এক মুসলমান রমণীর তিন পুত্রেরই একই দিনে অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বড় দুই পুত্র ঘটনার দিন একসঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পরস্পরের সহিত কলহ করে এবং বড় ভাই উত্তেজিত হইয়া ছোটটিকে ছোরায় আঘাত করে। ছোট ভাইয়ের দেহে রক্তধারা দেখিয়া তাহার চৈতন্য হয় এবং ধরা পড়িবার ভয়ে চুপি চুপি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ছাদে উঠিয়া লুকাইয়া থাকে। ইতিমধ্যে আহত ভ্রাতা রক্তাক্ত দেহে বাড়ীর মধ্যে মায়ের নিকট ছুটিয়া যায়। মাতা ঐ সময় কনিষ্ঠ পুত্রকে স্নানের ঘরে স্নান করাইতেছিল। পুত্রের ঐ অবস্থা দেখিয়া এবং ঘটনা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধরিয়া আনিতে ছাদের উপর যায়। পুত্র মাকে এড়াইতে ছাদ হইতে পাশের বাড়ীর ছাদে লাফাইতে যাইয়া পদস্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া মারা যায়। আহত পুত্রও ইতিমধ্যে ঐ ছোরার আঘাতেই মারা যায়। মাতা তখন কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট স্নানের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পায় শিশু 'বাথটবে' ডুবিয়া মরিয়া রহিয়াছে।

অষ্ট্রিয়া-র ঋণ

মার্কিন গবর্ণমেণ্ট জার্মানীকে অষ্ট্রিয়ার ঋণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে দ্বিতীয়বার দাবী জানাইয়াছেন। উক্ত নোটে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যখন একটী রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রকে অধিকার করে তখন সে উক্ত রাষ্ট্রের ঋণ ও বাধ্যবাধকতার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তাহার লভ্যাংশও ভোগ করিয়া থাকে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাহ্মণ-আদরণ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতগুচ্ছ ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যপ্রাভৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিকাফল গণগৌরকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্দ্দিষ্ট-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিজ্ঞাসঃ ।০
৬৩। সজীব-শিক্ষাদশকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফুল ভল্যুম) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১২ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ৯ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৪শে জুন ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ১৮৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

খড়্গপুরে

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ... মহারাজী গত ৭।৬।৩৮ তারিখে ... বিষয়ে 'ব্রহ্মচারীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা শ্রবণে সকলে এতদূর আকৃষ্ট হন যে, তথায় আরও কয়েকদিবস অবস্থান পূর্ব্বক বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য ব্রহ্মচারীজীকে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি আরও দুইদিবস উক্ত দুর্গামণ্ডপে ক্রমে 'সনাতনধর্ম' ও 'বৈষ্ণবধর্ম' সম্বন্ধে দুইটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন ব্যক্তি গৌড়ীয়মিশনের প্রচারমহিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যহ শত শত সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাবৃন্দ বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উক্ত সভায় উপস্থিত হন। তন্মধ্যে কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইল,—

শ্রীযুত মোহিনীমোহন রায় বি-এ; ... সত্যেন্দ্রনাথ দাস বি, এস-সি; শ্রীযুত সুধাংশু মোহন ব্যানার্জ্জী; শ্রীবিমলেন্দু চ্যাটার্জ্জী বি-এ, শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনতীশচন্দ্র মহাপাত্র, শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ... নাথ মহাপাত্র, শ্রীঅমরকুমার মিত্র, শ্রীযুত অমল চন্দ্র মিত্র বি-এ, শ্রীঅমরনাথ ... প্রভৃতি, শ্রীকালীপদ সেনগুপ্ত, শ্রীমনোমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীবিভূপদ মুখার্জ্জী প্রভৃতি।

ব্রহ্মচারীজী গত ১১।৬।৩৮ তারিখে রাওগ্রাম নামক স্থানের শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিলোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ শ্রবণের জন্য তথায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠ শ্রবণে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন।

১৩।৬।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুক্ত ভূষণ বাবুর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "প্রহ্লাদ উপাখ্যান" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিন বহু ভদ্রলোক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঠশ্রবণে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্রহ্মচারীজীর শীঘ্রই খড়্গপুরের প্রচার শেষ করিয়া বক্তা হইয়া পুরীতে যাইবার কথা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১২ই আষাঢ় ২৭শে জুন সোমবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান ... শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব ... প্রভুবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীকুঞ্জে সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে। নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (চেয়ারম্যান)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (সেক্রেটারী)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

আলালনাথ ও পুরুষোত্তমে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আলালনাথ ও শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সম্পাদন জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামাভিমুখে রওনা হন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে আলালনাথের মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগরসংকীর্ত্তন, উচ্চৈঃশোভা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ অঙ্গাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অপরাধাবলী

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

ত্যাজ্য—গুরুদাসত্ববিৎ সাধুর নিন্দা, দেবতান্তরে স্বতন্ত্রবুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নামবলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্ম্মসহ নামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহংমমভাব—দশ নামাপরাধ; ধামপ্রবর্ত্তক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্যবুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধামসেবাচ্ছলে নামবিক্রয়ের ব্যবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, ধামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধামমাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রের নিন্দা, ধামমাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান—ধামাপরাধ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী সেবা, কায়িক পাপত্রয় (অন্যায়ভাবে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ, হিংসা ও পরদারমর্দ্দন), বাচিক পাপচতুষ্টয় (রূঢ়বাক্য, মিথ্যাকথা, খলতা ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ), মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভ—ধ্যান, অনিষ্টচিন্তা ও মিথ্যাভিনিবেশ)।

সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সর্ব্বনাশের কারণ। অকৃত্রিম সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্বহির্ম্মুখ প্রপঞ্চ—বঞ্চনাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মাধব নিত্য শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২

বিরাগ

—:(•):—

যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল সংসারী বা বিলাসী আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে বৈরাগী, এরূপ কোন কথা নয়। আত্মোপ্রতর্পণের চেষ্টা যেখানে, সেখানেই বিলাস বা সংসার। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গ সাধারণতঃ গৃহেই প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া গৃহাসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তিকেই সংসারী বলা হয়। কিন্তু এই গৃহী ব্যক্তিও যদি প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অকপটচিত্তে তাহা পালন পূর্ব্বক সেবাময় জীবনযাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও সংসারমুক্তি হইতে পারে। আর গৃহত্যাগ করিয়াও যদি কেহ হরিকথা শ্রবণবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সুবিধা হইবে না। কারণ, তাহা দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ হয় না। অতএব তাহাই সংসার। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভ করা অসম্ভব। সেইজন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন।

বিষয়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহাই বিরাগ। সাধুসঙ্গফলে ভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়রাগ যায় না। কতকগুলি লোক জড়রোগে ব্যস্ত হইয়া রোগী, আর কতকগুলি লোক জগতে সুখ নাই বলিয়া ত্যাগী হইয়া থাকেন। ইঁহাদের একজন বিলাসী ও আর একজন কপট বৈরাগী। ইঁহারা উভয়েই অনুপকারী। অর্থাৎ একজন ভোগী আর একজন প্রাকৃত ত্যাগী। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগী বা শুষ্ক-বৈরাগীও নহেন। তাঁহারা ভগবচ্চরণে অনুরাগী—যুক্ত-বৈরাগ্যবান্। বিষয়কে সর্ব্বতোভাবে তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্য যে অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তগণ তাদৃশ শুষ্ক-বৈরাগ্য স্বীকার করেন না। সহজস্বভাবের নিকট কৃত্রিমতার স্থান নাই। কৃত্রিমতা অমঙ্গলপ্রদ। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়নিবৃত্তি করিতে গেলে দুঃখ তত কিম্ভূতভাবে অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বাহ্যভাবে বিষয় পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না। কারণ, বিষয় অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ রস না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের বিষয়চেষ্টা বাধ্য। আমরা বাহ্যতই বিষয় পরিত্যাগ করিলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হইয়া থাকে ; তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

(গীতা)

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক মনে মনে বিষয় চিন্তা করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। দুর্ব্বল নিরাহারী বা সংযমী ব্যক্তিতে বিষয়ভোগের সামর্থ্যাভাব লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিষয়তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা হয়। কিন্তু যখন বিষয়-রসাপেক্ষা ভগবদ্রসের লাভ হয়, তখন দুঃখ দুঃখপ্রদ বিষয় আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়। তজ্জন্য কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না পরন্তু বিষয়কে নিজভোগ্য না জানিয়া তাহাকে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়াই থাকেন। ভগবানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির যুক্তবৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। তবে অজ্ঞানতঃ আমাদের হৃদয়ে এই সহজ-বৈরাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়গুলি অতি যত্নে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভগবদনুশীলনে রত হইতে হইবে। ভগবদনুশীলনের ফলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বৈরাগ্য আপনিই উদিত হইবে।

আমরা সংসারী জীব, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের সততই আছে। সৌভাগ্যক্রমে যদি আত্মনিবেদনকারী শরণাগত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় পাইতে পারি, নতুবা সংসার-মুক্তির আর অন্য কোনও উপায় দেখি না। যেমন সঙ্গ করিব তেমন ফল লাভ হইবে। যদি বিলাসীর সঙ্গ করি, তাহা হইলে বিলাসী হইব, যদি ত্যাগী বা বৈরাগীর সঙ্গ করি তাহাতে শুষ্কবৈরাগী হইব। আর কৃষ্ণানুরাগীর সঙ্গ করিলে কৃষ্ণানুরাগ ও বিষয়বিরাগ সহজলভ্য হইবে। ইহা নিশ্চয়ই।

সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেই জীবের সংসারমুক্তি হয়। উহাই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মন্ত্র আমাদিগকে মননধর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের পরে সংসারনিবৃত্তি হইলে পর আমরা ভগবানের গুরুসেবা লাভ করিতে পারি। তখনই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন হয়, নিরন্তর ভগবৎ-কথারসসেবানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভক্তি যাজিত হয়। আমরা বর্ত্তমানে যে সাধন ভজন করি তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সাধুর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে সকল জীব নির্ম্মল হইতে পারে। এই সাধনকার্য্যে কিছু তত্ত্ব চেষ্টা ও কিয়ৎপরিমাণে কৃষ্ণকৃপা প্রয়োজন। যখন আমরা সাধুর অনুসরণ পূর্ব্বক গুরুসেবাপ্রার্থী হই, তখন অকিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আত্মদুঃখ জানাইলে তাঁহাদের কৃপাতেই আমাদের হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর সংসারবন্ধনকে এক মুহূর্ত্তে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সতত [illegible] নিরন্তর সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হইলে আমরা কৃষ্ণোন্মুখী হইতে পারিব। কিন্তু যাঁহারা এই সংসার-বন্ধন জোরে নাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য প্রকৃত যত্ন না লইয়া উদ্বেগ ও চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শেষে বৈরাগ্যই ভোগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণচিন্তা না হইলে সংসারচিন্তা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই ইহা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বিষয় বিরাগের অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং জীবনে-মরণে শয়নে-স্বপনে কৃষ্ণের কীর্ত্তন করা ছাড়া যে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল্গুবৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই ; সেই জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্যের কথা শিক্ষা দিয়াছেন ;

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং

ফল্গু কথ্যতে

আমার কাহিনী

(ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়)

বিশ্বমাঝে লালায়মান হইয়া নিজেকে আজ বড় বলিয়া অভিমান করিতেছি, নিজেকে সবজান্তা সাজাইয়াছি, রূপে, গুণে, কুলে নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি। আবার কয়েকদিন পরে নূতন নূতন আরও কত উপাধি আসিয়া আমার মস্তক করিয়া তুলিবে। কিন্তু নিতান্ত যে আমার কি বা কি ভাবে আমি এখানে অবস্থান করিতেছি, তাহার বিচার করিতেছি না। দৈনন্দিন কর্ত্তব্যটা যে আমার কত প্রকার প্রেরণা প্রদান করিয়া উৎসাহী করিয়েছে এবং তাহাদের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া কতবারই যে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই,—তবু চাই আমি আমার বাঁচিয়া থাকিতে, তবু চাই আমি আশা তাহাদের আকাশকুসুম-কল্পনায় মনোরম বেশভূষণ করিতে। লক্ষ্যহীন বাতুলের প্রায় ছুটিয়াছি এক সুদূর সংসার-মরুপ্রান্তরের মরীচিকা পানে, কোথায় যাইব জানি না। সংসারের মোহে মোহিত মাদৃশ পাষণ্ড, জড়-অহঙ্কারে লক্ষ্যহীন, অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত পতিত জীবকেও পথ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বাণী নিত্যপ্রকটিত থাকিয়া প্রতি-[illegible] আমাকে সাবধান করিতেছেন।

[illegible], পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, কুম্ভীরাদি অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ [illegible] মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে এবং ইহাও যে নশ্বর তাহা স্থিরনিশ্চয়। প্রতিজন্মে এক একটী দেহ ধারণ করিয়া কত প্রকারে জগতে বিচরণ করিয়াছি, কুম্ভীর, সর্প, বৃক্ষাদি জন্মে কত প্রকার কষ্ট যে [illegible] করিয়াছি, তাহার হিসাব নাই। [illegible] কতকগুলি পশুজাতির প্রতি লক্ষ্য করি[illegible] সেই দুঃখের কিঞ্চিদাভাস মাত্র উপলব্ধি হয়। অতি দুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও আমি সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় জীবনটী কাটাইতে সচেষ্ট হইয়াছি, পশুধর্ম্মকেই মনুষ্যজন্মের সার বলিয়া মনে করিয়াছি।

শৈশব

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে আমি রোগী হইয়া পড়িয়াছি, মাতৃ-অভাব হইলে বাল্যকালে অতিরিক্ত ক্রন্দন দ্বারা স্বজনগণকে জানাই আমার রোগের ইন্ধন চাহিয়াছি। ক্রমে ক্রমে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের কোলে লালিতপালিত হই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাশিক্ষার্থী আয়োজন আরম্ভ করিলেন। আমিও কোনও বর্ণের শিক্ষার দিকে [illegible]

সাধুকৃপা বিনা কোন কালে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ চালাইবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পুস্তকের প্রতি অক্ষরে শিক্ষা করিলাম ভোগসংগ্রহের নানা কৌশল। তাহার পর মহাবুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলাম। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের অভাব নাই; কত লোক আমার ভোগের উপদেশ শ্রবণ করিতে লালায়িত। তাহাদের মধ্যে বেশ ভাল মাতব্বর সাজিয়া ধন উপার্জনের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিলাম, ইহাই আমার মনোমোহকরী অপূর্ব দক্ষতা। এই প্রকারে যে যত পরিমাণ ধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহার তত খানি কর্মকুশলতা জগতে প্রতিপন্ন হয়, অবশ্য বাহুলতার [illegible] চালিয়া দিলাম। নানা প্রকার সৌখীনতা আমাকে বিভূষিত করিল। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য ইন্ধন যোগাইয়া তাহাতে সর্বদা ব্যস্ত রহিলাম। যৌবনের নব উদ্যমে প্রকৃতি-পরিশোভিতা বিশ্বমাঝে মাদৃশ ভোগী মানব ভোগের অদম্য পিপাসা নিবারণ করিবার আশায় বিশ্বভোক্তা সাজিয়া বসিল। ভোগের বাসা ভুলিলাও আমায় বন্দী হইয়া পড়িলাম। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিবে, সন্দেহ নাই।

ভাবিলাম না যে, বার্দ্ধক্য আসিলে আমার এই ইন্দ্রিয়গুলি অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে, তবে ইহাদের জন্য এত ব্যস্ত কেন? একদিন মনে করিয়াছিলাম—আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সকলে ব্যস্ত থাকিবে! কিন্তু হায়, একি হইল? আমার জন্য যে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন চাহিলাম তাহারা আজ কি বলে? তাহারা বলে—আমরা তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিব না, তুমি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ কর। পরন্তু আমি এরূপ আসক্ত যে, আশা করিয়াছি তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়াও আমি সুখ পাইব। কত আমার ভোগলিপ্সা!

প্রত্যেক জন্মে ঐরূপ স্বজন পাইয়াছি, পুত্র পাইয়াছি, স্ত্রী পাইয়াছি আর পাইয়াছি এ জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ভোগাশা থাকায় তজ্জন্য বিফলে অশেষ মনোদুঃখ। অতীব অদৈব ভোগলিপ্সা-চরিতার্থ লালসায় কত কত জন্ম এইরূপে দুঃখভোগ করিয়াছি। আজ অনাদিকালের বহির্মুখতায় আমি অন্ধ হইয়াছি। সর্বেন্দ্রিয়ে বিশ্ব ভোগ করিতে যাইয়া অজ্ঞানান্ধকারে আমার চিৎস্বরূপ আবরিত হইয়াছে। তাই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ মাদৃশ পতিতের নিকট তাঁহার নিজ জন পাঠাইয়া তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী জানাইতেছেন; লেখনীতে, বাক্যে, প্রচারকার্য্য ইত্যাদি বহু প্রকারে এই বহির্মুখতা-প্রবণ জীবসমূহকে কৃপাপূর্ব্বক, যাহা উদ্বোধন করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমার বহির্মুখচিত্তকে পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য প্রথমে আমায় শ্রবণ করাইলেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ এই মনুষ্যজন্ম বহু বহু জন্মের পর পাইয়াছ এবং উহাও অনিত্য; উহা অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে মঙ্গলের পথে ভগবৎসেবায় আত্মোৎসর্গ কর।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

• • •

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

• • •

মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস
ক'রলে ত' আর দুঃখ নাই॥

কিন্তু হায়, জগতের প্রতি আমি এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাদের পরমমঙ্গলময়ী বাণী-শ্রবণে আমার রুচি নাই, তাঁহাদিগের বাণীকে একদেশে আখ্যা দিয়া এ বিশ্বের বক্ষে যথেচ্ছাচারিতা চালাইবার বিপুল সরঞ্জাম লইয়া আমি আজ স্বেচ্ছাচারিতার পথে অভিযান করিয়াছি। আমি আমার ইন্দ্রিয়গণের তর্পণ করিতে যাইয়া তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করিয়াছি। ঐ ইন্দ্রিয়গণের এরূপভাবে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি যে, তাহাদের গোলাম হইয়া বিশ্বপতি শ্রীহরিকে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে চাই, সাধুর কথা আমার ভাল লাগে না। এমনই আমার আসুরিক প্রচেষ্টা!

বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত-সুকৃতি না থাকিলে সাধুসঙ্গ ও সদ্গুরু-পাদাশ্রয় অসম্ভব; তজ্জন্য পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণ জীবের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সুকৃতি করাইয়াও সাধুসঙ্গের সুযোগ প্রদান করেন। অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ এই মায়াকারাগারের অনাদি-কালের দীনহীন পতিত আসামীকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ দিয়া তাঁহার [illegible] আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভোগীর দৃষ্টি যে সতত ভোগের দিকে, তাই তাঁহার চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিয়াও দিনের পর দিন আরও বদ্ধ হইয়া প[illegible]। জানি না, সেদিন আমার কবে হইবে, যেদিন নিষ্কপটে গুরুজনগণের কথা শ্রবণে আমার হৃদয় [illegible] এবং অকপটে ছাড়িয়া তদ্বাণীবাহকগণের সঙ্গস্পৃহা হৃদয়ে জাগিবে ও শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা বরণ করিবার সৌভাগ্য হইবে। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়!

সাংখ্যবাণী

—::(o)::—

অষ্ট

গুর্ব্বষ্টক; শিক্ষাষ্টক; দামাষ্টক; চৈতন্যাষ্টক; কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়—অষ্টপদ্ম; পদ, জানু, হাত, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি—অষ্টাঙ্গ প্রণাম; অষ্টকালীয় শ্রীগোবিন্দ [illegible]; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, [illegible], গোপালভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ [illegible]—অষ্টগোস্বামী; রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপূর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্টকবিরাজ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্টসখী; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, মঞ্জুলালীমঞ্জরী ও প্রেমমঞ্জরী—অষ্টমঞ্জরী; নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিকালীয় অষ্টযামভজন; শ্রদ্ধা, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্রলম্ভ, প্রেমভজনসম্ভোগ; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—প্রতিমা; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিক-বিকার; অষ্টাক্ষর; উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—মহাদ্বাদশী।

ত্যাজ্য—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি—অষ্টাঙ্গ-মৈথুন; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ-যোগ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিন্দা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল—অষ্টপাশ মায়া।

নব

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপধাম; হেলোদ্ধূলিতখেদয়া, বিশদয়া, প্রোন্মীলদামোদয়া, শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া, রসদয়া, চিত্তার্পিতোন্মাদয়া, শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া, সমদয়া ও মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া—নবধা শ্রীচৈতন্যদয়া; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি; অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নধারা অর্চ্চন, বৈষ্ণব আরাধন—নবেজ্যা; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—প্রীত্যঙ্কুর; পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দ পুরী—চৈতন্যপ্রেমাধিক ভজন ন'টী মূল বা নবজন সন্ন্যাসী; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নবব্যূহ; ভারত, কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—নব বর্ষ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল (দ্রবিড়), চমস ও করভাজন—নবযোগেন্দ্র; বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, বিষ্ণু অখিলবেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীবসমূহ নিত্য হরিসেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—মাধ্বগৌড়ীয় প্রমেয়; পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—নিধি।

ত্যাজ্য—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু, ও উপস্থ—নবদ্বারে ভোগ।

দশ

দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আম্নায়বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয় যথা,—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই পরমতত্ত্ব, হরিই সর্ব্বশক্তিমান্, হরি অখিলরসামৃতসিন্ধু, জীবসকল হরির বিভিন্নাংশস্বরূপ, তটস্থস্বভাবতঃ জীব বদ্ধদশায় প্রকৃতিকবলিত, তটস্থস্বভাবতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রোহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি—অবতার; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ; দশাক্ষর মন্ত্র; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—দশবিধ পুরাণ-লক্ষণ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—দশ দশা। ...

(অতঃপর ৩২ পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্য-হিকপ্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাজনচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পূড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং জজরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর
পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ কামা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্প্যাগ্নান
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশদলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিদলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible] (কানপুর)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাইনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বস চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী ও বিলাতী চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাসমতী নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গল	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাবাফি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গল	৩৵০

চিনির দর

জাভা, চাইনা	১০৷৵০
হবিগঞ্জ ১০০০ নং	১০৴০
কাশীপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর সাদা	৭৷৵০—৮৲
কানপুর লাল	

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনি	৩৪৷০
টাকশালের বার	২২৲
মঙ্গলের	৫২৷০
চারিবার	

পাটের দর

অথাঙ্ক—	৪০৷৷০
ভিন্ন দর—	৪০৷৷০
উচ্চ দর—	৪১৷০
বাজার দরের মূল্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ক্রসেন্ট মার্কা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফুলকোরন ঐ	৬৲—৬৵০
গোল্ডমোহর ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩	৪৷০—৪৷৵০
ময়দা	১৪৵০—১৪৷০
বি	১৪৵০—১৪৵০

গুড়ের দর

	৫৭৲
অজরা	৫৭৲
রাজশাহী	৫০৲
সূক্ষ্মবতী	১৫০৲
বর্ধা	৩৫৷০
দার্জিলিং	

জাম	৫৲
কাজুলী	৭০৲
বাকা পাতলী	৪১৷৷০
২৬ সের—	১৭৷৷০
গ্যাস নম্বর ২৪—৩০ সের	১০৲

সুপারির দর

আসামে গোলার আইন	৫৪
সিঙ্গাপুর আসেন ৩৫৩৫	৪০৲
কতাকি ফুল ৫০ কাইম	৪০৲
হাওরী কাঁচা	৫৫৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পারস সাব	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
ঐ খড়িবল	১৪৷০—১৭৷০
গদা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৫.৬.৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
৯ ঢালা (টি-আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।	
২৪ সের—	১১৷০
২৬ সের—	১২৷৷০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৷৵০
২৪ সের—	১১৷৵০
২৬ সের—	১২৷৵
২৮ সের—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৷৷০
নীল	৷৵১০—৷৵০
বাজার দেশী কাটা তার (খাতির)	১০৷০
সেট কাটি বা স্ক্রিট কাটা বর্গ	৩৷০—৩৷৷০
পাতি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু, ধরাবে	৬৷৷০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৷৷০—৭৷৷০
নূতন ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হাপরণ ৫৵০, পাটের হাপরণ ৬৷০	
তুলার হাপরণ ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৯-৫ বনফীল্ড লেন গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(:০:)—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট”—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে ৪র্থ শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে; ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য ?

-:(:০:):-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে “দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের “ফেভ্রোল” অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-পাপুয়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে “ফেভ্রোল” ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার তোমার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডাঁটাভিটা রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারবিদ্যানিহিত্যিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণামূলক গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৭শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ:গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কাশিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৪৫। কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৯৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-০৯ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৩ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-২

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]

[illegible] 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২৫শে জুন, ১৯৩৮, শনিবার [১৯৩তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ওয়ার্ধা অভিমুখে সুভাষচন্দ্র

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বুধবার বেলা ২-৩১ মিনিটে বি, এন, আর যোগে মেল যোগে ওয়ার্ধা রওনা হইয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ওয়ার্ধা পৌঁছিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট মিঃ জিন্না যে পত্র দিয়াছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও উক্ত ট্রেনে রাষ্ট্রপতির সহিত ওয়ার্ধায় গিয়াছেন।

অবাধ্যতার অভিযোগে [illegible] সমরনায়কের প্রাণদণ্ড

বিগত ১৭ই জুন [illegible] ৮৮নং ডিভিসনের অধিনায়ক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত জেনারেল লাংহুয়াংকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের "হেড কোয়ার্টার" হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। সুচোই রেলওয়ের উপর অবস্থিত [illegible] রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঐরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, যদিও জেনারেল লুং পরে [illegible] পুনরধিকার করেন তথাপি সামরিক [illegible] অবাধ্যতা ক্ষমা করা যাইতে না; সুতরাং তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

[illegible]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রস্তাব, [illegible] [illegible] [illegible] অংশের [illegible], কিন্তু করিয়া কেন্দ্রীয় অধিবাসীদের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধের জন্য একটী কার্যক্রম প্রণয়ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি নাকি বিশেষ-ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু হাল এ পর্য্যন্ত অন্য কোন শক্তির সহিত এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

তুর্কী মন্ত্রিসভার বৈঠক

আলেকজাণ্ড্রেটা প্রদেশের (সাঞ্জাক) সমস্যা সম্পর্কে তুর্কী গবর্ণমেণ্ট কি নীতি অবলম্বন করিবেন, তৎসম্পর্কে মন্ত্রিসভার একটী বিশেষ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। কামাল আতাতুর্ক বর্তমানে যে প্রমোদতরীতে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেই মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়াছে। কামাল আতাতুর্ক এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রিসভার অধিবেশনের জন্য সমরসচিব ও "জেনারেল ষ্টাফের" প্রধানকে আঙ্কারা হইতে তথায় ডাকিয়া আনা হয়। আলেকজাণ্ড্রেটা প্রদেশের সমস্যা লইয়া তুর্কী-ফরাসী বিরোধের বর্তমান অবস্থা বিস্তারিতভাবে বিচার করিয়া দেখা হয়। আলেকজাণ্ড্রেটাতে তুর্কী ও ফরাসী সামরিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা এবং প্যারিসের তুর্কী-ফরাসী আলোচনা একরূপে অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বন্যা-বিধ্বস্ত ১লক্ষ ২০ হাজার চীনার সন্ধান নাই

হাইকেকের কর্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছেন যে, প্রায় ১লক্ষ ২০ হাজার বন্যা বিধ্বস্ত চীনার কোনই সন্ধান মিলিতেছে না। [illegible] [illegible] এবং কতিপয় [illegible] পাঁচশত ও প্রায় ৩ লক্ষ।

মিঃ জিন্না ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আলোচনার পুস্তক

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত মিঃ জিন্নার, গান্ধীজীর সহিত মিঃ জিন্নার, মিঃ জিন্নার সহিত নবাব ইসমাইল খাঁ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত নবাব ইসমাইল খাঁর যে সব পত্র ব্যবহার হয় তাহা, ও এক পক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু এবং গান্ধীজীর সহিত অপর পক্ষে মিঃ জিন্নার আলোচনার বিবরণ, এবং তৎসহ লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস যে অভিযোগ-লিপি দাখিল করে তাহা ও তাহাতে লীগের জবাব, এই সব একত্র করিয়া একখানি পুস্তিকাকারে মিঃ জিন্না নাকি প্রকাশ করিবেন।

মাদ্রাজে প্রজাস্বত্ব বিল

প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী ত্রিচিনোপলী এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভবিষ্যতে মাদ্রাজে কোন না কোন আকারে প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা।

জমিদার সম্প্রদায় সম্প্রতি যে অনশন-ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন প্রধান মন্ত্রী তাহার নিন্দা করিয়া বলেন যে, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অসমর্থনীয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যদি প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে কোন জমিদার নৈতিক সমর্থন ব্যতীত অনশন-ধর্মঘট আরম্ভ করেন, তবে অধিকাংশ লোক এই বিল চাহিতেছে এবং ইহা কল্যাণকর একথা জানা সত্ত্বে বিলটী প্রত্যাহার করা সমীচীন হইবে কি?

ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি

গত ২০শে জুন প্রাতঃকালে কাউণ্ট সিয়ানো এবং লর্ড পার্থের মধ্যে স্পেনীয় যুদ্ধের জন্য মীমাংসার ও ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি বলবৎ করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। ইতালীয় সরকারী মহল মনে করেন যে, ইউরোপীয় সহযোগিতার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হইয়াছে এবং এই সহযোগিতা কার্য্যকরী করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার প্রধান বিঘ্ন হইতেছে ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির অচল অবস্থা। স্পেনীয় সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি বলবৎ করিতে মিঃ চেম্বারলেনের অস্বীকৃতির জন্য ইতালীয় সংবাদপত্র সমূহ ইতালীয় জনমতকে প্রস্তুত করিয়াছে। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, রোম ও লণ্ডনে রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা এই অচল অবস্থার অবসান হইবে না—এই অবস্থার অবসান হইবে স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে। এখানে এইরূপ বলা হইতেছে যে, সিনর মুসোলিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে বার্সিলোনা কর্তৃপক্ষের সহিত আপোষ রফা করিতে রাজী করাইবেন অথবা স্পেনীয় যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা করিবেন। শেষোক্ত সম্ভাবনাই বেশী; কারণ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাফল্যের সহিত সিনর মুসোলিনীর আত্মসম্মান জড়িত।

নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার জয়লাভ

আয়র্লণ্ডের নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত সংবাদ জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ডি ভ্যালেরার দলের ৭১জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং নূতন পার্লামেণ্টে অন্যান্য দলের সম্মিলিত সংখ্যা অপেক্ষা ডি ভ্যালেরার দলের অনেক বেশী সংখ্যাধিক্য থাকিবে। কসগ্রেভের দলের ৪০ জন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের ৭জন ও শ্রমিক দলের ৬ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

১৪টি কেন্দ্রের ফল এখনও জানা যায় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদবি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ঠাকুরগণের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহায্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলিকা ভগবৎসাক্ষাৎ (অনুবাদ) ২৲
বেদান্তসূত্রম্ (অনুবাদ) ।০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ শ্রীপ-দিগ্-দর্শনী ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডিন্যান্স অন বেদান্ত ।০
৭০। ব্রহ্মসূত্র ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২ রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৩ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১০ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৫শে জুন ১৯৩৮, শনিবার | ১১৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর

নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এন, ... গত ২২শে জুন বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীধামদর্শন জন্য সপরিবারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ নরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীযোগপীঠে লইয়া আসিলে তথায় শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন দাস তীর্থ মহোদয়ের নিকট তিনি বহুক্ষণ যাবৎ মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করেন।

অতঃপর তিনি শ্রীধামের আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

শ্রীধামের অন্যান্য মন্দিরাদি ও শ্রীচৈতন্য মঠ দর্শন করিয়াও তিনি অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও কেতৃবাটীর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট তিনি শ্রীধামতত্ত্ব ও ভক্তিরাজ্যের বৈষ্ণব বিষয় সম্বন্ধে বহুকথা শ্রবণ করেন। ... প্রসাদ সম্মানান্তে অপরাহ্ণে তিনি কৃষ্ণনগর-প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ফরিদপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী অপর কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ চট্টগ্রামের প্রচারকার্য্য সমাপনান্তে গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ফরিদপুর অভিমুখে রওনা হন।

ফরিদপুর জেলান্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সকলবিদ্যমূর্ত্তি দাশ অধিকারী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রচারকগণ গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তদীয় বাসভবনে অবস্থান করেন এবং সন্ধ্যায় শ্রীপাদ মাধব মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'কুন্তীদেবীর স্তব-প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সপ্তাহ ব্যাপী প্রত্যহই বারিপাত হইতে থাকা সত্ত্বেও প্রচারকগণ উক্ত চণ্ডীপুর হইতে গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ফরিদপুর টাউনে উপস্থিত হন এবং আলিপুরস্থিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সাহা মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় সুবিস্তৃত নূতন ভবনে অবস্থানান্তর তিন সপ্তাহব্যাপী তথায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অভিন্নবাণী সুবিমল বাণী শাস্ত্রাপ্রমাণ-নির্দ্দেশে সকলের নিকট পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমুখে প্রচার করেন।

বালেশ্বরে ও মনুষ্যতত্ত্বে প্রচার

১৬।৬।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুন্দর মহোদয় পাথরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন দে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে আহুত হইয়া তথায় গমন করেন। সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় তথায় একটী সভা হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে" ... প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া "প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।" এই জীবমঙ্গলকর উপদেশের বিবৃতি শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর প্রভু চৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সজ্জনগণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। পরে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১০।৬।৩৮ তারিখে নারায়ণপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাসাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় গৃহে শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর প্রভু গমন করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮টার সময় শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর" কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথোপকথন ও তদীয় উদ্ধারের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যার পর শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ, তদ্ভক্ত ও অসুরকুল

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

কংসের প্ররোচনায় অঘ, বক, পূতনাদি অসুরকুল কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাদের আসুরিক শক্তি কতই না প্রয়োগ করিয়াছিল। কংসের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তৃণাবর্ত্ত নামক অসুর শিশু কৃষ্ণকে যেমন হরণ করিল তেমন তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হ'ল। রাবণ সীতা-হরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই, তদ্রূপ অসুরের সাধ্য কি কৃষ্ণকে হরণ করে? ভগবান্ ও তদ্ভক্তের ক্রিয়াকলাপাদি বুঝিতে না পারিয়া আমরা ক্ষুদ্র জীব ভক্ত ও অভক্ত সকলকেই সমান মনে করিয়া ফেলি। কৃষ্ণ কি এমনই দুর্ব্বল ছিলেন যে, তৃণাবর্ত্তের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন? যিনি স্বয়ংই অমৃত, মৃত্যু যাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য, তিনি অসুরগণের দ্বারা কতবারই না সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অভিনয় করিলেন! কংস-জরাসন্ধাদির সহিত তাঁহার যুদ্ধলীলায় দেখা যায়, তিনি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় যুদ্ধে হারিয়া যাইবার লীলা প্রদর্শন করিতেছেন, এমন কি তাঁহার ন্যায় যুদ্ধ হইতে পলায়নের অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি তাঁহার শক্তি বা সামর্থ্য কিছু কম ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে? আমরা শ্রীগীতার বাণীতেও অন্তর পাইয়া থাকি—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ অর্থাৎ তদ্ভক্ত, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় বর্ত্তমান।

তদ্রূপ ভগবানের সকল লীলাতেই কৃপা ও বঞ্চনা বলিয়া দুইটী ব্যাপার আছে। অসুরগণ প্রত্যেক কার্য্যে ভগবানের কৃপাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন আর বঞ্চনাকারী বাহত অসুরকুল কেবল বঞ্চিতই হইয়া থাকেন।

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই। নাম আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বামন অবাদ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব

বিষ্ণু

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—পরব্যোমপতি নারায়ণ। নারায়ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তাঁহার অংশ গর্ভোদশায়ী নারায়ণ। ইঁহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই গুণাবতারত্রয়ের উদ্ভব। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং শিব সংহারকর্ত্তা; তন্মধ্যে কেবল বিষ্ণুই শুদ্ধসত্ত্ব। এই বিষ্ণু মায়িক গুণাধীনস্থ শম্ভু হইতে বিলক্ষণ। গোবিন্দ যেস্বরূপ, বিষ্ণুও সেইস্বরূপ। স্বাংশস্বরূপতা কৃষ্ণ ও বিষ্ণু উভয়ে আছে। বিষ্ণু গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং বিষ্ণু পূর্ণস্বাংশ-বিলাস এবং মহেশ্বরত্ব। তিনি মায়াতীত, গুণাতীত, পরমেশ ও মায়াধীশ। ইনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দ্রষ্টা, তাতে গুণমায়াপার॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥

ব্রহ্মা

সমষ্টির অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উদ্ভব। ইনি রজোগুণবিশিষ্ট স্বাংশ-প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। অতএব ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মা অপেক্ষাও শম্ভুতে অধিক গাঢ়রূপে ঐশী শক্তি আছে। ব্রহ্মা ও শম্ভুর দুইটী স্বরূপ—একটী স্বরূপগত আর একটী অধিকারগত। নিজ নিত্যবৈষ্ণব-স্বরূপে তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবক। আর অধিকারগণের অধিকারিরূপে প্রাকৃত জগতে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে প্রশাসিতস্বরূপ তাঁহাদের নিত্যবৈষ্ণবস্বরূপ নহে। তাঁহাদের সেই স্বরূপ একজন কর্ম্মকাণ্ডের পরিচালক আর অপরজন জ্ঞানকাণ্ডের উপদেষ্টা। কিন্তু তাঁহাদের নিজ ভাগবতস্বরূপে একজন নিজ ব্রহ্মসম্প্রদায়ের উপাস্য, মূলপুরুষ বা আদিকবি, আর একজন রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য।

ব্রহ্মা—দুই প্রকার। কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই ব্রহ্মা হইয়া কার্য্য বিধান করেন। আবার কোনও কল্পে সেইরূপ যোগ্য জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় মহাবিষ্ণু স্বাংশে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব দুইই সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ব্রহ্মাতে জীবের পঞ্চাশদ্গুণ অধিকতাবে এবং অতিরিক্ত আরও পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে আছে।

শিব

শম্ভু বা শিব তমোগুণোচিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। শম্ভু বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ-তত্ত্ব। মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় ভেদ এবং চিদ্বিলাসের আশ্রয়-জাতীয় বৈষ্ণবত্ব থাকায় বিকাররহিত হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত অভেদ। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশদ্ গুণ প্রচুররূপে এবং আরও পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে জীব বলা যায় না। তিনি জীবের ঈশ্বর, তথাপি বিভিন্নাংশগত। কোনও কল্পে তাদৃশ পুণ্যবান্ জীবও সংহারকর্ত্তা শিব হন। আবার কোনও কল্পে তাদৃশ জীবের অভাবে বিষ্ণুই শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহারকার্য্য করিয়া থাকেন। এই সংহারকর্ত্তা সকলেই গুণাবতার। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন। তিনি নির্গুণ এবং নারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী বা গোপালনী-শক্তি।

পারমার্থিক কে?

—::(০)::—

পরমার্থ কি? এই প্রশ্ন অনেকেই করিবেন, অতএব অগ্রেই উহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনেকেই মানবগণকে স্মার্ত্ত ও পরমার্থ এই দুইটী ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিলে বোধ হয় যে, যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিধিসকল মানেন না, কেবল হরিভক্তি-বিলাসমতে ব্রতাদি ধারণ করেন, তাঁহারাই পরমার্থী। অন্য কোন স্থানে আমরা এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, যাঁহারা মাংস-ভোজনে বিরত, তাঁহারাই পরমার্থী। কোন সময় কোন পুরাতনকল্পলোক বাহ্যলিঙ্গ সকলকেই পরমার্থ চিহ্ন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকার সিদ্ধান্ত দ্বারা মূল পরমার্থ-তত্ত্ব বহু দিবস হইতে আচ্ছাদিত হইয়া আসিতেছে। অতএব পরমার্থ-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে আমরা যত্ন করিতেছি।

পরমার্থ শব্দে 'পরম' ও 'অর্থ' এই দুইটী শব্দ সংযোজিত আছে। 'পরম' শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ 'শব্দে' প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। কর্ম্মমাত্রেরই একটি না একটি নিকট উদ্দেশ্য আছে। বাস করাই গৃহের উদ্দেশ্য। ভোজন করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য। জ্ঞান সংগ্রহ করাই পাঠের উদ্দেশ্য। দুগ্ধ সঞ্চয় করাই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্যই ঐ ঐ কর্ম্মের অর্থ। যাহাকে এক কর্ম্মের অর্থ বলিয়া লক্ষ্য করি, তাহা আবার কর্ম্ম হইয়া অন্য অর্থ প্রসব করে। রন্ধন-কর্ম্মের ভোজন উদ্দেশ্য। ভোজন পুনরায় কর্ম্ম হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ অর্থকে প্রসব করে। ক্ষুন্নিবৃত্তি আবার কর্ম্মরূপী হইয়া কার্য্যক্ষমতা ও শরীরপুষ্টিরূপ ফল উৎপন্ন করে। এবম্বিধ কর্ম্ম ও অর্থ শৃঙ্খলরূপে ক্রমাগত জীবনযাত্রারূপ একটি অর্থকে প্রাপ্তি করায়। জীবনযাত্রাও পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ অর্থকে উদয় করাইতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম ও অর্থ পর্য্যায়ক্রমে চলিতে চলিতে অবশেষে যে অর্থ উদয় হয় অর্থাৎ যে অর্থের কর্ম্মরূপতা ও অন্যার্থ-উৎপাদকতা থাকে না, সেই অর্থই পরমার্থ। পরমার্থই সকল কর্ম্মের চরমার্থ। যাঁহারা অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই অর্থী। যাঁহারা পরমার্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পরমার্থী। অর্থী ও পরমার্থীর কোন প্রকার বাহ্য ভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ মাত্র। যথা ভাগবতে,—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।৯-১১)

সূত কহিলেন—হে ঋষিগণ! অনেকেই ধর্ম্মের ফল অর্থ ও অর্থের ফল কাম ও কামের ফল সুখ, ইহা বলিয়া জীব সকলকে ধর্ম্মে প্রোৎসাহিত করেন, কিন্তু পরমার্থী লোক এরূপ [illegible] সিদ্ধান্ত করেন না। তাঁহারা বলেন যে, আপবর্গ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের চরমার্থ অপবর্গ অর্থাৎ জীবের স্বরূপে পুনরবস্থিতি, তাহাকে আপবর্গ্য ধর্ম্ম বলি। নীতি-ধর্ম্মের ন্যায় ঐ ধর্ম্মের ফল কেবল অর্থ, অর্থের ফল কাম এরূপ নয়। ধর্ম্মাচরণে অর্থ অবশ্য উৎপন্ন হইবে এবং ঐ উৎপন্ন অর্থ অবশ্য কামকে প্রসব করিবে; কিন্তু কাম-প্রসূত হইয়াও ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ ফলকে উদয় করিবে না। অর্থাৎ আপবর্গ্য ধর্ম্মশীল পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—সমস্তই জীবন-নির্ব্বাহরূপে আদৃত হয়। জীবন রক্ষিত হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ পরমার্থলাভ হইবে। অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব

—'সজ্জনতোষণী', ৪র্থ খ

বৈষ্ণব-সেবা

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

হরিভজনপিপাসু সকলেরই বৈষ্ণব-সেবার কথা জানা আছে। বৈষ্ণবসেবার অধিকার না পাওয়ার দরুণই দুর্ভাগা জীব-কুল ভবভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। তাই ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা, নিরন্তর খেদ উঠে মনে'। বৈষ্ণব-অপরাধ যেমন ভীষণ ব্যাপার, বৈষ্ণবসেবা তেমনই সকল মঙ্গলের নিলয়। শ্রীহরি সেবা লাভ করিতে হইলে যেমন শ্রীগুরুদেবের সেবা দরকার, শ্রীগুরুদেবের সেবা পাইতে হইলেও সেইরূপ গুরুদাস বৈষ্ণববৃন্দের সেবার অপরিহার্য্যতা ও অত্যাবশ্যকতার কথা শাস্ত্রে বহুল কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈষ্ণবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যায় না, আবার গুরুদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণব এমনই একসূত্রে বাঁধা। এক বৈষ্ণবের অপ্রিয় হইলে বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি সহস্র যোজন দূরাবস্থিত অপরিচিত বৈষ্ণবেরও অপ্রীতিভাজন স্বাভাবিকভাবে হইবেই। এমনই 'অচিন্ত্য

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

ভক্তির প্রভাব। এক বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া অপর বৈষ্ণবের সেবা করা চলেই না। অথচ বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া গতি নাই।

"তীর্থযাত্রা, ব্যাধি কাঁচি, বৈষ্ণব-সেবন।
তিন সম ধর্ম নাই শুন সনাতন॥"

পরমার্থলাভে প্রবেশের দ্বারই হচ্ছে বৈষ্ণবের কৃপা। বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই বৈষ্ণবরাজ শ্রীগুরুদেবের কৃপা হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণরূপ। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগুরুরূপে জীবকুলকে কৃপা করিয়া থাকেন। তবে তিনি 'বিষয়বিগ্রহ' নহেন—আশ্রয়বিগ্রহ, ভগবান্ হইয়াও ভগবানের সেবক—সেবক-ভগবান্।

গুরু কৃষ্ণ-রূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥

কিন্তু কৃষ্ণ গুরুরূপে কৃপা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট তাঁহার পরমপ্রিয় বৈষ্ণববৃন্দের আবেদন পেশ করাইয়া লইবার লীলা করিয়া থাকেন। একারণ নিত্য সেবক গুরুসেবালাভার্থ নিষ্কপটচিত্তে গুরু সেবক বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইবেন। গুরুনিষ্ঠজনের কৃপা বা সঙ্গ ব্যতীত গুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া যায় না বা গুরুতে জীবের অচল ভক্তি হয় না। কিভাবে বৈষ্ণবের নিকট অভিসরণ করিতে হইবে সেবিষয়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে উপদেশ করিয়াছেন—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদছায়া॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হইতে মাগিব বিশ্রাম॥

দীনচেতা ব্যক্তির দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবঠাকুর তাঁহার প্রভুর নিকট ঐ দুঃখী ব্যক্তির জন্য নিবেদন জানাইয়া থাকেন। বৈষ্ণবের আবেদনে ভক্ত-বৎসল কৃপাদৃষ্টি দুঃখীদের উপর পতিত হয়।

"শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণবঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মোরে হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

হরি, গুরু এবং বৈষ্ণব এই তিনটীই চিন্ময়বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু; সুতরাং এই তিনটীই আমাদের মাথার মণি হওয়া দরকার। পরমার্থলাভে এই তিনটী seat reserved থাকা দরকার। যখনই নিজের হৃদকোপরি হরি-গুরুর কাল্পনিক seat (আসন) আছে মনে করি, কিন্তু বৈষ্ণবের seat (আসন) দেখিতে পাই না বা রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করি না, তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, কারণ নিজকেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-বোধে reserved seat নিজেই দখল করিয়া বসিয়া পড়ি। আমার দৃষ্টিপথ হইতে বৈষ্ণব যখনই অন্তর্দ্ধান হইয়া যান, সঙ্গে সঙ্গে গুরু হরিগুরুও অন্তর্দ্ধান হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবের হৃদিনির্ম্মল স্থানই শ্রীহরির বসিবার আসন বা লীলাক্ষেত্র আগার। যেখানে বিষয়বিগ্রহ শ্রীহরি সেখানেই আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবও তৎসমাধিষ্ট হইয়া নিত্যকাল অবস্থান করেন। এহেন বৈষ্ণবই যদি অন্তর্দ্ধান হইলেন তবে সঙ্গে সঙ্গে সবই অন্তর্দ্ধান হন। অতএব প্রথমেই শুদ্ধবৈষ্ণবকে চেনা বা অর্পিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া চাই। নতুবা বিপদ্ পদে পদে।

শ্রীহরির প্রাণ-ধন বৈষ্ণবের আসন যেখানে নাই সেস্থান শ্মশানসদৃশ। সেখানে শ্রীহরি থাকিতেই পারেন না। মহাতীর্থ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও বৈষ্ণববর্জ্জিত স্থান অতীর্থ। পরন্তু অত্যন্ত অতীর্থ ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব থাকিলে সেই স্থান মহাপুণ্যতীর্থ। এবিষয়ে মহাজনের উক্তি, যথা—

"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ সেইস্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত।

হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তির প্রারম্ভেই ভাল করিয়া বৈষ্ণবসেবার কথা বুঝিতে হইবে। ভক্তপর্ব জানাইয়াছেন—'প্রকৃত মঠবাসী তিনিই যিনি স্থির করিয়াছেন—অপরাধ হয় হউক, শত শত লাঞ্ছনা হয় হউক, তবুও শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা ছাড়িব না।' কি করিয়া সেবা হয় তাহা আমাকে বুঝিতেই হইবে। হরিজন-প্রীতি, আচার্য্যভক্তি বা বৈষ্ণবসেবার অনুপাতেই ভজনোন্নতি বা গুরুকৃষ্ণভক্তি। মধ্যম অধিকারীই শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিতে না পারায় বৈষ্ণবসেবা হইতে বঞ্চিত হন। দয়াময় কৃষ্ণনাম সেবোন্মুখ হৃদয়ে বসিয়া জীবকে হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও তত্ত্ববিভ্রম প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করেন। বৈষ্ণবের আনুগত্য না করিলে অপরাধ ও অহঙ্কার ফলে অধোগতি হইবে। বৈষ্ণবেরা যাঁর সন্তুষ্ট হন তবেই বুঝা যাইবে যে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ, কৃষ্ণ অন্য কোথাও নাই ভক্তের হৃদয়মন্দির ছাড়া। বৈষ্ণব এত বড় জিনিষ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেবের সাথ শুদ্ধবৈষ্ণবেরও ভেদ-বৈষী ভেদ নাই—তিনি ভগবৎস্বভাব ও অপ্রাকৃত। তিনি কুলকে বৃদ্ধাতিশয় করিবার জন্য যে সে কুলে অবতীর্ণ হইতে পারেন। তিনি নির্দোষ। শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ও তাঁহার চিত্তবৃত্তি একই। এহেন বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিলেও সাধক জীবের অধঃপতন হয়। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে বৈষ্ণব ত্রিবিধ ত্রিবিধ অবস্থার বৈষ্ণবের সঙ্গে ত্রিবিধ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণাম, উত্তমে শুশ্রূষা। বৈষ্ণবের পদধূলি, ভুক্তাবশেষ এবং পদজল ভজনবল বৃদ্ধি করে। শ্রীগুরুর কৃপা হইলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায়। বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া যথাযোগ্য সেবা করিতে হইবে।

বৈষ্ণবের সেবা আবার তাঁহার চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া করিতে হইবে। নিজের বিচার অনুযায়ী বৈষ্ণবের সেবা হয় না। নিজের মনঃকল্পিত সেবার বোঝা বৈষ্ণবের ঘাড়ে চাপাইলে তাঁহার সেবা হয় না; বরং তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়াই হয়। চিত্তবৃত্তি না বুঝিয়া একজন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে যদি জলের পরিবর্ত্তে উত্তম সন্দেশ প্রদান করি বা একজন শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে উত্তাপ প্রদানের পরিবর্ত্তে বাতাস দিতে থাকি তাহা হইলে যেমন তাহাদের সেবা হয় না, পরন্তু উদ্বেগ দেওয়াই হয়, সেই প্রকার একটু বিচার-পরায়ণ না হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি না বুঝিয়া বা অনুগত না হইয়া সেবার প্রদর্শনী খুলিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। অতএব এবিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। নিষ্কপট সাধুসঙ্গস্পৃহা বা বৈষ্ণবসেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে শুকৃষ্ণের কৃপায় জীব শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ পাইবেই, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

[illegible]ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজী

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ, ভক্তভক্ত ও অসুরকুল

(প্রাপ্ত)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, স্বরাট্ পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ-বস্তু হইয়াও অসুর কংস কর্ত্তৃক দুর্ভেদ্য কারাকক্ষে অবরুদ্ধা মাতা দেবকীর জঠর হইতে প্রকট হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই দৈববাণী হইয়াছিল, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কর্ত্তৃক কংস নিহত হইবে। তখন হইতেই কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস নানাপ্রকার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রহরী-গণের উপর আদেশ ছিল কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র সংবাদ জ্ঞাপন করিলে কংস আসিয়া কৃষ্ণকে বধ করিবে। এদিকে কংসের ঐরূপ যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অগোচরে মথুরায় কৃষ্ণজন্ম ও গোকুলে কৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন।

তদ্রূপ শিশুপ্রহ্লাদের উপর অসুর হিরণ্যকশিপুর দৌরাত্ম্য দেখা যায়, অসুর-পিতা কর্ত্তৃক জড়বিদ্যালয়ের জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হইয়াও ভক্তহৃদয়ে স্বতঃই সতত ভক্তি স্ফুরিত হইতেছিল। কিন্তু কৃষ্ণদ্বেষী অসুর হিরণ্যকশিপু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য জাগতিক এমন কোন অস্ত্র ছিল না যে তাহা প্রয়োগ না করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই সকল অবস্থায়ই ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় সর্ব্বপ্রকার আসুরিক চেষ্টা প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। আসুরিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না এবং তাহাদের জাগতিক ধনবল, জনবল, পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তকে বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কংস ও কৃষ্ণ, হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ এই দুইটী চিত্র আমরা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ও ভক্ত প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য হিরণ্যকশিপু নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে তো পারেই নাই, পরন্তু [illegible] ফলিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা শুনিতে পাই—

হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ।
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্বিমুচ্যতে॥

হিংস্র খল ব্যক্তি নিজ পাপের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, আর সাধু ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শন হেতু এইরূপ ভয় হইতে মুক্ত হইয়াই থাকেন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীব্যাসপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজির [illegible] সংরক্ষণাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১০। কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible], নিত্য-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটতলা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভুটিয়া রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দিঘাপুর [illegible]

পোঃ দিঘাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেডান রোড, নিউ দিল্লী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পবেল বিল্ডিং বোম্বে ৭।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ-রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবনি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্ন-ভবন

পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ক্যাটনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
দাদখানি চাল	৫৸০
ঐ মাঝারি	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাসমতি নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৬৲
বালাম কোম্পানী	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাউনি	১০৷৵০
বক্তিপুর ১০০০ নং	১০/০
বালুকোরা দানা	
জাবপুর দানা	৮৷০—৯৵০
জাবপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
গিনি	৩৫৷০
টাকশালের বার	২২৲
রূপা	৫১৷০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
নিউডর—	৪০৸০
উত্তম—	৩১৷০
বাজার দরের সমর—	৩১৲

তাঁতী ও মসলার দর

সেউঠী দাদা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
কুলাথকারস ঐ	৬৲—৬৵০
লাউমজোড় ঐ	৫৸৵০—৫৸০
কুড়া	৬৲—৬৵০
কাটী (খি)	৫৸০—৫৸৵০
চাকেলাটী নং (৫)	৫/০—৫৷৵০
চকোলাটী (এম)	৫৲—৫৷০
তাটী (বে)	৪৸০—৪৸৵০
নিমকাঠী নং (৩)	২৷০—২৸৵০
নারাই	১৸৵০—১৸০
তুলা	১৸৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

ঢাকা	৫৭৲
বরলীয়া	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
মাখন	৫৫৲
গাওয়া	৬৫৷০

তাম	৫৲
তামরং	৩০৲
মুলা পাওয়া	৭:৸০
২০ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বাঁকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

কৃষের দর

আমের সেগুন কাঠ	৫৪৲
নিউ এ আমের তক্তা	১০৲
কাঠাল তুলি-র কাঠ	১২৲
বার্মা শাল	৫২৲
ঐ কাঠ	৫১

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা মাখ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭
কাটা সুপারী	৭৷০
শুকনা লঙ্কা	১৪৷০—১৭৷০
গরম মসলা পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৫,৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীষ	৸৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
গোল কাঁটা বা ফিট কাটা মণ	৬৷০—৬৸০
পাতি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু নারেট	৬৸০—৭৷০
গোল রড ফি-টিনকোন ও কংক্রিটের	৭৷০
মণ	৬৸০—৭৸০
স্ক্রু ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
ষ্টিকলের বালতি ৫৵০, পাটের বালতি ৬৷০	
ফুলার বালতি ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৩-৫ বহরাব ঘাট রোড গলি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও পেন্সনপাকের প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য?

—:(:০:):—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, কর্ণ-ফাপুড়া, বাতটু এবং অন্যান্য পাকাজিয়া জ্বরে "কেভ্রোল" ব্যবহার্য। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবা তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিবারে জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (বাগানবাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
হেড্ অফিস ঠিকানা ৩২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ টাঁবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

—::(০)::—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের কৃপাভাজন পারবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়মঠের এবং গবেষক লেখনীর অক্লান্ত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৯শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ অধুনাই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, মাইলাপুর মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অতীতে পাক্ষিক ইংরেজি-প্রাত্যাহিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি, এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস।

কৃষ্ণনগর, যাত্রীদ্বয় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা বহুল সময়ে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষার "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	১০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৫৷	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲		২০৲
" এক কলম ৩০৲		৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ত্রৈমাসিক	"	১৸০
মাসিক	"	৷৵

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা মাত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

অপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট—
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫৭ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৪৭ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

আপ

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০

কৃষ্ণনগর ৩ ৫২ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৭
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১৯
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৭ ১৭-৪১ ২০-

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৭ ১৯-৬ ২২-৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৬-৫৫ ১৭ ৫২
(বদল) ১৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

REG NO C 1544

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২৭শে জুন, ১৯৩৮, [illegible]বার [১০০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহামহোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

—::•)::—

অধোক্ষজ পরতত্ত্বের অনর্পণকারিণী করুণার প্রকাশমূর্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আজ অপ্রকট-তিথি। সুমেধাসকল গৌর-বিহিত সংকীর্তনযজ্ঞের দ্বারা এই তিথির আরাধনা করেন বলিয়া এই তিথির নাম সুমেধা-তিথি অর্থাৎ এই তিথি সকল সুমেধারই বরণীয়া—স্মরণীয়া—বন্দনীয়া।

গৌরশক্তি গদাধর ও গৌরশক্তি দামোদর যেরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সেইরূপ গৌরশক্তি গৌরকিশোর ও গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—অভিন্ন-তত্ত্ব। কেন না, গৌরসুন্দর অধোক্ষজ, গৌরশক্তিসমূহ—অভিন্ন। যাহারা মুখে সচ্চিদানন্দবাদ স্বীকার করিয়াও কেবল একত্ববাদের পক্ষাবলম্বী, তাহারা কার্যতঃ অধোক্ষজ-বিলাস বা বৈচিত্র্যের বিরোধী। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শক্ত্য নিজজনকে মহান্ত-গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুগে যুগে যুগপ্রয়োজনানুসারে তাহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়া কেবল এক-[illegible] জগৎ-কল্যাণধারা-বাহনে অসমর্থতা জানাইয়াছেন।

একজাতীয়লীলাভিনয়কারী অধোক্ষজ গৌরসুন্দরেরই প্রকাশবিশেষ করুণাবতার মহান্ত-গুরুরূপে জগতের মঙ্গলবিধান করেন। মহান্তগুরু—জগদ্গুরু। তাঁহারা "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" সকল মহান্তগুরুগণই চিত্তবৃত্তি ঐকতানময় বলিয়া সকলেই অভিন্ন। যেখানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেকস্থলেই চৈত্ত্য-গুরুও জগদীশ-জগদ্গুরু বা গুরুতত্ত্বের সন্ধান প্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না।

ত্যাগ বা ভোগরাজ্য হইতে নিত্যসেবা বৈভব গোলোকের জড় মায়িকরাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে গমনের যে মধ্যবর্তী স্থান, তাহাই সাধনভক্তি-পথ। বিবাদময় কলিযুগের বিষম কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাপরের অর্চনপথ, ত্রেতার যজ্ঞবিধি ও সত্যের ধ্যানে অবহিত হইবার একমাত্র পাথেয়—কীর্তনাখ্যা ভক্তি। সেই সকল পথের সুষ্ঠু বিবরণ পরিজ্ঞাত করাইয়া যিনি সার্বজনীন সহজ-রাজকীয় পথ—বিতত কীর্তনাখ্য ভক্তিপথে আমাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন, সেই গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণাকল্যাণ-কণকণার প্রপাত বল আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক।

সবলাশ্রয়বিগ্রহ 'মহান্তগুরুরূপে উদিত হইয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষায় আমা-দিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌরজনের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্তমান বলিয়া মহান্তগুরুর অপ্রকট-লীলাস্মৃতি-দিবস তাঁহার প্রকটলীলারই উদ্দীপনা বিধান করে।

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু তা' জানবার ইচ্ছা হ'বে যাঁ'র, তাঁ'র সর্বপ্রথম কাজ হ'চ্ছে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন ব'লেছেন—"চৈতন্যবিমুখ নিজজনে জানি পর।" দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ করতে হ'বে। সাধুর সঙ্গ না করলে সর্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ হ'তে পারে না। নিষ্কিঞ্চন ভজনপরায়ণগণ মুখে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেছেন, ব'লে থাকেন, কিন্তু সাধুর সঙ্গ না করায় মনে মনে তাঁদের দুঃসঙ্গই হ'তে থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। বড় dear & near ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে যদি তাঁ'রা চৈতন্যবিমুখ হন। চৈতন্য-বিমুখ কিনা তা' জানবার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কা'র কতটুক আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্যবিমুখ। আর চৈতন্যভক্তের মনোহভীষ্টপূরণে আত্মকৃপাকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবোন্মুখ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ ক'রে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ মনে ক'রে থাকেন। এরূপ লোক যতই আত্মীয় ব'লে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁ'দের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

যাঁ'রা নিত্য কৃষ্ণকথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁ'রাই সৎ বা সাধু, আর যাঁ'রা অসদ্বস্তুর অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের [illegible] বা বিনাশের কথা [illegible] দিয়ে নির্বিশেষ বিচারের কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁ'রাই হ'চ্ছেন অসৎ বা অসাধু। আমাদের কেবল কাজ হচ্ছে—দুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। ভক্তিবিনোদ [illegible] 'অনর্থাপনিবৃত্তি', আর ভক্তিবিনোদ-আনুগত্যের কাজ হ'চ্ছে 'অনর্থ নিবৃত্তি'। যখন গুরু-পাদপদ্মকে গদাধর পণ্ডিত ব'লে জ্ঞান হ'লে তখনই এসে যাবার রাস্তা হ'লো। আর যখন মনে হ'লো [illegible] ন তা' নন, তখনই মুস্কিল। [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] এসে [illegible] পাওয়ার [illegible]।

[illegible] ভক্তিবিনোদ-ধারার গুরুবর্গ-ভজনের কথা সর্বত্রই আছে। এই ভক্তিবিনোদ ধারাকে শ্রৌতপারম্পর্য্যকীর্তনের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হ'বে। সত্যকথার কীর্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যা'ব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পদাঙ্কানুসরণ

নিষ্কপট নির্ব্বৎসরতা, বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসা, অকৃত্রিম সরলতা, ঐকান্তিকতা ও শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ আচার-প্রচারের অনুসরণে ঐকান্তিকতা এবং বিশেষভাবে তাঁহার উপদিষ্ট বাণীসমূহ পদাশ্রিত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্তালোকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি থাকিলেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের স্বরূপ উপলব্ধি ও সর্ব্ব-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।"

শ্রীমদ্ ঠাকুরের আচার ও চরিত্র শ্রীল প্রবোধানন্দের অপ্রাকৃত চরিত্রের ন্যায়। মলয়চন্দনের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণের ন্যায় ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র যতই প্রচারিত ও প্রকাশিত হইবে, ততই শ্রোতা, বক্তা, পাঠক ও অনুশীলনকারিগণের মঙ্গল, দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবজগতের ত্রিতাপদগ্ধ উদ্ধারোত্তর সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সমগ্র জীব-জগতের জীবন-সর্ব্বস্ব হউন—ইহাই আমাদের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্মকে যথাযথ বরিতে পারিলেই সপরিকর, সভৃত্য, সপুর, সকলত্র শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎসেবালাভ হইবে, অন্য কোন উপায়ে নহে, ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কি প্রণালীতে করিতে হইবে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় মহামহা-বদান্য গৌরনিজজন এই ভক্তকর্ম্মযুগে অবতীর্ণ না হইলে কেহই তাহা জানিতে পারিতেন না।

শ্রীশ্রীল ঠাকুরের নিত্যসিদ্ধ গৌরজনত্বের প্রধানতম প্রমাণ এই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের যথাযথ শিক্ষা, উপদেশ ও আচরণময় চরিত্র—যাহা তাঁহার একান্তপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীদামোদর সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-দ্বারায় সংরক্ষিত, তাহা বহির্দৃষ্টিতে সাধকোচিত ক্রমপন্থায় কোনও না ভক্তিশেখর নিকট দীক্ষা ও শিক্ষালাভের অভিনয় ব্যতীতই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বৃন্দাবনাদির হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে বিপ্রলম্ভময় রাধাভাবের পথে আচার্য্যরূপে যে ঐকান্তিক হরিনামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাও তাঁহার গৌরনিজজনত্বের অপূর্ব্ব যোজক এবং তৃতীয়তঃ হরিভজনানুকূল গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব-স্ব অধিকারে সর্ব্বোত্তম আদর্শরূপে সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে জগতের সংসারে সর্ব্বাবস্থায় যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বাতীতাপরিধি শ্রীগৌরনিজজন আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত সূত্রে গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকামের আশ্রিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-ভজনেই অর্থাৎ শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে জীবন যাপন করিবার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও ঠাকুরের করুণার অতীব নিদর্শন। শ্রীল ঠাকুর ইন্দ্রিয়ভোগ বিষয়ভোগ ও ইন্দ্রিয়ত্যাগের অভাবে শুষ্ক ফল্গুবৈরাগ্যকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন; শুষ্ক বা ফল্গুবৈরাগ্য যাহা কুহক-কৈতবরূপে বহির্ম্মুখ মানবজাতিকে গ্রাস করিয়াছিল ও এখনও করিতেছে, ভজনরাজ্যের সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অরিষ্ট নির্বীশ নীতিবাদ বা রুচিশীলতার পূর্ব অধিষ্ঠানের হস্ত হইতে ভজন-পরায়ণগণকে উদ্ধারের জন্য ঠাকুর তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে, আচার ও প্রচারে উপদেশ দিয়াছেন।

ঠাকুরের শিক্ষার আর একটী বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ঐকান্তিক বা অনন্যভাবে শ্রীনামভজনের পরিমাণগত তারতম্যানুসারে সাধুদের, গুরুদেব বা বৈষ্ণবের তারতম্য এবং সেই সাধু, গুরু বা বৈষ্ণব পার্থিব কর্ম্মফলবাধ্য বর্ণাশ্রমের বা আধ্যাত্মিক মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নহে। বৈষ্ণবই প্রকৃত পরমহংসবাচ্য, তিনি ব্রাহ্মণের বা সন্ন্যাসীর গুরু, তিনি অগ্রাহ্য। তাঁহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হইলে তাহা জীবন্ত দুর্ভাগ্যের ফলরূপে অনিবার্য্যভাবে জীবকে নরকযাত্রী করিয়া থাকে। সেই বৈষ্ণবকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সকল রচনাতেই 'ঠাকুর' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পাছে তাঁহার প্রতি মূর্খতাবশতঃ কেহ কোন অপরাধ করেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিষ্কপট অনুগতগণের গোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র জগতে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনগণের মহাবদান্য লীলা ঘোষণা করিবে,—এই আশীর্ব্বাদ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি,—ভবে ভবে তাঁহার পদ-ধূলি হইবার বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। মদীয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-বৈচিত্র্যের কথা জগতে জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে না জানাইলে শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীল ঠাকুরের মহাবদান্য লীলার কথা কেহই জানিতে পারিতেন না। যে জগদ্গুরুপাদপদ্ম ভক্তিবিনোদধারা সংরক্ষণ করিয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করাই তাঁহার অনুগগণের নিত্য ধর্ম।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব-সেবক, তিনিই বৈষ্ণব-শিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট, শ্রীগুরুদেব। আশ্রয়শিরোমণি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী সর্ব্বোত্তমা হইয়াও গোপীগণের, নন্দ-যশোদার, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের, দাসগণের গো-বেত্র-বিষাণ প্রভৃতি সাজসজ্জার রসিক-গণের সেবার লীলায় প্রকটকারিণী, এই জন্যই 'শ্রীমতী'র জগদ্গুরুত্ব।

সম্বন্ধযুক্ত সেবাই কৃষ্ণাকর্ষিণী। কুল, পাণ্ডিত্য, তপস্যা বা অন্যান্য জাগতিক গুণ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। বিশ্রম্ভ-সেবার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোনও প্রকার পর্য্যানীতি অর্থাৎ বাণিজ্য বুদ্ধি নাই। গুরু অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াও যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন তিনিই আশ্রয়বিগ্রহ জগদ্গুরু।

গুরু শিষ্যকে নিত্য কৃষ্ণদাস বিচারে কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত উৎসাহ দান করেন; সেই উৎসাহের দ্বারাই শিষ্যের কৃষ্ণভক্তি অধিকতর প্রকাশিত হয়। এই উৎসাহের সহিত প্রতিষ্ঠাদান এক নহে। উৎসাহ-দানে শিষ্যের কৃষ্ণসেবাবৃত্তি আবৃত হয় না, উহা ক্রমশঃ সংপ্রকাশিত হয়। উৎসাহ-প্রদান-ব্যাপারটি শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার আর অযথা প্রতিষ্ঠা-প্রদান-কার্য্যই শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনা বা কৃপাত্যাগ।

'মঠ'-শব্দে যুগপৎ আধার ও আধেয়-রূপে ভগবদ্-ধাম ও ভগবদ্-ধামবাসীর আশ্রয়-বিগ্রহকে বুঝায়। যেখানে বহু সেবক গুরুদেব বা আচার্য্যের আনুগত্যে আচার্য্যবর্ত্তিত বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই গুরুসেবকমণ্ডলী-পরিবৃত বিগ্রহ ও বিগ্রহের বসতিস্থানই মঠ। এইরূপ বহু মঠের সমবায়কে 'সম্প্রদায়' বা পাশ্চাত্য ভাষায় 'মিশন' প্রভৃতি বলা হয়। মঠশব্দের অর্থ—হরিকীর্ত্তনমুখরিত গৃহ। সম্প্রদায় বা মিশন—যূথ বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সেখানে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে পরস্পর গুরুবুদ্ধিতে পরস্পরকে বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য—সেবায় করাইবার জন্য ব্যস্ত। এগুলি সহায়তা যে অবতীর্ণ, বিষয়বিগ্রহের অনুকূল কীর্ত্তনমুখে যন্ত্রই ইহাদের পরমধর্ম। সেই ব্যক্তিগণই মঠসেবক ও হরিসেবা। শ্রীল প্রভুপাদ সেই মঠসেবকগণের নিত্যত্রাণের মণিহার।

বৈষ্ণবের আনুগত্যই আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়। বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবাগ্রহণের চেষ্টা কৃষ্ণের অনুকরণ, তাহা শ্রীগুরুদেবের আচরণ নহে। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবের নিকট সেবাগ্রহণ করেন না, বৈষ্ণবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সুখী হন। গুরুদেবের কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠোপকরণ—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

আচার্য্যবৃন্দ সকলেই আলো। এই আলোর প্রবাহ—নিত্য, অমর, অচ্ছেদ্য, অনাবিল ও অপ্রতিহত। গোলোক হইতে ভূলোকে এই আলোক-প্রবাহের নিত্য অবতার। এই অখণ্ড আলোধারার মধ্য দিয়াই কালোর অসমোর্দ্ধ্ব, কালোর লীলা অপরি-কল্পিতপূর্ব্ব নবনবায়মান চমৎকারিতা স্ফূর্ত্তি-লাভ করে।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম রূপময় আলো; তাঁহার অন্তর বাহির—রূপের আলোতে পূর্ণ আলোময়, তিনি শ্রীরূপের আলো। আলোর কার্য্যই বিপ্রলম্ভের পুষ্টিসাধন, আলো—বিপ্রলম্ভের রূপ। আলোর ছায়াই—মায়াময় মহাকালী; সেটি অন্ধকার মূর্ত্তি। জীবসমূহ আলোর এক একটি ক্ষুদ্রতম কণা। আমরা আলোস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এক একটি রেণুমাত্র। যেখানে আলো-কে বাদ দিয়া আলোর কণা-স্বরূপ জীব নিজেকে 'বড় আমি' বুদ্ধি করে, সেখানেই জীব আঁধারে ঢুকিয়া পড়ে, লোপ পায়, আত্মবিনাশ সাধন করে।

আলোতেই কালোর মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। আলো কালোর সুখাবধানে নিত্য-কাল তৎপর, উভয়ে উভয়কেই আত্মসাৎ করিতে অনুক্ষণ চপল-চঞ্চল—ব্যগ্র-ব্যাকুল, তথাপি উভয়ের অনুক্ষণ বশীভূত করিবার আনন্দ-আস্বাদ প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্ত কোটিগুণ বাড়িতেছে, সেখানে অতৃপ্তের তৃপ্তি নাই—আশা মিটে না। এই পরস্পর বিজিগীষু আলো-কালোর লুকোচুরির—অভিসারের অন্বেষণ-অনুসন্ধানই জীবের সাধ্য ভজন।

আলোর কণাও নত আলো, তাঁরাও কালোর কাছে যাইতে পারে। আলো পূর্ণ—পূর্ণ সচ্চিদানন্দ; কালোর অখণ্ডতানুরূপ বৃত্তি আলোর কৃপায় প্রেমালোক বিচ্ছুরিত চক্ষুতে পাঁচটি রসে পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। আলো-কে বাদ দিয়া কালোর চর্চ্চা সম্বন্ধ অজ্ঞতা।

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের অন্ত কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—ব্যবসায় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বামন সর্ব্বসিদ্ধি সপ্তমী গৌরাব্দ ৪৫২

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

শতবর্ষ যাবৎ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্ক-পূততীর্থ গৌড়দেশ তথা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে শুদ্ধভক্তিসদাধারা প্রবাহিতা হইয়া সহস্র সহস্র পরমার্থপিপাসু কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীহরিচরণারবিন্দমকরন্দাস্বাদপ্রয়াসী সজ্জনগণের গৌরবিরহতপ্ত প্রাণ প্রেমবারিসিক্ত করিয়াছেন এবং দুরন্তসংসারদবানলপতিত নিত্যকল্যাণজিজ্ঞাসাপ্রার্থী মানবগণের নিকট অপ্রত্যাশিত ও অহৈতুককৃপাবৃষ্টিবর্ষণপূর্ব্বক সন্তাপানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, তাহার মূল কে? আজ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক মহাবিপ্লবী বাণী প্রচারিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার দর্শনকে ম্লান করিয়া দিয়াছে, জগজ্জনের ভোগমোক্ষের দুর্দ্দম তৃষ্ণা কাটাইয়াছে, ছলভক্তি বা অভক্তির তাণ্ডবনৃত্য বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং অবৈধ অপসম্প্রদায় ও বিবর্ত্তসমাজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, তাহার আদি উদ্গাতা কে? ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জনমাত্রের কণ্ঠে যে 'শরণাগতি', 'গীতাবলী', 'কল্যাণকল্পতরু'র চেতোদর্পণমার্জ্জনকারী অমিয়সিঞ্চিনী গীত সমস্বরে গীত ও শ্রুত হয়, তাহার আবিষ্কর্ত্তা কে? আজ যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের পরমধর্ম উপলব্ধি করিতেছেন, তাহার প্রথম সন্ধানপ্রদাতা কোন্ মহাপুরুষ? বর্ত্তমানে যে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কথা বিশ্ববিশ্রুত ও যে গৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুর সকল প্রকার দর্শনেরই ও সর্ব্বতীর্থের পরমপূজ্যতীর্থ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মূল কে? এই ভীষণ কলিযুগে, নাস্তিকতার যুগে ও নির্ব্বিশেষবাদের যুগে, 'যত মত তত পথ' মতবাদ-সমাচ্ছন্ন যুগে, প্রাকৃতবিদ্যাবুদ্ধিবলে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবসাহিত্য, হরিনাম-শ্রীহরিকে জ্ঞাত হইবার আরোহ-চেষ্টাবিশিষ্ট যুগে যিনি 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি'র অমলকিরণে জীবহৃদয়কন্দরের অজ্ঞানান্ধকার চিরবিদূরিত করিয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য স্থাপন করিয়াছেন এবং সম্প্রদায়বৃত্তিধারী শ্রীমহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজীববন্ধু অভিমর্ত্ত্য মহাজন কে? যিনি দিবারাত্র অক্লান্ত প্রবর্ত্তীকার পূর্ব্বক শতাধিক বৈষ্ণবসাহিত্যের গৌড়ীয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন, যিনি শ্রীরূপানুগধারায় অবস্থিত হইয়া বৃহৎ মৃদঙ্গ 'প্রেস্' বা হরিকথা-প্রচারবাহন 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্র'র চেতনধ্বনিতে দুঃস্বপ্নমগ্ন মোহনিদ্রাগত জীবের অচেতন ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং যিনি শ্রীগৌরজন্মস্থলী প্রকটকরণে প্রণোদিত হইয়া বহু বর্ষ আহারনিদ্রাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীধামের পথে পথে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে গৌরজন্মস্থলী-অনুসন্ধানের লীলা দেখাইয়াছিলেন, যাঁহার উক্তপাদপদ্মের অধিষ্ঠানও শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্টের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল, যিনি বিশেষ গবেষণায় বঙ্গগবর্ণমেন্টের সুপ্রাচীন দলিলপত্র হইতে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে মহাপীঠের নিকটেই মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছিলেন, যিনি এই জড়সাহিত্যপ্লাবিত বিশ্বে চিৎসাহিত্যাম্বরকাননের অবতারণ করাইয়াছেন এবং যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট মহত্তের আদর্শস্থানীয়, সেই জগদ্গুরু জীবদুঃখদুঃখী পতিতপাবন প্রচারপ্রবোধ বৈষ্ণবঠাকুর কে? যিনি অকপট আচার-প্রচার সংরক্ষণ করিয়া যথার্থভাবে বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রপূজিত হইয়াছেন, সেই জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য কে?

আমরা শ্রৌতধারায় অধস্তন সত্যরূপে অবগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, তিনিই সেই বজ্রাদপি কঠোর, কুসুমাদপি কোমল বৈষ্ণবাচার্য্যপাদ শ্রীমুকুন্দশ্রেষ্ঠ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তাঁহার পদনখশোভাদর্শনের জন্য শিব-বিরিঞ্চাদি দেবগণও লালায়িত। তাঁহার সেবাশোভায় শ্রীমদনমোহন কৃষ্ণও আকৃষ্ট। তাঁহার 'বালবন্ধুসম্বন্ধ' গানাদির গুঞ্জনে গৌড়ীয় গোষ্ঠীর সংকীর্ত্তনধ্বনিতে নিত্য-মুখরিত। তিনি কীর্ত্তনাখ্যদীপ শ্রীগোদ্রুম-ধামে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান।

প্রাপঞ্চিক কালগণনায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ষট্‌সপ্ততিবর্ষ প্রকট থাকিয়া চতুর্বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে আত্মগোপন করেন। আজ সেই পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরের ২৪তম অপ্রকটতিথি-মহামহোৎসবের সহিত পরমভক্তিমতী তিথিটি সমাগত। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই তিথিকে দুঃখেরতিথি অথবা 'মনে বাজার দিন' বলিতেন। এবং ইহাও ইঙ্গিতে জানাইতেন যে, যাঁহারা সত্য সত্যই গোলোকে যাইবার জন্য ইচ্ছুক, তাঁহারা অন্য সমস্ত আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া, "ছোড়ত ধন জন কলত্র সুত-মিত, ছোড়ত করম গেয়ান।"—এই মহাজন-বাক্য সার করিয়া যেন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগমন করেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-দিনে আমাদের হৃদয়াকাশে পুনঃ পুনঃ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথাই উদিত হইতেছে। কিন্তু গৌরবাণীনিত্য-জন শ্রীল প্রভুপাদের কথা অনর্থযুক্ত জীব আমরা কি বুঝিব? তাঁহার মর্ম্মই বা জড়-বুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা কি করিয়া উপলব্ধি করিব? অতএব শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসবে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত হইল—

"সাক্ষাৎ গৌরশক্তি—পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্যমুক্ত দিব্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই যাঁর যে মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় বর্ত্তমান যুগে ভাগ্যবান্ জীবসমূহের নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন, সেই মহাজনপ্রবর মহাপুরুষই যে মহামহোদার, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?—তিনিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত গৌরধাম, আবার শ্রীগৌরধামের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। এই ধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে...রায়,...চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ক'রেছেন। সেই গৌরশ্রেষ্ঠ নিজজনের অহৈতুকী দয়ার তুলনা নাই। সপ্তসাগর যদি লিখ্‌বার কালি হয়, ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লিখ্‌বার কাগজ হয়, আর গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ যদি কলম হয়, তা' হ'লেও তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একটি বিন্দুরও পরিচয় লেখা যায় না। বন্ধ্যা যেমন সন্তানস্নেহ কি জিনিষ তা' বুঝ্‌তে পারে না, তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপার কথা কা'রও উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেই গৌরনিজজন রূপানুগবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আমরা নিত্যকাল বন্দনা করি।"

নিখিল অপ্রাকৃত সদ্গুণে বিভূষিত সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণসমূহের এক কণাও কোনও প্রাকৃত ভাষা বা লেখনীদ্বারা কোনও কালে ব্যক্ত করা যায় না। যদি আমরা তাঁহার দুঃসঙ্গবর্জ্জনাদর্শ, অসত্যনিরসনকারিণী শক্তি, সাহিত্যপ্রতিভা, বাগ্মিতা, জ্ঞানগম্ভীরতা, উচ্চনীতিপরায়ণতা, অমানুষ সহিষ্ণুতা, অমানিমানদত্ব, হরিগুরুবৈষ্ণবপ্রীতি, শ্রীধামপ্রীতি, অপ্রাকৃতগুণশিক্ষকত্ব, সর্ব্বভূতদয়ালুতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণগণ বুঝিতে পারিয়াছি মনে করি, তাহা হইলে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, জানিতে হইবে। কারণ, সেই সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত বৈষ্ণবঠাকুরের চরিত্র প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থান করিয়া আমরা কিরূপে বুঝিব? আমরা তাঁহার গুণসম্বন্ধে যতই বলিতে যাইব তাহাতে তাঁহার প্রকৃত গুণের দিগ্‌দর্শন হইবে না। তাঁহার একান্ত নিজজনই তাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া—অভিন্নরূপ বলিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে শ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্ফুরিতা হন। শ্রীল ঠাকুরের সহিত যাঁহার সেবকসূত্রে নিত্যমিলনসংঘটিত হইয়াছে, তাঁহারই হৃদয়ে ঠাকুরের যথার্থ বিরহ উদিত হইবে, যেখানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ নাই সেখানে তাঁহার বিরহ কিরূপে উদিত হইবে? তিনি কি বস্তু—এই সম্বন্ধে যদি যথার্থ জ্ঞানোদয় না হয়, তবে তাঁহার বিরহের কোনই মূল্য নাই।

সুতরাং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাপরিকর-বৈশিষ্ট্যসংকীর্ত্তনানুগত্যে ও কৃপায় পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকৃত বিরহস্থিতি অতিক্ষুদ্র হৃদিক্ষেত্রেও যাহাতে কোনও দিন সেবোন্মুখ হৃদয়ে উদিত হয়, ইহাই প্রার্থনা। জগদ্গুরু আচার্য্যশিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশরত্নমালার কয়েকটি রত্নের কিরণ বিকীর্ণ হইয়া আমাদের হৃদয়গুহার অন্ধকারাদি চিরতরে দূরীভূত করুক—

(১) "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।"

(২) "কেবল প্রতিষ্ঠা, অপ্রাপ্ত-প্রেম বাঞ্ছার উদ্দেশ্য এবং জীবনযোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ও বৈষ্ণব-সেবাদ্বারাই তাহা নিষ্কপটে দূর হয়

আমরা বিশেষ বহুমানপূর্ব্বক 'বিশুদ্ধ' বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব —ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধুবৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেমসূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই, ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়, অন্য প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।"

(৩) "স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক।"

(৪) "অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ-সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি বহুকাল সাধন করিয়াও কল্যাণ করিতে পারেন না। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু অন্তরোন্নতি হইয়াছে।"

(৫) "নামপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।"

(৬) "কেবল দীক্ষাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভজনের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়? অনন্য ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার [illegible] এ অভাব আছে, তিনি ভক্তাভক্তির সকপটে দূর হইয়া থাকেন।"

"হে গৌরনিজজন পরমহংস শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, হে অবোধবর্দ্ধিনী বৈকুণ্ঠঠাকুর, আপনি কি এই অযোগ্য দাসানুদাসগণকে আপনার কৃপাবিন্দু দিয়া কৃতার্থ করিবেন? হে গৌরকৃপাভিষিক্তজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, আপনার কৃপাকটাক্ষ হইলেই আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মের ধূলি হইতে পারিব।

কৃপা কর বৈকুণ্ঠঠাকুর!
সময় জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবান্ই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরমচৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যস্বরূপ ভগবানই জীবের আশ্রয়। এই জড় জগৎ মায়ানির্ম্মিত। জড় জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ডভোগের কারাবাস। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়াসংসার। ভগবৎ-সান্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত। বদ্ধজীবগণ সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ় বন্ধ ছেদন করিতে সমর্থ হন।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সাধনভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই চারিটি বিষয়ের শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্বজীব-স্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল।

প্রাকৃত বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে, নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ [illegible] স্ফূর্তি পাইয়া, তবে যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন তখন ঐ উচ্চারিত শব্দবস্তু প্রাকৃত জিহ্বায় অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আনন্দ যাহা স্বতঃ, স্নেহ যাহা ক্রমশঃ প্রীতি যাহা নৃত্য যেরূপ প্রাকৃত মনে ইন্দ্রিয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত মনে জিহ্বা পর্যন্ত কৃষ্ণনামাদির ব্যাপ্তি হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধকগণের যে বাক্যে অভ্যাস তাহা বাস্তবিক নাম-নয়। তাহা কখনও নামাপরাধ, কখনও বা নামাভাস।

যে বস্তুর যাহা নিত্যস্বভাব, তাহাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম, পরে যখন কোন ঘটনা-বশতঃ বা অন্য বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবই বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছুদিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা—জল একটী বস্তু। তারল্যই তাহার স্বভাব। ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কিন্তু স্বভাব নিত্য।

কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট, কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক; অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম।

কৃষ্ণ বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তিনি স্বধর্ম্ম বিকার-প্রাপ্ত, অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখদুঃখগ্রস্ত। জীবের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইবামাত্রই সংসারগতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

একটি চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে ধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহার নাম প্রেম। দুইটী চিৎপদার্থের পৃথক্ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সাধারণ কৃষ্ণানুশীলনই নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্মোদয় করাইতে সমর্থ। হরিনাম অনুশীলনই একমাত্র চিত্তশোধক। কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব্ব অনুরাগ জন্মে এবং অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তদর্পণের মার্জ্জন উদিত হয়।

বিচিত্রশক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। পরমেশ্বর বস্তুতঃ সাকার-নিরাকার উভয়াত্মক। যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তিনি উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার-নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই। কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃতস্বরূপ বিশুদ্ধ-অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দরূপ অবশ্য আছে। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে সাকার, ইহা বলা যাইতে পারে। অতএব তাঁহার উভয় প্রকারই স্বীকার্য্য। [illegible] সাকার-নিরাকার-বিবাদ [illegible] প্রাকৃতিক [illegible] হইবেন না, ভক্তির উদয় হইলে মানবের বুদ্ধিবৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি সর্ব্বলোকের স্বাভাবিক বৃত্তি, এবং অনায়াসে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের প্রতি [illegible] হয়, তবে অনেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে কেন না পারেন? উত্তর এই যে, বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির বিষয় যদি দূরে থাকে ও উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিও অকর্ম্মণ্য হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থিতি করে। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্রস্নেহ উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উদয় হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না। তদ্রূপ ঈশ্বরাগ্রহী ব্যক্তিদিগের স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎপ্রেমও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

শ্রীবিগ্রহ ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই-স্বরূপের-বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে কোন অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিকৃতি আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ অপ্রাকৃত অলক্ষিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রতিকৃতি-স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিকৃতি যে যথার্থ, তাহা [illegible] তত্ত্বদর্শনরূপ কলাবারা [illegible] করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত আকৃতি তাহা কেবল বিদ্যুৎকলকৌশলজ্ঞরূপ [illegible] দ্বারাই প্রতীত হয়। অভিজ্ঞ যাহারা অনভিজ্ঞ তাহারা বিদ্যুৎ-যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে?

ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার জড় শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতনপদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের বিনাশ হয়। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন। তিনি সমস্ত স্থানে আছেন, তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত কার্য্য চলিতেছে।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২৫তম বিরহোৎসবে

জয়গীতিকা

(১)

গাহ জয়গীতি অযুতকণ্ঠে গভীরমন্দ্রে
উঠুক তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।
বিমুখ-বঞ্চক ভক্তিবিনোদ ভক্তসার্থ
ভক্তপালন।
যাঁহার অর্থে গৌরপুরের আবিষ্কার
নূতন জয়।
যুগসেবা 'ভাগ'বতগণের ভজনসাধন-
শিক্ষাদাতা।
শরণাগত পামর জনের চেতনাদেব
মঙ্গলদাতা।
জয়-গীতি গাও, হে মোর কণ্ঠ! গভীর
মন্দ্রে উঠাও তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।

(২)

নিখিল প্রাণীর পরম বান্ধব, চরম সাধ্য
আপ্তজন।
শচীসুতের অপার কৃপার প্রাপ্ত হ'ল
বিগ্রহ।
স্বরূপ-রূপের ভজনাধার দেন ভকত
বিপুল দান।
ভক্তিবিনোদ বিশ্বে বহা'ল গৌর গোরার
শিক্ষা-দান।
জয় গীতি গাও হে মোর কণ্ঠ! গভীর
মন্দ্রে উঠাও তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।

(৩)

প্রভুপাদের জোয়ার মহান্ যাঁহা
বিশ্ব-পরে।
ভক্তিবিনোদ-ধারা-তরঙ্গে সকল দিক
পূর্ণাকারে।
ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তির স্বরূপ
হৃদয়-বনে।
"ভক্তিবিনোদ-বাণী" অর্থ ছিলেন
সংগোপনে।
জয়-গীতি তাঁর গাও হে কণ্ঠ! গভীর
মন্দ্রে উঠুক তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।

(৪)

সেই রসজ্ঞের গৌরধামের গুপ্তভাবের
উদ্ধারকারী।
গৌরধামের গৌরধামের নিত্য প্রচার-
ব্রতধারী।
ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা, 'শ্রীপত্রিকা'র
সম্পাদক।
ভক্তিধর্ম্মের পুনঃপ্রচার, ভজন-পথের
প্রবর্ত্তক।
জয়-গীতি গাও অখিল কণ্ঠে, গভীর
মন্দ্রে উঠুক তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।

(৫)

'করুণ', 'কবি', 'মৌনী', 'অকাম', 'দক্ষ',
'শুদ্ধ', 'সত্যসার'।
'নিরীহ', 'স্থির', 'অমানদ', 'শান্ত',
'[illegible]'।
গৌরধামে ভজনরতী নিত্য নিজ
'[illegible]'-বাসী।
ব্রজজনের নিত্যসেবক ব্রজের শুদ্ধ-
রসাস্বাদী।
জয়-গীতি গাও, গাও হে কণ্ঠ! গাও
হে মধুর উঠুক তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।

(৬)

শুদ্ধভক্তি অষ্টাঙ্গের ভজনরসের নির্দ্দেশক।
জগন্নাথের বারিধিবৎ বৈচিত্র্যের প্রবর্ত্তক।
ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তির চরণপদ্মে
প্রণাম সদা।
নিত্য করুণ! করুন্ কৃপা, হউক্ সকল
ভক্তিবাধা।
জয়-গীতি গাও, হে জীবকোটি! গভীর
মন্দ্রে উঠুক তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি-
মূর্ত্তিমান্।

(৭)

শতেক বর্ষ পরেও যাবার শতেক
অগ্নি-পরীক্ষায়।
তব কবি' সেবক-জনা যাচুক শ্রীতল
চরণ-ছায়।
ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তাপে ভজনরত
ভক্ত-হৃদে।
দিউন্ আজি নব প্রেমের ছুটাতে শির
[illegible] পরে।
জয়-গীতি গাও, বিনোদ-বাণীর বিনোদ-
বীণার উঠাও তান।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি
মূর্ত্তিমান্।

(৮)

ত্রিভুবনে বিশুদ্ধ ভাব সংশুদ্ধি যুক্ত হবে।
দুটুক আজি বিশ্বভাবে ভক্তিবিনোদ
প্রভুর পাদে।
বিনোদ-সেবক "ভক্তিপ্রদীপ" আছেন্
দীনের হৃদয়-কোণে।
বাসুদেবের সমৃদ্ধি বিভাত হো'ক্
'আলো'র ভণে।
জগন্নাথে বন্দো হো'ক্ ভক্তিবিনোদ-
বিরহতাপ।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ প্রাই যে
তোমার বিজয় গান।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাবতিথিপূজা

গত ৬ই আষাঢ় ২০শে জুন বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথিপূজা সুসম্পন্ন-মহামহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীবাস-অঙ্গনের ভক্তবৃন্দ প্রাতঃকাল হইতে অষ্টবৈষ্ণবস্তবাদি, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও নামাবলি কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ তথায় গিয়া মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রজবর্দ্ধন কাব্য-তীর্থ ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনাদি করিলে শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, অধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের মাহাত্ম্য শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে অনেকক্ষণ যাবৎ পাঠমুখে আলোচনা করেন।

'শ্রী' অর্থাৎ ভক্তিতেই যাঁহার অবস্থান অথবা ভক্তিই যাঁহার ভূষণ—তিনিই শ্রীবাস। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ—অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই গৌরপার্ষদ ভুক্তভাগবত শ্রীবাস পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। শ্রীবাস ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণের আচার্য্য, নৃসিংহ-উপাসক। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের অতুলনীয় শরণাগতি ও ভগবৎপ্রাপণে নির্ভরতা বাস্তবিকই আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়। তিনি গৃহস্থ-বৈষ্ণব হইলেও কোনও দিনই পালক অভিমানে পালনপোষণার্থ ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবায় রত থাকিতেন। শ্রীবাসের এরূপ দার্ঢ্য ও সর্ব্বাত্মসমর্পণ দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—যদ্যপি দুর্গাদার শ্রীলক্ষ্মী-দেবীরও ঘরে ভিক্ষার অভাব ঘটে তথাপি এবার অতএব শ্রীবাস পণ্ডিতের কোনদিন দারিদ্র্য-দোষ ঘটিবে না।

বিশ্বম্ভর যাঁহার ভরণকর্ত্তা, সেই পুণ্যাত্মা ভক্তের আবার আত্মরক্ষা বা ভরণপোষণের চিন্তা কিসের? ভক্তগণ ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া অপর [illegible] অন্যের অপেক্ষী হইতে হয় না। ভগবানের নিজবাক্য 'ও' ভক্তের কথা, তাঁহার যাহারা শরণ করেন, তাঁহাদিগকেও ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ রক্ষা ও পালন করিয়া থাকেন। ভক্তের জন্যই ভগবানের অধিক চিন্তা। সুতরাং আমরা যদি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের অনুসরণে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর কোন চিন্তা নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত আমাদের প্রতি নিষ্কপটে প্রসন্ন হউন, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥"

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী আরও বহু কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ শ্রীল গৌরকিশোর

কলিকাতা ভক্তিভবনের পরমপূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীভগবতী দেবী (শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সহধর্ম্মিণী) কখনও কখনও নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহাদিগকে বলেন,—"আপনারা অমন ঠাকুরকে ছাড়িয়া, কুলিয়ায় কি করিতে আসিয়াছেন? এখানে কি বাজার করিতে আসিয়াছেন,—না বাজারের ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছেন? আপনাদের গৃহে যে গৌরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ আবির্ভূত হইয়াছেন, যদি তাঁহাকে আরও কিছুদিন এখানে রাখিতে চান, আপনারা গৃহে গিয়া একান্তমনে হরিভজন করুন, নতুবা তাঁহাকে অধিকদিন রাখিতে পারিবেন না।"

প্রভুপাদ সম্বন্ধে শ্রীল গৌরকিশোর

"আপনি (শ্রীল প্রভুপাদ) সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু) লোকের হরিভজন যাহাতে হয়, সেইজন্যই আপনি যথার্থ চেষ্টা করিতেছেন। তবে দুর্ভাগা লোক নিজের মঙ্গল গ্রহণ করিবে না। লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। যে যাহা বলে বলুক, তাহাতে দায় দিয়া নিজে হরি-ভজন করাই পামর লোকের হৃদ হইতে উদ্ধার পাইবার কৌশল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন [illegible]-'নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ওডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রাণাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-ভবন

পোঃ ময়ূরহুণ্ডা, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

সুতুহুণ্ডা, পোঃ চিরহুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৪ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৪ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

বালাম চিড়া চাউল—

	প্রতি মণ
রাজশাহি	৬॥০
সরু চাল	৫৸০
ঐ মোটা	৫৲
বালাম খোসা	৭৲-৭।।০
রাজভোগ	৫।০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৬৲
দাদখানি (বোম্বাইসি)	৬৲
সিদ্ধ বেতুন	৩৸৶০

আতপ—

মুগের আতপ	৪৲—৪॥০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
রাজভোগ আতপ	৪।০-৪।৶
ঐ বাকানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৪।০-৫।০
খাটাইকোণ	৭৲
ঐ মেটেল	৩৶০

চিনির দর

চিনি, টাইপ	১০।৴০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
খোসা খাটা	
[illegible]	৮।০—৯৶০
[illegible]	৭।৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি তোলা
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৩৩।০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥০—৬।৶০
[illegible]	৯৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজি	৯৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible]	৫৴০—৫।৴০
[illegible]	৫৲—৫।০
[illegible]	৪॥০—৪৸৶০
[illegible]	২॥০—২॥৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১।৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	৩৯।০

তার	৬৲
কাবুলে	৬৯৲
[illegible]	৪১৸০
১৬ সের—	১৭৸০
[illegible] ১৪—২০ সের	১০৲

[illegible] দর

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৭৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা মাল	
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ভল্টে বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড ভারি বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ভারি (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৸৴০
২৪ গেজ—	১১৸৴০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
গেট কাঠি বা চিট কাটা রড	৩।০—৬৸০
পাটি কাঠি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাঠি লম্বা ১—৩ফুট ৯—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, গোলটু পরাতে	৬৸০—৭।০
গোল রড বি-উজকোস ও কংক্রিটের	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ইস্পাত আসল ১৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের [illegible] ৫৶০, পাটের [illegible] ৬।০	
ভুলার [illegible] ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৪-৫ [illegible] ঘাট [illegible], বড়বাজার
কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্ম্মাতা

পুরাতন সোনার
বদলে নূতন
গহনা দেওয়া

আমাদের নিজ
কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনিসোনার
নানাবিধ হাল ফ্যাসানের
গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং
অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া
[illegible]
হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৯১ বড়বাজার — টেলি-ব্রিলিয়ান্টস্
১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

ফেভরোল কি জন্য ?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের" "ফেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার [illegible] পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-পাপুতা, ন্যাবা এবং অন্যান্য [illegible] রোগ এক্সাত্র [illegible] "ফেভরোল"। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৩১নং গলি পোঃ বাঃ টাংগরে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহানার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসী [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি [illegible]। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ [illegible] আনা। [illegible] স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডাক্তার ভিভিডি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের মহামূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয় প্রেস | বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা শহরে অবস্থিত। এখান হইতে তাহারা ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(::০::):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	৷৵০	৷৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২.

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-১৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২৮শে জুন, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১০১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল

জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সম্বর্দ্ধনা করার সময় তিনি বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের আগ্রহ সুচিন্ত কথা বিশেষ করিয়া বলেন।

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভারতবর্ষ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভারতীয় সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যারই একটা অংশ বিশেষ এবং বিদেশে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশেরই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা আড়াই বৎসর পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা এরূপ মনে করিয়াছিল। কারণ অতীতের যে কোন সময়ের ভারতীয় সমস্যা অপেক্ষা বর্ত্তমান ভারতীয় সমস্যা আরও ব্যাপক। তখন শুভ বা অশুভ কিছু একটা ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

ভারতবর্ষ আজ এমন একটা যুগ অতিক্রম করিতেছে যখন সংঘর্ষ বাধাইবার কোন চেষ্টা নাই। আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি এখন বন্ধ আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এইরূপ একটা মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, একটা অভাবনীয় [illegible] আসিবে।

[illegible] দিক হইতে ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] করে না; কিন্তু ভারত-শাসন আইনে যেরূপ ধরণের যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

[illegible] সভার প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতজী বলেন যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ইংলণ্ডে আসেন নাই।

বরিশাল-কলিকাতা রেল পরিকল্পনা

গত ২৩শে জুন সন্ধ্যায় খুলনায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের (এম্ এল্ এ) সভাপতিত্বে বরিশাল টাউন হলে এক জনসভা হয়। রেলপথ নির্ম্মাণে কলিকাতার সহিত বরিশালের যোগসূত্র স্থাপনের বিষয় এই সভায় আলোচনা হইয়াছিল।

বরিশাল-কলিকাতা রেলওয়ে পরিকল্পনা কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ব্যানার্জি কি প্রকারে গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া কোন না কোনও ছলে বাখরগঞ্জের দাবী উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বিশ্লেষণ করেন। এই সম্পর্কে সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবার এবং ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট এই বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টকে উক্ত প্রস্তাবে অনুরোধ করা হয়।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচারকার্য্য করা আবশ্যক। ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া সভাপতি মহাশয় সকলকে আশ্বাস দেন।

কংগ্রেস সভাপতি ও গান্ধীজী

সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সহিত তিনঘণ্টাকাল আলোচনার পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ ও আচার্য্য কৃপালনী ওয়ার্দ্ধা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুকাল পরই আচার্য্য কৃপালনী বোম্বাই এবং সর্দ্দার প্যাটেল পুণা অভিমুখে রওনা হইয়া যান। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পুনরায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে ১২হাজার কৃষকের মিছিল

গত ২৪শে জুন ১২ হাজার কৃষকের এক মিছিল নানা প্রকার দাবী করিয়া লক্ষ্ণৌয়ের প্রধান প্রধান পথগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছে। পরিষদে যে প্রজাস্বত্ব আইন-সংশোধন বিল আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা পাশ করা হউক বলিয়া কৃষকগণ জোর দাবী জানাইয়াছে। কাউন্সিল চেম্বারের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কৃষকগণ সুস্পষ্ট ভাষায় তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। আমিনদৌল্লা পার্কে যাইয়া এই মিছিল সমাপ্ত হয়। তথায় এক বিরাট সভা হইয়াছিল। এই সভায় কৃষকগণের দাবী জানাইয়া এবং অগৌণে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিবার অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মাইনের আঘাতে জাপ-ষ্টীমার চূর্ণবিচূর্ণ

গত বুধবার দিন আনকিং ও সাঙাই-এর মধ্যে ইয়াংসি নদীতে একটি জাপানী ষ্টীমার চীনা মাইনে লাগিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলে প্রায় এক শত জাপানী নাবিক ও নৌ-সৈনিক নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। ষ্টীমারটি হ্যাঙ্কাও অভিযানের জন্য সৈন্য ও রসদ বহন করিতেছিল। মাইনের বিস্ফোরণে ষ্টীমারটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে।

পাগলামী সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল

সম্প্রতি আলিপুর দুয়ারের অন্তর্গত আটিয়া-বাড়ী চা বাগান হইতে পর পর তিন জন লোক পাগল হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত চা-বাগানের ডাক্তারের স্ত্রী প্রথমে পাগল হয়। তাঁহার শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার স্বামীরও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। অতঃপর ইহাদের চিকিৎসার জন্য কুচবিহার হইতে একজন কবিরাজকে লইয়া আসা হয়। চা-বাগানে আসার পরে কবিরাজ মহাশয়ও পাগল হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বন্যায় সাড়ে আট হাজার লোক বিপন্ন

সরকারী ও বেসরকারী সংবাদ হইতে জানা যায় যে, গৌহাটীর পাটাবাউসীর কতকাংশ এবং নদীর দক্ষিণ তীর জলমগ্ন হইয়াছে। পাট ও আউস ধান্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহাদের ঘরবাড়ী জলমগ্ন হইয়াছে তাহাদের কষ্টের সীমা নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সরজমিনে তদন্ত করিয়া সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া ৮৫০০ জন লোককে সাহায্য করার আদেশ দিয়াছেন। বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ৫০ মন চাউল ও ২৫ মন চিঁড়া পাঠান হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র ও শহরের নদের জল অনেক বাড়িয়াছে। শহরের সম্মুখবর্ত্তী চর জমি জলমগ্ন হইয়াছে। শহরের যাতায়াতের জন্য ষ্টীমার কোম্পানী ষ্টীমার ঘাট হইতে ট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত যে বাঁশের সেতুটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, প্রবল স্রোতে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিরপেক্ষতা ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনভক্তি ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চপকভ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপথ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। জল্পকাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তদেবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফস্ট ভল্যুম) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী ৵০
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬. শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতম্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ১৬ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৩ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৮শে জুন ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার | ১০৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫), ১২ই জুন (১৯৩৮) তারিখ হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মহাবক্তে পরেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশেখর বৈখানস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদ ও বৈষ্ণবগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। প্রত্যহ বৈকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে আগত সজ্জনগণের নিকট প্রত্যহ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জনগন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বর্তমান বর্ষে সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের চতুর্বিংশতিতম অপ্রকট-তিথি-পূজা হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের শুভেচ্ছায় বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক স্কন্ধ হইতে দুইটী করিয়া সাকুল্য শ্লোক লইয়া চতুর্বিংশতি-শ্লোক-ব্যাখ্যামুখে বিরহ-মহা-মহোৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

. ১১।৬।৩৮ তারিখে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

আহ্বান-পত্র

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম শাখামঠ পুরী চটকপর্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৫), ১২ই জুন (১৯৩৮) রবিবার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে আগামী ১৭ই আষাঢ় (১৩৪৫) ২রা জুলাই (১৯৩৮) শনিবার শয়নৈকাদশী বা শ্রীলক্ষ্মীবিজয় তিথি পর্যন্ত প্রত্যহ পাঠকীর্তন বক্তৃতামুখে শুদ্ধ-সংকীর্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন শুদ্ধভক্তিমঠের সেবকবৃন্দ উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সর্বসজ্জনসাধারণকে সবিনয় আবেদন জ্ঞাপন করিতেছেন।

উৎসবপঞ্জী

প্রাতে—মঙ্গল আরাত্রিকান্তে নগরসংকীর্তন।

অপরাহ্ণ—৫টা হইতে ৬।টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

রাত্রি—সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

৮ই আষাঢ় ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ আষাঢ় ২৭শে জুন সোমবার শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব।

শ্রীগুণ্ডিচা মহামহোৎসব

১৩ই আষাঢ় ২৮শে জুন মঙ্গলবার শ্রীগুণ্ডিচামার্জন।

১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথাগ্রে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সেবকগণের নৃত্য-কীর্তন

সেবক উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী রাগকুমুদ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ১৷০ কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

ফরিদপুরে প্রচার

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর টাউনে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল রায় মহাশয়ের ভবনে ও ১৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রীতার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষের বাড়ীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'কালগতি-প্রসঙ্গ' ও 'বিধি-নষেধোপের সংবাদ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। টাউনবাসী বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় প্রচারকগণের বক্তৃতা প্রদানের জন্য গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত স্থানীয় অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে ৫ দিবস ব্যাপী সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিকমলশ্রী ক্রমান্বয়ে কয়েকটী বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদান করেন। নিখিল জীবের একমাত্র শ্রেয় বৈকুণ্ঠবস্তু ভজনের উৎকর্ষের প্রকৃত বিচার, শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধীয় মহাপ্রসাদপূর্বক বিশ্বজীবে অহৈতুকী কৃপাময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ চারোর অনুপমবৈশিষ্ট্য, বিশ্ব মঙ্গলের চেষ্টা প্রদর্শন ও শ্রীচৈতন্যমঠসমূহের চক্রশালার পারতম্য-বিচার, বেদান্ত ও সম্প্রদায়ের ভূমিকার বিচরণশীল পরস্পর মহাবৈকুণ্ঠ শ্রবণীয় পরম্পরাগীর মতবাদের অকিঞ্চিৎকরতা, আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত জীবকুলের নিত্যসুখধামে সেবানন্দবৈশিষ্ট্য, ভগবানের পরতত্ত্ব, গুহ্যতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, অর্চাতত্ত্ব ও অবতারিতত্ত্বের নিত্য প্রকাশ-রহস্য ও শুদ্ধগৌড়ীয়গণের আরাধ্য-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ... ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আগম নিগমপূর্বক বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শনমুখে কীর্তন করত প্রচারকগণ প্রকাণ্ড শ্রোতৃবৃন্দের সংশয় নিরসন করিয়া আনন্দবর্ধন করেন।

বক্তৃতার উক্ত চলে প্রথম দিবস রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রসিকবিহারী চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে "ধর্মের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে, দ্বিতীয় দিবস রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে "ভাগবতধর্ম" বিষয়ে, তৃতীয় দিবস শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবসেবা" সম্বন্ধে, চতুর্থ দিবস রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "নাম-ভজন" বিষয়ে পঞ্চম দিবস রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রসিকবিহারী চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে "সত্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

— —

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

"শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই,—শ্রীনামভজন ব্যতীত। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—মহাপাপের পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ বামন বাণ্ প্রায় গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটি কথা

আমরা বহির্ম্মুখ জীব। ভালমন্দ জ্ঞান আমাদের নাই। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ ভাল লোক হইতে পারে, এইরূপ ধারণা মনপূর্ণ। চরিত্র অন্যকেহ আবার গুণ কোথায়? আমরা নাস্তিক। তাই ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তকে আমাদের বিশ্বাস নাই। সুতরাং মনোধর্ম্মী আমাদের সাধু-গুরু শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে শেষ, পুরাণ-শাস্ত্র বা অশুদ্ধ হইয়া যায় না। সত্য চিরকালই সত্য, কেহ বিশ্বাস না করিলেও সত্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহারই পোড়া কপাল। আমাদের সুকৃতি নাই বলিয়া, হরিগুরু-বৈষ্ণবে স্বাভাবিক বিশ্বাস আসে না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। মঙ্গলাভের ইচ্ছা থাকিলে প্রকৃত সাধুর নিকট ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুগণের সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে একমত স্থাপন করিতে পারিলে ভগবানের কথায় অভিজ্ঞতার উদয় হইবে—তাহা আমাদের উপলব্ধি হইবে। কিন্তু সাধুর চিত্তবৃত্তির সঙ্গে যদি আমাদের চিত্তবৃত্তির মিল না হয়, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে মিলিয়া না যায়, তাঁহাদের অপেক্ষা বেশীবুদ্ধিমান সাজিয়া স্রোতপথ ছাড়িয়া যদি নিজ মনোমত চলিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের অবিশ্বাসই বাড়িয়া চলিবে। ভগবৎসেবা বা প্রীতি ত' দূরের কথা, ভগবানে বিশ্বাসও হইবে না। যদি আমাদের সাধুসঙ্গ না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য নিত্যহরিসেবা ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা চিত্তপটে লোপ পাইবে। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ে সাধুগণের প্রকৃষ্টরূপ আমাদিগকে ভগবৎসেবা ও হরিগুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য শ্রবণ করায়। কেহ যদি শ্রদ্ধালু হইয়া এই বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহদ্বয়ের আলোচনা করেন, তাহা হইলে তিনি ইহার কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই।

কোন ব্যক্তি সেবা করিতে চাহিলে তাহাকে সেবার সহায়তা করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের সেবা-যজ্ঞের সমস্ত উপকরণরূপে নিজেকে আত্মবলি দিতে হইবে। কিন্তু সেবাপরাধের সাহায্য করিতে হইবে না। সেবাপরাধের সাহায্য করিলে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সেই সেবাপরাধের ভাগী হইতে হইবে। সেবাপরাধীকে সাহায্য করিলে যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, ভগবৎসেবার আনুকূল্য করিলে ঠিক তাহার বিপরীত ফল-লাভ অর্থাৎ পরম মঙ্গলোদয় হয়। কৃষ্ণ-সেবার্থে যে টাকা তাহা কখনও 'মরীচির খোলা টাকা বা কাঁটা নহে; তাহা কৃষ্ণসেবো-পকরণ, চিন্ময়। কৃষ্ণভোগের বস্তু কখনও আচমন নহে। কৃষ্ণকান্তের উজ্জ্বলরূপিণী কামিনী অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাতৎপরা স্ত্রী বাস্তবী নহেন। কনক বা কামিনী কিছু ঘৃণার বস্তু নহে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করাই নির্ব্বুদ্ধিতা বা ঘৃণ্য ব্যাপার। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

শ্রীতুলসীপত্র যে প্রকার দেখিতে আকারে ছোট, বড়, শুষ্ক বা শৃঙ্খলিত বলিয়া কৃষ্ণ-সেবার অনুপযুক্ত নহে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবেরও বপুতে বা স্বভাবগত দোষদর্শন করিয়া তাঁহাকে বড়, ছোট, সমর্থ, অসমর্থ-জ্ঞান করিলে বৈষ্ণবাপরাধী বা নামাপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণবাপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। কারণ, সেবাপরাধ কৃষ্ণ ক্ষমা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিজে বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার ভার রাখেন নাই। এবিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে বৈষ্ণবের অনুগত থাকিতে হইবে। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করিয়া জীবন নষ্ট করিতে হইবে না। এরূপ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুদেবের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে।

ভক্তগণ অদ্বৈতবাদ ও ভক্তবিদ্বেষ প্রচারক। তাঁহারা মুখ ও আচরণে এক।

খুড়োর গঙ্গাযাত্রা!

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব)

জীবমাত্রই চেতন। চেতন সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাই ক্রিয়াশীল। চেতন কোন কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তবে অবিদ্যা ও অপরাধ-গ্রস্ত হইয়া কর্দ্দমিত বা সম্যক্ আচ্ছাদিত হইয়া জড়বস্তুর ন্যায় প্রতীত হইতে পারে। তদবস্থায় চেতনের যে সহজ ক্রিয়া তাহা থাকে না। আবার সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় সেই তমীভূত ভাব বা আবরণ অপসারিত হইলে জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়। অহল্যা পাষাণ এবং স্বর্গের নলকুবর মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন-বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু ভাবিকালে যোগ ও অপরাধক্ষয়ে ভগবৎকৃপায় পুনরায় নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পাষাণের মত জড় বা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে জীবের চেতনতার যে স্বতন্ত্রতা থাকে, তাহার কোন ক্রিয়া লক্ষ্য হয় না। মায়াবাদ। তাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক। তাঁহারা চিরকালই বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় উৎসাহবিশিষ্ট। তাঁহাদের উৎসাহ হৃদয়ের জড় নয়। তাঁহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের ক্রীতদাস। তাই তাঁহাদের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবায় নবনবায়মান উৎসাহ নিত্যকালই আছে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের বিচারপ্রণালী অভক্তের অনুরূপ নহে। তাই ভক্তের প্রত্যেক কথাই তাহাদের অসহনীয় ও বিদ্বেষী বলিয়া মনে হয়। তাহারা বলে —যাহার যাহাতে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের দ্বারা তাহাকে ভজন আরাধন করিতে দাও। উহাই শেষে তাহাদের মঙ্গলের কারণ হইবে। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্যাশ্রিত ভক্তসম্প্রদায় ঐরূপ মনঃকল্পিত কথায় প্রশ্রয় দেন না। সেইজন্যই তাহারা ভগবদ্ভক্তগণকে পরচর্চ্চাকারী মনে করিয়া থাকে। ভক্ত কৃষ্ণচর্চ্চা ব্যতীত অন্য কাহারও চর্চ্চা করেন না; তবে তাঁহারা সাধু-অসাধু, ভক্তি-অভক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া জীব-মঙ্গল বিধান করেন মাত্র। এই ভক্ত অসংখ্য, কিন্তু ভগবান্ মাত্র একজন। এই ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণপরতন্ত্র এবং কৃষ্ণ ভক্তপরতন্ত্র। তাঁহারা পরস্পর অভিন্ন। একজনকে আর একজন হইতে পৃথক্ করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ বলিয়া কোন বাস্তববস্তু থাকেন না বা ভগবানের পূজা বলিয়া কোন ব্যাপারই হইতে পারে না। গুরু ব্যতীত কেহ এই ভগবানের সেবা করিতে পারে না এবং সেবা না পাইলে মঙ্গলও হয় না।

চেতনতার ঐরূপ ভক্তির্দ্দিষ্ট ক্রমিক অবস্থা সে নিজেই কোন উক্তির উদ্ধার করিতে না পারিলে জড়বস্তুর মত অপরের সাহায্য পূর্ব্বক হইয়া পড়ে। এক চরিত্রবৎ চেতনবস্তুবিশিষ্ট ... বাহ্যতঃ ... উদ্ধার নাচাইতে পারে, ... পাষাণ-স্তূপ ... অবস্থা নাড়িতে যে উদ্ধারও নাচাইবে উঠাইতে আর কিছুই কি?

চেতন 'জীব' ক্রিয়াশীল না হইয়াই থাকিতে পারে না। কারণ, ক্রিয়াশীলতা বা initiative অর্থাৎ 'স্বয়ং' উঠিতে অভিরুচি ও উৎসাহ জীবে আছেই। ঐ ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই স্বতন্ত্রতাও অন্তর্নিহিত। অতএব চেতন কোন জীবই ক্রিয়াশীলতা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। জীব তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারিতা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও নিশ্চেতাভিভূত হইয়া অবশভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারিবে না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" কেন না, জীবের কার্য্য-কারিতা বন্ধ হইলে জীবের জীবত্ব বা চেতনত্ব লোপ হইয়া জড়ত্বে পরিণতি ঘটিবে। কাজেই জীবের চেতনতা থাকিবে অথচ কোন কার্য্যকারিতা থাকিবে না, ইহা অসম্ভব।

জীব তাহার এই চেতনতার বা কার্য্য-কারিতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার উভয়ই করিতে পারে। ঐ চেতনতার দুইটি দিক্, এই দুইটী দিক্ ব্যতীত মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় কোন দিক্ নাই। জীব হয় ঐ ক্রিয়াশীলতার সদ্ব্যবহার করিবে, আর না হয় উহার অসদ্-ব্যবহার করিতে বাধ্য। এই দুইটির কোনটিই করিব না বলিয়া জীব নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে পারে না। পরমার্থ-পথের পথিকগণ উহার একদিকে ভক্তের দিক্, অপরদিকে মায়ার দিক্ বলিয়া জানেন। জীব হয় ভক্তের দিকে গিয়া ভক্তের সেবা করিবে, না হয় তদ্বিপরীত দিকে গিয়া মায়ার সেবা করিতে বাধ্য হইবে। ভগবানের সেবা করিব না এবং মায়ার সেবাও করিব না, মধ্যপথে তটস্থাবস্থায় কোন জীবের অবস্থান থাকিতে পারে না। যদি হরিভজন না কর তবে মায়ার ভজন করিতেই হইবে, অব্যাহতি নাই।

মানুষ আমরা, আমাদের জন্মের শৈশবাবস্থা হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যদি অনুধাবন করি তবে দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক অবস্থাতেই আমরা কিছু না কিছু কার্য্য 'ভাল' বা অন্যায়ভাবে করিতে বাধ্য হই। যে নিত্য করিতে পারিতে

না কর্ম্ম করিতে দিবে নাই; সেও জন বিছানায় না হয় বারান্দার কোণে শুইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকে। অপেক্ষাকৃত উঠতি বয়সে যখন বালকগণ পাঠে নিযুক্ত হন না, তখন তাহারা খেলা-ধূলা করিয়া খেলাতে মত্ত হন, খেলা না থাকিলে পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ করে। যুবকদিগের যদি কোন কাজ না থাকে, তবে তাহারা অলস হইয়া অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অসৎসঙ্গে পড়িলে চুরি ডাকাতি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই সময় সময় দেখা যায়, যে সকল ব্যক্তি কোন কাজ কর্ম্ম করে না, অলস হইয়া পরিবারবর্গে বিলাসিতায় নিমগ্ন থাকে, সংবাদ বাহক পুলিসের সাহায্যে বি, এল (Bad livelihood) মোকর্দ্দমা করিয়া তাহাদিগকে দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করেন। কারণ, ঐরূপ অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। যখন সৎকর্ম্ম কিছু করে না, তখন সন্দেহ যে, উহারা নিশ্চয়ই পরিবারের বাস করিয়া থাকিতে চুরি-ডাকাতি করিয়া বিলাসিতার সম্ভার সংগ্রহ করিয়া থাকে। আবার বৃদ্ধ বয়সে সংসারের ভার সন্তানগণের উপর ন্যস্ত করিয়া পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বা রিটায়ার্ড ব্যক্তিগণ অবকাশে অন্য কোন সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছুক না হইয়া দিবারাত্র পাড়াপড়শীর হুকাপান, আড্ডার গল্প, তাস, পাশা দাবা প্রভৃতি খেলা, গ্রামের লোকের উপর মোড়লী, একজনকে অপরের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমায় উৎসাহিত করা বা সাহায্য করা বা মোকর্দ্দমার দালালি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কালহরণ করিতে থাকেন।

এপ্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র রহস্যপূর্ণ গল্প কথিত আছে। কোন সময়ে গ্রামের কতিপয় ব্যক্তির কোন কাজ কর্ম্ম না থাকায়, অলস নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে না পারিয়া তাহাদের গ্রামের বৃদ্ধ সন্তানসন্ততিহীন জাতি-খুড়োর নিকট গিয়া প্রস্তাব করিয়া বলিল, "খুড়ো মশায়, আজ কয়েকদিবস আমাদের কোন কাজ-কর্ম্ম না থাকায় অলস হইয়া থাকা সম্ভবপর নয় ও অত্যন্ত কষ্টকর বিবেচনা করিয়া ঠিক করিয়াছি যে, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে অভিভাবকহীন আপনার এই সময় আমরা "গঙ্গা-যাত্রার" ব্যবস্থাটা করিয়া দিতে পারি। কারণ, যখন কাজের ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকিব, তখন আপনার 'গঙ্গা-যাত্রা' করিবার আবশ্যক হইলে আমরা হয় ত' সময় করিতে পারিব না।" অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রাচীন খুড়ো মহাশয় ভাইপোদের ঐরূপ প্রস্তাবে খুড়ো-মহাশয় সম্মতি দিয়াছিলেন কি না, তাহা আমাদের জানা নাই।

আমি পঞ্চাবর্ষের লোক কিনা, তাই জগতে যেখানে যা দেখি, যা যে যে বিষয়ে ঠেকায় পড়ি, সেই সেই থেকে কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। অনন্তকোটি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের ভজনশিক্ষার্থীদের সুযোগ দিবার জন্য মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেখানে বাহ্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে কৃপাপূর্ব্বক তৎপরতার সহিত আকর্ষণ পূর্ব্বক চেতনতার সদ্ব্যবহার হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি ত' জানিতেন; যদি এজীবনে আমরা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা না করি, তবে নিশ্চয়ই মায়ার দাস হইতে হইবে ও ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। তাই আমাদের অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা ও নিঃশ্রেয়সরূপ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাতে নিযুক্ত করিয়া অত্যন্ত কৌশলী তিনি "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" বিচারে উরুকৃপা করিয়া বিষয়াসক্ত লোভী আমাদিগকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার কৌশলে আমাদিগকে হরি গুরু বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যদি সেই অযাচিত কৃপা বরণ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া বঞ্চিত হইতে চাই, তবে বঞ্চনাই আমাদের লাভ হয়। কৃষ্ণভোগ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি যে আমাদের প্রয়োজন (end) নহে, পরন্তু উঁহাদের প্রলোভনের মধ্য দিয়া "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্" এর মত যে উহা একটা কৌশলমাত্র, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঐগুলিতেই আসক্ত হইয়া পড়ি। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে, পাটনীর নৌকায় খেয়াপার হইতে গিয়া যেন আমরা পাটনীর কাব্যে তন্ময় হইয়া না পড়ি, তাহা হইলে বিপদে পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিয়া যতদিন কনক ও প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাইয়াছেন (?) ততদিনই আমরা মঠবাস, প্রভুপাদের সেবা বা হরি গুরু বৈষ্ণব সেবার অভিনয় করিয়াছি। সে কথাগুলি আমাদের 'হরি' 'হরি' বা 'গৌর' 'গৌর' বলা নয়, কেবল 'টাকা' 'টাকা'ই হৃদয়ে ধ্বনিত করিয়াছে। অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণে সহায়তা করেন নাই; কারণ, তিনি একমাত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দেরই ইন্দ্রিয়তর্পণকারী; তবে আমরা সেবাবঞ্চিত হইয়া মনে করিয়াছি যে, শ্রীগুরুদেব আমাদেরই ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, আমার মত পূর্ব্বেকার ব্যক্তির সাংসারিক যতকিছু সবই ছাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। তবে আমার যদি আমার নিবৃত্তি না হয় শ্রীগুরুদেবই বা কি করিবেন? প্রতিষ্ঠার দম্ভ দর্প আমার অনেকই হইয়াছিল। তবে কেবল যেন একটা সুরভিটা খেতাব পাইলেই মনটা খুশী হইত। অবশ্য সেরূপ শ্রীল প্রভুপাদ চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু আমি যে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে গিয়াছিলাম। তাই শেষকালে ব্যর্থমনোরথ হইয়া "আঙ্গুর ফল টক" বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদকে আমরা ভোগের একটি যন্ত্র মনে করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি। হৃদয়ে অভক্তিবাঞ্ছা নিয়া গত গত বৎসরের মঠের কার্য্যে খুব activity ও shrewdness দেখাইয়াছি। তাঁহার দোহাই দিয়া আমরা কার্য্যকুশলতা ও কপটতা বেশ অভ্যাস করিয়া লইয়াছি। তিনি যেহেতু স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ" এই ভগবদ্বাণী অনুসারে তিনি ভক্ত আমাদেরই বশতার (?) মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আমার বা আমাদের ইচ্ছানুযায়ীই তাঁহার ইচ্ছা পরিচালিত হইত অর্থাৎ আমার ইচ্ছাতেই তাঁহার ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়া তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন (?), আমাদের বিশেষতঃ আমার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের অপার স্নেহ ও অনুগ্রহ দেখিয়া আমার সহকর্মী অনেকেই আমার প্রতি মৎসর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ভবমমুনিষ্কৃত "সন্তাৎ অনুস্মৃত্য চরিত্রে ভজনং শনৈঃ" শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া আমার প্রতি কটাক্ষ করিত। তাই শেষটায় মনে করিয়াছিলাম যে শ্রীল প্রভুপাদ কিছু দিন হইলে ভাগবতের ঐ শ্লোকের "হরিতে" এই শব্দটি তাঁহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত, না হয় সংশোধিত করাইয়া, না হয় বিদ্যার্থীর কিছু বিকৃতি করাইয়া লইয়া হৃদয়ে ঐ শ্লোকের তলায় আশ্রয় লইব। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। তাই আজ মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়!"

আমি ও আমার অনুগত সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট সকলেই কর্ম্মকুশল। শ্রীল প্রভুপাদ পর্য্যন্ত সেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। কাজ না থাকিলে আমরা থাকিতেই পারিতাম না। কাজেই শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত কৌশলী হইয়া আমাদিগকে কোন না কোন কাজে লাগাইয়া রাখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রতি আদেশ ছিল—"আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই দেশ"। তাঁহার এই আদেশের সুযোগ আমরা ছাড়িব কেন? "গুরু হইয়া তার' এই দেশ" বলিয়াছেন, তখন আমরাও মনে করিলাম যে, আমরা ত' তবে 'গুরু' হইয়াই গিয়াছি। "গুরু" সোণা অধিকার লাভ করিয়া যে 'দেশ উদ্ধার' করিতে বলিলেন, তাহা আমাদের গোবর-পোরা মাথায় ঢুকিল না। তাই আমরা গুরু বা আচার্য্য সাজিয়া বসিলাম। কিন্তু কেবল দোকান খুলিলে কি হইবে? খরিদ্দার বা গ্রাহক ত' চাই, নচেৎ সাজাতার অভাবের দু'পাঁচটা গ্রাহক পাইয়া ত' আর দোকান চলে না, টাটু খরচই পোষায় না। দিন দিন রকমারি নূতন নূতন গ্রাহক পাইলেই দোকানদারের কারবারে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। কিছুকাল দামাল এইভাবে দোকান চালাইলেও শেষকালে হয় ত' উহা গুটাইয়া ফেলিতে হয়। আমাদের অবস্থাও তাই হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটকালে আমাদিগকে তৎপরিপ্রকারে যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, আমরা এখন হরিভজন অভাবক্ষণের শক্তিকে অবহেলা করায়, সেই সকল কার্য্যে আমাদের সমস্ত পসার এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের চাউল আর এখন বাজারে বিকায় না।

যদি 'গৌর' না থাকিতেন, যদি শ্রীল প্রভুপাদ না থাকিতেন তবে 'হরিনামের মাহাত্ম্য', 'বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য' কে জানাইত? তাই আমরা ভাবি যে, আমাদের সমজাতীয় দুই একটী লোক যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের আদর কে জানিত, কেই বা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিত? শ্রীল প্রভুপাদ যেমন দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন, আমাদের প্রভুরাও ঠিক তদ্রূপ আমাদের প্রতি কৃপাময়!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আমরা যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি, এখনও আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সবই বজায় আছে। অধিকন্তু পরস্পরের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান, খাতির পাইতেছি। প্রকৃত গুরুসেবকগণের সঙ্গে মিশিলে কেবল বাগদ—... —বাগদ, চিরকালের পাপ আর ঘুচিত না। এখন বরং কোন দিন না কোন দিন যোগ্য হবার আশাও থাকতে পারে। এখন আমাদের অন্য কোন কাজ নাই, তাই অলস হইয়া পড়িতেছি, আবার লোকে বলে, অলস লোকের মস্তক শয়তানের কারখানা। কাজ কর্ম্ম না থাকিলে লোক যেমন "খুড়োর গঙ্গাযাত্রা" করিতে উদ্যত হয়, আমরাও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় শ্রোতৃগণের জ্ঞাতৃগণের (?) বিজ্ঞাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। এমনি আমাদের গুণধর লোক!

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য, গদাধর, শ্রীবাস, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ আছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] কাঁই ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible] ১৯২০ [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন [illegible] পাঠ, সংকীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

৮) জন্মস্থানকুঞ্জ নামলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুদর্শন কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ওয়েরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—সেবশালী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৫নং রেডিং রোড, নিউ দিল্লী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মাণ্ডগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (বাঁকুড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরহুড়া, পোঃ চরহুড়া, (মানভূম)

(৬৬। রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাইনরোড

ব্যারাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার-দর

১৪ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸৹
সরু চাল	৫৸৹
ঐ মোটা	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানি	৫৷৹
বালাম নতুন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৫৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানি আতপ	৫৷৹-৫৸৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶৹

চিনির দর.

কাশীর, চাঁদপ	১০৸৶৹
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৶৹
দারকেশ্বরী দানা	
জানপুর দানা	৮৷৹—৯৶৹
জানপুর লাল	৭৸৶৹—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	২২৲
চাঁদিবার.	৫৯৷৹

পাটের দর

ভালো—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
উড়া—	৩১৷৹
বাজার দরের সন্ধান—	৩১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৸৶৹
ফ্লাওয়ারের ঐ.	৬৲—৬৶৹
মাটকোন্ড ঐ	৫৸৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫৶৹—৫৷৶৹
আটা (এক)	৫৲—৫৷৹
আটা (বে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	৪৷৹—৪৸৶৹
পাবার.	১৸৶৹—১৸৹
ভূষি	১৸৶৹—১৸৶৹

গুড়ের দর

ধলতা	৫৭৲
হাবসীরা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
ধন্যা	৫৪৲
মাজিবার	৩৩৷৹

জাব	৬৫!
কাবুলো	৩৬৲
খাজা গাঁজা	৪১৸৹
২৩ গেজ—	১৭৸৹
খ্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলোর দর

আমের গোলার কাইন	৫৪৲
সিটি ও আমের গরুচ	৪০৲
করাচি পুরনিয় কাইন	৪০৲
হাবার্ট খাখা	৫৯৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেবেস্তি মসলা

	প্রতি মণ
পাবনা নাথ	৮৷৹
সুপারী বেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খরিদন	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৪৶৹
২৪ গেজ—	১১৸৶৹
২৬ গেজ—	১২৸৶৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸৹
শীস	৷৶১০—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
গ্রেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৬৷৹—৩৸৹

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫৷৹—৬৷৹ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ২—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন শাতি, বোল্টু. নবাবে	৬৸৹—৭৷৹
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷৹
ঐ	৬৸৹—৭৸৹

ফ্রঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹

ট্রুইকলো-রামদাস ৫৶৹, বাটের হাতল ৩৷৹

ফুলার হাতল ৪৷৹

সংগ্রাহক লুক্সাক আফিজার

এণ্ড কোং লিঃ

৪-৫ বনবাস ৩য় লৌহপট্টী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনশালক প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য?

-::০::-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছেন তাঁহাদের ব্যবহার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস"এর "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্যের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, হেতু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বসা-লাগুলা, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি ঃ—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর. গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

ব্রাঞ্চ ঠিকানা ৮২-২৪১নং গলি পোঃ বাঃ টালিগঞ্জ, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনবত্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারঙ্গত সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাদি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ২৪৩৷১নং অপার সারকুলার রোড ... কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪।০
সিকি কলম	১৫৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন
কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-১

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০ ৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৮-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২৯শে জুন, ১৯৩৮, বুধবার [১০২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—২(০)২(৯০২)২(০)২—

লণ্ডনে পণ্ডিত জওহরলাল

গত ২৩শে জুন প্রাতঃকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পণ্ডিতজীর কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা নেহরু, 'হিন্দু' সম্পাদক মিঃ শ্রীনিবাসন্ ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা মিঃ মেহের আলি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতি ইন্দিরা অক্সফোর্ড হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। প্লাটফর্ম কংগ্রেসপতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হয়।

—

প্যারিসে সোস্যালিষ্ট নেতাগণের সহিত সাক্ষাৎ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ২২শে রাত্রি ৯-৫০ মিনিটের সময় ফেরী ট্রেনযোগে লণ্ডন যাত্রা করেন। আগামী ১৮ই জুলাই স্পেন সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইবে পণ্ডিতজী তাহাতে যোগদানের জন্য প্যারিসে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, পণ্ডিত নেহরু উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতাও করিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল ফরাসী দেশের বিভিন্ন সোস্যালিষ্ট নেতা এবং যুদ্ধ ফ্যাসিষ্ট বিরোধী কমিটির সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী পুনরায় প্যারিসে আসিয়া মিঃ ব্লুম এবং অন্যান্য রাজনীতিকগণের সহিত দেখা করিবেন।

রাষ্ট্রপতিসকাশে বাঙ্গালার অর্থসচিব

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত বুধবার দিন ওয়ার্দ্ধা রওনা হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত বসুর ওয়ার্দ্ধা যাত্রার পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এলগিন রোডে শ্রীযুত বসুর বাসা বাটীতে তাঁহার সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার গত বুধবার দিন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিতও সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীযুত বসু ও মৌলানা আজাদের সহিত শ্রীযুত সরকারের আলোচনা সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই।

—

রাষ্ট্রপতি ও গবর্ণরের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা

ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক মহলে গুজব যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও বাঙ্গালার গবর্ণরের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা আছে।

—

প্রেসিডেণ্ট ও স্পীকারদের সম্মেলন

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট ও স্পীকারদের যে সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল, তাহা স্থগিত হইয়াছে। জানা যায় কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনের পর সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় এই অধিবেশন হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে বাঙ্গলা সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল সম্পর্কে আলোচনা করিবেন বলিয়া জানা গেল।

—

রাজস্বসচিব-সম্মেলন

আগামী জুলাই মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের অর্থসচিবদিগের এক সম্মেলন হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। করাচীর এক সংবাদে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন যে, অর্থসচিবদিগের কোনও সম্মেলন হইবে না, বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব সচিবদিগের এক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ,—আগামী ২রা ও ৩রা জুলাই সিমলায় শিল্প সচিবদিগের এক সম্মেলন হইবে। এই বৎসরের প্রথম দিল্লীতে অর্থসচিবদিগের সম্মেলন হয়। পরবর্ত্তী অধিবেশন আগামী জানুয়ারীর পূর্ব্বে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

—

চায়ের উপর শুল্ক বৃদ্ধি

কমন্স সভায় রাজস্ব বিল কমিটিতে আলোচনা হওয়ার সময় বিরুদ্ধবাদী শ্রমিক-দলের সদস্য মিঃ বার্ণেস চায়ের উপর শুল্ক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন।

মিঃ বেহাম সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থন করিতে গিয়া প্রশ্ন করেন যে, চায়ের উপর শুল্কহার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতসরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিবাদপত্র পাইয়াছেন কিনা। তিনি আরও বলেন যে, চায়ের উপর শুল্কহার বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ও সিংহলে বহু সভা হইয়াছে এবং এই বর্দ্ধিত শুল্কহার আমাদের ও চা-উৎপাদনকারীদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করিবে বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।

এ সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৈঠক স্থগিত রাখা হয়।

—

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার্থ পুনরায় আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কয়েক জন সভ্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গেল। এতৎ সম্পর্কে উক্ত লীগ সভ্যগণের একজন প্রতিনিধি কলিকাতায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

—

হাঙ্কাও রক্ষার আয়োজন

মার্শাল চিয়াং-কাইশেক হাঙ্কাওস্থ সরকারী অফিস সমূহ চুংকিংএ স্থানান্তরিত করিবার জন্য পূর্ব্বে যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানে প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করায় চীনা সরকারী মহলে হাঙ্কাও রক্ষা করা যাইবে বলিয়া এতদিন যে বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল তাহা আরও দৃঢ় হইয়াছে। সহর রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র চীনা বিমানবাহিনী হাঙ্কাওয়ে সমাবেশ করা হইতেছে। বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য হাঙ্কাওয়ে আরও নূতন পশ্চাদ্ধাবনকারী বিমানপোত শীঘ্রই আনা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশি ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইঁহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইঁহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৮৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	বর্দ্ধিত স্কন্ধ—	
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯৲
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹	
৬	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১৷৹
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷৹
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	৷৹
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	৷৹
১৮।	বামন-আশ্রয়	৷৹
১৯।	তত্ত্ববিবেক	৷৹
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵৹
২১।	গৌড়ীয় সংস্কৃত্য	৷৵৹
২২	ভজন রহস্য	৷৹
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
	(অবাঁধা)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৹
২৭।	মুক্তাফলকা গুণগৌরকঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ)	৷৹
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸৹
৩০।	দ্বীপ-দিগ্-দর্শন	৶৹
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৶৹
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৹
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
৩৫।	গীতমালা	৴১৹
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷৹
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	৷৹
৪০।	শরণাগতি	৴৹
৪১।	গীতাবলী	৴৹
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸৹
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴৹
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴৹
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴৹
৪৭।	সদাচারবৃত্তি	৴৹
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১৹
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴১৹
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড)	৯৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৹
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৷৹
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	৷৹
৫৫।	জয়মুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷৹
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶৹
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	৷৹
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবোধ	৶৹
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৷৹
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	৷৹
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	৷৹
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	৷৹
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶৹
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴৹
৬৭।	মায়াবাদবর্জনম্	৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷৹
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	৷৹
৭০।	নামভজন	৴৹
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অর্টোলজি	৷৹
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৷৶৹
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷৹
৭৪।	বৈকুণ্ঠম্	৷৹
৭৫।	রোআইট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴৹
৭৬।	দি ভাগবত	৷৹
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	৷৹
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৷৹
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷৹
৮১।	সাধন-পথ	৷৹
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶৹
৮৩।	গীতাবলী	৴৹
৮৪।	শরণাগতি	৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১৭ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৪ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৯শে জুন ইং ১৯৩৮. বুধবার } ১০১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

রামকেলি-সম্মিলনীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মালদহ জিলায় ভক্তিবিনোদবাণী-প্রচারার্থ গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে তথায় গমন করেন। মালদহ ইংরেজ-বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম-এ বি-এল মহোদয় প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রচারকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করেন। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার রামকেলি-সংস্কার-সমিতির সাদর আহ্বানে গৌড়পাবনপূত জগদ্গুরুদেবের লীলাভূমি রামকেলি গ্রামে প্রচারকগণ উপনীত হন। ঐ দিবস ৫॥০ ঘটিকার সময় ভক্তিশাস্ত্রীজী ‘শ্রীরূপানুগ-ভজন ও অভক্তিমার্গ’ সম্বন্ধে ঘণ্টাধিককাল একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সজ্জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তথাকথিত বৈষ্ণব-সমাজে যে রূপানুগ-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিয়াছে তাহা নির্ভীককণ্ঠে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনে খণ্ড খণ্ড করেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ মালদহ সহরে আবার গৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিম্নে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম প্রদত্ত হইল,—

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ এম-এ বি-এল ম্যু_ নিসেপ্ট পাটনা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম্-এ ^ বি-এল., সেক্রেটারী রামকেলি সমিতি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী জমিদার, চেয়ারম্যান মালদহ মিউনিসিপ্যালিটী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগম্বরনাথ ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গমঠ মালদহ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণব্রহ্ম গোস্বামী বি-এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্দ্ধন সার্কেল অফিসার, শ্রীযুক্ত দৈবেন্দ্রনাথ রায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন লাহিড়ী বি-এল., শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জী বি-এল, এবং রামকেলি মেলার সহস্র সহস্র সমাগত যাত্রিবৃন্দ।

মালদহ টাউন হলে বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভব, ভক্তিশাস্ত্রীজী মালদহ নিবাসী সজ্জনগণের অনুরোধে গত ২রা ও ৩রা আষাঢ় (১৩৪৫) মালদহ টাউনহলে সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে দুইটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ২রা আষাঢ় ভক্তিশাস্ত্রীজী “শ্রীহরিনামতত্ত্ব” সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মালদহ-নিবাসী প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত রাইকিশোর প্রামাণিক মহাশয় সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম্-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী রূপানুগ-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়া সভামণ্ডলীকে মঠের পরিচয় প্রদান করত ভক্তিশাস্ত্রীজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী ১॥০ ঘণ্টাকাল “শ্রীনামতত্ত্ব” সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অপসম্প্রদায়ের মহানাম ও মন্ত্রাপরাধ বিষয়ক অপসিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া মহাজনানুমোদিত তারকব্রহ্ম নামের অলৌকিক প্রচার করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করত শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

পরদিবস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ভক্তিশাস্ত্রীজী ছায়াচিত্রযোগে ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। স্থানীয় সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ভীক প্রচারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। নিম্নে বক্তৃতা শ্রবণ জন্য উপস্থিত কতিপয় সজ্জনের নাম উল্লেখ করা হইল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন লাহিড়ী বি-এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র বি-এল, শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার রায় বি এল, শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র রায় বি-এল, শ্রীযুক্ত রাইচরণ ঘোষ, বি-এ-বি-টি, (শিক্ষক), শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণব্রহ্ম গোস্বামী বি-এ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার পালিত বি-এ, বি-এল, শ্রীযুক্তা শরৎসুন্দরী দেবী জমিদার, শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ দাস ডাক্তার, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্দ্ধন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগ্‌চী সার্কেল অফিসার, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরলাল ঘোষ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুবোধ লাহিড়ী বি-এল, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী সেনগুপ্ত বি-এল, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ সিংহ বি শ্রীযুক্ত [illegible] বি এ-এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বি এল, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস ঘোষাল বি-এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মোক্তার জমিদার, শ্রীযুক্ত কালীপদ সাহা বি-এল. শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

পুরীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর শ্রৌতী মহারাজ পুরী কাছারীর নিকটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল-চন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে ৭।৬।৩৮, ৮।৬।৩৮ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

২০।৬।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর শ্রৌতী মহারাজ পুরুষোত্তমমঠে ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে ১॥ ঘণ্টাকাল একটী [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিপ্রদীপ প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের সুষ্ঠু ধর্ম্ম রক্ষা পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বামন ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রত্যেক কার্য্যই সর্ব্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণসুখের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণেতর অন্য কোন বস্তুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহারা কোন কিছুই করেন না। আর কৃষ্ণেরও যাবতীয় চেষ্টা বা লীলা সকল সময় কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষ বিধানার্থই হইয়া থাকে। ভগবান্ সকলের একমাত্র সেব্যবস্তু হইয়াও সেবকগণের সুখ-বিধানের জন্য তাঁহাদের ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদিও নিজের সেবকের সেবা প্রভুর ধর্ম্ম নহে, তথাপি এমন কোন বাধা নাই,—যাহা তিনি সেবকের প্রীতির জন্য না করিতে পারেন। ভক্ত তাঁহার এত প্রিয়তম। সতী নারী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণও সেইরূপ প্রগাঢ় প্রীতি দ্বারা ভগবান্‌কে নিজ নিজ হৃদয়ে বন্ধন করিয়া বশীভূত করিয়া থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতি তাহা অতুলনীয়; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তগণ যেমন ভগবান্ ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, ভগবান্ও তদ্রূপ ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না। যাহারা পুত্র, জায়া, দেহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক সমস্তই বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, সেই প্রিয় ভক্তগণকে ভগবান্ কখনও ত্যাগ ত' করেনই না, পরন্তু তিনি তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন।

জীব নিজ অহঙ্কার দ্বারা ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পাই জীবের সেবোন্মুখতার প্রধান কারণ এবং তাহাই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রৌতপন্থায় সাধুদের শ্রবণকীর্ত্তন-রূপা ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন। অশ্রৌতপন্থাবলম্বীর ভগবৎপ্রাপ্তির কৃত্রিম-চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

ইহলোকে কেবলমাত্র হরিগুরুবৈষ্ণবের জন্যই মানবের সুখ বা অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা শরণাগত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ পালনে তৎপর হন, তাঁহারাই তাঁহাদের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের বাণী শ্রবণ এবং তাঁহাদের নামরূপ-গুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের প্রতি যেরূপ আসক্তি জন্মে শুধু নিকটে অবস্থান করিলে সেইরূপ আসক্তি হয় না। ভক্তিভরে যেখানে ভগবানের কীর্ত্তন হয়, সেইখানেই ভগবান্ নামরূপে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সৎ প্রসঙ্গ ব্যতীত আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না।

সেবার উদ্দেশ্য না হইলে সেব্যবস্তুর সেবা না হইয়া কৃষ্ণেতর মায়ার সেবা হইয়া যায়। সেব্যসেবক-সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকিলে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণপ্রেমার সন্ধান পাওয়া যায় না। বদ্ধ ও মুক্তজীব উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবদ্ভক্ত হইলেও মুক্তজীব ব্যতীত অপরে নিত্যসেব্যবস্তু ভগবানের প্রীতির কথা অনুভব করিতে পারে না। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থসমূহ বিগত হইলে বিষ্ণুসেবা লাভ করিয়া জীব শুদ্ধ হন এবং প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। এই মহাভাগবতের সেবা বহু ভাগ্যফলে লাভ হয়। ভগবান্ ও তদ্ভিন্ন মহাভাগবতগণের দর্শন অনায়াসে ঘটে না। আমরা সৌভাগ্যবশতঃ অনেকসময় মহাভাগবতের দর্শন লাভ করিয়াও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই। কিন্তু শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ হইলে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়া বা বহুদিন যাবৎ তাঁহার সঙ্গে বাস বা তাঁহার সেবা করিয়াও আমাদের মঙ্গল হয় না কেন? সেবোন্মুখতার অভাবই ইহার মূল কারণ। ভগবদ্দর্শন বা সাধুদর্শন লাভ করিয়াও সেবোন্মুখ না হওয়ায় সাধুদর্শন বা তাঁহাকে প্রীত হয় না। প্রভুতে প্রভুবুদ্ধি, ভক্তে ভক্তবুদ্ধি না হইলে ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভ করিয়াও আমরা তাঁহাদের দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হই। কারণ, যিনি সেবাবঞ্চিত, তাঁহার ভগবদ্দর্শন বৃথা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত ভগবদ্দর্শনে অপরের ভক্তিবৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা গুরুবৈষ্ণব-ভগবানকে নিজের ভোগ্যজ্ঞান করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শন-শক্তির বাস্তবফল নিত্য সুখ লাভ করিতে অসমর্থ হন। রাবণ-হিরণ্যকশিপু আদি অসুরগণ ভগবদ্দর্শন করিয়াও সেবোন্মুখতার অভাববশতঃ শান্তি পায় নাই। তাই বলি সাধু সাবধান!

সূর্য্য উদিত হইয়া বাহিরের আলোক প্রদান করেন, আর সাধুগণ অন্তর্দ্দর্শনের চক্ষু প্রদান পূর্ব্বক জীবকে ভগবৎসেবাসুযোগ দিয়া থাকেন। এই অনুগত ভক্তের মুখে ভগবানের পরমমঙ্গলময়ী ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতেই আমাদের হৃদয়ের কাঠিন্য দূরণ হইতে থাকে। কনিষ্ঠাধিকারী জীব সাধু-অসাধু চিনিতে না পারায় ভক্ত-সেবা-লাভে বঞ্চিত হয়। সেইজন্য যথার্থ-ভাগবতগণই মহাভাগবতের গুরুসেবক। যথার্থ অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠভক্ত মহাভাগবতের সেবক হইলেও তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে যথার্থ ভাগবতেরই সেবক। কনিষ্ঠাধিকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীব অপেক্ষা উত্তম। বিষ্ণুতত্ত্বে তাঁহার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। কলানায় শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-ভগবান্—মহাভাগবতবর। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করার পর জীব গুরুদেবকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত জানিতে পারেন এবং সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলে, মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া জানিতে পারিলে তিনি গুরুভক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন। সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র ক্রমোন্নতির কারণ। গুরুবৈষ্ণবের কৃপেচ্ছা ব্যতীত জীবের সৌভাগ্য উদিত হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

আমরা নিজেকে আনন্দ ধার্ম্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান, শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় মনে করিয়া যতই ভাগবত পাঠ করি না কেন, বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত শ্রীভগবৎপাদপদ্মে বিশ্বাস অসম্ভব। ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ও কর্ম্মনিরপেক্ষ। তাহার জন্ম নাই। মহাপ্রলয়েও বিষ্ণুভক্তি নষ্ট হয় না। ভগবান্ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি প্রলোভন দিয়া কপট জীবকে ভক্তি দিতে দেন না। যাঁহারা আদর করিয়া ভক্তপূজ্য ভাগবতকে গৃহে রাখেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। ভাগবতের শ্রবণ ও পঠন করিলেই ভক্তি লাভ ঘটে ও তদ্দ্বারা কৃষ্ণপূজা বিহিত হয়।

বৈষ্ণব অন্তর্যামী

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

হরিগুরুবৈষ্ণব তিন জনেই অন্তর্যামী। যেখানে শ্রীভগবান সেইখানেই গুরুদেব, সেখানেই বৈষ্ণব। অন্তরে অন্তরে তাঁহারা পাশাপাশি বসিয়া থাকেন। আমি মায়া-অভিসারে বিষয়দর্শনে ব্যস্ত থাকায় যদিও তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহারা আমাকে নিরন্তর দেখিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন নরলীলা করেন তখন নিজেদের অন্তর্যামিত্বের কথা সকলের নিকট ব্যক্ত করেন না। বাহিরে কিছু না প্রকাশ করিলেও শরণাগতের হৃদয়ে উহা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥

(চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবেরও অন্তর্যামী। তাই তিনি শ্রীগুরুদেবের অন্তর বুঝিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহার সেবায় শ্রীগুরুদেবের যত সন্তোষ হয় তত আর অন্য কিছুতেই হয় না। শ্রীগুরুদেব কপটতাহর—যুগপৎ মধুর ও বজ্র। তাই তাঁহার বাহ্যিক লোকব্যবহারাদি কার্য্যের সঙ্গে অন্তরের নিগূঢ়তম ইচ্ছার অনেক সময় মিল থাকে না। বাহিরের ব্যক্তি বহির্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া গুরুদেবের চিত্তবিনোদনকারিণী সেবা করিতে পারে না। কিন্তু অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব বহিরঙ্গ ভাবের অন্তরালে আন্তরিক ইচ্ছার দিকেই লক্ষ্য রাখেন। গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি বুঝিতে পারিলে দূরে দূরে থাকিয়াও সেবা করা যায়। কালা কৃষ্ণদাস এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কাছে কাছে থাকিয়া মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তি না বুঝিতে পারায় দরুণ তাঁহার সেবা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেব্যবস্তুর সুখবিধান করার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অস্বস্তির উদ্বেগও দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দ দূরে থাকিয়াও মহাপ্রভুর অন্তরতম ইচ্ছা অবগত হইয়া সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার সুখবিধান করিয়াছিলেন। তাঁহারাই মহাপ্রভুর মনোহভীষ্টের সংস্থাপক ও প্রচারক, তাঁহারাই প্রকৃত অন্তরঙ্গ সেবক।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে কতকগুলি সেবক-নামধারী অন্যাভিলাষী লোক নিরন্তর ঘিরিয়া থাকিলেও তাঁহারা ঐ মহাভাগবতদ্বয়ের অন্তর না বুঝিতে পারায় কিছুই সেবা করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু উদ্বেগই দিয়াছেন। কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বাহ্যদর্শনে নিয়ত দূরে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের অন্তর

সকল স্থানে অবগত হওয়ায় তাঁহাদের প্রকৃত সেবা করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে একমাত্র তিনিই শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরকিশোর প্রভুদ্বয়ে মনোহভীষ্ট জগতে প্রচার করিয়া তাঁহাদের অপার আনন্দবিধান করিয়াছেন। আবার শ্রীস্বরূপদামোদর-রায়-রামানন্দাদি কাছে কাছে থাকিয়াও দূরভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। মোটের উপর কথা, কাছেই থাকা যাউক আর দূরেই থাকা যাউক, তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাঁহার চিত্ত সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে হইবে। অতএব না বুঝিয়া বা বুঝিবার চেষ্টা মাত্রও না করিয়া অধিকন্তু নিজের বাহাদুরী সকলকে জানাইবার জন্য অনেক বিমূঢ় ব্যক্তি গুরুসেবার ধ্বজা উড়াইয়া থাকে। তাহাতে আত্মবঞ্চনাই লাভ হয়।

বৈষ্ণবের মহিমা অতুলনীয়। বৈষ্ণব-সেবাই পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং নিখিল বৈকুণ্ঠের অন্তর্যামী। শ্রীগুরুদেব এহেন শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তর্যামী। কিন্তু বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবেরও অন্তর্যামী; তাই বৈষ্ণবের অন্তর্যামী হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলে আনুষঙ্গিকভাবেই শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে থাকে। বৈষ্ণবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণভজন হয় না। কিন্তু প্রথমেই কৃষ্ণ পাবার আশায় বৈষ্ণবের দ্বারস্থ হইলে কৃষ্ণকে উল্লঙ্ঘন করা হয় না; বরং কৃষ্ণের পরম সন্তোষ হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র জানাইয়া থাকেন—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥"

[ভগবৎ সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয় এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।]

শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করিলেই আমরা এসমস্ত বিষয় ভাল বুঝিতে পারি। শ্রীগুরুদেবের বা বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া যাঁহারা সেবা করিতে সমর্থ তাঁহারা গুরুদেবের বা বৈষ্ণবের কৃপা পাইয়াছেন বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভুর অন্তর্যামী শ্রীরূপ একদিন এক তালপত্রে মহাপ্রভুর চিত্তাবলোকনকারী এক শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লোক নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে আনন্দভরে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি কি করিয়া রূপ বুঝিতে পারিল। যথা—

মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে।
এত কহি রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে॥

অতঃপর স্বরূপের নিকটেও সেই তালপত্র লইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?' ইহাতে স্বরূপের উত্তর—

স্বরূপ কহে—"জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলা করি অনুমান॥
* * * * যাতে এই শ্লোক দেখিনু।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবহি জানিনু॥"
(চৈঃ চঃ অঃ)

শ্রীগুরুদেবের পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত অন্তর্যামী বৈষ্ণববৃন্দই জগতে শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট প্রচারে সমর্থ। তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিবার শক্তি ধারণ করেন। ভাবিকালে যিনি আচার্য্যধারার রক্ষক হইয়া জগতে আচার্য্যরূপে উদিত হন সেই অধস্তন আচার্য্যবর্য্যও শ্রীগুরুদেবের লীলাকালে তদীয় নিকপট জনগণের নিকট গুরুশ্রেষ্ঠ অন্তর্যামী বৈষ্ণবরাজরূপে প্রকাশিত থাকেন। তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারাই স্বতন্ত্রভাবে 'আমার গুরুদেব' এই অভিমানে সোজাসুজি গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিতে ধাবিত হ'ন, তাঁহাদেরই চরমে জীবন অধঃপতন হইয়া থাকে। সুতরাং পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা আকর্ষণ করিতে হইলে বৈষ্ণবের সেবা আগে করিতে হইবে। সে-সেবাও বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি জানিয়া করিলে তবে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই বৈষ্ণব-সেবা লাভ এবং বৈষ্ণব-সেবাতেই সর্ব্বসিদ্ধি। এই দুই প্রকারের সেবা স্বরূপ-প্রকাশে সময় সময় মনে ধাঁধা লাগিলে মহাজনের এই পংক্তিটী স্বতঃই মনে উদিত হয়—

"কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট নিকপট কৃপাপ্রার্থী হইলে তাঁহাদের কৃপাতেই তাঁহাদিগকে চেনা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সুতরাং উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি বুঝিতে হইবে। চিরদিন সেবা-বিষয়ে জড় হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এরোপ্লেনের মত গতিবিশিষ্ট হইতে হইবে। সময় নাই, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং নিম্নোদ্ধৃত মহাজনোপদেশ আমাদিগের শিরোভূষণ হউক—

'যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥'

বিরহতিথি-বন্দনা-গীতি

(১)

অয়ি তিথিবরে!
কত বাধা কত ভীতি (?)
কত দুঃখ (?) নিত্তি নিত্তি
সেবকেরা সহে সেবা তরে।
সেবা'তে জগৎ-মাঝে শত বাধা (?) সয়ে শিরে
আ'জ তুমি আসিয়াছ ফিরে॥

(২)

গুরুর সেবার রীতি, সেবকের গূঢ় গতি,
দেখাইতে সবে অবিরায়।
বুঝাইতে অক্ষমতা সেবকের আবিলতা
আগমন তব এ ধরায়॥

(৩)

শতেক বরষ ধীরে, শত শিক্ষা শতধারে,
শত বাধা আবরণে ঢাকি'।
আ'নিয়াছ সযতনে রক্ষিয়া হৃদয়-বনে
দিবে তাহা সেবকেরে ডাকি'॥

( )

ফলিয়া ফলিত না'ঢা, খসিয়া পড়িব পাঠা,
প্রকাশিয়া হৃদয় বৈভব।
"ভক্তিবিনোদ-ধারা" বিনোদ-সেবকে দিয়া
সেবকের দেখাবে বৈভব॥

(৪)

বিনোদবৈভবাবলী ভুবনে বিলাবে বলি'
আজি তব তত আগমন।
বৈভবে প্রমত্ত জন ফুলপূজা-আবাহন
করি' তব লভিবে বন্ধন॥

(৬)

সুদূর সমুদ্র-পারে তব স্মৃতি এ অন্তরে
আজি দেয় সাড়া অভিনব।
কত যে গূঢ়তাময় তব তত্ত্ব এ বিষয়
ক্ষুদ্র জ্ঞানে নাহি বুঝি সব॥

(৭)

পরমার্থ-পয়োধে প্রকৃতির প্রভুগণ
সমাবেশে সেবিয়া তোমায়
ভক্তি-বিনোদ-গীতি গাহিয়া বিনোদ-প্রীতি
বাড়াইছে আজ অতিশয়॥

(৮)

ভক্তিবিনোদ-গুণ বরষিয়া সুনিপুণ
পরিশেষ কভু নাহি পায়।
আমি সেই গুণাধারে করুণায় পারাবারে
খুঁজিতেছি তোমার কৃপায়॥

(৯)

বিনোদ-বিরহ-ব্যথা ভজনের গূঢ়কথা
শিখাইছে সেবক সকলে।
'বিরহ' মূরতি ধ'রে অকপট সেবকেরে
সেবাপথ দেখাইছে ছলে॥

(১০)

সেবকের ভক্তচিত্তে চৈত্যগুরু-স্বরূপেতে
বিনোদ-বিরহ রাজে আজ।
শ্রীরাধাবিনোদ ভাবে সেবিবারে ব্রজধামে
প্রেরিতেছে ভক্ত-সমাজ॥

(১১)

বিমূঢ়' জনগণ বিরহে বাড়ায় বল,
বিরহের অমিত প্রভাব।
"বৈষ্ণব-মতেতে" তাই বিরহের জয় গাই,
বিরহেতে করে মহোৎসব॥

(১২)

বানরসূখসূত্রে 'বিরহ' (?) বিরহ ভুলে
বিরহী বিশুদ্ধ ভক্তগণ।
বৈষ্ণব-বিরহ-তিথি ভজনবিলাসবতী
সেবা'সদ্ধি করে প্রকটন॥

(১৩)

এ হেন বিরহোৎসবে কবে মোর অন্তরেতে
দগ্ধ হ'বে জড় অ'ধকার।
কত কোটি জন্ম পরে বাসুদেবদাস হ'য়ে
দুঃখাসিন্ধু হ'তে পা'ব পার॥

(১৪)

বিনোদ-সেবককৃত্য- ভৃত্যের অনুগ ভৃত্য
হ'বে হ'ব আমি মুগ্ধজন।
ভক্তিসিদ্ধান্তময় তদ্গতাবস্থাপন্ন
কবে হ'বে নিত্য নিকেতন॥

(১৫)

দীন দুঃখ অকিঞ্চন করে এই নিবেদন—
হে ভক্তিবিনোদ প্রভুবর!
অভাগায় কর দয়া, দেহ দীনে পদছায়া,
কর তব অনুগ-কিঙ্কর॥

উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর-মালা

পণ্ডিত কে?—যিনি জীবের বন্ধন ও পুনরায় সেই বন্ধন হইতে নিমুক্তির কারণ বিষয়ে অভিজ্ঞ—তিনিই পণ্ডিত।

মূর্খ কে?—যাহার দেহাদিতে "আমি"-বুদ্ধি বর্ত্তমান সে ব্যক্তিই মূর্খ।

পথ কি?—সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভক্তিই একমাত্র পথ।

উৎপথ কি?—প্রবৃত্তিমার্গই উৎপথ।

স্বর্গ কি?—সত্ত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ।

নরক কি?—তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক।

বন্ধু কে?—সদ্গুরুই একমাত্র বন্ধু।

গৃহ কাহাকে বলে?—দেহের আশ্রয়-স্বরূপ মনুষ্যদিগের শরীরই গৃহ—কেবল ইষ্টকাদি নহে।

স্বাধীন কে?—রূপরসাদি বিষয়ে অনাসক্ত এবং আমাতে ও আমার সম্বন্ধীয় বস্তুতে আসক্ত ব্যক্তিই স্বাধীন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-যাত্রিক 'নদীয়া-প্রকাশ'-প্রকাশস্থান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং জল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ওডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর

পোঃ মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃদানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড , গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্ষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোর্ষ্ঠবিহারী মঠ—সেখপুরা,

পোঃ মোজোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড , কল্যাণধাম

বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) প্রিবদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন

পোঃ বসুসকুণ্ডা, পাঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুঁঝকা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭২ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৪ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৩৸০
বাঁকা চাঁদ	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাগরা নূতন	
ঐ পুরাতন	
বালামের খোরাকি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৴০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৷৵৹
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
বাহাদুরপুর সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶৹
কানপুর লাল	

সোনা-রূপার দর

প্রতি তোলা	
গিনি	৩৪৷
রূপার বার	২২
ধরকোন	৫২৷
চাঁদির বার	

পাটের দর

আসাম—	৪০৸
সিরাজগঞ্জ—	৪০৸
উত্তম—	৪১৷০
ঢাকার বস্তার দর—	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

ক্রাউন ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৸
	৫৸৴০—৫
লাউখোলা ঐ	৬৲—৬৸
সুজী	
	৫৸০—৫৸
আল্‌সী	৫৴০—৫৷
কালাই	৫৲—৫
জনারা	৪৸০—৪৸
পিস্তা	২৷০—২৷
বাদাম	১৸৴০—১
মসুরী	১৸৴০—১৷

ডাল দর

মটর	৫৭
	৫৭
	৫০
বুটমুগ	৪৫০
ছোলা	৩৬৷

তার	৯.
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা গাছা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাচ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেরিকান মোটার কাইন	৫৪৲
ব্রিটিশ আমেরিকান গবর্ণ	৯৯.
করাচি পুরনো লাইন	[illegible]
হাবার্ট তাঁতা	৫৬৲
ঐ লাইন	[illegible]

সাবান গাছ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭.
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খরিদদার	১৫৷০—১৭৷
সরা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০.
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০.
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	[illegible]
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন	
[illegible]	১১
[illegible]	[illegible]
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	৮ ১৸৶
২৪ গেজ—	১১৸৶
২৬ গেজ—	১২৸
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷
শীস	।৶১০—৸
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০
স্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬৷০—৬৷
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷	
টিন পাটি, বোল্টু, নবাবে	৬৸০—৭
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷
রড	৬৸০—৭৳
নং ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩
চটিকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর	
কুলার হাপর ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী এণ্ড কোং লিঃ
৮-৫ বনগ্রাম ঘাট রোডপাড়ী, বড়বাজার

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য?

—::০::—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌"এর "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য শক্তিশালী ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বমী-দাস্ত, দাদ, খুজলি এবং অন্যান্য পাকাস্থলী জ্বরে "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—ভাত, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ বাঃ টাযওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণে

রেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি ক্রমশঃ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমর্ষ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভাগ প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (*Prefaces*), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, রয়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১০।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১২৲		১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ১৩

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৩ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
১-২০ ৮-১৬ ১১-৪১

গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৪৬ ১৯-২৭

রাণাঘাট
গাড়ীবদল) ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬।

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৪৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ১৮ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩০শে জুন ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ১০৩তম সংখ্যা

ঠাকুরের বিরহমহোৎসব

——::(○ ::——

গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে

গত ২৭শে জুন সোমবার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব গোদ্রুমে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিরহব্যঞ্জক সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বিভিন্ন মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে এই অপ্রকট-তিথি-পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অধিবাস-দিবস কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি বহু ভক্ত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে গমন করিয়া বহু ভক্তসমভিব্যাহারে 'ঠাকুরের শ্রীমন্দির পরিক্রমা, সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শুদ্ধবন্দনা ও অধিবাস কীর্ত্তনের পর বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীল ঠাকুরের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ পাঠ ও সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করেন।

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণনগর শ্রীসূক্তকুটীর হইতে সপার্ষদে শ্রীকুঞ্জে শুভবিজয় করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে কুসুমপুষ্পমাল্যদ্বারা সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। অনন্তর ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে ঠাকুরের সমাধিপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুরু-বৈষ্ণববন্দনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দয়া" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে বিরহোদ্দীপক শুদ্ধচেতনবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত, পরমোপকৃত ও ধন্য হন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকা হইতে "শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ভাক্তসিদ্ধান্তবিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সকলকে অতিসুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। অনন্তর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। পরে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় আট শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতি ও নির্দ্দেশমত ঠাকুরের নিজ ভজন-গৃহে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী সুমধুরস্বরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন ও হরিকথা আলোচনা হয়। অতঃপর সপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠাভিমুখে শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরও শ্রীকুঞ্জে পাঠকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর উৎসবটী সাফল্যের সহিত আরও বিপুলভাবে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত। উৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ জগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এই মহোৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, শ্রীযুক্ত সুর্গরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিপ (কোলগরের সংবাদ), শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ নরহরি ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাস অধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ দেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিনিকুঞ্জ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী বি, এস-সি, শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত শরৎপ্রসাদ লাহিড়ী বি-এ, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল পাল বি-এ, শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা

গত ২৩শে জুন (১৯৩৮) শুক্রবার গৌড়ীয়মিশনের লণ্ডনে অবস্থিত প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পুরীর এমারমঠের মোহন্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুরীর প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন লাইব্রেরী হলে "প্রেম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পুরীতে সমাগত বহু বিশিষ্ট সজ্জন গোস্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই বক্তৃতা-শ্রবণে মুগ্ধ হন।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম কম পড়ে

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বামন আদি কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৫২

বৃকাসুর

অপরাধী পতিত জীবের পতিতপাবন-গণের কৃপা ব্যতীত উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব—যে কোনও একের অনুগ্রহেই জীব ভোগজীবন সাংসারিক পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রীগুরুদেব ও মহাদেব উভয়েই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহারা ভোক্তা ভগবান্ নহেন। যাহারা শ্রীগুরুদেব ও শিবকে স্বতন্ত্র বুদ্ধি অথবা ভগবান্ হইতে অভিন্ন মনে করে, তাহারা উভয়েই ভগবদ্চরণে অপরাধী। ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা অধিক প্রয়োজনীয়। এই সকল শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিয়া মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভগবানের সেবা [illegible] এই আচার্য্য-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া দাম্ভিক ভক্তাভিমানী, ভগবদ্ভক্তগণ সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভক্তবিদ্বেষী অসুরগণের অংশ ও বংশধর।

ভক্ত ভগবানের সুখের জন্যই সেবা করিয়া থাকেন আর অভক্ত অসুরগণের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্যই পূজার ছলনা; তাই উপাস্যের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস বা আনুগত্য নাই। ইহাদের যা কিছু চেষ্টা, কোনটাই প্রভুসুখের জন্য নহে, পরন্তু প্রভুকে বিব্রত করিবার জন্য অর্থাৎ তাহাদের উদ্দেশ্য ভক্তবাঞ্ছা বিড়ম্বন। গুরুর স্বরূপ না জানিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ কল্পনা করত তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস না হওয়ায় নিজের তথা তাঁহার ক্ষতি [illegible] করিবার চেষ্টায় যে নিজেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া অজ্ঞতাবশতঃ নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে। অসুরগণের বাহ্য আড়ম্বরের কোনও ত্রুটী নাই। কিন্তু অন্তর একেবারেই ফাঁকা। বস্তুবাসনায় তাহাদের হৃদয় সতত ভরপূর। অসুরের প্রভুভক্তি যে কিরূপ তাহা বৃকাসুরের জীবনীতে আমরা দেখিতে পাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ সকলেই শাপ প্রদান এবং অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। পরন্তু ব্রহ্মা ও শঙ্কর যেরূপ শীঘ্র সন্তুষ্ট বা শীঘ্রই রুষ্ট হইয়া থাকেন, শ্রীহরি সেরূপ হন না। অনন্যভক্তি ব্যতীত শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না বলিয়া ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ বিষ্ণুবিমুখ ব্রহ্মাশিবাদি দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তৎফলে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না, কেবল সংসারই লাভ হয়। আর যাঁহারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের আনুগত্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক হয়।

শকুনি নামক অসুরের পুত্র এই বৃকাসুর একদিন পথে নারদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের মধ্যে কোন্ দেবতা সেবক-গণের প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হন, একথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনারদ তিন সামান্য গুণ বা দোষ বশতঃই সত্বর তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই শঙ্করের আরাধনার কথা বলেন একথা শুনিয়া বৃকাসুর মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। আশুতোষ শিব দুর্ম্মতি অসুর-গণকে বর দিতে গিয়া কতই না বিপদে পড়েন। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে প্রতিবারেই রক্ষা করিয়াছেন। আমরা আজ সেই কথাই আলোচনা করিব।

নারদের উপদেশে বৃকাসুর কেদার-ক্ষেত্রে নিজ গাত্র হইতে মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। এরূপ আরাধনাতেও দেবদর্শন করিতে না পারিয়া সপ্তম দিবসে কেদার-তীর্থের জলে মস্তকের কেশসমূহ অভিষিক্ত করিয়া খড়্গদ্বারা নিজ মস্তকচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া তাহার হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ-রক্ষা করেন। তখন বৃকাসুরও তদীয় স্পর্শ লাভ করিয়া পুনরায় পরিপূর্ণকলেবর হইয়া উঠিল। অনন্তর শিব তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে দুরাত্মা বৃকাসুর শিবের নিকট এরূপ বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সেই ব্যক্তি যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভোলানাথ রুদ্রদেব ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। সর্পকে অমৃত প্রদানের ন্যায় ফল হইল। ঐ পাপাত্মা অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য মহা-দেবেরই মস্তকে নিজহস্ত প্রদানে উদ্যত হইল। ভক্তের এই অসদ্ব্যবহারে শিব বিপদ্গ্রস্ত হইলেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কম্পিতকলেবরে দেহাব পরিত্যাগ করিলে অসুর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। শিব প্রাণভয়ে উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং দিকসমূহের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণের কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারায় অনন্যোপায় হইয়া যে স্থানে ভক্তবান্ধব শ্রীহরি আছেন, যে স্থান একবার দর্শন করিতে পারিলে তাহা হইতে জীবের পুনরায় সংসার-দশায় পতিত হইতে হয় না, সেই চিন্ময় বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সর্ব্ব-দুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতে তাঁহাকে দারুণ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ায় বালব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মেখলা, অজিন, দণ্ড ও অক্ষমালায় সজ্জিত হইয়া হস্তে কুশ গ্রহণ সহকারে ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত কলেবরে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করত বিনয় সহকারে তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং সেই অসুরকে সুমধুর বাক্যে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলে বৃকাসুর তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সকল কথাই বলিল। সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন যে, আমি দক্ষশাপের কথায় শ্রদ্ধা করিতে পারি না। হে দানবরাজ, যদি শঙ্করকে জগদ্গুরু-জ্ঞানে তদীয়বাক্যে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে শীঘ্র নিজমস্তকে হস্ত অর্পণ পূর্ব্বক ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ভগবানের এবম্বিধ মনোহর বচনবিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি বৃকাসুর বরতত্ত্ব বিস্মরণ পূর্ব্বক নিজমস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

শিবদ্রোহ বা ভক্তবিদ্বেষিগণের ইহাই গতি। তাহারা নিজ পাপ দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোন মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। ভক্তের বিনাশ নাই। ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যিনিই ভক্তবিদ্বেষ করিবেন, তাঁহার বৃকাসুরের ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সাধুসঙ্গ

(শ্রীপাদ অনন্তদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

ভগবানের দাস ক্ষুদ্র জীব আমরা। আত্মস্বরূপ-ধর্ম্ম ভগবানের নিত্যধামে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের স্বরূপের সিদ্ধি। এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে বা ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধু বা বৈষ্ণবের সৎসেবা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই। ভগবানের অহৈতুকী করুণা হইলে—কপাল খুব ভাল হইলে এই কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, কৃষ্ণধনে ধনী সাধু মহাজনের সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ হয়। এই সাধু বা মহাজন সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানতৎপর। কৃষ্ণবিস্মৃতি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। তাঁহারা জগতের কাহারও নিকট হইতে কিছু চাহেন না বা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিতে পূর্ণকাম বলিয়া জগতের কাহারও নিকট কোন কিছুর প্রার্থী নহেন। তবে আমাদের মঙ্গলের জন্যই পরমকরুণাময় সাধুগণ অনেক প্রকারে অভাবগ্রস্তের লীলাভিনয় করেন। এই পরমকরুণাময়-গণের মনোহভীষ্টপূরণ রূপ সেবাতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হয়। তাঁহাদের সঙ্গমাত্র সঙ্গে আমাদের সংসার কাটিয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

শুদ্ধ-ভকত- চরণরেণু,
ভজন অনুকূল।
ভকতসেবা পরমসিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল।

এই সাধুগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহারা আমাদের সকল অভাবই পূরণ করিতে পারেন। এই সাধুর কৃপা বা সেবা ব্যতীত ভগবানের কৃপা বা সেবা পাওয়া যায় না। ভগবানের সেবা হইতেও এই সাধুর সেবা বড়। ভগবান্‌কে এই সাধুগণই যাহাকে তাহাকে যখন তখন দিতে পারেন।

ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥

অজিত ভগবান্‌ও ভক্তের জিত। ভগবান্ অদৃশ্য, অচিন্ত্য, সত্য। কিন্তু সাধু বা ভক্তগণ নিত্যকালই চিন্ময়নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্মরণ বা চিন্তা করেন, চিন্ময় দেহে ভগবানের চিন্ময় সেবা করেন। এই সাধুগণই ভগবানের পিতা, মাতা, কান্তা, ভাই, বন্ধু, সখা যাহা কিছু। এই ভক্তগণকে বাদ দিয়া ভগবানের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

এ জগদ্বাসী আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, এই কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ এইরূপ একটী সাধু আমাদের উদ্ধারের জন্য এজগতে আসিয়াছেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের এই সাধুর অনুসন্ধানে অতিশয় ব্যস্ত হইতে হইবে। সাধুর অভয় শ্রীচরণে চির আশ্রয় লইতে হইবে। এই সাধুর শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে যাহারা বাধা প্রদান করে তাহারা আমাদের অতি নিকটজন হইলেও পরম মঙ্গলভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ত্রিভুবন-চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া এই সাধুর শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে হইবে, "বিক্রীত-পদোর্দ্ধ্যা" নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। সুখদুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত ভারটা তাঁহাকে দিতে হইবে। জগতের সমস্ত অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসৎ-জ্ঞান কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের ধূলি হইতে হইবে। সেই সাধুর অনুকূলকেই ভগবদনুকূল, সাধুর ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা, সাধুর মনোহভীষ্টকেই ভগবন্মনোহভীষ্ট জানিতে হইবে। ভগবান্ই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের মঙ্গলের জন্য সাধুরূপ ধরিয়া এজগতে অবতীর্ণ হন।

সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥

এই জগতে সাধু খুব বেশী নাই। শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয়-পারম্পর্য্যাগত জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যই একমাত্র সাধু বা ভগবৎ-প্রিয়তম জগদ্গুরু এবং তাঁহার নিষ্কপট অনুগত জনগণ ব্যতীত এ জগতে সাধু আর নাই—নাই—নাই। তাই মহাজন বৈষ্ণবগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়া থাকেন—প্রত্যেক জন্মেই বিষয় পাওয়া যাইবে, পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাস্তবসত্যের প্রকৃত উপদেষ্টা পাওয়া নাও যাইতে পারে। এই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণশ্রেষ্ঠজনই একমাত্র সাধু, যিনি বর্ত্তমানে আমাদের সৌভাগ্যাকাশে আচার্য্যবর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন। এই সাধুর সঙ্গ ব্যতীত এই অসাধু জগতে মঙ্গলের কোন পন্থা নাই।

এই একমাত্র সাধু বা জগদ্গুরু আচার্য্য-বর্য্যের পূর্ণানুগতজনও সাধু। মূল সাধুটীর যিনি যত পরিমাণে অনুগত তাঁহার সাধুত্বও সেই পরিমাণ। এই জগতে সাধু অসাধু চিনিবার ইহাই একমাত্র কষ্টিপাথর।

যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥

যে কতটুকু সাধু, তাহার কতটুকু কৃষ্ণে প্রীতি হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে এই সাধু বা আচার্য্যের আন্তরিক আনুগত্য দ্বারা। এতদ্ব্যতীত সাধু অসাধু চিনিবার অন্য কোনও উপায় নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের প্রত্যেককেই এই কষ্টিপাথরে ঘষিয়া প্রকৃত কি নকল সাধু চিনিয়া লইতে হইবে এবং তদনুরূপ তাঁহার সঙ্গে ছয় প্রকারের সঙ্গ করিতে হইবে। যাহারা যে পরিমাণে এই সাধুর বা সাধুর অনুগত জনের অননুগত বা বিদ্বেষী, তাঁহার সঙ্গ হইতে সেই পরিমাণে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই তফাৎ থাকিতে হইবে। "চৈতন্য-বিমুখ নিতান্তে জানি পর।" এই প্রকার অসদ্ব্যক্তি বড়ই আত্মীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করুন না কেন, তাঁহাকে তৃণসদৃশ সকলেরই পরিত্যাগ করা উচিত। এই অসজ্জগতের সঙ্গ ছাড়িয়া সজ্জগৎ বা চিজ্জগৎ হইতে আগত সাধু-গুরুর সঙ্গ করিতে হইবে—কায়মনোবাক্যে।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে অসৎ—অনিত্যকে ছাড়িয়া সৎ বা সজ্জনকে আশ্রয় করা। সাধুর হরিকথারূপ পরমমঙ্গলের বাণীই আমাদের অসচ্চিন্তা, অসৎকথা, অসজ্জগৎ হইতে বাস্তবমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে। এই সাধুর নিত্যসঙ্গ ছাড়িয়া জগতের অন্যত্র সাধু অন্বেষণ করিতে গেলে মঙ্গলের পথে চিরকণ্টক আরোপ করা হইবে এবং অসাধুকে সাধু বলিয়া মনে করার জন্য সাধুনিন্দারূপ তীব্র অপরাধে অপরাধী হইয়া অনন্তনরকের যাত্রী হইতে হইবে। তাই পরমকরুণাময় সাধুগণ অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমাদের জানাইয়া দেন—

"মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ
শ্রীজগন্নাথঃ।"

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের এই জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের এবং তদনুগত গুরুসজ্জন-গণেরই সঙ্গ করিতে হইবে। 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্রূপে গমন বা তদনুশীলন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" বাণীর অনুসরণকারীই সাধুসঙ্গকারী। ভগবানের সেবাভিলাষী সজ্জনগণ ভগবানের পরিপূর্ণরূপে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মের জন্য ভগবৎপ্রিয়তম সাধুতেই আত্মসমর্পণ করেন। সুতরাং যাঁহার সুখে কৃষ্ণের সুখ সেই সাধুসেবাতেই প্রীতিবিশিষ্ট হইতে হইবে। "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন", শ্রীগুরুর সুখে কৃষ্ণের সুখ জানিয়া সাধু-গুরুসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ভগবানের সুখের জন্য বাহিরে দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছাড়িয়াও সাধু-গুরু-আচার্য্যসেবা করিতে হইবে। সাধুসেবা বা সাধু সঙ্গের এত মহিমা!

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে
বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

—এই ছয় প্রকারে শরণাগত হইয়া সাধুর সঙ্গ করিতে হয়। সৎসঙ্গ না করিলে অসৎসঙ্গ ছাড়ে না, আর অসৎসঙ্গ না ছাড়িলে সৎসঙ্গ করা যায় না। তবে ভগবৎ-সেবাভিলাষী জনগণের অসৎসঙ্গে থাকিয়াও অসৎসঙ্গে অভিনিবিষ্ট না হইয়া অসতের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য সতের—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সকরুণপ্রার্থনা করিয়া সঙ্গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকলত্র, পত্নীগৃহবাসসুখ প্রভৃতি মহাবিপজ্জনক বস্তুর কবল হইতে উদ্ধার পাইব। তাঁহাদের একটু অপেক্ষা হইলেই আমাদের সমস্ত অসুবিধাগুলি সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বহুত দূরের কথা, যাঁহার বিষয় ঋষি মুনি-দেবতাবৃন্দও জানেন না, সেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবান্কে যিনি পূর্ণভাবে ইচ্ছা-মাত্রেই যাহাকে তাহাকে দান করিতে পারেন সেই সর্ব্বজীবোপাস্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অসম্ভব বলিয়া কোন কথা নাই। যাঁহার বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, তথাপি তাঁহার দেওয়া বাকী থাকে, কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবান্কে সম্পূর্ণ-রূপেই দিয়ে দিতে পারেন।"

কৃষ্ণসেবা-লাভ বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি জীবের নিজ বল চেষ্টাদ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি, কৃষ্ণসাক্ষাৎকার, স্বরূপ-পরস্বরূপোপলব্ধি প্রভৃতি—সাধুসঙ্গীর পক্ষে অনায়াসেই লভ্য হয়।

কিন্তু হায়! হতভাগ্য প্রভুকৃপাবঞ্চিত আমি এইরূপ কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও, তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াও অভিনয় করিয়াও শিষ্য হইতে পারিলাম না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের দাসত্ব ছাড়িয়া গুরুদাস—গুরু-দাসানুদাস হইতে মায়া আমাকে দিল না। সাধুগুরুর কৃপায় যে মায়া আপনিই ছাড়িয়া যায়, যাঁদের সকল অভাব অসুবিধা দূরীভূত হইয়া যায়, একদিন কাঁদিয়াও আমি নিষ্কপটে তাঁহার কৃপাভিলাষী হইতে পারিলাম না। নিজের অভবুদ্ধিকে পরস্বরূপী দ্বারা পরিমাজ্জিত করিলাম না, শ্রীগুরুবাণীকে সাদরে গ্রহণ না করিয়া অন্ধকারেই থাকিলাম। 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' প্রভৃতি বিচার অবলম্বনই যে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবল 'এতদিনেও কিছুই হইল না' বলিয়া কালের দোহাই দিয়া শ্রীগুরুকৃপা লাভের যোগ্যতা হারাইয়াছি। "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচার গ্রহণ করিতে আমি পারিলাম না। সৎসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎ-সঙ্গেই মত্ত হইয়া রহিলাম। কিন্তু এই হতাশার মধ্যে এখনও আশা আছে, তাঁহাকে দিবার লোক এখনও এজগতে প্রকট রহিয়াছেন। তিনি এখনও জগতের সমস্ত লোককে তাঁহার সঙ্গ সেবাসুযোগ প্রদান করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধবাহু হইয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বতোভাবে, অকপটে হরি-ভজন করিতে প্রস্তুত, এরূপ দুই একটি লোকের সঙ্গই আমরা করিব। বহু অভক্তাভিলাষী ব্যক্তির সঙ্গ প্রয়োজনীয় নহে।"

তাই আজ সাধুসঙ্গবঞ্চিত, অসৎসঙ্গ-নিরত, নিরন্তর অপরাধী, গতিহীন আমি অগতির গতিদায়ক সেই প্রভুর চরণে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি! তাঁহার কৃপা হইলেই আমার সকল বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। সেই সাধুর অপেক্ষা হইলে মায়া অনায়াসে ছাড়িয়া যাইবে—আমার প্রকৃত মঙ্গললাভ হইবে। তাই আজ প্রার্থনা—

আমি গতিহীন দীন অকিঞ্চন
অপরাধী দিয়ে যাও চরণ।
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি।
তোমা ছাড়ি' আর কভু অনাথ না হই প্রভু
প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয়।
আমাকে না দিলে সাথ, কৈছে তুমি হবে নাথ
দয়নীয় কে তোমার হয়॥

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজী

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, গন্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, গোপীনাথ আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচার ও নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬।১ এ কালীপ্রসন্ন রোড, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩১০
কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অষ্টকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড় দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
দিঘাপুর
পোঃ দিঘাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১২নং রাণীপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নমঠ-স্বানন্দকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হেলমান রোড, নিউ দিল্লী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর-সেবা

(৫২) মঙ্গলগিরি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালিয়াদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজরাধাগৌড়ীয়-প্রপন্ন-ভবন
পোঃ বহুলগুড়া, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ কাঁকসা (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরতলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
২০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৪৪ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও
শ্রীপ্রাণবন্ধু ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ১লা জুলাই, ১৯৩৮, শুক্রবার [১০৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

দুর্নীতি দমনে মাদ্রাজ সরকারের চেষ্টা

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সরকারী বিভাগসমূহে বিশেষতঃ পূর্ত্ত বিভাগে উৎকোচ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ বেগ পাইতেছেন। কারণ, জনসাধারণ শুধু বেনামী পত্র লেখা ছাড়া আর কোন সাহায্য করিতেছে না, ঘুষখোর কর্মচারীদের যাহাতে শাস্তি হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করার অভিপ্রায় জনসাধারণের বিশেষ নাই। প্রকাশ, দুর্নীতি দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।

দেড়লক্ষ টাকার চোরাই মাল

বহুবাজার মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন ভাঙ্গার অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহাজন মুকুন্দ রায়ের বাড়ীর সোনার রূপার দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের চোরাইমাল উদ্ধার হইয়াছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible] রাজা [illegible] সিংহের প্রাসাদ হইতে ঐ সকল জিনিষ অপহৃত হয় এবং অপহরণকারীরা মাত্র আড়াই হাজার টাকার জন্য ঐগুলি মুকুন্দ রায়ের নিকট বাঁধা রাখিয়া বাঁধিবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে [illegible] যায়। ভাবী বন্ধক সংগ্রহ করিয়া তাহারা [illegible] ফিরিয়া আসিলে, কোনক্রমে সন্ধান পাইয়া মুকুন্দ রায়ের বাটিতে পুলিশ খানাতল্লাসী করে। মুকুন্দ রায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের সহকারী সেক্রেটারীর রহস্যজনক মৃত্যু

একটি পুকুর হইতে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অস্থায়ী সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুরলীলাল শর্মার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শর্মা বেড়াইতে পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে [illegible]পুর রওনা হইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। গত ২৫শে জুন প্রাতে বাড়ী হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া যান এবং যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া যান যে, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। শ্রীযুক্ত শর্মার বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পত্নী ও ৫টি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

অষ্ট্রীয়াতে ইহুদী দলন

এই মর্ম্মে একটি আদেশ প্রচার হইয়াছে যে, ইহুদী মালিকগণসহ সমস্ত কারখানার মালিকগণকে ১লা জুলাই তাহাদের কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তদুপরি এই নূতন আদেশ বলে ভিয়েনার ইহুদীগণের আগামী সপ্তাহের শেষ ভাগ হইতে জীবিকা সংস্থানের আর কোন প্রত্যক্ষ পন্থা থাকিবে না।

ভূতপূর্ব্ব বৈপ্লবিক আক্রান্ত

জনৈক ভূতপূর্ব্ব বৈপ্লবিক যখন বড়ুয়া পুলের উপর দিয়া আসিতেছিল তখন দুইজন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া গুলী চালায়। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা হয়।

উক্ত বৈপ্লবিক নাকি সহকর্মীদের অনুমতি না লইয়া একটি মেয়েকে বিবাহ করিবার আয়োজন করিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের ক্রোধভাজন হইয়াছিল।

মধুপুর ট্রেণ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত

সম্প্রতি ই আই রেলওয়ের মধুপুর ষ্টেশনের নিকট যে ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইন্স্পেক্টর এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রেলপথের যাবতীয় একখানা রেল সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করার ফলেই যে দুর্ঘটনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। দুই জোড়া ফিসপ্লেট অপসারিত করা হইয়াছিল ৩০টি রেল স্ক্রু খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং রেলখানিকে রেলপথ হইতে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল। রিপোর্টখানি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

সিন্ধুর বৃদ্ধ স্থবির বন্দীদিগের মুক্তির প্রশ্ন

সিন্ধু প্রদেশের বৃদ্ধ ও স্থবির সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিবার বিষয় সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই সকল বন্দীর সংখ্যা ৮০জন। প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করিবেন।

মিশর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের তোড়জোড়

মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের প্রাথমিক কার্য্যস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মাহমুদ পাশা পদত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা ফারুক তাঁহাকে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ মিলন

জার্ম্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার পুনর্মিলনের পর অষ্ট্রিয়ান নাৎসীদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তাহাতে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া গত এক পক্ষ ধরিয়া নানারকম গুজব রটিতেছে। অষ্ট্রিয়ান নাৎসীরা মনে করে যে, তাহারাই ডাঃ ডলফাসের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে; কিন্তু এখন জার্ম্মান নাৎসীগণকেই আর সমস্ত উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। জার্ম্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার পুনর্মিলনে অনেকেই এখন অনুশোচনা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, হের হিটলার সমস্যাটি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন এবং তিনি এবিষয়ে একটি চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন; কারণ অষ্ট্রিয়ানরা তাহাদের অভিযোগ হের হিটলারকে জানাইয়াছে।

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত

গত শনিবার শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি পি ভট্টাচার্য্য সুতাহাটা ডাকঘরে নিযুক্ত ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী [illegible] বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, পোষ্টমাষ্টার ১০০৲ শত টাকা আলীপুর সদর অফিসে পাঠাইবার জন্য আসামীকে দেন। আসামী নাকি সাব অফিস একাউণ্ট বুকে এবং ডেলী একাউণ্ট শিটে ফকির নামক একজন পিয়নের সহি জাল করিয়া উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে, এমন কি টাকা পাঠাইবার [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮ যামুন-আলবার ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-শাস্ত্র ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫ গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। মুক্তিমালিকা গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভগবদ্বাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদিষ্যম্ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্কস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। শ্রীমৎ গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৬। [illegible] ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যাভেলড মিস্টেরী ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১ সাধন-পথ ৷০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩ গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

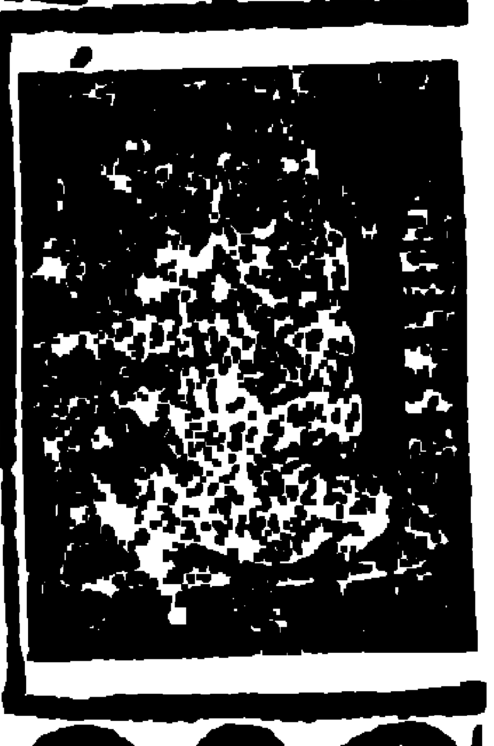

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১৯ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১লা জুলাই ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ১০৪১ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::(০):—

বিগত ৫ই আষাঢ়, সোমবার হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন ও পরস্পর কথোপকথন ও প্রয়াগযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ করিতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দ পণ্ডিতজীর পাঠ-শ্রবণে উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

গত ৯ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে কমলাপুর গ্রামনিবাসী শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত বর্ষীয়ান্ ভক্ত শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীপাদ রাগতীর্থ মহাশয় কতিপয় ভক্ত সহ তদীয় গৃহে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের প্রথম ৩টি শ্লোক—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" ও "নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং" অতি প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে 'পঞ্চতত্ত্ব নাম' ও অন্তে 'ভজহুঁ রে মন', মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তিত হয়। পাঠে গ্রামবাসী বহু ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। পাঠশ্রবণে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর প্রভুর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইলেও তাঁহার হরিকথা-শ্রবণে আর্ত্তি ও বৈষ্ণবসেবায় উৎসাহ আদর্শস্থানীয়।

———

গত ১১ই আষাঢ়, রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশোপলক্ষে বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠাগত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ মহাশয় শ্রীল রূপপাদোক্ত ভজনের অনুকূল ছয় গুণের অন্যতম "সেবানুকূল কর্ম্ম" (তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন) সম্বন্ধে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯। ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রৌতধারাবলম্বনে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কর্ম্ম ও সেবার পার্থক্য, সেব্য-সেবা সেবকতত্ত্ব, সেবানুকূল কর্ম্মই ভক্তি সেবা-প্রতিকূল-কার্য্যই অভক্তি, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের উপদিষ্ট বাক্যকে কৃষ্ণেতর কথা জানিয়া উহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধনভক্তিকে সেবানুকূল কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ, স্ব-স্ব অধিকারে অবস্থানপূর্ব্বক হরিভজনই তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, নববিধা ভক্তি, ৬৪ ভক্ত্যঙ্গ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তিত হয়। শ্রীরূপানুগ-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে ভক্ত্যনুকূল ছয় গুণ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইত, তাঁহার 'দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ', 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', 'পরবিদ্যাপীঠ', 'মঠস্থাপন', 'ভাগবত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন', 'দ্বারে দ্বারে প্রচারার্থ মঠসেবক-প্রেরণ' প্রভৃতি 'সেবানুকূল কর্ম্ম' কোটি কোটি বহির্ম্মুখ জগদ্বাসীর প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীল আচার্য্যদেবও বহির্ম্মুখ জগদ্বাসীর বিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর বাস্তব সেবার জন্য সকল কার্য্যই ভক্তির অনুকূল করিয়া দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত সকলকে হরিভজনসেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিচারকেই ভক্তির অনুকূল জানিয়া অন্য স্বতন্ত্র বিচার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। প্রতিকূল বর্জ্জন না করিলে অনুকূল-গ্রহণ কিছুতেই হইতে পারে না। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রতিকূল বর্জ্জন আবশ্যক। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। পাঠে বহু শিক্ষিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

যোগপীঠে কীর্ত্তন

গত ২৬শে জুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান" সম্বন্ধে একটী গভীর গবেষণামূলক চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে বহু অমূল্য উপদেশ লাভ করেন।

বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন

পঞ্চসংস্কার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কর্ত্তব্য নয়, এরূপ একটি আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত দেখা গিয়াছে। কোন কোন ভক্তগণ নিজ নিজ আচার্য্যকুলানুসারে [illegible] নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের কেন ঈর্ষা হইয়াছে, বলা যায় না। কলি যত প্রবল হইতেছে, পঞ্চসংস্কারাদির প্রতি ততই অবজ্ঞা হইতেছে দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যাহাদের কপট ভক্তি, তাহারাই জগৎকে নানা প্রকারে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা ঐরূপ বৈষ্ণব-বিদ্বেষাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া কামদুষ্ট লোকদিগকে শুদ্ধি প্রেরণ করুন।

স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির অঙ্করূপ জপ্য মন্ত্রাদিকে মন্ত্র বলে। যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি উপাস্য, সে স্থলে অষ্টাদশ বর্ণাদি মন্ত্রই প্রশস্ত।

'যাগ' শব্দে হরিপূজা। অর্চ্চনমার্গের যে সকল অঙ্গাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাই পঞ্চসংস্কারোক্ত যাগের অঙ্গ।

হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ পরিচর্য্যা পূর্ব্বক পঞ্চ-সংস্কার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আপনারা হরিভজন করুন। যদি ব্রজবাসী-দিগের মধ্যে কাহারও কৃষ্ণসেবা-লালসা লক্ষ্য করিয়া আপনাদের হরিসেবায় লোভ উদয় হয়, তাহা হইলে রাগানুগমার্গে ভজন করিবেন। কিন্তু সেরূপ লোভ হয় নাই অথচ রাগানুগের কাচ হইয়া থাকে তাহা হইলে বিধিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন করিতে থাকুন।

—'সজ্জনতোষণী' ৪র্থ বর্ষ

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটাই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের সূত্র ত্বধর্ম কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বামন বিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণে নিরপেক্ষ। সৃষ্টি ও ধ্বংসের কার্য্যের মধ্যে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ থাকেন। প্রভুপাদ কিছু ভাঙ্গা বা গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বৈষ্ণবগণ নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করেন না বা গড়েন না, আবার কোন জিনিস ধ্বংস বা বিনাশও করেন না। যখন কোন বস্তু স্বতঃ উপস্থিত হইল, তখন তাহা গ্রহণই বৈষ্ণবের কথা বা সম্পর্ক, "বিগ্রহ গড়িব না, ভাঙ্গিব না"—এরূপ বিচার বৈষ্ণবের নহে। বৈষ্ণব নূতন করিয়া সংসার গড়িবার পক্ষপাতী নহেন। শুদ্ধবৈষ্ণব কাহারও বিবাহের পক্ষপাতীও নহেন, আবার সন্ন্যাসেরও পক্ষপাতী নহেন। যখন সংসার গড়ন বা বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন কি করিয়া তাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইবে তাহাই বৈষ্ণবের বিচার। নূতন করিয়া কিছু গড়ন করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে বাধা দিতেন। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু "বিবাহ না করিও বলি কৈলুঁ নিষেধন", আবার যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু সংসার ছাড়িতে গেলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।"

— — —

শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর বিবাহ-চেষ্টা বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবাহচেষ্টা ও সাধারণের বিবাহ চেষ্টা এক নহে। আচার্য্যগণের বিবাহ ও অনর্থযুক্ত বদ্ধের বিবাহ এক নহে আচার্য্যগণের বিবাহের দ্বারা হরিভজনের আনুকূল্য হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ-চেষ্টায় শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু বাধা দেন নাই।

কোন কোন সেবক কেবল গুরুদেবের অর্চ্চাকে ভোগ দেন। তাঁহারা বিচার করেন যে, এক গুরুর ভোগেই সকল বিগ্রহের ভোগ হয়। ইহা তত্ত্বতঃ ঠিক। কিন্তু যেখানে অর্চ্চার লীলা-বৈচিত্র্য, তথায় প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তির নিকটেই পৃথক্ পৃথক্ ভোগ দিতে হইবে। যেমন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে নিজগৃহে,—"তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সব করি।"—(চৈঃ চঃ)। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য অদ্বৈত প্রভু তিনটী ভোগ সমপরিমাণে সজ্জিত করিয়াছিলেন

সকলেই তত্ত্বতঃ এক হইলেও প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তিরই ভোগ দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব অর্চ্চনের জন্য মন্ত্র প্রদান করেন। এক গুরুমন্ত্র থাকিলেই ত' হইত? তবে কেন শ্রীগুরুমন্ত্র, গৌরমন্ত্র ও শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ দিয়াছেন? পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনের জন্যই শ্রীগুরুদেব সেই সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌর কৃষ্ণকে বাদ দিয়া কেবল গুরু পূজা ভিত্তিহীন আবার মায়াবাদ। তাহাতে গুরুকে বিষয়বিগ্রহ কল্পনা করা হয়। কতকগুলি লোক কেবল গৌর মানিতে গিয়া গৌরবাদী, কেহ বা কেবল গুরুতে অতিভক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া 'গুরুবাদী' বা মায়াবাদী হইয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ বিচারে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান—ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ বা কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ। আদৌ গুরুপূজা; কিন্তু অন্যান্য শ্রীবিগ্রহের পূজা স্বতন্ত্র মন্ত্রে পরিত্যাজ্য নহে।

হরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবায় কোন give and take policy অর্থাৎ ভাগাভাগি—কিছুটা তোমার থাকুক, কিছুটা অপরকে দেওয়া হউক—এ বিচার চলে না। হনুমানজী কি সীতাদেবীর অর্দ্ধেক ভাগ-বাটোয়ারা করিয়াছিলেন?

হরিগুরুবৈষ্ণবের বঞ্চনলীলার তাৎপর্য্য এই নহে যে, তাঁহারা ঠগ, কপট প্রভৃতির ন্যায় লোক-বঞ্চনা করিয়া থাকেন। গুরুদেব শিষ্যকে সর্ব্বতোভাবে কৃপাই করিতে চাহেন, নানাভাবে আশীর্ব্বাদ করেন; কিন্তু যাহার হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বঞ্চনা করিবার অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করিবার—লাভপূজা দিবা বাসনা জাগিবার—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি কিম্বা শাস্ত্রোক্ত, সারূপ্য, সাযুজ্যাদি লাভের পিপাসা থাকে, সেইরূপ ব্যক্তিই বঞ্চিত। বঞ্চনাকারীই বঞ্চিত। এইজন্য "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।"

সংখ্যানাম গ্রহণ, হরিসেবা ও বৈষ্ণব-সেবা পরস্পর পৃথক্ নহে। ইহা মনে করিতে হইবে না যে, যখন কেহ সংখ্যানাম-গ্রহণ করিতেছেন, তখনই তিনি শুদ্ধভাবে হরিভজন করিতেছেন, আর যখন তিনি বৈষ্ণবসেবা করিতেছেন তখন হরিভজন হইতে বিরত আছেন বা উহা সংখ্যানাম-গ্রহণের ন্যায় শ্রেষ্ঠভজন নহে। ভজনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহে পরস্পর পৃথক্ বুদ্ধি করিতে হইবে না। তবে ইহাও নহে যে, নির্ব্বন্ধ করিয়া হরিনাম করিতে অমনোযোগী হইতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা করিলেই নিরপরাধে হরিনামগ্রহণে রুচি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববিচার বা সিদ্ধান্ত-শ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

———

গৌড়ীয় আমাদের গুরুদেব। শ্রীল স্বরূপদামোদর গৌড়ীয়েশ্বর; স্বরূপের রূপ—গৌড়ীয়। আমাদিগকে গৌড়ীয় অভিমান করিলে "আমি ত' বৈষ্ণব" এইরূপ বুদ্ধি-জনিত প্রতিষ্ঠাশা আমাদের হৃদয় দূষিত করিবে। আমরা গৌড়ীয়ের সেবকানুসেবক, পাদপদ্মের ধূলি, এই বিচার রাখিতে হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ—ইঁহারা গৌড়ীয়, শ্রীল রঘুনাথের অভিন্ন-বিগ্রহ। আমরা ইঁহাদের পাদপদ্মপরাগের ক্ষুদ্র রেণু। আমরা তাঁহাদের আশ্রিত, অতএব পাদপদ্মে শরণাগত থাকিলে আমাদের কোন অমঙ্গল নাই।

— — —

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের বাইশবাজারে প্রহারের কথা পাঠ করি। ঐ সকল পাঠ করিয়া আমোদ পাই। প্রহার যত সব আমাদের গুরুবর্গের গায়েই লাগুক, আমাদের গায়ে না লাগিলেই হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, প্রহ্লাদ—ইঁহাদের উপর অত্যাচার হয় হউক, আমরা সেই সকল কথা পাঠ করিয়া কৌতুহল নিবারণ করিব। আমাদের গায়ে সেইরূপ প্রহার করিতে আসিলে আমাদের সেরূপ হরিভজনের দরকার নাই, বিচার করিয়া হরিভজনে ইস্তফা দিই; কে আত্মাভিমানী, কে সত্য সত্য হরিভজনাশ্রয়, কাহার গুরুবর্গের পাদপদ্মে অকপট-সেবা প্রবৃত্তি আছে,—ইহার পরীক্ষা হয়, যখন আমরা ঐরূপ প্রহার বরণ করিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত হরিভজনে পরিনিষ্ঠিত হই নামাচার্য্যের চরণরজে আত্মবোধ জাগ্রত হইলে সেইরূপ প্রহার ও বিপদ্ সহ্য করিবার জন্য নিজের গায়ের উপর অস্ত্রবৃষ্টির স্রোত, দৌরাত্ম্য বাধকতার বরণ করিয়া আমরা হরিভজন করিতে প্রস্তুত হই।

কপটতা

———

(শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, ভাগবতভূষণ)

ভজনরাজ্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রথমে নিষ্কপট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে শুনিতে পাওয়া যায়। কেন না, কপটতা ভজনের অন্তরায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, দুর্ব্বল জীবের নানা-প্রকার দুর্ব্বলতা থাকিবেই। দুর্ব্বলতাগ্রস্ত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু কপটের মঙ্গলের দ্বার চিররুদ্ধ। কিন্তু মাদৃশ ভজনবিমুখ জীবের ভজনের তুলনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আমি, মন্দ এবং অন্তে কপটতায় পরিপূর্ণ। কাপট্য-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভজনের ছলনা দ্বারা পরবঞ্চনা করিয়াছি ও নিজে গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা-বারি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অহো, বলীয়সী মায়ার ক্ষমতা! মায়াকবলিত জীব স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তোষণার্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য দ্বারা তাড়িত হইয়া কপটতাকে তাহাদের জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ধারণা করত উত্তমরূপে উহাই আশ্রয় করে। ভজন জগতের সহিত তাহাদের বাদ-বিসম্বাদ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। ভোগান্ধ জীব কপটতাকেই তাহাদের ভোগোপকরণ সংগ্রহের একমাত্র উপায়স্বরূপে বরণ করে। কিন্তু হায়! আমি ভোগী সমাজের বক্ষ হইতে উদ্ধারলাভের বাসনায় যাবতীয় দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে নিজ আত্মীয়জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলাম। হৃদয়ের উদ্দেশ্য কত মহৎ, কত উদার ছিল,—যাহার জন্য স্বজনবান্ধবগণের শিরে করাঘাত, কপট অশ্রুবারি, কপট প্রীতি, কপট স্নেহ, সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞানে আবেগভরা হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছিলাম; জগতের স্নেহ, ভালবাসা, আশার অভাবে তাঁহাদের অশ্রু, সকলই কপটতাময় বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, কারণ গুরুপাদপদ্ম বা তদনুগভক্তগণের সম্বন্ধ ব্যতীত আর যাঁহাদিগকে আপন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম তাঁহাদের সহিত দৈহিক সম্বন্ধহেতু সম্বন্ধ অনিত্য ও নশ্বর। তাঁহাদের স্নেহপ্রীতি ও অশ্রুবারির অভ্যন্তরে স্বার্থপরতা রহিয়াছে। তাঁহারা সকলেই আমার নিকট হইতে কিছু পাইবার আশায় আমাকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় তাঁহাদের এই কপটতাপরিপূর্ণ স্নেহ ও প্রীতির ভাব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাই আজ গুরুপাদপদ্মের প্রকৃত অনুগত জনগণের শ্রীচরণাব্জে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার ন্যায় বিশ্বাসহীন, সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার প্রাণারাম কৃষ্ণসহ; যিনি আমার নিত্য প্রভু, সেই নিত্য প্রভুর সেবা-শিক্ষাদ্বারে আমাকে কতই না করুণা করিয়াছিলেন। আমার শত প্রকার অন্যায় আচরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পায়ে ঠেলিয়া দেন নাই। শিশুর অঙ্গে পুরীষ লাগিয়া থাকিলেও পুত্রবৎসলা মাতা যেমন তাহাকে অতিশয় স্নেহ ও প্রীতির সহিত ক্রোড়ে ধারণ করেন, ঠিক সেই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়াছেন। হায়! আমার পোড়া কপাল। আমি তাঁহার এত করুণা লাভ করিয়াও ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলাম না; পরন্তু বঞ্চিতই হইয়াছি। তাঁহার করুণা আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া কেহ যদি আমার প্রতি ধারণা করেন তাহা হইলে একটু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন আমাদের চোখের অন্তরালে চলিয়া গেলেন তখন আমার চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে আকৃষ্ট না হইয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল কেন? যদি গুরুপাদপদ্মের করুণা ধারণ করিতে সমর্থ হইতাম তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব আবেগকথা স্মৃতি স্মরণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী যাহা আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে টানিয়া আনিয়াছিল, যে বাণী নিত্যারাধ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সন্ধান প্রদান করিতে সমর্থ, সেই বাণীসেবা ছাড়িয়া বা বাণীর অনুগতজনগণের ঐকান্ত্য ছাড়িয়া বপুসেবায় বা ইতর বাণীর সেবায় আস্থা-স্থাপন করিতাম না। যাঁহাদিগকে আমি আজ আমার মঙ্গলের একমাত্র কারণ বলিয়া ধারণা করিয়াছি তাঁহাদিগের চরিত্র একটু ধীরচিত্তে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক—শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-ধারার সহিত তাঁহাদের বিচার ধারার কতটা সামঞ্জস্য আছে।

যদি কেহ আমারই ন্যায় পতিত অথবা আমা হইতেও গর্হিত আচারে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমি কি লাভবান্ হইতে পারিব? জগতের পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ সেই প্রকার সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ হইবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণতলে ত' আসি নাই। তবে আজ কেন আমার চিত্ত ঐ প্রকার দৈহিক সম্বন্ধ লইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত প্রিয় শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগত জনগণের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতেছে?

হৃদয়ে এক প্রকার ধারণা রাখিয়া বাহিরে অন্যভাব প্রকাশ করাকেই কপটতা বলে। পাঁচ জনে আমাকে ভাল বলুক, আমার দোষগুলি ভিতরে থাকুক কিন্তু বাহিরে যাহাতে আমার সাধুত্বের হানি না হয় তজ্জন্য আমি যদি গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত বাহিরে আনুগত্যের ভাব দেখাই তাহা পূর্ণ কপটতা মাত্র। গুরুবৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী। তাঁহাদের কাছে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভগবদ্রাজ্য জগৎ হইতে পৃথক্। সেখানে কপটতা নাই। সেবা কামনা ব্যতীত অন্য কামনা সেখানে নাই। সরলতা ও নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদনুগতগণকে ও তৎপাদপদ্ম প্রেষ্ঠকে জানাইয়া দেয়। তাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় জানাইয়াছেন—

গোরা গুরু গোরা তত্ত্ব গোরা ভক্ত ভাই।
গোরা বিনে ত্রিজগতে গুরু আর নাই॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।
কুটিনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
গোরার আমি গোরার আমি (মুখে) বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের পয়ার-ছন্দে যে উপদেশগুলি নিহিত রহিয়াছে তাহা কি আমরা আমাদের জীবনে প্রতি-পালন করিয়াছি? অথবা করিবার চেষ্টা করিতেছি? কেবল মুখেই আমি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য, এই প্রকার বুলি আওড়াইলে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হওয়া যায় না। আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও তাঁহার নিজ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।"

"চৈতন্যচরিতামৃত"-রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নিত্য সেবক হইয়াও দৈন্যমুখে তাঁহার পরিচয়বর্ণনে বলিয়াছিলেন,—

জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥

নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেব। শ্রীল আচার্য্যদেবকে না মানিলে প্রভুপাদকে মানা হয় না। কেবল প্রভুপাদকে মানিবার অভিমান দাম্ভিকতামাত্র। বাস্তবিক যেন শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয়জনগণের দাসানুদাস এই অভিমান করিতে পারি। এ সৌভাগ্য হইলে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইব। নতুবা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি অভিমান করা কপটতা-মাত্র। কারণ, আমার ন্যায় কপট ব্যক্তির কাপট্যপূর্ণ হৃদয়ের বিচারধারা চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ প্রতীতি হয় যে, আমিও অতি কপট। আমার কপটতা এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাহা পাছে গুরুবৈষ্ণবগণের কষ্টিপাথরে ধরা পড়িয়া যায় তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি কথার উত্তরে মৌনভাব ও হুঁ হুঁ শব্দ ব্যতীত অর্থাৎ যাকে বলে "চিটে", তা' ছাড়া অন্য উত্তর দি না। আমার ন্যায় কেহ কেহ বেশী চালাকী খেলিতে গিয়া মৌনভাবের মধ্যে থাকিয়াও আচার্য্যদেবের জয় প্রদান, দর্শন-মাত্রই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—আপনার যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন, তখন তাহার উত্তরে বলিয়া দি—'আমার কোন সন্দেহ নাই'। কিন্তু আচার্য্যদেবের প্রকাশে তাঁহার গুণগৌরবকীর্ত্তনকারিগণের জয় জয়-ধ্বনি যে আমার কর্ণে বিষবৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং হৃদয়াভ্যন্তরে আদেশ'পরিণাম সর্ব্বক্ষণ করিয়া আমার কপট মনকে দগ্ধ করিতে লাগিল, তাহা কি আমরা একবারও চিন্তা করি? তাই বলি, মুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত থাকিবার অভিনয় করিলে চলিবে না। নিষ্কপটে আচার্য্যচরণ বন্দনা করাই একমাত্র মঙ্গলের পথ। অতএব আমরা যদি নিষ্কপটে আচার্য্যদেব ও তদনুগত আদর্শ সেবকগণের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া তাহা প্রতি-পালনে প্রাণপণে যত্ন করি এবং তাঁহাদের বাণীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, তবেই জানিব যে, আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত; নতুবা কপটতার ফলস্বরূপ, অসৎ-সঙ্গে আচার্য্যবিরোধী হইয়া অনন্তকাল ভবের যন্ত্রণাময় নরকই আমাদের প্রাপ্য হইবে। তাই বলি দুষ্ট মন, আর কপটতার বশবর্ত্তী না হইয়া নিত্যারাধ্য গুরুগৌরজন শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণে নিষ্কপটে শরণ লইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হও। তাহা হইলে তোমার নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে।

পঞ্চসংস্কার

-::(০)::-

যাঁহারা ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পঞ্চ সংস্কার-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্মৃতিতে পঞ্চ সংস্কারের কথা দেখা যায়, যথা:—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটী সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হয়। তাপ সম্বন্ধে স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে,—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েৎ চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য
লোকমবাপ্নুয়াৎ॥

যিনি চন্দনাদির দ্বারা গাত্রে হরি-নামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন। 'শ্রী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের তপ্ত-চক্রাদি ধারণের ব্যবস্থা দেখা যায়; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি দ্বারা হরিনাম অঙ্কনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কলি-জীবের পক্ষে উক্ত ব্যবস্থা অত্যন্ত সুখকর হইয়াছে।

'পুণ্ড্র' শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আকৃতি নানাবিধ। কেহ কেহ হরিপাদাকৃতি দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বিশেষ শোভাময় করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর হরিমন্দির। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা ধারণ করা কর্ত্তব্য।

হরিদাসত্ববোধক কোন একটি নাম-গ্রহণকে নাম বলা যায়। যে সময়ে শ্রীগুরু-দেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তিসম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে রামানুজদাস এই পদবী সকল ভক্তের নামে সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—রামকৃষ্ণদাস রামানুজ দাস, নারায়ণদাস রামানুজ দাস ইত্যাদি। শ্রীমদ্গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীনিত্যানন্দ দাস, শ্রীচৈতন্য দাস প্রভৃতি সংস্কারিক নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার সময়ে "রঘুনাথ", "কবি কর্ণপূর", "সেনানাথ" প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্ত্তী ভক্তগণও ভাগবত-ভূষণ, সিদ্ধান্তভূষণ, ভক্তিভূষণ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

সে দিবস কোন ভক্ত আমাদিগকে 'বৈষ্ণব' নামক একখানি পত্রিকা দেখাইয়া-ছিলেন। তাহাতে 'এইরূপ নাম গ্রহণ

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন প্রদ-র্শনীপ্রচারকরে প্রধান প্রকাশ্যালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ভূতকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুন্দরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ওচরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর

পোঃ দিঘাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রাণাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগ্রাম,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পূর্ব্ব গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশদলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্ (ত্রিপুরা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহাট্টা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মালদহ)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৭০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

হ্যাম্পষ্টড্, লণ্ডন, ই ও

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

দাদখানি ৬।০
মোটা চাল ৫৸০
ঐ নূতন ৫৲
কাটারীভোগ ৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী ৫।০
বালাম নূতন ৬৵০
ঐ পুরাতন ৫৲
ওজনের ভোয়াদিষ্ট ৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন ৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ ৪৲—৪॥০
দেশোয়ারী ১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ ৫।০-৫।৵
ঐ বালাম ৫৲-৫৵০
লাটবাই আতপ ৫।০-৪।০
কাটারীভোগ ৭৲
ঐ রেঙ্গুন ৩৵০

চিনির দর

কাশী, চাঁদপ ১০।৵০
চিনুর ১০০০ নং ১০৵০
যশোহরের মাথা
নলপর মাথা ৮।০—৯৵০
ঝুলপুর দান ৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

রূপার বার ৩১।০
...বেশ ২২৲
গিনি বার ৫২।০

পাটের দর

...— ৬০৸০
...— ৬০৸০
...— ৬১।০
...কার বস্তা মণ— ৬১৲

আটা ও ময়দার দর

হোট বস্তা প্রতি মণ ৬৷০—৬৷৵
পাঞ্জাবির ঐ ৬৲—৬৵

...ইসকোল্ড ঐ ৫৷৵০—৫৸০
... ৬৲—৬৵০
...টা (বি) ৫৸০—৫৷৵০
... নং (২ ৫/০—৫৷/০
... (এম) ৫৲—৫।০
... (কে) ৪৸০—৪৷৵০
... নং (৩) ২।০—২৷৵০
...টি ১৷৵০—১৸০
... ১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

... ৫৭৲
... ৫৭৲
... ৫০৲
... ৫৫৲
... ৬৷০

ভার

কাবুলে ৩৬৲
রাজা পাঞ্জা ৪১৸০
২৩ গেজ— ১৭৸০
প্যাঃ যটকা ২৪—৩০ গেজ ১০৲

সুতের দর

আবের গোলার কাটন ৫৪৲
পিটুল আবের ৩২৫৪ ৪০৲
করাতি পুরনিও কাটন ৪০৲
হাবার্ট তাগা ৫৩৲
ঐ কাটন ৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

পাতন সাগু ৮।০
সুপারী দেশী ১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী ৭।০
ভাটি খয়িরখর ১৫।০—১৭।০
গঙ্গা নূতন পাটনাই ১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)
মার্কা ৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম) ৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ) ৮৸০—৯৸
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৬৸০—৮।
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।
২৪ গেজ— ১১।০
২৬ গেজ— ১২৸০
২৮ গেজ—
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট ১৬৵০
২৪ গেজ— ১১৸৵০
২৬ গেজ— ১২৸৵
২৮ গেজ—
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।
২৪ গেজ— ১২৸০
সীস ।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল) ১০।০
স্রেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৬।০—৬৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা
৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲
ঐ " ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের ৭।০
ঐ ৬৸০—৭৸০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩॥০
টিনের হালখ ৫৵০, পাটের হালখ ৬৷০
লুনার হালখ ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৮-৫ বনহাব ঘাট লোগগলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনাদির প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল কি জন্য?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" ব্যবহার করিবেন। এমন বাহুবলের ন্যায় ঔষধ আর পৃথিবীর কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ষা-পাপুতা, দার্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" একমাত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুরুয়াদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাটী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও খ্যাতি অত্যধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথম খানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বারাণসী গৌড়ীয়মঠ, ভেলুপুরা বারাণসী; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা শহরে অবস্থিত। এখান হইতে তাঁহারা ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৸৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৩৲	২৷০	৩৲	২৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৵
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার বিভিন্ন মূল্য।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০
কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৩ ২৩-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ২রা জুলাই, ১৯৩৮, শনিবার [১০৫তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯।৭।৩৮

(১)

৫৮৪ খাং জারি ৩৮ দাবী ৪১৶৯

ডিঃ ব্রজগোপাল বিশ্বাস দিং

দেঃ পূর্ণকান্ত বিশ্বাস সাং মেহেরপুর মিশন পোঃ মেহেরপুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ৪০নং খাস মধ্যে ডিঃ পণের সং ১৪৪নং খং ১—৬৯শতক জমির ৬৲ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বাড়ীঘর, দুয়ার জানালা ইত্যাদি ষোলআনা স্বত্ব দরবস্ত হক্ক বাকীপড়া পণের নিলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৫৮৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ১২৪৪।০

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ ললিতমোহন মল্লিক দিং সাং ও পোঃ মেহেরপুর

নদীয়া কালেকটারীর দাখিল ২৪৪।৪নং বহর তিনারবুক ডিহি হাসানপুরের মালিকী অধিকারী ধরাং ৫।০ পেতা স্বত্বের অধীন জলপুর, মনোহরপুর, ঘোনাথালী, বাবলপাড়া, আমলা, চকমনোহরপুর, চণ্ডীজলপুর, মহেশপুর, আশ্রমপুর, বাগবেড়িয়া, গাংনী, হাড়িয়াদহ, চৌগাছা, গোসাস, মহেশপুর, মুক্তাপাশা, ক.ঠালিয়া, তাতিশালা, ও মাথদহা মৌজার বাৎসরিক জমা ২৮৭৲ টাকা উক্ত দাখিলের অধীনে দেনাদারের নামে কায়েম আছে, উক্তপত্তনী জমা ৪৫নং তৌজী উজলপুরের ২২নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে, উহাতে দেনাদারগণ ষোলআনা স্বত্বে দখলিকার আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্ক মূল্য ২০৲

(৩)

৫৮৮ খাং জারি ৩৮ দাবী ৭৯৸৯

ডিঃ সত্য বালা দাসী

দেঃ বামদেবীপদ ঘোষ দিং সাং চূর্ণী, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে জোয়ানিয়া চূর্ণী মধ্যে ডিঃ সং ৭৫নং খং তুক্ত বার্ষিক খাজনা ৪০৲ টাকার কায়েমী মৌরসী মোকররী জমা যার দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

৫৩৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ৬০।৯

ডিঃ দাস বালা দেবী

দেঃ মহল বক্স সেখ দিং সাং চুটিপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া মধ্যে ডিঃ সং ১১৭নং খং ২-৫৮ শতক জমির ১১।৶৬ জমা, যার ষোলআনা স্বত্বে দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

৫৪০ খাং জারি ৩৮ দাবী ১১৩৸৴

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধারমন সাহা দিং সাং কামদেবপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কামদেবপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬-৮৮শতক জমির ১১৸৶৬ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ৩০৲

(৬)

৫৪৪ খাং জারি ৩৮ দাবী ৫৮৸৯

ডিঃ কান্তি চন্দ্র ঘোষ

দেঃ নলিনী কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতয়ালি মৌজে খাজুরী গ্রামে ও মৌজে শালিগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং শালিগ্রাম ১১৸১ মধ্যস্থ চিরস্থায়ী মোকররী জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ২৫৲

খং নং ৪৮৭ ও ১২৫৩, জমির পরিমাণ ৭-৭১ শতক

(৭)

৫৪৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৮৩।৶

ডিঃ শরৎচন্দ্র সাহা দিং

দেঃ আশুতোষ ঘোষ দিং সাং কুলগাছিয়া পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ৯নং কুলগাছিয়া গ্রামে ডিঃ দিং সং ৪৮নং খং ৬৬-৭৯ শতক জমির ১৮৸৶১৫ মোকররী জমা, উহাতে দেনাদারগণ ষোলআনা স্বত্বে দখলিকার আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ৪০৲

(৮)

৫৪৬ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৩৫।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ৯নং কুলগাছিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৬৩নং খং ৯-৬৬ শতক জমির ২৪।৶১৫ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

৫৭৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ৯০৯।/০

ডিঃ রাজেন্দ্র নাথ কর

দেঃ রাখাল দাস সিংহ সাং কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালি মৌজে ৯২নং কৃষ্ণনগর মধ্যে অধিরাজ নদীয়ার মহারাজ বাহাদুর সেরেস্তায় ৫১৮নং খং ২-০৪ শতক জমির ৬৮৲ টাকার যে মোকররী মৌরসী জমার স্বত্ব জয়দুর্গা দাসীর ছিল যার তদুপরিস্থিত আমীনবাজার পুষ্করিণী ও আম কাঁঠাল বৃক্ষ ।০ আনা স্বত্বে দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪৯নং বনগ্রাম গ্রামে ও ৫৩৪।১নং তৌজি ডিহি ঠাকুরপুর দিং মৌজে যাহা মহামান্য ভারত সম্রাটের অধীনে জয়দুর্গা দাসীর ।০ আনা অংশ পত্তনীস্বত্ব হারে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছেন। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বিকল বহুল বগ্রাভ খাল বিল খড় নদী ইত্যাদি ।০ আনা অংশে ষোলআনা স্বত্ব মূল্য ১০০৲

৯ নং খংভুক্ত জমির ষোল আনা স্বত্ব ৮৩৫-০৪ শতক মধ্যে ।০ অংশে ৪১৭-৭২শঃ জমি।

৩। ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজে ও থানা হাঁসখালির অন্তর্গত মুড়িকুন্দবেড়িয়ার হেমলতা দেবী ও যোগমায়াদাসী বার্ষিক ৭৪৮৶ টাকার রাজস্ব প্রদানে জমিদারী স্বত্বে স্বত্ববতী থাকিয়া হেমলতাদেবীর ।০ অংশে মৌজে ৯২নং কৃষ্ণনগরের ৫৭৪২নং খং ও ২নং মুড়িকুন্দবেড়িয়া গ্রামের ৯৬নং খতিয়ানের রেকর্ড হইয়াছে। উক্ত উভয় মৌজায় ৫৩৭২নং ও ৯৬নং খং জমি ।০ আনাকে ষোলআনা করিয়া বার্ষিক ৬৪৯৲ টাকার মধ্যস্থ চিরস্থায়ী মোকররী পত্তনি যাহা দেনাদারের মাতা জয়দুর্গাদাসী ও মনোরঞ্জন সিংহ দিং পত্তনি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন ও রেকর্ড হইয়াছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হক্ক মূল্য আঃ ১০০৲

৪। নদীয়া কালেক্টরীর ২২২৯নং তৌজি যাহা কালেক্টরীতে যোগমায়া দাসীর নামে পৃথক হিসাবে ২২২৯।১নং তৌজি হইয়াছে। উক্ত তৌজি যাহা ৯২ নং কৃষ্ণনগর ও থানা হাঁসখালির অধীন ২নং মুড়িকুন্দবেড়িয়া হেমলতা দেবীর ও যোগমায়া দাসীর ৭৪৬৸/০ রাজস্ব প্রদানে জমিদারী

মধ্যে যথাক্রমে প্রতিবাদী মোক্তারা বাদীর ।০ অংশে যাহা কোতয়ালীর ৯২নং কৃষ্ণনগর ৫৩২৩নং খতিয়ানের ও থানা হাঁসখালির সামিল ২নং মুড়িমুলবেড়িয়া গ্রামের ৯৭নং খং রেকর্ড হইয়াছে, উক্ত উক্ত মৌজায় ৩১২৲ টাকা জমা, যার তদুপরিস্থিত যখন যখন প্রজা ইত্যাদি ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ১০০৲

(

৪১৭ খাংজারি '৮ দাবী ৯২৭৵০

ডিঃ রাজকুমারী পদ্মমালিনী দাসী দিং

দেঃ মেহের সেখ অস্বার দিং সাং রুদ্রপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রুদ্রপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ৫১১০২ খং ৪৫ ৭৭দাঃ জমির ১১৭৲ টাকা জমা, যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম অংশ দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ৫০০৲

(১১)

৪৮৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ৬০।৶১

ডিঃ কিরণশশী দত্ত দিং

দেঃ কিতাবুল মণ্ডল দিং সাং জয়ডপুর, পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জয়ডপুর মধ্যে ডিঃ নং ৫২৮ নং খং ৪-১০দাঃ জমির ১১।৴৯ জমা। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদির ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ১৪৲

(১২)

৫৩৮ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৭০৸৵৬

ডিঃ কমলপ্রসাদ চৌধুরী

দেঃ কালীসেখ মল্লিক সাং দেবীপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে দেবীপুর গ্রামে ডিঃ নং ১২১১৮৶ বিবাদীর কাত ২১০৴৪ জমা। যার ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুম মূল্য ০৲

(১৩)

৫২৯ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৪১৲৯

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ বেতুয়ার কুতু দিং সাং খালবোলা, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে খালবোলা গ্রামে ডিঃ নং ১১৯ নং ও অধীন ১২০ নং খং ১৪ ৪৩দাঃ জমির ১২৲১০ জমা, যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুম, মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

৫৩২ খাংজারি ৩৮ দাবী ৪৪৸৵৩

ডিঃ রাসবালা দেবী

দেঃ ফজলকরিম সেখ দিং সাং জুড়ীপুর, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ৭ ডিক্রীদারের সেরেস্তায় দেনাদারগণের দখলে ১৪৶ টাকার যে জমা লেখা যায় উক্ত জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

৫১৯ খাংজারি ৩৮ দাবী ৯৩।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ লুৎফান সেখ সাং জুড়ীপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া গ্রামস্থিত ডিক্রিদারের সেরেস্তার দেনাদারের দখলে ৪৸৶১ টাকার জমা লেখা যায় উক্ত জমা ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

২১৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৯৩৪।৩

ডিঃ রাখালদাস তরফদার

দেঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস সাং কোনা পোঃ মেহেরপুর

মৌজে কোনা সমেত দফরপুর ও মৌজে পেপুলবাড়িয়া মৌজে নিশ্চিন্দীপুর ও চকনিশ্চিন্দীপুর এবং তৎসমুদয় অন্তর্গত মহাল যাহা দেনাদারের পূর্বাধিকারী ৺কালাচাঁদ বিশ্বাস নামীয় ৪৬১৯৲ টাকা যে মৌরসী মোকররী জমা এবং তারাপদ সরকার ও নারায়ণচন্দ্র সরকার দিগের সেরেস্তায় প্রচলিত ছিল এবং যাহা মেহেরপুর থানার সামিল ১০নং মৌজায় এবং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। উক্ত জমা ও মহাল দেনাদার ও তাহার সরিকগণ আপোষে ১৩৪২ সালের ১৮ই চৈত্র তারিখে বিভিন্ন প্রকারে পরস্পর বিভাগ বণ্টন করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে দেনাদার ও সরিক কেদারনাথ বিশ্বাস দিং একত্রে থানা করিমপুরের ও শিকারপুরের সামিল ১৪৬নং পেপুলবাড়িয়া মৌজা ও ১৩৮নং নিশ্চিন্দীপুর ও চকনিশ্চিন্দীপুর এই তিন মৌজার কাত জমা ১৭৫০৲ ও মেহেরপুর সামিল ১০নং কোনা সমেত ৯০৫৲ দেনাদার ও তাহার সরিকগণ ।০ অংশে ২২৬৸০ মোট ১৮৭৬।০ জমা, উহাতে দেনাদারগণের নিজ ৵৮ রকম অংশে যার যখন, যখন প্রজা প্রভৃতি দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৭)

৩০১ খাংজারি ৩৮ দাবী ২৭৯৬

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস্ ষ্টেট্

দেঃ তৈজুল শেখ দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে চরকাটশালী মধ্যে ডিঃ ও মোকাবিলা সহবাদিগণের অধীনে ৬১৯নং খং ২-২২দাঃ জমির ৪।৶০ জমা, যার আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য ২০৲

(১৮)

৩০৬ খাংজারি ৩৮ দাবী ৫০৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ সেকেন্দার সেখ দিং সাং বুড়িদিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর মধ্যে ডিঃ নং ৬২নং খং ৫-৭৪দাঃ জমির ষোল আনা রকম যার আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ২০৲ যের বার্ষিক খাজনা—৯৸৶৪

(১৯)

৫০৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৩।০

ডিঃ ঐ

দেঃ অন্নদাচন্দ্র প্রামাণিক দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর মধ্যে ডিঃ নং ২৮-৩নং খং ২ ৮৬দাঃ জমি। যার ষোল আনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(২০)

৩৩৮ খাংজারি ৩৮ দাবী ১২৭।৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর মধ্যে ডিঃ নং ৭২।৭৩।৭৪।৭৫.৭৬।৭৭নং খং ১৩-০২দাঃ জমির যাহা জমা যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

৩৯২ খাংজারি ৩৮ দাবী ২২৩৸৶৬

ডিঃ লীলাবতী দেবী দিং

দেঃ জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বালিকডিহি, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বালিকডিহি গ্রামের জমিদার বঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেরেস্তায় ৪৩১নং খং ও অধীন ৪৩২-৪৪৭ নং খং ভুক্ত বার্ষিক ২২৭৸৶৬টাকা খাজনার যে যথাযথ চরস্থায়ী মোকররী জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমা কলি মধ্যে দেনাদার এ্যাওয়াসন হাইট এ্যাণ্ড কোং এর ।০ আট আনা অংশের জমির বাবদ খাজনা ১১৩৸৶৩ টাকা খাজনা বাবে বকেয়া ১১৩৸৶৩ বর্তমানে জমা প্রচলিত আছে। উক্ত কোম্পানির একং ও ৩ (ক) নং দেনাদারগণের ১৴৪ অংশে কারবারে স্বত্ববান্ ও দখলকার আছেন। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ১৴৪ অংশের দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ১০০৲

(২২)

৪২৫ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৯০৶৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্ল নন্দিনী দাসী দিং

দেঃ বসন্তকুমারী ঘোষানী সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চাঁদবেহালা মধ্যে ডিঃ নং ৭৮নং খং ৮-১৮দাঃ জমির কাত বার্ষিক ৩০৸৶ জমা লেখা যায়। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

৪২৬ খাংজারি ৩৮ দাবী ১১৭।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ সাং দুর্গাবাস পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চাঁদবেহালা মধ্যে ডিঃ নং ১১নং খং ৬-০৬দাঃ জমির ২০৲৶০ জমা। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

৪০৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ১২৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিরঞ্জন দাস দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালি মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ডিঃ নং ৪৮৭নং খং ১১-৩৬দাঃ জমির ২৫৸০ জমা, যার তদুপরিস্থিত ষোল আনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

৪৫৭ খাংজারি ৩৮ দাবী ৫০৸৶৩

ডিঃ যতীন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ ফকির সেখ দিং সাং নওপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ নং ২৫২ খং ও অধীন ২৫৭,২৫৪ নং খং ১১-৮১ দাঃ জমির ১৬৸৶১৩ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ২৫৲

নীলামের দিন ১১।৭।৩৮

(২৬)

৯১৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৯৸৶৩

ডিঃ সুধাংশুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ পটেশ্বরী দাসী দিং সাং মালোপাড়া নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালি মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ১৫নং খংভুক্ত ১২৸৮ বার্ষিক খাজনা যাহা মালিক বৈদ্যনাথ পাঁড়ের সেরেস্তায় দেনাদারগণের নামে প্রচলিত আছে—উক্ত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য ১০৲ জমির পরিমাণ ২-৩১ দাঃ।

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৭নং খং ১৫৲৪ টাকার বার্ষিক খাজনা মালিক বৈদ্যনাথ পাঁড়ের সেরেস্তায় দেনাদারগণের নামে প্রচলিত আছে। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুম মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা, জমিঃ ৫-৯১দাঃ।

(৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২০ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২রা জুলাই ইং ১৯৩৮, শনিবার } ১০৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্ত-সম্মেলন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৪শে জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে শ্রীধামে আগমন করেন। ২৫শে জুন শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে "নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি হইতে ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ ও স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইহা একান্ত আশ্রয়ণীয় এবং তাহার নিত্যমঙ্গলপ্রদত্বের বিষয় কীর্ত্তন করেন। সকলেই স্বামীজীর পাঠ শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করেন। পাঠের পরে স্বামীজী মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

পুরীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

(তারের সংবাদ)

পুরী, ২৮শে জুন

শ্রীক্ষেত্রধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চতুর্বিংশ বার্ষিক বিরহমহামহোৎসব মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠ ও শ্রীমন্দির বিভিন্নবর্ণের পতাকা বস্ত্র ও পুষ্প-পল্লবাদি দ্বারা অতি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সহস্র সহস্র যাত্রী, সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলী উৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজের অনুগ্রহসম্পূর্ণ শ্লোকস্তবাদি-গ্রথিত শ্রীমালিকা দ্বারা কীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সমাগত সকলকেই প্রচুর পরিমাণে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ অদ্য পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা রওনা হইয়াছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে

গত ১২ই আষাঢ় সোমবার গৌরনিজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২৪শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় সমস্ত দিন পাঠ-কীর্ত্তন বক্তৃতাদি চলিয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, শরণাগতি ও ভক্তিবিনোদ-গীতসমূহ কীর্ত্তন হইতে থাকে। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্ত ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য একটি উচ্চাসনে বসাইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করা হয়। অতঃপর একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার আদিতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী সাংখ্যকাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্" কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ১॥ ঘণ্টাকাল "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ও বিরহতত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই চতুঃসম্প্রদায়, দশবিধ-বৈরাগ্যত্যাগ ও কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভজনের আবশ্যকতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন। মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও মঠসেবকগণের আন্তরিক সেবা-চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বহু সজ্জন ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৪শে জুন ৯ই আষাঢ় শুক্রবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে পরমপবিত্র শ্রীঠাকুরের বিরহ-তিথি অতি যত্নে পালন করিয়াছেন। প্রতিদিনের মত উক্ত দিবস বেলা ২ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত "শ্রীনদীয়া-প্রকাশ", "শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে আলোচনা হয়। অতঃপর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পাটনার সবজজ শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর চৌধুরী মহোদয় শ্রীমঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। তিনি শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ দাসাধিকারীজীর নিকট প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ-প্রকাশ করেন এবং পুনরায় মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিবেন বলিয়া আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কার্শিয়াং-এ প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী কয়েকজন সেবক সহ কার্শিয়াং-এ উপনীত হইয়া তথায় বিভিন্ন স্থানে শ্রীরূপ প্রভুপাদের কথা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় আচ্ছেনাবা প্রজ্ঞাবান্ ডাঃ কে, বিশ্বাসের সশ্রদ্ধ অনুরোধে প্রচারকগণ তাঁহার বাটীতে সাতদিন ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ সূত-গোস্বামীর সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভাগবতধর্ম্মোপদেশ-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারীজী ও শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া সকলেই এক নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সেখানে একটী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সহৃদয় ডাক্তার বাবু এবং তাঁহার ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে বাৎসরিক হরিকথা কীর্ত্তন

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটাই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বামন অষ্টম শ্রীগৌরাব্দ ৪৫২

চাতুর্মাস্য

——::•::——

চাতুর্মাস্য আগতপ্রায়। ইহা হরি-তোষণব্রত। এই ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলেরই পালন করা উচিত। এই চাতুর্মাস্যের মাহাত্ম্য সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে। ইহাতে ভোগ ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় আছে বলিয়া বহুভোগী লোগী ও ত্যাগী আমরা ইহা করিতে চাহি না। ... হরিসেবাবিমুখ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায় আজকাল দেশে এই ব্রতপালন প্রায়ই দেখা যায় না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ ব্যতীত চাতুর্মাস্যব্রত পালনের ব্যবস্থা খুব কম স্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। লোকশিক্ষক শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জীবমঙ্গলার্থ ভক্তগণের সহিত এই চাতুর্মাস্যব্রত যথাবিধি পালন করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিপ্রার্থী প্রত্যেকেরই যে এই ব্রত পালন করা একান্ত আবশ্যক এবং ইহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেবাপ্রার্থী প্রত্যেক গৃহস্থ মঠবাসী ভক্তকে এই ভক্তিব্রত পালন ত' করিতেই হইবে, এমন কি, যাঁহারা গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিমাস কাল কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও হরির অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাস কাল সম্পূর্ণরূপে ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভক্তসঙ্গমধ্যে বাস করিবেন।

যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন, কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন, সেই মহাভাগবতগণের ব্রতাদি পালনের আবশ্যক নাই; কিন্তু যখন তাঁহারা আদর্শ কোমলশ্রদ্ধ সেবাকামী জীবগণের মঙ্গলের জন্য এই সকল ব্রতাদি নিজ জীবনে পালন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তখন আমরা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আলস্যপরায়ণ হইয়া এই চাতুর্মাস্য ব্রতের প্রতি অনাদর করি, একাদশাদি হরিতোষণ-ব্রত যথাযথভাবে পালন না করি, তাহা হইলে আমাদের কোন কালেও হরিভক্তি হইবে না। ভগবানের জন্য যাঁহারা একটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেও প্রস্তুত ন'ন, সেই সুখের পায়রাগণ কি কখনও কৃষ্ণকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজন ও ভগবানের প্রীতিবিধান বা কৃপালাভ করিতে পারে? সুতরাং সাধনক্লেশ বাদ দিয়া ফাঁকি দিয়া ভগবৎকৃপা লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

অতএব হরিশয়ন-মাসে চাতুর্মাস্যব্রত পালনের উদ্দেশ্য হরিপ্রীতি। সুতরাং ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন ও হরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবাই চাতুর্মাস্যব্রতপালনকালে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিলে নিশ্চয়ই মনের মধ্যে হরিসেবাবৃত্তি দেখা দিবে। সুতরাং এই ব্রতপালনে শিথিলতা করা কাহারও উচিত নয়। তবে যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ তিনি কেবল ঊর্জ্জব্রত বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্পবিধানমাত্র। যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করিয়া চাতুর্মাস্যব্রত পালন না করেন, সেই সকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

আগামী ২৬ বামন, ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই শুক্রবার শ্রীহরিশয়নৈকাদশীর পরবর্ত্তী দ্বাদশী হইতে শ্রীচাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ হইবে। কেহ কেহ আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই মঙ্গলবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতেও চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ করিবেন। আবার কেহ কেহ শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্যন্ত সৌরমাসচতুষ্টয় চাতুর্মাস্যব্রত পালন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শয়নৈকাদশীর পরবর্ত্তী দ্বাদশী হইতে চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ করিবেন, আগামী ১৭ই কার্ত্তিক ৩রা নভেম্বর শুক্রবার উত্থানৈকাদশীতে তাঁহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে।

চাতুর্মাস্যে প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে কলাই, তাম্বূল, রক্তপুত্তিকা, মসুর, লোভন প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য বর্জ্জনীয়। নব-লোকাদের লোভকামনায় এই হরিশয়নে চারিমাসকাল কাটিতে নাই। সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা-তৎপর হইলেই চাতুর্মাস্যপালনের চরম ফল লাভ হয়। আমাদের সঙ্গের জন্য এবংসরও শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখামঠসমূহে সেবকগণ যথারীতি চাতুর্মাস্যব্রত পালন করিবেন।

কীর্ত্তনের অধিকারী কে?

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

লো-পর্য্যন্তপরবশীত তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ না হইতে পারিলে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন হয় না। ক্ষুদ্র তৃণও নিজের অস্তিত্ব ত্রিব প্রদর্শনীতে আপন ক'রতে চায়। আমার চিত্তবৃত্তিতে যখন এত সুন্দরভাব অনুভূতি প্রকাশ পাইবে যে, নিজের দশাভাবে কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বপ্রদর্শনীয় পরিপোষ্য হইবার পরিবর্ত্তে বিশ্বনাথের কৃপাভিক্ষু, শরণাগত কুকুর হইতে চুষিব, তখনই সত্য সত্য হরিকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করিবার সুসময় আসিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণসঙ্গে প্রতি রজনীতে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রমত্ত ছিলেন তখন এক দুগ্ধ-পায়ী ব্রহ্মচারী শ্রীবাস পণ্ডিতকে বহু অনুরোধ করিয়া ঐ বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন-সভায় প্রবেশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু জগৎকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে নির্দ্দয়ভাবে সেখান হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। ঐ ব্যক্তি বহিষ্কৃত হইয়া ঐ কীর্ত্তনে প্রবেশলাভ-বিষয়ে নিজের মহা অযোগ্যতার কথাই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, এবং ঐরূপ ব্যবহারই তাঁহার পক্ষে যথোচিত হইয়াছে বিবেচনায় এরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন—"হায় হায়, দুগ্ধ-পানরূপ অধিকারী না হইয়া এই বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন আসরে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলাম। আমি প্রকৃত অবস্থায় অনধিকারী গোপবদ্ধি দুগ্ধ হইয়া অমর্য্যাদা করিয়াছি। কিন্তু প্রভু যদি আমার সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে যেদিন প্রভু দয়া করিয়া তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর একপ্রান্তে আমার জন্য একটু স্থান নির্দ্দেশ করিবেন"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখনই সেই অনুতাপে পরিপ্লুত হইয়া অতিক্রন্দন করিতে-ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন পুনরায় তাঁহাকে আদরে ডাকিয়া আনিয়া সঙ্কীর্ত্তনসভায় বসিবার অধিকার দিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার দীন চিত্তবৃত্তি ও প্রকৃত সাধুতার বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"কেবল-মাত্র দুগ্ধপান দ্বারা সাধুত্বের নির্ণয় হয় না, উহা কপট-বৈরাগ্যের কল্পনামাত্র। লোক-দেখান কপট আহু পাহু মাত্র দীনতা নহে। নিজের পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করা চাই—সত্য সত্য দীনচেতা হওয়া চাই; তবেই হরি-কীর্ত্তনে অধিকার হয়।"

বৈষ্ণবচরিত্র আদ্যন্ত দীনতামণ্ডিত। আমাদিগকেও তাঁহাদের দাসানুদাসরূপে ঐ দিব্য রত্ন—স্বরূপের উৎকৃষ্ট বিভূষণ 'দীনতা' গুরুবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী হইয়া অর্জ্জন করিতে হইবে। অনেকের উহা আদৌ থাকে না। কিন্তু উহা একান্ত প্রয়োজন বোধে নিষ্কপট সাধক শ্রৌতবাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া নিজ দারিদ্র্য বা দীনতা উপলব্ধির জন্য যত্ন করেন। বিভিন্ন প্রকার দোষদুষ্ট বদ্ধজীবের পক্ষে দোষপ্রত্যাহারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এই প্রত্যাহারকেই চেতনরূপ স্বরূপের সংস্কার-কার্য্য বলিয়াছেন। সুতরাং জন্মগত সংস্কারের দরুণ কিম্বা কুশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়া হইতে যদি কাহারও স্বভাবে এই দীনতার অভাব লক্ষিত হয় তাহা হইলে প্রত্যাহাররূপ সাধনক্রিয়া অবলম্বন বিষয়ে তাহাকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। নতুবা হরিভজনের আশা সুদূরপরাহত।

বৈষ্ণবচরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, পতিতপাবন হইয়াও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু নিজকে 'বরাক', শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নিজকে 'হীন দুলে জন্ম, দুষ্ট কলেবর', শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম নিজকে 'কপট বৈষ্ণব', 'দাসার দাস' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। নিজকে অধমাধম বলিয়া বোধ করাই বৈষ্ণবের স্বভাব। ইহাতে কোনও কৃত্রিমতা বা কপটতার স্থান নাই। মাদৃশ কপট ব্যক্তি কিন্তু বাহিরে প্রতিষ্ঠালিপ্সায় নিকট হইতে 'দীনচেতা' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার চক্রান্তের ন্যায়

হরিশয়নে শীম, বরবটী, পটোল, লাউ, বেগুন এবং বাসী দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা ভক্তাতিরিক্তের কম হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবনধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

হরিশয়নকালে সম্ভবপর হইলে একবার মাত্র প্রসাদগ্রহণ, প্রত্যহ স্নান ও অর্চ্চন করা বিধেয়। এই সময়ে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়া বিধেয়। সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু প্রভৃতি বস্তু-ভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। প্রজল্পাদি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন, হরিভক্তের সঙ্গ বা হরিসেবা ব্যতীত বৃথা সময় অতিবাহিত করা উচিত নয়। যদি কেহ বাস্তবিক নিষ্কপট হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখের জন্য, তাঁহাদের প্রসাদ লাভের জন্য এই চাতুর্মাস্যব্রত সুষ্ঠুভাবে যথাসাধ্য পালন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গলভাক্ হইবেন, সন্দেহ নাই।

———

বৈষ্ণবের ঐ স্বরূপ-কাহিনী নিষ্কপটে অনু-সরণ করিবার পরিবর্তে অনুকরণ করিতে ধাবিত হয়। তাহাতে অপরাধেরই মাত্রা বাড়িয়া যায়। অনেক সময় আবার 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ' এই ন্যায় অনুসারে মনে করি, ঐরূপ দীনতা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করিবার একটা কৌশলবিশেষ। কখনও আবার নিজের মহাজনাভিমানিতাকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া 'হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন', 'ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীকে লাথি মারা' এসমস্তই দীনতারই পরিচয় বলিয়া আনু-করণিক প্রচারে নিযুক্ত হইয়া পড়ি। নিজের দোষগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা না করিয়া মহাজনের মহিমা অবলম্বন পূর্বক উহাকে ধামাচাপা দিতেই চেষ্টা করি। তাই আমার হরিকীর্তনেও অধিকার হয় না।

হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীকে পদাঘাতকরণ সমস্তই তাঁহাদের অসাধারণ দীনতারই নিদর্শন। তাঁহাদের সেবাময় চরিত্রে কোনও দোষ থাকিতে পারে না। কারণ "সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।" কিন্তু আমি যদি বৈষ্ণব-চরিত্র অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদের অপার চরিত্র হইতে আমার সুবিধামত প্রয়োজনীয় অংশ বাছিয়া লইয়া তাহার দ্বারা নিজের দোষগুলি চাপা দিতে যাই, তাহা হইলে আমার অসরলতাই প্রকাশ পাইবে। সরলভাবে তাঁহাদের আদর্শ সেবাময় জীবনের অনুসরণ করিলে আমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হয়। অকপটতা না করিয়া নিজ নিজ চেষ্টায় আরোহ প্রণালীতে বৈষ্ণবের অপার চরিত্র বুঝিতে বা মাপিতে চেষ্টা করিলে বঞ্চিত হওয়া মাত্র লাভ হয়। অনেক সময় বিবাদ করিতে অগ্রসর হইলে দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। নিষ্কপটে দীনতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিলে ঐ প্রকারের অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন 'রোজ সকালে উঠিয়া নিজের মাথায় শত শত ঝাঁটা জোরে জোরে মারিতে হইবে'। তাঁহার আজীবনের চরিত্রে অসাধারণ দীনতার আদর্শ অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমার ন্যায় দুর্ভাগাগণই তাঁহাকে অন্য রূপ বুঝিত। তিনি নিজের শিষ্যগণকে পর্য্যন্ত সম্মান সম্বর্দ্ধন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে 'প্রভু' সম্বোধন করিতেন। কাহাকেও কোনও কিছুর জন্য আদেশ পর্য্যন্ত করিতেন না। অথচ তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় প্রভাবশালী আচার্য্য জগতে বিরল। বহু বহু লোক যাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য সতত লালায়িত থাকিত সেই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় আচার্য্য-ভাস্কর কৃষ্ণসম্বন্ধে সবাইকে গুরুবুদ্ধি করার দরুণ কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। তিনি সর্বদাই বলিতেন—"আমি কোনও শিষ্য করি নাই। কৃষ্ণকোলাহলে জগৎ মুখরিত করিবার জন্য আমার গুরুবর্গকে ভক্তসমাজে একত্রিত করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে নিরন্তর কৃষ্ণগুণগাথা শ্রবণ করাইয়া তাপিত প্রাণ সুশীতল করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন।"

এই প্রকার গুরুদেবের শিষ্য অভিমানী হইয়াও আমরা দীনচেতা হইতে পারিলাম না! 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্' প্রভৃতি কথা বহুদিন শ্রবণ করিয়াও আমার শ্রবণ করাই মাত্র সার হইল। 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকটিকে অত্যাবশ্যক স্মরণবোধে গলার পরিবার জন্য গুরুবর্গ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই আমার এসকল কথায় রুচি হইল না। আমি মনে করি, সমস্ত বিষয় বুঝিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু গুরুবর্গ বলেন—'যে মনে করে আমি খুব বুঝি, সে কিছুই বোঝে না। আর যখন সে সত্য সত্যই বুঝিতে পারে তখন—'আমি কিছুই বুঝি না' বলিয়া স্বাভাবিক অভিমান আসিয়া থাকে। বদ্ধজীবে সমস্তই উল্টাভাব। কারণ, এই বহির্মুখ বিশ্বটাই চিন্ময় অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত হেয় প্রতিফলন।

প্রভুপাদ আমাদিগকে নিরভিমান-বিহীনতার কথা স্মরণ করাইয়া রোজ সকালে নিজের মস্তকে শত শত ঝাঁটা মারিতে বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সেটা কথার কথা বা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কথা মনে করি। তাই কালেভদ্রেও নিজের দুর্দশার কথা একবার চিন্তামাত্রও করি না। ঝাঁটা মারা ত' দূরের কথা, প্রভুপাদ এবং গুরুবর্গ বহু প্রকারে আমাকে শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু আমি যদি নিজের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া তাহা আচরণে প্রতিপালন না করি তাহা হইলে আমার কিসে সুবিধা হইবে? প্রভুপাদ বলিতেন,—কূপপতিত ব্যক্তির নিকট দড়িও ফেলিতে হইবে আবার পতিত ব্যক্তির তরফ হইতে হাত বাড়াইয়া উহা ধরিতেও হইবে; আমাদের কার্য্য হচ্ছে—'to stretch hand and to approach'. কৃপাসিন্ধু সর্ব্বক্ষণই সমান রহিয়াছে। আমি যদি হাত বাড়াইয়া উহা না ধরি তাহা হইলে দোষ কাহার? তাই বহুদিন পরে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশমত নিজমস্তকে শতশত ঝাঁটা মারিয়া তাঁহার দাসানুদাস বৈষ্ণব-বৃন্দের চরণে হরিকীর্তনে অধিকার পাইবার মানসে আর্তিসহ কৃপা ভিক্ষা করিতেছি—

'কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।
আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী।
অমানী মানদ হইলে কীর্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি।'

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট

(প্রাপ্ত)

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যে নৈবেদ্য প্রদত্ত হয়, তাহাকে আমরা মহাপ্রসাদ বলিয়া থাকি। এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অজ্ঞ পুণ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত মুক্তিকামী ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনেকেরই জানা থাকিলেও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট, যাহা মহামহাপ্রসাদ নামে খ্যাত তাঁহার মহিমা আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে জানিতে সমর্থ হই না। শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্টে ভক্তি বা ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত আমাদের কিঞ্চিৎ বিশ্বাস হইয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ভাগ্য অতি প্রসন্ন না হইলে সম্ভব হয় না।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সেবা দ্বারা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীকালিদাস নামে জ্ঞাতি খুড়ামহাশয় কি প্রকারে শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

একদিন পরম বৈষ্ণব শ্রীল ঝড়ু ঠাকুরের নিকট কতকগুলি আম ভেট লইয়া ভক্ত কালিদাস উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর অতি দৈন্যভরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমি নীচ জাতি, আর তুমি উত্তম অতিথি, তোমার সেবা আমি কি প্রকারে করিব? তবে যদি তুমি আমাকে অনুমতি দাও, তবে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করি।' বৈষ্ণব-ঠাকুর দাস্য, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা বঞ্চনা করিতে চাহিলেও—অভিলাষীর নিকট বঞ্চনার স্বরূপ আত্মগোপন করিলেও প্রকৃত কৃপাপ্রার্থীর নিকট বঞ্চনার স্বরূপ প্রকাশিতই হইয়া পড়ে। কালিদাসের বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অজ্ঞাত না থাকায় তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর, আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। পতিত পামর আমি, তোমার দর্শনে আসিয়াছিলাম, দর্শন পাইয়া পবিত্র হইলাম। আমার জীবন সফল হইল, কিন্তু আমার আরও এক বাঞ্ছা হয় কৃপাপূর্বক আপনার পদধূলি আমাকে দান করুন আর আমার মস্তকে আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রদান করুন।" ঠাকুর শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, 'এরূপ কথা কি তোমার মুখে শোভা পায়? কোথায় আমি নীচ জাতি, আর তুমি সুসজ্জন ধন্য।' তদুত্তরে শ্রীকালিদাস আমাদের ন্যায় দৈববর্ণ-জাত-শ্রীতে প্রমত্ত, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারী দুর্জ্জনগণের দুর্বুদ্ধি যে আত্ম-মঙ্গলের কণ্টকস্বরূপ তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উচ্চকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যে, যে-কোনও কুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবের স্থান কত উচ্চে তাহা শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।১০)

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এরূপ শ্বপচ-কেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; কেন না, তিনি স্বীয় কুল পবিত্র করেন। আর ভূরিমান-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারে না।

শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর আম খাইয়া আঁটি ফেলিয়া দিলে সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাইয়া কালিদাস কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঘৃণা ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট সেবায় আমরা কিরূপ ভাগ্যবান্ হইতে পারি, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই ভাবে জানাইয়াছেন—

ভক্তপদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥

কার্সিয়াং-এ প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করিবার জন্য প্রচারকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। শ্রীযুক্ত ডাক্তার বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রচারকার্য্যে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম ঘোষও প্রচারক-গণকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে একদিন শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত হইতে 'শ্রীরূপশিক্ষা' আলোচনা হয়। প্রত্যহ বহু সজ্জন পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আদি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রথম প্রচারকদের নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ-লোক-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা – (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাধারমণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন
পোঃ রঘুনকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু ([illegible])

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসুমতলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৩১, ডাউন্স-রোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বটু চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলামী ইস্তাহার
(২য় পৃষ্ঠার পর)

(২৭)

১৫২০ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৪২৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজেশ্বর কপালী দিং সাং নাজের-[illegible]পাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাঘাডোঙ্গা গ্রামে জমিদার বৈদ্যনাথ পাড়ুই সেরেস্তার ১৪ নং খং ৮-৮২ দাঃ জমির ৩১৶/১১ জমা, [illegible] তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে বৈদ্যনাথ [illegible] সেরেস্তার ১৯৬ নং খং -৭৪ দাঃ জমির [illegible] জমা যার তদুপরিস্থিত আকর [illegible] বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১২০ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৯১৮৸০

ডিঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

দেঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা পোঃ রাণাঘাট

নদীয়া কালেক্টরীর অন্তর্গত থানা কৃষ্ণনগরের সামিল ৩২২ খং ৮০২২ জিলনগাড়ী মৌজা দেনাদারগণের ।৮৸—১৫ তিন আনা রকম মালিকী স্বত্বাংশ অংশ হইতেছে। ষোল আনা অংশে সাকিয়ানা রাজস্ব [illegible]২৮২৸০ টাকা এবং উক্ত দেনাদারগণের [illegible] রাজস্ব বরাত রাণাঘাট থানার [illegible] আড়ংঘাটা নারায়ণপুর মৌজায় বর্ত্তমান। দেনাদারগণের ।৮৸—১৫ মালিকী জমিদারী স্বত্বাংশ যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত নীলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ১০০০৲

(২৯)

২৮৫ বাংজারি ৩৮ দাবী ১২/৬

ডিঃ গণেশচন্দ্র সিংহ

দেঃ বিনোদবিহারী দাস বৈরাগ্য দিং সাং মাজেরগ্রাম, পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে আশাবিয়া মধ্যে ডিঃ নং ৮৬ নং খং -২ দাঃ জমির ।৶০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত জমি জমা বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৮৭নং [illegible] -৭৬ দাঃ জমির ২।৶৬ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

[illegible] বাংজারি ৩৮ দাবী ১৩৸৶৬

[illegible] ঐ

[illegible] ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আশাবিয়া [illegible] নং ৮৮ নং খং -২৪ দাঃ জমির

২।৶৬ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৮৯নং খং -০৮ দাঃ জমির ৸৶৬ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ১৲

(৩১)

২১৮ বাংজারি ৩৮ দাবী ৩১৸৶৬

ডিঃ ম্যানেজার, চেৎলাডিহা ওয়ার্ডস্ এষ্টেট

দেঃ ইছিয়া বিবি দিং সাং চৌরা, পোঃ বগুলা

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ ও বোঃ দেনাদারের অধীনে ৫০নং খং ১৪-০৩শতক জমির ১১৸৶১০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ও ফসল ষোলআনা রকম বগয়রহ হক মূল্য ৩০৲

(৩২)

৫০৭ বাংজারি ৩৮ দাবী ২২৭৸৶৩

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ আজিমন বিবি দিং সাং সোনাতলা, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে সোনাতলা গ্রামে ডিঃ নং ৫৪৩০২ নং ১৬ ৪৬শতক জমির ৩৫।০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫৯৲

(৩৩)

৫০১ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৯/০

ডিঃ রাস বালা দেবী

দেঃ রামদাস দাস দিং সাং ও পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ডিঃ ও মহ ডিঃ সেরেস্তার ১।২নং খং ০৮শঃ জমির ১৸৶ জমা, যার ষোলআনা রকম বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৩৲

(৩৪)

৫২৬ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৮।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মাতব্বর সেখ সাং ও পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ৬৪৯নং খং ২-৪০শতক জমির ৬/৯ জমা, যার ষোলআনা রকম বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৫)

৫৪১ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৪২।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কুসুমকুমারী দাস সাং ও পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাজনগর মধ্যে ডিঃ ও মহ ডিঃ সেরেস্তার ৩১।২৭।২৩।১।২। ২২।২৬নং খং ৪-৯৩শতক জমির ২১৸৶ জমা যার ষোলআনা রকম বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

৬০৫ বাংজারি ৩৮ দাবী ১২২৭।৶৬

ডিঃ শিশিরকুমার তরফদার

দেঃ আশুতোষ হালদার দিং সাং কলিঙ্গ, পোঃ বাহাদুরপুর

থানা তেহট্ট কমলাপুর মৌজায় ৩নং খং ও° চাঁদেরঘাট মৌজায় ৩নং খং মুক্ত ২৫৮১৲ টাকার মধ্যে জমা দেনাদারগণের পূর্ব্বাধিকারির ।০ আনা অংশ খারিজ হইয়া ৬৪৫।০ পুনরায় খারিজ হইয়া ২১৪/৪ টাকা জমা দেনাদারগণের নামে প্রচলিত আছে। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৪০০

(৩৭)

৬১৬ বাংজারি ৩৮ দাবী ১১২৶৩

ডিঃ সন্তোষ কুমারী দাসী দিং

দেঃ বহুগাম ঘোষ সাং কেচুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চরমানিকডিহি গ্রামে ডিঃ নং ২৮।৩০।৬৪ নং খং ৪ ৬৫ দাঃ জমির ১৭৸৶০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

৬২৫ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৫৫।৶

ডিঃ শ্রী নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ ছবির সেখ দিং সাং বাদিনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সোনাতলা গ্রামে [illegible] নং ১৭৪ নং খং ১-৭০ শতক জমির ২৬৸৶৬ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৯)

৬৫৩ বাংজারি ৩৮ দাবী ৭০।/৩

ডিঃ প্রভাতকালী দেবী

দেঃ মুকুন্দ সেখ দিং সাং পোগড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে পোগড়া গ্রামে ডিঃ নং ৩৪৮ নং খং ২-১৬শঃ জমির ১০৸৶ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২৫৲

নীলামের দিন ১২।৭।৩৮

(৪০)

৫১২ ফেব্রুয়ারি ৩৮ দাবী ১৪৬৩/০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

দেঃ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক দিং সাং ও পোঃ মুরাগাছা

নদীয়া কালেক্টরীর অন্তর্গত ১৭৭২ মৌজা গাদিগাছা মধ্যে ৭১৬ নং খং উত্তর সীমানায় ২২শঃ ও ২৫ দাগে -১৯শঃ মোট [illegible]৬১শঃ জমির কাত মহারাজ বাহাদুর ক্ষৌণীশ রায় দিং সেরেস্তায় ও শিবকুমারী দেবীর সেরেস্তায় ৬।০ যথাক্রমে চিরস্থায়ী জমা লেখা যায়—যার তদুপরিস্থিত ২ কুঠারী, কুয়া পায়খানা, রান্নাঘর প্রভৃতি বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৪১)

৫৩০ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ৬৫৮।৶

ডিঃ মহাদেব সাহা

দেঃ রাধামাধব সাহা সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

সাবরেজিষ্টী কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার ৩৪৮ নং খং -০৭শঃ জমি ও তদুপরিস্থিত একতালা তিন আড়ার এক কুঠারী টিনের বারান্দা ও কুয়াপায়খানা গাছ গাছড়া ইত্যাদি বগয়রহ হক ইহার বার্ষিক খাজনা ১।০ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৪২)

৫৬৯ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ৫৪৩৲৩

ডিঃ গোপালদাস গঙ্গোপাধ্যায়

দেঃ হোসেন আলি মণ্ডল দিং সাং আজাদপুর, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আজাদপুর গ্রামে জমিদার বাবু সতীশচন্দ্র রায় দিং নং ২২৪।২৬৪।৫৪৬। ৫৪২।২১০। ৩২৮।২২৬ নং খং ১৬ -৯ দাঃ জমির ৬০/৩ জমা, উক্ত জমার প্রতিবাদীর দখল ।০ আনা রকম স্বত্বাংশ আকর আওলাত সমেত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ১০০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার নং ৫৭২ নং খং ৬-৬৮ দাঃ জমির ২৩৶০ রায়তী মোকররী জমা লেখা যায় উক্ত জমা ।০ আনা রকম বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

৫৭০ ফেব্রুয়ারী ৩৮ দাবী ১৭০৸৶৩

ডিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া মধ্যে ক'ম আঃ ৴।০ কাঠা ও তাহার উপরিস্থিত দুই কুঠারী কোঠা বাড় দালান প্রভৃতি সাজ সরঞ্জাম প্রাচীর, দরজা, রান্নাঘর প্রভৃতি আকর আওলাত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ২০০৲

ইহার খাজনা বার্ষিক ৸/১০ আনা বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিতে হয়।

২। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগ বাগিচার দক্ষিণ, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিগরের বাগ বা [illegible] ও [illegible] বাগানের উত্তর, বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিগরের বাগবাগিচার পূর্ব্ব ও কেদারনাথ ব্যানার্জ্জির বাগানের পশ্চিম এই চৌহদ্দী মধ্যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ক'ম আন্দাজ ২৯০ বিঘা, যার [illegible] ও আকর আওলাত সমেত বগয়রহ হক মূল্য আঃ ৩০০৲

(৪৪)

৬০৬ দেওয়ানী ৩৮ দাবী ৫২৯৮/

ডিঃ দিগনগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ আফ্‌জল হোসেন মণ্ডল সাং ও পোঃ দিগনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দিগনগরগ্রামে জমিদার কৃষ্ণনগর মহারাজ সরকারে বার্ষিক ৩২৮/৪ যে রায়তী মোকররী জমা লেখা যায় উক্ত জমার মধ্যে দরিকাংশ ৮০ আনা বাদে দেনাদের ।০ আনা রকমের জমি দায় তদুপরিস্থিত পাকা, ইমারত, আড়া, বরগা, দুয়ার, জানালা, ইট, কাঠ ইত্যাদি ও চতুর্দ্দিক ইটের প্রাচীর ও দুয়া পায়খানা ও অন্যান্য আবর আওলাত সমেত বরবর হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সিন্দেডাঙ্গা মধ্যে ২১১নং খং মুনাফতে রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় নামীয় মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর এককর জমির মধ্যে দরিকাংশ বাদে দেনাদের নিজাংশ ।/৯ -ক্রান্তি রকম অংশের জমি দায় তদুপরিস্থিত আবর আওলাত আদি সমেত বরবর হকুক মূল্য আঃ ৮৫৲

মোট জমির পরিমাণ—১৩-৮৩ শতক

৩। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ৮০নং দিগনগর গ্রামের ৮৮৩নং খ ভবানের মুনাফতে জানকী ন চট্টোপাধ্যায় নামীয় মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর এককর জমির মধ্যে দেনাদের নিজাংশে ।/৬।- ক্রান্তি রকম অংশের জমি দায় তদুপরিস্থিত আবর আওলাত আদি সমেত বরবর হকুক মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

মোট জমির পরিমাণ ৭—৬০শঃ।

(৪৫)

৬৩৭ মনিজারি ৩৮ দাবী ১৪৬/৩

ডিঃ উমারাণী দাসী

দেঃ যাদবেন্দ্রনাথ দাস সাং বাগাড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাগাড়িয়াগ্রামে ২৯৭নং খং কালিদাসী দাসী দিং সেরেস্তায় ৪৭-০৫শঃ জমির ৪৫।/৫ জমা দায় তদুপরিস্থিত আবর আওলাত ও অধীন প্রজাই স্বত্ব আবর আওলাত যোল আনা রকম স্বত্বাংশ বরবর হকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৪৬)

৬৩২ মনিজারি ৩৮ দাবী ২৭০/৩

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

দেঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেন দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে জমিদার গয়লাবালা দাসীর সেরেস্তার ৭০৩নং খং -১৪শঃ জমির ৪৫৭ জমা, দায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত, দরজা, জানালা আড়া, বরগা, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি যোল আনা রকম বরবত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৪৭)

৪৪২ মনিজারি ৩৮ দাবী ৮৮৬/৯

ডিঃ ইন্দুভূষণ সেন

দেঃ হুবান সেখ দিং সাং কদমপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কদমপুর মধ্যে জমিদার বাবু বিষ্ণুভূষণ পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৩৮০নং খং -৩৫শঃ জমি তাহাতে দেনাদের যোল আনা রকম স্বত্বাধিকার ও দখলকার আছে। দায় তদুপরিস্থিত আবর আওলাত বরবত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার নং ২১৪নং খং -৩৮শঃ জমির ২।/৬ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আবর আওলাত বাড়ী ঘর বাগান ইত্যাদি বরবত হকুক মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার নং ৫৬৪ নং খং ১ ৩৪শঃ জমির ৪।/০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত যোল আনা রকম বরবত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৪। থানা নাকাশীপাড়া দক্ষিণবহিরগাছি মৌজায় জমিদার বাবু রাম নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৬৮নং খং ১-১২শঃ জমির ৫৮/০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আবর আওলাত ইত্যাদি যোল আনা রকম বরবত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার বাবু বিনোদীলাল ভট্টাচার্য্য দিং সেরেস্তায় ৫৮৭ নং খং ১-১৯শঃ জমির ৩।/৬ জমা দায় যোল আনা রকম তদুপরিস্থিত আবর আওলাত বরবত হকুক মূল্য আঃ ১২৲

৬। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কদমপুর মধ্যে জমিদার বাবু বিষ্ণুভূষণ পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ২১৫নং খং ৩-৫২শঃ জমির ১১।৩ জমা, দায় যোল আনা রকম অংশ তদুপরিস্থিত আবর আওলাত বরবত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
দাদা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
রূপকুশলী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাদামী কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ মেটে	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
রূপকুশলী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৪।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মেটে	৩৵০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৸/০
এভিনুর ১০০০ নং	১০/০
দরবোরা দানা	
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৸/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৩৷৷-
গিনি	২২৲
চাঁদিবাট	৫২।০

পাটের দর

লাইটে—	৪০৸০
প্রথম—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
প্যানকোর্ট ঐ	৬৲—৬৵০
পতিমার্কেট ঐ	৫৸/০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৸/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
ভূষি	১৸৵০—১৸০
ভুসি	১৸/০—১৸৵০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
রাণীগঞ্জ	৫৭৲
কৃষ্ণবেণী	৫০৲
সত্য	৫৫৲
পরিষ্কার	৩৪।০

তাপ

কাবুলে	৩৬৲
মধ্য প্রাপ্ত	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
প্যাঃ বটকা ২৪—৩০ সের	১০৲

বেনেতি মশলা

প্রতি মণ

পাতন সাজ	৮৸০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গুটি খয়ের	১৫।০—১৭।০
নয়া নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২৫,৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা প্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	

টাটা প্যাঃ প্লেন শীট

	১৸৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵০
২৮ সের—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸০
পীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
সেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬।০—৬৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, নয়াবে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বকল ২৩।০

চটকলের হামবগ ৫৵০, গাটের হামবগ ৬।০ জুতার হামবগ ৪।০

সন্তোষ কুমার অভিষেক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৩-৫ বনবার ঘাট সোনাপট্টি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

Regd. No. B-2440

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে আষাঢ়, ১৩৭৫, ৪ঠা জুলাই, ১৯৬৮, সোমবার [১০৬তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৩।৭।৬৮

(১)

৫২৭ বাংজারি ৬৮ দাবী ১৫৸/১

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং

দেঃ মদনমোহন দাস দিং সাং জয়পুর পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে জয়পুর গ্রামে জিঃ নং ৮১৯নং খং ০৭২শতক জমির ১।৵ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৭৲

(২)

৫১৩ বাংজারি ৬৮ দাবী ৭৮৷৵৭

ডিঃ কলিমন বিবি

দেঃ আবদুল মণ্ডল দিং সাং গোখুরাপোতা পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে গোখুরাপোতা গ্রামে জিঃ নং ২৬৮নং খং ০-৯৯শতক জমির ১।৵ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত তৎসমুদয় ষোলআনা রকম দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৪০৲

(৩)

৯৪৫ বাংজারি ৬৮ দাবী ৭৸৶৩

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ বেণু দত্ত সাং কড়কড়িয়া, পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আদমপোতা এর ভিটা ও মনমোহন ভট্টাচার্য দিং এর নং খং ০৭শতক জমির ৮৵ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৩৩৩ বাংজারি ৬৮ দাবী ৩৪।৵০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে জিঃ নং ১৭৬৫নং খং ৪ ১৮শতক জমির ৮৸/২ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৩২৪ বাংজারি ৬৮ দাবী ২৫৸/০

ডিঃ রতিকান্ত বক্সী দিং

দেঃ অহিদন বিবি দিং সাং ইছাপুর, পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে রামনগর ওরফে চড়ুইটিপি গ্রামে বর্তমান জমিদার শ্রীশরৎ বালা বিশ্বাস শ্রীমতী প্রফুল্লা ভৌমিক ও শ্রীনন্দিনীবালা বক্সী দিং অধীনে ৪৩১৯নং খং ১-৩২শতক জমির ৫৵ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৩২৬ বাংজারি ৬৮ দাবী ১৬১/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী মণ্ডল দিং সাং চড়ুইটিপি পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে চড়ুইটিপি গ্রামে ঐ জমিদার নং ৪২৮নং খং ৯-৯০শতক জমির ৩৮।৵১০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৪১২ বাংজারি ৬৮ দাবী ৫৪৸/০

ডিঃ দুর্গেশিমন বিবি

দেঃ এনায়েৎ শেখ দিং সাং গোখুরাপোতা পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে গোখুরাপোতা গ্রামে জিঃ নং ২৭১নং খং ০-৪০শতক জমির ৮৸/১ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

৪২৮ বাংজারি ৬৮ দাবী ২২৸০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং

দেঃ মদনমোহন দাস দিং সাং জয়পুর পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের ষোলআনা রকম মধ্যস্বত্ব জমার অধীনে দেনাদের ১-০৯ শতক জমির কাত বার্ষিক ৩৲ টাকা বাকীপড়া জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত প্রভৃতি দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৩০৬ বাংজারি ৬৮ দাবী ৬০।৶১

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ দীননাথ বাগচী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেথুয়াডহরি গ্রামে ২৫২নং খং ১৮-৬১শতক ব্রহ্মোত্তর জমি যাহাতে দেনার নিজ ও বিরজাসুন্দরী দেবীর ওয়ারিশসূত্রে ৮৵৬—আনা রকম দখলিকার আছে উক্ত ব্রহ্মোত্তর জমি যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত প্রভৃতির দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

২১৫ বাংজারি ৬৮ দাবী ২৫৸/১

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং

দেঃ দুর্গেশনন্দিনী দাসী দিং সাং জয়পুর পোঃ বাদকুল্লা

১। থানা চাপড়া মৌজে জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার ও রাজলক্ষ্মীদেবী ও দেবচন্দ্র মজুমদার জমিদার দিং অধীনে ১-৩৩শতক জমি যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে শচীশচন্দ্র রায় ও রাজলক্ষ্মীদেবী দিং গাইকের চাকরাণ নাজায়িজ জমির অধীনে দেনাদের -০৪শতক জমির কাত ৶১ উক্ত জমি নীলাম হইবে।

(১১)

৩৮২ বাংজারি ৬৮ দাবী ৫৪৫৸/১

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং—সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ীর /১৭। বাবা ৭২৪নং খং মতিলাল-দেবীর অধীনে ১৩৵২ ও অমরকুমার রায়ের অধীনে ১৩৵১টাকার ৭২৫নং খং মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে ১৯৸৵ টাকার ৭২৭নং খং কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ১৩৵ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ৩।৵, ৭২৯নং খং সর্বচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধীনে ১৫৲ টাকার ৭৩১নং খং পাঁচকড়ি রায়ের অধীনে ৩০৲ টাকা মোট ১১৭৶৩ যে পত্তনী জমা দেখা যায়, উক্ত জমার দেনাগণ দখলিকার ও দখলদার আছেন। উক্ত পত্তনী জমা ষোলআনা রকম যার অন্দর বাহির অপ্রকা আকর আওলাত বিল, খাল, দখলস্বত্ব হস্তক মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৶১৫ বাবা ৪১০।৪ ২।৪১৫নং মৌজীজমা হইতে ১৪০নং খং নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীনে ১৩৸/৪ টাকার ও ১৪১নং খং ২৭।,' এবং ১৪০নং খং রামচন্দ্র চক্রবর্তী 'র অধীনে ১৩৸/৪ টাকা ও ১৪১নং খং ৵ ৶১ টাকা ও ১৪০নং খং রাজবালাদাসীর অধীনে ১৩৸/৪ টাকা ও ১৪১নং খং রামলাল ব্রহ্মের অধীনে ১৮৸/৯ ননীগোপাল বসুর অধীনে ৭।৵ গোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মের অধীনে ৬১।৶৮ টাকা রামতারণ ব্রহ্মের অধীনে ১১৸/৩ প্রিয়ভাষিণী দাসীর অধীনে ১১৸৵

টাকার নবীমোহন মণ্ডলের অধীনে ১৪৸৶ টাকা ও রাধারাণী দাসীর অধীনে ১১৸৵৬ টাকার সর্বসমেত ২৮৮ টাকার যে পত্তনী জমা প্রচলিত আছে, এক পত্তনী জমার দেনাদারগণ স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছেন। এক পত্তনী জমা যোলআনা রকম মায় বকেয়া খাজনা খলকা আকর আওলাত বিল বিল দর পত্তনী হওয়ার দরবস্ত হকুক মূল্য ২৫০৲

(১২)

২৮৬ বাংলাদির ৩৮ দাবী ১২৪৫৩

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং মোং পোঃ পোঃ কৃষ্ণনগর

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১১নং তৌজীর /০আনা রকমের অধিকারী অংশের বাবৎ স্বতন্ত্র হিসাব হইয়া ৩১১১নং তৌজী হইয়াছে উক্ত স্বতন্ত্র তৌজীর দেনাদারগণের হিস্যাংশে অংশের দরবস্ত হকুক, উক্ত তৌজী নাকাশীপাড়ার সামিল ৫ ১১১২। মূল্য আঃ ২২৫৲ টাকা। বিক্রম-পুর, ভবানীপুর, সুলতানপুর, পলাশডাঙ্গা, হিজুলি, মাজপুর, আড়পাড়া মির্জাপুর, নাকাশীপাড়া প্রভৃতি মৌজা সেটেলমেন্ট রেকর্ড হইয়া নদীয়া কালেক্টরীতে বার্ষিক ৩১৭।৫৮ আদায় দিতে হয়।

(১৩)

২৮৫ বাংলাদির ৩৮ দাবী ৬২৸৶৬

মোট ... ...

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়

দেঃ ঐ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১১নং তৌজীর /০আনা রকমের অধিকারী অংশের বাবৎ স্বতন্ত্র হিসাব হইয়া ৩১১৪নং তৌজী হইয়াছে। উক্ত স্বতন্ত্র তৌজীর দেনাদারগণের হিস্যাংশে যোলআনা রকম অংশের দরবস্ত হকুক। উক্ত তৌজী থানা নাকাশীপাড়ার সামিল হইয়াছে। মূল্য আঃ ৬০৲

উপরোক্ত তৌজীর সমস্ত সেটেলমেন্ট রেকর্ড হইয়া নদীয়া কালেক্টরীতে বার্ষিক ২০১৶ আদায় দিতে হয়।

নীলামের দিন ১৫।৭।৩৮

(১৪)

৫০৮ বাংলাদির ৩৮ দাবী ৭৫৸৶৮

ডিঃ কুলদা রাণী দেবী

দেঃ মাখনলাল মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দেবগ্রাম মধ্যে ডিঃ সং ৩৪২নং খং ৭-৩৪ শতক জমির ১৬৸৶৮ জমা তাহাতে দেনাদারের যোলআনা রকম স্বত্ব ... হইয়াছে। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২০৲

(১৫)

৪১৭ বাংলাদির ৩৮ দাবী ২৫৸৶১০

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী

দেঃ জয়রামপুর কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং জয়রামপুর পোঃ জয়রামপুর

থানা চাপড়া মৌজে জয়রামপুর গ্রামে জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দাগ -২৮শতক জমির কাত ১০০ টাকার যে জমা প্রচলিত আছে উহাতে দেনাদার জয়রামপুর কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় দায়সূত্রে দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৫৮২ বাংলাদির ৩৮ দাবী ১১৸৶৬

ডিঃ মিঠু মণ্ডল দিং

দেঃ রমজান সেখ দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাহাদুর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শালিগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীনে ১২৭নং খং বার্ষিক দেনাদার রকমে দেনাদারের নামে ৭৶০ যে একটী জমা প্রচলিত আছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

জমির পরিমাণ—৫-৮১শতক

(১৭)

৫৮১ বাংলাদির ৩৮ দাবী ২৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শালিগ্রাম দেনাদারগণের অধীনে ৯৭১নং খং -৩৭শতক জমির ।৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত নীলাম বিক্রয় হইবে। মূল্য ২৲

(১৮)

৫৫৪ বাংলাদির ৩৮ দাবী ২৪৪।৶৬

ডিঃ অশ্বিনীকুমার দাস দিং

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং রাজাপোতা পোঃ নাটুদহ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দাদবাড়ি মধ্যে ডিঃ সং ৫নং খং ৫৮-৮৭১শতক জমির ৪৯৫।৶৫ দরপত্তনী জমা মায় যোলআনা অংশ নাকাশীপাড়া সম্পত্তি মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৯)

৫৩৪ বাংলাদির ৩৮ দাবী ৪৮২৶৬

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী

দেঃ উর্মিলা বালা দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বক্সিপুরিয়া মধ্যে ২৭০নং খং মুক্ত ১৭৯৲ টাকার যে দরপত্তনী জমা লিপিবদ্ধ হইয়াছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৫৲

(২০)

৪৪১ বাংলাদির ৩৮ দাবী ১৫৩।৶

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ দিং সাং বেথুয়াডহরি পোঃ ঐ

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গাজীনাবাড়ী ৶১৫ খাতা ৩২৬নং ৪৬৸৶৫ সদর রাজস্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উক্ত খতিয়ানের ৶৪ রকম মালিকী স্বত্বাংশে দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲।

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ২০৬নং খং -০৩শতক জমির ৪৸৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২৫৲

(২১)

৩৬৬ বাংলাদির ৩৮ দাবী ৩১।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গণেন্দ্রনাথ সাহা দিং সাং কাদোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাদোয়া-গ্রামে ২২।৫৭।৫০।৫১নং খং মুক্ত ৬-১০শতক জমির কাত ১৩৸৶৯ টাকার যে রায়তী স্থিত বান্ জমা ডিক্রীদার ও তাহাদের শরিকগণ দেনাদার দেনাদারগণের পূর্বাধিকারীর নামে প্রচলিত আছে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত প্রভৃতি দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৫৭১ বাংলাদির ৩৮ দাবী ৯৪।৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

দেঃ ভবানীবালা দাসী সাং বেতপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাগাড়িয়া মধ্যে ডিঃ সং ২৯৭নং খং ৯৮৭শতক জমির ১৭৶০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত তাহাতে দেনাদারের যোল আনা রকম স্বত্ব মূল্য আঃ ১৫৲

নীলামের দিন ১৬।৭।৩৮

(২৩)

৪৯৯ বেংগলাদি ৩৮ দাবী ৮০।৶৩

ডিঃ পটেশ্বরী দেবী

দেঃ হরেন্দ্র সেখ দিং সাং কাঁচকুলি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাঁচকুলি-গ্রামে খং নং ৫।৮।১০।১৩।১৫নং জমিদার বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও বাবু শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সং যোল আনা রকমে ১৪৸৶৪ টাকার যে একটী রায়তি স্থিতবান্ জমা প্রচলিত আছে, উক্ত জমার আমার অর্থাৎ প্রতিবাদীগণের হিস্যাংশে ১০ আনা রকমে ৮৸৶৮ টাকার জমার মধ্যে আমাদের হিস্যাংশের নির্দিষ্ট চিহ্নিত দাগে ৩ একর -৮৯শতক জমি হইবে।

(২৪)

১৯৭ বঙ্গীয়াদি ৩৮ দাবী ১৪২৸৶৬

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং

দেঃ হাসেমালি সেখ মণ্ডল সাং পাঁচপোতা পোঃ বাহাদুর

থানা চাপড়া মৌজে পাড়পোতা মধ্যে ৩৮নং খং পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং খাস জমা জমির উপরিস্থিত ১০৭১নং দাগের উপর অবস্থিত যে বাস্তপাড়া মায় ঘরদুয়ার সমেত রাখাবর, মায় দুয়ার জানালা, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

৪১৮ বঙ্গীয়াদী ৩৮ দাবী ২৩১৸৶৬

ডিঃ আন্নাদা দাসী

দেঃ যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ দিং সাং ও পোঃ বেথুয়াডহরি

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জগদানন্দপুর মধ্যে জমিদার বাবু নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ২০৬নং খং -০৩শতক জমির ৪৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার দিং সং ২৪৩নং খং ৫-৯০শতক জমির ১৩৶১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর ... দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

৩১৭ বঙ্গীয়াদি ৩৮ দাবী ..।৬

ডিঃ আহাদালি মল্লিক

দেঃ নিবর বেপারী দিং সাং রাধানগর গ্রাম তথা পোঃ ঐ

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রাধানগর মধ্যে জমিদার বাবু প্রবোধকুমার রায় অধীনে ৯১নং খং ১-৩০শতক জমির ৩৫।৯ জমা তাহাতে একবারে খাস /১ /০ আনা রকম অংশে ৩।৶৮ টাকার ১-৩০শতক জমি চিহ্নিত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সেরেস্তায় ১৪৫নং খং ৩ ৬৪শতক জমির ৪০।৶ জমা তাহাতে মুক্ত একবারে খাস ৴১১/৫ অংশে ৫৸৶৩ টাকার ৩ ৬৪শতক জমি চিহ্নিত মায় তদুপরিস্থিত যোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

৩১৬ বঙ্গীয়াদী ৩৮ দাবী ৫৪৶৬

ডিঃ কাদেরালি মণ্ডল দিং

দেঃ রহিমবক্স মণ্ডল দিং সাং সাধুঘাটা পোঃ বাহাদুর

১। থানা চাপড়া মৌজে সাধুঘাটা গ্রামে জমিদার বাবু যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সরকারে ১১নং খং ৪-৪০শতক জমির ৪৬৸৶৩ জমা, তাহাতে দেনাদারগণ /৮ আনা রকম অংশে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার দিং সরকারে ১৫২নং খং ৬০শতক জমির প্রত্যেক বিঘা জমি ১৸০ হিসাবে খাজনা দিতে হয় মায় যোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য ২৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিকপত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১০ম বর্ষ { ২২ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ১৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৪ঠা জুলাই ইং ১৯৩৮, সোমবার } ১৫৬তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

——::•::——

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে

গত ১২ই আষাঢ় সোমবার বৈষ্ণবদিগের শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ২৪তম বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীগৌরবিনোদবাণীর অনু-কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস উষঃকালে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ মঙ্গলারাত্রিকান্তে 'গুরুপরম্পরা', 'গুর্ব্বষ্টক' ও অন্যান্য মহাজনগীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারীজী ও অন্যান্য সেবকগণ "ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ" গ্রন্থ পারায়ণ করেন। অনন্তর মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকার পর ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদাষ্টকম্', 'পঞ্চতত্ত্ব' 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর উপদেশক শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের "শ্রীভক্তি-বিনোদ-বিরহ সংখ্যা"র (১৯৩৮) প্রকাশিত ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি উপলক্ষে "শ্রীল প্রভুপাদের বাণী" ও শ্রীল আচার্য্যদেবের লেখনী-প্রসূত "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পদাশ্রয়-শরণ" শীর্ষক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা অনুসরণে 'আবির্ভাব ও তিরোভাব-রহস্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে প্রাকৃত জগতে প্রচলিত 'জন্মমৃত্যু' শব্দের সহিত বৈষ্ণবাভিধানে প্রকাশিত 'প্রকট', 'অপ্রকট', 'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের অপ্রাকৃত রহস্য ও বৈশিষ্ট্য; প্রকটে সম্ভোগ-সেবা অপেক্ষা অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ-সেবার গাঢ়তা ও উন্নতত্ত্ব; অপ্রকট-তিথিকে সুখের তিথি বলিবার কারণ; ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিতে নিত্যপ্রাকট্য লীলার শুভবার্ত্তা জানাইবার জন্য আম্নায়ধারায় আগত ভক্তিবিগ্রহ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব; আবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটে বা সুখের-তিথিতে তাঁহার দান-স্বরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের প্রাকট্যলীলাবিষ্কারে আম্নায়বাণীধারার নিত্য প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন সংরক্ষণ; বর্ত্তমান শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলার বৈশিষ্ট্যস্বরূপ আম্নায় বিরোধী কলির অপসম্প্রদায়গণের ছলনা পরিহারে সাধুসঙ্গ-'বিলাস-বিধান; ঠাকুরের অপ্রকট তিথিকে "ব্রজে যাওয়ার দিন" বলিবার কারণ; শ্রীল গদাধর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্নত্ব; শ্রীগুরুপাদপদ্মকে গদাধরাভিন্ন জ্ঞান হইলে বাধাহীন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে নিত্যসেবা-লাভের সুযোগ; আবার সেই সেবা লাভ করিতে হইলে দুঃসঙ্গের আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া শ্রৌতবাণী শ্রবণকীর্ত্তনে ভক্তিবিনোদধারাকে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অনন্তর সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ উক্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের পুত্র উৎসবের ব্যয়-ভার বহন করিয়া সজ্জনগণের প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই গুরুগৌরচরণে প্রার্থনা।

ময়ূরভঞ্জে প্রচার

শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিরঞ্জন প্রভু প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২।৬।৩৮ তারিখে শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ পৈড়া মহোদয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অতি যত্নে বহু ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া একটী সভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। গ্রামের পার্শ্বস্থ সুবর্ণরেখা নদীর বালুচরে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় পর শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'অবতারসার গোরা-অবতার', 'হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল, মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জন্ম মোর বিফল হইল' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিতরণ" বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন প্রভু দুইঘণ্টা কাল একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া সজ্জনগণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন। পরে "গুরু-দেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন" ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন সাহু ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস মহোদয়গণের সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। সভায় বহু সজ্জন [illegible] ছিলেন।

গত ৬।৬।৩৮ তারিখে প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিরঞ্জন প্রভু পূর্ণচন্দ্রপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সেনাপতি মহাশয়ের বিনয়-নম্র আহ্বানে আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় নানাবর্ণের পতাকা দ্বারা সুশোভিত বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। "নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ", "হরে-কৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই" ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করত প্রচারকগণ পল্লীবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবুর বিশেষ উদ্যোগে বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব "হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু" "ঠাকুর বৈষ্ণবগণ [illegible]" প্রভৃতি মহাজন গীত কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন এবং [illegible] প্রভুর পরিচয় করাইয়া দেন। "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন প্রভু অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করত উপস্থিত সজ্জনগণের প্রভূত আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী সকলের প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের দুঃখত্রবর্গ কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বামন সর্বশিব সর্বাণ গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(•):: ——

প্রত্যেক জীব সংসারে জীবোপকরণাদি অনিরুদ্ধ নিত্য বাস করেন। শাস্ত্রে জীব ও ভগবানে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ পরস্পরের নিত্যানুকাবস্থান করিয়া আছে। প্রত্যেক জীবাত্মার দুইটী বস্তু আছেন—সেব্য ও সেবক। প্রত্যেক জীবের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। ভগবানকে যোগ্য আনা সেবা প্রদান করাই ভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডগণ পূর্ব্ব সেবা নিজেরাই গ্রহণ করেন। ভক্তি না থাকলে ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেই ভগবদ্ভোগ করি। কর্ম্মকাণ্ডে অবস্থানকালে নিজেই ভগবানের সাজিয়া আমরা অভক্ত ভগবৎ প্রভুত্ব করি। অবৈষ্ণবাপরাধমূলক অভিমানে হৃদয়ে গ্রহণ এবং নিজেকে প্রভু ও গুরু বুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবের গুরুর অভিমানে সম্মান প্রদানের পরিবর্ত্তে উঁহাদের নিকট হইতে সম্মান ও অভিবাদনাদি গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হয়। অতএব অভিবাদন করিলে তাহাকে প্রত্যভিবাদন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীবপ্রভুকে উদ্বেগ দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। কোনও প্রাণীকে হীন জ্ঞানে অথবা অবজ্ঞাবশতঃ কষ্ট দেওয়া ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। নিজের অন্তর্যামী প্রভুর প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। আমাদিগকে সকলকে বিষ্ণুর সেবক জ্ঞানে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবহৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবাবিমুখ হওয়ায় ফলেই ইহারা lower creation হইয়াছে।

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া 'নিজেই কর্ত্তা' সাজিয়া পড়েন। তখন ভুক্তোদেশ অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উদ্বেগ প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয় না।

ভগবানের সেবকগণ তাঁহার সেবকের সেবা করেন। হরিসেবাবিমুখগণ ভক্তদাস নহেন। এই মায়িক জগতে—এই বিবাদের যুগে হরিকথা ব্যতীত ইতর কথার প্রাবল্যই অধিক। সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত এই বিবদমান জগতে ভগবান্ অনন্তের কথা প্রচার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা হইলে এবং কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি নিষ্কপট হইলে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে গুরুমুখ হইতে শুদ্ধভাবে জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই স্বরূপ, ঈশতত্ত্ব, ঈশ, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তিরূপে প্রকাশিত। পারমার্থিক গুরু ব্যতীত জাগতিক গুরুসকলও মানবের সম্মানার্হ। ভগবানের শক্তিবলেই জাগতিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ রাজা, পুরোহিত ও শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। জাগতিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও তাঁহাদের শিক্ষকের আবশ্যকতা আছে, পরমার্থলাভের ত' কথাই নাই। আধ্যক্ষিক চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানা যায় না। আর ইহজগতে অবতীর্ণ ভগবদবতার ও ভক্তগণকে জাগতিক ব্যক্তিগণের সঙ্গে সমান জ্ঞান করা উচিত নয়। যথাযোগ্যকাল হইতে হরিভজন আরম্ভ হয়।

ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না, তাঁহাকে সেবা নিবেদন করিতে হইবে। লোক নাস্তিক হইয়া জল, বায়ু, ভোগ্য-পদার্থ প্রভৃতি করণে ভগবানের সেবা গ্রহণ করিতেছে। ইতর জন্তুগণও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পশুগণকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তাধারা জাগতিক চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মায়িক বস্তুর সন্ধান প্রদান করে। তাঁহারা ধর্ম্ম ও মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু ভগবৎপ্রেম ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। পূর্ণতম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িক গুরুর সংসর্গ লাভ হয়। ভগবদ্ভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের শ্রেষ্ঠসেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্‌ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের

অভক্ত কে ?

স্বরূপতঃ সকলেই ভক্ত। সকলেরই একমাত্র কৃত্য ভগবানের সেবা। যাঁহারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, অন্যবাসনা যাঁহাদের আদৌ নাই, তাঁহারাই ভক্ত। আর যাহারা ভগবৎকথা ব্যতীত ইতর কথা শ্রবণ, ভগবৎস্মৃতি ব্যতীত অন্য চিন্তা এবং জগতে থাকা-খাওয়া-থাকাকেই ধর্ম্ম মনে করে, তাহারাই অভক্ত। এক কথায় যাঁহারা ভগবানের অনুগত তাঁহারা ভক্ত, আর যাহারা ভগবানের অনুগত নহে তাহারাই অভক্ত।

ভুক্তিকামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলেই অভক্ত। জ্ঞানীরা মনে করেন, আমরা জ্ঞানবলেই ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তমবস্তু। যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের সমতা এবং আধিক্য জ্ঞানবলে লাভ হইব। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জ্ঞানীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। ইঁহারা ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না; পরন্তু জ্ঞান ও যুক্তিবলে সমস্ত লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্য তাঁহাদের যত্ন না থাকায় আরোহ-চেষ্টামূলে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কোন কোন জ্ঞানী

সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থভাগবত সেবনীয়। একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান্। গোলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথার আর কাণাকড়িও মূল্য নাই। জগতে কৃষ্ণকথার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণধামের কথা পরিত্যাগ করিয়া হাড়-মাসের থলি এই দেহের চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি। আমাদের জড়বস্তুর সহিত পরিচয় হইয়াছে। আত্মা বা Soul এর সহিত সাক্ষাৎকার হইতেছে না। বৈকুণ্ঠ অনুভূতি না হওয়ায় জগদ্বাসী আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। পরম সত্যবস্তুর প্রতিবন্ধিতা হয় না। উহা কাহারও আক্রমণযোগ্য নহে। শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদ্রেক না হইলে হরিভজন হয় না। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য কুঞ্জ আছে, সেখানে তিনি সেবা-প্রভাবে কৃষ্ণকে কুঞ্জে আবদ্ধ করিয়াছেন; সেখান হইতে কৃষ্ণ একমুহূর্ত্তও কোথাও যাইতে পারেন না।

সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করিলেও সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। ইঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত জ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল, তাহা কেবল ভগবৎপ্রেমী ভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই জ্ঞানীদের চরম উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানীরা ভগবৎকৃপাবঞ্চিত, সুতরাং অভক্ত।

সাধারণ মানুষের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। জ্ঞানিগণ মোক্ষকামী আর কর্ম্মিগণ ধর্ম্মার্থকাম-কামী। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র-বাক্যকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম অধর্ম্ম। ধর্ম্মের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম অর্থ। গৃহের জন্য, পুত্র, কন্যা ও পশু প্রভৃতি সমস্তই অর্থ; এই সমস্ত অর্থ ভোগের জন্য কাম। বদ্ধজীবের এই ত্রিবর্গসাধনই জীবন। কর্ম্মিগণ নিরন্তর নিজসুখের জন্য কর্ম্ম করেন। সুতরাং তাঁহারাও অভক্ত। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের জন্য কর্ম্ম করেন তাঁহাদের কর্ম্মের নাম ভক্তি। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল দান করে বা বহির্মুখতা বাড়াইয়া দেয় তাহাই কর্ম্ম। ভক্ত ব্যতীত কেহই কেবল কৃষ্ণসুখ চান না। কর্ম্মিগণ এই কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধানের পক্ষপাতী নহেন। যদিও তাঁহারা কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের সকল কার্য্যেরই মূল তাৎপর্য্য কোন প্রকারে প্রাকৃত সুখ লাভ করা। সুতরাং তাঁহারা যে অভক্ত তাহা বলাই বাহুল্য।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা যোগী। এই যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। সেবাপিপাসা না থাকায় যোগিগণও অভক্ত।

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা না করিয়া অভাব পূরণের জন্য বহু দেবতার পূজা করেন তাঁহাদের অনন্য শরণাপত্তি না থাকায় তাঁহারাও অভক্ত। যাঁহারা শুষ্ক ন্যায়াদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও হরিবিমুখ। যাঁহাদের ধারণা—ভগবান্ বলিয়া বস্তুতঃ কোন জিনিষ নাই, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র, তাঁহারা জগতের জঞ্জাল মাত্র। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে মনে করিতে অবসর পান না তাঁহারাও অভক্ত। এক কথায় ভগবৎ-সুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য ইতর বস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহা যাঁহার আছে তিনি মানুষ বা দেবতা যাহাই হউন—তিনিই অভক্ত।

ভগবৎকৃপা বিনা কোন কথে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বাহ্যতঃ ভক্তির ঠাটবাট সব ঠিক রাখেন অথচ অন্তর ফাঁকা, তাঁহারাও অভক্ত। কেহ কেহ ভক্তিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে মানেন, কিন্তু ভগবানের ভক্তকে মানেন না বা স্বীকার করেন না, এক আচার্য্যকে মানেন আর এক আচার্য্যকে মানেন না, গৌরকে মানেন কৃষ্ণকে মানেন না কিম্বা কৃষ্ণকে মানেন গৌরকে মানেন না, গুরুকে মানেন কিন্তু গুরুর প্রকৃত সেবককে লঙ্ঘন করেন, অতি গুরুভক্তি দেখাইতে গিয়া জগদ্‌গুরুকে অবহেলা করেন, ইঁহারা সকলেই অভক্ত। যেখানে আন্তরিকতা নাই, কেবলমাত্র দৈহিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য [illegible] তাহা ভক্তি বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অভক্তি। এই চিন্তাধারায় অবস্থিত ব্যক্তিগণও অভক্ত। এই অভক্তগণের সঙ্গ করিলে আমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থায় ভোগত্যাগস্পৃহা আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। যদি কাহারও শুদ্ধ ভক্তি পাইতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত এই অভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে চিৎসুখাশ্রয়ী ভক্তের সঙ্গ করিবেন।

সদা খেদ উঠে মনে

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

অহো, প্রভুপাদ! উহুঃ প্রভুপাদ! হা হা প্রভুপাদ! উঃ, কি মর্ম্মান্তিক বেদনা, কি দুঃসহ দহন জ্বালা! প্রভুপাদ, আর সহ্য হয় না! প্রভো, আপনার এ নিদারুণ বিরহে যে আমার মত পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! যদি হৃদয়টা উন্মুক্ত করিয়া দেখাইবার উপায় থাকিত তাহা হইলে, শুধু আপনাকে কেন, আমার সহকর্ম্মী, সহযোগী এবং সাধারণ সকলকেই আমার অন্তরের অবস্থাটা দেখাইয়া সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিতাম। হায়! হায়! আমার প্রাণের গভীর বেদনা কে বুঝিবে, প্রভুবিরহে যে এই এক বৎসরের উপর আমার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাই বা কে অনুভব করিবে! প্রভুপাদ, আপনি নিত্য কালই আছেন, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু আপনার অপ্রকটে আপনার এত প্রিয় হইয়াও আমার আজ যে লাঞ্ছনা, যথালাঞ্ছনা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে আপনি যে নিত্যকাল আছেন, আর ত' সে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে পারিতেছি না।

প্রভো, আপনার স্নেহে (?) আমি লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছি; আপনি ছিলেন আমার হৃদয়ের বল এবং আমিও আপনার অন্তরের নিধি ছিলাম। আমি দূরে কোথাও যাইলে আপনি কাতর নয়নে আমার আগমপথ চাহিয়া থাকিতেন। আমার কোন প্রার্থনা আপনি অবহেলা করেন নাই, অধিকন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু আপনি আমাকে বাঞ্ছাতীত বস্তু অনেক দিয়া গিয়াছেন। আপনার অপার দয়ার কথা যখন চিন্তা করি, আমি কি ছিলাম বা কি থাকিতাম আর এখন কি হইয়াছি, যখন মনে ভাবি তখন সগৌরব আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাই। প্রভো, আপনার করুণার একান্ত বৈশিষ্ট্য এই লক্ষ্য করিয়াছি যে, আপনি নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন বোকা (?) লোক যাহারা তাহাদিগকে বাঁকা (?) কথায় ভোলা দিয়া, বঞ্চনা করিয়া, আকাশ-কুসুমের (কৃষ্ণপ্রেম) প্রলোভন দেখাইয়া, আমাকে জগবাসীর বাঞ্ছিত সকল বস্তুই দিয়া গিয়াছেন।

হা, প্রভুপাদ! আপনার স্মৃতি, আপনার অপ্রকটের স্মৃতি যখনই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখনই হৃদয়খানা যেন ফাটিয়া চিরা হইয়া যায়। আপনার স্মৃতি, আপনার সমাধির স্মৃতি যে আমার পক্ষে ভাবী কালে অত্যন্ত দুর্ব্বিষহ হইবে তাহা আপনার অপ্রকটের দিনেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। তাই আপনার স্মৃতিকে হৃদয় হইতে চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া, মুছিয়া ফেলিয়া দিবার উদ্দেশে আপনাকে সমাধিস্থ না রাখিয়া গঙ্গায় অবগাহনে আপনার চিন্ময় দেহকে সর্ব্বদুঃখহর উদরে সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু কতকগুলি নিষ্কিঞ্চন সরল বোকা (?) লোকের প্রতিযোগিতার ফলে আমার সে আশায় ছাই পড়িল! ঐ সকল নিরীহ সরল লোকগুলি আমার মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা বুঝিল না। তাহাদের কি উদ্দেশ্য বুঝি না, কিন্তু যখনই আপনার সেই সমাধির কথা মনে পড়ে, যখনই আপনার সমাধি-মন্দিরের ছবিখানা পর্য্যন্ত চক্ষে পড়ে, তখনই মরমে মরিয়া যাই ও 'সদাই খেদ উঠে মনে'। তাই এখনও মনের দুঃখ কষ্ট, মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিয়া আপনার সমাধি দর্শন করিতে পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করি নাই, কি জানি পাছে শোকসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া আমাকে পাগল করিয়া দেয় এবং আপনার সেবা হইতে বঞ্চিত করে।

হা প্রভুপাদ! এখন মনের দুঃখ কাহাকেই বা বলি, আপনি চলিয়া গিয়াছেন, আমার কষ্ট কেই বা বুঝিবে? আজ কেহই আমার কথা শুনে না; এমন কি আমার মান পর্য্যন্ত রাখিয়া কথা বলে না! আপনার সেবাভিমানীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। আপনার অপ্রকট কালীন আদর্শ উপদেশ ও আপনার মনোহভীষ্টপূরণের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না (?) পারিয়া তাহারা যথেচ্ছভাবে (?) বিচরণ করিতেছে। আপনি প্রকটকালে যেভাবে কার্য্য চালাইয়াছেন, যেভাবে আপনার অধীনস্থ সর্ব্বসাধারণকে নিযুক্ত করিয়া মঠ, মন্দির, সেবা, প্রচার-কার্য্যাদি চালাইবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, ইঁহারা বর্ত্তমানে সে আদর্শ পরিত্যাগপূর্ব্বক (?) স্বতন্ত্র বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন লোকের নিয়ামকত্বে সব কার্য্য চালাইতেছে, আমার সুপরামর্শ আদৌ গ্রহণ করিতেছে না, অধিকন্তু আমাকে বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। আমি কিন্তু আপনার বিরুদ্ধাচরণ ত' করিতে পারি না, কাজেই আমার লোকবল, ধনবল, বুদ্ধিবল যতটুকু আছে তদ্দ্বারা পূর্ণভাবে, এমন কি ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের সংসঙ্গ (?) পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপনার মনোহভীষ্ট (?) পরিপূরণ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। আইনকে অমান্য করার মত মহাপাপ আর নাই, তাই আমি আইনের (?) উপর নির্ভর করিয়া আপনার সকল দ্রব্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রভো! আপনি বল দিন, যাহাতে নিরীহ, গোবেচারা মানুষের দ্বারা আমাকে নিপীড়িত হইতে না হয়, যেন শেষকালে গো গাড়ী চাপা পড়িয়া মরিতে না হয়। কারণ, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী চাপা পড়িয়া মরিলে তবু ইজ্জৎ থাকে, কিন্তু গো গাড়ী চাপা পড়িয়া মৃত্যু হইলে লোকসকল হাসিবে এবং একান্ত পাড়াগেঁয়ে নির্ব্বোধ বলিবে। প্রভো, দেখিবেন যেন আমার মত কর্ম্মকুশল ব্যক্তির ঐরূপ অপবাদ না ঘটে!

প্রভো, সাধেই কি 'সদা খেদ উঠে মনে?' আপনার কত কষ্টে হাতে গড়া মিশন, আজ সেই মিশনের কি দুর্দ্দিনই (?) না এসেছে! আপনার সেবাভিমানিগণ চিরকালই বাহীর সেবা লইয়াই ব্যস্ত— পাটোয়ারী বুদ্ধি তাহাদের আদৌ নাই। আমার বা আমাদের হাতে লোকবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল সবই ছিল, সমস্ত আমরা সুন্দরভাবেই চালাইতে পারিতাম, কিন্তু আপনার বাহীর সেবকগণ তাহা বুঝিল না। কেবলমাত্র আকাশকুসুমের উপর নির্ভর করিয়া নির্ধন তাহারা কি প্রকারে মঠাদি চালাইবে সেরূপ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। যদিও এক দেড় বৎসরকাল যাবৎ তাহারা নানাপ্রকার বিরাট, উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া সেবা প্রচারাদি চালাইয়া আসিতেছে, কিন্তু এরূপভাবে কতদিন চলিবে? যদিও তাহারা সুষ্ঠুভাবে সমস্ত চালাইয়াছে, কিন্তু মনে হয়, সমস্তই বাকীর বেসাতীর উপর, বাজারে একটা credit ত' আছে, কাজেই টাকা ধার ত' মিলিবে, কিন্তু শুধিবে কিরূপে? প্রতিযোগীদের ত' পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই, বুদ্ধি ভাল থাকিলে কি বুদ্ধিমান্ কৌশলী আমার কথা অবহেলা করে? প্রভো, আমি বুদ্ধি দিতে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু অবুঝ (?) লোক সকল কেবল কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া এই সব দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু কৃষ্ণ কি নিজে হাত বাড়াইয়া কাহাকেও কিছু দেন? তিনি একজনকে "নিমিত্ত" করিয়া দেন। সকলের অভিজ্ঞতায় আপনি সেই "নিমিত্ত"-ই আমাকে করিয়াছিলেন, অবুঝ প্রতিযোগীরা তাহা বুঝিল না। 'হা প্রভুপাদ', তাই হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে এই পাষাণবিদারক ধ্বনি নির্গত হইতেছে— "সদা খেদ উঠে মনে।"

পৃথিবীর নিকট শিক্ষা

ধীর ব্যক্তি দৈবী মায়া-বশীভূত আত্মীয়-স্বজনগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও কখনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। পৃথিবীর একাংশ পর্ব্বতের নিকট লোকহিতার্থ কৃপাবল, দেহসমূহ বৃক্ষাদি-প্রদান ও বৃক্ষ, তৃণ ও নির্ঝরোৎক্রমণাদি শিক্ষা করিবে; এবং অপরাংশ বৃক্ষের নিকট পরার্থতা শিক্ষা করিবে! বৃক্ষ যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলেও রোপণ-কারীকে ফুল-ফলাদি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসও গুরু-কৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বত্র নাম প্রেম প্রচারপূর্ব্বক তাহাতেই আনন্দিত থাকি[illegible]।

প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা

প্রাণবায়ু যে-প্রকার অন্নজলাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই বর্ত্তমান [illegible] গুরুদাসও [illegible] ইন্দ্রিয়প্রিয় [illegible] প্রাণধারণে [illegible] এবং যাহাতে জ্ঞাননাশ ও চিত্তবিক্ষেপ না হয় এরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিবেন। আর কম বা অধিক আহার যেরূপ চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ, আলস্য ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু। সুতরাং গুরুসেবক উভয় প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবেন।

আত্মবায়ুর নিকট শিক্ষা

[illegible] শুদ্ধ হইবেন না। বায়ু [illegible] সহিত [illegible] হয় না, গুরুদাসও [illegible] হইলেও সদা আত্মস্থ থাকিয়া [illegible] লিপ্ত হইবেন না। [illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ আকর
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-মালিকা ... প্রকাশ ... আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং, ও নীলমণি চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ... ... শ্রীমঠ ... শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, ... ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যুৎ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউভাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদনাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং কার্টরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌর্জ্জবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—সেবাশ্রী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ মারবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
সুরুলিয়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ভাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
খাসা চাল	৫॥০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানী	৫॥০
বাসমতী নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাজলা কোয়ালিটি	৮৲
সিদ্ধ-বেলুন	৩৸৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৪।০-৪।৵
ঐ বাসমতি	৫৲ ৫৷০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৸০

চিনির দর

কাশী, চিনি	১০।৴০
বলিপুর ১০০০ নং	১০/০
খাগড়াই দাদা	৯।
কালপুর দানা	৮।০—৯৵০
কালপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫।০
মজবেল	২২৲
চানিবার	৫৭।০

পাটের দর

জাতে—	৪০॥০
মিডল—	৪০॥০
উত্তম—	৪১।০
নূতন বস্তার দাম—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৸৴০
কুপানোয়াইস ঐ	৬৲—৬৵০
নাইনকোক্ষ ঐ	৫৸৴০—৫॥০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (ধি)	৫॥০—৫৸৴০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এক)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪॥০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	৩॥০—৩৸৴০
মসীনা	১৸৴০—১॥০
ভুষি	১৸৴০—২৸৴০

সূতের দর

লক্ষ্মী	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
কৃষ্ণবেণী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
নিউকাস	৩৫।০

দার্জি	৪৲
কাবুলে	৩৲
খাজা গাওরা	৪১॥০
২৬ গেজ—	১৭॥০
গ্যাঃ বটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

জাবেন সোনার কাইন	৫৪৲
দিশী ন আবেন কয়েক	৪০৲
করাচি খুবনিচ কাইন	৪০৲
হাবার্ড খাসা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকল মাথ	৮।০
সুপারী বেণী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
শুকী খরিদদার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৫ ৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮॥০
ঐ দে মার্কা হাল্কা ওজন	৭॥০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০ ১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮॥০—৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬॥০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২॥০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৸৴০
২৪ গেজ—	১১৸৴০
২৬ গেজ—	১২৸৴০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২॥০
শীট	।৵১০—৸৴০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (নাম্বিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৬।০—৬॥০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, গোলচু ঘরাদে	৬॥০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
দর	৬॥০—৭॥০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০
চটকলের কালবদ ৫৵০, পাটের কালবদ	৬।০
ফুলার কালবদ ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৯-৫ নরবার বার্ট লোহাপটী, বহুবাজার
কলিকাতা।

ফেভ্‌রোল কি জন্য ?

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের" "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন ম্যাজিকের ন্যায় ঔষধ আর পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বদ্ধা-লাপুডা, সামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" প্রয়োগ। ইহা রক্ত পরিষ্কার করে এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবনবিধিঃ—

জল ও চিনির প্রতিদিন দুবেলা আহারের পর দিনে দুইবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের বয়স অনুযায়ী ২ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৬৯-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবডরে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাজ্বরাঙ্কুশ পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্লীহাযুক্ত জীর্ণ জ্বরের ঔষধ ... [illegible] ... এবং নূতন ও পুরাতন ... [illegible] ... কিনা। মূল্য ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় ... [illegible] ... বহু ... [illegible]

ঠিকানা—১১নং উড্‌ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা
অথবা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের কৃপাভাজন পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩১শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি-প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা সহরে অবস্থিত। এখান হইতে ঢাকা ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকল পত্র প্রকাশিত হইতেছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতি বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতি বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲ ..	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ , বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৩৬	২২ ৫৩
রাণাঘাট									
পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪-২৩	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৩		৯-৩০	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর									
পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫ ২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৫৮	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১-১০			১৮-১৩		২০-৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪৪
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৩

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫	৯-২৫		১১-৩৪	১৬-০	১৮-৩৬	
কৃষ্ণনগর	৩-৬৬	৬-২৩	১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
		৭-২০	৯-১৬	১১-৪১				২০-৩৭
(গাড়ীবদল)	(রবিবার ভিন্ন)		১০-১১		১২-২১	১৬-৫৬	১৯-২৪	
রাণাঘাট			১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)			১১-৩		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা	৮-১১	৯-২০	১১-৫৬	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-৫০

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১৩

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-৩ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ৫ই জুলাই, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১০৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে জওহরলালজী

গত ৩০শে জুন কিন্সওয়ে হলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই সময় তিনি চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিকেল মিশনের পক্ষ হইতে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। সংগ্রহে ষাট পাউণ্ডেরও অধিক অর্থ সংগৃহীত হয়। পণ্ডিতজী বলেন যে, ভারতে বিশেষভাবে কিষাণদিগের মধ্যে একটা নূতন শক্তির উন্মেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিষাণেরা তাহাদের শক্তির সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ধরিয়া তাহারা যে শক্তির সাধনা করিয়া আসিয়াছে এই নব জাগরণই তাহার প্রতীক। ভারতের প্রাণশক্তি জনগণের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। এই চেতনা মাঝে মাঝে উগ্র মূর্ত্তিতে আত্ম প্রকাশ করিলেও তিনি উহার পক্ষপাতী। ভারত এক্ষণে বিশ্ব সমস্যার সহিত যোগ রাখিয়া নিজের সমস্যার সম্মুখীন হইবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বিশ্বসভায় ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি অর্জ্জন সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা যায়। ভারত এক্ষণে রাজনীতি-ক্ষেত্রে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া পণ্ডিতজী বলেন যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত [illegible] এবং সমরনীতির দিক হইতে সাম্রাজ্যের পক্ষে তাহার মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ভারতবাসী তাহাদের ঘাড়ে যুদ্ধের দায় জোর করিয়া চাপাইতে দিবে না। যুদ্ধে যোগ দিবে কি না তাহা ভারতবাসীরা নিজেরাই স্থির করিবে।

ঐ দিবস প্রাতঃকালে পণ্ডিতজী ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহিত বহুক্ষণ আলোচনা করেন।

এলাহাবাদে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামনিবাসী পরলোকগত দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস-সি পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি গত ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার ইহুদী দলন

একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ১২৬ জন ইহুদী আইনব্যবসায়ীকে আইন ব্যবসা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

অস্ত্রসম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি

"কোলনিশের বিওবাখতার" সংবাদ-পত্রের ভিয়েনা সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণ সরকার অষ্ট্রিয়ার প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানই হস্তগত করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর অস্ত্রসম্ভারের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন।

স্পেন সংবাদ

রোমের রাজনৈতিক মহল এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রতিশ্রুতিতে বৃটিশ জনমত শান্ত হইবে; বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলির জন্য যে সব বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা গণতন্ত্রীদের উপকূলভাগ অবরুদ্ধ করিতে থাকিবেই এবং গণতন্ত্রীদের বন্দরসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করা হইবেই; তবে বৃটিশ জাহাজসমূহে যতদূর সম্ভব আক্রমণ করা হইবে না।

জাপানে প্রবল বন্যা

প্রবল বারিপাত সহ বজ্রাঘাত ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় টোকিও ইয়োকোহামার এক লক্ষ বিশ হাজার গৃহ প্লাবিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত শতাধিক লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৬০ বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রচণ্ড বন্যাঘাত হয় নাই।

বিহারে নিয়োগ ও বদলী

ভাগলপুর জিলার প্রবেশনার ডেপুটী কালেক্টর বাবু অজিতকুমার দাশগুপ্ত অস্থায়ীভাবে ঐ জিলার সুপৌলে বদলী হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগৎ কিশোর সারণ সাঁওতাল পরগণা জিলার রাজমহল মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণা জিলার রাজমহল মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রায় সাহেব প্রসন্নকুমার আচার্য্য পাটনা জিলার সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

দারভাঙ্গা জিলার ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] হক অস্থায়ীভাবে ত্রিহুট বিভাগের কমিশনারের পার্সোনাল এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামেশ্বর প্রসাদ গুপ্ত সিংভূম জিলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

সিংভূম জিলার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাঁওতাল পরগণা জিলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ ইনস্পেক্টার বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ঐ বিভাগের অস্থায়ী ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি, এস, খাঁ, অস্থায়ীভাবে সাঁওতাল পরগণা জিলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

আরার জয়েণ্ট সাব রেজিষ্ট্রার বাবু তারকেশ্বর প্রসাদ পুনর্ব্বহাল পর্য্যন্ত [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

মজঃফরপুর জিলার সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবনন্দ সহায় দ্বারভাঙ্গা জিলার সমস্তিপুর মহকুমায় বদলী হইলেন।

সিংভূম জিলার সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব-ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দণ্ডকে বহাল [illegible] আদেশ দেওয়া [illegible] হইল।

সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব-ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রেমনারায়ণ চৌধুরী হাজারীবাগ জিলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

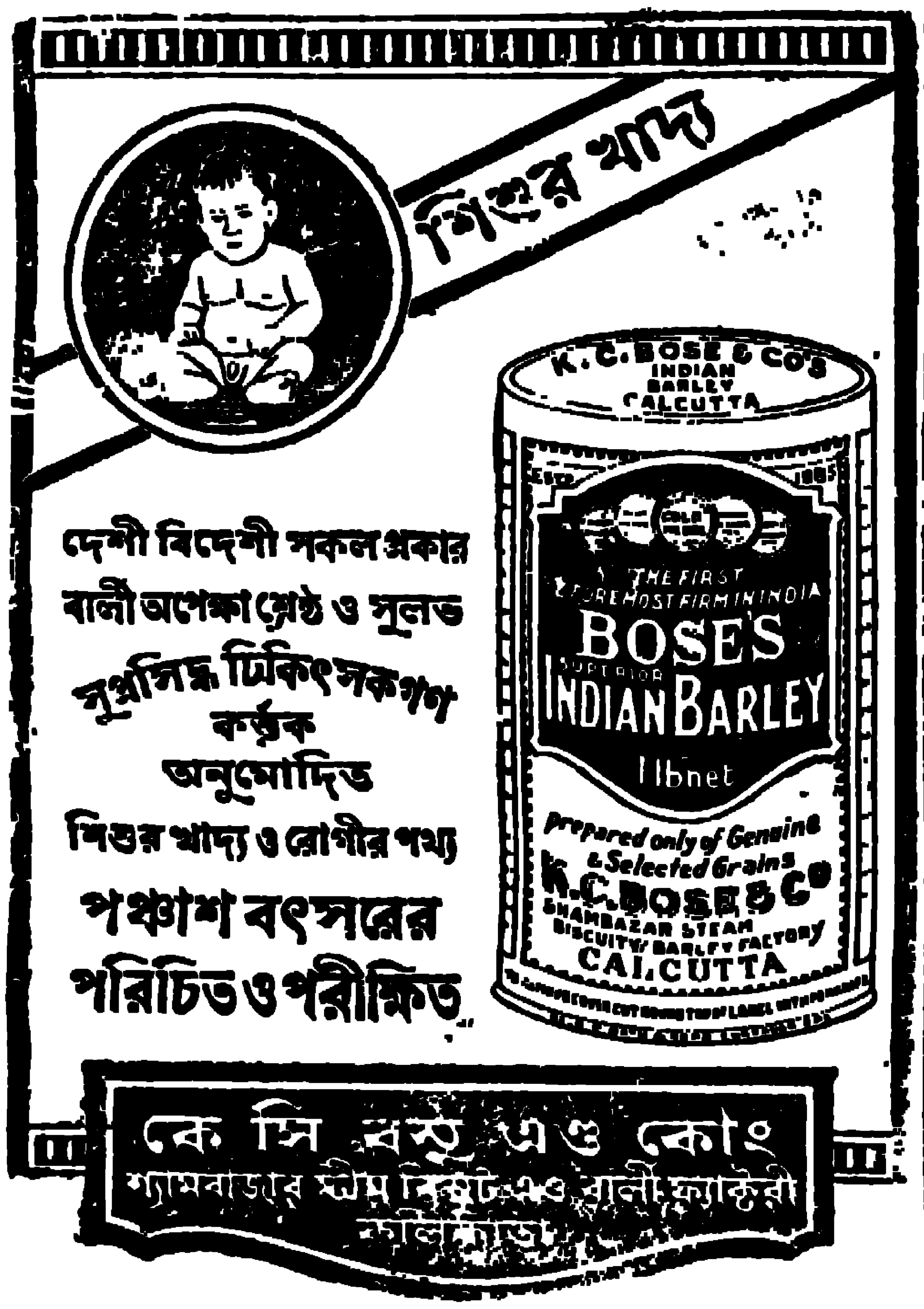

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৹
২৭। [illegible] গণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শনি ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা /১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি /৹
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব /৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ /১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পূর্ব্বার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /৹
৬৭। মায়াপুরবর্ণনম্ ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্‌স ।৵৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভোল) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ২৩ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৫ই জুলাই ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার | ১০৭৩ম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

——::•::——

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৭শে জুন সোমবার ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২৩তম বার্ষিক বিরহমহোৎসব গয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ কর্তৃক পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীভক্তিবিনোদাষ্টক ও বৈষ্ণবে শরণাগতিসূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন করা হয়। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে স্থানীয় শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ শ্রীমঠে আসিতে থাকেন। তখন হইতে বেলা ১২॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পারায়ণ ও মহাজন-পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন করা হয়। বিপ্রহরে পাঠকীর্ত্তনান্তে প্রায় ১৫০ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় সজ্জনগণ শ্রীমঠে সমবেত হইলে কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, মহোদয় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অন্তর্দ্ধান চরিত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

——

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রধান শাখামঠ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৭শে জুন সোমবার দিবস জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব তদীয় শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ সমূহ পারায়ণ ও কীর্ত্তনাদিমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

অপ্রকট-তিথি দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আরাত্রিকান্তে মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ যথাক্রমে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, গুরুপরম্পরা, 'কেমনে পাইব সেবা মুই দুরাচার', 'গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন', 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' ও 'কবে গৌরবনে সুরধুনীতটে' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিবার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টা যাবৎ অত্যন্ত আবেগের সহিত ঠাকুরের গুণগাথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর যথাক্রমে শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু ও সাধককণ্ঠমালা প্রভৃতি গ্রন্থ পারায়ণ হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ ক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারীজী ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। অতঃপর মধ্যাহ্নারাত্রিকান্তে সমাগত নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা-গণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লীর বিখ্যাত ধনী ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত টি, এন্, স্বামী (সপরিবারে), রায় সাহেব চুণীলাল (সপরিবারে), ডাক্তার কে, কে, সেন, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি সজ্জনগণ উৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

মধুকুণ্ডতে প্রচার

গত ৩।৬।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ মহোদয় বড়মুড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু গিরি মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিচিত্র বর্ণের পতাকাদিসহ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুর মূলগায়কত্বে সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে বড়মুড়ী, গড়িঘাট ও রাজঘাটবাজার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করা হয়।

সন্ধ্যার পর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী সুবর্ণরেখা নদীর কূলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে, মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু', এই পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় প্রচারক মহোদয়ের পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে দুইঘণ্টাকাল আবেগময়ী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

সভায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহু, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানা, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভূঁঞা, শ্রীযুক্ত অভিরাম ঘোষ প্রভৃতি প্রায় ২০০ দুই শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

——

১।৭।৩৮ তারিখ গড়িঘাটগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বেহেরা মহাশয় বাবা প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু আহূত হইয়াছিলেন, অপরাহ্ণ ৪ টার সময় নানা বর্ণের পতাকাধারী সুশোভিত এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের মূলগায়কত্বে পঞ্চতত্ত্ব, 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়', 'রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই', 'আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব মীন' ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ইত্যাদি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে গড়িঘাট, [illegible] প্রভৃতি পরিভ্রমণ করত স্থানে স্থানে উচ্চ [illegible] কীর্ত্তন করিয়া গ্রাম-বাসিগণকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। সভার পর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বাবুর বিপুল চেষ্টায় অনেক লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দন, গুর্ব্বষ্টক, '[illegible] চরণপদ্ম, কেবল [illegible] [illegible] সাবধান মতে', 'ভবে মন [illegible] এ সংসারে' এই পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কঠোর বৈরাগ্যের বিষয় [illegible] ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় [illegible] করিয়া সজ্জনবৃন্দের [illegible] করেন। [illegible] ও [illegible] কীর্ত্তন হইয়া সভাভঙ্গ হইয়াছিল। উপস্থিত সজ্জন-গণের নাম শ্রীযুক্ত [illegible] বেহেরা [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] বেহেরা, শ্রীযুক্ত [illegible] বেহেরা প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের স্বাস্থ্যধর্ম্ম কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বামন [illegible] গৌরাব্দ ৪৫২

সুখ ও দুঃখ

প্রাক্তন সুকৃতি বা দুষ্কৃতিফলে কর্ম্মফলবাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির কামনায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে; আবার দুঃখের সময় সুখের আশায় পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতে কালযাপন করিতে থাকে। ভগবানের ভক্ত কিন্তু সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া ঐ প্রকারে আত্মগতি বিসর্জ্জন দেন না। তিনি তাঁহার সুখদুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নিক্ষেপ করিয়া "যদ্ যদ্ ভোগ তত্তু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্" বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন।

ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে ভক্তকে তাঁহার আত্মসাৎ করিয়া লন—তাঁহার সুখদুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভক্তের এবং জগতের কোন অবস্থাই তুচ্ছ হয় না। কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সকলেরই অনবরত মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে; তিনি স্বেচ্ছাময় স্বরাট্, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, তাই তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন আমার ধর্ম্ম—এই বিচারে ভক্তগণ সর্ব্বদাই পরমানন্দপূর্ণ থাকে। জগতের কোন ভোগী বা ত্যাগীর বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না। ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভক্ত তাঁহার চিদানন্দময় স্বরূপে সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। জগতের সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি সর্ব্বদা ভগবৎসেবানন্দে বিভোর, দুঃখে দুঃখোপশমের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্রও তাঁহার নাই, জীবনে মরণে—সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র বরেণ্য হউক, তাহা হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে, আমরা ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা আর অন্য কিছুকে শান্তি বলিয়া বরণ করিব না।

সুখদুঃখের বিচারভার নিজে লইতে গেলেই "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—বিচার উল্লঙ্ঘন জন্য ভগবৎকৃপা হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে যাই, ভক্ত তাহাকেই ভগবৎকৃপা বলিয়া পরমাদরে বরণ করেন; তাই তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে বিভোর, আর আমরা আমাদের পরিকল্পিত সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতে কালযাপন করিতে থাকি।

শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"
(ভাঃ ১।৮।২৫)

অর্থাৎ কুন্তীদেবী যাহাতে ভগবদ্দর্শন নাই, তাহাকেই বিপদ্ বলিতেছেন। আর যাহাতে ভগবদ্দর্শন বর্ত্তমান, তাহা শত সহস্র বিপৎসঙ্কুল হইলেও পরমসম্পদ্ বলিয়া বরণের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাকৃত ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন। কিন্তু ভক্তের বিচার—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখদুঃখ পরমসম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

শ্রীরায় রামানন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তসঙ্গাভাবকেই 'গুরুতর দুঃখ' বলিয়া কহিয়াছেন। আবার যে সুখ কৃষ্ণসেবাসুখকে বাধা প্রদান করে, সে সুখের প্রতিও ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্ত তাহাকে কখনও সুখ বলেন না।

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে॥"
(চৈঃ চঃ)

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখকে ভক্তগণ 'দুঃখ' বলিয়াই জ্ঞান করেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয় সুখ। যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ স্বার্থগতি হইতে বিচ্যুত হইয়া মোহান্ধ-বোধমূলে আমরা সুখ দুঃখের বিচারক হইতে যাই, সেখানেই নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। তাই প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই "না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তা'র সুখ, সেই দুঃখ মোর সুখধর্ম্ম" বিচারই অবলম্বন করা উচিত।

গৃহমেধী

(শ্রীযুক্ত প্রবোধরঞ্জন চক্রবর্ত্তী)

যাহারা পুত্র-পরিজনসমাবৃত গৃহান্ধকূপকে কেন্দ্র করিয়া যাহার সংসারে অবস্থান তাহাকেই গৃহমেধী বলা হয়। গৃহমেধী নিজের আর পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই এসকলেরই প্রতিপালনে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসে। কূপমণ্ডূক যেমন নিজ কূপ ছাড়িয়া আর কোথাও যে কিছু আছে তাহা মোটেই বিশ্বাস করে না, গৃহব্রত পণ্ডিত মানুষ অথবা জীবও সেই প্রকার ইহার উপরে অন্য কোন মুখ্য কর্ম্মের কথায় কর্ণপাতও করিতেছে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের একটি না একটিকে আশ্রয় করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা ছাড়া পরমপুরুষার্থ যে কৃষ্ণপ্রেম, যাঁহার জন্য নিষ্কিঞ্চন সাধু ভক্তবৈষ্ণবেরা জীবকল্যাণার্থ সকলের দ্বারে দ্বারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যাঁহাদের প্রাণপণ প্রয়াস চিরকাল অবাঞ্ছিত লোকসকলের জন্য ব্যয়িত হইতেছে, হায় ভাগ্য! ইহা বুঝিবার অবকাশ আমার কখনও হইতেছে না। আমার যে বিশ্বাস হয় না—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

এই মায়া আমাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। গৃহমেধী সকলের চেয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল জীবের কি সাধ্য যে ইহা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইবে। যাবৎ জীবের হরিভজনে নিষ্কপট মতি না হইতেছে, যে পর্য্যন্ত ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার না হইতেছে, ততক্ষণ মায়াসমুদ্র পার হওয়া যাইবে না। গৃহমেধী অবশ্য বলিবে, কি দরকার পার হওয়ার, বেশ আছি মন্দ কি, কোন অভাবই ত' নাই। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী এই চতুর্ব্বিধ অভিমানে প্রত্যেকেই এক একটী অসুর সাজিয়া দেবতার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে, সাধু-ভক্তবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া শেষে তামসী নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
(গীতা ৭।১৫)

এই আসুরিক ভাবাপন্ন দুষ্কৃত, মূঢ়, নরাধম ও মায়ামোহিত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ একমাত্র সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি স্বীকার করিতে পারে না, বেদবেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়াও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। হরিভজন না করিলে জীবের জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হওয়া স্বাভাবিক।

সংসার সংসার ক'রে বৃথা গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥

গৃহে বাস দোষের নহে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কৃষ্ণের ইচ্ছায় কতই আসিবে, কতই যাইবে। টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি সকলই কৃষ্ণের মনে করিলে সকল দিকেই সুবিধা হইত। ভগবানের জিনিষ কিছুদিনের জন্য আমার নিকট গচ্ছিত রাখেন, শেষে তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি লইয়া যান, মাঝখানে যদি আমার মনে করিয়া ভোগ করিবার স্পৃহা বাড়াইয়া তুলি বা কৃপণ সাজিয়া যক্ষের মত সেই ধন আগলাইয়া থাকি তাহা আমারই অপরাধ। সর্ব্বকারণকারণ পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তখনই কৃপা করিয়া ভোগীদের শিক্ষা দেন—সেই ধন হরণ করেন। এইভাবে কি বিষয়সম্পত্তি, কি প্রাণপ্রিয় পুত্র, স্ত্রী, স্বজনাদিতে যখনই ভোগবুদ্ধি আসিয়াছে, অহঙ্কারে অহংতা ও মমতা বুদ্ধি নিবন্ধন, তখনই মায়া শোক মোহাদির দ্বারা অভিভূত করিয়া দিতেছে। মায়ার কি আকর্ষণী শক্তি! মেয়ে মানুষ জন্ম করাইবে; এইভাবে নিজের দেহধারিনী জন্মে মাতা, পিতা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র-পরিজনের দেহের উপর নিজের অজ্ঞাতভাবে একটা আকর্ষণ জন্মাইয়া শেষে ঐ দেহের নাশকালে শোক করিতে বাধ্য করাইবে। বুকে করাঘাত করিতে হইবে। এ ছাড়া যে আরও কত কষ্ট আছে তা' কে জানে। এই যে সংসার, ইহার পিছনে গর্দ্দভের মত কত পরিশ্রম, না জানি কত অনাদি কাল হইতে ইহার জের চলিতেছে। একটী শোক পাইয়া পুনঃ দ্বিগুণ উৎসাহে উহাতে অভিনিবিষ্ট হই, কেন হই তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোনই সদুত্তর নাই।

কেন্দ্র নিরূপণে ভুল হওয়ার কি দুর্গতি, কি দুর্দ্দৈব—ইহার অবধি নাই বা থাকিতেও পারে না। সেই গৃহে থাকিয়াই যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সংসার করি, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির বিনিময়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির ভাববাহার উদয় করাইতে পারি তাহা হইলে গৃহে থাকা সার্থক হইবে; নতুবা সেই গৃহ

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

অভিমানাদিকে ত্যাগ করিতে হইবে। নিজ স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাসী জানে কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণের ভজন সম্ভব হইবে, নতুবা সেই গৃহ অন্ধকূপ সদৃশ, তীব্র যন্ত্রণাগার; তথাকার সকলই অশান্ত,—সকলই পরস্পর।

শ্রীমহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরে যে সম্পত্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাই শ্রেষ্ঠ না জানিয়া যদি রূপটাদের আকর্ষণে মোহিত হই, ফিতে বিপরীত হইবে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁ'র, সেই বড় ধনী।"

বহু লাখপতি লাখপতি বা কোটিপতি একজন শুদ্ধ প্রেমিকের নিকট রূপাইয়া যাইবে, তাহাদের ঐশ্বর্য্য অভিমান মুহূর্তে চূর্ণ হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। উপাস্য বস্তুর বিচার নিশ্চয় করিতে হইবে। গৃহে থাকিয়া তারকা-ভার্গবাদী, পুত্র ও সুন্দরী ভার্য্যাদির প্রার্থনা থাকিলে আধিকারিক দেবতাপূজা প্রয়োজন হইয়া পড়ে; মায়াদেবীকে দুর্গা কালী প্রভৃতি নামে পূজা করা হয়। চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত শক্তি, মায়া তাঁহার ছায়া। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুই প্রকার কৃপা অর্থাৎ নিষ্কপট কৃপা ও সকপট কৃপা। যেই স্থলে সকপট কৃপা সেই স্থলেই অতীব অনিত্য সুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন; যেস্থলে বিশেষ অনুগ্রহ সে স্থলে ব্রহ্মনির্ব্বাণে নিক্ষেপ করেন; তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ। মায়াদেবীর নিষ্কপট কৃপাই প্রয়োজন।

উপায়ের মধ্যে কোন্ উপায় প্রধান?
"শ্রেষ্ঠ উপায়—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।"

মাদৃশ গৃহমেধীরও উপায় আছে। কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের নিত্যধন; এই ধন হইতে জীব কখনও নিত্যবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য ইতর বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম অপ্রকাশ হইয়া জীবাত্মার অন্ত কোণে লুক্কায়িত হইয়াছে, এইজন্যই আমার এত সংসারদুঃখ। পুনরায় 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' ইহা স্মরণ করিতে পারিলে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া অবশ্যই স্বাস্থ্যলাভ করিবে। এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই জীবের সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইল। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

কৃষ্ণবিস্মৃতিজনিত অপরাধই সংসার-দুঃখ। কৃষ্ণদাস্য পুনঃপ্রাপ্তির নাম সম্বন্ধ-স্থাপন। সদ্গুরুর চরণে আশ্রিত হইলেই ঐ সম্বন্ধস্থাপনকার্য্য আরম্ভ হইবে। আমি কে, কৃষ্ণ কি বস্তু, কেন কৃষ্ণের ভজন করিব, জীবের সংসার-বিচার, জীবের নিস্তার কিরূপে হয় ইত্যাদি বহু তত্ত্বকথা সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইবে। সর্ব্ববেদাদি শাস্ত্র বিচার করিলে বুঝা যায়, ভগবদ্ভক্তিই অভিধেয়, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ; মুখ্য সম্বন্ধ নয়। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুখ্য উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই সাধনভক্তি। সেই শুদ্ধ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। সেবা করিতে করিতেই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি লাভ হয়। ইহাই পূর্ণবস্তু; ইহাকে পূর্ণ করিতে জাগতিক কোন ভোগ-ঐশ্বর্য্যের দরকার নাই। অহো ভাগ্য! কবে সেই দিন আসিবে, মাদৃশ নরাধম গৃহমেধী বামন হইয়াও আকাশের চাঁদ ধরিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিবে। তবে একমাত্র ভরসা—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

ঔদার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অতুল দান শ্রীগুরুদেবের পূর্ণানুগত্যে লাভ করিতে হইবে।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন॥

যে জিনিষ জগৎকে তিনি কখনও দান করেন নাই, কৃপাপূর্ব্বক সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রেষ্ঠতের সম্বন্ধে শ্রীগৌরসুন্দররূপে আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছেন। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইতে পারিলেই তাহা সফলতা হইতে পারে। কৃষ্ণভজনে দুইটী মার্গ আছে,—বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। এই রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না; কিন্তু রাগের উদয় যাবৎ না হয়, বিধিমার্গ আশ্রয় করিয়া ততদিন অবশ্যই থাকিতে হইবে; নতুবা ব্যভিচারী হইয়া যাইব। গৃহে থাকিয়া যদি দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুসরণ করি তাহা হইলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে এবং এই সব প্রাণ মন বিষয়গুলি সদ্গুরুর আনুগত্যে প্রত্যেক গৃহস্থ যদি প্রতিপালনে যত্নবান্ হন তাহা হইলে কর্কটবৈরাগ্যাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ভগবৎপ্রীতি বা জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণমায়িয়া ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা ভগবদ্বিমুখতারই ফল। দাড়, পুত্র, প্রতিষ্ঠাশা সদাই মোহিত করিয়া আমাকে হতচৈতন্য করিয়া রাখিয়াছে। অতিরিক্ত অর্থ বা বাহ্যজীব গণ্য কোন ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে, তাই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মাঝে মাঝে দৈবদশাদনে আমাদের যেথায় ঠাঁই না করিবার ব্যবস্থা করেন, ইহাই কৃপার বৈশিষ্ট্য।

অম্বরীষ মহারাজ নীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনে, কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে, চক্ষু শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসিকা কৃষ্ণের পাদপদ্মের সৌরভাঘ্রাণে, রসনা কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয় কৃষ্ণ ক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কাম কামদেব কৃষ্ণের দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গুলির কর্ত্তব্য কাজটা কেবল বদলাইয়া দিতে হইবে। ইহা ভগবান্ আমাদের দিয়াছেন, প্রতি ইন্দ্রিয়টাই আমাদের এক একটী মস্ত বড় সহায়ক। ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে একমাত্র সম্বন্ধ ভগবানের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিলেই সকলপ্রকারেই সুবিধা হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের অসুবিধা করিতেছে, তাই সেগুলিকে শম, দম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, যোগ, তপাদি দ্বারা নিয়মিত করিতে গিয়া বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া উপরিউক্ত বিষয়ে নিয়মিত করিলে শান্তির পথে যাত্রা হইবে। সুখ সকলেরই কাম্য বস্তু কিন্তু প্রকৃত সুখময় বস্তুটী 'মধ্যাহ্নে ভুল' হইলে আগাগোড়া সকল কিছুই উৎপাতের বিষয় হইয়া পড়িবে।

(ক্রমশঃ)

মনের প্রতি

(শ্রীযুক্ত সহজানন্দ দাসাধিকারী)

আর কত কাল নিদ্রায় বিভোর।
আত্মানন্দ ঘোরে রবে মন মোর॥
পথে নাকি ভব ভ্রমণ-বিবরে।
বড় গোলমোল কিছু বুঝাকরে॥
ঐ ঐ শোন ঘোর কোলাহল।
করিতেছে যাহা অসুর সকল।
শুনিতেছ নাকি বিকট চীৎকার।
নিন্দা অপমান প্রভুর আমার॥
শুদ্ধ শুদ্ধ বলি প্রভুপাদে কয়।
আচার্য্যেরে বলে যাহা ইচ্ছা হয়॥
বিশুদ্ধ সংকেতে অবস্থিত যাঁর।
আচার্য্যেরে নিত্য যাঁর অধিকার॥
গুরু নংবন্ধ্য সে প্রভু আমার।
অকথ্য ভাষায় নিন্দা গ্লানি তাঁর!!
উঠ, জাগ মন কর প্রতিকার।
দেখ দেখ অচেতন থাকিও না আর
ছিছি ছিছি একি তব ঔদাসীন্য।
জাগিছে সকলে তোমা বিনা অন্য॥
তুমিই একাকী রয়েছ নিদ্রায়।
এ সময়ে নিদ্রা শোভা নাহি পায়॥
যাও দ্রুত যথা ভক্তবৃন্দগণ।
প্রভু অপমানে করিছে রোদন॥
তাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া।
তাদের বাহুতে বাহু সংস্থাপিয়া॥
যথাসাধ্য কর যোগ্য প্রতীকার।
এ নহে সময় তব ঘুমাবার॥
শিশু অপমানে কে কোথা কখন।
থাকে তোমা সম ঘুমে অচেতন॥
সব ভাই মনে কায় বাক্য মন।
নিয়োজিয়া কর কর্ত্তব্য সাধন॥
বারবারে যদি হয় প্রতীকার।
তব কৃত্য বটে তথা দাঁড়াবার॥
প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি কায় নিয়োজন।
শ্রীগুরু-সেবায় করহ যতন॥
আজি এ পরীক্ষা সমস্যা ভীষণ।
তোমার সমক্ষে কর দরশন॥
হবে কৃতকার্য্য নাহি হও যদি।
তোমার লজ্জার না রবে অবধি॥
যাও যাও যাও যাও দ্রুত চলি।
মুহূর্ত্ত বিলম্বে বিফল সকলি॥
ভেবো না কর্ত্তব্য অস্ত্র লাঞ্ছনা।
করিছে, আমার কিবা প্রয়োজন॥
এক এক করি লক্ষ কোটি হয়।
এক এক বারে পূর্ণ যায় রয়॥
স্ব-কর্ত্তব্য কভু অন্য যাহা নয়।
কাঠবিড়ালীও স্ব কৃত্য কয়।
মুখে মুখে বল আমি সর্ব্বাশ্রিত।
আজি হবে তার পরীক্ষা নিশ্চিত॥
সহনতা তব দেখিবে জগত।
দেখাও তাহার যদ্যপি সেমত॥
এ হেন পরীক্ষা পূর্ব্বে বহুবার।
হয়েছে জগতে বিদিত সবার॥
"জগেড" "জোহায়' অবিজ্ঞাত কার।
কে না জানে তার পূর্ণ সমাচার॥
কিবা প্রয়োজন বিদেশী কথায়।
পুরাণেই পূর্ণ সেরূপ গাথায়॥
রাবণের সেই ঘোর অত্যাচার।
কংস, দন্তবক্র শিশুপাল আর॥
কুরু পাণ্ডবের জীবন আহব।
তুলেনি আঁখিও বিশ্বেয় মানব॥
তুমি কি একাই তুলিয়া সে সব।
মৃতপ্রায় দেখো রয়েছ নীরব॥
এ ভাব তোমার বড় লজ্জাকর।
পাঠ বন্দি আগা দূর পরিহর॥
একাগ্রতী কথা করিয়া স্মরণ।
স্ব পদ্মের পাছে করহ গমন॥
সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে আবার।
দেখিবে আনন্দে জগত সংসার॥

মাৎসারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গরবিতা-দি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাচীন প্রচারকদের নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিতানগর, পোঃ কাটোয়া (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ তারণপুর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুমকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভজরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট. বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১৯।১১ রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাধারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) শ্রীসচ্চি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মবাদগৌড়ীয়-প্রবণ-মন্দির

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরুকু গ্রাম, পোঃ চিরুকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিটিস্ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

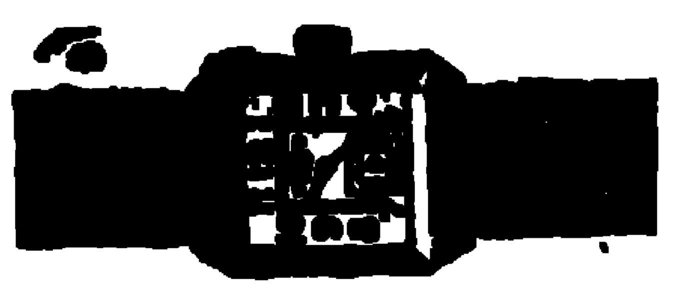

কোয়ালিটি লিভার ওয়াচ

মূল্য মাত্র ২৸০ আনা

সম্পূর্ণ হলমার্কের গেপ, মজবুত লিভারযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত ঘুর্ণিরিয়র মূল্য ২৸০, রেডিয়মযুক্ত ৩৸০, ১৮ ক্যারেট গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, ঝুলেসহ নিকেলকেস ৭৲, গোল্ডেন ৭৲, গোল্ডগোল্ড ও ১০ বৎসর গ্যারান্টিযুক্ত ১১৲। প্রত্যেক ওয়াচ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। চামড়ার ব্যাণ্ড সহ পাওয়া যায়। পোষ্টেজ ।০, তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং এজেন্সি

পোঃ-বক্স নং ১২০৪—কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী-সিদ্ধ-চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন ...	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ধনেখালি কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
গোবিন্দভোগ	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

আটা ও ময়দার দর

লেটেস্ট ময়দা প্রতি মণ	৭৷০—৬৷৵০
ক্লাসকোয়ার ঐ	৬—৬৵০
লাউসলেণ্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৭—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পলাউ	১৸৵০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১৸৵০

গুড়ের দর

ভেলা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
দোবা	৪৫৲
আমাজন	৩৬৷০

তার	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
মাখা গাওয়া	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আমের গোলার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আমের করণ্ড	৪০৲
করাচি পুরনির কাইন	৪৩৲
বাবার্ণ থান	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাকা দাঁত	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুঁড়ি থরিদ্দর	১৫৷০—১৭৷০
নরম নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৫.৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০ - ৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	৮ ১৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸
শীট	।৵১০—৸৵০
বাজার যেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্লেট কাটি বা চিট কাটা দণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্টু-নাটবে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭.০
ঐ	৬৸০—৭৸০
রুঃ ইস্পাত সমান ২৫৲	রকম.২৩৷০
ট্রাকসের সামনদ ৫৵০, পাটের সামনদ ৬৷০	
ভুসার সামনদ ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী .

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৩-৫ নবাব বাই লেন(?), বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স্

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্ম্মাতা

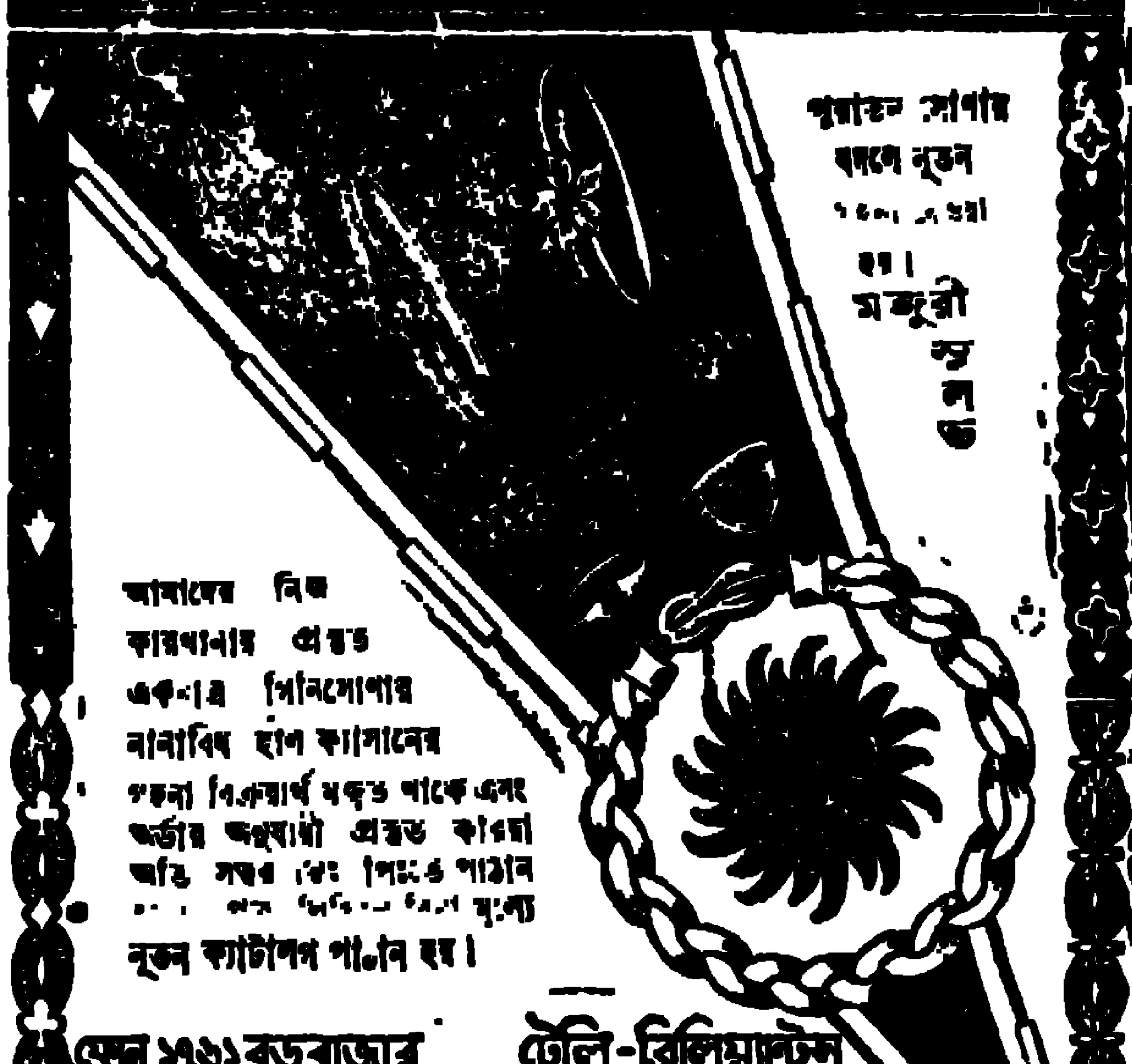

পুরাতন সোনার বদলে নূতন ... মজুরী ...

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোনার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ... পাঠান ... নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৯১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

ফেভ্রোল কি জন্য ?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ... জ্বর, ... সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, প্লীহা-পাণ্ডু, ম্যালেরিয়া এবং ... "ফেভ্রোল" একমাত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জল ও সিরাপের প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য —দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও মৎস্যাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১৷০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

গ্রাম বল্লভনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, খোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুণ ঠিকানা ৮২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনী, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাণার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ... এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কি না? মূল্য ছোট বোতল ৸০ বড় আনা, বড় বোতল ... টাকা আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা— ৯১নং ... কলিকাতা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক-সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রী চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ব'স্কমাকর ভাক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবান্বিত এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ব্যবস্থাপক: গৌড়ীয়মঠ, ভাগবত মন্দির: শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(·)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ-পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(●):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২	১।০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১৫৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর.

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৭৬ ১২-৩৬ ১৪-৩১ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯ ৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ৭-৩০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

[illegible]

REG NO C 1144

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড।] শ্রীমায়াপুর—২১শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ৬ই জুলাই, ১৯৩৮, বুধবার [১০৮তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

জঙ্গীপুরে সুভাষচন্দ্রের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ৪ঠা জুলাই সকালে জঙ্গীপুর আসিয়া পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহার স্টেশনে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য বহু লোক সমবেত ছিল। জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, জঙ্গীপুর কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসী সদস্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী রাষ্ট্রপতির সম্বর্দ্ধনার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। নবীন উদ্যম ভাগীরথী নদীর উভয় পার্শ্বই উৎসব সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। রাস্তার দুধারে পত্র পুষ্প পতাকা শোভিত তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। কংগ্রেস সভাপতিকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহর পরিক্রমা করে। কংগ্রেস সভাপতির অভ্যর্থনা মনোজ্ঞভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি তথায় আসিয়া সরস্বতী লাইব্রেরী, জাতীয় পাঠাগার, দেশবন্ধু পাঠাগার প্রভৃতি পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানপত্র গ্রহণ করেন। কংগ্রেস অফিসে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে কংগ্রেস-কর্মীদের এক সম্মেলন হয়। একটি মহিলাসভা ও একটি জনসভায় কংগ্রেস সভাপতি বক্তৃতা করেন। মহিলাদের সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর দাবীর কথা উল্লেখ করেন এবং আগামী সংগ্রামে শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে অনুরোধ জানান। এবং বলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীশক্তির অধিকতর সমর্থন পাইলেই আমাদের সাফল্য সর্বাঙ্গীন এবং ত্বরান্বিত হইবে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিঃ কে এন পুরী বি এস-সি প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও প্রত্নতত্ত্ব কলেজে পড়িয়াছেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও ডি-লিট উপাধি পাইয়াছেন। মিঃ পুরী "মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা" শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছিলেন। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ পরীক্ষক ছিলেন; তাঁহারা মিঃ পুরীর প্রবন্ধের খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি অধ্যাপক রেনু প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলন

কয়েকমাস পূর্ব্বে খুলনায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি উহার কয়েকটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। এই সব প্রস্তাব সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় যে জবাব দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন তাঁহাদের সকলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মূল্য হ্রাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-সমিতিকে জানাইয়াছেন যে, [illegible] তাহা স্বীকার করে।

আর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, নূতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় অত্যন্ত বেশী; উহাতে বালকদের মস্তিষ্ক অযথা ভারাক্রান্ত হয়; সুতরাং পাঠ্য বিষয় কিছু কমান হউক।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে বিষয়টি বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন।

জাপানীদের বিমান আক্রমণ

প্রকাশ যে, ১লা জুলাই অপরাহ্নে নয়টি জাপ বোমারু বিমান আন্তর্জ্জাতিক বন্দর সোয়াটাওয়ে হানা দেয়। ফলে সর্ব্বত্র বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হয় ও বহু নরনারী হতাহত হয়। ১০ মিনিট কাল ধরিয়া বিমান আক্রমণ চলে এবং শতাধিক বৃহদাকার বোমা বর্ষিত হয়। হতাহতের মধ্যে বহু স্ত্রীলোক ও শিশু আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনা সামরিক মহল স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে একটি ক্ষুদ্র চীনা সৈন্যদল মাতাং এর দুর্গসমূহ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতেছে। প্রধান চীনাসৈন্যদল পশ্চিম দিকে পার্ব্বত্য ঘাটিতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। তবে তাহারা দাবী করিতেছে যে, জাপ রণতরীসমূহ এখন পর্য্যন্ত বেষ্টনী অতিক্রম করিতে পারে নাই

দক্ষিণ চীনে জাপানের অভিযান

সৌধহরের গোলা বর্ষণের মধ্যে জাপ বাহিনী শেষ রাত্রি চার ঘটিকার সময় হাইফুনে অবতরণ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু চীনাদের আক্রমণে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা হাইফুন উপসাগরের কোর্ট দ্বীপের বাহিরে দুইটী ক্রুজার, তিনটী ডেষ্ট্রয়ার, অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত তিনটী বাণিজ্যজাহাজ ও পাঁচটী ফেরী জাহাজ সন্নিবেশ করিয়াছে। ২রা জুলাই বেলা ১টা ১৫মিনিটের সময় ১৫টি জাপ-বিমান সোয়াটাওয়ের উপর হানা দেয়। তন্মধ্যে নয়টি বিমান রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকায় বোমা বর্ষণ করে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় হতাহতের সংখ্যা অল্প হইয়াছে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের প্রজাদিগকে সোয়াটাও ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বন্যার্ত্ত চাষীদের খাজনা মকুব

গত কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিপাতে আসামের কোপিলি ও ধাছি নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া শস্যের ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে। এইজন্য আসাম সরকার ৮টি স্থানের চাষীদের খাজনা প্রচুর পরিমাণে মকুব করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সরকার গত ২৭শে জুন এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, শিবসাগর জেলার জোরহাট মহকুমার অন্তর্গত পাঁচটী মৌজার চাষীদের ভূমি-রাজস্ব ও স্থানীয় কর মকুব করা হইবে। ভূ'রাজস্ব ও স্থানীয় করের পরিমাণ যথাক্রমে চৌদ্দ হাজার পাঁচশত চল্লিশ টাকা ও এক হাজার ছয়শত উনপঞ্চাশ টাকা।

বার্সিলোনায় বিমান আক্রমণ

গত ৩০শে জুন দশটি বিমান বার্সিলোনার উপকণ্ঠে ত্রিশটি বোমা ফেলে। ফলে ৪০জন নিহত ও ৫০জন আহত হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৷।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবর্ষ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদন-খণ্ডন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিসন্দর্ভ ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫ নবদ্বীপশতক /০
৪৬ আর্ত্তপঞ্চক /০
৪৭ সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯ অর্চ্চনপদ্ধতি ৶১০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪ পূর্ব্বার্দ্ধ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭ ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০ সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সঙ্গীত-মাধবম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট আর্ট দি ওল্ড বেনারস ।০
৭০ মায়াবাদ /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ বুক /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যানথ্রোপেড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ২৪ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৬ই জুলাই ইং ১৯৩৮, বুধবার {১০৮তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের কৃপায় বিভাগীশাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও ভক্তীয় ভগবদ্বর্ণমুখে বিশেষভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিনোদবৈভবসঙ্গীতির সম্বর্দ্ধনাভিলাষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সমবেতকণ্ঠে আচার্য্যবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে দৈনন্দিন নিয়মানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। পাঠের শেষেও বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ঠাকুরের কৃষ্ণপাবনী চরিতাবলী পাঠ হয়। অপরাহ্নেও ভক্তবৃন্দ শ্রীল ঠাকুরের বিষয় ইংরাজীমুখে আলোচনা করেন। তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীল ঠাকুরের অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা এবং অমন্দোদয়া অহৈতুকী দয়ার কথা যথাক্রমে ইংরাজী, গুজরাটী এবং হিন্দীভাষায় কীর্ত্তন করা হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায়, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদ্বিলাস ব্রহ্মচারী সাধ্যশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্রীজী হিন্দীভাষায় এবং শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে বিরহসূচক পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে

গত ২৮শে জুন সোমবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটতিথিপূজা পাঠ-কীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ জন্য আম্বালা, থানেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সজ্জন উৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। পাঠকীর্ত্তনাদি অন্তে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

চৈতন্যমঠে পাঠ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে। বর্ত্তমানে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহন কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত ও উপকৃত হইতেছেন।

সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২রা জুলাই শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় একটী পরমার্থ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় ভক্তগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহন কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে ভক্ত শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তনকালে শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ, পুত্রবিয়োগকাতর শ্রীবাস-পরিবারকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রদান, পরলোকগত পুত্রের মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাতেই যে সকল জীবের ইহসংসারে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে গতায়াত তদ্বিষয়ে কীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বম্বে গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

বম্বে গৌড়ীয়মঠে প্রতি সপ্তাহে যাহাতে একটি করিয়া অধিবেশন হইয়া তাহাতে পরমার্থ-বিষয় আলোচনা হয় তজ্জন্য স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করায় তথায় প্রতি রবিবারে একটি করিয়া সাপ্তাহিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত ২৬শে জুন প্রথম অধিবেশনের দিবস ছিল। এই দিবস 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে গুজরাটী ভাষায় একটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব, বিবিধ মহাজন-পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মধুভঞ্জে প্রচার

গত ২।৬।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিসুন্দর মহোদয় মধুপুর মঠের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চক্রধর মহাপাত্র মহাশয়ের সাদর আহ্বানে আহূত হইয়াছিলেন। ম্যানেজার বাবুর প্রযত্নে বহু শিক্ষিত হরিকথা শ্রবণ জন্য একত্র হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'মন রে! ভাল নাহি লাগে এ সংসার', 'গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন' এই সকল মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ১॥ দেড় ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পরে "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" ইত্যাদি নামসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন জানা, শ্রীযুক্ত বলরাম গিরি, শ্রীযুক্ত গদাধর দাস, শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র পণ্ড্য শ্রীধনঞ্জয় জানা, স্থানীয় স্কুলের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ দাস প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরদিবস প্রাতঃ ৫৷ টার সময় বিরাট নগরসংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হইয়া পঞ্চতত্ত্ব, 'জয়রে জয়রে আমার মন গৌর ধন', 'বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ, নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব' [illegible] কীর্ত্তন করা হয়। [illegible] শ্রীযুক্ত চক্রধর [illegible] স্থানীয় স্কুলের শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয় প্রভৃতি [illegible] সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় প্রাণের বহু ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহস্থধর্ম [illegible] পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বামন কৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

প্রচার

যিনি যে বিষয় বহুমানন করেন তিনি তাহারই কথা শতমুখে বলিতে ভালবাসেন। যিনি বিদ্যোৎসাহী, তিনি সকলকেই শিক্ষিত হইবার উপদেশ দেন ও সর্বতোভাবে শিক্ষা-বিস্তারের যত্ন করেন। যিনি নাট্যামোদী তিনি নাট্যাভিনয়ে লোকসকলকে উৎসাহিত করেন। মাদকসেবী মাদকসেবা-লাভে মনোযোগী, মাদকবিরোধী দল [illegible] সবার সভা। এইরূপ সমস্তই অসৎলোকের অসদ্বুদ্ধির প্রচারণা, সাধুর সাধুতার প্রতিনিধিত্ব। কোথাও জগতের প্রচারাধিকার দান, ব্রত প্রভৃতি কর্মকাণ্ড, অহংপ্রণোদক মায়াবাদীর প্রচারাধিবিষয় 'শিবোঽহং শিবোঽহং'। সেইরূপ ভক্তদের প্রচারাধিকারে শ্রীভগবানের ঐকান্তিকী ভক্তি।

জীবের নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গললাভই একান্ত আবশ্যক; সুতরাং ঐ চরমকল্যাণের কথাই উৎকৃষ্ট প্রচার্য-তত্ত্ব। যাঁহারা সৎকর্ম করিয়া পুণ্য অর্জন করিলে ইহকালেও সৌভাগ্য, পরকালেও স্বর্গসুখ ভাবিয়া পুণ্য-সঞ্চয়ে যত্ন করেন, তাঁহারা ভোগদ্বারা পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ক্লেশের আবর্তে পতিত হন; তাহাতে নিত্যসুখের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাই তাঁহাদের চরম ফল—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি"। যাঁহারা সৎকর্মে নিত্যসুখ না দেখিতে পাইয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য নির্ভেদ ব্রহ্মে সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারাও বহু ক্লেশ স্বীকার ও শেষে "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ"—অধঃপতিত হন, আবার অনেকের অংশ নষ্ট হয়। সেই সকল প্রণালীতে নিত্য মঙ্গলের আশা কিছুমাত্র নাই। একমাত্র নিত্য ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তিই আমাদের নিত্যমঙ্গল [illegible] কেন না নির্মল বুদ্ধিতে উহাই মঙ্গল এবং মঙ্গলাবস্থাতেই জীবের অবিমিশ্র আনন্দ লাভ হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিষ্কপটা শুদ্ধভক্তিই আচার্য ও প্রচার্য বিষয় হওয়া উচিত। ভক্তির নামে যাঁহারা কর্মের ও নির্ভেদ জ্ঞানের বিষম আবাহন করেন অর্থাৎ যাঁহারা পঞ্চোপাসনামূলে কর্ম ও জ্ঞানের আশ্রয় লন, তাঁহারা কিরূপে নিত্যমঙ্গলের পথ পাইবেন? মায়াবাদিদের সঙ্গে মায়াবাদগ্রস্ত ব্যক্তির লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শুদ্ধভক্তধর্ম প্রচারকারীর বহির্মুখ জগতের বহির্মুখ লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? শুদ্ধভক্তিবাদী ও প্রচারককে অনেক নিন্দা স্তব সহ্য করিবার জন্য বুক দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসীর কানার আঘাত খাইতে হইয়াছিল। সেইরূপ হরি-কীর্তনকারী প্রত্যেকেরই হরির কথা—প্রভুর কথা প্রচার করিতে গিয়া শত শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাকে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিতে হয়। তাঁহারা নিজেরাও সর্বস্ব দিয়া সর্বতোভাবে ভগবানের সেবা করেন এবং অন্য সকলকেও সর্বস্ব দিয়া হরিভজনের উপদেশ করেন। 'আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়।' নতুবা নামে মাত্র প্রচারক হইলে, প্রচারকের পরিবর্তে শেষে প্রতারকই হইয়া দাঁড়ায়।

প্রচার অন্তর ও বাহিরেকভাবে করণীয়। জীবকে ভক্তির ক্রমশিক্ষা দিয়া সাধুগুরু-পাদাশ্রয় করাইয়া দেওয়া বস্তু-প্রদর্শক গুরুরূপী প্রচারকের যেমন কর্তব্য, আবার অসৎসঙ্গ বর্জনের উপদেশ প্রদান, অসাধুর লক্ষণ যথাযথভাবে বিবৃত করিয়া অসাধু চিনাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করানও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের ধর্ম। নিরপেক্ষভাবে সাধুগুরুমুখে শ্রুত শাস্ত্রানুমোদিত উপদেশগুলি প্রচার করাই কর্তব্য। তাহাতে কাহারও বিরাগভাজন হইবার ভয়ে, এমন কি, জীবননাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যের প্রচারক অনাবিল সত্য প্রচারে বিরত বা ভীত হন না। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব, ইহাই তাঁহার [illegible]। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাদের আশায় প্রচার করিতে গেলে প্রচারক ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রচার করিয়া বসে। এরূপ প্রচারককে প্রতারক জানিয়া আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাহাদিগকে দুঃসঙ্গ জানিয়া সাবধান হইতে হইবে।

(উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ)

"কীর্তির্যস্য স জীবতি" এই কথাটী আমরা প্রায়শঃ শুনিয়া থাকি। কিন্তু বিষয়টী যথাযথরূপে বুঝিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কীর্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ জগতে নিজের নামকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য জাগতিক বহুপ্রকার কর্মের আবাহন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সমস্ত কর্মের দ্বারা যে কীর্তি স্থাপিত হয় তাহা চিরস্থায়ী কিনা ইহা বিচার্য।

আমরা শাস্ত্রে জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী এই চারিটী মদের কথা শুনিতে পাই। বদ্ধ মানব এই চারিটী মদে মত্ত হইবার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর। ঐ মদের বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে নিজের করায়ত্ত করাকেই মানব স্ব-স্ব কীর্তি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। কেহ কৌলিন্যের বড়াই করিয়া তাঁহার কৌলিন্যোচিত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা অনুগতের নিকট তাঁহার কীর্তি স্থাপন করত তাহাদের নিকট হইতে সম্মান ও ভোগসামগ্রী আহরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার এই প্রকার কৌলীন্যাভিমানের কীর্তি কতদিন, যা যতদিন তিনি ইহজগতে জীবিত থাকেন। এমনকি অনেক সময় কেহ জীবদ্দশাতেও কৌলীন্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে নিজের স্বত্ব হারাইয়া সমাজের নিকট নিন্দার্হ হইয়া থাকেন।

কেহ অর্থের দ্বারা জগতে কীর্তি সংস্থাপনে যত্নবান্ হন। অর্থের তোড়া সাজিয়া বিশ্বের নিকট ধনী আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই অর্থসমূহের দ্বারা জগতে আড়ম্বরপূর্ণ কর্মের আবাহন করেন। তাঁহার ঐ কীর্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তরফলকে তাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়া রাখেন। কিন্তু ধীরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ঐ অর্থ অনর্থস্বরূপ, এবং অনিত্য কালগ্রাসে কীর্তিও অনিত্য। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'। এই অর্থই আমাদের কীর্তিদায়ক মনে হইলেও অসদ্ব্যবহারকালে উহাই অনর্থস্বরূপ হইয়া আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়। তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ঈশানকে বলিয়াছিলেন—"সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম।" যে বস্তু আত্মসুখপ্রদ বলিয়া মনে হয় তাহা পরিণামে বিষক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। কীর্তি স্থাপনের জন্য কেহ অর্থের দ্বারা কোন পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ প্রকার কর্ম তাহাকে ক্ষীণ সুখ ভোগ করাইয়া পুনরায় মায়ার রাজ্যে নিয়োজিত করে। কিন্তু এইপ্রকার কীর্তিদ্বারা আমাদের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হয় না। কর্মের আবাহনে কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, কভু শূদ্র, কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু ক্ষুদ্র কীট, কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, কভু নরকে, কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, কভু প্রভু হইতে হয়। ঐপ্রকার প্রাকৃতকীর্তিস্থাপনপ্রয়াসী কর্মিগণের এইপ্রকার গতিই হইয়া থাকে।

কেহ বা শাস্ত্রবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে একজন বড় বিদ্বান্ অভিমানে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অন্যকে সরা জ্ঞান করেন এবং জগতে স্বীয় কীর্তি স্থাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। চারিদিকের লোকে দেখিতে পাই—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।" জগতের সকলের নিকট হইতে পূজা সংগ্রহের জন্য বিদ্যার্জন ও তৎফলে যশঃসংগ্রহই একমাত্র কাম্য হইয়া পড়ে। জগৎ আমার বিদ্যার প্রশংসা করিলেই আমার কীর্তি স্থাপিত হইল, মনে করি। কিন্তু জীবদ্দশাতেও দেখা যায়, অতিবিদ্বান্ ও মহাবিদ্বানের মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে আর সেই ব্যক্তির জগতের নিকট কোন প্রকার মূল্যই থাকে না। তাহাকে তখন শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন "জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা।" জীবনের অবসান হইলে কি জন্ম যে লাভ হইবে তাহা আমরা জানি না। যদি মনুষ্যজন্ম হয়, তাহা হইলে আবার ক, খ হইতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিদ্যাও চিরস্থায়ী নয়।

কেহ বা নিজের রূপগরিমায় স্ফীত হইয়া জগতের নিকট রূপবান্ বলিয়া খ্যাতি-রূপ কীর্তি স্থাপন করিতে চান। কিন্তু বার্ধক্যে যখন ঐ রূপের বিকৃতি হয়, তখন আর কেহ তাহার রূপের প্রশংসা করেন না। অতি রূপবান্ ব্যক্তি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁহার [illegible] অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রীর প্রদর্শনী খুলিয়া জগতে যাহা কিছু করা যাউক না কেন, তাহাতে প্রকৃত কীর্তি উপার্জিত হইলেও তাহা বাস্তব কীর্তি নহে। কেহ সাধারণের হিতার্থী ডাক্তারখানাকে তাহার কীর্তি বলিয়া জানিতে চাহেন, কেহ বিদ্যার প্রসারকে, কেহ ধনের পরিমাণকে, কেহ রূপের পরিমাণকে কীর্তি বলিয়া জগতে খ্যাত হন, কিন্তু আমরা সে সমুদয়কে নশ্বর জাগতিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার একটী উপায় মাত্র বলিয়া জানি। কেহ দাতা, কেহ সত্যবাদী, কেহ পালোয়ান, কেহ খেলোয়াড়, কেহ [illegible], কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বা শিল্পী

ইত্যাদিকে কীর্ত্তিমান বলিয়া ঘোষণা করেন জগৎ, কিন্তু আমরা ঐ সমুদয়কে বিবেক বর্জ্জিত, অনিত্য বস্তু এবং কর্ম্মসমূহে অধিকতর ভাবে বদ্ধনের উপাদানরূপ বলিয়া জানি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের নিত্য-মঙ্গলের জন্য তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত রায়-রামানন্দের শ্রীমুখে প্রকৃত কীর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই প্রকার—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্
বড় কীর্ত্তি ?"
"কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।"

আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, বা আমি শূদ্র অথবা ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ জিনাই আমার কীর্ত্তি – এরূপ নয়। এসবগুলি আমার বিরূপের অভিমান; বিরূপে অবস্থান হেতু আমি জগৎকে ভোগ্যরূপে দর্শনে লাগাইবার জন্য জগতের ক্রিয়া ও অভিমানসমূহের অনুমোদন করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমার স্বরূপের বৃত্তি কি তাহা আমাকে জানাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।

• • • •

কৃষ্ণদাসত্বই জীবের স্বরূপ। ইহা তাহার নিত্যা বৃত্তি। আমি মায়ার দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া যেদিন শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিজকে উৎসর্গ করিব, সেইদিন জগতের সহিত আমার কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে না বা আমি জগতের কোন পদবীর জন্য ব্যস্ত হইব না; আমি কৃষ্ণের ভক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইব। স্বরূপে সকলেই কৃষ্ণের ভক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিমুখ হওয়ায় বিরূপাবস্থায় আমরা তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি যখন আমাকে কৃপা করিয়া তাঁহার দাস বলিয়া গ্রহণ করিবেন তখন আমার নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তরূপ যে কীর্ত্তি ইহা সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না; শুদ্ধ সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদির সাধনের প্রয়োজন। প্রভু বলেন বুদ্ধিসমূহ ধ্বংস হইয়া যতদিন না বৈষ্ণবদাস্য করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয় ততদিন কৃষ্ণ কাহাকেও দাসরূপে গ্রহণ করেন না।

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
আমি ত' না মানিব দাস কেন নাথ।
অহঙ্কারে দাস নাহি করে জগন্নাথ॥
অহঙ্কারশূন্য হও, তবে মঙ্গল লাভ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

স্বর্গকামী বলিয়া যে খ্যাতি, কৃষ্ণভক্তগণ তাহাও চান না। তাঁহারা ব্রহ্মানন্দকে বিড়ম্বনা জ্ঞান করেন। কৃষ্ণভক্তগণ আত্মারামগণেরও বিস্ময়োৎপাদক বিপুলমুক্তিলাভ জ্ঞানপূর্বক সেবাকেই জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন অতএব কৃষ্ণভক্ত আখ্যাই বড় কীর্ত্তি।

গৃহমেধী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০৭ সংখ্যার পর)

বয়ং হতবহ্যমানা সহস্রার্ত্তা বেদবিক্রিতঃ।
ন সৌরি'চক্রাবিমুখ-অন্নসন্তানবেদনম্॥

কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সঙ্গ যেন না হয়। ভগবদ্বিমুখ-প্রসঙ্গ সুখপ্রদ ও জীবন পরীক্ষার স্থল। অহিংসুখ, দৈন্য ও পরপ্রশংসা হরিভজনে বড়ই সহায়ক। মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনে করিতে হইবে যাহার প্রতিষ্ঠাশা আছে সে কখনও অমানী মানদ হইতে পারে না, প্রয়োজন হইলে বহু অবৈধ কর্মও তাহার দ্বারা সাধিত হইতে পারে। অবৈধগণের সঙ্গ করিলে সংসারে খুব উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে স্বধর্ম্ম পালিত হইবে; আমার যে নিত্যধর্ম্ম হরিসেবা তাহাতেই উত্তরোত্তর প্রবৃত্ত হইব। 'সত্যং সুষ্ঠু শুচিবিদং' শ্লোক শুধু কথার কথা বুঝিলে কেবল আসা যাওয়া ঘুরপাকেরাই সার হইবে। সিদ্ধভক্তগণ ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মের কথা বুঝে না আর বুঝিতেও চাহে না। নরকের দ্বারস্বরূপ স্ত্রীসঙ্গার্থে গৃহেই একান্ত লোলুপ থাকেন তাহারা বঞ্চিত। কর্দ্দমমুনি স্বীয় পুত্রগণকে ঐ প্রকারের লোকগুলিকে তাঁহার নিকট আসিবার উপদেশ করেন। স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সরলতা ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিয়া গৃহব্রত লোকগণ কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? বাসুদ জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়জাত সুখকেই বহুমাননকারী গৃহমোহগ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে বৈরাগ্যপূর্ণ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে, গৃহমেধীর পরিণাম বড়ই শোচনীয়।

অহো, আমি কতবার অসৎকার্য্য করিয়াছি, ইন্দ্রিয়বর্গ এতদিন ধরিয়া আমাকে অবিদ্যাবিরচিত বিষয়কূপে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, বিষয়ভোগও যথেষ্টই হইল, আর নয়। হায়, হায়, আমি এই কামিনীর ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে ধিক্! শত ধিক্!! স্ত্রীরূপা দৈবীমায়া ভয়ক্রমাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে। পুরুষের তায় প্রণয়ে সরল ও পরিণামে বিরসপদযুক্তা স্ত্রী-মূর্ত্তি আত্মহনন ঘুরে থাকিয়া সেবা ও উপদেশের চর্চা করিতে পারিতে তাহাদের প্রতি স্বীয় চিত্ত নিবেশিত করিয়া রেখেছি!

নিত্যা দিয়তে যত্নং বাধাবেন চ বা যয়ঃ।
দিবা চার্থেনয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥

দেহ, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি বস্তু অসৎ বা অনিত্য হইলেও আমি উহাতে এতই প্রমত্ত, উহাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখিতেছি না। যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয় অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেরূপ সর্ব্বনাশ হয় না। স্ত্রীসঙ্গী মূঢ় ব্যক্তি অনিত্য পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই পরমার্থ-বুদ্ধিরূপ প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখসাধক গৃহ ও কাম্যকর্ম্মাদিতে এবং অন্ধকারময় সংসারমার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, বিদুর পরম পদ কখনও লাভ করিতে পারে না।

শ্রীনারদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি আশ্রমধর্ম বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মাত্রই ব্যবহার কর্ত্তব্য। সকলেরই কামিনীগাথা (গ্রাম্য কথা) বর্জ্জন কর্ত্তব্য; কেন না, প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ তাদৃশ সন্ন্যাসীরও মন হরণ করে। নারী সাক্ষাৎ অগ্নি ও পুরুষ ঘৃতকুম্ভ তুল্য, অতএব নির্জ্জনে স্বীয় ঔরসজাত কন্যার সহিতও একত্র অবস্থান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে। যাবৎ জীব স্বরূপসাক্ষাৎকারদ্বারা এই দেহের সুখকে দুঃখভোগ বিবেচনা করিয়া অনর্থমুক্ত হইতে না পারিয়াছেন সেই কাল অবধি স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া পরস্পর সম্ভোগার্থ ঐক্যবুদ্ধি করিবে না।

যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবান্ শ্রীহরিকে জয় করেন। সৌভরি মুনি ' দুই স্ত্রীগণের পর মনে মনে বহু অনুতাপ করিয়া পরিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্তনিয়োগ করিয়াছিলেন। মুগ্ধপুরুষগণ স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক নৃত্য-গীতবাদ্যাদির লোভে পড়িয়া ক্রীড়ামৃগের ন্যায় তাহাদিগের বশীভূত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছিলেন।

অহো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ রতি যদি আমার উদিত হইত, তাহা হইলে এই মাংস রুধিরময়, অস্থিচর্ম্মাবৃত, মাংসময় আবদ্ধ স্থানের কেনই বা বরণ করিতাম, কেনই বা সেই স্থানের বিচিত্র রসাস্বাদনার্থ পরম উৎসাহের সহিত রত হইতাম! হায়! আমি চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেও অক্ষম হইলাম! দুর্গন্ধ-মল-মূত্রের স্থানের উদয় হইবামাত্র কেনই বা সুসজ্জিত বিষয় করে ।। রূপ সৌন্দর্য্যশালী নবযৌবনযুক্ত 'গৃহসুখের

এই স্ত্রীপুত্র ... অমি ব্যতীত আর কোন্ যোষিৎসঙ্গী সেবা করিয়া থাকে? আমিই একমাত্র কুবুদ্ধি, এইজন্যই আত্মপ্রদ ভগবান্ শ্রীঅচ্যুত ব্যতীত অন্য কামভোগে ইচ্ছা করিতেছি।

মানব হইয়াও কোল, ভীল, নাগা, কুকী প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিতে জন্মলাভ করিয়া পশু ছাগলের ন্যায় কত জন্ম আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে বৃথা নষ্ট হইয়াছে, সেই স্থিতি কি একবারও উদয় হইবে না?

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

গুরুই এই দেহতরণীর কর্ণধার। কৃপার অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত হইয়াও নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

আজ আমার এ দুর্দিনে পরমারাধ্যতম করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করা ছাড়া আমার অন্য কি আর গতি আছে? নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ভিন্ন এ অনল নিবাইবার আর কোন উপায় ত' নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহার পদপল্লবসেবা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাকে প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥

আকাশের নিকট শিক্ষা

(১) আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘটপটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না, শুদ্ধাত্মাও তদ্রূপ দেহাশ্রিত হইলেও নিত্যস্বরূপ প্রভাবে অসংসঙ্গে লিপ্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অন্তরে বাহিরে সেব্য-সেবকভাবে অবস্থান করিবেন।

(২) আকাশ যেমন বায়ুর দ্বারা বিচালিত মেঘাদির সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ শুদ্ধাত্মাও কালস্রোতে সৃষ্ট বিষয়ের সংস্পৃষ্ট হইবেন না।

জলের নিকট শিক্ষা

জল যে প্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, শুদ্ধাত্মাও ... সেইরূপ সদ্ভাবে মধুর আলাপী ও ... প্রদর্শনকারী উপদেশদ্বারা সকলকে পবিত্র করিবেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মহারাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী গৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ, ... -নীর প্রকাশ-স্থানও আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ওভারোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজ্যানন্দ-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী-মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ... রোড, নিউ দিল্লী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

ধাণমলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্চাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নারায়, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ খাদু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুড়িগছা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বালাম	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
[illegible]	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	
[illegible]	
সিদ্ধ মোটা	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাঁশমতি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মেশাল	৬৵০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
সিরাজগঞ্জ—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] —	৪১৲

চিনির দর

[illegible]	১০।৵০
ঐ ১০০০ নং	১০৵০
	৯।
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible]	৩৪।০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২।০

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এম)	৬৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৪।০—৪।৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৫৲
	৩৪।০

[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
প্যাঃ [illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

তুলার দর

আমেরিকান [illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৭৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৩।০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম দর মাইল	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
ঐ বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ সের—	১১।
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৯৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵
২৮ সের—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸
শীস	।৵১০—৸৵০
বাজার দেয়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
[illegible]	৩।০—৩৸০
পাতি [illegible] ৩—৯ দুই লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল [illegible] লম্বা ১—৩ইঞ্চি ৯৲—১	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, বোল্টু, [illegible]	৬৸০—৭।০
গোল [illegible] ও [illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] আসল ২৫৲	[illegible] ২৩।০

[illegible] ৫৵০, [illegible] ৩।০

[illegible] ৪।০

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] ঘাট [illegible], [illegible]

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর স্নানাগারের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে; ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

—:০:—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভূবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মানুষের জন্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, দার্জ্জিলিং, নাসুটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার তোমার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও শুকতানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

গ্রাম শম্ভুনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া

রেঙ্গুন ঠিকানা ৩২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্গের শুভেচ্ছায় শাস্ত্রবিদ্যাসাবিত্রিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহামূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ-বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবিধ প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাবধি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। [illegible] প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶	৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷	১৷০	৲
সিকিকলম	৫৲	৩	৩৲	৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৲	৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৵	৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	৷৷৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	৲
" এক কলম	৩৫৲	৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৲
ষাণ্মাসিক "	৲
ত্রৈমাসিক "	৷৷০
মাসিক "	৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ্

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৪০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৯
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন্

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩০
কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৩ ১১-৪২
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২১-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৯-২৭
(বদল) ১৮-৪৩
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1644

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ৭ই জুলাই, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১০৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(১০১):(০):—

রাজা প্রদ্যোৎনাথ ঠাকুর

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ধনকুবের ও কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের রাজা প্রদ্যোৎনাথ ঠাকুর গত শনিবার সন্ধ্যায় তাঁহার বরানগর আলমবাজারের বাসভবনে (ঠাকুর ভিলা) পরলোকগমন করিয়াছেন। রাজা প্রদ্যোৎ ঠাকুর গত দুই মাস যাবৎ পুষ্ঠব্রণে ভুগিতেছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আলমবাজারের বাগানবাড়ীতেই তাঁহার দেহের সৎকার করা হয়।

—

ষ্ট্যাম্প চলিবে না

সিমলা হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, যে সকল ডাক টিকেটে (মার্জিন ষ্ট্যাম্প ও যে সমস্ত ডাক টিকেটের উপর ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের নাম লেখা আছে তাহাও উহার অন্তর্ভুক্ত) মহারাণী ভিক্টোরিয়া বা সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত আছে তাহা ডাকমাশুল বা টেলিগ্রাফের মূল্য হিসাবে অথবা ১৮৯৮ সালের ভারতীয় ডাক ঘর আইন (১৮৯৮ সালের ৬নং আইন ও ১৮৮৫ সালের ১৩নং আইন) অনুসারে যে কোন টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত তারিখ হইতে ছাপান মধ্যে ... কাগজের ডাকঘরসমূহে বিনা মাশুলে চাপের দ্বারা উন্নত (embossed) অথবা আটা দিয়া লাগান যে এইরূপ (adhesive) ডাক টিকেটের পরিবর্ত্তে প্রচলিত ডাক টিকেট দেওয়া হইবে। সরকারী ট্রেজারী সমূহে পূর্ব্বোক্ত মার্জিন ষ্ট্যাম্পের পরিবর্ত্তে প্রচলিত মার্জিন ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইবে। খারাপ ডাক টিকেটাদি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইবে না।

—

বন্দীদের লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা

হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে বন্দীদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় তিন শত নিরক্ষর বন্দী শিক্ষালাভ করিতেছে। এক এক দলে ১২জনকে মধ্যাহ্নে লেখাপড়া শিখান হইতেছে। বি-শ্রেণীর যে সকল বন্দী উচ্চ শিক্ষিত এবং জেলের বাহিরে থাকাকালে বিচক্ষণ শিক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই স্বেচ্ছায় বন্দীদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। জেলের কর্তৃপক্ষ শ্লেট, পেন্সিল, পুস্তক এবং বর্ণমালার 'চার্ট' সরবরাহ করিয়াছেন। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বন্দীদের লেখাপড়া শিক্ষায় বন্দোবস্ত জেলকর্তৃপক্ষ করিয়া দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বাছিয়া শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে একই 'সেলে' রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। সারা বৎসর এই ভাবে বন্দীদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

—

চীন-জাপান সংবাদ

চীন-জাপান যুদ্ধের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কিরূপে হাইনান দ্বীপ রক্ষা করা যাইবে তৎসম্পর্কে চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

হাইনান দ্বীপ কোয়াংটুং উপকূল (দক্ষিণ চীন) হইতে দূরে অবস্থিত। উত্তর বার্ম্মা, শ্যাম ও ইন্দোচীন হইতে হংকং ও ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত বিমানপথের উপর এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির যথেষ্ট প্রাধান্য থাকায় বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট এই স্থানটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক অভিজ্ঞগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, এই দ্বীপটি যদি জাপানের হাতে আসে তবে সে এই স্থানটিকে বিমান-ঘাটিরূপে ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না এবং এখন হইতে জাপবোমারু বিমানপোত সমরোপকরণবাহী ট্রেণ সমূহকে উধাও হইয়া চীনে যাইতে বাধা দিবে।

—

প্রজাস্বত্ব আইনকে বাধা দেওয়ার কৌশল

দক্ষিণ উড়িষ্যার জমিদারগণ কি ভাবে প্রজাস্বত্ব আইনকে বাধা দিতে পারে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। যাহাতে বড়লাট মাদ্রাজ ভূমিসংস্কার (উড়িষ্যা সংশোধন) বিলে সম্মতি না দেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা বড়লাটের নিকট একটা ডেপুটেশন প্রেরণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে তাঁহারা একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

—

কিশোরগঞ্জে উচ্চ ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়

দীর্ঘকাল যাবৎ কিশোরগঞ্জে একটি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। অবশেষে তাহাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ও উকীল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় এম এ, বি-এল এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া তাঁহার মাতৃদেবীর নামে ৩০শে জুন বৃহস্পতিবার রাধাসুন্দরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ জে বি কিতাবসলে আই-সি-এস কর্তৃক ভিত্তি-স্থাপনকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

—

অতিকায় রণতরী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

কমন্স সভায় নৌ সচিব মিঃ ডাফকুপার ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমান নৌ চুক্তি অনুযায়ী উর্দ্ধ্বসংখ্যা ৪৫ হাজার টন রণতরী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুতের আয়োজন হইয়াছে। এই সম্পর্কে এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

চাণ্টনগরে প্রজা অসন্তোষ

চাণ্টনগর সাবডিভিসনের প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। জমিদার বখত জমি হইতে বহু দিনের পুরাতন প্রজাকে উৎখাত করিতেছে। সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করিয়া প্রজাদিগকে ভয় দেখান হইতেছে। অনাবশ্যকভাবে ঐ পাহারা বসাইবার ফলে স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাইতেছে। প্রধান মন্ত্রীকে অবিলম্বে সৈন্য অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তিনি চাণ্টনগর আসিতেছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আদবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহায্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিবর্দ্ধিকা গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৴০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৴০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫ নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬ অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭ সদাচারবৃত্তি ৵০
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯ অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সঙ্গীত-নিকায়শতকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৴০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ আর্ট ন অব বোম্ভ ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ,-পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ২৫ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই জুলাই ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ১০৯৬ম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

——::(○)::——

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব গত ১২ই আষাঢ় ২৭শে জুন শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-তিথিপূজা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হইয়াছেন।

এতদুপলক্ষে ঊষঃকীর্ত্তন, গুরুপরম্পরা, ভক্তিক, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগের পর সমাগত শতাধিক ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য একটী সুন্দর রচনা করিয়া তন্মধ্যে সুসজ্জিত মঞ্চের উপর সংরক্ষিত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ঠাকুরের অভিনির্ণয় দান, বর্ত্তমানযুগে আউল, বাউল, সহজিয়াদি অপর সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে উঁহাদের উপায় ও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিক্ষা স্ব স্ব জীবনে আচরণ দ্বারা বাস্তবোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইলে আমরা তাঁহার বিরহতিথির পূজার অধিকারী হইব প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহাতে প্রচারিত হয় তাহাতে ঠাকুরের অদম্য প্রচেষ্টা জগতের ইতিহাসে নিত্যকাল স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত থাকিবে প্রভৃতি বিষয়ও প্রাঞ্জলভাষায় কীর্ত্তিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে আমায়বাদীর নিন্দার এবং সেই ধারানুযায়ী বর্ত্তমান গৌড়ীয়াদেশের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষভাবে বুঝান হয়। বক্তৃতান্তে 'এ আমার সেবক-ধন করুণা প্রচুর' সঙ্গীতটী আর্ত্তির সহিত কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর মহামন্ত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা বিরহতিথির সেবা সম্পন্ন হয়।

— • —

রেঙ্গুনে

গত ২৭শে জুন সোমবার রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুবরের চতুর্বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল নীরাজনান্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদাবলী সংকীর্ত্তিত হইলে ভক্তিকোবিদ শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসীজী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমল ভুবনমঙ্গল চরিতাবলী "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" গ্রন্থ পারায়ণমুখে পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীল ঠাকুরের রচিত গীতাবলী কীর্ত্তনের পর বিশ্বজনবন্দিত সভার উপদেশক শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ঠাকুরের অবদান, তাঁহার শিক্ষাসমূহ এবং "বিরহ" ও "বৈষ্ণব" প্রভৃতি শব্দ সমূহের বিশ্লেষণ করেন। অন্তে ঠাকুরের রচিত গীতাবলী ও বিরহসঙ্গীত কীর্ত্তিত হয়। সভায় উপস্থিত ২৫ শতাধিক সজ্জন ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কয়েক জনের নাম মাত্র উল্লিখিত হইল,—

রায় বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু বি, এ (রিটায়ার্ড অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী বার্ম্মা); শ্রীযুত সৌরীন্দ্র মোহন মজুমদার এম, এ; শ্রীযুত অবনীমোহন দত্ত বি, এ; শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (জমিদার ও ব্যাঙ্কার); শ্রীযুত রামলাল পোদ্দার; শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ দাস (সিনাই প্রেস); শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দ্র ও শ্রীযুত দাস বাবু (ইকনমিক্ জুয়েলারী রেঙ্গুন); শ্রীযুত হরিমোহন সাহা; শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি।

শ্রীযুত রামলাল পোদ্দার মহাশয় স্বেচ্ছায় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করত প্রভূত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য ও সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

———

গত ২৯শে জুন বুধবার রথযাত্রা দিবস শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তনমুখে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ রথযাত্রা-প্রসঙ্গ, রথযাত্রার তাৎপর্য্য প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুত রামলাল পোদ্দার, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়গণের এবং মঠের ব্রহ্মচারিগণের সেবোদ্যম প্রশংসনীয়।

গত ২৮।৬।৩৮ ইং তারিখে ওয়াই, এম, সি, এর মিঃ পাল নামক জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার কয়েকজন বিদেশীয় বন্ধু সহ মঠে আসিয়া স্বামীজীর নিকট হরিকথা [illegible] মঠের এবং উৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

পাটনা গৌড়ীয়মঠে

গত [illegible] বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে [illegible] নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্বিংশ বার্ষিক অপ্রকট [illegible] পূজা [illegible] সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] পর "গুরুবন্দনা", "[illegible]", "[illegible] আনন্দ প্রেমধন" প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন এবং [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তের পর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণে শ্রীল [illegible], শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের [illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুত [illegible] সিন্হা, শ্রীযুত [illegible] মহোদয় [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ঠাকুর মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করেন। [illegible] ও [illegible] পদাবলী ও [illegible] কীর্ত্তন হয় [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটাই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ বামন আদি কামদোদশালী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীনাম

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম তিনটীই ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ নাম নহে আর নামাভাসও নামাপরাধ নহে। নামাপরাধ করিতে করিতে কখনও নামোদয় হয় না। নামাপরাধ নিশার অন্ধকার স্থানীয়, নামাভাস অরুণোদয়-স্থানীয় আর শুদ্ধনাম মিহির স্বরূপ। নামাপরাধ করিলে জাগতিক ধন, জন, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু শ্রীনামোদয় বা ভক্তি পর্য্যন্ত ভগবৎ-সেবা কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ)

বাহিরের কৃত্রিম পুলকাদি বিকারই কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বাহ্যাশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যৎ হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত, তদশ্মসারমিত্যর্থঃ। কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দ্যা।" অর্থাৎ বাহিরে অশ্রুপুলক দেখা গেলেও যাহার হৃদয় শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতির জন্য ব্যাকুল না হয়, তাহা পাষাণবৎ কঠিন। সেটী বাস্তবিক ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণ নহে। কনিষ্ঠাধিকারিগণের অর্থাৎ যাহাদের অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ও অধোক্ষজ ভক্তে প্রাকৃতবুদ্ধি অপগত হয় নাই, তাহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাহাদের অধোক্ষজ-সেবাবৃত্তি নাই বলিয়া ঐরূপ অশ্রুপুলকাদিও নিন্দনীয়।

নিসর্গ-পিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

(ভঃ রঃ ২।৩।৫২)

অর্থাৎ জীবের নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল এবং কৃত্রিম অভ্যাসপরায়ণ নিজ অন্তঃকরণে যে সকল অশ্রুপুলকাদিচেষ্টা তাহা সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কেবল রজস্তমোগুণাশ্রিত হইতে পারে। তাহা বাস্তবিক ভাব-ভক্তের শুদ্ধ-সত্ত্ববিকারলক্ষণ নহে, পরন্তু প্রাকৃত নশ্বর কামচেষ্টাময় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ক্রিয়া বা ভাবাভাস মাত্র। নামাভাসে জড়মুক্তি হয়। নামাভাস নামোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা, যেরূপ অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অবস্থা।

নামাভাসে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু শুদ্ধনাম বা নামীর সহিত তখনও কোন সম্বন্ধ হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত নিরপরাধ হইলে নামে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাহাই প্রকৃত শুদ্ধনাম। নামাভাসে মুক্তি হইলে জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন এবং সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া স্বরূপের কার্য্য ভগবদ্দাস্যরূপ অভিধেয় ভক্তি বা সেবা যাজন করিতে থাকেন। এই সেবোন্মুখ-বৃত্তির উদয়ে প্রকৃত নামের উদয় হয়। তখনই নামের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয় ও নাম হইতে প্রেম হয়। অধোক্ষজ সেবোন্মুখতার অভাবে শ্রীভগবানের নাম হয় না। যাহা হয়, তাহা অক্ষজবাদিগণের বিমুখ-চেষ্টা বা নামাপরাধ।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলা একই বস্তুর বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি। এই শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। কিন্তু জীব যখন সেবোন্মুখ হন তখনই তাঁহার আত্মার উদিত নামাদি স্বতঃই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়া বাহ্যজগতে প্রকটিত হন।

হৃদয় হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

সেইজন্যই অধোক্ষজসেবাপরায়ণ সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রীনাম শ্রবণ করিলেই প্রকৃত নামের উদয় হইয়া থাকে, নতুবা অক্ষজজ্ঞানরত সাধুনামধারী অসাধু ব্যক্তিগণের মুখে শ্রুত নামাক্ষর নাম নহে। কারণ, তাহারা হয় অন্যাভিলাষী না হয় ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী। তাহারা অধোক্ষজসেবা-বিমুখ বলিয়া নাম তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ, কিন্তু অধোক্ষজসেবাকাঙ্ক্ষীর উপায় ও উপেয় নহে।

শুদ্ধনামপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। নামাপরাধকারিগণ কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব নহে।

শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

খুব সতর্ক না হইলে হরিভজন করিতে আসিয়াও ভোগী হইয়া যাইতে হয়। ভোগ-পিপাসা কিছুতেই যাইতে চায় না। অথচ ভোগপিপাসার সদ্ভাব থাকিতেও হরিভজন বা সেবামাধুর্য্যের কোনও সন্ধানই পাওয়া যাইবে না। অতএব সেবা ও ভোগসম্বন্ধীয় বিচার বুঝিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে।

যখন বহির্দৃষ্টিতে মনে হয় আমার সকল ভোগপিপাসা চলিয়া গিয়াছে, এখন একমাত্র হরিগুরুবৈষ্ণবের স্বার্থ অনুসন্ধান ভিন্ন আমি আর নিজের সুখের জন্য কিছুই চাহি না, তখনও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও না কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন ভোগপিপাসা হৃদয়-কোটরে অতি সঙ্গোপনে লুক্কায়িত আছে। কাজেই সর্ব্বদাই আমাদিগকে সতর্ক থাকা দরকার। প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় প্রতিপলক্ষেপে প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিজ চিত্তবৃত্তি কোন্‌দিকে ছুটিতে চাহে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রতিদিন আমাদিগকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীরূপানুগ পথে অগ্রসর হইয়া সেই ধারার কৃপাবারিতে স্নাত হইতে হইবে। উপযুক্ত চেষ্টার অভাবে ইহজীবনে যদি তাহাতে স্নাত হইতে না পারি তাহা হইলে জন্মান্তরেও যে আবার ঔদাসীন্যময় জীবন যাপন করিব না একথা প্রমাণ কোথায়? যাহার চেষ্টা এত অনুকূল তাহাতেও শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরেও তাহার বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেবও জানাইতেছেন—হরিভজনের প্রাত্যহিক progress ও tangible result চাই।

তাহার মুখে শ্রীনামাদি কীর্ত্তন শ্রবণীয় নহে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্
গুরোঃ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরু হইতে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে হয়। হরিকথা প্রাকৃতপক্ষে অমৃতস্বরূপ হইলেও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন দুগ্ধ সুখাদ্য হইলেও সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে প্রাণসংহার করিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবের পাদপদ্মই নিত্যসেব্য।

"আমার এত এত নিষ্কপট সেবার ফলে—গুরুদেবের জন্য দিবের সমস্ত ভোগসম্ভার কাকবিষ্ঠাবৎ দূরে পরিত্যাগ করিয়া মঠে আসিবার ফলে—গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা দিকে দিকে বিপুলভাবে প্রচার করার ফলে (যদিও আমি তাহা চাহি না—যদিও আমি জানি, শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্যধনের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও নিজের সেবা করাইয়া লওয়া ঘোর অবৈষ্ণবতা তবু) নিশ্চয়ই শ্রীগুরুদেব আমাকে তাঁহার নিজেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেও অন্ততঃ উত্তমরূপে প্রতিপালন করিবেনই" এই প্রকার আশায় আত্মাভিমান হৃদয়াভ্যন্তরে পোষণ করিয়া অন্তরে অন্তরে শ্রীগুরুদেবের সেবাশ্রয়তায় এবং পরিপূর্ণ কৃষ্ণসুখপোষকতায়, এমনকি তাঁহার স্বচ্ছন্দলীলায়ও পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বাধাপ্রদান করিতে যাওয়া প্রচ্ছন্ন ভোগিকুলেরই কার্য্য। প্রচ্ছন্নভাবে ঐপ্রকার ভোগবাসনার আশ্রয়ও বিষয়ভোগপিপাসা ছাড়া আর কিছুই নহে। শ্রীগুরুদেবের বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া বিষয় চাওয়া মূর্খতা মাত্র। প্রেম বা পরিপূর্ণ সেবা-প্রাপ্তিই তাঁহাদের ভজনের ফল।

"তোমার ভজনফলে তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি' তোমার ভজে, সেই মূর্খ জন॥"

রূপানুগ বৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমানী আমাদের প্রত্যেকেরই মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ গৌড়ীয়ের গৌরব মহাভাগবতসমূহের আদর্শ জীবনচরিত সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশও আমরা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁহারা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যক্ষদৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে আমরা খুব শীঘ্র শীঘ্র ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীবাস পণ্ডিত যিনি নারদের অবতার, তিনি কি প্রকারে সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন? আজীবন মহা দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও অত্যন্ত প্রীতির সহিত, সর্ব্বস্বার্পণ দিয়া আরাধ্যবস্তুর বিশ্রম্ভ সেবা করিয়াছেন; বিনিময়ে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইবার আশায় দারিদ্র্য বিমোচন বা হ্রাসের জন্য প্রার্থনা করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, পাষণ্ডিগণ বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছে, উপহাস করিয়াছে কিন্তু অসীম ধৈর্য্যসহকারে তিনি তাহা সহ্য করিয়াছেন, তবুও আরাধ্য বস্তুর দ্বারা সমস্ত উপদ্রব উপশম করাইয়া লইবার চিন্তার আভাসও তাঁহার মনে কোনও সময়ের জন্যও উদিত হয় নাই।

তেত্রিশকোটী দেবতার পূজ্যবস্তু যিনি, তিনি গোবর্দ্ধনচূড়া পাবন মদনমোহনাদি-

গুণের নিকট নিজকে তাহাদের অপেক্ষাও দুর্গতা দীন হীন প্রতিভাত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অনন্যোৎসব ও রূপানুগ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। পার্ষদগণ শ্রীবাসকে কিভাবে নির্যাতন করিয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি—

'কেহ বলে, এ ব্রাহ্মণ এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥'

অত সময়ে আবার যখন শ্রীবাস সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরিকে নিজ অঙ্গনে নিত্য কীর্তনে বিভোর হইয়া নর্ত্তন-পরায়ণরূপে পাইলেন তখন গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইল। শ্রীবাস আনন্দের সহিত পুত্রের মৃত্যু বরণ করিয়া লইলেন, তবু মনের কোণেও এ আভাস যায় পোষণ করিলেন না যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর তাঁহার পুত্রের মৃত্যু নিবারণ করিয়া দিউন। পরন্তু বাটীর ভিতর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া পাছে শ্রীমহাপ্রভুর নৃত্যসুখের ব্যাঘাত করে তাই সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনের অতৃপ্তি তাঁহাদের দরুণ উৎপাদিত হইলে তিনি গঙ্গায় দেহ বিসর্জ্জন করিবেন। ক্রন্দনোদ্যত আত্মীয়গণকে এইভাবে শ্রীবাস নিবারণ করিয়াছিলেন,—

যদি বা সংসারধর্মে নাম লইতে।
বিলয়ে কাঁদিস্, যার যেই মন চিত্তে॥
অত যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়ে॥
ক্রন্দন শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৩৪-৩৬)

শুধু তাহাই করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন না—মহাপ্রভু এসমস্ত সংবাদ কিছুতেই যাহাতে না পান তাহার জন্য নিজে আসিয়া আরও উল্লাসের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন।

'সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥
পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরও বিশেষ উল্লাস॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই ত' সীমা॥'

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৩৭-৪৯)

তবে পুত্রের প্রাণভিক্ষার পরিবর্তে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর পাদপদ্মে একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

——::(•)::——

বর্ত্তমানে নদীয়া-প্রকাশের ১৩শ বর্ষ চলিতেছে। নদীয়া-প্রকাশের সহায়কদিগের গ্রাহকগণ আমাদিগকে মহাপ্রভুর সেবায় নানাভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। তাই আজ তাঁহাদের নিকট দুই একটী নিবেদন জানাইতেছি।

কাহারও কাহারও ১২শ বর্ষ গত নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা এখনও আসে নাই। এতদ্‌ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষের ভিক্ষাও কেহ কেহ আমাদের নিকট পাঠান নাই। আশা করি, তাঁহারা সকলেই নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা জুলাই মাসের মধ্যে পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবোৎসাহিত করিবেন। নতুবা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ভিঃ পিঃ করিতে হইবে। ঔদাসীন্যবশতঃ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া এই দুর্দ্দিনে অযথা আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, সেইজন্যই পূর্ব্ব হইতে এই অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি। কারণ, ভিঃ পিঃ তে অযথা ।০ চারি আনা ব্যয় হয়।

"জয় জয় তুমি পিতা,মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম ভক্তি রহে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৭০-৭১)

রূপানুগ বৈষ্ণবগণের সেবার ইহাই সৌষ্ঠব। ইহাই শুদ্ধভক্তির প্রকৃষ্ট স্বরূপ। এই ভক্তি লাভ করিতে পারিলেই জীবন ধন্য হইয়া যায়। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের কা কথা এই ভক্তি ব্রহ্মলোকেও নাই। ইহা একমাত্র গোলোকের নিগূঢ় সম্পদ্। এই সম্পৎ লাভ করিবার জন্যই রূপরঘুনাথ আদি গোস্বামিবৃন্দ কোটী ঐশ্বর্য্য নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া উন্মাদবৎ ছুটিয়াছিলেন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে। রূপানুগ বৈষ্ণবের বাহ্যিক মহাদারিদ্র্যের অন্তরালে এই গোলোকের সেবাসম্পদ্ লুক্কায়িত থাকে। অজ্ঞ পাষণ্ডিগণ কোটিকল্পকালেও তাহার সন্ধান পায় না।

'দেখিয়া না দেখে যত পাষণ্ডীর গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥'

এই প্রেমধন যাহার নাই রূপানুগের বিচারে সেই মহাদরিদ্র—অধম। লোকশিক্ষক স্বয়ং মহাপ্রভু নিজকে প্রেমহীন প্রকাশ করিয়া এরূপ বিলাপ করিতেছেন—

শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥

•　•　•

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

শ্রীবাসের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে শ্রীভগবান্ কোন দিনও ব্যাধিনির্মুক্ত করিয়া অথবা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা বা অতুল বৈভবাদি দিয়া বঞ্চিত করেন না বরং তাঁহাদিগকে আরও আপন করিয়া লইবার জন্য নিজে তাঁহার প্রেমের বশে চির বিক্রীত হইবার জন্য তাঁহার যাহা একটু কিছু আসক্তির বস্তু থাকে তাহাও আত্মসাৎ করিয়া থাকেন—

'যস্যাহম্ অনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ'

মহাপ্রভু শ্রীবাসের পুত্রকে বাঁচাইয়া দিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু নিজে তাঁহার নিকট চির বিক্রীত হইয়া গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও নিজে চিরতরে শ্রীবাসের পুত্র হইয়া গেলেন। ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ ধন জীবের ভাগ্যে লাভ হইতে পারে!

প্রভু বলে—"কেন সব ছাড়িব কেমতে?"
এত বলি' মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥
"পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥"

•　•　•

প্রভু বলে—"শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত!
তুমি ত' সকল জান' সংসারের রীত॥
এ সব সংসার দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায়॥
আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫)

একমাত্র শুদ্ধভক্তিযাজন দ্বারাই শ্রীভগবান্ জগতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়া আমরা যেন আর বঞ্চিত না হই, ইহাই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে একান্ত প্রার্থনা।

ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা

ঊর্ণনাভ যেমন হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করে, উহা পরে পুনর্ব্বার গ্রাস করে, তদ্রূপ মহৎস্রষ্টাও সর্ব্বপ্রকাশ-তত্ত্বাধী আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎকে কল্পান্তে কালশক্তির দ্বারা সংহার করিয়া পুনর্ব্বার এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদরহিত, অদ্বিতীয় আত্মস্থির এবং সকল আশ্রয় অর্থাৎ নিখিলশক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়রূপে অবস্থান করেন। তিনি প্রধান পুরুষের অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, পরাবরেশ অর্থাৎ অংশ অবতারগণ এবং বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়—তিনি প্রধান প্রধান ও তত্ত্বাদি পুরুষেরও ঈশ্বর—তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক কৈবল্যাংশ্রিত, নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দস্বরূপ ও নিরুপাধিক। তিনি সৃষ্টিকালে মহাসংকর্ষণ হইতে আবির্ভূত হইয়া গুণস্বরূপ প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বতোমুখা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী সেই মায়াকেই সূত্ররূপে করে, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীবের সংসার-পাত প্রাপ্তি হয়।

অগ্নির নিকট শিক্ষা

(১) ভক্তগণ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপোদীপ্ত, সর্ব্ব দাহ্য অবশ্যই ও অপরিগ্রহ হইয়া পাপ বা পুণ্যমলে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখন গুপ্ত কখন ব্যক্তরূপে ভূতভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দাতৃগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবেন।

(২) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও স্বস্বপ্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবানও স্ব-শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট স্থাবর ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তাদ্য যাজনের দ্বারা ভক্তগণের স্বভক্তিতে উদিত হন।

চন্দ্রের নিকট শিক্ষা

চন্দ্রের পক্ষপরকলা যেরূপ কালক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, উহা স্বরূপতঃ ষোড়শ কলারূপ চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্‌বিকার সকলই দেহের জানিবে—আত্মার নহে।

কুরর পক্ষীর নিকট শিক্ষা

নিরামিষ বলবান্ অন্য পক্ষী যখন সামিষ দুর্ব্বল কুরর পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় তখন সে যেমন সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই তাহাদের দুঃখের কারণ জানিয়া অকিঞ্চন (ত্যাগ-পরায়ণ) ভক্তগণ অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগুরুদেবের প্রধান শ্রীচৈতন্যমঠ, প্রতিষ্ঠা-... [illegible] ... এখানে অবস্থিত। ... [illegible] ... আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ... [illegible] ... এখানে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যহ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... [illegible] ... প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকটকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং রাবণপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—খেলারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

... [illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং মিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸৹
দাদখানি	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
ধানফুলী	৫৷৹
পাটনাই নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	
রেঙ্গুন বোয়ালিয়া	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵৹
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
ধানফুলী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৪৷৹-৫৷৹
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

পাটের দর

সাহেব—	৪০৸৹
ভিতর—	৪০৸৹
উভয়—	৪১৷৹
মাড়োয়ারি মন্দা—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৵৹
কুষ্টিয়া ১০০০ নং	১০৵৹
কাসকোরা দানা	৯।
জামপুর দানা	৮৷৹—৯৸৵৹
জামপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
গিনিগোল্ডের বার	৩৪৷৹
রুপেয়া	২২৲
চাঁদির বাট	৫৩৷৹

আটা ও ময়দার দর

ডেড ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৸৵৹
কুম্ভকোণম ঐ	৬৲—৬৵৹
লাইসেন্স ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (কি)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এম)	৫৲—৫৷৹
আটা (বে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৸৹—২৸৵৹
বেসন	১৪৸৵৹—১৫৸৹
চূর্ণ	১৪৵৹—১৪৸৵৹

ঘৃতের দর

কলম	৫৭৲
ঢাকাই	৫৭৲
মুক্তকেশী	৫০৲
গাওয়া	৪৫৲
বনস্পতি	৩৪৷৹

তৈল	
তাম্বুল	৩৮৲
খাঁটি সাদা	৪১৸৹
২৩ সের—	১৭৸৹
গ্যাস বটিকা ২৪—৩০ সের	১০৲

সুতের দর

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
মিল আমের ৩২৪৫	৪০৲
কলাতি মুসলিম কাইন	৪০৲
চাকর্দ জাত	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা মাল	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
ছোট এলাচ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸
এঞ্জেল আয়রণ (কোণা)	৬৸৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৮৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
সীস	৷৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
গেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পানি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোলট্‌, নাট প্রভৃতি	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷৹
ঐ	৬৸৹—৭৸৹
বৃঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹
চটকলের দালান ৫৵৹, পাটের দালাল ৬৷৹	
তুলার দালাল ৪৷৹	

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ নবাব বাগ গোলপাটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(১০১)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে পোষাক ও বেতনগণসহ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল কি জন্য ?

—::০::—

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্যের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-কাপুতা, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" একমাত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিকে করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিবারে জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুরুয়াদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেজেঃ টিকানা ৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ ডাকঘরে, দেখুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সারবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু বৃন্দাবন শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুধীগণের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পারমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া ভাষায় পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲		৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-১৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৩৬	২২ ২৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪ ২৩	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-৩৩	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫ ২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৫৮	০-৫৬
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১ ১০			১৮-১৬		২০-৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৬
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-১

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫	৯ ২৫		১১-৩৫	১৬-০	১৮-৩৭	
কৃষ্ণনগর	৩-৫৬	৬-২৩	১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
	৭-২০	৯-১৬		১১-৪১				
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২-২১	১৬-৫৬	১৯-২৫	২০-৩৫
রাণাঘাট			১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)			১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	

কলিকাতা	৬-১১	৯-২০	১১-৫৬	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৭

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৩-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৪-০	১৮-১
কৃষ্ণনগর		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৩
কলিকাতা	১৩-১৬	২০-৩

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] —২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ৮ই জুলাই, ১৯৩৮, শুক্রবার [১১০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(০):(০):—

আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন

নর্ম্মদাতীরের দাসেটা গ্রামের বিরাট মাঠে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্থান নির্ব্বাচন কমিটির বৈঠকে ঐ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। শেঠ গোবিন্দ দাস, শ্রীযুক্ত আর ডি ভাগব ও রাম দাস গুপ্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এই মাঠটি ত্রিপুরী হইতে নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উহা জব্বলপুর হইতে নয় মাইল দূরে।

উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা অর্পণ

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের সম্মতি অনুসারে উক্ত গবর্ণমেণ্টের উপর ১৯৩৬ সালের ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে মাদ্রাজ প্রদেশের যে অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে উড়িষ্যা প্রদেশের দ্রুত্বহির্ভূত অংশ সম্পর্কে উহার নিম্নোক্ত দায়িত্ব উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিয়াছেন—

(ক) এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ও সেল-ক্রেডিনিউ অফিসার নিয়োগ ও ১৮৮২ লবণ আইনের ৩, ১৫ ও ৩০ ধারা অনুসারে তাঁহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান।

(খ) বৃহদায় গোলাঘাটার ও গোলা কার্য্য নিয়ন্ত্রণ।

(গ) লবণ-বিভাগের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ, পুনরাদেশ পর্য্যন্ত এই প্রকার ক্ষমতা কার্য্যকরী থাকিবে।

বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য দাবী

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব্ব আসামী সর্দ্দার হরনাম সিংহের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার জন্য মিঃ কাবুল সিং, মিঃ সুদর্শন, মিঃ সন্তরাম, মিঃ প্রতাপ সিং প্রভৃতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের ২৮ জন সদস্য কর্ত্তৃপক্ষ রাজ্যের প্রধান সচিবের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ভারতের আসামীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

সর্দ্দার হরনাম সিংহের বাড়ী কর্পূরতলা অধীনে কালাসঙ্ঘ গ্রামে। তিনি ১৯১৪-১৫ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন এবং পূর্ণ দণ্ডকাল অতিবাহিত হইবার পর ১৯৩৫ সালে মুক্তিলাভ করেন।

বি-এ, পরীক্ষায় মধ্যপ্রদেশের প্রথম মাড়োয়ারী মহিলা

জব্বলপুরের ডেপুটীশনার মিঃ বি এন মিত্রের পত্নী শ্রীমতী সারদা দেবী প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশের আর কোনও মাড়োয়ারী মহিলা বি এ পাশ করে নাই। শ্রীমতী সারদা দেবী জব্বলপুর সিটি কলেজে এম-এ পড়িবেন।

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের ষড়যন্ত্র

জেনারেল লুসকভ রাশিয়া হইতে পলায়ন করিয়া টোকিওতে আসিয়াছেন। জেনারেল লুসকভের স্বাক্ষরিত একটি চমক-প্রদ বিবৃতিতে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ষ্টালিন জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য প্ল্যান প্রস্তুত করিতেছেন। জেনারেল লুসকভ সুদূর প্রাচ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয় অবগত হইবার জন্য সোভিয়েটের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি মাঞ্চুকুও-তে পলায়ন করেন। ষ্টালিনকে হত্যা করা এবং সোভিয়েট গবর্ণ-মেণ্টের উচ্ছেদ সাধন সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত বিবৃতিতে ষ্টালিনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, জাপান যাহাতে চীনের সহিত যুদ্ধে দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকে তজ্জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট চীনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। চীনের সহিত যুদ্ধে জাপান যখন দুর্ব্বল ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে, সোভিয়েট রুশিয়াই তখন তাহার সৈন্য ও নৌবাহিনী দ্বারা জাপানকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে পারে।

হোনান প্রদেশে কলেরার প্রকোপ

মিশনারীরা বলিতেছেন যে, হোনান প্রদেশে বন্যা-বিতাড়িত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছে এবং শত শত লোক মারা যাইতেছে। পীতনদীর জল এখনও ভগ্ন বাঁধ দিয়া তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে। জাপানীরা ঐসব বাঁধ মেরামত করিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। অক্টোবর মাসে নদীর জল না কমা পর্য্যন্ত বন্যা এইরূপ অবস্থায় থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

আন্দামান প্রত্যাগত বন্দিগণ

আন্দামান হইতে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ফিরাইয়া আনিয়া মধ্যম জেলে রাখা হইয়াছিল এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা এক সঙ্গে মেলামেশা করা, খবরের কাগজ পড়া এবং নিজেদের আহার্য্যের ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে পারিতেন। সম্প্রতি এই ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এখন রাজনৈতিক বন্দীদিগকে নাকি প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হইতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিতে দেওয়া হয় না। রাজনৈতিক বন্দীরা কারা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এবিষয়ে অভিযোগ জানাইয়াছে।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের পদত্যাগ

করাচী স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, সমস্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট (৮৮ জন) পদত্যাগ করিয়াছেন। সেইরূপ নূতন আইন অনুযায়ী সমুদয় স্বায়ত্তশাসন-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মনোনীত সদস্যও পদত্যাগ করিয়াছেন।

মতিহারী ট্রেজারী তহবিল মামলা

মতিহারী ট্রেজারীর ৭লক্ষ টাকা তহবিল করিবার অভিযোগে উক্ত ট্রেজারীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত সত্যদাস মিত্র ৬ জেল পোদ্দার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৩৮১ ধারার সহিত পঠিত ১২০ (খ) ধারা অনুযায়ী দায়রার সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

রাজবন্দী মুক্তির রত্ন

চট্টগ্রামে কয়েক বৎসর ধরে ওয়েক দাসি দীর্ঘকাল নানাস্থানে আটক থাকিবার পর গৌরীপুর শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র হইতে বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় একবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

—

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৫৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আনন্দ ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ের-সাধুতা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। প্রকৃতিপ্রাকৃত গণগৌরব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীচৈতন্যলীলাপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকল ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৭৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তসূক্তাবলী বা নামাবাদশতুর্দ্দশী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭ টিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়াদ্যবেত ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৫৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৬ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৮ই জুলাই ইং ১৯৩৮, শুক্রবার | ১১০তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

দেরাদুনে প্রচার

গত ২৩শে জুন তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মাননীয় অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ শ্রীযুক্ত জে, এন্ রায় মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হন এবং বেলা ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী বলেন,—'গীতা'শব্দে শ্রীকৃষ্ণের গান বা কীর্ত্তনকেই বুঝায়। 'গীতা' শব্দটীর মধ্যে কৃষ্ণের নিত্যগুরুত্ব, অর্জ্জুনের নিত্যশিষ্যত্ব এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে গান বা কীর্ত্তনের নিত্যত্ব বর্ত্তমান। গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে। সুতরাং সুধীগণ গীতামৃত পান করিয়া আত্মার পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রাপ্ত করেন।

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥'

শ্রীগীতা-শ্রুতি, সুতরাং শ্রীগুরুদেবে ভক্তিবিশিষ্ট জনের নিকটেই ইঁহার মর্ম্ম অর্থ প্রকাশিত হয়। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন"— প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব জানা যায়। আর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল ভগবদ্ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে "...তপস্কায়" শ্লোকে অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যাহীন ও অসূয়াযুক্ত ব্যক্তির গীতাশাস্ত্রে অধিকার নাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" শ্লোকে শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষই ভক্তি এবং জ্ঞানলাভের অধিকারী তাহা স্বামীজী বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সজ্জনবৃন্দ পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

স্বজন বিয়োগ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধের সম্বন্ধ, ইহাই দ্বিতীয়াভিনিবেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয়াভিনিবেশই স্বজন-বিয়োগ, অর্থনাশ, ধনক্ষয় ও আকস্মিক আপদাদির দরুণ যে ভয়, তাহার একমাত্র কারণ বা জনক।

অন্যাভিলাষ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ আমার পালন-রক্ষণাদি করেন, কৃষ্ণই আমার গোপ্তা ও প্রভু, তিনিই জগন্নাথ—ইত্যাকার সম্বন্ধজ্ঞানই নিজ মৃত্যু বা স্বজনবিয়োগাদির ভীতি হইতে ত্রাণের একমাত্র উপায়। জ্ঞান-মহোদধিগ্রন্থে লিখিত আছে—

জ্ঞানসংস্থানসন্তাপো জ্ঞানাগ্নিজ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
মৃত্যুং হরীতি বিধ্যস্তঃ স বীরো
বীতসংশয়ঃ॥

—জ্ঞানে অবহিত, জ্ঞানযোগপ্রাপ্ত জ্ঞানাধিবিশিষ্ট ও জ্ঞানরূপ অসিধারী সজ্জনেরা মৃত্যু বিনাশ করে, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যে পুরুষ দ্বিতীয়াভিনিবেশহীন সেই পুরুষই যথার্থ ধীর এবং নির্ভয়। তিনি নিজ মৃত্যু বা অন্যের মৃত্যুতে ভীত বা শোকার্ত্ত হন না।

গীতায় মানুষের মৃত্যু কিরূপে ঘটে তাহা বলিয়াছেন। গীতা বলেন—বিষয়ধ্যানদ্বারা বিষয়াভিলাষ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। উক্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশবশে যে চেষ্টাসমূহ মানব করিতে থাকে, তাহা কামচেষ্টা। আবার উক্ত কামপরিপূরণের প্রতিবন্ধকতা—ক্রোধের জনক। উক্ত ক্রোধ এবং পূর্ব্বোক্ত কামপরিপূরণ এই উভয়ই মোহের জনক। অর্থাৎ কামচেষ্টা সফল হইলেও যেরূপ মোহের উদয় হয়, কামচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তদ্রূপ ক্রোধের উদয় হইয়া মোহের উৎপত্তি ঘটায়। মোহ কৃষ্ণস্মৃতির সম্পূর্ণ বিনাশক এবং স্মৃতিভ্রংশ হইলেই বুদ্ধিহীন মানব মরণ লাভ করে। বেদের স্মৃতিপ্রধান মহাভারতান্তর্গত প্রামাণিক শাস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র ও গীতা উভয়েই এসম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ। গীতায় "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদি শ্লোক এবং সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে—

অভিধ্যা বৈ প্রথমং হন্তি চৈনম্।
কামক্রোধৌ গৃহ্য চৈনং পশ্চাৎ॥
এতান্ বালান্ মৃত্যবে প্রাপয়ন্তি।
ধীরাস্তু ধৈর্য্যেণ তরন্তি মৃত্যুম্॥
(১ম অঃ ১১ শ্লোক)

—প্রভৃতি শ্লোকে এবিষয় লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে বিষয়ধ্যানই অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ ব্যতীত জাগতিক বিষয়-চিন্তাই মৃত্যুতুল্য। বিষয়াভিলাষহীন হইলে মানুষের মৃত্যুভয়াদি থাকিতে পারে না। শাস্ত্রান্তরেও কথিত আছে—

বিষয়প্রতিসংহারং যঃ করোতি বিবেকতঃ।
মৃত্যোরাবৃত্তিতো পারং স বিদ্বান্ স বিবিৎ
কবিঃ॥

যে ব্যক্তি বিবেক দ্বারা বিষয়াভিলাষ বর্জ্জন করেন, সেই ব্যক্তি মৃত্যুরও মৃত্যু, বিদ্বান্ ও কবি। সুতরাং বিষয়ত্যাগ করত যাঁহাকে স্বয়ং ভয় ভয় করেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই স্বজনবিয়োগাদির ভয় ও তজ্জনিত শোকাদি হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে।

স্বজনবিয়োগে আমাদের যে দুঃখ, তাহা তত্ত্বজ্ঞানবলে নিরস্ত হইলেই চলিয়া যায়। যেহেতু মোহই উক্ত দুঃখের কারণ। মানুষ যখন তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত হইয়া বুঝিতে পারে—

"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্"

অথবা—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো
যথা॥
(ভাঃ ১১।১৭।৫৩)

অথবা—

দুঃখেষু ন সজ্জেত ন প্রসীদেৎ দুঃখিতোঽপি।
[illegible]॥
(ভাঃ ১১।১৭।৫২)

তখন তাহাকে স্বজনবিয়োগাদি দুঃখে আর অধীর হইতে হয় না। জাগতিক সুখে নিস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহারাই স্থিতধী মুনি বলিয়া খ্যাত হন।

———

অসাধুসঙ্গ মানুষের সর্ব্বনাশের মূল। সৎসঙ্গ মানুষকে সর্ব্বসিদ্ধি দেয়।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটাই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ বামন তিথি পর্ব্বোদশাশী গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

যাহাদের 'সেবাহং' বুদ্ধি, তাহারা লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ তাহারা গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত। 'অহংমম' নামাপরাধ হরিনামগ্রহণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অযোগ্যতা। গৃহব্রত ব্যক্তিগণের সংসারে স্ত্রীপুত্রাদিতে কি আটাই না লাগিয়া আছে! তাহারা মুখে কীর্ত্তনবিরোধী না হইলেও প্রচ্ছন্ন কীর্ত্তন-বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে, যাহাতে তাহারা পাষাণের মত হইয়া রহিয়াছে! ইহা প্রচ্ছন্ন কীর্ত্তন-বিরোধ ছাড়া আর কি? 'অহংমম' নামাপরাধ জন্য হরিনাম-প্রচারে কাহারও বিরুদ্ধতা, কাহারও মাতাপিতা-স্ত্রীপুত্রাদি ভরণ-পোষণের চেষ্টা দেখিয়া তাহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। ইঁহারা কৃতসঙ্কল্প—কিছুতেই এই আঠা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করিবেন না! শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিবার অবসর করা হইয়াছে বটে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কোন কথাই ইঁহাদের কাণে যায় নাই। কেহ কেহ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়কে অর্থাদি সংগ্রহে ব্যয় করিয়াছিলেন; পরমার্থের কথাগুলি কেবল 'কথার কথা' মনে করিয়া উহা আচরণে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন! ইঁহারা কি বৃদ্ধকালে বিষয়ের বোঝা হইয়া তখন বিষয় হইতে পেন্সন (আরাম সাহেবের সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্য হইতে নিবৃত্তি) লইবেন? ইঁহাদের মঙ্গল বলা সুকঠিন।

'বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব', যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার Order-supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি, তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"—এইরূপ বিচার করে, ইহারা প্রচ্ছন্নভাবে বিষ্ণুত্বের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে। ইহাদিগকে জন্ম-জন্মান্তর বৈষ্ণবের বিষ্ঠা-মূত্রের বোঝা বহন করাইতে হইবে, তবে যদি ইহাদের মঙ্গল হয়।

খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নাম বা সংবাদ বাহির হইলেই খুব প্রচার হইল, তাহা নহে। কতকগুলি কোটী লিপুত্রাদিক ব্যক্তি জানিতে পারিল বা না পারিল, তাহা দেখিয়া প্রচারের মাপ করা হইবে না।

বহির্মুখ জনগণের নিকট ভক্তিপ্রচারের metre নহে। সত্য সত্য নিষ্কপট প্রাণ কয়টা সেবোন্মুখ হইল, সত্যকে বরণ করিল, আচরণে ও বাস্তবজীবনে পরিণত করিল, তাহাই প্রচারের মাপকাঠি। এরূপ একটি খাঁটি লোক পাওয়া গেলে তিনিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পারেন।

যাঁহার যতটা প্রপত্তি হইয়াছে, তিনি ততটা প্রসাদসেবা করিতেছেন। মুখে 'প্রসাদ' মাত্র বলিয়া ভোগ্যবুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ প্রসাদ-সম্মান নহে। যেরূপ কিছু বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিতে নাই, তদ্রূপ প্রসাদেও জাতি-বুদ্ধি করিতে হইবে না। প্রসাদরূপে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। যেরূপ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব বা শূদ্রবৈষ্ণব বলা অপরাধ, সেইরূপ সিদ্ধ চাউলের প্রসাদ বা আতপ চাউলের প্রসাদ প্রভৃতি বলাও প্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি।

কর্ম্ম-জ্ঞান-পিপাসা যেরূপ ছাড়িতেই হইবে, ধন-জন-স্ত্রী পুত্র-মিত্র অভিলাষও তেমনি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ বজায় রাখিয়া কাহারও ভাগ্যোদয় হয় না। 'গুরুসেবায় জন্ম আঠা না হইলে, গুরুপাদপদ্মের বেণুধ্বনির সহিত নিজেকে identify না করিলে হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণ কি তাঁহাকে অমনিই বিকাইয়া দিবেন? অনেক পরীক্ষা করিয়া অনেক যাচাই করিয়া কৃষ্ণ নিজেকে প্রদান করেন। কৃষ্ণ যখন কৃপা করেন, মায়ার সংসার যখন অধোমুখ হয়, তখনই কৃষ্ণভজন হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগতকেই কৃষ্ণ আপন করিয়া লন।

জৌবনিস্তারের কৃপা যাঁহার প্রতি যতটা হইবে, তাঁহার "জগতের মঙ্গল হউক"—এইরূপ বিচার হইবে অর্থাৎ নিজের দীন ও অমানিভাব এবং সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখদুঃখিতা হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে—সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদির অনুগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনরসে যোগদান করুন—এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইবে—সকল জগৎ সকলে ব্রজবাসী হউন—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করুন, এরূপ ভক্তেচ্ছাময়ী করুণার উদ্রেক হইবে। নিজেরও ভগবৎসেবার অতৃপ্তি, ব্যাকুলতা, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র আর্ত্তি ও বিলাপ থাকিবে।

খুব বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণকে পান। বেদাদিতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত অভিজ্ঞতার গোবরগণ কখনই ঐ অবস্থায় কৃষ্ণকে পায় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার। জীবে দয়া নামে রুচি সর্ব্বধর্ম্মসার।"—এই বাক্যটীর মধ্যে সকল বেদবেদান্তের নির্য্যাস, ভাগবতের সার কথা বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণের নামের সংসার—নামকীর্ত্তনের সংসার—মঠ। শ্রীনামই সেখানে একচেটিয়া মালিক বা মনিব; শ্রীনামই সেখানে Predominate করিবেন। সেখানে সর্ব্বদা ভগবদ্বিষয়ক সংলাপ বর্ত্তমান। কাহারও master বা mistress অভিমান নাই। অনাচার—ভোগ (কর্ম্ম) ও ত্যাগ (জ্ঞান)-বাদ। যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কৃষ্ণের দৃঢ়বিচার করিয়া কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ নামপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বোদ্যমের দ্বারা করিতে হইবে। জীবে দয়া—সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখদুঃখিতা। নিজের জীবন শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে, তবে শ্রীগৌরসুন্দরের অধিক কৃপা হইবে। এতাবান্ সকলের নিকটই হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে নিজের জীবনকে বলি দিয়াও। অন্যে মান দিতে হইবে অর্থাৎ পাত্র বুঝিয়া পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—যেরূপ সম্মান আবশ্যক, তদ্রূপ যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। নিজের স্বার্থসমর্পণমূলে flattery (তোষামোদ খোসামোদ) করিয়া তোষা দিতে হইবে না। বিষয়ীর প্রতি perfect indifference বা non-chalance—অপ্রীতের ভাব বা ঔদাসীন্য। অবৈষ্ণবের Personalityর যেখানে মান বা আদর হইতেছে না, সেখানে আমিও impersonal ভাব দেখাইব—সম্পূর্ণ মৌন থাকিব—non-co-operation করিব। যেমন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

'বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।'
ভক্তিবিনোদ . না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'।

দীনতা জাগে না কেন?

(উপদেশক শ্রীপাদ শ্রীমহাপুরুষ ব্রহ্মচারী)

দীনতা জাগে না কেন? তবে কি আমি শ্রীনামের সেবা চাহি না? তবে কি আমি হরিভজন করিবার ছলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি? তবে কি আমি গুরুসেবা করিবার ছল করিয়া অধর্ম্মকে উদ্দেশ দিতে আসিয়াছি? গুরুসেবা করিতে চাহিলে, শ্রীনামের নিষ্কপট সেবাপ্রার্থী হইতে হইলে, আমাকে ত' দীনচেতা হইতেই হইবে। অপরের ধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে যেমন সদ্গুরু চরণাশ্রয় করিতেই হইবে, শ্রীগুরুদেবের পরিপূর্ণ কৃপা লাভ করিতে হইলে বা সুদীক্ষিত হইতে হইলে যেমন গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে—'ভক্ত আমি' বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তেমনই আবার গুরুসেবায় বা কৃষ্ণভজনে অধিকার লাভ করিতে হইলে দীনচেতা হইতেই হইবে, নিজের মূর্খত্ব, পাণ্ডিত্য, অসমর্থতা উপলব্ধি করিতেই হইবে। শুদ্ধভক্তি বা সেবানন্দাদি ঐ অদ্বিতীয় একায়ন সুনির্ম্মল পন্থার ভিতর দিয়াই আবির্ভূত হইবেন; দ্বিতীয় কোনও পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কৃত্রিম দীনতা হইলে চলিবে না। সহজিয়াদিগের কপট আহু-পাহু ভাব আর শুদ্ধভক্তের স্বাভাবিক দীনতা এক নহে। অনুকরণ বা কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়া সত্বর প্রেমিক-পুরুষ বা মহাভাগবত হইতে ইচ্ছা করিলে অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতে হয়। স্বাভাবিক অকৃত্রিম দীনতা একটু বিলম্বে লাভ হয় সেও ভাল, দুই এক জন্ম চলিয়া যায় সেও মঙ্গল, শুধু খাঁটি বস্তু লাভ করা দরকার। একমাত্র মহাজনগণের অনুসরণ দ্বারাই ইহা লভ্য। অনুকরণ করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ। ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ বা ময়ূরপুচ্ছশোভিত দাঁড়কাক বেশীক্ষণ নিজের স্বরূপ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। কৃত্রিমতা ঘোর অধঃপতনের মূল। সিদ্ধান্তের নিকষ-পাথরে নিজের অযোগ্যতা ধরা পড়ে। প্রাক্তন কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ অহঙ্কার আসিয়া অভিভূত করিলেও মহাজন-বৃন্দের নিষ্কপট অনুসরণদ্বারা পুনঃ পুনঃ দীনতা উপলব্ধি করিবার জন্য যে ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি, তাহা কিন্তু সহজিয়ার আহু-পাহু ভাব নহে। নিষ্কপট দুর্ব্বলকে ভগবান্ কৃপা করিয়া থাকেন, কিন্তু কপট প্রাকৃত বাহাদুরকে কোন দিনও কৃপা করেন না। সহজিয়াভাবাপন্ন পিচ্ছিলচক্ষু, মেয়েলী কোমলতা ও দীনতার নামে গলিয়া পড়া ভাবের বহমাননকারী মূঢ় জীবকুলের মঙ্গলের জন্য দীনতার মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যকেশরী

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

নিজের সহজীনতা বা কোমলতার ভাবকে অনাবশি কঠোরতার আবরণে লুকাইত রাখেন। কারণ, নিত্যজগাণী-গ্রহণে উদাসীন হইয়া উঁহার ঐ অকৃত্রিম দীনত্বকে অনুকরণ করিতে অগ্রসর হইলে আমরা দুষ্ট সহজিয়াতেই পরিণত হইয়া পড়ি। পরন্তু শ্রৌতবাণী শ্রবণে রত থাকিলে ঐ কঠিন-প্রতীত আবরণের অন্তরালে অমৃতের মন্দাকিনী-প্রবাহ দেখিতে পাই।

কৃষ্ণের জন্য যাহাদের প্রাণ কাঁদিবে, তাহাদের নিজের বাহাদুরী উপলব্ধি করিবার বা নিজকে বাহাদুর বলিয়া প্রচার করিবার অবসর কোথায়? ভক্তির আবির্ভাবে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। লোকশিক্ষক আচার্য্য জীবকল্যাণের জন্য নিজ বিপ্রলম্ভ ভাব কাঠিন্যের আবরণে লুকাইয়া রাখেন। কারণ, শাস্ত্র এই শিক্ষাই দিয়া থাকেন যে, মহামূল্য বস্তু সংগোপনে রক্ষা করিতে হইবে। কৃষ্ণের জন্য গোপনে কাঁদিতে হইবে। সভা-সমিতিতে অশ্রুকম্পের প্রদর্শনী দেখান বা অশ্রু মুছাইবার জন্য লোক নিযুক্ত রাখা ঘোর অবৈষ্ণবতার ব্যাপার। যাহারা মহা প্রতিষ্ঠা-কামী, কপট, শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমের কোন সন্ধানই রাখে না, তাহারাই 'প্রেম পাইয়া গিয়াছি' বোধে লোককে দেখাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাহাদের ঐ কপট লোকদেখান ক্রন্দন ও দীনতার অন্তরালে অপরাধপুষ্ট পাষাণ-হৃদয় রহিয়াছে। জগতে কু-আদর্শ স্থাপন করিয়া তাহারা লোক-মঙ্গলের ছলনায় লোকের সর্ব্বনাশ করে; জগতের উপকার করিবার নাম করিয়া জগজ্জঞ্জালের সৃষ্টি করে। তাহারা নিজেরাও নরকে যায়, অপরকেও নরকে যাইবার পথ দেখাইয়া দেয়।

সতী রমণী যেমন পরপুরুষের সমক্ষে নিজের অঙ্গ-বস্ত্র সমস্ত সুরক্ষিত রাখেন, কদাচিৎ উহা স্থানচ্যুত হইলে লজ্জায় মরিয়া যান এবং পুনর্ব্বার যাহাতে ঐ প্রকারের শৈথিল্য ও ত্রুটী আর উপস্থিত না হয়, সেবিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেইপ্রকার কৃষ্ণপ্রেমধনে পরম ধনী সতীকুলশিরোমণি বৈষ্ণবগণ নিজের কৃষ্ণপ্রেমধন অতি যত্নে লুকাইয়া রাখেন। কদাচিৎ 'সত্ত্ব সত্ত্ব প্রেম' হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে না পারায় বদন বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া থাকেন। নিজের অসতর্কতার জন্য নিজেরই প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয়। সেই প্রকার কৃষ্ণকৃপায় হৃদয়ে দীনতার আবির্ভাব হইলে তাহা লোকসমক্ষে জাহির করিতে হয় না। বরং বাহিরে লোকের নিকট নিজকে কঠিন কর্কশরূপে প্রতিভাত করা ভাল, তবুও কপট আহু-পাহু-ভাব দেখান ভাল নয়। তাহাতে অধঃপতন অনিবার্য্য।

নিজের স্বাভাবিক দীনতাকে রক্ষা ও পুষ্ট করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবানুযায়ী বিভিন্নভাবে চলিয়া থাকেন। প্রত্যেকেরই একটী বৈশিষ্ট্য আছে। তাই বলিয়া নকলনবিশ হইলে চলিবে না। দৈন্য পুষ্ট করিবার জন্যই যত চেষ্টা হইবে; দৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য নয়। বৈষ্ণবচরিত্র অসাধারণ দৈন্যে বিভূষিত। এটী বৈষ্ণবের মহামূল্য অলঙ্কার। 'দাসত্বভাব চিত্তবৃত্তি' বলিয়া অনাদর করিবার বস্তু উহা নয়। প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয়মন্দিরে কৃষ্ণদাস্যজনিত দৈন্য স্বতঃই আবির্ভূত হয়। তাঁহারা জনে জনে ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের দাসত্ব করিতে পারিলে ধন্যাতিধন্য হইয়া যায়। আর ঐ দৈন্য লাভের অভাবেই 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মগণ' জন্মে জন্মে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুর দাসানুদাস হইয়া যায়।

'আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্।
(গীতা ১৬।২০)

দীনতা মঙ্গলের মূল। সুতরাং উহাই প্রয়োজন; 'প্রভুতা', 'প্রভুতা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কোন লাভ নাই। তাহাতে মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় দুর্দ্দশাই লাভ হইবে।

একটু মনোযোগী হইয়া, একটু আগ্রহ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই, সদৃশ একটী ভক্ত কাঠের পুত্তলিকাকে কুহকের ন্যায় নাচাইয়া এক মহাশক্তিধর বাজিকর তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া লইতেছেন। তাহাতে পুতুলের কোনই বাহাদুরী নাই। উপনিষদেও আমরা জানিতে পারি—মহাবল ধুরন্ধর দেববৃন্দেরও সেই কৃপাময়ের শক্তি ভিন্ন নিজ নিজ যোগ্যতায় একটী নগণ্য তৃণও উত্তোলন করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমি এত কুমতি যে, দাম্ভিকতাই অভিভূত হইয়া মুখেমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিরন্তর দোহাই দিয়া তাঁহার লভ্য প্রতিষ্ঠা-সমূহ মায়াবশে আত্মসাৎ করিয়া কর্তৃত্বা-ভিমানে স্ফীত হইয়া পড়ি। পুনঃ পুনঃ শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়াও, একান্ত বৈষ্ণব-বৃন্দের চরিত্র ও আচরণ পুনঃ পুনঃ পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াও আমার মহামোহ দূরীভূত হয় না। তাই সহজ দীনতা না আসিবার কারণ সম্যগ্রূপে অনুধাবন করিয়াও মোহগ্রস্তের মত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া বসি—'দীনতা আসে না কেন?'

স্বজন-বিয়োগ

(উপদেশক শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু ও বান্ধবাদি লইয়া মানুষ একটী 'সংসার' গঠন করে। শোণিত-সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত হইলেই সংসারী লোক তাহাদিগকে স্বজন আখ্যা দিয়া থাকে। এই প্রকারের স্বজন-গণের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া মুগ্ধমতি দেহাত্মবাদিগণ স্বীয় সুখ-দুঃখের বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া লয়।

মানুষ নিজের দেহের অসুস্থতার মধ্যেও দেহ-সম্বন্ধীয় কাহারও খুব সুখলাভ হইয়াছে শুনিলে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আবার নিজ মনোদেহাদির সুস্থতা ও প্রফুল্লতার মধ্যেও দেহসম্বন্ধী কাহারও দুঃখপ্রাপ্তির দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলে ন্যূনাধিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এইরূপে অপরের আগন্তুক ব্যথার ব্যথী সাজিয়া মানুষ বৃথা দুঃখভোগ করে।

সংসারী মানুষ নানাপ্রকার সুখের কল্পনা করিয়া থাকে। কোনও সংসারাসক্ত ব্যক্তি হয় ত' দারুণ দুঃখে পড়িয়াও ভবিষ্যতের দিন-গুলিকে রঙীন্ করিত সুখের রঙে রঞ্জিত করিয়া সেগুলিকে সহ্য করিয়া যায়। সে ভাবে, আমার বর্ত্তমানের দিনগুলি বড়ই দুঃখের সত্য; কিন্তু আমি কোনও প্রকারে এই দিনগুলিকে কাটাইয়া দিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমার সুখের দিন আসিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে যথাকালে হয় ত' সেই কল্পিত সুখময় ভাবি দিনগুলি অনেকটা অবহানিষ লাভ করত তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সুতরাং কল্পনানুরূপ না হওয়ায় ঐদিনগুলি তাদৃশ সুখদায়ক হয় না। আবার অনেকের হয় ত' উক্ত কল্পিত সুখের ভাবি দিনগুলি ঠিক বিপরীতভাবে আসে অর্থাৎ ভীষণ দুঃখময়ভাবেই উপস্থিত হয়। অনেকসময় আকাশকুসুম কল্পনাও হয়। অকাল মৃত্যুতেও আমাদের তা'র আশাভরসা কার্য্যকারী হয় না। সুতরাং মানুষ নানাসুখের কল্পনা করিয়াও তাহা প্রায়ই আশানুরূপভাবে প্রাপ্ত হয় না। যাহাও পায়, তাহাও ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত কারণসমূহের দরুণ যথার্থ সুখদায়ক হয় না। এবং দুঃখই আনয়ন করিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি মানুষ সুখের স্বপ্ন দেখিতে বিরত হয় না। মধ্যে মধ্যে ভীষণ ধাক্কা হাওয়ার মত দৈবদুর্ঘটনা আসিয়া তাহাদের কল্পনার জাল ছিন্ন করিলেও পরক্ষণেই আবার তাহারা জোড়াতালি দিয়া সুখকল্পনায় মনোনিবেশ করে।

মানুষ ঈশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া বা ভুলিয়া গিয়া যে সুখের সৌধ গড়িয়া তুলে, নিত্যতার অভাবে ও মায়ার ভঙ্গুরতার প্রভাবে সে সুখের সৌধ অকালেই ধূলিসাৎ হয়। এই প্রকারে ঈশ্বরবিশ্বাস-হীন মানব সর্ব্বদাই দুঃখকষ্টের দ্বারা, দেবতার সাহায্যে, কল্পনার তুলিকায় যাহাই গড়ে, সবই মায়ার দ্বারা শূন্য হয়। বহির্ম্মুখ মানব মনোগুণাশ্রয় গড়িতে থাকে, মায়া অযোগ্যতায় সে সমস্ত ভাঙিতে থাকে। এই ভাঙাগড়ার বিরাম নাই। ইহারই মধ্যে অর্থাৎ মানবের গড়া ও মায়ার ভাঙা ক্রিয়ার মধ্যে যে অন্তরাল অবস্থান তাহাই সত্ত্বগুণের প্রভাব। এইরূপে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া জগতে সর্ব্বদা প্রবলভাবে চলিতেছে। মানুষ গড়িয়া অথবা গড়িতে ইচ্ছা করিয়া ভাবি আনন্দ লাভ করিবে মনে করে, কিন্তু মায়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া দারুণ দুঃখ আনিয়া দেয়। এইরূপে সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক বিকলতা, আধিভৌতিক দৌরাত্ম্য ও আধিদৈবিক দুর্ঘটনাসমূহ মানুষকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত করে।

এইরূপ দৈবদুর্ঘটনাদির মধ্যে স্বজন-বিয়োগ অতি ভয়ঙ্কর। স্বজনগণের কর্ম্মক্ষমতার ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার সুবিধাদির দ্বারা ভবিষ্যৎকালের একটা সুখোৎসব-অধ্যায়ের কল্পনা করিয়া মানুষ যখন সেই দিনগুলির প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত-ভাবে বসিয়া থাকে, তখন তাহারা মৃত্যুর কালাকালহীনতার কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের ভুল হইলেও মৃত্যু হয় ত' যথাকালে সেই সুখোৎসব অধ্যায়ের বহু পূর্ব্বে অথবা প্রারম্ভে কিংবা মধ্যাহ্নেই আসিয়া হানা দেয় এবং সকল সুখোৎসবকে সুকঠোর দুঃখাগ্নি-পরীক্ষার দুরুদৃষ্টিকা করিয়া তুলে।

তাই মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে। মৃত্যু বড়ই নির্দ্দয় ও হৃদয়হীনভাবে আক্রমণ করে। দেশ, কাল, পাত্র, কেন্নাদির বিচার মৃত্যুর নাই। যেরূপ ব্যক্তিকে লইলে একটী সংসারের সকল আশাভরসা নিভিয়া যায়, অথবা যাহাকে লইলে অন্যের জীবন নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে হয় দুর্দ্দান্ত মৃত্যুর তাহাকেই কেন্দ্রাকর্ষণ করিয়া উক্ত সংসারের মূলে কুঠারাঘাত করে,—এই মৃত্যু। মায়ামোহে মুহ্যমান মানব মায়ার সংসারের স্বজনগণকে তাহার সুখপিপাসার প্রশমনকারী সুপেয়রূপে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। কিন্তু নিদ্রুতৃষ্ণ ও সংসার-মাত্র পার কৃষ্ণভক্তগণ ভবরোগ ঔষধরূপ ও প্রেমধনের দিগ্দর্শক উত্তমশ্লোকের যে গুণগাথা তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য যাচাই করেন, তাহাতে তাহাদের জিহ্বার তৃষ্ণা লক্ষিত হয় না। গুরুকীর্ত্তন অবহেলা করিয়া এই যে স্বজন-

(অতঃপর ৩৭ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, গৌর, ও চারি আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ...কেন্দ্রে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রাতঃকৃত্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ, দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (নদীয়া)
শ্রীনারায়ণীর ও ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাইডাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
২নং ভজরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
ঠিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) অদ্বৈত বিহারী মঠ
বর্ষা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—সেসাই,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
সাতসাঁখি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ রম্ভুপুরা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
সুলুহুবা, পোঃ চিহ্নুড়া, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
গ্লাডস্টোন ...
৩১, ... রোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
নং চাটার্জি লেন
ডিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বালাম	৬॥০
[illegible] চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
[illegible]	৫॥০
[illegible]	৪৵০
ঐ পুরাতন	৬৲
[illegible]	৯৲
[illegible]	৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০॥০
[illegible] আতপ	৪॥০-৪॥৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৩॥০-৪॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৬৵০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৩১॥০
[illegible]—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০॥৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
	৯।
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭॥৵০—৮৲
[illegible]	

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪॥০
[illegible]	২২৲
চাঁদির বাট	৫২।

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
আটা (বি)	[illegible]
আটা নং (২	[illegible]
আটা (এস)	[illegible]
আটা (কে)	[illegible]
আটা নং (৩)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
[illegible]	৩৬॥০

[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৩ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

[illegible] দর

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible] মসলা

প্রতি মণ

[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৫।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
, বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮

২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৵১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
[illegible] বা ফ্লিট কাটা এণ	৬।০—৬৸০

পাটি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা

৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible], বোলটু নাটে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ঃ কনক্রিটের	৭॥০
রড	৬৸০—৭৸০

[illegible] আসল ২৫৲ নকল ২৩।০

[illegible] ৫৵০, পাটের হালদল ৬।০

[illegible] ৪।০

[illegible] এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible] বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্‌রোল কি জন্য?

-::০::-

১। যাহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের বাঁচোর জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মারাত্মক জ্বর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ষা-লাপুড়া, ম্যাম্‌টু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" প্রশস্ত। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি:—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুপাতে ½ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুপথ্যাদি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
গ্রাম [illegible] ([illegible] বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
[illegible] ঠিকানা ৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাঁদরে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

—— ——

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সদ্বিদ্বৎসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"কৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন বিখ্যাত দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর - হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা মঠের সহিত অবস্থিত। এখান হইতে ঢাকার একমাত্র "পরমার্থী" নামক উচ্চাঙ্গের পাক্ষিক পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৵	।৵০	৷৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৵০	১।০	৯৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম	৭৲		৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-১৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-০৯ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৩-। ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৮-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২০

(শান্তিপুর হইয়া).

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ৯ই জুলাই, ১৯৩৮, শনিবার [১১১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(:০:):(০,:—

চীন-জাপান-সংবাদ

গত ২৬শে জুন জার্ম্মাণ সামরিক উপদেষ্টা হংকং-এর পথে জার্ম্মাণী যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহারা গত পাঁচ বৎসর যাবৎ চীনে ছিলেন।

জাপানীরা পোয়াং হ্রদের তীরবর্ত্তী হুকাও দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে। ইহার ফলে জল ও স্থলপথে হ্যানচাও অভিযানের পথ উন্মুক্ত হইল।

বন্যার ফলে প্রায় সমগ্র কোব নগরী জলময় হইয়াছে। ১৩১ জন মৃত্যুমুখে পতিত এবং ৩০০ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

টোকিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হ্যানচাং-এ জাপ-বিমান-বাহিনীর আক্রমণের ফলে ৪৫টি চীনা বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে। মাত্র একটী জাপ-বিমানপোত ফিরিয়া আসে নাই।

চীনাদের দৃঢ়সঙ্কল্প

"মার্শাল চিয়াং-কাইশেক হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের নগণ্য সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সমগ্র চীন জাতি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে"—জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্র উক্তরূপ ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, "চীনারা প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ডের জন্য সংগ্রাম করিবে এবং আসন্ন যুদ্ধে প্রধান জাপ সৈন্যবাহিনীর এত অধিক লোক হতাহত হইবে যে, চীন জাপান যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসার সূচনা এখান হইতেই আরম্ভ হইবে।"

জাপানে বন্যার ধ্বংসলীলা

কানাগাবা প্রদেশে নূতন করিয়া বন্যা হওয়ায় ২ শত ৯৫টি গৃহ ও ২৬টি সেতু ধ্বংস হইয়াছে এবং ৪১ জন লোক মারা গিয়াছে। টোকিওর আবহাওয়ার উন্নতি দেখা যাইতেছে, কিন্তু পশ্চিম জাপানে প্রবল বারিপাত হইতেছে; আটজন লোকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শিকারপুরে গুলীবর্ষণে হতাহত

গুলীবর্ষণ সম্পর্কে পাবলিক কমিটি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, জয়পুর রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক গুলীবর্ষণের ফলে মোট ১৫ জন নিহত ও প্রায় ৪৫ জন রাজপুত আহত হইয়াছে। ৫ জন সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে আর ১০ জন মারা যায় বলিয়া প্রকাশ। সিটি হাসপাতালে ৫টি ও জয়পুর ক্যাম্পে ১০টি মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়। অনাহত রাজপুতদিগকে বন্দী করিয়া স্পেশাল ট্রেণ-যোগে অন্যত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। গন্তব্য-স্থান জানা যায় নাই!

শিকার সহরে হরতাল পালিত হইতেছে। ময়না তদন্তে ও সিটি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসায় সাহায্য করিবার জন্য জয়পুর হইতে একজন ডাক্তার ঐ দিবস প্রাতে তথায় পৌঁছেন।

আগের শীমাংসার কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য শিকার জনসাধারণের যে ডেপুটেশন আবু পাহাড়ে গিয়াছিল, তাহার ৭ জন সদস্য শিকার পৌঁছলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বন্যায় প্রায় ১লক্ষ লোক গৃহহীন

ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় বিলাসী ও বোয়ালী থানা সম্পূর্ণরূপে এবং নাগেশ্বরী থানার কিয়দংশ ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে। ফলে প্রায় একলক্ষ লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। নদের জল এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকের দুর্গতি আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

তথায় জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে একটি সাহায্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস ও কৃষাণকর্ম্মীরা ইতিপূর্ব্বেই বন্যাধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য করার জন্য গিয়াছেন।

প্রথম মহিলা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার

শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই পর্য্যন্ত কোন মহিলা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন নাই।

তিনি জড়বিজ্ঞানে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

ডাঃ মেঘনাথ সাহা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এন বসু তাঁহার প্রবন্ধ বিচার করেন।

শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের গণিত শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। তিনি সহর বিজ্ঞান মন্দিরের ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের পত্নী। তিনি ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯২৮ সালে আই-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষায় গণিতে অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হন এবং বি-এ'তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে যে সব ছাত্রী অনার্স লইয়া উত্তীর্ণা হন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হওয়ায় শ্রীযুক্তা মজুমদার পদ্মাবতী স্বর্ণপদকও লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে শ্রীযুক্তা মজুমদার ফলিত গণিতে এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ফার্ষ্ট ক্লাস থার্ড হন।

শ্রীযুক্তা মজুমদার Astro physics-এ গবেষণার জন্য আগামী বৎসর ইংলণ্ডে যাইবেন। শ্রীযুক্তা মজুমদারের বাড়ী ঢাকা জেলার সোনারং গ্রামে।

বার্সিলোনায় বিমান আক্রমণ

সালামাঙ্কায় প্রকাশিত বিদ্রোহী পক্ষের এক ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা তেরুয়েল অঞ্চলে তিন হইতে চার মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং তিন শত গণতন্ত্রীকে বন্দী করিয়াছে। প্রকাশ, ক্যাষ্টেলন রণক্ষেত্রে দুইটি গণতন্ত্রী ডিভিশন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং চার শতাধিক লোককে বন্দী করা হইয়াছে। বার্সিলোনার উত্তর উপকণ্ঠে বিমান আক্রমণের ফলে দশ-জন নিহত ও দশজন আহত হইয়াছে।

জাপানীদের জাহাজ ও ডেষ্ট্রয়ার জলমগ্ন

জাপানীদের একটি বিমানবাহী জাহাজ ও দুইটি ডেষ্ট্রয়ার কানকিং-এ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া চীনারা দাবী করিতেছে। চীনারা জাপানীদের উপস্থিত বিমান-ঘাঁটিতে হানা দিয়া তীব্রভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিৰ্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
প্রাপ্ত বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
(অবাঁধা) ১৲
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিমাল্যকা পরগৌরত্বঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ⁄১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ⁄০
৪১ গীতাবলী ⁄০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ⁄০
৪৭। সদাচারবৃত্তি ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৭ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৪শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৯ই জুলাই ইং ১৯৩৮, শনিবার | ১১১৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(०)::——

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই রবিবার শ্রীমঠের শ্রবণসদনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যবিনোদ মহোদয় ভক্তনের অন্যতম "সঙ্গত্যাগ" সম্বন্ধে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত বিচারযুক্তিসহ ভাবনী ভাষায় শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতজী প্রথমতঃ 'রূপানুগ'-শব্দের তাৎপর্য্য ও রূপানুগধারা-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। সাধুর তটস্থ ও স্বরূপলক্ষণ, রূপানুগজনেই যথার্থ সাধুত্ব, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোকোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সাধুই শুদ্ধভক্ত, তাঁহাতে সকল সদ্গুণের সমাবেশ, শাস্ত্রবাণীরূপ তাঁহাদের দ্বারা গুরুকর্তৃক জীবের আসক্তিপ্রতি- হেন, "সেই শুদ্ধভক্ত যে ছোঁয়া ভজে ছোঁয়া লাগি।"— এই বাণীতে ভক্তের ঐকান্তিকতা, অন্যাভিলাষি-কর্ম্ম-জ্ঞানী প্রভৃতির অতিশয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা, যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তই অসাধু, অনুকরণ ও অনুসরণকারীদ্বারা সাধু ও অসাধুর পরিচয় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন—"দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ব্যতীত সৎসঙ্গের মহিমা কখনও উপলব্ধির বিষয় হইবে না এবং সাধুর উপদেশ কিছুতেই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। প্রাকৃত অহঙ্কারে মত্ত থাকিলে অপ্রাকৃত সাধুর চরিত্রের সৌন্দর্য্য কিছুতেই দর্শন করা যাইবে না। জগতে বহু ভণ্ড, প্রতারক ও দাম্ভিকী দেখা যায় বলিয়া সাধু একেবারেই নাই—এই সিদ্ধান্ত মূর্খতামাত্র। কারণ, ভগবান্ কখনও জগতে তাঁহার কৃপাশক্তিস্বরূপ সাধুজনের একান্ত অভাব ঘটান না। তবে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু না হইলে কখনও ভগবান্ সেই শুদ্ধভক্তের সন্ধান দান করেন না। অসৎসঙ্গের পর্য্যায়ে কণিষ্ঠানপকক সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য। অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারীই সাধু। তিনি কলিযুগ স্থানে বাস করেন। অসৎসঙ্গবাহিত্যাকে কেবল বাহ্যিকভাবে দুঃসঙ্গবর্জ্জন বা নির্জ্জন স্থানে বাস বলিয়া ভ্রম করিলে সাধুসঙ্গের অভাবে অলক্ষিতভাবে দুঃসঙ্গ হইবেই হইবে। জীব হয় সাধুসঙ্গ, না হয় অসাধুসঙ্গ করিবেই করিবে। সুতরাং সর্ব্বকালেই সাধুসঙ্গ-রহিত হইলে সেইরূপের অন্য নিশ্চয়ই অসৎসঙ্গ হইবে। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।"— এই বাণী সার করিতে পারিলেই হরিভজন আরম্ভ হইবে। নতুবা হরিভজন সুদূরপরাহত। পরে তাঁর আর্ত্তি ও অন্তে মহাজন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। অধিবেশনে বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

নিমন্ত্রণ-পত্র

——::०)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ কটক

৯ই আষাঢ়, ১৩৪৫।

২৪ জুন, ১৯৩৮।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমুখ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে মহানুভব সজ্জনবৃন্দের বাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে।

১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। মহাশয়ের সবান্ধবে শ্রীমঠে যোগদান প্রার্থনীয়

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিগৌরব বৈখানস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)

সহকারী সভাপতি

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)

সম্পাদক, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

আমাদের বন্ধু কে?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এই বিশ্বে আমার রক্ষাকর্ত্তা বৈষ্ণব ব্যতীত কেহই নাই বা কেহ আমায় রক্ষা করিতে পারে না। হে বৈষ্ণবঠাকুর! আপনার অনন্ত গুণের এককণাও আমি বিদিত নহি। আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া বামন পতিতকেও উদ্ধার করিতে সক্ষম। জগতের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণ। গীতায় "যদা যদা হি" শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেকে জগতের ত্রাণকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানাইয়াছেন এবং নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌর-হরি তাঁহার ভুবনমঙ্গল অবতারে কলিহত প্রত্যেক জগজ্জীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—

তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।

আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥

শ্রীচৈতন্যবাণীর মর্ম্মজ্ঞ সেই বৈষ্ণব-গণ জগতের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। তদ্ভিন্ন অন্যের নিকট আত্মবঞ্চনা বা পরবঞ্চনা।

—

অসাধুসঙ্গ সাধুসের সর্ব্বনাশ করে। নবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটিই ভাল থাকিবে, আর ভজনবিমুখ হইলে তিনটাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বামন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

দুই একটী কথা

এই পৃথিবীতে মানব, পশু, পক্ষী আদি নানাবিধ প্রাণীর বাস। সুতরাং, অচেতন ভোগোপযোগী মন ও ইন্দ্রিয়নিচয় এবং চিন্ময়যোগী দেহী এই ত্রিবিধ ভূমিকায় জীবের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা মানবগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা, পরস্পর বাক্যালাপের শক্তি ও উৎকৃষ্ট বিবেক আছে। মানব অপর প্রাণী অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়া সত্য ও মিথ্যার বিচার করিতে সমর্থ হন। মানব নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবের নিকট হইতে বাচনিক এবং লিখিত উপদেশাদি লাভ করিতে পারেন। পশু প্রভৃতি জীবগণ তাহা পারে না।

জগতে নানাবিধ প্রাণীর মধ্যে মানবগণ যেরূপ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করেন, মেষাদি পশু, কাকাদি খেচর, ছাগ-মহিষাদি প্রাণিগণও তদ্রূপ নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবগণের মধ্যে সভ্য-অসভ্যভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সভ্য শিক্ষিত মানবের সমাজ অসভ্য অশিক্ষিত মানবসমাজের সহিত সমপর্য্যায় লাভ করিতে পারে না। আবার শিক্ষাভিমানী সভ্য মানব-সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যসমাজে সামাজিকগণ কোথাও কর্ম্মীগণের প্রাধান্য, কোথাও জ্ঞানীগণের শ্রেষ্ঠতা, কোথাও যোগবলীর সম্ভিভূতা এবং স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। একত্র সমাজবিশেষের সহিত অপর সমাজের প্রতিযোগিতা এবং সময় সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হয়। এই প্রকার সমাজের সকলেই নিজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ভোগবর্দ্ধনের দ্বারা সমাজের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। কামনা দ্বারা চালিত হইয়া একটী বা বহু ঈশ্বর কল্পনা করেন। ইঁহাদের বিচারমতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহাদের কামনা-পরিতৃপ্তির কাল্পনিক আদর্শমাত্র। আবার যাঁহারা লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকাতীতজ্ঞানে নিরন্তর অবস্থান করেন তাঁহাদের সেব্য ঈশ্বরবস্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর কামীদিগের ধারণার সহিত তুল্য নহে। কামিগণ সমাজের অধীনে যে কাল্পনিক ঈশ্বর নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠান অনেক সময় খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়েন, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সন্দেহ পোষণ না করিয়া তাঁহার কৃপালব্ধ নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যবহার-উপযোগী সমাজের অধীন করিতে চান না। সামাজিক বিধিব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম্ম কখনই নিত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা বস্তুর ঈশ্বরসত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হইয়া সমাজকে তদধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয়।

চীনদেশে আদিপুরুষ পাঙ্কু হইতে চীন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এশিয়া মাইনরের আদম হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রাণিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন, এরূপ বিভিন্ন সামাজিক বিশ্বাস জগতে পরিপুষ্ট হইতেছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমাজের প্রতিবিধি ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা নিত্যকালীন সমাজ নহে। সমাজপতিরূপে পরমেশ্বর অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথা অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিকজ্ঞানে সামাজিক বিধিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও লোককল্পিত বহ্বীশ্বরবাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বরবাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজস্থাপনকার্য্যে শোচনীয় কলহই উৎপাদন করিয়াছে। দেশভেদে, প্রদেশভেদে, পাত্র-ভেদে, শিক্ষা-বৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্ত্তকরূপে নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বপরতা প্রচার করিয়াছেন। গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায় অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে স্বামীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারীষ-বুদ্ধিসমূহকে অনুসরণকারী করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। লৌকিকজ্ঞানে সমাজবিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচারের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ, কোথাও বা দুষ্টের সম্প্রদায়, কোথাও নাস্তিবিশ্বস্ত, কোথাও বা অসংখ্য লোকাবৃত সমাজ চলিতেছে। সামাজিক বিধি বহুমানন করিয়া আমরা সদাচারসম্পন্ন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। এই সকল ধর্ম্ম ও সমাজ খণ্ডকালের অধীনে পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল সমাজের অধীনে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনোজীবিগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথ স্থির করত হরিবৈমুখ্য সাধন করিয়া সনাতনধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। তাৎকালিক ধর্ম্ম কিছু সনাতনধর্ম্ম নহে। সমাজাধীন পার্থিব ভক্তসমাজের বিধিগুলিকে স্বাভাব্য নামে অভিহিত করিয়া বিবিধ চালক পার্ত্থ-নামে আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করেন।

সমাজের বন্ধু কে ?

(শ্রীযুত সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী)

সমবেত হইয়া থাকার নাম সমাজ। সমাজের বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া সমাজ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। তাহা নিবারণের জন্য দেশের হিতৈষী ব্যক্তি উহা সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাণি-জগতে বিভিন্ন সমাজ দৃষ্ট হয়। মানব-সমাজই তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরস্পর শান্তিতে বাস করাই সমাজের উদ্দেশ্য। অশান্তি উপস্থিত হইলে সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে। সমাজের প্রকৃত শান্তি কিসে স্থাপিতে হয় ও অশান্তি কিরূপে আসিয়া থাকে তাহা প্রত্যেক সমাজনেতার বিবেচ্য হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষণে মানবসমাজেরই কথা আলোচিত হইতেছে। আমরা নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া বহু বহু বৎসর নানা সমাজের মধ্যে বাস করিয়া এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াছি; তাহার মধ্যে শৃগাল, কোল, ভীলাদি অসভ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সভ্য সমাজে আসিয়াছি। এরূপ মনুষ্য-জীবনে একমাত্র কৃত্য ভগবৎ-সেবাপথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে যাইয়া শাস্ত্র বলেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা দুর্লভ; এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু নিকটস্থ না হয় তৎকাল মধ্যে ক্ষণকাল বৃথা অতিবাহিত না করিয়া চরমকল্যাণ অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিবেন।

চরম কল্যাণলাভই মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। মানবসমাজ তাহা হইতে উদাসীন থাকিলে সমাজের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্য অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের একের কোন অনিষ্ট কেহ করিতে আসিলে সজাতীয় অপর প্রাণীসকল তাহার সাহায্য করিতে প্রয়াস পায়। পরস্পরকে সাহায্য করা পশুজাতির মধ্যেও অনবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবজাতির বৈশিষ্ট্য এই, তাহারা উল্লিখিত চরমকল্যাণের কথা বুঝিয়া উহা লাভ করিতে পারেন।

মানবসমাজ যদি নিঃশ্রেয়সের কথা আলোচনা না করেন তাহা হইলে সমাজ-সংস্কারকেরা কোনরূপ চেষ্টার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন না, পরন্তু উপকারের স্থলে অপকারই দৃষ্ট হইবে। পরমপুরুষ একমাত্র শ্রীহরির সেবা করা মানবজাতির পরম কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যদি সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা যায় তাহা হইলে সংখ্যাহীন শূন্যের ন্যায় মূল্যহীন সমাজ হইবে। মানবজাতির একমাত্র আলোচ্য বিষয় শ্রীভগবানের করুণার কথা; তাহা পরস্পরের মধ্যে আলোচিত হইলে তাহার অনুভব উপলব্ধ হইবে। আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবাণীতে শুনিতে পাই—"সমাজ চিরকাল সত্যের অধীন থাকিবে, তবেই সমাজের মূল্য।" সমাজের অধীন ধর্ম্ম হইবে না। সত্য বলিতে একমাত্র বাস্তব সত্যবস্তু শ্রীহরির সেবা করা। তা' ছাড়া জগতে সত্যবস্তু আর দ্বিতীয় নাই। সেই সত্যের আশ্রয় যেদিন হইতে মানবজাতি ত্যাগ করিবে সেইদিন হইতে তাহাদিগকে সংসারিক দুঃখ গ্রাস করিবে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়া বা কৃষ্ণ ভুলিয়া যে সমাজ সংস্কার করিবার চেষ্টা তাহা নিরর্থক; পরন্তু উহা কর্ম্মবন্ধনের হেতু-স্বরূপ। মূলে কৃষ্ণসেবাশিক্ষা না থাকিলে সে শিক্ষা, সে সমাজ, সে নীতি, সে বুদ্ধি, সে বিজ্ঞান সমস্তই অমঙ্গলপ্রসূ; তাহার মূলে আছে নির্ব্বিশেষ-ভুক্তি, প্রতিষ্ঠা, দম্ভ ও কামিনীকাঞ্চনের অদৈব লিপ্সা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত কতকগুলি নীতি পালন করিবার ব্যবস্থা পাওয়া যায়। মানুষ স্বভাবতঃ ভোগী; সমাজের মধ্যে ভোগ যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পাদন করা যায় তাহার জন্য ঐ নীতি বা বিধি স্বীকার করিতে হয়। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে নীতির ব্যবহার নাই। তাহারা যথেচ্ছভাবে আহার-বিহারে কালাতিপাত করে। যাহারা নীতিহীন অবস্থায় সমাজের মধ্যে বাস করে, তাহারা পশুতুল্য। নীতিশূন্য জীবন বড়ই ঘৃণ্য। কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ নীতি যাঁহারা প্রতিপালন করেন তাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কামাদি 'ত্রিবর্গের' উদ্দেশ্যেই উহা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন একমাত্র হরিভজনের নিমিত্ত উপযোগী। তাহা চিন্তা না করিয়া ত্রিবর্গের সাধনায় নিয়োজিত হইলে কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তর কর্মের নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া নানাযোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। ঐরূপ অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। আবার এই জন্মেও যদি মাত্র নীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকি তাহা হইলে কি সুবিধা হইল? অতএব ঐ নীতির উপরে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। নীতির সহিত নিঃশ্রেয়স লাভের কথা আলোচনা হইলে তবেই নীতির মূল্য, নচেৎ তাহা অর্থহীন। নীতি পরমার্থের সহিত সংযোজিত না হইলে তাহা দুর্নীতি, আর পরমার্থের সহিত সংযোজিত হইলে তাহা সুনীতি বা প্রকৃত নীতি।

আমরা নানাযোনি ভ্রমণ করিবার পর এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। প্রতি জন্মে জীবনটি যাহাতে নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারা যায় তাহার জন্য যত্ন করিয়াছি। অন্যান্য জন্মে পরমার্থ সন্ধান করিবার সুযোগ হয় নাই। এই জন্মটি যদি সার্থক করিতে হয় তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মহাবদান্যবর শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শিক্ষা বিতরণের জন্য ৪৫২ বর্ষ পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুরে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবতরণের পূর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কতই না যত্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

ত্রিবিধ বয়সে এককাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥

* * *

রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোকে সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

* * *

ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

* * *

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে॥

* * *

গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এই জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

এক্ষণে দেখা যায় যে, সে-সময় সমাজের অবস্থা লৌকিক চক্ষে আদৌ খারাপ ছিল না। সমাজের সকলে অন্নবিত্তে ধনশালী ছিল। পুত্রকন্যার বিবাহে অজস্র অর্থ ব্যয় করিত, মঙ্গলচণ্ডী আদি দেবীপূজায় সমস্ত জনসাধারণ বহু অর্থাদি ব্যয় করিয়া রাত্রি-জাগরণ করিত। তখনও গীতা-ভাগবত আলোচনা হইত, কিন্তু শুদ্ধভক্তির কথা আলোচিত হইত না। অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে সমাজে কোন অভাব না থাকিলেও শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত সমাজ অসংস্কৃত অবস্থাতেই ছিল; ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ মহাদুঃখ প্রকাশ করিয়া জগতের নিত্যারাধ্য বিগ্রহ গোলোকপতিকে জগতের কল্যাণ কামনা করিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাকরুণ জীবদুঃখকাতর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দুঃখ-বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি' যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥

সমাজের মঙ্গলের জন্য কাতর কে? যাঁহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়সংগ্রহে নিবিষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে সমাজের মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহারা না,—যাঁহারা এ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের দ্বারা নিজেন্দ্রিয় বা অপর জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ না করিয়া—নিজসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে মুকুন্দের সেবা করিবার জন্য সমস্ত বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন, তাঁহারা? প্রথম শ্রেণীর সমাজবন্ধুরা সমাজের উন্নতির জন্য বাহিরে শতপ্রকার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের চরমলক্ষ্য একমাত্র ভোগ ও প্রতিষ্ঠা। যাঁর ভোগ ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের চেষ্টা অন্তরে থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের মঙ্গল কখনও সাধিত হয় না—হইতে পারে না।

পরমকারুণিক বৈষ্ণবগণ সমাজের পরম-হিতৈষী। তাঁহারা প্রত্যেক প্রাণীকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করেন। ধন, পুত্র, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিলে বৈষ্ণবের মহাকরুণার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। পরন্তু বৈষ্ণবের ঐ পরমমঙ্গলময়ী বাণী শুনিয়া তাঁহাদের সহিত সংসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে।

কৃষ্ণসেবা শিক্ষা না করিলে নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তির কামনা প্রবল হইয়া হিংসাবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। হিংসাবৃত্তি বৃদ্ধি হইলে একের সহিত অন্যের, সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির এবং ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির বিবাদ অনিবার্য্য। কিন্তু একমাত্র বিশ্বনাথের সেবা করিবার জন্য যদি বিশ্ববাসী একতানে অগ্রসর হয় তাহা হইলে সেখানে বিবাদ বা হিংসা থাকিবে না। আমরা প্রতিনিয়ত নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া পরস্পর হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নামকেই সমাজসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যান করিতেছি এবং যথেচ্ছাচারিতা করিবার বৃত্তিকে সমাজ বলিতেছি। সমাজকে সংস্কার করিতে হইলে নিজেকে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্তৃক প্রথমে সংস্কৃত করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে আমাদের জড়দর্শন নিরস্ত হইয়া সুদর্শন লাভ হইবে। নিত্যানন্দপাদাশ্রয় ভিন্ন জগৎ কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। গৌরের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠসেবক গাহিয়াছেন—

নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

* * *

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত জাতিকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছেন। জীব তাহার অনাদিকালের বহির্ম্মুখতা ও স্বতন্ত্রতাবশতঃ তাহা গ্রহণ না করিয়া কর্ম্মী, মায়াবাদী ও নিন্দুক হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অশান্তি-গৌরব লাভ হয়। মায়ার কবলে পড়িয়া জীব ভোগী হইয়া পড়ে। ভোগের ইন্দ্রিয় সাধনাদের অসুবিধা হইলে সে সৎ ও অসৎ উপায় অবলম্বন করে। তন্মধ্যে প্রায়শঃ সৎপথাবলম্বীদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবকৃপা বরণ করিবার সৌভাগ্য পান। তৎকালে নিষ্কপটে বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলে তাঁহার নিকট বিশ্বমঙ্গলবিধাতা শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হয়। যদি কপটতা লইয়া বৈষ্ণবের নিকট থাকি তাহা হইলে মহা অপরাধ হইবে। তাহাতে বাস্তব জীবের মঙ্গল কখনই হইবে না। সত্য উপায়, মহাবদান্য [illegible]গণের নিকট যদি কপটতা করি [illegible] তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা হইতে [illegible] হইব, [illegible] বিষয়ে [illegible] হইব। পাঠকগণ নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন, এবম্ভূত অবস্থা কিরূপ দুর্ভাগ্যের হইয়াছে; জড়ভোগে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ায় পরমকারুণিক বৈষ্ণবগণের বিশ্বমঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণসৌভাগ্য হইল না। আমার দুরদৃষ্টের সংক্ষিপ্ত বর্ণন-প্রসঙ্গে পূতচরিত্র বৈষ্ণবগণের গুণগাথা গান করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব।

মায়াবাদী, নিন্দুক ও বৈষ্ণব-অপরাধীর মধ্যে নিন্দুক ও মায়াবাদীর কখন কখন উদ্ধার হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর উদ্ধার বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের সময় জানিতে পারা যায়—মাধাইয়ের শুদ্ধবৈষ্ণব-অপরাধ জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিতে অস্বীকার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় তাহার অপরাধ দূর হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। ইহা ভাবিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। তাই বৈষ্ণব মহাজনগণের স্বরণমুখে করে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে জানাইতে পারি—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাই।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই॥
যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি'॥

(অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ঈশোদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকবয় শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাজিপ্রচারকনদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৬, কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, রাধাকৃষ্ণের সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং দশ দর্শন।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউহারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং ওডরোড দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়।
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হেলান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ বমুনহুড়া, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমরডুঙা, পোঃ চাকুলিয়া, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৫শে জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লালখারি	৩৷৹
মোটা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
বাঁশফুল নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামে কোরানিট	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাবারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

পাটের দর

[illegible]——	৪০৸৹
[illegible]——	৪০৸৹
[illegible]——	৫১৷৹
[illegible] বস্তের দর—	৪১৲

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷৵৹
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/৹
[illegible] নাকী	৯৷
[illegible]কাশীপুর নাকী	৮৷৹—৯৵৹
[illegible]পুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible]কন্দালের বার	৩৪৷৹
[illegible]	২২৲
চাকিবার	৫২ ৹

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
[illegible]কাউন ঐ	৬৲—৬৵৹
[illegible] ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
[illegible]	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
[illegible]	১৷৵৹—১৸৹
[illegible]	১৷৵৹—১৸৵৹

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪৷৹

তার

কাঠের	৩৬৲
[illegible]	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আমেদ গোলার পাইন	৫৪
[illegible] আমের [illegible]	৪০৲
কম্পাউন্ড পুরুষি কাউন	৪৩৲
চাকার্দ [illegible]	৫৩৲
ঐ কাউন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাবনা মাল	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
গুটি খদিরদণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷৹

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৫.৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব মাপের	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৷৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
সীস	৷৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
স্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷৹—১০৷৹	
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷৹
বড়	৬৸৹—৭৸৹
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷৹	
চটকলের হাপর ৫৵৹, পাটের হাপর ৬৷৹	
তুলার হাপর ৪৷৹	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ নবাব ঘাট রোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

ধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল কি জন্য ?

-:০:-

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যের জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস"এর "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্যের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বগী-পাপুয়া, সামটু এবং অন্যান্য পালাজ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত-পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিবারে জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ২ ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—ভাত, মাছ, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও সুক্তানি দেওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸৹, বড় বোতল ১৷৹

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস,
গ্রাম শঙ্খনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুন ঠিকানা ৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অংশমহা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(॰ ॰——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।এ২ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা শহর নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(॰॰):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৹	৸৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি ২৲	১।৹	১।৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৹	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৯৲
" এক কলম ৩৯৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৶৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৮ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫ ৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৪ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৫ ৩৬ ৬-২৩ ৭ ২০ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৪১ ১২-১৬ ১৬-৩৮ ১৯-১১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৪৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-০১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
[illegible]
শ্রীমায়াপুর

REG NO C [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ১১ই জুলাই, ১৯৩৮, সোমবার [১১২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(:০:):(০):——

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চারজন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। দুইজন বিজ্ঞানে ও দুইজন সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া যে দুইজন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ১৯২৫ সালে এম, এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ইঁহার মৌলিক প্রবন্ধের বিষয় বস্তু ছিল 'শোষণবর্ণপট' (এবজর্পসান স্পেক্ট্রা)।

সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শন সম্পর্কে এবং শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

——

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডল

মন্ত্রীদের দপ্তরে রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে পাচমারী হইতে সংবাদ পাওয়া যায়। নাগপুর হইতেও ঐ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মন্ত্রীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা যাইতেছে। নাগপুর বিদর্ভ এবং মহাকৌশল কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের উপর মন্ত্রীদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান দেখিয়া তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাইবার জন্য তাঁহারা ৮ই জুলাই ওয়ার্দ্ধা যান। যাহাতে একযোগে কাজ চালাইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা মন্ত্রীদের দপ্তরে রদবদল করিবার পরামর্শ দেন। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারে যাহাতে অপরাপর মন্ত্রীদের কাজের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কোন বিশেষ বিভাগের ভার দেওয়া হইবে না।

——

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের কর্পোরেশনের সংস্রব ত্যাগ

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের এক সভায় স্থির হয় যে, রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু অলডারম্যানের পদ ও মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভ্য পদ ত্যাগ করিয়া যে পত্র দিয়াছেন তাহা তিনি যাহাতে প্রত্যাহার করেন, তজ্জন্যে এসোসিয়েশনের কয়েকজন সভ্য শ্রীযুত বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

তদনুসারে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুত দিলীপচন্দ্র সেন, মিঃ খলিলুর রহমান ও শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এই বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচনায় শ্রীযুত বসু জানান যে, তিনি মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের নিকট তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইবেন।

যুক্তপ্রদেশে পাটোয়ারী প্রথা

পাটোয়ারী প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত আর্থিক কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত করা হইলে বার্ষিক প্রায় ৬০লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কমিটির এই প্রস্তাব এখনও গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ সম্বন্ধে কিছু করিতে চাহেন না, তবে যুক্তপ্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিল পাশ হইয়া যাইবার পর একটি কমিটি নিয়োগ করিবেন। বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত আর্থিক কমিটি বলেন যে, এই প্রদেশে প্রায় ৩০ হাজার পাটোয়ারী আছেন এবং তাঁহারা পল্লী অঞ্চলে প্রজার এবং জমীদার প্রজার দেওয়ানী মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

——

সুয়েজখালে যানবাহন চলাচলের অসুবিধা

সুয়েজ খালের মধ্যপথে একটি দগ্ধ জাহাজ পড়িয়া আছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উক্ত জাহাজটি টানিয়া সরাইতে অস্বীকার করায় সুয়েজ খাল দিয়া যানবাহন চলাচলের খুব অসুবিধা হইয়াছে।

——

এক কন্যার পাঁচ-ছয়জন পাণিপ্রার্থী

কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভাবগ্রাহী মিশ্রের এজলাসে এক কৌতুককর মামলা রুজু হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, শালেপুর থানার পশ্চিম কাছা গ্রামের অনাদিপতি নামক এক ব্যক্তি পাতপুর গ্রামের ভোলানাথ দাস নামক এক ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া যথারীতি বাগ্দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই অনাদির মৃত্যু ঘটে। অতঃপর অনাদির লাতা বৈদ্য পণ্ডি এবং পুত্র জগবানপতি ১লা জুলাই বিবাহের তারিখ ধার্য্য করিয়া বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভাবী বরের নিকট হইতে একশত টাকা লয়। বালিকার পিতৃব্য ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সন্ন্যাসী পাত্র, লক্ষ্মী দাস, মুনী নন্দ প্রমুখ আরও চার ব্যক্তির সহিত তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে ১লা জুলাই বিবাহের তারিখ ধার্য্য করিয়া খরচ বাবদ কিছু টাকা আদায় করে। নির্দ্ধারিত তারিখে সমস্ত বিবাহার্থী সদলে বালিকার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তথায় প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়; কিন্তু ভোলানাথ ও মুনী নন্দ পশ্চাৎপদ হয় নাই। অতঃপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হয়; কিন্তু মুনী নন্দ অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায় ভোলানাথকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। এদিকে বালিকা ভোলানাথ ব্যতীত অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে অসম্মত হয়। ভোলানাথ অনন্যোপায় হইয়া আদালতে মামলা রুজু করিয়াছে। প্রকাশ যে, বালিকার পাণিপ্রার্থী অন্যান্য ব্যক্তিগণও আদালতে শরণাপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

——

নিরপেক্ষতা কমিটির অধিবেশন

প্রকাশ, নিরপেক্ষ কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে সোভিয়েট [illegible] অনুযায়ী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন সাপেক্ষে স্পেন হইতে স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে বৃটেনের পরিকল্পনা। সকলে সম্মত হইয়াছেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্পেনীয় সীমান্তে আন্তর্জ্জাতিক ভূমি তদারক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র তদারক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের জন্য স্থির করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী এম্. এ-সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

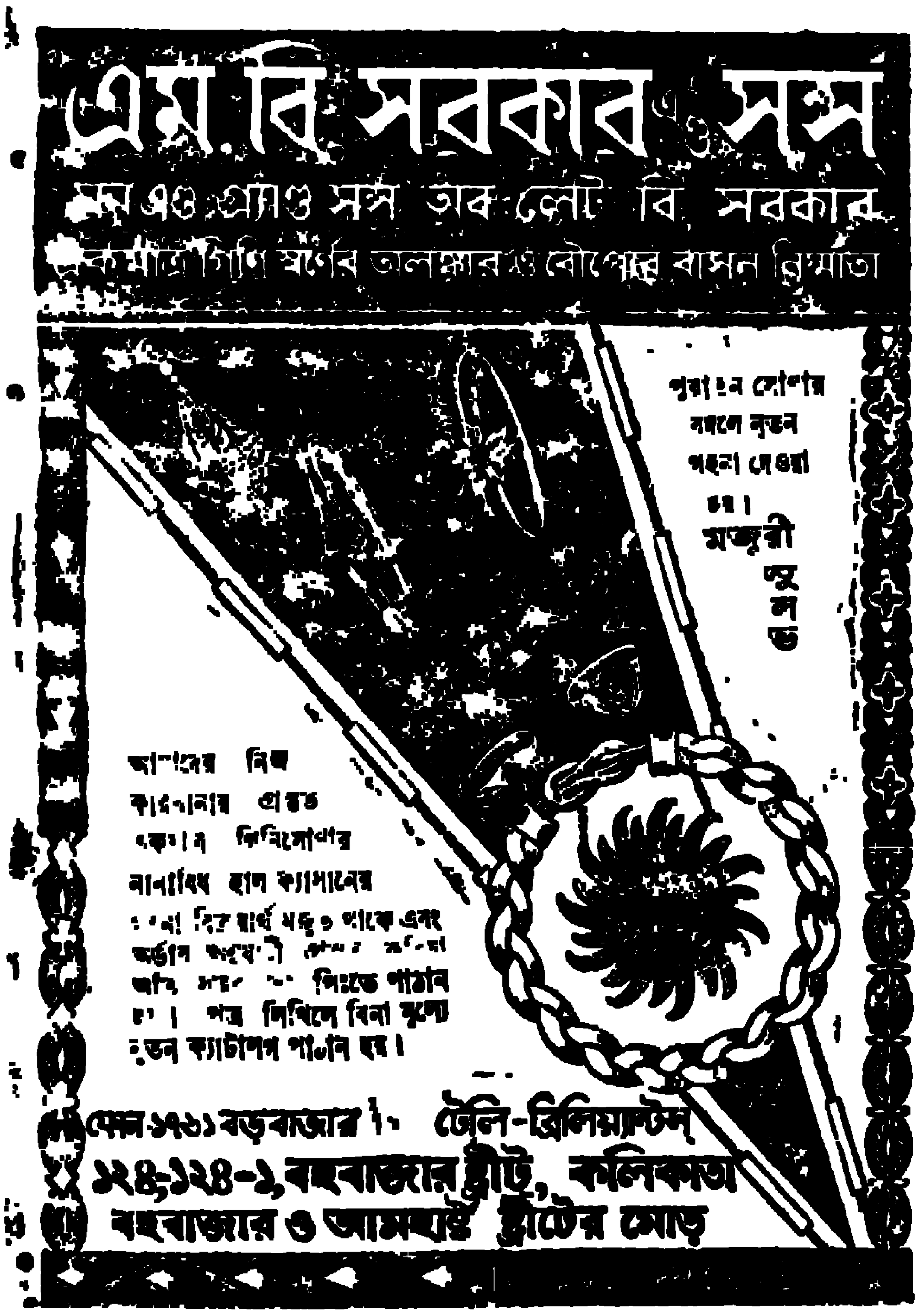

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুবাদসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুবাদসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সংস্কৃতী কান্তি (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-দর্পণ ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১
২৬। শ্রীরূপের কেবল বাঙ্গ ভাষা
২৭। দুঃখদমক্ষা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৸০
৫৪। পূর্ব্বার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপদেব ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। সংখ্যাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতসার ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সংগ্রহ ।০
। বৈদিক-শিক্ষাসমুচ্চয়ম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাধনার শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৫। গৌড়ীয়মতং ক্রিয়া ৴০
৬৬। সংস্কার দর্পণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। ... অব বেদান্ত
৬৯। ... ৴০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। ... ।৵০
৭২। ... প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৩। ...
৭৪। মোহাট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। ... ।০
৭৬। ...
৭৭। ... ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। ... (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

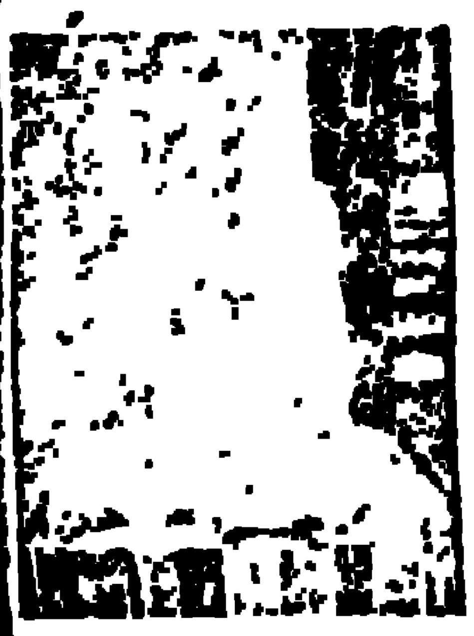

১০ম বর্ষ { ২৯ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১১ই জুলাই ইং ১৯৩৮, সোমবার } ১১২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিবাসর-তিথিপালন

গত ৮ই জুলাই শুক্রবার শয়নৈকাদশী তিথিপূজা শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া পাঠকীর্ত্তনাদিমুখে বিশেষভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও পরিক্রমাদি অন্তে ভক্তগণকর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী একাদশী তিথিকে হরিবাসর বা হরির দিন বলিবার তাৎপর্য্য, অন্য একাদশী হইতে শয়নৈকাদশী, পার্শ্বৈকাদশী ও উত্থানৈকাদশীর বৈশিষ্ট্য, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য, ব্রতপালনের মুখ্য বিধি ও গৌণ-বিধি সমূহের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমুখে সহ বহু আলোচনা করেন। পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

বেলা ১২ ঘটিকায় পুনরায় অধিষ্ঠাতৃগণ নাট্যমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত হন এবং অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তন চলিতে থাকে। শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে বিভিন্ন মহামূল্য উপদেশ পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর দৈন্যোদ্বেগাদির সহিত শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দের সঙ্গে শিক্ষাষ্টকের রসাস্বাদনমুখে রাত্রিযাপন প্রভৃতি বিষয় মূলশিক্ষাবলে পাঠ করেন। পরে পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহন দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় হইতে নারদগোস্বামীর বাল্যজীবনে বেদান্তবেত্তা ভক্তিযোগী মুনিগণের আশ্রমে বাসের সৌভাগ্য, চাতুর্ম্মাস্যকালে উক্ত মুনিগণের সেবা ও উচ্ছিষ্ট-ভোজনফলে তাঁহার সমস্ত পাপনির্মুক্তি ও চিত্ত মার্জ্জিত হইয়া ভাগবতধর্মে রুচি উৎপাদন, শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা-শ্রবণফলে শ্রীহরিতে রুচিবৃদ্ধি তৎফলে স্বরূপ ও অবিদ্যাভিনিবেশজাত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-বিবেকজাত, শুদ্ধভক্তির উদয় এবং ভগবদ্ভক্তিস্বরূপ-আনন্দাদের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সভায় আসিয়া যোগদান করেন। কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, কীর্ত্তনকালে প্রেমোদয়ের অভাব হেতু বহিরঙ্গ লোকের অবস্থিতির আশঙ্কা ও শ্রীবাস-শাশুড়ীর তথায় লুক্কায়িত-ভাবে অবস্থান দর্শন করিয়া চুলে ধরিয়া শ্রীবাস কর্ত্তৃক তাহার অপসারণ প্রভৃতি বিষয় ও তাহার তাৎপর্য্য ও শিক্ষা প্রায় ১॥০ ঘটিকাকাল যাবৎ ব্যাখ্যা করেন। পাঠের অন্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ মুকুন্দ প্রভুর কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহন দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পূর্ব্বালোচিত চাতুর্ম্মাস্যব্রতনিরত ভগবদ্ভক্তগণের সেবা ও হরিকথা শ্রবণফলে শ্রীনারদ গোস্বামীর ভক্তিলাভ বিষয়ের অবশিষ্টাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ কটক

৯ই আষাঢ়, ১৩৪৫।

২৪ জুন, ১৯৩৮।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমুখ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে প্রভুপাদ সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে।

১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। মহাশয়ের সবান্ধবে শ্রীমঠে যোগদান প্রার্থনীয়

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিগৌরব বৈখানস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)

সহকারী সভাপতি

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)

সম্পাদক, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

ব্রজমণ্ডলস্থ বিভিন্নমঠে শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিচালনাধীনে ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীগোকুলবিহারী মঠে, শ্রীকৃষ্ণ-বিহারী মঠে, শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জে, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে ও বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠে গত ২৭শে জুন সোমবার সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বিরহতিথিপূজা ও মহোৎসব পাঠকীর্ত্তনাদি সমুখে যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক মঠেই সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র আলোচনা ও ঠাকুরবিরচিত শুদ্ধভক্তিগীতি সমূহ কীর্ত্তন করা হয় ও [illegible] কীর্ত্তনান্তে সমাগত সকলকেই [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

"যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাঁহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকাল-পক্কাবস্থার ফল লাভবানরূপে গ্রহণ করা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বামন সর্বশিব সম্বৎ গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বদ্ধপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ-চরিতার্থ, পরচর্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণবসেবাকে সর্ব প্রধান মঙ্গলের কাৰ্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজন-রাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনো-বাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরিগুরু বৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে, কোন মায়ার অধঃপতিত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে হরিভজনের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্তন করিয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দ বোধ করা তাঁহাদিগের অমঙ্গলকামনা মাত্র। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া সত্য সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

পরস্পরের হরিভজনের সাহায্য সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

যে কপটতাযুক্ত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণ ভজনের একটী অভিনয় মাত্র দেখায়, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই কৈতবসমূহ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—ই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত এই সমস্ত কৈতব দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাকে কখনও প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে অজ্ঞতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপা-পরবশ হইয়া সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে অকৃত্রিম সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া অচিরে তুচ্ছ বিষয় সুখবাসনা নিরস্ত করিয়া দেন। যেমন ধ্রুবকে কৃষ্ণ নারদের দ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের কপটতামূলক অভক্তাভিনয় আছে বলিয়া তাহারা প্রকৃত নিষ্কপট ভক্তের সাধুর দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদের বিষয় ভুলাইয়া দেন না। তাহারা কৃষ্ণমায়ার চাতুরে পড়িয়া যায়। মোটকথা এই যে, কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী কপট ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কখনও শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রদান করেন না, তাহার বাঞ্ছিত ভুক্তিমুক্তি দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেবল নিষ্কপট ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই দয়া-পরবশ হইয়া সদ্গুরু-পাদপদ্মের দ্বারা স্বচরণাবৃত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

যে সকল মানুষ হরিভজন করে না, অর্থাৎ যাহারা হরিসম্বন্ধ-বিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবনধারণ না করাই ভাল। বিপথ মনুষ্য বা দেবতা প্রভৃতি যদি হরির উপাসনা না করেন তবে তাঁহারা কেবলমাত্র অপস্বার্থ আনয়ন করেন। দেবতাদের উপাস্য যে কৃষ্ণ, তিনি মনুষ্যেরও উপাস্য। সুতরাং অন্যান্য দেবতার উপাসনা না করিয়া সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া যাইবে।

চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় যে স্থানে আমাদের ভোগপর দর্শন তাহাই গৃহ। এইরূপ গৃহে বাসাদৃষ্টিতে না থাকিলেও ভোগচিন্তাযুক্ত হইলে মানবের গৃহব্রত-ধর্মই লাভ হয়। তাহাকেও গৃহমেধী বলে। বিষয় রূপরসাদি ভোগ যেখানে আছে সেইখানেই গৃহব্রত-ধর্ম বর্তমান। ভোগিকুল বহির্মুখগণের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হইয়া বিষয়ব্রত বা গৃহব্রত। গৃহব্রতধর্মে অবস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণের ছলনা করিলে মঙ্গললাভ হয় না। একসময়ে হিরণ্যকশিপুও প্রহ্লাদ মহারাজের নিকট হইতে স্তোত্রবাণী শ্রবণের আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি ছিল না। কেবলমাত্র প্রহ্লাদকে দীর্ঘভোগ্য বালক পুত্রজ্ঞানে ভোক্তৃবুদ্ধিতে ঐ সকল স্তোত্রবাণী শুনিয়াছিল, তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইয়াছিল। বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহা-ভাগবতের মুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গল হয় না।

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছা পূর্বক ভোগ চালাইব, ইহা ভোগীদিগের বিচার। কিন্তু কোমল শ্রদ্ধ প্রবর্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্যকেই নিত্যকর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ ইহাই বলিতেছেন—"আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টারূপ দ্যূত-পানাদির সকটী নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।"

যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অপরকে ভজন করিতে উপদেশ দেন তিনি আমাদের আত্মীয়। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অতত্ত্ব শোকগ্রস্ত ব্যক্তি আমাদের কোনই মঙ্গল করিতে পারেন না অতত্ত্বিদ্যা অধিক হইলে হরিভজনের পরিবর্তে বরং উৎপাতের পক্ষে শতকরা প্রায় শতভাগই সম্ভাবনা।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম করিলে অনন্ত দুঃখকে ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসৎ-সঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না; চাউল সিদ্ধ হইলে এবং তাহা জুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধভক্তগণের সঙ্গই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়

ভবঘুরের অভিজ্ঞতা

(প্রাপ্ত)

আমি সোজাসুজি আপনাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি একজন ভবঘুরে। বেড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কাজ ও পেশা। তাহাতে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, লাভ কি? উত্তরে বলিব—ঘোরাটাই আমার লাভ। তবে সব সময়ই যে বাজে কাজে ঘুরিয়া বেড়াই তাহা নহে। ঘুরিয়া বেড়াই বটে, কিন্তু জগতের চালচলন, আবহাওয়া, শিক্ষা, নীতি, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, অধর্ম, বিজ্ঞান, যোগ, তপ, কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম, জ্ঞান, ভক্তি বা পরমার্থ, এ সব ঘটেই আমি আছি। কারণ, সর্বঘটে থাকিতে না পারিলে ভবঘুরের পেশা চলে না, মানসম্মান আমার বড় ভার। ইহা হইতে যে কিছু শিক্ষা হয় না, এমনও নয়। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া যাহা জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা এই স্থানে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। জগতের অর্থাৎ ইতর লোকের যে সব কথা, তাহার কোন একটি সকল রকম চিন্তাস্রোত-বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপ্রদ হয় না। কারণ, জগতে বহু ভোক্তা এবং তাঁহাদের ভোগ্যও বহু; আবার যাহা একজনের ভোগ্য, তাহা যদি অন্যের ভোগ্য বিচার হয়, তবে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই জগতে বিরোধের অন্ত নাই। পরব্যোমে ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ হওয়ায়, তথায় সকলেই একমাত্র ভোক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকায় কোন বিরোধ নাই, সকলেরই যাবতীয় চেষ্টা সেই একমাত্র ভোক্তার প্রীতিবিধানরূপ কেন্দ্রের দিকে পরিচালিত। তাই মনে হয়, যাহা বলিতে যাইতেছি তাহাতে কোন পক্ষের প্রীতি আবার কোন পক্ষের অপ্রীতি উদয় করাইতে পারে। তবে উপায় নাই, যাহা ঠিক বুঝিয়াছি তাহা নির্ভয়েই বলিব।

অনেক জায়গায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, একস্থানে বিদ্যুৎশক্তি (electricity) প্রস্তুত জন্য একটি বিশাল dynamo (বিজলী এঞ্জিন) চলিতেছে, ইহার 'ভোল্টেজ' (Voltage) খুব বেশী, স্পর্শমাত্রেই প্রাণ নষ্ট হয়। ঐ এঞ্জিনটি তারের জাল দিয়া বাঁধা রহিয়াছে এবং উহার গায়ে সাইন-বোর্ডে লেখা আছে "Danger"—বিপদ। আর একস্থানে রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম রাস্তাটি রেলওয়ে লাইন cross (অতিক্রম) করিয়াছে, সেখানে যাত্রিগণকে সাবধান করিবার জন্য একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে "Danger"। সহরের পাকা রাস্তার নীচে যে সব পয়ঃ-

প্রণালী আছে তাহা যেখানে জল রাস্তার উপর যে সকল গর্ত থাকে, প্রণালী মেরামতের সময় তৎসন্নিকটেই "Danger" লিখিত সাইনবোর্ড থাকে। বড় বড় জাহাজের পিছনে যেখানে জাহাজ চালাইবার পাখা ঘুরে, তৎসন্নিকটেও সাইন বোর্ডে লেখা থাকে "Danger—সাবধান।"

ঐ সকল বিপজ্জনক স্থান হইতে অসতর্ক অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সাবধান ও রক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ সাইনবোর্ডের আবশ্যক হয় এবং ঐ প্রকার dangerous zone (বিপদের স্থান) হইতে অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তফাতে রাখিবার জন্য উহার চতুর্পার্শ্বে একটি বেষ্টন দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তত্তৎকার্যে অভিজ্ঞ ও 'ওয়াকিফহাল' ব্যক্তিগণ ঐ ঐ বিপজ্জনক স্থানের (Dangerous zone) মধ্যে কাজ কর্ম করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা উপার্জন করিতেছে। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, ঐ যে "Danger" সাইনবোর্ড বা বেষ্টন, উহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য নহে, বরং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইচ্ছায় হউক, অ হউক বা গায়ের জোরে ঐসকল স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিতে গেলে তাঁহাদের সমূহ বিপদ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

যাহা অধিকারীর পক্ষে যাহা সম্ভব ও সুখদ, অনধিকারীর পক্ষে তাহা অসম্ভব ও দুঃখদ—মৃত্যুর কারণ। জড়জগতের মত পরমার্থ-জগতেও সেই নীতি বা বিধি প্রবল। চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সীমায় বিরজা নদী অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর মনীষা বা মনোধর্ম্ম, চিন্তাস্রোত ঐ বিরজা cross (অতিক্রম) করিতে পারে না, ঐ পর্য্যন্তই তাহার গণ্ডি। তাই ঐ সীমানায় সাইনবোর্ড দেওয়া আছে "Danger" অর্থাৎ মর্ত্ত্য মানব হইয়া বিরজার অপর পারের ব্যাপারে, আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের সংবাদ লইবার ব্যাপারে, নদীর এ পারে অবস্থিত জাম্‌বোরের মত নদীর অপর পারে স্থিত আগুনের দ্বারা চিকা ধরাইবার ব্যাপারে, অবৈষ্ণব, অভক্ত, ভোগী হইয়া প্রকৃত ভাগবতশ্রেষ্ঠ শুদ্ধবৈষ্ণবের কার্য্যাবলীতে, বদ্ধজীব হইয়া পরমমুক্ত গোপীবৃন্দের অনুকরণকার্য্যে ও কৃষ্ণলীলার অনুকরণে গোবিন্দভোগকার্য্যে, অনধিকারী হইয়া মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের ন্যায় কালকূট-সেবনে, অনর্থযুক্ত হইয়া দুর্মুখ রাবণের মত অপ্রাকৃত গোপিকা সীতাহরণে, অন্যাভিলাষী, অভক্ত ও বিষয়ী হইয়া দুর্ব্বাসার মত অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব মহারাজ অম্বরীষের প্রতি কৃত্যা নিক্ষেপরূপ অত্যাচার-কার্য্যে; কাশিরাজের অনুচর হইয়া মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বৈষ্ণববৃন্দের কীর্ত্তনাদি ভাঙ্গিয়া দিতে, অনর্থ-অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া ধনমদের ও কর্মকুশলতার সাহায্যে জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্যের প্রতিষ্ঠিত 'বৃহৎ মৃদঙ্গের' উৎপাটনে, শ্রীকৃষ্ণ ও তদভিন্ন সেবকভগবান্‌ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত বৈষ্ণবগণের বৃথা নির্য্যাতন-কার্য্যে উদ্যত হওয়া আদৌ উচিত নহে। যে সকল লীলা-ব্যাপার একমাত্র অপ্রাকৃত অভিজ্ঞগণেরই, তাহার অনুকরণ বা উল্লঙ্ঘন প্রাকৃত মর্ত্ত্য মানবের পক্ষে Dangerous zone, ঐ Danger চিহ্ন অবহেলা করিয়া যিনি বা যাঁহারা উহা cross (অতিক্রম) করিতে যাইয়াছেন বা গিয়াছেন তাঁহাদের বিপন্ন জীবনের কাহিনী শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া সতর্কবাণী রাখিয়া দিয়াছেন।

তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর।" সাপের মন্ত্র না জানিয়া, সাপুড়িয়া না হইয়া বিষাক্ত সাপ লইয়া খেলা করিতে যাইও না। আগুনের সহিত খেলা করিতে যাইও না। নির্ব্বিশেষবাদী, অন্যাভিলাষী প্রাকৃত মানব হইয়া গুরুশ্রেষ্ঠের অভিমান করত প্রকৃত গুরুশ্রেষ্ঠ, নিষ্কিঞ্চন, সতত শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিরত, শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আচার্য্যপাদপদ্মের সহজ বিচরণ-ভূমিকা cross (অতিক্রম) করিতে যাইও না; এখানে যে "Danger" চিহ্ন দেওয়া আছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তাহাতে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা প্রভৃতি অসুরগণ বা দুর্য্যোধন ও কালির অনুচরবর্গ প্রভৃতির ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটে।

'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' জীবের মঙ্গলের জন্য, প্রাকৃত জীব যাহাতে নিজকে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের সহিত proper adjustment (খাপ খাওয়াইয়া) করিয়া চলিতে পারে তজ্জন্য অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ মর্ত্ত্য মানবের মত আচরণ করিয়া থাকেন। বাহ্যিক সুখদুঃখ, বিষয়াসক্তি, হার জিত, শারীরিক ক্লেশ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইবার অভিনয় তাঁহারা অনেক সময় করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে যাঁহারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত তাঁহাদের কোন প্রকার শোক, মোহ ও ভয় নাই বা থাকিতে পারে না। তাঁহারা যখন ঐরূপ দুঃখ, মোহ ও ভয়ের দ্বারা অভিভূত হইবার লীলা করেন, তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে উদ্যত দাম্ভিক মর্ত্ত্যমানবের সম্মুখে দাবজিতের বা শোক, মোহ, ভয়ের অভিনয় করেন, তখন উহা যে তাঁহাদের বিষম বঞ্চন-লীলা তাহা অজ্ঞানান্ধ প্রমত্ত জীব বুঝিতে পারে না। উহারা উহাতে বঞ্চিত হইয়া অধিকতর বিদ্বেষী হইয়া থাকে। প্রাকৃত মানবের চিন্তাস্রোত ও মনীষাকে transcend (অতিক্রম) করিয়া বৈষ্ণবগণের ভূমিকা অবস্থিত; ঐ ভূমিকার সীমানাতেই "Danger" চিহ্ন দেওয়া আছে। মর্ত্ত্য জীব যেখানেই অবৈধ উপায়ে ঐ সীমানা অতিক্রম করিতে গিয়াছে, সেইখানেই আত্মবিনাশ বরণ করিয়াছে।

যাঁহারা গায়ের জোরে, ধনবল, জনবল, কর্মকুশলতার পাটোয়ারী বুদ্ধি, চাণিক্যনীতি প্রভৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকে তাঁহাদের প্রাকৃত গণ্ডির মধ্যে আনিবার জন্য ব্যস্ত তাঁহারা অধিরোহবাদী,—সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন অভাগা দাম্ভিক। তাঁহাদের যাবতীয় আধ্যক্ষিক চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তাঁহারা স্বপ্নেও বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা কেবল ভুলাখয়ের খাটুনিই খাটিতেছেন। বৈষ্ণবগণের প্রতি নির্য্যাতন-ব্যাপারে তাঁহাদের যে উহাতে ব্যথিত হইবার অভিনয়, তাহা কেবলমাত্র নির্য্যাতনকারিগণকে মরীচিকার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া অনন্তনরকে নিক্ষেপ করিবার কৌশলজালমাত্র। বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক ও বঞ্চিত হইবার যোগ্য-ব্যক্তিকে বৈষ্ণবগণ বঞ্চনার দ্বারা বাস্তবিক কৃপাই করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন মৎসরতা নাই; কারণ "বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।"

আচার্য্য শ্রীগুরুদেব বহু মঠ মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া বদ্ধজীব যদি গুরুশ্রেষ্ঠের অভিমানে তাঁহার বা তদাশ্রিত অনন্য নিষ্কপট আচার্য্যের আসন কাড়িয়া লইবার অভিপ্রায়ে বাহাদুরী দেখাইয়া ঘর ভাড়া লইয়া একটা মঠ (?) স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে যায়, তাহা হইলে এই প্রকার বিচার প্রাকৃত অজ্ঞ অকৌশলী ব্যক্তির "Danger" চিহ্ন অগ্রাহ্য করিয়া dangerous zoneএর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মবিনাশ বরণ করা মাত্র। ঘর ভাড়া লইয়া একটা সাইনবোর্ড লাগাইলেই কি তাহা 'মঠ' হইয়া যায়? আর পুতুলবিচারে উহা কোন ঘরে বসাইয়া পূজার অভিনয় করিলেই কি শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করা হইয়া যায়? ইহা কি প্রত্নতত্ত্ববিদের কাজ? তা' যদি হ'ত' তবে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ত' কত মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া 'মউজিয়মে' রাখে। শ্রীবিগ্রহের আত্মপ্রকাশ ব্যাপারটা কি শ্রীবিগ্রহের স্বেচ্ছাধীন, না, আমাদের ন্যায় প্রাকৃত দাম্ভিক ব্যক্তিগণের ইচ্ছাধীন? তিনি ত' অধোক্ষজ বস্তু, স্বেচ্ছায় তিনি অবতীর্ণ হন। তিনি আমাদের হাতের পুতুল নহেন।

শ্রীমঠ মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ যে অধোক্ষজ পূর্ণচেতন বস্তু, তদ্বিপরীত জ্ঞান লাভেই কি সাধুগুরুপদে থাকিবার ফল? বাড়ী ভাড়া লইয়া, ঠাকুর বসাইয়া, পাঠ বক্তৃতা করিয়া, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া, পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, দলে লোক সংগ্রহ করিয়া, মঠবাসীর কাচ কাচিলেই যদি মঠের রক্ষক বা কর্ত্তা হওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার মত মজুরেও যোগাড় করিয়া একটা মঠ খুলিয়া দিতে পারিত। ঐ সকল বল লইয়া সংসা খোলা যাইতে পারিলেও প্রকৃত মঠ-মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের যে স্বরূপজ্ঞান তাহার ত্রিসীমানায়ও যাইতে পারা যাইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আচার্য্যের বাস্তব আনুগত্য স্বীকার করিব। কাচকাচের উপরিস্থিত মক্ষিকা কাচপাত্রের অভ্যন্তরস্থিত মধু আস্বাদনের দাম্ভিকতা করিলেও প্রকৃত মধুর আস্বাদন তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। ভক্তের কাচ কাচিয়া, টাকাকের মত বহুরূপী সাজিয়া করিয়া কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভ বহির্মুখ জীবের নিকট সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। গুরুশ্রেষ্ঠ বলিয়া জাহির করিলেই গুরুশ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না। All that glitters is not gold (চক্‌ চক্‌ করা জিনিষমাত্রেই সুবর্ণ নহে); তাহাতে প্রকৃত মঠসেবা বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা হয় না, বৈষ্ণবদাস হওয়া যায় না। শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিতে গেলে, গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে গেলে, খোঁড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে গেলে, পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পতনোন্মুখ ব্যক্তিগণ নিজ পতনের সম্ভাবনা ধরিতে পারে না। তাই তাহারা বলিয়া থাকে, It is better to reign in hell than to serve in Heaven. (অর্থাৎ স্বর্গের দাসত্ব অপেক্ষা নরকের রাজত্ব ভাল)। যাঁহাদের ঐরূপ বিচার হইবে, তাঁহাদের কথায় ভবদুরের কোন আপত্তি নাই।

কুমারীর নিকট শিক্ষা

(১) বহুলোকের একত্রে বাস বেরূপ কলহের কারণ, দুই ব্যক্তির একত্র বাসও তদ্রূপ প্রজল্পের কারণ। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি কুমারীর কঙ্কনের ন্যায় একাকীই বাস করিবেন। (২) শত্রু শ্রেষ্ঠী এক কুমারী যেরূপ শত্রুর আগমনে কাঁকনে কঙ্কণধ্বনি করিয়া কন্যা-শঙ্খ পরিধান করেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণগতি ভক্তিদেবীর মধুর হইতেও সুমধুর, তাহা হইতে অতি মধুর নাম কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণার্থ বাস্তব বৈষ্ণবগণকে পরস্পর সঙ্গলাভে প্রবণ করেন, অযোগ্যে আসক্ত মুনিগণের ন্যায় নিষেধ করেন না।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীব্রজপত্তন

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীবিগ্রহ, শ্রীব্যাস [illegible] শ্রীগৌর-গোপাল [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] [illegible] বর্ত্তমান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] রোড ইষ্ট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] শ্রীমঠ [illegible] শ্রীমদ [illegible] সংকীর্ত্তন, প্রাতঃকৃত্য সেবার [illegible] গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] দৈনিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃষ্ণ-পার্শ্ব শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জন্মভূমিকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীপাটবাড়ী?, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি. (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মতুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং আচরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এতদ্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেহোয়ারী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেমান রোড, নিউ দিল্লী;

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, সদর

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমাথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাথি, মেদিনীপুর

(৬৩ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুঁয়েরডাঙ্গা, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং দিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

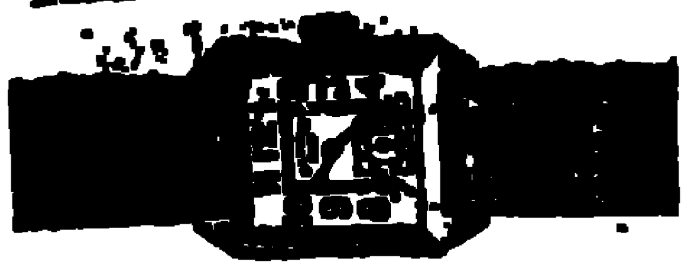

কোয়ালিটি লেভার ওয়াচ
মূল্য মাত্র ২৸০ আনা
সম্পূর্ণ চাদকাগারের শেপ, মজবুত নিকেলযুক্ত এবং যে কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান এক্যুরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত ঘড়িটির মূল্য ২৸০, রেডিয়মযুক্ত ৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, ক্রোমিয়ম নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲। পাঁচ বৎসরের গ্যারাণ্টি। পোষ্টেজ ৷৶০ তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।
ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)
পোঃ বক্স ১২২০৪—কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দিককুলী	৫৷০
পাটনা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দিককুলী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
কুলাংকারন ঐ	৬৲—৬৶০
হাইলগোল্ড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আট (এল)	৫৲—৫৷০
আট (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আট. নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পাপাই	১৸৶০—১৸০
রুক	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

আগরা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
কুমোরপুরী	৪০৲
গব্য	৪৫৲
শ্যামবাজার	৩৪৷

তার	
কাবুলে	
বান্ধা গাওদা	
২৬ গেজ—	
গ্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ	

স্বর্ণের দর

বারের সোনার গিনির	৫৪
গিনি ও আমের ওজন	৪০৲
রূপার খুচরা বাট	৪৩৲
হাপাণ তামা	৫২৲
ঐ কাটা	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা মাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৸৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্লেট কাটিং বা ফ্লিট কাটা বল	৩৷০—৩৸০
গাটি কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্টু সমাবে	৭৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
বুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
ঢাকনের হাতল ৫৶০, পাটের হাতল ৬৷০	
জুতার হাতল ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
১৩-৫ কলেজ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

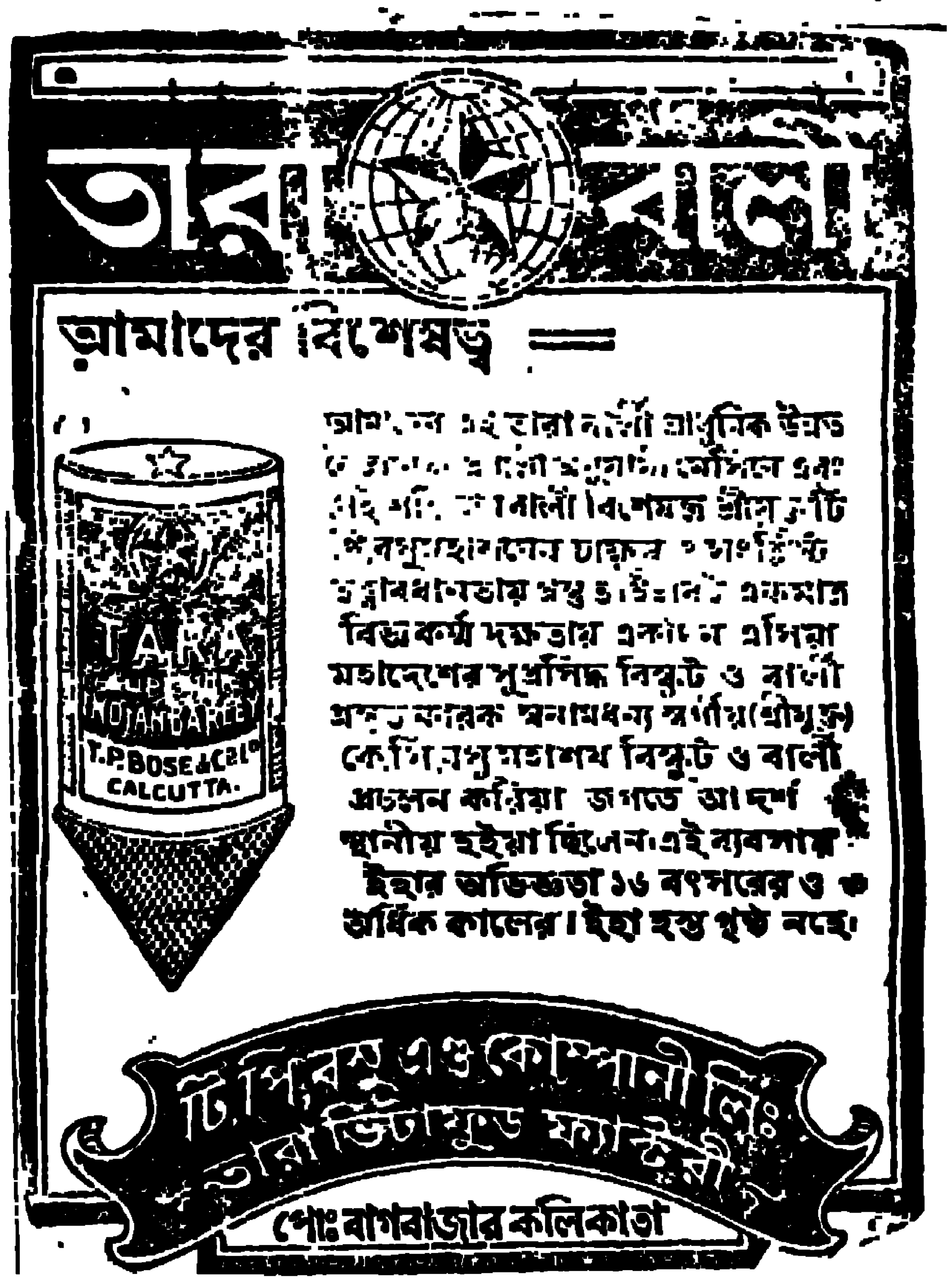

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত ... মেসিনে এবং ... বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত ... তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইনিই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একাধারে এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুতকারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কেশব চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাদেব পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ... । ... এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ ... আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——::(০):: ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত
আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং আশ্চর্য্য!!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ায় এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ॥০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা ওয়ারি) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা বঙ্গের অবস্থিত। এখান হইতে তাঁহারা তথায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	৸৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২॥০
" সিকি কলম ১৬৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদ:) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০
কৃষ্ণনগর ৩-৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৫৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ১২ই জুলাই, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১১৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—— :(০):(:০:):(০:——

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

খুব সম্ভব আগামী ২০শে জুলাই ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সমস্ত সদস্যের নিকট হইতেই জবাব পাইয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বসু ২০শে জুলাই যে দিন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন উহা তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। সুতরাং শ্রীযুক্ত বসু খুব সম্ভব ২০শে জুলাই অধিবেশনের তারিখ স্থির করিবেন।

হাইলাকান্দীতে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

পুনর্যাত্রা উপলক্ষে হাইলাকান্দীতে ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। বহু সংখ্যক মুসলমান লাঠি-ঠেঙ্গা লইয়া হিন্দু শোভাযাত্রীদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের উপর ঢিল পাটকেল ছোড়ে। তাহা ছাড়া, হিন্দুদের কয়েকখানা দোকানও লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই দাঙ্গার ফলে ৫২ হিন্দু আহত হইয়াছে।

সংবাদ পাইবামাত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পিটার্স এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিলচর হইতে দুই দল সশস্ত্র পুলিশ সহ তথায় পৌঁছেন।

উপদ্রুত অঞ্চলে পুলিশ পাহারা দিতেছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত কোন দোকানই খোলে নাই। ফলে সহরের সকল প্রকার কাজ, [illegible] হইয়াছে।

এই আকস্মিক ঘটনায় সহরের হিন্দু অধিবাসীরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছে এবং পুনরায় দাঙ্গা ঘটিবার আশঙ্কা করিতেছে।

ডাঃ শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী চৌধুরী

ডাঃ শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী চৌধুরী এম বি, বি, এস, উচ্চ ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মাত্র নয় মাস পূর্ব্বে লণ্ডনে গিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইমারী এফ, আর, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ শ্রীযুক্তা চৌধুরী দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী ডিগ্রী লাভ করিয়া সিমলায় এনাটমীর সহকারী অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে উচ্চ ডাক্তারী শিক্ষার জন্য তিনি বিলাত গিয়াছেন—ইহার পূর্ব্বে আর এক জন মাত্র বাঙ্গালী মহিলা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ আর সি এস ডিগ্রী পাইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আর কোন মহিলা বিলাতের ডাক্তারী ডিগ্রী পান নাই।

আয়কর বিভাগের কর্ম্মচারী বৃদ্ধির প্রস্তাব

ভারত গবর্ণমেণ্ট আয়কর বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আরও ভালভাবে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

বোম্বাই ও আসামের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া বাঙ্গালা দেশে ১১জন সহকারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ও ৩জন হিসাবপরীক্ষক [illegible] জন্য দুই জন ইনকাম [illegible] অফিসার এবং হিসাব পরিদর্শনের জন্য ৩জন ইনস্পেক্টার, বোম্বাই সহরের জন্য ৩জন সহকারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, বোম্বাইতে মফঃস্বলের জন্য ৩জন সহকারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, সিন্ধুপ্রদেশের জন্য একজন সহকারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসার এবং মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের জন্য ৩জন প্রথম শ্রেণীর ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

লাক্ষা শিল্পের সুব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা

লাক্ষা শিল্পের সুব্যবস্থা করার উপায় আলোচনার জন্য আগামী মাসের মাঝামাঝি রাঁচিতে বিহার ও মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসিবে। উহাতে উভয় প্রদেশের শিক্ষাসচিব ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার এবং লাক্ষা শিল্পের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন। তাহার পূর্ব্বে ২৩শে জুলাই তারিখে মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে রাঁচীতে ছোটনাগপুরের লাক্ষা উৎপাদক ও লাক্ষা ব্যবসায়ীদের একটি প্রাথমিক বৈঠক বসিবে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যেমন শর্করা শিল্পের সুব্যবস্থার জন্য একরূপ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, লাক্ষা শিল্প সম্পর্কেও তদ্রূপ বিহার ও মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একরূপ আইন প্রণয়ন করিবেন।

বৃটিশ গায়নায় ভারতীয়গণ

সম্প্রতি বৃটিশ গায়নায় ভারতীয় উপনিবেশের শত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ভারতীয়গণ উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।

উৎসবক্ষেত্রে সমবেত ভারতীয়দের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম এইরূপ—(১) বৃটিশ গায়নায় শাসনতন্ত্র এমনভাবে সংশোধিত করা হউক, যাহাতে আইন সভায় ব্যাপকতর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য থাকে। (২) বৃটিশ গায়নার জন্য একজন ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল নিযুক্ত করা হউক। (৩) সরকারী চাকুরীসমূহে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয়গণকে নিযুক্ত করা হউক। (৪) বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হউক। (৫) বিদ্যালয়গুলিকে সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্ব-বিমুক্ত করা হউক।

নিজ শিশুর কল্যাণার্থ অপরের শিশু বলি দেওয়ার চেষ্টা

জব্বলপুরের অন্তর্গত বুরহানপুরের একটি স্ত্রীলোকের সন্তানের পীড়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি মনে করে, দেবীর নিকট নরবলি দিলেই তাহার সন্তান রোগমুক্ত হইবে। বুরহানপুর তাপ্তী মিলের একটি নারী শ্রমিক কাজে গিয়াছিল, এমন সময় প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার তিন মাস বয়স্ক শিশু সন্তানটিকে চুরি করিয়া আনিয়া বলি দেওয়ার উদ্যোগ করে। স্ত্রীলোকটি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পূজা দিতেছিল এমন সময় নারী শ্রমিকের আত্মীয়গণ শিশুটির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া উক্ত স্ত্রীলোকের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় শিশুটির ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পায়। দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহারা পুলিশে সংবাদ দেয় এবং পুলিশ আসিয়া শিশুটিকে উদ্ধার করে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবগাথিদের বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ধামন-আলবার ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ৷০
২৭ দুক্তিসাধিকা গৌরকৃষ্ণ (সানুবাদ) ১৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ১৷০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধনী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড লেটার্স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (কম্প্রিহেনশন) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১ সাধন-পথ ৷০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ৩০ বামন গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১২ই জুলাই ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ১১৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীচৈতন্যমঠে চাতুর্মাস্য-ব্রতারম্ভ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পরিচালিত শুদ্ধভক্তির একমাত্র কেন্দ্রস্থান আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ৯ই জুলাই শনিবার শয়নৈকাদশীর পরবর্তী দ্বাদশী হইতে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে চাতুর্মাস্যব্রতপালন আরম্ভ হইয়াছে। নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনরূপ হরিপ্রসঙ্গ বা হরিকথা আলোচনারূপ মুখ্য বা মূলবিধিকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তিপোষক অন্যান্য বিধিসমূহ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইতেছে।

প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক, অর্চ্চন, ভোগরাগ, কীর্ত্তন ও পরিক্রমাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠীমুখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে হরিপ্রসঙ্গ আলোচনামুখে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান হইতেছে।

সাত্বত শাস্ত্রে হরিস্মৃতিকেই যাবতীয় বিধির মূলবিধি এবং হরিবিস্মৃতিকেই যাবতীয় নিষেধের মূল নিষেধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধগুলি এই মূল বিধি ও নিষেধের কিঙ্কর। সুতরাং নিরন্তর হরিস্মৃতি উদ্দীপিত রাখিতে হইলে নিরন্তর কীর্ত্তনের প্রয়োজন, আবার নিরন্তর কীর্ত্তন তখনই সম্ভব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শুদ্ধ শ্রবণ হয়। সুতরাং হরিস্মৃতি নিরন্তর জাগরূক রাখিতে হইলে, নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনই চাতুর্মাস্যব্রতের মুখ্যকৃত্য।

——

শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত বিভিন্ন শাখামঠসমূহেও ভক্তগণ গত ৯ই জুলাই শনিবার দ্বাদশী-তিথি হইতে চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানেই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সময়ে পাঠ-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভাক্তসরোজ বি-এ, শ্রীপাদ গোষ্ঠবিহারী অধিকারী, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ মঠসেবকগণ পাঠ-কীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রবণ-সদনে বিরহোৎসব

গত ২৭শে জুন সোমবার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্বিংশ বার্ষিক বিরহমহোৎসব শ্রীশ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রবণ সদনে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতঃ ৫ ঘটিকা হইতে মঠবাসী ও মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ কর্তৃক শ্রীবিগ্রহের আরতি-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে প্রথমে গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, শিক্ষাষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগাদিক সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

——

গজ্জামে প্রচার

গত ১লা জুলাই তারিখে গোবরা গ্রামবাসী শ্রীযুত পুরুষোত্তম পট্টনায়ক মহোদয় কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী কয়েকজন মঠাশ্রিত ভক্তসহ তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রামে একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে গুরুবন্দনা, শিক্ষাষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু সময় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রামানন্দের প্রশ্নোত্তর-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করত জীবের প্রকৃত শ্রেয়ঃ বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে শুদ্ধ শ্রবণই যে বৈকুণ্ঠ-গমনের একমাত্র পথ এবং বৈকুণ্ঠে বা কৃষ্ণচরণকমলযুগে পৌঁছাইতেও যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। শেষে মহাজনপদাবলী ও নামসঙ্কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। সভার আয়োজন বিষয়ে শ্রীযুত কাপুল যুধিষ্ঠির পাত্র ও কবিরাজ শ্রীযুত নৃসিংহচরণ [illegible] মহোদয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

——

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে বিরহোৎসব

ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে গত ২৭শে জুলাই সোমবার বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলমহাজন ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহতিথিপূজা মহোৎসব পাঠ কীর্ত্তনাদিমুখে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে [illegible] অনিমন্ত্রিত সজ্জনগণের নিকট শ্রীপাদ [illegible]দাস অধিকারীজী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের [illegible] বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। [illegible] পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে উপস্থিত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ মহান্তি (খড়িয়া বাজার দেওয়ান), শ্রীযুক্ত [illegible] (জমিদার), শ্রীযুক্ত [illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] (পোষ্টমাষ্টার) [illegible] যোগদান করিয়া [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

"যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকাল-পক্কাবস্থার ফল লাভবান্‌রূপে গ্রহণ করা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বামন [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

অভক্তের কুবিচার

হরিসেবা-বর্জিত ব্যক্তি সকল দোষের আকর। তাহাতে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল থাকে না। কৃষ্ণবিমুখ সংসারের বহু দোষের মধ্যে দ্বাদশটী দোষ বিশেষ অনিষ্টকারক। এই দোষের যে কোনও একটী মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। (১) ক্রোধ—ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ। (২) কাম—স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা। (৩) লোভ—ধনবাসনাকাতরতা। (৪) মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যবুদ্ধিহীনতা। (৫) বিধিৎসা—উত্তরোত্তর সম্ভোগ লাভের পিপাসার অতৃপ্তি। (৬) অকৃপা—নির্দ্দয়তা। (৭) অসূয়া—পরগুণসমূহে দোষ দর্শন। (৮) মান—আপনাতে পূজ্যবুদ্ধি। (৯) শোক—অর্থনাশে মনস্তাপ। (১০) স্পৃহা—ভোগ্যবস্তুর্পে আদর। (১১) ঈর্ষা—পরশ্রী-কাতরতা। (১২) জুগুপ্সা—পরনিন্দা। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই দ্বাদশটী দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিবার জন্য যত্ন করিবেন।

ভগবদ্ভক্তগণ নির্দ্দোষ। তাঁহারা জানেন, ভগবানই একমাত্র প্রভু আর সকলেই তাঁহার দাস বা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য—এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণ-ভোগ্য দ্রব্য ভোগবুদ্ধি না করিয়া কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবোদ্দেশে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন। সেই ভক্তের সঙ্গেই ভক্তের আনন্দ হয়। এই ভক্তসঙ্গই হরিভজনের মূল। অভক্ত-সঙ্গ বা নামাপরাধ যেরূপ ভক্তিবিরোধিনী শক্তি প্রকাশ করে অর্থাৎ জীবকে হরিবিমুখ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ভক্ত বা ভগবান্ শ্রীনামও সেইরূপ নিরপেক্ষ প্রকাশ করিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। জগদীশ এই ভক্তগণকে নাচান। আর অভক্তগণ জগতের লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা পাইয়া অজ্ঞানকে মত্ত হয়। সুতরাং এই অজ্ঞানমত্ত অভক্তের নিকট নিত্যানন্দলাভের আশা দুরাশামাত্র।

অভক্তগণ ভক্তের সেবে যুক্ত হইতে না পারিয়া 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' ন্যায়ানুসারে ভক্তকে তাহারই ন্যায় জড়বিষয়-লোলুপ, কনক-কামিনীলুব্ধ, লাভ-স্বভাব-বিশিষ্ট মনে করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ভোগের প্রতিবন্দ্বিজ্ঞানে তাঁহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকে। ভগবৎ-সেবারত ভক্তের এই সব বাজে কথায় কাণ দিবার অবসর নাই। কুকুরের অনর্থক চীৎকারে যেমন কেহ কর্ণপাত করে না, পরন্তু কুকুরকে অপদার্থ জ্ঞান করে, শুদ্ধভক্তগণও সেইরূপ অভক্তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। অভক্তগণ নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেও "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল" সাজিতে দ্বিধা বোধ করে না। ভক্তের কোন কথায় সন্দেহ তাহাদের খাপ খায় না। সেইজন্যই ভক্তগণ যাহাকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করেন, অভক্তগণ তাহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অসৎ ত প্রকাশ করিয়া থাকে।

অভক্তগণ কখনও নিজের বা পরের মঙ্গল করিতে পারে না। যাহার নিজের মঙ্গল হয় নাই, মঙ্গল কাহাকে বলে, একথা যে নিজে বুঝে না, সে আবার পরমঙ্গল করিবে কি করিয়া? শুধু কি বচন-বিন্যাসেই কাজ হইবে? ভক্তগণ এইরূপ বচন-সর্ব্বস্ব নহেন। তাঁহারা আচরণকারী প্রচারক। তাঁহারা নিজে সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন, ভোগ ও ত্যাগ অর্থাৎ বহুধবাসনারূপ অনাচার হইতে তফাৎ থাকিয়া কৃষ্ণসুখানু-সন্ধানরূপ সদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং সকলকে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন, ধর্ম্মার্থকাম বা পার্থিব অপার্থিব অন্বেষণের চেষ্টারূপ মুক্তি ভক্তগণ আকাঙ্ক্ষা করেন না। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত অন্য কোনও স্বার্থ (অপস্বার্থ) তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। তাঁহাদের সেবাপর হৃদয় এত নির্ম্মল। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মিছাভক্ত প্রকৃতির দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টা সেই শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে প্রবল। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে ক্রমশঃই অসৎসঙ্গপিপাসা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া হৃদয়ে সৎসঙ্গ-পিপাসা প্রবল হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার কাহার ?

(শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'পত্রে "শ্রীগৌড়ীয়মঠে কাহারা নিত্য-কাল বাস করিতে পারেন?" এই প্রশ্নের সমাধান জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখো-দ্গীর্ণ ও স্বলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেরই নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা নিরাসিত হইয়াছে। গৌড়ীয়ের

শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব উভয়েই অপ্রকটকালে অর্চ্চারূপে জগতে বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহাদের নিত্যস্বরূপ ও অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে কোনও ভেদ নাই। তবে লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র। শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীগুরুদেবেরও অষ্টবিধ অর্চ্চামূর্ত্তি আছেন। তাহা শ্রীগুরুদেব হইতে অভিন্ন। দুর্গত জীবের উদ্ধারার্থই শ্রীগুরুদেবের এই প্রপঞ্চে অবতরণ লীলা। শ্রীগুরুদেব ভক্তাতীত অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীভগবৎ স্বরূপ-প্রকাশ। তিনি মায়াবদ্ধ গোলাম, সুখদুঃখ-ক্লিষ্ট, জন্ম মৃত্যু-জরাবশযোগ্য জীব নহেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। তদনুগত জন-গণ রাগানুগ। ভাগ্যবান্ জীব তাঁহাকে ভগবদভিন্ন জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে নিজেকে বিক্রয় করত তাঁহার সেবা ও কৃপাবলে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা-লাভে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীব যুগযুগান্তরেও ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে পারে না।

কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি নিরন্তরই হওয়া দরকার। এই সদানুশীলনই শুদ্ধচিদনুশীলন। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা হইলেই জীবের এই সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহারা পরম কৃপালু। যদি কেহ তাঁহাদের কৃপাভিখারী হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে যত্নপর হন, তাহা হইলে সেই সেবাভিলাষী, সেবোন্মুখ জনকে যে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের সুযোগ দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? চেতন জীব হয় জড়ানুশীলন অথবা চিদনুশীলন না করিয়া থাকিতে পারে না; সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং জড় পিপাসা ছাড়িয়া দিয়া, অজ্ঞবস্তুর সন্ধান না করিয়া কৃষ্ণভক্ত-লোকে শরণাগত হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে ডাকা আমাদের প্রত্যেকেরই যে কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "চৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার কাহার" এই প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন যৌক্তিকতায় করিতে চেষ্টা করিব। গৌড়ীয়ের মূল সিদ্ধান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীবাসুদেবাশ্রিত না হইলে মঠাধ্যবোধ স্বরূপবৃদ্ধিতে উদ্ভূত হয় না। অভক্তিলাষী ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠকে ইট, পাটকেল, চুন-বালির স্তূপ, কিম্বার কীর্ত্তি বা বিষয়সম্পত্তিরূপে হিরণ্যাক্ষ বা হিরণ্যকশিপুর চক্ষুতে স্থূলরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন হয় না। একমাত্র শ্রীবাসুদেবাশ্রিত হইলেই ভক্তিবিনোদ-গোস্বামীর মূলশিক্ষা-কেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার ও বাস সম্ভব হইতে পারে।

ব্যবহারিক জগতের চিন্তাস্রোত, অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও মেধা লইয়া পারমার্থিক ব্যাপারের বিষয়গুলিকে বিচার করিতে গিয়া আধ্যক্ষিকগণ তৎসমাধানে কূল না পাইয়া অনেক সময়ই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পড়েন। সময় সময় পরমার্থ-জগতে এমন এক একটা ঘটনা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন আধ্যক্ষিক-গণ পরমার্থবিরোধী চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া পারমার্থিকগণের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে ত্রুটী না করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করত নিরয়গতি লাভ করেন। প্রকৃত সুদর্শনের অভাবে এবং সংকীর্ণ, বিকৃত কুদর্শনের প্রভাবে তাঁহারা বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া ভক্তের শাসনেও নিরপেক্ষতা ও মঙ্গলবিধান দেখিতে পান না। সাধারণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যে প্রকার ভৎপ্রতি শ্রীভগবানের নিষ্ঠুরতা ও পক্ষপাতিত্ব (?) দর্শনে শ্রীভগ-বানের প্রতি দোষারোপ করেন, আধ্যক্ষিক-গণও ঠিক সেইরূপ "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" সিদ্ধান্ত অবধারণ করিতে না পারিয়া কুদর্শনের ফলে নির্ম্মৎসর প্রকৃত সাধুগণকেই নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, অত্যাচারী বলিয়া দোষারোপ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না।

তাই আজ পরমার্থের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবিহীন আধ্যক্ষিকগণের নিকট প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, বিশ্ববাসীর জন্য যদি শ্রীচৈতন্য-মঠের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে, তবে দুষ্টিমের কয়েকজনের সম্বন্ধে উহা রুদ্ধ কেন? অধিকন্তু উঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমঠে প্রবেশাধিকারে পর্য্যন্ত বাধাই বা কেন? পরমার্থপথের পথিক যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের নিকট উক্ত প্রশ্ন একটি সমস্যার কথাই বটে, এবং ঐ প্রশ্ন উঁহাদের চিত্তকে আলোড়িত করাই স্বাভাবিক। আধ্যক্ষিকের দর্শন ও পারমার্থিকের দর্শনের সহিত আকাশপাতাল ভেদ আছে। আধ্যক্ষিকগণ

যথাই পুরুষোত্তম, Spiritual despot সর্ব অবতার-শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ অপ্রাকৃত রাসলীলার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নীতি-হীনতা ও চরিত্রহীনতার আদর্শ দর্শন করিয়া থাকে। পারমার্থিকগণ কিন্তু ঐ লীলাতেই জীবের আত্যন্তিক চরম কল্যাণের আদর্শ লক্ষ্য করেন। একটী মাংসচক্ষুর দর্শন, অপরটী বেদচক্ষুর দর্শন।

মাংসচক্ষুগণের দর্শন খণ্ডন জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। "শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রবেশাধিকার কাহার?"—এই প্রশ্নে শ্রীচৈতন্যমঠ ও প্রবেশাধিকার এই দুইটী শব্দ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

'শ্রীচৈতন্যমঠ' বলিতে একটি ইট, কাঠ, পাথর, মাটির সমষ্টিবিশিষ্ট কোন বস্তু নহে। 'মঠ' বলিতে যেখানে সাধুবৈষ্ণবগণ হরি-ভজনের উদ্দেশ্যে ভজনগোষ্ঠী লইয়া বসবাস পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। "কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার। কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল সব পরিহার॥" মহাজনের এই আদেশপালন ভজনগোষ্ঠীমঠেই সম্ভব। যদি কোন গৃহস্থের গৃহে উহা সম্ভবপর হয় তবে সেই গৃহই 'মঠ', গৃহেতে তখন 'গোলোক ভায়'। যে স্থান আশ্রয় করিলে বহির্ম্মুখ অচৈতন্য জীবের বাস্তবিক চৈতন্যের উদয় হইতে পারে অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রস্ত অনর্থগ্রস্ত জীব কৃষ্ণপাদপদ্মে উন্মুখতাবশতঃ স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তাহাই শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি অচৈতন্য জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জানাইয়া তাহাদের প্রকৃত চৈতন্য বিধান পূর্ব্বক লোকলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সেই প্রকার বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি উক্ত কৃপা বর্ষণপূর্ব্বক জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকটিত করিয়াছেন, এবং বিশ্ববাসীকে সেখানে আশ্রয় লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তদভিন্ন অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবও তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে ব্রতী আছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের বৈশিষ্ট্য এই যে, যিনি মাংসচক্ষুর দর্শন লইয়া তথায় প্রবেশ করিতে যাইবেন, তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক অণুপরমাণুর নিকট হইতে বাধা-প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু বেদচক্ষুর দর্শন লইয়া প্রবেশ-চেষ্টা করিলে তাঁহারাই আবার সস্নেহে আলিঙ্গন দিতে ব্যস্ত হইবেন। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার পাইতে হইলে শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণের আনুগত্য ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্যের নিজজন শিক্ষা-দীক্ষাগুরু অনুগত জনগণেরই শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার। রাজবাটীতে যেমন রাজভক্তেরই প্রবেশাধিকার—রাজ-বিদ্রোহীর নহে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনগণের অনুগত হইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে যাইলে কোন বাধাই থাকে না, কিন্তু তাঁহাদের বিরোধী হইয়া তথায় প্রবেশ করিতে গেলে বাধা automatically (নৈসর্গিকভাবে) আসিয়া পড়িবে।

বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোকের ঠাকুরঘরে প্রবেশের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কেহ বা শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন, আবার কেহ বা ঠাকুরের অলঙ্কারাদি অপহরণ জন্য অথবা কালাপাহাড়ি বিচার গ্রহণ করিয়া তথায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। আবার কেহ বা ত' যুক্তি দিয়া বলিবেন যে, যাহাদের একসময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার ছিল এমন কি বসবাসেরও ?) অধিকার ছিল, কিন্তু মধ্যে কিছুদিনের জন্য ঐ অধিকার স্থগিত ছিল, তাহারা পুনর্ব্বার যদি তথায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাতে বাধার কি কারণ থাকিতে পারে? শ্রীভগবানের একটি নাম ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তিনি মানুষের চিত্তবৃত্তি ও উদ্দেশ্য বিচার করেন। আবার সেই শ্রীভগবানেরই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রপাল শিব তাঁহার ধামের রক্ষক। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিব তাঁহার প্রভুর অন্তর বিশেষভাবে জানেন। তাই যখন কোন ব্যক্তি শ্রীধামের সেবা বা শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা করিতে শ্রীচৈতন্য-নিজজনগণের আনুগত্যে শ্রীমঠে প্রবেশ করেন, ক্ষেত্রপাল শিব কোন বাধা না দিয়া তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন; কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি মঠসেবার ছলনা লইয়া মঠভোগ, শ্রীবিগ্রহ-ভোগ অথবা নিজ অপস্বার্থ পরিপূরণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ত্রিশূলহস্তে তাহাকে প্রবেশে বাধা দেন ও বিতাড়িত করেন। আধ্যক্ষিক কামুক মদন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া, তাঁহার হরিভজনে বাধা দিতে গিয়া যেরূপ রুদ্রকোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের নিজজন দীক্ষাশিক্ষাগুরু শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী, অহঙ্কারী জনগণ নিজ নিজ অপস্বার্থ লইয়া আচার্য্যানুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রবেশের অধিকার দাবী করিতে গেলে নিশ্চয়ই ক্ষেত্রপাল শিবের কোপানলে পড়িয়া বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত হইবে সন্দেহ নাই।

মহাজনের ভাষায় জানিতে পারি যে, "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পাছে।" কৃষ্ণদাস যাঁহারা, বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শিবের অনুগতজন যাঁহারা, তাঁহাদের মহাজনী ও শিবের আচরণ অনুসরণ করাই অর্থাৎ কৃষ্ণভজনের প্রতীপজনগণকে, কৃষ্ণসেবার ছলনাকারী কপটিগণকে বাধা দেওয়াই তৃণাদপি সুনীচতা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীচৈতন্যমঠ অভিন্ন শ্রীগোবর্দ্ধন। বৃন্দাবনে যে প্রকার অসুরগণের প্রবেশাধিকার নাই, সেখানে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং শ্রীবলদেব অসুরগণকে বিনাশ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করেন, অভিন্ন গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্য-মঠেও শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ও তদভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মায়াবাদী বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণকে শ্রীচৈতন্য মঠের চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশাধিকার না দিয়া বিতাড়িত করেন। কালীয়নাগকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ না করিয়া বৃন্দাবন হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাপরাধীর অভিমান লইয়া ভোগ-বুদ্ধিতে শ্রীচৈতন্যমঠে 'প্রবেশাধিকার' আসুরিক দর্পযুক্ত জনগণের না থাকিলেও দীনাতিদীন তৃণাদপি সুনীচ, শরণাগত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনগণের তথায় প্রবেশ করিবার ও বাস করিবার অধিকার পূর্ণমাত্রায় আছে।

শ্রুত্যুক্ত "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো" শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীবলদেবের কৃপাবল ব্যতীত শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না। সেইপ্রকার শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দের অনুগত বৈষ্ণববৃন্দের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীভগবানের অবস্থানক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশের অধিকার হয় না। "মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"—শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, হরিকীর্ত্তন-ক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যমঠই শ্রীভগবদ্ধাম। কৃষ্ণ-ভক্তের চতুরতা আধ্যক্ষিকগণ বুঝিতে পারে না। তাই তাহারা মনে করে যে, জাগতিক কৌশল, ধনবল, জনবল, ব্যবহারিক আইনবল সম্বল করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে ও কৃষ্ণভক্তের চতুরতার উপরও চাতুরালী করিবে। ত্রিদণ্ডীর বেশ লইয়া রাবণ জগন্মাতা সীতাদেবীকে স্পর্শ করিতে গিয়া যেমন ব্যর্থমনোরথ ও বঞ্চিত হইয়াছিল, সেই প্রকার রাবণের চিত্তবৃত্তি লইয়া যাহারা শ্রীচৈতন্যমঠে বলপূর্ব্বক প্রবেশাধিকার লাভের চেষ্টা করিবে, রাবণসোদর বিভীষণের সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিবে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই তাহাদের শেষে রাবণের ন্যায় দুর্গতি লাভ ঘটিবে।

রাবণ-ভগ্নী সূর্পণখা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রে ভোগবুদ্ধি করিতে গিয়া, নাসাচ্ছেদন হওয়ায় বিকলাঙ্গী হইয়াছিল, আবার সেই সূর্পণখার পরামর্শ ও উত্তেজনায় অসুর রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরোধাচরণ করিতে গিয়া সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণাগত নিষ্ঠাবান্ ভক্তপ্রবর বিভীষণের সুপরামর্শ ও সদুপদেশ রাবণের নিকট সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয় নাই। তপোবলে ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত বরের বলে উন্মত্ত রাবণ ব্রহ্মারও সেব্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শত্রুতা করিয়াছিল—তাঁহাকে বিনাশ(?) করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিয়াছিল। ফল আধ্যক্ষিকগণের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে নিধন তাহার ভাগ্যে ঘটিল। রাবণেরও পাটোয়ারী বুদ্ধি, বাহুবল, ধনবল, জনবল কিছুরই অভাব ছিল না। মানুষের যখন দুর্ভাগ্যের উদয় হয়, তখন ঐ দুর্দ্দৈব মানবকে আত্ম-মঙ্গলের পথে চালিত না করিয়া আত্মবিনাশের দিকেই চালিত করে।

তাই বলি, হে মন, তুমি শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশাধিকারলাভের চেষ্টার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত একনিষ্ঠ তোমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্ত বিভীষণের সৎ-পরামর্শ ও সদুপদেশ কি গ্রহণ করিবে না? জড়জগতের সমস্তই যদি বিনাশশীল হয়, তবে কেবল তোমার বল, বীর্য্য, দম্ভ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, কৌশল, ধন, জনাদি যাবতীয় ইতর চেষ্টাই কি অবিনাশী থাকিবে? এই আশা পোষণ করিয়াই কি আত্মবিনাশের দিকে ছুটিয়াছ? ত্রিভুবনবিজেতা রাবণও যে অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারে নাই, তুমি আর কোন্ সাহসে সেই অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যমঠকে প্রাকৃত আইনের কবলের মধ্যে আনিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া আত্মবিনাশের দিকে ছুটিয়াছ? পূর্ব্বরূপী [illegible] এপ্রকারে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেও রক্ষা তাহার মঙ্গল-কামনাই করিয়াছিলেন। তুমি ইহা ও মৎসরতাবশে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত থাকিলেও শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসিগণ তোমার মঙ্গলকামনাই করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্বিকা-[illegible], শ্রী[illegible] [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় [illegible] আছেন। [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] আছে।

(২ শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] ১১১৫ [illegible] [illegible]-আসনে শ্রী[illegible] [illegible]। শ্রীমঠে [illegible], সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্যপ্রতীচ্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible]। এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ [illegible], নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর [illegible] (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার:

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম

বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজবাসগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বসুদকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমাৰ্বি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্বি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

স্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৯ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬|০
পাতা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭|০
দাদখানী	৫|০
বাসমতী নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪|০
পেশোয়ারী	১০ ..-১০|০
দাদখানী আতপ	৫|০-৫|৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫|০-৫|০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

পাটের দর

আষাঢ়—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৪১|০
বাজার হাজির দর—	৪১৲

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০|৵০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	১|
কানপুর সাদা	৮|০—৯৵০
কানপুর লাল	৭|৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫|০
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সেটেল ময়দা প্রতি মণ	৬|০—৬৷৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৵০
সেকেণ্ড ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫|৴০
আটা (এম)	৫৲—৫|০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৩|০—৩|৵০
দানাই	১৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৵০—১৷৵০

তুলার দর

বঙ্গলা	৫৭৲
ঢাকাই	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
সুরাটী	৩৫৲
পাঞ্জাব	৫৩|

তার

কাবুলে	৩৬৲
সাদা পাতলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলের দর

আমের সোলার কাটন	৫৪৲
সিট ন আমের ওয়ার	৪০৲
করাচি খুরশিদ কাটন	৪০৲
কাবার্ড আথা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

মেসেরি মসলা

	প্রতি মণ
পাথর সাজু	৮|০
সুপারী দেশী	১৩|০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭|০
রাঁড় খরিয়ল	১৫|০—১৭|০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮|০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭|৭|৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮|০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮|০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮|০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১|০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮

	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০|০
প্লেট কাটিং বা ফ্লিট কাটা মণ	৩|০—৩৸০

পাতি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা

৫|০—৬|০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯|০—১০|০
টিন পাতি, বোল্টু, গজাল	৬৸০—৭|০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭|০
চৌকা রড	৬৸০—৭৸০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩|০

চটকলের বালতি ৫৴০, গাইটের বালতি ৬|০

তুলার চালনি ৪|০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

১৫-এ নহরের ঘাট লোহাপট্টী, বড়বাজার

,কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যক্ষগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার জন্য ইহা বলিলেই ইহার কার্য্যকারিতা অত্যুক্তি হয় না। পিতার প্লীহা ও যকৃত কাশাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে; একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———:::(॰)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই তাহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অপেক্ষার অনুবিদ্ধ... "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "...ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আশ্রয়া শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(॰)———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(॰॰):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	·৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর.

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯ ৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৫৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ১৬ ৬ ২৩ ৭ ২০ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৪১ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৪-২০

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৩ই জুলাই, ১৯৩৮, বুধবার [১১৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:(o):(:o:):(o:——

জাপানীদের হাংকাও অভিমুখে অভিযান

জাপানীরা ক্রমাগত ইয়াংসি নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকায় কিউকিয়াংএর প্রায় সমস্ত অসামরিক অধিবাসী পশ্চিমদিকে পলাইয়া গিয়াছে। জাপানীরা বর্ত্তমানে কিউকিয়াংএর প্রায় পনর মাইল দূরের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। জাপানীদের অগ্রগতি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে চীনারা কিউকিয়াং সহরের রাস্তায় রাস্তায় বাঁশের বস্তা দ্বারা প্রতিবন্ধ নির্ম্মাণ করিতেছে ও কাঁটাতারের বেড়া দিতেছে। চীনারা জাপানীদের নব অধিকৃত হুকাও, পেংসা ও মিয়াংকাউর উপর চাপ দিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও নূতন সৈন্যসহ জাপ বাহিনী আনকিং হইতে উত্তর দিকে চলিয়াছে।

হাংকাওয়ের বিদেশী দূতাবাস সমূহের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের দপ্তরখানাসহ চুংকিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

——

বিপন্ন চীনের প্রতি সহানুভূতি

শনিবার সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে ৯নং পল্লীর কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে নিখিল ভারত চীন দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত প্রবোধ ঘোষাল সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ চীন জাপান যুদ্ধের আলোচনা করিয়া বলেন যে, ভারত যে আজ চীনকে সাহায্য করিতেছে, তাহা শুধু জাপানের গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিবার জন্য নহে; সাম্রাজ্যবাদীরা যে আজ বিশ্বব্যাপী অত্যাচার চালাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্যও সভাপতি শ্রীযুত ঘোষাল বলেন,—চীন ও ভারতের মধ্যে একটা আত্মিগত ঐক্য রহিয়াছে। চীনের সভ্যতা যেমন অতি প্রাচীনকালে দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনি ভারতীয় সভ্যতাও। বর্ত্তমানে চীন যেমন স্বাধীনতা হারাইয়া জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে ভারতবর্ষও আজ তেমনি স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত লড়িতেছে। আজ যদি ভারত স্বাধীন হইত তাহা হইলে সর্ব্বস্ব দিয়া চীনকে সাহায্য করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু ভারতের আজ সে সৌভাগ্য নাই; তবু যতটা সম্ভব আমাদের সাহায্য করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন—চীনে যে এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী পাঠান হইবে, তাহার জন্য গাড়ী ক্রয় করিবার আদেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। এখনও প্রায় ২০।২২ হাজার টাকার প্রয়োজন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—

এই সভা চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের নৃশংস অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

এই সভা আফিকার এই দুর্দ্দিনে চীনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে ও জাপানী পণ্য বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

সভার শেষে চীনা বালিকারা চীনা পতাকা বিতরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে।

——

ভারতের শ্রমিক সমস্যা

শ্রমিক সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে গ্রেট-বৃটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইটালীর ন্যায় ভারতবর্ষেও আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক চুক্তির অনেকগুলি অনুমোদিত হইয়াছে।

১৯৩৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ১৫টী, জার্ম্মানী ১৭টী, ফ্রান্স ২৪টী, ইটালী ২১টি এবং গ্রেটবৃটেন ৩০টি চুক্তি অনুমোদন করে। ভারতের অনুমোদিত কতকগুলি চুক্তির মধ্যে কাজের ঘণ্টা, বালক, স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের রাত্রিতে কাজ করা, সাপ্তাহিক বিশ্রাম, নিম্নতম বয়স, ডাক্তারী পরীক্ষা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, সাদা ব্যবহার, উপনিবেশাগত-দিগের তত্ত্বাবধান, জাহাজী শ্রমিক সংক্রান্ত চুক্তি, মাটির নীচে কাজ করা প্রভৃতি সংক্রান্ত চুক্তি বিনাসর্ত্তে ভারত অনুমোদন করে।

ঐগুলি ছাড়া ভারতে কতকগুলি চুক্তি কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন হয়। কাজের ঘণ্টা, স্ত্রীলোকদের রাত্রির কাজ, মজুরীর সর্ব্বনিম্ন হার, জাহাজীদের ডাক্তারী পরীক্ষা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সম্পর্কে আইন হয়।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনে কোন সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠনের অধিকার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, উপনিবেশাগত শ্রমিকের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতে আইন পাশ হয়। যদি অংশে কাজের ঘণ্টা, নিম্নতম বয়স প্রভৃতি সম্পর্কে আইন পাশ হইয়াছে।

——

৫০ জনের সলিল-সমাধি

মাদ্রাজ পশ্চিম গোদাবরী জেলার নিদাদাবোল হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, নৌকাযোগে ইলোর ক্যানেল দিয়া যাইবার সময়, সহসা নৌকা উল্টাইয়া ৫০জন লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। নৌকার আর কয়জন আরোহী কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছেন।

প্রকাশ, নৌকার পাল ছিঁড়িয়া যায় এবং হাল ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে নৌকাখানি উল্টাইয়া গিয়াছিল।

——

এম বি ইঞ্জিন সম্বন্ধে তদন্ত

এম বি ইঞ্জিন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য প্রস্তাবিত কমিটিতে ভারতীয় রেলওয়েসমূহ হইতে অন্ততঃ একজন বিশেষজ্ঞকে লইবার সম্ভাবনা আছে। ভারত সরকার এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। ট্র্যাফিক কাউন্সিল কমিটিতে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, এই সকল ইঞ্জিনের পরিকল্পনা ও নক্সার জন্য যখন রেলওয়ে বোর্ড দায়ী তখন রেলওয়ে বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বা ইহার অধীনে কাজ করেন, এমন কোন ব্যক্তিকে কমিটিতে নিয়োগ করা উচিত নহে। কিন্তু ট্র্যাফিক কাউন্সিল কমিটিতে আলোচনার ফলে এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, অন্ততঃ একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে তদন্ত কমিটিতে লওয়া সম্বন্ধে ভারতসরকার বিবেচনা করিতে পারেন।

——

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বাঙ্গালী ছাত্রগণ দুই বৎসরের জন্য নিম্নরূপ বৃত্তি পাইয়াছেন—

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি (২৫৲ টাকা)—অমর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়েন্স কলেজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি (২০৲ টাকা)—অনাদিনাথ রায়, সায়েন্স কলেজ; শরৎকুমার সেন, সায়েন্স কলেজ।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে প্রভূত মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৫৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাহন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০ গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১ গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষা ॥০
২৭। মুক্তিদায়িকা গৌরগোবিন্দ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-বিধ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবমালা ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়সংস্কারদীপিকা /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনরিজার্ভড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২৮শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৩৮, বুধবার { ১১৪তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের অধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা কর্তৃক বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব নিখিল ঠাকুরের ভুবনমঙ্গলময়ী গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে— বাদশাধ্যায়ী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদগ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা ; আদিতে ও অন্তে সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্নে— শ্রীভক্তিবিনোদবিরহ-দশকী প্রভৃতির আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-উপদেশ।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা বা শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বিবৃতি বক্তৃতা।

রাত্রিতে— কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, শয়নারাত্রিক-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদসম্মান ও ইষ্ট

মালদহ অঞ্চলে প্রচার

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিভৈরব ভক্তিশাস্ত্রী মালদহে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া পুরী রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত [illegible]। তাঁহার [illegible] মালদহে প্রচার করিতেছেন।

১৮।৬।৪৫ তারিখে উক্ত প্রচারকগণ মালদহ টাউনের প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া রামকেলি [illegible] তারিখে উক্ত সংস্কার-সমিতির আলয়ে শ্রীযুক্ত [illegible] দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্র-প্রদর্শন-মুখে শ্রীশ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮।৬।৪৫ তারিখে উক্ত রামকেলিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর ঠাকুর বাড়ীর নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯।৬।৪৫ তারিখে মালদহ জিলার অন্তর্গত রামকেলিগ্রামের সংলগ্ন মহদীপুর গ্রামের শ্রীযুত [illegible] মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে [illegible] গমন করেন। উক্ত দিবস ও [illegible] দিবস ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২০।৬।৪৫ তারিখে উক্ত [illegible] শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মণ্ডলের বাটীতে [illegible] প্রদর্শন মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা [illegible] হয়।

২১।৬।৪৫ তারিখে [illegible] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের [illegible] ছায়াচিত্র-প্রদর্শন মুখে শ্রীশ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত [illegible] দাস অধিকারী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রত্যেক দিন প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক উপস্থিত হয়েন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
[illegible]
বাগবাজার, কলিকাতা
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১শে ভাদ্র (১৩৪৫), ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) বুধবার গৌরজয়ন্তী তিথিতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-বাসর। এতদুপলক্ষে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে (বাগবাজার, কলিকাতা) আগামী ২৩শে আষাঢ় (১৩৪৫), ৮ই জুলাই (১৯৩৮) শুক্রবার শ্রীশয়ন-একাদশী হইতে ২৩শে ভাদ্র (১৩৪৫), ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) শুক্রবার পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত দুইমাসব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ মহিমা-কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে।

এতদুপলক্ষে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্ববৈষ্ণবসম্মিলনে বক্তৃতা, ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা, ভক্তিবিনোদের দান সম্বন্ধে আলোচনা, পরিপ্রশ্ন-সমাধান, ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক উক্ত অনুষ্ঠানে সকলে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীকিঙ্করাভাস—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(চেয়ারম্যান)
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)
সহকারী সভাপতি
শ্রীবিধিকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)
সম্পাদক, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

"যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল নিলয়ে আসিলে, তাহাদের অকাল-পক্কাবস্থার ফল লাভবানরূপে গ্রহণ করা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ শ্রীধর ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কি ত্যাগ করিতে হইবে ?

——::·::——

শুদ্ধভক্তগণ ভোগবাদের কোন অপকর্ষ বা বিকর্ষণ বা ভোগ ও ত্যাগের ধার ধারেন না। বস্তুমাত্র সকল বস্তুকেই তাঁহারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব আমরাই ত্যাগ আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্ত্যনুকূল বিষয় গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করা উচিত। ভগবৎ-সেবাই ভক্তগণের জীবাতু। তাঁহারা পরমার্থের জন্য—কৃষ্ণসেবার জন্য—কৃষ্ণপ্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ভগবৎসেবায় তাঁহাদের এত নিষ্ঠা, এত রুচি, এত আসক্তি ; ভগবানে তাঁহাদের এত প্রীতি। আর বদ্ধজীব আমরা জড়বিষয়ে এত আসক্ত যে, জীবের পরম প্রয়োজনীয় ভগবৎ-সেবার কথা ভুলিয়া স্ব-সুখকামী হইয়া কেবল কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্গ্রীব। এই তিনটীর মধ্যে প্রতিষ্ঠাই এই মায়ার রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। কনক-কামিনী অনেকে ছাড়িতে পারেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা বদ্ধজীব কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। অনেকে কনক-কামিনী বা সংসার ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তথাপি তিনি যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বা কনকাদি পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন,—এই প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারেন না। প্রতিষ্ঠার এমনিই প্রভাব। সে যে কিরূপে আক্রমণ করে, তাহা মানুষ বুঝিতেই পারে না। এই প্রতিষ্ঠার জন্য জীব না করিতে পারে, এমন কোন কার্য্য নাই। এমন কি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সুতরাং মৎসরতা-জননী এই জড়প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন।

এই জড়প্রতিষ্ঠাশা যেখানে আছে, সেখানে ভগবৎ সেবার কোন কথা নাই, পরন্তু মৎসরতাই দিন দিন হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিতেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠা একমাত্র শ্রীগুরুদেবেরই প্রাপ্য—এই কথাটী যদি আমরা ভগবৎ-কৃপায় বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমরা এই প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধীয় হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

জড়প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাজ্য। ইহা জগতের নিকট পরম লোভনীয় বস্তু হইলেও ভক্তের নিকট বিষ্ঠা-তুল্য। ভক্তগণ জড়প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহেন। তাঁহারা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার নিত্য প্রতিষ্ঠিত—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবগণই তৃণাদপি সুনীচ ; কারণ, 'জড়-মদের অভাব' বিচারাবলম্বনই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা। সুতরাং আমি শুদ্ধ-দাসানুদাস—এই প্রতিষ্ঠা-নিষ্ঠাই আমাদের সকলেরই প্রতিক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে আর আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে না। আমরা মায়ার বৈভবে আকৃষ্ট হইব না ; সম্পূর্ণ কৃষ্ণসেবায় রত হইয়া ভগবৎসেবায় উদ্বোধন লাভ করিব। কিন্তু এ সৌভাগ্য যদি আমাদের না হয়, তাহা হইলে নরক অবশ্যম্ভাবী। ওঁ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

> জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা,
> জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
> বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
> তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব

যিনি গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় নিজেকে হরি-সেবক জানিয়াছেন, সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ করিতে পারিয়াছেন, সমস্ত ব্যাপারকে পরমার্থ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট প্রতিষ্ঠাও হরিসেবার উপকরণ পরমার্থ হইয়াছে। ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে মন কখনও ভোগ ও কখনও ত্যাগের ছলনায় না নাচিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি বৈষ্ণবগণের কুক্কুরানুকুক্কুর—এই প্রতিষ্ঠা যাহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে স্থান পায় নাই, যাহারা অনর্থত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হরিসেবার অনুকূল অভিমানকেও অনর্থের অন্যতম মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা কখনও সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত হরিসেবাকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বরণ করিতে পারে নাই বা পারিবে না

এই গুরুদাসানুদাসাভিমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশোগৌরব। এইরূপ গৌরবেই গৌরবান্বিত হইতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত পদধূলিকেই শিরোভূষণ করিতে হইবে। প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া এই গুরুদাসা-ভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা অহঙ্কার বা বা অকড়তা নহে। ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা ও চেতনের স্বাভাবিক সহজ অবস্থা। এই শুদ্ধ অভিমান গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আপত্তিক কোন অভিমান নাই এবং তিনিই হরিকীর্ত্তনে অধিকারী।

———

'প্রভু, চাহ একবার'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহনদাস কাব্যতীর্থ)

'মহত্ত্ব' ভজনের মূল। কাঁহার ভজন পরমশ্রেষ্ঠ ? 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই মনুষ্যের সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বন্দনীয়। মনুষ্য কি দুরবস্থায় পতিত ? সে কি নিরাশ্রয় ? সম্প্রতি তাহার অবস্থান কোথায় ? এই সমস্ত বিষয় অন্বেষণ, বিশুদ্ধ অনুশীলন ও চিন্তনই প্রভুপাদপদ্মাশ্রয়, গভীর অহঙ্কারনিরসনাঙ্কুশ নিজের পাণ্ডিত্য, দুরাচার ও 'এ ভব সংসার মাঝে ডুবায়ে মায়' এই মহাজনবাণীর তাৎপর্য্য অবগতির সুযোগ প্রদান করে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর আমাদিগকে জানাইতেছেন,—"ওহে মহাজনী শ্রীকৃষ্ণদাস ! তুমি স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া মায়িক জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হওয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবীধামে পতিত হইয়াছ।" পতনের পূর্ব্বে কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়রূপ নির্ভয়, নিত্য ও নিরুদ্বেগ আশ্রয় ছাড়িয়া, অস্থায়ী, অনিত্য, পতনশীল জীবভবার্ণবরূপ দেবীধামের কোন অবলম্বন পাইবে, এ বিশ্বাসে 'সত্যং বিপরীত ন ক্রিয়াযদিবেকী পরমাপদাং পদম্' এই সতর্কতাসূচক বাণী অগ্রাহ্য করিয়া অভিভুক্তকারী হইয়া দুঃখ নক্র-মকর সঙ্কুল ভবার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ। এই সমুদ্রের জল আবার বিষরূপ উৎকট হলাহলপূর্ণ। এমত সাগরমধ্যে পড়িয়া তুমি, নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতে ঐ বিষ ভক্ষণ করিতেছ. তোমার সর্ব্বশরীর বিষবহ্নিতে জর জর, তুমি ইচ্ছা কর নিশ্বাস বন্ধ রাখিয়া বিষ-বিন্দু ভক্ষণ না করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাসলাভ করিবে, কিন্তু হায়, হায়, মায়াদেবীর প্রেরিত অনুচর আশাপাশে বদ্ধ করিয়া তোমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমার বিষবর্দ্ধনশীলতাকে ছুটাইয়া দিয়া হলাহল পান করিতে বাধ্য করাইয়া তোমাকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া দিতেছে। ঐ মায়াদেবী তোমাকে অপরাধসমূহের অনুষ্ঠানপর করিয়া নিঃশেষে সংজ্ঞাহীন করিয়া তুমি যে 'কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধিরহিত করিয়া কেবলই বিষয়-বিষ পান করাইবার জন্য ঐ সমুদ্রে প্রবৃত্তিতরঙ্গের মুহুর্মুহুঃ উচ্চাটন তুলিতেছে। আবার কামক্রোধাদি অসংখ্য ঘূর্ণীপাক, যাহারা সহসা তোমাকে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'-রূপ কাতরোক্তি সহ হস্তপ্রসারণরূপ ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত করত ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রতলস্থ করিয়া কেবল ভয়প্রদর্শন করিতেছে ; শুধু তাহাই নহে, জ্ঞান-কর্ম্মরূপ প্রতারক স্রোতো-বেগ তোমার এই দুর্লভ আয়ুঃকে হরণ করিয়া এই সমুদ্র হইতে মহাসমুদ্রে, যাহা হইতে আর উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই এবং দুরতিক্রমণীয়কূলে তোমাকে কেবল আকর্ষণ করিতেছে। এমত দুরবস্থায় পতিত তুমি, এখানে কেহ তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিবে না, উপর্যুপরি আশ্রয়প্রদানকারীর ছদ্মবেশে অসংখ্য প্রতারক তোমাকে বিকট যন্ত্রণা প্রদান করিবে। এখন তোমার উপায় কি ? কর্ত্তব্য কি ? তুমি কি যথার্থরূপে তোমার এই দুরবস্থার উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না ? শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-বিগলিত 'শ্রীগুর্ব্বাষ্টকস্তবসংপুটম্' শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাণী—'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্', তাহাতে সর্ব্বক্ষণ নিকপট হরিভজনেচ্ছু জীবের প্রতি পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভ ইচ্ছারূপ অনুকূল বাতবিধা নিরন্তর প্রবাহিত, এ সুযোগে হরিভজন যদি না কর তবে আত্মঘাতী হইবে। এই সমস্ত বাণী কি তোমার চিত্তের বিষয় হইতেছে না ? ঐ প্রকার ভবার্ণবে নিমজ্জিত ক্ষীণ, দুর্ব্বল তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণ শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সন্ধান পাইয়াও উদ্ধারলাভ করিবার জন্য কাতর আর্ত্তনাদ করিতেছ না কেন ? তুমি কি জান না, 'না চাহিলে পাওয়া যায় না'—'ন হি মধুনা মিত্রতা নিশম্ভি যাবনে দুষাঃ'। যদি বল, চাই, তবে সে চাওয়ার বিষয় কি ? কাহার নিকট চাও ? তুমি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নামরূপগুণলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদি ভজন-

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

নিষ্ঠুর সেবকাভিমানীকে, প্রবণকীর্ত্তনাদি-বিরত থাকিয়া শরীরপুষ্টি ও মন্দিরের পুণ্য আত্মসাৎ করিতে, নিজকে মূর্খ, অদীক্ষিত, পূর্ববর্ত্তী, অতীতহারী, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নখ-গোচরীকৃত পাদপদ্ম জানে না ভক্তিহীন বাস্তবিক খাদ্য, বিনীত শ্রীগুরুপাদপদ্মনখ-গোচারণলোলুপ, বঞ্চনাদায়ক বা বঞ্চনাপদাভি-লিপ্সু, প্রত্যাগমনলিপ্সায় নিষ্কপট সেবকগণের উপর কর্ত্তাগিরিটাই বৈষ্ণবতা, গৌড়ীয়মঠে আগমনের চরম সফলতা এই কুবিচার পোষণ করিয়া 'প্রতিষ্ঠাশা আদি' হৃদয়ে বুঝিবে হইব নিরপেক্ষ'-রূপ সতর্কবাণীকে অতিক্রম করিয়া কুলিক বা সাময়িক ব্যক্তিত্বপ্রদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠাকেই পরমার্থ-জ্ঞান করিয়া গ্রহণ ক'র তবে বঞ্চিত হইবে। যদি তুমি "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা। অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা॥ এ তিন সংসারমাঝে তুয়া পদ সার। ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥ সে পদ পা'বার আশে খেদ উঠে মনে। ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥ কিরূপে পাইব, কিছু না পাই সন্ধান। প্রভু-পাদ স্মর মোর নাহিক স্মরণ। তুমি ত' দয়াল প্রভু, চাহ একবার। এ অধম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥" এই সমস্ত ভজন-রহস্য বিচার না ক'রে কপটতাযুক্ত অন্তরে কৃপাপ্রার্থনার ছলনা করিয়া বহু কৃপা-প্রদান-কর্ত্তা হইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজে বঞ্চিত থাকিয়াও অন্যের বাঞ্ছিত হইয়া বৈষ্ণবাভিমানে অপরে আমার নিকট কৃপা প্রার্থনা করুক এইরূপ প্রতিষ্ঠাবাসনাকে অন্তরে পোষণ কর, তবে তোমার দুর্গতি ও হৃদয়ের অন্ধকার দিন দিন বাড়িবে না কেন? অজ্ঞানের হৃদয়েরও প্রকাশক, পথভ্রান্তেরও পথপ্রদর্শনকারী, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন অর্চা-বিগ্রহের প্রতি শিলাদারুজ্ঞানানুমোদনকারী, শ্রীরূপানুগ সাক্ষাৎ হরিবস্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রাণতুল্যবর্ণনীয় শ্রীমুখকান্তির রূপমাধুরীদর্শন-লালসাপ্রযুক্ত, স্বরূপ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই প্রার্থনা-ভজনগীতির অনুসরণে তুমি কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, নিঃসন্দেহে তন্নিরূপণ সমাধান কর না কেন? বদ্ধ তুমি, দ্রষ্টাভিমানী তুমি, বাহিরে কি অনুসন্ধানে রত আছ? অন্তরে তোমার অভীষ্টদেবরূপের নিরন্তর অবস্থান ও উপলব্ধি না হইলে তুমি মৃত, বস্তুতঃ এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না, 'অন্তর্যামীর চাকুরীপনা ভক্তঃ কিন্তু' ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। অন্তরে যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের চরণার্চ্চন, ও তাঁহাদের চরণে করুণাপ্রার্থনা না কর তবে কোন কালেও "পঙ্কযুক্ত রৈছে তুমের ভিতরে বাহিরে। তদুপরে তুমি আমি বাহিরে অন্তরে। আমা তত দাঁড়িয়াছে হৃদয়-কন্দরে। যাঁরা দেখে পড়ে, তাঁরা দেখয়ে আমারে।" এই বাণীর উপলব্ধি হইবে না। যিনি তোমার প্রাণ-ধন, যাঁহার শ্রীচরণরেণু অভিষিক্ত হওয়াই তোমার ব্রত, তপঃ, মন্ত্র ও জপমালার ফল, যাঁহার বিস্মরণে ভজন-রাজ্যের রহস্যের কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় না, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার পাদপদ্মনখশোভা দর্শনলাভের পূর্ব্বে তুমি অকারণে মত্ত হইয়া কেবল সুখে ভোজন, শয়ন, পর্য্যটনাদি করিয়াই দিবস যাপন করিতেছ। তথাপি তোমার মনে কোন খেদই নাই! ধিক্ তোমার হরিভজন ছলনাকে, ধিক্ তোমার জীবনে, ধিক্ তোমার শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে, দিব্যজ্ঞানলাভাভিমানে! 'তুয়া দরশন অহি গরলে জারল দেহা' এ বিচার তোমার গেল কোথায়? বিষাক্ত সর্পদষ্ট রোগীর কোন প্রকার ভোজন, নিদ্রা বা স্বেচ্ছামত বিহার নিষিদ্ধ তাহা কি তুমি জান না? তোমার শরীর নির্বিষ হউক, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে তুমি নিরন্তর ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন কর, 'তুমি ত' দয়াল প্রভু, চাহ একবার। এ অধম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥" তুমি নিষ্কপটে সংগোপনে অন্তরে ক্রন্দন করিয়া দেখ, তোমার প্রভু কত দয়াল। তিনি কি সন্তানের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারেন? কিছুতেই পারিবেন না। দেখ, তোমার প্রভু যদি একবার তোমার প্রতি কৃপাবলোকন করেন, তবে তোমার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার টুটি যাবে, তুমি কূল পা'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপাদৃষ্টি তোমার দেহপুষ্টি, জড়বিলাসের বাসনাকে পুঁছিয়ে ছাই ক'রে দিয়ে তোমায় একমাত্র বরণীয় শ্রীনন্দনন্দনপাদপদ্মসেবাধিকার প্রদান করিয়া নরজন্মের সার্থকতা সম্পাদন ক'রবেন। এই-রূপই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত দিব্যজ্ঞান-দানে বঞ্চিত অধম, পামর আমি ভক্তি-জননী মায়াবতীধামে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশীর্ব্বাণীর তাৎপর্য্য অভিজ্ঞান-লালসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আর উপ-সংহারে ওঁ বিষ্ণুপাদ চিদ্বিলাস পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মস্মরণ করিয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছি—

"তুমি ত' দয়াল প্রভু, চাহ একবার।
এ অধম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥"

গৌড়ীয়ের বাণী

সদ্ মুখস্থ বলা, কিংবা মনের খেয়ালমত সভা-সমিতিতে বচনের তুবড়ী ছুটাইয়া লোকসমাজকে হতভম্ব করিয়া দেওয়া, আর অন্তরের আচরণের সহিত শ্রৌতপথ-সাধুর মুখবিগলিত হরিকথা কীর্ত্তন করা,—দুইটি পৃথক্ ব্যাপার। প্রথমটি, যেন জলের উপর ছায়ার দাগ, জলে কখনও রাজহংসের ছায়া—কখনও আকাশে উড্ডীয়মান অন্যান্য পাখীর ছায়া পতিত হয়, ছায়ার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, জলপ্রবাহেরও স্থিরতা নাই। অবাস্তব ছায়া যেমন জলের উপর কোন বাস্তব দাগ বসাইতে পারে না, অস্থির মনোধর্মরূপ জলপ্রবাহও তেমনি ছায়া-দাগের উপর আস্থিরের স্রোতকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তখন তখনই ছায়া-দাগের অস্তিত্ব মুছিয়া দেয়; আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ শ্রৌতপথিগণের হরি-কথা কীর্ত্তন যেন লৌহশলাকে অগ্নির আধ-কুণ্ডের ভিতরে অগ্নিময় করিয়া তাহার দ্বারা গায়ে কাল-দাগ বসাইয়া দেওয়ার মত। আমরা মূল বৈদ্যুতিক-শক্তিকেন্দ্রের সহিত অন্তরাত্মাকে সংযুক্ত করিয়া যখন তাহা হইতে আমাদের অন্তরে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়া লই—যখন দিব্য জ্যোতিশ্চক্র বৈদ্যুতিক প্রভা অনাদিকালের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমাদের অন্তরের অন্তরতম গুহাগুলিকে আলোকময় করিয়া তোলে, অন্তরের কোথায়ও কোন অবগুণ্ঠিত অমুক বাতায়নের অন্তরে লুকাইয়া রাখিতে দেয় না, তখন আমরা যে সকল কথা বলি, তাহাতে নিজের অন্তরে দাগ বসে ও অপরের অন্তরে দাগ বসান যায়।

যদি আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরে মূল বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দিব্য বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চারিত হয়, আর সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহের উপর আমাদের কৃত্রিম আবরণ না আনিয়া ফেলি, তাহা হইলে সেই শক্তি আমাদিগকে ও অপরকে আলোকিত করিতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই দিব্য যাঁহার অন্তর-আত্মায় বহিয়া সেবোন্মুখতা দেহ পাইয়া যত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তিনিই তত প্রাণের সহিত কথা বলিতে পারেন—তাঁহার কথায়, তাঁহার জীবনে তত চেতনতা আছে—শক্তি আছে—অনুভব উপলব্ধি আছে—প্রাণ আছে—পিপাসা আছে। সেইরূপ কথাই মন্ত্রের কথা—সত্যের কথা। অপরের মধ্যে তাহা প্রবেশ করিতে পারে—অপর পিপাসিত প্রাণে সঞ্জীবনীসুধা ঢালিতে পারে—অপরের ছিন্ন জীবন-বীণায় আবার সুর সাধিয়া ঐকতানের মূর্চ্ছনা তুলিতে পারে—জীবন তটিনীর প্রবাহ ফিরাইতে পারে—আপনার জীবন মধুময়, অমৃতময় করিতে পারে।

খুব বড়—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কপালের জোর থাকিলে জীবনে এইরূপ সফল মুহূর্ত্ত পাওয়া যায়। খুব—খুব কম লোকই কপালগুণে পূর্ণপুরুষের পূর্ণশক্তিসঞ্চারিত খাঁটি সাধু-গুরুর দেখা পা'ন, আর সেই পূর্ণশক্তির পূর্ণকেন্দ্র শ্রীগুরুর সঞ্চারিত পূর্ণশক্তি অন্তরাত্মায় ধারণ করিতে পারেন। তখন সেই শক্তি-সঞ্চারিত জনের অন্তরাত্মা যে সকল কথা বলেন, সেই কথার শব্দগুলি, যে-আকাশে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চরণ করিতে পারে সেইরূপ কোন অবগুণ্ঠিত-দূষিত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না। যেখানে আমাদের কোন জড় ইন্দ্রিয় বিচরণ করিতে পারে না সেইরূপ অপ্রাকৃত আকাশ হইতে অপ্রাকৃতভাবে বৈকুণ্ঠশব্দগুলি সেই অন্তরাত্মায় আসিয়া পৌঁছে, কে যেন অন্তঃপুর হইতে সেই শব্দরাশির অবিরাম ঠেলিয়া দিতে থাকেন। তখন সেই শব্দ-রাশি সেই দিব্য অগ্নিময় শিখাকে আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে কথায় বলে—পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের মুখে আগুন ছিল। প্রকৃত শ্রীগুরুর সেবক পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ গুরু-শক্তিসঞ্চারিত হইয়া যে-সকল কথা বলেন, তাহাই এক-একটি দিব্য অগ্নিশিখা। তাহা যাঁহার অন্তরাত্মাকে একবার স্পর্শ করে, তাঁহার আর এড়াইবার যো নাই, তাঁহাকে মজিতেই হইবে, জ্বলিয়া সকলকে জ্বালাইতে হইবে।

]

শঙ্করাচার্য্যের নিকট শিক্ষা

(১) গুরুদাস শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জিতক্রোধ ও জিতাসন হইয়া অন্তঃকরণকে বৈরাগ্যাভ্যাসযোগদ্বারা মনকে ভগবানের পাদপদ্মে ধারণ করত চিত্তৈকাগ্রতা শিক্ষা করিবেন। (২) শরীরের পিপাসা যেরূপ শরচ্চন্দ্র-করণে হর্ষচিত্ত হইয়া পাথর ভেদ করিয়া সহকারে গমনশীল দুর্গতির উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ গুরুদাসও বহিঃপ্রজ্ঞাশূন্য হইয়া অন্যাচিত্তে অন্তরে বাহিরে ভগবদ্-ভাবনা করিবেন।

সর্পের নিকট শিক্ষা

গুরুসেবক সর্পের ন্যায় একাকী গুহা-চারী ও নিকেতনশূন্য হইয়া পরকৃত গৃহে বাস করিয়া সুখী হইবেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক 'নদীয়া প্রকাশ' প্রকাশস্থলও আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

এখানে শ্রীহরিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রী ... শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাত্যহিক শ্রীমদ্ভাগবতাদি অধ্যাপনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং নাম বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী – (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ওডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওরফে গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ,

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন

পোঃ রঘুনাথপুরা, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (বাঁকুড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরডিহা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ফিচ্টেস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন্‌সরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
ঢাকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাঁশমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রূপশাল কোয়ালিটী	৯৲
সিদ্ধ মোটা	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৶০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸৭
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বস্তা দর—	৫১৲

চিনির দর

জাভা, চাঁদ	১০৷৶০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০৶০
মাজদিয়া সাদা	৯৷
জামপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৪৷০
খবরেশ	২২৲
চাঁদিবাট	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সঠেস বস্তা প্রতি মণ	৭৷০ ৭৷৶০
ফ্লাওয়ার ঐ	৭৲—৮৶০
চকমোক্ষ ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৭৲—৮৶০
আটা (দি)	৫৸০—৫৸৶০
সুজী নং (২)	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
কলাই	১৷৶০—১৸০
ছোলা	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

ঢাকা	৫৭৲
বেনারস	৫৭৲
রংপুর	৫০৲
কাটা	৪৫৲
মাখন	৬৪

আদা	৯৲
কাবুলে	৩৬৲
গ্রুয়া গাঁজা	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ ঘটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

ধূপের দর

আমেরিকার সোনার কাইন	৫৪৲
পিট দি আমেরিকার	৪০৲
কলাচি ধূনার কাইন	৪৩৲
হাবার্ট ঝাঁঝা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুড় বরিশাল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৷৶০
২৪ গেজ—	১১৷৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
শীট	৷৶১০—৸৶০
বাণ্ডিল বাঁধা কাটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
স্রেট কাটিং বা ফ্লিট কাটা মণ	৬৷০—৬৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোল্ট, নাট ইত্যাদি	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭৷০
কয়	৬৸০—৭৸০
নূতন ইস্পাত আসল ২৫৲	বদল ২৫৷০

চটকলের হাফপাউন্ড ৫৶০, পাটের হাফপাউন্ড ৬৷০

তুলার হাফপাউন্ড ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

১-৫ বনফিল্ড লেন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(।০।)—

—"ঠাকুর' ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—।।০।।—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনসহ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্বান ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

"ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক।' সিলমোহর সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উডষ্টাভিক্টি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:: ০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (*Foreword*), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (*Prefaces*), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচি ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵৹	।০
„ „ ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩০	৪৷০
„ সিকি কলম ১৫৲	১২৸০
„ অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
„ এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক „	৫৲
ত্রৈমাসিক „	২৸০
মাসিক „	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩০ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭ ৩৬ ২২ ৫৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-০৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৩৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১৩

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible] খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৪ই জুলাই, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১১৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস-বৈঠক

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু চূড়ান্তভাবে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী বৈঠক ওয়ার্ধায় ২৩শে জুলাই তারিখে হইবে। শ্রীযুত বসু ২১শে তারিখে সন্ধ্যায় ওয়ার্ধা যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আগামী ১৭ই জুলাই অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় উত্তরপাড়া পরিদর্শন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বসুকে যথাযোগ্যভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আয়োজন করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইবে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বোধ হয় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব

ভাগলপুরে নাগ বিহার কৌশল বোর্ডের এক সভা হয়। উহাতে শেঠ বনমালাল বাবাব সভাপতিত্ব করেন। 'অবৈতনিক এবং স্পেশাল' ম্যাজিষ্ট্রেট 'নিয়োগ-প্রথা' উঠাইয়া দেওয়ার জন্য এক প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। যাবতীয় 'স্বায়ত্তশাসনমূলক' প্রতিষ্ঠানে যে মনোনয়ন-প্রথা চলিতেছে, এই বোর্ড তাহার বিরুদ্ধে, এবং যদি কোন সভায় মনোনয়ন-প্রথা অবলম্বন করা হয় তবে তাহা কেবল মাত্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সুপারিশে হইতে দেওয়ার কথা বলা হয়। উক্ত বোর্ড মধ্য প্রদেশ (বাবামী) মহাকোশল ও বেরারের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতেছেন।

ঢাকায় চীন দিবসের অনুষ্ঠান

জাপানের অত্যাচারে বিপর্যস্ত চীন দেশের দুঃস্থ অধিবাসীদের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বহু লোক সম্মিলিত হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এল, এ এবং কতিপয় চীনাও এই সঙ্গে ছিলেন।

বৈদেশিক চৈনিক ধনিকদলের নির্দেশ মত ঢাকায় যাবতীয় চৈনিক নরনারী উপবাস করিয়া নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের একদিনকার উপার্জিত অর্থ সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন। ঢাকায় পাদুকা নির্মাণ ব্যবসায়ে বহু চৈনিক নরনারী ব্যাপৃত আছে।

যশোহরের বন্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের আয়োজন

যশোহর জেলায় বন্যা আসিবার পূর্ব্বে জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য জেলার কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

[illegible] ঝিকরগাছা পোষ্ট আফিসে টেলিগ্রাফ বিভাগ খোলা হইয়াছে। বন্যা আসিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া মাত্র ঝিকরগাছা পুলিশ থানা, আবার দেওয়া ও আরই ইউনিয়ন বোর্ডকে জানাইবে। ঐ সমুদয় ইউনিয়নবোর্ড অন্যান্য ইউনিয়ন বোর্ডকে সংবাদ জানাইবে। এইরূপে ঝিকরগাছা পুলিশ থানার ইউনিয়নবোর্ডকে ঝিকরগাছা ইউনিয়ন বোর্ড শংকরপুর, গোধনা ও উজিরপুর ইউনিয়নবোর্ডকে সংবাদ জানাইবে। শেষোক্ত ইউনিয়নবোর্ডসমূহ অপরাপর ইউনিয়নবোর্ডকে সংবাদ জানাইবে। প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ড উহার অধীন গ্রামবাসীদিগকে সংবাদ জানাইবে।

এতদ্ব্যতীত যশোহরের বাম দিকের বাঁধের উপর ঝুমঝুমি, ইছাপুর, চাঁচড়া ও আরবপুরে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ চারিটি খুঁটি পোতা হইয়াছে। রাণীগঞ্জ হইতে বন্যার সংবাদ পাইলে ঐ সমস্ত খুঁটির উপর দিনের বেলায় সাদা ঝুড়ি এবং রাত্রিতে লাল আলো রাখা হইবে। এই সঙ্কেতের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঐ সমস্ত খুঁটির নীচে তিনবার করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইবে। ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্টদিগকে আসন্ন বন্যার সংবাদ ঢোল সহরতে গ্রামবাসীদিগকে জানাইবার এবং চৌকিদার মারফৎ নিকটবর্তী ইউনিয়নবোর্ডকে জানাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, যশোহর বন্যা প্রতিকার সমিতির প্রার্থনা অনুযায়ী বর্দ্ধমানের কালেক্টর মুণ্ডীয়কোলা, বিবরবাগান ও ডাকবাংলার নূতন মাটির বাঁধের উভয় পার্শ্বে বাঁশের বেড় বাঁধিবার আদেশ দিয়াছেন।

মস্কোতে বহু ভারতীয় গ্রেপ্তার

গত ১১ই জুলাই কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় মিঃ জে ম্যাকগভার্ণ [illegible] সরকারে বলেন যে, মস্কো ও লেনিনগ্রাডে বহু সংখ্যক ভারতীয়কে ট্রটস্কীপন্থী অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং তাঁহারা যাহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোচিত সুযোগ পান তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করেন।

সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বাটলার বলেন যে, তিনি এই সংবাদ জানেন না এবং মিঃ ম্যাকগভার্ণ যদি তাঁহাকে বিস্তৃত বিবরণ সরবরাহ করেন তাহা হইলে তিনি মস্কোস্থিত ব্রিটিশ রাজদূতকে এই বিষয়ে তদন্ত করিতে অনুরোধ করিবেন।

পোষ্ট অফিসের টাকাসহ পোষ্টমাষ্টার উধাও

কাশির ভারতপুরের পোষ্টমাষ্টার নাকি ডাকঘরের ৮০০০ টাকা সহ উধাও হইয়াছে। পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। নিরুদ্দিষ্ট পোষ্টমাষ্টারের বসত-গৃহ হইতে পুলিশ নাকি কিছু চোরাই টাকা উদ্ধার করিয়াছে।

পুলিশ কনেষ্টবলের কঠোর সাজা

মিথ্যা মামলা দায়ের করিতে সাহায্য করার অভিযোগে দণ্ডবিধির ২১১।১১৪ ধারা অনুসারে পুরুলিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এন মিত্র চুড়া থানার পুলিশ কনেষ্টবল রামচরণ সিংকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অন্য তিন আসামীর প্রত্যেকে ৫৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—মূল, ... ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আশ্রয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।/০
২১। গৌড়ীয়-গীতগুচ্ছ ।/০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। শিক্ষায় সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্থাৎ অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।/০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুষ্ঠান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫ শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৪ই জুলাই ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ১১৫তম সংখ্যা

বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠে সমবেত হইতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে নিরন্তর পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও উচ্চৈঃস্বরে সকলেই মুখে উৎসবের শুভসূচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও প্রচারকবর্গ ক্রমশঃ আসিয়া মহামহোৎসবে যোগদান করত কীর্ত্তনাদের সৌষ্ঠব সমৃদ্ধি করিতেছেন। কলিকোলাহলক্লিষ্ট কলিকাতা মহানগরী আজ আচার্য্যকৃপায় অমৃতনিস্যন্দিনী সংকীর্ত্তনমন্দাকিনীর কলধ্বনিতে মুখরিত।

এই মহোৎসবোপলক্ষে প্রতি সপ্তাহে শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থান কীর্ত্তনরোলে মুখরিত করিবেন। সংকীর্ত্তনে সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

গত ২৭শে জুন, ১৯৩৮ সোমবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে দৈনন্দিন আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইবার পর শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর এম-এ মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

বাগবাজার, কলিকাতা

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১শে ভাদ্র (১৩৪৫), ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) বুধবার গৌরহরিবাসরী তিথিতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শততমবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-বাসর। এতদুপলক্ষে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে (বাগবাজার, কলিকাতা) আগামী ২৯শে আষাঢ় (১৩৪৫), ৮ই জুলাই (১৯৩৮) শুক্রবার শ্রীশয়ন-একাদশী হইতে ২৬শে ভাদ্র (১৩৪৫), ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) শুক্রবার পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত দুইমাসব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ মহিমা-কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে।

এতদুপলক্ষে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্ববৈষ্ণবসম্মিলনে বক্তৃতা, ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা, ভক্তিবিনোদের দান সম্বন্ধে আলোচনা, পরিপ্রশ্ন-সমাধান, ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক উক্ত অনুষ্ঠানে সকলে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীকিঙ্করগণ—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(চেয়ারম্যান)

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)

সহকারী সভাপতি

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)

সম্পাদক, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

অনন্তর কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীসারস্বতশ্রবণসদনে সজ্জিত হইলে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ আরম্ভ করেন এবং শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণবর্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ ক্রমানুসারে পারায়ণ করেন।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ঠাকুরের মহিমা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠের শ্রবণ-সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৪৬ সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'সুমেধসৃষ্টি' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু উক্ত প্রবন্ধাবলম্বনে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ পাল সাধারণ মহোদয় (মাননীয় এডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট) যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীগোপীনাথ-বিজয়, 'যে আনিল প্রেমধন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু পুরুষ ও মহিলাভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসেব সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

"যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকাল-পক্কাবস্থার ফল লাভবানুরূপে গ্রহণ করা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ শ্রীধর আদি কার্য্যোদ্যোগী গৌরাব্দ ৪৫২

কিভাবে চলিতে হইবে

ভগবানের অযাচিত কৃপায় আমরা অসংসঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার এবং সাধু-সঙ্গে মঠে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। এ মঠ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর মঠ নয়; উহা শুদ্ধভক্তগণের সেবাস্থলী। মঠ গৃহ নহে। গৃহ হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ, গৃহ ভোগের আগার, আর মঠ হরিসেবাগার। গৃহের সকলেই ভোগে ব্যস্ত থাকায়, নিজ সুখের সন্ধানে ব্যস্ত থাকায় সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্য-বিস্তারে তৎপর। সেখানে সকলেই প্রভু সাজিতে চায়। ভোগের অসুবিধা হইবে বলিয়া গৃহের একজন কর্ত্তা বা অপর কেহই অন্তরের সহিত তাঁহাকে মানে না। বাহ্যভাবে তাঁহার আনুগত্য করিয়া—তাঁহার অধীনে বা অনুশাসনে থাকিয়া নিজ নিজ ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে মাত্র। মঠে কিন্তু এরূপ ধরণের কোন কথা নাই। পূর্ণ আনুগত্য-ধর্ম্মই এই মঠের প্রাণ। মঠের সকলেই নিষ্কপটে অকাপট্য দিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ভগবৎ-সেবায় তৎপর। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও কামনা বাসনা তাঁহাদের নাই। এই মঠ কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপ্রদায়ক বলিয়া বড়ই সুখপ্রদ। কিন্তু এ সকল কথা আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া আমাদের হিতে বিপরীত ফল হয়।

আনুগত্যধর্ম্মই ভক্তির বৈশিষ্ট্য বা ভক্তির নামান্তর। সেইজন্য কৃপাপ্রার্থী ভক্তিযাজী সজ্জনগণ সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যানুগত্য করিয়া থাকেন। গৃহে যেমন গৃহ-কর্ত্তার প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য দেখা যায়, সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য আচার্য্যের প্রতি প্রদর্শিত হইলে মঠবাস হয় না। আচার্য্য-সেবা আন্তরিকতার সহিত হওয়া চাই। নচেৎ মঙ্গলের আশা কোথায়? আচার্য্যের প্রতি আনুগত্যধর্ম্ম যদি কৃত্রিমানুগত্য বা আনুগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে মঠবাসের অভিনয় করিয়াও আমরা দিন দিন মঠবাসীর পরিবর্ত্তে গৃহবাসী বা প্রচ্ছন্ন ভোগী হইয়া পড়িব, স্ব-স্ব প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হইব। দুর্ব্বল জীব আমরা সর্ব্বতো-ভাবে আচার্য্যানুগত্য করিতে না পারিলেও আচার্য্যানুগত হইবার জন্য গুরু বৈষ্ণবচরণে কৃপাপ্রার্থী হওয়া বা তদ্বিষয়ে যত্ন করা আমাদের উচিত নহে কি? আচার্য্যানুগত না হইলে কি কখন আমাদের মঙ্গল হইবে? এসকল কথা কি আমরা একবারও চিন্তা করিব না?

আচার্য্য-সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য। ইহার অভাব যেখানে সেইখানেই বড় অশান্তি, বড় উদ্বেগ। এই আচার্য্যসেবা না হইলে মঠবাস, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস সমস্তই বৃথা। আমরা যদি নিজেকে নিজে ফাঁকি না দিই, নিষ্কপট হই, তাহা হইলে সমস্তই ভগবৎ-কৃপায় বুঝিতে পারিব। ফলের দ্বারা যেমন কার্য্য অনুমিত হয়, তদ্রূপ আমরা কে কি পরিমাণ মঠ-বাসী বা সেবাভিলাষী তাহা আচার্য্যসেবা বা আচার্য্যনিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষার কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। এগুলি নিজে নিজে বিচার করা দরকার। লোক ঠকাইয়া ত' আর লাভ নাই, তা'তে কেবল নিজেকেই ঠকিতে হইবে। লোকের চোখে ধূলা দেওয়া যায়, বাক্য দিয়া লোকের মুখও বন্ধ করা যায়, নানা প্যাঁচ চালিয়া সেবার ঠাট-বাটও ঠিক রাখা যায়, কিন্তু অন্তর্যামী হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ফাঁকি দিব কি করিয়া?

গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ সম্মুখে থাকিলে আমরা অনাচার করিতে পারি না। কিন্তু আমরা দুর্ব্বলতাবশতঃ তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া বসি। কিন্তু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কি সকল সময় সর্ব্বত্র নহেন? তাঁহারা কি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র নহেন? যখন তাঁহারা সকল সময় সর্ব্বত্রই আছেন, আমি দেখিতে না পাইলেও আমার সম্মুখে তাঁহারা নিয়তই আছেন, তবে কেন আমি তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া যথেচ্ছা-চারিতার প্রশ্রয় দিতে চাই? জানি না, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কবে আমাদের এই নাস্তিকতা ঘুচাইবেন। আমরা সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং আমরা যাহাতে সকলের বিধিমত আনুগত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া আচার্য্যসেবা করিতে করিতে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই ভগবদ্বিষয়ে সেবাভিলাষী। এই কৃপা বা সেবা লাভ করিতে হইলে সুদৃঢ় বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে চলিবে না। মঠে বহু অধিকারের বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই সমান অধিকারী এইরূপ কল্পনা অনুচিত। তন্মধ্যে কেহ কনিষ্ঠাধিকারী, কেহ মধ্যমাধিকারী আবার কেহ বা উত্তমাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী কে কিরূপ বৈষ্ণব তাহা চিনিতে পারেন না। তাই অনেক সময় আমরা ভ্রমবশে ভুলিয়া লঘুকে গুরু বা গুরুকে লঘু মনে করি। এরূপ ধারণায় কোন লাভ হয় না। উপরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময় শ্রেষ্ঠব্যক্তিকেও নিজাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয়। এতদবস্থায় সন্দিগ্ধচিত্ত আমাদের নিষ্কপটে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাঁহাদের আনুগত্য বা সঙ্গ করাই উচিত। তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে আমাদের অবস্থা উন্নত হইলে আমরা তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

মঠে বিভিন্ন প্রকারের লোক দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হইবে না। আমি নিষ্কপট হইলে ভগবৎকৃপায় নিশ্চয়ই প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাইবই পাইব। সুতরাং চিন্তার কি কথা আছে? সকলকেই বিশেষ সাবধানতার সহিত ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে এবং প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে হইবে যে, জগতের সমস্ত লোকও যদি স্বতন্ত্র হইয়া যায়, ভক্তি ছাড়িয়া যথেচ্ছাচারিতা চালায়, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য না করে, গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে যায়, তাহা হইলেও শ্রীগুরুদেবের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য অধম আমি কিছুতেই আমার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না। যদি এইরূপ ভীষ্মপ্রতিজ্ঞাটি আমরা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে পারি, আচার্য্য বা গুরুপাদপদ্মকে বাস করিয়া আচার্য্যের অভীষ্ট সেবা শিক্ষা করি, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করি, তাহা হইলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা হইবে।

আমরা মঠে কেহ বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে আসি নাই। আমরা সকলেই আসিয়াছি বড় আশা লইয়া ভগবানের সুখবিধান করিতে, ভগবানের সেবা পাইতে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই আচার্য্যাদর্শে যাহা চিহ্নিত হইবার জন্য যত্ন করা উচিত। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিয়া কি লাভ হইবে? এজন্য ত' আর মঠে আসি নাই? সুতরাং আমরা পরস্পর-পরস্পরকে যে বেটুকু সাহায্য করিতে পারি, তাহা করাই আমাদের উচিত নহে কি?

আচার্য্য ভগবানের সব চেয়ে প্রিয়। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু। তদন্তরঙ্গগণ সকলেই এই অদ্বিতীয় ব্যক্তিস্বরূপ আচার্য্যের অনুগত। এই আচার্য্যানুগ সজ্জনগণও সাধু—আমাদের হৃদয়ের বন্ধু। কিন্তু যেখানে আচার্য্যানুগত্যের অভাব, সেখানে সাধুদের কল্পনা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। সকলকে সমান মনে করিতে হইবে না। কৃপা-প্রার্থী হইয়া কে কিরূপ বৈষ্ণব তাহা জানিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারী আমরা মহাভাগবতের স্বরূপ জানি না, কেহ বলিলেও বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত আর গত্যন্তর কোথায়? তবে তাঁহাদের সেবা করিতে করিতেই আমাদের এই সকল উপলব্ধি হইবে, ইহাই ভরসা।

আমরা সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব এবং প্রত্যেক কার্য্যেই কৌশলী হইব; কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা মহা অন্যায়। যে সব কথা আমরা অনুকীর্ত্তন করিব, তাহা আমরা নিজে পালনের জন্যও তৎপর হইব। হরি-কথা কীর্ত্তনে একান্ত অকৃত্রিম আনুগত্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে নিজের ও পরের মঙ্গল হইবে। আমরা কখনও গুরুবৈষ্ণবের সহিত দ্বৈতা করিব না। আমরা কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদও করিব না এবং সত্যকথা প্রচার করিতেও বিরত হইব না। আমরা নিজের নিন্দা অকাতরে সহ্য করিব, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা কখনও সহ্য করিব না। তাই বলিয়া বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গে বিবাদ করিতেও হইবে না। তাহাদের সহিত ব্যবহারে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, যেন তাহারা গুরুবৈষ্ণবের নিন্দার সুযোগ না পায় এবং আমাদেরও তাহা শ্রবণের দুর্ভাগ্য না ঘটে। খাঁটি কথা নিরপেক্ষই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা এমনভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে অনধিকারী ব্যক্তি তাহা বুঝিতে ভুল না করে এবং তাহার ফল বিষময় হইয়া না উঠে। সত্যকথা বলিবার সময় শ্রোতার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নতুবা হিতে বিপরীত হইবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সত্যকথা এরূপ কৌশলের সহিত বলিতে হইবে, যেন নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-

সৎ-কথা-শ্রবণ করিয়া অনুরাগী ও উৎসুক হইতে পারেন এবং অভ্যভিলষিত সত্য জানিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া উপস্থিত হইবার সুযোগ পায়। বৃথা লোককে চটাইয়া লাভ নাই। সত্যকথা-শ্রবণের সুযোগ দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি খাঁটি কথা বলা বন্ধ করি বা ভণ্ডামীর রস মিশাইয়া কথা বলি, তাহা হইলে লোকের অমঙ্গল হইবে; আবার অধিকার চিন্তা না করিয়া একেবারে চাঁচা-ছোলা সত্যকথা বলিলেও তাহারা চিরতরে সত্যের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। শ্রোতৃবৃন্দের জন্মমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করা উচিত নয়। অনেকসময় গুরুতপাদিষ্ট আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের প্রতি রুষ্ট হইয়া যাই। ইহা উচিত নহে। ব্যবহার-ব্যতিক্রমবশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের মধ্যে কাহারও কোন ত্রুটী হইলে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া মিষ্ট বাক্য ও সদ্যুক্তির দ্বারা তাহাকে জিনিষটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। নতুবা সকল সময় যদি আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকরণে লোকের প্রতি শাসনবাক্য প্রয়োগ করি, তাহাতে লোকের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা। তৎফলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়াও পড়িতে পারে। কেহ কোন ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া স্নেহের সহিত সত্য কথাগুলি বলিয়া তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে হইবে। সে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলে নিজের ভুল বুঝিবেই বুঝিবে এবং পরে সংশোধিত হইতে চেষ্টা করিবে। কাহারও প্রতি শত্রুতা বা মৎসরতা করিতে হইবে না। পরন্তু বন্ধুভাবে সকলকেই আদর করিয়া পরস্পর ভগবৎকথা আলোচনা করিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ উদ্ঘাটিত হইবে।

আমাদের প্রত্যেকেরই অকৃত্রিম আচার্য্যসেবা, অকপট শুদ্ধবৈষ্ণব-আনুগত্য, সহিষ্ণুতা, পরস্পর প্রীতি, সরলতা, বন্ধুত্ব, অনুক্ষণ সেবাপরতা, মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, অন্তরে বাহিরে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও সদ্ব্যবহার, অবিশ্রান্ত প্রাণভরে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, আত্মশোধনের প্রচেষ্টা এবং অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। ভগবদালোচনা বন্ধ করিতে হইবে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনাম, শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা এবং হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি সমস্তই যুগপৎ করিতে হইবে। তবে অপ্রধান ব্যক্তিকে জোর করিয়া উপদেশ দিতে হইবে না।

দৈন্য

সাধকের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক—তাঁহার অন্তরাত্মার দৈন্য। নিষ্কপটভাবে এই দৈন্য যাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছে, তিনি ভগবানের 'অযাচিত, অমূল্য করুণা লাভিবার পাত্র—যাহা এ জগতের বহু মূল্যবান মনোহারী বেলোয়ারী জিনিষে পূর্ণ ছিল, তাহা ততটা 'অবসর' করিয়া কৃপা-গোমুখীধারায় নীচে বহিয়াছেন। দৈন্য কিছু ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিবার জিনিষ নয়। তাহা অন্তরাত্মার অন্তরের অন্তঃপুরের অনুভব জিনিষ। তাহাকে হাটের মাঝে প্রদর্শনী খুলিয়া দেখাইতে গেলে আর সে জিনিষ থাকিল না—লোকদৃষ্টির কঠোর কপট স্পর্শমাত্র লজ্জাবতী লতার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। কাজেই যাঁহারা বলেন,—'দৈন্য' বা হীনচিন্তা বাহিরের দিকের একটা 'কসরৎ' বিশেষ, তাঁহারা দৈন্যের উল্টা রাস্তায় চলিয়াছেন।

আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৈন্য চাই—কার্পণ্য চাই জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস—অনুপল প্রতি জপ-তপ—অন্তরাত্মার প্রতি-গতি দৈন্য মাখা না হইলে—অন্তরাত্মা ঐ দৈন্য-নদীয়ায় স্নান না করিলে কখনই গুরু-কৃপা-ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না,—নিজের

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

স্বরূপ, গুরুদেবের স্বরূপ ও বিগ্রহ, বৈষ্ণবের মর্ম্ম মহত্ত্ব কখনও বুঝা যায় না। স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে—অন্তরাত্মায় এই দৈন্য নদীর বন্যা আসিয়া যাঁহার আত্মাকে হঠাৎ অভিষিক্ত করিয়াছে, তিনি ততটা বৈষ্ণবতা—নিছক খাঁটি বৈষ্ণবতা অর্থাৎ ভগবৎসেবাময়—কৃপাময়—প্রসাদে পরিপূর্ণ-উৎসবময় জীবন লাভ করিতে পারিয়াছেন। দৈন্য-ধারায় যাঁহার অন্তরাত্মা স্নাত হইয়াছে, তাহার আর লোকাভিমান হয় না—লোকী বা ত্যাগী সাজিতে ইচ্ছা হয় না; তখন জীবনটা হয় ঐ দৈন্যধারাই স্বচ্ছ—সরল—শান্ত—সেবাময়—কৃপাময়—সুখময়—সংকল্পোজ্জ্বল। সেই স্রোতের অতল গভীরে সাগর-গামিনী সুরধুনীর সন্ধান আছে, অথচ মহাদ্রির সহিষ্ণুতার অভাব নাই। সমস্ত সিদ্ধি-সিদ্ধান্তময় বর্ণসম্পুট—সমস্ত মাধ্য-সাধ্য-স্বাধীনতা-সুষমা-সৌরভ সেখানে নন্দিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন।

সাধকের অন্তরাত্মায় যে শুভমুহূর্ত্তে এই দৈন্য-সম্পত্তির স্পর্শ লাভ হয়, সেই মঙ্গল মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ের অনাদি-কালের বন্ধ দুয়ার আপনি খুলিয়া গিয়া অনাদিকালের হৃদগ্রন্থী খাঁচ হতোরাশি বিদূরিত করিয়া সেখানে এক অদ্ভুত কৃপার গোমুখী-ধারা প্রবাহে আপনাকে আপনি বিলাইতে থাকে যে, তাহার এক একটী কণা আমাদের সমূহ সাধ্য পিপাসা প্রশমিত করিয়া চিরবিলাসময় অনন্তের অমিয় বস্তুমধুরিমায় আমাদিগকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। সেই শুভক্ষণ। এরকম একটা জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার সিদ্ধান্তকে আমাদের অজ্ঞাতসারে অসাধনে সাধিয়া দেয়। তাই নিষ্কপট সাধকের পক্ষে নিষ্কপট দৈন্যের অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। মনে হয় ইহাই সব সাধনা ও সিদ্ধির মূল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

—::(০)::—

শুক্রবার, ২৩শে আষাঢ় ৮ই জুলাই	শ্রীদেবশয়নী একাদশীর উপবাস
শনিবার, ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই	চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভ (দ্বাদশীপক্ষে)
মঙ্গলবার, ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই	ঐ (পৌর্ণমাসী পক্ষে); শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব।
রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই	শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর তিরো-
বুধবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই	শ্রীল লোকনাথগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব
শনিবার, ৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই	শ্রীকামিকা একাদশীর উপবাস।
শনিবার, ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ, পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
রবিবার, ২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট	শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের তিরোভাব, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।
বৃহস্পতিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১১ই „	শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা-মহোৎসব।
শুক্রবার, ২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।
শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট	শ্রীনন্দোৎসব।
সোমবার, ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট	শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।
মঙ্গলবার, ১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট	শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যদেবের প্রকট উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব; শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব।
বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর	শ্রীললিতা সপ্তমী।
শুক্রবার, ১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।
সোমবার, ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর	শ্রীপদ্মা ও পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।
মঙ্গলবার, ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর	শ্রীবামনদ্বাদশীর ব্রতোপবাস, শ্রবণাদ্বাদশী।
বুধবার, ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব—শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সাধারণ মহামহোৎসব।
বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর	শ্রীহরিদাসঠাকুরের তিরোভাব; শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত।
শুক্রবার, ২৩শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাস ব্যবাপী মহোৎসব-সমাপ্ত।

বালকের নিকট শিক্ষা

বালকের যেরূপ মান অপমান বোধ নাই অথবা গুণবান্ ও গুণহীন ব্যক্তিদিগের প্রায় কোন চিন্তা নাই, তদ্ধর্মময় স্বরূপ আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। অজ্ঞ জড়ার্ত্তি এবং জ্ঞানাতীত পরমহংস উভয়ই নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দাপ্লুত।

— • —

পতঙ্গের নিকট শিক্ষা

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

(ভাঃ ১১।৮।৭)

অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে [illegible] ন্যায় ঘোরতর নরকে [illegible] হয়। কনককামিনীর মধ্যে [illegible] বিষয় [illegible] অপেক্ষা কামিনীর সঙ্গই (যোগ-দৃষ্টিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কামিনীকেই সংসারের প্রধান হেতু জানিয়া ভক্তসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মূল

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শ্রীচৈতন্য, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় [illegible] আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি [illegible] গৌড়ীয়-প্রকাশ-ভাণ্ডার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ [illegible]। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible]-পার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভজরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রাণাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখাওয়াটী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম 'বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজনাথগৌড়ীয় প্রপন্ন-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, [illegible]

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাখু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমহাটা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং দিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৮৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীপ্রমোদ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
ঝাঁঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
ভাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
বাঁশফুল নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাসমতি কোয়ালিটি	৯৲
সিদ্ধ দেশী	৬৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
সেলোয়াদী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
ভাটারীভোগ	৭৲
ঐ দেশী	৬৷০

পাটের দর

আসামে—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৵০
নশিপুর ১০০০ নং	১০/০
বারবোরা সাদা	৯।
তামপুর সাদা	৮।০—৯৵০
তামপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি তোলা
টাকশালের বার	৩৫৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৭।০—৮৵০
কুসুমকামিনী ঐ	৭৲—৭৵০
লাইনদেওয়া ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৭৲—৭৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷৵০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৷৵০
ভূষি	১৸৵০—১৸০
বুদ	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
ফরিদা	৫৭৲
ভেজালী	৫০৲
ঘী	৪৫৲
হরিদ্রা	৬৪

চায়

কাবুলে	৩৬৲
রাঙা পাতা	৪১৸০
৫০ সের—	১৭৸০
প্যাঃ বটকা ২৪—৩০ সের	১০৲

তুলার দর

আমেরিক সোনার কাইন	৫৪৲
পিটি এ আমের কয়ত	৪০৲
করাচি তুলিম কাইন	৪৯৲
হায়ার্দ ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাকল সাধ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গোটা খয়ের	১৫।০—১৭।০
লম্বা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸
২৮ সের—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৯৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৶
২৮ সের—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸০
শীট	।৵১০—৸৵০
বাগান বেরা কাঁটা তার (খাতিল)	১০।০
গ্রেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, পয়রে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৭৸০
বুঃ ইস্পাত আমল ২৫৲	মকল ২৩।০
চটকলের হালদা ৫৵০, পাটের হালদা ৬৷০	
তুলার হালদা ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৩-৫ বনমালী খাট লেনগলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র ঔষধ বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত নূতন ও পুরাতন জ্বরে; একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৪টি অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(*):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি ২,	১৷০	১৷০	১,
সিকিকলম ৫,	৪,		৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৬,		৫,
এক কলম ১২,	১০,		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬,	৪৷০
সিকি কলম ১৫	১২,
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮,
এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৭
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৮-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৪৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'ঈশ্বর'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1444

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৫ই জুলাই, ১৯৩৮, শুক্রবার [১১৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(০১):(০):—

বাঙ্গলা সরকারের প্রচারবিভাগ পুনর্গঠিত

মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যাবলীর যাহাতে ভালভাবে প্রচার হয়, তজ্জন্য বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা বাঙ্গলা সরকারের প্রচার-বিভাগের পুনর্গঠন করিবার যে [illegible] তৎসম্পর্কে ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের ইংরাজী ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক মিঃ আলতাফ হোসেনকে বাঙ্গলা সরকারের তথ্যবিভাগের ডিরেক্টর নিয়োগ করা হইয়াছে।

মিঃ হোসেনকে অবিলম্বে কার্যে যোগদান করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি পুনর্গঠিত বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইবেন। তিনজন সহকারী ডিরেক্টর তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবেন। এই পদ তিনটি সম্পর্কে এখনও কাহাকে নিয়োগ করা হয় নাই।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ চেষ্টা

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে কিরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ১১ই জুলাই প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিনের আহ্বানে রাইটার্স বিল্ডিংসে এক বৈঠক হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এই বিষয়ে আগ্রহশীল বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার, ফোর্ট উইলিয়মের অস্থায়ী জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, বাঙ্গলা সরকারের সার্জ্জেন জেনারেল, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও হেল্থ অফিসারগণ, স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী, পোর্ট কমিশনার্স, কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও [illegible] কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ এবং আরও অনেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

———

মধ্য প্রদেশের মন্ত্রিসভা

গত যে মাসে পাঁচমারীতে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের মধ্যে যে আপোষ মীমাংসা হইয়াছে, উক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রীর দপ্তরগুলি নিম্নোক্তভাবে বণ্টনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নারায়ণ ভাস্কর খারের কোন দপ্তর থাকিবে না, তবে তিনি সকল মন্ত্রীদের কাজের সংযোগ রক্ষা করিবেন। শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরও পাইবেন। অর্থসচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর মেটা আইন সচিবের কাজ করিবেন। অন্যান্য দপ্তরের কোন রদবদল হইবে না।

পুলিশের কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত

বরিশাল সহরে কিছু দিন যাবৎ সিঁধেল চুরি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ সহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে টহলদার পুলিশের সংখ্যা অল্প। এই হেতু চুরি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পুলিশসাহেব সহরের বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে এক সভায় আহ্বান করিয়া টহল দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে বলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী পুলিশের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য চাপ দেন বটে, কিন্তু পুলিশ সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সাধারণভাবে সম্মত হন। আগামী ২২শে জুলাই অপর এক সভায় এই বাহিনী-গঠনকার্য্য শেষ হইবে।

নাগপুরে সাংবাদিকগণের বৈঠক

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নাগপুর সংবাদপত্রসেবীদের যে সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল, ৯ই জুলাই অপরাহ্নে সেক্রেটারিয়েটে তাহার অধিবেশন হয়। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারে, চীফ সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী এবং প্রচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ সপ্রে সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকগণকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই তাঁহাদের বৈঠকে সাংবাদিকদিগকে আহ্বান করিতে ব্যগ্র. ডাঃ খারে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সমালোচনার জন্য ভীত নহেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, ন্যায্য পথে চলিতে হইলে যে কোন সরকারের পক্ষে সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

কিছুক্ষণ আলোচনা চলিবার পর আগামী ২৩শে জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন স্থগিত হয়।

মাদ্রাজের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

লোকাল বোর্ডের পরিচালনাধীন বর্তমান যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে লওয়ার প্রশ্ন আলোচনার জন্য গত ১৩ই জুলাই সরকারী দপ্তরখানায় একটী বিভাগীয় সম্মেলন হইয়াছে।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে জেলাবোর্ড ও পঞ্চায়েতের পরিচালনাধীন ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের জন্য বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৮০লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

এই সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী [illegible] এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন।

———

দুইলক্ষ টাকার খাজনা মাপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

সিন্ধু প্রদেশের সকল বাঁধহীন অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকের জমির খাজনা একরপ্রতি ১২।০ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মকুব করিতে সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মকুবের পরিমাণ প্রায় ২২৫০৪০৲ টাকা হইবে।

———

ছিন্ন মুণ্ড থানায় জমা দিতে যাইয়া ধৃত

একজন সন্ন্যাসীর বেশধারী ৭বৎসর বয়স্ক একটি বালককে কাটারী দ্বারা হত্যা করিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড থানায় জমা দিতে যাইয়া ধৃত হইয়াছে। বালকটির অভিভাবক ঐ সময় বাধাবাগপেলে বাড়ী ছিল না এবং তাহার মাতা স্নান করিতে গিয়াছিল। বালকটির মাতা বাড়ী ফিরিয়া তুলসী মঞ্চের নিকট বালকের মুণ্ডহীন মৃতদেহ দেখিতে পায়। সন্ন্যাসীকে সেসনে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। বালকটি এক সময় উক্ত ব্যক্তিকে বিরক্ত করিয়াছিল এইজন্যই নাকি সে তাহাকে খুন করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:•:——

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ প্রবণ-আদর্শ ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ॥-
২৭। মুক্তিফলটিকা বপগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভবসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ⁄১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ⁄০
৪১ গীতাবলী ⁄০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিত্তঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড ন অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ।০
৮৩। গীতাবলী ৶০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ও শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৫ই জুলাই ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ১৬৩ম সংখ্যা

হরিস্মরণ-মহোৎসবে কীর্ত্তন-বন্যা

মহা-মহোপদেশক, ভক্তশিরোমণি, শ্রীগৌর-রাধাভজন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহোদয়-জন্ম নবদ্বীপের-নদীয়ার নিত্য নব-নবায়মান শ্রীহরিনামের বিনোদনকার্য্যে পরম সুকৌশলী। সেই শ্রীহরিনামকে মহাবহির্মুখগত করিতে তিনি নিরন্তর ব্যস্ত। মলিনতাবিধৌত, সঙ্কুচিত ও আবৃতস্বরূপ জীবদিগের কুরূপ ঘুচাইয়া সুরূপ, সুশ্রী, সুনির্ম্মল করিয়া স্বতন্ত্র দেবতাদের সেবার ডালি সাজাইতে তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য পূজারী আর কে আছে? তাই আজ সেই মহাপুরুষের শুভ-আগমনী তিথিকে বরণ করিতে নন্দনন্দানন্দ শ্রীল আচার্য্যদেব আনন্দোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। এই মহাপুরুষের গুণের অন্ত নাই—স্নেহের অবধি নাই—কৃপার শেষ নাই। তাঁহার কৃপাসুধামাধুরী দিকে দিকে বিকীরণ করিয়া তাহাতে জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করিতে শ্রীগৌরবিনোদবাণী-প্রচারের আজ এত আয়োজন। মহাপুরুষ ঠাকুরের অতুলনীয় গুণের দিগ্দর্শন-প্রকাশোদ্দেশ্যে এই মহামহোৎসব-বাসরে তদীয় আভিমর্ত্তা গুণাবলির কথা-কথনে যশোগুণবিনোদী শত বক্তৃতার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত ৯ই জুলাই (১৯৩৮) শনিবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী "বিনোদ ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ জন্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

গত ১০ই জুলাই রবিবার তারিখেও উক্ত শ্রবণ-সদনে সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "ঠাকুর [illegible]" বক্তৃতা প্রদান করেন। এ দিনও বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও ভদ্রমহিলা বক্তৃতা শ্রবণ করিতে শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর বক্তৃতায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অত্যদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

গত ১০ই জুলাই সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কলিকাতার ১নং [illegible] স্থিত প্রসিদ্ধ "ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন হল"এ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারপদ্ধতি এবং রূপানুগ আচার্য্যবর্গের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতা শ্রবণ জন্য প্রায় ৫০০ শত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের সুললিত কীর্ত্তন সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

গত ১১ই জুলাই তারিখেও উক্ত ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন হলে "জীবের শিক্ষা" সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে মহামহোৎসব

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের উপস্থিতি ও প্রযত্নে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন আসিয়া স্বামীজী মহারাজদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর আরাত্রিকান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজও উৎকলভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

৮।৭।৩৮ তারিখে শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়া মহাজন, 'রাধা কৃষ্ণ বল বল,' 'ঐ নাম গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে' ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্যে মধ্যে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে।

৯।৭।৩৮ তারিখে স্থানীয় টাউনহলে একটী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীধর মহান্তি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "বিশ্ব ও দয়া" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উকীল, প্রফেসর ও অধ্যাপক প্রভৃতি বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী [illegible] বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দলাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচনা

শ্রীচৈতন্যমঠে চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষে নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে হরিকথা আলোচনা হইতেছে। প্রাতে ও অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে আলোচনা হইতেছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নয়নানন্দ দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠীমুখেও বিভিন্ন সময়ে বহু বিষয় আলোচিত হইতেছে। মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু উচ্চ [illegible] কয়েকদিবস যাবৎ আচার্য্যবাণী অনুসারে সম্বন্ধ-তত্ত্ব স্বরূপ, অনুশীলনের লক্ষণ ও শরণাগতির একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন।

"যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল নিকটে আসিবে, তাহাদের অকাল-পক্কাবস্থার ফল লাভবানরূপে গ্রহণ করা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

আচার্য্যবাণী

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার সমোপাস্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ যুগপৎ গৌরলীলা ও ব্রজলীলার পরিকর। শ্রীল গৌরকিশোর ব্রজলীলার পরিকর। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এতদুভয় গৌরকিশোর প্রভুকে গৌরমণ্ডলে আনাইয়াছিলেন,—গৌরলীলার সেবার দ্বারা এই শিক্ষা দিবার জন্য। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত হইয়া কোলদ্বীপকে বৃন্দাবন বিচার করিতেন। আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোদ্রুমে শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিতেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বারসিকী স্থিতি-লালসা অত্যাশ্চর্য্য। উহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাগাত্মিক জন হইয়াও রাগানুগা ভজনে যেরূপ সিদ্ধি লালসা করিয়াছেন, অপ্রকট-লীলা প্রবেশের মধ্যে তাঁহার সেই ইচ্ছারই পরিপূর্ত্তি অর্থাৎ মধ্যাহ্নলীলায় প্রবেশ ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

আধ্যক্ষিকগণের নিকট হরি-গুরু-বৈষ্ণব আত্মগোপন করেন। লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী ব্যক্তিগণ কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারে না। * * পূর্ব্বে [illegible]নেকটা ভাল ছিল, তবে কূটবুদ্ধি, বিষয়-স্পৃহা তখনও ছিল বীজাকারে, নতুবা জল হইতে ত' আর দৈ হয় না। কিন্তু যখন সে অবৈধ যোষিৎসঙ্গীটার কবলে কবলিত হইল, তখনই শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে বর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ৩।৩১।৩৫) কথা কি মিথ্যা হইবে?

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-
প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা
তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্ত্রীজাতিকে 'জীব' ভাবে ভক্তিভজনের যোগ্যা বলিয়াছেন, 'আকার ভাবে' নহে; যেখানে আকার দর্শন, সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েই তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন।

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং
বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

পুরুষাভিমানী জীব ভোগ করিতে গিয়া ক্লীব বা নপুংসক হইয়া যান, কিন্তু পুরুষোত্তম কখনও নপুংসকত্ব লাভ করেন না। পুরুষোত্তমের ভোগে ক্লান্তি, বিরতি বা নির্বেদ নাই। তিনিই একমাত্র ভোক্তা; এজন্য আমাদিগকে নিত্যকাল পুরুষোত্তমের সেবা করিতে হইবে। পুরুষাভিমান করিলে আমরা চরমে নপুংসকত্ব লাভ করিব অর্থাৎ নির্বিশেষবাদী হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভু cementing policy, পদ্ধতি ব্যবহার করিতেন। অনেকে মনে করেন—এই পদ্ধতি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ একতার কথা। চেতনে অচেতনে, আলোকে অন্ধকারে কখনও cement হয় না।

Cementing policy অর্থই নির্বিশেষ বা মধ্যম অবস্থা অর্থাৎ তটস্থদশার জড় চৈতন্য বা সেবকত্বের অভাব ও বিচ্যুতি বা বিরোধ। প্রভুপাদ অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার সহিত কোন প্রকার মিশ্র চেতন বা কাহারও চিন্তাস্রোতের dovetailing বা adjustment (মিলন) হইতে পারে না।

'শুদ্ধ' জিনিষটী অন্বয়। গুরুবর্গ যেভাবে ভজন করিয়াছেন, আমরা অনুসরণ করিব। বটতলার পুস্তকে বা প্রাকৃতসহজিয়াগণের পদ্ধতিতে যেরূপ মনঃকল্পিতভাবে ভজনের প্রণালী আছে, আমরা তাহা অনুসরণ করিব না। তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট হইবে, মনোরথ হইবে না। গুরুপাদপদ্ম-প্রদর্শিত পথে ভজন করিতে হইবে। কোন্‌টীর পর কোন্‌টী ভজনীয় তাহা ও আচার্য্যগণের আদর্শেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেহ কেহ ত' মহাজনকে বাদ দিয়া স্বকপোলকল্পিত লোক প্রাকৃতসহজিয়াগণের অনুকরণে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন বা প্রাকৃতসহজিয়াগণের অনুকরণে জয় দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা শ্রীল রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর বিচারানুসারে ভজন করিব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ভজনের প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করিব।

প্রেম ও প্রচার এই দুইটীই ভক্তি-প্রচারের অঙ্গ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রচারের (অর্থাৎ নামেরই প্রচারের) কার্য্য করিয়াছেন, আর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহারা প্রেমের কার্য্য অর্থাৎ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। দুইটীই বাণীর কার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারের কার্য্য বেশী করিয়াছেন, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রেমের কার্য্য বেশী করিয়াছেন।

তটস্থভাবে পতনযোগ্যতা আছে। তাহা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। গোলোকে পৃথক্ স্বামী স্ত্রী অভিমান নাই, সকলেরই কৃষ্ণের প্রকৃতি বা সেবক অভিমান। তথায় নন্দ-যশোদা, বসুদেব দেবকী—অবস্থান; নন্দের তথায় যশোদাভিন্ন বা বসুদেবের সেখানে দেবকীর ভোক্তা পুরুষাভিমান নাই। সকলেই রাম-কৃষ্ণের সহিত বিভিন্ন রসে বাস করিতেছেন। গোপীগণের শৃঙ্গাররসে বাস, নন্দ-যশোদার বাৎসল্য রসে বাস, শ্রীদাম-সুবলাদির সখ্য রসে বাস, চিত্রক-পত্রকাদির দাস্যরসে বাস, ...

শ্রুতিকে বাদ দিয়া কেবল যুক্তি অর্থাৎ তর্ক বাদ দিয়া কেবল যুক্তিতে বিচার পর্য্যন্ত চলিবে। যুক্তি যদি শ্রুতি বা শ্রুতির অনুগামিনী হয় তবেই উহার মঙ্গল হয় এবং উহা মঙ্গল দান করে; নতুবা যুক্তি infinite পর্য্যন্ত গিয়া ঘুরিতে থাকিবে। একমাত্র ভগবানই এরূপ যুক্তি হইতে জীবকে রক্ষা করিয়াছেন। মানবজাতির এত বড় অতুল হিতৈষী বন্ধুর কার্য্য আর কোন শাস্ত্রে কোন দেশেই কোন কালেই করেন নাই।

কেবল অনর্থনিবৃত্তিই শেষ কথা নহে, অর্থপ্রবৃত্তিই প্রয়োজন। কেবল বাড়ীর task না করলেই বিদ্যার্জ্জন হইবে না, higher class এর কথা জানা দরকার; তবে ত' task লিখিবার কাজ করিয়া যাইবে। ব্যায়াম ক্রমশেই তাহাকে সুস্থাবস্থা বলা যায় না। সুস্থাবস্থা ক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়। হাজার লক্ষ টাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সে এক শত টাকা রোজগার করিতে পারে। আদর্শ অভাব, নির্দোষ, সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বোত্তম হওয়া দরকার। যে যত বেশী অযোগ্য, তাহাকে যোগ্য করিয়া লইবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু আছেন। কোন প্রকার হিংসা বা অপরাধ না করিলেই হইল। চিদ্বিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অপরাধ—অসাধুতে 'সাধু' ও সাধুতে 'অসাধু' বুদ্ধি, গুর্ব্ববজ্ঞা, মায়াধীশ বিষ্ণুতে মায়াবশ-মায়াবদ্ধবুদ্ধি বা অপ্রাকৃত শব্দ শ্রীনামে প্রাকৃত শব্দসামান্য বুদ্ধি, মায়াবশ জীবে মায়াধীশ বুদ্ধি। নামের নিকট এত বড় অপরাধ আর কিছুই নাই। আর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অযোগ্যতা 'অহং মম' বুদ্ধি অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি—ইহা হইল নিজেদের সম্বন্ধে ঘটিত। অচিদ্বিষয়ক অপরাধ—দেহে আত্মবুদ্ধি, আর চিদ্বিষয়ক অপরাধ—সাধুনিন্দা প্রভৃতি। জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্যতা—দেহে আত্মবুদ্ধি। এই অযোগ্যতা থাকিলে ভজনে উন্নতি হইবে না। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সহজে যায় না। সম্বন্ধজ্ঞান যত প্রবল হইবে, কৃষ্ণবিষয়ক কীর্ত্তন যত শুনা যাইবে, উহা তত দূর হইবে।

শ্রবণ

(শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী)

কলিকালে 'শ্রবণ কীর্ত্তন'-ধর্ম্মের প্রাধান্যই সকল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা" বলিয়া মহাজনগণ ভগবৎ-সেবাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবদ্বিমুখ জীব আমরা ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করিব কি করিয়া যদি আমরা ভগবদ্ভক্ত সাধুজন বা আচার্য্যের নিকট সুষ্ঠুরূপে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ না করি? অতএব এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মূলেতেই শ্রবণ। শ্রবণবিহীন কীর্ত্তন কেবল ধুঁয়োর কীর্ত্তন, তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। এই শ্রৌতপারম্পর্য্য আগত বৈকুণ্ঠ-কথার নিত্যধারা হওয়াই জীবের একমাত্র মঙ্গলের বিধান। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তির অন্যান্য অঙ্গের বিকাশ হয় না। সেইজন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"। শ্রবণফলে পরমপুরুষ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণবুদ্ধি উদিত হয়, সুপ্রভাব আন, আবার অনবরত শ্রুত বিষয়বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণু-বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না বলিয়া জ্ঞান হয়। এবং যখন পুষ্ট হয়, তখনই স্বতঃই ভগবানের নামকীর্ত্তন ও অনুকীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। শ্রবণমুখে অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

মধ্যাদি দ্বিয়ার জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রবণকালেই মনবর্গ অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর বাবতীয় মনোধর্ম নিরস্ত হয়।

সেবে আত্মবুদ্ধিকারী বিবর্তগ্রস্ত মনোধর্মী জীব আমরা এই মনবর্গের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সেবালাভ হইবে না, আমাদের দুঃখকষ্টাদিও যাইবে না। মনের সঙ্কল্প-বিকল্প বা ভাঙ্গা-গড়ার হাত হইতে উদ্ধারের উপায় একমাত্র অধোক্ষজ ভগবদ্‌গুণানুকীর্তন শ্রবণ। নির্গুণ হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত এজগৎ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। আমরা অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হইলেই এই নির্গুণ ভগবৎ-কথা আমাদের উৎকর্ণ ভক্তিপথে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের যাবতীয় অনর্থরাশিকে ভস্মীভূত করে। শ্রোত-পথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে ভগবানের যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়, সেই শব্দের এমনই অলৌকিক শক্তি যে, তাহা আমাদের আবৃত চেতনকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সেই শব্দ, বাণী বা ভগবদ্‌গুণানুকীর্তন শ্রবণই জীবকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া—বিরজা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যায় এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেয়। যে বাণী ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ করিয়া চতুর্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হন, সেই বাণীই আমাদের নিত্য শ্রবণীয়। আর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে সেই অপ্রাকৃত বাণীশ্রবণের দ্বারাই এই বহির্মুখ জগতের বৃত্তিসকল ভস্মীভূত হইয়া যায়। অপ্রাকৃত ভগবদ্‌বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকারের অন্য কোনও উপায় নাই একমাত্র শ্রবণ ব্যতীত।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।

এই শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে একমাত্র কৃষ্ণের নিজজনের নিকট; যিনি এজগতের কেহ নহেন, যিনি পরজগৎ হইতে—গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের উদ্ধারের জন্য এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট। সর্বক্ষণ হরিকথানিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবায় যিনি ব্যস্ত থাকেন, তিনিই সাধু। নিত্যকাল সকল চেষ্টার মধ্যে যিনি কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, সেই সাধুর নিকটেই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করা উচিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ ব্যতীত চক্ষুরাদি দ্বারা তীর্থাদি দর্শন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভাগবত-গ্রন্থাদি প্রভৃতি কিছুই প্রকৃতপ্রস্তাবে হইতে পারে না। শ্রবণ বাদ দিয়া কীর্তন, স্মরণ ও সেবাদির অভিনয়ে যাহা কিছু করা হয়, তাহা সকলই মনোধর্মযুক্ত। শ্রবণ ব্যতীত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ ও মনের ক্রিয়া কিছুই নিয়মিত ও সুপরিচালিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রকৃত দর্শনের অধিকার পাইয়াছে। তাঁহারাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন। শ্রবণহীন দর্শনে বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয় না; কিন্তু শ্রবণপ্রভাবেই বস্তু দর্শন সম্ভব। শ্রবণপ্রভাবেই সদসদ্‌ বস্তু চেনা যায়।

ভগবান্‌ ও ভগবৎ-কথা একই বস্তু। কথারূপী কৃষ্ণ স্বয়ংই সাধুর শ্রীমুখ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ জীবের সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া জীবের হৃদয়স্থ নিঃশেষিত করেন—কাম ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি রিপুবর্গকে ভস্মীভূত করেন।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্‌॥
(ভাঃ ১।২।১৭)
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্‌।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥"
(ভাঃ ২।৮।৫)

কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা আমাদের চিত্তকে শান্ত করা যায় না। নিশার অন্ধকারকে বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা সম্পূর্ণ দূরীভূত করা যায় না, কিন্তু সূর্যোদয় হইলেই জগতের সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায়। সেইরূপ কর্মজ্ঞান যোগাদির দ্বারা হৃদয়ের অনর্থরাশি সাময়িকরূপে প্রশমিত হইলেও পরে তাহার ইন্ধন পাইলে পুনরায় দ্বিগুণিতভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কিন্তু শ্রীভগবান্‌ শব্দব্রহ্মরূপে জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্যত্র এই হরিকথা-শ্রবণের অভিনয় করিলে মঙ্গল হয় না। আমরা যদি সেবোন্মুখ কর্ণে এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করি তাহা হইলেই হরিকথা-শ্রবণ বা হরি-দর্শন সম্ভবপর।

সেবোন্মুখতার অভাব হইলে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের অভিনয় করিয়াও আমাদের সুবিধা হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তির পূর্বে সাধুসঙ্গ ছিল, কিন্তু পরে সে অসৎসঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মকীর্তিত নির্গুণ হরিকথা শ্রবণে সময় না দেওয়ায় বা শুনিবার ছল করিয়া অন্যমনস্ক হওয়াই ইহার কারণ। একমাত্র কাণ ছাড়া বা শ্রবণ ছাড়া প্রকৃত মঙ্গললাভের অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু হতভাগ্য আমরা সেই গুরুশ্রবণ-বিষয়েই উদাসীন, সুতরাং আমাদের মঙ্গল হইবে কি করিয়া? ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত রাখাই একমাত্র কর্তব্য; ইহাতে ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদি থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তদনীয় বস্তুর সেবা করিবার জন্য যদি আমরা প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তাহা হইলে হরিকথা শুনিবার মত কাণ আমাদের হইবে। যে মুহূর্তে আমরা প্রকৃত সাধুর নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণে নিযুক্ত হইব, সেই মুহূর্তেই মায়া আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের একমাত্র কর্তব্য—কোথায় হরিকথা হইতেছে—সত্য সত্য চেতন হইতে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হইতেছেন সেই দিকে মনোযোগ রাখিয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী আচার্যের নিকট হরিকথা-শ্রবণ করা। এইরূপ শ্রবণের নামই হরিকথা শ্রবণ এবং তদ্দ্বারাই ভগবৎ সেবাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুবা সভাবস্থ ভগবানের উপলব্ধি বা সেবালাভ কখনই হইবে না।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

মধুকরের নিকট শিক্ষা

মধুকর দুই প্রকার—(ক) ভ্রমর (খ) মধুমক্ষিকা। (ক) ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুদাস ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন এবং কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

মধুমক্ষিকার নিকট শিক্ষা

গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ আহার্য পরদিন বা পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না। যদি করেন তবে মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহারমাত্র করে, সংগ্রহ করে না। তদ্রূপ গুরুদাসও পাণি-পাত্র দ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিবেন এবং উদরমাত্রগ্রাহী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

সূর্যের নিকট শিক্ষা

সূর্য যেরূপ স্বীয় রশ্মির দ্বারা সমুদ্রজল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্বার যথাকালে সেই বারি-বিন্দুকে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করে, গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপপুণ্যাদি অর্থ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ পূর্বক গুরু কৃষ্ণে সমর্পণ করেন, পুনর্বার যথাকালে ভগবৎপ্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তিবিধান করেন, স্বয়ং তাহার সাক্ষাতে আসক্ত হন না।

২। সূর্য যেরূপ স্ব-মণ্ডল, স্ব-রশ্মি ও প্রতিচ্ছবি-সমন্বিত, পরব্রহ্মও তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি-সমন্বিত; উহা গুরুদেবতাত্মা সুসেবী শ্রীগুরু ব্যক্তিই দর্শন করেন, কিন্তু দুর্বুদ্ধি কর্মজড়ব্যক্তি জলের কম্পনাদি দোষযুক্ত সূর্যের প্রকৃত সূর্য-জ্ঞানের ন্যায় প্রতিবিম্ব বিকারযোগ্যযুক্ত লোকদিগকে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুর নিত্য স্বরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

কপোতের নিকট শিক্ষা

গুরুদাস কখনও কাহারও সহিত কোন রূপে অতিশয় প্রীতি বা সঙ্গাদি নিবন্ধন আসক্ত হইবেন না। যদি করেন, তবে তিনি দীনধী কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবেন। পরমার্থসাধনের একমাত্র উন্মুক্তদ্বারস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি কপোত কপোতীর ন্যায় গৃহসেবী হইয়া আসক্তিবশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে শাস্ত্র তাহাকে আরূঢ়চ্যুত বলিয়াছেন।

অজগরের নিকট শিক্ষা

প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে জানিয়া বৃথা উদ্যমে আয়ুঃক্ষয় না করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপা-লাভের প্রতীক্ষায় থাকিবে। জীবদিগের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি ক্লেশ উভয়ই সমান অর্থাৎ অনিত্য। গুরুদাস সেরূপ সুখ দুঃখের প্রত্যাশী হইবেন না। যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা নীরস, অধিক বা অল্প যাহাই হউক না কেন, ভগবানকে সেই দ্রব্য গুরুকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য দ্রব্য অনায়াসলব্ধ না হয় কিম্বা লব্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে উপবাস অর্থাৎ কৃষ্ণকথা স্থির করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিবেন।

সমুদ্রের নিকট শিক্ষা

(১) গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন ভাব ও অন্তরে গম্ভীরভাব, অগাধ্যাত্ম-প্রায় প্রভুকে দুর্বিগাহ্য, তেজস্বিতা-প্রযুক্ত অনতিক্রম্য, কখনও কোন অবস্থাতেই অর্থাৎ অখিলাত্মবৎ নিত্যনিষ্ঠাবান্‌ অনন্তপার, নিত্যবস্তু-অন্বেষী অক্ষোভ্য ও নিস্তরঙ্গ-স্তিমিত জলের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

(২) সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদী সমূহের সংযোগে প্রবৃদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে অভাবে শুষ্ক হয় না তদ্রূপ গুরুদাসও লাভালাভে প্রহৃষ্ট বা প্রক্ষুব্ধ হইবেন না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরিবেষ্টিত, শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী-গৌর-গোপালের আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাণ্ডারে অসংখ্য পুস্তক সংরক্ষণের আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং, [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতার [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ [illegible]। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিশা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড . গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

(৪৮)

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পূর্ব্ব গোদাবরী (মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) শ্রীসচ্চিৎ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধসাহি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজনাথগৌড়ীয় প্রপন্ন-সদন

পোঃ গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবুরজলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং পিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রামশালি	৬৷০
বালাম চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এজারের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ রামশালি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

পাটের দর

আরকে—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
ইংডল—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৵০
নদিপুর ১০০০ নং	১০/০
দানাদোরা সাদা	৯।
জামপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
জামপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
রুপোর	২২৲
চাঁদিরবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
কুশাংকোর্টন ঐ	৬৲—৬৷৵০
গোল্ডসিল্ক ঐ	৫৷৷৵০—৫৷৷০
সূজী	৬৲—৬৷৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷৵০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৷৵০
সুজাই	১৷৷৵০—১৷৷০
ভুসি	১৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
বাগবাজার	৫৭৲
ভূতনেওয়ালী	৫০৲
মধ্য	৪৫৲
ধ্যাকড়ায়	৩৫

অর	৪০৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা পাওয়া	৪১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেন সোনার কাইন	৫৪৲
সিট্ ন আমেন কবক	৪০৲
করাচি পুরনিম কাইন	৪০৲
হাবার্ড ভারা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পারল সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুঁড় খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৷৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷৷০
পেরেক	৷৵১০—৷৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্রেট কাটিং বা ফ্লেট কাটা বণ	৩৷০—৩৷৷০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, বোলটু, নাটের	৬৷৷০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৷৷০—৭৷৷০
দুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হাপরণ ৫৵০, পাটের হাপরণ ৬৷০	
তুলার হাপরণ ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৬-৫ বনমালী বাড় লেনোগলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যাপক স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও পেন্সনাদি প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

—

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——::•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পদ্য বা আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ও দর্শনের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ-কর্ত্তৃক ভক্তিশাস্ত্র সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য একুশ বৎসরের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং গবেষক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও তত্ত্বাবলম্বী জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৭৫০ অধ্যায়ের পাদ সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিস্তৃত সূচিপত্র (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা:—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাঁদসড়কে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(•):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	৶০	৶০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲		৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲	
এক কলম ১৫৲	১৩৲		৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১৩৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৫১
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২২ ১১-৩৫ ১৫-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৫-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৫-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৯০

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৭-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—,
শ্রীমায়াপুর

REG NO C [illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে আষাঢ়, ১৩৪৫, ১৬ই জুলাই, ১৯৩৮, শনিবার [১১৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(:০:):(০):—

পিতা-পুত্রের একসঙ্গে পরীক্ষা দান

একই স্থানে পিতা ও পুত্র উভয়েই হাইস্কুলে পরীক্ষা দিয়াছিল। ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পিতা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। যুগের প্রভাব এবং শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একজন মধ্যবয়সী লোক সাবাত আমনাতের জন্য হাইস্কুল পরীক্ষায় পাশ করিতে চাহেন। তাঁহার ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্রের সহিত তিনি গোপনে পাঠাভ্যাস করেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি প্রাইভেট হিসাবে পরীক্ষা দেন এবং তাঁহার পুত্র উনাও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দেয়।

—————

বাঙ্গলা সরকারের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

বিভিন্ন সরকারী বাবসায় বিভাগে যে সমস্ত নূতন লোক নিয়োগ করা হইবে তাহাদের বেতনের হার বর্ত্তমান হার অপেক্ষা অনেক কম করা হইবে বলিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন। পেন্সনের নিয়মেরও নাকি সংশোধন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক উচ্চতন কর্ম্মচারীদের সর্ব্বোচ্চ বেতন ৭৫০৲ টাকা হইতে ৬৫০ টাকা করা হইবে।

এই সমস্ত প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদের সর্ব্বোচ্চ বেতন পূর্ব্বে ৮৫০৲ টাকা ছিল এবং সিলেকশন্ গ্রেডে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত (বিচার বিভাগে ১২০০৲ পর্য্যন্ত) বেতন ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালে সিলেকশন গ্রেড একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয় এবং সর্ব্বোচ্চ বেতন ৮৫০৲ টাকা হইতে ৭৫০৲ টাকা করা হয়।

পেন্সনের নূতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, তদনুসারে যে কোন কর্ম্মচারীকে ২৫ বৎসর চাকুরীর পর পেন্সন দেওয়া যাইবে।

বেতন ও পেন্সনের নিয়ম সম্পর্কে এই সংশোধন প্রস্তাব সরকার মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বিভিন্ন গ্রেডের নিয়ম-কানুন কিরূপ হইবে তাহা স্পেশ্যাল রিট্রেঞ্চমেণ্ট অফিসার মিঃ ই এন ব্ল্যান্ডি স্থির করিবেন।

—————

জাপানের ব্যাপক বিমান আক্রমণ

জাপানীরা বৈদেশিক দূতাবাসসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে বিদেশীদিগকে হাঙ্কাও, সিনিয়াং, কিউকিয়াং, কুলিং ভাকচাং, চাঙশা, চুংও ও ইয়োচাও হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ঐসব স্থানের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ চালাইবেন। বৃটিশ প্রজাদিগকে বৃটিশ গান-বোটে করিয়া কিউকিয়াং হইতে নদীর তিন মাইল উজানে কোন এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

—————

ক্যাণ্টনের উপর বিমান আক্রমণ

অনুমান একমাস কাল নীরব থাকার পর জাপ বোমারু বিমানবহর পুনরায় সহরের উপর হানা দেয় এবং দশ সহস্র ফুট উর্দ্ধে থাকিয়া ৩০টী বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে ২০জন নিহত ও ৩৮ জন জখম হয়।

—————

উচাংএর উপর আক্রমণ

১৮টী বোমারু অভিযান পোত-বিমান ৩০টী সামরিক বিমান সহ উচাংএর উপর হানা দেয় এবং একশত বোমা বর্ষণ করে ফলে ২০০ লোক হতাহত হয়। ছপেন হাসপাতালের উপর বোমা পড়ায় উহার একটি ইমারত ধ্বংস হয়। হাসপাতালের বহু কর্ম্মচারী ও রোগী ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়িয়া নিষ্পেষিত হয়। চারটি মার্কিণ মিশনারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বোমা পড়ে; কিন্তু কোন মার্কিণ প্রজা হতাহত হয় নাই।

বিহার সরকারের বয়ন-শিল্প-বিভাগ

বিহার গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের বয়নশিল্প শাখার তৃতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে তুলার বস্ত্রাদি ও হাতে বুনা বস্ত্রাদির ভাড়ার হার সুবিধাজনকভাবে হ্রাস মঞ্জুর করার জন্য ই আই রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উক্ত সম্মেলনে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বহুল প্রচারের জন্য উক্ত দ্রব্যাদির গুণের প্রতি অধিক যত্ন লইতে হইবে, এবং ডিজাইনের উন্নতি করিতে হইবে এবং নানা প্রকারের দ্রব্যাদি বাজারে বাহির করিতে হইবে। এতৎ সম্পর্কে ভারতসরকারের মঞ্জুরীকৃত দানের অর্দ্ধাংশ বিজ্ঞাপনে ব্যয় করা ও তজ্জন্য বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির সহিত চুক্তি সম্পাদন করা এবং এতৎসম্পর্কে বয়ন-সমিতি পুস্তকাদি এজেণ্টগণের নিকট ও বিভিন্ন ডিপোতে পাঠানোর প্রস্তাবে সভায় তুমুল আলোচনা হয়।

সভাপতি বলেন যে, শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য অর্দ্ধাংশ খরচ করার প্রস্তাবে শিল্প বিভাগ মত দিতে পারেন না। প্রয়োজন অনুসারে সব রকমের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কলে ও হাতে বোনা বস্ত্রাদির মূল্য বিদেশজাত দ্রব্যাদির মূল্যের অনুরূপ পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভবপর কি না তৎসম্পর্কে ব্যবস্থার জন্য পণ্য বিভাগের মার্কেটিং অফিসারকে নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পশমী পুলওভার, ম্যাফলার, শার্ট, কোট প্রভৃতি প্রস্তুতকার্য্য প্রবর্ত্তন করার জন্য সম্মেলন শিল্প-বিভাগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

—————

কলেরায় এক সপ্তাহে ৮১৭ জনের মৃত্যু

যুক্ত প্রদেশে সংক্রামক ব্যাধি বিশেষতঃ কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত ২রা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলেরায় মোট ৮১৭জন মারা গিয়াছে এবং ১৪১০ জন আক্রান্ত হইয়াছে। প্লেগে কাহারো মৃত্যু হয় নাই বটে, তবে ৩জন আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বসন্ত রোগে ১০জনের মৃত্যু হইয়াছে।

—————

পুরী ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনা

কলিকাতায় বি এন রেলওয়ের হেড কোয়ার্টারে সংবাদ আসিয়াছে যে, মঙ্গলবার অপরাহ্নে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় এনং আপ পুরী প্যাসেঞ্জার যখন পুরী ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, তখন ১০খানি ভ্যাগনকে একটি ইঞ্জিন দ্বারা 'সাণ্টিং' করান হইতেছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেণের চতুর্থ 'বগীর' সহিত উহার সংঘর্ষ হয়। ফলে 'বগী' খানির ক্ষতি হয়।

কোন যাত্রী আহত হয় নাই বা রেলপথের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক।. প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। যামুন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭ মুক্তাফলের অপগৌরব (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ মানসজয় ৵০
৪৪ অমৃতকণিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। জীব-শিক্ষামৃতম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৸৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী ৵০
৮৪ শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৬ই জুলাই ইং ১৯৩৮, শনিবার } ১১৭তম সংখ্যা

মহোৎসবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

গত ২৩শে আষাঢ় (১৩৪৫), ৮ই জুলাই (১৯৩৮) শুক্রবার শ্রীশয়ন-একাদশী হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-বিরহোৎসব-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ও নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবকল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাঁহার আদর্শ আচার-প্রচারময় পরমনির্ম্মল ভক্তিগর্ভ চরিত্র ও অবিদ্যাবিনাশী চেতনবাণী অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সুযোগ্য সভাগণ মহামহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনে তৎপর হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সভার অনুগত প্রচারকবর্গ, ত্রিদণ্ডিপাদগণ, সকল ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সমবেত যত্নে উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছি।

উৎসবোপলক্ষে নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও বক্তৃতাদি আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকের পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে মঠসেবক শ্রীপাদ মনোজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের পর পুনরায় বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে মহোদ্দণ্ড কীর্ত্তন-যোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইতেছে। শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ যাযিকানানন্দ ব্রহ্মচারীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর স্বরে দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করিতেছেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতেছে।

অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সাধুসঙ্গ-শ্রবণসদনে সমবেত মঠবাসী ও সজ্জনবৃন্দের নিকট ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সাধকজীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান্ বিষয়ের আলোচনা ও পরিপ্রশ্নমুখে জটিল তত্ত্বসমূহের সুযুক্তি-মূলে সুমীমাংসা করিয়া দিতেছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিপাদগণ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের জীবমঙ্গলকর অতিমর্ত্ত্য অমল চরিত্র ও অমূল্য উপদেশাবলী অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সরল স্নিগ্ধ ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণের আত্মবৃত্তি বিকাশের পরম সুযোগ প্রদান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও প্রচারকবৃন্দ শ্রীমঠে এবং মহানগরীর সর্ব্বত্র কখনও অযাচিতভাবে কখনও বা আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বজীব-হিতকর অমল শিক্ষা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কলিকাতা মহানগরীকে মুখরিত করত নগরবাসীর অবিদ্যাতিমির বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিরাট নগরসংকীর্ত্তন

আগামী ১৭ই জুলাই (১৯৩৮) ১লা শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হইয়া কীর্ত্তনযোগে সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সকলকেই এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

বন্যার জল বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমী শ্রীধাম মায়াপুরে জলপথে যাত্রীদিগের আসিবার অনেকটা সুযোগ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু যাত্রী শ্রীধামে আগমন করিয়া শ্রীধাম দর্শন ও ধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করিবার পরম সুযোগ লাভ করিতেছেন।

শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠে আগত যাত্রিগণের নিকট শ্রীধামতত্ত্ব ও ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা, আদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীব্রজপত্তনে আগত যাত্রিগণের নিকট শ্রীধামের তত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল শিক্ষার কথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রচারক-লিপি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

২৮। যদি কোন গৃহস্থ ভক্ত সেবা-কার্য্যের জন্য মঠে বাস করিবার অনুমতি পান, তাহা হইলেও তিনি মঠের পক্ষ হইতে পরিচালক-স্বরূপ কোন কিছুর প্রত্যাশা করিবেন না।

২৯। অদীক্ষিত কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট-ভাবে অন্ন কোন পারিশ্রমিকের পুষ্টির জন্য মঠে প্রসাদ পাইতে পারিবেন না।

৩০। গৃহস্থ বা অগৃহস্থ সকল ভক্তগণের প্রতিই স্বাভাবিক ও আচরণে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

৩১। আচার্য্যের অনুগত ও তাঁহার বাণীর নিকটস্থ তথা দূরস্থ যাঁহারা সকলকেই যথোচিত সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সেবাবৃত্তিই বিশ্বের একমাত্র আদর্শ এবং সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক।

৩২। 'সকলের সেবা করা' বলিতে আবার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যকে বুঝিতে হইবে না।

৩৩। ভক্তিবিরুদ্ধ বাক্য বা আচরণকারী ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করা প্রচারের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

৩৪। যাঁহারা সদাচার পালন করেন না, তাঁহাদিগকে হরিনাম বা দীক্ষার জন্য অনুরোধ করা উচিত নহে।

৩৫। বাঁধাধরা জনসাধারণকে আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণের জন্য উন্মুখ করাই মিশনের প্রচারকগণের প্রচারের উদ্দেশ্য।

"যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকাল-পক্বতার ফল লাভবানরূপে গ্রহণ করা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ শ্রীধর অধায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

কৃষ্ণের জন্য যাঁহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু যাঁহাদের সম্যক্‌রূপে বিঘ্ন বা অনর্থ নিবৃত্ত হয় নাই, যাঁহারা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই সাধক। কর্ম্মিষ্ঠাদি-কারী যে পর্য্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় প্রেমাধিকারী না হইবেন, সে পর্য্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বিল্বমঙ্গল-তুল্য ব্যক্তিগণই বস্তুতঃ সাধক।

সাধক ও সিদ্ধ এক নহে। যাঁহারা সাংসারিক ক্লেশ অবিজ্ঞাত হইয়া সর্বদা কৃষ্ণাশ্রিত কার্য্য করিয়া থাকেন, এতদ্ব্যতীত আর অন্য কিছুই করেন না, যাঁহারা সর্বতোভাবে প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদ-পরায়ণ তাঁহারাই সিদ্ধ। এই সিদ্ধ দুই প্রকার—সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ আবার দুই প্রকার—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।

যাঁহাদের গুণসমূহ সূর্য্যের ন্যায় নিত্য ও আনন্দস্বরূপ এবং যাঁহারা আপন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ অধিক প্রেমযুক্ত, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥"

গৌরাঙ্গের পার্ষদগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধ—শ্রীল স্বরূপ রূপ-সনাতন শ্রীজীব-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম বিশ্বনাথ বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-প্রভুপাদ-আচার্য্যদেব—সকলেই নিত্যসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই গৌরের নিত্যসঙ্গী, গৌর-বংশধর। শ্রীগুরুদেব—নিত্যসিদ্ধ; তিনি সাধনসিদ্ধ পুরুষ নহেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজনই শ্রীগৌড়ীয়গণের গুরু—তিনিই জগদ্গুরু।

ভক্তিপ্রভাব দ্বারা যাঁহাদের প্রেমোর্ম্মিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের শ্রীচরণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রণত হইলেও যাঁহারা ঐ সকলের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেও ঘৃণাবোধ করেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধনশীল প্রেমোৎফুল্ল হইয়াছে, কৃষ্ণসেবানন্দ-সুধা দ্বারা যাঁহাদের বদন-প্রান্ত মৌন ও অঙ্গ পুলকিত হইয়েছে তাঁহাদিগকেই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সাধনসিদ্ধ বলিয়াছেন।

যাঁহারা সাধন করিতে করিতে গুরুকৃপায় সিদ্ধ হন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। আর যাঁহারা গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক গুরুসেবাদি এমন না করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সাধনবিধিতে যাঁহাদের অঙ্গসমূহের সম্যক্ত্ব দৃষ্ট হয় না, তাঁহারাই কৃপাসিদ্ধ। মার্কণ্ডেয় ঋষিগণ সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন। আর যজ্ঞপত্নীগণ, বিরোচনপুত্র বলি এবং শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ বলিয়া কথিত।

মনের ভাবুকতায় সম্ভোগরসে যে কৃষ্ণের সেবার অভিনয় তাহা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বা কামমাত্র। এই কাল্পনিক চিন্তা বা ভাব কেবল sentimentality মাত্র। আর শুদ্ধ ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম বা বাস্তব ভগবৎপ্রীতি এই মনোধর্ম্মের পরপারে অবস্থিত। স্বরূপসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধভাবের উদয়ে যে সেবা তাহা বিপ্রলম্ভময়েই কৃষ্ণসেবা। তাহাতে সম্ভোগের কোন কথা নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কৃষ্ণবিরহই বাস্তব এবং স্বাভাবিক। স্বরূপসিদ্ধের পরে ও বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এদেহে এই জগতে থাকা পর্য্যন্ত জীবের পক্ষে সম্ভোগরসে কৃষ্ণসেবা স্বাভাবিক ও সম্ভব নহে।

বদ্ধজীব আমরা কায়, মন ও বাক্যকে নিজসুখের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। এই কার্য্য হইতে দেহ, মন ও বাক্যকে তুলিয়া লইয়া ভগবানের সেবার কার্য্যে অর্থাৎ ভগবানের নামপ্রচারে নিযুক্ত করার নামই ত্রিদণ্ড গ্রহণ। এক'দন অবন্তীনগরের জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই ত্রিদণ্ড-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হরিকথা প্রচার ব্যতীত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর অন্য কোনও কার্য্য নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কেবলাদ্বৈতবাদীদিগের উদ্ধারের জন্য বাহিরে একদণ্ডী সন্ন্যাসী সাজিয়া অন্তরে ত্রিদণ্ডীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভু—'এই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ভগবৎসেবার দ্বারা অনায়াসে সংসার মুক্ত হইব'—এই কথা বারবার উল্লেখ পূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ বলিতে লাগিলেন,—'আহা, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ উত্তম কথা বলিতেছেন, কারণ, মুকুন্দ-সেবাতেই সংসার হইতে মুক্ত হইব, সন্ন্যাস দণ্ডাতে নহে। তবে কেবল ইহাতে আশ্রমাশ্রয় করা উচিত। ফলতঃ সন্ন্যাসনিষ্ঠাই উদ্দেশ্য নহে। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া মানসিকী ভগবৎসেবা করাই আমার উচিত'।

শ্রীগুরুদেব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। শ্রীগুরুপ্রদত্ত এই ত্রিদণ্ড যে নারায়ণস্বরূপ তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে একখণ্ড বাঁশের লাঠি মাত্র মনে করিয়া অপরাধের আবাহন করি। এই ত্রিদণ্ডিগণ—বৈষ্ণব। ইঁহারা অন্তরে বাহিরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেহ কিছু বলিলে সহিষ্ণু হইয়া তাহা উপেক্ষা করেন। কিন্তু প্রকৃত সদ্‌গুরু বা প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি কোন লোক মর্য্যাদাহীন বাক্য ব্যবহার বা কোন প্রকারে তাঁহাকে নিন্দা করিলে যদি শিষ্য তাহার প্রতিবাদ না করেন, তাহা হইলে সেই শিষ্যের ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে প্রীতি অথবা বৈষ্ণবতা হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহার কায়মনোবাক্য দণ্ডিত হয় নাই, জানিতে হইবে। আবার অনেকে বাহিরে ত্রিদণ্ডীর বেশ লইয়া অন্তরে রাবণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচার গর্হণীয়। তাঁহারা ত্রিদণ্ডী নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বহু অধ্যায়ে ও অন্যান্য স্থানে এবং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়েও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের কথা আছে। জাবাল উপনিষদের ষষ্ঠখণ্ডে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, ভগবদ্গীতায়, পদ্মপুরাণে, হারীতসংহিতায়, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিষয় লিখিত আছে। মুক্তিকোপনিষদে এবং সাত্বত-সংহিতায় ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসিগণের ১০৮ প্রকার নাম আছে। আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর প্রবর্তিত প্রাচীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু ত্রিদণ্ডী ছিলেন। শ্রীধর স্বামীও সেই বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের একজন ত্রিদণ্ডগোস্বামী। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরও পরবর্ত্তিকালে এই বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়েই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী সকলেই এই ত্রিদণ্ডগ্রহণের অনুমোদন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুগত ব্যক্তিগণ কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ডের প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীনিম্বার্ক স্বামী প্রভৃতি সকলেই ত্রিদণ্ডী ছিলেন।

নীলবর্ণ শৃগাল

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

নীলবর্ণ শৃগালের গল্প অনেকেই অবগত আছেন। পশুকুলের ভিতর শৃগাল অত্যন্ত নিকৃষ্ট পশু; কিন্তু সে অত্যন্ত প্রাকৃত বাহাদুর। স্বকার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে সে অনেক সময় অনেক কৌশলজাল বিস্তার করে। এমন কি, উপযুক্ত সুযোগ পাইলে সে একেবারে পশুরাজের আসনও গ্রহণ করিবার দুষ্পিপাসা দমন করিতে পারে না। কিন্তু 'অতিবাড়' বাড়িতে গিয়া শেষে তাহার অদৃষ্টে ক্ষুদ্রতম সম্মানও লাভ না হইয়া প্রাণনাশ হইয়া থাকে। হিতোপদেশে নীলবর্ণ শৃগালের গল্পপ্রসঙ্গে দুইটী উপদেশ উল্লিখিত হইয়াছে; যথা:—

(১) 'যা'র যাহা নয়, তা'র তাহাতে
　　উচিত নয়কো তাপ।
সত্যপথে থাকলে কিন্তু যায় না কারো
　　কাটা কাণ॥'

(২) 'অতিবাড় বেড়োনা, ঝড়ে ভেঙ্গে
　　যাবে।'

• • •

চণ্ডরব নামক এক শৃগাল ঘুরিতে ঘুরিতে জনৈক রজকের আলয়ে উপনীত হওয়া হঠাৎ তাহাদের নীলজলপরিপূর্ণ বৃহৎ ভাণ্ডের ভিতর পড়িয়া যায়। তাহাতে তাহার সর্বাঙ্গ এমন অদ্ভুত নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল যে, সে নিজকেই নিজে আর চিনিয়া উঠিতে পারে না। তখন তাহার প্রাণে এক দুর্দ্দমনীয় দুষ্পিপাসার উদয় হইল। বহুদিনের সুপ্ত বুভুক্ষা সুযোগ বুঝিয়া প্রবলভাবে মস্তক উত্তোলন করিল। সে তখন চিন্তা করিল, 'অবিজ্ঞ অরণ্যানীর অধিবাসীবৃন্দ উহার পশুরাজগণকে নিজ স্বরূপে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের দুষ্প্রাপ্য আভিজাত্য

ঘুচাইয়া ফেলিব। স্বরূপে অবস্থা গত থাকিয়াও অদ্ভুত নীলবর্ণের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব করিয়া ফেলিব। ঘটিলও তাহাই।

অচিরকালে তাহার অদ্ভুত উজ্জ্বলরূপ পশুরাজসভায় আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে বলিয়া এবং তাহার অত্যদ্ভুত দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় চিরদিন জগতে বিবেচিত থাকিবে বলিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সার্থকভাবে তাহার ঐ দুই অভিলাষও পরিপূরিত হইয়াছিল। কারণ, শ্রীভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু। তাই বলিয়া ক্ষুদ্র ইন্দুরছানা মহাতপা মুনিবরের কৃপায় ব্যাঘ্রে পরিণত হইয়া দুর্বুদ্ধিবশতঃ যদি সেই মুনিকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে 'পুনর্মূষিক:' অবস্থা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। ব্যাঘ্র পর্যন্তও হওয়া চলে, কিন্তু মুনিকে গ্রাস করা চলে না। অধিকন্তু ক্ষুদ্র্ক মন ছাড়াইয়া উঠিলে অবশেষে শেষ পরিণাম [illegible] হয়।

গভীর অরণ্যানীর ভিতর নীলবর্ণ শৃগাল রাজা হইলেন। বড় উদার সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, গণ্ডার, হায়েনা, হরিণ, জিরাফ, আনন্দের সঙ্গেই নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্কোচে নির্বৎসরচিত্তে তাহার আনুগত্যে নিযুক্ত হইল। তাহারা স্বরূপতঃ শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঐ নিকৃষ্টের সেবায় দ্বিধাবোধ করিল না; কারণ, চন্দ্রবর সকলকে বুঝাইয়াছিল, তিনি জগৎ-শ্রেষ্ঠ, ভগবানের শুভ ইচ্ছাতেই তাঁহার সেবাবিধানার্থই সে তাহাদের নিয়ামক হইয়াছে, নতুবা নিজের ব্যক্তিগত কিছু প্রয়োজন তাহার নাই।

সবল সিংহ-ব্যাঘ্রাদিকে চন্দ্রবরের ততটা ভয় ছিল না, যত ভয় ছিল তাহার সমজাতীয় সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অত্যন্ত কূটালবুদ্ধি বংশগত শৃগালগণকে। তাহার চিত্তে শান্তি ছিল না। সতত্ই এক দুশ্চিন্তা—না জানি কখন ঐ দুষ্ট শৃগালবন্ধুগণ তাহার প্রকৃত স্বরূপ পশুরাজসভায় প্রকাশিত করিয়া দেয়। উহাদিগকে চন্দ্রবর ভয়ে মনে মোটেই বিশ্বাস করিত না, পাছে অপ্রকৃত বাক্ত করিয়া দেয় এইজন্য। তবে তবে তাহাদের সঙ্গে মৌখিক মিষ্ট ব্যবহার করিত ও কপট সম্মান দিত। তাহারা ঐ বন্ধুগণ চন্দ্রবরকে মোটেই শ্রদ্ধা করিত না। কিন্তু উপায় নাই—ব্যাঘ্র ভল্লুককে সে কৌশলে হস্তগত করিয়াছে। তাই তাহাদেরই জাত একটা দুর্বৃত্ত পশুর এতাদৃশ অন্তুত সম্মানপ্রাপ্তিতে তাহারা নিরন্তর মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেদের জাতি মহাবিপদ্ সাগরে সমুদ্রে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রবরকে কৌশলে বিনষ্ট করিতে উদ্যোগী হইল। তাহার প্রকৃত স্বরূপ পশুরাজসভায় ব্যক্ত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা সভা পরিত্যাগানন্তর অদূরে চলিয়া গিয়া স্বকার্য্যসাধনে ব্রতী হইল।

সমজাতীয় সমভাবাপন্ন বন্ধুবর্গ একস্থানে মিলিত হওয়ায় তাহাদের উল্লাস শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। বহুদিনের সঙ্কোচের আবরণ খসিয়া পড়িল। প্রাণ খুলিয়া তাহারা 'হুয়া' 'হুয়া' চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহাদের তাণ্ডবনৃত্যে অরণ্যপ্রান্তর মুখরিত হইল। নীলবর্ণ শৃগালের অবস্থা তখন কি হইল? সে সব ভুলিয়া গেল। স্থান, কাল, পাত্র কিছু আর তাহার বিচার রহিল না; আর কি থাকা যায়? কতক্ষণ আর নিজের স্বরূপ আবৃত রাখিবে? বন্ধুগণের প্রাণোন্মাদকারী সুরের ঝঙ্কার তাহার কাল হইল। সে তখন সিংহাসনের বাঘা হইতে প্রাণ নিমজ 'হুয়া' 'হুয়া' রব বাহির করিয়া ফেলিল। পশুরাজসভাকে পিছনে ফেলিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে সে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। কেহই আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। কপট বন্ধুবর্গের আকর্ষণই তাহার কাল হইল। বন্ধুবর্গের স্বরূপ সে পুনঃ পুনঃ অবগত হইয়াও মোহগ্রস্ত হইয়া সব ভুলিয়া গেল, সুরের মাদকতায় মাতিয়া উঠিল। বন্ধুবর্গ যে কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে তাহা সেই অতিচতুর চন্দ্রবরের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করিল না। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। জীবাত্মার যখন ধ্বংসকাল নিকটবর্ত্তী হয় তখন শ্রীগবিন্দ ইচ্ছায় তাহার ঐপ্রকার বুদ্ধি হইয়া পড়ে। শুধু পশুকুল নয়, সর্ব্বত্রই এই বিধান। রাবণেরও যখন সবংশে ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন রামের জোগ্যা সীতাকে হরণ করিবার মত দুর্ম্মতি তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বসিল। অতঃপর নীলবর্ণ শৃগালের পরিণাম কি হইল না বলিলেও সুধীবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন।

কৃষ্ণের কোনও নিগূঢ় মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের জনৈক অপ্রাকৃত বাজিকর শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চন্দ্রবর-সদৃশ জীবাত্মাকেও সংসারাবর্ত্তে আকর্ষণ করিয়া তাহার বাহিরের কুৎসিৎ রূপ আবৃত করিয়া তাহাকে এক অদ্ভুত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, সংসারাব্ধবাসী কনিষ্ঠাধিকারী সকলেই চিনিয়া ফেলিলে এবং অপদস্থ করিলে কৃষ্ণের নিগূঢ় ইচ্ছা পরিপূরণে ব্যাঘাত ঘটিবে। শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ইচ্ছা এবং শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের নিজজনগণ সমস্ত জানিয়াও প্রভুমনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ প্রভুসেবার দাস। প্রভুর যাহাতে সুখ, তাহাই তাঁহাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু কপটতা কতদিন চাপা থাকে, মানুষের নিজ স্বভাব কতদিন ঢাকিয়া রাখিতে পারে। তাই সব প্রকাশ পাইল, ঢর্শের ঢোল বাজিয়া উঠিল। সকল চাতুরী ধরা পড়িল। সেইজন্যই বলিতেছি, ভগবানের কাছে ফাঁকি চলিবে না। সাধু সাবধান!

স্মারকলিপি

[আমাদের বন্ধুবর্গের কেহ কেহ জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্ এ লিখিত 'স্মারকলিপি'টী পুনঃ প্রকাশিত হইল।]

আচার্য্যের একান্ত আনুগত্য

১। তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য না করা।

২। তাঁহার বিচার নির্ব্বিবাদে মান্য করা।

৩। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

৪। কোন কার্য্যের জন্য কোন প্রকার পুরস্কারের আশা না করা।

৫। আচার্য্যের বাণী শ্রবণে অরুচিবিশিষ্ট অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির মনস্তুষ্টিবিধান না করা।

৬। সিদ্ধান্তবিরোধ না করা অথবা অপসিদ্ধান্তের সহিত কোন প্রকার আপোষ না করা।

৭। নিজের অপস্বার্থের (কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা বা অকৃত্রিমাব-প্রশ্রয়ের) জন্য কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ না করা।

৮। ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান করা (এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে।"—সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়।)

৯। ভক্তের সম্মান যাহা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়, তাহা উপেক্ষা করিয়া অভক্তের সম্মান না করা।

১০। আচার্য্যের বাণী আচার্য্য স্বয়ং যেরূপ উপলব্ধি করেন, আমিও তাহা তদ্রূপই বুঝিতে পারি,—এইরূপ কল্পনা না করা।

১১। শ্রীভগবানে যে প্রকার পরা ভক্তি, আচার্য্যদেবেও তদনুরূপ নিষ্কপট ভক্তি করা।

১২। নিজ ভোগ-ত্যাগের অনুসন্ধান বা ফল্গুত্যাগী হইয়া আত্মবিনাশ সাধনে তৎপর না হওয়া বা নির্ব্বিশেষবাদী হওয়া না হওয়া।

১৩। অতএব কোন ব্যক্তি আচার্য্যবাণীর মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে পারেন, এই প্রকার কল্পনা না করা এবং ইহা সর্ব্বদা অস্বীকার করা।

১৪। সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবার সুযোগ অন্বেষণ করা এবং তাঁহাদের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণের জন্য উদ্গ্রীব থাকা।

১৫। গুরুগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অথবা তাঁহাদের বিনা আদেশে কোন প্রকার বাক্য উচ্চারণ না করা।

১৬। ভক্তি-বিষয়ক বা সিদ্ধান্ত-বিষয়ক কোন কথা লইয়া পরিহাস না করা এবং তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা অথবা ঐ প্রকার অবজ্ঞা-সূচক বাক্য শ্রবণ না করা।

১৭। ভক্তিবিরুদ্ধ কোন আচরণ বা বাক্যের সমর্থন না করা।

১৮। আচার্য্যসেবা বিষয়ে গুরুগণের নিকট নিষ্কপটে সকল কথা বলা।

১৯। নিজের জন্য কোন প্রকার সম্মান গ্রহণ না করা এবং যাহারা আচার্য্যের প্রতি সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের প্রদর্শিত সম্মান হইতে দূরে অবস্থান করা।

২০। আচার্য্যের সেবার যোগ্য হইবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা।

২১। কাহারও বাক্য বা আচরণে ভক্তি-বিরুদ্ধ কোন প্রকার ব্যবহার লক্ষ্য করিলে তাহা আচার্য্যচরণে নিবেদন করা এবং যতদিন ঐ ব্যক্তি সংশোধিত না হয়, ততদিন তাহার সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করা।

২২। অনৈতিক কোন ব্যক্তি আচার্য্যের সেবা পাইতে পারেন, এইরূপ ধারণা পোষণ না করা।

২৩। ভক্তগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য আচার্য্য বৈষ্ণবে যে সকল কথা বলেন, তাহা ভুল না বুঝা।

২৪। আচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য এই যে,—আচার্য্যের বাক্য এবং আচরণ বুঝিতে কাহারও কোন প্রকার ভুল না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। আচার্য্য তাঁহার নিজ আচরণের কথা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করেন না। আচার্য্য কখনও নিজেকে "প্রভু" বলিয়া অভিমান করেন না; তিনি সর্ব্বদা নিজেকে কৃষ্ণদাসের অনুদাসানুদাস বলিয়া অভিমান করেন।

২৫। প্রাকৃত চিন্তা অথবা প্রাকৃত ব্যবহার অপ্রাকৃতের সেবা কখনই হয় না, ইহা ভুলিয়া না যাওয়া।

২৬। সাক্ষাৎ বাস্তব নিয়ামক একমাত্র আচার্য্যদেবেই সংরক্ষিত।

২৭। মুমুক্ষুত্যাগী ব্যতীত কেহই সাধারণতঃ মঠে থাকিতে পারিবেন না।

(অতঃপর ৯ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত, [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয়ের [illegible] আছেন। [illegible] বর্ত্তমান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতকৃপানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) পদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং কাডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ওয়েভেল রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) মাধবানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রসুলপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবুরহুদা, পোঃ চিরুগুডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং পিটিইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

দাদখানি	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫
কাটারিভোগ	৭-৭।০
ধানতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪/০
ঐ পুরাতন	৫
কোয়ালিটি	৫
সিদ্ধ বেগুন	৩৸/০

আতপ—

নূতন আতপ	৪—৪।০
পেশোয়ারী	১০-১০।০
ধানতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাদশাহি	৫-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭
ঐ বেগুন	৩/০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার দরের সময়—	৪১

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷/০
হরিপুর ১০০০ নং	১০/০
বাকরেজা দানা	৯।
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর দাল	৭৷/০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২
চান্দিবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

লেটেস্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৵০
দুর্গাপুরের ঐ	৬—৬৵০
হাওড়া ঐ	৫৷/০—৫৸০
সুজী	৬—৬৵০
ঘুগনী (বি)	৫৸০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸/০
আলাউ	১৷/০—১৸০
ভূষি	১৷/০—১৷/০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭
গ্রামবীজ	৫৭
কুমুদেশ্বরী	৪০
কুমী	৪৫
প্যাকেট	৫৪

ডাল	৪০
বাছুরে	৩৩
খাস্তা ঘ্রাত্তা	৫১৸০
২৬ গেজ—	১১৸০
গ্যাঃ কাঁটা ২৪—৩০ গেজ	১০

তুলোর দর

আমের মোলায় কাইন	৫৪
পিটি ন আমের কুরক	৫০
কয়াটি খুরেলির কাইন	৪০
হাবার্ট ভাষা	৫৩
ঐ কাইন	৫১

বেনেতি মশলা

প্রতি মণ

পাতলা সাও	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	৭।০
গুড়ি খয়ের	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লোহা ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (কড়েই বা বীম)

মার্কা	৮—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড কড়েই বীম সব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ কড়েই (বীম)	৮।০—১০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।০

২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৸/০
২৪ গেজ—	১১৸/০
২৬ গেজ—	১২৸/
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।/১০—৸/০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
মোট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
গাদি কাটিং ০—১ ফুট লম্বা	
৫।০—৬।০ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯—১০	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ইত্যাদি	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
বড় ইস্পাত আসল ২৫	নকল ২৩।০
চটকলের হাপরশ ৫৵০, পাটের হাপরশ ৬।০	
তুলার হাপরশ ৪।০	

সৌজন্যে আসমান অধিকারী
এণ্ড সন্স লিঃ
১৩-৫ বনফিল্ড লেন গোডাউন, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(১০ঃ)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—॥০॥—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিরীহ ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২ স্থলে

মাত্র ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—————::(০)::—————

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারিচায়ক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

—————

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

————:(০):————

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৶	।০	
ঐ ঐ ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
ঐ সিকি কলম ১৫৲	১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
ঐ এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ঐ	৫৲
ত্রৈমাসিক ঐ	৩।০
মাসিক ঐ	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৯
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩-৪৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৭

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৪৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২১-৭ ২৩-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৬-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৬-৫৪ ১৭-৫১
(বদল) ১৬-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৯-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১৮ই জুলাই, ১৯৩৮, সোমবার [১১৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(০০):(০):—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ভাইস-চ্যান্সেলার

বিচারপতি মিঃ নাসিম আলি, বিচারপতি মিঃ খন্দকার এবং অবসর-প্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ সম্পর্কে এই তিনজনের নাম শোনা যাইতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে মন্ত্রিসভার সমর্থনকারীরা খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের নামও প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপন করিলে তাহাতে কতকগুলি অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উপরিউক্ত তিনজনের মধ্যে বিচারপতি নাসিম আলীর নিয়োগেরই সম্ভাবনা বেশী।

আগামী সপ্তাহে সমস্ত মন্ত্রীরা ঢাকায় উপস্থিত হইবেন। মন্ত্রিসভার পরবর্ত্তী বৈঠকে নিয়োগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

———

ভারতে প্রস্তুত শিশি বোতল

ভারতে প্রস্তুত কাচের শিশি বোতল এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে ও মিউনিসিপ্যাল চিকিৎসাগারসমূহে ব্যবহারের জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এতদসহ ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভারতে প্রস্তুত শিশি বোতল আমদানী প্রস্তুত শিশি বোতলের প্রায় সমকক্ষ হইলে তবেই উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি ভারতে কাচশিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ভারতে প্রস্তুত কাচের শিশি বোতল কোন অংশেই বিদেশী মালের তুলনায় হীন নহে বলিয়া তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন।

———

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপকের মৃত্যু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পোষ্ট গ্রাজুয়েট' বিভাগের আরবী ভাষার অধ্যাপক ভাইকাউণ্ট গলার্জ্জা কালিম্পংএ মারা গিয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন।

পরলোকগত ভাইকাউণ্ট গলার্জ্জা স্পেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। স্পেনের অভিজাত সম্প্রদায়ের গতানুগতিকতা তাঁহার অসহ্য হওয়ায় তিনি মিশরে চলিয়া যান এবং কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি আরবী ও ইসলাম দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি স্বর্গীয় আলো (হোলি লাইট) নামে এক নূতন মত প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার নাম হয় ভাইকাউণ্ট লাগী ম্লাম হোলি লাইট

১৯৩১ সালে তাঁহাকে কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ত্যাগ করিতে হয়, কেননা সে সময় মিশরবাসী ছাড়া অন্য লোককে কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা নিষিদ্ধ হয় তৎপর তিনি ঐ স্থান হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতায় সেণ্ট পল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রীজের সঙ্গে থাকিতেন।

ভাইকাউণ্ট গলার্জ্জা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিতেন। তিনি ঈশ্বরচিন্তাতেই দিনের অধিক সময় কাটাইতেন। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর ও অতি মধুর ছিল। তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি একজন বিশেষ বিদ্বান লোক ছিলেন এবং ইউরোপীয় ৮।৯টি ভাষা জানিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

———

মাদ্রাজের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, উপরওয়ালা কর্ম্মচারীদের মফঃস্বল সফরকালে তাঁহাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করার অজুহাতে অধস্তন কর্ম্মচারিগণ গ্রামের লোকদের নিকট হইতে অর্থ এবং জিনিষপত্র আদায় করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রকারে অর্থ ইত্যাদি আদায় রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে

ঝাঁসীতে বন বিভাগীয় আইন অমান্য

ঝাঁসী জেলার অন্তর্গত পালী গ্রামের তিন হাজার প্রজা কুঠার হস্তে মিছিল করিয়া একটি নিষিদ্ধ বনে কাঠ কাটিতে যায়। তাহাদের মধ্যে প্রায় আড়াই শত স্ত্রীলোক ছিল।

প্রকাশ যে, পূর্ব্বে এই গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে এক চরম পত্র প্রেরণ করা হয় যে, ১১ই জুলাই-এর মধ্যে যদি তাঁহারা জমিদারদের বিরুদ্ধে আনীত কতকগুলি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন না বসান এবং নিষিদ্ধ অঞ্চল হইতে কাঠ কাটিতে অনুমতি না দেন, তবে তাহারা সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবে।

ললিতপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছিল যে, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ [illegible] করিয়া বিরোধের মিটমাট করিয়া ফেলিতে বলিয়াছেন; সুতরাং প্রজারা যেন সত্যাগ্রহে যোগ না দেয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

সত্যাগ্রহীদের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছে। পক্ষান্তরে জমিদারেরা গবর্ণরের ঝাঁসীতে উপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহাদের বক্তব্য তাঁহাকে জানাইবেন।

আরও প্রকাশ এই যে, তথাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রও সত্যাগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ অনশন অবলম্বন করিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে এই গোলযোগের সূত্রপাত হয় এবং প্রজারা নিষিদ্ধ অঞ্চল হইতে কাঠ কাটিতে উদ্যত হয়। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তখন কর্ত্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারী করেন এবং উভয় পক্ষেরই কাঠ কাটা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন; কিন্তু কমিটির চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আদর্শ
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলটিকা গুণলেশসূচকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্-নর্ণয় ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৶০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৶০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্চ্চণকণ্ঠ ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্ঠ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পূর্বাপর্ব-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪ ভজনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবপঞ্চকঃ ৶০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডার অফ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৶০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। ঠিন্নেট্রিক এক্সার্ড ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। শ্রোরাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইন্‌ফ্রাক্টিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লাইড জিনোলজি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৶০
৮৪। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

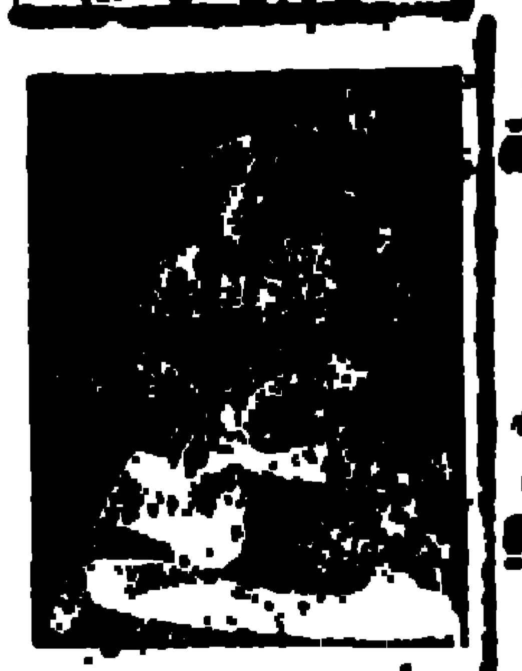

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৮ই জুলাই ইং ১৯৩৮, সোমবার } ১১৮৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মতোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তি ময়ূখ প্রভু গত ১৫ই জুলাই শুক্রবার অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে বলেন— শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক নিঃসন্দেহে তাঁহাদের সম্পূর্ণ আনুগত্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব না। এই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবনিরূপণ ও তাহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া কিন্তু একমাত্র শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের কৃপা সাপেক্ষ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সন্দেহ থাকিলে অচল ব্রহ্মরূপী শ্রীহরিতে ও বৈষ্ণবগণে নারকীয় চিন্তাধারা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। তজ্জন্য সচল ব্রহ্মরূপী সেবক ভগবান্ কপটতাবর্জ্জিত শ্রীআচার্য্যদেবে কোন-প্রকারের সন্দেহ বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা একদলের গড্ডালিকা, সাজান, দুষ্ট বা সাধনসিদ্ধ এই প্রকারের কল্পনামূলক দুর্ব্বুদ্ধি উৎপাদনকারী মনের সম্মার্জ্জনী বা চর্ম্মপাদুকা দ্বারা উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতে করিতে তাহাতে নিষ্কপট শ্রদ্ধা বুদ্ধি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই মঙ্গলকামী আমাদের শ্রীহরিভজনলালসা সম্পূরণের একমাত্র চরম উপায়। তদ্ব্যতীত আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কোনটীই তত্ত্বতঃ কি বস্তু তাহা অনুবিজ্ঞাত না হইয়া কেবল শরীর পুষ্টিতে ব্যস্ত থাকিয়া নাস্তিক হইয়া পড়িব ও ভক্তের সহিত অভক্তের সমজ্ঞানে অবশেষে অসুরবিগ্রহ লাভ করিব। অতএব 'সদা [illegible] গুরু [illegible]' এই প্রবন্ধবাক্য আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া, আমাদের প্রশংসা শ্রবণে আনন্দ ও বৈষ্ণবের শাসনে স্বভাবতঃ ক্রোধোদয় হয় কেন, ইত্যাদি প্রশ্নের সকল সরল যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তমূলক মীমাংসা ও শরণাগতের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। আমরা সকলেই সুখকে আমাদের অধীন করিতে চাই, কিন্তু সুখ আমাদের অধীন নহে, তিনি নিত্যসুখস্বরূপ ভগবানের অধীন, আমরা যদি সুখস্বরূপিণী হ্লাদিনীর অধীন হই, অর্থাৎ তাঁহাকে ভোগ করিবার আশা পরিত্যাগ করি, তবেই আমরাও তাঁহার আনুগত্যে সুখভোগতত্ত্বের সেবা লাভ করিতে পারিব। ভোগের স্পৃহাই অভক্তি ও দুঃখবর্দ্ধক, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রেমানন্দরূপী, তাঁহার সেবায় নিরত নিযুক্ত থাকিবার স্পৃহা যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই ঐ সমস্ত অন্যাভিলাষ দূর হইবে। কয়েক দিবস যাবৎ প্রত্যহই তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে এই প্রকারের বহু গবেষণাপূর্ণ সন্দেহনিরসনকারিণী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলেরই বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহই প্রাতে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে উপদেশসমূহের আলোচনা, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তনাদি হইতেছে। গত ১৫ই জুলাই প্রাতে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' পাঠ-প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে জীবের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ, তাহাদের কর্ত্তব্য ও আচরণ এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে সংসারাসক্ত জীবের মুক্তিলাভ প্রভৃতি বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে 'কামাদীনাং কতি ন কতিধা...যাতা নিযুক্ত [illegible]" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ অবধগোবিন্দ ভক্তি-[illegible] হইতে আচার্য্যপাদপদ্মে দৃঢ়তাই ইহজগতে আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় ও অনর্থবিনাশের মূল, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই আমরা অসৎসঙ্গের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা করেন।

রাত্রিতে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধের নবযোগেন্দ্র-সংবাদ হইতে মহাভাগবতের লক্ষণ ও তাঁহার বিচার আলোচনামুখে মহাভাগবত, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, কপটতাবর্জ্জিত আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অবতার শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের বাণীর অনুগত হওয়ার একান্ত আবশ্যকতা, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার অনুগতগণের প্রতি কৃপাবারিবর্ষণ, ইহা অবিতর্কিত সত্য, এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকার নামই নিষ্ঠা, তাঁহার বাণী বা আদেশ পালন না করিয়া মঠবাস বা চিরানুশীলন, আমার শরীর বা মনের অনুমোদিত সুবিধার দিকে চাহিয়া ভজনপ্রণালীবিহীন আনুগত্য বা চিরানুশীলন নহে, পরন্তু তাহা শরীরপুষ্টি বা [illegible]। 'আমি বৈষ্ণবদাস, আচার্য্য-পাদপদ্মের বিক্রীত পশু', ইহা শুধু পরোপদেশ-কালেই আবৃত্তির বিষয় না হইয়া সর্ব্বাবস্থায় নিরন্তর সেই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার তীব্র পিপাসা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া, নিজের অযোগ্যতার কথা [illegible] করিয়া গুরুবর্গের নিকট কাতরভাবে ক্রন্দন করিয়া কৃপা প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুগামী [illegible] আমাদের [illegible] চেষ্টা অর্থাৎ [illegible] না করিয়া [illegible] থাকা বা অসৎসঙ্গস্পৃহা, আমাদের লোক-দেখান সকল চেষ্টা যাঁহারা দেখিতেছেন এই বিচার থাকিলে আমরা ক্রমশঃ সংযত হইব, সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইব, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করিতে পারিব ও আমাদের জীবন সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এই সমস্ত বিষয় অতি প্রাঞ্জলভাষায় আলোচনা করিয়া পণ্ডিতজী সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত [illegible] পাড়ার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ৩রা জুলাই ১৮ই আষাঢ় রবিবার শ্রীযুক্ত [illegible] পণ্ডিত [illegible] ইন্‌স্পেক্টরের [illegible] গৃহে [illegible] করেন [illegible] অধিকারী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পর [illegible] প্রকাশকের প্রতি কৃপা-[illegible] বিষয় বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"আমরা সংসারের সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ, সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ শ্রীধর সর্ব্বাণি সপ্তম গৌরাব্দ ৪৫২

পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

সাধুগণের সন্তোষ বিধান করাই পারমার্থিক পত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন, তাহা হইলে পারমার্থিকপত্রের সত্তা [illegible] রক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টিবিধান করিতে অসাধুর প্রাণ কাঁদিবার সম্ভাবনাস্থলে পারমার্থিক পত্রিকা অপ্রস্তুত থাকেন। অন্তর্জগতে যাহারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমার্থিক পত্র অসমর্থ। সাধুর বেশে অনেকে সাধুর ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বহির্ম্মুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সাধু নিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত জগৎসমূহকে সত্য করিয়া নিরপেক্ষ-সত্য আচ্ছাদন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরম-সত্যবস্তু। সেই সত্যবস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি স্বয়ং প্রাকৃত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদ-পদ্ম হইতে দূরে থাকেন এবং মিথ্যা কুযুক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করেন, তিনি সজ্জন-তোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচারপ্রণালী ও অনুষ্ঠান-সমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তদ্রূপ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শ্রীপত্রিকা শুদ্ধভক্তিপ্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গলবিধান করেন। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধ-হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পারমার্থিক সাময়িকপত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাগ-ভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিরস্ত হইবেন, এইরূপ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। পারমার্থিকপত্র মহাজনগণের পথের অনুসরণই "পরধর্ম্ম" বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন,—'কালঃ কলিঃ' অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ বিপর্য্যস্ত করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে সতৃষ্ণ লোকসংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণসুখে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটি প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভক্তসম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামিগণের মতের বিরুদ্ধ অপ্রাকৃত হরিজনকে প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়েন।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীব প্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলিয়া বৃন্দাবনের কথা এবং কল্পিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

অন্যায়ের প্রশ্রয়সূত্র হৃদয়ে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির বহুলোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা নির্ব্বিশেষ চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অন্যাভিলাষিতা হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই সকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত হওয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অভক্তির গৌণ চেষ্টায় অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয় ব্যাপার, সেইখানেই হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণেতর অসদ্বস্তুসেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সমজ্ঞান করিয়া অন্যাশ্রয়াদিক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেন না আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্মবিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন।

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ ১২)

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূলবস্তু। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকল্পোদ্দেশে কৃষ্ণেতর বিষয়ক যাঁর চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের সব চেষ্টাকে আমরা আদর করিতে পারি না। প্রাকৃত অর্থ লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশসমূহে অসংখ্যস্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধনকারক প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা, কাঞ্চন প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া চরিত্রতন্ত্র সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অধঃপতনাচ্য বিষয়ী হইব।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ছলমাত্র প্রদর্শন করেন, তাহাকে শুদ্ধভক্তগণ সিদ্ধান্তক বলেন। সিদ্ধান্তকগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দর্শনে এক হইলেও শুদ্ধ আসল, সিদ্ধান্ত—ভেকী। নকল বা সিদ্ধান্তক কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোকবঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। মুমুক্ষুর উদাহরণস্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সত্যস্বরূপবাণীপ্রভ বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদ্গ্রস্ত, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতের পূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব-দাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগতাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া ভক্তির কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহারা তীব্র সমালোচনায় তীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণহীন অভক্তগণের হৃদ্পুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষণী বিষয়সবাহিনী সাময়িক পত্রিকা মাত্র নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা কলিহতচিত্ত জীবের শুভপ্রাপ্তির জন্য দয়াপরবশ হইয়া কীর্ত্তনোদ্দেশে 'তোষণী' প্রকট করিয়াছিলেন। বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনাম ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃতচিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত-চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স্ লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়ান্ধ সিদ্ধান্তকগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণ-বাণীকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়-সুখের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন; শুদ্ধ হরিকথাপ্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃত-সাহজিক তাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

সজ্জনের ধর্ম্ম সজ্জনকেই তুষ্ট করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপট্যসংরক্ষণের জন্য সজ্জনতোষণী নহেন। "যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্" শ্লোক, "কর্ম্মী, জ্ঞানী, সিদ্ধান্তক কপট-বৈষ্ণব-বেশে" প্রভৃতি পদ, "বাহ্যান্তরয়োঃ সমং বঞ্চ কথা স্বীকারবে বৈষ্ণবান্"—এই মহাপ্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটিগণের বজ্রসদৃশ, কিন্তু অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য-চেষ্টা-নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা বলেন,—শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না; কেন না তাহাতে পরচর্চ্চা হয়, তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমদাচার্য্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রাতিকূল্য-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অন্যাভিলাষে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে "পরচর্চ্চা" বলিয়া

কিন্তু হইলেও অসৎ-বিষয়ে না করিয়া কৃষ্ণাহ-ভীদের কথা বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসৎ-বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-সেবার কথা বলেন, অনর্থের যাথিক কথা-মাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটি-দল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থনিবৃত্তি মুখে থাকায় করিয়া অনর্থে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটি-দল বলেন,—অনর্থনিবৃত্তি যাবৎ অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সমুদ্ভবে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরিভজন করিলেও স্বভাবতঃ তাহার অনর্থ যাইবে; কিন্তু বাস্তব অর্থরূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন সংজ্ঞা দান দিয়াছে, সেই অনর্থের চৌর্য্যকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতা আশ্রয়ে পিচ্ছিলচক্ষু ভাবাবৎ প্রকৃতি জানিলে কি প্রকারে বস্তু দর্শ প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। বাস্তবান-মুক্ত কপটতায় কখনও কোন ফল হয় না, ইহাই শ্রী শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত চিত্তবৃত্তির পোষক সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না। উহা তাঁহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল-মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা (সজ্জনতোষণী) অনুক্ষণ পাঠ করুন এবং প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে ভক্তিবিরোধী জানুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। প্রাকৃত দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিষয় ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িকপত্র প্রচার ও পাঠ করুন। বিষয়িগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক, তথাপি শুদ্ধভক্ত ভক্তিকপণ ভুলিয়াও কখনই হাঁকেন না।

"শীত বাত উষ্ণ জানে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—একথা পরম সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব গুরুবর্গের অসম্মাননা দেখিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক, 'নদীয়াপ্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশুদ্ধ গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়। তাসবজ্জনীয় পরম সাধু, কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মাননা দেখিলে কোন ভগবদ্ভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে।" ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্তব্য। এই কৃষ্ণবিমুখতাই বর্তমান প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। বৈষ্ণবের গুরুদ্রোহে এরূপ অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট শিক্ষা

পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলানামে এক বেশ্যা বাস করিত। সেই স্বৈরিণী পথিক কান্তকে স্বীয় রতিগৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকিত। সেই অর্থলুব্ধা কামুকী পথিমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক এক করিয়া সকলের প্রতি "ইনি ধনবান্, ইনি আমাকে ধন দিবেন" প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিত। কোন একদিন সেই সঙ্কেতোপ-জীবিনী বেশ্যা এইরূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয় গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল—"অন্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বহু ধনদানপূর্ব্বক ভজনা করিবেন।" এইরূপ দুরাশাবশতঃ নিদ্রাশূন্য হইয়া দ্বারে প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। ধনাশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজনিত বাসনাহেতু নির্বেদ আসিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইল।

বৈরাগ্যই পুরুষদিগের আশাপাশ ছেদনের অসি স্বরূপ, অসঞ্জাতবৈরাগ্য ভোগী ব্যক্তির আশাপাশ ছেদন করিবার অন্য উপায় নাই। পিঙ্গলা কহিল, 'হায়! আমি কি বিবেকশূন্য, আমি মোহবশতঃ অজিতাত্মা মূর্খের ন্যায় অতি তুচ্ছ ও অসৎ কাম পুরুষগণের নিকট হইতে কাম্যধন কামনা করিতেছি। হায়! আমি অন্তরে রতিপ্রদ ও বিত্তপ্রদ এই নিত্য সৎপদার্থের নিকট পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কাম অর্পণ এবং দুঃখ, ভয়, শোক ও পীড়াপ্রদ অতি তুচ্ছ পুরুষগণকে ভজনা করিতেছিলাম। হায়! এতকাল আমি অতি কষ্টদায় গণিকাবৃত্তির দ্বারা আত্মাকে বৃথা পরিতাপিত করিয়াছি, আমি স্ত্রৈণের ন্যায় লম্পট অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষগণ হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির আশা করিতেছিলাম। হায়! হায়! বংশনাড়ী সদৃশ অস্থি নির্ম্মিত, ত্বক্, রোম, নখাগ্র দ্বারা আবৃত এবং নিবদ্ধ স্রোত-ক্লেদ, বিষ্ঠা মূত্র পূর্ণিত নবদ্বারযুক্ত অতি ঘৃণ্য এই কায় শরীরকে আমা ব্যতীত আর কে আপন করিয়া থাকে? (ভাঃ ১১।৮।৩৪)

হায়! হায়! আমি আত্মপ্রদ অচ্যুতভিন্ন অপর দৈব পুরুষের নিকট কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি। অহো! ধিক্ আমাকে! এই বিদেহ নগরে কেবল একা আমিই মূঢ়া ও অসতী।"

"শরীরীদিগের আত্মস্বরূপ ও প্রিয়তম সুহৃৎ ঈশ্বরের নিকট এই দেহ-গেহ নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব। কাম্য বিষয়-সকল, কামদাতা নরসকল এবং কালাধীন দেবতাবৃন্দ সকলই অনিত্য। ইহারা কামিনীগণের কোন প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ নহে, কেবল একমাত্র বিষ্ণুই ইহলোকে ও পরলোকে সকল সুখ বিধান করিতে পারেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আমার কোন সুকৃতিফলে ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ, এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেইদিন ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"হে রাজন্, প্রাসাদে স্বীয় সদনে শ্রীদত্তাত্রেয় মুনিকে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে দেখিয়া পিঙ্গলা বলিয়াছিল 'হে বিষ্ণো! প্রণম্য প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমার ভবন পবিত্র করুন, এখানে অবস্থান পূর্ব্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন' এই বলিয়া পিঙ্গলা সেই স্থান মার্জ্জন-[illegible] তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপাবলেই একান্তমুখী বিরক্তি ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিল।" পিঙ্গলা বলিল,—'যদি আমি মন্দভাগিনী হইতাম, তাহা হইলে এ বৈরাগ্য যথাঃ পুরুষগণ পুত্র, কলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার আশ্রয় করে, সেই সুখপ্রদ বৈরাগ্য আমার কখনই আসিয়া উপস্থিত হইত না। শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত এই নির্বেদ অনুগ্রহ আমি মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্য-ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম; আমি যথালাভে জীবিকা-নির্বাহ পূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে প্রসন্ন মনে সেই আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিহার করিব। আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছি, ইহার কারণ, সংসারকূপে পতিত, বিষয় মোহে অন্ধ এবং কালসর্পকর্তৃক আক্রান্ত এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জীব যখন এজগৎকে কালসর্পগ্রস্তরূপে দর্শন করে তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল বিষয়ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং ভগবানের অনুগ্রহে তখন প্রভাবে আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'পিঙ্গলা এইরূপ বৈরাগ্য আশাপূর্ব্বক কান্তকামনিত দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকান্তৈকনিষ্ঠারূপ পরমশান্তি লাভ করিয়াছিল। হে রাজন্—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং
পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ
পিঙ্গলা॥
(ভাঃ ১১।৮।৪৪)

অতএব একমাত্র ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথাও শান্তি নাই, ইহা নিশ্চয় পূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে অবলম্বন করিবেন।

মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

হরিণের নিকট শিক্ষা

প্রাকৃত পদ্যগীতি আসক্তি সর্ব্বনাশের হেতু, ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিবে। ভক্তসেবক সাধু-মুখনিঃসৃত ভগবৎকীর্ত্তন ব্যতীত কখনও গ্রাম্যগীত শ্রবণ করিবেন না। যদি করেন, তবে ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীগর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও বারবিলাসিনী বারাঙ্গনাগণের গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছিলেন।

মৎস্যের নিকট শিক্ষা

অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি অতিশয় লোভকারী, দুর্জ্জয় জিহ্বালোলের বশবর্ত্তী হইয়া বড়িশ-বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ
পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥
(ভাঃ ১১।৮।২১)

অর্থাৎ পুরুষ যে কাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, সে কাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়বিজয়ী গোস্বামী-পদবাচ্য। কেন না, যদি আহার পরিত্যাগ করা যায়, তবে অন্য ইন্দ্রিয় জয় করা যায় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে; আবার যদি আহার করা যায় তবে রসনা-সঙ্গেতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়; সুতরাং রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়।

এই রসনা জয়ের একমাত্র সদুপায়—(১) রসনার দ্বারা [illegible] উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন [illegible] সেবা করিবেন। [illegible] গুরু-কৃষ্ণের আস্বাদন [illegible] এই অপ্রাকৃত [illegible] সেবন করিবেন। [illegible] কথা বলিয়াছেন—

"[illegible]"
[illegible] পৌঃ ২।৫৩

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন প্রকাশ-মন্দির আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালী ... চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... বাং ... ৪৩১৪

... শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ ... শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ... প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউডাঙ্গা – (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) প্রাণঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) সুন্দা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ বারদী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ... রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেশগ্রামী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালাহিল বিন্‌ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-ভবন

পোঃ মজঃফরপুর, পাঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঞ্চিনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সাতু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রানীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরুগুলা, পোঃ চিরকুলা, (মাদ্রাজ)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ডিলাইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ল্সকোর্ট

ব্রম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বাবুঘাট ... লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
ধাঁকুলনী	৫।০
বাগড়া নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ঝাড়ে কোরাসিডি	৬৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
ধাঁকুলনী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বারাণি	৮৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

পাটের দর

আবগে—	৪০৸০
ডিজগ—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵০
বাঁকুড় ১০০০ নং	১০৵০
নারকেলা গাছা	৯।
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	৩৪।০
মডেল	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

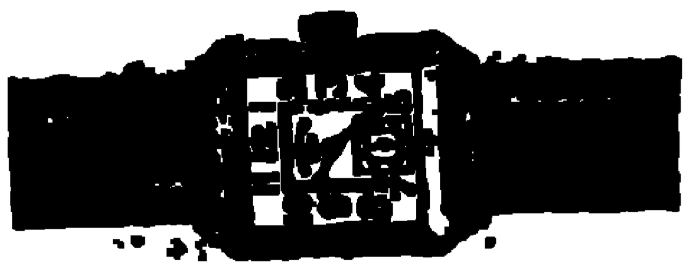

কোয়ালিটি সিভার ওয়াচ

মূল্য মাত্র ২৷৵ আনা

ফেন্সি সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ, পেশ, মজবুত নিকেলযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ঘড়ি সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত সুপিরিয়র মূল্য ২৸০, রেডিয়ামযুক্ত ৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, অয়েলসহ নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲ পাঁচ বৎসরের গ্যারাণ্টি। পোষ্টেজ ৸৵০ তিনটা একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)

পোঃ বক্স ১২২০৪—কলিকাতা।

তাম	৬৲
কাঁসুন	৬৬৲
ঢাকা সীসা	৫১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

ফুলের দর

অচেন সোনার কাইর	৫৪৲
গিল্টি আমেরিকান	৮৲
কয়েকটি ফুলিং কাইর	৪০৲
চাঁদাগঁ কাবা	৫৫৲
ঐ কাইর	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকন গাছ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	৭।০
শুটি বরিবন	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি প্যাটার্ণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান বেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৩।০—৩৸০
গা টি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, বোলটু, গয়রে	৬।০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কংক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

চটকলের কানস্তা ৫৵০, পাটের কানস্তা ৬।০ জুলার কানস্তা ৪।০।

অক্ষয়কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ বনফিল্ড লেন কোম্পানী, বড়বাজার কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব্ লেট বি. সরকার

এবং ম্যানুফ্যাক্চারিং গিনি সোণার অলঙ্কার ও রোপার বাসন নির্মাতা

পুরাতন সোণার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়। মজুরী সুলভ

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ হাল ফ্যাশনের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৩-এ, কাশিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত সাধারণ এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন ও আপনার অভিজ্ঞতা জানাইয়া দিন। মূল্য বড় শিশি ৸০ ছোট শিশি ৷৵০ আমরা জানা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেথুয়া ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সুধীগণই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরিব্রাজকাচার্য্য সু-লেখক "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং নিপুণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষে ... সূচীপত্র ... Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ (টাকা) টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

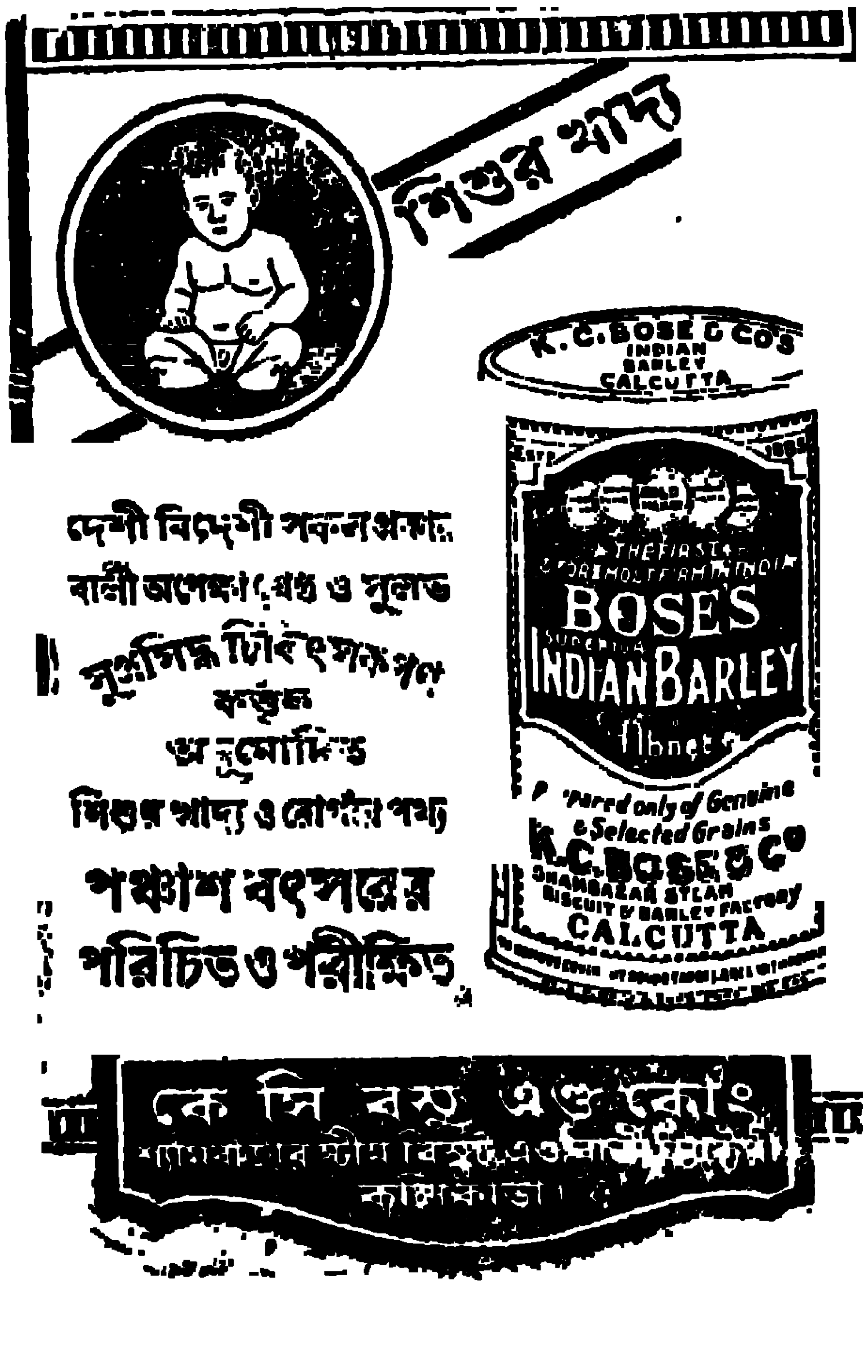

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।✓০	।✓০	।০
„ „ হাফ	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	২৲	২৲	২৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার.

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক „	৫৲
ত্রৈমাসিক „	৩।০
মাসিক „	১৲

প্রতি সংখ্যা ✓৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৪

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৪৭
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-৭ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১৯শে জুলাই, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১১৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

ব্রিটেনের শক্তি-বৃদ্ধির আয়োজন

বার্মিংহামে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের নূতন বিমান কারখানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া স্যর কিংসলি উড ঘোষণা করেন যে, ইহা সত্য যে, বিমান-বিভাগ এক সহস্র ক্রু-স্পিটফায়ার সামরিক বিমান নির্ম্মাণের জন্য লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের কারখানায় একটী জরুরী অর্ডার দিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, এরূপ বিরাট অর্ডার আর কখনও দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান কারখানা এইরূপভাবে নির্ম্মিত হইবে যে, উহাতে যে কোন ধরণের বিমান নির্ম্মাণ করা চলিবে। স্যর কিংসলি ইহাও বলেন যে, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এই প্রকার কার্য্যের পারিশ্রমিক হিসাবে কোন কিছু গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

———

ইতালীতে ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা

এক ভীষণ বিমান দুর্ঘটনায় বহু লোকের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সার্ডিনিয়া হইতে রাত্রি ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় একটী যাত্রীবাহী ইতালীয় বিমানপোত রোম অভিমুখে যাত্রা করে; কিন্তু ইহার পর বিমানপোতটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন পঞ্চাশটি বিমানপোত ও বহু জাহাজ উহার সন্ধান করিতে থাকে। অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় বিমানপোতটির সন্ধান মিলে।

উক্ত বিমানপোতে যোলজন যাত্রী ও চারিজন বৈমানিক ছিল। তাহারা সকলেই মারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাত্রীদের মধ্যে ইতালীর সহকারী বিমান-সচিব জেনারেল ভালের দুই ভগ্নী ও এক ভাগিনেয়ী ছিলেন। প্রকাশ, কয়েকটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বোমাবিস্ফোরণে ১১জন নিহত ১৫জন আহত

জেরুজালেমের পুরাতন সহরের জনবহুল অঞ্চলে প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ হওয়ায় লোমহর্ষণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়িবার জন্য বহু আরব চাষী সহরে আসায় বাজারে বিষম ভীড় হইয়াছিল। বোমাবিস্ফোরণের ফলে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ অন্যূন ১১জন নিহত ও ১৫জন আহত হয়। ইহুদী মহল্লায় যাহাতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তজ্জন্য জেরুজালেমের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে।

———

বাঙ্গলায় আর্থিক দুর্গতি

বাঙ্গলার নানা জেলায় ফসল নষ্ট হওয়ায় আর্থিক দুর্গতি এবং তাহা মোচনকল্পে সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজস্ব-সচিব স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহরায় এক বিবৃতি দেন।

তিনি বলেন, এবার অকাল বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় পাঁচটি জেলায় ফসল নষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে আউস ধান ও পাট একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ফরিদপুর, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোহর ও ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমা হইতে আর্থিক দুর্গতির সংবাদ আসিয়াছে। জেলার কালেক্টারগণ, মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার এবং ঋণ-সালিশী বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল অফিসারদিগকে মফঃস্বলে সফর করিতে পাঠাইয়াছেন। কত জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে, কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে, ঠিক কোন্ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ অঞ্চলে আর্থিক দুর্গতি দেখা দিতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁহাদিগকে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভাগীয় কমিশনারগণ ও জেলার কালেক্টারগণ মফঃস্বলে সফরে বাহির হইয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা প্রধানতঃ দুঃস্থগণ দানের এবং যাহারা বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বলতাবশতঃ কাজ করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে খয়রাতী দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। যাহারা কাজ করিতে সমর্থ, তাহাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থাও করা হইতেছে। আমন ধানের চারা রোপণের পর টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইতে পারে; আপাততঃ শুধু জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বৃষ্টির জন্য মাটী কাটার কাজ করান অসম্ভব।

গত তিন মাসে গবর্ণমেণ্ট কৃষি ও জমির উন্নতি বাবদ ৭২৫৭১০৲ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং ১৬০০০ টাকা খয়রাত দিয়াছেন। কোন্ জেলায় কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন জেলার দুর্গতির মাত্রা জানা যাইবে। এ স্থলে তাহা উল্লেখ করা হইল:—

বাঁকুড়া ১০৯০০৲ টাকা, বর্দ্ধমান—৮০০০৲, হুগলী—২০০০০৲, চব্বিশ পরগণা—১০৪০০০৲, খুলনা—৭৫০০০৲, মুর্শিদাবাদ—৬৫০০৲, যশোহর—৫০০০০৲, ময়মনসিংহ—৬৩৪০০৲, বাখরগঞ্জ—৫০০০০৲, ফরিদপুর—২০০০০৲, ত্রিপুরা—৩৯১০৲, নোয়াখালী—২০০০০৲, চট্টগ্রাম—১০০০৲, পাবনা—৩২৫০০৲, রংপুর—১[illegible]১০০০০৲, দিনাজপুর—২০০০০৲, মালদহ—৫৫০০৲, বগুড়া—২০০০৲, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—১০০০০৲, মোট—৭২৫৭১০৲ টাকা।

———

ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড লিনলিথ্‌গো

ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহিত আলোচনা আরম্ভ না হইলেও বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গোর জন্য ইণ্ডিয়া অফিসে একটি বিশেষ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লর্ড লিনলিথ্‌গো আগামী সপ্তাহে লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি লণ্ডনে একপক্ষ কাল অবস্থান করিবেন, তাহার পর ছুটী উপভোগ করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড যাত্রা করিবেন। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহিত আলোচনা করিবেন।

———

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী কিরূপ কাজ হইতেছে, কার্য্যক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়ে অসুবিধা দেখা যাইতেছে উহা দূর করার জন্য রাষ্ট্রতন্ত্রের কোন কোন বিধানের ভাষাগত সংশোধন আবশ্যক কি না, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের উপায় নির্দ্ধারণ, ভারত শাসন আইনের গুরুতর কোন পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া কংগ্রেসের আপত্তির কারণ দূর করার চেষ্টা এবং দেশীয় নৃপতিগণের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তনামার চূড়ান্ত খসড়া—প্রথম এক পক্ষ কালের মধ্যে এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

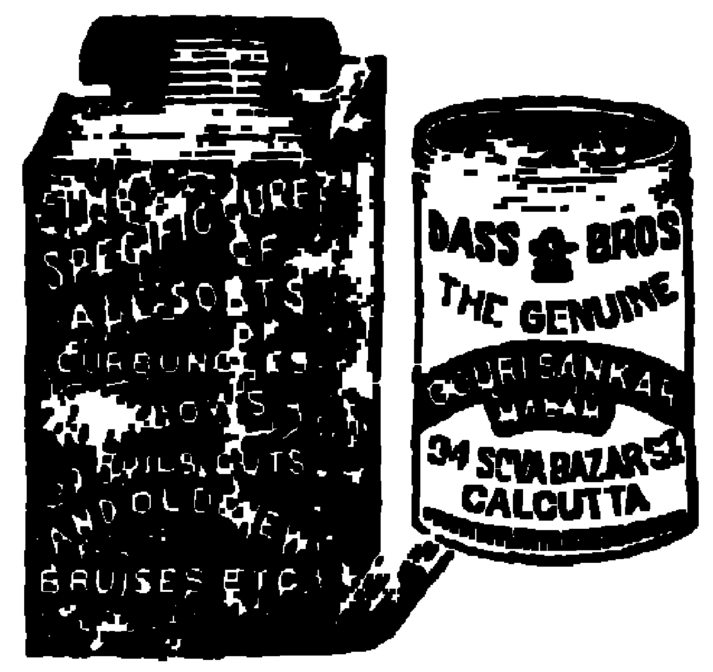

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবক-ল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩৬৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সঙ্গীতা ৷৴০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ॥০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। রেশনেল প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যানরেশনেল ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুষ্ঠান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৵
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

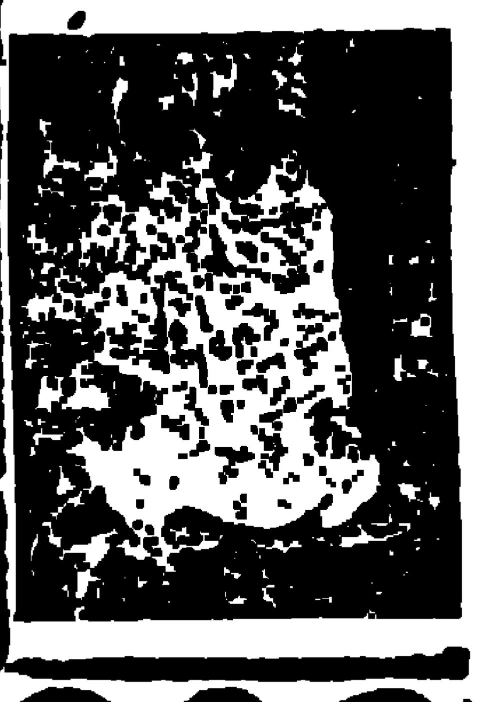

১০ম বর্ষ { ৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ৩রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ১১৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি-পূজা

গত ২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই মঙ্গলবার সম্বন্ধ-তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী বারাণসীস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে তাঁহার অপ্রাকৃত অমল চরিত ও বিরহাত্মক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনমুখে প্রতিপালিতা হইয়াছেন।

অপরাহ্নে বিবিধ মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে 'শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম' এবং শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচক কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর মঠাধিকারী প্রভু বিভূষণ সমাগত বহু সজ্জন ও মহিলাবৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে প্রায় একশত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্নে একটী সভায় 'শ্রীশ্রীষড়-গোস্বাম্যষ্টকম্' কীর্ত্তিত হইবার পর মঠ-সেবক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিরহ-তিথি-পালনদ্বারা মায়া-জয়, শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অদ্ভুত রতির উদয়, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু নিত্য সনাতন বস্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের নিত্যসেবক জীবের দুর্দ্দশাদৈন্যবশতঃ নিজ অঙ্গের অভিনয় করিয়া 'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়' শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা জগতে যে সম্বন্ধ-মহারত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা পরমার্থপিপাসুর পক্ষে সংসার হইতে নিস্তার ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-প্রাপ্তি পথে পরমোজ্জ্বল বর্ত্তিকাস্বরূপ, শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহহেতুক যুক্তবৈরাগ্য, তাঁহার দৈন্যের আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশ্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টাব্যাপী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত চরিত সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য হইবার জন্য শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অতিশয় আর্ত্তি, কারারক্ষককে উৎকোচপ্রদান দ্বারা শ্রীশ্রীল সনাতনের কারামুক্তি, পাতড়া পর্ব্বতের ভূঞার অভিসন্ধি বুঝিয়া ভৃত্যের নিকট হইতে মোহরসমূহ লইয়া তাহাকে দান, ভৃত্যের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতির অভাব দর্শনে তাহাকে পরিত্যাগ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনে শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রতি বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার দ্বারা ভক্তে প্রীতি এবং বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রচার, শ্রীল সনাতনের একস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ দ্বারা ত্যাগিগৃহীদিগের কর্ত্তব্য প্রদর্শন, শ্রীল সনাতনের শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসের অভিনয়ে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণের ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে দূরে অবস্থান এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে দেহপাতের সঙ্কল্প, অন্তর্যামী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশ্রীল সনাতনের হৃদয়ের ভাবাবগতি এবং শ্রীশ্রীল সনাতনের শ্রীঅঙ্গ যে তাঁহারই ও অঙ্গ না তাঁহার জগতে বহু কার্য্য করিবার উক্তি, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীশ্রীল সনাতনকে আলিঙ্গন দ্বারা শ্রীশ্রীল সনাতনকে রোগনির্ম্মুক্ত দিব্য দেহ দান, শ্রীশ্রীল সনাতনকে উপদেশ দ্বারা শ্রীশ্রীল জগদানন্দের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের জন্য তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাসন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীল সনাতনের শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে কৃষ্ণাবেশে মহাবৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার, লোকলোচনে লুপ্ত শ্রীধামবৃন্দাবন জগতের জীবগণের মঙ্গলার্থে পুনঃ প্রচার প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। বক্তৃতান্তে 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ' এই বিরহাত্মক কীর্ত্তনটী কীর্ত্তিত হইবার পর সমবেতভাবে উচ্চ নৃত্যকীর্ত্তনে মঠভূমি সমুখরিত হয়।

পাটনায় প্রচার

গত ৬ই জুলাই ২১শে আষাঢ় বুধবার পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাটনা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর দে মহোদয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে গমন করেন। ভক্তগণ কর্ত্তৃক 'গুর্ব্বষ্টক', "দশাবতার", "প্রভু হে শুন মোর নিবেদন" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর [illegible] 'প্রাপ্তিং বৈকুণ্ঠবোধক' শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মিত্র রিটায়ার্ড সিভিলসার্জন মহোদয় একটী প্রশ্ন করেন—"বিভিন্ন বস্তুর সাধন করিয়া কি প্রকারে যুক্ত হইতে পারে?" বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহার সদুত্তর প্রদত্ত হইলে তিনি বিশেষ প্রীত হন। সভাস্থ ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হন।

———

গত ৯ই জুলাই ২৪শে আষাঢ় শনিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী প্রসাদজীর গৃহে শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে নিমন্ত্রিত হন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন-পঙ্কজবৃন্দ মঠাধিকারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রকাশানন্দকে কি প্রকারে কৃপা করিয়াছিলেন তাহা হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"আমরা সংসারের সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ, সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫২

ধেনুকাসুর

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে কংসানুচর ধেনুকাসুরের কথা শুনিতে পাই। কৃষ্ণ ও বলরাম পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, অঘাসুর, বকাসুর প্রলম্ব, শঙ্খচূড়, কেশী প্রভৃতি ভক্তজনের প্রতিবন্ধক যে অসুরগণকে বধ করিয়াছেন, [illegible] অনুভব। পূতনা যেরূপ ভুক্তি-মুক্তি পিপাসু কপট গুরু বা কপট-সাধু, বকাসুর যেরূপ কুটিনাটি, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য, প্রলম্ব যেরূপ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা এবং কেশী—আমি বড় ভক্ত আচার্য্য এই অভিমানের প্রতীক, ধেনুকাসুরও সেইরূপ স্থূলবুদ্ধি, অজ্ঞান ও অবিদ্যার প্রতীকস্বরূপ। সাধকমাত্রেই এই সব অনর্থের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং নামপ্রভুর নিকট অন্ততঃ তাহা বর্জ্জনের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা উচিত। কৃষ্ণ যে সকল অনর্থাসুর বধ করিয়াছেন, সেই সকল অনর্থ চিত্তে উদিত হইলে তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সেইভাবে ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিলে করুণাময় কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল অনর্থ দূর করিয়া দেন। আর ধেনুকাসুর, প্রলম্ব প্রভৃতি যে সকল অনর্থরূপী অসুরগণকে শ্রীবলদেব প্রভু নাশ করিয়া থাকেন, সেই সকল অনর্থ হৃদয়ে উদিত হইলে সাধক গুরুকৃপাপ্রার্থী হইয়া স্বয়ং সেই সকল অনর্থ দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। নিজের প্রকৃষ্ট চেষ্টা না থাকিলে অনর্থ নিবৃত্তি লাভ করা বা সফলকাম হওয়া যায় না। শ্রীনামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিলে জীব অনায়াসে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভজনে অধিকার লাভ করেন। সাধু-সঙ্গ হইলে আর কোন কিছুরই চিন্তা থাকে না। কিন্তু যদি হৃদয়ের বন্ধু প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভ না হয় তাহা হইলে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আমরা অপরাধী জীব। আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব; কারণ, অপরাধযুক্ত অবস্থাতেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ হইতে পারে না। হৃদয়ে অনর্থের অবকাশ না দিয়া বা তাহা অনুমোদন না করিয়া সাধুসঙ্গে হরি-কীর্ত্তন করিতে হইবে, তবেই অনর্থনিবৃত্তি হইবে। নিরন্তর শ্রবণানুশীলন, চিন্তানুশীলন বা অর্থানুশীলন করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় জীব নিরন্তর ভজন করিবার সৌভাগ্য পাইবে, প্রাকৃত অভিমান ক্রমশঃ দূর হইয়া সেবকাভিমান হৃদয়ে স্থান পাইবে।

গৌড়ীয়-ভজন [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসংহিতায় এই ধেনুকাসুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবের স্থূলবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় রচনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি। ঐ স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভস্বরূপ ধেনুকাসুর। নিজে তালফল সকল খাইতে পারে না, অথচ অপর লোকে খাইবে, তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্বাচার্য্য [illegible] রস-সিদ্ধান্ত আছে, স্থূলবুদ্ধি বশতঃ তাহা বুঝিতে পারে না এবং অপরকেও দেখিতে দেয় না। বিশেষতঃ আধুনিক বৈষ্ণবসকল স্থূলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাধিকার দেখিতে পান না। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিশীল হওয়ায়, বৈষ্ণবাভাসে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে সক্ষম না হন, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। অতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি হয় না।"

বৈষ্ণব-সংগ্রাম চিরকালই আছে। অসুরগণ ভগবদ্বিদ্বেষে মত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষাচরণ করাকেই নিজেদের একমাত্র কৃত্য বলিয়া মনে করে। তাই তাহারা ভক্তকে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া, তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করিয়া থাকে এবং শুক্রশোণিত প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু হইতে ভক্ত বা ভগবানের প্রাকট্য কল্পনা করে। করুণাময় ভগবান্ সেই নিজেন্দ্রিয়তর্পণকারী ভক্তবিদ্বেষিগণকে সংহার করিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ভক্তগণ বাস্তবসত্যের প্রচারক। তাঁহারা নিষ্কাম। ভগবৎসেবাই তাঁহাদের একমাত্র কামনার বস্তু। তাঁহাদের স্বার্থপ্রবৃত্তি কিছুই নাই। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া ভগবৎসেবার জন্যই জীবন-ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা—

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান॥
তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি কর তুয়া সাথ॥
অঘ, বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যমুনাপানি॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি॥
বিনোদ-সেবক তুয়া গোকুল ধন।
রাখবি কেশব করত যতন॥

ভগবান্ যে তাঁহার শরণাগতজনকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। আর ভক্তগণ যে ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন তাহা বলাই বাহুল্য। ভক্তবৎসল শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনই আমাদের নিত্যকৃত্য। তাই আজ আমরা তাঁহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনে তৎপর হইতেছি।

দ্বাপরযুগে একদিন রাম-কৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে এক স্বচ্ছসরোবরযুক্ত কুসুমশোভিত মনোরম বনে প্রবেশপূর্ব্বক সখাগণের সহিত বনবিহার করিতেছেন; এমন সময় শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপ-বালকগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিকটস্থ বিবিধ সুস্বাদু ফলপূর্ণ তালবনে ধেনুকনামে এক দুর্দ্দান্ত অসুরের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতে লাগিলেন। "হে কৃষ্ণ, হে রাম, এইস্থানের অনতিদূরে ত সুস্বাদু ফলপূর্ণ এক মহাবন আছে। তথায় বহু তালফল পতিত হয় এবং এখনও রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর তাহার জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহা এমনভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে যে, কেহই সেই তাল গ্রহণ করিতে পারে না। সেই মনুষ্যমাংসভোজী অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া মনুষ্য, পশু এবং পক্ষিগণ সেই বন ত্যাগ করিয়াছে। সেই বনের অতিশয় সুগন্ধি তালফল পূর্ব্বে কেহ ভক্ষণ করে নাই। তাহার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমরা তালফল পাইতে পারি।" সুহৃদ্গণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণ তাহাদের অভীষ্ট পূরণ জন্য হাসিতে হাসিতে গোপবালকগণের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। বলদেব তালবনে প্রবেশ করিয়াই মত্তহস্তীর ন্যায় মহাবলে দীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা তালবৃক্ষ প্রকম্পিত করিয়া ফলসকল ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ধেনুকাসুর পর্ব্বতসহ ভূতল কম্পিত করিতে করিতে তথায় দ্রুত আগমন করিয়া সবেগে বলদেবকে আক্রমণ করত গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অসুরের অত্যাচারে বলদেব রুষ্ট হইয়া একহস্তে তাহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক শূন্যে ঘুরাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভ্রমণবেগে সেই অসুর প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাহাকে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই অসুরের শরীরাঘাতে বৃহৎ তালবৃক্ষ কম্পিত হইয়া পার্শ্বস্থ অপর তালবৃক্ষকে কম্পিত করিতে করিতে ভগ্ন হইল। অসুরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার আত্মীয়গণ আক্রোশযুক্ত হইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। তখন রাম ও কৃষ্ণ দুইজনে সমাগত অসুরগণকে অবলীলাক্রমে পশ্চাৎপদে ধারণ করিয়া তালবৃক্ষরাজির উপর নিক্ষেপ করতঃ বধ করিয়া ফেলিলেন। দেবতাগণ রামকৃষ্ণের সেই সুমহৎ কার্য্যের জন্য পুষ্পবর্ষণ, বাদ্যধ্বনি ও সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তখন হইতে সেই বনে আর কোন ভয় রহিল না।

এই ধেনুকাসুরের উপদ্রব এখনও যে নাই, তাহা নহে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকজীবমাত্রেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এখন পূর্ব্ব হইতে তাহার ফল জানিয়া অর্থাৎ অত্যাচারী অসুরের বিনাশ নিশ্চিত জানিয়া উত্তরোত্তর শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবেন। অসুর বা অনর্থের আক্রমণে ভীত হইতে হইবে না। শুদ্ধভক্তগণের অনুগমনমুখে বাস্তব সত্য কথা নির্ভীকভাবে প্রচার করিতে হইবে। নিষ্কপটে শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে ভজনের এই অনুকূল অনুশীলন করিতে করিতে সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা অপসারিত হওয়ার ন্যায় অনায়াসে সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূরীভূত হইয়া ভক্তির আলোক দেখা দিবে। আমরা দুর্ব্বল জীব; শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাই একমাত্র ভরসা। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাধারা অভিষিক্ত হইতে পারিলে সকল বাধা, সকল অনর্থ, সকল অসুবিধা নিশ্চিত দূরীভূত হইবে।

গুরুকৃপা বিনা কোন কথে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীমঠকে পিছনে রাখে কে ?

——::(০)::——

(শ্রীপাদ শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী)

শ্রীমঠ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মহদবতারের প্রীতিবিধানের সেবা-শিক্ষাগার। শ্রী-কেশের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত এখানে মানবমনের অন্য কোন খেয়াল-চরিতার্থের অবকাশ নাই। সর্ব্বপ্রকার অপরাধ, অনর্থ, অন্যাভিলাষ, কুটিনাটী, বাঞ্ছাকল্প, জড়াভিমান, অসৎসঙ্গ ও অসদাচার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আশ্রয়বিগ্রহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের অনুকূল অনুশীলনই এই শিক্ষাগারের মূলমন্ত্র। ভগবানের প্রকাশস্বরূপ নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদ-পদ্মই সেই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা-গারের অদ্বিতীয় শিক্ষক। শ্রীগুরুদেব বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও তিনি শ্রী গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ—অর্থাৎ শ্রীগৌরহরের—ভগবান্ হইয়াও ভগবানের সেবক। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, তিনি আচার্য্যরূপী ভগবান্। পিতা, জনক বা বাবা যেমন একার্থজ্ঞাপক, আচার্য্য, গুরু ও প্রভুপাদ প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ একতাৎপর্য্যপর।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের নিত্য-প্রভু—সেব্যোপাস্য বস্তু; মঠবাসী সেই উপাস্য-চেতনের উপাসক চেতন বস্তু। এই শ্রীমঠ চেতন-ভূমিকায় অবস্থিত। এখানের সকলই চেতনের পূর্ণবিকাশ বা বিলাস দর্শিত হয়। জড়াবকাশ, জড়াবসান বা অচৈতন্য প্রতীতি এখানে বিন্দুমাত্রও নাই। বাহ্যে বিচারে অসমর্থ শ্রীমঠসেবাবিমুখ ধন জন-প্রতিষ্ঠাকামী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম-সন্নিধানভুক্তি প্রদান করেন। তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃপায় সৌভাগ্যবান হয় এবং সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবাতে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীমঠসেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্যাতিধন্য হয়। সুতরাং এ মঠ ইষ্ট-প্রভুদেবের দ্বারা নিয়ত রক্ষিত থাকায় কোন এক মায়াবশ্যের চেষ্টায় বাধায় অথবা দূর হয় না। শরণাগতবৎসল শ্রীগুরুদেবই এই শ্রীমঠের একমাত্র নিয়ামক। তাঁহাকে বাদ দিলে মঠের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাঁহার পাদপদ্ম নিত্যবস্তু।

"নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।"

মায়াকলঙ্কপূর্ণ সংসার-বাসনা, হৃদয়-দুর্ব্বলতাপূর্ণ কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুনিচয়, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি সন্তাপপতিকতার হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইবার আশায় মহাদুঃখিত আত্মমঙ্গলকামী ভাগ্যবান্ জীব শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, প্রাপ্তপ্রসিদ্ধান্তনিপুণ, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, ভক্তি-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত, ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী ভগবদ্দর্শী, ত্রিকালজ্ঞ, পতিতপাবন, অচিন্ত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি দিয়া প্রপন্ন হন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখে তাঁহার পাদপদ্ম হইতে রাধাকৃষ্ণের নাম রূপ-কাম-সেবার সন্ধান পান। তখনই শ্রীমঠে বা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সন্নিধানে থাকিয়া উক্ত সেবা লাভ করেন। তখন তিনি পূর্ব্বপরিত্যক্ত বস্তুকে ভুলিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তরভাবে শ্রীগুরুদেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কৃপাময়ের আশায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার শ্রীচরণে গভীর আর্ত্তির সহিত কৃপাযাচ্ঞা করিতে করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুগমনে নিম্নলিখিত পদাবলী অবলম্বন করিয়া অকপটভাবে তাঁহার চরণে শরণাগতি গ্রহণ করেন—

'যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥'
'কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥'
'সংসার-সাগর হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥'
'কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এজন।
শ্রীগুরুচরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥'

এইরূপভাবে প্রীতির সহিত তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে জীবের তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। তদ্দ্বারা তিনি চিন্ময় শ্রীমঠে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে পরিপূর্ণ চিন্ময়-মূর্ত্তি ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যসেবাসুখানুভূতি প্রাপ্ত হন। যাহাকে পিছনে রাখিয়া মানুষকে প্রবাহকীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণের দিকে যাওয়াই সিদ্ধির পথে গমন। যেখানে অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গস্পৃহা নাই, সেখানেই সংসার। যিনি যত শ্রীমঠসেবার উন্মুখ, তিনি মায়ার সেবা হইতে ততদূরে অবস্থান করেন; মায়াদেবী তাঁহার উপর আর ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে পারেন না। গুরুদেবের কাছে মায়া যাইবার সাহস পায় না; কারণ, তিনি মায়াতীত বস্তু। এই শ্রীগুরুদেবের সেবাফলেই জীবের কৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়।

'তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥'

যাহারা বঞ্চিতভাগ্য, অসাধু, দুর্নীতি-পরায়ণ, ইন্দ্রিয়সুখকামী, অন্যাভিলাষী তাহারাই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, নিতাইপদ ভুলিয়া অসত্যকে সত্য করিয়া মানে ও এই দুঃখসঙ্কুল সংসারকে নিত্য শান্তি-দায়ক আশ্রয়স্থল মনে করিয়া তথায় পুত্র-পরিজনসহ চিরস্থিতির ইচ্ছাবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়। তাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করে এবং দেহসম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি করিয়া নিরয়গামী হয়। অচৈতন্যবশতঃ জড়দেহ ও জড়গেহকেই তাহারা তাহাদের নিত্য আবাস-স্থান বলিয়া জ্ঞান করে। তখন তাহারা তাহাদের নিত্য আনন্দময় সেবক-স্বরূপ ভুলিয়া যায়—নিত্যবৈকুণ্ঠধাম-স্বরূপ শ্রীমঠ এবং শ্রীগুরুদেবই যে একমাত্র ভবার্ণবের কাণ্ডারী তাহা ভুলিয়া যায়। তখন সেই জীবের ভয়ানক দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়।

'দেখ দেখ অবোধ জীবের দুর্গতি।
জীবে চায় কৃষ্ণ ভক্তি, [illegible]',
সেবে জীব পাপরে আপনি॥'
'আমি নিত্যকৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হৈঞা চিরদিন বুলে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥

গৃহসেবোন্মুখ ব্যক্তি মহাজনকথিত ঐরূপ চরম অবস্থা প্রাপ্তহেতু চৈতন্যোদয় হয় না। ভগবানের নিত্যবসতি-স্থল যে শ্রীমঠ তাহার সেবায় সে চিরকাল উদাসীন থাকে। তাদৃশ গৃহ মঠসেবানিরত সাধুজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

বৈষ্ণবগণ—'এক তত্ত্ব ভাই, চৈতন্য নিতাই, দৃঢ় বিশ্বাস করি'। বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি॥' এই সকল বাণী কীর্ত্তন করিলেও সে যেন ঘুমাইয়া থাকে। কখনই সে উক্ত উপদেশগুলি শ্রবণ করে না। পাছে তাহার বিষয়কথা ও স্ত্রীপুত্রাদির কথা থামিয়া যায়, পাছে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়, পাছে আত্মা বিক্রয় হয়—এই আশঙ্কায় সে শ্রীগুরুগৌড়ীয়মঠের চতুঃসীমার মধ্যে আসিতে সাহসী হয় না। অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া বিষয় বিষরূপ শূকরী বিষ্ঠাকেই পরম আস্বাদ্য বিবেচনায় পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মঠসেবারূপ পরমপুরুষার্থকে অপস্বার্থ-বোধে গৃহসেবাকেই মঠসেবাসাধ্যে বরণ করে। মন্দই তাহার নিকট ভাল, দুঃখই তাহার নিকট সুখ, প্রেয়ঃই তাহার শ্রেয়ঃ। অসজ্জনকে সুজন বা নিজ-জন বলিয়া ভ্রম হয়। সে মনে করে, জিহ্বা হইয়াছে তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, চক্ষু হইয়াছে রূপ-তেজের দর্শনের, নাক হইয়াছে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মৎস্য মাংসাদি গন্ধের জন্য, কর্ণ হইয়াছে মধুর শব্দ শুনিবার জন্য, স্পর্শেন্দ্রিয়াদি হইয়াছে তাহার ইন্দ্রিয়সুখ-চরিতার্থ করিবার জন্য। অন্যাভিনিবেশে 'আমি' বড় বীর কর্ত্তা, বড় আপনের বিষয় এবং সমস্ত জগতের প্রভু, এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

ঐরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট লোক ইতর অবিদ্যা ও চর্ব্বিতচর্ব্বণ সংস্পর্শে আসিয়া বাহ্যতঃ চেষ্টা দেখাইলেও বস্তুতঃ তাহা বিষেই অবস্থান করে। কারণ শ্রীমঠ বৈকুণ্ঠবস্তু। অজ্ঞানা ক্ষুদ্র ও অধ্যাপক বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে গ্রহণ করিতে করিতে তাহার বুদ্ধি এইরূপ বিপর্যস্ত হয় যে, শ্রীমঠরূপী অধোক্ষজ ভগবদ্ধামকে বা শ্রীগুরুদেবকে অজ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া প্রাকৃতবুদ্ধি করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। মায়াবাদীর বা মায়াবাদীর চেলা হইয়া নির্ব্বিশেষের দিকে ধাবিত হয়। কোন দিনই আত্মবঞ্চনাপর দুর্ব্বুদ্ধি জীব এই বিষয়বিষাদাগার গোলাধীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। চিরদিনই শ্রীমঠকে পিছনে রাখিয়া ভোগের দিকে উন্মুখ থাকে। তৃতীয় ব্যক্তির চক্ষে ঐ প্রকার ব্যক্তি শ্রীমঠসেবক বলিয়া প্রতীয়মান ও স্বরূপে ঘোষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে সেই গুরুসেবাবিমুখ ব্যক্তি অপরাধফলে কেবল সংসারেই আসক্ত থাকে। কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় সে সংসার সমুদ্রে নিরন্তর হাবুডুবু খাইতে থাকে। ইহারাই মঠকে পিছনে রাখে।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে প্রতিষ্ঠিত মঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদির প্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্বেদ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুরভিকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) প্রাণঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ক্যাচরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রাম্‌পুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেসান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ বহুলকুণ্ড, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (বাঁকুড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাড়ীয়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিউইন্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ক্রাউনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৪

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী জিনস চাউল—

প্রতি মণ

বালাম	৬॥০
রাজা শাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫
কাটারিভোগ	৭—৭॥০
দাদখানী	৫॥০
বাদশা ভোগ	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫
বালাম কোলা নী	৪
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪—৪॥০
দেশোয়ারী	১০—১০॥০
দাদখানী আতপ	৫৷০—৫৸৵
ঐ বাঁকা	৫—৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০—৪॥০
কাটারিভোগ	৭
ঐ বেগুন	৩৵০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
উত্তর—	৪০৸০
উড়িষ্যা—	৩১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১

চিনির দর

জাভা, হোয়াইট	১০৷৵০
বলিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাজোয়া দানা	৯৷
তারপুর দানা	৮৷০—৯৵০
তারপুর দাল	৭৷৵০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫॥০
বুলেয়ন	২২
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সেরেস্তা ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
ফ্লাওয়ার মিল ঐ	৬—৬৸০
সাতসেংশন ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬—৬৸০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২৸৵০
ময়দা	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭
বাগবাজার	৫৭
ফুলেশ্বরী	৫০
মিঠা	৪৫
গাওয়া	৪

তার

কাজুবী	৪০
রাঙা গাবরা	৪১৸০
১৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ স্টিকা ১২—১০ গেজ	১০

ধুনের দর

আমের সোনার কাঠের	৫৪
লিট্ল আমের ঐ	৪০
করাচি পুরানো কাঠের	৪০
বাবার্ণ বাধা	৫৫
ঐ কাঠের	৫১

বেনেতি মশলা

প্রতি মণ

পাকল মাত	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭
কাটা সুপারী	৭॥০
শুটি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭॥০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮—৮৸০
ঐ বে-মার্কা বাল্কা ওজন	৭৸০—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮

	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০॥০
স্টেট বার্ডস বা ডিট কাঁটা মণ	৬৷০—৬৸০

গালি কান্ডি ৩—৯ ফুট লম্বা

৫৷০—৬৷০ হন্দর

গোল ও চ কাজি লম্বা ১—৩ফুট	৯—১০
ঐ ,, ৩—১০ ,,	৯৷০—১০৷০
টিন শাটি, বোল্টু, নাটসহ	৬৸০—৭॥০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০

বুঃ ইস্পাত আসল ২৫ বকল ২৩॥০

চটকলের হালবণ ৫৵০, পাটের চালবণ ৬॥০

তুলার চালবণ ৪॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ বরাহাব স্ট্রীট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভি ।—আরও কিছুকাল ১২ স্থলে মাত্র ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন অত্যন্ত অধিক। নিকটস্থ প্রীহা ও যকৃৎ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... সন্নিবিষ্ট শব্দ ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫৲ পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶৹	।৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৩৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১৬৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১৯৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩৩৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৯ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৯ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৩ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৬ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৫৭
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৮-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২৬-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম",
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২০শে জুলাই, ১৯৩৮, বুধবার [১২০তম সংখ্যা.

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

সচিবের মোটর গাড়ী ঘেরাও

রাজস্বসচিব স্যার বিজয়প্রসাদ সিং রায় দিনাজপুর ঠাকুরগাঁ হইতে ফিরিবার পথে গত ১৩ই জুলাই দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের অতিথিরূপে অবস্থান করেন। তিনি দিনাজপুরের জননায়ক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এই জিলার বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক সমস্যা, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাস জমির বন্দোবস্ত ও সেটেলমেণ্ট সম্পর্কে আমাদের বিষয় আলোচনা করেন।

উক্ত দিবস (১৩ই জুলাই) রাজস্বসচিব দিনাজপুর ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে ষ্টেশনাভিমুখে গমন কালে এই সহরের নিকটবর্ত্তী সাধাভাঙ্গা গ্রামের দুই শতাধিক কৃষক ও দিন মজুর তাঁহার মোটর ঘেরাও করে এবং বন্যার জলে তাহাদের গ্রামের অনেকের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনাহারে আছে বলিয়া অবিলম্বে সাহায্য প্রার্থনা করে। সচিব এস-ডি ও তাহাদের গ্রাম পরিদর্শন করিয়া অবিলম্বে দুর্গতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে তাহারা প্রস্থান করে।

কাজের সন্ধানে দুই মহাদেশ অতিক্রম

কাজের খোঁজে সাইকেলে চড়িয়া দুইটি মহাদেশে পাড়ি দিয়া আসিয়া ২২ বৎসরের এক জনৈক যুবক অবশেষে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে।

যুবকের নাম মাজিদুল খান মাহীপট। দুই বৎসর আগে সে রোটারডাম টেকনিক্যাল কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষায় পাশ করে। পাশ করিয়া সে কাজ খুঁজিতে থাকে। সাইকেলে চড়িয়া সে দেড় বৎসর রোটারডামের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে কাজের সন্ধানে।

অবশেষে সে ডাচ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষার সঙ্কল্প করে। জাহাজী অফিসের বাহিরে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের নানাপ্রকার রং বেরং ছবি দেখিয়া সে আরও প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু জাহাজের ভাড়া শুনিয়া চক্ষুস্থির। তখন সেই সাইকেলটিকেই বাহন করিয়া সে বহির্জগতে বাহির হইয়া পড়ে।

কেরমানী বাসে যাত্রা করিয়া সে জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া ডানিউব নদী ধরিয়া দক্ষিণ ইউরোপে আসে, সেখান হইতে অবশেষে দক্ষিণ এসিয়ায় পৌঁছায়। মাঝে মাঝে সে অনুনয়বিনয় করিয়া বিনা ভাড়ায় নদী ও ট্রেণে চাপিয়াছে।

পরিশ্রান্ত দেহে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় মাহীপট রেঙ্গুণ হইতে উত্তর মালয়ে আসিয়া পৌঁছায়। রাস্তায় জঙ্গলের ধারে তাঁবু খাটাইয়া থাকার সময় সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু তখন সে প্রায় গন্তব্যস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সে প্রাণপণে সিঙ্গাপুরের দিকে সাইকেল হাঁকাইয়া যায়। যখন সে সিঙ্গাপুরে পৌঁছায় তখন তাহার প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালে তাহাকে দুই তিন মাস থাকিতে হইবে।

গোপালগঞ্জে বুভুক্ষুদের অভিযান

গোপালগঞ্জে ১০ই জুলাই রবিবার শত শত বুভুক্ষু দরিদ্র কৃষক সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে আসিয়া গোপালগঞ্জ সহরের রাস্তাঘাট ভরিয়া ফেলে। ক্ষুধিত শিশুসন্তানসহ বৃদ্ধ পিতা সহরবাসীর নিকট খাদ্যের জন্য করুন আবেদন জানায়। কয়েকটি বৃদ্ধ ক্রমাগত ২।৩ দিন না খাইয়া থাকায় পথে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনাহারক্লিষ্ট কৃষকের দল প্রথমে গবর্ণমেণ্ট অফিসারদের দ্বারে আসিয়া উপনীত হয় কিন্তু কোন সাহায্য না পাইয়া তাহারা স্থানীয় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে, কংগ্রেস গৃহের সম্মুখে সমবেত হয় খবর পাইয়া সহরের প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মী তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসেন। খবর লইয়া জানা যায় যে ঘোষাল কান্দী, কলপাড়া, নিজড়া, নারিকেলবাড়ী, বলাকর, সুংগ্রাম, আড়ুয়াকোটা, বাম খাদিয়া বিজাবর, দেবপুর, কাঠালবাড়িয়া, পাঁচুরিয়া, বহুপুর, পুঁইগুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় ৭০০ শত কৃষক উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত খায় নাই এমন লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই দুঃস্থ জনগণের তখন এক সভা হয়। ননীবাবু বলেন যে, কংগ্রেস তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবে।

———

অন্নসমস্যার ভয়াবহ পরিণাম

কমন্স সভায় রাজস্ব বিলের তৃতীয় দফা আলোচনার সময় উহা বিনা ভোটে গৃহীত হয়। রাজস্ব-বিল সম্পর্কিত বিতর্কের উপসংহার করিতে গিয়া স্যার জন সাইমন বলেন যে, তিনি যে সময় বাজেট পেশ করেন সেই সময় পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের গতি যেমন আশাপ্রদ ছিল ব্যবসায় বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার ১৯২৯-১৯৩১ সালে যে মন্দার ভাব ছিল তার কোন সাদৃশ্য নাই তদুপরি তিনি ইহাও বলেন যে, "ইংরাজ জাতির চরিত্রবল, সাহস ও গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হইবে আমরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য শক্তি যদি অস্ত্রসজ্জার দুর্ব্বহ ব্যয়ভার বৃদ্ধি বন্ধ করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে না পারি, তাহা হইলে পরিণামে আমাদের বংশধরদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হইয়া উঠিবে।"

———

সীমান্তে বন্দুক ব্যবহার

সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভোটদাতাকে বন্দুক দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশ্য ভোটদাতার চরিত্র ভাল হইতে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচরণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। বন্দুক রাখিবার জন্য আবেদন করা হইলে ডেপুটি কমিশনারগণ তাহার অনুমতি দিবেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই আদেশ দেওয়া হইবে। অধিক সংখ্যায় বন্দুক রাখিবার অনুমতি দেওয়ার সময় যাহাতে কোন প্রকার দুর্নীতি প্রবেশ না করে, তাহা অবশ্য কর্ম্মচারীবর্গ লক্ষ্য রাখিবেন বলিয়া ডাঃ খান সাহেব আশা করেন।

———

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি ডব্লিউ গার্নার আই-সি-এসের কার্য্যকাল গবর্ণমেণ্ট আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়ের সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

এবং
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভাবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ [illegible] ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৸০
২৬ গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ।।০
২৭ মুক্তাচরিত ও গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮ প্রেমাম্ভোজমকরন্দ (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনদীপ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্জিকা /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ৮ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫২, ৬ঠা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২ শে জুলাই ইং ১৯৩৮, বুধবার ১২০তম সংখ্যা

বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহামহোৎসব উপলক্ষে গত ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি সংকীর্ত্তন-রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, অপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, গ্রে রোড্, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্, বড়বাজার ষ্ট্রীট্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, হ্যারিসন রোড্, অপার চিৎপুর রোড্, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ ও বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক, শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা, পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হন।

এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার কথা ঐ দিবসের হিন্দুস্থান-ষ্টাণ্ডার্ড, অ্যাড্ভান্স, ষ্টেটস্‌ম্যান, বন্দেমাতরম্, বিশ্বামিত্র, আনন্দবাজার, যুগান্তর ও ভারত প্রভৃতি বহু ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় লোকসংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নম্র নিবেদন

শ্রীভাগবতচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-পূর্ণাবির্ভাবমহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত যাবতীয় শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যিনি যে আষায় সন্তুষ্ট হন ধারাবাহিকভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে বক্তৃতা, আলোচনা ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবেন এবং আলোচনা বা কীর্ত্তনের সংবাদ সর্ব্বসাধারণের অবগতির ও সুবিধার জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে (অবশ্য যেখানে সংবাদপত্র সুলভ) যাহাতে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। প্রত্যেক স্থানের সভার ও কীর্ত্তনের বিবরণ 'শ্রীগৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে সুখী হইব।

নিবেদক—শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
সম্পাদক

১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামকীর্ত্তন	১৮। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সাধনভক্তি
২। " " " শ্রীগৌরহরি (শ্রীগৌর ও কৃষ্ণ)	১৯। " " " সাধ্যভক্তি
৩। " " " শ্রীগৌরধাম	২০। " " " ভাগবত
। " " " শুদ্ধভক্তের আচার	২১। " " " পদ্যরাজ-সাহিত্য
" " " শুদ্ধভক্তের প্রচার	২২। " " " প্রীতি-সাহিত্য
৬। " " এবং পুরুষোত্তম ও বাসুধাম	২৩। " " " স্মৃতি-সাহিত্য
৭। " " ও সম্বন্ধতত্ত্ব (তত্ত্ব, জীব প্রভৃতি)	২৪। গীতিসাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
	২৫। দর্শন ও বিচার-সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
৮। " " " অভিধেয়	২৬। কাব্যসাহিত্যে "
৯ " " " প্রয়োজন	২৭। ঐতিহ্য সাহিত্যে "
১০। " " " আম্নায়সার (প্রৌঢ়-পথ)	২৮। ভক্তিবিজ্ঞান-সাহিত্যে "
১১। " " " শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা	২৯। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ
১২। " " " অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-নিরসন	৩০। বেদান্তসাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
১৩। " " " গ্রন্থপ্রকাশে বৈশিষ্ট্য (মৌলিক গ্রন্থরচনায়, মূল আকর-গ্রন্থের ভাষ্য-টীকা-রচনায় ও সঙ্কলন-সম্পাদনে)	৩১। সংস্কৃত-সাহিত্যে " "
	৩২। বাঙ্গালা সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান
১৪। " " " গৌড়ীয়াচার্য্যগণ	৩৩। নামহট্ট পরিমার্জ্জনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
১৫। " " এবং যোগ ও ত্যাগ	৩৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পারমহংস্যধর্ম্ম
১৬। " " ", কর্ম্ম ও জ্ঞান	৩৫। " " " দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম
১৭। " " ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ	৩৬। " শ্রীরূপানুগভজন

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবার্ষিক পূর্ণাবির্ভাব-মহামহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গত ১৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যারাত্রিক, গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে একজন" বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ অতি সুন্দর একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। বক্তৃতাটি যুক্তিযুক্ত-পূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ হওয়ায় বাস্তবিক সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" এই মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ৩রা জুলাই রবিবার বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি... বাগ্মিপ্রবর, ত্রিদণ্ডিস্বামী মহোদয় সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে ৯॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে পদকর্ত্তা, মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"আমরা সংসারের সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ, সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও অসুবিধা নাই বলিয়াই তাঁহার এই দয়া প্রচার।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ শ্রীধর বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

দাস ও প্রভু

প্রাকৃত জগতে প্রভু ও দাসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় অপ্রাকৃত রাজ্যে দাস ও প্রভু সেইরূপ নহেন। এজগতে দাসকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হীন বলিয়া বিবেচিত কিন্তু সুখময় রাজ্যে তাহা অন্যরূপ প্রতীত অনুভব। এজগতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, আর পরজগতে সকলেই সেবা-ধর্ম্মযুক্ত থাকিয়া ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ও সকলের অদ্বিতীয় প্রভু আর অন্য সকলেই অর্থাৎ কি মানব কি বিষ্ণুতত্ত্ব সকলেই অশোকভয় শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসী সেবক বা সেবিকা। সকলেই কৃষ্ণের স্বজন বা সেবক। এই দাসগণ ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। প্রভু ও দাস উভয়েই উভয়ের সুখবিধানের জন্য সতত উদ্‌গ্রীব। ভক্তগণ যেমন কৃষ্ণ-পরতন্ত্র, কৃষ্ণও সেইরূপ ভক্তপরতন্ত্র। ভগবান্ এই দাসগণকে আত্মা হইতেও প্রিয়তর দেখেন এবং নিজাপেক্ষাও অধিক সম্মানের আসন প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবৎ-পূজা অপেক্ষা ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ। ভক্তপূজা বাদ দিয়া ভগবানের পূজা হয় না। ভগবানের নিত্যদাসী ভক্তগণই সকলের সকল সেবা ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহারা নিজে কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্,
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
(ভাঃ ১১।১৯।২১)

হে উদ্ধব, সম্যক্‌রূপে আমার পরিচর্য্যায় যুক্ত হন অপেক্ষা যদি আমার ভক্তের পূজা ও ভক্তের পরিচর্য্যা করেন, সর্ব্বভূতে আত্মরূপী আমাকে উদ্দেশ করিয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মানাদি প্রদান করেন, আমি তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞান করি।

ভগবানের ভক্তগণ সকলেই মহৎ। ইঁহারা সকলের ঊর্দ্ধে সর্ব্ববিধ সম্মানের সহিত সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পূজিত হন। অন্যান্যে ভগবানের দাস হওয়া যায় না, আচার্য্যাভিমান সহসা হৃদয়ে জাগে না, অতএব বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার অধিকারী হওয়া যায় না, দাসের পক্ষে দাসত্বই যে একমাত্র ধর্ম, নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই যে দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা, এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পাদপদ্মে অপর বস্তুর জন্য লালায়িত হইলে ভজনপ্রতিবন্ধক অপ্রতিষ্ঠা আসা যে স্বাভাবিক, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। শাস্ত্র বলেন—

অল্প করি' না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

দাস ও প্রভু হইতে একেবারে পৃথক্ অবস্থান নাই। ভক্তগৌরাঙ্গের সুখেই তাঁহাদের সুখ, তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যেই ভক্তের প্রীতি। তাহারা পৃথক্‌ভাবে সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাহাতে তাঁহারা সুখী হন না, বরং তাহা দুঃখ বলিয়া মনে করেন। তাহাতে যে কি আনন্দ তাহা তাঁহারাই জানেন। কৃষ্ণদাস অভিমানে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি, তাহাতে কেহ খর্ব্ব বা হীন হন না। এই কৃষ্ণদাস্যই সকলের সর্ব্বোত্তম পদ, চরম উন্নতি ও পরম প্রাপ্তি। বিশ্বাসের জীবের কা কথা, স্বয়ং চিদ্বৈভববিশিষ্ট বৈকুণ্ঠবাসিগণও কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে লালায়িত। তাঁহারাও কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণভক্ত্যাভিমানেই কৃতার্থ। যাঁহারা সমাধি ধনের অভিলাষী তাঁহারাও দাস্যভাবে কৃষ্ণসেবা করিবার যত্ন হন। সকল শক্তির মূলাশ্রয় ভগবতী শ্রীমতী রাধিকাও দাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদাস্যে এত মাধুর্য্য—এত মহিমা—এত আনন্দ। স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্বের আকর শ্রীবলদেব প্রভুও নিজকে দাস ভাবনা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥
এ-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হইতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধবাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
'কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখাভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

ভগবদ্দাস্য ব্যতীত গতি নাই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই তাহা লাভের জন্য যত্ন করা উচিত। ভগবান্‌কে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে পারিলে আমাদের আর দুঃখ নাই। ভগবান্ সেবক-তোষা, সেবকেই তাঁহার সুখ, তাহে তাঁহার বিরক্তি ক্লান্তি বা নির্ব্বেদ নাই। ভক্তগণ ভগবৎসেবক। তাঁহাদেরও ভগবৎসেবায় বিরতি, ক্লান্তি বা নির্ব্বেদ নাই। তাই তাঁহারা ভগবৎসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এজগৎ দুঃখময়। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎ-স্মরণ হয় না। সুতরাং এই দুঃখও ভগবানের অসীম দয়ার পরিচায়ক। এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা সাধনরাজ্যে অবস্থান থাকিব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের বৈধমার্গে বিষ্ণুর আরাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। ভক্তবৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া অনুক্ষণ পবিত্রভাবে নিজের সেবা বা সেব্যের প্রিয় জ্ঞানে অবশ্য যত্নের কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিলে বিষ্ণুর স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিতে বা ধ্যান বা বাধা না থাকায় সেবার প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের প্রবৃত্তা লাভ হয়। সাধনরাজ্যে যে পর্য্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয় ততকাল পর্য্যন্ত এই বিষ্ণুমুখী চেষ্টা। নবরুচি বা আসক্তি হইতে সাধক কখনও কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইতে থাকেন; তখনই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়। হ্লাদিনীর কৃপাতেই ইহা লাভ হয়।

বাস্তববস্তু সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় বিনা কেহই ভগবৎ-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। এই শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব,—গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব যে-সে তত্ত্ব নহেন, তিনি গৌরশক্তিস্বরূপ—কৃপাস্বরূপ। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। শ্রীগুরুদেব প্রাকৃত জীবের ন্যায় বা সাধনসিদ্ধ ভক্তের ন্যায় পূর্ব্বে বিষয়াসক্ত বা অবিদ্যাজালযুক্ত ছিলেন না। তিনি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি। চিদচিৎ রাজ্যে যত জীব আছে, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও শ্রেষ্ঠ গতি লাভের আশা নাই। আমাদের শ্রীগুরুদেব—শ্রীআচার্য্যদেবও সম্পূর্ণ অভিন্ন, অন্তর শ্রীরূপ।

আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান্। আমাদের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের অযাচিত অপরিসীম কৃপা, তাই আমরা এখনও প্রভুহারা হই নাই এবং কখনও অসহায়, অনাথ হইব বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সেবী হওয়ার একমাত্র উপায় প্রভুপাদের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা, নিষ্কপট সঙ্গ ও সেবা। আমরা যাহাতে তাঁহার কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহার সেবা পাইতে পারি এবং তদানুগত্যে—তাঁহার শ্রীভাগবতানুগ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদপ্রমুখ গুরুবর্গ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সুখবিধান করিতে পারি, প্রভু ও দাসের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদনুগ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

হরিভজন

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিসার, ভাগবতশাস্ত্রী)

এই প্রপঞ্চ—বদ্ধ জীবের কারাগার। স্বরূপে ভগবদ্দাস জীব তাহার দাসত্ব ভুলিয়া ভোক্তা সাজিতে যাওয়ার অহঙ্কার-পঙ্ক-রূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া আজ মায়ার কবলে কবলিত। সেই অপরাধ-দণ্ডেই আজ তাহাকে ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইতেছে। জীব কখনও কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া পাপ ও পুণ্যাচরণ করিতেছে এবং তৎফলে স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতেছে,

আবার অনেকে বা জ্ঞান-যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্যদাস্যলাভের পরিবর্তে সাযুজ্যাদি মুক্তি প্রার্থী হইয়া নিজ নিত্যমঙ্গল লাভের পথে কণ্টকারোপণ করিতেছে। এইরূপে বিমুখমোহিনী মায়াভিভূত জীব অসৎ অবিদ্যা পথকে সৎ ও বিদ্যা পথ বলিয়া—অবিদ্যা উপায়ে নিত্যমঙ্গল বা নিত্যমঙ্গললাভের প্রয়াসী হইয়া দিন দিন অন্ধতমঃ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে জীবের মঙ্গল হয় না। আবার উদ্ধার পাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা না জানাইলে কি উপায় অবলম্বনে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় তাহারও সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

একমাত্র সর্বতোভাবে শরণাপন্ন ভক্তকেই ভগবান্ রক্ষা করেন, মায়ার হাত হইতে উদ্ধার করেন। ভগবান্ শরণাগতপালক। তাঁহার শ্রীচরণে সর্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই তিনি জীবকে উদ্ধার করেন। জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার এ জগতে নাম-অবতার। কিন্তু জীব ভগবানের চরণাশ্রয় করিবে কি করিয়া? ভগবান্কে ত' এই চক্ষু দিয়া দেখা যায় না, এই হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় না, এই মন দিয়া চিন্তা করা যায় না; তবে উপায় কি? কি করিয়া জীবের হরিভজন হইবে? শাস্ত্র বলেন,— মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবৎসেবোন্মুখ জীবকে উদ্ধারের জন্য বা শ্রীচরণাশ্রয় প্রদানের জন্য ভগবান্ই গুরুরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি আচার্য; কি করিয়া ভগবানের সেবা করিতে হয় তিনি তাহার শিক্ষা দেন। এই গুরুরূপী বা আচার্যরূপী ভগবানের—সেবক ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জীব সর্বতোভাবে আশ্রয় লইলেই সে একমাত্র জগতে অনায়াসেই উদ্ধার পাইবে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ভগবান্ হইতে কোন অংশেই কম নহেন। তাঁর-তত্ত্ব আশ্রয় তত্ত্ব। একজন সেব্য ভগবান্—ভোক্তা ভগবান্ আর একজন সেবক ভগবান্ আশ্রয়-ভগবান্। একটী বাদ দিয়া অপরটীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণ—গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

যাঁহারা এই ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভের অধিকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের—আচার্যপাদপদ্মের কৃপালেশ যাঁহারা পাইয়াছেন, আচার্যপাদপদ্মের শ্রীচরণতলে যাঁহাদের আশ্রয়লাভ হইয়াছে, তাঁহারা যে অনায়াসে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি গুরুপাদপদ্মের হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে নিজের সত্তাকে মিশাইয়া দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম, যোগ তপ ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি ভগবৎ সেবেতর পন্থা ছাড়িয়া দিয়া এই আচার্যপাদপদ্মে শরণ গ্রহণই ভগবদ্ভজন।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি গুরুপাদপদ্মেই নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। এই নবধা ভজনের মূলে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি। শরণাগতির অভাব থাকিলে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। মূলকে ছেদন করিয়া হরিভজনের চেষ্টা করা কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। হরিগুরু বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই সেবা বা ধর্ম। জীব যখন সাধুগুরুকৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হয়, জীবের যখন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীব ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন বা শরণাগত হইয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥

ভগবান্কে এইরূপে রক্ষকত্বে, পালকত্বে বা গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে কৃষ্ণভজন আরম্ভ করেন, তখনই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। এই আত্মনিবেদন যেন কর্মী জ্ঞানীর ন্যায় সার্থক না হয় তজ্জন্য ভক্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় হয়।
অভিমান সব যেন কপট না হয়॥

কর্মী-জ্ঞানী-যোগিগণের যে আত্মনিবেদন ভাব দেখা যায় তাহা কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু ভক্তের এই আত্মনিবেদন বা শরণাগতি নিত্য। তাঁহারা বলেন,—

তুমি নিত্যপ্রভু, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥

হরিভজনপরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে হরিভজন করিয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের ছলনা বা হরিভজনচেষ্টা তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। সেইরূপ কপট ভক্তকে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেন না, পরন্তু ধন, জন, পুত্রাদির ভার প্রদান করিয়া মায়াতে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

থাকেন। শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত জনই ভক্ত। আনুগত্যই ভক্তি। এই আনুগত্য যে কেবল সাধকাবস্থায়—সিদ্ধাবস্থায় নহে, বদ্ধাবস্থায়—মুক্তাবস্থায় নহে, তাহা নহে। এই আনুগত্য নিত্য। ইহা বদ্ধাবস্থায়, মুক্তাবস্থায়, সাধকাবস্থায় এবং সিদ্ধাবস্থায়—সর্বাবস্থাতেই আছে। বদ্ধাবস্থায় ত' শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশাধিকার হইতেই পারে না; সিদ্ধাবস্থাতেও যে হরিভজন, তাহাতেও শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্য নিত্যবর্তমান। আশ্রয় ছাড়িলেই নিরাশ্রয় হইতে হইবে—পতিত হইতে হইবে।

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

বদ্ধজীব হরিভজনের মর্ম জানে না। তজ্জন্য করুণাময় ভগবান্ জীব-মঙ্গলের জন্য নিজেই গুরু বা আচার্যমূর্তিতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেব বা আচার্যদেব মানব নহেন, কপট মানব। তিনি দেবতা, কিন্তু তত্ত্ব দেবতা নহেন; তিনি দেবতারও দেবতা—পরমদেবতা। ভগবানের যোগ্য আর সেবার কথা তিনিই জানেন ও তিনিই সেই সেবা করেন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট চিরবিক্রীত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত ভগবান্ আর কাহারও নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন না। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক জীবকে কৃষ্ণসেবায় লাগাইলেই জীব কৃষ্ণ-সেবা করিতে পারে এবং কৃষ্ণও জীবের সেবা গ্রহণ করেন। গুরুপাদপদ্ম-ভজনই কৃষ্ণ-পাদপদ্মভজন, গুরুপাদপদ্ম পূজনই কৃষ্ণ পাদপদ্ম পূজন, গুরুপাদপদ্মের সুখে কৃষ্ণের সুখ। শ্রীগুরুদেব যেখানে নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই। গুরুছাড়া বা ভক্তছাড়া কৃষ্ণ ভজন করিয়া জীবের সুবিধা হইবে না। সেই জন্যই সকল শাস্ত্র ও মহাজনগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপূজা"। যিনি এই গুরুর আনুগত্যে সর্বতোভাবে, সর্বেন্দ্রিয়ে, সর্বক্ষণ শ্রবণ কীর্তন-মুখোন্মুখে অহৈতুকী ভাবে যাবতীয় ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া থাকেন—তিনিই চক্ষুদ্বারা হরিভজন করিতেছেন—কর্ণদ্বারা হরিভজন করিতেছেন—নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন সকলের দ্বারাই হরিভজন করিতেছেন। সেই জন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

কিন্তু হায়! বড়ই দুর্ভাগ্য আমার। এমন পরমদয়াল গুরুপাদপদ্ম পাইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

যাহের কুকুর হইতে পারিলাম না! তাঁহার দাসানুদাস হওয়া ত' দূরের কথা, তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিই গেল না ও যাইতেছে না।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা॥

—এই সব মহাজনের বাণী অনেকবার শুনিয়াও, অনেকবার কীর্তন করিয়াও তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন? আমি কি গুর্বপরাধে অপরাধী? অনন্তকোটি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াও ভাগ্য-বিড়ম্বিত আমি, আবার সেই সংসারই প্রার্থনা করিতেছি। নির্বোধ বালক যেরূপ মহারাজের নিকট একটী পয়সা প্রার্থনা করে, আমিও তদ্রূপ কৃষ্ণবিতরণকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-লাভেই ব্যস্ত ও মত্ত রহিলাম। সংসারত্যাগী সাজিয়া সংসারী লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা লুটিতে লাগিলাম, বড় লেখক, বড় পাঠক, বড় প্রচারক হইয়া কেবল নিজের বাহাদুরীই জাহির করিতে লাগিলাম! প্রবন্ধ লিখিয়া গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আমার হইল না—সম্বন্ধ হইল কেবল শূকরী-বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে! গুরুপাদপদ্মের সেবা-মধুকর হইতে না পারিলে ত' কৃষ্ণপাদপদ্মের মধুকর হইতে পারিব না। কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি শ্রীগুরুদেব। তাঁহার সেবাবঞ্চিত হইতে পা ঢাকা দিয়া দূরে সরিয়া থাকিলে কৃষ্ণাকর্ষণ বা কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে কি করিয়া? এই সব জানিয়া শুনিয়াও আমি কেন তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি না? এই রোগের ঔষধ কি? ইহার উপায় একমাত্র বৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণ—অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকা হইতে দূরে অবস্থান— নিরন্তর শ্রীআচার্যপাদপদ্মের কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ কীর্তন। যেদিন হইতে নিষ্কপটে সর্বান্তঃকরণে—

সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥

—বলিতে পারিব, যেদিন বুঝিতে পারিব—

এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করয়ে ক্রন্দনে॥

—সেইদিন হইতেই বুঝিতে পারিব যে ভগবদ্ভজনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ। [illegible] শ্রীগৌর, গোপীনাথ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ব্রহ্ম-[illegible] প্রকাশিত হইবার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] শ্রীশ্রী[illegible]-আসনে [illegible] শ্রীমঠ পাঠ, প্রদর্শনী, [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible]।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
[illegible], শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
[illegible]-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) সুবর্ণবিহার... ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) আনন্দগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুহরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দের বিহারী মঠ
বরসানা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লোণারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং রেগমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরাধার্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁধাবাটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রবণ-সদন
পোঃ রেমুনা, ... বালেশ্বর

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ ([illegible])

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
[illegible] রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীপ্রাণেশ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

কলের সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
ধানকুলমী	৫।০
বাগড়া নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
মোটা কোরানিকি	৪৲
সিদ্ধ বেরুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
ধানকুলমী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৵০

পাটের দর

আষাঢ়—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৪১।০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপুর	১০।৵০
রবিপুর ১০০০ নং	১০৵০
বাবতোলা সাদা	৯।
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সেটেলী ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
কুণ্ডকারেন ঐ	৬৲—৬৵০
ডাইমণ্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫।৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২।৵০
পালাউ	১।৵০—১৸০
ভুষি	১।৵০—১।৵০

ঘৃতের দর

কলিকাতা	৫৭৲
রাজনৌজ	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
কলমী	৪৫
পাতাকল	৪৲

দর

কাবুলে	৩৭৲
ঢাকা থাকলা	৪১৸০
২৩ সের—	১৭৸০
গ্যাস ঘটকা ২২—৩০ সের	১০৲

তুলের দর

আমেরিকান মোটাসুতা কাটন	৫৪৲
মিষ্টিক আমেরিকান কটন	৪০৲
করাচি পুরাণ কাটন	৪০৲
কাপাস তাথা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেলেঘাটা মশলা

	প্রতি মণ
পাকা সাও	৮।০
সুপারী সেণ্টি	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
খড়ি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা ষ্টেণ্ডার্ড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৩৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮ ১৮৵০

২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵
২৮ সের—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸
নীম	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫।০—৬।০ হন্দর

সেল র ড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাতি, বোল্টু, মসাহে ৬৸০—৭।৫

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের ৭।০

কম ৬৸০—৭৸০

দুঃ ইস্পাত-আসল ২৫৲ নকল ২৩।০

চটকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬।০

ভুসার হাপর ৪।০

সন্তোষকুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ ক্যানাল ষ্ট্রীট মোড়াগলী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্লীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট-বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বড়ই অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
সিকি কলম ১০৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈ মাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷৷ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩০ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩০ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩-৬৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০ ৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩ ৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ০৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬ ১৩ ২০-৬

ফোনঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'[illegible]',
শ্রীমায়াপুর

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২১শে জুলাই, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১২১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

ষ্টকহলমে বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত নলিনবন্ধু দাস পি-এইচ-ডি কলিকাতা বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রফেসার বি সি গুহ পি এইচ ডি, ডি এস সি মহাশয়ের সহিত ভাইটামিন, হরমোন ও এনজাইম সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা কালে বোম্বাইয়ের লেডী টাটা মেমোরিয়েল বৃত্তিলাভ করিয়া ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি ষ্টকহলম ও সিগেড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও নোবেল লরেট প্রফেসর এইচ ফন অয়লার এবং প্রফেসর এ ফন সেণ্ট জর্জীর সহিত প্রায় তিন বৎসর কাল রসায়ন ও জীবদেহে খাদ্য দ্রব্যের পরিণতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি ষ্টকহলম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইটামিন, এনজাইম ও রেসপিরেশন সম্বন্ধে রিসার্চ ফেলো হিসাবে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার তথ্যপূর্ণ গবেষণাসমূহ ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

মিঃ ও মিসেস মুরশেদ

কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র মিঃ এ কে এম জ্যাকেরিয়ার একমাত্র কন্যা মিঃ লায়লা মুরশেদ এবার অ্যাসোসিয়েশন স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন। দ্বিতীয় ভাষারূপে ইনি ফরাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি লরেটো হাউসে আই-এ পড়িতেছেন।

ইহার স্বামী মিঃ মহবুব মুরশেদ এম-এ, বি-এল (এড্ভোকেট—কলিকাতা হাইকোর্ট) বর্ত্তমানে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন। ইনি এই বৎসর বারের প্রথম পরীক্ষায় প্রথম ভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্পর্কে যে নির্ভীক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বভারতের সম্মুখে উহার সফলভাবে প্রতিরোধ করার যে পথ দেখাইয়াছেন, বাঙ্গলা কংগ্রেসের সকল দলের লোকই উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন।

কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতা ও সহরতলীর কংগ্রেস ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রীযুত বসুর বিবৃতির প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিভিন্ন দল ও উপদলের সদস্যদের সকলেই একবাক্যে বলেন যে, যে বিষয়ে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ও সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট সেই সম্বন্ধে দেশের সম্মুখে শ্রীযুত বসুর এই পথ নির্দ্দেশ অতীব ন্যায়সঙ্গত ও সময়োচিত হইয়াছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর যুক্তরাষ্ট্র বিরুদ্ধে এই অনমনীয় সংগ্রামে বাঙ্গলাদেশ একযোগে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে বলিয়া অনেকে আশা করেন।

———

ট্রামলাইনের উপর বাসচালকদের সত্যাগ্রহ

গত শনিবার সকাল আন্দাজ ১০ ঘটিকার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ঠন্‌ঠনিয়া কালীতলার সম্মুখে হঠাৎ সমস্ত ট্রাম বাস বন্ধ হওয়ায় চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একখানি বাস নাকি উত্তর রাস্তা বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর দিয়া যাইতেছিল। একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্টের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইলে সে বাসচালককে ট্রামের পথ ছাড়িয়া দিতে বলে। ইহার ফলে বাসচালক ও সার্জ্জেণ্টের মধ্যে বচসা হয় এবং সার্জ্জেণ্ট বাসের নম্বর লিখিয়া লয়। বাস চালক তখন বাস চালাইতে একেবারে অস্বীকার করে এবং ট্রামের রাস্তার উপর সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে অন্যান্য বাস আসিয়া পড়ে এবং সেই সমস্ত বাসের চালকেরা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া সহানুভূতিসূচক সত্যাগ্রহ সুরু করিয়া দেয়। ক্ষণিকের মধ্যে রাস্তায় সমস্ত যানবাহন বন্ধ হইয়া যায়। তখন পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয় এবং দলে দলে পুলিশ আসিয়া পড়ে। পুলিশ প্রথম বাসচালককে গ্রেপ্তার করে এবং রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়।

———

পাঞ্জাবের গবর্ণর সকাশে রাজা নরেন্দ্রনাথ

পাঞ্জাবের গবর্ণরের সহিত রাজা নরেন্দ্রনাথের পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত বিতর্কমূলক বিল-সমূহ সম্পর্কে [illegible] আলোচনা হইয়াছে। প্রকাশ, রাজা নরেন্দ্রনাথ বিল সম্পর্কে পাঞ্জাবের জনসাধারণের মনোভাব গবর্ণরকে জ্ঞাত করেন। তিনি পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত ঐ সব আলোচনা স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে গবর্ণরকে অনুরোধ করেন যদি বিলগুলি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও জনসাধারণের [illegible] স্বার্থনাশক বিলগুলিতে সম্মতি দিতে বিলম্ব করিবার জন্য গবর্ণরকে অনুরোধ করেন।

———

উড়িষ্যা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক ঘোষণা [illegible] পরিষদ-আগামী ২৯শে জুলাই হইতে পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে। [illegible] র‍্যাভেনশ কলেজ হলে উক্ত অধিবেশন হইবে।

উড়িষ্যা গেজেট—নিয়োগ ও বদলী

পুলিশ সুপার মিঃ জে ই লিডার ম্যান আই পি গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন।

বালেশ্বরের স্কুল সব-ইন্সপেক্টার বাবু গগনচন্দ্র দাস বালেশ্বরের ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস নিযুক্ত হইলেন।

কটক জেলার সাব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সদানন্দ পট্টনায়ক কালেক্টারের ক্ষমতা পাইলেন।

———

পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বিদ্রোহ

মুর্শিদাবাদের নবাবের পুত্র আবদুর রহমান খাঁ [illegible] নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পঁচিশ জন সমর্থক ছিল, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আবদুর রহমান খাঁ ও তাঁহার সমর্থকদিগকে [illegible] নিকট হাজির করার জন্য জিম্মায় লইয়া যাওয়া হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬.
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। [illegible] ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবন্দার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। দুর্জ্জয়শঙ্কা অপনোদনঃ (সানুবাদ)ঃ
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীশ্রী দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীশ্রীনামা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণা ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৬৲
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ।
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। শরণাগতিনির্ণয়ম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক্‌স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। সাইক অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ৯ গৌরাব্দ ৪৫২, ৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২১শে জুলাই ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ১২১তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরম প্রিয় শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ... প্রত্যহ অধিকাংশ সময়েই মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা অনর্গল কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী চেতনোন্মেষিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হইতেছেন। তাঁহার প্রাণময় চেতনবাণী যে 'কর্ণ হৃদয়াকর্ষী ও প্রাণস্পর্শী' তাহা শ্রদ্ধালু সজ্জনমাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিই শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী আমাদের সম্বল হউক। তাহা হইলে আমরা বিজ্ঞানালোক ও অন্তরে উৎসাহ লাভ করিয়া উত্তরোত্তর ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব। জানি না, কবে আমাদের আচার্য্যানুগত্যময় আদর্শ জীবনযাপনের সৌভাগ্য লাভ হইবে।

গত ১৬ই জুলাই শনিবার রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে আগত মঠসেবকগণের নিকট শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যদেবের ও গৌড়ীয়ের সেবা, বৈষ্ণব বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহেন, বিষ্ণু বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ নহেন, অধোক্ষজ সেবাবিলাস, গৌড়ীয়কে বাদ দিয়া মহাপ্রভুর সেবা ও মহাপ্রভুকে বাদ দিয়া গৌড়ীয়ের সেবা সম্ভব নয় প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

তৎপর দিবস প্রাতেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দগণের seperation feel (বিচ্ছেদ অনুভব) করা প্রত্যেকেরই উচিত, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যে সৎসঙ্গ হইবে এরূপ কোন কথা নয়, তবে সৎসঙ্গ করিলে অসৎসঙ্গ আপনিই ঘুচিয়া যাইবে, অর্থপ্রাপ্তির কথা আলোচনা করা দরকার; ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর কলিকাতা বড়বাজার নিবাসী শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ পোদ্দার ও শ্রীযুত রামজীলাল শরাফ মহোদয়দ্বয় শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম দর্শনার্থী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদিগের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং" শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে সত্ত্বগুণ ও শুদ্ধসত্ত্বের পার্থক্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের হৃদয়ে বাসুদেবের আবির্ভাব, মহাভাগবতের সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শন, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ, সংসার ও মায়ামুক্তি, শিবের স্বরূপ, কৃষ্ণসেবাদ্বারাই সকলের সন্তোষ, প্রকৃত আচার্য্য বা গুরুর স্বরূপ, শ্রীগুরুদেবই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, আচার্য্যাভিমান বা গুর্ব্বভিমানের পরিবর্ত্তে সদ্‌গুরুর ভগবদ্দাসাভিমান ও নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকা, শ্রোতৃপন্থায় আগত শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ভগবৎকথা শ্রবণের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ে বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সকল সন্দেহ নিরসন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হৃদয়গ্রাহী সুন্দর যুক্তিপূর্ণ সদুত্তর শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ-প্রণতি দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গৌড়ীয়মঠের অফিস ঘরে তাঁহাদিগের নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

—— –

রেঙ্গুনে প্রচার

গত ৯ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৩০১ নং লুইস্ ষ্ট্রীটস্থিত রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী "শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী" সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই 'রেঙ্গুন গেজেট', 'রেঙ্গুন ডেলি নিউজ', 'রেঙ্গুন টাইমস্' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ জয়নারায়ণ দাস অধিকারী প্রমুখ সেবকগণ সংকীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস নর্থার্ন সান্ ষ্ট্রীটের ডোমিশ্র নামক স্থানপ্রবাসী বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত এস, বন্দিত মহোদয় বিশেষ জিজ্ঞাসু ও শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করত ব্রহ্মদেশের প্রচারভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ সরলতা ও শ্রদ্ধা সহকারে বিবিধ পরিপ্রশ্নমুখে ভক্তিসিদ্ধান্তময় মীমাংসাপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ এবং বক্তৃতাদি শ্রবণ করত পরম আপ্যায়িত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

গত ১২ই জুলাই মঙ্গলবার দিবস শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকোবিদ মহোদয় "শ্রীল সনাতন প্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কীর্ত্তন করেন। ... শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। উক্ত দিবস পত্রিকাসমূহে পাঠের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। আজও গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ব্রহ্মদেশের পেগু ডিভিসনে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

—— ——

প্রাকৃত ধন ও প্রকৃত ধন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থাকেন। প্রাকৃত ধনলোভী মূঢ়গণ বিদ্যা ও ধনমদে তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসে। অথচ কৃষ্ণপ্রেমধনলোভী কৃপালুগণ বৈষ্ণবগণ বা ভক্তিবিনোদধারার যাত মহাজনগণই প্রকৃত ধনী, কপট মানবকুলের সমস্ত ধূর্ত্ততা তাঁহারা অবগত আছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনের নিম্নোক্ত পয়ার হইতে আমরা প্রকৃত বৈষ্ণবের মহিমার নিদর্শন পাইতে পারি—

বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
আছয়ে সকল দিক নয়নে দৃষ্ট ও।
গোপালবেশ শ্রীমন্ অবতার এই সাক্ষী।
ভক্তরাজ নন্দ অক্রুর উদ্ধবাদি
যত দেব বৈষ্ণবের ব্যবহার-তত্ত্ব।
নিশ্চয় জানিও সেই পরানন্দসুখ।
বিষয়বাক্য সব কিছুই না জানে।
ধনমদে, বিদ্যামদে বৈষ্ণব না চিনে।

"আমরা সংসারের সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ, সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ শ্রীধর আদি কার্ত্তিকশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——:::(•):::——

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে "ধর্ম্মের ও দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ কর্ম্মী সনাতনপ্রভু" বলিয়াছেন। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণানুশীলনকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক ও প্রীতিবিশেষাত্মক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক অনুশীলন কতকগুলি অনুকূল ও প্রতিকূল-নিষেধাত্মক। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক অনুশীলন তিন প্রকার—(১) কায়চেষ্টা-রূপক, (২) বাক্-চেষ্টারূপক ও (৩) মানস চেষ্টারূপক।

প্রীতিবিশেষাত্মক অনুশীলন দুই প্রকার—(১) মানস ও (২) ভাবাত্মক। কৃষ্ণসম্বন্ধী বা কৃষ্ণার্থে অনুশীলনকেই "কৃষ্ণানুশীলন" বলা যায়। 'অনু' অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ, যাহার বিরতি নাই,—অথচ নবনবায়মান; তাহাই অনুশীলনের স্বরূপ লক্ষণ। এই অনুশীলনটী একবারে কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের কৃপা-সাপেক্ষ। যেহেতু তদনুশীলনক্রিয়াগণ, অর্থাৎ অপ্রাকৃত হইয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসবৃত্তির অপ্রাকৃতত্বে আবির্ভূত; এই হেতু তাহা স্বরূপে বা স্বাভাবিকভাবে প্রকটিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। 'কৃষ্ণানুশীলন' বলিতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ বস্তুর অনুশীলনও বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল ভেদে দ্বিবিধ হইলেও অনুকূলতা-বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহাকে 'ভক্তি' বলা যাইবে। প্রতিকূলতায় ভক্তি নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অনুকূলতা, ভক্তির উত্তম-সিদ্ধির জন্য তটস্থ-লক্ষণরূপে দুইটী বিশেষণ যুক্ত হয়—একটী 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' আর একটী 'জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত'। আর মুহুর্মুহুঃ যে অনুশীলন, তাহাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লোকযাত্রা ও আচার্য্যত্ব তাঁহার প্রত্যেকটী গ্রন্থ ও তাঁহার নিজস্ব পত্রের মধ্যে খুব বেশী পরিস্ফুট। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাটকস্থের সংসারবাক্যের লীলাটী প্রকৃত হাতে কলমে বেশী প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অভিসংক্ষেপে জীবের দশা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেন 'X' Ray দ্বারা জীবের দুর্নীতি-সমূহ দেখাইয়া যুগপৎ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আমাদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ হইয়াও কখনও "আমি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি" এইরূপ কথা বলেন নাই। সর্ব্বদাই—'কবে' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন! "আমি সাধক মাত্র, কবে সিদ্ধ পাইব ?" এইরূপ বিচার। "আমাকে গুরুদেব সিদ্ধ প্রণালী দিয়াছেন, সুতরাং আমি সিদ্ধস্তরের লোক"—এরূপ বিচার অহঙ্কার বিচার নহে। 'আমি কবে প্রতিষ্ঠাশূন্য হইতে পারিব'—ইহাই শুদ্ধভক্তের বিচার। আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশা নাই, এরূপ বিচার প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাশা-বিক্ষোভোজিগণেরই বিচার।

•   •   •

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ দর্শন করিলেন। তিনি আপনাকে স্বানন্দ সুখদকুঞ্জবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"স্বানন্দ সুখদকুঞ্জবাসী।
স্বাধিকারকর-চরণদাসী॥"

'স্বানন্দ' শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীসনাতনাচার্য্য পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া এইরূপ দেখাইয়াছেন।

'স্বতন্ত্রং সুখরূপ্যত্বাৎ স্বশব্দো বিষ্ণুবাচকঃ।' অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও সুখদ হেতু বিষ্ণুকে 'স্ব' শব্দে অভিহিত করা হয়। সেই বিষ্ণুর আনন্দ ও সুখ যাহা দান করে, তাহাই স্বানন্দ-সুখদ। যেখানে লীলা-পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র আনন্দময়, স্বতন্ত্র সুখময়, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতা যেখানে সম্প্রকাশিত অর্থাৎ যেখানে তিনি ঈশানাথ হইয়াও ঈশাধীন।

•   •

জগতে পরমতত্ত্ব বস্তু স্বাবলম্বিক ভাবরূপ বাস্তব কল্পিত হইয়াছে এবং তাঁহার অপ্রাপ্য দেশের (ধামের) কথাও জগতে পাওয়া যায়। সেই ভাব বাস্তবরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া অবরোহ ও অবরোহণ-ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ভাবের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা তাঁহার নাম বা তাঁহার বাণীর মধ্যে সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তিত হইলেই ভোগ বা ত্যাগবাহুল্য 'ভব' বা সংসার যাহা নির্ম্মিত হয়। দেশ-কাল-পাত্রে যে-পরিমাণে স্বাবলম্বিক ভাবের কথা, অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলার কথা সংকীর্ত্তিত হয়, সেই পরিমাণে পরিপূর্ণ নিঃশ্রেয়স্ লাভ, আর যে পরিমাণে ভাবের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সংশ্রবণ, সংকীর্ত্তন ও সংস্মরণ কম হয়, সেই পরিমাণে ভোগ বা ত্যাগরূপ অমঙ্গলময়-সংসারের উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই ভাবই বিপশ্চিৎ। তাঁহাকে তাঁহার সংবরণশক্তি বা বুদ্ধির আশ্রয় ব্যতীত জানিতে, বুঝিতে বা মাপিতে গেলে ভ্রম সেই বোদ্ধার, দ্রষ্টার বা মাপকের চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিবর্ত্তের আবরণের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া আলোকহীন অন্ধকার অর্থাৎ চেতনময় ও স্বানন্দরূপ আলোকের অভাবময় নির্ব্বিশেষ রূপটী প্রদর্শন করেন। যতদিন পর্য্যন্ত সেইরূপ দর্শন, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাকৃত দ্রষ্টার, বোদ্ধার ও মাপকের দুর্ভাগ্যের ন্যায় হীনতম দুর্ভাগ্য আর নাই।

সেই স্বাবলম্ব আর কেহই নহেন, ভক্ত-পাদপদ্মই ভাবের স্বাবলম্বিক। স্বাবলোর আদর হইলেই ভাবের নামের শোভা, রূপের শোভা, গুণের শোভা, পরিকর-শোভা ও লীলার শোভার সঙ্গে প্রকৃত সামঞ্জস্যযুক্ত সংস্থিতি বা সন্নিবেশ (adjustment) হয়। সেই প্রেমে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের প্রতি কাপট্যবিশেষের অভাব বা অবিদ্যার প্রাবল্য থাকে।

•   •   •

অন্তরে সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ সেবাবিলাসী মহাপুরুষই পারমার্থিক গৃহস্থ বা পরমহংস। অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের গৃহ। ভক্তিবিনোদের কথিত 'গৃহেতে গোলোক ভায়', শ্রীগোবিন্দের 'গৃহং প্রাপ্য' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'গেহং জুষামপি' পদে যে গৃহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই কৃষ্ণ-স্বাশ-নিকেতনেই পরমহংসগণের অবস্থান। এরূপ পরমহংসগণের অনুগতই হংস। হংসগণ অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানকেই তাঁহারা চরম বিচার করেন নাই। পরমহংসগণের সেবাপ্রভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিবেন। যেখানে হংসগণ কেবল অধোক্ষজসেবাবিলাসরূপ সার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই স্থানে তাঁহারা হংসত্ব হইতে চ্যুত হইয়া অবৈষ্ণবাশ্রমে আবদ্ধ ও পতিত হন। পারমার্থিক গৃহস্থ ও পরমহংসগণের প্রতি যেখানে অনাদর, সেখানে বর্ণাশ্রম "অসুর" বা "অবৈধ" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

•   •   •

পরমহংসের অপর নাম ভাগবতের ভাষায় "ধীর বা নরোত্তম সন্ন্যাসী।" শ্রীমদ্ভাগবতে ধীর ও নরোত্তম সন্ন্যাসীর এইরূপ বিচার দৃষ্ট হয়—

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥

(ভাঃ ১।১৩।২৬)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তিরহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সাধনশূন্য-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত।

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥

(ভাঃ ১।১৩।২৭)

যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশবশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই 'নরোত্তম'।

ধীর-পক্ষে স্বভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, ঘটনাক্রমে পরকর্তৃক তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে। ধীর বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও শ্রীহরিকে হৃদয়ে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ধীর মুক্ত ও মুক্তবন্ধন হইলেও ক্রমপন্থী, কিন্তু নরোত্তম সদ্য বা স্বভাবতঃই আত্মবৎ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায় ধীর—আত্মসন্ন্যাসী, আর নরোত্তম ভক্তিবিবেকী। 'পরমহংস' অধোক্ষজ-সেবাবিলাসী। অতএব আপনার বুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের বিধির অন্তর্গত মনে করিলে তাঁহাকে ভুল বুঝা হইবে। পরমহংস নিজের কখনও আপনার স্বার্থ লইয়া বিশ্ব দর্শন ও তদন্তর্গত বিষয়কে ভোগ ও ত্যাগ করিবার স্পৃহায় চালিত হন না। এজন্য বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য পরমহংসের সেবা বা হরিগুরুবৈষ্ণব অর্থাৎ অধোক্ষজের সেবকগণের সেবা। সকলে মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে সকলেই ভাগবত পরমহংসের আনুগত্যে বৈকুণ্ঠ বাস বা পরমহংসী অধোক্ষজের সেবা করিলে দৈববর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী তাঁহাদের স্ব স্ব দৈব-আশ্রমে থাকিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নতুবা আশ্রম হইতে পতিত্য অবশ্যম্ভাবী।

———

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়

…অভিধেয়-বিগ্রহ অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার চিচ্ছক্তি-তোষণকারী মহাভাগবতের জিহ্বাদি সেবাঙ্গের ইন্দ্রিয়গ্রামে শব্দরূপে সর্বক্ষণ বিলাস করিবার জন্য অবতীর্ণ।

অধোক্ষজ বস্তু শব্দবিগ্রহ রূপে পরমহংস বা মহাভাগবতের সঙ্গে বিলাস করেন। সেই অধোক্ষজ-সেবাবিলাসে প্রবিষ্ট বৈকুণ্ঠনাম-কীর্তনকারীই গৌড়ীয়। সুতরাং পরমহংস বা মহাভাগবত গৌড়ীয়ের সেবা বা অধোক্ষজ-তোষণের আনুকূল্য-বিধানই বৈষ্ণবধর্মগ্রহে অবস্থান।

প্রাকৃত ধন ও প্রকৃত ধন

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

প্রাকৃত ধনে ধনিগণ ভাগ্যবান্ ও শ্রীযুক্ত আর প্রাকৃতধনহীন দরিদ্রগণ দুর্ভাগা ও শ্রীহীন,—ইহাই এই জগতের বিচার। কিন্তু পরমার্থ-জগতে যে ধনে ধনী হইলে বাস্তব ভাগ্যবন্ত হওয়া যায়, সেই ধন বিষয়ে আমাদিগের অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সৌভাগ্যের পরিসীমা কি এবং যথার্থ-সৌভাগ্য লোকের কখন উদয় হয়, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

শ্রীরূপ-শিক্ষাতে আমরা জানিতে পারি যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণকালে জীব কখনও কুবেরসদৃশ ধনেশ্বর হইয়া, কখনও দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ হইয়া, কখনও যোগী, ন্যাসী, জ্ঞানী, তপস্বী হইয়া, এমন কি, কখনও রাবণের ন্যায় জাগতিক বৈভবে বৈভবান্বিত হইয়াও প্রকৃত ধনে ধনী না হওয়ায় স্বরূপ সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে না; পরন্তু দীন-হীন, কাঙ্গাল, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীবর্জিত ব্যক্তিও যখন কৃষ্ণভক্তের শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে কৃষ্ণভক্তিলতার বীজ লাভ করেন, তখনই সত্য সত্য তিনি প্রকৃত ধনে ধনী হওয়ায় ভাগ্যবান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯)

সুতরাং জাগতিক বৈভব বা ধনের পরিমাণ অনুযায়ী বাস্তব-সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেমধনের ভাবতম্যানুযায়ীই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। কৃষ্ণভক্তি বা প্রেমই প্রকৃত ধন এবং তাহার অভাবই অধন বা প্রকৃত দারিদ্র্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন—প্রকৃত ধন কি, কিসের অভাবে লোক প্রকৃত দরিদ্র, কোন্ ধন একমাত্র কাম্য।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন!
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

উক্ত শিক্ষানুযায়ী বিদুর মহাধনী, কিন্তু দুর্য্যোধন মহাদরিদ্র। শ্রীবাস মহাধনী, কিন্তু গৌড়ের বাদসাহ হুসেনসাহ মহাদরিদ্র। প্রহ্লাদ মহাধনী, কিন্তু হিরণ্যকশিপু মহাদরিদ্র। বিভীষণ মহাধনী, কিন্তু রাবণ মহাদরিদ্র। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস মহাধনী, কিন্তু মুলুকের পতি মহাদরিদ্র। বৃন্দাবনবাসী অজগরব্রতধারী সনাতন প্রভু মহাধনী কিন্তু বারলক্ষমুদ্রা আয়ের সম্পত্তিশালী জমিদার হিরণ্যগোবর্দ্ধন (রঘুনাথের পিতা) মহাদরিদ্র। বস্তুতঃপক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই প্রকৃত ধন এবং এই ধনের মালিকগণই (প্রাকৃত ধনহীন হইলেও) মহাসৌভাগ্যশালী, প্রকৃত ধনবান্ ও শ্রীযুক্ত।

রায় রামানন্দ প্রকৃত ধন কি, তাহা উত্তমরূপে জানিতেন। তাই তিনি সেই ধনের লোভে প্রাকৃত ধনরাশি ও রাজশ্রীর দুর্দ্দিন ন্যায় তুচ্ছবোধে 'সঙ্গে ফেলিয়া গৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য রাজমন্ত্রী শ্রীসনাতন বাস্তব ধনের লোভে সমস্ত বিষয়-বৈভব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য সমস্ত পিছনে ফেলিয়া প্রকৃত ধনলাভ করিয়া ভাগ্যবন্ত হইবার অভিপ্রায়ে উন্মত্তবৎ মহাপ্রভুর উদ্দেশে ছুটিয়াছিলেন। অথচ যাঁহার উদ্দেশে তাঁহারা সকলেই পাগল হইয়া ছুটিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন প্রাকৃত ধনহীন সন্ন্যাসী—ভিখারী—বৃন্দাবনবাসী। তাঁহাদের কথা চৈতন্যচরিতামৃত এইরূপ লিখিয়াছেন—

"তব লাগি রামরায় রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তব লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তব লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণকৃপা হইয়াছে তাহারে।
ছত্রে মাগি' খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥"
(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গেও রায়রামের উত্তরে আমরা প্রকৃত ধন বা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির সন্ধান পাইয়া থাকি।

মহাপ্রভু—'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রায়রায়—'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী॥'

কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনিগণের নিকট এমন কোনও বস্তু অধিক লোভনীয় হইতে পারে না, যাহার সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের কণ্ঠহারিষ্ঠ্রোত বিনিময় করিতে অভিলাষী হইতে পারে। তাহা লাভ করিলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার পদবীকে নগণ্য কীট তুল্য প্রতিভাত করায়; ইহা আমরা বৈষ্ণবের কীর্ত্তিত শ্লোকাবলী হইতে জানিবার অবকাশ পাইয়াছি।

• • • •

"বিধাং পূর্ণসুখায়তে
বিবিধবেদ্যাদিক কীটায়তে।
দংষ্ট্রাদ্যশাকটক-বৈভববতাং
যৎ সৌরভেব স্বয়ং॥" (চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

গৌরসুন্দরের পরিপূর্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত মহাজনগণ যে কি অচিন্ত্যনীয় মহামূল্য সম্পত্তির অধিকারী, তাহা আংশিক কৃপা-বৈভবের নমুনা দেখিয়াই অনুমেয়। এই ধনের অণু অংশের বৈভবের তুলনাই ত্রিদিবে বা ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নাই। কাজেই যাঁহারা শিব-বিরিঞ্চি-উমা প্রভৃতিও বাঞ্ছিত এই অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণপ্রেমধনের সহিত অন্য কোনও বস্তুর তুলনামূলক বিচারে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা অত্যন্ত অজ্ঞ, মূঢ় এবং দুর্ভাগা। দুর্লভ মনুষ্যজীবন পাইয়া, পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, বেদবিশ্বাসী আস্তিক হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণাশ্রিতগণের সঙ্গলাভের মহাসৌভাগ্য পর্য্যন্ত পাইয়া নিষ্কপটভাবে সর্ব্বশ্রুতিশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত কৃষ্ণপ্রেমধনের অসমোর্দ্ধ এবং অপরিসীম মাধুর্য্যের সন্ধান যাঁহারা না পাইল—শ্রীরূপের ধারা বা ভক্তিবিনোদধারার প্রাপ্ত হইয়া যাহারা প্রকৃত ধনের সন্ধান না পাইল, তাহাদের কপাল যে অতিশয় মন্দ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। তাহারা যে 'সাম্যবাদ', 'সমন্বয়বাদ', 'যত মত তত পথ' বলিয়া চীৎকার করিবে ইহাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভক্তিবিনোদধারায় প্রচারিত রূপানুগ বৈষ্ণবের বরণীয় ভাগবত-ধর্ম্মের সন্ধান যদি তাঁহারা কোনও দিন কোনও কালে পান, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন—সব সমান নহে, সব একাকার নহে। তখনই তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত মহাজনোক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন।

"জগতের যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥"

তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, ধনের খনি কোথায় আছে—তখনই বুঝিতে পারিবেন—ধনের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু হইলে তামা-কাঁসা পাইয়া সন্তুষ্ট হওয়া চলে না, রূপা-সোনা-জহর-হীরা জহরৎ-মণি-মাণিক্যও পরমার্থ জগতে আছে। সব সমান বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া না পড়িলে, সত্য সত্য অন্তরে ব্যাকুল ও আর্ত্ত হইলে প্রকৃত ধনের সন্ধান একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই; সে বস্তু এমনই মহিমা যে, তাহা প্রাপ্ত হইলে তৎপ্রভাবেই অনুভূত হইবে যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই— থাকিতে পারে না। সেই ধনেরই সন্ধান দিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জনসাধারণকে এইরূপ দৈন্যভরে আহ্বান করিয়াছেন—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

এইবার আমরা একজন প্রকৃত ধনী গৌর-পার্ষদের অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিব; তাঁহার নাম শ্রীধর। শ্রীধর নবদ্বীপের বাজারে থোড়, মোচা, খোলা বিক্রয় করিয়া কোনও দিন চারিটী পয়সা উপার্জ্জন করিতেন, কোনও দিন বা কিছুই পাইতেন না। তাঁহার শতছিদ্রযুক্ত তালি দেওয়া লোহার পাত্রে মহাপ্রভু অতি আদরে জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। ঐ এক পাত্র ছাড়া তাঁহার আর দ্বিতীয় কোন পাত্রই ছিল না। শতছিদ্র, গ্রন্থি দেওয়া কাপড় পরিয়া তিনি লজ্জা নিবারণ করিতেন; এই তাঁহার অবস্থা। কিন্তু তবুও তিনি মহাধনী, কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার ধন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহার দারিদ্র্য এতই অধিক ছিল যে, তাহা দেখিয়া বহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিত।

যতেক পাষণ্ডী বলে—"শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কাণ ফাটে॥
মহা চাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া রাত্রি জাগি মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ)

কিন্তু মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিলেন তখন তিনি শ্রীধরকে ডাকাইয়াছিলেন। শ্রীধর যে জন্ম-জন্ম তাঁহার প্রেমের কাঙ্গাল, এ জগতের কোনও ধনেরই কাঙ্গাল তিনি নহেন, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীধরকে অষ্টসিদ্ধি এবং এক মহারাজ্য দিতে চাহিলেন, কিন্তু শ্রীধর তাহা হেলায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রভু বলে—"শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্টসিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥"
শ্রীধর বলেন—"প্রভু আরো ভাঁড়াইবা?
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর না পারিবা॥"
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর—"তবে শ্রীধর।
এক মহারাজ্য করো তোমারে ঈশ্বর॥"
শ্রীধর বলয়ে—"মুই কিছুই না চাহ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাহ॥"

সুতরাং প্রকৃতধন কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কোনও নশ্বর প্রাকৃত ধনের তুলনা হয় না। শ্রীভগবানের নিজজন বৈষ্ণবগণ এই জগতের প্রাকৃতধনলোভী কোনও সাধারণ মানবমাত্র নহেন। তাঁহারা কপট মানব। সকলই কি তাঁহাদের করতলগত, তবুও কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্যে দুর্গত, নির্য্যাতিত, অভাবগ্রস্ত, অসহায়রূপে নিজকে প্রতিভাত করাইয়া

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

যাহারে করিয়া দয়া ছাড়ায় নঃ যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ এবং আচার্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। অপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রদর্শনী-মন্দির ও সংকীর্তন-মন্দির আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৯১৫। শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী-জীউর শ্রীমন্দির। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, প্রত্যহ দশ দেবতার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সমালোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন চিহ্ন বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইনি গৌরকৃপা-পাত্র চাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপকাশীশীলনাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউহারা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

২৬ [illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯৯নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠনগরী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোস্বামী,

পোঃ কোতোয়ালি, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মবাণীগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) বাগবাজার প্রপন্নাশ্রমমঠ

রামকুণ্ডা, পোঃ বালি (হাওড়া)

(৬৪) আরামবাগ প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মাধবপুর (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমহুদা, পোঃ চিরকুটা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিটিস্‌ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২.
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩৬ চাটার্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁকখালি	৬।০
কাজলা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫৸৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
উত্তর—	৪০৸০
উজান—	৪১।০
বাজার বস্তের দর—	৪১৲

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৶০
বশিপুর ১০০০ নং	১০/০
দারুভোগা দানা	৯।
কাশীপুর দানা	৮।০—৯৵০
কাশীপুর দাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫।০
সভরেন	২২৲
চাঁদিরবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সেকেণ্ড ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৸৵০
হাইসোপার ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৸৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
পালাই	১৸৵০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

ভয়সা	৫৭৲
রাণাঘাটা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
গব্য	৪৫৲
নারিকেল	৪৲

তার	৯৲
কাঁটাতার	৩৬৲
তারা পাকা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ শীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আহমেদ সোলার কাইন	৫৪৲
মিউর আতের ৩২৪৫	৪০৲
করাচি বুরহিন কাইন	৪০৲
তামাক বাবা	৫৭৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা সাড়	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
গুটি ধনিয়া	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲- ৮৸০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—৯৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-সীট।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
মেট কাটি বা চিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
গাঁটি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল দ গু কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ এ	৯।০—১০।০
টিন গালি, বোলটু পরাগে	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৭৸০
দুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৬।০

চটকলের দালদন ৫৵০, পাটের দালদন ৬৷০

তুলার দালদন ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ বরাহ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যক্ষগণ স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং এ বেতনাদি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

বি ।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র ঔষধ বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশিত [illegible] ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই ভাব, ভক্তিনব ও আদিত্য শ্রীর গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভাগের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲		৫৲	
এক কলম ১২	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১৫৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

———

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-১৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭-৩৬ ২২ ২৩

রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১১ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৩ ২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮ ৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র

নূতন ৭ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৫, ৩০শে জুন, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১০৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

অস্থায়ী গবর্ণর স্যর রবার্ট রীড

বাঙ্গলার অস্থায়ী গবর্ণর স্যর রবার্ট নীল রীড গত শনিবার বেলা সাড়ে ...টার সময় আসাম মেল ট্রেনে শিলং হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হন। বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

পরদিন বেলা ...টার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসের সিংহাসনকক্ষে তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম হইতে ১৭ বার তোপধ্বনি হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে শপথ পাঠ করান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ ও বহু বিশিষ্ট বে-সরকারী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড ব্রাবোর্ণ কর্তৃক বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ

২৫শে জুন অপরাহ্ণে পাঞ্জাবের গবর্ণরের, ...লাটের, বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণের এবং ভারত সরকারের প্রধান প্রধান সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণের সমক্ষে লর্ড ব্রাবোর্ণ অস্থায়ীভাবে ভারতের বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ উপলক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

... কর্তৃক আসামের গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ

আসামের গবর্ণর স্যর রবার্ট নীল ...র অনুপস্থিতি কালে অস্থায়ীভাবে ... আসামের গবর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ২৫শে জুন আসাম গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

নাগপুর হইতে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছেন যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যে সকল অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল অঞ্চলে ... হইতে বাড়াইয়া ...বৎসর করা হইল। যে সকল ... প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪বৎসরকাল পড়িবার পর অন্য কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পড়িবে না, এই নূতন নিয়ম শুধু তাহাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ছাত্রদিগকে অন্ততঃ প্রত্যহ ১ঘণ্টা বা সপ্তাহে অন্যূন ৩দিন অথবা বৎসরে ১০০ দিন বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষা যাহাতে অধিকতর স্থায়ী প্রকৃতির হয়, তজ্জন্য এই নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রদের বিদ্যালয়ত্যাগের বয়স বাড়াইয়া ১২বৎসর করা হইয়াছে। ইহার ফলে শিশু শ্রমিক নিয়োগের পথও রুদ্ধ হইবে।

উত্তর চীনে লক্ষ লক্ষ গরিলা সৈন্যের সমাবেশ

অধিকাংশ জাপ সৈন্যকে ইয়াংসি উপত্যকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। চীনা গরিলাবাহিনী এই সুযোগে উত্তর চীনে ও সাংহাই অঞ্চলে তাহাদের কার্য্যকলাপ অনেকটা বাড়াইয়া দিয়াছে। চীনারা সানসি-এর মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিমভাগে আটটি গুরুত্বপূর্ণ সহর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। এই অঞ্চলে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল।

তদুপরি চীনারা এই দাবীও করিয়াছেন যে, চারশত চীনা সৈন্য তীব্র হাতাহাতি সংগ্রামের পর ... রেলওয়ে ষ্টেশন অধিকার করিয়াছে এবং তাহারা কিরূপে ... উপর গাড়ী এবং কতিপয় ইঞ্জিন গোলা ছাড়িয়া উড়াইয়া দিয়াছে

একমাত্র উত্তর চীনেই সাড়ে তিন লক্ষ গরিলা সৈন্য আছে বলিয়া জাপানীরা অনুমান করিতেছে; তন্মধ্যে আড়াই লক্ষই ... কম্যুনিষ্ট বাহিনীর অন্তর্গত। তাহা... ...রুট বাহিনী বলিয়া পরিচিত

প্রায় তিন সহস্র বৈদেশিক অধিবাসী ২৮শে জুন স্পেশাল ট্রেনযোগে হ্যাংকাও পরিত্যাগ করিয়া হংকং গিয়াছে।

সরকারী কর্মচারীদের সম্বর্দ্ধনা নিষিদ্ধ

যুক্তপ্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় পরিষদ আইন সভার কংগ্রেসী সদস্যগণ কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদিগকে সম্বর্দ্ধনা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগে যে সকল প্রীতিসম্মেলন হইবে, অথবা সরকারী কর্মচারীদের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল অনুষ্ঠান হইবে, সেই সম্পর্কে কংগ্রেসী দলের নীতি কি হইবে, তাহা নির্দ্দেশের জন্য এবং কংগ্রেসী সরকারী কর্মচারী (যথা মন্ত্রী প্রভৃতি) আইন সভার কংগ্রেসী সদস্য ও অন্যান্য কংগ্রেস সেবকগণের আচরণ নিয়মনের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব এবং মিঃ আর এস পণ্ডিতকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সহীদগঞ্জ আন্দোলনের কয়েদীগণ

সহীদগঞ্জ আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত কয়েদীদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিবার জন্য পাঞ্জাবের গবর্ণর আদেশ দেওয়ার পর এতাবৎ লাহোর সেণ্ট্রাল জেল ও ... জেলা জেল হইতে সহীদগঞ্জ আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ২৫০ জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইত্তিহাদ-ই-মিল্লাতের জেনারেল সেক্রেটারী ও দৈনিক 'এহসানের' সম্পাদক ও 'মুজাহিদ' ... সংবাদপত্রের সম্পাদক ... মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে আছেন। ... আন্দোলনের কাজী মৌলবী মহম্মদ আলী ... এখনও সাহপুর জেলে আছেন। এখনও আরও শতাধিক কয়েদী সহীদগঞ্জ জেলে আছে।

জাপ মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক

মন্ত্রিসভার এক জরুরী অধিবেশনে ব্যাপকভাবে সৈন্যসন্নিবেশের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। তদুপরি সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সঙ্কোচ এবং অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল ব্যবহার সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবও মন্ত্রিসভায় গৃহীত হইয়াছে।

জাপানীদের তাইহু আক্রমণ

জাপানীরা বর্ত্তমানে ইয়াংসি উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইয়া তাইহু আক্রমণ করিতেছে। তাইহু হ্যাংকাও হইতে ১৪৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদাখ্যান
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	বাদন-আলবর	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়-পঞ্জিকা	৷৵০
২২	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যপ্রাকৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)	
২৬	গীতার কেবল বাংলা ভাষা	
২৭	মুক্তিকসূক্তা গণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮	বেদান্তকরসার (সানুবাদ)	।০
২৯	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০	দীপ-দিগ্-দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৵০
৩২	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫	গীতমালা	/১০
৩৬	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০	শরণাগতি	/০
৪১	গীতাবলী	/০
৪২	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩	সাধনতত্ত্ব	/০
৪৪	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৫।	নবযৌবনতত্ত্ব	/০
৪৬।	অর্চ্চনতত্ত্ব	/০
৪৭।	সদাচারস্মৃতি	/০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	/১০
৪৯।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৶১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	অমৃতবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	১০৲
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্য)	৩৲
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেব	
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	২৲
৬০।	সাংখ্যবাণী	২৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৶০
৬২	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্	
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	/০
৬৭।	সারাৎসারদর্শনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	/০
৭১।	বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৷৵০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	/০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৸০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড)	১৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১	সাধন-পথ	।০
৮২	কল্যাণ-কল্পতরু	৵০
৮৩	গীতাবলী	/০
৮৪	শরণাগতি	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	/০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

১৪ই জুন ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
ঝিঙ্গা শাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৬৲-৭।০
ঐ দাদখানি	৫।০
বাঁশফুল নূতন	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোরানিস	
সিদ্ধ বেতুয়া	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ালী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাঁকুড়া	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ সেদ্ধ	৬৵০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০।৵০
বিশিষ্ট ১০০০ নং	১০/০
মানকোলা দানা	
কাশীপুর দানা	৮।০—৯৵০
কাশীপুর দান	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বাট	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫২।০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার দরের সার—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট বস্তা প্রতি মণ	৬।০—৬৸৵০
পূর্ণাক্ষেত্র ঐ	৬৲—৬৵০
হাইস্কোয়ার ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং ২	৫/০—৫।৵০
আটা (এন)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং ৩	৪।০—৪৸৵০
পাঞ্জাবী	১৪৸৵০—১৪৸০
ময়দা	১৪৵০—১৪৸৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
মাখনতোলা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৫৪৲
সাহিবগঞ্জ	৩৪।০

ঘৃত	৩৬৲
ফাল্গুন	৩৬৲
রাখী সাদা	৪১৸০
২৩ সের—	১৭৸০
প্যাঃ বর্ডার ২৪—৩০ সের	১০৲

তুলার দর

আমের সোনার কাটন	৫৪৲
মিডিলিং আমের উপকূল	৪০৲
করাচি পূর্বদিক কাটন	৪০৲
বাবর্দি ভাষা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা সাত	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
কাঁচা হরিদ্রা	১৪।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৪।৬।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা স্টেনলেস জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
৩০ বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।'
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ সের—	১১।০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১১৸০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵০
২৮ সের—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাধার বেড়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
গোল কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাত্তি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ইত্যাদি	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
বুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	বদল ২৩৸০
চৌকোনা হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬৷০	
ভুলার হাপর ৪।০	

পরতোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৯-৫ রামচাঁদ ঘাট লোহাপট্টী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোগ কি জন্য ?

—::০::—

১। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদের বাঁচার জন্য।

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে "দি রামনারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোগ" অব্যর্থ মহৌষধ। এমনতর সহিত এ ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে-কোন প্রকার নূতন। পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা বর্দ্ধা-পাপুড়া, শ্লেষ্মা এবং অন্যান্য পানাফিরা জ্বরে "কেভ্‌রোগ" একমাত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

২। সেবন বিধি :—

জ্বর ও বিজ্বরে প্রতিমাত্রা জলের সহিত আহারের পর দিনে তিনবার সেব্য। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বয়স অনুযায়ী ½ চামচ হইতে ২ চামচ পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়। পথ্য—লঘুপাক শাক, বার্লি, ফল ইত্যাদি। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় পুরাতন চাউলের ভাত ও ঝোল খাওয়া যায়। মূল্য ছোট বোতল ৸০, বড় বোতল ১।০

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
গ্রাম শক্তিনগর (হালদার বাড়ী), পোঃ কৃষ্ণনগর, বাড়ী, জেলা নদীয়া
রেঙ্গুণ ঠিকানা ৩২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুণ।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে, একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সারবিতাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা.

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের শ্রীচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] সহ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত [illegible] প্রকার প্রামাণ্য [illegible] মূল্য-মূল্য শ্রীমদ্বাংমুখ প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া [illegible] পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৩৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১৩৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা॥০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৩৬	২২ ২৬
রাণাঘাট									
পৌঃ	৬-১১	৮-৫.	১৪ ২৫	৫ ৪১					
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-৩৩	১৪-৫০	১৫-৫৬				
কৃষ্ণনগর									
পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫ ২৩	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৫৮	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১-১০			১৮-১৬		২০-৪৩	

- মিক্স ওয়ার্ক স অন রোডে

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৬
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট	৫-৪৫		৯-২২		১১-০২	১৬-০	১৮-৩৩	
কৃষ্ণনগর ৩-৫৬	৬-২৩		১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-৫১	
	৭-২০	৯-১৬		১১-৫১				
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন)			১০-১১		১২-২১	১৬-৫৬	১৯-২৫	২০-৫৭
রাণাঘাট			১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)			১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা ৬-১১	৯-২০	১১-৫৬	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৩-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৪-০	১৮-১
কৃষ্ণনগর		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৬
কলিকাতা	১৬-১৬	২০-৩

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
সৌপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২২শে জুলাই, ১৯৩৮, শুক্রবার [১২২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(●)::——

টোল পরিদর্শকরূপে মৌলবী

ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের এক সভায় ত্রিপুরা জেলায় সংস্কৃত টোল সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য মৌঃ মুহম্মেহর রহমান নামক এক ব্যক্তিকে পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মৌলবী সাহেবের সংস্কৃতে জ্ঞান নাই বলিয়া প্রকাশ।

মহকুমা হাকিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডু.কারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন :—

ত্রেঃতৃষার ...সুরেশচন্দ্র ... অপাপাত্র ... এ... ঞ্চঃঞ্চলপদাবর্ণ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল, ... ঘোষ, (সভাপতি ...

শ্রী সচ্চিদানন্দ ... সাবহুউদ্দীন

মহাশ

শ্রীশ্রীন আচার্য্য ... আগমন

শ্রী ... ... নামক জনৈক জুলাই (১৯৩৮), রবিবার দিন হইতে ১৭ই জুলাই ... আসিয়া পর্য্যন্ত ১৬ দিন ব্যাপী ... বক্তৃতা ও হরিগোষ্ঠীমূলে ... এবার ২১ বরের বার্ষিক মহোৎসব ... তাঁহার দলে সম্পন্ন হইয়াছে। ... ১৭

নির্বাচিত ... দুইজন সঙ্গীসহ মোটরে মহারাজ, ... । তাঁহারা ...

দিয়া ইউরোপ পৌঁছান এবং পরে ইংলণ্ডে যান। তাঁহাদের স্পেনে যাইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অনুমতি না পাওয়াতে তাঁহারা জিব্রাল্টার হইতে আলেকজান্দ্রিয়াতে আসেন। তাঁহারা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আফ্রিকার মধ্য দিয়া কেপ টাউন—সেখান হইতে ... পিয়াস, তৎপরে ... হইয়া অষ্ট্রেলিয়া যান। সিডনী ... ... রেঙ্গুণে আসেন এবং রেঙ্গুন ... ... করিয়া চীন, মাঞ্চুরিয়া ও জাপান ... করেন। অতঃপর প্রশান্ত মহাসাগর ... হইয়া তিনি কালিফোর্ণিয়ায় যান, ... হইতে ভারতে ফিরিবার ... প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের নিকট তাঁহা... ভ্রমণ-পথের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা ও ... এডভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়।

অধিবাসীদের সামরিক বৃত্তি

... ১৯৩৭ সালে জন্ম হইয়াছে এইরূপ সমস্ত অধিবাসীকে এবং ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশকে সৈন্যবাহিনীতে নাম ... করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত আদেশের অর্থ হইতেছে এই যে দুই বৎসর সামরিক শিক্ষার জন্য তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালের যে সব অধিবাসীর নাম পূর্ব্বেকার আদেশে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

সমস্ত রিজার্ভ অফিসারকে আহ্বান করা হইয়াছে; তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহুদী ছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমানে বন্দিনিবাসে থাকায় তাহারা উপরোক্ত আদেশ পান নাই।

অধ্যাপক টমাসের স্বদেশ যাত্রা

ভারতবর্ষ, নেপাল, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার ভূতপূর্ব্ব বোডেন প্রফেসর মিঃ এফ ডব্লিউ টমাস বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি নিখিল ভারত প্রাচ্যতত্ত্ব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে এখানে আসিয়াছিলেন। ... বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিগত ... তিনি তিব্বতের অধিবাসীদের ... একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ... ভারতবর্ষের নানা স্থানে ... বিদ্বজ্জনসমাজে বক্তৃতা করেন। ... গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে তিনি ... গিয়া তত্রত্য সরকারী গ্রন্থাগার ... একখানা সুপ্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি পরীক্ষা করেন।

... যাত্রা ... ভারত ... অভিজ্ঞতা ... ... সাগর পার ... লেখক ...

আদালতে বিলম্বে আসিবার অভিযোগ

আরা হইতে বিহারের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এইরূপ এক সংবাদ আসে যে, তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আদালতে বিলম্ব করিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে মাননীয় শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ সহায় ও পরিষদ-সদস্য সর্দার হরিহর সিংহ সমভিব্যাহারে আরা কালেক্টারীতে অতর্কিতে যাইয়া উপস্থিত হন এবং দেখেন যে, পূর্ব্বোক্ত সংবাদ মোটামুটি সত্য। কারণ, প্রধান মন্ত্রী যখন বেলা ১১-১৫ মিনিটের সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়া বিভিন্ন অফিস ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকেন, তিনি দেখিতে পান যে, তখনও পর্য্যন্ত ৪জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আসিয়া পৌঁছেন নাই। প্রধান মন্ত্রী ঐ স্থানে উপস্থিত মামলাকারীদের সহিত খোলাখুলিভাবে আলাপাদি করেন এবং তাহাদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করেন।

কালেক্টরী হইতে প্রধান মন্ত্রী মোটরযোগে জেলে যান এবং সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া বক্সারে চলিয়া যান। তিনি সেখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত সেন্ট্রাল জেল পরিদর্শন করেন এবং ওয়ার্ডার ও অন্যান্য লোকদের সহিত খোলাখুলিভাবে কথাবার্ত্তা বলেন।

সীতাবাড়ী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

সীতামারী মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন সম্পর্কে সীতামারী টাউন কংগ্রেস কমিটি যে সকল প্রার্থীর নাম ... করিয়াছিলেন, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি তাহার 'রদবদল' করেন। ওয়ার্কিং কমিটির এই কার্য্যের প্রতিবাদে শ্রীযুত অধিনেশর প্রসাদ সহ সভা... এবং কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

গণপরিষদ গঠনের দাবী

সুনামগঞ্জের কংগ্রেসী সদস্য কর্ম্মবীর করুণাসিন্ধু রায় আসাম পরিষদের আগামী অধিবেশনে ১৩টি প্রস্তাব আনয়নের অনুমতি লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ... প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। গণপরিষদ গঠন ব্যবস্থা, ২। শ্রীহট্টকে বাঙ্গলার অধীনে দেওয়া, ৩। সুনাম... সাধারণ নির্ব্বাচিত চক্র হইতে একজন ও ... মিউনিসিপ্যাল এলাকা হইতে একজনের আসন বাড়াইয়া আসাম ব্যবস্থাপক সভার কলেবর বৃদ্ধি করা।

...ক্তর অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ...জনমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে ... বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও ক... সাধুসঙ্গের ফল
... ...তে পারিবেন।
বৈভব-প... প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

...কবির ...ের। এই ... গ্রন্থাবলী ... সিদ্ধান্তের সমাহ...

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ...ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ... খণ্ড ১৬৲
১ম খণ্ড ... ।০
৪র্থ খণ্ড
এক বৎসরের ...
৬ ... প্রতি ... ৬
১ম খ... লিপি ... ১৬৲
৭। ... ২৪৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ...
দীপিকা
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর
... তত্ত্ববিবেক ।০
... গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
... গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৶০
... ভজন রহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
... শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। যুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনরত্ন ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
... ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ্ধর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক-... ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য ... ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডার্স ... বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ...
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সি...

অন্যান্য...

৭৮। ব্রহ্মসং...
৭৯। শ্রীকৃষ্ণ...

উড়িয়া

৮০। শ্রী... ১৬-০ ১৮-৩০
৮১। সাধ... ১৬-৩৬ ১৯-১১
৮২। ... ২০-৩৭
৮৩। ... ১৬-৫৬ ১৯-২৫
৮৪। ... ১৭-৩১ ২০-১০
... ১৭-৪১ ২১ ৪৬
... ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩
৮৫। ...

তেলেগু

৮৬। শ্রীচৈতন্য...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর. —
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

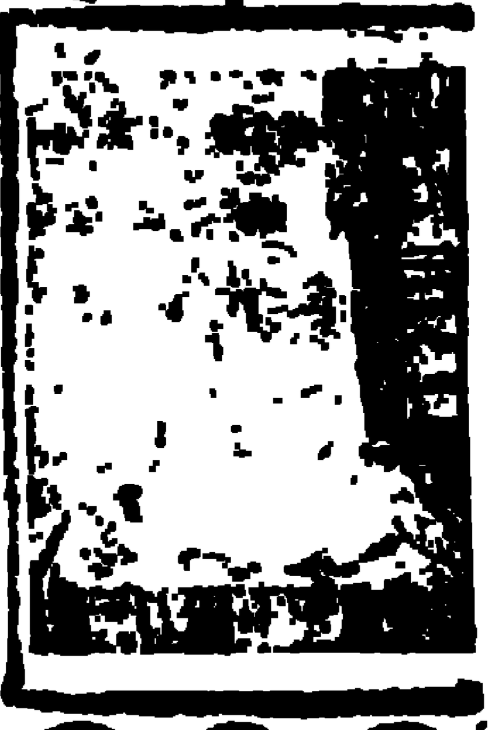

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২২শে জুলাই ইং ১৯৩৮, শুক্রবার ১২২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৬ই জুলাই শনিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ অপরাহ্নে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও কতিপয় সজ্জনের নিকট প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত হন।

গত ১৭ই জুলাই রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নগরসংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সার্ব্বভৌমের বেদান্ত উপদেশের কথা অতি সরল ও সহজ ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীসর্ব্বৈকলাতার উদ্যোগে গত ২রা জুলাই (১৯৩৮), ১৭ই আষাঢ় শনিবার হইতে ১৭ই জুলাই ১লা শ্রাবণ রবিবার পর্য্যন্ত ১৬ দিন ব্যাপী নিরন্তর পাঠ কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী বাগ্মী, উপদেশক শ্রীপাদ যতি প্রবর ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম প্রভৃতি ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিরত্ন প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক যত্ন ও অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত নিয়মিতভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে হইতে শ্রীরূপ প্রভু সজ্জনগণের নিকট জীবের নিত্যকল্যাণপ্রদ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

সহরের প্রতিপত্তিশালী সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রচারকবৃন্দ তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গত ১৭ই জুলাই সাধারণ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তনাদি হয়। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়াবলম্বনে বক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও মহিলাবৃন্দ আগমন করিয়া বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন। বক্তৃতাদি অন্তে প্রায় ৮০০ শত সজ্জন ও মহিলাবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রচার

বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১০ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় যথারীতি সাপ্তাহিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দিবসের বক্তব্য বিষয় ছিল "ধর্ম্মসভা"। শ্রীপাদ বামনদেব ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শুদ্ধভক্তি, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

নির্য্যাণ

হুগলী জেলান্তর্গত ঠাকুরাণী চকনিবাসী পরমসেবোন্মুখ আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ অভিমন্যু দাসাধিকারী সেবারত্ন প্রভু গত ১০ই জুলাই (১৯৩৮) ২৫শে আষাঢ় রবিবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় নিজ গৃহে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ অভিমন্যু প্রভু অতিশয় সরল, নিষ্ঠ ও নিষ্কপট সেবোৎসাহবিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। গৃহস্থ হইয়াও তিনি নানাভাবে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের, তদীয় ভক্তগণের ও মঠের বহু প্রকার সেবায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতেন। মঠের বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবাচেষ্টা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলার অভিনয়ক্ষেত্র শ্রীব্রজপত্তন আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহরাভীষ্টপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-নিকেতন "আনন্দোৎসব নাট্যমন্দির" নির্ম্মাণ-সেবাদ্বারা তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তিনি গৃহী হইয়াও গৃহসেবার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময় মঠে বাস করিয়া মঠের সেবাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতেন। অপ্রকটের কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদগণের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশেষ অনুগত ছিলেন এবং নিষ্কপট সেবাদ্বারা নানাভাবে তাঁহাদের আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে ব্যথিত হইয়া আজ আমরা তাঁর বিরহব্যথা অনুভব করিতেছি।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪ঠা শ্রাবণ বুধবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ১২০তম সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিবেদনের পরস্তু তৃতীয় পংক্তির মধ্যে ৩১ ও ৩২ নং অংশের "সংস্কৃত সাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যের স্থানে" "সংস্কৃত সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" এবং "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অনুগত বৈষ্ণব"—এইরূপ হইবে। সুধী পাঠকগণ ইহা সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

"আমরা সংসারের সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ, সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ শ্রীধর তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

ব্যভিচার ও ঐকান্তিকতা

যাঁহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই, যিনি একাগ্র না হইয়া নানা বিষয়ে ধাবিত, তিনি ব্যভিচারী। আর যাঁহার একটিমাত্র লক্ষ্য বস্তু তিনি ঐকান্তিক। ঐকান্তিকতার অভাবেই ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহার বহুবিধ দিকে আক্রমণ করে। ঐকান্তিকগণ একলক্ষ্য বস্তু আর ব্যভিচারী ব্যক্তি বহুলক্ষ্যবিশিষ্ট বলিয়া অপর। সেইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"
(গীঃ ২।৪১)

হে অর্জ্জুন, একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত হইয়া—ঐকান্তিক হইয়া চলিবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। কারণ, লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া দুই বা বহু হইলে দুই নৌকায় পা দেওয়ার ন্যায় বিপদ্ উপস্থিত হইবে। আর বহুলক্ষ্য অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি কামকর্ম্মবিবর্ত্তী বলিয়া বহু শাখাবতী ও অনন্ত কামনাময়ী। তাহাতে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। বাস্তববস্তু-বিষয়ে ঐকান্তিকতার অভাবেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আর ঐকান্তিক হওয়াই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। এই ব্যভিচার অজ্ঞানতার ও দৌর্ব্বল্য হইতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীব তাহাকেই বহুমানন করিয়া থাকে; ইহাই বদ্ধজীবের স্বভাব। এই ব্যভিচারদুষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণ বহু লোকের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই সম্যগ্‌রূপে লাভ করিতে পারে না। দুই মনের বশীভূত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণের জন্য তাহারা কেবল কষ্টই পায়। ঐকান্তিকগণ সৎ আর ব্যভিচারী ব্যক্তি অসৎ। একজন আত্মধর্ম্মে অবস্থিত আর একজন দেহ-মনোধর্ম্মে আসক্ত। একজন ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আর অন্য জন ভগবৎ-সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া অনিত্যবিষয়ে সম্বন্ধস্থাপনের জন্য ব্যস্ত এবং তৎফলে শোকমোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্লিষ্ট ও মর্দ্দিত। একজন বৈকুণ্ঠাভিমুখী—অন্তর্মুখী বা কৃষ্ণমুখী আর অপর ব্যক্তি বহির্মুখ জড়জগতে বিচরণশীল—ভোগ ত্যাগে মুগ্ধ, কিন্তু বাস্তবসেবাশূন্য। একজন জগদীশসেবক আর একজন জগদ্ভোগী; একজন সেবাধর্ম্মে অবস্থিত আর একজন মায়া-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অস্থিরচিত্ত; একজন সর্ব্বদা ভগবানের সুখ-বিধানে ব্যস্ত আর একজন শান্তিময়কে ছাড়িয়া অন্যত্র নিজ সুখ-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র ও তৎপর।

অন্যজ্ঞানে ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু ঐকান্তিকতার অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু তিন রকম বলিয়া উপলব্ধ হয়। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, সেইরূপ ঐকান্তিক ব্যক্তি বহুদেবদেবীর প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতাকে যাঁহারা উদার বলেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। কারণ, উপাস্য বস্তু কখনই বহু হইতে পারে না। অনুরাগের অভাব বা বিরোধের স্বভাব হইতেই এই বহুবিধের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা অভাবই। শাস্ত্র বলেন,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৭)

আমরা ভগবানের সেবক এবং ভগবানের সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য—এই স্বরূপজ্ঞানের অস্ফূর্ত্তিনিবন্ধন সেবাবৈমুখ্য জীবের হৃদয়ে স্থান পাইলে জীব ভগবান্ ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। তখনই মায়াসংস্পর্শহেতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি জীবকে গ্রাস করত ঐকান্তিকতার পথ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্যরূপ ব্যভিচারের পথে নিক্ষেপ করে। উপাস্য বহু বহু মনে হইলেই ভয়ের উৎপত্তি। দ্বিতীয়ে বহুজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়—একথা যাঁহারা বিস্মৃতিহেতু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচারকামনা লইয়া স্ব-স্ব বাসনানুসারে নিজ নিজ কল্পনার জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্রের পূজা করেন এবং বিষ্ণুকেও তাঁহাদেরই ন্যায় অপর একজন ভাবিয়া তৎপূজায় রত হন, তাঁহারাই বহ্বীশ্বরবাদী ও ব্যভিচারী। ভগবত্তত্ত্ববিমুখতাক্রমেই বহুবিচার ও বহুজ্ঞানে পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপায় ভক্ত্যনুশীলনে বহুকামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম হইতে পারেন। তখনই তাঁহার প্রেমঃ ক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়, তখন তিনি গুরুদেবতাত্মা হইয়া সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার সুযোগ পান। সেকালে বাসনাবশে তাঁহার বিভিন্ন উপাসনা আর থাকে না। ব্যভিচারিসম্প্রদায় এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া এই মূলাবস্থাকেও গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন। ব্যভিচারী দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত; তাঁহারা ভগবান্‌কে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যস্ত। জড়ার্থবাদী ব্যভিচারিগণ ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহাদেরই ন্যায় জড়স্বার্থের দাস মনে করে এবং সেইজন্য পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর ও পরমধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনী ঐকান্তিকতা বিনাশ করিবার দুরাশা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায়। তাহারা কৃষ্ণভক্তে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা দেখিতে পায় উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয় স্বার্থপরতা নহে। পঞ্চোপাসকগণ ঐ সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া মনে করে যে, জগৎ পঞ্চায়তী শাসনে শাসিত হওয়াই উচিত, ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ব্যভিচার আনয়ন করিব। কিন্তু তাহাদের এই মনঃকল্পিত ধারণা ভ্রমমূলক। তাহারা সৌভাগ্য হইলে সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইলে—ঐকান্তিকের চরণাশ্রিত হইতে পারিলে তাহারাও এক দিন এই সকল কথা বুঝিতে পারিবে—ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐকান্তিক হইবে। তাহারা তখন বুঝিতে পারিবে ব্যভিচার দেহ-মনের ঔপাধিক ধর্ম্ম, চেতন জীবাত্মা বা শুদ্ধজীবের ধর্ম্ম নহে।

ঐকান্তিকগণ জগতের কোন লোকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গুরুপ্রদর্শিত শ্রৌত-পথকেই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকে থাকুক কিন্তু ঐকান্তিক ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নারায়ণ, রুদ্র ও সাধারণভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ তাঁহাদেরই আরাধ্য বস্তু, ইঁহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্তসকল সেবাপরায়ণ; আবার তিনি নিজ উপাস্যের অনুকূল সজ্জনগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ জ্ঞান করেন। গুরুকৃপা হইলে আমরা ঐকান্তিকের একনিষ্ঠার কথা বুঝিতে সমর্থ হইব। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও অজ্ঞান আসিয়া আমাদিগকে উদ্বেগ দিবে।

কৃষ্ণসেবা বিমুখতারই অপর নাম কাম বা ব্যভিচার। সুতরাং পূর্ণবস্তুর সেবা করা, তজ্জন্যে ঐকান্তিক হওয়াই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। বদ্ধজীব আমরা প্রায় শতকরা শতজনই এই ব্যভিচার-রোগে আক্রান্ত। সর্ব্বদা ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবকের সেবাই এই রোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধী কাম বা ব্যভিচারের হাত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের যত অসুবিধা—প্রাকৃত কামপ্রবৃত্তি বা ব্যভিচারাদির উদয়। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণসেবাই যে আমাদের প্রাকৃতকামবীজবিনাশক ও একমাত্র তৎপ্রতিষেধক তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীমত্তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

——:: ০)::——

[বক্তব্য বিষয়—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

কাল—২ই জুলাই, ১৯৩৮, সন্ধ্যা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার-প্রবচন-সদন]

সমবেত সেবকবৃন্দ! আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য বন্দনা করি। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁর বৈশিষ্ট্য"। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে বলিবার মত একটী অযোগ্য ক্ষুদ্র কীটাণুকীট জীবাধমের কিছুই বলবার নাই। তাঁ'র গুণাবলী অপার—অনন্ত-অগাধ—অমৃতসিন্ধু। আমার মত ক্ষুদ্র "[illegible]" সেই অনন্ত সমুদ্রের তীরে ব'সে যদি কখনও কোন ক্রমে তার একবিন্দুও অমৃত আস্বাদন করবার সৌভাগ্য পায়, তবেই সে আপনাকে ধন্যাতিধন্য কৃতকৃতার্থ মনে কর্‌তে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিষয় যদি আপনারা কেউ সত্য-সত্যই জানতে চা'ন, তা'হলে তাঁ'র ভক্তিসিদ্ধান্তালোকে আলোকিত হ'তে হ'বে, তবেই তৎকৃপালোকে কথঞ্চিৎ জানা সম্ভব হ'বে। আবার যদি কেহ সেই ভক্তিসিদ্ধান্তালোকে আলোকিত হ'তে চান তা'হ'লে তাঁকে সেই—ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ আচার্য্যবর্য্যের আশ্রয়—বাস্তবজ্ঞানালোক অবশ্যই গ্রহণ ক'রতে হ'বে। তা'হ'লেই তাঁ'র হৃদয়ে সেই

আলোক সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হ'বেন; নতুবা অন্ধকার ঘুচবে না, আলোর কৃপা ব্যতীত কালোকে পাওয়া যা'বে না, কালোকে কেবল অন্ধকারই দেখতে হ'বে।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
অার সব মরে অকারণ।
ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর যেন উঠে মনে।"

—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যেমন এই কথা ব'লেছেন, তাঁ'র আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তেমনি ব'লেছেন—বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্বের কিছু জানতে চাও তা'হ'লে সেটা যেন তোমাদের মূলমন্ত্র হয়—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর!
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
(কল্যাণকল্পতরু)

ঠাকুর আর একটী পদ আমাদিগকে কণ্ঠহার করতে ব'লেছেন সেটী এই—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমায়
তোমার চরণ ধরি॥
(শরণাগতি)

ঠাকুরের গীতিসাহিত্যের প্রত্যেক পদটী অমূল্য, ভক্তের নিত্য আস্বাদনীয়। বৈষ্ণবের চরণে কায়মনোবাক্যে অবস্থানপূর্ব্বক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এসকল পদের অর্থ জেনে নিয়ে ভজন ক'রতে হ'বে। আমরা অকিঞ্চন হ'য়ে যখন বৈষ্ণবৈকশরণ হ'তে পারবো—"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥" বিচার অনুসরণ ক'রবো, বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ব্যতীত আর অন্য গতি নাই জানবো, তখনই—"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।"—ইহা পূর্ণ হ'বে। আপনারা প্রত্যক্ষ দেখছেন, প্রভুপাদ আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত কা'রও কখনই হরিভজন হয় না, অন্য প্রকার বিচার এসে যায়।

আমার মত অধমদের শিক্ষার জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক গান লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। যখন আমাদের হৃদয়ে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য এসে উপস্থিত হয়, তখন সেই বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে সেগুলি সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য ক'রে থাকে। বিশেষতঃ আমি নিজের জীবনে যতটা উপকার পেয়েছি—তা' ব'লবার ভাষা আমার নাই। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকেও অনেকসময়ে দৈন্যভরে আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এই সকল গান কীর্ত্তন ক'রতে শুনেছি। একটী গান বলি—

"আমার জীবন সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥"
(শরণাগতি)

সেই দুঃখ কি? তাই ঠাকুর আবার ব'লছেন—

"প্রভু হে শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয় হলাহল সুধাভানে পিলুঁ
আব অবসান দিনমণি॥"
(শরণাগতি)

আমার এই প্রকার অবস্থাতে শরণাগতি। আমি জানি না, কি প্রকারে গুরুসেবা ক'রতে হয়। তাই গুরুদেবের বাণীর অনুকীর্ত্তনই আমার একমাত্র আশা ও ভরসার স্থল। "তাঁ'তে রক্ষা করে, করে শুরুষ সেবন। মায়া-জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" ইহাই মহাজনবাক্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হ'লে সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। আমার মত পতিত, পামর, দুর্ব্বৃত্ত, অত্যন্ত নির্ঘৃণ্য, পুরীষের কীট হ'তেও অধম, মনুষ্যের অযোগ্য জীবাধমকে উদ্ধারের জন্য প্রভু আমার কতই না যত্ন ক'রেছেন,—আমার জন্য কত গ্রন্থ লিখেছেন, আমার মঙ্গলের জন্য এখনও কত ভাবছেন; কিন্তু হায়! মরুভূমের মধ্যে আজ তাঁ'র সেই করুণার লেশমাত্রও উপলব্ধি আমার হ'ল না!

আবার শ্রীগুরুদেবের একটী শ্লোক, যা'কে তিনি মহাপ্রভুর শিক্ষাসার ব'লেছেন, আপনাদের নিকট কীর্ত্তন ক'রবো—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—বেদবাক্যই একমাত্র প্রমাণ। সেই প্রমাণ-দ্বারা অপর নয়টী প্রমেয় সিদ্ধ হয়। প্রমাণ-দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ দুই প্রকার জীবই তাঁ'র বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত এবং মুক্তজীব মায়ামুক্ত। তটস্থজীব যখন তাঁ'র তটস্থা-স্বভাববশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হয়, তখনই তা'র বদ্ধ দশা এবং তখনই সে মায়া-কবলিত; যখন সেই জীব চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজনে উন্মুখ হন, তখনই তিনি মায়ামুক্ত। চেতন, অচেতন—সমস্ত বিশ্ব শ্রীহরির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশবিশিষ্ট; শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু। ইহাই গৌরচন্দ্র স্বয়ং শ্রীমুখে উপদেশ ক'রেছেন। এই শ্লোকটী দশমূলের সমষ্টি-শ্লোক। এই শ্লোকের পর ঠাকুর দশটী শ্লোকে প্রমাণ ও প্রমেয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণন ক'রেছেন। দ্বিতীয় হ'তে অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত সম্বন্ধজ্ঞানের কথা, নবম শ্লোকে অভিধেয় এবং দশম শ্লোকে প্রয়োজন বর্ণিত হ'য়েছে।

আমার প্রভুর ন্যায় এমন পরদুঃখদুঃখী, কৃপাম্বুধি জগতে আর কে আছেন জানি না। সমস্ত পৃথিবীর লোক—বিশেষতঃ ভারতবাসী—দেশাচার্য্যগণ এবং ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে কতই না লীলা-বিলাস ক'রেছেন, সেই মহাপুণ্যভূমি ভারতের সন্তান হ'য়েও সৌভাগ্য লাভ ক'রেও গুরুপাদপদ্ম বিমুখ হ'য়ে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন এবং দুঃসঙ্গে মানবজীবন বৃথা অতিবাহিত ক'রছে দেখে ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে তাঁ'র আবির্ভাবলীলা প্রকট ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিগণের ন্যায় তিনিও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রপঞ্চে আবির্ভূত হ'য়ে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মন্থন ক'রে বিশ্ববাসী জীবের মঙ্গলের জন্য নানা ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। কিন্তু হায়! মনোধর্ম্মী, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা দেহ-গেহাসক্ত জীব আমরা, তাঁ'র সে কৃপাবদান্যের মর্ম্ম এখনও উপলব্ধি ক'রতে পা'রছি না। মায়াকবলিত জীবের মঙ্গল হ'বে ঠাকুরের সর্ব্বদাই সেই চিন্তা ছিল, তাদের দুঃখে তিনি সর্ব্বদাই ব্যথিত হ'তেন।

জগতে পরোপকারের নামে যে সকল চিন্তাস্রোত চ'লেছে তাহা অপকারেরই নামান্তর মাত্র—যা'কে ইংরাজী ভাষায় altruism বলে। আপনারা একটু চিন্তা ক'রে দেখলে অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, এখানকার উপকার, উপকৃত এবং উপকার—সকলই নশ্বর, কিন্তু জগতের লোক এই সব কথা ধ'রতে পারেন না,—সকলেই altruismএর প্রতি খুবই মত্ত হ'য়ে পড়েন। ঠাকুর আর একটী কথা ব'লছেন—'ধরিয়া দুঃখ'—যা'কে ইংরাজীতে materialism বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ স্বয়ংভজনপ্রভাবে দুঃখের ইহার পরিণাম সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হ'য়েছে—'অতএব সকল ত্যাগ ক'রে হরিভজন ক'রতে লেগেন, কিন্তু কোথা থেকে এক হরিণ-শিশুর প্রতি তাঁ'র আসক্তি এসে কৃষ্ণচিন্তার পরিবর্ত্তে হরিণ-চিন্তাই তাঁ'র সর্ব্বস্ব হ'ল। পরিশেষে তাঁ'র কাল সমীপবর্ত্তী হ'লে তিনি হরিণচিন্তা ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ করায় পরজন্মে তাঁ'কে মৃগজন্ম লাভ ক'রতে হ'য়েছিল। Altruismএর ইহা অপেক্ষা পরিষ্কার দৃষ্টান্ত আর কি হ'তে পারে? ভরতের উপাখ্যান হ'তে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, জড় দেহধারীর উপকার কখনই প্রকৃত বা নিত্য উপকার নয়। জগতের অনেকেই এ সকল কথা না বুঝে 'জীব-সেবা', 'জীব সেবা' ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। যে পর্য্যন্ত না আমরা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অনুগত সৎসম্প্রদায়ভুক্ত হ'বার সৌভাগ্য লাভ করবো সে পর্য্যন্ত জীব সেবা ও জীবে দয়া কি ও প্রকৃত জীবসেবা বুঝতে পারবো না। 'সেবা' শব্দ নিত্য-যুক্ত শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপের প্রতি প্রযুক্ত হ'তে পারে; কিন্তু দেহাত্মবোধযুক্ত বদ্ধজীবের প্রতি কখনই ইহা প্রযুক্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু জীবে 'দয়া' ক'রতে ব'লেছেন। যাঁরা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায় আশ্রয় ক'রেছেন তাঁ'রাই "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন; ইহা বই ধর্ম্ম নাহি শুন সনাতন॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রতে পারবেন।

'জীবে দয়া' কি ক'রে হ'তে পারে? তদুত্তরে ঠাকুর ব'লেছেন—সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তনদ্বারাই জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা দয়া প্রকাশিত হ'তে পারে; অবশ্য কে সেই কীর্ত্তন ক'রবেন এবং কিভাবে সেই কীর্ত্তন ক'রতে হ'বে, তা' তিনি তাঁ'র 'হরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দিয়েছেন। নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ ব'লে যে একটা বিচার আছে, নামাপরাধ কভু নামাভাস নয়, আবার নামাভাসও যে শুদ্ধ নাম নয়, শুদ্ধনামের সঙ্গে নামাভাস ও নামাপরাধের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, একথা পূর্ব্বে কেহই জানতো না। ঠাকুর যখন নামাপরাধের বিচার প্রকাশ ক'রলেন তখন সম্প্রদায়াভিমানী অনেকেই অসন্তুষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁ'র প্রতিবাদও ক'রেছিলেন। ব্রজবাসী হ'য়ে নামাপরাধ কীর্ত্তন করলেও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভের যোগ্যতা হ'বে না। "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" পরন্তু সাধু-সঙ্গে নামাপরাধ-শূন্য হ'য়ে থেকে হ'বে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত আশ্রিতজন ব্যতীত অন্য কা'রও জিহ্বায় শুদ্ধনাম উদিত হন না। বৈকুণ্ঠনাম সেবা বিমুখ জিহ্বায় উদিত হ'ন না—

অন্য দুঃখে কাটে যায় নাহি ক্ষয়।
নাম কর বা'রবার নাম উচ্চ নহি।
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ...

প্রাচীন নবদ্বীপ, ... শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। ... [illegible] ... আচার্য্য ... [illegible] ... আছে।

(২) শ্রী...গৌড়ীয়মঠ

১৬... [illegible] ... স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ... [illegible] ... শ্রীমদ্ভাগবত ... [illegible] ... 'গৌড়ীয়' পত্র ... [illegible] ... হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌড়ীয়গণের শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জহ্নুকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিভূতি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইসাগর (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া...

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ... রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

বিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বুধগয়া রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১৯-২২ বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়াপেঠা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাপার্থসারথি-গিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

ঝাঁঝপিঠা, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (গঞ্জাম)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুয়রকুণ্ডা, পোঃ চারকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ... স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, তাউন্‌রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড চাটার্জ্জি লেন

বিডিয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
দাদা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
রাজভুলসী	৫৷০
বাসরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রঙাচেঙ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
রাজভুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাবারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

পাটের দর

জাতের—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৩১৷০
বাজার বন্দের সময়—	৩১৲

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৶০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৶০
[illegible]	
আসপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
আসপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
রুপার বার	২২
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
কুসাকোরেন ঐ	৬৲—৬৶০
গাউনফেক ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৶০—১৷৶০

গুড়ের দর

ভেলা	৫৭৲
রামশীর্ষা	৫৭৲
কুলবেরী	৬৲
আখী	৪৪
খাজিরাব	৪৲

তার	৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ছাড়া পাকা	৩১৷
২৬ গেজ—	১৭৲
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেন সোনার কাউন	৫৪৲
মিটুল আমেন ০৯৭৪	৪০৲
করাচি পুরাতন কাউন	৪৩৲
বাবার্ত ভাগা	৫৩৲
ঐ কাউন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পারস মাও	
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খরিদ্দাণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—৯৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ	১১৸০
[illegible]	
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৯৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
নীল	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গেট কাটি বা ডিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল ষ্ড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, পেরেক	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬৷০

তুলার হাপর ৪৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ পণ্ডিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। শিরায় শীর্ণ সংযুক্ত কাশিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত সর্ব্বাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরমহংসাধিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিপাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে বিস্তৃত সূচীপত্র ও শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে।	৷৶০	৷৶০	৷০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৮৲	৫০	৬৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৩৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৯৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৩
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-০৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭ ১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-২৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৩ ২০-৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাতারটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক শহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—,
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২৩শে জুলাই, ১৯৩৮, শনিবার [১২৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

উত্তরপাড়ায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

উত্তরপাড়া কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় উত্তরপাড়ায় যান। তথায় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। পরে বহু সাইকেল স্বেচ্ছাসেবক, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবক, মোটর শোভাযাত্রা ও জনসাধারণ—সর্ব্বশুদ্ধ এক হাজার ব্যক্তির এক বিরাট শোভাযাত্রা হয়। রাষ্ট্রপতি মোটরে চড়িয়া অতি ধীরেধীরে প্রথমে বালি পুল হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবতলা ষ্ট্রীট, মণ্ডল ষ্ট্রীট, ব্যানার্জ্জীপাড়া ষ্ট্রীট, মিউনিসিপ্যাল অফিস, জয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, রাজা প্যারীমোহন রোড ও কলেজ অতিক্রম করিয়া সভার স্থানে পৌঁছেন। সভায় ১০ হাজারের উপর ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা নাইডুর কলিকাতা ত্যাগ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মঙ্গলবার দিল্লী এক্সপ্রেস যোগে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কানপুর হইয়া ভূপালে যাইবেন। শ্রীযুক্তা নাইডু চাঁপদানীতে অনুষ্ঠিত হুগলী জিলা চটকল কর্ম্মী সম্মেলনে সভানেতৃত্ব করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

বহু কংগ্রেস ও শ্রমিক নেতা ও কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নাইডুকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এল এ, মিঃ এ এম্ এ জামান, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, মণ্ডলী মুখার্জ্জী প্রভৃতি হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্তা নাইডুকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নেহরু লিনলিথগো সাক্ষাৎকার

গত ২১শে জুলাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লর্ড লিনলিথগোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, নেহরু লিনলিথগো সাক্ষাৎকারের উপর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। লর্ড লিনলিথগো ভারতীয় নেতাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সংস্পর্শে আসিবার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পণ্ডিত নেহরুও দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেন যে, তিনি বর্ত্তমানে যে সব আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন তাহার সহিত রাজনীতির কোন সংস্রব নাই, শিষ্টাচার হিসাবেই ঐরূপ করা হইয়েছে। রয়টারের নিকটও তিনি ইহাই বলিয়াছেন। তিনি কাহারও সহিত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতেছেন না। অল্প কালের মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর সহিত মিঃ ইডেন এবং মিঃ জিন্নার সঙ্গেও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়।

কৃষ্ণনগর টাউন ফুটবল লিগ

২য় বিভাগ

কৃষ্ণনগর টাউন (৭)

বনাম

টেক্নিক্যাল স্কুল (০)। উপরোক্ত খেলায় টাউন ক্লাব ১৯।৭।৩৮ তারিখে উপর্য্যুপরি পাঁচ গোল করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শিকারের বর্ত্তমান অবস্থা

জয়পুরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, শিকারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিতই আছে। শিকারে এখনও আপোষ আলোচনা চলিতেছে। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, শীঘ্রই আন্দোলনকারীরা আত্মসমর্পণ করিবে এবং আর কোন রক্তপাতের আশঙ্কা নাই। শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রভৃতি শিকারে আপোষ আলোচনা চালাইতেছেন। জয়পুরের মহারাজা যথাসম্ভব সত্বর শিকারের গোলযোগের মীমাংসার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।

হ্যাঙ্কাওয়ে জাপানীদের প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণ

বিদেশ হইতে কাঁচামাল ক্রয় করার উদ্দেশ্যে জাপ মন্ত্রীসভা এক কোটি [illegible] লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ দ্বারা একটি রিজার্ভ ফণ্ড গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সাংহাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯শে জুলাই প্রাতঃকালে ২৭টি জাপ বোমারু বিমান হ্যাঙ্কাওয়ের উপর হানা দেয়। ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। একটি চীনা নাট্যশালার উপর বোমা পড়ায় তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। উক্ত নাট্যশালার মধ্যে পাঁচ শত নরনারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। জনবহুল দরিদ্র পল্লীর উপরও দুইটী বোমা পতিত হয়। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, হ্যাঙ্কাওয়ে জাপ বিমান আক্রমণের ফলে অনুমান ১১৫০ জন নরনারী হতাহত হইয়াছে।

চীনাদের ৯টি বিমানপোত ভূপাতিত

জাপ নৌবাহিনীর [illegible] বিমান-বহরের বৈমানিকগণ দাবী করিয়াছে যে, তাহারা নানচাং এর বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিলে পনরটি চীনা বিমান পোত উড়িবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহারা পনরটির মধ্যে নয়টি বিমানপোত ভূপাতিত করে। গোলাবারুদ কম পড়ায় কয়েকটী জাপ বিমানপোত উক্ত বিমান ঘাঁটির মধ্যস্থলে অবতরণ করে। জাপ বৈমানিকগণ লাফাইয়া পড়িয়া একটি চীনা বিমানপোত ধ্বংস করে। অতঃপর তাহারা বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ চীনাদের একটি সুবৃহৎ বোমারু বিমান পোত হইতে একটি 'মেসিন গান' এবং গোলাবারুদ হস্তগত করে।

ডাক চলাচলে বিঘ্ন

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী পোষ্টমাষ্টার জানাইতেছেন যে, ই বি রেলের বঙ্গাইগাঁও ও বিজনী ষ্টেশনের মধ্যে বন্যায় রেল লাইনের ক্ষতি হওয়ায় সিলেট এবং উত্তর ও দক্ষিণ আসামে সরাসরি ডাক চলাচল সম্ভব নহে। সুতরাং চাঁদপুর, শ্রীহট্ট ও বদরপুর দিয়া আসামের ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই আসামের ডাক কলিকাতা হইতে [illegible] এবং আসাম হইতে কলিকাতায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—চিকিতাবার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
- দশম স্কন্ধ— ৯৲
- ২। অনুভাষ্য বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
- ৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
- ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
- ৪র্থ খণ্ড—৸০
- ৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
- ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
- ৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
- ১৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরহ তত্ত্ব ।০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
- ১৮। বালক-আদর্শ ।০
- ১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
- ২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
- ২১। গৌড়ীয়-গীতা ৷৵০
- ২২ ভজন রহস্য ।০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- (অবাঁধা) ১৲
- ২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
- ২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সানুবাদ) ২৲
- ২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
- ৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩৫। গীতমালা ⁄১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
- ৪০ শরণাগতি ⁄০
- ৪১ গীতাবলী ⁄০
- ৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
- ৪৩ সাধনতত্ত্ব ⁄০
- ৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
- ৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
- ৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
- ৪৯ অর্চ্চনকণ ৴১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
- ৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
- ৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ⁄০
- ৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৮। রায় রামানন্দ [illegible]
- ৬৯। দি বিষ্ট ওয়ার্ক্‌স অন বেদান্ত ৪০।
- ৭০। নামভজন ⁄০
- ৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
- ৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵০
- ৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু .
- ৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
- ৭৫। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄
- ৭৬। দি ভাগবত
- ৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনআলয়েড্ ডিভোসন ।০
- ৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
- ৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট্ ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮১। সাধন-পথ ।০
- ৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
- ৮৩। গীতাবলী ⁄০
- ৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ — ১১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৩শে জুলাই ইং ১৯৩৮, — শনিবার — ১২৩৬ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ শ্রীধর অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

বৈষ্ণবগণকে কেহ হিংসা বা দ্বেষ করিলেও তাঁহারা কাহারও দ্বেষ, হিংসা কিম্বা অপকারের বিষয় কখনও চিন্তা করেন না। ক্রোধ জিনিষটা কি? আমাদের স্বার্থের হানি বা কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয়। সেটা কখনও ব্যক্তভাবে, কখনও অব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয়। আমার রাগ হ'য়েছে, কিন্তু আমি কপটতা ক'রে সেটা প্রকাশ কর্‌ছি না, সেটা অন্তরে অন্তরে পোষণ কর্‌ছি, এটা হ'চ্ছে—অব্যক্ত রাগেরই অভিব্যক্তি। আর রাগটা চেপে না রেখে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিশোধ-গ্রহণের যে চেষ্টা, তাহাই ব্যক্ত রাগবিশেষ। কেউ আমাদের স্বার্থে বাধা দিলে, তা'কে বাহ্যিকভাবে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আমরা সুযোগাপেক্ষায় রাগ পোষণ করি। আমাদের প্রধান শত্রু ষড়্‌রিপুর অন্যতম এই ক্রোধকে জয় কর্‌বার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধা হ'লেই যদি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি, তা'তে আমরা কৃষ্ণনাম ভুলে ক্রোধের দাস হ'য়ে পড়্‌বো।

ভক্তদ্বেষি-জনের প্রতি ক্রোধ কর্‌তে হ'বে, সেটা ভজনের অঙ্গবিশেষ, তা' না কর্‌টাই অন্যায়। তবে ভক্তদ্বেষী কে? পরম আনন্দময়, সর্ব্বান্তর্যামী, জগদ্বন্ধু শ্রীভগবানের সেবা যাঁ'রা করে না, তা'রা নিজের মঙ্গল তো করেই না, পরন্তু কৃষ্ণকার্ষ্ণ বিদ্বেষদ্বারা নিজের অমঙ্গল আবাহন করে, এমন যে সকল ব্যক্তি, তা'রাই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তদ্বেষী, তা'দের প্রতি দয়া দেখাতে হ'বে না। সেই অকৃষ্ণের উপাসনায় মত্ত ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা বা ক্রোধ-প্রদর্শন কর্‌তে হ'বে।

কিন্তু আমিই ভক্তবিদ্বেষী কিনা?—সেটাই এখন আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কৃষ্ণসেবা কর্‌ছি, না কৃষ্ণসেবার ভাণ ক'রে ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণবিদ্বেষ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, কৃষ্ণের প্রতি আমার কতটুকু অনুরাগ আমি কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কর্‌তে যাচ্ছি কিনা, সেটা পরীক্ষা করা দরকার।

আমার ভোগলোলুপ দেহ একজন ভয়ানক কৃষ্ণকার্ষ্ণবিদ্বেষী। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ও তাঁ'র সুখচিন্তা না ক'রে, আমি নিজ সুখ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও লোকের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। আমি আমার নিজের দিকে একেবারেই তাকাচ্ছি না। এত বড় ভক্তবিদ্বেষী আমি, প্রথমেই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর্‌তে হ'বে। প্রাতঃকাল থেকে নিদ্রার কাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাবস্থায়ও ভক্তবিদ্বেষী আমাকে জুড়ে থেকে সর্ব্বক্ষণই ক্রোধ দেখাতে হ'বে—নিজেকে পবিত্র কর্‌তে হ'বে—নিজে যা'তে আদর্শ-চরিত্র হ'য়ে মঙ্গললাভ কর্‌তে পারি, নিজে যা'তে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবসেবা কর্‌তে পারি, তজ্জন্য সচেষ্ট হ'তে হ'বে, তবেই মঙ্গল। "সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন, আমার হরিভজন হ'লো না, এই মুহূর্ত্তেই ম'রে যেতে পারি।" সর্ব্বক্ষণ এই সব কথায় মনোযোগ দিতে হ'বে। প্রথমে নিজের মঙ্গলের জন্য, নিজের দুষ্প্রবৃত্তিগুলির প্রতি, কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কুটিনাটিগুলির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রে তা'দের দমন কর্‌তে হ'বে। আমার নিজের দিক্‌টাই আগে দেখা দরকার। তা' না হ'লে অমঙ্গল এ'সে যা'বে। তারপর আমি ব্যতীত যাঁ'রা আমার দেহ সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজন, যাঁ'রা গুরুবিদ্বেষ বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ বিদ্বেষ কর্‌ছে এবং তোমা সাজাইয়া আমাকে মায়ার দিকে আকর্ষণ করাচ্ছে, তা'দের প্রতি ক্রোধ দেখা'তে হ'বে।

জীব কখনও কৃষ্ণমায়াকে জয় কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধুগুরুকৃপায় জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। আর গুরুসেবা কর্‌লেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হ'য়ে যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়াযুক্ত একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে কর্‌লে তাঁ'দের আর কোন ভয় থাকে না; তাঁ'রা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য জীবকুলের যে চেষ্টা সেটাই হ'চ্ছে যত অনর্থের মূল। সেটাকে প্রথমেই ছাড়্‌তে হ'বে। আমরা যা' সাধনভক্তির কথা দেখ্‌ছি, সমস্তই মনকে নিগ্রহ ক'রবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুকৃপায় মনোনিগ্রহ হ'লে আমরা সেবা যোগ্যতা-লাভে সমর্থ হ'তে পার্‌বো। মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর, অতএব আমাদের প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মত্তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২২ সংখ্যার পর)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—অধোক্ষজ বস্তু। যখন আমরা সেবোন্মুখ হ'ব, আমাদের জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কা'র্য করবে, তখনই সেই নাম রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা হ'য়ে ক্রমশঃ আমার সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে উদিত হ'বেন। ঠাকুর গান ক'রেছেন—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে মোর চিত্ত সদা জ্বলে
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
(শরণাগতি)

'শ্রবণ হইতে নাম, অর্থাৎ শ্রবণ শব্দের সঙ্গে হরিনামের উদয় হ'বে। অসৎ সঙ্গ থাক্‌তে কখনও শুদ্ধনামের উদয় হয় না; তাই মহাজনগণ বলেন "যাঁ'র ক'রবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহরি।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি

ক'রে ভজনাদি কীর্ত্তন হ'তে পারে, তা' তিনি স্বয়ং আচরণ ক'রে, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে, আমাদিগের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অহে জীব! যদি সত্য সত্যই সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় ক'রে থাক, তা' হ'লে গুরুপাদপদ্মের কখনই অবহেলা ক'রো না—ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার—"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম" এই পদাবলী এবং "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" এই সকল শ্রুতিবাক্য সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে ধারণ কর। যাঁ'র গুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে অচলা ভক্তি বর্ত্তমান তাঁ'রই হৃদয়ে তাঁ'দের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ ক'রবে। গুরুকে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি ক'রো না—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁ'র নিজ-জন শ্রীউদ্ধবকে উপলক্ষ্য ক'রে—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—এই শ্লোক উপদেশ ক'রেছেন। স্বয়ং ভগবানের অভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে নৃবুদ্ধি বা মনুষ্যবুদ্ধি হ'লে অনন্তকালের জন্য সমূহ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যাঁ'র কৃপায় কৃষ্ণকৃপা-লাভ, যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তি, যাঁ'কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ মহাজনগণ 'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন' প্রভৃতি শ্লোকে স্তব ক'রেছেন, তাঁ'র চরণে মর্ত্ত্যবুদ্ধি যে কি ভীষণ দুর্দ্দৈবের পরিণাম, তা' ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শ্রীগুরুদেব প্রভুবরশ্রেষ্ঠ—শ্রীমুকুন্দের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জন। আমার মত কলিহত, দুর্গত, দুর্ভাগা জীব যখন হৃষীকেশ-সেবা বিমুখ হ'য়ে নিজেই হৃষীকেশ সেজে বসে, তখনই প্রভু আবার অবতীর্ণ হন আমাকে উদ্ধার ক'রে তাঁ'র পাদপদ্মে স্থান দিবার জন্য। এত দয়া তাঁ'র। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোক-শিক্ষক জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তগণের ধর্ম্ম, এই কলিযুগে বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে যে সময়ে খাওয়া-দাওয়া-থাকাই জীবের চরম লক্ষ্য, যে যত বেশী ভোগ করতে পারবে, যে যত বেশী জড় বিদ্যা, জড় অর্থ অর্জ্জন করতে পা'রবে, সেই তত বেশী ভাগ্যবান্ বা কাজের লোক ব'লে বিচারিত ও আদৃত হ'বে, এমন কোন যুগে—জগৎ বিশেষে প্রচার ক'রেছেন। ঠাকুর সমস্ত পৃথিবীর বাসনার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ব'লেছেন—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা।" বস্তুতঃ পৃথিবীটা—জড়-দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ এই প্রকারই মোহগ্রস্ত—অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। "গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম, কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম।" এই বিচারটী কিছুতেই তা'দের হৃদয়ঙ্গম হ'চ্ছে না। মানুষ কিছুতেই কৃষ্ণভজন-মুখ হ'তে চা'বে না, কেবল অহঙ্কার ক'রবে—আমি লেখা পড়া জানি, আমি পি, আর, এস্, আমি মহামহোপাধ্যায়, আমি ধনবান্, রূপবান্, কুলীন ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত 'আমি'র খবর কেহই রাখ্তে চান না। এই রক্তমাংসঘটিত দেহটাকে 'আমি' বলাই মূর্খতার চরম। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে কৃষ্ণ ব'লেছেন, "দেহোঽহং বুদ্ধি"ই মূর্খতা আর 'বন্ধমোক্ষবিৎ'ই প্রকৃত পণ্ডিত। তোমরা স্ত্রী হও, পুরুষ হও, ভারতবাসী হও, ইংলণ্ডবাসী হও, কেহ মূর্খ হ'য়ো না, সকলেই পণ্ডিত হও, কৃষ্ণভজন কর—ইহাই শ্রীল ঠাকুরের 'গাধা' বলার উদ্দেশ্য। জীব কি ক'রে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয় এবং কি ক'রে তা' হ'তে মুক্ত হ'তে পারে, তা' জানার নামই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি যাঁ'র আছে তিনিই দয়ার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে পারেন।

দয়া বস্তুটা যখন আমার দেহে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। ক্রমে যখন তাহা পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবে প্রসারিত হয়, তখন তা'কে আর একটু উচ্চে স্থান দেওয়া হয়, আবার ক্রমে যখন তা' প্রাচীর দিয়ে ঘেরা নিজ গৃহ অতিক্রম ক'রে নিজগ্রামবাসীর প্রতি প্রসারিত হ'ল তখন তা'কে আর একটু উচ্চে স্থান দেওয়া হয়। আরও একটু বিস্তৃত হ'লে Provincialism (প্রাদেশিকতা) এসে যা'য়। উহা আরও একটু প্রসারিত হ'লে স্বাদেশিকতা এসে যা'য়। এর অপরনাম Patriotism বলা হয়। তার পরে উহা আরও একটু প্রসারতা-লাভ ক'রলে Philanthrophism বা সকলমানবনিষ্ঠ দয়া হ'য়ে যায়। বিলাতেও এই দয়ার আদর আছে বটে, কিন্তু তাঁ'-দিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কতকগুলি নিরীহ পশুপক্ষীকে এই তুচ্ছ দেহো-দরপূর্ত্তির জন্য অযথা হিংসা করা হয় কেন? উত্তরে তাঁ'রা বল্বেন—তা'দের আত্মা নাই তাই ঠাকুর ব'ল্লেন—এইরূপ Philanthrophism অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—স্থাবর-জঙ্গম সকলের প্রতিই প্রকৃত দয়া প্রদর্শিত হ'বে, তবেই বুঝবে প্রকৃত সদ্বৃত্তি প্রদর্শন করা হ'বে তখন যখন তা'রা "কৃষ্ণভজন কর্ছে না, আহা! মায়াকবলিত হ'য়ে কত দুঃখ পাচ্ছে" এই ব'লে তা'দিগকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা হ'বে। ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবের প্রতি এইরূপ প্রকৃত দয়া-প্রকাশের জন্যই সর্ব্বত্র ভারতবর্ষে নামপ্রেমপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এই প্রকার উচ্চসংকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গল সাধন ক'রেছিলেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর ভগীরথস্বরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদই 'দেহোঽহম্'-বুদ্ধিরূপ হরিবিমুখতা-ময় এই মরুভূমিতে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীর প্রবাহ এনে জগদ্বাসীর প্রতি যে কত বড় দয়া প্রকাশ ক'রেছেন, তা' জগদ্বাসী যেদিন বুঝ্তে পারবে সেদিন বলাবাহুল্য হ'বে। আমরা যেমন সুবৃহৎ হিমালয় পর্ব্বতের পরিমাণ হাত দিয়ে দেখাতে গিয়ে দুই হস্ত বিস্তার ক'রে "এত বড়" ব'লে দেখাই বস্তুতঃ আমাদের সেই "এত বড়"র দৃষ্টান্ত যেমন অতি ক্ষুদ্র, সেই প্রকার ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দয়া যে কত বড়, তা কিছুতেই পরিমাপ ক'রে দেখান যায় না। বরং সমুদ্রের বালুকণা, সমুদ্রের জল, আকাশের তারা কখনও গণনা করা হয়তো সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু ঠাকুরের দয়ার এক বিন্দুও আমাদের এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা পরিমিত হ'তে পারে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপন ক'রেছেন। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের মূলপুরুষ বিষ্ণুর ভজন ছেড়ে দিলে যে তা' আসুর-পর্য্যায়ে পরিগণিত হয়, তা' তিনি বিশেষভাবে বিচার ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন, পরমহংসের আনুগত্যে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রকৃত দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। সেখানে বর্ণাশ্রমের বিচার পরমহংসের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমহংস বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত কখনই স্ব এবং পরস্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন—

"আচর্য্য ধর্ম্মং, পরিচর্য্য বিষ্ণুং,
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥"

বিষ্ণুর অর্চ্চন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন, শত শত তীর্থভ্রমণাদি যাহাই করি না কেন, শ্রীগৌরপ্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কখনই বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা মিলিবে না।

ঠাকুর তাঁ'র গ্রন্থের প্রারম্ভেই অসৎসঙ্গ-ত্যাগের কথা বিশেষ ক'রে ব'লেছেন। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" এইটীই সাধুর ধর্ম্ম। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।" সেই সাধু কাহারা? উত্তরে ব'লছেন—যাঁ'রা অসৎসঙ্গত্যাগ ক'রেছেন, তাঁ'রাই সাধু। অসৎ কে? উত্তরে ব'লছেন,—"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।" শ্রীমদ্ভাগবত আবার আরও বিশেষ ক'রে ব'লেছেন—স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও মোহবর্দ্ধক।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো
তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

কৃষ্ণাভক্তও অসৎসঙ্গ। বহুপ্রকার কৃষ্ণাভক্ত আছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধী ও মায়াবাদীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণাভক্ত; তাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঠাকুর ব'লেছেন—তোমাদের সঙ্গ-নির্ব্বাচনে যদি ভুল হয়, তা' হ'লে সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ এসে যাবে, নামের কৃপা আর পাবে না। প্রকৃত সাধুকে অসাধুজ্ঞানে তাঁ'র সঙ্গ ত্যাগ করায় সাধুনিন্দা হ'য়ে যাবে। তা'তে নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত সাধু সর্ব্বদা কৃষ্ণনামপরায়ণ, তাঁ'র শতকরা শতভাগ জীবন কৃষ্ণকার্য্য-সেবায় নিযুক্ত। এরূপ সাধুর কোন বাহ্যলক্ষণ না থাক্লেও তাঁ'কে মহা-ভাগবত ব'লে জান্তে হ'বে। মহাভাগবতকে বাহিরের বিচার দিয়ে চেনা যায় না। মহাপ্রভু যখন কাশীতে চন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থান ক'রছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু গৌড়ের হোসেন সা বাদসার কারাধ্যক্ষকে সাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে হাজারিবাগের পাতড়া পর্ব্বত পার হ'য়ে হাজীপুর দিয়ে কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হ'লেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের আগমন জান্তে পে'রে চন্দ্রশেখরকে ব'ল্লেন—'দ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছেন তাঁকে নিয়ে এস'। চন্দ্রশেখর শ্রীসনাতনের বাহ্য বেশ দেখে দরবেশ ব'লে ধারণা ক'রে মহাপ্রভুর কাছে এসে ব'ল্লেন—একজন দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে। মহাপ্রভু বল্লেন, তাঁকেই নিয়ে এস। সনাতন তখন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হ'য়ে পড়্লেন। মহাপ্রভু তাঁ'র নিত্য-পার্ষদ জগদ্গুরু সনাতনকে বক্ষে ধারণ ক'রে প্রেমালিঙ্গন ক'র্তে লাগ্লেন। তখন চন্দ্রশেখর বুঝ্লেন—সনাতন মহাভাগবত। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সম্পর্কে আমাদিগকে ঐরূপ শিক্ষা প্রদান ক'রেছেন। শ্রীমুকুন্দ যখন তাঁকে মহাভাগবত শ্রীপুণ্ডরীকের নিকট নিয়ে গেলেন, তখন পণ্ডিত গোস্বামী বিদ্যানিধির বহুমূল্য বিচিত্র বিলাস সজ্জার দর্শন ক'রে তাঁ'র মহাভাগবতত্ব বিষয়ে একটু সন্দিহান হ'বার লীলা প্রদর্শন ক'রলেন। তখন মুকুন্দ তাঁর অন্তরের ভাব বুঝ্তে পেরে শ্রীবিদ্যানিধিকে প্রকাশ ক'রবার জন্য "অহো বকী যং" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকটী উচ্চারণ ক'রলেন। মহাপ্রেমিক পুণ্ডরীক ঐ শ্লোক শ্রবণমাত্র প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ ক'রলেন। তখন গদাধর তাঁ'র পূর্ব্বধারণার জন্য লজ্জিত হ'য়ে

নিজেকে পুত্রীকরণে অপরাধী মনে ক'রে তাঁ'র নিকট দীক্ষা-গ্রহণই তাঁ'র অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হ'লে মনে ক'রলেন। অবশ্য পরাবর সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব তাব,—পুণ্ডরীক ও শ্রীবলদেব পিতা শ্রীমুরারি রাজা; সুতরাং গদাধরের সঙ্গে একটি অভিন্ন শাক, —আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁ'র ঐ প্রকার আদর্শ প্রকটন। আমরা বৈষ্ণবের বাহ্য 'জামা-জুতা' দেখেই যে বৈষ্ণব চিনতে যাই তা' যে সম্পূর্ণ ভুল, ইহাই সেই শিক্ষার বিষয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁ'র উপদেশামৃতগ্রন্থে "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—এই বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। 'গৌরাঙ্গের পার্ষদগণে নিত্যসিদ্ধ ক'রি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।'—ইহাই মহাজন-বিচার। মহাপ্রভুর পার্ষদগণ সকলেই নিত্য-সিদ্ধ, তাঁ'দিগকে সাধনসিদ্ধ বিচার ক'রলে তাঁ'দের চরণে অপরাধ হ'বে। শ্রীরঘুনাথ সাক্ষাৎ শ্রীরতির গণ, তাঁ'র পক্ষে আবার গৃহত্যাগই বা কি, আবার নীলাচলে ছুটাছুটিই বা কি? এগুলি শুধু জীবশিক্ষার জন্য অভিনয়মাত্র। জগদ্গুরু সনাতন—যাঁ'কে শ্রীরঘুনাথ "বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ৎ" ব'লে প্রণাম ক'রলেন, তিনি আমাদিগকে এই আদর্শ দেখিয়েছেন যে, যখন হরিভজন ক'রতে যাওয়া যায়, তখন হয় ত' স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত বিরোধী হন, কারাকদ্ধও হ'তে হয়। শেষে কারারক্ষককে ঘুষ দিয়েও অর্থাৎ 'যেন তেনাপ্যুপায়েন' কৃষ্ণভজনের বিচার অবলম্বন ক'রতে হয়। শ্রীঠাকুর উদ্দেশ্যে যা' কিছু শুনা যায়, তাহাই ভক্তি।

দূরে বিহিতা পাছে হরিভুক্তি বা ক্রিয়া।
দৈব ভক্তিবিদ্ধ প্রোক্তা বরা ভক্তিঃ পরা
ভবেৎ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল কথা আমাদিগকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর আমাদিগকে আর একটি কথা জানিয়েছেন—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবের প্রথম সোপান। বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণের গুরু। শুদ্ধভক্তবৈষ্ণবের সেবা ক'রলেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে, নতুবা দাম্ভিকতা এসে তাঁ'কে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হ'তে চ্যুত করে। প্রভুপাদ যখন মেদিনীপুর বালিঘাই নামক স্থানে বিরাট সভায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয় বক্তৃতা প্রদান ক'রে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের জয়স্তম্ভ স্থাপন ক'রেছিলেন—কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসম্প্রদায় মস্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে শুদ্ধভক্তির প্রাধান্য জগতে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশেষ প্রসন্ন হ'য়েছিলেন। তৎকালীন বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রে জগৎকে শুদ্ধভক্তির আলোকে সুখরিত করাই শ্রীল ঠাকুরের প্রধান মনোহভীষ্ট।

শ্রীল ঠাকুর তাঁহার কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে "জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন, এবে করি গৃহসুখ। কখনো এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন, এ দেহ পতনোন্মুখ। আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই। যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ জীবনের ঠিক নাই। সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন, ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন। এ আশায় নাহি প্রয়োজন; এমন দুরাশা-বশে, যাবে প্রাণ অবশেষে, না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন। যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও, গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ।"—এই গীতিমালা গৃহমেধীর ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিরাস ক'রেছেন। শ্রীল ঠাকুরের গৃহস্থলীলার অভিনয় বুঝতে না পেরে তাঁ'র অনুগত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অনেকেরই অসুবিধা হ'য়েছে; "গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ"—শ্রীল ঠাকুরের এই কথার এরূপ বুঝতে হ'বে না যে, তিনি আমাদিগকে গৃহব্রত থাকতে ব'লেছেন। তাঁ'কে আমার মত গৃহমেধী বিচার ক'রলে বা গৃহব্রতদের ভাবক মনে ক'রলে মহাগৌরব-লঙ্ঘন অবশ্যম্ভাবী। "যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়" বা 'গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ' (ভাঃ ১০।৮২।৪৮) ইত্যাদিতে যে 'গৃহ' শব্দের বিচার উদ্দিষ্ট হ'য়েছে তা'র সঙ্গে আমাদের গৃহান্ধকূপকে এক বুঝতে হ'বে না। অনেকেই এটা বুঝতে ভুল করেন। আজ প্রভুপাদ কৃপা ক'রে আমাদিগকে এই সকল কথা বুঝিয়ে না দিলে আমরা কিছুই বুঝতাম না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল গদাধরের অভিন্নবিগ্রহ। তাঁ'দিগের অনুকরণ ক'রতে গেলে মহারৌরব অবশ্যম্ভাবী। তোমার গৃহকে কি মঠ ক'রেছ, যে তাঁ'কে 'বৃন্দাবন' বলতে চাও? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র কল্যাণকল্পতরুগ্রন্থে আমাদিগকে উপদেশ করছেন—যে স্থানে বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথাশ্রয়ে বাস করেন, সেই স্থানই বাসযোগ্য স্থান।

"যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।"
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥"

বৈষ্ণব-সেবাই আমাদের একমাত্র ব্রত। 'ভিক্ষূন্ ব্রজ অনুব্রাজিকানাহুস্বামী

বাহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

কামঃ সহেমবিদম্" ইহাই শ্রীরূপের উপদেশ-সার। যে গৃহ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাময়, তাহা অবশ্য ভক্তিপ্রতিকূল নহে বটে, কিন্তু আমার বিষয়াসক্তি যেখানে বিপুলভাবেও প্রশ্রয় পায়, আমি যেখানে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' দেখতে না পাই, সে স্থানে কাল্পনিক বৃন্দাবন রচনা করা কখনই কৃষ্ণানুকূল বিচার নয়। 'বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।' ইহাই মহাজন বিচার। সেই বৈষ্ণব চিনবার লক্ষণ সম্বন্ধেও ঠাকুর ব'লেছেন:—

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণবচরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি॥

দেহাত্মাভিমান ছাড়তে হ'বে। আমি বর্ণী বা আশ্রমী, আমি স্বামী বা স্ত্রী এ সকল অহঙ্কার থাকাকাল পর্য্যন্ত ভজন-প্রবীণতা লাভ হ'বে না। স্ত্রী আমার ভোগ্যা, এরূপ বিচার ক'রতে হ'বে না। তাঁ'কে কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণশক্তি ব'লে বিচার ক'রতে হ'বে। ঠাকুর আমাদিগকে কৃষ্ণের সংসার ক'রতে ব'লেছেন, আমার সংসার ক'রতে বলেন নাই। 'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার। জীবেদয়া, নামে রুচি সর্ব্বধর্ম্মসার।'—এই সকল কথা ঠাকুর উদ্বাহু হ'য়ে পুনঃ পুনঃ তারস্বরে ব'লেছেন। যিনি কৃষ্ণের সংসারে সংসারী, তাঁ'র সর্ব্বক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁ'রা হিংসা ক'রে 'সর্ব্বদা পবিত্র' বৈষ্ণব-চরিত্রে দোষ দর্শন করে, তাদের প্রতি ঠাকুর মৌনধারণ ক'রতে ব'লেছেন। 'যদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি' প্রভৃতি কোন প্রকারেই তা'দের সঙ্গ ক'রতে হ'বে না। সর্ব্বতোভাবে non-co-operation করতে হ'বে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে জানিয়েছেন—

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

নেড়া নেড়ী কর্ত্তাভজা পুলীর ক'ষড় আউল, বাউলাদি অবৈধ অপসম্প্রদায়ের কথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন। তৎপূর্ব্বে এ সকল কথা কেউ জানত না।

ঠাকুর আমাদিগকে আরও জানিয়েছেন—পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ্রভুকে নামকে কেটেছেঁটে ছড়া প্রস্তুত করা মহা অপরাধ। তার উপর ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ছড়ানামগান সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য।

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

যাঁ'রা অন্তরে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, বাহিরে মুখে নানাপ্রকার বৈষ্ণবোচিত দৈন্যপূর্ণ ভাষার আবৃত্তি করে, তাঁ'রা ঘোর কপট। তাঁ'রা সভায় ব'সে

সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

স্ত্রীকে 'কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণশক্তি' ব'লে বেশ জাঁক বিচার ব্যাখ্যা ক'রে বাড়ীতে এসে ঠিক তার বিপরীত আচরণ করে। ঐ সকল বাদ-বিগ্রহযুক্ত ভাগবতব্যবসায়ী ব্যক্তিগুলির সঙ্গ শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জন ক'রবেন। দুধ খেতে হ'বে বটে, কিন্তু সাপে খাওয়া দুধ খেতে হবে না। সেইরূপ হরিনাম ক'রতে হ'বে বটে, কিন্তু অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে সাধুসঙ্গে ক'রতে হ'বে —"অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।" আজ যদি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্-গুরু আচার্য্যরূপে ভূতলে প্রকটিত না হ'তেন তা' হ'লে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে কে জানাত, কেই বা তাঁ'র কথা বুঝত। আবার সেই প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্যদেব যদি কৃপা ক'রে শ্রীভক্তিবিনোদগৌরকিশোর-সরস্বতীর মনোভীষ্ট ব্যক্ত না ক'রতেন ও না জানান, তা'হ'লেই বা অগজ্জীব আমরা কি ক'রে সেই সমস্ত অপ্রাকৃত মহাপুরুষের কথা জানতে পারি। প্রভুপাদ আমাদিগকে জানিয়ে গেছেন—ভক্তিবিনোদধারা অনিত্য নয়, তা' কখনই রুদ্ধ হ'বে না; কিন্তু আজ সেই প্রভুপাদের বিচারকে উল্লঙ্ঘন ক'রে যে গুরুপরম্পরাগত আচার্য্য অস্বীকারের বিচার উপস্থিত হ'য়েছে, তাঁ'র আলেখ্যকে নিষিদ্ধ-মাত্র ক'রে তাঁ'তে মালা স্পর্শ করিবে এবং তাঁ'র সম্মুখে মহাদীক্ষা দিবার অভিনয়ে যে প্রচ্ছন্ন গুরুপদবি চালাবার—গুরুর আসন গ্রহণ ক'রবার ঘৃণিত বিচার উপস্থিত হ'য়েছে, তার মত সর্ব্বনাশী কুবুদ্ধি আর কিছুই হ'তে পারে না। যাঁ'রা ঐ সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আচারের পক্ষপাতী, তাঁ'দিগকে সাধুর বেশে কলির গুপ্তচর ব্যতীত আর কি বলা যাবে? যদি আমরা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সত্য সত্য কৃপা চাই, তা'হ'লে শুদ্ধ সদ্গুরুপরম্পরার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' এই শুদ্ধ অভিমানে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হ'বে, তখন আমার প্রার্থনার বিষয় হ'বে—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারকভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

এইরূপ শুদ্ধ আত্মাভিমানী বিচার না থাকলে অহঙ্কার এসে আমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রবে। হে প্রভো! আমি যেন তোমার সেবকানুসেবক হিনি, তাঁর সেবকানুসেবকের শ্রীচরণকে কোটি জন্মেও অর্চ্চক হ'তে পারি। আপনারা আমাকে সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যাঁরা অনুগত, আর যে তাঁ'দের অনুগত যাঁরা, যাঁ'রা এবং আচার্য্যদেবকে তাঁ'দের অন্তরঙ্গ জন-সেবায় প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পেরেছেন, আমি যেন তাঁ'দের চরণকে নিত্যকাল অর্চ্চক হ'তে পারি, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ, [illegible] [illegible] আছেন। [illegible] [illegible] প্রকাশ্যস্থানে আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং [illegible] চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] বঙ্গাব্দে ৩১১৩ কাশ্যপ শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রতিষ্ঠিত। [illegible] পাঠ, সংকীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমায়াপুরাদি [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও দৈনিক পত্র [illegible] সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশ হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীশ্রীনিবাস [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ বিপ্রবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ব্রহ্মা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১২নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ কোসীকলাঁ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অল্টামাউন্ট বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঘু (বাঁকুড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
জুনিয়াডুগ্রা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং মিউটেস স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, মাউন্টরোড
ব্যাপটন্, এস্, ডব্লিউ, ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৪৬ চ্যাটার্জ্জি লেন
[illegible] রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

বেলেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
দাদা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানি	৫৷
বাঁশফুল নূতন	৪৵
ঐ পুরাতন	৫৲
কাজলী বেনারসী	৮৲
সিদ্ধ বেগুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানি আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৪৷৹-৪৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুণ	৩৵৹

পাটের দর

বাবরে—	৪০৸৹
উত্তম—	৪০৸৹
উত্তর—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷৵৹
মুর্শিদাবাদ ১০০০ ?	১০/৹
লবণেরা দানা	৯৷
তারপুর দানা	৮৷৹—৯৵৹
তারপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৭৷৷
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩০

আটা ও ময়দার দর

দেশের ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৵৹
মাইসোর ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (২	৪/৹—৪৷/৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (বে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৸৵৹
পালাট	১৸৵৹—১৸৹
ভূষি	১৸৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

কড়া	৫৭৲
মাখনীয়া	৫৭৲
ভুসেবণী	৫০৲
	৪৫৲
পাতাঘর	৪৲

ডাল	৬৲
কাবুলি	৭৬৲
ঢাকা পাওয়া	৩১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
প্যাঃ বটকা ২৪—৭০ গেজ	১০৲

সুদের দর

আবের সোনার মাইল	৫৪৲
লিটু ল কাবের ৩২৭৫	৫০৲
কমাচি পুরনি কাবর	৫৩৲
চাষার খাপা	৫২৲
ঐ কাইল	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাতলা মাথ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
শুটি খয়ের	১৫৷৹—১৭৷৹
গরম নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৮৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
পেরেক	।৵১০—৸৵৹
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
ক্রেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৬৷৹—৬৸৹
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল ও চৌ কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷৹—১০৷৹	
টিন শাটি, বোল্টু, গরাদে	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড বি-ইনকোম ও কমপ্লিটের	৭৷৹
রড	৬৸৹—৭৸৹
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২০৷৹

চটকলের হালখাৎ ৫৵৹, পাটের হালখাৎ ৬৷৹

তুলার হালখাৎ ৪৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতি স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে বোর্ডার ও বেতনদাতাগণ প্রতি মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর পক্ষে ইহা একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::'০':———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাবিশারদ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের দর্শন, বস্তুর সংহত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথা চ পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্‌গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:০:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৸০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷	১৷০	৸৹
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৸০
অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর ৺৹
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১ ১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০

কৃষ্ণনগর ৩-৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২৫শে জুলাই, ১৯৩৮, সোমবার [১২৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের নাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বৎসরের আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্র ও ছাত্রীগণকে বৃত্তি দেওয়া স্থির হইয়াছে।

প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া

১। অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, স্কটীশ চার্চ কলেজ। ২। স্তমলীন ইউ… —আযোদ, বরিশাল বি এম কলেজ। ৩। মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রিপণ কলেজ। ৪। ব্রজেন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া কলেজ। ৫। শুকাঙ্ক চৌধুরী, প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৬। অমিয়কুমার বসু, প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৭। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৮। মহাবীরপ্রসাদ কেদিয়া—প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৯। দেবব্রত সেন, স্কটীশ চার্চ কলেজ। ১০। প্রতিমা রায় চৌধুরী—বিদ্যাসাগর কলেজ।

মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া

১। বংশীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—নব কলেজিয়েট ছাত্র (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। ২। সুধাংশুশেখর মিত্র—প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৩। অমলকৃষ্ণ গুপ্ত—সিটি কলেজ। ৪। রবীন্দ্রনাথ রায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৫। নির্মলেন্দু রায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৬। সামসুল হক—ইসলামিয়া কলেজ। ৭। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রিপণ কলেজ। ৮। অনাদিরঞ্জন রায়—রাজসাহী কলেজ। ৯। রথীমোহন কাউন নন কলেজিয়েট ছাত্র (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)। ১০। বিশ্বরঞ্জন দাশগুপ্ত—রিপণ কলেজ। ১১। পার্বতীশঙ্কর সেন, বহরমপুর কে এন কলেজ। ১২। সুনীলকুমার সেন—দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী। ১৩। রাইস্থদীন আহমেদ—বহরমপুর কে এন কলেজ। ১৪। অমরেন্দ্রনাথ সেন—বহরমপুর কে এন কলেজ। ১৫। অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- কৃষ্ণনগর কলেজ। ১৬। নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামপুর কলেজ। ১৭। রূপেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া কলেজ। ১৮। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বাঁকুড়া কলেজ। ১৯। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—হুগলী মহসীন কলেজ। ২০। রাজেন্দ্রনাথ নাগ—বর্দ্ধমান রাজ কলেজ। ২১। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বরিশাল বি এম কলেজ। ২২। জিতেন্দ্রলাল সিংহ—বরিশাল বি এম কলেজ। ২৩। আবদুস সাত্তার (২)—চট্টগ্রাম কলেজ। ২৪। অমূল্যকুমার চক্রবর্ত্তী—চট্টগ্রাম কলেজ। ২৫। অমৃতরেণু ঘোষ—রাজসাহী কলেজ। ২৬। নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রংপুর কারমাইকেল কলেজ। ২৭। ধীরেন্দ্রনাথ সরকার—কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ। ২৮। জীতেন্দ্রকুমার দে—রাজসাহী কলেজ।

মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া বালিকাদের জন্য ১৩টী বিশেষ বৃত্তি

১। অমিয়া চক্রবর্ত্তী—বেথুন কলেজ। ২। অপর্ণা চক্রবর্ত্তী—বেথুন কলেজ। ৩। মণিকা গুহ—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। ৪। ইন্দ্রাণী নিয়োগী—ময়মনসিংহ এ এম কলেজ। ৫। অরুণা মিত্র—বেথুন কলেজ। ৬। গায়ত্রী রায়—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। ৭। পবিত্রময়ী পাল ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। ৮। রমা গুহ—বেথুন কলেজ। ৯। সুরুচিবালা দত্ত—বেথুন কলেজ। ১০। কৃপা ঘোষ (মিসেস্ বসু)—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। ১১। নীলিমা দত্ত—ময়মনসিংহ এ এম কলেজ। ১২। ভবানী সরকার—বেথুন কলেজ। ১৩। চিত্রা বসাক—বেথুন কলেজ।

——

মুক্ত রাজবন্দীর ভাতা বন্ধ

সম্প্রতি মুক্ত নিম্নলিখিত রাজবন্দীদ্বয়কে যে ভাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—

(১) শ্রীযুত নিরুপম রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুত সুনীতিল রায় চৌধুরী

(২) স্বর্গীয় মণিমোহন মিত্রের পুত্র শ্রীযুত পান্নালাল মিত্র।

——

কয়েদী কর্ত্তৃক জেলার প্রহৃত

মিবাকর মহাশি নামক পাবনা সেন্ট্রাল জেলের একজন কয়েদী জেলারকে প্রহার করিবার অভিযোগে তাহার অর্থ কতৃক তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে উক্ত জেলের জেলার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র নাথ যখন জেল পরিদর্শন করিতেছিলেন সেই সময় আসামী একটি থালার কানা দিয়া তাঁহাকে খুব জোরে আঘাত করিয়াছিল।

——

শিলিগুড়িতে ১২৫ জন গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার শিলিগুড়িতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর কোনও হাঙ্গামা হয় নাই। অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। দোকান পাট খুলিয়াছে।

এপর্য্যন্ত ১২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোট ৫০ জন আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৩জন হিন্দু ও ১৭ জন মুসলমান। একজন মুসলমান চৌকিদারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

প্রকাশ, মুসলিম লীগের চারিজন স্বেচ্ছাসেবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

——

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ছাত্র

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এক্ষণে নীলগিরি অঞ্চলে কোটাগিরিতে অবস্থান করিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁহাকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা তাঁহাদের গত অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারত ও সিংহল হইতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত ছাত্রবৃন্দের ফী হ্রাস করা হইবে। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মতে উক্তরূপ ফী হ্রাস দ্বারা ছাত্রকে বাৎসরিক ৩০ পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইতেছে বুঝিতে হইবে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ আরও বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত সব ছাত্রকেই অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে এবং বিদেশ হইতে বসবাসের জন্য আগন্তুকের প্রতি প্রযোজ্য বিধিনিষেধ উক্ত ছাত্রদের প্রতি আর আরোপ করা হইবে না। চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি, মাইনিং, কলা প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার্থ ইহা খুবই উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকিলে সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়ায় উক্ত বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করার সুবিধা পাওয়া যাইবে না। তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ মার্চ মাস হইতেই পড়া আরম্ভ হয়। কারণ জুন ও জুলাই মাসেই দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে এবং ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে গ্রীষ্মকাল হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী- শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫ শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

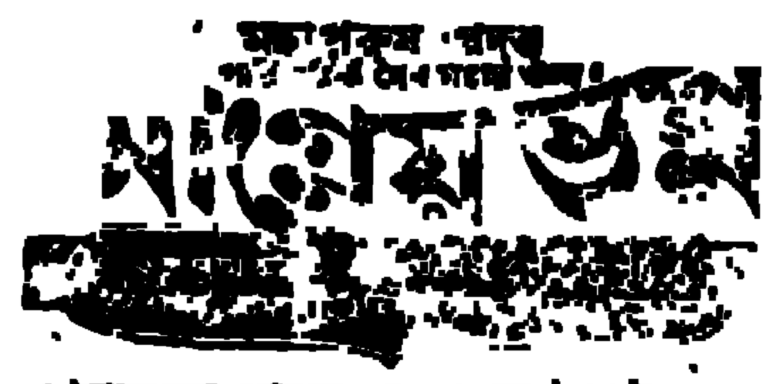

প্রত্যক্ষ করুন এবং আরোগ্য !!
কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, ...
আমাশয়, গ্রহণী, কৃমি ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার একমাত্র প্রত্যক্ষফলপ্রদ মহৌষধ এবং আর আশঙ্কা নাই।
লক্ষ লক্ষ রোগী নিরাময় হইতেছে।
বড় শিশি ৪০ ছোট শিশি ।০ আনা।
কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।
(ঢাকা জেলার) শ্রোণিস্ ঔষধালয়।
১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লোককল্যাণকর-জীবন-চরিত্র ইহাতে অঙ্কীত করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶
২১। গৌড়ীয়-সংহতা ।৶
২২ ভজন রহস্য ।
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল সাধ্য কাব্য ৷০
২৭। বৃত্তিবোধিকা শ্রীগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴৲
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৭৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। শ্রীকৃষ্ণ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড’স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল্ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ — ১৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৫শে জুলাই ইং ১৯৩৮, সোমবার — ১২৪৬ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব

গত ১৮ই জুলাই সোমবার প্রাতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট রাগমার্গে গৌরগদাধরের উপাসনা, বিধি ও রাগের বৈশিষ্ট্য, গুরুসেবা মাত্রই ভক্ত, নিষ্কপটে প্রশ্নসেবা কারণে সর্ব্বার্থসিদ্ধি, [illegible] ভাবপন্থা প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত চেতনবাণী সমাগত সকলেরই হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং সকলেই পরমোপকৃত হন।

গত ১৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যার পর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অফিস ঘরে সমাগত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল সদ্গুরুপাদের প্রয়োজনীয়তা, বদ্ধ ও মুক্ত জীবের স্বরূপ, আচার্য্যের আনুগত্য ও মহিমা, হরিজনের কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে হরিকথা আলোচনা করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন। ঐ দিবস রাত্রে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু ভজনের ক্রমোন্নতি এবং গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও নিজের যত্ন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার আলোচনা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত হন।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ সাধকানন্দ ব্রহ্মচারী নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীকালে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সেবকমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দের নিকট বহু উপদেশপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ শুশ্রূষু জনগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৮ই জুলাই সোমবার রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর মিলনপ্রসঙ্গ পাঠ করেন।

বক্তৃতা

গত ১৯শে জুলাই সোমবার রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ, মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" এবং "ভোগ ও ত্যাগ" সম্বন্ধে শিক্ষাপূর্ণ দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২০শে জুলাই বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ বহু গবেষণামূলক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২০শে জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজ ও শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় সেবক সহ কলিকাতার উৎসবে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। ২১শে জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ তাঁহার পার্টিসহ উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

খুরদায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

বিশ্বব্যাপ্ত শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় পুরী জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ১১ই জুলাই (১৯৩৮) তারিখে উক্ত জেলার অন্তর্গত 'খুরদা' নামক স্থানে উপস্থিত হন। খুরদা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বর্দ্ধনিধি পট্টনায়ক ও সেক্রেটারী শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের উদ্যোগে উক্ত স্কুল-হলে গত ১১।৭।৩৮ তারিখ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় প্রচারক মহোদয় "শ্রীচৈতন্য-দেবের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় ১।০ ঘণ্টাকাল বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভায় উক্ত স্কুলের প্রায় ২৫০ শত ছাত্র, শিক্ষক মহোদয়গণ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অপূর্ব্বত্ব ও তাঁহার অপ্রাকৃত মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া গৌরানুরাগী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সাণ্টাক্রুজে প্রচার

গত ১০ই জুলাই রবিবার দিবস বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ বম্বে সহরের [illegible] দূরে "সাণ্টাক্রুজ" নামক সহরবাসী কতিপয় সজ্জনের সাদর আহ্বানে তথায় গমন করিয়া এক মহতী সভায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবনপাবন পূত চরিতাবলী এবং তাঁহার দয়ার কথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা হইতে কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি হইয়াছিল। মঙ্গলাচরণ পঞ্চতত্ত্ব এবং "[illegible]" এই গীতত্রয় কীর্ত্তন হইবার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধব-চৈতন্যদাস ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় একটী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের করুণার কথা কীর্ত্তন করিবার কালে তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার (শ্রীমহাপ্রভুর) প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। [illegible] মহাশয় কীর্ত্তন [illegible] বহু গুজরাটী মহাশয়, কাটি-দেশীয় এবং বহু নারী [illegible] উপস্থিত ছিলেন। সকলে বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ প্রীত হন এবং [illegible] সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর সর্বজিৎ সংবৎ গৌরাব্দ ৪৫২

কর্তৃত্বাভিমান

——::(০)::——

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি

সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

(গীতা)

আমি কর্তা—এই অভিমানের নাম কর্তৃত্বাভিমান। এই বিশ্বে যাহা কিছু আমাদের নয়নগোচর হয়, প্রত্যেক বস্তুর সহিতই আমাদের কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটী কি, তাহার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিয়া তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিতে গেলে 'আমি, আমার' বলিয়া একটী অভিমান আসে। দৃশ্যবস্তু মাত্রই আমার ভোগ্য; আমি তাহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দিয়া ভোগ করিবার অভিমান করি। যখন তাহাতে অপরে ভাগ বসাইবার চেষ্টা করে তখন বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, প্রাণপণে নিজ কর্তৃত্বাধিকার বজায় রাখিতে চেষ্টা করি। অবশেষে অসমর্থ হইলে উহা ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া যাই। ভগবানে ভোগবুদ্ধি করিতে পারি না বলিয়া আমরা ভগবানের প্রতি নিরপেক্ষ; যদি তাঁহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা বা সেবার চেষ্টা প্রদর্শন করি, তাহার মূলে নিজ ভোগ—ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়

বালক সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধি-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সেই সংসারে নিজ কর্তৃত্বের দাবীটুকু জানাইতে থাকে। নিজেকে সাংসারিক প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে মালিকান-স্বত্বে পরিচিত করিতে থাকে। পিতামাতাও তাহার সম্বন্ধে ভাবী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া তাহার কর্তৃত্বাভিমান বর্দ্ধনে সহায়তা করেন। বালিকা নিজ পিতামাতার বিষয়ে কর্তৃত্বাভিমান জমাইতে পারে না বলিয়া নিজ স্বামী ও তৎসম্পর্কীয় বস্তুর কর্ত্রী সাজিয়া বসে। এমন কি, জন্মরাজ্যে গমন করিয়াও এই কর্তৃত্বাভিমান হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যেখানে কর্তৃত্ব নাই, সেখানে মমতার অভাব, সুতরাং ঔদাসীন্য। উহা না হইলে জগৎ চলে না বলিয়াই মায়া তাহার সহচরগুলি দ্বারা জগজ্জীবকে নানা-রূপে নিজ কবলে কবলিত করিয়া রাখে। "কর্তাহং" বিচার নিরস্ত না হইলে মায়ার কবল হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। কর্তাহং-বুদ্ধি জীবের গলায় এত দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া আছে যে, কোনপ্রকারে উহা ছিন্ন করা যায় না। আমি না হইলে সংসার চলে না, আমি না দেখিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে, আমি না করিলে সবই খারাপ হইয়া যাইবে, ইত্যাদি চিন্তা আমাদের কর্তৃত্বাভিমানকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকে। কিন্তু আমি মরিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে, আমার অবর্তমানে কি হইবে, তাহা ভাবিলে কূলকিনারা থাকে না।

কর্তৃত্বাভিমানের মূলে আসক্তি। ভাগবতের ভাষায় 'প্রসঙ্গ'। যথা—

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

(ভাঃ ৩।২৫।২০)

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধনস্বরূপ। আবার তাহা যদি সাধুতে কৃত হয়, তবে উহাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। এই আসক্তিটী সাধুর উপর ভোগবুদ্ধিমূলে নহে। সাধুর সঙ্গ শুদ্ধপ্রকারে করিতে হইবে। সাধুকে মাপিতে যাইয়া বা তাঁহার উপর কর্তৃত্বাভিমান জমাইতে গিয়া নিজেদের সর্ব-নাশ হয়। সাধুকে আমি সেবা করিয়া বশ করিতেছি, আমার সেবাটী না পাইলে তাঁহার কোন প্রকারেই চলিবে না—এপ্রকার অভিমানও কর্তৃত্বাভিমান। সুতরাং সাধুর প্রতি এইপ্রকার দুর্বুদ্ধি না রাখিয়া আমাকে সাধু কৃপা করিয়া যে সেবা দেন বা দিয়াছেন, তাহা আমি যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারিলে সাধুও সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কৃষ্ণসেবা দিবেন, এই আশাবদ্ধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া সর্বদা নিষ্কপটে সাধুর নিকট দৈন্য সহকারে কৃপাভিক্ষা পূর্বক নিজ দম্ভ, অহঙ্কার, আত্মাভিমানাদির মস্তকে পদাঘাত প্রদান করিতে করিতে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই আমরা ধন্য হইব। তখন যে অভিমান আসিবে, তাহা স্বরূপের অভি-মান—ভগবদ্দাসাভিমান, তাহাই আমাদের প্রয়োজনীয়।

সংসার-সমুদ্রে

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিসার, ভক্তিশাস্ত্রী

এই সংসার—দুঃখসমুদ্রস্বরূপ। কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীব এই অকূল সমুদ্রে পতিত, দুর্বাসনাদি নিগড়ে হস্ত-পদাদি শৃঙ্খলিত ও কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাতে আবার নিরাশ্রয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন জীব আমাদের সংসার-ভোগ বা সংসার-ত্যাগের চেষ্টায়া এই সংসারক্লেশ-নির্মুক্ত হইবার উপায় নাই। এই দুঃখময় জগতে সুখ নাই। ভোগে সুখ নাই, ত্যাগে সুখ নাই, সুখ আছে কেবল মাত্র সুখময়গণের পাদপদ্মসেবায়। এ জগৎকে বা এজগতের কিছুকে সুখাকর জানিয়া যতই আঁকড়াইয়া ধরিব ততই দুঃখ সমুদ্রের অতলতলে তলাইয়া যাইতে হইবে—অকূল ক্লেশের মধ্যে পতিত হইতে হইবে। আবার যদি কেহ এজগৎকে দুঃখকষ্টপরিপূর্ণ জানিয়া নিজ চেষ্টায় তদ্বিমুক্ত হইতে প্রয়াসী হন, বৈরাগী হইয়া সংসারত্যাগী হন, তাহাতেও তাঁহার সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হইবে না। কারণ, জীব নিরাশ্রয়—তাহার হস্ত-পদাদি নানাপ্রকার দুর্বাসনার দ্বারা আবদ্ধ। কোনও মুক্ত সামর্থ্যবান্ পুরুষ জীবের বদ্ধ হস্তপদাদি খুলিয়া না দিলে—অপার সমুদ্রে পতিত নিরাশ্রয় তাহাকে আশ্রয় প্রদান না করিলে বা সে আশ্রিত না হইলে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার হইবে কি করিয়া?

কাম-ক্রোধ সাধকেরে, কিবা বা করিতে পারে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কাম-ক্রোধাদিরূপ প্রবল শত্রুগণকে দমন করা যায় না। এজগতে আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইলেও তাহাদিগকে চৈতন্যবিমুখ জানিয়া সর্বতো-ভাবে অভক্তের সহিত তাহাদের সঙ্গ পরি-ত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। এই সাধুগুরুর আমাদের কৃপা ছাড়া সংসার ত্যাগ করা যায় না—অনর্থনিবৃত্তি হয় না—শুদ্ধভক্তের সেবা পাওয়া যায় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত

বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

সাধুর তীব্র হরিকথারূপী তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে আমাদের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন হইবে—দুর্বাসনার চাপলা যাইবে। সাধুর বাণীই আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া হরিসেবায় নিয়োজিত করিবে। এতদ্ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি কৃত্রিম উপায়সমূহ দ্বারা কাম-ক্রোধাদিকে উচ্ছেদ করা যায় না। কামক্রোধাদি জীবের চেতনতার সঙ্গে মিশ্র অহর্যত আছে; সুতরাং উহার একেবারেই নাশ অসম্ভব। উহাদিগকে যথাযোগ্যস্থানে নিযুক্ত করাই প্রয়োজন। তাহা হইলে তাহারা আমাদের শত্রু না হইয়া মিত্রই হইবে—অভীষ্টসিদ্ধির সহায়ক হইবে। জীব নিজ কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা, জ্ঞান-যোগাদি ইতর পন্থাবলম্বনে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার যে চেষ্টা করে তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মলোচন, আপনাতে শরণাগত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে যাঁহারা আপনাদিগকে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি মনে করিয়া আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়ের প্রতি বিমুখ হন, তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অভ্যাস কৃচ্ছ্রসাধনের বলে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও—মুক্ত অভিমান করিলেও আপনার পাদপদ্ম অনাদর করায় সেই স্থান হইতে পুনঃ অধঃপতিত হয়।

শ্রীগুরুকৃষ্ণের পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত এই সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। কাম ক্রোধের তাড়নায় জীব যখন সত্য সত্যই বিব্রত হইয়া এই সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত আর্তিসহকারে ভগবৎ-পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি জানায় তখনই তাহার সংসারনিবৃত্তির সূচনা হয়।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্॥

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা

দুর্নিদেশাঃ

তাতা জাতা মযি ন করুণা ন ত্রপা

নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

হে ভগবন্, আমি কামাদি-রিপুবর্গের কতই না দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, লজ্জা ও উপশান্তি হইল না; হে যদুপতে, আমি এখন আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে চির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আমাকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন। হে ভগবন্, আমি অনাদিকর্মের ফলে সংসাররূপ দুঃখ-সমুদ্রে পতিত, দুর্বাসনার দৃঢ় শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি আবদ্ধ, আমার নিজের

কোনও প্রকার চেষ্টার দ্বারাই সংসারমুক্ত হওয়ার উপায় নাই, আমি নিরাশ্রয়, নিরন্তর রিপু আমাকে জর্জরিত করিতেছে; মায়া আমাকে প্রতিমুহূর্তে ভীষণ হইতে ভীষণতর নরককূপে পাতিত করিতেছে। হে প্রভো, এরূপ বিষম সঙ্কটে আমাকে পরিত্রাণ করুন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করুন। জীব যখন নিরুপায় হইয়া এইরূপভাবে সংগোপনে আর্তনাদ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রার্থনা জানায় তখনই জীবের উদ্ধারকর্তা নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্ জীবকে অভয় প্রদান করিয়া 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে বলিতে থাকেন,—

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাপত্তি দ্বারাই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই ভোগত্যাগ চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুকৃষ্ণসেবায় সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের অনন্তকোটি জন্মের দুঃখের কথা জানাইতে হইবে। দীন পতিত আমাদিগকে পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হইয়া থাকিতে হইবে। "এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই॥"—"আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে। মোর সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥" বলিয়া তাঁহার চরণতরী দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে। তাঁহার অহৈতুকী করুণা-লাভের জন্য চাতকের ন্যায় কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। তোমার "করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর" বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিতে হইবে। সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে সঁপিয়া, তাঁহার হয়ে থাকিয়া, তাঁহার কৃপাকণা লাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

শ্রীগুরুবিগ্রহবর   গুরুদেবে জান মন
তোমা লাগি পতিতপাবন॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—পতিতপাবন। কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত ভবরোগগ্রস্ত পতিত আমাদের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার এজগতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ। জগৎ-কৃপাবন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আচার্য্যপাদপদ্মে আর্তি না হইলে মঙ্গলোপায় নাই। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গললাভ করিতে পারে না। পশু আমরা, তবুও সেই অহৈতুকী অযাচিত কৃপার জন্য নিষ্কপটে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। অনেকদিন মঠবাস করিলাম—অনেকদিন গুরুসেবা করিলাম, তথাপি কেন গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতেছে না—অমর্ষ যাইতেছে না, বলিয়া অধীর হইলে কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই। "আমিত্ব বা পাপভাব" রোগাক্রমণে অন্য উপায় নাই জানিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তেই জীবনের দিন কয়টী তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। "রাখবি মারবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।" বিচার অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহাকে ইহকাল পরকালের একমাত্র রক্ষক, জীবনে, মরণে, সম্পদে, বিপদে, শয়নে, স্বপনে প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন করিয়া রাখিতে হইবে, তবেই এ জগৎ হইতে উদ্ধার পাইয়া জগদীশের পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

সদ্গুরুপাদপদ্ম বা ভগবানের কৃপারজ্জু সর্ব্বদাই সংসারকূপ পতিত আমাদের উপর লম্বমান রহিয়াছে। যিনি সেই কৃপারজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করিবেন, তাঁহাকেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আকর্ষণ করিয়া স্বীয় পাদপদ্মে উঠাইবেন। সেবোন্মুখতাই এই কৃপালাভের একমাত্র উপায়। আমরা যে পরিমাণ সেবোন্মুখ হইব, সেই পরিমাণেই গুরু-কৃপা গ্রহণ করিতে পারিব। যে পরিমাণে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইব—সেই পরিমাণেই সেবা বা কৃপা পাইব। সেবা ও কৃপা দুই একই জিনিষ। জীবের হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা এবং তাঁহাদের কৃপাপ্রদান দুইটী যুগপৎ হইলেই জীব এ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে। জীব ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থনা-রহিত আরোহ-চেষ্টামূলে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, কিছুদূর উঠিয়া আবার পতিত হয়। আবার সাধনচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কপটতা করিয়া মুখে কৃপা-প্রার্থনা করিয়াও উদ্ধার লাভ করা যায় না। সাধন ও কৃপা দুইটীরই প্রয়োজন। একটীর অভাবে ফলোদয় হয় না। যে ব্যক্তি এই সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে চাহেন, তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা ও কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কৃপাপ্রার্থনামূলক সাধনই আবশ্যক।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন, সেইটীও তাঁহার অযাচিত কৃপা। যাহারা অজ্ঞ—বঞ্চিত, তাহারাই সেই সেবা হইতে ছলে-কৌশলে উদ্ধার লাভ করিয়া পুনরায় গুরুদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনার ভাণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—কৃপাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারে অম্লানবদনে তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচার,—

তোমার সেবায়   দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ   পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকের প্রত্যেককেই নির্ব্বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ, নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য, তৎসেবানুকূল কর্ম্মপ্রবর্তন, অসতে সেবাবিরোধী ও মুখে কপটতা পূর্ব্বক সেবাভিলাষী ব্যক্তির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ, অনুক্ষণ সেবাপরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া মনসবায়মান সেবাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে তদনুগমনে নিত্যকাল সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সৌভাগ্যের ফলে এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণতলে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কিন্তু হায়, এরূপ গুরুপাদপদ্ম পাইয়াও আমার সংসার নিবৃত্তি হইতেছে না কেন? আমি সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিতেছি না কেন? আমার মনের চঞ্চলতা যাইতেছে না কেন? আমি প্রতিনিয়তই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছি। ইহার কারণ কি? কারণ আর অন্য কিছুই নহে, যে প্রণালীতে সিদ্ধিলাভ হয়, যে উপায়ে সংসারের হাত হইতে ছুটী পাওয়া যায় সেই পথ অবলম্বন আমি করি নাই, তজ্জন্যই আমার এই চঞ্চলতা যাইতেছে না, ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির কোন আশা-ভরসাই পাইতেছি না। সিদ্ধি-লাভ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

"আত্মনিবেদনে সেবা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্যগোধন জানি ক'রি তুয়া সাথ॥"

সাধকের শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ শরণাপত্তি বা আত্মনিবেদনই প্রয়োজন। সংসার ক্ষয় হইতেছে না বলিয়া অস্থির হইলে শ্রীগুরুকৃপা পাওয়া যাইবে না। আমি ঠিকই আছি, গুরুকৃপা-লাভের জন্য আমার সাধনের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সবই ঠিক ঠিক ভাবেই করিতেছি তথাপি আমার সংসার নিবৃত্তি হইতেছে না কেন, বলিয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে আমি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি কি, আমি কি সত্য সত্যই সকল অন্যাভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি? কর্ম্ম জ্ঞান পিপাসা কি আমার নাই? লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, কনক-কামিনী ভোগস্পৃহাকে কি আমার মঙ্গললাভের অন্তরায় জানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি? আমি কি সংসারের পিতা-মাতা-আত্মীয়স্বজনাদির মমত্বপাশকে অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছি? দুঃসঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে পরিহার করিয়া মঙ্গললাভের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছি? আমি নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি কি? যে চায় সে পায়, কিন্তু আমি চাহি না কেন? আমি পরদোষানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া নিজ দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছি কি? নিজ চরিত্র সংশোধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছি কি? হায়, হায়, আমি আমার দুষ্ট মন, দুষ্ট স্বভাবকে শ্রীহরিকথারূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা সংশোধিত করিতে পারিলাম না। তাই আজ অধম পতিত দীন আমি নিরুপায় হইয়া অগতির গতি, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি—

গুরুদেব!
আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা ক'রি   আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গুরুদেব!
পড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন দারা সুত   ঘিরেছে আমারে
কামেতে রেখেছে জেরে॥
গুরুদেব!
মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন   সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ভোর॥
গুরুদেব!
হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন   হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

হস্তীর নিকট শিক্ষা

স্পর্শাসক্তি জীবের সর্ব্বনাশের হেতু। এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবে। ভগবান আপনার মুক্তাবস্থায় কখনও কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না, বা পদদ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না। যদি করেন, তবে অঙ্গ-স্পর্শ নিমিত্ত হস্তীর ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া নষ্ট হইবেন, কিম্বা অন্য বলবান্ গজের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক নিহত হইবেন।

মধুহার নিকট শিক্ষা

যে ধনসঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই তাহা পরহস্তগত হইবে। এবিষয়ে মধুহাকে অর্থাৎ মধুমক্ষিকার মধুচক্র হইতে মধুগ্রাহককে গুরু করিয়াছি। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুসরণে তরুকোটরের মধ্যে মধু আছে জানিয়া হরণ করেন, তদ্রূপ, অর্থাৎ স্নান মার্জ্জন, উপবেশন, গৃহস্থীদিগের চিহ্নদ্বারা কোথায় ধন আছে তাহা এবং কি প্রকারে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায় তজ্জন্য বিচার করেন। গুরুদাস মধুহার ন্যায় মুক্ত ব্যক্তি সঞ্চিত ধন ছলে, বলে, কলে, কৌশলে সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরু-সেবায় নিযুক্ত করিবেন। গুণধাম গুরুসেবী গৃহীদিগের ক্লেশার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় আচার্য্য চতুষ্টয় আছেন। প্রাচীন [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ন, [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible] ৪১১৫ [illegible] শ্রী [illegible]-আসনে [illegible] শ্রীমঠ পাঠ, [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] হইয়াছে পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible]।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদনাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ব্রহ্মণী রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ক্ষিরচোরা-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রেমুনা, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণ-সদন
পোঃ মণ্ডলকুণ্ডা, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং নিউটন্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২৬ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৩শে জুলাই ১৯৩৮

খুচরাদোকানের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
ঝাঁকা কল	৪৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাঁশমতী নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাকেট কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গল	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশেরয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০ ২৸৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
লাইচাই আতপ	৫৷০-৪৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গল	৩৵০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
ঢাকা—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
বাজার বজের মধ্য—	৪১৲

চিনির দর

কাশীপুর, চাঁদনি	১০৷৵০
হলদিয়া ১০০০ নং	১০৵০
নারকেলী মাথা	৯৷
কানপুর মাথা	৮৷০—৯৵০
কানপুর দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

লোকেটি ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
বানারসী ঐ	৬৲—৬৸৵০
মুক্তেশ্বর ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৸৵০
আটা (বি)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (২	৪৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৸৵০
দেশরাই	১৸৵০—১৸০
গম	১৸৵০—১৸৵০

মুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪৭৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৩৭৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার বৈষাণী— ধর প্রতি টনের

লোহার কড়ি (করোগেট বা বার)

গজা	৮৸০
ঐ বে মার্কা কাস্কা করগ	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেগমেন্ট স্টেইন্ড বার মধ্য সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ করগ (বার	৮৷০—১০৲
বরগা (টি বার)	৯৸০—৯৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৸০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১১১০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গ্রাউট কাটিং বা চিট কাটা ধণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গেল ব ভ কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু, পেরেক	৬৸০—৭৷০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
জন্ত	৬৸০—৭৸০

পুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হাতুড়ি ৫৵০, পাটের হাতুড়ি ৩৷০

তুলার হাতুড়ি ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৩-৫ ওল্ড ব্রাঞ্চ ষ্ট্রীট লোহাপট্টি, বড়বাজার

কলিকাতা

দেশী বিদেশী সকল প্রকার

বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ

কর্ত্তৃক

অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের

পরিচিত ও পরীক্ষিত

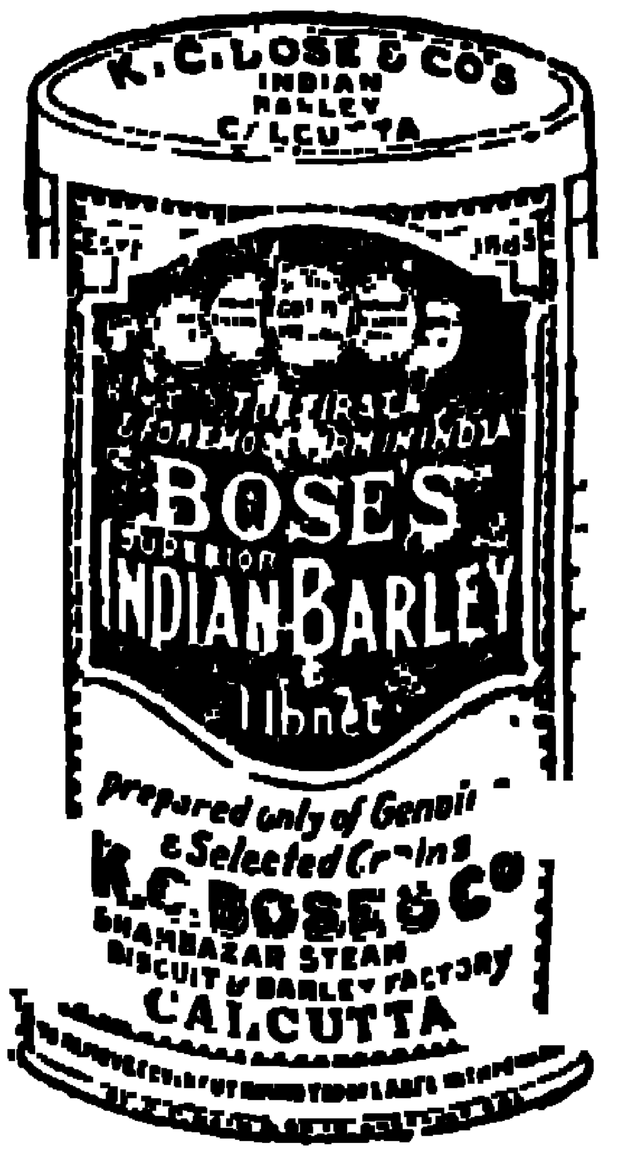

কে সি বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

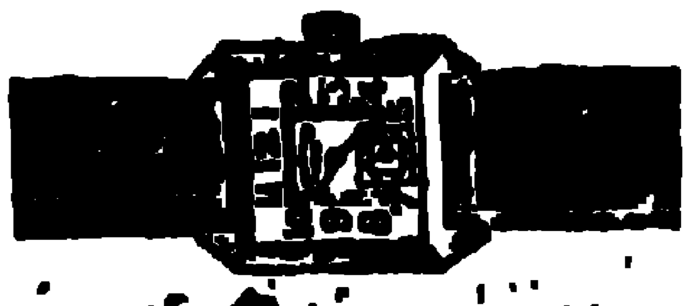

কোয়ালিটি লিভার ওয়াচ

মূল্য মাত্র ২৸০ আনা

সম্পূর্ণ [illegible] কেস, নিকেল

লিভারযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের

মতন, একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল

কেসযুক্ত সুপরিষ্কার মূল্য ২৸০, রেডিয়ামযুক্ত

৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, স্টেনলেস নিকেল-

কেস ৩৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲

পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। পোষ্টেজ ।৵০

তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)

পোঃ বক্স ১২২০৭—কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর পালনকারী একমাত্র উপায়

বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। [illegible] এবং নূতন

ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা।

মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর

স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সুপ্রসিদ্ধ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সমগ্রগ্রন্থ ১২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের ত্রিংশবর্ষব্যাপী এবং পরিশ্রমপূর্ণ গবেষণার অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দার্শনিকের মতের তুলনামূলক ইংরাজী ভাষায় সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড অধ্যায়ে সাত শতের পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অদ্বিতীয় প্রকাশন। ভিক্ষা-১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ... ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

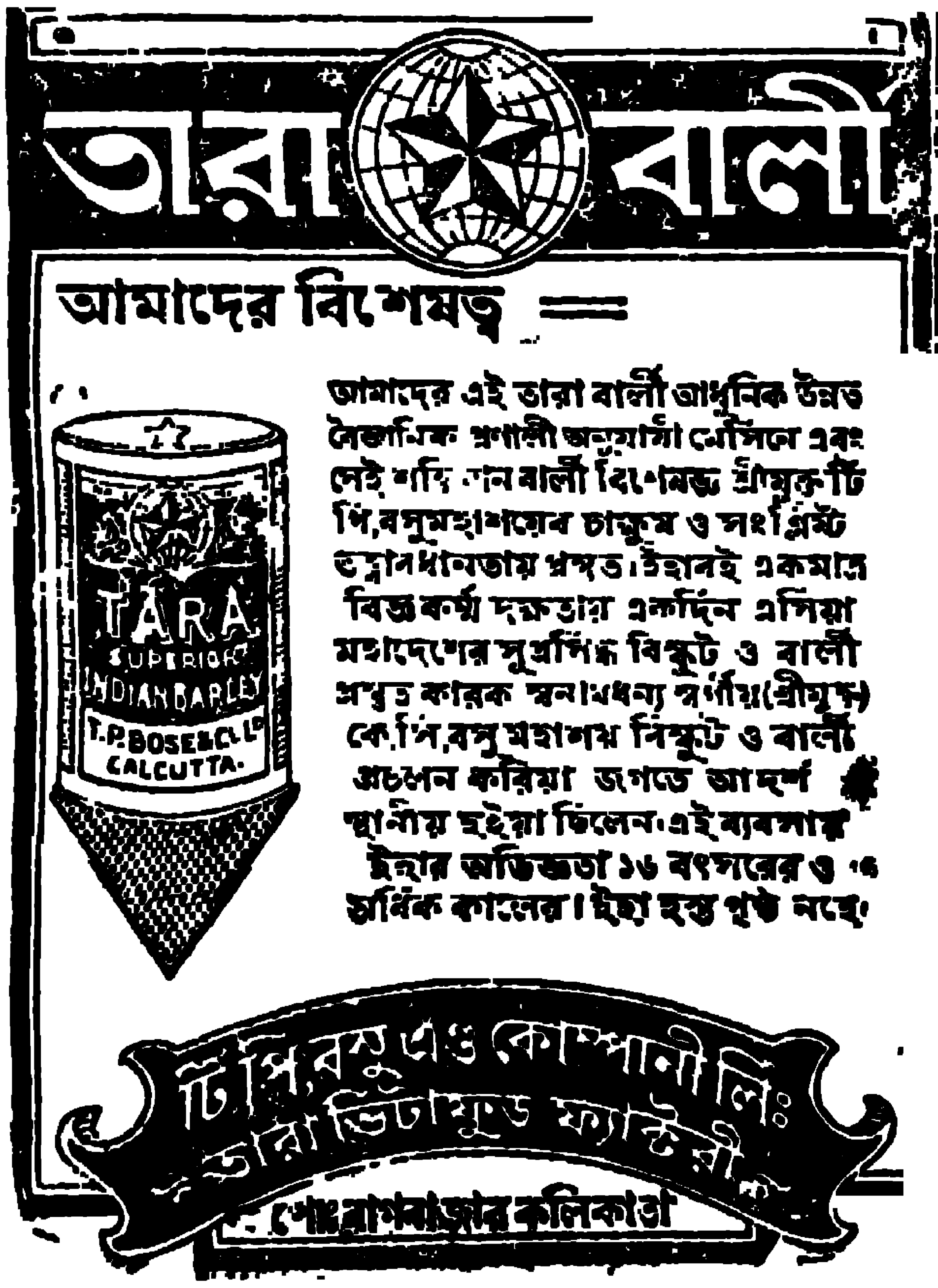

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(১০১):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৪৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২॥০
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-.. ১৯-৫৮ ১-১৪
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১৩-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৩

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ও ৬৬ ৬-২৩ ৭-২০ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৪১ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ৭-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিফোন—"ইশ্বর—",
শ্রীমায়াপুর

[illegible] ১৯৪৪

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২৬শে জুলাই, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১২৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

প্রজাদের খাজনা হ্রাসের চেষ্টা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ময়মনসিংহের মৌলানা আবদুল হাকিম (কৃষক প্রজা) ব্যবস্থা পরিষদে "বেঙ্গল টিনান্সি এমেণ্ডমেণ্ট বিল" নামে একটী বিলের নোটীশ দিয়াছেন।

এই বিল আইনে পরিণত হইলে বর্ত্তমান খাজনার হার শতকরা ৫০, টাকা কমিয়া যাইবে। প্রতিবল রায়ত আর কোর্ফা রায়তদের বেলায়ই এই আইন খাটিবে। ১৩৪৬ সালের ১লা বৈশাখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে—রূপ বিধান বিলের মধ্যে আছে। ঐ তারিখের পর কোন জমাধিকারীই অর্দ্ধেকের বেশী হারে খাজনা কোন বাকীই আদায় করিতে পারিবেন না এবং কোন আদালতও অর্দ্ধেকের বেশী খাজনার ডিক্রী দিতে পারিবেন না, তবে সেস্ কমিবে না। আর একটি বিধান এই যে, যদি কোন প্রজার জমি ডিক্রীর দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়া থাকে তবে ১৩৪৬ সালের মধ্যেই ডিক্রীর টাকার মধ্যে খাজনা, ক্ষতিপূরণ ও আদালত খরচের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া বাকী টাকা আদালতে দাখিল করিলে নীলাম রদ হইয়া যাইবে।

— —

পুলিশ নির্দ্দেশে কৃত্রিম দাঙ্গার ব্যবস্থা

পুলিশের নির্দ্দেশক্রমে এলাহাবাদে কৃত্রিম দাঙ্গার মহড়া করা হইবে। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুলিশ সংগৃহীত একদল [illegible] কারীদিগকে রাখা হইবে এবং পরস্পর তথায় উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে এই অবস্থায় দাঙ্গা থামাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হইবেন এবং পরে "মাইক্রোফোন ও লাউডস্পিকার" সজ্জিত পুলিশের মোটরগাড়ী হইতে আদেশ প্রচার করা হইবে এবং জনগণকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে সকল স্থানের বেশী ক্ষতি হইয়াছে, ঐ সকল এলাকাই এই মহড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফটোগ্রাফারদিগকেও সম্ভবতঃ যাইতে দেওয়া হইবে। কারণ, দারোগাদিগকে সঙ্গে 'ক্যামেরা' লইয়া যাইতে বলা হইয়াছে। পুলিশ সাহেব চলচ্চিত্রের ক্যামেরা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

সুরাবর্জ্জনের ব্যাপক ব্যবস্থা

গত মাসে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ডাঃ গিল্ডার কর্ত্তৃক যে সুরা বর্জ্জন বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা যে সুরা বর্জ্জন আরম্ভ হইবে তৎসম্পর্কে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন। সুরা বর্জ্জিত অঞ্চল ১০টী ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে এবং ১১২৭ জন সদস্য লইয়া ৪৪২টী শান্তিসংরক্ষণী সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই কার্য্যটি [illegible] ১০টী যে আবগারী মদ বিক্রয়ের দোকান আবগারী বিভাগকে দিয়াছেন।

———

ভবেের ছুটির সুতা

আগামী আগষ্ট মাসে এদের আইন সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া সুনিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে। ২২শে [illegible] দিনের এবং ২২শে আগষ্ট [illegible] অধিবেশন আরম্ভ হইবে। তিন সপ্তাহের অধিককাল আইন সভার অধিবেশন চলিবে না বলিয়া মনে হয়। আইন-সভার এই অধিবেশনে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিঋণ, শ্রমিক এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পেশ করা হইবে। সেজন্য বিরোধী দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিশেষ কর্ম্মতৎপর হইয়া পড়িয়াছেন, তবে তাঁহারা ঐ সমস্ত বিল সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

— — –

বিহারে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যের ব্যবস্থা

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যদান সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের সকল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি আদেশ জারী করিয়াছেন। প্রয়োজন মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করা হইবে বলিয়াও উক্ত গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন।

———

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

দিল্লী হইতে প্রকাশ শ্রীযুক্ত সি এন মুথুরঙ্গ মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে তামিলনাড়ু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। তেলেগু ভাষাভাষীদের পক্ষ হইতে অন্ধ্র দেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে সভায় তাহা সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তামিল সংস্কৃত ও সভ্যতা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিবার সুযোগ পায় তজ্জন্য তামিল দেশকেও স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার দাবী জানান হয়। কংগ্রেস অন্ধ্র ব্যক্তি প্রধান তামিল ভাষাভাষীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব লইয়া যেরূপ প্রচারকার্য্য শুরু করিয়াছেন সভায় তাহা লইয়াও আলোচনা হয় এবং ঐ সকল অন্ধ্র নেতার কার্য্যে দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

মাঞ্চুকুও সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর চাংকুফেং পাহাড় অধিকার এবং তথাকার জাপানী রক্ষীদের বিতাড়িত করা সম্পর্কে প্রতিবাদ করিবার জন্য মস্কোর জাপরাষ্ট্রদূতকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, জাপান তাহার ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েটের মনোভাবের উপর নির্ভর করিতেছে।

মাঞ্চুকুও জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইবার জন্য যে দাবী জানাইয়াছিলেন এপর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার কোন উত্তর পান নাই। উপরন্তু সংবাদপত্রসমূহের রিপোর্ট প্রকাশ, চাংকুফেংএ আরও সোভিয়েট সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে এবং সোভিয়েট গোলন্দাজবাহিনীকে তুমেন নদীর মোহনায় সোভিয়েট [illegible] প্রেরণ করা হইয়াছে।

নূতন প্রকার নামাঙ্কিত মুদ্রা

ভারতীয় মুদ্রায় নূতন প্রকার যে প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইবে তাহার নমুনা রাজার অনুমোদনের জন্য বিলাত পাঠান হইয়াছিল। প্রকাশ, রাজা টাকা, আধুলী, সিকি, আনী ও পয়সার নমুনা অনুমোদন করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪, টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮,
দশম স্কন্ধ — ৯,
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬,
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬,
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ২,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার
দীপিকা ১৷০
বৈষ্ণবধর্ম্ম ২,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত ৭ম ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাক্ষিক ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
(অবাঁধা) ১,
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভক্তিগৌরবঃ (সানুবাদ) ২,
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। স্বর্ণশতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬,
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পূর্ব্বার্দ্ধ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যসার ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধসারঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সার্বভৌম শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠগণপ্রিয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। দ্য ফিনিশ আর্ট অব সেলুর ।০
৭০। ভাগবতম্ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৸০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইযোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনন্যালজেড স্টিম ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট পার্ট) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ   ১৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৬শে জুলাই ইং ১৯৩৮. মঙ্গলবার } ১২৫৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে বক্তৃতা

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-শতবার্ষিকী মহামহোৎসবোপলক্ষে প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিমুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। গত ২১শে জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীমঠে সান্ধ্য শ্রবণসদনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অতত্ত্ববাদ-নিরসন" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

চেতলার শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ আঢ্য মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহে গত ২১শে জুলাই বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ চেতলা রোড নিবাসী পরলোকগত শ্রীযুক্ত রাখালদাস আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সকলের চিত্তাকর্ষী হইয়াছিল। প্রায় চারিশত পুরুষ ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব

মেদিনীপুর জেলার শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-সেবক-প্রতিষ্ঠানের সেবকগণ বড়কলাই গ্রামে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু অধিকারী মহোদয়ের ভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিপূজা সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে একটি সভা হয়। সভায় 'গৌড়ীয়' পত্রিকা হইতে "ভক্তিবিনোদ-ধারা ও আশ্রয়" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল সাধন মহারাজ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ২৪শে মে বর্দ্ধমান হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাঁচড়ার চৈতন্যবাটীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করেন এবং তথায় ২৯শে মে পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩০শে মে তথা হইতে দুবরাজপুরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় সাব্ রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। তথায় ও স্থানীয় বারোয়ারীতলায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৩রা জুন তিলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন মিত্র মহোদয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া তথায় বলি-বামন-সংবাদ ও অজামিলোপাখ্যান প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৭ই জুন তথা হইতে আমড়াপাড়া গ্রামে গমন করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের নাম-প্রেম-প্রচার-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১১ই জুন তথা হইতে পাঁচড়ার চৈতন্যবাটীর মহাশয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কএকদিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ১৬ই জুন উক্ত গ্রামনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৮॥০টা পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ২২শে জুন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সীতারামপুর বাগদী কোলিয়ারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর রায় মহাশয়ের বাসায় 'জীবের নিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ ২৯শে জুন তথা হইতে ধানবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নাথক [illegible] মহোদয়ের প্রবাসগৃহে গমন করিয়া [illegible] হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন।

কটকে প্রচার

গত ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রভূষণ মিত্র মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পূত চরিত্র ও তাঁহার আচারময়ী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৬ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় সময়ও উক্ত স্থানে ব্রহ্মচারীজী উক্ত বিষয় সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করেন। শ্রীপাদ প্রণবেশ অধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উভয় দিবসের আলোচনায় বহু শিক্ষিত সজ্জন যোগদান করিয়াছিলেন।

১৫ই জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ রেভেন্সা কলেজ হলে ৬০০ ছাত্রের সম্মুখে ছাত্রসমাজে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীবাসুদেবাবির্ভাব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

(৮)

যবে দেবকীর পুত্র হইল প্রকাশ,
[illegible] ;
একে একে [illegible] পুত্র নাশ,
[illegible] ।

(৯)

যবে [illegible] চরম,
সকল [illegible] ;
ঘন ঘটা অন্ধকারে পুষ্প উড়য়,
আলোকত বাসুদেব উদিলা ভুবনে।

(১০)

সেথা বাসুদেব [illegible] বর্ষ করি,
উদিত হইলা শুদ্ধ-শ্রীনন্দ-ভবনে ;
[illegible] ,
পুতনা, শকট [illegible] ।

(১১)

ক্রমে ক্রমে কংসবশ [illegible] ,
[illegible] ;
[illegible]
[illegible] ।

(১২)

বাসুদেব [illegible] ,
[illegible] ;
আলোকিত প্রকাশিত [illegible] ,
[illegible] ।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ শ্রীধর ৭ই আষাঢ় গৌরাব্দ ৪৪২

গৌর ও গদাধর

——::·::——

গৌরভজন ও কৃষ্ণভজন

আমরা শাস্ত্রে অর্চনমার্গে বা বিধিমার্গে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও ভজনমার্গে বা রাগমার্গে শ্রীগৌরগদাধরের উপাসনার কথা দেখিতে পাই। গৌর ও কৃষ্ণ এই দুই বিগ্রহের ভেদ-বেদ নাই। গৌরই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণই গৌর। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই বস্তু। উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। গৌর আগে, কৃষ্ণ পরে বা কৃষ্ণ আগে, গৌর পরে, এরূপও নয়। কৃষ্ণ ও গৌর উভয়েই মধুররসের আশ্রয়। গৌর ঔদার্য্যপ্রধান বিগ্রহ আর কৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বিগ্রহ। কৃষ্ণ সম্ভোগরসের আর গৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠিত। কৃষ্ণলীলার চরম অবস্থাই গৌরলীলা। কৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময় আর গৌরলীলা সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। গৌরলীলায় সম্ভোগের লেশমাত্র নাই। এই উভয় লীলাই নিত্য। কৃষ্ণের যেরূপ ব্রজ, দ্বারকা ও মথুরালীলা, গৌরসুন্দরেরও তদ্রূপ নবদ্বীপলীলা, ভ্রমণলীলা ও ক্ষেত্রাবস্থান লীলা। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে নবদ্বীপের প্রকটলীলা—দ্বারকেশলীলা। যথা হইতে প্রকটাবস্থানের পর মাধুর্য্য বিগ্রহ ঐশ্বর্য্যবিচারে নবদ্বীপের শেষভাগের লীলা মথুরেশলীলা আর মাধুর্য্যপ্রধান লীলাই বিপ্রলম্ভময়ী ব্রজলীলা ও শ্রীরাধা-ললিতা বা শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণলীলা।

গৌরের কৃষ্ণভজনাদেশপর বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ আর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্ভোগপরবিগ্রহ। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইলেও আশ্রয়জাতীয় লীলার অনুকারী কৃষ্ণ—কৃষ্ণবিরহী কৃষ্ণ। শ্রীগৌরসুন্দর সম্ভোগরসময়-বিগ্রহরূপে লীলা প্রকট না করিয়া কৃষ্ণান্বেষণলীলা বা বিপ্রলম্ভবিগ্রহরূপে লীলা প্রকট করিয়াছেন। গৌরই কৃষ্ণরূপে সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয়বিগ্রহ, আবার কৃষ্ণই গৌররূপে বিপ্রলম্ভরসের আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধাকান্তিভাবধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। গৌরসুন্দরেরই কৃষ্ণস্বরূপে রসরাজত্ব এবং কৃষ্ণেরই গৌরসুন্দর-রূপে মহাভাবত্ব। এই রসরাজ ও মহাভাব উভয় লীলাই নিত্য। গৌরসুন্দরই কৃষ্ণস্বরূপে নাগর বা রসরাজ বটে, কিন্তু গৌরলীলা বা মহাভাবাধিষ্ঠানে রসরাজাধিষ্ঠান নাই। সেইজন্য ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা গোপী শ্রীগদাধর (রাধিকা), শ্রীস্বরূপদামোদর (ললিতা), শ্রীরামানন্দ (বিশাখা) প্রভৃতি সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়াও তাঁহাকে রসরাজ বা নাগর বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী লীলারই পরিপোষক। তাঁহারা নাগররূপে গৌরসুন্দরকে উপভোগ করিয়া রসাস্বাদ করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণান্বেষণলীলারই সহায়ক হইয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা গৌরভক্তগণ কখনও গৌরসুন্দরের উপরে ভাব দিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যান নাই। পরন্তু বিপ্রলম্ভভাবিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষবিধানই করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দগীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ।

অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণসেবায় অধিকার নাই। কিন্তু কৃষ্ণের গৌরলীলায় সাধক অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে গৌরভজনের উপযোগিতা আছে। মুক্তোপাস্য কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্য অতুলনীয়। আর বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই উপাস্য গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক। গৌরসুন্দর বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের প্রতিই কৃপাময়। কিন্তু কৃষ্ণ একমাত্র মুক্তেরই প্রতি দয়াশীল। সেইজন্যই গৌরলীলা—কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলা অযোগ্য বা সাধকজীবের পক্ষে সমধিক উপযোগী। আবার সিদ্ধের যে ইহাতে উপযোগিতা নাই, তাহাও নহে। সিদ্ধগণ এই লীলার সহায়ক, পুষ্টিসাধক ও আস্বাদক।

শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্তই সাধন। আর ভাবোদয় বা রতি হইতেই সাধ্য-ভূমিকা, সাধন ভূমিকায় অনর্থ অবস্থানের আছে। তবে সাধনের উন্নতিতে অনর্থ-নিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। কিন্তু সাধ্য-ব্যাপারে ভাবাভাবরূপ অনর্থের সম্ভাবনাও নাই। অনর্থযুক্ত বৈষ্ণবগণ যে রাধাকৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহার ফলে নারায়ণসামীপ্যই লাভ হয়, ব্রজনাথসামীপ্য লাভ ঘটে না। সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজন না হইয়া নারায়ণ-ভজনই হইয়া পড়ে। কিন্তু গৌরাঙ্গভক্ত রাধাকৃষ্ণ-ভজনকারীকে নারায়ণ-সামীপ্য লাভ করিতে হয় না, রাধাকৃষ্ণই তাঁহার প্রাপ্যবস্তু হন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যে গৌরাঙ্গভক্ত্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজন করেন তাহাই বাস্তবিক সাধন ভূমিকায় গৌরভজন। আবার গৌরকৃপালব্ধ মধুররসাশ্রিত সিদ্ধভক্তগণ রামরায়ানন্দ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদগণের ন্যায় বিপ্রলম্ভরসে যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করেন, তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থার গৌরভজন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৌরভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে গৌরসুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান বা তাঁহারই রসতত্ত্বস্বরূপ যে রাধা-গোপরূপ, তাহা প্রদর্শন করেন। গৌর ও কৃষ্ণলীলার এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ভজন করিতে করিতে গুরুকৃপাতেই উপলব্ধি হয়। ইহা অচিন্ত্য হইলেও সেবোন্মুখের চিন্তনীয় বিষয়।

আদৌ গুরু-পূজা, পরে গৌরপূজা ও তৎপরে কৃষ্ণপূজা। ইহার ব্যতিক্রম যেখানে সেইখানেই অসুবিধা। গুর্ব্বানুগত্যে নিরপরাধে শ্রীনামভজন করিতে করিতে এই গৌরকৃষ্ণ-তত্ত্বোপলব্ধি হয়। গৌরাশ্রয়জনের পদরজে অভিষিক্ত না হইতে পারিলে জীবের মঙ্গল সুদূরপরাহত। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই গুরুগৌর-শ্রীচরণকমলই একমাত্র ভরসা জানিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথমমুখে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইতে না পারিলেও অন্ততঃ সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবানুশীলন করা উচিত। কেহ পরস্পরের হস্তে পড়িয়া হরিসেবা ছাড়িয়া 'দয় হে' বলিয়া আমাদের হরিসেবা ছাড়া উচিত নয়। দৈন্যসহকারে নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থী হইলে নিশ্চয়ই গৌর-নিজজনগণ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপতত্ত্ব আর শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপসনাতনাদি সকলেই শ্রীগদাধরপ্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—শক্তিতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইয়াও শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত। শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপে শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। আর শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই ভাব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহ স্বরূপ। হরি আশ্রয়-বিগ্রহ পরমাশ্রিত, শ্রীমতীর ভাবকান্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু আশ্রয়ের ভাবে প্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আর শ্রীগদাধর স্বস্বরূপে আশ্রয়ের ভাবে মগ্ন থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভরস-বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে প্রমত্ত। শ্রীগদাধর শ্রীমতীর ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতীই ভিন্নমূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীগদাধর-পণ্ডিতরূপে প্রকটিত। ইঁহাদের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ সম্বন্ধে শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে লিখিয়াছেন,—

গৌরকৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যাঁ'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
যুগলবিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি তায়॥
তাতে পরিপাকে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান্ হয়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি॥
নিতান্ত পারবশে সেই ভক্তকে তুষায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে এই এই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই রস নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুররসেতে গৌর যুগল আকার॥

ভবঘুরে ও গুরুদাস

(উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সাধু, গুরু ও শাস্ত্র হইতে জানা যায়, আমরা চেতন অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমঃ—এই মায়িক গুণত্রয়ের অন্তর্গত কোন বস্তুবিশেষ নহি। [illegible] অধীন বস্তুমাত্রই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, জন্ম স্থিতি-ভঙ্গ, সুখ-দুঃখ-শোক প্রভৃতি ক্লেশযুক্ত। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার তত্ত্বস্বরূপে কোনও হেতুতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা নাই। জীব নিত্যকালই আছে। পূর্ণসচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ যেরূপ নিত্য, অণুসচ্চিদানন্দ জীব আমরাও তদ্রূপ নিত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা স্বীয় দোষে পূর্ব্বের স্ব স্বরূপতা হইতে পতিত, ত্রিগুণের দ্বারা চালিত এবং স্থূল-সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া আমাদের নিত্যত্বের কথা, অণুসচ্চিদানন্দত্বের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি, অনেক সময় আত্মা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বেও সন্দেহ হইতেছে। ঐরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম আবরণে আবদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ জীব আমরা অজ্ঞাত কোন বস্তুর সন্ধান না পাইয়া নিরন্তর অশান্তি অনুভব করিতেছি।

আমরা প্রত্যেকেই শান্তির অন্বেষণ করি। আমি শান্তি চাই না, একথা কেহই বলিবে না। কেহ বা ইহলোকে শান্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, আর কেহ বা ইহলোকে অশান্তি ভোগ করিয়াও অর্থাৎ বিষয়ভোগ বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়া এবং কঠোর তপস্যাদি করিয়াও পরে দীর্ঘকাল ভোগসুখ লাভের আশা করিতেছে। কিন্তু হায়! মরীচিকার জল-ভ্রমে মরুভূমি মৃগের প্রাণবিনাশের ন্যায় আমরা এই সংসারমরুভূমিতে শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াও অবশেষে বিনাশই লাভ করিতেছি।

একসময় কোন এক জন ঐশ্বর্য্য যুক্ত শ্রী সম্পন্ন ব্যক্তি, সংসারে শান্তি না পাইয়া এবং গৃহ শান্তির স্থান নয় স্থির করিয়া শান্তির অন্বেষণে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং হৃদয়ে শান্তি-লাভের আশায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বহু দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রোগে, শোকে, শারীরিক মানসিক ক্লেশিতে জর্জ্জরিত হইয়া কোথাও শান্তির সন্ধান পাইলেন না। একদিন শ্রান্ত, ক্লান্ত, ব্যথিতচিত্তে কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষের তলায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! হায়! আমি কি করিয়াছি? আমি যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি। একদিকে আমার সোনার সংসার, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে কাঁদাইয়াছি, পিতামাতার সেবাও পরিত্যাগ করিয়াছি, আর একদিকে শান্তিলাভের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। কত তীর্থস্থান [illegible] কত অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলাম বটে, কিন্তু কই শান্তি-লাভ করিতে ত' পারিলাম না। বরং উত্তরোত্তর অশান্তির অনলই হৃদয়ে হাউ হাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। তবে কি এ জগতে শান্তি বলিয়া কোন বস্তুই নাই? অথবা আমিই খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইতেছি না? এই প্রকারে অত্যন্ত উদ্বেলিতচিত্তে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ গৈরিকবসন পরিহিত একটী বালক, কপালে উর্দ্ধপুণ্ড্র, গলদেশে শ্রীতুলসীমালিকা, হস্তে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া বসিল। তখন সেই অশান্তি-অনলে দগ্ধীভূত ব্যক্তিটী একদৃষ্টে বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই অপূর্ব্ব বালকটী কে? ইহার মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইতেছে নিশ্চয়ই এই বালক শান্তিলাভ করিয়াছে।

তবঘুরে—(বালককে সম্বোধন করিয়া) ভাই তোমার নাম কি? তুমি কোথায় থাক ও কি কর?—আমি ইহা জানিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি।

বালক—আমার নাম শ্রীগুরুদাস; আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুদেবের আশ্রমেই থাকি ও শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করি। বর্ত্তমানে শ্রীগুরুদেবের সেবার নিমিত্ত মাধুকরী ভিক্ষায় আসিয়াছিলাম। পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীববিশেষ ন'ন এবং তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদভিন্নবিগ্রহ হওয়ায় তাঁহার কোন অভাব না থাকিলেও জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য এই সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনার পরিচয়টী আমি জানিতে পারি কি?

তবঘুরে—আমার পরিচয় দিতে হইলে বহু সময় লাগিবে; তবে আমি অতি সংক্ষেপে বলিতেছি,—আমার বর্ত্তমান নাম তবঘুরে। আমি শান্তির কাঙ্গাল। বহুদিন যাবৎ শান্তি-লাভের জন্য ঘুরিতেছি। আমি পূর্ব্বের পরিচয় আর বলিতে চাই না। বর্ত্তমানে আমার আত্মীয়স্বজন কেহ আছে কি না তাহাও জানি না। গৃহদ্বারের কথাও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। এখন কেবল পাগলের প্রায় ঘুরিতেছি।

ভাই গুরুদাস! বল দেখি, তুমি যে এই অতি অল্পবয়সে গৈরিকবসন ধারণ করিয়া সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতে কি শান্তিলাভ করিয়াছ?

গুরুদাস—শান্তি না পাইলে কি জন্য পিতামাতা ভাই বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া ও তাঁহাদের স্নেহকে পরিণামে অশান্তিপ্রদ জানিয়া অতি তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিয়াছি? এই বাল্যকালেই শ্রীগুরুদেবের আদেশে বা মঠে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও কোন কষ্ট অনুভব করিতেছি না।

তবঘুরে—পিতামাতা ভাই বন্ধু ছাড়িয়া ত' আমিও অনেককাল কাটাইলাম।

গুরুদাস—আপনি স্থূলতঃ সব ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শান্তির সন্ধান পান নাই এবং শান্তি কি উপায়ে লাভ করা যায় তাহাও অবগত নহেন।

তবঘুরে—ভাই গুরুদাস, বল দেখি, শান্তি কোথায় আছে এবং কি প্রকারে লাভ করা যায়?

গুরুদাস—সমস্ত শাস্ত্রই বলেন—একমাত্র ভগবদারাধনাতেই নিত্যশান্তি বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের সঙ্গেই আমাদের নিত্যসম্বন্ধ। জড় দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া জড়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করিলে এই জগতে কোথায় শান্তি পাইবেন? ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা লাভ করিতে পারিলেই শান্তি পাইবেন। তিনিই একমাত্র শান্তিদাতা। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
(২।২।১৩)

যিনি সমস্ত নিত্যবস্তুর মধ্যে একমাত্র পরম নিত্যবস্তু, সমস্ত চেতনের মূল চেতন, যিনি একাই যাবতীয় চেতনকে পূর্ণকাম করিতে পারেন, সেই সর্ব্বাকর্ষক একমাত্র নিত্যশান্তির আকর—যাঁহাকে বেদে বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত রসস্বরূপ, সেই পরাৎপর বস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই নিত্যশান্তি লাভ করা যায়। কেহই অন্য উপায়ে নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারেন না।

তবঘুরে—ভাই গুরুদাস, আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, শান্তির সন্ধানে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও পাই নাই, তোমার মুখে মাত্র দুই একটী কথা শ্রবণ করিয়াই যেন একটু শান্তি অনুভব করিতেছি। বল দেখি ভাই, নিত্যশান্তির আকরস্বরূপ সেই ভগবান্‌কে কি উপায় দ্বারা লাভ করা যায়?

গুরুদাস,—শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই একমাত্র ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভব।

তবঘুরে—শুদ্ধা ভক্তি কি প্রকারে লাভ করা যায়?

গুরুদাস—আপনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, আর আমি বালক মাত্র, আমি আপনাকে কি বুঝাইব? তবে আমি নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা একটী কথাও বলিব না। আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহারই দুই একটী আপনাকে বলিতেছি। শুদ্ধভক্তি-লাভের উপায় একমাত্র সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ও তদানুগত্য। আর অন্য কোন উপায় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"; মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"; শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত"; গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া…… জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। সুতরাং জগদ্গুরু শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম-সেবাই একমাত্র শুদ্ধভক্তি-লাভের উপায়। আপনি এই সকল সিদ্ধান্ত আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণববৃন্দের নিকট সুষ্ঠুরূপে শ্রবণ করিতে পারিবেন।

তবঘুরে—ভাই গুরুদাস, আমি বাস্তবিকই আজ ধন্য হইলাম। তোমার নিকট শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, শ্রীগুরুকৃপা ছাড়া কোন উপায় নাই। গৃহে কোনও অভাব ছিল না, কুলে, ধনে, বিদ্যায়, মানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আমি বাস্তব শান্তির সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আজ বুঝিলাম, ঐ সকল ভগবৎসেবায় না লাগিলে সবই বৃথা। শ্রীগুরুকৃপায় তোমার ন্যায় বালকেরও সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে।

গুরুদাস—হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ সকল ভাবেই তবঘুরে। এই জগতে জন্ম। জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জীব যতদিন ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া নিত্য ভগবানে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিবেন, ততদিনই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিবেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই তবঘুরে।

তবঘুরে—ভাই গুরুদাস! আর আমি মুহূর্ত্তমাত্র কালও বিলম্ব করিব না। তোমার সঙ্গে যাইব ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিব।

অতঃপর উভয়েই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাসুদেবাবির্ভাব

(উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

অকস্মাৎ কি দুর্নিমিত্ত বাণী নিদারুণ,
বসুদেব-দেবকীর অষ্টম সন্তান;
নাশিবে জীবন মোর অতি অকরুণ,
চমকি উঠিল কংস ত্রাসে কম্পমান্।

(২)

অরিতে শাণিত খড়্গ করি' উত্তোলন,
[illegible];
পাপ কংস দেবকীরে করিতে হনন,
গর্জ্জিল আরক্তনেত্রে কেশ ছিন্ন করি'।

(৩)

টুটিল আসিতে তথা সকল দুখন,
প্রকাশিতে নাহি দিব বাসুদেব সুত;
বিনাশিব দেবকীরে মোর দৃঢ় পণ,
বাঁধিব নিজের প্রাণ বিনাশ-ভবনে।

(৪)

ব্রহ্ম কংস ক্রোধপতি ক্রোধভরে,
ফিরায়ে কহিলা ছুটে বসুদেব বীর;
মোহিবে কুকীর্ত্তি চির সংসার-মাঝারে,
নারীহত্যা অধর্ম্মেতে করে কোন্ বীর?

(৫)

ক'রো না এ মহাপাপ তুচ্ছ প্রাণ লাগি,
শুন মোর সত্যবাণী নাহি ভয় এর;
কাল রূপ এ দেবকীর পাশে ভিক্ষা মাগি,
তব করে দিব সব দেবকী নন্দন।

(৬)

নিবৃত্ত হইল পাপী দাম্ভিক প্রভাবে,
কিন্তু তার মৃত্যুভীতি সংশয় অন্তর,
চিন্তাক্রান্ত উদ্বেলিত হয় নানা ভাবে,
বসুদেবে মুক্ত নিত্য করিল পামর।

(৭)

অতঃপর কারাগারে [illegible] রবে,
কত নির্য্যাতন দৈন্য [illegible];
[illegible] কারা [illegible],
[illegible] মনে।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব-প্রদর্শনী-প্রকাশ্য-স্থান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। ক'লকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, আচার্যচতুষ্টয় সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিস্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

৮) জগন্নাথবল্লভ-গৌড়ীয়লীলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াতীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভুটিয়ারোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ কোসোকলা, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেডান রোড, নিউ দিল্লী;

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা; মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) মায়াবন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কোচিন (মালাবার)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রাবণ-সদন

পোঃ রঘুনাথপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হুগলী)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ;

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্লসকোর্ট
রোড, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৯ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
জেরকে কোয়ালিটী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৪।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

পাটের দর

আসামে—	৪০৸০
বিহার—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাইনা	১০৷৶০
চিনির ১০০০ নং	১০৶০
[illegible]	৩।
হাবড়াওয়ালা দানী	
কাশীপুর দানা	৬।০—৯৶০
জাভাপুর দানা	৭।৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনিসোনার বার	৩৫॥০
রূপোর	২২৲
[illegible]	৫২০

আটা ও ময়দার দর

[illegible] আটা-প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
[illegible]	১৷৶০—১৸০
ভুসি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪॥০৲

তার	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা পাকা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১১৸০
প্যাঃ বাঁকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

বৃক্ষের দর

আবেদ গোলার কাঠের	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
কাঠি বুরুশ কাঠের	৭০৲
[illegible]	৫৩৲
কাঠের	৫১৲

রকমারি মশলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮॥০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা-বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রন (কোনা)	৬৸০—৮॥০

টাটা প্যাঃ করুগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৸৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করুগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
পীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
গোল কাড়ি বা ভিট কাটা বন	৬।০—৬৸০

পাটী কাড়ি ৭—৯ ফুট লম্বা

	৫।০-৬।০ হন্দর
গোল ব ৬ কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, গোলটু, বগাদে	৬৸০—৭।০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭।০
ছড়	৬৸০—৭৸০

দুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩।০

চটকলের হাতল ৫৶০, পাটের হাতল ৬।০

ভুসার দাম ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ জগন্নাথ ঘাট কোম্পানী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। [illegible] খোরাক ও বেতনাদি [illegible] ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড় শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible] ইহার কাটতি [illegible] অধিক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::৹)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিরত্নাকর এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(৹)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪/এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:৹:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৷৴৹	৷৴৹	৷৹
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-১৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯ ৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭ ২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৫৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২৭শে জুলাই, ১৯৩৮, বুধবার [১২৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

জামাইর পথে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক চৌধুরী সাহেব সহ ২২শে জুলাই রাত্রে বোম্বাই মেলে খড়্গপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় বহু কর্মী এবং লেবার ইউনিয়নের ও মুসলিম লীগের বহু সদস্য তাঁহাকে প্লাটফর্মের উপর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর শ্রীযুত বসু ... সম্পাদক শ্রীযুত দেবেন দাস, কর্মী শ্রীরাধা ... ও শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, লেবার ইউনিয়ন সদস্য মিঃ মেওয়ালাল ও লীগ সদস্য মিঃ ফজলুল করিমের সঙ্গে ১৫ মিঃ ধরিয়া কংগ্রেস,লেবার ও মুসলীম লীগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। চৌধুরী সাহেব খড়্গপুরে অবতরণ করেন এবং কংগ্রেস অফিসে গিয়া স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মপন্থা, স্থানীয় অবস্থা এবং সম্পাদক দেবেন দাসের উপর ১০৮ ধারা জারি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে তিনি পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে রাত্রিতেই কলিকাতায় রওনা হন।

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার স্যার সি ভি রমণ উক্ত পরিষদের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে এক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়াছেন।

গত ২৫শে যে তারিখ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর এক বৈঠকে স্থির হয় যে, স্যার সি ভি রমণ যদি ১লা জুলাইএর মধ্যে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক পদের জন্য নূতন চুক্তি না করেন, তবে তাঁহার পক্ষে চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। ২৫শে জুলাই কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর পুনরায় এক অধিবেশন হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, পরিষদের রেজিষ্ট্রার মিঃ সি ই জোন্স পদত্যাগ করিলেও একজন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতে রাজী আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

বিহার মন্ত্রীর গৃহে চুরি

বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদের বাসভবন হইতে দুই হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ডাঃ মামুদ বোম্বাইএর কোন দোকান হইতে কতকগুলি মুক্তার মালা আনান পছন্দের পর ঐগুলি ফেরৎ পাঠাইবার কথা ছিল। তাঁহার অফিস হইতে ঐ মালাগুলি উধাও হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

পাঁচ হাজার তাঁতির ধর্ম্মঘট

কাপড়ের কলের মালিকরা যথাসময়ে নোটিশ না দিয়া শ্রমিক ছাটাই করায় তাহার প্রতিবাদে শকরানাইনাবকইদের ৫ হাজার তাঁতি ধর্ম্মঘট করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য তাঁতিরাও সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাঁতি সমিতি প্রধানমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী এবং জেলা কর্তৃপক্ষকে আপোষে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

স্পেন-সংগ্রাম

বিদ্রোহীদের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তেরুয়েল ক্যাষ্টিলন অঞ্চল দিয়া অগ্রগতির পথে বিদ্রোহী বাহিনী ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং গণতন্ত্রীবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। ক্যাষ্টালন অঞ্চলে বিদ্রোহীরা একটী ঘাটি দখল করে। এই সময় দুই ব্যাটালিয়ান গণতন্ত্রী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

ডাকাতে ও পুলিশ ইনস্পেক্টরে লড়াই

এক সংবাদে প্রকাশ, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুরের মধ্যস্থিত এক চলন্ত ট্রেণের কামরার মধ্যে ডাকাতে ও পুলিশ ইনস্পেক্টরে রিভলভার ছোড়াছুড়ি হয়। উভয় পক্ষই পর পর গুলি ছুড়িতে থাকিলে যাত্রীরা ভয়ে কামরায় শুইয়া পড়ে। কারণ, রিভলভারের গুলি চতুর্দ্দিকে লাগিয়া ছিটকাইয়া পড়িতেছিল। জনৈক ডাকাত বিনা টিকেটে ট্রেণে যাইবার সময় ধরা পড়ে এবং তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টায় অপর দুইজন ডাকাত রিভলভার ছুড়িতে থাকে। তিনজন ডাকাতই বিনা টিকিটে যাইতেছিল। টিকেট চেকার টিকেট চাহিলে দুইজন ডাকাত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং একজন পলাইতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ছোরা বাহির করে। কিন্তু জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে দুর্ঘটনার বহর

শনিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে তিনটী দুর্ঘটনায় ৩ ব্যক্তি হত ও একজন আহত হইয়াছে।

একটী দুর্ঘটনায় একখানি আউন লোক্যাল ট্রেণের দুইজন যাত্রী জানালা দিয়া রেলের কামরা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকার সময় প্যাণ্ডেল ষ্টেশনের নিকট একখানি আপ ট্রেণের খোলা দরজায় ধাক্কা লাগে। যে দুইজন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অবিলম্বে মারা যায় এবং অপরজন গুরুতরভাবে জখম হয়। আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনায় একখানি ট্রেণের গার্ড গাড়ীখানি চলিবার সময় বৈচী ও দেবীপুর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে ডাউন লাইনের উপর এক ব্যক্তিকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান।

তৃতীয় দুর্ঘটনায় বাঙ্গালী বলিয়া অনুমিত একটী যুবককে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের বগাদিয়া ও মেমারী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্যালেষ্টাইনে অশান্তি

গত একপক্ষ কালের মধ্যে প্যালেষ্টাইনে দাঙ্গা হাঙ্গামায় ৭৭ জন লোক ... এবং ২৪৭ জন লোক আহত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং ৩২টি সন্ত্রাসবাদমূলক ঘটনা ... হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত ৫২ বার অতর্কিত গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সশস্ত্র ডাকাতি, বলপূর্ব্বক মানুষ হরণ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপারও ঘটিয়াছে। ডাকাতে অনেকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। উপনিবেশ-সচিব মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড কমন্স সভায় উপরোক্ত বিবরণ দেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভাব কল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদ্গ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ৫৮৲ দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮ ব্রাহ্মণ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
২৭। যুক্তিমালিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দিগ্-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। ধর্ম্মশতক ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা বাবাবালাজনুবী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ৭০
৬৩। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপত্রিকা ৵০
৬৭। সারাৎসারবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডার অব বেদান্ত ।০
৭০। রামরঙ্গ... ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ　১৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১১ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৭শে জুলাই ইং ১৯৩৮, বুধবার　১২৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৩শে জুলাই শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিবাসর-তিথি দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনমুখে ভক্তগণ কর্ত্তৃক যথারীতি পালিত হইয়াছেন। মঙ্গলারাত্রিকান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ অবংগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে শ্রীগৌর ভগবানের গার্হস্থ্যলীলার বিষয় আলোচিত হয়। পাঠের পর শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

বেলা ১২ ঘটিকায় অবিদ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে একটী সভার আয়োজন হয়। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণান্তে বিভিন্ন ভক্তিগীতি কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ অবংগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলময় উপদেশ আলোচনা করেন।

অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শত-বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব মহামহোৎসবোপলক্ষে প্রতি মঠে আলোচিত হইবার জন্য ঠাকুরের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বট্‌ত্রিংশৎ বিষয়ের কয়েকটী বিষয় বৈষ্ণববৃন্দ কর্ত্তৃক আলোচিত হয়। অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত এই বিষয়ের আলোচনা চলে। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও কিছু সময় শ্রীমদ্ ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ আলোচিত হইবার পর পুনরায় রাত্রি ৯॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবকল্যাণময় আদর্শ ও পরমপবিত্র চরিত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

গত একাদশী-তিথি হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমশঃ আলোচনা চলিতেছে। মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রীজী "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আম্নায়ধারা" "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গৌড়ীয়াচার্য্যগণ" এবং "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আম্নায় শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, আম্নায়ধারা বা শ্রৌত-ধারা কাহাকে বলে, শ্রৌতধারায় আগত আচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহাদের দানের অতুলনীয়ত্ব, আম্নায় ধারার নিত্য-বিদ্যমানতা, আম্নায়ধারায় আগত ভক্তবংশ্য আচার্য্যগণের আনুগত্যই জীবমাত্রের একমাত্র কাম্য ও তাহাতেই জীবনের সার্থকতা, বৈষ্ণবাচার্য্য ও গৌড়ীয়াচার্য্যগণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বহুরূপ আলোচিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীপাদ মধ্বনমথ দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধভক্তের আচার" এবং "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধ ভক্তির প্রচার"-সম্বন্ধে ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জগতে শুদ্ধ ভক্তির আচারময় প্রচারলীলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বক্তৃতা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ১৭ই জুলাই অপরাহ্ণে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে বাষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মঠের উপদেশক শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বক্তাগণ নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য আলোচনা করিয়াছিলেন—

শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্—"উৎসবের প্রয়োজনীয়তা", শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী—"বৈষ্ণবের করুণা", শ্রীপাদ মধুমঙ্গল(?) ব্রহ্মচারী ভক্তি-কমল, ভক্তিশাস্ত্রী,—"আবির্ভাব ও তিরোভাব", উপদেশক শ্রীপাদ মহেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম—"কৃপা ও বঞ্চনা", উপদেশক শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী "সদাচার", উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—"কাল ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য", উপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিসুধাকর—"মঠ ও আচার্য্য", ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ—"শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীগুরুদেব"।

সভায় প্রায় আটশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্র-মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

সজ্জনগণের চাষের কার্য্য

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সজ্জনগণের গো-চারণা একদিকের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হইলেও খুব আরামদায়ক নহে। চাষের কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে সূর্য্যকিরণে অনেক বাধা পড়ে। কিন্তু উপায় নাই। কৃষ্ণসেবার্থ ..... সমস্ত ভোগত্যাগ অনিবার্য্যভাবে শিরোভূষণ করিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা তাঁহাতে রাজী হয়েন, তাঁহারা যেন হঠাৎ খুব লাভ করিয়া অতিশীঘ্রভাবে সুখী না হন, কৃষ্ণপ্রাপ্তির-লাভের অংশ তাঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। প্রেমলাভবিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কোন পথ নাই। ভক্তসঙ্গ এক অদ্বিতীয় পন্থায় যায় আছে। সময় থাকিতে বুঝিয়া চলিলে ভবিষ্যতে কাহাকেও বৃথা আক্ষেপ করিয়া বিড়ম্বনাময় ব্যর্থ জীবন যাপন করিতে হইবে না। এখনও সু-যোগ আছে, সুসময় চিরদিন বসিয়া থাকে না। গরুগাড়ী, কুয়ুঙ্কীটের এবং একদিন সুযোগ আসিবে, কিন্তু শিক্ষানবিশী—'অপর অধিকারী আমরা যে জ্ঞানের এ মহাসুযোগ .... উপেক্ষা করি তাহা হইলে কোটি কোটি জন্মেও আর আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। অর্দ্ধক্ষণ ..... জন্ম ..... কাহারও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড .... উপ ..... । শুদ্ধ .... বেদ সুখাদের .... আমরা যেন উহা ..... চাহি ..... সজ্জনগণের নিকট সম্পর্কিতভাবে একান্ত প্রার্থনা।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে চাপা পড়িয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ শ্রীধর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীআচার্য্যবাণী

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে পরস্পর বিবাদ। জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে, কর্মকাণ্ড আবার জ্ঞানকাণ্ডের নিন্দা করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ কর্মকাণ্ডী কুমারিল ভট্ট ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্য্যের পরস্পর বিবাদ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে হয় নাই। কিন্তু যখন ভক্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের একতা সাধন হয়। জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিরুদ্ধ-মতের মধ্যে পরস্পর তীব্র বিবাদ ছিল, তাহারা শুদ্ধ ভক্তির মতকে বিনাশ করিবার জন্য একতা স্থাপন করিয়াছে। ভক্তির মতকে বিনাশে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মত এক।

• • •

বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিবে যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইবে তবে।"

সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক বহুকাল মঠে বাস করিয়া সন্ন্যাসী, বক্তা, পাঠক ও লেখকের উপাধি লাভ করিয়াও যদি কেহ বৈষ্ণব চিনিতে না পারেন, তবে বড়ই দুঃখের কথা! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কেবল কতকগুলি Activity দেখিয়া বৈষ্ণবতা বা সেবাবৃত্তি পরিমাপ করিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবার জন্য কর্ম্মের কর্ত্তা আছি বা বাহুল্যতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "অন্যাভি-লাষিতাশূন্য" অর্থাৎ "অহৈতুকী" এবং "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা" অর্থাৎ "অব্যবহিতা" অচঞ্চলা ভক্তির উদয় হইয়াছে তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব চিনিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি অকৈতব। তাঁহাতে কোন প্রকার অন্যাভিলাষিতার লেশও নাই। লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক, যে কর্ম্মতৎপরতা (activity), তাহা সেবাবৃত্তি নহে। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার dose (মাত্রা) কমাইয়া দিলেই যাঁর সেবাবৃত্তি ফুরাইয়া যায়, সেবায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে তাহা সেবা নহে।

স্কুলের ছেলেদের মত কেবল কতকগুলি routine বাঁধা কাজের দ্বারা সেবাবৃত্তি জাগ্রত হয় না। ঐরূপ শাসনের দ্বারাও বিশেষ মঙ্গল হয় না। কোনও বস্তুতে আঠা লাগিলে লাভ লোকসানের বিচারের মধ্যে না দিলে অলস ব্যক্তিও কর্ম্মতৎপর হয়, আবার active (কর্ম্মতৎপর)ও অলস) হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বদা শরণাগতি ও নিরপেক্ষতা দেওই চিন্ময়লীলা-নিরত সাধুর সঙ্গ করিবার উপদেশ দিতে হইবে, ইহাই বড় কথা।

• • •

জীব কোন্ সময়ে গুরুপাদপদ্মে আসিতে পারেন? এ জগতের সমস্ত বস্তু যখন জীবের অভাবমোচন করিতে পারে না—এইরূপ উপলব্ধি হয় যখন সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা হয়, যখন আত্মীয়, বন্ধু, বৈদ্য, কর্ম্মী প্রভৃতির উপর আস্থা নষ্ট হইয়া যায়, যখন জগতের আর কোথাও কোন ভরসা বা নির্ভরতার আশা থাকে না, তখনই জীব—

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার-ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি।"
"পশিল তোমার, চরণে সঁপিনু,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুক্কুর,
বলিয়া জানহ মোরে।"

—সর্ব্বান্তঃকরণে, ইহা বলিতে বলিতে গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে।

বাহ্যবেশের দ্বারা বৈষ্ণবতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে হইবে না। কেবল ভক্তির দ্বারাই হইবে। কেবলমাত্র বৈদিক বসন-পরিধান কাহারও চিহ্নমাত্র ও অর্দ্ধবাসের মধ্যে একটি বিধি-পালন মাত্র। শুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতা বিরজা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। এজন্য বলা হইয়াছে,—'একজন বৈষ্ণবের পরিচয়ে না যুয়ায়।' ও সংসারীদের হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য ঐরূপ বৈদিক-বসন-পরিধানের একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হইয়াছে—ইহা একটি শাসনদণ্ড। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাকালে উপবীত-প্রাপ্তি দম্ভের কারণ নহে, উহা প্রকৃত দৈন্য বা বৈষ্ণবতাই আনয়ন করে। উপবীত গ্রহণ করিয়া যদি বৈষ্ণবের সেবকাভিমান না হইল, তবে উপবীত-ধারণের মূল্য কি? "তুমি বৈষ্ণবদাস, বৈষ্ণবের নিত্য সেবক"—এই বিচার হইতে বিন্দুমাত্রও ভ্রষ্ট হইও না—এই বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপবীত পরাইয়া দিয়াছেন।

• • •

গৌড়ীয়গণের বহির্ব্বাস ও কৌপীন ধারণের তাৎপর্য্য আছে। উহা সাধারণ ত্যাগী বা নির্বিশেষ ব্যক্তিগণের ন্যায় ফল্গু-বৈরাগ্য বা ঐশ্বর্য্যময় বৈরাগ্যমূলক ব্যাপার নহে। গৌড়ীয় আপনাদিগকে বৎসল ও মধুর রসের আশ্রয়জনরূপে বিচার করেন। গৌড়ীয়গণের আরাধ্য কৃষ্ণ গোপালনের কৃষ্ণ-ধারণা বা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণকথার ন্যায় নহেন। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥'

—এখানে শ্যামসুন্দর মধুররসের বিষয়-বিগ্রহ। মধুররসের সেবক শ্রীগৌড়ীয়গণ সখীর মঞ্জরীভাবে কৃষ্ণসেবা করেন, আর বৎসলরসের রসিকগণ নন্দযশোদার অনুগত ভাইবোনভাবে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। রাগানুগ গৌড়ীয় ভক্তগণের বেশ—সাধারণের পরিধেয় বেশ। এইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত্রিমভাবে বা অকালে বেশ বা কৌপীন গ্রহণের নিন্দা করিয়াছেন। বৎসলরসের সেবকগণ উদর দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করেন। উদরে অর্থাৎ ক্রোড়ে নন্দযশোদা নন্দ-বালক কৃষ্ণকে স্থাপন করেন। নন্দযশোদা ও তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায় অপ্রাকৃত ব্রজবাসী বৈশ্য অর্থাৎ তাঁহারা প্রাকৃত অপবর্গনিরপেক্ষ নহেন। পরমহংসগণেরই একমাত্র বৎসল ও মধুররসে অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবতে অবয়বের পদ, হস্ত, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিবার কথা আছে, কিন্তু উরু (জঘন) বা যে সকল অপ্রাকৃত অঙ্গের দ্বারা গোপীগণ কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই সকল অঙ্গের দ্বারা গৌরব বা মর্য্যাদামার্গে কৃষ্ণসেবা করিবার কথা নাই। কারণ, মধুর ও বৎসলরসের কৃষ্ণসেবা সেবকাভিমানবৎ: প্রাকৃত জড়-দর্শী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত উজ্জ্বল পরম-গম্ভীর রসকে প্রাকৃতভাবে বিচার করিয়া থাকে ও অধঃপতিত হন, এজন্য তাঁহাদের নিকট অপ্রাকৃত-রসবস্তু গুপ্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়গণ বহির্ম্মুখগণের নিকট নিজদিগকে আবরণ করিবার জন্য কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন। অধিকারী ব্যক্তি বহির্ব্বাস ও কৌপীন-সম্বন্ধে শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু-রচিত সংস্কার দীপিকা আলোচনা করিবেন।

ঐশ্বর্য্যমিশ্র গৌরব বা মর্য্যাদাবিচারে আচার্য্য-লীলায় কেহ কেহ বৈদিক বস্ত্র পরিধান করেন। সাধারণ লোক ঐশ্বর্য্য-মিশ্র বিচার পর্য্যন্ত বুঝেন; এমনকি, পায়ের দ্বারা সেবা পর্য্যন্ত বুঝেন। ইহার উপরের কথা বুঝেন না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিকৃত করিয়া বুঝিতে গিয়া মঞ্জর্য্যাংশের যোগ্য লিঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-বশে নিরয়গামী হয়। শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথাদিগণের বেশের বা কৌপীনের একটার মূল্য ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, রুদ্রত্ব বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা পঞ্চবিধ-মুক্তি একত্র হইলেও সমান হইতে পারে না। পুরুষাভিমান সম্পূর্ণ নিঃশেষরূপে বিদূরিত হইলেই—শ্রীরাধানুগা গোপীর কিঙ্করী হইবার তীব্র লালসা উৎকণ্ঠা হইলেই কৌপীন-ধারণের অধিকার হয়।

সঙ্কর্ষণের চাষের কার্য্য

(উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণই গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার হৃদয়ধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখবিধান—গৌরসেবোচ্ছিষ্ট-পাদপুরুষ-রূপে ভাগ্যবান্ জীবকুলকে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণসেবা-মহা-মহোৎসবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকে নিযুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণবিমুখ বিশ্বের যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার, তীব্র নির্য্যাতন, কুৎসা, বিদ্রোহ, বিপুল বাধাসমূহ অকাতরে সহ্য করিয়াও নিরন্তর পরম সত্য শ্রৌত-শিক্ষার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—জগৎকে গৌরকৃষ্ণশিক্ষার দ্বারা প্রবর্ত্তিত করিয়া বাস্তবার অসৎশিক্ষার নিরাস পূর্ব্বক নিষ্কপট সাধুসঙ্গে সজ্জনগণের উল্লাস বিধান করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার একটি বিশেষ কার্য্য।

পাষণ্ডমত ধ্বংস না হইলে প্রেমের কথা প্রচার হয় না; অসাধু ও সাধু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে, শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে বুঝাইয়া না দিলে, কোমলশ্রদ্ধ লোক মর্কট অসাধুকে পরমভাগবত বৈষ্ণব, সাধু এবং নিষ্কপট সিদ্ধ আচরণশীল সাধুকে উপেক্ষণীয় সাধারণ ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া মহারৌরবে পতিত হয়। তাই বিদ্যা-নগরী আচার্য্যপাদপদ্ম 'আত্মবৎ...

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আদর্শজীবন যাপন করিয়া চিরদিনই অসাধুগণের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াও যুগপৎ পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ—সাধুগণের উদ্ধারবিধান ও কৃষ্ণকীর্ত্তন মহামহোৎসবে জগৎ মুখরিত করিয়া থাকেন। ইহাই সদ্গুরুগণের হলাকর্ষণকার্য্য। নিত্যানন্দাভিন্ন আচার্য্যের সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণ এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"আচার্য্যাং ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ॥"

সদ্গুরুগণের হলাকর্ষণ-কার্য্যের সহায়তায় আমাদের এই ক্ষুদ্র নির্গুণ জীবনটী যদি নিঃশেষে ব্যয়িত হয় তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। সর্ব্বস্ব স্বার্থ ত্যাগ দিয়া নিজ নিজ মনোধর্ম্মোচিত সঙ্কোচময়ী কোন প্রকারের অস্রোত চেষ্টাকেও রূপানুগগণ কৃষ্ণভজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গুরুসেবায় কষ্ট আছে বলিয়া আমাদের যা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক মনগড়া কৃষ্ণভজন করিতে ছুটিলে মায়ার ফাঁসে আরও আটকাইয়া যাইতে হইবে। পরন্তু গুরুসেবা বা সদ্গুরুগণের সেবাকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করাকে প্রকৃত কৃষ্ণভজন বলিয়া বুঝিতে পারিলে মায়া ছুটিয়া পলাইবে, কৃষ্ণচরণ লাভ হইবে।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

কৃষ্ণ গুরুদেবের হৃদয়ধন। আর আমাদের একমাত্র অবলম্বন, আমাদের একমাত্র ভরসা—আমাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুদেব—শ্রীশ্রী[illegible]। কৃষ্ণভজনে অসংখ্য বাধা থাকিলেও উহা অতিক্রম করিয়া সাধুগণে কৃষ্ণসেবা করিতেই হইবে। তাহা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব নানা বাধা বিপত্তি আক্রমণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রকট করিয়া থাকেন। আমরা বাস্তবিক কৃষ্ণসেবা চাই কি না, আমরা শ্রীগুরুদেবের শিষ্য হইবার অভিনয় করিয়াছি, না প্রকৃতপ্রস্তাবে শিষ্য হইতে আসিয়াছি, উহা পরীক্ষার সময়ই ধরা পড়ে। তাই যে'দিন শ্রীগুরুদেবের ঐ নির্য্যাতন, ঐ লাঞ্ছনা আমরা কোটীগুণে ভাগ করিয়া অকাতরে নিজের অঙ্গের ভূষণ, সংসারের ক্লেশ আনন্দে বরণ করিতে পারিব, যে'দিন জগতের সমস্ত সুখসমৃদ্ধির উপর পদাঘাত করিয়া সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া গুরুসেবার্থ বিবিধ দুঃখ নির্য্যাতন-অপমান লাঞ্ছনা আদরে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইব, সেইদিন আমরা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ী ভৃত্যানুভৃত্য হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিবার অধিকারী হইব,—তৎপূর্ব্বে নয়।

এজগতেও আমরা দেখিতে পাই, পতি যাহার নির্য্যাতিত, সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বেচ্ছায় তাহার সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করে। দেশ যাহার পরের অধীন, দেশবাৎসল্য সেই নিষ্কপট সেবক যাহার জন্য কারাবরণ, মৃত্যুবরণ, শত সহস্র নির্য্যাতন, প্রাণোপদেশের হাসিমুখে বরণ করিয়া ধন্য হয়। পুত্র যাহার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই মাতা অনশনে উষরবৎ শিয়রে বসিয়া কত বিনিদ্ররজনী যাপন করেন। সেই স্বেচ্ছাবরিত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে জোর করিয়া সকল বিলাসসুখ সম্ভারের ভিতর বসাইয়া দিলেও তাহার শরীরে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে। আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব আজ পাষণ্ডকুলের নানা অত্যাচারাদি অকাতরে সহ্য করিবার আদর্শ প্রচার করিতেছেন, আমাদের জন্য কত কষ্ট না সহ্য করিতেছেন, কিন্তু শিষ্যনামধারী আমরা গুরুদেবকে আড়াল দিয়া যাহার যাহার ভোগের অর্থ লইয়া আমাদের সংসারে পুত্র কলত্রসহ হাস্য লাস্যময় জীবন যাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছি! আসক্তির ঘোরতর সংসারে পুরিয়া রাখিয়াই শিষ্যত্বের ধ্বজা উড়াইব স্থির করিয়াছি।

গুরুবর্গ অপমানিত লাঞ্ছিত হউন, গুরুবর্গ শুষ্ক চানা মাত্র আহার করিয়া বৃক্ষতলবাসী হউন, গুরুবর্গ শতছিন্ন বস্ত্রাদি নিদারুণ শীতাতে জর্জ্জরিত হউন, গুরুবর্গ অবিচারে অকারণে পাষণ্ডকুলের শরজালে আচ্ছন্ন হউন, বারম্বার লাঞ্ছিত হউন, আমার উপর ঐ দোষের কিঞ্চিৎ না আসিলেই হইল—আমার আরামে বাধা না পড়িলেই হইল—আমার ভোগসুখান্বিত সুখের সংসারে কোন আক্রমণ না আসিলেই হইল, ইহাই গুরুব্রতধর শিষ্যনামধারীর এইরূপই বিচার।

কিন্তু কপটতা ত' আর চলিবে না। কে প্রকৃত শিষ্য, কে শিষ্যনামধারী শিষ্যক্রব তাহা ধরিয়া ফেলিবার নিকষ পাথর আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের জন্য সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, কোনও অজুহাত, কোনও ওজুহাত আর চলিবে না। গুরুদেবের সেবাকে নিজের প্রধান কার্য্য বা একমাত্র অদ্বিতীয় কর্ত্তব্যবোধে শত সহস্র তথাকথিত কর্ত্তব্যরাশি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মঠবাসের অভিনয় মাত্র করিলে চলিবে না। প্রকৃত মঠবাসীই হইতে হইবে।

গুরুপাদপদ্ম থেকে যদি দূরেই অবস্থান করিতে হয়, চব্বিশঘণ্টা ষোলআনা প্রাণ দিয়া শ্রীগুরুদেবের জন্য উৎসর্গ করিবার একটা সুযোগও অন্ততঃ না পাওয়া যায় তাহা হইলে কোন্ সুখের জন্য বাঁচিয়া থাকা? চিরিচর্ব্বণময় সংসার ভরে ভরে করিয়া লাভ কি? তথাকথিত কর্ত্তব্যরাশি পালন করিয়া এই জড় দেহটাকে কর্দ্দম পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করিবার বৃথা আশায় পোষণ করিয়াই বা কি ফল? সংসার জন্ম জন্মই আছে, তাহার জন্য অত ব্যস্ত কেন? জীবনের এক মহাসুযোগ—গুরুসেবার অধিকার পাইয়াও তাহা হইতে যদি বিচ্যুত হইতে হয় তাহা হইলে তাহার চাইতে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে? গুরুসেবা করিতে যাইয়া কর্ত্তব্য অকরণ জন্য যদি নরকভোগও হয় সেইরূপ কোটী কোটী নরকদুঃখ হাসিমুখে শিরোভূষণ করিয়াও গুরুসেবাই করা উচিত। সুখের পায়রা কি কোনও দিন গুরুসেবা করিতে পারে, না পারিয়াছে? গুরুসেবা-বঞ্চিত হইলে যে কত দুর্ভাগ্যের উদয় হয় তাহা যদি আমরা সম্যক্ বুঝিতাম তাহা হইলে গুরুসেবারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া তথাকথিত কর্ত্তব্যপালন বা 'গৃহব্রতধর্ম্ম' যাজন করিতে ছুটিতাম না। হায়! হায়! 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোক কি চিরদিনই শুধু গ্রন্থের শোভাবর্দ্ধনের জন্য গ্রন্থোপাধিতেই থাকিবে?

গৌড়ীয় সেদিন আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"সুখের সংসার অসুবিধার দিকে দৃক্‌পাত, অবিধাচিত্ত অন্যান্য মহাবিনাশের চিহ্ন, অর্থসঙ্কটের ভাবনা, পুত্রাদির শিক্ষা, সাংসারিক অভাব আদির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ, জাগতিক অসংখ্য কল্পনাতীত অভাব-অসুবিধা বিভিন্নতার দূর করিবার চেষ্টার অবকাশ প্রদান না করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদ দয়িত-রূপী গুরুসেবা করিবার জন্য গৃহস্থগণকে অতকাতরে আহ্বান করিয়াছেন।"

আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা আমরা আচার্য্যবাণীতে স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছি। ভাগ্যবান পূজ্যপাদ গুরুবর্গও আমাদিগকে আচার্য্যদেবের কৃপাকারে স্পষ্ট হইতেও সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন—"কন্যা, স্ত্রী, ধন-জনাদি যেমন ছাড়িতেই হইবে, কৃষ্ণভজনপ্রার্থীকে তেমনই সংসার ছাড়িতেই হইবে। ** আমাদের এই জন্মটা কেবল চারের কাজে, নিত্যানন্দ প্রভুর সেবায় সত্য তার জন্য ব্যয়িত হউক।"

এত শ্রবণ করিয়াও আমাদের মঙ্গল হয় না কেন? এত গুরুদেবের নিকট বসবাস করিবার অভিনয় করিয়া, এত শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাতায়াত করিয়া, এত গ্রন্থরাজ পড়িয়া, এত কনিষ্ঠক পরিত্যাগ করিয়া, এত নিষ্কপটভাবে প্রণাম করিয়া, এত কীর্ত্তন গাহিয়া, বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, অর্জ্জন করিয়া, এত নিরামিষ খাইয়া, হরিবাসরাদি পালন করিয়া আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয় না কেন? আমাদের মা চণ্ডী উহা কণাতেও পরিণত হয় কেন? অভিনব্য আন্দোলন মুক্তপুরুষ অদ্বিতীয় মহাপুরুষ একামর পদ্মিতে—অলৌকিক-অসমোর্দ্ধ শ্রীগুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মছায়ায় আসিয়া পড়িয়াও ভরসাশূন্য উদ্যমবিহীন বিষণ্ণমন হইয়া পড়ি কেন? কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র কারণ এই যে, আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছি—গৃহব্রতধর্ম্ম কিছুতেই ছাড়িব না, ভোগের অর্থকে বা সাধের জীবনকে কিছুতেই সংকীর্ত্তনের চাষের কার্য্যে নিযুক্ত করিব না। অসৎসঙ্গ ছাড়িব না, অকৈতবকে আলিঙ্গন করিব না। পুত্রাদি স্নেহের দড়ি জন্য কাজেই গুরুসেবার জন্য সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যরাশি জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদশায় এবং ইহজীবনে জীবনের সর্ব্বস্ব বৃশ্চিক-দংশন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না, তাহাতে চরিত্রভঙ্গ হয় হউক—না হয় সেরূপ কঠোর চরিত্রের প্রয়োজনই নাই। গুরুসেবা একটা কিছু করিলে গৃহের লোকের মন রাখিয়া মাঝে মাঝে ব্যাপ্তভাবে বাহির হইয়া শ্রীগুরুদেবকে কৃতার্থ করিয়া দিব, কিন্তু কিছুতেই কোনও অনুরোধ উপরোধ আদেশ প্রভাবেও গুরুদেবের মনোভীষ্ট-পূরণের জন্য—তাঁহার সেবাবিধানের জন্য নিজের আপেক্ষিক চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিব না। অকপটভাবে এই মত গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না বা অসংখ্য বিপদাপদ সহ্য করিতে পারিব না,—কিছুতেই না। বরং যেখানে সংসারে আরামে-বিরামে না থাকিয়া একটু উপকার করা বা চাঁদা দিতে রাজী আছি, তাহাতে যাহা হয় সেই ভাল।

কৃষ্ণভজন সংকীর্ত্তনে বাধা-বিপত্তি 'বাহ্য' 'আমাদের জিনিষ নহে। মুক্তকুলের পক্ষে উহা পদে পদে মহা অনুকূলী ভজনের বর্দ্ধকস্বরূপ তাহা অনেকেই বিধান দিয়া থাকেন। নামাচার্য্য প্রভু হরিদাস বাইশ বাজারে প্রহৃত হইয়াও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিয়াও সাধারণ জীবগণের কল্যাণ [illegible] আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখন বুঝিতে হইবে যে, [illegible] এত বাধা, এত [illegible] [illegible] [illegible] মুক্তকুলের [illegible] হইবে ও ভজন-পথে পালনের আশা করিয়া বসিয়া আছি। ইহা হইতে [illegible] আর কি হইতে পারে?

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

মাৎসর্যে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও ব্রজপত্তন
প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যমঠ ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরাধা-গোবিন্দ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, [illegible] নং [illegible] ৩৩১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্র[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ঋতুকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বল্লাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং [illegible]রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি.

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১১নং ব্রহ্মপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেকারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বেল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজরাধাগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন
পোঃ মহুলবুড়া, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ভাইনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীপ্রভানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মোটা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন বোয়ালিয়া	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ালী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৴
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

পাটের দর

আনডে—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
টপ্‌স—	৪১৷০
বাজার বস্তার দর—	৪১৲

চিনির দর

জাভা, হোয়াইট	১০৷৶০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৶০
[illegible]	৯৷
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷০
মডেল	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

দেশের ময়দা প্রতি মণ	৭৷০—৮৷৴
ক্লাফকাইন ঐ	৯৲—৯৶০
লাইসেন্স ঐ	৫৸৶০—৫৷৷০
সুজী	৯৲—৯৶০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
গমলাই	১৸৶০—১৷৷০
ভূষি	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
ঢাকনীজ	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
নদী	৪৫৲
প্যাকিজান	৬৫৷৲

আম	৬৲
কাঁকুল	৩৬৲
সাদা গাওয়া	৪১৷৷০
২৬ গেজ—	১১৷৷০
গ্যাঃ হটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আমেদ সোনার কাইন	৫৪
মিট্‌ল আমের এসকে	৪০৲
কাঁচাটি পুরনিম কাইন	৪০৲
হাবার্ট তামা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

পাতলা সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গোটা খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—৯৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৷৷৶০
২৪ গেজ—	১১৷৷৶০
২৬ গেজ—	১২৷৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷৷০
সীস	৷৶১০—৷৷৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
মোট কাটিং বা ওভারটা কাটা মণ	৩৷০—৩৷৷০
গালি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল র'ড কাটিং লম্বা ১- ৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, পরাবে	৬৷৷০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
নরম	৬৷৷০—৭৷৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২০৷০
চটকলের হামবদ ৫৶০, পাটের হামবদ ৬৷০	
তুলার হামবদ ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স লিঃ
৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। অধ্যাপকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

বি ।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার যাঁহারা সংযুক্ত কাগারব এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব চূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ইচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় প্রসিদ্ধ জনগণের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩১শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — ১ম ও দিনের জন্য / পরবর্ত্তী দিনের জন্য; বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় — ১ম ও দিনের জন্য / পরবর্ত্তী দিনের জন্য

প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০ — ৷৵০ — ৷৵০ — ।০
" " ইঞ্চি ২৲ — ১৷০ — ১৷০ — ১৲
সিকিকলম ৩৲ — ৩৲ — ৩৲ — ২৲
অর্দ্ধকলম ৮৲ — ৭৲ — ৭৲ — ৫৲
এক কলম ১২৲ — ১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲ — ২৷০
" সিকি কলম ১৫৲ — ১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲ — ২০৲
" এক কলম ৩৫৲ — ৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) — ৯৲
ষাণ্মাসিক " — ৫৲
ত্রৈমাসিক " — ২৷০
মাসিক " — ১৲
প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৩
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ,১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ... ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬.

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৫৮
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৩ ২৩-৫৮

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম',
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২৮শে জুলাই, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১২৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ

গত ২৫শে জুলাই সকালে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। পনর জন সদস্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ব্যতীত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আচার্য্য জে বি কৃপালনী ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব সকাল বেলার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ঐ দিবস পৌছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইউরোপে আছেন। শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম অসুস্থ এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ শিকার সমস্যা সম্পর্কে তথায় ব্যস্ত আছেন।

ঐ দিবস সকাল বেলার অধিবেশনে মধ্যপ্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

———

এলাহাবাদে টিচার্স ট্রেণিং স্কুল খোলার ব্যবস্থা

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যুক্ত-প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এলাহাবাদে একটি ট্রেণিং স্কুল খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক সঙ্গে ৩০জন গ্রাজুয়েটকে ঐ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থিগণ আট মাস কাল প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবেন

পল্লী অঞ্চলে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশের পল্লীউন্নয়ন বিভাগ ১৪০৫টী নৈশ-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ২১ হাজার ২শত ২৮জন ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে।

গৌহাটী-শিলং রোড তৈয়ার সমস্যা

গৌহাটি-শিলং রোডের জন্য টেণ্ডার পেশ করা হইয়াছে। রাজনীতিক মহল বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, এই ব্যাপার লইয়া আবার মন্ত্রিসভার সম্ভাবনা আছে। বাসিন্দাদের দাবী এই যে, তাহাদের সুখ সুবিধার জন্য রাস্তার হার কমান হউক। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রাদিতে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ জোর আলোচনা চলিতেছে। আসাম পরিষদের সদস্য শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখার্জী এ সম্পর্কে কোন অসমীয়া প্রতিষ্ঠানকে সুবিধাদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন।

———

পিতৃ-মাতৃ সেবার বহর

পিতা জেনাই মল্লিক ও বিমাতা মুলাবর তাহাকে হত্যা করার অভিযোগে আসামী মানব মল্লিক দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। দায়রা জজ তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ঐ দণ্ডাদেশ বহাল রাখার সুপারিশ করিয়া মামলা হাইকোর্টে পাঠান। হাইকোর্ট আসামীকে দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে ১০ বৎসর সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ,—পারিবারিক কলহ উপলক্ষে আসামী তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পাহাদীকে একটি চড় মারে। আসামীর বিমাতা এই ঘটনায় তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তখন আসামী একটি ডাণ্ডা লইয়া তাহার বিমাতার মাথায় আঘাত করে। তাহা পড়িয়া সংজ্ঞাশূন্য হয়। তাহারপর আসামীর পিতা তাহাকে শুশ্রূষা করার জন্য আসিলে আসামী তাহাকেও প্রহার করে। জেনাই মল্লিকও পড়িয়া অজ্ঞান হয়। পরদিন প্রাতঃকাল চৌর আসামীর বিমাতা মারা যায় এবং বেলা দেড় ঘটিকার আসামীর পিতাও মারা যায়।

———

ইতালীয় নাবিকগণ লাঞ্ছিত

"আবিসিনিয়ার কথা স্মরণ কর"—এই কথা চীৎকার করিতে করিতে কয়েক দল আইরিশ যুবক ডাবলিন পরিদর্শনে আগত দুইটি ইতালীয় জাহাজের (নৌশিক্ষার্থ ব্যবহৃত) নাবিকগণকে আক্রমণ করে। কয়েকজন নাবিক তাহাদের হস্তে গুরুতর-ভাবে প্রহৃত হয়। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা যখন পলায়ন করিতেছিল তখন জনতা বাক্যোক্তি করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু সশস্ত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অবস্থা আয়ত্তে আনে। অতঃপর সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় নাবিকগণকে জেকে লইয়া যাওয়া হয়।

———

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে (ই আই আর) শনিবার প্রাতে অনুমান ১০ ঘটিকায় ট্রেণ দুর্ঘটনায় ১২নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণের একজন যাত্রী মারা গিয়াছে। প্রকাশ, শনিবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন দিয়া ডাউন ট্রেণখানি চলিয়া যাইতেছিল: ঐ সময় ঐ ষ্টেশনের অপর দিকে একখানি মালগাড়ী সান্টিং করা হইতেছিল। ডাউন ট্রেণখানির একটী কামরায় জনৈক যাত্রী বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ষ্টেশনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। এই সময় মাল গাড়ীর একটী ওয়াগনের সহিত তাহার মাথায় ধাক্কা লাগে। ফলে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

———

ওয়াগন গঙ্গাগর্ভে

পাটনা সহরের অপর পারে পালেজা-ঘাটে একখানি গোটা ওয়াগন গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, নদীর তীর হইতে কয়েক ফিটের মধ্যে সাইডিংএ কয়েকখানি ওয়াগন ছিল। হঠাৎ পাড় ধসিয়া পড়ায় ঐ ওয়াগনগুলি জলের মধ্যে পড়িবার উপক্রম হয়। প্রায় পনের ফিট পাড় ধসিয়া পড়িয়াছে। বহু চেষ্টায় ঐ ওয়াগনগুলি সরাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু একখানি ওয়াগন নদীগর্ভে পতিত হয়। উহাতে রেলওয়ের পুরাতন কাগজপত্র ছিল। ওয়াগনখানি এখনও উদ্ধার করা হয় নাই।

———

ইতালীতে ইহুদী দলন

ইহুদী বৈষম্যমূলক [illegible] ফলস্বরূপ ডাঃ এডওয়ার্ড ক্রনেনবার্গকে [illegible] মধ্যে ইতালী পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতালীতে ইহাই প্রথম ইহুদী বিরোধী অভিযান। ইতালীয় নীতি যে ক্রমশঃই জার্মানীর অধীন হইতেছে, ইহা তাহারই লক্ষণ বলিয়া বিদেশীরা মনে করিতেছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রন্থীত করা
হইয়াছে।

:o:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত স্চীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩.
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহায্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। দুঃসঙ্গমালিকা ও গৌরহরেঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমামার্গ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পূর্ব্বার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড্স অন্ মেসেজ ।০
৭০। ব্রহ্মতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

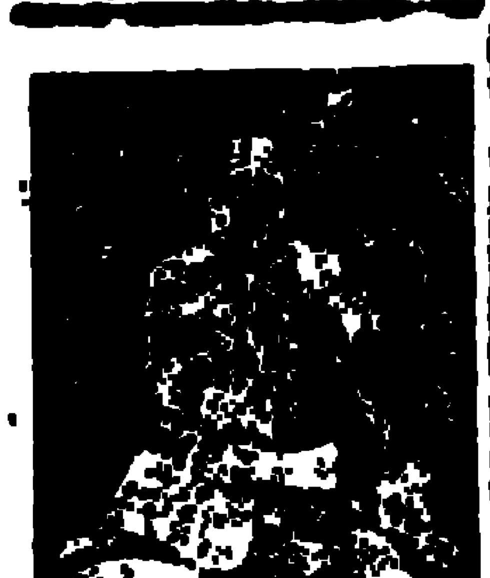

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ১৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৮শে জুলাই ইং ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার } ১২৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবতিথি-পূজা মহামহোৎসব কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিপুলভাবে আরম্ভ হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ কর্ত্তৃক ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও তাঁহার দর্শনগীতি বাণীর কথা নিরন্তর কীর্ত্তিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মঠেই ঠাকুরের আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত ২৩শে জুলাই শনিবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠেও ঠাকুরের জীবকল্যাণময় চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরহরি" এবং "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরধাম" সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুত ভক্তিবান্ধব প্রভু আলোচনাকালে শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। সম্ভোগময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরস্বরূপের বদান্যতার বৈশিষ্ট্য, বর্ত্তমানে শ্রীগৌরভজনের উপযোগিতা এবং একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শ্রীগৌরের ন্যায় শ্রীগৌরধামেরও কৃপার বৈশিষ্ট্য এবং গৌরজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌরধাম প্রকট করিয়া জীবের যে কি প্রকার মঙ্গলবিধান করিয়াছেন তাহারও আলোচনা করেন।

শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন" এবং "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মহিমা জগতে বিপুলভাবে প্রচার দ্বারা জগতে শুদ্ধভক্তির যে চেতনবন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অনিত্য দেহমনের অতীত আত্মার তথা বৃত্তি আশ্রিত বা উন্মেষণের সহায়তা করাই জীবের প্রকৃত কল্যাণবিধান। এবং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মহিমা জগজ্জীবকে অবগত করাইয়া তাহাদের স্বরূপোদ্বোধনের মহাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি শত শত ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও বিভিন্ন দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থের সহজবোধ্য ভাষ্য ও টীকাদি রচনা করিয়া জীবের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত একায়ন পথ বা শুদ্ধভক্তিপথ আশ্রয় করিলেই যে প্রত্যেক জীব আত্মকল্যাণ বরণ করিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

পুরুলিয়ায় প্রচার

গত ১৭ই জুলাই (১৯৩৮) তারিখে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সভায় চৈতন্যাচার্য্য মহোদয় পুরুলিয়া গভর্ণমেণ্ট ক্লাব হলে "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল একটী গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে নিজীবর নৈতিকাদি পঞ্চবিধ নরজীবনে ক্রমোন্নতির অবস্থা প্রকৃত মনুষ্য কাহাকে বলে, পশুর ও মনুষ্যের পার্থক্য, মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় অসংখ্য দোষ-ত্রুটী উদয়ের হেতু, জীবমাত্রের হরিভজনই যে একমাত্র কর্ত্তব্য ও তাহাই যে সকল জীবের একমাত্র স্বরূপের বৃত্তি, তাহা গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠসেবকগণ যে বিশ্বের সর্ব্বত্র এই কর্ত্তব্যের কথাই আচার মুখে প্রচার করিতেছেন, তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ মদনার্জ্জুন ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। সকলেই আগ্রহান্বিতচিত্তে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া [illegible] মঠের বাস্তবসত্য-প্রচারে আকৃষ্ট হন। উক্ত সভায় যে সকল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত [illegible] নিম্নে কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা গেল—

শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পুরুলিয়া সবডিভিসনাল কোর্ট; শ্রীযুত নটবর পট্টনায়ক সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া সবডিভিসনাল কোর্ট; শ্রীযুত হরিনাথ পট্টনায়ক বি, এ, বি, টি, হেড্ মাষ্টার পুরুলিয়া হাইস্কুল, শ্রীযুত আশুতোষ [illegible] এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার, পুরুলিয়া হাইস্কুল ইত্যাদি।

কুমারিকা কীটের নিকট শিক্ষা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অপর যেমন কোন রসিক ভক্ত সর্ব্বদাই [illegible] নির্লিপ্ত থাকিয়া হরিরসে আসক্ত ও অনুরাগী হন, তদ্রূপ এই তিমিরাও [illegible] আবদ্ধ হইলেও [illegible] আসক্ত হয় না, কিন্তু [illegible] সম্পর্কে স্বরূপ ধর্ম্ম ধারণ করে; এতাদৃশ পরোপকারী ভক্তগণের সঙ্গ হইলে ভক্তগণের কৃপাসঞ্চারী অর্থাৎ [illegible] আমার বুদ্ধি [illegible] উচিত নহে।

[illegible] এই [illegible] প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, এক দিকে তৃষ্ণা উহাকে [illegible] টানিতেছে, কোন দিকে শিশ্ন কোন দিকে ত্বক্, কোন দিকে উদর, কোন দিকে কর্ণ, কোন দিকে ঘ্রাণ, কোন দিকে চপলদৃষ্টি [illegible] কোন দিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল [illegible] বহু সপত্নীর ন্যায় আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অতএব—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর [illegible] অর্থদ নরদেহ [illegible] লাভ করিয়া [illegible] মৃত্যু উপস্থিত না হয় [illegible] না করিয়া চরম কল্যাণ [illegible] করিবেন। কেন না [illegible] নিঃশ্রেয়স লাভ হওয়া দায়।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈন-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

একটী কথা

ভগবান্ ভক্ত হইতে পৃথক্ নহেন এবং ভক্তও ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন। উঁহারা পরস্পর অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে যুক্ত। ভগবানের ন্যায় ভক্তও সর্ব্বগুণ ও বিভূতিসমূহের অধিকারী আছে। ভগবান্ [illegible] দীনের উদ্ধারের জন্য বৈষ্ণবগণও [illegible]। [illegible] কখনও ব্যর্থ হয় না। [illegible] সেবাবিমুখ কপট [illegible] করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট জনের প্রতি পরম কৃপালু। নিষ্কপট সেবাকারীকে তাঁহারা বৈষ্ণব সম্বন্ধে কাছে রাখিয়া সেবাসুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চায়, সেই সকল অসৎসঙ্গী জনকে কৌশলে দূরে রাখিয়া থাকেন। পাছে তাহারা [illegible] এই কৌশলটীর কথা তাহাদিগকে জানিতে দেন না। নিষ্কপট আশ্রিত না হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে কাহারও বৈষ্ণবের [illegible] বাস বা তাঁহার সাক্ষাৎ [illegible] সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ করিতে দেখিলেও সেই কপটের সহিত বৈষ্ণবের বিরাট ব্যবধান থাকে। একজন বেদীর নীচে—সংসার-কারাগারে, আর একজন বিরজা-ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। বঞ্চক বা বঞ্চিত হইবার অভিলাষী ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণব কখনও নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। পরন্তু তাহাদিগকে [illegible] সম্মানাদি দিয়া তফাতে রাখেন। হরিবিমুখ আমরা বৈষ্ণবের কৃপা ও বঞ্চনা, প্রতিষ্ঠা ও উৎপাতপ্রদান প্রভৃতি বুঝিতে না পারিয়া সেবোৎসাহিত হইবার পরিবর্ত্তে নিজেকে গৌরবান্বিতই মনে করি। ভাল হইবার পরিবর্ত্তে বড় হওয়ার দিকেই আমাদের নজর পড়ে। তাই মূল অবলম্বন অকিঞ্চনের কথা আমাদের আর মনে থাকে না।

মহাভাগবতের সর্ব্বত্রই বাসুদেবদর্শন। দ্রষ্টা অভিমানটা বড় খারাপ। নিজেকে দৃশ্য অভিমানই স্বরূপের অভিমান। এই জগতের প্রত্যেক বস্তু যদি আমাদিগকে রূপ দেখায়, স্বরূপ-রূপ যদি আমাদের প্রতি কৃপা করেন, তা হইলে বিরূপের কুরূপ অপসারিত হইয়া স্বরূপের রূপ বা চেতনের সেবারূপ দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়। সুতরাং শ্রীরূপের আনুগত্যই আমাদের একমাত্র কুরূপ দর্শনের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায়। যাহারা শ্রীরূপের অনুগমন করিতে পশ্চাৎপদ, তাহারা নিশ্চয়ই অভক্তিমার্গে অবস্থানশীল। শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বরূপে স্বরূপ রূপ। যাঁহারা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর আনুগত্য করিতে কোনও অংশে কুণ্ঠিত, তাহারা কোনরূপেই ভক্তিমার্গে অবস্থিত নহেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গোঁসাইর। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সকলেই স্বরূপ-রূপানুগ। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ও অন্যান্য আচার্য্যবৃন্দ সকলেই গৌড়ীয়। আমরা গৌড়ীয় নই, গৌড়ীয়ের অনুরেণুকণ—উঁহাদের দাসানুদাসানুদাসাভিলাষী। স্বরূপ রূপ ইঁহারা অভিন্ন স্বরূপের—শ্রীরূপ, আবার শ্রীরূপের মিত্র—শ্রীরামানন্দাদি। ইঁহারা সকলেই মধুররসের সেবক—শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দাস্যভাব এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস্য সখ্যাদি রস। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুগত। তন্মধ্যে স্বরূপ-রূপেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। মধুররসের ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার এই নিত্যানন্দ প্রভুই সন্ধিনী শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব—কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব। বলদেবরূপে তিনি কৃষ্ণলীলার সহায়ক এবং অনঙ্গমঞ্জরীরূপে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসী। শ্রীবলদেবের বাৎসল্যমিশ্রিত সখ্যভাব ব্যতীত শৃঙ্গাররসেও কোন চেষ্টা নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গৌরবের ভাই। তিনি সখা হইলেও সুহৃৎসখা অর্থাৎ কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োধিক এবং বাৎসল্যগন্ধযুক্ত।

স্থূলজগৎটাই নশ্বর বা ধ্বংসশীল। সুতরাং এখানে যত কল্পিত মতবাদ, অর্থের গরম বা বাহাদুরী সবই একেবারে ধ্বংস হইবে। কিন্তু সনাতনধর্ম্ম সিদ্ধান্ত জগতে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকিবে। রাবণ-হিরণ্যকশিপু আদির বীরত্ব ও হরিবিদ্বেষের কথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাহাদের বংশে বাতি দিবারও লোক নাই। কালের এমনই কুটিলা গতি। জাগতিক কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব থাকে না বা থাকিবে না। কিন্তু বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুর বাণী অক্ষর, অব্যয়, নিত্য ও সনাতন। তাঁহারা নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। সেই শ্রৌতসিদ্ধান্ত বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তেরই নিত্য প্রতিষ্ঠা চিরকালই আছে ও থাকিবে এবং অভক্তি ও অভক্তের প্রতিষ্ঠা কোনকালেই নাই ও থাকিবে না। শরণাগতই—নিশ্চিন্ত। তিনি সদাই বলিষ্ঠ। তাঁহার অপরাধ বা দণ্ড নাই। তিনি রক্ষিত বলিয়া তাঁহার কোন ভয় নাই।

ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, আস্তিক-নাস্তিক এবং ভক্ত-অভক্তে প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। ভক্তগণ বৃথা সময় নষ্ট করেন না, তাঁহাদের অবসরকালও আছে। অতএব অভক্তের সহিত আলাপাদি করিবার সময়ও তাঁহাদের নাই। তাই তাঁহারা দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। আবার কখনও পরমঙ্গলের জন্য অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া অসৎ মত খণ্ডন পূর্ব্বক জগৎকে নিত্যসত্য লোকের সন্ধান প্রদান করেন। বৈষ্ণবগণের জন্য এই সত্যকথা প্রচার করিতে গিয়া তাঁহারা নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। জগদ্দুঃখে দুঃখী তাঁহাদের জীবের প্রতি এত করুণা! জানি না, বৈষ্ণবের এই অমন্দোদয়দয়ার কথা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য কবে হইবে।

বৈষ্ণবগণ পরমকরুণ। ভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয় তজ্জন্যই তাঁহারা অবিরত চেষ্টা বিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত নিজের স্বতন্ত্র সুখ তাঁহাদের সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখদায়ক। ভক্তকে দুঃখ দিয়া কৃষ্ণ যদি সুখী হন, ভক্ত তাদৃশ দুঃখকেই সর্ব্বোচ্চ নিজসুখ মনে করেন। তাঁহাদের মহত্তা অবর্ণনীয়। কেহ যদি তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করে কিন্তু তাঁহাদের প্রভুর সুখবিধানে যত্ন করে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই অপ্রাকৃত প্রভুসুখবিধানকারী ব্যক্তিকেও আদর করিয়া থাকেন। এমন কি, সেই প্রভুসুখবিধানকারীর সেবা করিয়াও তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। এমনই তাঁহাদের ঐকান্তিকী কৃষ্ণৈকপ্রীতিবাঞ্ছা।

মহাপ্রসাদ

(শ্রীপাদ শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী)

মহাপ্রসাদ শব্দে মহান্ অনুগ্রহ, অহৈতুকী কৃপা, মহতী দয়া, ভগবদুচ্ছিষ্ট প্রভৃতি উদ্দেশ করে। যে বস্তু অন্তের অন্তরের সমস্তাভীষ্ট-পরিপূরণকল্পে অশান্ত অনিষ্টকর পদার্থগুলিকে আমূলভাবে নিরাশ করেন, তিনিই 'প্রসাদ' শব্দে অভিহিত। তিনি আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা আনয়ন করিতে সমর্থ।

এরূপ মহাপ্রসাদ কি? —একথা আমরা জানিয়াও জানিতে চেষ্টা করি না এবং ইঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, অন্যাভিলাষিতা, দেহ এবং গেহে আত্মবোধই ইহার একমাত্র কারণ। প্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত বস্তুর গোচর। প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা—অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিনিবেশজনিত দেহে ও গেহে অহং-মম-বুদ্ধিরূপ কঠিন আবরণে আবৃত থাকাকালে অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখা যায় না। কিন্তু 'মহাপ্রসাদ' সেই অদ্বিতীয় ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধরামৃত বা আস্বাদনাবশেষ। ইনি চিন্ময়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু,—ভোগময় চক্ষের গোচরীভূত বস্তু ইনি নন, [illegible]-পদার্থের জিহ্বালাম্পট্য বর্দ্ধনের বস্তু ইনি নন। জড় ভোগ্য জ্ঞানে দর্শন করিলে ইঁহার অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। তৎকথাৎ তিনি সেই কর্ত্তা, ভোক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা অভিমানকারী ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার স্বরূপ লুক্কায়িত করায় জীব তাঁহাতে প্রাকৃত জ্ঞান-ভাত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিরয়গামী হয়। আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

চিচ্ছক্তিসম্বন্ধহীন [illegible], প্রাকৃতসহজিয়া, পঞ্চোপাসক, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি স্বল্পপুণ্যবান্ কাহারও চতুষ্টয়তঃ কৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রসাদে, ভগবদ্বিগ্রহে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।

জড়বুদ্ধি স্থূলবস্তু ও জড়েন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্তি থাকাকালীন মহাপ্রসাদ সম্মান করা যায় না। তাঁহাতে ভোগবুদ্ধি করিয়া নরকদ্বারের পথে অগ্রসর হইতে হয়। মহাপ্রসাদ ভুক্ত-ভুক্তের উপাস্য নয়। তবে যাদৃশ বদ্ধজীবের প্রতিও যে তিনি অহৈতুক করুণাবিশিষ্ট ও কৃপালু নহেন, এরূপ নহে। সেবোন্মুখ জীবমাত্রই তাঁহার কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হন। প্রাপকত্ব হইলে মহাপ্রসাদসেবা

হয়; আবার মহাপ্রসাদ সেবা দ্বারা প্রপঞ্চ-জয় হয়। ইহা যুগপৎই হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

(মহা) প্রসাদ-সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয়।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-
চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এই তিন সেবন।

(চৈঃ চঃ)

ভগবান্‌কে একমাত্র কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, সর্ব্বজীবনিয়ন্তা, বিশ্বের ত্রাতা, পাতা, গোপ্তা এবং বাধাহীন জানিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেবকগণের বিষশাখী—উচ্ছিষ্টভোজী হইতে পারিলেই সেই ত্রিগুণময়ী দুষ্পারা অলৌকিকী যোগিনীশক্তিসম্পন্না বিশ্বকারাকর্ত্রী মায়াদেবীর করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত নিত্যবৈকুণ্ঠধামে নিয়োজিত হইতে পারা যায়।

ভক্তের প্রদত্ত অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবান্‌ যেরূপ আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়।" কিন্তু মহা-মহা-উপচারসমন্বিত সুগন্ধ দ্রব্যাদি ভগবানকে প্রদান করিলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা
প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভক্তিপ্রদ ভগবান্‌ ভক্তপ্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং আচমনাদিচ্ছলে ভক্তের জন্য অবশেষ পূর্ণমাত্রাই রাখিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষবাদী ব্যক্তিগণ ভগবানের এই অলৌকিকী শক্তির কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ইহার গূঢ়রহস্য বৈষ্ণব বা ভক্তই জানেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বৃন্দাবনে অন্নকূটমহোৎসবে কৃষ্ণকে যখন বিবিধ উপভোগাদি নিবেদন করিয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারোচিত সমস্ত বস্তুগুলি ভক্ষণ করিয়া হস্তস্পর্শে পুনঃ পূরণ করিয়াছিলেন। এবিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ বর্ণিত আছে—

"যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই॥"

ভক্তের অনুগ্রহে ভগবানের অনুগ্রহ বা প্রসাদ-লাভে যোগ্যতা হয়। 'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।' নিষ্কপটী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইলে তাঁহারা কৃপা করিয়া সেই ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ প্রদান করেন। সেই পথ্য সেবোন্মুখতার সহিত গ্রহণ করিতে করিতে ইহরোগ ও ভবরোগ—অবশাঙ্গভাব, জড়তা, অলসতা, অনর্থ, কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া চিত্ত মার্জ্জিত হয়। চিত্ত মার্জ্জিত হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা-স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।'

মহাপ্রসাদ-সম্মানের কালাকাল, স্নানা-স্নান, পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। দেশকাল-বিচার অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ সম্মানে স্থান পায় না। প্রসাদ যখন তাঁহার অপার মহিমা বিস্তারার্থ ও জগজ্জীবকে উদ্ধারার্থ কৃপা করিয়া উপস্থিত হন তখন তাঁহাকে অসম্মান, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যবশে উপেক্ষা বা উল্লঙ্ঘন করিলে মহাপরাধ হয়। এইরূপ অপরাধী কোন দিনই মহাপ্রসাদের কৃপালাভ করিতে পারে না। তাহার নিস্তার সুদুষ্পরাহত। ন্যায় সিদ্ধান্তপূর্ণ বাগবাদ-জাল্পাল্পাল্পতা, পণ্ডিতা-গ্রগণ্য ভগবদ্‌বিগ্রহে সন্দিহান, নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী, বৈকুণ্ঠ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদে যখন সকল জাড্য নাশ হইল তখন তিনি নিজে দুই শ্লোক পড়িয়া প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই প্রভুদত্ত প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন—

প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা
দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল-
বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরির-
ব্রবীৎ॥

(পদ্মপুরাণ)

অপ্রাকৃত প্রসাদ সম্মানের সময় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের হৃদয়ের এইরূপ গভীর আর্ত্তি ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দের সহিত সার্ব্বভৌমের ও প্রসাদে আসক্তচিত্ত সমস্ত ভক্তগণকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥"

"আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল
তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥"

বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, লৌকিক ও বৈদিক অনুষ্ঠান কায়াকর্ম্মাদি সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মকল্যাণ লাভার্থ নিরন্তর কৃষ্ণনামসেবী ও কৃষ্ণপ্রসাদসেবী বৈকুণ্ঠপ্রজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অশোক অভয় অমৃতের আধারস্বরূপ কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণাম্বুজে সমর্পিতাত্ম হইলে তিনি দয়া করিয়া সেই অনুগতজনকে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রসাদ-সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার মহামহাবদান্যতা।

চতুর্বিধশ্রীভগবৎপ্রসাদ
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপ্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয়। তখন ভোক্তাভিমানে মহাপ্রসাদ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে—দ্রষ্টাভিমানে অপ্রমেয় মহাপ্রসাদকে ভোগ্যবস্তুজ্ঞানে সাপিয়া লইবার বুদ্ধি উদয় করাইবার পরিবর্ত্তে সেই চিন্ময় মহাপ্রসাদকে দ্রষ্টা ও নিজেকে দৃশ্য এই অভিমান এবং তিনি কৃপাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র আমাকে আত্মসাৎ করিতেছেন ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় এবং এরূপ বিচার উপলব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তভোগ-প্রবৃত্তি নিরাকৃত হইয়া থাকে।

ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধ জীব অজ্ঞানবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবদ্বৈশিষ্ট্য পরমাশ্রয়প্রদ হইলেও উহা প্রসাদসেবীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজভক্তভোগবাসনায় উচ্চৈঃস্বরে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমান্নাদি উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ দমন করিতে চেষ্টা না করিলে নানাপ্রকার অসচ্চেষ্টা ও অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং তদ্দ্বারা চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না।

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানীকে মান দিবে কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ভালকে রাধাকৃষ্ণ সদা সেবিবে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতি-ভোজনচেষ্টা হইতে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী জীব 'প্রয়াস'-পরবশ। সেবাসমূহ যাহার বাম। সাধুজন শ্রীচরণে অভিনিবিষ্ট না হইলে ভগবৎ বা কৃষ্ণকৃপা লাভ করা যায় না। সুতরাং ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামীর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। অনাত্মবিৎ কখনই মহাপ্রসাদের কৃপা পায় না। অনুরাগ চিন্ময় মহাপ্রসাদের গুণ-কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবোন্মুখ-চিত্তে সেবা করিবার সঙ্গে সঙ্গে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি অনর্থ এবং অহঙ্কার জীবকে আর ক্লেশ দিতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক ভগবান্‌—এই প্রতীতির দ্বারা অদ্বিতীয় আস্বাদ্য আস্বাদিত অমৃতস্বরূপ মহাপ্রসাদের আস্বাদনমুখে মহাভিমানী গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখিয়া উপলব্ধ করা যায়, অন্য প্রতীতিতে নহে। ইহাই জগজ্জীবের প্রতি মহাপ্রসাদের অপরিসীম কৃপা।

কুমারিকা প্রাটের শিক্ষা

শিক্ষা

কোন কোন কীট যেমন পোকারা (অল্প বয়সের কীট) কতৃক দুধ ও কুড়া মধ্যে প্রবেশ হইয়া সে তাহার অংশ খায়। খাইতে খাইতে পূর্ণ বল পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার সত্তা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহবশে হউক বা ভয়বশতঃ হউক আর দ্বেষ নিমিত্ত হউক একাগ্রমনে সর্ব্বতোভাবে যে বস্তুর সহিত একাকারপরায়ণ হইলে তৎসারূপ্য লাভ করে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন, বিরাগ ও বিবেকের হেতু এই দেহও আমার গুরু হয়েন। (১) বিরাগের হেতু এই শরীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল, এবং নিরন্তর উৎপাতের অধীন। (২) বিবেকের হেতু—যেহেতু এই দেহ দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, রসনা ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু চালিত হয় ... ইহাকে সুখাদি ভোগার্থ জন্য বলিয়া নিশ্চয় পূর্ব্বক অভিমান পূর্ব্বক সাধন করিতেছি।

(অবশিষ্ট অংশ দ্বিতীয় বর্ষ কলমে দ্রষ্টব্য)

যাহারে করিয়া কৃপা ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

শ্রীগৌড়ীয়-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীচৈতন্য, পরবিদ্যা-... গোপাল আচার্য চতুর্দিকে ... । সুপ্রাচীন গ্রন্থ-... প্রকাশ হইয়াছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং ... চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন ... পাঠ, সংকীর্তন, ... এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ... পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া তীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়কাশার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ... রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড , গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৭নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ... রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীএকায়নগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ রঙ্গনকুঞ্জ, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুঁয়রহুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন্সরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২৬ চাটার্জ্জি লেন

রিডমেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৪শে জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬||০
বাঁকা চাল	৫||০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭||০
দাদখানী	৫||০
বাদশা নূতন	৬৵০
ঐ পুরাতন	
রেঙ্গুনে কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪||০
পেশোয়ারী	১০৲-১০||০
দাদখানী আতপ	৫||০-৫|৵
ঐ বাদশাহি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫||০-৫||০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

পাটের দর

আসামে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১|০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০|৵০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
	৯	
কাশকোলা মার্কা	
কানপুর সাদা	৮|০—৯৵০
কানপুর লাল	৭|/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪||০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৭|০—৬|৵০
কুন্দনকাটন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸/০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫|/০
আটা (এস)	৫৲—৫|০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২|০—২৸৵০
নাদাই	১৸/০—১৸০
ভূষি	১৸/০—১৸/০

গুড়ের দর

ভেলা	৫৭৲
রাজশাহী	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
পাটালী	৪৫৲
পাতগুড়	৩৪|০৲

তার	৫৲
কাবুলে	৩৬৲
ছাতা ঘাটাল	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আবেদ সেলাই ফাইন	৫৪৲
সিন্ধু আবেদ শক্ত	৪০৲
কমার্সি সূতলিং কাইন	৪০৲
নামার্থ সাদা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাকা মাছ	৮|০
সুপারী দেশী	১৬|০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭||০
কাঁচ খয়ের	১৫|০—১৭|০
নয়া নূতন পাটনাই	১৭—১৮|০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪|৭|৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮|০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮|০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮|০
টাটা প্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১|০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৸/০
২৪ গেজ—	১১৸/০
২৬ গেজ—	১২৸/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	|৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০|০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩|০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫|০—৬|০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯|০—১০|০
টিন পাতি, বোলটু, গজাল	৬৸০—৭|০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭|০
ঐ	৬৸০—৭৸০
দু: ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩|০
চটকলের হাপরণ ৫৵০, পাটের হাপরণ ৬|০	
তুলার হাপরণ ৪|০	

সন্তোষ কুমার অভিষেক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে যে স্কুল ও বোর্ডিংএর খরচ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমিশ্র জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার.
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীব্রজ:গৌড়ীয়মঠ, ডাকঘর মায়াপুর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলীয় পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৸৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	৸৹
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৯ ১৪-৫৬ ১৬-৫৫ ১৭-৩৬ ২২ ৫৩

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯ ৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ [illegible] ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩।

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৪ ২৭
(বদল) ১৪-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীপ্রেস',
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২৯শে জুলাই, ১৯৩৮, শুক্রবার [১২৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজীকে আহ্বান

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে ওয়ার্ধায় আসিয়া মধ্যপ্রদেশের স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন, তাহার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ডাঃ খিরের পত্র সম্পর্কে কমিটিকে উপদেশ দানের জন্ত অনুরোধ করেন।

গান্ধীজীও ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে যোগদান করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া রাষ্ট্রপতিকে জানান।

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতা সম্বন্ধে আলোচনা

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলের নূতন নেতা কে হইবেন ?—এই সম্পর্কে জোর আলোচনা চলিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি এযাবৎকাল কে নেতা হইতে পারেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

গত ২৪শে জুলাই অপরাহ্নে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে মিঃ এস এস আমের সহিত কমিটির সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। ২।১ দিনের মধ্যে একটা স্থির হইয়া যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নেতৃবর্গের মনোভাব

গত ২৪শে জুলাই রাত্রে রাষ্ট্রপতি বসু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠিয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত সাংবাদী বসুও আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির বর্তমান অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা হইবে না, কারণ নেতৃবর্গ মনে করেন যে, কংগ্রেসের হরিপুর অধিবেশনের পর তৎসম্পর্কে এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই, যাহার জন্ত এই সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করিবার আবশ্যক হইতে পারে। কংগ্রেস কর্তৃক ভারতশাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল কথা উঠিয়াছে, নেতৃবর্গ উহাকে মিথ্যা প্রচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজীর যোগদান

গত ২৫শে জুলাই বেলা ২।৪৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী সেবাগ্রাম হইতে আসিয়া পৌঁছেন। তিনি আসিয়াই সোজা কংগ্রেস সভাপতির কক্ষে চলিয়া যান। কংগ্রেস সভাপতির কক্ষে তৎপূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটির অপরাহ্নের অধিবেশনের জন্ত সদস্যরা আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টার শেষ পর্য্যন্ত কতদূর কি হইল, রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে সে বিষয়ে সকল তথ্য অবগত হইয়া গান্ধীজী বঙ্গীয় পরিষদের কংগ্রেসী দলপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে বাঙলার মন্ত্রিসভা হইতে মিঃ নৌশের আলীর পদত্যাগের পর বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা জানিতে চাহেন। অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটি যে যে বিষয়ে গান্ধীজীর পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছেন সেই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কুদ-বিষয় আলোচনা ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন প্রশ্নের আলোচনায় ওয়ার্কিং কমিটি আত্মনিয়োগ করেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত তিন ঘণ্টাকাল আলোচনার পর ৫.১৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী সেবাগ্রাম রওনা হইয়া যান।

ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাবাবলী

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

(১) মনসা তালাচার দুর্গ, কাম থানী ও বিয়াদের জনগণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্ত অহিংস সংগ্রাম করিয়া যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য ওয়ার্কিং কমিটি উক্ত রাজ্যসমূহের জনগণকে অভিনন্দিত করিতেছে।

(২) উড়িষ্যার নীলগিরি রাজ্যে সভাসমিতি শোভাযাত্রা ও প্রতিষ্ঠান গঠন নিষিদ্ধ করিয়া রাজ্যের কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারী করিয়াছেন এবং এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে উক্ত রাজ্যের জনগণ যে অহিংস সংগ্রাম করিতেছে তজ্জন্য কমিটি উক্ত রাজ্যের জনগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

(৩) ষ্টেট কংগ্রেস কমিটিসমূহ কিছুকালের জন্য পূর্বের মতই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিসমূহের এলাকাভুক্ত থাকিয়া কাজ করিবে বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছে।

(৪) কমিটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব অফিস সেক্রেটারী মিঃ বি রাজারাও আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে।

(৫) মিঃ বি রাজারাও কংগ্রেসের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কমিটি মৃতের বিধবা স্ত্রীকে এক হাজার টাকা সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

(৬) প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্বাচন সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট তৎসম্পর্কে কোন অভিযোগ করা চলিবে না এবং কমিটিও তাহা গ্রহণ করিবে না।

(৭) ডোমিসাইল (ক) সরকারী চাকুরী (খ) শিক্ষা (গ) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে, বিহারী বাঙালী বিতর্ক চলিতেছে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এবং চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিবার জন্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর ভারার্পণ করিতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই বিতর্কের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে বিহার ও বাঙলার সংবাদপত্রসমূহকে কোন আন্দোলন না করিয়া এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবার জন্য নিবেদন করিতেছে।

শিল্প-মন্ত্রীদের সম্মেলন

ওয়ার্কিং কমিটি শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয় মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভি ভি গিরির গোচরে আনিলে তিনি ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট জানাইয়াছেন যে, এই প্রস্তাবের ফলে ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পোন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনার ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবে এবং কোন দ্রব্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিবে না। ফলে প্রত্যেক প্রদেশেরই স্ব-স্ব শিল্পের প্রসার ও উন্নতি করা সম্ভবপর হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গানহস্তা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষ্য ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবৎ... (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। ভক্তমালাবলী বা সারাসারদর্শনী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সারগ্রাহী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবপঞ্চকঃ ৴০
৬৭। সারাঙ্গদর্পণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডার্স অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। অ্যাবাউট গৌড়ীয়মঠ ইন লণ্ডন ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩ গীতাবলী ৴
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৯শে জুলাই ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ১২৮৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণ-সদনে চাতুর্ম্মাস্যব্রতপালন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়প্রবণসদনে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত ত্যক্ত মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করিতেছেন। নিয়মিত পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। পাঠমুখে শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী চতুর্ম্মাস্যব্রতের মাহাত্ম্য, ব্রতপালনের উদ্দেশ্য, শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মে চাতুর্ম্মাস্যব্রতধারী মুনিগণের সেবার ফল ও শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্যব্রতপালন বিষয় আলোচনা করেন। বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তিগণও চাতুর্ম্মাস্যব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণের জন্য প্রবণ-সদনে যোগদান করিতেছেন।

গঞ্জামে প্রচার

গত ১৬ই জুলাই তারিখে বহরমপুরে ব্রাহ্মণগণের উৎসাহে তথায় শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ১৭শ অধ্যায় হইতে 'অতাধিক-জন্য এষঃ', 'পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপম্', "অর্থৈর্জাতি ন সেবেত" শ্লোকগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। কলিস্থানপঞ্চকের অন্যতম যে 'সূনা' তাহা কি কেবল মৎস্যাদি পশুহিংসা অথবা জীবমাত্রই হিংসা অর্থাৎ বৃক্ষলতাদি জনন জীবহিংসার মধ্যে পরিগণিত হইবে, এতদ্বিষয়ে পাঠে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করায় ব্রহ্মচারীজী নানাশাস্ত্রযুক্তিমূলে জীবহিংসার মাহাত্ম্য বুঝাইয়া শ্রোতৃবর্গের সন্দেহ নিরসন করেন। পাঠে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তৎপরদিবস সন্ধ্যার সময় উৎকলাঠি গ্রামের শ্রীযুত গৌরহরি বেহেরা নামক জনৈক ভদ্রলোক প্রবণেচ্ছু কয়েকজন শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রবণসদনে উপস্থিত হন। সান্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীজীর মুখপদ্মেরূপে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যাহা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হইতে "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করত শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। 'অনুকীর্ত্তনম্' শব্দ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' কথাও আলোচনা করেন। যম নারায়ণের পরিত্যাগ করত সতত হরিকীর্ত্তনই যে একমাত্র অভয় বা মৃত্যুভয়নাশক তাহা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন। শেষে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে উপস্থিত নিম্নলিখিত ভদ্রব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবিপ্রচরণ সাহু (পি, ডব্লিউ, ডি, ওভারসিয়ার), শ্রীগৌরাঙ্গচরণ বেহেরা (জেলা বোর্ডের অফিসার), শ্রীত্রৈলোক্যচরণ পট্টনায়ক (হেডপণ্ডিত বর্ম্মা বোর্ড স্কুল) প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণসদনের বেহেরপুর পল্লীর শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের গৃহে গমন করত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সাত্বত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবসত্য যখন কৃপাপূর্ব্বক শব্দব্রহ্মরূপে আমাদের সেবোন্মুখ প্রবণে অবতারণরূপে জগতে অবতরণ করেন, তখনই আমরা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইবার সুযোগ লাভ করি, যদি আমরা প্রণতি সহকারে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে পশ্চাৎপদ না হই। বাস্তবসত্য আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে তাঁহার দৃশ্যরূপে জানিবার যোগ্যতা প্রদান করিতে সমর্থ। এই যোগ্যতা প্রদানের অধিকার বাস্তবসত্যের একচেটিয়া। যাঁহার বাণী শ্রৌতপন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে তিনি বাস্তবসত্যাশ্রিত কিনা, শ্রৌতবাণীর কর্ত্তৃক পরিচালনের দ্বারাই এই সংশয়ের সমাধান হয়।

শ্রৌতপন্থা অবলম্বনে বাস্তবসত্যের আহ্বান এইরূপ—'কৃষ্ণরূপ হঁয় জগন্নাথ পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। তটস্থশক্তি বশতঃ জীব সকল বহিরঙ্গা প্রকৃতিকর্ত্তৃক কবলিত। তটস্থধর্ম্ম বশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত; জীব জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য'।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যে সমুদয় ব্যক্তি শাস্ত্র অনুসারে বাস্তবসত্যের সেবা করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া প্রণালী কখনই বুঝিতে পারা যায় না, যদি আমরা সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির অতীত হইবার চেষ্টা না করি। তাঁহারা অপ্রাকৃত জীবন সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির অতীত হইবার যোগ্য না হই। তজ্জন্য আমরা আরও বুঝিতে পারি—কেন অপ্রাকৃত পারমার্থিকগণ তাঁহাদের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের দ্বারা উপেক্ষিত কিংবা সম্মানিত হইয়াছেন। 'জগবস্তু'গণের সম্বন্ধে যে অপ্রাকৃত জ্ঞানই তাহা জানিবার উপায় নহে, এই 'অপ্রাকৃত' বস্তু বাস্তবসত্য জানিবার হেতু প্রকৃতভাবে অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আত্মনিক্ষেপ করিতে হয় না করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাস্তবসত্যাশ্রিত পরমার্থিক ও প্রাণ তাঁহার আত্মনিক্ষেপ অনুকূল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহা বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রেরই নিরপেক্ষ বিচারের সম্পূর্ণ অনুধাবনযোগ্য।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"শ্রীভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে রসাতলে চলিয়া যায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ শ্রীধর তিথি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৪২

দীক্ষাগ্রহণমাত্রই কি শুদ্ধভক্তি লাভ হয়?

—::•::—

সকপূর্বে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি, দীক্ষামাত্রই জীব মুক্তি লাভ করেন। কথা সম্বন্ধে সেই শ্লোক। যথা—

দীক্ষাধারেণ বহবঃ সন্তি লোকা
নন্দীশ্বর বৈ।
কিন্তু পুরশ্চ স্ফুটা ভক্তা পুনশ্চ দুর্লভ
মতাঃ॥

এই দীক্ষিত ব্যক্তিগণ গুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করত দিব্যাদিব্যবিবেকযুক্ত হইয়া দেহ, মন ও বাক্যকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, সর্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণবিধানকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাছে থাকিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে সহায়তা করিতেছেন।

নিতাই ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অজ্ঞান ছাড়িয়া।
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ)

দীক্ষার অপর নাম দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান বা তত্ত্বোপলব্ধি। শ্রীগুরুদেব কৃপা পূর্বক এই দীক্ষা প্রদান করেন। পরম-করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাকে অনধিকারী বিচারে পাঞ্চরাত্রবিধানের উদ্দেশ্যে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অদ্যাপি আমার দীক্ষাগ্রহণমাত্রেই দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই। তবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে দিব্যজ্ঞান-লাভের জন্য যত্ন করিতেছি মাত্র। সাধুগণ অযোগ্যের কৃপাই একমাত্র সম্বল।

যিনি বাস্তবিকই দীক্ষিত, যিনি প্রভু-কৃপাপ্রাপ্ত বা প্রভুর অনুগত, তিনিই শুদ্ধভক্তির অধিকারী। মাদৃশ অযোগ্য জীব দীক্ষাগ্রহণমাত্রই শুদ্ধভক্তি-সাধনে অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং রজস্তমো-গুণপ্রাপ্তিত আমাদিগকে প্রথমে সাধুসঙ্গে সাধুসঙ্গের মূল প্রয়োজন এবং বিষয়বাসনার মূল প্রয়োজন দমন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গ্রহণ আহার এবং চক্ষু কর্ণ-নাসা-জিহ্বা ত্বগাদি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়রাজ মনের দ্বারা অত্যধিক বিষয়-ভোগচেষ্টারূপ অত্যাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের আহরণ চেষ্টাকে প্রশমিত করিয়া ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। ভাগবত-শ্রবণ ও প্রজল্প দূর করিয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে সঙ্গদোষ ও অসৎ দূর করিতে হইবে। সাধুসঙ্গফলে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন-বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে এবং ভক্তিতে গাঢ় শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্তি-সাধনে অধিকার জন্মিবে। অতএব সদ্গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত সকলেই শুদ্ধভক্তিসাধনে অধিকারী নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনর্থ বা কৃষ্ণ-বহির্মুখতা সকল অসুবিধার মূল। অনর্থমুক্ত না হইলে শুদ্ধভক্তিতে বা রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। অনর্থমুক্ত আত্মারামগণ পুরুষই শুদ্ধভক্ত বা অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী। অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজসুখভোগে উদাসীন নিষ্কিঞ্চন ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী রাগমার্গের উপাসকগণের মধ্যে ব্রজগোপী ও ব্রজবাসী ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। এই রাগানুগ সাধকের সংখ্যা অতি অল্প। বহু জন্মান্তরে কোন ভাগ্যবানের সেবা দেখিয়া তাহার লোভ হয় এবং শুদ্ধবৈষ্ণব তাঁহাকে অহৈতুকী কৃপা করেন, তাঁহারই এই সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈধভক্তের সংখ্যাও বেশী। আমরা যেন কেহ জোর করিয়া রাগানুগা সাজিতে গিয়া বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক অধঃপতিত না হই।

দীক্ষামাত্রই শুদ্ধভক্তির অধিকারী। ভক্তিসাধনে 'চতুর্থীন' অপেক্ষা নাই অর্থাৎ ভক্তিসাধনকে চতুর্থীর নিয়ম পৃথক চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই চতুর্থীফল হইয়া থাকে। আবার ভক্তিদেবী নিরপেক্ষা বলিয়া, সদাচারপালনের অপেক্ষা করেন না বলিয়া অসদাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতে হইবে না। পরন্তু ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ এবং প্রতিকূল বিষয় বর্জনের জন্য যত্নপর হইতে হইবে এবং শুদ্ধভক্ত গুরুবৈষ্ণবের নিকট বল ভিক্ষা করিতে হইবে। শুদ্ধভক্তির আগে কর্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। অনর্থযুক্ত কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ সাধনের প্রথমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিসাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্বে জীবের কর্মমিশ্রা বা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই সাধনীয় জানিতে হইবে। এই অনর্থযুক্ত সাধকগণ আপনাদিগকে শুদ্ধভক্তের সহিত সমজ্ঞান করিলেও শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন না, তাঁহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রা ভক্তিতেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং অনর্থযুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট—সাধনভূমিকার পঞ্চম স্তরে অবস্থিত শুদ্ধসাধনভক্তের ন্যায় অমিশ্রা ভক্তির সাধনযোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। কেহ যদি অধিকার না বুঝিয়া বিধি উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অধঃপতিত হইয়া ভক্তিপথ হইতে অনেক দূরেই অবস্থান করিবেন। এই ভক্তদের ক্রমোন্নতির বিষয় সম্যক্ জানিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক নিরন্তর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়।

যাঁহারা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা যে, 'বিষ্ণু আমাদের উপাস্য নহেন, কৃষ্ণই আমাদের উপাস্য।' কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত সাধকের বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। বদ্ধজীবের কৃষ্ণোপাসনার যোগ্যতা নাই। কৃষ্ণ মুক্ত কুলেরই উপাস্য বস্তু। বিষ্ণুর উপাসনা-প্রভাবে জীব মুক্ত হইয়া কৃষ্ণভজনের অধিকার লাভ করেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বারা অনর্থরূপ অসুরকুলের বিনাশ সাধন করিয়া ভক্তকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণোপাসক বলিয়া অভিমান করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণোপাসক হইতে পারি না। আমাদের কৃষ্ণোপাসনা বিষ্ণুপাসনারই অন্তর্গত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত সৌভাগ্যবান্ জীব ব্যতীত কেহই কৃষ্ণো-পাসক হইতে পারেন না। বস্তুতঃ বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভিন্ন ও বিভুতত্ত্ব। রসগত বিচারে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও বদ্ধজীবের তাহা আলোচ্য নহে। অনর্থমুক্ত ভক্তের হৃদয়ে গুরুকৃপায় ইহা উপলব্ধ হয়। দীক্ষিত ব্যক্তিগণই ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারেন।

বদ্ধজীবমাত্রেরই দীক্ষা প্রয়োজন। নতুবা মঙ্গলের কোনও আশা নাই। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ মঙ্গলাভের জন্য সব ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের বিগ্রহসেবা করিতে করিতে তৎকৃপায় মুক্ত হইয়া নিত্যকাল তাঁহার সহিত সেব্য-সেবকসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সেবোন্মুখচিত্তে বাস করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

ভক্তের দেহ চিদানন্দময়। মায়াবুদ্ধি হইতে যে দেহটী জগতে আগমন করিয়াছিল তাহা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই ভক্তের অলক্ষিতে বিনষ্ট হইয়া যায়—একথা আমরা সাধু শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে জানিতে পারি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তদীয় সারার্থ-দর্শিনী টীকায় (৫।১২।১১) বলিয়াছেন,—"প্রাকৃতদেহভক্তিমাধীনামেব ভক্তসংসর্গেণা-প্রাকৃতত্বম্ স্পর্শমণিস্থায়েনৈব সাধু বুধ্যামহে। * * অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব ভক্ত গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি যথা ভক্তি-মাহাত্ম্য-দর্শনার্থমলক্ষিতমেব স্থাপয়ে দিব্যা-কৃতানি তাৎকালিকমেব প্রাপ্তং বা'ঞ্চ।" অর্থাৎ স্পর্শমণি দ্বারা যেমন লৌহ স্বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, ভক্তিসংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশ-কাল হইতেই ভগবান্ ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের গুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সকল অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি ভক্তের অলক্ষিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

বদ্ধজীব আমরা সেই বৈষ্ণবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব পরিচয়ে পরিচিত করি এবং তাঁহার চিন্ময় দেহকেও জন্মবংশাদি জড়ধর্মের সহিত মনে করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হই।

বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা,
নির্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥

যেরূপ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষা বিধানের দ্বারা নরমাত্রেই অনুষ্ঠেয় সেবনযোগ্যতা লাভ হয় এবং ক্রমে শুদ্ধসেবা লাভ হইয়া থাকে।

[illegible] 'হ্ন হ'য়ে কলিকাতার ব[illegible]

১৩শে জুলাই [illegible]পর কার্যাতীর্থ)

[illegible] ডাক্তারের ম[illegible]ম মন। তুমি [illegible] ডাক্তা[illegible]ার কি দুল-[illegible]র্ণ কি পরাম্বর্ক

[illegible] ভক্তবর্গনেই নিরত থাকিবে? তা'তে কি সুখ পাও? দাসলোক-সাদৈর ভিলাষ কি তোমার প্রয়োজনীয় নহে? শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মসেবাভিলাষী হ'য়ে সংসারের, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ ক'রে অতীইলাভের একমাত্র উপায় যে শ্রীআচার্য্য-বাণী, তাহার অনুশীলন ও আচরণে পরি'নষ্ঠিত না হ'য়ে উদাসভাবে, উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভোজনশয়নালাপনবিচরণাদিতে ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ থাকা কি বুদ্ধিমানাভিমানী তোমার অতীব দুরাচারদের লক্ষণ বা মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে? শ্রীআচার্য্যবাণী কি তোমার নিত্য নিরন্তর শ্রোতব্য, কীর্ত্তব্য, বিচার্য্য ও ধ্যেয় হইবেন না? শ্রীগুরুপাদপদ্ম তোমায় যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কি তোমার মনে নাই? তিনি জানাইয়াছেন—

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
বিলাস যুগলস্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, আর নাই ইহা বই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ব তত্ত্বসার।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।

তবে একমাত্র সাধ্য ও সাধন, সর্ব্বতত্ত্ব-সার, অভয়দাতা, মঙ্গলপ্রদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুনির্ম্মল ভক্তালোকে ভাসিত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বস্তুস্বরূপক সচ্চিদানন্দময় কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন যে শ্রীনাম, সেই মধুর নাম সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনমুখে স্মরণ কর না কেন? তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীসেবৈক-নিষ্ঠায় ও কায়মনোবাক্যে কৃপাপূর্ব্বক তোমার হৃদয়কন্দরে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া কুটিনাটি-ভুক্তিস্পৃহা, অসৎসঙ্গ, জাড্য ও তামসিকতা, বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান বা কুতর্ক প্রভৃতি পূজা-প্রতিষ্ঠা-লাভাকাঙ্ক্ষাসমূহ নিরস্ত না করেন ততদিন পর্য্যন্ত তোমার চৈতন্যের উৎপাত বা অনর্থ দূর হইবে না, তুমি নিষ্কপটে ও নিরন্তরে শ্রীনামশ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণ করিয়া প্রকৃষ্টভাবে আত্মপ্রসন্নতা ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্য এক্ষণে তোমার 'হরে কৃষ্ণ' সম্বোধনে নিত্য ও আশ্রয় শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে অন্ততঃ এই প্রতিদিন অন্তরভাব-বর্দ্ধনশক্তি ও যুগপৎ তাঁহাদের পাদপদ্মে অনুরাগ-লাভ-প্রার্থনাই একমাত্র তপঃ হওয়া উচিত। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অনুগ্রহজনিত লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার অপার করুণাদৃষ্টির গোচর হইতে পারিলে তোমার সমস্ত অজ্ঞানের ঘোর ও অহংকারজনিত অবিদ্যাসেবোন্মুখ ঘুচিয়া যাইবে। তখন তুমি নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মসেবানন্দাধীন থাকিয়া আনন্দময় হইয়া আনন্দবিধান করাই যে একমাত্র পুরুষার্থ, তাহা অবগত হইবে।

তাই তোমার প্রতিপত্তিবর্দ্ধন-মানসে তোমার চরণে ধরিয়া কাতরস্বরে এই প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কেবল ত্যাগী বা ভোগী এই অভিমানে দাম্ভিক না হইয়া সত্য সত্যই নিঃশ্রেয়োলাভে যত্নবান্ হও; দরিদ্র আমি, দুর্ব্বল অযোগ্য আমি, সেবালাভে বঞ্চিত আমি, আমাকে আর বৃথা পরীক্ষালাভে ভোগ বা মুগ্ধ করিয়া রাখিও না। সংসার-ফাঁদে ফেলিয়া রাখিয়া আর আমায় নিরর্থক কাঁদাইয়া তোমার কি লাভ? তুমি সদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হওয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা-লাভোদ্দেশে দৈন্য সহকারে আমাকে তাঁহাদের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে দাও; তুমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য নিরন্তর স্মরণ কর, আত্মকল্যাণের পথ হইতে চ্যুত হইও না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমল উপদেশ স্মরণ কর, বিচার কর, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও। এখন আমি সেই গীতটী কীর্ত্তন করি তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর—

শ্রীগুরুদেব!

তোমার চরণপদ্ম অনুরাগ সুধাসম
সাগর শীকর যদি পায়।
যে নর এ দীনজনে কোন কাঁথা সংঘটনে,
তার সব দুঃখ দূরে যায়।
সে সুধা সমুদ্রকণ সংসারাগ্নি নির্ব্বাপণ
ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তার।
পরম বিন্দু এ দিয়া তোমার চরণে লক্ষা
সেই ভবে আনন্দ অপার।
এ বিনোদ সেবক কাঁদে পাতঃ সংসারফাঁদে
বলে, নাহি কোন আশা মোর।
এ ঘটনা না ঘটিল আমার জনম গেল
বৃথা দৈন্য হ'য়ে আত্মভোর।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজী

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ৵৹; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸৵ আনা।

[শ্রী]ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব

[১৫ই জুলাই (১৯৩৮) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণের মর্ম্মানুবাদ]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী শ্রীল ঠাকুরের চরিতামৃত-মহোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান গত ৮ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে চলিবে। এতৎসম্পর্কে ঠাকুরের পবিত্র চরিত্রের কয়েকটী বিষয় উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর এই প্রপঞ্চে আবির্ভাবলীলা আবিষ্কার করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-ধর্ম্মের কথা জগতে সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া উক্ত প্রচারকার্য্য-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই প্রচারকার্য্যের উপযোগী সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রচার-কেন্দ্রের সহিত ভারতের ও জগতের সর্ব্বদেশে পরমার্থ ও ইহার প্রণালীক চিন্তাধারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচনা-গুলির দ্বারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা আধুনিক যুগের সহজবোধ্য হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পারমার্থিক সত্যের নিরূপণ ও প্রচারের জন্য সত্যের স্বপ্রকাশ পদ্ধতির পরিবর্ত্তে তর্ক বা অবলম্বন করেন নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিক্ষা দিয়াছেন যে, প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিষয় সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তবসত্য (Absolute Truth). পারমার্থিক সত্য আপেক্ষিক সত্যের সহিত সমজাতীয় নহে। যাঁদের বিচার-পদ্ধতি যে সমস্ত বিষয় মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সে সমস্তের অভিজ্ঞতার দ্বারা আপেক্ষিক সত্য মাত্র অধিগত পারা যায়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পারমার্থিক সত্য নির্দ্ধারণের জন্য পারমার্থিক সত্যের অবাধ স্বতঃ স্বপ্রকাশশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে পরমার্থসত্য অপরকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতিতে বাস্তব সত্যের স্বপ্রকাশিকা শক্তি ও পরমার্থজিজ্ঞাসুর স্বপ্রকাশনগ্রহণের চেষ্টা এই উভয়ের সম্মিলন সম্ভব হইয়াছে। মানবের বিচার-শক্তির পরিচালনা জিজ্ঞাসুর চেষ্টার গৌণ অঙ্গরূপে বিচারকরূপে যথোপযুক্তভাবে গৃহীত হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠ ঠাকুরের গবেষণা ও প্রচারপদ্ধতি এবং তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের বহুল প্রচারের জন্য ঠাকুরের পদ্ধতির অনুসরণে তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। বাস্তব সত্যের গবেষণা ও প্রচারপদ্ধতি সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। আম্নায়পারম্পর্য্যে (শাস্ত্র ও গুরুপারম্পর্য্যে) অবতীর্ণ শ্রৌত-বাণী (Word) বাস্তব সত্য সম্বন্ধে মানবের অবিসংবাদিত একমাত্র প্রমাণ। শ্রৌতবাণীই বাস্তব সত্য। বাস্তব সত্য অবিচ্ছিন্ন ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধ পারমার্থিক গুরুপরম্পরায় যথা নিয়া তাঁহাদের জিহ্বায় শব্দরূপে এই জগতে নিজকে প্রকাশিত করেন। পারমার্থিক গুরুবর্গের বাণী তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়। সদ্গুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর চরণে সম্পূর্ণ প্রপত্তি স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে তাঁহার বাণী শ্রবণ আবশ্যক হয়। বাস্তব সত্যের অভিজ্ঞতা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতের ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞানের ব্যবহারের দ্বারা লাভ করা যায় না। জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত। যেহেতু ইন্দ্রিয়-গণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি [illegible] নিখুঁত নহে এবং এতদুভয় [illegible] নানা কারণ রহিয়াছে। মনুষ্য [illegible] এই। যে। আমাদের জড়েন্দ্রিয় [illegible] ও জাগতিক বিচারে নিজের [illegible] করিতে চেষ্টা করিলেও তদ্দ্বারা বাস্তবসত্য জানা সম্ভব নহে। ইহার কারণ এই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের গঠনই এইরূপ যে, তাহারা খণ্ডিত খণ্ডিত এবং অসত্য প্রতীতি মাত্র প্রদান করিবার যোগ্য। এই প্রকার বিপর্য্যস্ত এবং খণ্ডিত প্রতীতি স্তূপীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা অখণ্ড সত্যের স্বরূপের কোনই ধারণা হইতে পারে না। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং বস্তুদর্শন করিবার জন্য অন্য প্রকার করণ অবলম্বিত না হইলে বস্তুর যথার্থ অভিজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এই যে, বাস্তব-সত্য স্বয়ং সাধকের তাঁহার অবাধ কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন। আমরা যখন বাস্তব-সত্যের অভিজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করি, সেই সেই সম্বন্ধে বাস্তবসত্যের অবাধ কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা বাস্তবসত্যের কর্তৃত্বাধীন হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারি।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য।)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট, শ্রীশ্রীগৌর-গোপাল বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীগৌর-প্রকাশ ছাপাখানা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৯১১৩ কানেকশন শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহরিকথা পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি প্রচারের সমাবেশ, 'নদীয়া প্রকাশ' এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং বিগ্রহ বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণকানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীপাদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া তীর্থ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভুটিয়া রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাপাড়ী,

পোঃ কোহল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

গৌড়মণ্ডল। মথুরা

... নাই। সেইজন্য

(৫১) শ্রী... মহাপ্রভুর ...

পোঃ ... আত্মসমর্পণ

শ্রীসুবর্ণগৌর ... সর্ব্বস্ব সমর্পণ

... বিগ্রহসেবা করিতে

(৫২) ... বিদ্যাভবন

পোঃ কভুর, ...

শ্রীশ্রী ... গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবর্ত্তন-মন্দির

পোঃ ... , গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ দাসপুরপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণনগর, পোঃ চিরকুন্দা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং পিটইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইক্ রোড

ব্রাইটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়.

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯৬ চাটার্জ্জি লেন

ত্রিবেণী রোড, নাগপুর (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৪শে জুলাই ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বালাম	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
দাদখানি	৫৷০
বাদশা নূতন	৬৷/০
ঐ পুরাতন	৬৲
কৃষ্ণশাল কোয়ালিটি	৭৲
সিদ্ধ বেগুন	৬৷৷/০
আতপ—	
নূতন আতপ	৬৲—৬৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দুধকলমী আতপ	৫৷০-৫৷৷/
ঐ বালাম	৫৲-৫৷/০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৬৷/০

পাটের দর

আসাম—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বাঁধা দর—	৪১৲

চিনির দর

কাশীপুর, টাউন	১০৷/০
বসিপুর ১০০০ নং	১৭৲
ঢাকেশ্বরী বাঁধা	৯৷
কানপুর মার্কা	৮৷০ ৯৷/০
কানপুর বাঁধা	৭৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	৩২৲
রূপার বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সেকেন্ড ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷/০
ক্লাসেকোয়ালিটি ঐ	৬৲—৬৷/০
[illegible] ঐ	৫৷/০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৷/০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷/০
[illegible]	১৷৷/০—১৷৷০
[illegible]	১৷৷/০—১৷৷/০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৩৪৲
[illegible]।	৷৷৭৲

আখ	৭৲
কাবুলে	৬৬৲
ঢাকা পাথরী	৪১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

আমেদ সোলার কাটন	৫৪৲
লিট্ল আমের কাটন	৬০৲
করাচি পুরানি কাটন	৭০৲
চাকার্স বাঘা	৫৫৲
ঐ কাটন	৫১৲

মেথেস্তি মসলা

প্রতি মণ

পাকা মাল	
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭.
কাটা সুপারী	৭৷০
[illegible]	১৩৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—　বড় প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
১৪ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট　৮	১৷৷/০
২৪ গেজ—	১১৷৷/০
২৬ গেজ—	১২৷৷/
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷৷০
পীস	৷/১০—৷৷/০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (খাজিন)	১০৷০
গেট কাটা বা চিট কাটা বণ	৩৷০—৩৷৷০
পাতি কাঠি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	২৷০—৬৷০ ডজন
গোল ও ড কাঠি লম্বা ১—৩ফুট ৯	—১০৲
ঐ　„　৩—১০ ঐ ৯৷০	—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, ওয়াসে	৭৷৷০—৭৷০
গোল ওড বি-টি-এম্বস ও কনক্রিটের	৭৷০
ওড	৬৷৷০—৭৷৷০
বুট ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২০৷০

টিকলের তালম ৫৷/০, পাটের তালম ৬৷০ কুলায় তালম ৯৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ বনফীল্ড লাইন গোলাপটী, বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] আশ্চর্য্য। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা [illegible]

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু [illegible] বলিয়াই ইহার কাটতি [illegible] অধিক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷/০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকারান্তরে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাদির শিক্ষাসারও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রাক্তন অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ধর্ম্ম এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিরাট প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অংশে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকা (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	৸০
সিকিকলম	৫৲	৩৲		২৸০
অর্দ্ধকলম	৮৲	৫৲		৪৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	
"	সিকি কলম ১৫৲	১২৸০
"	অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৸০
"	এক কলম ৩৫৲	৩০৸০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৮৲
ষাণ্মাসিক "	৪৸০
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

								শনিবার ভিন্ন	
কলিকাতা	৪-৩৬	৫-৩৬	৭-৩৬	১২-৩৬	১৪-৩৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৩৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১		৮-৫০	১৪-২০	১৫ ৪১				
(বদল) ছাঃ	৬-২৬		৯-০৩	১৪-৫০	১৬-৫৬				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-১০	১০-৮	১৫ ২০	১৬ ৩০	১৭-২৮	১৯-৪	১৯-৪৮	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১			১৭-৩৮		২০-৮	
নবদ্বীপঘাট	৭-৫১		১১ ১০			১৮-১৬		২০-৪৬	

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা	৯-৩৬
শান্তিপুর পৌঃ	১১-৪২
(বদল) ছাঃ	১২-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১২-৫৩
ছাঃ	১৩-২২
নবদ্বীপঘাট	১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট		৫-৪৫		৯ ২৫		১১-০৫	১৬-০	১৮-৩৯	
কৃষ্ণনগর	৩-৫৬	৬ ২৩		১০-৩		১২-১৩	১৬-৩৮	১৯-১৯	
		৭-২০	৯-১৬		১১-৪১				
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন)				১০-১১		১২-২১	১৬-৫৬	১৯-২৫	২০-৫৭
রাণাঘাট				১০-৪৬		১২-৫৬	১৭-৩১	২০-১০	
(গাড়ীবদল)				১১-০		১৩-৬	১৭-৪১	২০-৪৬	
কলিকাতা	৬-১১	৯-২০	১১-৫৬	১২-৬	১৪-১১	১৪-৫৬	১৯-৬	২২-৬	২৩-২০

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর	১৩-১৪	১৭-১০
শান্তিপুর	১৩-৫৫	১৭-৫১
(বদল)	১৪-০	১৮-১
রাণাঘাট		১৮ ২৭
(বদল)		১৮-৪৩
কলিকাতা	১৬-১৬	২০-৩

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৩০শে জুলাই, ১৯৩৮, শনিবার [১২৯তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১।৮।৩৮

(১)

৬০২ বাংজারি ৩৮ দাবী ১০৭।৶৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ ছাবেরা বিবি দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৬০নং খং ২৫—৮১৭৩ক জমির ৩১৶১০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(২)

৬০১ বাংজারি ৩৮ দাবী ৬১৭।০

ডিঃ শিশির কুমার তরফদার

দেঃ আশুতোষ হালদার দিং সাং কলিঙ্গ পোঃ বাবলারি

থানা তেহট্ট মৌজে কমলাপুর মধ্যে এবং খং ও ৩০নং চান্দেরঘাট মৌজার এবং খতিয়ানভুক্ত ২৫৮১৲ টাকার দরপত্তনী জমা দেনদারগণের পূর্বাধিকারীর ।০আনা অংশ খারিজ হইয়া ৬৪৫।০ দরপত্তনীজমা পুনরায় খারিজ হইয়া ১০৭।৮ টাকার দরপত্তনী জমা ডিঃ সং প্রচলিত আছে, উক্ত দরপত্তনীজমা যার যকল যহল যপ্রজা বাগবাগিচা খাল খন্দক নদী নালা হাটঘাট বাজার বনজঙ্গল ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

৬০২ বাংজারি ৩৮ দাবী ৬১৭।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে এবং খং ও ৩০নং চান্দেরঘাট মৌজার এবং খতিয়ানভুক্ত ২৫৮১৲ টাকার দরপত্তনী জমা দেনদারগণের পূর্বাধিকারীর ।০আনা অংশ খারিজ হইয়া ৬৪৫।০ দরপত্তনী জমা পুনরায় খারিজ হইয়া ১০৭।৮ দরপত্তনী জমা দেনদারগণের নামে ডিক্রীদারের সেরেস্তায় প্রচলিত আছে, উক্ত বাকীপড়া দরপত্তনী জমা যার যকল যহল যপ্রজা হাটঘাট বাজার বনজঙ্গল প্রভৃতি ষোলআনারকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৪)

৬০৩ বাংজারি ৩৮ দাবী ৬২৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা তেহট্ট ঐ মৌজে এবং খং ও ৩০নং চান্দেরঘাট মৌজার এবং খতিয়ানভুক্ত ২৫৮১৲ টাকার দরপত্তনী জমা দেনদারগণের পূর্বাধিকারীর ।০আনা অংশ খারিজ হইয়া ৬৪৫।০টাকা দরপত্তনী জমা পুনরায় খারিজ হইয়া ১০৭।৮টাকা দরপত্তনী জমা ডিক্রীদার সেরেস্তায় প্রচলিত আছে উক্ত দরপত্তনী জমা যার যকল যহল যপ্রজা বাগবাগিচা হাটঘাট বাজার, নদী, নালা, বিল, বনজঙ্গল প্রভৃতি দেনদারগণের ষোলআনা রকম দরপত্তনী জমা বাকীপড়া দরবস্ত হুকুক মূল্য ২০০৲

(৫)

৬০৪ বাংজারি ৩৮ দাবী ৬১৭।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে এবং খং ও ৩০নং চান্দেরঘাট মৌজার এবং খতিয়ানভুক্ত ২৫৮১৲ টাকার দরপত্তনী জমা দেনদারগণের পূর্বাধিকারীর ।০আনা অংশ খারিজ হইয়া ৬৪৫।০ টাকা দরপত্তনী পুনরায় খারিজ হইয়া ১০৭।৮টাকা দরপত্তনী জমা ডিক্রীদার সেরেস্তায় প্রচলিত আছে, উক্ত দরপত্তনী জমা যার যকল যহল যপ্রজা বাগবাগিচা হাটঘাট বাজার বিল খন্দ নদীনালা- বনজঙ্গল প্রভৃতি ষোলআনা রকম বাকীপড়া দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৬)

৭০৭ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৮৩।৯

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী দিং

দেঃ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সাং হাটগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিক্রীদার বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সং ৪১০নং খং ।৶৶০আনা অংশে ৩৫৲ টাকার যে পত্তনী জমা লেখা আছে উক্ত জমার দেনদার ষোল আনা রকম স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছে। উক্ত পত্তনীজমার যকল যহল যপ্রজা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৭০৮ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৬৵০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ রাধাকৃষ্ণ কর্ম্মকার দিং সাং বড়ইটনা, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড়ইটনা গ্রামে ডিঃ সং ৮৮নং খং ৫-৫২শতক জমির ১১৸১৫ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

৭০৬ বাংজারি ৩৮ দাবী ২১১।৶৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ মনমোহন নন্দী দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর নূতন সড়ক মধ্যে ডিঃ অধীনে ৩৭৫নং খংভুক্ত ২-৬৪ শতক জমির ষোলআনা রকমে ৩৫৲ টাকার মৌরশী জমার দেনদারগণ দখলিকার আছে, উক্ত জমাতমি যার তদুপরিস্থিত পুষ্করিণী চলার ও পাহাড় সহ আকর আওলাত ষোলআনা রকম বাকীপড়া দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

৭২১ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৯৲

ডিঃ পরাধীন মল্লিক

দেঃ করম মল্লিক দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালি মৌজে ধুবুলিয়া গ্রামে ডিঃ সং ২-৫৮শঃ জমির ৪৲ টাকার যে জমা লেখা আছে উক্ত জমার বাকীপড়া জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১০)

৭৫৮ বাংজারি ৩৮ দাবী ৫৭।৶

ডিঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ রাধাবল্লভ দাসাধিকারী সাং নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গঘাট পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘরী মধ্যে ডিঃ সং ৭১৫নং খং ও অধীন ৬৯৬।৯২২নং খংভুক্ত ১৪।৪৸০ বিঘা জমির ৯।৶ জমা, যার তদুপরিস্থিত ষোলআনা রকম আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৬৭৯ বাংজারি ৩৮ দাবী ৪৭৸৶৬

ডিঃ যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ আব্বাস মোল্লা দিং সাং পাখরাবহ পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রূপদহ গ্রামে ডিঃ সং ২২নং খং ১ ৬০শতক জমির ৭।১০টা সার খাজনা প্রদানে রায়তি স্বিত্ববান্ স্বত্বে দখলিকার আছে। উক্ত বাকীপড়া জমা জমিতে ষোলআনা রকম স্বত্ব যার আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১২)

৬৮০ খাং জারি ৩৮ দাবী ৫২৯৫৶৩

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ

দেঃ শরৎচন্দ্র সাহা দিং পোঃ ঐ গ্রাম—পলাশী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে তকিপুর মধ্যে ৪নং খং ও ১০নং ছোটকুলবেড়িয়া মৌজায় ৭০ খতিয়ানে ২৪নং চাপাই মৌজায় ২২২নং খতিয়ানে ১৭০নং বাগানপাড়া মৌজায় ৩৭২ নং খতিয়ানে ও অন্যান্য মৌজায় ও অন্যান্য খতিয়ানে ১১৮৫৲ টাকার যে দরপত্তনী জমা নির্দিষ্ট হইয়াছে উক্ত বাকীপড়ার তাহার সম্পত্তি যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত কাছারী বাটি প্রজা পুষ্করিণী গোলাগঞ্জ হাটবাজার কাছারীবাড়ী নদী নালা বিলখাল জলকর যাহা কিছু তাহার দখলে হকুক সহ একলাটে নীলাম বিক্রয় হয়। অনুমান মূল্য আঃ ৩৫০০৲

(১৩)

৬২৬ খাং জারি ৩৮ দাবী ৮৸৵

ডিঃ কালিদাস চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ পঞ্চানন পাল দিং সাং বহিরগাছি, পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কোতয়ালি মৌজে আমিনবাজার মধ্যে ২৯১নং খং ও অধীন ২৯২-২৯৪নং ভুক্ত ৽২৮শতক জমির ৩।০ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আদি ষোলআনা রকম দখলে হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৫৯২ খাং জারি ৩৮ দাবী ২৯।৶৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ বাছের সেখ দিং সাং অনন্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে অনন্তপুর মধ্যে ডিক্রীদার ও সাবেক জমিদারের অধীন ১১৬ নং খং ১ ৮৯শতক জমির ২৮৴০ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৫)

৫৮৩ খাং জারি ৩৮ দাবী ৪০৸/৯

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ অক্ষয়কুমার ঘোষ দিং সাং হিজুলী, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে হিজুলী মধ্যে ডিঃ সং ৩৮নং খং ও অধীন ৩৯১৪০নং খংভুক্ত ৬-৫৩শঃ জমির ১১৸/৬ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম দখলে হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

নীলামের দিন ১০।৮।৩৮

(১৬)

৩১৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৭৪৸৶৯

ডিঃ কমলাবালা দাসী

দেঃ সতীশচন্দ্র ভট্ট সাং সাবরাজী, পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা কোতয়ালি মৌজে চাঁদপুর মধ্যে ৩০১নং খংভুক্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর একখানা ঘর জমি মোট ৽৮৪শঃ যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৽৬২৫নং খং ভুক্ত মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা বার্ষিক ৬৸ মধ্যে ১১২০ দাগের ৽১০শতক জমি, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত যাহার হারাহারি খাজনা ১৷০ বাদে অবশিষ্ট দাগের জমি ৪০ শতক বাত বার্ষিক ৫।০ দেনাদের ষোলআনা স্বত্বাংশ যাহা যাবতীয় আকর আওলাত স্বত্বাধি দখল হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে মোহরপুরের ২১১২নং খংভুক্ত দেনাদের ষোলআনা মালিকীস্বত্ব যাহার সদর রাজস্ব বার্ষিক ১০৷৶ নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়, যাহা যাবতীয় অধীন স্বত্বাধি আকর আওলাত দখল হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে চাঁদপুর মধ্যে ৮৭৭নং খং ও ৫৬নং গোপালপুর মৌজায় ১২৪নং খং, ও ২৮নং নন্দপুর মৌজায় ২৫৬ নং খংভুক্ত দেনাদের ষোলআনা মালিকীস্বত্ব যাহার সদর রাজস্ব বার্ষিক সালিয়ানা ৫৪।৯ নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয় তাহার যাবতীয় আকর আওলাত দখল হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে মোহরপুর মধ্যে ৽০৫নং খংভুক্ত বার্ষিক সালিয়ানা ৩।০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা দেনাদের ষোলআনা রকম স্বত্ব যাহা যাবতীয় আকর আওলাত দখল হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৭)

৭৮৩ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৮৬৲৩

ডিঃ পদ্মাদিনী দেবী

দেঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী, পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দ সড়ক মধ্যে ১৯নং খতিয়ানের ৽৽৩শতক জমির ২।৶৬ জমা নদীয়া মহারাজার সরকারে ১।১ ৫।৪নং দেনাদের নামে লেখা যায় উক্ত জমা যাহা তদুপরিস্থিত পাকাকোঠা বাড়ী সাজ সরঞ্জাম ও আকর আওলাত ষোলআনা রকম দখলে হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩১১নং খংভুক্ত ৽১৬শতক জমির ৫৸৩ খাজনা যাহা নদীয়া মহারাজার সেরেস্তায় আদায় হয়, উক্ত জমার ৭।৮নং দেনাদারগণের ৶১৩ অংশ হইতেছে। উক্ত জমা জমির মধ্যে ৬।৫ ভাগ জমির উপরিস্থিত দেনাদারগণের পাকা কোঠাবাড়ী যাহা দুয়ার, জানালা, সাজ, সরঞ্জাম দখলে হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার কৃষ্ণনগর মহারাজার সরকারে ৩১৭নং খং ৽১৩শতক জমির ৩।/৪ জমা, যাহা পাকা কোঠাবাড়ী দালান, চৌহদ্দি ইটের প্রাচীর, দুয়ার জানালা আড়া বরগা, সাজ, সরঞ্জাম সমেত দেনাদারগণের ষোলআনা রকম অংশ হইতেছে, যাহা আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৮)

৫১৯ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৪৶০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ কালাচাঁদ মজুমদার সাং জোতমহেশ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জোতমহেশ মধ্যে ডিঃ সং দেনাদের নামে বার্ষিক যে এক ৭৪৫নং খতিয়ান ও অধীন খতিয়ান সমূহ যে নিষ্কর লাখরাজ আছে উক্ত নিষ্কর সমূহ যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত দখলে হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

৫২০ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৩।৶

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জোতমহেশ মধ্যে ডিঃ সং ৭৪৫নং খং ও অধীন খতিয়ান সমূহে যে নিষ্কর লাখরাজ জমা লেখা যায় যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

৫৯৭ খাং জারি ৩৮ দাবী ১০৮৹/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সত্যচরণ মজুমদার সাং জোতমহেশ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মহেশ মধ্যে ডিঃ সং ৭৪৫নং খং ও অধীন যে খতিয়ান সমূহ লেখা যায় তাহাতে নিষ্কর লাখরাজ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

৫১৮ খাং জারি ৩৮ দাবী ৪৪৸৵

ডিঃ ঐ

দেঃ খোদাবক্স মণ্ডল দিং সাং হাটগাছা, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ ও মোঃ দেনার অধীন মূল দেনাদারগণের নামে ১৫২নং খং যাহা বর্তমান প্রতিপক্ষ মোঃ ২২৯নং খতিয়ানে বার্ষিক ষোলআনা রকমে ১০৸৵ যে জমা লেখা যায় যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য ১৫৲

(২২)

৪৫৮ খাং জারি ৩৮ দাবী ৩২।৶৯

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ রেয়াজদি মণ্ডল সাং মৃজাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে আবাদপুর গ্রামে ডিঃ সং ৭১২।৭১৩নং খংভুক্ত ২-৫৫শঃ জমির ৪/০ জমা তাহাতে সরিকাংশ ৷০আনা বাদে দেনার ভাগাভাগি থাকনায় ৷০অংশে ২৲৩ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪০৪ নং খং ২ ২৫শতক জমির ৮।৶ তাহাতে সরিকাংশ ৷০আনা বাদে দেনার ভাগাভাগি থাকনায় ৷০আনা অংশে ৪।/৬ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

৫৫৯ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৬৩০।৶৩

ডিঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং

দেঃ রাধিকানাথ বিশ্বাস দিং সাং কোলা, পোঃ মেহেরপুর

১। থানা আলমডাঙ্গা মৌজে কালিদাসপুরের মালিক জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সাকিন দৌলতপুর নিবাসী রামচন্দ্র সাহা জমিদারের সেরেস্তায় ১০৮৪৲ টাকার পত্তনী জমা প্রচলিত আছে, তাহাতে দেনাদারগণ স্বত্ববান ও দখলকার আছেন, যাহা স্বত্ব, দখল, স্বপ্রজা, তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য ২০০৲

২। থানা মেহেরপুর মৌজে কোলা-বিহারের মালিক মোকাম কলিকাতা নিবাসী কালীনাথ মুখোপাধ্যায় এষ্টেটের একজিকিউটর গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় দিং ও হৈমবতীর মুখোপাধ্যায় সেরেস্তায় ২২০৲ টাকার পত্তনী জমা ও ১১৬৸০ টাকার পত্তনী জমা প্রচলিত আছে যাহা স্বত্ব, দখল, স্বপ্রজা, ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

৩। জেলা নদীয়া ডিহি রামনগরের সাকিন /২ -৩ তিন আনা অংশে দেনার নাবালক অভিভাবক বিশ্বাস পক্ষে অভিভাবক গার্জেন মাতা সুশীলাবালা দাসী মালিক হইতেছে। এবং যাহার সদর রাজস্ব বার্ষিক ৭৩ ৮৭ দিতে হয়, যাহা স্বত্ব, দখল, স্বপ্রজা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলে হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৪)

৫০৫ খাং জারি ৩৮ দাবী ১৩২৸৶৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ নারায়ণ কুমার ঘোষ দিং সাং খোলাপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে পারমেদিয়া ওরফে চরগঙ্গাপাণি গ্রামে ডিঃ সং যে ১৮৸৪৵ বিঘা

(অতঃপর ১৭ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ১৮ গৌরাব্দ ৪৫২, ১৪ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩০শে জুলাই ইং ১৯৩৮, শনিবার ১১৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচনা

শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠর প্রভু গত ২৫শে জুলাই অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য-মঠের অধিবাহরণ নাটমন্দিরে "ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible]" আলোচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণবহির্মুখ-জীবের আবহমানশ্রীভিবাহামূলেই দুলভাবে ভোগপর প্রাবাহে এবং সূক্ষ্মভাবে ত্যাগের বহুনাবন। ঠাকুরের আদর্শ আচার-প্রচারময় চরিত্র ও অমূল্য উপদেশাবলীর অনুসরণকারী ব্যক্তিমাত্রই ভোগ ও ত্যাগের অসারত্ব অবগত হইতে পারেন। ঠাকুর জগজ্জীবকে এই ভোগ ও ত্যাগের হাত হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরন্তর স্বভাবে ভগবৎ-প্রীতি-বিধানকল্পে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন তাহার সরল সহজ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সর্বতোভাবে তাহার অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ হইতে পারিব—ভগবৎপ্রীতি আকর্ষণ করিয়া জীবন ধন্যাতিধন্য করিতে পারিব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভোগ ও ত্যাগের অসারত্ব এবং ভক্ত বা সেবার সারোপাদেয়ত্বও আলোচিত হইয়াছিল।

সাহারাণপুরে প্রচার

গত ১৭ই জুলাই সাহারাণপুরের পঞ্চায়েতী সনাতনধর্ম সভার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল মহোদয় কর্তৃক আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও ব্রহ্মচারী সহ উক্ত সভায় উপস্থিত হন এবং প্রায় ১। ঘণ্টা যাবৎ "শ্রীনামতত্ত্ব" সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তথায় বহু শিক্ষিত সজ্জন স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পুনরায় যাহাতে স্বামীজীর ঐরূপ উপদেশ শ্রবণ হয় তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৮ই জুলাই হইতে ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি চারিদিবসব্যাপী স্থানীয় রাধালাল-ভবনে স্বামীজী ছায়া চলচ্চিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিবরণ, শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ দানের বৈশিষ্ট্য এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী হইতে শুদ্ধভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা, নামাপরাধ, ভক্তিমাহাত্ম্য ও ভক্তচরিত্র এবং শেষে শ্রীনামতত্ত্ব, তথা শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাযোগে বক্তৃতা দেন। প্রত্যহ তথায় তিন চারি শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। প্রচারকার্য্যের সহায়তার জন্য স্থানীয় শিক্ষিত সজ্জন শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল বাজার ও অধিবাসী মহোদয়দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বম্বে প্রচার

গত ১৮ই জুলাই সোমবার 'সান্টাক্রুজ' নিবাসী মিঃ কীর্ত্তিকার য়াডভোকেট (বম্বে হাইকোর্ট) মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় তাঁহার বাসভবনে গমন করেন। তথায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনের কারণ এবং মুমুর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নবিষয়ে হিন্দী ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল অতি সুন্দরভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে দশাবতার-স্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠশ্রবণে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং আরও অধিক শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে তৎপর দিবস ১৯শে জুলাই মঙ্গলবারও তথায় পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ঐ দিবস পাঠে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনে সমাগত মুনিঋষিগণের বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ, পরে ভগবদিচ্ছাক্রমে ভাগবতপরমহংস শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর অবধূতবেশে তথায় পদার্পণ এবং সমাগত ঋষিবৃন্দ ও মহারাজ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া আসন গ্রহণপূর্ব্বক পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সদ্গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং আমরা সকলেই যে মুমুর্ষু, পণ্ডিতজী ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'মানস দেহ গেহ' এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

আগন্তুক প্রসঙ্গ

গত ১০ই জুলাই (১৯৩৮) রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাধিপ গুরুভক্ত শ্রীপাদ [illegible] শাস্ত্রী [illegible] তাঁহার [illegible] নদীয়াপ্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

গত ২০শে জুলাই (১৯৩৮) বুধবার [illegible] শ্রীমান্ [illegible] কলিকাতা [illegible] মঠে [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] সম্পাদন করিয়াছেন। [illegible] দিবস [illegible] একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ভিক্ষা কয় প্রকার?

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত [illegible] ভিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। [illegible] 'ভক্ষ', আকাশবৃত্তি বা [illegible] নিজ [illegible] কীর্ত্তন-বিগ্রহ [illegible] ভিক্ষাই যুগপৎ [illegible] হইতে [illegible] পাচক, [illegible] এই সকলের ভিক্ষার [illegible] হরিকীর্ত্তন-প্রচারে—বিশেষ পক্ষে ও ঐকান্তিক মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈন্যাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র বিশ্বের বন্ধু

বিশ্বনাশের দিন আজ বিশ্বনাশ-বিষম হইয়া, [illegible] কথা ছাড়িয়া বিশ্বের কথা [illegible] উঠিয়াছে। [illegible] নাই, [illegible] চেষ্টা। [illegible] একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতেছেন। তাহারা যাঁহার [illegible] আমরা সকলেই [illegible] 'সুখং [illegible]' (শ্বেতাশ্বতর ২.৫) - এই কথা জগৎকে [illegible] দিনকে মনে মনে উপলব্ধি করাইবার জন্য, হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সকল চেষ্টাই যে সংসারের হেতু—[illegible] আর [illegible] হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ণমুখী হওয়া—বাড়ীর দিকে চলা, বৈকুণ্ঠের দিকে যাওয়া বা ভগবৎ-সেবোন্মুখী হওয়া, এই কথাই শ্রীগৌড়ীয় মঠ সকলের সকল লাঞ্ছনা, সকল গঞ্জনা অকাতরে সহ্য করিয়াও নির্ভীকভাবে জীবজগতে প্রচার করিতেছেন,—আমাদিগকে বিশ্বনাথের সন্ধান দিয়া, বিশ্বনাথের সাক্ষাৎকারের উপায়ের কথা বলিয়া আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করিতেছেন। সুতরাং গৌড়ীয় মঠ ছাড়া বিশ্বের প্রকৃত বন্ধু আর কে?

শ্রীশ্রীরূপানুগবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ—গৌড়ীয়। সেই গৌরানুগজনগণের আনুগত্য বা বন্ধুত্বেই উত্তমজনগণের গৌড়ীয়মঠে বাস। গৌড়ীয়ের সেবা—গৌড়ীয়ের আনুগত্য—গৌরকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। গুরুগৌড়ীয়ের পদধূলিপ্রার্থী নিষ্কপট গৌড়ীয়মঠবাসিগণের একমাত্র কৃত্য। শ্রীগুরুগৌড়ীয়ের পদধূলি হওয়াই তাঁহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁহারা জগতের কোন কিছুর কাঙ্গাল বা প্রার্থী নহেন, কিন্তু শ্রীরূপের পদধূলি হইবার জন্য, শ্রীরূপানুগ দীন আচার্য্যদেবের সুখবিধানার্থ তাঁহারা সতত ব্যস্ত। তাঁহারা জীবসেবার পরিবর্তে জীবের প্রতি দয়াশীল। তবে তাঁহাদের সেই দয়া জগতের লোকের দয়ার মত দয়া নহে। কারণ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, দৈহিক রোগ নিবারণ বা প্রাকৃত-বিদ্যাবিতরণাদির দ্বারা জীবের স্থূল দেহ ও মানসদেহের কিঞ্চিৎ সাময়িক উপকার হয় মাত্র। কিন্তু জীবাত্মার প্রকৃত ভাবনা—উহার আত্মার প্রতি দয়া, চেতনের প্রতি দয়া। শুদ্ধ হরিনামকীর্ত্তন ব্যতীত বিশ্ববাসীকে বিশ্বনাথের সন্ধান দেওয়া ব্যতীত আত্মার প্রতি দয়া হয় না। সুতরাং নিজের আত্মা ও জগতে সকল জীবের আত্মার প্রতি দয়া করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু জনগণ এ বিষয়ে অজ্ঞ। তাই মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গুরুতর কার্য্যটীর ভার দিয়াছেন শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর, গৌরজনগণের উপর। গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই ভক্তিস্রোতঃ পুনঃ প্রবাহিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই ভক্তির কথা জগৎকে প্রচুরভাবে অকাতরে দান করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই কথাই বিশ্বে বিতরণ করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, সেই বাস্তবসত্য প্রচার করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। কিন্তু সেই বিশ্বনাথের কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি আমরা কয়জন? আমরা আমাদের পরমবন্ধুকে, পরম আত্মীয়কে বন্ধু বা আত্মীয় বলা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে শত্রু মনে করিয়া [illegible] তাড়াইয়া দিতে চাহিতেছি; এমনি দুর্দৈব! জানি না, এই অমন্দোদয়দয়াবিতরণকারী মহাপুরুষের বিশ্ববাসী জীবের প্রতি অহৈতুকী দয়ার কথা আমরা কবে বুঝিতে পারিব।

আমরা চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, বাস্তবসত্য—আচারপ্রথা বা বিশ্বনাথের কথা আবহমানকাল হইতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবেই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কেবল অন্বয়ভাবে সত্য স্ফুটরূপে প্রচারিত হইতে পারে না। অন্বয়মুখে প্রচার অপেক্ষা ব্যতিরেকমুখে প্রচারই জগতে সত্যকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। প্রহ্লাদ অপেক্ষা হিরণ্যকশিপুদ্বারাই নৃসিংহদেবের মহিমা ব্যতিরেকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। হনুমান্ অপেক্ষা রাবণই শ্রীরামচন্দ্রকে জগতে বেশী প্রচার করিয়াছিল। পাণ্ডবাদি ভক্তগণ অপেক্ষা কংস-শিশুপাল প্রভৃতিই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ব্যতিরেকভাবে অধিক প্রচার করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও সেইরূপ আচার্য্যানুগতজনগণ অপেক্ষা আচার্য্যবিদ্বেষিগণই আচার্য্যের মহিমা ব্যতিরেকভাবে জগতের নিকট অধিকরূপে প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে। এ সবই কৃষ্ণেরই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থিগণ—ভগবৎসেবাভিলাষী সজ্জনগণ একটু স্থিরচিত্তে যদি গৌড়ীয়মঠের পরোপকার ও বন্ধুত্বের কথা চিন্তা করেন, তাহা হইলে গৌড়ীয় মঠই যে বিশ্বের একমাত্র বন্ধু একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

যে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কথা জগৎ জানে না, যাঁহাকে ভুলিয়াই জগতের আজ এই দুরবস্থা, সেই অধোক্ষজ বিশ্বনাথের সেবার কথা প্রচার করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের—গৌরনিজজনের গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ। কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের মূল রোগ। সংকীর্ত্তন কৃষ্ণকীর্ত্তনই এই রোগের একমাত্র ঔষধ। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ অন্য বাহ্যিক নিবারণ চেষ্টা না করিয়া, হাসপাতাল না খুলিয়া, কাহাকেও অন্য কিছু উপদেশ না দিয়া সকলকে সকল সময় বলিতে বলিয়াছেন,—

কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম
সর্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠ গৌড়পন্থী। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। অধোক্ষজের সেবা ব্যতীত—কৃষ্ণের কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য ধর্ম নাই। এতদ্ব্যতীত আর যা' কিছু সবই ধর্মের নামে অধর্ম বা [illegible] ধর্ম। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি বা ঈশ্বরে যাহার যতটুকু বিশ্বাস আছে তিনি সেই পরিমাণে আস্তিক আর যিনি যে পরিমাণে এই কীর্ত্তন-প্রচারে বাধা প্রদান করেন, তিনি সেই পরিমাণে নাস্তিক। সুতরাং বর্ত্তমানে যাহারা গৌড়ীয়মঠের আশ্রিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গুরুগৌরাঙ্গমনোহভীষ্টপ্রচারে বাধাপ্রদান করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাদের স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। গৌড়ীয়মঠের একমাত্র কথা—ভগবানের দিকে চল, বাড়ী ফিরে চল। ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় এবং এইখানেই গৌড়ীয়মঠের বিশ্ববন্ধুত্ব। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই কথার আচারবান্ প্রচারক। জগতের শতকরা শতজনেরই হরিবিমুখতা অত্যন্ত প্রবল বলিয়া তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের এই নিত্যমঙ্গলপ্রদ কথা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তবে যাঁহারা একটু নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু—নিত্যমঙ্গলপ্রার্থী যাঁহাদের একটু পিপাসা আছে, তাঁহারা গৌড়ীয়ের কথা নিশ্চয়ই অল্প বিস্তর বুঝিতে পারেন ও পারিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কোন কিছু ধ্বংস করিতে বলেন না, পরন্তু জীবনের গতিটী পরিবর্ত্তন করিতে বলেন, ভগবানের জন্যই সব করিতে বলেন। আগে কৃষ্ণার্পণ, তারপর ভক্তি আরম্ভ; আগে কৃষ্ণে অর্পণ কর, তারপর ভক্ত বলিয়া পরিচয় দাও। কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের অদ্বিতীয় উপায়। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অপর কার্য্যের কোন মূল্য নাই, ইহাই তাঁহাদের কথা। তাই গৌড়ীয়মঠ বিশ্বের পরমাত্মীয়রূপে ভগবৎ-[illegible] হইয়া নিরন্তর এই হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ ও [illegible] প্রার্থনা জানাইতেছেন। জানি না, বিশ্বের কয়জন তাঁহাদের সেই প্রার্থনা পূরণ করিবেন, কয়জন তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া বিশ্বনাথের প্রিয়ভাজন হইবেন।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে না। যিনি নিজে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না, অর্থাৎ যিনি নিজের প্রতি নিজে দয়া করেন না, তিনি পরোপকার করিবেন কি করিয়া? সুতরাং নিজের প্রতি সদয় হইয়া ও বাহ্যিক হিতাহিতচেষ্টার প্রতি merciless হইয়া অর্থাৎ মুক্তানন্দ ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

জীবন-প্রগতি

(শ্রীরাধানাথ দাস)

ফাল্গুন মাস, বসন্তের প্রথম আগমন—দিকে দিকে নবীনতার নব আভরণ, নব আয়োজন, নব উদ্বোধন। মাঠে মাঠে, বনে বনে, লতায় পাতায় নব নব সুরে নব নব গানের ঐকতানে নব নব মূর্চ্ছনা। দেশ, পথ, ঘাট নবীনতায় ভরা, বাতাস নবীনতায় পাগল।

তরুণদের বিকাশ প্রকৃতি নব ভঙ্গিমায় নব আবেগে উন্মত্ত। নদীটার নাম 'খড়ে'। নদীতীর তার উভয় কূলে প্রকৃতির উৎসবের আয়োজন, ফল ফুলে মাতা-মাতি, উভয় প্রান্তের খেলাঘর।

কমলেশ এরই দক্ষিণ কূলে দিবা গুণ গুণ স্বরে গান করিতে করিতে উদাসীনভাবে এক ফুল ও ফুল হ'তে ভ্রমরের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। এমন সময় শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক সেবকের সঙ্গে দেখা। দেখেই প্রণাম ক'রে তাঁ'র পাশে দাঁড়াল। তিনি ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, তার নাম কমলেশ, বাড়ী বর্দ্ধমান; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে প'ড়বার জন্য দিন সাতেক হ'ল এসেছে। বোর্ডিংয়েই থাক্‌বে। এখানে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় শুনে গাঁয়ের স্কুল ছেড়ে চলে এসেছে। নবম শ্রেণীতে পড়ে ভাল ছাত্র, প্রথম হয়।

তা'র পর তিনি বল্লেন—আচ্ছা, এখন তোমরা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছ, আমরাও মনে করেছি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হবে। এখনই সমস্ত জীবনে কি করবে তা' নির্দ্দিষ্ট করা তোমাদের অবশ্য উচিত। আর সেই নির্দ্ধারিত বস্তু বিচারের সহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন না, সমস্ত জীবন তা'তে অতিবাহিত ক'রতে হ'বে। তা' সাফল্যপূর্ণ না হ'লে সমস্ত জীবন ভুগতে হ'বে। তুমি হয় ত' বল্‌বে, যাহাতে অর্থোপার্জ্জন ক'রতে পারি তা'তেই যোগ্যতা লাভ ক'রে ধনলাভই জীবনের লক্ষ্য এবং এই প্রথাই ত' চিরকালই চ'লে আসছে, এ বিষয়ে আর নূতন প্রশ্নের আবশ্যকতা কি? কিন্তু আমি বল্‌ছি, তা'ই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে একটু বিচারের সহিতই সেটা নির্ণয় করতে হ'বে। কিন্তু বিচার না ক'রেই গড্ডলিকার স্রোতে ভেসে হঠাৎ কেন ওটা আপনা হ'তেই ঠিক ক'রে রাখি? দেখ, আমরা এক পয়সার কাঁচা লঙ্কা কিনতে গেলেও দুটা পচা পড়্‌লে তা' তৎক্ষণাৎ পাল্টাইয়া লই, দু' চা'র দোকান যাচাই ক'রে দেখি, কিন্তু আমাদের এরূপ অমূল্য জীবন যা'তে ব্যয় করব বা জীবনের বিনিময়ে যা' পা'ব, বাস্তবিক তা'র মূল্য আমার জীবনের সমান কি না কিম্বা ঠক্‌ছি কি না কিম্বা কোথায় গেলে বাস্তবিক পক্ষে আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিনিময় পা'ব তা'র সন্ধান করা কি আমাদের উচিত নয়? আমরা বুদ্ধিমান্, এক টাকায় যেখানে একসের ঘি পাওয়া যায় সেখান হ'তে আমরা চার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আনতেও দ্বিধা বোধ করি না; আর আমাদের এই জীবনের বিনিময়ে কোথায় কি পাওয়া যায় এবং তাহার কোন্‌টী বাস্তবিক অধিকতর মূল্যবান্ বা শান্তিপূর্ণ তা'র সন্ধানটীও কি করব না?—গড্ডলিকার স্রোতে জীবন ভাসিয়ে দেব? কেন, আমরা ত' কোন কাজেই বোকার মত বিচারশূন্য হই না, তবে কেন আমাদের স্বাধীন চিন্তাস্রোত থাকতে এবিষয়ে এত উদাসীনতা? কাজেই আমরা যা'তে জীবন ব্যয় করব তা'কে বিশেষভাবে যাচাই ক'রে দেখতে হ'বে তা'তে আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিত কি না?

কমলেশ—আচ্ছা, জীবনের বিনিময়ে আর কি পাওয়া যে'তে পারে? এক অর্থ ছাড়া আর কি?

সেবক—তা' যদি আর না-ই থাকে তবে অর্থই জীবনের লক্ষ্য হউক। কিন্তু আর কিছু পাওয়া যায় না, এ কথাই বা কি ক'রে জানব। নিজেই যদি আমি সবজান্তা হ'য়ে ঠিক ক'রে রাখি আর কিছুই পাওয়া যায় না, তা' হ'লে সেটা ভুল হ'ল। কেন না, তাহা বিচার ও যাচাইয়ের পূর্ব্বেই ঠিক ক'রে ফেলছি। সুতরাং এরূপ বিচার শূন্য হ'য়ে আমাদের পোষণ করা উচিত নয়।

কমলেশ—আচ্ছা, জীবনের বিনিময়ে আর কি পাওয়া যে'তে পারে?

সেবক—জীবন বিনিময় ক'রে মানুষ যাহা খোঁজে তা'ই পাওয়া যা'বে। মানুষ শান্তি খোঁজে; সুতরাং জীবন বিনিময় ক'রে মানুষ প্রকৃত শান্তিরই সন্ধান পেতে পারে।

কমলেশ—তবে আর অপর বস্তু কি পাওয়া যায়? মানুষ ত' শান্তির জন্যই অর্থের অনুসন্ধান করে।

সেবক—হাঁ, মানুষ শান্তির জন্যই করে, কিন্তু অর্থের দ্বারা যে শান্তি পাওয়া যায় তা' ত' আর শান্তি নয়; তা দুঃখময়—অশান্তিময়—সুখের বা শান্তির ছায়া মাত্র। তাই বল্‌ছি এই অশান্তিময় শান্তির আভাস ছাড়া জীবনের বিনিময়ে এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পা'ওয়া যায়। আর পাওয়া সম্ভব কি না সেটীও বিচার ক'রব। যদি পাওয়া যায়, তা' হ'লে সেটী পাবার জন্য আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। না করলে আমাদের অপেক্ষা অবুঝ আর কে আছে? কেউ যদি একসের রসগোল্লা ও একসের টক্ দইয়ের মধ্যে আড়াই সেরেই পেট ভর্ত্তি করে, তবে তা'কে 'ত' আমরা নেহাৎ বোকাই বল্‌ব; আর আমরা যদি এই জিনিসটী গ্রহণ না করি তা' হ'লে আমরা কি তা'র চেয়েও নির্ব্বোধ নই।

কমলেশ—আচ্ছা, আমরা যে অর্থের জন্য এখন থেকে লেগে পড়েছি তা'তে যে শান্তি নাই, অশান্তিময় শান্তির আভাস আছে, তার প্রমাণ কি?

সেবক—প্রমাণ কি? সমস্ত জগৎটাই তার প্রমাণ। আচ্ছা, এ কথা জান ত' যে, আমাদের সুখ-দুঃখ, শান্তি অশান্তি সব মন ভোগ করে, আর মন কেবলই আশার পিছনে আমাদিগকে ছুটিয়ে মারে শান্তি দেওয়ার আশায়। কিন্তু অনেক আশাই ত' পূরণ করি, কই শান্তি ত কেন পাই না? আবার কেন নূতন আশার পিছে ছুটিতে হয়? ছুটার পথে ত' অশান্তিই পাই, তা'র পর যখন আশাটী কতকের জন্য পূরণ হয়, তখন একটু শান্তি হয় ত' অনুভব ক'রি, পরে আবার শান্তির জন্য ছুটিতে হয়। সেজন্যই এরে বল্‌ছি—অশান্তিময় শান্তির আভাস।

তা' আজ ত' আর সময় নাই; আমি এখন মঠে ফিরে যা'ব। তোমাকে এ বিষয়ে সুবিধামত আরও অনেক কথাই বল্‌ব। তখন দেখ্‌বে, তোমার সমস্ত সন্দেহ ধ্বংস ক'রে দেখিয়ে দিব যে, জগতটাকে কেবল দুঃখ—তা' একমাত্র যা'তেই আমরা আমাদের জীবন বিনিময় ক'র। সে যাই 'কালিন্দী স জীবতি' থেকে জীব-সেবা (?) পর্য্যন্ত, এমন কি ভোগপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত; আরও দেখবে যে, এই জীবন দিয়ে বাস্তবিক কি রকম অভিনব শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আজ যাই।

ভিক্ষা কয় প্রকার?

ভিক্ষা পাঁচ প্রকার—(১) মাধুকরী-ভিক্ষা (২) অসংক্লৃপ্ত ভিক্ষা, (৩) অযাচিত ভিক্ষা (৪) প্রাক্‌প্রণীত ভিক্ষা এবং (৫) তাৎকালিকপ্রাপ্ত ভিক্ষা।

মাধুকরমসংক্লৃপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥

মাধুকরী ভিক্ষা—মধুকর বিভিন্ন পুষ্প হইতে পুষ্পসার সংগ্রহ ক'রিয়া থাকে। মধুকরের মধুর অধিকাংশ যেরূপ পরার্থে নিয়োজিত হয়, তদ্রূপ ভৈক্ষ্য বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা যদি হ'রি গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে তাহাকে মাধুকরী ভিক্ষা বলা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার ভৈক্ষ্যের নাম—"অসংক্লৃপ্ত ভিক্ষা"। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"অসংক্লৃপ্তাৎ অত্রাহং পাতো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং" অর্থাৎ এখানে ইহা লাভ হইবে, এইরূপ পূর্ব্বের অনির্দ্দিষ্ট ভৈক্ষ্য সামগ্রীকে "অসংক্লৃপ্ত ভৈক্ষ্য" বলে।

তৃতীয় প্রকার ভৈক্ষ্য—"অযাচিত"। অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তিকে অজগরবৃত্তি বলা যাইতে পারে। ভিক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা না ক'রিয়া স্বস্থানে বসিয়া যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"অযাচিত ভিক্ষা।"

চতুর্থ প্রকার ভৈক্ষ্য—"প্রাক্‌প্রণীত"। পূর্ব্ব হইতে উক্ত বা নিরূপিত যে ভৈক্ষ্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিবেন, —এইরূপ পূর্ব্বে জানিয়া তাহার নিকট হইতে যে ভিক্ষা গৃহীত হয়।

পঞ্চম প্রকার ভৈক্ষ্য—"তাৎকালিকোপপন্ন।" পূর্ব্বে কোনও সম্বাদ, কথাবার্ত্তা বা প্রার্থনা নাই, উপস্থিত হইলে কোনও স্থানবিশেষে অকস্মাৎ বা দৈবাৎ যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"তাৎকালিক ভৈক্ষ্য"।

এতদ্ব্যতীত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ ভৈক্ষ্য সাধকগণ সর্ব্বকালেই এই পৃথিবী হইতে আহরণ ক'রতেছেন। কায়িক ভৈক্ষ্য স্থূল, আর বাচিক ভৈক্ষ্য—সূক্ষ্ম; এই উভয় ভৈক্ষ্য মানসিক ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা ক'রিয়া থাকে। মানস ভৈক্ষ্য নিরপেক্ষ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভাবনার বিচার করে; কিন্তু যাঁহাদের মানস নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে "মাধুকর ভৈক্ষ্য" আহরণে সমর্থ হইতে পারেন।

এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের মধ্যে "মাধুকর-ভৈক্ষ্য" কোন গৃহস্থের উদ্বেগ করে না। অর্থাৎ সকলেই অল্প অল্প করিয়া ভগবৎ-সেবার্থ প্রদান ক'রতে সক্ষম। এক এবং সীমাপ্রাপ্ত ভিক্ষুক বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহুলোকের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত ক'রিয়া বহুলোকের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। বহুলোকের এরূপ উপকার করিতে হইলে মাধুকর-ভৈক্ষ্যই শ্রেষ্ঠ। বহুলোক মিলিয়া যেরূপ হরিকীর্ত্তন সাধিত হয়, সেরূপ বহুলোকের উপাৰ্জন দ্বারাও নামপ্রচারে আনুকূল্য হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকারীদিগকে মাধুকরী ভিক্ষা আহরণ করিতে বলিয়াছেন। "মধুকর ভৈক্ষ্য" ও নাম কীর্ত্তন একই ভাবের।

অসংক্লৃপ্ত ভিক্ষায় অনেক সময় ভিক্ষুককে নিরাশ্রয় ও প্রতারিত হইতে হয়। কখনও বা ভিক্ষুকের বহু দ্রব্যও লাভ হইয়া থাকে। এখানেও ত দাতাদের ঐকান্তিক

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-কেন্দ্রসমূহ

(১) শ্রী[illegible] চৈতন্যমঠ

প্রাচীন [illegible], [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রী[illegible] শ্রী[illegible], [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় [illegible]। সুপ্রাচীন এবং [illegible] প্রকাশ স্থানের আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী[illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] বঙ্গাব্দের ৪৩১৫ [illegible] শ্রী[illegible] আগমনে শ্রী[illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] দেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরচন্দ্রপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)। পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং জজবাজার রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর, পাটনা

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কোশালী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডান্ট বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেঠা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী কৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ রঘুনন্দপুর, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিন্তপুর, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চ্যাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জমি ভাটবন্দীস্বত্বে দেনাদারগণ চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

৬৩১ খাংজারি ৩৮ দাবী ৪১।৩

ডিঃ নবলাল চৌধুরী

দেঃ সত্য সেখ সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ৮৮৩নং খং ১-০২শতক জমির ৬৲ টাকা জমা ও সেস ।৵ লেখা যায় ইহাতে দেনাদারের ষোলআনা রকম স্বত্বাংশ, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৫৲

(২৬)

৬৩২ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩১।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বেহের সেখ সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ৫৬৮নং খং ·৩১শতক জমির ৬৲ টাকা জমা ইহাতে দেনার ষোলআনা রকম দখলিকার আছেন, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৭)

৬৩৬ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৬৵

ডিঃ ঐ

দেঃ বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য দিং সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ [illegible] নং ০৪৭ঃ জমির ।৶১০ জমা তাহা দেনাদারগণ ষোলআনা রকম দখলিকার আছেন যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৲

(২৮)

৬৫৫ খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৮।৴৩

ডিঃ প্রভাবতী দাসী

দেঃ হাকাতুল্লা মণ্ডল দিং নগদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নগদহ গ্রামে ডিঃ নং ১১৭৮নং খং ৫-০৭শতক জমির ৫৲ টাকা জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

৬১১ খাংজারি ৩৮ দাবী ৪৯।৶

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ বাধারী মণ্ডল নশুরা সাং বাবের-পুর, পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ নং ২৪২নং খং ৭।১।৵ বিঘা জমি ভাটবন্দীস্বত্বে দেনার চাষাবাদ দ্বারা দখলিকার আছে। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

৮১৪ খাংজারি ৩৮ দাবী ৫০৸৵

ডিঃ ঐ

দেঃ মফিজদ্দিন নশুরা সাং মহিশুড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে পারমেদিয়া মধ্যে ডিঃ নং ২৪৩নং খং ৭৷০১৵ বিঘা জমি দেনার ভাটবন্দীস্বত্বে চাষাবাদ দ্বারা খাজনা আদায়ে দখলিকার আছে, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

৮৩৯ খাংজারি ৩৮ দাবী ১৫৪১।৴১

ডিঃ ত্রিপুরা প্রসাদ পালচৌধুরী দিং

দেঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং ঘোষাড়ী, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা তেহট্ট মৌজে সাহেবনগর মধ্যে ও জেলা মুর্শিদাবাদ থানা নওদার অধীন ডিহিবাগির সামিল স্বতন্ত্র হিসাবে ১০নং মৌজা নিজ জ্ঞাননগর মুবাদকে কামদপুর জলকর কোদালকাটী জলকর জোকপাংনি জলকর বোড়াপাড়ি জলকর কাজিয়ই জলকর ওয়াচওয়েতে হুদহুদড়া, পাগমারা প্রভৃতি স্থানের ডিক্রীদারগণের অধীনে দেনাদারের নাবীর ১০১ৄ০ ক্রাঃ রকম অংশে বার্ষিক ২২৪৲ টাকার জমা লেখা যায়, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩২)

[illegible] খাংজারি ৩৮ দাবী ৩৮৫৸৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা তেহট্টের অধীন জলকর বোড়া-পাড়ী ১৮নং মৌজা সাহেবনগর প্রভৃতি স্থিত হার ও জেলা মুর্শিদাবাদ থানা নওদার অধীন ডিহিবাগির সামিল স্বতন্ত্র হিসাবক্রমে ১০নং মৌজা নিজ জ্ঞাননগর মুবাদকে কামদপুর জলকর, কোদালকাটী প্রভৃতি স্থানের ডিক্রীদারগণের অধীনে ২৮০ অংশে ৫৮৲ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৩)

৮৫৩ খাংজারী ৩৮ দাবী ৮৩।৴৩

ডিঃ রামবিহারী মণ্ডল

দেঃ রূপনাথ দিং সাং নওদা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জুড়ীপুরগ্রামে ডিঃ নং ২১২নং খং ১৩৶০ খাজনা লেখা যায় যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২২৲

(৩৪)

৮৫৪ খাংজারী ৩৮ দাবী ২৩৮৸৴৩

ডিঃ নলিনমোহন মজুমদার দিং

দেঃ শরদিন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং তেলিনীপাড়া জেলা হুগলী

থানা তেহট্ট মৌজে চিৎখালি, বারুইপাড়া সহরডাঙ্গা ও চকচিৎখালি মধ্যে ডিঃ নং ১১।১২।১৩নং খণ্ডক ৩১৬.০ পত্তনী জমা লেখা যায় যার তদুপরিস্থিত বিল, খাল, নদী, বাদা ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৫)

৬৩১ খাংজারী ৩৮ দাবী ১১৩৬।৩.

ডিঃ ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ স্মার্ডন্ ষ্টেট

দেঃ উমাতরণী দাসী দিং সাং দেওয়ানের বেড় পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা তেহট্ট মৌজে বেতাইদিগর ডিঃ নং ৫৪৫ ও ৫৫০নং খং ১১৭।৬. ০ জমা যার ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৬)

৪৫১ খাংজারী ৩৮ দাবী ২০৷৴৩

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ বঙ্কিলাল গড়াই সাং নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ।

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ তেঘরিপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ১৮৪নং খং ·৮৫শঃ জমির ৩৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত এবং ১খানা চালাঘর সমস্ত দুয়ার জানালা সাজসরঞ্জাম সমেত মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১১।৮।৩৮

(৩৭)

৫৯৭ মফিজারী ৩৮ দাবী ৪৯৷৴১

ডিঃ মন্মথ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ নাসির চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুরগ্রামে জমিদার রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং সেরেস্তায় ৫২৬নং খণ্ডক ১ ১৩শঃ জমির ৪৲ টাকা জমা তাহাতে দেনাদারগণের ৷০ আনা রকম স্বত্বাংশ যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সাজসরঞ্জাম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৮)

৬১২ মফিজারী ৩৮ দাবী ১৯০।৶১

ডিঃ পার্বতীচরণ ঘোষক

দেঃ মহাদেব হাইত সাং গোয়াড়ীবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দ-সড়ক গ্রামের জমিদার মহারাণী দাসীর অধীন ৭০৬নং খং ০১শঃ জমির ১৸৴৩ জমা যার সরিকাংশ বাদে দেনাদারের নিজাংশ ৷০ আনা রকম ও তদুপরিস্থিত খড়োঘর সমেত সাজসরঞ্জাম জুতা পায়খানা ও ইটের প্রাচীর দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭৫৵

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার কমলাবরণী দেবীর অধীন বার্ষিক ১৲ টাকার যে বাস্তু মোকররী জমা লেখা যায় উক্ত জমার মধ্যে সরিকাংশ বাদে ৷০ আনা রকম অংশ বাদে দেনাদারের নিজাংশ ৷০ আনা রকম অংশের জমার জমির তদুপরিস্থিত আম্র, কাঁঠাল, বাঁশ ও অন্যান্য আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৯)

৬৫৩ মফিজারী ৩৮ দাবী ১১৭৷৴১

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ [illegible]-গ্রামে জমিদার মহারাজা মনোমোহন রায়ের শরিকগণ অপূর্ব্ব কৃষ্ণ রায় দিং স্থলে [illegible] নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের সেরেস্তায় বার্ষিক ১২৶৩ খাজনায় যে বাস্তু মোকররী জমার দেনার ১০ আনা রকমে স্বত্বাংশ দখলিকার আছে উক্ত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দেনাদারের স্বত্বাংশের ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা (আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্য)

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার [illegible] মুখোপাধ্যায়ের সেরেস্তায় বার্ষিক ·১৲টাকা খাজনায় যে বাস্তু মোকররী জমার [illegible] ০ আনা রকম অংশে দখলিকার আছে উক্ত জমার জমি যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে উক্ত ইজারা-দারের অধীন বার্ষিক ৫।৬ খাজনায় যে বাস্তু মোকররী জমার দেনার ·০ আনা অংশে দখলিকার আছে উক্ত জমার জমি যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দেনাদারের স্বত্বাংশের ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৫৫৯ মেংজারী ৩৮ দাবী ১১৪৸৴১

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ নিবারণ নন্দী দিং সাং কৃষ্ণনগর আনন্দময়ীতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ খং নং ৫৫৯। উক্ত মহিমানের [illegible] চৌধুরী জমা মধ্যে [illegible] ২৷৵০ [illegible] [illegible] ষোল আনা অংশ মূল্য ১২৫৲

(৪১)

৫৬৮ মেংজারি ৩৮ দাবী ২৫৪।৷৴১

ডিঃ অরুণচন্দ্র মণ্ডল

দেঃ মনোহর সেখ দিং সাং চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মিউ-নিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত ২নং ওয়ার্ডের ২০৯ নং সম্পত্তি উপসন্ধ গ্রামের মধ্যে বাখারিপাড়া যাতায়াত কাঁচা রাস্তার উত্তর, সেকেন্দার সুটারের বাটীর পূর্ব, মদনা সুটারের বাটীর দক্ষিণ ও বাবু সেখের বাটীর পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে এক কাতের খোলা বসত জমি আঃ ১ ১ কাঠার উপরিস্থিত পূর্বদ্বারী খোলা ঘর ১খানা ও রোয়াক আড্ডা ইত্যাদি সমেত হস্তুক ইহার বার্ষিক খাজনা ১০/০ উপসন্ধ নিবাসী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দিতে হয় মূল্য আঃ ২০০ ৲

(৪২)

৫৮০ ফেব্রুয়ারি ০৮ দাবী ৮১৮/৯

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ রাধাশ্যাম নন্দন দিং সাং কৃষ্ণনগর চকের পাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে চকের পাড়ার কৃষ্ণনগরের মহারাজার সং ৭২৭ নং খং ০০৮নং জমির ৮০ জমা যার উপরিস্থিত দালান ২টী, আড্ডা, বরগা, দরজা জানালা, ইষ্টক প্রাচীর, পায়খানা সমেত ষোলআনা রকম বরাবর হস্তুক মূল্য ৫০০ ৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ সং ৫৯৭ নং খং ০২৩০৪ জমির ৮০ জমা যার উপরিস্থিত দুখানা পোতাবাড়ী, আড্ডা, বরগা, দরজা, জানালা, কড়ি সাজসরঞ্জাম ইষ্টক প্রাচীর সমেত ষোলআনা রকম আকর আড়ম্বর বরাবর হস্তুক মূল্য ৫০০ ৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে বালিক জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মুকুল দিং অধীনে ৫২০৯নং খং জমির ৮৮২নং ১৬৫, ৫০০১০৫ ও ৭ ও ৫২১০৪নং খং ৮০৮ এবং ৭০/০ জমা যার উপরিস্থিত আকর আওলাত বাগান বাঁশঝাড় গাছপালা আগাছা বরাবর হস্তুক মূল্য আঃ ৫০ ৲ টাকা—উক্তসম্পত্তিতে ১নং দেনদারের ৮০ আনা রকম অংশ

(৪৩)

৯৭৫ ফেব্রুয়ারি ০৮ দাবী ১২৪২১৩

ডিঃ নবীনগোপাল দাস দিং

দেঃ ভূপতিভূষণ বসু সাং ও পোঃ বাগানবাড়ি

থানা ও মৌজে নবদ্বীপের অন্তর্গত নবদ্বীপ ১৪ মধ্যে উত্তর দক্ষিণে, সরকারী রাস্তার পূর্ব, পারাবতীবালার পতিত জমির পশ্চিম, মৃত্যুঞ্জয় দত্ত দিং বাটীর উত্তর মধ্যকার চৌহদ্দী জমাই জমি আঃ ১০৮০ ছটাক উপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী টিন ছাওনী টিনের বারান্দা ও পাকা দেওয়াল দেওয়া টিনের ঘর ১খানা আম কাঁঠালের গাছ এটা ইহার বার্ষিক খাজনা নবদ্বীপ নিবাসী শৈলেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় দিং সং ১৲১০ আনায় দিতে হয় ইহাতে দেনদারের ষোলআনা রকম অংশ যার উপরিস্থিত আকর আওলাত বরাবর হস্তুক মূল্য আঃ ৪৫০ ৲

(৪৪)

৭৩০ ফেব্রুয়ারি ০৮ দাবী ৬৮৮/৩

ডিঃ মুরারীমোহন নাগ দিং

দেঃ স্বর্ণবিবি দিং সাং কৃষ্ণনগর নূতন গ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নূতন গ্রাম মধ্যে কৃষ্ণনগরের মহারাজার দোকান জমির উত্তর, মাকছেদ সেখের খরিদা আম বাগানের পশ্চিম, নিজ জমির পূর্ব, গলি রাস্তা ও মহারাজার দোকান জমির পশ্চিম, এই চৌহদ্দির মধ্যে জমি আঃ ১৮ কাঠা দখলসহ নিম্নস্থ বিঘা ১ ২নং দাগের জমির ১০ আনা খাজনা মহারাজা বাহাদুর সং দিতে হয়। যার উপরিস্থিত খড় দরজা সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি বরাবর হস্তুক মূল্য আঃ ৫ ৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে নিজ বসত বাটীর পশ্চিম ও মহারাজা বাহাদুরের দোকান জমির উত্তর, মোকছেদ সেখ ও চাঁদপাঁচুর বাটীর দক্ষিণ, ভারের পূর্ব এই চৌহদ্দীর মধ্যে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জমাই জমি আঃ ১২ কাঠা, ১২নং দাগের জমির কাত বার্ষিক ১ ৲ মহারাজা বাহাদুরের সং আনায় দিতে হয়। যার উপরিস্থিত খড় মাদুর, আম কাঁঠাল বাগান ইত্যাদি আকর আওলাত বরাবর হস্তুক মূল্য আঃ ২০ ৲

(৪৫)

৭৩১ ফেব্রুয়ারি ০৮ দাবী ২৪৪/৩

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ আবদুল জোব্বার দিং সাং মিড়া, পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে জমিদার বিশ্বাস নিবাসী কালোবরকালী দেবী দিং সং ৮৮৩নং খং লিখিত জমি যাহা নদীয়া কালেক্টরী আদালতে পার্টিশনে ৫৩২নং খং ভুক্ত ৮০৫৫নং দাগের জমি মৃত আফজাল হোসেন নামীয় বার্ষিক ৫ ৲ টাকা খাজনা দিতে হয়—যার উপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকমে বরাবর হস্তুক মূল্য আঃ ১০০ ৲

কলিকাতার বাজার দর

২৪শে জুলাই ১৯০৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫ ৲
কাটারিভোগ	৭ ৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাগরা নূতন	৪০/০
ঐ পুরাতন	৫ ৲
এজোরেন্ত কোয়ালিটী	৪ ৲
সিদ্ধ বেতুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪ ৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০ ৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ দাদখানি	৫ ৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭ ৲
ঐ বেতুণ	৩৶০

পাটের দর

বাবতে—	৪০৸০
উত্তম—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১ ৲

চিনির দর

কাউন, টাইপ	১০।৶০
ধপিপুর ১০০০ নং	১০/০
দাবকোরা সাদা	৯।
কাশপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কাশপুর লাল	৭।৶০—৮ ৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
সভরেণ	২২
চাকিবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
দ্যাফকাফার ঐ	৬ ৲—৬৶০
গার্ডিনরেফ ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬ ৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।৶০
আটা (এস)	৫ ৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৶০
শালাউ	১৸৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

কলমা	৫৭ ৲
রায়গঞ্জ	৫৭ ৲
ভূষণেশ্বরী	৫০ ৲
বন্দী	৪৫ ৲
পাতিয়াল	৬৪।০

তার	৭ ৲
কাবুলে	৬ ৲
বাবা পাওয়া	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১৭ ৲

সুতের দর

আমেন সোনার কাইন	৫৪ ৲
লিট্‌ল আমেন কম্বল	৪০ ৲
কমাচি পুনিস কাইন	৪০ ৲
হাফসি তারা	৫৩ ৲
ঐ কাইন	৫১ ৲

মেসেডি মশলা

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী বেগী	১৬।০—১৭ ৲
কাটা সুপারী	৭।০
শুটি খরিয়ল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।০৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮ ৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০ ৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০ ৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০

শীস ।৶১০—৸৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০।০

গেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩।০—৩৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৫।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৯ ৲—১০ ৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাতি, বোল্টু, গয়রহ ৬৸০—৭।০

গোল রড বি-ইনফোস ও কনক্রিটের ৭।০

[illegible] ৬৸০—৭৸০

নং ইস্পাত আসল ২৫ ৲ নকল ২৩।০

চটকলের ঢালাই ৫৶০, পাটের হাতল ৬।০

ভুলার ঢালাই ৪।০

সন্তোষ কুমার অভিজিৎ
এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
৩-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপট্টি, বড়বাজার
কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৬৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১লা আগষ্ট, ১৯৩৮, সোমবার [১৩০তম সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৫।৮।৩৮

(১)

৮৬৮ খাজানা ৩৮ দাবী ৫০৩৸/১

ডিঃ কমলা বালা দাসী

দেঃ [illegible] সাং [illegible] পোঃ [illegible]

১। থানা হাঁসখালী [illegible] মৌজে [illegible] ৩৫১, ৫ [illegible], নিকর ব্রহ্মোত্তরদার [illegible] অধিকারীর অধীন ৩০০নং খতিয়ান জমি -২১৩৮৸ কাত বার্ষিক ১০ আনা খোকসা [illegible] জমা [illegible] যোল আনা রকম বস্ত মায় যাবতীয় আকর আওলাত বস্তু বৃক্ষাদি বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪০৭ নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার শরৎকুমারী [illegible] অধীন ৪৩৮ নং খতিয়ান ১-৯৯ দাগ জমি ৮০ আনা জমা মায় যোলআনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য ৩৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩৩০নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার চন্দ্রভূষণ [illegible] অধীন ৩৩৩ নং খতিয়ান ১-৮২ দাগ জমি ১৲ জমা মায় অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩৩১নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর অধীন ৩৩৩ নং খতিয়ান ২-৯৫ দাগ জমি ১। জমা মায় ষোল আনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৮৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩১৭ নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার উপেন্দ্র [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের অধীন ৩১৮নং খতিয়ান ৮১দাগ জমি ১৸৶ জমা মায় ষোল আনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য ৪৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে নিকর ব্রহ্মোত্তরদার নৃসিংহ প্রসাদ বাগচীর অধীনে ৪০৬ নং খতিয়ান ৩-৬২ দাগ জমি ২৲ জমা মায় যোল আনা রকম বকেয় হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ৫০৬ নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীন ৫০৭ নং খতিয়ান ২-০৫ দাগ জমি ২৲ টাকা জমা মায় অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৭৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩২০ নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার কালিপদ ভট্টাচার্য্যের অধীন ৩২১ নং খতিয়ান ৩-৬৬ দাগ জমি ২।০ জমা মায় অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত যোল আনা রকম বকেয় হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪৩৯নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৪৪০নং খতিয়ান ৪-১৬দাগ জমি ৪৶ জমা মায় যোলআনা রকম বকেয় হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪৪৫নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী দিং অধীন ৪৪৬নং খতিয়ান ৩-৪৩দাগ জমি ৫৲ টাকা জমা মায় যোলআনা রকম বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৯৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ৩৩৩নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় অধীন ৩৩৭নং খতিয়ান ৩-৭১দাগ জমি ৫৲ টাকা জমা মায় যোলআনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য ২০৲।

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪১০নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার [illegible] অধীন ৪১১নং খতিয়ান ১৪-১১দাগ জমি ৭৲ টাকা জমা মায় যোলআনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ২১৭নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার উমানাথ অধিকারীর অধীন ২১৮নং খতিয়ান ১৬-০০ একর জমি ৭।০ জমা, মায় যোলআনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৩৫৲

১৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ২১০নং খতিয়ান নিকর ব্রহ্মোত্তরদার অক্ষয়চন্দ্র মুখার্জ্জীর অধীন ২১১নং খতিয়ান ১০-৪৩দাগ জমি ১১৸৶ জমা মায় যোলআনা রকম আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৫৪২ খাজানা ৩৮ দাবী ৪০।৶৩

ডিঃ নাবালক দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ নাবালক কমল সেখ দিং সাং ও পোঃ বড়গাছা

১। থানা হাঁসখালী মৌজে গোহোপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীনে ৫৮৫নং খতিয়ান ও অধীন ৭৬৪।৫৭৬নং খতিয়ান -৮৮দাগ জমি ৩৸৶টাকার যে কোর্ফা জমা আছে তাহার যোলআনা রকম বাকীপড়া জমা জমি ও অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত আদির বকেয় হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫৭৮নং খং ও অধীন ৫৭৬।৭৬।৫৭৮নং খতিয়ান ১-৫০দাগ জমি ৫৲ টাকা জমা মায় যোলআনা রকম বাকীপড়া জমা জমি ও অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৬১৭ খাজানা ৩৮ দাবী ১৮।৶৭

ডিঃ [illegible] সিংহ রায় দিং

দেঃ [illegible] দিং সাং ও পোঃ হাঁসপাতা

থানা চাপড়া মৌজে হাঁসপাতা গ্রামে ডিঃ অধীনে ১০৭৪নং খং -১৩ দাগ জমি ২।০ জমা মায় অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

৬১৬ খাজানা ৩৮ দাবী ১৪৩৸/০

ডিঃ কুসুমরাণী দেবী

দেঃ রবিরঞ্জন সিংহ দিং সাং ও পোঃ বাহিরগাছি

থানা হাঁসখালী মৌজে বাগাড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ৬৫১ নং খতিয়ান ২১-২ দাগ জমি ২৫।১৭৸০ জমা, মায় অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত যোলআনা রকম বকেয় হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

৫১৪ খাজানা ৩৮ দাবী ১৩।৶৪১

ডিঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ সতীশচন্দ্র পাল দিং সাং ও পোঃ বহিরগাছি

থানা হাঁসখালী মৌজে দক্ষিণ বহিরগাছি গ্রামে জিরাতদার ও খোকাবিলা দেবোত্তরগণের সেরেস্তায় ৫১২নং খং ৩-৪১ দাগ জমি ১৪।৶০ জমা, মায় অংশবিশিষ্ট আকর আওলাত বকেয় হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

৬৪৭ খাজানা ৩৮ দাবী ৩৭৸৶৩

ডিঃ কুসুমরাণী দেবী

দেঃ গোকুল সেখ দিং সাং বাগাড়িয়া পোঃ হাঁসখালী

থানা হাঁসখালী মৌজে বাগাড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ১২০ নং খং ৯-৪২ দাগ জমি ১৮৸/৭। জমা, মায় অংশবিশিষ্ট

আকর আওলাত যোল আনা রকম বসত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

৬৫৬ বাংজারি ৩৮ দাবী ৬১/০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ—

দেঃ নছুরন বিবি সাং হাটখোলা, পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ২১১২২০ নং খং কুক ৩-৪৪ পঃ জমির ৯১৶৭ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত [illegible] হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

৬৫৭ বাংজারি ৩৮ দাবী ৪২৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আমিরণ নেছা বিবি সাং হাটখোলা, পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ২১১,২৫৯।৫৮।৮৭।৩১ নং খংকুক ৬-৪ পঃ জমির মধ্যে ১২.৩৶০ জমির ১৭।৩ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

৬৫৮ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৭৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নিছ নেছা বিবি সাং হাটখোলা পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ৪৩৪৪।৪৫ ৪৬ নং খংকুক ৫-১২ পঃ জমির ১২৸৭৷০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৬৫৯ বাংজারি ৩৮ দাবী ১০৭।/৭৳

ডিঃ ঐ

দেঃ বসিরুদ্দি মণ্ডল দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাজারদি

[illegible] চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রা[illegible] ১১০ নং খংকুক ১২-৭৩ পঃ জমির মধ্যে [illegible]/০ জমির ২৭৶১০।০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১১)

৬৬০ বাংজারি ৩৮ দাবী ৯৮।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] বিশ্বাস সাং হাটখোলা পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ২২৮ নং খংকুক ৯-৩১ পঃ জমির মধ্যে ২৭৸৪।৶০ বিঘা জমির কাত ২৪।৶৭৷০ জমা তাহাতে দেনাদারগণের স্বত্বাংশ আছে। যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

৬৬১ বাংজারি ৩৮ দাবী ৮২৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিয়াজ বিশ্বাস সাং হাটখোলা পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১৪৪ নং খংকুক ১৫-১৩ পঃ জমির মধ্যে ৩৪৸০/০ বিঘা জমির ৪০৭৶৯ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ৬০৲

(১৩)

৬৬২ বাংজারি ৩৮ দাবী ৮৫/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মণ্ডলা বক্স দিং .দিং সাং হাটখোলা, পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা মধ্যে ডিঃ সং ১৪৪।২৯২ নং খংকুক ৫-৩০ পঃ জমির মধ্যে ১২।২ বিঘা জমির ১৫।৶০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

৬৬৩ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৭৭৸/৪

ডিঃ ঐ

দেঃ করজা নেছা বিবি সাং হাটখোলা পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১৭৮।১৭৯নং খংকুক ১৬৮৫ পঃ জমির ৫২।/১৸ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ১১৫৲

(১৫)

৬৬৪ বাংজারি ২৮ দাবী ১৭০৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছনু সিংহ দিং সাং হাটখোলা, পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে হাটখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১৪০ নং খং ২৯-১৬পঃ জমির ৭৪।৶০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৬)

৫৩৯ বাংজারি ৩৮ দাবী ১০৫৸/০

ডিঃ নলিনীবালা দেবী

দেঃ নলিনীমোহন সরকার সাং শহর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ২৭৮নং খং ২-০৫পঃ জমির ১৫৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১৬।৮।৩৮

(১৭)

৬৮১ বাংজারি ৩৮ দাবী ৭১৲/৩

ডিঃ শিবপ্রসাদ ঘোষ দিং

দেঃ কার্তিক মণ্ডল দিং সাং বহিরগাছি পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে মথুরাপুরের অন্তর্গত ৬৮৬ নং মৌজে মু:গপোতা গ্রামে জমিদার ডিক্রীদারগণের সরকারে ৮নং খং ২-৩৫ পঃ জমির ৭৸১১ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

৬৮২ বাংজারি ৩৮ দাবী ৯১।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জমাৎ মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ বহিরগাছি

থানা চাপড়া মৌজে মথুরাপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৫৬ নং খংকুক ২-১৬ পঃ জমির ৪৸৭ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত যোল আনা রকম স্বত্বাংশ বসত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৯)

৫২৮ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৫৶৫+৫।৶৭

ডিঃ চেৎলাদিয়া ওয়ার্ডস্ এষ্টেট

দেঃ নাবালক দ্বিজপদের গার্জেন দিং সাং বাঁশবেড়িয়া পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে মদনপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৭৭নং খং ১-৮০পঃ জমির ৫৲৬ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

৫১৮ বাংজারি ৩৮ দাবী ১৬৸৶৯

ডিঃ বাথান দাস সিংহ

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল সাং রাণাবন্দ পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে রাণাবন্দ মধ্যে ডিঃ সং ৪।২১৭নং খং ৯ ৬৩পঃ জমির ২৪।৶১২। জমা যার তদুপরিস্থিত যোলআনা রকম বসত হুকুক মূল্য আঃ ২৫

(২১)

৫৭২ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৫।৶৩

ডিঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

দেঃ কমির হালদার দিং সাং বাগিয়াখড়ি পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে বাগিয়াখড়ি মধ্যে ডিঃ সং ৯৯নং খং ৬-১৬পঃ জমির ৯৲ টাকা জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত যোলআনা রকম বসত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৬৭২ বাংজারি ৩৮ দাবী ২৮৲

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দিং

দেঃ হেকুল ঘোষ দিং সাং আটা, পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মোটা মধ্যে ডিঃ সং ৮-১নং খং ১-২৪পঃ এটওয়ী জমি জমা যার আকর আওলাত বসত হুকুক বাগীপড় সম্পত্তি মূল্য আঃ ২০৲

নীলামের দিন ১৭।৮।৩৮

(২৩)

৩১৫ মেয়াদি ৩৮ দাবী ৬৫২৸৶৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী

দেঃ ছাওচাঁদ মণ্ডল সাং গোপড়া, পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে গোপড়া গ্রামে জমিদার নরেন্দ্র পালচৌধুরী পরে জ্যোতিষচন্দ্র পালচৌধুরী দিং বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ পং সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল জ্ঞাতে যে বহুকালের পোতা খতিয়ান ১৬০৸০। বিঃ জমির কাত বার্ষিক ১৩৪৶২ মোকররী জমা লেখা যায়, যাহা বিগত সেটেলমেণ্টে ১০১ খতিয়ান মোকর্দমা হইয়া ১১৭/২৸৶ বিঘা জমির কাত বার্ষিক ১৪৫।৶৩ মোকররী জমা সাব্যস্ত হইয়াছে। উক্ত জমার মধ্যে জমিদারিতে বিবাদীর অংশের নির্দিষ্ট নিষ্কাংশ ৶৬ হুকুমে ৪২৸৩।৶ বিঘার কাত বার্ষিক ৩২।৶ মোকররী জমা ও তাহার উপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(২৪)

৩২৪ মেয়াদি ৩৮ দাবী ২০৯।৶

ডিঃ প্রফুল্লময়ী দাসী দিং

দেঃ ক্ষুদিরাম পণ্ডিত বিশ্বাস দিং সাং ইছাপুর, পোঃ বাজারদি

থানা চাপড়া মৌজে ইছাপুর গ্রামে স্বরূপচন্দ্র তালুকদার আশুতোষ হালদার দিং পরে বর্ত্তমান লতিকাবালা বিশ্বাস দিং শান্তিলতা হালদার দিং ৬নং খং অধীন ১২৬ নং খংকুক ১৮-৬৬পঃ জমির ২৭৸/৩ জমা হলে ৩১/০ যে রায়তী স্থিতিবান্ জমা লেখা যায় উক্ত জমি মধ্যে নিষ্কাংশ ৬। হুকুমে চিহ্নিত নির্দিষ্ট লিখিত জমি নিজাংশে ১০।/৭ টাকা জমা যার আকর আওলাত যোলআনা বসত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৫)

৫৫৫ মেয়াদি ৩৮ দাবী ৪১০৶

ডিঃ মথুরানাথ ঘোষ

দেঃ বেদান্ত বিশ্বাস সাং বিলকুমারী, পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিলকুমারী গ্রামে ভূমিকার বর্ত্তমান পাল দিং হস্তে বর্ত্তিকায় শিবচন্দ্রের নিকট খরিদসূত্রে বর্ত্তমানে বক্তিয়ার খলিলুর রহমান চেৎলাদিয়া কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার বীরেন্দ্রনাথ দিং সেরেস্তার যোলআনা রকমে বার্ষিক ৪০৸/০ টাকা খাজনা সুবাদি বিবাদের মূলস্বত্বে যে রায়তী মোকররী জমা প্রচলিত আছে উহাতে বিবাদী দেনাদারের ১০ আনা রকম অংশে চিহ্নিত নির্দিষ্টভাবে যোলআনা রকম অংশে ঐতেমেন্ খাজনাদিতে বার্ষিক খাজনা ১০।৶১১ টাকা উক্ত জমিদারগণের সেরেস্তায় আদায় দিতে হয় উক্ত রায়তী মোকররী জমার যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বসত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(স্বাক্ষর [illegible])

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ — ২০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১লা আগষ্ট ইং ১৯৩৮, সোমবার

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রী[illegible]

বাগ[illegible] রোড, কলি[illegible]।

১০ ই জুলাই ১৯৩৮।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১শে শ্রাবণ ৫, ৬ই আগষ্ট ১৯৩৮, শনিবার শ্রীএকাদশী [illegible] হইতে [illegible] শ্রাবণ, ইং ১১ই আগষ্ট, বুধবার শ্রীবলদেব পূর্ণিমা পর্য্যন্ত [illegible] মঠে অনুষ্ঠান শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব [illegible] আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ও [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে।

এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীবাসাচার্য্যদেবের অনুপম কৃপায় [illegible] কীর্ত্তন ও বক্তৃতা মুখে প্রকাশিত হইবে। মহাশয় সবান্ধবে উপস্থিত [illegible] পরমানন্দিত হইব।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল (ভক্তিসুধাকর ব্রহ্মচারী)

(সম্পাদক [illegible])

শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী (অধিকারী)

(সহ-সম্পাদক)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচনা

গত ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে শ্রীপাদ জয়গোবিন্দ অধিকারীজী "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিখিল জীবের মঙ্গলকামনায় যে স্বরূপ করিয়া প্রাদুর্ভাবের জন্য একান্ত অঙ্গীকার করিয়া জগতে অশেষ প্রকারে কৃষ্ণান্বেষণ লীলার আবিষ্কার করেন। কালক্রমে তাহাতে জীবকুল সেই নিত্যমঙ্গলাদর্শ অনুসরণে পরাঙ্মুখ হওয়ায় [illegible] ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত অমল ভজনপথের সন্ধান বিমুখজীবকুলকে যে অশেষ প্রকারে প্রদান করিয়াছেন তাহাই বিশদভাবে প্রবচনমুখে অধিকারীজী ঠাকুরের আচারপ্রচারময় আদর্শচরিত্রের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। গত ২৯শে জুলাই শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিবৈভব "শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সাধনভক্তি" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

সচ্চিদানন্দ মঠে

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ২১।৭।৩৮ তারিখ হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পূজনীয় সম্পাদক মহোদয়ের দ্বারা নির্দ্দেশোক্ত বিষয়সমূহ ধারাবাহিকরূপে সন্ধ্যা ৭।০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০। ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতামুখে আলোচিত হইতেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিভিন্ন বর্ষের গৌড়ীয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল ঠাকুরের কথামৃত কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

স্থানীয় সংবাদপত্রে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিমল চরিত ও উপদেশাবলী প্রকাশিত হইবার [illegible] হইয়াছে।

শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে বৈষ্ণবসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে অশেষ-আড়ম্বরের সহিত উৎসবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষ পূর্ত্তি [illegible] বৈষ্ণব মহাশয়গণের [illegible] হইতেছে। ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি [illegible] সপ্তাহ ব্যাপী [illegible] বিশেষ বিশেষ [illegible] অবলম্বন হইয়াছে। [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের জীবনচরিত [illegible] সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] হইতেছে।

গত ২৩শে জুলাই শনিবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] উপলক্ষে উক্ত মঠে [illegible]

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ শ্রীধর সর্বশিব সর্বপ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভগবানের সেবকগণ তাঁহার সেবকের সেবা করেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ ভজনের ভান করেন। এই মায়িক জগতে—এই বিপদের যুগে কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথার প্রয়োজন নাই। সুতরাং জীবের পক্ষে জীবনের উদ্দেশ্য পরম এবং বিদ্যমান জগতে ভগবান্ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ ও কীর্তন কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই এবং কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

আধ্যাত্মিক গুরুগণ মায়িক বস্তুর সন্ধান দান করে, স্বর্গ ও মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। পূর্বতন গুরু-পাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িক গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের শ্রেষ্ঠসেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র; ভগবান্ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে গুরু-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয়। গুরু-ভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থ-ভাগবত সেবনীয়।

যাঁহারা এই বৈকুণ্ঠনাম প্রচার করেন বা করিতে পারেন। তিনি ভগবানেরই অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ। তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে নাই। অবজ্ঞা করিলে মহা অপরাধ হয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্যকুঞ্জ আছে, যেখানে তিনি সেবাপ্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন, যেখান হইতে কৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তও অন্যত্র যাইতে পারেন না। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে গোষ্ঠ নাই। গো। স্থ = গোষ্ঠ, অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের গোসকল বিচরণ ও অবস্থান করে। কৃষ্ণের গোসকল কি রকম তা' সেখানে গেলে দেখা যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই গিরিবর গোবর্দ্ধনকে পাওয়া যায়। তবেই অপর দৃষ্টিতে গোবর্দ্ধন। মনোধর্মযুক্ত হইলে গোবর্দ্ধনকে প্রস্তরাদি রূপে দর্শন হয়। শ্রীশ্রীরাধামাধবের অষ্টকাল সেবালাভের আশা যাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়, তিনিই শ্রীশ্রীগুরুদেব। মায়াধর্ম বা জড়ভাবান্বিত কৃষ্ণকে কখনও জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে পারা যায় একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারা।

একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান। গোলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোনও কথার কাণাকড়িও মূল্য নাই। জগতে কৃষ্ণকথার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমরা বর্তমানে কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণভক্তের কথা পরিত্যাগ করিয়া বাজে-বাজে কথা এই দেশের 'চণ্ডীমণ্ডপে' আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের অন্তর দরিদ্র হইয়াছে। আমাদের soul বা আত্মার সাক্ষাৎকার হইতেছে না।

চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত ধর্ম্ম-প্রবর্তক, মহান্ত-দীক্ষাগুরু এবং মহান্ত-শিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার প্রবৃত্তি প্রকাশ হয় না। গুরু-প্রসাদ ও সুকৃতি উদয় না হওয়া পর্যন্ত জীবগণ চৈত্যগুরুর নিকট হইতে লাভ করিতে পারে না। অনাদিকাল হইতে জীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে চৈত্যগুরুর অবস্থান থাকে, অতএব চৈত্যগুরু জীবকে দুঃসঙ্গ-বিবর্জনের বিবেক দান করেন। কিন্তু শুদ্ধ-বিবেকের মাহাত্ম্যের যোগ্যতা হইলে চৈত্যগুরু কৃপা করিয়া মহান্ত বৈষ্ণব মহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুগণের প্রতি বিশ্বাস দান করিবার প্রেরণা প্রদান করেন।

শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতেই ইহ-জগতে অবতরণ করেন। তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে জানা যায়। শ্রীগুরুদেব কৃপাময় হইতে পারেন। চৈত্যগুরুর কৃপায় বহু সুকৃতি নিহিত হয়। দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক হন, যেহেতু তিনি ভগবানের নিত্যসেবক। ভগবানের সেবকস্বরূপে তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার বস্তুত না থাকায় তিনি জগদ্গুরু। তিনি দেব-জাতীয় অভিমান না থাকিলেও আশ্রয় জাতীয় ভগবানের লীলা-প্রদর্শনকারী। শিক্ষাগুরু বহু থাকিলেও দিব্যজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, যেহেতু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

[বিষয়—"শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ও বিশ্ব" স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদন কাল—১০ই জুলাই, ১৯৩৮, রবিবার, সন্ধ্যা।]

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য বন্দনা ক'রে আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় 'শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্ব'। অদ্যকার বক্তা ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, তিনি অদ্যকার বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত, তিনি সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, কবি, কৃষ্ণৈকশরণ, হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবাপরায়ণ, বৈষ্ণবোচিত সর্বগুণে গুণী। তাঁহার কার্য্য আমার মত একটী অযোগ্য ব্যক্তির উপর দেওয়া হ'য়েছে। তার কারণ, তিনি আজ অন্তর্দ্ধানের লীলার অভিনয় ক'রেছেন। যোগ্যব্যক্তির কার্য্যের ভার যদি অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে, তা'হ'লে তা'র যেমন অবস্থা হয়, আমার সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাই আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা আপনাদের এই অধম সেবকের ত্রুটী বিচ্যুতি নিজগুণে সংশোধন ক'রে আমাকে কিছু সেবার অধিকার দিবেন। আমার তাহা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, একটী অকিঞ্চনত্ব নাই, তার উপর আবার বৃদ্ধকাল। "বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল, পীড়াবশে হইনু কাতর। সর্বেন্দ্রিয় দুর্বল, ক্ষীণ কলেবর, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর। জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত, আর মোর কি হবে উপায়। পতিতপাবন তুহুঁ, পতিতাধম হাম, কৃপায় উঠাও তব পায়।" বৈষ্ণবের কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।

দিব্যজ্ঞানদাতা জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া এই জগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেশকগণের নায়ক শিক্ষাগুরুবর্গ। এই দেশের অনুগামী পথপ্রদর্শক শিক্ষাগুরুরই অনুভব। মহাভাগবত মহান্ত অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে-দয়া-ধারার প্রবাহ-বিস্তারকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিচারে নিকৃষ্ট, কর্মফলে আসক্ত, সেই সকল ব্যক্তির সম্মুখে প্রধান ও জীবমাত্রকেই কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের ইহ জগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্যভোগ-বাসনা অপসারণ পূর্বক জীবসমূহকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। ভগবান্ চৈত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবদনুগ্রহ-ক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলের দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিষয় একমাত্র তিনিই ব'লতে পারেন, যিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে তাঁ'র হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে বরণ ক'রতে পেরেছেন, আবার শ্রীল প্রভুপাদের কথা তিনিই বল্‌তে পারেন যিনি ভক্তিবিনোদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে আনুগত্য স্বীকার ক'রে তাঁ'র শ্রীমুখবিগলিত ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী শ্রবণে সুযোগ লাভ ক'রেছেন। গৌড়ীয়-মঠে যে সমস্ত কীর্তন করা হয়, এগুলি গৌড়-বাণী, আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে আগত শ্রীচৈতন্য-বাণী, বেদ-সংহিতা বাণী। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণে সম্পূর্ণ শরণাগত—সেবাপরায়ণ ভক্তের কণ্ঠ-নিঃসৃত হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

গৌড়ীয়মঠ কি বিশ্বের অন্যতম কোন একটী মঠ? ইহা কি কেবল ইট, কাঠ, মাটি, পাথরের সমাবেশ? না, তা' নয়, তা' মনে ক'রলে গৌড়ীয়মঠের স্বরূপ বোঝা হ'ল না। জগতে কত না কত মঠ, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ প্রভৃতি থাকতেও আমাদের শ্রীগুরুদেবের গৌড়ীয়মঠ বা চৈতন্যমঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য কি ছিল? অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের অনুভবী শ্রীচৈতন্যবাণীর—শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মূর্ত্তস্বরূপ শ্রবণসদনই শ্রীগৌড়ীয়মঠ। এইজন্য এঁ'র নাম রাখা হ'য়েছে শ্রীসারস্বত শ্রবণ-সদন। সুতরাং এই স্থান অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠভূমি। এখানে কেবল সপ্তাহের মধ্যে একদিন ক'রে এসে কিছু কথা শুনা যাবে, আর বাদ বাকী ছয়টা দিন অন্য বিষয় কার্য করা হ'বে, এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে কখনও গৌড়ীয়মঠ দর্শন হয় না।

ইহা একটি church মাত্র নয় যে, এখানে প্রতি sabbath day-তে এসে মিলনায়, পরে যে যার বিষয়কার্য্যে ছুটলায়; মসজিদও নয় যে, প্রতি শুক্রবারে এসে একটু নমাজ পড়ে গেলাম। এখানে সর্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন হয়। নিত্যমুক্ত পরমহংস বৈষ্ণব

আচার্যগণ এখানে নিত্যকাল হরি-কীর্তন করেন। তাঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী আবার তাঁদের একান্ত আশ্রিত বৈষ্ণবগণের নিরন্তর অনুকীর্তনের বিষয়। সুতরাং তাঁদের আনুগত্যে নিত্যকাল হরি-কীর্তনপ্রবণতা-গুণীগণের বিচারে বরণই প্রকৃত সুবেধার পরিচয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরবিদ্যার পীঠস্থান। লৌকিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বনাথকে divorce ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। তাঁর প্রবেশদ্বারে একেবারেই তালা লাগানো হ'য়েছে। কিন্তু অপ্রাকৃত বিদ্যামন্দির বা পরাবিদ্যাপীঠ-স্থান শ্রীচৈতন্যমঠ বা তদনুগত অন্যান্য মঠে বিশ্বনাথ—জগন্নাথ স্থাপিত হ'য়েছেন। তাঁ'র সেবা ছাড়া—তাঁ'র নাম, রূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলার সংকীর্তন ছাড়া এখানে আর অন্য কোন কৃত্য নাই। "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ইহাই এখানকার মূলমন্ত্র। সর্বক্ষণ হরি-কীর্তনই নিবাসী সাধকমাত্রেরই একমাত্র ধর্ম—আত্মার ধর্ম—স্বরূপের ধর্ম। আত্মাদের ধর্ম সর্বদা হরি-কীর্তন ব্যতীত আর কিছু হ'তে পারে না। 'মঠ' মানে শ্রীহরিকথাশ্রবণ কীর্তনসদন। 'মঠ স ধর্ম্ম স্বরূপঃ পরমার্থিপ্রকাশিনঃ যত্র'। সেখানে শ্রীহরির প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগত দাসগণ সর্বদা কৃষ্ণকীর্তনতৎপর। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীগৌরকিশোর শ্রীমদ্ভক্তি প্রভু, শ্রীমদ্ [illegible] গৌরসুন্দর এবং তদনুগত আচার্যবর্গ সেইই অপ্রাকৃত প্রাণিক জীবনের নাদের। বহুভাবেরই অস্ত পরিচয় আছে।

"এতন্নির্বিদ্যমানানাং ইচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥"
(ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের একটিও এক অপূর্ব মহিমা যে, তাঁ'রা এই প্রাকৃত বিশ্বে আবির্ভূত হ'য়েও [illegible] অপ্রাকৃত সত্ত্ব বস্তু মায়ার আক্রান্ত হন না। তাঁ'দের বিগ্রহ, আচার্য ও বৈষ্ণব মায়াদ্বারা অভিভূত হ'বার বস্তু নয়; কেন না, তাঁ'রা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্বরূপ। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বুদ্ধি সর্বদা ভগবান্ সম্বন্ধের অংশ; তমাচ্ছন্ন কৃষ্ণবহির্মুখী না হওয়ায় মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও ক'রতে পারে না। তদীয় অবতারগণ তাঁ'রা আর হ'য়ে তাঁ'র আজ্ঞাকারী, সেবক কিঙ্করকারী—কাহাকেও [illegible] শিক্ষা দিবার জন্য আচার্যগণ সকলেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষেই থাকে; কেহ বা জ্ঞানশক্তি, কেহ বা [illegible] শক্তি, কেহ পালনী [illegible] কেহ ভুবনশক্তি, কেহ বা শ্রীলক্ষ্মী-শক্তি ইত্যাদি। যেমন নারদ, পৃথু, চতুঃসন, শেষ, অনন্ত ও পরশুরাম ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রভক্তের সহিত তাঁ'র নিজজনগণের এইরূপ পরিচয় প্রদান ক'রেছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ ১৮-৫০ শ্লোক):—শ্রীরায় রামানন্দ ব্রজের শুদ্ধরসপ্রচারকারী মূর্তিমান্ প্রেমস্বরূপ, শ্রীদামোদরস্বরূপ রসের মধুরসঙ্গান-প্রদানকারী, শ্রীঠাকুর হরিদাস নামমহিমাবিস্তারকারী, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু;—এই প্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল ভক্তই কৃষ্ণভক্তিরসবিতরণকারী, সকলেই প্রেম-শক্তিস্বরূপ। এই প্রেমশক্তিই জীবাত্মার ধর্ম, তা' ভুলে গিয়ে জীব জড় বিষয়প্রেমে মত্ত হ'য়ে যায়।

মায়া, মমতা, ভালবাসা কথাগুলি খারাপ নয়, কিন্তু কা'র প্রতি মায়া, মমতা, প্রেমাদি কিভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে, তা' নির্ধারণ হয় না ব'লেই এত গোলমাল বাধে। বিশ্বনাথকে বাদ দিয়ে বিশ্ব—যার জন্ম-মৃত্যু সব আছে, তার সঙ্গে প্রেম ক'রতে যাচ্ছি, এইরূপ মনোবৃত্তি হ'চ্ছে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ সংঘটিত হ'য়েছে, কিন্তু সেই বিশ্বের অন্তরের বস্তুর সন্ধান নাই; তাঁ'কে বাদ দিয়ে নশ্বর বস্তুর সঙ্গে পারাপার বিচারশূন্য হ'য়ে যে ব্যবহার ক'রতে যাচ্ছি, সেইটাই মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তদনুগত আচার্যগণ এই বিশ্বকে কি চক্ষে কিভাবে দেখতে হয়, তা' ব'লে দিয়েছেন। তাঁ'রাই অজ্ঞানতিমির দূর ক'রে জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন। এজন্য শ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র এইরূপ—

"ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে আমাদের চক্ষু খুলে দিয়ে বলেন,—ঐ দেখ মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর কি অপূর্ব শ্রীমূর্তি। অন্তরে তোমার পরমারাধ্য, বাহিরের মন্দিরের বাহিরের ইট পাথরের গাঁথা বস্তু দেখে, তা' দেখে মুগ্ধ হ'য়ো না,—বিশ্ব দর্শন ক'রো না। জগন্নাথের মন্দিরের বাহিরে 'বাসের' [illegible] যে ছবি আঁকা হ'য়েছে, তা' দেখতে গিয়ে জগন্নাথ-দর্শনে বঞ্চিত হ'য়ো না। আবার শ্রীজগন্নাথকেও কাঠের ঠাকুররূপে দর্শন ক'রতে যেয়ো না। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাতে থেকে জগন্নাথদর্শনের আদর্শ প্রদর্শন ক'রে আমাদিগকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্য শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু ও তাঁ'র নিজজনগণ সর্বাগ্রে সুদর্শনচক্র দর্শন ক'রে, গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থেকে জগন্নাথদর্শনের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। সেই সুদর্শন দেনেওয়ালা শ্রীগুরুদেব। আচার্যবর্গই সুদর্শন-সম্যক্ দর্শন—স্বরূপ দর্শন—দিব্য বস্তুর দর্শন বা দিব্যদর্শন দিয়ে দেন। তাঁ'দের আনুগত্য ছেড়ে জগন্নাথ দেখতে গেলে বিশ্বনাথ বা [illegible] দর্শনই হ'য়ে যাবে। মহাপ্রভুর সেই দেশবাসী ভক্তবৃন্দ প্রভৃতি সকলে নিত্য সর্বাগ্রে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা ক'রতেন। আমরা কেবল বিশ্বদর্শন [illegible] ([illegible]) আমাদিগের শিক্ষার জন্য [illegible] কীর্তন ক'রেছেন—

"কলাদ্যাভিবৃষ্টিভিঃ [illegible]
[illegible] পুরুষোত্তমম্।
[illegible]
[illegible]॥"

[এই শ্লোকের [illegible] অর্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।]

[illegible] Allpur [illegible] [illegible] [illegible] different [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] হুঁশ [illegible] [illegible] [illegible], দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, [illegible] কিছুই নও, তুমি জড়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষ বা স্ত্রী নও, তুমি বালক, [illegible] পণ্ডিত, মূর্খ [illegible] বৈশ্য, শূদ্র, [illegible] সন্ন্যাসী [illegible]
অনর্থ কোন বস্তু নও, কিম্বা কোন খণ্ডদেশের কোন খণ্ডকালের অন্তর্গত কোন খণ্ডপাত্র নও, এমন তোমার স্বাভাবিক সত্তা [illegible]। তুমি জীবাত্মা,—নিত্য, শুদ্ধ, শাশ্বত, অবয়ব, সনাতন-ধর্ম। তুমি [illegible] [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, বৈষ্ণব, মহাপ্রভুর [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীব্রজপত্তন
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের সংগ্রহ পাঠাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩১৬
কার্য্যালয় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রী১১ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, হরিকীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। ইহা যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রাকৃতকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাটিয়ারা (শ্রীল [illegible] পাটীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁটাপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়পাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং [illegible] দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১৯০নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল. (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং রিডিং রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাণগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ [illegible], পাঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্দ্দি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্দ্দি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible] (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
চূড়ুঙ্গা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৩নং চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২৪শ পৃষ্ঠার পর

থং নং—৫১৭, তৌজি নং ৫১৮—৫১১১৩,
জমির পরিমাণ— ১০-৫৯ শতক

(২৬)

৬৯৬ ক্লেমারি ১৮ . দাবী ১১৭৫

ডিঃ ঐ

দেঃ গোলাপ বিবি দিং নাং বিলকুমারী
পোঃ বাকানীপাড়া

১। থানা বাকানীপাড়া মৌজে বিলকুমারী গ্রামে জমিদার জ্যোতিষচন্দ্র পালচৌধুরী দিং-দের তৌজি ২৮৫নং থং ১-৫৪শঃ জমির ১১৫ অংশ এবং উহাতে প্রতিবাদী দেনাদারগণের ৵১৩—অংশ ষোলআনা অংশে হইতেছে, হারাহারি সুরত বাহার বার্ষিক খাজনা ১৸১৩ – জমিদার দিং .৪নং .ফিতে হয়, তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ জমিদার সং ১৮৯নং খং ১-২২শতক জমির ৩৵৫ অংশ, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদির দেনাদারগণের স্বত্বাংশের ষোলআনা রকম বরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৮৲

(২৭)

৩৭৮ মণিলাবি ৩৮ দাবী ৫৫৸৬

ডিঃ হরিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

দেঃ শান্তিপ্রতিভা দেবী নাং গোয়াড়ী
পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা বাকানীপাড়া মৌজে গোহাপাড়ী গ্রামে দেনাদার ও তাহার অপর সরিকগণ জামদার বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় দিং অধীন যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি রাখে হইতে দেনাদারের।০আনা রকম স্বত্বাংশ যার বসন, বহন, বাগান ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে দেনাদার ও তাহার অপর সরিকগণ জামদার জীতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং অধীন ৬৮নং খাজনাবে যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি আছে ইহাতে দেনাদারের।০আনা রকম স্বত্বাংশ যার বসন, বহন, বাগান আকর আওলাত বরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। থানা বাকানীপাড়া ঐ মৌজে ৫১৫নং খংভুক্ত দেনাদার ও তাহার সরিকগণের জমিদার জীতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং অধীন যে নিষ্কর জমি আছে ইহাতে দেনাদারের।০আনা রকম স্বত্বাংশ যার বসন, বহন, বাগান বাড়ীঘর বাগান বাগিচা পুকুর ইত্যাদি আকর আওলাত বরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪৬১নং থং ও ১০২নং গোহাপাড়া মৌজার ১২৮ ও ৫১৯নং থং দেনাদার ও তাহার সরিকগণের নামে জমিদার বিনয়াম মুখোপাধ্যায় দিং সং

বার্ষিক ৵৷০ টাকার যে সম্পত্তি নিষ্করভাবে ধরা যাবে ইহাতে দেনাদারের।০আনা রকম স্বত্বাংশ যার আকর আওলাত বসন, বহন, বাগান সমেত আকর আওলাত বরবস্ত হকুক মূল্যআঃ ১০৲

(২৮

৪১১ মণিলাবি ৩৮ দাবী ১৬২৵৯

ডিঃ পদ্ম।০পাল

দেঃ নবি বিবি দিং নাং গোপালপোর।
পোঃ বাকানি

থানা চাপড়া মৌজে বৃন্দ-আমুন্দা মধ্যে জমিদার যতীন্দ্র পালচৌধুরী দিং তৌঃ স্বার ৬৪৮নং থং ঐ অধীন ৭৫৯— ৬৯ ৭ ৭ ৯। ৯২১।৩৪২৭,৮১৭।৬৮৪নং, থংভুক্ত ৭-৬১ শতক জমির ১।৫ অংশ, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোলআনা রকম অংশ বরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫

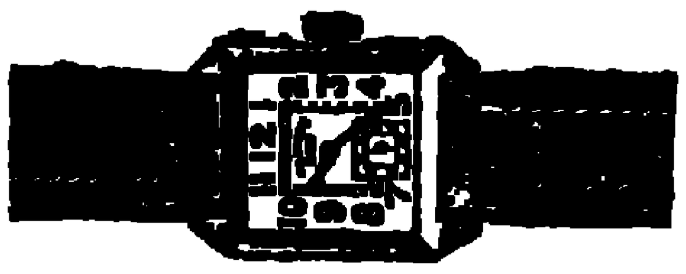

কোয়ালিটি লিভার ওয়াচ

মূল্য মাত্র ২৸০ আনা

সম্পূর্ণ হালফ্যাসানের শেপ, মজবুত নিকেলযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত সুপিরিয়র মূল্য ২৸০, রেডিয়ামযুক্ত ৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, জুয়েলসহ নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, গোল্ডগোল্ড ১১৲ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। পোষ্টেজ ৸০ তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোঃ (বেঙ্গল

পোঃ বক্স ১২২০৩— কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

বেঙ্গলী বিবিধ চাউল—

	পাইকারী মণ
পাটনাই	৬৷০
বালাম	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
কলমা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঁকুড়া কোয়ালিটি	৪৲
মিহি বেগুন	৩৸৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲ — ৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫।০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্মাতা

ফোন ১৮৬১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

মূল্য—অল্প কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ মহাশয়ের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রলীহা জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি ...

বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ...

ও পুরাতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন। ...

মূল্য ছোট বোতল ৸০ বড় ...

বাদ।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেঙ্গল ২২ জুলাই

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শক্তিসঞ্চারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তেন্দ্রাব পদবিভাগাধিকারিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবিধ প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৫টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ও ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩০ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—,
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1644

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ২রা আগষ্ট, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১৩১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(০):—

নিঃ ভাঃ চিকিৎসক সম্মেলন

মীরাটে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। এখন হইতেই তজ্জন্য আয়োজন চলিতেছে। সম্ভবতঃ স্থানীয় সরকারী উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়েই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে। এতৎসম্পর্কে প্রদর্শনী কমিটি এক সুন্দর প্ল্যান করিয়াছেন। আগামী মাসে সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন হইবে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যুক্তপ্রদেশ চিকিৎসক সম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রতিবৎসরই হইয়া থাকে। এ বৎসর উক্ত অধিবেশন আগ্রাতেই হইবে।

ভিয়েনায় বাঙ্গালীর মৃত্যু

ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সালের নিকট হইতে তারযোগে এইরূপ এক সংবাদ আসিয়াছে যে, রায়বেরিলীর ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন লেঃ কর্ণেল পি এন বসু আই এম এস-সি-পি গত ২৫শে জুলাই ভিয়েনাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্ণেল বসু পাটনা কলেজের পরলোকগত অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে বরাবর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিহার মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি স্বেচ্ছায় বিদেশে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন। যুদ্ধের পর তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত হন এবং তদবধি তিনি মিলিটারী ও সিভিল ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। আট বৎসর পূর্ব্বে তিনি যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের অধীনে নিযুক্ত হন এবং সেই অবস্থায় তিনি মীরাপুর, বেরিলী ও রায়বেরিলীর সিভিল সার্জ্জনের কাজ করেন।

রেঙ্গুণ দাঙ্গার গুরুতর পরিণতি

২৮শে জুলাই তারিখে দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ২৯শে জুলাই অপরাহ্ণে সামরিক পুলিশবাহিনী সর্ব্বপ্রথম দাঙ্গাকারীদের উপর গুলী চালায়। মোট ৬টি গুলী ছোড়া হইয়াছে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে। পরবর্ত্তী এক সংবাদে জানা যায় যে, গুলী চালনায় ৩জন আহত হইয়াছে। কেহই মারা যায় নাই। নানাস্থান হইতে পুনঃ গুণ্ডামির খবর আসিতেছে। সেখানেও পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বাড়ান হইতেছে। সহরে সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিয়া বেড়াইতেছে।

গুলী চালনায় ৬জন হত ও ১৬জন আহত

[illegible] পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী গুলী চালায়, ফলে ৬ জন মারা গিয়াছে ও ১৬জন আহত হইয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মোট ৮জন মারা গিয়াছে ১০০ জন আহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবস্থা কিছু শান্ত।

ব্যবস্থাপরিষদে অতিরিক্ত বরাদ্দের তালিকা

শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ৬৮৪৭০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের বরাদ্দ উপস্থাপন করা হইয়াছে। নিম্ন বরাদ্দগুলি মঞ্জুরীর জন্য পেশ হইল—

সাধারণ শাসন ব্যয়	[illegible]	টাকা
শিক্ষা	[illegible]	টাকা
কৃষি	[illegible]	টাকা
পূর্ত্ত-কার্য্য	[illegible]	টাকা
দুর্ভিক্ষে সাহায্য	[illegible]	টাকা
ঋণদান	[illegible]	টাকা

শিক্ষকের [illegible]

বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার জানাইয়াছেন, [illegible] বাঁকুড়া, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় [illegible] নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির পরিকল্পনা

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি [illegible] বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] গ্রহণ করিবেন। শীঘ্রই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এক নোটিশে এই সংবাদ প্রচার করিবেন।

বাংলার সকল মিউনিসিপ্যালিটি [illegible] চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ [illegible] ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে [illegible]ছেন।

মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] প্রচলন করিয়াছেন।

শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে আলোচনা

[illegible]

ঢাকায় [illegible]

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

আগ্নেয় ভস্ম

পেটের অসুখের একমাত্র মহৌষধ !!
অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময় প্রভৃতি, ... সেবনে শীঘ্র আরোগ্য হইবে।
লক্ষ লক্ষ রোগী নিরাময় হইয়াছে।
কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিভূষণ।
(ঢাকা ভবন) ঔষধালয়।
১০ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব-ধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (চতুর্থ সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। সাধন আলোক ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় গুরুতত্ত্ব ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যপ্রাদুর্ভাব ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ॥০
২৭। দুর্জ্জনমুখচপেটিকা গণসৌরভঃ (অনুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আত্মনিবেদন /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৵০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অর্থনীতি ।০
৭২। বিবেচিত ওয়ার্কস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামের ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

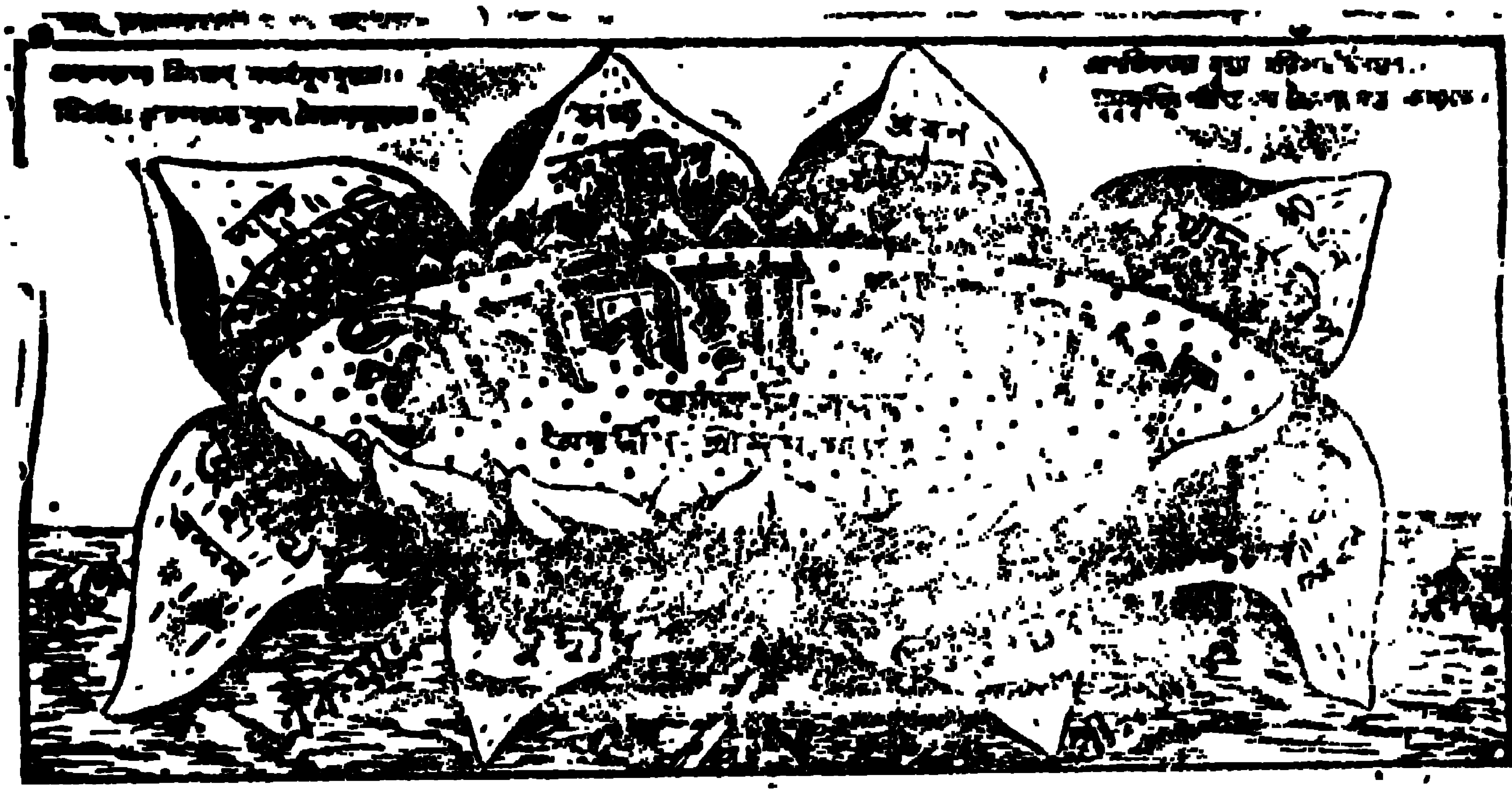

১০ম বর্ষ { ১১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২রা আগষ্ট ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিনামকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমাগত সুধী সজ্জনগণের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আচার্য্যাধস্তনগণ শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা-কীর্ত্তনের বিরাম নাই। তাঁহার বীর্য্যবতী হরিকথা সকলেরই হৃদয়স্পর্শী। গত ২৬শে জুলাই শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু অপরাহ্নে গৌড়ীয়মঠের সারস্বতশ্রবণসদনে বহু সজ্জনের উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করেন। এই শুভমঙ্গল হরিশ্রবণমহোৎসবে সকলে কায়মনোবাক্যে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

গত ৩০শে জুলাই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ অপ্রমেয়গোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্রের কয়েকটী উপদেশ পূর্ণ কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যহই শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুমুদ মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'নিমানন্দসেবক-সংবাদ' পাঠ করিয়াছেন।

গৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং মধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ বি, এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৩০শে জুলাই শনিবার শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদানার্থ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বর্দ্ধমানে থাকিয়া, শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী প্রভুও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর কথায় আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় চতুর্দ্দিকেই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার হইতেছে, দেখিয়া আমরা সকলেই পরমানন্দিত।

গত ১০ই জুলাই [illegible] মঠের সেবক শ্রীবাবাজী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী স্থানীয় [illegible] উকিল [illegible] অধিকারী [illegible] তথায় [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ শ্রীধর শাস্ত্র প্রচার গৌরাব্দ ৪৪২

বেদে বিষ্ণুভক্তি

ভগবদ্বাণী বা আম্নায়-বাণীই বেদ। বেদ নিত্যবস্তু। ভগবান্ এই নিত্য বেদকে নবকল্পারম্ভে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই বেদ অনাদিকাল হইতেই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ নামে পরিচিত। বেদব্যাস এই বেদের শাখা-বিভাগ করিয়াছেন মাত্র। এই বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদই পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীনতম গ্রন্থ। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বহু শাস্ত্রজ্ঞানী, অনেক বেদাধ্যায়ী ও শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জন্য বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাদের হৃদয়েই বেদ বিরাজিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে জীবগণ অল্পায়ুষ্ক ও অল্পবুদ্ধি হইতে থাকিলে বেদরাশিকে স্মরণে রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এই বাণী ভগবান্ প্রথমে ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করেন এবং ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বের নিকট আত্মস্বরূপ এই ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে জীব কোটি ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভিত্তিমূল যে বেদবাণী বা শ্রৌতসিদ্ধান্তবাণী, তাহা উক্ত হয়। তাহার চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে বেদ বাহ্যতঃ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত। বেদের যে অংশে কর্ম্মকাণ্ডের কথা আছে, তাহার নাম সংহিতা ও ব্রাহ্মণ; আর যে অংশে জ্ঞানকাণ্ডের কথা তাহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতা প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক, মন্ত্র ছন্দে নিবদ্ধ পদ্য, আর ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ গদ্যে রচিত। যজ্ঞের প্রয়োগবিধানই মন্ত্র আর যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা অংশ ব্রাহ্মণ।

অজ্ঞ আমরা বেদ-তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কথা দেখিয়া বেদে বিষ্ণুভক্তির কথা নাই মনে করি। বেদের অবৈধ কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ কর্ম্মজড়তা এবং অবৈধ জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদ যে বেদের অপাশ্রিত অংশ, তাহা বুঝিতে পারি না। কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিগণকে ক্রমশঃ বিষ্ণুনিষ্ঠ করাই ইহার উদ্দেশ্য। যে কর্ম্ম বা জ্ঞান পরিশেষে বিষ্ণুসেবায় নিষ্ঠা আনয়ন করে না, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদবিরুদ্ধবাদ। পরন্তু ভগবৎ-পরিতোষণার্থ কর্ম্ম এবং ভজনীয়বস্তুর অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানই বেদের উদ্দিষ্ট বিষয়।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

বেদের সংহিতাংশ কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিকে এই অবৈধ বুদ্ধির হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীবিষ্ণুর নিঃশ্বাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যেমন ক্ষণিক প্রাথমিক রোগগ্রস্ত অবৈধভাবে আসক্ত উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একপত্নী-নিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদান করা হয়, তদ্রূপ পারমার্থিক কামনার পরিতৃপ্তির জন্য বহু দেবতার সেবায় প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণকে ক্রমশঃ যজ্ঞেশ্বরের অন্তর্যামী ও নিয়ামকস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর একমাত্র সেবাপরায়ণ হইবার জন্যই বেদে কর্ম্মকাণ্ডের নির্দ্দেশ। আবার যাঁহারা বৈধমার্গে অর্থাৎ ঐকান্তিক বিষ্ণুপূজায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐপ্রকার বিধিবদ্ধ ত্যাগ করিয়া আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালভ্যা সর্ব্বোত্তমা সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বেদের কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
(ভাঃ ১১।৩।৪৪)

বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, বালকবৎ মূঢ় জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, বেদও তদ্রূপ গৌণ ও নানা তুচ্ছফলাদির প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। কর্ম্মিগণও এই বেদের মধু-পুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে অচলা শ্রদ্ধা না থাকিলে কেহ এই বেদ-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। কঠোপনিষদের "নায়মাত্মা......তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" শ্লোকে আমরা জানিতে পারি, যে জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহারই নিকট ভগবান্ স্বতঃপ্রকাশিত তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বেদের অনেক স্থলেই বিষ্ণুর মহত্ত্বের কথা আছে। বিষ্ণু সকল দেবতার দেবতা, বিষ্ণুকে বাদ দিয়া যে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, বেদই তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা এই বিষ্ণুপদের কথা পাই। ঋগ্বেদ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" এই বাক্যে বিষ্ণুর পরম পদকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সূরিগণ নিরন্তর এই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই বিষ্ণুর কথা বেদের বহুস্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে আমরা তাহা উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

হরিবিমুখজনগণ বেদ-প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব বিষ্ণুকে নানাভাবে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা পারে না। যেমন মেঘদ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করিলেও সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না। কেবলমাত্র ঐরূপ বৃথা প্রয়াসকারী ব্যক্তিই সূর্য্য-দর্শনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুবিরোধী জনগণ বিষ্ণুর বাচকস্বরূপ বেদ হইতে বাচ্য বিষ্ণুকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে অসমর্থ। পরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা নিজেই ভগবৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত হয়। বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে সর্ব্বত্র এই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ—বিষ্ণু। বিষ্ণু রেণু পরমাণু সকলেরই অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। সর্ব্বত্রই ওতঃপ্রোতভাবে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, দিগ্‌বিদিগে, সম্মুখে, পশ্চাতে সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর অবস্থিতি। অতএব বিষ্ণুই যে একমাত্র শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব, আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই তাঁহার অধীন এবং তাঁহার সেবাই যে সকলের কৃত্য, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সর্ব্বে প্রমথো সর্ব্বপাপিষু চ স্থিতঃ।
সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ সঃ॥
"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"
(ঈশোপনিষৎ ৫ম মন্ত্র)

অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

অনেকের ধারণা—কৃষ্ণের কথা বেদে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো' (গীতা ১৫। ১৫) সর্ব্ববেদের জ্ঞাতব্য-বিষয়—আমিই। ছান্দোগ্য শ্রুতি "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" এইরূপ বহুতর বেদ-বাক্যে চরমে কৃষ্ণভজনই যে লক্ষ্য, তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র স্বরূপ-শক্তির নাম 'শবল'। কৃষ্ণ-প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীশক্তির ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপন্ন হই। ইহাই বেদার্থ। ঋক্ সংহিতায় "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানম্" বাক্য গোপজনপ্রিয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই—দেখিলাম এক গোপবালক, তাঁহার কখনও পতন নাই, কখনও নিকটে, কখনও দূরে বিচিত্র বীথিসমূহে সঞ্চরণ করিতেছেন, তিনি কখনও সহবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত - এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর নিত্যলীলা ও সেবার কথা বেদের বহুস্থানে আছে। এ সকল কথা তন্ময় হইয়া আলোচনা করিলে বেদে বিষ্ণুভক্তির কথা যে প্রচুরভাবে আছে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পাদতীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১০ সংখ্যার পর)

অষ্টাঙ্গ যোগী বলেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" যম-নিয়মাদি দ্বারা বায়ু নিরোধক্রমে কৈবল্য লাভ হ'বে। কিন্তু ভাগবত বলেন,—যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি। সুতরাং যম-নিয়মাদিদ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয় না। মুকুন্দসেবায় যেরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়, আত্মার শান্তি লাভ হয়, এরূপ কোন উপায়ে হয় না। তপস্যা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান phantasmagoria বা willow-the wisp এর ন্যায় জীবকে বিপথগামী করে, কৃষ্ণভক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবকে নিরয়গমনাতে প্রেরিত ...।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

করে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে ঐ সকল আপাতসুখকর প্রেয়ঃপথ হইতে রক্ষা করিয়া শ্রেয়ঃপথ বা জীবের নিত্যমঙ্গল পথ যে ভক্তিপথ তাহা দেখাইয়াছেন। আলেয়ার আলো আপাততঃ আলোকবৎ প্রতীয়মান হ'লেও যেমন তাহা আলোক নয়, সেই প্রকার কর্ম জ্ঞানাদিও আমাদিগকে আপাত বিচারে মুগ্ধ ক'রে দিলেও নিত্যমঙ্গল সন্ধান দিতে পারে না। 'কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥' যেখানে কৃষ্ণ-সূর্যের আত্মসমালোক প্রকাশিত, সেখানে মায়া-অন্ধকার তা'র প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে না। হে জীব, তুমি নিত্য শাশ্বত চিদানন্দময়, সুতরাং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥" এই ব্রহ্মসংহিতা-বচনের উদ্দিষ্ট-বস্তুই তোমার সেব্য, তাঁ'র সেবায় তুমি উন্মুখ হ'য়ে, মায়াকে পিছনে রাখ।

'মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥'

তা'হ'লেই তুমি জড়ীয় দেহ-মনের অভিমান হ'তে পরিত্রাণ পাবে। দেখ, দুর্বাসা অম্বরীষ-সংবাদ ইহার প্রকৃষ্ট-প্রমাণ। দুর্বাসা মহাতপাঃ ব্রাহ্মণ হ'লেও, প্রাকৃত বর্ণাভিমান পরিত্যাগ ক'রতে না পেরে মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ ক'রেছিলেন। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা, এমন কি স্বয়ং বিষ্ণুও তাঁ'র সেই অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন নাই। যেহেতু "যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে খণ্ডে, নহে আর।" যখন ভগবান্ বিষ্ণুর উপদেশে দুর্বাসা অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছিলেন, তখনই তাঁ'র প্রতি সুদর্শনের কৃপা হ'ল, দুর্বাসা বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে রক্ষা পেলেন।

হরিবাসর অন্যান্য ব্রতের সঙ্গে এক নয়। হরিবাসরকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "মাধব-তিথি ভক্তিজননী" ব'লেছেন। দুর্বাসা সুদর্শনের কৃপাভাবে সেই ভক্তি-জননীর চরণেই অপরাধ ক'রে ব'সেছিলেন। জড়দেহাত্মবোধ এই প্রকারেই জীবের সর্বনাশ ক'রে থাকে। আচার্যবর্গ আমাদিগকে এই কুবিচার হ'তে রক্ষা করবার জন্য সর্বদা সুদর্শনের আনুগত্য লাভের সুযোগ প্রদান করেন। সুদর্শন-সাহায্যেই আমরা মাংস বা স্থূল দর্শন পরিত্যাগ ক'রে বেদদৃক্—শাস্ত্রদৃক্ হ'তে পারি। তখন বিশ্বকে আমার ভোগের বা ত্যাগের বস্তু না দেখে, বিশ্বনাথের ভোগ্য বস্তু ব'লে দেখবার বিচার লাভ করি। বিশ্ব তখন আমার নিকট সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্মরূপে প্রতীত হয় না। "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে" এই বিচারই প্রবল হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসীকে এই বিশ্বদর্শনের চক্ষু দান ক'রেছেন। ধর্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁ'র প্রকট-লীলা সংগোপন ক'রে ধর্ম ও জ্ঞানাদির সহিত নিজধামে গমন ক'রলে, কলিকালে অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করবার জন্য যেমন শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্যের উদয় হ'য়েছে, সেই প্রকার সপার্ষদ শ্রীমহাপ্রভু তাঁ'র প্রকটলীলা সম্বরণ ক'রলে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতাদির গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ভাস্কররূপে গৌড়ীয়গগনে উদিত হ'য়ে জীবচক্ষুর আবরণ স্বরূপ অজ্ঞানমোহ-কুজ্ঝটিকাদি অপসারিত ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতসূর্য-দর্শনের এবং সেই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হ'বার যোগ্যতা দান ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদ্বিবৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থদর্শনের চক্ষু তিনি না প্রদান ক'রলে আর আমাদের অন্ধত্ব নিবারণের আর কোন উপায় থাকত না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'জীবে দয়া', নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা'র সর্বসাধনসাধ্যসার উপদেশ ক'রেছেন, ঠাকুর সেই তিনটী বস্তুই তাঁ'র লেখনীতে ও নিজ আচরণে পরিস্ফুট ক'রে বিশ্ববাসীর যে কি মহৎ উপকার সাধন ক'রেছেন, তা' বুঝবার সৌভাগ্য যেদিন বিশ্বের আসবে, সেই দিনই বিশ্ববাসী শ্রীভক্তিবিনোদধারার আনুগত্য বরণ ক'রে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে ক'রবে।

শ্রীল ঠাকুর 'বিশ্বে উদিত নাম তপন অবিদ্যা বিনাশ লাগি। ছাড়ত সব মায়া বিভব সাধু তাহে অনুরাগী॥' "শ্রীনামচন্দ্র মণ্ডলাদি সমানা। বিশ্বে বিলাওল করুণা নিদানা॥" "জীবের কল্যাণ সাধন কাম, জগতে আসি এ মধুর নাম, অবিদ্যা-তিমির তপনরূপে হৃদ্গগনে বিরাজে।" প্রভৃতি নামমহিমা কীর্তনে বিশ্ব পতিত যে তাঁ'র অপার করুণার পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে জগতের আর কোন করুণাই তুল্য হ'তে পারে না। শ্রীল ঠাকুর গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম ল'য়ে এই বিশ্বে প্রচার ক'রে বিশ্ববাসীর যে পরম উপকার সাধন ক'রেছেন, জানি না, সেই উপকারের কোটাংশের এক অংশও বিশ্ববাসী কবে উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। জড়-বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে-ভাবে বিশ্ব দর্শন ক'রতে যান, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশ্বদর্শন সেরূপ নয়। ঠাকুর সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণের রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সম্যক্ বিলাস দর্শন ক'রতে ক'রতে আত্মহারা হ'য়ে ব'লছেন—

'নাম-প্রভাবে মাতিল বিশ্ব
নাম রস সবে পায়।

* * *

নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দ ভুবন মাঝে

ঠাকুর বিশ্ববাসীর প্রতি পরমকরুণ হ'য়ে একদিন কত উল্লাসের সঙ্গে ব'লেছিলেন—

"আহা যেদিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, প্রুশিয়া ও আমেরিকার ভাগ্যবান্ পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোচ্চারণ পূর্বক হরিনামকীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন ক'বে হইবে! আহা! যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত হইয়া অপর দিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে। সে দিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রেমসমুদ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে দিন কবে হইবে। যে দিন পবিত্র বৈষ্ণব প্রেমই সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণব ধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!"

অন্ধকার ঘরে আলোর সাহায্যে যেমন আমরা নিজেকে দেখতে [illegible] পাই, সেই প্রকার ঠাকুর আমাদিগকে যে অপ্রাকৃত আলোর সন্ধান দিয়েছেন, সেই আলোর অনুসরণ ক'রলে আমাদের স্ব-স্বরূপ এবং সেই স্বরূপের নিত্য কর্তব্যের সন্ধান পা'ব। গোলোক বৃন্দাবনই আমাদের নিত্য অধিষ্ঠান। শ্রীল ঠাকুরের উপদিষ্ট পথে [illegible] নামাপরাধ বর্জন ক'রে শুদ্ধনাম কীর্তনপর হ'লেই, আমরা সেই নিত্য অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হ'তে পারব। সেখানে গেলে আর আমাদিগকে কুজন্মসঙ্কুল সংসারে পুনরাগতি লাভ ক'রতে হবে না। 'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' ইহাই ভগবদ্বাক্য।

আলোকে পিছনে দিলেই আমরা ছায়া দর্শনে প্রতারিত হই। অপ্রাকৃত আলোই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁ'র কৃপা হ'লেই আমাদের স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব হয়—অখণ্ড-ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সেবা লাভ ক'রে ধন্য হ'তে পারি। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে কৃষ্ণের সেবা হয়। [illegible] এসে উপস্থিত হয় অর্থাৎ [illegible]

ভগবত্তত্ত্ব, সেব্যতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বাদি বিচারে ভুল ক'রে বসি, তখনই [illegible] আশ্রয়গ্রহ [illegible] আনুগত্য ভ্রমবশে কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে [illegible] পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হ'য়ে পড়ি। কৃষ্ণস্বরূপ-দর্শন বিচারের পরিবর্তে আত্মস্বরূপ দর্শনের বিচার এসে পড়লেই সংসার এসে গেল। চেতনে চেতনেই [illegible] উদয় হয়, অচেতনের সহিত সম্বন্ধে জীবের দুর্ভাগ্যই প্রবল হ'য়ে উঠে। [illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারের 'নদীয়া' প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও, ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং অকল্যাণ্ড রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মখলা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

দিগ্‌গরজা, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেসমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডাল হিল্ ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) মাধানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ বদরপুর, আসাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমুরদুগা, পোঃ চিরুগা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ডিলহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্লস-রোড

ক্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি) ..

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ
বালাম	৬৷০
বাদশা ভোগ	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
রামশাল নতুন	৪৵
ঐ পুরাতন	৫৲
কাশরেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৸৵০
আতপ—	
নতুন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷.
ঐ বাদশাহি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	
ঐ ভেরেণ	৬৵০

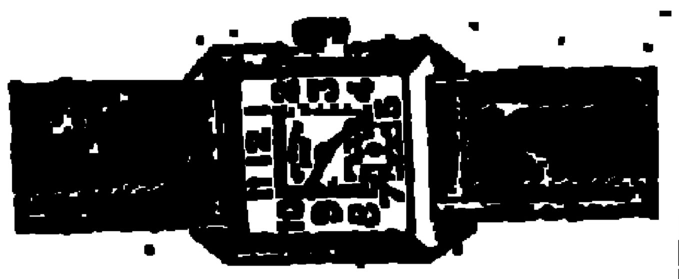

কোয়ালিটি লিভার ওয়াচ

মূল্য মাত্র ২৸০ আনা

সম্পূর্ণ হালফ্যাসানের শেপ, মজবুত লিভারযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত সুপিরিয়র মূল্য ২৸০, রেডিয়ামযুক্ত ৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, স্বর্ণেপম নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। পোষ্টেজ ৷৵০ তিনটি একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)

পোঃ বক্স ১২২০৪—কলিকাতা।

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
কুপারকোর্ট ঐ	৬৲—৬৵০
লাইনসোন ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
বাদাম	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

ডালের দর

অড়হর	৫৭৲
রামশালা	৫৭৲
কৃষ্ণবেরী	৫৩৲
লঙ্কা	৪৫৲
আদার	৩৬৷৲

তেজপাত	৬৲
হলুদ	৩৬৲
বাংলা পাকা	৩১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
পাটের বস্তা ২৪—৩০ সের	১০৲

সুতের দর

খাঁটের সোনার কাটম	৫৪৲
সিউ লাহের কবরন	৭০৲ ৫৲
ক্যাচি সুর্যের কাটম	৪২৲
চামার্থ নাগ	৫২৲
ঐ কাটম	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাথর সাদ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭
কাটা সুপারী	৭৷০
রাট খয়েরম	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নতুন পাটনাই	১৭ —১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার কোয়া—	বড় প্রতি টন
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৷০—৮৷০
ইংকেট টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোণা)	৬৸০—৯৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ সের—	
২৬ সের—	১১৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৸৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১২৸৵০
২৮ সের—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸০
শীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটী কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন প্লেট, গোলটু. গরাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	৭৷০
হন্দর	৬৸০—৭৸
বড় ইস্পাত আরম ২৫৲	হন্দর ২৩৷০

চটকলের চালধন ৫৵০, পাটের চালধন ৬৷০ তুলার চালধন ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ বলরাম ঘাট লেনোপাড়ী, বড়বাজার কলিকাতা

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সন্স এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

এক মাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্মাতা

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার টেলি—ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ মহাশয়ের

শ্রেষ্ঠ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ ... পল্লীবাসীর ... বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ... এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ নষ্ট ... মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ ... আনা। ... খরচ।

ঠিকানা—১১নং ডাক্তার ... রোড, কলিকাতা

অথবা

পোষ্ট বক্স নং ...

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’ প্রকাশ

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় গৌরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

“শ্রীকৃষ্ণ ”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষার প্রসূত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ সমালোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমটি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয়ের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয়ের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	.৶০	।০	
" ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	২৲
ষাণ্মাসিক "	[illegible]
ত্রৈমাসিক "	৸০
মাসিক "	৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১৫-৫৩
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪ ৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৫৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩
রাণাঘাট
১০-৫৩ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৩ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৩ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১৩
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—,
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৮ বুধবার [১৩২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

টাউনহলে বিরাট জনসভা

নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত শুক্রবার কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা ও শ্রমিক-কৃষক ছাত্র সমাবেশ হয়, কলিকাতায় এত বড় বিরাট সমাবেশ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। শোভাযাত্রাটী প্রায় ২।০ মাইল লম্বা হইয়াছিল এবং অন্ততঃ ৪০ হাজার নরনারী এই মিছিলে যোগদান করিয়াছিলেন।

টাউনহলে শ্রীযুক্ত [illegible] সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শুক্রবার বেলা ১টা হইতে কলিকাতা সহরতলীর বিভিন্ন শোভাযাত্রাকারীগণ গড়ের মাঠে মনুমেন্টের পাদদেশে সমবেত হইতে থাকে। বেলা ২টার সময় মনুমেন্টের নিকট বিস্তীর্ণস্থান জনপূর্ণ হইয়া উঠে।

এই বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক [illegible] ও [illegible] নরনারীকে দেখা গিয়াছিল।

মন্ত্রীর ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন সুরু

গত শুক্রবার বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে [illegible] মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনার ভাব দেখা যায়।

[illegible] অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন [illegible] আসনগুলি একেবারে খালি হইয়া গিয়াছিল। দর্শকদের মধ্যে বহু মহিলাও ছিলেন। গবর্ণর পত্নী লেডী [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

সদস্যদের অনেকেই বহু পূর্বে পরিষদ গৃহে উপস্থিত ছিলেন; কেহ কেহ নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় একঘণ্টা পূর্বেই পরিষদ গৃহে আসেন।

গবর্ণমেণ্টবিরোধীদলগুলির সদস্য সংখ্যা মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থনকারীদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী দেখাইতেছিল। বিরোধীদলের সদস্যগণ বেশ হাসিখুসীভাবে গল্পগুজব করেন। বাকুড়ার বিভাগের [illegible] মন্ত্রী মৌলবী সৈয়দ [illegible] বিরোধী দলের সম্মুখের বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

গবর্ণর সকাশে নবনির্বাচিত দলপতি শ্রীযুক্ত শুক্ল

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নূতন নেতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল গতকল্য অপরাহ্ণ [illegible] সময় [illegible] হইতে [illegible] করিয়াই গবর্ণমেণ্ট হাউসে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর গবর্ণরের সহিত তাঁহার প্রায় ১। ঘণ্টা [illegible] আলোচনা হয়। পণ্ডিত শুক্ল নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার [illegible] হইয়াছেন।

উহার কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা করা হয় যে, ছয়জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা হইবে এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল প্রধান মন্ত্রী হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবে—(১) পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল (প্রধান মন্ত্রী), (২) পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র (জব্বলপুর) (৩) [illegible] (৪) মিঃ ডি. কে. [illegible], (৫) মিঃ এস. ভি. গোখলে (বেরার)।

এই মন্ত্রীর নাম পরে ঘোষণা করা হইবে; নূতন মন্ত্রিগণ [illegible] বেলা ১১ টার সময় শপথ গ্রহণ করিবার কথা হয়।

———

চেক-বন্ধ সাক্ষাতের সংবাদ

[illegible] জানাইতেছেন:—

[illegible]

কংগ্রেস পরিষদের দলনেতা

[illegible]

দুর্ঘটনার হিড়িক

[illegible]

———

[illegible]

[illegible]

ঠাকুর অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জাবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
ডবল-ক্রাউন ষোড়শাংশ ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ ।০
১৮। বামন-আখ্যান ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ॥৵০
২১। গৌড়ীয়-সংস্কৃতা ॥৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। যুক্তিমালিকা অপসৌরভ: (সাহিত্য) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সাহবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-বিশ্ব-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তশতকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক স অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিলেটেড ওয়ার্ডস ॥/০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। ব্রহ্মগীতম্ ৷০
৭৫। শর্ট গৌড়ীয়মঠ টিচ গাইড /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। টেণ্টেটিভ প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনব্যাকেড ডিটেক্সন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনূদ্ য়র্ক) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম বর্ষ   ২২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৩রা আগষ্ট ইং ১৯৩৮, বুধবার { [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, গত ৮ই জুলাই শুক্রবার শ্রীশয়ন একাদশী হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবও এই চাতুর্ম্মাস্যকালব্যাপী মহামহোৎসবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহই প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা, ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরে শারদীয় প্রাণসদনে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ, ইষ্টগোষ্ঠী ও কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৭৷০টা হইতে ৯৷০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শনি ও রবিবারে এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাদিও হইতেছে। সহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ কীর্ত্তন-বক্তৃতামুখেও হরিকথা প্রচার এবং মধ্যে মধ্যে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ প্রত্যহই তত্রত্য [illegible] নিকট হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের এমন সুবর্ণ সুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় এই সুযোগ পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

উৎসবের প্রথম দিবস ৮ই জুলাই প্রাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা এবং মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় দিবস ৯ই জুলাই অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পাঠ, কীর্ত্তন পূর্ব্বদিবসবৎ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৃতীয় দিবস ১০ই জুলাই শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীপাদ [illegible] বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং সন্ধ্যায় স্বামীজী 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্ব' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন।

চতুর্থ দিবসে ভক্তিকমল প্রভু প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস হইতে প্রাতে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ হরিকথা বলেন। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় [illegible] শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পঞ্চম দিবস ১২ই [illegible] দিনের কার্য্যই পাঠকীর্ত্তনাদি হয়।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আসিয়া পড়ে [illegible] পুনঃপ্রকাশের মত। [illegible] ক'রে।' শ্রীল ঠাকুরের এ বিষয় [illegible] বুঝতে পারে না। বাহিরের লোকেরাই [illegible] মনের স্থান ক'রে [illegible] চিরবাঞ্ছিত হয়। মহাবদান্য মহাপ্রভু আপামরে নাম-প্রেম-বিতরণ ক'রেছেন, সকলকেই নামকীর্ত্তনের অধিকার প্রদান ক'রেছেন। তাঁ'র শিক্ষা অনুসরণ না ক'রে [illegible] সঙ্গে পরমার্থ [illegible] যে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, একথা ঠাকুর তাঁ'র গ্রন্থে বিশেষ ক'রে দেখিয়েছেন। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ [illegible], তাঁ'র আনুগত্য ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ড [illegible] ক'রে, বিরজা পার হ'য়ে, বৈকুণ্ঠ [illegible] বৈকুণ্ঠলোক [illegible] [illegible]

"Back to God, Back to Home is the message of Thakur Bhaktivinode."

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ শ্রীধর বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা শাস্ত্রে তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কারের কথা শুনিতে পাই। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যকে এই পঞ্চসংস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। সদ্গুরুর সাক্ষাৎ লাভ না হইলে জীবের মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। সদ্গুরুপাদপদ্ম-প্রাপ্তির পূর্ব্বে জগতেই বিপথগামী বা অপ্রতিষ্ঠিতপথ। তাঁহারা সকলেই অতত্ত্বমার্গের লোক। সুতরাং যদি কেহ মঙ্গল চান, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে, সর্ব্বতোভাবে ভগবৎকৃপাপ্রার্থী হইয়া নিষ্কপটে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অন্বেষণ করা। অন্ততঃ কিছু পরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত—হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভগবৎসেবাপিপাসা না জাগা পর্য্যন্ত কেহই সদ্গুরুর নিকট গমন করে না। পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি বশতঃ প্রকৃত সদ্গুরুর চরণাশ্রিত সাধুর সঙ্গলাভ ঘটিলে তাঁহার হৃদয়ে সদ্গুরুলাভের পিপাসা বলবতী হয়।

ভগবৎকৃপাতেই এই সদ্গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং যদি কেহ নিষ্কপটে ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সদ্গুরু পাইবেন, ইহা ধ্রুবসত্য। কপটের সঙ্গে জড়দৈবত-ভগবানের বা তাঁহাদের পদরজঃ-প্রার্থী আমাদের কোন সম্পর্ক বা কথা নাই।

প্রত্যেকেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আসিবার পূর্ব্বে কিছু পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। জীবন সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া অনাদি কাল বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ, পতিতের বন্ধো! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের ধূলি সদৃশ করিয়া অর্থাৎ চিরক্রীতদাস বলিয়া গ্রহণ করত আমাকে শ্রীচরণে স্থান দাও, তুমি বিনা বান্ধব পতিতের এজগতে আর কেহ নাই—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে যখন সাক্ষাৎ শ্রদ্ধাবান্ জীব শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই দীক্ষাদানের অধিকারী নহেন। ইহা স্থির করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত-চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পঞ্চরাত্রমতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চক্রাদি দ্বারা শিষ্যকে অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতাপকালেই স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। অর্থাৎ এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সময়ে হরিকথা শ্রবণের বিশেষ প্রয়োজন। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ই শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হয়। সুতরাং তাঁহাকে একটী ভক্তিসূচক নাম দেওয়াও উচিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধসূচক মন্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা। শ্রীগুরুদেব মন্ত্রের সারাংশ তত্ত্বজ্ঞান দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ-সিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শালগ্রাম-শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। এই পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই প্রশস্ত। অর্চ্চন-মানসভাবে কৃষ্ণনাম-গ্রহণও যজনের বাহ্যপ্রকাশ। আর ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবাই পরমশুদ্ধ। এই সেবা অষ্টকালীন।

বদ্ধজীবমাত্রই স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এই চারি প্রকার অনর্থের দ্বারা আক্রান্ত। 'আমি কৃষ্ণের দাস' এই কথা ভুলিয়াই জীবের প্রথম অপরাধ। সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। এই অনাদি-কালের স্বরূপভ্রম সহসা এক'দিনে যায় না। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন ক'রতে করিতে উহা ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যে পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে 'অসতৃষ্ণা'রূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণেই দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়পিপাসাই অসতৃষ্ণা, এক কথায় স্বসুখ-বাসনা—স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধনজনসুখ সবই অসতৃষ্ণা। যাঁর স্বরূপ বা ভগবদ্দাসাভিমান যতই উপলব্ধ বা প্রবল হইবে, তাঁহার বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ পরিহারের জন্য যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাম করিতে ক'রতে গুরুকৃষ্ণকৃপায় প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। অসত্য, অতত্ত্ব বিষয়ে আসক্তি, অসৎসঙ্গ-বশীভূততা, কুতর্ক ও'বা শুদ্ধভক্ত-বিষয়ে অস্থিরতা, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকা বিষয়ে কৃপণতা বা উদাসীনতা, পাণ্ডিত্য-জন-বলাদির অহঙ্কার, দৈন্যাভাব, আত্মশোধনে অযত্ন, নিষিদ্ধ পরিত্যাগে অসমর্থতা, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা সবই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। বুদ্ধিমান্ জীব যদি অন্তরের সহিত নিষ্কপটে বলবান্ সাধুর সঙ্গ করেন, সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে এই সকল অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সানন্দে হরিসেবা করিতে পারিবেন।

পাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩১ সংখ্যার পর)

গৌরনিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসীকে সেই নিত্য পরোপকারের সন্ধান দিয়েছেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥" ঠাকুর জানিয়েছেন, জগজ্জীবকে শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধনাম-প্রেম-বিতরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপকার আর কিছু নাই। এই উপকার অন্ন-বস্ত্রাদি দানের ন্যায় তাৎকালিক নয়। উহা আত্মার নিত্যতৃপ্তি বিধান ক'রবে যে বস্তু'র আনয়ন করে তা' পরম উপাদেয়—জগতের পরম আবশ্যক। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ নয়, তা'তে পরোপকারের কথা বিশেষভাবে আছে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান জগতে 'বিশ্বপ্রেম' প্রভৃতি ব'লে যে সমস্ত উদারতার অভিনয় প্রকাশিত হয়, তা'র সহিত এক নয়, তথাকথিত বিশ্বপ্রেমিকগণ যে বিশ্বপ্রেম দেখাতে গিয়ে বিশ্বে জড়-কামানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে বিশ্বকে ভস্মীভূত ক'রবার বিচার বরণ করেন তা'র সঙ্গে গৌরনিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা সম্পূর্ণ পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে।

"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং" উহা কোন man-made religion নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনি সকল অবতারের অবতারী—তিনি Fountain Head of all religion. তাঁ'র আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মে কোন ত্রুটি স্থান পে'তে পারে না বা তিনি এমন কিছু ভাল কথা বলা অবশেষ রেখে যান নাই, যা' ব'লে আমরা নূতন কথা বলবার বাহাদুরী নিতে পারব। তাঁ'র "পরোপকার"—সিদ্ধান্ত ও আধুনিক প্রচলিত পরোপকারের বিচারে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। একে মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, তা'তে আবার ভারতবর্ষে জন্ম, যে স্থানে স্বয়ং-ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে নানা লীলাবিলাস ক'রেছেন, সেই ভারতে জন্মলাভ আরও দুর্লভ, আবার সেই ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে জন্ম দুর্লভতম, কেন না, এই বাঙ্গলায় স্বয়ং অবতারী ভগবান্ অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বলরস বিতরণ ক'রবার জন্য আবির্ভূত হ'য়ে সপার্ষদে কতই না লীলা-বিলাস ক'রেছেন। আবার এই বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে জন্মলাভ আরও সৌভাগ্যের পরিচয়। সেই নবদ্বীপ শ্রবণাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজনের পীঠস্বরূপ; তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তি-যজনস্থল। সেই স্থানে শ্রীগৌরনিজজনের পদাশ্রিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভে যে অপ্রাকৃত জন্মলাভ হয়, সেইটিই সার্থক জন্ম। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "জন্ম সার্থক করি" এই বাক্যাংশে 'জন্মের সার্থকতা' অর্থে ইহাই উদ্দিষ্ট হ'য়েছে। এই আত্মনিবেদনাখ্য-ভক্ত্যঙ্গযজনক্ষেত্রে আত্মনিবেদন ক'রলে মহাপ্রভু আমাকে আত্মসাৎ ক'রে তাঁ'র নিত্যদাস ক'রবেন, 'আপন গলার মালা' দিয়ে মর্য্যাদা দান ক'রবেন এবং 'তৃণাদপি' শ্লোক শিক্ষা দিয়ে সাধুসঙ্গে সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তনের আশীর্ব্বাদ ক'রবেন এবং শিক্ষাষ্টক শিক্ষা দিবেন, তখন আমার জন্ম সার্থক হ'বে। তাঁ'র প্রথম শিক্ষা অনুসরণ ক'রলে আমার চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হ'বে, ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'বে, শ্রেয়ঃকৈরব প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে, পরাবিদ্যাবধূর কৃপা লাভ হ'বে, আনন্দের সমুদ্র উথলে উঠবে, প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন হ'তে থাকবে, আমার সর্ব্বাত্মা স্নপিত হ'বে, তখন আমি তত সংগে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে—স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে—নিজে জেগে সকলকে জাগাতে

পা'রব, তখন গৌরনিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।" এই গানের দোহার ক'রতে ক'রতে সর্বত্র উচ্চৈঃস্বরে নাম গেয়ে বেড়াতে পা'রব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবকে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন,—(১) আচ্ছাদিত-চেতন, (২) সঙ্কুচিতচেতন, (৩) মুকুলিত-চেতন, (৪) বিকচিতচেতন ও (৫) পূর্ণবিকচিতচেতন। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়াই জীবের অবিদ্যাবন্ধন। সেই বিস্মৃতি যত গাঢ় হয়, চেতনধর্ম্ম তত্তই জীবের জড়ত্বাবস্থা প্রাপ্তির ততই গাঢ় হ'য়ে পড়ে। চেতনধর্ম যেখানে অত্যন্ত আচ্ছাদিত, সেখানে বৃক্ষ ও প্রস্তরপর্যন্তপ্রাপ্ত জড়জীবাবস্থা। চেতনধর্ম যেখানে সঙ্কুচিত, সেখানে পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির অবস্থা। মনুষ্যদেহে মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত অবস্থাত্রয়ের পরিচয় আছে। নরজীবনের পঞ্চপ্রকার অবস্থা—(১) নিরীশ্বর নীতিশূন্য-জীবন, (২) নিরীশ্বর কেবল-নৈতিক জীবন, (৩) সেশ্বর নৈতিক জীবন, (৪) সাধনভক্ত জীবন ও (৫) ভাবভক্ত বা প্রেমভক্ত জীবন। প্রথম দুইটিতে ঈশ্বরচিন্তা নাই। সেশ্বর নৈতিক জীবন দুই প্রকার,—কল্পিত ও বাস্তব। প্রথম দুই প্রকার জীবন এবং তৃতীয়ের কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন মুকুলিতচেতন জীবে পরিলক্ষিত হয়। মুকুলিত অর্থাৎ এখনও চেতন-পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হ'বে। বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক জীবন চেতনের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থা। সাধনভক্তের জীবনে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ সোপানাবলি প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই অবস্থাটি বিকচিতচেতন জীবের অবস্থা। ভাবভক্ত বা প্রেমভক্তের জীবনেই জীবের পূর্ণবিকচিতাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ভাবভক্তির পরিপক্কাবস্থা প্রেমভক্তি। এই অবস্থাই জীবের সম্পূর্ণ আত্মাবস্থা, এই অবস্থাতেই অর্থাৎ তিনি আত্মস্থ হ'লে সকলকেই জাগাতে পারেন। তিনি বহুবেশধারী গোস্বামী হ'য়ে সমস্ত জগৎকে শিক্ষা ক'রতে পারেন, সমগ্র বিশ্বকে তিনি কৃষ্ণভোগ্যরূপে দর্শন করেন, সর্বত্র তাঁর কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-প্রতীতি প্রবল ব'লে তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব তাঁ'র পক্ষে স্বাভাবিক হয়। তিনি সর্বদা কৃষ্ণকীর্তন-পরায়ণ হ'য়ে সমগ্র বিশ্বকে কীর্তনোন্মত্ত করাতে পারেন।

বিশ্বকে বুভুক্ষা বা মুমুক্ষার চক্ষে দেখ্‌তে গেলে বিশ্বের প্রকৃত উপকার সম্ভব হ'ল না, পরন্তু পরমস্বার্থেরই পরিচয় প্রকট হ'ল। মানবজাতি যে দিন ভক্তিবিনোদধারাশ্রিত হ'বে—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারধারা অনুসরণ ক'রে মহাপ্রভুর শিক্ষা বুঝ্‌তে ও অনুসরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রবেন, সেই দিনই বিশ্বকে কৃষ্ণ সেবা-সুখ-সম্পদরূপে দর্শন ক'রে তিনি কৃতকৃতার্থ হ'বেন। বিশ্বে উদ্ভাবিত কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞানাদি সমস্তই কৃষ্ণের ভোগের নৈবেদ্যরূপে বিচার হ'লেই আর কোন অসুবিধা থাকে না, কিন্তু তদ্বিপরীত বিচার হ'লেই বিশ্বে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল, বিশ্ব পূর্ণদুঃখের আগার হ'ল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুরের শিক্ষা "ভজন সংসার কর ছাড়ি অনাচার।" কিন্তু সেই শিক্ষা অনুসরণের নাম ক'রে অনুকরণে প্রবৃত্ত হ'য়ে মায়ার সংসার বৃদ্ধি করা কখনই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রেত নহে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র বিচার হ'লে আর গোপালের গৃহাঙ্গণকে গোলোক দর্শনে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। যখন আমরা 'দেহাত্মবুদ্ধি' রূপ মূর্খতা পরিত্যাগ ক'রে প্রকৃত বস্তু-লোক'এর পরিচয় হ'তে পারব—শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নাহং বর্ণী' শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পা'রব—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রৌতগ্রন্থ-বৈষ্ণব পরমধর্মকেই 'আত্মার ধর্ম' বা চৈতন্যধর্ম ব'লে জানব—যখন অপ্রাকৃত সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনের বিচার বুঝ্‌তে পা'রব, তখনই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়া দয়া উপলব্ধির বিষয় হ'বে। তখনই জানবো—

"হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল-দামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"
(চৈ: চ: মধ্য ১০।১১৯)

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা খেদের সমস্ত দোষ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্বদা শুভতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা যাহা তোমার আত্মবশ্যাতিশয়, সেই তত্ত্ব দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।]

—এই শ্লোকে ঠাকুরের অমন্দোদয় দয়ার পরিচয় প্রকট হ'য়েছে। ঠাকুরের এই দয়ার আশ্রিত না হ'য়ে বিশ্বদর্শন ক'রতে গেলেই নানানর্থ-প্রপীড়িত হ'য়ে পড়্‌তে হ'বে—আত্মবঞ্চনাই বরণ ক'রতে হ'বে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সম্বন্ধাদির প্রয়োজন-বিচার-বৈশিষ্ট্য তাঁ'র প্রত্যেক গ্রন্থে প্রদর্শন ক'রেছেন তা' অনুসরণ ক'রলেই বিশ্বকে বিশ্বনাথের ভোগভূমিকা-রূপে দর্শন হয় গৌরবধামা হ'বে—বিশ্ব পূর্ণসুখময় হ'বে, ভূতলে গোলোকের আবির্ভাব হ'বে, নতুবা সব গোলমাল হ'য়ে যাবে।

ঠাকুর আমাদিগকে ছন্দ গান ক'রতে নিষেধ করেন নাই, 'কল্প সর্প' [illegible] হ'তে প্রতি পদে পদে সাবধান ক'রেছেন। অধুনা যত অপসম্প্রদায় ছন্দের ব্যবসায় অবলম্বন ক'রে বিশ্বকে বঞ্চনা ক'রবার জন্য যে কত প্রকার আয়োজন ক'রেছে তা'র ইয়ত্তা নাই। বঙ্গদেশীয় সাধু বৈষ্ণবনামধারিগণ [illegible] 'সাত্ত্বত' নামে অপসিদ্ধান্ত প্রচার ক'রে যে জগতের কত অমঙ্গল সাধন ক'রছে তা স্মরণ ক'রলেও সর্বাঙ্গ শিহরে উঠে [illegible] হয়। শত অনর্থযুক্ত, কামক্রোধাদি-রিপু কবলিত বদ্ধজীব যাত্রা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত 'রাসলীলা' কীর্তন ক'রছে। এখন 'রাসলীলা' কীর্তনের খুব ধুম লেগে গেছে, কিন্তু হায়! কোথায় সদ্গুরুপাদাশ্রয়, কোথায় শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি সাধনভক্তির ক্রম অবলম্বন, কোথায় বা ভাবভক্তি আর কোথায়ই বা প্রেমভক্তির বিচার! নীলকণ্ঠ শিব বিষ খেয়ে হজম ক'রতে পারেন ব'লে অনধিকারী তাঁ'র অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাতে যে তার পক্ষে যেমন মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রকার ভক্তি-মার্গের ক্রমপন্থা লঙ্ঘন ক'রে অনধিকার চর্চ্চা ক'রতে গেলে তা'র ফল বিষময়। যাতে সমগ্র বিশ্বে বিপদ সংঘটিত না হয়, এজন্য ঠাকুর মানবজাতিকে বিশেষভাবে সাবধান ক'রেছেন। প্রাকৃত সাধারণ দেহমনোধর্ম ও আত্মধর্মকে এক ব'লেই মনে হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ উভয়ের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য বর্তমান, তা' সাধারণ লোক বুঝ্‌তে পারেন না। সাধারণ লোক কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন না কিন্তু শাস্ত্র বলেন "কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর।" "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা'র নাম কাম, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছার নাম প্রেম।" [illegible] কৃষ্ণের বিলাসার্থ অনুষ্ঠিত না হ'লে তা' [illegible] পরিণত হয়, থিয়েটার, এমরাজ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের যন্ত্র ও সুরের [illegible] কীর্তনের নামে যে অপরাধপূর্ণ বিচার, তাতে বিশ্বের কোন মঙ্গলের কথা নাই। এক সময় কলিকাতার এক প্র[illegible] নাট্যকার ঠাকুরকে তাঁর কোনও [illegible] 'শ্রীচৈতন্যলীলা' নাটক অভিনয় দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁকে কোন প্রকারেই অপরাধ ব'লে স্বীকার করেন নাই। যেহেতু মুখে কীর্তন হয় না, যাঁ'রা সেই ভঙ্গিতে কীর্তন ব'লে তা' অনুসার করা যায় হ'য়ে ভক্তি দেখাতে যান, তদে অপরাধ হন, নানা ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করেন, তাঁ'রা প্রাকৃতসহজিয়া ব'লে শুদ্ধভক্তগণ তাঁ'দের সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন ক'রে থাকেন। একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ টোটা পথে এক দেবদাসীর গুর্জরী রাগিণীতে শ্রীগীতগোবিন্দের গান শুনে অপ্রাকৃত প্রেমভাবে বিভাবিত হ'য়ে স্ত্রী কি পুরুষ বোধ না ক'রে সেই দিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁ'র সেবক গোবিন্দ তাঁ'কে "স্ত্রী-গান" ব'লে সাবধান করায়, 'স্ত্রী' নাম শুনবামাত্র বাহ্যজ্ঞান লাভ ক'রে মহাপ্রভু ব'লেছিলেন,—"এ গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥" এমন মহাপ্রভুর আদর্শ উপেক্ষা ক'রে যাঁ'রা স্ত্রী-গান শুনবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁ'রা কোন দিন প্রেমের চতুঃসীমানায়ও সন্ধান পাবেন না। আবার, বেশ্যা কখনও হরিকীর্তন ক'রতে পারবে না একথাও বলা হ'চ্ছে না। কিন্তু বেশ্যার বেশ-ভূষা রেখে হরিকীর্তন হ'বে না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বেশ্যাকেও হরিভজনের অধিকার দিয়েছিলেন, যখন সে তাঁ'র সঙ্গ অনুবৃত্তি তাঁ'র কৃপায় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে তাঁ'র শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হ'য়েছিল।

"সেই বেশ্যা হৈল পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁ'র দর্শনেতে যা'ন্ত॥"

নীচ বা উচ্চ জাতিতে জন্ম [illegible] দেখে হরিভজনের অধিকারকে কখনও [illegible] করা হ'ল না। [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] ব'লেছেন—"কোন সম্প্রদায়ের [illegible]" ঠাকুরের [illegible] শ্রীল [illegible] ক'রেছেন। ঠাকুরের [illegible] মহাপ্রভু ব'লেছেন—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

এই [illegible] অনুসরণ না ক'রে যে সমস্ত [illegible] ক'রে [illegible] করে না, মনে মনে গোপন ক'রে বলে, "আমি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব", "তুমি শূদ্র বৈষ্ণব" এরূপ পার্থক্য স্থাপন করে, তারা বিশ্বের অকল্যাণকর। 'সংসারে

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি এবং প্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং ও নীলমণি চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়ত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক বেদান্ত সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবত পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

দিগ্‌রহ্মা, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবিশি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ এর্ণাকুলম্, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬২) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাছ (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

উত্তরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাসন

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, গ্লাউসেষ্টার রোড

ব্রম্পটন, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২৬ চাটার্জ্জি লেন

ডিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় বাজার-দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

ক্যাপ্টেনের দর

বেঙ্গল মিলস ক্যাপ্টেন—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
ঢাকা দাদ	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
দাউদখানী	৫॥০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
ঝাড়ের কোলাজিরি	৯৲
মিহি বেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাউদখানী আতপ	৫।০-৫৷৵
ঐ বাসাবি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

পাটের দর

জাহাজে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০॥৵০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৵০
বারকোরা দানা	৯।
তারপুর দানা	৮।০—৯৵০
তারপুর লাল	৭॥৵০

সোনা-রূপার দর।

প্রতি তোলা

টাকশালের বার	৩৪॥০
মহুরেশ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
কুসমফুল ঐ	৬৲—৬৶০
ডাইমণ্ড ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২৷৵০
ভূসী	১॥৶০—১৸০
ভূষ	১৷৵০—১।৵০

সুতের দর

ভোরা	৫৭৲
রামগোপাল	৫৭৲
কৃষ্ণেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
[illegible]	৬৬।০৲

তার	৪৲
কাবুলে	৬৬৲
ঢাকা পাকা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ প্লেট ২৪—৩০ গেজ	

কুলের দর

আমের খোলার কাঠের	৫৭৲
লিচু ও আমের গুড়ের	৪০৲
কয়াড়ি খুরশিদ কাষ্ঠের	৪২৲
হাপার্ম কাঠা	৫৯৲
ঐ কাঠের	৫১৲

বেবেঞ্জি মসলা

প্রতি মণ

পানের মাথা	
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭
কাটা সুপারী	৭॥০
বুটি খরিতকী	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭॥০—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮॥০

টাটা প্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১১॥০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ভিউ কাটা সব	৬॥০—৬৸০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪।০—৬।০ হন্দর

গোল ব ড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ফুট	৯।০—১০।০
টিন প্লাটি, বোলটু, পয়রে	৭৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৭৸০

বুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ বকম ২৩।০

চটকলের চালানি ৫৶০, পাটের চালান ৬।০

কুলার চালান ৪।০

**সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স্ লিঃ**
৬-৫ বনফিল্ড লেন হাট গোপালপট্টি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible]

ধাম অতীব পবিত্রতম— [illegible] . বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] আলো ও বাতাসযুক্ত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেণী হইতে [illegible] শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং [illegible] শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ১৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সুদর্শন পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, [illegible] [illegible] বলিয়াই ইহার কাটতি ৩৭ বৎসর যাবৎ। [illegible] নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] [illegible] স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সুবিজ্ঞসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণামূলক এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৫শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ভূমিকা ও স্তচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক: গৌড়ীয়মঠ, ভারনাহা ম:প্র:এ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ঢাকা কটক শহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০		
" ইঞ্চি ২	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪॥০
"	সিকি কলম ১৬৲	১২৲
"	অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
"	এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈ মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২।
(বদল) ছাঃ ৭-১১ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৩

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৩ ১৯-২৫ ২০-৫১

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৩ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫১

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম—'
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১৭৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(o)::——

নদীয়ায় বন্যার আতঙ্ক

চুয়াডাঙ্গার পার্শ দিয়া প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর জল গত কয়েক দিন যাবৎ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে নদীর কূল প্রায় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ একরূপ খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। এবৎসর নদীয়া জিলার সব নদীর জলই অতি সত্বর বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই জিলায় দারুণ বন্যার আশঙ্কা করা যাইতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ করার পরও কেন কতকগুলি চাকুরীতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ মত লোক নিয়োগ করা হয় নাই, শিল্প বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ থাকিলেও কি কারণে কাজ করা হয় নাই, এক সার্ভিস হইতে আর এক সার্ভিসে ট্রান্সফার ও প্রমোশনের ব্যাপারে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেন্ট আইনের ২৬৬নং ধারা অনুসারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ লওয়া হয় নাই কেন এবং মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারী নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশমত কাজ করা দরকার কি না—গত শুক্রবার ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এই কয়টি প্রশ্ন করেন।

উত্তরে অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, এই সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা হইতেছে, সংগ্রহের কাজ শেষ হইতে কিছু সময় লাগিবে। তিনি আশা করেন যে, ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনেই তিনি পুরাপুরিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন।

——

রাষ্ট্রপতির সফর

বর্তমান বৎসরের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ১৬ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে পৌঁছিবেন এবং চীনের আহতদিগের সাহায্যার্থ ভারত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক মেডিক্যাল ইউনিট পাঠাইবেন। শ্রীযুত বসু শিল্প বিভাগের সচিবগণের সম্মেলন কোন্ তারিখে হওয়া সুবিধাজনক, তাহা স্থির করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প সচিবগণের মত জানিতে চাহিয়া তাঁহাদের নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি এসম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইলে উক্ত সম্মেলন ১৬ই আগষ্ট তারিখে বা তাহার পরে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রীযুত বসু বোম্বাই হইতে যাত্রা যাইবেন এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত মত তথা হইতে অন্যত্র ও কেরল পরিভ্রমণে যাইবেন। তথায় তিনি প্রায় ১৫ দিন থাকিবেন।

——

ভাগলপুর দাঙ্গায় ১১জন নিহত ২৫ জন আহত

ভাগলপুর দাঙ্গা সম্পর্কে যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোট চার জন হিন্দু নিহত এবং ২৫ জন আহত হইয়াছে। ১৪জন মুসলমান আহত হইয়াছে কিন্তু কেহ নিহত হয় নাই।

ইস্তাহারে প্রকাশ যে, দাঙ্গার সংবাদ পাইবামাত্র দলে দলে লাঠী ও অস্ত্রধারী পুলিশকে সহরের বড় রাস্তায় এক গলিতে টহল দিবার জন্য পাঠান হয়। রাত্রিতে পুলিশ টহল দিয়াছে। বর্তমানে প্রায় ৫০০ জন পুলিশ বন্দোবস্ত সহরে নিযুক্ত আছে; তাহা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে অন্য [illegible] পুলিশ আমদানী হইতেছে। গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে।

——

নীলগিরিতে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার

বালেশ্বর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে মীমাংসার আলোচনা চলিতেছে বলিয়া নীলগিরি সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং রাজা প্রজাদের অভাব অভিযোগ প্রজামণ্ডলের মারফৎ শুনিতে রাজী হইয়াছেন। প্রজামণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মহা ও সম্পাদক শ্রীযুত বনমালী দাস প্রজাদের দাবী দাওয়া দরবারের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

——

প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতি সম্পর্কে সভা

বিহার প্রাদেশিক জমিয়ত-উল উলেমার এবং মুস্লিম সংঘগুলির সভাপতি মৌলানা সাজ্জাদ ১লা আগষ্ট দিল্লীতে জমিয়ত-উলেমা ও মজলিশ ই আহরারের সদস্যদের এবং বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের যে সম্মিলিত বৈঠক হইবে তাহাতে যোগদানের জন্য দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। জমিয়ত উল উলেমা-ই হিন্দের সম্পাদক মৌলানা আহম্মদ প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা ও এদেশে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আন্দোলন চালাইবার জন্য ঐ সভা আহ্বান করিয়াছেন।

শিবসাগরে আলৌকিক কাণ্ড

গত রবিবার রাত্রি অনুমান সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় শিবসাগর টাউন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে মেটেকা বরগাঁও মৌজার ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে [illegible] আকারে সাদা আলোক আকাশ হইতে সহসা নামিতে দেখা যায় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ আলোকখানা এক বিকট শব্দ করিয়া নানা বর্ণ ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি এক অপরূপ উপস্থিত হয়। [illegible] আপন [illegible] থাকে। পাঁচ ছয় মাইলের উপর একরূপ দৃশ্য অবতারণার পর উহা অদৃশ্য হয়।

——

জেলে নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কড়াকড়ি

মাদ্রাজের ভেলোরের জেলে [illegible] দুই জনের অধিক দেখা সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তাহার পূর্বে বৎসর দুই জনের প্রতি দেখা [illegible]। জেলখানার [illegible] কারণ এই যে, নির্দিষ্ট অনুমতি না হইলে দেখাশুনার আদেশ দেওয়া হয় না। ভেলোরের [illegible] কড়াকড়ি করা বাঞ্ছনীয় কিনা, সরকার এখন তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ফ্যাকাল্টির ডিন

[illegible] কলিকাতা [illegible] করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। যামুন-আলবন্দার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। শ্রীনবদ্বীপ-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-পদ্যরত্ন ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭। মুক্তিনাটকা স্বপনৌরতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নিদ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব ৵০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণবিবেক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্ত্যেকম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৵
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৷৵০
৭৩। সাইক এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরাপচড্ ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুদ্ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

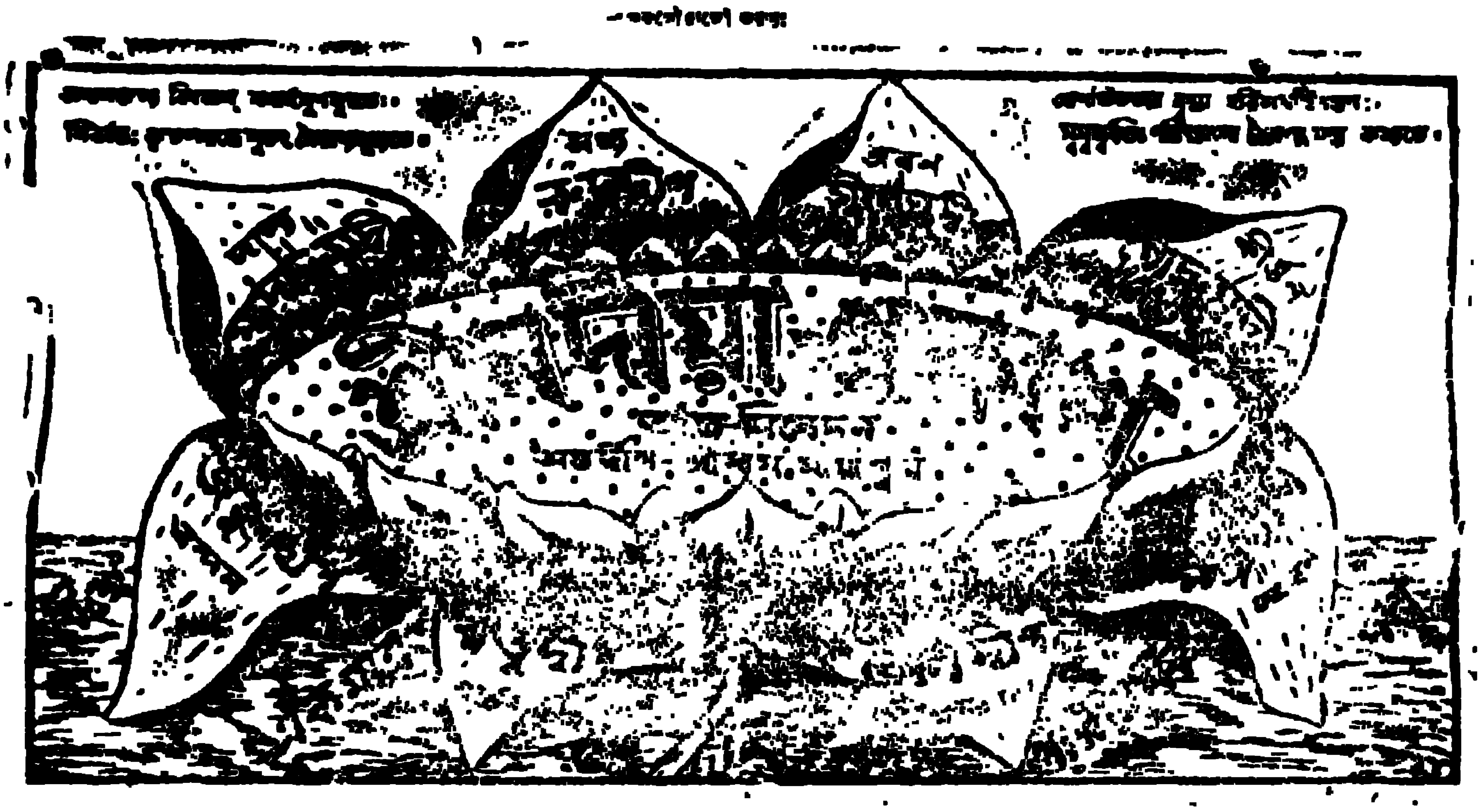

১০ম বর্ষ { ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৪ঠা আগষ্ট ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ১৩৩১ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন

গত ৩১শে জুলাই, ১৫ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ বহু বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও প্রচারকবৃন্দের নিকট হইতে আত্মধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহু বিষয় শ্রবণ করিতেছেন। গত ৩০শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মঠাগত ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ উপকৃত হন।

এতদ্ব্যতীত মহানগরীর বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী (শোভাবাজার), শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (আপার সার্কুলার রোড), রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত রামলাল দে য্যাড্‌ভোকেট, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোস, য্যাড্‌ভোকেট, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর মিত্র, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করেন। [illegible] জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম বিশেষতঃ মনুষ্যজীবনের একমাত্র ধর্ম্ম যে ভগবদ্ভজন এবং [illegible] সকলেই যে তাহার অধিকারী ও [illegible] নিত্য [illegible] বা মঙ্গলার্থ [illegible] ভাবে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

গত ২৯শে জুলাই শুক্রবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তন-প্রাঙ্গণ মণ্ডপে সন্ধ্যারাত্রিকের পর উক্ত বৈষ্ণব বন্দনা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে 'এসিয়াবাসী' শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

মাদ্রাজ-সংবাদ

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগামী ১৯শে আগষ্ট শুক্রবার ও ২০শে আগষ্ট শনিবার দিবসদ্বয় যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব যথারীতি সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রাতঃ হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা, মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন, পূজা, অভিষেক, পাঠ, হরিকথা আলোচনা, বক্তৃতা, মহাজন-গীতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইবে।

আগামী ২০শে আগষ্ট শনিবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাসংকীর্ত্তন ও মধ্যাহ্নে বিপুল মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। ঐ দিবস শ্রীমঠের [illegible] একটি মহতী সভার সন্ধ্যা ৭.০ ঘটিকায় [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] একটি [illegible] প্রদান করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

গয়ায় প্রচার

গত ২২শে জুলাই 'গয়' প্রবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে গয়া এবং পাটনায় [illegible] ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রচারকার্য্যের জন্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি এ ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী সহ গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শততমবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে গয়ামঠের সেবকবৃন্দ নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। ইতোমধ্যে মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন' এবং 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরধর্ম্ম' প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। [illegible] নাথ [illegible] গত [illegible] [illegible] ভক্তিবিনোদ ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করেন।

[illegible] ২১শে জুলাই [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible] একটী [illegible] প্রদান করেন।

[illegible] জুলাই [illegible] মহারাজ [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] আহ্বানে [illegible] [illegible] [illegible] সমভিব্যাহারে [illegible] মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] পাঠবাড়ি '[illegible]' [illegible] মহারাজের [illegible] [illegible] জুলাই [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] বিশিষ্ট [illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] [illegible] (শ্রীধাম মায়াপুর) [illegible] আমন্ত্রণ করেন।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ শ্রীধর আদি কামদৈকাদশী গৌরাব্দ ৪৫১

ভক্তিপথে বহু বাধা

ভগবানের সেবার নাম ভক্তি। ভগবান্ একজন, তিনি মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি বা তাঁহার সেবক। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানের কথা বিস্মৃত হইয়াই জীব বিভ্রান্ত বা সেবকাভিমান পরিত্যাগ করিয়া দুঃখভাবে প্রভু সাজিতে চায় এবং অহেতু কর্ম্মাগ্রহের দুঃখই তাহার ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। একজগতে প্রায় সকলে সকলেই প্রভু-অভিমানী। তাই এখানে সংঘর্ষ বা বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে। এজগতে ভক্তের সংখ্যা কম হইলেও ভক্ত আছেনই। ভাগ্য খুব ভাল হইলে সেই শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের চরিত্র দর্শনেই জীব প্রভু-অভিমানের হেয়তা ও দাস্যের মাধুর্য্য বুঝিতে পারে, শুভঙ্করের সন্ধান পায়। আবার অনেকে জীবের পরমবন্ধু এই শুদ্ধভক্তগণকেও শত্রু-জ্ঞানে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি নানাভাবে অত্যাচারাদি করিয়া থাকে; শত্রুকে মিত্র-জ্ঞান এবং মিত্রকে শত্রু-জ্ঞান করা জীবের অদৃষ্টজাত রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনি দুর্দ্দৈব!

এই ভক্তিপথই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা এবং ইহাই একমাত্র সমীচীন পথ। ইহাতে অন্যের কোন কথা নাই। কারণ, ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক গমন করিলেও তাহাকে কদাপিও পতিত হইতে হয় না। কিন্তু তথাপি এই পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে বা পরে অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে। জাগতিক মতের লোক ত' দূরের কথা, দেবতাগণও এই পথে বাধা দিতে ক্রটি করে না। তা' ছাড়া জীবের দুর্দ্দৈব ও দুষ্কৃতি বশতঃ নানা বাধা-বিঘ্ন, নানা চিন্তা এবং হৃদয় দৌর্ব্বল্যাদি ত' আছেই। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।' শ্রেয়ঃপথে বহু বাধাবিঘ্ন স্বাভাবিক। তবে এই সকল বাধাবিঘ্ন অন্যের পক্ষে কষ্টকর ও বিপজ্জনক হইলেও যাঁহারা বাস্তবিক ভগবৎসেবাপিপাসু ও নিষ্কপট কৃপাভিক্ষু, সেই ভক্তগণের পক্ষে তাহা ভক্তিবৃদ্ধিকর। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ন্যায় এই বিঘ্নগুলি নিষ্কপট ব্যক্তিকে উন্নত করিবার জন্যই আসে। অতএব ভক্তিপথে ঐ সকল বিঘ্নবাধা ভক্তের দৃঢ়তাই সম্পাদিত হয়। উৎসাহকে অধিকতর নির্ম্মলভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য এই বিঘ্নগুলি তাহার প্রতিদান। ভক্তগণ এই অনর্থ বা বিঘ্ন আসিলে—প্রাক্তন ব্যাপারসমূহকে অল্প দূর বা অর্থের প্রাপ্যতা জানিয়া সেগুলিকে ভগবৎ-কৃপারূপে গ্রহণ করত অধিকতর উৎসাহের সহিত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। ভক্তগণ গুরুবৈষ্ণব ভগবানের শরণাগত। ভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন, তাই তাঁহাদের কোনও ভয় নাই। ভক্তগণ ভগবানের যে কোন বিধানকে কৃপা বলিয়াই জানেন। তাই তাঁহারা এই বিঘ্নগুলিকে বৈকুণ্ঠে যাইবার সোপানস্বরূপ মনে করেন এবং ভগবৎকৃপায় সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া স্বধামে পৌঁছেন। আমরা কৃপাভিক্ষু সেবাপ্রার্থী সাধক-জীব, আমাদের প্রত্যেকেরই সেই ভক্তগণের পদাঙ্কানুসরণ করাই উচিত। নতুবা বিপদ পদে পদে।

আমরা বদ্ধজীব। আমরা নিরন্তরই অভিভূত হইতেছি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ বা রক্ষক থাকা দরকার এবং সেই আদর্শানুসরণে একান্তই কাহারও সাহায্য-প্রার্থী না হইয়া একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। সেই বদান্যবর শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ব্যতীত বিঘ্নবিনাশের, বল-লাভের বা শুভ-ফল লাভের অন্য কোনও উপায় নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা বা কৃপালাভই আমাদের সম্বল হউক।

শ্রীগুরুদেব যে সে বস্তু নহেন। তিনি ভক্তরূপী ভগবান্। তিনি কৃপাপূর্ব্বক অপ্রাকৃত মনোভিষ্টরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মরণ-শীল মানববুদ্ধি করা আমাদের উচিত নয়। তিনি আমাদের সকলেরই সাধন ও একমাত্র সেব্য। তাঁহাকে অবমাননা করিলে আমাদের অমঙ্গল বা অশান্তিভয়াদি বর্দ্ধিতই হইবে। নিত্যমঙ্গল কোনকালেই হইবে না। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি এবং তাঁহার অপ্রাকৃত বুদ্ধি বিরহিত হয় না বলিয়াই তাঁহার চরণে আমরা নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তাঁহার বাণীকে বেদবাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সেইজন্যই তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়াও আমাদের সুবিধা হইতেছে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের হরিকীর্ত্তনরত পরমশত্রুদ্বয়ী সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণগ্রহণের জন্য, তাঁহাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করিবার জন্য, তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া বিক্রীত পশু হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ব্যাকুল হইতে হইবে। নচেৎ এই জীবন বৃথায় গেল। এত সুযোগ পাইয়াও তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, ভগবৎকৃপায় আমরা মুক্ত-শ্রেষ্ঠের সন্ধান পাইয়াছি। ভগবানও আজ কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গ-সুযোগ দিয়াছেন। নিত্যচাঁদ আজ আমাদের রক্ষক হইয়াছেন—আচার্য্যদেব আজ আমাদের সকলকে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ নিরন্তর ভগবৎ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই করেন না। তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনন্তমুখ। তাই তাঁহার নাম অনন্ত; তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সবই অনন্ত। অনন্তের কৃপায়ই আমরা অনন্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সব জানিতে পারি। সেই শ্রীগুরুদেবের বাণীই শ্রুতি। তিনি অশ্রৌতবাক্য বলেন না। তাঁহার কৃপায় সেবোন্মুখ জিহ্বায় ভাগবতার্থ স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহার কৃপাতেই জীব গৌরকৃপালাভের সৌভাগ্য পায়। নিত্যানন্দ কৃপাবলেই যে জীবের মস্তকের ধন, শ্রীগৌর-পদার্বিন্দ সুদীপ বিগ্রহরূপেই যে কৃষ্ণধন, নিত্যানন্দ সেবার দ্বার খুলিয়া সেবায় অধিকার দেন যে অভীষ্ট-পূরণ—একথা ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার কৃপাতেই উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীহরির যা কিছু সবই শ্রীগুরুদেবের নিকটই গচ্ছিত আছে। শ্রীগুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। এই শ্রীগুরুদেবের কথা কীর্ত্তন করিলেই ভগবান্ এবং বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুদেবের বিমল চরিত্রের কথা আলোচনা করিলে যুগপৎ গুরুবৈষ্ণব ভগবান্ তিনেরই প্রীতি হইয়া থাকে। এই শ্রীগুরুদেবের সন্ধান পাইলেই জীব বৈষ্ণব ও ভগবানের সন্ধান অনায়াসেই পায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এমনই মহিমা। এই শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবান্ পরস্পর পৃথক্ বস্তু নহেন। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—একই বস্তু, তিনে—এক, একে তিন—পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদনীয়। সুতরাং আমরা যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণ করিতে পারি, বদান্যবর আচার্য্যের নিকট কৃপাভিখারী ও শরণ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের বিঘ্ন-বিনাশ ও অভীষ্ট-পূরণ অনায়াসেই হইবে। বর্ত্তমানে সেবায় নানা উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ভক্তগণ তাহাতে একবিন্দুও বিচলিত না হইয়া সেই আচার্য্যের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণছায়ায় আশ্রয় পাইয়া অচল ও অটল আছেন, নির্ভীকচিত্তে ভগবানের কথা প্রচার করিতেছেন; ইহা প্রত্যেকেই অন্তরাত্মায় উপলব্ধি করিতেছেন, আশা করি। শরণাগতের ইহাই ভরসা। আর যেখানে শরণাগতি নাই, নিজের প্রতি বা নিজের বন্ধুবান্ধবের প্রতি বা জগতের প্রতি নির্ভরতা, সেই খানেই ভয়। যতই বাধাবিঘ্ন আসুক, ভক্ত সেদিকে দৃক্‌পাতও করেন না। পরন্তু নিষ্কপটহৃদয়ের প্রতি আত্মসমর্পণ দিয়া দেহে একান্ত শক্ত থাকা পর্য্যন্ত পরমোৎসাহের সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম-সেবার জন্য যত্ন করেন। ইহারই নাম সেবোৎসাহ, ইহারই নাম নিষ্কপট-সেবাপিপাসা।

ভগবদ্দর্শন

(শ্রীঅবধ্যজ্ঞান ব্রহ্মচারী)

আমরা অনেক সময় আমাদের লোভযুক্ত চিত্তবৃত্তি লইয়া গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তি দর্শন করিতে যাই। যাঁহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি তিনি সেইরূপেই গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে দর্শন করেন। চর্ম্মচক্ষে যে বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহা মায়িক বা জড়বস্তু। আমাদের সসীম চক্ষুদ্বারা অসীমবস্তু ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারি না। জড়জগতের প্রত্যেক বস্তু মায়া-মিশ্রিত বা মায়ার দ্বারা আবৃত। সুতরাং আমরা জগতের যে বস্তুটাই ভোগ না কেন, তাহাকে মাপিয়া লইতে পারি। কারণ 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'। কিন্তু ভগবান্ মায়ার অতীত বস্তু; সুতরাং তাঁহাকে কোন দিনই আমরা এই মাপিয়া লইবার চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে পারিব না। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অন্য চক্ষু আছে। সেই চক্ষু আমার ভিতরে আছে, তাহাকে 'আত্মচক্ষু' বা দিব্যচক্ষু বলে। এই দিব্যচক্ষু শ্রীগুরু-পাদপদ্ম উন্মোচন করিয়া দেন। আমরা শ্রীগুরুদেবের প্রকাশ-বিগ্রহ দেখিতে পাই,—

ভগবৎকৃপা বিনা কোন পথে ভক্তি নয়। কৃষ্ণত্যাগে দূরে রহ সংসার সবে ভয়।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

কতকগুলি নাস্তিক লোক আছেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে বিশ্বাস করেন না। যেহেতু, তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। এই লোকগুলি প্রত্যক্ষবাদী। যাহা তাঁহারা তাঁহাদের চোখদুটা বা আলোক দুইটা চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করেন, তাহাই তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু জড়ীয় বস্তুমাত্রেরই যেমন একটা স্থূল আকার আছে, ভগবানের সেইরূপ কোন স্থূল আকার নাই। তাই আমরা তাঁহাকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দর্শন করিতে পারি না। এইজন্য বেদে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন। সকল বস্তুরই একটা স্বরূপ আছে, সুতরাং ভগবানেরও একটা স্বরূপ আছে। তবে জড়ীয় বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ জড়ময় এবং চেতন-বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতন পদার্থ বটে কিন্তু সেই চেতনটা জড়ময় শরীরের মধ্যে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ বিশুদ্ধ চেতনময় পদার্থ। তাঁহার দেহ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। কাজেই তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষুদ্বারা সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করা যায়। প্রত্যক্ষবাদীরা একথার বিশ্বাস করিতে পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তি যেরূপ সূর্য্যদর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ নাস্তিকেরাও ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিতে পারে না। ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষ, লীলাপুরুষোত্তম। সুতরাং তিনি আমাদের পার্থিব বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা কোন দিনই লভ্য হইবেন না। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বা দর্শন করিতে হইলে একমাত্র তাঁহার চরণেই প্রার্থনা জানাইতে হইবে এবং তিনি কৃপাপূর্ব্বক দেখা দিলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে।

অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)

ভগবানের হাত নাই তবুও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার পা নাই তবুও তিনি দ্রুত গমন করিতে পারেন। তাঁহার চক্ষু বা কর্ণ নাই কিন্তু তিনি দেখিতে ও শুনিতে পারেন। কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং তিনি যে নিরিন্দ্রিয় নহেন, নিরাকার নহেন, পরন্তু রূপবান্, হৃষীকেশ, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার জড় আকার নাই বলিয়া তাঁহাকে একথা বলা হইয়াছে। ভগবানে সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মেরই সমাবেশ দেখা যায়। অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ভগবানের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। তাই ভগবান্ অণু হইয়াও মহামহত্ত আবার জড়বিশেষহীন বা নির্বিশেষ হইয়াও লীলাময় পুরুষ। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি একই সময়ে নিকটে ও দূরে, বিশ্বের ভিতরে ও বাহিরে থাকিতে পারেন। সুতরাং "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং 'ভগবান্'-শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥" আমরা ক্ষুদ্র জীব। ভগবান্‌কে দর্শন করিতে হইলে তাঁহার অনুগ্রহ একমাত্র সম্বল। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার রূপ আমাকে দেখাইলে দেখিতে পারি। নচেৎ তিনি আমার সম্মুখে আসিলেও তাঁহাকে আমি চিনিতে পারি না।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই কাণ দিয়া ভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহ দেখিতে বলেন। চোখের দ্বারা দেখিলে আমরা কাঠ পাথর দেখিয়া আসিব এবং "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" বাক্যানুসারে নারকী হইয়া যাইব। কাণের দ্বারা দেখা অর্থে এই বুঝাইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ কি বস্তু তাহা শ্রবণ কর, তাঁহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ তাহা অবগত হও। এইরূপভাবে শ্রবণ করিলে ক্রমে ক্রমে তোমার মনের ময়লা কাটিয়া যাইবে। তখনই দিব্যচক্ষে তুমি ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিবে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন:—এবং নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে।

আমরা জন্মজন্মান্তরের ভগবদ্বহির্ম্মুখ বুদ্ধি লইয়া ভগবান্‌কে দেখিতে গেলে জড়ীয় আবরণমূলে দর্শন করিব। কাজেই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করা, চিত্তের অনুগত হওয়া। শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ করিতে করিতে তবে আমরা অনায়াসেই পরিশুদ্ধ হইবে। ভগবদ্বিস্মৃতির ফলেই সংসার-কারাগারে লাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া হৃদয়ে অনুতাপ আসিলে সকল ময়লা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম দূর হইয়া হৃদয় পবিত্র হইবে এবং সেই বৃন্দাবনসদৃশ হৃদয়ে ভগবানের দর্শন হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥

ভগবান্ ভক্তের শুদ্ধ হৃদয়-বৃন্দাবনে বাস করেন। সুতরাং আমাদের হৃদয়টাকেও যদি শুদ্ধ ও পবিত্র করিতে পারি তাহা হইলে তিনি আমাদের হৃদয়েও কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইবেন। আমাদের হৃদয় এখন বাসনারূপ কাঁটার দ্বারা আবৃত আছে। শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধন করিতে করিতে এই বাসনা, ভোগ, ত্যাগ সকলই তাঁহাদের কৃপায় দূর হইয়া যাইবে এবং হৃদয়-মন্দির ভগবানের বসবাস যোগ্য হইবে।

ভগবদ্দর্শন, বৈষ্ণবদর্শন বা আত্মদর্শন একই কথা। আত্মা চেতনবস্তু, বৈষ্ণব চেতনবস্তু। চেতন-বস্তু দর্শন করিতে পারিলে পূর্ণচেতন ভগবান্‌কেও দর্শন করা যাইবে।

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥

বৈষ্ণবের হৃদয়েই ভগবান বাস করেন। কারণ, তাঁহাদের হৃদয় শুদ্ধ, নির্ম্মল। ভক্তগণ ভগবান্‌কে হৃদয়ে দর্শন করেন।

ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিলে আমরা যাবতীয় দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। সূর্য্যদর্শনের অভাবে দুর্দ্দিন, দুঃসঙ্গ দর্শন বা অসদ্দর্শন হইতে আমাদের মুক্তি হইবে। বহুজন্ম আমরা এইরূপ কুসঙ্গ দর্শনে জীবন কাটাইয়াছি। 'সাধুসঙ্গ মহত্কৃপা' অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এখন বুঝিতে পারিয়াছি, এখন আর কুদর্শন বা বিষয়দর্শনে প্রলুব্ধ হইব না। হায়! আমরা মানুষ হইয়াও এইরূপ নির্ব্বোধ যে, চোখের উপর কত শত কুদর্শন করিতে হইয়া যাইতেছে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহা হইতেও আমাদের শিক্ষা হইতেছে না। আমরা বুদ্ধিমান্ হইয়াও মুহূর্ত্তে কুদর্শনে ব্যস্ত হইতেছি। বিষয়াদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট হইতেছি; কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব! শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের নসিহত দিয়াছেন, ওরে ভ্রান্ত জীব! তুমি বিষয়দর্শন করিও না। বিশ্বের অন্তরালে বিশ্বনাথকে দর্শন কর। বিশ্বনাথকে যদি তুমি একবার দর্শন করিতে পার, তবে তোমার আর কোন বস্তু দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। কারণ, তিনি সকল রূপের আকর। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে তোমার সকল বস্তু লাভ হইবে। পৃথিবীর কিছুই তোমার পাইতে ইচ্ছা হইবে না।

"যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি।
যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি॥"

সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে চেষ্টা কর।

অনেক সময় আমরা বলি যে, শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়াছি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখা যায়, জগতের রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে, শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখি নাই। যদি দেখিতাম, তবে তাঁহাদের রূপের নিকট জগতের রূপকে তুচ্ছ উপলব্ধি করিতে পারিতাম। শ্রীগুরুদেব ও ভগবান্ একই বস্তু। তবে ভগবান সেব্য এবং শ্রীগুরুদেব আশ্রয়। সেই আশ্রয়ের আনুগত্যেই বস্তুকে দর্শন করিতে হয়। কালোর আলোতেও কালোর আর রূপ দর্শন হয়। কাজেই শ্রীগুরুর পশ্চাতে থাকিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিতে হয়। তবেই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, নচেৎ তিনি আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের পশ্চাতে থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন, আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

[illegible] যেমন দেহী ও বধূ [illegible] বা [illegible] বাধা বধূ [illegible] নহে। সেখানে [illegible] এখানে যেমন [illegible] একটা [illegible] নয়। [illegible] ভগবদ্দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] বা [illegible]। [illegible] নহে। সেই [illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible] ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিব।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠা-পীঠ, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন প্রাচীন-পাদপীঠ সেবা-পরিকর-গণ-সমন্বিত আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, [illegible] বাগবাজার ৫১১৫ [illegible] শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত আসনে শ্রীমঠ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচারাদিকার্য্য হইয়া থাকে। এই মঠ হইতে সমস্ত প্রকাশনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) শ্রীগুরু-সমাধি-পাট

কুলিয়া শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীগৌরকিশোরের সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিদ্যমান শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদা পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ কবিয়ার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং বাদশাহপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

দিগ্‌ধরজা, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপেশ্বরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

সংকেত, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবানালী,

পোঃ কোতোয়ান, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মাণ্ডগৌড়ীয় প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ বগুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকসিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬২) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিমকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিউইন্স্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধজন চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বালা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
জাটাইকোম	৭৲-৭৷৷০
দাদখানী	৫৷০
কাজলা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাটারি কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
জাটাইকোম	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

পাটের দর

আসাম—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বস্তের দর—	৪১৲

চিনির দর

কাউন, টাউন	১০৷/০
৫/০নম্বর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা দানা	৯৷
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷০
বন্দুকে	১২,
চাকিবার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
কুলাসোনার ঐ	৬৲—৬৶০
সাউসলেক্ট ঐ	৫৷৷/০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷/০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷/০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷/০
বাদাম	১৷৷/০—১৷৷০
ভূসি	১৷/০—১৷৷/০

মুড়ের দর

ভেলা	৫৭৲
হ্যামপাত্তা	৫৭৲
ফুলেশ্বরী	৫০৲
নাটা	৪৫৲
পাতলা	৩৬৷৲

আদা	৩৲
কাবুলে	৩৯৲
বাদা দানা	৩১৷৷০
৪০ সের—	১৭৷৷০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ সের	১০৲

মুতের দর

আমের দোলার কাইন	৫৪
সিট্ন আমের কন্ডস	৪০৲
করাচি পুরাতন কাইন	৪০৲
হাবার্ড খাদা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
গোলমরিচ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৷০
গুটি ধনিয়া	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার।

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব মাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷৷০—৮৷০

টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট ৮	১৷৷/০
২৪ গেজ—	১১৷৷/০
২৬ গেজ—	১১৷৷/০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১২৷৷০
সীস	৷৶১০—৷৷/০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গ্রেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৬৷০—৬৷৷০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৫৷০—৮৷০ হন্দর
লেদ ম ড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ৩—১০ ফুট	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোলটু, গরাদে	৬৷৷০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৷৷০—৭৷৷০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

টিকলের দালাল ৫/০, পাটের দালাল ৬৷০

তুলার দালাল ৪৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট ষ্ট্রোগালি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(০)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—০—

কিন্ডার গার্টেন বেসরকারী বিদ্যালয়

গঙ্গা তটস্থ মায়াপুর—পল্লীর সান্নিধ্যে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বোর্ডিং এ [illegible] প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার কোমর [illegible] বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। [illegible] ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বর [illegible] কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷/০ [illegible] আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ ভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টি অধ্যায়ে সাত শতাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৷৵৹	৷৵৹	৷৹
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১৷৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫, নিদর্শন সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮ ১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭ ১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-১৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১ ২০-৩৭

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২১ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২০

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
দৈনিক [illegible]
শ্রীমায়াপুর

REGD. NO. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮, শুক্রবার [১৩৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

সোভিয়েট ও জাপ-বাহিনীর মধ্যে ভীষণ লড়াই

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সামরিক বিমান বহর চা[illegible] এবং কোরিয়াস্থিত [illegible] উপর হানা দিয়া বোমা ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ করিয়াছে এবং জাপানীরা একটি সোভিয়েট বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে।

জাপানী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হইতে বলা হইয়াছে যে চারটি সোভিয়েট বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে বলিয়া [illegible] জানা গিয়াছে। একখানি বিমান গুলীবিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভূপাতিত হইয়াছে কি না জানা যায় নাই। কোরিয়ান সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার হইতে বলা হইয়াছে যে, ২রা আগষ্ট সকালে সোভিয়েট বিমানবহর চারবার হানা দিয়াছে। আমাদের [illegible] সৈন্য দলের উপর বোমা ও মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করে, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।' একখানি সোভিয়েট বোমারু বিমান সহর শ্রেণীবদ্ধভাবে কোরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রেল লাইনের উপর বোমাবর্ষণ করে।

প্রকাশ যে, জাপ সমর-সচিব জেনারেল ইটাগাকি ও অন্যান্য সমর নায়কগণ এক জরুরী বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সোভিয়েট যদি এরূপ আক্রমণ চালাইতে থাকে, তবে তাহা প্রতিরোধের জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইতোমধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে এবং অনাক্রমণাত্মক

নীতি অনুসৃত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কাশীতে [illegible] একজন [illegible] মৃত্যু

[illegible]

[illegible] মাষ্টার

[illegible]

বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণে বিপত্তি

[illegible]

প্রকাশ, [illegible] হইবে বলিয়া [illegible] সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে

[illegible]

চীনাদের [illegible] আক্রমণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] থাকা যায় এবং [illegible]

[illegible]

কলিকাতা সহরে [illegible]

[illegible]

[illegible] কাঁদিতেছে।

তাহার অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তগুরুদেবের পরিচালনাধীন [illegible] প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। [illegible] হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ [illegible] সম্পাদিত। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] সডাক ৩॥০ টাকা মাত্র।

[illegible]—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। প. [illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোপাধ্যায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

[illegible]

নির্দ্দেশের [illegible] ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ শতশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের [illegible] রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
দ্বারা সংশোভিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। [illegible] ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবতোষণী [illegible] ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। [illegible] ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাফল টীকা [illegible] (অবাঁধা) ১৲
২৮। গোদ্রুমকল্পতরু (অবাঁধা) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-[illegible]-দর্পণ ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়শরণাগতির্দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। মনঃশিক্ষা ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। ভক্তচরণ ⁄১০
৫০। চৈতন্যমতমঞ্জুষা সমালোচনা (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ ৷০
৫৩। গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। অভয়কুমারী বা সারার্থবর্ষিণী [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (সাধারণ) ৷
৫৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। সংস্কারদীপিকা

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্ ৷
৬২। [illegible] ৷
৬৩। [illegible]
৬৪
৬৫। [illegible] ৶
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ⁄৷
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible] ৷৷
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] ⁄
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। [illegible] ১৷

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। সাধন পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

১৩শ বর্ষ ২৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, [illegible] [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

ষষ্ঠ দিবস ১৩ই জুলাই বুধবার পূর্ববৎ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ, কীর্ত্তন, পারায়ণ ও ইষ্টগোষ্ঠী হয়।

সপ্তম দিবস ১৪ই জুলাই প্রাতে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, অপরাহ্ণে কুরুক্ষেত্র-নিবাসী বিদ্যাপতি কৃষ্ণ[illegible] পণ্ডিত বনমালী শর্ম্মা (গৌড়ব্রাহ্মণ) ও কলিকাতা বড়বাজারপ্রবাসী পণ্ডিত কানহাইয়া লাল শর্ম্মা দুই হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথা-কীর্ত্তনাদি হয়।

অষ্টম দিবস ১৫ই জুলাই রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য সময়ে পূর্ববৎ পাঠ-কীর্ত্তন-পারায়ণাদি হয়। ঐ দিবস শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকিল কৈলাসচন্দ্র বসু মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে ব্রহ্মস্তব ও [illegible]-সংবাদ পাঠ করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

নবম দিবস ১৬ই জুলাই পূর্ব্বের ন্যায় পাঠ-কীর্ত্তন- পারায়ণাদি হয়। সন্ধ্যার [illegible] ভবনে একটী মহতী সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গীতা" বিষয়ে একটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন,—"যিনি কায়মনোবাক্যে যত অধিক পরিমাণে বৈষ্ণব-দাস্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন, তাঁহার গুরুত্ব তত অধিক. বৈষ্ণবসেবককেই গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহার অপমান করিলে হইবে। বৈষ্ণব-সেবার বিচার ছাড়িয়া গুরুদেবের অপমান সম্প্রদায়ই পরিচায়ক, ক্রমশঃ তাঁহার সকল অভিমানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবেন। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণের বিশ্বাসোপকরণ জানিলেই গুরুগিরি প্রভৃতি বিচার আসিবে না।"

দশম দিবস ১৭ই জুলাই রবিবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রে শ্রীমদ্ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। পারায়ণাদি পূর্ব্বের ন্যায়ই হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনকারিভক্তবৃন্দ সকলে সমবেত হইলে শ্রীমন্দির হইতে ৪৷০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার প্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত বৃহৎ পতাকা, তৎপশ্চাৎ [illegible] পাদপদ্মধারী [illegible] আচার্য্যদেব। শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ [illegible], শ্রীপাদ [illegible] প্রসাদ অধিকারী, হাইকোর্ট-[illegible] পাটনা হাইকোর্ট, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, শ্রীপাদ [illegible] রায় ভক্তিবিজয় প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ও তৎপশ্চাৎ ১৮খানি বৃহৎ ও অসংখ্য [illegible] ঘণ্টা কাঁসর-বিষাণাদির ঐকতান বাদ্যধ্বনির সহ বিচিত্র-বর্ণের পতাকা-হস্তে [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে উচ্চনৃত্যকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দ। এতদ্ব্যতীত ভক্তবৃন্দ ব্যতীত বাহিরেরও বহু সজ্জন সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং দলে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মঠে ফিরিয়া আসিয়াও বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন হইয়া ছিল। তৎপরে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ পাঠ করেন। পাঠের পর সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

একাদশ দিবস ১৮ই জুলাই প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু, অপরাহ্ণে ও রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব প্রভু পাঠ করেন। পূর্ববৎই পারায়ণাদি হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীপাদ ও [illegible]" এর দোহাই [illegible] করেন। [illegible] হইতে [illegible] করেন।

প্রতিষ্ঠা

(৪র্থ সংখ্যার পর)

[illegible]

উদ্ধার পাইবার জন্য নিষ্কপট [illegible] করা উচিত।

"[illegible] পন্থা [illegible]।"

গৌড়ীয়-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ—মূল মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, শ্রীগান্ধর্বিকা আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন বৃহৎ ভক্তিগ্রন্থাবলীর প্রকাশ-ব্যবস্থা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ৪১১৫।

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ—মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জন্মভূমিক্ষেত্রশ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউডাঙ্গা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভুটিয়া রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ, পি

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৫নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাধারমণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাগবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ বসুলগুড়া, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরশুট গ্রা, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং শিউমস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাইনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৬ চাটার্জ্জি লেন
মিউটেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

কাপড়ের দর

বোম্বাই মিলের কাপড়—

	প্রতি মণ
লম্বাবাঁধ	৭।০
লম্বা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭।০
বাঁকতুলসী	৫৸০
বালাম নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
নারকেল কোরানি	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	

পাটের দর

আগষ্ট—	৪৹৸০
অক্টোবর—	৪৹৸০
ডিসেম্বর—	৪৲।০
বাজার দর ও মজুদ—	৪১৲

চিনির দর

কানপুর, চিনি

রাজপুর ১০০০ নং	
বাহাদোরা মাথা	
কাশীপুর মাথা	৮।০--৯৲
কাশীপুর দানা	৭।৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি তোলা

টাকশালের বার	৩৬৸০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

সেন্টেড ময়দা প্রতি মণ	৯।০—৯।৶০
কুম্ভকোনম ঐ	৯—৯৶০
হার্টমেকোণ ঐ	[illegible]
সুজি	৬--৬৶০
আটা (১ম)	৫৸০ - ৫৸০
আটা নং (২	৫৶০—৫।৶০
আটা (৩য়)	৫৲— ৫।০
আটা (৪র্থ)	৪৸০ -৪৸৶০
আটা নং (৫)	
পাঞ্জাব	২৸৶০—২৸০
ভূষি	২৸৶০—১৸৶০

মুগের দর

কলাই	৫৭৲
রামশালা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
অন্যা	৪৫৲
আতপতণ্ডুল	৩৬।০৲

আর	৭৲
কাবুলে	২৬৲
ঢাকা শাখা	৭১।০
২৬ সের—	১৭৸০
পাঁচ টাকা ২৪—২০ সের	১০৲

গুড়ের দর

আখের সোনার কাঁকর	৫৲
মিষ্টি আখ কাঁকর	৫৲
[illegible]	৫৲
নাদিয়া বাধা	৫৭
ঐ কাঁকর	৫৲

বেলেঘাটা বাজার

	প্রতি মণ
নতুন মাল	৯৲
রাজশাহী বেদী	১৬৷০—১৭
আউস ভাতের	[illegible]
পাট [illegible]	.৪।০—.
কাঁচা [illegible]	.৭

লৌহ ও কাষ্ঠবাজার

	২৬।৭
টাটার তৈয়ারী—	মন প্রতি দর
লোহার কড়ি (বল্লী বা বীম)	
সাকী	৮৲—৮৸০
ঐ বে সাকা তালকা	৭৸০--৮০
এ টাটা [illegible]	[illegible] ১০৲
[illegible] (বীম)	৮।০ -১০৲
রেল (ঐ আয়রণ)	[illegible]
রেলের আয়রণ (কোরা)	[illegible]
টাটা গ্যাস করোগেট সীট।	
২৪ গেজ—	১১০
২৬ গেজ—	১০৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্লেন সীট	১৬০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১০।০
২৮ গেজ—	
গ্যালভানাইজ করোগেট।	
২৪ গেজ—	১২।০
বীম	।০/১০- ৸৶
শালের বড়া কাটা বাড়ি (বাঁকুড়া	১০।০
প্রেট কাঠি বা ঠিক কাঠি মণ	৫৲০—৫৸০
পাটী কাঠি	৭০
	[illegible] ।০ প্রতি
শাল ও ঐ কাঠি সপা	১—৩৮০ ৫৲— ৫০৲
ঐ	৬--১০ ও ৯০— ১০।
টিন শাড়ী, সোমজু, মরাদে	৭৸০ ৭।০
সোনা বড় [illegible]	৭০
বড়	৬৸০ - ৭।০
মুঃ টেক্সাস আসল ২৪৲	বরণ ২৩।০
উচকলের চালপুর ৫৶০, গাটের চালপুর	৬।০
কুণাস চালুয়া	৪।০

সম্ভ্রান্ত এজমাত্র আজুরক

প্রত্যু সান্যালি

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

— [illegible] —

—শ্রী [illegible] ঠাকুর [illegible]—

[illegible] —

[illegible] আশ্রম

[illegible] বিদ্যালয় [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রেণীর [illegible] সম্প্রদায় [illegible] ছাত্রগণকে

বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

[illegible] শ্রীপুর ঠাকুর [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible]

[illegible] পোঃ [illegible] নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আগে [illegible] ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬।এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

পোঃ [illegible] ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] কিন্তু [illegible] 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' [illegible] জীবনী লিখিত হইয়া [illegible] পরিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবন চরিত

[illegible] Foreword, [illegible] Prefaces, [illegible] সূচী (Contents) ও [illegible] Index Glossary) [illegible] ভিক্ষা—৫৲ পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান— [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা-নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' [illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] "ভাগবত" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া [illegible] হইতেছে।

নদীয়া প্রক

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
	১।০	১।০	৯৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৷।০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫	২০৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা [illegible] ভিক্ষা স্বতন্ত্র।	

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪ ৩৮ ৫-৫৮ ৭-২৮ ১২-৫৯ ১৪-৩৯ ১৬ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৭

রাণাঘাট
পৌঃ ৫-১১ ৮-৪০ ১৫ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৯ ৯ ৩১ ১৭ ২০ ১৫ ৪৩

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭ ১ ৮ ১০ ৮ ১৬ ২৯ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১২-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৯ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৫৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১১-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৭
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ১৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর ৬ ১৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১১ ৪১ ১২-১৬ ১৬-৫৮ ১৯ ১১

৭ ১০

(পাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০ ৪৯ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০ ৪৮

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৯ ১২-৬ ১৪ ১১ ১১-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩ ৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৭৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম—',
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৬ই আগষ্ট, ১৯৩৮, শনিবার [১৩৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

সিন্ধুতে খনিজ পদার্থের সন্ধান

করাচীর প্রায় ৮৭ মাইল দূরে লোলা পাঁ থানা অঞ্চলে আজ প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, পূর্ত্ত-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিহলদাস সম্প্রতি ঐ জেলায় সফরে গিয়া একটি পাহাড় দেখিতে পান এবং পরীক্ষার জন্য তিনি ঐ স্থানের প্রস্তরের কিছু নমুনা-স্বরূপ করাচীতে লইয়া আসেন। উহা রাসায়নিক পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে এবং তিনি এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, উক্ত নমুনায় লৌহ, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য অনেক মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ আছে।

পূর্ণিয়া-মুরলীগঞ্জ লাইন আংশিক জলমগ্ন

ই বি রেলের লালমণিরহাটের ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, প্রবল বারিবর্ষণের ফলে পূর্ণিয়া মুরলীগঞ্জ শাখার পূর্ণিয়া ও পূর্ণিয়া কোর্টের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ জলমগ্ন হইয়াছে। পুনরায় নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সরাসরি ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকিবে। যাত্রী, পণ্য পার্শেল প্রভৃতি ট্রলিযোগে অন্য গাড়ীতে উঠাইয়া গন্তব্য স্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৩০৭নং আপ ও ৩১৮নং ডাউন ট্রেণের আরোহী প্রভৃতিকে অন্য ট্রেণে করিয়া গন্তব্য স্থানে পাঠান হইতেছে।

স্থলপথে হজযাত্রার প্রস্তাব

গত ৩১শে জুলাই রবিবার বঙ্গীয় পরিষদ সদস্য মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকীর বাসভবনে পোর্ট রেজ কাথির নওয়াব খাঁ বাহাদুর এ মোমিনের সভাপতিত্বে কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলমান নাগরিকগণের এক সভা হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে:—

স্থলপথে হেজাজ যাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য মিঃ এফ এ খলিফ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, তাহা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়। উক্ত পরিকল্পনাটীকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হইলে তীর্থযাত্রীদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। সভায় প্রস্তাব করা হয় যে, অবিভক্ত ভারতের জন্য পারস্য, ইরাক ও হেজাজের পবিত্র তীর্থ স্থানগুলির মধ্য দিয়া রেলপথে তীর্থযাত্রীদের লইয়া যাওয়া উচিত। বিশদভাবে পরিকল্পনাটীকে প্রস্তুত করিতে এবং বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমোদন লইবার জন্য মিঃ খলিফকে অনুরোধ করা হয়। সভায় ইহাও স্থির হয় যে, বাংলা প্রদেশের মুসলমানদিগকে এই পরিকল্পনাটী বিশদভাবে জানান হইবে।

কাঠকে সোনা করিবে বলিয়া প্রতারণা

যাদুবিদ্যা বলে কাঠকে সোনা ও টাকায় পরিণত করিবে বলিয়া জোয়াহেরআলী নামক এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে এবং ২জন লোককে প্রতারিত করে। গত ২৫শে জুলাই সেশানস একাডেমের বিচারপতি মিঃ রাজা মুখা জোয়াহেরআলীকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এক বৎসর তাহাকে পুলিশের নজরবন্দীতে থাকিতে হইবে। আসামী প্রতারণার অভিযোগে আরও ৩ বার দণ্ডিত হইয়াছিল।

রেল-পথাপথে অনুমান ৮০ জন হত [illegible] অঞ্চলের অবস্থা [illegible] বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। [illegible] বাঁকুড়া [illegible] হইবার পর হইতে এযাবৎ ৭০ জন মারা গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও ১০টী মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে। নিহত এবং আহতদের অধিকাংশই মুসলমান।

ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিসের এস. ডি. ও

ঢাকার টেলিগ্রাফ বিভাগের এস. ডি. ও কোলা (বিক্রমপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (৫২) কে গুলীর আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ যে, অফিস সংলগ্ন পায়খানার মধ্যে তিনি বুকে ও তলপেটে গুলীর আঘাতে আহত হন। গুলীর আওয়াজ শুনিয়া পায়খানা হইতে বাহির হওয়া কালে [illegible] উঠিতে পারেন নাই। একজন পাহারাওয়ালা [illegible] পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। টেলিগ্রাফ বিভাগের বিভাগীয় [illegible] তাঁহাকে [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করেন। [illegible] বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচার করা হইবে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

হুগলী জেলে কৌতুকপ্রদ ঘটনা

[illegible] জেলে এক [illegible] প্রদ ঘটনা ঘটিয়াছে। জেলের একজন [illegible] কয়েদিকে [illegible] করিবার আদেশ দিয়াছিল। [illegible] এই আদেশের প্রতিবাদে [illegible] একটা [illegible] আরোহণ করে। [illegible] তাহাকে গাছ হইতে কেহই নামাইতে পারিতেছে না।

৬০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক উদ্ধার

[illegible]

মুর্শিদাবাদে [illegible]

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্দ্দিষ্ট সময় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপ্রভুর
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-গ্রন্থের পদ্ধতি অনুসারে ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সন্নিবিষ্ট
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড - ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ৯৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবাচার্য্যের বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবপরিচয় ।০
১৮। ধারণা আদর্শ ।০
১৯। অর্থপঞ্চক ।০
২০। গৌড়ের গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ।৵০
২২ ভক্তি বিবেক ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। শ্রীল কেবল মাত্র তাহা ।।
২৭। বৃন্দাবনপঞ্জিকা অপরোক্ষতঃ (সাতনাম) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸
৩০। দীপ-তিলক-কল্প ৵০
৩১। জৈবধর্ম্ম (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীচৈতন্য ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। এ প্রমাণ পত্র ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কর্মাদর্শ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনপাঠ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাধনদর্পণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু দি ওয়ার্ড ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। বিলেজিস্ হ্যাণ্ডিস ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবাচার্য্য
৭৫ ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭ এরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

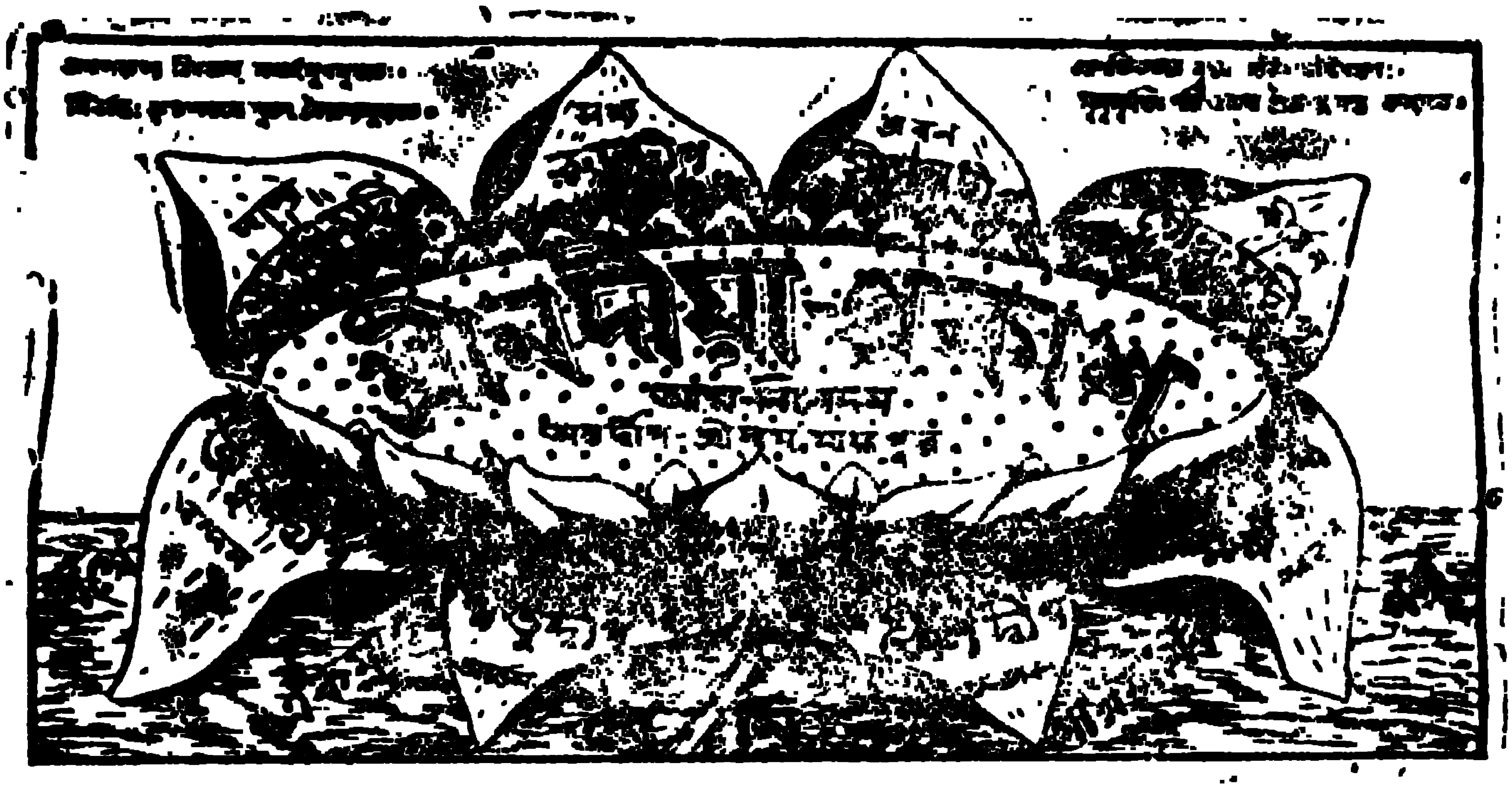

১০ম বর্ষ | ২৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, শনিবার } ১৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দৈনন্দিন উৎসবপঞ্জী

দ্বাদশ দিবস—গত ১৯শে জুলাই (১৯৩৮) মঙ্গলবার প্রতিদিবসের ন্যায় মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত পাঠ-কীর্ত্তন-পারায়ণ ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত শ্রবণসদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ ও বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ" সম্বন্ধে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রয়োদশ দিবস—গত ২০শে জুলাই (১৯৩৮) বুধবার সমস্ত দিবস ব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত শ্রবণ-সদনে একটী সভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১৫ই শ্রাবণ ৩১শে জুলাই আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ভাগবতভূষণী সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং পুরুষোত্তমধাম ও নবদ্বীপধাম' সম্বন্ধে এক ঘণ্টা ব্যাপী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। গত ১লা ও ৮ই শ্রাবণ শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু যথাক্রমে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরধাম' এবং 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধভক্তির প্রচার' সম্বন্ধে একঘণ্টাব্যাপী প্রাঞ্জল ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ সময় শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর প্রভু যথাক্রমে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌর' এবং 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধভক্তের আচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

কাশী-সংবাদ

আগামী ৩১শে ভাদ্র (১৩৪৫) ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) বুধবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তিথিতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গৌরজন ও 'বহুগণ' শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি-বিভাব বাসর। তদুপলক্ষে আজ ২১শে শ্রাবণ (১৩৪৫) ৬ই আগষ্ট (১৯৩৮) শনিবার পবিত্রারোপণী একাদশী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ দিবস হইতে ২৯শে ভাদ্র (১৩৪৫) ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) শুক্রবার শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব পর্য্যন্ত একমাসব্যাপী শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিবিনোদ গ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে আলোচনা এবং মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন হইবে।

তদুপলক্ষে সজ্জনদের সমিলনীয় অত্যন্ত [illegible] শ্রীসনাতন-মহোৎসব ও [illegible] দ্বারা সম্পাদিত হইবেন এবং ৩১শে ভাদ্র (১৩৪৫) ২০শে আগষ্ট (১৯৩৮) শনিবার শ্রীনন্দোৎসব দিবসে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাগত ব্যক্তিগণকে দেওয়া ও শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

পাটনা-সংবাদ

অদ্য ৬ই আগষ্ট (১৯৩৮), ২১শে শ্রাবণ (১৩৪৫) [illegible] আগষ্ট ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রত্যহ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ভক্তগণের [illegible] ... ৬ই আগষ্ট হইতে ১১ই আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন মহোৎসব, ১৩শে আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, ২০শে আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব, ২১শে আগষ্ট কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

প্রত্যহ উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয় সংকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতপারায়ণ, নাম ও ধাম সংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক সংকীর্ত্তন, অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিগ্রন্থাবলী আলোচনা, সন্ধ্যায় শ্রোতৃবৃন্দের পরিপ্রশ্নের সদুত্তর ও সদাচার উপদেশ, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, রাত্রিতে ভজনসংকীর্ত্তন, শয়নারাত্রিক কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী।

রেঙ্গুনে প্রচার

গত ১৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত রেঙ্গুনের বাঙ্গালী স্কুলগৃহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ "[illegible]" সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচয় প্রসঙ্গে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিগণের স্তোত্র ও ভজন কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] সংখ্যক [illegible] কয়েকটী নাম উল্লেখ হইল,—

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের-জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দেবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ শ্রীধর অব্দ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৫২

দুই একটী কথা

শ্রীরাধাকৃষ্ণ জীবের নিত্যোপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন আনন্দই শ্রীরাধা। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সংযুক্ত যুগধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা সুর্য্যে 'ব্রজলীলা'। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের ফল-স্বরূপ। শ্রদ্ধা সহকারে সাধন করিতে করিতে ক্লেশ নাশের হয়; এবং সেই ভাব অধিকারি-ভেদে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রসসমূহ প্রাপ্ত হয়। শান্তরস হইতে মধুর পর্য্যন্ত ক্রমে উত্তরোত্তর রসের গুণের প্রকর্ষ। ইতি উজ্জ্বল রস বিশেষ। তাহাতে প্রেম অনুভব ও প্রগাঢ় ভাবে প্রেম হয়। এই রসের নাম রাগ-রস। মধুর-রসই সর্ব্বোপরি। শ্রীরাধার সখীগণ তাঁহার অংশভূতা, সুতরাং তাঁহার। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ হওয়ায় তাঁহারা অনন্য-ভাবযুক্তা। প্রেমপ্রাপ্ত জীব সখীগণের সেই মঞ্জরীগণের পরিচারিকাভাবে পরিণত হন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দসেবানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই জীব পরম প্রয়োজন।

কৃষ্ণ স্বতন্ত্র আর জীব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র; কৃষ্ণাধীন থাকিলে তাহার আর কোন কষ্ট থাকে না। এইরূপ হইবার প্রথম অবস্থাই শ্রদ্ধা। যাঁহারা ভগবানে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াছেন, তিনি সাধু। সেইরূপ ভাবও সাধুর সঙ্গই আবশ্যক; নতুবা আসে না। এই বাস্তব সংসার কারাগৃহ-স্বরূপ; ইহা আমার বাসস্থান নয়, ভগবৎ-প্রীতি কর্ম্মকাণ্ড-যোগাদির দ্বারা ভগবদুপলব্ধি হইতে পারে না, সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল-বিষয় বর্জ্জন পূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালক এই বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চন-ভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত থাকাই বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার লক্ষণ। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে সাধন করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলে কি করিলে কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হন—এই চিন্তা জীবের হৃদয়ে উদিত হয় এবং তখন সে সাধুগুরুর নিকট শুদ্ধপথ জিজ্ঞাসা করেন।

সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। এই ভজন-ক্রিয়ায় একটু নিষ্ঠাবতী শ্রদ্ধার প্রয়োজন। যে লক্ষণ যাহাতে উদিত হয়, সে বিষয় সম্পন্ন হইবা ভজন করাই উচিত। অতএব ভক্তি বাতীত অন্য কোনও অভিলাষ সাধকের থাকা উচিত নয়।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন প্রভৃতি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ। শাস্ত্রে ভক্তির কতকগুলি বিধি-লক্ষণ আর কতকগুলি নিষেধলক্ষণ আছে। তন্মধ্যে, শ্রীধামে বাস, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, সাধুসঙ্গ ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন—এই পাঁচটী মুখ্যবিধি। তন্মধ্যে হরিকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বৈধী ভক্তি ছাড়া সাধনভক্তি আর এক প্রকারের আছে; তাহা অসাধারণ, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। কোন ব্রজবাসীর রাগময়ী ভক্তি দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন, উহারই নাম রাগানুগা ভক্তি। উহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র লোভোৎপত্তিই তাহার কারণ।

শুদ্ধজীব 'চিৎবিগ্রহবিশিষ্ট, তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সবই আছে; তাহা চিন্ময় এবং পঞ্চভূতাত্মক প্রাকৃত-দেহ এবং বাসনা-দেহরূপ লিঙ্গদেহ বা প্রাকৃত মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাকৃত দেহাদির দ্বারা এই চিন্ময়দেহের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেবোন্মুখতা বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানের কৃপাই সকল জীবের চরম উদ্দেশ্য।

শ্রীনাম সাধন ও সাধ্য উভয়ই। নিরপরাধে নাম করিলে আর কোন বালাই থাকে না। এই নামাপরাধ বড়ই কঠিন, কিছুতেই যায় না। কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতেই যায়। সুতরাং প্রত্যেকেরই এই নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিয়া নিরন্তর নাম করা উচিত।

প্রত্যেকেরই শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও তদ্দর্শন-ফল স্বরূপিণীতে অধিকার আছে। শ্রীবিগ্রহ-পূজা ব্রাহ্মণের ধর্ম। নিষ্কপট আন্তরিক শ্রদ্ধাই তাহার দর্শনী। এই ভগবদ্ভজন অন্তরের জিনিষ। আন্তরিকতা না থাকিলে অন্তরের জিনিষ চেতনতা

পাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

——::(০)::——

[বিষয়—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গীতা"
স্থান—কলিকাতা (বাগবাজার)
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণসদন
কাল—১৬ই জুলাই, ১৯৩৮ শনিবার
সন্ধ্যা।]

আমাদের অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গীতা।' গীতার মঙ্গলাচরণে আমরা পাই,—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ
শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বি-
নিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা
গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং
মহৎ॥

গীতাকে 'ভারতামৃতসর্ব্বস্ব' বলা হইয়াছে। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের একটি অংশ। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস লক্ষ শ্লোক দিয়া মহাভারত রচনা করেন, তন্মধ্যে এখানে বর্ত্তমানে লক্ষ শ্লোক পাওয়া যায়। মহাভারতে বিষয় সকলের সন্নিবেশ এরূপভাবে আছে যে, কেহ ইহাকে ইতিহাস, কেহ পুরাণ, কেহ কাব্য এবং কেহ বা ইহাকে স্মৃতি বলেন। কিন্তু মহাভারতকে 'পঞ্চমবেদ' বলিয়াও বলা হয়। যথা—"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।" "ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমান্।" অথবা বেদান্ চতুরঃ পঞ্চমং ভারতং চৈব,মানবীয়-নিবোধতথাঁৎ সংখ্যায়াঃ। ভবিষ্যপুরাণে :—কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং বিদুঃ। শ্রী চ সামবেদোঋগ্বেদো যজুর্বেদ্যোপাসনাদি চ—আধর্ব্বং ভবেদ্যো ন বন্দ্যন্তিঃ সাধবেদ-

লাগে না, অন্তরে-বাহিরে নিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবানের কথা কাহারও নিন্দা আলোচনীয় হয় না। নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ বা এই নিষ্কপটতা—সরলতা—আন্তরিকতা—ব্রাহ্মণতা আসে না। সুতরাং ভক্তিবিমুখ অসাধু আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রধান বাধা যে কি তাহা সহজেই অনুমেয়। সেটী আর কিছুই নহে, তাহা—অসৎসঙ্গবর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণ।

সাধর্ব্বণং চতুর্বিধবিধানং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" ইত্যাদি বহু প্রামাণিক বিচারদ্বারা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মহাভারতেতিহাসের পঞ্চমবেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মধ্ব-সম্প্রদায়ে মহাভারতের প্রামাণিকতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীমধ্ব মহাভারত-তাৎপর্য্য প্রণয়ন করেন। শ্রীমহাপ্রভু যেমন শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজ বিচার-পরিপোষণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীমধ্বাচার্য্যও সেইরূপ মহাভারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। আচার্য্যগণ গীতা, সনৎ-সুজাতীয় পর্ব্বকে আদর করেন। বিশেষতঃ গীতাকে ভক্তিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান বা ভাষ্যপ্রস্থানও বলা হইয়া থাকে। উপনিষদের সারাংশ বলিয়া গীতাকে গীতোপনিষৎ বা শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়; মহাভারত স্মৃতিগ্রন্থ, মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া গীতাকে স্মৃতি-প্রস্থানও বলা হয়, বেদান্তের সদৃশ গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে ন্যায়প্রস্থানও বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গীতা সর্ব্বশাস্ত্রসার। ভীষ্ম-পর্ব্বের ২৫শ পর্ব্ব হইতে গীতা আরম্ভ হইয়াছে।

অনেকে গীতার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে—"কুরুক্ষেত্রে ভয়ানক যুদ্ধের অবসানপূর্ব্বে গীতোক্ত তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।" বস্তুতঃ এরূপ ধারণা চিন্তা বৌদ্ধিক হইতেছে মাত্র। কেননা, যুদ্ধটা মহাভারতেই ভয়াবহ, কিন্তু যখন যে দেশে যুদ্ধ খুব সাধারণ থাকে, তখন তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ থাকে না। আমরা নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই যে, একদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, অন্যদিকে তিনি সেই সময়েই স্কুল-কলেজে পুরস্কার-বিতরণাদি অন্যান্য অনেক কার্য্য করিতেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থল, যেখানে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমাবেশ, সেখানে সৈন্যগণকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজ আয়ত্তে আনিবার যোগ্য সেনাপতি যোদ্ধা সে, সব আর কেহ ছিলেন না। অর্জ্জুনের এমন সব মহাবলী সেনাপতির অস্ত্র ছিল, যাহা প্রয়োগমাত্রে মুহূর্ত্তমধ্যেই সমস্ত শত্রুপক্ষ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। অর্জ্জুন একজন অতিরথী ছিলেন। কিন্তু তিনি সে সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়াও আঠার দিন অক্লেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন যেখানে অর্জ্জুনের ন্যায় এরূপ মহাযোদ্ধা শ্রোতা আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বক্তা, যাঁহার পরমাশ্রয়ে সখা অর্জ্জুন,

যেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয়পক্ষ হইতেই বিচলিত হইবার এমন কোন কারণ দেখা যায় না, যাহাতে কোন সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা হইতে পারে না। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে আমাদের আধ্যাত্মিক-দর্শনের বিষয়ীভূত করিতে গেলেই —আমাদের সঙ্কীর্ণ বিচার দ্বারা অধোক্ষজ-বস্তু তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে গেলেই গীতার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়া পড়ে, বস্তুতঃ তাদৃশ সন্দেহের কোন কারণ নাই।

গীতায় বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ আছে বলিয়া ইহা সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থ। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও ভক্তি বিষয়ে গীতায় অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সারগ্রাহী ব্যতীত গীতার সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য-বিষয়-নিরূপণে অনেকেই অসমর্থ হইয়া স্ব-স্ব অনধিকার রুচির অনুকূল বিষয়কেই 'গীতার সার সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রচার করেন। প্রকৃত সদ্গুরুর আনুগত্যে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়-সম্মত বিচারাবলম্বনের ধৈর্য্য না থাকায় গীতা সম্বন্ধে এক একরূপ 'সিদ্ধান্ত' শুনা যায়। বস্তুতঃ ভক্তিই একমাত্র গীতার প্রতিপাদ্য-বিষয়।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই গীতাকে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বিচারে আদর করিয়া তাহার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন টীকার মধ্যে শ্রীধরস্বামীর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তদ্ব্যতীত গীতার প্রাচীন ভাষ্যের মধ্যে শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবল্লভের ভাষ্য-চতুষ্টয় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোয়ার শ্রীযামুনমুনির গীতা-তাৎপর্য্যের কথা শুনা যায়। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীধর স্বামিপাদের 'সুবোধিনী' টীকা এবং শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্র শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্যের গীতার্থ বিবরণ ও গীতাতাৎপর্য্য এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপুরুষোত্তমের অমৃততরঙ্গিণী প্রভৃতি টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসাচার্য্য হইতে উনত্রিংশৎ অধস্তন কেশব-কাশ্মীরীর তত্ত্ব-প্রকাশিকা নাম্নী টীকা দৃষ্ট হয়। কেবল বৈদান্তিক আনন্দগিরির গীতাভাষ্য বিবেচন, শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর গূঢ়ার্থদীপিকা প্রভৃতি টীকাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শিষ্য-প্রশিষ্যপরম্পরার বহু টীকা প্রচলিত আছে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা ও বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'গীতাভূষণ'ভাষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়সজ্জনসমাজে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গীতাভাষ্যটী বিচার ও প্রীতিরস—এতদুভয় বিষয়ে পরিপূর্ণ বলিয়া বিশেষ আদৃত।

সাধারণ পাঠকগণের পক্ষেও তাঁহার বিচারের সরলতা ও সংস্কৃতভাষার প্রাঞ্জলতা বিশেষ আদরণীয়। শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকাটি বৈদান্তিক বিচারময়, এইজন্য সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তাহা একটু কঠিন বলিয়াই বিচারিত হয়।

গীতাশাস্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচারিত হইয়াছে; কিন্তু চরমে ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ভগবান্ ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করিতে না পারিয়া বলেন—অতঃ [illegible] গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথাও আছে, সেই হেতু জ্ঞানের সঙ্কোচ। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—অষ্টাদশ অধ্যায়ে সূচিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন-স্বরূপ ও অত্যন্ত রহস্যাত্মক ভক্তিকে দ্বিতীয় ষট্কের মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ভগবান্ যেন তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজনকে রাখিয়া আছেন। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম বা জ্ঞানের স্বতন্ত্র ফলদাতৃত্ব নাই। গ্রন্থের দুই দিকে যেমন প্রতিরক্ষী বা আবরক বর্ত্তমান থাকে এবং মধ্যস্থলে সার বস্তুটি সংরক্ষিত হয়, কোন ফলের আবরণের মধ্যে যেমন শাঁস বা সারাংশ থাকে, সেই প্রকার গীতার সারাংশ মধ্যস্থলে বর্ত্তমান। অনেককে ইহার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ কাহাকে বলে এবং ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ নিষ্ফল কি কেন, তাহা বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে
ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই ভক্তি ও জ্ঞান 'বলা॥"
(চৈঃ চঃ ম ২২।১৭-১৮।২১)

কৃষ্ণভক্তি পরমপুরুষার্থ বেদসমূহের একমাত্র সারার্থ অভিধেয়। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব তাহা গৌণ; কেননা, ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই তাহারা যে কিছু ফল প্রদান করিতে পারে। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত তাহারা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আমরা আপাততঃ ইহার সম্বন্ধে কিছু বিচার প্রদর্শন করিয়া গীতায় সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিচার সম্বন্ধে কিছু বলিব এবং পরিশেষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতা সম্বন্ধে আমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিছু সংক্ষেপে বলিয়া আমাদের বক্তব্যের বক্তৃতার উপসংহার করিব।

'কর্ম্ম' অর্থে নিজের বা অপরের সুখদ এরূপ কর্ম্ম শারীরিক বা পারিবারিক ভোগাবস্থা মাত্র। স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগসংগ্রহই কর্ম্মের কার্য্য। [illegible] ঐ প্রকার কর্ম্মের দ্বারা [illegible] সকামকর্ম্মিগণের [illegible] যায়। আমাদের [illegible] আনন্দের পারলৌকিক ফলও মুক্তিদান করিতে পারেন। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানের মুক্তি আনুষঙ্গিক ভক্তির বিচার ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই। যদি ঐ সকল বিচার হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠান করা যায়। তবে তাহা লাভ করিয়া যেহেতু ভক্তির একমাত্র কার্য্য। এইজন্য শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ [illegible] পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করাই একমাত্র প্রধান কার্য্য। অন্যান্য কর্ম্ম আসিয়া তাহার আনুষঙ্গিকভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। ভৌতিক কর্ম্মকে [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] ভগবান্ [illegible] তাঁহাকে তাহার [illegible] কর্ম্মাধীন হইয়া ফল প্রদান করিতে হয়। যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহাকে সেইরূপ ফল লাভ করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মীদের প্রায় [illegible] ভক্তির প্রতি নহে, আর [illegible] কর্ম্মও ভক্তির আশ্রয় হইতে [illegible] স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল দিতে পারে না। [illegible] আমরা কার্য্য, বাচিক ও মানসিক বিপুল [illegible] করিয়া থাকি, [illegible] তাহাতে [illegible] আমাদিগকে [illegible] করিতে হয় না। কিন্তু [illegible] প্রাকৃত থাকিতেই হয়, যাহাতে আমাদের

[illegible]কার্য্যের ফল বাজেয়াপ্ত না হইয়া পড়ে। রাজদ্রোহী হইলে পেন্সন্ বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। অতএব যাহারা ভগবদ্দ্রোহী হইয়া পড়ে, তাহারা কাজ করিয়াও কোন ফল পায় না। [illegible] অল্প রকম প্রাপ্ত হইয়া যায়। আবার অত্যন্ত অল্পায় কর্ম্ম করিয়াও ভক্তিতে অপরাধ হইতে ভক্তির অধিকার [illegible] এই দৃষ্টান্ত [illegible] নহে। যেমন King's mercy (রাজ অনুগ্রহ) বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। রাজা অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন। সুতরাং [illegible] বা ভক্তি-[illegible] কোন কার্য্যে অন্তরায় হয় না, [illegible] করিয়া [illegible] কর্ম্ম-[illegible] করিয়া সমাজে [illegible] না বা কর্ম্মের [illegible] করিতে [illegible] প্রতিকূল [illegible] হইয়া [illegible] বিচার [illegible] সমাজে [illegible] করিলেন। [illegible] কোন অধিকার নাই। [illegible] পারেন না; [illegible] শাস্ত্র [illegible] to [illegible] Authority [illegible] দ্বারা [illegible]।

(ক্রমশঃ)

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

গৌড়ীয়-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন এবং প্রাচীনতম দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ' বহাল আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং ক মাতাপাল চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫; কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড়রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবগয়া রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং সোনারপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর : ইউ, পি।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমাকানন সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী;

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) মাধবানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী। মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বহুলকুণ্ড, পঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ গড়বেতাপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুয়াডাঙ্গা, পোঃ চুয়াডাঙ্গা, (খুলনা)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং সিডটিস্‌ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডার্ডরোড

ব্যারণকোর্ট, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲—৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এড়াকেও কোয়ালিটি	৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৴

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲—১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

পাটের দর

আগষ্ট—	৪০৸০
সেপ্টেম্বর—	৪০৸০
অক্টোবর—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০॥/০
কানপুর ১০০০ নং	১০/০
কাশীপুর সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৴০
কুশাবকাতের ঐ	৬৲—৬৵০
গোল্ডমোহর ঐ	৫৸৴০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৴০
পালাই	১॥/০—১৸০
ভুষি	১॥/০—১॥/০

ঘৃতের দর

কলকা	৫৭৲
রাবড়াজী	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
ক্যাশ	৪৫৲
লাহোর	৬৪৷০৲

জাব	৭৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা মালবা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ শীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আমেরিকান গোলার মার্কা	৫৪৲
বিট্রিশ আমেরিকান ৭৫	৬০৲
করাচি সুপারফাইন	৪৩৲
ভারতীয় মাখা	৫৭৲
ঐ কাটা	৫১

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা মাল	৮৷০
সুপারী বোম্বাই	১২৷০—১৭
কাটা সুপারী	৭৸
শুঠী [illegible]	১৫৷০—১৭৷
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৭।৭।৩৮

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ [illegible]	৭৸০—৮০
ঐ টাটা টেস্টেড [illegible] বীম সব মাপের	১০৲
ঐ [illegible] (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করোগেট সীট।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	৮ ১৯৵০
২৪ গেজ—	১১৸০
২৬ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	
বিলাতী প্যাঃ করোগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
সীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেন কাটা বা ফিতে কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
গালি কাটা ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ একর
গোল রড কাটা লম্বা ১—৩ ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ ৩—১০ ৫ ৯।	১০৷০
পাটি, বোলটু. নালো	৬৸০—৭৷০
গোল রড [illegible] ও বর্গাকাটা ৭	
মণ	৬৸০—৭৸০

সুঃ উৎপাদ আসল ২৫৲ বকল ২৩৷ চট্টগ্রামের চালসুদ ৫৵০, পাটের চালসুদ [illegible] কুমার চালসুদ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোরাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।:০:।—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] সমাধির নিকটে [illegible] ও গৌড়ীয় [illegible] আশ্রম ও [illegible] বালক [illegible] শ্রেণী [illegible] ঠাকুর [illegible] প্রভৃতির মাসিক [illegible] [illegible]।

সেশনের [illegible]

[illegible] পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিনা বেতনে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৯৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

[illegible] ৬৬ [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ [illegible] ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমিশ্র জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বহুচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতের তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকা: গৌড়ীয়মঠ, ওয়ারী মঠ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক [illegible] হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৴০	।০	
" হাফ ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৩০	৪৷০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যায় ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭ ১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৯
ছাঃ ১৩ ২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(শান্তিপুর) রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-৪১ ১৬-৫৬ ১৯ ২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭ ৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—,
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৮, সোমবার [১৩৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-বৃত্তি

নিম্নলিখিত চারিজনকে ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের জন্য মাসিক ৭৫৲ হিসাবে গবেষণা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে,—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসুধীন্দ্র নাথ সেন—পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহম্মদ সুলেমান —কৃষি রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী কমলা গুপ্ত—অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীপ্রমথেশ বাগচী—ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

সামরিক বিমানবিদ্যা-শিক্ষায় ভারতীয় মনোনয়ন

ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৩৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে তিনজন ভারতবাসী ক্রানওয়েল ষ্টেশন এয়ার ফোর্স কলেজে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের একজন ডাক্তারী পরীক্ষায় অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহার স্থলে লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেন্ট জুবিলী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র যুক্তপ্রদেশবাসী মিঃ কৈলাশ নারায়ণ বাহলকে মনোনীত করা হইয়াছে।

ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসিগণ

বাংলার গবর্ণর এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসীরা বাংলায় নন গেজেটেড সিভিল পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ভারত শাসন আইনের ২৬২ ধারার (২) উপধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গবর্ণর ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।

ঢাকা জেলায় শিক্ষাকর

নবাবজাদা খান বাহাদুর খাজা মহম্মদ [illegible]

শ্রীযুত নীরদচন্দ্র রায়, উকিল সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত মন্মথনাথ সর প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বানে বার-এসোসিয়েশন হলে প্রবীণ উকিল ও বিশিষ্ট জননেতা শ্রীযুত ললিত মোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়।

সভাতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, এই জিলার জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ অর্থকষ্টের জন্য অধিবাসীদের শিক্ষাকর দেওয়ার মত ক্ষমতা বর্ত্তমানে নাই। অধিকন্তু ভীষণ বন্যাপ্লাবনে এই আর্থিক কষ্ট আরও বাড়িয়াছে। সুতরাং অন্যান্য জেলাতে যেমন শিক্ষাকর আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে, সেইরূপ সরকার যেন এই জিলাতেও অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসরের জন্য শিক্ষাকর স্থগিত রাখা হয়।

১২০জন সরকারী কর্মচারী বরখাস্ত

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য শ্রীযুত মহাবীর ত্যাগীর (কংগ্রেস) প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত বেঙ্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারী বলেন যে, [illegible] ও [illegible] আন্দোলনের ফলে [illegible] ১২০ জন সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে পুলিশবিভাগের [illegible] জন, পাব্লিক ওয়ার্কস ও সেচ-বিভাগের ১১জন, রাজস্ববিভাগের [illegible] জন, বন বিভাগের [illegible] জন, জেল ১৪জন, রেজিষ্ট্রেশন [illegible] জন, মেডিক্যাল বিভাগের [illegible] জন [illegible] চিকিৎসা [illegible] ১জন কাহারী আছে।

পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশন

আগামী [illegible] হইতে পার্লামেন্টের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে [illegible] উত্থাপনের জন্য [illegible] হইয়াছে। এই সকল প্রশ্ন সুদূর প্রাচ্য, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি সংক্রান্ত। [illegible] বাণিজ্য [illegible] একটী প্রশ্ন ভারত [illegible] সম্পর্কে বাণিজ্য-[illegible] প্রেসিডেন্টের নিকট বিবৃতি চাওয়া হইবে। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে চারটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তরখানার সম্পাদক

মৌলবী [illegible] বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তরখানার সম্পাদকের [illegible] হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] ১৯২০ [illegible] আন্দোলনের সময় তিনি [illegible] বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য ত্যাগ করেন। ১৯২২ খৃঃ খিলাফৎ আন্দোলনে [illegible]

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত

ইহাতে অঙ্কিত করা

হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই

এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ

পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-খণ্ডের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী

আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে

মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র

তন্মধ্যে সংযোজিত

আছে; ভিক্ষা

৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২ শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবাচার্য্যের বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আদর্শ ।০
।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-দর্শনভা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাবলিকা ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভক্তলেখা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। চতুঃসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠরূপপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ।
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

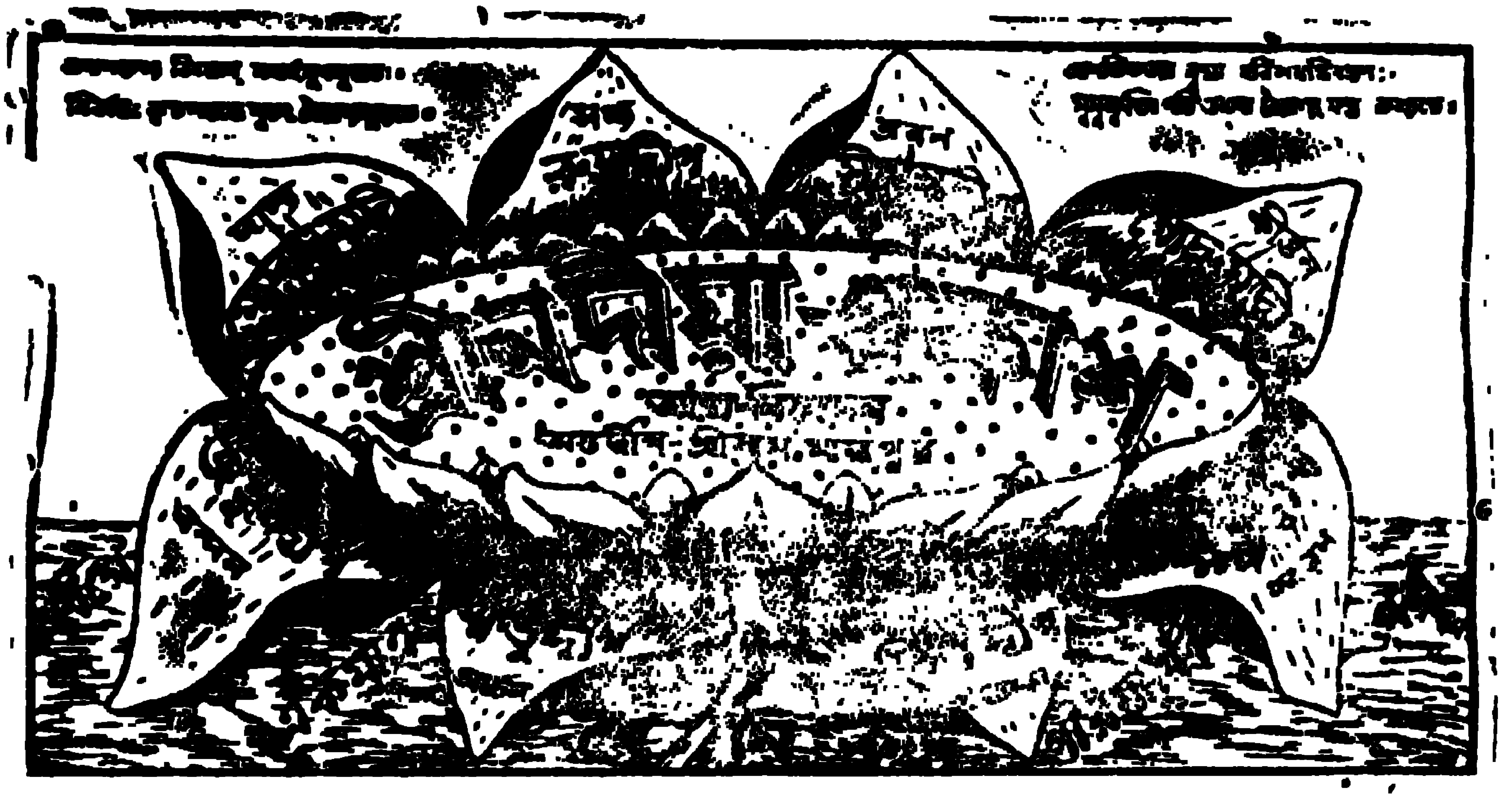

১৩শ বর্ষ { ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, সোমবার } ১৩৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩রা আগষ্ট প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জনৈক গৃহস্থ ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া [illegible] প্রতি অধিক লক্ষ্য করিতে গিয়া যাহাতে অর্চ্চাবিগ্রহের প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধি হইতে বঞ্চিত না হইতে হয় তদ্বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করেন। অর্চ্চা হইতে অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের কথাও কীর্ত্তন করেন। অর্চ্চা ও অন্তর্যামীর সেবা যে শুদ্ধা সেবা নহে—বৈভবতত্ত্বের সেবা হইতেই যে শুদ্ধা সেবা আরম্ভ হয়, তাহাও বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে পর, পরতর ও পরতমতত্ত্বের সেবার উপাদেয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথাও কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

চতুর্দ্দশ দিবস—২১শে জুলাই বৃহস্পতিবার সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া পাঠকীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নিকের পর শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অর্চ্চাবিগ্রহবাদ নিরসন" বিষয়ে একটী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন—শ্রীকৃষ্ণ সকল গোরূপে ব্রজে শান্তরসে সেবা করিয়া থাকেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—ব্রজে যে গোধন তাঁহারা প্রতিমাত্র। তাঁহাদের সহিত অন্যান্য পত্রাদির সামান্যীকরণ করিলে চলিবে না। শান্তরসে একটু নিরপেক্ষভাব আছে। তাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূলে স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইলেই তাহাতে নিরপেক্ষভাব প্রবল হইয়া [illegible] করে। একেবারে গোচারণ, গোরক্ষা প্রভৃতি আদর্শে যাহাতে শান্তরস উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণের উন্মাদকরূপ সেবার স্বভাবতঃ আবির্ভাব হয়, তাহার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ মহাজনগণ ভক্তিসন্দর্ভ হইতে নির্ব্বিশেষভাবের জড়তা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণসেবার স্বাভাবিক উন্মুখতা আদর করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাই যে জীব সকলের একমাত্র [illegible] বিষয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চদশ দিবস—২২শে জুলাই, (১৯৩৮) শুক্রবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ও মধ্যাহ্নিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতপারায়ণ ও হরিনাম প্রভৃতি সমস্ত দিবসব্যাপী চলিয়াছিল। এই দিবস শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃপাবিদাস প্রভু ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গয়া ও পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব সম্পাদন জন্য গয়ায় যাত্রা করেন।

ষোড়শ দিবস ২৩শে জুলাই শনিবার সকাল হইতে নিয়মিতভাবে পাঠ কীর্ত্তন [illegible] প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ৩।০ ঘটিকার সময় শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটী বিশেষ [illegible] তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু হরিনামের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের [illegible] বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন,—[illegible] অনর্থনিবৃত্তি সম্ভব হয় না। অতএব বর্ত্তমানে প্রবৃত্ত না হইয়া তদ্বিষয়ক আলোচনাই অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই [illegible] বিষয়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুশীলন চেষ্টা না হইলে অনর্থযুক্ত অবস্থায় [illegible] আমাদের নানা প্রকারে [illegible] আসিয়া আমাদিগকে [illegible] করিয়া তুলিবে। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের বাসনা প্রবল না হয় এবং কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন কিরূপে শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হইতে পারে তদ্বিষয়ক আলোচনা ভক্তবিজ্ঞগণের আনুগত্যে না হইলে আমাদের আচার-প্রচারে 'অহং মম' বুদ্ধি প্রবল হইবে। সকলেরই [illegible] পরিশ্রমের অবকাশ [illegible] হইবে। তথাকথিত [illegible] কোন পরিচয় থাকিতে পারে না। অতএব ঐ সমুদয় সংশয় বিদূরিত হওয়া আমাদের সকলেরই একান্ত প্রয়োজন।

[illegible] মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] স্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, [illegible] আশ্রম মহারাজ, [illegible] বৈখানস মহারাজ [illegible] শ্রীপাদ [illegible]

[illegible] শ্রীপাদ [illegible]

—

[illegible]

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীআচার্য্য বা গুরুপাদপদ্মের কথা স্বয়ং মুকুন্দ বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠগণই জানেন। যে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের কথা স্বয়ং অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই শ্রীল [illegible] অপ্রাকৃত গুণের কথা বলিবার [illegible] আমাদের নাই। তথাপি আত্ম[illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] করিতেছি।

[illegible] অনন্ত গুণের মধ্যে [illegible] তাঁহার স্বরূপলক্ষণ। এই [illegible] তাঁহার [illegible]

সম্পূর্ণ [illegible] লোক-শিক্ষক তিনি [illegible] কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না, সেই গুরুগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ, নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনরত নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ-প্রবরের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বাঁহার [illegible], তিনি [illegible] কথা [illegible] করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] যে ভগবৎপ্রীতি [illegible] একমাত্র অবার্থ [illegible], তাহা যে গোলোকের [illegible], [illegible] উপলব্ধ [illegible] যে স্বরূপের নিত্যধর্ম, তদ্ব্যতীত যে জীবের আর কোনও কৃত্য নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্যক্সমর্পিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার শ্রীচরণবিধানমুখে কৃষ্ণের প্রীতি[illegible] যে জীবের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহার সমগ্র জীবন ও আদর্শই তাহা প্রমাণিত করিয়াছে ও করিতেছে।

সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। আজীবন দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন করিয়া বাস্তবসত্য কৃষ্ণের অনুসন্ধানই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার নিকট সৎ ও অসতের সমন্বয় করিবার উপায় নাই। তাঁহার নিকট অসতের কোন প্রশ্রয় নাই। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাঁহার প্রকাশ বা আবির্ভাব। যাঁহার সমস্ত জীবন কৃষ্ণসেবাময়, যাঁহার প্রত্যেকটী আচরণ, প্রত্যেকটী কথা, প্রত্যেকটী বাক্য গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা শিক্ষা দেয়, আশ্রয়সম্বন্ধিত বিষয়বিগ্রহের শ্রীচরণ-সেবন করে, সেই অধোক্ষজসেবাভিলাষী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ-প্রবরের পদধূলি ধরিবার সৌভাগ্য হইলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

তিনি কপটের নিকট বজ্রাদপি কঠোর—দুর্ভেদ্যস্বরূপ। কিন্তু নিষ্কপটের নিকট অতিকোমল—স্নেহময়। কোনও কপট ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করে না, পরন্তু ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দূরে অবস্থান করে, আর নিষ্কপট ব্যক্তি যতই দুর্বল হউক না কেন, সাদরে তাঁহার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অযাচিত স্নেহলাভের সৌভাগ্য পায়। যাঁহারা বাস্তবিক তাঁহার স্নেহলাভের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট এসকল কথা বলিয়া দিতে হইবে না, তবে মৎসরতাবিশিষ্ট বা [illegible] যাঁহারা [illegible], তাঁহারা [illegible] একটিও [illegible] হইয়া দেখেন সুস্পষ্ট হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রয়ে থাকিয়াই আমাদিগকে গুরুসেবা করিতে হইবার উপদেশ দিয়াছেন এবং [illegible] জানাইয়াছেন যে, পরমহংস[illegible] [illegible] প্রচুর কৃপালাভে [illegible] হইলেই নিত্যবিনোদ প্রভু ও রূপানুগগণের পরবিদ্যা-বিনোদনে সামর্থ্য লাভ হয়; নতুবা অপরা বিদ্যার মোহে বিপথগামী হইয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র রূপানুগবর প্রভুই [illegible] পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণবগুরুর সুপ্রতিষ্ঠিত [illegible] ও [illegible]-আদর্শ যদি কাহারও বিশেষভাবে থাকে, তাহা হইলে সেটী রূপানুগবরের পরবিদ্যা প্রভুতেই বর্ত্তমান। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] কথা [illegible] বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে সাক্ষাৎ গৌরীয়—শ্রীরূপানুগবর বিগ্রহ, তিনি যে নিত্যসিদ্ধ মহাজন বা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ, একথা সম্প্রদায় গৌরীয়ে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। এই নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যমুক্ত [illegible] তিনি

পাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

—::(০)::—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩৫ সংখ্যার পর)

জ্ঞান-সম্বন্ধেও বিচার ঐরূপ। জ্ঞানও ভক্তির সাহায্য ব্যতীত নিরপেক্ষ হইয়া কোন ফলদানে সমর্থ হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে শাস্তি পাইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন; বিচারক তাহাকে যথাসময়ে জেলখানা হইতে মুক্ত প্রদান করিলেও সে ব্যক্তির যদি সাক্ষাৎ না থাকে, তাহা হইলে আবার তাহাকে কারারুদ্ধ হইতে হয়, শান্তিরক্ষার ব্যাঘাত-কারী বলিয়া বিচারক তাহাকে আবার কারাগারে আবদ্ধ করেন, 'মুক্তি' সম্বন্ধে

ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের সমান আর কাহারও ভূষণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং তিনিই যে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যাবতার, একথা শ্রীল প্রভুপাদই আমাদিগকে সকল সময়ই জানাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রভুকৃপা-বঞ্চিত আমরা তাঁহার কৃপাবরণ করিতে পারিতেছি না, ইহাই ক্রন্দন!

কায়মনোবাক্যে নিখিল অবস্থায় নীরবে, একান্তভাবে সহিষ্ণু হইয়া প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে—কি করিয়া ভজনের [illegible]

তাহার আদর্শ জলন্ত মূর্ত্তিবিগ্রহ আমাদের নিত্যারাধ্য ও একমাত্র রক্ষক পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গুরুসেবাযোগের আদর্শ ও গুরুসেবায় তাঁহার সম্পূর্ণ কাম্য। কৃষ্ণের নিরপেক্ষ সংসিদ্ধান্ত স্থাপনে তাঁহার দক্ষতা ও দৃঢ়তা অতুলনীয়। তিনি যে অপ্রাকৃত আচার্য্যবর্গ ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রায়ই সর্ব্বগুণসমন্বিত, তাঁহার সিদ্ধান্তের নিকট যে সকলেই অবনত, তিনিই যে জগতে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তিনি স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব, তাঁহার গুণমহিমা ক্রমশঃই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে ও হইবে। তাঁহার অনন্ত গুণাবলীর কোটাংশের একাংশও বলিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে দিব্য-চক্ষুষ্মান্ সজ্জনগণ, তাঁহার কৃপাসিক্ত ভক্ত-পরমহংসগণ বা তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার অলৌকিক মহিমার কথা জানাইলে মাদৃশ ক্ষুদ্রজীব ভক্তগণে আকৃষ্ট হইয়া কোনও জন্মে তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাই আমার জন্মে জন্মে সম্বল হউক।

বিচারও ঐরূপ। "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।" ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াও ভগবৎপাদপদ্মে বিদ্বেষহেতু পরমপদ হইতে বিচ্যুত ঘটে। সুতরাং ঐপ্রকার মুক্তি লাভ করিয়াও ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র-বিচার-সম্পন্ন জ্ঞান তাহার ফলস্বরূপ মুক্তি দিতে সমর্থ হয় না। যোগসম্বন্ধেও ঐ বিচার। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা।" ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই যোগ তাহার ফল প্রদান করিতে পারে, নতুবা "নিয়মাগ্রহণাৎ ফলসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা।" এই কথাটি মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতার ভূমিকায় বলিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কোন ফল দিতে সমর্থ হয় না।

ভগবৎপ্রীতিরূপ জীবের যে একটি মহা-মূল্য সম্পত্তি আছে, তাহাই ভক্তি। ভক্ত জগৎকে কি ভাবে দেখেন? ভক্ত ভগবানকে জগতের বিধাতারূপে দেখেন না, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবানকে জগতের আইনের অধীন রূপে দেখেন না। ভগবানের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্যই বিধির প্রয়োজন, নতুবা বিধির সার্থকতা কি? এক হইতে বহুর উদ্ভব হইয়াছে, সেই বহুর একাধিপত্য রক্ষণের জন্যই বিধি। ভগবানকে সেই বিধির দ্বারা বাধ্য করিতে হইবে না, তিনি সকল বিধির অতীত বস্তু, পরমসমর্থ ভগবান্, তিনি ইচ্ছামাত্রই সব করিতে পারেন, তিনি [illegible] আতিক্রম করিয়া ভক্তকে সর্ব্বসিদ্ধি দিতে পারেন। অজামিল সমস্ত জীবন ধরিয়া পাপকর্ম্ম করিয়াও অন্তে নারায়ণস্মৃতিবশতঃ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। কথাটি আপাত দর্শনে একটু বিসদৃশ মনে হইলেও ভগবন্নাম কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের কোন অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার শরণাগতগণকে ফলদান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, তবে নামবলে পাপাচরণ বা ভক্তির ভাণ দেখাইয়া পাপমুক্তি কল্পনা স্বতন্ত্র কথা, তাহাতে নামাপরাধের প্রাধান্য। এক পশু আর এক পশুর সহিত মারামারি করিয়া যদি একটিকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই পশুর ক্ষতিপূরণ পশুকে দিতে হয় না, যে ব্যক্তির পশু সেই ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারে, পশুর স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিত্ব নাই, ক্রীতদাস সম্বন্ধেও পূর্ব্বে ঐপ্রকার বিচার ছিল। আমাদেরও তদ্রূপ স্বতন্ত্র কোন [illegible] নাই,—ভগবানের সম্পত্তি হিসাবেই আমাদের সত্তা। আমরা যখন আমাদিগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা স্বার্থ কল্পনা করি, তখনই বিপদগ্রস্ত হই। একপক্ষে স্বতন্ত্রভাবে স্বার্থানুসন্ধান বিকৃত অবিদ্যাগ্রস্ত মায়িক ব্যবহার মাত্র, বাস্তব-

সম্বন্ধে ঐরূপ কোন ব্যবহারের আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব 'মনোধর্ম'।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব 'ভ্রম'॥

মনোধর্মিজীব ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় যে ভাল-মন্দ বিচার করিতে যায়, তাহা সবই ভ্রমপরিপূর্ণ। ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে প্রকৃত প্রয়োজন-বিচারের সহিত অভিধেয়-বিচারে আমরা জগতে যে সমস্ত কার্য্য করি, তাহাকে বিরূপ জগতের কোন লাভ-লোকসানের বিচার স্পর্শ করিতে পারে না। জগদ্গুরুর বিচার প্রাপঞ্চিক কর্ম্ম জ্ঞানাদি বিচারের কোন ধার ধারেন না। সেখানে জগতের liabilities এবং obligations সব cancelled হইয়া যায়। তাঁহারা নিরপেক্ষভাবেই ফল দিতে পারেন। তিনি পরম সমর্থ, এইজন্যই তাঁহার কথা গীতায় সর্ব্বত্রই আলোচিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিকে নিষ্প্র করিয়াই তাঁহার দুইপার্শ্বে আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে বর্ত্তমান।

গীতায় কর্ম্মের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
(গীঃ ৩।৮)

অর্থাৎ অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তোমার কর্ম্মত্যাগদ্বারা যখন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের অধিকার করত চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে।

ভগবান্ আমাদিগকে আলস্যের প্রশ্রয় দিতেছেন নাই, কিন্তু কি ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার জন্য বলিতেছেন,—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥
(গীঃ ২।৩৭-৩৮)

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥
(গীঃ ২।৩)

এইরূপে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা কি ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
(গীঃ ৩।৯)

খুব কর্ম্ম কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কি কর্ম্ম করিবে, তজ্জন্য বলিতেছেন, বিষ্ণুর আরাধনার জন্য কর্ম্ম কর, তাহা হইলে আর কর্ম্মবন্ধন লাভ করিতে হইবে না। বিষ্ণুই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ
প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
(গীঃ ৯।২৪)

অর্থাৎ আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করে, তাহাদিগকে প্রতীকোপাসক বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা বশতঃ তাহারা সত্য হইতে চ্যুত হয়।

শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অধিযজ্ঞ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

"অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং
বর।"
(গীঃ ৮।৪)

অর্থাৎ দেহীদিগের দেহমধ্যে অন্তর্যামী পুরুষরূপে আমি অধিযজ্ঞ। শ্রীভগবানই আমাদের এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে অবস্থান করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে 'অধিযজ্ঞ' বলা হয়। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" শ্রুতিতে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' বলা হইয়াছে। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণ বাক্যে এই বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিবার কথা বলা হইয়াছে। জীব যখন নিজে স্বার্থ-তর্পণ উদ্দেশ্যে কর্ম্মফলের হস্তে পড়ে, তখন তাহাদিগকে ভগবৎপরায়ণ করিবার জন্য ক্রমে কর্ম্মার্পণের কথার উল্লেখ হইয়াছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
(গীঃ ৯।২৭)

—এই শ্লোকে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মের চরম কথা ভক্তিছাড়া আর কিছুই নহে। কর্ম্মযোগের কথা বলিতে গিয়া প্রথমে কেবল কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া শেষে ভক্তিকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞানেও দেখা যায়, জ্ঞানেরও চরম কথা ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্ম্মিগণ যেমন একদেশদর্শী হইয়া গীতায় তাঁহাদের কর্ম্মযোগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, জ্ঞানিগণ আবার সেই কর্ম্মকে তিরস্কার করিয়া গীতায় জ্ঞানেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করেন।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥
(গীঃ ৬।৩)

অর্থাৎ যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সম্বল, আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
(গীঃ ২।৪৯)

হে ধনঞ্জয়, "বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগদ্বারা ভক্তির অনুশীলন করত কাম্যকর্ম্ম দূর কর, যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা কৃপণ, অতএব তুমি বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় কর" এস্থলে "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" এই বাক্যে কাম্যকর্ম্মকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে। এইরূপে যখন জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তখন কর্ম্মকে একেবারে দূরে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। যেমন গীতায় অন্য স্থানে বলা হইয়াছে—আত্মতৃপ্ত ও আত্মারামেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠানের জন্য কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥
(গীঃ ৩।১৮)

আবার বলা হইয়াছে,—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ
পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
(গীঃ ৪।৩৩)

হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। [illegible] সকল অনুষ্ঠান হইতে হইতে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনই [illegible] জ্ঞানের উদয় হয়। যখন [illegible] চিত্ত হইতে [illegible] চিন্ময় ও আনন্দময় হইয়া পড়ে। [illegible] কেবল অজ্ঞানী অধমকে কর্ম্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানী অধমকে জ্ঞানকাণ্ডে [illegible]।

[illegible]

[illegible]

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি
বিন্দতি॥
(গীঃ ৪।৩৭-৩৮)

যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠসমূহকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। জ্ঞান অর্থাৎ [illegible] জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র পদার্থ জগতে আর নাই। [illegible] কর্ম্মযোগসিদ্ধ হইয়া [illegible] লাভ করিবে।

এইরূপে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং
প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥
(গীঃ ৭।১৯)

[illegible]

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

[illegible]

যাহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] ১৯, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগৌর, [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় বর্ত্তমান আছেন। সুপ্রাচীন শ্রী [illegible] 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশ হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাটতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নতুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাণগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মবান্ধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন
পোঃ বহুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (বাঁকুড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং সিটইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, ডাউন্সরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২৩ চাটার্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

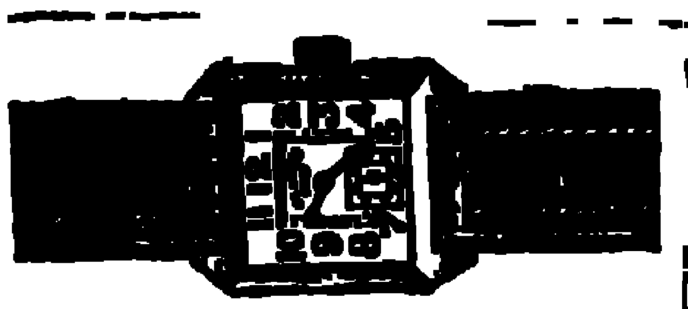

কোয়ার্লিটি লিভার্স ওয়াচ

মূল্য মাত্র ২৸৹ আনা

সম্পূর্ণ হালফ্যাসানের শেপ, মজবুত লিভারযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত ঘড়িটির মূল্য ২৸৹, রেডিয়ামযুক্ত ৩৸৹, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, ক্রোমিয়াম নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। পোষ্টেজ ৷৵৹ তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)

পোঃ বক্স ১২৩০৭—কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
ঢাকা চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাকতুলসী	৫৷৹
পাটনাই নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵৹
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲ - ৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাকতুলসী আঃ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
ফ্লাওয়ারের ঐ	৬৲—৬৵৹
সুজিমোগল ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজি	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৴৹—৫৷৴৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
ল্যাভেণ্ডার	১৷৵৹—১৸৹
ভূষি	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

কাশ্মা	৫৭৲
রামপাত্তা	৫৭৲
কুমারেশ্বরী	৫০৲
বসন্তী	৪৫৲
গাওয়া	৩৪৷০৲

তার	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
ঢাকা গাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

গুড়ের দর

আখের দোলোর মাটন	৫৭৲
লিচু আখের নমুনা	৪০৲
কাঁচি গুড়দম মাটন	৭১৲
চাপালি পাথা	৫৩৲
ঐ মাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পান সাজ	৩৷৹
সুপারী লেখী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৸৹
গুটি খয়ের	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা চাদ্দা হন্দর	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেমপ্টেড জয়েষ্ট বীম সব মাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৮৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
শীট	।৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
গ্রেট কাড়ি বা চিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাতি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹ - ৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ফুট ৯৷৹—১০৷৹	
টিন পাতি, বোলটু, নয়ালে	৬৸৹—৭৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷৹
ঐ	৬৸৹—৭৸৹
স্ক্রু ইম্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹
চটকলের চালান ৫৵৹, পাটের চালান ৬৹	
তুলার চালান ৪৷৹	

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব মনোরম—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং। [illegible] চারিদিক খোলা। [illegible] [illegible] ও স্বাস্থ্যকর। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] বোর্ডিং ও [illegible] [illegible] শ্রেণী [illegible] পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা [illegible] শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী [illegible] টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পুরাতন [illegible] একবার [illegible]

মূল্য ছোট বোতল ৸৵৹ [illegible]

[illegible]।

ঠিকানা— ১১নং ডিস্পেন্সারি রোড [illegible]

[illegible]

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের অনুপ্রেরণায় পরবিদ্যাপাভিষ্ঠাক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ডাক্তার আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) ও বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০		।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ ২,			১।০	১,
সিকিকলম ৫,			৪,	৩,
অৰ্দ্ধকলম ৮		৬,	৬,	৫,
এক কলম ১২,		১০,	১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১৫,	১২,
" অৰ্দ্ধকলম ২৫,	১৮,
" এক কলম ৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪ ৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌ. ৬-১১ ৮-৫০ ১৭ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৭-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭ ১ ৮ ১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮ ১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২ ১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪ ৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬ ১৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬ ৫৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯- ১১-৪১ ২০-৩৭

(পাউণ্ডবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০ ১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯ ২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(পাউণ্ডবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০ ৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—, শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ৯ই আগষ্ট, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [illegible]তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(*)::—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

মহীশূর ষ্টেট কংগ্রেস এক পত্রযোগে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে মহীশূর পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। শ্রীযুত বসু এই মাসেই দক্ষিণ ভারত সফরে বহির্গত হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

———

অল্ডারম্যান পদে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মনোনয়ন

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ডাঃ কে এস রায় পদত্যাগ করার ফলে অল্ডারম্যানের যে পদ শূন্য হইয়াছে, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন উক্ত পদের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

———

কুষ্টিয়ার গ্রামে হাঙ্গামা

গত রবিবারে [illegible] একজন সহকারী দারোগা, ২জন কনেষ্টবল একজন চৌকীদার এবং ডিক্রিদার তালুকদারের কয়েকজন লোক সহ অনন্তপুর গ্রামে এক ডিক্রিজারী করিতে গেলে বহু গ্রামবাসী নাকি তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং উভয় পক্ষে হাঙ্গামা হয়। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়াই নাকি কুষ্টিয়া থানার দারোগা আরও পুলিশসহ সত্বর ঘটনাস্থলে যান এবং অবস্থা আয়ত্তে আনয়ন করেন। পরে নদীয়ার পুলিশ সুপারও ঘটনাস্থলটি পরিদর্শন করেন। পুলিশ দাঙ্গা, মারপিট [illegible] আঘাত এবং চুরির অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩২৪, ৩৫৩ এবং ৩৭৯ ধারানুসারে ৫১ জনের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১২জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামীরা নাকি ফেরার হইয়াছে।

ঐ সকল গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে ঐ হাঙ্গামার সম্পূর্ণ পৃথক বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ আবেদন পাইয়া কুষ্টিয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কর অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীর সহিত প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইবার জন্য ঘটনাস্থলে গিয়াছে।

দুইটী শোচনীয় ঘটনা

ডেরা ইসমাইল খাঁ সহরে দুইটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জনৈক রাজমিস্ত্রী উচ্চ স্থান হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। আর একজন মজুর কলের প্রাঙ্গণে কাজ করিবার সময় অকস্মাৎ কলে আটকাইয়া যায়, তাহারও মৃত্যু হইয়াছে।

— —

মধ্যপ্রদেশে মুসলমান মন্ত্রী

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সংবাদ পত্রে প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

মধ্য প্রদেশ মন্ত্রিসভায় একজন মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে কোন কোন মহলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া ব্যাপারটি স্পষ্ট করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

গত মে মাসে মিঃ শরিফ পদত্যাগ করিবার পর, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও আমি, মধ্যপ্রদেশ পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের বৈঠক সম্পর্কে পাচমারিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় মিঃ শরিফের স্থলে একজন মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগের কথাও আমরা বিবেচনা করিয়াছি। ঐ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে আমি কয়েকদিন পাচমারিতে থাকিব বলিয়া মনে করি; কিন্তু কোন কারণে ব্যাপারটি স্থগিত রাখিতে হয় এবং পরে উহার সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

গত মাসের শেষে মধ্যপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ও ঐ বিষয় উত্থাপিত হয়। কিন্তু যে কারণে পাচমারিতে এ ব্যাপার স্থগিত রাখিতে হয়, ঠিক সেই কারণে এক্ষেত্রেও উহা স্থগিত রাখিতে হয়। কাজেই পার্লামেন্টারী সাব কমিটি কর্ত্তৃক মিঃ শুক্লকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, আপাততঃ [illegible] মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে এবং একটী আসন একজন মুসলমান মন্ত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। [illegible] ঐ পদ পূর্ণ রাখিবার জন্য [illegible] শুক্লকে জানান হয়। যাহা হউক, আমি সকলকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, মধ্যপ্রদেশে একজন মুসলমান মন্ত্রী [illegible] ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হবে।"

———

জাপ সৈন্যের দলে দলে [illegible] চীন ত্যাগ

রয়টার সংবাদ: জাপ সৈন্য [illegible] চীন ত্যাগ করিয়া মাঞ্চুকো যাত্রা করিতেছে। বৈদেশিক মহল [illegible] বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া [illegible] জাপান ব্যাপক আক্রমণের [illegible] ব্যবস্থা স্থগিত রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উক্ত রিপোর্ট হইতে আরও প্রকাশ পর্যটকগণ বলিতেছেন যে, গত কয়েকদিনের মধ্যে চীনা [illegible] বাহিনী পুনরায় [illegible] প্রদেশের ২টী জিলার মধ্যে নাকি দখল করিয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক নিযুক্ত ঐ অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেটগণ পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সোভিয়েট জাপানের [illegible] প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছে। জাপ সরকারী মহলে তাহা [illegible] বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

— -

জেরুজালেমে মাইন বিস্ফোরণ

রয়টার [illegible] জেরুজালেমে [illegible] ফাটিয়াছিল। [illegible] বাহিরে থাকা [illegible] মধ্যে [illegible] নিহত [illegible]।

মাইন বিস্ফোরণের [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু পাঠকমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিশুদ্ধ সূচীপত্র ও বহু চিত্র
তন্মধ্যে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৵
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রী... (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র অনুবাদ
২৭। [illegible]
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপ ধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ৸০
৩৫। পঞ্চমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। স্মার্ত্তজনা ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাভিষ্য) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। প্রতীক-নিকারণম্ ।০
৬৪। সৎসঙ্গ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টোলজী ।০
৭২। থিয়েটিজম অ্যান্ড ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। সেভিয়ার্স ।০
৭৫। রিপোর্ট্‌ গৌড়ীয়মঠ টু ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ব্রাহ্মণিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনবায়াসড রিভিউস ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৩।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ ২৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২৪শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৯ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, [illegible] ১৯১-১৯২ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের দিনপঞ্জী

গত ২৪শে জুলাই রবিবার প্রাতে আরাত্রিক ও কীর্ত্তনাদির পর শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর শ্রীপাদ সাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন।

অপরাহ্ণে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবসেবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীযুক্ত [illegible] প্রাতিকারী [illegible], এবং মঠের বহু সেবক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে উপদেশবাণী শ্রবণার্থ উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় খিদিরপুরের শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় তদীয় সহধর্ম্মিণী-সমভিব্যাহারে শ্রীমঠে আসিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভুর নিকট বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীভাগবত-শ্রবণমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরহরি" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সভাপতি শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজও উক্ত বিষয়াবলম্বনে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাতে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গত ২৫শে জুলাই [illegible] প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীপাদ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন। [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিকমল প্রভু [illegible] সম্বন্ধে সকলেরই পালনীয় বহু বিষয় আলোচনা করেন। [illegible] ও [illegible] হরিকথা আলোচনা করেন।

সন্ধ্যায় [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতন শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পর [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] উপস্থিত [illegible] হইয়াছেন।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা ও [illegible] কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। [illegible] পর হইতে শ্রীচৈতন্যবন্দনা [illegible] কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ [illegible] "[illegible] প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী", শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীপাদ [illegible] ও [illegible] শ্রীপাদ [illegible] পাঠ করেন। তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] পাঠ করেন।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] কি? [illegible] কি? [illegible] কি? [illegible] ও উপবাসের সার্থকতা কি? [illegible] আলোচনা করেন। শ্রীপাদ [illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্ম সুফল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সংস্কই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ শ্রীধর ৪৫৯ শ্রীগৌরাব্দ, ১৮ পৌষ ১৩৪২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

এই সংসারে মনুষ্যজাতির মধ্যে বড় বড় কথা আছে, ভগবদ্ভক্তগণ উহাদের আদ্যোপান্তের মূল্য যেন বুঝিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে আসিয়া বহির্মুখ জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার জন্য স্বয়ং লোলুপ হয়, অন্যদিগকে 'বড়' মনে করে, অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উহার লোভকুহকে অভিভাবিত হয়, তাহাকে লক্ষ করিয়া ধনীদের পূজা করিতে পারে, ভক্ত ভগবানের বিপরীত রাস্তায় চালিত হইয়া আত্ম-বিনাশ বরণ করে। তাহারা প্রাকৃত অহঙ্কার-বিমূঢ়, তাহারা ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধী। তাহাদের অভাবস্থা থাকা অবধি পরিত্রাণ হয় না। চরিতব্য কাহাদের হয়? শ্রীরাধিকা ও তাঁহার দাসী গোপীগণ, কৃষ্ণের বাৎসল্যবান্ পিতামাতা, কৃষ্ণের সখাগণ, কৃষ্ণের দাস-দাসীগণ ও ইঁহাদের সেবকগণেরই কৃষ্ণভক্তে অধিকার আছে। কৃষ্ণও ইঁহাদের বশবর্তী হইয়াছেন। মহাভাগবত জগতে কেহ দর্শন করেন না, সর্বত্রই তাঁহার গোলোক প্রাপ্তি এবং সর্বত্রই তদধিষ্ঠান ইষ্টদেবের দর্শন হয়।

ইন্দ্রিয়গণ অহরহঃ সর্বক্ষণ আমাদের মনোযোগকে বাহিরের বস্তুর দিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছে। আমরা বিষয়ের দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হওয়ায় আমাদের আত্মরূপ অথবা শ্রীরূপাদির শ্রীভগবানের নখ-শোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর পদ-নখ-শোভা-দর্শন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের পদ-নখ-শোভা ও শ্রীবৃষভানবী দেবীর পদ-নখ-শোভা দর্শন করাই দরকার; নতুবা কখনও অন্যদর্শন-স্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না। ইন্দ্রিয়সকল যদি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইহা ভোগ্য স্ত্রীর ন্যায় পুরুষাভিমানী বহির্মুখ জীবকে সর্বক্ষণ টানিতেছে। ভোগ্য বিষয়রূপ স্ত্রীলোকসকল থাকে থাকুক, কিন্তু আমার কর্তব্য হইতেছে, আমার মনকে সর্বত্র কাঁটা মারিতে থাকে ঐ প্রকার বিষয়-ভোগ-কার্য হইতে নিরস্ত করা। সর্বাগ্রে যোষিৎ-সঙ্গ বা ভোগাদর্শন বন্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী বা পুরুষদেহধারী মানবমাত্রেই—জীবমাত্রেই ভগবানের দাস দাসী; আর আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি! আর কৃষ্ণ-ভোগ্য হইয়া অপর কৃষ্ণ-ভোগ্যকে ভোগ করা—স্বরূপবিস্মৃত জীবের অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য সর্বপ্রথমে যাহারা এই বিপদকে আহ্বান করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদ-নখ-শোভা দেখিতে পাইব। সেই পদ-নখ-শোভা দর্শন করাই চক্ষুর একমাত্র সার্থকতা।

অনুকরণ কথাটী বিপজ্জনক। উহা অতি কপট ও অজ্ঞান। 'অনুসরণ' কথাটী—অন্যরূপ। কি কি ভাবে সেবার সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া সেবা করার নাম 'অনুসরণ'। অনুকরণকারীদের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অনুকরণে অসুবিধা, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তের পরিচয়ে বলিয়াছেন,—'নিজেকে 'বৈষ্ণব' মনে করা বৈষ্ণবতা নহে; ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্য-প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সদ্গুরুপাদপদ্মের সহিত পরিচয় করিতে হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ না করিয়া বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের জন্য কিছুই করিব না—এরূপ মনে করা কোন বৈষ্ণবসেবকের উচিত নয়, বৈষ্ণবদিগের জন্য ভজন করিতে হইবে। অজ্ঞানবশতঃ বা অহঙ্কারবশতঃ নিজেকে গুরুবুদ্ধি করিলে মহাপরাধ হইবে। নিজের জন্য অন্যের সেবা গ্রহণ করা কর্তব্য নয়।

হরিভজন করিলে বৈরাগ্য আপনিই আসিবে। কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগীর উচিত মাধুকরী-ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্বাহ করা। অতিবৈরাগী বা অতিভোগী কখনও কৃষ্ণসেবক নহে। গৃহস্থগণও ভজনীয়, তবে প্রকৃত অর্থাৎ বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়াই দরকার।

পাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৩৬ সংখ্যার পর)

ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা বা নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। সুতরাং ভগবানে ভক্তিলাভই জ্ঞানের চরম কথা। দ্বিতীয়তঃ হইয়া ব্রহ্মভূত লাভের পর সুখ দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়াদির কোন কথা থাকে না। তবে সুখ দুঃখ, লাভলোকসানে সমান দৃষ্টি বুঝিতে এই জগতের সুখ-দুঃখাদি বুঝিতে হইবে। সমদর্শনের অনুকরণ করিতে গিয়া ভগবদ্ভক্তি বা ভক্তসেবায় ঔদাসীন্য না আসে, ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের ভজনক্ষ বা ভক্তবিরহজনিত যে সুখ বা দুঃখ লাভ হয় বা ভক্তির উদয় ও অভাব জন্য যে লাভলোকসানের বিচার আসে, তাহার সহিত জাগতিক-বিচারকে এক করিতে হইবে না। ভগবানের নির্গুণ ভক্তি লাভ হইলেই জীব ভগবানের স্বরূপ ও স্বভাব বিশেষরূপে জানিতে পারেন। একজন "ব্রহ্মভূত" শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
(গীঃ ১৮।৫৫)

এই শ্লোকের "বিশতে তদ্" এই বাক্যাংশের অবোধবান্ মায়াবাদীর আত্ম-বিনাশরূপ দুর্মুক্তিকে বুঝিতে হইবে না। ভঙ্গ হইতে সর্বতঃ মুক্ত হইলে পরমচিন্ময়রূপ ভগবানের স্বরূপ লাভই 'বিশতে' শব্দের যথার্থ। সেই স্বরূপলাভকেই বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম বলা যায়। শুদ্ধভক্তির বিচার পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানীর শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" এবং "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য" শ্লোকদ্বয়ে উক্তই পরিণাম বরণ করিতে হইবে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অর্জুন বলিয়াছেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে
যোগবিত্তমাঃ॥
(গীঃ ১২।১)

অর্থাৎ জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এর প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা
উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
(গীঃ ১২।২-৫)

ভগবানের সবিশেষ ও নির্বিশেষ দুইটি Phase; জ্ঞানীরা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নির্বিশেষ ভাবটীরই ভাবুক হইয়া পড়েন, তাই ভগবান্ শুদ্ধ-ভক্তের নাম করিয়া 'ভক্তিযোগবান্-দিগের চালায়' উচিত নহে। মহাভাগবতের অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত উহার অনুকরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মহাভাগবতের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণে যাইতে নাই। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন—'জাতিগোস্বামী বৈষ্ণব নয়।' 'আমি গুরু'—ইহা যে বলিবে, সে কখনও 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। আবার বৈষ্ণব গুরুর কথা না শুনিলেও সর্বনাশ হইবে। 'মহাভাগবতের অনুকরণ করা' অর্থ নিজের সর্বনাশ বরণ। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে সেবা করিবে।

বর্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। উঁহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবের দ্বারে দ্বারে যাইতেছেন। তাঁহারা প্রতি দ্বারে দ্বারে যাহা যাহার কিছু আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া সকলই কৃষ্ণসেবার অর্পণ করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য অপরাপর কর্মিগণের ন্যায় সাংসারিক ব্যক্তির ভোগের জন্য ব্যাপার নয়। যাঁহারা নিজেরা "আর-রাম খাবুন" বিচার করিতেছেন, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া। গৃহস্থগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় ভোগের প্রতি চালাইয়া থাকে। তাহা না করিয়া তাহাদের উচিত—নিজের সঞ্চয় মঠে দিয়া নিজে মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। গৃহস্থ ভক্ত কোটেই শ্রীমঠ করিবে না। কিন্তু ভিক্ষুকগণ যখন সংসার করেন, তখন উঁহাদের যাহাতে সংসার ভক্তিময় হইয়া উঠে তাহার জন্য সর্বদা যত্ন করেন। ভক্তিসেবার অর্থ—সম্পূর্ণ লোকদিগকে কৃষ্ণভোগের জন্য দেওয়া যাইবে না। শিষ্য সম্প্রদায় ব্যক্তিগণ বর্জিত।

—

বলিয়াছেন, অল্পজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিগণ অধিকতর ক্লেশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তগণের ভগবৎপ্রসাদ হইতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
(গীঃ ১২।৬-৭)

যেখানে যেখানে ভক্তির কথা আছে, সেখানে সেখানে অচিরাৎ উদ্ধারের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান-যোগাদির কথা যেখানে বহুকাল সাধন করিয়াও ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না।

আমরা এপর্যন্ত কর্ম ও জ্ঞানের কথা বলিয়াছি। এখন যোগের কথা [illegible] বলিব। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥
(গীঃ ৬।৪৬)

অর্থাৎ হে অর্জুন, তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম কিছুই ভাল নয়। সকামকর্মযুক্ত তপস্বী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগযুক্ত কর্মী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সংযুক্ত ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ঈশ্বর বা পরমাত্মারূপ ধ্যানযুক্ত অষ্টাঙ্গযোগী শ্রেষ্ঠ, সুতরাং হে অর্জুন, তুমি যোগী হও, ইহা বলিয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী কে, তাহা পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন,—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
(গীঃ ৬।৪৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক আমার ভজনা করেন, তিনি আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'যুক্ততম' [illegible]। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি-যোগেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির কথা বলিয়া উপসংহারে সর্বত্র ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ সর্বত্র তাঁহাকে সর্বময় প্রদর্শন করিতেছেন।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ
স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্ত-
কৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ
পুরুষোত্তমঃ॥
(গীঃ ১৫।১৫-১৮)

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥
(গীঃ ৭।৭)

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥
(গীঃ ১৪।২৭)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বকারণকারণ, তিনিই একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞানের উদ্দিষ্ট-বিষয়। তাঁহাকে পাইবার উপায়—Means to the end অভিধেয় এবং তাহাই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' শ্লোকে তাহাই উক্ত হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং
বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্য-
জ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥
(গীঃ ৭।১-২)

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অসংশয়িতভাবে সমগ্ররূপে জানিবার উপায়স্বরূপ যে বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভক্তি ছাড়া তাঁহাকে সমগ্ররূপে জানিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাতে শরণাগতিই গীতার সার বিষয়।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥
(গীঃ ১৮।৬৫-৬৬)

এই সকল শ্লোকে শ্রীভগবানের সর্বোত্তম পরম মঙ্গলময়বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র ভক্তিই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে, তিনি তাঁহার শরণাগত ভক্তকে স্থান দিবেন, সেস্থান হইতে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ ইহা তাঁহার শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

'যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্'।
"যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

তাঁহার ধামে বাস করিয়া সচ্চিদানন্দ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই জীবের চরম সাধ্য-বিষয়, তাই আমরা গীতার সার সুতরাং গৌড়ীয়মঠের আচার্য-বিষয় সমগ্র গীতাশাস্ত্রে [illegible] বর্ণিত হইয়াছে ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই কথা বলার জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুসরণে গীতার বিশ্লেষণ ও বিবৃতি [illegible] হইতে ভাষ্য রচনা করিয়া গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে জগৎকে প্রকৃত আলোকের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অনেক [illegible] গীতার [illegible] অধ্যয়ন না করিয়া গীতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সকলেই অসমর্থ হইয়া থাকে। গীতাসম্বন্ধে অনেক আধুনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, গীতার অধ্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু connecting link খুঁজিয়া পান নাই, তাঁহারা একটি [illegible] বোধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের পক্ষে তাহা কিছু বিস্ময়ের কথা নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত গীতার [illegible] ঠাকুর [illegible] গীতার অধ্যায়গুলির [illegible] অপূর্ব সামঞ্জস্য প্রদান করিয়াছেন। গীতার কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিসম্বন্ধের এমন সুন্দর সিদ্ধান্ত [illegible] দূর হয় না। তাঁহার অনুবাদের অপূর্ব সৌন্দর্য ও ব্যাখ্যার মাধুর্য [illegible] লক্ষ্য করিবার বিষয়।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
(গী. ১২।৩)

এই শ্লোকে [illegible] শব্দের তাৎপর্য অনেকে ধারণা করেন না। [illegible] অর্থে চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, [illegible]। শ্রীল [illegible] বলিয়াছেন, [illegible]। সুতরাং [illegible]

পূজা হইলে অর্থাৎ [illegible] পূজা না হইলে তাহা [illegible] ফল প্রদান করে। তাহাতে পুনরায়, জন্মান্তর, সংসার, শ্রম, এমন কি, [illegible] হয়। অবিধিপূর্বক পূজা কেন হয়, তাহা ভগবান্ তাহার পরবর্তী 'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং', "যান্তি দেবব্রতা দেবান্" প্রভৃতি শ্লোকসমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ বলিতেছেন, পূজা গ্রহণের মালিক আমি, আমিই সর্বপূজ্য, পূজা গ্রহণে একমাত্র আমিই entitled। আর অন্য সকলেই পূজক; আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অন্যের পূজা বে-আইনী, এজন্য "অবিধিপূর্বকম্" এই কথা বলা হইয়াছে। যেন বিধিপূর্বক পূজা [illegible] ভগবানের পূজা [illegible] হইলে কখনই 'যান্তি দেবব্রতা দেবান্' প্রভৃতি [illegible] অবস্থা [illegible] হইত না। যাঁহারা অনন্যভাবে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না, অন্যথা সকলকেই পুনর্জন্ম অর্থাৎ জন্মমৃত্যু সংসার পাইতে হয়।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
(গীঃ ৮।১৬)

অর্থাৎ ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু যিনি কেবলা ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। [illegible] বহির্মুখ [illegible] অজ্ঞান [illegible] দেবতাগণের উপাসনা করে। [illegible] স্বরূপ [illegible] জানিতে না পারিয়া স্ব স্ব তামসিক ও রাজসিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা উপবাসাদি কৃচ্ছ্র [illegible] পালন করিয়া [illegible] দেবতাগণের উপাসনা করে। [illegible] প্রদান করেন, তাহারা [illegible] সেই সেই দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে [illegible] ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, সকল ফল [illegible] ভগবানের [illegible]। ভগবান্ [illegible] বলিয়াছেন,

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
[illegible]
(গীঃ ৯।২৪)
(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠ পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও চতুর্ভুজ বিগ্রহ আছেন। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ও পরমার্থী প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েন।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৮৮-বড়বাজার ৪১১৪

কলিকাতার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলাধাম

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরাঙ্গপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া-কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) সদ্ধর্ম্ম-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবগা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপীনাথপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনশিলা

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কোশাম্বী,

পোঃ কোটোদ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ওয়ারদান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবালাজী-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দীনাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ রামকৃষ্ণা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাখিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমারি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমারি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিকচিয়া, (বাখরগঞ্জ)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং শিউটিমস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ১

৫১, ডাউনস রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩৬ চাটার্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস: ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিলোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী শিদ্ধ চাউল—

	মণ প্রতি
বালাম	৬৷৷০
ঢাকা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৷০
দাদখানি	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন বোম্বাই	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪০৷৷০
শ্রাবণ—	৪০৷৷০
ভাদ্র—	৪১৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷৵০
২৫ নং ১০০০ নং	১০/০
দানাদার পাতা	৯৷
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷/০ ৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
রূপা	৫২৲
চাঁদির বার	৫২০

আলু—

নূতন আলু	৪৲ - ৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আলু	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৪৵০
পাটনাই আলু	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
কুলগাছিয়া ঐ	৬৲—৬৷৵০
লাইসেন্স ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
সুজি	৬৲—৬৷৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এন)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
সাদাই	১৷৷৵০—১৷৷০
ভুষি	১৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

কলিকাতা	৫৭৲
বাগনান	৫৭৲
বর্দ্ধমানী	৫০৲
কদমা	৪৫৲
গাওয়া	৬৪৷০৲

তাল	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
খাঁটি খাবার	৪১৷৷০
২৪ গেজ—	১৭৷৷০
গ্যাঃ পটকা ১৮—৭০ গেজ	১০৲

তুলোর দর

আরের সোনার কাটন	৫৪৲
মিক্স্ড আমেরিকান	৪০৲
কয়েকটি পুরোনো কাপড়	৪৩৲
রাখার্থ কাব্য	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

পাকা সাদা	
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লম্বা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৪।৭।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি টন
লোহার কড়ি (জয়েন্ট বা বীম	
মার্কা	৮৲—৮৷০
ঐ বে-মার্কা চালনা লম্বা	৭৷০—৮৷০
এ টাটা ষ্টেনডেড মাপের বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ মার্কা (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৷০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১১৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১৷৷০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৷০
পেরেক	৷৵১০—৷৷৵০
বাজার পেরা কাঁটা দর (মাইল)	১০৷
গোল কাড়ি বা ফ্ল্যাট কাটা মণ	৬৷০—৬৷৷০
পাটি কাড়ি ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০ - ৬৷০ টন
গোল ও চৌ কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ফুট	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলপুর, সরাকে	৭৷০ —৭৷০
গোল বড় টিন কেনেস্তারা কার্টার	৭০
মণ	৬৷০—৭৷০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বক্স ২৩৷০
উটকলের লোহার ৫৵০, পাটের বালস ৬৷০	
তুলার বালস ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

—[illegible]—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—[illegible]—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] বন্দোবস্ত [illegible] বোর্ডিং [illegible] পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং [illegible] টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর [illegible] নির্দোষ করিবার ক্ষমতা [illegible] পুরাতন [illegible] একবার [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, [illegible] পৃথক।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-চূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাবারিধি সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালা সংবলিত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলি৮: ৯।

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, তাসপাড়া মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া ... হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে।০	৷৵০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৭৲	৭৲	
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৬৬ ৭-৯৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২
রাণাঘাট
পৌঃ ৬ ১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭ ১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৭-৫৮ ১-:
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০ ৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৪১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গৌরনগর) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-১০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৮, বুধবার [১৩৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

পাঞ্জাবের অস্থায়ী গবর্ণর

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার হার্বার্ট ইমারসনের কার্য্যকাল আরও ছয় বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তিনি আগামী অক্টোবর মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। সেজন্য স্যার হার্বার্টের অনুপস্থিতি কালে পাঞ্জাবের বর্ত্তমান অস্থায়ী লাট স্যার হেনরী ডাফিল্ড ক্রেক আরও কিছুকাল অস্থায়ীভাবে গবর্ণরের কার্য্য করিবেন বলিয়া সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন।

———

ষ্টেট রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৩৮ সালের ২০শে জুলাই যে সময় শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ে (১০ দিন) সমুদয় ষ্টেট রেলওয়ের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে দুই কোটি সাতাশ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মোট আয় অপেক্ষা ৩ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের উক্ত সময়ের নিট্ আয়ের সমান সমান এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের উক্ত সময়ের নিট আয় অপেক্ষা ২১ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাণ ১৯১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের নিট আয় অপেক্ষা ১৫ লক্ষ টাকা কম এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের আয় অপেক্ষা ২১৩লক্ষ টাকা বেশী।

মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশন

মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। প্রকাশ, মন্ত্রিসভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মন্ত্রিগণের ভ্রমণের দৈনিক ভাতার হার হ্রাস করিয়া ৯৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মোটর ভ্রমণের দৈনিক ভাতার হার হ্রাস করিয়া প্রতি মাইল আট আনা হইতে চারি আনা করিয়াছেন।

———

বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির এক বিশেষ সভা হয়। উক্ত সভায় এইরূপ স্থির হয় যে, বোম্বাই কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সরকারীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। প্রার্থিগণের আবেদনপত্র গ্রহণ এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিবার জন্য শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইকে সভাপতি করিয়া সভায় একটী নির্ব্বাচন কমিটিও গঠিত হয়।

———

আসামে প্লাবনের প্রকোপ

আসামের গবর্ণর মিঃ জি পি হগ ও প্রধান মন্ত্রী স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা আসামের বন্যার সাহায্যকল্পে আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন,—"গত জুন ও জুলাই মাসে পুনঃপুনঃ প্লাবন হওয়ায় আসাম প্রদেশ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। লখিমপুর, লোহিত, সুবর্ণশ্রী, দেশাং ও [illegible] নদীতে খুব বেশী জল বৃদ্ধি হওয়ায় তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বিশেষ ক্ষতি হয়। রাস্তা, পুল ও অনেক বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলওয়ে পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে আসাম-ভেলী প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে কয়েক দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ধান ও পাট বিশেষভাবে নষ্ট হইয়াছে। অনেক গরু-বাছুর মারা গিয়াছে। শীতধান, চাউল এবং গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি নষ্ট হওয়ায় অনেক গৃহস্থকে বিশেষ দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। সমগ্র আসাম ভেলীতে এই প্লাবনের ফলে ৬ লক্ষের অধিক লোক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

———

পাঞ্জাবে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি

পাঞ্জাব প্রদেশে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধির সংকল্প গ্রহণের পর পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আট জন সদস্যে গঠিত এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ণেল জি জি জলী, সি-আই ডি, ডি এইচ এস, আই-এম-এস (পাঞ্জাবের সিভিল হাসপাতালসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল) ঐ কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। যে সকল বিষয় তদন্তের জন্য কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—

(ক) দেশীয় পদ্ধতিতে যাহারা চিকিৎসায় নিরত, তাঁহাদের একটী রেজিষ্টার সংগ্রহের কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; (খ) চিকিৎসকগণের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতিকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর, (গ) ক ও খ নম্বরে উল্লিখিত বিষয়সম্পর্কে কোনও আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক কিনা এবং কি ধরণের আইন আবশ্যক।

এব্রো রণাঙ্গণে বিশ সহস্র সৈন্য হতাহত

দশদিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর গণতন্ত্রীরা এব্রো রণক্ষেত্রে সহসা তাহাদের আক্রমণ স্থগিত রাখিয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা গণতন্ত্রবাহিনীর উপর অবিরাম বোমা ও গোলাবর্ষণ করিতেছে। তবে বিদ্রোহীদের পদাতিক বাহিনীকে এখনও অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হয় নাই। বিদ্রোহীদের অনুমান এই যে, এব্রো রণাঙ্গনে সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গণতন্ত্রীদের পক্ষে এ পর্য্যন্ত অন্যূন ২০ সহস্র সৈন্য হতাহত হইয়াছে। এই দাবী করা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা অভিযানের পথে ১৮টী সেতু ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। একরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, গণতন্ত্রী যোদ্ধৃসৈনিক বাহিনীর বহু সৈন্য সম্ভবতঃ মৃত্যুবরণ অপেক্ষা আত্মসমর্পণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া বিদ্রোহীদের দলে প্রবেশ করিতেছে।

বিদ্রোহীদের বিমান আক্রমণের [illegible] ১২ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হইয়াছে।

সারাগোসার সংবাদে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীরা এব্রো নদীর দক্ষিণ তীরে গণতন্ত্রী বাহিনীর উপর বিমান হইতে ভীষণ বোমা বর্ষণ করিতেছে। গণতন্ত্রী বাহিনী তিন চারি দিন যাবৎ অনাহারে আছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গণতন্ত্রীরা অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সফলকাম হইতেছে না।

———

ইঙ্গ-মিশর চুক্তির সংশোধন

[illegible] স্যার [illegible] ল্যাম্পসন এবং মিশরের প্রধান মন্ত্রী মাহমুদ পাশা ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তির সংশোধন করিয়া [illegible] আকারে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ চুক্তিতে মিশরে বৃটিশ সৈন্যদের জন্য ব্যারাক নির্ম্মাণের ব্যয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সুদানের রক্ষার জন্য মিশরী বাহিনীকে [illegible] রাখিবার এরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্ত-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপুরুষ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জীর প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
দ্বারা সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০ গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিবদ্ধ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদল-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ব বিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্চক ।৵০
২২ স্তবক গুচ্ছ ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৶০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৶০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। নবীন-শিক্ষাদশকম্ ।০
৬৪। ভজনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৶০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৶০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৶০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৶০
৮৪। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

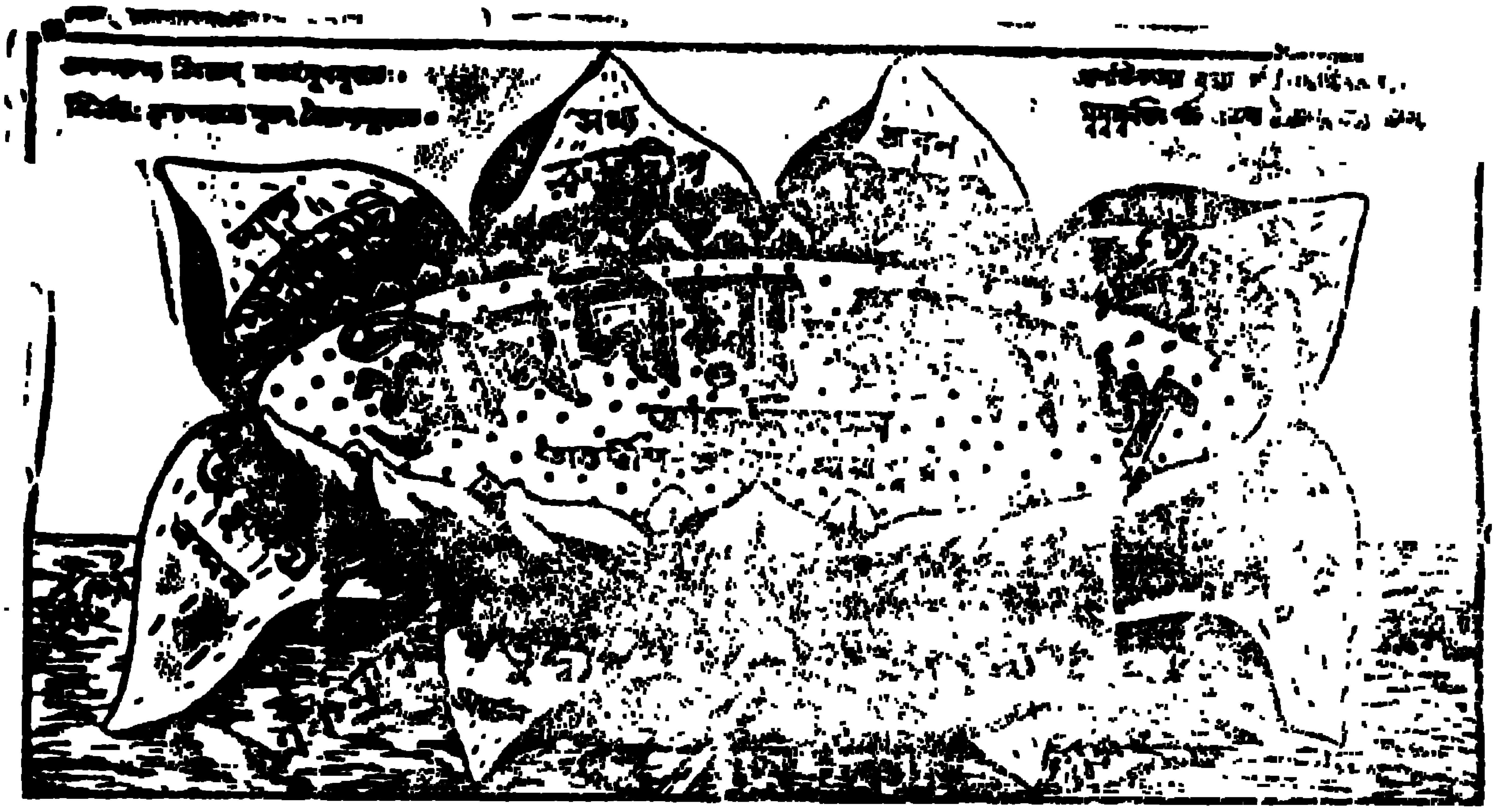

১৩শ বর্ষ { ১১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৮, শনিবার { [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের দিনপঞ্জী

গত ১লা শ্রাবণ সোমবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১০ম অধ্যায় হইতে ভক্তের শ্রীভগবানের বক্ষে পদাঘাতরূপ আচরণের গূঢ়-তাৎপর্য্য বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপাদ সাধিকানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধের কয়েকটী অধ্যায় পারায়ণ করেন।

অপরাহ্ণে উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রজগোপীগণের মদনমোহনের [illegible] বিষয় আলোচনা করেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর [illegible] স্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" হইতে [illegible] আলোচনামুখে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদি এবং মায়াবাদী ক্লীবদিগের চেষ্টার [illegible] প্রতিপাদন করিয়া [illegible] পরম-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাবস্থায় সকলেরই উহাই একমাত্র গ্রহণীয় ও বরণীয় বলিয়া স্থাপন করেন।

সন্ধ্যার সময় শ্রীমঠের [illegible] মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট কৃষ্ণভক্তের প্রকৃত স্বরূপ, ভজনের উপায়, প্রাকৃতসহজিয়াগণের সহিত ভক্তের কি পার্থক্য, কৃত্রিম উপায়ে [illegible]-প্রদর্শনকারী [illegible] শোচনীয় পরিণাম, প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ, নিষ্কপট [illegible] সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সাধুসঙ্গে ভজনে [illegible] ও ভক্তির ক্রম-পারম্পর্য্য, প্রসঙ্গক্রমে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" শ্লোক ও "[illegible]" শ্লোকের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া [illegible] ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

রাত্রি [illegible] ঘটিকায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ, ও উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সেবাকার্য্য [illegible] উপস্থিত [illegible] প্রাকৃত [illegible] দ্বারা [illegible] রাসের উপযোগিতা [illegible] সম্পাদকতা, [illegible] ও [illegible] মহাজনগণের [illegible] বৈষ্ণব [illegible] কাহাদিগের [illegible] বিষয়ের [illegible] প্রভু ও মধ্যে [illegible] উপদেশ প্রদান করেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] উপদেশ [illegible] সঙ্কেত কীর্ত্তন করেন।

দার্জ্জিলিংএ প্রচার

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ [illegible] কয়েকদিন [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু মহাশয়ের সেনগুপ্ত (এম্‌-এ, বি-এল) মহোদয়দ্বয়ের বাসায় ধারাবাহিক-ভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীরূপ-শিক্ষা' ও 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা,' পাঠ করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] আশ্রম মহারাজ উক্ত [illegible] বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল হরিকথা আলোচনা করেন। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] বলিয়া, অপ্রাকৃত বস্তুর এই প্রাকৃত জগতে অবতরণের কারণ, [illegible] সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া প্রবণ একান্ত আবশ্যক। [illegible] স্বরূপ এবং অমন্দোদয়দয়ার [illegible] করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ [illegible] কীর্ত্তন সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ই শ্রাবণ ৮ শিলিংবাসী [illegible] আহ্বানে স্থানীয় হরিসভা-গৃহে বহু শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকট স্বামীজী [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীনন্দগোপাল [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীপাদ [illegible]

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দেব-মায়াতে চাপা পড়িয়া যায়। সত্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ শ্রীধর ভদ্র অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব আসন্নপ্রায়। আগামী ১৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য-দেবের শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইবে। এই শ্রীব্যাস-পূজার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] ব্যাসপূজা বা ব্যাস-পূজা শ্রীঅদ্বৈত ও [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] কর্তৃক [illegible] অনুষ্ঠিত [illegible] হয়। বৈষ্ণব [illegible] মধু, দুগ্ধ, [illegible] ব্যাস প্রভৃতি [illegible] অবতীর্ণ হইয়া [illegible] করেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের [illegible] করা হয়। [illegible] আচার্য্য [illegible] পূজাই—শ্রীব্যাসপূজা। [illegible] আচার্য্য-[illegible] ব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজার [illegible] করিবেন। আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] আমাদের এই অযোগ্য

শ্রীব্যাসপূজায় কোন যোগ্যতা বা সম্বল নাই। তাই আমরা আচার্য্যপূজায় কিঞ্চিৎ অধিকার লাভের জন্য ব্যাসাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য আচার্য্যবর্গের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীব্যাসদেব জগদ্‌গুরু। তিনি ভাগবত-ধর্মের বক্তা, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশুকদেবাদি মহা-ভাগবতগণ ভাগবতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন,—এই কথা আমরা সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্যে শুনিতে পাই। কিন্তু শিবের একটী উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমাদের অনেকের এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। শিব বলিয়াছেন,—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি
ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং
ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

[illegible] এই ভাগবতোক্ত শব্দ আমি (শিব) জানি, শুকদেব জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন।' যিনি ভাগবতের রচয়িতা, তাঁহার নিকট হইতে অপরে ভাগবত-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনি তাহা জানেন না, ইহা হইতেই পারে না। সুতরাং এই শিব-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশ জন ব্যাসদেব উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপরাশরের শ্রীপুত্র ... শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্যতীত অন্যান্য ব্যাস [illegible] এবং ভাবী বেদবিভাগকর্ত্তা অশ্বত্থামা প্রমুখ বেদব্যাসের মধ্যে কেহ কেহ ভাগবতের যথার্থ অর্থ অবগত আছেন, কেহ বা নাও আছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরম্পরায় সকলেই ভাগবত-তত্ত্ব অবগত আছেন।

'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাস সম্বন্ধে শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শুধু একটী কথার উল্লেখ করিতেছি "পূর্ব্বকালে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা হইত। প্রাচীন কাল হইতে শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অদ্যও শ্রীশ্রীব্যাসপূজার মর্য্যাদা আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সপ্তবিংশতি-পুরাণের [illegible] আমরা শ্রীশ্রীব্যাসদেবের কৃপা লাভ করি। তিনি গুরু হইয়া পূজা করিতেন এবং করেন। তিনি শ্রীভগবানের ও শ্রীভগবানের শক্ত্যা-বেশাবতার। সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসদেবের পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মগণের অবস্থান,

সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজায় তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।'

আমরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা করিয়া থাকি। এই শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা আচার্য্যপূজা নিত্য। ইহা কেবল একদিন করিতে হইবে এরূপ নয়। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে এই শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীগুরুপূজা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। এই শ্রীগুরু-পূজাই আমাদের ভজন-সাধন—যথাসর্ব্বস্ব। জানি না, কখন শ্রীগুরুপূজা করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে হইবে।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৭ সংখ্যার পর)

গীতোক্ত "অন্তবত্তু ফলং তেষাং" শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতে ছেন,—"অতএবং যদপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনবোহতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তথাপি তাং চাজ্ঞানাং। তথাপি সাক্ষান্মদারাধনাভাবেনাল্প-বুদ্ধীনাং তদন্তবত্তু ফলং তেষামল্প-মেধসাং পরিচ্ছিন্নবুদ্ধীনাং যথা হস্তপাদাদিনা কর্ম্মধারণং বিনাশ ভবতি, অতএবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজো দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তাস্তু মদ্ভক্তা যান্তি মামপীতি মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি।"

সুতরাং সর্ব্বপরতত্ত্ব শ্রীভগবানের আরাধনা ও তদধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলপ্রদান-কারী দেবতান্তরের আরাধনা এক নহে। পাথর হইতে হীরকখণ্ডকে, শুক্তি হইতে মুক্তাকে বাছিয়া লইতে হইবে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
(গীঃ ৪ । ১১)

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লইয়াও নানা মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সকল শ্লোকের সম্বন্ধে গাঢ় ও সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া অপসিদ্ধান্তের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। [illegible] এই শ্লোকের দোহাই দিয়া তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের সমর্থন করাইতে চাহেন, বস্তুতঃ প্রপত্তির অনুযায়ী যে ফলের বিধান, তাহা তুচ্ছ সমন্বয়ের দোহাই দিয়া অনেকেই বুঝিতে পারেন না। যদিও ভগবান্ সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তথাপি ভক্তের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা সর্ব্বলোক-বিদিত। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"সমোহহং
ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা
ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
(গীতা ৯।২৯)

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তের প্রতি তাঁহার সাপেক্ষভাব অনিবার্য্য। ভগবানে যে যেভাবে প্রপন্ন হয়, সেইভাবে সে তাহার প্রপত্তির অনুযায়ী ফল লাভ করে। আবার যাহারা ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তবিদ্বেষী তাহাদের গতি সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥
(গীঃ ১৬।১৯-২০)

অসুর-স্বভাব লোকসকল ভগবানে প্রপন্ন হয় না। যাঁহারা তাঁহাতে প্রপন্ন হন, তাঁহারাই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। যাহারা তাঁহাতে প্রপন্ন হয় না, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
(গীঃ ৭।১৫)

মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুরভাবাশ্রিত ব্যক্তিসমূহ দুষ্কৃত, উহারা ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে না।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ
সুকৃতিনোহর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
(গীতাঃ ৭।১৬)

অর্থাৎ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তি যখন ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত-প্রসাদে যথাক্রমে আর্ত্তরূপ কথার, সামান্য বৈদিক জ্ঞানাবিষ্কারক কথার, সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কথার এবং নির্গুণ ও ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাজ্ঞাপক কথার মূল হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত সম্পন্ন হয় তখনই তাহারা ভগবদ্-ভজনের বিচার লাভ করে, নতুবা দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ কখনও ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে পারে না। সুকৃতিসম্পন্ন হইলে জীব অন্য দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করে। যদিও 'আর্ত্তাদিচতুষ্টয়' প্রথম কিছু কিছু অবিশুদ্ধ কথায় দৃষ্ট হয়, তথাপি ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গে ভগবৎকথা-শ্রবণফলে তাহারা সেই সকল কথার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা বা উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে সকল অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য

সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সত্যা-
ন্বেষিগণেরই আলোচ্য।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে
মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং
নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি॥
(গীঃ ৯।৩০-৩১)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকদ্বয়ের এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার অপ্রকট লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে একদিন বিবুধগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া দেখেন—অনেকে "অপি চেৎ" এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যায় একটি পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়াছে যে, সুদুরাচার কি করিয়া অনন্যভাক্ হইতে পারে, ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হইতেছে। এমন সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহারা সসম্মানে তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া [illegible] শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে [illegible] প্রকাশ করিলেন। [illegible] এই [illegible] প্রধান কিছু নূতন কথা নহে, বিশেষতঃ [illegible] পরম উদারবিগ্রহ ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহা [illegible] গোলোকের পরম তত্ত্ব এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁহার পক্ষে আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের সমস্যা জ্ঞাপন করিলে ঠাকুর তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন—অনন্য ভক্তে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। উহার দর্শন দোষযুক্ত থাকিলে তিনি অন্য পথে ভক্তের দুরাচার দর্শন করিয়া থাকেন। দুষ্ট অনন্যাশ্রয় হইলেও তাঁহার ঐ দোষ দর্শন হেতু [illegible] যায়। সর্ব্বপাপ [illegible] ভক্তে কোন দোষ থাকিতে পারে না।

দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে ভক্তের চরণ সেবয়॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তের দোষ-দর্শনে মহান অপরাধ উপস্থিত হয়, এই জন্য শ্রীরূপ-গোস্বামীপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে বিশেষ সাবধান করিয়াছেন।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

এইভাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে শুদ্ধভক্তির কথা অশেষ বিশেষে প্রচার করিয়াছেন। গীতামৃতসিন্ধু মন্থন করিয়া ঠাকুর যে সুধাসার পরিবেশন করিয়াছেন, জগতের ভাগ্যবান্ জীবসকল ঠাকুরের করুণা সুতৃপ্ত হইয়া তাঁহার 'নকতনারপরে' সেই সুধাসার আস্বাদন করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। ঠাকুরের শত-বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের জন্য অধুনা যে 'নবাট্' সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন আমরা সেই যজ্ঞানলে নগণ্য সমিধ্রূপে যাহাতে আত্মাহুতি করিতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ শ্রীভক্তিবিনোদ সরস্বতীঠাকুরাণীর সকল বৈষ্ণবচরণে আমাদের নিরন্তর প্রার্থনীয় বিষয়।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

ভিক্ষুগীতা

(উপদেশক শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

অবন্তীনগরে বিপ্র ছিল একজন।
তাঁহার চরিত্র বাণী অপূর্ব্ব কথন॥
কৃষি বাণিজ্যেতে বিপ্র লভে বহু ধন।
সতত অর্থের চিন্তা করায় কেবল॥
আত্ম দারা পুত্র কন্যা করয় পীড়ন।
ধনশালী হইয়াছিল সে বিপ্র কৃপণ॥
করে নাই কভু কোন যাজন-ভোজন।
বান্ধবারে করে নাই অতিথি সেবন॥
এমন কি সদ্‌কৰ্ম্ম পুণ্যহীন গৃহ।
যথাকালে ভোগে নাই কভু আত্মাগৃহ॥
দারা পুত্র কন্যা জ্ঞাতি দাস আত্মীয়গণ।
অত্যন্ত বিরক্ত [illegible] ছিল সর্ব্বক্ষণ॥
যক্ষসম সেই বিপ্র রক্ষা করে ধন।
[illegible]
পঞ্চযাগী দেব পিতৃ ঋষি প্রাণী নর।
যজ্ঞভাগ না পাইয়া ক্রোধিত অন্তর॥
যক্ষসম সেই [illegible] অনাদর-ফলে।
সর্ব্বপুণ্যধন তার গেল রসাতলে॥
বিপুল লোভাসক্ত তার সেই ধন।
দেখিতে দেখিতে শেষে হইল নিধন॥
কিছু ধন জ্ঞাতি-বন্ধু হরিল তখন।
[illegible]
কিছু ধন চৌর্য্য নিল পথে দ্বিজসম।
কিছু দৈবাদ্বিধি কিছু নষ্ট হল রসাতলে॥

এই ধন এইরূপে সব নষ্ট হয়।
দুঃখে শোকাকুল হৈল বিপ্র অতিশয়॥
ধনহীন দশা তার দেখিয়া তখন।
আত্মীয়স্বজন করে উপেক্ষা বর্জন॥
সদা চিন্তাযুক্ত বিপ্র নষ্ট হ'য়ে ধন।
দীর্ঘশ্বাসে হা-হুতাশ সদা ভগ্ন মন॥
প্রাণ অবরুদ্ধ কণ্ঠ শোক অপার।
চিত্তেতে উদিত তাঁ'র বৈরাগ্য অপার॥
হইয়া নির্ব্বেদপ্রাপ্ত কহেন ব্রাহ্মণ।
অর্থ অর্থ করি মোর গেল যে জীবন॥
[illegible]
[illegible]
অপরে পীড়ন করি উপার্জ্জিত ধন।
[illegible]
ইহলোকে কষ্টপ্রদ হয় সর্ব্বক্ষণ।
পরলোকে সেই অর্থ নরক কারণ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
অর্থ উপার্জ্জনে আর রক্ষণেতে ক্লেশ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

নরযুগে বিপ্রদেহ করিয়া ধারণ।
অনাদরে না করিনু কল্যাণ বরণ॥
ধিক্ মোর জন্ম-কর্ম্ম জীবনে কি ফল।
বাঁচিয়া কি লাভ মোর মরণ মঙ্গল॥
শ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রম পাই যে না করি ভজে।
অধঃপাত হয় তার নরকেতে মজে॥
স্বর্গ-অপবর্গ যার মনুষ্যজীবন।
অনর্থে আসক্ত হয় কোন বিজ্ঞ জন॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ধারে করিয়া কভু ছাড়ান না যায়। সাধু-চরণ বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং [illegible] এখানে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে [illegible]। নিয়মে পাঠ, কীর্ত্তন, পাঞ্চরাত্রিক সেবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কামালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) সদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ সরিষাব, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
২২৯৩, রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ --শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন
পোঃ [illegible], গয়াধাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৭০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৯৬ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	নগদি মণ
বালাম	৬৷০
কাটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ওজনের কোয়ালিটি	৪৲
মিহি বেগুন	৩৵০

পাটের দর

...বে—	৪০৸০
...—	৪০৸০
...—	৪১৷০
...র বস্তার দর—	৪১৲

চিনির দর

...াইন, টাইপ	১০৷৵০
...পুর ১০০০ নং	১০৵০
...কোরা দানা	৯৷
...পুর দানা	৮৷০—৯৵০
...পুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

...ণালের বার	৩৪৷০
...বণ	১২৲
...চাকিবার	৫১০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

আটা ও ময়দার দর

...ভৈর ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
...পাকায় ঐ	৬৲—৭৵০
...কসেল্ড ঐ	৫৷৵০—৫৸০
...	৬৲—৬৵০
...টা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
...টা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
...টা (এম)	৫৲—৫৷০
...টা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
...টা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
...াউ	২৸৵০—২৸০
...	২৸৵০—২৸৵০

গুড়ের দর

...না	৫৭৲
...ড়া	৫৭৲
...বদী	৫০৲
...ী	৪৫৲
...কোদায়	৩৪৷০৲

ভার	৭৲
কাবুলে	৭৬
রাঙা পাথরা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

বুনের দর

আমেন সোনার কাউন	৫২
লিট্ল আমেন ওয়েক	৪০৲
করাচি পুরনিস কামে	৪৯৲
হাবার্থ গান্ধা	৫২৲
ঐ কাউন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	৩৷০ মণ
পারস মাৎ	৮৷
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খাদিরম	:৫৷০ ১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	৭—১৮৷

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা চাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
পেস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গ্রেট কাটি বা চিট কাটা সব	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটি ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৫৸০ ৬৷০ হন্দর
গোল র ড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ " ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোলটু, পেরেক	৬৸০ - ৭৷০
গোল বড় রি ইনফোস ও কংক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০
কুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২০৷০
স্টিলের চাদর ৫৵০, পাটের চাদর ৬৷০	
তুলার চাদর ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিকারী এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ বনমালী ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

তারা বাতী

আমাদের বিশেষত্ব

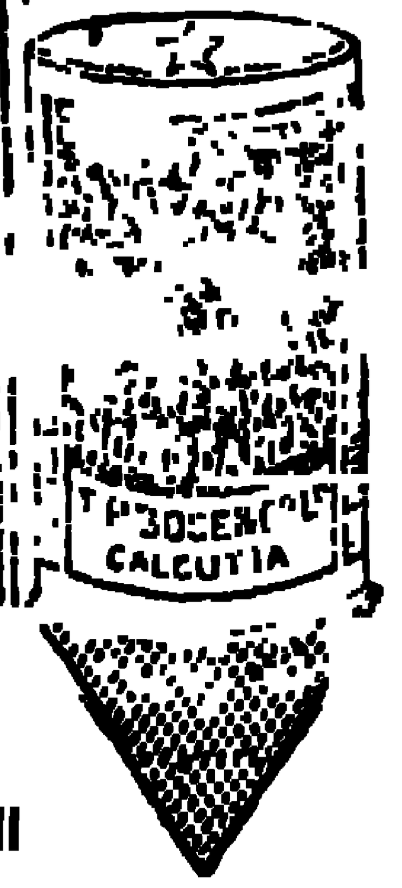

আমাদের এই তারা বাতী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী নির্মিত এবং সেই বাতী ... বাজী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত। ইঁহারা একমাত্র বিশ্বকর্মা দক্ষতার ... মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পুষ্ট নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটামিন ফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রক্তশোধক পাঁচন

সর্ব্ববিধ রক্তের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ... সর্ব্বপ্রকার ... বাংলার ঘরে ঘরে ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... মূল্য ছোট বোতল ৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ পাঁচ সিকা। ... খরচ।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির আশুবর্ত্তী জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের সুকৃপায় পরবিদ্যাপাঠিত্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::(০)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৬৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যাদি ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক আগ্নেয় !!

কলেরা, জ্বর, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, শিরঃপীড়া, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, পরিষ্কা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ৷০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা ওয়ার) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬।

রাণাঘাট

পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২০ ১৫ ৪১

(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১ ১৫।

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর

পৌঃ ১১-৪২

(বদল)ছাঃ ১১-১৫

কৃষ্ণনগর

পৌঃ ১২-৫৬

ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৪-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭।

রাণাঘাট

(গাড়ীবদল) ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০ ১০

১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০ ৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-৫৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১

(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭

(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে তাঁহারা ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকৃষ্ট মুদ্রিত হইতেছে।

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'ইশান'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১১ই আগষ্ট, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১৩৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(o)::——

চীন-জাপান সংবাদ

সমর সচিবের দপ্তরে প্রেরিত সরকারী বিবৃতিতে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, এক্ষণে সোভিয়েট সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে এবং মাঞ্চুকুওর অন্তঃপাতী [illegible]-কিংশাঃ গ্রামের নিকট পরিখা খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যদলের প্রচণ্ড আক্রমণ

রুশ জাপ সীমান্তে শান্তিপূর্ণভাবে এক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় সোভিয়েটবাহিনী চ্যাং কু-ফেংএর উত্তর-দিকবর্তী স্থানসমূহে পাহাড়ের জাপ ঘাঁটিসমূহের উপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকার সময় ৯০টি সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও ৯০ ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্যকে চ্যাং কু-ফেঙ পর্বতের নিকট দেখা যায়। জাপানীদের প্রবল গোলাবর্ষণ ফলে তাহারা বিতাড়িত হয় এবং বহু সৈন্য হতাহত হয়। এই সময় ৫০টি ট্যাঙ্ক ও ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয় সোভিয়েট বাহিনী সাংসাওপিং পর্বতশিখরে আক্রমণ চালায়। পূর্বে সোভিয়েট বাহিনীর লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল না, এখন তাহারা ক্রমশঃই অব্যর্থ সন্ধানী হইয়া উঠিতেছে।

জাপ সমর-সচিবের দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানবহর চ্যাং কু-ফেঙ জাপ ঘাঁটিসমূহের উপর হানা দেয়। আক্রমণকারী বিমানবহরের একটি গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয়। বিমান-আক্রমণের পর সোভিয়েট পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী পুনঃ আক্রমণ চালায় এবং জাপঘাঁটিসমূহের দুই শত গজের মধ্যে আসিয়া পৌছে; কিন্তু [illegible]বা বিতাড়িত হয়। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষণের ফলে আক্রমণকারীর একটি বিমান ভূপাতিত হয়। তদুপরি সোভিয়েট সামরিক বিমান সমূহ উত্তর কোরিয়ার কোজাম [illegible] সেটলমেণ্ট কোকে ও শিকাইটে হানা দেয় কিন্তু কোন স্থানেই গোলা বর্ষণ করে নাই।

হ্যাঙ্কাওয়ে জাপ-আক্রমণ

৩৩টী জাপ বিমান হ্যাংকাও বিমান ঘাঁটির উপর হানা দিয়া প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে। এইরূপ প্রবল বোমাবর্ষণ ইতঃপূর্বে আর হয় নাই। দুই স্থানে আগুন লাগে কিন্তু শীঘ্রই অগ্নি নির্বাপিত হয়। ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে সমগ্র নগর প্রকম্পিত হয়।

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে খরচা

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সুরাট মিউনিসিপ্যালিটি ৩৫০০্ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করে। উক্ত ডিভিসনের কমিশনার সুরাট মিউনিসিপ্যালিটীর ২৭জন সদস্যের উপর উপরোক্ত টাকা কেন তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ জারী করিয়াছেন। যাহারা ঐ টাকা মঞ্জুরীর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন, কংগ্রেসী সদস্য বলীর দেশাই তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের মঞ্জুরী বিনা এই প্রকারের উদ্দেশ্যে কোন টাকার জন্য ভোট দেওয়া যায় না কিংবা কোন টাকা ব্যয় করা যায় না। কিন্তু তাঁহার কোন কথা গ্রাহ্য করা হয় না।

[illegible] ঐ প্রস্তাবের পক্ষে [illegible] দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, কয়েকজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অনেক খেতাবধারী লোক ছিলেন।

বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যম

বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডাঃ সৈয়দ মামুদ সাহেব মোটরযোগে জামসেদপুর রওনা হইয়াছেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় গত চারি দিন ধরিয়া ছোটনাগপুরের [illegible] কি ভাবে হইতে পারে, সেই বিষয় লইয়া অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ছোটনাগপুরের উন্নতি বিষয়ে তাঁহার উৎসুক্য দেখিয়া অনেকেই বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন।

গত ১লা তারিখের সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভায় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে চারিটী মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রের উত্তরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেন যে, ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য বিহার গভর্ণমেণ্ট পূর্ব বরাদ্দ ব্যতীত আরও ১৫০০০্ টাকা এই বৎসর খরচ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যোধপুরে নূতন অর্ডিন্যান্স

যোধপুর গবর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব [illegible] ফৌজদারী আইনের অনুরূপ এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে মারোয়াড় [illegible] সমুদয় যোধপুর দরবারের এলাকাধীন [illegible] এক্ষণে অর্ডিন্যান্স [illegible] উক্ত গ্রাম [illegible] উপর বলবৎ থাকিবে।

উক্ত আইন এক বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং এতদ্বারা [illegible] মন্ত্রী [illegible] পরোয়া, [illegible] —এমন যে কোন লোক [illegible] বলিয়া এখন যে জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ মূলক কোন কার্য্য করিয়াছে বা [illegible] অথবা করিতে উদ্যত এরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিলে তাহাকে বিনা গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় আদেশে গ্রেপ্তার করিবার জন্য মারোয়াড় প্রদেশের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে হুকুম করিতে পারিবেন।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত উপরোক্ত ক্ষমতা বলে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার বা যে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট একজন বা ততোধিক পুলিশ অফিসারকে যে কোন প্রকাশ্য সভায় যোগদানের জন্য পাঠাইতে পারিবেন। উক্ত অফিসারগণ সভার অনুষ্ঠান সমূহের রিপোর্ট গ্রহণ করিবেন। উক্ত প্রকাশ্য সভা যে স্থানেই হউক না কেন, পুলিশ অফিসারগণ তথায় বিনা বাধায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় [illegible] বিজয়কুমার সিংহ, কিশোরী কাপুর, [illegible] বন্দী ও [illegible] মুক্তির [illegible] পাঞ্জাব সরকারে [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া [illegible] প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যকরী [illegible] গৃহীত হইয়াছে। ঐ চারজন [illegible] আন্দামান ও [illegible] বিভিন্ন জেলে বহু বৎসরের অধিক কাটাইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা লাহোর জেলা জেলে আটক আছেন। বন্দী চার জনই যুক্তপ্রদেশের বাসিন্দা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কালকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কালকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কালকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে ভক্তীত করা
হইয়াছে।

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১.০
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আদবর ।০
১৯। তর্কসংবেক ।০
২০। গৌড়ের গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা
২২ তত্ত্ব-রত্ন
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। কে ···র কেবল মাত্র ভাষা ·০
২৭। কলি··কা গদগৌরঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। গোদ্রুমকল্পতরু ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। জাতিতত্ত্ব ও বর্ণধর্ম ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্শণ ৵০
৬০। সংখ্যাবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। শিব ও সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামা-- ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫ ভায়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০ ।০
৭৬। ···বোডিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড টিচিংস ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

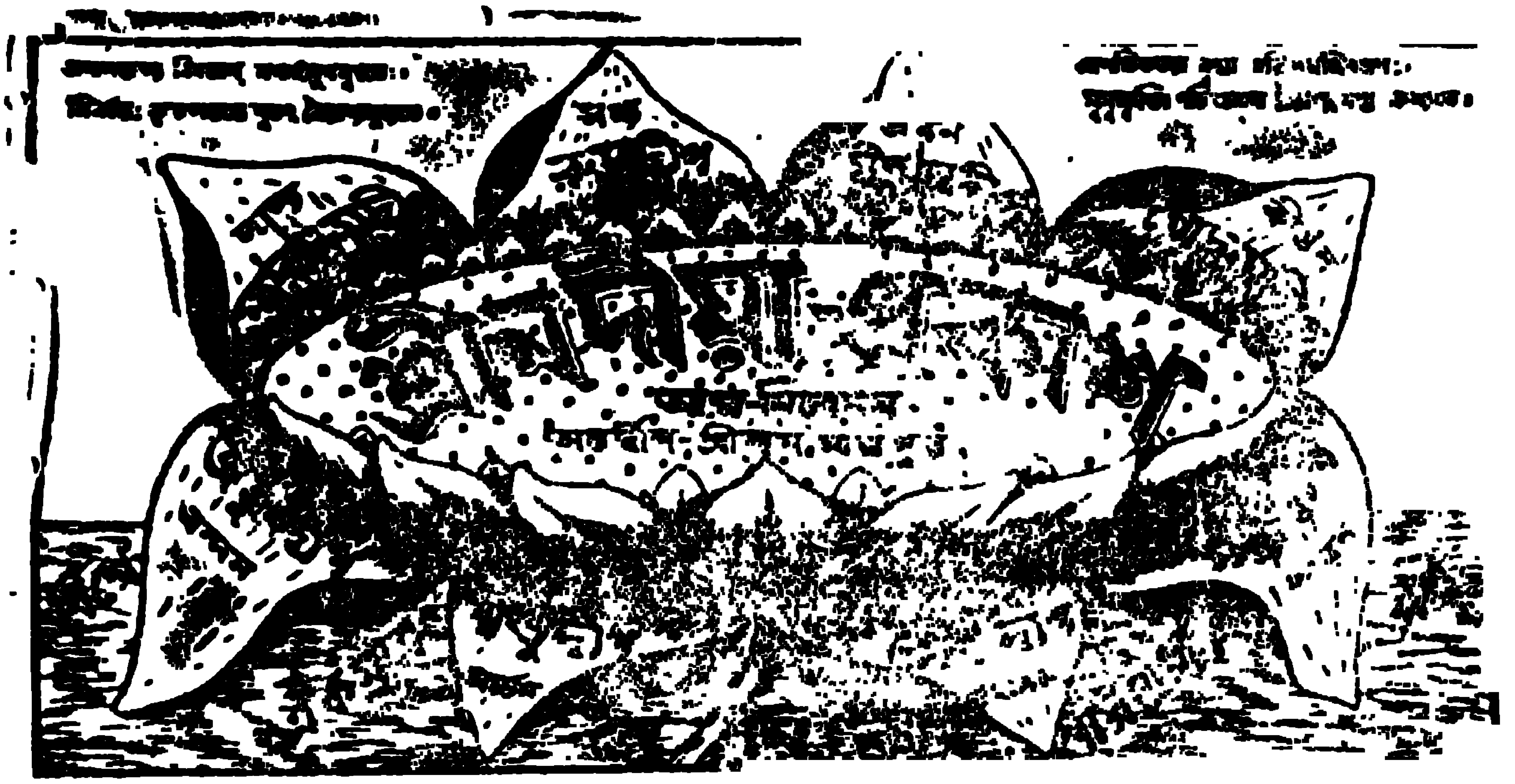

১৩শ বর্ষ ৩০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২৬শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১১ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার { [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

উৎসবে ভক্তসম্মেলন

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শত-বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব উপলক্ষে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী যে বিরাট্ কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্তর্গত সকল মঠ হইতেই ভক্তবৃন্দ আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। সুদূর গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী, মথুরা, লক্ষ্ণৌ কটক, পুরী, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্ত ও সেবকবৃন্দ আসিয়া উৎসবের বিভিন্ন সেবায় যোগদান করিতেছেন।

প্রত্যহই ঠাকুরের অভিনব চরিত্রের ও অবদানের কথাবলম্বনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান হইতেছে। সহরের বিভিন্ন স্থানেও পাঠ ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইতেছে। গৌড়ীয়মঠের এই বিরাট্ মহা-মহোৎসবে সমস্ত কলিকাতা মহানগরীতে একটি বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম-দর্শনে মহাসুযোগ

এ বৎসর বন্যার ফলে ইতোমধ্যেই নদীয়া জেলার সমস্ত নদীর জলই অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভয়াবহ প্লাবিত করিয়াছে। গঙ্গাদেবী আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া তদীয় আরাধ্যদেব গাম্ভীর্য্যভাবপরিত্যক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সুকোমল শ্রীপাদপদ্মস্পর্শলোভে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটস্থান শ্রীমায়াপুর

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
[illegible] বাগবাজার রোড,
কলিকাতা
তাঃ ৫ই আগষ্ট ১৯৩৮

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজের সদিচ্ছায় ও সভাপতির নির্দ্দেশ মত [illegible] উপলক্ষে [illegible] হইতে ২৩শে আগষ্ট [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] শ্রীমঠে শ্রীভগবানের আবির্ভাবলীলা প্রদর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, সবান্ধবে শ্রীমঠে উপস্থিত হইলে মঠস্থ সেবকবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি

বিনীত—

বিশ্ববৈষ্ণবদাসানুদাস [illegible]
(সেবার মানে)

শ্রী[illegible]
(সেক্রেটারী গৌড়ীয়মঠ)

অপূর্ব্ব প্রদর্শনী:—পবাহিতা যমুনা, বসুদেব, বৃষ্টিপতন, বিদ্যুৎচমক, কংস কারাগৃহে চতুর্ভুজ বাসুদেবের আবির্ভাব, নন্দালয় ইত্যাদি।

বিশিষ্ট অনুষ্ঠানতালিকা

১৮ই আগষ্ট—সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় অধিবাস, আরাত্রিক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সংকীর্ত্তন।

১৯শে আগষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী—অরুণোদয় হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ আরম্ভ, রাত্র ১২ ঘটিকায় [illegible] ভগবানের আবির্ভাব ও শ্রী[illegible] শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা পাঠ, পূজার্চ্চন।

২০শে আগষ্ট—সন্ধ্যা ৮॥০ ঘটিকায় শ্রীমঠে শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে বক্তৃতা।

২০শে আগষ্ট—কাঙ্গালীদিগকে বেলা ২ ঘটিকা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

[illegible] ঘটিকা [illegible] শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত [illegible] শ্রীধাম দর্শনের মহাসুযোগ [illegible] হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান [illegible] সহস্র সহস্র [illegible] শ্রীধাম [illegible] করিতেছেন। [illegible]

[illegible]

নিবেদন [illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের 'মঙ্গলের' জন্য মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা । বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ শ্রীধর আদি কারগোয়ালাদী গৌরাব্দ ৪৪২

শ্রীশ্রীবলদেব প্রভু

—::(০)::—

আজ শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিবাসর। কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পরম মঙ্গলময়ী সেবানুশীলন প্রদান করিবার জন্য কৃপাপূর্বক সমাগত হইয়াছেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণই এই সুমঙ্গল দিবসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। আমরা এই তিথিবাসরকে অভিনন্দন করিতেছি।

আমরা অতি দুর্বল জীব। হরিভজনের সামর্থ্য আমাদের নাই। ভগবৎ-বহির্মুখতার নানা প্রকার অনর্থের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইয়াছি। শ্রীবলদেবের কৃপা ব্যতীত ঐ দুর্বলতা কেহই দূর করিতে সমর্থ নহেন। বলিহীনদেরকে দুর্বল জীবের ভজনোৎসাহ-রূপ অনর্থের বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি উৎপাদন করেন বলিয়া তাঁহার নাম বলরাম। মহাপ্রভুর মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীরাধাগোবিন্দের ভক্তি উৎপাদিত হইতে পারে না। তাই দুর্বল জীব আমরা, আজ শ্রীবলদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপাবল ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীবলদেব প্রভুর মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে শ্রীঅনন্তদেব। এই অনন্তদেবই তাঁহার সহস্র মস্তকের একটী ফণাতে একটী সর্ষপের ন্যায় এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। শ্রীঅনন্তদেব মহাপ্রভু সঙ্কর্ষণের তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর বস্তু। তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণু এবং তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ। শ্রীকৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় বলিয়া মূলপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভুতেও সর্বরসোৎপত্তি বর্তমান।

সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রলে মঙ্গল হ'বে না। যে বলদেব প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হবে। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে একপথ অবলম্বন ক'রে, স্বয়ং আমরা নিজেদের অজ্ঞানতাবশে গুরুকে শোধন বা শোধক ক'রবো, কেবল তাঁ'র অনুকরণ ক'রে যাব, তাঁ'র অনুসরণ ক'রবো না মনে করব, তখন আমাদের [illegible] অথবা এইরকম অসুবিধা হবে। এই সকল দুষ্টবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে তাঁ'র চরণে যখন আত্ম-সমর্পণ ক'রব, তখনই শ্রীগুরুদেবের আমাদের মঙ্গল লাভ হবে। বলদেব প্রভুর বল যদি সঞ্চয় করতে পা'র, তবে আমাদের মঙ্গল হ'বে—তবে [illegible] প্রকৃষ্টরূপে বর্ণাশ্রম ও [illegible] সাধক হ'বে।"

বলদেবের মত মহাবলী আর কেহ নাই। সেই জন্য শ্রীবেদ বলিয়াছেন,—"বলেন্দ্রিয়া বলভদ্র" অর্থাৎ বলাধিকাবলঃ তাঁহার নাম বলভদ্র; তিনি সমস্ত বলের আকর। কৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্। এই স্বরূপ-ভেদেই স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব।

জীব কখনও নিজের আরোহ-চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইতে পারে না। বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-দাতা। মহাপ্রভুর মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভুই সর্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

এই বলদেব প্রভুর নামাশ্রয়-শ্রবণ-কীর্তনেই সর্বার্থ লাভ হয়। তিনি অনন্ত। কৃষ্ণের অনুক্ষণ সেবনে তিনি অনন্তব্রত। এই শ্রীঅনন্তদেবে—শ্রীবলদেব প্রভুই দুর্বল আমাদের একমাত্র বল ও আশ্রয়। সুতরাং এই শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা যে নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। এই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবলদেব—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত বিষয়-বাসনাবদ্ধ জীবের কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না।

"হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।"

শ্রীনিতাই ছাড়া দুর্বল আমাদের সবল হইবার—কৃষ্ণানুশীলন লাভ করিবার বা কৃষ্ণের সন্ধান পাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

নব্য ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

নব্য ব্রহ্মবাদ বলিয়া যে ধর্ম নবসম্প্রদায়ে গৃহীত তাহা বৌদ্ধ প্রচারিত সর্বশূন্যবাদ এবং শঙ্করকৃত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের সংঘর্ষণে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সবিশেষবাদ রক্ষা করিতে গেলে নির্বিশেষ ধর্ম হইতে বিরত হইতে হয়। নির্বিশেষবাদের পোষকতা আবশ্যক হইলে বিশেষ ধর্মের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা হইয়া পড়ে।

মানবের স্বাভাবিক ধর্ম ভক্তি। জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করিয়াই ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু নব্যসম্প্রদায়েরা প্রথমতঃই নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি প্রবৃত্তির সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয় ক্রমশঃ তাঁহারা ভক্তিকে সাধারণ কাম-ক্রোধাদি জাতীয় ভাব বলিয়া পরিগণিত করিবেন। উহা উঁহাদেরই ভাল লাগে। ভক্তির সহিত ও বৈতবাদ ব্রহ্মসংযুক্ত করিয়াও সুখী হইল না। "জ্ঞানভোগী" ১ম খণ্ডে [illegible] সমালোচনা স্থলে একরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মভক্ত অসম্ভব। সোনার পাথরবাটি [illegible] যেরূপ নিরর্থক শব্দ, ব্রহ্মভক্ত ও নিরাকারে ভক্তি তদ্রূপ নিরর্থক। অস্বাভাবিক কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে অনুতাপ হইতে হয়। জড় ও আত্মার যেভাবে সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য করা অর্থাৎ জড়কে বস্তুজ্ঞান না করা, শঙ্করী বেদান্তের তাৎপর্য। এক্ষণে নব্য ব্রহ্মবাদীরা [illegible] বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই ধর্মের আর প্রবর্তক হইয়া যে সকল নিরীহ বা [illegible] তাঁহার মতানুসরণ করিবেন সকলেরই উপাসনায় এখন কষ্ট হইল—ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন, জড় ও আত্মা দুই পদার্থ নহে। তবে উপাসনা হইল কাহার ও কি জন্য? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় বাহ্যিক ও পারমার্থিকবাদ আসিয়া তাঁহাদের চিত্তাকাশকে পূর্ণ করিবে। যাহা প্রতিষ্ঠানক্রমে এখনই তাঁহারা ঠিক শঙ্করাচার্যের মত ও শব্দসকল ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু কালে ঘূর্ণায়মান চক্রের ন্যায় একস্থলে আসিয়া পতিত হইবেন এবং সেই ভ্রান্তিপাত বিশুদ্ধ শঙ্করাধিষ্ঠিত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইবে।

শঙ্করাচার্যই বেদান্তের পুরাতন আচার্য। তিনি বেদান্তসূত্রে কেবলাদ্বৈতবাদ দেখিতে পান। রামানুজাচার্য পরে ঐ সূত্রসকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতার্থ লক্ষ্য করেন। মধ্বাচার্য সেই সকল সূত্রেই আবার কেবল দ্বৈতবাদ দেখাইয়া দেন। নিম্বার্ক মহাশয় সেই সূত্র হইতেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সেই সমস্ত বাদের সারস্বরূপ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই সেই সকল সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন। বিদেশীয় অদ্বৈতবাদ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের অস্ফুট বিকার মাত্র। এই সকল বাদ লইয়া বিতর্ক করিতে গেলে মানবের ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত হইবে অথচ কোন সিদ্ধান্ত হইবে না। সিদ্ধান্তের পর যাহা কর্তব্য তাহাও সুতরাং অনুষ্ঠিত হইবে না। বাস্তবিক, নরজীবন নিরর্থক যাপিত হইবে। অতএব এ সমস্ত বাদ দূরে রাখিয়া সংক্ষেপে বিচার করা ভাল।

সংক্ষেপে বিচার এই যে, ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু। সেই বস্তুতে স্বরূপযোগ্য কোন অচিন্ত্যশক্তি অনপায়িনীভাবে সর্বদা আছে। সেই শক্তির পরিণাম এই জৈব ও জড় জগৎ। নিত্যশক্তির পরিণতি কখন মিথ্যা নয়। সুতরাং জড়জগৎ এবং জৈবজগৎ উভয়ই সত্য। সেই ব্রহ্ম ইচ্ছাময়, যখন যাহা কাজে তাঁহার ইচ্ছা হইলে ঐ [illegible] পুনঃ নিবৃত্তি করিতে পারে। সুতরাং জড়জগৎ যে নশ্বর ইহাতে সন্দেহ নাই। [illegible] শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই তাহা নয়; মিথ্যা থাকিলে তাহাও নয়। অতএব এই বিচিত্র জগৎ নরবুদ্ধির অতীত যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ মাত্র।

———

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

ত্রিদণ্ডীর সহিষ্ণুতা

(উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারী)

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক এক অনাসক্ত হইয়া ।
নগরে গ্রামেতে ভ্রমে ভিক্ষার লাগিয়া ॥
ভিক্ষুর মলিন বেশ দেখিয়া দুর্জন ।
করে নানা তিরস্কার অকথ্য বচন ॥
মুনির ত্রিদণ্ড কেহ করিল গ্রহণ ।
কেহ পাত্র কমণ্ডলু কেহ বা আসন ॥
কন্থা বস্ত্রও কেহ লয়ে পলায়েছে ।
অপহৃত দ্রব্যে দুঃখ দেয় নানা মতে ॥
এইরূপে সন্ন্যাসীর দ্রব্য লয়ে তবে ।
পরিহাস কৌতুকেতে করে দুষ্ট সবে ॥
কেহ বা সম্মুখে তার দ্রব্য দিতে যায় ।
তাহা দিতে এলে সাধু, অমনি পলায় ॥
[illegible] বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ ।
ভিক্ষান্ন আর কিছু করেন ভোজন ॥
গত কালে আমি বড় পাপিষ্ঠ দুর্জন ।
অয়ে মূর্খ দেখ, [illegible] নির্জীবন ॥
মৌনী সন্ন্যাসীর বাক্য উচ্চারণ তরে ।
আমন্ত্রণী দুর্জন নানা চেষ্টা করে ॥
কেহ বলে, উচ্চকণ্ঠে এত চোর যায় ।
কেহ বলে, বাঁধ বাঁধ যেন না পলায় ॥
কেহ বলে, এই শঠ কপট বঞ্চক ।
কেহ বলে পাপী ভণ্ড লোকপ্রতারক ॥
কেহ বলে, সাধু বেশ উদর লাগিয়া ।
কেহ বলে, জ্ঞাতি বন্ধু ধন খোয়াইয়া ॥
কেহ বলে, বক তুল্য ধ্যানের সাধনে ।
কেহ বলে, মুখ মান করে মনে মনে ॥
কেহ বা নিষ্ঠীব ত্যজে অধোবায়ু ছাড়ে ।
কেহ বাঁধে [illegible] লইল ধ'রে ॥
দেহ, দেব, ভূত হ'তে যত দুঃখ হয় ।
এইরূপে পুনঃপুনঃ সহে জ্ঞানময় ॥
অবশেষে ব্রাহ্মণ কহিল নির্ণয় ।
[illegible] ইহা যাহা ভাগ্যে রয় ॥
তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম করিতে খণ্ডন ।
বহু চেষ্টা ক'রে দুষ্ট নরাধমগণ ॥
কিন্তু ব্রত সহ ধৈর্য্য করিয়া ধারণ ।
গাহেন অপূর্ব্ব গাথা করিয়া কীর্তন ॥
পরম নির্বেদপ্রাপ্ত বলে দ্বিজবর ।
নহে মোর সুখ-দুঃখ-কারণ অপর ॥
দেব, আত্মা, গ্রহ, কাল, কর্ম সমুদয় ।
সুখদুঃখদাতা তারা কভু নাহি হয় ॥
মনোধর্মবশে যত বহুজীবগণ ।
মায়ায় সংসারচক্রে করয়ে ভ্রমণ ॥
অতএব সুখদুঃখ প্রধান কারণ ।
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি অবিবেকী মন ॥
মহাবলশালী মন জীবশত্রু হয় ।
সৃষ্টি করে সত্ত্ব-রজ-তমাদি গুণের ॥

গুণ হ'তে কর্ম্মাদি সমুৎপন্ন হয় ।
তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিকাদি কয় ॥
কল্পিত দেহেতে আত্মা আত্মীয় ভাবিয়া ।
[illegible] দেহেতে বসিয়া ॥
কর্ম্ম হ'তে দেব নর-তির্য্যগাদি গতি ।
যথাযোগ্য লাভ করে অজ্ঞানবশতঃ ॥
[illegible] পরমাত্মা নিত্য জীবের ।
বাস করে যদি নিত্য [illegible] মনের ॥
তথাপি নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে সাক্ষীরূপে ।
সূক্ষ্ম-জীব [illegible] আত্মরূপে ॥
তার কর্ম্মফলে জীবের বন্ধন ।
গতাগতি দেহে নানা হইয়া পতন ॥
দান, নিত্য নৈমিত্তিক স্বধর্ম নিয়ম ।
সদ্বৃত্ত কর্ম্ম আর আসনাদি যম ॥
এ-সবের ফল লাভ মনের নিগ্রহ ।
ভোক্তা মন একমাত্র জীবের কুগ্রহ ॥
মনের নিগ্রহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ ।
মনের দ্বারায় লাভ সংসার-দুর্ভোগ ॥
মনের দ্বারায় প্রাপ্ত নরকপাতেও ।
মনের দ্বারায় প্রাপ্ত মোক্ষ অপবর্গেও ॥
মনের দ্বারায় প্রাপ্ত অমৃত-তরণ ।
মনের দ্বারায় [illegible] ॥
মনোধর্ম্ম দিতে নারে আনন্দের খনি ।
মনোধর্মবশে জীব [illegible] ॥
মনোধর্মবশে সদা ফিরে অন্ধকারে ।
মনোধর্ম সব [illegible] ॥
এ সব নিগ্রহ শুধু মনের সাধন ।
মনঃ নিবৃত্ত যার সেই সাধু জন ॥
[illegible] একাগ্র যার মন ।
দানাদি সাধনে তার কিবা প্রয়োজন ॥
বিক্ষিপ্ত বা আলস্যেতে [illegible] যার মন ।
কোন ফল দিতে নারে অন্য সাধন ॥
মন বশীভূত করে অষ্ট দেবগণে ।
কিন্তু মন কারো বশীভূত নয় [illegible] ।
বলবান্ হ'তে মন মহাবলশালী ।
যোগী জ্ঞানী কি জীবন মন [illegible] ॥
যাহারা দুর্জ্জয় মনে না করিয়া জয় ।
মনে ভাবে [illegible] ॥
সংসার-মাঝারে সেই [illegible] জন ।
কোথা তার থাকে [illegible] ॥
অত্যন্ত অসহনীয় মহাবেগবান্ ।
মর্ম্মপীড়াদায়ী মনে হও সাবধান ॥
মহাশত্রু এই মনে না করিয়া জয় ।
অন্তরে অন্যেতে কর [illegible] ?
মনে শত্রু না ভাবিয়া আত্ম নরাধম ।
অপরেরে শত্রু ভাবি [illegible] ॥
[illegible] ।
শত্রু-ভাব অপরেতে তোমের বাধায় ॥
দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি সেই জন করে ।
আমি-মম বুদ্ধি সেই সংসারে [illegible] ॥

অপার সংসারে করি গমনাগমন ।
নরক-খাতেতে হয় জীবের পতন ॥
সুখ দুঃখ কেহ যদি দেয় [illegible] ।
সুখ দুঃখ কর্ত্তা কভু আত্মা নাহি হন ॥
পরস্পর বিকারভূত দুই দেহ হেতু ।
কর্তৃত্ব কল্পিত হয় [illegible] ॥
দন্ত যাহা কাটিল যদি আপন জিহ্বায় ।
ক্রুদ্ধ হয় কার প্রতি সেই বেদনায় ॥
সেই হেতু সুখ দুঃখ হেতু আত্মা নয় ।
এক আত্মা আত্ম প্রতি কেমনে হিংসয় ॥
দেবতাদের অধিষ্ঠাতা দেবতা [illegible] ।
যদি দেব সুখ দুঃখ হেতু তাঁরা হয় ॥
[illegible]

নিত্য আত্মতত্ত্ব হন সংসার অতীত ।
আত্মতত্ত্বে নাহি হয় সুখ-দুঃখ নীত ॥
অবগত হয় যেবা সেই বিজ্ঞ জন ।
অন্য হতে হর্ষ ভীত না হয় কখন ॥
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী মনে এই চিন্তা করি ।
[illegible] ॥
অতএব আমি পূর্ব্বমহর্ষিসেবিত ।
[illegible] সাধু আচরিত ॥
তরিব [illegible] অজ্ঞান সংসার ।
সেবিব মুকুন্দপদ এই এক সার ॥
এইরূপে [illegible] বিরাগী ব্রাহ্মণ ।
[illegible] ॥
[illegible]

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় । সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীশ্রীরাধা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভূপাচীন এবং বাক্যপ্রচারকরে নদীয়া-প্রকাশ প্রেস আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৭৬ ভার ৪১১৫ ক লকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রী গান্ধর্বিকা। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয় সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ঠ পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

৮) অদ্ভুতকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটভাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাংলাবাজার পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নবাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণ্ডল রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৯নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবদাসী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণকান্তগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী —স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিগাদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মনাদগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ রসুলপুর তা, গয়াধ

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চকদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমাধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাধি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণবাব (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চাষকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৯৬ চাটার্জ্জি লেন

কিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আষাঢ় ১৩৩৮

চাউলের দর

বেনী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
বালাম	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৫।০
মাগরা নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোলাচিনি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৶০

পাটের দর

আষাঢ়—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপুর	১০॥৶০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৶০
মাদ্রাজী সাদা	৯।
কানপুর সাদা	৯।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৭॥০
	২২৲
চাঁদির বার	৫১০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲ – ৪॥০
দেরাদুনী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাদশাহি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৭।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ নতুন	৩৶০

আটা ও ময়দার দর

স্পেশাল ময়দা প্রতি মণ	৭।০—৭॥৶০
ক্লাবকারের ঐ	৭৲—৭৶০
রোলারমিলের ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজি	৭৲—৭৶০
আটা (১নং)	৫৸০—৫৸৶০
আটা (২নং)	৫৶০—৫।৶০
আটা (৩নং)	৫৲—৫।০
আটা (৪নং)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৫)	৩॥০—৩৸৶০
বেসন	৩॥৶০ ৩৸০
ছাতু	৩॥৶০—৩॥৶০

ঘৃতের দর

অযোধ্যা	৫৭৲
মুরাদাবাদ	৫৭৲
চন্দৌসী	৫০৲
ঐ	৪৫৲
গাওয়াওয়া	৩৪॥০৲

তার	৭৲
কাবুলে	৩৬৲
তামা পাত	৪১৸০
২০ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ চাদর ১৪—১৮ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেরিকান গোলার কাইন	৫৪৲
মিডিল আমেরিকান	৪০
করাচি সুপার কাইন	৪০
কাবার্ণ গাছ	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১

বেনেতি মসলা

	মণ দর
পান মরিচ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭॥০
শুঁঠ গোলমরিচ	২৫।০—২৭।
লঙ্কা নূতন পাটনাই	২৭—২৮।

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী— মণ প্রতি দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা চালানী মাল	৭৸০—৮॥০

টাটা টেষ্টেড বারস্ বীম সব সাইজ ১

ঐ ছাদের কড়ি (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৫৸০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—		১১৪০
২২ গেজ—		১১৸০
১৮ গেজ—		
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	৮	১৪৶০
২৪ গেজ—		১১৸৶০
২৬ গেজ—		১১৸৶
১৮ গেজ—		
৩২-৩৪ গ্যাঃ করগেট		
২৪ গেজ—		১২৸০

পেরেক ।৶১০—৸৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০।০

স্লেট কাঠি বা চিট কাটা মণ ৩।০—৩৸০

পাটি কাঠি ৭—৯ ফুট লম্বা ৫।০—৬।০ করগা

গজ ব ড কাঠি লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ „ ৯।০—১০।০

ইস্ পাত, গোলডু নতুন ৭৸০—৭।০

[illegible] ৭॥০ গজ ৬৸০—৭৸০

[illegible] আসল ১৫৲ নকল ১০।০

১১ফুটের চালান ৫৶০, পাটের চালান [illegible]

তুলার চালান ৪।০

সন্তোষ কুমার অধিকারী এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ কলুটোলা ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক [illegible] ।। [illegible] । [illegible] [illegible] ১৯৩১ [illegible] [illegible] ৬৲ টাকা এবং ৭০ [illegible] ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বোচ্চ [illegible] ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একজন সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

বিবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল [illegible] [illegible] [illegible] ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৸০ বড় বোতল [illegible] [illegible] স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডি, গুপ্ত রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের হস্তাক্ষরে লিখিত শিক্ষাষ্টক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অদ্ভুত ফল আপামর পণ্ডিত একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ সংবলিত ও বাছাই চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রবিষ্ট সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার: গৌড়ীয়মঠ, কাকপাড়া বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসিকভাবে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি দিনের সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-১৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৫ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৭ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২০ ১৬ ৩০ ১৭-১৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১৭ ১০-২১ ১৭-৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৯ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৭
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-২৬ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট
(গাড়ীবদল) ১০-৪৩ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। মাসিক পত্রিকা ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক উড়িয়া নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৮. শুক্রবার [১৪০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

--::(০)::——

'রাণী' মার্কা টাকা অচল নহে

'রাণী' মার্কা টাকা বাজারে অচল বলিয়া অনেকের যে মিথ্যা ধারণা আছে তাহার প্রতিবাদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, রাণী মার্কা ও রাজা মার্কা টাকার মধ্যে মূল্য হিসাবে কোনও পার্থক্য নাই এবং উভয় মুদ্রাই সমভাবে গ্রহণযোগ্য ও সমানভাবে চলিবে। তবে 'রাণী' মার্কা টাকার সংখ্যা হ্রাস করিয়া উহার পরিবর্ত্তে টাকশাল হইতে রাজা মার্কা টাকা বাজারে অধিক বাহির করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ব্রহ্মের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতীয়দের দুর্দ্দশা

গত ৮ই আগষ্ট অপরাহ্নে "ইথিওপিয়া" জাহাজযোগে রেঙ্গুন হইতে পাঁচশত আশ্রয়প্রার্থী মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। জাহাজঘাটে মাদ্রাজের কালেক্টর এবং জিলা কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। একব্যক্তি বলিয়াছে যে, এক রেঙ্গুন সহরেই ৪০ হাজারের অধিক আশ্রয়প্রার্থী সমবেত হইয়াছিল। অনেকে অর্থাভাবে স্বদেশে যাত্রা করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ ভারতবাসী ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের উপর আস্থা হারাইয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, দাঙ্গা সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। গুরুতর উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়গণ শান্ত ছিল।

দক্ষিণ ভারত বণিক লাট এবং ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষা সচিবের নিকট তার পাঠাইয়া ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত আতঙ্কজনক সংবাদের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং যাহাতে দাঙ্গা মফঃস্বলে বিস্তৃত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীগণ প্রধান মন্ত্রী মিঃ সি রাজাগোপালাচারিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রেঙ্গুনের প্রকৃত অবস্থা জানাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

——

ভাষা ও পোষাকের ঐক্য বিধান

আসাম পাঠ্য নির্দ্ধারণ কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কমিটি ছাত্রদের ভাষা ও পোষাকের ঐক্য বিধান করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। হিন্দুস্থানীকে মধ্য ইংরাজী ও মধ্য ভার্ণাকুলার শ্রেণী পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না তাহা পরবর্ত্তী অধিবেশনে স্থির হইবে।

পোষাক সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্ভবপর না হইলেও শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে কোন কোন বিষয়ে ছাত্রদের পোষাকগুলি যাহাতে একই ধরণের হয়, তাহার জন্য নির্দ্দেশ দিতে সুপারিশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ পোষাকের রং সম্পর্কে কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন এবং প্রদেশের সকল স্কুলে তাহার প্রবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন পোষাকের সুপারিশ করা হইয়াছে। অবশ্য কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত সকলকেই আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে।

পেন্সনভোগীর ফটোচিত্র

প্রকাশ, পেন্সনভোগীদের পেন্সন দাবীর আবেদনপত্রে তাঁহাদের ফটোচিত্র দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাংলা সরকার নাকি বিবেচনা করিতেছেন। পেন্সন দিবার সময় সনাক্ত করার জন্য উহা একটী বিশেষ উপযোগী ব্যবস্থা বলিয়া নাকি [illegible] করা হইয়াছে।

এতৎসম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উক্ত ব্যবস্থা প্রায় এক বৎসরকাল চলিতেছে এবং উহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে সনাক্তকরণ সম্পর্কে [illegible] অফিসারদের অধিকতর সুবিধা হয় এবং পেন্সনভোগীর পক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অযথা কালক্ষেপে কষ্ট পাইতে হয় না।

——

মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

কয়েকদিন পূর্ব্বে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের আদেশে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কাগজপত্র দেখা ও উহাদের নকল পাওয়া প্রভৃতি অধিকার হইতে ছয় মাসের জন্য [illegible] হইয়াছেন। প্রকাশ যে, কমিশনারের এই সমস্ত সুযোগের অপব্যবহার করায় সম্ভবতঃ নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চেয়ারম্যান মহাশয় বাধ্য হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আর কখনও হয় নাই।

বোম্বাই সরকারের মাদকবর্জ্জন পরিকল্পনা

বোম্বাই গবর্ণমেন্টের মাদকবর্জ্জন বিভাগে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। মাদকবর্জ্জন [illegible] করিবার জন্য শ্রীমতী [illegible] 'অনারারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাদকবর্জ্জন বিভাগের [illegible] সকল কার্য্যের এক সহায় হয়। [illegible] প্রচার [illegible] ও [illegible] কার্য্য পরিচালিত হইবে।

——

ওয়ার্দ্ধায় উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী

[illegible]

[illegible] নিকট হইতে খবর পাওয়া [illegible] জন্য [illegible] হইয়াছেন।

প্রকাশ, [illegible] সম্পর্কেই [illegible] হয়। [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জাবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পদ্মের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে : ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। ব্রাহ্মণ আদর
১৯। তত্ত্বসূত্র ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গানচ্ছটা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ॥০
২৭। মুক্তাচরিতম্/ প্রপন্নগৌরচন্দ্রঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শনম্ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনপ্রকাশিনী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদিকম্) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৶
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জন্মবৃত্তান্ত) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

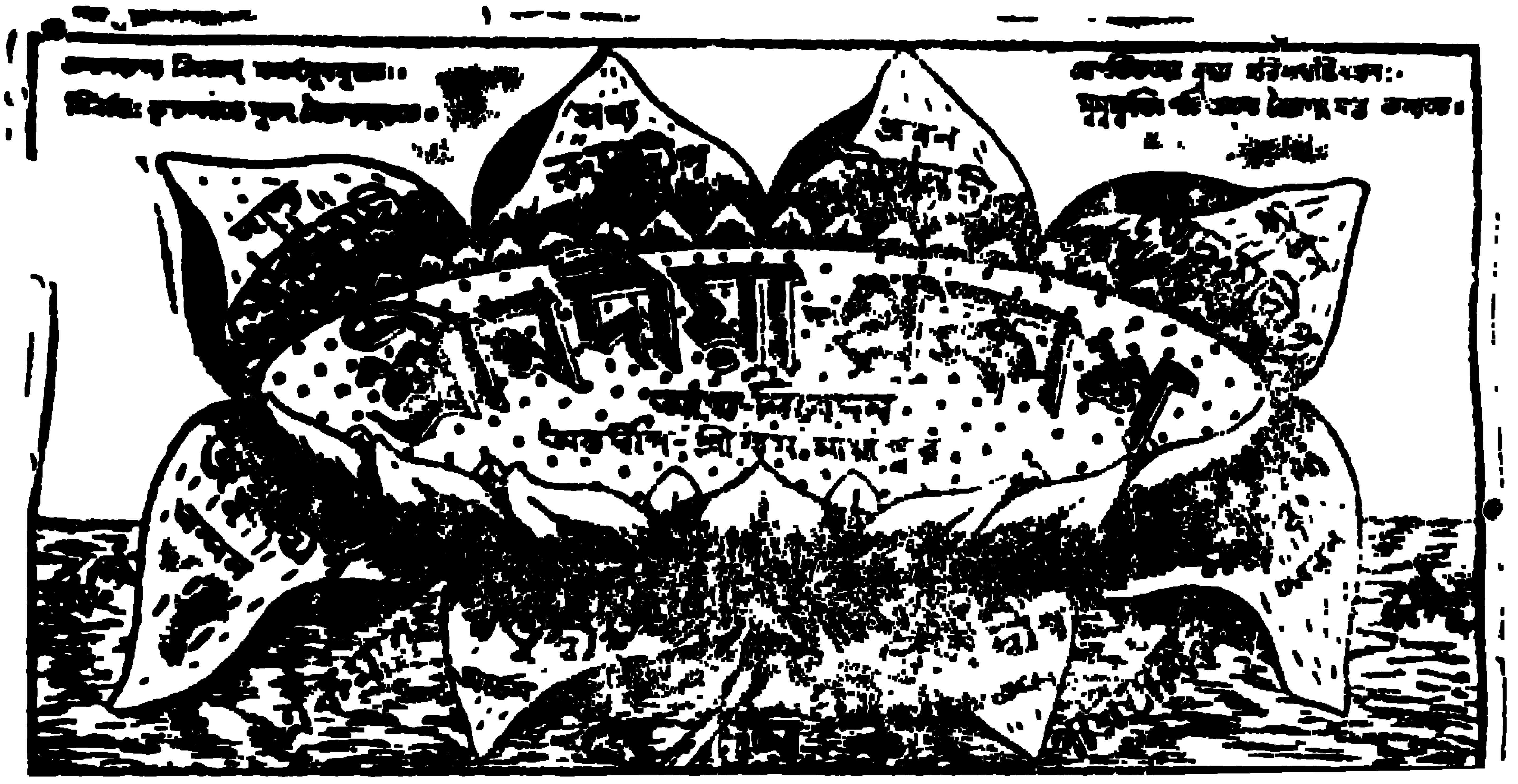

১৭শ বর্ষ { ১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১১ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শততমবর্ষপূর্ত্তাবির্ভাব মহামহোৎসবোপলক্ষে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় গত ৫ই আগষ্ট শুক্রবার ঢাকা হইতে কলিকাতা আগমন করিয়া ৬ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে "গ্রন্থকাররূপে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে গভীর যুক্তি, গবেষণা ও মৌলিকতাপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকল বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

উৎসবে ইষ্টগোষ্ঠী

গত ৩।৮।৩৮ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উৎসবোপলক্ষে আগত সজ্জনবৃন্দের নিকট ইষ্টগোষ্ঠীমুখে যে হরিকথা আলোচনা করেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—বস্তুর শক্তি বস্তু হইতে অভিন্ন। বস্তু শক্তিমান্, বস্তুর শক্তি বস্তুর ভোগ্যা, বস্তু ভোক্তা; এই হিসাবে ভিন্ন এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শাস্ত্রের মানববুদ্ধির অগম্য।

বস্তুর শক্তি বস্তুর স্বরূপ বস্তুকে প্রকাশ করে। বস্তুর শক্তি ব্যতীত বস্তুকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। বস্তুর শক্তি বস্তুকে প্রকাশ করে বলিয়া তাহা বস্তুর অভ্যন্ত প্রয়োজন। সেই বস্তুপ্রকাশিকা শক্তির কৃপা ব্যতীত বস্তুতত্ত্ব জানা যায় না।

বস্তুর ত্রিবিধ শক্তি। বস্তুর চিচ্ছক্তি বস্তু হইতে অভিন্ন। সেই চিচ্ছক্তি হইতে চিন্ময় ধাম, চিন্ময় পরিকর ও চিন্ময় লীলা প্রকটিত। বস্তুর অচিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তি হইতে মায়িক জগৎ, জীবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি উদ্ভূত হয়। বস্তুর চিৎ ও অচিদংশের মধ্যবর্ত্তী তটস্থাশক্তি হইতে জৈব জগৎ, ইংরাজীতে যাহাকে animal kingdom বলে, তাহা প্রকাশিত। সেই জীব দুই প্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। তটস্থ বস্তুগত জীব যখন চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীভগবানের গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন তখন তিনি মুক্ত। আবার জীব তটস্থধর্ম্মবশতঃ যখন চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছাড়িয়া দেয়—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ও নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায় তখন স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে অচিৎ মায়াশক্তি বা জীববিমোহিনীশক্তিকে ভোগ করিতে গিয়া মায়ার ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মফল ভোগ করে ও ত্রিতাপক্লেশ দগ্ধীভূত হয়।

পুণ্যকর্ম্মফলে কখনও স্বর্গে এবং পাপকর্ম্মফলে কখনও নরকে এইরূপে কর্ম্মের নাগরদোলায় চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভাগ্যক্রমে সুকৃতিফলে কৃষ্ণনামপ্রেমপরায়ণ সাধুগুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয় তখন সেই জীবের সাধুর শ্রীমুখ-বিগলিত কৃষ্ণকথা উপদেশ শ্রবণ ও কৃষ্ণমন্ত্রপ্রাপ্তি ঘটে। সেই কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনফলে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের অনর্থরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। বহু বৎসরের অন্ধকার ঘরে যে-প্রকার একটি সূক্ষ্ম আলোক সমস্ত অন্ধকাররাশি বিদূরিত করে কিম্বা বহু বৎসরের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি অগ্নি দ্বারা যে-প্রকার তদ্দণ্ডেই ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই প্রকার সাধুগুরুবর্ণিত কৃষ্ণকথা-কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্ধকাররাশি কিম্বা লক্ষ লক্ষ বৎসরের অনর্থকূপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন সেই নির্ম্মল হৃদয়ে কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান, কৃষ্ণভক্তিরূপ অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলে ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, বিরজা পার হইয়া, ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ্বস্থিত গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। অতএব—

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

সুতরাং 'নামাশ্রিতপদেষ্টু প্রভোঃ' জীবেরই কর্ত্তব্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ [illegible] নির্দ্দিষ্ট পন্থার উক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করা।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্ত ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

"[illegible] কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
"কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই পায় গতি॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১২৯ [illegible])

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ৭ই আগষ্ট রবিবার উৎসবের ৭১ম দিবস প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীকৃষ্ণদাস [illegible] করেন। [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ [illegible] মহারাজ [illegible] করেন। [illegible] কথা সম্বন্ধে একটি সভা হয়। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী প্রভু, 'বর'স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বিষয় আলোচনা করেন।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] "[illegible]" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] করেন।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ হৃষীকেশ বিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫২

আচার্য্যবাণী

যাহার যত অন্তাভিলাষ কমিতে থাকিবে তাহার চিত্তবৃত্তি ততই নির্ম্মল হইবে, আর জগতে ততটা ভক্তিসিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হইবে। অন্যের ঘরে চুরি করিয়া বা কাহাকে হনন ও ক্ষতি দিয়া কখনও ধর্ম্মাজন হয় না। 'সর্ব্বাত্মা বৈষ্ণবো যতঃ' বলিয়া আপনাকে নিজে দ্বেষ, নিরপেক্ষ বা সংসার থাকিলে, অন্যদের নিকট ভাল থাকিলে তবুই লোকগণ কাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিয়া বিচার করেন না। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের প্রভু হইতে চাহে, সে পাষণ্ড কোন দিনই 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। শ্রীনাম ও শ্রীনামীর সম্বন্ধে কোন রূপে আদর করিলে, কৃষ্ণভক্তের সম্বন্ধে কোনরূপে গ্রহণ করিলে ভক্তি বা বৈষ্ণবতা রক্ষিত হইতে পারে না। মহাপুরুষগণ ঐ সকল হৃদয়কে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়া দূরে রাখেন।

কোন এক পণ্ডিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রণামমন্ত্রের "নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠায় ভূতলে"—পদটীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, প্রণবের পূর্ব্বে নমস শব্দ ব্যবহার শাস্ত্রবিধি নহে; কারণ, "ওঁ নমো ভগবতে" প্রভৃতি সর্ব্বত্র শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। নমস্ শব্দের পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ করাই শাস্ত্র-রীতি। তাহাতে আমি পণ্ডিতকে বলিলাম, সকলের প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই। দীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই। প্রভুপাদের নামাশ্রিত অনেক ভক্ত আছেন। তাঁহারা কি প্রভুপাদকে প্রণাম করিবেন না? প্রভুপাদের এই স্তোত্রটী কি উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করা হইবে না? নমঃ শব্দ—অহঙ্কার-নিষেধক। সর্ব্ববিধ অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণত হইলেই "ওঁ বিষ্ণুপাদ" উচ্চারণের অধিকার লাভ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের কোন শিষ্যকে "নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে" বাক্যের ভূতলে পদটী উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। কেন না, শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে আর 'ভূতলে' নাই। ইহাই তাঁহার বিচার। এই কথা শ্রীল আচার্য্যদেবকে জানাইলে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন—

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,-

"প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩২-৩৩)

গোলোকে আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার কথা নাই। অপ্রকট লীলায়—এক অখণ্ড লীলা। অপ্রকট-লীলায় প্রথম লীলা বা শেষলীলা নাই বলিয়া প্রথম লীলার বিশ্বম্ভর বা শেষলীলার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কি প্রপঞ্চ অবতীর্ণ লীলায় ব্যবহৃত হইবে না? শ্রীগৌর-সুন্দর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম বা "শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"—কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথাগুলি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে কি? যিনি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, তিনি ভূতলে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-নামে অবতীর্ণ, সেই গুরুপাদপদ্মকে আমরা নমস্কার করি।

শ্রীল প্রভুপাদের "ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামটী তাঁহার স্বরূপগত নিত্যনাম—ভূলোকের হউক, আর গোলোকের হউক। 'ভূতলে' অর্থে—প্রপঞ্চে। শ্রীল বক্রেশ্বর ঠাকুর নামটী 'ভূতলে' প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে গৌরপার্ষদের নিত্যনাম নহে? কণ্ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশের পর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে "কণ্ঠাকুর" বলিয়াই বন্দনা করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশ্ব কৈল ধন্য"। এখন মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা বিশ্বে প্রকাশিত নাই বলিয়া কি তিনি এখনও শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব ধন্য করিতেছেন না? মহাপ্রভু ভূতলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে প্রকাশিত এই বলিয়া বন্দনা করিলে কি তাহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইবে? "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ? গৌর ও গৌরপার্ষদবর্গের নিত্য-নাম তাঁহাদের ভূলোক ও গোলোকের প্রকটাপ্রকট লীলার সহিত অবর্ণবাচক। ভূতলে কি বর্ত্তমানে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর অভাব হইয়াছে? বাংসল্যগণ ঐরূপ কুসিদ্ধান্ত করিতে পারেন; বস্তুতঃ এখনও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গুরুবর্গ লীলা করিতেছেন। তাঁহারা প্রপঞ্চে সাধারণের দৃষ্টিগোচর নহেন বলিয়া তাঁহাদের প্রপঞ্চে 'বিষ্ণু' সর্ব্বব্যাপক বা বিষ্ণুপাদত্ব নাই, তাহা নহে। বিষ্ণুপাদের সর্ব্ব ব্যাপকত্ব ও বিভুত্ব খর্ব্বীকৃত হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পর উপদেশামৃতের উপসংহারে 'ভক্তিবিনোদ বিভু' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেও ভূতলে তাঁহার বিভুত্ব বা বিষ্ণুপাদত্বের অভাব নাই। আমাদের গুরুবর্গ আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণ। তাঁহাদের প্রকটা-প্রকট উভয় লীলাই নিত্য।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপ্রকট লীলা-বিস্তারের পর কি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইভাবে স্তব করেন নাই?—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ
সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ॥

অর্থাৎ উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ উদিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

পণ্ডিতকে পাকামি করিতে দিলে 'ধৃষ্ট' কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উপরেই কলম ধরা হইবে।

সাধুবর্ত্ম প্রবর্ত্তন

(শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী)

প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভেই আমরা দুইটী কথা লক্ষ্য করিতে পারি; তন্মধ্যে একটী কথা 'সরলতা' ও অপরটী 'আনুগত্য'। সরলতা ও আনুগত্য ব্যতীত কেহই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে না। আনুগত্যময় ধর্ম্মই আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। যেখানে আনুগত্য বলিয়া কোন কথা নাই, সেখানে আছে কেবল দাম্ভিকতা, নিজে বড় হইবার ভোগ আশা আকাঙ্ক্ষা। বিষ্ণুর অনুগত জনই বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবের আনুগত্যেই বিষ্ণু-সমর্পণ সম্ভবপর। যেখানে সরলতার সহিত বৈষ্ণবের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত হয়, সেখানেই আছে বৈষ্ণবধর্ম্মের বা আত্মধর্ম্মের কথা।

সেই আত্মধর্ম্মের কথা জানিতে হইলে "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"। 'তৎ' শব্দে ভগবান্; সেই ভগবদ্বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বা প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর নিকট অভিগমন কর। Return ticket করিয়া তাঁহার নিকট যাইও না। যদি তুমি return ticket করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিকট যাও তবে তুমি বঞ্চিত হইয়া যাইবে, আত্মধর্ম্মের কথা সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারিবে না বা ভগবদ্-বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তোমার হইবে না। আবার বলিতেছেন "সমিৎপাণিঃ"—সমিধ্ হস্তে যাইতে হইবে। গীতার বাক্যানুসারে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিকট যাইতে হইবে। শুধু গমন করিলে হইবে না, পরন্তু অভিগমন কর। তাহার পর তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বপ্রথমে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবদ্ বস্তুর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরিপ্রশ্ন কর। শুধু তর্কের জন্য বা নিজের বাহাদুরী বজায় রাখিবার জন্য গুরুপাদপদ্মের নিকট যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি জগতে এইরূপ বহু লোক পাইবে, যাহারা তোমার বাহাদুরীকে পদদলিত করিয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। আর একটা বৃত্তি লইয়া তুমি গুরুপাদপদ্মের দিকে অগ্রসর হও। সেই বৃত্তিটী হইতেছে সেবা প্রবণতা। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারাই সদুত্তর পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। আবার সেই গুরুর লক্ষণও শ্রুতি বলিতেছেন যে, তিনি "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্।" অর্থাৎ গুরুদেব বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, সর্ব্বোপরি নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবারত। বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ অর্থে তিনি শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য জানেন। শ্রীগুরুদেব সিদ্ধান্তবিৎ, তিনি সেবাবিগ্রহ। তিনি শাস্ত্রবাক্যে জ্ঞানের সমস্ত মনোবাঞ্ছা বিনাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ সদ্গুরুশ্রেষ্ঠ গুরু-পাদপদ্মে আত্মগমন করিলে তিনি তোমার সকল প্রকার মনোবাঞ্ছা শাস্ত্রযুক্তি ও সৎ-সিদ্ধান্তের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া তোমাকে কৃষ্ণসেবার উপযুক্ত করিয়া লইবেন। তাই শাস্ত্র বলেন,—

'গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥'

শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমেই সদ্গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, দুস্পার ভবসাগর অতিক্রম করিবার শক্তি বদ্ধজীবের নাই। একমাত্র গুরুদেবই কৃপা করিয়া

আমাকে ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারক্লেশ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। কারণ, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

মানুষের দেহটী একটী উত্তম তরণী সদৃশ। আমার এই মনুষ্যদেহরূপ তরণীখানা ভাগ্যোদয়ে বহু জন্মের পর লাভ করিয়াছি। এতরণী দুর্লভ হইতেও দুর্লভ; কিন্তু এখন আমার নিকট সুলভ হইয়াছে; যেহেতু ইহা ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছি। শুধু তরণীখানা পাই নাই পরন্তু এই তরণীর কর্ণধাররূপে সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধানও পাইয়াছি। তিনি উত্তম ও বিজ্ঞ কর্ণধার; আমাকে মায়ার অপর পারে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। যদি এইরূপ সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া গুরুর পোষাকপরা কোন কপটের উপর এই দেহরূপ তরণীখানার ভার ন্যস্ত করি তাহা হইলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে ভবসমুদ্রের মাঝখানে লইয়া ডুবাইয়া দিবে। তাহাতে আমার তরণীখানা নষ্ট হইবেই—আমি সমুদ্রের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাইব। সুতরাং সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। আবার ভগবান্ বলিতেছেন—'ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং' অর্থাৎ নৌকা চালাইতে হইলে যেরূপ অনুকূল বায়ুর প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ আমার কৃপারূপ অনুকূল বায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ সদুপায়ের লাভ করিয়া তাহার পর আবার কর্ণধাররূপে সদ্গুরু পাইয়া যে ব্যক্তি ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিতে চেষ্টা না করে, পরন্তু অন্ধ ভোগবিলাসে দিন অতিবাহিত করে সে আত্মঘাতী। 'তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্' অর্থাৎ সদ্গুরুর পাদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্রম্ভভাবে গুরুদেবের সেবা করিতে হইবে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' এই বাক্যানুসারে তৎপদাঙ্কানুসরণ—সাধ্বাচারানুসরণ করিতে হইবে। এই ভাবেই দুস্তর ভব হইতে উদ্ধার লাভ করা যাইবে।

পরতত্ত্বকে লাভ করিতে হইলে 'সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্' এই বাণীর অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ, ভগবান্ আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়। তিনি আমার জড় বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের দ্বারা বোধগম্য হন না বলিয়াই অধোক্ষজ। সুতরাং এইরূপ বস্তু যাহাকে আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা বাঁধিয়া লইতে পারি না বা যাহার সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতে পারি না (কারণ ব্রহ্মাণ্ডের যাহা চিন্তা করি তাহা জড়ীয় বস্তুর অন্তর্গত) তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে সাধুগণের বা মহাজনগণের অনুসরণ করা। সেই একমাত্র সাধু হইতেছেন—আমার নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহারই নিষ্কপট অনুগত সজ্জনগণ। শাস্ত্রে সাধুর অনুসরণের কথা বলিয়াছেন, সাধুর অনুকরণের কথা বলেন নাই। অনুসরণ অর্থ এই যে, সাধুর উপদেশের সহিত বা সাধুর আদেশবাণীর সহিত নিজেকে তাঁহাকে মিশাইয়া দেওয়া। শাস্ত্র বাহ্যাচরণের দ্বারা সাধুকে নিষেধ করিয়াছেন, পরন্তু সাধুদের উপদেশগুলি জীবনে পালন করিবার কথা বলিয়াছেন। সাধুর অনুসরণের পরিবর্ত্তে যেখানে অনুকরণ দেখা যাইতেছে সেখানেই দাম্ভিকতা আছে, সেখানে আত্মমঙ্গলের কোন কথা নাই।

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

এখানেও ঠাকুর বিনোদ ঠাকুর অনুসরণের কথাই বলিয়াছেন। 'ধাই তব পাছে পাছে' অর্থাৎ বৈষ্ণবের আনুগত্যে অগ্রসর হওয়ার কথা বলিতেছেন।

বদ্ধজীব অজ্ঞ। আবার কোমলমনা বুদ্ধি লইয়া যে বস্তুকে লাভ করিতে চাহিবে সেই বস্তুই আমাকে কষ্ট দিবে। বিকারগ্রস্ত রোগী যেরূপ নিজের হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারে না তদ্রূপ মায়া পিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত জীব অজ্ঞ। আমার হিত কিসে হয় জানে না, শ্রীগুরুপাদপদ্মই জানেন। সুতরাং তাঁহার আদেশ নিষ্কপটে পালন করিলেই আমার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

আত্মসমর্পণ অর্থে গুরুপাদপদ্মে নিজেকে বিক্রীত পশুর ন্যায় বিকাইয়া দেওয়া, তবেই কৃষ্ণকৃপালাভ সম্ভবপর। অন্যথায় আমার ডাক ইথরযোগে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের ডাক ভগবান্‌কে বিচলিত করিয়া থাকে। যেহেতু ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তের অধীন,—এমনই তাঁহার ভক্তবাৎসল্য। তিনি বলিয়াছেন,—

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত হইতেছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার কৃপা লাভ করিলেই ভগবানের কৃপালাভ হইবে। আবার শ্রীগুরু কৃপা গুরুভক্তের কৃপাতেই লাভ হয়। গুরুভক্ত বৈষ্ণবের সন্ধান শ্রীগুরুদেবই নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপায় গুরুর সন্ধান এবং গুরুর কৃপায় বৈষ্ণবের সন্ধান পাওয়া যায়। একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে পাওয়া যায় না। ইহাই সাধারণ বিধি। তবে স্বতন্ত্র ভক্তবৈষ্ণবগণ নিজের সন্ধান কৃপাপূর্ব্বক নিজেও দিতে পারেন। তাই আমরা গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ এই তিনজনেরই কৃপাপ্রার্থী।

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণবঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

আমার ক্রন্দনের নিষ্কপট প্রার্থনা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট জানাইলে তিনি আমার আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহা ভগবানের নিকট জানাইবেন এবং তখনই ভগবানের কৃপা আমার উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইবে। আমরা দেখিতে পাই ধ্রুব মহারাজ রাজ্যের আশায় যখন গৃহত্যাগ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া পদ্মপলাশলোচন হরির অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ নারদকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রী নারদের কৃপাতেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীগুরুদেবের দয়া ব্যতীত ভগবানকে লাভ করা যায় না বা দেখা যায় না। [illegible] আমার ডাক তাঁহার কাছে পৌঁছায় না। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরির সেবক। তিনি সেবক ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবান্। সেই গুরুপাদপদ্ম ভগবদ্বস্তু। তিনি যে দিব্য চক্ষু দান করেন সেই দিব্যচক্ষু দ্বারাই ভগবান্‌কে দেখা যায়। বদ্ধ জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌কে লাভ করিতে যাওয়া 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া' চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। সুতরাং মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে বা কৃষ্ণকে পাইতে হইলে সাধুসঙ্গ—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য গ্রহণই একমাত্র উপায়।

আমার মুখোস উন্মোচন

(প্রাপ্ত)

হ'তে পারিতাম আমি মস্ত বড় ভক্ত।
প্রতিষ্ঠা-মর্যাদাতে না হ'লে আসক্ত॥
সীমাহীন, অন্তহীন হ'ত মোর ভক্তি।
পারিতাম যদি ছেড়ে ছাড়িতে আসক্তি॥
অর্থে প্রয়োজন মোর নাহি হ'ত যদি।
আমার ভাঁওতা কেবা দেখিত অবধি॥
দেখাতে মৌখিক ভক্তি ছিনু এতকাল।
ধরা পড়িলাম শেষে হা মোর কপাল!!
নিষ্কিঞ্চন বলি' মোরে জানিত সংসার।
পরিচয় দিতে হলে কে জানিত তার॥
[illegible]
[illegible]
সবংশে নিপাত হোক সেই দুরাচার।
যার দোষে এ দুর্গতি হল আমার॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
যার আছে এত অর্থ প্রতিষ্ঠা প্রাসাদ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
না, না, তাহা পারি না,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-আবিষ্কারকদের 'নদীয়া-প্রকাশ' ছাপাখানা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর-সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পূজা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভুটিয়াবস্তি দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বলদা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ. পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ—শেখুপুরা,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধরের সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বহুলকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বান্দু (ত্রিপুরা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং মিউটন্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৩

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লতাশালি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাগরা নূতন	৪৵
ঐ পুরাতন	৫৲
বরাবরে কোথাকিনি	৪৲
সিদ্ধ বেগুণ	৩৵০

পাটের দর

আধরে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৶০
মরিসস ১০০০ নং	১০৶০
কাচকোরা দানা	৯৷
কানপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৶০০

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
মোহরের	২২৲
চাঁদির বার	৫৯০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৲
ঐ বেগুন	৩৵০

আটা ও ময়দার দর

সেটেণ্ড ময়দা প্রতি মণ	৬৷ ৬৷৵০
কুলাপকারর ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৯৲—৯৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৸৵০
খেসারী	১৸৵০—১৸০
মুগ	১৸৵০—১৷৸৵০

ঘৃতের দর

কলকতা	৫৭৲
রামনগর	৫৭৲
ভুরশুটি	৫০৲
মধ্যা	৪৫৲
আসাম	৩৪৷০৲

তার	৮৲
কাবুলে	৩৬৲
ছাকা দাগরা	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
খাস মটকা ১৪—১০ সের	১০৲

গুড়ের দর

আখের দোলার কাইন	৫৪৲
মিউ ও আখের পদক	৪০৲
কবাচি খুরমি কাইন	৪৩৲
চাষার্থ ডাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

সেলেক্টি মসলা

	প্রতি মণ
পাকল সাও	৬৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুটি খারকশ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ সের—	১১৷০
২৬ সের—	১২৸০
২৮ সের—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৸৵০
২৪ সের—	১১৸৵০
২৬ সের—	১১৸৵০
২৮ সের—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ সের—	১২৸০
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৸০—৩৸০
গাটি কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল ও চ কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলচু, নয়াদে	৭৸০—৭৷০
গোল বড় রি ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ১৩৸০
চটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৯৷০	
তুলার চালান ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু [illegible]
বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক [illegible]
ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন [illegible]
মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল [illegible]
স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডাক্তার [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*):: ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং গভীর লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩২শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক ভক্তকুটিতে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(*):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন
কলিকাতা ৪-৩৫ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৯ ১৩-৩৬ ১৪-৫৩ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২০
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১ ১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০ ৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০ ৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৫২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬- ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯ ২৫ ২০-১
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৮. শনিবার [১৮১৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:::(o):::——

দিল্লীতে আইন অমান্য আন্দোলন

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের 'দমন নীতির' প্রতিবাদে একান্ত প্রয়োজন হইলে দিল্লীতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার অনুমতি দিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক দিল্লী প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পত্রের উত্তর দিয়াছেন।

প্রকাশ, পত্রে নাকি বলা হইয়াছে যে দিল্লী প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি কংগ্রেসের নীতি অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিবেন।

———

চীন-জাপান সংবাদ

গত ৯ই আগষ্ট চীনাদের প্রধান সামরিক ঘাটি হইতে বলা হইয়াছে যে, ইয়াংসি নদীর উত্তর তীর দিয়া অভিযানকারী চীনা-বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে জাপাধিকৃত হোয়েংকেট ও হুসাকের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। ফলে জাপানীরা শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

———

জাপ-সোভিয়েট সংবাদ

গত ৮ই আগষ্ট সোভিয়েট-মাঞ্চুকুও সীমান্তে যে লড়াই হইয়াছে তাহা সীমান্তে সম্বন্ধের গতি অনেকদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ চাংকুফেং ও শাৎসাওপিং পাহাড় দুইটির দখলের জন্য চার মাইলব্যাপী ভূখণ্ডে রীতিমত ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ চলিতেছে।

প্রকাশ, সোভিয়েট এখন ২০ হাজার সৈন্য, দুইশত ট্যাঙ্ক এবং অন্ততঃপক্ষে দুইশত বিমানপোত সমাবেশ করিয়াছে। উভয় সৈন্যদলের মধ্যে মাত্র কয়েক শত গজ ব্যবধান রহিয়াছে; এই মধ্যবর্ত্তী স্থানটি মৃতদেহ, রাইফেল ও পরিত্যক্ত ট্যাঙ্কে আকীর্ণ হইয়াছে।

———

"স্বদেশী" নাম রক্ষার ব্যবস্থা

ভারতে প্রস্তুত পণ্যের "স্বদেশী" নাম রক্ষার উদ্দেশ্যে মিঃ এম এইচ বারভালা বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এক বিল উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

মিঃ বারভালা বলিয়াছেন যে, ভারতের বাহিরে প্রস্তুত বহু দ্রব্য প্রচার ভারতে "স্বদেশী" বলিয়া বিক্রীত হইতেছে। ঐ সমস্ত দ্রব্যে প্রায়ই "ভারতে প্রস্তুত" এই মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণাজনক মার্কা থাকে।

প্রস্তাবিত বিলে প্রকৃত স্বদেশী পণ্য এক স্বদেশী পণ্য পরীক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদনের বিধান দ্বারা উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক এবং দুই জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া প্রস্তাবিত বোর্ড গঠিত হইবে। শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন।

উক্ত বোর্ড বোম্বাই প্রদেশে ব্যবহার্য্য সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী পণ্য পরীক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর স্বদেশী ও সকল দিক হইতে ব্যবহারযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিবেন।

বিলে এই মর্ম্মে আর একটি ধারা সংযোজিত হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগে এইরূপ সার্টিফিকেট যুক্ত পণ্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইবে।

———

জাপানের জন্য জার্ম্মাণীর দরদ

স্থানীয় [illegible] মহল ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিব হের ভন রিবেনট্রপ জাপ-রাষ্ট্রদূতকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, জাপান ও সোভিয়েটের মধ্যে বিরোধ বাধিলে জাপান জার্ম্মাণীর নৈতিক সমর্থন পাইবে এবং অন্যান্য ভাবেও জার্ম্মাণী জাপানকে সাহায্য করিবে।

জার্ম্মাণ কূটনৈতিক মহলের মত এই যে, বর্ত্তমান সন্ধি আক্রমণ করিয়া জাপ-সোভিয়েট বিরোধ বাধাতে বিলম্ব না হইতে পারে, তাহার উপায় এখনও আছে।

———

নীলগিরি রাজ্যের অবস্থা

আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর নীলগিরি প্রজামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বনমালী দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীযুক্ত দাসকে গ্রেপ্তারের পর হইতে দ্বিগুণ উৎসাহে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া যে সকল আদেশ জারী করা হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া গত শনিবার নীলগিরি সহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। আদিম অধিবাসীসহ হাজার হাজার লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল এবং জাতীয় সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছিল। শোভাযাত্রা আদালতে এবং জেলের নিকট শান্তিপূর্ণভাবে গিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও আর গ্রেপ্তার করা হয় নাই। সভার এক অনসভা হয়, উক্ত সভায় কি ভাবে কংগ্রেসের আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে তৎসম্পর্কে বক্তাগণ বিবৃত করেন।

প্রকাশ, কি কারণে আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে, তৎসম্পর্কে রাজার নিকট পলিটিক্যাল এজেণ্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিয়া এক জবাব দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নীলগিরি প্রজামণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মহান্তি রাজ্যের গ্রামসমূহের সহিত যোগাযোগ রাখিয়াছেন এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

———

জননী কর্ত্তৃক শিশুসন্তান হত্যা

সাগর জেলার সালগন গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ যে তথায় এক স্ত্রীলোক তাহার দুইটি শিশু সন্তানকে জলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একজন ২২ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোক সংসারের দুঃখ কষ্টের বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাহার দুইটি শিশু সন্তানকে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে। ফলে শিশু দুইটি মারা যায়।

পাটনায় শোভাযাত্রা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

পুলিশ আইনানুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী হইয়াছে, ৮ই আগষ্ট হইতে ২৮শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সঙ্গীতসহ ও বিবাহ সম্পর্কীয় শোভাযাত্রা ব্যতীত আর কোন শোভাযাত্রা বাহির করা যাইবে না।

———

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স্ অব্ লেট্ বি. সরকার
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে ও অর্ডার অনুযায়ী তৈয়ারী করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কমান হইয়াছে। পত্র লিখিলে নূতন নূতন ডিজাইন অঙ্কিত ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

মফস্বলের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট,

(বিলিয়ান্টস) কলিকাতা (ফোন বি, বি ১৭৬১)

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
একমাত্র পাঠে যুগপৎ বহুগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
তন্মধ্যে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড - ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গান ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷৷০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিক্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকথা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। শতদূষণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনবায়াসড ডিরেকশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

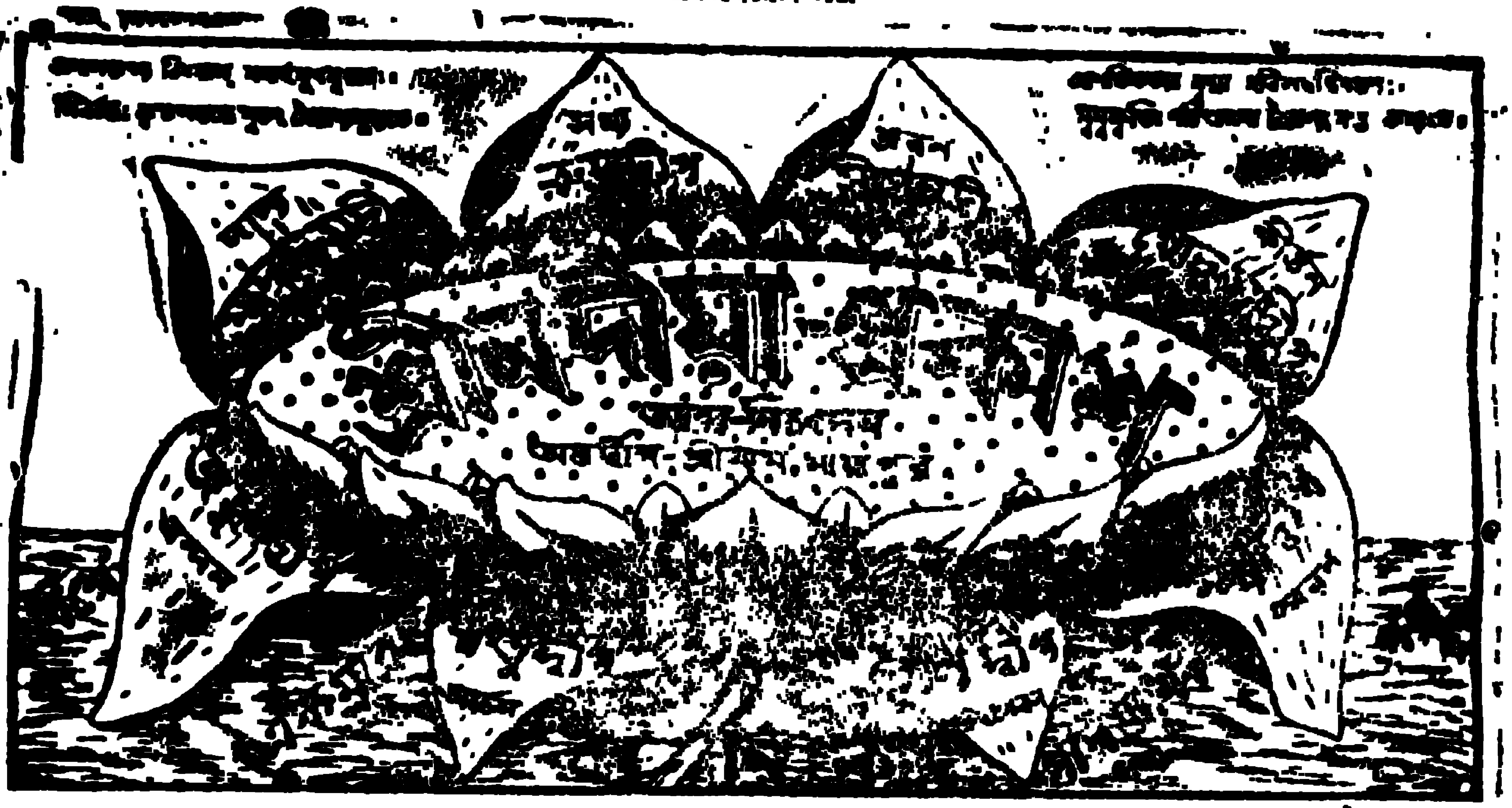

১০ম বর্ষ | ২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ২৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৩ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, শনিবার | ১৮১৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার উৎসবের উনবিংশ দিবস প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনান্তে সংকীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ হয়। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন।

মধ্যাহ্নে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্নের পর [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ [illegible] শ্রবণ-সদনে ইংরাজীমুখে বহু বিষয় আলোচনা করেন। সান্ধ্যারাত্রিকের পর সন্ধ্যাভাস্তে শ্রীমঠের শ্রবণ-সদনে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৭শে জুলাই বুধবার উৎসবের বিংশ দিবস প্রাতে আরাত্রিকাদি অন্তে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন। মধ্যাহ্নের পর ইংরাজীমুখে বহু বিষয় আলোচিত হয়। সান্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সান্ধ্য শ্রবণসদনে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তসম্প্রদায়-নিরসন" বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৮ই আগষ্ট সোমবার উৎসবের [illegible] দিবস প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সংকীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন। শ্রীপাদ [illegible] বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইংরাজীমুখে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করেন। সান্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদি অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সনাতন-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। পরে মহামন্ত্রকীর্ত্তনসংযোগে শয়নারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যার পর শ্রীধাম মায়াপুর ও কৃষ্ণনগর হইতে মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্তানন্দ [illegible] প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

সন্ধ্যার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ বহু উপদেশপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা-প্রসঙ্গে তিনি সর্ব্বোত্তম আদর্শ, [illegible], কুরুক্ষেত্রে [illegible] লক্ষ্য, [illegible] দৃঢ় আশ্রয়ক সম্পূর্ণ [illegible] ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের [illegible] সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং [illegible] দুঃখকল্পনা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

বিরাট

নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শতবার্ষিক আবির্ভাব তিথিপূজা-মহামহোৎসব উপলক্ষে আগামীকল্য ২৯শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্কোয়ার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, [illegible] ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

সম্মানপ্রাপ্তি

গত ৭ই শ্রাবণ (১৩৪৫), ২৩শে জুলাই (১৯৩৮) শনিবার মেদিনীপুর জেলার [illegible] পোঃ পলাশপাই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমনমোহন দাসাধিকারী ([illegible]) মহোদয়ের তাঁহার অত্যন্ত সম্মানপ্রাপ্তি হইয়াছে। ভক্তবৈষ্ণব-কৃপায় তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বিরুদ্ধবাদী লোকদের অসংখ্য উৎপীড়ন সহ্য করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দকে প্রচারের নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে [illegible] [illegible]। তাঁহার আদর্শ প্রত্যেক [illegible] অনুসরণীয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্ত-জগৎবাদ-নিরসন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] দুঃখ [illegible] বিচার।
কর্ম্মবিপাকে, [illegible],
[illegible] বহু [illegible]
ক্ষুধা [illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible] ও
বৈমুখ [illegible], [illegible]
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]॥৩॥

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে বৈষ্ণবাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ হৃষীকেশ অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটী কথা

জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিফলে ও ভগবানের অহৈতুকী করুণায় ভগবদ্‌ভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেবদুর্লভ শ্রীচরণতলে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। একান্তকে অসৎ, অবিদ্যা আ'নিয়া পরমমঙ্গলময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা-প্রকোষ্ঠ শ্রীমঠে আশ্রয় লইবার সুবর্ণসুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। হরিসেবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন যথা-বুদ্ধিতে আমি তাহা অক্ষরিকরূপে পালনও করিলাম। সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীমঠের আশ্রয় লইলাম, বৈষ্ণববসন পরিধান করিলাম, শিখ-সূত্র ধারণ করিলাম, দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলক, ত্রিসন্ধ্যা-আহ্নিক, গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম, শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং পাঠ-কীর্ত্তন আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতে লাগিলাম। বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলাম। হরিভজনের বাহিরের যাহা কিছু হাব-ভাব চালচলন সেইসকল ঠাটবাট আমার পূর্ণমাত্রায় আছে। কিন্তু এতসব করিয়াও "আমার হরিভজন হইল না, গুরুসেবা হইল না, আমি যেই তিমির সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিলাম" বলিয়া মায়াপ্রকার সন্দেহজনক প্রশ্ন আসিয়া আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে কেন? এখন বুঝিতেছি সত্যসত্যই আমার হরিভজন হইল না—শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা হইতেছে না। যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও সৎসিদ্ধান্তাদি আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইত, অনর্থের পরাক্রম দিন দিন হ্রাস পাইত ও থাকিত—গুরুসেবার উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত, নিজের অযোগ্যতা ও পাপিষ্ঠতা উপলব্ধি হইত। কিন্তু কই তাহা ত' হইতেছে না! গুরুসেবাপ্রাপ্তিলালসা ত' আমার হৃদয়ে জাগিল না! স্থূল-সূক্ষ্ম সংসারচিন্তা হইতে ত' অব্যাহতি পাইলাম না! আমার দুর্দ্দমনীয় রিপুসকল ও বিষয়সংগ্রহলিপ্সু, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি হরিভজনের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।

জিহ্বা টানে রস প্রতি উপস্থ কদর্থে।
উদর ক্ষোভয়ে টানে বিষয় অনর্থে॥
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু রূপে যায়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে বহুপত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয়ে মোর মন তথা॥
দুর্দ্দম দুর্জ্জয় মন অসাধু সাধন।
কাম ক্রোধ লোভ মদ এমাত্র ধন॥

বর্ত্তমানে আমার অবস্থা এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার হৃষীকসকল হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হইল না, উপরন্তু হৃষীকেশের সেবায় কণ্টক হইল। তাই আমি শ্রীগুরুদেবের—শ্রীআচার্য্যদেবের অযাচিত দয়লাভ করিয়াও তাঁহাদের দয় করিতে পারি নাই ও পারিতেছি না। মঠে বাস করিয়াও মঠের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি হইল না। আমার ভোগোন্মুখ কর্ণে গুরুবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত চেতনবাণী প্রবেশ করিতেছে না, তাঁহাদের কীর্ত্তিত মঙ্গলময় উপদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না; তাই দুর্দ্দৈবও কাটিতেছে না। হরিভজনে আমার উৎসাহ নাই; গুরুগৃহে বাস, গুরুপাদপদ্মসেবাই যে আমার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র ধর্ম্ম এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিলাম না; গুরুপাদপদ্ম-সেবায় ধৈর্য্য আমার নাই। গুরুবৈষ্ণবের মহান্ আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও আমি তাহার অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। সৎসঙ্গ-প্রভাবে আমি দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্গপরিত্যাগে যথাপি কঠোর হইতে পারিলাম না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্য প্রাকৃতবুদ্ধি আমার গেল না, শ্রীবিগ্রহে কাঠ-পাথর বুদ্ধি, শ্রীশালগ্রামে পাথর-বুদ্ধি, মহাপ্রসাদে অন্নপ্রাকৃতবুদ্ধি, কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে বৃক্ষবুদ্ধি করিলাম, অপ্রাকৃত চিন্ময় দ্রবরূপধারিণী শ্রীগঙ্গাকে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগে পাপক্ষালনের বা পুণ্যার্জ্জনের বস্তু বলিয়া মনে হইতে লাগিল, ভগবদ্ভাবে প্রাকৃতবুদ্ধি হইল, ভগবৎ-প্রিয়তম বৈষ্ণবগণকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া অনন্ত নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছি।

হায় হায়, আমি সংসারত্যাগী সাজিয়া সাধুর বেশ ধরিয়া, মঠবাসের অভিনয় করিয়া কপট সাধুবেশধারী রাবণের ন্যায় কি ভণ্ডামিই না করিতে আরম্ভ করিয়াছি! গুরুপাদপদ্মসেবার জন্য সংসার ত্যাগ করিলাম, গুরুসেবা আমার হইল না। সংসারকে ছাড়িলেও সংসার আমাকে ছাড়িল না! সংসারের কনক-কামিনী-স্পৃহা—লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশা আমাকে ছাড়িল না! অসৎসঙ্গবাসনা বর্জিত না হইলে—ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছাভিলাষ বিদূরিত না হইলে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। হায়! আমি কিন্তু বড় উৎসাহ, নিষ্ঠা, ধৈর্য্যাদি দেখাই তবুও চাই—প্রতিষ্ঠা। আমি প্রবন্ধ লিখি, কবিতা-লিখি, বক্তৃতা দিই, পাঠ করি, কীর্ত্তন করি, বড় বড় সেবার কাজ করি কেবল প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রতিষ্ঠা না পাইলে আমার মন দমিয়া যায়, সেবাকার্য্যে আর উৎসাহ থাকে না, ধৈর্য্য থাকে না। পাঠ-কীর্ত্তনের পর আমি উৎকর্ণ হইয়া থাকি, কেউ আমার পাঠের প্রশংসা করিতেছে কি নিন্দা করিতেছে। প্রশংসা করিতেছে শুনিলে আমার মন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, আর নিন্দা শুনিলে পাঠকীর্ত্তন সেবায় উৎসাহ থাকে না; ক্রমশঃ সেই সেবা হইতে ছুটী লাভের জন্য যত্ন করি। পাঠ-বক্তৃতাকে বৃথা গলাবাজি ও পরিশ্রম মনে করি। প্রবন্ধের নীচে—কবিতার নীচে আমার নাম না দেখিলে বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে কিছু দেরী দেখিলে আমি ক্রোধে দুঃখে অন্ধ হইয়া যাই—প্রবন্ধাদি লিখিতে আর ইচ্ছা হয় না। আমি চাই লোকে বলুক আমার প্রবন্ধ বড় ভাল হইয়াছে, পাঠ-কীর্ত্তন সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে, আমার সুমধুর কীর্ত্তন-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি ভাল গায়ক, বাদক বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে সার্টিফিকেট যোগাড় করিবার চেষ্টা করি। এ'ই আমার গোড়াকপাল!

হায়রে দুর্দ্দৈব! সংসার ছাড়িয়াও হরিভজনকালের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় প্রতিষ্ঠাকে ছাড়িতে পারিলাম না! মঠের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া যে-কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট কাজ করি, মন লাগাইয়া করি না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় আমি মন লাগাইয়া খুব উৎসাহের সহিতও কাজ করি; অনেক সময় আমি বৈষ্ণবগণের নিকট বলি—আমার সেবাকার্য্যের চাপ এত বেশী যে, আর আহারের পর্য্যন্ত করিবার সময় পাই না। হরিনাম করিবার সময় নাই, হরিকথা শ্রবণ করিবার, গ্রন্থপাঠ করিবার সময় হয় না বলিয়া কলে-কৌশলে বৈষ্ণবগণের নিকট জানাইয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লই। অনেক সময় ছিন্ন অপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া, ছোট খাট কাপড় পরিয়া আমার কঠোর বৈরাগ্য প্রদর্শন করি, ভক্তে উদাসীনতার ভাণ দেখাই—যদি কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। প্রতিষ্ঠা পাইব না বলিয়া কম করিয়া খাই, ভাল জিনিষ খাই না। অনেক সময় বৈষ্ণবগণ আমার কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য অন্য লোকের সাম্‌নে আমাকে নিন্দা-তিরস্কারাদি করিলে আমি শোকে, দুঃখে, লজ্জায় অধীর হইয়া পড়ি, মনে মরিয়া যাই—আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব হইল বলিয়া লোকে আমাকে মান-সম্মান দিবে না বলিয়া—তাহাদের নিকট আমার বাহাদুরী খাটিবে না বলিয়া।

হায়! এইজন্যই কি আমার মঠবাস? এইজন্যই কি আমি সংসার ত্যাগ করিলাম? মঠবাস (?) করিয়া আমার কি লাভ হইল? গুরুগৃহে বাস করিয়া—সাধুসঙ্গে থাকিয়া আমার কি লাভ হইল? প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই কি আমি সংসার ছাড়িলাম? সংসারেও ত' প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইত। সাধুর ভাণ করিয়া—ভগবানের সেবার ছলনা করিয়া অনন্ত নিরয়ের পথ প্রশস্ত করাই কি আমার কাম্য হইয়া পড়িল? হায় মন! এই প্রকার কপটতা করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? এই সকল কথা কি তোমার চিন্তনীয় বিষয় হইবে না? অন্তর্য্যামী গুরুবৈষ্ণবকে ফাঁকি দিতে গিয়া পরিণামে তোমার কি লাভ হইবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? প্রতিষ্ঠা যে তোমার অন্তরের অন্তস্তল প্রদেশে লুক্কায়িত থাকিয়া তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রৌরব নরকে নিক্ষেপ করিতেছে তাহা কি তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে না? এত উদাসীন হইলে চলিবে কেন? গোলোকের ট্রেণ আজ ভূলোকে অবতীর্ণ করিয়াছে, প্লাটফরমে পৌঁছিয়াছে, হুইশিল দিয়াছে, তথাপি তোমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না কেন? বুঝিতেছি তোমার ভাগ্য অতি মন্দ তোমার নিজের লোকসকল ট্রেণে চাপিয়াছেন, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছেন, তাঁহারা যে-কোনও মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইবেন, তথাপি তুমি একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখিলে না? বুঝিলাম, অনন্ত পাপিষ্ঠ তুমি, অনন্তনরকলাভ তোমার অবশ্যম্ভাবী।

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥

হায়, জীবনের অমূল্য দিনগুলি বৃথা চলিয়া যাইতেছে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার পরমায়ুও শেষ হইয়া যাইতেছে, যে-কোনও মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাইতে পারি।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

জীবন অতিবাহিত হইলেও ইহাতে নিত্যমঙ্গল লাভ করা যায়। 'গুরু ভজিবার তরে সংসারে আইনু', 'মনুষ্য ভজনের মূল'; সতপশিক্ষার মানুষ হয় হরিভজন করিবার জন্য। তাই, যদি মনুষ্যজন্ম পাইয়াও, মঠবাসের অভিনয় করিয়াও যদি হরিভজন না করি—নিত্যমঙ্গললাভে উদাসীন হই, যদি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠালাভেই সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম লাভে যে যোগ্যতা পাইয়াছিল তাহা হারাইয়া ফেলিলাম। আচার-বিচারের কোনও আবশ্যক নাই—ঘরে থাকিয়া জগজ্জাল সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, যদি মঠে বাস করিয়া গুরুসেবা না হইল। এরূপ মঠবাস করিয়া আমার কি লাভ হইবে, যদি—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥"

—এই বিচারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি। যতদিন জগতের সমস্ত প্রতিষ্ঠা নিত্যমঙ্গলের শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে না পারি, ততদিন শ্রীচৈতন্যমঠবাস আমার হইবে না। যতদিন এজগতের ধন-জনাদির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে—লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা থাকিবে ততদিন মঠবাস হইবে না। যাঁহারা অকিঞ্চন, যাঁহারা গুরুপাদপদ্মের সুখ-সুবিধা ব্যতীত নিজ জড় সুখ-সুবিধার জন্য কিছুই চাহেন না বা গ্রহণ করেন না—যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'তদ্-ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্যভৃত্য' হইবার জন্য সতত লালায়িত, তাঁহারাই মঠবাসী। যাঁহারা নিষ্কপটে—

"তুমি গৃহবাসী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
ধন জন গৃহবাস তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন।
তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা॥
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।"

—বলিতে পারেন ও অনুসরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী—তাঁহারাই আচার্যপাদপদ্মের প্রকৃত সেবক।

তাই বলি হে মন, যদি তুমি প্রকৃত মঙ্গল চাও, যদি হরিভজন করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যহ প্রাণ ঢালিয়া—সর্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণে অর্পিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে।

গুরুদেব!
তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎভোলে, কামাদি-ঝিঙ্কিলে গিলে,
ওহে নাথ, কর পরিত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈনু চোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা॥
পতিতপাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥
তুমি ত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদ্যপি করেছি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিময় প্রবাদনিরসন

[শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-মহোৎসবোপলক্ষে গত ২১।৭।৩৮তাং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রদত্ত বক্তৃতা]

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য বন্দনা করি। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিময়প্রবাদনিরসন।" অর্থাৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরশক্তিস্বরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়ে অভক্তিমার্গের কথাগুলি সিদ্ধান্তসহায়-দ্বারা খণ্ডন ক'রে কিভাবে জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন ক'রেছিলেন, তা'র কিছু আলোচনা ক'রে আমার আত্ম সংশোধনের চেষ্টা ক'রবো। আজ আমার শরীর কিছু অসুস্থ হ'লেও বৈষ্ণবের আদেশ শিরে ধারণ ক'রে তাঁ'দের মুখে যে কিছু ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শুনেছি, তা' আবৃত্তির চেষ্টা ক'রবো; আমি জানি তাহাই জীবের নিরন্তর শ্রোতব্য, কীর্তনীয় ও স্মর্তব্য-বিষয়। ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর সঙ্গে যাঁর আত্মীয়তা হ'য়েছে, তন্ময় হ'য়ে সেবোন্মুখ কর্ণে যিনি সেই বাণীশ্রবণের সৌভাগ্য পে'য়েছেন, তিনিই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি ব'লেছেন, কি ক'রে অভক্তিমার্গ, কুমত, কুপথ নিরসন ক'রেছেন, তা' বুঝ্তে পারবেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যিনি সর্বস্ব নিয়োগ ক'রতে পে'রেছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁ'রই নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রবেন। আবার সেই ভক্তিবিনোদ সরস্বতীকে বুঝ্তে হ'লে যিনি সেই বিনোদবাণীর একমাত্র প্রকাশক, ভক্তিবিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব, গৌড়ীয়দিগের বর্তমান আচার্যবর, তাঁর শ্রীচরণে নিষ্কপটভাবে নিবেদিতাত্মা হ'তে হ'বে। যাঁ'রা চ'ক্ষণ-থাকার মধ্যে চ'ক্ষণথাকাই, সতত সর্বক্ষণ জীবন গুরুসেবার্পণে নিযুক্ত করেন, তাঁ'রাই আচার্য। আমরা যদি সেই 'নিজাভীষ্ট সর্বাভীষ্টপ্রদ-শ্রীরূপানুগবর' আচার্যপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে উপনীত হ'তে পারি, তা'হলেই ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী আমাদের হৃদয়ে উদিত হ'বেন। আচার্যপাদপদ্মে আসক্ত হ'লে আচার্য সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে ব'লেছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে সাধু-সঙ্গের বিচার গ্রহণ ক'রতে হ'বে, নতুবা দুঃসঙ্গ দোষ সাধুসঙ্গ হ'বে না, সাধুর কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হ'বে না। যদি আমরা সাধুসঙ্গকে সুযোগ হ'তে চাই, তা'হ'লে আচার্যের এই উপদেশগুলি শুনবো, এবং সুযোগ হ'লে দুঃসঙ্গ ছেড়ে সাধুসঙ্গের জন্য ক'রে আত্মবঞ্চনা ক'রবো। সাধুগণ শাস্ত্র-যুক্তিরূপ অস্ত্র বা মনের বিশেষ আসক্তির গ্রন্থিগুলি ছেদন ক'রে দেন। শাস্ত্রযুক্তি double aged lancet স্বরূপ। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত এই lancet দিয়ে অস্ত্র কেহ অস্ত্র ক'রতে পারে না। রোগীর পেটের মধ্যে ক্রিমি বা প্লীহা থাকলে সারবান্ আহার্যগুলি তা'রাই খেয়ে ফেলে দেয়, শরীরকে পুষ্ট হ'তে দেয় না, বরং ধ্বংসই ক'রে দেয়। সেই প্রকার কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠারূপ প্লীহা বা 'ক্রিমি'সকল বস্তুগুলি আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপ হরিকথাগুলি গ্রহণ না করার দরুণ আমাদের আত্মপুষ্টির পথকে নষ্ট ক'রে দেয়। অসৎসঙ্গ থাকলে হরিকথা এক কাণ দিয়ে ঢুকে, আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্রবণ কীর্তন বা সাধুদিগের অভিনয় খুব চলতে থাকে বটে, কিন্তু সবই অন্তঃসারশূন্য।

'দুঃসঙ্গ' ক'হয়ে 'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
(চৈঃ চঃ ম ২০।৯৮)

এত বড় আত্মবঞ্চনা আর কিছুই নাই। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী, জীবহিংসা—ইহারা সবই প্রতিষ্ঠাশাক্রিয়াজাত। অনর্থেরা ও বৈষ্ণবাপরাধকে আশ্রয় ক'রেই এরা পুষ্টিলাভ ক'রে থাকে। এই সকল আত্মবঞ্চনা হৃদয়ে থাকতে কখনই হরিকথার প্রকৃত রুচি হয় না, গৌড়ীয়মঠের আশ্রিতাভিমানী কতকগুলি বিপথগামী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আমাদিগকে এবিষয়ে অনেক শিক্ষাদান ক'রেছে। মানুষ কি ক'রে নিজে বঞ্চিত হ'য়ে অপরকে বঞ্চনা করবার দুর্ভাগ্য বরণ করে, তা'র প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উক্ত বিপথগামিগণের আচারে, বিচারে ও চরিত্রে সর্বতোভাবে দেদীপ্যমান। "মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ।" আমার গুরুপাদপদ্ম যা' ব'লেছেন, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঐশ্বর্য একত্র ক'রলেও তাঁ'র সেই মহামূল্য বাণীর একটি বর্ণেরও মূল্য দিতে সমর্থ হয় না। জগতের কোন্ সম্প্রদায়েই তাঁ'র কথার মত এমন বিশুদ্ধ কথা পাওয়া যায় না। সেইরূপ গুরুদেবকে পরিত্যাগ ক'রে নিজের পথ পরিষ্কার করা কতবড় দুর্ভাগ্যের পরিচয়, তা' বলবার ভাষা নাই।

ঠাকুর সর্বাগ্রেই ব'লেছেন,—
অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

যোষিৎসঙ্গী ভোগী, আর কৃষ্ণাভক্তই ত্যাগী। এই দুটো দুমুখো সাপের মত, একটা ভোগ, আর একটা ফল্গুবৈরাগ্য। এই দুটোই অভক্তিময়বাদ। ভক্তিপথের মধ্যে ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই। কেননা, যেখানে সবই কৃষ্ণের ব'লে বিচার, সেখানে আমার দিক্ দিয়ে ভোগ বা ত্যাগের কোন প্রশ্নই নাই। যখন আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যাই, স্বরূপ ভুলে যেতাম পূর্বাবস্থিত হই, তখনই নানাপ্রকার ভুলের বা কুমতের আবিষ্কার হয়। তাই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীশচী-নন্দন শচীসুত হ'য়ে স্বয়ং জগৎ সকলকেই তাঁ'দের স্বরূপের পরিচয় শুনালেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

ভক্তবৎসলকে সন্মুখীন ক'রলে, বৈষ্ণবের [illegible] ক'রলে—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "অতো বিষ্ণো [illegible]" প্রভৃতি বিচার ভুলে গেলেই বহির্মুখতা, অসদ্বৃত্তি, জড়মোহিনা, অপরাধ রূপ মহা-চক্র এসে জীবকে গ্রাস করে, স্বরূপের স্মৃতিগুলি মায়ামোহিত হয়। তখন দু'টি ও দুরাচারী কবলে কবলিত হ'য়ে জীব বহির্মুখ হ'য়ে যায়, মুমুক্ষুদিগের পদাশ্রয় [illegible] দিগের [illegible] হয়।

[illegible] হেন মানুষ হয়।
মায়াবাদ জীবের হয় সেবার উপায়।

তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান ক'রেছেন,—

(অতঃপর ৫ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন-নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রী...মন্দির, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, ...চার আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন বাণিজ্যাগারকরে অভিধ ... প্রদর্শনী আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ... কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রবচনচতুষ্টয় বেদাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ঢাকাস্থিত পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ আমঘাটা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটতলা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ... রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১নং ... বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রভুপাদানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেমলাটি,

পোঃ ... জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) কালাহাণ্ড-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভবানীপাটনা, কালাহাণ্ড

শ্রীগৌরগোপালকাঞ্চনগিরিধারীর সেবা

(৫২) রাধাকান্ত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, ... সোনাবতী ...

শ্রীশ্রীগৌরগোপালগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) সালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ মঙ্গলকোট, ...

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) ভক্তি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজে (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণনগর, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ... রোড

ক্ল্যাপ্‌টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... চাটার্জ্জি লেন ...

... রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কোয়ালিটি লিভার ওয়াচ
মূল্য মাত্র ২৸০ আনা

সম্পূর্ণ হাফকাপালের লেপ, মজবুত লিভারযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত স্প্রিংয়ের মূল্য ২৸০, রেডিয়ামযুক্ত ৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, সুরেলসহ নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। পোষ্টেজ ৷৶০ তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)
পোঃ বক্স ১২২০৭—কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
পাতনাশী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
একারেজ কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
পাতনাশী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাঁকাবি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
জাহাজী ধান	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
কুলবরকাবর ঐ	৬৲—৬৶০
ক্যানসোলস ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা এ (২	৫/০—৫/০
আটা (এম)	৪৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩৸০—৩৸৶০
ছাতু	৩৸৶০—৩৸০
ভূষি	৩৸৶০—৩৸৶০

যুদ্ধের দর

কচুরা	৫৭৲
হায়দরাবাদ	৫৭৲
বুধনেশ্বরী	৫০৲
কলা	৪৫৲
পাকাপাকা	৩৬৷০৲

তার	৫৲
কাবুলে	৩৬৲
গজা পাতা	৫১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতের দর

আমেরিকান লোলার কাটন	৫৪৲
সিটি ও আমেরিকান কটন	৪০৲
করাচি সুরটের কাটন	৪০৲
কার্পাস তাগা	৯৲
ঐ কাটন	১০৲

বেলেজি মসলা

	প্রতি মণ
পাতন সাত	
সুপারী বেগী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুঁঠ পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লোহ ও হার্ডওয়ার

৭৷৮৷৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ যে শাকা হালকা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা ষ্টেনটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷০—১০৲
এঙ্গেল (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
একেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	৮ ১৯৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
বীম	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
গ্রেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০- ৬৷০ হন্দর
গোল ও চ কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু পয়রে	৬৸০—৭৷০
গোল ও চ বি-ভরকোল ও করাকেটের	৭৷০
ঐ	৬৸০—৭৸০
সূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
৫টকলের ঢালাই ৫৶০, পাটের ঢালাই ৬৷০	
ভুসার ঢালাই ৪৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৩-৫ বলরাম ঘোষ লেন, বড়বাজার
কলিকাতা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব =

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং দেশের বিখ্যাত বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি. পি. বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইনিই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এদেশে মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে. পি. বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায়ে ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি. পি. বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটামিন্ড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, প্লীহাযকৃৎ অনেকপ্রকার রোগ ... বাহিরাই ইহার কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিবে। নিত্য নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার কষ্ট দূর হইল কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উড্‌টার্ডিজিট রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীমদ্ গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের মহামূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যেক মঙ্গল এক আত্রায় !!

কলেরা, অম্ল অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, প্লীহা, যকৃৎ, পতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ১০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা স্থাপিত) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিকদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি ২	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-০৬ ৭-০৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-০৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০

কৃষ্ণনগর ৬ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১

৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১

(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট
(গাড়ীবদল) ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৪ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৩৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮, সোমবার [১০২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:::(o):::—

নদীয়ার পল্লীতে ভীষণ বন্যা

নদীয়া জেলার গ্রামসমূহ ভীষণ বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। জলঙ্গী ও গঙ্গা নদীর তীর অতিক্রম করিয়া গ্রামের মধ্যে জল ঢুকিয়াছে। চাষাদের মাটীর দেওয়াল ভূমিসাৎ হইতেছে। ধান্যক্ষেত্রের উপর গভীর জল থৈ থৈ করিতেছে। গো-মহিষাদি পশু (মেষ) ডুবিয়া গিয়াছে। কৃষকগণ ও গ্রামবাসীগণ অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছে। ধান্য ও অন্যান্য ফসল ডুবিয়া যাওয়ায় সত্বরই দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ফরাসী ভারতের নূতন গবর্ণর

ফরাসী ভারতের গবর্ণর মঃ কোকলিয়া অদ্য ১৫ই আগষ্ট তারিখে বিমানযোগে ফ্রান্স যাত্রা করিবেন এবং নূতন গবর্ণর মিঃ বোনভা কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

———

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ধর্ম্মঘট

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রায় আড়াই শত ছাত্র গত ৮ই আগষ্ট হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। গত ডিসেম্বরের প্রথমে যখন ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করে, তখন মিট মাটের যে সকল সর্ত্ত স্থির হইয়াছিল তদনুসারে তাহাদের দাবী পূর্ণ হয় নাই বলিয়া, ছাত্রেরা পুনরায় ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ছাত্রগণ দাবী ঘোষণা করিয়া নানা প্রকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে।

নদীয়ার গ্রামে সভাসমিতি

গত ৩১শে জুলাই রবিবার বিকাল ৬টায় বারাসত ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে তথাকার গ্রামের কৃষকগণের একটি সভা হয়। নদীয়া জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক হরেন বসু [illegible] ও মহাজনী প্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কৃষককর্ম্মী মহাদেব ঘোষ ও মনমোহন হালদার কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নিম্ন ও উচ্চ আইন-সভায় যে প্রজা স্বত্ব আইন সংশোধন বিল পাশ হয় তাহা কৃষকের দারিদ্র্য, অনাহার ও দেনার সমস্যা সমাধানের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী নয়। এইরূপ একটি বিলেও গবর্ণর সম্মতি না দিয়া আইন-সভার আদেশ উপেক্ষা করায় মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ না করায় বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গত ২৪শে জুলাই তারিখে রাত্রি ৮ ঘটিকায় নদীয়া জেলা কৃষক সমিতির অফিসে [illegible] গ্রামের [illegible] রাণাঘাটের ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যানদের এক সভা হয়। সভায় সহর ও মফঃস্বলের ভাড়ার [illegible] স্থিরীকৃত হয় ও একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

গোয়ালপাড়া জেলার অবস্থা

অনাহারে থাকিয়া অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণে উদর-আমা [illegible] কারণে [illegible] পীর সাহেবের বাড়ীতে ও জোতে—২২জন, তারাপুর ৫জন ও মোল্লাবাড়ী মাঠের ২জন মোট ৩০জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যহ বহু সংখ্যক মানুষ ও পশুর মৃত্যু সংবাদ আসিতেছে। আমাদের কৃষক সভা কর্ম্মীর অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়া বিশেষ এ সংবাদ পাইয়াছেন। ঐ অঞ্চলে সরকারী কোন চিকিৎসা ব্যবস্থার কোন চেষ্টা হইতেছে না। মানুষ ও পশুর [illegible] জেলা [illegible] না করিলে অচিরেই ঐ অঞ্চলে [illegible] অবস্থার উদ্ভব হইবে। [illegible] ঐ অঞ্চলে [illegible] ডাক্তার আসিয়াছেন।

[illegible] প্রধান আন্দোলনের মুখ্য [illegible] একটি [illegible] টাকায় [illegible] নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

চীন জাপান সংবাদ

হোঙ্কাও-এর উপর ৩০টি জাপ বিমান প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালায়। ফলে ছয় শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। [illegible] জাপ বিমান আকাশে দেখা দেয়, কিন্তু আকাশ রক্ষার ব্যবস্থা থাকায় জাপ বিমান পলাইতে বাধ্য হয়। উচাং-এর [illegible] কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যে তিনটী বোমা পড়ে এবং একটি প্রাঙ্গণের বাহিরে একটী বোমা পড়ে। [illegible] কলেজের [illegible] কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছে।

চীনা বিমান ঘাঁটি হইতে এই দাবী করা হইয়াছে যে, চীন বিমানবহর কিউকিয়াং-এর নিকটবর্ত্তী জাপ নৌবহরের উপর [illegible] ১০টি জাপ [illegible] হয়।

— —

জাপ সোভিয়েট সংবাদ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, মঃ লিটভিনভ [illegible]-সোভিয়েট সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার উপায় সম্বন্ধে জাপানের নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সংবাদে [illegible]

[illegible]

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
তন্মধ্যে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ২০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। বাদল-আলোক ।৹
১৯ [illegible] ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ।৶৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।৹
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমাম্ভোজমরন্দ (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। জীব-বিশ্ব-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চন-পথ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সংখ্যাবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স ।৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনবায়াসেড ডিসিশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম বর্ষ ॥ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮ সোমবার } ১৭০১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাবোৎসব

বিশ্বে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল কেন্দ্র আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১১ই আগষ্ট শনিবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে দিবারাত্র পাঠ-কীর্ত্তনের দ্বারা তিথিপূজার বিশেষ ব্যবস্থা হয়।

প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে সংকীর্ত্তন যোগে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়। পরে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে দৈন্য ও প্রার্থনা-সূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ জগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর মহিমা সম্বন্ধে এক ঘণ্টার উপর পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

বেলা ১২ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকাদি অন্তে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ। অপরাহ্ণে নাটমন্দিরে ভক্তসম্মেলনে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর মহিমা আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে।

শ্রীপাদ জয়গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রথমে "গৌড়ীয়" পত্রিকা হইতে শ্রীবলদেব প্রভুর মহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ঘণ্টাধিক কাল যাবৎ শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভক্ত ও ভগবানের প্রকটাপ্রকটের মহিমা, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় দেহ—যাবতীয় চিদ্বস্তুর আকর শ্রীবলদেবের স্বরূপ, শ্রীবলরাম যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর, মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের বৈশিষ্ট্য, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের মহিমা ও তাঁহাদের কার্য্য, অবতারাবলীর সংক্ষেপ পরিচয় এবং গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু যে রাম-নৃসিংহাদি যাবতীয় অবতারাবলীর কারণ তদ্বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই যে অভিন্ন শ্রীবলরাম, তাঁহার কৃপাতেই জীবের কৃষ্ণকৃপা-লাভ ঘটে তাহাও বিশেষরূপে আলোচিত হয়।

অনন্তর শ্রীপাদ বেদান্তীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনন্দন প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর মহিমা সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। কীর্ত্তনাদি অন্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় আত্ম-দৈন্য জ্ঞাপনান্তে দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ বিস্তর যুক্তিতর্কাদি অবলম্বনে শ্রীশ্রীবলদেব-মহিমা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাও বিশেষরূপে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ জয়গোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

ব্রহ্মদেশের পেগু ডিভিসনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের রেঙ্গুণশাখার সঞ্চালকগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর শিক্ষাসমূহ কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৭শে জুলাই মঙ্গলবার পেগুনগরস্থ "বাঙ্গালী ক্লাবপ্রাঙ্গণে" "শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলা-ও শিক্ষা" সম্বন্ধে উপদেশক শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী দুই ঘণ্টাধিককাল ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় পেগুপ্রবাসী সমস্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-গণ উপস্থিত ছিলেন। আরম্ভে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারিগণের ভজন স্তোত্রাদি কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৮শে জুলাই বুধবার উক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "ব্রজবালা-ছলনের মধ্যে মোহন বেণুর কাহিনী (?) ... (?) হইয়া দধিভাণ্ড ভঙ্গ ও ননী চুরি প্রসঙ্গমুখে মর্কটকে ননী প্রদানলীলা" পাঠ করেন। আরম্ভে সংকীর্ত্তন হয়। স্থানীয় পেগু প্রবাসী শিক্ষিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া মনোযোগসহকারে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করত পরমার্থপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন।

২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার পেগুপ্রবাসী হ্যাণ্ড কোর্টের মিঃ জে, এন, দে মহাশয়ের আলয়ে উক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অপরে পরস্পর সম্বন্ধের দ্বন্দ্বের কারণ" ইত্যাদি উপলক্ষে এবং অশোক-ষষ্ঠী নিমন্ত্রণ সেবা উপলক্ষে "ভক্তরাজের শরণাগতি"র বিষয় এবং জগন্মঙ্গল-বাণী ও কৃষ্ণভক্তি-সাধক ভক্তের প্রার্থনাচ্ছলে "কুন্তীদেবীর কৃষ্ণস্তবাবলী" পাঠ করেন। আরম্ভে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিহিত হয়।

গত ৪ঠা আগষ্ট বৃহস্পতিবার পেগুপ্রবাসী সম্মানিত উকীল ... কোর্ট শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু বি এ, বি-এল মহোদয়ের আগ্রহে পুনরায় "বস্ত্রবিনাশ" "প্রাপ্তস্বামী" শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত হইতে [illegible]

[illegible]

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান। নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। কেহ শয়তানের কবলে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করিব।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

হৃষীকেশ সর্ব্বশিব সর্ব্বদ গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি নামে দুইটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। স্থূলশরীর বা জড়ীয় বাসনা-কোষ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই স্থূল-শরীরের পতন বা জড়ীয়-বাসনা নির্ম্মুক্তের নামই স্বরূপসিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা বস্তুসিদ্ধি।

ভগবানের ভজন হইতেছে না, হরিকথা বলিতে পারিতেছি না, ইহাই আমাদের অসুখের বিষয়, ইহাই একমাত্র কারণ। হরিকথা না থাকলেই শারীরিক বা মানসিক ক্লেশের চিন্তা আসিয়া লোক সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। নিজেরা হরিকথা শ্রবণ করিবে না, দিবারাত্র অন্যায় বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে আর যিনি হরিকীর্ত্তন করিতে যাইবেন, তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইবে, মানুষের এইরূপ বিচার আদৌ আদরণীয় নহে। আমি হরিকথা বলিবার লোক পাই আর না পাই, আমার ভজনে কেহই বাধা দিতে পারেন না—"নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্" ইহাই আমার সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনার বিষয়। "অনন্যোপায়ং মায়ায় ভক্তিযোগমহোদকে"—অন্যোদকে ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই যাইবার নহে।' সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন। সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।"—এই বিচারটী সর্ব্বক্ষণ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীরূপসনাতন অপার ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও ঐসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে ভগবদ্ভজনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলাদর্শ প্রকট করিয়া যে শিক্ষা দিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বদা তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনে মনোনিবেশই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বস্তুটী পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহাকে পাইবার চেষ্টার নাম বিপ্রলম্ভ। মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভানুসরণে ভজন করিতে হইবে। আত্মার মঙ্গলোন্নতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শ্রীগুরুকৃপা হইতে সব লাভ হয়, আমরা লঘু, আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবাকারী বস্তুসকল ভগবানের সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়-জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুদ্ধিতে সেবার বিচার আমাদের না হউক।

পুনঃপুনঃ দুঃখ জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মানুষের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎ সেবা-বিমুখের জন্য মায়ার এই বিধান। যাঁহারা জগৎ-ভোক্তা হন, তাঁহারা দুঃখ বরণ করেন। মনুষ্যের সেবাবিমুখতাক্রমে এই বিচার আসে। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। চৌদ্দভুবন অমঙ্গলের দুঃখপূর্ণ। যিনি স্রষ্টা তাঁহার লোকও তদ্রূপ। তাহাকে কৃষ্ণসেবাবিকাশে বাধা আসে। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিবর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছি; ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাজ যাতে হওয়া কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষবিচারপর হইয়া নিস্তব্ধ স্থাপন করেন, তাঁহার গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হয় নাই। বামভক্তির প্রাদুর্ভাব ত্যাগ করিয়া অহংগ্রহোপাসনার ভক্তবেষ্টিত যাহাদের, তাহাদের মৌখিক গুরুপাদাশ্রয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া বুভুক্ষাদ্বারা অমঙ্গলই বরণ করিব—ইহা ভোগীর বিচার। যাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, এইরূপ বিচার তাহাদের নাই। আমরা বর্ত্তমানে সেবাবিমুখ হইয়া এজগতে আসিয়াছি; সকলে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল; কেহ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত করিলে সে বড় খারাপ লোক; এ দুর্দ্দৈব হাত হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। অনেক অন্য কাজ আছে।

অর্চ্চন নিজে নিজে করা হয়, অপরে দেখে না; কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কাণে নিনাদিত হয়, সেই বাক্য শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বা তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন। কীর্ত্তনের মধ্যে বিষের সংযোগ আসিলে—ভোগ্য ও ত্যাজ্য কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ার চরিতজ্ঞ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে চিত্ত মার্জ্জিত হয়—এই পুনঃপুনঃ বিষের ভোগী বা ত্যাগীসূত্রে যে আবর্চার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে ১০০ অংশ সেবা না করিলে তাহার বিচার গ্রহণ করিব না।

কৃষ্ণের নাম প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না। স্থূল শরীর ভোগ্য। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত শরীরকে 'আমি' বুঝায়, এতদবস্থায় আবদ্ধ থাকলে হরিনাম হয় না। জিহ্বা স্পর্শিত হইলেও অচেতন জগতেরই ক্রিয়া হইবে। সেবোন্মুখ হইলে স্বতঃই হরিনাম হবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ভোজন-কালে, পানকালে বা জিহ্বা স্পন্দিত না হইলে কিরূপে নাম হবে? কিন্তু এরূপ বিচার করিতে হইবে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিচার করে যে, প্রপঞ্চজাত জগতে আবদ্ধ লোকের জিহ্বা ও শুদ্ধভক্তের জিহ্বা এক; কিন্তু তাহা নহে। জড়জিহ্বা শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারে না। জিহ্বা জিহ্বা কাজে অন্য প্রকারে জিহ্বার স্পন্দন হয় অন্য বাক্যোচ্চারণে স্তব্ধ হয়; কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের জিহ্বা প্রাকৃত জিহ্বা নহে, তাহা চেতনময়ী, তাহা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করে। প্রাকৃতসহজিয়া বিচার করে যে, ১০৲ টাকা খরচ করিলেই বৃন্দাবনে যাওয়া যায়, এ বিচার ঠিক নহে।

ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যে রসে ভগবানকে আশ্রয় করেন, সেই রসের আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ যাঁকে ভগবৎ-প্রকাশ বলা হয়। আমাদের যদি কোন প্রকার দম্ভ এসে উপস্থিত হয়, তা'হলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট সেবায় অগ্রসর হ'তে পা'রব না, বরং অধঃপতন উপস্থিত হ'বে। অধঃপতনের পূর্ব্বে অশ্রদ্ধা ব'লে একটা জিনিষ আসে। যদি হরিকথা কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই মঙ্গল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিমতবাদনিরসন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪১ সংখ্যার পর)

নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল, যোগশাস্ত্রকার কৈবল্যবাদী পতঞ্জলি, ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতম, বৈশেষিক, কণভোজী বা কণাদ, পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি, শূন্যবাদী বৌদ্ধ, নির্বিশেষবাদী শঙ্কর ইঁহারা সকলেই অভক্তি-মতবাদী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এঁদের সকলেরই মতবাদ খণ্ডন ক'রে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব স্থাপন ক'রেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ সকল কৃষ্ণভক্তি-বহির্ম্মুখ মতবাদকে দূরতঃ বর্জ্জন ক'রে ভক্তের চরণ লাভ করবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। "ভক্তভক্তচরণরেণু ভজন-অনুকূল"—ইহাই ঠাকুরের বিচার। যদি পরমার্থের কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র মূল্য হয়, তা'হ'লে সেই প্রেমধনে ধনী সর্ব্বভূতে ভগবান্ ও ভগবানে সর্ব্বভূত সেব্যসেবক-বিচারে অনবদ্য দর্শনযুক্ত মহাভাগবতের চরণই একমাত্র শরণ্য—একমাত্র আশ্রয়স্থল। যাঁ'রা দুর্দ্দার্শনিকগণের বিচার অনুবর্ত্তন ক'রে ভুক্তিমুক্তিকামনাযুক্ত ফাঁদের মধ্যে পড়েন, তাঁ'রা শুদ্ধভক্তিবহির্ম্মুখ হ'য়ে স্ব স্ব পরকল্পনাসূলে বিষম প্রমাদ উপস্থিত করেন। দুর্দ্দার্শনিকগণ বিমুখবঞ্চনে খাড়া দক্ষ এবং তাঁ'দের পসারও খুব বেশী। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিবিচার-বহির্ম্মুখ হ'য়ে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবার বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁ'রা স্বতন্ত্র পসার জমানো'র বিচার বরণ ক'রেছে, তা'দের শোচনীয় পরিণাম আমাদের বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

বিষয় চিন্তা ক'র্তে ক'র্তেই মানুষ বিষয়-প্রেমী হ'য়ে পড়ে, আর কৃষ্ণ-চিন্তা ক'র্তে ক'র্তেই কৃষ্ণপ্রেমী হয়। 'প্রেম' জিনিষটা কিছু খারাপ নয়। কিন্তু অস্থির চঞ্চলশীল অনিত্য বিষয়ের সঙ্গে প্রেম হ'লেই বিপদে প'ড়তে হয়। মহাজনগণ বিষয়ের সঙ্গে বিষ বা বিষ্ঠার তুলনা ক'রেছেন। আমাদের ভোগীরা চায় কৃষ্ণকে, কিন্তু পায় না। কেননা, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে নাই: পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ ক'র্তে যায়, কিন্তু ফলে বিষয়ই তা'কে ভোগ ক'রে বসে। যযাতি মহারাজ পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগ ক'রে শেষে ব'লেছিলেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম কখনও কামানলকে নির্ব্বাপিত ক'র্তে পারে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তা' নির্ব্বাপিত হ'বার পরিবর্ত্তে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে, তেমনি যে কামের

বিষয় খঁনের অনিশ ব'স্‌ছে, তা'তে বিষয়-ইন্ধন যোগা'লে আরও জ'লে উঠ্‌বে বই নিভ্‌বে না। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের জন্য তাঁ'র কৈবর্ত্তে একটি গান রচনা ক'রেছেন,—

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধু সঙ্গ করি' হরি ভজে যদি
তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥
বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয়,
অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছা'ড়' লহ কৃষ্ণনাম,
অনলে পড়য়ে জল॥

নিত্যাই-চৈতন্যচরণাশ্রয় সেবকগণের কোটিসূর্য্যশীতল চরণছায়া ব্যতীত সংসারানলের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পা'বার আর কোনও উপায় নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌—এই পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়সুখ ভোগ ক'রতে গিয়ে যে কিপ্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তা' পতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, মীন ও মাতঙ্গের দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হ'য়েছে। পশু, পক্ষী প্রভৃতি এক একটা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে প্রাণ হারায়, আর আমরা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত সুতরাং ম'রেই ত' আছি, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রভু বিষয়ের সদ্ব্যবহার হয় হৃষীকেশ অনুশীলনে। 'হৃষীক'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, হৃষীক + ঈশ=হৃষীকেশ—ভগবান্‌। অন্য মতে হৃষীকেশ এক। যখন আমরা গোবিন্দকে ভুলে গিয়ে নিজ'দিগকেই হৃষীকেশ বা গোবিন্দ সাজ'ই, তখন নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করি। তাই সাধু শাস্ত্র মহাজনগণ আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাবধান ক'রে বলছেন—তুমি ভোক্তা নও, জগৎ তোমার ভোগ্য নয়, তুমি কৃষ্ণের ভোগ্য। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র হ'চ্ছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং
জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥

গোবিন্দের ইচ্ছাই সেবাবুদ্ধিতে সেবা কর। সমস্তই তাঁ'র সেবোপকরণ জান, তা'তে ভোগবুদ্ধি করো না। অপরের ধনে লোভ করো না—ইহাই মন্ত্রের শিক্ষা।

জগতে যত মত প্রচলিত দেখা যায়, তা'তে ভোক্তৃবোধ বা মনোধর্ম্মই প্রবল। Altruism বা পরোপকারের নামে যে বিচারটি আজকাল সর্ব্বলোক-প্রশংসিত, তা'তে প্রকৃত উপকার কা'র কতটুকু হ'চ্ছে, তা' কেহই চিন্তা ক'রে দেখেন না। যা'র নিজের কাপড়ে আগুন ধ'রেছে, সে কি ক'রে অন্যের আগুন নিভাবে—একথা একবারও চিন্তা করে না। প্রকৃত উপকার কা'কে বলে, আমি নিজে উপকৃত হ'য়েছি কিনা, উপকারক, উপকার্য্য ও যাহার উপকার ক'র্‌তে হ'বে তা'র স্বরূপ-বিচার না থাক্‌লে অপকারই করা হ'য়ে থাকে। দেহমনের প্রতি যে উপকার আমরা দেখা'তে যাই, তা'তে উপকারক ও উপকৃত—কা'রও কোন নিত্যমঙ্গলের কথা নাই; বরং উপকৃতের নিকট অপকারই প্রতিদান পাওয়া যায়। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় ব'লেছেন—আমি কি তা'র কোন উপকার ক'রেছি যে, সে আমার অপকার ক'র্‌ছে? স্কুল, কলেজ হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, জলাশয় নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া প্রভৃতি যে-সকল উপকারের কথা বস্তুজগতে প্রচলিত [illegible] সমস্তই অনিত্য উপকার। আত্মধর্ম্ম জা'গা'য়ে দেওয়াই নিত্য উপকার। মহাপ্রভু ব'লেছেন—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

নিজে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অন্যকে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করাই মহাপ্রভুর উদ্দিষ্ট পরোপকার। আমরা সেই বিচার গ্রহণ না ক'রে অন্যান্য বিচার গ্রহণ ক'র্‌তে গেলেই আত্মবিনাশ লাভ করি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

ভক্তিপথই একমাত্র আত্মধর্ম্মের পথ, অন্যান্য পথ সব আত্মবিনাশের দিকে নিয়ে যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র কৈবল্য, চৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কেবল তাহাই ব'লেছেন।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥

"ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্‌ ভগবৎপ্রণীতম্‌"। অনর্থযুক্ত জীবপ্রণীত (Man made religion) ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ-রূপ ছলনায় পরিপূর্ণ। বেদের শব্দ—যদ্বারা স্বর্গ কাম, যা'রা তা' চায় না, তা'রা নিজদিগকে [illegible] ত্যাগাকাঙ্ক্ষায় চেতনকে ধ্বংস ক'র্‌বার বিচার গ্রহণ করে। [illegible] তাঁ'দের সম্বন্ধে ব'লেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

নির্ব্বিশেষের ধারণায় অন্ধতমঃ। জ্ঞানী নিজেকে বিনাশ ক'রে যে মুক্তির কল্পনা করেন, তা'কে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত বলা যায় না। যেমন কেউ [illegible] খেয়ে, সারে না, তা'কে ডাক্তার যদি একেবারেই রোগ-রোগীর বিনাশ সাধন ক'রতে চান, তা'কে তা'কে কখনও সুচিকিৎসা বলে না। সুখ দুঃখের ভোগী কর্ম্মীর চেয়ে বুদ্ধিমান্‌ সাজ্‌তে গিয়ে জ্ঞানী যেমন মনে করেন—চেতনই যখন সুখ দুঃখ ভোগ ক'রছে, তখন চেতনের নষ্ট ক'রে দেওয়াই জ্ঞানের চরম কথা। ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামা'তে গিয়ে একেবারে গলা কেটে ফেলে দেওয়াকে জ্ঞানের কথা বলে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি এই সকল অভক্তের বিচারকে সম্পূর্ণরূপে নিরসন ক'রেছেন।

যা'রা [illegible], ভগবানের চাটিতে কামনায় করে, আবার বৈষ্ণবও সাজে, তা'দের মুখে কখনও শুদ্ধনাম উদিত হয় না। তাই একেশ্বরবাদ, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মতবাদাবলম্বী pantheist গণ [illegible] বুঝতে পেরে যাদের ব্রহ্ম আকার ক'রে যে নিরাকার পরিকল্পনা, তা'র জগতের সমস্ত অসত্য হ'য়ে থাকে "জড়চেতনাদ্বৈতবাদ"-এর নামে বিকার বা 'বস্তু-চৈতন্যাদ্বৈতবাদ'-এর নামেই বিকার বা পরিণামবাদ। যেমন দুধের পরিণাম দধি—ইহাই বিকার বা পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত, আবার বস্তু নাই, অথচ অন্য বস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, যেমন সর্প যে স্থানে নাই অথচ রজ্জুতে সর্প-ভ্রম—ইহাই বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। কিন্তু বস্তু না থাক্‌লে ভ্রম আসে কোথা থেকে? আবার দুধ ব'লেও একটা জিনিষ স্বীকার ক'র্‌তে হ'বে। সুতরাং জীব ও জগৎকে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির পরিণত ব'ল্‌লে মায়াবাদীর ঐসকল আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও জৈবধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন।

আমরা যে আত্মবস্তু, আমাদের অধিষ্ঠান যে গোলোকে সে কথা ভুলে গেছি। যে-মুহূর্ত্তে ভুলে যাই, সেই মুহূর্ত্তেই দেহ মন আমি-আমার বুদ্ধি এসে আমাদিগকে দখল ক'রে নেয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই দয়া বা [illegible] তাঁ'র আশ্রয় ছাড়াকেই মায়াছাড়া বলে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ভেতর কোটি কোটি মতের পথ ব'লে বেদবেদান্ত, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্রে সৎ ও অসৎ, সাধু ও অসাধু, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ বা সগুণ ও অসগুণ পন্থা ব'লে কোন বিচার থাক্‌ত না। [illegible] 'লোকোক্তি কল্পতরু' ব'লে কাহাকেও সাবধান ক'রতেন না, 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' বলে জ্ঞানীকে তাঁ'তে প্রপন্ন হ'য়ে বাসুদেবময় জগদ্দর্শনের কথা ব'লতেন না, যেটির নিকট "[illegible]" [illegible] দেখা'তেন না এবং "[illegible]" প্রভৃতি শ্লোকে ভক্তকেই তাঁ'কে জানবার পরম উপায় ব'লে প্রচার ক'রতেন না, আর "[illegible]", "[illegible]" [illegible] কোন আপত্তি থাকত না। শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] পরমহংসের কথা বলায় কোন প্রয়োজন হ'ত না। বেদবাদরত লোকের দেহ-মনের সুবিধা-বাদক বিচারে উদয় সম্ভব ক'রে এ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" [illegible] ইহা কখনও জনগণের [illegible] বস্তু এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌', তাঁকে পাবার পথও এক, [illegible] আর [illegible] "[illegible]" [illegible] আত্মা নিত্য, [illegible] সত্য; আত্মার [illegible] সত্য, [illegible] [illegible] [illegible] তাঁ'রা জগতের কাছে কাঙ্গাল সাজ্‌তে গিয়ে—জগতের কাছেও [illegible] নষ্ট করেন।

(ক্রমশঃ)

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

——::(০)::——

বর্ত্তমানে নদীয়া-প্রকাশের ১৩ বর্ষ চলিতেছে। নদীয়া-প্রকাশের সহানুভূতিশীল গ্রাহকগণ আমাদিগকে মহাপ্রভুর সেবায় নানাভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। তাই আজ তাঁহাদের নিকট পুনরায় একটী নিবেদন জানাইতেছি

অনেকেরই ১২শ বর্ষ তক নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা উঠোমধ্যে আসিয়া গিয়াছে, মাত্র কয়েক জনের এখনও আসে নাই। তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষের ভিক্ষাও কেহ কেহ আমাদের নিকট পাঠান নাই। তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য পুনরায় আর একমাস অধিক সময় দেওয়া যাইতেছে। আশা করি, তাঁহারা সকলেই নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা আগষ্ট মাসের মধ্যে পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবোৎসাহিত করিবেন। নতুবা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সেপ্টেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে ভিঃ পিঃ করিতে হইবে। উদাসীনবশতঃ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া এই দুর্দ্দিনে অযথা আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি কারণ, ভিঃ পিঃ তে অযথা ।০ আনা ব্যয় হয়।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাবদর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাণ্ডার ও 'নদীয়া-প্রকাশ' দপ্তর আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেলায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ জাবরি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ. পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেলাণী,

পোঃ কেতোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বিশ ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাবি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (মেদিঃ)

(৬৪) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়কুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ১

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩৯ চাটার্জ্জি লেন্

ফ্রিমেন্ট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

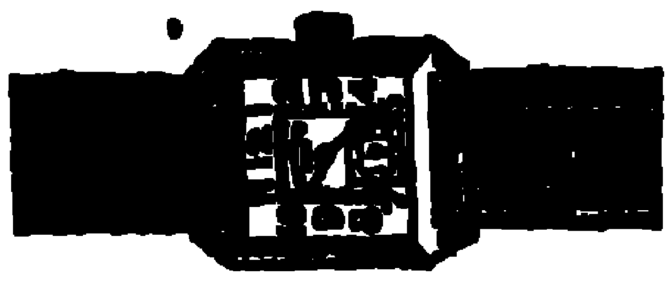

কোয়ালিটি লিভার ওয়াচ
মূল্য মাত্র ২৸০ আনা

সম্পূর্ণ চাদকাসাদের শেপ, মজবুত লিভারযুক্ত এবং যে-কোন মূল্যবান ওয়াচের সমান একিউরেট সময় রক্ষক। নিকেল কেসযুক্ত স্পিরিরর মূল্য ২৸০, রেডিয়ামযুক্ত ৩৸০, গোল্ডপ্লেটযুক্ত ৪৲, স্বলেস নিকেল-কেস ৬৲, গোল্ডেন ৭৲, রোল্ডগোল্ড ১১৲ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি। পোষ্টেজ ৷৵০ তিনটী একত্রে লইলে পোষ্টেজ ফ্রি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)
পোঃ বক্স ১২২০৪— কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
পাটনা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোরাপটী	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৵০
আতপ—	
নতুন আতপ	৪৲ — ৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৪৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফ্লাওয়ারমিল ঐ	৬৲—৬৵০
হার্ডমেল্ড ঐ	৫৸৵০ —৫৸০
সুজি	৬৲ —৬৵০
আটা (মি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷৵০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পালাই	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
বানপৌজা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
ফরাক্কা	৪৫৲
পাতিয়ালা	৬৪৷০৲

তার	৫
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গালা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

ঘৃতের দর

আমেরিকান পেলার কাটন	৫৪৲
লিপটন আমেরিকান	৫০৲
করাচি মুরশিদ কাটন	৪৩
কাবার্ড বাক্স	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	দাম মণ
পাকল সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭১০
গুড় খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
রাকা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-বাঁকা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম ।	৮৷০ —১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রন (কোনা)	৬৸০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট সীট।	
২৪ গেজ—	১১৷০
২৬ গেজ—	১১৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৸৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
পেরেক	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্লেট কাটিং বা ভিউ কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ হন্দর
গোল ও চ কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, পয়রে	৭৸০—৭৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	৭৷০
রড	৬৸০—৭৸০
গুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২০৷০
চটকলের চালন ৫৵০, গাটের চালন ৩৷০	
ভুসার চালন ৪৷০	

সন্তোষ কুমার অধিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ লালবাগ ঘাট রোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব =

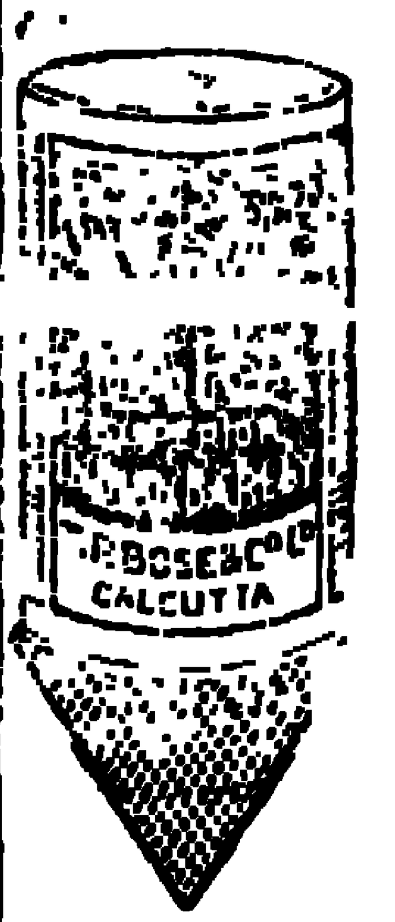

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেশিনে এবং সেই প্রতিষ্ঠানবার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি,বসু মহাশয়ের তাত্ত্বাবধান ও সংশ্লিষ্ট প্রাণধানতায় প্রস্তুত। তিনিই একমাত্র বিশ্বকর্ম্মা লক্ষ্মীভাগ এর্নষ্ট এপিতা মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে.পি,বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থাপন হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

টি,পি,বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটামিন ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ... দেশের ... সাধারণের পক্ষে এক ... বহুবার ইহার কার্য্যকারিতা প্রমাণ হইয়াছে ... নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন ... মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ ... মাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উইল্‌সন্‌ রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*):: ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অন্থমত্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৷৵০	।৵০	।০
টাক ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৩৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টাকি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
যাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

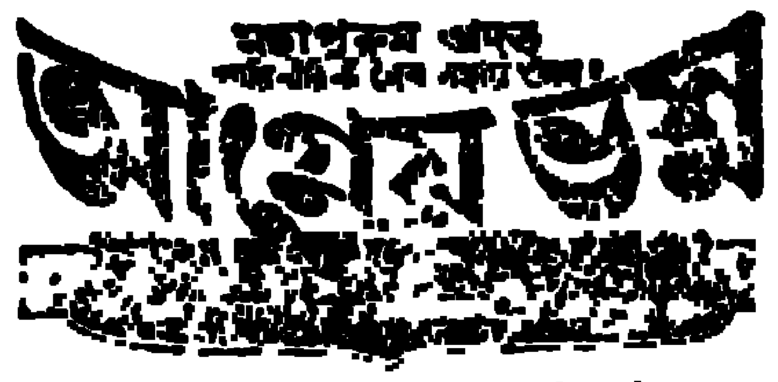

প্রত্যেক: ঘরে ঘরে এক আত্রাই !!

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, ডিসপেপসিয়া, কৃমি, ... সুবিধা ও মূল্য ... পেটের পীড়ায় এইরূপ ... ঔষধ আর ... নাই।
... রোগী নিরাময় হইতেছে।
বড় শিশি ১০ ছোট শিশি ।০ আনা।
কবিরাজ ... মুখোপাধ্যায়, কবিভূষণ।
(ঢাকা ...) আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।
১০ নং ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:০:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৯ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২১ ৯ ৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮ ১০ ১০-৮ ১৬ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১ ১২
(বদল) ছাঃ ৭-১ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০ ৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬ ০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ৪৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯ ২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭ ৮১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪৫, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১৮৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—— ::(০):: ——

নবদ্বীপে সভা

গত ৭ই আগষ্ট নিখিল বঙ্গ স্বদেশী দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে নবদ্বীপ বড়-আখড়ার নাটমন্দিরে এক সভা হয়। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ সাহিত্যশাস্ত্রী মহাশয় ও বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ স্বদেশী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভায় স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—— ——

বিশ্বভারতীতে ডাঃ তাও হেং চি

চীনের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ডিরেক্টর ডাঃ তাও-হেং-চি গত ১১ই আগষ্ট প্রাতে বিশ্বভারতীতে আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হয়। তিনি চীনের বর্ত্তমান অবস্থা এবং জাপানীদের আক্রমণের ফলে শিক্ষা কি প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার বর্ণনা করেন। কবি বিপন্ন চীনের দুঃখ দুর্দ্দশায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যে সমস্ত চীনা জনগণ সংগ্রামে বোমার আঘাতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের প্রতি তিনি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম চীনে যান সেই সময় ইহারা তাঁহার বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন ডাঃ তাও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কবির 'চিত্রা' নাটকের অভিনয়ে তিনি সাহায্য করেন।

বিশ্বভারতীর চীনা ভবন এবং চীনা পরিকল্পনাদি দেখিয়া ডাঃ তাও বিশেষ আনন্দিত হন

জাপ-সোভিয়েট সংবাদ

গত ১২ই আগষ্ট চাংকুফেং এর নিকট এক গোলাবাড়ীর ভিতর জাপ ও সোভিয়েটের রুশ ও জাপ-সামরিক অফিসারগণ যুদ্ধ-বিরতিপত্র স্বাক্ষর করেন।

জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল পত্তি-নিধির ৮-৩টি এক বিবৃতিতে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর বীর্য্য ও সাহসের প্রশংসা করেন এবং এই দাবী করেন যে, সংঘর্ষ বাধার পর কোন কোন দিক দিয়া জাপানের এখন অনেক সুবিধা হইয়াছে।

গুলী গোলা বর্ষণ বন্ধ হওয়ার পর শত শত কোরিয়ান তাহাদের বিধ্বস্ত গৃহে ফিরিয়া আসিতে থাকে।

টোকিওতে জাপ পররাষ্ট্র বিভাগের এক মুখপাত্র বলেন যে, সোভিয়েটের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা তিন হাজার, আর জাপানের পক্ষে মাত্র তিন শত সৈন্য হত ও দুই শত সৈন্য আহত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন যত শীঘ্র সম্ভব গঠিত হইবে এবং কমিশন গঠিত হওয়া মাত্রই কাজ আরম্ভ করিবে।

——

মজঃফরপুরে ৩১ হাজার টাকা খয়রাতি দান মঞ্জুর

মজঃফরপুর জেলার বন্যা সম্পর্কে এই শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সীতামারী মজফরপুর বেলসান্ড শিওহর ও পাপরী অঞ্চলে বন্যার জল অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য থানাতেও বন্যার প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে।

ব্যাপকভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। কাটরা থানায় ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। পুপরি থানায় বন্যা সমভাবে রহিয়াছে। বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে খয়রাতি দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৩১ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—— · ——

শ্রীহট্টের মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মঘট

আসামের শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ মুনাওয়ারালী শ্রীহট্ট পরিদর্শন কালে স্থানীয় মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে যাইয়া ছাত্রদের ধর্ম্মঘট মিটাইয়া দিয়াছেন। ছাত্রদের দাবী সমস্ত মিটান হইবে এবং তাহাদিগকে বিনা বেতনে পড়িতে দেওয়া হইবে—'শিক্ষামন্ত্রী এইরূপ প্রতিশ্রুতি' ও দিয়াছেন।

জেরী রাজ্যে সত্যাগ্রহের আয়োজন

গত ১২ই আগষ্ট জেরী রাজ্যের প্রতি, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আহূত এক জনসভায় জেরী রাজ্যের প্রজা সম্প্রদায়ের প্রজাদের টাক্স না দিবার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সীমান্ত ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত ট্যাক্স আদায়ের জন্য জেরী রাজ্যে যে সকল বিধান আছে তাহা প্রত্যাহার করিবার বিলটি পরিষদে পাশ হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণর উহা না-মঞ্জুর করায় তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট এবং পরিষদের সদস্যদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং গবর্ণরের অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন চাওয়া হইয়াছে এবং ১৩শে আগষ্ট এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য এক জনসভায় আবেদন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একবার রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন জানা গিয়াছে। আরও চক্রান্তকারীর পারিপার্শ্বিক ... হইবার সম্ভাবনা আছে।

—— ——

আইরিশ ইহুদী দমন

গত ১২ই আগষ্ট এক আদেশ জারী হইয়াছে যে অস্ট্রিয়ান ইহুদীদিগকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে "পরিচয়-পত্রের" জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত দেখা সাক্ষাতের সময় ঐ পরিচয়পত্র দেখাইতে হইবে। আদেশ অমান্যকারীদিগকে গুরুতর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

——

মিশর রাজকে খলিফা মনোনয়ন

মিশরের কেন্দ্রিক (রাজা) মুসলিম জগতের খলিফা করিবার পরিকল্পনা আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জোর চেষ্টা চলিতেছে। আরব ও প্যালেষ্টাইন সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য মিশরের প্রধানমন্ত্রী যে লণ্ডনে আসিয়া ছেন তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য হইতেছে এই বিষয়ে রাজনৈতিক মহলের সাহায্য করিয়া দেখা। মিশরের রাজাকে যদি খলিফা ঘোষণা করা হয় তবে আরব দেশে মিশরের মর্য্যাদা বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যালেষ্টাইন ও অন্যান্য এশিয়ার বৃটিশ প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে।

কাগজে পুন সতর্কভাবে আলোচনা চলিতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
দ্বারা সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-৪র্থ খণ্ড—৸০
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।-
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। [illegible] ৷৴০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রী[illegible]তত্ত্বম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। [illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়গ্রন্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।০
৭২। [illegible] ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যান্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

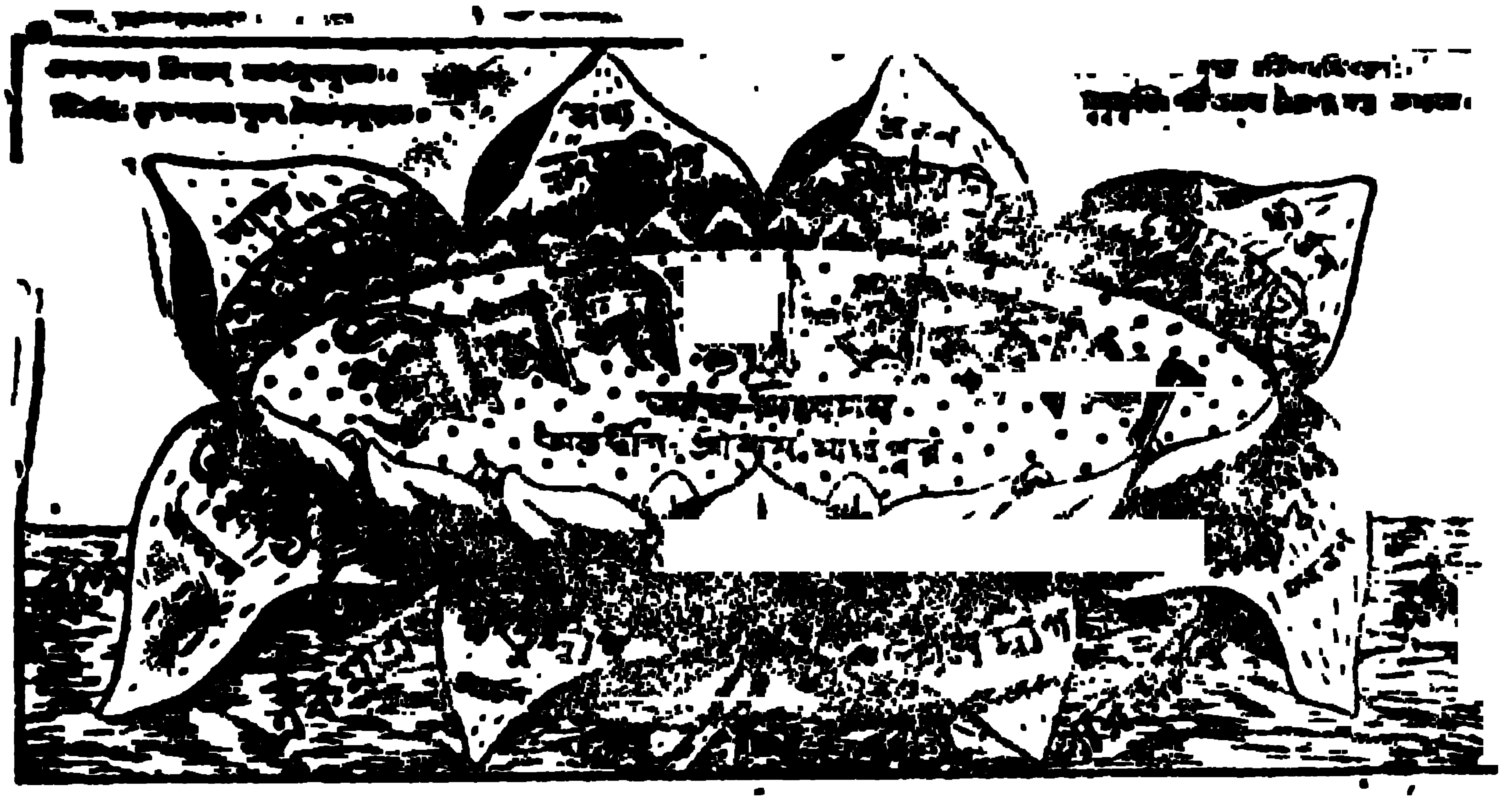

১০ম বর্ষ ৫ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫২, ৩১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ, ১৩৪৫, ১৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ২৮শে জুলাই প্রাতে মহোপদেশক ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২৯শে জুলাই পূর্ব্বদিবসের ন্যায়ই প্রাতে পাঠ ও পারায়ণাদি হয়। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ চট্টোপাধ্যায় করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় স্বামীজী 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও নামসংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৩০শে জুলাই পূর্ব্ববৎ পাঠ, কীর্ত্তন, পারায়ণ, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হয়। সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শরণাগতি' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঐ দিবস হাইকোর্ট হইতে শ্রীযুত মনোজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এস্‌সি, বি-এল, অ্যাডভোকেট প্রমুখ ১৫।১৬ জন উকিল আসিয়া শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ৭।৮।৩৮ তারিখ রবিবার উৎসবের ৩য় দিবস প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ প্রভু কীর্ত্তন করেন। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।

মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু চট্টোপাধ্যায় করেন। রাত্রে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু আরাত্রিকের পর "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদিতে শ্রীপাদ আদিকেশবানন্দ প্রভু ও পরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীবলদেবের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বহু লোক মঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য আগমন করেন।

ঐ দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১০।৮।৩৮ তারিখে বুধবার দিবস প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভক্তিদেবের প্রভু চট্টোপাধ্যায় করেন।

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমন্দিরের ও শ্রীবিগ্রহের মনোরম শৃঙ্গার করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য মহানগরীর বহু লোকের সমাগম হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ প্রভু কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ঠাকুর 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অবশেষে 'অনাদি করম ফলে' গীতিটি কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সমাগত যাত্রিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১১।৮।৩৮ তারিখ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর অরুণোদয় কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রদক্ষিণ পরিক্রমা হয়। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী 'প্রার্থনা'-গীত কীর্ত্তন করেন। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিদেবের প্রভু চট্টোপাধ্যায় করেন। 'নবদ্বীপ-ভ্রমণ' প্রভৃতি নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যসূচক গীত কীর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু কীর্ত্তন করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। রাত্রে বহুলোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট জনসমাগম

চিফ অব পাতিয়ালা রাজবাহাদুর শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ মহোদয় গত ৬ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৭॥০ ঘটিকার সময় সপরিবারে মঠের শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক দর্শনার্থ আগমন করেন। অতঃপর আরাত্রিকান্তে তিনি মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজীর মৃদঙ্গ-সহকারে পঞ্চতত্ত্ব, 'যশোমতীনন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। রাজা বাহাদুরের রাত্রিকালে ব্রহ্মচারিগণের নিকট কীর্ত্তন শুনিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় শ্রীমঠে আসিয়া কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরদিবস ৭ই আগষ্ট তারিখে পুনরায় রাজা বাহাদুর স্বয়ং তাঁহার কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবের সহিত আরাত্রিক দর্শনার্থ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে আগমন করেন এবং আরাত্রিকান্তে কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু বাসভবনে মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। বিদায়কালে তিনি মঠের ব্রহ্মচারিগণের প্রতি যৌতুক দানের জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সংবাদ রাজাবাহাদুরের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি প্রীতি ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের আগ্রহ বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা আশা করি তাঁহাদের এই প্রকার আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হউক।

"সর্ব্বাঙ্গ খণ্ডিত বৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়েন' ঠাকুর, বিষয় আশিয়া প্রাণ করে কেহ সয়তানের হস্তে পড়িয়াছে যদ্যপি আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। প্রাণ যদি যাইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করিব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ হৃষীকেশ-বাদ্‌ প্রথম গৌরাব্দ ৪৪২

মাৎসর্য্য

মাৎসর্য্য শব্দটী শাস্ত্রে অনেকস্থলেই আছে। পরদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতিই মাৎসর্য্য। এই মাৎসর্য্য বা মৎসরতা জীবের পরমমঙ্গল লাভের অন্তরায়। হৃদয়ে মৎসরতা থাকিলে সেখানে কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হয় না। তাহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি সবই বিফলে যায়। তাহার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং"। এই ভাগবতধর্ম্ম জীবের মঙ্গলের ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি পথ সম্পূর্ণ কৈতব-নির্ম্মুক্ত; ইহাতে ভুক্তি বা মুক্তিকামনারূপ বাঞ্ছা অন্য উদ্দেশ্য কিম্বা নিজ সুখ-সুবিধা লাভের আশায় স্থান পায় নাই। যাঁহারা নিষ্কপট—নির্ম্মৎসর, যাঁহারা এজগতের কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, যাঁহারা "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" তাঁহারাই এই সাধন পথে লোকোত্তর পরকীয় পথ, ভক্তিপথের পথিক। তাঁহারাই নির্ম্মৎসর। তাঁহারা পরের সুখে সুখী এবং পরদুঃখে দুঃখী হয়েন। তাঁহারা মানিত হয়েন, পরন্তু নিজেকে অত্যন্ত দীন, পতিত জ্ঞান করেন; তাঁহাদের বিচার—"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন"।

ষড়রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টী প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুগণ আছেন। যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষরূপ পঞ্চক্লেশের আধার। অস্মিতা ও অভিনিবেশ হইতে রাগের উৎপত্তি হয়। বিষয়াভিনিবেশ-রূপ প্রমত্ততা হইতে কামের জন্ম হয়। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে অন্যায়রূপে বিষয়-লোভ, বিষয়-লোভ হইতে বুদ্ধিবিভ্রম বা মোহ, মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মদ, মদ হইতে জীবের স্বরূপবিকৃতিরূপ মাৎসর্য্যের উদয় হয়। এই মৎসরতাই বিনাশের অগ্রদূত।

জীবের স্বরূপভ্রম হইতে কামরূপ অঙ্কুর ক্রমশঃ মাৎসর্য্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া জীবকে দুঃখপ্রবাহে অকূলে নিক্ষেপ করে। কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পাঁচটীই মাৎসর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধে কাম আছে; লোভে ক্রোধ ও কাম আছে; মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। জীবের সমস্ত ক্লেশই এই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত অবিদ্যা, পাপবাসনা ও পাপ—অবিদ্যা, পুণ্য বাসনা ও পুণ্য এ সমস্তই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। 'জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন' একদিকে এবং মাৎসর্য্য অপর দিকে। যিনি পরদুঃখে দুঃখী, পরসুখে সুখী তিনি কখনই জীবে দয়া ক'রতে পারেন না। ভগবানের ভজন করিবার জন্য নিষ্কপট স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে জাগে না। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকিবেই থাকিবে। অপরের প্রশংসা শুনিলে তাঁহার হৃদয় হিংসানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। মাৎসর্য্য থাকিলে তাহারা লোকের বিশ্বাসভাজন নিখুঁত সত্য কথা প্রচার করিতে পারে না—অজ্ঞাতসারেই মন্থর হইয়া যায়। আর যিনি নির্ম্মৎসর তিনি নিখুঁত সত্যকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ, তিনিই তৃণাদপি সুনীচ।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণের চেয়েও সুনীচ অর্থাৎ মদ বা মাৎসর্য্য-প্রতিষ্ঠাশাহীন, তরোরপি সহিষ্ণু অর্থাৎ অপমান, অত্যাচার, নিন্দা, তিরস্কারাদি অবাধে সহ্য করিয়াও ভগবানের সেবায় অচল অটল না হইলে এবং অমানি-মানদ না হইলে হরিকীর্ত্তনে অধিকার হয় না। নির্ম্মৎসর না হইলে—বস্তুত, অমানি, মানদ, বিনয়ের পরিত্যাগ না করিলে কাল্পনিক কীর্ত্তনাভাস হ'তে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। মাৎসর্য্যযুক্ত ব্যক্তির আত্মপ্রশংসা—পরনিন্দাত্মক ক্রোধ, কখনও শান্তিতে থাকে না; সুতরাং তিনি পরকালেও হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন না; তিনি সর্ব্বদা অসুখী, পরদুঃখে সুখী।

নির্ম্মৎসর পুরুষ কখনও মায়াবিদ্ধ হয়েন না। তাঁহাকে ঐকান্তিকী বুদ্ধি থাকায় ...

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিমতবাদনিরসন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৯ সংখ্যার পর)

জগতের Empericism বা অভিজ্ঞতা অবলম্বন ক'রে জগতের মনীষীরা যে সমস্ত মতবাদ প্রচার ক'রেছেন, আবার তাঁ'দের কথা শুনে অনেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে যে সমস্ত মত প্রচার করতে যান, তা'তে হিতে বিপরীতই ফল হয়। 'সিদ্ধান্ত' আর 'মতবাদ' এককথা নয়। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" আর মতবাদে কৃষ্ণেতর বিষয়েই সুদৃঢ় মানস লাভ হয়। এইজন্য মতবাদকে মহাজনগণ দুষ্টাশ্বাদির সহিত তুলনা ক'রেছেন। জগতের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে, চারিটি প্রধান মতবাদ উদিত হ'য়েছে। মনস্বী শাস্ত্র অনুব যে আত্মার শত্রু স্বরূপ, তা'র ঔরসে অজ্ঞতার গর্ভে ঐ চা'রটা মতবাদরূপ দৈত্যের উদ্ভব হ'য়েছে। তা'র প্রথমটি নাস্তিক্যবাদ বা Atheism, দ্বিতীয়টি সংশয়বাদ বা Scepticism, তৃতীয়টি অজ্ঞেয়তাবাদ বা Agnosticism এবং চতুর্থটি মায়াবাদ বা Pantheism. এই চারটি অসুরের পুত্র, পুত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীরূপে বংশ বিস্তৃত হ'য়ে অসংখ্য মতবাদদৈত্যের উদ্ভব হ'য়েছে। কর্ম্মকাণ্ডবাদ, জ্ঞানকাণ্ডবাদ প্রভৃতি প্রাচীন এবং বর্ত্তমানে অনুযোগী-

তিনি জগতের পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি করেন না বা তাঁহা'দগকে অবজ্ঞাও করেন না। তাঁহারা ভগবানে যেপ্রকার শরণাগতিযুক্ত, ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের তদ্রূপ নিষ্ঠাপরায়ণ। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা বা অবজ্ঞা তাঁহারা করেন না। তাঁহারা নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া জানেন, নামবলে পাপাচরণ করেন না বা নামের মাহাত্ম্যকে তুচ্ছ অভিপ্রায় জ্ঞান করেন না।

বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের নাম-রূপ-গুণাদির কথা শ্রবণ করিলে ভগবৎকৃপায় জীব নির্ম্মৎসর হইতে পারেন। কলিকালে নির্ম্মৎসর জীবের শ্রীগৌরপাদাশ্রয় হরিনাম কীর্ত্তনই একমাত্র অবলম্বন। নির্ম্মৎসর সজ্জন মানুষকে শ্রবণ-কীর্ত্তনের কামনায় সদাসর্ব্বদা হৃদয়ে কৃষ্ণকে প্রেমবশীভূত করেন।

চৈতন্যদাসের জন্ম অন্য-ভক্তি নাহি।
নাম-রূপ ছাড়িয়া, মুখে বল হরি হরি॥

যদি এই চতুর্বিধ অসদ্বাদের প্রাদিত সন্তান এবং Anthropomorphism, Apotheosism, Zoomorphism, Phytomorphism, Hylotheism, Polytheism, Henotheism, Paelanthropism, Kathenotheism প্রভৃতি বহুপ্রকার "Ism" আছে, সব ঐ চা'রটী অসুর হ'তে উদ্ভূত। যাহারা ভোক্তা-পুরী' বলিয়া জানেন প্রকার অপসম্প্রদায়ের কথা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই প্রথমে জানিয়ে দেন। এরা বাহিরে মহাপ্রভুর দোহাই দেয় বটে, কিন্তু আসলে মহাপ্রভুকে মানে না। ঠাকুর দেখিয়ে দেন যে, নাম-মন্ত্র বিক্রয় করা, ভাগবত পাঠ ক'রে পয়সা নেওয়া, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, প্রসাদবিক্রয়, অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর প্রভৃতি ব্যাপার মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সৌভাগ্যক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীল প্রভুপাদ অবতীর্ণ না হ'লে আমরা এই সব মতবাদের মধ্যে প'ড়ে যেতাম। এখন দুষ্ট অসুরগুলিকে একেবারেই নষ্ট করুন। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানিয়ে ব'লছেন—

মহ্যতঃ সুবর্ণকশিপুং বহুশতাব্দে
মাহাত্ম্যবর্ণনবিবোধপীর যীরঃ।
ভূর্ণঃ বরেন্দ্র ন পরোদয়সৃতা বাব-
ত্রিঃশ্রেয়সায় বিবরঃ সমুৎসর্গঃ স্যাৎ॥

সকল যুগের ভোগ ও ত্যাগ আছে, কিন্তু এই মহত্ত্বটি কেবল হরিভজনের জন্য। দেবতাদেরও হরিভজন স্ফূর্ত্তভাবে হয় না, ঐশ্বর্য্যের অভিমান এসে নানা প্রকারে বাধা দেয়। তাই মনুষ্য জন্মের মূল্য। দেবতারাও হরিভজনের জন্য মনুষ্য-জন্ম প্রার্থনা করেন। এমন দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও যদি আমরা হরিভজন না করি, তা' হ'লে আবার ৮৪ লক্ষ যোনিতে গিয়ে প'ড়তে হ'বে। কর্ম্মফলানুসারেই বৃক্ষ, প্রস্তরাদি স্থাবরজন্ম এবং পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি জঙ্গম জন্মের আদি নিম্নযোনি লাভ করতে হয়। আমরা হ'লে সেখানে ভজনও না, আবারও তাই; সুতরাং হরি-ভজনের বিচারেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বিচারে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

কি ক'রে এই নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন ক'রতে হ'বে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু ব'লছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমানে নদীয়া-প্রকাশের ১৩শ বর্ষ চলিতেছে। নদীয়া-প্রকাশের সত্যানুসন্ধিৎসু গ্রাহকগণ আমাদিগকে মহাপ্রভুর সেবায় নানাভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। তাই আজ তাঁহাদের নিকট পুনরায় একটী নিবেদন জানাইতেছি।

অনেকেরই ১২শ বর্ষ তক নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা ইতোমধ্যে আসিয়া গিয়াছে, মাত্র কয়েক জনের এখনও আসে নাই। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষের ভিক্ষাও কেহ কেহ আমাদের নিকট পাঠান নাই। তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য পুনরায় আর একমাস অধিক সময় দেওয়া যাইতেছে। আশা করি, তাঁহারা সকলেই নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা আগষ্ট মাসের মধ্যে পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবোৎসাহিত করিবেন। নতুবা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সেপ্টেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে ভিঃ পিঃ করিতে হইবে। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, সেইজন্যই পূর্ব্ব হইতে এই অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি কারণ, ভিঃ পিঃ তে অধিক।০ আনা ব্যয় হয়।

দুই হাত-জীবনে-তোমার-প্রাণ, দেহ, মন কি, নিত্যানী সকলেরই সম্বল হ'বে। এই নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র কলিযুগধর্ম। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কেহ এই নামপ্রচার করিতে পারে না।

কলিযুগধর্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তাঁর প্রবর্ত্তন॥

আমাদের ভাবধর্ম সকলেই নিজনিজ কৃষ্ণভক্তি। এইজন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শরণাগতি' গ্রন্থে গান ক'রেছেন,—

যোষিত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজি কান॥
ব্রজবালিকার সখী সাথ।
সেবন করই, রাধানাথ॥

ব্রজরমণী সখীর কৈঙ্কর্য্যের অভিমান না পাইলে পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা অভিমান যায় না এবং পুরুষাভিমান থাকাকালে পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও সেবা হয় না। তাই ঠাকুর তাঁ'র কল্যাণকল্পতরুতে দৈন্যভরে গে'য়েছেন—

"সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অঙ্গীকরি'
সখী হবে নিজ হরি'॥

শ্রীরূপানুগবরসংযুক্ত কৃষ্ণবংশীগানামৃত আস্বাদন করবার সৌভাগ্য না হ'লে এই পুরুষাভিমান কিছুতেই যা'বে না। তাই ঠাকুর গাইলেন—

"কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অঙ্গীকরি'
বংশীরবে নিজ হরি'।"

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গান ক'রেছেন—
অন্যরূপধরবালা, ভিতরেতে কাঁদিয়া রৈলা,
আর না করিব মনে আশা।
শ্রীরূপচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

শ্রীগুরুবৃন্দনামবিনির্দিষ্ট কৃষ্ণনামাসংকীর্ত্তনই জীবমাত্রের পরমধর্ম বা স্বরূপের ধর্ম। শ্রীল ঠাকুর ইহাকেই ভাগবতধর্ম, আত্মধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম নাম দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস্যই আমাদের স্বরূপের নিত্যবৃত্তি এবং নামসংকীর্ত্তনই কৃষ্ণদাসের একমাত্র ভজন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি কোনটিই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। সকলেই পরিণামশীল। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥
(ভাঃ ১১। ১৯। ১৮)

জ্ঞানাৎ বিনা কথমপোহেদগ্রহং
কর্ম্মজয় গুণবৎ পুরুষাপকারণম্।
স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্য ধনানুবন্ধন্নৈ
ন নিত্যমুপনিরুধ্যতে চ তেষাম্॥

(১০। ১৪। ২২)

ভাগবত এই সমস্ত শ্লোক দ্বারা কর্ম্মমার্গ নিরসন ক'রেছেন। আব্রহ্মভুবন সব লোকে মত্ত; নশ্বরকর্ম্মে প্রমত্ত হ'য়ে কোথায় ছুটছে তার ঠিকানা নাই। কিন্তু যা'র জন্য যেখানে প্রধাবিত হ'চ্ছে, তা'র সবই যে পরিণামশীল, তা' ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত ছাড়া আর কে বল্'বে? ভক্তিপথই একমাত্র পথ, সেই পথ অনুসরণ ক'রলে আর পতনের ভয় থাকে না। ভক্তিযোগ ব্যতীত ভগবানকে পাওয়ার আর অন্য কোন উপায় নাই। গীতায় "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" প্রভৃতি শ্লোকে ভগবান্ এই কথাই ব'লেছেন। গীতার সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তশ্লোকে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের কথা আছে। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ক'রলেই সহজজ্ঞানোদয়ে ভাগবতাধিকার লাভ হয়। গীতায় যেখানে চরম কথা, সেখানেই ভাগবতের কথা আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মমার্গের অনুপাদেয়ত্ব ও নশ্বরত্ব বিচার ক'রে জ্ঞান সম্বন্ধে ব'লেছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥
(ভাঃ ১।৫।১২)

জ্ঞানী কর্ম্মের নশ্বরতা প্রদর্শন ক'রে জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত হ'লেও অচ্যুতভাববর্জ্জিত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিশূন্য যে জ্ঞান, তাহার মূল্য অতি তুচ্ছ। এইরূপে "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য", "ক্লেশ ফলং", "জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য" প্রভৃতি শ্লোকে কেবলজ্ঞানের দোষ প্রদর্শিত হ'য়েছে। যোগমার্গ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

অর্থাৎ যমাদি যোগপথ অবলম্বন ক'রেও সৌভরি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহামহাযোগিগণকেও কামলোভহত হ'তে হ'য়েছে। মুক্তিসুখকেও তুচ্ছ করেন যে প্রেমা, সেই প্রেমপ্রদানকারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণ না নিলে অন্য কোন সম্যক্ প্রসন্নতা আর কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না। কায়মনোবাক্যে সাধুগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা কৃষ্ণানুশীলনরত ভক্ত ব্যতীত আর কেউই ভগবানকে বশ ক'রতে সমর্থ হন না। ভক্তপ্রেমবশ ভগবান্ অজিত হ'য়েও তাঁ'র ভক্তের নিকট জিত হন। ভক্ত তাঁ'র—

কাছে চড়ে, কাঁধে চড়'য়, করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥

আবার বাৎসল্যরসের সেবকের কাছে তিনি পালক হ'য়েও পাল্য হ'য়ে যান ভক্তের মমতাধিক্যবশতঃ তাড়ন-ভর্ৎসনাদি তিনি অনুগ্রহ জ্ঞান করেন। আর মধুররসের ভক্তগণের ত' কথাই নাই। তাঁ'দের প্রেমের কাছে কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে বাধ্য হ'য়ে যান—বশী হন। সুতরাং যাঁ'রা নিজেদের অহংগ্রহোপাসনা পরিত্যাগ ক'রে সাধুগুরুবৈষ্ণব-সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হন, গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁ'রাই প্রেমরজ্জুতে তাঁকে বেঁধে ফেল্'তে পারেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং যা'দের অসংখ্য শাখাপ্রশাখাস্বরূপ অন্যভক্তি-স্থূল বাসনার অন্তর্ভুক্তিনিবন্ধন নিরন্তর অনর্থে প্রতারিত হন, তাঁ'রা যে শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধিনীর প্রবাহ এনে জগৎকে প্লাবিত ক'রেছেন, আজ তাঁ'র শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবমহোৎসবে জগদ্বাসী তাঁ'র সেই শুদ্ধভক্তিধারায় পূত হ'য়ে সর্ব্বাত্মসমর্পণ সাধন ক'রে কৃতকৃতার্থ হউন, নিজেরা ধন্য হ'য়ে আমাকেও ধন্য করুন—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাদ্
শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য। কৃষ্ণনাম নামী কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্গত কোন জড় শব্দবিশেষ নহেন, কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার—কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ—পরব্রহ্ম, নাম—শব্দব্রহ্ম। এই নাম—প্রণবের পূর্ণতম স্বরূপ। জীবের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই নামরূপে জীবের নিকট আবির্ভূত। সুতরাং এই নামকীর্ত্তনই, নামানুশীলনই—বিশুদ্ধ চৈতন্যানুশীলন—কৃষ্ণানুশীলন এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমা লাভের একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে শাস্ত্রে মহাজনগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বয়ং ভগবান্ও তাহাই জানাইয়াছেন।

মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগতে অপূর্ব্ব অসমোর্দ্ধ মহাদান—এই নাম-প্রেমারত্ন। পতিতপাবন দয়াল-নরোত্তম ইহার জীবের প্রতি অনুকম্পাময়তা—যে যুগে, অন্যত্র যাহা ও অন্যত্র কাহারও কোনও কালে কোনপ্রকারে এরূপ উদয় হইতে পারে না। এই নামরূপী কৃষ্ণাবতারই একমাত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও প্রকৃষ্ট জীবে দয়া। এতদ্ব্যতীত অন্য যে-কোনও প্রকারের দয়া জীবের অবিদ্যা জড় দেহ-মনেরই কথঞ্চিৎ কষ্টলাঘব বা তুষ্টিবিধান অর্থাৎ বাহ্যিকপোষণ মাত্র করিয়া থাকে। স্বয়ং কৃষ্ণ ভক্তের আরাধ্য পূর্ণ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত মায়াযুক্ত জীবের জিহ্বাতেই উদিত এবং সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তিত হন। নামপ্রেমপ্রদানকারী শ্রীরূপ গুরুপুরুষই সদ্গুরুপাদপদ্ম এবং নামদানে একমাত্র অধিকারী। তাঁহার অনুগ্রহক্রমে শ্রীমুখ হইতে শ্রুত নামই জীবের সংসার অন্ধকার বিনাশ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদানে সমর্থ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-শ্রীগৌর-গান্ধর্ব্বা আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন ব্রহ্মা-বীজ-অক্ষর-দর্শনী শ্রীনৃসিংহ প্রকাশমান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। এখানে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রতিনিয়ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ঘাট বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অমৃতকুণ্ড-কুঞ্জলীলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুমছত্র-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস-স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বালিঘাটি গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) সচাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নগলা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২৬নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ. পি।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপেশ্বর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-কুঞ্জবিহার

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

বরসানা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরসানা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—দেবাশ্রী,

পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৫নং কুতুব রোড, নই দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) কাভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

গাঙ্গালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ নদনকুড়া, পাঞ্জাব

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়ু (ভাঙ্গা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরহাট, পোঃ চৌমুহা, (বীরভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১. ডাউন রোড
ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

লক্ষ্ণৌ চাটার্জ্জি লেন হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১০·
২২

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

বেনামী ফিরে চাউল—

	দাম মণ
বালাম	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
পাটনাই সোনা	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাঘরা নতুন	৪/০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোম্পানী	৲
সিদ্ধ বেগুন	৩/০

পাটের দর

জুলাই—	৪০৸০
আগষ্ট—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০।/০
নদিয়ার ১০০০ নং	১০/০
বাবুবাজার দানা	৯।
কানপুর দানা	৮।০—৯/০
কানপুর লাল	৭।/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
নজরানা	
চাঁদির বার	৫৩০
আতপ—	
নতুন আতপ	৪৲—৪।০
পদ্মজারী	১০৲ ১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০ ৫।/
ঐ বাবাহি	৫৲ ৫/০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৲
ঐ বেগুন	৬/০

আটা ও ময়দার দর

সেকেণ্ড ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।/০
কুল্যকাতার ঐ	৬৲—৬/০
ডেক্সেণ্ট ঐ	৫।/০—৫৸০
সুজি	৬৲ ৬/০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸/০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৭।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸/০
আটা নং (৩)	২।০—২।/০
লাপসী	২।/০—১৸০
ভূষি	১৸০—১।/০

ঘৃতের দর

ঢাকা	৫৭৲
বাগমারা	৫৭৲
ভূষণেশ্বরী	৫০৲
নন্দী	৪৫৲
কাশীবাজার	৩৪।৲

ভার	৪
কাবুলে	৬০৲
ঢাকা বাবরী	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বর্টকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

পাথরের দর

আখের সোনার আনে	৫৭৲
মিহি ও আরেক মর্দান	৪০৲
কদাচি মর্দান আনে	৪১৲
আমার বাবা	৫৩৲
ঐ কাচ-	৫১

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকল সাদা	৮।০
সুপারী বেশী	১৬।০—১৭৲
কাঠা ও পানী	৭।০
গুটি খদির	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড লোহার বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ চ্যানেল কড়ের (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৯০
২৪ গেজ—	১৯/০
২৬ গেজ—	১২৸/
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীট	৷৵১০—৸/০
বাগানের বেড়া কাঁটা তার (গ্রিল)	১০৲
গোল কাটি বা ফিট কাঁটা তার	৩।০—৩৸০
পাটি কাটিঃ ১—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
লম্বা কাটিঃ লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন প্লেট, বোলটু, নাটরে	৬৸০—৭।০
গোল রড বি-চ্যানেল ও কর্ণার	৭।০
রড	৬৸০—৭৸০
গুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০

চটকলের চাদর ৫/০, গাটের চাদর ৬।০

তুলার চাদর ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। আলোক ও বায়ুর অবাধ গতি।। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনের খরচ মাসিক ৩য় শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ১০৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রবৃন্দ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ... করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী চৈতন্য ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাসার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... বড় বোতল ... [illegible]
খরচা।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

(*):::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রকট জীবনচরিত্র এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় শ্রীবিদ্যাসাগরিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয়, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম ও মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও অনুবাদে জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ডবল ডিমাই সাইজে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংকলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, তাম্বুচেট্টি মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা – নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের বিদ্বজ্জন সেবন করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর তাতীপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।৵০		।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲		৩৲	৬৲	
এক কলম ১৫৲		১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৬৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। নিদর্শন সংখ্যার জন্য টিকিট পাঠাউন।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-১৬ ১২-৩১ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬ ৫৯ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩১ ১৪-৫০ ১৫ ৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮ ১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-১৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭ ১১ ১০ ৩১ ১৭ ৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-২৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৩
ছাঃ ১৩ ২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩০

কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৫৭

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৫

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪৫ ১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮. বুধবার [১৭৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

::o::——

বঙ্গীয় প্রাদেশিক বেকার বিগেড

গত [illegible] জুলাই [illegible] বার রাত্রি [illegible] ঘটিকায় [illegible] বা কথার [illegible] দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রের সভা [illegible] সভায় বাঙ্গলা দেশের বেকার-[illegible] বাস্তব ও ব্যাপক [illegible] আলোচনা হয়। [illegible] আলোচনার পর সভায় [illegible] প্রস্তাব [illegible] নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

(১) বাঙ্গলা দেশের [illegible] সর্ব্বশ্রেণীর বেকারদের একটি [illegible] "বঙ্গীয় প্রাদেশিক বেকার বিগেড" গঠিত হউক।

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠানে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক, শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত [illegible] যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইল এবং একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হইল।

(৩) বর্ত্তমানে বিগেডের অফিস ১১ নং যতীন্দ্র দাস রোড ও পি ১২৭ [illegible] (ডাঃ কে এন চ্যাটার্জ্জীর গৃহে) স্থাপিত হইল। সর্ব্ব শ্রেণীর বেকারগণ উক্ত ঠিকানায় প্রাতে ৮টা হইতে ১০টার মধ্যে উপস্থিত হইয়া অথবা পত্র দ্বারা জানাইয়া [illegible] নাম লিখাইতে পারেন [illegible] কোন প্রকার চাঁদার প্রয়োজন হইবে না।

মাদ্রাজে শিল্প গবেষণা ও ভার অধিবেশন

মাদ্রাজের [illegible] বাঙ্গালোর [illegible] কমিটি [illegible] উপাদের সভাপতিত্বে [illegible] সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। [illegible] প্রবন্ধ [illegible] গিয়াছে, পুরস্কার [illegible] রিপোর্ট সভায় বিবেচিত হয়। সভায়, নিম্নলিখিত ছয়টি প্রবন্ধকে পুরস্কার দেওয়া স্থির হইয়াছে।

মিঃ এস কে কুলকর্ণী জাটকার, [illegible] টি আথাভেল, মিঃ [illegible] —ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বাঙ্গালোর —৫০০ টাকা, মিঃ সুধাংশু চক্রবর্ত্তী এম এস সি, কলিকাতা ২১০ টাকা, অধ্যাপক কে কে বসু, [illegible] কলেজ, মাদ্রাজ—২৫০ টাকা; মিঃ [illegible] মূর্ত্তি, ফরেষ্ট [illegible] ইন্ষ্টিটিউট, দেরাদুন —১৫০ টাকা, মিঃ এস [illegible] কুলকর্ণী জাটকার, মিঃ টি [illegible] ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বাঙ্গালোর—১৫০ টাকা, মিঃ [illegible] রায়, এম এস সি [illegible] গবেষণাগার বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ কলিকাতা —১৫০ টাকা।

———

বুড়ীগঙ্গার জলবৃদ্ধি

গত দুই তিন দিন হইতে বুড়ীগঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে। জল [illegible] আশঙ্কা যে সামান্য [illegible] এবারও জল প্রায় ৬।৭টা বৃদ্ধি হইয়াছে।

[illegible]বিভাগের নোটিশ

[illegible] মাহার [illegible] সুশীল [illegible] হওয়ায় [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়াছে। [illegible] টেলিগ্রাফ [illegible] হইবে [illegible]।

——

ভাগোরথের বন্যার আশঙ্কা

গত ১১৬ আগষ্ট [illegible] হইতে [illegible] দুই [illegible] জন [illegible] আশঙ্কা [illegible] অধিবাসীদের [illegible] [illegible] হইয়াছে।

———

যুক্তপ্রদেশে প্রবল বন্যা

[illegible] জেলায় [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে [illegible] গ্রাম [illegible] হইয়াছে।

[illegible] অবস্থা [illegible] আশঙ্কা [illegible] অবস্থা [illegible]।

———

স্কুলের ছাত্রকে বেত্র মারিতে চাকরী

গত [illegible] স্কুলের [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible]

[illegible] শিক্ষক [illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] হইয়াছে।

কর্পোরেশনের [illegible] শ্রমিকের কর্ম্মচ্যুতির জের

[illegible] কলিকাতা [illegible] কর্পোরেশন [illegible]

[illegible] হইয়াছে।

———

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিশা দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴।
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible]
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারসংগ্রহম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজী
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵।
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব [illegible] ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনরাভেল্ড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible]
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴।
৮৪। শরণাগতি ৴।

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ | ৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ৩২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩৮, বুধবার | ১৮৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিং-এ প্রচার

দার্জ্জিলিং-এর সুপ্রসিদ্ধ সেন্টপল্‌সের [illegible] কলেজে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ স্থানীয় জনসাধারণের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবুর আগ্রহে [illegible] সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ সংকীর্ত্তন দাসাধিকারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

[illegible] স্বামীজী মহারাজ শ্রীমঠে আগত সজ্জনবৃন্দের নিকট প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারীজীও শ্রীমঠে এবং সজ্জনগণ কর্তৃক আহূত হইয়া বাহিরে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও মহিমা সম্বন্ধে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ১২।৮।৩৮ তারিখ শুক্রবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রাতে কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও গৌরধাম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

[illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তি মঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রাতে ও সন্ধ্যায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩।৮।৩৮ শনিবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। কীর্ত্তন, পরিক্রমা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে শ্রীপাদ [illegible] বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর শ্রীপাদ [illegible] প্রভু কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল [illegible] মহারাজ "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং মঠ ও গৃহ" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] প্রভু 'শুদ্ধভক্ত-[illegible]' [illegible] কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় [illegible] ইনষ্টিটিউটে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গমন করিয়া "শ্রীচৈতন্যদেব ও গীতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু প্রচারকগণের পরিচয়প্রদান-মুখে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যায় [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধে বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রবন্ধ ভোগ ও ত্যাগ'

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[illegible]" প্রভৃতি বাক্যে ত্যাগপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

অন্যে প্রীতি বাঞ্ছা, বিষয় যুক্তি[illegible],
পঞ্চ ক্লেশ সবার মূল ও।
মায়ামুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃত।
সেই সে অবিদ্যাবশে [illegible] ॥
অ[illegible] হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে উপজয় রাগ আর দ্বেষ ॥
এইরূপে জীব কষ্ট [illegible] পায়।
উদ্ধার পাওয়ার [illegible] ॥

গীতার [illegible] "[illegible] যোগী" [illegible] শ্লোকে ভুক্তিমুক্তি পিপাসাকে গর্হণ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
(গীতা ৩।৩৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] উপদেশ করিয়াছেন—

[illegible] বৈষ্ণবজনং
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥

(সংসারে [illegible] যখন করিতে করিতে যখন [illegible] বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণব[illegible] [illegible] পড়ে; [illegible] ক্রমে ক্রমে [illegible] দশা দূর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত নিজ কৃষ্ণসেবারূপ ভোগ করিতে যোগ্য হন।)

"রসো বৈ সঃ", অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের সেবাই জীবের স্বধর্ম, তাহাতেই জীবের সম্পূর্ণ আনন্দ। জীব কখনও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কৃষ্ণসেবা-বিরোধী আনন্দ মায়িক, অনিত্য ও অস্থায়ী।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ভোগত্যাগ-বিচার-ধারা [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উঁহার [illegible] অনুসৃত না হইলে প্রেমলাভ সুদূরপরাহত। ঠাকুরের [illegible] তাঁহারা [illegible] আমাদের গুরুবর্গ। আমরা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী। "ভক্তিবিনোদ-[illegible]" [illegible] করিতে হইবে। তাহা হইলেই [illegible] হইতে রক্ষা পাইয়া শুদ্ধভক্তিমার্গে [illegible] পাইব।

[illegible] কৃপা করিয়া [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীল [illegible] প্রচার-[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible] প্রদান করুন—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা; নতুবা [illegible]।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান। নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। কেহ শয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করিব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ হৃষীকেশ [illegible] অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

দুই একটী কথা

কলি যেখানে অবস্থান করে, তথায় পাপ মূর্ত্তিমান্। যেখানে পাপ, সেখানে নামকীর্ত্তন প্রবল হইতে পারে না। ভাগবতের মতে পাপাচরণ নামাপরাধের অন্তর্গত। পাশাখেলা, নেশা করা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য-মাংস ভোজন এবং ঐ সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবার মনে 'আমি প্রভু এই সকল পাপ নামবলে ক্ষয় করিব' ইহাই "নামবলে পাপবুদ্ধি" নামক অপরাধ, উহা নামকীর্ত্তন নহে। নামে রুচি থাকিলে নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। "আমি নাম করিতে পারি" মনে করা অহঙ্কারের পরিচয়; সেই সেই নাম না হইয়া নামাপরাধই হইয়া থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বিচারই নাম কীর্ত্তনকারীর [illegible]। যাহারা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা তাহারাই প্রাকৃত সহজিয়াদের অনুবর্ত্তী হইয়া নামকরণপ্রণালী কল্পনা করে। সাধুগুরুগণ তাহা আদর করেন না। সাধুগুরুর আনুগত্যে নামভজন করা উচিত।

অনেক লোক ভগবানের প্রতি বিমুখ। বিমুখ অবস্থায় নিজ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দুই রকম দেখা যায়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দুই রকম—একটী 'নিজের জন্য' এবং অপরটী আমার 'পরিজনবর্গের' নিমিত্ত যাহারা বাহিরে বা যে যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে, উহাদের ইন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। বিমুখ অবস্থায় মানুষ 'নিজের সুবিধা', নিজ সম্পর্কিত দেশের সুবিধা, দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করে আগে

পরোপকার, দেশের দশের উপকার অভ্যাস, পরে ভগবদুপাসনা অভ্যাস করাই উচিত নয় অথবা ঐ সকল বিমুখ অবস্থায় কার্য্যই ভগবদভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া তাহারা কল্পনা করে। জগতের শতকরা প্রায় শতজনেরই বিচার এই প্রকার।

জীবের নিত্য স্বভাব—ভগবানের দাস্য—ভগবানের অহৈতুকী সেবা। এ সেবা নিত্য, এ সেবক ও সেবা সমস্তই নিত্য। জীবের স্বভাবেই নিত্যদাস্য অনুস্যূত। জীব জগতে প্রভু সাজিতে চান, কিন্তু পারেন না। প্রভু হইতে যাইয়া দাস হইয়া পড়েন। মানুষ স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু প্রভৃতি কত কিছুর প্রভু হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হইয়া পড়ে তাহাদের দাস, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে তাহাদের সেবার জন্য। কিন্তু যখন আমাদের এই বিকৃত প্রভুত্ব একমাত্র নিত্যবস্তু, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হবে, সেইখানেই আমাদের স্বরূপ স্বভাব আমরা ফিরিয়া পাইব। সুতরাং সেই নিত্য স্বভাবই জীবের নিত্যধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম; উহা পশু, পক্ষী, ভারতবাসী বা বঙ্গবাসীর মাত্র ধর্ম্ম নহে; উহা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। উহাই সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম।

যে বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ ভগবৎ সেবা পাওয়া যায় না, এরূপ বৈরাগ্য জীবন থাকিতেও মৃত। আমাদের স্বরূপ ভগবদ্দাস্য বা সেবা; সেই সেবাবিমুখ অবস্থায় যে অবস্থান তাহাই মৃত্যু। যাঁহার চিত্ত যে পরিমাণে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরক্ত হয়, তাঁহার সংসারাদি বস্তুতে বিরাগ সেই পরিমাণেই হইয়া থাকে। ভজনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়স্পৃহা কমিয়া গিয়া ক্রমশঃ সকল বস্তুতে ভোগ-সম্বন্ধ দূর হয়। তখন সেইগুলিকে আর ভোগের বলিয়া ধারণা থাকে না। যখনই হৃদয়ে বৈরাগ্য আসিবে তখনই গৃহত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনুরাগই এই বিরাগের মূল। নতুবা মনের উত্তেজনাবশে সাময়িক বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য করিয়া কোনও লাভ হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে যে মর্কট-বৈরাগ্য তাহা কখনও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। 'কুকুর পরে আবার কুকুরের লেজের ন্যায় তাঁর স্বভাব ধারণ করে—অর্থাৎ তাহার 'বিষয় স্পৃহা' পুনরায় জাগিয়া উঠে ও অবশেষে মর্কট-বৈরাগীর ন্যায় পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকে।

সাধক নিজের ভাগ করিলে পতন অনিবার্য্য। গৃহে থাকাকালে হরিভজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার পক্ষে অন্তরায় হইলে তখনই গৃহত্যাগ করা দরকার। আমাদের আবশ্যক—হরিভজন, গৃহও নহে, বনবাসও নহে অথবা সন্ন্যাসও নহে। তবে যখন যেইটি হরিভজনের অনুকূল হইবে তখন সেইটিই স্বীকার্য্য। নচেৎ সংসারাভিনিবেশ পাগল হইয়া হরিভক্তি হইতে সুদূরে নিক্ষেপ করিবে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত এই সংসারাভিনিবেশ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না। সাধুগণই হরিকথারূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা জীবের এই বিষয়বাসনারূপ গ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন। গৃহে এই সাধুর বাস অসম্ভব না হইলেও অতি বিরল। অতএব মধ্যমাধিকারী'র একটি নিরন্তর সাধুসঙ্গলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু নিকেতন শ্রীমঠে বাসই কর্ত্তব্য। যখন সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিরূপ ভগবদ্ভজন-পথে রুচির উদয় হয়, তখনই আমাদের সংসারধর্ম্মে নির্ব্বেদ বা বিরাগ উপস্থিত হয়।

'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-প্রভাবে জীবের ভগবৎ সেবাধর্ম্মের উদয় হয়। হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই জীবের অবিদ্যা নাশ এবং আবশ্যক অনুষ্ঠান অপসারিত হইয়া 'নিত্যসিদ্ধ হরিসেবাপ্রবৃত্তি' স্ফুরিত হয়; এই হরিসেবাপ্রবৃত্তি কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা লাভ করা যায় না। সাধনদ্বারাই এই সেবা সিদ্ধ লাভ হয়। নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকট করার নামই সাধন। কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। এই কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা বর্ত্তমান। কারণ কীর্ত্তন করিলে নিজের শ্রবণ হয় ও কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হয় এবং অপরেরও হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয়। শ্রীনারদ, শ্রীশুক, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি এবং তাঁহার পরিকর গৌড়ীয়গুরুবর্গ সকলেই সেবাধর্ম্মের স্বরূপ এই শ্রবণ কীর্ত্তন-ধর্ম্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
ভজনমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ

[বক্তা—উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, বি-এ,
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণসদন
কাল—১২।৭।৩৮ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহামহোৎসব]

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অধোক্ষজ অপ্রাকৃত-বস্তু। তাঁহাদের কথাও অধোক্ষজ, আমার হৃদ্বর্ণনে কিছু যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহাদের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া অনুকীর্ত্তনে প্রয়াস করিব মাত্র।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরায় আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথমে ভোগ ও ত্যাগের বিচারকে গর্হণ করিয়া ভক্তিকে স্থাপন করা হইয়াছে। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র"—এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হইয়াছে। ভোগবিচারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ত্যাগবিচারে মোক্ষ—এতদুভয় বিচারই [illegible], উভয়ই "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই বিচারে অনুপূর্ণ। ভোগ হইতে ত্যাগ [illegible]। অহঙ্কার পরিত্যাগ না হইলেই ত্যাগের বিচার আসে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ', "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" এবং "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায়" প্রভৃতি বহু শ্লোকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিচার নিরসন করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু, [illegible] এবং সমগ্র সাত্বত শাস্ত্র—সকলেই ভোগ ও ত্যাগকে নিরসন করিয়া ভক্তিদেবীর জয়গান করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" এই পয়ারে যোষিৎসঙ্গীকে ভোগিসম্প্রদায়ে এবং কৃষ্ণাভক্তকে ত্যাগিসম্প্রদায়ে গণনা করিয়া উভয়কে অসৎসঙ্গবিচারে পরিত্যাগকেই বৈষ্ণবাচার বলিয়াছেন। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন"—তাহাই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের উপায়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমেই "প্রোজ্ঝিতকৈতব" পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উভয়েই—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে অন্তরের কপটতা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে মুমুক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক কপটতা।

সাধু-শাস্ত্র-মহাজনের এই সকল বিচার লোকলোচনে বহুকাল আবৃত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই তাঁহার নিজ আদর্শ আচরণের দ্বারা এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বয়ং গৃহস্থলীলায় অভিনয় করিয়াও কি করিয়া ভক্তের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ তাঁহার দৈনন্দিন আচার-বিচারে পরিলক্ষিত হইত। তিনি তাঁহার শরণাগতির মধ্যে "বিষয়বিমুক্ত আর মায়াবাদী জন, ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ। সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল। মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥" ইত্যাদি বাক্যে এবং "কল্যাণকল্পতরু" গ্রন্থে "ওরে মন! ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা কর দূর" প্রভৃতি গীতে এবং জৈবধর্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ভোগ ও ত্যাগ উভয় বিচারকেই গর্হণ করিয়া জীবগণকে ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের জৈবধর্ম গ্রন্থে দশমূলতত্ত্ব প্রত্যেক অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষভাবে আলোচনা। ভোগ ও ত্যাগ—উভয় বিচারের অযোগ্যতা প্রদর্শন বা ভাব বর্তমান। ভক্তের ভক্তে স্বরূপ দর্শন-বিচার।

— —

[উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ]

আমাদের অদ্যকার আলোচ্যবিষয়—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ"। আমার পূর্ববর্তী বক্তা ব্রহ্মচারীজী এ বিষয়ে আপনাদিগকে কিছু নিবেদন করিয়াছেন। সাধারণ বিচারে জগতে ত্যাগেরই অধিক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগের চিত্র অপেক্ষায় ত্যাগের প্রতি আগ্রহ লোকেরই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলা হয়। ভোগীদের নিকট ত্যাগী বিশেষ সম্মানিত। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, ত্যাগে ভোগ অপেক্ষাও ভগবান্‌কে অধিকরূপে বঞ্চনার কথা আছে। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগ উভয়কেই বিসর্জন করিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনই সাধুসিদ্ধান্ত। ভোগে স্থূলভাবে এবং ত্যাগে সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বিদ্যমান। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের মূলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাপরিত্যাগের বিচার না থাকিলে হয় বুভুক্ষু না হয় মুমুক্ষু হইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার মধ্যে পতিত হইতে হইবে। আপনারা ইতঃপূর্বেই শুনিয়াছেন—ত্যাগে ভোগ অপেক্ষা অধিক কপটতা "তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।"

ভোগী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্তা অভিমানে পঞ্চ বিষয় ভোগ করেন, আর ত্যাগীও কর্তা-অভিমানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই পঞ্চ বিষয় ত্যাগ করেন। উভয়েরই কর্তৃত্বাভিমান প্রবল। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর কৃপায় আমরা জানিয়াছি—সর্বকারণকারণ ভগবান্ সমস্ত জগতের একমাত্র কর্তা ও ভোক্তা। তজ্জন্য ভগবদ্দর্শনে জীবের পক্ষে ভোগ বা ত্যাগের কোন বিচার থাকিতে পারে না। আমি ভোগেরও মালিক নহি, ত্যাগেরও মালিক নহি। 'ঈশাবাস্য জগদ্দর্শন' না হওয়া পর্যন্ত এই ভোগ ও ত্যাগের বিচার বিদূরিত হইবে না। ত্যাগী ভোগি-জগতের নিকট ত্যাগের বাহাদুরী দেখাইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" ধারণায় আত্মহারা হন। আচার্য শঙ্করের "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই বিচার অবলম্বনপূর্বক মায়াবাদ মতাবলম্বী নিজস্বরূপকে আবৃত করেন। বৌদ্ধ, চার্বাক, জৈমিনি, পতঞ্জলি, গৌতম কণাদ ও নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল প্রভৃতি মনীষিগণ জড়াত্মবাদকেই সম্মানন করেন, বস্তুতঃ ইঁহারা সকলেই ভোগ বা ত্যাগ বিচারের পক্ষপাতী হওয়ায় জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভগবদ্ভক্তির বিচারে পরাঙ্মুখ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গ্রন্থসমূহে ঐ সকল মতবাদের অসারত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়া জীবজগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। জড়বিলাস সাহিত্য বা জড়বিলাস-রাহিত্য—এই দুইটির কোনটিতেই আমাদের আত্মমঙ্গলের কথা নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভুক্তিমুক্তিকে 'পিশাচী' আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে—"ওরে মন! ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা কর দূর", "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাবিহীন যে ভক্ত, লভিয়াতে তাঁর সঙ্গ অনুরক্ত", "বিষয়বিমুক্ত আর মায়াবাদী জন। ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ"। এরূপ বহু উক্তির দ্বারা ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা নিরসন করিয়াছেন।

নিরাকারবাদে মায়া আছে, এই বাদ যাহারা উঠায় তাহারাই মায়াবাদী। মায়াবাদী ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মিথ্যা বলে। সুতরাং "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।" প্রথমে সগুণব্রহ্ম, তারপর নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ধারণাই মায়াবাদীর বিচার; ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের নিত্যতা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা গোবিন্দস্তব পাঠ করেন বটে, কিন্তু তাহা কেবল লোকবঞ্চনামাত্র। মায়াবাদীর গোবিন্দ সম্বন্ধে চরমে নির্বিশেষ ধারণা প্রবল থাকায় "কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাঁহার স্তবন"। ইহা যেন এক হস্ত গলদেশে, অপর হস্ত চরণে রাখিবার ন্যায়। তাঁহারা বলেন—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্মাদি গ্রন্থে এই মতবাদকে বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা ভক্তির অত্যন্ত প্রতিকূল। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকেই ধর্মার্থকাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গকে বিশেষভাবে নিরসন করিয়াছেন। অর্থাৎ ভোগ আর চতুর্বর্গ মোক্ষ—ত্যাগ। শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ মহাজনগণ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া চতুর্বর্গ বা ভোগত্যাগ-বিচারের কপটতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভগবদ্ভক্তি কখনও অনাত্মার ধর্ম নহে। আত্মার ধর্ম অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"
(ভাঃ ১।২।৬)

শ্রীহরি নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত—অপ্রাকৃত গুণবান্। তিনি চতুঃষষ্টি গুণবিশিষ্ট। তাঁহার ভজন ব্যতীত অপ্রাকৃত গুণলাভ কখনও সম্ভব নহে। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ," "পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ", "স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা" "তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ"। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সারগ্রাহী ও ভারবাহীর বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। হংস যেমন অম্বুমিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, পরমহংস সেইরূপ অসার পরিত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "[illegible] মহৎকথায়াং" প্রভৃতি শ্লোকাবলম্বনে ভজন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ভোগ করিয়া কখনও বিষয়ত্যাগ করা যায় না। গীতা বলিয়াছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ
স উচ্যতে॥
(গীঃ ৩।৬)

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের বিষয় ঠাকুর "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" "যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ" "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য জীবনমুখে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ বিগ্রহ ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ভক্তিময়।

ভক্তিই আত্মার স্বরূপধর্ম; ভোগ-ত্যাগ-বিচার দেহ-মনোধর্ম হইতে উত্থিত। ভক্তিতেই আত্মার প্রকৃত আনন্দ।

কৃষ্ণ সেবানন্দে যে আনন্দসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ নহে তার এক বিন্দু॥

সাধারণ বিচারে ত্যাগই বড় কথা; কিন্তু ভোগকে ত্যাগ এবং ত্যাগকেও ত্যাগ করিয়া সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে ইহাই সাত্বতসিদ্ধান্ত। "নিত্যো নিত্যানাং"—এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার বা স্বরূপের ব্যক্তিত্বই শাশ্বতী শান্তির কথা আছে। ত্যাগী বিচার করেন—শরীর থাকার জন্যই যখন ব্যাধি, ঔষধ খাইয়া ভাল হইলেও যখন আবার পুনঃ পুনঃ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে হয়, তখন এই শরীরটিকেই নষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তের বিচার তাহা নহে। তাঁহারা সমস্ত বস্তুকেই ভগবৎসেবায় নিয়োগ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন। তাহাতেই বাস্তব সুখ বর্তমান। আত্মার স্বাস্থ্য, স্বরূপে অবস্থানই প্রয়োজন। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস'—ইহাই মহাজনবাক্য। এই বাক্য বিস্মৃত হওয়ার ফলেই নানা প্রকার অনর্থ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে গান করিয়াছেন—

যে সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

[illegible]
[illegible]
([illegible])

[যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া [illegible] ত্যাগের আত্মীয় ইন্দ্রিয়সকল যথাযোগ্য সমস্ত কৃষ্ণসেবায় চালিত করিয়া [illegible] পুরুষ অর্থাৎ স্বচ্ছ ব্যক্তি নিত্যপ্রসাদ লাভ করেন।]

এই ত্যাগ অর্থে সংসারাসক্তি বা ভোগ এবং বেশ অর্থে [illegible] বিতৃষ্ণা বা ত্যাগ, এই উভয় [illegible]। শ্রীল ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে—

ওরে মন, ক্লেশ তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা, অস্মিতা আর, অভিনিবেশ ইতর,
রাগ, দ্বেষ—এই পঞ্চ ক্লেশ॥
অবিদ্যা [illegible], অস্মিতা [illegible],
অভিনিবেশের [illegible]।

শ্রীমদ্ভাগবতে "[illegible]" 'প্রেয়... ,' শ্রীপাদ[illegible] "[illegible]-

(অবশিষ্ট ২২ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীপরিক্রমা-[illegible] [illegible] চতুর্দিকে [illegible] আছেন। সুপ্রাচীন [illegible] [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০ [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
[illegible] গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
শ্রীগোরগাবিন্দ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াধীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) সত্যেন্দ্র-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রামঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাংলা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বরবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপীনাথপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দের বিহারী মঠ

বরশা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বরশাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরশাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—লেখাবাসী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible] [illegible]গিরিধারীর সেবা

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible] [illegible]দেবের সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৬) দীনাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ ব্রহ্মপরগণা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিতলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ (ভাগলপুর)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ [illegible] (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

২০১ নং দিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৯
৫১, [illegible] রোড
গ্লাস্টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৬ চাটার্জি লেন
[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর মণ
বালাম	৬৸০
[illegible]	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
বাশমতী নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ [illegible]	৩৶০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীপুর, চিনি	১০৷৶০
[illegible] ১০০০ নং	১০৶০
[illegible]	৯।
তারপুর [illegible]	৭।০—৯৶০
তারপুর [illegible]	৭৷৶০ ৮৲

গোলা-ব্যাপারের।

দর মণ

টিকশালের ধান	৩৷৷০
[illegible]	৩২৲
[illegible]	৫২০

আতপ—

[illegible] আতপ	৪৲-৪।০
[illegible]	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ [illegible]	৫৲ ৫৶০
[illegible] আতপ	৫।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৯৶০

আটা ও ময়দার দর

[illegible] মণ	৬।০—৬।৶
[illegible] ঐ	৯—৯৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৯—৯৶০
আটা [illegible]	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৪৷৶০
আটা ([illegible])	৫৲—৫।০
আটা ([illegible])	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪।০৲

[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

ধুনের দর

আদেন [illegible]	৫৪৲
[illegible]	৲
[illegible]	৭৫৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

দর মণ

[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জোষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে মার্কা [illegible]	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা [illegible] বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৮।০—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৸০
[illegible]	৬৸০—৮।০

টাটা প্যাঃ করগেট টিন।

২৪ সের—	১১ ০
২৬ সের—	১১৸০
২৮ সের—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট ৮	১৩৶০
২৪ সের—	১১৸৶০
২৬ সের—	১১৸৶০
২৮ সের—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ সের—	১২৸০
বীম	।৶১০—৸৶০
[illegible] ([illegible])	১০।০
[illegible] মণ	৩।০—৩৸০

পাটি কাঠি ৭—৯ ফুট লম্বা

৫।০ ৬।০ হন্দর

[illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০	৯।০—১০।০
[illegible]	৬৸০—৭।০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০

[illegible] আসল ২৫৲ নকল ২০।০

[illegible] ৫৶০, পাটের [illegible]

[illegible] ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ [illegible] ঘাট [illegible], বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৩-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, [illegible] বলিয়াই ইহার খ্যাতি [illegible] ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ [illegible] [illegible]।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অংশমাত্র জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

মানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত্য আস্পদ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার একান্ত দর্শন এবং তত্ত্ব ও ইতিহাসের জীবন্ত চিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট গ্রন্থ ইংরাজীতে ৩য় খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত ৩২০ পুস্তক-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত প্রমাণাদি সহ সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ এইবার প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার ... প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৵০	৷৵০		
" ইঞ্চি ৪৲	১৷০	১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১৪৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৬৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন
কলিকাতা ৪ ৩৬ ৫-৩৬ ৭-৫৬ ১২-৩৬ ১৩ ৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৫৬ ২২ ২
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৮ ৯ ৩১ ১৪-৫০ ১৫ ৫৯
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭ ১ ৮ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭ ২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১ ১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০ ৩১ ১৭ ৩৮ ২০ ৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৯ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৫৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১৩-৫৯
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৩-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৩-৫৮ ১৯-১১
৭ ২০ ১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৩-৪৬ ১৯ ২৫ ২০-৫
রাণাঘাট ১০-৪৩ ১২ ৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০ ৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯ ২০ ১১ ৫৬ ১২-৬ ১৪ ১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭ ৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৩

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা ভাদ্র, ১৩৪৫, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [১৪৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

উড়িষ্যার গবর্ণরের বিলাতযাত্রা

উড়িষ্যার গবর্ণর স্যার জন হব্যাক ১৩ই আগষ্ট 'নরকুণ্ড' নামক জাহাজে লণ্ডন রওনা হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যের জন্য তিনি আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন না বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। তিন মাস পরেই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া আশা করেন।

———

মাদ্রাজ সুরাবর্জ্জন আইন সংশোধন প্রস্তাব

মাদ্রাজ সরকার ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য্য মদের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালের সুরাবর্জ্জন আইন সংশোধন বিল ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সরকার মনে করেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন সুরাবর্জ্জন আন্দোলনের বিরোধী। কোনও বিশেষ মদ কোন রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন হইলে রোগীকে ডাক্তারই তাহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন। ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর না করিয়া ডাক্তারের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করা অধিক সঙ্গত। নূতন আইন বলবৎ হইলে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা মারফৎ বা অপর কোনও উপায়ে এই শ্রেণীর মদের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হইবে। কেবলমাত্র মেডিক্যাল জার্ণালে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া চলিবে।

মধ্যপ্রদেশে পুলিশ বিভাগে সংস্কার

পুলিশকে জনসাধারণের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন করিবার এবং পুলিশ বিভাগের সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, প্রত্যহ পুলিশের ডায়েরী পূর্ণ করিয়া ঐ দিনের তদন্তের রিপোর্টসহ ডাকে পাঠাইতে হইবে এবং জবানবন্দী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

বন্নুতে ২৩জন যাত্রী অপহৃত

গত শুক্রবার একখানি মোটর বাস বন্নু হইতে মেজনাক যাইতেছিল এবং মেজনাক হইতে একখানি বাস আসিতেছিল। একদল সশস্ত্র ওয়াজির বন্নু হইতে ৫১ মাইল দূরে দোসালীতে বাস দুইখানিকে থামায় এবং বাসের ৭জন হিন্দু ও ১৬জন মুসলমান যাত্রীকে অপহরণ করা হয় ও তাহাদের মালপত্র লুঠ করা হয়। অপহৃত ব্যক্তিদের মালপত্রগুলি সরাইতে ডাকাতগণ অপহৃত ব্যক্তিদিগকে বাধ্য করিয়াছিল। উক্ত দিবসই একজন হিন্দু ও চৌদ্দজন মুসলমানকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কাহাইসোবাতে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় শনিবার তাহারা আহারের পরে ঘুমাইয়া পড়ে। এই সময় তিনজন ডাকাত ও ৭জন অপহৃত ব্যক্তি তথায় ছিল। সুন্দর লাল ভাটিয়া নামক একজন মোটরচালকের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন উক্ত মোটরচালক তাহার সঙ্গীদিগকে জাগাইয়া তাহাদিগকে পালাইবার জন্য বিশেষভাবে বলে কিন্তু তাহারা সম্মত হয় না। তখন মোটরচালক একাই রওনা হয় ও দিনের বেলায় আমলাল কোটের নিকটে একটা গুহায় লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিতে হাঁটিতে সুরু করে। তৎপর বন্নু আসিয়া পৌছে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন খবর জানা যায় নাই।

———

বহরমপুরে ভীষণ নৌ দুর্ঘটনা

গত ১৩ই জুলাই প্রাতঃকালে খাগড়াঘাটে ৩৫জন যাত্রীসহ এক খানা খেয়া নৌকা গঙ্গা নদীতে উল্টাইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, নৌকাখানা যখন গঙ্গা নদী পার হইতেছিল এমন সময় প্রবল স্রোতাবর্ত্তে পড়িয়া উহা উল্টাইয়া যায়। এই ভার করিবার সময় একখানা ষ্টীমার মাত্র ৬জন যাত্রীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরাপর যাত্রীদিগের এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

———

সোভিয়েট সামান্তরক্ষীর গুলী বর্ষণ

শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণে তারাকাওয়া জেলায় সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীরা একটি জাপানী দলের উপর গুলী বর্ষণ করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে একদল পুলিশ পাহারা প্রেরণ করা হইয়াছে। জাপানীদের মধ্যে একজন পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মাঞ্চুকুও সীমান্তে যুদ্ধ বিরতি

গত ১৩ই আগষ্ট সোভিয়েট ও জাপ সামরিক প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে সমরসচিবের দপ্তর হইতে তাহার সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটী জাপ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ বিরতির আদেশ বলবৎ হওয়ার সময় চাংকুফেং পর্ব্বতের শিখরদেশ সম্পূর্ণরূপে জাপানের অধিকারে ছিল। পর্ব্বতের পাদদেশে কোরিয়ার বাহিনী বরাবর অবস্থিত। বর্ত্তমান চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী উভয় পক্ষের সৈন্যদলকে উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে অন্যূন ৯০ গজ দূরে সরাইয়া লইবার কথা ছিল। যুদ্ধ বিরতির আদেশ বলবৎ হওয়ার সময় উভয় পক্ষের অবস্থানস্থল সম্বলিত একটী মানচিত্রে সামরিক প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন।

———

মধ্য প্রদেশে ষষ্ঠ মন্ত্রী নিয়োগ সমস্যা

মধ্যপ্রদেশের ষষ্ঠ মন্ত্রী এখনও নিযুক্ত করা হয় নাই। বিরোধী দলের ১২জনেরও অধিক সদস্য কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কংগ্রেস দলে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিষয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করা হইবে। ইহা নিশ্চিত বলিয়া মনে হয় যে, বেরারের কোন অব্রাহ্মণ কংগ্রেসী সদস্যকে ষষ্ঠ মন্ত্রী মনোনীত করা হইবে।

মহানন্দার প্লাবনে রেল-লাইন ভগ্ন

রাজসাহীতে মহানন্দার প্রবল প্লাবনে আমনুরা ও চাপাই নবাবগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে লাইন ভাঙ্গিয়াছে। এই ভাঙ্গন চাপাই নবাবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের অতি সন্নিকটেই সংঘটিত হইয়াছে। প্রায় এক মাইল লাইন জলমগ্ন অবস্থায় আছে। ভাঙ্গনের পূর্ব্বে চাপাই নবাবগঞ্জ ষ্টেশনে নৌকাযোগেই যাতায়াত করা হইতেছিল।' ট্রেণ চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

-:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জীর প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৮৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬.
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-ভাগবত ।০
১৯। সর্ব্বসংবাদিনী ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতা ।৵০
২২ ভজনরহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (শ্রীপাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীপ শ্রীম-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স আন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড’স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫ হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ { ৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ১লা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ১৪৫ তম সংখ্যা

এলবার্টহলে বক্তৃতা

বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-মহাজন পরমহংসকুলভূষণ ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহামহোৎসব কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে আগামী ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার লণ্ডনের ভারপ্রাপ্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী (পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী) মহোদয় "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ" সম্বন্ধে এলবার্টহলে (১৫ কলেজ স্কোয়ার) ইংরেজি ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির বাঙ্গালা পঞ্চমজর্জ্জ-প্রফেসর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর এম্-এ, ডি লিট্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সকলের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে নগরসংকীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের উদ্যোগে গত ১৪ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া সমস্ত সহরটিকে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে মুখরিত করেন। সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কীর্ত্তন বিরতির হইবার পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক উপদেশক রাগানুগ শ্রীপাদ মাধবেশ ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীনামসংকীর্ত্তন'-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

বালেশ্বর ও ময়ুরভঞ্জে প্রচার

গত ১৫।৬।৩৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ পদ্মাদর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ মহোদয় মৎস্যোদী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হাড়ীবন্ধু দাস মহাশয়ের সশ্রদ্ধ আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করিয়া সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় বিদ্ধ-স্মার্ত্তশ্রাদ্ধ ও শুদ্ধ সাত্বত-শ্রাদ্ধ এবং স্বরূপ ও বিরূপের ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে ১॥ দেড়ঘণ্টাকাল সময় তাবাব আলোচনা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাঁহার আলোচনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আলোচনান্তে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৬।৬।৩৮ তারিখে কানপুরগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ মহান্তি মহাশয় শ্রীপাদ পদ্মাদর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ মহোদয়কে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি ৭।০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উদ্ধারের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীল অভয়াচরণের বন্দনা, মহাজনপদাবলী ও শেষে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

গত ১৮।৬।৩৮ তারিখে শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু পাটিসর সালেডিহাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে আহূত হইয়া গমন করেন। উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম পাণিগ্রাহী মহোদয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী সভার অনুষ্ঠান করত শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুকে তথায় আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের উচ্চির অপ্রাকৃত বস্ত জ্ঞানে কালিদাস কর্ত্তৃক আস্বাদন ও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দের উদয় এবং শ্রীভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠতার বিষয় ২ ঘণ্টাকাল আবেগময়ী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম পাণিগ্রাহী মহাশয় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়া তাঁহার উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাসাধিকারীজী মহাজনপদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শান্তিকুঞ্জে প্রচার

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার বোম্বাইয়ের শান্তিকুঞ্জ প্রবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শেঠ্ কেদারনাথ ভার্গব মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা ও গুরুবন্দনার পর মঙ্গলাচরণ শ্লোক, পঞ্চতত্ত্ব, নামাষ্টক-এমন প্রভৃতি পদসমূহ কীর্ত্তন হয়। পরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগাঙ্করা ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র বিষয়ে পাঠ ও হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর বহুক্ষণ যাবৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। পাঠ-শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

অপ্রকট-প্রাপ্তি

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভিক্ষু গৃহস্থ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় (ডেটাডিনাভী সাহেব) মহোদয় গত ২১শে শ্রাবণ (১৩৪৫) ৬ই আগষ্ট (১৯৩৮) শনিবার শ্রীএকাদশী তিথিতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার বর্দ্ধমান গ্রাম বাগানহাটস্থ স্ব-ভবনে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীধাম ও শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব-সেবায় এই মহাত্মার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইনি 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ'-পত্রের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম আস্থা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকালে ইনি প্রচারকগণকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা অদ্য সত্যই আমাদের একজন অকৃত্রিম বান্ধব হারাইলাম। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার ভক্তিময় জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সতত আশীর্ব্বাদভাজন হউন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা ও সান্ত্বনার বিষয়।

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান। নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। কেহ শয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করিব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ হৃষীকেশ আদি কামদেবশায়ী গৌরাব্দ ৪৪২

যৎকিঞ্চিৎ

ভোগোন্মুখ চক্ষুতে বস্তুদর্শন হয় না, বস্তুর পাঞ্চভৌতিক দর্শন হয়—অদর্শন হয়। দুষ্ট মনের আত্মপ্রত্যয়ের শোচনীয় পরিণামে অবসন্ন হইয়া মানব যখন ঈশ্বর-বস্তুকে অদর্শনে—ভোগ্য বিষয়সংগ্রহে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা বিষয়গ্রহে বাস্তববস্তুর সন্দর্শনের ঈপ্সায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করেন, তখনই বস্তু কৃপাপূর্ব্বক জীবকে স্বীয় সন্দর্শনের যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন।

জড়জগৎ ভগবানের একটী শক্তির ক্রিয়া। সেই শক্তী বহিরঙ্গা শক্তি। এই বহিরঙ্গা শক্তির ঐশ্বর্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয় যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন আমাদিকের প্রাকৃত বিচারবশতঃ কল্পনার সুকোমল তুলিতে আমরা বস্তু গড়িয়া তাহার কাল্পনিক পূজার ছলনা দেখাইতে প্রবৃত্ত হই। এই প্রকার কল্পনার বাহাদুরী ও বস্তুদর্শনের কপট প্রচেষ্টা বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা বস্তুদর্শনের বিপরীত প্রণালী,—ইহা বস্তুদর্শনের বাধা বা আবরণ। এই আবরণ উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন।

জগতের যে-সকল জ্ঞান, সে সকলই অপজ্ঞান বা অজ্ঞান। এই জগদ্রূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাতে জড়জগতের অধিকতর অভিজ্ঞতার পরিমাণতা, বিশ্লেষণ ও পারদর্শিতা সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা জগদতীত জগদ্বস্তুর অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা আদৌ নাই। তাই বলিয়া এ জগতের সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগের জন্য অস্বাভাবিকত্বের আবাহনেরও কোন আবশ্যকতা নাই। মোট কথা, জগতের সঙ্গে জগদীশের কি সম্বন্ধ, সেই বস্তু গুরুদ্বারে অবগত হওয়া প্রয়োজন। ইহারই মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞান। সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়েই পারিপার্শ্বিক জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিত বাস্তববস্তুর সংযোগ দর্শন লাভ হয়। তখন সেই সকল বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার পরিবর্ত্তে বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে পরমসুযোগ প্রদান করে। অনুশীলনপ্রভাবে বস্তুশীলন—বস্তুর সাক্ষাৎকার—বস্তুর সেবা সুলভ হয়। এই প্রকার জ্ঞানেরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

জড়জগতের সংস্রবে প্রচুর অসুবিধা আছে। সুতরাং জড়জগতের এই অসুবিধার হাত হইতে মুক্তি লাভ করাই আমাদের একমাত্র কামনার বিষয় নহে। এখানে শুধু মিথ্যা ও অনিত্যেরই আবাহন আছে। আবার এই মিথ্যার ও অনিত্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়াও প্রকৃত মুক্তি নহে। আমরা positive বস্তু চাই;—জড়জগতের আতিশয্য ও অপ্রয়োজনীয়তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়াটাই আমাদের চরম কথা নহে। যিনি নিত্যলীলাময় বস্তু—চিদ্বিলাসময়বস্তু, তাঁহার বিলাসে রুচি উৎপাদিত না হইলে আমরা কোন না কোন প্রকারে ইহজগতের জড়বিলাসে মত্ত হইয়া পাপ-পুণ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িব। যাহারা বদ্ধাবস্থা হইতে মুমুক্ষু, তাহারা জড়জগতের অসুবিধাটুকুর হাত হইতে কেবল মুক্তি দিবার জন্য চেষ্টান্বিত। এই প্রকার স্বার্থপরায়ণ অপবর্গসাধনী ব্যক্তিগণ তাদৃশ আচরণে 'বস্তু'বিবেকেরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মুক্তকুল যাহা আলোচনা করেন তদালোচনারই চেষ্টা প্রদর্শন করেন। যে কালে বদ্ধাবস্থা থাকে, সেকালে মুক্তকুলের আলোচ্য বিষয়ে প্রতীতি হয় না, সুতরাং তাহাতে প্রীতিও জন্মে না; তাই তখন নানাবিধ অনাত্মধর্মের বিচার আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। অবিচারের হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারা পর্য্যন্ত ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট হইয়া জীব মুক্তপুরুষগণের কথায় অধিক আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

আনন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের অভিলষণীয়। কেবল ক্লেশানুবৃত্তিই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। ভগবদনুশীলনই একমাত্র সুখের পথ। কৃষ্ণই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। তাঁহাতে কোন রসেরই অভাব নাই। এই পরম বিলাসী রসের পূর্ণানন্দবিধানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মই

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও চৈতন্যের শিক্ষা

[গত ২০শে জুলাই বুধবার রাত্রি ৮ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসবোপলক্ষে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

আমি আমার শিক্ষাগুরুবর্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের নির্দ্ধারিত "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে গুরুবর্গের নিকট যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অনুকীর্ত্তনের চেষ্টা করিব। সুতরাং ঠাকুরের প্রেষ্ঠতম নিজ এবং তাঁহার প্রিয় যে সমস্ত বৈষ্ণব, তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষু হইয়া ঠাকুরের অনন্ত মহিমার লেশ স্পর্শ করিবার যোগ্যতা যাহাতে হয়, তজ্জন্য কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

সমস্ত বস্তুর মালিক—ভগবান্। ভগবৎ-সেবা করিতে হইলে তাঁহারই বস্তু দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে; অন্য বস্তুর দ্বারা ভগবদ্ আরাধনা হয় না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর"। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরাধনা করিতে হইলেও সেইরূপ তাঁহার বস্তুর দ্বারাই তাঁহার সম্যক্ আরাধনা সম্ভব হইবে। সুতরাং শ্রীল ঠাকুরের অনুগত, শ্রেষ্ঠ বা অনুগত ব্যক্তিগণ যে সকল বস্তুর দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

তাঁহার পরিপূর্ণ সেবাবিধান করিতেছেন। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যফলেই অখিল রসামৃত শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সর্ব্বাকর্ষক পরমমধুর মুরলীর আকর্ষণ অনুভূত হয়। সেই আকর্ষণে একবার পড়িলেই আর অন্যব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র আকর্ষণ জীবকে ক্ষণকালের জন্যও প্রলুব্ধ করিতে পারে না—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ত কা কথা, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও তাঁহার লোভনীয় বিষয় হয় না। তখন সেই জীব নিখিল ব্রহ্মাণ্ড—তথা অনন্তবৈকুণ্ঠের যাবতীয় প্রলোভনের বস্তুকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া পরম-চমৎকারকারী অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আশ্রিতগণের আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভে জীবন ধন্যাতিধন্য করিতে সমর্থ হন। ইহাই জীবের সকল সাধনের শেষ সাধনা, সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি—সকল প্রয়োজনের শেষ প্রয়োজন।

আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আনুগত্যে সেই সকল বস্তু অনুসন্ধানই একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ আচার-প্রচারমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় হইতেই তাঁহার শিক্ষা উপলব্ধির বিষয় হয়। আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ৪৪০ গৌরাব্দে, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক সংখ্যা" গৌড়ীয়ে যে "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্" নামক একটী সুন্দর স্তব রচনা করিয়া শ্রীল ঠাকুরের সেবা করিয়াছেন, আমি আজ তাঁহার কীর্ত্তিত সেই স্তবের অনুকীর্ত্তনমুখে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দশমূলতত্ত্ববিচারে প্রমাণ ও প্রমেয়তত্ত্বের এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর জীবগণকে দশটি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তাহার প্রথমটি প্রমাণতত্ত্ব এবং শেষ নয়টি প্রমেয়তত্ত্ব। এই একটী শ্লোকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাসার বর্ণিত হইয়াছে। পরতত্ত্ববস্তু জ্ঞানশাস্ত্র আম্নায় বা শ্রুতিধারা বা গুরু-পারম্পর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য; অন্যথা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। অধোক্ষজ বস্তু সম্বন্ধে বদ্ধজীবের কিছুই বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। অতীন্দ্রিয় বস্তু কখনই অক্ষজগ্রাহ্য নহেন। কিন্তু আম্নায়-ধারায় সেই অধোক্ষজ পরতত্ত্বসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইজন্য প্রথমেই আম্নায়ের কথা। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যখন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করিলেন এবং তাহা ধারণ করিবারও যোগ্যতা প্রদান করিলেন, তখনই ব্রহ্মা তাহা বুঝিতে পারিলেন। আবার ব্রহ্মা সেই জ্ঞানের কথা যাঁহাকে কৃপা করিয়া

বলিয়াছেন, তিনিই মুক্তিতে পাইয়াছেন। শ্রীরূপ সনাতন-ব্যাস শুকাদি পারম্পর্যে সেই পরতত্ত্ব-জ্ঞান জীবের সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছেন। এই জ্ঞানপারম্পর্য্যপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। তাহা স্বীকার না করিলে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ হইতে পারে না। শ্রুতি বা শব্দই একমাত্র প্রমাণ। সেই প্রমাণমুখে উপলব্ধ হয় বিষয় এই যে তত্ত্ব, সেই পরতত্ত্ব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; তিনি ভূমি বা ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, রসাদি, অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন, তিনি সেই বস্তু। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ। বদ্ধ ও মুক্তভেদে সেই জীব দুই প্রকার। তন্মধ্যে কেহ মায়াকবলিত আবার কেহ বা মুক্ত। চিৎ অচিৎ সমস্ত বিশ্ব শ্রীহরির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত, শুদ্ধভক্তি একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্য। এইরূপে ঠাকুর অতি সংক্ষেপে দশমূলসমষ্টি-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সারমর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

এই স্বরূপবিস্মৃতি হইতেই নানাপ্রকার অনর্থ আসিয়া জীবকে গ্রাস করিয়া থাকে। তটস্থাধর্মবশতঃ জীবের উভয় যোগ্যতাই আছে, অর্থাৎ জীব তাহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারফলে মায়াকে পিছনে রাখিয়া কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিতে পারেন, আবার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে কৃষ্ণকে পিছনে রাখিয়া মায়ার দিকেও যাইতে পারেন। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ব্যতীত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য উদিত হয় না। ভগবানের সহিত জীবের যে অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ আছে, তাহা গুরুকৃপায় না জানা পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই মায়ামুক্ত হইতে পারে না। যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ—ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ। গীতায় শ্রীভগবান্ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" শ্লোকে জীবকে তাঁহার অংশরূপে পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই 'অংশ' অর্থে খণ্ড নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই বাক্যে জীবকে ব্রহ্মের সহিত একাকার করিয়াছেন। শঙ্কর ব্যাসপরিণামবাদের পরিবর্ত্তে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিবর্ত্তের কোনই প্রয়োজন নাই। 'ব্রহ্ম' বলিতে চেতন, বেদ, ভগবান্। শাস্ত্রে জীবকে কোন কোন স্থলে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত থাকিলেও সেখানে 'চেতন' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। "অবস্থুতোহস্ত্রা-বুদ্ধি বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" এবং "সতত্ত্বতোহন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইতি স্মৃতঃ" 'ভগবানের বিকার' এই ভয়েই শঙ্করাচার্য্যের ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু ভগবানের শক্তি বিবিধ,—

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল-ক্রিয়া চ।'

শক্তির পরিণামবিচারে আচার্য্য নির্ভয় থাকিতে পারিতেন। মণি যেমন বহু হেমভার প্রসব করিয়াও স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, সেইরূপ পরতত্ত্ব এক অদ্বয়জ্ঞান। তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ, জীবশক্তি হইতে জৈবজগৎ এবং মায়াশক্তি হইতে মায়িক জগৎ প্রকাশিত হইলেও তিনি অবিকৃতই থাকেন। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিকে অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা এবং উভয়ের মধ্যে তটস্থভাবে অবস্থিত জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা হয়। জীব তাহার তটস্থাধর্ম্মবশতঃ মায়াবশযোগ্য হইলেও বস্তুতঃ মায়িক তত্ত্ব নহেন। উপনিষদ্ জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
(শ্বেতাশ্বতর)

জীব—চেতনবস্তু, তাঁহাতে অনুভূতি, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি আছে। জড়ে উহা নাই। জীব অণুচেতন হইলেও মায়া-মুক্ত হইয়া চিজ্জগতে যাইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া গেলে তাঁহার নিকট সব আসিয়া যায়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

জীব কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত; এই সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া তিনি মায়িক সম্বন্ধ বরণ করিয়া লইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য জীবব্রহ্মৈক্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য পঞ্চভেদ স্বীকার করিয়াছেন—ভগবান্ ও জীবে ভেদ, ভগবান্ ও জড়ে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চভেদবাদ। তবে ইহা মায়িক জগতের ভেদজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধ্বের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত দ্বারা এই সকল মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। জীব ও ভগবানে কেবল ভেদও নহে, কেবল অভেদও নহে; যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। জীবচিন্তার অতীত বলিয়া ইহা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-রূপে কথিত।

শুদ্ধভক্তিই জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি; তাহাই জীবের সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। উপায় ও উপেয় বা সাধন ও সাধ্য—একই বস্তু, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্তের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভজনক্রম এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সরল পয়ার-ছন্দে উহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা'
যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে
প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরও তাঁহার ভজন-রহস্য-গ্রন্থে অষ্টযামসাধনে উক্ত ভজনক্রম অনুসরণের উপদেশ করিয়াছেন। ভক্তোন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত সাধুসঙ্গ লাভ হয় না এবং সাধুসঙ্গ ব্যতীতও ভক্তি লাভ হয় না। ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্মগ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভক্তই শ্রীভগবানের প্রিয়াপ্রিয়কার্য্য নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং ভক্তের কৃপাই প্রোপায়। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—ইহাতে নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। ভক্তোন্মুখী সুকৃতিফলেই জীবের অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে এবং সেই শ্রদ্ধার ফলেই শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রত হইলেই জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গের বিচার আছে। তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ নাম-কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

নাম-সংকীর্ত্তন কি করিয়া শুদ্ধভাবে হইতে পারে, নাম কি বস্তু,—ইহা বিশেষভাবে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'হরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঠাকুরঘরে গিয়া পূজা করিলেই যে ভগবান্ আমার পূজা গ্রহণ করিলেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তিনি আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইলে আমার বাহাদুরী-প্রকাশের খুব সুবিধা হইত। জিহ্বা নাড়াচাড়া করিলেই মনে করি হরিনাম হইল। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোথায়ও প্রকাশিত হন না। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয় ব্যতীত শ্রীবাসুদেব অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হন না। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। আচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। আচার্য্যের কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয় না। বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত শ্রীভগবানের নামাদি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিতও হন না।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥
(ভাঃ ৪।৩।২৩)

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পর্য্যন্ত ভোগ ও ত্যাগের বিচার প্রবাহিত হয়। কিন্তু ভক্তিপথে ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহাকে বিশেষভাবে গর্হণ করা হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গীতাবলীতে গাহিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা বিহীন যে ভক্ত।
লভিতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
"ওরে মন! ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা কর দূর"
ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এই স্থানে বহু সাধক-বৈষ্ণবের সমাধিমন্দির আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ক, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। (পোষ্টাল – বাগবাজার ৮২-৪) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ আছেন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাষান্তরে পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অক্ষকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিত্তানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতপাড়া (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুড্রোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ কবিবাম, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) ভাগলপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভাগলপুর কার্টগেঞ্জ, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১৬নং বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরানশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাশ্রম

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দেন্দ্র বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোলাপী,

পোঃ ভেডোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৬নং কুতুবরোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন

বিল ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মবাসগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন

পোঃ রত্নাকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) জমদা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমদা, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (ত্রিপুরা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমরকুপা, পোঃ চিত্রকূট, (মালদহ)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৭০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ১

৫১, ফ্লাউম্যানরোড

ক্লাপহেম, লণ্ডন, এস ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ
বালাম	৬॥০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৫॥০
বাদশা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের ক্ষুদ	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸০

পাটের দর

[illegible]—	১০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] সময়—	৪১৲

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০॥৴০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	৯।
[illegible]	৮।০—৯৵
[illegible]	৭॥/০—৮

সোনা-রূপার দর।

[illegible]	৩৯॥০
[illegible]	৩২৲
[illegible]	৫২০

আলু—

নূতন আলু	৲ - ৪॥০
পেশোয়ারী	৲-১০।০
[illegible] আলু	৫।০-৫।৵
ঐ বাজার	৫৲ ৫৩০
পাটনাই আলু	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

আটা ও ময়দার দর

টেক্ক ময়দা প্রতি মণ	৬॥০—৬॥৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৸০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
[illegible]	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]	৫/০—৫৷/০
[illegible]	৫৲—৫।০
[illegible]	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]	২॥০—২॥৵০
পাই	১৸৵০—১৸০
	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৩৫৲
[illegible]	৩৪।০৲

তার	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সুতের দর

[illegible] কাইন	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	১৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৸০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭—১৮॥০

লোহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (বরগা বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ [illegible]	৭৸০—৮॥০
ঐ টাটা [illegible] বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮॥০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
শীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
[illegible] কাটা মণ	৩।০—৩৸০
[illegible] ৯—১ ফুট লম্বা	
	৫।০ - ৬।০ হন্দর
[illegible] ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible]	৬৸০—৭।০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৭৸০
[illegible] ২৫৲	[illegible] ২৩।০

[illegible] ৫৴০, [illegible] ৩।০

[illegible] ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ [illegible] ঘাট [illegible], বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।:০:।—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, [illegible] বলিয়াই ইহার [illegible] ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন, আপনার [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৸০ বার আনা, [illegible] ৵০ [illegible] পৃথক।

ঠিকানা—১১নং ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাশাস্ত্রবিদ্ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমটি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলাতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর,

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৬৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

———

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৫-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬
রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৪ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯- ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮
নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬
শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫
কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২
নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর ৩ ৫৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭
রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬
কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২০

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০
শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১
কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬
কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সংখ্যা   Regtd. No. C 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ   ৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫২ ; ২রা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ১৯শে আগস্ট, ইং ১৯৩৮ ; শুক্রবার   ১৭৬-১৭৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্তোত্ররত্নম্

(১)

নবঘনতড়িদাভৌ কোটিকন্দর্পশোভৌ
নলিন-ললিতনেত্রৌ সচ্চিদানন্দগাত্রৌ।
বলয়বলিতহস্তৌ বিপিনবৃন্দাবনস্থৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(২)

জলদ-কনক-বাসৌ কুঞ্জচঞ্চৎপ্রকাশৌ
নবকনককিরীটৌ বৃতচঞ্চৎকপাটৌ।
রুচিরচিকুরজালৌ মালতীধৃতমালৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।

(৩)

সুরতরুতলরাজৌ সদানন্দভাজৌ
ব্রজবিপিনবিহারৌ কংসগোপনহারৌ।
অমলকমলপাদৌ দীনহীনপ্রসাদৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(৪)

শ্রুতিযুগলবতংসৌ কেলিকাসারহংসৌ
বিমলযুগলসঙ্গৌ গোপিকাভাবরঙ্গৌ ॥
ভুবনমণিকিশোরৌ শুক্লচিত্তচকোরৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(৫)

মুখবিজিতশতচন্দ্রৌ নৃত্যবিদ্যাকবীন্দ্রৌ
স্মিতরুচিরকটাক্ষৌ গীতবাদিত্রদক্ষৌ।
বিবিধবিহরভাব্যৌ প্রেয়সীসঙ্গসেব্যৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।

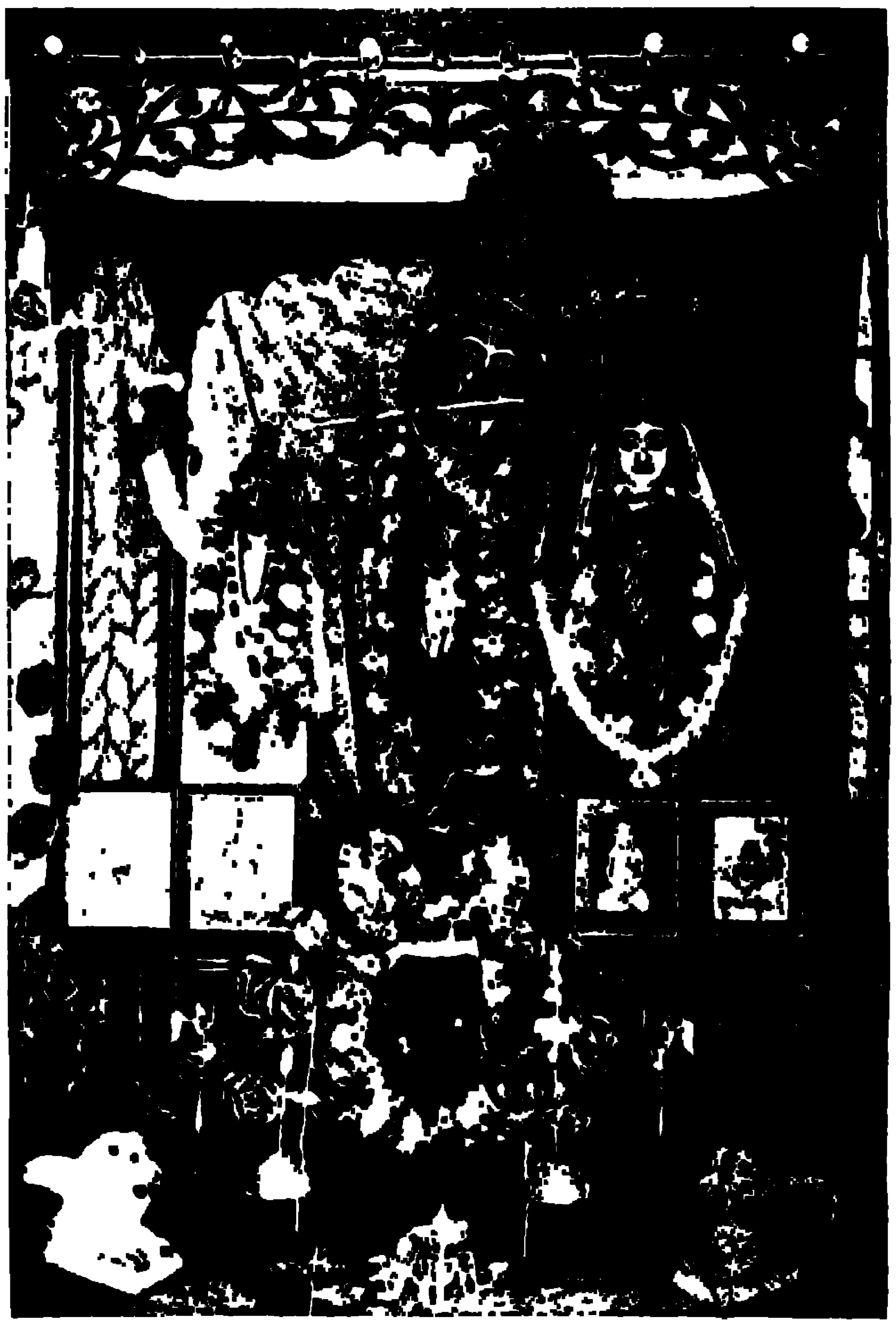

চিত্র [illegible] সেবিত

(৬)

প্রণতিমধুরসারৌ মাধুর্য্যসারৌ
ছাতিবিমর্দবিন্দৌ বিশ্ববিদ্যাবিদগ্ধৌ।
সকলভুবনবিন্দৌ বিশ্ববিখ্যাতচন্দ্রৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(৭)

ভবনিবটনিকরাধারৌ প্রেমপীযূষপূরৌ
সুরতসমরবীরৌ ভক্তবৃন্দৈকধীরৌ।
অনুপমমধুরভাষৌ দেবদেবেশবাসৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(৮)

অতুলগুণসমুদ্রৌ সদসৎ সারতত্ত্বৌ
নবনটবরবেশৌ গোপগোপাঙ্গনেশৌ।
প্রকৃতিগুণবিরক্তৌ স্বর্ণনীলাম্বরক্তৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(৯)

[illegible]
গিরিবরধরণেশৌ পুষ্পবাণাভিলোলৌ।
কমলকুসুমভৃঙ্গৌ কেলিকন্দর্পরঙ্গৌ
জয় জয় রসিকেন্দ্রৌ রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(১০)

সুজনগণমুদার্থং গৌরদাসপ্রণীতং
শরণমধুরকাব্যং সাধুভক্তৈকরত্নম্।
ভবদহনমনার্থং সংসারাধিদনার্থং
শৃণুত পঠত নিত্যং গায়ত প্রেমরূপম্ ॥

স্বয়ং ভগবান আর লীলা পুরুষোত্তম   এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

'কৃষ্ণবিভাব' জিনিষটা—প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে যে শুদ্ধচেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণচেতনের পূর্ণপ্রকাশ। বিষ্ণুর যে মূল আকর মূর্ত্তি তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও পরমকারণ। নারায়ণের কারণ— বলদেব, বলদেবের কারণ— শ্রীকৃষ্ণ। বর্ত্তমানে আমরা অচিদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি সে অচিদ্ভাবটা সঙ্কুচিত করতে পারি তবেই আমাদের ভেদে নেওয়া দশা হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়। আমি অচিৎ ক্ষুদ্র পদার্থ নহি, আমি- চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ। চেতনের অণুর মধ্যে অনন্তের সেবা করবার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নয় যে, অণু হ'লে সে অনন্তের সেবা করতে পারবে না। বিস্ফুলিঙ্গ আধার প্রাপ্ত হ'লে সমগ্র জগৎ পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। অনেকে ভগবদ্বস্তুকে খণ্ডিত জড় বস্তুর ন্যায় চিন্তনীয় মনে করেন, কিন্তু বস্তুটা অচিন্তনীয়। তিনি কেবল অচিন্ত্য নন সেবোন্মুখের চিন্ত্য, চিন্ময়।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমাদের বর্ত্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখতে দেয় না। কৃষ্ণের মায়ার দুই প্রকার বৃত্তি (১) কৃষ্ণকে দেখতে না দেওয়া, (২) কৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়া। এই অসুবিধাদ্বয় দূর করতে পারেন একমাত্র কার্ষ্ণ। ভক্তের নিজের সম্পত্তি কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন তাঁরা ভগবৎ বদান্য। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই তাঁহাদের শ্রীহস্ত দ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' হওয়া মানে এ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণ সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি।

অবিমিশ্রসত্ত্ব বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব বসুদেব। যেখানে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের লেশও নাই: সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে যে বস্তু প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধার বা ভূমিকায় যাঁর প্রাকট্য, তিনিই বাসুদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস গোস্বামী প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী

সাত্বতদিগের বংশসম্ভূত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব নাস্তিকারূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া যুক্তিরূপ কারাগারে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্বৎকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়। সেই দম্পতির যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টা পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঈশবিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদ্দাস্য-ভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিদ্রূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীবতত্ত্বের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব নন্দমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী পাইয়া শ্রদ্ধাময়চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। এদিকে দেবকীর গর্ভনাশ বিজ্ঞাপিত হইল। শুদ্ধ জীবভাব আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীবহৃদয়ে উদিত হয়। অতএব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য-ধাম নারায়ণরূপে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যা-ধারূপ কংসের ধ্বংস ইচ্ছা করিয়া ভগবান প্রাদুর্ভূত হইলেন। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নির্ম্মিত ব্রজ-ভূমিতে ভগবান্ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যুক্তি-বিভাগে বা জ্ঞান-বিভাগে ঐ ভূমি থাকে না। কিন্তু বিশ্বাস-বিভাগেই তাহার অবস্থান হয়। জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না, আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী। উল্লাস-রূপিণী নন্দপত্নী যশোদা যে অপকৃষ্ট তত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন, তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব কর্ত্তৃক নীত হইল। বিশুদ্ধ প্রেমসূর্য্যকিরণসমূহপরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীবতত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যাঁর হয় তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান

"ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান যায়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ হৃষীকেশ, নিত্য গৌরাঙ্গপার্ষদ, গৌরাব্দ ৪৫২

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মাশ্রিতগণের অপার কৃপাশীর্ব্বাদে শতসহস্র বিপদ্ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও আজ সম্বৎসর পরে আবার আমরা আমাদের নিত্যারাধ্য সর্ব্বশুভপ্রদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতিথিবরার শুভাবির্ভাব বন্দনা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতেছি। অবশ্য গভীরতঃ কালচক্রে নিষ্পেষিত আত্মিক জগতের পক্ষে এই তিথিবরা প্রাপঞ্চিক কালশক্তির প্রভাবাধীনা বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ ইনি কালাতীততত্ত্ব, প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব, কালাধীন কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকুলকে কৃষ্ণাবির্ভাববার্ত্তা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই ইঁহার প্রপঞ্চে আবির্ভাবলীলা। আমরা এই পরমপূজ্য তিথিবরার শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি নিজ গুণে আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন।

মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যগোলোক গোকুলে কৃষ্ণাবির্ভাব ও সেই গোকুলেরই অন্তর প্রকোষ্ঠ ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য গোলোক পরপদ নবদ্বীপে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপের আবির্ভাব একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের বিবিধ বিলাসবৈচিত্র্য। ব্রজবনে গৌরবন ও গৌরবনে ব্রজবনমাধুর্য্যের প্রাকট্য পরতত্ত্বের এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব লীলাবৈশিষ্ট্য। আশ্রয়ের প্রণয়মাধুর্য্য, আশ্রয়কর্ত্তৃক আস্বাদ্য নিজমাধুর্য্য ও সেই মাধুর্য্যাস্বাদজনিত আশ্রয়ের সৌখ্য আস্বাদন-লালসা হইতে বিষয়েই আশ্রয়ের ভাববিভাবিত হইয়া গৌরাবতার। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম স্বরাট্লীলাপুরুষোত্তম সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃপ্রবৃত্তিবশতঃ জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমোদার মহাবদান্যাবতার গৌরলীলা প্রকটন-ব্যতীত জীবের পক্ষে সেই পরমমধুর উন্নতোজ্জ্বল রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। ভক্তিকমলের সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থা—সর্ব্বোত্তম মধুরিমা একমাত্র শ্রীরাধা-ব্রজ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সর্ব্বত্রের পরা ঠাকুরাণী, গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্ব্বস্ব, গোবিন্দের সর্ব্বকান্তাশিরোমণি, সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, কৃষ্ণমোহিনী, পরা শক্তি, পরদেবতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণসেবাসৌন্দর্য্য, যাহা বেদাদিদুষ্প্রাপ্য, সর্ব্বশ্রুতিরও অজ্ঞাত গুহ্যতম বস্তু, তাহা জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য আজ সেই স্বয়ংরূপই স্বয়ংকৃপার ভাবকান্তি স্বীকার পূর্ব্বক গৌড়দেশে পূর্ব্বদেশে শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধু মধ্যে আবির্ভাবলীলা প্রকট করিয়া নিজেই নিজনামরূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-রসাস্বাদন-প্রমত্ত হইয়া নিজে নাচিয়া জগৎকে নাচাইতেছেন, ভূলোকে গোলোকের অবতারণ করিয়া স্বয়ং গোলোকের হরি আজ তাঁহার অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য, বেণু, ক্রীড়া ও বিগ্রহমাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান না করিলে কাহারও এমন কোন ভাগ্যবল, সাধনবল বা ভজনবল নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে। জীবের যোগ্যতার উদয়-হেতু গৌরলীলার প্রাকট্য নহে, পরন্তু স্বরাট্ পুরুষোত্তম স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীগৌরকৃষ্ণের জীব প্রতি অনর্পিতচর-করুণাপ্রকাশের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতেই জীবের অপূর্ব্ব সৌভাগ্যোদয় এবং তৎফলেই সেই অপার-কালহতপূর্ব্ব রসভজনরসের উপলব্ধির মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলার নিষ্কপট অনুসরণ ব্যতীত জীব-স্বরূপের নিত্যাস্থা-সেবানন্দ-চমৎকারিতা উপলব্ধির আর অন্য কোন উপায় নাই। স্বরাট্লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অতি নিগূঢ় রহস্যময় ব্রজলীলাদির নবনবায়মান চমৎকারিতার আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদানের নিমিত্তই কৃষ্ণের মহাবদান্য গৌরলীলা। আর সেই গৌরধাম, গৌরকাম, গৌর-নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা-বৈশিষ্ট্য জানাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাভিরূপ, নিজস্বরূপ, একরূপ, স্ববিলাসরূপ শ্রীরূপের ধারায় দয়িতের মহামহাবদান্যবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটলীলা। আমরা আজ তাঁহারই শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি পুরোবর্ত্তী করিয়া তদভিন্নবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ ও আমাদের পরমারাধ্য ইষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তাঁহাদের মনোঽভীষ্টপ্রপূরক বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজপ্রমুখ শ্রীভক্তিবিনোদধারার অনুগত পুরঃসর শ্রীল আচার্য্যদেব-প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর শুভাবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিতেছি।

"নদীয়ায়াং প্রকাশো যস্য সঃ" বা "নদীয়ায়াঃ প্রকাশো যস্মাৎ সঃ" 'নদীয়া-প্রকাশঃ'। সুতরাং 'নদীয়াপ্রকাশ' বলিতে স্বয়ং নদীয়াবিনোদ গৌরসুন্দর বা তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ 'শ্রীভক্তিবিনোদ' উভয় অর্থই সমীচীন হইয়া থাকে। কিন্তু নদীয়াপ্রকাশ-শ্রীভক্তিবিনোদ-চরণাশ্রয় ব্যতীত 'নদীয়াপ্রকাশ'—গৌরহরির কৃপালাভ অসম্ভব, আবার সেই নদীয়া-প্রকাশের যিনি প্রকাশক, সেই পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার মহিমাপ্রকাশক শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণরজের অহৈতুকী কৃপা-লেশ ব্যতীত নদীয়াপ্রকাশের সেবা-সৌভাগ্য কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না, ইহাই শ্রীভক্তিবিনোদধারার শিক্ষা-বাণী। গুরুবর্গ সকলেই 'নদীয়া-প্রকাশ'। তাই 'নদীয়াপ্রকাশ'—গুরুবর্গের কৃপাই নদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য সেবকানুসেবক অ মাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহারা সকলে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমরা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-সংজ্ঞক বস্তুর স্বরূপ ও লীলা-বিলাস-সম্বন্ধ অভিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণজন্মকথার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব।

কৃষ্ণই স্বয়ং ঈশস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর,
উপপ্রকাশ নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি,
উপাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি
উপশক্তি শ্রীগদাধরাদি,
শ্রীশ্রীবাসাদি এবং শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ নিত্য ও দীক্ষাগুরু—এই ছয়রূপে বিলাস করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—সংজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।"

এই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে জানাইবার জন্য শ্রীরূপানুগধারার, সম্প্রদায়পারম্পর্য্য-ক্রমে আচার-প্রচারের যত কিছু প্রয়োজন। সুতরাং সেই ধারার প্রবাহ আজ বাতীত আজ কৃষ্ণাবির্ভাবলীলা কাহার উপলব্ধির বিষয় হইবে?

শ্রীগৌরকরুণাশক্তি পরম্পরাবাহী প্রভুপাদের "ভক্তিবিনোদধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না, রূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের [illegible] বিষয়, আপনারা অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হউন, শত বিপদ্, শত লাঞ্ছনাও হরিভজন ছাড়িবেন না, শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে নির্ভীকচিত্তে প্রচার করুন।"—এই চরম আশীর্ব্বাণীই তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্করানুকিঙ্করাধম আমাদের একমাত্র জীবন, ভূষণ, সহায়, সম্বল, ভজনের বল, নিরাশার আশাভরসা,—যাহা কিছু—সর্ব্বস্ব। তাঁহার এই বাণীর ঐকান্তিক আনুগত্য ব্যতীত জানি না, কাহার জন্ম সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে; আর সেই সম্পূর্ণ নিষ্কপট বিশুদ্ধ আনুগত্য ব্যতীত কোথায়ও বা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সম্ভব হইবে? ধর্মধ্বজ হইয়া কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর কএকটী শ্লোকের পাঠ, ব্যাখ্যা বা অনুকরণে অথবা পারিপাট্যাড়ম্বরমুখে কৃষ্ণজন্মসম্বন্ধে কএকটী প্রবন্ধ-নিবন্ধরচনা দ্বারা জড় পাণ্ডিত্য বা সাহিত্যিকতা দেখাইলেই কি জন্মাষ্টমীব্রত পালন হইয়া যাইবে? দেহগেহাসক্ত বহির্মুখ আমরা মাধুর্য্যমহাজনের অনুকরণপ্রয়াসীর মধ্যেই কি অপ্রাকৃত পরমপুরুষ অধোক্ষজের আবির্ভাব হইবে? যে বৈষ্ণবকে লইয়াই কৃষ্ণের চিদ্বিলাস, যাহা লইয়াই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, সেই বৈষ্ণবের চরণে দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য পোষণ করিয়া ও 'গৌড়ীয়', 'শ্রীগৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশে'র অনুকরণে অগৌড়ীয় প্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রবন্ধ লিখিলেই বা গুরুগৌড়ীয়সেবকের অনুকরণে গাত্রবস্ত্রাদিদ্বারা আবার কৃষ্ণের চুটকিলা বা চর্ব্বিতচর্ব্বণপ্রয়াসীর কোন [illegible] গুণগ্রাহক [illegible] আসিয়া যাইবেন?

শ্রীভক্তিবিনোদধারাশ্রিত [illegible] ভক্তির অপ্রাকৃত [illegible] মধ্যেই কৃষ্ণের জন্মকথা [illegible] সম্ভব হইয়া থাকে। [illegible] নিষ্কপট ভক্তিবিনোদধারা [illegible] অভিজ্ঞতার পারম্পর্য্য, সতি শাস্ত্রীয় [illegible] প্রণিত কর্ম্মবৎ সেই [illegible] উৎসবের বাহ্যিকতার অপনিষ্পাদ [illegible] থাকে, কালসর্প সেই সকল মিথ্যাচা[illegible] বহুপূর্ব্বে গ্রাস করিয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ [illegible]—শ্রীভক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] না, কৃষ্ণভজন ছাড়িবেন না, কৃষ্ণ [illegible] [illegible] বিস্তার করিবেন না। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী—" [illegible] [illegible] ভজন হয়ছে

না।" কৃষ্ণবহির্মুখ জগতের মনরক্ষা ও কৃষ্ণভজনরক্ষা কখনই একসঙ্গে হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের বিচার হইবে—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াবা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদ স্তূয়তে চাতকেন॥"

জাগতিক বিপদ্-আপদের বিভীষিকা দেখিয়া কৃষ্ণভক্ত কখনও "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ"—এই শ্রীরূপোপদেশ বিস্মৃত হন না। ভক্ত বিপদ্কেই বরং কৃষ্ণের পরম-অনুগ্রহ-বিচারে মাথা পাতিয়া লন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাইবার জন্য কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করেন, তখন কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৫)

"হে কৃষ্ণ! যে সম্পদে তোমার শ্রীচরণসেবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, সে সম্পদ্ আমি চাই না। যে বিপদে তোমার শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণের সৌভাগ্য উদিত হয়, হে কৃষ্ণ! সেই বিপজ্জালে আমাকে সর্বদা জড়ীভূত করিয়া রাখ"—ইহাই ভক্তের প্রার্থনা। সাধারণ ভক্তাভাসযুক্ত বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু জীব তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ধারাদের অসুবিধাকেই যেরূপ বিপদ মনে করিয়া অসহিষ্ণু হয়, ভক্তের তাদৃশ কোন ইন্দ্রিয়ারামতা প্রার্থনার বিষয় না থাকায়, তিনি সর্বপ্রকার বিপদ্কেই কৃষ্ণানুগ্রহ-জ্ঞানে অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিয়া থাকেন। কি সম্পদে কি বিপদে—কোন অবস্থাতেই তিনি কৃষ্ণকৃপা বিস্মৃত হন না। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবাসুখদুঃখ পরম সম্পদ্ নাশয়ে অবিদ্যাদুঃখ" ইহাই তাঁহার বিচার।

বিপদ্ বিপ্রলম্ভভাবোদ্দীপক বলিয়া ভক্ত দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত, চতুর্গুণিত আবেগভরে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমকে ডাকিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। জগতের যে কোন অবস্থাই হউক না কেন, তাহা তাঁহার কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল না হইলে তিনি তাহাকে কখনই অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন না। "ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জনাঙ্গীকার॥"—ইহাই শরণাগত ভক্তের বিচার হওয়ায় জাগতিক বিচারে যাহা পরমসুখ সম্পদ্ বলিয়া জগজ্জীবের নিকট আদরণীয়, ভক্ত তাহাকে অতি তুচ্ছজ্ঞানে জগজ্জীবের নিকট যাহা অত্যন্ত ভয়প্রদ তাহাকেই তাঁহার ভজনানুকূলবিচারে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণপাদপদ্মে যাঁহার নির্ভরতা আসিয়াছে, তিনি জগতের সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়পরাজয় প্রভৃতি কোন প্রকার দ্বন্দ্বধর্মে আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাসুখ হারাইয়া ফেলেন না।

কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াই দেবকী-বসুদেব অসুরশ্রেষ্ঠ কংসের যাবতীয় অমানুষিক অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। একটী দুইটী নয়, ছয় ছয়টী পুত্রকে বসুদেব তাঁহার আপন হস্তে মৃত্যুরূপী কংসের হস্তে সঁপিয়া দিয়াও বাসুদেব-সেবাসুখে সর্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বৃহৎ কপাটযুক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গম কক্ষের লৌহকারাগারে শৃঙ্খলিতাবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহারা ক্ষণেকের তরেও কৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃত হন নাই এবং কারামুক্ত হইবার জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে কোন প্রার্থনাও জ্ঞাপন করেন নাই। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আর কংস ও তাহার অনুচরগণ কর্তৃক নানাভাবে নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাঁহাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জনমানব কেহই নাই, জাগতিকবিচারে এমনই নিরুপায় নিঃসহায় তাঁহারা; চতুর্দ্দিকে কংসানুচরগণ সতর্কে কঠোর পাহারা দিতেছে। কংসাদেশে সমগ্র জগতে বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষহিংসা-পীড়নাদি প্রবলভাবে চলিতেছে, গো-ব্রাহ্মণাদির হিংসা, যজ্ঞাদিতে বিভিন্ন উপায়ে বিঘ্নাচরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আসুরিক অত্যাচার-অনাচার-তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত! এমন সময়েই সর্বকারণ-কারণ অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীবাসুদেব তাঁহার অপ্রাকৃত জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেন।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই যুগাবতার-সম্বন্ধেও তাহাতে আসিয়া মিলিল। কংসের কোন বিঘ্নাচরণই তাঁহার সেই আবির্ভাবকে রোধ করিতে পারিল না, ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ-প্রকাশলীলাকে ভক্ত-জগদ্দ্রোহী কংসের কোন আসুরিক চেষ্টাই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

"অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ॥"

অর্থাৎ "রে মূর্খ! তুই যাহাকে বহন করিতেছিস্, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোর প্রাণ সংহার করিবে"—এই দৈববাণী অনুসারে কংস তাহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আধ্যাত্মিকজ্ঞানবলদৃপ্ত হইয়া এমন কোন চেষ্টা ছিল না, যাহা অবলম্বন করে নাই। কারাগারের চতুর্দ্দিকে অহর্নিশ প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছে—দেবকীর অষ্টম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে সংবাদ দিবার জন্য; কিন্তু যোগকুহকময় অহংগ্রহোপাসক কংস স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই যে, মথুরা অধোক্ষজের আবির্ভাব-ভূমি। অধোক্ষজ যে তাহার ন্যায় ধনদর্পদাক্ষের সকল অক্ষজ জ্ঞানপ্রাকারকে সম্পূর্ণরূপে অধঃকৃত ছিন্নভিন্ন—চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহার (অধোক্ষজের) স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম নির্ব্বিবাদে সংরক্ষণ করিতে পারেন, তাহা কংসের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করে নাই। সত্যকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং কৃষ্ণাবতারে শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, জরাসন্ধাদি অসুরগণ তথা বর্ত্তমানকালে ঐরূপ অসুরের বিচারধারা-অবলম্বনকারী অবৈষ্ণব সকলেই এইরূপে তাহাদের অক্ষজ জ্ঞানবলকে সর্বস্ব মনে করিয়া অধোক্ষজসেবাবিমুখ হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করিয়াছে ও করিতেছে এবং তজ্জন্য সমুচিত ফলভোগ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী দৈবী গুণময়ী মায়ার এমনই কুহক যে, উহাদের অহংগ্রহোপাসনার শত শত চেষ্টা বিফল হইলেও মায়া কিছুতেই উহাদিগকে উহাদের ভুল বুঝিতে দিবে না, ইহাই এক অপূর্ব্ব রহস্য।

কংসের অনুচরগণের শতসহস্র কৌশলজাল, প্রাণান্ত পরিশ্রম সব বিফল হইয়া গেল। কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবার কোন সংবাদই কংসের প্রহরিগণ জানিতে পারিল না।

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

—এই শ্রীমুখবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যোগমায়াবলে দ্বাররক্ষকগণ ও পৌরজন—সকলেই গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। হতভাগ্য কংস দেবকী-বসুদেবকে কারামধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া দিবারাত্র কড়া পাহারার মধ্যে রাখিয়াও তাহার মৃত্যুকে রোধ করিতে পারিল না।

শ্রীভগবান্ অন্ধকারময় নিশীথে কংস-কারাগারে তাঁহার শৃঙ্খলিত মাতাপিতার নয়নানন্দস্বরূপ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারিরূপে উদিত হইলে বসুদেব-দেবকী সাক্ষাৎ পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে তাঁহাদের পুত্ররূপে দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। বসুদেব তখনই আনন্দাতিশয্যে কৃষ্ণাবতারমহোৎসবের অনুষ্ঠানার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লৌহ-কারাগার,-শৃঙ্খলিতাবস্থা, কংসাসুরের আশঙ্কা কোন অবস্থা-বিপর্য্যয়ই তখন তাঁহাকে সেই উৎসবানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিতে পারিল না। বসুদেব মানসে মহাসমারোহে ভূমিদানধ্যানাদিযুক্ত পুত্রজন্মোৎসব সম্পাদন করিলেন। অনন্তর বসুদেব-দেবকী যথাক্রমে সেই পরমপুরুষ ভগবানের স্তবস্তুতি করিয়া ভয়াধিক্যবশতঃ তাঁহাকে কংসভয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক সেই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করিতে বলিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের পৃশ্নি-সুতপা ও অদিতি-কশ্যপরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির কথা এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্যমাতাপিতা ও তাঁহাকে তাঁহাদের নিত্যপুত্ররূপে জানাইবার জন্যই তাঁহার চতুর্ভুজ প্রদর্শন ইত্যাদি জানাইয়া স্বীয় স্বরূপশক্তিবলে নিজস্বাভাবিক দ্বিভুজ নরশিশুরূপ ধারণ করিলেন, কৃষ্ণের এই রূপটি অনিত্য বা নৈমিত্তিক নহে, "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" মূঢ় সকলই তাঁহার এই মানুষী তনুতে প্রাকৃতবুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকে, তাহা তিনি তাঁহার গীতায় স্বয়ংই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

তাঁহার জন্মকর্মের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধেও তিনি তাঁহার শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

অজ হইয়াও অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ যে কোন বিষয় বাধ্য নহেন, স্বেচ্ছাময় লীলা-পুরুষোত্তম তিনি যে স্বেচ্ছায় জন্মলীলা আবিষ্কার করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধেও শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত মনুষ্যশিশুরূপ ধারণ করিলে দেবকী-বসুদেবের হৃদয়ে শুদ্ধবাৎসল্যোদয়ে কৃষ্ণপ্রতি তাঁহাদের পাল্যভাব উপস্থিত হইল, তাঁহারা কংসভয়ে বালকের রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ে চিন্তিত হইয়া উঠিলে কৃষ্ণেরই প্রেরণায় তখনই কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিবার বিচার উপস্থিত হইল। এদিকে যে-সময়ে কৃষ্ণ কংসকারাগারে আবির্ভূত হইলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণেরই ইচ্ছায় নন্দালয়ে শ্রীযশোদাদেবীও কন্যারূপিণী যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। এই যোগমায়ার উন্মুখতোষণ ও বিমুখ-বিমোহন—এই দুইটি বৃত্তি। কংসাদি অসুরবর্গনাশনে যোগমায়ার ছায়াশক্তি মহামায়ার ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। পরন্তু শ্রীবসুদেবের নন্দালয়ে কৃষ্ণানয়নাদি ব্যাপারে চিচ্ছক্তি যোগমায়ার ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তি কখনও অসুরগণকে স্পর্শ করেন না। বসুদেব কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া যেমন সেই কারাগৃহ হইতে নন্দালয়াভিমুখে গমনের অভিলাষ করিলেন, কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যোগমায়া অমনই বসুদেবের

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

সমস্ত বন্ধন মোচন করিয়া, কারাগৃহের সমস্ত লৌহকপাট উন্মুক্ত করিয়া বসুদেবের নন্দালয়ে গমনপথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ঘোরঘনঘটা, মন্দ মন্দ মেঘগর্জ্জন, অশনি-সম্পাতাদি সহকারে মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল, ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ; কিন্তু বসুদেবের সেদিকে দৃকপাত নাই। বরং সেইসকল দৈবদুর্বিপাককে তিনি তাঁহার ভজনের অনুকূলই বিচার করিলেন। কৃষ্ণসেবানন্দে যাঁহার হৃদয় বহুমূল হইয়াছে, তাঁহার এইরূপই বিচার হয় এবং কৃষ্ণও তাঁহাকে সকল বিপদ্ অতিক্রম করাইয়া' স্বীয় সেবানন্দামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। অনন্তদেব তাঁহার সঙ্গে ফণা বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ-বসুদেবকে বারি-পাত হইতে রক্ষা করিতে করিতে বসুদেবের অনুগমন করিলেন। উত্তালতরঙ্গ-সমাকুলা যমুনা'ও জানুর অধিক জল হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব কৃষ্ণকৃপায় নির্বিঘ্নে নন্দপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকলেই যোগনিদ্রাবশে সুপ্ত। মাতা যশোদাও যোগনিদ্রাবশা। কৃষ্ণসেবা-নন্দে দৃঢ় থাকিলে স্বয়ং কৃষ্ণই সব অনুকূল করিয়া দেন। বসুদেব নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণচন্দ্রকে যশোদার ক্রোড়ে রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাত শিশুকন্যা যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় নিঃশব্দে কংস-কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। লৌহকপাট পূর্ব্ববৎ বন্ধ হইল, বসুদেবও পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। অতঃপর কন্যাও সময় বুঝিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলে প্রহরিগণ কংসকে দেবকীর প্রসববার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। নিষ্ঠুর কংস তৎক্ষণাৎ ভীমবেগে কারামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবকীর বহু অনুনয় সত্ত্বেও সেই শিশুকন্যাকে বলপূর্ব্বক দেবকীর ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া সবেগে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই কন্যারূপিণী যোগমায়া তখনই আকাশে উত্থিত হইয়া অষ্টভুজারূপে পরিদৃষ্টা হইলেন এবং কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক বা পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥
(ভাঃ ১০।৪।১২)

[অর্থাৎ রে মূঢ়, আমাকে বধ করিয়া তোর কি ফল হইবে, যিনি তোর পূর্ব্ব শত্রু এবং বিনাশক, তিনি কোনও স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব নিরর্থক দীন শিশুগণকে হত্যা করিস্ না।]

এই যোগমায়া বিষ্ণুর অনুজা বলিয়া প্রসিদ্ধা। যে সময়ে দেবকীগর্ভসম্ভূত কৃষ্ণকে বসুদেব নন্দালয়ে লইয়া যাইবার অভিলাষ করিলেন, সেই সময়েই যশোদা-গর্ভ হইতে উক্ত কন্যারূপিণী যোগমায়ার আবির্ভাব হয় বলিয়া তাঁহাকে 'বিষ্ণুর অনুজা' বলা হইয়াছে (ভাঃ ১০।৩।৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আবার ভাঃ ১০।৪।৯ শ্লোকে "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা" এই শ্লোকাংশে "ভগবান্ বিষ্ণুর অনুজা অম্বরস্রগ্বিভূষিতা অষ্টবাহুরূপশালিনীরূপে লক্ষিতা হইলেন" এই বাক্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন—"অনুজা বিষ্ণোরিতি কৃষ্ণস্য যশোদাগর্ভজত্বং সূচয়তি।" সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপপাদোক্ত প্রাচীন ভগবদ্ভক্তগণের মতও এই যে,—বসুদেব-গৃহে শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের বাসুদেবাখ্য আত্মব্যূহ জন্মগ্রহণ করেন, আর গোকুল-মধ্যে মায়াশক্তি দুর্গার সহিত স্বয়ং শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম আবির্ভূত হন। অনন্তর বসুদেব যখন বাসুদেব-সহ নন্দগোকুলে সূতিগৃহে প্রবেশ করেন, তখন কেবলমাত্র কন্যাকেই দেখিতে পান এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালে বসুদেব-ক্রোড়স্থিত শ্রীবাসুদেব লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লীলাপুরুষোত্তমের এই চরম গূঢ় লীলা শ্রীবসুদেবও কৃষ্ণের লীলাশক্তিপ্রভাবে বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অতি সঙ্গোপনে স্থানে স্থানে কথাপ্রসঙ্গে ইহার কিঞ্চিৎ সূচনামাত্র করিয়াছেন, যেমন—ভাঃ ১০।৫।১ শ্লোকে "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ" এই শ্লোকাংশে উদারচেতাঃ নন্দমহারাজও শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলে অতিশয় আনন্দিত হইলেন—এই বাক্যে বসুদেবের ন্যায় নন্দেরও পুত্রত্ব সূচিত হইয়াছে। ঐ দশম স্কন্ধের সপ্ত অধ্যায়ে ২৭শ শ্লোকে "নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ" অর্থাৎ "উদারবুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আসিয়া নিজপুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া অত্যন্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন" এই শ্লোকেও কৃষ্ণকে শ্রীনন্দের আত্মজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তবের প্রথম শ্লোকে "পশুপাঙ্গজায়" শব্দেও বসুদেব অপেক্ষাও শ্রীনন্দেরই সৌভাগ্যাতিশয্য উক্ত হইয়াছে। অপর "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ"—এই (ভাঃ ১০।৯।২১) শ্লোকেও "গোপিকাসুত" শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নন্দাত্মজত্বই প্রকাশিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত "গৌতমীয়ে বল্লবীনন্দনং বন্দে" ক্রমদীপিকায় "দেবতা-সকললোক মঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিতঃ" ইত্যাদি বহু স্থানে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নন্দাত্মজস্বরূপে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। সুতরাং শ্রীবসুদেবনন্দন ও নন্দনন্দনে রসবিচার-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ কেবল মাধুর্য্যময় বিগ্রহ হইয়াও তাঁহার পূতনাবধ, শকটভঞ্জনাদি বাল্যলীলায়, মণ্যাদির্দামবন্ধনে মাতা যশোদার অসামর্থ্যে মাতৃভীতিবৈরূপ্য এবং ব্রহ্মমোহনাঘদমনাদি, ও সকলগুণাদি-সত্ত্বেও বৎসচারণলীলাদিতে কেবল-মাধুর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজে কৃষ্ণের অসুরমারণাদিলীলায় ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও সূচিত হয় নাই। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অসমোর্দ্ধ লীলা-বৈশিষ্ট্য ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে নরলীল-ত্বের অনতিক্রমতাকেই মাধুর্য্য বলে; আর নরলীলত্বের অনপেক্ষতায় ঈশ্বরত্বের আবি-ষ্কারকেই ঐশ্বর্য্য বলে। যেমন বসুদেব-দেবকীর নিকট কৃষ্ণ নরলীলার অপেক্ষা না করিয়াই চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন করিলেও তাহাতে নরলীলা অতিক্রান্ত হয় নাই, আবার ষড়ৈশ্বর্য্যসত্ত্বেও দধি-দুগ্ধ-চৌর্য্য ও গোপস্ত্রীলাম্পট্য প্রভৃতিতে তাহার কোন প্রকাশ লক্ষিত হয় নাই। কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ এবং বরুণলোকগমনলীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণে মাধুর্য্যজ্ঞান পরিপূর্ণরূপেই ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালের কিছু পূর্ব্বে কোন অধ্যাপক শুদ্ধবৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি কৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণলীলাকে ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা বলিবার ধৃষ্টতা করিয়াছিলেন, তাহাতে অপ্রাকৃতসিদ্ধান্তাচার্য্য উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার সেই অনধিকার-চর্চ্চা-মূলক অপসিদ্ধান্তকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দবিধান করিয়াছিলেন, শ্রীবসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন দ্বারকায় নরলীলত্ব-সত্ত্বেও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ আপনাকে কখনও ঈশ্বরাভিমান করেন নাই। তাঁহারই চিচ্ছক্তি সারভূত প্রেমই তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আবরণ করিয়া থাকে। প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তি হেতু এপ্রকার আবরণে কোন দোষ নাই।

এই বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রজপ্রেম এবং কৃষ্ণের ব্রজলীলার পরম চমৎকারিতা বিষয়ে জগ-দ্গুরু শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীধারা ব্যতীত অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীভক্তি বিনোদসরস্বতীর "বসুদেবগৃহে থাকিয়া তত্ত্ব সদা নহে নাম" এবং কৃপাদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা ভক্তিবিনোদধারা খণ্ডন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাহারা একজন-নায়কগণের দাম্ভিকতায় পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুক, প্রলম্ব, শঙ্খচূড়, অরিষ্টাসুর, কেশী, ব্যোমাসুর প্রভৃতি অসুরগণের কৃষ্ণভজন-প্রতিকূল আসুরিক বিচারধারা প্রণোদিত হইয়া পরিশেষে আত্মবিনাশই বরণ করে।

মথুরা কৃষ্ণজন্মভূমি। সর্ব্বপ্রকার ইতরজ্ঞান খণ্ডন করেন বলিয়া তাঁহার নাম মথুরা। "যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" অর্থাৎ মথুরামণ্ডলে ভগবান্ নিত্য অবস্থান করিতেছেন।

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ)

শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরাধ্য—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বা শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহ। গৌরভজনে বামভাগে শ্রীগদাধর ও দক্ষিণভাগে শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব রাগভজনে স্বাভাবিক বিমুখ। পরমকারুণিক শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বদ্ধজীবের নিত্যস্বরূপ উদ্বোধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভজনে তাঁহাদের রুচি উদয়ের সমুদয় বাধা অপসারিত করেন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় বদ্ধজীব নিত্যা-নন্দপ্রভুর অমন্দোদয়দয়ার স্বরূপ বুঝিতে

অর্থাৎ শব্দের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিযোগে ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ ভগবদ্-ভক্তিযোগ। তদ্দ্বারা সর্ব্বজগৎকে যিনি মথন করেন, এবং যেখানে সেই ভক্তির সারভূত প্রেম বর্ত্তমান, সেইস্থানই মথুরা। এইজন্য মহা-জনগণ প্রেমভরে "মথুরা মথুরা—মথুরা মথুরা" বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। সেই অশোক ভূমিকার অভিন্ন ধামই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী মহাযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর। ভজনের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারে এই স্থান হইতে অভিন্ন বৃন্দা-বন সঙ্কীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে অভিন্ন-শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন এবংবিধ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদধারার একান্ত আশ্রয় ব্যতীত এই গৌরবনের পরমোদার সেবা-রস-মাধুর্য্য কখনও উপলব্ধির বিষয় হইবে না। জীবসকলকে সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা-প্রদানের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ গৌরবনে অনুপমকৃষ্ণানুশীলনাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনুকূলার কৃষ্ণ, ভক্তি-বিনোদের কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত কৃষ্ণের ভক্তি-বিনোদ অমন্দোদয় দয়ার সন্ধান মিলিবে না। সেই দয়ার সন্ধান প্রদানার্থ প্রভুপাদ তাঁহার দয়শক্তি-শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস্যের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরকিশোর-সরস্বতীমনোভীষ্টসংস্থাপক বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীভক্তিবিনোদধারার কথা জানিবার আর কোন উপায় নাই, জানাইবারও আর কেহই নাই। তিনিই নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্পদের সন্ধান প্রদান করুন—ইহাই আমাদের অদ্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববাসরে একান্ত প্রার্থনীয় বিষয়। ●

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।

নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি

পারে না। তাহারা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ও কৃষ্ণ [illegible] মধ্যে থাকিয়া [illegible] পারে [illegible]। [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] হন। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা বদ্ধজীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উদয়ের অহৈতুক কারণ। অনর্থযুক্ত জীবের দৃষ্টিতে এই দুইটির মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও একটী দ্বারা বহির্মুখতা বৃদ্ধি হয়, আর অপরটি দ্বারা অন্তর্বহির্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-লাভের প্রাথমিক সম্ভাবনা হইয়া থাকে। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা অনর্থময় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অর্থপ্রবৃত্তির প্রারম্ভসূচক। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় বিধিমার্গে ভগবৎসেবালাভ দ্বারা ক্রমে অনর্থমুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ জীব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলসেবায় তাঁহার স্বাভাবিক নিত্যবৃত্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাগমার্গে যুগলভজনের স্বরূপ আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। এমন কি, বিধিমার্গে ভজনের উচ্চস্তরে যখন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সেবা লাভ হয় তখনও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার পাওয়া উপলব্ধ হয় না। বৈকুণ্ঠেরও ঊর্দ্ধে শ্রীমথুরা অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে তাঁহার আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। এইজন্যই মথুরা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী।"

অনর্থযুক্ত অবস্থায় সংসারে গমনাগমনের বাসনা প্রবল থাকায় কর্মের আবাহনে প্রয়োজনীয় বিচার হয়। এই কর্মকাণ্ড হইতে অবসর পাওয়া যায় যখন প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীমাধবের পাদপদ্মস্পর্শ আমাদের বিবেচনায় অনুভূত হয়। "কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনঃ।" শ্রীমাধবের সঙ্গ হইতে কর্মকাণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। তখন কর্ম হইতে জ্ঞানের দিকে অনর্থযুক্ত জীবের দুর্দ্দশায় দেখা [illegible] হয়। জ্ঞানপথে বিচরণকালে জ্ঞানীদের পাপ [illegible]

[illegible]

বাচাবাচ-বিবেক [illegible] হয়। তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের [illegible] ধারণা এবং পুনঃ [illegible] দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন [illegible] হইয়া থাকে। বিশ্বনাথকে তখন [illegible] বিশ্বনাথ।

[illegible] বলিয়া [illegible] হয়। অনর্থ [illegible] অর্থপ্রবৃত্তি [illegible] হয়। [illegible] ও মথুরার [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] বারাণসী [illegible]। [illegible] উপনিষদ ও বেদান্ত-

[illegible]

পবিত্রতা ও সেবা সহকারে শ্রীমৎ গোস্বামীর নিকট [illegible] করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বারাণসীর আধ্যাত্মিকতাপ্রসূত শারীরিক বাদোক্ত মতবাদ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত উপাসক নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ একটু বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া শ্রীপ্রয়াগের পথেই পরিশেষে মথুরাতে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রয়াগের পথেই মথুরাতে পৌঁছিতে পারা যায়। প্রয়াগক্ষেত্রে বারাণসীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানীদিগের ফল্গু বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে যুক্তবৈরাগ্যের সন্ধান লাভ হয়। যুক্তবৈরাগ্য অনুশীলনই প্রকৃষ্ট যাগ। জগতের সমুদয় বস্তু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিলে তদ্দ্বারা অর্থপ্রবৃত্তি-ক্রমে গৌণভাবে স্বতঃই অনর্থনিবৃত্তি সাধিত হয়। প্রয়াগক্ষেত্রের দশাশ্বমেধ ও বারাণসীক্ষেত্রের দশাশ্বমেধ অনুষ্ঠানের মধ্যে বহু ই পার্থক্য। যুক্তবৈরাগ্য অনুষ্ঠানে জ্ঞানীর অহংগ্রহোপাসনারূপ ব্যর্থ পণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তভাগবতের [illegible] সমপ্রধান প্রবৃত্তি। ইহাই ভক্ত [illegible]। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞরূপে কর্ম [illegible] জীবের সেবা গ্রহণ করেন। বারাণসীক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় [illegible] কর্মকাণ্ডকে যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা নাই। নিরুপাধিক অর্থপ্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা স্বপ্রকাশিত হন। মথুরা পরমযুক্ত জ্ঞানীদিগের [illegible]। তথায় স্বয়ং কৃষ্ণ চেতনের নিকট [illegible] আবির্ভূত হন।

প্রয়াগের প্রভাব ও পরোক্ষবাদের [illegible] উপলব্ধি হয়। বারাণসীক্ষেত্রে [illegible] মুক্তির [illegible] নৈমিষারণ্যে বিশিষ্ট [illegible] সমপ্রধান [illegible] উপলব্ধি করিয়া শ্রৌত [illegible] প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একমাত্র উপায় ও উৎকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। [illegible] সেবার ধারা [illegible] মথুরাতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-জন্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

[illegible] কর্মভূমিকামার [illegible] জীবের পদার্থের অভিজ্ঞান [illegible] এবং বিশিষ্ট উত্তরোত্তর [illegible] অপ্রাকৃত অধিষ্ঠান [illegible] প্রধান প্রধান তীর্থরূপে [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই এই ভারতে সমগ্র দেশ সমূহের মধ্যে [illegible]।

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড ও একাগ্রজ্ঞানে জ্ঞানকাণ্ড নিরস্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অলোকজ-জগন্নাথের সেবায় প্রাচুর্য্য ও আলালনাথে উহার নিরুপাধিক বস্তুতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। দাক্ষিণাত্য [illegible] অধিকাংশ অবতারগণের আবির্ভাবক্ষেত্র। ইহাই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতার মূল কারণ। শ্রীবরাহদেব, শ্রীকূর্ম্মদেব, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীপরশুরাম দাক্ষিণাত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩৮—৪০)

মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীরাম বিষ্ণুক্ষেত্রের অন্তর্গত স্বরূপে বদ্ধজীবের পরমার্থসাধনের বিভিন্ন ভূমিকা সঙ্কলনের দর্শনে [illegible] দেশগত অধিষ্ঠান রূপে দাক্ষিণাত্যের তথা ভারতের সমগ্রই উত্থানলাভ লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার বৈশিষ্ট্য সম্যক্ আলোচনা দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে তমঃপ্রান্ত কলিজীবের পক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত পারমার্থিক জীবন লাভ করিবার অন্য পন্থা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে পার্থক্য লীলাগতমাত্র, বস্তুগত নহে। শ্রীকৃষ্ণলীলাই সর্বজীবের সম্বন্ধজ্ঞান প্রয়োজন। শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলার ঔদার্য্যপ্রধান বিভাবরূপ। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] উন্নতোজ্জ্বল-রসসেবা [illegible] কলিজীবকে নিষ্কপটে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেই অতুলনীয় দান। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন-স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম অনুশীলন দ্বারা যাহা কৃষ্ণপ্রেম লাভ [illegible] পক্ষেও সম্ভবপর এবং অনায়াসে হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমই যেখানে অভিধেয়রূপে সর্বজনপ্রাপ্য তদপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় সাধনপন্থা আর কি হইতে পারে?

কৃষ্ণপ্রেম অনুশীলনকারী বদ্ধ কলিজীবগণের নিকট বিভিন্ন সাধন-ভূমিকাগুলিও তদুপযোগী স্ব স্ব ঔদার্য্যময় স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সমুদয় অধিষ্ঠান-গুলি শ্রীগৌরলীলার প্রকাশক্ষেত্ররূপে শ্রীগৌড়মণ্ডলে অবস্থিত। শ্রীগৌড়মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে শ্রীনবদ্বীপধাম বিরাজিত। শ্রীনবদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীমথুরাধামের ঔদার্য্য-স্বরূপ অবস্থিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-মুখে এই বদ্ধ কলিযুগে গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বহির্মুখগণের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণজন্ম জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সদৃশ হইলেও প্রাকৃত দেশকালান্তর্গত অনু-পাদেয়, অনিত্য ব্যাপারবিশেষ নহে। মথুরা প্রাকৃত ভূখণ্ড কিংবা নগরী নহে। অপ্রাকৃত মথুরা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। অনর্থযুক্ত অবস্থায় মথুরা দর্শন হয় না। অপ্রাকৃত মথুরার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত ভূমিখণ্ড মায়ানগরীরূপে অপ্রাকৃত মথুরা হইতে আমাদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। প্রাকৃত অভিমানে প্রাকৃত ভূখণ্ডে অপ্রাকৃত মথুরা-সাধারণ ভ্রম উৎপন্ন করে। প্রাকৃত মথুরার আধ্যাত্মিক অধিবাসিগণ সর্বদাই অপ্রাকৃত মথুরার চরণে গৌরব অপরাধী।

শ্রীমথুরাধামের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা নিত্যনবনবায়মানরূপে স্বয়ং প্রকাশিত। অপ্রাকৃত ধাম চিন্ময় জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে শ্রীশ্যামসুন্দরের অতুলনীয় রূপ নিত্য-বিরাজিত। "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্।"

অপ্রাকৃত মথুরাই ভক্তের মনোজ্জ্বল হৃদয়—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাবির্ভাবস্থলী।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥"

(ভাঃ ৪।৩।২৩)

আনের মন মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

'বসুদেব' এই শব্দটী দুইটী শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে,—বসু ও দেব। 'বসু' শব্দের অর্থ ধন অর্থাৎ বাস্তব সত্তা (positive spiritual or cognitive substance)। 'দেব' শব্দের অর্থ যাহা জ্যোতির্ময় অর্থাৎ যদ্দ্বারা বা যাহার অভ্যন্তরে বস্তু প্রকাশিত হয়। মথুরা—বসুদেবে নিত্য প্রকাশিত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, বিশুদ্ধচেতনের একমাত্র বিষয়।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

(গীতা ৭।১৯)

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল জীব-হৃদয়ে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ নিত্যাবির্ভাবলীলা আবিষ্কার করেন।

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

কলিকালে যুগধর্ম শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তনের অভিধেয়-শ্রেষ্ঠত্ব। যথা—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

অজের জন্মরহস্য

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ)

অজ ভগবানের জন্মলীলা অতি রহস্যময়। শুধু জন্মলীলাই বা বলি কেন, তাঁহার প্রত্যেকটি লীলাই পরমচমৎকার ও রহস্যপূর্ণ। তাঁহার প্রাকট্য-লীলা, তাঁহার নবনীত-চৌর্যাদি-লীলা, পূতনা তৃণাবর্তাদিবধ-লীলা, বৎসহরণসরসিকা গোপীগণের নিকট বিচিত্র ক্রীড়া প্রদর্শন-লীলা, গোবর্দ্ধন-লীলা, ব্রহ্মমোহন-লীলা, দেবরাজদর্প-দমন-লীলা, দধিভাণ্ডভঞ্জনলীলা, জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধকালে পলায়ন- লীলা, যাদবগণকে দ্বারকাপুরীনয়নলীলা প্রভৃতি সমস্তই অতি বিচিত্র, গূঢ় এবং অচিন্ত্য। এইজন্যই অল্পজ্ঞানী কৃষ্ণলীলা বুঝিতে গিয়া হিতে বিপরীত করিয়া বসেন। প্রাকৃত জগতে অতি বড় বিদ্বান্ অথবা বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তিও কৃষ্ণলীলা বুঝিতে গিয়া ভ্রান্ত হইয়া বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। জাগতিক ব্যক্তি ত' দূরের কথা, ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ, এমন কি সাক্ষাৎ বলদেব পর্যন্ত ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নিজেদের ভ্রান্তি স্বীকার করিয়াছেন।

যথা শ্রীশঙ্করের উক্তি—

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম
আসুরিঃ॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।
বিদাম ন বয়ং সর্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ॥
(ভাঃ ৮।১২।৫৭-৫৮)

শ্রীবলদেবের উক্তি—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা
নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি
বিমোহিনী॥
(ভাঃ ১০।১৩।৩৭)

মহাদেবের উক্তি—

আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরমপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, অপান্তরতম (ব্যাস), দেবল, ধর্ম, আসুরী, মরীচি-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ আমরা সকলে সর্বজ্ঞ, তথাপি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া যাঁহার মায়াকে জানিতে পারি না, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির এই চক্র আমাদেরও দুর্বিষহ; সুতরাং তুমি শ্রীহরির সন্নিধানে গমন কর, তিনি তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন।

শ্রীবলদেবের উক্তি—

এই মায়া কিরূপী? দেব, মনুষ্য বা অসুর কাহার কৃত? কোথা হইতেই বা উপস্থিত হইল? সম্ভবতঃ ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া হইবে। কারণ, অন্য মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

এজন্যই ভাগবতের ১ম শ্লোকে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" বলিয়া গাহিয়াছেন।

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন:—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিম্নোপরতঃ স আস্তে॥
[ভাঃ ১১।৩১।১১]

হে রাজন্! নট পুরুষ যেরূপ স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে বিবিধ জন্মমরণাদি লীলার অভিনয় করে, সেইরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদি-কুলে আবির্ভাব-তিরোভাব-চৌর্য্য তাদৃশ মায়াভিনয় মাত্র জানিবে। বস্তুতঃ সেই পরমপুরুষ স্বয়ংই এই জগতের সৃষ্টি পূর্বক অন্তর্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিয়া থাকেন, পুনরায় প্রলয়কালে আত্মমধ্যেই তাঁহার সংহার পূর্বক স্বীয় মহিমাবলে শান্তভাবে অবস্থান করেন।

তাঁহার মায়াভিনয়ের কএকটি দৃষ্টান্ত পরবর্তীশ্লোকে বলিতেছেন—

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥
(ভাঃ ১১।৩১।১২)

যিনি যমলোকনীত গুরুপুত্রকে সশরীরে পুনরায় পিতৃসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন যে শরণাগতরক্ষক ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যিনি ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে অসমর্থ কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং নিজ জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি
সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

আমি সমস্ত-ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় পূর্বক তদ্দ্বারা প্রকট হই। কিন্তু জীব সকল আমার মায়াশক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্মস্মৃতি থাকে না জীবের কর্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেব-তির্য্যগাদিরূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রভাবেই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ অবস্থায় আমার যে নিত্যশরীর তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে স্বলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল, প্রপঞ্চে চিৎ-তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ জ্ঞান দ্বারা এই মাত্র তোমাদের জানান কর্তব্য যে, অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারেন অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চ-বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে, কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি—এবম্প্রকার নানাবিধ প্রভাবযুক্ত।

আমার আবির্ভাবের একমাত্র নিয়ম যে, আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই। আমার জগৎ-প্রপঞ্চ-নির্বাহক বিধিসকল আছে। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐসকল বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম প্রবল হয়। সেই দোষ নিরাকরণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না।

অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্মগ্লানি নষ্ট করি। এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নহে। আমি দেবতির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যক-মত ইচ্ছাপূর্বক উদিত হই, অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল লোকের পুরুষগণ যতটুকু ধর্মকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করে, ততটুকু ধর্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতার-রূপে আমি তাহাদের ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমরূপে সাত্ত্বিক ধর্ম পূর্ণরূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্মসংস্থাপন করণার্থে আমি অধিক সময় ব্যয় করি। অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত স্বলীল অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নাই, সেখানে নিষ্কামকর্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সম্যগ্‌রূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণ-মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী প্রথা সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে।

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত রসিকরঞ্জন ভাষ্য)

এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি
তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি
সোঽর্জুন॥

অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্বোক্ত মত তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহ ত্যাগ পূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি-প্রকাশরূপ হ্লাদিনীশক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আমার জন্ম, কর্ম ও প্রপঞ্চপ্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কর্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদিত হয় না।

শ্রীধরস্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন যে, 'জীবানামিব ন খাতুসম্বন্ধ' (ভাঃ ১০।২।১৮) অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভগবানের ধাতুসম্বন্ধ নাই। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্তও তাহাই—"প্রাকৃত বসুদেব-দেবকী-বাসাৎ প্রবেশঃ" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের [illegible]

'শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥'

তার বিষ্ণুতত্ত্বের চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণরূপ ব্যাপার নাই। এই সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥

ঐ চক্রবর্ত্তী টীকা—"বিশ্বাত্মা বিশ্বস্যৈব প্রেমাস্পদী ভবিষ্যন্ অংশেন পুরুষাবতার-রূপেণ সহ ভাগেন স্বগুণরূপেন ষড়ৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব।" অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বিশ্বেরই প্রেমাস্পদ হইয়া পুরুষাবতারগণ ও ষড়ৈশ্বর্য্যসহ আনক-দুন্দুভি বসুদেবের মনে প্রবেশ করিলেন।

বসুদেবের মনটী বিশুদ্ধসত্ত্ব, সেখানে প্রাকৃত সত্ত্বের অবস্থান নাই, সুতরাং অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত মনে কৃষ্ণচন্দ্র অবস্থান করিলেন। পরে দেবকী বৈধ দীক্ষা-বিধানে সমর্পিত সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ করিলেন, তাহা কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন, পূর্ব্বদিক্ যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ অর্থাৎ কোন প্রকার শুক্রশোণিতাদি সম্পর্কই থাকিল না। কিন্তু অন্যত্র দেবগণ বলিতেছেন—

"দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্"

হে মাতঃ, পরমপুরুষ আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। ইহার সামঞ্জস্য-বিধানার্থ ক্রম-সন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন, —যদিও ভগবান্ দেবকীর পূর্ব্ববাৎসল্য-প্রেম প্রার্থনানুসারে তাঁহার কুক্ষিগত হইয়াছিলেন, তথাপি কুক্ষি ভগবানের অবরোধক হইতে পারে না; কিন্তু প্রেম তাহা হইতে পারে। ভগবানের এবং তাঁহার প্রেমের আশ্রয় কখনও কুক্ষি হইতে পারে না। পরন্তু মন হইতে পারে। কেন না, মন ভগবদাত্মক বলিয়া তাঁহাকে ধারণ করিবার সাধন-স্বরূপ। অতএব 'কুক্ষিগত হইয়াছেন' ও 'মনের দ্বারা ধারণ করিয়াছেন'—এক তাৎপর্য্যপর।

দেবকীদেবীর স্তবেও এইরূপ দেখা যায়,—

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥
(ভাঃ ১০।৩।৩১)

আপনি পরম পুরুষ, প্রলয়কালে চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে নিজদেহে অসঙ্কীর্ণভাবে ধারণ করেন; সেই (ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ) বিষ্ণুরূপী আপনি আজ আমার গর্ভগত হইয়াছেন, অহো ইহা মনুষ্যজনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া নিঃসন্দেহ বিড়ম্বনামাত্র। অনন্তর ভগবানের আবির্ভাব-কাল আগত হইলে তাহা অশেষ রমণীয় ও সর্ব্বগুণোপেত হইল। নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ এবং তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করিল (ভাঃ ১০।৩।১)—ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? কোন মনুষ্য বা অপর প্রাণী জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী গ্রহনক্ষত্রযোগে জন্ম হয়। অর্থাৎ পাপপুণ্যাদি কর্ম্মানুসারে পাপগ্রহ বা শুভগ্রহের যোগে তাহার জন্মলগ্ন নিরূপিত হয়। কিন্তু এখানে সকল গ্রহনক্ষত্রাদি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আজ প্রভুসেবার্থ শান্তভাব ধারণ করিল এবং বহু দিন পরে সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বেশ্বরের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজদিগকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

তাঁহার আবির্ভাব-সম্বন্ধেও দেখা যায়,—

নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে
জনার্দ্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ
সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব
পুষ্কলঃ॥
(ভাঃ ১০।৩।৮)

অন্ধকারময় নিশীথে জনার্দ্দন অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিলে পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বজীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপিণী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—'অন্যো বালকো যথা গর্ভাবস্থিতঃ বহিঃসরতি তথা নেতাবদ্ দৃষ্টান্তঃ যথেতি'। অর্থাৎ অন্য বালক যেরূপ গর্ভাবস্থিত হইয়া নির্গত হয় তদ্রূপ নহে, ইহা জানাইবার জন্যই "পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়" উপমা প্রদান করিয়াছেন। আবার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যেভাবে নির্গত হয়, এখানে তাহার বিপরীত—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভি-কৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদ-সৌভগম্।
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্॥
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥
(ভাঃ ১০।৩।১০)

শ্রীবসুদেব দেখিলেন,—সেই অদ্ভুত বালকের লোচনদ্বয় কমলতুল্য, তিনি চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-গদা প্রভৃতি অস্ত্রধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসাঙ্কিত, গলদেশে কৌস্তুভ বিরাজিত। তিনি পীতবস্ত্রধারী, বর্ণ নিবিড় জলদের সদৃশ সুন্দর মহামূল্য বৈদূর্য্যমণি-শোভিত মুকুট, কুণ্ডল যুগলের ছটায় তাঁহার অপরিমিত কেশদাম সমুজ্জলভাব ধারণ করিয়াছে এবং তিনি অতিশয় দ্যুতিশালী মেখলা কেয়ূর এবং বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভা পাইতেছেন।

প্রাকৃত বালক জন্মগ্রহণ করিলে কি এইরূপ বস্ত্র-ভূষণাদি অলঙ্কারবিমণ্ডিত হইয়া প্রসূত হয়? আবার পরক্ষণেই "পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" পিতামাতার সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি নিজ প্রকৃতিসিদ্ধ শিশুরূপ ধারণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। সেইরূপ ধারণের কারণ—অসুরমোহন ও ভক্ততোষণ। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল দন্তবক্রাদি অসুরগণ তাঁহাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া কতই না দ্রোহ আচরণ করিয়াছিল। কিন্তু নিজ সেবকগণের নিকট তিনি সেই মূর্ত্তিতে বিচিত্রলীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের তোষণ করিয়াছেন। ভগবানের পরম চমৎকার লীলাসন্দর্শনে বিস্ময়কাতর ভক্তগণ পরমানন্দ অনুভব করেন। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুররূপ শুন সনাতন।
যেরূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

পতিতজনের বন্ধু কাহারা?

(উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-ভাগবতীর্থ)

শ্রৌতবাণী-শ্রবণফলে আমরা ইহা অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি যে, অহৈতুক-কৃপাময় জীবদুঃখদুঃখী পতিতপাবন শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে অপরাধ-ফলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ ত্রিবিধ মায়িক নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক দেবীধামে বন্দিভাবে পরাধীন ও নিরানন্দময় জীবন যাপন করিতেছে। জীবের বন্ধনদশাই তাহার অস্বাস্থ্য বা পাতিত্যের প্রকৃষ্ট লক্ষণ। যদি মায়িক-ভূমিকায় আবদ্ধ থাকা জীবের স্বভাব হইত তবে উঁহারা কখনও ঐ ভূমিকা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিত না। যদি এই দেবীধামে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ থাকিত তাহা হইলে জীব আর পরমার্থের অনুসন্ধান করিত না। পরমকরুণাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের মঙ্গলের জন্যই এই জগৎকে ত্রিতাপের আগার করিয়াছেন। পতিত-পাবন শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সর্ব্বদাই পতিতোদ্ধারণে রত। কিন্তু পতিত হইলেও অহঙ্কারী জীব নিজের পাতিত্য স্বীকার করে না এবং উহা বুঝিবারও যত্ন করে না। তাই, ত্রিতাপের যাতনা তাহাকে চেতনে উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ দেয়। যেমন রোগী ব্যক্তিকে কেবল দণ্ডবিধান করিলেই তাহার মতি-গতি ও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না, পরিবর্ত্ত সাধুজীবনের মাহাত্ম্য ও সর্ব্বোত্তমতার আদর্শও তাহার সম্মুখে স্থাপন করিতে হয় এবং সাধুর পরমসুখ আদর্শ জীবনের সৌন্দর্য্যে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে হয়, সেইরূপ চতুরশিরোমণি পরমদয়াল ভগবান্ও কৃপাপূর্ব্বক জীবের উদ্ধারের জন্য নিজে অথবা তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণের লীলা জগতে প্রকট করিয়া জীবমঙ্গল বিধান করেন। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের লীলার পরমমঙ্গলময়ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে—"ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।" অথবা গীতার কথায়—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
(গীঃ ৩।২১)

ভক্ত ও ভগবানের লীলা অনুকরণ করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। আর, তাঁহাদের অনুগতজনের অনুগত হইয়া উঁহার অনুসরণ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। লীলা-কল্লোলবারিধি শ্রীভগবান্ যে কত বিপুল কৃপা বিতরণের জন্য এই প্রপঞ্চেও তাঁহার অপ্রাকৃত-লীলা প্রকট করেন তাহা আমাদের চিন্তাতীত। ভগবান্ যদি তাঁহার লীলা প্রপঞ্চে বিস্তার না করিতেন তাহা হইলে আমরা কিরূপে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা, তাঁহার অপার ভক্ত-বাৎসল্যের কথা, তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীনত্ব, তাঁহার পতিতপাবনত্ব ও তাঁহার অসমোর্দ্ধ-দয়ার কথা অবগত হইতাম? যদি স্বয়ং ভগবান্ কলিযুগপাবনাবতারী শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্গুরু বা প্রেমামর-কল্পতরু মালাকারের লীলা প্রদর্শন না করিতেন তবে কেই বা ব্রজরসের মাধুর্য্য ও শ্রীরাধানামের মাহাত্ম্য অবগত হইত? আবার, যদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভিন্ন ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ-নরোত্তম-শ্যামানন্দ- শ্রীনিবাস-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ- গৌরকিশোর-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভু ও বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু এ প্রপঞ্চে প্রকটিত না হইতেন তবে এই জীবাধম কলিযুগে কেই বা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌরপার্ষদগণের পরম মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যময়ী লীলা অবগত হইতেন? সুতরাং এই ঘোর কলিকালে, ঘোর দুর্দ্দিনেও আমরা যে ভগবানের নিরবচ্ছিন্না কৃপাধারা হইতে

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

বঞ্চিত হই, ইহা অপেক্ষা আমাদের দৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের লীলাগত নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। ভগবান, ঈশতত্ত্ব, ঈশ, ঈশাবতার, ঈশ-প্রকাশ ও ঈশশক্তি—এই ছয় তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেও প্রত্যেকের লীলায় বৈশিষ্ট্য আছে এবং অন্যান্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম সকলেই পতিতপাবন—সকলেই সমভাবে পূজ্য। বহির্মুখ কৃষ্ণবিমুখ অপরাধী জীবের পক্ষে শ্রীগুরুদেবাভিন্ন বৈষ্ণবের পতিতপাবনত্ব উপলব্ধি বা কৃপাই ভজনগৌরসেবালাভের একমাত্র সম্বল। আবার কৃপালুবৈষ্ণবচূড়ামণি গৌরকৃষ্ণশক্তি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বা ভগবৎ-কৃপাই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বা বৈষ্ণব চিনিবার উপায়। এই কৃপাময় শুদ্ধদাস বৈষ্ণবের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য না হইলে সেবাপ্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য, আর তাঁহার পার্ষদগণ মহামহাবদান্য অথবা শ্রীগৌর-শক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুকে মহামহা-মহামহাবদান্য বলিলে কিছু বরং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে হীন করা হয় না। ভক্তকে ভগবান্ হইতে বড় বলিলে 'ভগবানের গুণ বাদ দিতে হইবে'—ইহা বুঝায় না। "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" বলিয়া ভগবান্ নিজের মাহাত্ম্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ শাস্ত্রমতে পূর্ণসচ্চিদানন্দ হইয়াও আশ্রয়-শিরোমণি আরাধিকাশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার প্রেমাধীন এবং তাঁহার নিকট বিক্রীতাত্ম। ভক্তের মহিমা দর্শন করিবার অপ্রাকৃতদৃষ্টি ও সৌভাগ্য লাভ হইলেই ভগবানের মহিমা প্রকৃতপক্ষে জীবের শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে অধিকতর উপলব্ধ হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মকে মহা-বদান্যপতিতপাবনাবতাররূপে দর্শন করিতে না পারিলে কি কখনও মহাপ্রভুর অনন্ত দয়াবারিধির বিন্দুমাত্র স্পর্শাধিকার কোনও জীবের ভাগ্যে হইতে পারে? এইজন্যই গৌরপার্ষদবর শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ বলিয়াছেন—

"বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং, বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।" অর্থাৎ গৌরপ্রিয়-জনের পাদপদ্মসেবা ব্যতীত কেহই বেদাদিরও দুষ্প্রাপ্য বস্তু শ্রীরাধাদাস্যের বা গৌর-ভজনের কথা জানিতে পারেন না। গৌরজনের কৃপা-উপলব্ধি আর মহা-প্রভুর কৃপা-উপলব্ধি একই কথা। যিনি যতটুকু পরিমাণে শরণাগত তিনি ততটুকু পরিমাণে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়াছেন এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণই মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়াছেন। আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরকৃপাশক্তি। সুতরাং তাঁহাকে অবহেলা করিয়া কিরূপে মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে? সূর্য্যের কিরণসমূহকে উপেক্ষা করিলে কিরূপে সূর্য্যের দর্শন করা সম্ভব হইবে? জীবদুঃখকাতর গৌরপার্ষদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

হে জীবগণ! তোমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার কাঙ্গাল হও। নিজের অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যশিক্ষার মাহাত্ম্য অনুধাবন কর ও তাঁহার শিক্ষা বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ কর। তাঁহার দয়া ও অন্যান্য আচার্য্য বা অবতারগণের দয়ায় পার্থক্য সেবোন্মুখচিত্তে বিচার কর। অনুগত হইয়া, দীন হইয়া, শুশ্রূষু হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার কথা আলোচনা কর তাহা হইলে তদীয় দয়ার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। তখন আর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম নিমিষমাত্রও ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না।

হায়! কলিহত জীব আমরা আধ্যক্ষিক বিচার সম্বল করিয়া শ্রীচৈতন্যদয়ার বা গৌরভক্তের দয়ার কথা বুঝিতে যাইয়া বঞ্চিত হই। অতএব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার স্বরূপ জানিতে হইলে—তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে শ্রীগৌরভক্তের পদাশ্রয় করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পতিতপাবন, তিনি জীবোদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন। তিনি অনন্ত পাতকী জনকে উদ্ধার করিয়া তাহা-দিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। তাই বলি, এমন পতিতপাবন অবতারেও যদি আমি নিজে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করত এই জন্মেই কৃষ্ণভজন সন্ধান না পাইলাম তবে অন্যের ভাগ্যদে আমার কি লাভ হইবে? যদি জানিতে ও উপলব্ধি করিতে না পারিলাম যে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত ও বিমুখ একমাত্র আমাকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আবির্ভাব, তবে আমার হরিভজন হইল কৈ? আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলাম কৈ? দেখিতে হইবে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বা দয়া আমি নিজে কতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বহির্ম্মুখ ও বঞ্চিত আমার এমনই মন্দ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি আমার নিজের দোষ বা পাতিত্যে উদাসীন হইয়া অপরকে দোষী ও পতিত বলিয়া নিজে 'ভাল' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কিন্তু আমি কি সর্ব্বদা স্মরণ রাখি—যিনি যতটা নিজের দোষ দেখিতে পাইতেছেন, নিজের পাতিত্য যতটা উপলব্ধি করিয়া শরণাগত হইতেছেন তিনিই ততটা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার অধি-কারী হইতেছেন?

ষড়ঙ্গ-শরণাগতির প্রথম অঙ্গই দৈন্য। আত্মদৈন্য উপস্থিত না হইলে কিছুতেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। দীন না হইলে কখনও দীনবন্ধু, দীনদয়াময় পতিত-পাবনের কৃপা পাওয়া যায় না।

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতাবলীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষা'য় বলেন—'সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাম্।'

হৃদয়ে লেশমাত্র দম্ভ বা অহঙ্কার থাকা পর্য্যন্ত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। এইজন্যই আগে জীবের হৃদয়ে স্বাভাবিক বা অকৃত্রিম দৈন্য ও আর্ত্তি না আসিলে কিছুতেই গুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। দৈন্য আবার বাহিরের বস্তু নয়, অনেক সময় দৈন্যচ্ছলে আমরা প্রতিষ্ঠাশা ও দাম্ভিকতা সংগ্রহ করি। বাহ্য দৈন্য ও তাবযুক্ত প্রদর্শন করিয়া বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তপ্রতিষ্ঠাসংগ্রহ করিতে পারি এবং নরকে যাইবার পথ প্রশস্ত করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে স্বয়ং অন্তর্য্যামী শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণের কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হই।

বদ্ধজীব যে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সে মনে করে 'আমি শ্রেষ্ঠ, আমা অপেক্ষা অমুকে নিকৃষ্ট, অমুকে পতিত।' 'আমি হরিভজন করিতেছি না, আমি কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাসত্ব ছাড়িতে পারিলাম না, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ও ইহ জন্মে কতই না পাপ ও অপরাধ করিতেছি'—এইরূপ দৈন্য ত' আমার কখনও উদয় হইল না। আমি কি ভাবি?—

"এহেন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ।"
(শরণাগতি)

দৈন্য না আসিলে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় না। নির্ব্বেদ না আসিলে আত্মনিবেদন হয় না। এইজন্যই সাধনক্রম প্রদর্শনের জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু'র 'উপলব্ধি'-বিভাগে অনুতাপলক্ষণ ও নির্ব্বেদ লক্ষণ উপলব্ধির কথা বলিয়া পরে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-লক্ষণ উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন।

ভগবান্ নিত্য, ভক্তি নিত্য এবং ভক্ত নিত্য। সুতরাং শরণাগতপালক, শরণাগতি ও শরণাগত নিত্য। বদ্ধাবস্থায় শরণাগতি, আবার মুক্তাবস্থায়ও শরণাগতি। কিন্তু, কপটীর দৈন্য, সরল বদ্ধজীবের দৈন্য ও মুক্ত মহাভাগবতের দৈন্য এক নয়। কপটীর দৈন্য নিতান্ত হেয়। বদ্ধজীবের দৈন্যমধ্যে প্রার্থনা ও স্বরূপবর্দ্ধনের চেষ্টা নিহিত। তাহার দৈন্যচর্য্যা রক্ষা সকল সময় সম্ভব হয় না। মুক্তের দৈন্যে ও শুদ্ধভক্তের দৈন্যে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির কথা নাই এবং তাহাতে বিরাম নাই। নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্য—

'পতিতপাবন' নাম, ঘোষণা তোমার ডাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হও অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥

আবার,—

মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই',
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত-উদ্ধার গ্রাম,
নিজদাস কর গিরিধর॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতমালায় গাহিয়াছেন—

পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস তুমি মোর পতি॥

নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদগণের এরূপ সহজ দৈন্য ও আর্ত্তি কোন বদ্ধজীবে কেন, সকল মুক্তগণেও সম্ভবে না। গোষ্ঠীবৈষ্ণবগণ আরাধিকাশিরোমণি স্বয়ং ভক্তরূপিণী শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌর রাধাভাবসাধিকারী বলিয়া তাঁহাদের লীলায় দৈন্যের যেরূপ অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে অন্য কোন প্রকার ভক্তে সেরূপ পাইয়াছে কিনা, জানি না।

ভগবান্‌কে 'পতিতপাবন' নামে সম্বোধন ও সেরূপ উপলব্ধির মধ্যে যে সকল বিপ্রলম্ভ ভজনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সৌভাগ্যবান্ সেবোন্মুখের হৃদয়ে বৈষ্ণব-কৃপাবলে আত্মিক অনুভূতির বিষয় হয়। 'পতিতপাবন'—এই নামের মধ্যে নামীর ঔদার্য্যপ্রধান-মাধুর্য্যলীলার ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এই নামটীতে প্রভু-ভৃত্য, সেব্য-সেবক, বিষয়-আশ্রয় ও পাল্য-পালক-ভাব দেদীপ্যমান থাকিয়া ভক্ত-ভগবানের নিত্য সম্বন্ধের কথা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এই সকল কথা এক দিকে মহাজনের বিপ্রলম্ভময়ী মানসিকী সেবা যেরূপ ব্যক্ত করিতেছে অপরদিকে সেরূপ সৌভাগ্যশালী জীবের সাধন-ভজন রাজ্যের মর্ম্মপ্রদর্শিকা উজ্জ্বলবর্ত্তিকারূপে পরমমঙ্গল সাধন করিতেছে—তাঁহাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিতেছে। কখনও কখন

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥

মহাজনগণের সকল চেষ্টা বহির্ম্মুখজনের কারণও হয়। মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরু মহাভাগবত আচার্য্যবৃন্দের এইখানেই জগদ্গুরুত্ব প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা মহামুক্ত ও পতিতপাবন হইয়াও নিজদিগকে কখনও 'মুক্ত' বা 'পতিতপাবন' মনে করেন না। তাঁহারা জগৎকে কৃষ্ণের সম্বন্ধে গুরুরূপে দর্শন করেন বলিয়াই জগৎ তাঁহাদের শ্রীচরণে নত হয়। তাঁহারা নিরন্তর ভগবানের কৃপা উপলব্ধি করেন বলিয়াই সেই কৃপার জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদেন। আবার, জগতের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়াও তাঁহারা জগদ্গুরু বলিয়া অভিমান করেন না। 'জীবকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে কৃষ্ণের আনন্দ বৃদ্ধি হইবে। আমার সেবায় কৃষ্ণের সুখ হইতেছে না।' —এরূপভাবে উৎকণ্ঠা, সেবায় উৎসাহ, ভক্তগোষ্ঠীবর্দ্ধন-পিপাসা ও আত্মদৈন্য মুক্তকুলের চরিত্রে স্বাভাবিক।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মকে নিজ সম্বন্ধে পতিতপাবনরূপে দর্শন ও অনুভব করিতে না পারিলে সাধনই আরম্ভ হইবে না; ভজন ত' দূরের কথা। কারণ, আদৌ ভগবানের ঔদার্য্য দর্শন ও সাধকের সেই দয়াপাত্রের জন্য অকপট আত্মদৈন্যের উদয় না হইলে শরণাগতি আসিতে পারে না।

ভগবান্ পরমদয়াময়; তিনি জীবোদ্ধার-লীলা ও স্বলীলামাধুর্য্য বিস্তারের জন্য যুগে যুগে সপার্ষদ স্বীয়ধামসহ এ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। শরণাগত জীবই তাঁহার দয়ার অধিকারী হন। ভগবদ্ভক্ত ভগবান্ হইতে আরও দয়ালু; তাঁহারা বদ্ধ ও সাধক-জীবের সকল কার্য্যের অনুরূপ আচরণ করিয়া কিরূপে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করত সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভজন করিতে হয় তাহা কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করেন। মাতাপিতা যেরূপ শিশুসন্তানকে হাতে ধরিয়া হাঁটিতে ও লিখিতে শিখান সেরূপ আচার্য্যগণও বদ্ধজীবের সকল অনর্থ অসুবিধা অবগত হইয়া তাঁহাদের সাধন-পথের যাবতীয় বাধা দূর করেন, তাঁহাদের দুঃখে কত অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। তাঁহাদের জন্য দ্বারে দ্বারে গমন করেন, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করত হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গলের পথে আনিতে চেষ্টা করেন। হরিগুরু-বৈষ্ণব পরমদয়াময় ও পতিতপাবন। জীব স্বীকার করুক, আর নাই করুক তাঁহারা সকলেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের দাস—তাঁহাদের কৃপাপাত্র। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম ত' সর্ব্বক্ষণই দয়া করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা এমনই হতভাগা যে, তাঁহাদের অযাচিত কৃপা উপেক্ষা করিয়া বিষয়-কর্দ্দম-পঙ্কে প্রধাবিত হই। আমরা পরমবান্ধব-পদকে শত্রুজ্ঞান করি—ইহা অপেক্ষা আর আত্মহত্যা কাহাকে বলে?

যাঁহার দয়া নাই, তিনি কখনও সাধু বা গুরু নহেন। পতিতপাবন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ দয়ার মূর্ত্তি। জীবকুলকে ভগবানের অশোক, অভয়, অমৃতাধার পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই তাঁহাদের এজগতে অবতরণ। আবার, করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া যে ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছেন এমন লীলা আর কোনও যুগে কোনও অবতারে করেন নাই।

ভগবান্ স্বয়ং সংকীর্ত্তনধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ও ভাসিয়েছে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, তীর্থে তীর্থে কৃষ্ণনামপ্রেম প্রচারণপূর্ব্বক কত জীবের নিস্তার করিয়াছেন। তিনি সপার্ষদে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গ-পার্ষদ সকলেই সেই লীলার সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্ষত হইবার লীলা করিয়াও জগাই-মাধাইকে প্রেমবিতরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর হরিদাস পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত ও যবনগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত ও তাড়িত হইয়াও শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। ষড়্‌গোস্বামী, তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যবৃন্দ ও বর্ত্তমান যুগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী প্রভুদ্বয় কত ক্লেশ সহ্য করিয়া ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও দ্বারে দ্বারে নামপ্রেম প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিষ্কিঞ্চন সেবকগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর নামহট্টের বিস্তারের জন্য যে প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছেন তাহা সজ্জনমাত্রেই দর্শন করিয়া উল্লসিত হইতেছেন। কেবল কতিপয় দুর্ভাগা নারকী জীব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে ঘোরতর অপরাধবশতঃ কলির আশ্রয়ে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করিতেছে। তাহারা নিজে নিজে গুরু ও পতিতপাবন সাজিতে গিয়া স্ব-স্ব পাণ্ডিত্যের মাৎসর্য্যই বৃদ্ধি করিয়াছে ও করিতেছে। যাহারা চণ্ডীদাস বা রামচন্দ্র পুরীর অনুগত হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করে তাহারা মাৎসর্য্যাগ্নির সংস্পর্শে দিব্যে পতিত হইয়া পতিতপাবন জগদ্গুরুর মহিমা দেখিতে পায় না। নির্ম্মল বৈষ্ণবচরিত্রে যাহারা দোষারোপ করে, ভগবানের দয়ার মূর্ত্তিকে যাহারা শত্রু মনে করে তাহারা যে জগতের কত বড় শত্রু তাহা জীব সৌভাগ্যযুক্ত না হইলে বুঝিতে পারে না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অনুগতজনের অনুগত হইতে পারিলেই জীবের রক্ষা। নতুবা তাঁহাদের প্রতি মাৎসর্য্য ও অসূয়া করিলে অনন্ত রৌরবে গমন করিতে হয়।

পতিতপাবন পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব ও অহৈতুককৃপাময় বৈষ্ণববৃন্দের চরণে প্রার্থনা—তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক এ পতিত অধমকে তাঁহাদের পরমৌদার্য্য লীলা-সমুদ্রের কণাও স্পর্শের অধিকার দেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসবে যেন তাঁর পতিতপাবন-লীলার কথাই সর্ব্বদা স্মৃতিপটে উদিত হয়। সবিশেষে নিবেদন এই—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

বাসুদেব-বন্দনা

(শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

বাসুদেবে বন্দি আর নমি বাসুদেবে।
বসুদেবের আনুগত্যে শুদ্ধসত্ত্বভাবে॥
কংসকরে অত্যাচারে আর্ত্তি যাঁ'দের
বর্দ্ধমান।
আর্ত্তিভরে কাঁদার ঘরে নিত্য গাহে
কৃষ্ণ-গান॥
আকুলভরে কেঁদে কেঁদে কাঁদার
মাঝে কৃষ্ণধন।
আকর্ষিল জীবের তরে বড় তাঁদের
অবদান॥
আর্ত্তিভরে ভক্তগত কুত্রাপি কৃষ্ণতত্ত্ব।
পত্র, পুষ্প, ফলের লোভে নিত্য
যিনি লুব্ধ হন॥
কিন্তু যিনি সবার উপর, সকল ধনের
আকররূপ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর একটী লোমের
কূপ রূপ॥
ভক্ত যেথায় নিত্য গাহে গুণের
গাথা অবিরাম।
গোলোক ছেড়ে (?) পুলকভরে তথায়
যাঁহার অধিষ্ঠান॥
কংসকারা, মধ্যকোণ, স্বর্গ নরক
নির্বিশেষে।
ভক্তভাবে যাঁর উদয় সর্ব্বকালে
সর্ব্বদেশে॥
কিন্তু ভাবি বসুদেবের শুদ্ধসত্ত্ব
হৃদয়-দেশে।
যে বাসুদেব বৈকুণ্ঠে বা যোগি-হৃদে
ভিন্ন না হবে॥
অনন্তকোটী পুণ্যফলের অপেক্ষাহীন
স্বরাট্, ধন।
কিন্তু যিনি প্রেমের কাঙ্গাল, আপনার
প্রীতির দাস হন॥
যোগের জ্ঞানের সব সাধনের হৃদয়ে রয়
মহাধন।
ভক্তকোলে দোলায়িতে নিত্য কিন্তু
নিত্য কাল॥
ভক্তরূপ ভক্তবৃন্দ নিত্যাখিলা শ্রীকৃষ্ণের।
ভক্তভোগ্য পরম কাম্য "ভক্তিপ্রিয়
মাধবের"॥
বড় বড় বড় তাঁহার ভক্তে প্রসাদ-
প্রদান-লীলা।
বড় তাঁহার প্রেমের জীবন, বড় আদি
জন্মলীলা॥
"অজের জন্ম" বিশ্বমোহন তোমার
শোভন হে দেব দয়াল।
বিশ্বভাব-সদভিন্ন এমনি তুমি
লীলায় কুশল॥
কংস কারার বন্দী জনের হৃদয়-কারার
বন্দী তুমি।
মায়ার বন্দীর মুক্তি তরে আবির্ভূত
বৃন্দাভূমি॥
কৃপার নেত্রে অধম আর্ত্তে ধারেক কর
দৃষ্টিপাত।
পামর দীনে পায় ঠেলো না, কর কর
আত্মসাৎ॥
মর্ত্ত্য মাঝে বসুদেবের অনুকম্পার
একটু লেশ।
মিললো নাক বন্দনা বই "নিত্য
নিরাশ"—ভাগ্যশেষ॥
আপন ভেবে অনেক জনে, অনেক
দাতার দুয়ার-দেশে।
প্রতীক্ষিয়া পরম আশায় নিরাশ
প্রাণে ফিরি শেষে॥
নিরাশ হয়ে নিত্য এবার তোমার
কৃপা পাবার মত।
একটু ভাগ্য ভিক্ষে আর্ত্তি দাতা যেন
শত হে নাথ॥
নিত্য তোমার জন্মলীলা ভক্তে কৃপার
নিদর্শনী।
এদীনে আর বঞ্চিও না, হে দেব!
দয়াল-শিরোমণি॥
কৃপার কণার কণার কণা কণার কণার
ব্যক্ত কর।
কৃপা-কাঙ্গাল ভিক্ষেরে কৃপার দানে
দৈন্য হর॥
কলীজনে কৃপা তোমার বন্দি তোমার
প্রবন্ধি।
স্বপ্নে দিয়ে রাতুল চরণ ভবের কারার
এ বন্দী॥

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ সর্বনিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনিই মূল পরাৎপর তত্ত্ব। তাঁহা হইতেই যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকাশ। তিনি সচ্চিদানন্দময়মূর্তি ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তিনি পূর্ণতম স্বাধীন, অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন এবং নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী স্বরাট্ পুরুষ। তিনি নন্দ-নন্দন, তিনি শ্রীরাধানাথ। তাঁহাতে বিরুদ্ধগুণের অপূর্ব সমন্বয়। তিনি কাহারও বা কোনও কিছুর অধীন নহেন, সকলেই তাঁহার অধীন। তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তাঁহা অপেক্ষা বড় বা তাঁহার সমান কেহ নাই।

আজ সেই তত্ত্বের জন্মলীলা-প্রকাশের দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই অজত্ব ও জন্ম আমাদের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও অচিন্ত্য শক্তিশালী ভগবানে সবই সম্ভব। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবেই তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার অনন্ত বিচিত্র মধুর লীলা। এই জন্মলীলা তাহারই অঙ্গবিশেষ। স্বীয় লীলা-কীর্তি-বিস্তার, সাধকমণ্ডলীকে কৃপা, অসুরগণকে বিনাশ পূর্বক সাধুগণকে পরিত্রাণার্থ করুণাময় কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় জন্মাদি লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সাধুপরিত্রাণ ও দুষ্কৃতবিনাশ প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নহে। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বারে এইসকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ অতিমর্ত্ত্য বস্তু। মানুষ যাহা বিজ্ঞানচিন্তা দ্বারা ধারণা করিতে পারে, এরূপ তৃতীয় মানের কোন বস্তু তিনি নহেন। তিনি তুরীয় বস্তু। এই অধোক্ষজ কৃষ্ণকে জাগতিক কোনও কিছুর দ্বারা জানা যায় না। অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব তিনি নিজে না জানাইলে জীব তাহা আপন চেষ্টায় কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে জানান, তিনি তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানিতে পারেন।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।

সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না। আবার ভগবৎকৃপা ব্যতীত শুদ্ধ-ভক্তি-লাভও অসম্ভব।

কেহ স্বীকার করি আর না করি' আমরা সকলেই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং তাঁহার উপাসক। যিনি এই কথা যতটা উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি ততটা মুক্ত বা স্বাধীন। আর এ বিষয়ে উপলব্ধি যাহার যতটা কম, তিনি ততটা বদ্ধ বা পরাধীন। জীবমাত্রই যখন কৃষ্ণের দাস, তখন কৃষ্ণ-ভজন যে প্রত্যেক জীবেরই ধর্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকল্পে কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ আমরা নিত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলেও নিত্যধর্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না, তাহা বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয় মাত্র। যিনি যতটা স্বভাবের পথে আছেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রত্যেকেই কৃষ্ণোপাসনা করিতে হইতেছে, তবে যিনি স্বভাবের পথের বিপরীত দিকে চলিয়াছেন, তিনি অবিধি পূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন; আর যিনি যতটা স্বভাবের পথে—শ্রৌতপথে—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের পথে চলিয়াছেন, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সেবা করিতেছেন, তিনি ততটা বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া ক্রমে ঐকান্তিকী ভক্তি, ভাগবতাবস্থা বা কৃষ্ণে অনুরাগ-প্রীতি বা প্রেমা লাভ করিতেছেন।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(গীঃ ৯।২৩)

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল ভক্ত অন্য দেবতারও অর্চ্চন করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ যাহা দ্বারা নিত্যকালের মুক্তি বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেই বিধি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পূজা করিয়া থাকেন। জগতে কৃষ্ণোপাসক ব্যতীত আর অন্য কোন উপাসক থাকিতে পারে না। বিধির সহিতই হউক, আর অবিধির সহিতই হউক সকলেই কৃষ্ণকে চাহেন। কারণ, কৃষ্ণই প্রত্যেক চেতনস্বরূপের প্রাণ, আকর্ষক ও আনন্দদায়ক। 'কৃষ্' ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দটী নিষ্পন্ন। 'কৃষ্' ধাতু 'ভূ' অর্থাৎ আকর্ষক সত্তাবাচক আর 'ণ' শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ বাচক; কৃষ্ণই আনন্দ এবং এই আনন্দই আকর্ষক। সকলে আনন্দেই আকৃষ্ট। সকলে এই আনন্দের অনুসন্ধান করেন। তবে কেহ বিধি-পূর্ব্বক আর কেহ বা অবিধি-পূর্ব্বক। যাঁহারা বিধি-পূর্ব্বক আনন্দের অনুসন্ধান করেন, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তানুগত হইয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, নিত্যানন্দ লাভে কৃতকৃতার্থ হন; আর যাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা মায়াকে কৃষ্ণ মনে করিয়া তৎসেবায় রত হন, নিরানন্দকে আনন্দ মনে করিয়া তদনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন, তাঁহারা প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পান না, তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভ হয় না, তাঁহারা বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হয় না, তাঁহারা মুক্তি পান না।

শ্রীবাসুদেববিগ্রহ (নূতন আবিষ্কৃত)

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং গোকুলে পূর্ণতম। ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র দ্বারকেশ, মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মথুরেশ আর কেবল মাধুর্য্যময়বিগ্রহ ব্রজেশতনয়। তিনি নন্দ-যশোদার নিত্য লালনীয় পুত্র। তিনি ত্রিভঙ্গমুরলীধর। ব্রজে তাঁহার গোপাভিমান। ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও সেখানে নাই। এই কৃষ্ণসেবা একলবাসুদেব, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারামের উপাসনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ভগবদ্বৈমুখ্যতার প্রথম বিকাশে একলবাসুদেবের উপাসনার কথা। ইহার ক্রমবিকাশমুখে তদন্তর্গত মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বামনাদির উপাসনা। সাধারণ বিচারমুখে তাঁহা শ্রীভাববর্জ্জিত। কিন্তু তত্ত্বপ্রভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ লক্ষ্মী আছেন। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুংশ্রী-মিশ্র উপাসনায় বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা। তৃতীয় স্তরে সীতারামের উপাসনা এবং চতুর্থ স্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

একলবাসুদেবে শক্তিকা স্থিতির ধারণা হইলেও সেখানে শক্তিমত্তত্ত্বকে শক্তি বা লক্ষ্মীহীন করিয়া দেখিবার চেষ্টায় পরাৎপর তত্ত্বের স্বাধীনতা অভাব লক্ষ্য হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণে বাসুদেবের সহিত লক্ষ্মীর দর্শন করিবার স্পৃহা থাকিলেও সেখানে সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ মর্য্যাদা বা গৌরব থাকায় সেবা-মাধুর্য্য সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে ঐশ্বর্য্য বা গৌরবের পক্ষ। ঐশ্বর্য্যহীন হইলে নারায়ণসেবকের তাহাতে আর প্রীতি নাই; ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই পূজকের আকর্ষণ আছে। কিন্তু রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তাহা নহে। সেখানে ঐশ্বর্য্যের সাজ-সজ্জা পূজকগণকে আকর্ষণ করে না। সেখানে বিস্রম্ভ সেবার প্রাবল্য, বড় আপন জ্ঞান। সেখানে কেবল মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক স্বরূপ, বংশীধ্বনি, ভক্তপ্রীতিই ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

সীতারামের উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত ধর্ম্মভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধর, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ। সীতারামের উপাসনা হইতে দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের এই পতীপত্নীভাবও দাম্পত্যেরই প্রকারভেদ মাত্র। গোপীগণের কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত মধুর রস, এবং উহাই কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষ্ণুতত্ত্বের আকর। তিনি স্বয়ংরূপ ভগবান অর্থাৎ মূল প্রদীপস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি বৈকুণ্ঠ চতুর্ভুজ নারায়ণ। শ্রীবলদেব স্বয়ংরূপের স্বয়ং-প্রকাশ মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ময় ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিদচিদ্বিশিষ্ট কারণসমুদ্র বিরজা। এই কারণসমুদ্রে মহাসঙ্কর্ষণের অবতাররূপ আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। এই মহাবিষ্ণু হইতে

দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী, তিনি চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্মদাতা ও পিতা। এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্যকূর্মাদি অসংখ্য লীলাবতার এবং সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী এবং এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই অনন্তদেব প্রকাশিত হন।

এই শ্রীকৃষ্ণের সেবা বড় ভাগ্য ব্যতীত লাভ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজজনের কৃপাতেই এই সেবা লাভ হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গৌরনিজজন ও গৌরবাণী-নিষেবণ, কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। আবার এই কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণাবির্ভাব শ্রীগুরুদেবের কৃপাসাপেক্ষ। তাই আজ আমরা সকল ছাড়িয়া শ্রীগুরু দেবের পাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

ভক্তিমণ্ডপের শীতলিততরে পারমার্থিক তত্ত্বে অবস্থিতঃ।

অতএব নন্দ বলে বন্দিতে পদ্মে শ্রীগুরু॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। যাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

[উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী]

(১)

পশুবলদৃপ্ত বহু দানব অসুর,
বসুধা লুটিয়া ভোগ করে অনিবার।
অতৃপ্ত বাসনা তবু বাড়য়ে প্রচুর,
বসুন্ধরা শান্ত নহে, ব্যাধি দুর্নিবার।

(২)

অসুরের পদভারে দলিতা বসুধা,
ভোগের তাণ্ডব নৃত্য পাপ অত্যাচার।
সহিতে না পারে ক্ষিতি বিপদে পড়িয়া,
নিবেদিলা বিধাতায় নিজ দুঃখ-ভার।

(৩)

ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে সহ দেবগণ,
ধরণীরে সঙ্গে করি' বিরিঞ্চি তথায়।
সমাহিতচিত্তে ডাকে কোথা নারায়ণ,
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কহে শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়।

(৪)

নিজ স্থানে যাও বিধি ল'য়ে দেবগণে,
হরিব ত্বরায় আমি ধরণীর ভার।
স্থাপিব পরমধর্ম ভারত-প্রাঙ্গণে,
মুছাইব ভকতের নয়নের ধার।

(৫)

বিধাতা আদেশে সর্বদেবদেবীগণ,
জনম লভিল আসি' ধরাবক্ষ'পরে।
মথুরায় ভোজপতি কংস দুর্জন,
নির্যাতিত করে সদা যদুবংশচয়ে।

(৬)

অকস্মাৎ দৈববাণী গর্জে বজ্রসম,
শুন কংস, শুন তব নিধন-কারণ।
দেবকী-অষ্টম-গর্ভে লভিয়া জনম,
নাশিবে তোমায় কংস, দেবনারায়ণ।

(৭)

হরিতে শাণিত অসি ঝলকি উঠিল,
দেবকী হইতে হ'বে শত্রুর উদয়।
কোনক্রমে নাহি দিব, দৈত্য গরজিল,
দেবকী ভগিনী আজি বধিব নিশ্চয়।

(৮)

রক্ষা কর হে ধীমান্ আপন ভগিনী,
কহিলা বিনয়ে কংসে বসুদেব ধীর।
শোভিবে কুকীর্তি তব বধিলে রমণী,
অনিশ্চিত ভয়ে নারী বধে কোন্ বীর।

(৯)

দেবকী হইতে যবে উপজিবে সন্তান,
অর্পিব তোমার করে ওহে দৈত্যবীর।
নাহি হবে কোন শঙ্কা ভগিনীর প্রাণ,
মোর বাক্য সত্য বলি' কর চিত্ত স্থির।

(১০)

বসুদেব-বাক্যে তবে করিয়া প্রত্যয়,
নিবৃত্ত হইল কংস বিচারি আপনে।
শুনিল দেবর্ষি-মুখে যাদবনিচয়,
দেব অংশে অবতীর্ণ মানব-ভবনে॥

(১১)

শুনি পাপী প্রাণভয়ে হেরি অন্ধকার,
নাশিতে লাগিল সব দেবকীতনয়।
অত্যাচারে চতুর্দিক্ করে হাহাকার,
ক্রমে ক্রমে বিনাশিল ছয়টীপুত্র ছয়।

(১২)

নিক্ষেপিয়া উভয়কে কারা অভ্যন্তরে,
কত নির্যাতন হৈল বর্ণনা অতীত।
একেতে সপ্তম গর্ভে দেবকী উদরে,
শ্রীঅনন্তদেব তথা হৈলা অধিষ্ঠিত।

(১৩)

বিষ্ণুদাসী যোগমায়া হরি ইঙ্গিতে,
কৌশলে দেবকী গর্ভ করি আকর্ষণ।
স্থাপিলা সপ্তম গর্ভ দেবী রোহিণীতে,
বঞ্চিত মায়ার ছলে হৈল দৈত্যগণ।

(১৪)

ব্রজপুর মাঝে তথা রোহিণী হইতে,
প্রকাশিত হইলেন প্রভু বলরাম।
আনন্দলহরী উঠে ত্রিদিব পুরেতে,
ভাবিল অচিরে পূর্ণ হ'বে দেব-কাম।

(১৫)

পূর্ণ অবতারী হরি স্বয়ং-ভগবান্,
উদয় বসুদেব-হৃদয়গগনে।
প্রকাশিত হইলেন করুণানিধান,
নিরাশ আঁধারে জ্যোতিঃ নামিল ভুবনে।

(১৬)

শুদ্ধসত্ত্বময় মন হইতে সঞ্চার,
নিখিল জগৎ প্রতি করুণা প্রকাশি'।
দেবকীর মনো-মধ্যে হৈলা আবির্ভূত,
অকলঙ্ক কলাশশী যেন উদয় নাশি'।

(১৭)

পরমমঙ্গলপূর্ণ হৈল জল, স্থল,
গগন, পবন, তারা, গ্রহাদি মণ্ডল।
বারিদনিকর স্নিগ্ধ করে ধরাতল,
দিগঙ্গনা নৃত্যগীত উঠে সুমঙ্গল।

(১৮)

রোহিণী নক্ষত্র হ'য়ে উদিলা ধরায়,
কৃষ্ণপক্ষ ল'য়ে আসি শ্রীঅষ্টমী তিথি।
সর্ব সুকল্যাণকর শুভযোগ পায়,
উল্লসিত দশদিশি কুঞ্জ কুঞ্জবীথি।

(১৯)

কংস-কারাগার মাঝে দেবকী উদরে,
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ আদি শোভে বক্ষ'পরে,
অবতীর্ণ হৈলা হরি পীতবাসধারী।

(২০)

নবজলধররূপ কমল নয়ন,
বৈদূর্য্য-রতনময় কিরীট কুণ্ডল।
চাচর চিকুর শোভে কন্দর্পমোহন,
মেখলা কেয়ূর আদি করে ঝলমল।

(২১)

বাসুদেব-রূপ হেরি যাদব-প্রধান,
জন্মমহোৎসবে ব্যস্ত হৈলা মহামতি।
মানসে সহস্রধেনু করি' সম্প্রদান,
পুত্র-ভাব ত্যজি' শেষে করে স্তুতি নতি।

(২২)

বিস্মিতা দেবকী দেবী কংসভয়ভীতা,
কহিলা সজলনেত্রে গদ্গদ বচন।
তুমি ভৃত্যভয়হারী বিশ্বপালয়িতা,
তব শ্রীচরণে মোরা লইনু শরণ।

(২৩)

ভক্তদম্পতীরে তবে সম্ভাষি' মধুর,
চতুর্ভুজরূপ হরি কৈলা সম্বরণ।
"কহিলা আমারে ত্বরা লও নন্দপুর,
ক্ষুদ্র শিশুরূপ তবে করিলা ধারণ।

(২৪)

বাসুদেবে বক্ষে ধরি তবে ভক্তবর,
ছিন্ন করি' কংস-পাশে প্রতিজ্ঞাবন্ধন।
বাহির হ'য়ে যায় ব্রজে হরিব অন্তর,
প্রাকৃত সত্যের নীতি করি' উল্লঙ্ঘন।

(২৫)

যোগমায়া-প্রভাবেতে প্রহরী সকল,
অর্ধ নিশাভাগে হ'ল ঘুমে অচেতন।
সর্ববিধ কংসচেষ্টা করিয়া বিফল,
চলিলা ভক্তের হরি শ্রীনন্দভবন।

(২৬)

ভক্তবর বসুদেব নন্দালয়ে যায়,
হৃদে ধরি প্রিয়তম সংসারের সার।
চরণ-শৃঙ্খলমুক্ত হইল ত্বরায়,
মুক্ত হ'ল দৃঢ়বদ্ধ রুদ্ধ কারাদ্বার।

(২৭)

অবিরাম বারিপাতে পিচ্ছিল মেদিনী,
ঘন বিথারি পথে অনন্ত দুর্যোগ।
নয়ন ঝলসি' ক্ষণে চমকে দামিনী,
এমত দুর্দিনে ভক্ত লভে সেবা-যোগ।

(২৮)

শিখাইতে বিশ্বমাঝে সেবকের রীতি,
সম্মুখে দাঁড়া'ল বাধা কালিন্দী-তুফান।
কোন বাধা নাহি মানে এই ভক্তিনীতি
দূরে যায় সর্ব বাধা সেবকের স্থান।

(২৯)

ধরিল অনন্ত ফণা বারি বরিষণে,
কালিন্দী দেখায় তাঁরে গমনের পথ।
যশোমতীকক্ষে কৃষ্ণে রাখিয়া যতনে,
যোগমায়া ল'য়ে হৈলা পূর্ণ মনোরথ।

(৩০)

অভক্ত বঞ্চিত হ'ল কৃষ্ণের মায়ায়,
না বুঝিল পাপ কংস বাসুদেব-লীলা।
বাসুদেব সেবি' ভক্ত প্রেমানন্দ পায়,
অভক্ত উপায় ভাবে শিরে ভাঙ্গে শিলা।

(৩১)

গোলোকসম্রাট্ বিশ্বে অবতীর্ণ আজ,
বেদনা-ব্যথিত দুঃখ হেরি ধরণীর।
তাপিত তুমিও এস ফেলি সব কাজ,
কর্ণ পুটে পান কর হরিকথা-নীর।

(৩২)

কৃষ্ণ-সম বিনা হয় জীবন বিফল,
জানাইলা বিশ্বে প্রভু এই শিক্ষাসার।
বাসুদেব-পাদপদ্ম জীবের সম্বল,
বাসুদেবাশ্রয়ে হও ভব-পারাপার।

যৎকিঞ্চিৎ

যিনি আচার্য্য, তিনি গৌরকৃষ্ণশক্তি। তাঁহার অনন্ত ভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচয়। যিনি গুরু, তিনিই আচার্য্য এবং যিনি আচার্য্য তিনিই গুরু শ্রীগুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য অবস্থিত। তিনি নিত্য কৃষ্ণপরিকর। তিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবানের প্রিয়তম। তিনি বিষ্ণু হইয়াও সর্বোত্তম বৈষ্ণব-তত্ত্ব—তিনি ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ হইয়াও ভগবানের দাস। শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ—ভগবত্তত্ত্ব বা বিষ্ণু-তত্ত্ব। নিত্যানন্দাভিন্ন আচার্য্য সেই বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীচৈতন্যের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণবতত্ত্ব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের যুগপৎ আবির্ভাব আচার্য্যাদে প্রকাশিত। সুতরাং শ্রীগুরুতে সামান্য জীববুদ্ধি করা মহাপরাধ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

> দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দুঁহে কৃষ্ণদাস।
> দুঁহে ব্রজজন কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ।
> গুরুকে সামান্য জীব, না জানিবে কভু।
> গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্য প্রভু।
> গুরু আজ্ঞা ল'য়ে কৃষ্ণ পূজিবে যতনে।
> শ্রীগুরু স্মরিয়া কৃষ্ণ বলিবে বদনে।
>
> (শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

শ্রীআচার্য্যদেব ভগবানের সহিত অভিন্ন—ভগবানের সহিত একদেহ। কৃষ্ণ 'বিষয়' ভগবান্ আর তিনি 'আশ্রয়'-ভগবান্। তাঁহার ন্যায় বেশী প্রিয় ভগবানের কেহ নাই। এই আচার্য্যতত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আচার্য্য—অভিন্ন কৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ। কিন্তু আচার্য্য বিষ্ণুপাদ বলিয়া পঞ্চোপাসকের ভোক্তা বিষ্ণু নহেন বা তিনি গোপীনাথও নহেন। আচার্য্য—স্বরূপশক্তিতত্ত্ব, আচার্য্য কালোর আলো—ভগবদবতার। গোপীগণ, নন্দ ও যশোদা, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি শিক্ষাগুরু। ইঁহারা কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণশক্তি, ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুপাদ। আচার্য্যও তদ্রূপই। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু অভিন্ন তত্ত্ব। ইঁহাদের মধ্যে উচ্চাবচভাব পোষণ করিলে অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ বা দিব্যজ্ঞান প্রদান, শক্তিসঞ্চার—এসব বিষ্ণুর কার্য্য। আচার্য্য ঐ সকল কার্য্য করিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন। আচার্য্যে কৃষ্ণকোটিত্ব বা বিষ্ণু-কোটিত্বের বিচার নাই। তিনি শক্তিমান্ নহেন, শক্তিতত্ত্ব—সেবক-কোটী। শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অভেদ। বীজ ও বৃক্ষ যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, শক্তিমান্ ও শক্তি সেইরূপ অন্যোন্যাশ্রিত। তিনি সাধারণ কৃষ্ণসেবক নহেন, তিনি সেবক-কৃষ্ণ। আচার্য্য বৈকুণ্ঠ বস্তু। আচার্য্য-তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বলিয়া আচার্য্যগণ সকলেই বিষ্ণুপাদ—প্রভুপাদ। আচার্য্যের কৃপাই কৃষ্ণকৃপা লাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণ আচার্য্যেরই একচেটিয়া ধন। সুতরাং তাঁহাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আজ কৃষ্ণ-জয়ন্তী অর্থাৎ কৃষ্ণাবির্ভাব তিথি। এই শুভদিনে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ও চিন্ময়পদরজঃই আমাদের সম্বল হউক।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—
শ্রীমায়াপুর .

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই ভাদ্র, ১৩৪৫, ২২শে আগষ্ট, ১৯৩৮, সোমবার [১৪৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

শিশুবিবাহনিবারণার্থ আইন সংশোধিত

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত আইনটি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহনিবারণার্থ আইনটি নিম্নলিখিতরূপ সংশোধন করা হইল।

১। এই আইনটিকে শিশুবিবাহনিবারণার্থ (আইন সংশোধনার্থ) ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

২। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহনিবারণার্থ আইনের ১ধারার (২) প্রকরণে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে এবং ইহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বেলায়ও খাটিবে:—

(ক) ভারতবর্ষের যে কোন অংশে সকল ব্রিটিশ প্রজা ও রাজকর্মচারী এবং (খ) ভারতবর্ষের যে কোন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সকল ব্রিটিশ প্রজা, তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন।

———

ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন-সংস্কার

অদূর-ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন সংস্কার হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর সরকারী ও বে-সরকারী কয়েকজন সভ্য লইয়া এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটি ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন-সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবেন। কি জাতীয় সংস্কার হইবে তাহা এখনই বলা শক্ত, তবে মহারাজার ঘোষণায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

———

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

কয়েকদিন ছুটির পর গত সোমবার পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হয়। সোমবার স্ব-রাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন এক লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেন। গবর্ণমেণ্ট এই এক লক্ষ টাকা দ্বারা একটি স্বতন্ত্র প্রচার বিভাগ খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিভাগ একজন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনফরমেশনের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। প্রচার-বিভাগের ডিরেক্টরের তিনজন সহকারী থাকিবে। এই এক লক্ষ টাকা ১৯৩৮-৩৯ সালের বাকী কয়েক মাসে সরকারী প্রচারকার্য্যের জন্য ব্যয় করা হইবে।

স্বতন্ত্র প্রজা পার্টির মৌলবী আবদুল হাকিম (খুলনা) প্রচার-বিভাগের ডিরেক্টর ও তাঁহার সহকারীদের বেতন সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি ছাঁটাই প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

মৌলবী আবদুল হাকিম এই ব্যয়বরাদ্দ হইতে ১১।১১ টাকা ছাঁটাই করিবার জন্য আর একটি প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই প্রস্তাবটিও ১২৩—১০৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। ইউরোপীয়ান দলের সভ্য মিঃ ডব্লিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভোটের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন।

অতঃপর স্যার নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাব মত পরিষদ এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।

চীন জাপ সংবাদ

জাপানীর সৈন্যদলের মহড়া এবং সীমান্ত ঘাঁটি শক্তিশালী করার সংবাদে সীমান্ত অঞ্চলে তেমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নাই। সীমান্ত ঘাটি শক্তিশালী করার কার্য্যে তিন লক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে এবং ৫লক্ষ রিজার্ভবাহিনী আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] প্রত্যক্ষদর্শী ঐ সংবাদ বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বলিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ঐ কার্য্যে ৫০।৬০ হাজার শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে। মাত্র ১লক্ষ রিজার্ভ সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতেছে। করাসী সীমান্তে মোট ত্রিশ হাজার জাপানের বাস। তন্মধ্যে আড়াই শত জাপান যুবক পেলেটিনেটের সৈন্য বাহিনীতে অস্থায়ীভাবে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছে।

———

চট্টগ্রামে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি জুতা নিক্ষেপ

সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম হকের এজলাসে এক ফৌজদারী মামলার বিচারকালে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, মিঃ হক ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে নোয়াখালী নিবাসী আসামী আলী মহাম্মদের বিচার করিতেছিলেন, তিনি আসামীর প্রতি এক বৎসরকাল সদ্ভাবে থাকিবার জন্য ১০০৲ টাকা করিয়া দুইটি মুচলেকা দেওয়ার আদেশ দেন। মুচলেকা না দিতে পারিলে তাহাকে ১বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আসামী ব্যক্তিগত জামীন লইবার জন্য কিম্বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে সম্মত না হওয়ায় আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি জুতা ছুড়িয়া মারে।

———

ডাইনী সন্দেহে হত্যা

টাটার খনি অঞ্চলের নিকটস্থ বাদাম পাহাড় হইতে দুই জনের হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন পুরুষ ও অপরটি তাহার স্ত্রী। আসামী কোল জাতীয়।

ময়ূরভঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। আসামী এক অভিযোগে বলে যে, নিহত স্ত্রীলোকটি ছিল ডাইনী। তাহার অভিশাপে প্রায় সর্ব্বদাই আসামীর গৃহে রোগ লাগিয়াই থাকিত এবং আসামী উক্ত ডাইনীর সন্তোষের জন্য বিবিধ দ্রব্যাদি উপহার দিলে তবে তাহার বাড়ী হইতে রোগ দূর হইত। শেষের ঘটনায় ডাইনী তাহার নিকট বস্ত্র চাহে, কিন্তু আসামী তাহা দিতে না পারায় সে আসামীকে অভিশাপ দেয় এবং ফলে তাহার এক শিশুপুত্র মারা যায় ও আসামী নিজেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। তখন ডাইনীর অভিশাপের কথা স্মরণ হওয়ায় সে উত্তেজিত হইয়া ডাইনী ও তাহার স্বামীকে হত্যা করে।

... সন্স
সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স্ অব্ লেট্ বি. সরকার
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
(টেলিঃ বিদিয়াণ্টস) কলিকাতা (ফোন বি, বি ১৭৬১)

সরস্বতী-জয়শ্রী

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

———:o:———

নিখিল শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ সত্যানুসন্ধান
ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের ... ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
... ও বহু চিত্র
দ্বারা সংশোভিত
ভিক্ষা :
৪২ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০২
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮২
দশম স্কন্ধ— ৯২
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯২
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩২
৪। মধুকর্কী ভজিল (অবাঁধা) ৪২
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।৴০ ২য় খণ্ড ১২; ৩য় খণ্ড—৷৴০
৪র্থ খণ্ড—৷৴০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৴০; ২য় খণ্ড—১২; ৩য় খণ্ড—৷৴০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১২
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১২
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৴০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদরহ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
৷৴০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা ১২
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১২
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ১২
(অবাঁধা) ১.
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। দুঃসঙ্গতিমুক্তা অনুসৌরভঃ (সানুবাদ) ১২
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷০
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। আর্যশতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬২
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলোক ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৵০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫২

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ | ১১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২২শে আগষ্ট ইং ১৯৩৮, সোমবার | ১৪৮৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::•::—

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

গত ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবা-চার্য্যবর্য্যের কৃপায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব সমস্ত দিবারাত্রি নির্জ্জল উপবাস, নিরন্তর পাঠ, কীর্ত্তন, হরিকথা আলোচনা, [illegible] ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গযাজনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক ও পরিক্রমা সম্পন্ন হয়। পরিক্রমান্তে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে জন্মাষ্টমীসম্বন্ধে একঘণ্টাকাল যাবৎ আলোচনা হয়। অতঃপর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত পারায়ণসেবা চলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়াও সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথ-নাথ দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় ঘণ্টাধিককাল যাবৎ স্বয়ং ভগবানের জন্মরহস্য এবং বসুদেব-নন্দন ও নন্দনন্দনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু যুক্তিপূর্ণ হরিকথা আলোচনা করেন। শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈশিক ও শ্রীযুত রাধেশ বাবুর সুললিতকণ্ঠে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদির পর 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার', নামাশ্রয়তা বা আচার্য্যানুগত্যের আবশ্যকতা ও তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমা, শুদ্ধ শ্রবণ ও শ্রবণান্তর কীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে ও সংকীর্ত্তনের মহিমা, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনপ্রভাবে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইলে শুদ্ধচিত্তে—ব্রজ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। পুনরায় পারায়ণ চলিতে থাকে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-সময়ে শ্রীপাদ অনঙ্গগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, ঠাকুরের অর্চ্চন ও ভোগরাগ এবং আরাত্রিকাদি কীর্ত্তন হয়।

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর যত্নাতিশয্যে ভক্তগণ উৎসাহের সহিত দিবারাত্র শ্রীমঠকে হরিকীর্ত্তনমুখরিত রাখিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। শ্রীমান্ মদন-গোপাল ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত।

কাঁচড়াপাড়ায় বক্তৃতা

গত ১৪ই আগষ্ট রবিবার মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ক্লাবে সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গয়ায় প্রচার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৬ই আগষ্ট হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত অষ্ট দিবস নিরন্তর হরিকীর্ত্তন-মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী ও বিহারী দর্শকের সমাগম হয়। উৎসবের প্রথম তিন দিবস রাত্রে সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের চতুর্থ দিবস বাঙ্গালা ভাষায় শ্রৌত-সিদ্ধান্তানুসারে ঝুলনের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয় আলোচিত হয়। উৎসবের পঞ্চম দিবস উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী সুললিত হিন্দীভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। ষষ্ঠ দিবস শ্রীবলদেব-আবির্ভাব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ পাঠ-বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজীর সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সহরের বহু বিশিষ্ট সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করেন। উক্ত দুই দিবস প্রায় ২০ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। এতদুপলক্ষে স্থানীয় গৃহস্থভক্তবৃন্দ ও মঠ-সেবকগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

গত ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার স্থানীয় টাউন স্কুলের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত অম্বুজেশ মিত্র এম-এ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ তাঁহার [illegible] বাসভবনে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা ৫॥ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রকৃত গৃহস্থ ও গৃহমেধী ব্যক্তির ভেদ প্রদর্শন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১২ই আগষ্ট গয়ার রেলওয়ে ডাক্তার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী ডি, এম, ও মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার বাসাবাটীতে ভাগবতধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ অবলম্বনে জীব কিপ্রকারে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। পাঠে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি চ্যাটার্জ্জী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বাবু অম্বুজেশ 'মিত্র' এম-এ হেড্-মাষ্টার টাউন স্কুল, ডাক্তার সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী ডি, এম, ও প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান। নতুন বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। কেহ শয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করিব।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ হৃষীকেশ সর্বশিব সর্ব্বণ পৌষ ধ ৪৪২

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভগবদ্বিমুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হন, অবশেষে মানুষ হন। পুণ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ বংশবৃদ্ধির কামনা করে। তাহারা ব্রহ্মার অনুকরণ করিতে গিয়া বংশ-বৃদ্ধি-ব্যাপারে রত হয়। জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়া মাত্রই মায়ায় পতিত হইয়াছে। পাপ ও [illegible] ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জাগতিক হিসাবে লোভনীয় পদ প্রাপ্ত হয়। এই সকলই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের দণ্ডপ্রাপ্তি। কৃষ্ণভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ অতি তুচ্ছ। পতিত জীব এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন।

জীব স্বরূপতঃ আত্মায় পুরুষ বা স্ত্রী নহে। স্ত্রী-পুরুষ প্রকৃতি দেহের পোষাক মাত্র। জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে।

জীব যথার্থ সদ্গুরুর আনুগত্যে ভজন করিলে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। চিৎসেবাফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে কাহারও গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের কোনো রূপে জাগতিক বর্জিত কোনো প্রকারে হইলেও জাগতিক বর্জিত কোনো দেহে থাকেন। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তদশায়, এমন কি, নিত্যমুক্তদিগের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীবমাত্রই প্রথমে ভক্ত হউন, আর অচিরেই ভক্তগণ ভাবরাজ্যে উচ্চ লাভ করুন।

মহাপ্রসাদে ভাল-মন্দ-বুদ্ধি করিতে নাই। মহাপ্রসাদ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি চালান উচিত নয়। যখন যখন-ই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ অথবা তাঁহার কোন নিজজন উহা দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং উহার গ্লানি দূরীকরণই অবতারের কার্য্য। গ্লানিটা কখনই ধর্ম্মের কার্য্য নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ নহেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পদাশ্রয় করিলে জীবের সকল তাপ দূরীভূত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার সেবকগণ নিত্য।

ভগবানের কৃপা এবং সেবকের নিষ্কপট আর্ত্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভজন ও ভজনফল প্রাপ্তি হয়। যাহারা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরা এবং ভাল ভাল দ্রব্য ভোজন করাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহারা ভজনরাজ্য হইতে চিরতরে পতিত হয়।

বৈষ্ণব সাধারণ মানুষ নহেন। বৈষ্ণব বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। দুর্নীতিপরায়ণ লোকের সঙ্গে ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করিলে চলিবে না। বৈষ্ণব নিন্দা সেবা করা উচিত নহে। এঁরা সাংঘাতিক লোক। যদিও বৈষ্ণব এবং বস্তু উচ্চ জগতে অবতীর্ণ হইলে অজ্ঞজনসাধারণের নিকট মানুষের ন্যায় প্রতিভাত হন, তথাপি তাঁহারা কদাপি মানুষ নহেন। বিষ্ণু অবতার বামনদেবকে dwarf মনে করা উচিত নয়।

হংসসেবকগণ মঠে বাস করেন অবশ্যস্বীকার্য্য শাসন স্বীকার না করিলে তাঁহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। জীব নিষ্কপট হইলে যে-কোনও আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারে। বাদ দিলেই জীব সংসারী হয়। [illegible] পরমহংসের গৃহ বৈকুণ্ঠসদৃশ।

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠের সেবা করিতে হইবে, মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না। পরের নিন্দায় নিজের লাভ নাই। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না। ভগবানের লীলাকথামৃতধারা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পন্থা নাই। ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের up-hill work করিতে হইতেছে। বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে বাহ্যিক বাক্যে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হইলেই সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরিসেবা হইতে দূরে সরাইবার যত্ন করিতেছে।

আমার সেব্য কৃষ্ণ নিত্য, আমি নিত্য, আমার সেবা নিত্য। এখানে এই মায়িক জগতে যাহাদের সেবা করা যায়, তাহারা থাকে না—মরিয়া যায়। যে সেবা করে সেও মরিয়া যায়। সুতরাং ঐ সেবাও অনিত্য—নশ্বর। কারণ মৃত্যুর পর আর কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। মাতৃগর্ভে যে তৈয়ারী করিতেছে; যত তৈয়ারী হইলেই তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইরূপ কথা পরজগতে নাই। তথাকার সেবা ক্ষণিক নহে—শেষ হইবারও নহে।

কৃষ্ণ প্রেমময়। তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন, তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। আত্মোদ্দেশ্যে কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনামভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না।

মহাগুরুর দেহকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে নরকে যাইতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেহকে চিন্ময় জানিতে পারিলে আমাদের চিন্ময় দেহ হবে। অপ্রাকৃত-দাস হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত-দাস হইলে—প্রকৃতির সেবা করিলে [illegible]

বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিষ্ণু কি জিনিষ জানিতে হইবে। কৃষ্ণবিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর বিষ্ণুর অনুশীলন করিতে হইবে। কর্ণ বন্ধ রাখিয়া শ্রবণ হয় না। শ্রবণ-প্রভাবে অনর্থগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, তখন আর ভাগবত শুনিতে বসিয়া নিদ্রা আসে না।

ভক্তি ও ভোগ এক জিনিষ নহে। আমরা যখন ভোগের দিকে যাই, তখন শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া পড়ে। শোকেও আমরা ভগবানের করুণা দেখিতে পাই। অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হওয়ার পরিণতি ভগবান্ জানাইয়া দেন। সুতরাং সতর্ক হইয়া ভগবানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।　কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

আমার সবই ভুল

(শ্রীযুক্ত নয়নগোবিন্দ দাসাধিকারী)

আমি আমার জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ে যাহা ধারণা করিয়া রাখিয়াছি তাহাতে আমার ভুল আছে, ইহা মনে করি না, কিন্তু আমাপেক্ষা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার ধারণার মধ্যে ভ্রমপ্রদর্শন করিলে তাহাতে তর্কপথ যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার কথায় আমার পূর্ব্ব ধারণা কিঞ্চিৎ বদলাইয়া যায়। ঐ মীমাংসিত ধারণার মধ্যে কিছু ভুল রহিল কি না, তাহা ভাবিবার অবসর আমার আর থাকে না। অনেক সময় আমার ধারণাটিকে বলবতী করিবার জন্য পশ্চাৎপদ হই না, নানাপ্রকার তর্কজাল সৃষ্টি করিয়া তোলপাড় করিয়া তুলি। কিন্তু ধীরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে প্রকৃত সত্যনিরূপণে আমার যোগ্যতা কতদূর তাহা ধরা পড়ে।

এ জগতের কোন বস্তুতে মাদৃশ বদ্ধজীবের সঠিক ধারণা নাই। তাহার মূল কারণ প্রকৃত সত্যবস্তুতে আমাদের আস্থা নাই। যাহা যাহা প্রাকৃতিক আমাদের নয়নগোচর হয় বা পৃথিবীতে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা সকলই অনিত্য এবং আমরা ঐ অনিত্য বস্তুগুলির প্রতি আবদ্ধ-ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। সেই নামরূপ অনিত্যবস্তুগুলিকে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। যে দেহটিকে "আমি" বলিয়া মনে করিয়াছি, সেই দেহ একদিন কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য হইবে বা উপস্থিত নানা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মাদৃশ জীব উহাতে এতই আসক্ত যে, দেহাভিমানে আমি আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি। দেহকেই "আমি" মনে করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইতেছি এবং এই প্রাকৃত ভোগ-পরায়ণ দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য ভোগের লালসায় জিহ্বা বিস্তার করিয়া জগদ্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে আত্মীয়-স্বজনকে আপনার বলিয়া মনে করিয়াছি তাহারাই বা কে কতটা আমার মঙ্গলকামনা করিতেছে? আমি যেরূপ দেহারামী, ভোগী, হীনদলোলুপ, জড়াসক্ত, অজ্ঞান-মায়া-কামাতুর জীব, আর আমার আত্মীয়-পরিচয়ে পরিচিত যাহারা তাহারাও তদ্রূপ। এই দেহ-গেহাদির প্রতি আসক্ত হওয়ায় আমরা সকলেই বোকারাম। আমাদের ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যাহারা এই ত্রিধাতুনির্ম্মিত দেহে আত্মবুদ্ধি করে, এবং স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনকে আপনার বলিয়া জানে এবং তীর্থে জলবুদ্ধি করে তাহারা গোখর বা গো-তৃণখাদী গর্দ্দভতুল্য।

নিত্য নব নব আশামরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া বিষয়রূপে পথহারা পথিকের ন্যায় মস্তকোপরি প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ, পদনিম্নে তীব্র উত্তপ্ত বালুকারাশির জ্বালাময় স্পর্শে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় সারাজীবন নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বহুবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে আপ্রাণচেষ্টা দেখাইতেছি তাহা কিসের জন্য? এইরূপ নানা প্রকারে কষ্টভোগ করিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম, শত শত মান অপমানের মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাই, শত শত বাসনার ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য নিরন্তর ব্যস্ত থাকি এবং তাহা কিঞ্চিৎ আহরণ করিয়া কখনও একটু শান্তি লাভ করি। আবার কখন কখন বাধাবিঘ্নের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ক্রোধের দাস হইয়া পড়ি। আর চাই লোক আমা পানেতে নিজের ইচ্ছাপূরণ করিতে, কিন্তু সমস্ত বিশ্ববাসী ঐ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হওয়া হেতু আমার কামনা-পূরণে বাধা প্রদান করে। কামের অন্তরালে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ি। আবার যখন কামনার বস্তু আমার নয়নগোচর হয় তখন তাহার প্রতি আসক্তি প্রবল হয়, যখন সেই বস্তু আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিনষ্ট হইয়া যায় তখন শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। বিশেষ প্রকারে শোকগ্রস্ত হইলেও বস্তুর অনিত্যতা দর্শনে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না। মনে হয়, আমার রূপ আছে, পাণ্ডিত্য আছে, ধন আছে, কৌলীন্য আছে, মান আছে, উহার যে কোনটির দ্বারা আমি আবার উহা সংগ্রহ করিব।

ইহাই কি জীবনের গতি হইবে? বিষয়ের মোহে মোহিত হইয়া কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া জগতে বাঁচিয়া থাকাই কি আমার চরম লক্ষ্য হইবে? রিপুগণের এইরূপ চিরস্থায়ী বল দেখিয়া কোনদিন কি বলিতে পারিব না—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

অশেষপ্রকার কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকি এবং তাহা বিভিন্ন উপায়ে পূরণ করিবার পন্থা খুঁজিয়া বেড়াই, অনাদিকালের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবশতঃ কামনারা হতজ্ঞান হইয়া ক্ষুদ্রকল্পনাদের আশায় দেবতাদি পূজা অনুষ্ঠান করিয়া বলি, দেবতাদিগকে নানা উপচার সহ পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া চাহিয়া বলি—ধন, জন, পুত্র, যশ, মান, কুলাদি। কখনও প্রাপ্ত হইলে নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হায়—নিজের মনস্কামনা কতদূর হইল? অতি ক্ষুদ্রকল্পনাদের আশায় কঠোর তপস্যা করিয়া পাইলাম ঐ তুই দিনের ধন, জন, যশ, মান, কুল। ক্ষুদ্র আয়ুকালের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঐ সঞ্চিত বস্তুর সহিত মহাকালের কবলে পতিত হইব, সন্দেহ নাই। নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান না করিয়া অনিত্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইলাম, ত্রিকালসত্য যে স্বরাট্‌ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীরাধামদনমোহন তাঁহার পদসেবা-লালসা হইল কৈ? বহুবাসনা প্রবল হওয়ায় নিত্যবস্তু ভুলিয়া অনিত্যবস্তুতে লোভ হইল!

কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় কখন ধর্ম্মার্থ কামের সাধনায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ধর্ম্মাচরণের দ্বারা পুণ্য, অর্থের দ্বারা সুখভোগ, কামের দ্বারা ইন্দ্রিয়তোষণ হয়। সুতরাং ক্রমশঃ জড়-ভোগেই আমার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা কি ভোগ করিতে পারি? পরন্তু আমরা যাহাকে ভোগ করিতে যাই পরবর্ত্তি-কালে তাহারই দাস হইয়া পড়ি। এইরূপে কামক্রোধাদিরিপুগণের দাস হইয়া পড়িয়াছি এ জগৎ মায়াকারাগার, মায়াকে ভোগ করিতে যাইয়া তাহার দ্বারা প্রতিনিয়তই লাঞ্ছনা পাইতেছি। তবুও আপাতসুখের মোহে জলাশয়বোধে মরীচিকার দিকে ছুটিয়াছি। তাহাতে পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। ভোগেও তৃপ্তি হইতেছে না ও তাহা ত্যাগও করিতে পারিতেছি না। আবার কখন ভোগে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা নাই ভাবিয়া ত্যাগের ভাণ করিয়া বলি; তখন মোক্ষ-কামনাই আমার শেষ পরিণতি হয়। সালোক্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, সারূপ্য এই চতুর্বিধা মুক্তির যে-কোন একটী লাভ করিবার আশায় জগতের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিয়া পঙ্গু হইয়া থাকিব, চিদানন্দানুভূতি হইতে বিমুখ হইয়া আত্মঘাতী হইব। যেমন একটী পুষ্পলোভী বালকবার পুষ্পগুচ্ছ ভোগ করিবার পর পাপ-দাতকে আশার উদ্যমে দেহত্যাগ করে, সেইরূপ আমিও ত্রিতাপ তাড়নে বারংবার

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৯৫ সংখ্যার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভু পারমহংস্য ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরও তাহাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি" ভাবে বর্ণাশ্রম-বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া না যায়, এইজন্য ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রমের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

—এই শ্লোকে কৃষ্ণৈকশরণ-বিচার পরিত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন ঠাকুরের উক্তি নহে। আবার আসুরবর্ণাশ্রমী হইয়া দৈবী সম্পদ্‌ পরিত্যাগ করিবার কথাও ঠাকুর বলেন নাই। দেহ-মন ও তৎসম্পর্কিত বস্তুর সহিত সংস্রব থাকাকালে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্মের বিচার প্রবল থাকে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু "নাহং বিপ্রো" প্রভৃতি শ্লোকে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বিচারে যে জীবস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা হইলেই "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম"—এই বিচারটি অনুসৃত হইতে পারে। শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে বর্ণাশ্রম-বিচারকে সর্ব্বনিম্ন স্থান প্রদান করা হইয়াছে। কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির বাহ্যত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে 'এহ হয়' বলিয়া আদর করিয়াছেন। ক্রমশঃ সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামতত্ত্ব-শিক্ষা তাঁহার শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের বিচার স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। 'হরের্নাম হরের্নাম' শ্লোকে নাম-ভজনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম, শ্রীরূপ-সনাতনাদি পার্ষদবৃন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে আচার্য্য-বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির সেবা করিতে পারিলে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না; ইহাই আমরা সাধুগুরুবাণীতে জানিতে পারি। সেদিন আমার কবে হইবে, যেদিন হরিজনগণের কথা শ্রবণ করিয়া আমার এই মহাকুমতি সংশোধিত হইবে।

ভক্তিবিনোদ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সমস্ত জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের উপদেশ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের অমূল্য ভজনসম্পদ্‌। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার পদাবলী-সমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভজনের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'তৃণাদপি সুনীচেন' 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ঠাকুর বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের অচৈতন্যবিচারে প্রধাবিত হইয়া আত্মবিনাশই বরণ করিতাম। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাও যাহা, শ্রীভক্তিবিনোদ-বিগ্রহও তাহা। তাঁহার আচার, প্রচার ও লেখনীতে সর্ব্বত্রই তিনি শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের কথা জগতের শিক্ষিত ও ভদ্র-সমাজ কেহই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্মে সভ্যমানব সমাজের যে প্রীতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা কেবল তাঁহারই অহৈতুকী দয়া ব্যতীত আর কিছু নহে। কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলা কামক্রীড়াকে লোকে বৈষ্ণবধর্ম বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কর্ম জ্ঞান-যোগাদি হইতে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য বিচার পূর্ব্বক আচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। জীবের স্বরূপ-ধর্মই যে কৃষ্ণদাস্য এবং সেই ধর্মযাজনে যে জাতি-কুলাদির কোন বিচার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তারস্বরে জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব তাঁহার গ্রন্থাদিতে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সারাংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা
কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো
মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের সেবার আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা যাহাতে সেই শিক্ষা-সার অনুসরণ করিতে পারি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট তাহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হউক।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিকপ্রচারকরে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাইতালা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৯নং ওআরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
১১৯নং বাবাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী-গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রজপত্তনগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৬) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
৩০১ নং ডিউটস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৯ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

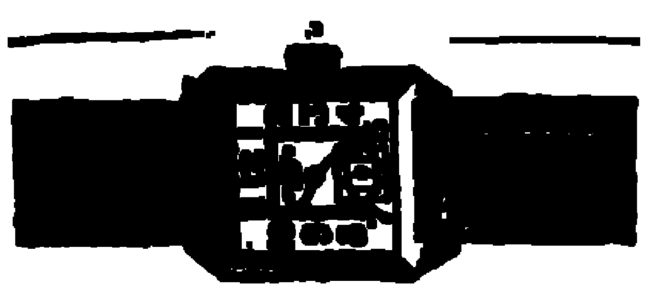

ভীষণ কাণ্ড—বিনামূল্যে ২ ঘড়ী

বাজের বদন বা কাশ্মিরী জরদা ১০ কৌটা মূল্য ৩।০ লইলে যথা—৩৬ ঘণ্টা সময় রক্ষক কলকজা মজবুত দীর্ঘকাল স্থায়ী বহুদিন ব্যবহারেও খারাপ হয় না। গ্যারাণ্টি ৫সন, জাপানী টেবিল টাইমপিস ঘড়ী ১টি ও চেন সহ প্লিন্ট করা ইনক্যাট পকেট ওয়াচ ১টি পাইবেন। মাশুল ৷০ আনা।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং S EC23
পোষ্ট বক্স নং ১২২০৪, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বালাম	৬৷০
দাদখানি	৫৷৷০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
গন্ধকুলশী	৫।০
পাটনাই নতুন	৬৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এফ্রাকের কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গল	৩।৶০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দিকলুলী আতপ	৪।০-৪।৶
ঐ বাজার	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৭৶০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
কুশাকোরন ঐ	৯৲—৯৶০
হার্ডসকোর্ড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজি	৯৲—৯৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫।৶০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৸৶০
পাঞ্জাব	৩৸৶০—৩৸০
যব	৩৸৶০—৩।৸০

ডালের দর

অড়হর	৫৭৲
রামশাল	৫৭৲
মসুরী	৫০৲
ছোলা	৫৫৲
	৬৷৷১০

তার	৫৲
কাবুলে	৭৬৲
হাল্কা পাওয়া	৫১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

তুলার দর

আমেরিকান গোলার কাইন	৫৭০
সিটন আমেরিকান	৫০৲
কবাডি পুরাতন কাইন	৯৩
চাবাগর মাথা	৯৲
ঐ কাইন	৫১০

বেনেতি মসলা

প্রতি মণ

পাকা মরিচ	৭।০
সুপারী বেঙ্গ	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
শুঁঠ খরিদদর	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—৯৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৸৶০
২৪ গেজ—	১১৸৶০
২৬ গেজ—	১২৸৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
পেরেক	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
গ্রেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
প্যাটি কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০ ৬।০ হন্দর
গোল ও চৌ কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন প্লেট, বোলটু ওয়াসার	৬৸০—৭।০
গোল বড় বে-টনকোস ও কর্নকেটের	৭।০
ঐ	৬৸০—৭৸০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের তালমত ৫৶০, গাটের তালমত ৬।০	
তুলার তালমত ৪।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড লোহাপটি, বড়বাজার কলিকাতা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব =

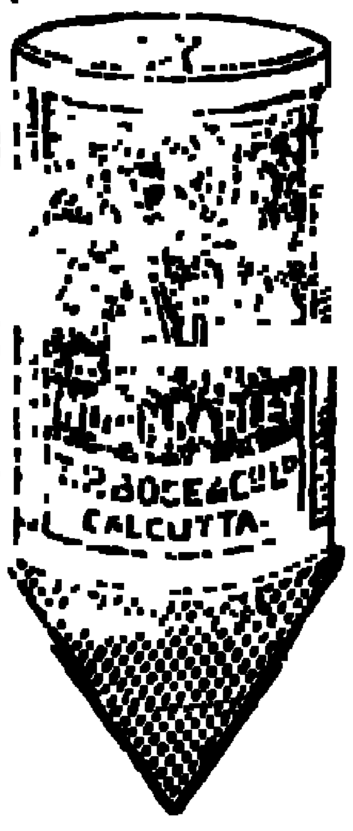

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেশিনে এবং সেই শক্তিমান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতায় প্রস্তুত। ইঁহারই একমাত্র বিশ্বকর্মা দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কে, পি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায়ে ইঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাপার তৈল

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত কার্য শীর্ণকায় রুগ্ন, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। দিতীয় প্রীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার পর্ণ শীর্ণ শরীর কি রকম হয়। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এক মাত্রোষধ !!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, অরুচি, আমাশয়, গ্রহণী, শূলবেদনা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ উৎকট রোগী নিরাময় হইয়াছে।

বড় শিশি ।০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা শ্রাব্য) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিকদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে অবস্থিত। এখান হইতে তাহারা ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৬।০
" সিকি কলম	১৫৲	১৮৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৯৲
এক কলম	৩০৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৫-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২০ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল)ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬-২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫ ২০-৩৭

রাণাঘাট
(গাড়ীবদল) ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭-৩১ ২০-১০
১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২৩

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮-২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই ভাদ্র, ১৩৪৫, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [১৪৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(o)::——

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ভ্রম সংশোধন

গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নীলফামারী কেন্দ্র হইতে ডোমার হাইস্কুলের ১২জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭জন উত্তীর্ণ হয়, এই সংবাদ যথাসময় কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জানিতে পারিয়াছেন, মোট ৯জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে। যে দুইজনের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের নাম শ্রীঃ বিমলপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্বোক্তজন পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং প্রকাশ, পূর্ণেন্দু বাবু পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রায় হইয়াছেন।

——

সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতে চাকুরীর দাবী

শুক্রবার ১৯শে আগষ্ট মিঃ মকবুল হোসেনের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন, যাবতীয় সরকারী অফিসে সাম্প্রদায়িক সংখ্যার অনুপাতে কর্ম্মচারী- নিয়োগ ব্যবস্থা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা

বাঙ্গালী বিহারী সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা এবং মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাহার যে সম্মেলনের আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে যোগদানের জন্য বাঙ্গালী এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুত পি, আর দাস, বিহার মোসলেম স্বতন্ত্র দলের নেতা মিঃ মহম্মদ ইউনাস, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত মথুরা প্রসাদ ও বাঙ্গালী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুত এস এন দত্ত ওয়ার্দ্ধা অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। এই সম্মেলনে বিহারের সরকারী চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা ডোমিসাইলের নিয়মাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালীদের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অন্য কাজে নিযুক্ত থাকায় তিনি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য তাঁহার স্থলে বিহার সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ সহায় এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। তিনি ওয়ার্দ্ধা অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

——

আসামের ছাত্রীদিগকে বৃত্তিদানে বিভ্রাট

এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সুরমা উপত্যকার ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী বলিয়া শিলং লেডি কিন স্কুলের ছাত্রী কুমারী মায়া গুপ্তা ও সিলেট বালিকা হাইস্কুলের ছাত্রী কুমারী মুকুল দত্তকে আসাম সরকার মাসিক ২০৲ টাকার দুইটি বৃত্তি দিয়াছেন। আসাম গেজেটে এই দুই ব্যক্তির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সিলেট বালিকা হাইস্কুলের অন্যতম ছাত্রী কুমারী বীণাপাণি দাস গুপ্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর হইতে তাহার পরীক্ষার নম্বর আনাইয়া জানিতে পারেন যে, তিনিই সুরমা উপত্যকার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বীণাপাণি একটি বৃত্তির অধিকারী হইলেও তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হয় নাই,—বোধ হয় কোন কেরাণীর ভুলেই ইহা ঘটিয়াছে।

বীণাপাণি তাঁহার ক্লাসের সর্ব্বপ্রধানা ছাত্রী ছিলেন। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায়ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাহার অভিভাবক ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন।

——

বিমান দুর্ঘটনায় ১৩জন আরোহী নিহত

জার্ম্মাণীর মার্কো এরোনটিক্যাল ফ্যাক্টরীর একখানা সী-প্লেন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় উহার ১৩ জন আরোহী সকলেই নিহত হইয়াছে। সী প্লেনখানা পরীক্ষামূলক ভাবে উড়িবার চেষ্টা করায় তৎক্ষণাৎ উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। উহার কারণ এখনও জানা যায় নাই। জার্ম্মাণীর পাদ্রী মিঃ চৌপা সপরিবারে নিহত হইয়াছেন।

——

ভিয়েনায় ব্রিটিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার

ভিয়েনা এবং বার্লিনের গেষ্টাপো (গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ) মিঃ কেণ্ড্রিকের গ্রেপ্তার সম্পর্কে কোন বিস্তৃত তথ্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নয়। বলা হইতেছে যে, ডিপ্লোম্যাটিক আলোচনা চলিয়াছে। যথাসময়ে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করা হইবে।

——

ব্যয়-সঙ্কোচের প্রস্তাবে আপত্তি

সিংহল ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনা আরম্ভ হয়। এইবার ব্যয় কমাইবার জন্য তিনটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কলম্বো বিজলী কোম্পানীর বড় সাহেবকে বিদায় করা, বড় বড় পুলিশ কর্ম্মচারীদের বেতন কমান, যে সমস্ত বড় সাহেব চার বৎসর অন্তর বেতন সহ ছুটী পাইয়া থাকেন তাঁহাদের ছুটি পাঁচ বৎসর অন্তর করা ও তাঁহাদিগকে সরকারী খরচে যে জাহাজ ভাড়া দিতে হইবে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া কিন্তু এইসব প্রস্তাব আলোচনার জন্য উত্থাপনের পূর্ব্বেই গবর্ণর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রস্তাবগুলি বাতিল করিয়াছেন।

——

জেরুজালেমের সংবাদ

একরের নিকট বিদ্রোহীদের সহিত এক সংঘর্ষের ফলে একজন বৃটিশ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং একজন বৃটিশ অফিসার ও তিনজন অজ্ঞাত কর্ম্মচারী সামান্য আহত হইয়াছে। তিনটি সৈন্য-বাহিনী বিমানের সাহায্যে এক বিরাট বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। গ্রামবাসীরা বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করে। বিমানবাহীরা বলিতেছে যে, ১৩জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে। যাহারা ভূমি হইতে গুলি চালাইয়াছে তাহাদের হাতেও অনেক হতাহত হইয়াছে।

জাফায় এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে আট বৎসর বয়স্ক একটি ইহুদী বালক এবং তাহার বার বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

একরের সংগ্রামের ফলে দুইজন বৃটিশ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং একজন বৃটিশ অফিসার ও ৭জন অজ্ঞাত পদস্থ কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। বিদ্রোহী পক্ষে অনেক নিহত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১ THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পত্রের প্রবন্ধ ও রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণব	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮। প্রাকৃত-আদর্শ	।০
১৯। তত্ত্ববিবেক	।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি	।৵০
২২ ভজন-রহস্য	।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
(অবাঁধা)	১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষ্য	
২৭। দুঃসঙ্গিনীকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ)ঃ	
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ	।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০। দীপ-বিম্ব-দর্পণ	৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ	
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	৴০
৪১। গীতাবলী	৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক	৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা সারার্থবর্ষিণী	।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪। ভক্তস্তবম্	।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ	৴০
৬৭। সারাংশদর্শনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ	।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০। নামভজন	৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি	।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স	।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৭৬। দি ভাগবত	।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১। সাধন-পথ	।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩। গীতাবলী	৴০
৮৪। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ { ১২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৩শে আগষ্ট ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ১৪১৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::০::—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ১৪।৮।৩৮ তাং রবিবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। পারায়ণাদিও পূর্ব্ববৎ হয়।

অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিপাদগণকে অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারের চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ কীর্ত্তন করেন। অন্য দিন অপেক্ষা এইদিবস লোক বেশী হইয়াছিল। আকাশও নির্ম্মল ছিল।

রাত্রে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ উপাখ্যান হিন্দীভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৫।৮।৩৮ তারিখ সোমবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।

বৈকালে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ইষ্টগোষ্ঠী করেন

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডি-

শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ "বাঙ্গালার পরিমার্জনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সন্ধ্যার পর বাগবাজার ঘাটে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১৬।৮।৩৮ তারিখে মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নের ১২টা হইতে ২।টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করেন। তৎপরে ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু হরিকথা বলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সম্বন্ধ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে" গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শয়নারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। ঐ দিবস বিভিন্নস্থান হইতে বহু গৃহস্থভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গৃহপ্রবেশ

শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাব-দিবস বলদেব-নিত্যানন্দাভিন্ন গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর শুভেচ্ছায় ও তাঁহার আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিধারীজীউকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত ভক্তবৈষ্ণবগণের পশ্চাদনুসরণে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু পরিবারবর্গ সহ কলিকাতায় তাঁহার নবনির্ম্মিত সুরম্য ভবনে "গৃহপ্রবেশ" কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

এতদুপলক্ষে উক্ত ভবনে প্রাতঃ ৯ ঘটিকা হইতে [illegible] গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব এবং প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও শরণাগতি হইতে বহু গীতি কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীপাদ সাগর মহারাজ 'গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ' সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

— —

ময়মনসিংহে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তিবিভাবোপলক্ষে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও তাঁহার কৃপাদেশ অনুসারে উক্ত মঠে দেড়মাসব্যাপী সংকীর্ত্তনমহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন ... বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে।

গত ১৩।৮।৩৮ শনিবার ও ১৪।৮।৩৮ তারিখ রবিবার দিবসদ্বয় মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ বন্ধুবর 'ভক্তশাস্ত্রী' মহোদয় যথাক্রমে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও [illegible] নিরূপণ" এবং "বেদান্ত ও ভক্তিবিজ্ঞান সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" সম্বন্ধে ৯টী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভক্তমহিলাগণের সমাগম হইয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নদীয়াপ্রকাশ ২রা ভাদ্র (১৩৪৫) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে "শ্রীরামচন্দ্রের শুদ্ধ সেবালাভ করিয়াছিলেন" অংশের পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ সংশোধিত পাঠ হইবে—

"দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভ করিয়াছিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শন করিয়া মধুররসের উদ্দেশ লাভ করিয়া সাধনসিদ্ধ গোপীরূপে গোপীপুরে জন্মলাভ করিয়া অভিসারাদির ন্যায় বৃন্দাবনলীলা করিয়াছিলেন।"

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান। নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। কেহ শয়তানের হস্তে পতিয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করিব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

---

১২ হৃষীকেশ ৪৪৭ গৌরাব্দ, ৩০ পৌষ ১৩৪২

সংখ্যা না রাখিয়াও মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

অনেকে মনে করেন, মহামন্ত্র কেবল মাত্র জপ্য, ইহা কীর্ত্তনীয় নহে। কিন্তু ঐরূপ মনঃকল্পিত ধারণা অমাত্মক। মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই শাস্ত্রসম্মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন সম্বন্ধে আদেশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সকল সময়েই সর্ব্বতোভাবে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়। মহাপ্রভুর এই আদেশ ও ঠাকুর হরিদাসের উচ্চ কীর্ত্তনের কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় এ কথা না হয় আমরা স্বীকার করিলাম, কিন্তু উহা কেবল সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তনযোগ্য। সংখ্যা না রাখিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার কথা দেখা যায় না। কীর্ত্তন বাধাপ্রদানকারী ঐ সকল ব্যক্তির এইরূপ যুক্তির বৃথা কুতর্ক উঠাইবার কারণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেই আমরা উহার সদুত্তর পাইয়া থাকি। শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং নবদ্বীপবাসী নাগরিকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—"কহিলুঁ এই মহামন্ত্র।
কৃষ্ণ নাম জপ বই না বলিহ আর॥"
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩।৭৫-৭৯)

এখানে শ্রীমহাপ্রভু সংখ্যা রাখিয়া এবং অসংখ্যাত কীর্ত্তন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। নির্ব্বন্ধ করিয়া অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া জপের কথা; কিন্তু কীর্ত্তনে কোন বিধি নাই। সর্ব্বক্ষণ বলিতে হইবে, অপর কোন বিধি নাই, অর্থাৎ শ্রীহরিনাম সংখ্যা পূর্ব্বক জপ যেরূপ করিতে হইবে, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনও তেমনি করিতে হইবে। 'জপ' ও 'সর্ব্বক্ষণ বল' এই দুইটী বাক্য দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কেবলমাত্র জপই যদি শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে 'নির্ব্বন্ধ সহকারে জপ কর' এই উপদেশ দিয়া আবার 'সর্ব্বক্ষণ বল, ইহাতে কোন বিধি নাই' এইরূপ বলিবার প্রয়োজন হইত না। তাহা ছাড়া শ্রীমহাপ্রভু 'দশের করিয়া দশে পাঁচে মিলিয়া হাতে তালি দিয়া নাগরিকগণকে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার আদেশও দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু স্থানে এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনের কথা উপদেশ করিয়াছেন। এ সকল কথা ১২শ বর্ষ নদীয়া-প্রকাশের ১৪৭ ও ১৪৮ সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণেও আমরা দেখিতে পাই,—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা
ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলা-পূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

'রটনা' শব্দের অর্থ ঘোষণা অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রচার। 'হেলয়া' শব্দের দ্বারা সংখ্যার নির্ব্বন্ধ না থাকিলেও—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং হরিনাম মহামন্ত্র যে 'নির্ব্বন্ধের সহিত কীর্ত্তন, সংখ্যা না রাখিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন, মানসিক জপ—সর্ব্বভাবে নিরন্তর সেবনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নাম বলিতে একমাত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম মহামন্ত্রই বলিতে হইবে জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে 'হরে কৃষ্ণ' এই শ্লোকের পর লিখিত আছে,—

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥ [?]
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

(শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি)

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

বিশ্ব ও ভগবদাবির্ভাব

(প্রাপ্ত)

পরমকরুণাময় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছাক্রমে মায়াশক্তি দ্বারা রচিত এই বিশ্ব তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের ক্ষেত্র নহে। মায়াসংস্পর্শযুক্ত এই বিশ্ব অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। সেইজন্য কোন প্রকারেই নিত্যসুখবোধহীন ভগবানের অনন্ত অখণ্ড লীলাবিলাসের যোগ্য হইতে পারে না। তথাপি ভগবানের একটী অদ্ভুত ইচ্ছা দেখা যায় যে, জগতের ক্লেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন না, কেবলমাত্র তাহাই নহে, উজ্জ্বলরস-সমানন্দ বিতরণের জন্য সর্ব্বদা উদার হইয়া থাকেন। এ আনন্দ জীবের ধারণার অতীত বলিয়া বন্ধ বলিয়া জীব কখনই তাহার প্রার্থী হয় না; আধ্যাত্মিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণই তাহার নিকট চরম প্রাপ্য বলিয়া মনে হয় এবং সে তাহাই চায়। ভগবান্ তথাপি কেবল ক্লেশনাশের পরিসমাপ্তিতে তৃপ্ত না হইয়া নিজের আস্বাদনীয় আনন্দ জগতে দান করিয়া থাকেন। বেদপুরাণমুখে তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান-বাক্য রহিয়াছে—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর", সেই সঙ্গে "সম্ভবামি যুগে যুগে" তাঁহার এই শ্রীমুখবাক্যও 'স্বপ্রতিজ্ঞা-রূপে বিরাজিত আছে। সাধারণতঃ এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, যদি প্রাকৃতগোচর নাই হন, তাহা হইলে [illegible] হইয়াও অপ্রাকৃত থাকেন কি প্রকারে? শ্রীব্যাসগুরু ইহার সমাধান করিয়াছেন, "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ" এই বাক্যের দ্বারা।

শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন না, অপ্রাকৃত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বিলাসক্ষেত্রসমূহ প্রপঞ্চে অবতরণ করান। প্রশ্ন হইতে পারে—ইহাতে অপ্রাকৃত ধামই কি প্রাকৃত-গোচর হন? ভগবান্ যখন প্রকটিত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না তখন আর তাঁহার ধামকে অবতীর্ণ করাইবার প্রয়োজন কি? ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বাণীতে ইহার সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা পাই—

প্রকাশয় চিন্তামণি, চিদানন্দ রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
জীবে 'দয়া পূর্ণ', চিৎস্থ কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি করিল প্রকাশ॥

ভগবান্ তাঁহার স্বতন্ত্র করুণাগুণের বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীধাম-চিন্তামণিকে জগতে প্রকট করেন। কিন্তু লৌহ যেরূপ চিন্তামণির স্পর্শমাত্র করিয়া স্বর্ণ না হয় তদ্রূপ সে চিন্তামণি-স্পর্শের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন-বৃন্দ - উদিত না হইলে জীবদের অবতরণের প্রয়োজনীয়তা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীধামও প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া প্রপঞ্চান্তর্ভুক্ত হন না। আমাদের দৃষ্টিতে প্রপঞ্চের অন্তর্গত মনে হইলেও বস্তু লীলাবিশিষ্ট জগৎ কখনই অনন্ত অখণ্ড ধামের আধার হইতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীধাম তাঁহার নিত্যস্বরূপেই বিরাজিত থাকেন। ভৌম বৃন্দাবন গোলোকোপরিস্থিত বৃন্দাবন হইতে ভিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন নহে। একই ধাম প্রকট ও অপ্রকটলীলার উপযোগিরূপে বর্ত্তমান। আমরা স্থান-কাল-পাত্রাদির সীমায় আবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে যাই বলিয়া তাঁহাকে প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত মনে করি, কিন্তু শ্রীধামস্বরূপাভিজ্ঞের শ্রীমুখে শুনিতে পাই—

মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি ভরে দেখি তাহা চিন্ময় ভবন॥

শ্রীধাম অবতীর্ণ হইয়া একটা মায়ার জাল সৃষ্টি করিয়া আপনার উপর আবরণ দিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ চক্ষুর্দ্বয় লইয়া আমরা যখন দৃষ্টিপাত করি তখন ঐ জালই দেখি এবং ঐ জাল প্রপঞ্চ; তজ্জন্য ধামকে খণ্ড দেশ কালের অন্তর্গত দেখি। জাল সরিয়া গেলে আর তাহাকে পরিমাণে ক্ষুদ্র স্থান—ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ মৃন্ময়, কীটাদি-উপদ্রুত, কালের প্রভাবাধীন বলিয়া দেখি না তখন জানি সুবিশাল, অপরিমেয় এবং চিন্ময়।

শ্রীভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সহিত তাঁহার শ্রীনাম ও অনন্ত গুণসমূহ প্রকটিত হন। তাঁহার লীলাও তাঁহার সহিত অভিন্ন। লীলার সংক্রান্ত পরিকর-সমন্বিত হইয়া পরিকর ও ধামও প্রকটিত হন।

পঞ্চরূপ শ্রীভগবান্ পঞ্চরূপে জীবের অনুভূতির বিষয় হন। অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর। অর্চ্চা ও অন্তর্যামীর অবতরণ আমরা বুঝিতে পারি না, জড়বিশ্ব এবং বদ্ধজীবের হৃদয়ই অর্চ্চা ও অন্তর্যামীর আধার বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বের অভ্যন্তরেই তাঁহাদের স্বাভাবিক অধিষ্ঠান বলিয়া মনে করি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অর্চ্চা এবং পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অন্তর্যামীর অনুভূতি আমরা পাইয়া থাকি। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় ও শাস্ত্র হইতে অর্চ্চা এবং শাস্ত্র ও সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা অন্তর্যামীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত বৈভবস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। অপরোক্ষ জ্ঞান বলিতে বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি-মূলক জ্ঞান বুঝায়। বস্তুর জ্ঞান পাইতে হইলে কেবল নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে হয় না, বস্তুর অপেক্ষা

দর্শিত হয়। আমার ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করিতে পারে বস্তুকে তাহাই জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম, বস্তুটী প্রকৃত প্রস্তাবে কি, তাহা জানিবার প্রতি লক্ষ্য নাই, আমার ইন্দ্রিয়ের ধারণাই যথেষ্ট এইপ্রকার বিচার প্রত্যক্ষ। সেখানে বস্তুর পরিচয় পাইবার একটী বাহ্য অভিনয় দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে নিজের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ধারণাই লক্ষ্যের বিষয়—বস্তুজ্ঞান নহে। পরোক্ষ জ্ঞানে নিজের ধারণায় সন্তুষ্ট না হইয়া অপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বা সমষ্টির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণাই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। এখানেও বস্তুজ্ঞানের আপাতসন্ধান দেখা গেলেও বস্তুতঃ বস্তুর সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। অপরোক্ষজ্ঞানে বস্তুর পরিচয় লক্ষ্যের বিষয় হয়। বস্তুর ধারণামাত্র অপরোক্ষজ্ঞানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; তিনি বস্তুর সত্তাপরিচয়ের অনুভূতি চান। সে অনুভূতি আমার অথবা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বা সমষ্টির মনীষার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে। বস্তুর জ্ঞান অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি আমার বা অপরের ইন্দ্রিয় কি ধারণা করিতে পারে কেবল তাহাই দেখেন না, পরন্তু বস্তুটীর প্রকৃত অবস্থান কি, তাহাই জানিতে চান সত্য, কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানী বস্তুর পরিচয় 'ইন্দ্রিয়জাত ধারণা নহে' এইটুকু মাত্রই বিচার করেন। এজন্য বস্তুর অতীন্দ্রিয় পর্য্যন্ত তাহার বিচার পৌঁছিতে পারে। কেবলমাত্র অধোক্ষজ বিচার বা বস্তুসত্তার যথার্থ জ্ঞান বস্তুর নিকট হইতে পাওয়ার নামই বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান।

এই অধোক্ষজ জ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীভগবানের বৈভবস্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি। বৈভবদর্শনে অবতারের স্রষ্টা ও অন্তর্যামী হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে দেখিতে পাই। স্রষ্টা ও অন্তর্যামীর অবতরণ বোধ না, কারণ তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান বিশ্বের অভ্যন্তরে বলিয়া জানি, কিন্তু বৈভব বিশ্বাতীত—তিনি বিশ্বে অবতরণ করেন। অধোক্ষজ জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় আমরা পুরুষাবতারের অনুভূতি পাইতে চেষ্টা করি। এই অধোক্ষজজ্ঞানের সহিত অপরোক্ষজ্ঞান মিশ্রিত থাকে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষজ্ঞানের যে সকল বস্তু আমাদের স্থূল বা সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় তাহার কারণ, নিয়ন্তা বা পালকরূপে ভগবানের অনুভূতিমাত্র পাইতে চাই, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ দেখিতে পাই না।

বিশ্বের কারণ, নিয়ন্তা বা পালকরূপে যখনই ভগবান্ আমাদের সান্নিধ্য স্বীকার করেন, তখনই তাঁহার অবতরণ জানিতে হইবে। কারণ, তাঁহার অবস্থান-ভূমিতে মায়ার অভিজ্ঞতাতে কোন অনুভূতিই নাই। কাজেই পরস্বরূপে মায়িক বিশ্বের সহিত কারণ, পালক বা নিয়ন্তৃস্বরূপে কোন সম্বন্ধ তাঁহার থাকিতে পারে না। অতএব তাঁহার অবস্থান-ভূমিকা হইতে অবতরণ করিয়াই বিশ্বের পাতা বা নিয়ন্তা বলিয়া অনুভূত হন। এই অপরোক্ষমিশ্র জ্ঞানে ভগবানের ভগবত্তা আমাদের অধিক উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাঁহার ঈশ্বরত্বই অনুভব করি। বস্তু বা অচিৎ হইতে শ্রেষ্ঠত্বই ঈশ্বরত্ব বা ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ভগবত্তা-দর্শনে ভগবানের সেবাতত্ত্ব ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সমন্বিত-রূপে প্রতিভাত হন, কেবল অচিৎ হইতে শ্রেষ্ঠত্বমাত্র নহেন। চিদ্বৈভব অথবা অণুচিৎ জীব স্বরূপাবস্থায় তাঁহাকে প্রভুরূপে পাইয়া থাকেন। অচিৎ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া অচিৎ বস্তুর সম্বন্ধ বাদ দিয়া ঈশ্বরত্ব হয় না। কিন্তু ভগবানের ব্যক্তিত্বই ভগবত্তার প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ব্যক্তিত্বকে অঙ্গী করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি বা ঈশ্বরত্ব আছে। ভগবান্ কেবল অচিৎ হইতে শ্রেষ্ঠ বা অচিতের অতীত নহেন, চিদ্বিগ্রহ-বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্বযুক্ত। ঈশ্বরদর্শনে ভগবানের স্বতঃকর্তৃত্ব অপেক্ষা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনত্ব ও বাধ্যবাধীনত্বই আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হয়।

ভগবান্ তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ধারণ করিয়াই বিশ্বে অবতরণ করিতে পারেন ইহা এই অবস্থায় বুঝিতে পারি না। প্রাকৃত হইয়াও স্বপ্নে লিপ্ত হন না, ইহা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বলিয়া জানিলেও তিনি যে তাঁহার স্ব-স্বরূপে শ্রীবিগ্রহ লইয়াই প্রকটিত হইতে পারেন, একথা চিন্তা করিতে গেলে ভয় আসিয়া পড়ে যে, তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের হানি হইবে। তাঁহার নিত্যস্বরূপবোধক বা বৈকুণ্ঠধাম অনিত্য, দুঃখপ্রদ, খণ্ডদেশে প্রকাশিত হইলে, উহা যে অনিত্যাদি দোষযুক্ত বিশ্বের অতীত বস্তু, তাহা কিরূপে প্রতিভাত হইবে? ভগবান্ যখন জীবের নিকট আসিবেন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ধারণ করিয়া আসিবেন না, পরমাত্মা বা অন্তর্যামিরূপে স্বীয় অনুভূতি প্রকাশ করাইবেন। বিগ্রহ ধারণ করিলেই মায়া মিশাইয়া আসিতে হইবে। এরূপ বিচারে ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় না, তাঁহাকে নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। যখনই আমরা তাঁহার কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, তখনই মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদি অবতাররূপে ভগবানের বৈভবস্বরূপ লক্ষ্য করি। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ লইয়াই তিনি তাঁহার অবস্থানভূমি হইতে অবতরণ করিতে পারেন, এরূপ ক্ষমতা ভগবানের আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদি অবতারগণ ভগবানের বৈভবস্বরূপে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনাদি কার্য্যের জন্য স্বীয় ধাম হইতে অবতরণ করেন বলিয়া জানি। এখানে অধোক্ষজের পূর্ণ দর্শন আমরা পাই না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্যক্ দর্শন হয়, কিন্তু বীর্য্য বা শক্তি বা কর্তৃত্বপরিচালনক্ষমতা সমগ্র দর্শন হয় না। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভক্তগণ আমাদের নিকট খণ্ডদেশে খণ্ডকালের মধ্যে বৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত হন। শ্রীবিগ্রহের নিত্য অবস্থানভূমি শ্রীধাম আমাদের উপলব্ধির বিষয় হন না বলিয়া বিশ্বে শ্রীবিগ্রহের নিত্যস্থিতি বা নিত্যসত্তা প্রকাশিত হয় না। বৈভবাবতারে ভগবানের নিত্যধামসহ আবির্ভাব আমরা জানিতে পারি না, কেবলমাত্র তাঁহার স্বীয় শ্রীবিগ্রহের অবতরণই দর্শন করি। তন্মধ্যেই শ্রীবিগ্রহের প্রথম প্রকাশ। ধাম আবির্ভূত না হইলে অবতারলীলার সম্পূর্ণতা প্রকাশিত হয় না।

অধোক্ষজসত্তাই আবির্ভূত হন। মৎস্যাদি বিভূতিগ্রহণ অধোক্ষজবস্তু বলিয়াই তাঁহাদের অবতরণরূপ স্বতঃকর্তৃত্বের পরিচালন দেখা যায়। তাঁহাদের আবির্ভাবের কারণ-রূপে আমরা বিশ্বের দুঃখনিবারণ ও শাস্ত্র বিধান দেখিতে পাই। এই কারণ দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা স্বাধীনের স্বচ্ছন্দতা হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। কিন্তু এই দুঃখ দূর বা শাস্ত্রবিধান করাইতে অবতার-গণকে কেহ বাধ্য করিতে পারে না, তাঁহারা স্বেচ্ছাবশে করিয়া থাকেন। মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ স্বীয় লীলাবিলাস প্রকাশ না করিয়া কেবল ভূভারহরণাদি লীলাপ্রকাশ করেন। ঐ ভারহরণাদি কার্য্য শেষ হইলে বিশ্ব তাঁহার লীলাসংস্পর্শশূন্য হইল বলিয়া মনে হয়, তিনি কেবলমাত্র ভক্তের হৃদয়ে এবং অর্চ্চারূপে প্রকাশিত থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ ধাম বা পরতত্ত্ব যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহাদের লীলাবিলাস প্রাসাদের জন্য ধামও প্রকাশিত হন। ভগবানের প্রকটলীলার উপযোগী, লীলার অনুস্বরূপ তাঁহার ধাম নিত্যই প্রপঞ্চে বিরাজিত থাকেন। ধামের অপ্রাকৃতরূপে লীলাবিলাসযুক্ত ভগবান্ বিশ্বের গোচরীভূত না হইলেও সম্বন্ধযুক্ত ধামে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। হিরণ্যকশিপু বিনাশ ও প্রহ্লাদের রক্ষা বা শাস্ত্রবিধান-কার্য্য না থাকিলে প্রপঞ্চে নৃসিংহদেবের লীলার অধিষ্ঠান কাহারও উপলব্ধি হয় না। পরব্যোম শ্রীনারায়ণ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন না। তিনি ঐশ্বর্য্যপ্রকাশবিগ্রহ। প্রপঞ্চে তাঁহার প্রকটলীলার উপযোগী ধাম প্রকাশিত হইতে পারে না—তাহাতে ঐশ্বর্য্যের বাধা হয়। বৃহ বা পর বস্তুর অবতরণে ভগবানের লীলাবিলাসী সঙ্কর্ষণ বা বলদেব আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবমাত্রেই লীলার আধার বা ধাম প্রকাশিত হন। প্রপঞ্চে যখন ধাম বিরাজিত থাকেন তখন ঐধামে ভগবানের লীলাও নিত্য বিরাজিত আছে জানিতে হইবে। ভগবানের এই নরলীলা তাঁহারই স্বরূপ, সুতরাং বিশ্বের সহিত তাঁহার সংশ্রব নাই। ভগবানের ইচ্ছাতেই প্রপঞ্চাবতীর্ণ ধামে তাঁহার লীলা কখনও প্রকট কখনও অপ্রকটরূপে অবস্থিত থাকেন। পরস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন বেষ্টিত বৃহের অবতার। শ্রীরামচন্দ্রে আমরা সমগ্র লীলাপ্রকাশের সহিত আবির্ভাব দর্শন করি। শ্রীরামচন্দ্র বৃহস্বরূপ হইয়াও জগতে বৈভবাবতাররূপে প্রকটিত। এইজন্য দুষ্টদমনাদি তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিষয়রূপে দেখা যায়। দ্বারকায় পরব্যোম বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি বৃহচ্চতুষ্টয়রূপে বিরাজিত আছেন। তবে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্নাদির মধ্যে দুষ্টদমনাদি প্রধান বিষয়রূপে পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধকরে পলায়িত অর্থাৎ অধর্ম্মরূপ রাক্ষস-গণের বিনষ্টা নহেন, এইরূপভাবেও দর্শন করি। ইহাতে তাঁহার বৃহলীলার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

অপরোক্ষ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও বৈভবের সামান্য অংশ অনুভব করিতে পারে। প্রকৃত বৈভবস্বরূপ এবং বৃহ ও পর দর্শন একমাত্র অধোক্ষজজ্ঞান দ্বারাই হয়। ভগবানের সর্ব্বস্বতা-দর্শনই প্রকৃত বৈভবদর্শন। তাহার সহিত ভগবানের স্বতঃকর্তৃত্ব উপলব্ধি হইলে অধোক্ষজ দর্শন হয়। তিনি তাঁহার সকল শক্তিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার ঈশিতার পূর্ণতা প্রকাশ পায়, বিশ্বে অবতরণ করিলে ঈশ্বরত্বের হানি হয় না। অধোক্ষজের লীলা আছে। কর্তৃত্ব পরিচালনা করাই বিলাস। এই বিলাসে কর্তৃত্বের প্রাধান্য বা নিরঙ্কুশতার আধিক্য দেখা যায়। যেখানে ভগবান্ কেবল বিলাসপর দেখা যায় সেইখানেই অপ্রাকৃত দর্শন। অপ্রাকৃত দর্শনে ভগবানের স্বতঃকর্তৃত্ব পরিচালনায় কখনও নিরঙ্কুশতার অভাব ঘটিতে দেখা যায়। কারণ তাহাতে বিলাসের পুষ্টি হয়।

(ক্রমশঃ)

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রেস আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয় গৌড়ীয়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩। যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

১ রমণা রোড, গয়া

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১১১৮ রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ. পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেনশারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালাম হিল্ ডিং বোম্বে ৭

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বানশালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বহুপল্লা, গঞ্জাম

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুতুবপুর, পোঃ চিনকুড়া, (বগুড়া)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩০১ নং শিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন্সরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নং চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
বাদশা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাকারের কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৷৵০

পাটের দর

আসামে—

নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

চিনির দর

জাভা, চিনি	১০।৵০
বঙ্গিপুর ১০০০ নং	১০৵০
কাশীপুরী দানা	৯।
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর দাদ	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫৷৵
ঐ বাঁশফুল	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৪।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৬৵০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৭।০—৭৷৵০
কলিকাতার ঐ	৭৲—৭৵০
লাইসেন্স ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৭৲—৭৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
পালাই	১৸৵০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
রাজগঞ্জ	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
বর্ধমান	৪৫৲
পাবনা	৩৪।০৲

তার

কাঁচুলো	৩৬৲
ঘাঁটা গাঁথা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ নইবা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

সূতার দর

আমেরিকান কাটিন	৫৪৲
সিঙ্গল আমেরিকান	৫০৲
কর্পাস সুতার কাটিন	৪০৲
হাঁসাই তাঁতা	৫৫৲
ঐ কাটিন	৫১৲

বেনেতি মশলা

	প্রতি মণ
পাতলা সাগু	৮।০
সুপারী মেদী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷০
গুটি খয়ের	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸০—৮।০
ঐ টাটা ষ্টেন্ডেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১।০
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸০
পীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বার্বিড)	১০।০
গ্রেট কাটিং বা স্লিট কাটা মণ	৬।০—৬৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, নাটের	৬৸০—৭।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	৭।০
রড	৬৸০—৭৸০

নূতন ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩।০

চটকলের চালনা ৫৵০, পাটের চালনা ৬।০

ভূষার চালনা ৪।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।ঃ০ঃ।—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র! বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও সেবনখরচ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিনা প্রচার প্রচারিত সংবাদপত্র কাগজ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত লেখাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহু দিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাশাস্ত্রবিৎ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রমালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থটি অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'র সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৮টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ শীঘ্রই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩১৷১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪৷০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	২০৲
এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

শনিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৩৬ ২২ ২৬

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪ ২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮ ১০ ১০ ৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯ ৪ ১৯-৫৮ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭ ৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৯ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৫৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২ ১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৯
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৭

কৃষ্ণনগর ৩ ৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৫৮ ১৯-১১
৭ ২০ ৯-১৬ ১১ ৪১
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২ ২১ ১৬-৫৫ ১৯ ২৫ ২০-৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০ ১০
(গাড়ীবদল) ১১ ০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১৩-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-২

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৭-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৩

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬

ফোনঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'
শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই ভাদ্র, ১৩৪৫, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৮, বুধবার [১৫০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

ভীষণ সঙ্কট

বিস্তৃত প্লাবন এবং তাহার ফলে একটা দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গলার ২৬টী জেলার অবস্থা কমবেশী নিদারুণ।

স্থানীয় বৃষ্টি ছাড়াও হিমালয়ে অতিবৃষ্টির ফলে একদিকে আসাম ভাসাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলার রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা প্লাবিত করিয়াছে। অপর দিকে গঙ্গা নদী বিহার ভাসাইয়া বাংলার মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া প্লাবিত করিয়াছে। আত্রাই ও তিস্তা প্রভৃতি নদীগুলি মধ্য বঙ্গও ডুবাইয়া বড় নদীগুলিকে আরও উদ্দাম করিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বন্যা আসিয়া পড়ায় পাট ও আউস গিয়াছে, তাহাছাড়া লোকের ঘর বাড়ী ডুবাইয়া লোককে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে। বিপদ আরো বাড়াইয়াছে ঋণ-সালিশী-বোর্ডের প্রতিক্রিয়া। মহাজনেরা ঋণ দেওয়া কারবার বন্ধ করিয়াছে বলিলেই হয়। ফসল না হইলে যাহারা বিপদের জন্য না ছুটিয়া মহাজনের কাছে হাত পাতিত, এবার তাহাদের সে পথও বন্ধ।

——

নীলগিরি রাজ্যে সত্যাগ্রহ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুত বাবু হরেকৃষ্ণ মহাতাব ও পলিটিক্যাল এজেন্টের মধ্যে নীলগিরি সত্যাগ্রহ সম্পর্কে মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। রাজা সাহেব প্রজামণ্ডলীর সভাপতি শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মহান্তিকে প্রজামণ্ডলীর দাবীসমূহ জানাইতে বলিয়াছেন। বিভিন্ন দাবীর মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তি, নূতন আইন প্রত্যাহার, বেগার প্রথা বন্ধ, জনপ্রতিনিধি-মূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং গাঁওতিয়াদের উপর খাজনা হ্রাস অন্যতম। প্রজামণ্ডলীর সভাবৃন্দ এবং শ্রীযুত মহাতাব নীলগিরির রাজা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপরোক্ত দাবীগুলি তাঁহার নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

——

আউলের কৃষকগণের দুঃস্থ দুর্দ্দশা

উড়িষ্যা সরকারের প্রচার-বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত ইস্তাহার খানি প্রকাশিত হইয়াছে,—

"শ্রীযুত নবকৃষ্ণ চৌধুরী, ডাঃ ব্রজনাথ মিশ্র শ্রীযুত মহাদেব দাস, শ্রীযুত কেলু রাউত ও মুন্সী উজির আলিকে লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধিদল আউলের প্রজাগণের পক্ষ হইতে সেক্রেটারিয়েটে প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারের সময় রাজস্ব-সচিব, বিচার বিভাগের মন্ত্রী, চীফ্ সেক্রেটারী ও কটকের কলেক্টারও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রীর নিকট এইরূপ বলেন যে, আউল বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার ফলে গত ১১ বৎসর ঐ অঞ্চলের প্রায় ৩০হাজার একর জমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং উহাতে কোন ফসলাদি হয় না, তথাপি জমিদারগণ ঐ সকল জমির জন্য বলপ্রয়োগ দ্বারা সার্টিফিকেট জারি করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেছেন। প্রতিনিধিদল আরও বলেন যে, জমিদারগণ প্রজাদের উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে বহু ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলাও দায়ের করিয়াছেন। প্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঐ বিষয় আলোচনা করেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দেন যে, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে এবং যেখানে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইবে সেখানে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত আইন ও অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

বিহার জুডিশিয়াল সার্ভিস

বিহার প্রাদেশিক জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশনের অধিবেশনে প্রাদেশিক সার্ভিস হইতে হাইকোর্টে অন্ততঃ একজন জজ নিযুক্ত করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ১৮৬১ সালের হাইকোর্ট আইন উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঐ আইন অনুযায়ী অন্যূন পাঁচ বৎসর সাব-জজের কাজ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকে হাইকোর্টে জজ নিয়োগ করা চলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে জজ নিয়োগের প্রথা বহুদিন প্রচলিত আছে।

জিলা ও দায়রা জজ পদে অন্যূন শতকরা পঞ্চাশজন প্রাদেশিক সার্ভিস হইতে মনোনীত করিবার মুন্সেফের বেতন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বেতন অপেক্ষা অন্ততঃ ৫০্ টাকা হারে অধিক দিবার এবং সাব-জজের উচ্চতম বেতন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চতম বেতন অপেক্ষা অন্যূন একশত টাকা অধিক নির্দ্ধারণ করিবার দাবী জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

——

ব্রহ্মদেশের দাঙ্গা সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুট-তরাজ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতের অধিবাসীরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং অবিলম্বে শান্তি স্থাপন, যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই শান্তিতে বসবাস করিতে পারে তজ্জন্য স্থায়ী মিটমাটের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইতে বলিতেছে। মুসলিম লীগ দলের মিঃ আবদুল হাকিম খাঁ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজাগোপালাচারী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া বলেন যে, এ সম্পর্কে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট শান্তি প্রতিষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়ায় তিনি তাঁহাদের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এ পর্য্যন্ত হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই, ইহাতেই ব্যাপার গুরুত্ব বোঝা যাইতেছে। তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
তাহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গল্পকথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄।
৪৬। অর্চ্চনকল্প ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভগবৎকথায় বা মায়াবাদিশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যান্বিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারসংগ্রহনির্ণয়ম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ।৵০
৭৩। পাইক অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৯। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনরাপ্চার্ড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ | ১৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫২, ৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ২৪শে আগষ্ট ইং ১৯৩৮, বুধবার | ১৫০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব

গত ৬ই আগষ্ট (১৯৩৮) শনিবার হইতে ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব অতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবোপলক্ষে প্রত্যহ ঊষঃ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগারাত্রিক, ভক্তিগ্রন্থাবলী আলোচনা, শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃবৃন্দের পরিপ্রশ্নের উত্তর ও সদাচার উপদেশ, সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পতিতপাবনব্রহ্মচারী শাস্ত্রিকাব্যতীর্থ বেদপন্থী যাবৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ঝুলন দর্শন করিবার যোগ্যতা কাহার? গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় কি? প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দররূপে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকট কীর্ত্তন করেন। ঝুলনের চতুর্থ ও পঞ্চম দিবস সন্ধ্যায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক হিন্দি "ভাগবত" পত্রের সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী কলিযুগ-পাবনাবতারী যুগধর্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস, যাহা জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই রসরাজশ্রীর আস্বাদনে দান করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রভৃতি কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। পরিশেষে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। এই উৎসবে বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সিংহ এম, এ, বি এল মহোদয় ঝুলনোৎসব ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ১৭।৮।৩৮ তারিখ বুধবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ সেবানন্দ প্রভুর মূলগায়কত্বে কীর্ত্তন ও পরিক্রমা হয়। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও কর্ম্ম ও জ্ঞান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ গোপাল দাস অধিকারী কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু রাত্রি যাবৎ হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীমঠে সমাগত হইতে থাকেন।

গত ১৮।৮।৩৮ তাং বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ সেবানন্দ প্রভুর মূলগায়কত্বে শ্রীধামের পরিক্রমা হয়। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রাতে ৫॥০ হইতে ৬॥০ পর্য্যন্ত হরিকথা বলেন।

অপরাহ্নে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ইষ্টগোষ্ঠী করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু "শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও মধুস্বাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু কীর্ত্তন করেন।

রাত্রি ৭॥০টার সময়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে ২৫নং আনন্দ পালিত রোডে, (কৈলাসচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় ভবনে) শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার 'সম্বোধন'র উপদেশক পাঠান্তে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ১॥০ ঘণ্টাকাল শাস্ত্রযুক্তিমূলে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল।

ডাঃ হরিমোহন ঘোষ, শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ বি-এল (কাউন্সিলার), শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মল্লিক, জমিদার শ্রীযুত কেদারনাথ ঘোষ, প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট, ডাঃ প্রবোধ কুমার সরকার এম্-বি, শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এল, শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষ, সহকারী সম্পাদক এ, এইচ, বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মুখার্জ্জি এম্ আলিপুরকোর্ট, শ্রীযুত নিত্যগোপাল ব্যানার্জ্জী বি-এল, সেক্রেটারী কে, এইচ বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীযুত সুপ্রকাশ সরকার বি এল, সেক্রেটারী ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দে জমিদার, শ্রীযুত হরিপদ বসু, শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু জমিদার, শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ দে বি-এ, জমিদার ইত্যাদি।

সাধুসঙ্গ সাধুসেব সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান। নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। কেহ শয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত আরম্ভ করিব।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ হৃষীকেশ ভৃঃ শ্রীনবদ্বীপ গৌরাব্দ ৪৬২

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবান্ স্বপ্রকাশ-বস্তু। তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি যখন কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার দর্শন পাইতে পারেন। যেমন ভগবানের দর্শন লাভ, তাঁহার দর্শন পাইলে জীবের সকলে প্রাপ্য ফল বা পরমানন্দ লাভ হইয়া যায়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-দেবের কৃপা ব্যতীত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্পূর্ণভাবে adjusted না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না। সেইজন্য গুরুদেবকে স্বয়ং বৃন্দাবনের কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিয়া থাকেন।

'সত্যকাম কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
'ণগুরুর সেবা করে অন্তর্য্য না হঞা॥

বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-দেবকী বা শচী-জগন্নাথ আমাদের শ্রীগুরুদেব গৌরকৃষ্ণের মাতা পিতামাতা। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত গৌরকৃষ্ণের কৃপা-লাভ অসম্ভব। যশোদা ও নন্দ শচী ও জগন্নাথ। শচী ও জগন্নাথ এই দম্পতির মধ্যে অদিতি ও কশ্যপ, কৌশল্যা ও দশরথ, পৃশ্নি ও সুতপা প্রভৃতি রহিয়াছেন। গৌরের নিত্য পিতামাতা এই শচী জগন্নাথ শুদ্ধভক্তগণের আচরণের মূল পথ-প্রদর্শক গুরুরূপে পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয় শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীধাম শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবকেরই কর্তব্য, অপরের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র।

নবদ্বীপে বসেৎ যস্তু করে ভক্ত ব্রজস্থিতিঃ।
নবদ্বীপবাসরহিত দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্॥
(নবদ্বীপশতকম্)

যাঁহারা গৌরবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এবং গুরুপ্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত অনুগত তাঁহারাই কৃষ্ণসেবা লাভের যোগ্য। আর যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেব ও চৈতন্য-নামভজনগণকে অবহেলা করেন, মৎসরতাবশে যাঁহারা তাঁহাদের সেবায় উন্মুখতা প্রদর্শন না করেন, সেই গুরুগৌরবিমুখ ভাগ্যহীন জনগণ পাপিষ্ঠ ও দুষ্ট-প্রেতসদৃশ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী দুষ্টগণ॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

দেবকী ও শচীদেবী মুক্তি-শ্রী বিশুদ্ধভক্তি-স্বরূপিণী। আমরা শাস্ত্রে দেবকীর গর্ভে ছয়টী অসুরের প্রবেশ এবং গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শচীদেবীর উপর্যুপরি আটটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের মৃত্যুর কথা শুনিতে পাই। এই কথা শুনিয়া অনেক সংশয়ী ব্যক্তিগণ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, প্রাকৃত মানুষীর ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বরূপা শচী-দেবকীর গর্ভে ষড়্গর্ভ নামক অসুর ও কন্যা-বর্গদেশন এই কন্যার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থ-দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন,—"সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ যেমন বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, দেবকীতে ষড়্গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশও তদ্রূপই।"

দেবকীর ষড়্গর্ভ বিনাশ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তির অবস্থান। সেই শুদ্ধভক্তের মধ্যে সময় বিষয়-ভোগ আনুষঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান থাকে। তখন স্মরণে 'হায়! আমি এই সকল বিষয় ভোগ করিয়া সংসারান্ধকূপে নিমজ্জিত হইব"—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগ-বাসনা ক্রমশঃ কালক্রমে বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবাময়ী ভক্তি বর্দ্ধিতা হইতে থাকেন। ভক্তি বৃদ্ধি হইতে হইতে রূপ-গুণ-লীলা-বারিধি ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন। মরীচির ছয়টী পুত্রের পদ-স্পর্শাদি মনোভোগ্য ছয়টী বিষয়। অতএব যেমন কালক্রমে ষড়্বিধ বিষয়-রূপী মূল, বংশই সেইরূপ দেবকীগর্ভজাত ষড়্গর্ভ নামক অসুরের বধ। বিষয়-নিবৃত্তি হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্গুণ-পরিচর্য্যাবিষয়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, দেবকীতেও তদ্রূপ ষড়্গর্ভ নামক অসুর বিনষ্ট হইবার পর সপ্তমগর্ভে বিষয়, শয্যা, আসনাদিরূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব। প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়।"

কৃষ্ণলীলায় যেরূপ দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট ছয়টী অসুরের বিনাশের পর বলদেব ও কৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা শুনা যায়, গৌর-লীলায়ও সেইরূপ শচীদেবীর একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যু, তৎপরে নবমগর্ভে বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশমগর্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ের কথা শুনিতে পাই। অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে আবদ্ধ থাকাকালে শুদ্ধসত্ত্ব-জীবাত্মস্বরূপের উদয় হয় না। এই অষ্ট প্রকৃতি বিনষ্ট প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে অন্তর্দ্ধান গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় বিগত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব জীবাত্মস্বরূপ ও তৎসহচর পরমাত্মার উদয় হয়। সঙ্কর্ষণ স্বরূপ বিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেবা পরতত্ত্ব স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন, অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবাত্মা শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখী অন্তরাত্মা অর্থাৎ সেবক-অভিমানে সেবাবিগ্রহ গুরুরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেবাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করেন।

শ্রীভগবান্ প্রথমে মহাভাগবতগণের শুদ্ধচিত্তরূপ শ্রীবসুদেবে উদিত হইয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হন। শচী-জগন্নাথ নিত্যানন্দ ভগবৎ-পার্ষদ। তাঁহাদের দেহাদি সবই শুদ্ধসত্ত্বময়। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের আবির্ভাব। প্রাকৃত রক্তমাংসময় দেহ ও পুরুষের কামক্রিয়া ও গর্ভের ন্যায় শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও মহা অপরাধ। সেবোন্মুখ চক্ষে বিচার করিলেই শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভ-সঞ্চারের কথা উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীভগবানের অপর নাম মুকুন্দ ও কেশব। মু = মুক্তি সুখ, কু = কুৎসিত যাহা হইতে এইরূপ অর্থবশতঃ 'মুকু'পদে প্রেমানন্দ, তাহা দান করেন যিনি, তিনিই মুকুন্দ। কেশব – 'ক'পদে ব্রহ্মা ও 'ঈশ'-পদে মহাদেব। যিনি নিজ মহিমা দ্বারা এই দুইজনকে ব্যাপ্ত করেন, তিনিই কেশব। অথবা ঐ দুইজন যাঁহার সেবকরূপে বর্ত্তমান, এই অর্থে 'অস্ত্যর্থে' 'ব' প্রত্যয় করিয়া কেশব শব্দ নিষ্পন্ন।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া করা বৈষ্ণবের একটী স্বভাব। যাহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সমস্ত সময় বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 'জীবে-দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন' ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা-প্রচার করিয়াছেন। জীবে-দয়া এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব সম্বন্ধে, ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া, না মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতি দয়া করিতে হয়।

ক্লেশ তিন প্রকার অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ, লিঙ্গ-দেহনিষ্ঠ ও স্থূলদেহনিষ্ঠ। আত্মজ্ঞান-বন্ধনজনিত স্বরূপ ভ্রষ্ট আত্মনিষ্ঠ- ক্লেশ। তাহাতেই জীবের স্বরূপ যে দাস্য, তাহার বিস্মৃতি। ইহাই জীবের মূল ক্লেশ। যিনি কৃষ্ণোন্মুখ জীব, তিনি এই সকল ক্লেশ হইতে ক্রমশঃ শিথিলবন্ধন হইয়া কৃষ্ণানুশীলনসুখ ভোগ করিতে থাকেন। নিজের যত সুবিধা হইতে থাকে, তিনি অন্যান্য দুষ্ট জীবের দুঃখে ততই আর্দ্র হইতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করেন, "আর কেন অন্য জীব-সকল ক্লেশ সহ্যে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। আমি তাঁহাদের ত্রিবিধ ক্লেশের অপনোদন করিতে যত্ন করিব।" তখন তিনি নিজ কার্য্য না থাকিলেও সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণনামে রুচি উৎপাদনের যত্ন করিয়া থাকেন। এইটীই বৈষ্ণবের স্বভাব।

জীবের ভাগোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের জগতস্থ জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থানে স্থূলশরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সেস্থলে বৈষ্ণবতা নাই। যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিছু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সব কার্য্য দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।

মধ্যমাধিকারী বা উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইলে এই জীবে দয়া প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের এ প্রবৃত্তি প্রবলে থাকে না। বৈষ্ণবকৃপায় যখন কনিষ্ঠের লোপ হয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি বৈষ্ণব-পদবাচ্য হন

এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে দয়া অত্যন্ত প্রবল।

ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বৈষ্ণবসেবাকে বিদ্যার্থী মধ্যে গণ্য করিবেন। যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না; কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলেই চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে বিশুদ্ধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। স্বাভাবিকী উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

বিশ্ব ও ভগবদাবির্ভাব

(২)

অধোক্ষজই লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার লীলা হইতে তাঁহাকে ভিন্ন করিলে তাঁহার অধোক্ষজত্ব আর থাকে না। স্বতঃকর্তৃত্ব পরিচালনাই অধোক্ষজত্ব এবং তাহার বিলাস। সেজন্য যখন তাঁহার আবির্ভাব-লীলা করিবার ইচ্ছা হয় তখন সে ইচ্ছা কেবল মাত্র শ্রীবিগ্রহের অবতরণদ্বারে পর্য্যবসিত হয় না। যাঁর শ্রীবিগ্রহকে ভক্ত দর্শন করিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া আবির্ভাবদ্বারাকে স্বতঃকর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করেন। অধোক্ষজ স্বতঃকর্তৃত্ব-প্রধান বলিয়া মথুরায় চতুর্ভুজ বিগ্রহ অলঙ্কারাদি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের স্বতঃপ্রকাশমান অবস্থা না দেখাইয়াই প্রকটিত হইয়াছেন। উহার জন্ম কাহারও দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জন্মদান করিতে পারে এবং তাহার জন্য তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অন্যের অপেক্ষা করিতে হইবে এরূপ চিন্তাস্রোতের অবসর দেন নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত ভূমিকার বিলাসই মুখ্য বলিয়া ভগবান্ নিতাই যশোমতী কর্তৃক প্রসূত এবং ব্রজবাসীর পালকত্বে বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

অধোক্ষজ দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলে আমরা আর পরস্পর সন্ধান পাই না, পূর্ণভাবে বৈষ্ণব দর্শন করিতে পারি না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির বিচার যুক্ত করিয়া যাহা তত্ত্ব আমরা ব্যাপক, কিন্তু অন্তর্যামীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে থাকি। পুরুষাবতারকে বিলাসযুক্ত সেবাবিগ্রহরূপে না দেখিয়া অন্তর্যামী পুরুষরূপে প্রথমে দর্শন করিতে যাই। কিন্তু অন্তর্যামীর বিশেষ দর্শন করিতে না পারিয়া "[illegible]" এই বাক্যানুসারী তাঁহার বিগ্রহ-দর্শনে একেবারেই বঞ্চিত হইয়া পড়ি। তখন বিরাট্ ব্যাপক সত্তাই আমার একমাত্র অনুসন্ধেয় হইয়া থাকে। এই অনুভূতি এই বিশ্বের। ভগবান্ বিশ্বাতীত, কাজেই ঐরূপ অসংবদ্ধ ধারণা যদি ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া ভগবদ্ভক্তিমুখিনী না হয় তাহা হইলে অর্চ্চামূর্ত্তি—যাহা আমাদের ধারণায় জগদাদির প্রাকৃতমাত্র, বিশ্বে একমাত্র ভগবানের প্রকাশ বলিয়া জানি, তদতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারি না।

অধোক্ষজবস্তুরই জন্মগ্রহণ করিবার মত স্বতঃকর্তৃত্ব-পরিচালন-ক্ষমতা আছে। অধোক্ষজবস্তু বিলাসী। বিলাসভূমিকাই ধাম। তাহা জাগতিক কোন ক্ষেত্র-বিশেষ নহে। অধোক্ষজের প্রকটলীলাবিলাস-ভূমিকাই প্রপঞ্চাবতীর্ণ ধাম। তাহা অপ্রকটলীলাবিলাসভূমি হইতে অভিন্ন। জীবের সেবকসত্তা নিত্য প্রসিদ্ধ। বলদেবের কৃপায় মায়িক সত্ত্ব আবরণ দূর হইলেও চিদ্বিগ্রহে তাহার সেব্য প্রকাশ হয়। অধোক্ষজ-জ্ঞান বা ভগবৎ-প্রকাশের উপলব্ধিকরণ জ্ঞানকে শাস্ত্র বাসুদেব বলেন।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং
ত্বন্তর্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

এই জ্ঞানের প্রকাশই—জীবের হৃদয়ে সেবারূপে বা সেব্যরূপে ভগবানের প্রকাশ। সেব্যরূপে তাঁহার প্রকাশ হইলে ভগবানের সেবার সঙ্গী ক্রিয়াশক্তি বা হ্লাদিনীর কৃপায় সেবা ইচ্ছা উদিত হয়। তখনই ভগবানের বিলাস অর্থাৎ পরস্বরূপের অধোক্ষজত্বের সহিত অপ্রাকৃত দর্শন হয়। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ"। "সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়"। জীবের সেবকসত্তা নিত্যই থাকে, তাহার আবরণ দূর হইলে চিৎ ও ভগবত্তত্ত্বসংক্রান্ত জ্ঞান এবং সেবারূপ আনন্দের আবির্ভাব হয়। বলদেব সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। তিনি সেবক ও আশ্রয় দিলে অর্থাৎ ভক্তগণসাহচর্য্য এই সম্বন্ধ স্ফূর্ত্তি করিয়া দিলে [illegible] যুগলস্বরূপে কৃপা করেন; ভগবান্ চিদ্ধাম বা সেব্য অস্তিত্ব প্রকাশ করেন, শুদ্ধসত্ত্বে সেব্য অস্তিত্ব প্রকাশ পাইলে জীব সম্বন্ধ-জ্ঞানাশ্রয়ে শুদ্ধ বিচারপরায়ণ হন—চৈতন্য হন এবং ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি কৃপা করিয়া সেবার প্রেরণা দান করেন; তখন জীব অভিধেয় যাজন করিয়া প্রয়োজনলাভে অধিকারী হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে দুইটী অবতার বা আবির্ভাবের কথা পাই। শ্রীনাম এবং শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহকে তিনি কেবল প্রাকৃত জনের ভগবদুপলব্ধির অর্চ্চারূপে উল্লেখ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভভাব-ভাবিত হৃদয়ে যে শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করেন, সেই শ্রীমূর্ত্তিই বা ভগবান্ তাঁহার প্রেষ্ঠজনের জন্যই বিগ্রহরূপে বাহিরে প্রকটিত হন। শ্রীনামও সেইরূপে শব্দাকারে প্রকটিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

নিজজনে কৃপা করি, নামরূপে অবতরি
জীবে দয়া করিলে অপার।

নিজজনের জন্য নামরূপে অবতরণ করেন, পরে জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন। পরন্তু বিশ্বের দুঃখ মোচন বা ধর্ম্মস্থাপন বা অধর্ম্মবিনাশের জন্য নহে। যখন পরব্রহ্ম নামের অনুশীলনমুখে শ্রীবিগ্রহসেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অচিদ্বিশ্ব জ্ঞান হইতে ছুটী পাই। তখন একই অবিরুদ্ধ বিষ্ণুরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ আশ্রয় সত্তারূপে স্থায়ী বলিয়া বুঝি হয়। বিশ্ব ভগবদাবির্ভাবের ক্ষেত্র নহে। ভগবান্ নিজজনের সহিত লীলা করিবার জন্য বিশ্বে ধাম যথাবিধি সহ প্রকাশিত আছেন। কখনও প্রকটলীলা বিস্তার করেন, আর কখনও তাঁহার লীলা জগতের নিকট অপ্রকট থাকে। ভক্তের হৃদয় এবং ভক্তের সেবাবিগ্রহের স্বরূপও বিশ্বান্তর্গত নহে; উহা বৃন্দাবন। ভগবান্ যখন প্রকটলীলা করেন, তখনও ভক্তগণ তাঁহার চরিত্রগুণাদিশ্রবণে জগজ্জীবকে করুণা করিতে ইচ্ছুক হন বলিয়াই তিনি ভক্তেচ্ছাপূরণকল্পে স্বীয় প্রকাশ দ্বারা অযাচিতভাবে দয়া বিতরণ করেন। বিশ্বে অবস্থিত জীব-কীট আমাদের ভগবানের আবির্ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে তাঁহার নিজজনের কৃপা ছাড়া অন্য গতি নাই। অবতারী স্বয়ং ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বা গৌরসুন্দরের সকল লীলাই অচিৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।" শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা আবির্ভাব যদি বিশ্ববাসী জীবের হৃদয়ে নিত্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অবস্থান বা জাগরণ বৃথা হইয়া পড়ে। সর্ব্বক্ষণ বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জন্ম শুদ্ধ বা ধাম হইলেই ভগবদাবির্ভাব হইবে। ধাম বা চিদালোকে [illegible] দূর হইলেও শ্বেতদ্বীপ ও নবদ্বীপে, গোলোক ও গোকুলে আবির্ভাব দৃষ্ট হইবে। তখনই "জন্ম গৃহ" গোলোকের মথুরাপুরীর ধ্যান এবং ভক্তগুরুসম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে লীলা-নিকেতনের যোগ্যতা পাইতে পারি।

সাধুর স্বভাব

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারী)

চন্দনে পুনঃ পুনঃ করিয়া ঘর্ষণ।
সুগন্ধ হরিতে তার নারে কোন জন॥
তথাপি স্বভাব তার জগতে বিদিত।
চারিপাশে চতুর্দ্দিক করে আমোদিত॥
সেই মত সজ্জনের গুণ সমুদয়।
হরিতে চাহিলে তার কোটি গুণ হয়॥
তাহার প্রমাণ সাক্ষ্য ভারত বর্ণনে।
পাণ্ডবের যশঃ যথা কৌরব শাসনে॥
ইক্ষুদণ্ড পুনঃ পুনঃ খণ্ড খণ্ড করি।
মিষ্টতার কেহ নাহি নিতে পারে হরি॥
তথাপি স্বভাব তার হইয়া পেষিত।
করে দান সুমধুর জগতে বিদিত॥
সেইরূপ সাধুজন পাপী নিস্তারণে।
পরের অনিষ্ট চিন্তা করে না জীবনে॥
তার সাক্ষী প্রেমদাতা নিত্যানন্দ-লীলা।
শুনিলে করুণা যাঁর দ্রব হয় শিলা॥
দগ্ধ করি পুনঃ পুনঃ অনলে কাঞ্চন।
বিবর্ণ করিতে কেহ নারে কদাচন॥
উজ্জ্বলতা বাড়ে তাঁর অনলে দহিয়া।
দিব্য বর্ণ ধরে স্বর্ণ উত্তাপ সহিয়া॥
নিষ্পিষ্ট করিয়া ভক্তে বাৎসল্য অনলে।
বিবর্ণ করিতে নারে দুর্জ্জন সকলে॥
তবু শোভা বাড়ে কোটিগুণ পরম শোভন।
যথা ভক্ত হরিদাস প্রহ্লাদ-চরণ॥
সাধুর জীবন রত পর উপকারে।
পরদুঃখে কাঁদে তাঁর হৃদি অশ্রুধারে॥
পর উপকারে সহে অপমান ক্লেশ।
পর সুখ তরে তাকে বান্ধব বিশেষ॥
পর অত্যাচারে সাধু স্বভাব না ত্যজে।
পর অত্যাচারে সাধু অসতে না মজে॥
প্রাণান্তেও নাহি ত্যজে ভক্তিসদাচার।
প্রাণান্তেও নাহি ছাড়ে গুরুপাদাশ্রয়॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নভাণ্ডার
ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৸০, ২য় —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০, ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ঈশোদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ শ্রীগৌর-সুন্দর, শ্রীগৌর...সেবাপূজা আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫
কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আসনে শ্রীমঠ হইতে। সাপ্তাহিক পত্র, সজ্জন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিস্ট পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
এখানে গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউগাছা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াতীর্থ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটি পোঃ জাগীর, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বালিয়াটি-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ওকরোড দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বৃন্দা রোড গয়া

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
১১২নং রামাপুরা, বেনারস সিটি

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ. পি)

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কেশীঘাট, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমসম্পুট-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনপীঠ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাসন
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাসন
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাসন
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—ফেরোজপুর,
পোঃ কোটকপুরা, জেলা ফরিদকোট (পাঞ্জাব)

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কুইন্‌স রোড, নিউ দিল্লী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বম্বে (বোম্বে ৭)

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌররাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা

(৫২) কাকিনাড়া-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌর-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারী সেবা

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ,
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
(৫৬) লীলাবৃ

(৫৭) সচ্চিদ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কটকেশ্বর, পুরী

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাসপাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬০) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়-প্রচার-মন্দির
পোঃ কভুরু, মাদ্রাজ

(৬১) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬২) অমারি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমারি, মেদিনীপুর

(৬৩) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (ঢাকা)

(৬৪) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাঙ্গামাটি (বর্দ্ধমান)

(৬৫) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমারহাটা, পোঃ চিরহাটা, (মালদহ)

(৬৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাসন
৩০১ নং ডেইলস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৭) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, আর্লসকোর্ট
ক্র্যামটন, লণ্ডন, ইং ৫

(৬৮) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

(৬৯) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৪৯ চাটার্জ্জি লেন
ডিউরেন্ট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৭ই আগষ্ট ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	বাজার দর
বালাম	৬৷৹
ঝাঁকা চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানি	৫৷৹
বাঁকতুলসী	৪৷৹
বাদশা নতুন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵৹

পাটের দর

[illegible]—	[illegible]
[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪১৷৹
[illegible] বস্তার দর—	৪১৲

চিনির দর

চিনি, টাইপ	১০৷৵৹
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০৵৹
[illegible] সাদা	৯।
[illegible]পুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
[illegible]পুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
গিনির দর	৩৪৷৹
[illegible]	২২৲
চাঁদির বার	৫২০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪৷৹
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵৹

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵৹
[illegible] ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
[illegible]	৬৲—৬৵৹
[illegible] (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
[illegible] নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
[illegible] (এস)	৫৲—৫৷৹
[illegible] (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
[illegible] নং (৩)	২৷৹—২৷৵৹
[illegible]	১৷৵৹—১৸৹
[illegible]	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪৷৹৲

[illegible]	৪৲
কাবুলে	৩৬৲
মাজা পাথরা	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	

সূতের দর

আমেদ সোনার কাটন	৫৪৲
[illegible]	৭৲
[illegible]	৪১৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

	প্রতি মণ
পাকা সাত	৬৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	৭৷৹
[illegible]	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৭।৮।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
গোলার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৹—১০৲
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸৹—৮৷৹
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১১৷৹
২৬ গেজ—	১২৸৹
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵৹
২৪ গেজ—	১১৸৵৹
২৬ গেজ—	১২৸৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৸৹
শীস	৷৵১০—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
[illegible] কাটা মণ	৬৷৹—৬৸৹
[illegible] ১—১ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল ও [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
[illegible]	৬৸৹—৭৷৹
[illegible]	৭৷৹
[illegible]	৬৸৹—৭৸৹
[illegible] ২৫৲	[illegible] ২৩৷৹

[illegible] ৫৵৹, [illegible] ৬৷৹
[illegible] ৪৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] ঘাট [illegible], বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। [illegible] সুন্দর [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ টাকা [illegible]। [illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার [illegible]। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] কি না। মূল্য ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৵৹ [illegible]। [illegible]।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আকরস্থানীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মতের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঢাকা নগরে সংস্থিত। এখান হইতে তাঁহারা ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(*):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ./৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

———

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

আপ

রবিবার ভিন্ন

কলিকাতা ৪-৩৬ ৫-৩৬ ৭-৩৬ ১২-৩৬ ১৪-৩৬ ১৫-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৩৬ ২২ ২

রাণাঘাট
পৌঃ ৬-১১ ৮-৫০ ১৪-২৩ ১৫ ৪১
(বদল) ছাঃ ৬-২৬ ৯-৩৩ ১৪-৫০ ১৫-৫৬

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ৭-১ ৮-১০ ১০-৮ ১৫ ২৩ ১৬ ৩০ ১৭-২৮ ১৯-৪ ১৯-৫৮ ১-:
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০ ৮

নবদ্বীপঘাট ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ৯-৩৬

শান্তিপুর
পৌঃ ১১-৪২
(বদল) ছাঃ ১২-১৫

কৃষ্ণনগর
পৌঃ ১২-৫৬
ছাঃ ১৩-২২

নবদ্বীপঘাট ১৪-৯

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ৫-৪৫ ৯-২৫ ১১-৩৫ ১৬-০ ১৮-৩৮

কৃষ্ণনগর ৩-৩৬ ৬ ২৩ ১০-৩ ১২-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১১
৭-২০ ৯-১৬ ১১-৫১ ২০-
(গাড়ীবদল) (রবিবার ভিন্ন) ১০-১১ ১২-২১ ১৬-৫৬ ১৯ ২৫

রাণাঘাট ১০-৪৬ ১২-৫৬ ১৭ ৩১ ২০-১০
(গাড়ীবদল) ১১-০ ১৩-৬ ১৭-৪১ ২০-৪৬

কলিকাতা ৬-১১ ৯-২০ ১১-৫৬ ১২-৬ ১৪-১১ ১৪-৫৬ ১৯-৬ ২২-৬ ২৩-

(শান্তিপুর হইয়া)

কৃষ্ণনগর ১৩-১৪ ১৭-১০

শান্তিপুর ১৩-৫৫ ১৭-৫১
(বদল) ১৪-০ ১৮-১

কৃষ্ণনগর ১৮ ২৭
(বদল) ১৮-৪৬

কলিকাতা ১৬-১৬ ২০-৬